ভূমিকা

এই ভূমিকা অর্থে পুস্তক আরম্ভের পূর্ব্বে পুস্তকের কিঞ্চিত ও স্বয়ং গ্রন্থকারের কিঞ্চিৎ আত্ম-পরিচয় প্রদান—আর কিছুই নহে। পুস্তকের সৌন্দর্য্য বর্দ্ধনার্থেই হউক কিম্বা অন্য কোনও উদ্দেশ্য সিদ্ধির নিমিত্তই হউক ইহা লেখা হইয়া থাকে, তাহাই আমাকেও একটু লিখিতে হইল, কিন্তু আড়ম্বর করিয়া লিখিবার আমার কিছুই নাই। নিজের ঘোল কেহ টক বলে না, যদি দশজনে ভাল বলেন তবেই ভাল, নচেৎ যতই বকিয়া মর না কেন—কেহ কর্ণপাত করিবেন না। হোমিওপ্যাথি বিষয়টি অতি সুক্ষ, অতি—জটিল ও অতি—বিস্তীর্ণ। ইহাতে বিনা পুস্তকে প্রায় একটি দিনও চিকিৎসা সম্পন্ন হয় না, যাঁহার যতই অভিজ্ঞতা থাকুক না কেন— পুঁথির পাতা উল্টাইতেই হয়। যাহাতে নূতন শিক্ষার্থী হইতে প্রবীণতম চিকিৎসকেরও প্রয়োজনে আসিতে পারে, তজ্জন্য অন্যুন চারি বৎসরকাল প্রানান্ত পরিশ্রম করিয়া বিশেষ যত্ন সহকারে সরল ভাষায়, অধিকাংশই নিজের ব্যবহৃত ঔষধগুলি সন্নিবেশিত ও বহুপুস্তকের সারতত্ত্ব গ্রহণ করিয়া ভগবানের অনুগ্রহে এই পুস্তকখানি সঙ্কলন করিতে সমর্থ হইয়াছি

"মেটিরিয়া মেডিকা" হোমিওপ্যাথি শিক্ষার সোপান; পূর্ব্বেই বলিয়াছি ইহা অতি জটিল ও অতি বিস্তীর্ণ, ইহাতে একটি ঔষধের সহিত অন্যটির এত নিকট সাদৃশ্য যে, প্রকৃত ঔষধটি বাছিয়া লইতে প্রায়ই ভুল হইয়া পড়ে; তজ্জন্য—চরিত্রগত লক্ষণ, বিশেষ লক্ষণ, মানসিক লক্ষণ, রোগের বৃদ্ধি, উপশম, কোনটি প্রথমাবস্থায় ও কোনটি পরবর্ত্তী অবস্থার ঔষধ, পুঙ্খানুপুঙ্খ পর্য্যবেক্ষণ দ্বারা ঔষধ-লক্ষণের প্রভেদ বিচার করিয়া বিশেষ সাবধানতার সহিত একটি ঔষধ নির্ব্বাচন করিতে হয়। যিনি এই প্রণালী অবলম্বন করেন, তিনিই সাফল্য লাভ করিয়া চিকিৎসাক্ষেত্রে অতুল আনন্দ উপভোগ এবং সুখ্যাতি অর্জ্জন করেন। এই পুস্তকে উক্ত সমুদয় বিষয়গুলির বর্ণনা করিতে সাধ্যমত চেষ্টা করিয়াছি, তদ্ভিন্ন কতকগুলি বিষয়—যেগুলি প্র্যাক্টিস, থেরাপিউটিক্স ও অর্গাননের অন্তর্ভূত, ইহাতে তাহারও কিছু কিছু বর্ণিত হইয়াছে; এখন জানি না আমার চেষ্টা কতদূর ফলবতী হইবে। তবে ইহা পাঠে যদি দুই একজনও সুফল পান, আমি নিজেকে কৃতার্থ জ্ঞান করিব। চিকিৎসক সাধারণের দাস, তাহার শুভ চেষ্টায় উৎসাহ বর্দ্ধন করা সকলেরই কর্ত্তব্য এবং সেই ভরসাতেই এই পুস্তকখানি সাধারণের করে অর্পণ করিতেছি, এখন তাঁহারাই ইহার শুভাশুভের দায়ী, আর দায়ী—আমাদের "ঠাকুর"।

সদৃশ বিধানাচার্য্য মহাত্মা হ্যানিমান ও যাঁহারা আমার পথ-প্রদর্শক ও পৃষ্ঠপোষক এবং শিক্ষক তাঁহাদিগকে প্রথমেই ভক্তিভাবে নমস্কার করি।

সর্ব্বশাস্ত্র বিশারদ মহাপুরুষ ৺আনন্দচন্দ্র তত্ত্বনিধি, যিনি ৺কালীঘাট ধামে অবস্থানকালীন বাৎসল্যস্নেহে চিকিৎসা বিষয়ে আমাকে বহুবিধ শিক্ষা দান করিতেন, যিনি এখন অমর ধামে অমর, যাহার দেবরূপ আমার গ্রন্থের প্রত্যেক বর্ণের ভিতর যেন বিরাজিত, সেই দেবতার উদ্দেশ্যে প্রণাম করি, আর প্রার্থনা করি—তাঁহার আশীর্ব্বাদে যেন এই পুস্তকের দ্বারা নর-জগতের প্রভূত উপকার সাধিত হয়।

পরমারাধ্যা স্নেহময়ী জননী ৺ক্ষীরদাময়ী ঘোষ বঙ্গাব্দ ১৩২৭–২৬শে ফাল্গুন–শুক্রবার; পরমারাধ্য পিতৃদেব ৺হৃদয়নাথ ঘোষ ১৩২৯—২৫শে ফাল্গুন—শুক্রবার ; এবং কনিষ্ঠ ভ্রাতা কুঞ্জবিহারী ঘোষ যে আমাদের ফার্ম্মেসীর সমস্ত কার্য্যের তত্ত্বাবধান করিত, গত ২৫শে বৈশাখ ১৩৪৬, মঙ্গলবার পরলোক গমন করায় এবং এই অস্থায়ী সংসারের কুটীল গতিতে আমার উদ্যম ক্রমশঃই ভঙ্গ হইয়া আসায় সকল সময় স্থিরমস্তিষ্কে কার্য্য করিতে পারি নাই, তজ্জন্য প্রার্থনা—যেন তাঁহাদের আশীর্ব্বাদে ইহার ফল সুফলে পরিণত হয়।

বিনীত

শ্রী নারায়ণ চন্দ্র ঘোষ।

জন্মস্থান—গোবিন্দপুর, ২৪ পরগণা।

৪৪-বি, মনসাতলা লেন,
খিদিরপুর, কলিকাতা।
১লা মার্চ্চ, ১৯২২ সাল।

সূচীপত্রাঙ্ক

অত্র সূচীপত্রস্থ নক্ষত্র চিহ্নিত (*) ঔষধগুলি মূল ঔষধ মধ্যে প্রভেদ বিচার স্থলে দ্রষ্টব্য।

ডবল নক্ষত্রচিহ্নিত (**) ঔষধগুলি থেরাপিউটিক্সের মধ্যে পাইবেন।

পরিশিষ্টাংশে লিখিত নিউরেমিডিজের অন্তর্ভুক্ত ১৬০টী ঔষধের সূচীপত্রাঙ্ক ইহারই মধ্যে পাইবেন।

(বাঙ্গালা বর্ণমালাক্রমে সজ্জিত)

এই সূচীপত্রের ৬৭৫ পৃষ্ঠা হইতে ৭০১ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত যে সমস্ত ঔষধের নাম উল্লেখ করা হইয়াছে তাহারা সমস্তই নিউ-রেমিডিজের অন্তর্ভুক্ত (Rare Medicine) বুঝিয়া লইবেন এবং উহাদিগকে পরিশিষ্টাংশের মধ্যে পাইবেন।

"পীড়ার সূচীপত্র এবং ভারতীয় ঔষধসমূহের সূচীপত্রাঙ্ক" পুস্তকের শেষভাগে পরিশিষ্টাংশে পাইবেন।

সুগার অফ মিল্কের পরিবর্ত্তে ব্যবহার্য্য।

আজকাল বাজারে সুগার-অফ-মিল্ক পাওয়া যাইলেও, বিদেশী সুগারের-মূল্য অধিক। জার্ম্মেনি সুগার নাই। এইজন্য সাধারণকে জানাইতেছি, আপনারা এখন হইতে সুগারের পরিবর্ত্তে—"শটী" ব্যবহার করুন, ইহা সুগার অপেক্ষা বহুগুণে উৎকৃষ্ট এবং খরচা অনেক কম, শটীর কোন স্বাদ বা ভেষজ গুণ নাই। In our system "Sati Starch" or starch of the root of Curcuma zerumbed (kachur in Hindi and Kichalaygadal in Telegu) a better Vehicle the Sugar of Milk of Spirit. বহু পূর্ব্বে পূজ্যপাদ ডাঃ আনন্দ ঋষি বোরিককে এক প্রবন্ধ লিখিয়া ইহার সত্যতা প্রমাণে আনিয়াছিলেন এবং তাঁহারাই আদেশে আমি চিরকালই ইহা প্রেসক্রপসনে ব্যবহার করি, সুগার প্রায় ব্যবহার করি নাই। ঔষধার্থে শটী ব্যবহার করিতে হইলে বালতিতে জল দিয়া ও প্রতিবারে জল বদলাইয়া শটীকে উত্তমরূপে ৪/৫ বার চটকাইয়া ধুইয়া শেষে বালতির তলায় যাহা জমিয়া থাকিবে তাহাকে রৌদ্রে শুকাইয়া গুড়াইয়া লইলেই ঔষধে ব্যবহারোপযোগী হইবে। আমাদের পুস্তকের গ্রাহকগণকে অনুরোধ করি তাহারা যেন চিরকালই ইহা সুগারের পরিবর্ত্তে ব্যবহার করেন। শটীর স্বাদ মিষ্ট করিতে হইলে উহার সহিত (১ পাউণ্ডে ১ ছটাক) সাদা চিনি দিয়া মাড়িয়া লইবেন। শটী হইতে প্রস্তুত সুগার ১ পাউণ্ডের মূল্য-১ হইতে ১৷০। শটীর স্বাদ ঈষৎ তিক্ত ; কিন্তু ৩/৪ বার ধুইলেই তিক্ত দোষ চলিয়া গিয়া স্বাদশূন্য হয়।

কম্পারেটিভ

মেটিরিয়া মেডিকা।

হোমিওপ্যাথি কী?

কাহারও সুস্থদেহে কোন একটি ঔষধ পুনঃ পুনঃ প্রয়োগ করিলে ভেষজ লক্ষণজাত কতকগুলি পীড়া সদৃশ লক্ষণ প্রকাশ পাইতে থাকে ; কোনও পীড়ার সেই সমস্ত লক্ষণ প্রকাশিত হইলে সেই পীড়ায় সেই ঔষধের সূক্ষ্মমাত্রার দ্বারা চিকিৎসা করাকেই হোমিওপ্যাথি বা সদৃশ-বিধান চিকিৎসা কহে।

মহাত্মা স্যামুয়েল হ্যানিম্যান এই চিকিৎসার ভিত্তিস্থাপক। তিনি জার্মেনীর একজন খ্যাতনামা উচ্চপদবীধারী এলোপ্যাথিক ডাক্তার। তিনি প্রধান প্রধান চিকিৎসালয়ে বহু রোগী চিকিৎসা করিয়া অবশেষে বুঝিতে পারিলেন যে, অনুমানে রোগ নির্বাচন (diagnosis) করিয়া অনেক স্থলে আনুমানিক ঔষধ প্রদান করিয়া তাহাতে ভয়ঙ্কর অনিষ্ট উৎপাদিত হয়, এমন কি শেষে অনেক রোগীর মৃত্যু পর্য্যন্ত ঘটিয়া থাকে, এজন্য তিনি বড়ই অনুতপ্ত হইলেন ও শেষে এইরূপ ভ্রমপূর্ণ চিকিৎসার দ্বারা অসদুপায়ে অর্থোপার্জ্জন লালসা পরিত্যাগ করিয়া পুস্তক অনুবাদ দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। একদিন তিনি একখানি "মেটিরিয়া মেডিকা" তর্জ্জমা করিবার কালীন দেখিলেন যে, সুস্থ শরীরে সিংকোনাছাল সেবন করিলে কম্পজ্বর উপস্থিত হয়, আবার সিংকোনাই কম্পজ্বরের প্রধান ঔষধ। এইটিই মহাত্মা হ্যানিম্যানের এই নূতন চিকিৎসা আবিষ্কারের মূল সূত্র হইল; তিনি তৎপরে ঐ সূত্রে নিজে কতকগুলি ভেষজ দ্রব্য সেবন করিয়া যে যে লক্ষণসমূহ উৎপাদিত হয় তাহা পরীক্ষা করিলেন এবং কোনও পীড়ায় সেই সমস্ত লক্ষণ পাইলে সেই ভেষজ দ্রব্য প্রদান করিয়া রোগীদের রোগমুক্ত করিতে লাগিলেন। হ্যানিম্যান এখনও পূর্ব্বের মত এলোপ্যাথিক অর্থাৎ স্থূলমাত্রায় ঔষধ প্রয়োগ করিতেছিলেন, ইহাতে তিনি এখন দেখিতে পাইলেন যে, রোগ আরোগ্য হইয়াও কিছুদিন পরে রোগীর পুনরায় কতকগুলি নূতন কু-লক্ষণ উৎপাদিত হয়। যেমন কুইনাইন সেবনে জ্বর আরোগ্য হয় বটে ; কিন্তু পরে রক্তশূন্যতা, প্লীহা, যকৃত, ন্যাবা, শোথ, ঘুষঘুষে জ্বর

ইত্যাদি নানা-প্রকার নূতন উপসর্গ প্রকাশিত হইয়া রোগীকে জর্জ্জরিত করিয়া তুলে। তিনি এই সময় হইতে ঔষধের পরিমাণ কমাইতে আরম্ভ করিলেন, ইহাতে দেখিলেন—যতই পরিমাণ স্বল্প হয়, আরোগ্যদায়িনী শক্তি পূর্ব্বের মতই থাকে ; কিন্তু উপরোক্ত প্রকারের কুফলগুলি উৎপাদিত হয় না, অবশেষে তিনি ঔষধগুলির পরিমাণ ক্রমশঃ ভগ্নাংশ আকারে প্রয়োগ করিতে আরম্ভ করিলেন এবং সেই ভগ্নাংশ ঔষধগুলিকে—ফ্রেঞ্চ-স্পিরিট, দুগ্ধ- শর্করা ও পরিস্রুত জল ইত্যাদি ভেষজবিহীন দ্রব্যের সহিত মিশ্রিত করিয়া ব্যবহার করিতে লাগিলেন, ইহাই এখন সদৃশ-বিধান (হোমিওপ্যাথিক) চিকিৎসা নামে প্রচলিত হইতেছে। মাহাত্মা হ্যানিম্যান ১৭৫৫ খৃষ্টাব্দের ১০ই এপ্রিল জার্মান সাম্রাজ্যের অন্তবর্ত্তী স্যাক্সনি প্রদেশে মাইসেন নামক একটি ক্ষুদ্র পল্লীতে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৮৪৩ খৃষ্টাব্দের ২রা জুলাই ইহজগৎ পরিত্যাগ করিয়া উননব্বই বৎসর বয়ঃক্রমে চিকিৎসা বিধানে অক্ষয় কীর্ত্তি স্থাপন করিয়া অমরধামে গমন করেন। "কীর্ত্তির্যস্য গ জীবতি" আজ কে বলিবে তিনি ইহজগতে নাই! আমরা তাঁহাকে এখনও জীবিত বলিয়া অনুভব করি।

হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা সম্বন্ধে চিকিৎসকের কতিপয় জ্ঞাতব্য বিষয়।

(হ্যানিম্যানের উপদেশের স্থূল তাৎপর্য্য)

১। কোনও পীড়ার চিকিৎসাকালে রোগীর ধাতুগত লক্ষণ, মানসিক লক্ষণ
ও পীড়া-লক্ষণের সহিত ঔষধের লক্ষণ সাদৃশ্য (majority of
symptoms) যে ঔষধে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক, সেই ঔষধটী সেই পীড়ায়
প্রথমতঃ প্রয়োগ করিতে হইবে।

২। ঔষধের পরিমাণ ও মাত্রা যতদুর সম্ভব স্বল্প হয়, উপকারও তত অধিক
ও ক্রিয়া অধিকদিন স্থায়ী হইয়া থাকে। পুরাতন রোগের চিকিৎসাকালে ১০, ১৫
বা ২০ নম্বরের পোস্ত বা সাগুদানার মত দুইটী বা ২/৪টী অণুবটিকা
(globules) জিহ্বার উপর রাখিয়া কিম্বা অর্দ্ধ ছটাক পরিস্রুত জলসহ মিশাইয়া,
প্রথম মাত্রা প্রাতে খালিপেটে মুখ প্রক্ষালনের পর রোগীকে সেবন করিতে দিয়া
অন্যূন দুই ঘন্টাকাল কোনও দ্রব্য আহার বা পান করিতে দিবেন না, পরে এক,
দুই বা তিন সপ্তাহকাল ফলাফলের জন্য অপেক্ষা করিবেন, উপকার না হইলে
কিম্বা আবশ্যক বুঝিলে উক্ত সময়ের মধ্যে দ্বিতীয় মাত্রা প্রয়োগ করিতে পারেন।
৬/৭ মাত্রা ঔষধ প্রয়োগের পর যদি দেখিতে পান যে, কিছুই উপকার হয় নাই,
তখন মনোনীত অন্য একটি ঔষধ কিম্বা পূর্ব্ব ঔষধের শক্তি পরিবর্ত্তন করিয়া
উক্ত প্রকারে প্রয়োগ করিবেন। শুধু একটীমাত্র ঔষধের সাহায্য লইয়া জটিল
পুরাতন পীড়ায় (chronic disease) চিকিৎসা কখনও সম্পাদিত হইতে
পারে না, নুতন লক্ষণ উৎপাদিত হইলে তদনুযায়ী ঔষধেরও পরিবর্ত্তন করিতে
হইবে। কোনও তরুণ পীড়া যেমন—জ্বর, উদরাময় ইত্যাদি পীড়ায়, ৭/৮ টী
উক্ত প্রকারের অণুবটিকা কিংবা টিংচারের দুই তিন ফোঁটা, দুই আউন্স জলে
মিশ্রিত করিয়া রোগের প্রাবল্য অনুসারে এক বা দুই চা-চামচ, প্রতিদিন তিন
চারি ঘন্টা অন্তর এবং কলেরা প্রভৃতি দ্রুত বলক্ষয়কারী পীড়ার উগ্রতা অনুসারে
প্রতি ১০/১৫ মিনিট বা অর্দ্ধঘন্টা অন্তর প্রয়োগ করিবেন। রোগ লক্ষণের সহিত
ঔষধ লক্ষণের বিশেষ সাদৃশ্য থাকিয়াও পাঁচ ছয় মাত্রা ঔষধে কোনও ক্রিয়া না
হইলে হ্যানিম্যান রোগীর ধাতু অনুযায়ী দুই-একমাত্রা এন্টিসোরিক,
এন্টিসাইকোটিক বা এন্টিসিফিলিটিক কোনও ঔষধ—মধ্যে প্রদান করিয়া পরে
সেই পূর্ব্বের ঔষধ পুনঃ প্রয়োগ করিতে উপদেশ দেন।

৩। কোনও ঔষধের ২/৩ মাত্রায় পীড়ার একটু উপশমবোধ হইলে যতক্ষণ ঐ ঔষধের ক্রিয়া শেষ না হয়, অর্থাৎ যতক্ষণ পর্য্যন্ত ঔষধের ক্রিয়ার স্পষ্ট উপকার বুঝিতে পারা যায়, ততক্ষণ কদাচ দ্বিতীয় মাত্রা প্রয়োগ করিবেন না।

৪। কোনও ঔষধ প্রয়োগ করিয়া রোগের বৃদ্ধি (aggravation) হইলে মনে করিবেন না যে—ঔষধ নির্ব্বাচনে ভুল হইয়াছে, সে স্থলে ২/৪ দিন ঔষধ সেবন বন্ধ রাখিলেই উক্ত প্রকারের বৃদ্ধি আপনা হইতেই হ্রাস হইবে এবং আরও কিছুকাল অপেক্ষা করিলে আসল পীড়াটিও ধীরে ধীরে আরোগ্য হইতে থাকিবে। ঔষধ সেবনজনিত রোগের বৃদ্ধি সাধারণতঃ ৩/৪ দিনের মধ্যেই উপশমিত হয়; কিন্তু তাহা না হইয়া রোগ লক্ষণ উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইতে থাকিলে বুঝিতে হইবে যে, উহা ঔষধ সেবনজনিত বৃদ্ধি (aggravation) নহে। ঔষধ সেবন-জনিত রোগ বৃদ্ধিতে ঔষধ পুনঃ প্রয়োগ করিলে ঔষধের ক্রিয়ার ব্যাঘাত হয়, রোগের স্বাভাবিক বৃদ্ধিতে ঔষধ প্রয়োগ না করিলে রোগের অতিরিক্ত বৃদ্ধি হয়।

৫। কোনও ঔষধ সেবন করিবার অনতিপরে কোনও পুরাতন পীড়ার উপসর্গ সমূহ অন্তর্হিত হইলে বুঝিবেন যে, ঔষধ ঠিক নির্ব্বাচিত হয় নাই এবং তাহাতে সেই পীড়াও আরোগ্য হইবে না, এইরূপ রোগের উপশম হওয়াকে—ক্ষণস্থায়ী উপকার বা যাপ্য (palliative) কহে।

৬। আভ্যন্তরিক কোনও ঔষধ সেবনকালীন মাদার-টিংচার ইত্যাদি কোনও প্রকার বাহ্য প্রয়োগের ঔষধ ব্যবহার করা কেহ কেহ বলেন হোমিওপ্যাথির নীতিবিরুদ্ধ। কারণ আভ্যন্তরিক ঔষধের পরিমাণ অতি ক্ষুদ্র এবং বাহ্য প্রয়োগের ঔষধের পরিমাণ অতি স্থূল, সুতরাং তাহাতে প্রথমোক্ত ঔষধের ক্রিয়া নষ্ট হওয়া সম্ভব। অনেকে আবার বাহ্যিক ঔষধ ব্যবহারের পক্ষপাতী এবং অনেক সময় তাহাতে রোগ যন্ত্রণার আশু উপশমও হইতে দেখা যায়, এরূপস্থলে ও ক্ষত ইত্যাদিতে আবশ্যক বুঝিলে রোগী যে ঔষধ সেবন করিতেছে সেইটীই কিম্বা তাহার সদৃশ অন্য কোনও ঔষধ অর্থাৎ যাহাতে সেবনীয় ঔষধের ক্রিয়ার ব্যাঘাত (inimical antidote) না হয়, এরূপ কোনও একটি ঔষধ উক্ত প্রণালীতে ব্যবহার করিতে পারেন। সাধারণতঃ এক আউন্স ভ্যাসেলিনে, গ্লিসারিণে বা অলিভ-অয়েলে বা জলে—২০ ফোঁটা মূল-আরক (মাদার-টিংচার) মিশাইয়া লইলেই মৃদু বাহ্য প্রয়োগের ঔষধ প্রস্তুত হইয়া থাকে।

৭। একমাত্রা ঔষধ প্রথমতঃ সেবন করাইয়া যতদিন ঔষধে উপকার হইতে থাকিবে, ততদিন রোগীকে শুধু গ্লোবিউল্‌স, সুগার-অফ মিল্ক কিম্বা কেবলমাত্র স্পিরিট ২/১ ফোঁটা, একটু জলে মিশাইয়া প্রত্যহ তিন চারি বার সেবন করিতে দিবেন, ইহাতে রোগীর বিশ্বাস থাকিবে যে, সে প্রত্যহই ঔষধ সেবন করিতেছে। এইরূপ শূন্য ঔষধ—ফাইটম্, নিলম্ বা গ্ল্যাসিবো ইত্যাদি নামে অভিহিত হয়।

৮। পর্য্যায়ক্রমে ঔষধ অর্থাৎ একবার একটি, দ্বিতীয়বার আর একটি, এইরূপ পর পর দুই তিন প্রকার ঔষধ সেবন হোমিওপ্যাথির নীতিবিরুদ্ধ, ইহাতে একটি ঔষধের ক্রিয়া আর একটি ঔষধের ক্রিয়াকে সাধ্যমত বাধা প্রদান করে। এখানে হয়ত কেহ বলিতে পারেন যে, তিনি এ প্রকার করেন ও তাহাতে

অনেক পীড়াও আরোগ্য হয়, সেস্থলে তাঁহার নিকট বক্তব্য—যদি তিনি শুধু একটীমাত্র ঔষধ একবার ব্যবহার করিয়া দেখেন, তাহা হইলে বুঝিতে পারিবেন যে, যে পীড়া—দুইটী ঔষধ পর্য্যায়ক্রমে ব্যবহার করিয়া ৭ দিনে আরোগ্য হইতেছিল ; একটীমাত্র ঔষধ ব্যবহৃত হওয়ায় সেই পীড়া ৩/৪ দিনে আরোগ্য হইয়াছে। তবে কলেরা ইত্যাদি পীড়ায় কখনও কখনও দুইটী ঔষধ পর্য্যায়ক্রমে ব্যবহার করিতে হয় এবং তাহাতে বিশেষ ফলও পাওয়া যায়। সুস্লারের টীসু ঔষধগুলি পর্য্যায়ক্রমে ব্যবহৃত হয়। ডাঃ হিউজেস্ সমুদয় সদৃশ লক্ষণ এক ঔষধে না মিলিলে concordant দুইটী ঔষধ পর পর ব্যবহারের উপদেশ দেন, মহাত্মা হ্যানিম্যান কিন্তু এই মতের অনেকটা বিরোধী ছিলেন।

৯। কোনও নূতন পীড়া, যেমন—জ্বর, নিমোনিয়া, উদরাময়, কলেরা ইত্যাদির চিকিৎসাকালে পীড়ার উপসর্গের মধ্যে যে উপসর্গটী প্রবল ও অধিক যন্ত্রণাদায়ক, প্রথমতঃ সেইটীর উপশম করাইয়া রোগীর মন সুস্থির রাখিবার জন্য চেষ্টা করিবেন। চিকিৎসাকালে চিকিৎসক— লিভার, ফুসফুস, মস্তিষ্ক, হৃৎপিণ্ড ইত্যাদি আভ্যন্তরীণ যন্ত্রগুলির উপর সর্ব্বদাই দৃষ্টি রাখিবেন, ঔষধ কখনও ঘন ঘন পরিবর্ত্তন করিবেন না এবং পীড়ার ভোগকাল পর্য্যন্ত চিকিৎসক কখনও ব্যস্ত হইবেন না।

১০। পুরাতন জটিল পীড়ার চিকিৎসাকালে—সাধারণ রোগলক্ষণের উপর বিশেষ লক্ষ্য না রাখিলেও তত ক্ষতি হয় না ; কিন্তু পীড়ার মূল কারণ অর্থাৎ কোন বিষ শরীরের মধ্যে গুপ্তভাবে নিহিত আছে ও কোথা হইতে পীড়ার উৎপত্তি সেইটীর উপর সর্ব্বাগ্রে লক্ষ্য রাখিতে হইবে। হ্যানিম্যান তাঁহার ক্রণিক-ডিজিজ নামক গ্রন্থে—সোরা, সিফিলিস ও সাইকোসিস (সলফার অধ্যায় দেখুন), এই তিন প্রকার বিষ সর্ব্ববিধ পুরাতন পীড়ার আকার বা উৎপত্তি-স্থল বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, সুতরাং উক্ত তিন প্রকার মূল-বিষেরই প্রতিবিষ (antidote) ঔষধ প্রয়োগ দ্বারা প্রথমে চিকিৎসা আরম্ভ করিতে হইবে, পরে লক্ষণানুযায়ী অন্যান্য ঔষধ পর পর প্রয়োগ করিতে থাকিবেন। পুরাতন পীড়ার চিকিৎসাকালে চিকিৎসক ও রোগী উভয়েরই ধৈর্য্যধারণের আবশ্যক। দেশীয় কবিরাজ মহাশয়গণ সমস্ত পীড়াগুলিকে তিন ভাগে বিভক্ত করেন, যথা সাধ্য, অসাধ্য ও যাপ্য। হ্যানিম্যান বলেন—অত্যন্ত জটিল পুরাতন পীড়া অসাধ্য হইলেও অন্যূন দুই বৎসর ঔষধ সেবন করিয়া দেখা আবশ্যক।

১১। নূতন শিক্ষার্থীগণ ঔষধের শক্তি (potency) লইয়া অনেক সময় বড়ই ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়েন। এ বিষয়ে অনেক মতভেদ আছে কেহ নিম্ন, কেহ উচ্চক্রম ব্যবহারের পক্ষপাতী। প্রকৃত ঔষধ নির্ব্বাচিত হইলে ঔষধের শক্তিতে কিছু আসে যায় না, তবে সাধারণতঃ তরুণ পীড়ায় —১ম ও ১ × হইতে ৩০শ শক্তি, কখনও বা ২০০ শক্তি এবং পুরাতন পীড়ায় ১০০০ হইতে সি, এম—এম, এম শক্তি পর্য্যন্ত ব্যবহৃত হইয়া থাকে। পুরাতন পীড়ায় শক্তি যত উচ্চ হইবে ততই আমূল প্রোথিত গুপ্ত পীড়ার উপর ক্রিয়া করিবে, পুরাতন পীড়ায় ৬/৩০/২০০ শক্তিতে বোধ হয় ফল হইবে না। উচ্চশক্তির ক্রিয়া নিম্নশক্তির অর্থাৎ স্থূলমাত্রার ঔষধ অপেক্ষা অধিকদিন স্থায়ী হয় এবং উপকার হইলে

একমাত্রা ঔষধ দিয়া ১/১½ বা ২ মাস পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতে পারেন। পরীক্ষায় কেবলমাত্র ৯ম শক্তি পর্য্যন্ত মূল ঔষধের অংশ পাওয়া যায় (১৭শ পরিচ্ছেদের শেষাংশ পাঠ করুন)। এই পুস্তকের প্রত্যেক ঔষধ অধ্যায়ে ঔষধের আনুমানিক শক্তি এবং ক্রিয়ার আনুমানিক স্থিতিকাল উল্লেখ আছে।

১২। উচ্চশক্তির সাঙ্কেতিক চিহ্ন—সি (C)— ১০০ ; ডি (D)— ৫০০, এম (M)—১০০০ ; সি. এম. (C.M.)—১০০,০০০ ডি. এম. (D.M.)—৫০০,০০০ এম. এম. (M.M.)—১০,০০,০০০।

১৩। রোগলক্ষণসহ ঔষধ লক্ষণ মিলিত হইয়াও যখন কোনও একটি নির্ব্বাচিত ঔষধে উপকার বা স্থায়ী উপকার না হয়, তখন হঠাৎ—প্রদত্ত ঔষধটীকে পরিবর্ত্তন না করিয়া কেবলমাত্র সেই ঔষধের শক্তিটীরই ক্রমশঃ পরিবর্ত্তন করিয়া ব্যবহার করিলে উপকার হওয়া সম্ভব। যেমন—প্রথমে উচ্চশক্তি ব্যবহারে উপকার না হইলে—পরবারে মধ্যশক্তি, পরিশেষে— নিম্নশক্তি, পুনরায়—উচ্চশক্তি, প্রতিবারে কেবলমাত্র উহার শক্তিটীরই ঐরূপ পরিবর্ত্তন করিলেই উপকার হইবে। জলমিশ্রিত ঔষধ হইলে প্রতিদিন প্রাতে প্রথম মাত্রা সেবনকালীন ঔষধের শিশির তলদেশটী হস্তের উপর ৬/৭ বার জোরে আঘাত করিলে (6 strokes) কিঞ্চিৎ শক্তির পরিবর্ত্তন হইয়া উপকার অধিক হয় (হ্যানিম্যান)।

১৪। কবিরাজী কিম্বা এলোপ্যাথিক চিকিৎসার পর কোনও রোগী সদৃশ বিধান (হোমিওপ্যাথি) মতে চিকিৎসিত হইতে আসিলে—প্রথমতঃ ৬ষ্ঠ শক্তি এবং হোমিওপ্যাথ পরিত্যক্ত রোগীকে ৩০ শক্তির দ্বারা চিকিৎসা আরম্ভ করিবেন। কলিকাতার খ্যাতনামা স্বর্গীয় ডাঃ জি, মানুক, এম্, বি, সি, এম্ এবং ডাঃ ডবলিউ ইউনান্ এম্, বি, সি, এম্ মহোদয়গণ এইরূপ অভিমত প্রদান করিয়াছেন।

১৫। ঔষধ ব্যবহারকালীন পানসহ চুণ, সোডা, লিমনেড, সির্কা এবং চা খড়ি ও তিক্ত পদার্থের দ্বারা দন্তমার্জ্জন এই কয়টী সর্ব্বতোভাবে পরিহার্য্য (হিপার, ক্যাল্কে, সাইলি ব্যবহারকালীন চুণ, সোডা নিষিদ্ধ)।

১৬। ঔষধ ব্যবহারকালীন সুগন্ধ বা তীব্র গন্ধযুক্ত দ্রব্য, পচা ও গুরুপাক দ্রব্য; গরম মসলা, পেঁয়াজ, রসুন, কর্পূর, সুরা, মাদকদ্রব্য, ধূমপান, অধিক ফলমূল, চা, কফি ইত্যাদি কোনও উত্তেজক পদার্থ ব্যবহার করা নিষিদ্ধ। রোগী সর্ব্বদা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকিবে, যে গৃহে রোগী থাকে সেই গৃহটীতে বাতাস খেলে ও রৌদ্র প্রবেশ করে এরূপ হওয়া উচিত। আফিং ও চা-সেবীগণ, যাঁহারা বহুদিন হইতে অভ্যস্ত, তাঁহারা যতদূর পারেন পরিমাণ ক্রমশঃ অল্প করিয়া ব্যবহার করিবেন। তামাক, বিড়ি খাওয়ার ১ ঘন্টা এবং আফিং খাওয়ার ২ ঘন্টা পূর্ব্বে ও পরে ঔষধ সেবন করা উচিত। প্রাচীন পীড়ার ঔষধ সেবনের পূর্ব্বে উত্তমরূপে মুখ প্রক্ষালন এবং প্রাতে শূন্যোদরে ঔষধ সেবন করাই প্রশস্ত নিয়ম।

১৭। ঔষধের শক্তিকে—ডাইনামাইজেসন্ (dynamization), পোটেন্টাইজেসন্ (potentization), এটেনিউয়েসন্ (attenuation) ডাইলিউসন্ (dilution), ষ্ট্রেংথ (strength) বা পোটেন্সি (potency) কহে, ইহাদের মোটামুটি অর্থ অনেকটা প্রায় একই প্রকার। একভাগ মূল ঔষধ, ৯৯ অংশ সুরাসারসহ মিশ্রিত করিলে ঔষধের ১ম শক্তি হয়, উহার এক অংশ পুনরায় ৯৯ অংশ সুরাসারের সহিত মিশ্রিত করিলে—২য় শক্তি, এইরূপে ক্রমশঃ লক্ষ লক্ষ শক্তি প্রস্তুত হয়। এখন দেখা যায়—শক্তি যত উচ্চ হয়, মূল ঔষধের অংশও তত ক্রমশঃ একেবারে লুপ্ত হইয়া আসে ; কিন্তু তাহারই ক্রিয়া তীব্র ও বহুদিন স্থায়ী হয়। ১ ভাগ মূল ঔষধ, ৯ ভাগ দুগ্ধশর্করাসহ ১ ঘন্টাকাল খলে ঘর্ষণ করিয়া—১ × বিচুর্ণ শক্তি প্রস্তুত হইয়া থাকে, উহার ১ ভাগ আবার ৯ ভাগ উক্তরূপ দুগ্ধশর্করার সহিত মিশ্রিত করিয়া ঘর্ষণ করিলে—২ × বিচুর্ণ শক্তি, ক্রমশঃ—১২ × , ৩০ × , ২০০ × ইত্যাদিও এই নিয়মে প্রস্তুত হইয়া থাকে। যাহাই হউক উক্ত নিয়ম আবার সকল স্থানে খাটে না, কতকগুলি ঔষধে ৬ ভাগ মূল আরক—৪ ভাগ ডাইলিউট-এলকোহল বা সুরাসারসহ মিশাইয়া প্রথম দশমিক (১ ×) শক্তি এবং কতকগুলিতে ৮ ভাগে ২ ভাগ মূল ঔষধ মিশাইয়া প্রথম দশমিক শক্তি প্রস্তুত হয়। ১ম হইতে ৩য় শক্তি পর্য্যন্ত প্রস্তুতকরণে বিশেষ গোলযোগ আছে। এই সমস্ত ফরমূলা বা পদ্ধতি এই পুস্তকের প্রত্যেক ঔষধ অধ্যায়ের শেষে—কোন্ ফরমূলায় প্রস্তুত তাহা প্রদত্ত হইয়াছে, উহা শিক্ষার জন্য ফার্ম্মাকোপিয়ার প্রয়োজন হয়। এই ৯ম পৃষ্ঠার চতুর্থ ও ৫ম ছত্রের মধ্যে লিখিত যে প্রকরণ, উহা শততমিক উহা পূর্ণবয়স্কের পক্ষে ১ ফোঁটা পর্য্যন্ত এবং শেষোক্ত ১ × , ২ × শক্তি—দশমিক, উহা ২/৩ গ্রেণ পর্য্যন্ত মাত্রায় প্রতিবারে ব্যবহৃত হইতে পারে বালকদিগের পক্ষে অর্দ্ধেক বা সিকিমাত্রা ব্যবহার্য্য।

রশ্মি-প্রতিফলক (স্পেক্ট্রস্কোপ) দ্বারা পরীক্ষায় ৯ম শতানুক্রম পর্য্যন্ত ঔষধের অংশ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার পরই অদৃশ্য শক্তি।

১৮। হোমিওপ্যাথিক ঔষধের বাক্স যে গৃহে থাকিবে, সেই গৃহটী বেশ শুষ্ক খট্‌খটে, পরিষ্কার ও অন্ধকারশূন্য হওয়া আবশ্যক। রৌদ্র, ধুলা, ধোঁয়া, এলোপ্যাথিক ঔষধ, কর্পুর, ইউক্যালিপ্‌টাস, ন্যাপ্‌থালাইন ইত্যাদি কোনও প্রকার তীব্র গন্ধ বা এসেন্স আদি সুগন্ধ জিনিসের নিকট ঔষধের বাক্স রাখা উচিত নহে, ঔষধের শিশির মধ্যে বা নীচে (তলানি) সাদা সাদা ছেঁড়া ছেঁড়া তুলার আঁশের মত পদার্থ থাকিলে ও ঔষধের বর্ণের কিছুমাত্র প্রভেদ হইলে বুঝিবেন যে ঔষধটী নষ্ট হইয়াছে। ঘরে ধুনা, গন্ধক প্রভৃতি জ্বালাইবার ও ফেনাইল দিবার আবশ্যক হইলে ঔষধ অন্য গৃহে স্থানান্তরিত করিতে হইবে।

১৯। প্রকৃত ঔষধ ও শক্তি নির্ব্বাচিত হইলেও অনেকস্থলে ঔষধের নিকৃষ্টতার নিমিত্ত পীড়া আরোগ্যে ব্যাঘাত ঘটে, চিকিৎসকের অপযশ হয়। হোমিওপ্যাথিক ঔষধের বর্ণ দেখিয়া কোন্‌টি বিশুদ্ধ, কোন্‌টি অবিশুদ্ধ, কোন্‌টি নষ্ট হইয়াছে, তাহা নিরূপণ করা সুকঠিন এবং আজ পর্য্যন্ত উহার সম্বন্ধে কেহ কিছু আলোচনাও করেন নাই অতএব কি প্রকারে উহা কতকটা বুঝিতে পারা

দাম, কেহ আমাকে জিজ্ঞাসা করিলে আমি তাহার নিকট বিনামূল্যে একখানি ছাপা পুস্তিকা পাঠাইতাম, তাহার ৩য় পৃষ্ঠায় ৩য় পরিচ্ছেদে উক্ত জিজ্ঞাসা বিষয় এবং কোন্ কোন্ পীড়ায় কোন্ কোন্ ঔষধ পেটেন্ট ঔষধের মত ব্যবহৃত হয় তাহা ঐ পুস্তিকার শেষে কভার পৃষ্ঠায় লেখা ছিল ; কিন্তু এই পুস্তক এখন ষ্টকে একখানিও নাই, কাগজের অভাব এবং ছাপাখানার খরচ বৃদ্ধির নিমিত্ত নূতন ছাপা হইতেছে না, সুতরাং এখন কেহ উহা চাহিলে পাইবেন না।

মৎকৃত ১১শ সংস্করণ "প্র্যাক্‌টিসনার্স গাইডের" ১ম হইতে ৯ম পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত চিকিৎসকের জ্ঞাতব্য বিষয়টিও" পাঠ করিবেন। এলোপ্যাথিক, আয়ুর্ব্বেদিক প্রভৃতির স্থূলমাত্রার ও হোমিওপ্যাথিক সূক্ষ্মমাত্রার ক্রিয়ার কি প্রভেদ তাহার একটি দৃষ্টান্ত উক্ত প্র্যাক্‌টিসনার্স গাইডের ৭ম পৃষ্ঠায় বর্ণিত হইয়াছে।

এবিস নায়গ্রা (Abies Nigra)

(আমেরিকার ঝাউগাছের মত একপ্রকার গাছের আটা হইতে প্রস্তুত)—ইহা একটি দীর্ঘক্রিয় ঔষধ এবং পাকস্থলীর উপরেই ইহার ক্রিয়া অধিক। কোনও পীড়ার সহিত বায়ু ও অম্লের লক্ষণ থাকিলে, বৃদ্ধদের অম্ল ও অজীর্ণ পীড়ার সহিত হৃৎপিণ্ডের কোনও পীড়া থাকিলে এবং অতিরিক্ত চা পান ও তামাক খাওয়ার জন্য ডিস্পেপ্‌সিয়া পীড়া হইলে— ইহাতে অধিক উপকার হয়। [illegible], লেখাপড়ার কার্য্য বা চিন্তা করিবার ক্ষমতালোপ, দিবসে নিদ্রালু—রাত্রিতে অনিদ্রা, কোষ্ঠবদ্ধতা, আহারের পর পেটে বেদনা, ভুক্তদ্রব্য পেটে গোলার মত হইয়া থাকা কিম্বা জড়াইয়া উঠা, বেদনা প্রভৃতি ইহার—চরিত্রগত লক্ষণ।

অম্লশূল-বেদনা—একটু পেট ভরিয়া আহার করিলেই পেটে এক-প্রকার যন্ত্রণাদায়ক বেদনা উপস্থিত হয়, মনে হয় পাকস্থলীর মুখে (in-cardia) যেন কি একটা গোলার মত শক্ত পদার্থ আটকাইয়া আছে (এনাকার্ডিয়ম ও সিঙ্কোনা অধ্যায় দেখুন)। এবিসের রোগীর এক অদ্ভুত লক্ষণ—বেলা দ্বিপ্রহরে ও রাত্রিতে অত্যন্ত ক্ষুধা হয়, এমন কি ক্ষুধার জন্য নিদ্রা হয় না ; কিন্তু প্রাতঃকালে কিছুমাত্র ক্ষুধা থাকে না।

হৃৎপিণ্ডের পীড়া—বুকের ভিতর এক প্রকার যন্ত্রণা হয় ও সেখানে বোধ হয় যেন কিছু আটকাইয়া আছে, রোগী তাহার জন্য পুনঃ পুনঃ কাশে, কাশির সময় মুখ দিয়া অনবরত জল উঠে, গলা যেন কেহ চাপিয়া ধরিয়াছে, তাহাতে দম বন্ধ হইয়া যাইবে এইরূপ বিবেচনা হয়। হৃৎপিণ্ডে তীক্ষ্ণ বেদনা, হৃৎপিণ্ড ভারী ও হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া ধীর হয় ; ট্যাকিকার্ডিয়া, ব্র্যাডিকার্ডিয়া (মৎপ্রণীত "প্র্যাকটিসনার্স গাইড" ১ম খণ্ড দেখুন)।

ঋতুস্রাব—দুই তিন মাস অন্তর হয় ও পুনরায় বন্ধ হইয়া যায়।

সম্বন্ধ (complements)—ব্রায়োনিয়া, নক্স, থুজা, ক্যালি-কার্ব্ব।

বৃদ্ধি (aggravation)—আহারের পরক্ষণেই।

ক্রম (Potency)—১ম হইতে ৩০ শক্তি। ফরমূলা—৬-এ।

১৭। ঔষধের শক্তিকে—ডাইনামাইজেসন (dynamization), পোটেন্টাইজেসন্ (potentization), এটেনিউয়েসন্ (attenuation) ডাইলিউসন্ (dilution), ষ্ট্রেংথ (strength) বা পোটেন্সি (potency) কহে, ইহাদের মোটামুটি অর্থ অনেকটা প্রায় একই প্রকার। একভাগ মূল ঔষধ, ৯৯ অংশ সুরাসারসহ মিশ্রিত করিলে ঔষধের ১ম শক্তি হয়, উহার এক অংশ পুনরায় ৯৯ অংশ সুরাসারের সহিত মিশ্রিত করিলে—২য় শক্তি, এইরূপে ক্রমশঃ লক্ষ লক্ষ শক্তি প্রস্তুত হয়। এখন দেখা যায়—শক্তি যত উচ্চ হয়, মূল ঔষধের অংশও তত ক্রমশঃ একেবারে লুপ্ত হইয়া আসে ; কিন্তু তাহারই ক্রিয়া তীব্র ও বহুদিন স্থায়ী হয়। ১ ভাগ মূল ঔষধ, ৯ ভাগ দুগ্ধশর্করাসহ ১ ঘন্টাকাল খলে ঘর্ষণ করিয়া—১ × বিচুর্ণ শক্তি প্রস্তুত হইয়া থাকে, উহার ১ ভাগ আবার ৯ ভাগ উক্তরূপ দুগ্ধশর্করার সহিত মিশ্রিত করিয়া ঘর্ষণ করিলে—২ × বিচুর্ণ শক্তি, ক্রমশঃ—১২ × , ৩০ × , ২০০ × ইত্যাদিও এই নিয়মে প্রস্তুত হইয়া থাকে। যাহাই হউক উক্ত নিয়ম আবার সকল স্থানে খাটে না, কতকগুলি ঔষধে ৬ ভাগ মূল আরক—৪ ভাগ ডাইলিউট-এলকোহল বা সুরাসারসহ মিশাইয়া প্রথম দশমিক (১ ×) শক্তি এবং কতকগুলিতে ৮ ভাগে ২ ভাগ মূল ঔষধ মিশাইয়া প্রথম দশমিক শক্তি প্রস্তুত হয়। ১ম হইতে ৩য় শক্তি পর্য্যন্ত প্রস্তুতকরণে বিশেষ গোলযোগ আছে। এই সমস্ত ফরমূলা বা পদ্ধতি এই পুস্তকের প্রত্যেক ঔষধ অধ্যায়ের শেষে—কোন্ ফরমূলায় প্রস্তুত তাহা প্রদত্ত হইয়াছে, উহা শিক্ষার জন্য ফার্মাকোপিয়ার প্রয়োজন হয়। এই ৯ম পৃষ্ঠার চতুর্থ ও ৫ম ছত্রের মধ্যে লিখিত যে প্রকরণ, উহা শততমিক উহা পূর্ণবয়স্কের পক্ষে ১ ফোঁটা পর্য্যন্ত এবং শেষোক্ত ১ × , ২ × শক্তি—দশমিক, উহা ২/৩ গ্রেণ পর্য্যন্ত মাত্রায় প্রতিবারে ব্যবহৃত হইতে পারে বালকদিগের পক্ষে অর্দ্ধেক বা সিকিমাত্রা ব্যবহার্য্য।

রশ্মি-প্রতিফলক (স্পেকট্রস্কোপ) দ্বারা পরীক্ষায় ৯ম শতানুক্রম পর্য্যন্ত ঔষধের অংশ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার পরই অদৃশ্য শক্তি।

১৮। হোমিওপ্যাথিক ঔষধের বাক্স যে গৃহে থাকিবে, সেই গৃহটী বেশ শুষ্ক খটখটে, পরিষ্কার ও অন্ধকারশূন্য হওয়া আবশ্যক। রৌদ্র, ধুলা, ধোঁয়া, এলোপ্যাথিক ঔষধ, কর্পুর, ইউক্যালিপ্টাস, ন্যাপথালাইন ইত্যাদি কোনও প্রকার তীব্র গন্ধ বা এসেন্স আদি সুগন্ধ জিনিসের নিকট ঔষধের বাক্স রাখা উচিত নহে, ঔষধের শিশির মধ্যে বা নীচে (তলানি) সাদা সাদা ছেঁড়া ছেঁড়া তুলার আঁশের মত পদার্থ থাকিলে ও ঔষধের বর্ণের কিছুমাত্র প্রভেদ হইলে বুঝিবেন যে ঔষধটী নষ্ট হইয়াছে। ঘরে ধুনা, গন্ধক প্রভৃতি জ্বালাইবার ও ফেনাইল দিবার আবশ্যক হইলে ঔষধ অন্য গৃহে স্থানান্তরিত করিতে হইবে।

১৯। প্রকৃত ঔষধ ও শক্তি নির্ব্বাচিত হইলেও অনেকস্থলে ঔষধের নিকৃষ্টতার নিমিত্ত পীড়া আরোগ্যে ব্যাঘাত ঘটে, চিকিৎসকের অপযশ হয়। হোমিওপ্যাথিক ঔষধের বর্ণ দেখিয়া কোনটি বিশুদ্ধ, কোনটি অবিশুদ্ধ, কোনটি নষ্ট হইয়াছে, তাহা নিরূপণ করা সুকঠিন এবং আজ পর্য্যন্ত উহার সম্বন্ধে কেহ কিছু আলোচনাও করেন নাই অতএব কি প্রকারে উহা কতকটা বুঝিতে পারা

যায়, কেহ আমাকে জিজ্ঞাসা করিলে আমি তাহার নিকট বিনামূল্যে একখানি ছাপা পুস্তিকা পাঠাইতাম, তাহার ৩য় পৃষ্ঠায় ৩য় পরিচ্ছেদে উক্ত জিজ্ঞাস্য বিষয় এবং কোন্ কোন্ পীড়ায় কোন্ কোন্ ঔষধ পেটেন্ট ঔষধের মত ব্যবহৃত হয় তাহা ঐ পুস্তিকার শেষে কভার পৃষ্ঠায় লেখা ছিল ; কিন্তু এই পুস্তক এখন ষ্টকে একখানিও নাই, কাগজের অভাব এবং ছাপাখানার খরচ বৃদ্ধির নিমিত্ত নূতন ছাপা হইতেছে না, সুতরাং এখন কেহ উহা চাহিলে পাইবেন না।

মৎকৃত ১১শ সংস্করণ "প্র্যাকটিসনার্স গাইডের" ১ম হইতে ৯ম পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত "চিকিৎসকের জ্ঞাতব্য বিষয়টিও" পাঠ করিবেন। এলোপ্যাথিক, আয়ুর্ব্বেদিক প্রভৃতির স্থূলমাত্রার ও হোমিওপ্যাথিক সূক্ষ্মমাত্রার ক্রিয়ার কি প্রভেদ তাহার একটি দৃষ্টান্ত উক্ত প্র্যাকটিসনার্স গাইডের ৭ম পৃষ্ঠায় বর্ণিত হইয়াছে।

এবিস নায়গ্রা (Abies Nigra)

(আমেরিকার ঝাউগাছের মত একপ্রকার গাছের আটা হইতে প্রস্তুত)—ইহা একটি দীর্ঘক্রিয় ঔষধ এবং পাকস্থলীর উপরেই ইহার ক্রিয়া অধিক। কোনও পীড়ার সহিত বায়ু ও অম্লের লক্ষণ থাকিলে, বৃদ্ধদের অম্ল ও অজীর্ণ পীড়ার সহিত হৃৎপিণ্ডের কোনও পীড়া থাকিলে এবং অতিরিক্ত চা পান ও তামাক খাওয়ার জন্য ডিস্পেপসিয়া পীড়া হইলে— ইহাতে অধিক উপকার হয়। মাথাধরা, লেখাপড়ার কার্য্য বা চিন্তা করিবার ক্ষমতালোপ, দিবসে নিদ্রালু—রাত্রিতে অনিদ্রা, কোষ্ঠবদ্ধতা, আহারের পর পেটে বেদনা, ভুক্তদ্রব্য পেটে গোলার মত হইয়া থাকা কিম্বা জড়াইয়া উঠা, বেদনা প্রভৃতি ইহার—চরিত্রগত লক্ষণ।

অম্লশূল-বেদনা—একটু পেট ভরিয়া আহার করিলেই পেটে এক-প্রকার যন্ত্রণাদায়ক বেদনা উপস্থিত হয়, মনে হয় পাকস্থলীর মুখে (in-cardia) যেন কি একটা গোলার মত শক্ত পদার্থ আটকাইয়া আছে (এনাকার্ডিয়ম ও সিঙ্কোনা অধ্যায় দেখুন)। এবিসের রোগীর এক অদ্ভুত লক্ষণ—বেলা দ্বিপ্রহরে ও রাত্রিতে অত্যন্ত ক্ষুধা হয়, এমন কি ক্ষুধার জন্য নিদ্রা হয় না ; কিন্তু প্রাতঃকালে কিছুমাত্র ক্ষুধা থাকে না।

হৃৎপিণ্ডের পীড়া—বুকের ভিতর এক প্রকার যন্ত্রণা হয় ও সেখানে বোধ হয় যেন কিছু আটকাইয়া আছে, রোগী তাহার জন্য পুনঃ পুনঃ কাশে, কাশির সময় মুখ দিয়া অনবরত জল উঠে, গলা যেন কেহ চাপিয়া ধরিয়াছে, তাহাতে দম বন্ধ হইয়া যাইবে এইরূপ বিবেচনা হয়। হৃৎপিণ্ডে তীক্ষ্ণ বেদনা, হৃৎপিণ্ড ভারী ও হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া ধীর হয় ; ট্যাকিকার্ডিয়া, ব্র্যাডিকার্ডিয়া (মৎপ্রণীত "প্র্যাকটিসনার্স গাইড" ১ম খণ্ড দেখুন)।

ঋতুস্রাব—দুই তিন মাস অন্তর হয় ও পুনরায় বন্ধ হইয়া যায়।

সম্বন্ধ (complements)—ব্রায়োনিয়া, নক্স, থুজা, ক্যালি-কার্ব্ব।

বৃদ্ধি (aggravation)—আহারের পরক্ষণেই।

ক্রম (Potency)—১ম হইতে ৩০ শক্তি। ফরমূলা—৬-এ।

এব্রোটেনাম (Abrotanum)

(একপ্রকার লতা পাতার টিংচার)—কাঁধ, হাত, হাতের কব্জী, গোড়ালীতে বেদনা, গাঁট শক্ত, আড়ষ্ট, বাতজনিত বেদনা (ফর্ম্মিকা), শরীর কাঁপা, নৈরাশ্য, কর্ম্মে অনিচ্ছা, অনিদ্রা, পর্য্যায়ক্রমে বাত ও অর্শ, আমাশয় অত্যন্ত দুর্ব্বলতার সহিত হেক্‌টিক-জ্বর, শিশুদের একপ্রকার হেক্‌টিক-জ্বর (ইনফ্লুয়েঞ্জার পর), মেটাট্যাসিস, শিশুদের ম্যারাস্‌মাস (marasmus) ইত্যাদিতে ইহা ব্যবহৃত হয় ও ইহাই ইহার—চরিত্রগত লক্ষণ। ডাঃ কেন্ট বলেন—ছেলেদের নাক দিয়া রক্ত পড়া, নাভি দিয়া রস-রক্তপড়া, অণ্ডকোষ ফোলা এবং তাহার সহিত দেহ শুকাইয়া যাইতে থাকিলে ইহা বিশেষ ফলপ্রদ। শিশুদের ম্যারাস্‌মাসে, এব্রোটেনাম ভিন্ন—ন্যাট্রম মিউর, আয়োডাম, সার্সাপ্যারিলা, সাইলিসিয়া, ক্যাল্‌কেরিয়া-ফস ইত্যাদি ঔষধও উপকারী ; ইহাদের লক্ষণের প্রভেদ নিম্নে দেখুন।

সার্সাপ্যারিলা—বৃদ্ধ ব্যক্তির মত গায়ের চামড়ায় ভাঁজ পড়ে, ইহাতে শরীর অপেক্ষা ঘাড় অধিক রোগা হয়।

ন্যাট্রম-মিউর—শিশু প্রচুর পরিমাণে আহার করে তথাপি তাহার শরীর শুকাইতে থাকে; ইহাতে ঘাড়ের পশ্চাৎদিকটা অধিক শুকাইয়া যায়।

আয়োডাম—সদাই ক্ষুধা, খাবার জন্য কেবল কাঁদে, খাইয়া উঠিয়াই আবার চাহে, ইহাতে সমস্ত শরীর শুকাইয়া যায় (ল্যাপিস্ এলবা দেখুন)।

এব্রোটেনামে—সমস্ত দেহ-ত শুকাইয়া যায়-ই, তবে ইহাতে পায়ের দিক শুকাইয়া যাওয়ার ভাবই অধিক নির্দ্দিষ্ট (এই লক্ষণ—টিউবার-কিউলিনামেও আছে) ; Wasting disease from mal-nutrition.

বাত—অত্যন্ত যন্ত্রণার সহিত কাঁধের, হাতের কব্জির এবং পায়ের গোড়ালীর গাঁটে (ankle) বাত হইলে কিম্বা প্রদাহযুক্ত বাতে আক্রান্ত স্থান ফুলিবার পূর্ব্বে কোনস্থানে বেদনা হইলে এবং প্লুরিসিরোগে একোনাইট ও ব্রায়োনিয়া ব্যবহারের পর বুকে চাপিয়া ধরার মত বেদনা ও তাহার সঙ্গে নিশ্বাসে কষ্ট থাকিলে—এব্রোটেনামে উপকার হয়। Metastritc rheumatism— আক্রান্ত স্থান হইতে বাত কখনও বক্ষে চলিয়া যায় (কল্‌চিকাম্ অধ্যায় দেখুন), কোমরের বেদনা— রেতোরজ্জুর (স্পার্ম্মাটিক-কর্ডের) মধ্য দিয়া পরিচালিত হয়, গাঁট শক্ত ও আড়ষ্ট হইয়া থাকে, রোগী খোঁড়াইয়া চলে, এব্রোটেনাম—ইহারও উৎকৃষ্ট ঔষধ।

পাকস্থলীর পীড়া—উত্তম ক্ষুধা সত্ত্বেও দিন দিন শরীর শুকাইতে থাকে, যাহা খায় উহাই অজীর্ণ-বাহ্যে হয়, পাকস্থলীর মধ্যে অসহ্য কাটা-ছেঁড়ার মত বেদনা, সময়ে সময়ে পচা দুর্গন্ধ বমি হয়। এতদ্ভিন্ন— পেটফোলা, পাকস্থলীর ভিতর একটা শক্ত ডেলার মত পদার্থ অবস্থিতি করা, পর্য্যায়ক্রমে কোষ্ঠবদ্ধ ও উদরাময় প্রভৃতি লক্ষণগুলি এবং বৃদ্ধদের ডিস্পেপ্‌সিয়ার সহিত হৃৎপিণ্ডের গোলযোগ—এব্রোটেনামে নির্দ্দিষ্ট।

অর্শ—অর্শ পীড়ার সহিত পাছার হাড়ে (sacrum) বেদনা, ক্রমাগত মলত্যাগের ইচ্ছা ও বেগ, রোগী অনবরত পায়খানায় যায়, মল অতি অল্প। কেবলমাত্র রক্তবাহ্যে হয় (সাইমেক্স অধ্যায় দেখুন)।

সদৃশ (complements)—বক্ষঃস্থলের পীড়ায়—একোনাইট, ব্রায়ো, কল্‌চি। বাতে—এসিড-বেন্‌জো, ব্রায়োনিয়া। প্লুরিসিতে—একোনাইট, ব্রায়োনিয়ার পর। ... ম্যারাস্‌মাসে—আয়োডিন, ন্যাট্রম-মিউর।

বৃদ্ধি—শীতল বাতাসে, ... উপশম—নড়াচড়ায়।

ক্রম (potency)—৬—৩০ শক্তি। ফরমূলা—৪।

এবসিন্থিয়াম (Absinthium.)

(Common Wormwood)—গাছড়া ; ইহার ফুল ও পাতা হইতে টিংচার প্রস্তুত হয়—মস্তিষ্কে, মজ্জায় (medulla) ও মেরুদণ্ডে রক্তাধিক্যতা (কনজেসশন), **মস্তিষ্কে রক্তাধিক্যতা বশতঃ টাইফয়েড জ্বরে** অনিদ্রা (ক্যারিংটন), ঠাণ্ডা লাগিয়া চক্ষুর প্রদাহ, বর্দ্ধিত লিভার প্লীহা, লিভার বোধ হয় যেন ফুলিয়াছে, পেটে অত্যন্ত বায়ুসঞ্চয়, বায়ুশূল-বেদনা, (wind colic), **শিশুদের অনেকক্ষণ স্থায়ী তড়্‌কা**, মৃগী ডিস্পেপসিয়া, ক্লোরোসিস, সায়েটিকা, বেঙের ছাতা আহারে বিষাক্ত হওয়া, সর্ব্বদা প্রস্রাব ত্যাগের ইচ্ছা, প্রস্রাবে কটু গন্ধ প্রভৃতি পীড়ায় ইহা সচরাচর ব্যবহৃত হয়।

মৃগী—পীড়া আক্রমণের পূর্ব্বে রোগীর প্রথমে মাথা ঘোরে, চোখের সম্মুখে যেন কি একটা মূর্ত্তি দেখে, কাণে শুনিতে পায় না, কাঁপিতে থাকে, শরীর অসাড়বোধ করে, তাহার পরেই আক্ষেপ (convulsion) আরম্ভ হয়, দাঁতী লাগে, দাঁত কড়্‌মড়্ করে, জিহবা কামড়ায় তজ্জন্য মুখ দিয়া রক্তমিশ্রিত ফেণা বাহির হয়। ডাঃ এলেন বলেন—ইহাতে আক্ষেপ থাকে, তিনি আরও বলেন—মৃগীর ফিটের সময় ইহার মূল আরক (টিংচার)—১ ফোঁটা, রোগীর জিহ্বার উপর প্রদান করিলে অতি ভীষণ রকমের ফিটও অত্যল্প সময় মধ্যে নিবারিত হয়। শিশুদের তড়্‌কা অধিকক্ষণ স্থায়ী হইলে ইহার দ্বারা অনেক উপকার হয়। ডাঃ হ্যালবার্ট বলেন—যেখানে পীড়া মৃদু প্রকারের, রোগীর সম্পূর্ণ জ্ঞানলোপ হয় না, সেখানে ইহা অধিক উপকারী।

এমিল-নাইট্রেট—θ ; ফিটের সময় ৫/৬ ফোঁটা ঔষধ রুমালে ঢালিয়া শুঁকিতে দিলে ফিটের প্রকোপ হ্রাস হয় (ইহার অধ্যায় দেখুন)।

আর্টিমিসিয়া-ভলগ্যারিস— ৬ x ; একবার ফিট হইল—আবার থামিল, আবার ফিট হইল, এইরূপে একটির পর আর একটি ফিট আসে, তাহার পর রোগী ঘুমাইয়া পড়ে (ক্রিমিজনিত তড়্‌কায় ইহাতে উপকার হয়)।

এসিড-কার্ব্বল—৬; কোনও ঔষধে উপকার না হইলে প্রযোজ্য।

বিউফো-রাণা—১ x ; ৩ ; ফিট আরম্ভের পূর্ব্বে রোগী খুব জোরে চীৎকার করিয়া উঠে, কি বলে তাহা ঠিক বুঝা যায় না, জননেন্দ্রিয়ের উত্তেজনা পীড়ার কারণ কিম্বা জননেন্দ্রিয় হইতে সড়সড়ানি (aura) আরম্ভ হইয়া ফিট হইলে ইহাতে উপকার হইবে। ফিটের পর ঘুমাইয়া পড়াও ইহার আর একটি লক্ষণ। ডাঃ লিপি বলেন—ভয় পাইয়া কিম্বা স্ত্রীলোকের ঋতুকালীন ফিট হইলে এবং দিন অপেক্ষা রাত্রিতে সংখ্যায় অধিক ফিট হইলে ইহাতে শীঘ্র উপকার হয়। ইহার ফিটের ঝোঁক (aura) অনেক সময় অগ্রকড়ার স্থান হইতে আরম্ভ হয়।

ক্যালি-ব্রোম—৩ ; এই ঔষধটার দ্বারা পীড়া আরোগ্য হয় কি না সে বিষয়ে সন্দেহ, তবে ইহাতে অনেক সময় ফিট ও পীড়ার আশু উপশম হয় (only palliative in true epilepsy)। কেহ কেহ বলেন ক্রমশঃ মাত্রা বৃদ্ধি করিয়া সেবন করিলে ফিট কিছুদিনের জন্য বন্ধ থাকে বটে ; কিন্তু পরিশেষে পীড়া আরও কঠিন হইয়া দাঁড়ায়।

জিঙ্কাম ও হায়োসিয়ামস—বয়স্ক বালকদের পীড়ায় উপকারী।

এতদ্ভিন্ন—কুপ্রম, আর্জেন্ট-নাইট্রিক, ইগ্নেসিয়া, হাইড্রো সিয়ানিক-এসিড, বেল, গ্লোনয়িন, ক্যালকে, সলফ, ককু, সাইলি (সাইলিসিয়ায়— পীড়ার ঝোঁক অগ্রকড়ার স্থান হইতে আরম্ভ হয়) প্রভৃতিও মৃগীর ঔষধ। মৎকৃত "প্র্যাকটিস্নার্স গাইড" ১১শ সংস্করণ—২য় খণ্ড, ৫৬৬ পৃষ্ঠা দেখুন। স্ত্রীলোকদিগের ঋতুকালীন কোনরূপ ফিট হইলে—আর্জেন্ট-নাইট্রিকাম, বিউফো, ইন্যান্থি (Enanthe), প্লম্বম, সলফার প্রভৃতি ঔষধগুলি উপকারী। অনিয়মিত স্বল্প ঋতুস্রাবসহ পীড়ায়—আর্টিমিসিয়া, সিমিসি-ফিউগা এবং প্রথম ঋতুদর্শন সময়ের পীড়ায়—কষ্টিকাম প্রভৃতি ফলপ্রদ।

স্ত্রী-পীড়া—ডানদিকের ডিম্বকোষে তীক্ষ্ণ বেদনা (ইহা—প্যালেডিয়ম, এপিসেও আছে), হরিৎপীড়াগ্রস্তা (chlorosis) স্ত্রীলোকদিগের পীড়ায় (এই পীড়ার লক্ষণ রোগিনীর চেহারা সবুজবর্ণ দেখায়, অত্যন্ত দুর্ব্বলা হইয়া পড়ে, বুক ধড়ফড় করে) —এব্‌সিন্থিয়ামে উপকার হয়।

প্রস্রাবের পীড়া—প্রস্রাব পরীক্ষা করিয়া তাহাতে এলবুমেন পাইলে এব্‌সিন্থিয়ামে উপকার হইবে। ইহাতে প্রস্রাবের রঙ—কমলালেবুর ও ঘোড়ার প্রস্রাবের মত দুর্গন্ধ হয় (এসিড-নাইট্রিক অধ্যায়ে দেখুন), প্রস্রাবের ঘন ঘন বেগ থাকে।

কর্ণের পীড়া—কোনও প্রকার শিরঃপীড়া আরোগ্য হইবার পর কানে পূঁয হইলে—এব্‌সিন্থিয়াম উপকারী।

হৃৎপিণ্ডের পীড়া—হৃৎপিণ্ডের অসম গতি, তদ্ভিন্ন হৃৎপিণ্ড এত জোরে ধড়াস্ ধড়াস্ করিয়া চলে যে, পিঠের দিক হইতেও ঐ স্পন্দন শব্দ শোনা যায়। নাড়ী প্রথমে খুব জোরে, পরে ক্ষীণ ও ধীর হইয়া আসে।

সদৃশ (complements)—আর্টিমিশিয়া, এসিড-হাইড্রো, সাইকিউটা, সিনা প্রভৃতি।

ক্রম (Potency)—১—৬ষ্ঠ শক্তি। ফরমূলা—৩।

একালিফা ইণ্ডিকা (Acalypha Indica)

(আমাদের দেশীয় মুক্তাবর্ষী বা মুক্তাঝুরীর পাতা হইতে প্রস্তুত হয়)— ইহা ঘুষঘুষে জ্বর, দিন দিন শরীর শুকাইয়া যাওয়া, কাশি, রক্তোৎকাশ, যক্ষ্মা ও ফুসফুস হইতে রক্তস্রাবের জন্যই অধিক ব্যবহৃত হয়। কাশিতে কাশিতে রক্ত উঠিলে, বক্ষঃস্থলে বেদনা থাকিলে ও যক্ষ্মারোগীদের কাশিতে রাত্রিতে অত্যন্ত কাশির বৃদ্ধি হইলে ইহার দ্বারা বিশেষ উপকার পাওয়া যায়। একালিফার রক্তের রঙ—উজ্জ্বল লাল বা ঈষৎ কালরঙের, তাহার সঙ্গে চাপ্ চাপ্ রক্ত উঠাও ইহার আর একটি লক্ষণ।

জিরেনিয়ম-ম্যাকুলেটাম (Geranium Maculatum)—রক্তোৎকাশ ও রক্তবমন (Haemoptysis & Haematemesis) পীড়ায় সাধারণতঃ—একালিফা, একোনাইট, ইপিকাক, আর্ণিকা, হ্যামামেলিস, মিলিফোলিয়ম, আর্সেনিক, বেলেডোনা, চায়না, ফেরম কার্ব্বো, ক্রোকাস, ফসফরাস, সিকেলি ইত্যাদি ঔষধগুলি উপযোগী হইলেও যখন কোনও ঔষধ যথারীতি উপকার না পাওয়া যায়, অথবা স্থায়ী উপকার না হয়, তখন ইহার মূল-আরক (মাদার-টিংচার) ১০ হইতে ৩০ ফোঁটা পর্য্যন্ত মাত্রায়, পীড়ার উগ্রতানুসারে ২/৩ বার ৪ ঘণ্টা অন্তর প্রয়োগে এক এক সময় যাদুমন্ত্রের মত পীড়ার উপশম হয়। পাকস্থলীর ক্ষতে (Gastric ulcer) ও শিশু উদরাময়ে ইহা উপকারী।

ডাঃ এচ্, আর, আর্ণডের "প্র্যাকটিস-অফ মেডিসিন" নামক একটি গ্রন্থে Simple ulcer of the stomach অধ্যায়ের শেষাংশে হিমাটিমেসিস যে পরিচ্ছেদে লিখিত আছে, তাহার শেষ ছত্রে লেখা আছে" * * * It has been affirmed that Geranium Maculatum give in half drachm doses relives when all other medicines failed * * * ; ডাঃ উইলিয়ম বোরিক তাঁহার মেটিরিয়া মেডিকায়—জিরেনিয়ম—ম্যাকুলেটাম অধ্যায়ের প্রথমাংশেই লিখিয়াছেন—* * * profuse haemorrhages from different organs. Vomiting of blood * * *" পাকস্থলীর ক্ষত হইতে হউক, পাকস্থলী হইতে হউক, ফুসফুস হইতে হউক, উহা অল্প হউক আর আর অধিক হউক, মুখ দিয়া ঝলকে ঝলকে রক্ত উঠিয়া রোগীর আসন্ন মৃত্যুকাল উপস্থিত হইলেও ইহা যথাসময়ে প্রযুক্ত হইলে রক্ত বন্ধ হইয়া রোগী অচিরে পুনর্জ্জীবন লাভ করিবে।

রক্তবমন ও রক্তোৎকাশে—"জিরেনিয়ম-ম্যাকুলেটাম" শীর্ষক একটি প্রবন্ধ অর্থাৎ আমার নিজ চিকিৎসিত একটি মৃতপ্রায় রোগীর আনুপুর্ব্বিক ইতিহাস সহ কি সুত্রে "জিরেনিয়ম" আমি রক্তস্রাবে প্রথম ব্যবহার করি ও কি প্রকারে জিরেনিয়ম রক্তস্রাবে আজ পেটেন্ট ঔষধের ন্যায় হোমিওপ্যাথিতে প্রচলিত হইল, তাহার বিস্তারিত বিবরণ—হোমিওপ্যাথির এক মাসিক পত্র "হ্যানিম্যান" ১৩২৯ সালের কার্ত্তিক সংখ্যায় মুদ্রিত হইয়াছিল। একালিফায়—প্রাতে তাজা রক্ত ও সন্ধ্যায় কাল কাল চাপ্ চাপ্ রক্ত নির্গত হয়। ইহার কাশি শুষ্ক এবং কাশির পর যে গয়ার উঠে তাহার সঙ্গে রক্ত থাকে।

উদরাময় ও আমাশয়—এলোজের মত একালিফাতেও দুর্গন্ধ বায়ু নিঃসরণসহ সশব্দে তরল মল বেগে নির্গত হয়, তলপেট হইতে নীচের দিকে নাড়ীভূঁড়ী বাহির হইয়া আসিবার মত বেদনা হয়, পেট গড় গড় করে, পেট ডাকে, পেট ফাঁপে ও পেটে কামড়ানি ব্যথা থাকে, মলদ্বার দিয়া রক্তস্রাব (rectal haemorrhage) হয়, রক্ত প্রাতেই অধিক নির্গত হয়।

চর্ম্মপীড়া—চর্ম্মে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্ফোটকের মত উদ্ভেদ বাহির হইয়া চাবড়ার মত ফুলিয়া উঠে, অত্যন্ত চুলকায়।

দ্রষ্টব্য ঃ মুক্তাঝুরীর পাতা দুই হাতে পিষিয়া শ্লেট-পেন্সিলের মত মোটা ও দেড় ইঞ্চি পরিমাণে লম্বা করিয়া মলদ্বারের ভিতর টিপিয়া প্রবেশ করাইলে সঙ্গে সঙ্গেই মলত্যাগ হয়।

বৃদ্ধি (aggravation)—রোগলক্ষণ প্রাতঃকালে।

সদৃশ (complements)—এসিড-এসেটিক, ক্যালি-নাইট্রিক, মিলিফো, আর্ণি, ইপি, ফস। ক্রম (potency)—১ ×—৬ শক্তি। ফরমূলা—৩।

এসিট্যানিলিডিয়াম (Acetanilidium)

(খনিজ পদার্থ)—এই ঔষধটী নিউ-রেমিডিজের অন্তর্ভুক্ত, সুতরাং চিকিৎসাক্ষেত্রে ইহা অল্পই ব্যবহৃত হয়। যেখানে দেখিবেন জ্বরের তাপ অত্যন্ত অধিক (১০৫। ১০৬। ১০৭ ডিগ্রী), তৎসহ হৃৎপিণ্ডের গতি অত্যন্ত দ্রুত ও অসম, সেখানে ইহাকে একবার স্মরণ করিবেন। ইহাতে দ্রুত শ্বাস-প্রশ্বাস, হৃৎপিণ্ডের দ্রুত স্পন্দন ও ব্লড প্রেসার কম হয় (ব্লড-প্রেসার বৃদ্ধি—এড্রিন্যালিন—২ ×, ৬ × শক্তি, এসিট্যানিলিডিয়ামে—ক্রমশঃ উষ্ণ তাপ কমিয়া আসে (পাইরো, ভেরেট-ভিরি)। পায়ের গোড়ালীর গাঁটের ও পায়ের তলার ফোলায় ইহা উপকারী। Temperature sub-normal—৯৬ ডিগ্রী, সমস্ত শরীর ও ভিতরে বরফের মত ঠাণ্ডা—হেলোডার্মা।

এসিট্যানিলিডিয়ামের রোগীকে একটু ঠাণ্ডাতেই ঠাণ্ডা লাগে, ঠাণ্ডা আদৌ সহ্য হয় না। ক্রুড-ফরম—১ হইতে ৩ গ্রেণ মাত্রায় ব্যবহারে নানাপ্রকার যন্ত্রণাদায়ক নিউর‍্যালজিক-বেদনার ও শিরঃপীড়ার আশু উপশম হয়, ইহা অবসাদক (sedative) ঔষধ। সদৃশ—এন্টিপাইরিণ।

হোমিওপ্যাথিতে—৩ × হইতে ৩য় শক্তি ব্যবহার্য্য।

এসিড্ এসেটিক (Acid Acetic)

(সির্কাম্ল বা ভিনিগার)—বহুমূত্র ও উদরী রোগে ব্যবহারের জন্যই অধিক প্রসিদ্ধ। রক্তহীনতা, মুখের চেহারা সাদাবর্ণ হওয়া, জ্বর ভিন্ন অন্যান্য সমস্ত পীড়ায় দারুণ পিপাসা, পাকস্থলীর ক্যান্সার, পুড়িয়া যাওয়া, পতঙ্গ দংশন, জড়ুল, আঁচিল, পায়ে কড়া প্রভৃতি পীড়ারও ইহা উত্তম ঔষধ। অস্ত্র চিকিৎসার

সময় সক (shock) লাগিয়া কোনও উপসর্গ (সক লাগিয়া বমি—আর্ণিকা, স্নায়ু আহত হইয়া ধনুষ্টঙ্কার—হাইপেরিকাম)।

বহুমূত্র—রোগীর অত্যন্ত পিপাসা, গায়ের চামড়া ফেকাসে, শুষ্ক, ভয়ানক গাত্রদাহ, মধ্যে মধ্যে ঘাম, বহুবার স্বচ্ছ জলের মত প্রস্রাবত্যাগ এবং তাহার সহিত উদরাময়, বমি, শোথ ইত্যাদি লক্ষণগুলি থাকিলে (না থাকিলেও) এই এসিড উপকারী, ন্যাট্রাম-সলফ দেখুন।

ইউরেনিয়ম-নাইট্রিকাম (Uranium Nitricum)—১ ×, ৬ ×,৩০ শক্তি, বিলাতের ডাঃ ব্লেক এই ঔষধটী প্রথমে পরীক্ষা করেন। শর্করা যুক্ত বহুমূত্র অর্থাৎ যেখানে প্রস্রাবে শর্করা থাকে (Diabetes mellitus), দিন অপেক্ষা রাত্রিতে অনেকবার বহুপরিমাণে প্রস্রাব হয়, তথায় এই ঔষধটি প্রত্যহ ২/৩ মাত্রা, ৭/৮ দিন সেবন করিলে বিশেষ উপকার দেখিতে পাইবেন। অত্যন্ত ক্ষুধা, অধিক পিপাসা, রোগী বেশ খায়-দায় অথচ দিন দিন শীর্ণ হইতে থাকে, পেটে বায়ু জমে, পেট ফাঁপে (emaciation and tympanitis), এই কয়টী এই ঔষধের আনুসঙ্গিক লক্ষণ। ডাঃ হিউজেস্ বলেন—ডিস্পেপসিয়া যে বহুমূত্র পীড়ার মূল কারণ, তাহাতে ইহার দ্বারা উপকার হইবেই হইবে। ক্ষত, পাকস্থলীতে জ্বালা, গায়ে জ্বালা, পাকস্থলীতে ও ডিওডিনামে ক্ষত, অত্যন্ত পিপাসা, বমন, পেটে বেদনা প্রভৃতিরও ইহা মহৌষধ, সম্পূর্ণ ধ্বজভঙ্গ, তৎসহ স্বপ্নদোষ, লিঙ্গ শিথিল, ঠাণ্ডা, ঘর্ম্মাক্ত। গর্ভাবস্থায় পোয়াতিদের বহুমূত্র পীড়ারও ইহা একটি ফলপ্রদ ঔষধ। ইউরেনিয়ম ধাতুসহ নাইট্রিক-এসিড সহযোগে ইহা প্রস্তুত হয়—ফরমূলা—৮ (আমি ইহার ১ × শক্তিতে অধিক ফল পাই)।

<u>সিজিজিয়ম-জ্যাম্বোলিনাম</u> **<u>(Syzygium Jambolinum)</u>**—θ, ১ × শক্তি ; ইহাও শর্করাযুক্ত বহুমূত্রের প্রধান ঔষধ। ডাঃ বোরিক বলেন—"no other remedy causes in so marked degree the diminution and disappearance of sugar in the urine"—অর্থাৎ প্রস্রাবে শর্করার পরিমাণ হ্রাস বা দূর করিতে ইহার সমকক্ষ প্রায় কোন ঔষধই দৃষ্ট হয় না। প্রবল পিপাসা, দুর্ব্বলতা, শীর্ণতা, অধিক পরিমাণে বার বার প্রস্রাবত্যাগ, প্রস্রাবের আক্ষেপিক-গুরুত্ব বৃদ্ধি (specific gravity high), বহুমূত্রের কারণ শরীরে ক্ষত (diabetes ulceration) প্রভৃতিও এই ঔষধের অন্তর্ভুক্ত। প্রস্রাবে শর্করার অংশ অধিক ও রোগী অত্যন্ত দুর্ব্বল হইলে—ইহার মাদার-টিংচার ৫। ১০ ।১৫ ফোঁটা মাত্রায় প্রত্যহ ৩। ৪ বার, অন্ততঃ ২। ৩ মাস সেবন করাইতে হইবে, নচেৎ আশানুরূপ ফল পাইবেন না (জামের বীজ হইতে ইহার টিংচার প্রস্তুত হয়, ফরমূলা—৪)।

<u>আর্সেনিক-ব্রোমাইড</u> (Arsenic Bromide)— ইহার—θ বা ১ × ; ২। ৩ ফোঁটা মাত্রায় জলসহ প্রত্যহ ২। ৩ বার সেব্য। ইহা একটি প্রধান এন্টিসোরিক ও এন্টিসাইকোটিক ঔষধ। সাধারণতঃ চর্ম্মপীড়া ও গর্ম্মীপীড়াগ্রস্ত ব্যক্তিদের অনিদ্রা ও বহুমূত্রতেই ইহা অধিক উপকারী।

এমন-এসেটিকাম—অধিক পরিমাণে শর্করাযুক্ত প্রস্রাব তৎসহ অত্যন্ত ঘাম, এত ঘাম হয় ঠিক যেন স্নান করিয়া উঠিয়াছে।

এসিড-ল্যাকটিক, এসিড-ফস, রস-এরোম্যাটিক, ক্রিয়োজোট, মস্কাস, ন্যাট-সলফ, হেলোনিয়াস প্রভৃতিও বহুমূত্রের ঔষধ।

শোথ ও উদরী—সর্ব্বাঙ্গিন শোথ কিম্বা উদরীর সহিত উদরাময় ও বমন কেবলমাত্র এসেটিক-এসিডেই আছে, অন্য ঔষধে নাই। এপিসের শোথ ও ফোলায় রোগী অতি অল্প পরিমাণে প্রস্রাবত্যাগ করে, লিয়াট্রিস—অধিকাংশ শোথ পীড়ায় উপকারী। এসেটিক-এসিডে প্রচুর পরিমাণে প্রস্রাবসহ কোমরে বেদনা থাকে, উহা উপুড় হইয়া শুইলে একটু উপশম হয়। উদরাময়ের সহিত পা ও পায়ের তলা ফোলায়—এসিড-এসেটিক উপকারী।

পাকস্থলী ও উদর—পেট ফোলে, পেটে কলিক-বেদনা ও জ্বালা। পাকস্থলীতে ও বুকে ভয়ানক জ্বালা, শরীর ঠাণ্ডা, কপালে ঠাণ্ডা ঘাম।

রক্তহীনতা—উদরাময়, নিশাঘর্ম্ম, কাশি প্রভৃতি কতিপয় পীড়ায় ও প্রসূতির রক্তহীনতায় (এনিমিয়ায়) ইহা ফলপ্রদ।

রক্তস্রাব—ভিনিগারে নেকড়া বা তুলা ভিজাইয়া টিপিয়া রাখিলে প্রায় সকল প্রকার রক্তস্রাব বন্ধ হয়। ইহা নাসিকা, ফুসফুস, পাকস্থলী, অন্ত্র, জরায়ু প্রভৃতি শরীরের সকল দ্বার দিয়া রক্তস্রাবের মহৌষধ, ঋতু-কালে ও প্রসবের পর রক্তস্রাবেও ইহা উপকারী (হ্যামামেলিস দেখুন)। শরীরের একস্থানের রক্তস্রাব বন্ধ হইয়া অন্যস্থান দিয়া রক্তস্রাব হইলে এবং পড়িয়া গিয়া কিম্বা আঘাত লাগিয়া নাক দিয়া রক্তস্রাব হইলে ইহাতে উপকার হয় (ফিটকিরি চূর্ণ বা উহার জলেও রক্ত বন্ধ হয়)।

জ্বর—ঘুষঘুষে-জ্বর তৎসহ নিশাঘর্ম্ম (সালফার); হেকটিক-জ্বর— তৎসহ উদরাময়, নিশাঘর্ম্ম, শ্বাসকৃচ্ছ্রতা, শরীরের ক্রমশঃ শুষ্কতা এবং নিম্নাঙ্গের শোথ ও ফোলা, সময়ে সময়ে প্রচুর ঘর্ম্ম (চায়না)। জ্বর ভোগকালে রোগীর তৃষ্ণার লেশমাত্র থাকে না।

সম্বন্ধ—এসিড-এসেটিক প্রায় সকল প্রকার অচৈতন্যকারক ঔষধাদি (ক্লোরোফরম প্রভৃতি) অঘ্রাণজনিত দোষের প্রতিবিষ। রক্তস্রাবে—চায়নার পর ও শোথে—ডিজিটেলিসের পর ইহা ব্যবহারে বিশেষ উপকার হয়। জীর্ণ, শীর্ণ, পেশী ঢিলা, রক্তহীন, ফ্যাকাসে ব্যক্তিরাই ইহার ক্ষেত্র।

ষ্টিম-অটোমাইজার নামক যন্ত্রে বা অন্য কোনও প্রকারে সাইডার ভিনিগারে (ইহাও একপ্রকার এসেটিক-এসিড) বাষ্প করিয়া সেই বাষ্প নাক মুখ দিয়া গ্রহণ করিলে অনেক প্রকারের ক্রুপ ও ডিপ্‌থেরিয়া রোগের উপশম হয়। শ্বাসপীড়ায় গলা ঘড় ঘড় করে, গলায় শব্দ হয়।

ক্রিয়া ব্যাঘাতক (inimical)— বোরাক্স, কষ্টিকাম, নক্স, র‍্যানান কিউলাস, সার্সা। ক্রুপ ভিন্ন অন্য পীড়ায় পুনঃ পুনঃ প্রয়োগ নিষিদ্ধ।

বিষক্রিয়া নাশক—একোন; ন্যাট্রম, নক্স, সিপি, ট্যাবেক, চুণ।

ক্রিয়া স্থিতিকাল (duration) –১৪–২০ দিন।

ক্রম (potency) –৬–৩০ শক্তি। ঘুংড়ি ব্যতীত অন্যান্য সমস্ত রোগে পুনঃ পুনঃ প্রয়োগ নিষিদ্ধ। ফরমূলা—-৫- এ।

এসিড বেঞ্জোয়িক (Acid Benzoicum)

(লোবান)—ঘোড়ার প্রস্রাবের মত প্রস্রাবে কটু গন্ধ, অসাড়ে প্রস্রাব ত্যাগ, বাত, গেঁটেবাত, ইত্যাদি পীড়াতে এই ঔষধ বিশেষ উপকারী। মোটের উপর কথা যে কোন পীড়াতেই হউক না কেন—দুর্গন্ধ প্রস্রাব ঘোড়ার প্রস্রাবের মত প্রস্রাবে কটু গন্ধ থাকিলে ইহা প্রথমেই ব্যবহার্য্য (এসিড-নাইট্রিক অধ্যায় দেখুন) ; ইহার প্রস্রাবে কোনও প্রকার তলানি (sediment) পড়ে না।

এসপ্যারাগাস (**Asparagus**)—সিষ্টাইটীস, প্রষ্ট্যাটাইটীস্ কিম্বা অন্য কোনও প্রকার প্রস্রাব সম্বন্ধীয় পীড়ায় পুঁয ও শ্লেষ্মা নির্গমনসহ প্রস্রাবে অত্যন্ত ঝাঁজাল গন্ধ এবং তাহার সহিত বুক ধড়্‌ফড়ানি, হৃৎপিন্ডের চারিদিকে বেদনা প্রভৃতি লক্ষণগুলি থাকে। বৃদ্ধদিগের দুর্ব্বল হৃৎপিণ্ডের সহিত স্বল্প পরিমাণে অত্যন্ত দুর্গন্ধ প্রস্রাব নির্গমনসহ বাম কাঁধে ও বুকে বেদনা যন্ত্রণা থাকিলে ইহাতে বিশেষ উপকার হয়। ক্রম—৬ষ্ঠ শক্তি। একপ্রকার গাছের নতুন শিকড় হইতে ইহার টিংচার প্রস্তুত হয়। ফরমূলা—৩।

প্রমেহ বা উপদংশ বিষদুষ্ট ধাতুর সহিত যাহাদের বাতিকদোষ সম্মিলিত হইয়াছে, এইরূপ ধাতুর ব্যক্তিগণের উপর বেঞ্জোয়িক এসিড শীঘ্র ক্রিয়া প্রকাশ করে। প্রমেহের আস্রাব বন্ধ হইয়া কেহ বাতরোগে আক্রান্ত হইলে ইহার দ্বারা বিশেষ উপকারের সম্ভাবনা।

বাতে—কল্‌চিকমের এবং প্রমেহে কোপেবার পর ইহা প্রযোজ্য।

বৃদ্ধি (aggravation) —খোলা বাতাসে, গায়ের কাপড় খুলিলে।

সদৃশ (complements)—ফেরম, কোপেবা, থুজা।

বিষক্রিয়া নাশক (antidote)—কোপেবা।

ক্রম (potency)—৬—২০০ শক্তি। ফরমূলা—৭।

এসিড কার্ব্বলিক (Acid Carbolicum)

(পাথুরিয়া কয়লার আলকাতরা হইতে চোয়ানো পদার্থ)—ইহা এলোপ্যাথিকে পচন নিবারক ও এন্টিসেপ্‌টিক ঔষধ। বাস্তবিক রক্তদূষিত পীড়াসকল, যেমন—পিওরপের‍্যাল (সূতিকা) ফিভার, সেপ্‌টিক এবং ড্রেণের পচা গ্যাস হইতে উৎপন্ন বিষাক্ত জ্বরাদিতে ইহার দ্বারা বিশেষ ফল পাওয়া যায়। ক্রিয়া—সকল প্রকার দুর্গন্ধযুক্ত ক্ষত, নাসিকার ক্ষত, পচা দুর্গন্ধ স্রাব, ওজিনা এবং অত্যন্ত পচা দুর্গন্ধ বাহ্যেও ইহার বিশিষ্ট লক্ষণ।

এপিথেলিওমা, প্লুরাইটীস, প্লুরিগো এবং ডিস্পেপসিয়া রোগাক্রান্ত ব্যক্তিগণের বহুমূত্র ও ব্রাইট'স-ডিজিজ, ল্যারিঞ্জাইটীস, হুপিংকফ, থাইসিস ইত্যাদি পীড়ায় দুর্গন্ধময় গয়ার নিঃসরণ, অজীর্ণ, মদ্যপায়ীদিগের বমন, গর্ভাবস্থায় গা-বমি ও বমন, পচা দুর্গন্ধ বাহ্যের সহিত রক্তামাশয়, একপ্রকার মাথাব্যথা—যাহাতে বোধ হয় যেন কপালে রবারের ব্যাণ্ড বা দড়ী বাঁধা আছে, মাথার মধ্যস্থলে জ্বালা (কুপ্রম্‌-সলফ) প্রভৃতি পীড়া-গুলিরও ইহা একটি ফলপ্রদ ঔষধ। গর্ভস্রাব হইবার বা প্রসবের পর জরায়ুর মধ্যে কিছু পচিয়া কিম্বা লোচিয়াস্রাবে পচা দুর্গন্ধ বাহির হইলে—১ বোতল ঈষদুষ্ণ জলে-১ × শক্তির ৩০।৪০ ফোঁটা ঔষধ মিশাইয়া যোনির মধ্যে ডুস দিয়া যোনি ধৌত করাইলে শীঘ্রই দুর্গন্ধ নষ্ট ও সেপ্‌টিক হইবার আশঙ্কা দূর হয়। আভ্যন্তরিক—৩য়, ৬ষ্ঠ শক্তি সেব্য।

ক্ষত—পোড়া কিম্বা অন্য কোনও দুর্গন্ধযুক্ত ক্ষতে ইহা ভ্যাসেলিনের, অলিভ-অয়েলের কিম্বা গ্লিসারিণের সহিত মিশাইয়া মলম প্রস্তুত করিয়া (১ আউন্সে ১ × শক্তির ১৫।২০ ফোঁটা কার্ব্বলিক-এসিড) ব্যবহারেও ইহার ৬ষ্ঠ কিম্বা ৩য় শক্তি সেবনে আশু উপকার পাওয়া যায়। পাকস্থলীর ক্যান্‌সার পীড়ায়—কার্ব্বলিক-এসিড উপকারী।

গ্যাষ্ট্রো-এন্‌টেরাইটীস ও কলেরা—পান্তাভাতের কিম্বা চাউল-ধোয়া জলের মত এবং ডিমপচার মত দুর্গন্ধ বাহ্যে, রক্ত ও আমযুক্ত বাহ্যে, বাহ্যে এত বিশ্রী দুর্গন্ধ যেন পেটের আভ্যন্তরিণ-পদার্থসমূহ পচিয়া বাহির হইতেছে, ঘুমাইয়া ঘুমাইয়া অসাড়ে বাহ্যে, রোগী ভয়ানক গোঁগায় ও ছটফট্‌ করে, থাকিয়া থাকিয়া চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠে (এপিসেও এই লক্ষণটী আছে ; কিন্তু তাহাতে পিপাসা থাকে না ও তাহার ভেদ-বমনের রঙ্‌ অন্যপ্রকার)। কার্ব্বলিক-এসিড—শিশু বিসূচিকায় অনেক স্থলে উপকারী। শিশু যে বমি করে, তাহার রঙ সবুজ বা কাল, প্রস্রাব—ঘোলাটে, কাল বা সবুজ রঙের। শিশুদের গ্যাষ্ট্রো-এনটেরাইটীস্‌ নামক পীড়ায় রোগী প্রায়ই মারাত্মক হয়, এই পীড়ার উক্ত লক্ষণসহ বমন, জ্বর বিকার, ছটফটানি ইত্যাদি থাকিলে—এসিড-কার্ব্বলিক উপকারী।

শ্বেত-প্রদর—ছোট ছোট বালিকাদের শ্বেত-প্রদর (ক্যানাবিস-স্যাটাইভা, ক্যালেডিয়ম)।

জ্বর—ম্যালেরিয়া, সবিরাম, প্লীহাযুক্ত ঘুষঘুষে জ্বর ইত্যাদি সকল প্রকার জ্বরে ইহা ব্যবহৃত হয়। কার্ব্বলিক-এসিড—দুষিত গ্যাসজনিত সমস্ত পীড়ারই মহৌষধ।

কাশি—অনবরত খুকখুকে কষ্টদায়ক কাশি, তাহা—ব্রঙ্কাইটীস ল্যারিঞ্জাইটীস, থাইসিস যে কোনও পীড়ার সহিত থাকুক না কেন, এসিড-কার্ব্বলিক উপযোগী। হুপিং-কাশিতে—কার্ব্বলিক-এসিডের—৬ষ্ঠ শক্তি প্রথমাবস্থায় প্রয়োগে প্রায় তাহাতেই কমিয়া আসে, পরে—কষ্টিকাম।

বসন্তরোগ—চিকিৎসার দোষে অনেক সময় বসন্তরোগের ক্ষতে পোকা হয় এবং সেই ক্ষত হইতে এত কটু পচা দুর্গন্ধ বাহির হয় যে, লোক কাছে ঘেঁসিতে

পারে না, যে গৃহে রোগী থাকে, সেই গৃহে প্রবেশ করিলেই বমি আসে, এই প্রকার মুমূর্ষ রোগীকে কার্ব্বলিক-এসিডের ৬ষ্ঠ শক্তি ; ২।৪ ঘন্টা অন্তর উপকার না হওয়া পর্য্যন্ত, প্রতিদিন ৬।৭ মাত্রা সেবন এবং ১ পাউণ্ড অলিভ-অয়েলে বা স্যালাড অয়েলে ২।৩ ড্রাম ১ × শক্তির কার্ব্বলিক-এসিড কিম্বা ১ আউন্সে ১৫/২০ ফোঁটা এই ভাগে মিশাইয়া নেই অয়েল পালকে করিয়া রোগীর ক্ষতে বাহ্যিক প্রয়োগ করিলে প্রায় ২।৩ দিনেই মধ্যেই দুর্গন্ধ কমিয়া বসন্ত—চিকিৎসক পরিত্যক্ত মৃত রোগীও পুনর্জ্জীবন লাভ করিবে, ইহা আমার বহু পরীক্ষিত। বসন্তের গুটী অল্প বাহির হইয়া যদি আর না বাহির হয় ও তজ্জন্য বিকার হয়, পতন অবস্থা আসিয়া পড়ে, তাহা হইলে এই ঔষধের—৩০ কিম্বা ২০০ শক্তি ব্যবহার্য্য।

সদৃশ (complements)—আর্সেনিক, ক্রিয়োজোট ; দুর্গন্ধময় রসযুক্ত ক্ষতে—মার্ক-সল, সলফার।

ক্রম (potency)—৬—৩০ শক্তি। ফরমূলা—৬ এ।

এসিড ক্রাইসো (Acid Chrysophanic.)

হোমিওপ্যাথিতে এই ঔষধটীর প্রচলন অতি অল্প হইলেও—দাদ, সোরায়সিস, হার্পিস, একনি-রোজেসিয়া, নিম্নাঙ্গের একজিমা—তাহাতে অসহনীয় চুলকানি, প্রচুর পরিমাণে দুর্গন্ধস্রাব নিঃসরণ প্রভৃতি কতকগুলি পীড়া ও লক্ষণে ইহা ব্যবহৃত হয়। ইহা এলোপ্যাথিকে দাদের একটি প্রধান ঔষধ এবং দাদের প্রায় সমস্ত পেটেন্ট ঔষধের মধ্যেই থাকে।

খোস-পাঁচড়া—হ্যানিম্যান সকল প্রকার চর্ম্মরোগেই বাহ্যিক কোনও প্রকার ঔষধ বা মলমাদি প্রয়োগ করিতে নিষেধ করিয়াছেন, কারণ তাহাতে উদ্ভেদের স্রাব নিঃসরণ হঠাৎ বন্ধ হইয়া পীড়া-বিষ ভিতরে পরিচালিত হইয়া আরও অধিক অনিষ্ট উৎপাদন করিবে, কতকগুলি নুতন রোগ লক্ষণের সৃষ্টি হইবে, পীড়া ক্রমশঃ জটিল ও দুরারোগ্য হইলে, রোগী রোগে ভুগিয়া ভুগিয়া শেষে মারা পড়িবে। আমি এইজন্য খোস্‌-পাঁচড়াদিতে রোগীকে একমাত্র আভ্যন্তরিক ঔষধ প্রদান ভিন্ন কখনও বাহ্যিক মলমাদির ব্যবস্থা করি না ; তবে প্রদাহ, যন্ত্রণা, চুলকানি প্রভৃতি নিবৃত্তির জন্য নিমপাতা গব্য-ঘৃতে উত্তমরূপে ভাজিয়া ঘৃত কালবর্ণ হইলে সেই নিমঘৃত ভ্যাসেলিন, বিশুদ্ধ গ্লিসারিণ প্রভৃতি অনেক সময় প্রয়োগ করিয়া থাকি। এই পীড়া আরোগ্য হইতে প্রায়ই বিলম্ব হয়।

(১ পাউণ্ড ভ্যাসেলিন : এসিড-স্যালিসাইলিক-ক্রুড—২ তোলা, এসিড বোরিক ২ তোলা—ইহা হাজা ঘায়ের ও দাদের উৎকৃষ্ট বাহ্য প্রয়োগের ঔষধ)।

কোনও খোস্‌ পাঁচড়াগ্রস্ত রোগী শীঘ্র আরোগ্য হইবার আশায় অন্য হাতে যাইবার সম্ভাবনা বুঝিলে এবং চিকিৎসককে ব্যস্ত করিয়া তুলিলে ক্রাইসোফ্যানিক-এসিড—ক্রুড ২০।২৫ গ্রেণ; ১ আউন্স উক্ত প্রকার নিম-ঘৃত, গ্লিসারিণ, ভ্যাসেলিন, অলিভ-অয়েল ইত্যাদির সহিত—অভাবে নারিকেল তৈলের সহিত মিশাইয়া বাহ্যিক প্রয়োগ করিতে দিলে ৫।৬ দিনের মধ্যেই পাঁচড়ার ঘা শুকাইয়া আসিবে (এচিনেসিয়া দেখুন)।

ক্রম—৩য়—৬ষ্ঠ শক্তি—আভ্যন্তরিক সেব্য। ফরমূলা—৭।

এসিড্ সাইট্রিক (Acid Citric)

(লেবুর রস) খাদ্যদ্রব্য রীতিমত পরিপাক না হওয়ায় শরীর পোষকে ব্যাঘাত, রক্তহীনতা, স্কার্ভি (scurvy) প্রভৃতি পীড়ায় ইহা উপকারী। সাইট্রিক-এসিড—স্কার্ভি, মুখ ও মাড়ীক্ষত রোগ নিবারক ও পীত-জ্বরের প্রতিষেধক ঔষধ। ২/১ ড্রাম মূল সাইট্রিক-এসিড—৮ আউন্স (এক পোয়া) জলে মিশাইয়া ক্যানসারের ক্ষতে প্রয়োগ করিলে যন্ত্রণার উপশম হয়।

ঋতুস্রাব—যাহাদের প্রায় প্রতিমাসে অধিক পরিমাণে রজঃস্রাব হয়, তাহারা এই এসিড নিয়মিতরূপে সেবন করিলে শীঘ্রই উপকার হইবে।

জ্বর—জ্বররোগে লেবুর রস জলসহ পান করিলে পিপাসা নিবারণ হয়, বমি ও গা-বমি থাকিলে তাহারও উপশম হয়, তবে ইহা প্রয়োগকালীন মূল পীড়ার নিমিত্ত যে সমস্ত ঔষধ প্রয়োগ করা হইবে, ইহা তাহাদের প্রতিষেধক (এন্টিডোট) কিনা তাহা ভাল করিয়া দেখিবেন।

সাইট্রাস-ভলগ্যারিস (**Citrus Vulgaris**)—নিম্নশক্তি উপকারী। মাথাব্যথাসহ গা-বমি-বমি, মাথাঘোরা ; ডানদিকে মুখের নিউর‍্যালজিয়া; অনবরত হাইউঠা, এই কয়েকটি পীড়ার ঔষধ। ফরমূলা—৭।

সাইট্রিক-এসিডের মূল ঔষধই সচরাচর ব্যবহৃত হয়।

এসিড্ ফ্লোর (Acid Flouricum.)

(একপ্রকার পাথর চূর্ণ, গন্ধকদ্রাবক সহযোগে রাসায়নিক কোনও প্রকার প্রক্রিয়ার দ্বারা এই ঔষধটী প্রস্তুত হয়)—হাড়ের ক্ষত, বিশেষতঃ টিউমার, ফিমার, অলনা টিবিয়া অর্থাৎ হাতের পায়ের সমস্ত লম্বা অস্থির টেম্পোর‍্যাল (কপালের) অস্থির ক্ষত, তাহা হইতে হাজাকারক পাতলা রস নিঃসৃত হইতে থাকিলে ইহার দ্বারা প্রভূত উপকার হয়। এতদ্ভিন্ন দাঁতের মাড়ীর ও চক্ষুর শোষঘায়ের ইহাই প্রায় একমাত্র ঔষধ। ফ্লোরিক-এসিডের ক্ষতের যন্ত্রণা ঠাণ্ডা প্রয়োগে উপশম হয় (সাইলিসিয়ায়—ঠাণ্ডায় যন্ত্রণা বৃদ্ধি) ; উপদংশজনিত প্রায় সকল প্রকার অস্থিক্ষতে ইহা উপকারী। ইহার রোগীকে অল্প বয়সে যেন বৃদ্ধের মত দেখায়, রোগী অক্লান্ত পরিশ্রম করিতে পারে, গ্রীষ্মে বা শীতে একটুও কাতর হয় না। চক্ষুর ছানিতে—থিওসিনামিনাম ও ক্যাল্-ফ্লোর ব্যবহার করিয়া দেখিবেন।

দন্তের পীড়া—দন্তের মাড়ীতে প্রথমে স্ফোটক হইয়া ক্রমশঃ ফিস্চুলায় (শোষ ঘায়ে) পরিণত এবং আরোগ্য না হইলে ক্রমশঃ দন্তের গোড়ায় অস্থি আদি আক্রান্ত (কেরিজ্) হয়, পুঁযে অত্যন্ত দুর্গন্ধ ও মুখ দিয়া পচা গন্ধ বাহির হয়। এই পীড়ায় ধৈর্য্য সহকারে অন্ততঃ ২। ৩ মাস এই ঔষধ সেবন করা আবশ্যক (হেক্লা-লাভা দেখুন)।

দ্রষ্টব্য ঃ—অস্থি কিম্বা দন্তের ক্ষতে সাইলিসিয়া ব্যবহার করিয়া অনেকটা উপকার হইয়াছে, কিন্তু পীড়া সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য হইতেছে না, এরূপস্থলে সাইলিসিয়ার পর—এসিড-ফ্লোরিক প্রয়োগে অনেক উপকার হইতে পারে। পুরাতন ক্ষতচিহ্ন পুনরায় লাল হইয়া উঠে, পাকে, ঘা হয়।

আঙ্গুলহাড়া—অস্ত্র করিবার পর ক্ষত এবং তাহাতে ঠাণ্ডা জল লাগাইলে যদি যন্ত্রণার উপশম হয়, তবে ইহাতে উপকার হইবার সম্ভাবনা (ডায়স্কোরিয়া অধ্যায় ও থেরাপিউটিক্স দেখুন)।

শিরাস্ফীতি—হ্যামামেলিসের মত ইহাতেও শিরাস্ফীতি (ভেরিকোষ) পীড়া আরোগ্য হয়। হ্যামামেলিস বাহ্য ও আভ্যন্তরিক উভয় প্রকারেই প্রয়োগ বিধেয়। শিরাস্ফীতি নূতন হইলে—**হ্যামামেলিস**, পুরাতন হইলে—এসিড-ফ্লোরিক উপকারী।

বেদনা—দক্ষিণ স্কন্ধ-সন্ধির বেদনা, বেদনা উপর হইতে অঙ্গুলি পর্যান্ত পরিচালিত হয়। বাম তর্জ্জনী কিংবা সমস্ত অঙ্গুলির বেদনায় ও প্রদাহে—এসিড-ফ্লোরিক উপযোগী। সমুদয় হস্তের ফোলা, ফোলাস্থান প্রথমে অত্যন্ত গরম হয় ও তাহাতে যন্ত্রণা থাকে পরে পাকিয়া যায়, ইহাতেও—ফ্লোরিক-এসিড উপকারী।

প্রস্রাব—প্রস্রাব করিবার সময় ও প্রস্রাবের পর মুত্রনলীর মধ্যে আগুণে পোড়ার মত জ্বালা (এই প্রকার জ্বালা—ক্যান্থারিসেও পাওয়া যায়), প্রস্রাবের সময় নহে, অন্য সময় জ্বালা—**ষ্ট্যাফিসেগ্রিয়া**।

চর্ম্মপীড়া—কোনও চর্ম্মপীড়ায় অসহ্য চুলকানি থাকিলে—ফ্লোরিক-এসিড উপকারী। মেজেরিয়ম—উচ্চ শক্তির দ্বারাও অনেক সময় চুলকানি, পাঁচড়া, একজিমা ইত্যাদির অসহ্য চুলকানি নিবারিত হয়। ফ্লোরিক- এসিডে—শরীরের ভিন্ন ভিন্ন অংশে অল্প পরিসর স্থানে উদ্ভেদ নির্গত হয়, রোগীর চর্ম্ম শুষ্ক ও খসখসে থাকে।

পাকস্থলীর পীড়া—অজীর্ণরোগে পেটফোলা, পেটবেদনা ও পেটে যন্ত্রণা, রোগীর অত্যন্ত পিপাসা হয়; কেবলমাত্র ঠাণ্ডা পানীয় পান করিতে ইচ্ছা করে, একটু আহারের ব্যতিক্রম হইলেই অসুখ করে, পিত্ত বমি হয়, সর্ব্বদাই হেউ হেউ করিয়া ঢেকুর উঠে ও বায়ু নিঃসরণ হয়, তাহাতে রোগী উপশম বোধ করে।

উপরোক্ত পীড়াগুলি ভিন্ন—সাইনোভাইটীস্ (হাঁটুর গাঁটের প্রদাহ), উদরী—বিশেষতঃ মাতালদের, লিভার শক্ত ও বড় হওয়া, হাইড্রো-থোরাক্স (বুকে জল জমা)), নাসিকার পুরাতন সর্দ্দি, গলগণ্ড, গলার ভিতর উপদংশের ঘা, নাকের ভিতর পচা ঘা (Ozoena), কাণে পুঁয, মাথার চুল উঠা, টাক, জড়ুল (Naevi), ক্ষত আরোগ্য হইয়া পুনরায় লাল হইয়া উঠা ও চুলকানি প্রভৃতি পীড়াগুলিতেও—ফ্লোরিক-এসিড উপকারী।

সদৃশ (complements)—কোকা, সাইলিসিয়া।

সম্বন্ধ—ফ্লোরিক-এসিড, দন্তশূলে—কফিয়া ও ষ্ট্যাফিসেগ্রিয়ার পর হিপজয়েন্ট (উরুসন্ধির) পীড়ায়—ক্যালি-কার্ব্বের পর ; মদ্যপায়ীদের শোথ ও উদরী রোগে—আর্সেনিকের পর ; বহুমূত্র পীড়ায়—এসিড-ফসের পর ; অস্থিরোগে—সাইলিসিয়া ও সিফাইটমের পর এবং গণ্ডমালায়— স্পঞ্জিয়ার পর ব্যবহার্য্য।

বিষক্রিয়া নাশক (antidote)—সাইলিসিয়া।

ক্রিয়া স্থিতিকাল (duration)—৩০ দিন।

ক্রম (potency)—৬—২০০ শক্তি। ফরমূলা—৫-বি।

এসিড্ গ্যালিক (Acid Galicum.)

(মাজুফল)—ইহা রক্তস্রাব নিবারণের জন্য প্রসিদ্ধ। ব্রাইটস ডিজিজের জন্য রক্তস্রাব, কিডনি ইহতে রক্তস্রাব, প্রষ্টেট-গ্ল্যাণ্ডের (এই গ্ল্যাণ্ড বা গ্রন্থি— মূত্রথলীর মুখের নীচের দিকে থাকে) প্রদাহের জন্য রক্তস্রাবের ইত্যাদি পীড়ায় এবং মূত্রথলীর প্রদাহজনিত (nephritis) প্রস্রাবের জ্বালায় ও প্রস্রাবে অক্জ্যালেট থাকিলে অনেক সময় ইহাতে প্রভূত উপকার হইয়া থাকে। সাধারণতঃ ইহার—১ × ট্রাইটুরেসন অধিক ফলপ্রদ।

থাইসিস—যক্ষারোগে এই ঔষধ নিয়মিতরূপে সেবন করিলে দূষিত স্রাব নির্গমন বন্ধ এবং পাকস্থলীর ক্রিয়াও ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হয়। ফুসফুসে বেদনা, ফুসফুস হইতে মুখ দিয়া রক্তস্রাব, প্রচুর পরিমাণে গলায় উঠে, প্রাতে গলায় প্রচুর পরিমাণে শ্লেষ্মা জমিতে থাকে ; কিন্তু রাত্রিতে শুষ্ক— কিছুই থাকে না, এই উপসর্গগুলি থাইসিস পীড়ার সহিত থাকিলে—গ্যালিক-এসিডে আরও অধিক উপকার হইবে।

কোষ্ঠবদ্ধ—অনেকে বলেন, হোমিওপ্যাথিতে কোষ্ঠবদ্ধের কোনও ভাল ঔষধ নাই, যাহাদের এরূপ ধারণা তাঁহারা নিচে লিখিত ঔষধগুলি পরীক্ষা করিবেন ঃ—

এসিড-গ্যালিক—১ × ; ১০ গ্রেণ মাত্রায় প্রত্যহ ৪। ৫ বার সেব্য।

ইলাটিরিয়ম—১ × শক্তি ; ২। ৩ ফোঁটা মাত্রায়, প্রত্যহ প্রাতে একবার করিয়া সেবনে কোষ্ঠ পরিষ্কার হয়।

"Elaterin ১/২০ of a grain palliative" অর্থাৎ ইলাটিরিণ—১ গ্রেণ বিচূর্ণ মূল ঔষধের ২০ ভাগের ১ ভাগ সেবনে সাময়িক জোলাপের ক্রিয়া হয়। ক্যালকেরিয়া-সিলিকা বা সিলিকা মেরিণা—৩ × , ৫ গ্রেণ মাত্রায় প্রত্যহ ৩ বার কিছুদিন সেব্য।

ডাঃ সুসলারের মতে—ক্যালি-মিউর—৬ × শক্তি, ১০ গ্রেণ মাত্রায় গরম জল সহ প্রত্যহ সেবনে কোষ্ঠ পরিষ্কার হয় (হাইড্রাসটিস দেখুন)।

ওপিয়ম—৩০ ; প্রত্যহ ৪। ৫ মাত্রা এবং যতদিন পর্য্যন্ত না পেটে বেদনা আরম্ভ হয় ততদিন সেব্য, পেটের বেদনা হইলে বুঝিতে হইবে যে ঔষধের ক্রিয়া হইয়াছে। ক্রোটন-অয়েল—অর্দ্ধ বা এক বিন্দু সুগারে বা গরম জলসহ একমাত্রা

থাইলে প্রায় ৫। ৬ বার বাহ্যে হইবে, এই বাহ্যেতে কোনও ভয়ের কারণ নাই। ক্রোটন বিষাক্ত পদার্থ, কখনও ২ ফোঁটা দিবেন না।

সদৃশ (complements)—আর্স-আয়োড, ক্যালকেরিয়া-কার্ব্ব, ফস ফরাস। ক্রম (potency)—১ ×—৬ × বিচূর্ণ।

এসিড-হাইড্রো (Acid Hydrocyanicum.)

তিক্ত বাদাম, আতা ফলের বিচি, কুলের আঁটি প্রভৃতির শাঁসের এবং পিচ গাছের পাতার মধ্যে একপ্রকার তীব্র বিষাক্ত পদার্থ অবস্থিতি করে— ইহা সেই বিষ ; ইহার এক ফোঁটায় মুহূর্তকাল মধ্যে একটি জীবের জীবন নষ্ট হইতে পারে, কিন্তু শক্তিকৃত হইলে—ওলাউঠা রোগের চরম অবস্থায় এবং তড়কা ধনুষ্টঙ্কার ও হৃৎপিণ্ডের পীড়া ইত্যাদিতে অনেক সময় মৃতের জীবন দান করে। ইহার অন্য নাম—প্রুসিক-এসিড।

ওলাউঠা—হঠাৎ নাড়ী ছাড়িয়া রোগীর সর্ব্বাঙ্গ বরফের মত শীতল, বাহ্যে, প্রস্রাব, বমি সমস্তই বন্ধ, নিশ্বাস ফেলিতে ভীষণ কষ্ট (নিঃশ্বাস গ্রহণে কষ্ট— আর্সেনিক) ইত্যাদি লক্ষণযুক্ত কলেরার হিমাঙ্গ অবস্থায় ইহা অধিক কার্য্যকরী; কিন্তু আবার দেখা যায় যে, ইহার ক্রিয়া অধিকক্ষণ স্থায়ী হয় না, সিয়ানাইড-অফ-পটাশ—ঔষধটি তথায় অধিক উপকারী এবং তাহাতে স্থায়ী উপকারও হইয়া থাকে। ডাঃ সালজার—প্যারালিটিক্ অর্থাৎ পাক্ষাঘাতিক জাতীয় কলেরায়—যেখানে হঠাৎ ২। ৪ বার বাহ্যে-বমি হইয়া নাড়ী দমিয়া যায়, সর্ব্বাঙ্গ বরফের মত ঠাণ্ডা বা নীলবর্ণ হয়, রোগী মড়ার মত অসাড়ে পড়িয়া থাকে, সেখানে হাইড্রোসিয়ানিক-এসিড ব্যবহার করিতে উপদেশ দেন; আমরা কিন্তু উক্ত সমস্ত লক্ষণে—ক্যাম্ফরে অধিক ফল প্রাপ্ত হই। মোটের উপর কথা— হৃৎপিণ্ডের দ্রুতগতি, নাড়ী ক্ষীণ ও অসম, হৃৎপিণ্ডে ও ফুসফুসে রক্তজমা, তথায় অত্যন্ত বেদনা, প্রথমে খেঁচুনি তৎপরে পেশী সমূহের অবসন্নতা, সম্পূর্ণ অচৈতন্যভাব, উদ্বেগ, শ্বাসকষ্ট, গলায় ঘড়্ ঘড়্ শব্দ, হৃৎপিণ্ডের হঠাৎ অবসন্নতা, হিমাঙ্গ প্রভৃতি হাইড্রোসিয়ানিক-এসিড প্রয়োগের বিশেষ লক্ষণ।

সিয়ানাইড-পটাশ (Cyanide Potass)—এসিড-হাইড্রোসিয়া-নিকের মত ইহাও একটি তীব্র বিষ। কোন পীড়ায় শ্বাসকষ্ট, দমবন্ধের ভাব, হিমাঙ্গ, নাড়ীলোপ, পীড়ার হঠাৎ আক্রমণ, রোগ উপসর্গ দেখিতে দেখিতে বৃদ্ধি প্রভৃতি লক্ষণগুলি থাকিলে ইহাতে উপকার হয় ; কলেরার হিমাঙ্গ ও নাড়ীলোপ অবস্থায় অত্যন্ত শ্বাসকষ্ট থাকিলে ইহাতে উপকার-ত হইবার বিশেষ সম্ভাবনা, এতদ্ভিন্ন— প্রতিক্রিয়া আরম্ভ হইয়া রোগী ধীরে ধীরে আরোগ্যের পথে অগ্রসর হইতে হইতে যদি হঠাৎ শ্বাসকষ্ট উপস্থিত হইয়া পুনরায় অবস্থা মন্দ হইয়া উঠে, মৃত্যুর সম্ভাবনা হইয়া দাঁড়ায়, তখন অবিলম্বে ইহা প্রয়োগ করা বিধেয়। অনেক চিকিৎসক বলেন, ইহার ৬ × বিচূর্ণ ক্রমেই শীঘ্র ফল পাওয়া যায়।

কেব্রা বা ন্যাজা—ইহাও ওলাউঠার হিমাঙ্গ অবস্থার উত্তম ঔষধ, কলেরার চরম অবস্থায় নাভিশ্বাস হইয়া ঘন ঘন শ্বাস-প্রশ্বাস বহিতে ও হৃৎপিণ্ড অত্যন্ত জোরে জোরে চলিতে থাকিলে ইহা প্রয়োগে রোগীকে মৃত্যুর করাল বদন হইতেও ফিরাইয়া আনে। ল্যাকেসিসও এই অবস্থায় একটি ফলপ্রদ ঔষধ, প্রভেদ ন্যাজা অধ্যায়ে দেখুন। ফুসফুসের পক্ষাঘাত ঠোঁট নীলবর্ণ দেখায়।

ধনুষ্টঙ্কার—শরীর কাঠের মত শক্ত হয়, মাথাটা পিঠের দিকে ধনুকের মত বাঁকিয়া যায়, নিশ্বাস বিলম্বে পড়ে, চোয়াল ধরিয়া যায়, মুখে ফেনা উঠে, ঘাড়ে খেঁচুনি হয়, বক্ষঃস্থলে খেঁচুনি হইলে—সাইকিউটা। সাইকিউটাতে —রোগী একদৃষ্টে চাহিয়া থাকে, ফিট ঘন ঘন হয়। হাইড্রোসিয়ানিক-এসিডের ফিট অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত স্থায়ী থাকে।

মৃগী—প্রকৃত মৃগী পীড়া নহে, মৃগীর মত ফিট ও খেঁচুনি ; ফিট আরম্ভের পূর্ব্বে বমি, গা-বমি, মুখে জলউঠা প্রভৃতি কতকগুলি লক্ষণ থাকে (এব সিন্থিয়াম দেখুন), দাঁতি লাগে, মুখে ফেণা বাহির হয়, চক্ষুর তারা স্থির থাকে কিম্বা তারা বড় হয়। কেহ মৃগী রোগে আক্রান্ত হইলে আমাকে লিখিবেন, আমার নিকট একটি ভাল ঔষধ আছে ; মূল্য ৮ আঃ শিশি ২৪।

কাশি—হৃৎপিণ্ডের পীড়ার সঙ্গে কাশি ও যক্ষ্মারোগীদের খুকখুকে শুষ্ক কাশিতে—এসিড-হাইড্রো উপকারী। যক্ষ্মার কাশি রাত্রিতে বাড়িলে এবং শুষ্ক কাশির সঙ্গে স্বল্প গয়ার, তাহাতে রক্তের ছিট মিশ্রিত থাকিলে লরোসিরেসাসে উপকার হয় (ল্যাকন্যানথিস, একালিফা দেখুন)।

তড়ুকা—এই পীড়ায় উপরোক্ত ধনুষ্টঙ্কারের আংশিক বা সম্পূর্ণ লক্ষণ পাইলেই—হাইড্রোসিয়ানিক-এসিড ব্যবহার্য্য।

শূল-বেদনা (Colic)—গাস্ট্রালজিয়া, পেটে ভয়ানক বেদনা, পেট একটু খালি হইলেই বেদনা বাড়ে।

হৃৎপীড়া—অত্যন্ত বুক ধড়ফরানি, নাড়ী দুর্ব্বল, অসম, সর্ব্বাঙ্গ শীতল, বুকে যন্ত্রণাদায়ক বেদনা। এনজাইনা-পেক্টোরিস।

জ্বর—কোনও জ্বরে হঠাৎ নাড়ী ছাড়িয়া রোগীর অবস্থা মন্দ হইলে—হাইড্রোসিয়ানিক-এসিড প্রথমেই স্মরণ করিবেন।

বিষক্রিয়া নাশক (antidote)—এমন-কার্ব্ব, ক্যাম্ফর, ওপিয়ম।

ক্রম (potency)—৩ ×—৩০ শক্তি। ফরমূলা—৬ বি।

এসিড্ ল্যাক্টিক (Acid Lacticum)

(ঘোল কিম্বা দধি হইতে এলকোহল সংযোগে প্রস্তুত)—ইহা প্রস্রাবের পীড়ায় ও বহুমূত্র (diabetes) রোগেই অধিক ব্যবহৃত হয়। বহুমূত্রের পীড়ায়—যাহাদের প্রস্রাবে অধিক শর্করা (sugar) থাকে, প্রস্রাবের পরিমাণ

[illegible] অধিক ও প্রস্রাব যখন খুব ঘন ঘন হয়, অত্যন্ত কোষ্ঠকাঠিন্যের ধাতু, [illegible] ভিন্ন যাহাদের বাহ্যে হয় না, তাহাদের পীড়ায় অধিক উপযোগী।

ল্যাকটিক-এসিডে—রোগীর পা ঘামে। টেলুরিয়ম, সাইলিসিয়া, থুজা, [illegible]-নাইট্রিক, গ্র্যাফাইটীস, ক্যালি-কার্ব্ব ইত্যাদি ঔষধেও পায়ে ঘাম আছে; [illegible] ইহাদের ঘামে দুর্গন্ধ থাকে, ল্যাক্টিক-এসিডের ঘামে দুর্গন্ধ থাকে না।

ল্যাকটিক-এসিড—শ্লৈষ্মিক-ঝিল্লীর ও সমস্ত গাঁটের উপর ক্রিয়া প্রকাশ করে, তাহাতে প্রথমে প্রদাহ, পরে বাতরোগের মত লক্ষণ উৎপাদিত হয়।

চরিত্রগত লক্ষণ ঃ—

১। সন্ধি বা পেশীবাত, রাত্রিতে ও নড়নচড়নে বৃদ্ধি ; ২। ডিস্পেপসিয়া—[illegible] বস্তু অম্লে পরিণত হয় ; গরম, কটু, তিক্ত ঢেকুর উঠে ও পাকস্থলী [illegible] মুখ পর্য্যন্ত জ্বলে, বোধ হয় যেন একটা গুল্ম গলায় আবদ্ধ আছে ; ৩। [illegible] জল উঠে, লালা বাহির হয়, বমি, গা-বমি-বমি ; ৪। গর্ভাবস্থায় বমি, [illegible] রক্তহীন ও যে স্ত্রীলোকদের রক্তপ্রদরের পীড়া আছে তাহাদের বমি ; ৫। [illegible] দিয়া রক্তস্রাব (epistaxis) ; ৬। শর্করাযুক্ত বহুমূত্র—দিন রাত্রি সকল [illegible] প্রস্রাবের বেগ, প্রস্রাবের পরিমাণ অধিক, প্রস্রাব বন্ধ করিয়া রাখিবার [illegible] করিলে বেদনা।

গ্ল্যাণ্ডের পীড়া—বগলের গ্ল্যাণ্ডের প্রদাহ ও ফোলা, তাহাতে বুকে পর্য্যন্ত [illegible] এবং সেই বেদনা হাতে পরিচালিত হয়।

বাত-বেদনা—কোমরে বেদনা, বেদনা কাঁধে পর্য্যন্ত পরিচালিত হয়, [illegible] নিম্নে বেদনা—চলিলে অত্যন্ত বাড়ে। সমস্ত গাঁটে তীক্ষ্ণ বেদনা হাতের [illegible], কনুই, আঙুলের গাঁট কিম্বা সমস্ত গাঁটে ফোলা ও তথায় তীব্র বেদনা (একটিয়া-স্পাইকেটা, কলোফাইলম), হাঁটু এবং অন্যান্য সন্ধি সমূহ শক্ত ও [illegible], তাহাতে বেদনা। ল্যাক্টিক-এসিড—গেঁটেবাত ও পেশীবাত উভয় [illegible] বাতেই উপযোগী, ইহার বেদনা—রাত্রিতে ও নড়া-চড়া করিলে অত্যন্ত বাড়ে, রোগীর খুব ঘাম হয়, চলিতে গেলে সমস্ত শরীর কাঁপে। প্রত্যঙ্গাদি ঠাণ্ডা [illegible] করে।

গলমধ্যস্থ পীড়া—জ্বালাসহ এক প্রকার ঝাঁজাল গরম গ্যাস পাকস্থলী হইতে [illegible] পর্য্যন্ত উঠে, প্রচুর পরিমাণে আঠার মত চট্‌চটে শ্লেষ্মা বাহির হয়, তদ্ভিন্ন [illegible] যেন একটা পুঁটুলি কিম্বা ছোট গোলার মত পদার্থ আটকাইয়া আছে [illegible] বোধ হয়, তজ্জন্য ক্রমাগত ঢোক গেলে।

গর্ভাবস্থায় বমন—এই এসিড সেবনে নিবারিত হয়।

পরবর্ত্তী ঔষধ (follows well)—সোরিণাম।

ক্রিয়া ব্যাঘাতক (Inimical)—কফিয়া।

ক্রিয়ানাশক (antidote)—ব্রায়োনিয়া।

ক্রম (potency)—২ ×—৩০ শক্তি। ফরমূলা—৬-বি।

এসিড মিউর (Acid Muriaticum.)

(Hydrochloric Acid—লবণাম্ল বা নিশাদল হইতে প্রস্তুত)—জ্বর-বিকার, জ্বর, মুখের ক্ষত, পচাক্ষত, গলক্ষত, জিহ্বার ক্ষত, উদরাময়, আলজিব ফোলা, ডিপ্‌থেরিয়া, সিরোসিস-লিভার, হার্ণিয়া, দুর্ব্বল শিশুর ও গর্ভবতী স্ত্রীলোকের অর্শ ইত্যাদি পীড়াতেই ইহা সচরাচর ব্যবহৃত হয়।

মিউরিয়েটিক-এসিড—গ্যাংলিয়োনিক নার্ভাস-সিষ্টেমের উপর ক্রিয়া প্রকাশ করিয়া রক্ত, চর্ম্ম ও সমস্ত অন্ননলীপথের উপর ক্রিয়া প্রকাশ করে, দেখা যায় তাহাতে প্রায়ই মুখ ও মলদ্বার আক্রান্ত হয় ; পাকস্থলী ও অন্ত্রের মিউকাস-মেম্ব্রেণের, (শ্লৈষ্মিক-ঝিল্লীর) প্রদাহ ও ক্ষত হয়, রক্ত দূষিত হয়, রক্ত চাপ বাঁধে, রক্ত বিকৃতি হয়। অনেক টাইফয়েড-জ্বরে এই এসিডের ক্রিয়া স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। কাল চুল, কাল চোখ, কাল চেহারার ব্যক্তিগণের পীড়ায় ইহা অধিক উপযোগী।

<u>চরিত্রগত লক্ষণ</u> ঃ—১। রোগী উত্তেজিত, খিটখিটে, একটুতেই রাগিয়া ও চটিয়া উঠে ; ২। শক্তিহীনকারক সর্ব্ববিধ পীড়ায় রোগী অচেতন অবস্থায় পড়িয়া থাকিয়া গোঁগায় ; ৩। ভীষণ দুর্ব্বলতা, বালিসে মাথা থাকে না—গড়াইয়া আসে, নীচের চোয়াল ঝুলিয়া পড়ে, উঠিয়া বসিলে চক্ষু বুজিয়া আসে; ৪। জিহ্বা ও মলদ্বাররোধক (sphincter- ani) পেশী নিষ্ক্রিয় হয় ; ৫। ক্ষতে গ্যাজের মত পদার্থের উৎপত্তি ; ৬। স্ত্রী-জননেন্দ্রিয়ে ক্ষত, মুখের সাংঘাতিক ক্ষত, ক্ষত গভীর হয়, ছিদ্র করিয়া ফেলে, ক্ষতের ধার কালবর্ণের, মুখে পচা দুর্গন্ধ, তৎসহ ভীষণ শক্তিহীনতা ও দুর্ব্বলতা ; ৭। মলদ্বারে স্পর্শকাতরতা বেদনা ; ৮। অর্শে ভীষণ বেদনার জন্য মলদ্বারে হাত ছোঁয়াইতে দেয় না ; ৯। উদরাময়— প্রস্রাবের বেগে অসাড়ে বাহ্যে (বায়ু নিঃসরণকালে হইলে—এলো) ; ১০। বুক ধড়ফড়ানি—মুখে পর্য্যন্ত অনুভূত হয় ; ১১। টাইফয়েড ও টাইফস-জ্বরে অত্যন্ত দুর্ব্বলতা, গাঢ় নিদ্রাভাব, অজ্ঞান, জোরে জোরে গোঁগায় কিম্বা বিড় বিড় করিয়া বকে, জিহ্বার ধারে ময়লা ও দাঁতে ছেদ্‌লা (sordes) পড়ে, জিহ্বা শুষ্ক, চামড়ার মত, অসাড় হয়, অসাড়ে দুর্গন্ধ ভেদ ; ১২। হৃৎপিণ্ড-দ্রুত, ক্ষীণ, ৩য় স্পন্দন বিলোপী।

জ্বর-বিকার—যখন রোগী এত দুর্ব্বল হয় যে, বিছানার পাশতলার দিকে গড়াইয়া আসে, বাহ্যে প্রস্রাব অসাড়ে হয়, অন্ত্রের পচন ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইয়া থাকে, বিড়বিড় করিয়া বকে, অজ্ঞান হইয়া পড়ে, নিশ্বাস জোরে জোরে ফেলে, গোঁগায়, জিহ্বা চামড়ার মত শুষ্ক, খসখসে ও সরু হইয়া আসে, রোগ বৃদ্ধির সহিত পক্ষাঘাতের মত অসাড় হয়—তজ্জন্য জিহ্বা নাড়িতে পরে না, হৃৎপিণ্ডের গতি—মৃদু, অনিয়মিত ও তৃতীয় স্পন্দন বিলুপ্ত হইয়া অসাড়ে মলত্যাগ করে, প্রস্রাব করিবার উদ্যোমে মল বাহির হইয়া পড়ে, বালিস হইতে মাথা নীচে গড়াইয়া আসে, তখনই পীড়াটি—মিউরিয়েকটিক-এসিডের পীড়া বলিয়া জানিবেন। উপরোক্ত লক্ষণসহ যদি রোগীর মুখ ও চোয়াল ধরিয়া যায়, একদৃষ্টে

বোকার মত চাহিয়া থাকে, হাত পা ঠাণ্ডা হয়, বুঝিবেন—মস্তিষ্কের পক্ষাঘাত হইয়াছে, ইহা অতি ভয়াবহ অবস্থা। বিকারে—ব্যাপটিসিয়ার-লক্ষণ অনেকটা মিউরিয়েটিক এসিডের সদৃশ হইলেও তাহাতে এত অধিক দুর্ব্বলতা লক্ষিত হয় না। <u>রসটক্স</u>—নামক ঔষধেও ছটফটানি, এপাশ ওপাশ করা, বিড় বিড় করিয়া বকা ইত্যাদি লক্ষণগুলি আছে; কিন্তু তাহাতে ওরূপ দুর্ব্বলতা নাই, সেইজন্য মিউরিয়েটিক-এসিডের পূর্ব্বেই রসটক্স ব্যবহার করা যুক্তিসঙ্গত। <u>ফসফরিক এসিড</u>—এই পীড়ার উত্তম ঔষধ ; তবে মিউরিয়েটিক-এসিডের সহিত প্রভেদ এই যে, ফসফরিক-এসিডে—রোগী চুপ করিয়া পড়িয়া থাকে, যেন কিছুমাত্র চেতনা বা ভাবনা নাই, ডাকিলে সাড়া দিয়া আবার তৎক্ষণাৎ অজ্ঞান হইয়া পড়ে; কিন্তু মিউরিয়েটিক-এসিডে—হয় ছট্‌ফট্‌ করে, নয় রোগী সম্পূর্ণ অজ্ঞানভাবে পড়িয়া থাকে। <u>এপিসেও</u>—বিছানার পাশতলার দিকে গড়াইয়া আসার লক্ষণ আছে। এপিসে জিহ্বার ফোস্কার জন্য জিহ্বা বাহির করিতে পারে না ; মিউরিয়েটিক-এসিডে পক্ষাঘাতের জন্য জিহ্বা বাহির করিতে পারে না ; বিকারে—<u>বেলেডোনার</u> অত্যন্ত অপব্যবহার হয় ; সেইজন্য সর্ব্বদা স্মরণ রাখিবেন যে; বেলেডোনা রোগের প্রথম অবস্থায় যতক্ষণ মস্তিষ্কে অল্প রক্তসঞ্চয় থাকে, আর যখন দেখিবেন পীড়া-বিষ সমস্ত দেহ আক্রমণ করিয়া রোগীকে অবসাদিত করিয়া তুলিয়াছে, মস্তিষ্কে অধিক পরিমাণে রক্তসঞ্চয় হইয়াছে, তখন মিউরিয়েটিক-এসিড অবশ্য প্রয়োজ্য। <u>আর্সেনিক</u>—ইহার লক্ষণ ইহার অধ্যায়ে পাইবেন।

লিভার—লিভার-সিরোসিস (Cirrhosis of liver) পীড়ার শেষ অবস্থায় যখন শোথ বা উদরী দেখা দেয়, তখন ইহাতে উপকার হইতে পারে (এই পীড়ায় লিভার ক্রমশঃ ক্ষুদ্র ও ইহার টীসুর পরিবর্ত্তন হয়)।

মুখের ক্ষত—ক্ষত গভীর, নীলাভ, তাহার ধারগুলি যেন কৃষ্ণবর্ণ, তদ্ভিন্ন—ডিপথেরিয়ার ও মুখের ভিতরের অন্যান্য প্রায় সমস্ত প্রকার ক্ষতে ইহা উপকারী। মুখ দিয়া দুর্গন্ধস্রাব ও রক্ত বাহির হয়, মাঢ়ী ও গ্ল্যাণ্ড ফোলে, অত্যন্ত দুর্ব্বলতা, বালিসে মাথা থাকে না, গড়াইয়া আসে। পানীয় গিলিবার সময় গলনলীর আক্ষেপ ও দমবন্ধের মত হয়।

(মিউরিয়েটিক-এসিড—কার্ব্বংকেলর ক্ষত, ভেরিকোস্‌-অলসার, জিহ্বার ক্ষত, শয্যাক্ষত প্রভৃতি নানাপ্রকার ক্ষতে উপকারী। ক্ষতের রঙ নীল বা কালচে নীল, ক্ষত হইতে একটুতেই রক্ত বাহির হয় ও অত্যধিক পুঁয রক্ত নির্গত হয়, রোগী শীঘ্র শীঘ্র দুর্ব্বল হইয়া পড়ে)।

আলজিহ্বা ফোলা—আলজিব ফুলিয়া খুব মোটা হইয়া জিবের উপর পড়ে, সেইজন্য ছেলে কাশে আর বমি করে।

অর্শ—অর্শের বলীর রঙ নীল, অত্যন্ত বেদনা, হাত ছোঁয়ানো যায় না, কাপড়টা লাগিলেও কষ্ট হয়, একটু ঠাণ্ডা জল লাগিলেই যন্ত্রণা বাড়ে, যন্ত্রণা গরমে ও তাপে উপশম হয়। গর্ভাবস্থায় অর্শ পীড়া হইলে ইহা বিশেষ উপকারী। প্রস্রাব করিবার সময় অর্শের বলী বাহির হইয়া পড়ে।

উদরাময়—প্রস্রাব করিবার সময় অসাড়ে মল বাহির হইয়া আসে, তাহাতে কাপড় নষ্ট হয়, বায়ু নিঃসরণকালেও কখন কখন মল অসাড়ে বাহির হয় (এলো এবং ওলিয়েণ্ডার দেখুন)। তরল বাহ্যে প্রায় অসাড়ে নির্গমন, পেটডাকা, পেটে বেদনা না থাকা, বমি—পেটে কিছুই থাকে না এবং টাইফয়েড-জ্বর কিম্বা অন্যান্য পীড়ায় মুখে ঘা তৎসহ উক্ত প্রকার পেটের দোষ থাকিলে মিউরিয়েটিক-এসিডে বিশেষ উপকার হইবে।

বৃদ্ধি (agrravation)—জলীয় বায়ুতে।

সম্বন্ধ—ব্রায়োনিয়া, মার্কুরিয়স ও রসটক্সের পর প্রযোজ্য। ইহা অত্যধিক তামাক ও আফিম সেবনজনিত দুর্ব্বলতা নষ্ট করে।

পরবর্ত্তী ঔষধ (follows well)—ক্যাল্‌কে, ক্যালি-কার্ব্ব, নক্স, পল্‌স, সিপিয়া, সল্‌ফার, সাইলিসিয়া।

ক্রিয়ানাশক (antidote)—ব্রায়োনিয়া, কাম্ফর।

ক্রিয়া স্থিতিকাল (duration)—৩৫ দিন।

ক্রম (potency)—৬—৩০। ফরমূলা—৫-এ।

এসিড নাইট্রিকাম (Acid Nitricum)

(সল্‌ফিউরিক-এসিড ও নাইট্রেট-অফ-পটাশ হইতে প্রস্তুত হয়)— পারদ, উপদংশ, গণ্ডমালা ইত্যাদির নিহিত ধাতুগত বিষ হইতে উৎপন্ন রোগাদিতে এই এসিড—প্রতিবিষের (antidote) ন্যায় কার্য্য করে।

নাইট্রিক-এসিড—অস্থি, চর্ম্ম, রক্ত, মিউকাস মেম্ব্রেণ এবং চর্ম্মের সন্ধিস্থল, গ্ল্যাণ্ড, ঠোঁটের কোণ, গুহ্যদ্বার, যোনি প্রভৃতির উপর অধিক ক্রিয়া প্রকাশ করে। যে সকল ব্যক্তির পেশী শক্ত অথচ শরীর শীর্ণ, কাল চুল; কাল চোখ, স্নায়ুপ্রধান ধাতু, যাহারা প্রায়ই পুরাতন রোগে ভোগে, যাহাদের সহজেই ঠাণ্ডা লাগে, একটু অনিয়মেই পেট খারাপ করে ও পেটের অসুখ হয়, তাহারাই ইহার উপযুক্ত ক্ষেত্র। যাহাদের কোষ্ঠবদ্ধের ধাতু তাহাদের পীড়ায় ইহা তত উপকারী নহে। বৃদ্ধ বয়সের দুর্ব্বলতায় ও উদরাময় পীড়ায় ইহাতে শীঘ্র উপকার হয়। ইহার রোগী সামান্য কারণেই উত্তেজিত হয়, চটিয়া উঠে, অত্যন্ত খিটখিট্‌ করে, নিজের আরোগ্য বিষয়ে নিরাশ হয় ও সর্ব্বদাই কি ভাবে।

চরিত্রগত লক্ষণ ঃ—

১। গলার ভিতরের কিম্বা অন্য কোনও স্থানের বেদনার যেন কাঁটা বা খোঁচা বিদ্ধ রহিয়াছে এইরূপ অনুভব, বেদনা হঠাৎ আসে হঠাৎ যায়, একবার এখানে—একবার সেখানে চিবান বেদনা, ঋতু পরিবর্ত্তনে ও নিদ্রাকালে বৃদ্ধি, ২। টাইফয়েড জ্বরে রক্তস্রাব, ক্ষত হইতে রক্তস্রাব, শরীরের সকল দ্বার দিয়া রক্তস্রাব, রক্তস্রাব একটুতেই হয়; ৩। প্রস্রাব ঘোলা, অল্প, প্রস্রাবে কটু ও ঝাঁজাল গন্ধ ; ঘাম, মল ইত্যাদি সমস্তই দুর্গন্ধ; ৪। পারদ ও উপদংশজনিত প্রাইমারি, সেকেণ্ডারী বা টার্সিয়ারি উপদংশিক ক্ষত, পারদ অপব্যবহারের পর মুখ ক্ষত ;

৫। পারা, গর্ম্মী প্রভৃতি পীড়ায় স্বাস্থ্যভগ্ন, রুগ্ন হওয়া ; ৬। উদরাময়ে—অত্যন্ত কোঁথানি ; কিন্তু অতি অল্পমাত্র মল নির্গত হয়, মনে হয়—যেন অনেক মল ভিতরে রহিয়াছে বাহির হইতেছে না, মলদ্বারে বেদনা যেন ঘা হইয়াছে ; ৭। অর্শ কিংবা অন্যান্য পীড়ায় বাহ্যের পর অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত মলদ্বারে জ্বালা ও কাঁটা ফোঁড়ার মত বেদনা (র‍্যাটানহিয়া) বাহ্যের সময়েও তীক্ষ্ণ বেদনা, মলদ্বারে ফাটা-ঘা (ফিসার) ; ৮। মুখের কোণে ফাটা ঘা (ন্যাট্রম); ৯। টাইফয়েড-জ্বরে—অন্ত্র হইতে রক্তস্রাব (এসিড-মিউর), গর্ভস্রাব, প্রসবের পর কিম্বা কোনও ভারী দ্রব্য উঠাইবার অথবা অতিরিক্ত পরিশ্রমের পর রক্তস্রাব, রক্ত পরিমাণে অধিক, টকটকে লাল কিম্বা কালবর্ণের ; ১০। গর্ম্মী কিম্বা প্রমেহজনিত আঁচিল ; ১১। খড়িমাটী, মাটী, পেন্সিল প্রভৃতি খাইবার ইচ্ছা; ১২। হাড়ের চারিধারে কিম্বা মাথার চতুর্দ্দিকে মনে হয় যেন একটি পেটী দিয়া বাঁধা ; ১৩। কোন উচ্চশক্তির ঔষধ প্রয়োগে রোগের বৃদ্ধি ; ১৪। নিজের পীড়ার ও অতীত কষ্টের বিষয়ের অবিরত চিন্তা, কলেরা পীড়া হইবার ভয় ; ১৫। কাণে শুনিতে পায় না, কিন্তু চলতি গাড়ীতে অথবা ট্রেণে উঠিলে তখন বেশ শুনিতে পায় ; ১৬। ঋতু-স্রাব আরম্ভের পূর্ব্বে মন খারাপ হওয়া ; ১৭। রোগী দিন দিন কৃশ ও দুর্ব্বল হয়, এমন কি যেন কাঁপিতে থাকে, সর্ব্বদা শুইতে চায় ; ১৮। নাড়ীর গতি সবিরাম ; ১৯। মাথার চুল উঠিয়া যায়, মূর্দ্ধাদেশে স্পর্শকাতরতা-বেদনা ; হাত পা ও বগল ঘামে ; আঙ্গুল হাজিয়া যায়।

উপদংশ—উপদংশের সাদা শ্লাফযুক্ত (slough) ক্ষতে যেন কেহ কাটি দিয়া খুঁচিতেছে এইরূপ বোধ হয় এবং সেই ক্ষতের ধারে যে মাংসাঙ্কুর (granulation) হয়, তাহাতে যদি হাতটী লাগিলেই রক্ত পড়ে, রক্তে ব্যাণ্ডেজ ভিজিয়া যায়, ইহাতে উপকার হইবে। নাইট্রিক-এসিডের ইরাপ্‌সন (উদ্ভেদ) তাম্রবর্ণের ও ছোট ছোট ফুস্কুড়ির মত, নাকে ও ঠোঁটের কোণে ঘা হয় কিম্বা ফাটে, ঘা হইতে যে পুঁয বা রস পড়ে, তাহা অত্যন্ত দুর্গন্ধ, ক্ষত গভীর। "কাটির দ্বারা খোঁচা ও জ্বালাবোধ" এইটি নাইট্রিক-এসিডের একটি বিশিষ্ট লক্ষণ। নাইট্রিক-এসিডে—হাড়ের ব্যথা রাত্রিকালে, বর্ষায় বা বৃষ্টির দিনে অধিক বাড়ে। ইহার উদ্ভেদ হাতে, মাথায় ও দাড়ীর হাড়ে অধিক হয়। পারদের প্রধান এণ্টিডোট (antidote) ঔষধ—হিপার সল্‌ফার ; কিন্তু উপদংশের সহিত পারদ-বিষ মিশ্রিত থাকিলে— নাইট্রিক এসিড অধিক উপকারী। ম্যাসটয়েড্‌সেলের (শঙ্খাস্থির) প্রদাহ হইয়া ক্ষত হইলে (caries of mastoid) ও সেই ক্ষত ক্রমশঃ অস্থি পর্য্যন্ত পরিচালিত হইলে অরম-মেট, নাইট্রিক এসিড প্রভৃতি উপকারী। ক্যাপ্‌সিকম—প্রদাহের প্রথম অবস্থার ঔষধ।

মুখের ক্ষত—মুখের ঘায়ে মুখ দিয়া অনবরত লালা ঝরে, সেই ঘায়ে কাটি বা খোঁচাবেঁধার ন্যায় যন্ত্রণা, এই লক্ষণে নাইট্রিক-এসিড অধিক উপকারী; ক্ষত যদি জিহবা কিংবা দাঁতের মাঢ়ী হইতে আরম্ভ হইয়া গলায় ভিতর পর্য্যন্ত পরিচালিত হয় এবং ক্ষতে খোঁচাবেঁধার ন্যায় যন্ত্রণা থাকে, ইহাতে উপকার

হইবেই হইবে। দাঁতের মাঢ়ীতে ঘা, রক্ত-রসপড়া, জিহ্বায় ক্ষত, ফোলা, জ্বালা ইত্যাদিতে নাইট্রিক-এসিডে সুন্দর ফল পাওয়া যায়। পারদ কিম্বা উপদংশজনিত হইলে আরও অধিক উপকারী।

ক্ষত—যে সকল ক্ষত খুব শীঘ্র বাড়িয়া পড়ে, ক্ষত হইতে বিশ্রী দুর্গন্ধ পূঁয বাহির হয়, হাতটি লাগিলেই রক্ত পড়ে, তাহাতে নাইট্রিক-এসিড উপকারী। রক্তস্রাবীয় আঁচিলে—ইহার দ্বারা ভাল ফল পাওয়া যায়।

পায়ের আঙ্গুলে হাজা ক্ষত—পায়ের তলায় ঘাম হইয়া পায়ের আঙ্গুলে হাজা ঘা হয়, তাহাতে অত্যন্ত টাটানি ও খোঁচাবেঁধা বেদনা, নাইট্রিক-এসিডের ঘামে অত্যন্ত দুর্গন্ধ থাকে। যাহাদের হাত, হাতের চেটো ও বগল ঘামে তাহাদের পক্ষে ইহা অধিক উপকারী।

চক্ষুর পীড়া—কর্ণিয়ার ক্ষত, দ্বিগুণ দর্শন, আক্ষিনার ঘা ইত্যাদিতে ইহা বিশেষ উপকারী, তবে উপকার না হইলে—**ক্যালকেরিয়া-সলফ** বিধেয়। পারদের অপব্যবহার জনিত আইরাইটীস (Iritis) রোগে চক্ষুর চতুর্দ্দিকে ও তথাকার হাড়ের ভিতর বেদনা থাকিলে—নাইট্রিক-এসিড উপকারী; তদ্ভিন্ন—এসাফিটিডা, মার্কুরিয়স-কর প্রভৃতি ঔষধও উপযোগী, তাহাদের প্রভেদ দেখিবেন। **এসাফিটিডার বেদনা**—নাইট্রিক-এসিড অপেক্ষাও গুরুতর ও রাত্রিতে উপসর্গের বৃদ্ধি হয় (সিনাবেরিস দেখুন)।

মাথাঘোরা ও মাথাব্যথা—প্রাতে, রাত্রিতে, বিছানা হইতে উঠিবার ও বেড়াইবার সময় যন্ত্রণার বৃদ্ধি এবং গাড়ীতে চলিলে বেদনার হ্রাস হয়। মাথাব্যথার সময় বোধ হয় যেন হাড়ের ভিতর বেদনা করিতেছে, মাথাব্যথা উপরোক্ত সময় ভিন্ন রাত্রিতেও বাড়ে, মাথায় বোধ হয় যেন একটা পেটি জোরে বাঁধা আছে, টুপির চাপেও মাথাব্যথা বাড়ে, বেদনা কাণ হইতে ব্রহ্মতালু পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়।

কাশি—লিভারের দোষজনিত কাশি, গলা সুড়সুড়নির সহিত কাশি, রাত্রিকালে শয়ন করিলে বা নিদ্রা যাইলে কাশির বৃদ্ধি। কাশি অনেক সময় শুষ্ক, রাত্রির কাশিতে প্রায় কিছুই উঠে না, গয়ার রক্তমিশ্রিত, পুরাতন শুষ্ক কাশি, গলায় ক্ষতের মত বেদনা, এতদ্ভিন্ন—যক্ষ্মারোগের কাশিতেও নাইট্রিক-এসিড উপযোগী। যখন ফুসফুসের টিউবারকল (গুটী) ফাটিয়া ক্ষত হয়, **হেক্টীক-জ্বর ও নিশাঘর্ম্ম হইতে থাকে, বুকে অত্যন্ত ব্যথা হয়, মুখ দিয়া অনর্গল উজ্জ্বল লালরঙের রক্ত উঠে, শ্বাসকষ্ট হয়, প্রাতে স্বরভঙ্গ ও রোগবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে উদরাময় দেখা দেয়**, পরীক্ষায় বক্ষে উচ্চ ঘড় ঘড় শব্দ (loud rales) শোনা যায়, পূঁয মিশ্রিত দুর্গন্ধ গয়ার উঠে, তখন— নাইট্রিক-এসিডে বিশেষ উপকার হয়।

থাইসিস্—এই পীড়া একপ্রকার দুরারোগ্য হইলেও যখন রোগীর বুকে রক্ত জমে, বুকে হাত দেওয়া যায় না—এত ব্যথা, মুখ দিয়া রক্ত উঠে, শ্বাসকষ্ট ও দমবন্ধ হইয়া যাওয়ার মত হয়, রোগী অত্যধিক দুর্ব্বল হইয়া পড়ে, রাত্রিতে ঘাম হয়, তখন ইহাতে কতকটা উপকার হইতে পারে (মৎপ্রণীত "প্র্যাকটিসনার্স গাইড" দেখুন)।

ভগন্দর ও অর্শ (Fistula in ano and piles)—বাহ্যে নরম অথবা শক্ত যাহাই হউক না কেন, বাহ্যের সময় ও পরে মলদ্বারে ভয়ানক জ্বালা এবং বোধ হয় যেন মলদ্বারে একটা কাঁটা ফোটানো আছে। নাইট্রিক এসিডে—বাহ্যের সময়ে ও পরে ভয়ানক কোঁথানি ও বেগ থাকে, মলদ্বার ফাটিয়া ঘা হয়, রক্ত পড়ে।

গ্র্যাফাইটীস—নাইট্রিক-এসিডের কতকগুলি লক্ষণ ইহাতে থাকিলেও বেগ অথবা কুন্থন থাকে না।

র‍্যাটানহিয়া (Ratanhia)—৩ x—৬ x শক্তি ইহাতে বাহ্যের সঙ্গে বেগ খুবই থাকে ; তদ্ভিন্ন এত জ্বালা যেন মরিচগুঁড়া ছড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে।

পিওনিয়া-অফিসিন্যালিস (Paeonia)—৩—৬, মলদ্বারে সর্ব্বদাই রস ক্ষরে এবং তথায় ব্যথা ও খুব টাটানি থাকে। ডাঃ হিউজেস্ বলেন— কোমরের নিম্নে যেখানেই ঘা হউক না কেন, উহা পিওনিয়ার আরোগ্য হয়।

মলদ্বারে চুলকানি, ফোলা, মলদ্বারে ভয়ানক জ্বালা, বাহ্যের পর অন্তরে শীতবোধ, ফিশ্চুলা ও উদরাময়, যন্ত্রণাদায়ক ক্ষত, পেরিনিয়মের উপর দিয়া অনবরত দুর্গন্ধস্রাব ঝরা, অর্শ, মলদ্বার ফাটা প্রভৃতিও উক্ত পিওনিয়ার অন্তর্ভূত, ইহার অধ্যায় দেখুন।

সাইলিসিয়া—অত্যন্ত কোষ্ঠবদ্ধ, মল বাহির হইয়া আবার ভিতরে চলিয়া যায় (সিলিকা-মেরিণা দেখুন)।

অর্শের রোগী কোষ্ঠবদ্ধের নিমিত্ত প্রত্যহ প্রাতে—খোসাতোলা কৃষ্ণ-তিলবাটা ২ ভরি, মাখন ২ ভরি, মিছরী ২ ভরি, একত্রে মিশাইয়া খাইবে। অর্শের রক্তস্রাবের জন্য—সাইমেক্স ও ইস্কিউলাস দেখুন।

মলদ্বারে আঁচিল—মলদ্বারে একপ্রকার ফাটা-ফাটা ঘা সহ মলদ্বারের পাশে খুব উচু আঁচিল তৎসহ তথাকার হাড়ে বেদনা।

প্রস্রাবের পীড়া—অল্প হউক, অধিক হউক, প্রস্রাবে প্রায়ই রক্ত থাকে, ঘোড়ার প্রস্রাবের ন্যায় প্রস্রাবে ঝাঁজাল গন্ধ (এসিড-বেঞ্জো) ; It is also useful in Oxaluria, ক্রমাগত প্রস্রাবের বেগ; কিন্তু একটু একটু করিয়া প্রস্রাব হয়, প্রস্রাবের সময় অত্যন্ত জ্বালা করে, মূত্রনলীর মধ্যে জ্বালা হয়, সেই জ্বালা নিবারণের জন্য রোগী ক্রমাগত প্রস্রাবত্যাগের চেষ্টা করে ; কিন্তু তাহাতে আরও অধিক যন্ত্রণা বৃদ্ধি হয়, এই লক্ষণগুলি প্রায়ই নাইট্রিক-এসিডে দেখিতে পাওয়া যায়। প্রমেহ পীড়ার কিম্বা অন্য কোনও কারণে মূত্রনলীর মধ্যে ক্ষত হইলে—নাইট্রিক-এসিড বিশেষ উপকারী।

উদরাময় ও আমাশয়—বাহ্যে অত্যন্ত দুর্গন্ধ, পচাটে গন্ধ, রঙ— সবুজ, কালচে সবুজ, জলের মত পাতলা তাহাতে রক্তের ছিট কিম্বা অধিক রক্ত, বাহ্যের সঙ্গে ছেঁড়া ছেঁড়া শ্লেষ্মার টুকরার মত পদার্থ থাকে। বাহ্যের সময় পেটে ছুরি দিয়া কাটার মত বেদনা ও জ্বালা এবং বাহ্যের অনেকক্ষণ পর পর্য্যন্ত বেদনা ও

জ্বালা থাকে। রক্তামাশয়ে অত্যন্ত কোঁথানি ও বেগ থাকে, ক্রমাগত বাহ্যের বেগ হয় ; কিন্তু সকল সময় বাহ্যে হয় না কখনও কখনও তাহা রক্ত বাহ্যে হয়, জ্বর থাকে। নাইট্রিক-এসিডের রোগীর প্রায়ই উদরাময় থাকে, কোষ্ঠকাঠিন্য থাকে না।

বাতশ্লেষ্মা-জ্বর (Typholid)—এই পীড়ায় ২য় বা ৩য় সপ্তাহে প্রায়ই অন্ত্রে (payers patches) ক্ষত হয় ; যখন জ্বরের সঙ্গে উদরাময়, দুর্গন্ধ গাঢ় সবুজ, হলদে সবুজ, আম বা রক্তমিশ্রিত বাহ্যে হইতে থাকে, পেটে কখনও ভীষণ বেদনা, জিহবায় ঘা হয়, তখন নাইট্রিক-এসিড উপকারী। এই জ্বরে প্রায়ই নিমোনিয়া আসিয়া পড়ে। বুকে শ্লেষ্মার ঘড়ঘড়ানি শব্দ এই লক্ষণটী ফুসফুসের পক্ষাঘাত লক্ষণসূচক, যাহাই হউক এই লক্ষণটি পাইলেই আর কালবিলম্ব না করিয়া ত্বরায় নাইট্রিক-এসিড প্রয়োগ করিবেন, এই সময় প্রায় রোগীর নাড়ীর প্রত্যেক তৃতীয় স্পন্দন সবিরাম হয় (এসিড-মিউরেও এই লক্ষণ আছে)। টাইফয়েড-জ্বরে মলদ্বার দিয়া রক্তস্রাব হইলে নাইট্রিক-এসিড অধিক উপকারী, তদ্ভিন্ন উক্ত জ্বরে রক্তস্রাবের আরও কয়েকটী ঔষধ লক্ষণানুসারে ব্যবহৃত হয় ঃ

এলিউমিনা—ইহার রক্ত চাপ্ চাপ্, এক একটা চাপ্ খুব বড়, পেটে বেদনা একেবারে থাকে না (পরিশিষ্টে—হাইড্রাসটিস-সলফ দেখুন)।

হ্যামামেলিস—রক্ত ঈষৎ কালচে (ঠিক হ্যামামেলিস-মাদারের রঙের মত)। ইহাতে রক্তস্রাবের সময় পেটে ব্যথা থাকে, রক্ত চাপ্ চাপ্ নহে।

এসিড-নাইট্রিক—রক্তের রঙ্ উজ্জ্বল টক্‌টকে লাল, রক্তে একটিও চাপ্ থাকে না, এমন কি ছোট ছোট চাপ্ পর্য্যন্তও থাকে না।

আর্ণিকা—রক্ত টক্‌টকে লালরঙের, তাহাদের সঙ্গে ছোট ছোট চাপ্।

ল্যাকেসিস—পচা দুর্গন্ধ কাল্‌চে রঙের সহিত রক্ত।

টেরিবিন্থ —রক্তস্রাবের সঙ্গে পেট ফোলা (প্রস্রাব দ্বার দিয়া রক্তস্রাব)।

চায়না—অধিক রক্তস্রাবজনিত দুর্ব্বলতা, তাহাতে কাণ ভোঁ ভোঁ করে ও মূর্চ্ছার ভাব হয়। স্মরণ রাখিবেন—টাইফয়েড-জ্বরের প্রধান ঔষধ—ব্যাপটিসিয়া, আর্সেনিক, মিউরিয়েটিক-এসিডেও রক্তস্রাব বন্ধ হয়।

গর্ভস্রাব—গর্ভস্রাব হইবার বা প্রসবের পর অত্যধিক রক্তস্রাবের সহিত যোনিপথ দিয়া যেন সমস্ত নাড়ীভূঁড়ি বাহির হইয়া পড়িবে এইরূপ বেদনাসহ কোমরে, উরুদেশে ও পাছায় বেদনা থাকিলে—এসিড-নাইট্রিক অধিক উপকারী।

স্ত্রী-ব্যাধি—ঈষৎ হল্‌দে রঙের পচাটে দুর্গন্ধ প্রদরস্রাব, ঋতুস্রাবের পর বৃদ্ধি। জরায়ুগ্রীবায় ক্ষত ও প্রদাহ, জরায়ুর মুখে গ্যাঁজের মত উৎপত্তি, তাহা হইতে জলের মত পাতলা হাজাকারক দুর্গন্ধ স্রাব নির্গত হয়। যোনির মুখ টাটায় ও খুব চুলকায়, যোনির ভিতর ছুঁচফোটার ব্যথা। জরায়ু হইতে কিম্বা জরায়ুর ক্ষত ও গ্যাজ হতে ক্রমাগত রক্তস্রাব হইতে থাকে। জরায়ু হইতে রক্তস্রাব হইলে তলপেট হইতে নীচের দিকে ভয়ানক বেদনা করে, বেদনা উরু পর্য্যন্ত নামে, প্রস্রাবে কটু গন্ধ থাকে, রোগী দুর্ব্বল ও রক্তশূন্য হইয়া পড়ে। মাসিক ঋতুস্রাব খুব শীঘ্র শীঘ্র ও পরিমাণে অধিক হয়, রক্তের রঙ্ কাদাগোলা জলের মত। প্রসবের পর জরায়ু হইতে রক্তস্রাব (Metorrhagia)।

সবিরাম-জ্বর—যাহাদের সর্দ্দি শ্লেষ্মার ধাতু তাহাদের পুরাতন জ্বরে নাইট্রিক-এসিডের বিশেষ লক্ষণ—মুখে ঘা, প্রস্রাবে দুর্গন্ধ, সন্ধ্যায় বা রাত্রে ও ঋতু পরিবর্ত্তনের সময় জ্বর বৃদ্ধি হইলে ইহাতে উপকার হইবে। নাইট্রিক-এসিডের জ্বর—দুই বা তিন দিন অন্তর হয়। সবিরাম-জ্বর—বৈকালে, সন্ধ্যায় কিম্বা রাত্রিতে আসিলে—নগ্ন ভূমিকার ন্যায় অনবরত শীত থাকে, তাহার পর ১০। ১৫ মিনিটের জন্য উত্তাপ ও তাহার পরে ঘাম হয়। সমস্ত অবস্থাই পিপাসাশূন্য, পা ভয়ানক ঠাণ্ডা থাকে, ইহার ঘামে ও প্রস্রাবে ঘোড়ার প্রস্রাবের মত দুর্গন্ধ পাওয়া যায়, ঠোঁটের কোণ ফাটে ও ঠোঁটে ঘায়ের মত হয়, লিভার সংযুক্ত পুরাতন-জ্বরে নাইট্রিক-এসিড ফলপ্রদ।

কর্ণের পীড়া—কাণের ভিতর হইতে জলের মত তরল স্রাব নির্গত হয় তাহাতে অত্যন্ত দুর্গন্ধ, কাণে খোঁচামারা দপ্ দপ্ করা বেদনা, যন্ত্রণা, গর্ম্মী রোগাক্রান্ত ব্যক্তির কাণপাকা, কাণের পিছনে ফোলে, পাকিয়া ঘা পচে।

বধিরতা—রোগী কাণে কিছুই শুনিতে পায় না ; কিন্তু যখন গাড়ীতে বা ট্রেণে চড়ে তখন ধীরে ধীরে কথা কহিলেও শুনিতে পায় (গ্রাফাইটীস দেখুন)। ইহার আর এক প্রধান লক্ষণ—গাড়ীতে যাতায়াতের সময় গাড়ীচলার শব্দে কোনও কষ্ট হয় না ; কিন্তু পাকা রাস্তার উপর দিয়া কোন গাড়ী চলার ঘড়্‌ঘড়ানি শব্দ অসহ্য হয়, তাহাতে কষ্টবোধ করে, কিছু চিবাইলে কাণের ভিতর খট্‌খট্ শব্দ হয়।

নাইট্রিক-এসিড—পারদের অপব্যবহারজনিত পীড়ায় এবং ডিজিটেলিস অধিক মাত্রায় ব্যবহারজনিত দোষের প্রতিষেধক। ইহা উপদংশ পীড়ারও মহৌষধ। ক্যালেডিয়মের পূর্ব্বে ও পরে এবং ক্যাল্‌কেরিয়া, হিপার ও থুজার বিশেষতঃ ক্যালি-কার্ব্বের পর ইহা অধিক কার্য্যকরী। ল্যাকেসিসের পূর্ব্বে বা পরে ইহা ব্যবহার করা উচিত নহে।

বৃদ্ধি—রাত্রি দ্বিপ্রহরের পর, স্পর্শে, শীতোত্তাপের পরিবর্ত্তনে, স্বেদ নির্গমনে, জলে ধৌত করিলে, স্নান করিলে, গ্রীষ্ম ঋতুতে, শীতপ্রধান স্থানে জাগ্রত হইলে, পদচারণকালে।

উপমশ—যানাদিতে ভ্রমণকালে (ককুলাসে বৃদ্ধি)।

পরবর্ত্তী ঔষধ (follows well)—আর্ণিকা, এরম-ট্রাই, বেলেডোনা ক্যাল্‌কে-কার্ব্ব, ক্যালি-কার্ব্ব, ক্রিয়ো, মার্ক, ফস্, পল্‌স, সাইলি, সল্‌ফ, সিপি, থুজা।

ক্রিয়ানাশক (antidote)—একোনাইট, ক্যাল্‌কেরিয়া, হিপার, কোনি, মার্ক, মেজরিক সল্‌ফ।

ক্রিয়া স্থিতিকাল (duration)—৪০—৬০ দিন।

ক্রম (potency)—৬ষ্ঠ—২০০শ শক্তি (পারদ-বিষনাশক—২০০শ শক্তিই উত্তম)।

ফরমূলা—৫০-এ।

এসিড অক্জ্যালিক (Acid Oxalic)

(রেউচিনি প্রভৃতি হইতে উৎপন্ন একপ্রকার বিষাক্ত দ্রাবক)

ডাঃ চার্লস্ নিউহার্ড ১৮৪৪ খৃষ্টাব্দে এই ঔষধটী পরীক্ষা করেন ও তাহাতে পাকস্থলী অন্ত্রাদির প্রবাহ প্রদাহ, তৎসহ নাড়ীর অনিয়মিততা, অজ্ঞানভাব, হিমাঙ্গ, তড়কা প্রভৃতি কতকগুলি লক্ষণ উৎপাদিত হয়। ইহার দ্বারা স্পাইন্যাল-কর্ডের প্রদাহ হয়, মোটর-সেন্টারের পক্ষাঘাত আনয়ন করে। গলা, বুক ও শ্বাসনালীর আক্ষেপের নিমিত্ত শ্বাসকষ্ট হয়। গলা ধরে, স্বরভঙ্গ হয়। ইহার মানসিক লক্ষণ—মনে অত্যন্ত স্ফুর্ত্তি, কোনও বিষয় মনে উদয় হইবামাত্র কার্য্যে পরিণত করে, কোন পীড়া সম্বন্ধে চিন্তা করিবার মাত্র সেই পীড়ার উৎপত্তি।

বেদনা—প্রায় আধ ইঞ্চি হইতে এক ইঞ্চি, শরীরের এক অল্প পরিসর কোনও একস্থানে তীক্ষ্ণ বেদনা, উহা খুব ঘন ঘন আসে ও ছাড়িয়া যায়, বেদনা অতি অল্প সময় মাত্র থাকে, এমন কি—কয়েক সেকেণ্ডেরও অধিক স্থায়ী হয় না। গেঁটেবাতের মত—সন্ধিতেও ইহাতে খুব বেদনা হয়, তবে যাহাদের প্রস্রাবে—অক্জ্যালেট থাকে, তাহাদের পীড়ায় ইহা অধিক উপকারী। কোমরে বেদনা—উহা পাছা ও পিঠ পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়, রোগী শুইয়া বসিয়া যে কোন অবস্থায় থাকুক না কেন, সেই অবস্থার পরিবর্ত্তন করিলে বেদনার একটু উপশম হয়। বাতের বেদনা—শরীরের বামদিক অধিক আক্রান্ত হয়। এসিড-নাইট্রো-মিউর—৩। ৪ ফোঁটা, দিনে ৩ বার—অক্জ্যালিউরিয়া, প্রস্রাব ধোঁয়ার মত, ইউরেথ্রায় জ্বালা ইত্যাদির ঔষধ।

নিউর্যালজিয়া—মেরুদণ্ডের (spinal) নিউর্যালজিয়া— রোগীর অঙ্গ প্রত্যঙ্গ নাড়িবার শক্তি লোপ হয়। অণ্ডকোষের স্পার্মাটিক-কর্ডের (বীর্য্যবহানলীর) নিউর্যালজিক বেদনা একটুমাত্র নড়িলে চড়িলে যেন প্রাণ বাহির হইয়া যায়। অণ্ডকোষ ভারী ও যেন থেঁৎলাইয়া গিয়াছে এরূপ বেদনা বোধ হয়।

হৃৎপিণ্ডের পীড়া—অত্যন্ত বুক ধড়ফড়ানির সহিত শ্বাসকষ্ট, হৃৎপিণ্ডের নিকট সকল সময়েই যেন ঝটপট্ করে, রাত্রিতে শুইলে উহা অত্যন্ত বৃদ্ধি হয়। বাম ফুসফুসে হৃৎপিণ্ডের নিকট অত্যন্ত খোঁচামারা বেদনা, সেই বেদনা নিবারণের জন্য রোগী অতিকষ্টে ধীরে নিশ্বাস টানিয়া গ্রহণ করে এবং প্রশ্বাস জোরে ছাড়িয়া দেয়। এনজাইনা পেক্টোরিস (ইহার লক্ষণ গ্লোনয়িন অধ্যায়—হৃৎপিণ্ডের পীড়া দেখুন)।

উদরাময়—জলের ন্যায় তরল ও পরিমাণে অত্যন্ত অধিক ভেদ হয়, রক্ত ও আমমিশ্রিত তরল ভেদ, কখনও শুধু আম বাহ্যে তৎসহ ভেদের পূর্ব্বে ও ভেদের সময় নাভির স্থানে অত্যন্ত খামচানি মোচড়ানি বেদনা থাকে। ইহাতে ভেদের পর কখনও কখনও গা-বমি-বমি করে, অনেক ভেদ হইলে পায়ের ডিমে খিল ধরে, পীড়া কলেরার মত লক্ষণে পরিণত হয়।

অম্লশূল-বেদনা—নাভির স্থানে ও নাভির উপরাংশে পেটে কলিক্- বেদনা আহারের প্রায় দুই ঘন্টা পরে আরম্ভ হয়, পেট ফুলিয়া উঠে, পেটে বায়ু জমে,

লিভারের স্থানে যেন ছুঁচ ফোটায়, তলপেটের কোন এক অল্প পরিসর স্থানে জ্বালা করে ; টক্ তিক্ত কিম্বা স্বাদশূন্য ঢেকুর উঠে, মুখ দিয়া লালা বাহির হয়, পেটের বেদনা ছুঁইলেই বাড়ে (কলোসিন্থ ও এনাকোর্ডিয়ম অধ্যায়ে দেখুন)। গলা থেকে পেট পর্য্যন্ত জ্বালা, গতি উৰ্দ্ধ, জ্বালাবিহীন টক ও তিক্ত বমি।

কলেরা—স্বর বসা, নিশ্বাসে কষ্ট, বুক ধড়ফড়ানি, হৃৎপিণ্ডে বেদনা।

বৃদ্ধি—রাত্রি ৩টায়, বামদিকে, সামান্য স্পর্শে, পীড়ার বিষয় চিন্তায়।

সম্বন্ধ—আর্সেনিক, কল্চিকাম, আর্জেন্টি, পিক্রিক-এসিডের সদৃশ।

ক্রম—৬—৩০ শক্তি। ফরমূলা, জলীয়—৫-বি।

এসিড ফস্ফরিকাম (Acid Phos.)

(ফসফরাস ও অক্সিজেন সংযোগে প্রস্তুত অম্ল)—৯০ ভাগ ডিসটিল্ড ওয়াটারে ১ ভাগ আদত এসিড দ্রব্য করিয়া উহার ১০ ভাগ, ৯০ ভাগ এলকোহলে মিশাইলে—২ x শক্তি প্রস্তুত হইবে। ইহা সাধারণতঃ মূলযন্ত্র, স্নায়ুমণ্ডল ও অন্ত্রের উপরেই অধিক ক্রিয়া প্রকাশ করে। ধাতুদৌর্ব্বল্য ও রেতঃক্ষয়জনিত পীড়া, অতিরিক্ত ইন্দ্রিয়চালনা—যেমন স্বপ্নদোষ, হস্তমৈথুন ইত্যাদি কারণে বালকগণ নানাবিদ পীড়ায় আক্রান্ত হইয়া ক্রমশঃ এত দুর্ব্বল হইয়া পড়ে যে, কথাটি পর্য্যন্ত কহিতে বক্ষঃস্থলে দুর্ব্বলতা অনুভব করে, কেহ কেহ বলেন এরূপস্থলে ইহা মন্ত্রশক্তিবৎ কার্য্য করে। ষ্ট্যানম—নামক ঔষধের বক্ষঃস্থলের দুর্ব্বলতা আছে ; কিন্তু শুক্রক্ষয় নিবন্ধন হইলে তাহা স্বপ্নদোষজনিত হউক অথবা বাহ্যে প্রস্রাবের বেগ দিবার কালীন শুক্র নির্গমন জন্যই হউক—এসিড-ফস উপযোগী। এরূপস্থলে প্রায়ই দেখিবেন যেন রোগী সর্ব্বদাই মনমরা, মাথা ঘোরে, শরীর কাঁপে, লিঙ্গ শিথিল হয়, পুরুষত্ব কমিয়া যায়, লিঙ্গ হয়ত একেবারে উত্থিত হয় না। চায়না—ইহা দুর্ব্বলতার মহৌষধ হইলেও বহুদিন হইতে শুক্রক্ষয় জনিত পীড়ায় এসিড-ফস্ ২ x , ৩ x নিম্ন ডাইলিউসন অথবা এসিড-ফস্-ডিল্ই অধিক উপযোগী (টার্ণেরা অধ্যায় দেখুন)।

এসিড-ফসে—প্রথমে মানসিক দৌর্ব্বল্য, পরে শরীর আক্রান্ত হয় (মিউরিয়েটিক-এসিডের বিপরীত) ; যে সকল যুবক শীঘ্র শীঘ্র বাড়িয়া উঠে, যাহাদিগকে অতিরিক্ত শারীরিক ও মানসিক পরিশ্রম করিতে হয় ইহা তাহাদের পক্ষে অধিক উপযোগী। কোনও তরুণ পীড়ায়—স্বাস্থ্যভঙ্গ, অতিরিক্ত দুঃখ, ভালবাসায় বঞ্চিত কিম্বা শরীরের তেজস্কর পদার্থের ক্ষয়হেতু যখন শরীর নষ্ট হইবার সম্ভাবনা, তখন ইহাকে স্মরণ করিবেন।

চরিত্রগত লক্ষণ ঃ—

১। নিউর্যাস্থেনিয়া, নার্ভাস-ডিবিলিটি (স্নায়ুদৌর্ব্বল্য পীড়া) ২। নিদ্রিতাবস্থায় এবং প্রস্রাবের কিম্বা বাহ্যের জন্য বেগ দিবার পর অসাড়ে শুক্রক্ষরণ (স্যালিক্স-নায়গ্রার সদৃশ) ; ৩। অণ্ডকোষের ফোলা ও বেদনা ; ৪। অতিরজঃ অধিকদিন সন্তানকে স্তন্যপান করানো, শ্বেত-প্রদর, প্রমেহ-স্রাব

ইত্যাদি কারণ বশতঃ অত্যন্ত দুর্ব্বলতা ; ৫। অল্প বয়সে চুল পাকা ; ৬। শর্করাবিহীন বহুমূত্র (ডাঃ কাউপারথোয়েট বলেন শর্করাযুক্ত বহুমূত্রের ইহা অমোঘ ঔষধ) ; ৭। প্রস্রাব দুধের মত দেখায় তৎসহ এলবুমেন, খুব শীঘ্র পচে; বেদনাশূন্য পুরাতন উদরাময় তাহাতে দুর্ব্বলতার অভাব ; ৮। ল্যারিঞ্জাইটীস, ট্রেকিয়াইটীস, ব্রঙ্কাইটীস প্রভৃতি পীড়ায় বুকের নিম্নভাগ হইতে কুটকুট করিয়া কাশি হয়, কাশি সন্ধ্যায় ও শুইবার পর বৃদ্ধি, গয়ার প্রাতেই উঠে, স্বাদ লোণা ; ৯। ফুসফুসের পীড়ায় বুকের ভীষণ দুর্ব্বলতা ; ১০। লাম্বায়-ভার্টিবার কেরিজ (অস্থিক্ষত পীড়া) ; ১১। হিপ্‌জয়েন্ট পীড়া, গ্ল্যাণ্ডের বেদনারহিত ফোলা এবং পায়ের ক্ষত (atonic) ; ১২। হস্তমৈথুনজনিত যুবক-দিগের ব্রণ, রক্তস্ফোটক ; ১৩। পল্‌সেটিলার মত মৃদু প্রকৃতি ; ১৪। টাইফয়েড ও টাইফস্ জ্বরে অজ্ঞানভাবে পড়িয়া থাকে, ডাকিলে সাড়া দেয় না, কিন্তু যখন জাগে তখন বেশ জ্ঞান থাকে ; ১৫। শরীরে পিপীলিকা চলার মত সড়্‌সড়্ করে ; ১৬। গেঁটেবাতের মত বেদনা ; ১৭। শিরঃপীড়া—মাথার উপরিভাগে বেদনা, চাপবোধ, কাণে ভোঁ ভোঁ শব্দ; ১৮। নাক দিয়া রক্তস্রাব।

বহুমূত্র, কাইলিউরিয়া—শর্করাযুক্ত (with sugar) ও শর্করা-বিহীন (sugar nill) উভয় প্রকারের বহুমূত্রেই—এসিড ফস্ উপকারী। রোগীকে অনেকবার রাত্রিতে প্রস্রাবত্যাগ করিতে উঠিতে হয়, রাত্রিতেই প্রস্রাব অধিক হয়, প্রবল পিপাসা, ক্রমশঃ জীর্ণ শীর্ণ ও দুর্ব্বল হইয়া পড়ে (ডাঃ হিউজেস্ বলেন—স্নায়ুদৌর্ব্বল্যজনিত বহুমূত্র পীড়াতেই ইহা অধিক উপকারী), দুধের মত সাদা বা খড়িগোলার মত প্রস্রাব নির্গমনেও ইহা উপকারী (ভায়োলা-অডোরেটা দেখুন)। আয়োডাম ও ক্যালকেরিয়া- কার্ব্বে—খড়িগোলার মত প্রস্রাব নির্গমন আছে, তবে তাহাদের ধাতুগত লক্ষণগুলি থাকা চাই। ডাঃ জার বলেন—সাদা দুধের মত প্রস্রাবে আমি এসিড-ফস্ ভিন্ন—কার্ব্বো-ভেজ, ডলকামারা এবং সময়ে সময়ে এসিড-মিউর ব্যবহার করি ও তাহাতে বেশ ফলও প্রাপ্ত হই (গাঢ় দুধ, ঘোল বা চায়ের মত অম্ল লালাভ-প্রস্রাব হইলে তাহাকে—কাইলিউরিয়া বলে, ইহাতে প্রস্রাবের সঙ্গে মিশ্রিত রক্ত ও চর্ব্বি বাহির হওয়ায় প্রস্রাবের রঙ ঐ প্রকার দেখায়, মৎপ্রণীত "প্রাক্‌টিসনার্স গাইড" ২য় খণ্ডে কাইলিউরিয়া অধ্যায় দেখিবেন)। আমি এক সময় একটি কাইলিউরিয়া পীড়া—এসিড-ফস—৩ × শক্তি, প্রত্যহ ৪ মাত্রা, মাত্র ২/৩ সপ্তাহকাল সেবন করাইয়া আরোগ্য করিয়াছিলাম, এলোপ্যাথগণ উহা দুরারোগ্য পীড়া বলিয়াছিলেন। এসিড-ফসে—প্রস্রাব ধরিয়া রাখিলে তাহাতে জেলির (মণ্ডের) ন্যায় পদার্থের তলানি পাওয়া যায়। যাহাই হউক আপনারা এই এসিড-ব্যবহারকালে রোগীর ধাতুদৌর্ব্বল্যের উপর সর্ব্বাগ্রে লক্ষ্য রাখিবেন (থেরাপিউটিক্সের মধ্যে কাইলিউরিয়া দেখুন)।

কাশি—রোগী ঠাণ্ডা আদৌ সহ্য করিতে পারে না, বাতাস লাগিলেই তরুণ সর্দ্দি হয়। প্রাতে, সন্ধ্যায় ও নিদ্রার পর কাশির বৃদ্ধি, প্রাতঃকালে অধিক গয়ার উঠে, গয়ারের স্বাদ লোণা ও হরিদ্রাবর্ণের। ফস্ফরিক-এসিডের কাশি সরল, বোধ হয় যেন পাকস্থলী হইতে কাশি আসে, গলা শুড়্‌শুড়্ করিয়া কখনও কখনও দমকা আক্ষেপিক কাশি হয়। ব্রঙ্কো-নিমোনিয়া—অত্যন্ত অধিক পরিমাণে গয়ার উঠে।

উদরাময়—পুনঃ পুনঃ বাহ্যে, বাহ্যে পরিমাণে অধিক, বাহ্যের সঙ্গে অজীর্ণ পদার্থ, অসাড়ে বাহ্যে, বায়ু নিঃসরণের সঙ্গে অসাড়ে বাহ্যে (এলোর মত), যাহাতে পেট ফোলে, পেট অত্যন্ত ডাকে, ভুটভাট করে, পেটে গড়্ গড়্ শব্দ হয়; কিন্তু বেদনার লেশমাত্র থাকে না। বাহ্যের রঙ প্রায়ই সাদা কিম্বা জলবৎ হরিদ্রাবর্ণের। এসিড-ফস প্রয়োগকালে সমস্ত পীড়ার দুর্ব্বলতা লক্ষণটী থাকা চাই ; কিন্তু উদরাময়ে দুর্ব্বলতার সম্পূর্ণ অভাব, এইটী ইহার বিশেষ বিশেষত্ব স্মরণ করিয়া রাখিবেন (বাহ্যে কিম্বা প্রস্রাব বোঝা যায় না, মলের কোনও বর্ণ নাই—মার্ক-ডল্‌সিস্, এপিস)।

এসিড-ফসের সহিত; চায়নার অতি নিকট সম্বন্ধ, উভয়ই নূতন ও পুরাতন পীড়ায় ব্যবহৃত হয়। চায়নার বাহ্যের রঙ—হরিদ্রা, সাদা, মল তরল, চট্‌চটে এবং রোগী যাহা খায় তাহাই বাহ্যের সঙ্গে গোটা নির্গত হয়। ওলিয়েণ্ডারেও—এরূপ গোটা অজীর্ণ খাদ্য নির্গত হওয়া লক্ষণ আছে, তবে তাহাতে রোগী বহুপূর্ব্বে যাহা আহার করিয়াছে তাহাও নির্গত হয়। এসিড-ফসে—বাহ্যের রঙ প্রায় সাদা। চায়নার দুর্ব্বলতা অত্যন্ত অধিক এবং পান আহারের পরেই বাহ্যের বৃদ্ধি হয়; রাত্রিতে উদরাময়ের বৃদ্ধি চায়নার আর একটি প্রধান লক্ষণ।

মাথাব্যথা—অতিরিক্ত অধ্যয়ন জনিত ছাত্রদিগের মাথ্যাব্যথা ও যাহাদের বয়স অপেক্ষা আকৃতি অধিক বড় দেখায়, ইহা তাহাদের পক্ষে বিশেষ উপযোগী। ক্যাল্‌কেরিয়া-ফস্, ন্যাট্রম-মিউরও ইহার ঔষধ।

স্নায়ু-দৌর্ব্বল্য—মাথাব্যথা, মাথাঘোরা, বুক ধড়ফড় করা, ইন্দ্রিয়গণের অবসন্নতা, পেটফাঁপা, অজীর্ণ, হাত পা ঝিম-ঝিম করা, স্মৃতিশক্তির লোপ, কোন বিষয় চিন্তা করিতে না পারা, কথা কহিতে অনিচ্ছা, অনিদ্রা, ভয়, মানসিক অবসাদ ইত্যাদি এই পীড়ার লক্ষণ এবং এনাকার্ডিয়ম, আর্জ্জেন্টি-নাইট্রিকাম, এম্ব্রাগ্রিসিয়া, এসিড-পিক্রিক, ক্যালি-ব্রোম, জিঙ্কাম, ফসফরাস, এসিড-ফস, জেলসিমিয়ম, মস্কাস ইত্যাদি লক্ষণভেদে উহার সাধারণ ঔষধ। ফস্ফরিক-এসিডের রোগী সামান্য পরিশ্রমেই দুর্ব্বলতা অনুভব করে, রমণেচ্ছা অত্যন্ত প্রবল থাকে, অধিকক্ষণ লিঙ্গোদ্রেক—তাহাতে হয়ত সমস্ত রাত্রিই জাগিয়া থাকিতে হয়, পরে প্রচুর পরিমাণে রেতঃস্খলন হয়, অবসন্ন হইয়া পড়ে।

এসিড-পিক্রিক—ডাঃ ন্যাস বলেন, স্নায়ু-দৌর্ব্বল্যের যতগুলি ভাল ভাল ঔষধ আছে—"অতিশয় ইন্দ্রিয়চালনা" পীড়ার কারণ হইলে— পিক্রিক-এসিড প্রায় সকল ঔষধের শীর্ষস্থানীয়। যেখানে এই এসিডের প্রয়োজন তথায় রোগী সদাই মনমরা, কেবলমাত্র শুইয়া থাকিতে ইচ্ছা, উদাসীনতা, চক্ষে অন্ধকার দেখা, সকল কার্য্যেই স্পৃহাশূন্যতা, পা সর্ব্বদাই ভারী বোধ এবং কোমরে বেদনা ও গায়ে জ্বালা অনুভব করা, কোনও বিষয়ে মনঃসংযোগ করিতে না পারা, এই লক্ষণগুলি স্পষ্ট সমাবেশ দেখা যায়। ক্রম—৬ষ্ঠ হইতে সি, এম শক্তি।

কিড্‌নীর প্রদাহে—যেখানে প্রস্রাবে ফসফেট, ইন্‌ডিকেন ইউরিক এসিড, এলবুমেন ও সুগার থাকে, রোগী ক্রমশঃ দুর্ব্বল হইয়া পড়ে, সেখানেও পিক্রিক-এসিড উপকারী।

এনাকার্ডিয়ম—শুক্রক্ষরণহেতু স্নায়ু-দুর্ব্বলতা ও স্মৃতিশক্তির হ্রাস হইলে উপকারী, ইহার অধ্যায় দেখুন। অন্যান্য ঔষধের লক্ষণ যথাস্থানে পাইবেন।

স্ত্রী-ব্যাধি—যে সকল স্ত্রীলোক অত্যন্ত দুর্ব্বল, রক্তহীন (এনিমিক), হরিৎপাণ্ডু রোগগ্রস্তা (ক্লোরোটিক) ঋতুর সময় লিভারে বেদনা, সমস্ত কার্য্যে উদাসীন, দুর্ব্বলতার জন্য যাহাদের জরায়ু বাহির হইয়া পড়ে (Prolapsus of uterus), ঋতু খুব শীঘ্র শীঘ্র ও অত্যন্ত অধিক পরিমাণে স্রাব হয়—তাহাতে ক্রমশঃ দুর্ব্বল করিয়া ফেলে, জরায়ু ফুলিয়া উঠে— তাহাতে বোধ হয় যেন জরায়ুর মধ্যে বাতাস পূর্ণ রহিয়াছে, রোগিনী পুরাতন প্রদরের পীড়ায় ভোগে, ঋতুস্রাবের রঙ্ কাল, তাহাদের ঋতুতে —এসিড-ফস অধিক উপকারী।

টাইফয়েড-জ্বর—এসিড-ফস এই রোগের প্রথম অবস্থায় উপযোগী আবার যখন জ্বর—বিকারে পরিণত হয়, তখনও ইহা ব্যবহৃত হয়। বিকারে রোগী মরার মত চুপ করিয়া পড়িয়া থাকে, যেন তন্দ্রাচ্ছন্ন, কেহ কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলে বা ডাকিলে তাহার উত্তর দেয়; কিন্তু পরক্ষণেই আবার ঐরূপ আচ্ছন্ন হইয়া পড়ে, যেন ঘুমায়, ঘুম ভাঙ্গিবার পর রোগীকে যেন কতকটা সজ্ঞান দেখায়, তৎসহ কখনও উদরাময়, পেটফোলা, এই প্রকার লক্ষণে ফস্ফরিক-এসিড উপকারী ; তবে কখনও যদি উক্ত লক্ষণে ফস্ফরিক-এসিডে উপকার না হয়, তখন—স্পিরিট-অফ নাইটারে বিশেষ ফল পাইবেন (আদত ঔষধ ৪। ৫ ফোঁটা মাত্রায় একটু জলসহ ২/২।০ ঘন্টা অন্তর উপকার না হওয়া পর্য্যন্ত কতিপয় মাত্রা সেব্য)। উত্তর দিতে দিতে ঘুমাইয়া পড়া—ব্যাপটিসিয়া ও আর্ণিকাতে আছে, তবে ব্যাপটিসিয়ার মলমূত্রে অত্যন্ত দুর্গন্ধ থাকে, আর আর্ণিকায়—পিটিচি নামক একপ্রকার উদ্ভেদ (ইরাপ্সন) নির্গত হয় ও গায়ে কালশিরায় দাগ থাকে, এসিড-ফসে উহাদের কিছুই থাকে না। রসটক্সে— রোগীর ছটফটানি অত্যন্ত অধিক থাকে। উপরোক্ত লক্ষণসহ আচ্ছন্নভাবের সঙ্গে রোগীর পেটের দোষ ইত্যাদি থাকিলে এসিড-ফসই অধিক উপযোগী। ওপিয়মের বিকারে—রোগী যেন মোহাচ্ছন্ন থাকে, ডাকিলে উত্তর দেয় না, শিবনেত্র হইয়া পড়িয়া থাকে, নিশ্বাস জোরে ফেলে। নক্স-মস্কেটায় —আচ্ছন্নভাব, উদরাময়, পেটডাকা ও অত্যন্ত পেটফোলা থাকে ; কিন্তু রোগীর পিপাসার লেশমাত্র থাকে না। টাইফয়েড-জ্বরের প্রথম অবস্থায় নাক দিয়া রক্ত পড়িয়া পীড়ার কোনও উপশম না হইলে—ফস্ফরিক-এসিড আর উপশম হইলে—রসটক্স উপকারী। পেয়ার্'স-প্যাচ (অন্ত্রের গ্ল্যাণ্ড) সমূহের উত্তেজনার জন্য ক্রিমির লক্ষণের ন্যায় রোগী নাক খোঁটে, তাহার সহিত পেটফোলা, উদরাময়, অসাড়ে, বাহ্যে, হলদে বা সাদা রঙের প্রস্রাব, প্রস্রাবে এল্বুমেন ও ফস্ফেট নির্গত হইতে থাকিলে—এসিড-ফসই উপযোগী, এখানে সিনায় কোনও উপকার হয় না।

বৃদ্ধি (aggravation)—মানসিক বিকার, রেতঃনাশ, কথাবার্তা, অপরিমিত রতি প্রভৃতিতে। উপশম—নড়াচড়ায়, কখনও চাপে।

সম্বন্ধ—বাতশ্লেষ্মা-জ্বরে—ফস, পল্স, এসিড-পিক্রিক, সাইলি, এসিড-মিউর এবং মোহ ও প্রলাপে—নাইটি-স্পিরি-ডল্‌সিসের সহিত তুলনীয়, আহারের পর মূর্চ্ছাভাবে—নক্স।

পরবর্ত্তী ঔষধ (follows well)—চায়না, ফেরম, সেলিনি, লাইকো, নক্স, সলফ, বেল, কষ্টি, আর্স।

ক্রিয়ানাশক (antidote)—ক্যাম্ফর, কফি, স্ট্যাফি।

ক্রিয়া স্থিতিকাল (duration)—৪০ দিন।

ক্রম (potency)—২ ×—২০০ শক্তি। ফরমূলা—৫-এ।

এসিড সল্ফ (Acid Sulphuricum.)

(গন্ধদ্রাবক)—১ × ও ২ × শক্তি জলে, ৩ × শক্তি ডাইলিউট-এল্কোহলে এবং পরবর্ত্তী শক্তি এল্কোহলে প্রস্তুত হয়। ইহা মদ্যপান জনিত পীড়ায় বা যাহারা মদ্যপান করিয়া স্বাস্থ্য নষ্ট করিয়াছে তাহাদের পক্ষে অধিক উপকারী। নক্স-ভমিকাও মদ্যপানজনিত অধিকাংশ পীড়ার মহৌষধ ; তবে যখন রোগীর পাকস্থলী অত্যন্ত খারাপ হয়, যাহা পান করে সমস্ত অম্ল হইয়া উঠিয়া যায়, পেট-বুক জ্বালা করে, টক বমি হয়, রক্তশূন্য হইয়া পড়ে, তখন—এসিড-সলফের দ্বারা প্রভূত উপকার হইয়া থাকে। লিভার বড় হইলে এবং পাকস্থলীর বিশৃঙ্খলাহেতু শুষ্ক কাশিতেও ইহা ফলপ্রদ (কলেরায় কিম্বা অন্য পীড়ায় বাহ্যের সহিত অবিশ্রান্ত বমি ও টক্ বমি, পেটে, গলার জ্বালা থাকিলে এসিড টার্টারিক অধিক উপকারী)।

চর্ম্ম, মিউকাস-টীসু, অন্ননলী ও শ্বাসনলীপথের উপর সলফিউরিক-এসিডের প্রধান ক্রিয়া।

চরিত্রগত লক্ষণ ঃ—

১। সর্ব্বদাই ব্যস্ত, সমস্ত কাজ খুব তাড়াতাড়ি করে ; ২। বেদনা খুব ধীরে ধীরে বাড়ে ; কিন্তু যখন চরম সীমায় উঠে তখন হঠাৎ কমিয়া যায় ; ৩। বৃদ্ধ ব্যক্তি কিম্বা অন্য কাহারও আহতস্থানে গ্যাংগ্রীণ হইবার উপক্রম ; ৪। অক্ষমতা নিবন্ধন কোনও প্রশ্নের উত্তর দিতে অনিচ্ছা ; ৫। ছেলেকে খুব ভাল করিয়া ধোয়াইয়া মোছাইয়া দিলেও গায়ে টক্ গন্ধ থাকে (ম্যাগ-কার্ব্ব, রিউম, হিপার); ৬। মুখ, মাঢ়ী কিম্বা মুখের ভিতর সমস্ত স্থানের ক্ষত ; ৭। পুরাতন বুকজ্বালা, টক ঢেকুর, দাঁত টক, টক বমি (রোবিনিয়া) ; ৮। শরীরের সকল স্থান হইতে কালবর্ণের রক্তস্রাব ; ৯। পড়িয়া যাওয়া বা আঘাত লাগা বশতঃ মস্তিষ্কের ক্রিয়ার বিরতি (concussion), ১০। গা ঠাণ্ডা কিন্তু সমস্ত শরীর ঘামে আপ্লুত ; ১১। প্রথমে শরীর আগুনের মত গরম, তৎপরে ঘাম তৎসহ কম্পন।

অর্শ—মদ্যপায়ীদের অর্শের বলী যখন অত্যন্ত বড় হয় ও তাহাতে মলদ্বার বদ্ধ হইয়া যায় জ্বালা করে, রস পড়ে, তখন ইহা উপযোগী। এসিড-মিউর—এই সমস্ত লক্ষণে বিশেষ উপকারী ; তবে উহাতে অত্যন্ত স্পর্শ-সহিষ্ণুতা থাকে। এসিড-সলফে—মলদ্বারে সর্ব্বদাই রস ঝরে, কাপড় ভিজা থাকে (ইস্কিউলাস দেখুন)। ইহা ইনকারসিরেটেড-হার্ণিয়াতেও উপকারী (৫১১ পৃষ্ঠা দেখুন)।

মুখে ঘা—ইহাতে এসিড-সলফ উপকারী। শিশুদের উদরাময়ের সহিত মুখে ঘা (Particularly in children with marasmus), অত্যন্ত লালা ঝরে, টক্ বমি করে, শরীরে অম্লগন্ধ নির্গত হয় ; ছেলেদের এই সঙ্গে প্রায় কাশি থাকে ও কাশির পর ঢেকুর তোলে।

বমন—টক্ বমন তৎসহ বুকজ্বালা, টক উদগার, দাঁত টক হইয়া যায় (রোবিনিয়া নামক ঔষধেও এই লক্ষণ আছে)। গর্ভাবস্থায় প্রাতে টক-বমি, বমির পূর্ব্বে কাশে, আহারের পর উপর পেটে বেদনা ধরে।

অম্লের পীড়া—পেটে অত্যন্ত বায়ুজমার সহিত রোগী ক্রমাগত হেউ হেউ করিয়া দুর্গন্ধ ঢেকুর তুলে; এই লক্ষণে—এসিড-স্যালিসাইলিক উপকারী ; কিন্তু যদি টক ঢেকুর, টক্ বমি, বুক জ্বালা, হলদে রঙের বাহ্যে, দুর্ব্বলতা ইত্যাদি লক্ষণগুলি থাকে, তাহা হইলে—এসিড-সলফ।

এসিড-স্যালিসাইলিক—পচন-প্রবণ ডিস্পেপসিয়ার উৎকৃষ্ট ঔষধ। আহারীয় বস্তু পেটে পচে, দুর্গন্ধ ঢেকুর, টক ঢেকুর, গরম ঢেকুর উঠে, পেট ফাঁপে, বাহ্যের রঙ গাঢ় সবুজ, জিহ্বার রঙ—সীসারঙের মত কাল।

দুর্ব্বলতা ও কম্পন—ঠিক দুর্ব্বল নহে অথচ খুব দুর্ব্বল ব্যক্তির মত শরীরের ভিতর একপ্রকার কম্পন অনুভূত হয় ; রোগী তাহাতে অত্যন্ত কষ্টবোধ করে ও কোনও শক্ত পীড়া হইয়াছে বলিয়া ভীত হয়।

উপরে বর্ণিত কতিপয় পীড়া সমূহ ভিন্ন, নিম্নলিখিত পীড়াগুলিতেও সলফিউরিক-এসিড স্মরণ করিবেন ঃ—

ঠাণ্ডা লাগিয়া চক্ষুর প্রদাহ, হেকটিক-জ্বর, হিমপ্টিসিস (রক্তোৎকাশ), টিউবার্কিউলসিস (যক্ষা), একপ্রকার অজীর্ণের পীড়া (ডিস্পেপসিয়া)— যেখানে রোগী মনে করে তাহার পাকস্থলী যেন ঠাণ্ডা ও দুর্ব্বল, তজ্জন্য-চা, ব্রাণ্ডি প্রভৃতি উত্তেজক দ্রব্য পান করিতে চায়, গর্ভাবস্থায় বমন, পেটের দোষ হেতু কাশি, কাশির পর ঢেকুর উঠা, টন্‌সিলাইটীস (তালুমূল প্রদাহ), ডিপ্‌থেরিয়া, সদাই ঘুম-ঘুমভাব, তরল পদার্থ পান করিলে নাক দিয়া বাহির হইয়া আসা, বর্দ্ধিত প্লীহা, হার্ণিয়া, আঘাত, হিমোরেজিক-পার্পিউরা—চর্ম্মের নীচে রক্ত সঞ্চয় বশতঃ চর্ম্মের উপর স্থানে স্থানে লাল হইয়া উঠা, এইগুলি এই এসিডের অন্তর্ভুক্ত।

দ্রষ্টব্য ঃ—এসিয়াটিক-কলেরায়—১৫ বিন্দু এসিড-সলফ-ডিল, ১ পোয়া জলে মিশাইয়া উহার ২। ১ চামচ মাত্রায় ১৫ মিনিট অন্তর ৫। ৭ বার প্রথমে দিয়া পরে চিকিৎসা আরম্ভ করিলে কোমা-ব্যাসিলাই মরিয়া ঔষধে শীঘ্র ক্রিয়া-হইবে। চিকিৎসকও উহা সেবন করিয়া রোগী দেখিতে যাইলে কলেরার আক্রমণ হইতে রক্ষা পাইবেন।

সুরা বা স্পিরিট বিষমাত্রায় পান করিলে যতক্ষণ পর্য্যন্ত না কম্প উপস্থিত হয়, ততক্ষণ পর্য্যন্ত মস্তকে অনবরত জল ঢালিবেন, প্রতি ১০। ১৫ মিনিট অন্তর এক-একবার তাহার নাকের গোড়ায় ষ্ট্রং-এমোনিয়ার শিশি ধরিবেন এবং—এসিড-সলফ-ডিল ৮/১০ ফোঁটা কিম্বা ভিনিগার ২/১ চা-চামচ মাত্রায় আধ

ছটাক জলসহ আধ বা ১ ঘন্টা অন্তর কয়েক মাত্রা আভ্যন্তরিক সেবনের ব্যবস্থা করিবেন, সম্পূর্ণ জ্ঞান ও সুস্থ না হওয়া পর্য্যন্ত ঘুমাইতে দিবেন না। ষ্টম্যাক-পাম্প দ্বারা বমি করাইতে পারিলেও অনেক সময় শীঘ্র উপকার হয়।

প্লীহা—ম্যালেরিয়া অথবা ইন্টারমিটেন্ট-জ্বরের পর প্লীহা বাড়িলে এবং প্লীহার বেদনা থাকিলে—এসিড-সলফ উপকারী। প্লীহা লিভারের প্রধান ঔষধ—সিয়ানোথাস, চিয়োন্যান্থাস, রোহিতকা ও কালমেঘ দেখুন।

বৃদ্ধি—স্পর্শে, প্রাতে, শৈত্যে, শীতল পানে, মদ্যপানে, সন্ধ্যায় রাত্রিতে।

উপশম (amelioration)—উত্তাপে আক্রান্ত পার্শ্বে শয়নে, বিশ্রামে।

সম্বন্ধ—আর্ণিকা, ক্যালেণ্ডুলা, লিডম, রুটা, সিম্ফাইটমের সদৃশ।

ক্রিয়ানাশক (antidote)—পলসেটিলা।

ক্রিয়া স্থিতিকাল (duration)—৩০—৪০ দিন।

ক্রম—৬ষ্ঠ—২০০ শক্তি। ফরমূলা—৫-এ।

একোনাইট নেপিলাস (Aconite Nap.)

(কাঠবিষ)—একপ্রকার গাছ হইতে প্রস্তুত ; আমেরিকার এই গাছের চাষ হয়। এশিয়া, মধ্য ইউরোপ ও হিমালয় পাহাড়েও ইহা প্রচুর পরিমাণে জন্মায়। একোনাইটের ৫টী শ্রেণী আছে ঃ—১। একোনাইট-নেপিলাস ; ২। একোনাইট-ক্যামারাম (Aconite Cammarum) ; ৩। একোনাইট-ফেরক্স (Aconite Ferox): ৪। একোনাইট-লাইকোটোনাম (Aconite Lycotonum) ; ৫। একোনাইট-র‍্যাডিক্স (Aconite Radix)। ইহাদের মধ্যে একোনাইট-নেপিলাসের টিংচার—গাছ মুকুলিত হইবার সময় ফুল, কুঁড়ি, পাতা ও সমস্ত গাছ হইতে ; একোনাইট-ক্যামারম—তাজা শিকড় হইতে ; একোনাইট-ফেরক্স—মূল হইতে, একোনাইট-লাইকোটোনাম—গাছে ফুল ফুটিবার সময় লতাপাতা হইতে এবং একোনাইট-র‍্যাডিক্স—মূল ও শিকড় হইতে প্রস্তুত হয়। উক্ত পাঁচ প্রকার একোনাইটের মধ্যে—একোনাইট-ক্যামারম—প্রায় চিকিৎসা ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয় না। একোনাইট-লাইকোটোনাম— ঘাড়, বগল, স্তন প্রভৃতি গ্ল্যাণ্ডের স্ফীতিতে; একোনাইট-র‍্যাডিক্স— কলেরায় এবং একোনাইট-ফেরক্স—হৃৎপিণ্ডের বা ফুসফুসের পীড়ায় অত্যন্ত শ্বাসকষ্ট, ঘন ঘন শ্বাস প্রশ্বাস, হাঁপাই করা, শুইতে না পারিয়া বসিয়া থাকা, দমবন্ধের ভাব হওয়া প্রভৃতি কতিপয় লক্ষণে সুফলের সহিত ব্যবহৃত হয়। একোনাইট-নেপিলাস—হোমিওপ্যাথির একটি প্রধান ঔষধ। কেহ শুধু একোনাইট বলিলে আমরা—একোনাইট-নেপিলাস বুঝিয়া লই, সেরিব্রো—স্পাইন্যাল নার্ভাস-সিষ্টেমের অর্থাৎ মস্তিষ্ক ও মেরুমজ্জার স্নায়ু মণ্ডলীর উপর ইহার প্রধান ক্রিয়া। একোনাইট দ্বারা আর্টারি ও ক্যাপি-লারির রক্তসঞ্চালন ক্রিয়া বন্ধ হইয়া শরীরের নানাস্থানে, যেমন—মস্তিষ্ক, মেরুমজ্জা, শ্লৈষ্মিক-ঝিল্লি (mucous & serous membrane both), পেশী, গাঁট, পাকস্থলী, ফুসফুস, হৃৎপিণ্ড, যকৃত, শ্বাসনালী (ব্রঙ্কাই); প্লুরা, গলনলী প্রভৃতিতে কনজেসসন (রক্তাধিক্য) ও প্রদাহ

হয় ; এইজন্য আমরা নানাপ্রকার প্রদাহের ও তজ্জনিত জ্বরের প্রথমাবস্থায় ইহা ব্যবহার করি এবং তাহাতে বিশেষ উপকার পাই। একোনাইট দ্বারা শরীরাভ্যন্তরস্থ কোনও যন্ত্রাদির পরিবর্ত্তন (organic change) হয় না, মাত্র যন্ত্রের ক্রিয়ার পরিবর্ত্তন হয় (functional)। হৃৎপিণ্ডের উপর ক্রিয়া থাকায় হৃৎযন্ত্রের কোনও পীড়ায় ইহা ব্যবহৃত হইলেও তাহা সাময়িক উপশমের নিমিত্ত ব্যবহৃত হয় (palliative). যাহাই হউক কোনও পীড়ায় এই কাঠবিষ প্রয়োগ করিতে হইলে প্রথমেই ইহার চরিত্রগত বা বিশেষ লক্ষণগুলির, যেমন—অত্যন্ত ছটফটানি, ভয়—চলিতে—বেড়াইতে সর্ব্বদাই শঙ্কা ও মৃত্যুভয়, মুখে বলে আমি বাঁচিব না, আমাকে বাঁচাইতে পারিলেন না, দারুণ পিপাসা, অধিক পরিমাণে জল-পান, ঘন ঘন জলপান, জল ভিন্ন অন্যান্য বস্তু তিক্তবোধ (ব্রায়োনিয়ায়—সমস্ত তিক্ত), অন্তর্দ্দাহ ; কিন্তু গায়ের কাপড় খুলিলেই শীতবোধ, দ্রুত ও কঠিন স্থূল নাড়ী, ঘাম সম্পূর্ণ বন্ধ, রাত্রিতে উপসর্গের বৃদ্ধি, শুষ্ক-শীতল (উত্তর পশ্চিমস্থ) বাতাস লাগিয়া কিম্বা ঘর্ম্ম বন্ধ হইয়া অথবা ভয় পাইয়া পীড়ার উৎপত্তি, এই কয়টি লক্ষণের উপর সর্ব্বাগ্রে লক্ষ্য রাখিতে হইবে।

জ্বর হউক, প্রদাহ হউক কিম্বা অন্য যে কোন পীড়াই হউক না কেন, একোনাইটের পীড়া হইলে পীড়ার হঠাৎ আক্রমণ ও দেখিতে দেখিতে সমস্ত রোগলক্ষণের বৃদ্ধি দেখিতে পাইবেন। জ্বরে যদি দেখিতে পান যে অত্যন্ত দাহ, প্রবল পিপাসা, ভয়ানক অন্তর্দ্দাহ, ছটফটানি, যন্ত্রণায় একেবারে অস্থির হইয়া পড়িয়াছে, নাড়ীর গতি অত্যন্ত দ্রুত, নাড়ী স্থূল ও তারের মত শক্ত, গায়ে ঘর্ম্মের লেশমাত্র নাই, চর্ম্ম শুষ্ক ও খসখসে— একোনাইট দিবেন, সঙ্গে সঙ্গেই উপকার পাইবেন ; জ্বরে আমরা সচরাচর প্রথমেই—একোনাইট, বেলেডোনা, ব্রায়োনিয়া, জেলসিমিয়ম ইত্যাদি ঔষধগুলি ব্যবহার করি, নিম্নে তাহাদের প্রভেদ দেখুন। একোনাইটের সঙ্গে কোনও ঔষধ কখনও পর্য্যায়ক্রমে ব্যবহার করিবেন না, একোনাইটের পীড়া হইলে শুধু তাহা একোনাইটেই আরোগ্য হইবে।

একোনাইট-ইহার জ্বরে আদৌ ঘাম থাকে না, রোগীর অন্তর্দ্দাহ, ছটফটানি-তাহাতে এপাশ ওপাশ করা, পিপাসা, মৃত্যুভয় অত্যন্ত অধিক থাকে। ইহাতে হৃৎপিণ্ডের ও বক্ষঃস্থলের যন্ত্রণা অধিক, রোগী বিকারে ভুল বকে না, নাড়ী খুব স্থূল ও বেগবতী হয়। একোনাইট—স্বল্প-বিরাম বা সবিরাম প্রকারের জ্বরে আদৌ উপযোগী নহে, প্রবল ও অবিরাম প্রকারের জ্বরেই উপকারী। ঘাম হইলে ইহাতে সমস্ত যন্ত্রণার উপশম হয়, এজন্য ঘাম হইলে আর ইহার কোনও প্রয়োজন হয় না (ফেরম-ফস দেখুন)। জ্বর বৃদ্ধির সময় কাশির বৃদ্ধি এবং কাশিলে মাথার ও বুকের বেদনা বৃদ্ধি হওয়াও একোনাইটের আর একটি লক্ষণ।

বেলেডোনা—জ্বরে রোগীর গা অত্যন্ত গরম থাকে, এত গরম যেন হাত পুড়িয়া যায়, মধ্যে মধ্যে ঘাম হয়, কখনও কখনও ঘাম এত অধিক হয়—মনে হয় বুঝি এইবার জ্বর ছাড়িল, কিন্তু তখনই আবার তেমনই জ্বর ও গা গরম, ঘর্ম্ম শুষ্ক, ইহাতে—যে অঙ্গ চাপা থাকে তথায় অধিক ঘাম হয়। বেলেডোনায়—

মাথাধরা, মাথার যন্ত্রণা অত্যন্ত অধিক, রোগী ভুল বকে, কোনও জন্তু কিম্বা ভূত প্রেত বা কোনও কাল্পনিক ছায়া দেখিয়া ভয় পায়, ঘুম আসে কিন্তু ঘুম হয় না, রোগী থাকিয়া থাকিয়া চমকাইয়া উঠে ; ইহার মস্তিষ্ক লক্ষণই অধিক প্রবল।

ব্রায়োনিয়া—রোগী নির্ঝুম হইয়া পড়িয়া থাকে, ইহার পীড়া-লক্ষণ নড়ন চড়নে বৃদ্ধি হয়, বুক কেমন করে, চক্ষু, রগ ও মাথা অত্যন্ত ব্যথা করে, সেই মাথা নড়িলে চড়িলেই বাড়ে, এমন কি চক্ষু খুলিলেই বাড়ে, তজ্জন্য রোগী চক্ষু বুজাইয়া চুপ করিয়া পড়িয়া থাকে। সমস্ত শরীরে বেদনা থাকে, উহা নড়িলে চড়িলে বাড়ে এবং টিপিয়া দিলে উপশম হয়। রোগী উঠিয়া বসিলে অথবা মাথা তুলিলে গা-বমি করে ও মাথা ঘোরে, মুখের স্বাদ—বিস্বাদ ও তিক্ত হয়, জিহবায় সাদা ও হরিদ্রাবর্নের লেপ পড়ে, জিহ্বা শুষ্ক থাকে। অল্প-বিস্তর ঘাম হয়, নড়িলে চড়িলে ঘাম হয়, কখনও ঘাম একেবারে থাকে না।

জেলসিমিয়ম—রোগী তন্দ্রাচ্ছন্ন ও অঘোরভাবে চুপ করিয়া পড়িয়া থাকে, কথাও কহে না—চাহিয়াও দেখে না, ইহাতে পিপাসা বড় একটা থাকে না। শিশুদের জ্বরে এই লক্ষণগুলি থাকিলে ইহা অব্যর্থ মহৌষধ। জেলসিমিয়মে স্নায়ু দুর্বলতার জন্য রোগী চুপ করিয়া পড়িয়া থাকে।

এখন দেখুন, একোনাইট কোন প্রকার জ্বরে প্রযোজ্য। একোনাইট—সর্দ্দি-জ্বর (synochal) প্রবল জ্বর (sthenic) ও অবিরাম (continued) প্রকারের জ্বরে উপযোগী। জেলসিমিয়ম—রেমিটেন্ট, ইন্টারমিটেন্ট উভয় প্রকার জ্বরেই উপকারী। একোনাইট—টাইফয়েড, ইন্টারমিটেন্ট কিম্বা রেমিটেন্ট প্রকারের জ্বরে আদৌ উপযোগী নহে। টাইফয়েড-জ্বরে—নাড়ীর দ্রুতগতি ও উত্তাপের হ্রাস কমাইবার জন্য একোনাইট ব্যবহার করা নিতান্ত ভুল। একোনাইটের জ্বরে, নাড়ী—full, hard & bounding জেলসিমিয়মে—full & flowing ; এপিসে—accelerated, full & strong কিম্বা fluttering wiry & frequent থাকে। একোনাইটের নাড়ী—হাতে তারের মত শক্ত ও মোটা এবং জেলসিমিয়মের নাড়ী কেঁচোর মত নরম বলিয়া বোধ হইবে।

ফেরম-ফস—একোনাইটের ন্যায় ইহা প্রাদাহিক-জ্বরের প্রথম অবস্থায় ব্যবহৃত হয় এবং একোনাইট ও জেলসিমিয়মের মধ্যবর্ত্তী ঔষধ, আর একোনাইটের ছটফটানি ইত্যাদি লক্ষণ ও জেলসিমিয়মের অভিভূত ভাবাদি ইহাতে নাই। ফেরমের নাড়ী—full bounding & soft, প্রাদাহিক পীড়ায় প্রদাহিত স্থানে রস সঞ্চয় (exudation) হইবার পূর্ব্বে একোনাইটের ন্যায় ইহাও প্রথমাবস্থায় ব্যবহৃত হয় এবং কনটিনিউড, রেমিটেন্ট ইত্যাদি প্রায় সকল প্রকার জ্বরেই উপযোগী (ফেরম-ফস অধ্যায় দেখুন)।

এক-জ্বর ও সর্দ্দি-জ্বর **(Continued & Synochal fever)**—এই জ্বরের প্রথম অবস্থায় একোনাইট উপকারী। যেখানে—মৃত্যুভয়, ছটফটানি, মানসিক চাঞ্চল্য, গাত্রদাহ, শুষ্ক ত্বক, ঘাম হইলে সমস্ত উপসর্গের উপশম ও যেখানে জ্বর ঠাণ্ডা লাগিয়া কিম্বা জলে ভিজিয়া বা ঘাম হইবার পর ঠাণ্ডা লাগিয়া

হয়, সেইখানে—একোনাইট উপকারী। যদি এমন দেখা যায় যে, একোনাইট প্রয়োগে উপরোক্ত লক্ষণ সমূহের উপশম না হইয়া, গায়ের উত্তাপ ও অন্যান্য উপসর্গের কিছুমাত্র হ্রাস না হইয়া রোগী ক্রমশঃ দুর্ব্বল, আচ্ছন্ন ও অভিভূত হইয়া পড়িতেছে, কথা জড়াইয়া যায়, মনে হয় বুঝি বিকারভাব ধারণ করিল, তখন এক মাত্রা— সল্‌ফার প্রয়োগ করিবেন, তাহাতে প্রভূত উপকার হইবে। নিমোনিয়া পীড়ার প্রথমাবস্থায় অত্যন্ত শ্বাসকষ্ট, শ্বাসকৃচ্ছতা থাকিলে—ভেরেট্রম-ভিরিডিতে উপকার হয় ; ইহা অনেক স্থলে জ্বরে একোনাইটের পরিবর্তে ব্যবহৃত হয়, তবে ভেরেট্রম-ভিরিডি কখনও ২। ৪ মাত্রার অধিক ব্যবহার করিবেন না, তাহাতে হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়ার ব্যতিক্রম হইয়া রোগীর অবস্থা মন্দ হইতে পারে।

জ্বরে একোনাইট ব্যবহার সম্বন্ধে ডাঃ ফ্যারিংটন ঃ—

"কোনও পীড়ায়, পীড়ার একটি আনুসঙ্গিক উপসর্গ—প্রবল জ্বর থাকিলে, প্রথমে একোনাইট দ্বারা সেই জ্বর নিবারণ করিয়া পরে অন্যান্য উপসর্গের নিমিত্ত অন্য ঔষধ ব্যবস্থা করিব, এরূপ ধারণা করা সম্পূর্ণ ভ্রম।"

দৃষ্টান্ত ঃ—এক ব্যক্তির আরক্ত-জ্বর (স্কার্লেট-ফিভার) হইয়াছে, রোগীর খুব উষ্ণ জ্বর (১০৪। ১০৫ ডিগ্রী), খুব গা গরম, চর্ম্ম শুষ্ক ও উত্তপ্ত, নাড়ী দ্রুত ও কঠিন এবং কোমরে ব্যথা, বমি, গলার ভিতরে বেদনা ও লালবর্ণ গলার ক্ষত প্রভৃতি কতকগুলি লক্ষণও রহিয়াছে ; এখানে প্রথমোক্ত কয়েকটী লক্ষণ, অর্থাৎ—উষ্ণ জ্বর, কঠিন নাড়ী, শুষ্ক চর্ম্ম প্রভৃতি লক্ষণ কয়েকটির উপর নির্ভর করিয়া কিম্বা শুধু জ্বরটী কমাইয়া লইবার জন্য কখনও একোনাইট ব্যবস্থা করিবেন না, যে ঔষধের দ্বারা উদ্ভেদ নির্গমনের সাহায্য হয়, আমাদিগকে সেই ঔষধের ব্যবস্থা করিতে হইবে। আরক্ত জ্বরে—একোনাইট আদৌ উপযোগী নহে; তবে যদি একোনাইটের মানসিক লক্ষণ— মৃত্যুভয়, ছটফটানি ইত্যাদি স্পষ্ট পওয়া যায়, তাহা হইলে উক্ত ইরাপ্‌টিভ জ্বরে প্রয়োগ করা যাইতে পারে ; কিন্তু তাহা হইলেও একোনাইট প্রয়োগের নিমিত্ত শতকরা ৯০ জন ব্যক্তির পীড়ায় অনিষ্ট সাধিত হইবে।

প্রাদাহিক পীড়া—এই পীড়ার প্রথম তরুণ অবস্থায় একোনাইট কার্য্যকরী। সকল প্রকার প্রদাহের বেদনাই প্রধান লক্ষণ; বাত-বেদনা হউক, শূল-বেদনা হউক আর নিউর‍্যালজিয়াই (স্নায়ুশূল-বেদনা) হউক, একোনাইটের প্রধান লক্ষণ ছটফটানি, ভয় ও প্রবল পিপাসা থাকিলে একোনাইটের উপকার হইবেই হইবে। বেদনায়—একোনাইটের সদৃশ আরও দুইটী ঔষধ আছে—ক্যামোমিলা ও কফিয়া। একোনাইটের বেদনা কাটিয়া ছিড়িয়া ফেলার মত, আর সেই সঙ্গে কখন যেন কি হইবে মনে একটা ভয় থাকে, আক্রান্তস্থান ছুঁইতে দেয় না। ক্যামোমিলায়—অন্তর্যাতনা, পিপাসা বা জ্বর থাকে না, রোগী বেদনাতে ছটফট করে, ক্রুদ্ধ হয় ও কটুকথা বলে। কফিয়াতে—জ্বর বা পিপাসা কিছুই থাকে না, মেজাজও তীক্ষ্ণ হয় না, তবে রোগী বলে—বেদনা না কমিলে মৃত্যু ঘটিবে। যন্ত্রণায় এপাশ ওপাশ করা—রসটক্সে আছে ; তবে প্রভেদ এই যে,

একোনাইটে—উদ্বেগের জন্য রোগী ছটফট করে ; আর রসটক্সে—টাটানি-কামড়ানি-ব্যথা নড়িলে চড়িলে উপশম হওয়ার জন্য পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করে। আর্সেনিকে মৃত্যুভয়ও ছটফটানি আছে; কিন্তু একোনাইটের তুলনায় তাহা অল্প।

ভয়—ভয়ে কোন পীড়া হইলে একোনাইট অব্যর্থ মহৌষধ। ভয় পাইয়া মূর্চ্ছা, গর্ভস্রাব, অজ্ঞান, উদরাময়, কলেরা ইত্যাদি যাহাই হউক না কেন—একোনাইট উপযোগী। ভয়জনিত পীড়ায়—ইগ্নেসিয়া, ওপিয়ম, ভেরেট্রম ইত্যাদিও ব্যবহৃত হয় (ক্যানাবিস ইণ্ডিকা দেখুন)। একোনাইটে —ভয়ে ঘর হইতে বাহির কিম্বা কোনও মেলায় বা জনতাপূর্ণ স্থানে যাইতে চাহে না, কোনও পীড়া হইলে ভয়ে বলে আমি বাঁচিব না, আমাকে কেহ বাঁচাইতে পারিল না।

বক্ষঃস্থলের পীড়া—প্লুরিসি (ফুসফুস আবরণীয় পরদার প্রদাহ), প্লুরোডাইনিয়া (বুকের পাশে ছুঁচফোটানো ও বাতের মত একপ্রকার তীক্ষ্ণ বেদনা), নিমোনিয়া (ফুসফুসের প্রদাহ), সর্দ্দি, কাশি, হৃৎপিণ্ডের নিকটবর্ত্তী স্থানে বেদনা বা বুকধড়ফড়ানি ইত্যাদি অধিকাংশ পীড়াতেই একোনাইট—প্রথমাবস্থায় অর্থাৎ যতক্ষণ পর্য্যন্ত প্রদাহ লক্ষণ থাকে ততক্ষণ উপযোগী। বুকে অত্যন্ত খোঁচামারা ব্যথা, তাহার সঙ্গে জ্বর ইত্যাদি লক্ষণের সহিত একোনাইটের বিশেষ লক্ষণগুলি মিলিলে একোনাইট উপযোগী। ব্রায়োনিয়াতেও—খোঁচামারা ব্যথা থাকে, সেই ব্যথা—নিশ্বাস টানিলে, নিশ্বাস ফেলিলে বা নড়াচড়া করিলেই বাড়ে, রোগী কাশিবার সময় বুকে হাত দিয়া চাপে, কারণ তাহাতে তাহার আরামবোধ হয়। ব্রায়োনিয়ায় রোগী—চুপ করিয়া পড়িয়া থাকে এবং একোনাইটের মত অন্তর্দ্দাহ ছটফটানি ও গায়ের কাপড় খুলিলেই শীতভাবটুকু থাকে না (ব্রায়োনিয়ায় উপকার না হইলে-এসক্লিপিয়াস)।

হাঁপানি-কাশি—এই পীড়ায় কেহ একোনাইটের ব্যবহার অনুমোদন করেন কিনা অবগত নহি। আমি হাঁপানির প্রবল টান ও শ্বাসকষ্টে, প্রথম অবস্থায় একোনাইট—১ × শক্তির দুই তিন ফোঁটা, ২ আউন্স জলে মিশ্রিত করিয়া, তাহার দুই-এক চামচ প্রত্যেক আধ, এক ঘন্টা অন্তর সেবন করিতে উপদেশ দিই এবং সূর্য্যাস্তের পর কোনও দ্রব্য আহার করিতে নিষেধ করি, ইহাতে অনেক স্থলে ২৪ ঘন্টার মধ্যে হাঁপ ও টানের কিঞ্চিৎ উপশম হয় ; তৎপরে সেনেগা কিম্বা পোলেগিয়া—১ × শক্তি প্রত্যেক ২। ৩ ঘন্টা অন্তর এক এক মাত্রা, প্রত্যহ ৪।৫ বার ২।১ দিন সেবন করাই, তাহাতে অনেকটা ফলপ্রাপ্ত হই (ক্যানাবিস অধ্যায় দেখুন) একোনাইট—ঠাণ্ডালাগাজনিত ও cardiac হাঁপানীতে অধিক ফলপ্রদ। ইরিওডিকটিয়ন—θ , ১ × হাঁপানি ও ক্রণিক-ব্রঙ্কাইটীসের উৎকৃষ্ট ঔষধ।

ব্লাটা-ওরিয়েন্ট্যালিস—ইহা আমাদের দেশের আরসোলা পোকা হইতে প্রস্তুত এবং হোমিওপ্যাথিতে হাঁপানি-কাশির একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ। ৫/৬ ফোঁটা মাদার টিংচার, ৪ আউন্স জলে মিশ্রিত করিয়া তাহার ২/১ চামচ মাত্রায়, প্রতি ১/২ ঘন্টা অন্তর সেবনে হাঁপানির শ্বাসকষ্ট ও প্রবল টানের উপশম হয় (কেহ কেহ বলেন—উক্ত মাদার-টিংচার অপেক্ষা উহার—১ × বিচূর্ণ শক্তিতে শীঘ্র উপকার হয়) স্থায়ী উপকারের জন্য— ২০০ বা আরও উচ্চশক্তি; এক বা দুই

সপ্তাহ অন্তর প্রযোজ্য। হাঁপানির কষ্টের আশু উপশমের জন্য আরও কয়েকটি ঔষধের বিবরণ মৎকৃত "প্রাকটিসনার্স গাইড"১ম খণ্ডে প্রাপ্ত হইবেন। এই পুস্তকে—ব্ল্যাটা অধ্যায় এবং পরিশিষ্টাংশে—এফিডা-নেক্রুডেনসিস দেখুন।

কাশি—ঠাণ্ডা লাগিয়া শুষ্ককাশি (এরালিয়া অধ্যায় দেখুন)।

ঘুংড়ি-কাশি—ঘুংড়ির প্রথম অবস্থায় অর্থাৎ যতক্ষণ পর্য্যন্ত রোগীর প্রবল জ্বর, দম আটকানো ভাব, শুষ্ক কাশি, গলায় সাঁই সাঁই শব্দ ইত্যাদি লক্ষণগুলি থাকে, ততক্ষণ—একোনাইট উপযোগী ; কিন্তু যদি ৫/৭ মাত্রায় সর্দ্দি ও শ্বাস-টানের উপশম না হয়, শুধু জ্বর একটু কম হয়, তাহা হইলে—স্পঞ্জিয়া ও একোনাইট নিম্নশক্তি পর্য্যায়ক্রমে দিবেন, তৎপরে কাশি একটু সরল অর্থাৎ ঘড়ঘড়ে ভাব হইলে—হিপার-সলফার ২০০ শক্তি ২/৩ মাত্রা প্রয়োগ করিয়া ২/৪ দিন অপেক্ষা করিলেই ফল পাইবেন (স্পঞ্জিয়া অধ্যায় দেখুন)।

সর্দ্দি—হঠাৎ ঠাণ্ডা লাগিয়া তরুণ-সর্দ্দি তৎসহ ভয়ানক মাথাব্যথা, নাকের গোড়ায় বেদনা, অস্থিরতা, নাক দিয়া তরল সর্দ্দিস্রাবের সঙ্গে অনেক সময় রক্ত পড়ে, হাঁচি হয়, নাক শুষ্ক কিম্বা নাকে অল্প সর্দ্দি থাকে।

উদরাময়—মলের রঙ—সবুজ, কাল জলবৎ, সেওলার মত, ভেদের সহিত পিত্তমিশ্রিত, আমসংযুক্ত, পেটে অত্যন্ত বেদনাসহ বারম্বার মলত্যাগ, শিশুদের পেটে বেদনাসহ সবুজবর্ণের বাহ্যে, সর্ব্বদাই কাঁদে, ঘুমায় না, অস্থির হয়। যদি দিবসে গরম—রাত্রিতে শীত, এই প্রকার সময়ে পীড়া হয়, তাহা হইলে—একোনাইট সর্ব্বাপেক্ষা উপকারী ঔষধ (এখানে ১ × শক্তি দিবেন, ২/৩ ফোঁটায় ৮ মাত্রা)।

আমাশয়—শ্বেত আমাশয় হউক অথবা রক্ত-আমাশয় হউক, পীড়ার প্রথমাবস্থায় বাহ্যের পরিমাণ অত্যন্ত অল্প, তৎসহ শুধু আম বা রক্ত এবং পেটে বেদনা, কোঁথানি, ঘন ঘন বাহ্যের বেগ বা বাহ্যে ইত্যাদি লক্ষণগুলি থাকিলে—একোনাইট বিশেষ ফলপ্রদ (ইহার ১ × শক্তির ২/৩ ফোঁটা ৮/১০ মাত্রা জলে মিশাইয়া প্রতি ২/৩ ঘন্টা অন্তর প্রযোজ্য)। আমি দেখিয়াছি—অধিকাংশ আমাশয় পীড়া প্রথমে উক্ত লক্ষণে প্রায় একোনাইটেই আরোগ্য হয়, অন্য ঔষধের বিশেষ প্রয়োজন হয় না।

অভিজ্ঞতার ফল—আমি আমাশয় পীড়ার প্রথম অবস্থায় এমন কি ২/৩/৪ দিন পীড়াভোগের পরও রোগী আসিলে কোনও বিশেষ লক্ষণ না মিলাইয়া অনেকস্থলে ব্যস্ততাপ্রযুক্ত—একোনাইট-ন্যাপ—১ × শক্তির ৪/৫ ফোঁটা, ১০/১২ মাত্রা জলে মিশাইয়া তাহারই এক-এক মাত্রা ২/৩ ঘন্টা অন্তর প্রয়োগ করি এবং পেটে অধিক যন্ত্রণা থাকিলে কলোসিন্থ—২০ ফোঁটা, ১ আঃ গ্লিসারিণে মিশাইয়া উহারই ২৫/৩০ ফোঁটা পেটে মালিস করিয়া অথবা ঐ ভাগে জল মিশাইয়া পেটে ভিজা পটী দিয়া তাহার উপর গরম সেক দিতে বলি, ফলে দেখিতে পাই তাহাতে রোগী শীঘ্র আরোগ্য হয় এবং পেটের যন্ত্রণাদি অনেক কমিয়া আসে, পরে লক্ষণানুযায়ী— কলোসিন্থ, মার্কুরি, হিপার, ক্যালি-নাইট্রি প্রভৃতি প্রয়োগ করি। পুরাতন পীড়ায়—ট্রম্বিডিয়ম, সলফার ও হিপারে উপকার হয়। পেটে

অধিক যন্ত্রণা না থাকিলে, চ্যাপারো—θ, দিনে ৪/৫ মাত্রা করিয়া ৫/৬ দিন দিবেন।

প্রস্রাবের পীড়া—প্রস্রাব লালবর্ণ, গরম ও অত্যন্ত যন্ত্রণাদায়ক, পরিমাণ অত্যন্ত অল্প; প্রস্রাব বন্ধ, রোগী ছটফট করে, চীৎকার করিয়া কাঁদে, লিঙ্গ মুঠা করিয়া ধরে, ফোঁটা ফোঁটা প্রস্রাব, রক্ত-প্রস্রাব, মূত্রনলীর মধ্যে জ্বালা, প্রস্রাবে কোঁথানি, প্রস্রাব ত্যাগের পূর্ব্বে ভয়। শিশু ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রস্রাব বন্ধ হইলে—একোনাইট প্রয়োগে উপকার হইবে।

উদরশূল অম্লশূল-বেদনা—বেদনা আক্রমণের কোনও এক নির্দ্দিষ্ট সময় নাই; কখনও খালিপেটে, কখনও কিছুমাত্র আহার করিলেই বেদনা বাড়ে, রোগী ছটফট করে, কোনও ঔষধে স্থায়ী বা আদৌ উপকার হয় না, বেদনার প্রকৃত কোন কারণও পাওয়া যায় না, পেট জ্বলে, এইরূপ স্থলে—একোনাইট-ন্যাপ—১ × শক্তির ২/৪ ফোঁটা, ১০/১২ মাত্রা জলে মিশাইয়া—বেদনা খালিপেটে বৃদ্ধি হইলে, খালিপেটে প্রত্যহ ২/৩ ঘন্টা অন্তর ৪/৫ বার এবং বেদনা আহারের পর বৃদ্ধি হইলে প্রত্যেকবার আহারের অব্যবহিত পরে—(θ বা ১ ×) ২/১ ফোঁটা মাত্রায় সেবন করাইলে বিশেষ উপকার হইবে, পরীক্ষা প্রার্থনীয় (কলোসিন্থ অধ্যায় দেখুন)।

অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদির বেদনা—আক্রান্তস্থান অসাড়, ঝিনঝিনে ধরার মত, হাত-পা বরফের মত ঠাণ্ডা ও অসাড়, হাত যেন খোঁড়া, ভারী ও অসাড় কিম্বা যেন কেহ মারিয়াছে এরূপ বেদনা, বাম হস্তের বেদনা উপর হইতে নীচে পরিচালিত হয়, (ক্যাক্টস, ক্যাল্মিয়া প্রভৃতিতে এই লক্ষণ আছে)। বাত, গেঁটেবাত, গাঁটের তরুণ প্রদাহ, হাঁটুর দুর্ব্বলতা, চলিবার সময় পা ঠিক স্থানে না-পড়া সমস্ত গাঁটেরই পেশীবন্ধনী (ligament) যেন ঢিলা, নড়িতে চড়িতে গাঁটের ভিতরে বেদনাবিহীন একপ্রকার মড় মড় শব্দ প্রভৃতি লক্ষণগুলিও একোনাইটের অন্তর্ভূত (গুয়েকাম দেখুন)। পৃষ্ঠদেশে ব্যথা, নিশ্বাস গ্রহণের সময় ব্যথা বোধ হয়।

ওলাউঠা—এই পীড়ার প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয়,—এই তিনটি অবস্থাতেই একোনাইট ব্যবহৃত হয়। প্রথম অবস্থায়—মলের রঙ ঘোলানো-তরমুজ জলের মত কিম্বা পিত্তমিশ্রিত এবং দিবসে গরম—রাত্রিতে শীত এই প্রকার সময়ে পীড়া হইলেও বাহ্যের সময় মলদ্বারে গরমবোধ এবং পেটে অত্যন্ত বেদনা থাকিলে ইহাতে উপকার হইবে। আবার দ্বিতীয় অবস্থায়—যখন রোগী মুখ হইতে পেট পর্য্যন্ত জ্বালা অনুভব করে, দারুণ পিপাসা; কিন্তু জলপান করিলেই উঠিয়া যায়, অত্যন্ত ছটফট করে, বেদনাবিহীন চাউলধোয়া জলের মত সাদা রঙের বাহ্যে হয়, মুখের চেহারা মরার মত ভয়াবহ ও নীলবর্ণ দেখায়, সর্ব্বাঙ্গ শীতল হইয়া আসে; নাড়ী সুতার মত সরু হয় অথবা একেবারে থাকে না, তখন একোনাইটের প্রধান লক্ষণগুলি থাকিলে একোনাইট নিশ্চয়ই প্রয়োগ করিবেন। ইহা হিমাঙ্গ অবস্থাতেও উপকারী এবং যে কলেরায় খিলধরা থাকে না কিম্বা খিলধরা অতি অল্প, সেই কলেরার অর্থাৎ অনাক্ষেপিক-জাতীয় কলেরার উত্তম ঔষধ। হঠাৎ বা ক্রমশঃ হার্ট-ফেলিওর (heart failure) হইবার সম্ভাবনা দেখিলে ইহাতে

আশু উপকার হয়, তবে স্মরণ রাখিবেন—ইহাতে ছটফটানি মৃত্যুভয় প্রভৃতি কতকগুলি মানসিক লক্ষণ থাকা চাই, নচেৎ তত কার্য্যকরী হয় না। ওলাওঠা এপিডেমিকের সময় ভয় পাইয়া অনেকের ওলাউঠা হয়, একোনাইট-ই তাহার প্রধান ঔষধ। একোনাইট প্রয়োগে নাড়ী উত্থিত ও জীবনীশক্তি উত্তেজিত হয়। ২/৩ ফোঁটা—θ কিম্বা ১ × শক্তি, ২ আউন্স জলে মিশাইয়া, এক বা দুই চা-চামচ মাত্রায়, প্রত্যেক ১০ হইতে ৩০ মিনিট অন্তর প্রযোজ্য। অনেকে বলেন কলেরায় একোনাইট-ন্যাপ অপেক্ষা—একোনাইট-র‍্যাডিক্সে অধিক ফল পাওয়া যায় (আমি একোনাইট-র‍্যাডিক্স—১ × শক্তিই অধিক ব্যবহার করি)। উপরোক্ত পীড়াদি ভিন্ন—একোনাইট আরও কতকগুলি পীড়ায় ব্যবহৃত হয়, নিম্নে সংক্ষেপে তাহাদের বিবরণ প্রদত্ত হইতেছে ঃ—

রজঃরোধ—ভয় পাইয়া, রজঃ বন্ধ হইলে একোনাইট উপকারী।

মস্তিষ্কে রক্তসঞ্চালন—হঠাৎ রৌদ্র লাগিয়া কিম্বা ক্রোধ বশতঃ মস্তিষ্কে রক্ত সঞ্চালিত হইয়া কোনও পীড়া হইলে—একোনাইট উপকারী। গ্লোনয়িন ও বেলেডোনাও উক্ত পীড়ার ঔষধ। যেখানে ঘুমন্ত অবস্থায় কিম্বা একস্থানে স্থিরভাবে থাকিয়া মাথায় কিছুক্ষণ প্রখর রৌদ্র লাগিয়া পীড়ার উৎপত্তি, সেখানে—একোনাইট, আর যেখানে অধিকক্ষণ রৌদ্রে ঘুরিয়া বেড়াইয়া পীড়ার উৎপত্তি, সেখানে—বেলেডোনা বা গ্লোনয়িন। একোনাইটে হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া প্রথমে দ্রুত ও জোর হয়, ক্রমে কমিয়া আসে, মিনিটে ১২০—১৩০ বার স্পন্দিত হয়।

শিরঃপীড়া—ঠাণ্ডা লাগিয়া সর্দ্দি হয়, সর্দ্দি বসিয়া যাইয়া মাথা ধরে, মাথা ব্যথা করে। মাথার বেদনা—মাথার ভিতর দিক হইতে আরম্ভ হইয়া ক্রমশঃ বাহিরে আসে, মাথা দপ্ দপ্ করে ; কপাল দুই রগ, চক্ষু এবং উপরের চোয়াল ব্যথা করে, মস্তিষ্কে রক্তসঞ্চয় হয়, মাথা জ্বালা করে।

হৃৎপিণ্ডের পীড়া—সর্দ্দিগর্ম্মী, হৃৎপিণ্ডের দুর্ব্বলতা, বুক ধড়ফড়ানি মূর্চ্ছার উপক্রম (Pulse full, hard, tense and bounding, sometimes intermittent), হৃৎপিণ্ডের বিকৃতিবশতঃ শ্বাসকৃচ্ছ্রতা, রোগী আদৌ শয়ন করিতে পারে না, উঠিয়া বসিয়া থাকিতে বাধ্য হয়, শ্বাস-প্রশ্বাস ঝড়ের মত দ্রুতবেগে চলিতে থাকে, বোধ হয় যেন হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া হঠাৎ বন্ধ হইয়া এখনই মারা পড়িবে, এই প্রকার লক্ষণে— একোনাইট-ফেরক্স (Aconite Ferox)—১ × হইতে ৩ × শক্তি বিশেষ উপকারী। ইহা একোনাইট-নেপিলাস অপেক্ষা অধিক উগ্রবীর্য্য ঔষধ ; একোনাইট-ন্যাপ অপেক্ষা ইহার জ্বরনাশিনী শক্তি অল্প এবং মূত্র-উৎপাদনকারী শক্তি অধিক।

হৃৎপিণ্ডে কিম্বা ফুসফুসে রক্ত জমিয়া—বুকে বেদনা, বুক ধড়ফড়ানি, শ্বাসকষ্ট, জোরে নিশ্বাস লইতে কষ্ট, চলিলে কষ্টের ও যন্ত্রণার অত্যন্ত বৃদ্ধি ইত্যাদি উপসর্গে—একোনাইট উপকারী। এখানে একোনাইট—১ × —৩ × নিম্নশক্তি প্রয়োগ করিবেন।

নিমোনিয়া—যতক্ষণ শ্বাসনালীতে রক্তসঞ্চয় হইবার জন্য প্রদাহ থাকে ততক্ষণ—একোনাইট, তৎপরে কাশি একটু সরল ও কষ্টকর লক্ষণ সকল

অন্তর্হিত হইলে—ব্রায়োনিয়া ইত্যাদি ঔষধ ব্যবহার্য্য। শ্বাস-প্রশ্বাসের দারুণ কষ্ট, নিশ্বাসে টান, হাঁইপাই করা, দ্রুত ও স্থূল নাড়ী প্রভৃতি লক্ষণে— ভেরেট্রম-ভিরিডি উপকারী। একোনাইটে—ডানপার্শ্বে শুইতে পারে না, মূর্চ্ছার ভাব হয়, উঠিলে গা-বমি-বমি করে, নাড়ীর গতি ধীর হয়, শরীরের ঠাণ্ডাভাব থাকে (এন্টিম-টার্ট, হিপার-সলফার দেখুন)।

রক্তোৎকাশ (হিমপ্টিসিস)—উত্থিত রক্ত তাজা এবং উজ্জ্বল লালবর্ণ, একটু কাশিলেই বিনা কষ্টে রক্ত উঠে, তৎসহ মৃত্যুভয়। মিলিফোলিয়মেও —রক্ত বিনা কষ্টে উত্থিত হয়, ইহাতে একোনাইটের মত উদ্বেগ অস্থিরতাদি কিছুই থাকে না (একালিফা ও হ্যামামেলিস অধ্যায় দেখুন)।

প্লুরিসি, প্লুরাইটীস—এই পীড়ায় প্রথমাবস্থায় যখন জ্বর খুব বেশী থাকে, শীতবোধ করে, ঘাম থাকে না, বুকে খোঁচামারা ব্যথা ও জ্বালা থাকে, তখন—একোনাইট উপকারী ; পরে ব্রায়োনিয়া ইত্যাদি ঔষধের প্রয়োজন হয়, ইহার অধ্যায় দেখুন।

চক্ষুর পীড়া—ঠাণ্ডা লাগিয়া বা ঠাণ্ডা বাতাস লাগিয়া চোখ উঠে, তদ্ভিন্ন—যদি হঠাৎ কোনও কারণে চোখে প্রদাহ হয়, চোখ ফোলে, লালবর্ণ হয়, চোখের ভিতর গরম বোধ হয়, কর্‌কর্ করে, যেন চোখে বালি পড়িয়া আছে, জ্বালা করে, জল পড়ে, চক্ষু খুলিতে পারে না এই লক্ষণগুলি থাকে, তাহা হইলে—একোনাইটে উপকার হইবে। চোখে বাতাস ও সূর্য্যের আলো একটুও সহ্য হয় না (বাহ্যিক ম্যাজেন্টা লোসন দিবেন)।

কর্ণের পীড়া—সুস্থ ব্যক্তি কোনও অসুখ নাই হঠাৎ কানের ভিতর বেদনা যন্ত্রণা হয়, কট্‌কট্ দপ্‌দপ্ করে, কখনও কখনও ঠাণ্ডা লাগিয়া এই প্রকার বেদনা হয়, তৎসহ জ্বর এবং একোনাইটের চরিত্রগত—ছটফটানি, ভয় ইত্যাদি লক্ষণগুলি থাকে। কখনও শ্রবণশক্তি অত্যন্ত প্রখর, কোনও প্রকার শব্দ বিশেষতঃ গীতবাদ্য সহ্য হয় না।

দন্তের পীড়া—ঠাণ্ডা লাগিয়া দাঁতের গোড়া ফোলা, বেদনা, কন্‌কন্ করা ইত্যাদি হইলে প্রথম অবস্থায়—একোনাইট উপকারী।

প্রমেহ—প্রথমাবস্থায় ঘন ঘন প্রস্রাবের বেগ, প্রস্রাবত্যাগকালে জ্বালা, প্রস্রাব গরম, অতি অল্পমাত্র প্রমেহস্রাব নির্গমন, তৎসহ জ্বর, পিপাসা, ভয় ইত্যাদি লক্ষণগুলি থাকিলে—একোনাইট—১ ×—৩ × শক্তিতে উপকার হইবে। ২/৩ ফোঁটা ঔষধ—১০/১২ দাগ জলে মিশাইয়া তাহারই এক একমাত্রা ২/৩ ঘন্টা অন্তর উপকার না হওয়া পর্য্যন্ত কতিপয় মাত্রা সেবা (ক্যানাবিস-ইণ্ডিকা দেখুন)।

ঠুণকো বা দুগ্ধ-জ্বর—প্রথমাবস্থায় স্তনপ্রদাহে—স্তন গরম, লালবর্ণ, ফোলা, চিড়িকমারা বেদনা, তৎসহ অস্থিরতা, পিপাসা, জ্বর ইত্যাদি থাকিলে—একোনাইট প্রযোজ্য (এই পীড়ার উপকারী ঔষধ—ব্রায়োনিয়া, ফাইটোলক্কা প্রভৃতি, ব্রায়োনিয়া অধ্যায় দেখুন)। ঠুনকোতে খাঁড়ি মসুরির ডাল বাটিয়া স্তনে

গরম পুলটিস দিলে যন্ত্রণার উপশম হয়, স্তনটী সর্ব্বদা উচু করিয়া বাঁধা থাকিবে যেন না নড়ে।

বৃদ্ধি—সন্ধ্যায়, রাত্রিতে, গরম ঘরে, বিছানা হইতে উঠিলে, আক্রান্ত পার্শ্বে শয়ন করিলে। . . . . . . .উপশম—খোলা বাতাসে।

সম্বন্ধ—জ্বরের অসহ্য দাহ ও যন্ত্রাণায়—কফিয়া, আঘাতে—আর্ণিকা। একোনাইট—সলফারের অনুপূরক, যেখানে তরুণ পীড়ায়—একোনাইট, রোগ একটু পুরাতন হইলে সেখানে—সলফার প্রযোজ্য। সলফার অধিক মাত্রায় সেবিত হইলে—একোনাইট তাহার প্রতিষেধক ঔষধ।

পরবর্ত্তী ঔষধ—আর্স, বেল, ব্রায়ো, কালকে, ক্যাম্ফার, হিপার, ইপি, মার্ক, পলস, রস, স্পঞ্জি, সলফ, সাইলি।

ক্রিয়ানাশক—এসেটিক-এসিড, বেল, বার্ব্বেরিস; কফিয়া সলফ।

ক্রিয়া স্থিতিকাল—১দিন। ক্রম—১ × —৩০ শক্তি।

ফরমূলা—২ (আমেরিকা), ১ (জার্ম্মেণি)।

একটিয়া রেসিমোসা (Actaea Recemosa)

(আমেরিকার একপ্রকার গাছ হইতে টিংচার প্রস্তুত হয়)—ইহার অন্য এক নাম—সিমিসিফিউগা ; স্ত্রীলোকদিগের নানাবিধ পীড়ায় এবং বাতরোগেই ইহা অধিক ব্যবহৃত হয়। ইহার মানসিক লক্ষণ—নিরন্তর ক্ষোভপূর্ণ ও অবসাদযুক্ত, নিদ্রাহীনতা, রোগী ভাবে আমি পাগল হইব, প্রাণ কেমন করে ও দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে। ইহা মেরুমজ্জার স্নায়ু (spinal-nerves) এবং উর্দ্ধাংশ (upper part of the cord) ক্রিয়া প্রকাশ করিয়া মেনিনজাইটীসের প্রায় অধিকাংশ লক্ষণ এবং শরীরের বামদিকে অধিক ক্রিয়া প্রকাশ করে এইজন্য ইহার দ্বারা—বাম ডিম্বকোষের প্রদাহ, ডিম্বকোষের স্নায়বিক বেদনা, উরুদেশের স্নায়বিক বেদনা, বামদিকের ঘাড়ের ও কাঁধের বেদনা, বাত, ঘাড় শক্ত হওয়া ইত্যাদি নানাপ্রকার বাম অঙ্গের পীড়া আরোগ্য হয়।

চরিত্রগত লক্ষণ ঃ—

১। সূতিকা উন্মাদ, মনে করে সে পাগল হইয়াছে; নিজেকে বিনষ্ট করিবার চেষ্টা ; ২। মনে করে একটা ঘন কালবর্ণের মেঘ তাহাকে আবৃত করিয়াছে, সমস্তই অন্ধকার ; ৩। চক্ষুর স্নায়ুশূল-বেদনা, অক্ষিগোলক মধ্যে তীব্র বেদনা হয়—আর সেই বেদনা কপালে, মাথার মধ্যস্থলে ক্রমশঃ ঘাড়ে আসে ; ৪। জরায়ু কিম্বা ডিম্বকোষের প্রত্যাবৃত্ত ক্রিয়ার (reflex action) নিমিত্ত হৃৎপীড়া, হঠাৎ হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া যেন বন্ধ হইয়া যায়, তাহাতে শ্বাসরোধের মত হয়; একটু নড়াচড়া করিলেই বুক ধড়ফড় করে, বামস্তনতলে তীক্ষ্ণ বেদনা ; ৫। অনিয়মিত কষ্টকর ঋতুস্রাব, ঠাণ্ডালাগা, মানসিক বিকৃতি বশতঃ জ্বর প্রভৃতি কারণে বিলম্বিত ঋতু বা ঋতুবন্ধ ; ৬। ঋতুকালে কোরিয়া, হিষ্টিরিয়া, মস্তিষ্ক ও মানসিক বিকৃতি প্রভৃতি ; ৭। গর্ভাবস্থায় বমি, অনিদ্রা পালট-বেদনা, ৩য় মাসে গর্ভস্রাব ; ৮। প্রসব বেদনার সময় ভীষণ কম্প, শীত, মানসিক বিকার, জরায়ুর মুখ শক্ত, আক্ষেপিক বেদনা ; ৯। গর্ভের শেষ ২/১ মাসে প্রয়োগে প্রসব বেদনার যন্ত্রণার হ্রাস ; ১০। ঘাড়ে, মেরুদণ্ডে, পিঠে ও কোমরে বাতের মত বেদনা, ১১। বেঁতো স্ত্রীলোকের বাধক-বেদনা; ১২। বিদ্যুৎগতির মত বেদনা।

মেনিন্‌জাইটীস—সকল মতেরই চিকিৎসককে স্বীকার করিতে হইবে যে, এই পীড়ার প্রায় ঔষধ নাই, শতকরা ৯০/৯৫ জনের মৃত্যু হয়। আপনাদের হস্তে কোনও রোগী আসিলে কোনও ঔষধ দিয়া উপকার না পাইলে বৃথা সময় নষ্ট না করিয়া প্রথমে—সিমিসিফিউগা—৩ × শক্তি, প্রতি ১।০/২ ঘন্টা অন্তর, ৫/৬ মাত্রা প্রয়োগ করিয়া শেষে মেডোহ্রিণাম—২০০ শক্তি ১ মাত্রা প্রদান করিয়া ৪/৫ ঘন্টা অপেক্ষা করিয়া যদি সম্পূর্ণ উপকার না হয়, উহার পর লাইকোপোডিয়ম—২০০ শক্তি ১ মাত্রা এবং চক্ষু লালবর্ণ থাকিলে তৎপরিবর্ত্তে—বেলেডোনা প্রদান করিবেন ; সম্ভবতঃ ইহাতেই উপকার হইবে (মৎকৃত "প্র্যাকটিসনার্স গাইডে" মেনিনজাইটীস দেখুন)। এই পুস্তকের মধ্যে জিঙ্কাম অধ্যায়টীও পাঠ করিবেন।

স্ত্রী-ব্যাধি—জরায়ুর পীড়া, তাহাতে ছুঁচফোটান বেদনা; তলপেটের এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্তে বেদনা—তীরগতির মত বেগে পরিচালিত হয়। কোমরে অত্যন্ত বেদনা, তাহাতে মনে হয় যেন যোনিদ্বার দিয়া পেটের নাড়ীভূড়ী বাহির হইয়া পড়িতেছে; বাতজনিত বাধক, ঋতু অনিয়মিত—ঋতু কখনও কম কখনও খুব বেশী; কখনও সময়ে, কখনও বিলম্বে, কখনও পূর্ব্বে হয় ; মাথাধরা, পাছার উরুতে ভারবোধ ও বেদনা ইত্যাদি ইহার বিশেষ লক্ষণ। একটিয়া-রেসিমোসায়—সময়ের ঋতুস্রাব অধিক পরিমাণেই লক্ষিত হয়। একটিয়া পোয়াতিদের তৃতীয় মাসে গর্ভস্রাব (স্যাবাইনা), কষ্টকর প্রসববেদনা, সেই সঙ্গে মূর্চ্ছা, প্রসবের পর ড্যাদাল-ব্যাথা, বেদনা উরুতে পর্য্যন্ত পরিচালিত হওয়া, বাম বক্ষে (স্তনের ভিতরদিকে) ছুঁচফোটান-ব্যথা ইত্যাদিতে ব্যবহারে বিশেষ উপকার সাধিত হয়। পোয়াতিদিগের ৯ম মাস গর্ভধারণকালে ইহা সেবনে সুখপ্রসব হইয়া থাকে। প্রসবের পর লোচিয়া (পূঁযের মত ক্লেদ) স্রাব বন্ধ হইয়া বা অন্য কোনও কারণে জ্বর, মাথাব্যথা, বিকার লক্ষণ, প্রলাপ বকা, চীৎকার করা, ভূতের ভয়, উন্মাদের মত হওয়া ইত্যাদি উপসর্গগুলি প্রকাশ পাইলে এবং তাহাতে বেলেডোনা, ষ্ট্রামোনিয়ম, হায়োসিয়ামসের লক্ষণ থাকিলেও পূর্ব্বে সিমিসিফিউগা ব্যবহার করিয়া দেখা উচিত ; সূতিকাগারে প্রসুতি—উন্মাদ রোগাক্রান্ত হইলে ইহার দ্বারা প্রভূত উপকার হইবে। প্রসবের পর জরায়ুর সঙ্কোচনের জন্য ইহা—আর্গট (Ergot—সিকেলি) অপেক্ষাও অধিক উপকারী। গর্ভাবস্থায় গা-বমি ও বমনেও ইহার দ্বারা সুফল পাওয়া যায়।

প্রসব বেদনা—বেদনার সময় পোয়াতির মূর্চ্ছার ভাব (nervous or hysterical), জরায়ুর মুখ শক্ত হইয়া থাকে। ডাঃ হেরিং বলেন—সূতিকাগারে প্রথম বেদনা আরম্ভ হইবার সময় পোয়াতির কম্পন উপস্থিত হইলে (বিশেষতঃ ভয়ে কাঁপিতে থাকিলে) ইহার দ্বারা বিশেষ উপকার হয়। সিমিসিফিউগার সহিত কলোফাইলমের বেদনার প্রভেদ দেখুন ঃ—

সিমিসিফিউগা—প্রসব বেদনা অনেকক্ষণ স্থায়ী হয়, এমন কি প্রথম আরম্ভ হইবার সময়েও বেদনা অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত স্থায়ী থাকে, বেদনা তলপেট হইতে কোমরে চলিয়া যায়, জরায়ু পেশী শক্ত থাকে।

কলোফাইলম—ইহার বেদনা অতি অল্পক্ষণ স্থায়ী (clonic) হয়, বেদনা,—পিউবিক-অস্থির উপরে (তলপেটের নীচে জননেন্দ্রিয়ের গোড়ার হাড়কে পিউবিক্ অস্থি বলে) অবস্থিতি করে এবং তথায় এক প্রকার আক্ষেপিক বেদনা হয়, কামড়ানি বেদনার মত, জরায়ুর পেশী ক্রমশঃ ক্ষীণ হইয়া পড়ে (এখানে—θ বা ১ ×, ২/১ ফোঁটা মাত্রায় অর্দ্ধ ঘন্টা অন্তর প্রযোজ্য এবং গরম জল বোতলে পুরিয়া পেটে সেক দিবেন)।

বাত—শরীরের সমস্ত মাংসলস্থানে বাত, বিশেষতঃ দুই পায়ে ডিমে (belly of the muscle) বেদনা। কাঁধে, ঘাড়ে, কোমরে, পিঠে ও পাঁজরার মধ্যে (intercostal) বেদনা, উহা জরায়ুর কোনও প্রকার পীড়ার সহিত থাকিলে একটিয়া আরও অধিক উপযোগী। কলোফাইলমও—সিমিসিফিউগার সদৃশ ঔষধ, জরায়ুর পীড়ার সহিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সন্ধিতে (small joint) বাত হইলে—ইহাতে আরও অধিক ফল পাওয়া যায়; সিমিসিফিউগার বাতের বেদনা নড়াচড়ায় বৃদ্ধি হয়; কিন্তু ব্রায়োনিয়ার মত প্রত্যেক নড়নচড়নে বৃদ্ধি হয় না। ইহার বেদনা অনেকটা রসটক্সের মত এবং প্রথম নড়িবার সময় বৃদ্ধি হয়, তবে রসটক্সে—রোগী যতবার নড়াচড়া করে ততবারই বেদনার উপশম হয়, সিমিসিফিউগায়—সেরূপ হয় না। কোমরের বাতে—ম্যাকরোটিনাম উপকারী (এই পৃষ্ঠায় শেষ ছত্র দেখুন)। পাছায় ও কোমরের হাড়ে বেদনা উহা উরু পর্য্যন্ত নামে।

একটিয়া-স্পাইকেটা—হস্ত পদের অঙ্গুলি, কব্জি, বৃদ্ধাঙ্গুলি (small joints), হাতের পায়ের গোছ ইত্যাদির বাত ও ফোলা, ফোলার রঙ লালবর্ণ তাহাতে অত্যন্ত যন্ত্রণা এবং স্পর্শকাতরতা থাকিলে ইহাতে বিশেষ উপকার হয়, ইহার বেদনা সময়ে সময়ে স্থান পরিবর্তন করে (হাতের কব্জীর বাতে উহা সর্ব্বাপেক্ষা উপকারী ঔষধ।) স্থান পরিবর্তনশীল বেদনায়— ক্যালি-বাইক্রম, ক্যালি-সলফ, পলসেটিয়া, ল্যাক-ক্যানাইনাম, ম্যাঙ্গেনাম, লিডম, ক্যালমিয়া, রডোডেণ্ড্রণ, কলচিকাম প্রভৃতিও উপকারী।

কাশি—প্রায় শুষ্ক ও কষ্টকর, রাত্রিকালে কাশির বৃদ্ধি, গলা গুড়্ গুড়্ করিয়া কাশে স্নায়বিক কাশি, কথা কহিলে কাশির বৃদ্ধি, ইহার সঙ্গে পিঠে বেদনা ও প্লুরোডাইনিয়ার মত বুকের পাশে বেদনা থাকিলে—সিমিসিফিউগা আরও অধিক উপকারী (র‍্যানানকিউলাস)।

স্নায়ুশূল-বেদনা—ডায়েফ্রাম-পেশীর শূল-বেদনা, একটু জোরে নিশ্বাস লইলে, কাশিলে এবং শুইলেও বেদনা বাড়ে (ডায়েফ্রামের মধ্যভাগটি অগ্রকড়ার নীচে এবং দুই প্রান্তভাগ দুইদিকের ৭ম পাঁজরার নীচে থাকে)।

চক্ষুর পীড়া—চক্ষুর তারার ও ভ্রুর নিকটে অত্যন্ত বেদনা—তৎসঙ্গে মাথাধাথা, বেদনার প্রকৃতি যেন খোঁচামারা বা তীরবেঁধার মত, এই প্রকার বেদনা বাম চক্ষুতেই অধিক লক্ষিত হয়।

অনিদ্রা—কফিয়া প্রভৃতির ন্যায় অনিদ্রা রোগের ও ইহা একটি উত্তম ঔষধ। ডাঃ ট্যালকট বলেন—যে সমস্ত লোক কিছুদিন পূর্ব্বে আফিম সেবন করিত, তাহাদের অনিদ্রারোগে ইহা বিশেষ উপকারী। শিশুদের দাঁত উঠিবার সময় মস্তিষ্কের ইরিটেসনে ও অনিদ্রাতে—একটিয়া ফলপ্রদ। সিমিসিফিউগার উগ্রবীর্য্য ঔষধ—ম্যাকরোটিনাম (Macrotinum)—সিমিসিফিউগার লক্ষণসমূহ থাকিয়াও তাহাতে উপকার না হইলে উক্ত ম্যাক্রোটিনামের—৩ ×—৬ × ট্রাইটুরেসন কিম্বা ৩০ শক্তি ডিম্বকোষের ও জরায়ুর পীড়ায় এবং বাধক-বেদনায় মন্ত্রের মত সুফল প্রদান করে। ম্যাকরোটিনাম—কোমরের বেদনায় (lumbago) অধিক উপকারী। ইউপিয়নে—ভীষণ কোমরে বেদনা, রোগীকে কিছু ধরিয়া দাঁড়াইতে হয়।

হৃৎপিণ্ড—এনজাইনা-পেক্টোরিস—হৃৎক্রিয়া হঠাৎ বন্ধ হইয়া শ্বাস-কষ্ট, অসম কম্পিত নাড়ী। বামদিকের স্তনের ভিতর ও নিম্নে বেদনা।

বৃদ্ধি—স্পর্শে, দেহ সঞ্চালনে, শীতল বায়ুতে, উষ্ণগৃহে,রাত্রিতে, প্রাতে ও লজ্জায়, ঋতুস্রাবকালে (স্রাবের পরিমাণানুসারে যন্ত্রণার হ্রাস বৃদ্ধি)।

উপশম—বিশ্রামে, নির্ম্মল বায়ুতে, উত্তাপে ও আহারান্তে।

সম্বন্ধ—জরায়ুর বা বাতের বেদনায়—কলোফাইলম, পলস্, লিলিয়ম, সিপিয়া। ক্রিয়ানাশক (antidote)—একোন, ব্যাপটিসিয়া।

ক্রিয়া স্থিতিকাল—৬—১২ দিন।

ক্রম—১ ×—৩০ শক্তি। ফরমুলা—৩।

একটিয়া স্পাইকেটা (Actaea Spicata)

(স্পেন প্রভৃতি স্থানের একপ্রকার চারা গাছের শিকড়ের টিংচার) ইহা সাধারণতঃ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সন্ধি সমূহের, যেমন—হাতের কব্জি, আঙ্গুলের গাঁট, গোড়ালী ইত্যাদি বাতের বেদনায় (Sub-acute rheumatic pain of the small joints, specially useful when sour sto-mach is present) মহৌষধ এবং বাতে প্রায় কলোফাইলম ও এপোসাইনাম এণ্ড্রোসির সদৃশ ঔষধ, প্রভেদ বিচারের জন্য উহাদের অধ্যায় দেখুন।

মুখের পীড়া—উপরের চোয়ালে অনেক সময় একপ্রকার ভীষণ যন্ত্রণাদায়ক বেদনা হয়, উহা দাঁত হইতে আরম্ভ হইয়া গণ্ডাস্থির মধ্য দিয়া কপালে পর্য্যন্ত পরিচালিত হইলে ইহাতে উপকার হইবে।

বাত—ইহার লক্ষণ—একটিয়া-রেসিমোসা অধ্যায়ে লিখিত হইয়াছে পাঠ করিবেন (৪৯ পৃষ্ঠা দেখুন)। নিম্নাঙ্গ ফোলে, বেদনা হয়, উরুদেশ তুলিলে কাঁপে, হাঁটু দুর্ব্বল অনুভব করে। হাতে পক্ষাঘাতের মত দুর্ব্বলতা ও বেদনা (ফর্মিকা-রুফা ও ষ্টেলারিয়া—বাত ও গেঁটেবাতের উত্তম ঔষধ)।

অবসাদ—কথা কহিতে, খাইতে, বেড়াইতে অবসন্ন হইয়া পড়ে।

পাকস্থলী—বমির সহিত নিম্নোদরে শূল-বেদনা তাহাতে শ্বাসকষ্ট।

সদৃশ—একোন, কলোফাইলম, সিমিসি, লিডম।

ক্রম—৩য় শক্তি। ফরমূলা—৩।

ইস্কিউলাস্ হিপ (AEsculus Hip)

ইউরোপ ও আমেরিকার এক প্রকার বৃক্ষ হইতে টিংচার প্রস্তুত হয়। —ইহা অর্শ, কতিপয় স্ত্রী-ব্যাধি এবং ফ্যারিণ্জাইটীস ইত্যাদি পীড়ায় ব্যবহারের জন্য প্রসিদ্ধ। ইস্কিউলাসের রোগী—রাগী ও আশাশূন্য হয়। ডাঃ হেল বলেন ইস্কিউলাসের ক্রিয়া—লিভার, লিভার-ধমনী এবং শিরা প্রভৃতির (liver and portal system) উপরেও দৃষ্ট হয়।

ক্রিয়া—লিভারের ক্রিয়াবৈলক্ষণ্য ও আরও কতকগুলি কারণে মলদ্বারের পার্শ্বের ও ভিতরের মিউকাস মেম্ব্রেণের হিমরয়ড্যাল শিরাগুলিতে রক্তাধিক্য হইয়া ফুলিয়া উঠে; সেই হিমরয়ড্যাল-শিরায় রক্তাধিক্যতা হেতু শিরা ফাটিয়া মলদ্বার দিয়া রক্ত নির্গত হয় (ইহাকে আমরা অর্শের রক্তস্রাব বলি), উহাতে মলদ্বারে প্রদাহ, উক্ত শিরার শেষাংশ ফুলিয়া মলদ্বারের ভিতরে বা বাহিরে ছাগলের বাঁটের মত হইয়া থাকা, কোষ্ঠবদ্ধ প্রভৃতি কতকগুলি উপসর্গ প্রকাশিত হয়; ইহাই—অর্শ ও অর্শের বলী (টিউমার), ইহাদের উপর ইস্কিউলাস বিশেষ ক্রিয়া প্রকাশ করে।

নিম্নলিখিত পীড়াগুলিতেই ইস্কিউলাসের অধিক প্রয়োজন হয়। ১। অর্শ ও অর্শের বলী; ২। কোমরে ও পাছার হাড়ে তীব্র বেদনা—তজ্জন্য কাজকর্ম্ম করিতে না পারা (ম্যাকরোটিনাম) ; ৩। কোষ্ঠ-বদ্ধ, সরলান্ত্র (গোগগুল) নির্গমন; ৪। অর্শ বা পৈত্তিকতার সহিত ডিস্পেপসিয়া, গ্যাষ্ট্রালজিয়া; ৫। বাধক, শ্বেত-প্রদর, ঋতুস্রাবের রঙ্ কাল্‌চে, স্রাব ঘন, হাজাকারক ; ৬। ফলিকিউলার-ফ্যারিণ্জাইটীস।

চরিত্রগত লক্ষণ ঃ—

১। শরীরের নানাস্থানে, যেমন—হৃৎপিণ্ড, ফুসফুস, পাকস্থলী, মস্তিষ্ক, তলপেট, চর্ম্ম প্রভৃতি স্থানে যেন অধিক পরিমাণে রক্ত জমিয়া আছে এরূপ পূর্ণতাবোধ ; সর্ব্বদাই বিমর্ষ ও কোপনস্বভাব ব্যক্তি; ২। লিভারে ও হিমরয়ড্যাল-শিরায় রক্তজমা, বেদনা; ৩। মুখ, গলা, সরলান্ত্র প্রভৃতির মিউকাস-মেম্ব্রেণ ফোলা, মাথায় বেদনা, জ্বালা ও শুষ্কবোধ ; ৪। নাক দিয়া কাঁচা জলের মত সর্দ্দি ঝরা, নাক জ্বালা, নাকে ঘায়ের মত বেদনা, ঠাণ্ডা বাতাস গ্রহণে কষ্ট ; ৫। অর্শ, মলদ্বারে জ্বালা, চুলকানি, শুষ্ক, গরম ও ভারবোধ, বোধ হয় যেন মলদ্বারের ভিতরে কাটিপোরা আছে ; ৬। কোমরে ও পাছার হাড়ে ভীষণ বেদনাসহ কোষ্ঠবদ্ধ। গর্ভাবস্থায় কোমরে অত্যন্ত ব্যথা, প্রোলাপ্‌সস, শ্বেত-প্রদর; ৭। ফ্যারিণ্জাইটীস পীড়ায়—গলা জ্বালা, গলায় খোঁচামারা বেদনা ও শুষ্কবোধ, শুষ্ক কাশি।

অর্শ—মলদ্বারে খোঁচা ফুটিয়া থাকার মত ব্যথা, টাটানি ব্যথা, কোমরে বেদনা (pain in sacro-iliac symphysis pubis) ভারবোধ, মলদ্বার যেন ভিজা, মলদ্বারে জ্বালা, চুলকানি, বলী (ভিতর বলী ও বাহির বলী), তাহাতে অত্যন্ত বেদনা, লিভারের নানা স্থানে ভারবোধ; কোমরে বেদনা, মলত্যাগের পর গুহ্যদ্বারে অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত জ্বালা, বাহ্যের পূর্ব্বে যেন মলদ্বার বন্ধ ইত্যাদি ইহার বিশেষ লক্ষণ। ইস্কিউলাসের অর্শে-রক্তস্রাব বড় একটা থাকে না (blind piles), তবে পীড়া পুরাতন হইলে আবার রক্তস্রাবও হয়। ইহাতে অর্শের বেদনা—কোমর হইতে পিঠে পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়। ইস্কিউলাস—নক্স ভূমিকা, সলফার ও কলিন্‌সোনিয়ায় কোনও উপকার না হইলে ইহা তাহাদের পর ব্যবহার করিলে অধিক উপকার হইবে। ইহার বেদনাদি বিশ্রামে উপশম ও নড়াচড়ায় বৃদ্ধি হয় (ব্রায়োনিয়া প্রভৃতির মত এবং অন্যান্য কতকগুলি লক্ষণ—এলোর সদৃশ)।

নক্স-ভমিকা—অর্শে প্রায়ই রক্তস্রাব হয়, বাহ্যের বেগ আসে অথচ বাহ্য হয় না, ইহাতে মলদ্বারের বেদনা ও কোমরের বেদনা ইস্কিউলাসের বেদনা অপেক্ষা অনেক কম এবং বিশ্রামে উপশম আর নড়াচড়ায় বা পরিশ্রমে বৃদ্ধি এই লক্ষণ নাই। নক্সে কতক পরিমাণে রোগের উপশম হইলে পরে সলফারে উপকার হয়। অনেক পুস্তকে অর্শের পীড়ায় প্রাতে সলফার ও সূর্য্যাস্তে নক্স ভমিকা ব্যবহারের উপদেশ আছে, আমরা কিন্তু এরূপ পর্য্যায়ক্রমে ঔষধ বিশেষতঃ সলফারটি ব্যবহারের পক্ষপাতী নহি।

র‍্যাটানহিয়া (একপ্রকার গাছের মূল হইতে টিংচার প্রস্তুত হয়)। –ক্রম–৩–২০০শ। মলদ্বারে যেন ভাঙ্গা কাচ ফোটান আছে। অন্যান্য বেদনা ইস্কিউলাস অপেক্ষা কম হইলেও ইহাতে জ্বালা এত অধিক, যেন মরিচগুঁড়া ছড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে, বাহ্যের পর মলদ্বারে অসহ্য বেদনা হয় ও অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত জ্বালা থাকে। ইস্কিউলাসে—বাহ্যের অনেক পরে এবং র‍্যাটানহিয়ায়—বাহ্যের ঠিক পরমুহূর্ত্ত হইতেই জ্বালা আরম্ভ হয়। মলদ্বারে ফিসার (ফাটা), তাহাতে স্পর্শকাতরতা বেদনা ও স্তনের বোঁটার ফিসারেও—র‍্যাটানহিয়া (Ratanhia) উপকারী।

কলিনসোনিয়া—অর্শে অনবরত রক্তস্রাব হয় (রক্তস্রাব না হইলেও ইহাতে উপকার হয়), রোগী মনে করে যেন মলদ্বারে কাচভাঙ্গা অথবা একটি ছুঁচাল-কাটি ফোটান আছে। ইহার উপসর্গসমূহ রাত্রিতে বাড়ে, ভয়ানক কোষ্ঠবদ্ধ, মল কঠিন এবং আকার বলের মত গোল।

এলো—ইহার অর্শে ঠাণ্ডা জল প্রয়োগ করিলে যন্ত্রণাদি উপশম হয়, ইহার বাহ্যে—বায়ু নির্গমনের সঙ্গেই অথবা প্রস্রাবের বেগে অসাড়ে নির্গত হয়, পেটে বায়ু জমে (ইগ্নেসিয়া অধ্যায় দেখুন)।

হ্যামামেলিস—অধিক পরিমাণে রক্তস্রাব, ইহার অধ্যায় দেখুন।

দ্রষ্টব্য ঃ—অর্শ একপ্রকার ধাতুগত পীড়া, ইহা প্রায় সম্পূর্ণ আরোগ্য হয় না, কিছুদিনের জন্য যাপ্য থাকে মাত্র ; কিন্তু আবার মধ্যে মধ্যে উপসর্গ দেখা দেয়। এই পীড়া কোনও ঔষধে কিছুমাত্র উপকার না হইলে— আলপিন বা ছুঁচ দিয়া ৪/৫ টী জীবিত ছারপোকা ধরিয়া এক টুকরা পাকা কলার মধ্যে পুরিয়া ২/৪

দিন প্রাতে খালিপেটে গিলিয়া খাইবে, রক্তস্রাবীয় অর্শের ইহাতেই প্রায় রক্ত বন্ধ হইবে। ৫ম দিন হইতে ২/৩টী ছারপোকা ঐ প্রকারে ২/৩ সপ্তাহ খাইবে (সাইমেক্স দেখুন)। প্রত্যেকবার বাহ্যের পরে আঙ্গুল দিয়া রেক্টামের ভিতর হইতে মল বাহির করিয়া দিলে অর্থাৎ প্রত্যহ মল-শুদ্ধি রাখিলে অর্শ সম্পূর্ণ আরোগ্য হইবে। যাহারা অলস, নিষ্ক্রিয়, মদ্যপানাশক্ত, তাহাদের পীড়ায়—ইস্কিউলাস-গ্ল্যাবরা উপকারী।

শিশুদের অর্শ—এমন-কার্ব্ব, বোরাক্স, মার্কুরিয়স, বৃদ্ধদের—এমন-কার্ব্ব; এনাকার্ডিয়াম ; গর্ভাবস্থায়—লাইকোপোডিয়ম, নক্স; সুতিকাগারে—পলসেটিয়া; মাতালদের—ল্যাকেসিস, নক্স প্রভৃতি (অর্শের যন্ত্রণার জন্য —প্ল্যান্টেগো দেখুন), অর্শের জন্য গোগগুল বাহির হইয়া ভিতরে না যাইলে রুটা—θ, বাহ্যিক এবং ৩০ বা ২০০ শক্তি আভ্যন্তরিক সেবা।

স্ত্রী-ব্যাধি ঃ জরায়ু গ্রীবায় ফোলা, ব্যথা, জরায়ু বাঁকিয়া বা ঘুরিয়া যাওয়া, জরায়ু শক্ত হওয়া, দপ্‌দপ্ করা ইত্যাদিতে ইস্কিউলাস বিশেষ উপকারী; হলদে রঙের প্রদরস্রাব, বাধক বেদনা—তৎসঙ্গে কোমরে ব্যথা ইত্যাদিতেও ইহা উপকারী। ইহার সহিত অর্শ, লিভারের দোষ প্রভৃতি কিছুমাত্র দেখিবার আবশ্যক নাই।

কাশি—ফলিকিউলার-ফ্যারিণ জাইটীস—প্রাতে অধিক গয়ার উঠা, গলাধরা, গলায় ঘা, বেদনা, শুষ্কতা, জ্বালা (Chronic pharingitis), অর্শ পীড়াগ্রস্ত রোগীর পীড়ায়—ইস্কিউলাস অধিক ফলদায়ক।

সদৃশ (Complements)—অর্শে—এলো, কলিন্‌সো, ইগ্নে, এসিড-মিউর, নক্স, সলফার।

সম্বন্ধ—অর্শে কলিনসোনিয়ার পর ইস্কিউলাসে পীড়া সম্পূর্ণ আরোগ্য হয়। নক্স ও সলফারে উপকার না হইলে—ইস্কিউলাস প্রয়োজনীয়।

ক্রিয়ানাশক (Antidote)—নক্স।..... ক্রিয়া স্থিতিকাল—৩ দিন।

ক্রম—৩ ×—৬ × শক্তি। ফরমূলা—৩।

ইথুজা (AEthusa Cynpium)

(ইউরোপের একপ্রকার দুর্গন্ধি গাছড়া)—ইহা শিশুদিগের পীড়ায় মহৌষধ; পাকস্থলী ও অন্ত্রাদির পীড়াহেতু কোনও প্রকার স্নায়ু-বিকৃতির এবং মস্তিষ্কের উপর ইহার প্রধান ক্রিয়া। ইহার মানসিক লক্ষণ—শিশু—জড়বুদ্ধি, অস্থির, উৎকণ্ঠাযুক্ত; অনবরত কাঁদে। শিশুভাবাপন্ন বৃদ্ধ।

চরিত্রগত লক্ষণ ঃ—

১। শিশুর দুধ বা দুধে প্রস্তুত কোনও প্রকার দ্রব্য প্রায় সহ্য হয় না; ২। দাঁত উঠিবার কিংবা গ্রীষ্মের সময় শিশুদের কলেরা; উদরাময়, বাহ্যে-বমি, খেঁচুনি, তড়কা ইত্যাদি পীড়া ; ৩। অত্যন্ত দুর্ব্বলতা, মাথা তুলিতে পারে না ; ৪। দুধ খাইবার কিছু পরে বড় বড় চাপ চাপ্ বমি কিম্বা অনতিপরেই সজোরে বমি, বমির পর নেতাকাতা হইয়া পড়া কিছুক্ষণ তন্দ্রাচ্ছন্ন ভাব; ৫। খাইবার প্রায় ১ ঘন্টা পরে বমি, সবুজ বমি; ৬। তড়কা, মৃগীর মত খেঁচুনি; বুড়ো আঙ্গুল

মুঠা, মুখ লালবর্ণ, পিউপিল (চোখের তারা) স্থির ও বড় হওয়া, মুখে ফেণা দাঁতিলাগা, নাড়ী দ্রুত ও শক্ত ; ৭। উক্ত কোনও লক্ষণসহ শিশুদের পক্ষাঘাত (infantile paralysis)।

শিশু-উদরাময় ও কলেরা—বাহ্যের রঙ অল্প হলদে কিংবা অল্প সবুজ, কখনও জলের মত তরল, তাহাতে আম অথবা রক্ত মিশ্রিত থাকে, বাহ্যের সঙ্গে পেটে বেদনা, বেগ ও কুন্থন খুব থাকে। প্রায়ই দেখা যায় শিশুদের এইরূপ পুনঃ পুনঃ বাহ্যে হইয়া পীড়া ক্রমশঃ কলেরায় দাঁড়ায়, তখন দুগ্ধ আদৌ সহ্য হয় না, শিশু দুগ্ধ পান করিলেই দধির মত চাপ চাপ্ বমি করে, বমি খুব জোরে উত্থিত হয়, প্রায় দুগ্ধ পান করিবার অনতি পরে বমি হয়, দুগ্ধ যদি কিছুক্ষণ পেটে থাকে তাহা হইলে খুব বড়-বড় চাপ্ হইয়া বমি হয়, তাহাতে টকগন্ধ থাকে, তৃষ্ণা থাকে না। যাহা হউক শিশু এই প্রকারে বাহ্যে বমি করিয়া ক্রমে ক্রমে নিতান্ত দুর্বল ও নিস্তেজ হইয়া পড়ে, নিদ্রা আদৌ হয় না, যদিও একটু নিদ্রাভাব আসে অমনই হাত পা কাঁপিয়া উঠে ও নিদ্রা ভাঙ্গিয়া যায়, তাহার পর আর নিদ্রা হয় না, অত্যন্ত ছটফট করিতে থাকে। ইথুজায়—প্রত্যেক বাহ্যে ও বমির পর শিশু কিছুক্ষণ মরার মত নিস্পান্দভাবে পড়িয়া থাকে। শিশু-কলেরায়—জ্বর হইয়া নাড়ী ক্ষীণ কিম্বা নাড়ী লোপ হইলেও নিরন্তর ছট্‌ফটানি থাকিলে কতকটা আর্সেনিকের লক্ষণ মনে উদয় হয়, উপরোক্ত কতকগুলি লক্ষণ আর্সেনিকে বিশিষ্ট হইলেও—আর্সেনিকে পিপাসা থাকে ; কিন্তু ইথুজায় পিপাসা একেবারে থাকে না। আবার দেখা যায় যে, উক্ত প্রকারের বাহ্যে বমি হইয়া শিশুদের কখনও কখনও তড়্‌কা হয় যদি দেখিতে পান যে তড়্‌কায় শিশু বৃদ্ধাঙ্গুলি জোরে মুঠা করিয়া থাকে, একদৃষ্টে উদ্ধদিকে চাহিয়া থাকে, মুখে গাঁজলা বা ফেণা উঠে, চোয়াল শক্ত হয়, এবং ঘুমাইলে হাত-পা কাঁপিয়া উঠে, নাড়ী ক্ষীণ ও কঠিন থাকে, তাহা হইলে—ইথুজায় বিশেষ উপকার হইবে। শিশুদের দাঁত উঠিবার কালীন উপরোক্ত প্রকারের ভেদ বমি কিম্বা অন্য কোনও পীড়ায় উক্ত লক্ষণ থাকিলেও ইথুজায় উপকার হইবে। ইথুজার পর— সলফারে রোগ প্রায়ই আরোগ্য হয়। ডাঃ পিয়ার্স বলেন—সাংঘাতিক প্রকারের গ্যাস্ট্রো- ইনটেস্টিন্যাল-ক্যাটারও এই ঔষধে আরোগ্য হয়। শিশুদের উক্ত পীড়ায় –কিউফিয়া, ক্যাল্কেরিয়া, এন্টিম-ক্রুড, ইপিকাক, এরাণ্ডো, কোলেস্ট্রাম প্রভৃতি আরও কতকগুলি ভাল ভাল ঔষধ আছে ঃ—

কিউফিয়া-ভিস্কোসিসিমা **(Cuphea Viscosissima)**-θ ; ইহা একটি প্রধান ঔষধ। ডাঃ সুস্‌লারের—ক্যালি-ফস ঔষধটী যেমন কলেরার সর্ব্ব অবস্থায় ব্যবহার করিতে পারা যায়, ইহাও সেইরূপ শিশু-কলেরার প্রায় সর্ব্ব অবস্থাতেই ব্যবহৃত হয় এবং তাহাতে বিশেষ ফলও পাওয়া যায় অধিকন্ত কলেরার অন্যান্য লক্ষণসমূহ ভিন্ন—শিশুর প্রবল জ্বর, অস্থিরতা, অনিদ্রা ইত্যাদি উপসর্গ থাকিলে ইহাতে আরও অধিক ফল পাওয়া যায় ; ইহা—ইথুজা, ইউফর্বিয়া সিকেলি এবং আর্সেনিকের সদৃশ ঔষধ। "মেটিরিয়া মেডিকায়" ইহার গুণ এইরূপ লিখিত আছে, পরপৃষ্ঠা দেখুন ঃ—"

"Vomiting of undigested food. Cholera infantum, much acidity ; frequent green, watery, acid stools, tenesmus and great pain. High fever, restlessness and sleeplessness. " * * *

– শিশু-বিসূচিকা, আমরক্ত, অম্ল হওয়া, দধির ন্যায় বমন, দুগ্ধ বা আহার্য্যাদি অম্লে পরিণত, ভুক্তদ্রব্য অপরিপাচিত হইয়া কিম্বা দুগ্ধ দধির আকারে বমন। শিশু পুনঃ পুনঃ সবুজবর্ণ জলবৎ অম্লাক্ত মলত্যাগ করে ও অত্যন্ত অস্থির হয়, পেটে কিছুই থাকে না, পান মাত্রেই বাহ্যে হয়, যেন মুখে প্রবেশ করিয়াই মলদ্বার দিয়া বাহির হইয়া যাইতেছে। আমাশয়ে অল্প মল, অল্প অল্প পুনঃ পুনঃ রক্তাক্ত মল, অত্যন্ত কুন্থন ও যন্ত্রণাসহ মল নির্গমণ, প্রবল জ্বর ইত্যাদি—কিউফিয়ার চরিত্রগত লক্ষণ (তাজা গাছ হইতে ইহার টিংচার প্রস্তুত হয়, ফরমূলা—৩)।

ক্যালকেরিয়া-কার্ব্ব—ইহা ব্যবহার করিবার পূর্ব্বে ইহার ধাতুটী সর্ব্বাগ্রে লক্ষ্য করিবেন। ইহার বাহ্যেও টক্ বমিও টক্; কিন্তু বমি টক্ ও হলদে রঙের হইলেও ইহাতে ইথুজার মত অত বড় চাপ্ বমি হয় না, আবার ক্যাল্কেরিয়ার মত ইথুজার বাহ্যের সঙ্গে জমা জমা দুধ নির্গমন ইত্যাদিও থাকে না।

এন্টিম-ক্রুড—শিশু যাহা খায় প্রায় তাহাই বাহ্যে করে। জমা-জমা দুধ বমি করে ; কিন্তু ইথুজার মত অত বড় বড় দধির মত চাপ্ চাপ্ বমি ইহাতে থাকে না, আবার ইথুজার মত ইহাতে অত জোরেও বমি করে না। এন্টিম-ক্রুডে—বমির পর শিশু স্তন্যপান করিতে চায় না, জিবে সাদা লেপ থাকে, যেন দুধ মাখান, ছেলে সদাই খিটখিটে।

ইপিকাক—ইহাতে বমি অপেক্ষা গা-বমি-বমি অত্যন্ত অধিক। বাহ্যের রঙ ঘাস বা পাতাছেঁচার মত সবুজ, কখনও অল্প সবুজ, হরিদ্রা-সবুজ মিশ্রিত, তাহাতে থুথু বা ফেণার মত পদার্থ মিশ্রিত থাকে।

বৃদ্ধি—পান আহারান্তে ; বমি, বাহ্যে এবং আক্ষেপ অন্তে।

উপশম—বায়ু সেবনে।

সদৃশ (Complements)—ক্যাল্কে, এন্টি-ক্রুড, আর্স, সাইকিউ।

ক্রিয়ানাশক—(antidote) ।

ক্রম—৬—৩০—শক্তি। ফরমূলা—৩।

এগারিকাস মস্কেরিয়াস (Agaricus.)

(ফাংগাস, বেঙের ছাতা)—ইহা অন্যান্য পীড়ায় ব্যবহৃত হইলেও ওলাওঠা রোগের পর বিকার ও জ্বর-বিকারেই অধিক ব্যবহৃত হয় এবং তাহাতে বিশেষ ফলও পাওয়া যায়। তদ্ভিন্ন নাড়ী ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের কম্পন, আনর্ত্তন (twitching), বেদনা কোণাকুণি পরিচালিত হওয়া প্রভৃতি ইহার আরও কয়েকটি বিশেষ লক্ষণ আছে। শরীরের মধ্যে কোনও যন্ত্রাদিতে জ্বালার সহিত সড়সড়ানি, চুলকানি প্রভৃতি থাকিলে ইহাতে প্রভূত উপকার হইবে। স্নায়ুকেন্দ্র, মস্তিষ্ক, মেরুদেশ প্রভৃতির উপর ইহার ক্রিয়া। ডাঃ এলেন বলেন—

Circulation, Respiration, Peristalsis ও Secretion ইহাদের উপরেই ইহার প্রধান ক্রিয়া। ইহার উপসর্গাদি খোলা বাতাসে ও বেড়াইলে বৃদ্ধি হয়। এগারিকাসের উগ্রবীর্য্য ঔষধ—মস্কেরিণ; যখন কোন পীড়ায় এগারিকাসের লক্ষণ থাকিয়াও উপকার না হয় তখন মস্কেরিণ প্রয়োগে সেই পীড়ার আশু উপকার দেখা যায়। দুর্ব্বল, বৃদ্ধ, চর্ম্ম ও পেশী শিথিল এইরূপ ব্যক্তিতেই ইহা অধিক উপযোগী।

চরিত্রগত লক্ষণ ঃ—

১। ঘুমাইয়া জাগিয়া উঠিলেই হাত-পা, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ অজ্ঞাতসারে নড়ে—ঘুমাইলেই বন্ধ হয়, কোরিয়া (chorea)—সামান্য কোন প্রত্যঙ্গাদির স্পন্দন কম্পন হইতে সমস্ত শরীরের কম্পন, স্পন্দন (শুধু মুখের স্পন্দন—মাইগেল) ; ২। টাইফয়েড বা টাইফস-জ্বরে সর্ব্বদাই উন্মাদ, বিছানা হইতে উঠিয়া পলাইবার চেষ্টা ; ৩। শরীরের নানাস্থান, যেমন—নাক, কাণ, মুখ, হাত-পা ফোলে, লালবর্ণ ও গরম হয়, চুলকায়, জ্বালা করে; ৪। কোমরে ও পাছার হাড়ে (In lumber region) কামড়ানি ও স্পর্শে ক্ষত হওয়ার মত বেদনা, কোনও কার্য্য করিলে কিম্বা বসিলে বৃদ্ধি ; ৫। অতিরিক্ত পরিশ্রম অথবা শুক্রক্ষয় নিবন্ধন স্পাইন্যাল ইরিটেসন ; ৬। যে সকল ব্যক্তি জ্বরে কিম্বা অন্য কোন পীড়ায় শীঘ্র শীঘ্র বিকারগ্রস্ত হইয়া পড়ে তাহাদের ও মাতালদের শিরঃপীড়া; ৭। কোনও প্রকার চর্ম্মপীড়ার উদ্ভেদ নির্গমন বন্ধ হইয়া—মৃগীরোগ ; ৮। প্রত্যেক অঙ্গ চড়নে শরীরে বেদনা; ৯। ঠাণ্ডা বাতাস সহ্য হয় না (৫৯ পৃষ্ঠার মধ্যে লিখিত "এতদ্ভিন্ন আরও কতিপয় পীড়ার" স্থানটী দেখুন)।

জ্বর-বিকার—বিকারে রোগী বিড় বিড় করিয়া বকে, মাঝে মাঝে চীৎকার করিয়া উঠে, এলোমেলো কথা কয়, বিছানা হইতে উঠিয়া পড়ে, ধরিয়া শোয়াইয়া দিলেও আবার উঠিবার চেষ্টা করে, সমস্ত শরীর বা হাত-পা কাঁপে, জাগিয়া থাকিলে এই প্রকার কম্পন অধিক হয়; কিন্তু ঘুমাইলে কম থাকে, পিপাসা একেবারে থাকে না, তবে কখনও অতি অল্প থাকে, এইগুলি—এগারিকাসের লক্ষণ। ডাঃ ফ্যারিংটন বলেন—বিকারে ইহা ষ্ট্র্যামোনিয়ম ও ল্যাকেসিসের মধ্যবর্ত্তী লক্ষণে ব্যবহৃত হয়।

নিফাইটাস—রোগী যেন মাতাল, নেশা করিয়া বকিতেছে।

সিমিসিফিউগা—ঋতুস্রাব বন্ধ হইয়া পীড়া, তাহার সঙ্গে বকুনি, প্রসবের পর পীড়া (Puerperal mania), বিকারে রোগী ইন্দুর, ছুঁচো ব্যাঙ প্রভৃতি জন্তু সকল দেখে, যেন তাহার মাথার উপর দিয়া বন্যজন্তুগণ ছুটিতেছে, ক্রমাগত বকে ও কথা বদলায়, স্থির থাকিতে পারে না, এপাশ ওপাশ করে, ঘুমাইতে পারে না।

ল্যাকেসিস—ইহার একটি প্রধান লক্ষণ—রোগীর হাত কাঁপে, অত্যন্ত দুর্ব্বল হয়, উদরাময় থাকে, এই সমস্ত লক্ষণসহ বিকারে বকে। রাত্রিতে বকুনির বৃদ্ধি তন্দ্রা কিম্বা অজ্ঞান থাকিয়া বকে, মুখ লাল, অতি কষ্টে কথা কহে, চোয়াল ঝুলিয়া পড়ে, অত্যন্ত বকে, ক্রমাগত কথা বদলায়।

শ্বাসযন্ত্রের পীড়া—ফুসফুসে যথারীতি রক্তসঞ্চালন না হওয়ায় অক্সিজেন বায়ু প্রবেশ করিতে পারে না, তাহাতে রোগীর শ্বাস-প্রশ্বাসে ভীষণ কষ্ট হয়, প্রাণ

ভরিয়া নিশ্বাস লইতে পারে না, হাঁপাইতে থাকে। ওলাউঠা রোগের চরম অবস্থায় এই লক্ষণটী প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায়, ইহাতে এগারিকাস—নিম্নশক্তি বিশেষ উপকারী, উপকার না হইলে—মস্কেরিণ নিম্নক্রম—৩য় ও ৬ষ্ঠ শক্তি প্রয়োগে উপকার হইবে। আক্ষেপিক স্নায়বিক কাশিতে এবং তৎসহ বুক ধড়ফড়ানিতে ইহা উপকারী।

নাসিকার পীড়া—ঠাণ্ডা লাগে নাই, নাসিকায় কোনও প্রকার প্রদাহ নাই, অথচ নাক দিয়া প্রচুর পরিমাণে স্বচ্ছ জলের মত তরুণ সর্দ্দি নির্গত হয়, তৎসহ হাঁচি (এলিয়ম-সিপা দেখুন)।

ফুস্কুড়ি ব্রেণ—ছোট ছোট শিশুদের ঠোঁটে ক্ষুদ্র ফোড়া ও ফুস্কুড়ির মত একপ্রকার উদ্ভেদ নির্গত হইয়া শেষে ফোস্কায় পরিণত হয়, তাহার ভিতরে হলদে রঙের রস জমে।

বেদনা—বেদনা শরীরের কোনও এক নির্দ্দিষ্ট স্থান হইতে অন্য স্থানে পরিচালিত হয়, পরিচালিত হইবারও আবার একটু বিশেষত্ব আছে—"কোণাকুণি" যেমন উপরের বাম হাত, নীচের ডান পা (ডাঃ হেরিং বলেন—উপরের বাম হাত, নীচের ডান পা ; ডাঃ বোনিংহোসেন বলেন—উপরের ডান অঙ্গ, নীচের বাম অঙ্গ, এখানে যেন একটু মতভেদ দৃষ্ট হয়)। এগারিকাসের সমস্ত বেদনা কতকটা নিউর‍্যালজিক (স্নায়বিক) ধরণের, তজ্জন্য—জিহবার নিউর‍্যালজিয়া, মুখের ও দাঁতের নিউর‍্যালজিয়া, মাথায় নিউর‍্যালজিয়া প্রভৃতি কয়েক প্রকার নিউর‍্যালজিক-বেদনাতে উপকারী। মাথাবেদনা—মাথার অল্প পরিসর স্থানে বোধ হয় যেন কেহ পেরেক ঠুকিয়া দিতেছে, বেদনার স্থানে অত্যন্ত ঠাণ্ডাভাব থাকে, এত ঠাণ্ডা যেন বরফ চাপান আছে এবং তথায় বরফের ছুঁচ বিদ্ধ হইতেছে, রোগী তজ্জন্য গরম কাপড়ে মাথা বাঁধিয়া রাখিতে চায় ও রাখে।

চক্ষুর পীড়া—ঝাপসা দৃষ্টি, চক্ষুর অতিরিক্ত পরিশ্রমই এই প্রকার পীড়ার মূল কারণ। চক্ষুর পাতা ও চক্ষুর তারা কাঁপিয়া উঠে, চক্ষুতে স্প্যাজম্ (আপেক্ষিক টান) হয়।

এতদ্ভিন্ন আরও কতিপয় পীড়া, যেমন—তাণ্ডবরোগ (chorea), তাণ্ডবরোগের মত কম্পন—বিশেষতঃ মুখের পেশীর কম্পন, মূর্চ্ছা, বসিলে কোমরে ব্যথার বৃদ্ধি, আঙ্গুলের অসাড়তা এবং শক্তভাব, কোণের মত (angular) হইয়া হাত-পা নড়িয়া উঠা; স্নায়বিক কিম্বা অত্যন্ত শুক্রক্ষয় হেতু পীড়া ইত্যাদিতে হাতের পায়ের পেশী, চক্ষুর পাতা, ঠোঁট ইত্যাদিতে কম্পন এবং পৃষ্ঠত্বকে পোকাচলার মত সড়্সড়ানি ও চুলকানি (স্পাইন্যাল্-ইরিটেসন), প্রস্রাবের পীড়ায়—স্বল্প প্রস্রাব, বারম্বার প্রস্রাবত্যাগেচ্ছা, প্রস্রাবের সময় জ্বালা ও ছুঁচফোটানি বেদনা, মূত্রনলী হইতে চটচটে স্রাব নির্গমন। আক্ষেপিক বাধক-বেদনাসহ তলপেটের কোন পদার্থ যোনিপথ দিয়া বাহির হইয়া আসিবে এইরূপ অনুভব (সিপিয়া, লিলিয়মের মত), তৎসহ যোনিতে চুলকানি, হঠাৎ আক্ষেপিক কাশি আরম্ভ হইয়া ফুসফুস হইতে রক্তউঠা, রাত্রিতে নিদ্রিত হইবা মাত্র আক্ষেপিক শুষ্ক কাশি ; চা, কাফি ও তামাকসেবীদের বুক ধড়ফড়ানি ;

হৃৎপিণ্ডের অনিয়মিত গোলমেলে গতি ; স্পাইন্যাল-কর্ডে ইরিটেসন হইয়া তথায় জ্বালা, ছুঁচ-ফোটানো বেদনা ও স্পর্শকাতরতা ইত্যাদিতে ইহা বিশেষ উপযোগী। এগারিকাস—হাজা বা পাঁকাই রোগের (chilblain) উৎকৃষ্ট ঔষধ, ইহা বাহ্যিক ও আভ্যন্তরিক উভয়ই ব্যবহার্য্য।

বৃদ্ধি—আহারান্তে, শীতল বা খোলা বায়ু সেবনে, মানসিক পরিশ্রমে। পরবর্তী ঔষধ (follows well)—বেল, ক্যাল্কে, কুপ্রম, মার্ক ওপিয়ম, পলস, রসটক্স, সাইলি, টিউবার্কিউ।

ক্রিয়া স্থিতিকাল—৪০ দিন।

ক্রম—৩—৩০ ও ২০০ শ, চর্ম্মপীড়ায় নিম্নশক্তি। ফরমূলা—৩।

এগারিকাস ফ্যালয়ডেস (Agaricus Phalloides.)

(অন্য একজাতীয় বেঙের ছাতা বা ফাংগার হইতে প্রস্তুত)—ইহার প্রধান পরিচয়গত লক্ষণ—বাহ্যে ও বমি। ক্রমাগত বাহ্যে ও বাহ্যের চেষ্টা, বাহ্যের রঙ চাউলধোয়া কিম্বা পান্তাভাতের জলের মত, ঠাণ্ডা জলপানের অদম্য পিপাসা, গায়ের চামড়া শুষ্ক, হিমাঙ্গ, দুর্ব্বলতা, নাড়ী ক্ষীণ, সবিরাম কিম্বা লোপ, পাকস্থলীতে ভয়ানক খিলধরা (cramps), শ্বাস-প্রশ্বাস ধীরে ধীরে চলিতে চলিতে হঠাৎ দ্রুত হওয়া অথবা দ্রুত চলিতে চলিতে হঠাৎ ধীর হইয়া আসা, প্রস্রাব নিঃসরণ বন্ধ কিম্বা ব্লাডারে প্রস্রাব না জমা, এই প্রকারের লক্ষণগুলি প্রায় সমস্তই কলেরার লক্ষণ, অতএব কোনও কলেরা রোগীকে উক্ত প্রকার লক্ষণগুলি দৃষ্ট হইলে আপনাদের পলিক্রেষ্টস ঔষধগুলি (হোমিওপ্যাথিতে যে সমস্ত পরীক্ষিত ঔষধ বহুবিধ পীড়ায় ও সচরাচর ব্যবহৃত হয়, তাহাকে—পলিক্রেষ্টস কহে;) ব্যবহার করিয়া বিশেষ ফল না পাইলে কিম্বা প্রথমেই এই ঔষধটি ব্যবহার করিবেন। যদি দেখা যায় যে, উক্ত প্রকারের লক্ষণযুক্ত বাহ্যে বমি ও অন্যান্য উপসর্গসহ—পাকস্থলী, পেট, অন্ত্র, সরলান্ত্র প্রভৃতিতে কিছুমাত্র বেদনা নাই, খিলধরা (cramps) নাই, রোগী ও তত হিমাঙ্গ নহে, তাহা হইলেও ইহার দ্বারা বিশেষ উপকার পাইবেন, এই প্রকার লক্ষণগুলিও উক্ত ঔষধ লক্ষণের অন্তর্গত। ইহার অন্য নাম—Amanita Vernus.

ক্রম—১ ×, ৩—৩০ শক্তি। ফরমূলা—৩।

এগনাস ক্যাষ্টস (Agnus Castus)

(ইউরোপের একপ্রকার গুল্মের ফল)—স্ত্রী এবং পুরুষ উভয় জননেন্দ্রিয়ের উপর ইহার প্রধান ক্রিয়া ; তবে সাধারণত ইহা স্ত্রী অপেক্ষা পুরুষের উপরই অধিক ক্রিয়া প্রকাশ করে। অপরিমিত ইন্দ্রিয়সেবাজনিত অকাল বার্দ্ধক্য, পুনঃ পুনঃ প্রমেহ আক্রমণ এবং ধ্বজভঙ্গ ইত্যাদি পীড়াতেই ইহা অধিক ব্যবহৃত হয়। যে সকল ব্যক্তি দীর্ঘকাল ইন্দ্রিয়সেবা করিয়া (old sinners) ক্রমে একেবারে ধ্বজভঙ্গ হইয়া পড়িয়াছে, যাহাদের কামরিপু চরিতার্থ করিবার ইচ্ছা অত্যন্ত

প্রবল থাকিলেও ক্ষমতায় একেবারে হীন, লিঙ্গ শিথিল, লিঙ্গ ঠাণ্ডা ও বক্র, আকারে একেবারে ছোট হইয়া গিয়াছে কিম্বা যাহাদের রমণেচ্ছা একেবারেই হয় না, কোনও কামোত্তেজক কথা কিম্বা সোহাগ আলিঙ্গনেও লিঙ্গোদ্রেক হয় না, তাহাদের ও যাহারা পুনঃ পুনঃ প্রমেদ রোগাক্রান্ত হইয়া ধ্বজভঙ্গ হইয়া পড়িয়াছে— এগ্নাস তাহাদের নিকট অমৃতবৎ কার্য্য করে। এতদ্ভিন্ন—স্ত্রীলোক বন্ধ্যা, ঋতু বন্ধ বা অতি সামান্য পরিমাণে স্রাব হয়, স্বামী সহবাসের ইচ্ছা একেবারে হীন, স্তনে দুগ্ধ না থাকা, জরায়ুর স্ফীতি ও প্রদাহ ইত্যাদি স্ত্রী-ব্যাধিতেও ইহা বিশেষ ফলপ্রদ। এগ্নাস—লিস্ফ্যাটিক-ধাতুতে অধিক কার্য্যকরী। পিষিয়া বা মচকাইয়া যাইবার নিমিত্ত বেদনাতেও ইহা উপযোগী।

এগ্নাস—মেহ, স্পার্ম্মাটোরিয়া (ধাতুস্খলন), ধ্বজভঙ্গ, লিঙ্গমুখে হরিদ্রাবর্ণের চট্‌চটে অল্প স্রাব লাগিয়া থাকে, বাহ্যের বেগের সঙ্গে কিম্বা নিদ্রাকালে রেতঃস্খলন ইত্যাদি পীড়াতেও বিশেষ ফলপ্রদ।

ডাঃ হেরিং বলেন—অতিরিক্ত পরিমাণে শুক্রক্ষয় করিয়া যে সমস্ত যুবক অল্প বয়সে বৃদ্ধের মত অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে ইহা তাহাদের পরম বন্ধু।

শুক্রক্ষয় ও জননেন্দ্রিয়ের দুর্ব্বলতার আরও কয়েকটি ঔষধের বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইতেছে ঃ—

স্ত্রী-সহবাসের ইচ্ছা অতি অল্প বা একেবারে ক্ষমতাহীন—সলফার।

লিঙ্গ এত শিথিল ও এত দুর্ব্বল যে, স্ত্রীলোক লইয়া নানাপ্রকার চেষ্টা বা কল্পনা করিয়া লিঙ্গোদ্রেক হয় না—এগারিকাস, কোনিয়ম।

লিঙ্গ ক্রমশঃ ক্ষুদ্র ও শিথিল হয়—আর্জ্জেন্টি-নাইট্রিকাম।

স্ত্রী-সহবাসের পরেও রেতঃস্খলন—ফস্‌ফরাস।

কোনও প্রকার স্বপ্নাদি না হইয়াই রেতঃস্খলন—জেল্‌সিমিয়ম।

প্রমেহরোগের গ্লীট্ অবস্থায় ধ্বজভঙ্গ—সলফার।

হলদে রঙের প্রমেহ আস্রাবসহ—হাইড্রাসটীস, পলসেটিলা।

বাহ্যের বেগ দিবার সময় হড়্‌হড়ে সাদারঙের শুক্রক্ষরণে—এসিড-ফস, সালিক্স-নায়গ্রা। সাইলিসিয়া—১০,০০০ শক্তির ১ মাত্রা, ১ পক্ষ বা ১ মাস অন্তর সেব্য (টার্নেরা দেখুন)। ধ্বজভঙ্গে—টার্ণেরা, বিউফো প্রভৃতি।

স্তনদুগ্ধ হ্রাস—ফ্রাগেরিয়া (Fragaria) কিম্বা গ্যালেগা (Galega)—নামক ঔষধ দুইটির নিম্নশক্তি, পোয়াতি নিয়মিতরূপে কিছুদিন সেবন করিলে দুধের পরিমাণ ক্রমশঃ বৃদ্ধি হয়, স্তনের দুধ একেবারে কমিয়া যাইলেও উপকার হইবে, ইহাতে ক্ষুধা ও স্তনে দুধ বর্দ্ধিত হয়; এগ্নাসও স্তনে দুধ না থাকার ঔষধ।

শ্বেত-প্রদর—পরীক্ষায় দেখা যায় ইহাতে অনেক পীড়া আরোগ্য হয় ; কাপড়ে হলদে রঙের দাগ লাগে, বন্ধ্যাত্ব (অরম-মিউর-ন্যাট্রো)।

পরবর্ত্তী ঔষধ (follows well)—আর্স, ব্রায়ো, ক্যালেন্ডি, ইগ্নে, লাইকো, পলস্, সেলিনিয়ম, সলফার। ক্লৈব্যরোগে—ক্যালেডিয়ম ও সেলিনিয়মের পর ফলপ্রদ।

ক্রিয়ানাশক (antidote)—ক্যাম্ফর, নক্স।

ক্রিয়া স্থিতিকাল—৮—১৪ দিন।

ক্রম—৩ × হইতে উচ্চশক্তি। ফরমূলা—৩।

এলান্থাস (Ailanthus.)

চায়না, জাপান প্রভৃতি স্থানের একপ্রকার গাছ, এই গাছ দেখিতে খুব সুন্দর; কিন্তু যখন ফুল হয়—তখন এত দুর্গন্ধ বাহির হয় যে, কেহ নিকটে তিষ্ঠিতে পারে না।

ডিপথেরিয়া, ফলিকিউলার-টন্‌সিলাইটীস, আরক্ত-জ্বর (স্কালেট-ফিভার), কোনও পীড়ায় গাত্রত্বক হঠাৎ বেগুনে (purplish) রঙ্ ধারণ করা, মুখ হোমাগ্নি কাঠের মত কালবর্ণ, উদরাময়, আমাশয়, আমরক্ত কিম্বা বন্য কোনও পীড়ায় অত্যন্ত দুর্ব্বলতাসহ দ্রুত ক্ষীণ নাড়ী প্রভৃতি কতকগুলি পীড়ায় ইহা সাধারণতঃ ব্যবহৃত হয়।

উদরাময়—এলোর মত প্রস্রাবকালে মল অসাড়ে বাহির হয়।

জ্বর—কোনও প্রবল জ্বরে রোগী অজ্ঞান আচ্ছন্নভাব, মধ্যে মধ্যে দীর্ঘশ্বাস ফেলে, মস্তিষ্কের ও মনের অবস্থা অত্যন্ত গোলমেলে, আচ্ছন্নভাবের সঙ্গে ছটফটানি, চোখের তারা অনেক বড় হওয়া, অসাড়ে প্রস্রাব বাহ্যে প্রভৃতি কতকগুলি লক্ষণসহ যদি গায়ের রঙ্-হঠাৎ বেগুণে কিম্বা লাল রঙ্ ধারণ করে, মুখের রঙ্ কাল হয়, ইহাতে উপকার হইবে।

সর্দ্দিস্রাব—নাক দিয়া প্রচুর পরিমাণে জলের মত তরল সর্দ্দি ঝরে, সর্দ্দির সহিত রক্ত থাকে। যন্ত্রণাদায়ক শুষ্ক কাশি, বুকে ফোলা ও বেদনা।

চর্ম্মপীড়া—প্রতি বৎসরই প্রায় ২/১ বার কাল অথবা নীল রঙের এক-প্রকার উদ্ভেদ নির্গত হয়, উদ্ভেদগুলি খুব ধীরে ধীরে বাহির হয় ; আঙ্গুল দিয়া টিপিলে মিলাইয়া যায়; কিন্তু আবার উহা ধীরে ধীরে প্রকাশ পায়। বড় ফোস্কার মত উদ্ভেদ নির্গমন তাহার মধ্যে কালচে রঙের রসপূর্ণ।

বিকার—বিড়্‌বিড়্ করে, লোক চিনিতে পারে না, চোখ ঘোলা।

গলমধ্যস্থ পীড়া—গলার ভিতর ও বাহির ফুলিয়া লাল কিম্বা বেগুণে রঙ্ ধারণ করা, ঘাড়ে স্পর্শাসহিষ্ণু বেদনা ও ঘাড় ফোলা, গলা ধরা, শুষ্ক কাশি, নাক দিয়া কলতানির মত সর্দ্দি নির্গমন, দাঁতে ময়লা পড়া (সার্ডিস) প্রভৃতি লক্ষণে ইহা ব্যবহৃত হয়; ডিপ্‌থেরিয়া রোগে এই লক্ষণগুলি থাকিলে ইহা প্রথমে প্রযোজ্য (মার্ক-সিয়ানেটাস)।

সদৃশ—এমন-কার্ব্ব, এসিড-মিউর, ল্যাকেসিস, আর্ণিকা, ব্যাপ, টিসিয়া।

ক্রিয়ানাশক—নক্স, রসটক্স।

ক্রম—৩—৬ শক্তি। ফরমূলা—৩।

এলেট্রিস ফ্যারিনোসা (Aletris.)

(আমেরিকার একপ্রকার গাছড়ার তাজা মূল হইতে টিংচার প্রস্তুত হয়)—

দুর্ব্বল ও শীর্ণকায়া স্ত্রীলোকদের জরায়ুর কোনও পীড়ার সহিত প্রদর ও কোষ্ঠকাঠিন্য থাকিলে এবং তাহার সহিত পরিপাক শক্তির হ্রাস, আহারান্তে কষ্ট ও পেট ভার ইত্যাদি লক্ষণগুলি থাকিলেও ইহাতে বিশেষ উপকার হইবে। গর্ভস্রাব উপক্রমে প্রথমে কোমরে বেদনা জানিতে পারিলেই সম্ভবতঃ ইহা প্রয়োগে গর্ভস্রাব বন্ধ হইতে পারে। এলেট্রিসে—অসময়ে প্রচুর পরিমাণে রক্তস্রাব হয়, তৎসহ পেটে ভীষণ বেদনা যন্ত্রণা থাকে, রক্ত কখনও কালবর্ণ চাপ্ চাপ্। জরায়ুর বহির্নির্গমন ও পুনঃ পুনঃ গর্ভস্রাব হইলে ইহাতে উপকার হইবে।

ভাইবর্ণম-প্রুণিফোলিয়ম (Virburnum Prunifolium)— কোনও কারণ বশতঃ গর্ভস্রাবের উপক্রমে মৃতবৎসা দোষ, আঘাত ইত্যাদি কোনও কারণ বশতঃ গর্ভস্রাবের উপক্রমে কোমরে ও তলপেটে বেদনা, জলভাঙ্গা, রক্ত শ্লেষ্মা নিঃসরণ, ছেলে নীচের দিকে ঠেলিয়া আসা ইত্যাদি পূর্ব্বক লক্ষণগুলি জানিতে পারিলেই প্রথমে এই ঔষধটী পরীক্ষা করা উচিত। আমেরিকার সমস্ত চিকিৎসকই এক-বাক্যে স্বীকার করেন যে, গর্ভস্রাব নিবারণ করিতে ভাইবর্ণমের ক্ষমতা অদ্বিতীয়। ইহাতে যেমন শীঘ্র শীঘ্র বেদনার উপশম হয়, সেইরূপ শীঘ্র শীঘ্র রক্তস্রাবও নিবারিত হইয়া থাকে, জরায়ু স্বাভাবিক হয়। ইহাতে প্রায়ই ২/৩ মাসের গর্ভ নষ্ট হয় (৭/৮/৯ মাসে নষ্ট—ক্যাল-ফ্লোর—১২ ×)।

গর্ভস্রাব ভিন্ন প্রসবের পর ভ্যাদাল-ব্যথাতে ইহা—সিকেলি, আর্ণিকা ইত্যাদি অন্যান্য ঔষধ অপেক্ষাও উপকারী। পোয়াতিদের পেটে ব্যথা, পেটে খিলধরা, বুক ধড়্ফড়ানি, কোমরে ব্যথা ইত্যাদি উপসর্গেরও ইহা একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ। সাময়িক প্রসব বেদনার পূর্ব্বে কাহারও কাহারও পালট বেদনা হয়, তজ্জন্য প্রসূতি বিশেষ কষ্ট পায়, উহাতে এবং স্থানভ্রষ্ট জরায়ু পীড়াগ্রস্তা স্ত্রীর ঋতুর অনিয়মিতাতেও—ভাইবর্ণম উপকারী।

ভাইবর্ণম—ইহার রক্তধারকতা ও বেদনা নিবারকতা গুণ থাকায় ভয়ানক আক্ষেপিক বেদনাসহ রক্ত-প্রদরেও বিশেষ হিতকারী। ওভেরি (overy) অর্থাৎ ডিম্বকোষের প্রাদাহিক ও স্নায়ুশূল-বেদনাতেও ইহা ব্যবহার করিয়া অনেকস্থলে আশু উপকার প্রাপ্ত হওয়া যায়। অত্যন্ত যন্ত্রণাদায়ক বাধক বেদনায়—ঋতুকালের ৫/৭ দিন পূর্ব্ব হইতে ১ ফোঁটা মাত্রায় দিবসে ৩/৪ বার এবং ঋতুকালে ২/৩ ফোঁটা মাত্রায় ২ ঘন্টা অন্তর প্রয়োগে—মর্ফিয়া প্রভৃতি অজ্ঞানকারক ঔষধের ন্যায় ত্বরায় যন্ত্রণায় উপশম হয় (কলোফাইলম দেখুন)।

ভাইবর্ণম্-প্রুণিফোলিয়ম ও ভাইবর্ণম্-ওপুলাসের ক্রিয়া প্রায়ই এক প্রকার, তবে প্রুণিফোলিয়ম—অতিরজঃ ও গর্ভস্রাব নিবারণে এবং ভাইবর্ণম ওপুলাস—বাধক ও পালট-বেদনায় অধিক উপকারী। ইহাতে ঋতু অনেক বিলম্বে হয়,

স্রাবের পরিমাণ অল্প—মাত্র কয়েক ঘন্টা স্থায়ী হয়, কখনও দুর্গন্ধ, তলপেটে কোমরে ও পাছায় বেদনা, উহা উরু পর্য্যন্ত নামে। ক্রম—θ—১ × শক্তি অধিক ফলদায়ক। পাকা ফল হইতে—প্রুণিফোলিয়ম ও শিকড়ের ছাল হইতে—ওপুলাসের টীংচার প্রস্তুত হয়। ফরমূলা—৩।

জনোসিয়া-অশোকা (Jonosia Asoka)—θ ; ইহা অশোক বৃক্ষের ছাল হইতে প্রস্তুত হয়। স্ত্রীলোকদিগের নানাপ্রকার পীড়ায় বহুকাল হইতে কবিরাজ মহাশয়গণ অশোকারিষ্ঠ, অশোক ঘৃত প্রভৃতি নাম দিয়া উহা ব্যবহার করিয়া আসিতেছেন। কলিকাতাস্থ মাননীয় ডাক্তার ডি, এন্, রায় মহাশয় আমাদের হোমিওপ্যাথিতে ইহা প্রথমে প্রচার করেন। ঋতু প্রায়ই অনিয়মিত এবং অনেক বিলম্বে হয়, ঋতুশূল-বেদনা, রজঃলোপ, রজঃরোধ (amenorrhoea). ঋতু প্রকাশ হইবার পূর্ব্বে ওভেরিতে অর্থাৎ ডিম্বকোষে বেদনা, অতিরজঃ (menorrhagia) প্রভৃতিতে ইহার মূল-ধারক কিম্বা ১ × শক্তি, ৫/১০ ফোঁটা মাত্রায় জলসহ ৩ ঘন্টা অন্তর প্রত্যহ ৪/৫ বার সেব্য। মূত্রনলীর উপদাহ (irritation) প্রদাহ প্রভৃতির কতকগুলি পীড়ায় এই ঔষধ বিশেষ সুফল প্রদান করে। অত্যন্ত কোষ্ঠবদ্ধ ও অর্শ পীড়ারও ইহা উত্তম ঔষধ।

সম্বন্ধ (complements)— হেলোনিয়াম। পুনঃ পুনঃ গর্ভস্রাবে ও গর্ভস্রাব উপক্রমে—ভাইবর্ণম্-ওপুলাস।

ক্রম (potency)—θ—৩ × শক্তি। ফরমূলা—৩।

এল্ফ্যালফা (Alfalfa)

(গাছড়া, আমেরিকার ও অন্যান্য স্থানে ইহা ছাগ মেষাদির পুষ্টিকর আহার্য্যরূপে ব্যবহৃত হয়, অধুনা ইহা মানবের টনিক-ঔষধরূপে ব্যবহৃত হইতেছে)—হোমিওপ্যাথিকে কোনও প্রকার বলকারক অর্থাৎ টনিক ঔষধ না থাকিলেও এই ঔষধটাকে এক প্রকার টনিক বলা যাইতে পারে। সিম্প্যাথেটীক-নার্ভের উপর ক্রিয়া প্রকাশ করায় ইহার দ্বারা দেহের পুষ্টি সাধিত ও শারীরিক ক্রিয়া সকল সহজে সুস্থভাবে সম্পাদিত হয়। এল্ফ্যালফা—নিয়মিতরূপে সেবন করিলে ক্ষুধা ও বল-শক্তি দিন দিন বৃদ্ধি হয়, দুর্ব্বলতা দূর হয়, ভুক্তদ্রব্য উত্তমরূপে পরিপাক হইয়া ক্রমশঃ দৈহিক ও মানসিক তেজ বাড়ে, শরীরের মাংস বৃদ্ধি হয়, ওজন বাড়ে (হাইড্র্যাস্টীস)। স্নায়বিক দুর্ব্বলতা, অনিদ্রা, স্নায়ুর ক্রিয়া বৈলক্ষণ্যজনিত গরহজম ইত্যাদি পীড়াতেও ইহার দ্বারা সুফল পাওয়া যায়।

এভেনা-স্যাটাইভা (Avena Sativa)—ইহা (oat) গাছ হইতে প্রস্তুত হয়, ইহাও এল্ফ্যালফার সমকক্ষ টনিক-ঔষধ এবং কোনও প্রকার শরীরক্ষয় অথবা দুর্ব্বলকারী পীড়াভোগের পর সেবন করিলে শীঘ্র শীঘ্র দেহের পুষ্টিসাধিত ও শরীর সবল হয়। সমগ্র স্নায়ু ও মস্তিষ্কের উপর ইহার প্রধান ক্রিয়া, এইজন্য—মস্তিষ্ক চালনা জনিত স্নায়বিক অবসাদ, রতিশক্তির হ্রাস, উদ্বেগ, অনিদ্রা ইত্যাদিতেও ইহা বিশেষ উপকার সাধন করে। অজ্ঞাতসারে ধাতুস্খলন (স্পার্মাটোরিয়া), বহুদিন অযথা শুক্রক্ষয় করিয়া ধ্বজভঙ্গ (ইমপোটেন্সি) এবং

মদ্যপানজনিত স্নায়ু পীড়ারও ইহা মহৌষধ। এভেনা সেবন করিলে আফিম ও মর্ফিয়ার অভ্যাস বিদুরিত হয়—অথচ কোনও কুফল উৎপাদিত হয় না (Sterculia তে—মদ্যপানের অভ্যাস দূর হয়) ; কোনও ব্যক্তি ৫ গ্রেণ মর্ফিয়া প্রত্যহ সেবন করিলে তাহাকে ২০ ফোঁটা এভেনা—θ, আধ ছটাক উষ্ণ জলসহ প্রত্যহ দুইবার খাইতে দিলেই যথেষ্ট হইবে,—প্রতি গ্রেণ মর্ফিয়ায়—৩। ৪ ফোঁটা এভেনা, এই হিসাবে সেব্য। অন্যান্য কতকগুলি পীড়াতেও টনিক হিসাবে সেবন করিতে হইলে—মূল আরক (টিংচার)—১০ হইতে ২০ ফোঁটা মাত্রায় গরম জলসহ প্রত্যহ প্রাতে ও সন্ধ্যায় দুইবার সেব্য। যাবতীয় ষ্টিমূল্যান্ট ঔষধের মধ্যে ইহার উপকার স্থায়ী এবং সেবনের প্রায় অনতিপরেই ক্রিয়া বুঝিতে পারা যায়।

বহুমূত্র—শর্করাবিহীন বহুমুত্র (Diabetes insipidus) —অর্থাৎ যাহাতে প্রস্রাবে শর্করা (sugar) আদৌ থাকে না, প্রস্রাবের আপেক্ষিক গুরুত্ব (specific gravity) হ্রাস হয় (১০৮/১১০) বহুবার স্বচ্ছজলের মত প্রস্রাব হয়, পিপাসা কখনও থাকে কখনও থাকে না ; তদ্ভিন্ন—প্রস্রাবে ইউরিয়া, ইনডিকেন ও ফস্‌ফেট বৃদ্ধি হইলে—এলফ্যালফা উপকারী।

পেটফোলা—পেটে অধিক বায়ু জমিয়া পেটফোলা, স্নায়ুশূল-বেদনা (flatulent colic) বেদনা—একস্থান হইতে অন্যস্থানে ঘুরিয়া বেড়ায় আহারের কয়েক ঘন্টা পরে উপর পেটে উক্ত প্রকারের বেদনা হয়। ঘন-ঘন হলুদে রঙের বাহ্যে, বাহ্যের সময় পেটে যন্ত্রণা, মলদ্বারে জ্বালা প্রভৃতি লক্ষণগুলি—এলফ্যালফার নির্দ্দিষ্ট।

সদৃশ—জেলসি—হাইড্র্যাসটীস, ক্যালি-ফস, জিঙ্কাম।

ক্রম—এলফ্যালফার মূল-আরক, ৫ হইতে ১০ ফোঁটা মাত্রায় উপকার না হওয়া পর্য্যন্ত প্রতিদিন ৩। ৪ বার, পরে সকাল ও সন্ধ্যায় দুইবার সেব্য।

ডাঃ বোরিকের—"এলফ্যালকো টনিক" নামক একপ্রকার পেটেন্ট ঔষধ হোমিওপ্যাথিক দোকানে বিক্রয় হয়, ইহা দিনে দুই তিন বার সেবনে স্বাস্থ্যের উন্নতি হয়, মূল্য—৪ আঃ—৩ (রেপার্টারিতে টনিক দেখুন)।

এলিয়ম সিপা (Allium Cepa)

(পেঁয়াজের টিংচার)—নাসিকা, চক্ষু দিয়া অজস্র জল পড়া এবং অনবরত অদম্য হাঁচি ইত্যাদি পীড়ায় ইহা সুফলের সহিত ব্যবহৃত হয়। চক্ষু জ্বালা, কর্‌কর্‌ করা, চক্ষু দিয়া জল পড়া, চক্ষুর পাতা ফোলা, নাসিকা দিয়া পাতলাজলের মত সর্দ্দিস্রাব, সেই স্রাবে—উপরের ঠোঁটে ও নাকে ঘা হওয়া বা হাজিয়া যাওয়া, অনবরত হাঁচি, সম্মুখ কপালে বেদনা ইত্যাদি ইহার—চরিত্রগত লক্ষণ। রোগী গরম বাতাসে ও গরমে কষ্টবোধ করে। অঙ্গচ্ছেদ বা আহত স্নায়ুসম্ভূত-স্নায়ুশূল বেদনায় ইহা উপকারী। একপ্রকার তীক্ষ্ণ বেদনা সূক্ষ্মভাবে—মুখে, মাথায়, ঘাড়ে, বুকে ও দেহের চারিদিকে সঞ্চারিত হয়। দুর্ব্বলতা বশতঃ সর্ব্বদা শুইয়া থাকিবার ইচ্ছা।

এলিয়ম-সিপা-চক্ষুর কন্‌জংটাইভার (৫৭৩ পৃষ্ঠা দেখুন) ও ফুসফুসের উপর ক্রিয়া প্রকাশ করিয়া ইরিটেসন উৎপাদন করে।

এলিয়ম-সিপার প্রকৃতি—ঘরের জানালা দরজা বন্ধ করিয়া তাহার মধ্যে কোনও এক ব্যক্তিকে কতকগুলি পেঁয়াজের খোসা তুলিয়া কুঁচিকুঁচি করিয়া কাটিতে বলিয়া তাহার নিকট বসিয়া থাকিলেই—এলিয়ম-সিপার প্রকৃত প্রকৃতি প্রাপ্ত হইবেন।

ইউফ্রেসিয়া—নাক চোখ দিয়া জলপড়ার লক্ষণ সমস্তই এলিয়ম-সিপার মত; তবে প্রভেদ এই যে—ইহাতে চোখ দিয়া যে জল পড়ে তাহাতে চোখের চারিধারে হাজিয়া যায় ; কিন্তু নাক দিয়া যে জল পড়ে তাহাতে ঠোঁট হাজিয়া যায় না। এলিয়ম-সিপায়—নাক দিয়া যে জল পড়ে তাহাতে ঠোঁট হাজিয়া যায়; কিন্তু চোখের জলে চোখের চারিধার হাজিয়া যায় না। আর্সেনিক-আয়োড—এলিয়ম-সিপার অনেক লক্ষণ ইহাতে পাওয়া যায়, উহার অধ্যায়ে দেখুন (ক্যাম্ফোরা—৬, ৩০ ; জলের মত তরুণ সর্দ্দিস্রাবেরও মহৌষধ)।

এনথিমিস-নোবিলিস **(Anthemis Nobillis)**— ৩য় শক্তি ; ইহা একটি নূতন ঔষধ হইলেও ইহাতে নাক দিয়া স্বচ্ছ জলের মত অত্যধিক তরুণ সর্দ্দি ঝরা, চোখ দিয়া অনবরত জল পড়া, হাঁচি, গলায় বেদনা, গলা কুটকুট করিয়া কাশি, ঘরের মধ্যে থাকিলে উপসর্গের বৃদ্ধি প্রভৃতি কয়েকটি লক্ষণে ইহাতে বিশেষ উপকার পাইবেন।

এলিয়ম-সিপায়—উপরোক্ত লক্ষণসহ কিম্বা উপরোক্ত তরুণ অবস্থা অতীত হইবার পর কখনও কখনও গলাধরা, কথা কহিতে গলায় বেদনা, অত্যন্ত কাশি, দমকা কাশি, কাশিতে কাশিতে যেন বুক গলা ছিঁড়িয়া যাইবে এরূপ বোধ ; কাশির সময় চোখ দিয়া জল পড়া ইত্যাদি কতকগুলি লক্ষণ প্রকাশিত হয়।

অর্ব্বুদ (Polypus)—নাসিকার ভিতর পেঁয়াজের কোষার মত একপ্রকার পদার্থ উৎপন্ন হয়, মাথাব্যথা করে, সর্ব্বাঙ্গে বেদনা হয়, জ্বরভাব থাকে—এলিয়ম-সিপা ইহাতেও উপকারী (স্যাঙ্গুনেরিয়া-নাইট্রেট—এই পীড়ার একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ, উহার অধ্যায় দেখুন)।

পাকস্থলীর পীড়া—পাকস্থলীর শেষ মুখে ও ক্ষুদ্রান্ত্রের গোড়ায় (in pyloric region) তীক্ষ্ণ বেদনা, তৎসহ হেউ হেউ করিয়া ঢেকুর উঠে, গা-বমি,বমি ; পেট গড় গড় করিয়া ডাকে, দুর্গন্ধ বায়ু নিঃসরণ হয়। দুর্গন্ধ বায়ু নিঃসরণসহ উদরাময়, মলদ্বারে খোঁচামারা বেদনা, চুলকানি ও গরমবোধ প্রভৃতিও ইহার লক্ষণ।

ক্ষত—পায়ের গোড়ালীর ক্ষত, জুতার ক্ষত এবং নখের চারিধারে আঙুলের যন্ত্রণাদায়ক বেদনায় ইহা উপকারী।

কর্ণের পীড়া—ঠাণ্ডা লাগিয়া সর্দ্দি তৎসহ কাণে ব্যথা, সেই ব্যথা কাণের ভিতর দিয়া গলা পর্য্যন্ত যায়, ডাঃ কেন্ট বলেন—শিশুদের কাণের বেদনা অধিকাংশই ক্যামোমিলা, পলসেটিলা ও এলিয়ম-সিপায় আরোগ্য হয়।

পলসেটিলায় শিশু করুণ স্বরে কাঁদে, গোঁগায়; ক্যামোমিলায়—শিশু উদ্ধত, রোগী আর জোরে চীৎকার করে।

নিউর‍্যাল্‌জিয়া (স্নায়ুশূল-বেদনা)—শাখাঙ্গ ছেদন কিম্বা স্নায়ুতে আঘাত লাগিবার পর নিউর‍্যাল্‌জিয়ায় ও আঘাতজনিত পুরাতন নিউ সাইটীসে (স্নায়ুপ্রদাহে)—সিপা উপকারী (এমন-মিউর দেখুন)।

বৃদ্ধি—গরম বাতাসে, ঘর গরম থাকিলে তাহার মধ্যে।

সদৃশ (complements)—ফস, পলস, থুজা সার্সা।

পরবর্ত্তী ঔষধ (follows well)—ক্যাল্‌কে, সাইলি (নাসিকাকার্ব্বদে —সিপা, ইহাদের পূর্ব্বে ব্যবহার্য্য)।

ক্রিয়ানাশক (antidote)—আর্ণিকা, ক্যামো, নক্স, থুজা, ভেরেট।

ক্রিয়া স্থিতিকাল—১ দিন। ক্রম—৩ x —৬ষ্ঠ শক্তি। ফরমূলা—৩।

এলিয়ম স্যাটাইভা (Allium Sativum)

(রসুনের টিংচার)—প্রচুর পরিমাণে শ্লেষ্মা নির্গমণ, পুরাতন কাশি, সামান্য একটু ঠাণ্ডা লাগিলেই কাশির বৃদ্ধি এবং হাঁপ, কাশি, বক্ষের বেদনা, গ্ল্যাণ্ডের স্ফীতি, স্তনগ্রন্থির স্ফীতি, সোয়াস্ (psoas) ও ইলিয়াকস্ (iliacus) পেশীতে ভয়ানক বেদনা ইত্যাদি পীড়াগুলিতে ইহা বিশেষ উপযোগী। কোনও পুরাতন রোগের ক্ষয় অবস্থাতে (adinamic stage) ও রক্তকাশ ইত্যাদি কতকগুলি পীড়াতে ইহার প্রভূত উপকার সাধিত হয়। ইহাতে কাশি কমিয়া আসে, দেহের উত্তাপ স্বাভাবিক হয়, রোগী মাংস সঞ্চয় করে ও নিদ্রাদি স্বাভাবিকভাবে হইতে থাকে, ইহা—ব্যাসিলিনামের সদৃশ ঔষধ।

ক্রম (potency)—৩ x—৬ষ্ঠ শক্তি।

এল্‌নাস (Alnus)

চিকিৎসাক্ষেত্রে এই ঔষধটীর অধিক প্রচলন না থাকিলেও সাধারণতঃ নিম্নলিখিত দুই তিনটী পীড়ায় ব্যবহার করিলে বিশেষ উপকার পাইবেন। পরিপাক-যন্ত্র ও গ্ল্যাণ্ডের উপর ইহার প্রধান ক্রিয়া। দাদ, পূঁযযুক্ত কিম্বা বিসর্পের মত অথবা একজিমার মত চর্ম্মপীড়াতেও ইহা উপকারী।

গ্ল্যাণ্ডের ফোলা—যেখানে গ্ল্যাণ্ড (গ্রন্থি) খুব বড় হয়, বেদনা থাকে এবং বেলেডোনা হিপার, মার্কুরিয়স ইত্যাদি ঔষধে উপকার না হয়— সেখানে ইহার দ্বারা অনেক উপকার হওয়া সম্ভব, তবে অন্যান্য স্থানের কোনও গ্ল্যাণ্ড অপেক্ষা সব্-ম্যাক্সিলারি-গ্ল্যাণ্ডের (নিম্ন চোয়ালের গ্রন্থির) ফোলাতেই ইহা অধিক ফলপ্রদ, বেদনাবিহীন গ্ল্যাণ্ডেও উপকারী।

গরহজম—যাহাদের মাছ, মাংস, ডাল প্রভৃতি প্রটিড্ জাতীয় খাদ্য ভাল হজম হয় না, গাষ্ট্রীক-যুস্ নিয়মিতরূপে নিঃসরণ হয় না (imperfect

secretion of gastric juice) গ্যাষ্ট্রীক-যুস্ (পাচক রস) যথারীতি নিঃস্রিসন অভাবে ডিস্পেপ্‌সিয়া, ইহা তাহাদের পীড়ার মহৌষধ।

ক্ষত—মুখের ও গলার শ্লৈষ্মিক-ঝিল্লির ক্ষতে উপকারী।

ক্রম—θ—৬ষ্ঠ শক্তি। ইহা বাহ্যিকও প্রয়োগ করা যায়।

ফরমূলা—৩।

এলো সকোট্রাইনা (Aloe Socotrina)

(মুসব্বর, ইহা গাছের আঠা)—উদরাময়, আমাশয়, রক্তামাশয়, যকৃতে রক্তাধিক্যজনিত পীড়া, অর্শ, পেটের পীড়া ইত্যাদিতে ব্যবহারের জন্য প্রসিদ্ধ। ইহার রোগী মানসিক পরিশ্রমকাতর, রাগী ও খিট্‌খিটে হয়।

এলো—লিভারের উপর ক্রিয়া প্রকাশ করিয়া লিভার-ধমনীতে রক্তাধিক্যতা ও প্রচুর পরিমাণে পিত্ত নিঃসরণ ক্রিয়া বৃদ্ধি করে। বৃহদন্ত্র, তলপেট (pelvis vicera) ও মলদ্বার প্রভৃতির উপর ইহার ক্রিয়া।

চরিত্রগত লক্ষণ ঃ—

১। প্রতিবৎসর শীত পড়িলেই চর্ম্মপীড়া আরম্ভ (পেট্রোলিয়ম), ২। কোষ্ঠবদ্ধ অবস্থায়—মেজাজ রাগী ও ক্ষুন্ন হয়; ৩। শিরঃপীড়া— আর্সেনিকের মত—গরমে বৃদ্ধি, ঠাণ্ডায় উপশম। প্রত্যেকবার পা ফেলিয়া চলিবার সময় মাথায় যন্ত্রণা, বেদনা, শিরঃপীড়াসহ গা-বমি-বমি, চক্ষু ভারী-বোধ ; ৪। পান কিম্বা আহারের অনতিপরেই বাহ্যের বেগ তাড়াতাড়ি পায়খানায় ছোটে (ক্রোটন), মলদ্বার যেন খোলা, প্রাতে বাহ্যের জন্য তাড়াতাড়ি বিছানা হইতে উঠিয়া পড়ে (সোরিণাম, সল্‌ফার, রিউমেক্স) ; ৫। বায়ু নিঃসরণ হইলেই প্রায় অসাড়ে বাহ্যে হইয়া যায় (এসিড-মিউর, ওলিয়েণ্ডার) ; ৬। নিঃসৃত বায়ুতে অত্যন্ত দুর্গন্ধ বাহির হয়, মলদ্বার জ্বালা করে, বাহ্যের সময় বায়ু নিঃসরণের অংশ অধিক, মলের ভাগ অত্যন্ত অল্প ; ৭। আমযুক্ত কিম্বা কঠিন মল হইলেও অসাড়ে নির্গত হয় ; ৮। তলপেটের ডানদিকে এক প্রকার ভয়ানক কামড়ানি খামচানি বেদনা, বাহ্যের পূর্ব্বে ও সময়ে ভীষণ বেদনা, বাহ্যের পর হ্রাস ; ৯। বাহ্যের পর দুর্ব্বলতা, ঘাম, মুর্চ্ছার ভাব ; ১০। অর্শরোগে আঙ্গুর থ'লোর মত বলী (এসিড-মিউর), সর্ব্বদাই মলদ্বারে ঠেলামারা-বেদনা গরম, অত্যন্ত চুলকায়, রক্তস্রাব হয় ; ১১। মলদ্বারে চুলকানি ও জ্বালার জন্য অনিদ্রা।

উদরাময়, আমাশয় ও কলেরা—বাহ্যের রঙ্ হলদে, ভক্কা-ভক্কা, জলের মত তরল ও গরম এবং আমমিশ্রিত কিম্বা কেবল থ'লো থ'লো রক্তমিশ্রিত আম, মাত্রা কখনও অল্প—কখনও অধিক হয়। উদরাময়ে বাহ্যে হইলে বাহ্যে প্রায় অধিক পরিমাণেই হইয়া থাকে। গুহ্যদ্বার অসাড়, সহজ বাহ্যে হইলেও অসাড়ে হয়, বায়ু নিঃসরণের সঙ্গেই মল বাহির হইয়া পড়ে, বাহ্যের পূর্ব্বে পেট খুব থাকে, রোগী মনে করে অধিক ভেদ হইবে—ফলতঃ তাহা হয় না, কেবলমাত্র

সশব্দে বায়ু নিঃসরণ হইয়া থাকে, নীচের পেট ও মলদ্বার অনবরতঃ ভার থাকে, নাভীর চারিদিকে বেদনা, বাহ্যের পূর্ব্বে ও সময়ে পেটে অত্যন্ত মোচড়ানি ব্যথা থাকে; কিন্তু বাহ্যের পর তাহার নিবৃত্তি হয়। বাহ্যের পর ঘর্ম্ম ও দুর্ব্বলতা, এমন কি মূর্চ্ছা পর্য্যন্ত হয়। এলোতে—বাহ্যের বৃদ্ধি প্রাতে ৫টায় কিম্বা শেষ রাত্রি হইতে। ডাঃ এলেন বলেন—খাইবার ঠিক পরেই বাহ্যে হওয়া ইহার বিশেষ লক্ষণ। উদরাময়ে বাহ্যেতে অত্যন্ত পচা দুর্গন্ধ থাকে।

অসাড়ে বাহ্যে—এলোতে বাহ্যে অনেক সময় অসাড়েই হয়, এমন কি প্রস্রাব কিম্বা বায়ু নিঃসরণের সঙ্গে সঙ্গেই মল বাহির হইয়া পড়ে। রোগীকে প্রস্রাব করিতে হইলে বাহ্যের জন্য খুব সাবধান হইতে হয়। ওলিয়েণ্ডার ও এসিড-মিউরে—বায়ু নিঃসরণের সঙ্গে মল নির্গত হইয়া পড়া লক্ষণ আছে, তবে বাহ্যের পূর্ব্বে গড়্গড় কল্কল্ করিয়া পেটডাকা ও মলদ্বারে ভারবোধ কেবলমাত্র—এলোতেই আছে। এসিড-মিউরে—প্রস্রাব করিবার সময় অসাড়ে বাহ্যে হইবার এবং প্রস্রাবের জন্য বেগ দিবার সময় গোগ্‌গুল বাহির হওয়ার লক্ষণও বিশেষরূপে নির্দ্দিষ্ট, তবে সহজ বাহ্যে যদি কাহারও অসাড়ে হয়, এমন কি নিদ্রাবস্থাতেও অসাড়ে নির্গত হয়, তাহা হইলে—এলোই তাহার একমাত্র ঔষধ। আবার অসাড়ে (ঘুমন্ত অবস্থাতেও) বাহ্যে—এসিড-ফস ও ফসফরাসেও আছে ; কিন্তু উহাদের বাহ্যের সঙ্গে পেটে কিছুমাত্র বেদনা থাকে না ; আর এসিড-ফস ও এলোতে—মলদ্বারপেশীর আকুঞ্চন-শক্তি কিছুমাত্র থাকে না ; ফসফরাসে—মলদ্বার যেন খোলা থাকে, বাহ্যে অসাড়ে নির্গত হয়। এলোতে—যেন বাহ্যের পর পেটের ব্যথা কতকটা নিবৃত্তি হয়, নক্স-ভমিকাতেও—সেইরূপ লক্ষণ আছে ;তবে নক্সে—বাহ্যে খুব অল্প এবং পেটের ব্যথা বাহ্যের সময়ে ও বাহ্যের পূর্ব্বেও থাকে ; কিন্তু পেটডাকা, পেট গড়্গড় করা, এলোর ন্যায় নক্সে আদৌ থাকে না। এলোতে আমযুক্ত বাহ্যেই অত্যন্ত অধিক। এলোর আর এক লক্ষণ—পানাহারের পরেই বাহ্যের বৃদ্ধি হয় এবং বাহ্যে পাইলে রোগী এক মিনিটও অপেক্ষা করিতে পারে না, পীড়াভোগকালীন খুব ক্ষুধা বাড়ে (ক্রোটন-টিগ্নি দেখুন); আর্ণিকায়—কঠিন মল অসাড়ে নির্গত হয় (রাত্রিতে অসাড়ে বাহ্যে—আর্ণি, হায়োসি)।

দ্রষ্টব্য ঃ—কেহ কেহ বলেন উদরাময়ে এলোর নিম্নশক্তি ব্যবহারে রোগ বৃদ্ধি হয়, তজ্জন্য ইহার উচ্চশক্তি—২০০, ১০০০ প্রযোজ্য।

কলিক-বেদনা—তলপেটের ডানদিকে কামড়ানি, খামচানি, কাটা-ছেঁড়ার মত বেদনা, বাহ্যের পূর্ব্বে ও সময়ে পেটে ভীষণ বেদনা, বাহ্যের পর বেদনার সম্পূর্ণ উপশম হয়, কিন্তু রোগীকে অত্যন্ত ঘাম দেয়, রোগী দুর্ব্বল হইয়া পড়ে, পীড়া আরম্ভের পূর্ব্বে প্রায় খুব কোষ্ঠবদ্ধ থাকে।

অর্শ—বাহ্যের বেগের সঙ্গে আঙ্গুরের থ'লোর ন্যায় অর্শের বলী বাহির হয়, অর্শ অত্যন্ত চুলকায় ও জ্বালা করে, এই জ্বালা ঠাণ্ডা জলে উপশম হয় (মলদ্বারে চুলকানি ও জ্বালার জন্য অনিদ্রা—ইণ্ডিগো) ; এলোতে— রোগীর প্রায়ই উদরাময় থাকে, মিউরিয়েটিক-এসিডে—আঙ্গুর থ'লোর ন্যায় বলী নির্গত হয় ; কিন্তু

তাহার জ্বালা গরম জলে বা গরম সেক দিলে কিছু উপশম হয়। ইহাতে টাটানি ব্যথা অত্যন্ত থাকে, স্পর্শে কিম্বা কাপড় লাগিলেও কষ্টবোধ করে। কলিনসোনিয়ায়—কোষ্ঠবদ্ধতাই অধিক নির্দ্দিষ্ট, ইহাতে কখনও রক্ত থাকে—কখনও থাকে না।

মাথাব্যথা—যেখানে উদরাময় আরম্ভ হইলে মাথার যন্ত্রণা কমে, এবং উদরাময় বন্ধ হইলে মাথাব্যথা বাড়ে, —সেখানে এলো উপকারী। বেদনা—মাথার উপর হইতে নামিয়া চোখে চাপ দেয়। ডাঃ হেরিং বলেন—যে মাথাব্যথা গরমে বাড়ে এবং ঠাণ্ডা কোনও দ্রব্য প্রয়োগ করিলে উপশম হয়, তাহাতে—এলো উপকারী (আর্সেনিকেও এই লক্ষণ আছে তবে আর্সেনিকে মাথায় জ্বালা থাকে)।

কোমরে বাত (Lumbago)—কোমরের বেদনা একটু মাত্র নড়িলে চড়িলেই বাড়ে। পাছার হাড়ের ভিতর দিয়া (through sacrum), যেন ছুঁচ ফোটায়। একবার কোমরে বাত, একবার মাথাব্যথা ও অর্শের যন্ত্রণা, এই প্রকার পরিবর্ত্তনশীল লক্ষণও—এলোতে নির্দ্দিষ্ট।

পাকস্থলীর পীড়া—তিক্ত ঢেকুর, গা-বমি, ষ্টার্ণমের নিম্নে চাপবোধ।

লিভার—লিভারের স্থান ভারী ও বেদনাযুক্ত, ডান পাঁজরার নিয়ে বেদনা, লিভার থেকে বুক পর্য্যন্ত ছুঁচফোটানো ব্যথা, শ্বাসকৃচ্ছ্রতা।

ক্ষয়কাশ—ডাঃ উইলিয়ম্ বোরিক বলেন—"Has been used successfully in the treatment of consumption by giving the pure juice" অর্থাৎ ক্ষয়কাশগ্রস্ত রোগীতে (এলো) ঘৃতকুমারী পাতার রস সেবন করাইয়া অনেক রোগীতে ভাল ফল পাওয়া গিয়াছে। কেহ পরীক্ষা করিয়া ফল পাইলে জানাইবেন।

এলোর সংক্ষিপ্ত বিবরণ—এলোগাছের কতিপয় বিভিন্ন শ্রেণী আছে। এলো-সকোট্রাইনা (অগুরু কাষ্ঠ, ইহাতে সুগন্ধ আছে)—এলো-ইণ্ডিকা (ঘৃতকুমারী, মুসব্বর)—আমাদের দেশেই পাওয়া যায়, সুমাত্রা দ্বীপের ও ভারত মহাসাগরের উপকূলে অধিক পরিমাণে জন্মায়, তবে ভারতের পশ্চিম প্রান্তে ইহা খুব প্রচুর পরিমাণে জন্মায় ইহার গা হইতে ধুনার মত একপ্রকার রস নির্গত হয় ইহা অত্যন্ত তিক্ত এবং ঔষধের গন্ধের মত গন্ধ। এলো—রেচক পদার্থ, আজকাল বাজারে যে সমস্ত জোলাপের জন্য পেটেন্ট-পিল ঔষধ বিক্রয় হয়, তাই তাহাদের মধ্যে এলো থাকে। ব্র্যানডার্স পিলে—অল্প পরিমাণে কলোসিন্থ, অধিক পরিমাণে গ্যাম্বোজ এবং ইহার দ্বিগুণ মাত্রায় এলো থাকে। কার্টারস্-লিটিল লিভার পিলেও দুই ভাগ এলো, এক ভাগ পডোফাইলিন আছে। এলো সেবনে বড় বড় কেঁচো-ক্রিমি (এস্কেরিস) ও সূত্র-ক্রিমি (থ্রেড-ওয়ারম্‌স) উভয় প্রকারের ক্রিমি বাহির হয় (চেনোপোডিয়ম দেখুন)।

চর্ম্মপীড়া—খোস পাঁচড়া প্রায় প্রতি বৎসর শীতকালে দেখা দেয়। সেখানে দেখা যায় যে, কোনও ঔষধে রোগীর কোনও উপকার হইতেছে না তথায় ইহা সালফারের ন্যায় চিকিৎসককে উপযুক্ত ঔষধ নির্ব্বাচনে সহায়তা করে, develops suppressed eruptions.

বৃদ্ধি (aggravation) পান বা আহারান্তে, উষ্ণ বায়ুতে দাঁড়াইলে, চলাফেরা করিলে—প্রাতে ৫টায় ও গ্রীষ্মঋতুতে, চর্ম্মপীড়া শীতকালে।

উপশম (amelioration)—শীতল জলে, শীতল বায়ুতে, বায়ু ও মল নির্গমনে।

সদৃশ (complements)—সল্‌ফার।

পরবর্ত্তী ঔষধ—ক্যালি-বাই, সিপি, সল্‌ফ, এসিড-সল্‌ফ।

ক্রিয়া-ব্যাঘাতক (inimical)—এলিয়ম্-স্যাট।

ক্রিয়া-নাশক (antidote)—ক্যাম্ফর, লাইকো, নক্স, সল্‌ফ।

ক্রিয়া স্থিতিকাল—৩০—৪০ দিন।

ক্রম—১ x—২০০ শক্তি। ফরমূলা—বিচূর্ণ—৭, টিংচার—৪।

এল্‌ষ্টোনিয়া (Alstonia)

(ছাতিম জাতীয় বৃক্ষবিশেষ)—ইহা ম্যালেরিয়া জনিত ঘুষঘুসে জ্বর, রক্তহীনতা, দুর্ব্বলতা, উদরাময়, অজীর্ণ ইত্যাদির মহৌষধ।

আমরক্ত ও উদরাময়—উদরে খামচানি বেদনাসহ অতিরিক্ত তরল ভেদ, আহার শেষ হইতে না হইতে পায়খানায় যাইতে হয়, আহার্য্য দ্রব্য অনেকদিন পর্য্যন্ত অজীর্ণ অবস্থায় পাকস্থলীর মধ্যে সঞ্চিত থাকে। তলপেটে উত্তাপ ও উত্তেজনা, আমাশয়ে রক্তময় ভেদ, ম্যালেরিয়া জনিত যন্ত্রণাবিহীন উদরাময় ও দূষিত জলপানাদির দ্বারা উদরাময়ে ইহা বিশেষ উপকারী। এপিডেমিক-কলেরায়—একোনাইট ইত্যাদির পর শুধু উদরাময় থাকিলে ইহাতে উপকার হইবে।

টাইফয়েড প্রভৃতি বলক্ষয়কারী জ্বর কিম্বা অন্য কোনও কঠিন পীড়া ভোগের পর অনেকে ইহা বলকারক (টনিক) ঔষধরূপে ব্যবহার করেন। প্রসবের পর প্রসূতি সন্তানকে স্তন্যপান করাইয়া কিম্বা উদরাময় আমাশয় ইত্যাদি পীড়ায় ভুগিয়া স্বাস্থ্যভঙ্গ ও দুর্ব্বল হইয়া পড়িলে—এল্‌ষ্টোনিয়াই তাহার প্রধান ঔষধ (থেরাপিউটিক্সে—টনিক দেখুন) বাহ্যিক প্রয়োগে ইহাতে ক্ষত আরোগ্য হয়।

ক্রম (potency)—θ—৩০ শক্তি। ফরমূলা—৪।

এলিউমেন (Alumen)

(ফটকিরি—ইহাতে এলিউমিনা, সল্‌ফার, পটাস এই তিন প্রকার পদার্থ পাওয়া যায়)—অত্যধিক কোষ্ঠবদ্ধ, ২। ৩। ৪ দিন পর্য্যন্ত মলত্যাগের ইচ্ছা বা চেষ্টা থাকে না, বেগ দিয়া মল বাহির করিবার ক্ষমতা লোপ, গোল-গোল মার্ব্বেলের মত মল বাহির হয় তবুও বোধ হয় যেন মলদ্বার পূর্ণ, মলত্যাগের পর মলদ্বারে চুলকানি ও অনেকক্ষণ স্থায়ী বেদনা, অর্শ হইতে রক্তস্রাব, টাইফয়েড

জ্বরে রক্তস্রাব—মলের সঙ্গে গাঢ় বড় চাপ্ চাপ্ রক্ত, মলদ্বারের ক্ষত হইতে দুর্গন্ধ বাহির হওয়া প্রভৃতিতে ইহা উপকারী।

স্বরভঙ্গ, গলায় ঠাণ্ডালাগা, টনসিল বাড়া, অন্ননলীর পথের সঙ্কোচনভাব, বৃদ্ধদের ব্রঙ্কাইটীস, স্তনের গ্ল্যাণ্ড ও জরায়ুগ্রীবা শক্ত হইয়া থাকা, হল্‌দে রঙের শ্বেত-প্রদরস্রাব, হল্‌দে রঙের পুরাতন প্রমেহস্রাব প্রভৃতি কয়েকটি পীড়ারও ইহা ভাল ঔষধ।

অগ্নিদগ্ধ—এলিউমিনা অধ্যায় ও থেরাপিউটিক্স দেখুন।

শ্বাসযন্ত্রের পীড়া—রক্তকাশ, বক্ষের ভীষণ দুর্ব্বলতা, সর্দ্দি উঠাইতে পারে না, রাতে বৃদ্ধদের প্রচুর পরিমাণে দড়ির মত সর্দ্দি উঠে।

বৃদ্ধি—শিরঃপীড়া ব্যতীত সমস্ত উপসর্গ ঠাণ্ডায় (আর্স)।

ক্রম—৬ষ্ঠ হইতে ৩০ শক্তি। উচ্চশক্তিই অধিক ফলদায়ক।

১০।১২ গ্রেণ ফটকিরি জিহবার উপর রাখিলে হাঁপানির টানের কতকটা উপশম হয়। ফরমূলা—৭।

এলিউমিনা (Alumina)

(অবিমিশ্র মৃত্তিকা হইতে প্রথমে বিচূর্ণ ঔষধ প্রস্তুত হয়)—সাধারণতঃ অজীর্ণরোগ, কোষ্ঠবদ্ধ, কাশি ও কতিপয় স্ত্রী-পীড়ার জন্যই অধিক ব্যবহৃত হইয়া থাকে,—ইহা—রোগা, শুষ্ক, শীর্ণ, ম্লান, স্ক্রফুলা-ধাতু ও যাহারা কোন পুরাতন পীড়ায় বহুদিন হইতে কষ্টভোগ করিতেছে তাহাদের পক্ষে এবং যে সমস্ত শিশু কৃত্রিম পানাহার দ্বারা প্রতিপালিত তাহাদের ধাতুতে ইহা অতি উপযোগী। ইহার রোগী বিষন্ন, শোককাতর, উত্তেজিত, খিটখিটে, ডাঃ ট্যালকট বলেন—রোগী রক্ত বা ছুরি দেখিলে আত্মহত্যার চেষ্টা করে, মানসিক লক্ষণ—প্রাতে আরম্ভ ও যত বেলা বাড়িতে থাকে ততই প্রবল হয়। মন সর্ব্বদাই অশান্তিপূর্ণ, যেন সে কিছু অন্যায় করিয়াছে।

এলিউমিনা—মেরু-মজ্জার স্নায়ু (spinal nerves) এবং যেখানে পিউকাস-মেম্ব্রেণ শুষ্ক তথায় অধিক ক্রিয়া প্রকাশ করে।

চরিত্রগত লক্ষণ ঃ—

১। সময় অতি ধীরে কাটে, ১ ঘন্টা সময় একদিন বলিয়া বোধ হয় (ক্যানাবিস-ইণ্ডিকা) ; ২। চক্ষু বুজাইয়া চলিতে বলিলে আদৌ চলিতে পারে না; হোঁচট খায়, পড়িয়া যায় ; ৩। শ্বার্ষ্ক্রিদ্রব্য, মৃত্তিকা, কয়লা লবণ চাউল, চা-খড়ি কিম্বা কাফিগুঁড়া, টক্‌দ্রব্য এবং যাহা সহজে হজম হয় না তাহাই খায়, আলু সহ্য হয় না (সাইকিউ, সোরি) ; ৪। লবণ, মদ, মরিচ, ভিনিগার প্রভৃতি খাইলেই কাশি হয়; ৫। ভীষণ কোষ্ঠবদ্ধ, যে পর্য্যন্ত না পেটে খুব বেশী মল জমে ততদিন বাহ্যে হয় না, বাহ্যের চেষ্টাও থাকে না, বাহ্যের সময় খুব জোরে বেগ দিতে হয়, বাহ্যে শক্ত, গাঁট-গাঁট—তাহাতে আম জড়িত ; ৬। সরলান্ত্রের ক্রিয়াহীনতা—নরম বাহ্যে হইলেও জোরে কোঁথ দিতে হয় ; ৭। গর্ভাবস্থায়

বৃদ্ধদের ও যে সমস্ত শিশু বোতলে দুগ্ধ পান করে তাহাদের কোষ্ঠবদ্ধ ; ৮। বহুদিন হইতে পুরাতন ঢেকুর উঠা, সন্ধ্যায় বৃদ্ধি ; ৯। শ্বেত-প্রদরস্রাব পরিমাণে খুব বেশী, পা বাহিয়া গোড়ালীতে পড়ে; ১০। ঋতুস্রাবের পর শারীরিক ও মানসিক ভীষণ দুর্ব্বলতা, এমন কি কথা কহিতেও অক্ষম (ককুলাস, কার্ব্বো-এনি); ১১। গায়ের চামড়া শুষ্ক খস্‌খসে, ঘাম হয় না (ক্যাল্‌কেরিয়ার বিপরীত); ১২। শরীরের স্বাভাবিক তাপের হ্রাস, দুর্ব্বলতা বশতঃ অল্প বয়সে বৃদ্ধ হইয়া পড়ে।

লোকোমোটর য়্যাটাক্সি (Locomotor ataxy)—রোগী তাহার চক্ষু না চাহিয়া এক পাও চলিতে পারে না, অঙ্গ প্রত্যঙ্গ যেন ভারী-বোধ, চলিবার সময় প্রত্যেক পাদবিক্ষেপেই যেন হোঁচট্ খাইয়া পড়ে, সোজাভাবে একটি পাও চলিতে পারে না, চক্ষু মুদ্রিত করিয়া হাত দুইটি প্রসারিত করিয়া স্থিরভাবে দাঁড়াইতে বলিলে টলিয়া পড়ে (এইগুলি এই পীড়ার লক্ষণ), মনে হয় যেন পায়ের তলা নরম ও ফোলা, গোড়ালিতে যেন বল নাই ও অসাড়। ডাঃ বোনিংবোসেন বলেন—এলিউমিনাম্-মেটালিকাম ঔষধের দ্বারা তিনি এই প্রকারের ৪/৫টি রোগী আরোগ্য করিয়াছেন (থেরাপিউটিক্স দেখুন)।

কোষ্ঠবদ্ধ ও উদরাময়—অত্যন্ত কোষ্ঠকাঠিন্য, মল যেন পাথরের ন্যায় কঠিন, কখনও কখনও সপ্তাহকাল পর্য্যন্ত মলত্যাগের বেগ বা কোনও ইচ্ছা থাকে না, বাহ্যের সময় অত্যন্ত বেগ দিতে হয়, তরল মল হইলেও জোরে বেগ না দিলে সহজে বাহ্যে হয় না, বাহ্যের মত প্রস্রাবও ঐরূপ বেগ না দিলে নির্গত হয় না, বাহ্যের ভিন্ন অন্য সময় প্রস্রাব হয় না। পেটে অধিক পরিমাণে মল না জমিলে মলত্যাগের ইচ্ছা বা ক্ষমতা একেবারে থাকে না। মল পাথরের মত ভীষণ শক্ত, গাঁট গাঁট এবং আম মিশ্রিত। ডাঃ হিউজেস্ বলেন—কোষ্ঠবদ্ধে ও অম্লশূলে—ওপিয়মে উপকার না হইলে—এলিউমিনা উপকারী। কোষ্ঠবদ্ধে—এনাকার্ডিয়ম, সিপিয়া, সাইলিসিয়া, ভেরেট্রম-এলবম, ম্যাগ্নেসিয়া, ব্রায়োনিয়া, লক্ষণভেদে উপকারী। এলিউমিনা স্তন্যপায়ী শিশুদের কোষ্ঠবদ্ধে বিশেষতঃ যাহারা ফিডিং বোতলে করিয়া কৃত্রিম দুগ্ধ পান বা অন্য কোনও দ্রব্য পানাহার করে, তাহাদের কোষ্ঠবদ্ধের ইহা ভাল ঔষধ।

টাইফয়েড-রক্তস্রাব—টাইফয়েড-জ্বরে মলদ্বার দিয়া কালবর্ণের চাপ্ রক্ত অধিক পরিমাণে নির্গত হইলে—এলিউমিনা উপযোগী (এসিড নাইট্রিক অধ্যায় ও হাইড্রাসটিন-সলফ দেখুন)।

প্রস্রাবের পীড়া—প্রস্রাবের সময় অত্যন্ত বেগ দিতে হয়, এমন কি প্রস্রাবের বেগে বাহ্যের বেগ আসে।

কাশি—আল্‌জিব বাড়াজনিত কাশি ও প্রাতঃকালীন শুষ্ক কাশি এবং অনেক কষ্টে একটু শ্লেষ্মা উঠিয়া যদি কাশির উপশম হয় ইহাতে বিশেষ উপকার হয়। একপ্রকার শুষ্ক কাশি—তাহাতে বোধ হয় যেন কাশিতে কাশিতে বুক ছিঁড়িয়া যায়, কাশির ধমকে ২/৪ ফোঁটা প্রস্রাবও নির্গত হইয়া পড়ে (কষ্টিকামেও এই লক্ষণ আছে)। কোনও উত্তেজক পদার্থ যেমন—লবণ, মরিচ, মদ প্রভৃতি খাইলেই কাশি হয়।

স্ত্রী-ব্যাধি—রোগিনী অত্যন্ত দুর্ব্বল, চেহারা ফেকাসে ও রক্তহীন (anaemic), আদৌ পরিশ্রম করিতে পারে না, রজঃস্রাব অত্যন্ত বিলম্বে হয়, তাহাও নিতান্ত অল্প ও রক্তের রঙ্ লাল নহে, কেবলমাত্র একটু ফিকে রঙগোলা জলের মত দেখায়। শ্বেত-প্রদরস্রাব—সাদা বা হল্‌দে ও চট্‌চটে, যেন হাতে লাগিয়া যায়, উহা পরিমাণে এত বেশী হয় যে পাছা বাহিয়া পায়ের গোড়ালি পর্য্যন্ত গড়াইয়া আসে (ক্লোরোসিস ও জরায়ুর বহির্নিঃসরণ পীড়াতেও ইহা উপকারী)।

রুচি—এলিউমিনার রোগীর রুচি অত্যন্ত আশ্চর্য্যজনক, তাহারা দেওয়ালের কালি, চুণকাম, শ্লেটগুড়া, চা-খড়ি, পাতখোলা, মাটি, ভাতের ফেণ, চাউল, গেরুয়া, কাপড়ছেঁড়া ইত্যাদি খায় বা খাইতে ইচ্ছা করে ; চা, কফি, টক বস্তু ও অপাচ্য দ্রব্য ভালবাসে। আলু খাইলে রোগ বৃদ্ধি হয়।

শুক্রস্খলন—স্পার্ম্মাটোরিয়া, মলত্যাগকালীন কোঁথ দিবার সময় শুক্রস্খলন— তজ্জন্য ধ্বজভঙ্গের লক্ষণ, এই পীড়া বৃদ্ধদির হইলে ইহা আরও অধিক উপকারী (এগ্‌নাস অধ্যায় ৮৮ পৃষ্ঠা দেখুন)।

প্রমেহ—গ্লীট্-ষ্টেজে অর্থাৎ প্রমেহের পুরাতন অবস্থায় হল্‌দে রঙের স্রাব নির্গমনে ইহা হাইড্রাসটিসের মত উপকারী (এলিউমেন)।

চক্ষুর পীড়া—অস্পষ্ট ও ঝাপসা দৃষ্টি, যেন কোয়াসার মধ্য দিয়া দেখিতেছে, পাতা ঝুলিয়া পড়ে, রোগী মনে করে যেন তাহার চক্ষুর সম্মুখে চুল বা পালক রহিয়াছে, তজ্জন্য ক্রমাগত চক্ষু রগড়ায়। সমস্ত দ্রব্য হল্‌দে দেখায়। ক্রণিক—কনজাংটিভাইটীস। চক্ষুর পাতায় ছোট ছোট ফুস্কুড়ি।

নাসিকায় সর্দ্দি—এলিউমিনা—নাসিকার পুরাতন (chronic) সর্দ্দি স্রাবে উপকারী। নাসিকার ভিতর শুষ্ক, ফোঁপাইলে শক্ত ডেলা শ্লেষ্মা বাহির হয়, নাসিকার গোড়ায় বেদনা, যেন ক্ষত হইয়াছে, নাসিকার ডগা লালবর্ণ দেখায়, কোনও জিনিসের গন্ধ পায় না।

কর্ণের পীড়া—কর্ণের ভিতর গুণ গুণ, সোঁ সোঁ, ঠিক গর্জ্জন করার মত একপ্রকার শব্দ হয়, বোধ হয় যেন কাণের ভিতর বুজি (plug) দেওয়া আছে। নাক ঝাড়লে কাণের ভিতর চিড়িক মারিয়া উঠে।

গলনলীর পীড়া—আল্‌জিব বাড়া এবং গলনলীর ক্ষত ইত্যাদিতে গিলিবার সময় গলার মধ্যে ফুলিয়া যেন কি একটা আটকাইয়া রহিয়াছে এই লক্ষণে ইহা আর্জেন্টি, নাইট্রিক-এসিড ও হিপারের ন্যায় উপকারী। এলিউমিনায়—গলনলী অত্যন্ত শুষ্ক থাকে। কোন খাদ্য গিলিবার সময় গলায় ইরিটেসন এবং তথা হইতে উহা সমস্ত অন্ননলী-পথে অনুভূত হয়। এলিউমিনা প্রয়োগকালীন—অজীর্ণ, কোষ্ঠবদ্ধ এবং বাহ্যে ও প্রস্রাবের সঙ্গে বেগ, এই লক্ষণ কয়টী সর্ব্বদা মনে রাখিবেন (Alumina is the chronic to Bryonia) ; যথা তরুণ পীড়ায় ব্রায়োনিয়া, তথায় পুরাতনে এলিউমিনা ; গায়ক ও বক্তাদের প্রায়ই একপ্রকার গলক্ষত হয়, গলনলী শুষ্ক থাকে, তাহারা ক্রমাগত কাশে, গলা কুটকুট করে।

চর্ম্মপীড়া—চর্ম্ম শুষ্ক, খস্‌খসে, অপরিষ্কার, ভয়ানক চুলকানি, যে পর্য্যন্ত না রক্ত বাহির হয় সে পর্য্যন্ত চুলকাইতে থাকে, বিছানার গরমে কিম্বা সামান্য একটুমাত্র গরমে থাকিলে সমস্ত শরীরে চুলকানি আরম্ভ হয়। চর্ম্মরোগসহ কোষ্ঠবদ্ধ।

কোনও চর্ম্মপীড়ায় রোগী যদি মনে করে যে, তাহার মুখে কিম্বা চোখের চারিদিকে যেন ডিমের লালা শুষ্ক হইয়া লাগিয়া রহিয়াছে এবং দাড়ীতে একটা মাকড়সার জাল জড়াইয়া আছে, তাহা হইলে—এলিউমিনাই একমাত্র ঔষধ। ইহাতে শীতকালে গায়ে দাদের মত একপ্রকার উদ্ভেদ নির্গত হয়, উহা অত্যন্ত চুলকায় (পেট্রোলিয়ম দেখুন)।

অগ্নিদগ্ধ—শরীরের কোনও স্থানে আগুন কিম্বা গরম তৈলে পুড়িয়া যাইলে ফটকিরি-বিচুর্ণ বাহ্যিক প্রয়োগে উপকার হয় (ক্যান্থারিস অধ্যায় ৪ থেরাপিউটিক্স দেখুন)।

সিলিকো-সলফো-ক্যালসাইট-অফ-এলিউমিনা (Sil.Su. Cal. Alum) —৩ x ; মলদ্বারে চুলকানি, অর্শ, কোষ্ঠবদ্ধ, পেটফাঁপা, পেট শক্ত।

বৃদ্ধি (aggravaton)—শীতল বায়ুতে, শীতকালে, আলু ভক্ষণে, একদিন অন্তর, অমাবস্যায় ও পুর্ণিমায় (সাইলিসিয়ার মত)।

উপশম (amelioration)—গ্রীষ্মকালে, উষ্ণ জলপানে।

সদৃশ (complements)—ব্রায়োনিয়া, ফেরম। যে রোগের তরুণ অবস্থায়—ব্রায়োনিয়া, সেই রোগের পুরাতন অবস্থায়—এলিউমিনা ব্যবহৃত হইয়া থাকে। বৃদ্ধদিগের রোগে ইহা—ব্যারাইটা ও কোনিয়মের সদৃশ।

পরবর্ত্তী ঔষধ (follows well)—আর্জ্জেন্ট-মেট, ব্রায়ো।

ক্রিয়ানাশক (antidote)—ক্যাম্ফর, ক্যামো, ইপি।

ক্রিয়া স্থিতিকাল—৪০—৬০ দিন (ক্রিয়া ধীরে প্রকাশ পায়—তজ্জন্য ঔষধ শীঘ্র পরিবর্ত্তন করিবে না)।

ক্রম—৬—২০০ শক্তি। ফরমূলা—৭।

এম্ব্রাগ্রিসিয়া (Ambra Grisea)

(তিমি মৎস্যের অন্ত্র ও বিষ্ঠার মধ্য হইতে একপ্রকার পদার্থ লইয়া প্রস্তুত হয়)—যে সকল স্নায়ুপ্রধানা, ক্ষীণা, হিষ্টিরিয়াগ্রস্তা, অল্পবয়স্কা বালিকাদের নানাবিধ স্নায়বিক দুর্ব্বলতার জন্য শরীরে বলসঞ্চয় হয় না, বিষয়কর্ম্মের নিমিত্ত যাহাদের সুনিদ্রা হয় না, তাহারেদ পক্ষে এবং বৃদ্ধ ও শিশুদের পক্ষে ইহা উপযোগী। নিম্নে কতিপয় পীড়ায় উহার লক্ষণ সংক্ষেপে প্রদত্ত হইতেছে ঃ—

১। শ্বেত-প্রদর—গাঢ় শ্লেষ্মার মত, সাদাটে, নীল, রাত্রিতে স্রাব অধিক।

২। স্ত্রীলোকদিগের দুই ঋতুর ব্যবধানকালে একটু অধিক হাঁটিলে কিম্বা কঠিন মলত্যাগকালে বেগ দিবার সময় রক্তস্রাব হয়।

৩। হুপিং-কাশি—কাশির পর "কোঁ" শব্দ থাকে না (কোঁ শব্দ থাকিলে—দ্রসেরা), অত্যন্ত কষ্টকর কাশি, সেই সঙ্গে ঢেকুর উঠা, কাশির সহিত পাঁজরার বেদনা, স্বরভঙ্গ, আলজিব বাড়া, মুখে দুর্গন্ধ, বৃদ্ধ ও দুর্ব্বল শিশুদের সর্দ্দি-কাশি, হাঁপানি-কাশি স্ত্রী-সংসর্গের চেষ্টায় হাঁপানির বৃদ্ধি এই সমস্ত লক্ষণে—এম্ব্রাগ্রিসিয়া একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ।

৪। হাঁপানির টানের মত টানসহ কাশি ও স্নায়বিক আক্ষেপিক কাশি—কাশির সঙ্গে ঢেকুর ; অত্যন্ত গলা সুড়্‌সুড় ও কুটকুট করিয়া আক্ষেপিক দমকা কাশি, জোরে কথা কহিলে বা পড়িলে কাশি বাড়ে, গলা ধরে, কাশির সময়ে যেন বুক চাপিয়া ধরে তাহাতে ভীষণ কষ্ট। কুকুরের আওয়াজের (barking) কিম্বা ঢাকের বাদ্যের (hollow) মত একপ্রকার ঢড্ঢড়ে কাশিতে—এম্ব্রাগ্রিসিয়া উপকারী (ভার্বাসকম)। ইহার কাশি প্রাতে ঘুম থেকে উঠিবার পর বাড়ে, বুক সাঁই সাঁই করে।

বুক ধড়ফড়ানি—এন্‌জাইনা-পেক্টোরিস বা অন্য কোনও বক্ষঃস্থলের পীড়ার অত্যন্ত বুক ধড়্‌ফড়্ করার সঙ্গে বুকে অত্যন্ত চাপ্‌বোধ, যেন সেখানে একটা কিসের চাব্‌ড়া রহিয়াছে, বুকের ভিতর অংশটা যেন আবদ্ধ, এই লক্ষণগুলি থাকিলে—এম্ব্রাগ্রিসিয়া উপকারী।

বৃদ্ধি—উষ্ণ পানে, উত্তপ্ত গৃহে, প্রাতে, বহুলোক সমাগমে, সঙ্গীতে।

উপশম—আহারান্তে, ঠাণ্ডা বায়ুতে, ঠান্ডা পানাহারে, ধীরে ধীরে বেড়াইলে, আক্রান্ত অংশ চাপিয়া শুইলে।

পরবর্ত্তী ঔষধ—লাইকো, পল্‌স, সিপি, সল্‌ফ।

ক্রিয়ানাশক—ক্যাম্ফর, কফি, নক্স, পল্‌স, ষ্ট্যাফি।

ক্রিয়া স্থিতিকাল—৪০ দিন। ক্রম—৬—৩০ শক্তি।

ফরমূলা—চূর্ণ—৭, টিংচার—৪।

এমন্ বেঞ্জোয়িকাম (Ammon Benzo)

(বেন্‌জোয়েট-অফ-এমোনিয়া)—ইহা গেঁটেবাত, শোথ, উদরী, ন্যাবা ও প্রস্রাবের পীড়ায় উপকারী।

বাত—গেঁটেবাত, ইহাতে গাঁট সকল ফুলিয়া লালবর্ণ হয়, অত্যন্ত যন্ত্রণা, দক্ষিণ বৃদ্ধাঙ্গুলির বাতেও অন্যান্য অঙ্গুলির সন্ধি-বাতেও ইহা উপকারী।

শোথ ও উদরী—(Dropsy)—যে সকল ব্যক্তির প্রস্রাবে এল্‌বুমেন (Albumen) থাকে, প্রস্রাব অত্যন্ত অল্প পরিমাণে হয়, প্রস্রাব ধরিয়া রাখিলে ভিতরে ধোঁয়ার মত পদার্থ দেখিতে পাওয়া যায়, অত্যন্ত কটু গন্ধ থাকে, প্রস্রাব কখনও কখনও লালবর্ণ হয় এবং লালবর্ণের ঘন তলানি পড়ে, তাহাদের পীড়ায় ও শোথে ইহা অধিক উপকারী।

ন্যাবা (Jaundice)—পিত্তের ক্রিয়া আবদ্ধজনিত ন্যাবা, তাহাতে ফুলিয়া পড়িলে এবং তাহার সহিত প্রস্রাবের কটু গন্ধ থাকিলে ইহা বিশেষ উপকারী। শিশু-লিভারের শেষ অবস্থায় লিভার সঙ্কুচিত হইয়া শোথ দেখা দিলে পীড়া প্রায় সাংঘাতিক হইয়া উঠে, এরূপস্থলে এই ঔষধ ধৈর্য্যের সহিত ব্যবহার করিলে উপকার হইবার সম্ভাবনা।

সদৃশ (Complements)—এপিস, আর্ণিকা, ওপিয়ম, টেরিবিন্থ, কার্ব্বো-ভেজ, ক্যালি-কার্ব্ব।

ক্রম (Potency)—৩ × —৬ × বিচূর্ণ। ফরমূলা—৭।

এমন কার্ব্বনিকাম (Ammon Carb.)

(স্মেলিং সল্ট)—প্রায় সমপরিমাণে চুণ ও নিশাদল একত্রে মিলাইয়া লইলেই এমন-কার্ব্ব প্রস্তুত, ইহা শিশির মধ্যে কর্ক বন্ধ করিয়া রাখিতে হয়, মাথাধরায় বা মূর্চ্ছার সময় ইহার ঘ্রাণ লইতে দিলে অনেকটা উপকার পাওয়া যায় (এমিল-নাইট্রেট-θ)। রক্তস্রাবপ্রবণ ধাতু, দেখিতে বেশ হৃষ্টপুষ্ট, স্থূলোদর অথচ দুর্ব্বল, যাহারা অধিক পরিশ্রম করিতে পারে না, অলসভাবে জীবন যাপন করে, ইহা তাহাদেরই উপযুক্ত ক্ষেত্র। যে সকল স্ত্রীলোক সর্ব্বদা সুগন্ধ এমোনিয়া ব্যবহার করে, তাহাদের এবং কফপ্রধানা স্ত্রীলোকদের পক্ষে ইহা উপকারী।

এমন-ব্রোম—আক্ষেপিক কাশিতে ব্যবহার্য্য।

এমন-কার্ব্ব—রক্তের উপর ক্রিয়া প্রকাশ করিয়া রক্তকে তরল করে, লাল রক্ত-কণিকা নষ্ট করে, রক্ত পচে, তাহার ফলে রক্ত উঠিতে আরম্ভ হয়, রোগী দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। গ্যাংলিয়োনিক-নার্ভাস সিষ্টেমের মধ্য দিয়া কিছু সময়ের জন্য হৃৎপিণ্ডের কিম্বা ধমনীর ক্রিয়া বর্দ্ধিত হয়। পাকস্থলী, অন্ত্র ফুসফুস-আবরণীয় পরদাদিতে (mucus-lining-য়ে) রক্তাধিক্য ও তাহার প্রদাহ হয়।

চরিত্রগত লক্ষণ ঃ—

১। শিশু স্নান করিতে চাহে না (এন্টিম ক্রুড, সলফারের মত); ২। ঘুমাইলেই হঠাৎ শ্বাসবন্ধের মত হওয়া তজ্জন্য তাড়াতাড়ি উঠিয়া পড়া (গ্রিণ্ডেলিয়া, ল্যাকসিসের মত); ৩। প্রাতে হাত মুখ ধুইবার সময় নাক দিয়া রক্তপড়া (আর্ণিকা, ম্যাগ্নেসিয়া-কার্ব্বের মত); ৪। রাত্রিতে নাক সাঁটিয়া ধরা ও অনেকদিন পর্য্যন্ত দুই বা এক নাক দিয়া জলের মত তরল সর্দ্দি ঝরা ; ৫। ব্রঙ্কাইটীস ও ব্রঙ্কো-নিমোনিয়া ; ৬। ঋতুস্রাব আরম্ভ হইলেই কলেরার মত লক্ষণ প্রকাশিত হওয়া (বোভিষ্টা, ভেরেট্রেমের মত); ৭। রাত্রি ৩। ৪ টা হইতে গলা সুড়সুড় করিয়া কাশি (ক্যালি-কার্ব্বের মত); ৮। সাংঘাতিক আরক্ত-জ্বর বা তাহার মত শরীর লালবর্ণ হওয়া (এলান্থাসের মত); ৯। এক্সাইসিমা, ইউরিমিয়া; ১০। দুই এক ধাপ সিঁড়িতে উঠিতে কিম্বা একটুমাত্র পরিশ্রম করিলেই বুক ধড়ফড় করা ও হাঁপাইতে থাকা; ১১। ঋতু খুব শীঘ্র শীঘ্র আরম্ভ ও স্রাব অধিক পরিমাণে হয়, তৎসহ কলিক বেদনা।

কাশি—ক্রণিক-ব্রঙ্কাইটিস ও পুরাতন সর্দ্দি কাশি, বুকে সর্দ্দিভরা, গলা সাঁই সাঁই করিতেছে অনবরত কাশিও হইতেছে ; কিন্তু কিছুই উঠে না, যদিও একটু উঠে তাহা অতি কষ্টে, কাশির বৃদ্ধি প্রায় রাত্রি ৩। ৪ টার সময় গলা সুড়সুড় করে, কাশিতে কাশিতে দম আটকাইয়া যায়, মুখ দিয়া কখনও কখনও রক্ত উঠে। যক্ষ্মা-কাশির প্রথম অবস্থায়—উপরোক্ত লক্ষণসহ মজ্জাগত-জ্বর (hectic fever), রক্ত উঠা এবং তৎসঙ্গে রোগীর অত্যন্ত দুর্ব্বলতা দেখা দিলে ইহাতে বিশেষ উপকার হয়। ব্রঙ্কো-নিমোনিয়া—এন্টিম ও হিপারে উপকার না হইলে ইহাতে উপকার হইবে।

ফুসফুসের পীড়া—উপরোক্ত প্রকারের কাশি ও মজ্জাগত জ্বরের ন্যায় জ্বর। অতিশয় দুর্ব্বলতাসহ হৃৎপিণ্ডে রক্ত জমিবার উপক্রম তাহাতে জোরে জোরে নিশ্বাসফেলা ও বুক ধড়ফড়ানি থাকিলে ইহাতে বিশেষ উপকার হয়, তদ্ভিন্ন—বুকে ভারবোধ ও বেদনা থাকে এবং বুকে গোলার মত কি একটা পদার্থ ঠেলিয়া উঠে। এমন-কার্ব্বে—রাত্রিতে রোগীর নাসিকা বন্ধ হইয়া যায়, তজ্জন্য রোগী মুখ দিয়া নিশ্বাস ফেলে কিম্বা ঘুমাইতে ঘুমাইতে দম বন্ধ হইয়া উঠিয়া পড়ে। স্যাম্বুকাস, লাইকো, নক্স ও ষ্টিকটা ইত্যাদি ঔষধও এখানে স্মরণ করিবেন।

কলেরা—কলেরার শেষ (ইউরিমিক) অবস্থায় হৃৎপিণ্ডে রক্ত জমিয়া (embolism) হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া লোপ হইয়া অনেক রোগীর মৃত্যু হয়, এরূপস্থলে—এমন কার্ব্বে অনেকটা পরিমাণে উপকার পাওয়া সম্ভব। এতদ্ভিন্ন ইউরিমিয়ায়—যখন রোগী অচৈতন্য থাকে, গলা ঘড়্ঘড়্ করে যেন কিছু শূন্য হাত বাড়াইয়া ধরিতে যায়, সেই সঙ্গে ঠোঁট মুখ ও সমস্ত শরীর নীলবর্ণ হয়, সে স্থলেও—এমন-কার্ব্ব প্রয়োগে উপকার হইতে পারে, এ অবস্থা কলেরার একটি ভয়াবহ অবস্থা।

রজঃস্রাব—ঋতু অবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে যদি কাহারও বাহ্যে-বমি ইত্যাদি বা ওলাউঠার লক্ষণসমূহ প্রকাশ পায়—এমন-কার্ব্বই একমাত্র মহৌষধ। বাধক-বেদনায়—ঋতু পরিমাণে অধিক হয়, ঋতুর পূর্ব্বে পেটে খুব জোরে বেদনা থাকে ; আবার স্রাব কমিলে পুনরায় সেই প্রকার বেদনা প্রকাশ পায়। রক্তের রঙ্ কাল, রক্ত চাপ্ চাপ্, ঋতু খুব শীঘ্র শীঘ্র হয়। ঋতুকালে—পেটে ও কোমরে অত্যন্ত বেদনা থাকে, শ্বেত-প্রদরস্রাবের বৃদ্ধি হয়। প্লাটিনায়—যতদিন রক্তস্রাব থাকে, ততদিনই যেন বেদনা থাকে। সিমিসিফিউগায়—যতই রক্তস্রাব হইতে থাকে ততই যেন বেদনা বাড়ে। এমন-কার্ব্বে—প্রতিমাসে ঋতুকালে কাহারও কাহারও রক্তবাহ্যে হয়।

শ্বেত-প্রদর—পরিমাণে খুব বেশী, যেস্থানে লাগে সেস্থান হাজিয়া যায় ও জ্বালা করে, স্রাবে এমোনিয়ার গন্ধ থাকে।

পুংজননেন্দ্রিয়ের পীড়া—স্পার্মাটিক-কর্ডের এবং অণ্ডকোষের বেদনা ও টাটানি, অনিচ্ছায় লিঙ্গোদগমও শুক্রক্ষরণ হয়।

সেরিব্রো-স্পাইন্যাল-মেনিন্জাইটীস—(ইহার প্রধান লক্ষণসমূহ মৎকৃত "প্র্যাকটিসনার্স গাইড" দেখুন)। এই পীড়ার প্রথম অবস্থায় পীড়া হঠাৎ বৃদ্ধি পাইয়া যখন রোগী রোগ-বিষে অজ্ঞান আচ্ছন্ন হইয়া পড়ে, সর্ব্বাঙ্গ ঠাণ্ডা হয়, ঠোঁট ও শরীর নীলবর্ণ এবং নাড়ী অত্যন্ত দুর্ব্বল হয়, প্রতিক্রিয়ার (reaction) আশা

থাকে না, তখন এমন-কার্ব্ব প্রয়োগে প্রতিক্রিয়াশক্তি জাগ্রত ও পীড়া আরোগ্যের পথে অগ্রসর হয় সিমিসিফিউগা অধ্যায় দেখুন)।

নাসিকা দিয়া রক্ত পড়া (Epistaxis)—প্রাতঃকালে হাত, চোখ-মুখ ধুইবার সময় কিম্বা আহারের পর নাক দিয়া বিশেষতঃ বাম নাক দিয়া রক্ত বাহির হয়, তদ্ভিন্ন নাকে মামড়ি পড়ে, নাকে ঘা হয়, মামড়ির সহিত রক্ত মিশ্রিত থাকে। পুরাতন পিনাস।

মাথাঘোরা—প্রাতে বিছানা হইতে উঠিলেই মাথা ঘোরে, বোধ হয় যেন মস্তিষ্কের বাঁধন নাই, আলগা, মাথা যেদিকে ঘুরায় যেন সেই পাশেই পড়িয়া যায় (ককুলাস অধ্যায় দেখুন), মস্তিষ্কের আসন্ন পক্ষাঘাত।

চক্ষুর পীড়া—সেলাই ইত্যাদি কোনও সূক্ষ্ম কার্য্য করিয়া দৃষ্টিশক্তির হ্রাস, চক্ষু জ্বালা করে, আলোর দিকে তাকাইতে পারে না, সাদা বস্তুর-মধ্যে হলদে দাগ দেখে। চক্ষুর উপর পাতায় আঞ্জিনা।

চর্ম্মপীড়া—স্কার্লেটিনা, এমন কি সাংঘাতিক প্রকারের পীড়াতেও ইহার দ্বারা উপকার হয়। সঞ্জীবনী-শক্তির দুর্ব্বলতা নিবন্ধন কখনও উদ্ভেদ নির্গত হইতে না পারিলে ইহা উদ্ভেদ নির্গমনে সহায়তা করে। ফোস্কার মত উদ্ভেদ তাহাতে জ্বালা ও চুলকানি। হামরোগের উদ্ভেদ পৃথক পৃথক বহির্গত না হইয়া লেপামত হয়, শরীর লালবর্ণ দেখায়।

প্রস্রাব—সর্ব্বদাই প্রস্রাব করিবার ইচ্ছা রাত্রিতে অসাড়ে প্রস্রাব হয়। প্রস্রাব—সাদা, রক্তমিশ্রিত, পরিমাণে অধিক, ঘোলা, দুর্গন্ধ, তলানিতে বালীর মত পদার্থ। প্রস্রাব বন্ধের নিমিত্ত বিকার-রোগ (ইউরিমিয়া)।

আঁতুড়ে শিশুর পীড়া—পোয়াতি এবং শিশু সূতিকাগারে দরজা জানালা বন্ধ করিয়া থাকিবার নিমিত্ত কয়লার ধুমে কার্ব্বণ গ্যাস উৎপন্ন হইয়া কখনও অজ্ঞান হইয়া পড়িলে—এমন-কার্ব্ব সেবনে বিশেষ উপকার হইবে (প্রসবের পরই শিশু অজ্ঞান—একোনাইট—১ ×)।

অর্শ—মল অত্যন্ত শক্ত, গাঁট্-গাঁট্, কষ্টে বাহির হয়, রক্তস্রাবীর অর্শ—ঋতুকালীন বৃদ্ধি, মলদ্বার চুলকায়, বাহ্যের সময় বলী বাহির হইয়া পড়ে, বাহ্যের পর অত্যন্ত যন্ত্রণা হয়। (Flatulent hernia)।

স্বপ্ন—ভূত, প্রেত ও মৃতব্যক্তির স্বপ্ন, নিদ্রিতাবস্থায় শ্বাসবদ্ধভাব হইয়া উঠিয়া পড়ে।

উপরোক্ত পীড়াদি ভিন্ন, এমন-কার্ব্ব—পচা বিশ্রী দুর্গন্ধযুক্ত গলক্ষত, প্যারাটাইটীস, নিশ্বাসের সহিত গলায় ঘড়ঘড় শব্দ (ওপিয়ম), মস্তিষ্কের পক্ষাঘাত হইবার সূচনা, হৃৎপিণ্ডের বিবর্দ্ধন, বুক ধড়ফড়ানি, ক্রণিক-ব্রঙ্কাইটীস, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্রণের মত উদ্ভেদ (miliary rash)—তাহাতে শরীর লালবর্ণ দেখানো ইত্যাদি পীড়াগুলির মহৌষধ। এমোনিয়া— বাহ্যিক ব্যবহারে পতঙ্গাদির দংশন যন্ত্রণা নিবারিত হয়।

বৃদ্ধি—শীতল বায়ুতে বর্ষাকালে, ভিজা পুলটীসে, স্নানে, ঋতুকালে, ভোর ৩/৪ টার মধ্যে।

উপশম—আক্রান্ত ও বেদনাযুক্ত পার্শ্বে কিছুক্ষণ শয়নে, শুষ্ক বায়ুতে, গ্রীষ্মকালে।

পরবর্ত্তী ঔষধ—বেল, ব্রায়ো লাইকো, পল্‌স, ফস্‌, রস্‌, সল্ফ।
ক্রিয়া ব্যাঘাতক (inimical)—ল্যাকেসিস।
ক্রিয়ানাশক (antidote)—আর্ণিকা, হিপার, ক্যাম্ফর।
ক্রিয়া স্থিতিকাল—৪০ দিন। ক্রম—৬—২০০ শক্তি।
ফরমুলা—টিংচার—৫-এ, বিচূর্ণ—৭।

এমন্‌ কষ্টিকাম (Ammon Caustic)

(একোয়া-অফ-এমোনিয়া)—ইহার একটি প্রধান লক্ষণ—নাক দিয়া জ্বালাযুক্ত হাজাকারক তরল-স্রাব নির্গত হয়। ষ্টার্ণমের (বুকের মাঝের হাড়ের) পিছনে জ্বালা ও বেদনা থাকে।

শ্বাসপথের দ্বারাই হউক কিম্বা মুখ দিয়া গ্রহণ করিয়াই হউক ইহার দ্বারা মিউকাস-মেম্ব্রেণের ইরিটেসন হয়, তাহাতে মেম্ব্রেণ ফোলে, ক্ষত হয়।

শ্বাসনলীর মুখে আক্ষেপ (Spasm of the glottis)—বেশীর ভাগ শিশুরাই এই পীড়ায় অধিক আক্রান্ত হয় এবং তাহাদেরই পীড়া অধিক ভয়াবহ হইয়া উঠে। পীড়া হঠাৎ আক্রমণ করে এবং কয়েক সেকেণ্ড হইতে ২। ১ মিনিটকাল মাত্র স্থায়ী হয় ; শিশু কিছু সময়ের জন্য ভাল থাকে; আবার আক্রান্ত হয়, এইরূপে পুনঃ পুনঃ আক্রান্ত হইতে থাকে। আক্রান্ত হইবার সময় গলার মধ্যে একপ্রকার সোঁ সোঁ (whistling crowing) শব্দ হইতে থাকে, শ্বাসনলী রুদ্ধ হইয়া যাওয়ার মত হয় কিম্বা অল্প সময়ের জন্য একেবারে শ্বাস-প্রশ্বাস বন্ধ হইয়া যায়, ছেলে আঁকুপাঁকু করে। এই পীড়ায়—ব্রোমিয়ম, স্পঞ্জিয়া, কুপ্রম, মস্কাস, ইপি, ল্যাকে, স্যাম্বু প্রভৃতির ন্যায়—এমন্‌-কষ্টিকামও একটি প্রধান ঔষধ, ইহাতে খুব জোরে নিশ্বাস টানিলে বুকে ও অন্ননলীপথে বেদনা অনুভব হয়।

বমন—প্রবল বমি—নাক মুখ দিয়া নির্গত হয়।
মল—পুনঃ পুনঃ বেগ, মলে শুধু রক্ত, অত্যন্ত কোঁথানিসহ রক্তাক্ত মল।

এমন-কষ্টিকাম—স্বরভঙ্গ (aphonia), লেরিংসের অর্থাৎ স্বরযন্ত্রের প্রদাহ, তৎসহ অত্যন্ত দুর্ব্বলতা, গলায় জ্বালা এবং অত্যন্ত টাটানি বেদনা আলজিবে শ্লেষ্মা জড়াইয়া থাকা ইত্যাদি উপসর্গগুলিরও সুন্দর ঔষধ।

মূর্চ্ছা, হৃৎপিণ্ডের অবসন্নতা (syncope), বুকে রক্তের চাপ বাঁধিয়া রক্ত আটকান (thrombosis), রক্তস্রাব, কাঁধের পেশীবাত, ব্রঙ্কাইটীসে অত্যধিক সর্দ্দি নির্গমন, সর্পাঘাত প্রভৃতিতেও ইহা উপকারী।

ক্রম—৩য় শক্তি। ফরমূলা—৫-এ।

এমন্ মিউরিয়েটিকাম (Ammon Mur.)

(নিযাদল)—ইহা স্থূলকায় ব্যক্তি অথচ হস্তপদাদি শীর্ণ এরূপ লোকের পীড়ায় উপযোগী। সচরাচর সর্দ্দি, কাশি, জ্বর, কোষ্ঠবদ্ধ ইত্যাদি কয়েকটী পীড়াতেই প্রায় ব্যবহৃত হয়। ইহাতে মস্তক ও বক্ষের পীড়া—প্রাতঃকালে, পেটের পীড়া—অপরাহ্নে এবং শাখাঙ্গের বেদনা-যন্ত্রণা, চর্ম্ম ও জ্বরের লক্ষণাদি—সায়াহ্নে বৃদ্ধি হয়।

এমন-মিউরের রোগীর প্রায়ই লিভারের পুরাতন কন্‌জেস্‌সন থাকে। তাহাতে প্রায়ই কোষ্ঠবদ্ধ হয়, পেট, গড়্‌গড়্ করিয়া ডাকে, মলদ্বার দিয়া বায়ু নিঃসরণ হয়।

সর্দ্দি-কাশি—জলের মত তরল সর্দ্দি নাক দিয়া নির্গত হয়, তাহাতে ঠোঁট হাজিয়া যায় (এলিয়ম-সিপাতেও এই লক্ষণটি আছে), রাত্রিতে প্রায় দুইটি নাকই সাঁটিয়া বা বন্ধ হইয়া থাকে, আবার কখনও দিবসে এক নাক ও রাত্রিতে দুই নাক বন্ধ হইয়া যায়। ইহাতে রোগী বুকে অত্যন্ত জ্বালা ও ভারবোধ এবং ব্রঙ্কো-নিমোনিয়ায় ও পুরাতন সর্দ্দি-কাশির পীড়ায় বুকের উপরিভাগে ও দুই কাঁধের মধ্যস্থলে ঠাণ্ডাবোধ করে। কাশির পীড়ায়—রোগী অত্যন্ত কাশে, গলার স্বর বন্ধ হইয়া যায়, গলার ভিতর জ্বালা ও সড়্‌সড়্ করে এবং টাটানি ব্যথা হয়। কাশি দিনে কিছু সরল; কিন্তু রাত্রিতে শুষ্ক থাকে। এমন-মিউরে—সর্দ্দি সাধারণতঃ তরল ও ঘড়্‌ঘড়ে, প্রচুর পরিমাণে চটচটে আঠার মত গয়ার উঠে। কাশি—চিৎ হইয়া ও ডানপাশে শুইলে বাড়ে। বুকে খাদ্য প্রভৃতি কিছু আট্‌কাইয়া থাকার মত চাপ্ বোধ করে।

কোষ্ঠবদ্ধ—দুরারোগ্য মলকাঠিন্য, মল এত শুষ্ক ও কঠিন যেন গুঁড়া হইয়া বাহির হয়, মূত্র নির্গমনকালে অত্যন্ত কোঁথ দিতে হয়, পেটে খুব বায়ু জমে, পেট গড়্‌গড়্ করে ও বায়ু নিঃসৃত হয়, মল কখনও কখনও আমশ্রিত (কষ্টিকামে—মলের গায়ে চর্ব্বির মত আম জড়াইয়া থাকে)।

ঋতুস্রাব—দিনে ঋতুস্রাব প্রায় একেবারেই থাকে না ; কিন্তু রাত্রিতে বেগে স্রাব হয়। ক্রিয়োজোটে—যখন রোগী শয়ন করিয়া থাকে তখন রজঃস্রাব হয়; কিন্তু উঠিয়া বসিলে কিম্বা চলিয়া বেড়াইলে বন্ধ হইয়া যায়। লিলিয়মে—কেবলমাত্র চলিয়া ফিরিয়া বেড়াইলে স্রাব বাড়ে। ম্যাগ্নেসিয়া কার্ব্বে—চলাফেরা করিলে স্রাব বন্ধ হয় ; কিন্তু রাত্রিতে শুইলেই বাড়ে। এমন-মিউরে—প্রচুর পরিমাণে খুব শীঘ্র শীঘ্র রজঃস্রাব এবং রাত্রিতে উহা বৃদ্ধি হয়, ঋতুকালে পেট ফোলা থাকে ও কখনও কখনও রক্ত-বাহ্যে হয়। ক্যাক্টিসে—স্রাব শুইলেই বন্ধ হয়; কিন্তু বসিলে বা নড়াচড়া করিলে পুনরায় দেখা দেয়, তৎসহ কিছু না কিছু বুকের দোষ থাকে।

শ্বেত-প্রদর—স্রাব পরিমাণে অত্যন্ত অধিক, ডিমের শ্বেতাংশের মত ঘন্ হড়্‌হড়ে ও সাদা (এলিউমিনা, বোরাক্স, কাল্-ফস), স্রাব নির্গমনের পূর্ব্বে নাভীর স্থানে বেদনা থাকে। ইহাতে প্রত্যেকবার প্রস্রাবের পর শ্লেষ্মার মত বেদনাশূন্য স্রাব নির্গত হয়।

অর্শ—মলদ্বারে ক্ষতের মত বেদনা, হুলফোটান-ব্যথা ও জ্বালা—মলত্যাগের অনেকক্ষণ পর পর্য্যন্ত থাকে (ইস্কিউ, সল্‌ফ, র‍্যাটানহিয়া)।

সবিরাম-জ্বর—এক সপ্তাহ অন্তর একদিন শীত দিয়া জ্বর আসিয়া ঘাম দিয়া ছাড়িয়া যাইলে—এমন-মিউর উপযোগী। শীতাবস্থায়—অত্যন্ত শীত, গায়ের কাপড় খুলিতে পারে না, আধঘন্টা অন্তর পর্য্যায়ক্রমে শীত ও উত্তাপ, কোমরে ব্যথা। উত্তাপাবস্থায়—অত্যন্ত পিপাসা, তাপের সঙ্গেও আবার আধঘন্টা অন্তর পর্য্যায়ক্রমে তাপ ও ঘাম হয় ; ঘর্ম্মাবস্থায়—পর্য্যায়ক্রমে ঘাম ও তাপ থাকে, খুব ঘাম হয়, পিপাসা থাকে না।

হিক্কা—অত্যন্ত কষ্টকর হিক্কা, হিক্কার সময় বুকে বেদনা, এই লক্ষণে ইহার—৩ × হইতে ৩য় শক্তিতে সম্ভবতঃ উপকার হয় (তজ্জন্য ঔষধের নিমিত্ত—নক্স-ভমিকা অধ্যায়ে হিক্কা দেখুন)।

সায়েটিকা—সায়েটিকায় পায়ে টেনে খেঁচে ধরার মত বেদনা, স্থির হইয়া বসিয়া থাকিলে বৃদ্ধি, চলাফেরায় বা দাঁড়াইলে কতকটা উপশম এবং শুইলে সম্পূর্ণ উপশম হয়। কোমরের বেদনাযুক্ত শক্তভাব (stiffness) উহা বসিলে কিম্বা বসিয়া সোজা হইয়া দাঁড়াইলে বৃদ্ধি হয়, কোমরে ও স্যাক্রম-অস্থির স্থানে যেন কেহ মারিয়াছে এরূপ বেদনা। অন্য প্রকারের বাতে আক্রান্তস্থানে খেঁচিয়া টানিয়া ধরার মত বেদনা থাকিলেও উপকারী। মেরুপুচ্ছে (coccyx) বেদনা, বসিতে পারে না, নিদ্রাকালে যন্ত্রণা বৃদ্ধি হয়। বাম উরুতে বেদনা, বসিলে হাড়ের ভিতরেও বেদনা অনুভব করে।

আঘাতজনিত পীড়া—আর্ণিকা দেখুন।

নিউর‍্যাল্‌জিয়া—হাত, পা, আঙ্গুল ইত্যাদি কোনও শাখাঙ্গ ছেদন (amputation) করিবার পর অবশিষ্ট অনাক্রান্ত অংশের স্নায়ুশূল-বেদনা ও পায়ের গোড়ালিতে ক্ষত হইয়া তথায় কাটা-ছেঁড়ার বা হুলফোটানোর মত বেদনা হইলে এবং সেই বেদনা রাত্রিতে অত্যন্ত বৃদ্ধি ও ঘর্ষণে উপশম বোধ করিলে—এমন-মিউরে উপকার হইবে।

টন্‌সিলাইটিস—টনসিল ফোলে, দপ্‌দপ্ করে, গিলিতে পারে না।

পরবর্ত্তী ঔষধ—এন্টিম-ক্রুড, মার্ক, ফস, পল্‌স, রস।

ক্রিয়ানাশক (antidote)—কফি, হিপার, নক্স, ক্যাম্ফর, ভিনিগার।

ক্রিয়া স্থিতিকাল—২০—৩০ দিন।

ক্রিয়া—৬—২০০। ফরমূলা—বিচূর্ণ—৭, টিংচার—৫-এ।

এমন্ ফস্ফরিকাম (Ammon Phos.)

(ফস্‌ফেট-অফ্-এমোনিয়া)—বাতরোগের কিছু পুরাতন অবস্থায় অনেক স্থলে এই ঔষধে উপকার হয়, প্রথম আক্রমণকালীন তরুণ প্রদাহে ইহা আদৌ উপযোগী নহে।

বাত—গেঁটে-বাত (gout), বিশেষতঃ আঙ্গুলের গাঁটে বাত, গাঁটে ছোট ছোট টিবলীর মত ফোলা (nodositis), গাঁটের বিকৃতি হয়। এমন-ফসের প্রস্রাবে গোলাপী রঙ্গের সেডিমেন্ট (তলানি) পড়ে।

ডাঃ ফ্যারিংটন বলেন—এই ঔষধটি কখনও পীড়ার তরুণ অবস্থায় এবং বেদনা যন্ত্রণা কমাইবার নিমিত্ত ব্যবহার করিবে না, তবে যখন গাঁটে খড়িগুঁড়ার মত একপ্রকার সাদা পদার্থ (concretions urate of soda) জমে, পীড়া ধাতুগত হইয়া দাঁড়ায়, আক্রান্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বাঁকিয়া বিকৃত অবস্থা ধারণ করে, তখনই ইহা ব্যবহারের উপযুক্ত সময়।

স্কন্ধ সন্ধিতে বেদনা, বুকের চারিপাশে যেন শক্ত করিয়া বাঁধা, শরীর যেন একটা ভারী বোঝা, চলিতে পা ঠিক স্থানে না পড়া, মুখের পক্ষাঘাত, সামান্যমাত্র ঠাণ্ডা বাতাস লাগিলেই—ঠাণ্ডা লাগা, প্রাতে হাঁচি তৎসহ নাক চোখ দিয়া অবিশ্রান্ত জল পড়া, কাশিতে সবুজ রঙের গয়ার উঠা ইত্যাদি উপসর্গে ও পীড়াতে ইহা ব্যবহার্য্য।

ক্রম—৩ × বিচূর্ণ। ফরমূলা—৭।

এমন্ পিক্রেটাম (Ammon Picratum.)

(পিকরেট্-অফ-এমোনিয়া)—পুরাতন জ্বর, ম্যালেরিয়া, হুপিং-কাশি এবং সময়ে সময়ে আবির্ভাবশীল মাথাধরা ইত্যাদি কয়েকটি পীড়ায় ইহা বিশেষ উপকারী, পরীক্ষা প্রয়োজন।

শিরঃপীড়া—প্রায় ২/৫ দিন অন্তর একপ্রকার মাথাধরা আরম্ভ হইয়া রোগীকে অত্যন্ত কষ্ট দেয়, স্ত্রীলোকদিগের ঋতুর পূর্ব্বে ও পরে অত্যন্ত কষ্টদায়ক মাথাধরা। এতদ্ভিন্ন—neurasthenia এবং যাহারা অত্যধিক শারীরিক ও মানসিক পরিশ্রম করিয়া অত্যন্ত ক্লিষ্ট হইয়া পড়িয়াছে, মস্তিষ্ক অত্যন্ত দুর্ব্বল, হাত পা কাঁপে, সামান্য একটু পরিশ্রমেই মাথা ধরে, নিদ্রা একেবারে হয় না, কখনও অতিনিদ্রা ; কিন্তু তাহাতেও মনে স্ফুর্তি পায় না, শরীর যেন ক্রমশঃ নিস্তেজ হইয়া পড়ে, ইহা তাহাদের পক্ষেও উপযোগী। অক্সিপিট্যাল্ প্রদেশের অর্থাৎ ঘাড়ের (ডানদিকে অধিক) বেদনার ইহা মহৌষধ, এই বেদনা সময়ে সময়ে কাণে ও চক্ষুতে যায়।

সবিরাম-জ্বর—মজ্জাগত জ্বর, জ্বর কিছুতেই ছাড়ে না। উহা একপ্রকার ম্যালেরিয়া শ্রেণীভুক্ত, অনেকেই বলেন উহাতে—এমন্ পিক্রেটাম উপকারী।

ক্রম—৩—৬ × বিচূর্ণ। ফরমূলা—৭।

এমিল নাইট্রোসাম (Amyl Nitrosum)

(এমিল, এল্‌কোহল ও নাইট্রিক-এসিড—এই ৩টীতে রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় প্রস্তুত)। ক্রিয়া—ইহার অতি অল্প মাত্রাতেই ভ্যাসোমোটর নার্ভসমূহের পক্ষাঘাত এবং ক্যাপিলারি-শিরা ও আর্টারিসমূহ প্রসারিত ও শিথিল হয়, তাহাতে শরীরের উদ্বেগ, মুখ চোখ লালবর্ণ, হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া গোলমেলে হয়। ইনফ্লুয়েঞ্জার পরে ও কোনও জ্বরাদি পীড়ায় প্রচুর পরিমাণে ঘাম ও হিমাঙ্গ হইলে ইহা উপকারী।

ইহা আঘ্রাণ ও সেবন যে কোন প্রকারেই গ্রহণ করা হউক, ক্রিয়া অতি দ্রুত—এমন কি প্রায় আধ মিনিটের মধ্যেই হয়, কিন্তু আবার ক্রিয়া যেমন শীঘ্র শীঘ্র প্রকাশিত হয়, তেমন শীঘ্র শীঘ্র নষ্টও হইয়া যায়, অতএব হোমিওপ্যাথিতে ইহা প্রয়োগ করিতে হইলে খুব ঘন ঘন প্রয়োগ করা উচিত। এমিল-নাইট্রেট—[illegible], খুব সাবধানে রাখিতে হয়, কারণ সামান্য শৈত্য বা উত্তাপেই ইহার গুণ নষ্ট হয় এবং কর্পূরের মত উবিয়া যায়।

মৃগীরোগ (Epilepsy) —এই পীড়ায় যখন রোগীর অজ্ঞানভাবের সহিত খেঁচুনি হয়, তখন ইহার—৪, ৫/৭ ফোঁটা রুমালে ঢালিয়া কিম্বা শিশি নাকের গোড়ায় ধরিলে খেঁচুনির হ্রাস হয়। প্রকৃত এপিলেপ্সিতে ফিট হইবার একটু পূর্ব্বে—অরা (শরীরের মধ্যে একপ্রকার সড়্সড়ানি) অনুভূত হয়, অতএব রোগী সেই সময়ে যদি পুনঃ পুনঃ এমিল-নাইট্রেটের ঘ্রাণ গ্রহণ করে, তাহা হইলে সম্ভবতঃ তখন পীড়া আক্রমণের হাত হইতে রক্ষা পাইতে পারে ([illegible]এবসিন্থিয়াম দেখুন)। এনজাইনা-পেক্টোরিস (হৃৎশূল-বেদনা) ও সর্দ্দি-গর্ম্মী প্রভৃতি পীড়াতেও উক্ত প্রকারে এমিলের ঘ্রাণ লইলে উপকার হয়।

হিক্কা (Hiccough)—দুর্দ্দমনীয় হিক্কা কিছুতেই না কমিলে ইহার ঘ্রাণ লইতে দিবেন (নক্স দেখুন)। আভ্যন্তরিক—৬—২০০ শক্তি।

শিরঃপীড়া—একপ্রকার স্নায়বিক ধরণের নিউর‍্যালজিক-শিরঃপীড়া উহা হঠাৎ আরম্ভ হয়, রোগীর মুখ চোখ লালবর্ণ হইয়া উঠে, শ্বাসকষ্ট হয়, শ্বাস-প্রশ্বাসের কষ্টের জন্য যেন খাবি খাইতে থাকে। আর এক প্রকারের শিরঃপীড়া, ইহা প্রাতঃকালে ৬টা হইতে আরম্ভ হইয়া মধ্যাহ্নে অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়া সন্ধ্যা হইতে কম পড়ে, এমিল-নাইট্রেট তাহাতেও উপকারী। পুনঃ পুনঃ ইহার আঘ্রাণে আধকপালে মাথাব্যথার উপশম হয়।

স্ত্রী-পীড়া—যেখানে দেখিবেন ঋতু অনেক বিলম্বে হয় ; ঋতুস্রাব আরম্ভ হইয়া—মাত্র এক আধ দিন স্থায়ী হয় কিম্বা ঋতু একেবারে বন্ধ অথবা অনিয়মিত, ঋতু বন্ধ হইবার বয়সে ঋতু বন্ধ হইয়া শিরঃপীড়া, মাথা দপ্দপ্ করা, শরীরের ঊর্দ্ধাংশ ও মুখ চোখ সমস্ত লালবর্ণ হইয়া উঠা সর্ব্বদা আগুনের মত শরীর গরম অনুভব করা, মুখে ঘাড়ে ঘাম প্রভৃতি কতকগুলি কুলক্ষণ প্রকাশিত হয়, সেখানে ইহা প্রথমেই পরীক্ষা করিবেন। প্রসবের পর তড়কা খেঁচুনি তৎসহ অত্যন্ত রক্তস্রাব হইলে ইহার আঘ্রাণ দ্বারা উপকার হইতে পারে।

ধনুষ্টঙ্কার (Tetanus)—ইহা অতি সাংঘাতিক পীড়া, ইহাতে রোগী প্রায়ই মারা পড়ে (লক্ষণ—মৎকৃত "প্র্যাকটিসনার্স গাইড" ১ম খণ্ডে দেখুন), এই পীড়ায় যখন খেঁচুনি (ফিট) খুব ঘন ঘন হয়, একবারের প্রকোপ যাইতে না যাইতে আবার ফিট হয়, রোগী ধনুকের মত পিছনদিকে বাঁকিয়া পড়ে, পান আহার ইত্যাদি সমস্ত বন্ধ হয় তখন ইহা আভ্যন্তরিক—৩য় শক্তি সেবন করিলে এবং বাহ্যিক পুনঃ পুনঃ শোঁকাইতে দিলে উপকার হইতে পারে।

জ্বালা—আগুনে পুড়িয়া যাইবার মত গায়ে জ্বালা হয়, এক মিনিটও গায়ে কাপড় রাখিতে পারে না; শীতকালেও গায়ের কাপড় ফেলিয়া দিয়া দরজা

জানালা সমস্ত খুলিয়া রাখে, অতএব যেখানে—সলফার, সিকেলি, ন্যাট্রম-সল, ক্যাম্ফিকম, ক্যাম্ফার প্রভৃতি ঔষধে জ্বালার উপশম না হয় সেখানে ইহা পরীক্ষা করা উচিত।

হৃৎপিণ্ডের পীড়া—অত্যন্ত জোরে বুক ধড়ফড়ানি, বুকের ভিতর যেন কি লাফায়, বামদিকের স্তনের নিকট হাত দিয়া দেখিলেই উহা স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়, সেই সঙ্গে ক্যারোটিডের পাল্‌সেসন থাকে অর্থাৎ কাণের নীচের ধমনী ও গ্রন্থি দপ্‌ দপ্‌ করে। তদ্ভিন্ন—হৃৎপিণ্ড অত্যন্ত ভারীবোধ করা, হৃৎপিণ্ড টানিয়া খেঁচিয়া ধরা, দ্রুত হৃৎস্পন্দন, হৃৎপিণ্ডের চারিধারের ও হৃৎপিণ্ডে সর্ব্বদাই যন্ত্রণা অনুভব করা প্রভৃতি লক্ষণগুলিতে—এমিল-নাইট্রেট উপকারী। হার্টের হাইপার্ট্রফি ও এওর্টিক-ভল্‌ভের পীড়াতেও ইহাতে সাময়িক উপকার হয়।

সদৃশ—গ্লোনয়িন, ল্যাকে। প্রতিবিষ ঔষধ—ক্যাক্টস, ষ্ট্রিকনিন, আর্গটীন ক্রম—আভ্যন্তরিক সেবনের জন্য—৩য় শক্তি, ঘ্রাণ লইবার জন্য—0 মূল ঔষধ ৫/৬ ফোঁটা রুমালে ঢালিয়া ব্যবহার্য্য। ফরমূলা—৬-এ।

এনকার্ডিয়ম ওরিয়েন্ট (Anacardium .)

(ভেলা, রজকেরা ইহার দ্বারা কাপড়ে দাগ দেয়)—অম্লশুল, অজীর্ণ, কোষ্ঠবদ্ধ, গোদ, কুষ্ঠব্যাধি ইত্যাদিতেই ইহা ব্যবহৃত হয়। শরীরের কোনও স্থানে যেন কিছু বুজি দেওয়া (plug) আছে এবং স্মৃতিশক্তির হ্রাস, এই দুইটি ইহার—বিশেষ লক্ষণ। স্নায়ুপ্রধান হিষ্টিরিয়া গ্রস্তা স্ত্রী এবং বৃদ্ধ, চিত্তোন্মাদ ও অবসাদ বায়ুগ্রস্ত ব্যক্তিগণের পক্ষে ইহা অধিক উপকারী।

চরিত্রগত লক্ষণ ঃ—

১। অতিরিক্ত মানসিক চিন্তা করিয়া মস্তিষ্কের কোন পীড়া, হঠাৎ স্মৃতিশক্তির লোপ, প্রত্যেক বিষয় মনে করে যেন স্বপ্ন, সমস্ত কাজেই ভুল করে, তজ্জন্য সকল কাজেই অযোগ্য; ২। ক্রমাগত অভিশাপ দিতে ও শপথ করিতে ইচ্ছা ; ৩। নিজেকে ও অন্যান্য সকলকেই অবিশ্বাস ; ৪। মনে করে তাহার দুইটি ইচ্ছা—একটি করিতে বলিতেছে ও অন্যটি নিষেধ করিতেছে ; ৫। নিজেকে একটা ভূত প্রেত মনে করে ; ৬। অতি সামান্য বিষয়কে গুরুতর ও গুরুতর বিষয়কে তুচ্ছ বলিয়া হাস্য করে ; ৭। খুব তাড়াতাড়ি পান আহার করে ; ৮। পান আহারের সময়ে যেন গলা চাপিয়া ধরে, তাহাতে দমবন্ধের মত হয় ; ৯। ভীষণ কোষ্ঠবদ্ধ; ১০। হাত ও হাতের চেটোর উপর আঁচিল ; ১১। মৃতব্যক্তির কিম্বা অন্যের স্বর অনেক দূর হইতে শোনে, কে যেন ডাকিতেছে ও তাহার সহিত কথা কহে।

এনাকার্ডিয়মের কতকগুলি রোগী আছে তাহারা যেখানেই যায়—একপ্রকার ময়লা বা বিষ্ঠার গন্ধ অনুভব করে; নিজের কাপড়, শরীর যাহাই শোঁকে, তাহাতেই ময়লা বা যেন পাখীর বিষ্ঠার গন্ধ পায়। হাঁটিবার সময় মনে করে যেন কেহ পশ্চাতে আসিতেছে।

অম্লশূল-বেদনা (Colic)—পেটের বেদনা যদি পেট খালি হইলে ক্রমশঃ বৃদ্ধি এবং কিছু খাইলে নিবৃত্তি ও অল্প সময় পরে আবার বৃদ্ধি হয়; তাহা হইলে—এনাকার্ডিয়ম উচ্চশক্তি উপকারী (পেট্রোলিয়ম); কিন্তু ঐ বেদনা আহারের ২/৩ ঘন্টা পরে অর্থাৎ পরিপাক ক্রিয়ার সময় বৃদ্ধি পাইলে—নক্স ভমিকা ; যদি ঠিক আহারের পরক্ষণেই বেদনা বৃদ্ধি হয়, তাহা হইলে—এবিস-নায়গ্রা (ক্যালকেরিয়া ফস), এই তিনটি ঔষধ লক্ষণভেদে অম্লশূল পীড়ার উপকারী। কলোসিন্থে—পেটে একপ্রকার ব্যথা হয় (কামড়ানি ব্যথার মত), উহা সামান্যমাত্র পানাহারে বৃদ্ধি এবং বেদনা উপুড় হইয়া শুইলে বা চাপ দিলে কমে। হ্যানিম্যান বলেন—এনাকার্ডিয়মের শূল বেদনা আহারের প্রায় ২ ঘন্টা পরে আরম্ভ হয় (কলোসিন্থ অধ্যায়টী ভাল করিয়া দেখুন)। হাইড্রোসিয়ানিক-এসিডে—পেটে একপ্রকার ভয়ঙ্কর শূল-বেদনা হয়, উহা পেট খালি হইলেই বাড়ে। এসিড-অকজ্যালিক—নাভীর স্থানে ও উপরাংশের বেদনা, আহারের ২ ঘন্টা পরে আরম্ভ হয়, পেট ফোলে, পেটে বায়ু জমে, লিভারের স্থানে যেন ছুঁচ ফোটায় (ক্যাল্‌কে-হাইপো দেখুন)।

কোষ্ঠবদ্ধ—কোষ্ঠবদ্ধ বাহ্যের বেগ আসে, কিন্তু মলত্যাগের চেষ্টা করিলেই সে বেগ চলিয়া যায়; ইহার সহিত যদি বোধ হয় যেন মলদ্বারে কোন দ্রব্য আটকাইয়া দেওয়া (plug) রহিয়াছে, তাহা হইলে—এনাকার্ডিয়মেই উপকার হইবে।

নক্স ভমিকায়—উপরোক্ত প্রকারের বাহ্যের কতকগুলি লক্ষণ থাকিলেও মলদ্বারে যেন কোন দ্রব্য আটকান (plug) এ ভাবটী থাকে না। কোনও পীড়া বা যন্ত্রণা আহার করিলেই যদি নিবৃত্তি হয় এবং দেহস্থিত কোন দ্বারে যদি কিছু আবদ্ধ রহিয়াছে (plug) এইরূপ বোধ হয়, তাহা হইলে—এনাকার্ডিয়মই একমাত্র ঔষধ। পুনঃ পুনঃ আহার করিলে শূল-বেদনার নিবৃত্তি—এনাকার্ডিয়ম, ব্রোমিয়ম, চেলিডোনিয়ম, গ্র্যাফাইটীস, হিপার, হাইড্রোসিয়ানিক-এসিড, ইগ্নেসিয়া, ক্রিয়োজোট, ল্যাকেসিস, ন্যাট্রম-মিউর, পেট্রোলিয়ম, পল্‌সেটিলা ইত্যাদি ঔষধগুলিতেও নির্দ্দিষ্ট।

পেরিকার্ডাইটীস (Pericarditis)—হৃদাবরণীয় পরদায় প্রদাহ এই পীড়া বাতজনিত হইলে ইহা আরও অধিক উপকারী, রোগী মনে করে যেন হৃৎপিণ্ডের স্থানে কেহ ছুঁচ ফোটাইতেছে, বুক ধড়ফড় করে।

মেরুদণ্ডের পীড়া—হাঁটু ও মেরুদণ্ডের পীড়াসহ কোনও এক-নির্দ্দিষ্ট অংশের পক্ষাঘাত। রোগীর বোধ হয় যেন তাহার মেরুদণ্ডের ভিতর কিছু বুজি (plug) দেওয়া রহিয়াছে কিম্বা তাহার শরীরটীতে যেন কেহ জোরে ব্যাণ্ডেজ বাঁধিয়া রাখিয়াছে তজ্জন্য চলিতে অশক্ত, এক প্রকার সবিরাম আক্ষেপিক বেদনা—উহা পায়ের গোড়ালি হইতে আরম্ভ হইয়া পায়ের গোছের (calves) ভিতরে যায়।

পুরুষত্বহীনতা (Sexual deblity)—ডাঃ হিউজেস বলেন—জ্ঞাতসারেই হউক অথবা অজ্ঞাতসারেই হউক, ক্রমাগত বীর্য্যস্খলন হইয়া এই পীড়া ও তৎসহ স্নায়ুদৌর্ব্বল্যের লক্ষণসমূহ প্রকাশিত হইলে—এনাকার্ডিয়ম-ওরিয়েন্ট, ১২শ ক্রম প্রত্যহ প্রাতে দুইটি করিয়া গ্লোবিউলস সেবনে আশাতীত উপকার হয়। বাহ্যের সময় ও প্রস্রাবের পর শুক্রস্খলন।

স্মৃতিশক্তি নাশ—কিছুই স্মরণ থাকে না, এইমাত্র বলিয়া দিন—পরমুহূর্ত্তেই ভুলিয়া যাইবে, বৃদ্ধদের স্মরণশক্তির হ্রাস, কোনও দুর্ব্বলকর পীড়াভোগের পর স্মরণশক্তির হ্রাস। এনাকার্ডিয়ম ওরিয়েন্ট—ছাত্রদিগের "স্মৃতিসুধা", পরীক্ষার ১০। ১৫ দিন পূর্ব্ব হইতে প্রত্যহ ৩০ শক্তি ১বার সেবনে স্মৃতিশক্তির বৃদ্ধি হয় (পরিচিত ব্যক্তির নাম ভুলিয়া যায়—ইয়োনাইমাস)।

বাত-বেদনা—এনাকার্ডিয়ম-ওরিয়েন্ট্যালিসে—ঘাড় সাটিয়া ধরার মত ঘাড়ে এক প্রকার ব্যথা হয়, ঘাড় একটু নাড়িলেই সেই বেদনা বাড়ে। লিডম-প্যালাসটর অধ্যায়ে "বাতরোগের" মধ্য হইতে—এনাকার্ডিয়ামের লক্ষণগুলি গ্রহণ করিবেন।

বসন্ত পীড়া—যে কোন প্রকারের পীড়া হউক, বসন্তের গুটীর মধ্য-ভাগে কালবর্ণের গর্ত্ত দৃষ্ট হইলে এনাকার্ডিয়মে উপকার পাইবেন।

উপরোক্ত পীড়াদি ভিন্ন অন্য একপ্রকার পীড়া—চিত্তোন্মত্ততা (hypo-chondriasis), যাহাতে রোগীর স্মরণশক্তি অত্যন্ত হ্রাস হয়, সর্ব্বদা বিমর্ষ, সকল কার্য্যেই উদাস, ক্রমাগত শপথ অথবা লোকজনকে গালাগালি করিবে এইরূপ ইচ্ছা (very irritable, passionate and contradictory), সকলকেই অবিশ্বাস যেন সে এ পৃথিবীর লোক নহে, এনাকার্ডিয়ম তাহাতেও উপকারী। ইহার রোগী আগুনের ও মৃতব্যক্তির স্বপ্ন দেখে, যেন সে শ্মশানে রহিয়াছে, শুনিতে পায় কে যেন তাহাকে বলিতেছে সে মরিবে।

এনাকার্ডিয়ম-অক্সিডেন্টালিস (Anacardium Oxidentalis)—ইহাতে মুখে বা দেহত্বকে প্রথমে ফোস্কার ন্যায় টোপতোলা এক প্রকার উদ্ভেদ বাহির হইয়া পরে সেইগুলি লেপামত হইয়া যায় ও অত্যন্ত চুলকায়, ইহার চর্ম্মপীড়ার লক্ষণসমূহ প্রায় সমস্তই রসটক্সের সদৃশ। আঁচিল, পায়ের কড়া, ক্ষত, পায়ের তলা ফাটা, ইরিসিপেলাস প্রভৃতি পীড়ার ইহার দ্বারা বিশেষ উপকার হয়। কুষ্ঠব্যাধিতেও ইহা ব্যবহৃত হয় (কমোক্রেডিয়া দেখুন)।

পরবর্ত্তী ঔষধ (follows well)—লাইকো, প্ল্যাটিনা, পলস।

ক্রিয়ানাশক (antidote)—ক্লিমেটিস, ক্রোটন, কফি, জগল্যান্স র‍্যানান-বালবো, রসটক্স।

ক্রিয়া স্থিতিকাল—২০—৩০। ক্রম—৬ x , ৩০ শক্তি।

অম্লশূল বেদনায়—২০০ বা আরও উচ্চশক্তি উপকারী।

ফরমূলা—বিচূর্ণ—৯ এবং টিংচার—৪।

এঙ্গাষ্টিউরা ভেরা (Angustura Vera)

(গ্যালিপিয়া-ক্যাসপেরিয়া নামক বৃক্ষের ছাল)—ইহা ধনুষ্টঙ্কার, হাড়ের ক্ষত, প্রস্রাবের পীড়া ও উদরাময় ইত্যাদি পীড়ায় উপকারী।

স্পাইন্যাল-মোটর নার্ভ সমূহের ও মিউকাস-মেম্ব্রেণের উপর ইহার প্রধান ক্রিয়া। কাফি খাইবার প্রবল ইচ্ছা ইহার চরিত্রগত লক্ষণ।

ধনুষ্টঙ্কার (Tetanus)— কোনও স্থানের ক্ষত হইতে পূয বা অন্য স্রাব হঠাৎ বন্ধ হইয়া পীড়া (trismus) হইলে ইহাতে বিশেষ উপকার হয়, তদ্ভিন্ন আহত স্থান পাকিয়া এই পীড়া হইলেও—এঙ্গাষ্টিউরা উপকারী। বেলেডোনা, সাইকিউটা, সাইলিসিয়া প্রভৃতি ঔষধগুলিতেও ঠিক এই প্রকার লক্ষণ আছে। শিশুদের ধনুষ্টঙ্কার পীড়ায়—বেলেডোনাই প্রায় একমাত্র ঔষধ। মেরুদণ্ডের উত্তেজনাহেতু পীড়া হইলে—হাইড্রোসিয়ানিক এসিড উপকারী, ইহাতে টনিক (tonic) স্প্যাজম্ হয়। ষ্ট্রীকনিয়ায়—ক্লনিক (clonic) স্প্যাজম, ইহাতে একটু শব্দ বা রোগীর গাত্র স্পর্শ করিলে তৎক্ষণাৎ ফিট হয় (সাইকিউটা দেখুন)।

দ্রষ্টব্য ঃ—ধনুষ্টঙ্কার পীড়াটা অত্যন্ত সাংঘাতিক, আক্রান্ত রোগীর জীবনের আশা প্রায় থাকে না। অতি সামান্য পরিমাণ দোক্তা তামাকের পাতা কিছুক্ষণ গরম জলে ভিজাইয়া সেই জল পিচকারীর সাহায্যে মলদ্বার দিয়া (per rectum of an infusion of leaf tobacco) প্রয়োগ করিলে পীড়ার লাঘব, পীড়া উৎপাদনকারী পোকার (ব্যাসিলাই) ধ্বংস ও খেঁচুনির হ্রাস হয়, শক্ত পেশী ঢিলা হয়। ইউরোপের উত্তর খণ্ডের শিকারী ও বন্যগণ ধনুষ্টঙ্কার পীড়ায় ইহা অধিক পরিমাণে ব্যবহার করে (আর্ণড), এমিল-নাইট্রেট অধ্যায় দেখুন (রোগীকে কলেজে পাঠাইবেন)।

বাত ও বেদনা—দুই হাঁটুর গাঁটে টাটানি বেদনা; চলিবার সময় মাংসপেশীতে বেদনা, গাঁটের ভিতর একপ্রকার মড়মড় শব্দ হয়। গাঁট ও পেশী শক্ত আড়ষ্ট হইয়া থাকে।

মুখের পীড়া—মুখের পেশীর টানভাব থাকে, মুখ হাঁ করিলে কপালের পেশীতে (টেম্পোর্যাল্ মাসলে) বেদনা, মাঢ়ীর সংযোগস্থলে ম্যাসিটার-পেশীতে বেদনা, গণ্ডদেশে তরুণ বেদনা।

অস্থিক্ষত—দেহের লম্বা হাড়গুলিতে যেমন—ফিমার, টিবিয়া ইত্যাদির অস্থিতে ক্ষত (caries of long bones) কিম্বা কোনও ক্ষত একবার আরোগ্য হইয়া পুনরায় প্রকাশ পাইলে ইহার দ্বারা উপকার হওয়া সম্ভব।

প্রস্রাবের পীড়া—প্রস্রাব প্রচুর পরিমাণে হইলেও তথাচ প্রস্রাবদ্বারে নিয়ত বেগ থাকে।

উদরাময়—তরল বাহ্যে প্রচুর পরিমাণে হইতেছে, তথাচ মলদ্বারের বেগ দূর হয় না। গ্রীষ্মকালীন উদরাময়ে—বাহ্যের রঙ সাদা, পেটে বেদনা পেটফাঁপা প্রভৃতি লক্ষণগুলি দৃষ্ট হয়।

শূল-বেদনা—ইহাতে পেটে একপ্রকার কলিক-বেদনা ধরে, উহা নাভী হইতে বুকের মাঝের হাড় (sternum) পর্য্যন্ত পরিচালিত হয়।

পরবর্ত্তী ঔষধ—বেল, ইগ্নে লাইকো, সিপি।

ক্রিয়ানাশক—কফি। ক্রম—৩ x , ৬ শক্তি। ফরমূলা—৪।

এনথ্র্যাসিনাম (Anthracinum)

(কার্ব্বংকলের ক্ষত হইতে প্রস্তুত)—ইহা কার্ব্বংকল" বিষব্রণ, মারাত্মক ক্ষত (malignant ulcer), পচাদ্রব্য হইতে উৎপন্ন বিষজনিত প্রদাহ (septic inflamation), সেপ্‌টিসিমিয়া, দূষিত স্ফোটক কিম্বা কোনও স্ফোটকের মত উদ্ভেদ (eruption), বাগী, কনেকটিভ-টিসুসমূহের প্রদাহ ও তাহাতে পুঁয জমা, ইরিসিপেলাস ইত্যাদির মহৌষধ ও নোসোডস জাতীয় ঔষধ। প্রদাহে ভয়ঙ্কর জ্বালা থাকাই এই ঔষধের—চরিত্রগত লক্ষণ।

কার্ব্বঙ্কল—(Carbuncle)—কার্ব্বংকলের অসহ্য ভীষণ-জ্বালায়—এনথ্র্যাসিনাম, আর্সেনিক, ট্যারেন্টুলা এই তিনটি ঔষধের সচরাচর প্রয়োজন হইয়া থাকে, নিম্নে তাহাদের প্রভেদ দেখুন ঃ—

এনথ্র্যাসিনাম—কার্ব্বংকলে ভয়ানক জ্বালা, আক্রান্তস্থান ছোট ছোট ছিদ্রপূর্ণ রঙ—ঈষৎ কাল্‌চে, তাহা হইতে জলের মত পাতলা পুঁয বা রস নির্গত হয়, পুঁযে ভয়ানক দুর্গন্ধ, ক্ষতে অত্যন্ত স্পর্শকাতরতা বেদনা রোগীর জ্বর থাকে, জ্বালা এত অধিক হয় যে, কেবলমাত্র জল ঢালিতে চায় ও ছটফট্ করে। কার্ব্বংকল পীড়ায় প্রথম অবস্থায় ইহা অধিক উপকারী। পরপৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্যের স্থানটি পাঠ করুন।

কার্ব্বংকল ভিন্ন অন্য কোনও প্রকার তীব্র বেদনা ও জ্বালাযুক্ত ছোট ছোট স্ফোটক ক্রমাগত হইতে থাকিলে—আর্ণিকা, হিপার প্রভৃতি অপেক্ষা এনথ্র্যাসিনাম অধিক উপকারী (বড় বড় স্ফোটকে—এচিনেসিয়া)।

আর্সেনিক— ইহার বিশেষ লক্ষণগুলি সর্ব্বদা স্মরণ রাখিবেন, যদি উহার জ্বালা ও অন্যান্য উপসর্গ ঠাণ্ডার এবং রাত্রি দুই প্রহরের পর হইতে বৃদ্ধি ও অন্তর্যাতনাদি লক্ষণগুলি না থাকে তাহা হইলে কখনও ইহা প্রয়োগ করিয়া বৃথা সময় নষ্ট করিবেন না (ইহার অধ্যায় দেখুন)।

ট্যারেন্টুলা—ভয়ানক বেদনা ও জ্বালা, প্রথমে কাঁপ দিয়া জ্বর আসে, পরে তাপ বাড়ে, জ্বরে উত্তাপ—১০৫ ডিগ্রী পর্য্যন্ত উঠে। গাঁয়ের জ্বালা, পিপাসা ও ছটফটানি খুব বেশী থাকে।

ল্যাকেসিস—পীড়ার গতি অতি ধীর এবং সহজে পূঁয হয় না, আক্রান্ত স্থানের রঙ কাল্‌চে-নীল (বেগুনে রঙের মত) দেখায়, পূঁয হইলে ক্ষত হইতে অতি অল্প পরিমাণে পূঁয বাহির হয়, উহা অনেক সময় রক্ত মিশ্রিত থাকে, ক্ষতে এত অধিক বেদনা থাকে যে, ব্যাণ্ডেজ পর্য্যন্ত করিতে দেয় না, রোগী অত্যন্ত দুর্ব্বল হয়, মস্তিষ্ক লক্ষণ প্রকাশ পায়।

কার্ব্বো-ভেজ— ক্ষতের রঙ্ কাল, ক্ষতে অত্যন্ত জ্বালা ও বেদনা, স্রাবে অত্যন্ত দুর্গন্ধ এমন কি গ্যাংগ্রীণ হইবার পরেও স্রাবে দুর্গন্ধ থাকে, রক্ত বিষাক্ত হয়, রোগী হিমাঙ্গ হইয়া পড়ে।

ক্রিয়োজোট— পীড়া ভোগকালীন রোগীর প্রত্যেক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদিতে একপ্রকার জোর স্পন্দন (pulsation) হয়, স্রাবে দুর্গন্ধ থাকে, অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়ে, মূর্চ্ছার মত হয়, ঘুম আসে ঘুমাইতে পারে না।

হিপার-সলফার— আক্রান্ত স্থানের চারিধার শক্ত, ক্ষতের মধ্যে তীব্র বেদনা ও জ্বালা, ক্ষতের ভিতর যেন ছুঁচ ফোটায়, ঘুমাইতে পারে না।

উপরোক্ত ঔষধ ভিন্ন—ইউফর্বিয়া-হিটারোডকস, বেলেডোনা, মিউরিয়েটিক ও নাইট্রিক-এসিড, সাইলিসিয়া, সিকেলি প্রভৃতি ঔষধগুলিও এই পীড়ায় প্রয়োজন হয়, তাহাদের লক্ষণ দেখিবেন।

দ্রষ্টব্য—কার্ব্বংকলের জ্বালা ২/৪ ঘন্টার মধ্যে নিবারণ করিতে হইলে গোটা-কতক টম্যাটো (যাহাকে বিলাতি বেগুন বা গুড বেগুন বলি, স্বাদ–টক-মিষ্ট) চন্দনপিঁড়ির উপর রাখিয়া, চন্দন কাষ্ঠ দিয়া থেঁতো করিয়া, সেই চন্দন কাষ্ঠ দিয়াই একটু পিষিয়া সমস্ত কার্ব্বংকলটীর উপর মোটা করিয়া প্রলেপ দিবেন, দেখিবেন—আধ-এক ঘন্টার মধ্যেই যন্ত্রণা কম হইতে সুরু হইয়াছে ২/৩ ঘন্টা অন্তর ঐ প্রলেপ বদলাইয়া পুনরায় নূতন করিয়া দিবেন, ইহাতে ২০/২৫ ঘন্টার মধ্যে জ্বালা প্রায় একেবারেই কমিয়া যাইবে, কার্ব্বংকলের মুখ হইবে, পূঁয বাহির হইতে আরম্ভ হইবে। টম্যাটোর—কাঁচা পুলটীসে বেদনা নিবারণ হয়, পূঁয উৎপত্তির সহায়তা করে, পরে পাকাইবার জন্য—তিশি, ছোট গোয়ালে পাতা, নিমপাতা প্রভৃতির গরম পুলটীস দিবেন, থেরাপিউটিক্সে—বিষব্রণ দেখুন। কার্ব্বংকলে পূঁয না হইলে ভয়ের কথা, টম্যাটো বিফল হইলে বেড়েলার শিকড় বাটিয়া প্রলেপ।

এতদ্ভিন্ন— এনথ্র্যাসিনাম শরীরের কোনও দ্বার দিয়া আলকাতরার মত কালরঙের রক্তস্রাব, রক্ত বাহির হইয়া শীঘ্র শীঘ্র জমিয়া যাওয়া, প্যারোটিড-গ্ল্যাণ্ড ফোলা, গ্যাংগ্রীণাস-প্যারোটাইটীস, সেলুলার টীসু শক্ত হওয়া ও ফোলা, শব-ব্যবচ্ছেদকালীন কাটিয়া যাইয়া ক্ষত; ভিমরুল, বোলতা প্রভৃতি কীটাদির দংশন ও কর্ণমূলের গ্যাংগ্রীণ (Gangrenous parotitis) প্রভৃতি কয়েকটী পীড়ারও উৎকৃষ্ট ঔষধ। কোনও দূষিত পীড়াগ্রস্ত রোগীর নিঃশ্বাস এবং শব-ব্যবচ্ছেদকালীন কিম্বা অন্য কোনও প্রকার দুর্গন্ধ নাকে প্রবিষ্ট হইয়া কোনও পীড়ার উৎপত্তি হইলে উপকারী।

সদৃশ—আর্স, পাইরোজিন, ল্যাকেসিস, ক্রোটেলাস, এচিনেসিয়া।

পরবর্ত্তী ঔষধ— জ্বালার জন্য— আর্সেনিক ; পূঁযের জন্য সাইলিসিয়া। ক্রম (potency)—৩০ শক্তি (দিনে মাত্র একবার)।

এনথ্রাকোকালি (Anthrakokali)

এনথ্রাসাইট-কয়লা ফুটন্ত গরম কষ্টিক-পটাসে গলাইয়া ইহা প্রস্তুত হয়। ইহার নিম্নশক্তি সেবন করিলে— খোস-পাঁচড়া, অত্যন্ত চুলকানি, যোনিদেশে ফুস্কুড়ি ও চুলকানি (প্রুরিগো), ঠোঁট কিম্বা অন্যস্থানে ফাটা, ক্ষত, পুরাতন দাদ প্রভৃতি কয়েকটি চর্ম্মপীড়ায় বিশেষ উপকার হয়। পিত্ত-বমি পৈত্তিকতা— তৎসহ পেট শক্ত হওয়া, পেটফোলা ইত্যাদিতেও উপকারী।

ক্রম—নিম্নশক্তি। ফরমূলা—৭ বিচুর্ণ।

এন্টিমোনিয়ম আর্স (Antim Ars.)

(আর্সেনাইট-অফ-এন্টিমনি)— ব্রঙ্কাইটীস, নিমোনিয়া, ইনফ্লুয়েঞ্জা ও ব্রঙ্কো-নিমোনিয়ায়—যেখানে বুকে এন্টিম-টার্টের সরল ঘড়্ঘড়ে সর্দ্দি, জ্বর ও অন্যান্য লক্ষণসহ অত্যন্ত দুর্ব্বলতা, শ্বাসকষ্ট, ছটফটানি, পিপাসা ইত্যাদি আর্সেনিকের কতকগুলি লক্ষণ থাকে, সেখানে এই ঔষধটী প্রথমেই স্মরণ করিবেন।

ফুসফুসের বায়ুস্ফীতিরোগে (in Emphysema)— যেখানে রোগীর অত্যন্ত শ্বাসকষ্ট, কাশি, কিছু খাইলে বা শয়ন করিলে পীড়ার বৃদ্ধি হয়, তথায় ইহা প্রযোজ্য।

বামদিকের প্লুরিসি ও পেরিকার্ডাইটীস পীড়ায়— জল সঞ্চিত হইলে এবং চক্ষুর প্রদাহে ও তৎসহ মুখের ফোলা থাকিলে ইহাতে উপকার হয়। হাঁপানি কাশিতে— বুকে ঘড়্ঘড়ে সর্দ্দি, শ্বাসকষ্ট এবং উপরোক্ত প্রকারে কতকগুলি লক্ষণ থাকিলে ইহার নিম্নশক্তিতে উপকার হইবে।

পরবর্ত্তী ঔষধ—ইপিকাক।

সদৃশ— ব্রায়ো, সলফ, লোবেলিয়া, মার্ক, আর্স।

ক্রম—৩ × —৬ × বিচূর্ণ; ৩০ শক্তিও উপকারী। ফরমূলা—৭।

এন্টিমোনিয়ম ক্রুড (Antim Crud.)

(ব্ল্যাক-সলফাইড-অফ-এন্টিমনি)— শিশু, পূর্ণবয়স্ক ইত্যাদি সকলের পীড়ায় উপযোগী হইলেও শিশুদের পক্ষেই ইহা অধিক উপকারী। নিম্নলিখিত লক্ষণগুলি এন্টিম-ক্রুড নির্ব্বাচনের প্রধান সহায় এবং উহাই উহার প্রধান চরিত্রগত লক্ষণ বলিয়া জানিবেন ঃ

১। ছেলে অত্যন্ত খুঁৎখুঁতেও রাগী, কেহ তাহার দিকে তাকাইলে কিম্বা কেহ গায়ে হাত দিলে আরও ক্রুদ্ধ হইয়া উঠে। পূর্ণবয়স্কগণ সদাই মনমরা, দুঃখিত ও রুষ্ট ; কথায় কথায় কান্না, ছেলে শীঘ্র শীঘ্র মোটা হয়।

২। জিহ্বায় সাদা লেপ, যেন দুধ মাখান (এই লক্ষণে অধিকাংশ পীড়া ইহাতেই আরোগ্য হয়)।

৩। নাসিকার ভিতর ও ঠোঁটের মধ্যভাগ ফাটা ও তথায় মামড়িপড়া।

৪। আঙুলের নখ, ঠোঁটের কোণ ও নাসারন্ধ্রের ধার ফাটা।

৫। অতিরিক্ত ভোজন জনিত (ঘি, দুধ, মাংস, মিষ্ট ইত্যাদি খাইয়া) পেটের পীড়া।

৬। ঠাণ্ডা জলে স্নান করিবার পর পীড়ার বৃদ্ধি, স্নানে অনিচ্ছা।

৭। ঠাণ্ডা জল পান এবং বাহ্যিক ব্যবহার, উভয়েতেই পীড়ার বৃদ্ধি।

৮। রোগলক্ষণ একবার আরোগ্য হইয়া পুনরায় প্রকাশ পাইলে স্থান পরিবর্ত্তন করে।

৯। অধিক শীত বা গ্রীষ্ম উভয়েতেই পীড়ার বৃদ্ধি।

১০। পায়ের তলায় কড়া ও বেদনা, তজ্জন্য চলিতে কষ্ট।

১১। টক্‌বস্তু খাইবার ইচ্ছা, খায় ; কিন্তু সহ্য হয় না।

১২। পর্য্যায়ক্রমে উদরাময় ও কোষ্ঠবদ্ধতা।

১৩। হামের মত উদ্ভেদ নির্গমন ও মাথায় একজিমা।

উদরাময়— আহারের দোষে পীড়া, অতিরিক্ত ভোজনজনিত পেটের অসুখ, মল কতকটা তরল ও কতকটা গুটলে বা শক্ত ; কিছুদিন কোষ্ঠবদ্ধ থাকিয়া পরে উদরাময় দেখা দিলে, বিশেষতঃ বৃদ্ধদিগের এই প্রকার লক্ষণে ইহা বিশেষ উপযোগী। এন্টিম-ক্রুডে— যাহা খায় ঠিক তাহারই ঢেকুর উঠে এবং রোগী যন্ত্রণায় বমি করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করে। ইহা পুরাতন অপেক্ষা তরুণ পীড়ায় এবং গ্রীষ্মকালীন উদরাময়ে অধিক উপকারী।

পাকস্থলীর পীড়া— জিহ্বায় পুরু সাদা রঙের কোটিং, ক্ষুধা থাকে না, যাহা আহার করে ঠিক তাহারই ঢেকুর উঠে, আহারের পর গা এত বমি বমি করে যে, কোনও প্রকারে বমি করিতে না পারিলে কিছুতেই স্থির থাকিতে পারে না, বুক জ্বলে, পেট ফোলে, সময়ে সময়ে ভুক্ত দ্রব্যসমূহ আপনিই বমি হইয়া উঠিয়া যায়, সর্ব্বদাই হেউ-ঢেউ করিয়া ঢেকুর উঠে, মুখে মিষ্ট জল উঠে, রোগী টক দ্রব্য খাইতে ইচ্ছা করে, খায়— কিন্তু সহ্য হয় না। অধিকক্ষণ রৌদ্র বা আগুনে থাকিয়া কোনও পীড়ার উৎপত্তি ও অতিশয় আহার করিয়া পাকাশয়ের পীড়া হইলে ইহাতে উপকার হয়। উত্তম ক্ষুধা ; কিন্তু পাকস্থলীর উর্দ্ধাংশ ও বুক জ্বলে; যেন অম্বল হইয়াছে।

শিশুর বমন— নিম্নে ওলাউঠা অধ্যায় দেখুন। কোনও মিষ্ট দ্রব্য খাইয়া শিশুদের পীড়া হইলে ইহা অধিক উপকারী।

ওলাউঠা— প্রথমে রোগীর জিহ্বা দেখিবেন—জিহ্বার রঙ সাদা, ঠিক যেন সমস্ত জিহ্বাটী দুধ মাখানো। তাহার পর রোগীর মানসিক লক্ষণ দেখিবেন,— ছেলে সদাই রাগী, ক্ষুন্ন, খুঁৎখুতে ও খিট্‌খিটে, কেহ তাহার দিকে তাকাইলে ক্রুদ্ধ হয় ও কাঁদে ; এন্টিম-ক্রুডে নাড়ী প্রায় অনিয়মিত থাকে। ইহার আর এক লক্ষণ— ঠোঁটের কোণে বা নাসিকার ছিদ্রের ধারে ফাটা থাকে। ইহাতে বমি, কাটিবমি ও ওয়াক্‌তোলা অধিক, কিছু খাইবার বা পান করিবার মাত্র উঠিয়া যায়, শিশু জমা জমা দুধের মত বমি করে, সেই বমির রঙ— সাদা, ইথুজার মত নানারঙের বমি হয় না এবং অত জোরেও বমি উঠে না, এন্টিমে— বমির পর ক্ষুধা হয়। ইথুজায়—শিশু বমির পর কিছুক্ষণ ঘুমাইয়া বা নির্ঝুম হইয়া পড়িয়া থাকে ও তাহার পর জাগিয়া উঠিলেই ক্ষুধা হয় ও স্তন্যপান করিতে চাহে ; এন্টিমে—সেরূপ স্তনদুগ্ধ পান করিতে চাহে না—বরং অন্য দুধ খাইতে চাহে। বাহ্যে— তরল মলের সঙ্গে কতক কঠিন গুটলে মল মিশ্রিত থাকে, বাহ্যে পরিমাণেও অধিক হয়, বাহ্যের সঙ্গে জমা-জমা দুধের কুঁচি মিশ্রিত থাকে, সেইজন্য বাহ্যের রঙ সাদা দেখায়, ইহা গ্রীষ্মকালীন পীড়ায় উপকারী।

চর্ম্মপীড়া—মুখে, কাণে, নাকে, গণ্ডদেশে, দাড়ীতে ও মাথার মধ্যে একজিমা, ফোড়া কিম্বা ফোস্কার মত উদ্ভেদ, পূঁযপূর্ণ উদ্ভেদ। এণ্টিমে— শৃঙ্গের মত, উচ্চ আঁচিলের মত (horny excrescences), পদ্মকাঁটার মত একপ্রকার উদ্ভেদ, উহা হাতের পায়ের তালুতেই অধিক নির্গত হয়।

ঘামাচি (Prickly heat)— ঘাড়ে, মুখে, পিঠে, হাতে উদ্ভেদ, উদ্ভেদগুলি চুলকায়, একটুমাত্র পরিশ্রম করিলে বা গরমে থাকিলে— বৃদ্ধি, বিশ্রামে ও ঠাণ্ডায়— উপশম।

কৌষ্ঠবদ্ধ— পর্য্যায়ক্রমে কোষ্ঠবদ্ধতা ও উদরাময়, বিশেষতঃ বৃদ্ধদের এইরূপ হইলে— এণ্টিম-ক্রুড অধিক ফলপ্রদ। কঠিন মলের সঙ্গে তরল মল তৎসহ রক্তস্রাব, মলদ্বার হইতে কলতানির মত রস বাহির হয়।

কাশি— পেট গরম হইয়া কাশির উৎপত্তি, প্রাতে দমকা কাশি, প্রথমে খুব বেশী কাশি হইয়া ক্রমশঃ উহা কম হইয়া আসে, তাহাতে রাশি রাশি গয়ার উঠে। নাকের ভিতর হলদে রঙের শ্লেষ্মা জন্মে।

চক্ষুর পীড়া— বহুদিনের পুরাতন চক্ষু উঠা, বিশেষতঃ শিশুদের হইলে ইহা বড়ই উপকারী। চক্ষুর পাতায় প্রদাহ হয়, কুটকুট করে, চুলকায়, রাত্রিতে চক্ষু জুড়িয়া যায় (chronic Blepharitis with soreness, eyes red and agglutinated at night).

দন্তের পীড়া—ফোকলা দাঁত, পোকা খাওয়া ও গর্ত্ত পড়া দাঁত— তাহাতে বেদনা, কিছু খাইলে বা ঠাণ্ডা জল দাঁতে লাগিলেই যেন প্রাণ বাহির হইয়া যায়। দাঁত হইতে মাঢ়ী সরিয়া যায়, একটুতেই রক্ত পড়ে।

পায়ের তলায় বেদনা—পাকা রাস্তা কিম্বা পাথরের উপর চলিয়া পায়ের তলায় বেদনা। বেদনা টিপিলে তত বোঝা যায় না ; কিন্তু চলিবার সময় অত্যন্ত বেদনা অনুভূত হয়, পায়ের গোড়ালীর বেদনাতেও— এণ্টিমক্রুড উপকারী ; এখানে আভ্যন্তরিক ঔষধ সেবন এবং (Lotion) বাহ্য প্রয়োগ বিধেয়। পায়ে বেদনাযুক্ত কড়া (corns)।

পায়ের গোড়ালির বেদনায়, এণ্টিম-ক্রুড ভিন্ন—ম্যাংগেনাম-মিউর, ম্যাংগেনাম-এসেটিকাম, ফাইটোলক্কা, সাইক্ল্যামেন, লিডম, কষ্টিকাম প্রভৃতি ঔষধগুলিও উপকারী।

ম্যাংগেনাম-মিউর—পায়ের গাঁটে ও পায়ের হাড়গুলিতে বেদনা; ম্যাংগেনাম-এসেটিকাম—গোড়ালিতে বেদনা, হাড়ে তীক্ষ্ণ বেদনা, গাঁটে বেদনা ও ফোলা, গাঁট লালবর্ণ ও চকচকে দেখায়, পায়ের তলায় বাত ; ম্যাংগেনাম-অক্সাইডেটাম—পায়ের হাড়ে (টিবিয়া অস্থিতে) বেদনা ; ফাইটোলক্কা—উরুদেশের নিম্নে বেদনা এবং গোড়ালিতে কামড়ানি ব্যথা ; সাইক্ল্যামেন—গোড়ালিতে জ্বালা ও ক্ষতবৎ বেদনা, ডান পায়ের বৃদ্ধ ও তর্জ্জনি আঙ্গুলে টেনে খেঁচেধরে থাকার মত বেদনা ; লিডমে— গোড়ালিতে ফোলা, পায়ের তলায় অত্যন্ত বেদনা, পায়ে ভর দিয়া চলিতে পারে না।

বাত— তরুণ বাত, বাতে আঙ্গুলেই অধিক আক্রান্ত হয়, তৎসহ পেটের গোলযোগ থাকে। সন্ধ্যার পর শয়নান্তে কিম্বা প্রাতে ঘাড়, পিঠ যেন সাঁটিয়া ধরিয়াছে এরূপ অনুভব, বৃদ্ধি— হেঁট হইলে, মাথা নীচু করিলে।

জ্বর— রেমিটেণ্ট (স্বল্প-বিরাম) ও ইণ্টারমিটেণ্ট (সবিরাম) উভয় প্রকারের জ্বরেই এণ্টিম-ক্রুড উপযোগী, তবে শিশু-রেমিটেণ্ট জ্বরে ইহা অধিক উপকারী। যে জ্বরে পেটের দোষ, জিহ্বায় সাদা লেপ ও রোগী নিদ্রালু দেখিবেন, তাহাতেই— এণ্টিম-ক্রুড স্মরণ করিবেন। জ্বরে ইহা প্রয়োগ করিতে হইলে ইহার উপরোক্ত চরিত্রগত ও কতকগুলি বিশেষ লক্ষণের উপরেও দৃষ্টি রাখিতে হইবে নচেৎ বিশেষ ফল পাইবেন না। জ্বর প্রত্যহ দুই প্রহর বা বৈকালে আসে এবং একদিন অন্তর প্রায় ঠিক একই সময়ে আসে। জ্বর আসিবার পূর্ব্বাবস্থা (prodome) গ্যাষ্ট্রীক লক্ষণ (বাহ্যে-বমি ইত্যাদি) প্রকাশ পায়। শীতাবস্থা (chill) — পিপাসাশূন্য বেলা ১২টার সময় কম্পসহ জ্বর আসে, বৈকালে শুধু শীত হইয়াও জ্বর হয়, এই শীতের সঙ্গে পর্য্যায়ক্রমে ঘর্ম্ম অর্থাৎ একবার শীত ও একবার ঘর্ম্ম হয়, উত্তাপ প্রয়োগে শীতের বৃদ্ধি, এ অবস্থায় রোগীর নাকটা বরফের মত ঠাণ্ডা ও তন্দ্রাবেশ থাকে। উত্তাপাবস্থায় (heat)— একবার উত্তাপ, একবার ঘর্ম্ম, কখনও রাত্রি দুই প্রহরে খুব তাপ বৃদ্ধি হয়, সেই সঙ্গে পা ঠাণ্ডা থাকে, বুকে বেদনা ও বমি হয়, রোগী এই অবস্থাতেও তন্দ্রাচ্ছন্ন থাকে (এপিস, এণ্টিম-ক্রুড, এণ্টিম-টার্ট, ওপিয়ম।)। ঘর্ম্মাবস্থায় (sweat)— পর্য্যায়ক্রমে অর্থাৎ একবার শীত একবার ঘর্ম্ম ; কিন্তু উত্তাপ আসিলেই ঘর্ম্ম বন্ধ হয়। জ্বর-বিচ্ছেদাবস্থা (apyrexia)— এ অবস্থায় খুব ঘাম হয় এবং বমি, গা বমি, পেটফোলা, ঢেকুর উঠা, পেটব্যথা ইত্যাদি গ্যাষ্ট্রীক লক্ষণগুলি বাড়ে, রোগী টকদ্রব্য খাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করে। এণ্টিম ক্রুডে—পিপাসা প্রায় কোন অবস্থাতেই থাকে না। জিহ্বা—সাদা পুরু-লেপ দ্বারা আবৃত, রোগীর হয় কোষ্ঠবদ্ধ—নয় উদরাময় থাকে।

প্রস্রাব—ফোলা, পুনঃ পুনঃ বেগ, দুর্গন্ধ, নির্গমনকালে জ্বালা।

দ্রষ্টব্য ঃ—কোনও পীড়ায়—রোগী অত্যন্ত রাগী, খিটখিটে এবং ঠোঁটের কোণে, নাসারন্ধ্রের ধারে ফাটা অথবা মামড়িপড়া—এই কয়টি লক্ষণের সমাবেশ দেখিলে তাহা যে পীড়াই হউক—এণ্টিমে আরোগ্য হইবে। ডাঃ ফ্যারিংটন বলেন—একটি শিশুতে উক্ত লক্ষণ কয়টী প্রাপ্ত হইয়া শুধু এণ্টিম-ক্রুড দ্বারা তিনি তাহার ডিপ্‌থেরিয়া আরোগ্য করিয়াছিলেন।

এণ্টিমোনিয়ম-ক্লোরাইড (Antimonium Chloridum)—ইহা ক্যান্‌সার পীড়ার ঔষধ, রোগী অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়ে, শরীরে তাপের হ্রাস হয়। কোন অঙ্গের মিউকাস-মেম্ব্রেণ ধ্বংসে এবং তৎসহ রোগী হিমাঙ্গের মত হইলে ও অত্যন্ত নিস্তেজ হইয়া পড়িলে ইহা প্রযোজ্য। ক্রম—৩ × বিচূর্ণ (জরায়ুর ক্যান্‌সারে—ল্যাপিস-এলবা, রেডিয়ম-ব্রোম, উপকার না হইলে—ক্যাড্‌মিয়ম-সল্‌ফ।

এণ্টিমন-আয়োডেট (Antimon Iodate)—ইহা সরল ঘড়ঘড়ে সর্দ্দিযুক্ত হাঁপানি, নিমোনিয়া, ব্রঙ্কাইটীস, শক্তিহীনতা, ক্ষুধালোপ, গায়ের চামড়া খসখসে হওয়া প্রভৃতিতে ব্যবহার হয়।

বৃদ্ধি (aggravation)—আহারান্তে, ঠাণ্ডা জলে স্নান করিলে, অম্লাক্ত দ্রব্যাদিতে, রৌদ্রে, অগ্নির উত্তাপে, শীত-গ্রীষ্মের আতিশয্যে।

উপশম—বায়ু সেবনে, বিশ্রামে এবং গরম জলে স্নানে।

পরবর্ত্তী ঔষধ—ল্যাকে, মার্ক, পলস, সিপি, সলফ।

ক্রিয়ানাশক (antidote)—ক্যাল্কে, হিপার, মার্ক, পলস।

ক্রিয়া স্থিতিকাল— ৪০ দিন।

ক্রম—৬—২০০ শক্তি ফরমূলা—৭।

এন্টিমোনিয়ম সল্‌ফ (Antim Sulph)

সাধারণতঃ নাসিকার ও বুকের পুরাতন সর্দ্দির জন্যই ইহা অধিক ব্যবহৃত হয়। গলা কুট-কুট করিয়া কাশি, গয়ার প্রচুর পরিমাণে উঠে তবুও যেন বুক (bronchi) পূর্ণ, শ্বাস-প্রশ্বাসে কষ্ট, বুক যেন রুদ্ধ ও চাপা, শ্বাস-নালীতে ও লেরিংসে শক্ত শ্লেষ্মা জমা, শুষ্ক কাশি ও ফুসফুসে পূঁয মিশ্রিত শ্লেষ্মার জন্য হাঁপানি প্রভৃতি পীড়ায় ব্যবহারে অনেক উপকার হয়। যাহাদের প্রতি বৎসর শীতকালে কাশি বাড়ে; রোগী সর্ব্বদাই গায়ে আঘাত লাগার মত বেদনা অনুভব করে, ইহা তাহাদের পীড়ায় অধিক উপকারী।

কোন চর্ম্মপীড়ায় হাতের ও পায়ের তলায় এবং অণ্ডকোষের অত্যন্ত চুলকানি থাকিলে—এন্টিম-সল্‌ফে উপকার হইবে।

বাহ্যে—এলোর মত হঠাৎ বাহ্যের বেগ আসে, বায়ুসহ মল বাহির হয়, প্রথমে কঠিন—পরে হল্‌দে রঙের পাতলা মল, শেষে ভয়ানক পেট বেদনা করে ও পেট গড়্‌গড়্‌ করিয়া ডাকে।

ক্রম—২×, ৩× বিচূর্ণ ; কখনও—৬—৩০। ফরমূলা—৭।

এন্টিমোনিয়ম টার্ট (Antim Tart)

(টার্টার-এমেটিক, এন্টিমনি ও পটাস—রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় প্রস্তুত)—
সর্দ্দি-কাশি, নিমোনিয়া, ব্রঙ্কাইটীস, ক্যাপিলারি-ব্রঙ্কাইটীস, হাম, বসন্ত, জ্বর,
ওলাউঠা ইত্যাদি পীড়াতেই ইহা অধিক ব্যবহৃত হয়। শিশু ও বৃদ্ধদিগের পীড়ায়
এবং শ্লেষ্মাপ্রধান ধাতু বিশিষ্ট ব্যক্তিদিগের পীড়াতেই—এন্টিম-টার্ট অধিক
উপযোগী। নিউমোগ্যাষ্ট্রীক-নার্ভের মধ্য দিয়া ইহা হৃৎপিণ্ডের ও ফুসফুসের
অবসন্নতা আনয়ন করে (depresses respiration and circulation).
তাহার ফলে—যখন রোগী কাশে তখন মনে হয় যেন শ্বাসনলীর মধ্যে অনেক
পরিমাণে সর্দ্দি জমিয়া আছে, এখনই উঠিয়া যাইবে ; কিন্তু কিছুতেই সহজে উঠে
না। অত্যন্ত দুর্ব্বলতা, সমস্ত শরীর কাঁপা, আচ্ছন্নভাব, ঘর্ম্ম ইত্যাদি ইহার বিশেষ
লক্ষণ।

চরিত্রগত লক্ষণ ঃ—

১। ছেলে কেবল কোলে বেড়াইতে চায়, কেহ স্পর্শ করিলে কাঁদে, চিকিৎসককে নাড়ী দেখিতে দেয় না (এন্টিম-ক্রুড, স্যানিকিউ) ; ২। মুখ মলিন, নীলবর্ণ, শীতল ঘর্ম্মাক্ত ; ৩। জলে ডুবিয়া, শ্বাসনলীতে শ্লেষ্মা জমিয়া, ফুসফুসের পক্ষাঘাত হইয়া, গলনলীর মধ্যে বাহিরের কোন বস্তু আটকাইয়া শ্বাসবন্ধের মত লক্ষণ—তৎসহ আচ্ছন্নভাব, কোমা ; ৪। প্রায় সমস্ত পীড়ায় ঘুমঘুমভাব কিম্বা অনবরত ঘুমাইবার ইচ্ছা ; ৫। শ্বাসনলীর কোন পীড়ায় গলার ভিতর ঘড়ঘড় করা ; ৬। ঘড়ঘড়ে কাশি ; ৭। টীকা দিবার দোষে কোন পীড়ার উৎপত্তি (ক্যালি-মিউর ও থুজা বিফল হইলে এবং সাইলিসিয়ার উপযুক্ত লক্ষণ না থাকিলে) ; ৮। কাট্‌বমি ও ওয়াক-উঠা ; ৯। শিশুরা কিছু পানাহার করিবার পরেই কাশে ; ১০। নবজাত শিশুর শ্বাসবন্ধ, শিশু জন্মাইবার সময় মনে হয় যেন শ্বাস-প্রশ্বাস নাই, খাবি খায় (একোনাইট) ; ১১। জিহ্বার মধ্যে সাদারঙের পুরু কোটিং, প্যাপিলি ও ধার লালবর্ণ ; ১২। নাড়ীর গতি এত দ্রুত যে গণনা করা যায় না ; ১৩। ভিজা সেঁৎসেতে স্থান হইতে কোনও পীড়ার উৎপত্তি ; ১৪। শ্বাসযন্ত্রের কোনও পীড়ায় অতিরিক্ত শ্লেষ্মা নির্গমন, তাপের হ্রাস ; ক্ষীণ নাড়ী, গা-বমি-বমি, ঠাণ্ডা ঘর্ম্ম প্রভৃতি।

সর্দ্দি-কাশি— জলের মত কাঁচা সর্দ্দিতে কিম্বা শুষ্ক সর্দ্দিতে ইহা আদৌ উপযোগী নহে। যেখানে দেখিবেন—বুকে সর্দ্দি বসিয়া গলা খুব ঘড়্‌ঘড়্‌ করিতেছে, কাশিতে বোধ হয় গলায় যেন একটা সর্দ্দির চাপ্ আটকাইয়া আছে, রোগী তাহা অনেক চেষ্টা করিয়াও তুলিয়া ফেলিতে পারিতেছে না, রাত্রিতে সকালে কাশির বৃদ্ধি মনে হয় যেন এখনই দম আটকাইয়া যাইবে, কাশির ধমকে কখনও বমি করিয়া ফেলে—সেখানে কি নিমোনিয়া, কি ব্রঙ্কাইটীস, কি হাঁপানি, যে পীড়াই হউক না কেন, তাহাতে এন্টিম-টার্ট উপযোগী। ইহার আর এক প্রধান লক্ষণ— রোগী যেন সর্ব্বদাই তন্দ্রাচ্ছন্ন ও অচৈতন্য, ছট্‌ফটানির লেশমাত্র থাকে না। এন্টিমে— নাড়ীর গতি অত্যন্ত দ্রুত থাকে, এমন কি—গণনা করা যায় না। শ্লেষ্মাপ্রধান ধাতুর ব্যক্তিদিগের পুরাতন সর্দ্দি-কাশিতে ও গলা ঘড়্‌ঘড়ানির সহিত সহজে প্রচুর পরিমাণে গয়ার উঠা লক্ষণেও—এন্টিম-টার্ট উপকারী।

শিশুদের ক্যাপিলারি ব্রঙ্কাইটীস (Capillary Bronchitis of children)—শিশুর বুকে অত্যন্ত সর্দ্দি বসিয়া রহিয়াছে, বুক ও গলার ভিতর সাঁই সাঁই ঘড়্‌ঘড়্‌ করিতেছে, অথচ শিশু অনেকক্ষণ কাশিয়া কাশিয়া সর্দ্দি তুলিয়া ফেলিতে না পারিয়া ক্রমে যেন অঘোর হইয়া পড়ে, এরূপস্থলে এন্টিমের নিম্ন ট্রাইটুরেশন—২×, ৩× ; পুনঃ পুনঃ অর্থাৎ যতক্ষণ না কাশি বাড়ে ততক্ষণ প্রয়োগ করিতে থাকিবেন ; কাশি বাড়িলেই বুঝিবেন যে, বসা-সর্দ্দি ফুসফুস হইতে ক্রমশঃ ধীরে ধীরে বিচ্ছিন্ন হইতেছে। কাশি বারে কম হওয়া অত্যন্ত মন্দ লক্ষণ। এন্টিম-টার্টের মানসিক লক্ষণ —শিশু নিয়ত কোলে বেড়াইতে চায়।

অভিজ্ঞতার ফল—শিশুদের ব্যাসিলার বা টিউবার্কিউলার মেনিন্ জাইটীস,
ইনফ্যান্টাইল-লিভার প্রভৃতি কতকগুলি মারাত্মক পীড়ার ন্যায় উক্ত ক্যাপিলারি-
ব্রঙ্কাইটীস পীড়াটিও একটি সাংঘাতিক পীড়া ; এই পীড়ায় অনেক চিকিৎসকের
হস্তে অনেক শিশু মারা পড়ে। বক্ষঃ পরীক্ষায়— এন্টিমের পূর্ণ লক্ষণ পাইয়া
এন্টিম—নিম্ন ও উচ্চশক্তির দ্বারা রীতিমত চেষ্টা করিয়াও আমার হস্তেই
বহুসংখ্যক শিশুর মৃত্যু হইয়াছে। একদিন একটি শিশুর চিকিৎসার্থে আহত
হইয়া তাহার ফুসফুসে এন্টিমের উক্ত সমস্ত চরিত্রগত লক্ষণ প্রাপ্ত হই ; কিন্তু
পূর্ব্ব রোগীগণের অবস্থা স্মরণ করিয়া তাহাকে এন্টিম-টার্ট না দিয়া খেলায়
বশতঃ হিপার-সলফার—২০০ শক্তির ২টী অণুবটীকা—২ ড্রাম ডিস্টিলড-
ওয়াটারে দ্রব্য করিয়া সমস্তই একেবারে সেবন করাইয়া বুকটা তুলা দিয়া
ঢাকিয়া কয়েক মাত্রা স্যাক্-ল্যাক ব্যবস্থা করিয়া চলিয়া আসি ; পর দিনেই জ্বর
ও ফুসফুসের অবস্থা একটু ভাল বলিয়া বিবেচিত হইল এবং অধিক উপকার না
হওয়ায় ৪ দিন পরে উক্ত প্রকারে আর এক মাত্রা—হিপার দিয়া ঔষধ বন্ধ
করিলাম, শিশুটী ধীরে ধীরে প্রায় দুই সপ্তাহে সম্পূর্ণ আরোগ্য হইল। অতঃপর
উক্ত পীড়ায়— হিপার-সলফার দ্বারা আজ পর্য্যন্ত অনেক শিশুর প্রাণরক্ষায় সমর্থ
হইতেছি। পীড়িত শিশুর আহারের জন্য—আধ পোয়া আন্দাজ-জলে ২/১ ভরি
তালের মিছরি ফেলিয়া সেই জল প্রত্যেকবারই ঈষৎ গরম করিয়া একটু একটু
করিয়া পান, ছানার জল, বেদানার রস, দিনের মধ্যে ৩/৪ বার ৩০/৪০ ফোঁটা
করিয়া খাঁটি মধু, পেটের দোষ না থাকিলে গরম দুধ, স্তনের দুধ, শিশু অত্যন্ত
দুর্ব্বল হইলে—১০/১৫ ফোঁটা রেক্‌টিফাইড-স্পিরিট একটু জলসহ দিনে ৩/৪
বার ব্যবস্থা করি। এমন কার্ব্বও (৩০ শক্তি)— ইহার ভাল ঔষধ। বুকে পুরাতন
ঘৃত গরম করিয়া মালিস করা যায়।

নিমোনিয়া (Pneumonia) — এই পীড়ায় ফুসফুসের সর্দ্দির শোষণ
ক্ষমতা বৃদ্ধি করিতে—এন্টিম-টার্ট অদ্বিতীয়। উপরে সর্দ্দি-কাশির লক্ষণসমূহ
বলিয়াছি। এন্টিম টার্ট—ডানদিকের নিমোনিয়ায় অধিক উপযোগী। অত্যন্ত
জ্বরের সহিত বুকে চাপবোধ ও ছুঁচ-ফোটান ব্যথা এবং ডানদিকের ফুসফুস
অধিক আক্রান্ত হইলে—এন্টিম-টার্ট বিশেষ ফলপ্রদ। বক্ষঃস্থল পরীক্ষায় যদি
শ্বাস-প্রশ্বাসের মার্ম্মার (বায়ু যাতায়াতের শব্দ) না পাওয়া যায়, নিশ্বাসে টান ও
কষ্ট থাকে, রোগীর সদাই ঘুম-ঘুমভাব থাকে, অত্যন্ত দুর্ব্বল হয়, প্রথমেই—
সলফার—৩০ একমাত্রা দিবেন, তাহাতে উপকার না হইলে—এন্টিম-টার্ট ২/৪
মাত্রা প্রয়োগ করিবেন। এন্টিমে রোগীর মুখ রক্তশূন্য ও ফেকাসে ; ওপিয়মে—
গলা ঘড়্‌ঘড়ানি, জোরে জোরে নিশ্বাস ফেলা এই লক্ষণ দুইটি আছে
(Stertorus breathing). উহাতে রোগীর মুখের চেহারা লালবর্ণ দেখায়।
নিমোনিয়ার ৩য় অবস্থায় (In the stage of resolution) —এন্টিম-টার্ট
বা এন্টিম-আর্স উপকারী, উহা প্রয়োগে শীঘ্রই আরোগ্যাবস্থা উপনীত হয়। ১।
ঘড়্‌ঘড়ে আল্‌গা সর্দ্দি (loose cough). ২। স্বাভাবিক তাপের হ্রাস
(lowered temperature). ৩। নাড়ী দ্রুতগতি (increased pulse).

৪। শ্বাসকষ্ট (dyspnoea). ৫। ঠাণ্ডা ঘাম (cold perspiration). ৬।
অত্যন্ত দুর্ব্বলতা (prostration). এই ৬টী লক্ষণ কোনও রোগীতে দৃষ্ট
হইলে প্রথমে— এন্টিম-টার্ট স্মরণ করিবেন। এন্টিম—উচ্চশক্তিতে উপকার না
হইলে—নিম্ন ২ × শক্তির ১ বা ২ গ্রেণ মাত্রায় শীঘ্র উপকার পাইবেন।

হাঁপানি-কাশি (Asthma)—হাঁপানির টান প্রভৃতি প্রবল কষ্টকর উপসর্গ
সকল রাত্রি ৩টায় বৃদ্ধি হয়, রোগী শুইতে পারে না, বালিসে ভর দিয়া বসিয়া
থাকে, গয়ার উঠিলে কিম্বা কাশিয়া কাশিয়া সর্দ্দি-বমি হইলে আক্ষেপিক টান ও
দম-আটকান ভাবের একটু উপশম হয়। গলায় সিঁসি (wheezing) ও ঘড়্‌
ঘড়্‌ শব্দ, সর্দিতে যেন বুক পূর্ণ ; কিন্তু সহজে উঠে না, ফুসফুসও পরিষ্কার হয়
না, শরীর নীলবর্ণ দেখায় (cyanosis)। ঘুমাইলে শ্বাসকষ্টের বৃদ্ধি, এই
লক্ষণ ইহাতে থাকিলে—এন্টিম-টার্ট প্রযোজ্য। এন্টিম-অক্সাইড—থাইসিস
ইত্যাদিতে জ্বর, কাশি ও অত্যধিক ঘর্ম্ম থাকে।

ফুসফুসের শোথ (Edoema of the lungs)— অত্যন্ত শ্বাসকষ্ট, শরীর
নীলবর্ণ, হৃৎপিণ্ডের বিবৃদ্ধি, নাড়ী দুর্ব্বল ; কিন্তু অত্যন্ত দ্রুত ও গোলমেলে,
এই পীড়ার এই কয়টী লক্ষণ—এন্টিমের অন্তর্ভুক্ত।

আঁতুড়ে শিশুর শ্বাসরোধ (Asphyxia Neonatorum)—শিশু ভূমিষ্ঠ
হইয়া শ্বাসবদ্ধ হইলে প্রথমেই জলের ঝাপ্‌টা দেওয়া আবশ্যক। তাহাতে
উপকার না হইয়া যদি গলায় ঘড়্‌ঘড়্‌ শব্দ হইতে থাকে, এন্টিম-টার্ট নিম্নশক্তি
প্রয়োগে বিশেষ উপকার হইবে।

ডাঃ লিলিয়েন্থেল বলেন—এন্টিম-টার্ট নিম্নশক্তি ঘন ঘন প্রয়োগ করিয়া যদি
উপকার না হয় ও শিশুর মুখ নীলবর্ণ দেখা যায়—ওপিয়ম; মুখ ম্লান ও ফেকাসে
দেখাইলে—চায়না ; কিন্তু জীবিতের চিহ্ন প্রকাশিত হইবার মাত্রই—একোনাইট।

হাম, বসন্ত—বসন্তের গুটী ও হামের ইরাপ্‌সন (উদ্ভেদ) সম্পূর্ণ বাহির না
হইয়া যখন মিলাইয়া যায় কিম্বা ভালরূপে বাহির হইতে না পারিয়া ছেলেদের
গায়, শ্বাসকষ্ট, গলা ঘড়্‌ঘড়্‌ করা ইত্যাদি লক্ষণগুলি প্রবলভাবে প্রকাশ পাইতে
থাকে, তখন—এন্টিম-টার্ট প্রয়োগে উদ্ভেদগুলি উত্থিত হইয়া মন্দ লক্ষণাদি
ভিতরে তিরোহিত হইয়া ধীরে ধীরে আরোগ্য পথে উপনিত হইবে। হাম ও
বসন্তের সহিত ব্রঙ্কাইটীস অথবা নিমোনিয়া থাকিলে—এন্টিমটার্ট বিশেষ ফলপ্রদ।
বসন্তের উদ্ভেদে অর্থাৎ গুটী ও চর্ম্মরোগেও ইহা উপকারী (সারাসিনিয়া দেখুন)।

চর্ম্মপীড়া—কোনও উদ্ভেদে বসন্তের মত বহু ইরাপ্‌সন বাহির হইলে ও
উদ্ভেদের মধ্যস্থলে গর্ত্ত থাকিলে— এন্টিমে উপকার হইবে।

জ্বর—পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ইহা কফধাতুর পীড়ায় উপযোগী। যাহাদের ঠাণ্ডায়
ও বর্ষায় পীড়া বৃদ্ধি হয় এবং যে শিশু জ্বরভোগকালীন মায়ের কোল ছাড়িতে
চাহে না, কেহ গায়ে হাতটী দিলেই কাঁদে, ইহা তাহাদের ধাতুর উত্তম ঔষধ।

অবিরাম-জ্বর (continued fever) —সর্দ্দি-কাশির জ্বর, রোগী কাশে ও
গলা ঘড়্‌ঘড়্‌ করে ; কিন্তু সর্দ্দি কিছুই উঠে না, বমি বা কাটবমি হয়, কোষ্ঠবদ্ধ ;
রোগী নিয়ত ঘুমাইতে ইচ্ছা করে বা অঘোরভাবে পড়িয়া থাকে। নাড়ীর গতি
দ্রুত, পিপাসা থাকে না।

সবিরাম-জ্বর (Intermittent fever)—জ্বর আসিবার সময়– প্রাতঃকাল ৯টা, বৈকাল ৩টা বা ৬টা কিম্বা অনিয়মিত, অথবা একদিন যে সময় জ্বর আসে পরদিন তাহার ২।৪ ঘণ্টা পূর্ব্বে আসে, জ্বরে প্রায় পিপাসা থাকে না, জ্বরকালে—একবার শীত, একবার উত্তাপ হয়, জ্বরের প্রকোপকালে চক্ষু চাহিতে পারে না। জ্বরের সঙ্গে শীত-শীতভাব থাকিতে পারে ; কিন্তু কাঁপ থাকে না (কেহ কেহ বলেন শীতই কাঁপিয়া কাঁপিয়া প্রকাশ পায়), জ্বর-বিচ্ছেদাবস্থায়— গা বমি-বমি থাকে কিম্বা বমি হয়, সদাই ঘুম-ঘুমভাব, প্রচুর ঘাম, ঘাম মাথায় অধিক, শীতাবস্থায়—ন্যাড়ী বেশ পূর্ণ ও মোটা থাকে ; কিন্তু ঘর্ম্মাবস্থায়— উহা এত ক্ষীণ হয় যে, হাতে পাওয়াই যায় না। শিশুদের জ্বরে—শিশুর গায়ে হাতটী ছোঁয়াইলেই কাঁদে, শিশু ধাত্রীর বা মায়ের কোল জড়াইয়া থাকে, চিকিৎসককে নাড়ী দেখিতে দেয় না, এই লক্ষণগুলি প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায়।

কালা-অজ্বর (Kala Azar)—এই পীড়ায় ধৈর্য্যসহকারে কিছুদিন এন্টিমের—নিম্নক্রম (১×) সেবন দ্বারা কিম্বা শিরায় প্রবেশ করাইয়া (ইনজেকসন দ্বারা) কাহারও পরীক্ষা করা উচিত। এই জ্বরে কুইনাইন ও আর্সেনিক বিশেষ কোনও ফল হয় না। আমাদের দেশীয়—কালমেঘ θ, ১ ×, ২×, ঔষধটীও ইহাতে আপনারা পরীক্ষা করিবেন।

শিরঃপীড়া—মাথা ও কপাল গরম, মাথা যেন ঘোরে, চক্ষু বুজাইলেই মাথা ঘোরে, টল্‌মল করে, তজ্জন্য ক্রমাগত ঘুমাইতে ইচ্ছা। এন্টিমের মাথাধরারও একটু বিশেষত্ব আছে,— প্রায় সকল প্রকার শিরঃপীড়াই ঠাণ্ডা জল প্রয়োগে ও ঠাণ্ডা বাতাসে উপশম হয় ; কিন্তু ইহাতে তাহার পরিবর্তে আরও কষ্টের বৃদ্ধি হয়।

বমন ও পাকস্থলীর পীড়া—তরল পদার্থ গিলিতে অত্যন্ত কষ্ট, বমি, অনবরত গা বমি বমি, বমির চেষ্টা, উদগার, কপালে ঠাণ্ডা ঘাম, ওয়াক্ তোলা, কিছু পানাহারের পর উক্ত সমস্ত লক্ষণের আধিক্য, সর্ব্বদাই ঠাণ্ডা জলের পিপাসা; কিন্তু অল্প অল্প জলপান, ফল ও টক্দ্রব্য আহারে ইচ্ছা, ঢেকুর, ঢেকুরে ডিমপচাগন্ধ ইত্যাদি ইহার প্রধান লক্ষণ। এন্টিম-টার্ট—রোগী ডান পাশে শুইয়া থাকিলে বমি কম হয়, তদ্ভিন্ন যে ভাবেই থাকুক না কেন—বমি হয়, বমির পর অবসাদ, রোগীর মূর্চ্ছার ভাব আসে (কাট্-বমি, ওয়াকতোলারও ইহা ভাল ঔষধ)।

ওলাউঠা—জলবৎ সবুজবর্ণের হড়্‌হড়ে ভেদ, পরিমাণে ও বারে অধিক হইয়া এবং তাহার সহিত বমি সংযুক্ত হইয়া পীড়া ক্রমশঃ ওলা উঠায় দাঁড়ায়। এন্টিমে— বাহ্যে কখনও আমযুক্ত, কখনও আমের সঙ্গে রক্ত, কখনও পিত্তমিশ্রিত, কখনও হরিদ্রারঙের কখনও ফ্যাকাসে-হলদে ইত্যাদি নানপ্রকারের বাহ্যে হয়। ইহাতে পিপাসা থাকে না, যদিও থাকে স্বল্পমাত্র পানেই পিপাসা নিবারণ হয়। এন্টিমে—খুব জোরে বমন, কষ্টদায়ক বমন, ওয়াকতোলা, কাটবমি ও বমির চেষ্টা তৎসহ কপালে ঠাণ্ডা ঘাম খুবই থাকে। ভেরেট্রমে— প্রথম ভেদে ফিকে সবুজ রঙ্ থাকে, ক্রমে বর্ণহীন হইয়া পড়ে ; ভেদ যত বাড়ে ও

জলবৎ হয়, ততই সাদা সাদা কুমড়াপচার মত মিশ্রিত পদার্থ বাহির হইতে থাকে ; চাউলধোয়ানি জলের মত, পান্তাভাতের জলের মত বা কখনও কাল্‌চে রঙের ও ক্কচিৎ রক্ত-মিশ্রিত ভেদও হয়। ভেরেট্রমে—বাহ্যের পর অত্যন্ত দুর্ব্বলতা, কপালে ঘাম ; এন্টিমে—বমির পর দুর্ব্বলতা, কপালে ঘাম ; ভেরেট্রমে—পিপাসা খুব থাকে, এন্টিমে—পিপাসা থাকে না; ভেরেট্রমে— ছটফটানি, কাতরতা, এন্টিমে তাহার পরিবর্তে রোগী চুপ করিয়া ঘুম-ঘুমভাবে কিম্বা তন্দ্রাভিভূত অথবা অচৈতন্যভাবে পড়িয়া থাকে। ভেরেট্রমে—বাহ্যে অধিক, এন্টিমে —বমি অধিক ; দুইটি ঔষধেই বাহ্যের পূর্ব্বে পেটে বেদনা থাকে।

উদরাময়—অত্যন্ত অধিক পরিমাণে তরল ভেদ হয়, ভেদের রঙ— ঘাসের মত সবুজ, অত্যন্ত দুর্গন্ধ, ভেদের মধ্যে হড়্‌হড়ে পদার্থ থাকে, ভেদের পূর্ব্বে পেটে কলিকের মত বেদনা, ভেদের সঙ্গে ঠাণ্ডা ঘাম। পাকাশয়ের পীড়ায়—রোগী আপেল ফল খাইতে চায় (টক্ চাটনী প্রভৃতিতে ইচ্ছা—এন্টিম-ক্রুড)।

বৃদ্ধি—শীতল জলীয় বায়ুতে, শরৎকালে, রাত্রিতে, শয়নান্তে, বসন্তে— বায়ু পরিবর্তনে (নিমোনিয়ার উপসর্গাদি প্রাতে ও দুই প্রহরে)।

উপশম—নির্ম্মল বায়ুতে, শ্লেষ্মা নির্গমনে, ডানপার্শ্বে শয়নে।

সদৃশ (complements)—ইপিকাক।

পরবর্ত্তী ঔষধ—সিনা, ইপিকাক, পল্‌স, সিপি, সল্‌ফ, টেরিবিন্থ, কার্ব্বো। শিশুর কাশিতে এন্টিম-টার্টে বিশেষ ফল না হইলে—হিপার প্রযোজ্য, বসন্ত ও শরৎকালের পীড়ায়—এন্টিম-টার্ট ফলপ্রদ।

ক্রিয়ানাশক (antidote)—এসাফিটীডা, চায়না, কক্কু, ইপি, লরো, ওপি, পল্‌স, রস-টক্স, সিপি। ক্রিয়া স্থিতিকাল—২০—৩০ দিন।

ক্রম—৩ ×—২০০ শক্তি। ফরমূলা—বিচুর্ণ—৭, টিংচার—৫-বি।

এন্টিপাইরিণ (Antipyrine)

(আল্‌কাতরা হইতে প্রস্তুত)—ভ্যাসোমোটর-নার্ভের উপরে ইহার প্রধান ক্রিয়া। এলোপ্যাথগণ ঘর্ম্ম উৎপাদন করিয়া জ্বর ত্যাগ করাইবার নিমিত্ত ইহা অধিক পরিমাণে ব্যবহার করেন, ফলে অনেক সময় তাহাতে বিপরীত ফলই ঘটিয়া থাকে। শরীরের ডানদিকে ইহার ক্রিয়া অধিক, এইজন্য—ডান বুক, ডান গাল ও ডানদিকের অণ্ডকোষের বেদনায় ইহা উপকারী। উষ্ণ জল পানে ইহাতে পীড়ার অনেকটা উপশম হয়। সাধারণতঃ নিম্নলিখিত কতিপয় পীড়ায় ও লক্ষণে ইহা ব্যবহার্য্য ঃ

স্নায়ুর উত্তেজনা বশতঃ রোগী মনে করে সে পাগল হইবে, শিরঃপীড়াসহ কাণ কটকটানি বেদনা, বেদনা কাণের নীচে পর্য্যন্ত যায় ; চোখের পাতা ফোলা, চোখের ভিতর লালবর্ণ ও ফোলা, চোখের জলপড়া, মুখ ফোলা, মুখ লালবর্ণ হওয়া, ঠোঁট ফোলা, ঠোঁটে ও জিবে ঘা, জিব ফোলা, রক্তমিশ্রিত লালা বাহির হওয়া, দাঁতে ও দাঁতের মাড়ীতে বেদনা ও জ্বালা, কাশির সহিত দুর্গন্ধ পূঁয বাহির

হওয়া, কোনও জিনিষ গিলিতে গলায় বেদনা, শ্বাসকষ্ট, কষ্টকর নিশ্বাস, বুকে চাপবোধ, শ্বাস-প্রশ্বাস ক্রমশঃ ধীরে ধীরে কম হইতে হইতে পুনরায় ক্রমে ক্রমে বৃদ্ধি (Cheyne stokes respiration), মূর্চ্ছার মত হওয়া, মনে হয় যেন হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া এখনই বন্ধ হইয়া যাইবে, নাড়ী অত্যন্ত ক্ষীণ, দ্রুত ও অসম, ইরিথিমা, একজিমা, পেম্পিগাস, প্রুরাইটাস, আমবাত প্রভৃতির ন্যায় কয়েক প্রকার চর্ম্মপীড়া অত্যধিক ঘর্ম্ম ইত্যাদি। শ্বাস-প্রশ্বাসে কষ্ট ও অত্যধিক ঘর্ম্মের নিমিত্ত কলেরার হিমাঙ্গ অবস্থায় কখনও ইহাতে বিশেষ উপকার হয়।

সদৃশ—একটিয়া-রেসি, ল্যাকে, ক্যাম্বার।

ক্রম—২ ×—৬ শক্তি। ফরমূলা—?

এপিস মেল (Apis Melifice.)

(মৌমাছির টিংচার)—ইহা বিধবা স্ত্রীলোকদের এবং পিত্ত প্রধান নার্ভাস ধাতু ও স্ক্রুফুলাস-ধাতুর ব্যক্তিদিগের পীড়ায় উপযোগী। নিম্নে ইহার কতিপয় চরিত্রগত লক্ষণ প্রদত্ত হইতেছে ঃ—

চক্ষুর নিম্নের পাতা থলীর মত ফোলা (উপরে ফোলা—ক্যালি-কার্ব্ব), হুলফোটার ন্যায় বেদনা ও জ্বালা, বেদনা হঠাৎ আসে অল্পক্ষণ পরে হঠাৎ স্থান পরিবর্ত্তন করে (স্থান পরিবর্ত্তনশীল বেদনা—পল্‌সেটিলা, ক্যালি-বাইক্রম, ড্যাফনি, সল্‌ফার প্রভৃতি। ক্যালি-বাইক্রম অধ্যায়—বেদনা দেখুন, বেদনা উড়ো—কলোফাইলম) ; শরীরের নানাস্থানে ফোলা, তৃষ্ণাবিহীন শোথ, ফোলা, স্বল্প প্রস্রাব, উত্তাপ সহ্য না হওয়া, জ্বালা—ঠাণ্ডায় উপশম (গরমে উপশম—আর্সেনিক), মেনিন্‌জাইটীস, হাইড্রোকেফালস, বিকার অথবা অন্য কোনও পীড়ার নিদ্রিত অবস্থায় বা নিদ্রা ভাঙ্গিলে চীৎকার করিয়া উঠা, বেলা ৩টার সময় জ্বর আসা, তৃষ্ণাশূন্য জ্বর, রোগ লক্ষণ বেলা ৩টা হইতে ৫টার মধ্যে বৃদ্ধি, অচৈতন্যভাব, ঘুম ঘুম ভাব, মূত্র-কৃচ্ছ্রতা—তাহাতে স্বল্প প্রস্রাব ও প্রস্রাবের পূর্ব্বে, সময়ে ও পরে জ্বালা; দক্ষিণদিকের অণ্ডাধার (ovary) স্ফীত এবং জ্বালা ও হুলবেঁধার মত বেদনাযুক্ত, শিশুদের পুরাতন উদরাময়, প্লুরিসিতে জল সঞ্চয়, প্লুরিসির পুরাতন অবস্থায়—আর্সেনিকে উপকার না হইলে ইত্যাদি। ইহার পীড়া প্রথমে ডানদিকে আক্রমণ করে, পরে বামদিকে পরিচালিত হয়। কোনও পীড়ায়—রোগীর গায়ের চামড়া মোমের মত সাদাটে, প্রায় পিপাসা শূন্য এবং স্বল্প প্রস্রাব দেখিলে প্রথমেই— এপিস স্মরণ করিবেন।

সেলুলার টীসুর উপর ক্রিয়া প্রকাশ করিয়া ইহা মিউকাস-মেম্ব্রেণের ও চর্ম্মের স্ফীতি উৎপাদন করে। কোন কোন পীড়ায় এপিস প্রয়োগ করিয়া ২।৪ দিন অপেক্ষা করিতে হয়, কারণ ইহার ক্রিয়া ধীরে হয়।

স্ত্রী-জননেন্দ্রিয়ের পীড়া—(Disease of the female genital organ)— ডিম্বকোষের প্রদাহ (ovaritis), রতিক্রিয়ার পর ডিম্বকোষে হুলফোটান বেদনা, ডানদিকের ডিম্বকোষের প্রদাহ, তথায় হুলফোটান-ব্যথা ও

জ্বালার সহিত জরায়ুর প্রদাহ, ডানদিকের টিউমার, সিষ্টিক টিউমার এবং কাশি ও বুকে টানভাব ইত্যাদির জরায়ুর reflexirritation জনিত পীড়াতেও এপিস উপযোগী (এপিসে অনেক সময় বাম ওভেরিতেও বেদনা হয়, উপকার না হইলে—এব্রোটেনাম); বামদিকের প্রদাহে— ল্যাকেসিস উপকারী। ল্যাকেসিসে—ঘুমাইলে বা ঘুমাইবার উপক্রমে ও ঘুমের পর রোগ বৃদ্ধি ; এপিসে—বেদনা অনুক্ষণ থাকে। স্ত্রীলোকদের রজঃস্তম্ভ পীড়ায়— মাথায় রক্তসঞ্চয় হইয়া মস্তিষ্কে যন্ত্রণা ও জরায়ু প্রদেশে বেদনা হইলে—এপিস প্রয়োগে ঋতুস্রাব হইয়া সমস্ত যন্ত্রণার উপশম হয় (কোনও প্রাদাহিক পীড়ায় ইহার রোগী গরম সেকে যন্ত্রণা বৃদ্ধি ও ঠাণ্ডায় উপশম বোধ করে।)।

ইউপিয়ন (Eupion)—৩—৩০ শক্তি; ইহাতেও এপিসের মত ডান ডিম্বকোষের (R. ovary) বেদনা নির্দ্দিষ্ট। প্রদরস্রাব দমকে- দমকে নির্গত হয়। কালল-নল (ফ্যালোপিয়ান টিউব) ও তাহার নিকটস্থ প্রায় সমস্ত যন্ত্রের পুরাতন পীড়ায় ইহা উপকারী। ঋতুস্রাবকালে কথা কহিতে অনিচ্ছা ; বুকে, হৃৎপিণ্ডে জ্বালা ও হুলফোটান ব্যথা, ঋতুস্রাবের সব হলদে রঙের প্রদরস্রাব তৎসহ কোমরে বেদনা, কোমরের বেদনা হ্রাস হইলে প্রদরস্রাবের বৃদ্ধি, প্রদরস্রাবকালে যোনিমুখে জ্বালা, যোনিমুখে বেদনাসহ পুনঃ পুনঃ প্রস্রাব, যোনিমুখে (labia) ফোলা, ব্রহ্মতালু গরম, ব্রহ্মতালুতে ভয়ানক ছুঁচফোটান বেদনাসহ মাথাব্যথা, এইগুলিও ইউপিয়নের বিশেষ লক্ষণ।

প্রস্রাবের পীড়া— প্রস্রাব করিবার সময় মূত্রনলীর মধ্যে অত্যন্ত জ্বালা ও হুলফোটান ব্যথা, ঘন ঘন প্রস্রাবের বেগ ; কিন্তু মাত্র ২।১ ফোঁটা নির্গত হয়, প্রস্রাবের বেগ আসিলে রোগী এক মিনিটও তাহা ধারণ করিতে পারে না, জ্বালা-যন্ত্রণার সহিত রক্তস্রাব, মূত্রকৃচ্ছ্রতা, ব্রাইটস-ডিজিজ। ওলাউঠা রোগের ইউরিমিক-অবস্থায় উহার অন্যান্য লক্ষণসহ এপিসের চরিত্রগত লক্ষণ, পিপাসা না থাকিলে— ক্যান্থারিস, টেরিবিন্থিনা প্রভৃতির মত ইহাতেও প্রস্রাব নিঃসরণে সহায়তা করে, "In Cystitis dysuria and stranguiry Apis is only : secondary to Cantharis in usefulness." The urine is highly albuminous and contains tube casts.

জ্বর—ইহা সবিরাম, অবিরাম, স্বল্প-বিরাম, টাইফয়েড, বিকার, হাম, বসন্ত এবং লক্ষণ বিদ্যমান থাকিলে—ম্যালেরিয়া, প্লীহা ও লিভার-সংযুক্ত, কুইনাইন অপব্যবহারজনিত ইত্যাদি সর্ব্ববিধ জ্বরেই ব্যবহৃত হয়।

সবিরাম-জ্বর—(Intermittent fever)— এপিসে—জ্বর প্রায় বেলা ৩টাতেই আসে, শীত কখনও থাকে কখনও থাকে না। শীত হইলে পেট বা হাঁটু হইতে আরম্ভ হয়, ত্বক শুষ্ক, মধ্যে মধ্যে চিটচিটে ঘাম হয়, কখনও ঘাম হয় না, পিপাসা প্রায় কোন অবস্থাতেই থাকে না ; শীতাবস্থায়—কখনও পিপাসা থাকে ; কিন্তু তাহা অতি অল্প। বুক অত্যন্ত;ভারী ও চাপবোধ হয়, যেন নিশ্বাস বন্ধ হইবে, শীত যাইয়া উত্তাপ আবির্ভূত হইলেই রোগী ঘুমাইয়া পড়ে ; এ অবস্থায় কখনও কখনও গায়ে আমবাত বাহির হয়। উত্তাপাবস্থায়—রোগীর গাত্রদাহ এবং

বুকের ভারবোধ ও দম-আটকানভাবের আরও বৃদ্ধি হয়। ঘর্ম্মাবস্থায়—ঘুম-ঘুমভাব, এ অবস্থায় ঘাম প্রায়ই হয় না, যদি কখনও একটু চিটচিটে ঘাম দেয়, তখনই শুকাইয়া যায়। বিজ্বরাবস্থায়—প্লীহার স্থানে ও গায়ে বেদনা থাকে, প্রস্রাব অতি অল্প হয়।

মোটামুটি—যে জ্বরে স্বল্প প্রস্রাব, জ্বর ৩টায় আক্রমণ, পিপাসাশূন্য (বৈকালে শীত হইয়া জ্বর আসিলে পিপাসা থাকে.....Boericke) গাত্রদাহ, জ্বরকালে নিদ্রাবেশ, চিটচিটে ঘাম একবার হয় আবার তখনই শুকাইয়া যায়, এই লক্ষণগুলি বিদ্যমান থাকে, সে জ্বর আরোগ্য করিতে—এপিস সম্পূর্ণ সক্ষম। অতিরিক্ত কুইনাইন সেবনজনিত ধোঁকালনি-জ্বরে ও পুরাতন-জ্বরের সহিত ফোলা, উদরী শোথ ইত্যাদি থাকিলে—এপিস উপকারী।

প্রাদাহিক পীড়া ও জ্বর—সাইনোভাইটীস (এই পীড়ায় সচরাচর জানুদেশই আক্রান্ত হয়), ইহার প্রথমাবস্থায় যতক্ষণ প্রদাহ লক্ষণ থাকে— ততক্ষণ একোনাইট বা ফেরম-ফস উপযোগী ; কিন্তু যখন আক্রান্তস্থানে রস সঞ্চয় (serous effusion) হয়, রোগী হুলফোটার মত যাতনা, জ্বালা ও বেদনায় কাতর হইয়া পড়ে, তখন—এপিস প্রযোজ্য। মেনিনজাইটীস পীড়ার প্রথমাবস্থার লক্ষণ মিলিলে—একোনাইট প্রযোজ্য ; কিন্তু যখন রোগী অঘোর আচ্ছন্নভাবে পড়িয়া থাকিয়া মধ্যে মধ্যে চীৎকার করিয়া উঠে (cephalic cry), তখন—এপিস উপযোগী। প্লুরাইটীস (pleuritis) পীড়ায়, প্লুরায় রস, জমিয়া যখন বক্ষের যাতনার সঙ্গে হাঁপ, টান (dyspnoea) হইতে থাকে ও তাহাতে হুলফোটান-ব্যথা ইত্যাদি লক্ষণগুলি বর্ত্তমান থাকে, তখন—এপিস প্রযোজ্য। এখন জ্বরে—এপিসের সঙ্গে জেলসিমিয়মের কি প্রভেদ আছে তাহা দেখুন ঃ—

জেলসিমিয়মে—সর্ব্বদাই আচ্ছন্নভাব, চক্ষুর পাতা ফোলা-ফোলা ও ভারী, রোগী নড়িতে চড়িতে চায় না এবং ঘাম হইলে সকল কষ্ট দূর হয়। জেলসিমিয়মের তিনটী "D" লক্ষণ—dullness, dizziness, drowsiness, সর্ব্বদাই স্মরণ রাখিবেন। জেলসিমিয়মে—প্যাসিভ কনজেসসন। হেতু রোগী অঘোর আচ্ছন্ন হইয়া থাকে, ইহা জ্বর-বিকারের প্রথমাবস্থায় ও পিত্ত জ্বরেই প্রায় ব্যবহৃত হয়। যদি কোনও সময় এমন দেখিতে পান যে রোগীর উপরোক্ত লক্ষণ অর্থাৎ আচ্ছন্নভাবের পরিবর্ত্তে রীতিমত দুর্ব্বলতা ও অচৈতন্যভাব (prostration & stupor) আসিয়া পড়িয়াছে, তখন কখনও জেলসিমিয়ম প্রয়োগ করিবেন না।

এপিসে—fidgety restlessness, রোগী স্থির হইয়া ঘুমাইতে চায়, কিন্তু স্নায়বিক লক্ষণ এত প্রবল যে, কিছুতেই ঘুমাইতে পারে না, বিড়বিড় করিয়া বকে। জেল্‌সিমিয়মে—semi-concious muttering অর্থাৎ রোগী অর্দ্ধ অজ্ঞানাবস্থায় বিড়বিড় করিয়া বকে ; এপিসে—unconscious muttering, রোগী সম্পূর্ণ অজ্ঞান থাকিয়া বকে।

বিকার-জ্বর (Typhoid fever)— বিকারে রোগী সর্ব্বদা বিড়বিড় করিয়া বকে ও অচেতনভাবে পড়িয়া থাকে, মুখের ভাব কতকটা লালবর্ণ বা

সাদা বা ফেকাসে দেখায়, ঘাম আদৌ থাকে না যদিও হয় তখনই শুকাইয়া যায়, রোগী এত দুর্ব্বল হয় যে, বালিসে মাথাটী পর্য্যন্ত রাখিতে পারে না। জিহ্বা বাহির করিলে কাঁপে, জিহ্বার অগ্রভাগ লাল ; কিন্তু মধ্যভাগ ও ধার সাদা আর ছোট ফোস্কায় পরিপূর্ণ, রোগী আচ্ছন্নভাবে পড়িয়া থাকে ; কিন্তু ঘুমায় না, আবার তাহার সহিত কখনও ছটফটানি এবং ক্রুদ্ধভাবও দৃষ্ট হয়। রসটক্সেও—ছটফটানি আছে ; কিন্তু তাহার বিশেষ লক্ষণ— রোগী চুপ করিয়া থাকিলে কষ্ট বরং এপাস ওপাস করিলে আরামবোধ করে, তাই ছটফট করে (ব্রায়োনিয়ায়—নড়িলে চড়িলে কষ্ট হয়) এপিসে—রোগীর অবসাদ ও দুর্ব্বলতা অত্যন্ত অধিক, তাহাতে যেন লটকাইয়া পড়ে, তাই ছটফট করে (বিকারে অজ্ঞানভাব—[illegible] ওপিয়মে উপশম হয় না, কিন্তু পরে তাহা এপিসে গিয়াছে এমন প্রমাণও পাওয়া যায়)। মিউরিয়েটিক-এসিডের— জ্বর বিকারেও অত্যন্ত দুর্ব্বলতা প্রকাশ হয়, বিছানায় পাশতলায় গড়াইয়া আসে। ইহাতে রোগীর জিহ্বা অত্যন্ত শুষ্ক থাকে ও বাহির করিলে চামড়া-নাড়ার মত খড়-খড় শব্দ হয়। এপিসে—রোগী জিহ্বা বাহির করিতে গেলে দাঁতে আটকায় কিম্বা জিহ্বা কাঁপে।

সিষ্টিক-টিউমার—এই পীড়ার প্রথম অবস্থায়—এপিস উপকারী।

শোথ ও উদরী—আর্সেনিক অধ্যায়ে শোথরোগ দেখুন। এপিসের শোথে রোগীর অত্যন্ত শ্বাসকষ্ট থাকে।

ইরিসিপেলাস—ল্যাকেসিস অধ্যায়, ১০৬ পৃষ্ঠা ও বেলেডোনা দেখুন।

মেনিনজাইটীস (মস্তিষ্ক-ঝিল্লীর প্রদাহ)-জ্বর বিকার অথবা অন্য কোনও পীড়ায় রোগী ঘুমাইতে ঘুমাইতে হঠাৎ চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিলে কিম্বা ক্রন্দনভাবের সহিত ক্রন্দন করিতে থাকিলে—এপিস উপযোগী ; কোনও উদ্ভেদ (ইরাপসন) বসিয়া যাইয়া এই পীড়া কিম্বা মস্তিষ্ক সম্বন্ধীয় অন্য কোনও পীড়া হইলে ইহা আরও অধিক উপকারী (জিঙ্কাম ও একটিয়া-রেসিমোসা অধ্যায় দেখুন)।

এপোপ্লেক্সি (সন্ন্যাসরোগ)— এই পীড়ায় রোগী অচৈতন্য অবস্থায় থাকিলে প্রথমে—ওপিয়ম, উপকার না হইলে—এপিস দিবেন ;

হাইড্রোকেফালস (Acute hydrocephalus, specially tubercular meningits)— এই পীড়ায় প্রথম অবস্থায় যখন শিশু ঘুমাইতে ঘুমাইতে হঠাৎ চীৎকার করিয়া উঠে এবং বালিসে কেবল মাথাটি এপাস-ওপাস করে,—তখন—এপিস উপকারী। ইহাতে শরীরের একদিকে আক্ষেপ হইতে থাকে এবং অন্যদিকে পক্ষাঘাতের মত পড়িয়া থাকে (হেলিবোরাস, জিঙ্কাম ও ডিজিটালিস ... পিডিয়াম দেখুন)। এপিসে—মাথায় জল জমে, মাথায় জল জমিলে—এপিসের পর এপোসাইনাম—দিবেন।

উদরাময়—গ্রীষ্মকালীন উদরাময়, টাইফয়েড-জ্বরের সঙ্গে উদরাময়ে বিশেষতঃ পুরাতন উদরাময়ে—এবং শিশু-কলেরার হাইড্রোকেফালয়েড-অবস্থায়—এপিস উপকারী। এপিসে সামান্য একটু নড়াচড়া করিলেই মল বাহির হইয়া পড়ে, গুহ্যদ্বার যেন ফাঁক হইয়া থাকে, তাহাতে মল আপনিই চোয়াইয়া নির্গত

হয়, রোগী মলত্যাগকালে কিছুমাত্র জানিতে পারে না। উদরে সামান্যমাত্র চাপ দিলে বেদনা অনুভব করে ও চমকাইয়া উঠে। এপিসে—মলের রঙ হলদে সবুজ, আমযুক্ত, পরিষ্কার স্বচ্ছ জলের মত, কখনও রক্তাক্ত, মলে কখনও দুর্গন্ধ থাকে—কখনও থাকে না ; দুর্ব্বল শিশুদের উদরাময়ে এপিস উপকারী (স্বচ্ছ জলবৎ মল—মার্ক-ডল, কলচি)।

আমবাত—এপিসের প্রায় সমস্ত উদ্ভেদেরই রঙ গোলাপী (দুধে-আলতাগোলা রঙের মত)। গোলাপী রঙের বা একটু সাদাটে রঙের দাগড়া দাগড়া আমবাত চর্ম্মের উপর উত্থিত হয়, অত্যন্ত চুলকায়, জ্বালা করে এবং হুলফোটার মত ব্যথা হয়, চুলকানি সন্ধ্যা ৬টায় সময় বৃদ্ধি, এই সমস্ত লক্ষণে—এপিস উপকারী।

আর্টিকা-ইউরেন্স (Urtica Urens) θ—১ × ; ইহা প্রায় সকল প্রকার আমবাতেই উপকারী ; আমবাতে ভয়ানক চুলকানি, জ্বালা ও কাঁটাবেঁধার মত বেদনা থাকে, রোগী ক্রমাগত হাত বুলায়। হাতের, মুখের, বুকের চর্ম্ম ফোলে, গরম হয়, ফুস্কুড়ি বাহির হয়, ঘুমাইলে ফুস্কুড়ি মিলাইয়া যায় ; কিন্তু বিছানা হইতে উঠিলেই আবার বাহির হয়। চিংড়ী প্রভৃতি খোলাযুক্ত মৎস্যাদি (shell fish)—ভক্ষণে—আমবাত।

ক্লোরালম (Chloralum) উচ্চশক্তি, যথায় পীড়ার কোনও প্রকৃত কারণ না পাওয়া যায় তথায় উপকারী।

বোভিষ্টা (Bovista)—উদরাময়ের সহিত আমবাত, বিছানায় গরমে চুলকানির বৃদ্ধি।

এতদ্ভিন্ন—গ্যাষ্ট্রীক-লক্ষণের সহিত আমবাত হইলে—এন্টিম-ক্রুড। রক্তহীন হইয়া আমবাত, পীড়া, ঠাণ্ডায় বৃদ্ধি, উত্তাপে উপশম ইত্যাদি লক্ষণে—আর্সেনিক। গর্ভাবস্থায় আমবাত—ডলিকস্। পুরাতন আমবাত এবং বর্ষা আরম্ভ হইলেই যদি রোগ লক্ষণ প্রকাশিত হয়—ডলকা ও রিউমেক্স। ঋতুস্রাবের পর আমবাত—ক্রিয়োজোট। মাংস খাইলেই উদ্ভেদ নির্গত হয়—পলস ও রুটা। চুলকানির সহিত জ্বালা করে ও বেদনা হয়—এসিড-নাইট্রিক প্রভৃতি ঔষধগুলিও লক্ষণভেদে উপকারী।

মেডিউসা (Medusa)—হাতে, মুখে, কাঁধে, বুকে ফোস্কার মত উদ্ভেদ, আমবাত। চোখ-নাক-মুখ-কাণ ফোলা। ক্রম—৬ষ্ঠ শক্তি।

বহুদিনের পুরাতন আমবাত—হাইড্রাসটীস—১ ×, ৩ ×, ৬× শক্তি পরীক্ষা করিবেন, (আমাদের দেশীয় হরিদ্রা হইতে প্রস্তুত ঔষধও উপকারী)।

সবিরাম-জ্বরসহ আমবাত—ইলাটিরিয়ম, ন্যাট্রমাদি ঔষধ দেখুন।

প্রদাহ—হুলফোটার মত যাতনা, বেদনা, জ্বালা, ফোলা, ফোলা-স্থান লালবর্ণ হওয়া, তাহা যেখানেই হউক—গলমধ্যে, গুহ্যদ্বারে, অর্শে, আঙ্গুল-হাড়ায়, ক্যান্সারে, ডিপ্থেরিয়ায় উক্ত কয়েকটি লক্ষণ থাকিলেই—এপিস দিবেন। আবার কখনও কখনও হুলফোটার মত যাতনা না থাকিয়া শুধু এপিসের চরিত্রগত শোথযুক্ত ফোলা থাকিলেও—এপিস উপযোগী হয়। এপিসের শোথ

সকল স্থানেই হয় ; তন্মধ্যে— মুখ-গহ্বর, টনসিল, আলজিব, গলা, মুখ, চোখ প্রভৃতিই ইহাতে অধিক আক্রান্ত হয়। মলদ্বারের ও অণ্ডকোষের ফোলাতেও—এপিস উপকারী। জিহ্বার গোড়ার সমস্ত স্থানের (লেরিংস, গ্লটিস, ফ্যারিংস, সফ্‌ট-প্যালেটের) প্রদাহে ও ফোলায়—ফোলা খুব শীঘ্র শীঘ্র বাড়িতে থাকিলে এবং শ্বাস-প্রশ্বাসের ও পানাহারে কষ্ট থাকিলে—এপিস প্রযোজ্য (ডিপ্থিরিয়ায় অনেক সময় এই সমস্ত লক্ষণ থাকে)। চোখ, মুখ, নাক, কাণ এবং সমস্ত মুখের ফোলায় —মেডিউসা (Medusa)।

এপিসে গলনলীর সঙ্কোচনভাব ও তাহাতে হুলফোটানো বেদনা থাকে, আলজিব এবং গলার ভিতরে ও বাহিরে থলীর মত (sack like) ফুলিয়া উঠে, টনসিলও ঐ প্রকারে ফোলে, টনসিলের উপর ঘা হয়, তদ্ভিন্ন—গলার ভিতর যেন মাছের কাঁটা ফুটিয়া রহিয়াছে এরূপ বোধ হইলেও ইহাতে উপকার হইবে (হিপার, এসিড-নাইট্রিক দেখুন)।

ইরসিপেলাস (বিসর্প ও নারাঙ্গা)— এপিসের সমস্ত পীড়া প্রায় প্রথমে ডানদিকে আক্রমণ করে, পরে বামদিকে পরিচালিত হয়। এই পীড়ায় সাধারণতঃ প্রথমে রোগীর ডান চক্ষুটী আক্রান্ত হয়, পরে প্রদাহ মুখের উপর দিয়া বামদিকে চলিয়া আসে। এপিসের ফোলা—থলীর মত দেখায় (baggy appearance), তাহার ভিতর ঠিক যেন জলভরা, ফোলাস্থানে টিপিলে গর্ত হয় না, অত্যন্ত বেদনা থাকে। বেদনা—হুল-ফোটার মত, জ্বালাযুক্ত কিম্বা আক্রান্তস্থানে যেন কেহ পেরেক, ছুঁচ বা আলপিন ফোটাইয়া দিতেছে এরূপ বোধ হয়, রোগী সর্ব্বদাই ঠাণ্ডা জল কিম্বা অন্য কোনও প্রকার ঠাণ্ডা দ্রব্য প্রয়োগ করিতে চায়, ঠাণ্ডা প্রয়োগে যন্ত্রণায় কিছু উপশম হয় (অন্যান্য ঔষধের সহিত প্রভেদ—বেলেডোনা অধ্যায়ে দেখুন)।

চক্ষুর পীড়া—চক্ষুর ভিতরের ও বাহিরের প্রদাহ, অত্যন্ত জ্বালা, তাহার সঙ্গে হুল বা কিছু ফোটাইবার মত বেদনা, চোখের পাতা থলীর মত ফুলিয়া উঠে, লালবর্ণ হয়, চোখ খুলিতে পারে না—বন্ধ হইয়া যায়, আলোক সহ্য হয় না, চোখের ভিতর লালবর্ণ হয়, কুটকুট করে, জল পড়ে, পিচুটী পড়ে, চোখ জুড়িয়া যায়। এপিসে—চোখের নীচের পাতাই অধিক ফোলা, উপরের পাতা অধিক ফোলায়—ক্যালি-কার্ব্ব ; চোখের চারিধারে ও সমস্ত পাতার ফোলায়—ফসফরাস নির্দ্দিষ্ট। এপিসে—চোখের যন্ত্রণা ঠাণ্ডাজলে উপশম হয়, গরমজলে উপশম হইলে—রস-টক্স ; রস-টক্সে চোখের পাতা ফোলে (এপিসের থলীর মত ফোলা নহে), পূঁযের মত পিঁচুটি পড়ে, চক্ষুর যন্ত্রণা রাত্রিতে বাড়ে (এপিসে—সন্ধ্যায় বৃদ্ধি)।

গর্ভাবস্থায় বিশেষতঃ দুই তিন মাসের গর্ভকালে এই ঔষধের অতি নিম্নশক্তি ব্যবহার করা নিষিদ্ধ, তাহাতে গর্ভস্রাব হইতে পারে—এই প্রকার অনেকেই লেখেন ; কিন্তু আমি দেখিয়াছি গর্ভ কোনও ঔষধেই নষ্ট হয় না।

বৃদ্ধি—উদরাময়, স্বরভঙ্গ, কামড়ানি বেদনা ইত্যাদি—প্রাতঃকালে। জ্বর (সবিরাম)—বৈকালে, শিরঃপীড়া, বেদনা, চক্ষুর ও বক্ষঃস্থলের পীড়া—রাত্রিতে এবং সকল প্রকার বৃদ্ধি—বৈকালে প্রায় ৫টায় ও গরমে।

উপশম—নির্ম্মল বায়ুতে, ঠাণ্ডা জলে স্নান করিলে জ্বালা যন্ত্রণা— ঠাণ্ডায় কিম্বা ঠাণ্ডা জল প্রয়োগে।

সম্বন্ধ—ন্যাট্রম-মিউর। Apium Virus—ante-toximia with put products. এপিসের ক্রিয়া অতি ধীর, তজ্জন্য কিছু অধিক সময় অতিবাহিত হয়।

পরবর্ত্তী ঔষধ—আর্ণি, আর্স, গ্র্যাফা, আয়োড, লাইকো, পল্‌স, ন্যাট্রম-মিউর, ষ্ট্যামো, সলফ।

ক্রিয়া ব্যাঘাতক (inimical)—রস-টক্স।

ক্রিয়ানাশক—এসিড-কার্ব্বল, ক্যাম্ফার, ইপি, ল্যাকে, ল্যাক্‌টি-এসি, লিডম, প্যান্টেগো। লবণ, মিষ্টদ্রব্য, তৈল, পিঁয়াজ।

ক্রম (Potency)—৬—১০০ শক্তি। ফরমূলা—৪।

এপোসাইনাম (Apocynum.)

এই ঔষধটির দুইটি শ্রেণী আছে ঃ—

১। এপোসাইনাম-এণ্ড্রোসিমিফোলিয়ম—(Apocynum Androsaemifolium)—ইহার টিংচার গাছের টাটকা কাঁচা মূল হইতে প্রস্তুত হয়। সাধারণতঃ বাত, গেঁটেবাত ক্ষুদ্রসন্ধির বাত ও বেদনায়, পায়ের তলা গরম হওয়া প্রভৃতির নিমিত্তই ইহা অধিক ব্যবহৃত হয়। ডাঃ বোরিক বলেন "The rheumatic symptoms of this remedy promise most curative results" বাতে শরীরের প্রায় সমস্ত গাঁটগুলিতে বেদনা ; পায়ের আঙ্গুলে ও তলায় ভীষণ বেদনা, হাত-পা ফোলে, পায়ের তলায় ঝিনঝিনেধরা বা একপ্রকার মৃদু পিনফোটান-বেদনা হয়। ইহার আর এক লক্ষণ—পায়ের তলায় আগুনের মত গরম হয় ও জ্বলে; সলফারে—এই লক্ষণটি থাকিলেও এপোসাইনাম অপেক্ষা অনেক কম। ক্যালি-বাইক্রম, পল্‌স, ম্যাগ্নেলি এবং সলফারের মত স্থান পরিবর্ত্তনশীল বেদনাতেও ইহা উপকারী। ক্রম—θ হইতে নিম্নশক্তি।

২। এপোসাইনাম-ক্যানাবিনাম (Apocynum Cannabinum)—ক্যানাডা ও ইউনাইটেড ষ্টেটস প্রভৃতি স্থানে hemp নামক একপ্রকার চারা গাছ জন্মায় (গাঁজা গাছ), সেই গাছের মূল হইতে টিংচার প্রস্তুত হয়। ইহাতে উপরোক্ত এপোসাইনাম-এণ্ড্রোসির কোনও লক্ষণ নাই। সচরাচর যে সমস্ত পীড়ায় ইহা ব্যবহৃত হয়, তাহাদের মধ্যে কতকগুলি বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইতেছে। ইহার পীড়া উপসর্গ ঠাণ্ডায় বৃদ্ধি, গরমে উপশম হয় (এপিসের বিপরীত)।

প্রস্রাবের পীড়া—প্রস্রাব স্বল্প, প্রস্রাব বন্ধ, মূত্রকৃচ্ছ্রতা, প্রস্রাবে কষ্ট, মূত্রথলীর ফোলা, শোথ, উদরী, শোথরোগে অদম্য পিপাসা, বমি, গা-বমি-বমি প্রভৃতি পাকস্থলীর উত্তেজনা, কষ্টকর শ্বাস-প্রশ্বাস, হৃৎপিণ্ডের কতিপয় কঠিন পীড়া ইত্যাদিতে ইহা প্রায়ই ব্যবহৃত হয় (৩৫৪ পৃষ্ঠা দেখুন)।

শোথ, উদরী—আর্সেনিক, হেলিবোরাস ও অক্সিডেণ্ড্রণ দেখুন।

হৃৎপিণ্ডের পীড়া—ডিজিটেলিস অধ্যায় ২৯৮ পৃষ্ঠা দেখুন।

হাইড্রোকেফালস—এপিস ও জিঙ্কাম দেখুন। এই পীড়ায় মাথায় জল জমিলে ও হাইড্রোথোরাক্সে (বুকে জল জমিলে)— ইহা উপকারী।

হাইড্রোকেফালস পীড়ার পরবর্ত্তী ও শেষ অবস্থায় অর্থাৎ—কোমাটোজ (সম্পূর্ণ অজ্ঞান) ও নিদান অবস্থায়—এপোসাইনাম-ক্যানাবিনাম—θ দ্বারা চিকিৎসা করিয়া আমি অনেকস্থলে রোগীর প্রাণরক্ষা করিতে সমর্থ হই, এ অবস্থায় রোগী প্রায় বাঁচে না। প্রস্রাব বন্ধ, অনবরত এক হাত ও এক পা আপনা-আপনি স্পন্দিত হয় (জিঙ্কাম অধ্যায় দেখুন)।

অতিরজঃ—অবিরাম রক্তস্রাব কিম্বা অল্প দিন বন্ধ থাকিয়া মাঝে মাঝে ভীষণ রক্তস্রাব তৎসহ গা-বমি-বমি, বমি, জীবনীশক্তির হ্রাস, উঠিলে মূর্চ্ছার ভাব এবং স্ত্রীলোকদের ঋতুবন্ধের বয়সে অত্যধিক রজঃস্রাব হয়।

উদরাময়—হলদে কিম্বা কটা রঙের বাহ্যে, পরিমাণে অধিক, অজীর্ণ মিশ্রিত, অসাড়ে নির্গমন, মলত্যাগকালীন শব্দ প্রভৃতি লক্ষণে ইহা উপকারী।

সদৃশ— এপিস, আর্সেনিক, ডিজিটেলিস, হেলিবোরাস।

ক্রম—θ, মাত্রা ১০ ফোঁটা পর্য্যন্ত। ২।৩ ফোঁটা মাত্রায় দিনে ৩ বার সেবনেও যথেষ্ট হয়। পুরাতন ও সেকেণ্ডারি শোথে—θ উপকারী ; ৩,৬,২০০ শক্তিও অনেকে ব্যবহার করেন। ফরমূলা—৩।

এরালিয়া রেসিমোসা (Aralia.)

(আমেরিকার একপ্রকার ক্ষুদ্রজাতীয় গাছ)—শ্বাস-প্রশ্বাসের যন্ত্র সমূহের উপরেই এই ঔষধের প্রধান ক্রিয়া, এইজন্য প্রকৃত হাঁপানি বা ব্রঙ্কাইটীস হইতে হাঁপানির মত অবস্থা, হে-এজ্‌মা (প্রথমে নাক চোখ দিয়া জল পড়ে, পরে স্রাব বন্ধ ও হাঁপের মত টান হয়) এবং সাধারণ সর্দ্দি-কাশিতেও ইহার দ্বারা অনেক সময় উপকার পাওয়া যায়।

হাঁপানি-কাশি (Asthma)— রোগী কিছুতেই শুইয়া থাকিতে পারে না, শুইলেই শ্বাস-প্রশ্বাসে কষ্ট হয়, এমন কি বোধ হয় তখনই যেন শ্বাস বন্ধ হইয়া যাইবে, তজ্জন্য দিন রাত্রি বসিয়া থাকে, আবার ইহাতে নড়িলে চড়িলে কিম্বা দুই চারি পা চলিলেও ঐপ্রকার শ্বাসবন্ধের ভাব হয়, রোগী তাহার জন্যও স্থির হইয়া বসিয়া থাকিতে বাধ্য হয়। ডাঃ জোন্‌স বলেন—এরালিয়ার রোগী মাথা হেঁট করিয়া হাঁটু ও কনুয়ের উপর ভর দিয়া উপুড় হইয়া বসিয়া থাকে, নিদ্রা যাইতে হইলে—সম্মুখে বালিস দিয়া হাতের উপর মাথা রাখিয়া অতি কষ্টে একটু নিদ্রা যায়। এরালিয়ায়— নিশ্বাস টানিয়া লইবার সময় অত্যন্ত কষ্ট হয়, তজ্জন্য রোগীকে নিশ্বাস লইবার সময় মাথা উঁচু করিয়া বুক প্রসারিত করিতে হয় ; নিশ্বাস ফেলিবার সময় সহজে ফেলে, কোনও কষ্ট হয় না।

কাশি—বেশ ঘুমাইতেছে হঠাৎ ঘুম ভাঙ্গিয়া দমকা কাশি, উপস্থিত হইল ; এই প্রকার কাশি প্রায় প্রথম ঘুমের পর হইতেই দেখা যায়, কাশিতে কাশিতে যেন দমবন্ধ হইয়া আসে, কাশি কিছুতেই কমে না, খুব জোরে কাশে, অনেকক্ষণ কাশির পর একটু গয়ার উঠিলে কাশি কিছু কম পড়ে। কাশির সময় ও পূর্ব্বে গলা সুড়সুড় করে, বোধ হয় যেন কি একটা পদার্থ সেখানে আটকাইয়া আছে।

হোমিওপ্যাথিতে কাশির চিকিৎসা অতি কঠিন, তজ্জন্য কতিপয় প্রকারের কাশির সংক্ষিপ্ত ঔষধ বিবরণ পরপৃষ্ঠায় প্রদত্ত হইতেছে ঃ—

কাশি শুইলে বৃদ্ধি, রোগী বসিয়া থাকে ঃ—

কোনিয়ম— আক্ষেপিক শুষ্ক কাশি, দিন রাত্রিই কাশি হয়, তবে সন্ধ্যা রাত্রিতেই অধিক বৃদ্ধি, গলা ও বুক কুট্ কুট্ করে, গর্ভাবস্থায় কাশি, অনেকক্ষণ কাশির পর সামান্য একটু সর্দ্দি উঠে, শুইলে কাশি বৃদ্ধি।

হায়োসিয়ামস—রাত্রিতে দমকা আক্ষেপিক কাশি, শুইয়া থাকিলে ভয়ানক কাশি হইতে থাকে, উঠিয়া বসিলে উপশম। আলজিব বাড়াজনিত কাশি (এসিড-মিউর)।

ফেলাণ্ড্রিয়ম—বুকের মাঝের হাড়ের নিকট ডানদিকে ছুঁচ ফোটাইবার মত বেদনা, বেদনা কাঁধের নিকট ও পিঠে পর্য্যন্ত পরিচালিত হয়, ক্রমাগত কাশি, সকালে অত্যন্ত কাশির বৃদ্ধি। পচা দুর্গন্ধ গয়ার উঠার সহিত কাশি, শুইতে পারে না—উঠিয়া বসিয়া থাকে।

স্যাঙ্গুনেরিয়া—অম্লের পীড়াজনিত কাশি, কাশির সহিত বুকজ্বালা ও বেদনা, ডানদিক অধিক আক্রান্ত, হুপিং-কাশি কিম্বা ইনফ্লুয়েঞ্জার পর আক্ষেপিক কাশি, প্রতি বৎসর শীতকালে কাশির পুনরাবির্ভাব, গলা কুটকুট করিয়া কাশি, রাত্রিতে শুইলে অত্যন্ত কাশি বাড়ে, তজ্জন্য উঠিয়া বসিয়া থাকিতে বাধ্য হয় এবং ঊর্দ্ধ ও অধঃ দিয়া বায়ু নিঃসরণ হয়।

জিঙ্কাম-মেট–স্বরভঙ্গ, আক্ষেপিক কাশি, মিষ্টদ্রব্য খাইলে কাশি বাড়ে, শিশু কাশির সময় লিঙ্গে হাত দেয়, বুক সাঁটিয়া ধরে, অগ্রকড়ার স্থানে জ্বালা করে, ফেণার মত সর্দ্দি উঠে, শুইলে কাশির বৃদ্ধি, উঠিয়া বসিলে উপশম (বসিলে উপশম—আর্স, নেট্রোসি)।

এতদ্ভিন্ন—এন্টিম-আর্স, এরালিয়া, গ্রিণ্ডেলিয়া, নাট্রম-সলফ, ফসফরাস, সলসেটিলা, স্যাম্বুকাস, স্পঞ্জিয়া, ষ্টিক্টা প্রভৃতি ঔষধগুলিতেও শুইলে কাশির বৃদ্ধি, উঠিয়া বসিলে সাময়িক উপশম নির্দ্দিষ্ট।

বসিয়া থাকিলে কাশির বৃদ্ধি শুইলে উপশম ঃ—

ক্যালকেরিয়া-ফস— শিশুদের দম বন্ধ হইয়া যাইবার মত আক্ষেপিক কাশি, শুইলে কাশি কম পড়ে। গলাধরা, বাম ফুসফুসের নীচে বেদনা।

ক্যালি-বাইক্রম—ইহার লক্ষণ—গলাধরা, ঘড়ঘড়ে কাশি, আক্ষেপিক কাশি, অধিক পরিমাণে হলদে রঙের গয়ার উঠা, সর্দ্দি আঠার মত চটচটে, গলা কুটকুট করিয়া কাশি, খালি গায়ে থাকিলে কাশির বৃদ্ধি, কাশির সহিত বুকের মাঝের

হাড়ে বেদনা। এই ঔষধটিতে অনেক সময় কাশি শুইলে কম পড়ে (রাত্রিতে শুইলে উপশম—আর্জেন্টি-মেট।

সোরিণাম— হাঁপানি কাশি, বুকে বেদনাসহ শুষ্ককাশি, শুইলে কমে।

ম্যাংগেনাম-এসেটিকাম— পুরাতন স্বরভঙ্গ, লেরিংসের টিউবার্কিউলসিস, কাশি সন্ধ্যায় বৃদ্ধি ও শুইলে উপশম হয়। গলায় অর্থাৎ লেরিংসে—ছুঁচফোটান বেদনা, বেদনা কাণে পর্য্যন্ত পরিচালিত হয়।

সিনাপিস-নায়গ্রা—উৎকাশি, দমকা কাশি, শুইলেই কাশি কম পড়ে।

ইউপেটোরিয়ম-পার্ফো—চিৎ হইয়া শুইলে কাশি বাড়ে, কোনও এক পাশে শুইলে কম হয়।

নক্স-ভমিকা— চিৎ হইয়া শুইলে কাশি, উপুড় হইয়া শুইলে উপশম।

ডান পাশে শুইলে কাশির বৃদ্ধি—এমন-মিউর, এসিড-বেঞ্জো, মার্ক-ভাইভাস, সেনেগা, ষ্ট্যানম।

অনবরত কাশি, কাশির বিরাম নাই ঃ—

কষ্টিকাম—কম হউক বেশী হউক—কাশি সর্ব্বদাই থাকে, কথা কহিলে ও নিশ্বাস ফেলিলে কাশি বাড়ে, বিড়ি, চুরুটের ধূমপানজনিত কাশি।

ইগ্নেসিয়া—স্নায়বিক কাশি, কাশি সর্ব্বদাই থাকে, যত কাশে ততই কাশিতে ইচ্ছা হয়।

মেন্থা-পিপারেটা—উত্তেজক কাশি, ঠাণ্ডায়, ঠাণ্ডা বাতাস লাগিলে এবং তামাক খাইলে কাশি বাড়ে। গলা সুড়সুড় করে।

রিউমেক্স— গলা সুড়সুড় করিয়া কাশি, উৎকাশি, দমকা কাশি, রাত্রিতে অনবরত কাশি হয়।

ট্রিলি—ইংরাজীতে ইহাকে "minute gun" কাশি কহে, রোগী প্রায় প্রতি মিনিটেই একবার করিয়া কাশে, হামের পর অবিশ্রান্ত কাশি ও স্নায়বিক কাশিতে ইহা উপকারী (কোর‍্যালিয়ামেও "minutegun কাশি নির্দ্দিষ্ট)।

হুপিং-কাশি ঃ—

হুপিং-কাশিতে মুখ লালবর্ণ হয়—কোর‍্যালিয়ম, কুপ্রম, মিফাইটীস, ইপি, সকল প্রকার হুপিং-কফে—টিং-পার্টুসিন—১০ হইতে ৩০।৪০ ফোঁটা মাত্রায়, গরম দুধ বা জলসহ মিশ্রিত করিয়া দিনে ৩ বার সেবনে অনেকস্থলে উপকার হয়, ইহা এলোপ্যাথিক পেটেন্ট ঔষধ, পার্টুসিন—৩০ ও ২০০ শক্তিও উপকারী। এসিড-কার্ব্বলিক— ৬ষ্ঠ শক্তি, হুপিংকাশির শ্রেষ্ঠ ঔষধ।

হুপিং-কাশিতে রক্তস্রাব ঃ

আর্ণিকা—কাশির সহিত নাক দিয়া কাল রঙ-এর রক্তস্রাব, চক্ষু হইতে রক্তস্রাব (চক্ষু হইতে জলপড়া সহ কেবলমাত্র দিনে কাশি— ইউফ্রেসিয়া)।

বেলেডোনা— মাথা খুব গরম, নাক কিম্বা চোখ দিয়া রক্ত পড়ে।

কোর‍্যালিয়ম-রুব্রম—থাকিয়া থাকিয়া ভয়ানক কাশির ফিট আসে, মুখ নীলবর্ণ হইয়া যায়, ছেলে নেতা-কাতা হইয়া পড়ে, শক্ত ডেলার মত সর্দ্দি কিম্বা যাহা খায় বমি করে, সময়ে সময়ে মুখ দিয়া রক্ত বাহির হয়, (ড্রসেরা অধ্যায় ৩০৬ পৃষ্ঠা দেখুন)।

ক্রোটেলাস-হরিডাস—হৃৎপিণ্ডের দুর্ব্বলতাসহ অত্যন্ত দৌর্ব্বল্য, মুখ নীলবর্ণ ও ফোলা ফোলা দেখায়, চোখ, কাণ ও মাড়ী দিয়া রক্তস্রাব হয় (সমস্ত দ্বার দিয়া রক্তস্রাব—ড্রসেরা)।

ককসিনেলা— ইহার অধ্যায় দেখুন।

ড্রসেরা—নাক, মুখ দিয়া রক্তস্রাব হয়, কাশির ধমকে দমবন্ধ হইয়া যাইবার মত হয়, কাশির সময় হাত দিয়া বুকের দুইপাশ চাপিয়া ধরে (৩০ শক্তি একমাত্রার অধিক প্রয়োগ করিবেন না, একমাত্রা প্রদান করিয়া ৫।৬ দিন শূন্য ঔষধ দিবে—হ্যানিম্যান); কিন্তু আবার কেহ কেহ ১ × শক্তি পুনঃ পুনঃ দিতে ও কেহ ইহা বেলেডোনা—নিম্ন শক্তি— ৩ × এর সহিত পর্য্যায়ক্রমে দিতে বলেন, আমি দেখিয়াছি ইহাতে উপকার হয়।

ইপিকাক— কাশি মধ্যে মধ্যে দমকা হয় ; কাশির ধমকে বাহ্য কিম্বা বমি করিয়া ফেলে, মুখ যেন নীলবর্ণ দেখায়; চোখ ও নাক ফুসফুস হইতে রক্তস্রাব হয়।

ব্রোমিয়ম—ইহা পর পর অন্ততঃ ১০/১২ দিন প্রয়োগ করিতে হয়।

সিনা—ডাঃ লিলিয়েন্থেল বলেন—হুপিং-কাশিতে ছেলে কথা কহিতে ও নড়িতে ভয় পায়, কারণ তাহাতে তাহার কাশির ফিট আসিবে।

স্নায়বিক কাশি ঃ—

এগারিকাস—হঠাৎ কাশি আসে, ফিটের মত হয়, রক্তস্রাব হয়।

এম্ব্রা-গ্রিসিয়া—আক্ষেপিক কাশি, বেশীর ভাগ প্রাতে কাশির বৃদ্ধি, কতকগুলি ঢেকুর উঠে তাহাতে কাশি কম পড়ে।

চায়না—শুষ্ক কাশি, দমকা কাশি, বুক ধড়ফড় করে, কসিয়া কাপড় পরিতে পারে না।

সিমিসিফিউগা—যতবার কথা কহিবার চেষ্টা করে, আবার কাশি আসে। গলা সুড়সুড় করে, কাশি শুষ্ক, রাত্রিতে বৃদ্ধি।

কফিয়া—উদ্বেগ ও অনিদ্রার সহিত কাশি।

ল্যাকেসিস—স্ত্রীলোকের ঋতুস্রাব বন্ধের বয়সে কাশি।

ষ্টিক্টা—যন্ত্রণাবিহীন অনবরত খকখকে কাশি।

পাকস্থলীর বিকৃতিজনিত কাশি (stomach cough)—ব্রায়োনিয়া, কোনিয়ম, ফসফরাস, এসিড-ফস, রিউমেক্স।

বর্ষা ও সেঁৎসেতে ঋতুতে কাশি বৃদ্ধি ঃ—

ক্যালকেরিয়া কার্ব্ব—জলে ভিজিলে কিম্বা ভিজাস্থানে থাকিলে সমস্ত উপসর্গের বৃদ্ধি।

ডল্কামারা—শীত বা বর্ষা পড়িলে কাশি বাড়ে।

ইপিকাক—শিশুদের ব্রঙ্কো-নিমোনিয়া ; গরম ও বর্ষা মিশ্রিত ঋতুতে পীড়ার উৎপত্তি।

ন্যাট্রম-সলফ—বর্ষায় ও রাত্রি ৩টা হইতে ৪টার মধ্যে কাশির বৃদ্ধি।

রস-টক্স—বর্ষায় কাশির বৃদ্ধি।

কাশি সরল, ঘড়ঘড়ে ঃ—

এমন-কার্ব্ব—বুকে প্রচুর পরিমাণে সর্দ্দি জমিয়া ঘড়ঘড় করে ; কিন্তু কাশিলে কিছুই উঠে না কিম্বা অতি কষ্টে উঠে, শ্বাসকষ্ট হয়।

এমন-মিউর—গলা ঘড় ঘড় করে ও প্রচুর পরিমাণে সর্দ্দি উঠে।

এন্টিম-আর্স—সরল ঘড়ঘড়ে কাশি, অত্যন্ত দুর্ব্বলতা ও অস্থিরতা।

এন্টিম-টার্ট—ঘড়ঘড়ে সর্দ্দিসহ অত্যন্ত অবসন্নতা, শরীরে শীতল ঘর্ম্ম, কোনও প্রকার বেদনা থাকে না।

চেলিডোনিয়ম—বুকে ঘড়ঘড়ে সর্দ্দি, সর্দ্দি অতি কষ্টে উত্থিত হয়, ডান কাঁধে বেদনা, মুখ লালবর্ণ, নিশ্বাস জোরে ফেলে।

হিপার সলফার—বুকে সর্দ্দিভরা ; কাশে কিন্তু কাশিয়া সহজে তুলিয়া ফেলিতে পারে না ; প্রচুর ঘাম, ঠাণ্ডা হাওয়া লাগিলে এবং অধিকাংশস্থলে প্রাতে কাশির বৃদ্ধি হয়।

ইপিকাক—বুক সাঁই সাঁই কিম্বা খুব জোরে ঘড়ঘড় করে, বমি হয়, বমির সঙ্গে সর্দ্দি উঠে।

মিফাইটীস —হুপিং-কাশির মত আক্ষেপিক কাশি, বুকে শ্লেষ্মার ঘড়ঘড়ে শব্দ (রাল্‌স) পাওয়া যায়, বমি হয়।

মার্কুরিয়স-ভাইভাস—রাত্রিতে বিছানার গরমে ও ডান পার্শ্বে শুইলে কাশির বৃদ্ধি ; যখন কাশে কাশির ঝোঁক দুইবার করিয়া আসে।

সেনেগা—বুকে সর্দ্দি ঘড়ঘড় করে, ডানদিকের নিমোনিয়া—বুকে অত্যন্ত খোঁচামারা বা ফোটান-ব্যথা, নিশ্বাস টানিলে বা কাশিলে অত্যন্ত বেদনাবোধ হয়।

সাইলিসিয়া—থাইসিসের শেষ অবস্থায় যখন ফুসফুসে পুঁয হইয়াছে, বৃদ্ধ ব্যক্তিদিগের ব্রঙ্কোরিয়া, রাশি রাশি দুর্গন্ধ গয়ার উঠে।

স্কুইলা—সরল ঘড়ঘড়ে আক্ষেপিক কাশি, গয়ার সহজে উঠে না, বুকের দুইপাশে বিশেষতঃ বাম পাশে তীক্ষ্ণ বেদনা।

ভেরেট্রাম এলবম—বৃদ্ধ ব্যক্তিদিগের ব্রঙ্কাইটীস, বুকে ঘড়ঘড় শব্দ, গয়ার তুলিয়া ফেলিতে পারে না, শরীরে শীতল ঘর্ম্ম, অত্যন্ত দুর্ব্বলতা, অবসাদ ইত্যাদি।

হাঁচির সহিত কাশি ঃ—

ব্যাডিয়াগা—কাশিলেই হাঁচি হয়।

ব্রায়োনিয়া—কাশির সময় দুই বার হাঁচি।

অসমিয়ম—সূতার মত সর্দ্দি মুখের ভিতরে থাকে, তুলিয়া ফেলিবার চেষ্টা করে, কাশে, তাহাতে বমি হয়; কিন্তু কাশিয়া তুলিতে ফেলিতে পারে না, পরে হাঁচি হয়—হাঁচিলে সর্দ্দি উঠিয়া যায়।

কুইলা—অত্যন্ত কাশি, চোখে জল পড়ে ও হাঁচি হইতে থাকে।

চক্ষুতে জল পড়ার সহিত কাশি—এলিয়ম-সিপা, ইউফ্রেসিয়া, ন্যাট্রম-মিউর, পলসেটিলা, স্যাবাডিলা, স্কুইলা।

সবিরাম-জ্বরের সহিত কাশি—ব্রায়োনিয়া, ইউপেটোরিয়ম-পার্ফো, সাইকোপোডিয়ম, রস-টক্স, একোনাইট।

অত্যন্ত মাথা বেদনার সহিত কাশি—ব্রায়োনিয়া, ক্যাল্কিকম, লাইকো, ন্যাট্রম-মিউর, নক্স-ভমিকা।

অজীর্ণ-পীড়ার সহিত কাশি—নক্স-ভমিকা, কোনিয়ম।

কাশির ধমকে প্রস্রাব নিঃসরণ ঃ—

কষ্টিকাম—শুষ্ক আক্ষেপিক দমকা কাশির সহিত প্রস্রাব নিঃসরণ।

ন্যাট্রম-মিউর—কাশির সাহিত প্রস্রাব নিঃসরণ ও শিরঃপীড়া।

নক্স-ভমিকা—প্রাতঃকালীন কাশি, তৎসহ অসাড়ে প্রসাব নিঃসরণ।

ফস্‌ফরাস—প্রবল কাশির সহিত অসাড়ে প্রস্রাব।

স্কুইলা—ঘড়ঘড়ে সর্দ্দি, বুকে ফোটান ব্যথা, অসাড়ে ফোঁটা ফোঁটা মূত্র নিঃসরণ।

ভেরেট্রম-এলবম—হুপিং-কাশিতে কাশিবার সময় প্রস্রাব নিঃসরণ।

প্রথম ঘুমের পর কাশির বৃদ্ধি—এগারিকাস, এরালিয়া, হায়োসিয়ামস, ল্যাকেসিস।

মধ্য রাত্রিতে কাশি—আর্সেনিক, ড্রসেরা, রিউমেক্স, স্যাম্বু, স্পঞ্জি।

রাত্রি ৩টার সময় কাশি—এমন-কার্ব্ব, ক্যালি-কার্ব্ব, ন্যাট্রম-সলফ।

প্রথম ঘুম ভাঙ্গিয়া জাগিলেই—সিনা, ককুলাস, সিপিয়া।

ঘুম ভাঙ্গিবার পর হইতে শয্যাত্যাগের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত—এগ্রা-গ্রিসিয়া, কক্কুলাস, ক্যালি-বাইক্রম, নক্স-ভমিকা, সিপিয়া।

কাশির সাধারণ বৃদ্ধি ঃ—

দিনের বেলায়—ইউফ্রেসি, ...রাত্রিতে—কক্কাস, ষ্ট্যানম্...... রাত্রি ১১টার—বেল,........৩—৫টার মধ্যে—ক্যালি-কার্ব্ব,........এক ঘুমের পর ল্যাকে......প্রাতে ঘুম ভাঙ্গিবার পর—এলিউম-স্যাট....শুইলে—কোনি, এরালি, এসিড-নাই, হায়ো.......বেড়াইলে—ম্যাঙ্গেনাম......শীতকালে— কক্কাস, ব্যারাইটা, এসিড-নাই,—প্রতিবৎসর শীতকালে—পেট্রোলি, সোরি, স্যাজু....ঠাণ্ডা হইতে গরমে যাইলে—এসিড-নাই, আর্জ্জেন্ট, এন্টিম-টার্ট, ...গরম হইতে ঠাণ্ডায়—ক্যালি-কার্ব্ব, ফস,......নড়াচড়ায়—ব্রায়ো..... দীর্ঘনিশ্বাস গ্রহণে—কোনি,......দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগে—কষ্টি,.......ঠাণ্ডাজল পানে—স্পঞ্জি, ...হাসিলে কিম্বা কথা কহিলে—আর্জ্জেন্ট-মেট, ম্যাঙ্গে, হায়োসি.....যতই কাশে ততই

বৃদ্ধি—ইগ্নে,......ঘুমিয়ে কাশে কিন্তু ঘুম ভাঙ্গে না—ক্যামো, ল্যাকে,......একটুমাত্র পরিশ্রমে—কেব্রো, বংশগত যক্ষ্মারোগীর—এসিড-নাই, এসিড-অক্জ্যা,...স্নানের পর—এন্টি-ক্রুড, হামের পর—ষ্টিক্টা, ড্রসেরা, ক্যালি-কার্ব্ব,......ব্রঙ্কাইটীস, নিমোনিয়া, প্লুরিসি, ঘুংড়ী ইত্যাদি হইয়া বুকের দোষ, পুরাতন কাশি—ব্যাসিলিনাম।

কাশির উপশম ঃ—

বসিলে—হায়োসি, আর্স, লরোসি.....শুইলে—সোরি, ম্যাঙ্গে..... হাতে বুক চাপিলে—ব্রায়ো, ফস, ন্যাট্রম-সলফ,.....ঠাণ্ডা জলপানে—কষ্টি, কুপ্রম.....এক হাতে বুক ও এক হাতে মাথা চাপিয়া ধরিলে—ড্রসে,...... গরমে—ক্যালি-কার্ব্ব, ফস, ক্যালি-বাই,.....উপুড় হইয়া শুইলে—ব্যারাইটা, মেডোর্হ্রিণ,......ঠাণ্ডায়—কক্কাস, পলস,.....ধীরে বেড়াইলে—ফেরম।

কাশির স্বাদ ঃ—মিষ্ট—ষ্ট্যানম,.....দুর্গন্ধ—স্যাজু, ক্যাপসি, ফেলান্ড্রি, ...টক—ক্যালকে,....... লোণা—ক্যালি-আয়োড।

কাশির সময় অবস্থা ঃ—

শরীর নীলবর্ণ ও শীতল হইয়া যায়—লরোসি,..... ঠোঁট নীলবর্ণ হয়—ড্রিজি,...বুকের বেদনা পিঠ পর্য্যন্ত যায়—ফেলান্ড্রি, ক্যালি-আয়োড, ... অসাড়ে প্রস্রাব হয়—কষ্টি, সেনেগা,.....বুকে বেদনা হয়—ব্রায়ো, ফস,..... হাতে পায়ে ও অন্যস্থানে বেদনা হয়—ক্যাপ্‌সি,..... গয়ার উঠিয়া যাইলে বুক জ্বালা করে—কক্কাস, ... ভুক্তদ্রব্য বমি হয়—ফেরম,... মলদ্বারে বেদনা হয়—ল্যাকে,... বাহ্যে অথবা প্রস্রাব করিয়া ফেলে—স্কুইলা বা সিনা,....... ডান স্ক্যাপুলাতে বেদনা—চেলিডোন,.... ঢেকুর—স্যাঙ্গুনেরিয়া।

শ্বেত-প্রদর—চটচটে শ্লেষ্মার মত কিম্বা জলের মত স্রাবে যোনিদ্বার হাজিয়া যায়, ইহাতে—এরালিয়া উপকারী।

সদৃশ—আর্স-আয়োড, এলিয়ম-সিপা, স্যাম্বুকাস, সিন্যাপি-নায়গ্রা।

ক্রম—θ—৬, ১২, ৩০ শক্তি। ফরমুলা—৩।

আর্জ্জেন্ট মেটালিকাম (Argent Met.)

(খাঁটি রূপা হইতে প্রস্তুত) মাহাত্মা হ্যানিম্যান ইহা প্রথমে পরীক্ষা করেন। হিষ্টিরিয়া গ্রস্তা, নার্ভাস-স্ত্রী ও যে সকল পুরুষ শুক্রক্ষয় করিয়া অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছে তাহাদের ধাতুতে ইহা অধিক উপকারী।

পরিপাক যন্ত্রের ও অন্যান্য স্থানের মিউকাস মেম্ব্রেণের এবং হাড়, কার্টিলেজ, লিগামেন্ট, লেরিংস ও মূত্রযন্ত্রের উপর ইহার প্রধান ক্রিয়া।

চরিত্রগত লক্ষণ ঃ—

১। রোগী—রোগা, লম্বা ও উত্তেজিত স্বভাবাপন্ন ; ২। লিঙ্গোদগম- ব্যতীত প্রতি রজনীতেই স্বপ্নদোষ, হস্তমৈথুনের কুফল, লিঙ্গ শিথিল, বক্র ও ক্ষুদ্র ; ৩। গায়ক ও বক্তাদের গলাধরা; ৪। কাশিতে কিম্বা গিলিতে গলায় বেদনা ; ৫।

হাসিলেই কাশি ; ৬। রাঁধা-ষ্টার্চ্চ কিম্বা জেলীর মত চট্‌চটে সর্দ্দি গলায় জমে ; কিন্তু উহা সহজেই উঠিয়া যায় ; ৭। নাসিকায় জলের মত তরুণ সর্দ্দিসহ হাঁচি ; ৮। ঋতুলোপকালের বয়সে অত্যধিক রজঃস্রাব ; ৯। বাম ওভেরিতে বেদনা, বেদনাসহ জরায়ুর বহির্নিঃসরণ (ডান ওভেরিতে—প্যালেডিয়ম) Froded spongy cervix ; ১০। বামদিকের বক্ষে অত্যন্ত দুর্ব্বলতা অনুভব ; ১১। অবসাদ—সর্ব্বদা ঘুমাইবার ইচ্ছা।

ইহার রোগীর পা ফোলা থাকে, হাঁটুতে কিছুমাত্র বল থাকে না, প্রত্যেক দিন হেক্‌টিক-জ্বরের মত—বেলা ১টায় জ্বর আসে এবং ২/১ ঘন্টা থাকিয়া ছাড়িয়া যায়, স্মরণশক্তির লোপ হয়, কথা কহিতে কহিতে ভুলিয়া যায় ও চুপ করিয়া থাকে, প্রকৃত বয়স অপেক্ষা অনেক অধিক বয়স বলিয়া বোধ হয়, স্বভাব খিট্‌খিটে, কাহারও সঙ্গে কথা কহিতে ভালবাসে না, অস্থিরতা ও দুশ্চিন্তাবশতঃ এক স্থানে থাকিতে পারে না।

বেদনা—শরীরের যে কোন স্থানে হউক বেদনা হইয়া (অধিকাংশ স্থলে বাম দিকে) উহা ক্রমশঃ মস্তক পর্য্যন্ত উত্থিত হয়, বেদনা ধীরে ধীরে বাড়ে, চরম সীমায় উত্থিত হয়, পরে হঠাৎ কমিয়া যায়।

কাশি—ফ্যারিংস, লেরিংস কিম্বা ব্রঙ্কাইয়ের কোন পুরাতন পীড়ায় জেলির মত শ্লেষ্মা জড়াইয়া থাকে, রোগী উহা পুনঃ পুনঃ কাশিয়া তুলিয়া ফেলিবার চেষ্টা করে। জোরে হাসিলে বা পাঠ করিলেই কাশি হয়।

তরুণ কিম্বা পুরাতন ল্যারিণজাইটীসে (স্বরযন্ত্রের প্রদাহে) এবং গায়ক, বক্তাদের গলাধরায় ও স্বরভঙ্গে কিম্বা গলার ভিতরে ঘায়ের মত বেদনায়— আর্জ্জেন্ট-মেটালিকাম উপকারী। ইহার একটি বিশেষত্ব এই যে, রোগী যখন কাশে তখনই গলায় উক্তপ্রকার বেদনা অনুভব করে, কিন্তু যখন পানাহার করে তখনও কোনও প্রকার বেদনা থাকে না। হাসিলে, কথা কহিলে অথবা উচ্চস্বরে পাঠ করিলে, গান গাহিলে— কাশির উদ্রেক হওয়াও ইহার অন্যতম লক্ষণ।

প্রস্রাবের পীড়া—বহুমূত্র (ডায়েবিটিস-ইন্‌সিপিডাস), ঘন ঘন প্রচুর পরিমাণে প্রস্রাব হয়, প্রস্রাব ঘোলা, মিষ্টগন্ধ (অন্যান্য ঔষধের জন্য মৎকৃত "প্র্যাক্‌টিসনার্স গাইড" ২য় খণ্ড দেখুন)।

স্ত্রী-পীড়া—বাম ওভেরির পীড়ার ইহা একটি উত্তম ঔষধ। বামদিকের ডিম্বকোষ বোধ হয় যেন খুব বড় হইয়াছে (ডান ওভেরি—প্যালেডি, এপিস), তথায় বেদনা, বেদনা কোমরে ও বাম উরুতে পর্য্যন্ত পরিচালিত হয়, তখনও বেদনার সহিত জরায়ু বাহির হইয়া পড়ে (proplapsus), হলদে রঙের প্রদরস্রাব হয়, স্রাব যেখানে লাগে হাজিয়া যায়, স্রাবে দুর্গন্ধ থাকে। জরায়ু গ্রীবার (cervix) ক্ষত ও ফোলা, দুর্গন্ধ স্রাব ও নিঃসরণ ও জরায়ুর ক্যান্সারেও ইহার দ্বারা সাময়িক উপকার হয় (ল্যাপিস-এল্‌বা ও রেডিয়ম দেখুন), ঋতু বন্ধ থাকে, সমস্ত তলপেটে বেদনা।

পুংজননেন্দ্রিয়ের পীড়া—অণ্ডকোষে থেঁৎলাইয়া যাইবার মত বেদনাবোধ করিলে এবং লিঙ্গোত্থান না হইয়া অজ্ঞাতসারে শুক্রপাত বা স্বপ্নদোষ হইলে ইহাতে উপকার হইবে। পুরাতন গ্লীটরোগে ঘন স্রাব নির্গত হয়, রঙ হলদে বা সবুজ, জ্বালা যন্ত্রণা থাকে না (হাইড্রাস্‌টিস)।

উদরাময়—মলদ্বারের নিকট অনবরত বেগ, পায়খানায় যায়—অতি সামান্যমাত্র তরল বাহ্যে হয়, কখনও শুষ্ক বালির মত মলত্যাগ করে।

বাত—গাঁট, কনুই ও হাঁটু আক্রান্ত হয়। পায়ের ভীষণ দুর্ব্বলতা—পা কাঁপে, সম্মুখবাহুর আংশিক পক্ষাঘাত, গোড়ালির ফোলা, লেখকদিগের আঙুল কাঁপে (writer's cramp), পিঠে বেদনা, কুঁজো হইয়া চলে।

বৃদ্ধি—স্পর্শে, দুই প্রহরে।

উপশম—খোলা বাতাসে, কাশিলে, কাশি রাত্রিতে শুইলে (হায়োসিয়ামসের বিপরীত লক্ষণ)। পরবর্ত্তী ঔষধ—ক্যাল্‌কে, পল্‌স, সিপি।

সদৃশ—এলিউমিনার পর ব্যবহারে ইহার ফল ভাল হয়। হাস্যজনিত কাশিতে—ষ্ট্যানমের ও ডিম্বকোষের পীড়ায়—প্যালেডিয়মের সদৃশ।

প্রতিবিষ ঔষধ—পল্‌স, মার্কুরিয়স। ক্রিয়াস্থিতিকাল—৩০ দিন।

ক্রম—৬—৩০ ও ২০০ শক্তি। ফরমূলা—৭ দিন।

আর্জ্জেন্ট নাইট্রিকাম (Argent Nit.)

(কষ্টিক, নাইট্রেট-অফ সিলভার)—ইহা পাকস্থলী, অন্ত্র, মস্তিষ্ক, চক্ষু, মূত্রযন্ত্র ও জননেন্দ্রিয়ের পীড়ায় অধিক ব্যবহৃত হয়। রক্তের উপর ইহার ক্রিয়া অধিক। ডাঃ এলেন বলেন—যখন কোনও শুষ্ক ক্ষীণদেহ, ক্ষয়িত মাংস, চোপ্‌সান মুখ, কোটরাগত চক্ষু এবং বৃদ্ধের অবয়বের মত ব্যক্তি দর্শন করিবেন, তখনই [illegible] আর্জ্জেন্ট স্মরণ করিবেন (সিকেলি)। ইহার রোগী সর্ব্বদা নিজের পীড়ার অবস্থার কথা বলে, সর্ব্বদাই কথাবার্ত্তা কহিবার জন্য একজন লোক চায়। আর্জেন্ট-নাইট্রিকের দ্বারা প্রবল প্রদাহ উৎপাদিত হইয়া—গলা, পাকস্থলী ও অন্যান্য সমস্ত স্থানের শ্লৈষ্মিক-ঝিল্লিতে ক্ষত হয়, লাল রক্তকণিকা সকল নষ্ট ও ক্রমশঃ শরীর ক্ষয় হয়, শারীরিক উত্তাপের হ্রাস হয়, পীড়ার প্রথমে ধনুষ্টঙ্কারের মত আক্ষেপ হইয়া পরে পক্ষাঘাতে পরিণত হয়, শ্লৈষ্মিক-ঝিল্লিতে প্রদাহ হইলে—তথায় তীক্ষ্ণ বেদনা এবং শ্লেষ্মা-পুঁয মিশ্রিত স্রাব নির্গত হয়। ইহার রোগী কোন কাজে হাত দিতে চাহে না, ভাবে তাহার কাজ বিফল হইবে।

চরিত্রগত লক্ষণ ঃ—

১। সকল কাজেই ব্যস্ত, অত্যন্ত তাড়াতাড়ি করে, দ্রুত চলে, উদ্বিগ্ন, উত্তেজিত, নার্ভাস ; ২। কোনস্থানে যাইতে হইলে তখনই বাহ্যে পায় ; ৩। পুরাতন ডিস্পেপসিয়া গ্রস্ত ব্যক্তি ; ৪। পুষ্টিকর আহারাভাবে কোনও পীড়ার

উৎপত্তি ; ৫। আধকপালে মাথাব্যথা—জোরে বাঁধিলে উপশম ; ৬। আঁতুড়ে শিশুর চোখ উঠা ; ৭। পেটে এত বায়ু জমে, মনে হয় যেন পেট ফাটিয়া যাইবে, ঢেকুর উঠে না—পরে অনেক চেষ্টার পর খুব জোরে ঢেকুর উঠে ; ৮। পাকস্থলীর নীচের দিকে ফোলা ; ৯। পানমাত্রেই বাহ্যে ; ১০। ফড়ফড় করিয়া বায়ু নিঃসরণসহ বাহ্যে; ১১। শিশু কেবল মিছরী বা চিনি খায়, খাইলেই পেটের অসুখ করে ; ১২। দিন রাত্রি অসাড়ে প্রস্রাব নিঃসরণ ; ১৩। ধ্বজভঙ্গ, রতিক্রিয়ার সময়েই লিঙ্গ শিথিল হইয়া পড়ে ; ১৪। কষ্টকর সঙ্গম, তৎপরে যোনি দিয়া রক্তস্রাব ; ১৫। বন্ধ্যা ও বিধবা যুবতীদিগের মেট্রোর‍্যাজিয়া ; ১৬। নিম্নাঙ্গের দুর্ব্বলতা বশতঃ চলিতে অঙ্গ কাঁপা ; ১৭। গিলিবার সময় গলায় কিছু ফুটিয়া থাকা অনুভব (হিপার, নাইট্রিক-এসিড, সাইলি) ; ১৮। চলিবার সময় জরায়ুর মধ্যে কিম্বা পার্শ্বে কিছু ফুটিয়া থাকার মত অনুভব ; ১৯। ক্ষতে অত্যধিক মাংসাঙ্কুর (গ্রাণুলেসন) উৎপত্তি ; ২০। টাইফয়েড-জ্বরের পর কালা হইয়া যাওয়া ; ২১। নাসিকার ক্ষত, জরায়ুর ক্ষত প্রভৃতি ; ২২। বেদনা ধীরে ধীরে বৃদ্ধি হয় ও কমিয়া যায় ; ২৩। নাসিকায় সর্দ্দি, কোন জিনিসের গন্ধ পায় না ; ২৪ ধুমপায়ীদের কাশি, যখন কাশে মনে হয় যেন গলায় চুল আছে ; ২৫। মৃত্যুর দিন নির্দ্ধারিত করিয়া বলে।

মাথাধরা, মাথাঘোরা—মাথাধরার সহিত মাথাঘোরা, কোনও উচ্চ বাড়ীর দিকে তাকাইলে মাথা ঘুরিয়া যায়, রোগী মনে করে তাহার মাথাটা যেন বড় হইয়াছে, মাথার ভিতর সড় সড় করে যেন পোকা চলিতেছে, এবম্বিধ লক্ষণে ও মধ্যে মধ্যে কষ্টদায়ক আধকপালে-মাথাধরায় ইহা অধিক উপকারী। আর্জেন্ট—মাথাধরার সহিত কাণ ভোঁ ভোঁ করা এবং অবসাদ, দুর্ব্বলতা, হস্তপাদাদির কম্পন ইত্যাদি লক্ষণগুলিও থাকে। জেলসিমিয়মেও উক্ত লক্ষণগুলি আছে, তবে লক্ষণ মিলিলে—জেলসিমিয়ম নূতন পীড়ায় ; আর আর্জেন্ট—পুরাতন পীড়ায় উপযোগী।

চক্ষুর পীড়া—চক্ষু উঠিয়া তাহাতে পুঁযের মত পিচুটি পড়িতে আরম্ভ হইলে কিম্বা চক্ষুর কোনও অংশের প্রদাহ হইয়া ক্রমশঃ ক্ষতে পরিণত হইয়া পুঁয বা হরিদ্রাবর্ণের পিচুটি পড়িতে থাকিলে—আর্জেন্ট বিশেষ উপকারী। আঁতুড়ে ছেলের চক্ষু উঠার (opthalmia neonatorum) ইহা একটি অব্যর্থ ফলপ্রদ ঔষধ হইলেও, মার্কুরিয়স-সল-২০০ শক্তিও এই পীড়ার ভাল ঔষধ। আর্জেন্ট—চক্ষুরোগে ২০০ শক্তির প্রায় ১টি মাত্রাতেই উপকার হয়। পলসেটিলাতেও—উক্ত লক্ষণগুলি বর্ত্তমান আছে, সেইজন্য বলা আবশ্যক—যদি আর্জেন্ট প্রয়োগে পীড়ার কতক উপকার হইয়া আর উপকার না হয়, তাহা হইলে মধ্যে এক মাত্রা পল্‌সেটিলা প্রয়োগ করিয়া পুনরায় আর্জেন্ট প্রয়োগ করিলে বিশেষ ফল পাওয়া যাইবে। এতদ্ভিন্ন—প্রমেহ জনিত চক্ষুরোগ, ব্লেফারাইটীস নামক চক্ষুরোগ ও চক্ষুর স্বচ্ছত্বকের (cornea) ক্ষত যাহা শীঘ্র আরোগ্য হইতে চাহে না, তাহাতে—আর্জেন্ট-নাইট্রিকাম উপযোগী। আর্জেন্ট-নাইট্রিকাম—θ, ২ ফোঁটা বা কষ্টিক—২ গ্রেণ ১ আউন্স পরিস্রুত জলে মিশাইয়া যে লোসন প্রস্তুত হয়,

তাহা চক্ষুতে বাহ্যিক প্রয়োগে যন্ত্রণাদির অনেকটা উপশম থাকে (ইউফ্রেসিয়া অধ্যায় দেখুন)।

গ্রাণুলার-কনজংটিভাইটীস (Granular conjunctivitis)—এই পীড়ায় চক্ষুর সাদা অংশ ঘোর লালবর্ণ, চক্ষুতে পুঁয ও পিচুটী সেই সঙ্গে আলোক অসহ্যতা, যন্ত্রণা, জ্বালা, কর্‌কর্‌ করা, দৃষ্টিহীনতা ইত্যাদি উপসর্গ থাকিলে—আর্জেন্ট বিশেষ উপকারী, ইহার সঙ্গে অজীর্ণ, পেটের দোষ থাকিলে উহা আরও অধিক ফলদায়ক। রসটক্সে—চক্ষুর পাতা সর্ব্বদাই মুদ্রিত থাকে ; কিন্তু চক্ষু খুলিলেই স্রোতের মত উত্তপ্ত অশ্রুজল নির্গত হইতে থাকে। রসটক্সে — চক্ষুর চতুর্দ্দিকে ছোট ছোট ফুস্কুড়ি উৎপন্ন হয়। ইউফ্রেসিয়া, ক্রিয়োজোটও এই পীড়ার উত্তম ঔষধ, তাহাদের লক্ষণ দেখিবেন। চক্ষুতে পুঁয জমিয়া পাতা ফুলিয়া উঠিলে— এপিসে উপকার হইবে, রসটক্সেও উপকার হয়।

পাকস্থলীর পীড়া—পেট বায়ুতে পরিপূর্ণ হয় ও ফুলিয়া উঠে, রোগী অনেক চেষ্টা করিয়া অতি কষ্টের সহিত ঢেকুর তুলে, আহারের পর পেটে অত্যন্ত বায়ু জমে, তাহাতে তখন মনে করে বুঝি পেট ফাটিয়া যাইবে, রোগী তজ্জন্য ঢেকুর তুলিবার পুনঃ পুনঃ চেষ্টা করে ও শেষে অত্যন্ত শব্দের সহিত ঢেকুর উঠে, ঢেকুর উঠিলে পেটফোলার যেন কিঞ্চিৎ উপশম হয়। আহারের পরেই পেটে বেদনা আরম্ভ হয় ও যতক্ষণ পর্য্যন্ত ভুক্ত দ্রব পেটে থাকে ততক্ষণ বেদনা থাকে। (এনাকার্ডিয়াম, নাক্স-ভমিকা, আর্সেনিক প্রভৃতিতে এবং ব্রায়োনিয়া, কেলি-বাই প্রভৃতিতেও; এপিস-নায়গ্রাতেও এই লক্ষণটি আছে)। গ্যাস্ট্রিক ক্ষত ও অজীর্ণরোগে আহারের কিছুক্ষণ পরেই বমন হয়, পেট খুব বেদনা করে ও ঘন ঘন ঢেকুর উঠে—অজীর্ণ রোগে—পেটফোলা, পেট গড়্গড়্ করা ও তৎসঙ্গে হৃৎস্পন্দন প্রভৃতি লক্ষণগুলি প্রায় সর্ব্বদাই দেখিতে পাওয়া যায়। লিভার প্রদেশে এত বেদনা—যেন ছুরি দিয়া কাটিতেছে।

গলনলীর পীড়া—ক্যালি-বাইক্রমের মত—আর্জেন্ট-নাইট্রিকামেও গলায় ঘন চটচটে শ্লেষ্মা জমিয়া থাকে সেই শ্লেষ্মা টানিলে তারের মত বাড়ে, রোগী তাহা তুলিয়া ফেলিবার জন্য পুনঃ পুনঃ কাশে। গলার ব্যথা ও টাটানিভাব থাকে এবং গলার মধ্যে যেন কেহ চাঁচিয়া লইয়াছে এরূপ বোধ হয়, রোগীকে তজ্জন্য গলা খেঁকরাইতে হয় এবং গিলিতে গেলে গলার কাঁটা বেঁধার মত তীক্ষ্ণ বেদনা অনুভব করে, নাইট্রিক-এসিড ও হিপারেও গলার কাঁটাবেঁধার মত লক্ষণটি আছে। আর্জ্জেন্টে—রোগী মনে করে গলায় আঁচিলের মত কিছু হইয়াছে। গায়ক, বক্তা বা ব্যারিষ্টারদিগের গলক্ষতে উক্ত লক্ষণগুলি থাকিলে—আর্জেন্ট বিশেষ উপকারী।

কটিবেদনা (**Lumbago**)—বসিয়া উঠিতে গেলে কোমরে অত্যন্ত ব্যথা বোধ হয়; কিন্তু আবার চলিয়া ফিরিয়া বেড়াইলে সেই বেদনার হ্রাস হয় (রসটক্স, কলফাইলম, প্রভৃতি রাসটক্সের সমান; পালসেটিলা ও কষ্টিকামেও এই লক্ষণ আছে)। পিঠের ও কোমরের বেদনার সহিত অত্যন্ত অবসাদ, মাথা ঘোরে, হাত-পা কাঁপে (ন্যাস)।

প্রমেহ—স্রাব পুঁযের মত গাঢ়, ক্যানাবিস ইত্যাদি ঔষধ সেবনে তরুণ অবস্থার হ্রাস হইয়াও পুঁযের মত স্রাবের সহিত মূত্রনলীর ফোলা, টাটানি ব্যথা,

প্রস্রাবের সময় জ্বালা, রক্ত প্রস্রাব ইত্যাদি লক্ষণগুলি থাকিলে— আর্জেন্ট বিশেষ উপকারী (মার্কুরিয়স-করে—প্রস্রাবের অগ্রে, সময়ে ও পরে জ্বালা এবং সার্সাপ্যারিলায়—প্রস্রাবের পর জ্বালা নির্দ্দিষ্ট)।

ধ্বজভঙ্গ—পূর্ব্বে যাহাই হউক না কেন; কিন্তু ঠিক সঙ্গমের সময়েই লিঙ্গ শিথিল হইয়া পড়ে, তজ্জন্য অত্যন্ত মনোকষ্ট; অনেক সময় সঙ্গমের ইচ্ছা আদৌ থাকে না। সঙ্গমের সময় বেদনা।

শ্বেত-প্রদর—এই পীড়া প্রমেহদোষজনিত হইলে এবং পূঁযের মত অথবা রক্ত-পূঁযমিশ্রিত স্রাব প্রচুর পরিমাণে নির্গত হইতে থাকিলে—আর্জেন্ট উপকারী।

প্রস্রাবের পীড়া—বহুমূত্র বা অন্য কোনও প্রকার প্রস্রাবের পীড়ায় অধিক পরিমাণে প্রস্রাব এবং প্রস্রাব আপনিই অসাড়ে হইয়া যায়, বেগ সামলান যায় না, প্রস্রাবের পরেও দুই ফোঁটা মূত্র নিঃসরণ হইতে থাকে। কেহ কেহ বলেন—ছোট ছোট পাথরী জমার জন্য কিডনীতে রক্তসঞ্চয় হইয়া প্রস্রাবকালে জ্বালা যন্ত্রণা হইলে—আর্জেন্ট উপকারী। মূত্রনলীর মধ্যে কাঁটাবেঁধার মত বেদনা, প্রস্রাবের শেষে কয়েক বিন্দু প্রস্রাব নির্গমনকালীন মূত্রনলীর গোড়া হইতে মলদ্বার পর্য্যন্ত এক প্রকার বেদনা, এই সমস্ত লক্ষণেও—আর্জেন্ট ফলপ্রদ।

উদরাময় ও শিশু কলেরা—কিছু পান করিবামাত্রই বাহ্যের বেগ, বায়ুশূল বেদনা, ঢেকুর উঠা, আহারের পরেই পেটফোলা ও বাহ্যের সঙ্গে জোরে ফড়্ফড়্ শব্দ হইয়া বায়ু নিঃসরণ, এই লক্ষণ কয়টী উদরাময়ে—আর্জেন্টের বিশেষ লক্ষণ বলিয়া স্মরণ রাখিবেন। বাহ্যে অত্যন্ত দুর্গন্ধ, বাহ্যের রঙ অল্প সবুজ কিম্বা হরিদ্রারঙের, আবার হলদে রঙের বাহ্যে হইলেও উহা কিছুক্ষণ ন্যাকড়ায় থাকিলে তাহার রঙ্ সবুজ হইয়া যায়, চিনি মিছরী কিম্বা অধিক মিষ্টি খাইয়া উদরাময় হইলে ইহাতে বিশেষ উপকার হইবে। ক্যাল্কেরিয়া-ফসে—সবুজ রঙের বাহ্যে বায়ু নিঃসরণের সঙ্গেই নির্গত হয়। আর্জেন্ট ও ক্যাল্কেরিয়া-ফস এই দুইটী ঔষধই—এন্টেরো-কোলাইটীস্ পীড়ায় উপকারী; রোগ পুরাতন হইয়া যখন শিশুর মস্তিষ্কে জল জমিয়া নানাপ্রকার পীড়া হয় (হাইড্রোকেফালয়েড), তখনও এই দুইটী ঔষধ উপকারী, তবে প্রভেদ এই যে যখন পীড়ায় অধিকদিন ভুগিয়া মাথার হাড় বসিয়া যায়, মাথা খুব ঘামিতে থাকে, তখন ক্যাল্কেরিয়া-ফসই অধিক প্রয়োজনীয়। ক্যাল্কেরিয়া-ফসে রোগী লোণদ্রব্য খাইতে চায়, আর্জেন্ট-নাইট্রিকামে—মিছরি কিম্বা মিষ্টদ্রব্য খাইতে ভালবাসে। অধিকদিনের পুরাতন পীড়ায়—যেখানে অন্ত্রের ক্ষত হইয়াছে বলিয়া মনে হয় সেখানেও আর্জেন্ট উপকারী (ক্যালি-ক্লোর দেখুন)।

ক্ষত—ক্ষতে অত্যন্ত অধিক গ্র্যাণুলেসন হইলে অর্থাৎ ক্ষতের ক্যাভিটি (গর্ত্ত) মাংসপূর্ণ হইয়াও অধিক মাংস উপরে ঠেলিয়া উঠিলে—আর্জেন্টের মধ্য ও উচ্চশক্তিতে উপকার হইবে। ক্যান্সারের মত ক্ষত।

জরায়ুর ক্ষতে—যখন জরায়ু ফোলে, আকার বড় হয়, রক্তস্রাব হয়, পূঁযের মত হলদে স্রাব নির্গত হইতে থাকে, তখন—আর্জেন্ট উপকারী।

লোকোমোটর—য়্যাটাক্সি (Locomotor Ataxy)—রোগী চক্ষু মুদ্রিত করিয়া কিম্বা অন্ধকারে এক পাও চলিতে পারে না। পায়ে যেন পক্ষাঘাত হইয়াছে ও পা ভারী বলিয়া বোধ হয়, চলিবার সময় হোঁচট খাইয়া চলে, সোজাভাবে একেবারে পথ চলিতে পারে না, পা কাঁপে, ও পা সরু হয়, সমস্ত শরীর থাকিয়া থাকিয়া নাচে (কণ্ডিউর‍্যাঙ্গো দেখুন), আয়োডোফরমে—স্থিরভাবে দাঁড়াইতে বা চলিতে পারে না; চক্ষু মুদ্রিত করিলে টলিতে থাকে।

এরাগ্যালস-ল্যাম্বার্টি (**Aragallus Lamberti**)—নিউ রেমিডিজ ঔষধগুলির মধ্যে উহা উক্ত লোকোমোটর-য়্যাটাক্সি পীড়ার একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ। ক্রম—৬ষ্ঠ হইতে ২০০ ও উচ্চশক্তি।

আর্জেন্ট—এতদ্ব্যতীত স্নায়বিক ও মস্তিষ্কের কোনও পুরাতন পীড়া, প্রকৃত মৃগী বা মৃগীর মত ফিটসহ তড়কা, পক্ষাঘাত, অর্দ্ধাঙ্গের আক্ষেপ (Paraplegia), মুখমণ্ডলের স্নায়ুশূল (Prosopalgia) এবং Cardialgia, Gastralgia, Nephralgia, Locomotor-Ataxy, Debility & Trembling of the whole body ইত্যাতি পীড়ারও ঔষধ।

বৃদ্ধি (aggravation)—ঠাণ্ডা খাদ্যে, ঠাণ্ডা বায়ুতে, মিষ্টান্ন, কুলপী-বরফে, ব্যায়ামে ও মানসিক পরিশ্রমে।

উপশম (amelioration)—নির্ম্মল বায়ুতে, ঠাণ্ডা জলে স্নানে।

পরবর্ত্তী ঔষধ (follows well)—ব্রায়ো, ক্যালি কার্ব্ব, মার্ক, পল্স, সিপি, স্পাইজে, স্পঞ্জি, সাইলি, ভেরেট্।

ক্রিয়ানাশক (antidote)—আর্স, ক্যাল্কে, লাইকো, ন্যাট্রাম-মিউর, মার্ক, সাইলি, ফস্, রস-টক্স, সিপি, সল্ফ, সেলিনিয়ম।

ক্রিয়া স্থিতিকাল—৩০ দিন। ক্রম—৩—২০০ শক্তি।

ফলমূলা—বিচূর্ণ—৭। জলীয়—৫-এ।

আর্ণিকা মন্টেনা (Arnica Montana)

(গাছের রস হইতে টিংচার প্রস্তুত হয়) পতন বা আঘাতজনিত পীড়া ও শরীরে থেঁৎলানির মত বেদনা প্রভৃতিতে ইহা সচরাচর ব্যবহৃত হইয়া থাকে। সর্বাঙ্গ—বিকার, স্মৃতিলোপ, পক্ষাঘাত, মস্তিষ্কের গোলযোগ, অচৈতন্যতা, অসাড়ে প্রস্রাব-বাহ্যে, সর্ব্ববিষয়ে তাচ্ছল্যভাব, রোগী মনে করে যেন সে ভাল আছে; মোহ, শীর্ণতা, রক্তস্রাব, শয্যাক্ষত, রক্ত বিষাক্ত হইয়া পীড়া, বেদনাজনক স্ফোটক, ব্রণ, ক্ষত, প্রসবের পর ড্যাঁদাল-ব্যথা, হুপিং-কাশি; প্রাতে, সন্ধ্যায় ও রাত্রিতে ঠাণ্ডা লাগিলে কিম্বা শীত বা বর্ষায় উপসর্গের বৃদ্ধি, মুক্তবায়ুতে ও বিশ্রামে উপশম, স্পর্শে, শারীরিক পরিশ্রমে নড়িলে-চড়িলে বৃদ্ধি ইত্যাদি—ইহার কতিপয় চরিত্রগত লক্ষণ। আর্ণিকায়—সকল পীড়া প্রায় বামদিক আক্রমণ হয়। যে সকল ব্যক্তি বেঁটে ও বেশ মোটাসোটা, ইহা তাহাদের পক্ষে অধিক উপযোগী। মাথা গরম ও শরীর ঠাণ্ডা এই লক্ষণ দেখিয়া অনেক পীড়ায় অনেক স্থলে আর্ণিকার দ্বারা সুফল পাওয়া যায়।

বিশেষ লক্ষণ—আঘাত বা অতিরিক্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ চালনার নিমিত্ত উপসর্গ বা পীড়া, তাহা ব্যতীত কোনও পীড়ায় রোগী অজ্ঞান অচৈতন্য হইয়া অসাড়ে বাহ্যে প্রস্রাব করিলে প্রথমেই—আর্ণিকা স্মরণ করিবেন।

নার্ভাস-স্ত্রী, রক্তপ্রধান ব্যক্তি, যাহাদের মুখ ও চেহারা বেশ লালবর্ণ দেখায়, যাহারা কোনপ্রকার বেদনা সহ্য করিতে পারে না, শরীর ছুঁইলেই কষ্টবোধ করে, এইরূপ ব্যক্তিই আর্ণিকার ক্ষেত্র।

পতন বা আঘাতজনিত পীড়া—আঘাত লাগিয়া প্রায় সমুদয় পীড়া—তাহা বেদনা হউক, মূর্চ্ছা হউক, অচৈতন্য হউক, তড়কা হউক, গর্ভপাত হউক—আর্ণিকা উপযোগী। তদ্ভিন্ন বহুদিবস পূর্ব্বে আঘাত লাগিয়া কোনও পীড়ার উৎপত্তি হইলে এবং সেই পীড়া কিছুতেই আরোগ্য না হইলে উচ্চশক্তির—আর্ণিকার দ্বারা আরোগ্য হইতে পারে।

ক্যালেণ্ডুলা—আঘাতের জন্য চামড়া কিম্বা মাংস কাটিয়া বা ফাটিয়া যাইলে ইহার আভ্যন্তরিক ও বাহ্যিক প্রয়োগ বিধেয়।

সিম্ফাইটম—হাতে আঘাত বা হাড় ভাঙ্গিয়া যাইলে উপযোগী।

আর্ণিকা—কোন স্থানে আঘাত লাগিয়া বা থেঁৎলাইয়া যাইয়া স্পষ্ট কাল্‌চে দাগ (echymosis) থাকে।

এমন-মিউর—বহুদিন পূর্ব্বে হইলেও (chronic sprains) কোন স্থান মচকাইয়া যাইবার নিমিত্ত বেদনা থাকিলে উপকারী।

বেলিস-পিরেনিস—নিম্নশক্তি, অনেক চিকিৎসক বলেন আঘাতলাগা এবং কোনও স্থানে মচকাইয়া থেঁৎলাইয়া যাওয়ার নিমিত্ত বেদনায় ইহা—আর্ণিকা অপেক্ষাও উৎকৃষ্ট ঔষধ।

শরীরের কোনও স্থানে গুরুতর আঘাত লাগিলে বা থেঁৎলাইয়া যাইলে, ১ পাইট জলে ১৫/২০ ফোঁটা আর্ণিকা—মাদার টিংচার মিশাইয়া সেই জলের পটী, ২৪ ঘন্টা বাহ্যিক প্রয়োগ ও নিম্নশক্তির ঔষধ আভ্যন্তরিক সেবন করিলে শীঘ্র উপকার পাওয়া যায়। মূল-আরক—৩০ ফোঁটা, ১ আঃ স্পিরিট সহ মিশাইয়া বাহ্যিক প্রয়োগেও বিশেষ উপকার হয়।

ভ্যাদাল-ব্যথা—প্রসবের পর আর্ণিকা প্রয়োগ করিলে তাহার দ্বারা যেমন ত্বরায় বেদনা যন্ত্রণাদির উপশম হয়, তেমনই শীঘ্র শীঘ্র রক্ত-স্রাবও নিবারিত হয়। আর্ণিকা—এন্টিসেপ্‌টিক ঔষধ। ফরসেপ যন্ত্র দ্বারা প্রসব করাইবার পর ইহা ব্যবহৃত হইলে বেদনাদি নিবারণ ভিন্ন পোয়াতিকে সেপ্‌টিক ইনফেক্‌সন হইতে রক্ষা করে। ডাঃ ফ্যারিংটন বলেন—ইহার দ্বারা জরায়ুর সঙ্কোচন শক্তি বর্দ্ধিত হয় এবং ফুলের ছিন্ন ছিন্ন অংশ, মেম্ব্রেণ ও রক্তের চাপ সকল ত্বরায় নিষ্ক্রান্ত হইয়া যায়। আর্ণিকা— পাইমিয়ারও (Pyaemia) উৎকৃষ্ট ঔষধ। এলিট্রিস অধ্যায়ে ভাইবর্ণম ও সিকেলি কর দেখুন, আমার বিশ্বাস—সিকেলি—θ, ভাঁদাল-ব্যথার এবং এচিনেসিয়া—θ বা ১ ×, পাইমিয়ার সর্ব্বোৎকৃষ্ট ঔষধ।

মস্তকে আঘাত (Concussion) আর্ণিকার উপকার না হইলে পরে—হেলিবোরাস।

কয়লার ধুমে দম আটকান—আঁতুড়ঘরে দরজা জানালা বন্ধ রাখিয়া তাহার মধ্যে কাঠের কয়লার আগুন জ্বালাইলে সেই আগুনের ধোঁয়ার যে কার্ব্বলিক-এসিড-গ্যাস প্রস্তুত হয়, পোয়াতি ও শিশু তাহা নিশ্বাস দ্বারা গ্রহণ করিলে অনেক সময় অজ্ঞান হইয়া পড়ে এবং মারাত্মক হয়, ইহাতে আর্ণিকা, বোভিষ্টা, ওপিয়ম এই তিনটীই উত্তম ঔষধ। (এমন-কার্ব্ব অধ্যায় দেখুন)।

ক্ষুদ্র স্ফোটক—ছোট ছোট ফোড়া অজস্র হইতে থাকিলে এবং তাহাতে অত্যন্ত বেদনা ও যন্ত্রণা থাকিলে—আর্ণিকা নিম্নশক্তি সেবনে ফোড়া ফাটাইয়া দেয়, যন্ত্রণা নিবারণ করে ও নতুন ফোড়া হইতে দেয় না। গ্রীষ্মকালে গ্যামিগোটানামক ফোড়ায়—আর্ণিকা ও সার্সাপ্যারিলার বিশেষ কোনও উপকার না হইলে—আর্কটিয়ম-লাপ্পা (Arctium Lappa) নামক ঔষধের ১ × হইতে ৬ × শক্তিতে আশাতীত উপকার হয়। আর্কটিয়মে—মাথায়, মুখে, ঘাড়ে একজিমা, রস পুঁয পড়ে। ব্রণ, চোখের পাতায় ক্ষত ও আঞ্জিনারও ইহা উৎকৃষ্ট ঔষধ এবং প্রায় সালসার সমকক্ষ রক্ত পরিষ্কারক ঔষধ। বেলিস-পিরেনিস (Bellis perenis)-θ- ৩য় শক্তি, শরীরের সমস্ত স্থানের ফোড়ায় (Boils) উপকারী।

মুখের ব্রণ ও স্ফোটকে—এসিড-পিক্রিক উপকারী। ডাঃ ফ্যারিংটম বলেন—বড় হউক, ছোট হউক, কোনও ফোড়ায় (Boils & abscess) পুঁয বসিয়া গিয়া উপরের ফোলাস্থানের চর্ম্ম কোঁচকাইয়া থাকিলে— আর্ণিকা—আভ্যন্তরিক সেবন ও উহার মাদার-টিংচার বাহ্যিক প্রয়োগ করিলে ভিতরের পুঁয পুনরায় উপরে ঠেলিয়া উঠে, তখন হয় ফাটিয়া যায়—নয় অস্ত্র চিকিৎসার সুবিধা হয়।

রক্তস্রাব—রক্তের উপর হ্যামামেলিসের ন্যায় আর্ণিকা ও উত্তম ক্রিয়া প্রকাশ করে, তজ্জন্য সেখানে রক্তের বিকলতা (disorganization) ঘটিয়া প্রচুর পরিমাণে শিরার কালবর্ণের রক্তস্রাব হয়, তথায় ইহা স্বল্প মাত্রায় আভ্যন্তরিক প্রয়োগে শীঘ্রই শোষণ ক্রিয়া আরম্ভ হইয়া রক্তস্রাব বন্ধ হয় এবং এই কারণেই সেরিব্র্যাল-এপোপ্লেক্সি (এই পীড়ায় মস্তিষ্কের মধ্যে রক্তস্রাব হয়), এবং চক্ষুর কনজাংটাইভা ও রেটিনার রক্তস্রাব প্রভৃতিতে ব্যবহৃত হইলে সুফলের আশা করা যাইতে পারে, এমন কি অন্য কোনও নূতন উপসর্গ প্রকাশিত না হইলে শুধু ঔষধের উপর অনেকদিন পর্য্যন্ত নির্ভর করা যায় (হ্যামামেলিস অধ্যায় দেখুন), কাশির সহিত রক্ত। এপোপ্লেক্সি পীড়ায়—যেখানে রোগীর শ্বাস-প্রশ্বাস গভীর নাক ডাকার মত শব্দ, অসাড়ে বাহ্যে-প্রস্রাব, কোনও প্রকার মস্তিষ্কের উত্তেজনা না থাকে, রোগী সম্পূর্ণ অজ্ঞান, নিশ্বাসে দুর্গন্ধ, তথায়—অর্ণিকা প্রযোজ্য।

নাসিকা ও চক্ষু দিয়া রক্তস্রাব—রক্ত কালবর্ণের, ইহা আঘাতজনিত না হইলেও—আর্ণিকা উপকারী। হুপিং-কাশিতে অনেক সময়— অনেকক্ষণ জোরে কাশিতে কাশিতে চক্ষু দিয়া (in the coujunctiva) রক্তস্রাব হয়, আর্ণিকা ইহাতেও উপকারী (হ্যামামেলিস দেখুন)।

কাশি—শিশু রাগিলেই কাশে, হুপিং-কাশিতে—ছেলে কাশির পূর্ব্বে কাঁদিলে—আর্ণিকা (বেলেডোনা দেখুন) এবং কাশির পরে কাঁদিলে—ক্যাপসিকম—উপকারী। (কাশির পূর্ব্বে কিম্বা পরে কাঁদিলেও ইহাতে উপকার হয়)। কাশিতে কাশিতে নাক দিয়া রক্তপড়া, চক্ষু লালবর্ণ (blood shot eyes) হওয়া, চক্ষু দিয়া রক্তপড়া, ফেণাযুক্ত কিম্বা চাপ- চাপ্ রক্ত মুখ দিয়া উঠা ইত্যাদি লক্ষণেও—আর্ণিকা ফলপ্রদ।

টাইফয়েড জ্বর—এই পীড়ায় আর্ণিকার লক্ষণের সহিত ব্যাপটিসিয়া অনেক সাদৃশ্য আছে। টাটানি-ব্যথা, বিছানা শক্তবোধ, আচ্ছন্নভাবে পড়িয়া থাকে অথচ জাগাইলে জাগে ; কিন্তু আবার আচ্ছন্ন হইয়া পড়ে; জিহবার কাল সরু দাগ, মুখের ভাবঘোর লালবর্ণ, এই সমস্ত লক্ষণ উক্ত দুইটী ঔষধেই আছে, তবে যদি দেখা যায় যে, ছট্‌ফটানির সহিত রোগী এদিক ওদিক করিতেছে, প্রলাপ বকিতেছে, সমস্ত স্রাব অর্থাৎ—মল, মূত্র ঘর্ম্ম সমস্তই অত্যন্ত দুর্গন্ধ, রোগীকে ডাকাডাকি করিলে সাড়া দিতে-না দিতে আবার অজ্ঞান হইয়া পড়ে, তাহা হইলে—ব্যাপটিসিয়া, আর যদি রোগীর বাহ্যে প্রস্রাব অসাড়ে হয়, গাত্রচর্ম্ম খস্‌খসে, শুষ্ক, লালাভ দেখায়, সম্পূর্ণ অজ্ঞান, অচৈতন্য; শ্বাস-প্রশ্বাসে ঘড়্‌ঘড়ানি শব্দ ও নিশ্বাসে অত্যন্ত দুর্গন্ধ, সর্ব্বদা একদৃষ্টে চাহিয়া থাকে, জ্ঞান থাকিলে মনে করে যাহারা ঘরে প্রবেশ করিতেছে তাহারা মারিবে, গায়ে কালশিরার দাগ, মাথা ও মুখ গরম, লালবর্ণ, সমস্ত দেহ ও হাত পা ঠাণ্ডা, তাহা হইলে—আর্ণিকাই উপযোগী। জ্বরে—আর্ণিকার জিহবা শুষ্ক ও ক্ষতপূর্ণ, কখনও কাল হয়, পিপাসা বড় থাকে না। গায়ে অত্যন্ত ব্যথা, একেলা থাকিতে চায়, পাছে কেহ স্পর্শ করে ভীত হয়, পেটে আয়ু জমে, বাহ্যের সময় পেট ডাকে।

সবিরাম-জ্বর—জ্বরের পূর্ব্বাবস্থায়—খুব পিপাসা থাকে ও জল খায়। শীতাবস্থায়—পিপাসা, সর্ব্বাঙ্গে কাঁপুনি, সমস্ত শরীরে এমন কি হাড়ে পর্য্যন্ত ব্যথা, মাথা গরম। উত্তাপাবস্থায়—আরও পিপাসা ; কিন্তু শীত থাকে, গাত্রবস্ত্র খুলিয়া দেয়, তাহাতে শীত পায়; রোগী অত্যন্ত দুর্ব্বল হয় আচ্ছন্নভাবে থাকে। ঘর্ম্মাবস্থায়—টকগন্ধ ঘাম, মাথার ও সমস্ত শরীরে টাটানি ব্যথা, শীত থাকে, এ অবস্থায় কেবল পায়ের বেদনার হ্রাস হয় (ন্যাট্রম-মিউরে এ সময়ে সমস্ত অঙ্গের বেদনার হ্রাস হয়), জিহবা সর্ব্বদাই অপরিষ্কার, নিশ্বাসে—দুর্গন্ধ ও মুখ বিস্বাদ থাকে। জ্বর ত্যাগ হইলেও মাথাধরা ও গায়ের বেদনা যায় না। কুইনাইন সেবনে জ্বর আরোগ্য না হইলে-আর্ণিকার অনেক সময় উপকার হয়। আর্ণিকার লক্ষণের সহিত ইউপেটোরিয়মের লক্ষণের অনেক সাদৃশ্য আছে, প্রভেদ দেখিবেন।

দুর্গন্ধ ঢেকুর ও বমি —(Eructation & Vomiting) মুখ দিয়া ক্রমাগত জল উঠে, ঢেকুর উঠে, ঢেকুরে বিশ্রী পচা দুর্গন্ধ, বমি হইলে তাহাতেও পচা গন্ধ থাকে।

উদরাময় ও আমাশয়—উদরাময়ে—বাহ্যেতে অত্যন্ত পচা দুর্গন্ধ, বাহ্যে কখনও নিদ্রিতাবস্থায় অসাড়ে নির্গত হয়, রোগী অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। আমাশয়, মলে—আম, রক্ত কিম্বা পুঁষ মিশ্রিত থাকে। বাহ্যে বারে কম হয়, কিন্তু পেটে অত্যন্ত বেদনা, বেগ ও কোঁথানি থাকে। টাইফয়েড বা টাইমস জ্বরে কালরঙের রক্ত মলদ্বার দিয়া নির্গত হয়।

বৃদ্ধি—স্পর্শে, দেহ সঞ্চালনে, শৈত্যে, জলীয়-বায়ুতে ও মদ্যপানে।

উপশম—নীচু মস্তকে শয়নে, বিশ্রামে, খোলা বাতাসে।

পরবর্তী ঔষধ—একোন, বেল, ব্রায়ো, চায়না, হিপার, লিডম, রস, রুটা, [illegible]-সলফ, সলফ।

সম্বন্ধ—আঘাতলাগাহেতু কোনও পুরাতন পীড়ায়—কোনিয়ম; চক্ষুর মধ্যে আঘাত—আর্টিমিসিয়া (স্পাইজেলিয়া—আর্ণিকার ক্রণিক)।

ক্রিয়ানাশক—একোন, আর্স, ক্যাম্ফর, চায়না, ইগ্নে, ইপি।

ক্রিয়া স্থিতিকাল—৬—১০ দিন। ক্রম—৬—২০০ শক্তি।

ফরমুলা—জার্ম্মেনি—৪ ; আমেরিকান—৩।

আর্সেনিক এল্‌বাম (Arsenic Album)

ইহা একপ্রকার বিষ (সেঁকো)। এই বিষ প্রয়োগকালে একোনাইটের মত ইহার বিশেষ লক্ষণ—ছটফটানি, গাত্রদাহ ও পিপাসা এই তিনটী লক্ষণের উপর সর্বদা লক্ষ্য রাখিতে হইবে। অন্যান্য লক্ষণের সহিত রোগলক্ষণের বিশেষ সাদৃশ্য থাকিলেও উক্ত তিনটী লক্ষণ না থাকিলে বুঝিবেন যে, সে পীড়ার আর্সেনিক আদৌ উপকারী নহে।

উপরোক্ত তিনটী লক্ষণ ছাড়া ইহার আরও কতকগুলি চরিত্রগত লক্ষণ যেমন—মৃত্যুভয়, অন্তর্দ্দাহ, এপাশ ওপাশ করা, সর্ব্বাঙ্গে জ্বালা, রাত্রি দ্বি প্রহরের পর পীড়ার বৃদ্ধি, পাকাশয়ে জ্বালা, নাসিকা দিয়া জলের মত গরম সর্দ্দি নির্গমনসহ নাক সাঁটিয়াধরা, রোগের পর্য্যায়শীলতা, চিৎ হইয়া শুইতে অক্ষমতা, চটচটে ঠাণ্ডা ঘাম, বেদনা ও উপসর্গাদি ঠাণ্ডায় বৃদ্ধি এবং গরমে উপশম, স্থির হইয়া থাকিলে উপসর্গের বা বেদনার বৃদ্ধি, কুইনাইন আটকানো জ্বর, শোথ বা ফোলা ; বরফ, ফলমূল ইত্যাদি খাইয়া উদরাময় ইত্যাদি লক্ষণগুলি আছে। নিম্নে ইহার কতকগুলি লক্ষণের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা ও অন্যান্য সমলক্ষণ বিশিষ্ট ঔষধের সহিত যাহা পার্থক্য আছে তাহা দেখান হইতেছে ঃ—

প্রথম বলিয়াছি, "ছট্‌ফটানি ও তাহার সঙ্গে এপাশ ওপাশ করা" ইহা একোনাইটেও আছে। একোনাইট—উহা প্রদাহ বা বেদনাজনিত ও জ্বালাসংযুক্ত এবং রোগের প্রথমাবস্থায় ; আর আর্সেনিক প্রায় রোগের বর্দ্ধিত ও চরম অবস্থায়, অর্থাৎ যখন রোগী অধিকক্ষণ বা ক্রমাগত ভুগিয়া ভুগিয়া একবারে দুর্ব্বল হইয়া পড়ে, নড়িবার ক্ষমতাটী থাকে না। তবুও অন্তর্দ্দাহ ও ছট্‌ফটানিতে অনবরত এপাশ ওপাশ করেও নিয়ত স্থান পরিবর্ত্তন করিতে চাহে। আর্সেনিকের মানসিক অস্থিরতাই অধিক প্রবল। আর্সেনিক—একোনাইটের মত মৃত্যুভয় আছে, তবে তত প্রবল নহে ; কিন্তু জীবনে নিরাশ হয়, রোগী বলে চিকিৎসায় কোনও ফল হইবে না, মৃত্যুই ঘটিবে। একোনাইটে—অনেক সময় রোগী তাহার মৃত্যুর নির্দ্ধারিত সময় পর্য্যন্ত বলে ও অনেক সময় জীবনের আশা প্রায় একেবারে পরিত্যাগ করে। আর্সেনিকে দেখা যায় কিছুমাত্র বেদনা নাই, অথচ রোগী

অন্তর্দ্দাহর জন্য স্থির হইয়া থাকিতে পারে না ; কোনও পীড়ায় উক্ত লক্ষণ সকল পাইলেই আর্সেনিক প্রয়োগ করিবেন, তাহাতে অন্তর্দ্দাহ প্রথমে বিদূরিত হইয়া ক্রমশঃ অন্যান্য কুলক্ষণেরও উপশম হইবে। অন্তর্দ্দাহ, ছটফটানি ও দুর্ব্বলতাই আর্সেনিক নির্বাচ্ছনের প্রথম সোপান।

ছটফটানির ন্যায় জ্বালাতেও আর্সেনিক-সর্ব্বপ্রধান। তবে ঐ জ্বালা—রোগের প্রথম অবস্থায় নহে, ইহা রোগভোগের শেষ ও জটিল অবস্থায়। সিকেলি-কর, সলফার ইত্যাদি আরও কতকগুলি জ্বালার ঔষধ আছে, তবে তাহাদের মধ্যে প্রভেদ এই যে, আর্সেনিকের জ্বালা— ঠাণ্ডায় বৃদ্ধি ও উত্তাপে উপশম হয়, তজ্জন্য রোগী গায়ের কাপড় খুলিতে চাহে না। সল্ফারের জ্বালায়—রোগী কেবলমাত্র ঠাণ্ডা চায়। গায়ের কাপড় ফেলিয়া দেয়। সিকেলির জ্বালায়—রোগীর গা বরফের মত শীতল হইলেও তাহাতে সামান্যমাত্র উত্তাপও সহ্য করিতে পারে না, সেইজন্য গায়ে কাপড় দিবামাত্রই ফেলিয়া দেয়; এই লক্ষণটি কলেরায় বেশ স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায় (মাথার জ্বালা-১৩২ পৃষ্ঠার "উপশমের" স্থানে দেখুন)।

পাকস্থলীর নানাপ্রকার পীড়া, ক্যানসার, ক্ষত, পুরাতন পিনাস, গর্ভাবস্থায় বমি প্রভৃতিতে অত্যন্ত ছটফটানি, বেদনা, জ্বালা তৎসহ দুর্ব্বলতা থাকিলে আর্সেনিক ফলপ্রদ। আর্সেনিক—জ্বালা নিবারণের জন্য জলপান করে কিন্তু প্রায় তৎক্ষণাৎ বমি হইয়া উঠিয়া যায় ; পাকস্থলীর সমস্ত অংশটিতেই টাটানি বেদনা থাকে।

আর্সেনিকের প্রধান চরিত্রগত লক্ষণ ৭টি ঃ—

১। কোনও এক নির্দ্দিষ্ট সময়ে রোগ লক্ষণসমূহ প্রকাশিত হয় (periodicity)

২। উত্তেজনা (irritability)—অর্থাৎ যেমন মাথায় একটু ঠাণ্ডা লাগিল অমনিই—নাকে সর্দ্দি, জলপড়া, হাঁচি প্রভৃতি উপস্থিত হইল। কিছু পান বা আহার করিলে—সঙ্গে সঙ্গে বমি হইয়া উঠিয়া গেল ইত্যাদি।

৩। মানসিক উদ্বেগ ও মৃত্যুর ভয় (anguish and fear of death)

৪। অত্যন্ত অবসাদ, দুর্ব্বলতা ও অস্থিরতা (prostration and restlessness).

৫। অদম্য পিপাসা (thirst).

৬। জ্বালাজনক বেদনা (burning pain).

৭। দিন বা রাত্রি দুই প্রহর হইতে রোগের বৃদ্ধি।

কোনও পীড়ায় উপরোক্ত লক্ষণ কয়টীর আংশিক বা সম্পূর্ণতা পাইলে প্রথমেই আর্সেনিক ভাবিবেন ; আর সর্ব্বদাই স্মরণ রাখিবেন যে— আর্সেনিক সকল পীড়ার বর্দ্ধিত অবস্থায় উপযোগী। আর্সেনিক পুনঃ পুনঃ প্রয়োগ নিষিদ্ধ, ২/৩টি গ্লোবিউল মাত্র ২/১ বার প্রয়োগেই যথেষ্ট হয়।

কলেরা—কলেরার ১ম আক্রমণ অবস্থায় আর্সেনিক আদৌ উপযোগী নহে, বর্দ্ধিত অবস্থাতেই উপযোগী। যতক্ষণ ভেদবমি অধিক পরিমাণে হইতে থাকে,

যতক্ষণ ইহা প্রায় ব্যবহৃত হয় না; আবার অন্যান্য লক্ষণ সম্পূর্ণ মিলিলেও ছটফটানি ও অস্থিরতা না থাকিলে ইহার নামও কখন মুখে আনিবেন না। ভয়ানক পিপাসা; কিন্তু অতি অল্প জলপান করে ও জলপান করিলেই—হয় পেটবেদনা—নয় বমি—নয় বাহ্যে—সমস্ত উপসর্গেরই বৃদ্ধি হয়, সেইজন্য রোগী পিপাসা সত্ত্বেও প্রাণ ভরিয়া জলপান করিতে পারে না। পেটে ভয়ানক জ্বালা, ভেদ—চাউলধোয়া জলের মতই হউক আর যাহাই হউক, তাহাতে অত্যন্ত আঁসটে দুর্গন্ধ থাকে। বর্দ্ধিত অবস্থায়—যখন নাড়ী খুব শীঘ্র দমিয়া যায় কিম্বা একেবারে লোপ হয় অথবা সূতার মত ক্ষীণ হয় এবং সেই সঙ্গে প্রবল তৃষ্ণা, জলপান মাত্র বমি, জীবনে নিরাশ, শরীর বরফের মত শীতল, দেহে ঘর্ম্ম, অন্তরে ও পেটে জ্বালা, রোগী এপাশ ওপাশ ও ছট্ফট্ করে, একদণ্ডও স্থির থাকে না, তখন আর্সেনিক ব্যবহার করিবেন, তাহাতে সঙ্গে সঙ্গে উপকার পাইবেন। কলেরায়— সিকেলির পর আর্সেনিক ও আর্সেনিকের পর—সিকেলি বিশেষ উপকারী। সিকেলিতে দেখিবেন—অন্যান্য লক্ষণসহ গায়ে কাপড় এক মুহূর্ত্ত রাখিতে পারে না, রোগী উলঙ্গ হইয়া পড়িয়া থাকে; কিন্তু আর্সেনিকে—গায়ের জ্বালা সত্ত্বেও ক্ষমতা থাকিলে গায়ের কাপড় একটু সরিয়া পড়িলে তখনই আবার টানিয়া লয়। আর্সেনিক—স্প্যাজমডিক ভ্যারাইটীর অর্থাৎ আপেক্ষিক-জাতীয় কলেরার ঔষধ, এই জাতীয় কলেরার আক্ষেপেই প্রধান ও ভয়াবহ লক্ষণ; প্রথমে হাতে পায়ে নিম্নাঙ্গে, পরে উর্দ্ধে, ক্রমশঃ উদর পেশীতে, বুকে, পিঠে খিল ধরিতে আরম্ভ হয়, ডায়েফ্রাম ও হৃৎপিণ্ডের পেশী আক্রান্ত হইয়া ক্রমে শ্বাসরোধ ও মূর্চ্ছা হইয়া থাকে; ইহাতে খিলধরা উপসর্গের ভাগই অধিক (ক্যাম্ফর অধ্যায় ১৯৮ পৃষ্ঠা দেখুন)। সল্ফারে—পিপাসা, ছট্ফটানি খুব বেশী এবং রোগী কেবলমাত্র ঠাণ্ডা চায়, নাড়ীও খুব বেগবতী, আর্সেনিকে এত ঠাণ্ডা চায় না এবং নাড়ী হয় ক্ষীণ—নয় পাওয়াই যায় না; ইহার রোগলক্ষণ দুই প্রহরের পর অধিক বৃদ্ধি হয়। ম্যালেরিয়া জ্বরাদির পর কলেরা হইলে—আর্সেনিক অধিক উপযোগী। শিশু-কলেরাতেও লক্ষণ মিলিলে ইহা প্রযোজ্য। আর্সেনিকের রোগী একাকী থাকিতে চায় না ও বাঁচিব না বলিয়া ভীত হয়। কলেরার চরম অবস্থার শ্বাসকষ্টে—আর্সেনিক ফলপ্রদ। আর্সেনিকে—রোগী নিশ্বাস সহজে ফেলিতে পারে, কিন্তু লইতে অত্যন্ত কষ্টবোধ করে (হাইড্রোসিয়ানিক্-এসিড ইহার ঠিক বিপরীত)—নিশ্বাস ফেলিতে কষ্ট ;কিন্তু সহজে লইতে পারে। কলেরার শেষ অবস্থায়— ইহা ল্যাকেসিস ও কেব্রার সমতুল্য ঔষধ। মূত্র বিকার (ইউরিমিয়া) অবস্থায়—বমি, প্রলাপ বকা, অস্থিরতা, শ্বাসকষ্ট ইত্যাদি লক্ষণেও আর্সেনিক বিশেষ কার্য্যকরী। কোনও স্থানে কিছু পচিয়া তথাকার বাষ্প দূষিত হইয়া কোনও পীড়া হইলে ও জ্বরে ওলাউঠা লক্ষণসমূহ থাকিলে—আর্সেনিক বিশেষ ফলপ্রদ। (ভেরেট্রম সিকেলি ইত্যাদি অধ্যায় দেখুন)। আর্সেনিকের লক্ষণের সঙ্গে একোনাইটের ভ্রম হওয়ার সম্ভাবনা অত্যন্ত অধিক, তজ্জন্য বিশেষ সাবধানতার সহিত উভয়ের প্রভেদ নিরূপণ করিবেন (ক্যাড্মিয়ম-সল্ফ— নামক ঔষধে আর্সেনিকের অনেক লক্ষণ পাওয়া যায়, উহার অধ্যায় দেখুন)।

জ্বর—আর্সেনিকের যে কোন পীড়াই হউক না কেন, তাহার মধ্যে ছট্‌ফটানি ও অন্তর্দ্দাহ লক্ষণ দুইটি থাকা চাই (একোনাইটের সঙ্গে ইহার প্রভেদ সর্ব্বদা স্মরণ রাখিবেন); আর্সেনিক—সবিরাম, বাতশ্লেষ্মা, স্বল্প বিরাম, অবিরাম, সকল প্রকার জ্বরেই ব্যবহৃত হয়। আর্সেনিকের নাড়ী- full and bounding. এক-জ্বরীতে (continued fever) লক্ষণ মিলিলে—আর্সেনিক, একোনাইটের তুল্য উপকারী। জ্বরের সহিত ছট্‌ফটানি, অন্তর্দ্দাহ, জ্বর—একেবারে ছাড়ে না, কখনও একটুমাত্র কমে, পরে যতই উত্তাপ বৃদ্ধি হয় ততই ছট্‌ফটানি ও দুর্ব্বলতার বৃদ্ধি হয়, ক্রমে বিকারভাব আসে, এইগুলি আর্সেনিকের প্রিয় লক্ষণ। রক্ত দূষিত সেপ্‌টিক-জ্বরে—আর্সেনিক উপকারী। নব-জ্বরে—গাত্রদাহ, ছট্‌ফটানি ইত্যাদি লক্ষণ কমিয়া রোগী অঘোর আচ্ছন্ন থাকিয়া বিকারভাব আসিলে —সল্‌ফার উপযোগী। সলফারে—দাহ অত্যন্ত প্রবল, হাত-পা চক্ষু সমস্ত শরীর জ্বলে, মুখ চোখ দিয়া আগুনের মত গরম নির্গত হয়, ইহার জ্বালা ঠাণ্ডায় উপশম হয় বলিয়া রোগী হাত বা বাহিরে ঠাণ্ডায় রাখে, পিপাসা থাকিতেও পারে, নাও পারে। আর্সেনিকের সমস্ত জ্বালা গরমে উপশম হয় কেবলমাত্র মাথায় জ্বালা ঠাণ্ডায় উপশমবোধ করে (কুপ্রম-সল্‌ফ)।

দ্রষ্টব্য ঃ—কোনও পীড়ায় যথায় আর্সের লক্ষণসহ রোগী ঠাণ্ডা চায়, তথায়—আর্স-সলফ; আর যথায় গরম চায়, তথায়—আর্স-এলব দিবেন।

জ্বরে—আর্সেনিক জিহ্বা শুষ্ক, লালবর্ণ, কটা কিম্বা কালবর্ণের হয়, বার্ণিস করার মত চক্‌চকে থাকে এবং পাকস্থলীর পীড়ায়—ফাটা ফাটা ও কাঁচা মাংসখণ্ডের মত দেখায়।

জ্বর-বিকারে—অনেকে টাইফয়েড্‌-জ্বর বুঝিলেই আর্সেনিক প্রদান করেন, উহা হোমিওপ্যাথির সম্পূর্ণ নীতিবিরুদ্ধ; আর্সেনিক জ্বরের প্রায় বর্দ্ধিত অবস্থাতেই প্রয়োজন হয়। রসটক্স—ইত্যাদি ঔষধে কোনও ফল না পাইলে অর্থাৎ ছট্‌ফটানি, দুর্ব্বলতা, পেটের দোষ ইত্যাদির উপশম না হইলে—আর্সেনিক দেওয়া যাইতে পারে; কিন্তু আর্সেনিক উক্ত চরিত্রগত লক্ষণগুলি না থাকিলে কখনও ইহা প্রয়োগ করিবেন না।

এসিড -মিউর—ইহাতে অন্ত্রের পচন খুব বেশী এবং দুর্ব্বলতার জন্য রোগী বিছানার পাশতলার দিকে নামিয়া পড়ে ও প্রস্রাব বাহ্যে অসাড়ে করে। নাড়ীলোপ ও হিমাঙ্গ হইলে এবং রোগী মরার মত চুপ করিয়া পড়িয়া থাকিলে—কার্ব্বো-ভেজ উপকারী। টাইফয়েড জ্বরে—মলদ্বার দিয়া রক্তস্রাবে—রক্তের রঙ কাল্‌চে, তরল এবং ছোট ছোট জমা রক্ত নির্গত ও রক্ত দুর্গন্ধ হইলে যদি তাহার সঙ্গে আর্সেনিকের বিশেষ লক্ষণগুলি থাকে— আর্সেনিক দিবেন, ইহার রক্তস্রাবে কোনও কষ্ট থাকে না।

হ্যামামেলিস—রক্তস্রাবকালীন আর্সেনিকের মত ইহাতে কোনও কষ্ট থাকে না, রক্তের রঙ কাল্‌চে লাল। লেপট্যাণ্ড্রায়—রক্তের রঙ আল্‌কাতরার মত কাল। এলিউমিনার—রক্তে ছোট বা খুব বড় বড় চাপ এবং রক্তস্রাবের পূর্ব্বে ভয়ানক পেট বেদনা ও ছট্‌ফটানি থাকে। কিন্তু রক্তস্রাবের পূর্ব্বে পরেই সুস্থ বোধ করে,

আর্সেনিকে তাহা থাকে না। হ্যামামেলিসে—পেটের টাটানি ব্যথা থাকে (ইহার অধ্যায় দেখুন)।

সবিরাম-জ্বর—ম্যালেরিয়া, লিভার-প্লীহাসংযুক্ত, কুইনাইন-আটকান মজ্জাগত-জ্বর, কোটিডিয়ান, টার্সিয়ান, ডবল-টার্সিয়ান কোয়ার্টান, একপক্ষ অর্থাৎ ১৫ দিন অন্তর—প্রতিবৎসর ঠিক নিয়মিত সময়ের আক্রমণ ইত্যাদির জ্বরে আর্সেনিক উপযোগী। জ্বর সকল সময়েই আসিতে পারে তবে একটা নির্দ্দিষ্ট সময় আছে—বেলা ১২টা হইতে—২টা ও রাত্রি ১টা হইতে ২টা, তদ্ভিন্ন—বৈকালে ৩টা হইতে ৬টায়, একদিন অন্তর, প্রতি পালায় একঘন্টা করিয়া পূর্ব্বে শীতশূন্য জ্বর—রাত্রি ২টায়, বেলা ৩টায় ও রাত্রি ১০টাতেও জ্বর আসে। শিশুদের বৈকালে জ্বর আসিলে সমস্ত রাত্রি ভোগ হয়। জ্বরের পূর্ব্বাবস্থা—দুর্ব্বলতাবোধ, শরীরে কামড়ানি ব্যথা। শীতাবস্থা—অল্পক্ষণ স্থায়ী, পিপাসাশূন্য, পর্য্যায়ক্রমে শীত ও উত্তাপ এবং কাঁপুনি, অন্তরে শীত—বাহিরে উত্তাপ, গাত্রদাহ, রোগী ঠাণ্ডায় কষ্ট ও গরমে উপশম বোধ করে; উত্তাপাবস্থা—অনেকক্ষণ স্থায়ী, খুব পিপাসা অত্যন্ত দাহ তৎসঙ্গে অন্তর্দ্দাহ, ছট্‌ফটানি। ঘর্ম্মাবস্থা—প্রবল পিপাসা, কিন্তু পানপত্র বমি হয়। ঘাম প্রায় থাকে না, কখনও কখনও অল্প ঘাম যে সেই সময়ে খুব পিপাসা থাকে, জলপান করে; কিন্তু শীত এবং উত্তাপাবস্থায় অধিক পরিমাণে পিপাসা থাকিলেও বেশী জলপান করে না, ঘর্ম্মত্যাগের পর—অত্যন্ত দুর্ব্বলতা ডাঃ ডান্‌হাম বলেন—আর্সেনিকের সবিরাম-জ্বরে প্রায় শীতাবস্থা থাকে না)।

অভিজ্ঞতার ফল—লক্ষণ না মিলিলে কোন একটি ঔষধের ব্যবহার হোমিওপ্যাথির নীতি বিরুদ্ধ হইলেও কুইনাইন-আটকান-জ্বরে কিম্বা যাহারা অতিরিক্ত কুইনাইন ও পেটেন্ট ঔষধ ব্যবহার করিয়াও জ্বর কিছুতেই বন্ধ করিতে পারেন না, আমি তাহাদিগকে প্রথমেই আর্সেনিক —৩ × চূর্ণের সিকি গ্রেণ, অর্দ্ধ ছটাক পরিস্রুত জলে মিশাইয়া খালিপেটে প্রাতে ১ মাত্রা সেবন করিতে দিয়া ১/২ বা ৩ সপ্তাহকাল অপেক্ষা করিতে বলি, কচিৎ দ্বিতীয় মাত্রায় প্রয়োজন হয় এবং তাহাতেই প্রায় পীড়া ধরিয়া যায় ও রোগীর ক্ষুধা, বল, দিন দিন ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইতে থাকে। শতকরা প্রায় ৯০ জন ইহাতে আরোগ্য লাভ করে (চিনিনম-আর্স দেখুন)। উক্ত ব্যবস্থা বিফল হইলে, হরিতকী—৫ম ৬ষ্ঠ শক্তি।

উদরাময়—বাহ্যে সবুজ, হলদে, কাল্‌চে জলের মত, রক্তাক্ত ইত্যাদি নানা প্রকার রঙের ও পরিমাণে অল্প হয়। বাহ্যে অত্যন্ত পচা বা আঁসটে দুর্গন্ধ তাহার সঙ্গে গাত্রদাহ, ছট্‌ফটানি, ঠাণ্ডা জলপানের পিপাসা, জলপানমাত্র পেটের বেদনার বৃদ্ধি এবং সঙ্গে সঙ্গেই হয়—বাহ্যে, নয় বমি, বমি পিত্তমিশ্রিত ও গুড়গুড়ে ইত্যাদি কতকগুলি আনুসঙ্গিক লক্ষণও থাকিতে পারে ; কিছু পান বা আহার করিলেই পীড়া বৃদ্ধি হয়। অতিরিক্ত ফলমূল বা বরফ খাইয়া পীড়ার উৎপত্তি হইলে—আর্সেনিক বিশেষ উপকারী। ইহাতে তলপেটে অত্যন্ত বেদনা ও মলদ্বারে জ্বালা থাকে।

চক্ষুর পীড়া—চক্ষু হইতে যে জল বাহির হয় তাহা গরমবোধ হইলে আর্সেনিক—উপযোগী, আর্সেনিকে—চক্ষুর পাতায় ফোলা ও খুব যন্ত্রণা থাকে, ঐ

যন্ত্রণা—উষ্ণ সেক ইত্যাদি গরম প্রয়োগে উপশম হয়। এপিসে—উপরোক্ত লক্ষণ থাকিলেও উহা ঠাণ্ডা জলে বা ঠাণ্ডা-ঠাণ্ডা কোনও বস্তু প্রয়োগে উপশম থাকে। এপিসে—চক্ষু গোলাপি-লাল, আর্সেনিকে— ফেকাসে, ইউফ্রেসিয়ার—চক্ষুতে জ্বালা-যন্ত্রণা ও জলপড়া আছে; কিন্তু জ্বালা—আর্সেনিকেই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক।

সর্দ্দি-কাশি—নাক দিয়া জলের মত তরুণ সর্দ্দিস্রাবে—আর্সেনিক এলিয়ম-সিপা, ইউফ্রেসিয়া ও মার্ক্কুরিয়স-সল উপকারী। আর্সেনিকের স্রাব—গরম ও জ্বালাজনক, যেখানে লাগে হাজিয়া যায়, ঠোঁট হাজিয়া যায় তৎসহ হাঁচি ; মার্ক্কুরিয়সের স্রাব—ঠাণ্ডা, তবে কখনও মার্ক্কুরিয়সে উপকার না হইলে—আর্সেনিকে উপকার হইবে। একপ্রকার শুষ্ক কাশি —যাহা বৈকালে ও সন্ধ্যা হইতে বৃদ্ধি হয়, কিছুমাত্র গয়ার উঠে না শ্বাসনলী শুষ্ক থাকে, কাশি খুব ঘন ঘন, রোগীর শ্বাস ফেলিতে খুব কষ্ট হয় তাহার সহিত যদি অন্তর্দ্দাহ ইত্যাদি লক্ষণ থাকে—আর্সেনিক উপযোগী। আর এক প্রকারের কাশি—তাহাতে রোগী মনে করে যেন সে গন্ধকের ধোঁয়া গ্রহণ করিয়া কাশিতেছে।

দ্রষ্টব্য ঃ—তরুণ সর্দ্দি ও সর্দ্দি-জ্বরের প্রথমাবস্থায় হাঁচি, নাক দিয়া জলপড়া, কাশি, গায়ে বেদনা ইত্যাদি থাকিলে—স্পিরিট-ক্যাম্ফর—৪। ৫ ফোঁটা, চিনি বা বাতাসা সহ দিনে ২/৩ বার কিম্বা সাধারণ কর্পূর—২ গ্রেণ মাত্রায় চিনিসহ দিনে ২। ৩ বার সেবন করিলে একদিনেই উপকার বুঝিতে পারা যায়, অন্য ঔষধের প্রায় প্রয়োজন হয় না (ক্যাম্ফর অধ্যায় দেখুন)।

হাঁচি—থাকিয়া থাকিয়া হাঁচি, এক-এক সময় দমকা হাঁচি, হাঁচি সংখ্যায় এত অধিক হয় যে, রোগী নিশ্বাস লইবার অবসর পায় না, ক্লান্ত হইয়া পড়ে।

গন্ধ অসহ্য—কোন প্রকার গন্ধই সহ্য করিতে পারে না, আহারীয় বস্তুর গন্ধ—এমন কি দর্শন পর্য্যন্ত সহ্য করিতে পারে না, তজ্জন্য সকল বস্তুতেই ঘৃণা, অরুচি (কলচিকম ও সিপিয়া অধ্যায়ে অজীর্ণ দেখুন)।

হৃৎপিণ্ডের পীড়া—হৃৎপিণ্ডের দুর্ব্বলতার সহিত বুক ধড়ফড়ানি (palpitation), চিৎ হইয়া শুইলে ও রাত্রিতে বুক ধড়ফড়ানি অধিক হইলে আর্সেনিক আরও অধিক উপযোগী। হামের উদ্ভেদ বসিয়া গিয়া এনডোকার্ডাইটীস (হৃৎপিণ্ডের—ভিতর-আবরণীয় পর্দায় প্রদাহ) পেরি-কার্ডাইটীস (হৃৎপিণ্ডের—উপর আবরণীয় পর্দার প্রদাহ) ইত্যাদি পীড়া হইলে—আর্সেনিক উপকারী।

আর্সেনিকের হৃৎপিণ্ডের পীড়ায়—হৃৎপিণ্ড কাঁপে, সামান্য একটুমাত্র উত্তেজনাতেই বুক ধড়্‌ধড়্‌ করে। মলত্যাগের পর, একটু নড়াচড়া করিবার পর, একটু অধিক পরিশ্রম করিবার পর, বুক ধড়্‌ফড়্‌ করিতে থাকে। যাহারা অতিরিক্ত চা কিম্বা ধূপমান করে, তাহাদের হার্টের ইরিটেসনে এবং হৃৎপিণ্ডের শোথে ও সাধারণ শোথরোগে অত্যন্ত দুর্ব্বলতা ইত্যাদি লক্ষণ প্রকাশ পাইলে—আর্সেনিক ফলপ্রদ।

শোথ ও উদরী—কিড্‌নীর, হৃৎপিণ্ডের বা লিভারের পীড়াহেতু শোথে বা উদরীতে—আর্স, এপোসাইনাম, লাইকোপোডিয়ম, এসেটিক-এসিড, এপিস ইত্যাদি ঔষধগুলি উপযোগী। আর্সেনিকে—নিম্নাঙ্গ, যেমন—পেট, হাত পা

ফোলা অধিক তাহার সহিত ইহার চরিত্রগত লক্ষণগুলি থাকা চাই। আর্সেনিকে—পিপাসা আছে ; কিন্তু অতি অল্প অল্প জলপান করে। ব্রাইট'স ডিজিজে ও হৃৎরোগের সহিত শোথে রোগীর সর্ব্বাঙ্গ ফুলিলে ও শ্বাসকৃচ্ছ্রতা, শুইতে অক্ষমতা, অন্তর্দ্দাহ, ইত্যাদি লক্ষণ এবং লিভার প্লীহা বর্দ্ধনজনিত শোথরোগে—আর্সেনিক উপকারী।

এপিস—শোথরোগে ইহাতে রোগীর পিপাসা থাকে না, প্রস্রাব অল্প পরিমাণে হয়, গায়ের চামড়া সাদাটে বা স্বচ্ছ দেখায়; চোখ, পা অধিক ফোলে, রোগী আদৌ শুইতে পারে না। অত্যন্ত শ্বাসকষ্ট, একবার শ্বাস লইয়া মনে করে পরবারে আর শ্বাস লইতে পারিবে না—এই তাহার শেষ নিশ্বাস। আমাদের দেশীয় কুলেখাড়া (হাইগ্রোফিলা-স্পাইনোসা) এপিসের লক্ষণযুক্ত শোথে এবং শেল (ঈগলফোলিয়া)—বেরি-বেরি রোগের ফোলায় উপকার করে ব্যবহার করিয়া ফেলিবেন।

এপোসাইনাম—ভয়ানক পিপাসা, হৃদরোগ বা কিডনীর পীড়াজনিত শোথে ইহা অধিক উপকারী। ইহাতে পিপাসায় জলপান করিলে বমি হইয়া উঠিয়া যায় কিম্বা পেট বেদনা করে, রোগী যেদিকে চাপিয়া শোয় সেই দিক অধিক ফোলে (এপিবোরাস অধ্যায় দেখুন)। ইহাতে রোগীর কখনও কোষ্ঠবদ্ধ—কখনও উদরাময় থাকে, নাড়ীর গতি ধীর হয়।

এসক্লিপিয়াস-কর্ণিউটি—সেবনে ঘর্ম্ম ও প্রসাবের পরিমাণ বৃদ্ধি হয়, সেইজন্য ইহা সকল প্রকার শোথে, বিশেষতঃ —হৃৎপিণ্ডের ও কিডনীর পীড়া জনিত শোথরোগে অধিক উপকারী; ক্রম—θ।

এসক্লিপিয়াস-সাইরিকা (Asclepias Syrica)—শোথরোগে ইহা সেবনে কিড়নীর ক্রিয়া বর্দ্ধিত হইয়া ক্রমশঃ প্রস্রাবের পরিমাণ বৃদ্ধি হয়।

ক্রম—৬ষ্ঠ বা নিম্নশক্তি।

লাইকোপোডিয়াম—লিভারের দোষ জনিত শোথে অধিক উপকারী, হৃৎপিণ্ডের পীড়াজনিত শোথে আর্সেনিকে উপকার না হইলে ইহাতে উপকার হয়। অক্সিডেণ্ড্রণ—উদরী ইত্যাদি সকল প্রকার শোথ।

এসেটিক-এসিড—যেমন পিপাসা তেমন প্রস্রাব অধিক, তাহার ফলে উদরাময়, বমি, পেট জ্বালা ইত্যাদি লক্ষণগুলি থাকে।

আর্সেনিক-আয়োড—ব্রাইট'স ডিজিজের সহিত শোথ পীড়ায় ইহা আর্সেনিক অপেক্ষাও অধিক উপকারী।

ডিজিটেলিস—হৃৎপিণ্ডের পীড়াজনিত শোথে ও শরীরের সমস্ত স্থানের ফোলায় উপযোগী। ল্যাকেসিস—গর্ভাবস্থায় পা ফোলা।

দ্রষ্টব্য ঃ—আমি কোনও শোথ পীড়ার প্রথমে প্রায় ৪টী মাত্র ঔষধের ব্যবস্থা করি ঃ—১। কোষ্ঠবদ্ধতাসহ শোথে—এপিস—৩য় শক্তি। ২। উদরাময় ও শ্বাসকষ্টসহ শোথে—এপোসাইনাম—θ বা ১ × শক্তি। ৩। সার্ব্বঙ্গিণ শোথে—আর্সেনিক, অক্সিডেণ্ড্রণ, উপকার না হইলে লিয়াট্রিস—θ, এই ব্যবস্থা এবং—৪। উদরাময়, অম্ল, বমি, পিপাসাসহ শোথে—এসিড্‌-এসেটিক।

চর্ম্মপীড়া—আর্সেনিকের চর্ম্মপীড়ায় প্রায়ই দুর্গন্ধ থাকে, ইহার উদ্ভেদ কপালে ও মাথায় অধিক হয়। The characteristic eruption of Arsenic—is bran-like dry, scaly with desquamation also black eruption, vesicles, postules, Petechia, Psoriasis. ইহা শুষ্ক একজিমা ও সোরায়সিসের উৎকৃষ্ট ঔষধ।

খোস-পাঁচড়া—খোস-পাঁচড়া কিম্বা অন্য প্রকার চর্ম্মপীড়াতে অত্যন্ত চুলকানি এবং চুলকাইবার পর অসহ্য জ্বালা থাকে, চুলকাইবার সময় বেশ আরামবোধ করে, কিন্তু তাহার পর জ্বালায় প্রাণ বাহির করিয়া দিবে—রোগীর এইটি মনে পড়িলেই চুলকানো বন্ধ করে; ঠাণ্ডা জল লাগিলে ইহাতে চুলকানি বাড়ে ও গরমে উপশম হয়। আর্সেনিক— মাথায় খুস্কি উঠারও সুন্দর ঔষধ। (এচিনেসিয়া, এসিড-ক্রাইসো দেখুন)।

অর্শ—যেখানে অর্শে আগুনে পোড়ার মত জ্বালা জ্বালা—ঠাণ্ডায় উপশম না হইয়া গরমে উপশম হয়, তথায় আর্সেনিক ফলপ্রদ।

সায়েটিকা—বেদনা রাত্রিতে আরম্ভ বা বৃদ্ধি তৎসহ জ্বালা, তাপ প্রয়োগে যন্ত্রণার উপশম (ভিস্কাম-এল্‌বম দেখুন)।

রজঃস্রাব—স্রাব অতি অল্প; কিন্তু প্রায় অনেক দিন পর্য্যন্ত থাকে। কখনও ঋতু খুব শীঘ্র শীঘ্র প্রকাশিত হয়, ইহাতে রোগিনী ক্রমশঃ দুর্ব্বল, তাহাতে রক্তশূন্য ও দুর্ব্বল হইয়া পড়ে, এনিমিয়ার লক্ষণ দেখা দেয়।

রজঃরোধ (Amenorrhoea)—ঋতুস্রাব না হইয়া তাহার পরিবর্ত্তে অত্যন্ত অধিক পরিমাণে প্রদর স্রাব হয়, ইহাতে রোগিনী ক্রমশঃ দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। প্রদরস্রাবে যোনিদেশ হাজিয়া যায়, জ্বালা করে, স্রাবে অত্যন্ত দুর্গন্ধ থাকে।

ডিম্বকোষের পীড়া—ডান ডিম্বকোষ আক্রান্ত হইলে—আর্সেনিকে উপকার হয়, আক্রান্তস্থান আগুনের মত জ্বলে, জ্বালা-যন্ত্রণা উপসর্গাদি মধ্যরাত্রি হইতে বৃদ্ধি হয়।

এতদ্ভিন্ন জরায়ুর নানাপ্রকার পীড়ায়, অর্থাৎ জরায়ুর প্রদাহ, ক্ষত, ক্যান্সার, রক্তস্রাব প্রভৃতিতে অত্যন্ত জ্বালা এবং ছুরিবেঁধার মত বেদনা যন্ত্রণা ইত্যাদি থাকিলে—আর্সেনিক উপকারী। ইহার বেদনা-যন্ত্রণা গরমে উপশম হয় (ল্যাপিস্-এল্‌বা দেখুন)।

ক্ষত—কোনও ক্ষতে জ্বালা, ব্যথা, দুর্গন্ধ স্রাব নিঃসরণ, হাজিয়া যাওয়া ইত্যাদি লক্ষণগুলি থাকিলে—আর্সেনিক উপকারী। মুখের, জিহবার ক্ষত (epithelioma), মুখের ক্ষত উহা ক্রমশঃ গ্যাংগ্রীণের মত হইলেও বিশেষতঃ যদি শিশুদের উপরোক্ত লক্ষণগুলি থাকে— আর্সেনিকে উপকার হইবে, ইহাতে রোগী মুখে পচাটে, তিক্ত, টক, মিষ্ট ধাতুর কলঙ্ক ইত্যাদি নানাপ্রকার স্বাদ অনুভব করে।

সিষ্টাইটীস—এই পীড়ায় প্রস্রাবের পরিমাণ খুব অল্প এবং প্রস্রাবে জ্বালা যন্ত্রণা থাকিলে আর্সেনিকে উপকার হইবে।

শ্বাসযন্ত্রের পীড়া—কোনও পীড়ায় নিশ্বাস লইতে অত্যন্ত কষ্ট; কিন্তু ফেলিতে বিশেষ তত কষ্ট হয় না, এই লক্ষণের সঙ্গে গলায় সাঁই সাঁই শব্দ, বুকে বেদনা, অত্যন্ত কষ্টকর কাশির সহিত থুথুর মত অল্প সর্দ্দি উঠা, চিৎ হইয়া শুইতে না পারা, রাত্রি দ্বিপ্রহরের পর ও ঠাণ্ডা বাতাসে পীড়ায় বৃদ্ধি ইত্যাদি লক্ষণসহ আর্সেনিকের অন্যান্য বিশেষ লক্ষণগুলি থাকিলে— আর্সেনিক উপযোগী (নিশ্বাস ফেলিতে কষ্ট—এসিড-হাইড্রো)। ক্লোরাম (Chlorum) বা ক্লোরিণ নামক একটি ঔষধে—রোগী অতি সহজে নিশ্বাস গ্রহণ করিতে পারে; কিন্তু সহজে ফেলিতে পারে না, ভীষণ কষ্ট হয়, এমন কি সময়ে সময়ে নিশ্বাসফেলা রোগীর পক্ষে অসম্ভব হইয়া উঠে, নিশ্বাস ফেলিবার সময় গলায় কোঁ- কো-সাঁই-সাঁই, ফড়ফড় একপ্রকার শব্দ হইতে থাকে। গ্লটীসের অর্থাৎ শ্বাসনলীর মুখের আক্ষেপ বশতঃই ইহাতে লক্ষণগুলি প্রকাশিত হয় এবং উক্ত লক্ষণ থাকিলে ল্যারিণজিসমাস-ষ্ট্রিডুলাস ও হাঁপানি রোগেতেও ইহার দ্বারা উপকার পাওয়া যায় (স্যাম্বুকাস অধ্যায় দেখুন)।

হাঁপানি-কাশি—হাঁপের টান রাত্রি দুই প্রহরের পর বৃদ্ধি, অন্তর্দ্দাহ, হাঁফটানি, রোগী মাথা নীচু করিয়া বালিসে ভর দিয়া বসিয়া থাকে, শুইতে অক্ষমতা, বুকে চাপ, দমবন্ধভাবে সাঁই সাঁই শব্দ, সর্দ্দি আদৌ না উঠা ইত্যাদি লক্ষণে—আর্সেনিক উপযোগী (একোনাইট দেখুন)। বৃদ্ধদেরও নাসিকাস্রাব বন্ধ হইয়া পীড়া হইলে—আর্সেনিক ফলপ্রদ।

কার্ব্বঙ্কল (Carboncle)—কার্ব্বঙ্কলের অত্যন্ত জ্বালা আর্সেনিকে উপশম না হইলে—এনথ্র্যাসিনাম, এনথ্র্যাসিনামে উপকার না হইলে ইউফর্ব্বিয়া পরীক্ষা করিবেন। যাহাদের বহুমূত্রের পীড়া আছে, তাহাদের এই পীড়ায় আর্সেনিক অধিক উপকারী। (কোন কোন চিকিৎসক এখানে ১২ শ শক্তিতে ফল পাইয়াছেন), এনথ্রাসিনাম দেখুন।

অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদির পীড়া—উর্দ্ধাঙ্গ, আঙ্গুলের ডগা থেকে কাঁধ পর্য্যন্ত টানা-ছেঁড়া ও ছিড়েফেলার মত বেদনা, রাত্রিতে যে পাশে চাপিয়া শোয় সেইদিকের হাতের বেদনা। নিম্নাঙ্গে অস্বচ্ছন্দতাবোধ, রাত্রিতে পা স্থির রাখিতে পারে না, উপশমের জন্য ক্রমাগত এদিক ওদিক করে; পা, পায়ের তলা অসাড়ে, ঝিনঝিনে ধরা। পায়ের তলায় ঘা আঙ্গুলে ঘা, হয় ও আঙ্গুল ফোলে।

আর্সেনিক— শব-ব্যবচ্ছেদ কালীন অস্ত্র দ্বারা কাটিয়া যাওয়া অথবা কার্ব্বঙ্কলের রক্তদোষ এবং বিষাক্ত পতঙ্গাদির দংশনে বিশেষ ফলদায়ক।

বৃদ্ধি (aggravation)—রাত্রি দ্বিপ্রহরের পর, বেলা ১টা হইতে ২টার মধ্যে শৈত্য, শীতল আহারে বা পানে। আক্রান্তপার্শ্বে শয়নে।

উপশম (amelioration) শিরঃপীড়া ভিন্ন অন্যান্য সমস্ত রোগ-লক্ষণ, এমন কি জ্বালা-যন্ত্রণা পর্য্যন্ত উত্তাপ প্রয়োগে উপশম হয়। মাথার ব্রহ্মতালুতে জ্বালা—আর্স, কুপ্রম-সল্‌ফ, সল্‌ফার।

পরবর্ত্তী ঔষধ (follows well)-এরালিয়া, আর্ণিকা, এপিল, বেল, ক্যাক্টস, ক্যালকে-ফস, ক্যামো, সাইকিউ, ল্যাকে, লাইকো, ন্যাট-সলফ, ফস, র‍্যানান, থুজা।

ক্রিয়ানাশক (antidote)—চিন-সলফ, ক্যাম্ফর, কার্ব্বে, চায়না ইউফ্রেসিয়া, ফেরম, গ্র্যাফা, হিপার, আয়োড, ইপি, ক্যালি-ব্রোম, মার্ক, নক্স-ভম, নক্স-মস্কে, ওপি, সলফ, ট্যাবেকাম, ভেরেট।

ক্রিয়াস্থিতিকাল—৬০—৯০ দিন। ক্রম—২ ×—সি, এম শক্তি। অন্ত্র, পাকস্থলী ও কিড়নীর পীড়ায় নিম্ন এবং অন্যান্য সমস্ত স্থানে উচ্চ শক্তি।

ফরমূলা—জলীয়—৬-বি, বিচুর্ণ—৭।

আর্সেনিক হাইড্রোজেন (Ars Hydro.)

শরীর শীতল ও হিমাঙ্গ, উদ্বেগ, অস্থিরতা, অবসাদ, দুর্ব্বলতা প্রভৃতি আর্সেনিকের অনেক লক্ষণ ইহার মধ্যে দৃষ্ট হয় ; তবে সম্ভবতঃ নিম্নলিখিত দুইটি পীড়ায় ইহার দ্বারা বিশেষ উপকার পাইবেন।

ক্ষত—লিঙ্গাগ্র চর্ম্মে (prepuce) ও লিঙ্গমুণ্ডে (glans) পুঁযভরা গোলাকার ভাসা (Superficial) ক্ষত ; গর্ম্মিপীড়ায় লিঙ্গে প্রায় এই প্রকার ক্ষত হয়।

ওলাউঠা—কলেরার হিমাঙ্গ অবস্থায় যখন নাড়ী লোপ হয়, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ শীতল, কোটরাগত চক্ষু, অত্যন্ত অবসাদ, আর্সেনিক-এল্‌বম প্রয়োগ বিফল হইয়াছে, তখন—আর্স-হাইড্রো পরীক্ষা করিবেন। উক্ত লক্ষণ—জ্বর বা অন্য কোনও পীড়ায় থাকিলেও ইহা উপকারী।

এতদ্ভিন্ন—ভয়ানক হাঁচি, কোনও দ্রব্য পেটে না থাকা, পানীয় জল ইত্যাদি সমস্ত বমি হওয়া, রক্তস্রাব (প্রতিবারে ২/৩ আঃ), মাথাঘোরা, মাথা ভারী ইত্যাদিতেও উপকার হয়।

আর্সেনিক-ব্রোম—১৪ পৃষ্ঠা দেখুন। ফরমূলা—৫-এ।

ক্রম—৬—৩০ শক্তি।

আর্সেনিক আয়োড (Ars Iodatum)

(আর্সেনিক ও আয়োডিনের সংমিশ্রিত ট্রাইটুরেসন আকারে প্রস্তুত)—ইহা নাসিকায় সর্দ্দি, হে-ফিভার অর্থাৎ—সর্দ্দির সহিত হাঁপ, টান, জ্বর এবং চক্ষুউঠা, কর্ণপ্রদাহ, ইউষ্টেকিয়ান-টিউবের স্ফীতি (এই টিউব অর্থাৎ নলিটী—গলা হইতে কাণের ভিতর পর্য্যন্ত গিয়াছে), ডিপ্‌থেরিয়া, প্রদর, স্তনের ফোড়া, স্তনে টিউমার, ক্ষতযুক্ত স্তনবৃন্ত—তাহাতে অত্যন্ত স্পর্শ-কাতরতা,সবিরাম-জ্বর—কুইনাইন দ্বারা চিকিৎসিত হইবার পর প্লীহার বিবর্দ্ধন, টেবিস-মেসেনটেরিকা (মধ্য ক্ষুদ্রান্ত্রের ক্ষয়রোগ), শিশু-কলেরা ইত্যাদি পীড়াগুলিতে সচরাচর ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

রক্তহীন (এনিমিক), স্ক্রফুলাধাতুর ব্যক্তি যাহাদের মেসেন্ট্রিক ও অন্যান্য লিম্ফ্যাটিক-গ্ল্যাণ্ড বড়, ইহা তাহাদের পীড়ায় একপ্রকার ধাতুগত (constitutional) ঔষধ।

ডাঃ এলেন্ বক্ষঃস্থলের যে সকল পীড়ায় সুফলের সহিত ব্যবহার করিয়া হ্যাণ্ড-বুক-অফ-মেটিরিয়া-মেডিকা-পিউমার ১৩৩ পৃষ্ঠায় লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, নিম্নে তাহাদের মধ্যে কতকগুলি উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি ঃ—

পাল্‌মোন্যারিয়া-টীউবার্কিউলসিসের (থাইসিস পীড়ায়) বর্দ্ধিতাবস্থায় যেখানে ফুসফুসে গহবর (cavity) অর্থাৎ ক্ষত হইয়াছে এবং হেক্‌টীক জ্বর, পুরাতন ক্যাটার‍্যাল্ বা ব্রঙ্কো-নিমোনিয়া—যাহাতে পুঁযের মত রাশি রাশি গয়ার তাহার সহিত শ্বাসকৃচ্ছ্রতা ও নিশাঘর্ম্ম থাকে ; তরুণ ক্যাটা-র‍্যাল-ব্রঙ্কো-নিমোনিয়া—যথায় ফুসফুসের প্রদাহের অন্যান্য লক্ষণসমূহ রক্ত উঠা এবং ফুসফুসের টীসু সকল ধ্বংস হইয়া গর্ত্ত হইবার সূত্রপাত হইতেছে —তথায় এবং ফুসফুসের নানাবিধ তরুণ বা পুরাতন পীড়া এবং নানা জাতীয় থাইসিস—আর্সেনিক-আয়োডে উপকার হইয়াছে। এই ঔষধটীর চরিত্রগত লক্ষণ—দ্রুত ক্ষয়, অত্যন্ত দুর্ব্বলতা ও নিশাঘর্ম্ম (তাহা ফুসফুসের গর্ত্ত হইবার পূর্ব্বেই হউক আর পরেই হউক), দ্রুত ক্ষীণ নাড়ী পৌনঃপুনিক জ্বর, ঘর্ম্ম এবং উদরাময় কোনও পীড়ায় থাকিলে—তাহা আর্সেনিক-আয়োডে আরোগ্য হইবে ([illegible]-আয়োড দেখুন)।

তরুণ-সর্দ্দি—রক্তমিশ্রিত সর্দ্দি, তরল জলের মত কাঁচা সর্দ্দি নাক দিয়া নিঃসৃত হয়, নিঃসৃত স্রাবে ঠোঁট হাজিয়া যায়, হাঁচি, নাক ও গলা জ্বালা করে, নাকে ঘা হয়, মামড়ি পড়ে, এই সমুদয় লক্ষণে—আর্সেনিক আয়োড উপকারী (সর্দ্দি-জ্বর দেখুন)।

এখানে বলা আবশ্যক যে উপরোক্ত সমস্ত লক্ষণ আর্সেনিকেও আছে, তবে প্রভেদ এই যে, আর্সেনিক-আয়োডের পীড়া আর্সেনিক অপেক্ষাও অধিক প্রবল, অতএব আর্সেনিকে উপকার না হইলেই তাহার পরবর্ত্তী ঔষধ—আর্সেনিক-আয়োড প্রযোজ্য ; ক্রম—৬ষ্ঠ শক্তি।

ইনফ্লুয়েঞ্জা—এই পীড়ায় রোগীর একবার শীত, একবার উত্তাপ, এই লক্ষণটি থাকিলে—আর্সেনিক-আয়োড অধিক উপকারী। সর্দ্দি প্রথমে তরল থাকিয়া পরে ঘন হইয়া শেষে তাহাতে হাঁপের মত টান, শ্বাসকষ্ট ও জ্বর হইলেও ইহা উপকারী। (ইউপেটোরিয়ম অধ্যায়— এরালিয়া দেখুন)। ডাঃ হেল বলেন—উপরোক্ত শীতোত্তাপের লক্ষণসহ পৃষ্ঠের দিকে অধিক শীত থাকিলে—আর্সেনিক-আয়োডের সহিত জেলসিমিয়ম পর্য্যায়ক্রমে ব্যবহারে ত্বরায় পীড়ার উপশম হয় (জেলসিমিয়ম অধ্যায় জ্বর দেখুন)।

হৃৎপিণ্ডের পীড়া—হৃৎপিণ্ডের বিবৃদ্ধি, তজ্জন্য অত্যন্ত বুক ধড়ফড়ানি, তাহার সহিত হাঁপানির মত টান ও শ্বাসকষ্ট।

স্ত্রী-ব্যাধি—হরিদ্রাবর্ণের শ্বেত-প্রদর, উহাতে কখনও রক্ত থাকে, ঋতুস্রাব পরিমাণে অত্যন্ত অধিক এবং মাসের মধ্যে দুই তিনবার ঋতু হয়। জরায়ুর মুখে ক্ষত, টিউমার, তাহাতে অত্যন্ত বেদনা।

জ্বর—পৌনঃপুনিক জ্বর ও ঘাম, জ্বরে অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়ে, ঘাম এত অধিক হয় যেন স্নান করিয়া উঠিয়াছে। হেকটিক-জ্বর—রোগীর উত্তম ক্ষুধা ও আহার সত্ত্বেও দিন দিন শীর্ণ হইয়া আসে। সর্দ্দি, সর্দ্দি-জ্বর—হাম ইত্যাদির জন্য জেল্‌সিমিয়ম অধ্যায়ে জ্বর দেখুন।

উদরাময়—অন্ত্রমধ্যে ক্ষতসহ উদরাময়, রাত্রিকালে রোগীর আদৌ মলত্যাগের ইচ্ছা থাকে না ; কিন্তু প্রাতঃকালে একটু এদিক সেদিক করিয়া বেড়াইবার পর হইতেই বাহ্যে আরম্ভ হয়।

পাকস্থলীর পীড়া—যথেষ্ট ক্ষুধা, বেশ খায় ; কিন্তু দিন দিন রোগা হইয়া যায় (এব্রোটেন, আয়োড, সার্সা, ব্যাসিলিনাম)।

অনিদ্রা—সমস্ত রাত্রি ছটফট করে, আদৌ নিদ্রা হয় না।

বৃদ্ধি—জলীয় বর্ষা বায়ুতে, ভিজা স্থানে থাকিলে।

সদৃশ—টিউবার্কিউ, সিপা, এরানিয়া, এসি-নাই, ক্রিয়ো, কোনি।

ক্রম—৩ ×, পাকাশয়ের পীড়ায় নিম্নশক্তি, আহারের অব্যবহিত পরেই সেবন বিধেয়।

আর্সেনিক মেটালিকাম (Arsenic Met.)

চক্ষুর কতিপয় পীড়া, উপদংশ, শিরঃপীড়া প্রভৃতি দুই একটি পীড়ায় ইহা সময়ে সময়ে ব্যবহৃত হয়। নির্দ্দিষ্টকাল অন্তর (periodicity), প্রায় দুই তিন সপ্তাহ অন্তর কোনও পীড়া বা পীড়ার লক্ষণের পুনরাবির্ভাব হওয়া এই ঔষধের একটি নির্দ্দিষ্ট লক্ষণ।

চক্ষুর পীড়া—চক্ষু লালবর্ণ হয়, চক্ষু দিয়া জল পড়ে, ফোলে, কুটকুট করে, চক্ষুর ভিতরে জ্বালা করে। দৃষ্টিশক্তির ক্ষীণতা—সূর্য্যের, বাতির বা গ্যাসের আলোক আদৌ সহ্য হয় না, ভীষণ কষ্ট হয়, ইচ্ছামত চক্ষু ব্যবহার করিতে পারে না।

শিরঃপীড়া—কপালে শোথের মত ফোলা, মাথা নোয়াইলে কিম্বা শয়ন করিলে শিরঃপীড়ার বৃদ্ধি, মাথায় হাতুড়ি মারার মত বেদনা, মাথার বামদিকে বেদনা (স্পাইজেলিয়া অধ্যায় দেখুন)।

উপদংশ (Syphilis)—কুপ্রম-সলফ অধ্যায়ে ২৯৪ পৃষ্ঠা দেখুন)।

উপরোক্ত পীড়া কয়টী ভিন্ন মুখের ভিতরের ঘা ও বেদনারও ইহা ভাল ঔষধ। ক্রম—৬ষ্ঠ হইতে ২০০ শক্তি।

আর্সেনিক সল্‌ফ ফ্লেভাম (Ars. Sul. Flav.)

ধবল বা শ্বেতকুষ্ঠ (Leucoderma) এবং উপদংশ পীড়ায় গাত্রচর্ম্ম হইতে মাছের আঁসের মত পদার্থ উঠিতে থাকিলে ইহা কিছুদিন ব্যবহারে উপকার হইবে (কুষ্ঠ ব্যাধির জন্য—হাইড্রোকোটাইল দেখুন)।

হাঁটুর গাঁটে বেদনা, প্রত্যঙ্গাদি পক্ষাঘাতের মত অসাড়, শ্বাস-প্রশ্বাসে কষ্ট, [illegible]জিয়াল-থাইসিস প্রভৃতিতে ইহা উপকারী।

ক্রম—৩ ×, ৬, ৩০ শক্তি।

আর্সেনিক সল্‌ফ রুব্রম (Ars. Sul. Rub.)

সোরায়সিস প্রভৃতি কয়েক প্রকার চর্ম্মপীড়ায় এবং বহুদিনের পুরাতন উদরাময়ে—মলে অত্যন্ত দুর্গন্ধ, এই লক্ষণে ইহার দ্বারা বিশেষ উপকার হয়। [illegible] পীড়ারও ইহা একটি ভাল ঔষধ। যেখানে পীড়ায়— সর্দ্দি, কাশি, [illegible] তাপ অত্যন্ত অধিক, জ্বর ও শরীরের তাপ খুব বেশী, অত্যন্ত দুর্ব্বলতা—[illegible] ইহা প্রযোজ্য; ইহাতে কখনও কখনও পুঁযের মত গয়ার উঠে। যথায় আর্সেনিকের লক্ষণসহ রোগী ঠাণ্ডা চায় তথায়— আর্স-সলফ-রুব ; আর যথায় [illegible] চায় তথায়—আর্স-এলব দিবেন।

ক্রম—৬ × বিচূর্ণ, ৬, ৩০ শক্তি। ফরমূলা—৭।

আর্টিমিসিয়া (Artemisia Vulgaris)

একপ্রকার চারা গাছের টাটকা শিকড় হইতে টিংচার প্রস্তুত হয়। [illegible] মৃগী বা মৃগীর মত আক্ষেপ, শৈশবাবস্থায় কোন পীড়াসহ তড়কা (Convulsion), যুবতী স্ত্রীলোকদের মৃগী, কিম্বা অন্য কোনও প্রকার প্রবল [illegible] অথবা হস্তমৈথুনাদির দ্বারা শুক্রক্ষয় করিয়া মৃগী রোগগ্রস্ত হওয়া [illegible] এবং বহুবিদ স্নায়বীয় পীড়ায় ইহা ব্যবহৃত হয়।

আঘাত—আঘাত লাগিলে অনেকেই প্রথম আর্ণিকা ব্যবস্থা করেন, আর্টিমিসিয়া কেবলমাত্র চক্ষুতে আঘাত লাগিবার ও তজ্জনিত উপসর্গের ভাল ঔষধ। ইহা বাহ্যিক ও আভ্যন্তরিক উভয় প্রকারেই ব্যবহৃত হয়। বাহ্যিক [illegible] নিমিত্ত—মাদার-টিংচার ২০/২৫ বিন্দু, ডিসটিল্ড ওয়াটারে ১ আউন্স, [illegible] মিশাইয়া লইবেন।

মৃগী (Epilepsy)—আর্টিমিসিয়া ঔষধটী ডাক্তার বোরিক ও ট্রীঙ্কসের [illegible] হইতে প্রথম গ্রহণ করা হয়, হোমিওপ্যাথিক পদ্ধতিতে সুস্থদেহে ইহার [illegible] হয় নাই। তাঁহারা বলেন—যে সকল যুবতী-স্ত্রী মাসিক ঋতুস্রাব [illegible]ভাবে না হয়, তাহারা এবং কেহ প্রথম ঋতুদর্শন বয়সে মৃগী রোগাক্রান্ত [illegible] ইহা অধিক উপকারী, ইহার ফিট (আক্ষেপ) এত ঘন ঘন হয় যে, [illegible] জ্ঞানসঞ্চার হইবার একটু অবসর দেয় না (এব্‌সিন্থিয়াম অধ্যায় দেখুন)। [illegible] এপিলেপ্সিতে—ট্যারেন্টুলা-হিসপ্যানিয়া উপকারী।

দ্রষ্টব্য ঃ—মৃগীপীড়াটী একপ্রকার দুরারোগ্য, কেহ কোনও চিকিৎসায় [illegible] না পাইলে আমাকে লিখিবেন ১ শিশি ঔষধেই উপকার হইবে। ৮ [illegible] ২৫, একশিশিতে ১। ১॥ মাস চলে, ৪/৫ শিশির প্রয়োজন হইবে।

সদৃশ—সাইকিউটা, এব্‌সিন্থ, সিনা।

ক্রম—৩—২০০ শক্তি। ফরমূলা—৩।

এরাম ট্রাইফাইলম (Arum Triphy .)

(ঘেঁটু বা ভেটকোল গাছ)—ইহার প্রধান চরিত্রগত লক্ষণ ঃ— রোগী সমস্তদিনই আঙ্গুল দিয়া ঠোঁট নাক খোঁটে, তাহাতে রক্তপাত ও ঘা পর্য্যন্ত হয় ; নাক দিয়া নিয়ত জ্বালাকর স্রাব নিঃসরণ হয়, তাহাতে নাসিকারন্ধ্র হাজিয়া যায়। নাক বন্ধ—তথাচ নাসিকায় জলের মত সর্দ্দি ঝরে, হাঁচি ; গায়ক ও বক্তাদের গলক্ষত, সম্পূর্ণ স্বরভঙ্গ, মুখ দিয়া প্রচুর পরিমাণে জ্বালাকর লালাস্রাব হয়—তাহাতে মুখের ভিতর ও জিব হাজিয়া যায়, রক্ত পড়ে। রেমিটেন্ট-জ্বরে, টাইফয়েড-জ্বরে—নাক ও ঠোঁট খোঁটা লক্ষণটী প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায়, এই লক্ষণে ইহা প্রয়োগে পীড়া সম্পূর্ণ আরোগ্য না হইলেও পীড়ার ভোগকাল কম হয়। উপকার না হইলে—ন্যাপথালাইন, ৩৬৯ পৃষ্ঠা দেখুন।

টন্‌সিলাইটীস,গলনলীর ফোলা এবং অন্য কোনও প্রকার গলনলীর প্রদাহে, কাঁটাফোটা কিম্বা হলফোটানর মত বেদনা থাকিলে ইহাতে বিশেষ উপকার হইবে (হিপার, এসিড-নাই)। বাম সব্‌ম্যাক্সিলারি গ্ল্যাণ্ড স্ফীত।

ক্রিয়া ব্যাঘাতক (inimical)—ক্যালেডিয়ম, ফস।

ক্রিয়ানাশক (antidote)—এসে-এসি, বেল, এসি-ল্যাক্‌টিক, পল্‌স।

ক্রিয়া স্থিতিকাল—১—২ দিন।

ক্রম—৬×—৩০ শক্তি। ফরমূলা—জার্ম্মেণি—১, আমেরিকান—৩।

এরাণ্ডো মরিট্যানিকা (Arundo Maur .)

(গাছের অঙ্কুর হইতে টিংচার প্রস্তুত হয়)—দিন দিন হোমিওপ্যাথির উন্নতির সঙ্গে অনেক নূতন নূতন ঔষধেরও আবিষ্কার হইতেছে, দুঃখের বিষয় অধিক পরিমাণে ব্যবহৃত না হওয়ায় তাহাদের উপকারিতা এখনও সম্যক উপলব্ধি করিতে পারা যায় না। নিম্নলিখিত কতিপয় পীড়ায় এই ঔষধে বিশেষ উপকার দেখিতে পাওয়া যায় ঃ—

উদরাময়—দুগ্ধপোষ্য শিশুদের দাঁত উঠিবার সময় উদরাময়; এই সময়ের প্রধান ঔষধ—ক্যাল্‌কেরিয়া-কার্ব্ব, ক্যাল্‌কেরিয়া-ফস, ক্যামোমিলা, পডোফাইলম প্রভৃতি ব্যবহার করিয়া তাহাতে উপকার না পাইলে শেষে এই ঔষধটী একবার পরীক্ষা করিবেন। এরাণ্ডোর মলের রঙ—অধিকাংশ সময়ে সবুজ ও মলদ্বারে জ্বালা থাকে। যে সকল দুগ্ধপোষ্য শিশুর প্রায়ই উদরাময় হয়, তাহাদের উদরাময়ের ইহা প্রধান ঔষধ।

কোলেষ্ট্রাম (Colostrum)—৬—৩০ শক্তি ; নব প্রসূতির প্রথম অবস্থায় স্তনদুগ্ধ হইতে প্রস্তুত ;ইহাও শিশু উদরাময়ের একটি অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ। মল তরল, সবুজ, নীল, হলদে, পিত্তমিশ্রিত, শ্লেষ্মাপূর্ণ ইত্যাদি নানাপ্রকারের হইয়া

থাকে, মলের গন্ধ অত্যন্ত টক, শিশুর গায়েও খুব টক্‌গন্ধ থাকে (ম্যাগ-কার্ব্ব-দেখুন), বমি হইলে হয় পিত্ত—নয় অম্ল বমি হয়; শিশু অত্যন্ত খিট্‌খিটে। ক্যামোমিলায়—শিশু খিট্‌খিটে হইলেও তাহার মলে টক্ গন্ধ থাকে না, বিশ্রী পচা দুর্গন্ধ থাকে।

সর্দ্দি কাশি—নাক দিয়া জলের মত তরুণ সর্দ্দি নির্গমন, সর্দ্দি আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে নাকের ভিতর, চোখের ও মুখের ভিতর—অত্যন্ত কুটকুট ও জ্বালা করে, হাঁচি হয়, কোনও দ্রব্যের গন্ধ পাওয়া যায় না।

শ্বাসযন্ত্রের পীড়ায়—প্রথমে উক্ত প্রকারের তরুণ সর্দ্দি হইয়া ক্রমে শুষ্ক কাশি আসে, বুকে বসে, হাঁপ ও টানের মত হয় (এরালিয়া অধ্যায় দেখুন), পীতবর্ণের গয়ার উঠে, অত্যন্ত শ্বাসকষ্ট ও স্তনের নিকট বেদনা হয়, জ্বালা করে (জলের মত তরুণ সর্দ্দিতে—ন্যাট্রম-মিউরও উপকারী)।

উক্ত পীড়াগুলি ভিন্ন—কাণের পশ্চাতে একজিমা, মাথার চুল উঠিয়া যাওয়া, চুলের গোড়ায় বেদনা, মাথায় পুঁযভরা স্ফোটক, পায়ের তলায় ফোলা ও জ্বালা, পায়ের তলায় দুর্গন্ধ ও ঘাম হওয়া ইত্যাদিতেও এরাণ্ডো উপকারী।

এরাণ্ডো-ডোনাক্স—ক্রণিক পুঁযস্রাব, শোষ-ঘায়ের মত ক্ষত (লম্বা অস্থি আক্রান্ত)।

ক্রম—৩ হইতে ৬ষ্ঠ শক্তি। ফরমূলা—৩।

এসাফিটিডা (Asafeotida.)

(হিং হইতে টিংচার প্রস্তুত হয়)—পারস্যদেশের অধিবাসীগণ তাহাদের অনেকে খাদ্যকে সুস্বাদু করিবার নিমিত্ত হিং ব্যবহার করে। কষ্টদায়ক অবিরত ঢেকুর উঠায় ২টী সরিষার পরিমাণ এক টুকরা হিং কলা বা কোন মিষ্টদ্রব্যের মধ্যে পুরিয়া খাইলে প্রায় তৎক্ষণাৎ ঢেকুর উঠা ও অনেক সময় হিক্কা নিবারিত হয় ; হিং পাকস্থলীর টনিক ঔষধ ও ব্যাটোনিক-ডিস্পেপ্‌সিয়ার ঔষধ। হিং সেবন করিলে—অধঃ দিয়া বায়ু নিঃসরণ হইয়া পেট হাল্‌কা হয়, অন্ত্রের নিঃসরণ ক্রমশঃ বৃদ্ধি হওয়ায় হজম শক্তি বৃদ্ধি হয়, অন্ত্র ঢিলা হয়, মন প্রফুল্ল হইয়া থাকে।

হিষ্টিরিয়া, গ্লোবাস্-হিষ্টিরিয়া, পেটে অধিক বায়ুজমা ও পেটফোলা তাহাতে বোধ হয় যেন পেট ফাটিয়া যাইবে, বায়ু অধঃদিক দিয়া নিঃসৃত না হইয়া ঊর্দ্ধগামী হয় ও ঢেকুর উঠে, বহুদিনের পুরাতন শ্বেত-প্রদরস্রাব, পুরাতন গনোরিয়া, পুরাতন উদরাময় হঠাৎ বন্ধ হইয়া—হিষ্টিরিয়া, আক্ষেপ (Spasm) ; পারদ সেবন কিম্বা গর্ম্মীপীড়াজনিত ক্ষত, অস্থিক্ষত ইত্যাদি ইহা উপকারী।

পেটফাঁপা—কার্ব্বো-ভেজ ও লাইকোপোডিয়ম অধ্যায় দেখুন।

হিষ্টিরিয়া—ইগ্নেসিয়া অধ্যায় দেখুন।

ক্ষত—গর্ম্মীপীড়া কিম্বা পারদ সেবনজনিত কোনও অস্থিতে ক্ষত হইলে বিশেষতঃ টিবিয়া অস্থিতে ক্ষত হইলেও সেই ক্ষতে ভয়ানক দপ্‌দপানি ও

প্রস্রাবে দুর্গন্ধ থাকিলে—এসাফিটিডা উপকারী। ইহার ক্ষতে এত বেদনা থাকে যে কাহাকেও একটু স্পর্শ করিতে দেয় না, বেদনা রাত্রিতে বাড়ে। পারদ অপব্যবহার জনিত অন্যান্য স্থানের ক্ষতে যেমন—হিপার, নাইট্রিক প্রভৃতি সেইরূপ অস্থির ক্ষতে—এসাফিটিডা, অরম, এঙ্গাষ্টিউরা, উপকারী।

ক্রম—৬—৩০ শক্তি।

এস্‌ক্লিপিয়াস (Asclepias.)

ইহার অনেকগুলি শ্রেণী থাকিলেও—এস্‌ক্লিপিয়াস-কর্ণিউটী এবং এস্‌ক্লিপিয়াস-টিউবারোসা, এই দুই প্রকারই আমরা অধিক ব্যবহার করি। এসক্লিপিয়াস নামক গাছের তাজা শিকড় হইতে টিংচার প্রস্তুত হয়।

এসক্লিপিয়াস-কর্ণিউটি বা সাইরিকা (Asclepias Cornuti or Syrica)—ইহা হৃৎপিণ্ডের ও কিড্‌নী সম্বন্ধীয় কতিপয় পীড়ায়, শোথরোগে ও বাতে ব্যবহৃত হয়। শোথ ও উদরী রোগে ঋতুবন্ধ।

শোথ (Dropsy) আর্সেনিক অধ্যায়ে শোথ ও উদরী দেখুন। ইহা সেবনে ঘর্ম্ম ও প্রস্রাবের পরিমাণ বৃদ্ধি হইয়া শোথের উপশম হয়।

ইউরিমিয়া—ক্যান্থারিস অধ্যায়ে দ্রষ্টব্য।

বাত—শরীরের বৃহৎ সন্ধিসমূহ আক্রান্ত হইলে ইহা উপকারী।

ক্রম—θ—৬ষ্ঠ শক্তি। ফরমূলা—৩।

এসক্লিপিয়াস-টিউবারোসা (Asclepias Tuberosa)—ইহাতে শীতকালে রক্তাতিসার, আহারের পরে পেটফোলা ও বেদনা, বাহ্যের পূর্ব্বে পেট গড়্গড়্ করিয়া ডাকা ও বেদনা, (এলো, এপিস, ন্যাট্রম-সলফ, পলস, থুজা জ্যাট্রোফা, এসিড-মিউর, ভেরেট্রম, আইরিস প্রভৃতির মত), হল্‌দে রঙের তরল মলের সহিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কৃমি, দুই এক টান ধুমপানেই চোখে অন্ধকার দেখা ও নেশা হওয়া, কপালে ও উপর মস্তকে তীব্র বেদনা প্রভৃতি কয়েকটী পীড়া ও লক্ষণের উপর ইহার পূর্ণ অধিকার থাকিলেও বক্ষঃস্থলের কতিপয় পীড়াতেই অধিক প্রয়োজন হয় এবং বক্ষঃ লক্ষণে ইহা অনেকটা—ব্রায়োনিয়ার সদৃশ ঔষধ। ব্রায়োনিয়া অধ্যায়ে—ব্রঙ্কাইটীস, নিমোনিয়া" পরিচ্ছেদটী পাঠ করুন।

ক্রম—θ—৬ শক্তি। ফরমূলা—৩।

এষ্টিরিয়াস রিউবেন্‌স (Asterias Rub.)

(ষ্টার নামক একপ্রকার মাছকে জীবিত অবস্থায় কাটিয়া তাহা হইতে টিংচার প্রস্তুত হয়)—যে সকল ব্যক্তি মোটা থল্‌থলে ও যাহারা সাইকোটিক (প্রমেহ দুষ্ট) ধাতুর ব্যক্তি, তাহাদের উপর ইহার ক্রিয়া শীঘ্র প্রকাশিত হয়। স্নায়ু সম্বন্ধীয় কতিপয় পীড়া এবং হিষ্টিরিয়া, নিউর‍্যাল্‌জিয়া, কোরিয়া প্রভৃতি কতকগুলি পীড়ায় ইহা বিশেষ উপকারী। ইহাতে শরীরের বামদিক অধিক আক্রান্ত হয়। স্তনের ক্যান্‌সারের—আবার কেহ কেহ বলেন শুধু স্তনের কেন—

ইহা সকল স্থানেরই ক্যান্‌সার পীড়ার উপযুক্ত ঔষধ (হেক্কা-লাভা ও রেডিয়াম-ব্রোম দেখুন, ক্যান্‌সার দুরারোগ্য পীড়া)।

প্রধান চরিত্রগত লক্ষণ ঃ—

১। সহজেই চটিয়া উঠা বা উত্তেজিত হওয়া ; ২। মাথার উপর যেন আগুন রহিয়াছে মাথা এত গরম ; ৩। মস্তিষ্কে রক্তাধিক্য, মাথা বেদনা প্রাতে আরম্ভ, দিনে থাকে না, পুনরায় সন্ধ্যায় আরম্ভ; ৪। স্তনের ক্যান্‌সার তাহাতে খোঁচাবেঁধার মত বেদনা ; ৫। ঋতুর পূর্ব্বে স্তন ফোলে। ৬। চলিতে পা ঠিক স্থানে পড়ে না, যেন পেশী তাহার ইচ্ছামত কাজ করিতেছে না ; ৭। মৃগীর ফিট আরম্ভ হইবার ৪/৫ দিন পূর্ব্ব হইতে সমস্ত শরীর স্পন্দিত হইতে থাকে ; ৮। ভীষণ কোষ্ঠবদ্ধ, বাহ্যের চেষ্টা করে; কিন্তু পায়খানায় যাইলে আর বাহ্যে হয় না, মল শক্ত, বলের মত গোল; ৯। উদরাময়ে খুব তোড়ে হুড়্‌হুড়্ করিয়া বাহ্যে (ক্রোটন, গ্র্যাটিওলা, গ্যাম্বোজ, জ্যাট্রোফা, থুজার মত) ; ১০। স্ত্রীলোকের প্রবল কামেচ্ছা; ১১। বাম হাতের ও আঙ্গুলের অসাড়তা ইত্যাদি।

বক্ষঃস্থলের পীড়া—বক্ষের বামদিকের ও বাম হস্তের নিউর‍্যাল্‌জিয়া (স্নায়ুশূল-বেদনা), ষ্টার্ণম-অস্থির নীচে ও হৃৎপিণ্ডের স্থানের পেশীতে বেদনা, বামহস্ত বোধ হয় যেন ভিতর দিকে টানিয়া খেঁচিয়া রহিয়াছে, বাম হস্তের বেদনা উহা হস্তের ভিতর দিয়া অঙ্গুলির অগ্রভাগ পর্য্যন্ত পরিচালিত হয়, বামহস্ত ও অঙ্গুলি অসাড়। স্তনের ক্যান্‌সার ও ক্ষত, তাহাতে তীক্ষ্ণ বেদনা যন্ত্রণা, বগলের গাঁড় (গ্ল্যাণ্ড) ফুলিয়া উঠে, শক্ত ও গাঁট্ গাঁট্ মত হয়।

কোষ্ঠবদ্ধ—দুরারোগ্য মল কাঠিন্য (প্লম্বম, এসে) মল শক্ত গুট্‌লে।

স্নায়বীয় পীড়া—চলিবার সময় ইচ্ছানুযায়ী চলিতে পারে না, পেশী ইচ্ছানুযায়ী কার্য্য করে না, ইচ্ছামত হাত পা ঘুরাইতে পারে না।

স্ত্রী-ব্যাধি—মাসিক ঋতুস্রাব আরম্ভ হইলেই শূলবেদনা (colic) ও অন্যান্য সমস্ত উপসর্গের হ্রাস হয়, (ল্যাকেসিসেও এই লক্ষণ দৃষ্ট হয়, ল্যাকেসিস—দুর্ব্বল কৃশ ব্যক্তিদের পীড়ায় উপকারী।)

মৃগী—ফিট আরম্ভের ৪/৫ দিন পূর্ব্ব হইতে পেশী স্পন্দিত হয়।

সম্বন্ধ—স্তনের ক্যান্সার—আর্স, কোনিয়ম, কার্ব্বো-এনি; মৃগীরোগে—সলফার, ক্যাল্‌কেরিয়া, বেল প্রভৃতি।

ক্রিয়ানাশক—জিঙ্কাম, প্লম্বম।

ক্রম—৩, ৬—২০০ শক্তি।

অরম মেটালিকাম (Aurum Met.)

(স্বর্ণ) পারদের অপব্যবহারজনিত সর্ব্ববিধ পীড়া, অস্থির বিশেষতঃ নাসিকা অস্থির ক্ষত, হাড় ও পেরিয়ষ্টিয়মে (অস্থি আবরণীয় পর্দ্দায়) ভয়ানক বেদনা, জীবনে হতাশ, অবসাদ, আত্মহত্যার ইচ্ছা (রসটক্সেও রোগী উদাসীন, দুঃখিত ও আত্মহত্যার চিন্তা থাকে) উপদংশ ইত্যাদি ইহার বিশেষ লক্ষণ।

পারদের অপব্যবহার জনিত কিম্বা উপদংশ সম্ভূত কোনও পীড়ায় রোগীর আত্মহত্যার ইচ্ছা প্রবল থাকিলে প্রথমেই ইহাকে স্মরণ করিবেন। হৃৎপিণ্ডের পীড়ার সহিত লিভারের ফোলা ডানদিকে পেটে জ্বালা-যন্ত্রণা এবং লিভার সিরোসিস জনিত শোথ, উদরী, অনিদ্রা, তৎসঙ্গে আত্মহত্যার ইচ্ছা মনের মধ্যে উদয় হইলে—অরম্-ই নির্দ্দিষ্ট। অরমে—আত্মহত্যার ইচ্ছা ভিন্ন বিষাদোন্মাদ হয়, কাঁদে, ধর্ম্ম-বিষয়ে বকে, অনর্গল একভাবে প্রার্থনা করে। ইহাতে আর একপ্রকার মানসিক লক্ষণ দৃষ্ট হয়,—রোগী ক্রমাগত প্রস্রাব করিতে থাকে, প্রশ্নের উপর প্রশ্ন, উত্তরের জন্য একমুহূর্ত্তও অপেক্ষা করে না। স্ক্রফুলা ও রক্ত- প্রধান ধাতু এবং গর্ম্মী-পারাক্রান্ত লোকদের পক্ষে ইহা অধিক উপযোগী (১৪৩ পৃষ্ঠায় অণ্ডকোষের পীড়ার নিম্নের পরিচ্ছেদটী পাঠ করুন)।

চরিত্রগত লক্ষণ ঃ—

১। গর্ম্মী-পারাজনিত স্বাস্থভঙ্গ, ঠাণ্ডা আদৌ সহ্য হয় না; ২। প্রেমে নিরাশ কিম্বা দুঃখিত হইয়া পীড়া ;৩। ভয়, রাগ, বিরাগ, নিরানন্দজনিত পীড়া ; ৪। গর্ম্মীপীড়ার বা পারদের দোষজনিত অস্থি পীড়া ; ৫। নাসিকার ও ম্যাসটয়েড অস্থির ক্ষত, ওজিনা (নাসিকায় পচা ঘা), আর্টোরিয়া (কাণে পূঁয) ; ৬। হাড়ে ও পেরিয়ষ্টিয়মে বেদনা; ৭। অত্যন্ত বুক ধড়্ফড়্ করা, ফ্যাটি-ডিজেনারেসন-অফ-হার্ট।

স্ত্রী-ব্যাধি—জরায়ুর বিবৃদ্ধি, জরায়ু ঝুলিয়া পড়া, গোর জ্বালা, যন্ত্রণা এই লক্ষণগুলি সিপিয়া ও অরম উভয় ঔষধেই আছে; তবে যদি হৃৎপিণ্ডের কোনও পীড়ার সহিত—যেমন হৃৎপিণ্ডের বেদনা, বুক ধড়্-ফড়ানি, প্রাণ কেমন করা ইত্যাদি লক্ষণের সঙ্গে আত্মহত্যার ইচ্ছা বলবতী থাকে, আর রোগী মনে করে যে, সে আত্মীয়-স্বজনের ভালবাসা হারাইয়াছে, তাহার পীড়া দুরারোগ্য ; অতএব তাহার মৃত্যুই মঙ্গল, তাহাই হইলে অরম্-ই নির্দ্দিষ্ট। অরমের রোগীর—পেটমোটা ও এদিকে দেখিতেও বেশ মোটাসোটা এবং সিপিয়ার রোগী—অত্যন্ত দুর্ব্বল, রোগা, সিপিয়াতেও রোগীর প্রাণ কেমন করা লক্ষণটি আছে। অরমে—রোগিনীর কামেচ্ছা খুব প্রবল থাকে এবং জরায়ু বর্দ্ধিত হইবার জন্য ঝুলিয়া পড়ে (chronic inflamation, induration and prolapsus of the uterus) স্বাস্থ্যহীনতা কিম্বা জরায়ুর লিগামেন্টের বন্ধনীর দুর্ব্বলতার জন্য প্রোলাপ্‌সস (জরায়ুভ্রংশ) হইলে—নক্স, লিলিয়ম ও এলো উপকারী। স্ত্রীলোকদিগের জরায়ুর বিবিধ পীড়া—অরম মিউর-ন্যাট্রোনেটাম নামক ঔষধটি বিশেষ উপকারী, উহার অধ্যায় দেখুন। স্ত্রীলোক বন্ধ্যা তজ্জন্য ভীষণ মনোকষ্ট, হিষ্টিরিয়া।

নাসিকার ক্ষত—গর্ম্মী ইত্যাদি পীড়ায় পারদের অপব্যবহার হেতু কিম্বা স্ক্রফুলা ধাতুর ব্যক্তিগণের নাসিকায় ক্ষত, তাহাতে নাসিকার অস্থি আক্রান্ত ও ছিদ্র হইয়া টুকরা টুকরা অস্থি নির্গত হইতে থাকিলে— অরম উপযোগী। পারদের অপব্যবহার জনিত মুখমধ্যস্থ তালুতে ক্ষত হইয়া তথাকার অস্থি ছিদ্র হইলেও—অরম উপকারী। অনুক্ষণ সর্দ্দি ঝরিয়া কিম্বা অন্য কোনও কারণে

নাসিকার ক্ষত হইয়া হাড় আক্রান্ত হইলেও—অরমে অনেক উপকার হয় (ক্যাল-ফ্লোর)। বহুদিনের পুরাতন নাসিকায় সর্দ্দি, নাক দিয়া পচা গন্ধ বাহির ও ওজিনা পীড়ারও ইহা উত্তম ঔষধ। নাসিকার ভিতর পলিপাস্ টিউমার (অর্ব্বুদ) —স্যাঙ্গুনেরিয়া নাইট্রেট দেখুন।

অস্থি পচা (Necrosis)—মুখের ভিতর তালুর অস্থিতে (palatine) ক্ষত হইয়া সেখানকার অস্থি পচিয়া নষ্ট হইতে আরম্ভ হইলে যেমন অরম উপকারী, সেইরূপ শঙ্খাস্থি (mastoid) ও মাথার খুলীর (cranial) অস্থিতে উক্ত প্রকার পচা ক্ষত হইলেও—অরম উপযোগী। শরীরের ভিন্ন ভিন্ন স্থানের অস্থি আক্রান্ত হইলে কতকগুলি ভিন্ন ভিন্ন ঔষধের প্রয়োজন হয়, যেমনঃ-

মুখের (facial)—হিপার-সল্ফ, মেজেরিয়ম, সাইলি, ... উরুর হাড়ে (foemur) —ষ্ট্রনসিয়া-কার্ব্ব, ... লম্বা অস্থি—এসাফিটিডা, এঙ্গাষ্টিউরা, এসিড-ফ্লোর.... ষ্ট্রনসিয়া-কার্ব্ব, ... শঙ্খাস্থি ও কপালের অস্থি (temporal) —ক্যাল-ফ্লোর,..... নাসিকার অস্থি (nasal)—অরম, ক্যালি-বাই,...... বুকের অস্থি (sternum)—কোনিয়ম, ... গোড়ালির অস্থি (tarsus)—প্ল্যাটিনা-মিউর,..... হাঁটুর নীচে পায়ের লম্বা অস্থি (tibia)—এসাফিটি, হিপার, ল্যাকেসিস, এসিড-নাইট্রিক, ফস, ... মেরুদণ্ডাস্থি (vertebra)—ক্যাল্-কার্ব্ব, ন্যাট-মিউর, সিফিলিনাম, এসিড-সল্ফ, .. চোয়ালের অস্থি (maxilla) —ফসফরাস ইত্যাদি। অস্থি বেদনাতেও—অরম উপকারী।

চক্ষুর পীড়া—যেন কেহ চক্ষু উপড়াইতেছে অথবা চক্ষু ভিতর হইতে টানিতেছে এইরূপ বেদনা, ঐ বেদনা বাহির হইতে চক্ষুর ভিতর আসে। অরমে একটি দ্রব্য দুইটি দেখায় কিম্বা একটি দ্রব্যের অর্দ্ধভাগমাত্র দেখিতে পায়, সম্পূর্ণ দেখিতে পায় না। গর্ম্মীপীড়াগ্রস্ত ব্যক্তিদের আইরাইটীস, গ্লকোমা, রেটিনার কনজেসসন ইত্যাদি—অরম উপকারী (নাইট্রিক-এসিড ও মার্কুরিয়স দেখুন), লাইকোপোডিয়ম—বস্তুর ডান অর্দ্ধ ও লিথিয়া-কার্ব্বে রোগী বামার্দ্ধ দেখে, অরমে নিম্নার্দ্ধ দেখিতে পায়।

মস্তকের পীড়া—রক্ত উর্দ্ধদিকে বেগে মস্তিষ্কে ধাবিত হয়, তাহাতে অত্যন্ত মাথাব্যথা করে। মাথাঘোরা—মাথা নীচু করিলে কিম্বা চলিলে মাথা ঘোরে, তাহাতে বামপার্শ্বে পড়িয়া যাইবার মত হয়। দুই ভ্রুর মধ্যে নাসিকামূলে দপ্‌দপ্ করে, আধকপালে মাথাব্যথা (উভয় দিকের)।

মুখের পীড়া—স্ত্রীলোকদিগের যৌবনকালে মুখ দিয়া অথবা নিঃশ্বাসে দুর্গন্ধ বাহির হয়। মুখের স্বাদ—তিক্ত বা পচাটে, মাড়ীতে ঘা।

অন্ত্রের পীড়া—কোষ্ঠবদ্ধ থাকিলে—মল শক্ত ও গাঁট-গাঁট মত হয়। উদরাময়ে—রাত্রিতে অনেকবার বাহ্যে হয়, তৎসহ মলদ্বারে জ্বালা।

প্রস্রাবের পীড়া—প্রস্রাব চর্ব্বি কিম্বা মাখনের মত অথবা ঘোলা, প্রস্রাব শিশির ভিতর ধরিয়া রাখিলে খুব ঘন পুরু তলানি জমে।

ক্ষত—ম্যাসটয়েড (কপালের) অস্থির ক্ষতে (caries of the mastoid). ম্যাসটয়েড,-স্ফোটকে, বাগীর ফোলা ও ক্ষতে—অরম উপকারী।

হৃৎপিণ্ডের পীড়া—সজোরে হৃৎস্পন্দন হয়, হৃৎপিণ্ডের বিবর্দ্ধন, হৃৎপিণ্ডে চর্ব্বিজমা (fatty heart) একটু পরিশ্রম করিলেই বুক ধড়ফড় করা, ষ্টার্ণম-অস্থির নিম্নে ভারী কোন পদার্থ চাপাইয়া রাখাবোধ, (এমন্-কার্ব্ব) তজ্জন্য চলিতে কষ্ট, থাকিয়া থাকিয়া হঠাৎ হৃৎপিণ্ডের কম্পন (জিঙ্কাম ও কোনিয়মের মত) ইত্যাদি লক্ষণগুলি—অরমে নির্দ্দিষ্ট।

Dr. Allen says that drug is always to be thought of in interstitial changes of heart, liver and kidneys and in gouty diathesis. Fatty degeneration of these organs (Phos). Cardiac hypertrophy without dilatation. হৃৎপিণ্ড চলিতে চলিতে হঠাৎ যেন ৩/৪ সেকেণ্ডের জন্য বন্ধ হইয়া গেল ; কিম্বা একবার হঠাৎ জোরে চলিয়া পুনরায় ঠিকভাবে চলিতে আরম্ভ হয় ; নাড়ী ক্ষীণ, দুর্ব্বল অসম ; ষ্টার্ণমের ভিতর ছুঁচফোটানর মত ব্যথা।

অণ্ডকোষের পীড়া—গর্ম্মী কিম্বা পারদের দোষজনিত না হইলেও ডানদিকের অণ্ডকোষের প্রদাহে (orchitis)—অরম উপকারী (বামদিকের—স্পঞ্জি) অণ্ডকোষের পুরাতন ফোলা, বিবৃদ্ধি; হাইড্রোসিল। রাত্রিতে লিঙ্গোদ্রেক ও স্বপ্নদোষ হয়।

অরম ব্যবহারকালীন উপরোক্ত বিশেষ লক্ষণে বর্ণিত মানসিক লক্ষণ ভিন্ন রোগীর আরও কতকগুলি মানসিক লক্ষণ স্মরণ রাখিবেন—রোগী মন্দ দিকটাই অগ্রে ভাবে; নৈরাশ্য — রোগী বলে আর কেন বৃথা চিকিৎসা করানো, এই পীড়া কিছুতেই আরোগ্য হইবে না, কাঁদে, মৃত্যু কামনা করে, মনে করে যেন সে এ পৃথিবীর উপযুক্ত নহে।

দ্রষ্টব্য ঃ—উক্ত অরম-মেটালিকাম ভিন্ন অরমের আরও কতকগুলি শ্রেণী আছে, তাহারা যে যে পীড়ায় ব্যবহৃত হয়, তাহা নিম্নে দেখুন ঃ—

অরম-মিউরিয়েটিকাম (Aurum Muriaticum)—জ্বালা ও হাজাকারক হলদে রঙের শ্বেত-প্রদর ; জিহবার, মলদ্বারের ও জননেন্দ্রিয়ের উপর আঁচিল, মলদ্বারে শোষ-ঘা (ফিসচুলা) বা ভগন্দর, নাসিকা দিয়া পূঁয রক্ত পড়া, দুর্গন্ধ নাসিকাস্রাব , নাসিকার ভিতর বেদনা, নাসিকার ভিতর পচা ঘা (ozoena), তাহাতে অত্যন্ত দুর্গন্ধ, স্ক্রফুলাধাতুর নাসিকার পীড়া, টন্সিলের ক্ষত, দাঁতের ফিসচুলা, মাড়ীর ও হাড়ের অস্থিক্ষত, ঠোঁটে ও জিহবার ক্যান্সার, গর্ম্মীপীড়ায় প্রমেহের মত পূঁয পড়া ও প্রস্রাবে দুর্গন্ধ, প্রস্রাব ঘোলা, অল্প বা অধিক পরিমাণে প্রস্রাব হওয়া, প্রস্রাবের বেগ ধারণে অসমর্থ, পুনঃ পুনঃ প্রস্রাব ; দৃষ্টিহীনতা অথবা হঠাৎ বন্ধ হইয়া যাওয়া, স্ত্রীলোকদের প্রমেহ, এনজাইনা-পেক্টোরিস রোগে— হৃৎপিণ্ডের স্থানে অব্যক্ত কষ্ট, পারা-গর্ম্মী পীড়াগ্রস্ত ব্যক্তিদিগের নানা-প্রকার পীড়া ও উপসর্গ, স্বরভঙ্গ কথা কহিতে কষ্ট,

শ্বাসকৃচ্ছ্রতা—স্বরনলী বোধ হয় যেন রুদ্ধ, বুকে চাপবোধ, বামদিকে পুরার মধ্যে বেদনা প্রভৃতির ইহা ফলপ্রদ ঔষধ। ক্রম—২ × শক্তি।

অরম-মিউর-ক্যালি (Aurum Mur Kali)—জরায়ু শক্ত ও জরায়ু হইতে রক্তস্রাব।

অরম-আয়োডেটাম (Aurum-Iod)—এই ঔষধটি হৃৎপিণ্ড আবরণীয় পরদার অর্থাৎ পেরিকার্ডিয়মের পুরাতন প্রদাহ ও হৃৎপিণ্ডের ভাল্‌ভের (valvular) পীড়া, ওজিনা, অস্থিপ্রদাহ (Osteitis), ডিম্বকোষের সিষ্টস অর্থাৎ একপ্রকার তরল পদার্থ জমিয়া টিউমারের মত হওয়া। লিউপাস (lupus)—এই পীড়ায় মুখে, নাকে, গণ্ডদেশে, কপালে, ঠোঁটে, চক্ষুর পাতায় একপ্রকার ধীরগতিশীল মারাত্মক ক্ষত হয়—প্রভৃতি পীড়ার ভাল ঔষধ (ষ্ট্যানম্-আয়োড দেখুন)।

অরম-সল্‌ফিউরিকাম (Aurum Sulphuricum)—স্তনের কতিপয় পীড়া, যেমন—স্তনফোলা, স্তনে বেদনা, স্তনফাটা ও প্যারালিসিস্ এজিট্যান্স এই দুইটিতেই ইহা ব্যবহৃত হয়।

বৃদ্ধি (aggravation) শীতল বায়ুতে, শয়নে, মানসিক পরিশ্রমে, শীতকালে, সমস্ত যন্ত্রণাদি রাত্রিকালে।

উপশম (amelioration)—উষ্ণ বায়ুতে, গ্রীষ্মে ও প্রাতে।

পূর্ব্ববর্ত্তী ঔষধ—সিফিলিনাম ; গর্ম্মীপীড়াগ্রস্ত ব্যক্তিগণকে প্রথমে একমাত্রা সিফিলিনাম উচ্চশক্তি প্রয়োগ করিয়া ৩/৪ দিন পর হইতে অরম-মেটালিকাম ব্যবহার করাইলে ফল ভাল হয়।

পরবর্ত্তী ঔষধ (follows well)—একোন, বেল, ক্যাল্‌কে, চায়না, লাইকো, মার্ক, এসিড-নাইট্রিক, পল্‌স, রস-টক্স, সিপি, সল্‌ফ, সিফিলি।

ক্রিয়ানাশক (antidote)—বেল, চায়না, ককু, কফি, কুপ্রম, মার্ক, সল্‌ফ, স্পাইজে, ক্যাম্ফর।

ক্রিয়া স্থিতিকাল—৫০—৬০ দিন। ক্রম—৩ × —২০০ শক্তি।

ক্ষরমূলা—৭ (ট্রাইটুরেসন)।

অরম মিউর ন্যাট্রোনেটাম।

(Aurum Mur Natronatum.)

স্ত্রী-জননেন্দ্রিয়ের ও জরায়ু ডিম্বকোষ ইত্যাদি স্ত্রীলোকদিগের বহুবিধ পীড়ায় এই ঔষধ বহুকাল হইতে সুখ্যাতির সহিত ব্যবহার হইয়া আসিতেছে। সোরায়েসিস্-সিফিলিটিকা (Psorisis syphilitica) পীড়ায় ইহার দ্বারা বিশেষ উপকার সাধিত হয়। ডাঃ হেল বলেন—ইহার ২ × শক্তি কিছু অধিক দিন সেবন করিলে তামাক ও আফিম সেবনের অভ্যাস পরিত্যাগ করা যায়। ইহার রোগ লক্ষণ—শীতল জলীয় বায়ুতে এবং আশ্বিন মাসের শেষ হইতে বসন্তকাল পর্যান্ত বৃদ্ধি পাইয়া থাকে।

স্ত্রী-ব্যাধি—জরায়ু ও ডিম্বকোষে রক্ত সঞ্চয়াধিক্য বশতঃ প্রদাহ, জরায়ুর তীব্র তরুণ প্রদাহ (acute metritis), জরায়ুর পুরাতন প্রদাহ (chronic metritis), স্যাল্‌ফিনজো-ওফোরাইটীস (salphingo-Ophoritis) অর্থাৎ জরায়ু ও কাল্‌ল-নলের প্রদাহ, অতিরজঃ, পুনঃপুনঃ গর্ভস্রাব, সব-ইন্‌ভোলিউসন, জরায়ুগ্রীবার ও যোনিদেশের ক্ষত, জরায়ুর বহির্নির্গমন (prolapsus), জরায়ু এত বর্দ্ধিত হয় যে, তাহাতে সমস্ত বস্তিদেশ (pelvis) প্রায় পূর্ণ হইয়া যায়, জরায়ুগ্রীবার অন্তর্ব্বেষ্টপ্রদাহ (endocervicitis) জরায়ুপেশীর দুর্ব্বলতা বশতঃ রজঃবন্ধ, স্বল্পরজঃ, ঋতু বহুবিলম্বে প্রকাশ, শ্বেত-প্রদর, ডিম্বকোষের বিবৃদ্ধি ও কাঠিন্য (ovary indurated), জননেন্দ্রিয়ের উপর যন্ত্রণাদায়ক পূযপূর্ণ স্ফোটক (Postules) উদগম, জরায়ুর ক্যানসার, কামোন্মাদ (ক্যান্থার, হায়োসি)- ডিম্বকোষের শোথ, বন্ধ্যাত্ব ইতাদি স্ত্রীলোকদিগের বহুবিধ পীড়ায় ইহা উপকারী, মোটের উপর ইহাকে একপ্রকার—স্ত্রী-পীড়ায় পেটেন্ট ঔষধ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না (জরায়ুর পীড়ায় মেল-কাম-সেলি দেখুন)।

ফ্রাক্সিনাস-এমেরিকেনা (Fraxinas Americana)—জরায়ুর বিবৃদ্ধি (hypertrophy), জরায়ুর স্থানচ্যুতি (displacement), প্রসবের পর জরায়ুর আকার ঠিক স্বাভাবিক অবস্থায় পরিণত না হওয়া (sub-involution), জরায়ু সম্মুখদিকে বাঁকিয়া আসা (anteversion), জরায়ুর পশ্চাৎদিকে বাঁকিয়া বা ঘুরিয়া যাওয়া (retroversion), জরায়ুর বহির্নির্গমন (prolapsus), জরায়ুর টিউমার, বাধক, মেট্রাইটীস প্রভৃতি স্ত্রীলোকের কতকগুলি জরায়ু সম্বন্ধীয় পীড়ায় এবং পায়ের তলায় খিলধরায় ইহা উপকারী। ইহা নিয়মিতরূপে সেবন করিলে জরায়ু-বন্ধনী (লিগামেন্ট) সবল হয়, তাহাতে জরায়ু স্বস্থানে নীত হয়। ইহাও স্ত্রীলোকদের পীড়ায় অনেকটা পেটেন্ট ঔষধেরই মত। মাদার টিংচার—১০ হইতে ১৫ ফোঁটা মাত্রায় প্রত্যহ ২/৩ বার সেব্য।

উপরোক্ত পীড়াদি ভিন্ন—পুরাতন বাত, গেঁটেবাত, গ্রন্থিস্ফীতি, উর্দ্ধোদরে বেদনা, ন্যাবা, গরহজম, উপদংশ, কণ্ডাইলোমেটা, বাগী ইত্যাদি পীড়াতেও—অরম-মিউর-ন্যাট্রোনেটাম ব্যবহৃত হয়।

ক্রম—২ x—৩ x বিচূর্ণ। ফরমূলা—৭।

এট্রোপিয়া (Atropia)

(বেলেডোনার উগ্রবীর্য্য পদার্থ)—স্নায়ুমণ্ডলীর উপর ইহার প্রধান ক্রিয়া। পাকস্থলীর পুরাতন পীড়া-পাকস্থলীতে তীক্ষ্ণ বেদনা, ভুক্ত পদার্থ বমন, আহারের পরেই পাকস্থলীতে বেদনা, পাকস্থলীতে অত্যধিক অম্লজমা, মধ্যে মধ্যে প্রবল যন্ত্রণাদায়ক অম্লশূল বেদনায় আক্রান্ত হওয়া, দৃষ্টিশক্তির গোলযোগ, যেমন ঃ—ভ্রমদর্শণ, দ্বিদর্শন, সমস্ত বস্তু বড় বড় দেখা, চোখউঠার পর নানাপ্রকার পীড়া এবং প্রসূতির তড়কা (puerperal-convul-sion),

পেরিটোনাইটীস প্রভৃতি কয়েকটি পীড়ায় ইহা ব্যবহার করিলে বিশেষ উপকার পাইবেন।

এলোপ্যাথিকে—এট্রোপিন-সল্‌ফ—চক্ষুর পিউপিল্ বিস্তৃত ও চক্ষুর পীড়া উৎপাদনকারী সঙ্কিত পদার্থকে পক্ষাঘাতের মত অসাড় করিবার নিমিত্ত বাহ্যিক ব্যবহৃত হয়। আইরাইটীস পীড়াদিতে ইহা এলোপ্যাথদের একপ্রকার পেটেন্ট ঔষধ।

এট্রোপিন-সলফ—মর্ফিয়া, ওপিয়ম, প্রুসিক-এসিড ও ফাইজসটিগ্ মার ক্রিয়ার বিরোধ। ১/২০ গ্রেণ এট্রোপিয়ার দ্বারা—১ গ্রেণ পরিমাণ মর্ফিয়ার বিষক্রিয়া নষ্ট হয় (antagonistic), ইহা আভ্যন্তরিক সেবন বা হাইপোডার্মিক -ইনজেক্সন উভয়ই ব্যবহার্য্য। local anaesthetic—অর্থাৎ শরীরের কোনও অল্পস্থান অসাড় ও চেতনাশক্তি রহিত করাইবার জন্য ইহা বাহ্যিক ব্যবহৃত হয়, ইহার দ্বারা স্প্যাজম্ অর্থাৎ আক্ষেপ নিবারণ ও শরীরস্থ কতিপয় স্বাভাবিক স্রাব, যেমন—স্তনদুগ্ধ ইত্যাদি শুষ্ক হয়।

মাত্রা—এটোপিন-সলফ ১/৬০ হইতে ১/২০ গ্রণ... (বোরিক)।

ক্রম—১২ হইতে ৩০ শক্তি। ফরমূলা—৭।

ব্যাডিয়াগা (Badiaga.)

(ইউরোপের জলাশয়জাত স্পঞ্জ)—নানাপ্রকার পীড়ায় ইহার উপকারিতা দৃষ্ট হইলেও—সচরাচর ঠাণ্ডা লাগিয়া যে সমস্ত পীড়া হয়, তাহাদের মধ্যে ২।১টী পীড়ায় ও শরীরের কোনও স্থানের বীচি ফুলিলে অর্থাৎ গ্ল্যাণ্ডের প্রদাহ হইলে আমরা ব্যবহার করি ও তাহাতে আশাতিরিক্ত উপকার প্রাপ্ত হই। ইহা একটি এন্টিসোরিক ঔষধ এবং রক্তের উপর ক্রিয়া প্রকাশ করিয়া স্ক্রুফুলার লক্ষণ সমূহ উৎপাদন করে। ইহা আভ্যন্তরিক ও বাহ্যিক উভয়ই ব্যবহৃত হয়। রোগী গরমে ভাল থাকে, শীত বা বর্ষা সহ্য হয় না।

সর্দ্দি-কাশি—ঠাণ্ডা লাগিয়া নাক দিয়া তরল জলের মত তরুণ সর্দ্দি নির্গমন, হাঁচি জ্বরভাব (স্পিরিট-ক্যাম্ফর, ন্যাট্রম-মিউর, আর্সেনিক, মার্কুরিয়স), আবার উক্ত প্রকার সর্দ্দি হইতে ক্রমশঃ হাঁপের মত টান, কষ্টকর শ্বাস প্রশ্বাস ইত্যাদি লক্ষণগুলি প্রকাশ পাইলেও ইহার দ্বারা অনেক স্থলে উপকার হয় (এরালিয়া দেখুন) ইনফ্লুয়েঞ্জা, হুপিং-কাশি এবং প্লুরিসির ছুঁচফোটান ব্যথাতেও ইহা উপকারী।

বাগী (Bubo)—গর্ম্মীপীড়াজনিত বাগী, কুঁচকীর গ্ল্যাণ্ড শক্ত ও ফোলা (আভ্যন্তরিক ঔষধ সেবনকালীন ইহার মাদার-টিংচার বাহ্যিক প্রয়োগে আরও অধিক উপকার হয়)।

গ্ল্যাণ্ডের ফোলা—গাল, গলা, ঘাড়, বগল, কাণের গোড়া ও চোয়ালের বীচিফোলা এবং বাগী—তাহা প্রমেহ, গর্ম্মী পীড়া, প্লেগ প্রভৃতি যে কোন কারণেই হউক, গ্ল্যাণ্ড—পাথরের মত শক্ত থাকিলে ইহা ব্যবহারে শক্তভাব

কমিয়া পীড়া শীঘ্র আরোগ্য হইবে। গ্ল্যাণ্ডের পীড়ায়—আভ্যন্তরিক ঔষধ সেবনকালীন ইহার মাদার-টিংচার তুলীর দ্বারা ফোলা স্থানের উপর লাগাইলে আরও শীঘ্র উপকার হয়। কার্ব্বো-এনিমেলিনও এই প্রকার গ্ল্যাণ্ডের ফোলায় উপকারী, উহার অধ্যায় দেখুন। বেদনার স্থানে কাপড়ের ঘর্ষণ পর্য্যন্ত সহ্য হয় না।

অভিজ্ঞতার ফল—স্ক্রফুলা-ধাতুতে প্রায়ই ঘাড়ে, কাণের গোড়ায় ও চোয়ালের নীচে গ্ল্যাণ্ডের ফোলা থাকে, আমি তাহাতে ব্যাডিয়াগা— ৬ষ্ঠ শক্তি উপকার না হওয়া পর্য্যন্ত দিনে দুইবার আভ্যন্তরিক সেবনের এবং মাদার-টিংচার—দিনে ২/৩ বার বাহ্যিক প্রয়োগের ব্যবস্থা করি, তাহাতে অল্পদিনের প্রায় মধ্যেই উপকার দেখিতে পাই।

একটী রোগীর ঘাড়ে ও চোয়ালের নিম্নে ৫/৭টি ছোট বড় বেদনাযুক্ত গ্ল্যাণ্ড উৎপন্ন হয়, প্রতি একদশীর পর হইতে অমাবস্যা ও পূর্ণিমার মধ্যে তাহার শরীরের অবস্থা বড় ভাল থাকিত না, কখনও কাঁপ দিয়া জ্বর আসিত। এই রোগীটীর নিমিত্ত সাইলিসিয়া—২০০ শক্তি একমাত্রা প্রতি একাদশীতে এবং মধ্যে মধ্যে ২/১ মাত্রা করিয়া ব্যাডিয়াগা সেবনের ব্যবস্থা করি। প্রথম মাত্রা সাইলিসিয়া সেবনের ১৫/২০ দিন পরে যখন রোগী ২য় বার আমাকে দেখাইতে আসে, দেখিলাম সমস্ত গ্ল্যাণ্ডগুলিই প্রায় অদৃশ্য হইয়াছে, শরীরের অবস্থা পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক ভাল, জ্বর হয় নাই ; ঔষধ সেবন বন্ধ করিলাম, তাহার পর হইতে রোগীর আর কোনও প্রকার অভিযোগ শোনা যায় নাই।

নিম্নলিখিত আরও কতিপয় পীড়ায় ব্যাডিয়াগা উপকারী ঃ—

১। ডান চক্ষুর নিউর‍্যাল্জিক-বেদনা ; ২। হুপিং-কাশিতে জোরে সর্দ্দি নির্গমন ; ৩। জরায়ু হইতে রক্তস্রাব, ইহা রাত্রিতে বৃদ্ধি তৎসহ মাথা বড় হওয়া অনুভব ; ৪। অর্শ, আঁচিল; ৫। ঘোড়ার পায়ে ক্ষত, ঘোড়ার ক্ষুরে আঘাত ; ৬। শরীরের সমস্ত পেশীতে ও চর্ম্মে যেন কেহ মারিয়াছে এরূপ বেদনা, স্পর্শ পর্য্যন্ত সহ্য হয় না।

সদৃশ—ব্যারাইটা-কার্ব্ব, আয়োড, মার্ক, ফাইটো, স্পঞ্জি, সাইলি।

ক্রম—৩ ×—৬ষ্ঠ শক্তি। ফরমূলা—৪।

ব্যাল্সামম পেরু (Balsamum Peru.)

(আমেরিকার একপ্রকার গাছের আঠা)—কোনও স্রাবে অত্যন্ত পচা দুর্গন্ধ, হেক্টিক-জ্বরের মত অনুক্ষণ জ্বর (পূঁয দ্বারা রক্ত বিষাক্ত হইয়া এই প্রকার জ্বর হয়) ও তৎসহ দুর্ব্বলতা থাকিলে ইহা ব্যবহার করিয়া দেখিতে পারেন। ১। আভ্যন্তরিক সেবন,—২। বাহ্যিক প্রয়োগ ও— ৩। ষ্টিম-অটোমাইজার নামক যন্ত্রের দ্বারা ধুম উৎপাদন করিয়া নিশ্বাস দ্বারা গ্রহণ (এই যন্ত্রের ব্যবহার মৎকৃত "প্র্যাকটিসনার্স গাইড" ২য় খণ্ডে ডিপ্থেরিয়া অধ্যায়ে লিখিত হইয়াছে), এই তিন প্রকারে ব্যবহৃত হয়।

থাইসিস্, ব্রঙ্কাইটীস ও নিমোনিয়া—এই সকল পীড়ার যখন ফুসফুস হইতে অত্যন্ত দুর্গন্ধ, ঘন সবুজ বা হরিদ্রারঙের পূঁযের মত কিম্বা মাখনের মত

গয়ার উঠিতে থাকে, হেক্টিক-জ্বর থাকে, নিশাঘর্ম্ম হয়, তথায় ইহার দ্বারা উপকার হওয়া সম্ভব। ইহার সর্দ্দি খুব সরল ও ঘড়্ঘড়ে (ক্যালি-সল্ফ ও এন্টিমের মত) থাকে, রোগী কাশে, রাশি রাশি গয়ার উঠে। কাশিয়া অনেক সময় শ্লেষ্মা ও ভুক্ত দ্রব্যবমি হয়।

বহুদিনের নাসিকার পুরাতন সর্দ্দি—সর্দ্দি অত্যন্ত দুর্গন্ধ, নাক দিয়া পচা গন্ধ বাহির হয়, কাছে বসিতে ঘৃণা হয়, প্রচুর পরিমাণে ঘন সর্দ্দি নাক দিয়া নির্গত হয়। নাসারন্ধ্রের মধ্যে চটা ঘা ও ক্ষত থাকে।

ক্ষত—কোনও প্রকার চর্ম্মপীড়ার (একজিমার) সহিত ক্ষত, ক্ষত হইতে ঘন দুর্গন্ধ পূঁয ঝরে। ইন্‌ডোলেন্ট-অল্সার, স্তনের বোঁটার ক্ষত, শয্যাক্ষত, পচাক্ষত, হাজা বা পাঁকুই রোগে ইহার মাদার-টিংচার ১৫ ফোঁটা ১ আউন্স ভ্যাসেলিনে কিম্বা একটা ডিমের হল্‌দে অংশে মিশাইয়া বাহ্যিক প্রয়োগে ক্ষতের দুর্গন্ধ নষ্ট হয়, ক্ষতও পুরিয়া আসে। খোঁস-পাঁচড়াতেও ইহার মলম প্রয়োগে উপকার হয় (এসিড-ক্রাইসো দেখুন)।

আমাশয়—পীড়ার পুরাতন অবস্থায় মলের সহিত দুর্গন্ধ পূঁয ও রক্ত কিম্বা অধিক পরিমাণে আম নির্গত হয়।

প্রসাব—পরিমাণ অতি অল্প, তলানী শ্লেষ্মার পরিপূর্ণ।

ক্রম—১, ১ ×—৩ শক্তি (হেক্টিক-জ্বরে—৬ × শক্তি।)

ফরমূলা—৫-এ।

ব্যাপ্‌টিসিয়া (Baptisia)

(বন্য নীল গাছের মূল ও ছাল হইতে ইহার টিংচার প্রস্তুত হয়)—টাইফয়েড, ইনফ্লুয়েঞ্জা প্রভৃতি রক্তদোষজনিত পীড়া ও শরীরের কোনও নিঃসৃতস্রাবে অত্যন্ত দুর্গন্ধ থাকিলে ইহা ব্যবহারে বিশেষ ফল পাওয়া যায়। শ্লেষ্মা ও রসপ্রধান ধাতুতে কিছু শীঘ্র ক্রিয়া প্রকাশ করে।

ব্যাপ্‌টিসিয়া—রক্তের উপর ক্রিয়া প্রকাশ করিয়া রক্তবিকৃতি করে, টাইফয়েড লক্ষণ উৎপাদিত হয়। মুখের, গলার, অন্ত্রের ও মিউকাস্- মেম্ব্রেণে ক্ষত হয়, মোটর ও সেনসারি নার্ভ আক্রান্ত হইয়া অঙ্গ সঞ্চালন ও জ্ঞান উভয়েরই পক্ষাঘাত ও দুর্ব্বলতা আনয়ন করে।

চরিত্রগত লক্ষণ ঃ—

১। টাইফয়েড্ কিম্বা অন্য কোনও তরুণ পীড়ায়—বাহ্যে, প্রস্রাব, শ্বাস-প্রশ্বাস, ঘর্ম্ম, ক্ষতস্রাব প্রভৃতি সমস্তই পচাটে দুর্গন্ধ; ২। সমস্ত কার্য্যে উদাসীন, কোন কার্য্যে মনঃসংযোগ করিতে পারে না, কোনও বিষয় চিন্তা করিবার ক্ষমতা লোপ ; ৩। জ্বর-বিকারে—আচ্ছন্নতা, প্রশ্নের উত্তর দিতে দিতেই নিদ্রিত হইয়া পড়া, ঠিক উত্তর দিতে না পারা। (ঠিক উত্তর দেয়; কিন্তু তৎক্ষণাৎ আচ্ছন্ন হইয়া পড়িলে—আর্ণিকা), জিহবার প্রথমে সাদা কোটিং, প্যাপিলি লালবর্ণ, শুষ্ক, মধ্যস্থলে হলদে কটারঙ, পরে শুষ্ক, ফাটা ও ক্ষতপূর্ণ ; দাঁতে ময়লা সঞ্চয় (sordes), মুখ থম্থমে লালবর্ণ (dusky dark red); যে পাশ ফিরিয়া শয়ন

করে সেই পাশেই থেঁৎলানি ব্যথা অনুভব, তরল পানীয় ব্যতীত কঠিন দ্রব্য গিলিতে অক্ষম, শয্যাক্ষত ; ৪। টাইফয়েড কিম্বা টাইফয়েড সদৃশ জ্বরে উষ্ণতাপ তৎসহ মস্তিষ্ক লক্ষণ, আচ্ছন্নভাব, পেটফাঁপা—কিন্তু পেট টিপিলে নরমবোধ, পেটের ভিতরে গড়্‌গড়্ শব্দ ; ৫। বৃদ্ধদের আমাশয়ে ও শিশুদের উদরাময়ে দুর্গন্ধ বাহ্যে।

টাইফয়েড-জ্বর—যখন ১ম সপ্তাহে কোন্ জ্বর তাহা ঠিক নির্ব্বাচিত না হয়, তখন ইহা অনেকটা ব্রায়োনিয়া ও জেল্‌সিমিয়মের ন্যায় উপযোগী। টাইফয়েড-জ্বর অত্যন্ত শীঘ্র শীঘ্র বৃদ্ধি হইতে থাকিলে এবং সেই সঙ্গে পেটের দোষ আসিয়া পড়িলে ত্বরায় ব্যাপ্‌টিসিয়া প্রয়োগ করা আবশ্যক ; নচেৎ অন্ত্রস্থ তরল পদার্থের পচন আরম্ভ হইয়া শীঘ্রই রোগ কঠিন আকার ধারণ করিবে, টাইফয়েডের ১ম সপ্তাহে—অন্ত্রে ক্ষত হইবার পূর্ব্বে ও উষ্ণজ্বরে ইহতে শীঘ্র উপকার হয়। বর্দ্ধিত অবস্থায়—২য় বা ৩য় সপ্তাহে—ব্যাপ্‌টিসিয়া প্রয়োগকালীণ নিম্নলিখিত লক্ষণগুলি সতত স্মরণ রাখিবেন— সমস্ত শরীরে ভয়ানক বেদনা, তলপেট ফাঁপা কিন্তু নরম, তলপেটে ডানদিকের কুঁচকীর একটু উপরে টিপিলে গড়্‌গড়্ শব্দ ও বেদনা, কখনও সমস্ত তলপেটে বেদনা ও অস্থিরতা, শীতবোধ, কখনও বলে বিছানা বড় শক্ত, শুইয়া থাকিলে বেদনার বৃদ্ধি, নাড়ী স্থূল ও কোমল; কিন্তু দ্রুত, কখনও পরিবর্ত্তনশীল, মস্তক ভার ও মোচ্‌ড়ানবোধ, শিরঃপীড়া, কাল্পনিক-বিকার, বিকারে আচ্ছন্নভাব, কখনও কখনও অসংলগ্ন প্রলাপ বকে, ডাকিলে সাড়া দেয়; কিন্তু কোনও কথা জিজ্ঞাসা করিলে আংশিক উত্তর দিয়া পুনরায় আচ্ছন্ন হইয়া পড়ে, ঠিক যেন ঘুমাইল। জাগিয়া থাকিলেও প্রশ্নোত্তর করিতে অনিচ্ছা, সর্ব্বদা পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করে, মুখ থমথমে ঘোর লালবর্ণ, মুখের ভাব ফেল্‌ফেলে ও বোকার মত, দন্তে ও ওষ্ঠে কালবর্ণের ময়লা সঞ্চয় (sordes), জিহবার মধ্যস্থলে হলদে রঙের ময়লা ; কিন্তু ধার শুষ্ক, লালবর্ণ ও চকচকে, পিপাসা। নিশ্বাস, ঘর্ম্ম ও মল-মূত্র সমস্তই দুর্গন্ধ, মটর ডালের ঝোলের মত সবুজবর্ণের মল তাহাকে ফেণা, মল তরল, অত্যন্ত দুর্গন্ধ অন্ত্রমধ্যে ক্ষত হইবার সম্ভাবনা ইত্যাদি। টাইফয়েডে—রক্তামাশয় (dysentery), কোঁথানি ও বেগ থাকিলে কিম্বা অতি অল্পমাত্র থাকিলে ইহাতে উপকার হইবে।

ব্যাপ্‌টিসিয়া, ব্রায়োনিয়া ও জেল্‌সিমিয়ম, এই তিনটী ঔষধে—গাত্র বেদনা, অবসাদ ও দুর্ব্বলতা আছে, তবে তাহাদের মধ্যে অবসাদ ও অত্যন্ত অধিক দুর্ব্বলতাহেতু আচ্ছন্ন হইলে—জেলসিমিয়ম এবং বেদনার আধিক্যহেতু আচ্ছন্ন হইলে—ব্রায়োনিয়া; ব্যাপ্‌টিসিয়ার আচ্ছন্নতা— বিকারে আচ্ছন্নতা। ব্রায়োনিয়ার গাত্রবেদনা—নড়িলে চড়িলে উপসর্গের বৃদ্ধি তজ্জন্য রোগী চুপ করিয়া পড়িয়া থাকে। ব্রায়োনিয়ায়—কোষ্ঠবদ্ধ ব্যাপ্‌টিসিয়ায়—দুর্গন্ধ উদরাময় (কখনও কোষ্ঠবদ্ধ) এবং জেলসিমিয়মে—অধিক কোষ্ঠবদ্ধও নহে, অধিক উদরাময়ও নহে। মুখের ঘোর লালবর্ণ—ব্যাপ্‌টিসিয়ার অধিক, তাহার নীচে জেল্‌সিমিয়ম,—তাহার নীচে ব্রায়োনিয়া। এই তিনটি ঔষধের মধ্যে মলমূত্রাদির স্রাবে দুর্গন্ধ কেবলমাত্র ব্যাপ্‌টিসিয়াতেই আছে। ব্যাপ্‌টিসিয়ায়—বিকারে রোগী স্বল্প বিস্তর

আচ্ছন্নভাবে স্থির হইয়া পড়িয়া থাকে কিম্বা অসংলগ্ন প্রলাপ বকে, ব্রায়োনিয়ায়—নিজের দৈনিক কার্য্যাবলী বা দৈনিক ব্যবসায়ের সম্বন্ধে প্রলাপ বকে। জেলসিমিয়মে—প্রায় প্রলাপ বকা নাই, আচ্ছন্নভাব থাকে।

জিহবা—ব্রায়োনিয়ায়—জিহ্বায় সাদা লেপ, ঠোঁট শুষ্ক, অত্যন্ত পিপাসা। জেলসিমিয়মে—জিহবা কাঁপে, লেপ সামান্য। ব্যাপটিসিয়ায়—মধ্যভাগ কটা, অগ্রভাগ ও পার্শ্ব লালবর্ণ, ইহাতে কখনও জিহবা প্রথমে সাদা লেপযুক্ত দেখা যায়, পরে কটারঙ্ ধারণ করে। রসটক্সে—জিহবার অগ্রভাগে লাল ও ত্রিভুজ আকার দৃষ্ট হয় (জিহবা সাদা—এন্টিম-ক্রুড চকচকে—আর্ণি, শুষ্ক—এসিড-মিউর, ব্রায়ো, হায়ো, ফাটা—ক্যালি-বাই, হায়োসি, লাল—এসিড-মি, গাঢ় হলদে—এসিড-ফস; কাল—কার্ব্বো)।

প্রস্রাব—ব্যায়োনিয়ায়—স্বল্প ও লালবর্ণের; জেল্‌সিমিয়মে—প্রস্রাব অধিক; ব্যাপটিসিয়ায়—প্রসাব অল্প, ঘোর লালবর্ণ ও অত্যন্ত দুর্গন্ধ, রোগের বর্দ্ধিত অবস্থায়—বিকারে ব্যাপ্‌টিসিয়ার সহিত আর্ণিকার ও এসিড-মিউরের যে পার্থক্য আছে নিম্নে তাহা প্রদত্ত হইতেছে ঃ—

আর্ণিকা—উদাসীনতা, কথার জবাব দিতে দিতে ভুলিয়া গিয়া যেন ঘুমাইয়া পড়ে ও চুপ করিয়া পড়িয়া থাকে, রোগীকে জিজ্ঞাসা করিলে বলে—"সে ভাল আছে" নীচের ঠোঁট কাঁপে, নিদ্রার সময় শ্বাস-প্রশ্বাস জোরে জোরে ফেলে, পানীয় গিলিতে গলায় গড়্‌গড়্ শব্দ হয়, বাহ্যে প্রস্রাব অসাড়ে করে, নাড়ী দ্রুত, রোগী প্রথম হইতেই অচৈতন্যভাব, শ্রবণশক্তির হ্রাস হয়।

এসিড-মিউর—জ্ঞান সম্পূর্ণলোপ ; কর্ণের শুষ্কতা নিবন্ধন শ্রবণশক্তির হ্রাস, মুখে দুর্গন্ধজনক ছোট ছোট ক্ষত, ক্ষত গভীর ও লালবর্ণ, জিহবা— শুষ্ক চামড়ার ন্যায় খড়্‌খড়ে, জিহবা বাহির করিতে পারে না, বাহ্যে প্রস্রাব অসাড়ে হয়, প্রস্রাবের চেষ্টায় অসাড়ে মলত্যাগ, মলে অত্যন্ত দুর্গন্ধ, নাড়ীর গতি প্রত্যেক ৩য় স্পন্দন বিলোপী। আসন্ন অবস্থায়—কোনও রোগীর আমমিশ্রিত চট্‌চটে বাহ্যে হইতে থাকিলে ইহাতে উপকার হয়।

ব্যাপ্‌টিসিয়া—উদ্বেগপূর্ণ, কথার জবাব দিতে দিতে ঘুমাইয়া পড়ে, নীচের চোয়াল ঝুলিয়া পড়ে ও বিছানার পাশতলায় গড়াইয়া আসে, মুখ হা করিয়া নিশ্বাস ফেলে, অসাড়ে দুর্গন্ধ বাহ্যে হয়। নাড়ীর গতি—দ্রুত, পূর্ণ ও পরিবর্ত্তনশীল, জ্বরভোগকালে অথবা পরে শ্রবণশক্তি হ্রাস, মুখে দুর্গন্ধজনক ক্ষত, মুখ হইতে ঘন চট্‌চটে লালা নিঃসরণ, জিহবা শুষ্ক, অত্যন্ত দুর্গন্ধ মল অসাড়ে নির্গমন, উদরাময়, কখনও কোষ্ঠবদ্ধ প্রভৃতি।

দ্রষ্টব্য ঃ—উপরে টাইফয়েড জ্বরে ব্যাপ্‌টিসিয়ার যে সমস্ত লক্ষণ বর্ণিত হইল, সেই সমস্ত লক্ষণে যথাসময়ে ব্যাপ্‌টিসিয়া প্রযুক্ত হইলে, যে পীড়ায় ৫/৭ সপ্তাহে অতিবাহিত হইবে মনে হইতেছিল, দেখিবেন সেই পীড়ায় প্রায় ৭/৮ দিনেই আরোগ্য হইয়াছে। আমি প্রথমে ব্যাপ্‌টিসিয়া—θ বা—১ ×, তাহার পর—৬ষ্ঠ হইতে ৩০ শক্তি ব্যবহার করি ; পীড়া প্রকৃত টাইফয়েড লক্ষণযুক্ত হইলে দেখিয়াছি অধিকাংশ রোগী প্রায় একমাত্র ব্যাপ্‌টেসিয়াতেই আরোগ্য হয়।

উষ্ণজ্বর, পেটের দোষ, সমস্ত শীঘ্র কমিয়া আসে। বৃদ্ধ ডাঃ লিপি একস্থানে বলিয়াছে—টাইফয়েড রোগীর কোনও ঔষধে ভাল ক্রিয়া না করিলে তাহাকে সল্‌ফারের মত মধ্যে মধ্যে এক এক মাত্রা—ল্যাকেসিস প্রদান করিবে। আজকাল প্রায় অধিকাংশ টাইফয়েড রোগীর কোষ্ঠবদ্ধ থাকে ; আমি ১০২ হইতে ১০৩/১০৪ ডিগ্রী জ্বর, কোষ্ঠ-বদ্ধ বা উদরাময়, পেটফাঁপা ও একটু মস্তিষ্ক লক্ষণ দেখিলেই ব্যাপ্‌টিসিয়া —θ, দিনে ৩/৪ মাত্রা প্রয়োগ করি ও তাহাতে বিশেষ উপকার প্রাপ্ত হই।

মুখের ক্ষত—মুখে হউক, দাঁতে হইক, গলায় হউক, এমন কি ডিপ্‌থেরিয়াতেও—ঘায়ে অত্যন্ত দুর্গন্ধ থাকিলে ও ক্ষতস্থানে ঘোর লালবর্ণ হইলে এবং তাহাতে বোধ হয় যেন কত ব্যথা অথচ ব্যথার লেশমাত্র নাই, এই সমস্ত লক্ষণ থাকিলে—ব্যাপ্‌টিসিয়া নিৰ্দ্দিষ্ট হয়।

আমাশয়—আমাশয় বাহ্যের বেগ ও কুন্থন খুব থাকে, বাহ্যে অত্যন্ত দুর্গন্ধ; কিন্তু পেটে বেদনার লেশমাত্র নেই, রোগী অত্যন্ত দুর্ব্বল হয়।

গর্ভস্রাব—গর্ভস্থ শিশুর মৃত্যু হইয়া যোনিদ্বার দিয়া দুর্গন্ধস্রাব নিঃসৃত হইলে, এমন কি শেষে সেপটিসিমিয়া রোগ পর্য্যন্ত উৎপন্ন হইলে ইহার আভ্যন্তরিক ও ডুস দ্বারা বাহ্যিক প্রয়োগ (যথাসময়ে প্রযুক্ত হইলে) বিপদের আশঙ্কা থাকে না (আংশিক পচা ভ্রূণ নিষ্ক্রমণ করাইতে—সিকেলি—θ ও কলোফাইলম-θ—১× উপযোগী)।

ইনফ্লুয়েঞ্জা—উষ্ণজ্বর, মস্তিষ্ক লক্ষণ, বাহ্যে প্রস্রাবে দুর্গন্ধ।

সদৃশ—আর্ণি, আর্স, ব্রায়ো, জেল্‌সি। অনুপূরক ঔষধ—এসিড-মাই, এসিড-মি, টেরিবিন্থ, ক্রোটন, হ্যামা (এইগুলি টাইফয়েড রক্তস্রাবে ব্যাপ্‌টিসিয়ার পর ফলদায়ক)। ক্রিয়া স্থিতিকাল—৬—৮ দিন।

টাইফয়েড—২য় সপ্তাহ পর্য্যন্ত ব্যাপ্‌টিসিয়া প্রয়োগ চলে।

ক্রম—মাদার-টিংচার হইতে ২০০ শক্তি। টাইফয়েড-জ্বর—θ, ১×।

ব্যারাইটী-কার্ব্ব (Baryta Carb.)

(একপ্রকার পদার্থ, খনিজ পদার্থ)।—ইহা সোরিক, টিউবার্কিউলার এবং স্ক্রফুলা-ধাতুর উপযোগী ঔষধ। এই ঔষধটী ব্যবহারকালে রোগীর ধাতুর উপর বিশেষ লক্ষ্য রাখিবেন।

যে সকল ব্যক্তির স্মরণশক্তি ক্ষীণ, যাহারা বোকা, বুদ্ধিহীন, শীঘ্র শীঘ্র বাড়ে না, বেঁটে খর্ব্বকায়, বামন (শিশু খুব শীঘ্র শীঘ্র বাড়িয়া উঠে—ক্যালকেরিয়া), যাহাদের পেটটী মোটা, অন্যান্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গ শীর্ণ, একটুতেই এমন কি মাথায় ঠাণ্ডা বাতাস লাগিলে অথবা মাথা ধুইলেই ঠাণ্ডা লাগে, সর্দ্দি হয়, হাঁচে, টনসিল ফোলে; গলা, ঘাড়, বগলের গ্রন্থি (glands) প্রায়ই ফোলে, সর্ব্বদাই পায়ের তলা ঘামে, পা ঠাণ্ডা থাকে, পায়ে যন্ত্রণাদায়ক কড়া (corns), যুবাকালে কোষ্ঠবদ্ধ ও জ্বালাযুক্ত অর্শ পীড়ায় কষ্ট পায়, মল—শক্ত, তাহাদের এবং বৃদ্ধদিগের নানাপ্রকার ব্যাধিতে ইহা উপযোগী। শিশুর কিছুর স্মরণ থাকে না,

কিছুমাত্র শিখিতে পারে না, চলিতে শেখে না, খেলা করে না, ক্ষুধা অল্প, পেটে শূলব্যথা ধরে। স্ত্রীলোকদের ঋতুস্রাব অতি অল্প পরিমাণে হয়, যুবকগণ হস্তমৈথুন কিম্বা অন্য অসৎ উপায়ে বীর্য্য নষ্ট করিয়া ডিস্পেপ্‌সিয়ার আক্রান্ত হৃৎসহ বুক ধড়ফড়ানি; কেহ আসিলে লুকায়, তরল ভিন্ন কঠিন বস্তুগিলিতে পারে না, এইগুলি প্রায় সমস্তই ঐ ঔষধের—চরিত্রগত লক্ষণ (Characteristic symptoms), শরীরের বামদিকে ইহাতে অধিক আক্রান্ত হয়।

স্মৃতিশক্তি—যুবকদিগের পীড়ায় স্মরণশক্তি হ্রাস হইলে—এনাকার্ডিয়ম কিন্তু বৃদ্ধদিগের স্মরণশক্তি হ্রাসে—ব্যারাইটা-কার্ব্ব, বিশেষজ্ঞ এপোপ্লেক্সির পর হইলে ইহা আরও অধিক উপযোগী।

ম্যারাস্‌মাস (Marasmus)—বালক বা বৃদ্ধ প্রচুর পরিমাণে খায়, খায় অথচ শুকাইয়া যায়, মানসিক বা শারীরিক অত্যন্ত দুর্ব্বলতা, পেটটি মোটা এবং অন্যান্য অঙ্গ বিশেষতঃ নিম্ন অঙ্গ শুকাইয়া যায়, মাথাটা শরীর অপেক্ষা বড়, সামান্য ঠাণ্ডা লাগিলেই অসুখ করে, বর্ষায় পীড়ার বৃদ্ধি এইগুলি—ব্যারাইটার লক্ষণ; আবার এই লক্ষণ সাইলিসিয়াতেও আছে, তবে সাইলিসিয়ায় রোগীর মাথায় ঘাম থাকে, ব্যারাইটায় তাহা থাকে না। ব্যারাইটায়—মানসিক দুর্ব্বলতা অধিক, সাইলিসিয়ায়—একগুঁয়ে ভাব দৃষ্ট হয়, শিশু সর্ব্বদাই কাঁদে (এব্রোটেনামের অধ্যায় দেখুন, সল্‌ফার অধ্যায়ে এবং মৎকৃত "প্র্যাক্‌টিসনার্স গাইড" ২য় খণ্ডে ম্যারাস্‌মাস পীড়ার লক্ষণ লিখিত হইয়াছে পাঠ করুন)।

টন্‌সিল প্রদাহ (Tonsilitis)—ঠাণ্ডা লাগিয়া টন্‌সিল প্রদাহ—তাহাতে অত্যন্ত বেদনা, ডানদিকের টন্‌সিলের অধিক ফোলা, থুথু বা ঢোক গিলিতে বেদনাবোধ, এই সমস্ত লক্ষণে—ব্যারাইটা বিশেষ উপকারী ; এতদ্ভিন্ন—টন্‌সিল পাকিয়া পূঁয ও ক্ষত এবং গলক্ষত হইলেও ইহা উপযোগী, যাহাদের উক্ত প্রকারের পীড়া প্রায়ই হয়, তাহাদের পক্ষে ২/১ মাত্রা—ব্যারাইটা উচ্চশক্তিতে অদ্ভুত উপকার হইয়া থাকে। ল্যাকেসিস, লাইকোপোডিয়মও এই পীড়ায় উপকারী, তাহাদের লক্ষণ দেখিবেন।

গলগণ্ড ও টিউমার (Goitre)—গলা ও ঘাড়ে নরম থলথলে মেদপূর্ণ অর্ব্বুদ (মেদার্ব্বুদ ইংরেজীতে ইহাকে—lithoma কহে)। সিষ্টিক-টিউমার, গলায় বা ঘাড়ের পশ্চাতে অর্ব্বুদ, গ্ল্যাণ্ডফোলা, কর্ণমূল ও নীচের চোয়ালের গ্ল্যাণ্ডফোলা প্রভৃতিতে—ব্যারাইটা ফলপ্রদ ঔষধ।

চর্ম্মপীড়া—মাথায় মামড়ী পড়ে (Crusta lactea), চুল উঠিয়া যায়, অল্প বয়সে টাক পড়ে—বিশেষতঃ মাথার চাঁদির চুল উঠিয়া যায়, স্ক্রফুলা-ধাতুর এ প্রকার চুল উঠায়—ব্যারাইটা অধিক উপকারী।

কর্ণের পীড়া—গলক্ষত (Quinsy) —রোগের সহিত কাণে পূঁয থাকিলে ব্যারাইটায় উপকার হয়।

গলক্ষত (Quinsy)—ডাঃ এলেন একস্থানে বলেন, যাহারা মধ্যে মধ্যে প্রায়ই এই প্রকার পীড়ায় আক্রান্ত হয়, তাহারা ব্যারাইটা-কার্ব্ব— ৩০ শক্তি নিয়মিতরূপে সেবন করিলে ইহার হাত হইতে অব্যাহতি পাইবে, Baryta will act as a preventive against quinsy.

কাশি—টন্‌সিল প্রদাহযুক্ত কাশিতে—ব্যারাইটা উপকারী। জলের সহিত সমভাগ সুরাসার (রেক্‌টিফায়েড-স্পিরিট) মিশাইয়া কুল্লী করিলে টন্‌সিল প্রদাহ ও কাশিতে শীঘ্র উপকার পাওয়া যায়।

মুখের পীড়া—মাঢ়ী হইতে রক্তস্রাব, ঋতুস্রাবের পূর্ব্বে দন্তশূল- বেদনা, মুখের ভিতর ঘায়ে পূর্ণ, মুখে দুর্গন্ধ বাহির হয়, জিহবার ডগায় জ্বালা ও বেদনা, লালস্রাব।

উপরোক্ত পীড়াগুলি ভিন্ন—যুবা বা মধ্য বয়সের ব্যক্তিগণের ধ্বজভঙ্গ, সবম্যাক্সিলারি ও মেসেন্‌টেরিক-গ্ল্যাণ্ডের বিবৃদ্ধি, ফ্যাট-টিউমার বিশেষতঃ পৃষ্ঠদেশের, বৃদ্ধদিগের দম আটকান কাশি, সর্দ্দি, স্ত্রী-সঙ্গমের ইচ্ছা প্রবল অথচ ক্ষমতাহীন, প্রষ্টেট-গ্রন্থি বিবর্দ্ধন, মস্তিষ্কের ক্রিয়ার দুর্ব্বলতা নিবন্ধন পক্ষাঘাত, কোষ্ঠবদ্ধ (মল শক্ত, পরিমাণ অল্প) ইত্যাদি পীড়াগুলির মহৌষধ। ডাঃ এলেন বলেন—ব্যারাইটা ছানির (cataract) একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ।

বৃদ্ধি—রোগের চিন্তায়, আক্রান্ত অংশ চাপিয়া শয়নে, আহারান্তে ধৌত করিলে। উপশম—নির্ম্মল বায়ুতে ও শয়নে।

সদৃশ—গলগণ্ডে ব্যারাইটার পর সোরিণাম উপকারী।

ক্রিয়া ব্যাঘাতক—ক্যাল্‌কেরিয়ার পর—ব্যারাইটা।

ক্রিয়ানাশক—এন্টিম-টার্ট, বেল, ক্যাম্ফর, ডল্‌কা, জিঙ্কাম।

ক্রিয়া স্থিতিকাল—৪০দিন। ক্রম—৬—২০০ শক্তি

ফরমূলা—৭।

ব্যারাইটা আয়োড (Baryta Iod.)

(আয়োডাইড-অফ-ব্যারাইটা)—শ্লেষ্মাপ্রবণ ও রসপ্রধান-ধাতুতে এই ঔষধটি অধিক ক্রিয়া প্রকাশ করে। নিম্ন-চোয়ালের (sub-maxillary) গ্ল্যাণ্ড ফোলে, শক্ত হয়, টন্‌সিল ও ঘাড়ের গ্ল্যাণ্ড ফোলে, টিউমারের মত হয়, বহুদিনের পুরাতন অণ্ডকোষের ফোলা ও কাঠিন্য, বয়স বৃদ্ধির সহিত শারীরিক ও মানসিক উন্নতির অভাব ইত্যাদি ইহার বিশেষ লক্ষণ।

নিম্নলিখিত কয়েকটি ঔষধে ভিন্ন ভিন্ন স্থানের গ্ল্যাণ্ড আক্রান্ত হয় ও উহারা ব্যারাইটা-আয়োডের সদৃশ। গ্ল্যাণ্ড বাহ্যিক প্রয়োগের নিমিত্ত থেরাপিউটিক্সের মধ্যে লিখিত গ্ল্যাণ্ডের স্ফীতি ও বাগী দেখুন।

একোনাইট-লাইকোটেনাম—swelling of glands, ঘাড়, বগল ও স্তন প্রভৃতি গ্ল্যাণ্ডের স্ফীতি।

কোনিয়ম—স্তনের গ্ল্যাণ্ডের স্ফীতি।

কার্ব্বো-এনিমেলিসন—বাগী ও বগলের গ্ল্যাণ্ড শক্ত, পূঁয হয় নাই।

মার্কুরিয়স-আয়োড ও বিণ-আয়োড—কুঁচকী বাগী প্রভৃতি।

ল্যাপিস-এল্‌বা—ঘাড়ের গ্ল্যাণ্ড, গলগণ্ড (ক্রম—৬ষ্ঠ শক্তি)।

ক্যাল্‌কেরিয়া-আয়োড—ক্যাল্‌কেরিয়া ধাতুর ব্যক্তিগণের গ্ল্যাণ্ডের বহুদিনের পুরাতন স্ফীতি। ক্যাল্‌কেরিয়া-আয়োড ও ক্যাল্‌কেরিয়া-কার্ব্ব —কোনও ব্রঙ্কিয়্যাল-টিউবের ভিতর গ্ল্যাণ্ড।

থাইরয়ডিনাম ও আয়োডাম—গলগণ্ড, enlargement of the tyroid gland (এই গ্ল্যাণ্ড—গলায় ক্রিকয়েড-কার্টিলেজের উপর টেকিয়ার দুই পাশে থাকে)। ব্যারাইটা-মিউর—ঘাড়ের, কর্ণমূলের, নিম্ন চোয়ালের, কুঁচকীর গ্ল্যাণ্ড ফোলে, শক্ত থাকে।

ক্যামোমিলা—প্যারোটিড ও সব্ ম্যাক্সিলারি গ্ল্যাণ্ডের স্ফীতি।

ব্যারাইটা-কার্ব্ব—কানের নীচে আরম্ভ হইয়া গলার দিকে নামে।

গুয়েকাম—টন্‌সিল ফোলা বিশেষতঃ প্রথমাবস্থায়, কুইন্‌সি (গলক্ষত), গলার ভিতর অত্যন্ত জ্বালা। মুখে বিশ্রী পচা দুর্গন্ধ, পীড়ার গতি শীঘ্র শীঘ্র পাকিবার দিকে অগ্রসর হয়।

ফাইটোলক্কা—টনসিলাইটিস। ...সিষ্টাস—একটি দড়িতে পর পর গাঁট দিলে যেমন হয়, ঠিক সেইভাবে গ্ল্যাণ্ড ফুলিয়া উঠে।

ক্রম—৩ ×—৩০ শক্তি। ফরমূলা—৭।

ব্যারাইটা মিউর (Baryta Mur.)

এই ঔষধটি ব্যারাইটা-ক্যার্ব্বের মত—বোকা, বুদ্ধিহীন, বেঁটে, বামন, স্মরণশক্তিহীন এবং স্ক্রফুলা-ধাতুর ব্যক্তিগণের পক্ষে উপকারী। ইহা পরিপাকযন্ত্রের উপর ক্রিয়া প্রকাশ করিয়া—ভেদ, বমি, গা-বমি-বমি, উকিউঠা, পেটে বেদনা এবং পেশীতে ও সন্ধির উপর ক্রিয়া প্রকাশ করিয়া প্রত্যঙ্গাদি শক্ত ও আড়ষ্টভাব করিয়া দেয়, তাহাতে রোগী কুঁজোর মত হইয়া থাকে। ইহাতে শরীরের লাল-রক্ত কণিকা সমূহের হ্রাস ও শ্বেত-কণিকার বৃদ্ধি (leucocytes) হয়, তজ্জন্য রোগীর চেহারা ফেকাসে হইয়া আসে। ইহার আর এক লক্ষণ—কোনও দ্রব্য পান বা আহার করিবার মাত্র অন্ননলীর মুখ সঙ্কুচিত হইয়া আসে, তাহাতে গিলিবার সময় বেদনা হয় ও বোধ হয় যেন গলার নলীতে কিছু আবদ্ধ রহিয়াছে।

কর্ণের পীড়া—কাণের ভিতর একপ্রকার ঝোঁ-ঝোঁ, সোঁ-সোঁ শব্দ। আহারের বা হাঁচির সময় কানের ভিতর কড়াক্ করিয়া বা সোঁ সোঁ করিয়া শব্দ হয়। কানের পূঁয অত্যন্ত দুর্গন্ধ।

পাকস্থলীর পীড়া—অরুচি, বমি, পেট জ্বালা, বোধ হয় যেন একটা উত্তাপ বা গরমভাব পেট হইতে বুকে ও মাথার দিকে উঠিতেছে।

গ্রন্থিফোলা—ঘাড়ের, কর্ণমূলের (parotid), নিম্ন চোয়ালের গ্ল্যাণ্ড (sub-maxillary gland) ফুলিয়া উঠে ও শক্ত থাকে, কুঁচলী ফোলে।

গলমধ্যস্থ পীড়া—আল্‌জিব বাড়ে, টন্‌সিল ফোলে ও বড় হয়, তজ্জন্য গিলিতে কষ্ট ; ঠাণ্ডা লাগিয়া পীড়ার উৎপত্তি। যে সকল ব্যক্তির পুনঃ পুনঃ টন্‌সিলাইটীস হয়, টন্‌সিল পাকে, পূঁয হয়, তাহাদের পক্ষে—ব্যারাইটা-মিউরই উপকারী। বহুদিনের পুরাতন টন্‌সিলাইটীস ইহার উচ্চশক্তিতে (সি, এম ; ডি, এম) আরোগ্য হয়, পরীক্ষা করিবেন।

শ্বাসযন্ত্রের পীড়া—বৃদ্ধদের ব্রঙ্কাইটীস প্রভৃতি পীড়ার বুকে শ্লেষ্মা ঘড়ঘড় করে ; কিন্তু তুলিয়া ফেলিতে পারে না।

প্রস্রাবের পীড়া—প্রস্রাব পরীক্ষার ক্লোরাইডের অংশের হ্রাস, ইউরিক-এসিডের পরিমাণ অত্যন্ত অধিক।

পক্ষাঘাত—আক্রান্ত অংশ অসাড়, শরীর ঠাণ্ডা যেন বরফ।

জননেন্দ্রিয়ের পীড়া—স্ত্রী অথবা পুরুষ কামোন্মাদ হয় (আত্মহত্যার প্রবৃত্তিসহ—অরিগোণাম; প্রসূতির—প্লাটি; পুরুষের—এসিড-পিক্রিক, ক্যাম্ফার; মদ্যপায়ীর—নক্স)।

সদৃশ—ব্যারাইটা-কার্ব্ব, অরম-মিউর। ক্রম—৩ x—২০০ শক্তি।

ফরমূলা—বিচূর্ণ—৪ । জলীয়-ক্রম—৫-এ।

বেলেডোনা (Belladoma)

(ইউরোপের একপ্রকার ক্ষুদ্র গাছ)—স্থূলমাত্রার ব্যবহারে ইহার দ্বারা হৃৎপিণ্ডের (নিউমোগ্যাষ্ট্রিকের) পক্ষাঘাত, সিম্‌প্যাথেটিকের শক্তি বৃদ্ধি, হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া দ্রুত এবং নাড়ী পূর্ণ ও বেগবতী হয়। শরীরের ডানদিকে এবং মস্তিষ্ক, স্নায়ু গ্রন্থি প্রভৃতির উপর ইহার প্রধান ক্রিয়া। মস্তিষ্কে রক্তাধিক্য (congestion) হেতু শিরঃপীড়া, রক্তবর্ণ মুখ ও চক্ষু ক্যারোটিড্‌-আর্টারির দপ্‌দপানি, সেলুলাইটীস, টন্‌সিলাইটীস, উগ্র-বিকার লক্ষণ, গ্রন্থির স্ফীতি—তাহাতে অত্যন্ত স্পর্শাসহনীয় বেদনা, প্রাদাহিত স্থানের রক্তিমতা, অস্থিরতা, অনিদ্রা, বেদনার হঠাৎ উৎপত্তি ও হঠাৎ নিবৃত্তি, শুইয়া থাকিলে বেদনার বৃদ্ধি ইত্যাদি ইহার বিশেষ লক্ষণ। ইহা রক্তপ্রধান, রসপ্রধান ও পিত্তধাতুর ব্যক্তি যাহারা একটু সুস্থ থাকিলেই রসিক ও কৌতুকপ্রিয় হয় এবং একটু অসুখ করিলেই ভয়ানক কাতর হইয়া পড়ে, নার্ভাস, তাহাদের এবং সুন্দর চেহারা পাতলা কেশ, নীল চক্ষু ও টিউবার্কিউলসিস-ব্যক্তিদিগের উপর বিশেষ ক্রিয়া প্রকাশ করে। বেলেডোনায় অধিকাংশ পীড়া ডানদিক আক্রমণ করে, তজ্জন্য—ডানদিকের দন্তশূল, মুখের ডানদিকের নিউর‍্যাল্‌জিক-বেদনা, বেদনা হঠাৎ আসে হঠাৎ যায়, ডান কাঁধে শূলুনি-বেদনা ডান ডিম্বকোষের প্রদাহ কিম্বা নিউর‍্যাল্‌জিক বেদনা প্রভৃতিতে উহার দ্বারা অতি অল্প সময়েই উপকার পাওয়া যায়। কোনও পীড়ায় আক্রান্ত স্থান উজ্জ্বল লালবর্ণ হওয়া তাহাতে অত্যন্ত

বেদনা, গায়ের চামড়া আরক্ত-জ্বরের মত লালবর্ণ হওয়া, লালবর্ণের উদ্ভেদ নির্গমন, রক্তস্রাবীর অর্শ, মলদ্বারে বেদনা, গা-বমি-বমি, আহারীয় দ্রব্য বমন, বুকজ্বালা তৎসহ অত্যন্ত ঠাণ্ডা জলপানের পিপাসা, পাকস্থলীতে বেদনা—উহা মেরুদণ্ডের মধ্যদিয়া কাঁধে পর্য্যন্ত পরিচালিত হওয়া, গলনলী কোনও প্রকার প্রদাহের প্রথম অবস্থায় গলায় অত্যন্ত বেদনা, গলনলীর সঙ্কুচিত তজ্জন্য কিছু পান করিলে বাহির হইয়া আসা, জরায়ুর তরুণ প্রদাহ ও বহির্নিঃসরণ, প্রস্রাবের পর উজ্জ্বল লালবর্ণের অধিক পরিমাণে গরম রক্তস্রাব, ফুলের কিয়দংশ ছিঁড়িয়া ভিতরে থাকা, প্রসব বেদনার সময় জরায়ুর মুখ শক্ত ও সঙ্কুচিত হইয়া থাকা প্রভৃতি কতকগুলি লক্ষণে ও পীড়ায় ইহাকে প্রথমেই স্মরণ করিবেন। বেলেডোনা—আরক্ত জ্বরের (স্কার্লেট) মহৌষধ ও প্রতিষেধক। তোৎলা কথা কহা (ষ্ট্রামোনিয়ম)। হার্ণিয়ায়—নাড়ী বাহির হইয়া ফিরিয়া যাইতে পারে না।

বেলেডোনার প্রধান চরিত্রগত লক্ষণ ঃ—

১। একটু ঠাণ্ডাতে, ঠাণ্ডা বাতাসে, মাথায় কোনও আবরণ না থাকিলে, এমন কি চুল কাটিলেও ঠাণ্ডা লাগে, সর্দ্দি হয়, অসুখ করে (পায়ে ঠাণ্ডা লাগিয়া পীড়া—সাইলি, কোনি, কুপ্রম); ২। সকল প্রকার বেদনা হঠাৎ আসে—হঠাৎ নিবৃত্তি হয় (অক্সিট্রপিস) ; মুখ চোখ লালবর্ণ ও মাথা ভারী হয়, ঘাড়ের দুইটি ধমনী (ক্যারোটিড্‌) দপ্‌ দপ্‌ করে); ৩। শিশুদের দাঁত উঠিবার সময় জ্বরসহ তড়কা বা আক্ষেপ (জ্বর না থাকিলে—ম্যাগ-ফস; মাথা গরম, পা ঠাণ্ডা ; ৪। মাথায় ও মুখে রক্তাধিক্যতা, মুখ চোখ লালবর্ণ হওয়া (গ্লোনয়িন, মেলিলোট) ৫। ইরিসিপেলাস-স্কার্লেটিনা—ত্বক চক্‌চকে লালবর্ণ মসৃণ, গরম, জ্বালাযুক্ত, ফোলা অতি অল্প ; ৬। তলপেটে ডান কুঁচকীর স্থানের উপর তীব্র বেদনা, সামান্য মাত্র স্পর্শ বা কাপড়ের ভার ও অসহ্য ; ৭। পেটফোলা ও স্পর্শাসহনীয় বেদনা, রোগী ঝাঁকি লাগিবার ভয়ে অতি সাবধান চলে ও নড়াচড়া করে ; ৮। মাথা নীচু করিলে কিম্বা নীচু মস্তক উত্তোলন করিলেই মাথা ঘোরে; ৯। জ্বর বিকার—বিকারে ভয়ানক উগ্রমূর্ত্তি—মারে, কামড়ায় (ষ্ট্র্যামো), জিনিষপত্র ভাঙ্গে, ছেঁড়ে, বিছানা হইতে উঠিয়া পলায় (হেলিবোর), জোরে হাসে, দাঁত কড়্‌মড়্‌ করে, কল্পিত বস্তু দেখিয়া ভয় পায়; ভূত কাল কুকুর, বাঘ, বিকট মুখ, নানাপ্রকারের কীট-পতঙ্গ দর্শন করে, ঘুম আসে, ঘুমাইতে পারে না, চক্ষুর মণি (পিউপিল) প্রসারিত হয় ; ১০। স্ত্রীলোকদের শীঘ্র শীঘ্র ঋতু আরম্ভ, অধিক পরিমাণে স্রাব তৎসহ কাল চাপ, রক্ত গরম, বেদনাসহ স্রাব, বেদনায় বোধ হয় যেন যোনিপথ দিয়া পেটের নাড়ী বাহির হইয়া পড়িবে; ১১। ঠুণকো, দাঁতের মাঢ়ীফোলা, কাণের গোড়ায় বীচিফোলা, ১২। লেবু, লেবুর রস, টকদ্রব্য খাইতে ইচ্ছা, খাইলেও ভাল থাকে ; ১৩। শরীরের কোন অংশে রক্তাধিক্যতা, চক্ষু ঘোর লালবর্ণ, চক্ষুতে যন্ত্রণা ইত্যাদি।

জ্বর—বেলেডোনা, এক-জ্বরে (continued) কিম্বা টাইফয়েড জ্বরে আদৌ উপযোগী নহে, যে স্বল্প-বিরাম (remittent) প্রকারের জ্বর হঠাৎ আসিয়া কষ্টদায়ক যন্ত্রাদির পর হঠাৎ কমিয়া যায়, ইহা তাহাতে উপযোগী।

ইহাতে রোগীর চোখ মুখ থম্‌থমে ও লালবর্ণ দেখায়, গায়ের উত্তাপ অত্যন্ত অধিক হয়, মধ্যে মধ্যে ঘাম হয়, ঘাম গরম, রোগী যেস্থান চাপিয়া থাকে বা চাপিয়া শোয় সেই দিকেই বেশী ঘাম হয় ; কিন্তু উক্ত প্রকার ঘাম হইয়াও জ্বরের কিছুমাত্র উপশম হয় না। সময়ে সময়ে এত বেশী ঘাম হয় যে, মনে হয় বুঝি এইবার জ্বর ছাড়িবে, কিন্তু পরক্ষণেই আবার ঠিক সেইরূপ গা গরম ও জ্বর রোগীর অত্যন্ত মাথাবেদনা করে, ঘুমাইলে ভয়ানক স্বপ্ন বা কোনও কাল্পনিক মূর্ত্তি দেখিয়া চমকাইয়া উঠে, হাত পা নাড়ে, শরীরে ও গাঁটে অত্যন্ত বেদনা থাকে। প্রদাহযুক্ত জ্বর—যেমন গাল, গলা, বগল, কুঁচকী ইত্যাদি ফুলিয়া জ্বর হইলে ইহা একোনাইটের মত প্রদাহের প্রথম অবস্থায় এবং যেখানে জ্বর—একোনাইটের লক্ষণের সঙ্গে ইহার বিশেষ প্রভেদ থাকে না ; কিন্তু তাহার সঙ্গে ঘাম থাকে, তথায়—বেলেডোনা উপকারী। বেলেডোনায়—অত্যন্ত পিপাসা ও অন্তরে দাহ থাকে, রোগী লেবুর রস প্রভৃতি টক পানীয় পান করিতে চাহে। দাঁত উঠিবার সময় ছেলেদের জ্বর হইলে—বেলেডোনায় বিশেষ উপকার হয় (১৬৩ পৃষ্ঠায়—সম্বন্ধের স্থান দেখুন)।

জ্বর-বিকার—বিকারের লক্ষণভেদে—বেলেডোনা, ষ্ট্রামোনিয়ম ও হায়োসিয়ামস এই তিনটি ঔষধই আমরা প্রথমে ব্যবহার করি।

বেলেডোনা—ইহার প্রলাপবকা অত্যন্ত উগ্র; রোগী মারে, কামড়ায়, জোরে চীৎকার করে, বিছানা হইতে লাফাইয়া উঠে, পলাইয়া যায়, গায়ে থুথু দেয়, দাঁতে দাঁতে ঘষে, সেইসঙ্গে চোখ মুখ লালবর্ণ ও থম্‌থমে ; রোগী এসময় কিছু খাইলে উক্ত উপসর্গের একটু উপশম হয়।

ষ্ট্রামোনিয়ম—রোগী অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত প্রায় একঘেয়ে ধরণের বকে ও নানাপ্রকার অঙ্গভঙ্গি করে, নিয়ত কাছে লোক ও আলোক চায়, নতুবা তাহার বিকার ও বকুনির যেন আরও বৃদ্ধি হয়, রোগীর চোখ খুব লালবর্ণ থাকে না, কিন্তু মুখের রঙ লালবর্ণ দেখায়, চোখ ছলছলে ও উন্মাদের মত। রোগীকে কখনও প্রফুল্ল দেখায়, কখনও ভয় পায়, কখনও হাসে, কখনও বিদ্রুপ করে, কখনও বা হাতজোড় করিয়া প্রার্থনা করে।

হায়োসিয়ামস—ইহার প্রলাপ অনেকটা মৃদু, বিড় বিড় করিয়া বকে ও অজ্ঞানভাব থাকে, মুখের চেহারা যেন রক্তহীন সাদাটে দেখায়, চোখ ঘোলাটে মত হয়, চারিদিকে তাকাইয়া দেখে, সম্মুখে অথবা শূন্য কি বেড়াইতেছে বা উড়িতেছে মনে করিয়া যেন হাত দিয়া কিছু ধরিতে যায়, বিছানার চাদর টানে, খোঁটে ও বিছানা হাতড়ায়, প্রস্রাব বাহ্যে অসাড়ে করে। হায়োসিয়ামসে—জ্বর অধিক থাকে না, মস্তিষ্ক লক্ষণই প্রবল।

উপরোক্ত তিনটী ঔষধ ভিন্ন, বিকার-জ্বরে—রসটক্সও উপকারী, ইহাতে রোগী কেবল এপাশ-ওপাশ ও নিয়ত ছটফট করে। টাইফয়েড বিকারের প্রথম অবস্থায়—বেলেডোনা ; রোগ বৃদ্ধি হইলে—রসটক্সে তাহাতে উপকার না হইলে—হায়োসিয়ামস ইত্যাদি ঔষধের প্রয়োজন হয়। ক্যালেডিয়মে—অর্দ্ধ অচৈতন্যভাবে পড়িয়া থাকিয়া বিড় বিড় করিয়া বকে, ঔষধ সেবন করিতে চাহে না, বলপূর্ব্বক খাওয়াইতে হয়।

বিকারে লক্ষণভেদে আরও কয়েকটী ঔষধের প্রয়োজন হয়, নিম্নে তাহাদের একটি তালিকা দেওয়া হইল ঃ—

১। চুপ করিয়া পড়িয়া থাকে—হেলিবোরাস, হায়োসি, আর্ণি, এসিড-ফস, ব্রায়ো, জেলসি ; ২। ছটফট করে—আর্স, রসটক্স ; ৩। অনবরত এপাশ ওপাশ করে—আর্স, রস, পাইরো ; ৪। কেবল বকে—ল্যাকে, ক্যালেডি-ফস; ৫। বিছানা হাতড়ায়, যেন কি খুঁজিতেছে—ব্যাপটি, হায়োসি, পাইরো ; ৬। শূন্যে যেন কি ধরিতে যায়—হায়োসি ; ৭। কাঁদে—কুপ্রম- মেট; ৮। সকলকে সন্দেহ করে—ল্যাকে, হায়োসি ;৯। বিকট চীৎকার করে—কুপ্রম, ষ্ট্র্যামো, আর্স; ১০। পরিচিত লোক চিনিতে পারে না— নক্স-মস্কে, ১১। দাঁত কড়মড় করে—হায়োসি ; ১২। হাসে, গান গায়— ষ্ট্রামো, এগারি, লাইকো ; ১৩। বাড়ী যাইতে চায় ও নিজ ব্যবসায়ের বা কাজের কথা বলে—ব্রায়ো, হায়োসি; ১৪। মারে, কামড়ায়—বেল, ষ্ট্রামো; ১৫। উলঙ্গ হয়—ষ্ট্রামো, হায়োসি; ১৬। সকল সময়েই কিছু না কিছু করে; নখ-নাক-চোখ-ঠোঁট খোঁটে—এরাম, হায়োসি, হেলিবো; ১৭। হঠাৎ বিছানা হইতে লাফাইয়া উঠে—ষ্ট্র্যামো: ১৮। কামোন্মাদের পরিচয় দেয়—ষ্ট্র্যামো, ক্যাম্ফার; ১৯। বালিস হইতে মাথা তোলে আবার শুইয়া পড়ে—হায়োসি; ২০। কোনও শব্দে বিরক্ত হয়—ল্যাকে, ওপি; ২১। তন্দ্রাচ্ছন্নভাবে পড়িয়া থাকে—ওপি; ২২। ঘুমায় না, জাগিয়া থাকে—ল্যাকে ; ২৩। নিদ্রাভিভূতভাবে থাকে—জেলসি ; ২৪। মাতালের মত পড়িয়া থাকে—ব্যাপ্‌টি ; ২৫। অর্দ্ধমুদ্রিত নেত্রে একদৃষ্টে চাহিয়া থাকে —হেলিবোর; ২৬। চক্ষুর পলক ফেলে না—হেলিবোর; ২৭। তাড়াতাড়ি কথার উত্তর দেয়—রসটক্স; ২৮। বিলম্বে কথার উত্তর দেয় —হেলিবোর, ব্রায়ো; ২৯। হঠাৎ একটা কথার উত্তর দেয়—হায়োসি, ৩০। ২/১ টি মাত্র কথা বলিয়া ঘুমাইয়া পড়ে—ব্যাপ্‌টি ; ৩১। বালিসে মাথা থাকে না পাশতলায় দিকে গড়াইয়া পড়ে—এসিড-মিউর, ব্যাপ্‌টি, এসিড-ফস, ক্রোটে ; ৩২। চক্ষুর তারা ঘোরে—কুপ্রম; ৩৩। কপাল কুঞ্চিত—ষ্ট্র্যামো, হেলিবোর; ৩৪। চোখ মুখ লালবর্ণ—বেল।

প্রাদাহিক পীড়া—ফোড়া, বাগী, কুঁচকী ইত্যাদি কোনও প্রদাহে বেলেডোনা ব্যবহারকালীন—আক্রান্ত স্থান চকচকে তেলামত, গরম, রক্তবর্ণ তাহাতে জ্বালা ও স্পর্শকাতরতা, এই কয়টি লক্ষণ সর্ব্বদা স্মরণ রাখিবেন। প্রদাহিত স্থানে ফোলা ও তাহাতে বেদনা এত অধিক যে, স্পর্শ পর্য্যন্ত করিতে দেয় না এবং তাহাতে অত্যন্ত জ্বালা, হুলফোটান বেদনা ও দপ্‌দপানি ব্যথা থাকে। বেলেডোনা প্রদাহের প্রথম অবস্থায় ব্যবহার হয়, কিন্তু সেই প্রদাহিত স্থানে পূঁয হইলে, তখন লক্ষণানুসারে— মার্কুরিয়স, হিপার, সাইলিসিয়া, মাইরিষ্টিকা ইত্যাদির প্রয়োজন হইবে। পাকস্থলীর বা উদরের কোনরূপ প্রদাহে কিম্বা পেটে ঠাণ্ডা লাগিয়া কোন প্রকার প্রদাহ হইয়া যে এণ্টেরাইটীস (অন্ত্রপ্রদাহ), পেরিটোনাইটীস (অন্ত্র-আবরণীয় পর্দার প্রদাহ) ইত্যাদি পীড়া হয়, তাহার বেদনাদি যদি হঠাৎ আসে ও হঠাৎ চলিয়া যায়, তাহা হইলে—বেলেডোনাই নির্দ্দিষ্ট। বেলেডোনায় পেটে ফুলিয়া শক্ত হইয়া উঠে,

তাহাতে ভয়ানক বেদনা থাকে, একটুমাত্র নড়াচড়া করিলে, কেহ স্পর্শ করিলে এমন কি কেহ বিছানার পার্শ্বে যাইলেও রোগীর বেদনা বাড়ে ও যন্ত্রণায় অধীর হইয়া উঠে। ডান ইলিওসিক্যাল প্রদেশে অর্থাৎ—ডানদিকের কুঁচকীর উপরিভাগে তলপেটের ফোলায় ও টাইফ্লাইটীস (অন্ত্রান্ত্র প্রদাহ), এপেণ্ডিসাইটীসে (ইহার বিবরণের জন্য মৎকৃত "প্র্যাকটিসনার্স গাইড" দেখুন) প্রভৃতি পীড়ার প্রথম অবস্থায় যখন পেটে অত্যন্ত ব্যথা, হাত দিতে দেয় না, কাপড়ের ভার পর্য্যন্ত সহ্য হয় না, তখন—বেলেডোনা উপকারী (বাহ্যিক আইস-ব্যাগ দিবেন)।

পাকস্থলীর পীড়া—অনবরত গা-বমি-বমি ও বমি, আহারীয় বস্তু বমি, পেটে অত্যন্ত টাটানি-বেদনা ও জ্বালা; ঠাণ্ডা জলপানের ইচ্ছা, এই কয়টী বেলেডোনা প্রয়োগের প্রধান লক্ষণ।

গ্যাষ্ট্রাইটীস ও গ্যাষ্টালজিয়া (পাকস্থলীর প্রদাহ ও পাকস্থলীর শূলবেদনা)—বেদনা সবিরাম, থামিয়া থামিয়া আসে, হঠাৎ আসে, প্রবল বেদনা। ইহার বেদনায়—রোগী সম্মুখে কুঁজো হইয়া পড়ে না, বরং পিছনে একটু বাঁকিয়া পড়ে বেদনা মেরুদণ্ডের ভিতর দিয়া কাঁধে চলিয়া যায়।

পেট বেদনা—বেদনা থামিয়া থামিয়া হয় (intermittent), একবার জোরে আসে—একবার কমিয়া যায়, আবার হয়, পেটে একটু মাত্র চাপ দিতে দেয় না, চাপ বা হাত দিলেই ব্যথা ও যন্ত্রণা বাড়ে।

অম্লশুল—বেদনার সময় ডান কুক্ষিদেশ হইতে বাম কুক্ষি পর্য্যন্ত বৃহদন্ত্র (ট্রান্‌ভার্স কোলন) ফুলিয়া উঠে, ভীষণ বেদনা।

শিশু উদরাময় ও আমাশয়—বেলেডোনায় মল পাতলা ও সবুজ রঙের, খড়ির মত সাদা, শুধু রক্ত, রক্তমিশ্রিত আম, চট্‌চটে আম, সাদা আম ইত্যাদি নানাপ্রকারের বাহ্যে হইয়া থাকে। মলে—টক্ বা পচা গন্ধ থাকে, পরিমাণে অল্প এবং কখনও অসাড়ে হয়, বৈকালে ও নিদ্রিতাবস্থায় বাহ্যে অধিক হয়, বাহ্যের সময় অত্যন্ত কুন্থন থাকে ও রোগী শিহরিয়া উঠে। উদরাময়ের সঙ্গে গা-বমি-বমি, উঁকি উঠা, জ্বর, পিপাসা ইত্যাদি থাকিলে ইহাতে আরও অধিক উপকার হইবে। বেলেডোনায়—শিশু-উদরাময়ে অনেক সময় উপকার হয়।

দ্রষ্টব্য ঃ—আমাশয়াদি পেটের পীড়ায় প্রথম অবস্থায়—একোনাইট ১ × শক্তি প্রয়োগে অধিকাংশ স্থলেই পীড়ার প্রকোপ কমিয়া আসে।

তড়কা—দেখা যায় যে সকল শিশুদের মাথাটী বড় তাহাদের প্রায়ই তড়কা হয়। তড়কা হইলে অনেকে কোনও লক্ষণ না দেখিয়াই প্রথমে বেলেডোনা দিয়া বসেন; অবশ্য বেলেডোনার লক্ষণ থাকিলে এবং জ্বর উদরাময়, আমাশয়ের সহিত হঠাৎ পীড়া আক্রমণ করা ইত্যাদি লক্ষণগুলি থাকিলে—তড়কায় বেলেডোনাই নির্দ্দিষ্ট। শিশু এই ভাল ছিল, ক্ষণকাল মধ্যেই তাহার জ্বর, গা আগুনের মত গরম, মুখ লালবর্ণ, ঘুমাইতে ঘুমাইতে চম্‌কায় অথবা ফিট্ হইবার মত খেঁচিয়া উঠে, এই সমস্ত লক্ষণ প্রকাশিত হইলে তৎক্ষণাৎ—বেলেডোনা দিবেন। কুপ্রমে—তড়কায় সমস্ত শরীর ও মুখমণ্ডল নীলবর্ণ ধারণ করে এবং শিশু আঙুল মুঠা করিয়া থাকে।

ষ্ট্রামোনিয়মে—কাচের মত কোনও চকচকে দ্রব্যাদি দেখিলেই তড়কার-ফিট হয়। ম্যাগ্-ফস—বেলেডোনায় উপকার না হইলে প্রয়োজ্য, পেটে বেদনা থাকে, জ্বর থাকে না। মেলিলোটাস—দাঁত উঠার সময় তড়কা।

শিরঃপীড়া—গ্লোননিয়ন অধ্যায় দেখুন।

সূতিকা-জ্বর (Puerperal Fever)—ইহাতে ক্রমাগত ভুলবকা, উগ্র প্রলাপ, চোখ মুখ লালবর্ণ, থমথমে ইত্যাদি বেলেডোনার চরিত্রগত লক্ষণ থাকিলে—বেলেডোনাই নির্দ্দিষ্ট, নচেৎ যে সমস্ত ঔষধে রক্ত দূষিত হয়, যেমন—পাইরোজিন, এচিনেসিয়া, ক্রোটেলাস, ক্যালি-ফস, এলান্থাস, এসিড-কার্ব্বল, ল্যাকেসিস, আর্সেনিক ইত্যাদি ঔষধের প্রয়োজন হইবে।

দ্রষ্টব্য ঃ—প্রসবের পর পোয়াতির মিল্ক ফিভার, ... পিওরপের‍্যাস্-ফিভার,...... পিওরপের‍্যাল্-কন্‌ভলসন, ... এক্ল্যাম্‌সিয়া, ... পিওরপের‍্যাল্-ইনস্যানিটি,.... পিওরপের‍্যাল্ মানিয়া, ... পিওরপের‍্যাল্-মিল্যান্‌কোলিয়া—সাধারণতঃ এই ৭টী পীড়া হয়। ইহাদের মধ্যে—পিওরপের‍্যাল্-ফিভার বা সূতিকা-জ্বর অধিকাংশ স্থলে রক্ত দূষিত হইয়াই হয় এবং রক্ত দূষিত হইলে—১। পিওরপের‍্যাল্-সেপ্‌টিসিমিয়া, ... ২। স্যাপ্রিমিয়া... ৩। পাইমিয়া, রোগী এই তিনপ্রকার অবস্থা প্রাপ্ত হয়।

পিওরপের‍্যাল্-সেপটিসিমিয়া হইলে—প্রসবের পর দুই দিন হইতে চারি দিনের মধ্যে—একদিন খুব শীত দিয়া জ্বর আসে, জ্বর—১০৪—১০৫ ডিগ্রী পর্য্যন্ত উঠে, লোচিয়াস্রাব (প্রসবের পর প্রায় ১ মাস পর্যন্ত যোনি দিয়া রক্তপূযের মত যে স্রাব হয় তাহাকে—লোচিয়া বলে) বন্ধ হইয়া যায়, স্তনের দুগ্ধ লোপ হয়, মুখশ্রী বিবর্ণ ও চোখ মুখ বসিয়া যায়। .....পিওপের‍্যাল্ স্যাপ্রিমিয়া ; ইহার লক্ষণ—প্রসবের পর ৩ হইতে ৫ দিনের মধ্যে জ্বর হয়, জ্বর ১০১ হইতে ১০৩ ডিগ্রী পর্য্যন্ত উঠে, ইহাতে লোচিয়াস্রাব দূষিত হয়, স্রাবে দুর্গন্ধ পাওয়া যায়। লোচিয়াস্রাব দূষিত হইয়াছে কিনা জানিবার জন্য প্রসূতির ব্যবহৃত ন্যাকড়ার বা তুলার রক্ত পরীক্ষা করিবেন, বিশুদ্ধ রক্ত হইলে—সেই রক্তের দাগের মধ্যস্থলটী লালবর্ণ এবং তাহার চারিপার্শ্বে ক্রমশঃ সাদাটে ও ফেকাসে হইবে এবং রক্ত দূষিত হইলে—মধ্যভাগ সাদা-ফেকাসে ও চারিপার্শ্ব লালবর্ণ হইবে, ইহাতে জ্বর কমিয়া আবার জ্বর বৃদ্ধি হয়। .... পিওরপের‍্যাল-পাইমিয়াতে—প্রসবের পর প্রায় ৯/১০ দিন পর্য্যন্ত কোনও পীড়ার লক্ষণ থাকে না ; কিন্তু তাহার পর হঠাৎ একদিন খুব শীত করিয়া জ্বর আসে, জ্বর ১০৫/ ১০৬ ডিগ্রী পর্য্যন্ত উঠে, এই জ্বর ছাড়িয়া যায় ও আবার ২৪ ঘন্টার মধ্যে জ্বর আসে, জ্বর-ভোগকালের ৩/৪ দিনের মধ্যে শরীরের নানাস্থানে বড় বড় ফোড়া হইতে আরম্ভ হয়, এই সকল ফোড়া (abscess) শরীরাভ্যন্তরস্থ কিড্‌নী, লিভার, প্লীহা, ফুসফুস, হার্ট, ব্রেণ প্রভৃতির যন্ত্রাদিতেও হইতে পারে, পীড়া-বিষ যেখানে আবদ্ধ হয়, তথায় একপ্রকার নূতন পীড়ার সৃষ্টি করে। উক্ত প্রকার পীড়া ও লক্ষণে —এচিনেসিয়া, আর্সেনিক, ক্যালি-ফস, পাইরোজিন, ব্যাপ্‌টিসিয়া, ল্যাকেসিস, সলফার প্রভৃতি ঔষধের প্রয়োজন হইবে, বেলেডোনা ইত্যাদিতে কোনও উপকার হইবে না।

প্রসবের পর জরায়ুর আয়তন প্রায় ৯/১০ দিন বিবৃদ্ধি থাকে, ইঁহাকে—সব-ইনভোলিউসন, ... কাঁপ দিয়া জ্বর, ঘাম এবং স্তনের প্রদাহ হইলে তাহাকে-মিল্ক-ফিভার বা দুগ্ধ জ্বর, ... লোচিয়া স্রাব বন্ধ, নাড়ীর স্পন্দন দ্রুত (মিনিটে ১২০/১২৫), বলক্ষয়, শ্বাসকষ্ট, ঘামেও কোন উপশম না হওয়া ইত্যাদি লক্ষণ সকল থাকিলে, তাহাকে—পিওরপেরাল-ফিভার বা সূতিকা জ্বর..... প্রসবের পর হাতে পায়ে খেঁচুনি হইলে—পিওরপেন্যাল- কনভল্‌সন, ... উক্ত প্রকার খেঁচুনি মূর্চ্ছাসহ হইলে—এক্ল্যামসিয়া (গর্ভাবস্থায়, যাহাদের প্রস্রাবে এলবুমেন থাকে, তাহাদের মধ্যেই এক্ল্যাম্‌সিয়া অধিক হয়), ... জ্ঞানলোপ, সমস্ত বিষয়ে উদাসীন, নিজের সন্তানকেও লক্ষ্য করে না—পিওরপেরাল-ইনস্যানিটি, ... একগুঁয়ে ভাব, কার্য্যে জেদ প্রকাশ, লোককে মারিতে যায়—পিওরপেরাল-ম্যানিয়া এবং স্থির ভাবে চুপ-চাপ পড়িয়া থাকে, কাহারও সঙ্গে কথা কহে না, বোধ হয় যেন কত শোক পাইয়াছে, এই লক্ষণগুলি থাকিলে তাহাকে—পিওরপেরাল-মিল্যানকোলিয়া কহে। এই সকল পীড়ার ঔষধ লক্ষণানুসারে প্রয়োগ করিতে হইবে। এক্ল্যামসিয়ায়—ইন্যানথি, এট্রোপিয়া, গ্রহিনী ও বলক্ষয়কারী উদরাময়ে—চ্যাপারো—θ, ৩ × ও ইনোথেরা—θ ; উদরাময়সহ জ্বরে এচিনেসিয়া—θ ; লোচিয়া দুর্গন্ধে—ক্রিয়োজোট—৩০ পরীক্ষা করিবেন।

শিশুর দন্ত-উদগমকালীন পীড়া—অনেকে দাঁত উঠিবার বয়সে ছেলেদের কোনও পীড়া হইতে দেখিলেই প্রথমে—ক্যামোমিলা দিয়া বসেন, কিন্তু ক্যামোমিলা ভিন্ন—বেলেডোনা, ক্যাল্‌কেরিয়া, পডোফাইলম ইত্যাদি আরও অনেক ঔষধ আছে, যাহা লক্ষণভেদে উপকারী ; বেলেডোনায় জ্বরে—মুখের বর্ণ লাল হয়, উত্তেজনা থাকে ও ঘাম হয়।

বেলেডোনা—প্রবল জ্বর—তৎসহ ঘর্ম্ম, অনবরত মাথাচালা, দাঁত কড়্‌মড়্‌ করা, একবার ক্রন্দন—একবার আচ্ছন্নতা, ঘুমাইতে ঘুমাইতে চমকাইয়া উঠা, মুখ চোখ লালবর্ণ, হাত পা ঠাণ্ডা, আমাশয়, পেটব্যথা, সাদা রঙের বাহ্যে ইত্যাদি লক্ষণে উপযোগী।

ক্যামোমিলা—ইহাতে বেলেডোনা অপেক্ষা জ্বর কম হয় এবং আচ্ছন্ন ভাব, মুখ চোখের ও শরীরের আরক্তিমতা থাকে না (ডাঃ ন্যাস্ বলেন—ফরসা ছেলের এক গণ্ড আরক্তিম দেখায়), নিদ্রার উপক্রমে চম্‌কাইয়া উঠে। শিশু অত্যন্ত রাগী ও খিট্‌খিটে হয়, কেবল প্যান্ প্যান্ করে ও কোলে বেড়াইতে চায়, ইহাতে বাহ্যে পরিমাণে অধিক হয়, বাহ্যে—কতকটা জল, কতকটা হড়্‌হড়ে ও বেগে নির্গত হয়,—রঙ—সবুজ, তাহার সহিত ভিন্ন-ভিন্ন মত পদার্থ মিশ্রিত থাকে।

মেলিলোটাস—দাঁত উঠিবার সময় তড়কা, মুখ লালবর্ণ, রক্তাধিক্য।

ইরিসিপেলাস (Erysipelas)—বেলেডোনার আক্রান্তস্থান ঘোর লালরঙের চকচকে তেলামত দেখায়, তাহাতে অত্যন্ত ব্যথা থাকে এবং তাহার ভিতর যেন কি ফোটায় ও দপ্‌দপ্ করে। এপিস, ল্যাকেসিস, রস-টক্স ইত্যাদি বিসর্পের (Erysipelas) ঔষধ হইলেও তাহাদের লক্ষণ স্বতন্ত্র। এপিসে—

শোথের মত ফোলা ও হুলফোটান ব্যথা এবং তাহার পরেই জ্বালা ; রসটক্সে—ফোস্কার মত ফোলা, আক্রান্তস্থান ঘোর লালবর্ণ ; ইহা এপিসের ঠিক বিপরীত অর্থাৎ—আগে জ্বালা, তাহার পর হুলফোটান ব্যথা ; ল্যাকেসিসে—চর্ম্ম নীলাভ দেখায়।

চক্ষুর প্রদাহ—চক্ষুর ভিতরে রক্তের মত লালবর্ণ, তাহাতে যন্ত্রণা, জ্বালা, জলপড়া, চিড়িকমারা, বেদনা কর্‌কর্ করা প্রভৃতি খুব থাকে এবং তাহার সহিত মাথাব্যথা ইত্যাদি আরও দুই একটি আনুসঙ্গিক লক্ষণ থাকে। বেলেডোনায়—বাতি বা দীপের আলোক এবং একোনাইটে— সূর্য্যের আলোকে চক্ষুর যন্ত্রণা বৃদ্ধি হয় (চক্ষুর উপর পাতার প্রদাহ—একোন, বেল, হিপার, সলফ, এপিস; ভিতর পাতায়—আর্স, বেল, মার্ক, হিপার)।

ঋতুস্রাব ও রক্তপ্রদর—উজ্জ্বল লালরঙের তরল রক্তের সঙ্গে চাপ্- চাপ্ জমা জমা রক্ত স্রাব গরম, তাহাতে অত্যন্ত আঁসটে কিম্বা পচা দুর্গন্ধ থাকে। বেলেডোনার বেদনা—কন্‌জেস্‌সন (রক্তসঞ্চয়) জনিত ইহাতে বেদনা পেট হইতে আরম্ভ হইয়া কোমরে চলিয়া যায়। তরল রক্তের সঙ্গে চাপ্ চাপ্ রক্ত—স্যাবাইনাতেও আছে ; স্যাবাইনার বেদনা—কোমর হইতে আরম্ভ হইয়া পেটে আসে। রক্তপ্রদরে— বেলেডোনায় প্রথমে খুব খানিকটা তাজা তরল রক্ত ও তৎপরে চাপ্ চাপ্ রক্ত (clot) নিঃসৃত হইয়া যাইবার পর বেদনার নিবৃত্তি হয়, কিন্তু এই বিরামকালের মধ্যে জরায়ুর ভিতর আবার নতুন চাপ (clot) জন্মাইতে আরম্ভ হয় ও তাহাতে বেদনা বাড়ে এবং রক্তস্রাবের পর আবার সেই বেদনা কমিয়া যায়, এইরূপভাবে ক্রমাগত চলিতে থাকে। মোটা স্ত্রীলোকদের পীড়ায়— বেলেডোনা অধিক উপযোগী (বেলেডোনার রক্তস্রাব গরম)।

রক্ত প্রদরে—ইরিজিরণ, ট্রিলিয়ম, স্যাবাইনা, চায়না, সিকেলি, সিপিয়া, প্ল্যাটিনা, ভাইবর্ণম ইত্যাদি ঔষধের প্রভেদ দেখিবেন (হ্যামামেলিস, হেলোনিয়াস, ভাইপের ও প্ল্যাটিনা অধ্যায় দেখুন)। প্রসবের পর ফুল ছিঁড়িয়া অত্যন্ত রক্তস্রাব ও তৎসহ বেদনা থাকিলে—বেলেডোনা উপযোগী।

ডিম্বকোষের প্রদাহ—ডানদিকের ডিম্বকোষ (ovary) প্রদাহে অত্যন্ত বেদনা জ্বালা, টাটানি-ব্যথা ইত্যাদি লক্ষণগুলি থাকিলে এবং উক্ত প্রকার বেদনা হইয়া ঋতু নিঃসরণ হইলে—বেলেডোনাই উপযোগী। ডিম্বকোষ ভিন্ন জরায়ুর (uterus) প্রদাহ ও বেদনা, জরায়ুর বিবৃদ্ধি এবং সেই সঙ্গে টানা হেঁচড়া বেদনা, স্পর্শকাতরতা, জ্বালা-যন্ত্রণা, যেন পেটের নাড়ীভুঁড়ি সমস্ত বাহির হইয়া পড়িবে, এই সমস্ত লক্ষণে—বেলেডোনা বিশেষ উপকারী (বেলেডোনার বেদনা—হঠাৎ আসে হঠাৎ যায়, এই লক্ষণটী এখানেও ভুলিবেন না)।

টন্‌সিলাইটীস (Tonsilitis)—টনসিল (গলার ভিতর আলজিবের দুইপাশের গ্ল্যাণ্ড) ফুলিয়া অত্যন্ত যন্ত্রণা, আক্রান্তস্থান টক্‌টকে লালবর্ণ, তৎসঙ্গে মাথাব্যথা, জ্বর ইত্যাদি লক্ষণ থাকিলে—বেলেডোনাই উপযোগী (ফাইটোলক্কা, ব্যারাইটা-মিউর ও গুলিয়ম-জেকরিস দেখুন)।

কাশি—বেলেডোনার কাশি শুষ্ক, আক্ষেপিক ও অত্যন্ত কষ্টদায়ক, কাশিতে কাশিতে দম আটকাইয়া যায়, গলার ভিতর বেদনা ও গরম বোধ হয়, গলার স্বর বন্ধ হইয়া আসে, কুকুরের আওয়াজের মত কাশির শব্দ হয়, সর্ব্বদাই বোধ হয় যেন গলায় কিছু আটকাইয়া আছে, কাশি দিন অপেক্ষা রাত্রিতে শুইলে অধিক বাড়ে, অনেকক্ষণ কাশির পর একটু শক্ত ডেলা সর্দ্দি উঠিলে কাশি কিছুক্ষণ কম থাকে ; কিন্তু আবার কিছুক্ষণ পরেই পূর্ব্বের মত বৃদ্ধি হয়। হুপিং-কাশিতে—কাশি আসিলেই গলায় বেদনাবোধ হয়, তজ্জন্য ছেলে কাশিবার পূর্ব্বে কাঁদে (আর্ণিকাতেও এই লক্ষণ আছে) কাশির পর কাঁদা—কাপ্সিকমের লক্ষণ (এরালিয়া অধ্যায়ে হুপিং-কাশি এবং এসিড-কার্ব্বল দেখুন)।

এট্রোপিয়া (Atropia)—বেলেডোনা গাছ হইতে প্রস্তুত উগ্রবীর্য্য ঔষধ, সাধারণতঃ ইহা প্রসূতির তড়কা, আক্ষেপ (puerperal convulsion) এবং লোকোমোটর-য়্যাটাক্সি রোগে অধিক ব্যবহৃত হয়।

এট্রোপিনাম-সলফ—এই ঔষধটীতে প্রসবকালীন বা প্রসবের পর তড়কায় চোখের তারা ঘুরিতে থাকে। কোন রোগীকে—ক্লোরোফরম করিতে করিতে যদি হঠাৎ তাহার হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া বন্ধ হইয়া যায়, ইহার দ্বারা উপকার হইতে পারে। ক্রম—নিম্নশক্তি।

বৃদ্ধি—স্পর্শে, দেহ সঞ্চালনে, বায়ু সংস্পর্শে, বেলা ৩টার পর ও পুনরায় রাত্রি দ্বিপ্রহরের পর, পানকালীন, মস্তক মুণ্ডনে, রৌদ্রে শয়নে।

উপশম—বিশ্রামে, সোজা হইয়া দাঁড়াইলে ও উষ্ণগৃহে।

সম্বন্ধ—বেলেডোনার পর ক্যালকেরিয়া রোগ সম্পূর্ণ নিবারণ করে। জ্বর খুব অল্প, মস্তিষ্ক লক্ষণ ও অন্যান্য উপসর্গ অধিক—হায়োসিয়ামস। একোনাইট, জেলসিমিয়ম, গ্লোনয়িন, ফেরম-ফস, ক্যামোমিলা প্রভৃতি ঔষধ বেলেডোনার পরেই প্রয়োজন হয়। জ্বর, প্রদাহ প্রভৃতি তরুণ পীড়ায় উপকার না হওয়া পর্য্যন্ত—বেলেডোনা পুনঃ পুনঃ প্রয়োগ করা উচিত।

ক্রিয়ানাশক—একোন, ক্যাম্ফর, কফি, হিপার, ব্রায়ো, ওপি, মার্ক, সলস, স্যাবাডি, ভাইবর্ণম। ক্রিয়া স্থিতিকাল—১—৭ দিন।

ক্রম—১ x— ২০০ শক্তি। ফরমূলা—১।

বার্ব্বেরিস্ ভলগ্যারিস (Berberis)

(ইউরোপের একপ্রকার গাছের মূলের ছাল হইতে প্রস্তুত হয়)—বার্ব্বেরিসের চরিত্রগত বেদনা—প্রথমে এক কিম্বা দুইদিকের কিড়নীতে আরম্ভ হইয়া ইউরেটারের (মূত্রনলীর) মধ্য দিয়া—মূত্রথলীতে (ব্লাডারে) এবং তথা হইতে মূত্রনির্গমন-পথে (ইউরেথ্রায়) আসে, এই সময় মূত্রনলীতে ও ইউরেথ্রায় অত্যন্ত জ্বালা হয়, মূত্র-পাথরীর বেদনায় উক্তপ্রকার লক্ষণগুলি প্রায়ই থাকে। কিড়নী ও যকৃতের উপরেই ইহার প্রধান ক্রিয়া। কোমরে ব্যথা, পাথরীরোগ, ভগন্দর (fistula in ano), ভগন্দর অস্ত্র করিবার পর—কাশি ও বক্ষের

পীড়া, প্রসাবের পীড়াগ্রস্ত ব্যক্তিদের বাত ও গেঁটে-বাত, নেফ্রাইটীক-কলিক, সোয়াইটীস, স্পার্মাটিক-কর্ড ও অণ্ডকোষের নিউর‍্যালজিয়া (প্রিমে, সিমিসি, পলস) যোনিপ্রদাহ (vaginitis) পিত্তজ-উদরাময় ইত্যাদি অন্য কতকগুলি পীড়াতেও-বার্ব্বেরিস উপকারী। বার্ব্বেরিস-একুইফোলিয়ম—৬৭৭ পৃষ্ঠা দেখুন।

মূত্র-ও পিত্ত-পাথরী—পিত্ত-পাথরী ও মূত্র-পাথরী (Biliarycal cali, Renal calculi) উভয়বিধ পীড়াতেই পাথরী নিঃসরণকালে যখন বেদনায় মনে হয় যেন কি ফোটাইতেছে, নড়িবার ক্ষমতাটি থাকে না, বেদনা কিড়নী হইতে আরম্ভ হইয়া পায়ের দিকে নামিয়া আসে, রোগী পুনঃ পুনঃ প্রস্রাবত্যাগের ইচ্ছা প্রকাশ করে, তখন—বার্ব্বেরিসে বিশেষ উপকার হয়। (ক্যান্থার দেখুন ইপোমিয়া—রেণ্যাল-কলিকসহ কোমরে ও প্রত্যঙ্গ বেদনা) বার্ব্বেরিস প্রয়োগকালে—পেরিটোনাইটীস (অন্ত্রাবরণীয় পরদার প্রদাহ) হউক, মেট্রাইটীস (জরায়ুর প্রদাহ) হউক কিম্বা কিড়নীর পীড়াই হউক, নিম্নের লক্ষণগুলি স্মরণ করিবেন এবং উহাই ইহার প্রধান চরিত্রগত লক্ষণ—

১। কিড়নী হইতে মূত্রথলী পর্য্যন্ত কাঁটাইছেঁড়ার মত বেদনা।

২। টিপিলে বেদনার বৃদ্ধি, যকৃত হইতে পিত্ত নিঃসরণ ক্রিয়ার হ্রাস।

৩। বাম্ কিড়নী হইতে বেদনা আরম্ভ হইয়া ইউরেটারের মধ্যদিয়া ব্লাডারে ও তথা হইতে ইউরেথ্রায় পরিচালিত হয়।

৪। কোমরে ভয়ানক বেদনা এবং কোমরে ও কিডনীর স্থানে যেন কি বুজবুজ করে। প্রস্রাবের সময় উরুতে ও কোমরে বেদনা।

৫। কোমর শক্ত ও আড়ষ্ট, পাছায় ও কোমরে ভীষণ বেদনা।

৬। পিত্ত-পাথরীশূল বেদনা—তৎসহ ন্যাবা, কাদা রঙের কিম্বা ছাই রঙের মত বাহ্যে।

৭। প্রস্রাব সবুজাভ কিম্বা রক্তের মত লালবর্ণ, তলানিতে ঘন শ্লেষ্মা।

৮। প্রস্রাব পাইলে বেগ ধারণ করা যায় না, নড়িলে-চড়িলেই প্রস্রাব সম্বন্ধীয় যন্ত্রণার বৃদ্ধি। প্রস্রাবের সময় নহে, অন্য সময় জ্বালা।

বাত—বাতে—বেঞ্জোয়িক-এসিড, ক্যালকেরিয়া, লাইকোপোডিয়ম প্রভৃতির সহিত প্রভেদ নিরূপণ করিয়া বার্ব্বেরিস প্রয়োগ করিবেন। বার্ব্বেরিসে—বাতাক্রান্তস্থানে বুজবুজ করা ও কাঁটাছেঁড়ার মত বেদনা থাকে।

কোমরে বাত (Lumbago)—ডাঃ এলেন বলেন এবং আমিও দেখিয়াছি—প্রথমে কোমরে বেদনা হইয়া যদি সেই বেদনা ক্রমশঃ সমস্ত শরীরে ছড়াইয়া পড়ে, কোমর হইতে উরুদেশ পর্য্যন্ত নামে, আর সেই সঙ্গে প্রস্রাব লালবর্ণের অথবা প্রস্রাবে শ্লেষ্মার তলানি পাওয়া যায়, তাহা হইলে—বার্ব্বেরিস অব্যর্থ মহৌষধ।

ডাঃ এলেন আরও বলেন—হাতের আঙ্গুলের নখের নিম্নের গাঁটের বেদনা-যন্ত্রণায় ও ফোলায়—বার্ব্বেরিসে বিশেষ উপকার হয়।

লিভারের পীড়া—ডানদিকের পাঁজরার নিম্নভাগে খোঁচামারা, বেদনা, লিভারের স্থান হইতে বেদনা উঠিবার যেন পাঁজরার মধ্যে খোঁচে কখন ঐ বেদনা পেটের মধ্যে আসে (পিত্ত-পাথরীতে এই লক্ষণটী স্পষ্ট থাকে). এই লক্ষণের সঙ্গে যদি বার্ব্বেরিসের প্রস্রাব লক্ষণটি থাকে, তাহা হইলে—বার্ব্বেরিসই লিভার পীড়ার অমোঘ ঔষধ।

কিডনীর পীড়া—এই পীড়ার সহিত কোমরে ভয়ানক ব্যথা, উহা কি শুইলে, কি বসিলে, সকল সময়েই বাড়ে, বেদনা প্রাতে অত্যন্ত অধিক এবং উহা কখনও কখনও উরুদেশ পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়। কিডনী- প্রদেশে বুজ বুজ করে যেন জল জমিয়া আছে। মূত্রনলীতে কিম্বা মূত্রথলী হইতে মূত্রনলী পর্য্যন্ত কাটাছেঁড়ার মত ব্যথা ; প্রস্রাবের পূর্ব্বে, সময়ে ও পরে জ্বালা, এই লক্ষণগুলি যে কোনও পীড়ায় থাকুক না কেন—বার্ব্বেরিস নির্দ্দিষ্ট। প্যারিরা-ব্রাভায়—বেদনা উরুদেশ পর্য্যন্ত এবং বার্ব্বেরিসে— বেদনা উরুসন্ধি পর্য্যন্ত নামে।

অণ্ডকোষের পীড়া—অণ্ডকোষের ও স্পার্ম্মাটিক-কর্ডের (রেতোজ্জুর) নিউর‍্যালজিক-বেদনা, ইহাতে অনেকস্থলে বার্ব্বেরিস—২/৪ মাত্রা প্রয়োগে ঐ বেদনার আশু উপশম হইয়াছে, (ক্লিমে, সিমিসি, পলস)।

বার্ব্বেরিস—প্রস্রাব উজ্জ্বল হরিদ্রা (bright yellow) কিম্বা রক্তের মত লালবর্ণ (blood red), প্রস্রাবের তলায় প্রচুর শ্লেষ্মা জমিয়া থাকে, প্রস্রাব কখনও ঘোলা ও পরিমাণে অধিক হয়।

বাধক বেদনা—ঋতুস্রাব অতি অল্প পরিমাণে হয়, বেদনা তলপেট ঘুরিয়া উরুতে নামে। ঋতুর গোলযোগের কিম্বা শ্বেত-প্রদরের নিমিত্ত কোমরে ব্যথা তৎসহ প্রসাব ঘোলা, প্রস্রাবে শ্লেষ্মা থাকে।

সদৃশ—পাথরীরোগে—ক্যান্থা, লাইকো, সার্সা, মেন্থা। যোনিপ্রদাহ, যোনিশূল—তৎসহ বাধকে যদি ইহার চরিত্রগত লক্ষণ থাকে—বার্ব্বেরিস। সোরাইসিসে—বার্ব্বেরিস-একুইফোলিয়ম; পরিশিষ্ট অংশে চর্ম্মপীড়া দেখুন।

ক্রিয়ানাশক—ক্যাম্ফর, বেল।

ক্রিয়া স্থিতিকাল—২০—৬০। ক্রম—θ—৩০ শক্তি।

ফরমূলা—আমেরিকান—৩; —জার্ম্মেনি—৪।

বিস্‌মথ (Bismuth)

(একপ্রকার ধাতু ও বিস্‌মথ-সব্‌-নাইট্রেট)—অন্ননলী, পাকস্থলী ও পরিপাক যন্ত্রের স্নায়ুর উপর ইহার প্রধান ক্রিয়া।

চরিত্রগত লক্ষণ ঃ—

১। একাকী থাকিতে পারে না, সঙ্গী চায় ; ২। চঞ্চল ও উদ্বিগ্ন— একবার বসে, একবার শোয়, বেড়ায় আবার বসে, একস্থানে কখনও অধিকক্ষণ থাকিতে পারে না ; ৩। জল বা তরল পদার্থ পানে পাকস্থলী পূর্ণ হইলেই বমি ; জলবৎ দুর্গন্ধ বাহ্যে ; ৪। কলেরায় অধিক পরিমাণে বাহ্যে বমি হওয়া সত্ত্বেও গা গরম থাকে, হিমাঙ্গ হয় না।

কলেরা—শিশুদিগের হউক কিম্বা পূর্ণ বয়স্কদিগের হউক, যেখানে হঠাৎ পীড়া আরম্ভ হইয়া দেখিতে দেখিতে রোগ-লক্ষণ বাড়িয়া পড়ে, তথায় দেখিবেন—বিস্‌মথ, ভেরেট্রম ইত্যাদি ঔষধ প্রয়োগ না করিলে পীড়া প্রায়ই সাংঘাতিক হইয়া উঠে।

বিস্‌মথ—বাহ্যের পেটে আদৌ বেদনা থাকে না। বাহ্যে জলের মত তরল এবং পরিমাণে অধিক ও অত্যন্ত দুর্গন্ধ। ইহাতে ভেদ বমি, কাট্‌-বমি, উকিতোলা, অতিরিক্ত পিপাসা সবই থাকে, তবে ইহার একটি বিশেষত্ব এই যে, পিপাসায় জলপানমাত্র জলটুকু বমি হইয়া উঠিয়া যায় ; কিন্তু অন্য খাদ্য (solid) এবং কিছুক্ষণ পেটে থাকে। ইহাতে কখনও পানমাত্র, কখনও পেটে পূর্ণ হইলেই বমি হয়। বিস্‌মথে—রোগীর গা বেশ গরম, স্বাভাবিক ও তাহার সঙ্গে কখনও ঘাম থাকে। ভেরেট্রম আর্সেনিক ও এন্টিম-টার্টের মত ঠাণ্ডা হয় না। হিমাঙ্গ হইলে—বিস্‌মথ আদৌ উপযোগী নহে। আর্সেনিকে—জল ও ভুক্তদ্রব্য দুইটিই উঠিয়া যায়। বিস্‌মথে—অত্যন্ত দুর্ব্বলতা এমন কি তাহাতে রোগীর মুখ মরার মত বিবর্ণ দেখায়। উদরাময়ে—নিম্নক্রম ; কিন্তু শিশু-কলেরায়—ইহার উচ্চক্রম অধিক উপকারী। পাকস্থলীর ক্যানসার পীড়ায় পেটে অত্যন্ত জ্বালাসহ অজীর্ণ বমন হইলে উহা—ক্রিয়োজোটের মত উপকারী। বিস্‌মথে—জিহবায় ঘন পুরু সাদাটে ময়লা থাকে।

শিরঃপীড়া—মাথায় নিউর‍্যালজিক (স্নায়ুশূল) ধরণের তীব্র বেদনা, মাথাবেদনা আরোগ্য হইলে পাকস্থলী-শূলবেদনা (gastralgis) কিম্বা মাথাব্যথার সঙ্গে সঙ্গেই পাকাশয়ে বেদনা, কিছু আহার করিবার অনতি পরেই মাথাবেদনা আরম্ভ এবং আহারীর দ্রব্য বমি হইলেই মাথা বেদনার উপশম, এই লক্ষণ কয়টি দৃষ্ট হয়। বিস্‌মথের বেদনা—মাথা হইতে মুখে ও দাঁতে পর্য্যন্ত পরিচালিত এবং ঠাণ্ডা জল বা ঠাণ্ডা কোনও বস্তু প্রয়োগে উপশম হয়।

পাকাশয়শূল-বেদনা (gastralgia)—পাকস্থলীতে প্রথমে অত্যন্ত খামচানি-কামড়ানি বেদনা হয়, পেটের মধ্যে জ্বালা করে, কিছু খাইলেই বেদনা বাড়ে, মনে হয় যেন পাকস্থলীতে একটা শক্ত ডেলা রহিয়াছে, পরে ঐ বেদনা পেটের ভিতর দিয়া পিছনে পিঠের দাঁড়ায় পরিচালিত হয়। বিস্‌মথের বেদনা ঠাণ্ডায় উপশম হয়, যদি দেখা যায় যে, পাকস্থলীর বেদনা ঠাণ্ডা কোনও পানীয় পানে উপশম, আর আহার করিতে করিতে পেট ভরিলেই বমি হয়, তাহা হইলে—বিস্‌মথ উপকারী। পেটে গড়্‌গড়্‌ শব্দ হইয়া সর্ব্বদা বায়ু নিঃসরণ, তৎসহ বাহ্যের বেগ ইহার একটি লক্ষণ।

পরবর্ত্তী ঔষধ—বেল, পল্‌স, সিপি।

ক্রিয়ানাশক—কফি, ক্যাল্‌কে, ক্যাপ্‌সি, নক্স।

ক্রিয়া স্থিতিকাল—২০—৫০ দিন। ক্রম—৬—২০০ শক্তি।

পাকাশয়-শূলে—৬ষ্ঠ বা নিম্ন শক্তি ও শিশু-কলেরায়—২০০ শক্তিতে অনেক সময় অধিক উপকার হয়। ফরমূলা—৭।

ব্ল্যাটা ওরিয়েন্ট্যালিস (Blata Orient.)

এই ঔষধটী আমরা কেবলমাত্র হাঁপানি (Asthma) পীড়াতেই ব্যবহার করি এবং অনেক সময় তাহাতে কিছু উপকারও প্রাপ্ত হই। জীবিত আরসোলা—(কেহ কেহ তেলাপোকা ও তেলচাটা বলে) হইতে উক্ত ব্ল্যাটা-ওরিয়েন্ট্যালিসের—টিংচার প্রস্তুত হয়। শুনিয়াছি স্বর্গীয় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় আরসোলার টিংচার প্রস্তুত করিয়া হাঁপানি রোগীদিগকে বিনামূল্যে বিতরণ করিতেন এবং তাহাতে অনেক রোগীও আরোগ্য হইত। ৭/৮টি আরসোলা বা তেলচাটা তিনপোয়া জলে সিদ্ধ করিয়া আধ পোয়া থাকিতে নামাইয়া কাপড়ে ছাঁকিয়া সেই জল সকালে এক ছটাক ও বৈকালে এক ছটাক পান করিতে দিলে অতি শীঘ্রই শ্বাসকষ্টের উপশম হয়। ঘৃণা নিবারণের জন্য রোগীকে না বলিয়া চায়ের সঙ্গে সিদ্ধ করিয়া দুধ চিনি দিয়া পান করাইলেও সমান উপকার হইবে, আগুনে সিদ্ধ হইলে আরসোলার কোনও গন্ধ থাকে না, চীনাদের ইহা একটি উপাদেয় খাদ্য।

হাঁপানি-কাশি—একোনাইট-ন্যাপ অধ্যায়—হাঁপানি-কাশির মধ্যে ব্ল্যাটো-ওরিয়েন্ট্যালিস এবং ষ্ট্রামোনিয়ম অধ্যায় দেখুন।

হাঁপানি কাশিতে—ব্ল্যাটা—θ, ১ × শক্তি, টিংচার বা বিচূর্ণ যাহাই- হউক না কেন, যতক্ষণ পর্য্যন্ত হাঁপানির টান ও শ্বাসকষ্ট প্রবল থাকে ততক্ষণ ব্যবহার্য্য; টান কমিয়া গেলে উচ্চশক্তি ব্যবহার করিতে হয়, নচেৎ সর্দ্দি না উঠিয়া কাশি অত্যন্ত কষ্টকর হইতে পারে।

জার্ব্বা-স্যাটা (Yerba- Santa)—শ্লেষ্মা নিঃসরণ করিবার শক্তি অধিক থাকায় এই ঔষধটিতে প্রচুর পরিমাণে গয়ার উঠিয়া রোগীকে হাঁপানির যন্ত্রণা হইতে অব্যাহতি প্রদান করে (ইহার অন্য নাম—ইরিওডিক্‌টিয়ন)।

ব্ল্যাটা-অমেরিকানা (Blata americana)—৬ষ্ঠ শক্তি, উদরী ও নানাপ্রকার শোথরোগের মহৌষধ, রোগীর চেহারা হলদে রঙের দেখায়, অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। প্রস্রাব করিবার সময় মূত্রনলীতে বেদনা থাকিলে ইহাতে উপকার হয়। ইহার লক্ষণের সহিত ব্ল্যাটা-ওরিয়েন্ট্যালিসের কোনও সম্বন্ধ নাই।

ক্রম—θ—২০০ শক্তি। ফরমূলা—টিংচার—৪ ;ট্রাইটুরেসন—৯।

বোরাক্স (Borax)

(সোহাগা)—শ্বেত-প্রদর, মুখের ক্ষত, বহুদিন স্থায়ী কাণে পুঁয, উদরাময় ইত্যাদি পীড়াতে এবং কোনও পীড়ার সহিত নিম্নদিকের গতিতে ভীত হওয়া, বোরাক্সের এই প্রধান চরিত্রগত লক্ষণটি থাকিলে তথায় ইহা বিশেষ ফলপ্রদ। বোরাক্সের রোগী অত্যন্ত নার্ভাস, একটুতেই ভয় পায়, বন্দুক কিম্বা বজ্রাঘাতের শব্দের অত্যন্ত ভীত হয়, সামান্য শব্দ বা একটুমাত্র গোলমালও সহ্য করিতে পারে না।

চরিত্রগত লক্ষণ ঃ—

১। নিম্নগতিতে ভয় ; ২। শিশু ঘুমাইতে ঘুমাইতে হঠাৎ চীৎকার করিয়া কাঁদে ; ৩। মাথার চুল জটা বাঁধে, নাকের পিচুটি, নাকের ডগা চক্‌চকে ও লালবর্ণ, জলের মত তরুণ সর্দ্দি নির্গমন সত্ত্বেও মধ্যে মধ্যে নাক বন্ধ (এমন-কার্ব); ৫। মুখের ভিতরে ও জিহবার ক্ষত ; ৬। প্রত্যেকবার প্রস্রাবত্যাগের পূর্ব্বে শিশু ক্রন্দন ; ৭। অধিক পরিমাণে সাদা চট্‌চটে ডিমের লালার মত লালাস্রাব গরম ; ৮। গায়ের চামড়া অপরিস্কার, গায়ে একটু কিছু লাগিলেই ঘা হয়, পাকে, পুঁয পড়ে (হিপার, সাইলি)।

মুখের ক্ষত—শিশুদিগের মুখের ক্ষত, শিশু স্তন ধরিয়া ছাড়িয়া দেয়, ক্ষত হইতে রক্তস্রাব হয় ; মুখের ভিতর, জিহবার ও তালুর শেষভাগে ঘা, মুখের ভিতর গরম, এই প্রকার মুখের ঘায়ের কিম্বা জিহবার ক্ষতের সঙ্গে যদি বোরাক্সের চরিত্রগত—নিম্নগতিতে ভয় পাওয়া লক্ষণটি থাকে, তাহা হইলে উহা অব্যর্থ ঔষধ। মার্কুরিয়সে—মুখের ঘায়ে লালা নিঃসরণ হয়। এরাম-ট্রাইফাইলমের ক্ষতে ব্যথা থাকে এবং নাসিকা ও মুখের চারিদিকে বড় বড় মামড়ি পড়ে, ইহাতে রোগী কেবল নাক খোঁটে। সোহাগার খই গ্লিসারিণের সহিত মিশ্রিত করিয়া জিহবায় ২/৪ দিন বাহ্যিক প্রয়োগ করিলে জিহবায় ক্ষত আরোগ্য হয় ; অনেকে জিহবার ও মুখের ঘায়ের নিমিত্ত মধুসহ সোহাগার খই ব্যবহার করেন, তাহাতে অনেকস্থলে হয়ত অনিষ্ট হয়, মধুতে এসিড-ফারমেন্টেসন বৃদ্ধি করে, তাহাতে ঘা আরও অধিক বাড়িয়া যাইতে পারে। মুখে ঘা হইলে চিনি প্রভৃতি মিষ্ট দ্রব্য ও যে সকল দ্রব্যে অধিক ষ্টার্চ্চ আছে, সেই সকল দ্রব্য পরিমাণে যত অল্প হয় খাওয়া ভাল, কারণ তাহাতেও ফারমেন্টেসন (পচন) বৃদ্ধি হয়।

চক্ষুর পীড়া—চক্ষুর পাতায় চট্‌চটে আঠাযুক্ত পিঁচুটি, তাহাতে চক্ষু জুড়িয়া যায়, চক্ষুর পাতার ধারে খুব বেদনা থাকে।

শ্বেত-প্রদর—সাদা হড়্‌হড়ে কিম্বা ডিমের শ্বেত লালার মত চট্‌চটে স্রাব প্রচুর পরিমাণে নির্গত হইলে এবং ঐ স্রাব অত্যন্ত গরমবোধ হইলে—বোরাক্স—উপযোগী। বোরাক্সে—ঋতু খুব শীঘ্র শীঘ্র ও পরিমাণে অধিক স্রাব হয়, ঋতুস্রাবের পূর্ব্বে ও পরে প্রদর স্রাব হয়। ইহা পুরাতন যোনি-প্রদাহের ও জরায়ু-প্রদাহেরও ভাল ঔষধ।

কর্ণের পীড়া—পুরাতন (Otorrhoea)—কর্ণস্রাবে এবং কর্ণশূলে—কানে ফোলা, ব্যথা থাকিলে ও কান অত্যন্ত গরমবোধ হইলে—বোরাক্সে উপকার হইবে। শিশুদের কাণ পাকায় ঘন শ্লেষ্মার শত পুঁয নির্গত হয়, (ডাঃ ন্যাস বোরাক্সে—১৪ বৎসরের পুঁয পড়া বন্ধ করিয়াছিলেন)।

প্রস্রাবের জ্বালা ও ক্রন্দন—শিশু প্রায়ই ঘন ঘন প্রস্রাব করে এবং প্রত্যেকবার প্রস্রাবের সময় কাঁদিয়া উঠে, এই লক্ষণসহ প্রস্রাবে অত্যন্ত দুর্গন্ধ এবং প্রস্রাব গরম থাকিলে—বোরাক্স—উপকারী। যদি শিশুর প্রস্রাবের তলানি বালিকণার মত হয়, অর্থাৎ—পাথরী পীড়ার লক্ষণ থাকে, তাহা হইলে—লাইকোপোডিয়ম, সার্সাপ্যারিলা উপযোগী; কিন্তু উহা মূত্রনলী প্রদাহজনিত

হইলে—ক্যান্থারিস উপকারী। পেট্রোসেলিনিয়মে —হঠাৎ প্রস্রাবের বেগ আসে, ছেলে কাঁদিয়া উঠে ও প্রস্রাব করে।

নিদ্রা—শিশু প্রায়ই ঘুমাইবার সময় হঠাৎ চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠে এবং মাতাকে জড়াইয়া ধরে, যেন স্বপ্নে কত ভয় পাইয়াছে, প্রকৃত কারণ পাওয়া যায় না। রাত্রি ৩টায় ঘুম ভাঙ্গে আর ঘুম হয় না।

উদরাময়—শিশুদিগের বিশেষতঃ দুগ্ধপোষ্য শিশুদিগের বাহ্যে—সবুজরঙের তরল কিম্বা আমমিশ্রিত হলদে, এই প্রকার উদরাময়ের সঙ্গে মুখের ক্ষত ও বাহ্যের পূর্ব্বে পেট ব্যথা, কান্না ইত্যাদি লক্ষণ থাকিলে—বোরাক্স সর্ব্বাপেক্ষা উপকারী ঔষধ।

কাশি—ডানদিকের বুকের উপরিভাগে অত্যন্ত খোঁচামারা ব্যথার সহিত কাশি, তাহাতে নিশ্বাসবন্ধের ভাব, গলায় অত্যন্ত দুর্গন্ধ, এই সমস্ত লক্ষণে সাধারণ কাশি হইতে যক্ষ্মার কাশি পর্য্যন্ত হইলেও—বোরাক্স উপযোগী। ইহাতে সিঁড়িতে উঠিতে এত কাঁপাইয়া পড়ে যে, কথা কহিতে পারে না।

প্লুরিসি—প্রকৃত প্লুরিসি হউক, প্লুরোডাইনা (পার্শ্ববেদনা) হউক, উহাতে ডানদিকের বুকের উর্দ্ধাংশ ছুঁচফোটান বেদনা ; নিশ্বাস টানিলে বা কাশিলে বেদনার বৃদ্ধি, গয়ারে কাদার স্বাদ ও গন্ধ, এই লক্ষণগুলি থাকিলে—বোরাক্স উপযোগী।

কেশের পীড়া—চুলের ডগাগুলি জড়াইয়া জটা বাঁধে, চুল কাটিয়া দিলেও পুনরায় ঐরূপ হয়।

আভাষ—ডানদিকে নামিবার বা নামাইবার সময় রোগী ভয় পায়, শিশুকে কোল হইতে নামাইবার সময় চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠে ও মাতাকে জড়াইয়া ধরে, কোলে করিয়া সিঁড়িতে নামিবার কালেও ঐরূপ কাঁদে ; দোলা-খাট-চেয়ার ইত্যাদি হইতেও নামাইবার সময় ঐরূপ কাঁদে। কোন শিশুর কোনও পীড়ায় কান্নায় উক্ত লক্ষণ থাকিলে তাহার যে পীড়াই হউক না কেন,—বোরাক্স আরোগ্য হইবে। বয়স্কগণ সিঁড়ি কিম্বা কোনও উচ্চস্থান হইতে তাড়াতাড়ি নামিতে পারে না, ভয় হয়।

বৃদ্ধি—নিম্নগতিতে, ধুমপানে, ঠাণ্ডা জলীয় বায়ুতে, প্রস্রাবের পূর্ব্বে ও যতক্ষণ না প্রস্রাব নির্গত হয়। উপশম—চাপে।

পরবর্ত্তী ঔষধ—আর্সে, ব্রায়ো, ক্যালকে, লাইকো, নক্স, ফস, সাইলি। এসেটিক-এসিডের পূর্ব্বে বা পরে ইহা প্রয়োগ নিষিদ্ধ।

ক্রিয়ানাশক—ক্যামো, কফি। ক্রিয়া স্থিতিকাল—৩০ দিন।

ক্রম—২×—৩× ও ৩—৩০ শক্তি। ফরমূলা—৫-বি, বিচূর্ণ—৭।

বোভিষ্টা (Bovista)

(ব্যাঙের ছাতা জাতীয় একপ্রকার ক্ষুদ্র উদ্ভিদের টিংচার)—সাধারণতঃ ইহা স্ত্রীলোকদিগের কতিপয় পীড়া ও চর্ম্মরোগেই অধিক ব্যবহৃত হয়। চর্ম্মপীড়াগ্রস্ত ব্যক্তি যাহারা সর্ব্বদাই শরীর চুলকায়, তোৎলা, বৃদ্ধি স্ত্রী— প্রায়ই

বুক ধড়ফড় করে, অত্যন্ত অসাবধান, সর্ব্বদাই হাত হইতে দ্রব্যাদি পড়িয়া যায় ও শেষে অপ্রস্তুত হয়, যাহারা কোমরে কাপড় আঁটিয়া পরিতে পারে না, তাহারাই ইহার উপযুক্ত ক্ষেত্র।

চরিত্রগত লক্ষণ ঃ—

১। নাসিকা ও অন্যান্য স্থানের শ্লৈষ্মিক-ঝিল্লী হইতে যে স্রাব নির্গত হয় তাহা শক্ত দড়ি কিম্বা তারের মত লম্বা চট্‌চটে (ক্যালি-বাই); ২। বগল ঘামে, ঘামে রসুনের মত দুর্গন্ধ; ৩। দাঁত তুলিবার পর হইতে রক্তস্রাব (হ্যামামেলিস); ৪। মেরুপুচ্ছে অসহনীয় চুলকানি; ৫। শরীরের ও হাতে পায়ের অত্যধিক দুর্ব্বলতা ; ৬। মাসিক রক্তস্রাব—রাত্রিকালে স্রাব হয়, দিনে বন্ধ ; ৭। তোৎলা কথা (ষ্ট্রামো)।

স্ত্রী-ব্যাধি—মাসিক ঋতুস্রাব বন্ধ হইবার পর পুনরায় ঋতুকালের মধ্যবর্ত্তী সময়ে অনেকের মধ্যে মধ্যে ঋতুস্রাব হয়; কিন্তু সেই ঋতুস্রাবে কোনও প্রকার বেদনা থাকে না, উক্ত প্রকার স্রাব রাত্রিতে ও প্রাতঃকালেই অধিক হয়, উহা সূক্ষ্ম শিরার শিথিলতাহেতু রক্তস্রাব, পরিশ্রম বা অন্য কোনও কারণ বশতঃ হয়, ইহাতে—বোভিষ্টা উপকারী। সিকেলি নামক ঔষধটি উক্তপ্রকার রক্তস্রাবের ঔষধের হইলেও তাহাতে অনেক সময় উপকার হয় না, বরং—বোভিষ্টায় উপকার হয়। কেবলমাত্র রাত্রিকালে রক্তস্রাবে—ম্যাগ-কার্ব্ব; শুইলে স্রাব বন্ধ—ক্যাক্টস, কষ্টি, লিলিয়ম।

অষ্টিলেগো (Ustilago)—৩×; ঋতুস্রাবের রঙ ঘোর টক্‌টকে লালবর্ণ, তরল রক্তের মধ্যে কতকটা জমা চাপ্ চাপ্ রক্ত থাকে। ঋতুর সময় এই প্রকার রক্তস্রাব হইলে কিম্বা প্রসব ও গর্ভস্রাবের পর অথবা গর্ভস্রাবের সঙ্গে এবং ঋতুবন্ধের বয়সে এই প্রকার রক্তস্রাব হইতে থাকিলে —অষ্টিলেগো উপযোগী। জরায়ু ঘুরিয়া বা নড়িয়া যাইয়া রক্তস্রাব হইলেও —অষ্টিলেগো উপযোগী। বোভিষ্টার একটি প্রধান লক্ষণ—ঋতুর সময় এবং আহারের পর বুক ধড়্ফড় করে এবং রোগীর বুক ভারি হয়, রোগী তাহাতে মনে করে তাহার মাথা অথবা বুক যেন ফুলিয়া বড় হইয়াছে। ইরিজিরণে—জরায়ুর শিথিলতা বশতঃ রক্তস্রাব হয়, ইহাতে প্রস্রাবে জ্বালা ও কোঁথানি থাকে এবং রক্তস্রাব থামিয়া থামিয়া হয়। মিচেলার রক্তস্রাবে ও প্রস্রাবে জ্বালা আছে এবং উহাতে—সিকেলি, অষ্টিলেগো ও বোভিষ্টার মত স্রাব অতি অল্প অল্প পরিমাণে নির্গত হয় (Passive haemorrhage), আবার কখনও রক্তস্রাব একবার খুব জোরে হইয়া অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত বন্ধ থাকে (হ্যামামেলিস, সিকেলি অধ্যায় দেখুন)।

শ্বেত-প্রদর—ডিমের শ্বেতাংশের ন্যায় স্রাব, ঋতুর কিছুদিন পূর্ব্বে ও পরে প্রকাশিত হয়।

নাসিকার পীড়া—নাক দিয়া রক্ত পড়ে, নাকে আঠাল সর্দ্দি।

উদরাময়—ঋতুর পূর্ব্বে ও ঋতুস্রাবকালীন উদরাময় (এমন-কার্ব্ব), বৃদ্ধদের পুরাতন উদরাময়, রাত্রিতে ও প্রাতে বৃদ্ধি।

শ্বাসরোধ—এমন-কার্ব্বনিকাম অথবা হাইড্রোসিয়ানিক-এসিডের মত বোভিষ্টাতেও—শ্বাসরোধ ও দমবন্ধের ভাব লক্ষণটি আছে। ধূমজনিত শ্বাসরোধ প্রভৃতি পীড়ায় এবং তোৎলা কথায়—বোভিষ্টা উপকারী।

আমবাত—উদরাময়ের সহিত আমবাত হইলে—বোভিষ্টায় উপকার হয় (এপিস অধ্যায় দেখুন)।

ক্রিয়ানাশক—ক্যাম্ফর। ক্রিয়া স্থিতিকাল—৭—৪ দিন।

ক্রম—θ, ৩, ৬, ৩০ শক্তি। ফরমূলা—বিচূর্ণ—৭, টিংচার—৪।

ব্রোমিয়ম (Bromium.)

লবণাক্ত ঝরণার জলে ও সমুদ্রের জলে ইহা আয়োডিনের সহিত থাকে, রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় বাহির করিয়া লইতে হয় ; ২য় শক্তি পর্য্যন্ত ডিস্‌টিল্ড-ওয়াটারে ; ৩য় শক্তি—ডাইলিউট এলকোহল ও পরবর্ত্তী শক্তি সাধারণ স্পিরিটে প্রস্তুত হয়। ৬ষ্ঠ শক্তির নীচে ব্যবহার করিতে হইলে প্রতিবারে উহা নূতন প্রস্তুত করিয়া লওয়া আবশ্যক।

পাট বা শোণের রঙের মত চুল, নীল চক্ষু (কাল চুল, কাল চক্ষু—) আয়োডাম ; স্ক্রফুলা ধাতুর ব্যক্তি—যাহাদের প্রায়ই গ্ল্যাণ্ড ফোলে ও নাকে বিশেষতঃ কর্ণমূলের গ্ল্যাণ্ড (Parotid) অধিক আক্রান্ত হয়, তাহাদের পীড়াতেই ইহা শীঘ্র ক্রিয়া প্রকাশ করে এবং স্বরযন্ত্রের (লেরিংশ) ও শ্বাসনলীর (trachea) উপরেই ইহার ক্রিয়া অধিক।

ডিপ্‌থেরিয়া—এই পীড়ার সহিত প্যারোটিড-গ্ল্যাণ্ড আক্রান্ত হইলে এবং পীড়া লেরিংস কিম্বা ট্রেকিয়া হইতে আরম্ভ হইয়া ফ্যারিংস (অন্ননলী মুখ) পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইলে—ব্রোমিয়ম প্রযোজ্য। এই পীড়ার প্রধান ঔষধ—মার্কুরিয়স-সিয়ানেটাস, উহার অধ্যায় দেখুন।

হাঁপানি, হুপিং-কাশি, কাশি, ঘুংড়ী—আয়োডাম দেখুন।

গ্ল্যাণ্ডের ফোলা—কোনও গ্ল্যাণ্ড বিশেষতঃ নিম্ন চোয়ালের ও গলায় গ্ল্যাণ্ড পাথরের মত শক্ত থাকিলে এবং গণ্ডমালায়—আয়োডামে ফল না পাইলে ব্রোমিয়মে উপকার হইবে। টন্‌সিলাইটীস পীড়ারও ইহার ঔষধ।

স্ত্রী-ব্যাধি—জরায়ুর মধ্যে বায়ু সঞ্চয় (Physometra) এবং যোনি পথ দিয়া উচ্চ শব্দে বায়ু নিঃসরণ হয়।

হৃৎপিণ্ডের পীড়া—হৃৎপিণ্ডের বিবৃদ্ধি (Hypertrophy of the heart) এই পীড়ার বিস্তৃত বিবরণ মৎকৃত "প্র্যাকটিসনার্স গাইডে" পাইবেন। —রোগী আদৌ পরিশ্রম করিতে পারে না, একটুমাত্র চলাফেরা করিলে কিম্বা বসিয়া থাকিয়া উঠিলেই বুক ধড়ফড়্ করে। এই পীড়ায়—নাড়ীর গতি ধীর, নাড়ী মোটা ও কঠিন হওয়া— ব্রোমিয়মের আর একটি চরিত্রগত লক্ষণ, অতএব কোনও পীড়ায় নাড়ীর উক্তপ্রকার লক্ষণ দেখিলে তৎক্ষণাৎ—ব্রোমিয়ম দিবেন।

অণ্ডকোষের পীড়া—অণ্ডকোষ ফোলে, গরম ও শক্ত হয় ; অত্যন্ত বেদনা, একটুমাত্র চলাফেরা করিলেই যেন প্রাণ বাহির হইয়া যায়।

নিদ্রা—ঘুমাইতে ঘুমাইতে স্বপ্ন দেখিয়া চমকাইয়া উঠে, জাগিয়াও কাঁপিতে থাকে (ক্যালি ব্রোম, হায়োসিয়ামস, ল্যাকেসিস দেখুন)।

ব্রোমিয়ম সেবনকালীন দুগ্ধপান করা নিষিদ্ধ। বৃদ্ধি—৫টা হইতে রাত্রি ১২টা, গরম ঘরে। উপশম—নড়িলে চড়িলে, পরিশ্রমে, সমুদ্রের ধারে।

সদৃশ—ঘুংড়ীতে—আয়োডাম, হিপার, স্পঞ্জিয়া।

ক্রিয়ানাশক—ক্যাম্ফর, এমন কার্ব্ব।

ক্রম—৬—৩০ শক্তি। ফরমূলা—৫-বি।

ব্রায়োনিয়া (Bryonia .)

(ইউরোপের একপ্রকার লতা)—ফাইব্রাস-টীসু, ফুসফুস, সিরাস-মেমব্রেণ, যকৃত ও মস্তিষ্ক ইত্যাদির উপর ইহার প্রধান ক্রিয়া।

বে'তো ও পিত্তের ধাতু, যাহারা সহজেই রাগিয়া উঠে এবং রোগা, শীর্ণ ও কালবর্ণের ব্যক্তিদিগের পক্ষে ইহা অধিক কার্য্যকরী। নক্স- ভমিকার রোগীর সহিত ইহার অনেকটা সাদৃশ্য দৃষ্ট হয়।

নিম্নলিখিত লক্ষণগুলি ইহার চরিত্রগত লক্ষণ ঃ—

১। মাথাঘোরা—মাথা যেন চাকার মত গোলাকার ঘোরে, প্রাতে এবং বিছানা কিম্বা আসন হইতে উঠিলেই মাথা ঘোরে, পড়িয়া যাইবার মত হয়; ২। শুষ্কতা—যেমন ঠোঁট, মুখ, জিহবা, পাকস্থলী, সমস্তই শুষ্ক (জিহ্বা অত্যন্ত শুষ্ক—ক্রোরাম); ৩। পিপাসায় অনেকক্ষণ অন্তর অধিক পরিমাণে জলপান করে, শীতল জল চায় ; ৪। মল শুষ্ক, কঠিন যেন ঝামার মত ; ৫ ঋতুকালে নাক দিয়া রক্ত পড়া ; ৬। নড়ন-চড়নে পীড়ায় বৃদ্ধি, উদর ব্যতীত সকল স্থানের বেদনা—চাপিলে বা টিপিলে উপশম ; ৭। মাথার বেদনা ভিন্ন সকল স্থানের বেদনা উত্তাপে উপশম, বেদনার প্রকৃতি ছুঁচফোটানো; ৮। প্রলাপে—দৈনিক কার্য্যের ও নিজ ব্যবসায়ের কথা বলে ; ৯। বাতশ্লেষ্মা-জ্বর—ঠোঁটনাড়া যেন কিছু চিবাইতেছে, ঠোঁট শুষ্ক ও ফাটা ; ১০। গ্রীষ্ম পড়িলে উদরাময়ের বৃদ্ধি; ১১। সূতিকা-জ্বর, ঠুণকো, স্তন প্রদাহ ; ১২। উঠিয়া বসিলে গা-বমি-বমি ও গা-ঝিম্ ঝিম্ করে, মাথা ঘোরে; মাথার সম্মুখে, পশ্চাতে, ঘাড়ে, কন্ধে ও পৃষ্ঠে বেদনা; ১৩। বাম হাত বা বাম পা অনবরত নাড়ে ; ১৪। জ্বরে—রোগী চুপ করিয়া পড়িয়া থাকে, জ্বরের সঙ্গে অল্প-বিস্তর ঘাম ; ১৫। ফুসফুস প্রদাহ, ব্রঙ্কাইটীস, ব্রঙ্কো-নিমোনিয়া, বাতশ্লেষ্মা-জ্বর প্রভৃতি রোগের প্রথমাবস্থায় ব্যবহার; ১৬। কাশি-গলার মধ্যে কুট্‌কুট করে, রাত্রিতে কাশির বৃদ্ধি ইত্যাদি।

বেদনা–কোনও পীড়ায় ছুঁচফোটান বেদনা থাকিলে–ব্রায়োনিয়াও ক্যালিকার্ব্ব উপকারী। সিরাস-মেম্‌ব্রেণের প্রদাহ হইয়া যে বেদনা হয় তাহার বিশেষত্ব–ছুঁচফোটান। প্লুরিসি, মেনিন্‌জাইটীস, পেরিটোনাইটীস, পেরিকার্ডাইটীস ইত্যাদি

পীড়ায় ছুঁচফোটান বেদনা থাকিলে—ব্রায়োনিয়াই প্রথম ঔষধ। ক্যালি-কার্ব্বে—ছুঁচফোটান বেদনা থাকিলেও তাহা ব্রায়োনিয়ার মত নড়ন-চড়নে বৃদ্ধি হয় না এবং তাহাতে রোগী স্থির হইয়া থাকিলেও বেদনার হ্রাস হয় না; ক্যালি-কার্ব্বে বেদনা শরীরের সর্ব্ব-স্থানে এমন কি দাঁতে পর্য্যন্ত হয়; তবে ডানদিকের বুকের নীচেই অধিক নির্দ্দিষ্ট। সিরাস-ক্যাভিটীর মধ্যে রস জমা হেতু বেদনাতে—এপিসও খুব উপকারী, তবে এপিসের ব্যথা:—হুলফোটানোর মত।

বাত ও কোমরে বাত—গাঁটের বিশেষতঃ যেখানে বড় বড় গাঁট আছে সেই স্থানের বেদনায় ও প্রদাহে এবং কোমরের বাতে—ব্রায়োনিয়া উপকারী। ইহার বেদনা অনেক সময় স্থান পরিবর্ত্তন করে, একস্থান হইতে অন্যস্থানে চলিয়া বেড়ায়, প্রথমে যে স্থান আক্রান্ত হয়; সেস্থান কিছুমাত্র বেদনা থাকে না কিম্বা প্রথমে আক্রান্তস্থানে অল্প বিস্তর কিছু বেদনা থাকে ও নূতন আক্রান্তস্থানে তীব্র বেদনা হয়, আক্রান্তস্থান ফোলে, গরম ও লালবর্ণ হয়, চক্‌চক্ করে, সামান্যমাত্র নড়াচড়া করিলেই যন্ত্রণা বাড়ে, হাঁটু শক্ত ও বেদনাযুক্ত, গাঁট ফোলে, গাঁট গরম ও লালবর্ণ হয়, ছিড়েফেলার মত বেদনা—একটুমাত্র নড়াচড়া করিলেই বেদনার বৃদ্ধি, পায়ের তলা ফোলে ও গরম হয়। গরম ফোমেন্টসন, পুলটীস বা তাপ দিলে বেদনার অনেকটা উপশম থাকে।

নূতন হউক, পুরাতন হউক, গাঁটে হউক, মাংসলস্থানে হউক—বাতে যেখানে ব্রায়োনিয়ার প্রয়োজন, সেখানে অন্যান্য উপসর্গের সহিত প্রচুর পরিমাণে ঘাম থাকে।

জ্বর—সর্দ্দি, বাতিক, ইনফ্লুয়েঞ্জা, রেমিটেন্ট—টাইফয়েড, নব-জ্বর ইত্যাদি সর্ব্বপ্রকার জ্বরেই লক্ষণ মিলিলে—ব্রায়োনিয়া প্রয়োগ করিতে পারা যায় (একোনাইট অধ্যায় দেখুন)। ব্রায়োনিয়া প্রয়োগকালীন— পিপাসা, মাথাব্যথা, জিহবার ময়লা, মুখে তিক্ত আস্বাদ, অল্প-বিস্তর ঘাম (অন্ততঃ গা ভিজা-ভিজামত), চুপ করিয়া পড়িয়া থাকা, মোটামুটি এই কয়টী লক্ষণের উপর দৃষ্টি রাখিবেন। ব্রায়োনিয়ার জিহবা—জ্বরে শুষ্ক ও খস্‌খসে থাকে, তাহার সহিত পেটের দোষ থাকিলে (gastric disorder) —জিহবা ভারী, সাদা কিম্বা হল্‌দে ময়লাযুক্ত হয়; প্রবল পিপাসা।

টাইফয়েড-জ্বর—উপরে বলিয়াছি যে, ইহার রোগ লক্ষণ—নড়িলে-চড়িলে বৃদ্ধি হয়, এই পীড়াতেও সেইরূপ নড়িলে চড়িলে সমস্ত কষ্টের বৃদ্ধি হয়, তাই রোগী নড়িতে চাহে না, ভয় পায়। গায়ে অত্যন্ত বেদনা থাকে, নাক দিয়া রক্ত পড়ে, তাহাতে মাথার বেদনার একটু উপশম থাকে, ঠোঁট ফাটে, ঠোঁট দুইটি নাড়ে—ঠিক যেন কিছু চিবাইতেছে; প্রলাপ— মৃদু, রোগী নিজের দৈনিক ব্যবসায়ের বা কার্য্যাবলীর সম্বন্ধে প্রলাপ বকে ; বিকার রোগী বাড়ী যাইবার কথা বলে, সে মনে করে যেন অন্যস্থানে রহিয়াছে। ব্রায়োনিয়া, জেল্‌সিমিয়ম, ব্যাপ্‌টিসিয়া, এই তিনটিই প্রায়—টাইফয়েড জ্বরের প্রথম অবস্থায় ঔষধ (প্রভেদ— ব্যাপ্‌টিসিয়া অধ্যায়ে দেখুন)। টাইফয়েড ব্রায়োনিয়া বিফল হইলে— ইউপাস (upas—৩য় হইতে ৬ষ্ঠ)।

সবিরাম-জ্বর—জ্বর আসিবার সময়ের কিছু স্থিরতা নাই, জ্বরের পূর্ব্বাবস্থায়—মাথাব্যথা, হাত-পা-গা সর্ব্বশরীর কামড়ায়, অত্যন্ত পিপাসা। শীতাবস্থায়—পিপাসা, শুষ্ক কাশি, বুকে ছুঁচফোটান বেদনা, রোগী চুপ করিয়া পড়িয়া থাকে। উত্তাপাবস্থায়—প্রবল পিপাসা, অন্তরে অত্যন্ত দাহ, বালিস হইতে মাথা তুলিতে পারে না, কারণ মাথা তুলিলেই গা- বমি-বমি, মাথাঘোরা ও মাথাব্যথা বাড়ে। ঘর্ম্মাবস্থায়—প্রচুর ঘাম দেয়, মুখ তিক্ত ও শুষ্ক। জ্বরত্যাগ অবস্থায়—শরীরের সর্ব্বস্থানে বেদনা, ঐ বেদনা টিপিলে বা চাপিলে উপশম হয়, বমি করে।

ব্রঙ্কাইটীস, নিমোনিয়া, প্লুরিসি ও প্লুরোডাইনা—এই সমস্ত পীড়ায়—পীড়ার অন্যান্য উপসর্গসহ যদি বুকের ব্যথাটি থাকে, তাহা হইলে—ব্রায়োনিয়াই প্রথম ঔষধ। নিমোনিয়ায়—ফেরমফস, একোনাইট প্রভৃতি ঔষধ প্রয়োগের পর জ্বর ও কাশির অন্যান্য লক্ষণসহ যখন রোগীর ছটফটানি কমিয়া আসে, কাশিও একটু সরল হয়, যেদিকে বেদনা সেই দিকে চাপিয়া শয়ন করে, তাহাতে উপশমবোধ হয়, তখন—ব্রায়োনিয়া বিশেষ উপকারী (বেদনাযুক্ত স্থানে—বিশেষতঃ বামদিকে চাপিয়া শুইতে অধিক কষ্টবোধ করিলে—ফসফরাস উপযোগী। প্লুরিসিতে—ছুঁচফোটান-বেদনাই ব্রায়োনিয়া প্রয়োগের প্রধান লক্ষণ, কাশির সময় রোগী হাত দিয়া বুক চাপিয়া ধরে। বেদনা—তাপ প্রয়োগে উপশম হয়। ব্রয়োনিয়ার সমস্ত পীড়া—ডানদিক অধিক আক্রমণ করে (ক্যালি-কার্ব্ব দেখুন)। ব্রায়োনিয়া—প্লুরো-নিমোনিয়ায় বিশেষ ফলপ্রদ ; পুরো নিমোনিয়ায়— ফস্‌ফরাস উপযোগী। ডাঃ হিউজেস্ বলেন—ব্রঙ্কাইটীস পীড়ায় ব্রায়োনিয়ার দ্বারা কোনও উপকার হয় না ; তবে শুষ্ক কাশি, টান, স্টার্ণম-অস্থির নিকট ভারবোধ, চট্‌চটে রক্তমিশ্রিত গয়ার, কিছু খাইলে কাশির বৃদ্ধি, কাশিতে কাশিতে বমন, কাশির সময় রোগী বুক চাপিয়া ধরে, উক্ত লক্ষণ-সহ জ্বর, মাথাব্যথায়—মাথা যেন ফাটিয়া যায়, গলায় বেদনা, এই লক্ষণগুলি ব্রঙ্কাইটীস পীড়ায় থাকিলে ব্রায়োনিয়ায় বিশেষ উপকার দর্শে।

ব্রঙ্কাইটীস, প্লুরিসি, ইন্‌টারকষ্টাল্-নিউর‍্যাল্‌জিয়া প্রভৃতি কতিপয় পীড়ায় ব্রায়োনিয়ার মত বক্ষঃ পীড়ার লক্ষণে— এক্লিপিয়াস-টিউবারোসা (Asclepias Tuberosa)—নামক ঔষধটিও বিশেষ উপকারী। বক্ষঃ স্থলের পীড়ায় ব্রায়োনিয়ার সহিত ইহার অনেকটা পরিমাণে সাদৃশ্য দেখা যায়। নিশ্বাস ফেলিবার সময় বুকে বেদনা, বেদনা—বাম ফুসফুসের নিম্নভাগে অধিক (ব্রায়োনিয়ায়-ডানদিকে), শুষ্ক কাশি, কাশির সময় কপালে ও পেটে বেদনা, বুকের মাঝের হাড়ের পিছনে (behind sternum) কাটাছেঁড়ার মত বা চিড়িকমারা বেদনা, জোরে নিশ্বাস লইলে বা নড়াচড়া করিলে বেদনা আরও বাড়ে, বুকের মাঝের হাড়ের দুইপাশে পাঁজরার হাড়ের মধ্যস্থলে টিপিলে বেদনাবোধ হয়, এইগুলি—এসক্লিপিয়াসের লক্ষণ ও ব্রায়োনিয়ার সদৃশ; অতএব ব্রায়োনিয়ায় উপকার না হইলে পরে—এসক্লিপিয়াস ঔষধটি ব্যবহার করিয়া দেখা যাইতে পারে; ইহার—θ, ১ × শক্তিই অধিক ব্যবহৃত হয় (সমস্ত ডান ফুসফুসে বেদনা—ইউপাস)।

(নিমোনিয়ায় ডান ফুসফুস আক্রান্ত—বেল, ব্রায়ো, ফস, চেলি, মার্ক, এন্টিম-টার্ট, রস ; বাম ফুসফুস আক্রান্ত—সলফ, এন্টিম-টার্ট; উভয় ফুসফুস

আক্রান্ত—এন্টিম-টার্ট, এন্টিম-আর্স, এন্টিম-সল্ফ, হিপার, লাইকো; বেদনার স্থানে চাপে আরামবোধ—ব্রায়ো ; চাপে কষ্ট—বেল, ফস, মার্ক ; বুকে ছুঁচফোটান বেদনা—ব্রায়ো, চেলি, ফস, স্কুইলা ; কাশির সহিত রক্ত—ক্যাম্ফার, এসিড-ফস, রস-টক্স; প্লুরো-নিমোনিয়া—ব্রায়ো, বেল, চেলিডোন ; ব্রঙ্কো-নিমোনিয়া—ফস ;চুপ করিয়া পড়িয়া থাকে—বেল, ব্রায়ো, আর্ণি, চেলিডোন ; ছটফট্ করে—একোন, রস, আর্স; প্রমেহের পর নিমোনিয়া—থুজা, ক্যালি-মিউর, ন্যাট্রম-সল্ফ ; সামান্য সর্দ্দি হইয়া পরে নিমোনিয়া—মার্ক, ব্রায়ো ; টাইফয়েডের সঙ্গে নিমোনিয়া—রসটক্স এসিড-ফস ; নাসা পক্ষ নড়ে—ফস, এন্টিম, লাইকো।

লিভার—ডানদিকই ব্রায়োনিয়ার প্রিয় স্থান। লিভারের পীড়ায়— লিভারের স্থানে ছুঁচফোটান ব্যথা, জ্বালা টাটানি ব্যথা, ফোলা, চাপ দিলে, কাশিলে, নিশ্বাস লইলেও বেদনার বৃদ্ধি, পেটের উপরিভাগেও বেদনা, পোড়ামাটির মত অত্যন্ত শুষ্ক কঠিন মল, মুখে তিক্ত আস্বাদ, ডান কাঁধের দাবনায় ব্যথা ইত্যাদি লক্ষণে—ব্রায়োনিয়া প্রযোজ্য; কিন্তু আবার এই পীড়ার উক্ত প্রায় সমস্ত লক্ষণগুলিই—চেলিডোনিয়মে আছে, কেবল মলের বিভিন্নতামাত্র দেখিতে পাওয়া যায়। চেলিডোনিয়মে—মল গন্ধকের মত হরিদ্রাবর্ণের কিম্বা ছাই বা মাটির রঙের মত, ইহাতে বাহ্যের পূর্ব্বে পেটে বেদনা থাকে না; ব্রায়োনিয়ায়—তরল মল হইলেও তাহা হড়্হড়ে এবং পেট কামড়ানি-ব্যথা থাকে না।

অভিজ্ঞতার ফল—বর্দ্ধিত ও বেদনাযুক্ত লিভারে ব্রায়োনিয়া ২/৩ দিন ব্যবহার করিয়া কোনও উপকার না পাইলে—ব্রায়োনিয়ার সহিত মার্কুরিয়স পর্য্যায়দিনে অর্থাৎ—এক দিন ব্রায়োনিয়া, আর এক দিন—মার্কুরিয়স-সল বা ভাইভাস—৬ষ্ঠ হইতে ২০০ শক্তি, পীড়ার প্রাবল্য অনুসারে প্রত্যহ ২/১ মাত্রা প্রদান করিয়া আমি অনেক রোগী আরোগ্য করিয়াছি। লিভারের স্থানে অত্যন্ত টাটানি বেদনা থাকিলে, ব্রায়োনিয়া—মাদার-টিংচার—২০ ফোঁটা, ১ আউন্স গ্লিসারিণে উত্তমরূপে মিশাইয়া—উহারই ৩০। ৪০ ফোঁটা, বেদনার স্থানে দিন রাত্রির মধ্যে ২/৩ বার ধীরে ধীরে মালিসের এবং গরম জলে বা গরম গো মূত্রে পশমী বস্ত্র ডুবাইয়া নিংড়াইয়া তদ্দ্বারা সেক দিবার ব্যবস্থা করি, তাহাতে বেদনার অতি শীঘ্র উপশম হয়। মার্কুরিয়স-ভাইভাস—২০০ শক্তি, উপর্য্যুপরি দুই দিন প্রাতে দুই মাত্রা প্রদান করিয়া এক সময় এলোপ্যাথ পরিত্যক্ত একটি লিভার-স্ফোটক পীড়া সপ্তাহকাল মধ্যে আরোগ্য করে ছিলাম। উক্ত রোগীটির প্রত্যহ ১০৩/১০৪ ডিগ্রী জ্বর হইত। বিনা অস্ত্র চিকিৎসায় ঐ পীড়া আরোগ্য হইবে না—এলোপ্যাথ মহাশয়গণ এবম্বিধ মন্তব্য প্রকাশ করায় রোগী ভীত হইয়া আমাদের হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসাধীনে আসে।

মাথাব্যথা—সম্মুখ রোগে বা কপালে, ঘাড়ে (in the occiput) অত্যন্ত ব্যথা যেন মাথা ফাটিয়া যায়, নড়িলে চড়িলে, কাশিলে, ঘাড় নীচু করিলে ও চক্ষুর পাতা খুলিলে শিরঃপীড়ার বৃদ্ধি হয়, উঠিলে বসিলে গা- বমি-বমি করে ও ভীর্মি যাওয়ার মত হয়।

সর্দ্দি—নাক দিয়া সর্দ্দি নির্গত হইলেও নাকের ভিতর শুষ্ক থাকে। ব্রায়োনিয়ায়—হল্‌দে রঙের মত গাঁঢ় পাকা সর্দ্দি নির্গত হয় ; সর্দ্দিস্রাব হঠাৎ

বন্ধ হইয়া অত্যন্ত মাথাব্যথা করিলে—ব্রায়োনিয়া উপযোগী। ন্যাকেসিসও—এই প্রকার মাথাব্যথায় উপকারী, তবে তাহাতে বামদিক অধিক বেদনা করে (ট্রিষ্টা) দেখুন।

কাশি—ব্রায়োনিয়ার সমস্তই শুষ্কভাব, সুতরাং উহার কাশিও শুষ্ক। গলা কুটকুট্ করিয়া কাশি ও গলার স্বর কর্কশ হয়, গয়ার আদৌ উঠে না, যদিও উঠে তাহা অনেক কষ্টে ও অতি অল্পমাত্রায়, তাহার রঙ হরিদ্রাবর্ণের অথবা রক্তের ছিট্ মিশ্রিত, রোগী কাশিবার সময় হাত দিয়া বুক চাপিয়া ধরে, কাশির সঙ্গে অত্যন্ত মাথাব্যথা থাকে এবং গরম ঘরে থাকিলে ও আহারের পর কাশির বৃদ্ধি হয়। কাশির সঙ্গে মাথাব্যথা—ন্যাট্রম-মিউরেও আছে; তবে তাহাতে নড়ন চড়ন বৃদ্ধি এই লক্ষণটি নাই।

নাসিকা দিয়া রক্তস্রাব—যে কোন প্রকার কারণেই হউক না কেন নাসিকা দিয়া রক্তস্রাব হইলে প্রায় ব্রায়োনিয়ায় উপকার হয়; স্ত্রীলোকদের ঋতুকালের মধ্যে বা ঋতুস্রাবের পরিবর্ত্তে নাসিকা দিয়া রক্তস্রাব হইলে—ব্রায়োনিয়া উপকারী। ঋতুবন্ধ হইয়া (vicarius mense)—ফুসফুস হইতে রক্তস্রাব হইলে—ফসফরাস এবং পাকস্থলী হইতে রক্তস্রাব হইলে—পলসেটিলা উপযোগী। সিনিসিও (Senesio)—ঋতুস্রাব বন্ধ হইয়া কাশিতে কাশিতে গয়ারের সঙ্গে রক্ত উঠিলে উপকারী। হ্যামামেলিস, মিলিফোলিয়ম, ন্যাট্রম-নাইট্রি ইত্যাদি ঔষধের লক্ষণ দেখিবেন।

ঠুণকো বা দুষ্ক-জ্বর—প্রথম অবস্থায় ব্রায়োনিয়ার দ্বারাই প্রায়ই স্তন প্রদাহ আরোগ্য হয়। প্রদাহিত স্থান লালবর্ণ নহে, শক্ত ও উত্তপ্ত, অত্যন্ত বেদনা, একটু নড়িলেই যন্ত্রণা বাড়ে, এই লক্ষণে—ব্রায়োনিয়া উপযোগী (ফাইটোলক্কা অধ্যায় দেখুন)। বেলেডোনা, ফাইটোলক্কা, মার্কুরিয়স, হিপারও অবস্থানুযায়ী এই পীড়ার ভাল ঔষধ।

দ্রষ্টব্য ঃ ডাঃ ফ্যারিংটন বলেন, তিনি ঠুণকো বা দুষ্ক-জ্বরে অনেক দিন ধরিয়া ব্রায়োনিয়া ব্যবহার করিতেছেন এবং তাহাতেই প্রায় পীড়া আরোগ্য হইতেছে। আমি নিজেও পরীক্ষা করিয়াছি—প্রথমাবস্থায় ইহা প্রয়োগ করিলে আর অন্য ঔষধের বিশেষ আবশ্যক হয় না, উহার সহিত খাঁড়ি মসুর ডাল দুধে বাটিয়া গরম করিয়া স্তনে প্রলেপ দিলে ও স্তনটী উঁচু করিয়া বাঁধিয়া রাখিলে আরও শীঘ্র উপকার হইবে।

কোষ্ঠবদ্ধ—এলিমেন্টারী ক্যানেলের শুষ্কতা নিবন্ধন মল খুব বড় ন্যাড়, উহা শুষ্ক ও শক্ত। ওপিয়মে—মল কাল, গোল গোল বলের মত ; এলিউমিনায়—বাহ্যের চেষ্টা একেবারে থাকে না, ইহাতে বিনা বেগে এমন কি তরল মল হইলেও বেগ না দিলে বাহ্যে হয় না। উপরোক্ত তিনটি ঔষধেই বাহ্যের বেগ থাকে না (এসিড-গ্যালিক অধ্যায় দেখুন)।

উদরাময়—গ্রীষ্মকালে বা গ্রীষ্মের প্রথমে আহারের গোলমালে পেটের পীড়া হইলে—ব্রায়োনিয়া উপযোগী ; ইহাতে প্রাতঃকালে ভেদ অধিক হয়, রঙ কাল্‌চে, অল্প বিস্তর গন্ধ থাকে, গন্ধ পচা-পনিরের মত, নড়িলে চড়িলেই বাহ্যে হয় এবং শরীর গরম হইলেই উদরাময় বাড়ে। ঠাণ্ডা পানীয়, কাঁচা বা পাকা ফল

ও শাক-সব্জী খাইয়া উদরাময় এবং কোনও উদ্ভেদ বসিয়া গিয়া উদরাময় হইলেও—ব্রায়োনিয়া উপকারী। সলফারে—ভোরের দিকে বাহ্যে হয়, রোগী এক মুহূর্ত্তও বাহ্যের বেগ সামলাইতে পারে না, ইহাতে রোগীর বাহ্যে পাইয়া তবে ঘুম ভাঙ্গে। ন্যাট্রম-সলফ ও ব্রায়োনিয়ায়—নিদ্রা হইতে উঠিয়া বেড়াইতে আরম্ভ করিলে বাহ্যে পায়।

আভাষ—ব্রায়োনিয়ায়—বেদনা-যন্ত্রণা অথবা পীড়ার উপসর্গে নড়িলে চড়িলে বাড়ে, সেইজন্য রোগী চুপ করিয়া পড়িয়া থাকে। রসটক্সে—ঠিক বিপরীত অর্থাৎ বেদনা যন্ত্রণাদি নড়ন চড়নে উপশম হয়, সেইজন্য রোগী ছটফট্ করে। হাম বসিয়া যাইলে বা বাহির না হইলে—ব্রায়োনিয়া।

বৃদ্ধি—দেহ সঞ্চালনে, উঠিয়া বসিলে, উত্তাপে, উষ্ণ আহারে, উহা ভিন্ন প্রাতে ও আহারের পরেও উপসর্গের বৃদ্ধি হয়।

উপশম—শয়নে আক্রান্তস্থান চাপিলে, বিশ্রামে স্থির হইয়া থাকিলে ঠাণ্ডা দ্রব্য পান ভোজনে।

সম্বন্ধ—যে সকল রোগের তরুণ অবস্থায়—ব্রায়োনিয়া, রোগ পুরাতন হইলে তথায়—এলিউমিনা প্রযোজ্য।

পরবর্ত্তী ঔষধ—এলিউমি, আর্স, এন্টিম-টার্ট, বেল, ভক্কা, হায়োসি, ক্যালি-কার্ব্ব, এসিড-মিউর, নক্স, ফস, পলস, রস, সলফ।

ক্রিয়ানাশক—ক্যাম্ফর,ক্যামো, চেলি, কফি, ইগ্নে, এসি-মিউর, নক্স, পল্স, রস, সেনেগা।

ক্রিয়া স্থিতিকাল—৭—২১ দিন। ক্রম—৩ ×—২০০ শ ও তদুর্দ্ধ।

জ্বরে—উচ্চশক্তি অধিক ফলদায়ক। ফরমূলা—১।

বিউফো (Bufo.)

(Toad জাতীয় ভেকের চর্ম্মস্থ গ্ল্যাণ্ড নিঃসৃত রস বা পয়জন হইতে বিচূর্ণ ঔষধ প্রস্তুত হয়) জার্ম্মাণির ডাঃ কার্ল সাহেব প্রথমে ইহা পরীক্ষা করেন। সমগ্র স্নায়ুমণ্ডলীর ও চর্ম্মের উপর ইহার প্রধান ক্রিয়া। অন্যান্য পীড়ায় ব্যবহৃত হইলেও স্ত্রী ও পুরুষদিগের কতিপয় পীড়া, মৃগী এবং চর্ম্ম-রোগেই ইহা অধিক ব্যবহৃত হয়।

পুরুষদিগের পীড়া—হস্তমৈথুনের প্রবল ইচ্ছা, নির্জ্জনস্থান অন্বেষণ করে, স্ত্রী সংসর্গকালীন খুব শীঘ্র শীঘ্র বীর্য্যস্খলন হয়; অসাড়ে অজ্ঞাতসারে শুক্রস্খলন হয়, তাহাতে রোগী ক্রমশঃ দুর্ব্বল ও ধ্বজভঙ্গ হইয়া পড়ে। কথিত আছে ব্রাজিল প্রভৃতি স্থানের নষ্টচরিত্রা স্ত্রীলোকগণ তাহাদের কামেচ্ছা ও দুষ্ট অভিসন্ধি পূরণ করিবার নিমিত্ত গোপনে আহার ও পানীয়ের সহিত উক্ত ভেকের গাত্র চর্ম্ম নিঃসৃত রস মিশ্রিত করিয়া তাহাদের স্বামীদিগকে ধ্বজভঙ্গ করিয়া দেয়।

স্ত্রী-পীড়া—ঋতুস্রাব খুব শীঘ্র শীঘ্র হয়, জলের মত তরল প্রদরস্রাব, ঋতুস্রাবকালে ও সঙ্গমের সময় মৃগীর মত ফিট, স্তনে শক্ত গ্ল্যাণ্ড, জরায়ুতে ও ডিম্বকোষে জ্বালা, জরায়ু গ্রীবায় ক্ষত, রক্তাক্ত দুর্গন্ধস্রাব নিঃসরণ, স্তন-দুগ্ধের সহিত রক্তস্রাব, শিরাস্ফীতি প্রভৃতি স্ত্রীলোকদের পীড়ায় দৃষ্ট হয়।

মৃগী—এব্সিন্থিয়াম দেখুন। ভয় পাইয়া কিম্বা ঋতুর সময় ফিট।

চর্ম্মপীড়া—হাতের তালুতে ও পায়ের তলায় ফোস্কার মত উদ্ভেদ। সামান্য প্রকারের আঘাতে ও ক্ষত হয়, পাকে, পূঁয পড়ে। মুখের মধ্যে ও গণ্ডদেশে ক্ষত হইয়া ক্রমশঃ তথায় ছিদ্র হইয়া যায়, স্তনে ক্যান্সারের মত ক্ষত। দূষিত কার্ব্বংকল (এনথ্রাসিনাম দেখুন)।

আভাষ—ভেষজগুণ পরীক্ষাকালে প্রায় ৬/৭ প্রকারের ব্যাঙ্ লইয়া প্রুভারগণ পরীক্ষা করেন ; ডাঃ হেরিং তন্মধ্যে টোড জাতীয় একপ্রকার ব্যাঙকেই সর্ব্বোৎকৃষ্ট বলেন। আমাদের দেশে সাধারণতঃ দুই প্রকারের ব্যাঙই অধিক দেখা যায়,—গৃহ প্রাচীরের গর্ত্তাদির মধ্যে যে সমস্ত কাল-রঙের ব্যাঙ্ বাস করে, মধ্যে মধ্যে কট্-কট্-কট্-কট্ শব্দ করে সেইগুলিই সম্ভবতঃ টোড্ শ্রেণীভুক্ত, যাহাই হউক ঐ ব্যাঙ্ মশলা সংযোগে উত্তমরূপে সিদ্ধ করিয়া তাহার ক্বাথ পান করাইলে শোথ রোগ আরোগ্য হয়। কোনও রোগী অত্যন্ত ফুলিয়া পড়িলে ও কোনও ঔষধে বিশেষ উপকার না পাইলে নিয়মিতরূপে ঔষধ সেবনের সঙ্গে উক্ত ব্যাঙের ক্বাথের ব্যবস্থা করিবেন। জলাশয়ের নিকট যে সমস্ত সোনা-রঙের গলাফুলা কোলাব্যাঙ বাস করে উহা পাগলের ঔষধ, উহার ক্বাথ পাগলদিগের জন্য ব্যবস্থা করিবেন। ব্যাঙ্ সিদ্ধ করিয়া রোগীকে খাওয়াইতে কোন ভয়ের কারণ নাই। ব্যাঙের মাংস—সদ্য বলকারক, শ্লেষ্মাবর্দ্ধক এবং তৃষ্ণা, দাহ, প্রমেহ, ক্ষয়, কুষ্ঠ ও বমির উপশমকারক, টোড্ ব্যাঙের হৃৎপিণ্ড—হাঁপানির ঔষধ। ইহাকে ৪ টুকরা করিয়া ৪ দিন কলার মধ্যে পুরিয়া প্রাতে খাইতে দিবেন।

ক্রিয়ানাশক—ল্যাকে, সেনেগা।

বৃদ্ধি—গরম ঘরে, ঘুম ভাঙ্গিলে, সঙ্গীতে (এম্ব্রা), অতি সামান্য প্রকারের শব্দ।

উপশম—স্নানে, শীতল বাতাসে, গরম জলে পা ডুবাইয়া রাখিলে।

ক্রম—১ × হইতে ২০০ শক্তি।

ক্যাক্টস গ্র্যাণ্ডি (Cactus Grandi)

(একপ্রকার ক্ষুদ্র গাছ)—ইটালির ডাঃ রুবিনী ইহা প্রথমে পরীক্ষা করেন। হৃৎপিণ্ড ও তাহার অন্তর্গত শিরাসমূহের উপরেই ইহা অধিক ক্রিয়া প্রকাশ করে "It seems to have an action on the circular fibres of the muscular tissue of the heart, while Digitalis acts on all the muscular fibres alike." (Hale). হৃৎপিণ্ডের বাত, তরুণ এণ্ডোকার্ডাইটীস, পেরিকার্ডাইটীস, নিউর্যালজিয়া, আক্ষেপ এবং হৃৎপিণ্ডে বিবর্দ্ধন (hypertrophy of heart), বুক ধড়্ ফড়ানি, হৃৎপিণ্ডের শোথ ইত্যাদি পীড়াতে ইহা বিশেষ উপকারী।

চরিত্রগত লক্ষণ ঃ—

১। মৃত্যুভয়, রোগী মনে করে তাহার পীড়া দুরারোগ্য (আর্স) ; ২। ফুসফুস, হৃৎপিণ্ড, নাসিকা, পাকস্থলী. সরলান্ত্র, মূত্রথলী প্রভৃতি হইতে রক্তস্রাব (মিলিফো, ফস) ; ৩। সমস্ত শরীরটা মনে হয় যেন একটা খাঁচার মধ্যে আছে এবং খাচার প্রত্যেক তারগুলি ক্রমশঃ তাহাকে জোরে চাপিয়া ধরিতেছে ; ৪। বুকে যেন কি একটা ভারী বস্তু চাপান আছে, তজ্জন্য কষ্ট কিম্বা যেন একটা লৌহপেটী দিয়া বুক বাঁধা তজ্জন্য হৃৎপিণ্ডের স্বাভাবিক ক্রিয়ার ব্যাঘাত ; ৫। হৃৎপিণ্ড বোধ হয় যেন কেহ জোরে মুঠা করিয়া ধরিতেছে ও আবার ছাড়িয়া দিতেছে ; ৬। অত্যন্ত বুক ধড়ফড়ানি, হৃৎপিণ্ডের বিবৃদ্ধি।

হৃৎপিণ্ডের পীড়া—রোগী বলে ঠিক যেন কোনও একটা ভারী কঠিন দ্রব্য তাহার হৃৎপিণ্ডের উপর চাপান আছে (constriction about the heart), তাহার বুক যেন কেহ একবার সবলে জোরে মুঠা করিয়া চাপিতেছে ও আবার ছাড়িয়া দিতেছে, তদ্ভিন্ন—বক্ষঃস্থলে কাপড় রাখিলেও তথায় বেদনা অনুভব করে। অনেক সময় উক্ত লক্ষণ অর্থাৎ কঠিন দ্রব্যের দ্বারা চাপা বা আটকাইয়া ধরা বেদনা, তাহা—প্রস্রাবদ্বার, মলদ্বার, যোনি ইত্যাদি স্থানে হইলেও—ক্যাকটসে উপকার হইবে। আয়োডামে— হৃৎপিণ্ড যেন কেহ হাতদিয়া চট্‌কাইতেছে ; লিলিয়মে—হৃৎপিণ্ড যেন কেহ চাপিতেছে ও আবার ছাড়িয়া দিতেছে; ল্যাকেসিসে—নিদ্রার উপক্রমে বা নিদ্রার পর হৃৎপিণ্ডের যন্ত্রণার বৃদ্ধি লক্ষণ নির্দ্দিষ্ট। ক্যাক্টসে— উপরোক্ত লক্ষণ ভিন্ন— রোগী যেন দমবন্ধ হইয়া মূর্চ্ছার মত হইয়া পড়ে, ঘর্ম্মের সহিত নাড়ীর গতি হ্রাস, বামপার্শ্বে আদৌ শুইতে পারে না, বুক ধড়ফড় করে ইত্যাদি আরও ইহার কতকগুলি লক্ষণ আছে। ক্যাক্টসের চরিত্রগত উক্তপ্রকার হৃৎপিণ্ডের লক্ষণসহ হৃৎপিণ্ডের শোথ তৎসহ অঙ্গ- প্রত্যঙ্গে শোথ, অত্যন্ত কষ্টকর শ্বাস-প্রশ্বাস, শুইয়া থাকিতে না পারা ইত্যাদি লক্ষণেও ক্যাক্টস উপকারী। এন্‌জাইনা-পেক্টোরিস (হৃৎশূল)।

শিরঃপীড়া—স্নায়বিক কিম্বা রক্তাধিক্যতা বশতঃ শিরঃপীড়া, খোঁচা-মারা ও দপ্‌দপ্ করা বেদনা, বেদনা মাথার ডানদিকে ও মূর্দ্ধাদেশে অধিক, মাথা অত্যন্ত ভারী, বোধ হয় যেন একটা ভারী দ্রব্য মাথায় চাপানো আছে, কোনও প্রকার গোলমাল ও আলোক সহ্য হয় না। ইহার আর এক লক্ষণ—নির্দ্দিষ্ট আহারের সময় অতিবাহিত হইলেই শিরঃপীড়া আরম্ভ হইবে।

রক্তস্রাব—উপরোক্ত হৃৎপিণ্ডের পীড়ার লক্ষণসমূহ বুকে দপ্‌দপানি ব্যথার সহিত—ফুসফুস, নাসিকা, গুহ্যদ্বার, পাকস্থলী, প্রস্রাবদ্বার ইত্যাদি যে কোনও স্থান হইতে হউক রক্তস্রাব হইতে থাকিলে—ক্যাক্টস উপকারী। ইউরেথ্রা (মূত্রনলী) হইতে চাপ্ চাপ্ রক্ত বাহির হয়। ঘন ঘন প্রস্রাব, ম্যালেরিয়া-জ্বরে—রক্ত-বাহ্যে।

ঋতুস্রাব—শুইলে বন্ধ হয়; কিন্তু বসিলে বা নড়াচড়া করিলে পুনরায় দেখা দেয়। ঋতু খুব শীঘ্র শীঘ্র প্রকাশিত হয়, স্রাবের রঙ— কাল-আলকাতরার মত (ককুলাস, ম্যাগ-কার্ব্ব)।

গলনলীর পীড়া—গলনলী (Cesophagus) সঙ্কুচিত, জিহ্বা শুষ্ক, তথায় যেন এক বিন্দুও রস থাকে না, কোনও দ্রব্য গিলিতে হইলে রোগীকে তজ্জন্য খাদ্যসহ অধিক পরিমাণে জলীয় পদার্থ বা জল গ্রহণ করিতে হয়।

বাত—বাম হস্ত অসাড়, হাত বরফের মত ঠাণ্ডা, পা আদৌ স্থির রাখিতে পারে না (restless) কেবল নাড়ে, হাতে পায়ে শোথ।

সবিরাম-জ্বর—ক্যাক্টসের জ্বরের একটি আশ্চর্য্য বিশেষত্ব এই যে, ঠিক বেলা বা রাত্রি ১১টায় জ্বর আসে এবং জ্বর—দিন ১১টায় আসিলে রাত্রি ১১টায় এবং রাত্রি ১১টায় আসিলে বেলা ১১টায় ছাড়ে। তাহার সহিত উক্ত হৃৎপিণ্ডের লক্ষণ কয়টি ও দম বন্ধের ভাব থাকিলে—ক্যাক্টস আরও অধিক উপকারী। ম্যালেরিয়া-জ্বরে—উপরোক্ত রক্তস্রাবের লক্ষণসহ রক্তস্রাব হইলে ক্যাক্টস অধিক উপকারী হইবে।

বৃদ্ধি—উর্দ্ধে আরোহণ, পদচারণে, রাত্রিতে, বামপার্শ্বে শয়নে।

পরবর্ত্তী ঔষধ—ডিজি, ল্যাকে, নক্স, সল্ফ।

ক্রিয়ানাশক—একোন, ক্যাম্ফর, চায়না।

ক্রিয়া স্থিতিকাল—৭—১০ দিন। ক্রম—৩ x—৩০ শক্তি।

ফরমূলা—৩।

ক্যাডমিয়ম সল্ফ (Cadmium Sulph.)

(মিশ্রধাতু)—কলেরা, পীত-জ্বর প্রভৃতিতে অনবরত বাহ্যে বমি হইয়া যখন রোগী নিতান্ত নিস্তেজ ও দুর্ব্বল হইয়া পড়ে, পীড়ার গতি মৃত্যুর দিকে অগ্রসর হয়, তখনই ইহা প্রয়োজনে আসে। মুখের পক্ষাঘাত, চক্ষু সম্পূর্ণ মুদ্রিত করিতে পারে না, মুখ ঠোঁট একদিকে বাঁকিয়া পড়ে, কথা কহিতে, গিলিতে কষ্ট হয়, কষ্টকামে উপকার না হইলে ইহা প্রযোজ্য।

পাকস্থলীর পীড়া—উপর পেটে ধীরে চাপ দিলেও তীব্র বেদনা, লিভারের স্থানে বেদনা, মণ্ডের মত অথবা হল্‌দে-সবুজ মিশ্রিত কিম্বা কাল-রঙের চাপ্-চাপ্ দুর্গন্ধ রক্তবাহ্যে, বমি, অনবরত গা-বমি, হল্‌দে বা কালরঙের বমি, শ্লেষ্মা-বমি, সবুজ রঙের বমি, রক্তবমি, ঠোঁটে কোনও খাদ্য ঠেকিলেই উকিউঠা ও বমির উদ্রেক, তৎসহ সাংঘাতিক অবসাদ, পাকস্থলীতে জ্বালা ও কাটাছেঁড়ার মত বেদনা, হিমাঙ্গ প্রস্রাব বন্ধ। গর্ভাবস্থায় ভেদবমি।

কলেরা—এই পীড়ায় পুনঃ পুনঃ বাহ্যে-বমি প্রভৃতি হইয়া রোগী ভীষণ দুর্ব্বল ও সাংঘাতিক অবসাদগ্রস্ত হইয়া পড়িলে ও তৎসহ কষ্টের লেশমাত্র না থাকিলে—ক্যাড্‌মিয়ম দিতে পারেন (আর্সেনিকে—ক্যাডমিয়মের কতকগুলি লক্ষণ থাকিলেও তাহাতে অন্তর্দ্দাহ, ছটফটানি আছে)।

প্রস্রাবের পীড়া—ইউরেথ্রায় বেদনা, রক্ত পূঁয মিশ্রিত প্রস্রাব।

নাসিকার পীড়া—ওজিনা, নাসিকার ঠিক মূলদেশটি যেন আবদ্ধ, নাসিকা বন্ধ, নাসিকার অর্ব্বুদ, নাসিকার হাড়ের অস্থিপচা (caries), নাসিকার ভিতর স্ফোটক কিম্বা ঘা (অরম, এচিনেসিয়া)।

চক্ষুর পীড়া ও নিদ্রা—চক্ষুর চারিপার্শ্বে নীলবর্ণের দাগ, রাতকাণা রোগ, এক চক্ষুর পিউপিল্ প্রসারিত, নিদ্রাকালে চক্ষু অর্দ্ধ খোলা থাকে, অস্পষ্টভাবে কি বলে ও হাসে। ইহার এক প্রধান লক্ষণ—নিদ্রিতাবস্থায় হঠাৎ দমবন্ধের মত হয়, রোগী তাড়াতাড়ি উঠিয়া পড়ে, নিদ্রায় দমবন্ধ হইবার ভয়ে আর নিদ্রা যাইতে চাহে না।

মস্তিষ্কের পীড়া—মাথা ঘোরে, রোগী বিবেচনা করে—যেন বিছানা ঘর ও বাড়ীর সমস্তই চরকার মত ঘুরিতেছে (ককুলাস দেখুন), সময়ে সময়ে অজ্ঞান হইয়া পড়ে। মাথার ব্রহ্মতালু আগুনের মত গরম। মাথায় হাতুড়ি মারার মত বেদনা (ন্যট্রম-মিউর)।

জ্বর—জ্বরে বা অন্য কোনও প্রকার পীড়ায় শরীর বরফের মত শীতল, অত্যন্ত শীত, এত শীত যে—আগুনের কাছে থাকিলেও শীত দূর হয় না।

দ্রষ্টব্য ঃ—কোনও পীড়ায় ক্যাডমিয়ম-সলফ প্রয়োগ করিতে হইলে—উপরোক্ত লক্ষণগুলি ভিন্ন রোগীর মানসিক লক্ষণের উপর দৃষ্টি রাখিতে হইবে। ইহাতে অস্থিরতা একেবারেই থাকে না, যন্ত্রণা প্রবল হইলেও রোগীর অস্থিরতা থাকে না, বরং—ব্রায়ো, জেল্‌সির মত চুপ করিয়া থাকে (ক্যাডমিয়ম-অক্সাইডে—পাকস্থলীর জ্বালা, বেদনা ও বমি থাকে)।

পরবর্ত্তী ঔষধ—বেল, কার্ব্বো, লোবেলিয়া।

ক্রম—৩ × হইতে ৩০ শক্তি। ফরমূলা—বিচূর্ণ—৭।

ক্যালেডিয়ম (Caladium Seguinum)

(একপ্রকার গাছ হইতে টিংচার প্রস্তুত হয়)—জননেন্দ্রিয়ের উপরেই ইহার প্রধান ক্রিয়া, হাঁপানি প্রভৃতি দুই একটি পীড়াতেও ইহা ব্যবহৃত হয়।

ধ্বজভঙ্গ (Impotency)—বহুদিন হইতে স্বপ্নদোষ হইয়া পীড়া পরিশেষে ধ্বজভঙ্গ পরিণত হইলে—ক্যালেডিয়ম উপকারী। যেখানে দেখিবেন—নিদ্রার উপক্রমে লিঙ্গোত্থান এবং জাগিলেই লিঙ্গ শিথিল হইয়া পড়ে, কোনওপ্রকার কামোত্তেজক স্বপ্ন না দেখিয়াই প্রায় স্বপ্নদোষ হয়, সোহাগ আলিঙ্গনেও লিঙ্গোত্থান হয় না, যদিও সামান্যমাত্র হয়—সঙ্গমকালেই শিথিল হইয়া পড়ে, ইচ্ছা অত্যন্ত প্রবল কিন্তু ক্ষমতাহীন, তথায় ইহা প্রথমেই প্রয়োগ করিবেন। ইহাতে লিঙ্গে প্রুরাইটীস নামক একপ্রকার চর্ম্মরোগ উৎপন্ন হয়, উহা অত্যন্ত চুলকায়, লিঙ্গমণি (prepuce) লালবর্ণ হইয়া উঠে, অণ্ডকোষের চর্ম্ম শক্ত পুরু ও মোটা হয়। জেলিনিয়ম— ধ্বজভঙ্গের ঔষধ হইলেও উহাতে আলিঙ্গনকালে লিঙ্গের উত্তেজনা বা বীর্য্যপতন কিছুই হয় না (টার্ণেরা দেখুন)।

চর্ম্মপীড়া—গর্ভাবস্থায় স্ত্রী-জননেন্দ্রিয়ের উপর একপ্রকার উদ্ভেদ (প্রুরিগো) নির্গত হয়, উহা অত্যন্ত চুলকায়।

হাঁপানি-কাশি (ক্যাটার্‌্যাল-এজ্‌মা)—রোগী ক্রমাগত কাশিয়া কাশিয়া ক্লান্ত হইয়া পড়ে ; তথাচ সহজে গয়ার উঠে না, গয়ার উঠিলে রোগের একটু উপশম থাকে, কাশির সহিত থুথু বা লালা বাহির হয়।

ঘর্ম্ম—ঘাম মিষ্ট, তজ্জন্য গায়ে মাছি বসে।

বৃদ্ধি—নড়াচড়ায়। ...... উপশম—পীড়ায় ঘাম হইলে, দিনে নিদ্রায়।

সদৃশ—এসিড-নাইট্রিক।

পরবর্ত্তী ঔষধ—একোন, ক্যাস্থার, কষ্টি, পলস, সিপি, সেলিনি।

ক্রিয়ানাশক—ক্যাম্ফর, ক্যাপসি, কার্ব্বো, ইগ্নে, হয়োসি, মার্ক।

ক্রিয়া স্থিতিকাল—৩০/৪০ দিন। ক্রম—২ ×, ৩ ×—৩০, ২০০ শক্তি।

ফরমূলা—৩।

ক্যাল্‌কেরিয়া এসেট (Calcaria Acetica.)

ইহার অধিকাংশ লক্ষণ প্রায় ক্যাল্‌কেরিয়া-কার্ব্বের সদৃশ। খোলা-বাতাসে মাথাঘোরা বৃদ্ধি হইলে, পুস্তকপাঠের সময় মাথাবেদনার নিমিত্ত অজ্ঞানের মত হইয়া পড়িলে এবং আধকপালে মাথাবেদনায়—ইহা অধিক উপকারী। রোগী মাথায় ঠাণ্ডাবোধ করে, মুখের স্বাদ টক্ হয়। ঘড়ঘড়ে সরল কাশিতে গয়ারের সঙ্গে ব্রঙ্কিয়্যাল-টিউবের বড় বড় কাষ্টম (শ্বাসনলীর আকারবিশিষ্ট পদার্থ) নির্গত হইলে ইহার দ্বারা বিশেষ উপকার হয়। কম্প-জ্বরে—হাত-পা-ঠাণ্ডা, কপাল, গরম, পিপাসা প্রভৃতি থাকে না। উদরাময়ে—ইহা অনেকটা এসিড-ফসের সদৃশ ঔষধ, পেটে বেদনা থাকে না, রোগী দুর্ব্বল হয় না।

ক্রম—৩ ×—৩০ শক্তি। ফরমূলা—বিচূর্ণ—৭ ; জলীয়—৫-এ।

ক্যাল্‌কেরিয়া আর্স (Calcaria Ars.)

(আর্সেনাইট-অফ-লাইম, ইহা মিশ্রিত একটি ধাতু বিশেষ)—স্ক্রফুলা ও টিউবার্কিউলার ধাতু, মোটা স্ত্রীলোক—ঋতুর সময় অতিবাহিত হইলেও ঋতু হয় না ; শরীরে—অত্যধিক চর্ব্বি জমিয়া শরীর মোটা, এই প্রকার লোকেদের পীড়াতেই ইহা অধিক কার্য্যকরী। শিশুর লিভার প্লীহা দুইটিই বর্দ্ধিত; হৃৎপীড়ায় দ্রুত নাড়ীর গতি, প্যাংক্রিয়াসের পীড়া, প্যাংক্রিয়াসের ক্যান্‌সার, জরায়ুর ক্যান্‌সার, শিরার প্রদাহ প্রভৃতি কতকগুলি পীড়াতে ইহা সচরাচর ব্যবহৃত হয়। কোনও পীড়ায় যেখানে দেখিবেন কতক লক্ষণ—ক্যাল্‌কেরিয়ার, আর কতক লক্ষণ—আর্সেনিকের, তথায় এই ঔষধটি প্রথমেই স্মরণ করিবেন।

প্রদর—রক্ত-সংযুক্ত শ্বেত-প্রদরস্রাব, স্রাবে অত্যন্ত দুর্গন্ধ।

ক্যান্‌সার—এই পীড়ায় আরোগ্যপ্রদ ঔষধ প্রায় কোন চিকিৎসার মধ্যেই দৃষ্ট হয় না, তবে যোনি, জরায়ু ও প্যাংক্রিয়াস প্রভৃতিতে ক্যান্‌সার হইলে তাহার অসহ্য জ্বালা কমাইবার জন্য ইহা সাময়িক ব্যবহার করা যাইতে পারে।

হৃৎপিণ্ডের পীড়া—হৃৎপিণ্ডের বেদনা, বুক ধড়ফড় করা, মোটা, স্ত্রীলোকদের ঋতুবন্ধের বয়সে (over 45) সামান্য একটুমাত্র মানসিক উত্তেজনাতেই বুক ধড়ফড় করা, শ্বাসকৃচ্ছ্রতা প্রভৃতি লক্ষণে ইহা ব্যবহার্য্য।

মৃগী, মূর্চ্ছা—প্রথমে হৃৎপিণ্ডের কোনও ভল্‌ভের পীড়া হইয়া মৃগী, মূর্চ্ছা বা তৎসদৃশ কোন পীড়া হইলে—ক্যাল্‌কেরিয়া-আর্স উপকারী।

শিশুদের লিভার প্লীহা বর্দ্ধিত ও অন্যান্য কতকগুলি পীড়ার নিমিত্ত ক্যাল্‌কেরিয়া-কার্ব্ব অধ্যায়ের ২য় পরিচ্ছেদটি পাঠ করুন।

পরবর্ত্তী ঔষধ—কোনি, গ্লোনয়িন, পল্‌স।

ক্রিয়ানাশক—কার্ব্বো, গ্লোনয়িন, পল্‌স। ক্রম—৬ ×, ৬—২০০ শক্তি।

শিশুদের লিভার প্লীহায়—৩০ শক্তিতে বেশ ভাল ফল পাওয়া যায়।

ফরমূলা—বিচূর্ণ—৭।

ক্যাল্‌কেরিয়া কার্ব্ব (Calcaria Carb)

কোনও পীড়ায় এই ঔষধটি ব্যবহারকালে রোগ অপেক্ষা ইহার ধাতুগত রক্ষণের উপর সর্ব্বাগ্রে দৃষ্টি রাখিতে হইবে। ক্যাল্‌কেরিয়ার রোগী দেখিতে বেশ মোটাসোটা, মেদপূর্ণ, শিশুগণ যেন জড়পিণ্ড, শীঘ্র নড়িতে-চড়িতে পারে না, তাহাদের চর্ম্ম শুষ্ক, লোল, নরম ; হাত পা সরু, শরীরের আয়তন অপেক্ষা মাথাটা বড়, পেটটা আরও মোটা এবং বড় ও শক্ত দেখায়, মাথায় ঘাম হয়, ঘুমাইলে মাথার ঘামে বালিশ ভিজিয়া যায়, ফন্ট্যানেল (শিশুর ব্রহ্মতালু—অস্থিশূন্য স্থান) অনেকদিন পর্য্যন্ত অপুষ্ট থাকে, উহার সহিত গ্ল্যাণ্ডের বিশেষতঃ লিম্ফ্যাটিক-গ্ল্যাণ্ডের স্ফীতি থাকে; পায়ের তলা অত্যন্ত ঠাণ্ডা, এমন কি চাপা থাকিলেও সেই ঠাণ্ডাভাব দূর হয় না। রোগী শরীরের অভ্যন্তরে সর্ব্বদাই ঠাণ্ডা বোধ করে, খোলা বাতাসে বেড়াইতে ভীত হয়। স্ক্রফুলাধাতুগ্রস্ত ব্যক্তিগণের সহজেই ঠাণ্ডা লাগে, উহার সহিত কাশি, শ্লেষ্মাস্রাব বৃদ্ধি হয়। রোগী আরোগ্য-লাভ করিয়াও পুনরায় রোগাক্রান্ত হয়। গায়ের চামড়া ফেকাসে, পাংশুবর্ণ ; চক্ষু জ্যোতিঃশূন্য, কোষ্ঠবদ্ধ অবস্থায় সুস্থ থাকে।

কোনও চর্ম্মপীড়ায় যেখানে দেখিবেন, উদ্ভেদের লক্ষণ—সল্‌ফারের এবং ধাতুগত লক্ষণ ক্যাল্‌কেরিয়ার, তথায়—হিপার-সাল্‌ফার এবং যথায় ধাতুগত লক্ষণ ক্যাল্‌কেরিয়ার, তৎসহ ম্যালেরিয়াজনিত লক্ষণাদি বর্ত্তমান, তথায়—ক্যাল্‌কেরিয়া-আর্স প্রয়োজনীয়। ক্যাল্‌কেরিয়া-আর্স—পুরাতন ম্যালেরিয়া-জ্বর, এবুমিনুরিয়া, শোথ, ফোলা, প্লীহা ও মেসেন্ট্রিক-গ্ল্যাণ্ডের পীড়াজনিত কুফল, রক্তহীনতা, রক্তে লাল কণিকার অংশ ক্রমশঃ কম হওয়া (haemoglobin and red-copuscles are low), সামান্যমাত্র পরিশ্রমে বুকে ধড়ফড়ানি প্রভৃতি পীড়াগুলিরও মহৌষধ। স্বর্গীয় ডাঃ পি, সি, মজুমদার মহাশয়ের মতে শিশুদের লিভার প্লীহা বর্দ্ধিত হইলে ও তাহার সহিত জ্বর থাকিলে—ক্যাল্‌কেরিয়া-আর্স—৩০ শক্তি একটি মহোপকারী ঔষধ।

প্রধান চরিত্রগত লক্ষণ ঃ—

১। শীঘ্র শীঘ্র মোটা (স্থূলকায়) হইয়া পড়া ; ২। শিশুর মাথা ও পেটটা বড়, মাথার জোড় ও ব্রহ্মরন্ধ্র খোলা, সমস্ত হাড় নরম, হাড় অতি ধীরে ধীরে পুষ্ট হয় ; ৩। হাত সরু, মাংস থল্‌থলে, একটুমাত্র পরিশ্রমেই ঘাম হয়, একটু বাতাসেই ঠাণ্ডা লাগে ; ৪। মেরুদণ্ডের অস্থি, হাতের পায়ের ও অন্য স্থানের লম্বা অস্থিগুলি বাঁকা, হাড় অসমান ও বাঁকাভাবে বৃদ্ধি হয়, বিকলাঙ্গ দেখায় ; ৫। নিদ্রিতাবস্থায় মাথা অত্যন্ত ঘামে, বালিশ ভিজিয়া যায়; মাথা-ঘাড় পিঠ-বুক ও উপরিভাগের সমস্ত অংশে অত্যন্ত ঘাম দেয় ; ৬। পীড়াভোগকালীন কিম্বা আরোগ্যাবস্থায় ডিম খাইবার প্রবল ইচ্ছা, যত গুরুপাক মন্দ জিনিষ খাইবার ইচ্ছা, মাংসে ঘৃণা ;৭। টক্ বমি, টক্ বাহ্যে, টক্ ঢেকুর, সমস্ত শরীর টক্‌গন্ধ (হিপার, রিউম)। ৮। স্ত্রীলোকদের শীঘ্র শীঘ্র ও অধিক পরিমাণে ঋতুস্রাব, স্রাব অনেকদিন পর্য্যন্ত থাকে, শেষে রক্তহীন দুর্ব্বল হইয়া পড়ে, ঋতুবন্ধ হইয়া যায় ; ৯। সামান্য মানসিক উত্তেজনাতেই ঋতু দেখা দেয় ; ১০। কৃশ, লম্বা দ্রুতবর্দ্ধনশীল যুবকদিগের ফুসফুসের পীড়া; ১১। অস্থি পুষ্ট এবং পোষণক্রিয়া নিয়মিতভাবে না হইবার নিমিত্ত পীড়া ও শিশু চলিতে না শেখা; ১২। পাকস্থলীর উর্দ্ধাংশের সরার মত একটা চাব্‌ড়া-ফোলা ; ১৩। কোষ্ঠবদ্ধ অবস্থায় শরীর ভাল থাকা; ১৪। পায়ে ঘাম হইয়া পায়ের তলায় ঘা, হাজিয়া যাওয়া; ১৫। কোমরে কাপড় জোরে আঁটিয়া পরিতে না পারা ; ১৬। পা, মাথার ভিতর ও বাহির এবং শরীরের ভিতর যেন ঠাণ্ডা বিবেচনা করা ইত্যাদি।

চরিত্রগত পৃথক লক্ষণ ঃ—সল্‌ফারে— দাহ লক্ষণ যেমন সবর্বাপেক্ষা অধিক, ক্যাল্‌কেরিয়ায়—ঠাণ্ডাভাবও সেইরূপ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক, অর্থাৎ ঠিক বিপরীত। ক্যাল্‌কেরিয়া-কার্ব্ব—রোগী যেমন পেটমোটা, মেদপূর্ণ এবং ডিম খাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করে ; ক্যালকেরিয়া ফসে—রোগী তেমনই দুর্ব্বল রোগা এবং লোণদ্রব্য ও মাংস খাইতে চায়। ক্যাল্‌কেরিয়ার রোগীর—মাথার পশ্চাদ্ভাগে অধিক ঘাম হয় এবং শরীরের সর্ব্বস্থানে যেমন —বুক, ঘাড়, বগল, হাত, পা, হাঁটু ইত্যাদিতেও ঘাম হয়, সাইলিসিয়ার যেমন—সমস্ত মাথাটিতে ও হাতে পায়ে অধিক ঘাম হয়, ঐ ঘাম দুর্গন্ধ বা টক্‌গন্ধ, ইহার রোগীর মাথাটা শরীরের অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ অপেক্ষা অনেক বড়, হাত পা রোগা, রোগীর পায়ে যে ঘাম হয় তাহাও দুর্গন্ধি এবং সেই ঘামে পায়ের তলা, আঙ্গুল হাজিয়া যায় ও ঘা হয়। সলফারে— মাথার সম্মুখ দিকে ঘাম অধিক। ক্যাল্‌কেরিয়ায় রোগী—বোকা বা জড়পিণ্ডের মত ; সাইলিসিয়ায়—খিট্‌খিটে ও রাগীভাব। ক্যাল্‌কেরিয়া-কার্ব্বে—রোগীর পেট বড় "নাদা পেট", ক্যালকেরিয়া-ফসে—পেট থল-থলে ও খালপড়াভাব ; ক্যালকেরিয়া-কার্ব্বে—বাহ্যের রঙ সাদা ও টকগন্ধ ;ক্যালকেরিয়া-ফসে—বাহ্যে সবুজ, হড়্‌হড়ে গরম ও বায়ু নির্গমনের সঙ্গেই বাহ্যে হয় ; ক্যাল্‌কেরিয়া-কার্ব্বে—রোগী যেমন নড়িতে চড়িতে পারে না, সলফারে—তেমনই শ্রমসহিষ্ণু ও চালাক, ঠিক বিপরীত।

শিশুদের দন্ত-নির্গমনকালীন পীড়া—শিশুর দাঁত উঠার বয়স হইয়াছে—অথচ দাঁত উঠে না; কিম্বা অনেক বিলম্বে উঠে, এই সময়ে— জ্বর, পেটের

পীড়া, অজীর্ণ, তড়কা ইত্যাদি নানাপ্রকার পীড়া হইলে—ক্যাল্‌কেরিয়া-কার্ব্ব উপকারী (উপকার না হইলে মাঢ়ী চিরিয়া দিবেন)।

শিশু কলেরা ও উদরাময়—উপরে ক্যাল্‌কেরিয়ার ধাতুগতলক্ষণ বলিয়াছি। শিশু পীড়ায় দুধ একেবারে সহ্য হয় না, দুধ খাইলেই শিশু দধির ন্যায় জমা জমা টকগন্ধ বমি করে, বমির পর বেশ ক্ষুধা হয়; কিন্তু খাইলেই হজম হয় না, বাহ্যে বমি ইত্যাদি সমস্ত রোগলক্ষণ বৈকালে ও সন্ধ্যার দিকে বৃদ্ধি হয়। ক্যালকেরিয়ায়—বাহ্যের রঙ্গ সাদা যেন চুণগোলার মত, সবুজ কিম্বা হলুদে, কখনও বাহ্যের সঙ্গে ছেঁড়া-ছেঁড়া দুধও নির্গত হয়, বাহ্যের গন্ধ খুব টক, আবার কখনও উহা পচা মাখনের ন্যায় একপ্রকার কটু দুর্গন্ধ হয়। এখানে ইথুজার সঙ্গে প্রভেদ এই যে, ইথুজার—বড় বড় চাপযুক্ত জমা-জমা দধি-বমি হয় ; কিন্তু জমা-দুধ নির্গমন বাহ্যে হয় না। ক্যাল্‌কেরিয়ায়—দুধ বমিতে অত বড় বড় চাপ চাপ থাকে না, বাহ্যের সঙ্গে ছোট ছোট ক্রিমি নির্গত হয়। প্রসূতির স্তনের দুধ বাড়িয়া সন্তানের উদরাময় বা কলেরা হইলে—ক্যাল্‌কেরিয়ায় বিশেষ উপকার হয়, এখানে মাতাকেও ঐ ঔষধ সেবন করান উচিত, তাহাতে ফল অধিক হয়।

বিশেষ লক্ষণ ঃ—ইথুজায়—বাহ্যে বমির পর ছেলে নির্ঝুম হইয়া যেন ঘুমাইয়া পড়ে, এন্টিম-ক্রুডে—মুখের দিকে তাকাইলে বা গায়ে হাত দিলে ছেলে কাঁদে অথবা প্যান্‌প্যান করে। ক্যাল্‌কেরিয়ায়—ছেলে একগুঁয়ে এবং কোলে তুলিলে ফ্যাল্‌ফ্যাল্‌ করিয়া বোকার মত দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকে, বাহ্যে বমির জন্য চোখ মুখ বসিয়া যায় ; তলপেটে বড় খুরীর মত একটা পদার্থ উঁচু হইয়া ফুলিয়া থাকাভাব ক্যাল্‌কেরিয়ার আর একটি লক্ষণ। ইপিকাকে—বাহ্যের রঙ্গ সবুজ, কখনও ঘাসের বা পাতাছেঁচার মত সবুজ তাহার সঙ্গে ফেণা থাকে, কখনও অল্প সবুজ, লেবুর খোসার ন্যায় রঙ্গ থুথুর মত বুদবুদ, কখনও পাতলা, কখনও চিটেগুড়ের মত ঘন ও কাল, কখনও জলের মত তরল। ক্যালকেরিয়া-ফসে—বাহ্যে জলের মত তরল, রঙ্গ সবুজ, হড়হড়ে, পরিমাণে খুব বেশী ও গরম। সবুজরঙের বাহ্যে—ম্যাগনেসিয়া-কার্ব্ব, ইপিকাক, ন্যাট্রম-ফস, গ্র্যাটিওলা, পডোফাইলম, পলসেটিলা, ব্রায়োনিয়া, ক্যামোমিলা, ডলকামারা, আইরিস, সলফার, ভেরেট্রম ইত্যাদি অনেকগুলি ঔষধ আছে ; কিন্তু গরম বাহ্যে—কেবলমাত্র পডোফাইলমে ও ক্যাল্‌কেরিয়া-ফসেই অধিক পাওয়া যায় ; তবে—পডোফাইলমের বাহ্যে অত্যন্ত দুর্গন্ধ ও পরিমাণে বেশী এবং ক্যাল্‌কেরিয়া-ফসের বাহ্যে হড়হড়ে, যাহা খায় তাহাই বাহ্যের সঙ্গে নির্গত হয় (চায়না কিম্বা ওলিয়েণ্ডারের মত, ইহাতে জলের মত তরল বাহ্যের সঙ্গে সাদা সাদা থোবা-থোবার মত পদার্থ বা আঁসের মত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পদার্থ ভাসে কিম্বা পূঁযের মত পদার্থ মিশ্রিত থাকে, দুধ কিম্বা কিছু খাইলেই বমি করে, দুধ খাইবার পর অত্যন্ত পেট কামড়ায় এবং হুড়হুড় করিয়া বাহ্যে হয়। ৩/৪ বার বাহ্যের পর শিশু একেবারে মরার মত নির্জীব হইয়া পড়ে; হাত-পা শরীর সমস্ত ঠাণ্ডা হইয়া যায়।

পাকস্থলীর পীড়া—মাংসে, চর্ব্বিযুক্ত খাদ্যে ও সিদ্ধদ্রব্যে ঘৃণা; চা-খড়ি, কয়লা, ডিম, লবণ, মিষ্টদ্রব্য এবং যাহা সহজে হজম করিতে পারে না, তাহাই

খায় বা খাইতে আগ্রহ প্রকাশ করে। দুধ একেবারেই সহ্য হয় না, সর্ব্বদাই টক ঢেকুর উঠে, টক বমি হয়, আহারের পরেই বুকজ্বালা আরম্ভ হয় ; সশব্দে ঢেকুর উঠে। পেটে একপ্রকার ব্যথা হয়, উহা চাপ দিলে বাড়ে। সময়ে সময়ে রাক্ষুসে ক্ষুধা হয়, গরম দ্রব্যে অনিচ্ছা, ঠাণ্ডা দ্রব্য সহ্য হয় না; কিন্তু ঠাণ্ডা পান করিবার সর্ব্বদাই আগ্রহ প্রকাশ করে। উপর পেটে বেদনা, সে স্থান ছুঁইলেই বেদনা বাড়ে, পেটে খুরী বা সরার মত কি একটা পদার্থ উঁচু হইয়া থাকে। উদরাময়—মধ্যাহ্নের পর হইতে বৃদ্ধি পায়।

স্ত্রী ব্যাধি—ইহাতে ক্যাল্‌কেরিয়ার ধাতুটি সর্ব্বদাই স্মরণ রাখিবেন। যাহাদিগকে দেখিতে বেশ মোটাসোটা ও হৃষ্টপুষ্ট; কিন্তু রক্তে শ্বেত-কণিকার ভাগই বেশী, মাথায় ও বুকে প্রায়ই রক্তাধিক্য হয়, ঋতুর সময় উত্তীর্ণ হইয়াও ঋতু প্রকাশিত না হইয়া বুক ধড়ফড়ানি, মাথাব্যথা, শ্বাসকষ্ট ইত্যাদি লক্ষণসমূহ প্রকাশ পায়, তাহাদিগকে ক্যাল্‌কেরিয়া সেবন করাইলে ঋতু প্রকাশ হইয়া অচিরে উক্ত কষ্টের লাঘব হইবে।

জরায়ুর পীড়া—তলপেটে ভারীবোধ, প্রসব বেদনার মত ঠেলামারা ব্যথা, দাঁড়াইলে উহার বৃদ্ধি, জরায়ুতে (uterus) ছুঁচফোটান ব্যথা, ঋতু নিয়মিত সময়ের পূর্ব্বে এবং অত্যন্ত অধিক পরিমাণে স্রাব হয়, কাহারও দুই তিন সপ্তাহ অন্তর বা মাসে দুইবার ঋতুস্রাব ও অত্যন্ত অধিক পরিমাণে রজঃ নির্গত হয়, একটু অধিক পরিশ্রম করিলেই ঋতুস্রাব দেখা দেয়, এই সমস্ত লক্ষণে—ক্যাল্‌কেরিয়া বিশেষ উপকারী। ট্রিলিয়ম নামক ঔষধ—অধিক পরিমাণে রক্তস্রাবে ও তজ্জনিত দুর্ব্বলতায় উপযোগী (হ্যামামেলিস অধ্যায় দেখুন)।

শ্বেত-প্রদর—ছোট ছোট বালিকাদের (of infant & before puberty) শ্বেত-প্রদরে—ক্যাল্‌কেরিয়া ও কলোফাইলম নামক ঔষধটি উপকারী। সাধারণতঃ ক্যাল্‌কেরিয়ার স্রাব দুধের মত সাদা, পরিমাণে অধিক, ঋতুর ও রজঃস্রাবের সহিত অধিক নির্গত হয়। ইহাতে কখনও কখনও স্রাবের সহিত যোনি প্রদেশে জ্বালা ও চুলকানি থাকে।

অনিদ্রা—যেখানে রোগী প্রায় সমস্ত রাত্রি জাগিয়া থাকে, আদৌ ঘুম আসে না, চক্ষু মুদিলেই একটা ভীতিকর মূর্ত্তি স্বপ্নে দেখে, একটুমাত্র শব্দেই চমকাইয়া উঠে, তথায়—ক্যাল্‌কেরিয়া—৩০ শক্তি, প্রত্যহ ৩/৪ বার ৪/৫ দিনে সেবনেই উপকার হইবে।

জ্বর—টাইফয়েড জ্বরে—টাইফয়েড-র‍্যাস্‌ (মশার কামড়ের মত এক-প্রকার দাগ বা ক্ষুদ্র ফুস্কুড়ি) বাহির হইবার পূর্ব্বে যখন রোগী চক্ষু বুজাইলে কিছু না কিছু ভীতিজনক খেয়াল দেখে, রোগীর জ্ঞান থাকিলেও ঐরূপ খেয়াল দেখে, তাহাতে ভয় পায় কিম্বা অজ্ঞানভাবে ছটফট করে, তখন ক্যাল্‌কেরিয়া প্রয়োগে র‍্যাসগুলি বাহির ও রোগীর ভারী বিপদের আশঙ্কাও দূর হয়।

সবিরাম-জ্বর—জ্বর আসিবার সময় বেলা ২টা কিম্বা ১১টা, সন্ধ্যা ৬/৭টা, একদিন বেলা—১১টা, পরদিন—৪টা, এইরূপ পর্য্যায়ক্রমে জ্বর আসে। ধাতুগত লক্ষণ থাকিলে নিম্নলিখিত লক্ষণে,—জ্বরে—ক্যাল্‌কেরিয়া প্রযোজ্য;

শীতাবস্থা—পিপাসাযুক্ত বা পিপাসাশূন্য (শীত—পাকস্থলী হইতে আরম্ভ হয়)। উত্তাপাবস্থা—পিপাসাশূন্য, মাথা গরম, গায়ের কাপড় ফেলিয়া দিতে চায় (১১টায় জ্বর আসিলে শীত বা পিপাসা কিছুই থাকে না, শুধু গরমবোধ)। ঘর্ম্মাবস্থায়—পিপাসাশূন্য, প্রাতেই অধিক ঘাম ও একটু পরিশ্রমেই উহার বৃদ্ধি হয়, জ্বরের সহিত ঘাম থাকে ; ঘাম—মাথায়, ঘাড়ে ও বুকে অধিক হয়, কখনও শরীরের একাংশে ও রাত্রিতে হয়, শিশুদের মাথায় অধিক হয়; মাথার ঘামে বালিশ ভিজিয়া যায়। নাড়ী মোটা ও দ্রুত। ঠাণ্ডা হাওয়া লাগিয়া অথবা যাহারা কোনও ভিজা বা খোলাস্থানে কাজ করে,—তাহাদের জ্বরে—ক্যাল্‌কেরিয়া অধিক উপকারী।

রেতঃস্খলনজনিত পীড়া—হস্তমৈথুন, স্বপ্নদোষ কিম্বা অতিরিক্ত ইন্দ্রিয়সেবাজনিত কোনও পীড়ায়—ক্যাল্‌কেরিয়া কার্ব্ব ; লাইকোপোডিয়ম, সল্‌ফার ও নক্স-ভমিকা উপযোগী, ক্যাল্‌কেরিয়ায়—প্রবল ইচ্ছা সত্ত্বেও পূর্ণভাবে লিঙ্গোদগম না হওয়ায় স্ত্রী-সম্ভোগে অসমর্থ, স্ত্রী-সহবাসের পর মাথা ঘোরে, মাথাব্যথা করে। লাইকোপোডিয়মে—লিঙ্গোত্থান সামান্য কিম্বা একেবারে হয় না। লিঙ্গ শিথিল, ঠাণ্ডা। নক্স-ভমিকায়—ভোরের দিকে স্বপ্নদোষ হয়, মাথায় ও কোমরে ব্যথা থাকে, নক্সের পর—সলফারে স্থায়ী উপকার হয়। এই পীড়ায় কখনও ঘন ঘন ঔষধ ব্যবহার করিবেন না, একমাত্র উচ্চশক্তির ঔষধ প্রয়োগ করিয়া তাহার ফলাফলের জন্য অপেক্ষা করিবেন এবং বিশেষ আবশ্যক বুঝিলে তবে দ্বিতীয় মাত্রা প্রয়োগ করিবেন। (এগ্‌নাস অধ্যায় দেখুন)।

নাসিকা দিয়া রক্ত পড়া—মোটা শিশুদের পীড়ায় ইহা উপকারী।

হাইড্রোকেফালস (Hydrocephalus)—শিশুদের দন্ত নির্গমনকালীন পীড়ায় যখন মস্তিষ্কে জলসঞ্চয় হইয়াছে কিম্বা হইতে আরম্ভ হইয়াছে তখন—ক্যালকেরিয়া-কার্ব্বে উপকার হয়, সলফারের পর-ক্যাল্‌কেরিয়া অধিক ফলপ্রদ। বেলেডোনা প্রয়োগে রোগের উপশম হইয়াও যদি পুনরায় রোগ বৃদ্ধি হয়, তখন—বেলেডোনা প্রয়োগে আর উপকার হয় না—ক্যালকেরিয়ায় উপকার হয়। ক্যালকেরিয়া-ফস- শিশু ক্রমাগত বাহ্যে বমি করিয়া একেবারে নিস্তেজ, আচ্ছন্ন ও মরার মত হইয়া পড়িলে প্রথমতঃ —চায়না প্রয়োগে রোগী অনেকটা সজীব হইয়া উঠে, তৎপরে ক্যাল্‌কেরিয়া-ফস দ্বারা প্রভূত উপকার পাওয়া যায়। যদি দেখিতে পান যে, ক্রমশঃ আচ্ছন্নতা বাড়িয়া পীড়া—চোরা-বিকারে দাঁড়াইতেছে, রোগী শুধু মাথাটি নাড়ে, দাঁত কড়মড় করে, নাক-কান-মুখ সমস্ত ঠাণ্ডা, মাথা গরম, পা দুইটি নাড়ে, ত্বরায়—জিঙ্কাম প্রয়োগ করিবেন। স্বর্গীয় ডাঃ জি, মানুক এম্, বি, সি, এম (এডিনবার্গ) এ অবস্থায় সলফারের পক্ষপাতী ছিলেন। ক্যালি-ব্রোমও উপকারী।

চর্ম্মপীড়া—মাথার উপর একজিমা, পুরু মামড়ী পড়ে, অত্যন্ত দুর্গন্ধ বাহির হয়। একজিমা—মাথার উপর আরম্ভ হইয়া ক্রমশঃ নিম্নদিকে মুখে পর্য্যন্ত নামিয়া আসে। (ধাতুগত লক্ষণ মিলাইয়া ঔষধ দেওয়া উচিত)।

চক্ষুর পীড়া—চক্ষুর স্বচ্ছত্বকে ক্ষত, চক্ষুতে সূর্য্যের অথবা বাতির আলোক আদৌ সহ্য হয় না স্বচ্ছত্বক (cornea) সর্ব্বদাই অপরিষ্কার ও চক্ষুর পাতায়

ঘন জমাট পূঁয থাকে, স্বচ্ছত্বকের অসচ্ছতা অর্থাৎ সাদা-সাদা দাগপড়া (corneal opacity) ইত্যাদি আরোগ্য করিতে ক্যাল্‌কেরিয়া বিশেষ উপযোগী; কিন্তু যদি ক্ষত বাড়িয়া ক্রমশঃ স্বচ্ছত্বককে নষ্ট করিবার উদ্যোগ করে, স্বচ্ছত্বক ছিদ্র হয়, তাহা হইলে—এসিড-নাইট্রিক উপকারী। স্ক্রফুলা ধাতুর ব্যক্তির চক্ষুপ্রদাহে—স্বচ্ছত্বকে ক্ষতসহ চক্ষুর পাতার ধারগুলি পুরু হইয়া যাইলে, পিচুটিতে চক্ষু বুজিয়া থকিলে চক্ষুর পাতার ধারগুলি ফাটিয়া তাহা হইতে রক্ত পড়িলে এবং প্রদাহ—চক্ষুর কোণের দিকে অধিক থাকিলে—গ্রাফাইটীস তাহা আরোগ্য করিতে সম্পূর্ণ সক্ষম। চক্ষুর পীড়ায় ক্যাল্‌কেরিয়া—৩০ শক্তি ২/১ মাত্রা প্রথমে প্রদান করিয়া কিছুদিন অপেক্ষা করিলে ফল আরও ভাল হয় (চক্ষুর স্বচ্ছত্বক, কর্ণিয়া ইত্যাদি কাহাকে বলে—৫৭৩ পৃষ্ঠা দেখুন)।

কর্ণের পীড়া—কর্ণের প্রদাহ, কর্ণের ভিতরে বাহিরে ব্যথা, কর্ণমধ্যে সোঁ সোঁ ঝোঁ ঝোঁ শব্দ, বধিরতা, কর্ণে পূঁয উহা চর্ব্বির মত ঘন, কর্ণ-পটহ (tympanum) ছিদ্র এবং সেই ছিদ্রের ধারে গ্যাঁজের মত (polypus) হইয়া তাহাতে যন্ত্রণাদি হইলে—ক্যাল্‌কেরিয়া উপকারী। স্নান করিয়া, জলে ভিজিয়া, ঠাণ্ডা লাগাইয়া কালা হইলে ও কাণের ভিতর সোঁ সোঁ-ঝোঁ ঝোঁ শব্দ হইতে থাকিলে—ক্যাল্‌কেরিয়ায় উপকার হয়, উপকার না হইলে—ক্যাড-মিয়ম-সল্‌ফ পরীক্ষা করিবেন। কাণের ভিতর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্ফোটক হইলে-ক্যালকেরিয়া-পিক্রেটায় উপকার হয়।

অর্ব্বুদ (Polypus)—নাক, কাণ এবং জরায়ুর অর্ব্বুদে রক্তস্রাব হইতে থাকিলে—ফস্‌ফরাস, নচেৎ ক্যাল্‌কেরিয়া-কার্ব্ব উপযোগী। ক্যাল্-কেরিয়ায়—নাসিকার অর্ব্বুদে রক্তস্রাব থাকে। মোটা শিশুদের নাক দিয়া রক্তপড়ায়—ক্যাল্‌কেরিয়া উপকারী।

পাথরী (Stone)—মূত্রপাথরী ও পিত্ত-পাথরী এই উভয় প্রকারের পীড়াতেই—ক্যাল্‌কেরিয়া-কার্ব্ব উপকারী। ডাঃ হিউজেস বলেন—ভয়ানক বেদনার সময় এই ঔষধের—৩০ শক্তি (উপকার না হইলে—২০০ শক্তি), ২/১ মাত্রা সেবনে এত শীঘ্র উপকার হয় যে, ক্লোরোফরম, মর্ফিয়া ইত্যাদিরও আবশ্যক হয় না। ক্যাল্‌কেরিয়া—পাথরী পীড়ার একটি প্রতিষেধক ঔষধ।

২ বা ৩ সপ্তাহ অন্তর—২০০ বা আরও উচ্চশক্তির—সি, এস প্রভৃতি একমাত্রা সেব্য। ইহার বেদনার সময় রোগীকে অত্যন্ত ঘাম দেয়।

চায়না—পিত্ত পাথরীর প্রবল যন্ত্রণার সময় ব্যবহৃত হইলে অনেক সময় ইহাতে উপকার পাওয়া যায়, ইহার—৬ষ্ঠ শক্তিই অধিক ফলপ্রদ। প্রতিদিন ২। ১ মাত্রা করিয়া কিছু অধিক দিন সেবন করিলে সম্ভবতঃ নূতন পাথরী আর জন্মাইতে পারে না, রোগী আরোগ্য হয়। মেন্থাপিপারেটা, বার্ব্বেরিস, লাইকোপোডিয়ম, ইয়োনাইমিন, সার্সাপ্যারিলা প্রভৃতিও এই পীড়ার ফলপ্রদ ঔষধ (বার্ব্বেরিস অধ্যায় দেখুন)।

উপরোক্ত পীড়াদি ভিন্ন, কাশি—যাহা শুইলে বাড়ে, গেঁটেবাত—তাহার সহিত দুর্গন্ধ প্রস্রাব, প্রস্রাবের তলানি সাদা, ক্যাল্‌কেরিয়া-ধাতুর বালকদিগের একজিমা—যাহা মাথা হইতে আরম্ভ হইয়া মুখে পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়, যাহাতে সাদা খড়ির মত মামড়ি পড়ে; যক্ষারোগে—স্বরভঙ্গ অথচ গলায় বেদনা নাই ; কিন্তু বুকে বেদনা থাকে এবং শ্বাসকৃচ্ছ্রতা, কাশি, তরল ঘড়্‌ঘড়ে সর্দ্দি, উদরাময় ইত্যাদি লক্ষণ সম্বলিত পীড়ার ও হিপ্‌জয়েন্ট পীড়ার ২য় অবস্থায়—ক্যাল্‌কেরিয়া উপযোগী।

নিম্নে ক্যালকেরিয়ার আরও কতকগুলি শ্রেণীর উল্লেখ করা হইল ঃ—
ক্যালকেরিয়া-পিক্রেটা (Cal. Picrata)—পুনঃ পুনঃ ফোড়া হইতে থাকিলে ইহা সেবনে উপকার হয় (recurring of chronic boils) কাণের ভিতর, পাছার হাড়ের ও জঙ্ঘাদির উপর যে সকল স্থানের মাংস-পেশীসমূহ পাতলা সেই স্থানের স্ফোটকে ইহাতে অধিক উপকার হয়, চক্ষুর আঞ্জিনার ও ইহা উত্তম ঔষধ (ক্যাল-ফস অধ্যায়—বয়োব্রণ দেখুন)।

ক্যালকেরিয়া-ব্রোম (Calc. Brom)—ঢিলা পেশী, স্নায়বিক ধাতু বিশিষ্ট ব্যক্তি ও খিট্‌খিটে স্বভাবাপন্ন বালক বালিকাদের পেটের পীড়ায় ও মস্তিষ্কের উত্তেজনায় এবং সেখানে মস্তিষ্ক আক্রান্ত হইবার সম্ভাবনা অধিক, তথায় প্রযোজ্য। ক্রম—৬ষ্ঠ হইতে ৩০ শক্তি।

ক্যাল্‌কেরিয়া-কষ্টিকাম (Cal. Causti)—৬ষ্ঠ শক্তি। পিঠে, পায়ের গোড়ালীতে, মাঢ়াতে এবং গণ্ডাস্থিতে বেদনা হইতে উপকারী।

ক্যালকেরিয়া-মিউর (Calc. Mur)—৬ষ্ঠ—৩০ শক্তি। অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্ফোটক, মাথায় অত্যন্ত চুলকানি ও উদ্ভেদ; পান বা আহার যাহা করে সমস্ত বমি হয়, তৎসহ পেটে ভীষণ বেদনা। স্ফোটকের স্ফীতিতে—ইহার ১ × চূর্ণ ১ ড্রাম, ২/৩ আঃ জলে মিশাইয়া ফোড়ায় পটী দিলে উপকার হয়।

ক্যাল্‌কেরিয়া-ক্যাল্‌সিয়ানেটা (Calc. Calci)—৬ষ্ঠ শক্তি, ইহা আঁচিলের একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ (থুজা অধ্যায় দেখুন)।

বৃদ্ধি—ঠাণ্ডা ও জলীয় বায়ুতে, শীতল জলে, প্রাতঃকালে, সন্ধ্যায় ও রাত্রি দ্বিপ্রহরের পর, পূর্ণিমায়, আহারান্তে, মানসিক পরিশ্রমে, আলোকে, বমনকালীন ও বমনের পর, দুগ্ধপানে।

উপশম—শুষ্ক বায়ুতে, অন্ধকারে, আক্রান্তপার্শ্বে শয়নে, চুল কাটিলে।

সম্বন্ধ—ক্যাল্‌কেরিয়ার পর—লাইকো, নক্স, ফস, সাইলি প্রভৃতি ঔষধ অধিক উপকারী। হ্যানিম্যান বলেন—নাইট্রিক-এসিড ও সল্‌ফারের পূর্ব্বে ক্যাল্‌কেরিয়া ব্যবহার করা অনুচিত, বয়স্কদিগের নিমিত্ত পুনঃ পুনঃ এবং এক মাত্রায় উপকার হইলে ২য় মাত্রা প্রয়োগ করা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ, তবে শিশুদের পুনঃ পুনঃ প্রয়োগ করা যায়। চক্ষুর তারকা প্রসারিত থাকিলে—নাইট্রিক-এসিড, পল্‌স ও সল্‌ফারের পর ক্যাল্‌কেরিয়া ফলপ্রদ।

ক্রিয়ানাশক—ব্রায়ো, ক্যাম্ফর, চায়না, ইপি, হিপার, এসিড-নাইট্রিক, নক্স, সিপি, সল্‌ফ, নাইট্রি-স্পিরি-ডল্‌।

ক্রিয়া স্থিতিকাল—৬০ দিন।

ক্রম—৬—২০০ শক্তি।

ক্যাল্‌কেরিয়া আয়োড (Calcaria Iod.)

(আয়োডাইড-অফ-লাইম)—স্ক্রফুলা-ধাতুর ব্যক্তিগণ যাহাদের প্রায়ই গ্ল্যাণ্ড ফোলা ও গ্ল্যাণ্ড খুব বড় হয়, টন্‌সিল ফোলে, নাসিকায় সর্দ্দি ঝরে, ব্রঙ্কাইটীস হয়, তাহাদের এবং খুব মোটা স্থূলকায় শিশু যাহাদের সামান্য একটুতেই ঠাণ্ডা লাগে তাহাদের পীড়ায় ইহা অধিক উপকারী। টিউ-বার্কিউলার-মেনিন্‌জাইটীস এবং নাসিকার কিম্বা কর্ণের মধ্যে পলিপিরও (নরম অর্ব্বুদের) ইহা উত্তম ঔষধ।

সর্দ্দি-কাশি—পুরাতন কাশি, কাশিতে সবুজবর্ণের পূঁযমিশ্রিত গয়ার উঠে, হেক্‌টিক-জ্বর হয়। ডাঃ এ, পি, বিবি—ক্রুপে ইহার প্রশংসা করেন।

গ্ল্যাণ্ডফোলা—ব্যারাইটা-আয়োড ও ব্যারাইটা-মিউর দেখুন।

টন্‌সিলাইটীস—টন্‌সিল ফোলে, বেদনা হয়, টন্‌সিলের মাঝে মাঝে ক্ষত ও ছিদ্র। লাইকোপোডিয়মে—ডানদিকের টন্‌সিল আক্রান্ত ও টন্‌সিল খুব বড় হয়, তাহার উপর ছোট শক্ত ক্ষত।

সদৃশ—ক্যাল্‌কেরিয়া-ফ্লোর, মার্কুরিয়স-আয়োড, সাইলিসিয়া।

ক্রম—২ ×, ৩—৩০ শক্তি। ফরমূলা—৭।

ক্যাল্‌কেরিয়া ফ্লোর (Calcaria Flour.)

(ফ্লোরাইড-অফ-লাইম)—অস্থির, গ্রন্থি ও শিরা সমূহের উপর ইহার প্রধান ক্রিয়া। অস্থি, চক্ষু, দন্তের পীড়া, কোমরে বাত ইত্যাদি কতকগুলি পীড়ার ইহা একটি ফলপ্রদ ঔষধ। এসিড-ফ্লোরিক এবং সাইলিসিয়ার একত্রিত ক্রিয়াফল অনেকটা পরিমাণে—ক্যালকেরিয়া-ফ্লোরের ন্যায়। ইহা ডাঃ সুস্‌লারের একটি বায়োকেমিক ঔষধ।

মস্তিষ্কের পীড়া—মাথার হাড়ে ঘা, ঢিবির মত ফোলা, বেদনা এবং ছেলেদের মাথায় রক্ত-আব হইলে—ক্যাল্‌কেরিয়া-ফ্লোর উপকারী।

আঙ্গুলহাড়া (Felon)—এসিড-ফ্লোরিক এই পীড়ার একটি উত্তম ঔষধ, যদি এসিড-ফ্লোরিকের লক্ষণ থাকিয়াও তাহাতে উপকার না হয়,—ক্যাল্‌কেরিয়া-ফ্লোর দিবেন (ডায়স্কোরিয়া ও খেরাপিউটিক্স দেখুন)।

সাইনোভাইটীস (হাঁটুর প্রদাহ)—হাঁটুর অথবা অন্যান্য গাঁটের পুরাতন প্রদাহ (তরুণ প্রদাহে—এপিস, ব্রায়োনিয়া প্রভৃতি)।

চক্ষুর পীড়া—ছানির জন্য যতগুলি বাছা বাছা ঔষধ আছে, তন্মধ্যে—সাইলিসিয়া, কোনিয়ম ও ক্যাল্‌কেরিয়া-ফ্লোর সর্ব্বাপেক্ষা উপকারী, তবে অবশ্য লেন্‌স-ফাইভার বিনষ্ট হইবার পূর্ব্বে এই ঔষধগুলি ব্যবহৃত হওয়া উচিত, নচেৎ বোধ হয় কোন ফলই হইবে না। ছানিতে কিম্বা অন্য কোনও প্রকার চক্ষুর পীড়ায়—কিছুক্ষণ চক্ষু ব্যবহার করিবার পর যদি কেহ চক্ষুতে ঝাপ্‌সা দেখে, চক্ষুর তারা ব্যথা করে, সম্মুখে যেন অগ্নিকণার মত কিছু উড়িতেছে এরূপ দেখিতে পায়, স্বচ্ছত্বকে (cornea) দাগ থাকে, তাহা হইলে—ক্যাল্‌কেরিয়া-ফ্লোর উপকারী।

সিনেরেরিয়া-মেরিটিমা-সক্কাস (Cineraria)—অনেকে বলেন ইহা ছানির একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ। ২/১ ফোঁটা মাত্রায় প্রত্যহ ৪/৫ বার করিয়া কয়েক মাস চক্ষুতে বাহ্যিক প্রয়োগ করিতে হয়, অল্পদিনে বিশেষ ভাল হয় না। ইহা বাহ্যিক ব্যবহারকালীন আভ্যন্তরিক কোনও ঔষধ সেবন করিলে আরও শীঘ্র উপকার হয়। (থেরাপিউটিক্সে চক্ষু পীড়ার শেষাংশ দেখুন)।

নাসিকার পীড়া—নাসিকার অস্থিক্ষতে—অরম-মেটালিকামে কোনও উপকার না হইলে এবং ঐ ক্ষত হইতে দুর্গন্ধস্রাব নির্গত হইতে থাকিলে ক্যাল্‌কেরিয়া-ফ্লোরে উপকার হইবে।

দন্তের পীড়া—দাঁত নড়ার সহিত কোনও বস্তু দাঁতে লাগিলেই যখন দাঁতের যন্ত্রণা বৃদ্ধি হয় কিম্বা দাঁতের শিথিলতা বশতঃ নড়াদন্তে বেদনা থাকে, তখন ক্যাল্‌কেরিয়া-ফ্লোর উপকারী। মাঢ়ীতে স্ফোটক তৎসহ চোয়াল শক্ত, ফোলা, দাঁতের শোষ ঘায়ে (Pyorrhoea)—এসিড-ফ্লোরিক, উপকার না হইলে—ক্যাল্‌কেরিয়া-ফ্লোর, ইহাও বিফল হইলে—হেক্লা-লাভা (ইহা বাহ্যিক প্রয়োগ ও আভ্যন্তরিক সেব্য, হেক্লা দেখুন)।

উপরোক্ত পীড়াগুলি ভিন্ন উহা আরও কতিপয় পীড়ায় উপকারী ঃ—সাধারণ হিক্কায় (কলেরার হিক্কা নহে) ; গোগগুল নির্গমন (আভ্যন্তরিক ও বাহ্যিক প্রয়োগে) ; কোষ্ঠবদ্ধসহ অন্তর্ব্বলীযুক্ত অর্শ, অণ্ডকোষে জলসঞ্চয় ও অণ্ডকোষের ফোলা, স্তনপ্রদাহ বা স্তনে ফোড়া, ভেরিকোস-ভেন্‌স নামক পীড়া, প্রকৃত ক্রুপ, পূর্ব্বপুরুষাগত উপদংশ, গলগণ্ড—পাথরের জন্য শক্ত গ্ল্যাণ্ড, কোমরের পুরাতন বাত—যাহাতে প্রথম চলিবার সময় অত্যন্ত বেদনা থাকে, কিন্তু একটু চলিবার পর আর বেদনা থাকে না, স্ত্রীলোক-দিগের জরায়ুর কতিপয় পীড়া—যেমন জরায়ুর স্থানচ্যুতি (নাভিটলা), নীচে ঠেলিয়া আসার মত বেদনাসহ জরায়ু ঝুলিয়া পড়া, জরায়ুতে বেদনা, রক্তপ্রদর, ঋতুস্রাবের সহিত প্রসববেদনার ন্যায় বেদনা এবং হাড়ের ক্ষতের মধ্যে পূঁয ও পুনঃ পুনঃ গর্ভপাতে—১২ × শক্তি, অধিক উপকারী।

বৃদ্ধি—বিশ্রামে, ঋতু পরিবর্ত্তনে। উপশম—তাপে, গরম প্রয়োগে। পরবর্ত্তী ঔষধ—ক্যাল্ ফস্, ন্যাট-মিউর, এসিড-সাইলি।

ক্রম—৬—২০০ শক্তি। বায়োকেমিকে—১২ × হইতে উচ্চ শক্তি।

ফরমূলা—৭।

ক্যাল্‌কেরিয়া ফস (Calcaria Phos)

(ফসফেট-অফ্-লাইম) সুস্‌লারের দ্বাদশটি টীসু ঔষধের মধ্যে ইহা একটি বিশেষ উপকারী ঔষধ। বালকদিগের দন্তোগমনকালীন পীড়া, দন্ত উঠিতে বিলম্ব, দন্ত উঠিবার পর-ই দন্তে ক্ষত হওয়া, সর্ব্বপ্রকার অস্থিপীড়া, অস্থি ভগ্ন হইয়া জোড়া না লাগা, বাতের বেদনা প্রায় প্রত্যেক ঋতু পরিবর্ত্তনে বৃদ্ধি, সকল প্রকার ক্ষয়কারী পীড়া আরোগ্যের পর যখন শরীরের রক্ত বৃদ্ধি ও জীবনীশক্তির উত্থান না হয়, শারীরিক গঠনের অভাব, শরীরের শুষ্কতা, মেরুদণ্ডের দুর্ব্বলতা ও বক্রতা, অনিচ্ছায় শুক্রনির্গমন, রক্তহীনতা, রক্তস্বল্পতা, গণ্ডমালা ধাতুগ্রস্ত ব্যক্তিদের আক্ষেপ, খেঁচুনি, উদরাময় ও শিশু-কলেরা ইত্যাদি কতিপয় ইহার—চরিত্রগত লক্ষণ।

ক্যাল্‌কেরিয়া-ফসের ধাতু—যে সমস্ত শিশু অত্যন্ত জীর্ণশীর্ণ, শরীরের গঠন রুগ্ন, বয়স অনুযায়ী যাহাদের শরীরের সেরূপ পুষ্টি বা বৃদ্ধি হয় না, পেটটি যেন খালপড়া বা খুব উঁচু, মাথাটি দেহ অপেক্ষা বড়, হাত-পা শীর্ণ, পাঁজরা যেন জিরজির করে, মাথার হাড় পাতলা থাকে যেন একটু চাপ দিলেই ভাঙ্গিয়া যাইবে, কাগজের মত পাতলা হাড়, ঘাড়ে ও শরীরের অন্যস্থানে বীচির মত গ্রন্থি, ফোলা থাকে, দাঁত অনেক পরে ও বিলম্বে উঠে, মেরুদণ্ডের দুর্ব্বলতার জন্য হাঁটিতে পারে না, সেই সমস্ত রুগ্ন শিশুদের ধাতুতে—ক্যাল্‌কেরিয়া-ফস উপযোগী।

হাড় পুষ্ট হয় নাও ফন্টানেল (ব্রহ্মরন্ধ্র) অনেকদিন পর্য্যন্ত জোড়ে না, এই সম্বন্ধে ডাঃ ফ্যারিংটন বলেন, ক্যাল্‌কেরিয়া-কার্ব্ব—হাড়ের সম্মুখ ভাগে এবং ক্যাল্‌কেরিয়া-ফস সম্মুখ ও পশ্চাৎ উভয়দিকেই (both anterior and posterior) ক্রিয়া প্রকাশ করে।

দন্তের পীড়া—শিশুদের দাঁত যেমন বিলম্বে উঠে, তেমনি শীঘ্র শীঘ্র নষ্ট হইয়া যায়। পূর্ণবয়স্কগণের দাঁত বোধ হয় যেন নরম, প্রায়ই দাঁতে নূতন নূতন ছিদ্র দেখা দেয়, পুরাতন দাঁত স্বাভাবিক অপেক্ষা কিছু বড় এবং গোড়া আলগা হয় ও পড়িয়া যায়। আমেরিকার একজন দন্ত-চিকিৎসক বলেন—ক্যাল্‌কেরিয়া-ফস নিয়মিতরূপে কিছু অধিক দিন সেবন করিলে কখনও দাঁত নষ্ট হইবার অথবা দাঁতের পীড়া হইবার সম্ভাবনা থাকে না।

শিশু-উদরাময় ও কলেরা—উপরে ক্যাল্‌কেরিয়ার ধাতু বলিয়াছি, উক্ত প্রকার ধাতুর শিশুদের উদরাময়ে বা কলেরায় যখন শিশুর পেটে দুধ আদৌ সহ্য হয় না, খাইলেই বমি করে, অনবরত বাহ্যে হয়, বাহ্যের রঙ সবুজ, তাহার সহিত সাদা-সাদা ও হড়হড়ে একপ্রকার পদার্থ মিশ্রিত থাকে, বাহ্যে গরম এবং বাহ্যের সময় সশব্দে বায়ু নিঃসৃত হয়, যাহা পান করে তাহাই বাহ্যের সঙ্গে নির্গত হয় কিম্বা বমি করে, শিশুর মুখ চোখ বসিয়া যায়, শরীর শীতল হয় এবং মরার মত চুপ করিয়া পড়িয়া থাকে, তখন—ক্যাল্‌কেরিয়া-ফস-উপকারী।

হাইড্রোকেফালস্ (Hydrocephalus)—উপরোক্ত প্রকারে ক্রমাগত বাহ্যে-বমি হইয়া যখন শিশুর নড়ন-চড়ন শক্তি রহিত হইয়া নির্ঝুমভাবে

পড়িয়া থাকে, তখন—চায়নাই উত্তম ঔষধ ; চায়না সেবনে—প্রথমতঃ রোগীর শরীরে কতকটা নূতন বল আনয়ন করে, তাহার পর—ক্যাল্‌কেরিয়া-ফসে বিশেষ উপকার সাধিত হয়; কিন্তু আবার তাহা না হইয়া যদি শিশু-অজ্ঞান-অচৈতন্যভাবে পড়িয়া থাকিয়া কেবল এপাশ-ওপাশ করিয়া মাথাটি নাড়িতে থাকে, মধ্যে মধ্যে দাঁত কড়মড় করে, শরীরের স্বাভাবিক তেজ কিছুমাত্র না থাকে, হাত-পা-নাক-কাণ সমস্ত শীতল হয়, পা দুইটি নাড়ে, তাহা হইলে ক্যাল্‌কেরিয়া-ফস অপেক্ষা—জিঙ্কাম মেট অধিক উপকারী (জিঙ্কাম অধ্যায়ে অন্যান্য ঔষধ দেখুন)।

ডাঃ ভনগ্রভোল বলেন—যদি কোনও স্ত্রীলোকের সন্তান-সন্ততিগণ প্রায়ই রিকেট, স্ক্রফুলাধাতুগ্রস্ত কিম্বা হাইড্রোকেফালস্ পীড়ায় আক্রান্ত হয়, তাহা হইলে সেই স্ত্রীলোক গর্ভধারণকালীন একদিন—ক্যাল্‌কেরিয়া-ফস, পরদিন—সল্‌ফার, এই নিয়মে মধ্যে মধ্যে বন্ধ দিয়া কিছুদিন ঔষধ সেবন করিবে, তাহাতে তাহার সন্তান-সন্ততিদিগের উক্ত প্রকার পীড়া হইবার আর আশঙ্কা থাকিবে না। সল্‌ফার দ্বারা—ভ্রূণের টীসুসমূহের পুষ্টিসাধন হইবে এবং ক্যাল্‌কেরিয়া-ফসে—হাড় পরিপুষ্ট হইবে (ক্রম—৩০ শক্তি)।

শিশুর বমি—শিশু দিনরাত্রি মাই খায় আর বমি করে।

র‍্যাকাইটীস (Rachitis)—শিশুর অস্থিবিকৃতি পীড়া; শিশুদের এই পীড়ার সূত্রপাত হইবার পূর্ব্বে তাহাদের ঠাণ্ডা আদৌ সহ্য হয় না, একটু ঠাণ্ডা পড়িলে—তাহা বর্ষায় হউক, আর শীতে হউক কিম্বা প্রতি ঋতু পরিবর্ত্তনের সময়েই হউক, শিশুর হাত-পা ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদিতে ব্যথা হয়, কামড়াইতে থাকে, ঘাড় আড়ষ্ট হইয়া যায়, এরূপস্থলে অনতি-বিলম্বে—ক্যাল্‌কেরিয়া-ফস প্রয়োগ করিতে হইবে। ব্রায়োনিয়ায়—এই প্রকার লক্ষণ আছে ; কিন্তু র‍্যাকাইটীসের পূর্ব্বলক্ষণ বলিয়া উহা এখানে আদৌ উপযোগী নহে।

অস্থির পীড়া—শরীরের কোনও স্থানের অস্থি ভাঙ্গিয়া যাইলে যদি শীঘ্র শীঘ্র না জোড়ে, তাহা হইলে—সিম্ফাইটম উপকারী ; কিন্তু যখন সিম্ফাইটমে উপকার না হইবে, তখন ক্যাল্‌কেরিয়া-ফস—নিম্নশক্তি ৬ × হইতে ১২ × প্রয়োগ করিবেন। অস্থি কোমল, দুর্ব্বল ও শুষ্ক হইলে—ক্যাল্‌কেরিয়া-ফস প্রয়োগে অস্থি দৃঢ়, বলবান ও পুষ্ট হইবে। বালকদের পা বাঁকা হইলে ইহার দ্বারা অনেক সময় উপকার হয়। হিপ্‌জয়েন্ট পীড়ার ইহা মহৌষধ (সাইলিসিয়া অধ্যায় দেখুন)।

বাত—প্রভৃতি ঋতু পরিবর্ত্তন শরীরে ব্যথা, কনকন্ করা, কামড়ানি ও বাতের বেদনা বাড়ে, সেই বেদনা স্থান পরিবর্ত্তন করে, এক অঙ্গ হইতে অন্য অঙ্গে পরিচালিত হয়, বেদনা কোমরের নিম্নের হাড়ে (in sacrum) কিছু অধিক হয়। রোগী শরৎ ও বসন্তকালে ভাল থাকে।

বয়োব্রণ (Acne)—যৌবনকালে অনেকেরই মুখে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র এক প্রকার স্ফোটক বাহির হয়, ইহাকে—বয়স ফোড়া, বয়োব্রণ, ইংরাজীতে—Acne কহে। বালিকাদিগের এইপ্রকার ব্রণ বা স্ফোটক হইলে—ক্যাল্‌কেরিয়া-ফস; বালকদিগের হইলে—ক্যাল্‌কেরিয়া-পিক্রেটা উপকারী।

ক্যাল্‌কেরিয়া-পিক্রেটো (Calcaria Picratum)—আঞ্জিনার (Sty) মহৌষধ। ইহা সেবনে যেমন শীঘ্র শীঘ্র পুঁয উৎপাদিত হয়, তেমনই শীঘ্র ফাটিয়া যায়। কাণের ফোড়ার (furuncle of the ear) ইহা উৎকৃষ্ট ঔষধ, পুরাতন স্ফোটকের পুনঃ প্রকাশ। ক্রম—৩য় শক্তি অধিক ফলদায়ক।

স্ত্রী-ব্যাধি—বালিকাদিগের ঋতুস্রাব খুব শীঘ্র শীঘ্র এমন কি ১৫ দিন অন্তর হয়; কিন্তু বয়স্কাদিগের ঋতুস্রাব প্রায়ই অনেক বিলম্বে হয়, ঋতুর সময় প্রসববেদনার মত বেদনা থাকে। প্রদরস্রাব—ডিমের শ্বেতাংশের মত; পরিমাণ—ক্যাল্‌কেরিয়া-কার্ব্বের অপেক্ষা কম এবং ঋতুস্রাব কমিয়া আসার সঙ্গে সঙ্গে প্রদরস্রাব বৃদ্ধি হয়।

পরবর্ত্তী ঔষধ—রস, সল্‌ফ, আয়োড, সোরিণাম, স্যানিকিউ।

সদৃশ—রুটা, সল্‌ফ, জিঙ্কাম। ক্রিয়াস্থিতিকাল—৬০ দিন।

ক্রম—৩ ×—২০০ শক্তি। ফরমূলা—৭।

ক্যাল্‌কেরিয়া হাইপোফস (Calcaria Hypophos.)

(হাইপোফস্‌ফেট-অফ-লাইম)—কাশি, যক্ষ্মা প্রভৃতি কতকগুলি পীড়ায় এলোপ্যাথিকে এই ঔষধটি অত্যন্ত অধিক পরিমাণে ব্যবহৃত হয়, অধিক পরিমাণে ব্যবহারের নিমিত্ত, ফলে—কাহারও কাহারও মুখ দিয়া রক্ত উঠে, এরূপস্থলে ক্যাল্‌কেরিয়া-হাইপোফস প্রয়োগ শীঘ্র উপকার ও ফল পাওয়া যায়, অত্যধিক ঘর্ম্ম, দুর্ব্বলতা, রক্তহীনতা, শরীরের রক্ত ফেকাসে হওয়া, হাত-পা প্রত্যঙ্গাদি ঠাণ্ডা প্রভৃতি এই ঔষধের—চরিত্রগত লক্ষণ; যক্ষ্মা কাশিতে—যেখানে উদরাময়, কাশি, বুকে বেদনা, ফুসফুস হইতে রক্ত উঠা প্রভৃতি লক্ষণসহ ইহার উক্ত চরিত্রগত লক্ষণগুলি বর্ত্তমান থাকে, তথায় এই ঔষধটি প্রথমেই স্মরণ করিবেন। মেসেন্ট্রিস-টীউবার্কিউলসিস (এই পীড়াকে—গ্রহিণীরোগ কহে, মারাত্মক উদরাময়ই ইহার প্রধান লক্ষণ), ইহাতে—ক্যাল্‌কেরিয়া-হাইপোফস উপকারী (চ্যাপারো দেখুন)। ক্যালকেরিয়া-হাইপোফসে—পেটে একপ্রকার বেদনা ধরে, উহা আহারের ঠিক দুই ঘন্টা পরে আরম্ভ এবং একটু দুধ কিম্বা অন্য কিছু পানাহার করিলে বেদনা নিবৃত্তি হয়। উক্ত পীড়াগুলি ভিন্ন, ক্যাল্‌কেরিয়া হাইপোফস—বড় বড় ফোড়া (big abscess) প্রভৃতিতে যেখানে পীড়া—অস্থি আক্রমণ করে, এমন কি অস্থির নেক্রোসিস (অস্থিতে ক্ষত) পর্য্যন্ত হয়, রোগী দিন দিন শীর্ণ ও শয্যাশায়ী হইয়া পড়ে, সার্জ্জন অস্ত্রচিকিৎসা করিতে সাহসী হন না, তথায় অবিলম্বে ইহা প্রয়োগ করা উচিত, এখানে ইহার নিম্নক্রম—১ × শক্তি যেন অধিক ফলদায়ক বলিয়া মনে হয়। প্রত্যহ ৪/৫ মাত্রা করিয়া উপকার না হওয়া পর্য্যন্ত কয়েক দিন ইহা প্রয়োগ করিতে হইবে। ক্যালকেরিয়া-হাইপোফস—হিপজয়েন্ট পীড়ারও উত্তম ঔষধ। (সাইলিসিয়া অধ্যায়ে এই পীড়ার একটি রোগীতত্ত্ব পাঠ করুন ও ১৯৬ পৃষ্ঠা দেখুন)।

স্ফোটক—ক্যাল্‌কেরিয়া-সল্‌ফ অধ্যায়ের শেষ পরিচ্ছেদ দেখুন।

শিরার পীড়া—শিরাসকল চাবুকের দড়ির মত খাড়া হইয়া উঠে।

বৃদ্ধি—শীতে, উপশম—গরমে, শুষ্ক ঋতুতে।

ক্রম—১ ×—৩ × বিচূর্ণ। ফরমূলা—৭।

ক্যাল্‌কেরিয়া সিলিকা (Calcaria Silica.)

(সিলিকেট-অফ-লাইম)—ন্যাট্রম-সলফের মত জ'লো ধাতু, একটুতেই ঠাণ্ডা লাগে, ঠাণ্ডা কাতরতা (হিপারের মত) এবং যাহারা অত্যন্ত দুর্ব্বল, রুগ্ন ঠাণ্ডা ও শীতকাতরতা ;কিন্তু আবার একটু বেশী গরম পড়িলেও অসুস্থ হয়, তাহাদের পীড়াতেই ইহা অধিক উপযোগী। ইহার পীড়া খুব ধীরে-ধীরে উৎপন্ন হয় এবং পীড়া ক্রমশঃ শেষ সীমায় পৌছাইতে অনেক দিন সময় অতিবাহিত হয়। শিশুদের আকৃতি ক্রমশঃ ক্ষুদ্র হইয়া আসে।

মানসিক লক্ষণ—কিছুই মনে করিয়া রাখিতে পারে না, অদৃঢ়মনা, অস্থির, রোগী নিজেকেও বিশ্বাস করিতে পারে না, ভীতু।

নিম্নলিখিত কতিপয় পীড়ায় ইহা ব্যবহার্য্য ঃ—

১। মাথাঘোরা, মাথার চাঁদি গরমের পরিবর্ত্তে ঠাণ্ডা, ... ২। হল্‌দে রঙের ঘন সর্দ্দি নাক দিয়া নির্গমন, ... ৩। আহারের পর পেটফোলা.... ৪। বমি, ঢেকুর উঠা, ... ৫। জরায়ুর বহির্নিঃসরণ, শ্বেতপ্রদর, বেদনাজনক অনিয়মিত ঋতু, দুই ঋতুর মধ্যবর্ত্তী সময়ে রক্তস্রাব, ... ৬। শ্বাসযন্ত্রের পীড়ায়—ঠাণ্ডা বাতাস সহ্য হয় না, শ্বাস-প্রশ্বাসে কষ্ট, বায়ুনলীর ক্রণিক ইরিটেসন, হল্‌দে সবুজ মিশ্রিত রঙের শ্লেষ্মা অধিক পরিমাণে নির্গমন,..... ৭। সোরিক-ইরাপ্‌সন—চুলকায়, জ্বালা করে।

সদৃশ—আর্সেনিক, আয়োডিন, ব্যারাইটা-কার্ব্ব, টিউবার্কিউলিনাম।

ক্রম—নিম্ন হইতে উচ্চশক্তি। ফরমূলা—৪।

ক্যাল্‌কেরিয়া সল্‌ফ (Calcaria Sulph.)

(সল্‌ফেট-অফ-লাইম)—ইহার ক্রিয়াফল অনেকটা সাইলিসিয়া ও ক্যালেণ্ডুলার মত। হিপার-সলফারের সহিত এই ঔষধের কোনও সম্বন্ধ নাই। ডাঃ সুস্‌লারের বায়োকেমিকে ইহাও একটি মূল্যবান ঔষধ।

হিপার, মাইরিষ্টিকা, মার্কুরিয়স প্রভৃতির মত—ক্যাল্‌কেরিয়া-সল্‌ফের পূঁয পরিচালিত করিবার ক্ষমতাটি নাই, পূঁয উৎপন্ন (suppuration) হইয়া স্ফোটকাদির মুখ হইয়া পূঁয নির্গত হইতেছে, এইরূপ অবস্থায় ইহা প্রয়োগ করিলে পূঁয নিবারিত হইয়া ক্ষত অতি শীঘ্র আরোগ্য হয়।

ক্যাল্‌কেরিয়া-সল্‌ফ, প্রায় সকল প্রকার পূঁযস্রাবে যেমন—টিউবার্‌কিউলার ক্ষত, অস্ত্রের ক্ষত, কর্ণিয়ার ক্ষত ইত্যাদি যে কোনও প্রকার ক্ষত হইতেই হউক, পূঁয নির্গত হইতে থাকিলে ইহাতে অনেক উপকার হইবে। কোনও স্ফোটকাদি হইতে বহুদিন পর্য্যন্ত পূঁয ঝরিতে থাকিলে এবং তাহা কিছুতেই আরোগ্য না হইলে—ক্যাল্‌কেরিয়া-সল্‌ফ প্রযোজ্য।

হিপার, মার্কুরিয়স প্রভৃতি ঔষধের নিম্নশক্তি প্রয়োগ করিলে যেমন স্ফোটকাদি পাকায় ; পূঁয উপরে তোলে, পরে ফাটাইয়া পূঁয নিষ্ক্রমণে সাহায্যে করে, ক্যালকেরিয়া সল্‌ফে—ঠিক সেরূপ করে না; যেখানে ক্ষত কিম্বা স্ফোটকাদি হইতে ক্রমাগতই পূঁয গড়াইতেছে, পূঁয পরিমাণে একটুও কমে নাই, পূঁয ঝরারও নিবারণ নাই, সেরূপস্থলে আমাদের—ক্যাল্‌কেরিয়া-সল্‌ফের প্রয়োজন হয়। ক্যাল্‌কেরিয়া-সল্‌ফ—হিপার-সল্‌ফার অপেক্ষা দীর্ঘক্রিয় (deep action)ঔষধ। আমাদের নিকট কোনও প্রকার ক্ষতের রোগী চিকিৎসিত হইতে আসিলে আমরা প্রায়ই প্রথমে সাইলিসিয়া দিয়া বসি, এরূপ করা আমাদের সম্পূর্ণ ভ্রম, সাইলিসিয়ার পূঁয নিবারণকারী ক্ষমতা বিশেষরূপে থাকিলেও—ক্যাল্‌কেরিয়ার মত তাহার ধাতুগত লক্ষণটি উপর ভাল করিয়া দৃষ্টি রাখিতে হইবে এবং সেই সঙ্গে সাইলিসিয়ার পূঁযেরও প্রকৃতি দর্শন করিতে হইবে, নতুবা কোনও ফলই হইবে না। সাইলিসিয়ার পূঁয—দুর্গন্ধ, তরল, ময়লা জলের বা কল্‌তানির মত। ক্যালকেরিয়া-সল্‌ফে—পূঁয গন্ধহীন, ঘন, সাদা এবং রক্তমিশ্রিত (সাইলিসিয়ার ধাতু সাইলিসিয়া অধ্যায় পাঠ করিবেন), অতএব এখানে বলা আবশ্যক যে, যদি ক্ষত—অস্থি পর্য্যন্ত আক্রমণ করে, তাহা হইলে ক্যালকেরিয়া-সলফে আর কোনও উপকার হইবার সম্ভাবনা নাই তখন—ক্যালকেরিয়া-হাইপোফস, এসাফিটীডা, এঙ্গাষ্ট্রিউরা, অরম, ক্যাল্‌কেরিয়া-ফ্লোর ইত্যাদির প্রয়োজন হইবে (থেরাপিউটিক্সে ক্ষত দেখুন)।

ক্যাল্‌কেরিয়া-সল্‌ফ—এতদ্ব্যতীত কর্ণ হইতে পূঁয, রক্ত-পূঁয নির্গমন, মেহরোগে বা অন্য কোনও প্রকার পীড়ায় প্রস্রাবদ্বার দিয়া পূঁয বা রক্ত পূঁয নির্গমন, আমাশয়ের মলে পূঁযের মত সাদা অথবা রক্ত মিশ্রিত সাদা আম নির্গমণ, স্তন-স্ফোটক, কার্ব্বংকল ইত্যাদি পীড়ারও ঔষধ।

ক্যাল্‌কেরিয়া-সল্‌ফ দ্বারা আরও কতকগুলি পীড়া, যেমন—দুরারোগ্য গ্রন্থিস্ফীতি (torpid glandular swelling), নরম থলথলে অর্ব্বুদ (সিষ্টিক-টিউমার), একজিমা (Eczema) ইত্যাদিও আরোগ্য হয়।

দ্রষ্টব্য ঃ—ক্যাল্‌কেরিয়া-হাইপোফস (Calcaria Hypophos)—১ × হইতে ৩ × শক্তি, ডাঃ ন্যাস্ বলেন—স্ফোটকাদি উঠিবার সময় যখন কিছুতেই পূঁয সঞ্চয় নিবারণ করা যায় না এবং সঞ্চিত পূঁযও শোষিত হয় না, সেস্থলে ইহা প্রয়োগ করিলে তাহাতে প্রায়ই স্ফোটক বসিয়া যায়, পাকে না, পূঁয সঞ্চিত হইলেও শীঘ্র নষ্ট হয় (ইহার অধ্যায় দেখুন)।

জ্বর ও অন্যান্য পীড়া—হেকটিক-জ্বর, পূঁয সঞ্চয়জনিত জ্বর, কাশি, পায়ের তলায় জ্বালা, মাথার কিম্বা অন্যান্য স্থানের একজিমা, কোনও বাহ্যিক ঔষধে আরোগ্য হইবার পর জ্বর কিম্বা অন্য কোনও পীড়ার উৎপত্তি।

সদৃশ—কোনি, ল্যাপিস, ব্যারাইটা-মিউর, হেক্লা, রস-টক্স।

বৃদ্ধি—বিশ্রামে, ঋতু পরিবর্ত্তনে। উপশম—গরমে, তাপপ্রদানে।

ক্রম—৩ ×—২০০ শক্তি। ফরমূলা—৭।

ক্যালেণ্ডুলা (Calendula Officinalis.)

(আমাদের দেশের গাঁদাফুলের মত একপ্রকার ফুল ইউরোপের দক্ষিণ প্রান্তে জন্মায়, তাহাকে ইংরাজীতে—মেরিগোল্ড কহে, ক্যালেণ্ডুলা সেই মেরিগোল্ডের টিংচার)—ইহা ক্ষত, ঘা ইত্যাদিতে ব্যবহারের জন্য প্রসিদ্ধ। ঘা অত্যন্ত পচা হইলেও ইহার মলম বা লোসন বাহ্যিক প্রয়োগে অতি শীঘ্র আরোগ্য হইবে। শরীরের কোনও স্থানে আঘাত লাগিয়া চামড়া ছিঁড়িয়া অথবা কাটিয়া যাইয়া ক্ষত হইতে ক্যালেণ্ডুলা আভ্যন্তরিক এবং বাহ্যিক প্রয়োগে শীঘ্র প্রদাহ ও ক্ষত আরোগ্য হয় ; কিন্তু যদি আঘাতের জন্য চামড়া ছিঁড়িয়া রক্ত জমিয়া কালশিরা পড়ে ও তথায় থেঁৎলানি ব্যথা থাকে তাহা হইলে—আর্ণিকা উপযোগী। আঘাত লাগিয়া স্নায়ু আহত হইলে এবং আঙুল চিমটাইয়া বেদনা হইলে—হাইপেরিকাম উপকারী। ছুরি কিম্বা কোনও ধারাল অস্ত্রে কাটিয়া যাইলে এবং পিন, পেরেক প্রভৃতি ফুটিয়া বেদনা হইলেও সেই বেদনা আর্ণিকায় কিছুমাত্র উপশমিত না হইলে—লিডম উপকার হয়। সিম্ফাইটম—অস্থি ভাঙ্গিয়া যাইলে কিম্বা ভাঙ্গা অস্থি জুড়িতে বিলম্ব হইলে উপকারী।

কচলিরিয়া (Cochlearia)—ক্রম ১ ×, ৩ × শক্তি। মুখ মাঢ়ী ও গলার ক্ষতে ইহার লোসন দ্বারা (মাদার টিংচার—২০ হইতে ৪০ ফোঁটা, জল ১ আউন্স) কুল্লী করিলে ক্ষত পরিষ্কার ও ক্ষতের পচা দুর্গন্ধ নষ্ট হয় (ক্যালি-ক্লোরিকাম্ দেখুন)। গণোরিয়া ও খুস্কি উঠারও ইহা ভাল ঔষধ।

করিড্যালিস (Coridalis)—θ, গর্ম্মী পীড়াগ্রস্ত ব্যক্তিদের মুখ ও গলক্ষতে উপকারী। ক্যান্সারেও ইহা ব্যবহৃত হয়।

ইউপেটোরিয়ম-এরোম্যাটিক (Eupatorium Aromatic)—θ : তাজা মূল হইতে ইহার মাদার টিংচার প্রস্তুত হয়। শিশুদের মুখের ক্ষতে উক্ত মাদার টিংচার ২০ ফোঁটা, ১ আউন্স গ্লিসারিণে মিশাইয়া বাহ্যিক প্রয়োগ এবং আভ্যন্তরিক—১ × হইতে ৬ষ্ঠ শক্তি সেবনে করাইলে বিশেষ উপকার হয়। বোরাক্স, মার্কুরিয়স; এসিড-নাইট্রিক, হিপার প্রভৃতি ঔষধগুলিও লক্ষণভেদে উপকারী। কর্ণাস-সার্সিনেটায়—দুগ্ধপোষ্য শিশুদের মুখের ভিতরের ঘা সহ মুখের উপরেও জল-ফোস্কার মত এক-প্রকার একজিমা থাকে। ক্রিয়ানাশক—আর্ণিকা।

ক্রম—θ—৩ × শক্তি, ক্ষত ধৌত ও পরিষ্কারের নিমিত্ত ক্যালেণ্ডুলা—θ—৫০, ৬০ ফোঁটা, ৬ কিম্বা ৮ আউন্স (প্রায় ১ পোয়া) গরম জলে মিশাইবেন। ক্ষত ড্রেস করিবার নিমিত্ত—θ, ২০ হইতে ৩০ ফোঁটা—১ আউন্স গব্যঘৃত, গ্লিসারিণ, ভ্যাসেলিন্ কিম্বা অলিভ-অয়েলের সহিত মিশাইবেন। ক্ষত শীঘ্র আরোগ্য করিতে ক্যালেণ্ডুলা-অফিসিন্যালিস অপেক্ষা—ক্যালেণ্ডুলা-সক্কাসের ক্ষমতা অধিক। ফরমূলা—১।

ক্যালেট্রপিস (Calotropis)

(আকন্দ গাছের ছাল) গর্ম্মীপীড়ায়—মার্কারি ইত্যাদি অর্থাৎ পারদাদি ব্যবহার করিয়া তাহাতে বিশেষ উপকার না হইলে এবং গর্ম্মীপীড়ার (সিফিলিসের) সেকেণ্ডারি ষ্টেজে ব্যবহৃত হইলে ইহা অধিক উপকার করে। ইহার —θ, ৩/৪ ফোঁটা মাত্রায় দিনে তিনবার সেবনে প্রথমাবস্থার ক্ষত ও শীঘ্র আরোগ্য হয়। ইহা সেবনে শিরায় ও চর্ম্মে রক্ত সঞ্চালন ক্রিয়া বর্দ্ধিত এবং ধাতু পরিবর্ত্তিত হয়, চর্ম্মের উপরে ক্ষত ও উদ্ভেদ এবং ফুস্কুড়ি, আব প্রভৃতি আরোগ্য হইয়া রোগী রোগমুক্ত হয়। গর্ম্মীপীড়াজনিত প্রথমাবস্থায় রক্ত-হীনতাতেও (এনিমিয়ার)—ক্যালেট্রপিস উপকারী। স্থূলকায়ত্ব রোগে—ইহা নিয়মিতরূপে সেবন করিলে মাংসের বৃদ্ধির কমিয়া ক্রমশঃ পেশী দৃঢ় হয়। ক্যালেট্রপিস—গোদ (Elephantiasis), কুষ্ঠব্যাধি (Leprosy) এবং তরুণ রক্তামাশয় (Acute Dysentry) প্রভৃতি পীড়ারও ভাল ঔষধ।

সদৃশ—স্থূলকায়ত্বরোগে—ফাইটোলক্কা (ইহার অধ্যায় ৫৪১ পৃষ্ঠা দেখেন); পারদ ১ × সেবনের পর ক্যালি-আয়োড, সার্সাপ্যারিলা।

ক্রম—θ হইতে—১ ×, ৫ বিন্দু, দিনে ৩.বার সেব্য। ফরমূলা—৪।

ক্যাম্ফর (Comphor)

(কর্পূর, ইহার দ্বারা অত্যধিক সর্দ্দিউঠা, শীত, পিপাসা ও অভ্যন্তরিক উত্তাপের উপশম এবং মুখের বিস্বাদ বিনষ্ট হয়)—ইহা কলেরা ও অন্যান্য বহুবিধ পীড়ার হিমাঙ্গ অবস্থার ঔষধ। সাধারণ অজ্ঞ লোকের ধারণা এই যে, হোমিওপ্যাথিতে জ্বরের প্রধান ঔষধ—একোনাইট ; পেটের অসুখের ঔষধ—নক্স ; আর কলেরার ঔষধ—ক্যাম্ফর। দেখা যায় অনেক গৃহস্থ বোধ হয় এই জন্যই কাহারও একটু অধিক পরিমাণে বাহ্যে বমি হইতে দেখিলে প্রায়ই প্রথমে ৩/৪ মাত্রা ক্যাম্ফর দিয়া পরে ডাক্তার ডাকেন। ক্যাম্ফরের রোগীর একটুমাত্র ঠাণ্ডাতেই ঠাণ্ডা লাগে, ঠাণ্ডা বাতাস আদৌ সহ্য হয় না (হিপার ও সোরিণামের রোগীও ঠিক এইপ্রকার)। উত্তেজিত শারীরিক ও মানসিক দুর্ব্বল ব্যক্তিগণই ইহার ক্ষেত্র।

চরিত্রগত লক্ষণ ঃ—

১। এসিয়াটিক-কলেরায় কিম্বা কলেরিণের প্রথম অবস্থায় অধিকক্ষণ স্থায়ী প্রচণ্ড শীত; ২। হঠাৎ ভেদ বমি আরম্ভ, নাসিকা ঠাণ্ডা ও সুচাল, অস্থিরতা, নিশ্বাস ঠাণ্ডা (ভেরট, জ্যাট্রোফা) ; ৩। গাত্রত্বক কুঞ্চিত, বরফের মত শীতল, হঠাৎ অবসন্নতা, নাড়ী অতি ক্ষীণ—এমন কি অনেক সময় পাওয়াই যায় না ; ৪। শরীরের বরফের মত শীতল তথাচ গায়ে চাপা রাখে না—খুলিয়া ফেলে (সিকেলি) ; ৫। জিহ্বা শীতল, থলথলে ও কাঁপে ; ৬। পার্ণিসাস-ইন্টারমিটেন্ট-জ্বরে কিম্বা মেনিন্জাইটীসে হিমাঙ্গ।

কলেরা—কলেরায় ক্যাম্ফর ব্যবহারকালীন প্রথমতঃ কোন্ রকমের কলেরা (variety) তাহা না বুঝিয়া কখনও ক্যাম্ফর ব্যবহার করিবেন না। আক্ষেপিক রকমের কলেরা (spasmodic variety—আর্সেনিক অধ্যায় দেখুন) যাহাতে প্রথমে নিশ্বাস-প্রশ্বাসে অত্যন্ত কষ্ট থাকে, মাথা ঘোরে, কাণে শব্দ হয়, উপর পেট বেদনা করে, হৃৎপিণ্ড ও নাড়ী অত্যন্ত জোরে জোরে ধড়াস্ ধড়াস্ করিয়া চলিতে থাকে [ক্যাম্ফর—ভ্যাসো-মোটর-স্নায়ুর উত্তেজক, সেই উত্তেজনাহেতু সমস্ত শিরার সঙ্কোচ হয়, শিরার স্বল্প আয়তনের জন্য তাহার মধ্যে রক্ত প্রবেশ করাইতে হৃৎপিণ্ডকে অধিক জোর দিয়া হৃৎসঙ্কোচণের আবশ্যক হয়, তাহার ফলে নাড়ী কঠিন ও সজোর হয় এবং হৃৎস্পন্দন ও ধড়াস্ ধড়াস্ করিয়া সজোরে হইতে থাকে], এতভিন্ন—দুই একবার ভেদ-বমি হইয়াও সর্ব্বশরীর ঠাণ্ডা ও নীলবর্ণ, নাড়ী সজোর, অত্যন্ত ছট্‌ফটানি, রোগী নিয়ত বাতাস আকাঙ্খা করে, এই সমস্ত লক্ষণে—ক্যাম্ফর উপযোগী, এইগুলি আক্ষেপিক-কলেরার লক্ষণ ও ক্যাম্ফরের সদৃশ।

ক্যাম্ফরের ক্রিয়া—মেডুলা-অব লঙ্গেটা (পিঠের শিরদাঁড়ার উদ্ধাংশ হইতে আরম্ভ করিয়া নিউমোগ্যাষ্টিক-নার্ভ দিয়া সোলার-প্লেক্সাস্ (অগ্রকড়ার স্থান) পর্য্যন্ত যায়; কুপ্রমের—ক্রিয়া ঠিক বিপরীত, ইহা সোলার -প্লেক্সস হইতে আরম্ভ হইয়া নিউমোগ্যাষ্ট্রীক-নার্ভ দিয়া মেডুলা-অবলঙ্গেটার যায়, এইজন্য ইহার বেদনা তলপেটের উপর হয়।

পাক্ষাঘাতিক (Paralytic) রকমের কলেরা—যাহাতে হৃৎশব্দ অত্যন্ত ক্ষীণ, এমন কি সময়ে সময়ে স্পন্দন শুনিতেই পাওয়া যায় না, প্রথম হইতেই রোগী নিস্তেজভাবে মরার মত চুপ করিয়া পড়িয়া থাকে, নড়ে চড়ে না, তাহাতে ক্যাম্ফর আদৌ উপযোগী নহে। যেখানে দেখিবেন—রোগের হঠাৎ বৃদ্ধি, বাহ্যের পরিমাণ অতি অল্প; গা-বমি-বমির ভাগ অধিক, রোগী শীতার্ত্ত, সর্ব্বশরীর যেন বরফের মত শীতল ও নীলবর্ণ, স্বরভঙ্গ, এক মুহূর্ত্তও গায়ে কাপড় রাখে না, চোখ মুখ বসা, দমবন্ধের ভাব, শ্বাস-প্রশ্বাসে কষ্ট, অজ্ঞানভাব, দৃষ্টিহীন, ফ্যাল্‌ফেলে চাহুনী, গোঁগানি, প্রবল তৃষ্ণা ও (কখন তৃষ্ণাশূন্য) প্রস্রাব বন্ধ, পায়ের ডিমে এবং অন্যান্য পেশীসমূহে খিলধরা, হৃৎপিণ্ডের স্থানে বেদনা, চাউলধোয়ানি-জলের মত সাদাটে বাহ্যে, কখনও বাহ্যে বর্ণহীন, সেইখানেই বুঝিবেন—ক্যাম্ফর উপযোগী। ২/৪ মাত্র ক্যাম্ফরে কোনও উপকার না হইলে ও ঘর্ম্ম অধিক হইতে থাকিলে—কুপ্রম, ভেরেট্রম, কার্ব্বো, রিসিনাস, আর্সেনিকাদি ঔষধ লক্ষণানুসারে প্রয়োগ করিবেন। ক্যাম্ফর—পতন ও হিমাঙ্গ উভয় প্রকার অবস্থাতেই উপযোগী। পূর্ণ-বিকাশাবস্থায়—অন্যান্য ঔষধ সমূহ অত্যন্ত অধিক পরিমাণে সেবিত হইলে ইহার ২/১ মাত্রা ব্যবহারে প্রতিবিষের (antidote) কার্য্য করে। ক্যাম্ফর, আর্সেনিক এবং হাইড্রোসিয়ানিক-এসিড দ্বারা নাড়ী বেগবতী হয়, কিন্তু আবার হৃৎস্পন্দন ধীরে ধীরেও হয়, আক্ষেপযুক্ত-কলেরার ১ম অবস্থাতেই উক্ত লক্ষণগুলি দৃষ্ট হয়। একোনাইট ঠিক ইহার বিপরীত, একোনাইট অনাক্ষেপিক (নন্-স্প্যাজ্‌মডিক) রকমের কলেরার

ঔষধ। ক্যাম্ফর, কুপ্রম, কুপ্রম-আর্স, সিকেলি, আর্স, ভেরেট, ট্যাবেকাম, হাইড্রোসিয়ানিক এসিড, পটাস্-সিয়ানাইড এই কয়টি আক্ষেপিক কলেরার প্রধান ঔষধ।

ডাঃ ফ্যারিংটন বলেন—এসিয়াটিক কলেরার প্রথম অবস্থায়, যেখানে ভেদ বমি নাই, কলেরা-বিষ—বাহ্যে বমির দ্বারা নির্গত হইয়া সমস্ত স্নায়ুমণ্ডলীকে আহত করিয়াছে, সর্ব্বাঙ্গ বরফের মত শীতল, শরীর শুষ্ক কিম্বা দুর্ব্বলকর চটচটে শীতল ঘর্ম্মে আপ্লুত, জিহবা শীতল, গলার স্বর বসা, সেইখানে—ক্যাম্ফর প্রয়োগে শীঘ্রই প্রতিক্রিয়া আরম্ভ হয়।

শিশু-কলেরা—হঠাৎ পীড়ার আক্রমণ, বাহ্যে বমি, দেখিতে দেখিতে শিশু দুর্ব্বল ও হিমাঙ্গ হইয়া পড়ে।

কলেরা ভিন্ন—Epistaxis পীড়ায় অর্থাৎ—নাসিকা হইতে অবিরাম ধারায় রক্তস্রাব হইতে থাকিলে ও তজ্জন্য রোগী নিতান্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়িলে এবং ডিপ্‌থেরিয়া রোগে নাসিকা হইতে রক্তস্রাব হইতে থাকিলেও তাহাতে হিমাঙ্গ হইয়া যাইলে—ক্যাম্ফর উপযোগী। ক্রোটেলাস ও এই প্রকার রক্তস্রাবে বিশেষ উপকারী। মার্কুরিয়স-সিয়ানেটাস (Merourius-Cyanatus) নামক ঔষধ ডিপ্‌থেরিয়ার একটি প্রধান ঔষধ। হাম, বসন্ত ইত্যাদি কোনও প্রকারের উদ্ভেদ বসিয়া কিম্বা হঠাৎ প্রবল আঘাত ও ঠাণ্ডা লাগিবার পর হিমাঙ্গ হইলে—ক্যাম্ফর উপযোগী। জ্বর, প্লুরিসি, নিমোনিয়া ইত্যাদি যে কোন পীড়াই হউক না কেন, যদি দেখিতে পান—পীড়ার চরম অবস্থায় হঠাৎ হিমাঙ্গ হয় এবং সেই শরীর ঠাণ্ডার সঙ্গে অন্তরে ভীষণ দাহ থাকে, তজ্জন্য গায়ে কাপড় রাখে না, এই লক্ষণটি স্পষ্ট থাকে, তাহা হইলে—ক্যাম্ফর প্রয়োগে উপকার হইবেই হইবে। ইনফ্লুয়েঞ্জা-জ্বরে—ক্যাম্ফর উপকারী, উহার লক্ষণ—সর্দ্দি জ্বরের মত।

সর্দ্দি-জ্বর ও সর্দ্দি—হঠাৎ ঠাণ্ডা লাগিয়া সর্দ্দি, কাশি, জ্বরভাব, শীত, ক্রমাগত হাঁচি, গায়ে বেদনা, নাক সাটিয়া ধরা, মাথাব্যথা ইত্যাদি লক্ষণগুলি প্রকাশিত হইলে—প্রতি মাত্রায় ৪/৫ ফোঁটা স্পিরিট-ক্যাম্ফর, ২/৩ বার সেবন করিলেই যন্ত্রণার ও পীড়ার অনেক উপশম হইবে (হাঁচির সহিত তরুণ সর্দ্দি—ন্যাট্রম-মিউর, আর্সেনিক অধ্যায় দেখুন)। দুই নাক দিয়া বর্ণশূন্য জলের মত তরুণ সর্দ্দি নির্গমনে—ক্যাম্ফোরা—৬ষ্ঠ বা ৩০ শক্তিতে অনেক সময় খুব শীঘ্র উপকার হয় (আর্সেনিক, আর্সেনিক-আয়োড, মার্কুরিয়স প্রভৃতিও ইহার উৎকৃষ্ট ঔষধ, আর্সেনিক অধ্যায়ে দেখুন)।

সবিরাম-জ্বর—শীতে সকল রোগীই গায়ে কাপড় চাপা দেয়, উত্তাপে কাপড় ফেলিয়া দেয়—এইটিই সাধারণ নিয়ম ; কিন্তু ক্যাম্ফরের রোগীর লক্ষণ অতি অদ্ভুত, গা পাথরের মত ঠাণ্ডা, অত্যন্ত শীত ও কম্প, থর-থর করিয়া কাঁপে, দাঁতে দাঁতে ঠেকে, রোগী সে সময়েও গায়ে কাপড় রাখে না, বরং ঠাণ্ডাই চায় ; আবার যখন ঠাণ্ডা ও শীতভাব চলিয়া গিয়া শরীরে তাপ সঞ্চার হয়, তখন তাপ চায়, গায়ে কাপড় দেয়। জ্বর হউক, কলেরা হউক, কিম্বা অন্য যে পীড়াই হউক, কোনও পীড়ায় উক্ত অদ্ভুত লক্ষণটি দেখিলে প্রথমেই ক্যাম্ফর স্মরণ করিবেন। সবিরাম-জ্বরে শীতাবস্থায়—অনেকক্ষণ স্থায়ী শীত, এসময় গায়ে কাপড় রাখে না, ঠাণ্ডা বাতাস চায়, গায়ের ভিতর জ্বালা থাকে, মুখ চোখ

বসিয়া যায়; উত্তাপাবস্থায়—গায়ে কাপড় চাপা দিতে হয়, উত্তাপ অতি অল্প সময়ই থাকে ; ঘর্ম্মাবস্থায়—খুব ঘাম হয়, রোগী দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। পিপাসা কোন অবস্থাতেই থাকে না।

দ্রষ্টব্য ঃ—সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বরফের মত ঠাণ্ডা, উদ্বেগ, অস্থিরতা, অন্তরে জ্বালা, পিপাসা, এই সমস্ত লক্ষণে—**ল্যাফ্‌ফা-একিউট্যাঙ্গিউলা** (Laffa Acutangula)—ঠিক ক্যাম্ফরের সদৃশ ঔষধ। কার্ব্বো ভেরেট্রেম, সিকেলি, ওপিয়ম—উহার আংশিক সদৃশ।

ক্যাম্ফোরা মনো-ব্রোম—শিশু-কলেরায় ইহা উপকারী, জিঙ্কাম দেখুন।

পরবর্ত্তী ঔষধ—আর্স, এন্টিম-টার্ট, বেল, ভেরেট।

ক্রিয়ানাশক—ক্যান্থার, ডল্‌কামারা, নাইট্রি-স্পিরিটাস-ডলসিস, ওপিয়ম।

ক্যাম্ফর—উদ্ভিজ্জ ঔষধ এবং তামাকের বিষদোষনাশক।

ক্রিয়া স্থিতিকাল—১ দিন।

ক্রম—কলেরায় রুবিণী ক্যাম্ফর—১ হইতে ৫ ফোঁটা মাত্রায় বাতাস। কিম্বা শর্করার সহিত ঘন ঘন ৫/১০ মিনিট অন্তর প্রযোজ্য। সর্দ্দিতে—২ x , ৬, ৩০ শক্তি ; পেশীতে খিলধরায়—২০০ শক্তি। কলেরায়—স্পিরিট-ক্যাম্ফরের শিশি রোগীর নাকের গোড়ায় ধরিয়া অনবরত শোঁকাইলেও ঔষধ সেবনের ন্যায় উপকার হয়। মৎপ্রণীত "কলেরা বসন্ত ট্রিটমেন্ট' দেখুন। ডাঃ সরকার বলেন, ক্যাম্ফর—পূর্ণ বয়স্কের পক্ষে প্রায় ১ ফোঁটা মাত্রাই যথেষ্ট, শিশুদের পক্ষে সিকি ফোঁটা বা পরিমাণ আরও কিছু অল্প, প্রতি ৫/১০ মিনিট অন্তর প্রযোজ্য। হিমাঙ্গ অবস্থায়—রোগীকে কেবলমাত্র ঔষধ সেবন করানো ভিন্ন উক্ত ক্যাম্ফর, রোগীর শরীর উষ্ণ এবং শারীরিক ও মানসিক তেজের বৃদ্ধি না হওয়া পর্য্যন্ত—মাথায়, ঘাড়ে, বুকে, পিঠে, পেটে উত্তমরূপে কিছুক্ষণ ঘর্ষণ করা কর্ত্তব্য, তাহাতে প্রায় ২/৪ ঘন্টার মধ্যেই উপকার পাওয়া যায়। ফরমূলা—৬।

ক্যানাবিস ইণ্ডিকা (Cannabis Indica)

(গাঁজা)—মস্তিষ্কের ও মনের উপর এবং মানুষের আত্মা যে যে বিষয়গুলির অধিকার করে সেই সমস্ত বিষয়ের, যেমন—সুখ, দুঃখ, আবেগ, উচ্ছ্বাস ; ভয় ইত্যাদির উপরেই ইহার সাধারণ ক্রিয়া।

গাঁজা সেবন করিলে অনর্গল বকুনি, একঘেয়ে অদম্য হাসি, অত্যধিক আনন্দ, চিন্তা, ক্রন্দন ইত্যাদি এই প্রকারের কতকগুলি লক্ষণ উৎপাদিত হয়। ডাঃ ট্যাল্‌কট বলেন—কোমল নম্রস্বভাব ব্যক্তিগণ গাঁজা খাইলে তাহার স্বভাব আরও নম্র ও বিনীত এবং উদ্ধত প্রকৃতির ব্যক্তিগণ আরও অধিক উদ্ধত ও পাপাচারী হয়। কোনও বিকারগ্রস্ত রোগীতে উক্ত লক্ষণগুলি দেখিলে—ক্যানাবিস্-ইণ্ডিকাই তাহার প্রথম ঔষধ।

চরিত্রগত লক্ষণ ঃ—

১। অত্যধিক বিস্মৃতি—কোন একটি কথা বলিতে বলিতে তাহার শেষাংশ ভুলিয়া যায়, অন্য একটা বিষয় বলে ; ২। সামান্য কথায় উচ্চহাস্য ; ৩। মৃত্যু সন্নিকট মনে করিয়া অত্যন্ত ভীত হয় ; ৪। ইউরিমিক-হেড-এক ; ৫। মনে হয় যেন মাথার খুলী একবার খুলিতেছে আবার বন্ধ হইতেছে ; ৬। রক্তপ্রদরে অতিরিক্ত রক্তস্রাব-প্রমেহ রোগে প্রবল কর্ডি।

ক্যানাবিস ইণ্ডিকার দ্বারা নিম্নলিখিত কতিপয় পীড়ায় বিশেষ উপকার পাওয়া যায় ঃ

ভয়, ভ্রান্তি মানসিক দুর্বলতা—ক্যানাবিসে ভয়জনক বা মৃত ব্যক্তিগণকে স্বপ্নে দেখে, সদাই মনে হয় যেন সে পাগল হইবে, অনবরত মাথা নাড়ে ও বকে। ভয়—আর্সেনিকে মৃত্যুভয়, তদ্ভিন্ন রোগী একলা থাকিতে পারে না ; ষ্ট্রামোনিয়মে হিংস্র জন্তু আক্রমণের ভয়, তজ্জন্য পলাইবার চেষ্টা করে ; ক্যালকেরিয়ায়—চোখ বুজাইলে ভীতিজনক কোনও দৃশ্য দেখে, এদিকে ওদিকে চাহিয়া দেখে, ঘুমাইতে পারে না ; ল্যাকেসিসে সাপের ও দমবন্ধ হইবার ভয় ; ওপিয়মে—ভূতের ভয়; কিন্তু রোগী পলায় না, বরং কথা কহে ; এমন কার্ব্বে—মৃত প্রেতাদির ভয় ; ঘুমাইতে ঘুমাইতে উঠিয়া পড়ে। ভ্রান্তি—ক্যানাবিসে—অধিক দূরকে মনে করে কয়েক গজমাত্র দূর ; কিন্তু অল্প সময়কে মনে করে শতদিন বা যেন বহু বৎসর, একটি দীর্ঘ সময়। **মানসিক দুর্ব্বলতা**—ক্যানাবিসে কথা কহিতে ভুলিয়া যায়, কি বলিবে আর খুঁজিয়া পায় না।

হৃৎপিণ্ডের পীড়া—অত্যন্ত বুক ধড়ফড়ানি, ঘুম ভাঙ্গিয়া যায়।

মাথাব্যথা—ক্যানাবিস-স্যাটাইভা অধ্যায় মাথাব্যথা দেখুন।

প্রস্রাবের পীড়া—মূত্রনলীর (ইউরেথ্রার) মধ্যে ভয়ানক জ্বালা ও ছুঁচফোটান ব্যথা, এই দুইটি কষ্টকর উপসর্গ—প্রস্রাব করিবার পূর্ব্বে সময়ে ও পরে অত্যন্ত অধিক হয়, প্রস্রাব শেষ হইলে ফোঁটা ফোঁটা করিয়া মূত্র ঝরিতে থাকে (স্যাবল সেরুলেটা অধ্যায়ে—কড্‌লিরিয়া দেখুন)।

প্রমেহ—ক্যানাবিস-স্যাটাইভা অধ্যায় দেখুন।

হাঁপানি-কাশি—ক্যানাবিস-স্যাটাইভা অধ্যায় দেখুন।

স্ত্রী-ব্যাধি—অত্যন্ত বেদনার সহিত অত্যধিক ঋতুস্রাব, রক্তে আদৌ চাপ থাকে না, রক্তের রঙ কাল—এই প্রকার ঋতুস্রাবের সঙ্গে ইহার চরিত্রগত মাথাব্যথা, প্রস্রাবের জ্বালা ও বেদনা ইত্যাদি লক্ষণসকল থাকিলে—ক্যানাবিস-ইণ্ডিকা অধিক উপকারী। রক্ত-প্রদরে—অনেক সময় ইহা ভাইবর্ণম, জ্যান্থজাইলম, সিনাবেরিস, প্ল্যাটিনা প্রভৃতির অপেক্ষাও অধিক উপকার করে। যদি রোগিনী হিষ্টিরিয়া রোগগ্রস্তা হয় কিম্বা ঋতুর পূর্ব্বে, সময়ে বা পরে কামেচ্ছা প্রবল হয়, তাহা হইলে বাধক বা অধিক রজঃস্রাবে ইহা সকল ঔষধ অপেক্ষা ফলপ্রদ। ৭/৮ মাস গর্ভধারণকালে রজঃস্রাব হইয়া গর্ভপাত হইবার লক্ষণ প্রকাশিত হইলে ইহার দ্বারা উপকার পাইবেন।

স্বপ্নদোষ—নিদ্রিত হইবামাত্রই রেতঃস্খলন হয়, ঘুমাইলে স্বপ্ন দেখে, ঘুম হয় না।

বৃদ্ধি—প্রাতে এবং মদ, কফি ও তামাক খাইলে, ডানপাশে শুইলে।

উপশম—খোলাবাতাসে, ঠাণ্ডাজলে, বিশ্রামে।

ক্রিয়া স্থিতিকাল—প্রায় ১০ দিন। ক্রম—θ—৩ × শক্তি।

ফরমূলা—৪।

ক্যানাবিস স্যাটাইভা (Cannabis Sat.)

(ভাঙ্গ বা সিদ্ধি হইতে টিংচার প্রস্তুত হয়)—ইহা প্রমেহ ও হাঁপানি পীড়াতেই অধিক ব্যবহৃত হয়।

চরিত্রগত লক্ষণ ঃ—

১। ভীষণ কোষ্ঠবদ্ধ, তৎসহ প্রস্রাব পর্য্যন্ত বন্ধ ; ২। আঙ্গুল মচকাইয়া যাইবার পর আঙ্গুল খেঁচিয়া থাকা ; ৩। সিঁড়িতে উঠিতে যাইয়া হাঁটুর প্যাটেলা (চাকতি) স্থানভ্রষ্ট হওয়া ; ৪। আহারীয় বস্তু গিলিবার সময় শ্বাসকষ্ট, খাদ্য শ্বাসনলীপথে প্রবেশ করা (এনাকার্ড) ; ৫। গণোরিয়ার তরুণ ও প্রাদাহিক অবস্থা ; দ্বিতীয়াবস্থায়—প্রস্রাবের জ্বালা, ঘন হলদে রঙের কিম্বা পূঁযের মত স্রাব নির্গমন (কিউবেবা, হাইড্রাষ্টি) ; ৬। মূত্রনলীর মধ্যে স্পর্শাসহনীয় বেদনা, তজ্জন্য পা ফাঁক করিয়া চলে ; ৭। যন্ত্রণাদায়ক লিঙ্গোদগম (chordee) ; ৮। শ্লেষ্মায় বা পূঁযে মূত্রনলী বন্ধ ; ৯। চোখে কোয়াশার মত দর্শন ; ১০। ছোট বালিকাদের শ্বেতপ্রদর (Infantile Leucorrhoea)।

প্রমেহ (Gonorrhoea)—প্রমেহ রোগের প্রথম অবস্থায় ইহার তুল্য উপকারী ঔষধ অতি অল্পই দেখিতে পাওয়া যায়। প্রস্রাবনলীতে অত্যন্ত ব্যথা, টিপিলে বেদনা, স্পর্শে বেদনা—রোগী পা ফাঁক করিয়া চলে, প্রস্রাবে অত্যন্ত জ্বালা, যন্ত্রণাদায়ক লিঙ্গোদগম, মূত্রনলী হইতে সবুজ বা হরিদ্রারঙের স্রাব নিঃসরণ, রক্তস্রাব অথবা রক্তমিশ্রিত প্রস্রাব, ঘন ঘন প্রস্রাব, এই সমস্ত লক্ষণে উক্ত ক্যানাবিসের মাদার-টিংচার ৮/১০ ফোঁটা, ৮ আউন্স জলে মিশাইয়া—তাহারই ১ চামচ মাত্রায়, প্রতি ৩/৪ ঘন্টা অন্তর দিনে ৪/৫ বার সেবন করিলে প্রায় ২/৩ দিনের মধ্যেই প্রদাহ ভাগ কমিয়া স্রাব ক্রমশঃ ঘন ও রঙের পরিবর্তন হইয়া আসে, তখন—মার্কুরিয়স-সল ৩ ×ট্রাইটুরেসন এবং ঐ ঘন স্রাবের সঙ্গে অতিশয় জ্বালা ও রঙ সবুজ থাকিলে, মার্কুরিয়স-কর—সি, এম শক্তি সেবনে অনেক রোগী আরোগ্য হইয়া যায়। রোগ ক্রমশঃ পুরাতন হইয়া গ্লীটে (gleet) পরিণত হইলে—হাইড্রাসটিস, সিপিয়া, কিউবেবা ইত্যাদি ঔষধ লক্ষণানুসারে প্রয়োগ করিতে হয়। পলসেটিলা ও সিপিয়ার স্রাব ঘন। গ্লীট্ অবস্থায় অধিক জ্বালা থাকিলে—সলফার। ক্যান্থারিসে—অত্যন্ত বেশী জ্বালা থাকে ; কিন্তু তাহার সঙ্গে প্রস্রাবে কোঁথ ও বেগ থাকে, ক্যানাবিসে তত বেগ থাকে না, যন্ত্রণাদায়ক লিঙ্গোদগম (Chordee)—ক্যান্থারিস ও ক্যানাবিস উভয় ঔষধেই আছে ;

তবে ক্যানাবিসে—লিঙ্গমুণ্ডে—ফোলা ও বেদনা থাকে, ক্যান্থারিসে তাহা থাকে না। প্রমেহের ক্ষত মূত্রথলীতে (bladder) পরিচালিত হইয়া মূত্রনলী দিয়া রক্ত নির্গত হইলে ও কোমরে বেদনা থাকিলে—ক্যানাবিস বিশেষ উপকারী। ক্যানাবিসে প্রস্রাবের সঙ্গে রক্তস্রাব অতি অল্প এবং প্রস্রাবের পর অধিক জ্বালা থাকে না ; কিন্তু ক্যান্থারিসে রক্তস্রাবের পরিমাণ অধিক এবং জ্বালা—প্রস্রাবের সময় ভিন্ন প্রস্রাবের অনেকক্ষণ পর পর্য্যন্ত থাকে। ক্যান্থারিসে—প্রস্রাব ফোঁটা ফোঁটা করিয়া হয় ও যেন প্রস্রাব নির্গত হইবার সময় আটকাইয়া যায়। টেরিবিন্থে—রক্তস্রাব সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। যেখানে দেখিবেন—প্রমেহের সঙ্গে লিঙ্গোদগম অধিক, স্রাব ঘন, হরিদ্রাবর্ণ, কিডনী হইতে কুঁচকী পর্য্যন্ত বেদনা—যেন সেঁটে আছে, তৎসহ গা-বমি, তথায় ক্যানাবিস এবং ফোঁটা ফোঁটা প্রস্রাব, কুন্থন, বেগ ও জ্বালা অধিক পরিমাণে থাকিলে—ক্যান্থারিস ফলপ্রদ। প্রমেহরোগের তরুণ ও উগ্রাবস্থায় অত্যন্ত অধিক প্রদাহ ও যন্ত্রণা থাকিলে—ক্যানাবিস-স্যাটাইভা অপেক্ষা—ক্যানাবিস-ইণ্ডিকা অধিক ফলদায়ক (মাদার-টিংচার উপরোক্ত নিয়মে প্রযোজ্য।)

দ্রষ্টব্য ঃ—প্রমেহপীড়ার প্রথম অবস্থায় কোনও রোগী আমার নিকট চিকিৎসার জন্য আসিলে আমি প্রথমে পলসেটিলা—৩ × , প্রত্যহ ৪। ৫ মাত্রা পরে অধিক জ্বালা যন্ত্রণা থাকিলে—ক্যান্থারিস—৬ ×—৬ষ্ঠ শক্তি ৪। ৫ দিন, তৎপরে হাইড্রাসটিস—৩ × হইতে ১২শ শক্তি দিনে ৩। ৪ বার ১০। ১৫ দিন ব্যবস্থা করি এবং আর্ণিকা লোসনে (১ আঃ ডিষ্টিলড-ওয়াটারে আর্ণিকা—θ, ১০ ফোঁটা) নেকড়া ভিজাইয়া লিঙ্গে জড়াইয়া রাখিবার ব্যবস্থা দিই, প্রস্রাব পরিমাণে স্বল্প হইলে—৩। ৪ তোলা তিশি, দেড় সের আন্দাজ জলে সিদ্ধ করিয়া এক সের থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া লইয়া সেই তিশির ক্বাথে একটু চিনি মিশায়া ৪। ৫ বারে পান করিতে বলি, ইহাতে বিশেষ উপকার প্রাপ্ত হই। প্রস্রাবে অত্যন্ত জ্বালা, লিঙ্গে বেদনা ও ফোলা, রাত্রিতে অত্যধিক লিঙ্গোদগম (কর্ডি) থাকিলে কখনও কখনও পলসেটিলার পর—ক্যানাবিসের প্রয়োজন হয়। গ্লীট-ষ্টেজে স্বপ্নদোষ হইলে—ডিজিট্যালিস ৩ × শক্তি প্রায় ৩। ৪ দিন ব্যবহারে উপকার হয়।

টাসিলেগো-পেটাসাইটীস (Tussilago Petasites)—θ , ১ × শক্তি ; ভয়ানক যন্ত্রণাদায়ক তরুণ প্রমেহ, লিঙ্গ ফোলে ও তথায় অত্যন্ত বেদনা হয়, প্রস্রাব করিবার সময় এত যন্ত্রণা হয়—যেন তাহাতেই প্রাণ বাহির হইয়া যাইবে, রক্ত পড়ে, রোগী ছটফট করিতে থাকে, জ্বরভাব হয়। ইহাতে যে স্রাব নির্গত হয়, তাহার রঙ হলদে কিম্বা সাদা এবং গাঢ়, প্রস্রাবনলীর মধ্যে সড়সড় করে ও চিড়িকমারার মত একপ্রকার তীক্ষ্ণ বেদনা হয়। এই ঔষধটি প্রদাহযুক্ত তরুণ ও পুরাতন উভয় প্রকার প্রমেহ পীড়াতেই উপকারী। স্পার্ম্মাটিক-কর্ডে বেদনা হয়। প্রমেহস্রাব বন্ধ হইয়া চক্ষুর প্রদাহ ও অণ্ডকোষে আক্রান্ত হইলে এবং অত্যন্ত যন্ত্রণাজনক কোমরের বাতে (lumbago) ইহার দ্বারা উপকার হয় (ফুলের পাপড়ি হইতে এই ঔষধের টিংচার প্রস্তুত হয়, ফরমূলা—৩)।

মূত্রনলীর প্রদাহ (ইউরেথ্রাইটীস)—মূত্রনলীতে জ্বালা, প্রস্রাবকালীন কাটাছেঁড়ার মত বেদনা, বেদনা উপরে মূত্রথলীতে পর্য্যন্ত পরিচালিত হয়।

ক্রমাগত প্রস্রাবত্যাগের ইচ্ছা কিন্তু মূত্রনলীর সঙ্কোচক পেশীর (sphinctor) আক্ষেপিক অবরোধবশতঃ প্রস্রাব ত্যাগ করিতে অত্যন্ত কষ্ট হয়। প্রমেহের প্রদাহ বিস্তৃত হইয়া—সিষ্টাইটীস (মূত্রনলীর প্রদাহ) পীড়া হইলে এবং প্রস্রাবের সহিত রক্ত নির্গমন, প্রস্রাবের পূর্ব্বে কিম্বা পরে ও প্রস্রাবকালে পুড়িয়া যাওয়ার মত জ্বালা যন্ত্রণা, ফোঁটা ফোঁটা প্রস্রাব ইত্যাদি উপসর্গসমূহ থাকিলে—ক্যানাবিস-স্যাটাইভা উপকারী। প্রমেহ রোগে লিঙ্গমুণ্ডের চর্ম্ম (prepuce) অত্যন্ত ফুলিলে এবং প্রস্রাবের সময় ও পরে বিশেষতঃ প্রস্রাবত্যাগের ঠিক পরেই জ্বালা থাকিলে ইহাতে অধিক উপকার হইবে (প্রস্রাবের পরে জ্বালা—সার্সাপ্যারিলা)।

হাঁপানি-কাশি—অত্যন্ত আক্ষেপিক হাঁপানি কাশি (Spasmodic Asthma), তাহাতে কষ্ট ও নিশ্বাস যেন বন্ধ হইয়া যায়, রোগী হাঁপাইতে থাকে, বুক যেন কেহ চাপিয়া ধরে, কেবল বাতাস চায়, পাখার হাওয়া করিতে বলে, এইরূপ হাঁপানিতে—ক্যানাবিস ইণ্ডিকায় অতি শীঘ্র কষ্টের উপশম হয়। কার্ডিয়াক-এজ্‌মা (Cardiac asthma), যাহাতে হৃৎপিণ্ডের যন্ত্রণা হয়, বুক ধড়্‌ফড়্‌ করে, হৃৎপিণ্ড ভারী হয়, রোগী বামদিকে চাপিয়া শুইতে পারে না, হৃৎপিণ্ডের স্থানে যেন ছুঁচ ফোটায়, জোরে শ্বাস-প্রশ্বাস ফেলে, তাহাতেও—ক্যানাবিস-ইণ্ডিকা উপকারী (একোনাইট, ব্লাটা ও লোবেলিয়া অধ্যায় দেখুন)।

(হাঁপানি, ব্রঙ্কিয়্যাল—আর্স, গ্রিণ্ডে, ইপি, সলফ ; স্প্যাজমডিক—কুপ্রম, গ্রিণ্ডে, ন্যাপ্থ্যাল, স্যাম্বু, ইপি, ষ্ট্রামো ; কার্ডিয়্যাক—গ্রিণ্ডে, একোন-ফেরম্স, কুরারি, প্রুণাস ; হিষ্টেরিক্যাল—স্যাম্বল, মস্কাস)।

এসপিডসপার্মা **(Aspidosperma)**—θ, ১ × বিচূর্ণ। অধিকাংশ হাঁপানিরোগে এই ঔষধের দ্বারা আশাতিরিক্ত উপকার পাওয়া যায়। ইহা ফুসফুসকে বল প্রদান ও রক্তে অক্সিজেন বৃদ্ধি করে, তাহাতে রোগীর শ্বাসকষ্ট দূর হয়। কার্ডিয়্যাক-এজমা; হাঁপানির প্রবল টানের সময়—এসপিডসপার্মিণ হাইড্রোক্লোরাইড—১ × শক্তি অথবা এফেড্রিণ—১ × শক্তির ১ গ্রেণ, প্রত্যেক ঘন্টায় এক এক মাত্রা, কতিপয় মাত্রা সেব্য।

অভিজ্ঞতার ফল—হাঁপানির প্রবল শ্বাসকষ্টে আমি পূর্ব্বে শুধু একোনাইট লইয়াই সন্তুষ্ট ছিলাম, উহাতে ২৪ হইতে ৩৬ ঘন্টার মধ্যে প্রায়ই হাঁপের টান ও কষ্টের উপশম হইত ; কিন্তু এখন দেখিতে পাইতেছি যে, ক্যানাবিস-ইণ্ডিকার মূল-আরক—৫/৬ ফোঁটা, ৪ আউন্স জলে মিশ্রিত করিয়া তাহার ২ বা ৩ চা-চামচ প্রতি অর্দ্ধ ঘন্টায় এক-এক মাত্রা সেবন করাইলে প্রায় ২/৩ ঘন্টার মধ্যেই প্রবল শ্বাসকষ্টের কিছু উপশম হইয়া রোগী সুস্থ হয়, উপকার না হইলে—ইরিওডিকটিয়ন—θ ব্যবস্থা করি।

মাথাব্যথা—আধকপালে মাথাব্যথা, যাহা প্রতি ৮ দিন বা ১৫ দিন অন্তর আরম্ভ হয় এবং রোগীকে ২/৩ দিন অন্তর কষ্ট দেয়, তাহাতে—ক্যানাবিস ইণ্ডিকা বিশেষ উপকারী। রোগের বিরাম অবস্থায় ইহার মূল-আরক—৪/৫ ফোঁটা মাত্রায়, প্রত্যহ দিবসে ৩ বার এবং আক্রমণকালে—প্রতি ঘন্টায় একবার, এই নিয়মে কিছুদিন সেবনে পীড়ার প্রাবল্য ও যন্ত্রণার উপশম হয়।

ক্রিয়ানাশক—ক্যাম্ফর, মার্ক। ক্রিয়া স্থিতিকাল—১—১০ দিন।

ক্রম—θ, ১ × , ২ × ও ২০০ শক্তি অধিক ফলদায়ক।

ফরমূলা—১ (জার্ম্মানি)—৩ (আমেরিকান)।

ক্যান্থারিস **(Cantharis Vesicularis.)**

(স্পেনদেশীয় একপ্রকার ক্ষুদ্র মাছির টিংচার)—কিডনী, মূত্রনলী ও চর্ম্মের উপর ইহা প্রধান ক্রিয়া।

চরিত্রগত লক্ষণ ঃ—

১। আগুনে পুড়িয়া যাওয়া হেতু জ্বালা ; ২। গলা, বুক, পাকস্থলী, অণ্ডকোষ, প্রস্রাবদ্বার প্রভৃতিতে ঠিক পুড়িয়া যাওয়ার মত জ্বালা অনুভব ; ৩। প্রস্রাবের পূর্ব্বে সময়ে ও পরে ভীষণ জ্বালা ; ৪। প্রস্রাবে অত্যন্ত কোঁথানি ও বেগ ; ৫। সর্ব্বদা প্রস্রাব ত্যাগের ইচ্ছা এবং ফোঁটা ফোঁটা প্রস্রাব নিঃসরণ, প্রস্রাবসহ রক্ত ; ৬। নাক, মুখ, অন্ত্র, প্রস্রাবদ্বার দিয়া রক্ত বাহির হওয়া ; ৭। পান আহারে, ধূমপানে বিরক্ত, ৮। স্ত্রী পুরুষ উভয়েরই কামশক্তির উত্তেজনা; ৯। রক্তপ্রস্রাব ; ১০। পানের পিচের মত লালরঙের বাহ্যে ; ১১। চর্ম্মে পোড়া-ফোস্কার মত উদ্ভেদ—উহা পাকে ও ঘা হয় ; ১২। হঠাৎ প্রস্রাবের বেগ ও মূত্রনলীর মধ্যে চুলকানি।

একমাত্র মূত্রযন্ত্রের উপর নির্ভর করিয়া অতি কঠিন রোগও ইহাতে আরোগ্য হয়। গাল, গলা, মস্তিষ্ক, ফুসফুস, পেট, গুহ্যদ্বার, চর্ম্ম, মিউকাস মেমব্রেণ ইত্যাদির প্রদাহে যদি প্রস্রাবে জ্বালা তৎসহ কর্ত্তনবৎ বেদনা, পুনঃ পুনঃ প্রস্রাবত্যাগের ইচ্ছা, ফোঁটা ফোঁটা প্রসাবত্যাগ ইত্যাদি লক্ষণগুলি থাকে, তাহা হইলে—ক্যান্থারিস প্রথমেই স্মরণ করিবেন।

খিদিরপুর পুলের নিকট শঙ্কর সিংহের স্ত্রী, বয়স প্রায় ৩৮ বৎসর, এক বৎসরকাল ঋতুস্রাব বন্ধ থাকিয়া—সবিরাম-জ্বর, রক্তহীনতা, অম্লের পীড়া, শিরঃপীড়া, অগ্নিমান্দ্য, দমকা-ভেদ ইত্যাদি নানা ব্যাধিতে আক্রান্ত হইয়া ক্রমে শয্যাশায়ী হইয়া পড়ে, আমি লক্ষণানুসারে—পল্‌সেটিলা, ন্যাট্রম-মিউর আর্সেনিক, ন্যাট্রম-সল্‌ফ, সলফার, কুইনাইন প্রভৃতি কতকগুলি ঔষধ প্রায় দুই মাস কাল নিস্ফল প্রয়োগ করি, অবশেষে সে একদিন বলিল, "প্রস্রাব করিতে আমার ভয়ানক কষ্ট হইতেছে, বোধ হয় ঔষধ খাইয়া আমার গরম শরীর আরও গরম হইয়া যাইতেছে, আমি আর কোনও ঔষধ খাইব না।" তখন জিজ্ঞাসা করায় রোগিনী বলিল, প্রস্রাবত্যাগকালে সে অনেকদিন হইতেই জ্বালা অনুভব করে। আমি তৎক্ষণাৎ তাহাকে—ক্যান্থারিস—৩০ শক্তির ২/৩টি পুরিয়া ৮ ঘন্টা অন্তর সেবন করিতে দিলাম, আনন্দের বিষয় সেই দিবস একটি মাত্রা সেবনের প্রায় ৪ ঘন্টা পরেই তাহার ঋতুস্রাব আরম্ভ হয় এবং অতিরিক্ত স্রাব হওয়ায় ১০/১৫ দিন পরে—স্যাবাইনা ৩ × প্রদান করি, তাহাতেই রজঃস্রাব বন্ধ হয়।

এখানে বলা আবশ্যক যে, রজঃস্রাব আরম্ভের পরদিন হইতেই রোগিনীর উপরোক্ত সমস্ত যন্ত্রণা ও পীড়ার উপসর্গাদি প্রায় অন্তর্হিত হইয়াছিল। আমি শেষ কয়েকদিন তাহার দুর্ব্বলতার জন্য কেবলমাত্র—চায়না ব্যবস্থা করিয়াছিলাম। রোগিনীর ঋতুস্রাব উহার পর হইতে নিয়মিতভাবেই চলিতেছিল।

পোড়া ঘা—শরীরের কোন স্বল্পাধিক স্থান অগ্নিদ্বারা দগ্ধ হইলে যদি তৎক্ষণাৎ ক্যান্থারিস লোসন (এক আউন্স আন্দাজ পরিশ্রুত জলে অর্থাৎ ডিস্টিলড-ওয়াটারে ২৫/৩০ ফোঁটা মাদার টিংচার) দ্বারা ভিজাইয়া রাখা হয়, অতি অল্প সময়েই জ্বালা নিবারণ হইবে অথচ ফোস্কা পড়িবে না। যদি ফোস্কা হইয়া পরে ঘা হয়, তাহা হইলে—ক্যান্থারিস ও কার্ব্বলিক-এসিড অয়েন্টমেন্ট (মলম) উভয়ই উপকারী (৭০৪ পৃষ্ঠায়—অগ্নি দগ্ধ দেখুন)। ক্যারণ-অয়েল—পোড়া ঘায়ের একটি শ্রেষ্ঠ ঔষধ (চুণের জলে সমপরিমাণ নারিকেল বা তিশির তৈল মিশাইলেই ক্যারণ অয়েল প্রস্তুত হইবে)।

উদরাময় ও রক্তামাশয়—মাংসধোয়া (meat wash) জলের মত ফিকে লালরঙের তরল ভেদ, মলের সঙ্গে লালাভ কিম্বা রক্তের মত শ্লেষ্মা অথবা ক্ষুদ্র মাংসের টুকরার মত পদার্থ নির্গমন, বাহ্যের সময় মলদ্বারে আগুনে পোড়ার মত জ্বালা, জ্বালার সঙ্গে কোঁথানি ; প্রস্রাব ও কোঁথ না দিলে নির্গত হয় না, এইগুলি উদরাময়ে—ক্যান্থারিসের লক্ষণ। ক্যান্থারিসে বাহ্যের সময় রোগী অত্যন্ত শীত-শীতবোধ করে, বোধ হয় যেন কেহ তাহার গায়ে জল ঢালিয়া দিতেছে। আমাশয়ে—উক্ত উদরাময়ের প্রায় অধিকাংশ লক্ষণগুলিই বর্ত্তমান থাকে। মলদ্বারে জ্বালা, কোঁথানি, প্রস্রাবে কোঁথানি ও বেগ সবই থাকে ; তবে উদরাময় অপেক্ষা আমাশয়ে কোঁথানি ও বেগ অত্যন্ত অধিক, পেটে অত্যন্ত কামড়ানি ব্যথা থাকে, তদ্ভিন্ন বোধ হয় যেন কেহ ছুরি দিয়া পেট কাটিতেছে। মলদ্বারে জ্বালার সঙ্গে কখনও কখনও—গলায়, মুখে ও ঠোঁটে জ্বালা এবং অদম্য পিপাসা থাকে, হাত পা ঠাণ্ডা হইয়া যায়, হিমাঙ্গের মত হয় (মার্ক-কর ও নক্স-ভমিকা অধ্যায় দেখুন)। কলোসিন্থে—ক্যান্থারিসের মত আম-রক্ত পীড়া এবং পেটের কামড়ানি ব্যথা ও অন্যান্য উপসর্গসমূহ পানাহারের পর বাড়ে ; কিন্তু তাহা বাহ্যের পর কমিয়া যায়, পেটের ব্যথা চাপে কমে। ক্যান্থারিসে—বাহ্যের সময় শীত বা কাঁপুনি, ক্যাল্কিকমে—পিপাসায় একটু জলপান করিলেই শীত, কাঁপুনি, পেটব্যথা ও পেটের জ্বালা বাড়ে। আমাশয় পীড়া পুরাতন হইয়া আসিলে—সলফার ও হিপার-সলফার উভয়ই উপকারী। এই আমাশয় পীড়া অনেকদিন স্থায়ী হইলে অনেকস্থলে অন্ত্রে ক্ষত হয়, তখন প্রায় কোন ঔষধে শীঘ্র ফল পাওয়া যায় না, সেস্থলে ক্যালি-ক্লোর কিম্বা একবার উচ্চ শক্তির—হিপার ব্যবহার করিয়া দেখিবেন, আমি কতিপয় স্থলে ইহার একমাত্রায় উপকার পাইয়াছি। ট্রম্বিডিয়ম—আমাশয়ের একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ ; রক্ত-আম, কোঁথানি, বাহ্যের সময় পেটে অসহ্য বেদনা-যন্ত্রণা, মলদ্বারে জ্বালা, পানাহারের পর উপসর্গের বৃদ্ধি—ইহার চরিত্রগত লক্ষণ। পেটে অধিক বেদনা না থাকিলেও পুরাতন অবস্থায়—চ্যাপারো বা রসটক্স।

ইরিসিপেলাস (Erysipeles)—এই প্রদাহিক পীড়ায় আর্সেনিক, এপিস ও ক্যান্থারেস লক্ষণভেদে উপকারী, এই তিনটি ঔষধেই জ্বালা আছে। এপিসের ফোলা—শোথের মত ; ক্যান্থারিসে— ফোস্কার মত ; এপিসে—হুলফোটানোর মত ব্যথায় সহিত জ্বালা হয়, ক্যান্থারিসে—ভয়ানক জ্বালা, জ্বালার জন্য রোগী অত্যন্ত অস্থির হইয়া পড়ে ও কাঁদিতে থাকে (বেলেডোনা অধ্যায় দেখুন)।

আর্সেনিক—জ্বালার সহিত অত্যন্ত ছটফট্ করে ও পিপাসা থাকে, এপিসে—পিপাসা থাকে না। নাসিকার ইরিসিপেলাসে—ক্যান্থার।

প্রসূতির পীড়া—গর্ভস্রাব বা প্রসবের পর ফুল সম্পূর্ণ নির্গত না হইয়া যদি তাহার কিয়দংশ আটকাইয়া থাকে, তাহা হইলে—ক্যান্থারিস নিম্নক্রমে ফুল নিষ্কাশিত হইবে (সিকেলি—θ প্রয়োগেও উপকার হয়)।

কামোন্মাদ—(**Nymphomania**)—স্ত্রীলোকদিগের সঙ্গমেচ্ছা প্রবল হইলে—ক্যান্থারিস উপকারী।

কামোচ্ছ্বাস—ক্যান্থারিস সুস্থ শরীরে প্রবেশ করিলে স্ত্রী বা পুরুষ উভয়েরই জননেন্দ্রিয়ের উত্তেজনা হয়, সেই উত্তেজনাহেতু রতিক্রিয়ার ইচ্ছা এত প্রবল হয় যে, নিদ্রা যাইতে পারে না। কাহারও রতিক্রিয়ার ইচ্ছা অত্যন্ত প্রবল ও তজ্জনিত ক্রমশঃ স্বাস্থ্যভঙ্গ হইতে থাকিলে ইহার শক্তিকৃত ঔষধে উপকার হইবে।

কথিত আছে, আমেরিকার কোনও এক কলেজের দুষ্ট চরিত্র কতিপয় ছাত্র নিরীহ ছাত্রীদিগের কামশক্তি উত্তেজনা করিয়া তাহাদিগকে চরিত্র নষ্ট করিবার উদ্দেশ্যে কলেজের বেহারাকে হস্তগত করিয়া তাহাদের টিফিনের সহিত প্রত্যহ ক্যান্থারিস—θ মিশ্রিত করিয়া দিত, কর্ত্তৃপক্ষগণ উহা জানিতে পারিয়া সেই ছাত্রগণকে কলেজ হইতে বহির্গত করিয়া দেন এবং যাহাতে আর কোথাও ভর্ত্তি হইতে না পারে তাহারও ব্যবস্থা করেন।

প্রমেহ (**Gonorrhoea**)—রক্তস্রাব এবং প্রসাব অন্তে, প্রস্রাবের সময় ও প্রস্রাবের পূর্ব্বে জ্বালা ; প্রস্রাবের জন্য ঘন ঘন বেগ, ফোঁটা ফোঁটা প্রস্রাব নির্গমন, কষ্টকর লিঙ্গোদগম (Chordee), প্রস্রাবের সঙ্গে সাদা সাদা টুকরার মত পদার্থ নির্গমন ইত্যাদি ক্যান্থারিসের লক্ষণ। প্রমেহ ও প্রস্রাব সম্বন্ধীয় পীড়ায়—লক্ষণভেদে আরও কতিপয় ঔষধ উপকারী, পরপৃষ্ঠায় তাহাদের প্রভেদ দেখুন।

ক্যানাবিস-স্যাটাইভা ও ইণ্ডিকা—প্রমেহস্রাব ঘন, হরিদ্রাবর্ণ, প্রস্রাব-ত্যাগকালে জ্বালা, লিঙ্গমুণ্ডে ফোলা। ক্যানাবিসে—কষ্টদায়ক লিঙ্গোদগম (chordee) সর্বাপেক্ষা বেশী, ক্যান্থারিসে—বেগ ও কোঁথানি অধিক।

ইকুইজিটাম-হাইমেল (Equisitum Hyemale)—৩য় হইতে ৩০ শক্তি। ইহাতে প্রস্রাবের সঙ্গে রক্তস্রাব থাকে ও শ্লেষ্মার মত চটচটে পদার্থ নির্গত হয়, প্রস্রাবে জ্বালাপোড়া থাকে, ঘন ঘন প্রস্রাবের বেগ ; কিন্তু অতি অল্প পরিমাণে প্রস্রাব হয়, তাহাতে যন্ত্রণায় উপশম না হইয়া বরং আরও যন্ত্রণার বৃদ্ধি হয় ; প্রস্রাবের পর মূত্রনলীতে (bladder) ঘিনঘিনে ব্যথা প্রভৃতি ইহার লক্ষণ। ইহাতে প্রস্রাব পাইলে আদৌ বেগ ধারণ করিতে পারে না, অনেক সময়

প্রস্রাব আপনি অসাড়েই হইয়া যায়। ইকুইজিটাম—স্ত্রীলোদিগের পীড়ায় উক্ত প্রকার লক্ষণে এবং গর্ভাবস্থায় ও প্রস্রাবের পর মূত্রকৃচ্ছ্রতা রোগে অধিক উপকারী; কিন্তু আবার স্ত্রীলোকদিগের পীড়ায়–ইকুইজিটামের উক্ত লক্ষণ সকল থাকিলে—ইউপেটোরিয়ম-পার্পিউরিয়ম (Eupetorium Purpurium) নামক একটি ঔষধে অধিক উপকার হয়। ইউপেটোরিয়মে—রক্ত বড় একটা থাকে না, প্রস্রাবের সঙ্গে শ্লেষ্মার (mucous) ভাগই অধিক (ইকুইজিটাম—বৃদ্ধ দিগের প্রস্রাব ধারণে সম্পূর্ণ অক্ষমতা এবং যে সমস্ত শিশুদের প্রস্রাবে বিশেষ কিছু দোষ পাওয়া যায় না, অথচ প্রতি রাত্রিতেই বিছানায় প্রস্রাব করে তাহাদের পক্ষে বিশেষ উপকারী। শিশু, ক্রিমি পীড়াগ্রস্ত হইলে—সিনা, স্যান্টোনাইন প্রভৃতি উপযোগী (তাজা গাছ হইতে ইহার টিংচার প্রস্তুত হয়, ফরমূলা—৩)।

লিনেরিয়া (Linaria)—৩ ×—৬ × শক্তি ; রোগী আদৌ মূত্রবেগ ধারণ করিতে পারে না, রাত্রিকালে বেগ ও জ্বালা-যন্ত্রণা ইত্যাদি বৃদ্ধি হয়, ঘুমাইতে পারে না (টাইফয়েডে—প্রগাঢ় নিদ্রাভাব, ষ্ট্রামো দেখুন)।

কোপেবা—৩—৬ ; প্রমেহস্রাব দুধের মত সাদা ও হাজাকারক, প্রস্রাবদ্বার ফুলিয়া যায় ও লালবর্ণ হয় (ইহার অধ্যায় দেখুন)।

থুজা (Thuja)—প্রস্রাবের অত্যন্ত বেগসহ ফোঁটা ফোঁটা প্রস্রাব নির্গমন, কখনও প্রস্রাবের সঙ্গে রক্ত, মূত্রনলীতে চুলকানি, প্রস্রাবের রঙ সবুজ অথবা হরিদ্রা সবুজ মিশ্রিত ; ইহাতে রাত্রিতে অত্যন্ত লিঙ্গোদগমের (Chordee) বৃদ্ধি হয়, তাহাতে নিদ্রার ব্যাঘাত ঘটে। রোগী পুনঃ পুনঃ প্রমেহ রোগ দ্বারা আক্রান্ত হইলে–থুজা ও এগ্‌নাস সমস্ত ঔষধ অপেক্ষা উপকারী (এগ্‌নাস অধ্যায় দেখুন)।

ক্যাপসিকাম—স্রাব ঘন ও হরিদ্রাবর্ণের, রোগী প্রস্রাব ত্যাগকালে ছুঁচফোটান ব্যথা এবং লঙ্কাবাটা দেওয়া জ্বালার মত জ্বালা অনুভব করে, খুব মোটাসোটা লোকদের পীড়ায় ইহা অধিক উপকারী।

পেট্রোসেলিনিয়ম—৩ × হইতে ৩০; প্রস্রাবের হঠাৎ খুব বেগ আসে, সেই বেগ এক মুহূর্ত্তও ধারণ করিতে পারে না, প্রস্রাব ত্যাগকালে অত্যন্ত জ্বালা যন্ত্রণা থাকে। এই ঔষধ প্রয়োগকালীন—প্রস্রাবনলীর মধ্যে অসহ্য চুলকানি ও লিঙ্গমুণ্ডে বেদনা, এই দুইটি বিশেষ লক্ষণ সর্ব্বদা স্মরণ রাখিবেন (ইহার অধ্যায় দেখুন)।

সার্সাপ্যারিলা—৩—৩০ ; প্রস্রাবের শেষভাগেই অত্যন্ত জ্বালা থাকে, প্রস্রাবের সময় বা পূর্ব্বে কিছুমাত্র থাকে না (ইহার অধ্যায় দেখুন)।

ক্লিমেটিস—ইহাতে প্রস্রাব থামিয়া থামিয়া নির্গত হয়, তজ্জন্য রোগীকে অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত বসিয়া থাকিতে হয়। রোগী যতক্ষণ প্রস্রাব করে, ততক্ষণ মূত্রনলী ও লিঙ্গমুণ্ডে বেদনা অনুভব করে, ইহাতে পূঁয একেবারে থাকে না। ষ্ট্রিকচার (মূত্রনলীর ছিদ্র সরু) হইলে পীড়ার প্রথমাবস্থায়—ক্লিমেটিসে উপকার হয়। কোনিয়মে—প্রস্রাব খুব ধীরে ধীরে ও থামিয়া থামিয়া নির্গত হয়, তবে তাহাতে প্রমেহের পূঁয থাকে। মার্কুরিয়স-সলে—প্রস্রাবের রঙ সবুজ ও পূঁযের মত, স্রাবের পরিমাণ রাত্রিতে বৃদ্ধি। মার্কুরিয়স-করে—ক্যান্থারিসের মত বেগ, কোঁথানি, অনবরত জ্বালা, তদ্ভিন্ন লিঙ্গমুণ্ড ফোলা থাকে; কিন্তু প্রস্রাবের পর কোঁথানি—ক্যান্থারিস অপেক্ষা—মার্কুরিয়সেই অধিক।

এপিজিয়া রিপেন্স (Epigea Repens)—প্রস্রাবদ্বার দিয়া পূঁয রক্ত ও শ্লেষ্মা নির্গমনসহ অত্যন্ত জ্বালা যন্ত্রণা, কোঁথানি, মূত্রনলীর প্রদাহ, মূত্রকৃচ্ছ্রতা, প্রস্রাবের পরেও কষ্টকর বেগ, প্রস্রাবে ইউরিক এসিড থাকে।

চিমাফিলা (Chimaphila)—θ—৩ × , প্রস্রাবের সঙ্গে প্রচুর পরিমাণে চটচটে হড়্‌হড়ে লালা ও সূতার মত একপ্রকার শ্লেষ্মা ও পূঁয মিশ্রিত পদার্থ নির্গত হয়। প্রস্রাব একটু একটু করিয়া হয়। প্রস্রাব-নির্গমনকালে অত্যন্ত জ্বালা ও প্রস্রাবের পর বেগ থাকে, বোধ হয় যেন আরও প্রস্রাব হইবে। প্রস্রাবের খুব বেগ আসে, কিন্তু বসিয়া বেগ দিলে আদৌ প্রস্রাব হয় না, লিঙ্গমুণ্ড হইতে মূত্রনলীর গ্রীবাদেশ পর্য্যন্ত অসহ্য চুলকানি থাকে (পেট্রোসেলিনিয়ম); ঘন ঘন প্রস্রাবের বেগ বশতঃ রাত্রিতে ৫/৭ বার উঠিতে হয়। সময়ে সময়ে প্রস্রাব ঘোলা, গাঢ় ও দুর্গন্ধ হয়, প্রস্রাবে ইটের গুঁড়ার মত লালবর্ণের তলানি পড়ে।

সিষ্টাইটীস পীড়ায়—প্রস্রাবের সহিত উপরোক্ত প্রকারের চটচটে শ্লেষ্মা পূঁযাদি নির্গত হইলে—চিমাফিলা উপকারী।

প্রষ্টেট-গ্ল্যাণ্ডের প্রদাহে—উপরোক্ত প্রকার প্রস্রাবের কতিপয় লক্ষণসহ চিমাফিলায়—মলদ্বারের নিকট যেন একটা গোলার মত পদার্থ আছে ও তাহার উপর সে বসিয়া আছে, রোগী এই প্রকার অনুভব করে (তাজা গাছ হইতে চিমাফিলার টিংচার প্রস্তুত হয়, ফরমূলা—৩)।

এনানথিরাম (Anantherum)—ক্রম—θ, এবং ৩য়—৬ষ্ঠ শক্তি। প্রস্রাব ঘোলা, ঘন, শ্লেষ্মায় পূর্ণ, অনবরত প্রস্রাব ত্যাগের ইচ্ছা, অল্প পরিমাণে প্রস্রাবও মূত্রনলীতে থাকে না—অসাড়ে নির্গত হয়, পথে চলিতে চলিতে কিম্বা ঘুমাইবার সময় প্রস্রাব আপনি অজ্ঞাতসারে বাহির হয়। সিষ্টাইটীস, লিভারের প্রদাহ ও লিভার ফোলা, শরীরের নানাস্থানে ফোলে ও পাকিয়া যায়, বড় স্ফোটক, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্ফোটক, ক্ষত, ইরিসিপেলাস, প্রুরাইটিস, হার্পিস ইত্যাদি পীড়ায়ও ইহা উৎকৃষ্ট ঔষধ (একপ্রকার ঘাসের শুষ্ক মূল হইতে এই ঔষধটির টিংচার প্রস্তুত হয়, ফরমূলা—৪।)

ব্যারসমা (Barosma)—ইহার অন্য নাম—বুচ (Buchu)—১×—৩ ×; মূত্র যন্ত্রের ও জননেন্দ্রিয়ের কোনও পুরাতন রোগে পূঁযের মত শ্লেষ্মা (muco-purulent) নির্গত হইতে থাকিলে উপকারী। কিড্‌নী ও মূত্রনলীর মিউকাস-মেম্ব্রেণের পুরাতন প্রদাহ প্রস্রাবসহ প্রচুর পরিমাণে শ্লেষ্মা নির্গত হয়। পুরাতন প্রমেহে (gleet) ও প্রষ্টেট্-গ্ল্যাণ্ডের পীড়াজনিত অসাড়ে শুক্রক্ষরণ কিম্বা স্রাব নিঃসরণ, প্রস্রাবদ্বার দিয়া ভয়ানক জ্বালা-যন্ত্রণাসহ পাথরীর মত কোনও প্রকারের পদার্থ নির্গমন, শ্বেত-প্রদর, মূত্রথলীতে বেদনা এবং ষ্ট্রীক্‌চারেও ইহা উপকারী (শুষ্ক পাতা হইতে ইহার টিংচার প্রস্তুত হয়, ফরমূলা—৪)।

এনিলিকাম **(Anilinum)**—লিঙ্গের মধ্যে ও অণ্ডকোষে অত্যন্ত বেদনাসহ অণ্ডকোষ ফুলিলে এবং মূত্রনলীর (urethra) মধ্যে কোনও স্থানে টিউমার হইলে এই ঔষধটি একবার পরীক্ষা করিবেন। এই সমস্ত ঔষধ নিউ-রেমিডিজের অন্তর্ভূত এবং চিকিৎসাক্ষেত্রে অতি স্বল্পই ব্যবহৃত হয়। এনিলিনাম (Coal tar product), ইহা হইতে ম্যাজেন্টা রঙ প্রস্তুত হয়। ক্রম—৬—৩০ শক্তি।

পলসেটিলা—প্রস্রাবের পর অল্প জ্বালা তলপেটের নিম্নে টাটানি ব্যথা ও ভারবোধ, স্রাব হলদে কিম্বা সবুজ ও ঘন। আর্জেন্টি-নাইট্রিকাম—প্রায় পূঁযের মত ঘন, মূত্রনলীতে জ্বালা ও তথায় টাটানি ব্যথা থাকিলে ইহা ক্যান্থারিসের পর প্রযোজ্য। সলফার—রোগে একটু পুরাতন হইয়া গ্লীটে পরিণত হইলে উপকারী, ইহার বিশেষ লক্ষণগুলি স্মরণ রাখিবেন।

ইউরিমিয়া (মূত্রনাশ-বিকার)—কলেরার প্রস্রাব নিঃসরণ না হইলে অনেক চিকিৎসক প্রায়ই এই ঔষধটিকে একপ্রকার পেটেন্ট ঔষধের ন্যায় প্রথমেই ব্যবস্থা করিয়া বসেন। হোমিওপ্যাথিতে রোগ লক্ষণের সহিত ঔষধ লক্ষণ না মিলিলে সেই ঔষধ কিছুমাত্র উপকার হইবে না। যেখানে ক্যান্থারিসের প্রয়োজন, সেখানে—প্রস্রাবের বেগ আর ক্রমাগত প্রস্রাব ত্যাগের ইচ্ছা ; কিন্তু প্রস্রাব হয় না, এই লক্ষণটি স্পষ্ট থাকা চাই, তদ্ভিন্ন অস্থিরতা, বিবর্ণ মুখ-শ্রী, পেটে স্পর্শসহিষ্ণু বেদনা, বিকার, আচ্ছন্নতা, খেঁচুনি, হিমাঙ্গ, হাত পা ঠাণ্ডা, ক্ষীণ নাড়ী ; কিম্বা বরফের মত ঠাণ্ডা অথচ ভিতরে জ্বালা প্রভৃতি লক্ষণগুলির উপরও দৃষ্টি রাখিতে হইবে ; এইগুলি ক্যান্থারিসের প্রধান চরিত্রগত লক্ষণ। আবার অনেকে বাঁধাগতে প্রথমে ক্যান্থারিস প্রয়োগে কোনও উপকার না হইলে তাহার পরেই—টেরিবিন্থিরা ব্যবস্থা করেন : টেরিবিন্থে—প্রস্রাবের বেগ আদৌ থাকে না, পেটফাঁপা থাকে, পেট ফাঁপা যেন ক্রমশঃ বাড়ে, রোগীর শ্বাসকষ্ট হয়, কখনও আচ্ছন্নভাবে পড়িয়া থাকে, জিহবা লাল টকটকে দেখায়। এপিস, বেলেডোনা, ওপিয়ম, হায়োসিয়ামস (উচ্চশক্তি), আর্সেনিক প্রভৃতি ঔষধগুলিও ইউরিমিয়ার ঔষধ (হায়োসিয়ামস ও এই পুস্তকের "পীড়া ও পীড়ার প্রকৃতিগত লক্ষণ" অধ্যায়ে—ইউরিমিয়া দেখুন ; মৎকৃত "প্র্যাকটিসনার্স গাইড" নামক পুস্তকের প্রথম খণ্ডে—কলেরা অধ্যায়ে—প্রস্রাববন্ধ ও ইউরিমিয়া পরিচ্ছদটিও পাঠ করিবেন)।

এসক্লিপিয়াস-কর্ণিউটি—ডাঃ হেল বলেন গর্ভাবস্থায় ইউরিমিয়া হইলে এই ঔষধটি সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট।

মূত্র-পাথরী (Gravel)—ক্যান্থারিসের প্রধান চরিত্রগত লক্ষণ প্রস্রাবে অত্যন্ত জ্বালা-পোড়া, বেগ, কুন্থন ইত্যাদি থাকিলে এই পীড়াতেও—ক্যান্থারিসে উপকার হইবে। বার্ব্বেরিসে—ছুঁচফোটান ব্যথা কিড্নী হইতে আরম্ভ হইয়া চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত হয় এবং সেই বেদনা নিম্নে ও সম্মুখদিকেই অধিক হয়, প্রস্রাব অত্যন্ত হড়হড়ে সেই সঙ্গে কোমরে, পাছায় ও উরুতে বেদনা থাকে। প্যারিরা-ব্রাভা—ইহাতে প্রস্রাব বার্ব্বেরিস অপেক্ষা কম হড়হড়ে, তলানি ঘোলা, বেদনা কেবল পাছা পর্য্যন্ত নামে ; ইহা পাথরী পীড়া ভিন্ন—প্রষ্ট্যাটাইটীস (prostatitis), ইউরেথ্রাইটীস (urethritis) ও সিষ্টাইটীস (cystitis) রোগেও ব্যবহৃত হয়। প্যারিরা-ব্রাভায়—যন্ত্রণার জন্য রোগী হামাগুড়ি দিয়া বসে ; বেগ, কুন্থন প্রস্রাবের পর ফোঁটা ফোঁটা প্রস্রাব নির্গমন ইহাতে অত্যন্ত অধিক, প্রস্রাবে লিথিক-এসিড ও রক্ত থাকে। ইউভা-উর্সি—মূত্রনলীতে পাথরী থাকিবার নিমিত্ত তথায় প্রদাহ, প্রস্রাব নির্গত হইতে হইতে হঠাৎ বন্ধ হয়, যেন

পাথরীটা আটকাইল, ইহাতে প্রস্রাব সূতার মত দেখায় (৮৪৬ পৃষ্ঠায় সার্সাপ্যারিলা দেখুন)।

টেরিবিন্থিনা—রক্তপ্রস্রাব কিম্বা প্রস্রাবের সঙ্গে রক্ত মিশ্রিত থাকিলে ইহার দ্বারা বিশেষ উপকার হয়।

ওপিয়ম—মূত্রশূল কিম্বা কিড্নীর পীড়ায় অত্যন্ত রক্তস্রাব।

ইপোমিয়া নিল (Ipomoea)—কিড্নীর পীড়ায় প্রবল বেদনার সময়ে অত্যন্ত গা-বমি-বমি থাকিলে এবং একদিকের কিড্নীর বেদনা অন্য দিকে মূত্রনলী (ইউরেটার) পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইতে উপকারী (বার্ব্বেরিস অধ্যায় দেখুন)। অসিমম—ডান কিড্নী আক্রান্ত, বেদনাসহ প্রবল বমি।

অভিজ্ঞতার ফল—মূত্রনলীর সরু ছিদ্রের মধ্য দিয়া পাথরী (stone) নির্গমনকালে যে কি একপ্রকার অব্যক্ত যন্ত্রণা হয়, ভুক্তভোগী রোগীমাত্রেই তাহা অবগত আছেন। এলোপ্যাথগণকে সেই যন্ত্রণা নিবারণার্থে প্রায়ই তখন বাধ্য হইয়া মর্ফিয়া আদি অজ্ঞানকারক কোনও ঔষধের সাহায্য গ্রহণ করিতে হয়। আমরা হোমিওপ্যাথিতে শুধু আভ্যন্তরিক ঔষধ সেবন করাইয়া অনেকস্থলে অল্প সময়ের মধ্যে ঐ যন্ত্রণা নিবারণ করিতে সমর্থ হই।

আমি পূর্ব্বে উক্ত পাথরী পীড়ার যন্ত্রণা নিবারণের নিমিত্ত—বার্ব্বেরিস লাইকো, ক্যাল্‌কেরিয়া, কার্ডুয়াস, থ্যাস্পি, চায়না, ডায়স্কোরিয়া প্রভৃতি কতকগুলি ঔষধই সচরাচর ব্যবহার করিতাম ; কিন্তু যে দিন পূজ্যপাদ ফ্যারিংটনের "ক্লিনিক্যাল মেটিরিয়া মেডিকায়" নিম্নলিখিত মন্তব্যটি প্রাপ্ত হই, সেই দিন হইতে মূত্র-পাথরীর (Renal-colic) যন্ত্রণায় প্রপীড়িত কোনও রোগীকে ছট্‌ফট্ করিতে দেখিলে প্রায় কোনও দিক লক্ষ্য না করিয়া সর্ব্বাগ্রে—ক্যান্থারিস—৬ষ্ঠ শক্তির ৫/৬ মাত্রা, ১০/১৫ মিনিট অন্তর ব্যবস্থা করি এবং তাহাতে কত রোগীকে যে, অত্যল্প সময়ের মধ্যে ভীষণ যন্ত্রণার হাত হইতে অব্যাহতি দিতে সমর্থ হইয়াছি তাহার ইয়ত্তা নাই। এই ঔষধের প্রায় ৩/৪ মাত্রা সেবনের পরই রোগী নিদ্রিত হইয়া পড়ে। ডাঃ ফ্যারিংটন—"Cantheris is a valuable remedy in the passage of renal-calculi, specially when the pain are very violent. It has been stated in controversy that it was nonsense to talk about reliving the pains from the passage of renal-calculi by Homoeopathic medication. The ureter is a narrow tube and the stone is frequently large, and it is said that this can not be passed without pain. This is a mistake. The indicated remedy may so lesson local irritability that the pain attendant on the passage of renal-calculi may be greatly modified."

উক্ত ঔষধে কেবলমাত্র যে মূত্র-পাথরীর যন্ত্রণা নিবারিত হয় তাহা নহে—প্রস্রাবের পরিমাণ ও বেগ বর্দ্ধিত হইয়া বড় বড় পাথরী নিষ্ক্রান্ত হইতেও বহুবার

দর্শন করিয়াছি। অতএব যাঁহারা এই পীড়ায় কেবলমাত্র—বার্ব্বেরিল, লাইকোপোডিয়ম ইত্যাদি ঔষধগুলি শিখিয়া রাখিয়াছেন, তাঁহাদিগকে একবার—ক্যান্থারিস ব্যবহার করিতে অনুরোধ করি।

ডাঃ ফ্যারিংটন আরও বলেন—ছেলেদের পাথরীরোগে যখন প্রদাহ লিঙ্গ পর্য্যন্ত পরিচালিত হয় এবং ছেলে কেবল লিঙ্গ ধরিয়া টানে, তখন ক্যান্থারিসে বিশেষ উপকার হয় (লাইকোপোডিয়ম অধ্যায় দেখুন)।

জ্বর—অন্যান্য পীড়ার মত জ্বরে ক্যান্থারিসের চরিত্রগত লক্ষণ প্রস্রাবে—জ্বালা ও অন্যান্য উপসর্গ থাকিলে ইহাতে উপকার হইবে। ক্যান্থারিসে শীতাবস্থায়—পিপাসা থাকে না, রোগী অত্যন্ত শীতবোধ করে, হস্তপদাদি শীতল; কিন্তু মূত্রনলীতে জ্বালা থাকে। উত্তাপাবস্থায়—পিপাসা, সমস্ত শরীরে আগুনে পোড়ার মত জ্বালা অনুভব করে। ঘর্ম্মাবস্থায়—অত্যন্ত ঘর্ম্ম। বিজ্বরাবস্থায়— রোগীর প্রথমে প্রস্রাবে জ্বালা যন্ত্রণা, অত্যন্ত কষ্টকর স্বল্প মূত্রত্যাগ ইত্যাদি লক্ষণগুলি বর্ত্তমান থাকে ; কিন্তু পরে প্রসাবের পরিমাণ অত্যন্ত বৃদ্ধি হয়, এই সময়ে পিপাসা সত্ত্বেও জলপানে বিতৃষ্ণা হয়।

বৃদ্ধি—কফিপানে, শীতল জল ও সুরাপানে, প্রস্রাবের সময়।

উপশম—ঘর্ষণে, মর্দ্দনে, শয়নে ও উত্তাপ প্রয়োগে।

পরবর্ত্তী ঔষধ—বের, ক্যালি-আয়ো, মার্ক, ফস, সিপি, পল্‌স।

ক্রিয়ানাশক—একোন, এপিস, ক্যাম্ফর, লরোসি, পল্‌স, রিউম, ক্যালি-নাইট্রি।

ক্রিয়া স্থিতিকাল——৩০—৪০ দিন।   ক্রম—৩ × —৩০ শক্তি।

ফরমূলা—টিংচার—৪।   বিচূর্ণ—৭।

ক্যাপ্সিকম (Capsicum)

(লঙ্কা)—ইহা দুর্ব্বল ও শিথিল মাংসপেশী ব্যক্তি, যাহাদের শরীরের স্বাভাবিক তাপ অপেক্ষাকৃত অনেক কম এবং যাহারা স্থূলকায়, অলস, শ্রমকাতর, কোন বিষয়ে চিন্তা করিতেও কাতর, অনিচ্ছুক, অত্যন্ত নোংরা, শরীর সর্ব্বদাই অপরিষ্কার রাখে, একলা নির্জ্জনে থাকিলে কেবল শুইয়া থাকিতে কিম্বা নিয়ত ঘুমাইতে ইচ্ছা করে, বহুদিনের মদ্যপানের অভ্যাস সম্প্রতি পরিত্যাগ করিয়াছে, তাহাদের পীড়ায় অধিক কার্য্যকরী। গলার ভিতর লঙ্কাবাটা দেওয়ার মত জ্বালা, শীতবোধ, গলনলীর সঙ্কোচন, শ্লৈষ্মিক-ঝিল্লী আক্রান্ত হইয়া সঙ্কোচতা উৎপাদন প্রভৃতি ইহার প্রধান লক্ষণ।

চরিত্রগত লক্ষণ ঃ—

১। নাক, গাল, গলা, বুক, মূত্রথলী, মলদ্বার প্রভৃতির সঙ্কোচন (constriction) বোধ ; ২। গলার ভিতর ও শরীরের অন্যান্য স্থানে লঙ্কা খাওয়ার মত জ্বালাবোধ ; ৩। গিলিবার সময় গলনলীর আক্ষেপিক সঙ্কোচন ও জ্বালা তজ্জন্য বমি ; ৪। কাণের পশ্চাতে ফোলা তাহাতে অত্যন্ত স্পর্শকাতরতা

ও বেদনা ; ৫। প্রত্যেকবার মলত্যাগের পর পিপাসা ও প্রতিবার কোনও তরল পানীয় পানের পর কাঁপুনি ; ৬। হঠাৎ স্নায়বিক আক্ষেপিক কাশির উৎপত্তি ; ৭। প্রচুর পরিমাণে গয়ার উঠা ও গয়ারে পচা দুর্গন্ধ, ৮। কাশিবার সময় মূত্রথলী পা কাণ প্রভৃতি দূরবর্ত্তী স্থান সমূহে বেদনা ; ৯। গণোরিয়ার গ্লীট-ষ্টেজে ২/১ ফোঁটা মাত্র ধাতুস্রাব ; ১০। সবিরাম জ্বরে সর্ব্বদাই শীত, শীতের পূর্ব্বে পিপাসা।

আমাশয়—বাহ্যের সঙ্গে জ্বালা, বেগ ও কোঁথানি। মল—রক্ত-মিশ্রিত, সবুজবর্ণ যেন পাতাছেঁচা, রোগীর অত্যন্ত পিপাসা থাকে; কিন্তু জলপান করিলেই শীতের বৃদ্ধি হয় ও কাঁপুনি ধরে। বাহ্যের পর কোমরে ভয়ঙ্কর বেদনা অনুভব তৎসহ মলদ্বারে জ্বালা (মলদ্বারে জ্বালা—আইরিস, আর্সেনিক, এসিড-নাইট্রিক ইত্যাদিতে আছে, প্রস্রাবে জ্বালা ও কুন্থনসহ হইলে মার্কুরিয়স-কর উপকারী)। ক্যাপ্‌সিকম—বর্ষাকালের আমাশয়ে অধিক উপকারী। বেদনাযুক্ত রক্তস্রাবীয় অর্শেও ইহাতে উপকার হয়।

কর্ণের পীড়া—অনেকদিন ধরিয়া কাণে পূঁয পড়িতে থাকিলে কর্ণ-পটহ (drum) প্রায়ই ছিদ্র হইয়া যায়, কর্ণ পটহ ছিদ্র হইয়া ঘন হলুদে রঙের পূঁয নির্গত হইতে থাকিলে—ক্যাপ্‌সিকম উপকারী, তাহার সহিত মাথাব্যথা, শীতার্ত্ততা ইত্যাদি চরিত্রগত লক্ষণগুলি থাকিলে ইহা আরও অধিক উপযোগী (ক্যাপ্সিকমের মাথাব্যথায় বোধ হয় যেন মাথা ফাটিয়া যায়, একটু মাথা নাড়িলে, চলাফেরা করিলে কিম্বা কাশিলে বৃদ্ধি ও উত্তাপে উপশম হয়), শঙ্খাস্থিতে (mastoid ফোড়া কিম্বা অস্থিক্ষতের caries) সূত্রপাত হইয়া আক্রান্তস্থান লালবর্ণ ও হাত ছোঁয়ান যায় না এরূপ বেদনা থাকিলে—ক্যাপ্সিকম উপকারী।

গলমধ্যস্থ পীড়া—আলজিহবা বর্দ্ধিত হইলে ইহার দ্বারা উপকার হয়, বাহ্যিক প্রয়োগে (মাদার-টিংচার—৫/৬ ফোঁটা, গ্লিসারিণ বা অলিভ অয়েল—১ ড্রাম) কাশিরও কতকটা উপশম হয়। গলার ভিতর লঙ্কা খাওয়ার মত অত্যন্ত জ্বালা থাকিলে এবং কোনও বস্তু পানাহার করিলে যদি সেই জ্বালার অত্যন্ত বৃদ্ধি হয় ও গলনলীর সঙ্কোচন বশতঃ তখনই বমি হইয়া উঠিয়া যায়, তাহা হইলে ক্যাপসিকম উপকারী। ধুমপানকারীদের ও মদ্যপায়ীদিগের গলক্ষতরোগে ইহাতে উপকার হয়।

শ্বাসযন্ত্রের পীড়া—সাধারণ শ্বাস-প্রশ্বাসে বিশেষ কিছু বুঝা যায় না। কিন্তু জোরে কাশিলেই যদি বিশ্রী পচা দুর্গন্ধ বাহির হয়, তাহা হইলে—ক্যাপ্‌সিকম ও স্যাম্বুলেরিয়া উপকারী। ব্রঙ্কোরিয়ায়—এই প্রকার দুর্গন্ধ বাহির হয়, ইহাতে—স্যাগাসামম, ইউক্যালিপটাসও উপযোগী।

হাঁপানি-কাশি (Asthma)—কাশির সহিত নিশ্বাসে অত্যন্ত দুর্গন্ধ থাকিলে এবং রোগী অনেকক্ষণ কাশিয়া কাশিয়া অত্যন্ত ক্লান্ত হইবার পর যদি একটু সর্দ্দি উঠিয়া হাঁপানির টানের কিঞ্চিৎ উপশম হয়, তাহা হইলে—ক্যাপ্সিকম উপকারী।

প্রমেহ (Gonorrhoea)—পীড়ার পুরাতন অবস্থায় যখন স্রাব বড় অধিক থাকে না (gleet), দুই এক ফোঁটা মাত্র আঠার মত চটচটে স্রাব সর্ব্বদাই মূত্রনলীর মুখে লাগিয়া থাকে; তাহাতে প্রায় মূত্রপথ বন্ধ হইয়া যায় এবং তাহার সহিত প্রস্রাবে জ্বালা পোড়া থাকে তখন ক্যাপসিকম উপযোগী। সিপিয়া, ক্যালি-আয়োড, এগ্নাস, কিউবেবা, হাইড্রাস্টিসও ঐ প্রকার গ্লীটে উপকারী। হাইড্রাসটিসের ও সিপিয়ায় স্রাব হরিদ্রাবর্ণ উহাতে জ্বালা যন্ত্রণার লেশমাত্র থাকে না।

সবিরাম-জ্বর—প্রত্যহ বৈকালে ৫/৬ টার মধ্যে দুই কাঁধের দাবনার মধ্য হইতে শীত আরম্ভ হইয়া জ্বর হয় এবং জ্বরে গাত্রদাহ ও শীতভাব প্রবল থাকে, শরীর বরফের ন্যায় ঠাণ্ডা হয়, শীতের পূর্ব্বে পিপাসা থাকে, রোগী শীত নিবারণের জন্য উত্তাপ চাহে। শীত যতক্ষণ থাকে ততক্ষণ খুব পিপাসা ; কিন্তু এ অবস্থায় জলপান করিলে শীতের আরও বৃদ্ধি হয়, রোগী তজ্জন্য জলপান করিতে সাহস করে না (ইগ্নেসিয়া দেখুন)।

ইউপেটোরিয়ম পার্ফোলিয়মে—শীত কোমরের স্থান হইতে উৎপন্ন হয়, ইহাতে রোগীর স্পষ্ট কাঁপুনি থাকে, সর্ব্বাঙ্গ এমন কি হাড়ের ভিতর পর্য্যন্ত বেদনা করে, শীতের সঙ্গে পিপাসা, সেই পিপাসা দেখিয়াই রোগী বুঝিতে পারে যে, এইবার তাহার জ্বর আসিবে, জলপান করিলেই পিত্ত বমি হয়। পিপাসা—উষ্ণাবস্থা পর্য্যন্ত প্রবল থাকে, ইহাতে জ্বর—একদিন বেলা ৭টা হইতে ৯টা, পরদিন ১২টায় আসে। ক্যাপসিকমের—জ্বরের পূর্ব্বাবস্থায় হাড়ে বেদনা থাকে না ; কিন্তু ইউপেটোরিয়মে—এই লক্ষণটিই প্রবল। ক্যাপ্সিকমে—শীত ভিন্ন কোনও অবস্থায় পিপাসা থাকে না (ইগ্নেসিয়া দেখুন)।

বৃদ্ধি—পানাহারান্তে, বহির্বায়ুতে, রাত্রিকালে।

উপশম—আহারে ও উত্তাপে। সুরাপানজনিত মত্ততায়—ইহার মূল আরক—৩০/৪০ বিন্দু ১ পোয়া গরম দুগ্ধসহ সেব্য।

সদৃশ—এপিস, বেল, ব্রায়ো, ক্যালেডি, পল্‌স। কুইনাইন অপব্যবহার জনিত জ্বরে—ক্যাপসিকম বিশেষ উপকারী।

পরবর্ত্তী ঔষধ— বেল, সিনা, লাইকো, পল্‌স, সিপি।

ক্রিয়ানাশক—ক্যালেডি, ক্যাম্ফর, চায়না, সিনা, এপিস, সলফ।

ক্রিয়া স্থিতিকাল—৭ দিন। ক্রম—৬ x—৩০ শক্তি। ফরমুলা—৪।

কার্ব্বো-এনিমেলিস (Carbo Animalis)

(জান্তব কার্ব্বণ, ষাঁড়ের চামড়া দগ্ধ করিয়া প্রস্তুত হয়—গ্রন্থি, চর্ব ও পরিপাক যন্ত্রের উপর ইহার প্রধান ক্রিয়া। স্ক্রফুলা ধাতুগ্রস্ত ব্যক্তির পীড়া, প্রসূতির স্তনদুগ্ধে সন্তান পোষণকালীন পীড়া ইত্যাদিতে ইহা বিশেষ ফলপ্রদ। শুনিয়াছি যে সমস্ত নালী-গা কিছুতেই আরোগ্য হয় না, সেই ঘায়ে মানুষের হাড় পোড়াইয়া চূর্ণ করিয়া বাহ্যিক প্রয়োগ করিলে শীঘ্র উপকার হয়। কার্ব্বংকলের মত ব্রণ বা ফোড়ায় ইহা বিশেষ উপকারী।

বয়স্ক লোক এবং রক্তপ্রধান-ধাতুর ব্যক্তি সমূহ বিশেষতঃ যাহাদের শিরায় রক্তাধিক্যতা বশতঃ হাতের পায়ের চামড়া ও ঠোঁট নীলবর্ণ দেখায় এবং অত্যন্ত ক্ষীণ দুর্ব্বল ব্যক্তিদিগের পীড়ায় ইহা অধিক ফলপ্রদ। যে সকল লোকের পা ঠাণ্ডা, শারীরিক স্বাভাবিক তাপ অল্প ; ঠাণ্ডা-খোলা ও শুষ্ক বাতাস সহ্য হয় না, তাহাদের ধাতুতে ইহা অধিক উপযোগী।

গ্ল্যাণ্ডের স্ফীতি—বগল, কুঁচকী, স্তন ইত্যাদির গ্ল্যাণ্ডের বিবৃদ্ধি, গ্ল্যাণ্ড ফোলা, গ্ল্যাণ্ড পাথরের মত শক্ত, তদ্ভিন্ন উপদংশ বা প্রমেহজনিত বাগী অত্যন্ত শক্ত থাকিলে উহা অধিক ফলপ্রদ। বাগী অস্ত্র করিবার পর যদি ক্ষত শীঘ্র না শুকায় ও তাহার ধারগুলি খুব শক্ত থাকে, ইহাতে শীঘ্র উপকার হইবে। ব্যাডিয়াগা নামক ঔষধও—কার্ব্বো-এনিমেলিসের সমকক্ষ। বিউবোনিয়াম—২০০ কিম্বা আরও উচ্চশক্তি একমাত্রা—প্রথমাবস্থায় সেবনে অনেকস্থলে বাগী বসিয়া যায়। এতদ্ভিন্ন—হিপার সলফার মার্কুরিয়স, মার্কুরিয়স-আয়োড, মার্কুরিয়স-বিন-আয়োডও লক্ষণভেদে—গ্ল্যাণ্ডের স্ফীতি ও বাগীতে উপকারী (ব্যারাইটা-মিউর অধ্যায় দেখুন)।

ফুসফুসের পীড়া—নিমোনিয়া, ব্রঙ্কাইটীস, যক্ষ্মা ইত্যাদি পীড়ায় ফুসফুসের টিস্যুসমূহ বিনষ্ট হইয়া যখন গয়ার পচিয়া অত্যন্ত দুর্গন্ধ সবুজ রঙের বা পূঁযের মত গয়ার উঠিতে থাকে এবং সেই সঙ্গে—দম আটকান-কাশি, স্বরভঙ্গ, বুকে ঠাণ্ডাভাব, ডান ফুসফুস অধিক আক্রান্ত হওয়া, ডানদিকে ক্যাভিটী (গর্ত্ত) ইত্যাদি লক্ষণসমূহ থাকে, তখন—কার্ব্বো-এনিমেলিস উপযোগী। কার্ব্বো-ভেজে—স্বরভঙ্গ, বুকজ্বালা, গলা ঘড়ঘড়ানি, শ্বাসকৃচ্ছ্রতা এবং অত্যন্ত পচাগন্ধ, গয়ার উঠা প্রভৃতি লক্ষণগুলিও আছে। প্লুরিসি পীড়া আরোগ্য হইবার পর বক্ষঃস্থলে ছুঁচফোটান ব্যথা থাকিলে—কার্ব্বো-এনিমেলিস উপকারী (র‍্যানান্ বাল্‌বো, ক্যালি-কার্ব্ব)।

গরহজম—শিশু যতদিন স্তন্যপান করে, ততদিন প্রসূতির অজীর্ণের পীড়ায় কিছু খাইলেই পেটের অসুখ ও পেটের যন্ত্রণাদির বৃদ্ধি হয় এবং সেই যন্ত্রণাদি যদি টিপিলে বা জোরে হাত দিয়া ঘষিলে কিছু উপশম থাকে, তাহা হইলে—কার্ব্বো-এনিমেলিস উপকারী।

দুর্ব্বলতা—ক্রমাগত কুঁচকী বাগী ও অন্যান্য গ্ল্যাণ্ড প্রভৃতিতে পূঁয হইয়া শরীর অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়িলে কিম্বা প্রসূতির শরীর হইতে কোনও তরলস্রাব প্রচুর পরিমাণে নির্গত হইয়া ক্রমশঃ রক্তশূন্য হইয়া পড়িলে প্রথমেই—কার্ব্বো-এনিমেলিস স্মরণ করিবেন।

ক্যান্সার (Cancer)—স্তনের ক্যান্সারে কিম্বা জরায়ুর ক্যান্সারে যদি গ্ল্যাণ্ডের ফোলা ও জরায়ুগ্রীবা খুব শক্ত থাকে এবং জরায়ু হইতে ভয়ানক জ্বালা যন্ত্রণা ও বেদনার সহিত রক্তস্রাব হয়, আর তাহার সঙ্গে অন্য কোনও প্রকার দুর্গন্ধস্রাব নির্গত হইতে থাকে, তাহা হইলে—কার্ব্বো এনিমেলিস উপকারী। যে সকল স্ত্রীলোক অত্যন্ত কৃশ ও দুর্ব্বল তাহাদের জরায়ুতে টিউমার কিম্বা অন্য কোনও প্রকার স্ফীতি ও তৎসহ জ্বালাজনক বেদনা এবং তাহার সহিত ঋতুর

গোলযোগ ইত্যাদি উপসর্গ সমূহ থাকিলে ইহাতে উপকার হইবে। লিভার-ক্যানসার—লিভারে কাটা ছেঁড়ার মত বেদনা, শুইতে পারে না। লিভার ফোলা—বোধ হয় যেন বায়ুপূর্ণ, পেট ফুলিয়া উঠে, পেটের উপরের শিরাসমূহ দৃষ্ট হয়।

এষ্টিরিয়াস-রিউবেনস (Asterias Rubens)—৬ ; স্ত্রীলোকের স্তন ও বগলের গ্ল্যাণ্ড ফোলা, তাহাতে তীরবেঁধার মত বেদনা ; স্তনের ক্যান্সারের ও বাম স্তনের নিউর‍্যালজিয়ার ইহা ভাল ঔষধ।

স্ত্রী-ব্যাধি —ঋতুস্রাবের রক্ত কাল, কখনও অল্প পরিমাণে, কখনও শীঘ্র শীঘ্র অধিক পরিমাণে স্রাব হয়, রোগিনী অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। ঋতু বন্ধ হইয়া কোন কষ্টকর উপসর্গ প্রকাশিত হইলেও ইহাতে উপকার হইবে। রোগিনী ক্রমশঃ দুঃখিত ও মনমরা হয়, সর্ব্বদা একাকী থাকিতে ভালবাসে, পাকস্থলী শূন্য বলিয়া বিবেচনা করে, অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। কার্ব্বো-এনিমেলিসে—ডান ডিম্বকোষ (R. Overy) অধিক আক্রান্ত হয় ডিম্বকোষ ক্রমশঃ খুব শক্ত, ভারী ও একটা গোলার মত হইয়া উঠে। মেট্রাইটীস (জরায়ুর প্রদাহ) পীড়ায় জরায়ুগ্রীবা শক্ত হইয়া আসে, ক্রমশঃ টিউমার এবং টিউমার হইতে পীড়া ক্যান্সারে পরিণত হয়, দুর্গন্ধস্রাব নির্গত হইতে থাকে, যোনিদেশ আগুনের মত জ্বলে।

উপদংশ—পারদ অপব্যবহারের পর এই পীড়ার বাগীর কিম্বা অন্য গ্ল্যাণ্ডের স্ফীতি থাকিলেও তাহাতে রোগী ক্রমশঃ রক্তহীন হইয়া পড়িলে—কার্ব্বো-এনিমেলিস উপকারী। কাহারও মুখে বা শরীরে তাম্রবর্ণের ছোট ছোট অসংখ্য স্ফোটক বাহির হইলে ইহার দ্বারা উপকার পাইবেন।

বৃদ্ধি—ক্ষৌরীর পর, স্পর্শে, দ্বিপ্রহর রাত্রির পর।

সম্বন্ধ—গ্রন্থিরোগে—ক্যাল্‌কেরিয়া-ফস। পচা মৎস্যভক্ষণে—কার্ব্বো।

পরবর্ত্তী ঔষধ—আর্স, বেল, ব্রায়ো, এসিড-নাইট্রি, ফস্, পল্‌স, সিপি, সিলি, সল্ফ, ভেরেট। ক্রিয়ানাশক—আর্স, ক্যাম্ফর, নক্স, সুরা।

ক্রিয়া স্থিতিকাল—৬০ দিন। ক্রম—৬—৩০ শক্তি। ফরমুলা—৭।

কার্ব্বো ভেজ (Carbo Vegetable)

(উদ্ভিজ্জ কার্ব্বণ, কাঠের কয়লা)—শরীরস্থ কোনও রস রক্ত বা তরল পদার্থের ক্ষয়হেতু জীবনীশক্তির হ্রাস, টাইফয়েড ও কলেরার অন্তিম-কালের অবসন্নতা, শীতল ঘর্ম্ম, সমস্ত শরীর ও নিশ্বাস শীতল, নাড়ীলোপ, পেটে বায়ুসঞ্চয়, পেটফাঁপা, কোনও পীড়ার অনবরত পাখার বাতাস পাইতে ইচ্ছা রক্তস্রাব ইত্যাদি ইহার—প্রধান চরিত্রগত লক্ষণ।

অন্যান্য কতিপয় লক্ষণ ঃ—

১। অতিরিক্ত রক্তস্রাব হেতু সঞ্জিবনী-শক্তির হ্রাস ; ২। দাঁতের গোড়া আল্‌গা। একটুতেই রক্ত বাহির হয় ; ৩। যাহা খাইলে অসুখ বৃদ্ধি হইবে রোগী তাহাই খাইতে চায় ; ৪। ঢেকুর উঠিলে পেটফোলার ক্ষণিক উপশম ; ৫। শরীরের মধ্যে রক্ত চলাচলে বাধাপ্রাপ্ত হওয়ায় চর্ম্ম নীলবর্ণ ধারণ ও হিমাঙ্গ ; ৬।

অনবরত পচা দুর্গন্ধ বাহ্যে অসাড়ে নির্গমন, পরে মলদ্বারে জ্বালা, নরম বাহ্যে ও অতি কষ্টে নির্গত হয় ; ৭। উদরাময়ের সঙ্গে পেটফাঁপা ; ৮। অন্ধকারে ভয়, ভূতের ভয় ;৯। হঠাৎ স্মৃতিশক্তির হ্রাস ; ১০। রোগী কুঁড়ে, মোটা ও অলস; স্নায়ুক্ষীণ, পচাক্ষত। যখন দেখিবেন—পূর্ব্বে কোনও প্রকার কঠিন পীড়াভোগের পর হইতে রোগী এখনও সম্পূর্ণ আরোগ্যলাভ করিতে পারে নাই, শিশুদের হুপিং কাশি কিম্বা হাম, ইনফ্লুয়েঞ্জার পর হইতে হাঁপানি কাশির উৎপত্তি। অপরিমিত সুরাপানাদি হইতে—ডিস্পেপসিয়া; পীড়া বহুদিন পূর্ব্বের আঘাতের কুফল; সবিরাম-জ্বরে কুইনাইন এবং পারদ; লবণ, লোণামাছ মাংস, চর্ব্বি ইত্যাদি অযথা অপব্যবহার করিয়া কোনও নূতন পীড়ায় আবির্ভাব; তখন আপনার রোগীর প্রথম ঔষধ—কার্ব্বো-ভেজ।

কোনও পীড়ার চরম অবস্থায় যখন জীবনীশক্তি প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে, নিশ্বাস-প্রশ্বাস ও সর্ব্বাঙ্গ শীতল; কিন্তু মাথাটি গরম, নাড়ী-লোপ বা সূতার মত ক্ষীণ, নাড়ী মধ্যে মধ্যে থামিয়া থামিয়া চলিতেছে, অতিরিক্ত ঘর্ম্ম, গলার স্বর বসা এই লক্ষণগুলি প্রাপ্ত হওয়া যায়, তখন কোনও দিকে লক্ষ্য না করিয়া ত্বরায়—কার্ব্বো-ভেজ প্রয়োগ করিবেন।

কলেরা (Cholera)—কলেরার হিমাঙ্গ অবস্থায়—কার্ব্বো-ভেজ উপযোগী। আর্সেনিকাদি প্রয়োগের পর যদি দেখিতে পান যে উপকার না হইয়া রোগ ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইয়া পূর্ণ পতনাবস্থা আসিয়া পড়িয়াছে, নাড়ী একেবারে পাওয়া যায় না, রোগীর আর পাশ ফিরিবার ক্ষমতাটি নাই, খিল ধরা নাই (যদিও থাকে তাহা সামান্য) ভেদ-বমি বন্ধ, কখনও চৈতন্যযুক্ত কখনও অচৈতন্য—এইভাবে পড়িয়া আছে, কষ্টের সহিত অতি ধীরে ধীরে নিশ্বাস ফেলিতেছে, রোগী কেবল পাখার হাওয়া চায়, হাওয়া না পাইলে যেন শ্বাসবন্ধ হয়,—তৎক্ষণাৎ—কার্ব্বো-ভেজ স্মরণ করিবেন। এতদ্ভিন্ন—যখন রোগীর আঙ্গুল, নাক, গাল, জিব এমন কি নিশ্বাস পর্য্যন্ত শীতল, স্বরভঙ্গ, কথা কহিতে পারে না, তখন কার্ব্বো-ভেজ উপযোগী ; হিমাঙ্গ অবস্থাতেও যদি ভেদ বমি অধিক হয় এবং সে সময় পেটে কিছুমাত্র বেদনা না থাকে, তাহা হইলে ইহা—রিসিনাসের সঙ্গে পর্য্যায়ক্রমে ব্যবহার করিবেন। হিমাঙ্গ অবস্থায় আবার ক্যাম্ফরও উপযোগী, তবে ক্যাম্ফরের হিমাঙ্গ—২/১ বার ভেদ-বমির পর একেবারে সর্ব্বশরীর শীতল হইয়া নাড়ী ছাড়িয়া যায়, আর অনবরত বাহ্যে-বমি হইয়া ক্রমশঃ যে হিমাঙ্গ অবস্থা উপনীত হয়, নাড়ী থাকে না, তাহাতে—কার্ব্বো-ভেজ উপকারী।

জিহবা—টাইফয়েড ও পীত-জ্বরের অন্তিম অবস্থায়—কার্ব্বোর জিহবা—শুষ্ক, কালবর্ণ এবং উক্ত কলেরায়—হল্‌দে ও ফাটা ফাটা থাকে।

পেটফাঁপা—পেট বায়ু সঞ্চিত হইয়া পেটফাঁপে, তাহাতে অনেকে মনে করে বুঝি পেট ফাটিয়া গেল, পেটে শূল-বেদনার মত বেদনা ও যন্ত্রণা ঐ যন্ত্রণা খাইলে বাড়ে। উদরাময়ের সঙ্গে পেটফাঁপা থাকিলে—কার্ব্বো-ভেজ নক্স-ভমিকা, কোষ্ঠকাঠিন্য বা কঠিন মলের সঙ্গে পেটফাঁপা থাকিলে—লাইকোপোডিয়াম এবং পেটে অত্যন্ত অধিক বায়ু জমিয়া পেট ফাঁপিলে—এসাফিটিডা উপকারী। বায়ু

ঊর্দ্ধ কিম্বা অধঃ কোনও দিক দিয়া নির্গত না হইলে র‍্যাফেনাস-স্যাটাইভা উপযোগী; তবে স্মরণ রাখিবেন যে, কার্ব্বো-ভেজে—অন্ত্রে অধিক পরিমাণে বায়ুজমায় নীচের পেট ; লাইকোপোডিয়মে—পাকস্থলীতে অধিক বায়ুজমায় উপরের পেট (লাইকোপোডিয়ম অধ্যায় দেখুন) এবং চায়নায়—উপরের ও নীচের অর্থাৎ সমস্ত পেটটির কাঁপ থাকে। কার্ব্বোতে—পেটে অত্যধিক বায়ুজমার সহিত কখনও কোষ্ঠবদ্ধ থাকে, ঐ বায়ু বা ঢেকুর—চোঁয়া-গন্ধ কিম্বা দুর্গন্ধ। চোঁয়া-ঢেকুরে—ষ্ট্যানমে অনেক সময়ে একটি মাত্রায় উপকার হয়। কার্ব্বোতে—ঢেকুর সহজে উঠে না ; কিন্তু ঢেকুর উঠিলে উপসর্গের অনেকটা উপশম হয়, চায়নায় ঢেকুর উঠিলে কষ্টকর উৎসর্গের আরও বৃদ্ধি হয় (কার্ব্বোর ঢেকুর নিম্ন পরিচ্ছেদে দেখুন)।

গরহজম (Dyspepsia)—যাহারা অমিতাচারিতা দোষে অর্থাৎ মদ্যপান; রাত্রিজাগরণ, লাম্পট্য ইন্দ্রিয়সেবা ইত্যাদির দ্বারা ক্রমশঃ অজীর্ণ রোগাক্রান্ত হইয়াছে, তাহাদের পীড়ায়—নক্স-ভমিকা ও কার্ব্বো উভয়ই উপযোগী; নক্সে—কোনও উপকার না হইলে—কার্ব্বো-ভেজ প্রযোজ্য। কার্ব্বোতে—রোগী বহুদিন ধরিয়া ভুগিয়া ভুগিয়া পরে খিটখিটে হইয়া পড়ে, পেটের দোষহেতু মাথা ঘোরে, প্রথমে—মাংস, দুধ ও ঘৃতপক্ক দ্রব্য, পরিশেষে— সামান্য লঘু আহারও সহ্য হয় না, পেট ফোলে, কোষ্ঠবদ্ধ হয়, অর্শ দেখা দেয়। কার্ব্বো-ভেজে—রোগীর অভ্যন্তর প্রদেশে আর্সেনিক অপেক্ষাও অধিক জ্বালা থাকে, তবে ইহাতে আর্সেনিকের মত ছটফটানি, অন্তর্দ্দাহ ইত্যাদি লক্ষণগুলি থাকে না, অবশ ও অসাড়ভাবই অধিক নির্দ্দিষ্ট। কার্ব্বোর রোগীর—উদগারে, ঢেকুর বা মুখে পচাটে দুর্গন্ধ, চোঁয়া গন্ধ বা তিক্তস্বাদ এবং লাইকোপোডিয়মে—টক্ আস্বাদ থাকে। ডাঃ পিয়ার্স বলেন—পেটে অত্যন্ত অধিক বায়ুজমা ও পেট ফাঁপার সহিত টক্ ঢেকুর উঠা, ঢেকুর অতি কষ্টে উঠা, ঢেকুর উঠিলে কষ্টের একটু উপশম হওয়া, এই লক্ষণেও কার্ব্বো উপকারী। কার্ব্বোতে আহারের ১ ঘন্টা পরে পেট ও পাকস্থলী মশকের মত ফুলিয়া উঠে, বুক জ্বলে, কোন ও খাদ্য হজম হয় না, অতি হালকা আহারও বোধ হয় যেন বাষ্পে পরিণত হয়। লাইকোপোডিয়মে—আহার করিতে করিতেই বা আহার করিয়া উঠিবামাত্রই পেট ফুলিয়া উঠে।

রক্তস্রাব—অধিক রক্তস্রাব হেতু দুর্ব্বলতার এবং পাকস্থলী, মূত্রথলী, ফুসফুস, নাসিকা, মুখ ইত্যাদি যে কোন স্থান হইতে রক্তস্রাব হউক এবং পার্ণিসাস-এনিমিয়া, পার্পিউরা, টাইফয়েড ইত্যাদি যে কোন প্রকার পীড়ায় হউক যদি তাহার সঙ্গে হিমাঙ্গ ভাবটি থাকে, হাত পা ঠাণ্ডা হয়, মরার মত মুখাকৃতি দেখায়, তৎক্ষণাৎ কার্ব্বো-ভেজ দিবেন। চায়নার লক্ষণ এত গুরুতর নহে, অতিরিক্ত ভেদের জন্য দুর্ব্বলতায়—চায়না ও অতিরিক্ত রক্তস্রাব নিবন্ধন দুর্ব্বলতায়—কার্ব্বো-ভেজ অধিক উপকারী। এরূপস্থলে ইহা ব্রাণ্ডি, মৃগনাভি প্রভৃতি সকল প্রকার ষ্টিমুল্যাণ্ট অপেক্ষা অধিক ও আশু ফলপ্রদ। দাঁতের গোড়া আল্‌গা হইয়া তাহা হইতে রক্তস্রাব হইলে—কার্ব্বো উপকারী (ট্রিলিয়ম দেখুন); কার্ব্বোতে—অনেক সময় রক্তে চাপ্ (clot) বাঁধে না, তজ্জন্য চোয়াইয়া নির্গত হয়। ক্ষত হইতে সহজেই রক্তস্রাব—ফসফরাস। কার্ব্বোর রক্তে অক্সিজেন না পাওয়া রক্ত কালবর্ণ দেখায়।

হাঁপানি-কাশি—হামরোগের কিম্বা শৈশবাবস্থায় হুপিং কাশির পর হইতে এই পীড়ার সূত্রপাত হইলে—কার্ব্বো উপকারী, গয়ারে দুর্গন্ধ থাকে।

কাশি—গলনলীর ইরিটেসনের জন্য প্রবল আপেক্ষিক দমকা কাশি, ক্রমাগত কাশিবার ইচ্ছা, কাশিবার সঙ্গে বুক সাটিয়া ধরে। কার্ব্বোর কাশি গরমে থাকিলে কিম্বা গরম ঘরে প্রবেশ করিলে অনেকটা উপশম হয়। আক্ষেপিক হাঁপানির টান, তৎসহ ঘর্ম্ম। ডাঃ লিপি বলেন, কাশি—ঠাণ্ডা কোন দ্রব্য পানাহারে বা আহারের পরেই বাড়ে।

স্বরভঙ্গ—এই পীড়ায় সচরাচর কার্ব্বো-ভেজ, ফস্‌ফরাস, জেলসিমিয়ম, কষ্টিকাম, সল্‌ফার, ইউপেটোরিয়ম ইত্যাদি ঔষধগুলি অধিক ব্যবহৃত হয়। টক কাশির সহিত সন্ধ্যার সময় স্বরভঙ্গে—কার্ব্বো ও ফস্‌ফরাস, প্রাতঃকালের স্বরভঙ্গে—সল্‌ফার ও কষ্টিকাম। কষ্টিকামই স্বরভঙ্গের সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান ঔষধ। শীতকালে স্বরভঙ্গ বৃদ্ধি হইলে ইহা আরও অধিক উপকারী। কার্ব্বোর স্বরভঙ্গ—সাধারণতঃ বর্ষাকালে বাড়ে। গাত্রবেদনাসহ স্বরভঙ্গে—ইউপেটোরিয়ম-পার্ফো উপকারী।

ক্ষত—কার্ব্বো ক্ষত গভীর, ক্ষতে অত্যন্ত জ্বালা যন্ত্রণা, উহা রাত্রিকালে বৃদ্ধি এবং ঘা ক্রমশঃ উপরদিকে বিস্তৃত হয়। আর্সেনিকের জ্বালায়—অত্যন্ত ছটফটানি ও অন্তর্যাতনা থাকে। কোনও ক্ষত কিম্বা কার্ব্বংকল গ্যাংগ্রীণে পরিণত হইলে—কার্ব্বো-ভেজ উপকারী (ল্যাকেসিস দেখুন)।

স্ত্রী-ব্যাধি—ঋতুস্রাবে বিশ্রী পচাটে দুর্গন্ধ থাকে। ঋতুস্রাব কিন্তু শ্বেত-প্রদরস্রাবে যোনিদেশ হাজিয়া যায়, যোনিতে ক্ষত হয়, অত্যন্ত কুটকুট করে চুলকায় ও জ্বালা করে। ডানদিকের ডিম্বকোষে (ovary) বেদনা ও ভারবোধ, জরায়ুর মুখ (us-uteri) ফোলা, এই সমস্ত লক্ষণে কার্ব্বো-ভেজ ফলপ্রদ। ইহাতে ঋতুস্রাব শীঘ্র শীঘ্র ও পরিমাণে অধিক হয়।

দুর্ব্বলতা—শরীরের কোনও স্থান হইতে রস রক্ত নির্গত হইয়া, অধিকদিন সন্তানকে স্তন্যপান করাইয়া, ফুসফুসের কোনও পীড়ায় অধিক পরিমাণে গয়ার উঠিয়া, অধিকদিন উদরাময়ে ভুগিয়া, অধিক রতিক্রিয়া করিয়া কিম্বা অধিকদিন হস্তমৈথুন ইত্যাদি করিয়া ক্রমশঃ দুর্ব্বল ও জীর্ণ-শীর্ণ হইয়া পড়িলে—কার্ব্বো মহৌষধ।

শিরঃপীড়া—মাথাটা যেন ভারী বোঝা, বোধ হয় যেন মাথায় কোনও একটা ভারী দ্রব্য চাপান আছে, মাথা যেন একটা কাপড় দিয়া জোরে বাঁধা রহিয়াছে (মেলিলোটাস দেখুন)।

চুল-উঠা—কোনও কঠিন পীড়ার পর কিম্বা প্রসবের পর মাথার চুল উঠিয়া যায় (ক্যাল্‌কে, লাইকো, চায়না, ফেরম, সাইলি)।

কর্ণের পীড়া—কালা হইয়া যায় ; হাম কিম্বা আরক্ত জ্বরের পর কর্ণের অত্যন্ত শুষ্কতাপ্রযুক্ত, পাতলা দুর্গন্ধ পূঁযস্রাবের নিমিত্ত, মধ্য-কর্ণে পূঁয হওয়ার নিমিত্ত কিম্বা কানে অধিক খোঁ'ল হওয়ার নিমিত্ত কেহ কালা হইলে—কার্ব্বো উপকারী।

দন্তের পীড়া—দাঁতের মাঢ়ী স্পঞ্জের মত সছিদ্র, তাহাতে বেদনা মাঢ়ীর মাংস সরিয়া গিয়া (retracted) দাঁতের গোড়া বাহির হইয়া পড়ে, পানসে দাঁত—চুমকুড়ি দিলে কিম্বা দাঁত পরিষ্কারের জন্য দাঁতন করিলেই রক্ত বাহির হয়, ক্রমশঃ দাঁতের গোড়া আলগা হয়, দাঁত পড়িয়া যায় (পানসে দাঁত—বেল, নক্স সাইলি)।

সবিরাম-জ্বর—শীতাবস্থায়—পা হইতে হাঁটু পর্য্যন্ত ঠান্ডা, হাতের নখ নীলবর্ণ, পিপাসা। উত্তাপাবস্থায়—পিপাসা থাকে না, ভয়ানক গায়ের জ্বালা, ঘাম দুর্গন্ধ কিম্বা টকগন্ধ এই লক্ষণে—কার্ব্বো উপকারী। যে জ্বর অধিক প্রবল নহে—অথচ অনেকদিন হইতে রোগী ভুগিতেছে, অধিক পরিমাণে কুইনাইন সেবন করিয়াও আটকাইতেছে না, তাহাতেও কার্ব্বো-ভেজ উপকারী। পূঁযজনিত (pyaemia) রক্ত বিষাক্ত হওয়ায় এবং হেকটিক্, পীত ও টাইফয়েড-জ্বরের হিমাঙ্গ অবস্থায়—কার্ব্বো বিশেষ ফলপ্রদ ঔষধ।

হেকটিক-জ্বর—কোনও ক্ষত কোনও প্রকারে আরোগ্য না হইয়া অনেক দিন পর্য্যন্ত তথায় পূঁয ঝরিতে এবং সেই পূঁয কর্ত্তৃক রক্ত দূষিত হইয়া হেকটিক-জ্বর হইতে থাকিলে—কার্ব্বো উপকারী (এচিনেসিয়া)।

বৃদ্ধি—মাখন, চর্ব্বিযুক্ত মাংস ও পচা মৎস্য ভক্ষণে ; কুইনাইন, সিঙ্কোনা ও পারদের অপব্যবহারে ; জলীয় বায়ুতে।

উপশম—ঢেকুর উঠায় পাখার বাতাসে ও নির্ম্মল বায়ু সেবনে।

সম্বন্ধ ও পরবর্ত্তী ঔষধ—সুরাপায়ীদের ফুসফুস প্রদাহে—সিঙ্কোনা ও প্লম্বম; সরল শ্লেষ্মা উত্থিত না হইয়া ফুসফুসের পক্ষাঘাত—এন্টিমের পর কার্ব্বো ও শোণিত নির্গমনে—কার্ব্বোর পর ফরফরাস। পচা মৎস্যাদি ভক্ষণে—সিঙ্কোনা ও ল্যাকেসিস— কার্ব্বোর সদৃশ ; পরন্তু কুইনাইন অপব্যবহারের পর—কার্ব্বো-ভেজ কার্ব্বোর পর চায়না বিশেষ উপকারী।

ক্রিয়ানাশক—আর্স, ক্যাম্ফর, কফি, ল্যাকে।

ক্রিয়া স্থিতিকাল—৬০ দিন।

ক্রম—৬—২০০ শক্তি। ফরমূলা—৭।

কার্ড্বুয়াস মেরি (Carduus Marianus)

(ইউরোপের এক প্রকার গাছের পাকা ফলের বীজ হইতে টিংচার প্রস্তুত হয়)—যকৃত, যকৃতের শিরা এবং ধমনী (portal system) উপরেই ইহার প্রধান ক্রিয়া। শিরাস্ফীতি (varicosis) ও তজ্জনিত ক্ষতাদিতেও ইহা ব্যবহৃত হয়। লিভার পীড়ার শেষ অবস্থায় অনেক রোগী প্রায় ফুলিয়া পড়ে—কার্ড্বুয়াস তাহারও একটি ভাল ঔষধ; সম্ভবতঃ—এপোসাইনাম, এপিস প্রভৃতি ঔষধ অপেক্ষাও ইহাতে উপকার অধিক হইবে।

প্রস্রাবের পীড়া—কোনও পীড়ায় প্রস্রাবের রঙ্ ধোয়ার রঙের মত (cloudy) রঙ্ ঘোলা কিম্বা পাকা সোনার মত হলদে (চেলিডোনিয়মেও এই লক্ষণ আছে) থাকিলে—কার্ড্বুয়াস প্রযোজ্য ; প্রস্রাবের পরিমাণ কম।

বক্ষঃস্থলের পীড়া—বুকের ডানদিকের নীচের পাঁজরার ভিতরে ও সম্মুখে ছুঁচফোটান বেদনা, নড়াচড়া করিলে কিংবা হাঁটিলে ঐ বেদনা বাড়ে। সময় সময়ে বুকের বেদনা—কাঁধে, পিঠে, পেটে ও কোমরে যায়।

লিভার, পিত্ত-পাথরী ও ন্যাবা—লাইকোপোডিয়ম অধ্যায়ে পাথরী পীড়া দেখুন।

কাশি—বুকের পাশের বেদনাসহ কাশিতে এবং যকৃতের দোষ হেতু কাশিতে—কার্ড্বুয়াস উপকারী।

সদৃশ—ব্রায়ো, মার্কুরিয়স, চেলিডোন, পডো, এলো প্রভৃতি।

ক্রম—θ হইতে নিম্নশক্তি; ফরমূলা—ফার্ম্মাকোপিয়া দেখুন।

ক্যারিকা পেপেয়া (Carica Papaya)

(কাঁচা পেঁপের আঠা হইতে ইহা প্রস্তুত)—সাধারণতঃ অজীর্ণ ও প্রস্রাব সম্বন্ধীয় কতিপয় পীড়াতেই ইহার দ্বারা অধিক উপকার পাওয়া যায়। অজীর্ণরোগে—যখন রোগী কিছু না খাইলে অত্যন্ত দুর্ব্বল ও অবসন্ন হইয়া পড়ে অথচ খাইলেও সহ্য হয় না, আহার্য্য বস্তু পেটে যাইয়াই কোন পীড়া উৎপন্ন করে, পেটে বেদনা হয়, যাহা খায় সমস্তই বমি হইয়া উঠিয়া যায়, রোগী ক্রমশঃ শীর্ণ হইয়া পড়ে, স্বাদহীন ঢেকুর উঠে, পিপাসা থাকিলেও জলপান করিতে ভয় হয়, তখন ইহার— ৫/৬ ফোঁটা মাত্রায় প্রতিবার আহারের অব্যবহিত পরে সেবন করিলে বিশেষ উপকার হইবে। প্রস্রাবের পীড়ায়—প্রাতে প্রথম প্রস্রাবের সময় রোগীকে অত্যন্ত বেগ দিয়া প্রস্রাব করিতে হয়, বোধ হয় যেন ভিতরে কিছু আটকাইয়া আছে। প্রস্রাবের বেগসহ মূত্রথলীতে (কিডনীতে) বেদনা, প্রস্রাবের সময় এবং প্রস্রাবের পর জ্বালা ও ঘন ঘন প্রস্রাবের বেগ থাকে। পেরিনিয়ম (মলদ্বারের উপরস্থ স্থান) হইতে লিঙ্গমূল পর্য্যন্ত ভীষণ বেদনা, বোধ হয় যেন কি একটা বস্তু জোরে বাহির হইবার চেষ্টা করিতেছে, বাম অণ্ডকোষে বেদনা (ইউভা, বার্ব্বেরিস); দন্তশূল-বেদনাতেও—ইহা উপকারী।

বৃদ্ধি—দন্তশূল—ঠাণ্ডা জলে; বমি, গা-বমি—আহারে, চুলকানি—বিছানার গরমে; বেদনাদি—সন্ধ্যায়।

ক্রম—৩ × শক্তি। ফরমূলা—৩।

কার্লসবাড (Carlsbad)

(ঝরণার জল)—লিভারের উপরেই ইহার প্রধান ক্রিয়া ; স্থূলকায়ত্ব, কোষ্ঠবদ্ধ, বাত ও বহুমূত্র পীড়াতেই এই জল ব্যবহৃত হয়। হোমিওপ্যাথি প্রকরণে শক্তিকৃত হইলে—ইহা দেহমধ্যস্থ সমস্ত যন্ত্রেরই দুর্ব্বলতা, কোষ্ঠবদ্ধ এবং ঠান্ডা লাগার অভ্যাস দূর করায়। সমস্ত শরীর আগুনের মত গরম অনুভব, স্থূলকায়, মুখে দুর্গন্ধ, টক বা লোণা স্বাদ ; যখন কোন প্রকার প্রস্রাবের পীড়ায়—প্রস্রাব অতি ধীরে ধীরে ও অতি সূক্ষ্মধারায় বাহির হয়, তলপেট না

চাপিলে প্রস্রাব নির্গত হয় না এবং কোষ্ঠবদ্ধ পীড়ায়—মল অতি কষ্টে বাহির হয়, পেট না চাপিলে বাহ্যে হয় না, মলদ্বার জ্বালা করে, অর্শে রক্ত বাহির হয়, বাহ্যের রঙ কাল, তখন ইহাতে বিশেষ উপকার হইবে।

সদৃশ—ন্যাট্রম-সলফ, নক্স-ভমিকা। ক্রম—নিম্নশক্তি।

ক্যাসকেরিলা (Cascarilla)

(শুষ্ক ছাল হইতে টিংচার প্রস্তুত হয়)—পরিপাকযন্ত্রই ইহার মুখ্য ক্রিয়া স্থান। অনবরত বমি করিবার ইচ্ছা ইহার একটি বিশেষ লক্ষণ। হোমিওপ্যাথিতে এই ঔষধটি কোষ্ঠবদ্ধের নিমিত্তই অনেকে ব্যবহার করেন। যখন দেখিবেন—কোষ্ঠবদ্ধের মল শক্ত ও গুট্‌লে, তাহার গায়ে আমজড়িত (গ্র্যাফাইটীস, কষ্টিকামের মত), তৎসহ পেটে কামড়ানি বেদনা, পেটে জ্বালা, বাহ্যের সহিত তাজা রক্ত, কোমরে বেদনা কিম্বা কখনও উদরাময়, কখনও উক্তপ্রকার কোষ্ঠবদ্ধ, তখন ইহাতে উপকার হয়।

ক্রম—১ম—৩য় শক্তি। ফরমূলা—৪।

ক্যাষ্টোরিয়ম (Castorium)

(বিভার নামক একপ্রকার জন্তুর যোনি হইতে প্রস্তুত হয়)—ইহা স্ত্রীলোকদিগের কতিপয় পীড়া, যেমন—হিষ্টিরিয়া, অত্যন্ত কষ্টকর বাধক-বেদনায় অল্প মাত্রায় ফোঁটা ফোঁটা করিয়া রজঃস্রাব ; রজঃস্রাব সম্পূর্ণ বন্ধ তৎসহ পেটফোলা, পেটফাঁপা, পেটবেদনা, দুর্ব্বল স্নায়ুপ্রধানা স্ত্রীলোক সর্ব্বদাই উত্তেজিতভাব, একটুতেই ঘর্ম্মাক্ত হয়, দিনকাণা রোগে চক্ষুতে আলোক সহ্য হয় না, কোন রোগে রোগীর সর্ব্বদাই হাই উঠে, এই প্রকারের কয়েকটি পীড়াতেই ইহা সচরাচর ব্যবহৃত হয়।

সদৃশ—মস্কাস, ভ্যালেরিয়ানা, এম্ব্রাগ্রিসিয়া।
ক্রিয়ানামক—কল্‌চিকম। ক্রম—θ, ৩, ৬, ৩০ শক্তি।
ফরমূলা—বিচূর্ণ—৭, টিংচার—৪।

কলোফাইলম (Caulophyllum)

(একপ্রকার ক্ষুদ্র গাছের মূল হইতে ঔষধ প্রস্তুত হয়)—সাধারণতঃ জরায়ুই এই ঔষধের প্রধান ক্ষেত্র। প্রসবকালে ও প্রস্রবের পর যতদিন সন্তান স্তন্যপান করে, ততদিন প্রসূতির প্রায়ই কোন-না কোন প্রকার পীড়া থাকে, তাহাতে—কলোফাইলম বিশেষ উপকারী। কার্ব্বো-এনিমেলিস—সিমিসিফিউগার ন্যায় ইহাও প্রসবের কিছুদিন পূর্ব্ব হইতে ব্যবহার করিলে সুখপ্রসব হয় ও প্রসব ক্রিয়া শীঘ্র শীঘ্র সম্পাদিত হইতে থাকে। প্রসূতির কতিপয় পীড়ায় জন্যে—বেলেডোনা অধ্যায়ে "সূতিকা জ্বর" ১৬০ পৃষ্ঠা দেখুন।

চরিত্রগত লক্ষণ ঃ—

১। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গাঁটে বাত (স্ত্রীলোকদের হইলে ইহা অধিক উপকারী)। ২। স্থান পরিবর্ত্তনশীল বেদনা (পল্‌স, ক্যালি-বাইক্রমের মত) ও আক্রান্ত গাঁটের আড়ষ্টতা; ৩। সবিরাম ধরণের আক্ষেপিক প্রসব-বেদনা; ৪। অতি অল্পক্ষণ স্থায়ী, অনিয়মিত প্রসব বেদনা; ৫। বিলম্বিত প্রসব, জরায়ুর মুখ (os-uteri) শক্ত তজ্জন্য অনেকক্ষণ বেদনা হইয়াও প্রসব না হওয়া; ৬। অতি অল্প সময় মাত্র বেদনা হইয়াই প্রসব হওয়ায় রক্তস্রাব (হিমারেজ) ও প্রসবের পর জরায়ু স্বাভাবিক আকারে সঙ্কুচিত না হওয়া; ৭। প্রসবের পর জরায়ুর শিথিলতা বশতঃ অনেক দিন পর্য্যন্ত লোচিয়া-স্রাব; ৮। জরায়ুর দুর্ব্বলতা বশতঃ প্রত্যেকবার গর্ভস্রাব ; ৯। রক্ত-প্রদর তৎসহ পেটে ভয়ানক শূলুনি বেদনা।

বাধক-বেদনা—ঋতুস্রাবকালে এই পীড়ায় যদি কোমরের স্থান হইতে তলপেটের নিম্নাংশ লিঙ্গমূলের অস্থি অর্থাৎ পিউবিস (pubis) পর্য্যন্ত বেদনা পরিচালিত হয় এবং সেই বেদনা সবিরাম অর্থাৎ ছাড়িয়া ছাড়িয়া হয়, তাহা হইলে উহা রজঃশূল হউক আর রক্ত প্রদর হউক—কলোফাইলমে উপকার হইবেই হইবে। জরায়ুর সঙ্কোচন নিবারণ করিতে ইহার ক্ষমতা অসীম। ম্যাগ্নেসিয়া-মিউরে—বেদনায় পেট যেন খেঁচে ও টেনে ধরে এবং তাহার সঙ্গে মাথাধরা ও গুট্‌লে বাহ্যে থাকে। ম্যাগ্নেসিয়া-ফসে—বেদনা উত্তাপ প্রয়োগে এবং ঋতুস্রাব আরম্ভ হইলে কম পড়ে।

দ্রষ্টব্য ঃ—বাধক বেদনা হউক, প্রবল বেদনাসহ ঋতুস্রাব অল্প হউক কিম্বা পরিমাণে অত্যন্ত অধিক হউক, স্ত্রীলোকদের ঋতুকালীন বহু প্রকারের বেদনায়—কলোফাইলম—θ বা ১ × শক্তির ২/১ ফোঁটা, কিঞ্চিৎ জলসহ এক আধ ঘন্টা অন্তর ৫/৬ বার সেবন করাইলে সেই বেদনার উপশম হয়, ইহা আমার বহু পরীক্ষিত (ভাইবর্ণম দেখুন, পেটে গরম সেক দিবেন)।

প্রদর—কলোফাইলম—শ্বেত-প্রদর, উভয় প্রকার প্রদরেই উপযোগী। ছোট ছোট মেয়েদের শ্বেত-প্রদরে দুর্ব্বলতার সঙ্গে স্রাবের পরিমাণ অধিক হইলে ইহা ক্যালকেরিয়ার ন্যায় উপকারী। রক্তপ্রদরে—ইহার চরিত্রগত লক্ষণ অতিশয় দুর্ব্বলতা ও সবিরাম-বেদনাসহ রক্তস্রাব থামিয়া থামিয়া হইলে এবং জরায়ুর দুর্ব্বলতা বশতঃ কিম্বা জরায়ু পূর্ণভাবে সঙ্কুচিত হইতে না পারিয়া রক্তস্রাব হইতে থাকিলে এবং তাহার রঙ্ কাল ও রক্ত তরল হইলে—কলোফাইলম উপকারী। প্রসবের কিম্বা গর্ভস্রাবের পর জরায়ুর সম্পূর্ণ সঙ্কোচ না হওয়ার নিমিত্ত অতিরিক্ত পরিমাণে রক্তস্রাব হইতে থাকিলে এবং তাহার সঙ্গে উপরোক্ত প্রকার কোমর হইতে পিউবিস্ (তলপেটের নীচের হাড়) পর্য্যন্ত বেদনা থাকিলে ইহা একটি বিশেষ ফলপ্রদ ঔষধ। রক্তস্রাব, নড়াচড়ায় বর্দ্ধিত হইলে—সিকেলি ; কাল ও চাপ চাপ রক্তস্রাবে—ক্রোকাস; কালরঙের রক্তে—সাইক্ল্যামেন ও ক্যালি-নাইটার; কতক কাল রঙের চাপ্ ও কতক তরল লালরঙের রক্তস্রাবে—ফেরম মেট নির্দ্দিষ্ট। কলোফাইলমে—শ্বেত-প্রদরের জন্য গর্ভ সঞ্চার হয় না। হেলোনিয়াস—θ, ভীষণ রক্তস্রাবসহ শ্বেতপ্রদর।

জরায়ুর পীড়া—জরায়ুর পশ্চাৎ বক্রতায় (retroversion) এবং জরায়ু-পেশীর দুর্ব্বলতা বশতঃ জরায়ু বাহির হইয়া পড়িলে (প্রোলাপসস) ও মধ্যে মধ্যে জরায়ুর আক্ষেপিক বেদনায়—কলোফাইলম উপকারী।

প্রসব-বেদনা—জরায়ুর মুখ (os-uteri) অত্যন্ত শক্ত, বেদনা ক্ষীণ কিম্বা আক্ষেপিক ও কষ্টদায়ক। বেদনা সবিরাম এবং উড়ো, অর্থাৎ—একবার আসিল, আবার ছাড়িয়া গেল, আবার আসিল, আবার ছাড়িল, এইরূপভাবে বেদনা নিয়তই আসে ও ছাড়ে, তদ্ভিন্ন একবার এখানে একবার সেখানে অর্থাৎ—কখনও পেটে, কখনও বুকে, কখনও কুঁচকীতে, কখনও পিঠে এইরূপে ক্রমাগত স্থান পরিবর্ত্তন করিয়া ঘুরিতে থাকে। যাহাই হউক ঐ প্রকার বেদনা অত্যন্ত কষ্টদায়ক, রোগিনীর অসহ্য হইয়া উঠে এবং যন্ত্রণায় কাঁদিতে থাকে। ইহাতে প্রসূতি এত ক্লান্ত হইয়া পড়ে যে, কথা পর্য্যন্ত কহিতে পারে না। নয় মাসের কিম্বা প্রসবের কিছুদিন বা কিছু সপ্তাহ পূর্ব্বের কৃত্রিম প্রসব-বেদনায় ইহার দুই একমাত্রায় প্রভূত উপকার হইতে দেখা গিয়াছে। বেদনা অত্যন্ত আক্ষেপিক হইলে নিম্নশক্তি—১ ×, ১ ঘন্টা অন্তর, উপকার না হওয়া পর্য্যন্ত কতিপয় মাত্রা প্রযোজ্য।

প্রসবের পর পীড়া—প্রসবের পর জরায়ু স্বাভাবিক পূর্ব্ব আকারে পরিণত না হইলে কিম্বা স্বল্পমাত্র বিবৃদ্ধি ভাবটুকু না কমিলে (sub in-volution of the uterus)—কলোফাইলম উপকারী ; ইহার সহিত রোগিনী অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়ে, শরীরে বল থাকে না।

গর্ভস্রাব—জরায়ু-পেশীর দুর্ব্বলতা বশতঃ যাহাদের প্রায়ই গর্ভস্রাব হয়, তাহাদের গর্ভস্রাব উপক্রমে জরায়ুতে ও তলপেটে বেদনার সহিত অল্প-বিস্তর রক্তস্রাব হইতে থাকিলে—কলোফাইলমে উপকার হইবে (স্যাবাইনা অধ্যায় দেখুন)।

বাত—আঙ্গুলের বাত, তাহা হাতের হউক আর পায়ের হউক—কলোফাইলমে উপকার হইবে। কলোফাইলমের ন্যায় আঙ্গুলের বাত, ফোলা ও বেদনায়—স্যাবাইনাও উপযোগী ; তবে স্যাবাইনা কেবলমাত্র বুড়ো আঙ্গুলের ও হাতের কব্জির বাতে উপযোগী। কলোফাইলমে সমস্ত আঙ্গুল ও গাঁট আক্রান্ত হয়। রজঃস্রাবের সহিত আঙ্গুলের ও কব্জির বাত হইলে—কলোফাইলম উপকারী। ভায়োলা-অডোরেটায়—কব্জির বাতে ডানহাতের কব্জি আক্রান্ত হয়, বুড়ো আঙুল আক্রান্ত হয় না।

রুটা ও ষ্টিক্টায়—দুই হাতের কব্জীর এবং দুই পায়ের গোড়ালীর গাঁট আক্রান্ত হয়। শরীরে ভিন্ন ভিন্ন অংশে বাত হইলে ঃ—

ডান কাঁধের পেশীবাত (R. deltoid)—কষ্টিকাম, ম্যাগ্নেসিয়া-কার্ব্ব ম্যাগ্নেসিয়া-ফস, রসটক্স, স্যাঙ্গুনেরিয়া।

বাম কাঁধের পেশীবাত (L. deltoid)—সিমিসি, ফেরম, রস-টক্স।

পায়ের তলায় বাত (feet)— লিডম, রডোডেণ্ড্রন।

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সন্ধিগুলিতে বাতের বেদনা—এপোসাইনাম-এণ্ড্রোসি (best remedes in rheumatic pains of small and all joints)।

দুই হাতের বাত (hands)—এমন-ফস, এন্টিম-ক্রুড, এসি-বেঞ্জো, কলোফাইলম, লাইকোপোডিয়ম।

গোড়ালীতে বাত (hees)—কল্‌চিকম, ফাইটোলক্কা।

হাঁটুতে বাত (knee)—এস্‌ক্লিপিয়াস-কর্ণিউটী, ব্রায়োনিয়া, ক্যাল-কেরিয়া, সিমিসিফিউগা, ফেরম-ফস, আয়োডাম, ক্যালি-আয়োড, লিডম, স্যাবাইনা, গুয়েকাম (গেঁটেবাত—ষ্টেলারিয়া, ফর্ম্মিকা)।

প্রমেহজনিত বাত ও গেঁটেবাত—কোপেবা, ক্রোটন, জ্যাকারাা। গুয়েকাম, আয়োড, মার্ক-ভাই, ফাইটো, পল্‌স, সার্সা, থুজা, মেডোর্‌হিণাম।

সদৃশ—একটিয়া, বেল, লিলিয়ম, পল্‌স, সিঙ্কোনা, থ্ল্যাস্পি, ভাইবর্ণম-ওপু ও ভাইবর্ণম-প্রুণি।

ক্রিয়া স্থিতিকাল—১ দিন।

ক্রম—১ × শক্তি।

ফরমূলা—৩।

কষ্টিকাম (Causticum)

পোড়া পাথর (Caustic lime) ও বায়ফস্‌ফেট অফ-পটাস এই দুইটির মিশ্রণে ইহা প্রস্তুত হয় এবং গলা ও চর্ম্মের উপর ইহার প্রধান ক্রিয়া। কষ্টিকাম—শরীরের ডানদিকে অধিক ক্রিয়া প্রকাশ করে।

চরিত্রগত লক্ষণ ঃ—

১। পরের দুঃখ দেখিয়া অন্তরে কষ্টানুভাব ; ২। সদাই বিমর্ষ, দুঃখিত ও আশাশূন্য, অতি সামান্য বিষয়েই শিশুর মত চীৎকার করিয়া কান্না; ৩। পুরাতন শোক, অনিদ্রা, রাত্রিজাগরণ, হঠাৎ ভয়, আনন্দ, ক্রোধ ও সুপ্ত চর্ম্মপীড়াজনিত কোনও পীড়ার উৎপত্তি ; ৪। শিশুরা অনেকে বিলম্বে চলিতে শেখে (ক্যাল-ফস); ৫। ঘন ঘন বাহ্যের বেগ ; কিন্তু বাহ্যে হয় না, দাঁড়াইয়া খুব জোরে কোঁথ দিলে তবে বাহ্যে হয় ; ৬। শিশুদের বিছানায় প্রস্রাব করা; ৭। হাঁচিতে ও কাশিতে, চলিতে অসাড়ে প্রসাব নিঃসরণ; ৮। কাশিবার সময় বুকে বেদনা জন্য কাশি, সর্দ্দি তুলিয়া ফেলিতে পারে না গিলিয়া ফেলে, কাশি—ঠাণ্ডা জলপানে উপশম ; ৯। হুপিং কাশির প্রবল আক্ষেপ উপশম হইবার পর অবশিষ্ট কাশি; কাশিতে কেবলমাত্র রাত্রিতে গয়ার উঠে ; ১০। গলায় টাটানি বেদনাসহ গলাধরা, প্রাতে স্বরভঙ্গের বৃদ্ধি : (সন্ধ্যায় বৃদ্ধি—কার্ব্বো, ফস); ১১। রাত্রিতে কোনভাবেই শুইয়া আরাম পায় না, সর্ব্বদাই এদিক ওদিক নড়াচড়া করে; ১২। অত্যন্ত দুর্ব্বলতা, মূর্চ্ছার মত হয় ও কাঁপে; ১৩। পুড়িয়া যাইবার ক্ষত চিহ্নে পুনরায় বেদনা হয় ও পাকে ; ১৪। রোগী বলে সেই পুড়িয়া যাইবার পর হইতে তাহার শরীর একদিনও ভাল হইতেছে না; ১৫। রজঃস্রাব ক্ষীণ ও বিলম্বিত, রাত্রিতে শুইলেই স্রাব বন্ধ ; ১৬। অত্যন্ত ঠাণ্ডা লাগাইয়া পক্ষাঘাত, ডানদিকের পক্ষাঘাত; শরীরের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে পক্ষাঘাত, টাইফয়েড বা ডিপ্‌থেরিয়া প্রভৃতি

পীড়ার পর হইতে ধীরে ধীরে পক্ষাঘাত উৎপন্ন ; ১৭। গাঁট আড়ষ্ট হইয়া খেঁচিয়া থাকে (Contracted tendon)।

কষ্টিকাম—ইহা সলফার, সোরিণাম, গ্র্যাফাইটিস, ক্যাল্‌কেরিয়া-কার্ব্ব ইত্যাদির ন্যায় একটি প্রধান এন্টিসোরিক ঔষধ এবং ফস্‌ফরাসের বিরোধী, সেইজন্য কষ্টিকামের পরে বা পূর্ব্বে ফস্‌ফরাস ব্যবহার নিষিদ্ধ। কষ্টিকামের রোগী অত্যন্ত ভীতু এবং সামান্য কারণে উদ্বিগ্ন হয়, সর্ব্বদাই মন্দভাব ও দুর্ঘটনার বিষয় ভাবে। ইহার রোগীর প্রস্রাবের কিংবা শ্বাসযন্ত্রের কোন না কোন প্রকার পীড়া থাকে, শিশু অনেক বিলম্বে চলিতে শেখে। কষ্টিকামে—রোগীর প্রায়ই রক্তহীনতা ও অত্যন্ত দুর্ব্বলতা দেখা দেয়, এমন কি তাহাতে মূর্চ্ছার মত হয় ও কাঁপে, এই প্রকার কাঁপুনি ও দুর্ব্বলতা—জেলসিমিয়মেও আছে, উক্ত দুই ঔষধেই অত্যন্ত দুর্ব্বলতার সহিত চক্ষুর পাতা যেন বুজিয়া থাকে; আবার এই চক্ষুর পাতা পড়িয়া বা বুজিয়া থাকা লক্ষণ—সিপিয়াতেও আছে, তবে যদি দেখা যায় যে, দুর্ব্বলতা ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইয়া যেন পক্ষাঘাতে পরিণত হইতেছে, তাহা হইলে—কষ্টিকামই উপযোগী। কষ্টিকাম—ডানদিকের পক্ষাঘাতে অধিক ফলদায়ক, বাম অঙ্গের পক্ষাঘাত—ল্যাকেসিস উপযোগী। স্থানিক পক্ষাঘাতে—যেমন মুখের পক্ষাঘাত, জিহ্বার পক্ষাঘাত, মূত্রনলীর পক্ষাঘাত, পদদ্বয়ের পক্ষাঘাত, গলার পেশীর পক্ষাঘাত ইত্যাদিতে—কষ্টিকাম উপকারী। ডাঃ হিউজেস্ বলেন—এনাকার্ডিয়ম-ওরিয়েন্ট্যালিস দ্বারা তিনি একটি রোগীর জিহ্বার পক্ষাঘাত আরোগ্য করিয়াছিলেন।

চক্ষুর পীড়া—ছানিতে প্রথমাবস্থায় যখন রোগী চক্ষুতে যেন ঝাপ্সা, কোয়াসা বা মেঘের মত দেখে, তখন—কষ্টিকামে উপকার হয়। ছানিতে—সাইলিসিয়া, ফসফরাস, ক্যাল্‌কেরিয়া-ফ্লোর, কোনিয়ম প্রভৃতি ঔষধও উপযোগী, তাহাদের লক্ষণ দেখিবেন। কষ্টিকামে—রোগী চক্ষুর পাতা তুলিয়া রাখিতে পারে না, সর্ব্বদাই বুজাইয়া থাকে (এই লক্ষণটী চক্ষুর পাতার পক্ষাঘাতের লক্ষণ)। ডাঃ হেরিং বলেন—ছানিতে (cataract) যেখানে কষ্টিকাম প্রয়োজন, সেখানে রোগী সর্ব্বদাই চোখে হাত দেয়, চোখ রগড়ায়, কারণ তাহাতে চোখের ভারবোধের লাঘব হয়।

কর্ণের পীড়া—কাণে ভালরূপে শুনিতে পায় না, সর্ব্বদাই কানের ভিতর ঝোঁ ঝোঁ, শোঁ শোঁ, ঠুণ ঠুণ, টুং টুং শব্দ হয়, এই লক্ষণে—কষ্টিকাম উপযোগী। কষ্টিকামে—রোগীর নিজের মুখের কথা নিজের কানে প্রতিধ্বনিত হয়।

মুখের পীড়া—বাতজনিত মুখমণ্ডলের পক্ষাঘাত, রোগী হাঁ করিতে পারে না, চোয়াল শক্ত হইয়া থাকে, এই প্রকারে জিহ্বারও পক্ষাঘাত হইয়া থাকে, তাহাতে কথা স্পষ্ট উচ্চারণ করিতে পারে না। কষ্টিকামে জিহ্বার বিশেষত্ব এই যে মধ্যভাগ লালবর্ণ ও ধার সাদা, মুখের অন্তাস্তভাগ ঈষৎ হরিদ্রাভ। ঠাণ্ডা লাগিয়া মুখের একদিকের কিম্বা অর্দ্ধাঙ্গের পক্ষাঘাতেও—কষ্টিকাম উপকারী।

দন্তের পীড়া—মাড়ী ফোলে, মাড়ী হইতে সহজেই রক্তপাত হয়, দাঁতে বেদনা হয়, দাঁত নড়ে, আক্রান্ত দাঁত ভিন্ন অনাক্রান্ত দাঁতেও বেদনা হয়, ঠাণ্ডা লাগিয়া দাঁতের এইরূপ পীড়া হইলেও কষ্টিকাম উপকারী।

গলনলীর পীড়া ও কাশি—গলার ভিতর বেদনা, টাটানিভাব এবং জ্বালা—কষ্টিকামে নির্দ্দিষ্ট ; কিন্তু সেই জ্বালা কোনও দ্রব্য পান আহারের সময় বাড়ে না। সলফারেও এই প্রকার জ্বালা আছে, তবে সলফারে উপকার না হইলে—কষ্টিকামে উপকার হইতে পারে। কষ্টিকামের কাশিতে—গলা সুড়্‌সুড়্ করে, গলায় ব্যথা থাকে, অনেকবার কাশিবার পরে তবে একটু গয়ার উঠে এবং কাশিবার ধমকে অনেক সময় অসাড়ে প্রস্রাব নিঃসরণ হয়, এই কাশি একটু ঠাণ্ডাজল পান করিলে উপশম থাকে, সন্ধ্যার ও বিছানার গরমে কাশি বাড়ে। রিউমেক্সের কাশিতে—গলা সুড়্‌সুড়্নি আছে ; কিন্তু গলার মধ্যে ব্যথা ও টাটানিভাব থাকে না (মেন্থা-পিপ্)।

স্বরভঙ্গ—গলার স্বর প্রায় বন্ধ,তৎসহ গলায় টাটানি ব্যথা, রোগী চীৎকার করিয়া বা জোরে কথা কহিতে পারে না, গলার আওয়াজ যেন বাজখাঁই ধরণের, কষ্টিকামে—প্রাতে স্বরভঙ্গ অধিক বাড়ে। প্রাতে লেরিংস (স্বরনলী) অত্যন্ত শুষ্ক ও গলার স্বর কর্কশ থাকে, কিছু পান-আহার করিলে বা কিছুক্ষণ কথাবার্ত্তা কহিলে ক্রমশঃ ঐ ভাব কতকটা কমিয়া আসে। তদ্ভিন্ন—ইহাতে মনে করে যেন গলায় শ্লেষ্মা জড়াইয়া আছে—তজ্জন্য পুনঃ পুনঃ উহা তুলিয়া ফেলিবার চেষ্টা করে। ফসফরাসে—সন্ধ্যায় স্বরভঙ্গের বৃদ্ধি হয়, ইহাতে রোগী কাশিতে ভয় পায়, কারণ তাহাতে লেরিংসের ব্যথা বাড়ে (কার্ব্বো-ভেজ অধ্যায় দেখুন)। শ্বাসনলীর কোনও তরুণ পীড়া অতীত হইবার পর ও পুরাতন স্বরভঙ্গ-রোগ প্রাতে বৃদ্ধি হইলে—কষ্টিকাম উপযোগী হইলেও যদি উহাতে উপকার না হয়—সলফারে উপকার হইবে। বক্তা ও গায়কদিগের স্বরভঙ্গে—কষ্টিকাম ও আর্জ্জেন্টি উভয় ঔষধই সমান উপকারী। ডাঃ জি, সেন্টিন বলেন—কষ্টিকামে কথা কহিলে স্বরভঙ্গ কমে, ফসফরাসে—কথা কহিলে স্বরভঙ্গ বাড়ে।

বাত—কষ্টিকামে—বাত আক্রান্ত স্থান খুব শক্ত ও অসাড় হইয়া থাকে, বোধ হয় যেন সেখানকার মাংসপেশী সমূহ একত্রে বাঁধা আছে। শক্ত ও আড়ষ্টভাব—গলায়, কোমরে, হাতে, পায়েই অধিক দেখা যায়; এতদ্ভিন্ন—হাঁটুতে, উরুতে ও পায়ে খেঁচেধরা বা ছিঁড়ে ফেলার মত একপ্রকার বেদনা হয়। বাতজনিত পক্ষাঘাত হইলে কিম্বা বাতে পঙ্গু হইয়া পড়িলে, ডাঃ ন্যাস বলেন—"আমি মেটিরিয়ার সমস্ত ঔষধ পরিত্যাগ করিয়া কেবলমাত্র—সলফার, কষ্টিকাম ও রসটক্স" এই তিনটি ঔষধ লইয়া থাকিতে পারি। রস্‌টক্সের বেদনা—নড়ন-চড়নে উপশম হয় ও তাহার সহিত ছট্‌ফটানি থাকে; কষ্টিকামে—ছট্‌ফটানি কেবলমাত্র রাত্রিতে বাড়ে ও তাহাতে হাত পা বেঁকে চুরে শক্ত ও যেন ছোট ছোট হইয়া যায়, রস্‌টক্সে তাহা হয় না। গুয়েকামে— পেশী-বন্ধনী (tendon) ছোট হইয়া যায়, অঙ্গের বিকৃতি হয়, তবে কষ্টিকামে উপকার না হইলে শেষে—গুয়েকামে উপকার হওয়া সম্ভব। কলোসিন্থে—বাত-আক্রান্ত স্থান যেন শক্ত ও আড়ষ্ট হয়, তবে ইহার বেদনা কুরেফেলার মত ; কষ্টিকামে—যেন টেনে

ও খেঁচে ধরে থাকে, তজ্জন্য পা কিম্বা হাত অধিক বিস্তার করিতে পারে না, পায়ের ডিমে খিল ধরে, রসটক্সের ব্যথা—কামড়ানি ব্যথা। এই শেষোক্ত দুইটি ঔষধেই ঠাণ্ডায় রোগবৃদ্ধি নিৰ্দ্দিষ্ট ; বামদিকে সায়েটিকার অসাড়ভাব—কষ্টিকামে উপকারী।

কোষ্ঠবদ্ধতা—কষ্টিকামে—নক্স ভমিকার মত নিয়ত ঘন ঘন বাহ্যের বেগ আসে; কিন্তু বাহ্যে হয় না। ইহাতে মলত্যাগকালে রোগীকে অত্যন্ত বেগ দিতে হয়, তাহাতে চোখ মুখ লালবর্ণ হইয়া উঠে, তবে দাঁড়াইয়া বাহ্যে করিলে একটু সহজে বাহ্যে হয়; কিন্তু বসিলে মল আদৌ নির্গত হয় না। কষ্টিকামের বাহ্যে—ন্যাড় এবং কখনও তাহার উপর সাদা চকচকে আমের মত একপ্রকার পদার্থ জড়াইয়া থাকে। গ্র্যাফাইটীসেও—মলের উপর ঐরূপ পদার্থ লাগিয়া থাকে ; কিন্তু কষ্টিকামের মত বেগ, যন্ত্রণা দাঁড়াইয়া মলত্যাগ করা ইত্যাদি লক্ষণগুলি উহাতে নাই। অনেক শিশু-লিভার পীড়ায়—কষ্টিকামের নিৰ্দ্দিষ্ট কোষ্ঠবদ্ধের লক্ষণগুলি স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। অর্শের পীড়ায়—রোগীর প্রায় কোষ্ঠবদ্ধ থাকে; কষ্টিকামে রোগী বিবেচনা করে যেন বলী মলদ্বারে আটকাইতেছে। এতদ্ভিন্ন—অর্শে টাটানি ব্যথা, যন্ত্রণা, ফোলা, চুলকানি, মলদ্বার ভিজে ভিজে মত থাকা ইত্যাদি লক্ষণগুলিও দেখিতে পাওয়া যায় এবং জোরে কথা কহিলে ও চলিয়া ফিরিয়া বেড়াইলে যন্ত্রণাদি বাড়ে।

মূত্রযন্ত্রের পীড়া—কষ্টিকামের রোগী প্রস্রাবের বেগ এক মুহূর্তও ধারণ করিতে পারে না, প্রস্রাব প্রায় অসাড়েই নির্গত হয়, রোগী প্রস্রাব-ত্যাগ করিবার সময় জানিতে পারে না যে: এখনও প্রস্রাবের ধারা চলিতেছে কিনা, তদ্ভিন্ন ইহাতে আরও কতকগুলি লক্ষণ, যেমন— পুনঃ পুনঃ প্রস্রাবের বেগ, তৎসঙ্গে অসাড়ে দুই এক ফোটা মূত্র নিঃসরণ, হাঁচিতে কাশিতে প্রস্রাব নিঃসরণ, (ন্যাট-মিউর, স্কুইলা) প্রস্রাবদ্বারে চুলকানি, চলিতে ফিরিতে ফোঁটা ফোঁটা প্রস্রাব নিঃসরণ, নিদ্রিত অবস্থায় অসাড়ে বিছানায় মূত্রত্যাগ, শিশুদের বিছানায় প্রস্রাব করা বিশেষতঃ প্রথম নিদ্রার সময়েই, গ্রীষ্মকালে কম, শীতকালে বিছানায় অধিক প্রস্রাব করা ইত্যাদি লক্ষণগুলিতে—কষ্টিকাম উপযোগী ; মূত্রথলীর গ্রীবাদেশের পক্ষাঘাত (paralysis of the neck of the bladder) উপরোক্ত প্রস্রাবের পীড়ার কারণ এবং উহা কষ্টিকামেই নিৰ্দ্দিষ্ট। প্রস্রাবে লিথিক্ এসিড বা লিথেট্স প্রচুর পরিমাণে থাকিলে—কষ্টিকাম ফলপ্রদ। প্রস্রাবের তলানি—কালচে-কটারঙের, ঘোলা বা ধোঁয়ার মত।

আঁচিল (Warts)—থুজাই আঁচিলের প্রায় প্রধান ঔষধ, কষ্টিকাম তাহার নীচে। থুজার—আঁচিল ফাটা-ফাটা; কষ্টিকামে—নিরেট; আকার—ক্ষুদ্র ও থেব্ড়া (flat) কিম্বা সূচাল (horney), ইহা সাধারণতঃ চোখের পাতায়, নাকের ডগায়, হাতের আঙলে ও নখের ধারে হয়। অন্য স্থানের আঁচিলে—থুজা উপকারী (কোন কোন স্থানে আঁচিলে কি কি ঔষধ উপকারী তাহার জন্য—থুজা অধ্যায় ৬৩২ পৃষ্ঠা দেখুন)।

কলিক ও ঋতুশূল-বেদনা—পেটের মোচড়ানি ব্যথা কলোসিন্থে উপকার না হইলে–কষ্টিকামে উপকার হয়, ইহাতে বেদনা সম্মুখদিকে ঝুঁকিলে হ্রাস হয়।

ঋতুশূলে—অর্থাৎ ঋতুর পূর্ব্বে বা ঋতুকালীন ঐরূপ বেদনা হইলে এবং সেই বেদনা ও রজঃস্রাব রাত্রিতে আদৌ না থাকিলে—কষ্টিকাম উপকারী। কষ্টিকামে কেবল দিনের বেলায় রজঃস্রাব হয়, ইহাতে ঋতু অনেক বিলম্বে প্রকাশ পায়।

সবিরাম-জ্বর—সবিরাম-জ্বরে উত্তাপাবস্থায় অভাব থাকিলে, অর্থাৎ যদি শীতের পরই একেবারে ঘাম হয়, তাহা হইলে কষ্টিকাম উপকারী।

বৃদ্ধি—শীতল বাতাসে, জলে ভিজিলে, স্নান করিলে।

উপশম—দ্বিপ্রহর রাত্রিতে, আর্দ্র বায়ুতে, উষ্ণ বায়ুতে।

সদৃশ—শ্লেষ্মা গিলিয়া ফেলায়—আর্ণিকা; অসম্পূর্ণ পক্ষাঘাতে—জেলসি, গ্র্যাফা ও সিপিয়া, সন্ধ্যাকালে স্বরভঙ্গ বৃদ্ধিতে—রিউমেক্স ও কার্ব্বো; দীর্ঘকালের স্বরলোপে—সলফার। খোস পাঁচড়ায়—মার্কুরিয়স ও সলফারের অপব্যবহারে কষ্টিকাম প্রতিবিষের কার্য্য করে।

ক্রিয়ানাশক—এসাফি, কলো, ডলকা, গুয়েকাম, নক্স।

ক্রিয়া স্থিতিকাল—৫০ দিন। ক্রম—৩০—২০০ শক্তি (ন্যারিণ গ্রাফাইটীসে—তরুণ পীড়ায় উচ্চ, পুরাতনে নিম্নশক্তি)।

মন্ত্রমূলা—১।

সিড্রণ (Cedron)

(একপ্রকার ক্ষুদ্র গাছের শুষ্ক বীজ হইতে ঔষধের টিংচার প্রস্তুত হয়, হ্যাপের ডাঃ টেষ্টি ইহা প্রথমে পরীক্ষা করেন)—সাধারণতঃ সবিরাম জ্বরেই ব্যবহারের জন্য ইহা প্রসিদ্ধ। জ্বর ঘড়িধরা ঠিক ৩টায় আসে, এইটিই ইহার বিশেষত্ব। যে পীড়াই হউক না কেন, ঠিক একসময়ে অর্থাৎ ঘড়ি ধরিয়া ঠিক একই সময়ে কিম্বা কোনও এক নিৰ্দ্দিষ্ট সময়ে আক্রমণ করিলে—সিড্রণ সেই পীড়া আরোগ্য করিতে সম্পূর্ণ সক্ষম এবং উহাই এই ঔষধের প্রধান চরিত্রগত লক্ষণ।

সবিরাম জ্বর—জ্বর বেলা ঠিক ৩টায় আসে; এতদ্ভিন্ন—সকাল, দুপুর, বৈকাল, সন্ধ্যাতেও জ্বর আসিতে পারে, তবে ঠিক একই সময়ে (ঘড়ি ধরিয়া) যদি কখনও আসে, তাহা হইলে—সিড্রণে উপকার হইবেই হইবে। সবিরাম-জ্বরে শীতাবস্থায়—পিপাসা, নাকের ডগা অত্যন্ত ঠাণ্ডা থাকে। উত্তাপাবস্থায়—পিপাসা, সে সময়ে রোগী গরম জল বা গরম অন্য কোনও পানীয় পান করে ও তাহাতে একটু আরাম বোধ হয় ; ঘর্মাবস্থায়—পিপাসা; এ অবস্থায় রোগীর খুব জোরে জোরে নিশ্বাস পড়ে, বুক ধড়ফড় করে এবং লালবর্ণের প্রস্রাব অতি অল্প পরিমাণে নির্গত হয়। এরাণিয়া—নামক ঔষধ অনেকটা প্রায় সিড্রনের সদৃশ ও উহাতেও জ্বর ঘড়িধরা ঠিক একই সময় আসে; তবে এরাণিয়া—শীত ও বর্ষাকালের জ্বরেই অধিক উপযোগী। এরাণিয়ায়—রোগী গ্রীষ্মকালে বেশ ভাল থাকে। কিন্তু একটু শীত বা বর্ষা বাদল হইলেই অর্থাৎ ঠাণ্ডা পড়িলেই অমনই তাহার জ্বর দেখা দেয়, জ্বরকালে রোগী সর্ব্বদাই শীত-শীত ভাব বোধ করে, ইহাতে উত্তাপাবস্থা একেবারেই আসে না, রোগী শীতে যেন জমিয়া যায়।

সিড্রন—গ্রীষ্মকালীন দেশের ও জলাভূমির নিকটস্থ প্রদেশের জ্বরে এবং এরাণিয়া—শীত ও জলা উভয় প্রদেশেরই জ্বরে উপযোগী। (কোনও পীড়া বর্ষায় উপশম এবং শীতকালে বৃদ্ধি হইলে—এসারাম-ইউরোপাম উপকারী), এরাণিয়ায়—প্লীহা খুব বড় হয়।

প্রথমেই বলিয়াছি, সিড্রণে ঘড়ি ধরিয়া কিম্বা ঠিক নির্দ্দিষ্ট কোনও এক সময়ে রোগ আক্রমণ করে ; এজন্য মাথাব্যথা—যদি কোনও নির্দ্দিষ্ট এককালে বাড়ে, গর্ভস্রাব—তিন বা চারিমাসে ঠিক নির্দ্দিষ্ট কোনও এক সময় ঘটে, বাধকশূল বেদনা—ঠিক নির্দ্দিষ্ট একই সময়ে আক্রমণ করে এইরূপে সমস্ত পীড়াই ঠিক একই সময়ে যদি বার বার আক্রমণ করে—সিড্রণে তাহা আরোগ্য হইবে। কুইনাইন সেবন করিয়া কানে ভোঁ ভোঁ শব্দ হইতে থাকিলে—সিড্রণে তাহা নিবারণ হয়। প্লীহা ও যকৃত সংক্রান্ত জ্বরেও—সিড্রণ উপকারী।

শিরঃপীড়া—মাথার ডানদিকে ভয়ানক বেদনা, ঠিক বেলা ৯টায় সময় প্রবল বেদনা আরম্ভ হয় ও প্রায় বেলা দুই প্রহর পর্য্যন্ত থাকে। দক্ষিণ আমেরিকানগণ বলেন—বিষাক্ত সর্প-দংশণের—সিড্রণ একমাত্র ঔষধ।

ক্রিয়ানাশক—ল্যাকেসিস। ক্রম—৬ ×—২০০ শক্তি। ফরমূলা—৪।

সেরিয়ম অক্‌জ্যালেট (Cerium Oxalate)

(সেরিয়াম ধাতু ও অক্‌জ্যালেট, রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় প্রস্তুত হয়)—এই ঔষধটি কেবলমাত্র বমি নিবারণের জন্যই অধিক ব্যবহৃত হইতেছে। যে কোন কারণেই বমি হউক, বিশেষতঃ গর্ভাবস্থায় বমিতে ইহার দ্বারা বিশেষ উপকার হয়। বমি লক্ষণের সহিত ঔষধ লক্ষণের সাদৃশ্য থাকিয়াও কোন ঔষধে বমি নিবারিত না হইলে সাধারণকে এই ঔষধটি শেষে একবার পরীক্ষা করিতে অনুরোধ করি। ডাঃ হেল বলেন—গোটা অজীর্ণ খাদ্যদ্রব্য বমন, খাদ্য—অর্দ্ধ অজীর্ণ অবস্থায় বমন, বমির সহিত কখনও কখনও রক্তমিশ্রিত, বমির সময় ও পরে পেটে অসহ্য যন্ত্রণা, কখনও কখনও বমির পর যন্ত্রণার নিবৃত্তি প্রভৃতি লক্ষণে প্রয়োগ করিলে ইহাতে উপকার হইবে। ইহার—১ × বিচূর্ণ শক্তিই অধিক ফলদায়ক।

ফরমূলা—৭।

ক্যামোমিলা (Chamomilla)

(ইউরোপের চষাজমিতে একপ্রকার চারা গাছ হয়, তাহার টিংচার)— বৃদ্ধ, যুবা, শিশু, স্ত্রী প্রভৃতি সকলের পীড়ায় প্রয়োজন হইলেও শিশুদের পীড়াতেই এই ঔষধের অধিক উপযোগিতা দৃষ্ট হয়। ক্যামোমিলার মানসিক লক্ষণ অত্যন্ত বিচিত্র, রোগী অত্যন্ত রাগী ও খিট্‌খিটে, অতি সামান্য কারণেই ঝগড়া গালাগালি করে, খিটখিট্ করাই ক্যামোমিলায় চরিত্রগত লক্ষণ; শিশু— কেবল ঘ্যান্ ঘ্যান্ করে, কাঁদে আর যেন রেগেই আছে। প্রথমে মনে হয় বুঝি কিছু চাহিতেছে ; কিন্তু কোনও জিনিষ হাতে দিলে তৎক্ষণাৎ ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দেয়

(ষ্ট্যাফিসেগ্রিয়ার মত) ও পুনরায় কাঁদে, তাহাতে বিবেচনা হয় আবার কোন নূতন বস্তু চাহিতেছে, বৃদ্ধ ন্যাস বলেন—কোনও পীড়ায় উক্ত লক্ষণ সকল পাইলে বুঝিবে, "ছেলে আর কিছুই নহে, সে তোমার কাছে মাত্র কেবল একটিমাত্রা—ক্যামোমিলা চাহিতেছে।" ক্যামোমিলায়—শিশুকে কেবলমাত্র কোলে লইয়া কোথাও বেড়াইলে একটু শান্ত হয়। শিশুদের জ্বর, পেটের পীড়া কিম্বা দাঁত উঠিবার সময় উপরোক্ত লক্ষণসমূহ স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। শিশু ব্যতীত কি পুরুষ, কি স্ত্রী—বয়ঃপ্রাপ্ত লোকদেরও পীড়ায় বা তাহাদের স্বভাবগত এমন কতকগুলি মানসিক লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায় যে, তাহারা বিনা কারণে হঠাৎ চটিয়া উঠে, লোকদের সঙ্গে অভদ্রের ন্যায় বিদ্বেষভাবে কথা কয়, বাপ তুলিতে শালা বলে; কিন্তু সে ভাব আবার অল্পসময়ের মধ্যেই নিবৃত্তি হয়, রোগী শেষ বুঝিতে পারে যে, সে অন্যায় করিতেছে, তজ্জন্য অনুতপ্ত হয়, অন্যায় স্বীকার করে ; কিন্তু পুনরায় খিট্‌খিট্ করে। ক্যামোমিলা—মোটামুটি কতকগুলি পীড়ায় যে যে লক্ষণে ব্যবহৃত হয়, তাহাদের বিবরণ সংক্ষেপে বর্ণিত হইতেছে।

১। রোগী খোলা বাতাস সহ্য করিতে পারে না, তাহাতে অসুখ করে। ইহার বেদনা-যন্ত্রণা—গরমে, ঠাণ্ডা প্রয়োগে, ঠাণ্ডা বাতাসে, কিছুতেই উপমশ হয় না বরং বৃদ্ধি হয়।

২। বেদনা—তাহা বাত-বেদনা হউক, দন্ত বা কর্ণ পীড়া হউক, প্রসব বেদনা হউক, উহা অল্পই হউক আর অধিক হউক, রোগী সহ্য করিতে পারে না; বলে "বাবারে আমার প্রাণ গেল, আমি আর সহ্য করিতে পারি না" তজ্জন্য কাতর হয়, কাঁদে, কেহ সান্ত্বনা করিলে তাহা অসহ্য হয় ও ক্যামোমিলার উপরোক্ত চরিত্রগত মানসিক অবস্থা প্রকাশ করে। ঘুম আসে; কিন্তু ঘুমাইতে পারে না।

৩। প্রসব বেদনা—অনেকক্ষণ স্থায়ী এবং বেদনা যেন একটি ডেলা বাঁধিয়া উপরদিকে তীব্রবেগে ধাবিত হয়, তৎসঙ্গে প্রসূতির কান্না, চীৎকার, রাগ, খেলেমানুষীভাব অত্যন্ত থাকে। ঐ বেদনা কখনও কোমর হইতে আরম্ভ হইয়া পায়ে ও উরুতে নামিয়া আসে, জরায়ু মুখের কঠিনতা দৃষ্ট হয়।

৪। মাথার ঘামে সমস্ত চুল ভিজিয়া যায়, ঘাম গরম (ক্যাল্‌কেরিয়া ও সাইলিসিয়ার ঘাম ঠাণ্ডা)।

৫। দন্তশূলে—গরম জল বা গরম দ্রব্য মুখে রাখিলে যন্ত্রণার বৃদ্ধি হয়। কাণ কটকটানি বেদনা—শিশু কাঁদিতে থাকে, ঠাণ্ডা বাতাসে যন্ত্রণায় বৃদ্ধি, অন্যান্য যন্ত্রণা—গরম প্রয়োগে বৃদ্ধি হয়, আবার শীতল প্রয়োগেও উপশম হয় না। শীতল বাতাস কর্ণ মধ্যে প্রবেশ করিলেও যন্ত্রণা বাড়ে।

৬। কোন বেদনা-যন্ত্রণার জন্য অতিরিক্ত মর্ফিয়া ইনজেকসন ও আফিং সেবন করিয়া অন্য পীড়ার উৎপত্তি।

৭। ঝিন্‌ঝিনে বাত কিম্বা অন্যান্য প্রায় সকল পীড়ায় বেদনার সহিত বেদনাযুক্ত স্থানে ঝিন্‌ঝিনে ধরে।

৮। শিশুদের দাঁত উঠিবার সময় ডিমপচার মত বিশ্রী দুর্গন্ধ সবুজ রঙের উদরাময়, মল গরম, মলদ্বার হাজিয়া যায়, মলদ্বারে ক্ষত হয়।

৯। বায়ুশূল বেদনা—পেটে বায়ুজমাহেতু শূল-বেদনা, পেট খুব ফোলে, বায়ু নির্গত হইয়াও বেদনা বা পেটফোলার উপশম হয় না।

১০। ভ্যাদাল-ব্যথা—তৎসঙ্গে ক্যামোমিলার চরিত্রগত মানসিক লক্ষণের বর্ত্তমানতা।

১১। কাশি—অত্যন্ত শুষ্ক, গলা সুড়সুড় করে, রাত্রিতে ঘুমাইবার সময় কাশির বৃদ্ধি, শীতকালে এবং ঠাণ্ডা বাতাসে পুরাতন কাশির বৃদ্ধি (রিউমেক্স—গলা সুড়সুড়নির সঙ্গে আক্ষেপিক কাশি থাকে, কিন্তু তাহাতে ক্যামোমিলার চরিত্রগত মানসিক লক্ষণগুলি থাকে না)।

১২। সন্তানকে দুধ খাওয়াইবার সময় এবং দুধ খাওয়া শেষ হইলেই স্তন হইতে দুধ চোয়াইয়া বাহির হইতে থাকে (কোনিয়ম)।

১৩। প্রাতে চোখের পাতা ফুলিয়া থাকে এবং পিচুটিতে চোখ জুড়িয়া যায়।

১৪। মাতা ভয় পাওয়ার কিম্বা ক্রুদ্ধ হইবার পর শিশু স্তনদুগ্ধ পান করিয়া তড়কা (ভয় পীড়ার কারণ হইলে—ওপিয়মই উত্তম, ক্রোধে—নক্স)।

১৫। মেডোত্রিণাম, সল্‌ফার, ল্যাকন্যাস্থিস প্রভৃতির মত পায়ের তলায় জ্বালা; তজ্জন্য পা বিছানার বাহিরে রাখে।

১৬। অস্থিরতা—রোগী কোনপ্রকার বেদনার জন্য অত্যন্ত অস্থির হয়, ছট্‌ফট্‌ করে, কেবল বেড়াইয়া বেড়ায় (রসটক্স, ফেরম ও ভেরেট্রম), পেটের বেদনায় অত্যন্ত কাতর ও অস্থির হয়, চীৎকার করে, কাঁদে, শিশু কোলে বেড়াইলে একটু শান্ত হয় (একোনাইট, আর্সেনিক, রসটক্সেও ছট্‌ফটানি আছে, ডাঃ ন্যাস এই তিনটিকে—ট্রিয়ো (Trio) বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন)। আর্সেনিকের ও একোনাইটের ছট্‌ফটানির সঙ্গে মুখের ভাব যেন ভয় ও চিন্তামাখান ; রসটক্সে—নড়ন চড়নে ছট্‌ফটানির উপশম হয়; ক্যামোমিলায়—বিরক্তভাবের সহিত অস্থিরতা।

শিশুদের দন্তোদগমকালীন পীড়া—অনেকেরই ধারণা যে, শিশুদের দন্তনির্গমনকালীন উদরাময়, জ্বর প্রভৃতি সমস্ত পীড়ার ক্যামোমিলাই একমাত্র মহৌষধ, বস্তুতঃ তাহা নহে। ক্যামোমিলার মত—ক্যাল্‌কেরিয়া, এন্টিম-ক্রুড, পডোফাইলম ইত্যাদি ২/১টি ঔষধেরও প্রয়োজন হয়। দাঁত উঠিবার জন্য শিশুদের অস্থিরতার ও অনিদ্রার– ক্যামোমিলা এটি প্রধান ঔষধ। শিশুর একটু তন্দ্রা আসিলেই চমকাইয়া উঠে এবং ঘুমাইবার সময় মুখ হাত পা যেন নাচিয়া উঠে, এই লক্ষণে—ক্যামোমিলাই অব্যর্থ ঔষধ ; এই সকল লক্ষণের সঙ্গে দেখা যায় প্রায়ই শিশুর পেটে কামড়ানি-বেদনা ও পেটের দোষ থাকে। দন্তনির্গমনহেতু জ্বর—তাহা ক্রমশঃ বিকারে পরিণত হইলে আর ক্যামোমিলায় কোনও উপকার হয় না, তখন—বেলেডোনা ইত্যাদি ঔষধের প্রয়োজন হয়, তবে ক্যামোমিলায় মানসিক লক্ষণগুলি থাকিলে অবশ্য ক্যামোমিলাই নির্দ্দিষ্ট।

শিশু-উদরাময়—ক্যামোমিলার বাহ্যে তরল, গরম, রঙ সবুজ ও হরিদ্রামিশ্রিত, বাহ্যের সঙ্গে প্রায় পিত্তমিশ্রিত থাকে, তজ্জন্য মলদ্বারে হাজিয়া যায়, বাহ্যে অত্যন্ত দুর্গন্ধ, ডিমপচার ন্যায় গন্ধ, খানিকটা মল, খানিকটা জল। শিশু দন্তনির্গমনকালে কিম্বা অন্য সময়ও ঘুমাইলে চমকাইয়া উঠে, সদাই রাগভাব, ছেলে কিছুতেই স্থির হয় না, কেবল কাঁদে, কোনও জিনিষ দিলে ফেলিয়া দেয়, মা বাপ কিছুতেই সন্তুষ্ট নহে, এই মানসিক লক্ষণের সম্পূর্ণ বা আংশিক থাকিলেও—ক্যামোমিলা নির্দ্দিষ্ট। ক্যামোমিলার পর সলফারে রোগ সম্পূর্ণ আরোগ্য হয় ; সল্‌ফারে—ক্যামোমিলার মত মলদ্বারে হাজিয়া যাওয়া ও পেট-কামড়ানি ব্যথা আছে। বাহ্যের সঙ্গে বেগ ও অধিক কোঁথানি থাকিলে—মার্কুরিয়স উপকারী। ম্যাগ্নেসিয়া-কার্ব্বে ও ক্যামোমিলায়—বাহ্যের পূর্ব্বে পেটে খুব কামড়ানি ব্যথা থাকে ও কোলে লইয়া বেড়াইলে উপশম হয়। ম্যাগ্নেসিয়া-কার্ব্বে—বাহ্যের রঙ ঘোর সবুজ, তাহাতে কলাইয়ের খোসার মত পদার্থ মিশ্রিত থাকে। ক্যামোমিলায়—সবুজ হরিদ্রা মিশ্রিত রঙ। রিউমে—বাহ্যে কটারঙের, ফেণাযুক্ত, অত্যন্ত টক্‌গন্ধ। ম্যাগ্নেসিয়াতে—টক্‌গন্ধ সবুজ-রঙের বাহ্যের সঙ্গে ফেনা থাকে ও মলত্যাগের পূর্ব্বে পেট এত ব্যথা করে যে, জড়সড় হইয়া পড়ে (ম্যাগ্নেসিয়া-কার্ব্বে—ক্যামোমিলা উপেক্ষা দীর্ঘক্রিয় ঔষধ) ক্যামোমিলায়—উদরাময় সন্ধ্যার দিকে বৃদ্ধি হয়।

তড়কা—ক্রোধজনিত তড়কা, ছেলে অত্যন্ত রাগী, কিছুতেই স্থির থাকে না, তৎসঙ্গে মুখ ও মাথা গরম এবং শরীরে ঘাম থাকে। ইগ্নেসিয়ার তড়কায়—রাগ ও ঘাম থাকে না। প্রসূতির ক্রোধ কিম্বা ভয় পাওয়ার জন্য সন্তানের তড়কা; ক্রোধ পীড়ার কারণ হইলে—ক্যামোমিলা সমস্ত পীড়ায় উপকারী।

বাধক-বেদনা—ঋতু যথাসময়ে হয়, কিন্তু পেটে অত্যন্ত যন্ত্রণা থাকে তৎসঙ্গে ক্যামোমিলার চরিত্রগত বিশেষ লক্ষণগুলি থাকিলে—ক্যামোমিলায় উপকার হয় না। পলসেটিলায়—ঋতু বিলম্বে হয়, রক্তের রঙ ঘোলাটে ও ঘন, পরিমাণে কম এবং স্রাব থামিয়া থামিয়া যায়, ইহা শান্তস্বভাবা স্ত্রীলোকদিগের পক্ষে উপযোগী।

দন্তের পীড়া—গরম জলে বা উত্তাপ লাগিলে ক্যামোমিলায় দাঁতের যন্ত্রণা বৃদ্ধি হয়। দুধে দাঁতে পোকা খাওয়া—তাহাতে ক্রিয়োজোট ও ষ্ট্যাফিসেগ্রিয়া উপযোগী, কিন্তু তৎসহ ক্যামোমিলার চরিত্রগত মানসিক লক্ষণ থাকিলে—ক্যামোমিলাই শ্রেষ্ঠ ঔষধ।

কর্ণের পীড়া—কর্ণের ভিতর ব্যথা, কাণ কটকটানি-বেদনা, তৎসঙ্গে ক্যামোমিলার চরিত্রগত মানসিক লক্ষণগুলি থাকিলে—ক্যামোমিলাই ঔষধ। কাণের বেদনার সঙ্গে দাঁতের যন্ত্রণা থাকিলে—প্ল্যান্টেগো-মেজর ফলপ্রদ। বেলেডোনা, মার্কুরিয়স, পল্‌সেটিলাও লক্ষণভেদে উপকারী। ক্যামোমিলায়—কাণে একটুমাত্রও উত্তাপ সহ্য করিতে পারে না।

কাণ কটকটানি-বেদনায়—প্ল্যান্টেগো—θ, ২/৪ বিন্দু কাণের ভিতর দিয়া কাণটি তুলা দিয়া বন্ধ করিয়া একটু আগুনের সেক দিলে তৎক্ষণাৎ বেদনার উপশম হয় (সেক না দিলেও উপকার হইবে), শুধু ২/৪ ফোঁটা স্পিরিট বা ব্রাণ্ডি কাণে দিলেও যন্ত্রণা কমে।

ক্ষত—আঘাতজনিত ক্ষতে পূঁয হইলে—ক্যামোমিলা আভ্যন্তরিক সেবনে ও লিনিমেন্ট বাহ্যিক প্রয়োগে উপকার হয়।

বৃদ্ধি—গরমে, ক্রোধে, সন্ধ্যায়, দ্বিপ্রহর রাত্রির পূর্ব্বে, খোলা বাতাসে। সাধারণতঃ রাত্রিতে ও গরমেই বেদনার বৃদ্ধি হয়।

উপশম—কোলে থাকিলে, উপবাসে, আকাশের অবস্থা গরম হইলে। বেদনা অত্যন্ত বৃদ্ধি হইতে বিছানা হইতে উঠে, ঘরের মেঝেতে বেড়ায়, তাহাতে বেদনার একটু উপশম হয়।

সদৃশ—আঘাতজনিত ক্ষতে—আর্ণিকা, সাইলি, হিপারের সদৃশ, মস্তিষ্কের স্নায়ুশূল রোগে যেমন—বেলেডোনা, উদরের স্নায়ু-বিকৃতিতেও সেইরূপ—ক্যামো। শিশু পীড়ায় বেলেডোনার পর—ক্যামোমিলা ফলপ্রদ।

পরবর্ত্তী ঔষধ—একোন, আর্ণিকা, বেল, ব্রায়োনিয়া, ক্যাক্টস, ক্যাল্‌কেরিয়া, ককুলাস, মার্ক, নক্স, পল্‌স, রস, সিপি, সাইলি।

ক্রিয়ানাশক—একোন, এলিউ, বোরাক্স, ক্যাম্ফর, চায়না, ককুলাস, কফি, কলোসিন্থ, কোনি, ইগ্নে, পল্‌স, ভেরেট।

ক্রিয়া স্থিতিকাল—২০—৩০ দিন।

ক্রম—৬, ১২, ৩০—২০০ শক্তি (পূর্ণবয়স্কের পীড়ায়—১ম শক্তিতে শীঘ্র উপকার হয়, শিশুদের—১২শ শক্তি)। ফরমূলা—১।

চেলিডোনিয়ম (Cheledonium Majus)

(ফ্রান্স ও জার্ম্মেণির একপ্রকার চারাগাছের টিংচার)—যকৃতের দোষ-জনিত পীড়া, ফুসফুস, কিডনীর ও পিত্তজ পীড়ার উৎকৃষ্ট ঔষধ। চেলিডো-নিয়মে—প্রায় অধিকাংশ পীড়া ডানদিক আক্রমণ করে, তজ্জন্য ডানদিকের মাথা, মুখ, কাণ, চোখ, গণ্ডাস্থি ইত্যাদি বহুবিধ পীড়ায় ইহার দ্বারা উপকার হয় (পীড়া ডানদিক আক্রমণ করে—এপিস, বেল, কষ্টি, চেলি, লাইকো, ফাইটো, স্যাঙ্গুনেরিয়া প্রভৃতি। পীড়া বামদিক আক্রমণ করে—সিমিসিফিউগা, গ্র্যাফা, ল্যাকে, ম্যাগ্‌নোলিয়া-গ্র্যাণ্ডি, র‍্যানান্‌-বালবো, স্পাইজে, জ্যান্থজাইলাম ইত্যাদি)। চেলিডোনিয়মের পীড়ার লক্ষণ–অনেকটা লাইকোপোডিয়মের সদৃশ, তজ্জন্য সাবধানে ঔষধ নির্ব্বাচন করিবেন। লিভারের পীড়ার জন্য—চিয়োন্যানথাস দেখিবেন।

প্রধান চরিত্রগত লক্ষণ ঃ—

১। ঋতু পরিবর্ত্তনের পীড়ার পুনরাবির্ভাব ; ২। মধ্যাহ্ন ভোজনের পর প্রায় সকল কষ্টের উপশম ; ৩। সর্ব্বদা অত্যুষ্ণ কোনও পানীয় পান করিতে ইচ্ছা ; ৪। সমস্ত পীড়ায় ডান স্ক্যাপুলা-অস্থির (স্কন্ধাস্থির কোণের) নীচে বেদনা ; ৫। লিভারের পীড়া; ন্যাবা—গাত্রচর্ম্ম; মুখ, প্রস্রাব, চক্ষুর শ্বেতাংশ, নখ সমস্ত হরিদ্রাবর্ণ (হাইড্রাসটীস) ; ৬। কোষ্ঠবদ্ধ—মল রক্ত, ভেড়ায় নাদীর মত মল (ওপি, প্লম্ব), কোষ্ঠবদ্ধ ও উদরাময় পর্য্যায়ক্রমে ; ৭। উদরাময়—রাত্রিতে বৃদ্ধি, মল হড়্‌হড়ে তরল, রঙ—কটা ছাই রঙের মত সাদা, উজ্জল হরিদ্রাবর্ণের, অসাড়ে নির্গমন, ৮। ডান দিকের নিমোনিয়া, কাশিতে গলায় ও বুকের মধ্যে

সড়্‌সড়্‌ শব্দ তৎসহ লিভারের দোষ ; ৯। আক্ষেপিক-কাশি-কাশিতে কাশিতে শ্লেষ্মার ছোট ছোট ডেলা মুখ হইতে ছিটকাইয়া বাহির হয় ; ১০। ডান কপালে ও চোখে নিউর‍্যালজিক-বেদনা; ১১। পিত্ত পাথরীর বেদনা, তৎসহ ডান কাঁধের নীচে বেদনা।

লিভারের পীড়া—এই পীড়ায়— চেলিডোনিয়ম, ব্রায়োনিয়া, নক্স-ভমিকা, লাইকো, মার্কুরিয়স, চিয়োন্যানথাস, কার্ডুয়াস-মেরি ইত্যাদি অনেক ঔষধই সফলতার সহিত ব্যবহৃত হয়। চেলিডোনিয়মে ডান-কাঁধের দাবনার নীচে অর্থাৎ স্ক্যাপুলা অস্থির নীচে (অথচ খুব ভিতর দিকে নহে) নিয়ত বেদনা থাকে। কোনও পীড়ায় মুখের আস্বাদ তিক্ত, জিহবার মধ্যদেশ গাঢ় হরিদ্রাবর্ণের ময়লার দ্বারা আবৃত অথচ উহার ধারগুলি রক্তবর্ণ ; চোখ, মুখ, গায়ের চামড়া হরিদ্রাবর্ণ; বাহ্যে— ছাই কিম্বা মাটির রঙের মত কিম্বা গন্ধকের ন্যায় হল্‌দে ; প্রস্রাব যেখানে লাগে তথায় হল্‌দে রঙের ছোপ ধরে, ক্ষুধাহীনতা, গা-বমি, পিত্ত-বমি, গরম পানীয় ভিন্ন অন্য কোনও বস্তু পেটে রাখিতে পারে না, যদি এই লক্ষণগুলি থাকে, তাহা হইলে লিভার হাতে পাওয়া না যাইলেও এবং কাঁধের বেদনা না থাকিলেও সেখানে চেলিডোনিয়ম প্রয়োগ করিতে কিছুমাত্র ইতস্ততঃ করিবেন না। চেলিডোনিয়ম—নূতন ও পুরাতন উভয়বিধ পীড়ারই মহৌষধ। পুরাতন পীড়ায়— লাইকোপোডিয়মও বেশ উপকারী। জগল্যান্স-সিনেরিয়ার (Juglans Cinerea)—θ—৬ষ্ঠ শক্তি ; ন্যাবা, লিভারের চারিদিকে টাটানি বেদনা ও ডান কাঁধের নীচে বেদনা থাকে, তদ্ভিন্ন ইহাতে অত্যধিক ঢেকুর উঠা, পেটফাঁপা, পেটফোলা (atonic dyspepsia) ; সবুজ বা হল্‌দে রঙের বাহ্যে, বাহ্যের সঙ্গে পেট বেদনা কোঁথানি, বেগ ও মলদ্বারে জ্বালা থাকে। নক্স-ভমিকাতেও—ডানকাঁধের নীচে বেদনা থাকে, তবে তাহার বাহ্যের লক্ষণ অন্য প্রকার। চেলিডোনিয়মে—কোষ্ঠবদ্ধ ও ছাগলের নাদির মত মল অথবা ঘোর হরিদ্রাবর্ণের তরল মল নির্দ্দিষ্ট। চেনোপডিয়মে (Chenopodium Anthel) —৩য় শক্তি; ডান কাঁধ হইতে পিঠের দাঁড়ায় এবং ভিতরে বুক পর্য্যন্ত বেদনা। চেলিডোনিয়মের ক্রিয়া ডানদিকে, সেইজন্য ডানদিকের নিউর‍্যালজিয়া, লিভার, ডানদিকের পেটে ও কিড্‌নীতে কষ্টদায়ক বেদনা, ডানদিকের নিমোনিয়া, ডান পা, উরু, পাছা ইত্যাদির বেদনা প্রভৃতি উপসর্গে ইহা—লাইকোপোডিয়ম ইত্যাদি ঔষধ অপেক্ষাও অধিক উপকারী। চেলিডোনিয়মে—সময়ে সময়ে বেদনা ডান কাঁধে ভিন্ন মেরুদণ্ডে পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়। চিলোন (Chilone)—১ম—৩০ শক্তি ; যকৃতের বাম কিম্বা ডান লোবে (Lobe) বেদনা, বেদনা বামদিকে অধিক থাকে। র‍্যানানকিউলাস নামক ঔষধের বেদনা অধিকাংশস্থলে বামদিকে অধিক, ইহাতে বাম-দিকের বক্ষঃস্থল পর্য্যন্ত আক্রান্ত হয়। ব্রায়োনিয়াতেও—লিভারে বেদনা ও লিভারের বৃদ্ধি আছে, তবে তাহাতে রোগীর কোষ্ঠবদ্ধ থাকে ও অতি কষ্টে খুব শক্ত ন্যাড়ু বাহ্যে হয়, পাতলা বাহ্যে হইলে পেটে কামড়ানি ব্যথা থাকে। লাইকোপোডিয়মে—পেটে বায়ু জমে, পেট হড়্‌হড়্‌ করে এবং মুখে টক্‌ আস্বাদ ও টক্‌ বমি থাকে। চেলিডোনিয়মে—মুখের আস্বাদ তিক্ত, লাইকোপোডিয়মে—পেটে বা লিভারের স্থানে একপ্রকার ঘিনঘিনে বেদনা

সর্ব্বদাই থাকে, সময়ে সময়ে জোর হয়, চেলিডোনিয়মে—সকল সময় বেদনা থাকে না ; কিন্তু যখন বেদনা হয় তখন খুব জোরে হয়, বেদনার প্রকৃতি যেন ছুরি মারে।

শ্বাসযন্ত্রের পীড়া—ছোট ছোট শিশুদের ক্যাপিলারি-ব্রঙ্কাইটীসে ও নিমোনিয়ায়—চেলিডোনিয়ম অত্যন্ত উপকারী ঔষধ। হুপিং-কাশি ও হামের সহিত বা হামের পর ব্রঙ্কাইটীস এবং নিমোনিয়া পীড়াতেও ইহা ফলদায়ক। নিমোনিয়ার সহিত যদি লিভারের দোষ থাকে, তাহা হইলে সোনায় সোহাগা হইল, ইহাতে উপকার হইবেই হইবে। চেলিডোনিয়ম—কাশি বেশ সরল থাকে, গলা ঘড় ঘড় করে ;কিন্তু গয়ার সহজে উঠে না, ইহাতে রোগীর মুখ লালবর্ণ হয় এবং নিশ্বাস জোরে জোরে ফেলে।

জ্বর—চেলিডোনিয়ম—লিভার ও ন্যাবা জণ্ডিস সংযুক্ত-জ্বরের একটি মহোপকারী ঔষধ। জ্বরে কখনও শীত থাকে, কখনও শীত থাকে না ; শরীরের অপেক্ষা মুখে উত্তাপ অধিক এবং ঘুমাইলে (থুজা ইত্যাদির ন্যায়) রোগীর ঘর্ম্ম হয়, ইহাতে প্রাতে ও ঘুম ভাঙ্গিবার পরেও ঘর্ম্ম হয়, ঘর্ম্মের পর লিভারে ও কাঁধের বেদনা কমে, মুখের আস্বাদ তিক্ত হয় ও মুখে লালা জমে। জ্বর সম্পূর্ণ বিচ্ছেদ হয় না, জ্বর—সবিরাম আকার ধারণ করিলে চেলিডোনিয়মের পর—আর্সেনিক উপকার হয়।

শিরঃ পীড়া—মাথার ডানদিকে নিউর‍্যালজিক বেদনা ; বেদনা—ডান চোখ, ডান কাণ, ডান গণ্ডাস্থি এবং ডান কাঁধে পর্য্যন্ত পরিচালিত হয়, বেদনা ডান চোখে অবস্থিতি করিলে সেই চোখ দিয়া খুব জল পড়ে। মাথাঘোরা—বিছানা হইতে কিম্বা আসন হইতে উঠিলে ও চোখ বুজাইলে মাথা ঘোরে, সম্মুখদিকে পড়িয়া যাইবার মত হয়, তাহার সহিত ন্যাবা এবং পিত্ত-বমি থাকে।

পাকস্থলীর পীড়া—গা-বমি-বমি, বমি, জিহবার ময়লা, মুখে তিক্ত আস্বাদ, পিত্তজনিত বেদনা তাহার সহিত পাকস্থলীর স্থানে বেদনা, পাকস্থলীর বেদনা পাকস্থলীর মধ্য দিয়ে পিঠে এবং ডানকাঁধের হাড়ে চলিয়া যায় কিম্বা পাকস্থলীর উপর দিয়া লিভারের দিকে পরিচালিত হয়। চেলিডোনিয়মের বেদনা—কিছু খাইলে কিম্বা গরম কিছু পানাহারে কম পড়ে। অনেক সময় খুব গরম জল পান করিলে বমি ও বেদনার উপশম হয়।

উদরাময়—চেলিডোনিয়মের বাহ্যে তরল রঙ—উজ্জ্বল হরিদ্রা কিম্বা সাদা, কখনও কখনও একবার উদরাময়, একবার কোষ্ঠবদ্ধ এরূপও দেখা যায়, ইহার সহিত প্রায়ই ন্যাবা বা লিভারের দোষ থাকে।

মহাত্মা হ্যানিম্যান বলেন—চেলিডোনিয়মের রোগী দুধ খাইবার অত্যন্ত আগ্রহ প্রকাশ করে, দুধ বেশ সহ্য হয়, পেটে বায়ু জমে না, পেটের অসুখে দুধ কিম্বা কোনও গরম পানীয় পান করিতে চাহে।

উদরশূল-বেদনা—চেলিডোনিয়মে পেটে একপ্রকার শূলুনি-বেদনা ধরে, রোগী খালিপেটে থাকিলে সেই বেদনার বৃদ্ধি হয় এবং কিছু আহার করিলেই কমিয়া যায়। এনাকার্ডিয়ম, গ্রাফাইটীস ও পেট্রোলিয়মেও খালিপেটে বেদনার বৃদ্ধি এবং কিছু খাইলেই বেদনার অনেকটা নিবৃত্তি হয় (কলোসিন্থ অধ্যায় দেখুন)।

প্রস্রাবের পীড়া—প্রস্রাব হলদে, ফেণাযুক্ত, কাল এবং ঘোলা।

বৃদ্ধি—পীড়া লক্ষণ দক্ষিণাঙ্গে, প্রত্যুষে।

উপশম—আহারের সময়, সন্ধ্যাভোজনের পর, উষ্ণপানে, আক্রান্ত অংশ ঘর্ষণে।

সম্বন্ধ—যকৃতের পীড়ায় চেলিডোনিয়মের পর আর্সেনিক উপযোগী। ব্রায়োনিয়া, লাইকো ও সলফার ইহার অনুপূরক ঔষধ। ব্রায়োনিয়ার অপব্যবহারে—চেলিডোনিয়ম দ্বারা দোষ সংশোধিত এবং চেলিডোনিয়মে কতক উপকার হইলে পরে—সলফার ও লাইকোপোডিয়ম দ্বারা শীঘ্র সম্পূর্ণ আরোগ্য সাধিত হয়।

ক্রিয়ানাশক—একোন, ক্যামো, কফি, এসিড, সুরা।

ক্রিয়া স্থিতিকাল—৭—১৪ দিন।

ক্রম—২ ×—৩০ শক্তি। ফরমূলা—১।

চিমাফিলা (Chimaphila Umbellata)

(ইউনাইটেড-ষ্টেটস ও ক্যানাডার একজাতীয় ক্ষুদ্র গাছ হইতে টিংচার প্রস্তুত হয়)—কিডনীর ও জননেন্দ্রিয়ের উপরেই এই ঔষধের প্রধান ক্রিয়া। রক্তপ্রধানা যুবতী-স্ত্রী এবং যে সকল স্ত্রীলোকের স্তন বড়, তাহাদের ধাতুতে ইহা অধিক উপকারী। লিম্ফ্যাটিক-গ্ল্যাণ্ড, মেসেন্ট্রিক-গ্ল্যাণ্ড ও স্তনের গ্ল্যাণ্ডের উপরেও ইহার ক্রিয়া দৃষ্ট হয়।

স্ত্রী-ব্যাধি—যোনীর উপরিভাগে ফোলা, বেদনা, প্রদাহ ; স্তনের টিউমার (ফাইটোলক্কা, কোনিয়মের মত), স্তনে অত্যধিক দুগ্ধ সঞ্চয়, স্তন শুষ্ক ও শীঘ্র শীঘ্র ক্ষুদ্র হইয়া আসে।

প্রস্রাবের, জননেন্দ্রিয়ের পীড়া—ক্যান্থারিস দেখুন।

এতদ্ভিন্ন—চক্ষুর পীড়ায় আলোকের চতুর্দ্দিকে রামধনুর মত রঙ দর্শন, চক্ষুর পাতা অনবরত কুটকুট করা, বামচক্ষুতে খোঁচামারা বেদনা, জলপড়া ইত্যাদিতে এবং দন্তের পীড়ায়—কিছু খাইলেই দাঁতের যন্ত্রণা বৃদ্ধি, ঠাণ্ডাজল মুখে রাখিলে আরামবোধ ইত্যাদি লক্ষণে—ইহাতে উপকার হইতে পারে।

বৃদ্ধি—বর্ষা ও স্যাঁৎসেতে ঋতুতে, পীড়া উপসর্গ বামদিকে।

সদৃশ—ইউভা-উর্সি, এগ্নাস, স্যাবাল্-সেরুলেটা।

ক্রম—θ—৩ × শক্তি। ফরমূলা—৩।

চিয়োন্যান্থাস (Chionanthus)

(টাটকা ছাল হইতে টিংচার প্রস্তুত হয়)— পৈত্তিক ও ঋতুস্রাবকালীন শিরঃপীড়া, ন্যাবা, ঋতুবন্ধসহ ন্যাবা ও যকৃতের পীড়ায় ইহা উপকারী।

সিয়ানোথাস—যেমন প্লীহা রোগে হোমিওপ্যাথদের নিকট একপ্রকার পেটেন্ট ঔষধরূপে ব্যবহৃত হয়, চিয়োন্যানথাসও সেই প্রকার যকৃত রোগে পেটেন্টের মত ব্যবহৃত হয়। যকৃতে এবং যকৃতের শিরাদির উপর ইহার প্রধান ক্রিয়া। যকৃত খুব বড় হইলে ও তাহার আনুসঙ্গিক উপসর্গ—কোষ্ঠবদ্ধতা, কাদারঙের মত মল, কখনও নরম, হলদে, হলদে রঙের প্রস্রাব, প্রতি বৎসর গ্রীষ্মকালে ন্যাবা, মাঝে মাঝে ন্যাবা, যকৃতে বেদনা, অরুচি, সমস্ত আহার্যে অনিচ্ছা প্রভৃতি লক্ষণগুলি থাকিলেই ইহাতে উপকার হইবে। পিত্ত-পাথরীতেও ইহা বিশেষ উপকারী (কাউপারথোয়েট বলেন—ইহা মাত্র ক্যাট্যার‍্যাল-জণ্ডিসে উপকারী, অন্য প্রকারের পীড়ায় নহে)।

পেটের পীড়া—পাকস্থলী যেন জোরে টেনে খেঁচে ধরে, মনে হয় যেন পেটের মধ্যে কোন জীব নড়িতেছে (পেটের মধ্যে কোন জীব নড়া অনুভব—এরাণ্ডো, ক্রোকাস, থুজা এবং মাথা ভিতরে নড়া—পেট্রোলি, সিলি) ইহার এক অদ্ভুত লক্ষণ—ঠিক জোলাপ খাইলে যে প্রকার জোরে বাহ্যের বেগ আসে, সময়ে সময়ে ঠিক সেই প্রকার বাহ্যের বেগ আসে, মনে হয়—পায়খানায় যাইবামাত্রই খুব বাহ্যে হইবে, কিন্তু ফলে কিছুই হয় না, এই লক্ষণের সহিত কখনও কখনও গা-বমি থাকে, উঁকি উঠে।

প্রস্রাবের পীড়া—রস-এরোম্যাটিক অধ্যায় দেখুন।

সদৃশ—সিয়ানো, চেলিডোন, কার্ডুয়াস, লেপ্‌ট্যাণ্ড্রা, ন্যাট-মিউর।

ক্রম—θ—১ × শক্তি। ফরমূলা—৩।

ক্লোর‍্যাল্ হাইড্রেট (Chloral Hydrate)

অন্য নাম—ক্লোর‍্যালম। সাধারণতঃ হৃৎপিণ্ডের, মস্তিষ্কের এবং চর্ম্মের উপর ইহার প্রধান ক্রিয়া। হৃৎপিণ্ডের উপর ক্রিয়া প্রকাশ করিয়া ইহা হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়ার হ্রাস ও অবসাদ আনয়ন করে, মস্তিষ্কের উপর ক্রিয়া প্রকাশ করিয়া সুস্থ মানবকে গভীর নিদ্রাচ্ছন্ন এবং চর্ম্মের উপর ক্রিয়া প্রকাশ করিয়া লালবর্ণের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফুস্কুড়ি ও ফোস্কার মত উদ্ভেদ উৎপন্ন করে। ডাঃ ডবলিউ হুলার্ট সাহেব এই ঔষধটি প্রথম পরীক্ষা করেন।

মূর্চ্ছা—রোগী মূর্চ্ছাপ্রাপ্ত হইয়া কয়েক ঘন্টা হইতে কয়েক দিবস পর্য্যন্ত স্থির হইয়া একভাবে পড়িয়া থাকে, ডাকিলে সাড়া দেয় না, চৈতন্য হয় না।

শিরঃপীড়া—প্রাতঃকালীন শিরোবেদনা, প্রাতে অত্যন্ত মাথাব্যথা বাড়ে, বেদনা সমস্ত মাথায় থাকিলেও কপাল অত্যন্ত ব্যথা করে, একটু নড়াচড়াতেই ঐ বেদনা বৃদ্ধি হয়, বেদনা কিছুতেই কমে না, কেবলমাত্র খোলা বাতাসে থাকিলে একটুমাত্র উপশম হয়।

শ্বাসযন্ত্রের পীড়া—অত্যন্ত শ্বাসকষ্ট, তাহাতে প্রতি মুহূর্ত্তেই মনে হয় যেন শ্বাস বন্ধ হইয়া মারা পড়িবে, রোগী হাঁপাইতে থাকে।

আমবাত—দিন অপেক্ষা রাত্রিতে অত্যন্ত চুলকানি বাড়ে, চুলকাইলে চাকা-চাকা হইয়া ফুলিয়া উঠে, একটু ঠাণ্ডা লাগিলেই চুলকানি বাড়ে, উপসর্গ উত্তাপে

উপশম হয়। যাহারা নেশা করে, মদ্যপানাসক্ত, তাহাদের পীড়ায় ইহা প্রায় সকল ঔষধ অপেক্ষা উপকারী। কোনও চর্ম্মপীড়ায় হামের মত লালবর্ণের উদ্ভেদ, তাহাতে চুলকানি।

ভয়—যে সকল শিশু নিদ্রা যাইতে যাইতে হঠাৎ জোরে চীৎকার করিয়া জাগিয়া উঠে, মনে হয় যেন কোন ভয় পাইয়া এরূপ করিতেছে পিতা মাতা কিছুই কারণ ঠিক করিয়া উঠিতে পারে না, তাহাদের উক্ত লক্ষণে—ক্লোর‍্যাল বিশেষ উপকারী।

বসন্ত—শিশুদের জল-বসন্ত পীড়ায় এই ঔষধের উপকার হয়।

ক্রিয়ানাশক—এমোনিয়া, মস্কাস, ডিজিটেলিস।

সদৃশ—হাইড্রোসি-এসিড, সাইকিউ, বেল, কান্থার, এপিস।

ফরমূলা—৬ এ।

ক্লোরাম (Chlorum)

(ক্লোরিণ)—ডাঃ হেরিং সাহেব ইহা প্রথমেই পরীক্ষা করেন ; ক্লোরাম-টিংচারে একশত ভাগের মধ্যে একভাগ ক্লোরিণ-গ্যাস থাকে। ক্লোরিণ গ্যাস শ্বাসপথে গ্রহণ করিলে-গ্লটীসের (শ্বাসনলী-দ্বারের) আক্ষেপ হয়, ডাঃ হেরিং বলেন—"Air is admitted well enough, but its exit is prevented" অর্থাৎ বাতাস শ্বাসপথে সহজে আসিতে পারে ; কিন্তু বাহির হইতে পারে না। ক্লোরিন শ্বাসপীড়ার যে সমস্ত লক্ষণে আমরা হোমিওপ্যাথিতে ব্যবহার করি, তাহা পূর্ব্বে আর্সেনিক-এলবম অধ্যায়ে—১৩২ পৃষ্ঠায় শ্বাসযন্ত্রের পীড়ার মধ্যে লিখিত হইয়াছে পাঠ করিবেন।

জিহবায় অত্যন্ত শুষ্কতা—এই ঔষধটির আর একটি বিশিষ্ট লক্ষণ। টাইফয়েড-জ্বর কিম্বা অন্য কোনও দুর্ব্বলকর পীড়ার জিহবার অত্যন্ত শুষ্কতা (extreme dryness) দর্শন করিলে ইহা প্রথমেই প্রয়োগ করিয়া দেখিবেন, এই ঔষধের দ্বারা দেহের চরম অবসাদও নিবারিত হইবে। এজমা—prolonged, loud whistling rales.

গ্যাংরীণ—এই পীড়ায় ক্লোরাম বাহ্যিক এবং আভ্যন্তরিক ব্যবহারে অনেক সময় উপকার হয়।

স্মৃতিশক্তি—সম্পূর্ণ লোপ, নিজের নাম পর্য্যন্ত ভুলিয়া যায়।

ক্রম—৩—৬ শক্তি। ফরমূলা—৫-বি।

সাইকিউটা ভিরোসা (Cicuta Virosa)

(জার্ম্মেনির জলাশয়জাত একপ্রকার গুল্মের-টিংচার)—ইহা নার্ভাস সিষ্টেমের উপর ক্রিয়া প্রকাশ করিয়া আক্ষেপযুক্ত লক্ষণসমূহ, যেমন—হিক্কা, দাঁতিলাগা, ধনুষ্টঙ্কার, তড়কা, খেঁচুনি ইত্যাদি উৎপাদন করে।

চরিত্রগত লক্ষণ ঃ—

১। তড়কা ফিট—তাহাতে খেঁচুনি (স্প্যাজম্), প্রত্যঙ্গাদির কিম্বা সমস্ত শরীরের ভীতিজনক বিকৃতি, রোগী ধনুকের মত পিছনদিকে বাঁকিয়া পড়ে, অজ্ঞান হয়, কেহ স্পর্শ কিম্বা গোলমাল করিলেই খেঁচুনি বাড়ে ; ২। পোয়াতির তড়কা—ফিটের সময় কয়েক মিনিটের জন্য শ্বাসবন্ধ হয়—যেন মৃত ; কিন্তু পুনরায় শ্বাস বহে, এই প্রকারে ফিট ঘন ঘন হয়, প্রসব হইয়া যাইবার পরেও উক্ত প্রকারে ফিট হইতে থাকে, শরীরের উর্দ্ধাংশে আক্ষেপ অধিক ; ৩। শিশুর দাঁত উঠিবার সময় দাঁতিলাগার মত হইয়া চোয়াল ধরিয়া যায়, দাঁত কড়মড় করে ; ৪। কোনও প্রকার উদ্ভেদ বসিয়া গিয়া মস্তিষ্ক লক্ষণ; ৫। হঠাৎ মাথা, পাকস্থলী, হাত, পা ইত্যাদির মধ্যে প্রচণ্ড সক্ (shock), তাহাতে আক্রান্ত অংশ ঝাঁকি লাগার মত বাড়িয়া উঠে ; ৬। মস্তিষ্কে কিম্বা মেরুদণ্ডে আঘাত লাগিয়া মস্তিষ্কের বিকৃতি বশতঃ কোনও পুরতান পীড়ার উৎপত্তি, যেমন—আক্ষেপ, ফিট ইত্যাদি ; ৭। একজিমা—মুখে, দাড়িতে ও মাথায় পুরু হলদে রঙের মামড়ি পড়ে, চুলকানি থাকে না ; ৮। কলেরায় বা অন্য কোনও পীড়ায় প্রবল হিক্কা।

মেনিন্‌জাইটীস ও তড়কা—মাথা, ঘাড়, পিঠের দিকে ধনুকের মত বাঁকিয়া পড়িলে ও সকল প্রকার আক্ষেপ, খেঁচুনি বা তড়কায় অঙ্গের নানা প্রকার বিকৃতি ঘটিলে ইহার দ্বারা উপকার পাওয়া যায়। সেরিব্রো স্পাইন্যাস্ মেনিন্‌জাইটীস রোগের খেঁচুনির সহিত যদি রোগী মাঝে মাঝে দমবন্ধ হওয়ার এবং অজ্ঞানের মত হয় ইহাতে উপকার হইবে। ইহার দ্বারা অতি ভীষণ রকমের তড়কাও অনেক সময় আরোগ্য হয়। পোয়াতির তড়কা শিশুদের দন্তোদগমকালীন তড়কা তভিন্ন ক্রিমিজনিত তড়কা—সিনায় কোনও উপকার না হইলে—সাইকিউটায় উপকার হইবে। তড়কায় কখনও হাত পা ঢিলা, কখনও শক্ত হয় ; একটুমাত্র স্পর্শ করিলে, নড়িলে, গোলমাল বা একটু শব্দ করিলে খেঁচুনি বাড়ে। মাথা ও ঘাড় পশ্চাৎদিকে বাঁকিয়া যাইয়াই ইহার প্রধান চরিত্রগত লক্ষণ (উপরে চরিত্রগত লক্ষণ ও বেলেডোনা অধ্যায় দেখুন এবং নিম্নে "আভাষ" পরিচ্ছেদটি পাঠ করুন)।

মস্তিষ্ক-ঝিল্লীর প্রদাহ (Meningitis)—ব্যাসিলার, টিউবার্কিউলার, সেরিব্রো-স্পাইন্যাল প্রভৃতি সকল প্রকার পীড়ায়, যখন—রোগীর শ্বাসকষ্ট থাকে এবং কোনও দ্রব্য গিলিতে এমন কি—ঢোক গিলিতেও কষ্টবোধ করে, তখন—সাইকিউটার দ্বারা বিশেষ উপকার হয়। ইহাতে রোগীর গায়ে হাত দিলেই ফিট (খেঁচুনি) বাড়ে এবং কয়েকদিন পীড়া-ভোগের পর তবে ফিট আরম্ভ হয় (পীড়ার প্রারম্ভেই ফিট হইলে—গ্লোনয়িন, প্লম্বম)। সাইকিউটায় আক্ষেপের নিমিত্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদি সোজা (straight) থাকিলে বাঁকান যায় না, আবার বাঁকিয়া থাকিলেও সোজা করা যায় না। ঘাড়ে খেঁচুনি হয়—তজ্জন্য মাথা পিছন দিকে খেঁচিয়া থাকে, পিঠে খেঁচুনি—ধনুকের মত বাঁকিয়া পড়ে।

কর্ণের পীড়া—সেরিব্রো—স্পাইন্যাল্-মেনিনজাইটীস কিম্বা আরও অন্য কোনও প্রকার মস্তিষ্ক সম্বন্ধীয় পীড়ায় কাণ দিয়া রক্তস্রাব হইতে থাকিলে অথবা সম্পূর্ণ কালা হইয়া যাইলে—সাইকিউটা উপকারী। কোনও আহার্য্য বস্তু গিলিবার সময় হঠাৎ কানে একটা উচ্চ শব্দ হইয়া কালা হইয়া যাইলে ইহার দ্বারা উপকার হয়।

হৃৎপিণ্ডের পীড়া—বুক ধড়ফড়ানির সঙ্গে বুক যেন থর্ থর্ করিয়া কাঁপে, বোধ হয় যেন হৃৎপিণ্ডের গতি বন্ধ হইয়া যাইবে।

হিক্কা—কলেরা রোগীর প্রায়ই হিক্কা হয়, সে হিক্কার শব্দ খুব জোরে-জোরে হইলে এবং তাহার সঙ্গে পেটে জ্বালা, ক্ষুধাহীনতা, পানাহারের পর বমনেচ্ছা, গা-বমি-বমি, পেট ভার ইত্যাদি লক্ষণগুলি থাকিলে—সাইকিউটা উপকারী। উক্ত লক্ষণে জ্বর বিকারের হিক্কাতেও ইহা সমান উপযোগী (নক্স-ভমিকা অধ্যায় দেখুন)।

চর্ম্মপীড়া—মাথায় একজিমা ছোট ছোট পূঁযপূর্ণ ফুস্কুড়ি ও ঘা, ইহা এক এক সময় এত অধিক পরিমাণে হয় ও এত বেশী চাবড়ার মত মামড়ি পড়ে যে, হঠাৎ দেখিলে মনে হয় ঠিক যেন মাথায় একটি টুপী পরিয়াছে এবং মুখের একজিমারোগে—উপরের ঠোঁটে ও দাড়িতে পুরু ও হলদে রঙের মামড়ি পড়িলে, আর তাহা সর্ব্বদা রসে ভিজিয়া থাকিলে—সাইকিউটায় উপকার হওয়া সম্ভব। এখানে—২০০ বা আরও উচ্চশক্তি একমাত্রা প্রদান করিয়া অপেক্ষা করিবেন এবং বাহ্যিক প্রয়োগের নিমিত্ত শুধু অলিভ অয়েল বা হরিদ্রাগুঁড়া ও বোরিক সমভাবে মিশাইয়া দিবেন।

আভাষ—সম্পূর্ণ জ্ঞানলোপের সহিত ফিট্, তড়কা বা আক্ষেপ, তাহা যে কোন কারণেই হউক এবং হিষ্টিরিয়া, মৃগী, অজীর্ণ বা ক্রিমি দোষজনিত আক্ষেপ, প্রসবান্তিক আক্ষেপ, ধনুষ্টঙ্কার, খেঁচুনি, কোরিয়া, মুখ দিয়া রক্তাক্ত ফেণা নির্গমনসহ আক্ষেপ ইত্যাদি যে কোন পীড়াই হউক না কেন যদি তাহাতে রোগী সম্পূর্ণ অজ্ঞান থাকে—সাইকিউটাই প্রশস্ত। সাইকিউটার সহিত নক্সের ক্রিয়ার সম্বন্ধ অতি নিকট। নক্সে—জ্ঞান থাকে, সাইকিউটায় মস্তিষ্কের পক্ষাঘাত (the function of the brain is paralysed) হয়, তাহাতে জ্ঞান সম্পূর্ণ লোপ পায়।

জ্ঞানলোপের সহিত আক্ষেপ ও টঙ্কার—এব্‌সিন্থিয়াম ; সমুদয় অঙ্গ প্রত্যঙ্গের ভয়ানক বিকৃতি—এগারিকাস ; আক্ষেপের সহিত ঘাড়ের পশ্চাৎবক্রতা—এব্‌সিন্থিয়াম, নক্স-ভমিকা, ওপিয়ম।

বৃদ্ধি—স্পর্শে, সামান্য শব্দে, দেহ সঞ্চালনে, তামাকের ধোঁয়ায়।

পরবর্ত্তী ঔষধ—বেল, হিপার, পল্‌স, রস, সিপি।

ক্রিয়া স্থিতিকাল—৫—১০ দিন। ক্রম—৬ x—২০০ শক্তি।

ফরমূলা—১।

সাইমেক্স (Cimex)

(ছারপোকা) ইহা পালাজ্বরের মহৌষধ। ২ দিন ছাড়া পালাজ্বরে যেদিন জ্বরের পালা নহে, সেই দিন ২/৩টি ছারপোকা, পাকা কলার মধ্যে পুরিয়া রোগীকে ৫/৬ ঘন্টা অন্তর ৩ বার খাওয়াইয়া আমি অনেক রোগীতে সুন্দর উপকার হইতে দেখিয়াছি। চেতন, অচেতন, উদ্ভিদ মধ্য জগতের যাবতীয় পদার্থই জগদীশ্বর মানবের কোন না কোন উপকারার্থে সৃষ্টি করিয়াছেন। আমি একখানি ইংরাজী পুস্তকে পাঠ করিয়াছিলাম।

Achytanthes Aspera (আপাং বা অপমার্গ গাছ) "Tertian fever is known to be cured by tieing its roots on the left arm with red thread" আপাংয়ের শিকড় রবিবারে ১ গাছি লাল সুতায় মুড়িয়া বামহস্তে বাঁধিলে, একদিন অন্তর পালাজ্বর আরোগ্য হয় ; একটি করিয়া তুলসীপাতা ইক্ষুগুড় দিয়া জ্বরের পালার দিন প্রাতে খাইলে ১ দিন ছাড়া পালাজ্বর বন্ধ হইবে, পল্লী গ্রামবাসীগণ ইহা পরীক্ষা করিতে পারেন। ছারপোকা—২ দিন ছাড়া জ্বর ও রক্তস্রাবীর অর্শের মহৌষধ। কলার ভিতর ৪/৫টি জীবিত ছারপোকা পুরিয়া ৪/৫ দিন সকালে খাইলেই প্রায় অর্শের রক্ত বন্ধ হয়, তবে ইহা ৮/১০ দিন খাইতে হইবে (ইস্কিউলাস দেখুন) ; অর্শ রক্তস্রাবী—হ্যামা, মিলিফো ; অর্শে অত্যন্ত চুলকানি- স্লাগ-৩০। ২ দিন ছাড়া পালা-জ্বরে নক্সভম—তরুণে নিম্ন—পুরাতনে উচ্চশক্তি পরীক্ষা করিবেন।

চরিত্রগত লক্ষণ ঃ—

১। পায়ের টেণ্ডন (অস্থিবন্ধনী যেন ছোট হইয়া গিয়াছে—তজ্জন্য পা লম্বা করিতে পারে না, গুটাইয়া শোয়, এইভাবে ডান পায়েই অধিক ; ২। জ্বরভোগকালীন আচ্ছন্ন, ঘুম-ঘুম ভাব ; ৩। সমস্ত গাঁটে বেদনা, হাঁটুর গাঁটেই বেদনা অধিক।

সবিরাম-জ্বর—শীতাবস্থায় মাথাব্যথা ; কিন্তু তাহা সত্ত্বেও রোগীর অত্যন্ত ঘুম-ঘুমভাব থাকে, লিভারে বেদনা, এ অবস্থায় রোগী কিছুতেই হাত পা ছড়াইয়া শুইতে পারে না, যেন পেশী বন্ধনী (tendon) ছোট হইয়া গিয়াছে, বুক অত্যন্ত ভারী হইয়া উঠে, তজ্জন্য নিশ্বাস ফেলিতে কষ্ট, জলপানে কষ্ট, জলপান করিলে মাথাব্যথা যেন আরও বৃদ্ধি হয়। উত্তাপাবস্থায়—পিপাসা থাকে না, কিন্তু এ অবস্থায় গলার মধ্যে একপ্রকার কষ্ট হয়, তাহাতে বোধ হয় যেন গলায় কি চাপিয়া ধরিয়াছে ও নিশ্বাস আটকাইয়া যায়, জল পান করিলেও গলায় লাগে ও গিলিতে কষ্ট হয়। ঘর্মাবস্থায়—সমস্ত কষ্টেই হ্রাস হয়, তখন পিপাসা থাকে ও জলপান করে; কোনও কষ্ট থাকে না।

কোষ্ঠবদ্ধ—মল শুষ্ক, শক্ত, গোল, গুটলে, মলদ্বারে ক্ষত।

সদৃশ—এমন-মিউ, কষ্টি, এপিস, ডলকা, ইউপেট-মার্ফো।

ক্রম—৩ × শক্তি। ২০০শ শক্তি ও উপকারী। ফরমূলা—৪।

সিনা (Cina)

(একপ্রকার চারাগাছের শুষ্ক পুষ্প হইতে টিংচার প্রস্তুত হয়, ইহার উগ্রবীর্য্য পদার্থই—স্যান্টোনাইন)। সিনা প্রয়োগকালীন—১। রোগীর মুখের চেহারা পাংশুবর্ণ ; ২। চক্ষুর তারকা প্রসারিত ; ৩। নিদ্রার সময় দাঁত কড়মড় করা ; ৪। নাসিকা চুলকান বা খোঁটা (ন্যাপথালাইনের মত) ; ৫। চক্ষুর কোণে কালিমা পড়া ; ৬। রাক্ষুসে ক্ষুধা ; ৭। খিটখিটে, রাগী ও একগুঁয়ে মেজাজ ; ৮। নিদ্রিতাবস্থায় চীৎকার করিয়া উঠা ও করুণস্বরে কাঁদা ; ৯। সমস্ত মিষ্ট দ্রব্য ও অন্যান্য বস্তু খাইতে বেশ ভালবাসে, কিন্তু স্তনের দুধ খায় না ; ১০। যখন প্রস্রাব করে তখন ঘোলা, পরে চুণ বা খড়িগোলার মত হইয়া যায়, অসাড়ে প্রস্রাব ; এই চরিত্রগত লক্ষণ কয়টির উপর বিশেষ দৃষ্টি রাখিবেন। অন্ত্রের উপর এই ঔষধটির প্রধান ক্রিয়া এবং ক্রিমিগ্রস্ত শিশুদের পীড়ায় অধিক উপকারী।

উপরোক্ত লক্ষণসমূহ সাধারণতঃ ক্রিমি হইলেই দেখা যায় এবং তজ্জন্য সিনা প্রয়োগে কখনও বা ক্রিমি নির্গত হইয়া পীড়ার শান্তি হয় ; আবার কখনও বা ক্রিমি নির্গত না হইলেও অন্য কোনও পীড়ার সহিত উক্ত লক্ষণগুলি বিদ্যমান থাকিলে সেই পীড়ার আশু উপশম করাইয়া দেয়। এক প্রকার ছোট ছোট ক্রিমি আছে, তাহাতে মলদ্বার চুলকায় ও সড়সড় করে, শিশু তাহাতে অত্যন্ত কষ্ট পায়, এই লক্ষণে বোধ হয় সিনা অপেক্ষা—টিউক্রিয়মে অধিক উপকার হয়। কখনও কখনও ক্রিমির জন্য শিশুদের তড়কা হয়, তাহাতে—ইণ্ডিগোনামক ঔষধ অধিক উপকারী। এতদ্ভিন্ন—স্পাইজেলিয়া, ষ্ট্যানম, ইউফরবিয়ম প্রভৃতিও ছোট ছোট ক্রিমির ভাল ঔষধ। ফিতা-ক্রিমির (Tape- worm) পক্ষে—ফিলিক্স-মাস অধিক উপকারী। সিনার দ্বারা ক্রিমি লক্ষণের উপমশ না হইলে—স্যান্টোনাইন ১ ×, ২ × শক্তি প্রযোজ্য। টাইফয়েড পরিচ্ছেদের শেষাংশ দেখুন।

ফিলিক্স-মাস—ইহা ফিতা ক্রিমি ভিন্ন, অন্যপ্রকার ক্রিমির লক্ষণেও বিশেষতঃ যাহাদের কোষ্ঠবদ্ধের ধাতু তাহাদের পীড়ায় অধিক উপকারী। ক্রিমিজনিত পেটে শূলুনি-বেদনা, নাসিকা চুলকান, মুখের বিবর্ণতা, চোখের চারিদিকে নীলবর্ণের গোলাকার দাগ প্রভৃতি—ফিলিক্স-মাসের লক্ষণ, ইহা সাধারণতঃ ১ম হইতে ২য় শক্তি ব্যবহৃত হয়। স্যান্টোনাইন—১ × বিচূর্ণ, সকল প্রকার ক্রিমিরই ঔষধ। ডাঃ সুসলারের মতে—ন্যাট্রম-ফস ক্রিমির ভাল ঔষধ। কুপ্রম-অক্সাইডেটাম-নায়গ্রা—১ ×, সকল প্রকার ক্রিমির মহৌষধ, ফিতা ক্রিমিতেও ইহার দ্বারা উপকার হয়, এই ঔষধটি —ডাঃ Zopfy-র প্রায় ৬০ বৎসরের অভিজ্ঞতার ফল। চেনোপোডিয়ম—চেনোপোডিয়ম-অয়েল—৮/১০ ফোঁটা মাত্রায় ২ ঘন্টা অন্তর মাত্র ১ দিন ৩ মাত্রা খাওয়াইলে লম্বা কেঁচোর মত বড় বড় ক্রিমিতে ও হুক-ওয়ারমে বিশেষ উপকার হয়, পেটের সমস্ত ক্রিমি বাহির হইয়া যায় (গ্র্যাণেটাম)। লিনা—লং-রাউণ্ড ও থ্রেড-ওয়ারমসের ভাল ঔষধ, পিন-ওয়ারমের নহে। (Helminto-Chortus—লম্বা ক্রিমির ব্রহ্মাস্ত্র, মৎকৃত প্র্যাকটিসনার্স গাইড দেখিবেন) এখন কি কি লক্ষণে সিনা উপযোগী তাহা দেখুন ঃ—

ছেলে অত্যন্ত খিটখিটে, রাগী (অনেকটা ক্যামোমিলার মত), কেবলমাত্র কোলে থাকিতে ইচ্ছা, কেহ গায়ে হাত দিলে কাঁদিয়া অধীর হয় ও হাত-পা ছোড়ে (এন্টিম-ক্রুডে—এই লক্ষণ আছে), শিশু রাত্রিতে অত্যন্ত অস্থির হয় ও ঘুমাইতে ঘুমাইতে চীৎকার করিয়া উঠে, ঠিক এপিসের মত; কিন্তু এপিসের মস্তিষ্ক লক্ষণঘটিত ইহাতে নাই। ক্রিমিগ্রস্ত শিশুগণের ক্ষুধা অস্বাভাবিক অর্থাৎ তাহাদের ক্ষুধা যেন আর শেষ হয় না, আহার করিবার পরেই আবার খাইতে চায়। দেখা যায়—ক্রিমিগ্রস্ত অনেক শিশুর প্রস্রাব ঘোলা কিম্বা দুধের মত সাদা এবং প্রস্রাব শুকাইয়া যাইলে খড়ি-গোলার মত সাদা দাগ পড়ে, সিনা—এই সমস্ত লক্ষণেও উপকারী।

তড়কা—শিশুদের দাঁত উঠিবার সময় প্রায়ই এই প্রকার পীড়া হয় এবং তড়কা হইলে অনেকে প্রথমেই বেলেডোনা দিয়া বসেন, বেলেডোনা—দাঁত উঠিবার সময় তড়কায় বিশেষ উপকারী বটে; কিন্তু যদি কোনও উদ্ভেদ উত্তমরূপে বাহির হইতে না পারিয়া তড়কা হয়, তাহা হইলে কুপ্রম, জিঙ্কাম, ষ্ট্র্যামোনিয়ম ইত্যাদি ঔষধই প্রয়োজনীয়, ক্রিয়োজোটে—ছেলে সমস্ত রাত্রি ছটফট করে ; কিন্তু আস্তে আস্তে চাপড়াইলে আবার একটু সুস্থ হয়। পেটের পীড়ার রিফ্লেক্স-ইরিটেসন (reflex irritation) হেতু তড়কায়—কষ্টিকাম উপকারী। সিনার তড়কায়—শিশুকে কোলে লইয়া বেড়াইলে বা নাড়া-চাড়া করিলে ফিট কিছু কম হয় এবং স্থির হইয়া শুইয়া থাকিলে ফিট অধিক হয়। ক্রিমিজনিত তড়কায়—অর্টিমিসিয়া, ইণ্ডিগোও সিনা। ডাঃ ফ্যারিংটন বলেন উহাতে উপকার না হইলে কোয়াসিয়া উপযোগী। দাঁতের মাঢ়ী লালবর্ণ ও ফোলা, এই মাঢ়ীর রিফ্লেক্স-ইরিটেসনজনিত তড়কায়—ডলিকস এবং শিশুদের ছানার মত চাপ্ চাপ্ বমির সহিত তড়কায়—ইথুজা উপকারী।

সবিরাম-জ্বর—শিশুদের জ্বরে—সিনায় অনেক সময় উপকার হয়। জ্বরে উপরোক্ত ক্রিমির লক্ষণ সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে থাকিলে ও কোনও ঔষধ ব্যবহারকালীন মধ্যে মধ্যে সিনা একমাত্রা প্রয়োগ করিলে বিশেষ উপকার সাধন করে, কখনও বা তাহাতে জ্বর একেবারেই বন্ধ হইয়া যায়। সিনার জ্বর প্রায় বৈকাল ও প্রতিদিন ঠিক একই সময়ে আসে, সন্ধ্যায় জ্বর আসিলে সমস্ত রাত্রি ভোগ হয়। জ্বরে—অত্যন্ত ক্ষুধা, বমন, ভুক্তদ্রব্য বা পিত্ত-বমন, মুখে জলউঠা, উদরাময় বা কোষ্ঠবদ্ধ, নাকখোঁটা, চোখ রগড়ান, অনিদ্রা ঘুমাইতে ঘুমাইতে চমকাইয়া উঠা ও চীৎকার করা, আঙ্গুলের মাথা ও নখখোঁটা ইত্যাদি লক্ষণগুলি নির্দ্দিষ্ট। শীত ও উত্তাপ অবস্থায় পিপাসা থাকে না। সিনাতে প্রায়ই জিহবা পরিষ্কার থাকে, ইপিকাকেও—জিহবা পরিষ্কার ; কিন্তু তাহাতে বমি বা গা-বমি-বমি ভাবই অধিক এবং সিনার উপরোক্ত লক্ষণাদির কিছুই থাকে না।

টাইফয়েড-জ্বর—টাইফয়েড-জ্বরে ছেলে সম্পূর্ণ অজ্ঞান ; তৎসহ পেটফোলা, উদরাময়। পিপাসা বিশেষ বুঝা যায় না ; কিন্তু জল দিলেই পান করে, এপাশ ওপাশ করিয়া ক্রমাগত মাথা নাড়ে, নাক চুলকায়, এই সমস্ত লক্ষণ থাকিলে—সিনা উপকারী। এই পীড়ায় যদি রোগী থাকিয়া থাকিয়া অত্যন্ত

ছটফট করে ও তৎসঙ্গে নিয়ত ঘ্যানঘ্যান্, প্যানপ্যান্, এটা নয় ওটা, এই বলিয়া ক্রমাগত বায়না ও আব্দার করে, খোনাসুরে কাঁদে এবং তাহার সহিত পূর্ব্বোক্ত মানসিক লক্ষণের সমাবেশ থাকে, তাহা হইলে—সিনায় প্রভূত উপকার হইবে। সিনা—সুস্থ শরীরে সেবন করিলে পেটের মধ্যে ক্রিমি জন্মাইতে দেখা যায় না ; কিন্তু ক্রিমির উপসর্গের মত কতকগুলি লক্ষণ উৎপন্ন হয়, সেই জন্য সিনার দ্বারা ক্রিমি রোগেরও শান্তি হইয়া থাকে, সিনা ক্রিমির প্রকৃত ঔষধ নহে।

কাশি—শিশুর দিন রাত্রি কাশি; কাশিতে কাশিতে ছেলে যেন শক্ত হইয়া পড়ে, কাশির পর গলায় ঘড়্ঘড়্ শব্দ হয়, এই প্রকার কাশি হুপিং কাশির লক্ষণ ও সিনার দ্বারা উপকার হয় (এম্ব্রাগ্রিসিয়া দেখুন)। শিশু নড়িলে চড়িলে বা কথা কহিলেই তাহার কাশি বাড়ে, তজ্জন্য চুপ করিয়া থাকে (কাশির বিস্তৃত বিবরণের জন্য এরালিয়া অধ্যায় ১০৯ পৃষ্ঠা দেখুন)।

বৃদ্ধি—রাত্রিতে, জলপানে, ক্রিমির দ্বারা, কথা কহিলে, হাসিলে।

সম্বন্ধ—হুপিং-কাশিতে—ড্রসেরার পর সিনা এবং ক্রিমিতে সিনায় ফল না পাইলে—স্যান্টোনাইন, টিউক্রিয়ম, স্পাইজেলিয়া ও ষ্ট্যানম্ প্রভৃতি ঔষধ দিবেন। ক্ষুদ্র ক্রিমিতে—ইণ্ডিগো, কোয়াসিয়া প্রযোজ্য। এন্টিম, ক্রুড, এন্টিম-টার্ট, ক্যামো, ক্রিয়ো, সিলি, ষ্ট্যাফি, ইগ্নে ইত্যাদি ইহার সদৃশ।

ক্রিয়ানাশক—আর্ণিকা, ক্যাম্ফর, চায়না, ক্যাপ্সি।

ক্রিয়া স্থিতিকাল—১৬—২০ দিন। ক্রম—৩ x—২০০ শক্তি।

ফরমূলা—৪।

সিঙ্কোনা বা চায়না (Cincona)

(পেরু ও বোলিভিয়ার একপ্রকার লম্বা গাছ—ইহার ছাল হইতে টিংচার এবং বিচূর্ণ ক্রম ঔষধ প্রস্তুত হয়)—জ্বর, অতিরিক্ত রস-রক্ত ক্ষয়, স্তন্যদান ও লালাস্রাব হেতু দুর্ব্বলতা, উদরাময়, প্লীহা-লিভার, পেটফাঁপা, রক্তস্রাব ও স্নায়ুশূল ইত্যাদি সাধারণতঃ ইহা ব্যবহৃত হয়।

কৃষ্ণবর্ণ দেহ, বলিষ্ঠ ব্যক্তি কিম্বা যাহারা পূর্ব্বে এক সময় বেশ বলিষ্ঠ ছিল, পরে নানাপ্রকার স্রাব নিঃসরণ বশতঃ ক্রমশঃ জরা-জীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে, সিঙ্কোনা তাহাদের শরীরে অমৃতবৎ কার্য্য করে। ইহার রোগী সকল বিষয়েই উদাস, কথাবার্ত্তায় অত্যন্ত বিরক্ত হয়, সর্ব্বদাই যেন বিষাদে পরিপূর্ণ। গ্যাংলিয়োনিক নার্ভাস্-সিষ্টেমের উপর ইহার প্রধান ক্রিয়া।

চরিত্রগত লক্ষণ ঃ—

১। রক্ত, শুক্র, স্তনদুগ্ধ এবং শরীরের অন্য কোনও প্রকার তেজস্কর পদার্থের অতিরিক্ত ক্ষয়হেতু দুর্ব্বলতা; ২। স্ত্রীলোকদের ঋতুবন্ধের বয়সে অতিরিক্ত রক্তঃস্রাব ও তজ্জন্য দুর্ব্বলতা ; ৩। নাক, মুখ, অন্ত্র, জরায়ু প্রভৃতি হইতে অধিকদিন স্থায়ী রক্তস্রাব ; ৪। শরীরের যে কোন দ্বার দিয়া হউক রক্তস্রাব হইয়া কাণে ভোঁ ভোঁ শব্দ, মূর্চ্ছার ভাব, ক্ষীণ দৃষ্টি, হিমাঙ্গ, সময়েসময়ে তড়কা ; ৫। বেদনা—সামান্য স্পর্শে এমন কি বাতাসটি লাগিলেও বৃদ্ধি, কিন্তু জোরে চাপ

দিলে উপশম : ৬। সবিরাম-জ্বর—প্রত্যেক পালায় ২/৩ ঘন্টা করিয়া পূর্ব্বে আসে, প্রতি এক কিম্বা দুই সপ্তাহ অন্তর আবির্ভূত হয়, জ্বর রাত্রিতে আসে না, শরীরের যে অংশ চাপা থাকে সেই অংশে, সমস্ত শরীরে এবং ঘুমাইলে প্রচুর ঘাম দেয় ;৭। সবিরাম-জ্বরে—শীত, উত্তাপ, ঘর্ম এই তিনটি অবস্থাই স্পষ্ট প্রকাশিত হয় ; ৮। শূল-বেদনা প্রত্যেক দিন কোনও এক নির্দ্দিষ্ট সময়ে আরম্ভ ; ৯। পাকস্থলীতে ও অন্ত্রে বায়ুসঞ্চয় হইয়া পেট ফোলে, পেট ডাকে, ঢেকুর উঠিলেও পেটফোলা কমে না, ১০। বেদনাবিহীন উদরাময় ; ১১। মুখের চেহারা ম্লান, চোখ বসা, চোখের ধার নীলাভ, মরার মত চেহারা ; ১২। অতৃপ্তিকর নিদ্রা, রাত্রি ৩টায় উপসর্গের বৃদ্ধি, অতি প্রত্যুষে উঠে।

দুর্ব্বলতা—অতিরিক্ত রক্তস্রাব কিম্বা শরীরস্থ কোনও তরল পদার্থের অধিক পরিমাণে ক্ষয়হেতু দুর্ব্বলতায়, যেমন—ফুসফুস, অন্ত্র, নাসিকা, জরায়ু ইত্যাদি শরীরের যে কোন দ্বার হইতে হউক—অধিক রক্তস্রাব (কার্ব্বো), উদরাময়, শ্বেত-প্রদর, বহুদিন ধরিয়া পূঁযস্রাব, স্বপ্নদোষ কিম্বা অন্য কোনও প্রকারে শুক্রক্ষয় ইত্যাদি কারণে দুর্ব্বলতা ও তজ্জন্য কাণ ভোঁ ভোঁ করা, চক্ষে দেখিতে না পাওয়া, চক্ষুর চারিদিকে কালিমা পড়া, মাথাঘোরা, নিশাঘর্ম্ম, সামান্য পরিশ্রমেই ঘর্ম্ম ইত্যাদি লক্ষণে—চায়না বিশেষ ফলপ্রদ। এলোপ্যাথগণ ইহাকে কোনও লৌহঘটিত ঔষধ বা সুরার সহিত মিশাইয়া টনিকরূপে ব্যবহার করেন।

পেটফাঁপা ও পেটফোলা—এই প্রকার কোনও পীড়ায়—লাইকো-পোডিয়ম, চায়না, কার্ব্বো-ভেজ ইত্যাদি ঔষধগুলিই সাধারণতঃ ব্যবহৃত হয়। চায়নায়—পেট অত্যন্ত ফাঁপিয়া উঠে, রোগী কেবল ঢেকুর তুলিবার চেষ্টা করে ; কিন্তু ঢেকুর উঠিলেও পেটফোলার কিছুমাত্র উপশম হয় না বরং আরও কষ্টের অধিক বৃদ্ধি হয়, রোগীর পেটে এত বায়ু জমে যে, নিশ্বাস ফেলিতে কষ্টবোধ করে, সমস্ত পেটটি ফুলিয়া উঠে (কার্ব্বো-২১৯ পৃঃ দেখুন)।

অজীর্ণ—খাদ্যদ্রব্য উত্তমরূপে পরিপাক হয় না, যাহা আহার করে তাহাই বায়ুতে পরিণত হয়, ফল আদৌ সহ্য হয় না, ফল খাইলেই অজীর্ণ, উদরাময় ইত্যাদি পেটের দোষ আসিয়া পড়ে। আহারের পর রোগীর অত্যন্ত দুর্ব্বলতা ও ক্লান্তিভাব আসে, লাইকোপোডিয়মের মত সামান্য আহারের পরেই পেট ফুলিয়া উঠে, সামান্য কিছুমাত্র আহার করিলেই মনে হয় যেন পেট পূর্ণ করিয়া আহার করা হইয়াছে। চায়নার আর একটি বিশেষ লক্ষণ—আহারের পর বুকের মধ্যস্থলে গোলার মত একটি পদার্থ ঠেলিয়া উঠে, তাহাতে মনে হয়—যাহা খাইয়াছে তাহার সমস্তই যেন সেখানে আটকাইয়া রহিয়াছে। চায়নায়—এই ঠেলিয়া উঠা ভাব বুকের মধ্যস্থলে (In mid-sternum). এবিস-নায়গ্রায়—উক্ত প্রকার লক্ষণটি থাকিলেও তাহা বুকের নিম্ন প্রদেশে ; পলসেটিলাতেও—চায়নার মত উক্ত লক্ষণসমূহ পাওয়া যায়। চায়নায়—বুক জ্বালা এবং অম্লের লক্ষণও থাকে।

উদরাময়—মলে দুর্গন্ধ থাকে, মলের রঙ হরিদ্রা বা কটা, জলের মত পাতলা, তাহার সঙ্গে অজীর্ণ খাদ্য নির্গত হয়, ইহাতে আহারের পরে ও

রাত্রিতেই অধিক বাহ্যে হয়। অজীর্ণ খাদ্য নির্গমনের (lienteria) চায়নাই একমাত্র মহৌষধ। চায়নায়—অত্যন্ত পেটফোলা থাকে, ইহাতে শরীরের উর্দ্ধাংশ, অর্থাৎ—নাক, কান, দাড়ি অধিক ঠাণ্ডা হয়, রোগী অত্যন্ত দুর্ব্বল হয়, বাহ্যের পরই ক্ষুধা পায়; কিন্তু যেমন আহার করে অমনই বাহ্যে হয় ; পেটে কখনও (বাহ্যের পূর্ব্বে ও পরে) বেদনা থাকে, কখনও বেদনার লেশমাত্র থাকে না। এসিড-ফসে—চায়না অপেক্ষা বারে অধিক বাহ্যে হয়, কিন্তু তাহাতে চায়নার মাত্রায় দুর্ব্বলতা থাকে না। যে উদরাময় পেট ফুলিয়া বা পেট ডাকিয়া আরম্ভ হয় ; মল নির্গত হইবার পূর্ব্বে পেট ডাকে, ভুট্-ভাট্ করে, গড়্গড়্ করিয়া শব্দ হয় ; কিন্তু পেটে কিছুমাত্র বেদনা থাকে না, সেখানে—ফস্ফরিক-এসিড অধিক উপযোগী। এসিড-ফসে রোগী আদৌ দুর্ব্বল হয় না এবং উহার বাহ্যের রঙ সাদা।

ফেরাম-মেটালিকাম—ইহাতেও চায়নার মত অজীর্ণ গোটা খাদ্য নির্গমন আছে এবং এসিড-ফসের মত পেটে বেদনা থাকে না, তবে ইহাতে আহার করিতে বসিলেই বাহ্যের বেগ আসে ; চায়নার মত আহারের পর নহে। মলে গন্ধ থাকে না, মল নির্গমনের পূর্ব্বে বায়ু নিঃসরণ হয়।

আর্জেন্টি-নাইট্রিকাম—ইহাতেও কোন দ্রব্য পান বা আহার করিবার অব্যবহিতপরেই বাহ্যের বেগ আসে এবং বাহ্যের সময় জোরে বায়ু নিঃসরণ হয়।

ফসফরাস ও এপিস—এই দুইটি ঔষধেই বাহ্যে মলদ্বার দিয়া চোয়াইয়া অসাড়ে নির্গত হয়, যেন মলদ্বার খোলা থাকে। এলোতেও—অসাড়ে বাহ্যে নির্গমন আছে, তবে উহাতে বায়ু নির্গমনের সঙ্গে বা প্রস্রাবের বেগে অসাড়ে মল নির্গত হওয়াই অধিক নির্দ্দিষ্ট।

এসিড-মিউর—প্রস্রাব করিবার সময় অসাড়ে বাহ্যে হইবার উপক্রম বা থাকে। হয়, প্রস্রাবের জন্য বেগ দিলে গোগ্গুল (rectum) বাহির হয়।

আর্সেনিক—ইহাতে বাহ্যের সঙ্গে অজীর্ণ গোটা খাদ্য নির্গমন থাকে ; তবে আর্সেনিক বাহ্যের সঙ্গে পেটের জ্বালা-যন্ত্রণা এবং সমস্ত উপসর্গ প্রায় রাত্রি ১২টার পর বৃদ্ধি হয় ও পিপাসা থাকে।

পডোফাইলম—ছোট ছোট ছেলেদের বাহ্যের সঙ্গে কখনও অজীর্ণ খাদ্য বাহির হয়। মল অত্যন্ত দুর্গন্ধ, বাহ্যে প্রাতঃকালেই অধিক ও ক্রমশঃ পরিমাণে কম হইয়া সমস্ত দিনই একটু একটু হইতে থাকে।

ওলিয়েণ্ডার—ইহার লক্ষণ প্রায়ই চায়নার মত ; তবে প্রভেদ এই যে, পূর্ব্বে এমন কি দুই তিন দিন পূর্ব্বে যাহা খাইয়াছে তাহাও পরিপাক না হইয়া নির্গত হয়। যে সমস্ত ছেলেদের ঘন ঘন পেটের অসুখ করে, পেটের অসুখ যেন লাগিয়াই আছে, ইহা তাহাদের পক্ষে অধিক উপকারী। ইহার নিম্নক্রম—২ × হইতে ৬ষ্ঠ শক্তিই অধিক ফলদায়ক।

রক্তস্রাব—শরীরের যে কোনও স্থান হইতে হউক, উজ্জ্বল লালবর্ণের রক্ত বাহির হইবার পরেই চাপ বাঁধে, ইহাতে রক্ত এত অধিক পরিমাণে স্রাব হয় যে তাহাকে ফেকাসে হইয়া পড়ে, সমস্ত শরীর ঠাণ্ডা হইয়া যায়, রোগী কেবল

বাতাস চায়, এরূপ অবস্থায়—চায়না নিম্নক্রমে (এক ফোঁটা মাত্রায়) প্রতি অর্দ্ধ বা এক ঘন্টা অন্তর প্রয়োগে আশাতীত উপকার হয়। প্রসবের কিম্বা গর্ভস্রাবের পর ফুল আটকাইয়া থাকিলে এবং তজ্জন্য অতিরিক্ত রক্তস্রাব হইলে—পলসেটিলা অপেক্ষা চায়না অধিক উপকারী। চায়না প্রয়োগে ক্রমশঃ রক্তস্রাব হ্রাস পাইয়া জরায়ু সবল ও প্রায় তাহাতে ফুল আপনিই বাহির হইয়া আসে, তবে যদি না হয়—পরিশেষে অন্যান্য ঔষধ (সিকেলি প্রভৃতি) প্রয়োগ করিয়া দেখা উচিত, তাহাতে অকৃতকার্য হইলে হস্তের দ্বারা ফুল বাহির করিতে হইবে।

ইপিকাক—ইহার লক্ষণ অনেকটা চায়নার মত, রক্তের রঙ উজ্জ্বল লালবর্ণ, তবে ইহার সঙ্গে ইপিকাকের চরিত্রগত লক্ষণ—গা-বমি-বমি থাকিলেও আরও অধিক ফল পাওয়া যায়। ক্ষয়কাশের প্রথম অবস্থায় রক্তস্রাবে—ইপিকাকে অনেক সময় উপকার হয় বলিয়া মনে হয়। বেলেডোনায়—স্রাবের রক্ত গরম, ঘোরা লালবর্ণ ও নির্গত হইবার পরেই জমিয়া যায়। ট্রিলিয়ম—ইহা জরায়ুর রক্তস্রাবেই ব্যবহৃত হয়, প্রসবের ও গর্ভস্রাবের পর অতিরিক্ত রক্তস্রাবে এবং স্ত্রীলোকদের মাসিক ঋতুস্রাব সময়ে বন্ধ না হইয়া অনেকদিন পর্য্যন্ত রক্তস্রাব হইতে থাকিলে ইহার দ্বারা বিশেষ উপকার হয়; মিলিফোলিয়মের—রক্তস্রাবে কোনও প্রকার বেদনা থাকে না, স্যাবাইনায়—চাপসহ তাজা লাল রক্ত নির্গত হয় এবং অত্যন্ত বেদনার সহিত রক্তস্রাব হইতে থাকে, ইহাতে বেদনা তলপেট ঘুরিয়া কোমরের দিকে আসে। চায়নায়—ঋতস্রাব অতি অতি শীঘ্র শীঘ্র ও পরিমাণে অধিক হয়, রঙ—কাল ও চাপ্ চাপ্, রোগিনী অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়ে ; সিকেলি-করে—রোগাধাঁচের স্ত্রীলোকদের পীড়ায় উপযোগী, ইহাতে রক্তস্রাব একটু একটু করিয়া হয় (আমি দেখিয়াছি অধিক হইলেও উপকার হয়), গায়ে আদৌ কাপড় রাখিতে পারে না। ইরিজিরণে—রক্তস্রাব অত্যন্ত অধিক পরিমাণে হয় ; এবং তৎসঙ্গে প্রস্রাবকালীন অত্যন্ত বেগ ও জ্বালা যন্ত্রণা থাকে। হ্যামামেলিসে—রক্তের রঙ কালচে এবং রক্তস্রাবের সহিত বেদনা থাকে। অষ্ট্রীলেগো—একালিফা-ইণ্ডিকায়—শুষ্ক কাশির সহিত মুখ দিয়া রক্ত উঠে। জরায়ুর রক্তস্রাবেই ব্যবহার্য্য, উহার রক্ত পরিমাণে অধিক হয় ; কিন্তু অনেকদিন পর্য্যন্ত একটু একটু নির্গত হইতে থাকে (হ্যামামেলিস দেখুন)।

সবিরাম-জ্বর—অনেকেই বলেন, কুইনাইন ভিন্ন ম্যালেরিয়া কিম্বা সবিরাম-জ্বর আরোগ্য হয় না, বাস্তবিকই কুইনাইন—ম্যালেরিয়া জ্বরের একটি প্রধান ঔষধ হইলেও কুইনাইনের লক্ষণগুলি না পাইয়া কুইনাইন প্রয়োগ করিলে তাহাতে বিশেষ অনিষ্ট হইবে। অনেক রোগী অতিরিক্ত কুইনাইন সেবন করিয়া পরিণামে যক্ষা-রোগাক্রান্ত হইয়া অকালে জীবন হারাইয়াছে এমন প্রমাণও পাওয়া যায়। অনেক হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসকের "মেটিরিয়া মেডিকায়" উত্তমরূপে দখল না থাকায় সবিরাম জ্বরে হঠাৎ কুইনাইন প্রয়োগ করিয়া বসেন, হোমিওপ্যাথিতে জ্বর ও কাশির চিকিৎসাতেই চিকিৎসকের বিদ্যা বুদ্ধির পরিচয় পাওয়া যায়।

দ্রষ্টব্য ঃ—উপরে ঐরূপ বলা হইলেও স্মরণ রাখিবেন যে পার্ণিসাস, ম্যালিগ্‌ন্যান্ট প্রভৃতি টাইপের ম্যালেরিয়া অত্যন্ত অধিক পরিমাণে কুইনাইন দিয়া

চিকিৎসা করিতে হইবে, উহার আর অন্য ঔষধ নাই। অনেক উৎকট ম্যালেরিয়া দেশের ম্যালেরিয়াতেও কুইনাইনের প্রয়োজন হয়।

চায়না—মোটা-সোটা ও অপরিষ্কার, নোংরাধাঁচের লোকদের কিম্বা যাহারা এককালে বেশ হৃষ্টপুষ্ট ও ক্ষমতাশালী ছিল, পরে রক্তস্রাব মেহ উদরাময় ইত্যাদি পীড়ায় ভুগিয়া ভুগিয়া দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছে, এইরূপ লোকেদের পীড়ায় অধিক উপযোগী। চায়নার জ্বর কখনও রাত্রিতে আসে না, জ্বরের প্রকোপ—প্রতিবারে ২/৩ ঘন্টা পূর্ব্বে প্রকাশ পায় কিম্বা ৭ দিবসে অথবা ১৪ দিবসে পুনরাবির্ভাব হয়, ইহাতে—চায়না উপযোগী। চায়নার—জ্বরের সময়ের বিশেষ কিছুই স্থিরতা নাই, তবে অধিকাংশস্থলে মধ্যাহ্নে কিম্বা ভোর ৫টা বা সন্ধ্যা ৫টাতে জ্বর আসে। জ্বরের পূর্ব্বাবস্থায়—অত্যন্ত পিপাসা, ক্ষুধা ও মাথাব্যথা। শীতাবস্থা—একেবারে পিপাসা শূন্য, রোগী অন্তরে-বাহিরে শীত অনুভব করে, জলপানে শীতের বৃদ্ধি হয়। উত্তাপাবস্থায়—পিপাসা থাকে না, অত্যন্ত উত্তাপ, শরীর যেন পুড়িয়া যায়, রোগী গায়ে কাপড় রাখিতে পারে না ; কিন্তু কাপড় ফেলিয়া দিলেও আবার গা সিড়্‌সিড়্ করে, অত্যন্ত মাথাব্যথা। ঘর্ম্মাবস্থা—এই অবস্থায় অত্যন্ত পিপাসা থাকে, কাপড় চাপা থাকিলে গায়ে অত্যন্ত ঘাম হয়। বিজ্বরাবস্থায়—অত্যন্ত ঘাম, পিপাসা একেবারে থাকে না, লিভারে ও প্লীহার বেদনা থাকে।

মোটামুটি—চায়নার জ্বরে দেখিবেন শীত, উত্তাপ ও ঘর্ম্ম, একটির পর একটি থাকিবেই থাকিবে, যেখানে শীত ও উত্তাপাবস্থায় পিপাসা থাকিবে, সেখানে চায়না আদৌ উপযোগী নহে (চায়নায়—শীতাবস্থায় পিপাসা থাকিলে শীতের ঠিক পূর্ব্বে ও পরে পিপাসা হয়)।

চিনিনম-সলফ বা কুইনাইন-সলফেট (Chinninum Sulph)—বেলা প্রায় ১০/১১টা কিম্বা বেলা ৩টা হইতে রাত্রি ১০টার মধ্যে জ্বর আসে এবং প্রতি পালায় ২/৩ ঘন্টা পূর্ব্বে আসে। ইহাতে জ্বরের পূর্ব্বাবস্থায় বিশেষ কোনও লক্ষণ থাকে না। শীতাবস্থা, উষ্ণাবস্থা, ঘর্ম্মাবস্থা ও বিজ্বরাবস্থা সকল সময়েই পিপাসা থাকে। বিজ্বরাবস্থা অতি অল্পক্ষণ স্থায়ী হয়, এমন কি ঘাম থামিতে-না-থামিতে তখনই আবার জ্বর আসে, ইহাতে শীত ও উত্তাপাবস্থায় পিপাসা থাকিবেই থাকিবে। কুইকাইন প্রয়োগ সম্বন্ধে উপদেশ—'যে জ্বরে ঘাম নাই, তাহাতে কুইনাইন প্রয়োগ করিলে বিশেষ অপকারের সম্ভাবনা" কুইনাইনের জ্বর হইলে—আসল কুইনাইন, কুইনাইন-হাইড্রোব্রোম—২/৩ গ্রেণ বটীকা, প্রত্যহ ২/৩টি, ৩/৪ দিন বিজ্বরে সেবনে জ্বর সম্পূর্ণ বন্ধ হয়, অধিক ব্যবহারের আবশ্যক হয় না। ইহা তরুণ জ্বরে—২০০শ হইতে উচ্চশক্তি, পুরাতন জ্বরে—১ × বিচূর্ণ, অধিক ফলদায়ক বলিয়া মনে হয়।

দ্রষ্টব্য ঃ—কুইনাইন প্রয়োগের মোটামুটি লক্ষণ ৩টি যথা ঃ—"শীত, তাপ ও ঘর্ম্ম", অর্থাৎ শীত বা কাঁপ দিয়া জ্বর আসে, পরে ক্রমশঃ তাপ বৃদ্ধি ও গায়ে জ্বালা হয়, শেষে ঘাম দিয়া জ্বর সম্পূর্ণ ছাড়িয়া যায়, এই প্রকারে পালাক্রমে জ্বর ছাড়িয়া যায় ও পুনরায় আসে ; এই ৩টি লক্ষণ কোনও সবিরাম জ্বরে দৃষ্ট হইলে তাহাতে স্বল্পমাত্রায় কুইনাইন প্রয়োগ করিলেই জ্বর বন্ধ হইবে অথচ তাহাতে

কোনও প্রকার কুফল উৎপাদিত হইবে না। যে সকল ব্যক্তির শরীরে—সোরা, সিফিলিস, সাইকোসিস প্রভৃতি কোনও বিষ গুপ্তভাবে নিহিত আছে, তাহাদের সবিরাম-জ্বরে উক্ত ৩টি লক্ষণ স্পষ্ট প্রকাশিত হইবে না, অতএব ভ্রমবশতঃ যদি কেহ সেই রোগীতে কুইনাইন ব্যবস্থা করেন, তাহাতে জ্বর কিছু সময়ের বা কিছুদিনের জন্য বন্ধ থাকিলেও—কুইনাইন ধাতুগত নিহিত বিষের সহিত মিলিত হইয়া এমন কতকগুলি নূতন জটিল ব্যাধির সৃষ্টি করিবে যে, তাহাতে হয়ত মৃত্যু হইবে।

চিনিনম-আর্স (Chinninum Ars)—চায়না ও আর্সেনিকের মিশ্র লক্ষণে ইহা প্রযোজ্য। ম্যালেরিয়া-জ্বর, হাঁপানি-কাশি প্রভৃতি পীড়া—অনেক দিন ভোগ করিয়া যদি রোগী ক্রমশঃ দুর্ব্বল হয়, রক্তহীন ও জীর্ণ-শীর্ণ হইয়া পড়ে, তখন এই ঔষধ নিয়মিতরূপে সেবন করিলে তাহার প্রাণরক্ষা হয় এবং দিন দিন দুর্ব্বল দেহে নূতন বলসঞ্চার হইতে থাকে। হোমিওপ্যাথিতে ইহা প্রায় একপ্রকার টনিক অর্থাৎ বলকারক ঔষধ। কোন কোন চিকিৎসক বলেন—ম্যালেরিয়া জ্বর কিছুতেই আরোগ্য না হইলে চিনিনম-আর্স ও ফেরম-আর্স—প্রতিদিন ২/৪ বার পর্য্যায়ক্রমে ৫/৭ দিন—সেবন করাইলে বিশেষ উপকার হইবে। ম্যালেরিয়া-জ্বরে লিভারে বেদনা ও লিভার ফোলা থাকিলে—চিনিনম-আর্স অধিক উপকারী। ফেরম আর্স—ইহাতে রক্তহীনতা, দুর্ব্বলতা অধিক এবং লিভার ও প্লীহা দুইটিই বর্দ্ধিত হয় ; ফেরম-আর্সের জ্বরে পিপাসা থাকে না। যেখানে লিভার ও প্লীহা দুইটিই বর্ত্তমান অথচ জ্বর নাই, তথায়—ফেরম-আয়োড অধিক ফলদায়ক।

চিনিনম-আর্সের জ্বরের প্রধান লক্ষণ ঃ—সর্ব্বদাই শীত-শীতভাব, অতি সামান্যমাত্র পিপাসা, জ্বরত্যাগের সময় কখনও ঘর্ম্ম হয়, কখনও হয় না, জ্বর প্রায়ই দিন রাত্রি ভোগ করে এবং দিন অপেক্ষা রাত্রিতে জ্বর অধিক হয়। জ্বর প্রথমে কয়েকদিন প্রত্যহ হইয়া শেষে পালাজ্বরের মত একদিন অন্তর একদিন হয়, জ্বরের পূর্ব্বে হাই উঠে, মাথা বেদনা করে, হাত-পা কামড়ায়। ক্রম—১ × ও ২ × বিচূর্ণ, পীড়া বহুদিনের পুরাতন হইলে ২০০ হইতে আরও উচ্চ শক্তিতে অধিক উপকার হয়। চিনিনম-আর্স—ইহা জ্বর বিজ্বর উভয়বিধ অবস্থাতেই প্রয়োগ করা হয়, যেখানে জ্বর একেবারে ছাড়ে না, রোগী টাইফয়েড অবস্থা প্রাপ্ত হয়, লক্ষণ মিলিলে তথায় জ্বর অবস্থাতেই প্রয়োগ করা যায়, তাহাতে উপকারও হয়।

স্পর্শকাতরতা—কোনও বেদনাযুক্ত স্থানে সামান্য একটুমাত্র স্পর্শ করিলেই যন্ত্রণা বাড়ে। পুরাতন বাত, সন্ধিস্থানের বেদনা ও বেদনায় থেকে থেকে চিড়িক মারে, কেহ নিকটে যাইলে বেদনা বৃদ্ধি হইবার ভয়ে রোগী কাঁদে, এমন কি বাতাসটি লাগিলেই যেন বেদনা বাড়ে; এইরূপ বেদনায়—চায়না বিশেষ উপকারী। চায়নায়—শরীরের সকল স্থানে এমন কি চুলগুলিতে পর্য্যন্ত স্পর্শসহিষ্ণুতা। ইহার আর একটি বিশেষত্ব এই যে, সামান্য স্পর্শে বেদনা বাড়ে; কিন্তু আবার জোরে চাপিলে বেদনার উপশম হয় (প্লম্বমেও—স্পর্শকাতরতা লক্ষণ আছে)। ন্যাবা রোগে (Jaundice)—গায়ের চামড়া, চক্ষু, প্রস্রাব সমস্ত হরিদ্রাবর্ণের, সেই সঙ্গে লিভারে এত বেদনা থাকে যে, স্পর্শ

করিলেই যন্ত্রণা হয়। ডানদিকের পাঁজরার নীচে অত্যন্ত ব্যথা ও স্পর্শকাতরতা, এই লক্ষণে—চায়না বিশেষ ফলপ্রদ। ডিওডিন্যাল, ক্যাটার (duodenal catarrh) জনিত ন্যাবায় ও সুরাপান ইত্যাদি কারণে ন্যাবা হইলে—চায়না অধিক উপযোগী বলিয়া বোধ হয়।

ফুসফুসের পীড়া—মদ্যপায়ীদের ফুসফুস মধ্যে পূঁযসঞ্চয় ও তজ্জন্য হেকটিক-জ্বর (Hectic fever) হইলে চায়না উপযোগী। ফুসফুসের কোনও পীড়ায় সর্দ্দি না উঠিয়া ভিতরে পচিতে থাকিলে এবং কাশির সময় মুখে পচা দুর্গন্ধ বাহির হইলে—ক্যাপ্‌সিকম, স্যাঙ্গুনেরিয়া প্রভৃতি উপকারী, চায়নায় তত উপকার হয় না।

মাথাব্যথা—মাথা দপ্‌দপ্ করে, মাথা যেন ফাটিয়া যায়, মাথায় যেন কেহ হাতুড়ী মারিতেছে, এই প্রকার বেদনা কপালেই অধিক হয়, মাথার খুলীতে ভয়ানক বেদনা, কেহ একটু ছুঁইলে এমন কি মাথার চুলটি ধরিয়া নাড়িলেই বেদনা বাড়ে, মস্তিষ্কের ভিতর যেন একটা ঢেউ খেলিতেছে এইরূপ বোধ হয়। রক্তহীনতাজনিত কোন পীড়াতেও—চায়না উপকারী। চায়নার উক্তরূপ শিরঃপীড়া সামান্যমাত্র স্পর্শে কিম্বা চুল একগাছি নাড়িলে বৃদ্ধি ; কিন্তু আবার জোরে চাপ দিলে অনেকটা উপশম হয়, এইটিই এই ঔষধের বিশেষত্ব; চায়নায়—যন্ত্রণাদায়ক শিরঃশূল বেদনা কোনও এক নির্দ্দিষ্ট সময়ে আবির্ভূত হয়। উক্ত প্রকার শিরঃপীড়া ম্যালেরিয়া-জ্বরের সঙ্গে হইলে—ইহা আরও অধিক উপকারী।

চক্ষুর পীড়া—অধিক পরিমাণে কুইনাইন সেবন করিয়া কেহ চক্ষুতে অন্ধকার দেখিলে কিম্বা সম্পূর্ণ দৃষ্টিহীন হইলেও—চায়না উপকারী। চক্ষুর সম্মুখে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ দেখা, রস-রক্ত, বীর্য্য প্রভৃতি শরীরের তেজস্কর পদার্থের ক্ষয়হেতু অন্ধকার দেখা, মধ্যে মধ্যে একেবারে কিছু দেখিতে না পাওয়া (transient blindness), রাতকাণা, চক্ষুর পাতায় যন্ত্রণাদায়ক স্নায়বিক (নিউর‍্যালজিক) বেদনা, ভ্রূর নিকটবর্ত্তী স্থানের স্নায়বিক বেদনা প্রভৃতিতেও চায়না উপকারী।

কর্ণের পীড়া—কাণের ভিতর যেমন কোনও বাদ্যযন্ত্র বাজিতেছে এইরূপ শব্দ তজ্জন্য শুনিতে পায় না, কাণের বাহিরে বেদনা, সামান্য স্পর্শে যন্ত্রণা বাড়ে।

দন্তের পীড়া—দন্তশূল বেদনায় দাঁতে হাতটি লাগিলেই প্রাণ বাহির হইয়া যায় ; কিন্তু দাঁতে দাঁতে চাপিলে আরামবোধ করে।

মুখের পীড়া—মুখ দিয়া অনর্গল লালা পড়ে, পারদ সেবনে কুফলজনিত এই প্রকার লালাপড়া বহু পুরাতন হইলেও—চায়নায় আরোগ্য হয়।

ক্রিমি—উদরাময়ে বা ওলাউঠায়, বাহ্যে অথবা বমির সহিত কেঁচোর মত লম্বা বড় ক্রিমি মুখ বা মলদ্বার দিয়া নির্গত হইলে—নিম্নক্রম (৩য় শক্তির) চায়না ব্যবহারে বিশেষ উপকার পাওয়া যায় (সিনা অধ্যায় দেখুন)।

পিত্ত-পাথরী—ক্যাল্‌কেরিয়া-কার্ব্ব—১৮৮ পৃষ্ঠা "পাথরী" দেখুন।

বৃদ্ধি—সামান্য স্পর্শে বাতাস লাগিলে, একদিন অন্তর একদিন (জ্বর, বাত-বেদনা, জ্বালা-যন্ত্রণা, যাহাই হউক—১ দিন অন্তর ১ দিন বৃদ্ধি দেখিলে তৎক্ষণাৎ চায়না দিবেন), দেহের তেজস্কর তরল পদার্থের স্রাবে সিঙ্কোনা অপব্যবহার করিয়া কোনও পুরাতন পীড়া হইলে—ভেরেট্রম-এল্বম।

উপশম—উপুড় হইলে, দাঁতে ও মাথায় জোরে চাপ দিলে।

পরবর্ত্তী ঔষধ—ফেরম, আর্স, বেল, ল্যাকে, মার্ক, পল্স, সল্ফ।

সম্বন্ধ— চায়নার পরে কিম্বা পূর্ব্বে ফেরম্ উপকারী। হাইড্রো-কেফালয়েড পীড়ায়—ক্যাল্কেরিয়া-ফসের পর—চায়না উত্তম কার্য্যকরী। সবিরাম ও অগ্রগামী জ্বরে ইহা—চিনিনম্-সল্ফের প্রতিযোগী ঔষধ।

ক্রিয়া ব্যাঘাতক—ডিজিটেলিস ও সেলিনিয়ম।

ক্রিয়ানাশক—আর্নিকা, আর্স, নক্স, সিপি।

ক্রিয়া স্থিতিকাল—১৪—২১ দিন। ক্রম—θ—২০০ × ও উচ্চ শক্তি।

সিনাবেরিস (Cinnaberis)

(রেড্ সল্ফাইড-অফ-মার্কারি, সিন্দুর)—অক্ষিপুটের স্নায়ুশূল-বেদনা এ গর্ম্মীপীড়া সম্ভুত ক্ষত প্রভৃতিতে বিশেষ ফলদায়ক।

উপদংশ ও প্রমেহ—প্রিপুস (লিঙ্গাগ্র-চর্ম্ম) স্ফীত, প্রিপুসের উপর আঁচিল, আঁচিল হইতে রক্ত বাহির হয়, অণ্ডকোষ বড়, বাগী শক্ত। পুরাতন প্রমেহ তৎসহ অণ্ডকোষের বিবৃদ্ধি।

যেখানে উপদংশ (সিফিলিস) ও প্রমেহ (গণোরিয়া) দুইটি বিষ-ই শরীরে প্রবিষ্ট হইয়া রোগীকে একেবারে জর্জ্জরিত করিয়া তুলিয়াছে, সেখানে সিনাবেরিস উপকারী। সিফিলিসের ক্ষত লালবর্ণ থাকিলে—সিনাবেরিস, ক্ষতে সাদা শ্লেষ্মার মত শ্রাব থাকিলে—মার্ক-কর, এসিড-নাইট্রিক প্রভৃতি।

রক্তস্রাব—অনেকেরই হয়ত জানা আছে যে, কোনও স্থান কাটিয়া যাইলে আহত স্থানে সিন্দুর দিয়া বাঁধিয়া দিলে শীঘ্রই রক্তস্রাব বন্ধ হয়। সিনাবেরিসের রক্তধারকতা গুণ থাকায় নাসিকার রক্তস্রাবে এবং রক্তামাশয় ও অর্শ, ঋতুস্রাব প্রভৃতির রক্ত কোনও ঔষধে নিবারিত না হইলে হতাশ না হইয়া সিনাবেরিস কতিপয় মাত্রা প্রয়োগ করিয়া একটু অপেক্ষা করিবেন (অর্শের জন্য—সাইমেক্স অধ্যায় দেখুন)।

চক্ষুর পীড়া—কর্ণিয়ার প্রদাহে ও ক্ষতে—সিনাবেরিস উপকারী। ইহার ক্ষত তত গভীর নহে, কিন্তু ভয়ানক বেদনা থাকে, বেদনা চক্ষুর ভিতর হইতে বাহিরের চারিদিকে হাড়ে এবং ভ্রূদেশে পরিচালিত এবং রাত্রিতে অত্যন্ত যন্ত্রণার বৃদ্ধি হয়। অক্ষিপুটের স্নায়ুশূল-বেদনাও ইহার দ্বারা উপশমিত হয়। আইরাইটীস পীড়ায়, এই পীড়ার লক্ষণ চক্ষুর মধ্যে যে কাল গোলাকার তারা আছে, তারার প্রদাহ হওয়ায় একটুও আলোক সহ্য হয় না, জল পড়ে, কুট্-কুট্ ও কর্-কর্ করে, বেদনা হয়, চক্ষুর সাদা অংশ লালবর্ণ হয়, চোখের পাতা ফোলে, দৃষ্টিশক্তির হ্রাস বা লোপ হয়, আইরিসে দাগ পড়ে, এই সমস্ত লক্ষণসহ উপরোক্ত লক্ষণগুলি থাকিলে সিনাবেরিস ফলপ্রদ (আইরিসের পরিচয় কী—৩৯৫ পৃষ্ঠায়—ক্যালি-বাইক্রম দেখুন)।

নাসিকার পীড়া—নাসিকার গোড়ার ভারবোধ ও তথায় বেদনা, বহুদিনের পুরাতন সর্দ্দি, আঠার মত (stringy) সর্দ্দি জমে, উহা নাসিকার ভিতর দিয়া (through the posterior nares) গলায় মধ্যে চলিয়া আসে।

সদৃশ—মার্ক-সল, মার্ক-আয়োড, হিপার, এসিড-নাইট্রিক, ব্যাডিয়াগা থুজা। ক্রম—৩ ×—৩০০, ২০০ শক্তি। ফরমূলা—৭।

সিনামোনাম (Cinnamonum)

(দারুচিনি)—ক্যান্সার রোগে যেখানে ক্ষতে অত্যন্ত বেদনা ও দুর্গন্ধ থাকে, সেখানে এবং শরীরের নানাস্থান হইতে রক্তস্রাব নিবারণে ইহা সাধারণতঃ ব্যবহৃত হয়।

নাসিকার রক্তস্রাব, অন্ত্র হইতে রক্তস্রাব, ফুসফুস হইতে রক্তস্রাব, হঠাৎ জোরে পড়িয়া আঘাত লাগিয়া কিম্বা কোনও ভারীদ্রব্য উত্তোলনের নিমিত্ত অধিক পরিমাণে উজ্জ্বল লালবর্ণের রক্তস্রাব, প্রসবের পর অতিরিক্ত রক্তস্রাব আঁতুড়ঘরে পোয়াতির কোনও ভারীদ্রব্য উত্তোলনের নিমিত্ত রক্তস্রাব, অতিরজঃ (মেনোরেজিয়া) প্রভৃতি নানাপ্রকারের রক্তস্রাবে ব্যবহৃত হইলে ইহাতে আশু উপকার হয় (হ্যামামেলিস অধ্যায় ৫০২ পৃষ্ঠায় দেখুন)।

সদৃশ—ইপিকাক, ট্রিলিয়ম। ক্রিয়ানাশক—একোনাইট।

ক্রম—θ হইতে ৬ষ্ঠ শক্তি। ক্যান্সার রোগীর—দারুচিনির ষ্ট্রং-ক্বাথ প্রতিদিন অন্তর দেড় পাইট বাহ্যিক ব্যবহার করা উচিত। যেখানে কোনও সংক্রামক-ব্যাধির প্রাদুর্ভাব হয়, তথায় একসের জলে ৮/১০ ফোঁটা দারুচিনির তৈল, এইভাবে একটা জল করিয়া চারিদিকে ধৌত করিলে ইন্ফেকসন নিবারিত হয়। ফরমূলা—৪।

সিষ্টাস ক্যানাডেন্সিস (Cistus)

(উদ্ভিজ্জ ঔষধ)—ইহা একটী দীর্ঘক্রিয়া এন্টিসোরিক ঔষধ। গ্ল্যাণ্ডের উপরেই ইহার প্রধান ক্রিয়া। গ্ল্যাণ্ড শক্ত, স্ফীত, প্রদাহিত গ্ল্যাণ্ডের পুরাতন স্ফীতি, ঘাড়ের সাংঘাতিক (malignant) গ্ল্যাণ্ড, গলার ভিতর গ্ল্যাণ্ড, ফোলা ও ক্ষত, টন্সিল ফোলা, স্কার্ভির মত দাঁতের মাড়ীর ফোলা ও ক্ষত, মুখে ও নিশ্বাসে পচা দুর্গন্ধ, আল্জিব ও টন্সিলের স্ফীতি, গলার ভিতর ক্ষুদ্র ক্ষতের দাগ, মুখ দিয়া অনবরত জলউঠা, শ্লেষ্মা বাহির হওয়া, হাতের কব্জিতে আঘাত বা মচ্কাইয়া যাওয়ার জন্য বেদনা প্রভৃতি কয়েকটি পীড়ায় ইহা সুফলের সহিত ব্যবহৃত হয়।

তদ্ভিন্ন সিষ্টাস-ক্যানাডেন্সিস-গর্ম্মী-পারার (mercurio-syphilitic) ক্ষতে, বেদনাযুক্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘামাচির মত উদ্ভেদে, লিঙ্গমুণ্ডের প্রদাহে ও কাঠিন্যে এবং হাতের চামড়া শক্ত, পুরু, শুষ্ক ও ফাটা-ফাটা হইলে আভ্যন্তরিক সেবনে শীঘ্র উপকার হইবে। ইহার মাদার-টিংচার—১ ড্রাম, ৪ আউন্স গরম জলে মিশাইয়া কোনও পচাক্ষত ধৌত করিলে ক্ষত হইতে পচাস্রাব নির্গমন বন্ধ হয়।

যে সকল ব্যক্তি সামান্য ঠাণ্ডাও সহ্য করিতে পারে না, ঠাণ্ডা বাতাস লাগিলেই অসুখ করে, তাহাদের ধাতুতে ইহা শীঘ্র ক্রিয়া প্রকাশ করে।

সদৃশ—ক্যালকেরিয়া, কার্ব্বো-এনি, কোনিয়ম।

পরবর্ত্তী ঔষধ—বেল, কার্ব্বো-ভেজ, ম্যাগ-কার্ব্ব, ফস।

ক্রিয়ানাশক—সিপিয়া, রসটক্স।

ক্রম—৩—৩০ শক্তি। ফরমূলা—৩।

ক্লিমেটিস ইরেক্টা (Clematis Erecta)

(ইউরোপের একপ্রকার চারা গাছের টিংচার)—গর্ম্মী, প্রমেহ ও স্ক্রফুলা ধাতুতেই ইহা অধিক ক্রিয়া প্রকাশ করে। চর্ম্ম, লিম্ফ্যাটিক-গ্ল্যাণ্ড মূত্রযন্ত্রের উপর ইহার প্রধান ক্রিয়া। ১। অতিশয় নিদ্রালুতা, ২। প্রমেহ পীড়াজনিত অণ্ডকোষ প্রদাহ, ৩। মূত্রনলীর কতিপয় পীড়া, ৪। শ্বেত-প্রদর, টিউমার, স্তনগ্রন্থির প্রদাহ, বাগী প্রভৃতি কতকগুলি পীড়ায় ইহা বিশেষ ফলপ্রদ। ইহার যন্ত্রণাদি রাত্রিতে, উত্তাপে ও বিছানার গরমে বৃদ্ধি হয়।

প্রমেহ—পুরাতন প্রমেহরোগে প্রস্রাবের সঙ্গে শ্লেষ্মার মত পদার্থ (mucous) থাকিলে এবং প্রস্রাব থামিয়া থামিয়া নির্গত হইলে কিম্বা অনেকক্ষণ বসিয়া না থাকিলে প্রস্রাব নির্গত হয় না, এই সমস্ত লক্ষণে—ক্লিমেটিস উপযোগী। ইহাতে প্রস্রাবকালে মূত্রনলীর (urethra) গোড়া হইতে লিঙ্গমুণ্ড পর্য্যন্ত অত্যন্ত বেদনা থাকে। ষ্ট্রীক্চারের (constriction at the passage of urethra) প্রথম অবস্থায়—ক্লিমেটিস উপযোগী। কিন্তু পূর্ণভাবে ষ্ট্রীক্চার অর্থাৎ বর্দ্ধিত হইয়া যখন মূত্রছিদ্র সম্পূর্ণ-রূপে বন্ধ হইয়া যায়, তখন আর ইহাতে উপকার হয় না। উক্ত পীড়াসহ ধাতুগত দোষ থাকিলেও অনেক সময় পীড়া আরোগ্য হয় না।

প্রুণাস-স্পাইনোসা (Prunus Spinosa)—৩য়—৬ষ্ঠ শক্তি।

মূত্রনলীর ষ্ট্রীক্চার (মূত্রনলী পথ সঙ্কুচিত হইয়া সরু হইয়া যাইলে তাহাকে ষ্ট্রীক্চার বলে) ইহার একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ। তদ্ভিন্ন মূত্রনলীর (ব্লাডারের) শূলুনি (tenesmus) প্রস্রাবের নিস্ফল চেষ্টা, বেগ হইবামাত্র প্রস্রাব করিতে যায়; কিন্তু বোধ হয় যেন প্রস্রাব মূত্রনলীর (urethra) মুখ পর্য্যন্ত আসিয়া আবার পশ্চাতে চলিয়া গেল, তাহাতে অসহ্য যন্ত্রণা ও জ্বালা, ইহার উপশমের জন্য উপুড় হইয়া পড়ে। নিউর‍্যাল্জিয়া—প্রস্রাব বাহির হইবার অনেকক্ষণ পূর্ব্ব পর্য্যন্ত লিঙ্গ টেপে।

অণ্ডকোষ প্রদাহ—প্রমেহস্রাব কোনও কারণে বন্ধ হইয়া কিম্বা ঠাণ্ডা লাগিয়া অণ্ডকোষের প্রদাহ ও ফোলা, ফোলা স্থান পাথরের মত অত্যন্ত শক্ত, স্পার্ম্মাটিক-কর্ডের (রেতোরজ্জুতে) বেদনা। পলসেটিলা প্রয়োগে আবদ্ধ প্রমেহস্রাব পুনরায় প্রকাশ পাইয়া যন্ত্রণা ও বেদনার উপশম হইতে পারে। কিন্তু যদি পরে

অণ্ডকোষের ফোলা ও শক্তভাবটি থাকিয়া যায়, তাহা হইলে ক্লিমেটিসে আরোগ্য হইবে। ইহাতে ডান অণ্ডকোষ অধিক আক্রান্ত হয়।

চক্ষুর পীড়া—চক্ষুর প্রদাহ, চক্ষুর ভিতর লালবর্ণ হওয়া, চক্ষু হইতে জলপড়া, যন্ত্রণা, জ্বালা; জ্বালা—এত অধিক যেন কেহ আগুন লাগাইয়া দিয়াছে, চক্ষুর ভিতর গরম ও শুষ্কভাব, তজ্জন্য রোগীকে সর্ব্বদা চক্ষু মুদ্রিত করিয়া থাকিতে হয়, ঠাণ্ডা বাতাস অসহ্য, চক্ষুর তারার সঙ্কোচন বোধ হয়, যেন চক্ষুর সম্মুখে ঘোমটার মত কোনও একটা আবরণ রহিয়াছে, বাম অক্ষিগোলক মধ্যে বেদনা।

ঠাণ্ডা লাগিয়া কিম্বা গর্ম্মীপীড়ার কারণে আইরাইটীস হইলে—ক্লিমেটিস উপকারী (চক্ষুর কৃষ্ণবর্ণ গোলাকার তারাকে—আইরিস এবং তাহার প্রদাহকে—আইরাইটীস বলে)। ক্লিমেটিসে—চক্ষুর জ্বালা-যন্ত্রণা রাত্রিতে অত্যন্ত বাড়ে, চক্ষু হইতে জল পড়ে, জ্বালা ও কর্কর্ করে, আলোকের দিকে তাকাইতে পারে না, একটুমাত্র ঠাণ্ডা বাতাস বা জল লাগিলে অত্যন্ত যন্ত্রণা বাড়ে, রোগী অস্থির হয় (ইউফ্রেসিয়া অধ্যায় দেখুন)।

দ্রষ্টব্য ঃ—ক্লিমেটিসে সমস্ত রোগ লক্ষণ—ঠাণ্ডায়, শীতল জলে শীতল বাতাসে উপশম ও গরমে বৃদ্ধি হয়, কিন্তু চক্ষুর পীড়ায় সম্পূর্ণ বিপরীত অর্থাৎ—শৈত্যে বৃদ্ধি, গরমে উপশম ; এইটি ইহার বি-সম বিশেষ লক্ষণ। চক্ষুর জ্বালা, কর্কর্ করা, সন্ধ্যা হইতে রাত্রিতে বৃদ্ধি হইলে—জিঙ্কাম।

চর্ম্মপীড়া—পশ্চাৎ মস্তকে (adout the occiput) এবং ঘাড়ে একপ্রকার উদ্ভেদ (ইরাপ্‌সন) নির্গত হয় উহা অত্যন্ত চুলকায়, তরল রস বাহির হয়, তাহাতে আক্রান্ত স্থানে ক্ষত হয়, পাকে, উপসর্গাদি বিছানায় শুইলে বাড়ে। ডাঃ হেরিং বলেন—ইহার উপসর্গ ভিজা-পুলটীসে এবং ডাঃ লিপি বলেন—আক্রান্তস্থান ধৌত করিলে বৃদ্ধি হয়।

একজিমা (চর্ম্মরোগে)—হাতে একজিমা এবং প্রমেহস্রাব বন্ধ হইয়া লিঙ্গে ও অণ্ডকোষে একজিমা হইলে—ক্লিমেটিস উপকারী। ইহার একজিমা—শুক্ল প্রতিপদ হইতে পূর্ণিমা পর্য্যন্ত বৃদ্ধি হয়, রস পড়ে এবং কৃষ্ণপক্ষ হইতে কমিয়া আসে, শুষ্ক হইয়া যায়। ডাঃ ডিয়ারবরণ বলেন কোনও পুরাতন চর্ম্মপীড়া প্রতিমাসে শুক্লপক্ষে বৃদ্ধি হইলে ইহাতে উপকার হইবে।

পরবর্ত্তী ঔষধ—ক্যাল্কে, রস, সিপি, সলফে।

সম্বন্ধ—সাইলিসিয়ার পর ক্লিমেটিস উপযোগী। শিরোপশ্চাতের ও গ্রীবাদেশের চর্ম্মরোগে—পেট্রোলিয়মের সদৃশ।

ক্রিয়ানাশক—ব্রায়ো, ক্যাম্ফর, ক্যামো, এনাকার্ড, ক্রোটন, রস, ড্যানান।

ক্রিয়া স্থিতিকাল—১৪—২০ দিন।

ক্রম—৩ ×—২০০ শক্তি। ফরমূলা—১।

কোব্যাল্টম (Cobaltum)

(কোব্যাল্ট একপ্রকার খনিজ ধাতু)—কোমরে ব্যথা (Lumbago) এই পীড়ায়—একোনাইট, সিমিসিফিউগা, রসটক্স, ব্রায়োনিয়া, বার্ব্বেরিস, ম্যাক্রোটিন, রডোডেণ্ড্রণ, আর্ণিকা, ইস্কিউলাস, কলচিকাম, ক্যালি-বাইক্রম, পিক্রিক-এসিড, সলফার, নক্স-ভমিকা, জিঙ্কাম ইত্যাদি ঔষধগুলি লক্ষণভেদে উপকারী, তবে স্ত্রী-সংসর্গের পর বা স্বপ্নদোষের পর কোমরের ব্যথা কিম্বা অন্য কোনও ব্যথার বৃদ্ধি হইলে এবং সেই ব্যথা উপবেশনে বৃদ্ধি ও দাঁড়াইলে, চলিলে বা শয়নে উপশম হইলে—কোব্যাল্টম অধিক উপকারী।

ক্রম—৩ ×—৬ × শক্তি। ফরমূলা—৭।

কোকা (Coca)

ইউরোপের ও আমেরিকার উচ্চ পাহাড়ে এনিথ্রক্সিলন কোকা নামক একপ্রকার বৃক্ষ জন্মায়, কোনও ব্যক্তি পাহাড়ে উঠিয়া যখন অত্যন্ত শ্রান্ত ও নিস্তেজ হইয়া পড়ে, বুক ধড়ফড় করিতে ও হাঁপাইতে থাকে, তখন উক্ত বৃক্ষের ২/৪টি পত্র চর্ব্বণ করিলে, তাহাতে অল্প সময়ের মধ্যেই তাহার শ্রমজনিত কষ্ট দূর হয় ও সে পূর্ব্ব শক্তি ফিরিয়া পায়, এজন্য কোকার অন্য এক নাম—"Mountaineers remedy" (Nocturnal enuresis)।

আজকাল আমাদের দেশের অনেক দুশ্চরিত্র যুবকেরা নেশা করিবার উদ্দেশ্যে যে কোকেন (cocane) ব্যবহার করে, তাহা উক্ত কোকাবৃক্ষের পত্রেরই এল্‌ক্যালয়েড মাত্র।

কোকা—শক্তিকৃত ঔষধ সেবনে হৃৎপিণ্ডের দুর্ব্বলতা দূর হয়, অত্যন্ত বুক ধড়ফড়ানি (palpitation) ও শ্বাসকষ্টের (dyspnoea) উপশম হয়, হজমশক্তি বৃদ্ধি হয়, অজীর্ণহেতু পেটের মধ্যে বায়ুজমার হ্রাস হয়। কোকায়—পেটের আবদ্ধ বায়ু এক এক সময় এত জোরে উত্থিত হয় যে, মনে হয় যেন অন্ননলী ফাটিয়া যাইবে। আক্ষেপিক-হাঁপানি ও রক্তোৎকাশ (হিমপ্টিসিস) পীড়ায় অত্যন্ত শ্বাসকষ্ট থাকিলে উহাতে উপকার হইবে। একপ্রকার অনিদ্রারোগে—তাহাতে রোগীর ঘুম আসে, বিছানায় শয়ন করে ; কিন্তু স্থির থাকিতে পারে না। যাহারা অত্যন্ত শারীরিক ও মানসিক পরিশ্রম করে, যাহাদের মস্তিষ্ক অত্যন্ত দুর্ব্বল, যাহারা স্নায়বিক অবসাদগ্রস্ত, তাহাদের পীড়ায় কোকা অধিক ফলপ্রদ।

উপশম—সুরাপানে, খোলা বাতাসে, দ্রুত চলাফেরা করিলে।

বৃদ্ধি—উর্দ্ধে আরোহণে। সদৃশ—আর্স। ক্রিয়ানাশক—জেল্‌সি।

ক্রম—θ—৩০ শক্তি। ফরমূলা—৪।

কক্‌সিনেলা (Coccinella Sip)

(Lady bug, গুবরে পোকার টিংচার) সাধারণতঃ সকল প্রকার স্নায়ুশূল বেদনা (neuralgi), দন্তশূল বেদনা—যেখানে মুখে, দাঁতে, মাঢ়ীতে অত্যন্ত ঠাণ্ডা বলিয়া বিবেচনা হয়, মুখে একমুখ করিয়া লালা জমে, সেখানে এই ঔষধটিতে বিশেষ উপকার হয়। জলাতঙ্ক (hydrophobia)—পীড়ায়—রোগী কাচ বা কাচসদৃশ কোনও চকচকে পদার্থ দেখিয়া ভয় পায়, পাগলের মত হয়। ডানচক্ষুর উপরাংশ, কপালের ও শিরোপশ্চাতের বেদনাতেও ইহা উপকারী।

কক্‌সিনেলা উপরোক্ত কতিপয় প্রকারের পীড়ায় উপকারী হইলেও হুপিং-কাশি কিম্বা তৎসদৃশ অন্য কোনও প্রকার আক্ষেপিক কাশিতে যেখানে কাশির প্রকোপ হ্রাস পাইবামাত্র মুখ দিয়া ডিমের লালার মত হড়্‌হড়ে কতকটা লালা দড়ির মত লম্বা হইয়া নির্গত হয়, তথায় ইহা ব্যবহারে অতি শীঘ্র ফল পাওয়া যায়। আক্ষেপিক হাঁপানি-কাশিতেও ইহার দ্বারা কাশি ও শ্বাসকষ্টের উপশম হয় (১১২ পৃষ্ঠা দেখুন)।

হিক্কা—হিক্কার সহিত পাকস্থলীতে জ্বালা থাকিলে ইহা প্রথমেই প্রয়োগ করিবেন।

বেদনা—কোনও পীড়ায় কিডনীতে এবং কোমরে ব্যথা।

দাঁত উঠিবার সময় স্নায়ুর উত্তেজনা বশতঃ শিশু অত্যন্ত অস্থির হইলে ও রাত্রিতে নিদ্রা যাইতে না পারিলে কিম্বা অন্য কোনও স্নায়বীয় পীড়ায় ঘুম-ঘুমভাব; কিন্তু কিছুতেই স্থির হইয়া ঘুমাইতে না পারিলে—কক্‌সিনেলা প্রয়োগ করিবেন।

সদৃশ—আর্সেনিক, ক্যামোমিলা, ন্যাপ্‌থালাইন প্রভৃতি।

ক্রম—θ, ৩০ শক্তি। ফরমূলা—৪।

ককুলাস ইণ্ডিকা (Coccullus Indica)

(পূর্ব্ববঙ্গ, মালয় দ্বীপ প্রভৃতির একপ্রকার লতার শুষ্ক ফল হইতে টিংচার প্রস্তুত হয়)—গা-বমি-বমি, তৎসহ মাথাঘোরা, মাথা ভারবোধ, বাধক-বেদনা, সম্পূর্ণ বা আংশিক পক্ষাঘাত, দুর্ব্বলতা ইত্যাদি কতিপয় পীড়ায় ইহাতে বিশেষ ফল পাওয়া যায়। জরায়ু, অন্ত্র, পাকস্থলী, মস্তিষ্ক ও স্নায়ুসমূহের উপর ইহা শীঘ্র ক্রিয়া প্রকাশ করে। স্ত্রীলোক ও শিশুদের পীড়ায় অধিক উপযোগী।

সাধারণতঃ ইহা গর্ভবতী, যাহাদের অত্যন্ত গা-বমি-বমি করে, মাথা ঘোরে, কোমরে বেদনা, অবিবাহিতা ও অপুত্রবতী স্ত্রী; নৌকায় জাহাজে বা গাড়িতে চড়িলেই যাহারা অসুস্থ হয় ও গা-বমি-বমি করে, মাথা ঘোরে, সর্ব্বদাই বিষাদিতা, অধৈর্য্যশীলা, ব্যাভিচারিণী, একটুতেই ক্রুদ্ধ হয়, প্রতিবাদ আদৌ সহ্য করিতে পারে না, ঋতু অনিয়মিত ও ঋতুর সময় কষ্ট ইহা তাহাদের পক্ষে অধিক ফলপ্রদ।

চরিত্রগত লক্ষণ ঃ—

১। গাড়ী বা নৌকায় চড়িলে কিম্বা চলতি গাড়ী ; নৌকা প্রভৃতি দেখিলেই গা-বমি-বমি ; ২। গর্ভাবস্থায় গা-বমি-বমি ; ৩। পশ্চাৎ মস্তকে বেদনা (occipital headache). উহা ঘাড় হইতে আরম্ভ হইয়া নিম্নে মেরুদণ্ড পর্য্যন্ত পরিচালিত হয়, তৎসহ গা বমি ; ৪। অত্যন্ত মাথাঘোরা, শুইয়া উঠিয়া বসিলে মাথাঘোরা ; ৫। সমস্ত শরীরে অবসাদ ও দুর্ব্বলতা, অতি কষ্টে দাঁড়াইয়া থাকে, জোরে কথা কহিতে দুর্ব্বলতা বোধ ; ৬। মানসিক উত্তেজনা, রাত্রি জাগরণ কিম্বা অন্য কারণজনিত অনিদ্রাহেতু কোন পীড়া ; ৭। প্রত্যেক নড়ন চড়নে পেটে কাটা ছেঁড়ার মত বেদনা ; ৮। অতিরিক্ত অধ্যয়ন, পরিশ্রম কিম্বা উচ্চ আশায় নিরাশ হইয়া পীড়া ; ৯। ঋতুস্রাবকালীন নিম্নাঙ্গের দুর্ব্বলতা বশতঃ দাঁড়াইতে অক্ষমতা, ১০। ঋতুস্রাবের পরিবর্ত্তে শ্বেত-প্রদরস্রাব ; ১১। দুই ঋতুকালের মধ্যে মাংসধোয়া জলের মত রক্তস্রাব; ১২। প্রতিবাদ অসহ্য, একটুতেই দোষী বিবেচনা করে ও রাগিয়া যায়, তাড়াতাড়ি কথা কহে ; ১৩। অম্বিলাইক্যাল-হার্ণিয়া।

গা-বমি-বমি—গাড়ি, নৌকা ইত্যাদি কোনও যানে চড়িলে কিম্বা কোনও চলতি নৌকা বা জলযান দেখিলেই যদি বমি, গা-বমি-বমি বাড়ে তাহা হইলে—ককুলাস নির্দ্দিষ্ট। কোনও স্থানে যাত্রা করিবার দুইদিন পূর্ব্ব হইতে ককুলাস সেবন করিলে উক্ত উপসর্গের আর আশঙ্কা থাকে না (ডাঃ পিয়ার্স)। ককুলাসে—খাদ্যদ্রব্যের দুর্গন্ধে, পানাহারে, নড়াচড়ায়, ঠাণ্ডায়, গা-বমি-বমি বা বমি বাড়ে। ইহাতে পেটে সর্ব্বদাই একপ্রকার অশান্তি থাকে, মুখের স্বাদ তিক্ত বা ধাতুর কলঙ্ক আস্বাদ কিম্বা পচাগন্ধ হয়। ইহা গর্ভাবস্থার বমি ও গা-বমিতেও উপকারী।

মাথাঘোরা ও মাথাব্যথা—মাথা বেদনার সহিত বমি ও গা-বমি-বমি, মাথাঘোরা যেন নেশা করিয়াছে, শুইয়া উঠিতে গেলে যেন মাথা ঘোরাইয়া ফেলে, রোগী তজ্জন্য আবার শুইয়া পড়ে, মস্তিষ্কের স্তম্ভিত ভাব ইত্যাদি লক্ষণ—ককুলাসে নির্দ্দিষ্ট। ব্রায়োনিয়ায়—বিছানা হইতে উঠিয়া বসিলে মাথার পীড়ার বৃদ্ধি হয়। তবে প্রভেদ এই যে,—ব্রায়োনিয়ায় প্রথমে পেট গুলাইয়া গা-বমির ভাব আসে, পরে মাথাব্যথা হয় এবং ককুলাসে—মাথাঘোরা বা মাথাব্যথার সঙ্গেই গা-বমি-বমির ভাব প্রকাশ পায়। কলচিকমে—কোনও আহার্য্য দ্রব্যের গন্ধ নাকে যাইলেই গা-বমি-বমি করে ককুলাসেও এই লক্ষণটি আছে। ককুলাসের মাথাব্যথা—সাধারণতঃ মাথার পশ্চাৎভাগেই (in occiput) অধিক এবং তথা হইতে পিঠের দাঁড়ায় পরিচালিত হয়। বেদনা—পানাহারে, ঠাণ্ডা বাতাসে, চাপ প্রয়োগ ও নিদ্রার পর বৃদ্ধি হয়, তাহার সঙ্গে অত্যন্ত গা-বমি-বমি থাকে। জগল্যান্স সিনেরিয়া—ঘাড়ে ভয়ানক যন্ত্রণাদায়ক বেদনা, তবে তাহার সঙ্গে লিভার ও ন্যাবার লক্ষণ থাকিতে পারে।

বাধক-বেদনা—বাধক-বেদনার সহিত কোমরে অত্যন্ত বেদনা, এই বেদনাই এই পীড়ায় এই ঔষধটি নির্ব্বাচনের প্রথম সোপান। যেন কোমরে আদৌ বল-শক্তি নাই, বোধ হয় যে কোমর আড়ষ্ট হইয়া আছে, সেই সঙ্গে

রোগীর দুর্ব্বলতা এত অধিক বাড়ে যে, চলিতে গেলে হাত পা সমস্ত কাঁপে এবং রোগিনী মনে করে যেন তাহার বুকে, মাথায়, পেটে কিছু নাই, সমস্তই খালি। ঋতুস্রাবের রঙ—কাল ও ঘন, কখনও স্রাব অধিক পরিমাণে দমকা নির্গত হয়, কখনও অল্প পরিমাণে অত্যন্ত বেদনার সহিত বিলম্বে নির্গত হয় এবং প্রতি মাসে স্রাব ক্রমশঃ কমিয়া আসে ও ঋতু-স্রাবের পরিবর্ত্তে শ্বেত-প্রদর দেখা দেয় (ঋতুস্রাবকালে অত্যন্ত দুর্ব্বলতা অনুভব করা এবং ঋতুস্রাবের পরিবর্ত্তে শ্বেত-প্রদর, এই লক্ষণ দুইটি ককুলাসের মত—পিক্রিক-এসিডেও আছে)। উক্তপ্রকার বাধক-বেদনার সহিত আবার পেটে বায়ুসঞ্চার হইয়া পেট ফুলিয়া উঠে, ঢেকুর উঠিলে ঐ পেটফোলা ও বেদনা একটু কম হয় বটে; কিন্তু পুনরায় বায়ুসঞ্চয় হইয়া পূর্ব্বোক্ত প্রকারে কষ্ট দেয়। ক্যামোমিলা, পলসেটিলা, সিমিসিফিউগা ও সাইক্ল্যামেনের সহিত প্রভেদ দেখিবেন। ককুলাসে—রোগিনী ঠাণ্ডা বাতাস ভালবাসে।

পক্ষাঘাত (Paralysis)—এই পীড়ায় কোমর আক্রান্ত হইলে এবং সেই সঙ্গে দুর্ব্বলতা, যেন পায়ে আদৌ বল নাই, পায়ের তলা অসাড় হাঁটু যেন ভাঙ্গা, ঊরু যেন থেঁতো, প্রথমে—একহাত, পরে অন্য হাত অসাড় হয়, এই সমস্ত লক্ষণে পীড়ার প্রথম অবস্থায়—ককুলাস ব্যবহৃত হইলে মনে হয় উপকার হইবে। মুখের, জিহ্বার ও ফ্যারিংসের পক্ষাঘাতে ধীরে কথা কহে, গিলিতে কষ্ট হয়।

সবিরাম-জ্বর—শীতাবস্থায়—পেটে বায়ু জমিয়া একপ্রকার কলিক-বেদনা হয়, গা-বমি-বমি করে, সমস্ত খাদ্যে ঘৃণা হয়, একবার শীত—একবার উত্তাপ, শীত শরীরের মধ্যে সকল অঙ্গে হয় না, নিম্নাঙ্গ শীতল ও মাথা গরম থাকে। উত্তাপাবস্থা—এ অবস্থাতেও শীত থাকে, স্পষ্ট উত্তাপ প্রকাশিত হয় না, শীত গরমেও উপশম হয় না ; আবার উত্তাপে—ঠাণ্ডা বা গরম বাতাস কিছুই সহ্য হয় না। ঘর্ম্মাবস্থায়—মুখে ঠাণ্ডাভাব থাকে, রোগী অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়ে।

টাইফয়েড-জ্বর—উঠিয়া বসিলে মাথাঘোরা, গা-বমি-বমি, মূর্চ্ছা, মনের ও মাথার জড়তা, স্পষ্ট কথা কহিতে না পারা, পেটফাঁপা, পেটে কলিক বেদনা ইত্যাদি কতকগুলি লক্ষণ জ্বরের সহিত থাকে।

সেরিব্রো-স্পাইন্যাস্-মেনিন্জাইটীস—ঘাড়ে ভয়ানক বেদনা, ছেলে শিকারের অজ্ঞান অবস্থায় মাথাটা পিঠের দিকে বাঁকায় ও একটু জ্ঞানভাব আসিলে শুধু ঘাড়ে হাত দেয়।

সোলেনাম (**Solanum Niger**)—৩—৩০ শক্তি ; ভীষণ মাথাব্যথা, ঘাড় শক্ত ও ঘাড়ে বেদনা, সামান্য মাত্র স্পর্শ ফিট বৃদ্ধি, সমস্ত শরীর ধনুষ্টঙ্কারের মত শক্ত হয়, সর্ব্বাঙ্গ কাঁপে, জ্ঞানলোপ ও গোঁগানির সহিত ফিট, মেনিনজাইটীস, দাঁত উঠার সময় মস্তিষ্কের উত্তেজনা, ভীষণ অস্থিরতা, প্রচণ্ড বিকার (৬৯৮ পৃষ্ঠায় অন্য লক্ষণ দেখুন)।

তড়কা—তড়কায় ফিটের সময় চক্ষু বুজাইয়া আছে ;কিন্তু তাহার ভিতর চক্ষুর তারা একবার এদিক ওদিক ঘুরিতে থাকে।

মূর্চ্ছাবায়ু —(হিষ্টিরিয়া) ঋতুর গোলযোগ বশতঃ পীড়া, রোগিনী অঙ্গপ্রত্যঙ্গ দুর্ব্বল ও অসাড়বোধ করে। ইহাতে ফিটের সময় অত্যন্ত অধিক শ্বাসকষ্ট (dyspnoea) হয়, বোধ হয় যেন গলা, বুক, পাকস্থলী চাপিয়া ধরিয়াছে, ঋতুস্রাব বন্ধ হইয়া মানসিক বিকার।

হার্ণিয়া (অন্ত্রবৃদ্ধি)—অম্বিলাইক্যাল-হার্ণিয়া (umbilical hernia) ইহার দ্বারা উপকার হইতে পারে (নক্স-ভমিকা অধ্যায় ৫১১ পৃষ্ঠায় দেখুন)।

কলিক বা অন্ত্রশূল-বেদনা—পেটে অত্যন্ত বায়ু জন্মে, তাহাতে নাড়ীভূঁড়ি যেন পাক দেয়, মোচড়ায়, পেটে অত্যন্ত বেদনা ধরে, বায়ু নিঃসৃত হইলে কেবলমাত্র বেদনার একটুমাত্র উপশম হয়। সাধারণতঃ রাত্রি দ্বিপ্রহরের পর উক্ত প্রকারের বেদনা আরম্ভ হয়, তাহার সঙ্গে গা-বমি-বমি থাকে কিম্বা বমি হয়। গর্ভাবস্থায় বায়ুশূল বেদনা কিম্বা ঋতুস্রাব বন্ধ হইয়া উক্ত প্রকারের শূল-বেদনা হইলেও- ককুলাস উপকারী।

অনিদ্রা—অনেকদিন পর্য্যন্ত রাত্রি জাগিয়া কাহারও পীড়া হইলে ককুলাস উপকারী, সেইজন্য যে সমস্ত ধাত্রীকে (nurse) প্রায় রাত্রি জাগরণ করিতে হয়, তাহাদের পক্ষে ইহা একটি মহৌষধ।

বৃদ্ধি—পানাহারে ও নিদ্রান্তে, কথা কহিলে, ধূমপানে, যানাদি আরোহণে, গর্ভাবস্থায়।

পরবর্ত্তী ঔষধ—আর্স, বেল, হিপার, নক্স, পলস, সল্ফ।

সম্বন্ধ—তাণ্ডবরোগে ও পক্ষাঘাতে—ইগ্নেসিয়া ও নক্সের তুল্য।

ক্রিয়ানাশক—ক্যাম্ফর, ক্যামো, কুপ্রম, ইগ্নে ও নক্স।

ক্রিয়া স্থিতিকাল—৩০ দিন।

ক্রম—৩ ×—২০০ শক্তি, গর্ভাবস্থায় উচ্চশক্তি প্রযোজ্য; ইহার—৩০ শক্তিই অধিক উপকারী বলিয়া বোধ হয়। ফরমূলা—৪।

কক্কাস ক্যাক্টাই (Coccus Cacti)

(ছারপোকার ন্যায় ককিনিয়্যাল্ নামক একপ্রকার জীবন্ত পোকা শুষ্ক করিয়া টিংচার প্রস্তুত হয়)—আক্ষেপিক-কাশি, হুপিং-কাশি, কিড্নী ও মূত্রথলীর (bladder) কতিপয় পীড়ায় ইহাতে অনেকস্থলে উপকার হয়।

কাশি—আলজিব বাড়িয়া গলার মধ্যে প্রায় নিয়ত খুসখুস কুটকুট করিয়া কাশি হইলে ইহাতে উপকার হয়। হুপিং কাশি—অন্যান্য সময়ে কাশির ঝোঁক আসিলেও প্রাতে নিদ্রাভঙ্গের পরই কাশির বৃদ্ধি হওয়া ইহাতে অধিক নির্দ্দিষ্ট। নিদ্রাভঙ্গ হইবামাত্রই শিশু প্রবল কাশির দ্বারা আক্রান্ত হয়, কাশিতে কাশিতে বমি করিয়া ফেলে, বমির সঙ্গে আঠার মত সর্দ্দি নির্গত হয়, মুখে সর্দ্দি দড়ির মত লম্বা হইয়া ঝুলিতে থাকে। হুপিং-কাশি আরোগ্যের পর ব্রঙ্কাইটীস থামিয়া যায়।

ল্যারিঞ্জাইটীস, ব্রঙ্কাইটীস প্রভৃতি পীড়ায়—ভয়ানক দমবন্ধকর কাশি, অনেকক্ষণ কাশির পড় গাঢ় আঠার মত একটু চট্‌চটে গয়ার উঠে, কাশির ধমকে রোগী কখনও বাহ্যে-প্রস্রাব করিয়া ফেলে। যদি উক্ত প্রকারের কাশি প্রাতে নিদ্রাভঙ্গের পর কিম্বা রাত্রি ৩টার পর হইতে বৃদ্ধি হয়, তাহা হইলে—কক্কাসে উপকার হইবেই হইবে—(ক্যালি-কার্ব্বেও কাশি প্রভৃতি উপসর্গ ভোর ৩/৪ হইতে বৃদ্ধি হয়)।

পাথরী ও প্রস্রাবের পীড়া—প্রস্রাব অধিক পরিমাণে ইউরেট ও ইউরিক-এসিড থাকিলে ইহার দ্বারা উপকার হয়। মূত্র-পাথরীর ভয়ঙ্কর বেদনা—কিড্নী হইতে মূত্রথলীতে পরিচালিত হয়, পুনঃপুনঃ প্রস্রাবের বেগ, প্রস্রাব দ্বার দিয়া রক্ত বাহির হয় (Haematuria)।

সদৃশ—কাশিতে—ড্রসেরা, ক্যোর‍্যাল্‌-রুব, ইপিকাক, ক্যালি-বাইক্রম। সেনেগা—কক্কাসের পূর্ব্বে ও পরে উভয় অবস্থাতেই ব্যবহৃত হয়। প্রস্রাবের পীড়ায়—ক্যান্থার, সার্সা, বার্ব্বেরিস, প্যারিরা।

বৃদ্ধি—প্রাতে, নিদ্রাভগ্নান্তে, পরিশ্রমে, বাম পার্শ্বে শয়নে, শয্যায় উত্তাপে, বাহিরের বাতাসে। উপশম—বেড়াইলে।

ক্রম—৩০ শক্তি। কেহ কেহ নিম্ন শক্তির বিচূর্ণও ব্যবহার করেন।

কফিয়া ক্রুডা (Coffea Cruda)

(কাফি)—স্নায়ুসমূহের উপর ইহার ক্রিয়া প্রধান। অতিশয় বেদনা ; কিন্তু জ্বরশূন্য, সম্পূর্ণ নিদ্রাহীণতা, কোনও বিষয়ে চিন্তা তজ্জন্য অনিদ্রা, স্নায়শূল (নিউর‍্যাল্‌জিয়া, মাথাব্যথা, স্নায়ুদৌর্ব্বল্য বশতঃ বুক-ধড়্ফড়ানি শরীরের ও মনের অদ্ভুত কর্ম্মক্ষমতা ; স্বাদ, গন্ধ, স্পর্শ, দর্শন ও শ্রবণ শক্তি প্রখরতা প্রভৃতি ইহার চরিত্রগত লক্ষণ। লম্বা ও রোগা পাতলাধাঁচের লোক—যাহাদের সম্মুখদিক কুঁজো, তাহাদের পক্ষে ইহা বিশেষ উপকারী।

অন্যান্য কতিপয় লক্ষণ ঃ—

১। ভবিষ্যতের জন্য মনের মধ্যে সর্ব্বদা নানাপ্রকার চিন্তা ও কল্পনা তজ্জন্য অনিদ্রা ; ২। হঠাৎ শোক, দুঃখ, উদ্বেগ, আনন্দ, তাহার কুফলে কোনও পীড়ার উৎপত্তি, আনন্দে ক্রন্দন কিম্বা একবার হাসি একবার ক্রন্দন ; ৩। সামান্য কষ্টকেও অতি গুরুতর ভাবিয়া নিরাশ হয় ও অধৈর্য্য হইয়া পায়চারি করে; ৪। অতিরিক্ত মানসিক পরিশ্রমে, চিন্তা ইত্যাদি কিম্বা কথাবার্ত্তা কহিয়া শিরঃপীড়া, তাহাতে বোধ হয় যেন মাথার ভিতরে কেহ একটা পেরেক ঠুকিয়া দিতেছে, মাথার একদিক অধিক আক্রান্ত হয় ; ৫। পান-আহার খুব তাড়াতাড়ি করিয়া করে ; ৬। দাঁতের বেদনায় মুখে খুব শীতল কিম্বা বরফ জল রাখিলে একটু আরামবোধ করে ; কিন্তু সেই জল গরম হইলেই পুনরায় বেদনা বাড়ে।

বেদনা—কফিয়ার বেদনা—ক্যামোমিলার মত অত্যন্ত কষ্টদায়ক। বেদনার যন্ত্রণায় রোগী ছটফট করে, কাঁদে ও সময়ে সময়ে নিরাশ হইয়া পড়ে, কখনও বা বিরক্ত হইয়া খুব রাগিয়া উঠে; কিন্তু তাই বলিয়া ক্যামোমিলার মত খিটখিটেভাব, গালাগালি দেওয়া, বাপ বলতে শালা বলা, এই প্রকার মানসিক উত্তেজনার লক্ষণ ইহাতে থাকে না, আবার একোনাইটের মত মৃত্যুভয়ও নাই। কফিয়ার মানসিক উত্তেজনা—প্রদাহজনিত। কোনও প্রদাহজনিত পীড়ায়—ডাঃ হেরিং কফিয়া ও একোনাইট পর্য্যায়ক্রমে ব্যবহার করিতে উপদেশ দিয়াছেন। যাহারা কফি পান করে, তাহাদের পীড়ায় উপরোক্ত লক্ষণে—কফিয়া অপেক্ষা ক্যামোমিলা অধিক উপকারী।

মাথ্যাব্যথা—কফিয়ার মাথাব্যথা প্রায় মাথার একদিকে হয়, (আধ-কপালে), রোগী মনে করে যেন মাথার ভিতর কেহ পেরেক বিঁধাইয়া দিতেছে ও সেই পেরেক মস্তিষ্কের ভিতর ঠেকিতেছে এবং তাহাতে মস্তিষ্ক যেন ছিঁড়িয়া যাইতেছে। এইপ্রকারের মাথাব্যথা হিষ্টিরিয়া রোগগ্রস্তা স্ত্রীলোকদের হইলে—কফিয়া প্রায় ইগ্নেসিয়ার সমান উপযোগী। কফিয়ার মাথাবেদনা—খোলা বাতাসে বৃদ্ধি হয়।

দন্তশূল—কফিয়ায়—শীতল জল মুখে রাখিলে দাঁতের বেদনার কিঞ্চিত উপশম হয়। ক্যামোমিলায়—শীতল জল মুখে রাখিলে বেদনার উপশম-ত হয়-ই না ; আবার গরম দ্রব্য রাখিলেও যন্ত্রণার অতিক্তি বৃদ্ধি।

চর্ম্মপীড়া—উদ্ভেদগুলি অত্যন্ত চুলকায়, চুলকাইতে চুলকাইতে রক্ত বাহির হয় ও জ্বালা করে; তজ্জন্য সমস্ত রাত্রি অনিদ্রা।

বাধক-বেদনা—রক্ত কালবর্ণ, চাপ্ চাপ্, পেটে অসহনীয় বেদনা রোগিনী বলে, "আর আমি সহ্য করিতে পারি না," বেদনার ধমকে কাঁদে ছটফট করে, কখনও কখনও মন্দ কথাও বলে, এই সমস্ত লক্ষণে প্রথমে কফিয়ায় উপকার না হইলে, পরে ক্যামোমিলা কিম্বা কলোফাইলম প্রয়োগ করিবেন, থেরাপিউটিক্স—৮৪৩ পৃষ্ঠা দেখুন।

প্রসব-বেদনা—অত্যন্ত অসহনীয় বেদনা, রোগী তজ্জন্য পুনঃ পুনঃ বলে "আমি প্রসব করিতে পারিব না ;" যদি ইহার সহিত কফিয়ার চরিত্রগত মাথাবেদনার লক্ষণ থাকে,—কফিয়া সেবনের সঙ্গে সঙ্গেই উপকার হইবে। পাঠক! আপনি উক্ত প্রকারের বেদনায়, পোয়াতিকে কেবলমাত্র এক পেয়ালা গরম কাফি পান করিতে দিলেও তাহাতে বেদনার নিবারণ হইবে ও সহজেই প্রসব হইয়া যাইবে, আপনিও আনন্দলাভ করিবেন।

অনিদ্রা—নিদ্রা যেন কিছুতেই চোখে আসে না, সমস্ত রাত্রি বিছানায় ছটফট বা এপাশ-ওপাশ করে। রাত্রি তিনটার পর ঘুম ভাঙ্গিয়া যায় আর ঘুম হয় না, ঘুমাইতে ঘুমাইতে হঠাৎ চমকিয়া উঠিয়া কিম্বা স্বপ্ন দেখিয়া ঘুম ভাঙ্গে, মলদ্বার কুটকুট করে তজ্জন্য অনিদ্রা। কোন বিষয়ে নিয়ত চিন্তা তজ্জন্য অনিদ্রা অথবা নিদ্রার ব্যাঘাত। অনিদ্রার—উচ্চক্রম—২০০ শক্তি ২/১ মাত্রা শয়নের পূর্ব্বে দিবেন (ক্যাল্‌কেরিয়া ও প্যাসিফ্লোরা দেখুন)।

বুক ধড়ফড়ানি—হঠাৎ কোনও আনন্দ সংবাদে মন উত্তেজিত হয়, তজ্জন্য বুক ধড়ফড় করে (ডিজিটেলিস অধ্যায় ২৯৮ পৃষ্ঠা দেখুন)।

উদরাময়—ডাঃ হেরিং বলেন, উদরাময়ে বেদনার কোনও লেশমাত্র না থাকিলে—কফিয়া উপকারী (এসিড-ফস, পডোফাইলম, রিসিনাস প্রভৃতি ঔষধেও এই লক্ষণ আছে, উহাদের অধ্যায়ে দেখিবেন)।

আভাষ—কাফি সেবনে শরীরের ও মনের স্ফুর্তি বৃদ্ধি হয়, মানবকে কার্য্যক্ষম করে, কাজ কর্ম্ম করিতে বেশ উৎসাহ বাড়ায় এবং অত্যন্ত কঠিন পরিশ্রম করিলেও শরীর শীঘ্র ক্লান্ত হয় না। ইহা ষ্টিমুলেন্ট ও উত্তেজক। যতদূর সম্ভব গরম কাফি (strong black coffee)—নানাপ্রকার বিষাক্ত দ্রব্য বিশেষতঃ মাদক দ্রব্য (narcotic) সেবনের প্রতিবিষ। কোনও পীড়ায় হিমাঙ্গ অবস্থায়—ঈষৎ গরম কাফি পিচকারী সাহায্যে মলদ্বার দিয়া প্রয়োগ করিলে শরীরে তাপ সঞ্চার হয়।

কফিয়া-টোষ্টা—ধ্বংস দন্তের পীড়া হেতু মুখের স্নায়ুশূল বেদনা

বৃদ্ধি—মানসিক আবেগ, নির্ম্মল শীতল বায়ুতে, নিদ্রাকারক ঔষধাদি সেবনে, উচ্চ শব্দে।

উপশম—উষ্ণ গৃহে, টিপিলে, শয়নে, ও মুখমধ্যে, শীতল জল ধারণে।

পরবর্ত্তী ঔষধ—একোন, বেল, ল্যাকে, নক্স, ওপি, সলফ।

ক্রিয়া ব্যাঘাত—ক্যাম্ফার, কষ্টি, ককুলাস ইগ্নেসিয়া।

ক্রিয়ানাশক—একোন, এসে-এসি, ক্যামো, চায়না, গ্র্যাটি, মার্ক, নক্স মস্ক, সলফ। ক্রিয়া স্থিতিকাল—১—৭ দিন।

ক্রম—৬—২০০ শক্তি ফরমূলা—৪।

কল্‌চিকম (Colchicum Autumnale)

(জার্ম্মেণি, ফ্রান্স এবং ইউরোপের মাঠে একপ্রকার চারাগাছ জন্মায়, তাহার গোড়া বা মূল হইতে টিংচার প্রস্তুত হয়)—পেরিয়ষ্টিয়ম্, সাই নোভিয়্যাল-মেমব্রেণ এবং গাঁটের মাসকিউলার-টীসু সমূহ ইত্যাদির উপরেই ইহার ক্রিয়া অধিক, তজ্জন্য ঐ সকল স্থানের পীড়ায় বিশেষতঃ পুরাতন অবস্থায় ইহার দ্বারা অধিক উপকার পাওয়া যায়। আক্রান্তস্থান ফোলে, উত্তপ্ত ও লালবর্ণ হয়। ডাঃ হেরিং—তরুণ বাতে ইহার খুব প্রশংসা করেন। পাকস্থলী ও অন্ত্রের মিউকাস-মেমব্রেণ এবং কিড্‌নি, লিভার প্রভৃতি গ্ল্যাণ্ডের উপরেও ইহার ক্রিয়া দৃষ্ট হয়। রাত্রিজাগরণ ও অতিরিক্ত অধ্যয়নজনিত কাহারও কোন পীড়া হইলে—কলচিকম উপকারী (ককুলাস অধ্যায় ২৬১ পৃষ্ঠায় অনিদ্রা দেখুন)।

যে সকল ব্যক্তি দেখিতে বেশ হৃষ্ট-পুষ্ট ও ক্ষমতাশালী তাহারাই ইহার উপযুক্ত ক্ষেত্র। ইহার মানসিক লক্ষণ—সামান্য গোলমাল, তীব্রগন্ধ, কুব্যবহার এবং অন্যের সংস্রব আদৌ সহ্য করিতে পারে না। লিখিবার সময় শব্দ বা অক্ষর ভুল করে।

কল্‌চিকমের রোগ লক্ষণ—নড়িলে চড়িলে এবং গা-বমি-বিম—খাদ্য-দ্রব্যের বা বন্ধনের গন্ধে বৃদ্ধি হয়, এই লক্ষণের উপর নির্ভর করিয়া অনেক কঠিন পীড়াও ইহাতে আরোগ্য হয়।

কতিপয় চরিত্রগত লক্ষণ ঃ—

১। দুঃখ কিম্বা অন্যের অনিষ্ট সম্পাদনহেতু পীড়া : ২। বেদনা—ছিঁড়িয়া খুঁড়িয়া ফেলিবার কিম্বা টানাহেঁচড়ার মত, গ্রীষ্মঋতুতে বেদনা অতি অল্প ও উপরেই (superficial) থাকে, বামদিক হইতে ডানদিকে পরিচালিত হয় : ৩। পেটে অত্যধিক বায়ু জমিয়া পেট ফুলিয়া উঠে ; ৪। পেট ও পাকস্থলীতে জ্বালা কিম্বা কখনও বরফের মত ঠাণ্ডাবোধ, ৫। শরৎকালের আমাশয়; ৬। প্রস্রাবের সঙ্গে কালির মত ঘোর কালরঙের রক্ত, এলবুমেন, সুগার, চাপ্‌-চাপ্‌ পচা রক্ত ; ৭। নড়ন চড়নে রোগ বৃদ্ধি ৮। গাঁটে—বাতের বেদনা-যন্ত্রণা, আক্রান্ত অংশে স্পর্শকাতরতা বেদনা, গাঁট ছুঁইলেই চীৎকার করিয়া উঠে (বাতের তীব্রবেদনায়—২ × শক্তি)।

ওলাউঠা—কল্‌চিকমে—বাহ্যে প্রথমে বার-কতক খুব তরল ভেদের সঙ্গে টুকরা টুকরা মল-মিশ্রিত ভেদ হইয়া পরে—ওলাউঠার ভেদে পরিণত হয়। বাহ্যের রঙ্‌ সবুজ, হলদে, লাল এবং কুমড়াপচা বা চাউল-ধোয়ানি জলের মত নানাপ্রকারের হয়। ওলাউঠা রোগে—প্রথমে ২/৪ বার বমি হইয়া পরে উপরোক্ত প্রকারের বাহ্যে আরম্ভ হয়, তৎপরে ক্রমে ক্রমে বাহ্যে বমি—পরিমাণে ও বারে অধিক হয় এবং বাহ্যে অসাড়ে হইতে থাকে। যখন বর্ণহীন কলের জলের মত বাহ্যে হয়, তখন তাহার সহিত আমের মত সাদা-সাদা, ছেঁড়া ছেঁড়া পদার্থ মিশ্রিত থাকে। কল্‌চিকমের আর একটি বিশেষত্ব—প্রথমে দুই-চারিবার বমি হইয়া তৎপরে ভেদ আরম্ভ হয়, ভেদের পর বমি, বমির পর ভেদ, ঠিক পর পর হয়। জলের মত তরল হইলে ভেদ পরিমাণে অত্যন্ত অধিক হয়, তখন পেটে বেদনা থাকে না ; কিন্তু যদি ভেদ—আম বা রক্তমিশ্রিত হয় এবং পরিমাণে অল্প হয় তখন পেটে অত্যন্ত কামড়ানি ব্যথা হইতে থাকে। বমি একটু নড়াচড়া করিলেই হয়, তাহার সঙ্গে কাট্‌-বমি, ওয়াক্‌উঠা থাকে এবং অনেকক্ষণ ধরিয়া উঁকিতোলার পর তবে বমি হয়। খাদ্যদ্রব্যের গন্ধে, রন্ধনের গন্ধে কিম্বা তাহার নাম শুনিলেই গা-বমি-বমি করা—ইহার আর একটি বিশেষ লক্ষণ ; কোনও পীড়ায় শেষোক্ত লক্ষণটি পাইলে—কল্‌চিকম প্রয়োগ করিতে মুহূর্ত্তকালও বিলম্ব করিবেন না। কল্‌চিকমে মুখ দিয়া অত্যন্ত লালা নিঃসৃত হয়, ঐ লালা গিলিলেই গা-বমি-বমি ও বমি বাড়ে, আবার কখনও কাটবমি বা ওয়াক্‌উঠা না থাকিয়াও সহজে বমি হইতে দেখা যায়। বমির পর পাকস্থলীতে জ্বালা হয়, বমি ফিকে-হলদে রঙের, তাহার স্বাদ তিক্ত। ইহার আর এক প্রধান লক্ষণ—বমি বা বাহ্যের পর জ্বালার সহিত রোগী পেটটা যেন বরফের মত ঠাণ্ডাবোধ করে। বাহ্যে-বমি অধিক হইতে হইতে ক্রমশঃ গা ঠাণ্ডা ও হিমাঙ্গ হইয়া আসে, প্রথম হইতেই হিমাঙ্গ হয় না। ছট্‌ফটানি ইহাতে বড় একটা থাকে না, তবে গোলমাল হইলে কিম্বা গায়ে কিছু ঠেকিলে অথবা কোনও গন্ধ নাকে যাইলে রোগীর কষ্ট হয় ও

ছটফট করে—কল্‌চিকমে—শরৎকালে, রাত্রিতে ও সন্ধ্যায় রোগ বৃদ্ধি হয়। উপরে বলিয়াছি জলের মত তরল ভেদ অধিক পরিমাণে হইলে তখন পেটে বেদনা থাকে না, এই লক্ষণটি পডোফাইলমেও আছে, তবে পডোফাইলমে—ভেদ পরিমাণে অত্যন্ত অধিক এবং পেট গড়্‌গড়্‌ করিয়া ডাকিয়া বাহ্যে হয়, বাহ্যে সকালের দিকেই অধিক হয়। কল্‌চিকমে—সন্ধ্যায় ও রাত্রিতে রোগ লক্ষণের বৃদ্ধি : পডোফাইলমে—রোগ বৃদ্ধি গ্রীষ্মকালে ; কল্‌চিকমে—রোগ বৃদ্ধি শরৎকালে—পডোফাইলমে—নিয়ত কাটি-বমি ও গা-বমি-বমি থাকে ; কল্‌চিকমে—একটু নড়িলে চড়িলে গা--বমি-বমি বাড়ে এবং বাহ্যের পরেই আবার বাহ্যের বেগ আনে কিন্তু বাহ্যে হয় না। ইহাতে পেটকাঁপা, পেটজ্বালা ও তৎসহ উদরে ঠাণ্ডাবোধ করা লক্ষণটি স্পষ্ট থাকে।

আমাশয়—স্বচ্ছ মণ্ডের মত, আঁসের মত কিম্বা ছোট ছোট সূতার মত সাদা রঙের চকচকে আম, তাহাতে এক-আধ ফোঁটা রক্ত কিম্বা অধিক পরিমাণে রক্ত, মলের সঙ্গে সঙ্গে ডোরা-ডোরা রক্ত অথবা পেটের অসুখের বাহ্যের ন্যায় জলের মত পাতলা মল, তাহার সঙ্গে সাদা ছেঁড়া ছেঁড়া টুকরা আম কল্‌চিকমে নির্দ্দিষ্ট। বাহ্যের আগে পেটে অত্যন্ত কামড়ানি ব্যথা থাকে, ঘন ঘন বাহ্যে হয়; কিন্তু সকল সময় বাহ্যে হয় না, পেটে খুব বায়ু জমে, বাহ্যের সময় পেট ভুট-ভাট করে। মলদ্বার—পেটে ব্যথা, কোঁথানি, বেগ, গোগ্‌গুল বাহির হওয়া, গা-বমি-বমি, বমির সঙ্গে মূর্চ্ছার মত হইয়া পড়া ইত্যাদি লক্ষণগুলি এবং বাহ্যের পর মলদ্বারে অন্য একপ্রকার যন্ত্রণাদায়ক বেদনা থাকে, কিন্তু পেটের ব্যথা কমিয়া যায়। কল্‌চিকমে—বাহ্যে শেষ হইলেও কোঁথানি অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত থাকে, কোঁথানির নিবৃত্তি হইলেই রোগী ঘুমাইয়া পড়ে। কলোসিন্থে—বাহ্যের পরেই পেট-বেদনার নিবৃত্তি হয়, ব্যথা চাপিলে একটু কমে। সলফারে—বেগ, কোঁথানি ইত্যাদি অনেকক্ষণ এমন কি—পরবারের বাহ্যে পর্য্যন্তও থাকে।

পাকস্থলীর পীড়া—পাকস্থলীর নিকটে চাপ দিলে ভীষণ বেদনা, সর্ব্বদা ঢেউ-ঢেউ করিয়া স্বাদশূন্য ঢেকুর উঠে। পাকস্থলীর মধ্যে কখনও কখনও বরফের মত ঠাণ্ডা বিবেচনা করে, পেটে বায়ু জমিয়া পেট ফুলিয়া উঠে। পেটের অসুখ না হওয়া পর্য্যন্ত পেটবেদনা কমে না।

তড়কা—ছেলেদের দাঁত উঠার সময় নানারঙের বাহ্যের সহিত তড়কা হইলেও ছেলে ক্রমাগত এদিক ওদিক মাথা চালিতে থাকিলে—কল্‌চিকমে উপকার হয়। সিনায়—ছেলে চুপ করিয়া থাকিলে আক্ষেপ হয় ; কিন্তু এদিক ওদিক করিলে আক্ষেপ হয় না। ইথুজায়—তড়কার সঙ্গে বড় চাপ্‌ চাপ্‌ দধির মত বমি থাকে।

বাত ও হৃৎপিণ্ডের পীড়া—কল্‌চিকমে বাতের বেদনা-যন্ত্রণা সরিয়া বেড়ায় অর্থাৎ এক সন্ধিতে আরম্ভ হইয়া অন্য সন্ধিতে যায় (ষ্টেলারিয়া), বেদনা—সন্ধ্যায় এবং একটু নড়িলে চড়িলেই বাড়ে, এত বেদনা যে হাতটি ছোঁয়াইলে সেখানে ভয়ানক ব্যথাবোধ করে, আক্রান্তস্থান ঘোর লালবর্ণ দেখায় ও ফুলিয়া

উঠে ; কিন্তু সেই ফোলা পাকে না কিম্বা তাহাতে পূঁয হয় না। গেঁটেবাতে—কল্‌চিকম উপকারী (জানুসন্ধির অর্থাৎ হাঁটুর বাতে—কল্‌চিকম—৩য় হইতে ৬ষ্ঠ শক্তি সেবন ও কল্‌চিকম—θ, বাহ্যিক প্রয়োগে কিছু উপকার হয় ; বাত আক্রান্ত স্থানে গমের ভুষির সেক দেওয়া ও সর্ব্বদা তুলা দিয়া বাঁধিয়া গরম রাখা আবশ্যক)। বাতে প্রথমে বুড়ো আঙুল আক্রান্ত হয়, পরে বাত হউক আর গেঁটেবাতই হউক সময়ে সময়ে আক্রান্তস্থান হইতে বক্ষে চলিয়া যায়, ইহাতে ইংরাজীতে—মেটাসট্যাসিস (metastasis) কহে। এব্রোটেনাম ঔষধও এই প্রকার—metastatic rheumatism পীড়ার মহৌষধ, ইহা বক্ষে যাইলে হৃৎপিণ্ডের ভল্‌ভের (valvular heart disease) কিম্বা পেরিকার্ডাইটিস পীড়া উৎপন্ন হইয়া বুকে অত্যন্ত ব্যথা ও হৃৎপিণ্ডের উপর হুলফোটান ব্যথা হয়, বুক ভারী ও শ্বাসকৃচ্ছ্র হইতে থাকে। ক্যাকটসের মত হৃৎপিণ্ডকে জোরে চাপিতেছে বা জোরে মোচড়াইতেছে, এই লক্ষণেও—কল্‌চিকম উপযোগী। কল্‌চিকমে—সাধারণতঃ প্রাতে প্রস্রাব ঘোর লালবর্ণের হয় ও গেঁটেবাতে অত্যন্ত অল্প পরিমাণে প্রস্রাব হইয়া থাকে। যাহাই হউক বাতেও কল্‌চিকমের প্রিয় লক্ষণ—রন্ধনের গন্ধে গা-বমি-বমি, নড়া-চড়ায়ও সন্ধ্যায় রোগ বৃদ্ধি এই লক্ষণ কয়টি সর্ব্বদা স্মরণ রাখিতে হইবে। প্রাতে অধিক বেদনা-যন্ত্রণা থাকিলে—ইহার ২ × শক্তি প্রযোজ্য।

প্রস্রাব—কল্‌চিকমে—প্রস্রাব কাল (dark), দোয়াতের কালির মত কাল কিম্বা কটারঙের হয়। প্রস্রাবে—রক্ত, পচারক্তের ডেলা, সুগার ও এলবুমেন থাকে। প্রস্রাব ফোঁটা ফোঁটা অথবা একটু একটু করিয়া হয়, কিম্বা সম্পূর্ণ বন্ধ থাকে। টেরিবিস্থিনায়—প্রস্রাবে রক্তের রঙ লালবর্ণ।

জিহ্বার পক্ষাঘাত—যখন জিহ্বার কোনও প্রকার সাড়া (sense) থাকে না, মুখ হাঁ করিয়া থাকে এবং মুখ দিয়া লালা ঝরে, তখন কল্‌চিকম উপযোগী। ব্যারাইটা-কার্ব্বে—জিহ্বার ক্রমশঃ পক্ষাঘাত হয় (কষ্টিকাম ২২৭ পৃষ্ঠা ও মিউরিয়েটিক-এসিড দেখুন)।

বাতশ্লেষ্মা-জ্বর (Typhoid fever)—এই পীড়ার সহিত যখন কল্‌চিকমের নির্দ্দিষ্ট পেটের লক্ষণগুলি অর্থাৎ পেটফাঁপা তরল মল বেগে অসাড়ে নির্গত হওয়া, গা-বমি-বমি, ওয়াকতোলা, পিত্ত-বমি, হা-পা ঠাণ্ডা ; কিন্তু শরীর গরম (ফসফরাসে এই লক্ষণ আছে), কটারঙের জিহবা, বিমর্ষতা কোনও কথা জিজ্ঞাসা করিলে তাহার জবাব না দেওয়া ইত্যাদি লক্ষণগুলি বর্ত্তমান থাকে, আবার ভেরেট্রমের মত কপালে ঠাণ্ডা ঘাম, বালিশ হইতে মাথা তুলিতে না পারা, মরা মানুষের মত মুখের চেহারা, মুখ হাঁ করিয়া থাকা, নাক-কাণ বিশেষতঃ নাক সরু ও সূচাল হওয়া, নাকের ভিতর শুষ্ক, বাকরোধ, ছটফটানি, পায়ে খিলধরা ইত্যাদি লক্ষণগুলি থাকে, তখন—কল্‌চিকম অমোঘ ঔষধ। টাইফয়েড-জ্বরে—ইহা কতকটা চায়না ও আর্সেনিকের সদৃশ ঔষধ। টাইফয়েড-পীড়াভোগ-কালীন প্রস্রাব বন্ধ থাকিলেও ইহাতে উপকার হয়।

মুখমণ্ডলের স্নায়ুশূল—স্পাইজেলিয়ার মত বামদিকেই ইহার ক্রিয়া অধিক। এই পীড়ায় (Prosopalgia) যখন বেদনার সহিত মুখমণ্ডলের পেশীতে

পক্ষাঘাতের মত অসাড়তা থাকে, তখন—কল্‌চিকম উপযোগী (স্পাইজেলিয়া, এমিল-নাইট্রেট, একোনাইট দেখুন)।

বৃদ্ধি—খাদ্যদ্রব্যাদির এবং রন্ধনের গন্ধে, সন্ধ্যাকালে, রাত্রিতে ও সূর্য্যাস্ত হইতে সূর্য্যোদয় পর্য্যন্ত সময়ের মধ্যে।

পরবর্ত্তী ঔষধ—কার্ব্বো, মার্ক, নক্স, পল্‌, সিপি।

সম্বন্ধ—বাতে ব্রায়োনিয়ার সমকক্ষ। শোথে—এপিস ও আর্সেনিক ফল না পাইলে কল্‌চিকম দ্বারা ফল পাওয়া সম্ভব।

ক্রিয়ানাশক—বেল, ক্যাম্ফর, কক্কু, লিডম, নক্স, পল্‌স, স্পাইজে চিনি, মধু। ক্রিয়া স্থিতিকাল—১৪—২০ দিন।

ক্রম—১ ×—৩০ শক্তি। ফরমূলা—১।

কলিন্‌সোনিয়া (Collinsonia)

(ক্যানাডাদেশীয় একপ্রকার গুল্মের মূল হইতে টিংচার প্রস্তুত হয়)—স্ত্রীলোকদের তলপেটে ও যকৃত সম্বন্ধীয় যন্ত্রে রক্ত সঞ্চয়াধিক্য হয়, তজ্জন্য অর্শ ইত্যাদি পীড়া, কোষ্ঠবদ্ধ, শোথ—বিশেষতঃ হৃৎপিণ্ডের পীড়াজনিত শোথ শিশুদের কোষ্ঠবদ্ধতা ইত্যাদি পীড়ায় ইহা সাধারণতঃ ব্যবহৃত হয়।

অর্শ—এই পীড়ার নাম শুনিলেই—ইস্কিউলাস, কলিন্‌সোনিয়া, এলো, নক্স, ফস ইত্যাদি ঔষধগুলিই আমাদের মনে পড়ে। অর্শে—কলিন-সোনিয়ার সহিত ইস্কিউলাসের অনেক সাদৃশ্য আছে এবং এই দুয়েতেই গুহ্যপথে যেন কতকগুলি ছোট ছোট কাঠি পোরা আছে এই লক্ষণটি বিদ্যমান থাকে। কলিনসোনিয়ায়—অর্শে অত্যন্ত রক্তস্রাব হয় ও কোষ্ঠবদ্ধ থাকে এবং পেটে বায়ু জমে ও তাহাতে কলিক-বেদনা হয়। কোষ্ঠবদ্ধে হয়ত ৩/৪ দিন বাহ্যে না হইয়া একদিন বৈকালের দিকে বাহ্যে হয়, মল গুট্‌লে। ইহার বেদনা-যন্ত্রণা রাত্রিতে বৃদ্ধি পায়। ইস্কিউলাসের—অর্শে রক্তস্রাব বড় থাকে না ; কিন্তু কোমরে ভয়ানক ব্যথা থাকে। কলিন্‌সোনিয়ায়—কোমরে ব্যথা নাই (ইস্কিউলাস অধ্যায় দেখুন)। যে সকল স্ত্রীলোকদের জরায়ু ভ্রংশের পীড়া (Prolapsus utery) আছে, তাহাদের অর্শে ও কোষ্ঠবদ্ধে—কলিন্‌সোনিয়াই উপযোগী। জরায়ুর বহির্নির্গমনসহ সরলান্ত্র নির্গমনে (Prolapsus recti)—পডোফাইলম উপকারী। হৃৎপিণ্ডের পীড়ায়—হৃৎপীড়া আরোগ্যের পর অর্শ, অর্শ আরোগ্যের পর হৃৎপীড়া।

বৃদ্ধি—সামান্যমাত্র মানসিক উত্তেজনায়।

সম্বন্ধ—অর্শ ও হৃৎপিণ্ডের পীড়ায়—ক্যাক্টস, ডিজিটেলিস ও অন্যায় ঔষধ বিফল হইলে এবং শূলরোগে—কলোসিন্থ, নক্স--ভমিকার দ্বারা ফল না পাইলে—কলিন্‌সোনিয়া। ক্রিয়ানাশক—নক্স।

ক্রম—θ, ৩ ×—৩০ শক্তি। অর্শের সহিত হৃৎপিণ্ডের কোনও যান্ত্রিক পীড়া থাকিলে—উচ্চশক্তি প্রযোজ্য।

ক্রিয়া স্থিতিকাল—৩০ দিন। ফরমূলা—৩।

কলোসিন্থ (Colocynth)

(ইজিপ্টের একপ্রকার গুল্মের শুষ্ক ফলের খোসা ও বীচি ফেলিয়া অবশিষ্ট অংশ হইতে ইহার টিংচার প্রস্তুত হয়, এই ফল অত্যন্ত তিক্ত)—ক্রোধপ্রবণ ব্যক্তি যাহাদিগকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলেই রাগিয়া যায়, একটুতেই দোষ মনে করে, যে সকল স্ত্রীলোকের অধিক ঋতুস্রাব হয়, অথচ অলস এবং যে সকল ব্যক্তি অতি শীঘ্র শীঘ্র স্থূলকায় হইয়া পড়ে, তাহাদের শরীরে ইহা অতি দ্রুত ক্রিয়া প্রকাশ করে। কোন প্রকার স্নায়ুবিক বেদনা, শিরঃপীড়া, পেটের মোচড়ানি কামড়ানি ব্যথা, সায়েটিকা নামক বাত, কটিবাত ইত্যাদি কতকগুলি পীড়ায় ইহা মন্ত্রশক্তিবৎ কার্য্য করে। যে সময় বাতাস ঠাণ্ডা অথচ রৌদ্র প্রখর, সেই সময়—কলোসিন্থ ব্যবহৃত হইলে শীঘ্র ঔষধের ক্রিয়া প্রকাশিত হয়। ইহার মানসিক লক্ষণ—অত্যন্ত উত্তেজিত। ক্রোধ—ঘৃণামিশ্রিত। বেদনা—কামড়ানি, খামচানি, মোচড়ানি। কিন্তু স্ক্রু দিয়া পাক দিবার মত ব্যথা হইলে—লোবেলিয়া-ইরিনাস।

চরিত্রগত লক্ষণ ঃ—

১। অত্যন্ত ক্রোধিত হইবার পর কোনও পীড়ার উৎপত্তি, যেমন বাহ্যে, বমি, পেটবেদনা, ঋতুবন্ধ, ফিট, মস্তিষ্কের কোনও পীড়া ইত্যাদি (ক্যামোমিলা); ২। হঠাৎ তাড়াতাড়ি বামদিকে মাথা ফিরাইলেই মাথা ঘুরিয়া উঠে ; ৩। সায়েটিকা নামক স্নায়ুশূল বেদনার বাম উরুসন্ধিতে খিলধরার মত বেদনা, আক্রান্তপাশ চাপিয়া শয়ন করে ; ৪। তীরছোড়া বা বিদ্যুৎগতির মত বেদনা—নীচে বাম উরুতে, বাম হাঁটুতে ও বাম হাঁটুর পশ্চাৎবর্ত্তী স্থানে পরিচালিত হয় (ডানদিকে সায়েটিকা বেদনা—বেদনা নীচের দিকে ডান উরুসন্ধিতে ও ডানপায়ে পরিচালিত হইলে—ন্যাফেলিয়ম); ৫। রক্তামাশয় ও এন্টেরাইটীস—বাহ্যের পূর্ব্বে পেটে ভয়ানক ব্যথা ও কোঁথানি, রোগী হাত দিয়া পেট চাপে ; ৬। কলিক্-শূল বেদনা কিম্বা ডিম্বকোষের বেদনা-যন্ত্রণা—জোরে চাপিয়া ধরিলে একটু উপশম হয় ; ৭। মুখের স্বাদ তিক্ত (এখানে—θ, ২/১ মাত্রা দিবেন)।

শূলবেদনা—পেটে এক প্রকার ব্যথা ধরে, সেই ব্যথা কোনও প্রকার প্রদাহ জনিত নহে, উহাতে রোগী সুমুখের দিকে ঝুঁকিয়া বসিয়া থাকিলে বেদনার স্থান জোরে চাপিয়া ধরিলে, পা গুটাইয়া কিম্বা উপুড় হইয়া শুইলে একটু উপশম হয়, বেদনার ধমকে প্রায়ই কাঁদে, ছট্‌ফট্ করে, এইরূপ ব্যথায়—কলোসিন্থ নিম্নশক্তি প্রয়োগে ত্বরায় বেদনার উপশম হয় (২০০ শক্তিতে ও অনেক সময় মূল আরকে ও আশু উপকার হইতে দেখা যায়)। ডিম্বকোষ ইত্যাদির বেদনায় কিম্বা অন্য কোনও পীড়ায় উপরোক্ত লক্ষণগুলি থাকিলে—কলোসিন্থ প্রয়োগে ত্বরায় বেদনার উপশম হয়। কলোসিন্থের শূল-বেদনা (colic)—অনেকটা নিউর‍্যাল্‌জিক ধরনের এবং তাহার সঙ্গে প্রায়ই বাহ্যে-বমি ইত্যাদি থাকে, এই বাহ্যে-বমি—বেদনার জন্যই ঘটিয়া থাকে, উহা পেটের দোষহেতু নহে (আমাশয়ের পীড়াতে এইরূপ বেদনা প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায়)। কলোসিন্থের

ব্যথা—কামড়ানি, মোচড়ানি কিম্বা খেচুনি ব্যথা। ম্যাগ্নেসিয়া-ফস—নামক ঔষধ—উদর-শূল বেদনায় কলোসিন্থের সমকক্ষ এবং বালকদের পীড়ায় উক্ত উভয় প্রকার ঔষধই ফলপ্রদ। ম্যাগ্নেসিয়া-ফসের বেদনা—গরম ফোমেন্টেসনে কিম্বা গরম জল বোতলে পুরিয়া উত্তাপ প্রয়োগ করিলে উপশম হয়। কলোসিন্থ ও ম্যাগ্নেসিয়া-ফস—শরীরের নানাস্থানের নিউর‍্যাল্‌জিয়ার, যেমন—জরায়ু-শূল, স্নায়ুশূল, ডিম্বকোষের বেদনা, সায়েটিকা ইত্যাদি পীড়ায় সমান উপযোগী, ক্যামোমিলাও—কতকটা, কলোসিন্থের সদৃশ ঔষধ এবং এই দুই ঔষধই রাগজনিত উদর-শূলে ব্যবহৃত হয়। ক্যামোমিলায়—শিশুদের উদরশূলে পেটে বায়ু জন্মায়, পেট ফোলে, ছেলে ছট্‌ফট করে, কাঁদে, যন্ত্রণায় অস্থির হয় ; কিন্তু কলোসিন্থের মত পা গুটাইয়া কুকুড়ি হইয়া থাকে না। উদর-শূল (colic) বেদনায়, ক্যামোমিলা ও কলোসিন্থে উপকার না হইলে—ম্যাগ্নেসিয়া-ফসে উপকার হয়। ষ্ট্যাফিসেগ্রিয়া নামক ঔষধ—চক্ষুর পাতায় ঘা এবং পোকা খাইয়া যাহাদের দাঁত কাল হইয়াছে, সেই সকল শিশুদের কলিক বা উদর-শূলে পূর্ব্বোক্ত সমুদয় ঔষধ অপেক্ষা অধিক ফলপ্রদ। ভেরেট্রেমে—উদরশূল-বেদনার সহিত কপালে ঠাণ্ডা ঘাম থাকে। বোভিষ্টায়—পা গুটাইয়া রাখিলে কিম্বা সম্মুখে ঝুঁকিলে বেদনার উপশম হওয়ার লক্ষণ থাকিলেও উহাতে উদর-শূল আহারের পর বৃদ্ধি দেখিতে পাইবেন। ইলিসিয়ম-এনিসিটামে—তীব্রবায়ুশূল বেদনা, প্রত্যহ প্রায় ঠিক একই সময় বেদনা ধরে, পেট ডাকে। ডায়স্কোরিয়া—বায়ু সঞ্চয়জনিত উদর-শূলে বিশেষ উপকারী, ইহার বেদনা—নাভিস্থলের নিম্নদিকে, এমন কি কুঁচকীর স্থান হইতে আরম্ভ হইয়া পরে সমস্ত পেটে ছড়াইয়া পড়ে, কখনও হাতে পায়ে পর্য্যন্ত পরিচালিত হয়। এক্ষণে কলোসিন্থের সহিত ডায়স্কোরিয়ার কি প্রভেদ তাহা দেখুন।

কলোসিন্থে—বেদনা—পা ও হাঁটু গুটাইয়া শুইলে অথবা সম্মুখদিকে ঝুঁকিলে একটু কম পড়ে, ডায়স্কোরিয়ায়—ঠিক উল্টা অর্থাৎ কুঁকুড়ি হইয়া থাকিলে যেন বেদনা আরো বাড়ে ও পশ্চাৎদিকে হেলিয়া বা সটান সোজা হইয়া থাকিলে বেদনার কিঞ্চিৎ উপশম হয়, ইহাতে বেদনার স্থান চাপিয়া ধরিলে বেদনার অতিরিক্ত বৃদ্ধি হয়। ষ্ট্যানম নামক ঔষধ—শিশুদের উদর শূলে বিশেষ উপকারী, ইহাতে শিশুর পেটটি বুকে রাখিয়া পেট চাপিয়া এদিক ওদিক করিয়া বেড়াইলে বেদনার হ্রাস হইতে দেখা যায়। কলোসিন্থে—শিশুদের পেটবেদনায়, তাহারা উপুড় হইয়া শুইতে চায় কিম্বা শোয়, চিৎ করিয়া দেওয়া হয়, তখনই চীৎকার আরম্ভ করে। ইহাতে প্রথমে গা-বমি-বমি থাকে না ; কিন্তু বেদনা যখন উত্তরোত্তর অত্যন্ত বাড়িয়া উঠে, তখন গা-বমি-বমি করে ও বমি হইতে থাকে, যখন পেট খালি হয়, —তখন শুধু ওয়াক তোলে, অথবা কাটবমি হয়। ক্রমাগত যন্ত্রণাদায়ক উঁকিউঠা, ওয়াকতোলা, কাটবমি, বমি অপেক্ষা কাটবমি অধিক, এই সমস্ত লক্ষণে প্রায় অনেকস্থলে —এন্টিম-টার্ট—৩০ শক্তির ২/১ মাত্রায় উপকার হয়।

ষ্ট্যানমের বেদনা—খুব জোরে চাপিয়া ধরিলে একটু উপশম হয়। ছেলে দিন রাত্রি কাঁদে, এই কান্নার লক্ষণ ধরিয়া শিশুদের উদরশূলে—জেলাপায় বিশেষ উপকার হয়। পায়ের তলায় জ্বালা—এই লক্ষণ ধরিয়া কলিক বেদনা

হউক আর যে পীড়াই হউক, অত্যন্ত জটিল হইলেও—সলফারে উপকার হইতে পারে (এনাকার্ড অধ্যায়ে—অম্লশূল বেদনা ৮৮ পৃঃ দেখুন)।

দ্রষ্টব্য ঃ—আমি প্রায় আট দশটি অম্লশূলগ্রস্ত রোগীকে (যাহাদের পেটের কলিক্ অর্থাৎ বায়ু বা অম্লশূল-বেদনা চাপিয়া ধরিলে একটু উপশম হইত; প্রত্যহ বৈকালে, সকালে কিম্বা আহারের দুই তিন ঘন্টা পরে বেদনা আরম্ভ হইয়া চারি পাঁচ ঘন্টা কাল অত্যন্ত কষ্ট প্রদান করিত)। প্রথমতঃ লক্ষণানুযায়ী—লাইকোপোডিয়ম, ডায়স্কোরিয়া, নক্স, এনাকার্ডিয়ম, এসিড সল্‌ফার ইত্যাদি ঔষধ প্রয়োগ করিয়া বিফল হই, অবশেষে—ষ্ট্যানম ৩০ শক্তি প্রয়োগ করায়, তাহাদের মধ্যে কেহ প্রথম সপ্তাহে, কেহ ২য় সপ্তাহে কেহ বা ৩। ৪ সপ্তাহের মধ্যে আরোগ্য হইয়াছিল। তাহাদের সকলকেই প্রত্যহ প্রাতে আহারের দুই-এক ঘন্টা পূর্বে খালিপেটে এক টম্বলার-গ্লাস গরম জল এবং আহারের অব্যবহিত পরেই কচি ডাবের জল, অভাবে গরম জল—লেবুর রসের সহিত পান করিতে দেওয়া হইত।

সকল হোমিওপ্যাথই জানেন, হোমিওপ্যাথিতে কোনও পীড়ার কোন একটি নির্দ্দিষ্ট বাঁধাবাঁধি ঔষধ নেই ; অম্লশূল বেদনারও কোনও একটি নির্দ্দিষ্ট বাঁধা ঔষধ নাই। রোগ ও রোগীর প্রকৃতি, পীড়ার হ্রাস-বৃদ্ধি ইত্যাদির উপর নির্ভর করিয়া সকলকেই ঔষধ নির্ব্বাচন করিতে হয়। যাহাই হউক এই বেদনা সহজে ও সমূলে আরোগ্য হইতে চাহে না। কিছুদিনের জন্য পীড়া যাপ্য থাকিলেও সময়ে সময়ে আবার রোগীকে অত্যন্ত যন্ত্রণাভোগ করিতে হয়। আমি আজকাল যেখানে কোনও ঔষধের সমস্ত লক্ষণগুলি রোগলক্ষণের সহিত মিলাইতে না পারি, শূল-বেদনারও কোন অবস্থাতে উপশম না হয় (Colic, on position relievs), সেখানে—একোনাইট-ন্যাপ—১ × শক্তির, ৩/৪ ফোঁটা, ২ আউন্স জলে মিশাইয়া তাহার এক-এক চামচ—১/১/০ ঘন্টা অন্তর প্রতিদিন ৪/৫/৬ মাত্রা করিয়া ৫/৭ দিন প্রয়োগ করি, তাহাতে দেখিতে পাওয়া যায়—শতকরা ৮০/৯০টি রোগী সুস্থ হয় (একোনাইট অধ্যায় ৪৬ পৃষ্ঠা দেখুন)।

দেখা যায় অম্লশূল বেদনাক্রান্ত রোগীদিগকে প্রায়ই কোষ্ঠবদ্ধের নিমিত্ত কষ্টভোগ করিতে হয়। যাহাদের ভালরূপ কোষ্ঠ পরিষ্কার না হয়, তাহাদের-শূল বেদনায় (Colic, cutting, griping, and twisting, specially about navel) ও যেখানে একোনাইট বিফল হয়, সেখানে আমি ভেরেট্রম-এলবম ৩ × অথবা ৬ × শক্তি উপরোক্ত নিয়মে সপ্তাহকাল প্রয়োগ করি, যদি ঐ বেদনা চাপে একটু উপশম হয় তাহা হইলে—কলোসিন্থ নিম্নশক্তির (৩ ×, ৬ × শক্তির) সঙ্গে—ভেরেট্রম ৩ ×, ৬ × পর্য্যায়ক্রমে বেদনার উপশম না হওয়া পর্য্যন্ত প্রত্যহ ৫/৬ মাত্রা প্রদান করি, তাহাতে দেখা যায়—শতকরা প্রায় ৭০/৮০টি রোগীর যন্ত্রণার উপশম হয়, যন্ত্রণার উপশম হওয়াই রোগীর পক্ষে শুভ ও চিকিৎসকের আনন্দ। ভেরেট্রম-এল্‌বমে কোষ্ঠ পরিষ্কার হয় (কলোসিন্থ—ডাইলিউশন ঔষধে উপকার না হইলে—মাদার টিংচার ২/৩ ফোঁটা, ৮/১০ দাগ জলে মিশাইয়া বেদনায় প্রাবল্য অনুসারে অর্দ্ধ হইতে ২/৩ ঘন্টা অন্তর প্রয়োগে

অনেক কঠিন প্রকারের শূল বেদনাতেও ৪/৫ মাত্রা সেবনে উপকার হয়), ক্রিমিজনিত উদরশূল-বেদনাতেও ইহা উপকারী, ইহা সেবনে অনেকস্থলে মলদ্বার দিয়া হউক আর মুখ দিয়াই হউক ক্রিমি বাহির হইয়া কলিক্-বেদনা ও উপসর্গ দূর হয়, ইহা আমার পরীক্ষিত (এসিড-অক্‌জ্যালিক ৩৩ পৃষ্ঠা দেখুন)।

অম্লশূল-বেদনাগ্রস্ত রোগীর পক্ষে প্রত্যহ কাগজী, পাতি বা বাতাবী লেবুর রস এবং দিনে অন্ততঃ ৪ বার (আহারের ১ ঘন্টা পূর্ব্বে ও ২ ঘন্টা পরে সকালে ও সন্ধ্যায়) গরম জলসহ লেবুর রস পান খুব উপকারী।

একটি কাগজী লেবুর কিয়দংশ কাটিয়া তাহার মধ্যে একটু সৈন্ধব লবণ ও মরিচগুঁড়া দিয়া ঘুঁটের আগুনের উপর কিছুক্ষণ বসাইয়া রাখিলে রস ঝরিয়া লেবুটি ক্রমশঃ নরম হইয়া আসে, সেই লেবুর রস প্রত্যহ ৩/৪ বার একপোয়া গরম জলসহ পান করিলে বেদনার উপশম, পরিপাকশক্তির বৃদ্ধি ও কোষ্ঠ পরিষ্কার হইবে, তবে যাহাদের টক্-ঢেকুর, টক্-বমি বা অম্বল হয়, তাহাদের পক্ষে কোনও প্রকার টকদ্রব্য বা টক্‌ফল কিম্বা টক্‌পানীয় ব্যবহার করা একেবারে নিষিদ্ধ। অম্লশূল-বেদনাগ্রস্ত রোগীর বেদনার উপশম না হওয়া পর্য্যন্ত তাহাকে কেবলমাত্র দুধ ভাত, পাকা পেঁপে ইত্যাদি আহার এবং ডাবের জল, সাগু, এরারুট, বার্লী প্রভৃতি তরল বস্তুসমূহ পান করিতে দিবেন, কোনও তরকারী বা অধিক মিষ্ট খাইতে দিবেন না।

উদরাময়, আমাশয়—কলোসিন্থের—মল খুব ঘোর হলদে রঙের, ঠিক গন্ধকের মত রঙ, তাহার সঙ্গে ফেণা মিশ্রিত থাকে। ইহার বাহ্যের সঙ্গে—হয় আম, নয় রক্ত, নয় পিত্ত কিছু না-কিছু মিশ্রিত থাকে, কখনও শুধু রক্তবাহ্যে হয়। পেটের অসুখে—জলের মত পাতলা, অল্প সবুজ-বর্ণের হড়্‌হড়ে বাহ্যে হয় (বাহ্যে পরিমাণে অধিক হইলে কখনও বর্ণহীন বাহ্যে হইয়া থাকে এবং পাতলা বাহ্যের সঙ্গে আম মিশ্রিত, অথচ পেটে বেদনা নাই এইরূপ দেখা যায়)। কলোসিন্থে—সলফারের মত মলদ্বার হাজিয়া যায় এবং পরিমাণে খুব অল্প হইলে বাহ্যে ঘন ঘন হয় ; বাহ্যে—টক্ বা কাগজপোড়ার মত একপ্রকার খরগন্ধযুক্ত, ইহাতে বাহ্যের পূর্ব্বে পেটে অত্যন্ত কামড়ানি ও খামচানি ব্যথা এবং বাহ্যের বেগ থাকে, বেগ এত বেশী যে, তাহাতে রোগী অসামাল হইয়া পড়ে। বাহ্যের সময় পেটে ব্যথা, কোঁথানি, গা-বমি-বমি এবং মলদ্বারে ও প্রস্রাবদ্বারে খুব জ্বালা যন্ত্রণা থাকে, পেটের যন্ত্রণা—বাহ্যের পরেই নিবৃত্তি হয় ; কিন্তু যদি বাহ্যের পর একবার পেটের ব্যথা আরম্ভ হয়, তাহা অত্যন্ত কষ্টদায়ক হইয়া উঠে। পেটের অসুখে—জিহ্বার ডগায় জ্বালা, তিক্ত আস্বাদ, অত্যন্ত ক্ষুধা, পিপাসা, গা-বমি-বমি, কাট্-বমি, আবার কিছুমাত্র গা-বমি না থাকিয়াও ভুক্ত দ্রব্যের অথবা সবুজ রঙের পিত্তবমি, নিদ্রাহীনতা ইত্যাদি অন্য কতকগুলি লক্ষণও কলোসিন্থে সর্ব্বদা স্মরণ রাখিবেন। কলোসিন্থে—রোগলক্ষণ পানাহারের অব্যবহিত পরে, কোনও টক দ্রব্য ভক্ষণে ও শিশুর দন্তনির্গমনকালে বৃদ্ধি হয়। আমাশয়ের শূলুনি, পেটবেদনা—কলোসিন্থে উপকার না হইলে মার্কুরিয়সের প্রয়োজন হয়। ম্যাগ্নেসিয়া-কার্ব্ব—ইহা কলোসিন্থের সদৃশ ঔষধ এবং শিশু, যুবা, বৃদ্ধ সকলের

পক্ষেই সমান উপকারী। শিশুদের পীড়ায়—শিশু অত্যন্ত রোগা (puny and sickly.), দুগ্ধ আদৌ সহ্য হয় না, দুগ্ধ পান করিলে সেই দুগ্ধই বাহ্যের সহিত নির্গত হয়, অত্যন্ত পেট কামড়ায়, শিশু পা দুইটি কেবল টানে ও পেটের দিকে গুটাইয়া আনে। ম্যাগ্নেসিয়ার—বাহ্যের গন্ধ টক, রঙ্ সবুজ, বাহ্যের সঙ্গে সাদা আম থাকে। (আমাশয়ের জন্য- মার্কসল অধ্যায় দেখুন)

প্রস্রাব—দুধের বা খড়ির ন্যায় সাদা রঙের প্রস্রাবে- কলোসিন্থ উপকারী (এসিড-ফস, ষ্টিলিঞ্জিয়া ৬০৭ পৃষ্ঠা দেখুন)।

বাত—কলোসিন্থের প্রিয় লক্ষণ "চাপিলে উপশম", বাত ও গেঁটে বাত—এই পীড়াতেও ঐ লক্ষণ থাকিলে কলোসিন্থ উপকারী, তদ্ভিন্ন অন্যান্য ঔষধে যন্ত্রণা কিছু কম হইবার পর যদি আক্রান্তস্থানের শক্ত ও আড়ষ্ট ভাবটুকু না যায়—কলোসিন্থে উপকার হইবার সম্ভাবনা।

সায়েটীকা—বামদিকের সায়েটিক-নার্ভ (পাছা ও উরুপশ্চাতের একটা মোটা স্নায়ু) হইতে বেদনা আরম্ভ হইয়া উহা পায়ের গোড়ালী পর্য্যন্ত পরিচালিত হয়, রোগী নড়িলে চড়িলেই যন্ত্রণা বাড়ে, পা ও কোমর অসাড়, জোর চাপে ও গরমে উপশম, এই সমস্ত লক্ষণে এবং গাঁট শক্ত ও টেণ্ডণ ক্ষুদ্র হওয়া ও জোরে চাপিয়া শুইলে আক্রান্ত পার্শ্বের উরুর উর্দ্ধের অস্থিতে খিলধরার মত বেদনায়—কলোসিন্থ উপকারী (ইহাতে অনেক সময় ডানদিকও আক্রান্ত হয়)।

উক্ত সায়েটিকায় ও কোমরের বাতে (Lumbago) কলোসিন্থ ভিন্ন—ব্রায়োনিয়া, রসটক্স, ক্যালকেরিয়া-ফ্লোর, ইস্কিউলাস, সিমিসিফিউগা, নক্স ভমিকা, আর্ণিকা, ফেরম, টিউবার্কিউলিনাম প্রভৃতি অনেক ঔষধ আছে, যাদ্বারা আমরা সময়ে সময়ে বিশেষ উপকার প্রাপ্ত হই। ব্রায়োনিয়ায়—বেদনায় নড়াচড়ায় বৃদ্ধি, স্থির হইয়া থাকিলে উপশম হয়, ফেরম, টিউবার্কিউলিনাম ও রসটক্সে—স্থির হইয়া থাকিলে এবং কিছুক্ষণ বসিয়া থাকিয়া অথবা শুইয়া প্রথম উঠিতে যাইলেই বেদনার অত্যন্ত বৃদ্ধি হয় ; কিন্তু একটু চলাফেরা করিলে আবার কম পড়ে, রসটক্সের বেদনা—মচ্‌কাইয়া কিম্বা থেঁৎলাইয়া যাইবার মত ; পুরাতন কোমরের বাতে—রসটক্সের পর ক্যালকেরিয়া-ফ্লোরিকা উপকারী। ইণ্ডিগো (Indigo)—উরুদেশের মধ্যস্থল হইতে হাঁটু পর্য্যন্ত বোধ হয় যেন হাড়ের ভিতর বিশেষতঃ হাঁটুর মধ্যে অব্যক্ত বেদনা-যন্ত্রণা, চলিয়া বেড়াইলে সেই বেদনা থাকে না; কিন্তু বসিয়া থাকিলে পুনরায় বৃদ্ধি, আহারান্তে ও বিশ্রামের পর অত্যন্ত বৃদ্ধি হয় ; ইস্কিউলাসে—বেদনা, ব্রায়োনিয়ার মত সামান্য নড়া-চড়াতেই বৃদ্ধি হয় ; হাঁটিলে, বসিয়া থাকিবার পর উঠিলে, মাথা নীচু করিয়া কাজ করিলে বেদনা বাড়ে, ইহাতে বেদনা কোমরে ও স্যাক্রোইলিয়াক-সিম্ফিসিসে অত্যন্ত অধিক অনুভূত হয় ; অর্শপীড়াগ্রস্থ রোগীদের কোমরে বেদনায় ইহা অধিক উপযোগী ; সিমিসিফিউগা—ইহারও বেদনা ব্রায়োনিয়ার মত নড়া-চড়ায় বৃদ্ধি নির্দ্দিষ্ট ; শরীরের মাংসল স্থানের বেদনায় এবং জরায়ু দোষগ্রস্তা স্ত্রীলোকদের বাতে ও কোমরের বাতে অধিক ফলপ্রদ। নক্সে—বেদনার নিমিত্ত রোগী বিছানায় পাশ ফিরিতে পারে না, এমন কি উঠিয়া বসিয়া তবে অন্য পাশে শয়ন করে, প্রাতে বিছানা হইতে উঠিবার সময় কোমরের ব্যথা অধিক হইলে—নক্স-ভমিকা উপকারী।

আর্ণিকায়—আঘাত লাগিবার পর হইতে বেদনার সূত্রপাত। ক্যালিবাইক্রমে—বেদনা সকল সময় থাকে না, মধ্যে মধ্যে হয়, বেদনার সময় মনে হয় যেন তীর বিদ্ধ হইতেছে। বার্ব্বেরিস—পাথরী পীড়াগ্রস্ত ব্যক্তিদের কোমরের ব্যথায় অধিক উপযোগী, ইহাতে কোমরের মধ্যে বুজবুজ করে। সলফার—কোমরে ও মেরুপুচ্ছে (coccyx) ভয়ানক বেদনা, সোজা হইয়া চলিতে পারে না, আবার নত হইলেও বেদনার অত্যন্ত বৃদ্ধি হয়, ইহার বেদনা বিশ্রামে ও বিছানার গরমে বৃদ্ধি। আর্সেনিকে—বেদনা রাত্রি দ্বিপ্রহরের পর হইতে বৃদ্ধি, আক্রান্তস্থান জ্বালা করে, গরম সেক দিলে উপশম হয়। ভিস্কাম-এলবাম—৩—৩০ শক্তি, উভয়দিকের সায়েটিকা, বাত ইত্যাদির উৎকৃষ্ট ঔষধ। ফাইটোলক্কা—ব্রায়োনিয়া ও রসটক্সের মধ্যবর্ত্তী লক্ষণে এবং শরীরের সমস্ত স্থানের বেদনায় ব্যবহার্য্য। ন্যাফেলিয়মে কোমর হইতে গোড়ালী পর্য্যন্ত অসাড়ভাবের সহিত বেদনা।

উরুসন্ধির পীড়া (Hipjoint disease)—যদি পীড়া ডানদিকে হয় এবং ডান উরুসন্ধিতে ছুঁচফোটানোর মত ব্যথা থাকে, রোগীকে চলিতে চলিতে দাঁড়াইতে হয়, হাঁটু গুটাইয়া কিম্বা পা চাপিয়া শুইতে হয়, পায়ে খিলধরা ব্যথা থাকে, তাহা হইলে—কলোসিন্থে উপকার ভাগ হইবে (সাইলিসিয়া—৫৯৫ পৃষ্ঠা দেখুন)।

বৃদ্ধি—ক্রোধ, ঘৃণা বা নিজকৃত অপরাধ জনিত মনঃপীড়ায়।

উপশম— জোরে চাপিলে, সম্মুখে ঝুঁকিলে।

পরবর্ত্তী ঔষধ—বেল, মার্ক, কষ্টি, ক্যামো, নক্স, সলফ।

সম্বন্ধ—অত্যন্ত কোঁথানিসহ আমাশয় রোগে—মার্কের সমতুল্য।

ক্রিয়ানাশক—ক্যাম্ফর, কষ্টি, ক্যামো, কফি, ওপি, ষ্ট্যাফি।

ক্রিয়া স্থিতিকাল—১—৭ দিন। ক্রম—৩ ×—শক্তি।

ফরমূলা—৪।

কমোক্লেডিয়া (Comocladia)

সাধারণতঃ চর্ম্মের এবং ডান চক্ষুর উপরেই এই ঔষধের ক্রিয়া অধিক। চর্ম্মপীড়ায় যেখানে দেখিবেন—উদ্ভেদগুলির রঙ্ লালবর্ণ কিম্বা কোনও চর্ম্মরোগে গায়ের চামড়া আরক্তজ্বর (স্কার্লেটিনা) হইলে যে প্রকার লালবর্ণ হয়—সেই প্রকার লালবর্ণ, অথবা গায়ের চামড়ার উপর লাল বর্ণের ডোরা-ডোরা (red stripes), চুলকানি, সেইখানেই ইহা ব্যবহার্য্য। শুনিয়াছি কুষ্ঠব্যাধি (Leprosy) পীড়ারও ইহা ভাল ঔষধ। এনাকার্ডিয়ম-অক্সিডেন্ট্যালিস—কুষ্ঠব্যাধির একটি ঔষধ হইলেও উহাতে আক্রান্তস্থানের চর্ম্মে স্পর্শানুভবশক্তি থাকে না, অসাড় বলিয়া বোধ হয় (anaesthetic varity)।

চক্ষুর পীড়া—চক্ষুর পাতার নিউর‍্যালজিয়া অর্থাৎ স্নায়ুশূল-বেদনা, ডান চক্ষুর ভিতর বেদনা এবং অন্ধকার দৃষ্টি, অস্বচ্ছ দৃষ্টি (গ্লকোমা), ডান চক্ষুতে

কেবলমাত্র একটা আলোক চক্‌চক্‌ করিতেছে, এরূপ দর্শন ইত্যাদি কতিপয় লক্ষণে ইহা ব্যবহৃত হয়।

বক্ষঃস্থলের পীড়া—বামস্তনের গ্ল্যাণ্ডফোলা ও তজ্জন্য ভীষণ বেদনা। কাশিবার সময় বামদিকে বুকের নীচে বেদনাবোধ ও সেই বেদনা বাম স্ক্যাপুলা-অস্থি পর্য্যন্ত পরিচালিত হয়। ডানদিকের বুকের মধ্যে বেদনা—উহা হাতে ও নিম্ন আঙ্গুলে পর্য্যন্ত অনুভব হইয়া থাকে।

উপশম—খোলা বাতাসে ও নড়ন-চড়নে।

বৃদ্ধি—গরমে, স্পর্শে রাত্রিতে ও বিশ্রামে।

সদৃশ—রস-টক্স, এনাকার্ডিয়ম, ইউফর্ব্বিয়া।

ক্রম—১ম হইতে ৩০ শক্তি। ফরমূলা—৩।

কন্‌ডিউর‍্যাঙ্গো (Condurango)

(কন্দর গাছ)—পাকস্থলীর যে সমস্ত গ্ল্যাণ্ড হইতে পাচক-রস (gastric juice)—নিঃসৃত হইয়া—মাংস, ডাল প্রভৃতি প্রোটিন-খাদ্যসমূহ পরিপাক হয়; সেই সমস্ত গ্ল্যাণ্ডের উপর ইহার প্রধান ক্রিয়া। মেরুমজ্জার ক্ষয় হইয়া প্রত্যাঙ্গাদির চালক পেশী সকল ক্রমশঃ নিষ্ক্রিয় হয়, তাহাতে চলৎশক্তির লোপ হয়, একটি লোকোমোটর-য়্যাটাক্সি নামক পীড়ার লক্ষণ ও কন্‌ডিউর‍্যাঙ্গোর লক্ষণের সদৃশ, অতএব লোকোমোটর-য়্যাটাক্সি পীড়াতে যখন অন্য ঔষধে আশাপ্রদ ফল না পাওয়া যাইবে, ডাঃ হেল বলেন—তখন এই ঔষধটি ধৈর্য্য সহকারে কিছুদিন প্রয়োগ করিয়া দেখা উচিত। ঠোঁটের কোণ ফাটা (গ্র্যাফাইটীস ও ন্যাট্রম-মিউরে ঠিক এই লক্ষণ আছে) ও ফাটিয়া ক্ষত হওয়া—কন্‌ডিউর‍্যাঙ্গো নির্ব্বাচনের অন্যতম লক্ষণ। সিফিলিস ও ক্যান্সার রোগেও ইহা ব্যবহৃত হয়।

পাকস্থলীর পীড়া—পাকস্থলীর মিউকাস-মেম্ব্রেণের (শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর) পুরাতন প্রদাহ, পাকস্থলীর ভিতর ক্ষত ও জ্বালা-যন্ত্রণা, মনে হয় যেন পাকস্থলীর মধ্যে সর্ব্বদাই আগুণ জ্বলিতেছে। অন্ননলী-পথ সরু strocture of food pipe হইয়া যায়, ষ্টার্ণম-অস্থির (বুকের মাঝের হাড়ের) পশ্চাতে সর্ব্বদাই জ্বালা করে ও কোন দ্রব্য আহার করিলে বোধ হয় যেন সেই স্থানেই আটকাইয়া আছে।

সদৃশ—এষ্টিরিয়াস, হাইড্রাস, আর্সেনিক, কোনিয়ম, হেলোডার্মা।

ক্রম—θ কিম্বা ১ × বিচূর্ণ শক্তি অথবা ছালচূর্ণ—৫ গ্রেণ, আহারের অব্যবহিত পূর্ব্বে জলসহ সেব্য।

ফরমূলা—টিংচার—৪, বিচূর্ণ—৭।

কোনিয়ম (Conium Maculatum)

(হেমলক)—ইহা একপ্রকার বিষ। কথিত আছে দার্শনিক পণ্ডিত সক্রেটীসকে এই বিষ দ্বারা হত্যা করা হইয়াছিল। ইহার বিষক্রিয়ায় প্রথম অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সঞ্চালন করিবার ক্ষমতালোপ এবং শেষে ফুসফুসের ক্রিয়া বন্ধ হইয়া রোগীর মৃত্যু হয়। ক্রমশঃ উপরোন্মুখ পক্ষাঘাত, মাথাঘোরা, কম্পন, পায়ের আড়ষ্টভাব, স্মৃতিশক্তির দুর্ব্বলতা, অবসাদ, মূত্রসম্বন্ধীয় রোগ, শুক্রতারল্য, লিম্ফ্যাটিক-গ্রন্থির ফোলা, হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন, আঘাত ও পতনজনিত পীড়া, স্ত্রী ও পুরুষ উভয়েরই বৃদ্ধ বয়সের পীড়া ইত্যাদি বহুবিধ পীড়ার এই ঔষধের উপকারিতা দৃষ্ট হয়।

চলিবার সময় পা ঠিক স্থানে পড়ে না, অন্যস্থানে থপ্‌ করিয়া পড়ে, শরীর কাঁপে, পায়ে বল-শক্তি থাকে না, এই লক্ষণগুলি—লোকোমোটর-য়্যাটাক্সি পীড়ার লক্ষণ ও কোনিয়মের অন্তর্ভূক্ত, অতএব ইহা-লোকোমোটর-য়্যাটাক্সি পীড়াতেও উপকারী। কোনও ব্যক্তি বেশ চলিয়া ফিরিয়া বেড়াইতে বেড়াইতে যদি হঠাৎ তাহার স্বাভাবিক শক্তি নষ্ট (sudden loss of strength) হয়,—কোনিয়মই তাহার প্রথম ঔষধ।

বৃদ্ধ ও অবিবাহিত পুরুষ বা স্ত্রী, যে সকল লোক কোথাও কাহারও সঙ্গে অধিকক্ষণ থাকিতে ভয় করে, সমাজে যাইতে ভীত হয়, চিত্তোন্মাদ যাহাদের স্মৃতিশক্তি ক্ষীণ, কিছুই মনে রাখিতে পারে না, যাহারা একটুতেই উত্তেজিত ও বিরক্ত হয়, প্রতিবাদ আদৌ সহ্য করিতে পারে না, উত্তেজিত হইলেই মানসিক দুর্ব্বল হইয়া পড়ে, কলহপ্রিয়, যথেচ্ছাচারী, অলস, কোনও বিষয় গ্রাহ্য করে না, কোনও কাজকর্ম্ম করিতে চাহে না, তাহারাই কোনিয়মের উপযুক্ত ক্ষেত্র।

চরিত্র লক্ষণ ঃ—

১। একলা থাকিলে ভয় পায়, অথচ কাহারও সঙ্গে মিশিতে চাহে না ; ২। মাথাঘোরা—শুইলে, এপাশ ওপাশ করিলে এমনকি একটু মাথা নাড়িলে—চোখ ঘুরাইলেও—মাথা ঘোরে, তজ্জন্য মাথা স্থিরভাবে রাখে, ৩। কাশি—রাত্রিতে শুইলে বুক ও গলা কুটকুট করিয়া কাশি ; ৪। প্রস্রাব ত্যাগ করিতে ভীষণ কষ্ট, প্রস্রাব একবার হয়—আবার বন্ধ হইয়া যায়, প্রষ্টেট-গ্ল্যাণ্ডের বিবৃদ্ধি কিম্বা জরায়ু সম্বন্ধীয় কোনও পীড়া ; ৫। ঋতুস্রাব বন্ধ কিম্বা অনেক বিলম্বে ও অতি অল্পমাত্রায় হয় এবং অতি অল্পদিন থাকে; ৬। ঋতুস্রাবের প্রায় ১০ দিন পরে শ্বেত-প্রদরস্রাব ; ৭। চক্ষুতে কোনপ্রকার প্রদাহ নাই, অথচ আলোক সহ্য করিতে পারে না, চক্ষু দিয়া প্রায়ই জল পড়ে; ৮। অণ্ডকোষ ও স্তনপ্রদাহ, আক্রান্তস্থান শক্ত; ৯। হস্তমৈথুনের কুফলজনিত ধ্বজভঙ্গ, একটুমাত্র চঞ্চল হইলেই শুক্রক্ষরণ হয়; স্মৃতিশক্তি ও ইন্দ্রিয় শক্তির দুর্ব্বলতা; ১০। ভালবাসা মনে চাপিয়া রাখিয়া পীড়া; ১১। দিন রাত্রি ঘর্ম্ম, ঘুমাইলেই ঘর্ম্ম, চক্ষু বুজাইলে ঘর্ম্ম (সিঙ্কোনা)।

পক্ষাঘাত—ইহা সেবনে মস্তিষ্ক অসাড় হইয়া আসে এবং উক্ত অসাড়ে ভাব পা হইতে আরম্ভ হইয়া ক্রমশঃ শরীরে ও পরে মস্তিষ্কে পরিচালিত হয়, সেইজন্য

যে সকল পক্ষাঘাত পা হইতে আরম্ভ হইয়া ক্রমশঃ উৰ্দ্ধাঙ্গে বিস্তৃত হয় তাহাতে—কোনিয়ম উপকারী।

মাথাঘোরা—মস্তিষ্ক মধ্যে রক্তস্বল্পতার জন্য মাথাঘোরা, মাথা কোনও পাশে ফিরাইলেই মাথাঘোরার বৃদ্ধি হয়, শুইয়া পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করিলে কিম্বা একটু মাথা নাড়িলেই যেন মাথা ঘুরিয়া উঠে, এই সমস্ত লক্ষণ যে পীড়ায় থাকিবে তাহাতেই—কোনিয়ম উপকারী। থেরিডিয়নে—ঠিক কোনিয়মের ন্যায় মাথাঘোরা আছে, তাহাতে সামান্য একটু মাত্র মাথা নাড়িলে বা পার্শ্বে ফিরিলে মাথাঘোরা বাড়ে, কিন্তু তাহার সহিত বমি বা গা-বমি-বমি থাকে। সাইলিসিয়ায়—উৰ্দ্ধদিকে দৃষ্টি করিলে মাথাঘোরার বৃদ্ধি হয়। বৃদ্ধদিগের ও যে সকল স্ত্রীলোকের জরায়ু বা ডিম্বকোষের কোনও পীড়া আছে, তাহাদের মাথাঘোরায়—কোনিয়ম বিশেষ ফলপ্রদ।

চক্ষুর পীড়া—স্ক্রফুলাস্ ধাতুগ্রস্ত ব্যক্তিদের চক্ষুরোগে—প্রদাহ খুব বেশী নহে, অথচ আলোকের দিকে তাকাইতে পারে না, এই লক্ষণে কোনিয়ম উপযোগী। এতদ্ভিন্ন—ইহাতে চক্ষুর যন্ত্রণা ইত্যাদি রাত্রিকালে বৃদ্ধি হয়, সামান্য আলোকমাত্রও চক্ষুতে সহ্য হয় না, অন্ধকারে কিম্বা চক্ষু বাঁধা থাকিলে তাহাতে একটু আরামবোধ করে, রোগী সর্ব্বদাই চক্ষুর পাতা ফেলিয়া রাখে, চক্ষুর পাতার আংশিক বা সম্পূর্ণ পক্ষাঘাত হয় (জেলসিমিয়ম, কষ্টিকাম ও সিপিয়াতেও এই লক্ষণগুলি আছে)। যেখানে চক্ষুর বিশেষ কোনও প্রদাহ নাই, অথচ চক্ষুতে আলোক সহ্য হয় না, সেইজন্য চক্ষু বুজাইয়া রাখে ; কিন্তু চক্ষু খুলিলেই গরম অশ্রুস্রাব বেগে নির্গত হইতে থাকে, তথায়—কোনিয়মই ঔষধ। চক্ষুর ছানিও ইহাতে আরোগ্য হইয়াছে এমন প্রমাণও পাওয়া যায়, আঘাত পীড়ার কারণ হইলে—কোনিয়ম আরও অধিক উপকারী।

স্ফীতি, ক্ষত ও ক্যান্সার—পড়িয়া গিয়া কিম্বা কোনও প্রকার আঘাত ইত্যাদি লাগিয়া তথায় অনেক দিন পর্য্যন্ত ফোলা থাকিয়া যাওয়া ও তাহার মধ্যে ছুঁচফোটান ব্যথা—কোনিয়মে নির্দ্দিষ্ট। আঘাতজনিত ক্যান্সার, তাহা—স্তনে, জরায়ুতে বা পাকস্থলীতে হইলেও কোনিয়মে উপকার হইবে। আঘাতজনিত কিম্বা অন্য কোন কারণ বশতঃ টিউমার ও কোনও প্রকার স্ফীতি যদি পাথরের মত শক্ত হয় এবং তথায় ছুঁচফোটার ব্যথা থাকে—কোনিয়মই তাহার প্রধান ঔষধ। ডানদিকের স্তনের টিউমারে বা ফোলায়—কোনিয়ম অধিক কার্য্যকরী (বামদিকের—সাইলিসিয়া), এতদ্ভিন্ন—প্রতিবার রজঃস্রাবকালে যদি স্তন টাটায়, স্তনে বেদনা ও স্তন বড় হয়, তাহা হইলে—কোনিয়ম বিশেষ উপকারী।

ষ্টার্ণম-অস্থিতে অর্থাৎ বুকের মাঝের লম্বা-অস্থিতে ক্ষত (caries) হইলে—কোনিয়ম প্রযোজ্য। মেরুদণ্ডে ও দুই কাঁধের মধ্যে পৃষ্ঠে বেদনা।

টনসিল প্রদাহ (Tonsilitis)-টন্‌সিল বাড়িয়া খুব বড় হয় ও শক্ত থাকে। ভিতরে পূঁয হইয়াও যদি টনসিল না শীঘ্র ভালরূপে পাকে, বা শীঘ্র ফাটে, এই প্রকার অবস্থায় দাঁড়ায়, তাহা হইলে—কোনিয়ম উপকারী। হিপারে—টন্‌সিল খুব বড় হয় ; কিন্তু তাহাতে গলায় মাছের কাঁটা ফুটিয়া থাকিলে যেরূপ কষ্ট হয় ঠিক সেইরূপ কষ্ট হইতে থাকে। ব্যারাইটা-কার্ব্ব,

ব্যারাইটা-আয়োড, আয়োডাম, ফাইটোলক্কা, হিপার প্রভৃতি এই পীড়ার ভাল ঔষধ। ক্যালকেরিয়া-আয়োড—ইহা ব্যারাইটার সদৃশ টন্‌সিলের ফোলার ভিতর যদি মাঝে মাঝে ছিদ্র ঘায়ের মত দেখা যায় তাহা হইলে—কোনিয়ম সর্ব্বাপেক্ষা উপকারী (ল্যাকেসিস ৪২৩ পৃষ্ঠা দেখুন)।

গ্ল্যাণ্ডের স্ফীতি—গাল-গলা ফোলা, ঐ ফোলা যদি ঠিক পাথরের মত শক্ত হয় ও তাহার মধ্যে ছুঁচফোটান ব্যথা থাকে—কোনিয়মে উপকার হইবে, যদি ইহা কোন সময়ে আঘাত লাগিয়া বা থেৎলাইয়া গিয়া হয় তাহা হইলে আর কথাই নাই—কোনিয়মই তাহার একমাত্র মহৌষধ। মেসেন্ট্রিক গ্ল্যাণ্ডের বিবৃদ্ধি, উদর মধ্যে শক্ত টিউমার, তাহাতে ছুরি দিয়া কাটার মত বেদনা, কোনিয়ম ইহাতেও উপকারী।

জননেন্দ্রিয়ের পীড়া—লিঙ্গের দুর্ব্বলতা, রোগীর কামরিপু চরিতার্থের ইচ্ছা অত্যন্ত প্রবল; কিন্তু-স্ত্রী সহবাসে সম্পূর্ণ অক্ষম। স্ত্রীলোক দেখিলে, আলিঙ্গন করিলে এমন কি মনে মনে ভাবিলেও অসাড়ে বীর্য্যস্খলন হয়, লিঙ্গোত্থান-পূর্ণভাবে হয় না, যদি অনেক চেষ্টার পর একটুও হয়, তাহা আলিঙ্গন করিবার সময়েই শিথিল হইয়া পড়ে এবং তাহার পর হইতে দুর্ব্বলতা ও মানসিক কষ্ট আসে, রোগী ক্রমে ক্রমে তাহাতে একপ্রকার মানসিক রোগাক্রান্ত হয়। স্ত্রীলোকেরাও অতিরিক্ত কামাচার কিম্বা একেবারে রতিক্রিয়া না করায় (কৌমার্য্য ব্রত অবলম্বনে) উক্ত প্রকার মানসিক পীড়াগ্রস্থা হয়। ডিম্বকোষের পীড়া (ovaritis) ডিম্বকোষের বিবৃদ্ধি, ডিম্বকোষ শক্ত, ডিম্বকোষে বেদনা, জরায়ুর মুখ (os) ও জরায়ুগ্রীবা (cervix) শক্ত, বেদনাযুক্ত বাধক, অসম্পূর্ণ গর্ভ প্রভৃতিতেও ইহা উপযোগী।

প্রস্রাবের পীড়া—প্রস্রাব থামিয়া থামিয়া অতি ধীরে ধীরে নির্গত হয় যেন মূত্রথলীর পক্ষাঘাত হইয়াছে। বৃদ্ধদিগের প্রষ্টেট্ গ্ল্যাণ্ডের (পুরুষদিগের মূত্রথলীর গ্রীবাদেশে এই গ্ল্যাণ্ড থাকে) বিবৃদ্ধির জন্য প্রস্রাব ঠিক ঐরূপভাবে নির্গত হইতে থাকিলে—কোনিয়ম ও স্যাবাল-সেরু উপকারী।

স্ত্রী-ব্যাধি—ঋতু ঠিক সময়ে না হইয়া অনেক বিলম্বে হয়, পরিমাণও অতি অল্প এবং প্রায় ২/১ দিন থাকিয়াই বন্ধ হইয়া যায়। স্তন—হয় বড় ও বেদনাযুক্ত ; নয় কোঁকড়াইয়া যায়, জরায়ুর ফাইব্রয়েড টিউমার (একপ্রকার অর্ব্বুদ) গর্ভভিত্র (জরায়ুগ্রীবা) শক্ত, ডিম্বকোষে হুলবেঁধাবৎ বেদনা, কামপ্রবৃত্তির লোপ ইত্যাদি পীড়ায় ও লক্ষণে কোনিয়ম উপযোগী। প্রদর—ঋতুর ঠিক আট দশ দিন পরেই ঐ স্রাব আরম্ভ হয়, স্রাব কখনও রক্তমিশ্রিত, কখনও দুধের মত সাদা; গাঢ়, মধ্যে মধ্যে বন্ধ হয় এবং আবার দেখা দেয়, স্রাব যে স্থানে লাগে সে স্থান হাজিয়া যায়। ঋতুস্রাব আরম্ভের পূর্ব্বে গায়ে একপ্রকার র‍্যাস (উদ্ভেদ) বাহির হয়।

কাশি—একপ্রকার শুষ্ক কাশি হয় (Hacking cough)—তাহাতে কাশিতে কাশিতে যেন দম আটকাইয়া যায়, রাত্রিতে শুইলেই কাশির বৃদ্ধি, স্বরযন্ত্রের উত্তেজনা (irritation of larynx), তজ্জন্য যেন স্বরযন্ত্র হইতে কাশি আসে, গলা শুষ্ক, রোগী কাশিয়া গয়ার তুলিতে না পারিয়া গিলিয়া ফেলে,

এই সমস্ত লক্ষণে—কোনিয়ম উপকারী। হায়োসিয়ামসে—শুইলে কাশিবাড়া ও শুষ্ক কাশি আছে ; কিন্তু তাহাতে স্বরযন্ত্রের উত্তেজনা থাকে না। কোনিয়মে কখনও কখনও দিবাভাগে আদৌ কাশি থাকে না ; কিন্তু সন্ধ্যায় ও রাত্রিতে যেন কোথা হইতে উড়িয়া আসে।

ঘর্ম্ম—রোগীর একটুমাত্র তন্দ্রা আসিলেই কিম্বা নিদ্রা যাইলেই ঘর্ম্ম হয়, এই লক্ষণটির উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়া অতি কঠিন প্রকারের পীড়াও ইহাতে আরোগ্য হইতে পারে (ডাঃ লিপি)।

বৃদ্ধি—রাত্রিতে, শয়নে, পার্শ্ব পরিবর্ত্তনে, উঠিয়া বসিলে, ঋতুস্রাবের পূর্ব্বে ও সময়ে।

পরবর্ত্তী ঔষধ—আর্ণিকা, আর্স, বেল, ক্যাল্কে, লাইকো, নক্স, ফস্, পলস, রস, সলফ।

সম্বন্ধ—আঘাতে ইহা আর্ণিকা ও রসটক্সের এবং ক্যানসার পীড়ায়—আর্সেনিক ও এষ্টিরিয়াসের তুল্য; গ্ল্যাণ্ডের স্ফীতিতে—ক্যাল্কেরিয়া এবং সোরিণামের সদৃশ ; স্তনের টিউমার এবং ক্যান্‌সারাদি কোনও মারাত্মকরোগে কোনিয়মের পর—সোরিণাম উৎকৃষ্ট ফলদায়ক।

ক্রিয়ানাশক—কফি, ডল্‌কা, এসি-নাই, নাইট্রি-স্পিরি-ডল।

ক্রিয়া-স্থিতিকাল—৩০—৪০ দিন।

ক্রম—৩০—২০০ শক্তি। ইহার উচ্চশক্তি—নিম্নশক্তি অপেক্ষা অধিক ফলদায়ক। ফরমূলা—২।

কন্‌ভ্যালেরিয়া (Convallaria Majalis.)

চারিদিকে পাহাড় বেষ্টিত সরোবরজাত কুমুদজাতীয় একপ্রকার পুষ্প ইহাকে—Lily of the valley কহে। হৃৎপিণ্ডের উপরেই ইহার প্রধান ক্রিয়া। বিষমাত্রায় সেবনে—হৃৎক্রিয়ার গোলযোগ, বমি ও হিমাঙ্গ হয় ; সূক্ষ্মমাত্রায়—নাড়ীর গতি দ্রুত কিম্বা ধীরে হয়, প্রস্রাবের পরিমাণ বৃদ্ধি হয়, ফুসফুসের দুর্ব্বলতা দূর হইয়া সমুদয় শ্বাসযন্ত্রের ক্রিয়া বৃদ্ধি হয়।

হৃৎপিণ্ডের পীড়া—ডিজিটেলিস অধ্যায় ২৯৮ পৃষ্ঠা দেখুন।

প্রস্রাবের পীড়া—মূত্রথলীর ভিতরে একপ্রকার বেদনা হয়, তাহাতে বোধ হয় যেন মূত্রথলি (bladder) ফুলিয়াছে, রোগী ঘন ঘন প্রস্রাব করে, প্রস্রাবে বিশ্রী দুর্গন্ধ। স্বল্প প্রস্রাব হয়, রোগী ফুলিয়া পড়ে, শুইতে পারে না।

স্ত্রী ব্যাধি—জরায়ুতে তীব্র বেদনা, তজ্জন্য জোরে জোরে হৃৎস্পন্দন, বুক ধড়্‌ফড়্ করে। যোনির ও প্রস্রাবনলীর মুখ কুটকুট করে ও চুলকায়।

সদৃশ—ডিজিটেলিস, ক্র্যাটিগাস, লিলিয়ম প্রভৃতি।

বৃদ্ধি—ঘরের মধ্যে গরমে। উপশম—ঠাণ্ডা বাতাসে।

ক্রম—θ, ৩য় শক্তি। ফরমূলা—৩ ; আমেরিকান—১।

কোপেভা (Copaiva.)

এলোপ্যাথিক চিকিৎসাতেই ইহা অধিক ব্যবহৃত হয়। সাধারণতঃ মূত্র যন্ত্রের, মূত্রনলীর ও শ্বাসযন্ত্রের মিউকাস মেম্ব্রেণের উপর ইহা ক্রিয়া প্রকাশ করে মূত্রযন্ত্রের ও মূত্রনলীর উপর ক্রিয়া প্রকাশ করায় প্রমেহের তরুণ প্রদাহের লক্ষণ সমূহ উৎপাদিত হয়, এইজন্য প্রমেহরোগের প্রথম অবস্থায়—যখন প্রস্রাব ত্যাগকালে অত্যন্ত জ্বালা-যন্ত্রণা, ঘন ঘন প্রস্রাবের বেগ, কষ্টকর ফোঁটা ফোঁটা প্রস্রাব নির্গমন, পূঁযের মত সাদা ও তরল স্রাব নির্গমন ইত্যাদি লক্ষণগুলি থাকে; তখন এবং প্রদাহ ক্রমশঃ মূত্রথলী পর্য্যন্ত পরিচালিত হইয়া যখন প্রস্রাবের সঙ্গে আঠার মত চটচটে শ্লেষ্মা ও রক্ত বাহির হয়, প্রস্রাব ঘোলা দেখায় তখন উপকারী। প্রমেহরোগে কোপেভার প্রায় লক্ষণ অনেকটা ক্যান্থারিসের লক্ষণের সদৃশ।

শ্বাসযন্ত্রের পীড়ায়—তাহা ব্রঙ্কাইটীস, নিমোনিয়া, থাইসিস ইত্যাদি যাহাই হউক না কেন, যখন কাশির সহিত অধিক পরিমাণে পূঁযের মত ফেকাসে রঙ্গের গয়ার উঠে, গয়ার অত্যন্ত দুর্গন্ধ, কখনও রঙ সবুজ, কাশির পূর্ব্বে গলা সুড়্‌সুড় করে, তখন—কোপেভা প্রয়োগে উপকার হইবে।

উক্ত পীড়া দুইটি ভিন্ন, একপ্রকার চর্ম্মপীড়া—যাহাতে গায়ে আমবাত কিম্বা আমবাতের মত ছোট ছোট উদ্ভেদ অথবা মসুর ডালের মত উদ্ভেদ নির্গত হয়, তাহাতেও কোপেভা উপকারী। শিশুদের পুরাতন আমবাত।

সদৃশ—ক্যান্থার, ক্যানাবিস, বুচু, এপিস, ইরিজিরণ প্রভৃতি।

ক্রিয়ানাশক—বেলেডোনা, মার্ক-সল।

ক্রম—১ম, ৩য়, ৬ষ্ঠ শক্তি। ফরমূলা—৬—বি।

কোর‍্যালিয়ম রুব্রম (Coralium Rub.)

(লাল প্রবাল)—পাঠকগণ! সম্ভবতঃ আপনারা দেখিয়া থাকিবেন, পূর্ব্বে সেকালে বুড়ীরা ছোট ছোট শিশুদের কোমরে একটি করিয়া আধলা পয়সা ছিদ্র করিয়া ঘুনসীর সহিত ও গলায় দুই একটি রক্তপলা ঝুলাইয়া রাখিতেন ; ফলে—পেটে তাম্র থাকিবার নিমিত্ত কলেরার হাত হইতে এবং বুকের উপর প্রবাল থাকিবার নিমিত্ত ঘুংড়ী, হুপিং-কাশি প্রভৃতি আক্রমণ হইতে অনেক শিশুই পরিত্রাণ পাইত। দুঃখের বিষয়—আধুনিক গৃহিণীগণ যে সমস্ত ব্যবস্থা এখন প্রায়ই তুলিয়া দিয়াছেন। কোর‍্যালিয়মের চর্ম্মপীড়ায়—প্রথমে লাল, তাহার পর কালচে লাল, তৎপরে তামার মত রঙ্ হয়, হাতের ও পায়ের তলায় একজিমা। গায়ের কাপড় খুলিলে শীত ও গা ঢাকা রাখিলে গরম বোধ করে।

কোর‍্যালিয়ম—একপ্রকার আক্ষেপিক স্নায়বিক কাশিতে ও হুপিং কাশিতে যেখানে—থাকিয়া থাকিয়া ভয়ংকর কাশিতে ফিট আরম্ভ হয়, ছেলের মুখ নীলবর্ণ ধারণ করে, যাহা আহার বা পান করে সমস্তই বমি হইয়া উঠিয়া যায়, বমির সহিত শক্ত ও দড়ির মত (ropy) শ্লেষ্মা নির্গত হয়, নাক মুখ কিম্বা ফুসফুস

হইতে রক্ত বাহির হয়, সেখানে ইহা প্রয়োগ করিবেন (এই কাশির আরও বিস্তৃত বিবরণের নিমিত্ত এরালিয়া ও ড্রসেরা অধ্যায়ে হুপিং-কাশি ৩০৭ পৃষ্ঠা পাঠ করুন।)

গম্ভীর ক্ষত—সফট-স্যাংকারে গম্ভীর ক্ষত লালবর্ণ ও তাহাতে স্পর্শসহিষ্ণু বেদনা থাকিলে—কোর‍্যালিয়মে উপকার হইবে।

সদৃশ—ড্রসেরা, বেলেডোনা, মিফাইটীস্ প্রভৃতি।

কর্ণাস সার্সিনেটা (Cornus Circinata.)

(একপ্রকার ক্ষুদ্র গাছের ছাল হইতে টিংচার প্রস্তুত হয়)—লিভারের পুরাতন প্রদাহসহ ন্যাবা, পিত্তযুক্ত ভেদ ও আমাশয় তৎসহ মলদ্বারে জ্বালা, মুখের ক্ষত, পুরাতন ম্যালেরিয়া-জ্বর, বর্দ্ধিত প্লীহা প্রভৃতি কয়েকটি পীড়ায় ইহা সচরাচর ব্যবহৃত হয়। কর্ণাসের রোগী শারীরিক ও মানসিক অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়ে, অনবরত ঘুমাইতে চায়।

উদরাময়—মল তরল, মলের রঙ কাল, পিত্তমিশ্রিত, অত্যন্ত দুর্গন্ধ, আহার শেষ হইবা মাত্রই বাহ্যের বেগ হয়, মলদ্বারে জ্বালা, রোগীর চেহারা হল্‌দে দেখায়, প্রাতে বিছানা হইতে উঠিলেই বাহ্যের বেগ আসে।

চর্ম্মপীড়া—দুগ্ধপোষ্য শিশুদের মুখের ক্ষত, তৎসহ মুখে জল-ফোস্কার মত উদ্ভেদ বা একজিমা। সমস্ত শরীর গরম হয়, চুলকায়, জ্বালা করে।

মুখের ক্ষত—ক্যালেণ্ডুলা অধ্যায় ১৯৭ পৃষ্ঠা দেখুন।

জ্বর—পুরাতন (chronic) ম্যালেরিয়া-জ্বর, রোগীর চেহারা হল্‌দে দেখায়, প্লীহা খুব বড়, তাহার সহিত উদরাময়, আমাশয় থাকিলেও কর্ণাস উপকারী। ন্যাবা—চেহারা হল্‌দে হয়, কখনও তৎসহ জ্বর থাকে।

কর্ণাস-ফ্লোরিডা—(Cornus Florida)—নামক এই ঔষধটিও পুরাতন-ম্যালেরিয়া জ্বরে বিশেষ উপকারী। ইহার লক্ষণ—জ্বর আসিবার পূর্ব্বে এবং উত্তাপাবস্থা আরম্ভ হইলেই রোগী অত্যন্ত ঘুম-ঘুমভাব বোধ করে, ঘুমে কাতর হয়, শীত-শীত বোধ করে, গরমে থাকিতে চায়, দুর্ব্বলকর প্রচুর ঘাম হয়; বিরামাবস্থায় অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়ে (নক্স-ভমিকায়—শীতাবস্থা চলিয়া গিয়া উত্তাপাবস্থা আরম্ভ হইলেই রোগী ঘুমাইয়া পড়ে ইহাতে জ্বর আসিবার পূর্ব্বে ঘুম-ঘুমভাব থাকে না)।

কর্ণাস-ফ্লোরিডার রোগীরও—পেটের দোষ, গরহজম, অম্লের পীড়া, বুকজ্বালা, অত্যন্ত দুর্ব্বলতাবোধ করা প্রভৃতি লক্ষণগুলি থাকে। অম্লের পীড়ার নিমিত্ত বুকজ্বালা, দাঁত টক হওয়া প্রভৃতি লক্ষণে এসিড-সলফ ও রোবিনীয়াও ভাল ঔষধ।

হাতের ও দেহের নিউর‍্যালজিক বেদনা, ইহার লক্ষণ—রোগী ক্রমাগত হাত টেপে বা কাহাকেও টিপিয়া দিতে বলে, বুকের ও অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের নিউর‍্যালজিয়ায় মনে করে যেন হাড়-ভাঙ্গা, ইহাতেও কর্ণাস ফলপ্রদ।

ক্রম—θ—৬ষ্ঠ শক্তি। ফরমূলা—৩।

ক্র্যাটিগাস (Crataegus Oxyacantha)

(একপ্রকার তাজা পাকা ফল হইতে টিংচার প্রস্তুত হয়)—চিকাগোর সুপ্রসিদ্ধ ডাঃ কাউপারথোয়েটের সঙ্কেতানুসারে ১৯০০ খৃষ্টাব্দে, ১৪ জন প্রুভার (পরীক্ষক) ইহার টিংচার সেবন করেন, তন্মধ্যে একজন—৫ ফোঁটা হইতে আরম্ভ করিয়া ১৭৫ ফোঁটা পর্য্যন্ত সেবন করিয়াছিলেন। আশ্চর্য্যের বিষয় তাঁহারা সকলেই একভাবে লিপিবদ্ধ করেন যে, উহার দ্বারা মাত্র জোলাপের ক্রিয়া ব্যতীত আর অন্য কোনও প্রকার দৈহিক বা মানসিক পরিবর্ত্তন বুঝিতে পারেন নাই। যাহাই হউক পরিশেষে একজন চিকিৎসক স্বয়ং উহা পরীক্ষা করেন এবং তাহাতে তাঁহার হৃৎপিণ্ডের অধিক আক্রান্ত হয়, বলা বাহুল্যমাত্র—সেই সময় হইতে হৃৎপিণ্ডের প্রায় সমস্ত প্রকার পীড়াতেই—ক্রাটিগাস নির্দ্দোষ হার্ট টনিক রূপে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। High ব্লাড-প্রেসারেও ইহাতে উপকার হয়। এনজাইনা-পেক্টোরিস, অর্থাৎ হৃৎশূল পীড়ার কেহ কেহ ইহাকে স্পেসিফিক ঔষধ বলে (হৃৎপিণ্ডের পীড়াজনিত শোথে—অক্সিডেণ্ড্রণ, ডিজি)।

হৃপিণ্ডের পীড়ায়—আমরা যে সকল লক্ষণে বা উপসর্গে উহা ব্যবহার করি তাহা ডিজিটেলিস অধ্যায়—২৯৯ পৃষ্ঠায় প্রদত্ত হইয়াছে পাঠ করিবেন।

ক্রম—θ—১ হইতে ১০ বিন্দু। ফরমূলা—৩।

ক্রোকাস্ স্যাটাইভা (Crocus Sativa)

(জাফ্রাণ ইহার টিংচার প্রস্তুত হয়)—১। ঘন, চট্‌চটে কাল বর্ণের চাপ-চাপ রক্ত, নির্গমনের স্থান হইতে নির্গত রক্ত—কাল সূতার মত লম্বা হইয়া ঝোলে ; ২। শিরঃপীড়া—ঋতুবন্ধের বয়সের সময়, ঋতুর সময়, সাময়িক ঋতুস্রাবের ৩ দিন পূর্ব্ব হইতে এবং ঋতুর পরে ; ৩। নাক দিয়া কাল রঙের চট্‌চটে আঠার মত রক্ত—সূতার মত লম্বা হইয়া বাহির হয়, তৎসহ কপালে ঘর্ম; ৪। বাধক বেদনায়—কাল, চাপ্ চাপ্ রক্তস্রাব সূতা বা তারের মত লম্বা (stringy) ; ৫। জরায়ু, পাকস্থলী, পেট, হাত-পা কিম্বা শরীরের অন্য কোনও স্থানে যেন কোনও জীবিত বস্তু ঘুরিয়া বেড়াইতেছে এরূপ অনুভব (থুজা, সলফ), তৎসহ গা-বমি ও মূর্চ্ছার ভাব ; ৬। হিষ্টিরিয়া ও কোরিয়া পীড়ায়—অত্যধিক আনন্দ, নাচে, গায় ও কখনও রাগ কখনও বিষাদিত এইগুলি ইহার—চরিত্রগত লক্ষণ।

রক্তস্রাব—নাক মুখ, জরায়ু, প্রস্রাবদ্বার, মলদ্বার ইত্যাদি যে কোনও স্থান হইতে হউক যদি রক্ত বাহির হইয়া জমিয়া যায় কিম্বা খুব কালবর্ণের গাঢ়রক্ত—সূতা বা তারের মত লম্বা হইয়া বাহির হইতে থাকে—ক্রোকাসে উপকার হইবে। ক্রোকাসে রক্ত চাপ-চাপ জমা জমা ও চট্‌চটে এবং সেই রক্ত টানিলে সূতার মত লম্বা হয় ও রক্ত নির্গত হইবা মাত্রই জমাট বাঁধিয়া যায়। বাধক, রক্ত-প্রদর ইত্যাদি স্ত্রীলোকদের বিবিধ পীড়ায় উপরোক্ত রক্তস্রাবের সহিত "পেটে যেন একটা গোলাকার জীবিত বস্তু ঘুরিয়া বেড়াইতেছে" ক্রোকাসের এই আর একটি

বিশেষ লক্ষণ যদি উহার সঙ্গে থাকে, তাহা হইলে আপনি অবিলম্বে—ক্রোকাস ব্যবহার করিবেন। স্ত্রীলোকদের গর্ভাবস্থায় পেটে ভ্রূণ (foetus) জোরে নড়াচড়ার নিমিত্ত অত্যন্ত কষ্ট হইতে থাকিলে ক্রোকাসে তাহা নিবারিত হয়। গর্ভবতী ভিন্ন অন্য কাহারও বক্ষঃস্থলে, অন্ত্রে, পাকস্থলীতে, জরায়ুতে যেন কি একটা জন্তু বা কেঁচোর মত কিছু ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, এরূপ বিবেচনা করিলে তাহাও ক্রোকাসে নিবারিত হইবে। রক্তস্রাবের অন্যান্য কতিপয় ঔষধাবলীর নিমিত্ত—হ্যামোমেলিস অধ্যায় ৩৪৬ পৃষ্ঠা পাঠ করুন।

শিরঃপীড়া—ঋতুবন্ধ হইবার বয়সে, ঋতুস্রাব হইবার সময়, ঋতুস্রাবের পূর্ব্বে, সময়ে ও পরে, কখনও ডানদিকে, কখনও বামদিকে, কখনও চক্ষুর উপরে ভয়ানক বেদনা করিতে থাকে, আক্রান্তস্থানে রক্তসঞ্চয় হয়, দপদপ করে।

চক্ষুর পীড়া—অক্ষিপুটে স্নায়বিক বেদনা, বেদনা চক্ষু হইতে মাথার উপরে পরিচালিত হয়, পিউপিল বড় হয়। দৃষ্টিহীনতা—রোগী বিবেচনা করে যেন সে ধোঁয়া বা কোয়াসার ভিতর রহিয়াছে, চক্ষুর উপর যেন একটা ঘোমটা রহিয়াছে। চক্ষু যেন শ্লেষ্মায় পূর্ণ, রোগী ক্রমাগত হাত-দিয়া টানিয়া ফেলিবার চেষ্টা করে। পড়িবার সময় চক্ষু জ্বালা করে, জল বাহির হয়। চক্ষুর পাতা স্পন্দিত হইলে, তাহা হিষ্টিরিয়া, কোরিয়া বা অন্য যে পীড়াই হউক—ক্রোকাস উপকারী।

বৃদ্ধি—উপবাসে, সন্ধ্যায়, অমাবস্যা-পূর্ণিমায়, গর্ভাবস্থায়, উষ্ণ বায়ুতে।

উপশম—নির্ম্মল বায়ু সেবনে, প্রথম ভোজনে, উপবাস ভঙ্গে।

পরবর্ত্তী ঔষধ—চায়না, নক্স, পল্‌স, সলফ।

সম্বন্ধ—প্রায় সমুদয় রোগেই ক্রোকাসের পর—নক্স, পলস, সলফ।

ক্রিয়ানাশক—একোন, বেল, ওপি।

ক্রিয়া স্থিতিকাল—৮ দিন।

ক্রম—৬—২০০ শক্তি। শক্তিকৃত ঔষধে উপকার না হইলে অনেক স্থলে ইহার মাদার টিংচারে শীঘ্র ফল পাওয়া যায়। ফরমূলা—৪।

ক্রোটেলাস (Crotalus Horridus)

আমেরিকার এক প্রকার বিষধর সর্পের বিষ। ডাঃ হেরিং প্রথমে এই ঔষধটি পরীক্ষা করেন। সর্পবিষ হইতে প্রস্তুত নানাপ্রকারের ঔষধ চিকিৎসাশাস্ত্রে প্রচলিত আছে, আমরা হোমিওপ্যাথিতে—ল্যাকেসিস, কোব্রা, ইল্যাপ্স প্রভৃতি ২/১টী বিষজ ঔষধ সমাদরে ব্যবহার করিয়া থাকি। ল্যাকেসিস—শরীরের বামদিকে ও ইল্যাপ্স, ক্রোটেলাস—ডান দিকে অধিক ক্রিয়া প্রকাশ করে। ক্রোটেলাস দেহের অন্যান্য যন্ত্রাদির উপর ক্রিয়া প্রকাশ করিলেও ইহা যকৃতের উপরেই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ক্রিয়া প্রকাশ করিয়া থাকে।

সুরাপায়ী, গ্রন্থি স্ফীতিপ্রবণ পীড়াগ্রস্ত ও পৃষ্ঠব্রণাদি উদগমপ্রবণ ব্যক্তিকে এবং শোণিতস্রাব প্রবণ ধাতুতে ইহা অধিক উপযোগী।

সমুদয় পীড়ায় ক্ষয় (adynamic) অবস্থায় (বিশেষতঃ যদি রক্তস্রাব জনিত হয়), সেপটিক অর্থাৎ পচন (Toxin) রক্তসহ মিশ্রিত হইয়া অন্ত্রমধ্যে বিষক্রিয়া উৎপাদন করিয়া—টাইফয়েড, ম্যালেরিয়া এবং রক্ত দুষিত হইয়া পীড়া, তাহাতে ক্রমশঃ নিস্তেজ হইয়া পড়া; বহুকাল হইতে মদ্যপান করিয়া কোনও কঠিন পীড়ায় আক্রান্ত হইয়া, পীত-জ্বর—তাহাতে সমস্ত শরীর হরিদ্রাবর্ণ ধারণ করে; সাংঘাতিক ন্যাবা (malignant and haematogenous jaundice), সাংঘাতিক যকৃতপীড়া, কাল রঙের বমন ও বাহ্যে জরায়ু হইতে বহুকাল যাবৎ রক্তস্রাব, ডিপ্‌থেরিয়া, প্লেগ ইত্যাদি নানাবিধ সাংঘাতিক (malignant) পীড়ায় ইহা উপকারী। হাইড্রাসটিন-সলফ—১ ×, ডিওডিনামের ক্ষতের ও টাইফয়েডে অন্ত্রের রক্তস্রাবের শ্রেষ্ঠ ঔষধ।

যকৃতের পীড়া ও ন্যাবা—মারাত্মক ন্যাবা—সমস্ত দেহ, চক্ষু, নখ ও প্রস্রাব হরিদ্রাবর্ণ হইয়া যায়, সমস্ত শরীর ফুলিয়া উঠে, লিভারে ভয়ানক বেদনা—এত বেদনা যে নিশ্বাস টানিলেও লিভারে আঘাত লাগে ; পীড়ার উক্ত প্রকার অবস্থায় ক্রোটেলাসে উপকার-ত হয়-ই তদ্ভিন্ন যদি উহার সহিত রক্তস্রাব থাকে, তাহা হইলে আর কথাটি নাই—ক্রোটেলাসই উহার ঔষধ। এখানে চেলিডোনিয়ম ইত্যাদিতে উপকার হইবে না।

বমন—পিত্তবমি, রোগী ডানপার্শ্বে শুইলে হুড়হুড় করিয়া ক্রমাগত বমি করিতে থাকে। পাকস্থলীতে ক্ষত হইয়া রক্তবমি এবং পীত-জ্বরে কালবর্ণের বমি হইলে ক্রোটেলাস উপকারী।

গ্যাংগ্রীণ—ব্রণ, স্ফোটক, কার্ব্বংকল কিম্বা অন্য কোনও প্রকার ক্ষত যখন পচে কিম্বা ক্ষতের চারিধার শক্ত এবং কালচে রঙ্ বা নীলবর্ণ ধারণ করে, গ্যাংগ্রীণে পরিণত হয়, রোগী ক্রমশঃ নিস্তেজ ও দুর্ব্বল হইয়া পড়ে, তখন ক্রোটেলাস উপকারী। ৬ষ্ঠ হইতে ৩০শক্তি—১/২/৩ দিন অন্তর একমাত্রা সেব্য।

রক্তস্রাব—শরীরের সকল স্থানের রক্তস্রাবেই ক্রোটেলাস উপকারী। চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, দন্ত, মাড়ী, ত্বক, প্রস্রাবনলী, নখের নিম্নভাগ প্রভৃতি স্থান হইতে রক্তস্রাব হইতে থাকিলে উহা প্রয়োজনীয়। ক্রোটেলাসে—রক্ত তরল, কালবর্ণ, রক্ত জমে না, রক্তে চাপ বাঁধে না। ইল্যাপ্সে-রক্ত চাপ বাঁধে, ইহার সমস্ত স্রাব মসী অর্থাৎ দোয়াতের কালির মত কাল, স্ত্রীলোকের বাধকে ও দুই ঋতুর মধ্যে কালবর্ণের রক্তস্রাব হয়।

সেরিব্রো-স্পাইন্যাল মেনিন্‌জাইটীস—এই মস্তিষ্ক পীড়ার সহিত বিকার, নাসিকা হইতে কৃষ্ণবর্ণের রক্তস্রাব, জিহ্বা লালবর্ণ, চকচকে ও ফোলা, শ্বাস-প্রশ্বাসে বিশ্রী দুর্গন্ধ ও দুর্গন্ধ রক্ত বাহির হইতে থাকিলে—ক্রোটেলাস মহৌষধ।

হাম, বসন্ত—এই পীড়ার সহিত যখন শরীরের কোনও দ্বার দিয়া কিম্বা বসন্তের গুটী হইতে রক্তস্রাব হয় তখন ক্রোটেলাস প্রয়োগ করিয়া দেখা উচিত। যাহাই হউক উক্ত প্রকার রক্তস্রাবীয় হাম, বসন্ত, বিশেষতঃ বসন্ত পীড়াটি অতি সাংঘাতিক, উহাতে প্রায় জীবনের আশা থাকে না। (বসন্ত পীড়ার অন্যান্য

ঔষধের জন্য ভেরিওলিনাম অধ্যায় ৬৪০ পৃষ্ঠা দেখিবেন ও মৎকৃত "কলেরা বসন্ত" পুস্তকটিও পাঠ করিবেন)।

জ্বর—সাংঘাতিক (Malignant)—প্রকারের টাইফস, টাইফয়েড, রেমিটেন্ট, পীত-জ্বর প্রভৃতি যে কোনও প্রকার জ্বরই হউক না কেন, যখন উহাদের অন্যান্য কুলক্ষণসহ—পাকস্থলী, প্রস্রাবদ্বার, নাসিকা কিম্বা মুখ দিয়া রক্তস্রাব হইতে থাকিবে, তখনই ক্রোটেলাসের প্রয়োজন হইবে।

পাঠক! আপনাদিগকে উক্তপ্রকারের বার বার আর কত পীড়ার নাম ধরিয়া বুঝাইব, যখনই কোনও পীড়ার সহিত রক্তস্রাব হইয়া রোগীর প্রায় নিদান অবস্থা দর্শন করিবেন, তখনই এই ঔষধটিকে একবার স্মরণ করিবেন (উপরে ইহার রক্তস্রাবের বিশেষত্ব একপ্রকার বর্ণিত হইয়াছে)। সমস্ত পীড়াতেই যখন কোনও রোগী একেবারে ভগ্নস্বাস্থ্য "broken down constitution" হইয়া পড়ে, তখন প্রায় ক্রোটেলাস প্রভৃতি বিষজাতীয় ঔষধেরই প্রয়োজন হয়। ল্যাকেসিস—রোগী ক্রোটেলাসের মত বা তদপেক্ষাও অধিক বলহীন হইয়া পড়ে। ডাঃ হেরিং বলেন—ক্রোটেলাসের রোগী—ক্যাম্ফর অপেক্ষাও অধিক হিমাঙ্গ ও শীতল হয়। মোটের উপর কথা—রক্ত বিষাক্ত হইয়া যে সমস্ত পীড়া উৎপন্ন হয়—ক্রোটেলাস প্রায় তাহাতেই কার্য্যকরী।

এচিনেসিয়া (Achenacea Angustifolia)—পূঁয—রক্তের সহিত মিশ্রিত (পাইমিয়া) হওয়ায় রক্ত বিষাক্ত হইয়া সেপটিক-জ্বর এবং সূতিকা (puerperal fever), টাইফয়েড, ইরিসিপেলাস, শয্যাক্ষত, পঁচাক্ষত, গ্যাংরীণ, এপেণ্ডিসাইটীস, কার্ব্বঙ্কল, সেরিব্রো-স্পাইন্যাল-মেনিনজাইটীস, বিষাক্ত জন্তুর কিম্বা পতঙ্গ দংশন, বিষাক্ত উদ্ভিজ্জ দ্বারা বিষাক্ত প্রভৃতিতে এচিনেসিয়া বিশেষ উপকারী। ইহা বাহ্যিক এবং আভ্যন্তরিক উভয়ই ব্যবহার্য্য। ইহার সমস্ত আস্রাব, যেমন—মল, মূত্র, প্রসবান্তিক স্রাব, নিশ্বাস প্রভৃতি সমস্তই দুর্গন্ধ (ব্যাপটিসিয়া, সোরিণাম, পাইরোজিন, এসিড-কার্ব্বল, এনথ্রাস প্রভৃতি ঔষধের স্রাবেও বিশ্রী দুর্গন্ধ থাকে)। টাইফয়েড-জ্বরের সহিত প্রবল উদরাময়ে, টীকা দেবার দোষে নানাপ্রকার উপসর্গে এবং সাংঘাতিক প্রকারের ডিপথেরিয়াতেও ইহা ব্যবহৃত হয়। খোস-পাঁচড়া, চুলকানি এবং পারদ ও উপদংশজনিত চর্ম্মপীড়ারও ইহা উৎকৃষ্ট ঔষধ। পাইমিয়া-য়্যাবসেস (এক জাতীয় বিষাক্ত বড় স্ফোটক, ইহা এক সময়ে শরীরের অনেক স্থানে হয়)—ইহাতে এত অধিক উপকার হয় যে অস্ত্র চিকিৎসার আদৌ আবশ্যক হয় না। হিপোজিনিয়াম—৩০ শক্তি ইহার একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ। আমরা এচিনেসিয়ার—θ হইতে—৩ × শক্তিই সচরাচর ব্যবহার করি। পুনঃ পুনঃ ফোড়া হওয়া (recurring boils), টিবিয়ার পুরাতন ক্ষত এবং অন্যান্য বহুবিধ পীড়ারও ইহা ফলপ্রদ ঔষধ।

পাইরোজিনিয়াম (**Pyroginium**)—পূঁয—রক্তের সহিত মিশ্রিত হইয়া কোনও সাংঘাতিক পীড়া হইলে উপরোক্ত ঔষধাদির ন্যায় এই ঔষধটিতেও মহৎ উপকার সাধিত হয়। সূতিকা-জ্বর, অস্ত্র ক্ষতসম্ভূত-জ্বর, দূষিত বাষ্পোদগত

রক্তদূষিত জ্বরে ইহার উপকারিতা দৃষ্ট হয়। পাইরোজিনিয়ামে—আর্ণিকা, ব্যাপটিসিয়া ইত্যাদির মত সর্ব্বাঙ্গে বেদনা, ইউপেটোরিয়মের ন্যায় অস্থিবেদনা এবং রসটক্সের ন্যায় নড়ন-চড়নে ও উত্তাপে অস্থির ভাবের উপশম ইত্যাদি কতকগুলি লক্ষণ থাকে। ফসফরাসের মত পানীয় জল পেটে যাইয়া গরম হইলে বমি, ভীষণ পচা দুর্গন্ধ বাহ্যে এবং প্রসবের পর লোচিয়া (একপ্রকার পূঁযের মত পদার্থ) স্রাব বন্ধ হইয়া সূতিকা জ্বর হইলে এই ঔষধে বিশেষ উপকার সাধিত হয়। টাইফয়েড যখন তাপ—১০৬ ডিগ্রী পর্য্যন্ত উঠে এবং ব্যাপটিসিয়া প্রভৃতি ঔষধের লক্ষণ থাকিয়াও তাহাতে উপকার না হয় তখন ইহাতে সুফল পাওয়া যায়। নাসিকা দিয়া পিপীলিকার মত পোকা নির্গমনে উহা উপকারী ; ২০০শ হইতে উচ্চশক্তিই অধিক ফলদায়ক (এসিট্যানিলিডিয়ামে দেখুন)।

বৃদ্ধি—প্রাতে, সন্ধ্যায়, দেহ চালনায়, পরিশ্রমে—দক্ষিণ পার্শ্বে, বসন্তকালে। উপশম—বিশ্রামে। ক্রিয়ানাশক—ল্যাকেসিস। ক্রিয়া স্থিতিকাল —৩০ দিন। ক্রম—৩—৬ষ্ঠ শক্তি। ফরমূলা—৮।

ক্রোটন টিগলিয়ম (Croton Tiglium)

(জয়পাল—শুষ্কবীজ হইতে টিংচার প্রস্তুত হয়)—ইহা উদরাময়, ওলাউঠা, হার্পিস ও অন্যান্য কতিপয় প্রকার চর্ম্মরোগে উপকারী—১। হলদে রঙের জলবৎ বাহ্যে—২। পিচ্‌কারীর ন্যায় বেগে নির্গত হওয়া এবং—৩। বাহ্যে—পানাহারের পরেই বৃদ্ধি হওয়া,—এই তিনটি লক্ষণ উদরাময়ে—ক্রোটনের সর্ব্বপ্রধান চরিত্রগত লক্ষণ।

উদরাময়—হলদে রঙের জলের মত পাতলা মল যদি কাহারও হঠাৎ পিচকারীর মত বেগে নির্গত হয় এবং ঐ বাহ্যে একটু কিছু আহার বা পান করিলেই বাড়ে, দৌড়াইয়া পায়খানায় ছুটিতে হয়, তাহা হইলে—ক্রোটন অব্যর্থ মহৌষধ (ভোরবেলায় ঘুম ভাঙ্গিবামাত্র, পায়খানায় ছুটিতে হইলে—সলফার, সোরিণাম, রিউমেক্স)। ক্রোটনের উক্ত তিনটি লক্ষণের সহিত আবার অন্যান্য কতকগুলি ঔষধের অতি নিকট সাদৃশ্য আছে, ঔষধ প্রয়োগকালীন সর্ব্বদা তাহাদের প্রভেদ ও অন্যান্য লক্ষণের উপর দৃষ্টি রাখিবেন। প্রথম—ক্রোটনের হরিদ্রারঙের পাতলা বাহ্যে, ইহা—এপিস, ক্যালকেরিয়া-কার্ব্ব, চায়না, গ্র্যাটিওলা, ন্যাট্রম-সলফ ও থুজা ইত্যাদি ঔষধেও নির্দ্দিষ্ট; দ্বিতীয়—জোরে ও পিচকারীর ন্যায় খুব বেগে নির্গমন, —ইহা জ্যাট্রোফা, গ্র্যাটিওলা ও পডোফাইলম ইত্যাদি ঔষধেও আছে ; তৃতীয়—কিছু আহার বা পান করিলে বৃদ্ধি, ইহা আর্জেন্টি-নাইট্রিকাম ও আর্সেনিকেও আছে ; আবার প্রচুর পরিমাণে বাহ্যে জোরে নির্গত হওয়া—ক্রোটনের মত, ইলাটিরিয়ম নামক ঔষধেও আছে; তবে ইলাটিরিয়মে—বাহ্যে—সবুজ রঙের আর তাহাতে খুব ফেণা থাকে; ক্রোটনে—বাহ্য হলদে রঙের ও ফেণাবিহীন। ক্রোটনে কখনও সবুজ রঙের বাহ্যে হয় ; কিন্তু তাহা ফিকে সবুজ।

উপরোক্ত লক্ষণগুলি ভিন্ন—ক্রোটনের আরও দুই একটি লক্ষণ সর্ব্বদা স্মরণ রাখিবেন, প্রথমে—পেটে হঠাৎ একপ্রকার মোচড়ানি (griping) বেদনা উপস্থিত হয়, তাহাতে বাহ্যের প্রবল বেগ আসে, রোগীকে তৎক্ষণাৎ পায়খানায় ছুটিতে হয়, বাহ্যের পর অনেক সুস্থবোধ করে। অন্ত্রের ভিতর (পেটের নাড়িভুঁড়িকে—অন্ত্র কহে) কল্ কল্ (gurgling and swashing) করিয়া একপ্রকার শব্দ হয়, বোধ হয় যেন অন্ত্র সমূহ জলে পরিপূর্ণ, জল ভিন্ন তাহার মধ্যে আর কিছু নাই।

ওলাউঠা—এই পীড়াতেও উদরাময়ের উপরোক্ত সমস্ত লক্ষণগুলি গ্রহণ করিতে হইবে। এখানে অন্যান্য ঔষধের সঙ্গে ক্রোটনের কি প্রভেদ আছে তাহা দেখুন ঃ—

ইলাটিরিয়ম—বাহ্যের পরিমাণ খুব বেশী, জলের মত পাতলা, রঙ—ফিকে সবুজ তাহার সহিত ফেণামিশ্রিত, ফেণা এত বেশী যে—মলদ্বারেও লাগিয়া থাকে ; ভেদ অতিশয় বেগে নির্গত হয় ও ভেদের পূর্ব্বে পেটে কামড়ানি কিম্বা পেটে ছুরি দিয়া কাটার মত ব্যথা থাকে। ইহার আর একটি বিশেষত্ব এই যে, রোগীর সর্ব্বদাই হাই উঠে ও অত্যন্ত শীত-শীত ভাব এবং জ্বরবোধ করে, ইহাতে বমি বড় একটা থাকে না।

ক্রোটন—ইলাটিরিয়মের মত জলবৎ বাহ্যে পরিমাণে খুব বেশী ও বেগে তোড়ে নির্গত হয়, তবে ক্রোটনের বাহ্যে ঘোর হলদে বা ফিকে-হলদে কৃচিৎ হলদে রঙের বাহ্যের সঙ্গে সবজ্ রঙও মিশ্রিত থাকে অথচ ঠিক সবুজ নহে। বাহ্যের পূর্ব্বে পেটে বিশেষ ব্যথা থাকে না (কখনও পেটে কলিকের মত ব্যথা থাকে ; কিন্তু গরম জলপানে তাহা নিবারিত হয়, পানাহারের পর বাহ্যে-বমির বৃদ্ধি হয়। ইলাটিরিয়মে—তাহা হয় না ও উহাতে বমি থাকে না। শিশু-কলেরায়—ক্রোটন একটি উপকারী ঔষধ। ক্রোটনে—বমি আছে, বমির রঙ অল্প হলদে বা সাদা কিম্বা বুদবুদ যুক্ত ও অজীর্ণ পদার্থ মিশ্রিত, ইহাতে গা-বমিবমিও থাকে, অন্ননালী জ্বালা করে।

গ্রাটিওলা (Gratiola)—৩ x—৬ ; ইহার লক্ষণ অনেকটা প্রায় ক্রোটনের মত। গ্রীষ্মকালে অধিক পরিমাণে জলপান করিয়া পীড়ার সূত্রপাত হইলে—গ্র্যাটিওলা—ক্রোটন অপেক্ষা অধিক ফলপ্রদ। গ্র্যাটিওলার বাহ্যের রঙ হলদে, জলের মত তরল, পরিমাণে প্রচুর ও বেগে নির্গত হয়, পেটে প্রায় বেদনা থাকে না ও বোধ হয় যেন পেটের ভিতর ঠাণ্ডা।

জ্যাট্রোফা (Jatropha)—৩ x—৬ ; ভেদের পরিমাণ এক একবারে প্রায় এক এক গামলা, পরিমাণে ভেদ ইহাতে যত অধিক হয় বোধহয় অন্য কোন ঔষধে তত দৃষ্ট হয় না। ভেদ চাউলধোয়া জলের বা ভাতের ফেণের মত সাদা কিম্বা হলদে তাহার উপর—হোমিওপ্যাথিক গ্লোবিউল্‌স, সাগুদানা কিম্বা মুড়ির মত, এক প্রকার পদার্থ ভাসে ; বমন—চাউলধোয়া জল কিম্বা ডিমের লালার মত, প্রবল পিপাসা ; কিন্তু জলপান করিলেই গা বমি-বমি করে, বমি হয়, পায়ের ডিমে খিল ধরে ও সেখানে একটা ডেলার মত হইয়া উঠে। শরীর ঠাণ্ডা হইয়া যায়, ইহাতে—বাহ্যে, বমি প্রায় একসঙ্গেই হয়, বমি খুব সহজেই হয়,

রোগী অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। জ্যাটোফা—কলেরায় প্রথম অবস্থায় ও হিমাঙ্গ হইবার পূর্ব্বে ব্যবহৃত হয়, হিমাঙ্গ (Collapse) হইলে আর ইহার আবশ্যক হয় না। পাকস্থলী গরমবোধ হয় ও জ্বালা করে, উদরাময় হউক, কলেরা হউক, এই ঔষধটি প্রয়োগ করিতে হইলে ইহার আর একটি বিশেষ লক্ষণের উপর দৃষ্টি রাখিবেন—বাহ্যের পূর্ব্বে পেটের ভিতর গড়্ গড়্, কল্ কল্, বক-বক করিয়া থাকে (একটি জলপূর্ণ বোতল হইতে জল ঢালিলে যে প্রকার শব্দ হয়, ঠিক সেই প্রকার শব্দ) ; পেটের শব্দ থাকিলেই বাহ্যের বেগ আসে, হড়্‌হড়্ করিয়া বাহ্যে হয়, রোগী কিছু সময় বসিয়া অপেক্ষা করে, আবার বেগ আসে, আবার পূর্ব্বোক্ত প্রকারের বাহ্যে হয়, পেটে প্রায় বেদনা থাকে না। থুজাতেও বাহ্যের পূর্ব্বে গড়্ গড়্ বক্-বক্ করিয়া শব্দ হয় (পিপার মুখ—bung-hole দিয়া জল ঢালিলে যে প্রকার শব্দ হয়,—ইহাতে সেই প্রকারের শব্দ, বোতলের মুখ দিয়া জল ঢালার শব্দের মত শব্দ নহে), ইহার উক্তপ্রকার শব্দ মল নির্গমন কালীন মলদ্বারের মুখে হয়, জ্যাট্রোফার মত পেটের ভিতর নহে।

ইউফর্ব্বিয়া-করোলেটা (Euphorbia Cor)—৩ x—৬ ; ইহার অধিকাংশ লক্ষণই জ্যাট্রোফার মত ; তবে ইহাতে সমস্ত শরীর ঠাণ্ডা ঘামে আপ্লুত হইয়া উঠে (ভেরেট্রামে—কপালে ঠাণ্ডা ঘামই অধিক নির্দ্দিষ্ট)।

চর্ম্মরোগ—যাহাদের কোনও পেটের দোষ আছে তাহাদের চর্ম্মপীড়ায়—ক্রোটন উপযোগী। ইরিথিমা (Erythema) নামক চর্ম্মরোগে—ক্রোটন বিশেষ উপকারী। ক্রোটনে—প্রথমে পোড়া-ফোস্কার মত উদ্ভেদ নির্গত হয়, ক্রমে উহা পাকে ও পূঁয হয়। ডাঃ ডিয়ারবরণ বলেন—ইহার জ্বালা ও চুলকানি জলে ধৌত করিলে কিম্বা ঠাণ্ডা বাতাস লাগিলে বৃদ্ধি হয়। ক্রোটনে-মুখের, লিঙ্গের ও অণ্ডকোষের একজিমায় অনেক সময় উপকার হয় ; আক্রান্তস্থান অত্যন্ত চুলকায়। ক্রোটনে—চর্ম্মপীড়ায়—অত্যন্ত চুলকানি থাকে, কিন্তু তাহাতে এত বেদনা যে চুলকাইতে পারে না, সামান্য হাত বুলাইলেও যন্ত্রণা বাড়ে, সমস্ত শরীরে ইরাপ্‌সন বাহির হয়।

কাশি—বালিশে মাথাটি রাখিবামাত্রই আক্ষেপিক কাশি কাশিতে কাশিতে দম আটকাইবার মত হয়, তাড়াতাড়ি উঠিয়া পড়ে ও ঘরের মধ্যে বেড়ায়, চেয়ারে বসিয়া নিদ্রা যায়।

প্রস্রাবের পীড়া—রাত্রির প্রস্রাবে ফেনা থাকে, প্রস্রাব কমলালেবুর বর্ণ, প্রস্রাব ধরিয়া রাখিলে ঘোলা হয়, তাহার উপর চর্ব্বির টুকরার মত পদার্থ ভাসে; দিনের বেলায় প্রস্রাব মলিন তাহার তলানিতে সাদাগুঁড়া।

বৃদ্ধি—গ্রীষ্মকালে, ফল ও মিষ্টান্ন ভোজনে, বাহ্যে বমি পানাহারের পর।

উপশম—নিদ্রান্তে। পরবর্ত্তী ঔষধ—রসটক্স।

সম্বন্ধ—শিশুদের পুরাতন উদরাময়ে ইহা প্রায় ক্যালি-ব্রোম ও ফস্‌ফরাসের সমতুল্য। Momordica Bharantia– ইহাতে কলিক, বমি, গা-বমি,

জলের মত তরল হলদে বাহ্যে, বাহ্যে তোড়ে নির্গমন ও কলেরার লক্ষণ আছে (বোরিক মেটিরিয়া দেখুন)।

ক্রিয়ানাশক—এনাকার্ড, এন্টিম-টার্ট, ক্রিমে, রস, র‍্যানান-বালবো।

ক্রিয়া স্থিতিকাল—৩০ দিন। ক্রম—৬—২০০ শক্তি।

ফরমূলা—G. টিং—৪, বিচূর্ণ—৭ ; A. টিং—৬-বি, বিচূর্ণ—৪।

কিউবেবা (Cubeba.)

(কাবাবচিনি)—মূত্রপথের মিউকাস-মেম্ব্রেণের উপর ইহার প্রধান ক্রিয়া এবং সাধারণতঃ গনোরিয়া, ইউরেথ্রাইটীস, প্রষ্ট্যাটইটীস, হিমাচুরিয়া, সিষ্টাইটীস প্রভৃতি কয়েকটি পীড়াতেই ব্যবহৃত হয়।

ইউরেথ্রাইটীস পীড়ায়—প্রস্রাবের পর কাটা-ছেঁড়ার মত যন্ত্রণা, প্রস্রাব সহ শ্লেষ্মা নির্গমন এবং প্রমেহরোগে—যখন প্রথম অবস্থার প্রদাহভাগ কমিয়া কেবলমাত্র প্রস্রাবের শেষভাগে জ্বালা থাকে (সার্সা), ঘন হলদে-রঙের পূঁযের মত স্রাব নির্গত হয়, তখন উহাতে বিশেষ উপকার হয়। হাইড্রাসটিস, পলসেটিলা প্রভৃতি ঔষধগুলিতে উক্ত লক্ষণসমূহ থাকিলেও সম্ভবতঃ কিউবেবাতেই উপকার অধিক হইবে।

আমি প্রমেহরোগের দ্বিতীয় অবস্থায় উক্তপ্রকার লক্ষণে—হাইড্রাসটিস-২ ×-৩ × শক্তি, ২/৩ সপ্তাহ ব্যবহার করাইয়া বহুসংখ্যক রোগী আরোগ্য করিয়াছি। হাইড্রাসটিসের স্রাবের রঙ্ হলদে। কিউবেবা—প্রমেহের গ্লীট-অবস্থাতেও অর্থাৎ যখন স্রাব বড় অধিক থাকে না, কেবল মাত্র মূত্রদ্বার পূঁযে একটু জুড়িয়া থাকে তখনও উপকারী।

সদৃশ—ক্যাম্ফার, ক্যানাবিস, ক্যান্থিকম, কিউকুরবিটা, কোপেভা, স্যাণ্ডাল।

ক্রম—৩—২০০ শক্তি। ফরমূলা—৪।

কুপ্রম মেটালিকাম (Cuprum Met.)

(তাম্র ধাতু)—পরিপাক-যন্ত্র, লিভার, কিডনী, সেরিব্রো-স্পাইন্যালসিষ্টেম, নিউমোগ্যাষ্ট্রিক-নার্ভ ও রক্তসঞ্চালনকারী যন্ত্রের উপর ইহা ক্রিয়া প্রকাশ করিয়া—গ্যাষ্ট্রো-এন্টেরাইটীস, ন্যাবা, এলবুমেনযুক্ত প্রস্রাব, খিলধরা, খেঁচুনি, তড়কা, বমন ও ভ্যাসোমোটর-প্যারালিসিস্ ইত্যাদি পীড়া উৎপন্ন করে। কুপ্রম—ওলাউঠা রোগের প্রধান প্রতিষেধক ঔষধ। তাম্রখনিতে যে সকল লোক কার্য্য করে, বোধ হয় এই কারণেই তাহারা ওলাউঠা রোগে আক্রান্ত হয় না। ওলাউঠা-এপিডেমিকের সময় খালি-পেটে না থাকিলে, একটি ৪ ইঞ্চি লম্বা ও ৪ ইঞ্চি চওড়া খাঁটি তামার পাতলা পাত নাভীর উপর হইতে ঝুলাইয়া রাখিলে, পশমী মোজার মধ্যে গন্ধকচূর্ণ রাখিয়া মোজা ব্যবহার করিলে, লিমনেড ও লেবুর রসপান করিলে এবং কুপ্রম—৩০ শক্তি মধ্যে মধ্যে সেবন করিলে, ভীষণ ওলাউঠা রোগের হাত হইতে সহজেই অব্যাহতি পাওয়া যায়। অন্যান্য

আবশ্যকীয় বিষয়ের নিমিত্ত মৎকৃত **"কলেরা বসন্ত ট্রিটমেন্ট"** নামক পুস্তকখানি পাঠ করিবেন।

চরিত্রগত লক্ষণ ঃ—

১। কলেরায়—পায়ের ডিমে ও পেটে অধিক খিলধরা ; ২। চর্ম্ম-পীড়ার উদ্ভেদ বসিয়া গিয়া তড়কা, বমি, আক্ষেপ, মস্তিষ্ক লক্ষণ প্রভৃতি ; ৩। তড়্‌কায়—মুখ নীলবর্ণ হয়, বুড়ো আঙ্গুল হাতের মুঠার ভিতরে রাখে; ৪। অল্পক্ষণস্থায়ী আক্ষেপ—হাতের পায়ের আঙ্গুল হইতে খেঁচুনি আরম্ভ হইয়া সমস্ত শরীরে বিস্তৃত হয়, গর্ভাবস্থায় আক্ষেপ, প্রসবকালে আক্ষেপ বা খেঁচুনি ; ৫। জিহ্বার পক্ষাঘাত, তজ্জন্য অস্পষ্ট কথা ; ৬। জলপানের সময় গড়্‌গড়্ শব্দ করিয়া তরল পদার্থ নীচে নামা ; ৭। কাশির সময় বোতলে জলঢালার মত গড় গড় শব্দ, ঠাণ্ডা জলপানে কাশির উপশম ; ৮। হুপিং-কাশি—কাশির ফিট অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত থাকে, দমবন্ধের মত হয়, মুখ নীলবর্ণ ধারণ করে, অঙ্গপ্রত্যঙ্গ শক্ত ও আড়ষ্ট হয়, কথা কহিতে পারে না, অজ্ঞানের মত হয়, জ্ঞান হইলেই বমি করে; ৯। ড্যাদাল-ব্যথা; ১০। মৃগী—হাঁটু হইতে অরা (arua) আরম্ভ হইয়া ঊর্দ্ধে উত্থিত হয়, ঘুমন্ত অবস্থায় ফিট (বিউফো); ১১। মুখে কোনও ধাতুর, তামার কিম্বা মিষ্ট বস্তুর আস্বাদ, মুখ দিয়া লালা পড়ে।

কাশি—সাধারণ কাশি নহে—হুপিং-কাশি কিম্বা আক্ষেপিক কাশি (hacking cough), কাশি অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত স্থায়ী হয়, রোগীর যেন দম বন্ধ হইয়া যায়, কথা কহিবার শক্তি থাকে না, সেই সঙ্গে মুখ নীলবর্ণ ও শরীর যেন শক্ত কাঠ হইয়া যায়, হাত পা খেঁচিতে থাকে, সময়ে সময়ে কাশিয়া অজ্ঞানের মত হইয়া পড়ে, বমি হয়, এই প্রকারের কাশিতে—কুপ্রম উপযোগী। বেলেডোনা—ইহার কাশি উক্ত প্রকার আক্ষেপিক হইলেও কাশিবার সময় মুখ লালবর্ণ হয়, নীল হয় না (এরালিয়া অধ্যায় দেখুন)।

ইপিকাক—বুকে অত্যন্ত সঙ্কোচনভাব, খুব ঘন ঘন কাশে, বমি করে, কাশির সময় গলায় সাঁই-সাঁই ঘড়্‌ঘড়্ শব্দ হয় ; কিন্তু সর্দ্দি সহজে উঠে না। হাঁপানিতে ইপিকাকের পর আর্সেনিকের প্রয়োজন হয়, তবে অবশ্য রাত্রিতে রোগের বৃদ্ধি, গাত্রদাহ, পিপাসা ইত্যাদি আর্সেনিকের লক্ষণগুলি থাকা চাই। হাঁপানিতে—বুকে সর্দ্দি চাপিয়াধরা ভাব ও কাশিতে মুখ নীলবর্ণ হইলে—কুপ্রম উপকারী।

তড়্‌কা—শিশুদের এই পীড়ায় যখন দেখিবেন ছেলে ফিটের সময় হাতের আঙ্গুল, বিশেষত বুড়ো আঙ্গুল মুঠার মধ্যে আনে (হেলিবোরাস) ও খেঁচে এবং সেই সঙ্গে মুখ নীলবর্ণ হয়, কিছু পান করিলে গলায় কল্-কল্, গড়্-গড়্ শব্দ হয়, তখন—কুপ্রম উপযোগী। ডাঃ হিউজেস বলেন—ক্রিমিজনিত কনভলসন (তড়কা), ইউরিমিয়াজনিত কনভলসন, নব প্রসূতির কনভলসন ইত্যাদি যাহাই হউক না কেন, যদি খেঁচুনি (spasm) হাতের কিম্বা পায়ের আঙ্গুল হইতে আরম্ভ হয়, তাহা হইলে—কুপ্রম অব্যর্থ ঔষধ। দেখা যায় তড়্‌কার নাম শুনিলে অনেক চিকিৎসক প্রথমেই বেলেডোনা ব্যবস্থা করেন ; এই বেলেডোনা ও কুপ্রম

ভিন্ন—ওপিয়ম, ইগ্নেসিয়া, সাইকিউটা, গ্লোনয়িন, ক্যামোমিলা ইত্যাদি ঔষধও উপকারী, সর্ব্বদা তাহাদের লক্ষণ সমষ্টির উপর দৃষ্টি রাখিবেন।

বেলেডোনা—মুখ লালবর্ণ হয় (নীল—কুপ্রম), গায়ের ঘাম, চক্ষু যেন টানিয়া থাকে ও মিট্-মিট্ করে, মাথা আগুনের মত গরম ও ধড় ফড়ে জ্বর থাকে (তড়কার প্রথমাবস্থায় এই ঔষধটাই অধিক ব্যবহৃত হয়)।

ওপিয়ম—মস্তিষ্কে রক্ত সঞ্চয় হয়, মুখ ঘোর নীলবর্ণ ও ফোলা-ফোলা, ফিটের সময় খুব জোরে চীৎকার করিয়া কিম্বা কাঁদিয়া উঠে, সমস্ত শরীর শক্ত হইয়া যায়, আঙুল ফাঁক হইয়া থাকে। প্রসূতি কোনও কারণে ভয় পাইবার পর সন্তানের তড়কা হইলে ইহার দ্বারা উপকার হইবে।

ইগ্নেসিয়া—দুর্ব্বল ও রুগ্ন শিশুদের দন্তোদগমকালীন তড়কা এবং হঠাৎ ভয় পাইয়া কিম্বা পিতা মাতার কোনও প্রকার তাড়নাদির কারণে তড়কা হইলে উপকারী। ভয়, শোক, দুঃখ ইত্যাদি কারণে তড়কা।

হেলিবোরাস—মুখ নাড়ে, দাঁত চাপে, ঘুমাইয়া মাথা এদিক ওদিক করে।

গ্লোনয়িন—মস্তিষ্কে রক্তসঞ্চয় জনিত তড়কা (ওপিয়মের মত ইহাতে ফিটের সময় আঙুল ফাঁক হইয়া পড়ে, কুপ্রমে—মুঠা বাঁধে)।

হায়োসিয়ামস—অন্যান্য ঔষধ অপেক্ষা ইহার তড়কার একটু বিশেষত্ব আছে, প্রথমে একহাতে খেঁচুনি, পরবারে অন্য হাতে খেঁচুনি, এইরূপে পরপর আক্ষেপ হইতে থাকে, হাত কাঁপে ও হাত বেঁকে যায়, মুখ দিয়া ফেণা নির্গত হয়, মাটীতে হাত ও মুখের ভিতর আঙুল দেয়, অতিকষ্টে খায়, ফিটের পর ঘুমাইয়া পড়ে (এসিড-হাইড্রো, ক্যামো, সাইকিউ দেখুন)।

হাম বসন্ত ইত্যাদির উদ্ভেদ (গুটী) বসিয়া যাওয়া জনিত পীড়া—হাম ইত্যাদি উদ্ভেদ (eruption) বা গুটী বসিয়া গিয়া কিম্বা সামান্য উদ্ভেদ বাহির হইয়া মিলাইয়া যাইয়া তড়কা ও বিকার লক্ষণ ইত্যাদি প্রকাশ পাইলে—কুপ্রম উপযোগী (জিঙ্কামও ইহার ঔষধ)। কুপ্রমের—বিকারে-মস্তিষ্ক লক্ষণাদি উপসর্গ নিদ্রাভঙ্গের পর বৃদ্ধি হয়, হাত-পা কোণাভাবে (angular) বাঁকিয়া যায়, মুখ নীলবর্ণ ধারণ করে। রোগী মধ্যে মধ্যে চীৎকার করে, চীৎকারের পরই তড়কার মত ফিট হয়। উদ্ভেদ বসিয়া মেনিনজাইটীস অথবা তড়কা হইলে—কুপ্রম অধিক উপযোগী।

ষ্ট্যামোনিয়ম—ঠিক কুপ্রমেরই মত উদ্ভেদ বহির্গত হইতে না পারিয়া বিকার হয়, ইহাতে শরীর গরম থাকে এবং রোগী এপাশ-ওপাশ করিয়া কেবল ছটফট করে, তন্দ্রা আসিলেই ভয় পায় ও কাঁদিয়া ওঠে, আত্মীয় লোকদিগকে চিনিতে পারে না, রোগীর মুখ লালবর্ণ হয় (কুপ্রমে—নীলবর্ণ) ষ্ট্রামোনিয়মে—সময়ে সময়ে বেলেডোনার মত উগ্র বিকারও দেখা দেয়, কামড়ায়, নিদ্রাভঙ্গের পর জোরে জোরে প্রলাপ বকে, একটু জ্ঞান আসিলেই ভয় পায়। তড়কা হইলে চোখের তারা ঘোরে, মুখে ফেণা নির্গত হয়, তড়কা থামিলেই নিদ্রিত হইয়া পড়ে ও দাঁত কড়মড় করে।

জিঙ্কাম—রোগী অত্যন্ত দুর্ব্বল, তজ্জন্য উদ্ভেদ ভালরূপে বাহির হইতে পারে না, ২ /১টি মাত্র বাহির হয়। রোগী হিমাঙ্গ ও নির্ঝুমভাবে পড়িয়া থাকে,

কেবল দাঁত কড়মড় করে, ঘুমাইয়া ঘুমাইয়া চমকাইয়া, ওঠে, চোখ ঘোরায়, শিশুর কেবল পা দুইটি নাড়ে।

এন্টিম-টার্ট—হাম, বসন্ত বসিয়া গিয়া নিশ্বাসে কষ্ট, কাশি তৎসহ গলায় ঘড়ঘড় শব্দ হইতে থাকিলে ইহাতে আশু উপকার হয়।

কণ্ঠনলীর আক্ষেপ (Spasmodic Laryngismus)—বেশীর ভাগ শিশুরাই প্রায় এই ভয়ঙ্কর পীড়ার দ্বারা আক্রান্ত হয়, ইহাতে কণ্ঠনলী (Glottis) হঠাৎ বন্ধ হইয়া শরীর নীলবর্ণ ধারণ করে ও খুব ঘন ঘন ফিট হইতে আরম্ভ হয়। অজীর্ণ কিম্বা শিশুর দন্তনির্গমনকালীন থাইমস-গ্রন্থির (ইহা বুকের মাঝের হাড়ের পশ্চাতে ও কণ্ঠনলীর নীচে থাকে) বৃদ্ধি ও তাহার রিফ্লেক্স ইরিটেসনই সম্ভবতঃ এই পীড়ার প্রধান কারণ। থাইমস গ্রন্থির বিবৃদ্ধি পীড়ার কারণ হইলে—আয়োডাম বিশেষ উপকারী; দাঁত উঠিতে বিলম্বে—ক্যালকেরিয়া-ফস উপযোগী। যাহাই হউক—ক্লোরিণ, ব্রোমিয়মই এই পীড়ার প্রকৃত ঔষধ (ক্লোরিণ-গ্যাসের ধূম নাসিকার দ্বারা গ্রহণ করিলে শুনিয়াছি প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ফল পাওয়া যায়), কুপ্রম—ইহা ক্লোরিণ ও ব্রোমিয়ম অপেক্ষা অনেক নিকৃষ্ট।

ভ্যাদাল ব্যথা—যে সকল স্ত্রীলোক বহু সন্তান প্রসব করিয়াছে (multipara) তাহাদের বেদনায় এই ঔষধটিকে অর্থাৎ কুপ্রমকে—আমেরিকার অনেক চিকিৎসক পেটেন্ট ঔষধরূপে ব্যবহার করেন (আর্ণিকা) ও সিকেলি অধ্যায় ১২১ পৃষ্ঠা দেখুন)।

ওলাউঠা—চাউলধোয়ানি জলের বা কুমড়া পচানির ন্যায় অনবরত ভেদ, বমন, গাত্রদাহ, অবিরাম পিপাসা, হৃৎপিণ্ডের ক্ষীণতা, নাড়ীলোপ এইগুলি কুপ্রমের লক্ষণ। খিলধরা আরম্ভ হইলেই কুপ্রমের প্রয়োজন হয় ; কিন্তু তাহার সঙ্গে নিম্নলিখিত লক্ষণগুলি থাকা চাই :—

গাত্র বরফের মত শীতল, গাত্রের চর্ম্ম নীলবর্ণ, সমুদয় পেশীতে খিল ধরে, পায়ের ডিমে ও পাছায় খিল ধরিয়া সেখানকার মাংসপেশীগুলি যেন ডেলা বাঁধিয়া যায়, পেটে অত্যন্ত যন্ত্রণা হয়, শ্বাসকৃচ্ছ্রতা, নিশ্বাস টানিয়া টানিয়া ফেলে। ভেরেট্রমেও—পায়ে খিলধরা আছে। যদি দেখা যায় যে, ভেরেট্রমে উপকার না হইয়া ক্রমশঃ বুকে পিঠে খিল ধরিতে আরম্ভ হইয়াছে, বমির হ্রাস হইয়া আবার বৃদ্ধি হইতেছে, তখন—কুপ্রম নিশ্চয়ই প্রয়োগ করিতে হইবে। আবার যদি দেখা যায়—কুপ্রমে খিলধরার উপশম হয় ; কিন্তু ভেদ বমনের বিশেষ উপশম হয় না, তখন—কুপ্রম ও ভেরেট্রম পর্য্যায়ক্রমে প্রদান করিলে বিশেষ উপকার হইবে (প্রত্যেক ভেদের পর ১ মাত্রা ভেরেট্রম ও মধ্যে কুপ্রম)। কুপ্রমে—ফ্লেক্সার-পেশীতে (flexor muscles) খিল ধরে, সেইজন্য আঙুলগুলি মুঠা বাঁধিয়া যায়। উপরোক্ত লক্ষণগুলি ছাড়া—ইউরিমিয়াজনিত—আক্ষেপ ও ওলাউঠার শেষ অবস্থার হিক্কাও কুপ্রমে উপশমিত হয়। হিক্কার সঙ্গে আক্ষেপ, বমি ও কাট্-বমি, বারম্বার উদগার, অত্যন্ত পেটডাকা ও হিক্কার পর বমি থাকিলে—কুপ্রমই উপযোগী। কুপ্রমে জলপান করিলে গলায় কলকল, গড়-গড় শব্দ হয় ও বমির ক্ষণিক উপশম থাকে।

খিলধরা সম্বন্ধে দ্রষ্টব্য ঃ—সামান্য প্রকারের খিলধরায় কুপ্রমের তত আবশ্যক হয় না। ডাঃ ডানহাম বলেন "In Camphor collaps is most prominent. in Veratrum evacuation & Vomiting in Cuprum the cramps." অর্থাৎ অত্যন্ত অধিক পরিমাণে ভেদবমিতে—ভেরেট্রম ; বরফের মত অত্যন্ত গা ঠাণ্ডায়—ক্যাম্ফর এবং সর্ব্বাঙ্গে খিল ধরায়—কুপ্রম। কুপ্রম ভিন্ন খিলধরায়—সিকেলি-কর নামক আর একটি বিশেষ প্রয়োজনীয় ঔষধ আছে। সিকেলির খিলধরায়—হাতের আঙ্গুলগুলি ফাঁক ফাঁক বিভক্ত হইয়া পড়ে, ইহাতে এক্সটেন্সার-পেশীতে (extensor muscle) খিল ধরে ; কুপ্রমের খিলধরা—ফ্লেক্সার-পেশীতে (flexor muscle) সেইজন্য আঙুল মুঠা বাঁধে। কুপ্রমে—ফ্লেক্সার-পেশীতে খিলধরা এবং সিকেলিতে—এক্সটেনসার-পেশীতে অর্থাৎ আঙুল ফাঁক হইয়া পড়া নির্দ্দিষ্ট হইলেও যেখানে কুপ্রমের নির্দ্দিষ্ট খিলধরায় কুপ্রমে উপকার না হয় বা আংশিক উপকার হয়, সেখানে কুপ্রমের পর সিকেলি প্রয়োগে অনেক সময় উপকার পাওয়া যায়। সিকেলিতে—ভেদ প্রবল, কুপ্রমে—বমি প্রবল। সিকেলির রোগী এক মুহূর্ত্তও গায়ে কাপড় ঢাকা রাখিতে দেয় না, উলঙ্গ থাকে ; কুপ্রমে চাপা রাখে।

কুপ্রম আর্স (Cuprum Ars)—যেখানে কয়েকটা আর্সেনিকের লক্ষণ, অর্থাৎ—আক্ষেপ, বাহ্যে ও বমিতে দুর্গন্ধ, ছটফটানি, পিপাসা, পেটে ভয়ানক বেদনা, অন্ননলী ও মূত্রনলীতে জ্বালা, নাড়ী দমিয়া যাওয়া কিম্বা নাড়ী লোপ এবং কুপ্রমের খিলধরা ও হৃৎপিণ্ডের ক্ষীণতা ইত্যাদি লক্ষণের একত্র সমাবেশ দেখিতে পাওয়া যায়, সেখানে কুপ্রম ও আর্সেনিক পর্য্যায়ক্রমে দুইটি ব্যবহার করা অপেক্ষা—কুপ্রম-আর্স—৬ × বিচূর্ণ সেবন করাইলে অধিক ফললাভ হয়। শিশুগণকে ইহা জলের সহিত দিবেন। (৩০ ও ২০০ শক্তিও ব্যবহার্য্য থেরাপিউটিক্সে কলেরা—৭৪৩ পৃষ্ঠা দেখুন)।

দ্রষ্টব্য ঃ—কলেরার যে উদ্দেশ্যে স্যালাইন ইনজেকসন হয়, সেই উদ্দেশ্যে কলা গাছের রস ব্যবহার্য্য, মৎকৃত **"কলেরা ট্রিটমেন্ট"** দেখুন।

Cholas Terrapian—ইহাতে গায়ে ও পায়ের ডিমে খিল ধরে।

বৃদ্ধি—অমাবস্যায়, রাত্রিতে, বমনান্তে, চর্ম্মরোগ রুদ্ধ হইলে।

উপশম—ঠাণ্ডা জলপানে, স্বেদ নির্গমনে।

পরবর্ত্তী ঔষধ—আর্স, এপিস, বেল, জিঙ্ক, কষ্টি, পলস।

সম্বন্ধ—হুপিং কাশিতে ও ওলাউঠায় কুপ্রমের পর ভেরেট্রম ; উদ্ভেদ বসিয়া গিয়া আক্ষেপ হইলে—কুপ্রমের পর—এপিস বা জিঙ্কাম উপকারী।

ক্রিয়ানাশক—বেল, ক্যাম্ফর, সাইলি, চায়না, ককু, কোনি, হিপার, ইপি, মার্ক, নক্স, পল্‌স, ভেরেট।

ক্রিয়া স্থিতিকাল—৪০—৫০ দিন। ক্রম—৬—৩০ শক্তি।

ফরমূলা—বিচূর্ণ—৭।

কুপ্রম সল্‌ফিউরিকাম (Cuprum Sulph.)

(তুঁতিয়া)—ওলাউঠার পর কোনও কোনও রোগীকে উদরশূল বেদনায় (Colic) অত্যন্ত কষ্ট পাইতে দেখা যায়, যদি সেই উদর-শূলের সহিত পেটফোলা, পেটের শক্তভাব, বমি, গা-বমি-বমি ইত্যাদি লক্ষণগুলি থাকে তাহা হইলে—কুপ্রম-সলফে উপকার হয়, অন্য কোনও ঔষধের বিশেষ প্রয়োজন হয় না।

মাথার চাঁদিতে আগুনের মত জ্বালা, কাশি—অনবরত—আক্ষেপিক কাশি, কাশি রাত্রিতে বৃদ্ধি—ইহাতে কুপ্রম-সলফ উপকারী।

ধাতুগত উপদংশ পীড়া—এই পীড়ায় ডাঃ ওবারলিন বলেন যে, মার্কুরিয়স ইত্যাদি ঔষধের দ্বারা চিকিৎসা করা অপেক্ষা তিনি এই ঔষধটিতে উপদংশ পীড়ায় সর্ব্বাপেক্ষা অধিক উপকার পাইয়াছেন।

ইথিওপস-এন্টিমন্যালিস (AEthiops)—১ × হইতে ৬ × শক্তি ; পূর্ব্বপুরুষাগত উপদংশের অতি উৎকৃষ্ট একটি ফলপ্রদ ঔষধ। দেখা যায়—অনেক সন্তান ভূমিষ্ট হইবার পর হইতেই তাহাদের গায়ে ঘা হইতে আরম্ভ হয়, ইহা পূর্ব্বপুরুষাগত পীড়া ভিন্ন আর কিছুই নহে, ইহাতে ইথিওপস উপকারি (থুজাও —একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ, ইহার অধ্যায় ৬৩৩ পৃষ্ঠা দেখুন)।

আর্সেনিক-মেটালিকাম (Arsenic Met.)—ধাতুগত উপদংশকে পুনর্জাগরিত করিয়া ত্বরায় পীড়ার আরোগ্য সাধন করে। ইহা সেবনে প্রথমটা একটু পীড়ার বৃদ্ধি হইতে দেখা যায় বটে ; কিন্তু পাঁচ সাত দিনের মধ্যে রোগ ধীরে ধীরে কমিয়া প্রায় দুই এক সপ্তাহের মধ্যেই সম্পূর্ণ আরোগ্য হইয়া যায় (ইহার অধ্যায় ১৩৫ পৃষ্ঠা দেখুন)।

সিনাবেরিস—উপদংশ ও প্রমেহ মিশ্র দোষ থাকিলে ও উপকারী (ইহার অধ্যায়—২৫৩ পৃষ্ঠা দেখুন)। ক্যালকেরিয়া-ফ্লোর নামক ঔষধটিও-পূর্ব্বপুরুষাগত উপদংশের ঔষধ।

মার্কুরিয়স-আয়োড-কাম-কেলি—মার্কুরিয়স অধ্যায় ৪৭৩ পৃষ্ঠা দেখুন।

গর্ভাবস্থায় বমন—গর্ভাবস্থায় প্রথমে অধিকাংশ পোয়াতির অল্পবিস্তর বমি হয় ও গা-বমি থাকে, ইহাতে—পলসেটিলা, ক্রিয়োজোট, নক্সভমিকা, কার্ব্বলিক-এসিড, সিম্ফোরি-কার্পাস ইত্যাদি ঔষধগুলি উপকারী হইলেও যদি ঐ সকল ঔষধে বিশেষ উপকার হয় না—কুপ্রম-সলফে উপকার হইতে পারে (সেরিয়ম-অক্‌জ্যালেট—২৩১ পৃষ্ঠা দেখুন)।

ক্রম—৬—৩০ শক্তি। ফরমূলা—বিচূর্ণ—৭।

কুরারি (Curare)

ইহা একপ্রকার সাংঘাতিক তীব্র, বিষ, আমেরিকার ব্যাধেরা শিকারার্থে শরমুখে যে বিষ সচরাচর ব্যবহার করে, কুরারি সেই বিষ হইতে প্রস্তুত হয়—ইহা চালক-পেশীর (motor) পক্ষাঘাত আনয়ন করে, তাহাতে গতিশক্তির

লোপ হয়; প্রত্যঙ্গাদি নাড়িবার ক্ষমতা থাকে না ; কিন্তু চেতনাশক্তি (sensation) ঠিক থাকে, অসাড় হয় না। ইহার পক্ষাঘাতের প্রধান লক্ষণ— প্রথমে মাথা ঘোরে, পায়ের জোর কমিয়া আসে, পরে ধীরে ধীরে পীড়া সম্পূর্ণ পক্ষাঘাতে পরিণত হয়। তদ্ভিন্ন—পা কাঁপা, চলিবার সময় পা অন্যস্থানে পড়া, দুর্ব্বলতা এবং হাত ভারী ও দুর্ব্বলবোধ করা, হাতের আঙ্গুল নাড়িতে না পারা, পিয়ানো বাদকদের হাতের ও আঙ্গুলের দুর্ব্বলতা, মুখের অথবা জিহ্বার পক্ষাঘাত, মুখ ও জিহ্বা বাঁকিয়া যাওয়া প্রভৃতি লক্ষণগুলিও এই ঔষধে নির্দ্দিষ্ট।

সিষ্টিসাস-লাবর্ণাম (Cystisus Laburnum)—একপ্রকার গাছের তাজা পাতা ও কুঁড়ি হইতে টিংচার প্রস্তুত হয়। হাতে বেদনা, হাত নাড়িতে অক্ষম ও কেবলমাত্র হাত পক্ষাঘাতের মত অসাড় হইলে ইহাতে উপকার অধিক হয়। সিষ্টিন (Cystin)—ইহা কুরারির সদৃশ ঔষধ ও চালক-পেশীর পক্ষাঘাত (motor paralysis) উৎপাদক। ক্রম—৩—৬ষ্ঠ শক্তি।

ওজিনা-রোগে—নাকের ভিতর পচা দুর্গন্ধ সর্দ্দি, পূঁযের চাপ এবং নার্ভাস-ডিবিলিটি (স্নায়ুদৌর্ব্বল্য) ক্যাটোলেপ্সি (এই পীড়ায় মানসিক ও শারীরিক যান্ত্রিক ক্রিয়াসমসাময়িক বন্ধ থাকে), চোয়ালধরা, দাঁতিলাগা, ধনুষ্টঙ্কার, কুষ্ঠ, বার্দ্ধক্যের দুর্ব্বলতা, বহুমূত্র পীড়াসহ পেশীর পক্ষাঘাত প্রভৃতি পীড়াগুলিতেও উপকারী।

সদৃশ—নক্স, ক্রোটেলাস।
বৃদ্ধি—অঙ্গ-সঞ্চালনে, পদচারণে, শৈত্যে, রাত্রি ২টায়, দক্ষিণ পার্শ্বে।
উপশম—স্থিরভাবে শয়নে। ক্রিয়ানাশক—ষ্ট্রিকনিন।
ক্রম—৬—৩০, ২০০ শক্তি। ফরমূলা—বিচূর্ণ—৭।

সাইক্ল্যামেন (Cyclamen.)

(একপ্রকার গাছের মূল হইতে টিংচার প্রস্তুত হয়)—বহুদিন হইতে রোম্যানদিগের মধ্যে একটা কিম্বদন্তী প্রচলিত ছিল যে, যদি কোনও গর্ভবতী স্ত্রী ঐ গাছ একটু স্পর্শ করে, তাহা হইলে তাহার গর্ভপাত হইবে। মহাত্মা হ্যানিম্যান ঐ গাছের মূলের টিংচার লইয়া প্রথমে পরীক্ষা করেন। শ্লেষ্মা প্রধান-ধাতু রক্তশূন্য (anaemic), ক্লোরোটিক স্ত্রী ও যাহাদের ঋতুস্রাব অনিয়মিতভাবে হয়, ঋতুর সময় মাথা ধরে, মাথাঘোরে, চোখে ঝাপ্সা দেখে প্রভৃতি কতকগুলি উপসর্গ উপস্থিত হইয়া রোগিনীকে অত্যন্ত কষ্ট প্রদান করে, তাহাদের পীড়ায় ইহা অধিক ফলপ্রদ। পরিপাক-যন্ত্র, জরায়ু ও জননেন্দ্রিয়ের উপর ইহার প্রধান ক্রিয়া, নাড়ীর গতি দ্রুত।

পরিপাকযন্ত্র ও জরায়ু সম্বন্ধীয় পীড়ায় পলসেটিলার লক্ষণের সহিত সাইক্ল্যামেনের লক্ষণের অনেকটা পরিমাণে সাদৃশ্য দেখা যায়, তবে প্রভেদ এই যে,—পলসেটিলার রোগী খোলা বাতাস খুব ভালবাসে, তাহাতে সে সুস্থবোধ করে ; সাইক্ল্যামেনে—তাহাতে উপসর্গের আরও অধিক বৃদ্ধি হয় ; সাইক্ল্যামেনে—পিপাসা থাকে, পলসেটিলায়—পিপাসাশূন্য। সাইক্ল্যামেনের

রোগী মনোকষ্টের নিমিত্ত কাঁদে ; কিন্তু তাহা নীরবে, কাহাকেও শুনিতে দেয় না; তৎসহ প্রায়ই ঋতুস্রাব বন্ধ, মাথাঘোরা, মাথাব্যথা, সম্মুখের সমস্ত বস্তুই যেন ঘুরিতেছে এরূপ বোধ হওয়া, অজীর্ণ, পেটে বায়ুজমা, রাত্রিতে পেটে বেদনাধরা, একেলা নির্জ্জনগৃহে থাকিবার ইচ্ছা প্রভৃতি কতকগুলি আনুসঙ্গিক উপসর্গ থাকে। এতদ্ভিন্ন—সাইক্ল্যামেনের রোগীর মস্তিষ্ক লক্ষণ ও দুর্ব্বলতা এত অধিক পরিমাণে থাকে যে, কোনও বিষয় স্থিরচিত্তে চিন্তা করিবার শক্তি থাকে না, রাত্রিতে অতিকষ্টে নিদ্রা যায় ; নিদ্রাভঙ্গে প্রাতে শরীর ও মন এত ভারী ও অসুস্থ বলিয়া বিবেচনা করে যে, সে কিছুতেই তাহার দৈনিক কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে পারিবে না ; কিন্তু একবার যদি কার্য্য আরম্ভ করে, সমস্ত দিনই পরিশ্রম করে, ক্লান্ত হয় না। ডান বৃদ্ধ ও তর্জ্জনী আঙ্গুলের আক্ষেপিক সঙ্কোচন।

অজীর্ণ রোগ—ক্ষুধা-ত অধিক হয়-ই না, যাহা হয় তাহাদের সামান্য কিছুমাত্র আহার করিলেই যেন পেট ফুলিয়া উঠে। (লাইকোপোডিয়মের মত), তাহার পর কোন খাদ্য দেখিলেই গা-বমি-বমি করে। রুটী, মাখন, ঘৃত ও চর্ব্বিতে এত ঘৃণা যে, উহাদের নাম পর্য্যন্ত করিতে দেয় না, ঘৃত বা ঘৃতপক্ক কোন দ্রব্য হজম করিতে পারে না, মুখের স্বাদ ও লালা অত্যন্ত লোণা, রোগী যাহাই আহার করুক না কেন, মনে করে যেন সমস্ত লবণে পরিপূর্ণ ; ডাঃ লিপি বলেন—একমাত্র লিমনেড ভিন্ন আর যাহাই পান-আহার করুক, তাহাতে গা-বমি-বমি থাকিবেই।

রক্তস্রাব—ঋতু খুব শীঘ্র শীঘ্র, ঘন ঘন ও পরিমাণে অত্যন্ত অধিক হয় তৎসহ প্রসব-বেদনার মত বেদনা—কোমর হইতে পিউবিস (তলপেটের নীচের হাড়) পর্য্যন্ত পরিচালিত হয়। রক্ত ঘোলাটে, কাল ও চাপ চাপ।

শিরঃপীড়া—সময়ে সময়ে একদিকের কপাল, অধিকাংশস্থলে বাম দিকের কপালই বেশীরভাগ আক্রান্ত হয়, মাথাব্যথার সময় চোখে যেন আগুনের কণার মত উড়িতে দেখে কিম্বা দৃষ্টিলোপ হয়, এই সময় মাথায় ঠাণ্ডা জল দিলে একটু উপশম বোধ করে।

সদৃশ—পলস, ফেরম, চায়না। উপশম—গৃহের মধ্যে গরমে।
বৃদ্ধি—খোলা বাতাসে, শীতল জলে ; ঋতুকালে।
ক্রম—৩—৩০ শক্তি। ফরমূলা—১

সাইপ্রিপিডিয়ম (Cypripedium.)

হোমিওপ্যাথি চিকিৎসাক্ষেত্রে এই ঔষধটির স্নায়ুসম্বন্ধীয় কতকগুলি পীড়ার নিমিত্ত কখনও কখনও প্রয়োজন হয় এবং হিষ্টিরিয়া, কোরিয়া, নিউর‍্যালজিয়া প্রভৃতি কয়েকটি স্নায়বিক পীড়ার ঔষধ হইলেও শিশুদের দাঁত ওঠা ও অন্ত্রের উত্তেজনা (intestinal irritation) হেতু তড়কা প্রভৃতি মস্তিষ্ক লক্ষণ প্রকাশিত হইলে ইহাতে অধিক উপকার পাইবেন। শিশুদের—অধিকদিন উদরাময়াদি পীড়ায় ভুগিয়া শেষে হাইড্রোকেফালস পীড়ার লক্ষণ প্রকাশিত হইলে ইহাতে খুব শীঘ্র উপকার হইবে (এপিস অধ্যায় ১০৪ পৃষ্ঠা দেখুন)।

গেঁটে-বাতরোগে আক্রান্ত হইবার পর দুর্ব্বলতা ও রসটক্সের লক্ষণ সদৃশ একপ্রকার চর্ম্মপীড়তেও ইহা ব্যবহৃত হয়। কোন কোন শিশুর স্বভাব, তাহারা দিনের বেলায় বেশ হাসে, খেলা করে, কিন্তু রাত্রি হইলেই চিৎকার আরম্ভ করে, কাঁদে, নিজেও ঘুমায় না, বাড়ীর লোককেও ঘুমাইতে দেয় না, —সাইপ্রিপিডিয়ম তাহারও একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ (জেলাপা—৩৯০ পৃষ্ঠা দেখুন)।

স্ত্রীলোকদের জননেন্দ্রিয়ের ও প্রস্রাব যন্ত্রের এবং স্নায়বীয় কোন পীড়ায় অনিদ্রা, অস্থিরতা, মানসিক গোলযোগ ইত্যাদি থাকিলেও ইহা প্রযোজ্য।

শিরঃপীড়া—বয়স্ক ব্যক্তিদের এবং রজঃলোপকালের বয়সের শিরঃপীড়ায় ইহা উপকারী।

সদৃশ—ক্যালি-ব্রোম, এম্ব্রা, ভ্যালেরিয়ানা, ইগ্নেসিয়া।

ক্রিয়ানাশক—রসটক্স।

ক্রম—θ, ৬, ৩০ শক্তি। ফরমূলা—৩

ডিজিটেলিস (Digitalis purpura.)

(ইউরোপের একপ্রকার বন্য চারাগাছের পাতা হইতে টিংচার প্রস্তুত হয়)—হৃৎপিণ্ডের, কিডনী, লিভার, পোর্ট্যাল-ভেন, জননেন্দ্রিয় ও মস্তিষ্কের উপর ইহার ক্রিয়া প্রধান। হৃৎপিণ্ডের প্রায় সকল প্রকার পীড়ায় ইহার দ্বারা নাড়ী অনিয়মিত, সবিরাম ও ক্ষীণ হয়, অতএব হৃৎপিণ্ডের কোনও পীড়ায়—অল্প হউক আর অধিক হউক, যদি নাড়ীর উক্ত প্রকার লক্ষণগুলি বর্তমান থাকে, তাহা হইলে হৃৎপিণ্ডের কিম্বা হৃৎপিণ্ডের পীড়াসহ অন্য কোনও পীড়া থাকিলে তাহাও অচিরে আরোগ্য হইবে। ডিজিটেলিস কখনও মাত্রায় অধিক এবং পুনঃপুনঃ ব্যবহার করিবেন না—অনিষ্ট হইবে তবে হৃৎপিণ্ডের ভল্‌ভের পীড়ায় কম্পেন্‌সেসন ফেল হইলে কখনও কখনও অধিক মাত্রায় ব্যবহারের আবশ্যক হয় (প্র্যাকটিসনার্সে হৃৎপীড়া দেখুন)।

Digitalis acts upon the muscular substance of the hearts and arteries through the pneumogastric and the vasomotor nerves, producing debility of these tissues even to paralysis, causing greatly increased artirial tension and a slow and intermittent pulse. (A.G. Cowperthwaste).

Hahnemann, who first proved this remedy says the most usual and assured phenomenon from Digitalis is that after the preliminary slowness of the pulse (primary action). After some days it is the reverse (reaction or secondary action) a much quicker and smaller pulse is induced.

Ringer tells us that "Digitalis reduces the strength of the beats of a heart action too powerfully and strengthens the action of a weak heart, but this stimulation is not long lasting because it causes weakness of cardiac tissue, and this weakness, this feeble action, is our chief guide in the selection of the remedy in heart cases "—(W. I. Pierce.)

চরিত্রগত লক্ষণ ঃ—

১। হৃৎপিণ্ডের ভল্‌ভের বিশেষ কোন পীড়া না থাকিয়াও হৃৎপিণ্ডের দুর্ব্বলতা; ২। একটু নড়াচড়া করিলেই মনে হয় যেন এখনই হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া বন্ধ হইয়া যাইবে ; ৩। স্ত্রী-সহবাসের পর জননেন্দ্রিয়ের অত্যধিক দুর্ব্বলতা ও শিথিলতা, স্বপ্নদোষ; ৪। বক্ষঃস্থলে ভীষণ দুর্ব্বলতা; তজ্জন্য কথা কহিতে অক্ষম ; ৫। পিত্তের ক্রিয়া বিকৃতির জন্য বাহ্যের রঙ সাদা—কিম্বা ছাইরঙের (চা-খড়ির মত সাদা—পডো, চেলি ; প্রায় সাদা—সিঙ্কোনা, ক্যালকেরিয়া) ; ৬। নাড়ী পূর্ণ, ধীর, দুর্ব্বল ও অসম ; প্রত্যেক ৩য়, ৫ম কিম্বা ৭ম স্পন্দন বিলুপ্ত। ৭। জিব, ঠোঁট, চোখের পাতা, চামড়া ইত্যাদি সমস্তই নীলবর্ণ; ৮। জিব, ঠোঁট, চোখের পাতা, কাণের শিরাসমূহ স্ফীতি ; ৯। হৃৎপিণ্ডের পীড়া কিম্বা ব্রাইটস্-ডিজিজ জনিত শোথ বা উদরী, প্রস্রাব অতি স্বল্প, ঘন ও গরম; ১০। হাইড্রোসিল, গণোরিয়া, ব্যালানাইটীস—প্রিপুস (লিঙ্গাগ্রচর্ম্ম) বা লিঙ্গ—শোথের মত ফোলা।

হৃৎপিণ্ডের পীড়া—ডিজিটেলিস হৃৎপিণ্ডের উপর বিশেষ ক্রিয়া প্রকাশ করে এবং হৃৎপিণ্ডের পীড়ার একটি টনিক ঔষধ। ডিজিটেলিস প্রয়োগকালীন নিম্নলিখিত লক্ষণগুলির উপর সর্ব্বদা দৃষ্টি রাখিবেন ঃ—

নাড়ীর গতি অতি ধীরে, ধীরে ধীরে চলিতে চলিতে মধ্যে দ্রুত হয় ও আবার মৃদুভাবে চলিতে থাকে রোগী একটুমাত্র নড়াচড়া করিলেই হৃৎস্পন্দন জোরে জোরে হয়। নাড়ীর ৩য়, ৫ম বা ৭ম আঘাত সবিরাম (intermittent and slow pulse), হৃৎপিণ্ডের পীড়ায়—রোগী বুকে ছুঁচফোটান ব্যথা অনুভব করে। বামপার্শ্বে শুইলে হৃৎকম্প (ক্যাক্টস), হৎপিণ্ডের পীড়াজনিত শোথরোগে ও হৃৎপিণ্ডে জল জমিলে ডিজিটেলিসের চরিত্রগত নাড়ীর সহিত রোগীর শ্বাসকষ্ট অধিক ও তজ্জন্য শুইতে অক্ষমতা ইত্যাদি লক্ষণগুলি থাকিলে—ডিজিটেলিস বিশেষ উপকারী। হাম বসন্তাদি পীড়ার পর শোথরোগেও—ডিজিটেলিসে উপকার হয়। ইহাতে রোগীর মানসিক অবস্থা অত্যন্ত মন্দ হইয়া দাঁড়ায়, সর্ব্বদাই ভয়-ভয়, বিষন্ন, নিরাশ ও মনমরা, রাত্রিতে ঘুমাইতে পারে না, রক্ত—নীলবর্ণ হয়, তজ্জন্য মুখ ও ঠোঁট যেন বেগুনে রঙের দেখায়।

নাড়ীর অসমগতি, প্রতি ৩য় বা ৪র্থ স্পন্দন বিলোপী—এপিস ; নাড়ী ধীরগতি, ক্ষীণ মধ্যলোপী ও ৩য়, ও ৫ম অথবা ৭ম আঘাত বিলুপ্ত—

ডিজিটেলিস, নাড়ী মধ্যলোপী—স্পাইজেলিয়া ; মধ্যলোপী নাড়ী; সহ হৃৎস্পন্দন—সিকেলি, কোনিয়ম, ডিজিটেলিস, ক্যালি-কার্ব্ব : ন্যাট্রম-মিউর : নাড়ীর গতি খানিকক্ষণ দ্রুত, পরক্ষণেই মৃদু ও হৃৎস্পন্দন—ক্যালি-কার্ব্ব : দ্বিগুণিত স্পন্দন (ডায়ক্রোটিক)—সাইক্ল্যামেন (৩৩০ পৃষ্ঠায় নাড়ী দেখুন)।

<u>এডোনিস ভার্ণ্যালিস **(Adonis Vernalis)**</u>—একপ্রকার চারা গাছের টিংচার—ইহাও হৃৎপিণ্ডের কতিপয় পীড়ার একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ। হৃৎধমনীর শোনিতে পশ্চাৎগমন (regurgitation of mitral and aortic valve) হৃদাবরণীর পরদায় বেদনা (Pericarditis), জোরে হৃৎস্পন্দন (palpitation), শ্বাসকষ্ট, কার্ডিয়াক-এজমা ইত্যাদি পীড়াগুলিতেও উপকারী। ইহা সেবনে হৃৎপিণ্ডের সঙ্কোচন শক্তি বৃদ্ধি হয় ; শরীরের তেজ বাড়ে, হৃৎপিণ্ডের দুর্ব্বলতা দূর হয়, ক্ষীণ ও ধীরগতি নাড়ী স্বাভাবিক হয়, প্রস্রাবের পরিমাণ বাড়ে। হৃৎপিণ্ডের কোনও পীড়াজনিত শোথ, বুকে জলজমা ও উদরীরোগেরও ইহা উৎকৃষ্ট ঔষধ। মাত্রা—মাদার-টিংচার—৫ হইতে ১০ ফোঁটা। এডোনিন-(১/৪) হইতে (১/২) গ্রেণ কিম্বা ১ × বিচূর্ণ শক্তি-২ হইতে ৫ গ্রেণ মাত্রায় প্রত্যহ সেব্য (থেরাপিউটিক্সে হৃৎপীড়া দেখুন)।

<u>ক্র্যাটিগাস-অকজায়াক্যান্থা</u>—ইহাকে হৃৎপিণ্ডের পীড়ার একটি শ্রেষ্ঠ মহৌষধ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। দীর্ঘকালব্যাপি কোনও প্রকার হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়ালোপ হইবার উপক্রমে (heart failure) ইহার তুল্য মহোপকারী ঔষধ অতি অল্পই দেখা যায়। ডিজিটেলিসের যে বিষাক্ত গুণ আছে ইহাতে তাহা নাই, পুনঃ পুনঃ ডিজিটেলিস প্রয়োগে অপকার হইবার সম্ভাবনা অত্যন্ত অধিক ; কিন্তু ইহাতে উপকার ব্যতীত অপকারের সম্ভাবনা আদৌ নাই। হঠাৎ হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়ালোপ (collapse), হৃৎকপাটে মুখের বিকৃতি (valvular disease), হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়ালোপের উপক্রম (heart-failure), হৃৎস্পন্দন, নাড়ীর দ্রুতগতি, হৃৎপিণ্ডের বিবর্দ্ধন (hyperohy of the heart), বাতশ্লেষ্মা-জ্বরে—হৃৎপিণ্ডের অবসাদ, হৃৎপিণ্ডের বিকৃতিজনত শোথ ইত্যাদি বহুবিধ পীড়ায় এবং Fatty dengeneration pain in region of the heart, heart dilated, first sound weak, pulse accelerated, irregular, intermittent হৃৎশূল বেদনা (Anginapectoris) ইত্যাদি পীড়াগুলিরও ইহা একটি মূল্যবান ঔষধ। মাদার টিংচার—৫ হইতে ১৫ বিন্দু পীড়ার উগ্রতা অনুসারে—অর্দ্ধ হইতে ২ / ৩ ঘন্টা অন্তর প্রযোজ্য (ইহার অধ্যায় ৪০৯ পৃষ্ঠা দেখুন)।

<u>ষ্ট্রোফ্যানথাস</u> (Strophanthus)—ইহা একপ্রকার পাকাফলের শুষ্ক বীজের টিংচার। ইহাও হৃৎপিণ্ডের নানাপ্রকার দুরারোগ্য পীড়ায় উপকারী। হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া অতি ক্ষীণ অথচ দ্রুত, নাড়ী ক্ষীণ, কিন্তু স্বাভাবিক, তৎসহ শ্বাসকৃচ্ছ্রতা, ধমনীর স্থূলতা (arterio-sclerosis) তদ্ভিন্ন—Hepatic cirrhosis, Fatty-degeneration, Bicuspid or Mitral regurgitation, নার্ভাস স্নায়ু প্রধান ও হিষ্টিরিয়াগ্রস্তা স্ত্রীলোকদের হৃৎস্পন্দন,

হৃৎপিণ্ডে সূচবিদ্ধবৎ বেদনা, শোথ, ফোলা ইত্যাদি বহুবিধ হৃৎপীড়ায় ও হৃৎপিণ্ডের পীড়াজনিত অন্যান্য ব্যাধিসমূহে উপকারী ; It increases the systole and diminishes the rapidity. ক্রম—৬ × ; তরুণ পীড়ায়—θ, ৫ হইতে ১০ ফোঁটা প্রত্যহ ৩ / ৪ বার সেব্য।

<u>আইবেরিস</u> (Iberis)—পাকা ফলের বীজ হইতে ইহার টিংচার হয়, ক্রম—θ, হৃৎপিণ্ড প্রদেশে বেঁধা-ফোঁড়ার মত একপ্রকার বেদনা, একটু নড়াচড়া করিলে বা হাসিলে কাশিলে—বুক ধড়ফড়ানি বৃদ্ধি হয়, তাহাতে যেন শ্বাসবন্ধ হইয়া আসে, বুক এত জোরে জোরে ধড়ফড় করে যে উপর হইতেও দেখা যায়, tachycardia, নাড়ীর গতি সবিরাম ও নাড়ী মোটা হয়। রোগী হৃৎপিণ্ডের স্থানটা অত্যন্ত ভারী ও চাপবোধ করে। হৃৎপিণ্ডের ভলভের অস্বাভাবিক বিবর্দ্ধন (dilatation of the heart) ঘুমাইতে ঘুমাইতে ২টার সময়ে বুকে ধড়ফড় করিয়া জাগিয়া উঠে। হৃৎপেশীর বিবর্দ্ধন ও স্থূলতা, লিভারের স্থান ভারী ও বেদনাযুক্ত।

<u>কনভ্যালেরিয়া</u> (Convallaria)—হৃৎপেশীর বিবর্দ্ধন (হাইপারট্রফি) ও হৃৎকামরা কিম্বা হৃৎকপাটের প্রসারণে (ডাইলেটেসনে) ইহাও একটি মহোপকারী ঔষধ। হৃৎপিণ্ডের পীড়াজনিত শোথ, উদরী, শ্বাসকষ্ট, শ্বাসকৃচ্ছ্রতা, শয়নে অক্ষমতা প্রভৃতিতে ইহার দ্বারা শীঘ্র উপকার পাওয়া যায়। ক্রম—১ম—৩য় শক্তি, হার্ট-ফেলিওর হইবার উপক্রমে ও হৃৎপিণ্ডের কোনও কঠিন পীড়ায়—মূল-আরক ১০/১৫ ফোঁটা মাত্রায় পীড়ার উগ্রতা অনুসারে প্রতি ২/১ ঘন্টা অন্তর সেব্য। ব্যায়ামকালীন বুক অত্যন্ত ধড়ফড়ানি, অতিরিক্ত ধূমপানজনিত বুক ধড়ফড়ানি, এঞ্জাইনাপেক্টোরিস প্রভৃতি হৃৎপিণ্ডের পীড়ায় অত্যন্ত দ্রুত ও অনিয়মিত নাড়ীর গতি, সামান্য নড়াচড়াতেও বুক ধড়ফড় করে, এণ্ডোকার্ডাইটীস, হৃৎপিণ্ড চলিতে চলিতে যেন বন্ধ হইয়া গেল ; কিন্তু তাহার পর আবার হঠাৎ চলিতে আরম্ভ করে, এই সমস্ত লক্ষণে—কনভ্যালেরিয়া উপকারী।

<u>নেরিয়ম-ওডোরাম</u> **(Nerium Odorum)**—হৃৎপিণ্ডের ভলভের বিকৃতিজনতি কোনও পীড়ায় অত্যন্ত শ্বাসকষ্ট, বুক ধড়ফড়ানি ইত্যাদি উপসর্গ থাকিলে আশু উপশমের জন্য ইহার—মাদার টিংচার ৫ হইতে ১৫ ফোঁটা মাত্রায়—চিনি, সুগার-অফ-মিল্ক কিম্বা রুটির সঙ্গে মিশাইয়া সেবন করিতে দিবেন, ঔষধ সেবনের অর্দ্ধ ঘন্টা পূর্ব্বে ও পরে কোনও জলীয় পদার্থ পান করিতে দিবেন না। ষ্ট্রীকনিয়ার মত মেরুমজ্জার উপর (on spinal cord) ইহা ক্রিয়া প্রকাশ করে এবং শরীরের উর্দ্ধাংশে ইহাতে আক্ষেপ (spasm) অধিক হয়।

<u>ফ্যাসিওলাস</u> (Phaseolus)—θ—১২শ শক্তি, অতি সাংঘাতিক প্রকারের বুক ধড়ফড়ানি, মনে হয় যেন এখনই মৃত্যু হইবে, এই লক্ষণে ঔষধ সেবনের সঙ্গে সঙ্গেই উপকার বুঝিতে পারা যায় (ইহার অধ্যায় দেখুন)।

<u>এমিল-নাইট্রেট</u>—সামান্য উত্তেজনাতেই বুক ধড়ফড় করে, হাইপারট্রফির জন্য বুক যেন চাপিয়া ধরে, হৃৎপিণ্ডে বেদনা, হাত পা ঠাণ্ডা।

<u>এপোসাইনাম</u> (Apocynum Can)—হৃৎপিণ্ডের পীড়া ও শোথ রোগে উপকারী। হৃৎপিণ্ডের পীড়ার—ইহার ক্রিয়া প্রায় সমস্তই ডিজিটেলিসের মত

তবে ডিজিটেলিসের ন্যায় অনিষ্টকারী নহে বরং ক্র্যাটিগ্যাসের মত নির্দ্দোষ। ডাঃ হেল বলেন—হৃৎপিণ্ডের যান্ত্রিক পীড়া বশতঃ যখন হৃৎপিণ্ডে শোথ হয়, জল জমে, তখন ইহার দ্বারা এফিউসন (জল সঞ্চয়) নিবারিত হওয়ায় হৃৎপিণ্ড পূর্ব্ব ক্ষমতা ফিরিয়া পাইবার অবসর পায় (অন্যান্য লক্ষণের জন্য হেরিবোরাস অধ্যায়ে শোথ—৩৫৩ পৃষ্ঠা দেখুন)। ভ্যাল্‌ভিউলার পীড়ায়—মাইট্রাল ও ট্রাইকাসপিড-রিগার্জিটেসনে অর্থাৎ হৃৎকপাট ঢিলা হওয়ায় যখন হৃৎপিণ্ডের মধ্যে অনবরত রক্তস্রোত বহে, তখনও কতকটা উপকার হয় "প্র্যাকটিসনার্স গাইড" দেখুন)।

এসপ্যারাগাস (**Asparagus**)—৬ষ্ঠ শক্তি, সিষ্টাইটিস ও প্রষ্ট্যাটাইটিস পীড়ায় প্রস্রাবে পূঁয শ্লেষ্মা নির্গমন, প্রস্রাবে অত্যন্ত কটু ঝাঁজাল গন্ধ, জ্বালা, ইউরেথ্রার মুখে ছুঁচফোটান ব্যথা, ঘন ঘন প্রস্রাব, এই সমস্ত লক্ষণসহ হৃৎপিণ্ডের চারিদিকে বেদনা ও অত্যন্ত বুক ধড়ফড়ানি থাকিলে ইহা হৃৎপিণ্ডের পীড়ায় সকল ঔষধ অপেক্ষা অধিক উপকারী। বৃদ্ধদের হৃৎপিণ্ডের দুর্ব্বলতাসহ বমি, কাঁধে বেদনা ও বুক ভারী বিবেচনা করিলে এবং তৎসহ প্রস্রাবে দুর্গন্ধ ও প্রস্রাব স্বল্প হইলে ইহাতে উপকার হইবে। এসপ্যারাগাস সেবনে প্রস্রাবের পরিমাণ বৃদ্ধি হয়। প্রস্রাবের পরিমাণ বৃদ্ধি করিবার জন্য এস্‌প্যারাগাস গাছ জলে সিদ্ধ করিয়া খাইলে গাছ হইতে প্রস্তুত ঔষধ সেবন অপেক্ষাও অধিক উপকার হয়, ইহার ৩০শ এবং ২০০শ হইতে আরও উচ্চশক্তি ব্যবহৃত হয়। ইহা—বুকে জলজমা (hydrothorax) ও বাম-স্ক্যাপুলার নীচের বেদনাতেও উপকারী।

থিয়া [Thea]—ইহার অধ্যায় ও লাইকোপাস ৪৫২ পৃষ্ঠা দেখুন।

রেতঃপাত—ডিজিটেলিন—৩ × বিচূর্ণ শক্তি, $\frac{1}{2}$ গ্রেণ মাত্রায় সেবনে স্বপ্নদোষে অতি শীঘ্র উপকার হয়, প্রত্যহ কিম্বা একদিন অন্তর একমাত্রা প্রাতে সেব্য, অপরাহ্নে সেবন করিলে নিদ্রার ব্যাঘাত হইতে পারে (ডাঃ বেয়ার)। এখানে ডিজিটেলিস প্রয়োগে সম্ভবতঃ উপকার হইবে না।

ন্যাবা (Jaundice)—লিভার খুব বড় ও শক্ত হয়, তাহাতে অত্যন্ত টাটানি ব্যথা, নাড়ীর গতি ধীর ও নাড়ী সবিরাম, স্বল্প প্রস্রাব, সাদা কিম্বা পাঁশুটে রঙের বাহ্যে ইত্যাদি লক্ষণসহ লিভারের পীড়ার সহিত ন্যাবা থাকিলে—ডিজিটেলিস উপকারী। পিত্ত অবরুদ্ধ হইয়া ন্যাবা হইলে ডিজিটেলিসে কোনও উপকার হয় না, তবে যেখানে লিভার—রক্ত হইতে পিত্তের রঙ অপসারিত করিতে অক্ষম, সেখানে ডিজিটেলিসে উপকার হইবে।

সবিরাম-জ্বর—একবার শীত, একবার উত্তাপ, হাত পা ঠাণ্ডা থাকে, রাত্রিকালে ঘাম কিম্বা একটি হাত ও একটি পা গরম তৎসঙ্গে শোথ, পা-ফোলা, নাড়ী সবিরাম ইত্যাদি লক্ষণে—ডিজিটেলিস উপকারী।

বমন—জিহ্বা পরিষ্কার তৎসঙ্গে বমন, ইহা—ইপিকাক, সিনা, ডিজিটেলিসে আছে, তন্মধ্যে প্রভেদ এই যে, ক্রিমির জন্য বমন হইলে—সিনা, পাকস্থলীর গোলযোগ হেতু বমন হইলে—ইপিকাক এবং হৃৎপিণ্ডের পীড়াজনিত বমন হইলে—ডিজিটেলিস উপকারী।

বৃদ্ধি—রাত্রিতে ও প্রাতঃকালে, নিদ্রাভঙ্গান্তে, সোজা হইয়া বসিলে, নড়াচাড়ায়, আহারান্তে, ঠাণ্ডা বায়ুতে, শীতল দ্রব্য ভক্ষণে, শীতল পানীয় পানে, শীত-বাদ্যাদিতে।

উপশম—খালিপেটে, নির্ম্মল বায়ুতে।

পরবর্ত্তী ঔষধ—বেল, ব্রায়ো, ক্যামো, নক্স, ভেরেট, ফস, পল্‌স, সিপি, সলফ, লাইকো।

সম্বন্ধ—সিঙ্কোনার পূর্ব্বে বা পরে ব্যবহৃত হইলে ইহার ক্রিয়া নষ্ট হয় ও মানসিক উদ্বেগ বৃদ্ধি করে। নাইট্রি-স্পিরিট-ডলসিসের পর সেবনে ডিজিটেলিসের ক্রিয়া বর্দ্ধিত হয়।

ক্রিয়ানাশক—এপিস, ক্যাম্ফর, ক্যালকে, কলচি, নক্স, নাইট্রিক-এসিড, ওপি। ক্রিয়া স্থিতিকাল—৪০-৫০ দিন।

ক্রম—৩ ×—২০০ শক্তি। ফরমূলা—১।

ডায়স্কোরিয়া (Dioscorea Villosa)

(একপ্রকার লতার তাজা মূল হইতে ইহার টিংচার প্রস্তুত হয়)—১। ভীষণ যন্ত্রণাদায়ক উদরশূল-বেদনা, বেদনা—তলপেটের কিম্বা কুঁচকীর স্থান হইতে আরম্ভ হইয়া সমস্ত পেটে যায় ....২। বায়ু ও পিত্তশূল বেদনা, ...৩। উদরাময়, ...৪। স্বপ্নদোষ, এই চারটি পীড়াতেই ইহা সুফলের সহিত ব্যবহৃত হয়।

উদরশূল বেদনা (Colic)—কলোসিন্থ ইত্যাদির ন্যায় ইহা উদরশূল বেদনাতেও উপকারী। কলোসিন্থের বেদনা চাপিলে একটু উপশম হয়, ডায়স্কোরিয়ার বেদনা—তলপেট হইতে আরম্ভ হইয়া দেহের সমস্ত স্থানেই সঞ্চারিত হইতে পারে। ইহাতে পশ্চাৎ দিকে হেলিলে কিম্বা সোজা হইয়া বসিলে অথবা শুইলে বেদনার একটু উপশম হয় (কলোসিন্থ ২৬৯ পৃঃ দেখুন)।

ডায়স্কোরিয়ায়—বেদনা হঠাৎ স্থান পরিবর্ত্তন করিয়া অন্য স্থানে এবং সময়ে সময়ে অনেক দূরে এমন কি—হাত-পায়ের আঙুলে পর্য্যন্ত চলিয়া যায়। পেট গড় গড় করিয়া ডাকে, বায়ু নিঃসরণ হয়, তলপেটে কামড়ানি খামচানি বেদনা হয়, পাকস্থলী ও অন্ত্রে থামিয়া থামিয়া কাটা-ছেঁড়ার মত ভয়ানক (সবিরাম) বেদনা হয়, শূলুনি-বেদনা,—চলাফেরা করিলে একটু কমে; পেটের বেদনা—বুকে-পিঠে-হাতে পর্য্যন্ত অনুভূত হয়।

পিত্ত-পাথরী বেদনা—লিভারের স্থান হইতে আরম্ভ হইয়া উর্দ্ধে ডান স্তনদেশ পর্য্যন্ত এবং সময়ে সময়ে অন্যস্থানেও বিস্তৃত হয় (বোরিক)।

ডায়স্কোরিয়া—পিত্ত-পাথরী (Gali-stone) মূত্রগ্রন্থির-শূল (Nephritic-colic), ঋতু-শূল (menstrual colic), বাধক-বেদনা, পেটফাঁপার সহিত পেটে শূলুনি-বেদনা, বায়ুশূল, পাকাশয়শূল (gastraligia), অর্শ—যাহাতে মলদ্বারে অত্যন্ত বেদনা যন্ত্রণা থাকে, ক্রমাগত বাহ্যের বেগ হয় এবং আক্রান্তস্থান লালবর্ণ

চেরিফলের থোবার মত দেখায়; শূলুনি-বেদনাসহ প্রাতঃকালীন উদরাময় প্রভৃতি কতকগুলি পীড়ারও ইহা ফলপ্রদ ঔষধ।

আঙুলহাড়া (Felon)—এই ভীষণ যন্ত্রণাদায়ক পীড়ার আশু উপশমের নিমিত্ত বহুদিন হইতে কেহ কোনও ঔষধ বাহির করিতে পারেন নাই, রোগীকে অনেকদিন পর্য্যন্ত যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইত, আঙুলহাড়ায়—এলোপ্যাথগণ কাঁচা অবস্থাতেই কাটিয়া দেন। এই পীড়ায় থেরিপিউটিক্সে ৭১৯ পৃষ্ঠায় লিখিত মত লোসন ব্যবস্থা করিবেন এবং মাইরিষ্টিকা—৩ × সেবন করিতে দিবেন। নিম্নলিখিত ঔষধগুলিও এই পীড়ায় ব্যবহৃত হয়।

আইরিস-ভার্স—ইহার অধ্যায় ও থেরাপিউটিক্স-৭১৯ পৃষ্ঠা দেখুন। ডায়স্কোরিয়া—পীড়ার প্রথম অবস্থায় যখন রোগী আঙুলে কাঁটাবেঁধার মত (pricking) বেদনা অনুভব করে, তখন ইহার মাদার-টিংচার বাহ্যিক প্রয়োগ এবং নিম্নশক্তি আভ্যন্তরিক সেবন করিলে অনেকটা পরিমাণে যন্ত্রণার উপশম ও পীড়া শীঘ্র আরোগ্যও হইতে পারে। প্রথম অবস্থার পরেও ব্যবহৃত হইলে পীড়া আরোগ্য সাধনে সহায়তা করে।

এসিড-ফ্লোরিক—বৃদ্ধ ও তর্জ্জনি অঙ্গুলি আক্রান্ত হইলে ইহা অধিক উপকারী। আক্রান্তস্থানে ভয়ানক দপ্ দপ্ করে এবং এত যন্ত্রনা হয় যে রোগী এক মুহূর্ত্তও স্থির থাকিতে পারে না, ছট্‌ফট্ করে, যন্ত্রণা—ঠাণ্ডা প্রয়োগে উপশম হয় (ইহার অধ্যায় ২৭ পৃষ্ঠা দেখুন)।

হিপার-সলফার ও সাইলিসিয়া—হিপারে অত্যন্ত যন্ত্রণাদায়ক ছুঁচবেঁধা ও চিড়িক্‌মারা বেদনা, বেদনার স্থানে হাত ছোঁয়ান যায় না এত ব্যথা, বেদনা গরমে উপশম হয়। পূঁয জন্মাইবার সম্ভাবনা হইলে—সাইলিসিয়া—৩ ×, ৬ × বিচূর্ণ শক্তি সেবনে শীঘ্র শীঘ্র পূঁয উৎপন্ন হয়, আবার পূঁয উৎপন্ন হইলে, ইহার উচ্চক্রমে—৩০—২০০, ১০০০ শক্তি সেবনে পূঁয বাহির হইয়া শীঘ্র ক্ষত শুকাইয়া দেয় (হিপার ও সাইলিসিয়া অধ্যায় দেখুন)।

সায়েটিকা (Sciatic)—ডান দিকের সায়েটিকা একটু নড়াচড়া করিলে কিম্বা বসিয়া থাকিলে বেদনার অত্যন্ত বৃদ্ধি ও স্থির হইয়া শয়নে উপশম হইলে—ডায়স্কোরিয়া উপকারী (কলোসিন্থ অধ্যায় ২৭৩ পৃষ্ঠা দেখুন)।

স্ত্রী পীড়া—বাধক, রজঃকষ্ট, জরায়ুর মধ্যে থাকিয়া থাকিয়া তীব্র বেদনা, বেদনা হঠাৎ শরীরের অন্য স্থানে পরিচালিত হয়।

স্বপ্নদোষ—এই জঘন্য পীড়ায়—নক্স-ভমিকা, লাইকোপোডিয়ম, সেলিনিয়ম, কোনিয়ম, ক্যালেডিয়া, জেলসিমিয়ম, এসিড-ফস, ডিজিটেলিস, ফসফরাস ইত্যাদি ঔষধগুলির ন্যায়—ডায়স্কোরিয়াও উপযোগী। ডায়স্কোরিয়ায়—এক রাত্রিতে উপর্য্যুপরি এই দুই তিনবার স্বপ্নদোষ হয় এবং রোগী পরদিনে অত্যন্ত দুর্ব্বলতা অনুভব করে। ইহাতে হাঁটু এত দুর্ব্বল হয়—যেন একটুও বল নাই তথায় বেদনা থাকে। এই পীড়ায় হাঁটুর এই লক্ষণটি থাকিলে অন্যান্য সকল ঔষধ অপেক্ষা—ডায়স্কোরিয়াই শ্রেষ্ঠ। স্বপ্নদোষে (Seminal emission from sexual atony) ডাঃ ফ্যারিংটন প্রথমে ডায়স্কোরিয়ার—১২শ, পরে ৩০শ শক্তি ব্যবহার করিতেন (ডিজিটেলিস অধ্যায় ৩০১ পৃষ্ঠা দেখুন)।

বৃদ্ধি—শয়নে, উপবেশনে, হেট হইলে।
উপশম—দেহ সঞ্চালনে, পশ্চাতে, দেহ বক্র করিলে, পদচারণে।
ক্রিয়া স্থিতিকাল—১—৭ দিন। ক্রম—৭—৬ × শক্তি।
ফরমূলা—৩।

ডিপথেরিণাম (Diptherinum)

ইহা ডিপথেরিয়ার বিষয় হইতে প্রস্তুত ও একটি নোসোডস ঔষধ। এলোপ্যাথগণ ডিপথেরিয়া পীড়ায় যেমন—এন্টি-টক্সিন-ইনজেকসন প্রদান করেন, আমরাও হোমিওপ্যাথিতে সেইরূপ কতকগুলি শক্তিকৃত নোসোডস ঔষধ—এন্টি-টক্সিনরূপে আভ্যন্তরিক সেবন করাইয়া অনেকস্থলে আশার অতিরিক্ত উপকার প্রাপ্ত হই। ডিপথেরিয়ার প্রধান ঔষধ—মার্কুরিয়স সিয়ানেটাস, ফাইটোলক্কা, ক্যালি-বাইক্রম, ল্যাক-ক্যানাইনাম, এসিড-কার্ব্বলিক, এসিড-মিউর, এসিড-নাইট্রিক, এপিস, ক্যালি-ক্লোর, ল্যাকেসিস প্রভৃতি বহুবিধ ঔষধের মধ্যে লক্ষণানুসারে কোনও একটি অথবা কতকগুলি ব্যবহার করিয়া বিফল হইলে ও পীড়া উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইতে থাকিলে তখন—ডিপথেরিণাম—উচ্চক্রমের সূক্ষমাত্রা প্রদান করিয়া ২/১ দিন অপেক্ষা করিয়া দেখিতে পারেন।

গলার ভিতর উত্তমরূপে পরীক্ষা করিয়া ও অন্যান্য লক্ষণ দ্বারা পীড়াটি প্রকৃত ডিপথেরিয়া বলিয়া নির্ব্বাচিত হইলে শ্রদ্ধাস্পদ ডাঃ এলেন প্রথমেই ডিপথেরিণাম—২০০ কিম্বা এম, সি-এম্ শক্তির একটি মাত্রা প্রদান করিতে উপদেশ দেন। তিনি বলেন—ইহাতেই পীড়ার উগ্রতার ক্রমশঃ হ্রাস হইবে এবং হয়ত এমনও হইতে পারে যে, দ্বিতীয় ঔষধের আর প্রয়োজনই হইবে না, উহাতেই পীড়া ধীরে ধীরে অল্প সময়েই আরোগ্য হইবে। এই ঔষধটি ৩০শ শক্তির নিম্নে ব্যবহার করিলে উপকারের পরিবর্ত্তে অপকারের সম্ভাবনা অধিক এবং কখনও পুনঃ পুনঃ ঘন ঘন প্রয়োগ করিবেন না। ডিপথেরিণামের প্রধান লক্ষণ—পীড়া প্রথম হইতেই অতি সাংঘাতিকভাব ধারণ করে, সার্ভাইক্যাল-গ্ল্যাণ্ড ফোলে, জিহ্বা ফোলে, জিহ্বা লালবর্ণ হয়, জিহ্বায় অধিক ময়লা থাকে না, নাক, মুখ ও থুথু, গয়ার ইত্যাদির সমস্ত স্রাবে ও শ্বাস-প্রশ্বাসে বিশ্রী পচা দুর্গন্ধ বাহির হয়, টনসিল ও তাহার নিকটবর্ত্তী স্থানসমূহ ফোলে ও কালচে লালবর্ণ দেখায়, মেম্ব্রেণ পুরু ও কালবর্ণ হয়, পীড়ার প্রথম সূত্রপাত হইতেই নাক দিয়া রক্ত পড়ে ও অত্যন্ত দুর্ব্বলতা দেখা দেয়, শরীরের তাপ স্বাভাবিক অপেক্ষাও কমিয়া আসে, নাড়ী দ্রুত ও অত্যন্ত ক্ষীণ হয়, রোগী অর্দ্ধ অজ্ঞানাবস্থায় শুইয়া থাকে, কোনও পানীয় সহজেই পান করে; কিন্তু পান করিলে—হয় বমি হইয়া, নয় নাক দিয়া বাহির হইয়া আসে।

ল্যারিঞ্জিয়্যাল-ডিপথেরিয়া ও ডিপথেরিয়া আরোগ্যের পর যদি পক্ষাঘাত হয়; তাহা হইলে ইহাতে উপকার হইবে।

ডিপ্‌থেরিণাম–ডিপ্‌থেরিয়া রোগের প্রতিষেধক ঔষধ। ডাঃ এলেন একস্থানে বলিয়াছেন—তিনি ২৫ বৎসরের মধ্যে প্রতিষেধক (preventive) ঔষধরূপে যে সমস্ত রোগীতে ডিপ্‌থেরিনাম ব্যবহার করাইয়াছেন, তাহাদের মধ্যে কেহই ডিপ্‌থেরিয়া রোগে আক্রান্ত হয় নাই।

ক্রম—২০০শ হইতে উচ্চ শক্তি।

ডলিকস্ (Dolichos)

(সীম বীজ প্রভৃতির ন্যায় বীজকোষের গা হইতে কেশের মত পদার্থ লইয়া টিংচার প্রস্তুত হয়)—লিভারের উপর ক্রিয়া প্রকাশ করায়—ইহাতে ন্যাবা, কোষ্ঠবদ্ধ, সাদা রঙের বাহ্যে প্রভৃতি কতকগুলি লক্ষণ উৎপাদিত হয়।

ন্যাবা, চোখের শ্বেতাংশ হল্‌দে, তাহার সহিত সাদা রঙের বাহ্যে, দাঁত উঠিবার সময় কিম্বা গর্ভাবস্থায় অত্যন্ত কোষ্ঠবদ্ধ তৎসহ সাদা রঙের বাহ্যে, রাত্রিতে শুইলে ভয়ঙ্কর কাশির বৃদ্ধি, বাহির হইতে গায়ে কোনও প্রকার উদ্ভেদ দেখা যায় না, কিন্তু সমস্ত শরীর ভয়ানক চুলকায়, গিলিতে গলায় বেদনা, মাঢ়ী, স্ফীত ও বেদনাযুক্ত এই প্রকারের কয়েকটি পীড়ায়—ডলিকস্ ব্যবহার করিলে খুব শীঘ্র উপকার বুঝিতে পারিবেন।

বৃদ্ধি—রাত্রিতে, চুলকাইলে, ডানদিকে।

সদৃশ—রসটক্স, বেল, হিপার, এসিড-নাইট্রি, চেলিডোন, পডো, সল্‌ফার।
ক্রম—৬ষ্ঠ শক্তি। ফরমূলা—৫।

ড্রসেরা (Drosera)

(ইউরোপ, আমেরিকা, ব্যাভেরিয়া প্রভৃতি স্থানের একপ্রকার চারাগাছ হইতে টিংচার প্রস্তুত হয়)—এই ঔষধটি সাধারণতঃ কাশি, হুপিং কাশি ও অন্যান্য কতিপয় শ্বাসনালীর পীড়াতেই অধিক ব্যবহৃত হয়, মহাত্মা হ্যানিম্যানই ইহা প্রথমে পরীক্ষা করেন।

চরিত্রগত লক্ষণ ঃ—

১। হুপিং-কাশি—একটির পর আর একটি প্রবল কাশির ফিট্ আসে, প্রাতে ৬/৭ টার সময় ঘুম ভাঙ্গিলে যে পর্য্যন্ত না খানিকটা সর্দ্দিবমি হয় ততক্ষণ কাশি কম হয় না (কক্কাস-ক্যাক্টাই), দিনের বেলায়—মিনিট তোপের মত ঘন ঘন কাশি, রাত্রিতে হুপিং-কাশি (কোর্‍্যাল রুব), নাক দিয়া রক্তস্রাব; ২। ঢাকের বাদ্যের মত ঢঙঢঙে কিম্বা কুকুরের আওয়াজের মত কাশি (ভার্ব্যাসকম); রাত্রি দ্বি-প্রহরের পর, হামের সময় ও হামের পর—আক্ষেপিক কাশি—তৎসহ বাহ্যে, বমি ; ৩। বালিশটি মাথায় দিলেই ছেলে কাশে, ৪। যুবকদিগের থাইসিস পীড়ায়—রাত্রিতে কাশির বৃদ্ধি, রক্ত কিম্বা পূঁয। গলায় যেন পালক কিম্বা কিছু রহিয়াছে তজ্জন্য গলা সুড়সুড় করে ও কাশি হয়।

কাশি—হুপিং-কাশি অথবা হুপিং-কাশির সদৃশ আক্ষেপিক কাশি ; কাশি খুব ঘন ঘন হয়, এমন কি রোগী তাহাতে শ্বাস লইবার সময় পায় না, প্রায় কোনও এক নির্দ্দিষ্ট সময় অন্তর কাশির ঝোঁক আসে, ৩ / ৪ ঘন্টা অন্তর প্রবল কাশি, রাত্রিতে শয়ন করিবার জন্য বালিশটি মাথায় দিলেই প্রবল কাশির আর্বিভাব, রাত্রি দ্বিপ্রহরের পর হইতে অত্যন্ত কাশির বৃদ্ধি, কাশির শব্দ কুকুরের আওয়াজের মত, কাশির সময় রোগী পাঁজরা ও বুকের দুই পাশ হাত দিয়া চাপিয়া ধরে, কাশিয়া কাশিয়া গয়ার না উঠিলে বমি হয়, কাট্ বমি হয় ও সময়ে সময়ে বাহ্যেও করিয়া ফেলে, ঠাণ্ডা ঘাম দেয়, এই কয়টি ড্রসেরা প্রয়োগের বিশেষ লক্ষণ। ড্রসেরায়—গলা সুড়সুড় করিয়াও কাশি হয়, বোধ হয় যেন গলায় খানিকটা সর্দ্দি জমিয়া আছে, রোগী উহা তুলিয়া ফেলিবার জন্য ক্রমাগত কাশে, কাশি বোধ হয় যেন পেট হইতে উত্থিত হয় (পরপৃষ্ঠায় "দ্রষ্টব্য" পরিচ্ছেদটি পাঠ করুন)। হুপিং-কাশিতে—অধিকাংশ স্থলে ন্যাপথালাইনের পর ড্রসেরা এবং ড্রসেরার পর সিনা ব্যবহারে অনেক সময় উত্তমফল পাওয়া যায়। ড্রসেরার লক্ষণযুক্ত কাশিতে উপকার না হইলে—মিনিয়্যান্থেস দিবেন।

ডাঃ এড্‌মণ্ড—হুপিং কাশিতে বেলেডোনা ও ড্রসেরা পর্য্যায়ক্রমে ব্যবহার করিতে উপদেশ দিয়াছেন, তিনি বলেন ১ সপ্তাহেই উপকার হয়। অন্য ঔষধ ১০৮ পৃষ্ঠা—এরালিয়া দেখুন—(বেল—৩ × ও ড্রসেরা—১ × দিবেন)।

ন্যাপথাইলাইন—অত্যন্ত আক্ষেপিক-কাশি, কাশি অনেকক্ষণ স্থায়ী।

কোর্‍্যালিয়ম (Coralium)—স্নায়বিক কিম্বা হুপিং-কাশি, রোগী প্রতি মিনিটে কাশে (এইজন্য ইংরাজীতে ইহাকে "Minute gun cough" কহে)। ইহার কাশি দিনের বেলায় খুব ঘনঘন হয় ও প্রতিবারে মাত্র দুই একবার খকখক করিয়া কাশে ; কিন্তু রাত্রিতে ভয়ঙ্কর আক্ষেপিক কাশি আরম্ভ হয়, কাশিতে কাশিতে দম আটকাইয়া যায়, শ্বাস ফেলিবার সময় গলায় একপ্রকার কোঁ কোঁ শব্দ হয়, মুখ নীলবর্ণ ধারণ করে, কাশি থামিলে ছেলে মরার মত নির্জীব হইয়া পড়ে।

মিফাইটীস (Mephitis)—একপ্রকার জন্তুর মলদ্বারের গ্ল্যাণ্ড এল্‌কোহলে দ্রব করিয়া টিংচার প্রস্তুত হয়। ক্রম—১ × —৩ × শক্তি। হুপিং কাশিতে—ইহারও কাশি রাত্রিতেও শুইলে বাড়ে; কাশির শেষে স্পষ্ট 'হুপ' শব্দ পাওয়া যায় কাশিতে কাশিতে দমবন্ধের মত হয়, শ্বাসপ্রশ্বাসে কষ্ট ও সময়ে সময়ে তড়কা হয়, আহারের অনেক পরেও কাশিয়া ভুক্তদ্রব্য বমি করিয়া ফেলে। মিফাইটীস প্রয়োগে অনেকস্থলে দেখা যায় যে প্রথমটা কাশির কিছু বৃদ্ধি হয় ; কিন্তু সেই বৃদ্ধি অধিকদিন থাকে না, ঔষধ সেবন বন্ধ রাখিলে ২/৪ দিনের মধ্যেই কমিয়া ক্রমশঃ আসল কাশিও কমিয়া আসে (এরালিয়া অধ্যায়—১০৮ পৃষ্ঠা দেখুন)।

এম্ব্রাগ্রিসিয়া—হুপিং-কাশির মত আক্ষেপিক কাশি। ইহার প্রধান লক্ষণ—কাশির পর অত্যন্ত বিরক্তকর উদগার বা ঢেকুর উঠে (এসিড-সল্‌ফ, আর্ণিকা, স্যাঙ্গুনেরিয়া, ভেরেট্রম-এল্‌বমেও এই লক্ষণটি আছে), এম্ব্রার—কাশির শেষে "কোঁ" শব্দ থাকে না, গলার স্বর বসিয়া যায় (কোঁ শব্দ থাকিলে—সিনা) আর্স, স্পাইজেল্লা, ল্যাকেসিস, এঙ্গাষ্টিউরা, এরালিয়া ইহাদের অধ্যায় পাঠ করুন।

দ্রষ্টব্য ঃ—হ্যানিম্যান বলেন, যেখানে প্রকৃত হুপিং-কাশিতে—ড্রসেরার প্রয়োজন, সেখান ইহার ৩০ শক্তির ১টি মাত্রা, একবার প্রয়োগ করিলেই যথেষ্ট হয়, ১ম মাত্রা প্রয়োগ হইতে প্রায় ৭ / ৮ দিনের মধ্যেই রোগী সুস্থ হইবে। প্রথম মাত্রা প্রয়োগের অল্প সময় পরে—কখনও ২য় মাত্রা প্রয়োগ করিবে না, তাহাতে যে কেবলমাত্র প্রথম মাত্রায় ক্রিয়ার বাধা পড়িবে তাহা নহে, মূল পীড়াটিরও অনিষ্ট সাধিত হইবে ; কিন্তু আধুনিক কোন কোন চিকিৎসক বলেন—উহার ১ × শক্তি ঘন ঘন প্রয়োগ করিলে শীঘ্র উপকার হয়। আমিও কয়েকটি রোগীকে—১ × শক্তি প্রদান করিয়া অতি শীঘ্র ফল পাইয়াছি, ৩০ শক্তিতে কিছুমাত্র উপকার হয় নাই (১০৮ পৃষ্ঠায় টিংচার পার্টুসিন ও এই পৃষ্ঠার নিম্ন পরিচ্ছেদ দেখুন)।

ল্যারিঞ্জিয়্যাল থাইসিস—স্বরভঙ্গ, রোগী চুপি চুপি কথা কয়, গয়ার শক্ত ডেলার মত, বুকে অত্যন্ত বেদনা, উহাতে বোধ হয় যেন বুকের মধ্যে ক্ষত হইয়াছে, নিরূপিত সময় অন্তর এক একবার অত্যন্ত আক্ষেপিক কাশি হয় ; সন্ধ্যায় একবার ও রাত্রি দ্বিপ্রহরের পর একবার অত্যন্ত কাশি বাড়ে,—এই লক্ষণগুলি ড্রসেরায় বিশেষরূপে নির্দ্দিষ্ট।

উদরাময় ও আমাশয়—উপরোক্ত ড্রসেরার নির্দ্দিষ্ট কাশির সহিত কাহারও উদরাময় ও আম-রক্তের পীড়া থাকিলে—ড্রসেরায় তাহা আরোগ্য হইবে।

ডাঃ বোরিক বলেন—ফ্লুরোফরম (Fluroform) দুই পারসেন্ট জলীয় সলিউসন (ঔষধ—২ ফোঁটা, জল ৯৮ ফোঁটা), ইহার ২ হইতে ৪ ফোঁটা মাত্রায় প্রত্যেক বার কাশির প্রকোপ কম হইবার পর সেব্য; ইহা হুপিং কাশির একটি স্পেসিফিক ঔষধ।

সম্বন্ধ—নক্স-ভমিকা। সলফার ও স্যাম্বুকাসের পর—ড্রসেরা এবং ড্রসেরার পর—ক্যালকেরিয়া, পলস ও সলফার ফলপ্রদ। সাধারণ কাশিতে ড্রসেরার পর—প্রয়োজন হইলে সলফার, ভেরেট্রম এবং যক্ষ্মা-কাশিতে—ড্রসেরার পর কোনিয়মে বিশেষ ফল পাওয়া যায়।

পরবর্ত্তী ঔষধ—ক্যাল্‌কে, সিনা, কোনিয়ম, পল্‌স, সলফার, ভেরেট্রম। সদৃশ—কোরাল-রুব, কুপ্রম, ট্রাইফোলিয়ম, ইপি।

বৃদ্ধি—মধ্যরাত্রির পর, শয়নে, বিছানায় শরীর গরম হইলে, পান করিলে—গান গাহিলে, হাসিলে।

ক্রিয়ানাশক—ক্যাম্ফর। ক্রিয়া স্থিতিকাল—২০—৩০ দিন।

ক্রম—৩—৩০ শক্তি। ফরমূলা—৪।

ডিউবয়সিয়া (Duboisia)

এই ঔষধটি সাধারণতঃ নার্ভাস-সিষ্টেমের এবং চক্ষু ও শ্বাসযন্ত্রের উর্দ্ধাংশে অধিক ক্রিয়া প্রকাশ করে। নার্ভাস-সিষ্টেমের উপর ক্রিয়া থাকায় যেখানে দেখিবেন—রোগীর অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বল-শক্তি নাই, চলিতে হোঁচট খায়, পা যেন শূন্যে পড়ে, কাঁপে, পা অসাড়, চক্ষু মুদিয়া দাঁড়াইলে পড়িয়া যায় (এইগুলি প্রায় লোকোমোটর-য়্যাটাক্সির লক্ষণ) সেখানে ইহা প্রয়োগ করিবেন উপকার হইবে। চক্ষুর পীড়ায়—এট্রোপিয়া অপেক্ষাও ইহা দ্রুত কার্যকরী, তজ্জন্য আইরাইটীস প্রভৃতি চক্ষুর পীড়ায় যেখানে এট্রোপিয়ার প্রয়োজন তথায় ইহার (১/৮০) হইতে (১/২০) গ্রেণ মাত্রায় হাইপোডার্ম্মিক ইনজেকসন ব্যবহার্য্য। শক্তিকৃত ঔষধ সেবনে—তরুণ ও পুরাতন উভয় প্রকারের-ই কনজংটিভাইটীস, রেটিনায় রক্তাধিক্যতা, অন্ধকারদৃষ্টির সহিত পিউপিল প্রসারিত (dilated), চক্ষুর উর্দ্ধভাগে ও ভ্রূর মধ্যস্থলে বেদনা প্রভৃতি আরোগ্য হয়। শ্বাসযন্ত্রের উর্দ্ধাংশ ক্রিয়া প্রকাশ করায়—লেরিংসের শুষ্কতা, গলাধরা, শুষ্ক কাশিসহ শ্বাসকষ্ট প্রভৃতি উপসর্গ দূর হয়। ফ্যারিঞ্জাইটীস পীড়ায়—কাল রঙের ও আঠার মত চটচটে গয়ার উঠিলে ইহাতে উপকার হইবে। জ্বর-বিকারে—ইহাতে ব্যাপটি, আর্ণি, এসিড-ফস, হায়োসি প্রভৃতি ঔষধগুলির সমস্ত লক্ষণ পাওয়া যায়।

ক্রিয়ানাশক—মর্ফিয়া, পাইলোকার্পিন। ক্রম—৩য় শক্তি।

ডল্কামারা (Dulcamara)

(একপ্রকার চারাগাছের টিংচার)—ঠাণ্ডা লাগিয়া যে সমস্ত পীড়া হয় কিম্বা বেশী ঠাণ্ডা পড়িলেই যে সমস্ত পীড়া বৃদ্ধি হয়, তাহাতেই ইহা উপযোগী। সেইজন্য বর্ষা ও গ্রীষ্মের শেষভাগে যখন দিবাভাগ গরম ও রাত্রিতে ঠাণ্ডা থাকে, তখন—একোনাইটের ন্যায় ডল্কামারাও উপযোগী, তবে একোনাইট—শুষ্ক ঠাণ্ডাজনিত পীড়ায়; আর ডল্কামারা—ভিজা সেঁৎসেতে ঠাণ্ডা লাগাজনিত পীড়ায় অধিক উপকারী (ন্যাট-সল্)।

ইহা শ্লেষ্মা প্রধান স্ক্রফুলা এবং টয়পিড অর্থাৎ যাহাদের গমন বা নড়ন, চড়নের কোন শক্তি নাই, এইরূপ ধাতুর লোকের এবং যাহারা সর্ব্বদাই অস্থির ও উত্তেজিত, ঠাণ্ডা সহ্য করিতে পারে না, তাহাদের পক্ষে উপযোগী।

চরিত্রগত লক্ষণ ঃ—

১। ভিজা সেঁৎসেতে কিম্বা ঠাণ্ডাস্থানে বাস করিয়া কোনও তরুণ পীড়ার উৎপত্তি ; ২। মানসিক বৈলক্ষণ্য, কোনও বিষয়ে ঠিক কথা বলিতে পারে না ; ৩। ঠাণ্ডা লাগিয়া, উদ্ভেদ বসিয়া গিয়া ঘর্ম্ম বন্ধ হইয়া—শোথ ; ৪। বয়স্ক বালকদের ঠাণ্ডা জলে খালিপায়ে বেড়াইয়া সর্দ্দিলাগা হেতু প্রস্রাব বন্ধ, প্রস্রাব দুধের মত সাদা ; ৫। গরমের পর ঠাণ্ডা পড়িয়া, বর্ষা ঋতুতে কিম্বা ভিজা সেঁৎসেতে স্থানে থাকিয়া—উদরাময়, ৬। সমস্ত শরীরে আমবাত—চুলকায় ; কিন্তু চুলকাইবার পর অত্যন্ত জ্বালা, উত্তাপে বৃদ্ধি, ঠাণ্ডায় উপশম, ৭। মুখে, কপালে, মাথায়, দুই রগে ইরাপসন—তাহাতে কটা হলদে রঙের মামড়ি পড়ে, চুলকাইলেই রক্ত বাহির হয় ;৮। ঋতুর পূর্ব্বে ঘামাচির মত গায়ে একপ্রকার উদ্ভেদ (rash) নির্গমন।

সর্দ্দি-কাশি—ঠাণ্ডা লাগিয়া, জলে ভিজিয়া কিম্বা গরমের পর হঠাৎ ঠাণ্ডা লাগিয়া সর্দ্দি-কাশি হইলে—ডক্কামারা উপযোগী।

পক্ষাঘাত—ঠাণ্ডা লাগিয়া গা-হাত-পা ও কোমরের অতি সামান্যমাত্র বেদনা হইতে উহা ক্রমশঃ বাত কিম্বা পক্ষাঘাত পর্য্যন্ত পীড়ায় পরিণত হইতে পারে। ঠাণ্ডা লাগিয়া পক্ষাঘাত হইলে ডক্কামারা, রসটক্স ও কষ্টিকাম এই তিনটি ঔষধই উপকারী। তবে ইহাদের মধ্যে প্রভেদ এই যে ডক্কামারা—পীড়ার প্রথমাবস্থায় ও রসটক্স—তরুণ অবস্থা উত্তীর্ণ হইয়া পীড়া একটু পুরাতন হইলে, আর কষ্টিকাম—সর্ব্বশেষে যখন রোগ পুরাতন আকার ধারণ করে তখন উপকারী। এপোপ্লেক্সি (সন্ন্যাস) হইয়া পক্ষাঘাত হইলে—কষ্টিকাম উপকারী। ঠাণ্ডায় রোগ বৃদ্ধি ও ঠাণ্ডা লাগিয়া পীড়ার উৎপত্তি—ব্যারাইটা-কার্ব্বেও আছে, টনসিল প্রদাহ, গলক্ষত জিহ্বা এবং মাঢ়ী আড়ষ্ট, জিহ্বার পক্ষাঘাত ইত্যাদি পীড়ায় ডক্কামারার মত—ব্যারাইটাও উপযোগী, সেইজন্য ব্যারাইটার পর ডক্কামারা এবং ডক্কামারার পর ব্যারাইটায় সুন্দর উপকার হয়। শীতকালে ঠাণ্ডায় পীড়া বা রোগ বৃদ্ধি হইলে—ন্যাট্রম্-সল্ফও ফলদায়ক।

এতদ্ভিন্ন—রজঃ, স্তনদুগ্ধ ও প্রসবান্তিক ক্লেদস্রাব (Lochia) বন্ধ, বাতযুক্ত প্লুরাইটীস, বক্ষঃশোথ (Hydrothorax), হাঁপানি, উদরাময়, আমাশয় পীড়া বর্ষা বা গ্রীষ্মে ঠাণ্ডা পড়িলে বৃদ্ধি ; ঘাড়ের ও কোমরের বেদনাযুক্ত আড়ষ্টতা, পেটের দোষ, আমবাত—গরমে-বৃদ্ধি, ঠাণ্ডায় উপশম (এইটিই ডক্কামারার বি-সম লক্ষণ)। শীতে বা বর্ষায় একজিমা আরম্ভ ও গ্রীষ্মে লোপ, পুরাতন আমবাত—শীত পড়িলেই আরম্ভ হয় ও সমস্ত শীতকাল থাকে ; পারদ অর্থাৎ গ্রাম্যকথায় যাহাকে মার্কুলি খাওয়া বলে—সেবনের পর মুখে লালা ঝরা ইত্যাদিতেও ইহা ব্যবহার্য্য।

বৃদ্ধি—শীতল বাতাসে, শীতে ও বর্ষার জলে ভিজিলে, রাত্রে বিশ্রামে।

ক্রিয়ানাশক—ক্যাম্ফর, কুপ্রম, ইপি, ক্যালি-কার্ব্ব, মার্ক।

ক্রিয়া স্থিতিকাল—৩০দিন। ক্রম—৩—৩০ শক্তি। ফরমূলা—১।

ইল্যাপ্স্ (Elaps Corallinus)

(ব্রাজিলদেশীয় একপ্রকার বিষাক্ত সর্পের বিষ হইতে প্রস্তুত, ক্রোটেলাস অধ্যায় দেখুন)—শরীরের কোনও দ্বার দিয়া দোয়াতের কালির ন্যায় কাল-রঙের চাপশূন্য রক্তস্রাব হইতে দেখিলেই প্রথমেই ঔষধটি স্মরণ করিবেন। ইহার সমস্তই এমন কি কাণের মল পর্য্যন্ত কাল। ঠাণ্ডা সহ্য হয় না।

যক্ষ্মারোগীর শরীর ক্ষয়কারী উদরাময়, বমি, গা-বমি, পাকস্থলীতে অম্লজমা, ক্ষুধায় কিছু না খাইলেই মাথাঘোরা, পাকস্থলীতে হঠাৎ বেদনাধরা, অন্ননলীর আক্ষেপ ও কোনও দ্রব্য বা পানীয় পানাহার করিলে অন্ননলীপথে কিছুক্ষণ আটকাইয়া থাকিবার পর হঠাৎ বেগে পাকস্থলীতে নামিয়া আসা প্রভৃতি ইহার বিশেষ লক্ষণ। ইল্যাপ্সের এক প্রধান লক্ষণ—ফল কিম্বা ঠাণ্ডা কোনও বস্তু পানাহার রোগীর আদৌ সহ্য হয় না, ঠাণ্ডা বস্তু পানাহার করিলেই মনে হয় যেন

পেটে একখণ্ড বরফ জমিয়া রহিল। ইল্যাপ্স শরীরের ডানদিকে অধিক ক্রিয়া প্রকাশ করে এবং উপরোক্ত পীড়াগুলি ভিন্ন নিম্নলিখিত আরও দুই একটি পীড়ায় সাময়িক ব্যবহৃত হয় ঃ—

কর্ণের পীড়া—হঠাৎ একদিন রাত্রিতে কাণ বন্ধ হইয়া যায়, বেদনা-যন্ত্রণা থাকে না, কিছুই শুনিতে পায় না, কাণে সোঁ সোঁ শব্দ হয়, কাণ কট্‌কট্ করে, পুরাতন কর্ণস্রাব কালো হয়, বাম কাণ দিয়া পূঁয ঝরে।

নাসিকার পীড়া—বহুদিনের পুরাতন দুর্গন্ধ নাসিকাস্রাব, স্রাবের রঙ্ হরিদ্রা সবুজ মিশ্রিত, নাসিকার ভিতর সবুজ রঙের পিচুটি জমে, শুষ্ক পিচুটিতে নাসিকাপথ বন্ধ হইয়া যায়। তদ্ভিন্ন নাসিকা দিয়া রক্ত পড়া, নাসিকামূলে বেদনা ও চতুর্দ্দিকে ইরাপ্‌সন বাহির হওয়া লক্ষণগুলিও এই ঔষধের অন্তর্ভুক্ত। রোগীর একটু ঠাণ্ডা লাগিলেই সর্দ্দি হয়।

ফুসফুসের পীড়া—প্রবল কাশির পর ফুসফুস হইতে উক্ত প্রকার কাল রঙের রক্তউঠা ব্যতীত—থাইসিস নিমোনিয়া প্রভৃতি অন্য কোনও পীড়ার ডান ফুসফুসের উর্দ্ধাংশ আক্রান্ত হইলে এবং প্রত্যেকবার কাশিতে বুক যেন ছিঁড়িয়া পড়ে এইরূপ বেদনা থাকিলে—ইল্যাপ্স উপকারী।

উক্ত পীড়াগুলি ভিন্ন—শরীরের ডানদিকে পক্ষাঘাত এবং বগলে পুনঃ পুনঃ গ্ল্যাণ্ড হইয়া পাকিতে থাকিলে—ইল্যাপ্সে উপকার হইবে।

সদৃশ—ক্রোটেলাস, কার্ব্বো, এলিউমিনা, আর্সেনিক, ল্যাকেসিস। [Kino—ডান কাণ থেকে কাল্‌চে রঙের দুর্গন্ধি স্রাব নিঃসরণ)।

ক্রম—৬, ৩০ শক্তি। ফরমূলা—৮।

ইলাটিরিয়ম (Elaterium)

(বন্য কুমড়া)—পেটের পীড়া, জ্বর, নবজাত শিশুর পিত্তভেদসহ ন্যাবা ও ওলাউঠায় ইহা বহুদিন ধরিয়া সফলতার সহিত ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে।

প্রচুর পরিমাণে জলের মত তরল বাহ্যে ও বমি, একপ্রকার শোথ (a certain form of dropsy), বেরি-বেরি, পা ফুলা, বর্ষায় এবং ভিজা ও সেঁৎসেতে ঋতুতে পীড়ার উৎপত্তি প্রভৃতি ইহার বিশেষ লক্ষণ।

উদরাময় ও ওলাউঠা—বাহ্যের রঙ্ ফিকে-সবুজ, পরিমাণে খুব বেশী, জলের মত পাতলা, তাহার সহিত ফেণা মিশ্রিত থাকে। বাহ্যে খুব বেগে নির্গত হয়, বাহ্যের পূর্ব্বে পেটে অত্যন্ত বেদনা। উক্ত পীড়াসহ শীত-শীত ভাব, হাই উঠা, আড়ামোড়া খাওয়া প্রভৃতি ইহার প্রধান লক্ষণ (ক্রোটন অধ্যায় ২৮৬ পৃঃ দেখুন)।

ইলাটিরিয়মের সহিত ২। ১টী ঔষধের প্রভেদ ঃ—

ভেরেট্রম-এলবম—ইহাতে চাউলধোয়ানি জলের মত কিম্বা কুমড়াপচার মত ছিব্‌ড়ে-ছিব্‌ড়ে বাহ্যে নির্দ্দিষ্ট হইলেও ইলাটিরিয়মের ন্যায় ফিকে-সবুজ রঙের বাহ্যেও হইয়া থাকে, তবে ফেণা থাকে না, বাহ্যের পূর্ব্বে পেটে বেদনা উক্ত দুইটী ঔষধেই আছে। বমির সময় পেটের ভিতর দিকে ভীষণ সাঁটিয়া ধরে।

আইরিস ভার্স—বাহ্যে হলদে ও সবুজ মিশ্রিত রঙের মত, মলে পিত্ত কিম্বা তৈলের মত পদার্থ মিশ্রিত, তাহার সহিত গা-বমি-বমি, টক-বমি, পিত্ত-বমি, পেট হইতে গলা পর্য্যন্ত জ্বালা থাকে। ইলাটিরিয়মে—এ সমস্ত কিছুই থাকে না।

পডোফাইলম—বাহ্যের রঙ্ হলদে কিম্বা ফিকে-হলদে, বিশ্রী দুর্গন্ধ ইহাতে বাহ্যে—ইলাটিরিমের মত পরিমাণে অত্যন্ত অধিক ও বেগে নির্গত হয়; কিন্তু পেটে ব্যথা থাকে না। ইহার আর একটি বিশেষ লক্ষণ—রাত্রি দুই প্রহরের পর হইতে প্রায় সকাল পর্য্যন্ত অত্যন্ত অধিক পরিমাণে বাহ্যে হয়; তাহার পর যদিও সমস্ত দিন ধরিয়া বাহ্যে হইতে থাকে; কিন্তু ক্রমশই পরিমাণ কম হইয়া আসে, অত্যন্ত দুর্গন্ধ।

সলফার—শেষ রাত্রিতে ভেদ আরম্ভ হইয়া বেলা ১০টা পর্য্যন্ত চলিয়া পরে বন্ধ হইয়া যায়। পডোফাইলমে সমস্ত দিনই বাহ্যে হয়।

সবিরাম-জ্বর—জ্বরের সঙ্গে উপরোক্ত প্রকারের বাহ্যের লক্ষণসহ ওলাউঠার মত ভেদ এবং শীত ও কম্প থাকে, এই শীত ও কম্প থামিয়া যাইলেই গায়ে আমবাত বাহির হয় (এপিস, ইগ্নেসিয়া, রসটক্সেও—সবিরাম-জ্বরে আমবাত বাহির হয় ; কিন্তু তাহা বিভিন্ন সময়ে)। ইলাটিরিয়মে, শীতাবস্থায়—মাথায় ও হাতে পায়ে বেদনা থাকে, অত্যন্ত আড়া-মোড়া খায়, হাই উঠে, চক্ষু ও নাসিকা হইতে জল পড়ে, কোমরে ও মাথায় অত্যন্ত বেদনা থাকে। উত্তাপাবস্থায়—পিপাসা, মাথাবেদনা, পেটবেদনা, সমস্ত শরীরের বেদনা, বমি-গা-বমি-বমি ও ফেণার মত বাহ্যে হইতে থাকে, ঘর্ম্মাবস্থায়—কিছু উপসর্গ থাকে না। জ্বর ছাড়িয়া যাইলে গায়ে আমবাত বাহির হয় ও চুলকাইতে থাকে।

বাত—হাতের পায়ের আঙ্গুল, বুড়ো আঙ্গুল, হাঁটু প্রভৃতিতে তীক্ষ্ণ বেদনা, বুড়ো আঙ্গুলে গেঁটেবাতের মত বেদনা, বাতগুটী, বাতের বেদনা, নিম্নাঙ্গে বিস্তৃত হয়, উরুসন্ধিতে বেদনা—তৎসহ উদরাময়।

আমবাত—সবিরাম, ম্যালেরিয়া-জ্বরাদি হঠাৎ ত্যাগ হইয়া আমবাত নির্গত হইলে ইলাটিরিয়ম উপকারী। এই পীড়ায়—রসটক্স প্রভৃতি আরও অনেকগুলি ঔষধ আছে ; কিন্তু পীড়া পুরাতন হইলে—ন্যাট্রম-মিউর ও ক্যালকেরিয়াই অধিক ফলপ্রদ (এপিস অধ্যায়—১০১ পৃষ্ঠা দেখুন)।

সদৃশ—কলো, ক্রোটন, ভেরেট, সিকেলি, এপিস, ইগ্নে রস।

ক্রম—৬ x—৩০ শক্তি। ফরমূলা—১।

এপিজিয়া (Epigea Repens.)

(একপ্রকার গাছের কাঁচা পাতা হইতে টিংচার প্রস্তুত হয়, ইহাতে আরবিউটিন ও ফ্রুসিক-এসিড নামক একপ্রকার সাংঘাতিক উদ্ভিদ বিষ থাকে)—কিড়নী মূত্রথলী, মূত্রনলী প্রভৃতির উপর ইহার প্রধান ক্রিয়া। পুরাতন সিষ্টাইটীস (মূত্রথলীর প্রদাহ), মূত্রকৃচ্ছ্রতা; প্রস্রাব সহ পূঁয, শ্লেষ্মা ও ইউরিক-এসিড নির্গমন, মূত্র-পাথরী, প্রস্রাবের পাত্রের তলায় সূক্ষ্ম বালিকণার মত পদার্থ জমা, কিড়নীর আভ্যন্তরিক শ্লৈষ্মিক-ঝিল্লী প্রভৃতির প্রদাহ (pyelitis), অনিচ্ছায় প্রস্রাব নির্গমন। প্রস্রাব ত্যাগকালে মূত্র-থলীর গ্রীবাদেশে জ্বালা এবং পরে কোঁথানি, স্বল্প প্রস্রাব প্রভৃতি কতিপয় পীড়ার ইহা উৎকৃষ্ট ঔষধ। কোন পীড়ার প্রবল অবস্থায় শক্তিকৃত ঔষধ অপেক্ষা ইহার মূল আরক—৫/১০ ফোঁটা মাত্রায় দৈনিক ৪। ৫ বার, তিন ঘন্টা অন্তর সেবনে অতি শীঘ্র ফল পাওয়া যায়। ইহা মাথায় বেদনা যন্ত্রণাতেও উপকারী (ন্যাট্রম-মিউর অধ্যায়—৪৯১ পৃষ্ঠা দেখুন)।

সদৃশ—চিমাফিলা, প্যারিরা, ইউভা প্রভৃতি।

ক্রম—θ, ১ x—৩ x শক্তি। ফরমূলা—৩।

ইকুইজিটাম (Equisetum Hymale.)

(একপ্রকার গাছ কাঁচা অবস্থায় ছেঁচিয়া টিংচার প্রস্তুত হয়)—মূত্রথলীর উপর ইহার প্রধান ক্রিয়া এবং সাধারণতঃ প্রস্রাব সম্বন্ধীয় কতিপয় পীড়াতেই ইহা অধিক ব্যবহৃত হয়, প্রস্রাবের সহিত অনেকটা পরিমাণে শ্লেষ্মা থাকে। ইকুইজিটামে সাইলিসিয়ার উপাদান পাওয়া যায়।

১। মূত্রথলীতে একপ্রকার বেদনা, বোধ হয় যেন মূত্রথলীতে প্রস্রাব পূর্ণ, প্রস্রাব হইলেও সে ভাব দূর হয় না; ২। সর্ব্বদাই প্রস্রাব করিবার ইচ্ছা ও প্রস্রাব শেষ হইবার পর ভীষণ বেদনা; ৩। স্বচ্ছ জলের মত অধিক পরিমাণে প্রস্রাব হইয়া যাইলেও প্রস্রাবের ইচ্ছা বা বেগ দূর হয় না; ৪। প্রস্রাব করিবার সময় মূত্রথলীর মধ্যে কাটা ছেঁড়ার মত তীব্র বেদনা ও জ্বালা; ৫। অভ্যাসবশতঃ রাত্রিতে বিছানায় প্রস্রাব করা ; ৬। বৃদ্ধা স্ত্রীলোকদের মূত্রথলীর পক্ষাঘাত ; ৭। গর্ভাবস্থায় ও প্রসবের পর মূত্ররোধ। এই কয়েকটি ইকুইজিটামের—চরিত্রগত লক্ষণ।

প্রস্রাবের পীড়া—ক্যান্থারিস অধ্যায়—২০৬ পৃষ্ঠা দেখুন।

বৃদ্ধি—ডানদিকে, চাপে,স্পর্শে, বসিয়া থাকিলে।

উপশম- শয়নে বৈকালে।

সদৃশ—এপিস, ক্যান্থার, চিমাভিলা, লিনেরিয়া।

ক্রম—θ, ৬—৩০ শক্তি। ফরমূলা—৩।

ইরেক্ থাইটীস (Erecthites.)

(একপ্রকার গাছের টিংচার)—রজঃস্রাব নিবারণ করাই ইহার প্রধান ধর্ম্ম। উজ্জ্বল লালবর্ণের রক্ত—তাহা নাসিকা, মুখ, পাকস্থলী, ফুসফুস, মলদ্বার, প্রস্রাবদ্বার, জরায়ু প্রভৃতি শরীরের যে কোনও দ্বার দিয়াই নির্গত হউক—ইহা প্রয়োগ করা যায় এবং তাহাতে উপকারও হয়। আমাশয় কিম্বা অন্য যে কোন প্রকার পীড়াই হউক, মলদ্বার দিয়া রক্তস্রাবের সঙ্গে রোগীর জ্বর থাকিলে একোনাইট সহ এবং পেটে অত্যধিক কামড়ানি ব্যথা থাকিলে—কলোসিন্থ বা ইপিকাক সহ পর্য্যায়ক্রমে ব্যবহার করিতে কেহ কেহ উপদেশ দেন। ইহাতে রোগী শরীরে কখনও আগুনের হল্‌কার মত গরম, কখনও বা ঠাণ্ডা অনুভব করে।

সদৃশ—ইরিজিরন, মিলিফোলিয়ম, হ্যামামেলিস।

ক্রম—θ—১× শক্তি। ফরমূলা—৩।

ইউপেটোরিয়ম পার্ফো

(Eupatorium Perfoliatum.)

(ইউনাইটেড-ষ্টেট ও ক্যানাডার একপ্রকার চারাগাছের টিংচার) –ম্যালেরিয়া, ইনফ্লুয়েঞ্জা কিম্বা অন্য কোনও প্রকার জ্বরে বা পীড়ায় গায়ে হাড়ভাঙ্গা-ব্যথা, মাথাব্যথা, কোমর কামড়ানি,পিত্ত-বমন ইত্যাদি এই ঔষধের বিশেষ লক্ষণ।

১। সমস্ত শরীরে থেঁৎলানি কিম্বা ভাঙ্গিয়া যাইবার মত বেদনা ; ২। বুক, পিঠ, মাথা, হাত, পা, হাতের কব্জির হাড় যেন স্থানচ্যুত হইয়াছে এইরূপ হাড়ের বেদনা ; ৩। সবিরাম-জ্বরে—একদিন বেলা ৯টায়, পরদিন বেলা দ্বিপ্রহরে শীত করিয়া জ্বর আসে, শীত কমিলেই পিত্ত-বমি হয়, জল খাইলেই শীত বাড়ে ও বমি হয়, শীতের পূর্ব্বে ও সময়ে হাড়ের বেদনার বৃদ্ধি ; ৪। শীতের পূর্ব্বে, শীতের সময় ও জ্বরের সময় অদম্য পিপাসা ; ৫। শীতের পূর্ব্বে খুব পিপাসা থাকিলেও রোগী কম্পের ও জ্বর আসিবার ভয়ে অধিক জলপান করে না, উত্তাপাবস্থায়—মাথাব্যথার বৃদ্ধি ; ৬। পুরাতন কাশি হেকটিক-জ্বরসহ বুকে আলগা সর্দ্দি ও বেদনা, হাত দিয়া বুক চাপিয়া ধরে ; ৭। বেদনা হঠাৎ আসে হঠাৎ চলিয়া যায়।

সবিরাম-জ্বর—জ্বরের সময় প্রাতঃকাল ৭টা কিম্বা ৭টা হইতে ৯টার ভিতর, অথবা একদিন ৭টা হইতে ৯টার ভিতর, পরদিন—১২টার সময় এই শেষের দিনের জ্বর পূর্ব্বদিনের অপেক্ষা অল্প হয়, জ্বর আসিবার অর্থাৎ শীতাবস্থার পূর্ব্বে—অত্যন্ত জলপানের আগ্রহ (শীতাবস্থার পূর্ব্বে পিপাসা—ক্যাপসিকমেও আছে, তাহাতে জলপানে শীত বাড়ে, বমি হয় না), উক্ত জলপান করা দেখিয়াই রোগী বুঝিতে পারে যে এইবার তাহার জ্বর আসিবে ; তাহার পর যত জলপান করে তত শীত ও কম্প বাড়ে, অত্যন্ত পিপাসা সত্ত্বেও প্রাণ ভরিয়া জল

খাইতে পারে না; কারণ তাহাতে শীতের বৃদ্ধি হয় ; এই সময় গা-ভাঙ্গা, হাই উঠা, কোমর ব্যথা ও হাড়ের ভিতর বিশেষতঃ হাত-পায়ের ও কোমরের হাড়ের ভিতর ভয়ানক ব্যথা অনুভূত হয়, শরীর এত কামড়ায় ও টাটায় যে, হাড় যেন পিষিয়া ভাঙ্গিয়া ফেলে, শীত ও উত্তাপাবস্থার মধ্যবর্ত্তী সময়ে তিক্তস্বাদ ও পিত্ত বমন হয় এবং যত জলপান করে, তত বমিও বাড়ে। উত্তাপাবস্থায়—পিপাসা একটু কম; কিন্তু মাথাব্যাথা এত বেশী হয় যে, মাথা তুলিতে পারে না, ঐ সময় জলপান করিলেও শীত অনুভব করে, সমস্ত শরীরে এমন-কি হাড়ের ভিতর পর্য্যন্ত টাটানি ব্যথা থাকে। ঘর্ম্মাবস্থায়—ঘর্ম্ম সামান্যই হয় কিম্বা হয় না। ইহার আর এক প্রধান লক্ষণ—যদি শীত অধিক হয়, তাহা হইলে ঘর্ম্ম খুব কম হয় এবং ঘর্ম্ম হইবার পর গায়ের বেদনা অনেক কমিয়া যায়। হাড়ের ব্যথা—শীতাবস্থায় অধিক, উত্তাপাবস্থায়—একটু কম, ঘর্ম্মাবস্থায়—হাড়ের ব্যথা অত্যন্ত কম হয়, এমন কি যেন একেবারেই থাকে না। কিন্তু মাথাব্যথার কিছুমাত্র উপশম হয় না বরং বৃদ্ধি হয়। সবিরাম-জ্বরে—ইউপেটোরিয়ম-পার্ফোর সহিত অন্যান্য ঔষধের প্রভেদ ঃ—

নাট্রম-মিউর—জ্বরের সময় বেলা ১১টা ; শীত, উত্তাপ ও ঘর্ম্ম—সকল সময়েই পিপাসা, ইহাতে গায়ে ইউপেটোরিয়মের মত বেদনা থাকে না, ঘর্ম্ম হইলেই মাথাব্যথার উপশম হয় (ইউপেটোরিয়মে তাহা হয় না)।

ইগ্নেসিয়া—ইহাতে কেবলমাত্র শীতাবস্থায় পিপাসা, উত্তাপ-ঘর্ম্মাদি কোন অবস্থাতেই পিপাসা থাকে না, এই পিপাসাই—ইগ্নেসিয়া-নির্ব্বাচনের প্রধান লক্ষণ। ইউপেটোরিয়মে—শীতের পূর্ব্ব হইতে পিপাসা।

ইউপেটোরিয়ম-পার্পিউরিয়ম (Eupatorium Purpureum) –তাজা শিকড় হইতে টিংচার প্রস্তুত হয় ; জ্বর প্রায় একদিন অন্তর আসে, শীতাবস্থার পূর্ব্বে—হাত পায়ের হাড়ের ভিতর খুব বেদনা। শীতাবস্থায় পিপাসা থাকে না, শীত কোমরের উপর—পিঠ হইতে আরম্ভ হয়, শীত কমিয়া আসিলে গা-বমি-বমি করে, ইউপেটোরিয়ম-পার্ফোতে—এ সময় পিত্ত-বমন হয়। উত্তাপাবস্থায়—খুব পিপাসা ও হাড়ের ভিতর বেদনা (ইউপেটোরিয়ম-পার্ফোতে—এ সময় পিপাসা কম)। ঘর্ম্মাবস্থায়—নড়িলে-চড়িলেই শীতবোধ হয়; বিজ্বরাবস্থায়—মাথা ঘোরে, জ্বর সম্পূর্ণ বিচ্ছেদ হয় না; ইহার আর একটী বিশেষ লক্ষণ ঃ—জ্বরের সহিত প্রস্রাবের জ্বালা-যন্ত্রণা ও প্রস্রাবের সহিত শ্লেষ্মার মত পদার্থ নির্গত হয়। স্ত্রীলোকদের পীড়ায় যদি প্রস্রাবের সহিত জ্বালা-যন্ত্রণা ও শ্লেষ্মানির্গমন থাকে, তাহা হইলে ইউপেটোরিয়ম-পার্পিউরিয়ম—সর্ব্বাগ্রে প্রযোজ্য। ক্যান্থারিস, ক্যাপ্সিকতেও প্রস্রাবকালে জ্বালা লক্ষণ আছে; কিন্তু তাহাদের লক্ষণ স্বতন্ত্র। ক্যাপ্সিকমে —শীত দুই কাঁধের মধ্য হইতে আরম্ভ হয় এবং শীতের সময় গা বরফের মত ঠাণ্ডা থাকে, ইউপেটোরিয়মে—গা বেশী ঠাণ্ডা হয় না।

ইনফ্লুয়েঞ্জা—উপরোক্ত ইউপেটোরিয়ম-পার্ফোর লিখিত লক্ষণগুলি এই পীড়ায় থাকিলে—ইউপেটোরিয়ম বিশেষ ফলপ্রদ।

দ্রষ্টব্য ঃ—ইনফ্লুয়েঞ্জা-রোগে যখন নাক দিয়া অনবরত কাঁচা-জলের মত সর্দ্দি ঝরে ও তাহার সঙ্গে জ্বালা ও জ্বরভাব থাকে, তখন অন্যান্য ঔষধ অপেক্ষা—এরালিয়া-রেসিমোসা (Aralia Racemosa) নামক ঔষধটি বেশ

উপকারী। সাধারণ তরুণ সর্দ্দিতে ও উপরোক্ত লক্ষণে ইহা বিশেষ ফলপ্রদ। এরালিয়া—একপ্রকার দম-আটকানো আক্ষেপিক কাশি হয়, বুকের সাঁই সাঁই শব্দ—নিশ্বাস টানিলে জোর হয়, কাশি রাত্রিকালে এক ঘুমের পর বাড়ে, অনেকক্ষণ কাশিয়া একটু শ্লেষ্মা উঠিলে তবে ঐ কাশি কিছু কমে, নচেৎ কমে না। একপ্রকার সর্দ্দি—যাহাতে নাক চোখ দিয়া কাঁচা জলের মত স্রাব প্রথমে আরম্ভ হইয়া পরে গাঢ় এবং শেষে হাঁপের মত টান হয়, এরালিয়া তাহাদেরও মহৌষধ (ইহার অধ্যায় ১৩৮ পৃষ্ঠা দেখুন)।

কাশি—ল্যারিঞ্জাইটীস কিম্বা অন্য কোনও প্রকার কাশি, তৎসহ গলাধরা ও গলায় অত্যন্ত টাটানি-বেদনা, ঐ বেদনা ক্রমশঃ লেরিংসে (স্বরযন্ত্র) হইতে নিম্নে টেকিয়া (কণ্ঠনলী) ও সমস্ত ব্রঙ্কাইয়ে (বায়ুনলীতে) পরিচালিত হয়। কাশিলে মাথায় ও বুকে আঘাত লাগে, রোগী তজ্জন্য হাত দিয়া বুক চাপিয়া ধরে, কাশিতে কখনও অতি অল্প গয়ার উঠে কিম্বা কিছুই উঠে না, চিৎ হইয়া শুইলে কাশিসহ সর্ব্বাঙ্গে বেদনা

আভাষ—ইউপেটোরিয়ম-পার্ফোলিয়মে—কোমরে, হাতে ও পায়ে অত্যন্ত টাটানি ও কামড়ানি ব্যথা থাকে, এই ব্যথা লক্ষ্য করিয়া উহা প্রয়োগ করিলে— ব্রঙ্কাইটীস, কাশি, সর্দ্দি, ইনফ্লুয়েঞ্জা ও অন্যান্য শ্বাসযন্ত্রের পীড়া ইত্যাদিও অতি ত্বরায় আরোগ্য হয়।

বৃদ্ধি—চিৎ হইয়া শয়নে, দেহ সঞ্চালনে, গাত্রাবরণ উন্মোচনে।
উপশম—মস্তক নিম্নদিকে স্থাপন পূর্ব্বক শয়নে, গৃহমধ্যে, গাত্রোত্থানে।
পরবর্ত্তী ঔষধ—ন্যাট্-মিউর, টিউবার্কিউ, সিপি।
সম্বন্ধ—ইহা প্রয়োগের পর ন্যাট্রম এবং সিপিয়া উৎকৃষ্ট ফলদায়ক।
ক্রিয়া স্থিতিকাল-১—৭ দিন। ক্রম-১ ×—২০ শক্তি। ফরমূলা-৩।

ইউফর্ব্বিয়ম অফি (Euphorbium.)

(মরক্কোদেশীয় একপ্রকার গুল্মের মধ্য হইতে গঁদের মত আঠাকে চূর্ণ করিয়া টিংচার প্রস্তুত হয়)—ইহাতে ক্রোটন ও জ্যাট্রোফা প্রভৃতির ন্যায় প্রচুর পরিমাণে ভেদ-বমি ও ঔদরাময়িক-কলেরার লক্ষণের মত লক্ষণসমূহ প্রকাশিত হয়,তবে ইহাতে কলেরার লক্ষণসমূহ ভিন্ন—মস্তিষ্কের ইরিটেসন, ম্যানিয়া, বিকারে ভুলবকা প্রভৃতি আরও অন্যান্য কতকগুলি মস্তিষ্ক লক্ষণ উৎপাদিত হয়, তজ্জন্য—গ্যাস্ট্রো-এনটেরাইটীস, ডায়েরিক-কলেরা প্রভৃতি পীড়ায় যেখানে— জ্যাট্রোফা, ইউফর্ব্বিয়া-করোলেটা প্রভৃতি ঔষধের লক্ষণসহ কোনও মস্তিষ্ক লক্ষণ বিদ্যমান থাকে তথায় ইউফর্ব্বিয়ম প্রযোজ্য। উরুসন্ধিতে (হিপ্‌জয়েন্ট) ও মেরুপুচ্ছে (কক্সিসে) বেদনা ;ক্যানসারের বেদনা, হাড়ের ভিতর জ্বালাজনক বেদনা, মুখে ও গলার ভিতর ভীষণ জ্বালা কোন পীড়ায় হাঁচি, চোখ ও নাক দিয়া জল পড়া, শুষ্ক কাশি, কষ্টকর হাঁপানি রোগে—দিন-রাত্রি আক্ষেপিক শুষ্ক কাশি, গণ্ডদেশে ইরিসিপেলাস, গ্যাংগ্রীণ, একজিমা পীড়ায় পূঁযভরা উদ্ভেদ, বহুকালের ধীরগতিশীল দুরারোগ্য ক্ষত, দাঁতে ভীষণ বেদনা প্রভৃতি পীড়াগুলিতেও ইহা উপকারী।

ইউফর্ব্বিয়া-করোলেটা—ক্রোটন অধ্যায়—২৮৬ পৃষ্ঠা দেখুন। ক্রিমি লক্ষণের মত মলদ্বারে অসহ্য চুলকানি, ঘুমায় না চীৎকার করে। ক্রম—৩ ×। কলেরায় ক্যাম্ফারে উপকার না হইলে ইহাতে উপকার হইবে।

ইউফর্ব্বিয়া-ল্যাথাইরিস (**Euphorbia Lathyris**)—পাকা-ফলের শুষ্ক বীজ হইতে ট্রাইটুরেসন প্রস্তুত হয়—ইহা বহুসংখ্যক পীড়ায় ব্যবহৃত হইলেও— বিকার (ডিলিরিয়ম), অভিভূতভাব ও সম্পূর্ণ অজ্ঞানভাবে পড়িয়া থাকা (কোমা), চোখের পাতা ফুলিয়া চোখ বন্ধ, ইরিথিমা নামক একপ্রকার চর্ম্মপীড়া (ইরিথিমার লক্ষণ—চর্ম্মে সামান্য প্রদাহ হইয়া ক্রমে শরীরে নানাপ্রকার লালবর্ণের দাগ বাহির হয়), ইহা প্রথমে মুখে আরম্ভ হইয়া ক্রমশঃ লোমযুক্ত স্থানে ও ৭/৮ দিনের মধ্যে প্রায় সমস্ত শরীরে বিস্তৃত হয়, ফোলে, প্রদাহ হয়, জ্বালা করে। অত্যন্ত অধিক পরিমাণে প্রস্রাব হওয়া; অণ্ডকোষ প্রদাহ ও ক্ষত, তাহাতে অসহ্য চুলকানি ও জ্বালা; প্রথমে হ্যাকিং-কফের মত কাশি হইয়া পরে হুপিং-কফে পরিণত হওয়া, কাশিতে কাশিতে বমি কিম্বা বাহ্যে করিয়া ফেলা; জ্বরের বৃদ্ধির সঙ্গে প্রচুর পরিমাণে ঘর্ম্ম, হৃৎপিণ্ডের পীড়ায়—হৃৎপিণ্ডের ক্ষীণতা, হৃৎপিণ্ড মধ্যে যেন পাখী ঝটপট করে এইরূপ অনুভব, নাড়ীর গতি মিনিটে ১২০/১২৫, অনিয়মিত স্থূল নাড়ী প্রভৃতি কয়েকটী লক্ষণে ও পীড়ায় ইহার দ্বারা বিশেষ উপকার পাওয়া যায় (ফরমূলা—৭)।

সদৃশ—ক্রোটন, জ্যাট্রো, কল্চি। ক্রিয়ানাশক—ক্যাম্ফর, ওপিয়ম।
ক্রম—৩, ৩০ শক্তি। ফরমূলা —৩।

ইউফ্রেসিয়া (Euphrasia Officinalis,)

(ইউরোপের একপ্রকার চারাগাছ হইতে টিংচার প্রস্তুত হয়)—চক্ষু ও নাসিকার শ্লৈষ্মিক-ঝিল্লির প্রদাহ, চক্ষু হইতে হাজাকারক ও জ্বালাজনক অশ্রুনির্গমন, হাঁমের সহিত নাসিকা ও চক্ষু দিয়া জল পড়া, তরুণ সর্দ্দি ইত্যাদি এই ঔষধের বিশেষ লক্ষণ।

১। হুপিং-কাশিতে কাশির সময় চক্ষু দিয়া অনর্গল জল পড়া ও কেবলমাত্র দিনের বেলায় কাশি ; ২। অনিয়মিত ভীষণ যন্ত্রণাদায়ক ঋতুস্রাব, স্রাব— কেবলমাত্র একঘন্টা কাল স্থায়ী হয় কিম্বা অনেক বিলম্বে ঋতু হইয়া অতি অল্পমাত্র স্রাব হয় ও প্রায় মাত্র একদিন থাকে ; ৩। প্রাতে বিছানা হইতে উঠিবার পর রোগী অত্যন্ত কাশে ও অনেক পরিমাণে গয়ার উঠে, এই তিনটি লক্ষণও ইউফ্রেসিয়ার চরিত্রগত লক্ষণ।

চক্ষুরোগ-চক্ষুউঠা—চক্ষুর ভিতর অংশ লালবর্ণ, চক্ষুর প্রদাহ চক্ষুর পাতা ফোলা, চক্ষুর ভিতর ক্ষত, চক্ষুর তারার উপর আঠার মত পিঁচুটি জমা, চক্ষু হইতে যে স্রাব নির্গত হয় তাহা যেখানে লাগে সেই স্থানে হাজিয়া যায়, চক্ষুতে প্রদীপ কিম্বা সূর্য্যের আলোক একেবারে সহ্য হয় না (Bleferitis), কারণ তাহাতে যন্ত্রণা অত্যন্ত বৃদ্ধি হয়, চক্ষুর স্রাবে গণ্ডদেশ হাজিয়া যায়, পূঁযের মত স্রাব—স্বচ্ছত্বকে (Cornea) লাগিয়া থাকে, তজ্জন্য রোগী ভাল করিয়া দেখিতে

পায় না ইত্যাদি লক্ষণগুলি ইউফ্রেসিয়ার বিশেষরূপে নির্দ্দিষ্ট। আঘাতাদি লাগিবার পর চক্ষু উঠিলে আর্টিমিসিয়াই প্রকৃত ঔষধ ; তবে যতক্ষণ আঘাতের দাগ কিম্বা আঘাতের যন্ত্রণা থাকিবে ততক্ষণ—আর্ণিকা উপকারী ; কিন্তু উপরোক্ত ইউফ্রেসিয়ার বিশেষ লক্ষণগুলি প্রকাশ পাইলে—ইউফ্রেসিয়াই প্রশস্ত। চক্ষুর পাতায় ফুস্কুড়ি হইলে—ইউফ্রেসিয়ার আবশ্যক হয়। হিপার-সলফারে—চক্ষুর চারিধারে ক্ষত ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফুস্কুড়ি থাকে, চক্ষুতে ঠাণ্ডাজল সহ্য হয় না। মার্কুরিয়স-সল—চক্ষু উঠার একটী মহৌষধ এবং প্রায় ইউফ্রেসিয়ার সদৃশ ঔষধ, তবে মার্কুরিয়স-সলের স্রাব পাতলা ও ইউফ্রেসিয়ার স্রাব ঘন। আর্সেনিক, রসটক্স নামক ঔষধেও চক্ষুতে জলপড়া আছে ; রসটক্সের—চক্ষুস্রাব যেখানে লাগে হাজিয়া যায় ও পূঁযের মত একপ্রকার ঘন স্রাব নির্গত হয়, ডান-চক্ষুর উপরই রসটক্সের ক্রিয়া কিছু অধিক ইউফ্রেসিয়া উভয় চক্ষুর পীড়াতেই উপকারী। আর্সেনিকের স্রাব—হাজাকারক এবং স্বচ্ছ ত্বকে ফোস্কা পড়ে, উহাতে চক্ষুর জ্বালা অত্যন্ত অধিক এবং আর্সেনিকের বিশেষ লক্ষণ—রাত্রি দুই প্রহরের পর রোগ লক্ষণের বৃদ্ধি এই পীড়াতেও তাহা থাকা চাই (এলিয়ম-সিপ অধ্যায় ৬৫ পৃষ্ঠা দেখুন) ইউফ্রেসিয়া আভ্যন্তরিক সেবনকালীন ইহার লোসন করিয়া (পরিশ্রুত জল ১ আউন্স, মাদার-টিংচার—১০ ফোঁটা) চক্ষুতে বাহ্যিক প্রয়োগ করিলে আরও শীঘ্র প্রদাহ ও যন্ত্রণার উপশম হয়। নিম্নের "দ্রষ্টব্যের" স্থানটি পাঠ করুন।

উপরোক্ত ঔষধগুলি ভিন্ন যদি কাহারও অতিরিক্ত গরমে হঠাৎ চক্ষুর প্রদাহ হয়—ব্রোমিয়ম; বর্ষায় ঠাণ্ডায় প্রদাহ হইলে—রস-টক্স; গরমের পর ঠাণ্ডা লাগিয়া পীড়া হইলে—ডল্‌কামারা ফলপ্রদ।

বৃদ্ধি—সন্ধ্যায়, শয়নকালে, গৃহমধ্যে, উত্তাপে, শৈত্যে, নিদ্রান্তে।
উপশম—শয্যা হইতে উঠিলে।
পরবর্ত্তী ঔষধ—ক্যালকে, মার্ক, নক্স, পল্‌স, রস, সলফ।
সম্বন্ধ—চক্ষুরোগে ইহা পল্‌সের সদৃশ এবং সিপার ঠিক বিপরীত।
ক্রিয়ানাশক—কষ্টিকাম, ক্যাম্ফর, পল্‌স।
ক্রিয়া স্থিতিকাল—৭ দিন। ক্রম—৩—৩০ শক্তি। ফরমূলা—২।

দ্রষ্টব্য ঃ—চক্ষু উঠিলে চক্ষুতে ভীষণ যন্ত্রণা হয়, কর্‌কর্ করে, জ্বালা করে, পলক ফেলিলে বোধ হয় যেন ভিতরে ভাঙ্গা-কাচ ফুটিয়া আছে, অনবরত জল পড়ে, পিচুটি জমে, রোগী আলোকের দিকে তাকাইতে পারে না, ঘুমাইতে পারে না, চক্ষুর সাদা অংশ লালবর্ণ হয়।

কাঁচপোকা রঙের উৎকৃষ্ট ম্যাজেন্টা রঙ—আন্দাজ ৮/১০ গ্রেণ, ১ আউন্স ডিসটিলড ওয়াটারের অথবা গোলাপ-জলে মিশাইয়া সেই লোসন ৩/৪ ফোঁটা মাত্রায়, দিন রাত্রির মধ্যে ৬/৭ বার চক্ষুতে বাহ্যিক প্রয়োগ করিলে ১/২ দিনের মধ্যেই প্রদাহ ও লালবর্ণ কমিয়া চক্ষু প্রায় স্বাভাবিক অবস্থা প্রাপ্ত হয়। আঘাত কিম্বা অন্য কোনও কারণে প্রদাহ বা পীড়া হইলে এবং পীড়া বহুদিনের পুরাতন হইলেও উহাতে উপকার হইবে। ম্যাজেন্টা লোসন প্রথমবার প্রয়োগের ৮/১০ মিনিট পরেই প্রবল যন্ত্রণা কমিয়া চক্ষু শীতল হয়, রোগী রাত্রিতে নির্ব্বিঘ্নে নিদ্রা

যাইতে পারে। চক্ষুর প্রদাহ ও যন্ত্রণা এত অল্প সময়ের মধ্যে দূর করিবার নিমিত্ত ইহার সমকক্ষ অদ্যাবধি কোনও সুলভ দ্রব্য বা ঔষধ আবিষ্কৃত হইয়াছে বলিয়া আমার ধারণা হয় না। ম্যাজেন্টার কোনও প্রকার বিষাক্ত দোষ নাই এবং উহাতে চক্ষুর কোনও অনিষ্ট হইবার আশঙ্কা নাই। উক্ত ১ আঃ লোসনে ৮/১০ গ্রেণ এসিড-বোরিক মিশাইলে সম্ভবতঃ আরও অধিক উপকার হয়। পূর্ব্বে এই ম্যাজেন্টা রঙ প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যাইত, ইহার দ্বারা অনেকেই সাল রঙ করিবার জন্য কাপড় ছোপাইত ; কিন্তু দুঃখের বিষয় যুদ্ধের পর হইতে আর ভাল ম্যাজেন্টা পাওয়া যাইতেছে না। চক্ষু উঠিলে গরম চায়ের বাষ্প চোখে দিয়া, বোরিক কম্প্রেস করিয়া, বোরিক তুলা ভিজাইয়া চোখ সর্ব্বদা ঢাকিয়া রাখা উচিত।

ফেলটারি (Fel Tauri.)

(ষাঁড়ের টাটকা পিত্ত হইতে ট্রাইটুরেসন প্রস্তুত হয়)— হজমশক্তির গোলযোগ, উদরাময় ও ঘাড়ে বেদনা এই তিনটি পীড়ায় ইহার দ্বারা উপকার হয়। পাকস্থলীতে ও নিম্নোদরে (in epigastric region) খুব জোরে গড় গড় করিয়া শব্দ, অন্ত্রের প্রবল ক্রিমি সদৃশ ক্রিয়া (violent peristaltic movements)— তজ্জন্য উদরাময়, ঢেকুর উঠা এক আহারের পরেই নিদ্রাবেশ এই ঔষধের প্রধান লক্ষণ।

ক্রম–বিচূর্ণ নিম্নশক্তি। ফরমূলা—৯

ফেরম আয়োড (Ferrum Iod.)

(আয়োডাইড-অফ-আয়রণ—ট্রাইটুরেসন আকারে ইহা প্রস্তুত হয়)—সামান্য পরিমাণে আহারেও পেট পূর্ণ হইয়া উঠে, যেন কত অধিক আহার করা হইয়াছে, আহারীর বস্তু উর্দ্ধদিকে গলায় ঠেলিয়া উঠে, তাহাতে বোধ হয় যেন কিছুই পাকস্থলীর মধ্যে প্রবেশ করে নাই, সম্মুখে ঝুঁকিতে কষ্ট, প্রস্রাবে সাদা ঘন তলানি, জরায়ুর পশ্চাৎ-বক্রতা (retroversion). সিদ্ধ-মণ্ডের মত একপ্রকার শ্বেত-প্রদরস্রাব, মলত্যাগের সময় দড়ি কিম্বা তারের মত একপ্রকার লম্বা সাদা স্রাব যোনি দিয়া নির্গমন ; যোনির উপরিভাগে চুলকানি, টাটানি-বেদনা ও ফোলা প্রোলাপ্সস, সর্ব্বদাই বোধ হয় যেন তলপেট হইতে কোনও পদার্থ যোনিদ্বার দিয়া বাহির হইয়া আসিতেছে, মাসিক রজঃস্রাব বন্ধ প্রভৃতি কয়েকটি লক্ষণে—ইহা ব্যবহারে উপকার হয়।

কলোফাইলম, ফেরম-মেট, হেলোনিয়াস, সিপিয়া, সলফার প্রভৃতি কয়েকটি ইহার সদৃশ ঔষধ। যক্ষ্মারোগে যখন ফুসফুসে পূঁয হইয়াছে তখন এবং স্ক্রফুলা ত্বকে ইহা ব্যবহৃত হয়।

প্লীহা ও যকৃত—সিঙ্কোনা ও ফেরম-মেটালিকম অধ্যায়ে সবিরাম-জ্বর—৩২১ পৃষ্ঠা দেখুন।

ক্রম—৩ x—বিচূর্ণ—৩০। ফরমূলা—৭।

ইনোথেরা বায়োনিস (Enothera)

(তাজা গাছ থেকে ইহার টিংচার প্রস্তুত হয়) —এই ঔষধটি আমি সাধারণতঃ কেবলমাত্র পেটের অসুখেই বিশেষতঃ পুরাতন উদরাময়, গ্রহিণী, সূতিকা ইত্যাদিতে অধিক ব্যবহার করি এবং তাহাতে উপকারও প্রাপ্ত হই। বহুদিন ধরিয়া উদরাময়াদিতে ভুগিয়া শিশুদের মস্তিকে জল জমিবার উপক্রম (হাইড্রোকেফালস) হইলে এবং শিশু ক্রমশঃ আচ্ছন্ন হইয়া পড়িবার মত হইলে ইহাতে বিশেষ উপকার হইবে। শিশু-কলেরায় কোন ঔষধে উপকার না হইলে ইহা শেষে ব্যবহার করিবেন। গ্রীষ্মকালীন উদরাময়েরও ইহা উৎকৃষ্ট ঔষধ। প্রসবের পর প্রসূতির উদরাময়, রক্তহীনতা, দুর্ব্বলতা, শীর্ণতা কোনও ঔষধে আরোগ্য না হইলে ইহা ধৈর্য্যের সহিত ব্যবস্থা করিবেন। ইহাতে পেটে বিশেষতঃ নাভীর নিচে একপ্রকার মোচড়ানি-ব্যথা থাকে।

ক্রম—θ—১ × শক্তি। ফরমূলা—৩।

ওলিয়েণ্ডার (Oleander)

(করবী গাছের পাতা হইতে টিংচার প্রস্তুত হয়)—ইহা একটি অবসাদক ঔষধ। ইহা সেবনে—আহারের অব্যবহিত পরেই পেট খালি বিবেচনা করা, স্তন্যদাত্রী প্রসূতির ভীষণ দুর্ব্বলতা, দুর্ব্বলতা নিমিত্ত চলিতে অশক্ত, বেদনাশূন্য কোনও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের পক্ষাঘাত এবং এক জাতীয়ের চর্ম্মপীড়া আরোগ্য হয়। উদরাময়ে—মলের সঙ্গে গোটা-অজীর্ণ খাদ্য নির্গত হইলে—ওলিয়েণ্ডার তাহার মহৌষধ এবং এলো, আর্স, চায়না, ফেরম প্রভৃতি অনেকটা সদৃশ ঔষধ।

উদরাময়—মল জলের মত পাতলা—তাহার সহিত গোটা অজীর্ণ খাদ্য, ইহার প্রধান লক্ষণ—রোগী বহুদিন পূর্ব্বে যাহা আহার করিয়াছে তাহাও হজম না হইয়া বাহ্যের সহিত গোটা নির্গত হয় এবং বায়ু নিঃসরণসহ মল অসাড়ে বাহির হয়। রোগীর যতবার বায়ু নিঃসরণ হয় প্রায় ততবারই স্বল্পাধিক বাহ্যে হয়। এই শেষোক্ত লক্ষণটী—এলোতেও আছে, তবে ইহার মধ্যে প্রভেদ এই যে, যদি উক্ত প্রকার পীড়া শিশুদের হয় এবং তাহাদের কৌপিন সর্ব্বদাই মলাক্ত থাকে, তাহা হইলে—ওলিয়েণ্ডারই তাহার প্রধান ঔষধ (চায়না ও এসিড-ফস ২৪৭ পৃঃ দেখুন)।

চর্ম্মপীড়া—মাথার ও কাণের পশ্চাতে এক প্রকার উদ্ভেদ নির্গত হয় তাহা হইলে অনবরত রস ঝরে, অত্যন্ত চুলকায় এবং রক্ত পড়ে, পোকা জন্মায়। অন্ডকোষে, উরুতে এবং ঘাড়ে হাজা ঘা (অন্যান্য ঔষধের নিমিত্ত গ্র্যাফাইটীস-৩৩৮ পৃষ্ঠা দেখুন), ইহার চর্ম্মে অত্যন্ত স্পর্শকাতরতা-বেদনা থাকে, একটুমাত্র ঘর্ষণেই তীব্র বেদনাবোধ করে।

ক্রিয়ানাশক—ক্যাম্ফর, সলফ।

ক্রম—৩—২০০ শক্তি। ফরমূলা—২।

ওলিয়ম জেকরিস (Oleum Jecoris)

কড্ নামক মৎস্যের লিভার হইতে প্রস্তুত হয়, ইহাতে আয়োডিন আছে, One litre of Oleum Jecoris contains 0. 4. gram iodin. এইজন্য যে সমস্ত পীড়া আয়োডিনে আরোগ্য হয়, যেমন—গ্ল্যাণ্ড, সর্দ্দি, কাশি, শরীর পোষণ ক্রিয়ার অভাব, লিভার, অন্ত্র, পরিপাকযন্ত্রের বিকৃতি, রক্তের লাল কণিকার হ্রাস, ইহাতেও ঠিক সেই পীড়া সমূহ আরোগ্য হইয়া থাকে ; তদ্ভিন্ন—যে সমস্ত পীড়া আয়োডিনে আরোগ্য না হয়, তাহাও ইহাতে আরোগ্য হয়; কারণ তৈলেরও পৃথক ভেষজগুণ আছে। স্ক্রফুলা, শীর্ণতা, শিশুদের মাংসক্ষয়, দুর্ব্বলতাসহ মাথা ও হাত-পা গরম হওয়া, রাত্রিতে জ্বরভাব, অস্থিরতা, লিভারে বেদনা, শিশু দুগ্ধপান না করা, শরীরের রঙ্ হলদে হওয়া, হাতের তালুতে জ্বালা, কাশি, বক্ষঃস্থলের কতিপয় পীড়া, অস্থির পীড়া, পুরাতন উদরাময়, হাঁটু ও কনুই কামড়ানি, টেণ্ডন ও পেশী শক্ত হওয়া প্রভৃতিতে ইহার দ্বারা বিশেষ উপকার হয়।

গ্ল্যাণ্ডের পীড়া—স্ক্রফুলা-ধাতুতে দেখা যায় প্রায়ই ঘাড়, গলা-গাল কুঁচকি প্রভৃতিতে গ্ল্যাণ্ড হয়, ইহাতে—ওলিয়ম-জেকরিস উপকারী।

অস্থির ক্ষত ও স্ফীতি—বৃহৎ অস্থির ক্ষতে এবং গাঁটের চারিপাশে স্ফোটক ও শোষ-ঘা হইলে শীঘ্র উপকার হয়। হাড়ের স্ফীতি, হাড় কোমল, হাড়ের নিকট স্ফোটক, হেকটিক-জ্বর প্রভৃতিতেও ইহা উপকারি ইহার দ্বারা স্বাস্থ্যেরও উন্নতি হয়, তবে নেক্রোসিস ও ভার্টিব্রাল-কেরিজে ইহা কোনও উপকার করিতে পারে না।

সর্দ্দি-কাশি—যে সকল ব্যক্তির সামান্য ঠাণ্ডা লাগিলেই সর্দ্দি হয়, প্রায়ই নূতন সর্দ্দি হয়, নাকে অনবরত সর্দ্দি ঝরে, সর্দ্দি যেন কিছুতেই ছাড়ে না, তাহারা ইহার ১ × শক্তি কিছু অধিক দিন ব্যবহার করিলে ধাতু পরিবর্ত্তিত হইয়া পীড়া সম্পূর্ণ আরোগ্য হইবে।

উদরাময়—ইহা নূতন অপেক্ষা পুরাতন উদরাময়ে অধিক উপকারী। এখানে—১ × হইতে ৬ষ্ঠ শক্তি প্রযোজ্য।

বক্ষ্যস্থলের পীড়া—গলাধরা, রাত্রিতে অত্যন্ত শুষ্ক আক্ষেপিক কাশি, বুকে খোঁচফোটান-বেদনা; বুক ধড়্ফড়্ করা প্রভৃতিতে ব্যবহার্য্য।

জ্বর—হেক্‌টিক-জ্বর, নিশাঘর্ম্ম, থাইসিস, রোগী সন্ধ্যার দিকে অনবরত শীত-শীতবোধ করে।

দাদ (Ringworm)—দাদে ইহা বাহ্যিক প্রয়োগ করিবেন। যে সকল শিশু অত্যন্ত রোগা, বাড়ে না, বামন, তাহাদিগের শরীরে আদত কড্-লিভার প্রত্যহ ২ ঘন্টা করিয়া মর্দ্দন করিলে স্বাস্থ্যের শীঘ্রই উন্নতি হইবে (ম্যারাসমাসে খাঁটি সরিষার তৈল কিম্বা কড্‌লিভার উক্ত প্রকারে প্রত্যহ মর্দ্দন করিবেন ও শিশুকে আধঘন্টা করিয়া মৃদু রোদে রাখিবেন)।

ক্রম—১ ×—৩য় শক্তি। ফরমূলা—৮।

ফেরম মেটালিকাম (Ferrum Metalicum.)

(বিশুদ্ধ লৌহ হইতে ট্রাইটুরেসন আকারে প্রস্তুত) দুর্ব্বল ও রক্তহীন ধাতুবিশিষ্ট ব্যক্তি এবং অল্পবয়স্ক দুর্ব্বল বালকদিগের উপর ইহার ক্রিয়া শীঘ্র প্রকাশিত হয়, রক্ত ও রক্তোৎপাদক যন্ত্রের উপর ইহার প্রধান ক্রিয়া।

চরিত্রগত লক্ষণ ঃ—

১। সামান্যমাত্র গোলমাল বা শব্দ ও অসহ্য, অস্থির ও উত্তেজিত হয় ; ২। অত্যন্ত দুর্ব্বল ও রক্তহীন—তথাচ মুখের রঙ্ ঘোর লালবর্ণ ; ৩। রক্তহীনতার জন্য ঠোঁট, জিহবা, মুখের রঙ সাদা বা ফেকাসে দেখায়, কিন্তু সামান্যমাত্র বেদনা বা মানসিক উদ্বেগ ঘটিলেই টক্‌টকে লালবর্ণ হয়; ৪। শরীরের সাধারণ লালবর্ণ অংশগুলি যেমন—ঠোঁট, জিহবা, মুখের ভিতরাংশ সমস্তই সাদা দেখায়; ৫। ঋতুস্রাব খুব শীঘ্র শীঘ্র হয়, স্রাব পরিমাণে অত্যন্ত অধিক ও অনেক দিন পর্য্যন্ত থাকে ; সেই সময় মুখ লালবর্ণ হয়, কাণের মধ্যে একপ্রকার ভোঁ ভোঁ শব্দ করে, রজঃস্রাব ২/৩ দিন বন্ধ থাকিয়া পুনরায় দেখা দেয়, রোগী দুর্ব্বল হইয়া পড়ে, রক্তের রঙ্ সাদাটে, ফেকাসে জলের মত ; ৬। গা-বমি-বমি না থাকিয়াও ঢেকুরে একমুখ করিয়া খাদ্য উঠে; ৭। সমস্ত খাদ্যেই অরুচি—তৎসহ অত্যধিক ক্ষুধা বা ক্ষুধালোপ; ৮। রাত্রি দ্বিপ্রহরের পর আহারকালে বমি, আহার করিতে করিতে উঠিয়া পড়ে ও সমস্ত ভুক্তদ্রব্য বমি করে, বমির পর আবার আহার করিতে বসে, ৯। অন্ত্রের নিষ্ক্রিয়তা নিবন্ধন কোষ্ঠবদ্ধ, মল কঠিন শক্ত, কোমরে বেদনা, শিশুদের গোগ্‌গুল বাহির হইয়া পড়ে, রাত্রিতে মলদ্বার চুলকায়, ১০। উদরাময়—যাহা আহার করে সমস্ত অজীর্ণ অবস্থায় গোটা বাহির হয়, প্রাতে ও আহারের পর উদরাময় বৃদ্ধি, পেট বেদনাশূন্য, উত্তম ক্ষুধা ; ১১। কুইনাইন অপব্যবহার হেতু, শরীরস্থ তেজস্কর পদার্থের ক্ষয়হেতু কিম্বা সবিরাম-জ্বর বন্ধ হইবার পর—শোথ, ফুলিয়াপড়া; ১২। প্রতি ২/৩ সপ্তাহ অন্তর ২/৩/৪ দিন স্থায়ী শিরঃপীড়া ইত্যাদি।

রক্তহীনতা—রক্তহীনতায় মুখের রঙ্ যেন ফেকাসে, পাঁশুটে, কিম্বা একটুমাত্র মানসিক উত্তেজনাতেই বা কোনরূপ বেদনা হইলেই মুখ লালবর্ণ হইয়া উঠে, মস্তিষ্কে রক্তাধিক্যবশতঃ মস্তকের শিরাগুলি ফুলিয়া মোটা হয়, মস্তকে মুগুরমারার মত কিম্বা দপ্‌দপানি ব্যথা হইতে থাকে (এইরূপ ব্যথা—বেলেডোনা, ন্যাট্রম-মিউর, গ্লোনয়িন বা চায়নাতেও নির্দ্দিষ্ট)। ফেরমের মাথাব্যথা—প্রথমে কোন একদিকের কপালে ও মাথার কোনও একদিকে আরম্ভ হয়, পরে সমস্ত মাথায় ছড়াইয়া পড়ে। বেদনা—হঠাৎ নড়িলে-চড়িলে, কেহ একটু শব্দ করিলে কিম্বা টিপিয়া দিবার নিমিত্ত স্পর্শ করিলে বাড়ে। মুখের ভিতরের রঙ্—ফেকাসে, উপরিভাগের মত তত লাল নহে। ফেরমের রোগীর শরীর—বাহিরে দেখিতে বেশ গোলগাল, কিন্তু ভিতরে রক্তহীন, সামান্য পরিশ্রমেই ক্লান্তি বোধ করে। স্ত্রীলোক হইলে ঋতু অত্যন্ত শীঘ্র শীঘ্র প্রকাশ পায়, ঋতুস্রাব পরিমাণে অধিক ও উহা অনেকদিন স্থায়ী হয়, এই রক্ত নিঃসরণহেতু রোগিণীর কাণ ভোঁ ভোঁ করে, রক্তস্রাবের রঙ্ মাংসধোয়া জলের মত ফিকে লাল, হাত-পা-মুখ ফোলা, ফোলা,

এই লক্ষণগুলি রক্তহীনতার লক্ষণ ও ফেরম-মেট ইহার একটী উৎকৃষ্ট ঔষধ। অত্যন্ত কৃশতা ও দুর্ব্বলতার সহিত অস্থিরতা—ইহার একটী বিশেষ লক্ষণ। রোগী কিছুতেই স্থির থাকিতে পারে না, ধীরে ধীরে চলিয়া-বেড়ায়, পায়চারি করে, তাহাতে সুস্থবোধ করে।

রক্তস্রাব—ফুসফুস, নাসিকা, মূত্রনলী, জরায়ু ইত্যাদি যে কোনও স্থান হইতে হউক, কন্‌জেস্‌সন অর্থাৎ রক্তাধিক্য হইয়া শরীরের সকল দ্বার হইতে রক্তস্রাব হইতে পারে। যদি রক্ত খুব তরল, টক্‌টকে লালবর্ণ এবং তাহার মধ্যে কালরঙের জমা-জমা রক্তমিশ্রিত চাপ্ থাকে ও রোগী অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়ে, মুখমণ্ডল ফেকাসে হয় (ফেরমে—রক্তস্রাবের সময় মুখ রক্তবর্ণ দেখায়); নিশ্বাস ঘন ঘন ও জোরে পড়ে (ইপিকাক), নাড়ী দ্রুত চলে, তাহা—হইলে—ফেরমে উপকার হইবে।

রক্তবমন **(Haematenesis)**—এই পীড়ায় উপরোক্ত প্রকারের রক্ত উঠার সহিত শুষ্ক কাশি এবং বুকে টাটানি-ব্যথা থাকিলে—ফেরম-মেট উপকারী (জিরেনিয়ম ঔষধ ১২ পৃষ্ঠা দেখুন)।

যক্ষ্মা (Phthisis florida)—যৌবনের প্রারম্ভে এই পীড়া হইলে এবং তৎসঙ্গে নাক-মুখ দিয়া উপরোক্ত প্রকারের রক্তস্রাব, তাহার সঙ্গে কষ্টকর কাশি, সহজে গয়ার উঠে না, গরম কিছু পান করিলেই কাশির অত্যন্ত বৃদ্ধি, বুকে টাটানি ব্যথা, মাথার পশ্চাতে ব্যথা, এই লক্ষণগুলি থাকিলে—ফেরম উপযোগী।

বুক ধড়ফড়ানি (Palpitation)—রোগী অত্যন্ত রক্তহীন এবং দুর্ব্বল হইয়া পড়িলে প্রায়ই প্যাল্‌পিটেসন হয়, অর্থাৎ বুক ধড়ফড় করে। ফেরমে—নড়িলে চড়িলে প্যাল্‌পিটেসন বাড়ে। ইহার রোগীর নাড়ী খুব মোটা (full) : কিন্তু কোমল থাকে।

উদরাময় —যাহা আহার করে, বাহ্যের সহিত খাদ্য অজীর্ণ অবস্থায় গোটা নির্গত হয় (এই লক্ষণ—চায়না ও ওলিয়েণ্ডারে আছে), পান বা আহার করিতে আরম্ভ করিলেই সঙ্গে সঙ্গে বা অনতিপরেই বাহ্যের বেগ বা বাহ্যে হইলে—ফেরমই অধিক নির্দ্দিষ্ট। চায়নাতে—আহারের পর এবং আর্জ্জেন্টি-নাইট্রিকমে—আহারের সময়েই বাহ্যে পাওয়ার লক্ষণ আছে, আর্জ্জেন্টে অজীর্ণ খাদ্য নির্গমন নাই। চায়নায়—পেটে বায়ু জন্মায়, চায়না ও ফেরম—উভয়েরই উদরাময়ে পেটে তত বেদনা থাকে না (painless) দেখা যায় অনেক সময় চায়নার পর—ফেরম ও ফেরমের পর—চায়না ব্যবহারে বিশেষ উপকার হয়। ফেরমে—উদরাময়ের সঙ্গে রোগীর অস্বাভাবিক ক্ষুধা থাকে, খায় ; কিন্তু সমস্ত খাদ্য তিক্তবোধ হয়।

পুরাতন উদরাময়ে—পেটে কোনও প্রকার বেদনা থাকে না, জলের মত তরল মল খুব বেগে নির্গত হয়, ভেদ রাত্রিতেই অধিক হয়, তাহার সঙ্গে হাত, পা, প্রত্যঙ্গাদি ঠাণ্ডা ও অত্যন্ত দুর্ব্বলতা থাকে। যক্ষ্মা-রোগীদের উদরাময়ে যখন রোগী যাহা খায় তাহাই প্রায় অজীর্ণ অবস্থায় নির্গত হয়, আহার করা বৃথা হয়, তখন ফেরম উপকারী। শিশুদের দাঁত উঠিবার সময় উদরাময়ে পেটে কোন প্রকার বেদনা না থাকিলে এবং বমি অথবা বাহ্যে দুধ খাইবার অনতি পরেই হইলে (immediately after nursing)—ফেরম উপকারী।

বমন—রোগী আহার করিতে করিতে উঠিয়া পড়ে এবং যাহা কিছু আহার করিয়াছে সমস্তই বমি করিয়া ফেলে ও আবার আহার করিতে বসে। আহার করিবামাত্রই বমি (গা বমি-বমি না থাকিয়া ইহাতে উদগারের সহিত একমুখ করিয়া ভুক্তদ্রব্য উঠিয়া আসে), ক্ষুধা কখনও অধিক, কখনও একেবারে থাকে না, বমি কখনও অম্লাস্বাদ হয়। রাত্রি ১২টার পর অপরিচিত ভুক্তদ্রব্যাদি বমন ইত্যাদি লক্ষণও—ফেরমে নির্দ্দিষ্ট। আহার বা পানমাত্র পেট ভারী হইয়া উঠে, উত্তপ্ত দ্রব্য পানাহার করিতে পারে না।

বিছানায় প্রস্রাব—বালক বালিকা প্রায় প্রতি রাত্রিতেই বিছানায় প্রস্রাব করে। রাত্রিতে ভিন্ন যদি কখনও দিনের বেলাতেও চলিতে ফিরিতে কাপড়ে প্রস্রাব করে, তাহা হইলেও—ফেরম উপকারী।

ক্ষুধা—কখনও রাক্ষুসে ক্ষুধা, কখনও একেবারে ক্ষুধালোপ, কখনও খাদ্যে রুচি থাকে না। ইহার রোগী মাংস আদৌ সহ্য করিতে পারে না, খাইলেই বমি হয়। চা-পান করিলে অসুখ করে।

ঋতুস্রাব—ঋতু যথাসময়ের অনেক পূর্ব্বে, এমন কি ১৯/২০ দিন পূর্ব্বে আবির্ভূত হয় এবং স্রাব খুব প্রচুর পরিমাণে নিঃসৃত হইয়া থাকে, রোগিনী তাহাতে অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়ে, কান ভোঁ ভোঁ করে, ঋতুস্রাব কালীন মুখের রঙ লাল দেখায়, ঋতুস্রাব হইতে হঠাৎ ২/৩ দিন বন্ধ থাকিয়া আবার প্রকাশিত হয় ইত্যাদি লক্ষণে—ফেরম উপকারী।

শিরঃপীড়া—৩১৯ পৃষ্ঠায় রক্তহীনতার মধ্যে দেখুন।

বেদনা—কোমরের বাত (Lumbago) প্রভৃতি কতিপয় প্রকারের বেদনা রাত্রিকালে অত্যন্ত বৃদ্ধি, শুইয়া থাকিলে আরও বৃদ্ধি এবং ধীরে ধীরে চলিয়া বেড়াইলে বেদনার কিছু উপশম হয়, এই লক্ষণের উপর নির্ভর করিয়া সেই বেদনা ও তাহার সহিত অন্য কোন পীড়া থাকিলেও—ফেরমে আরোগ্য হইবে। ফেরমে অত্যন্ত স্পর্শাসহিষ্ণু বেদনা থাকে, আক্রান্তস্থান ছুঁইতে দেয় না। ঘাড়ে ও পিঠে ফিক্-বেদনা ধরে। প্রদাহে—এক সন্ধির পর অন্য সন্ধি আক্রান্ত, কাশিলে মাথার পশ্চাতে ব্যথা বোধ হয়।

বাত—বাম কাঁধের পেশীর এবং বাম কাঁধের সন্ধির (L. shoulder joints) অসাড়তাজনক বাতের বেদনা—কনুই কিম্বা বাম কাঁধের পেশী পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইলে ও তজ্জন্য রোগী হাত অথবা হাতের আঙুল নাড়িতে না পারিলে ফেরমে উপকার হইবে।

সবিরাম জ্বর—অধিক কুইনাইন সেবন করিয়া রোগ ক্রমশঃ অধিক জটিল হইয়া পড়িলে অনেক সময়—ফেরমের প্রয়োজন হয়। শীতাবস্থায়—মুখ থম্‌থমে ও রক্তবর্ণ, উত্তাপাবস্থায়—কপালের শিরাসমূহ স্ফীত ও মাথায় হাতুড়ি মারার মত দপ্‌দপানি বেদনা, প্লীহার বিবৃদ্ধি, হাত-পা, মুখ ফোলা ফোলা ইত্যাদি লক্ষণগুলি কোনও সবিরাম-জ্বরে থাকিলে—ফেরম উপযোগী।

অনেকদিন পর্য্যন্ত চিকিৎসা করিয়া, অনেক ঔষধ ব্যবহার করিয়া, সবিরাম জ্বর কিছুতেই বন্ধ না হইলে ও তৎসঙ্গে—প্লীহা, লিভার দুইটাই বর্দ্ধিত থাকিলে—

ফেরম-আর্স উপকারী, ইহাতে কোষ্ঠকাঠিন্য থাকে না এবং শীত উত্তাপ, ঘর্ম্ম, কোন অবস্থাতেই পিপাসা থাকে না, প্লীহা বিবর্দ্ধন সহযোগে জ্বর না থাকিলে—ফেরম-আয়োড উপকারী।

দ্রষ্টব্য ঃ—উল্লিখিত ফেরম-আয়োড ও ফেরম-মেটালিকাম এই দুইটি ঔষধ ব্যতীত ফেরমের আরও কতকগুলি শ্রেণী আছে; কিন্তু চিকিৎসা-ক্ষেত্রে তাহাদের অতি অল্পই প্রয়োজন হওয়ায় কেবরমাত্র যে যে দুই একটি পীড়ায় ও লক্ষণে সাময়িক ব্যবহৃত হয়, নিম্নে তাহা সংক্ষেপে বর্ণিত হইতেছে। ফেরম-ফস—নামক ঔষধটাকে ডাঃ সুস্লার বায়োকেমিকের অন্তর্ভুক্ত করায় উহার অধ্যায় পৃথকভাবে লিখিত হইয়াছে ঃ—

ফেরম-আর্সেনিকাম (Ferrum Arsenicum)—প্লীহা, যকৃৎ ও সবিরাম-জ্বরে ইহা ব্যবহৃত হয় ; সিঙ্কোনা ও এই ফেরম-মেটালিকাম অধ্যায়ে লিখিত সবিরাম-জ্বরের শেষ পরিচ্ছেদ হইতে পাঠ করিবেন।

ফেরম-এসিটিকাম (Ferrum Aceticum)—দুর্ব্বল, রোগা বালক বালিকা, যাহারা শীঘ্র শীঘ্র বাড়ে, স্বল্প পরিশ্রমেই ক্লান্ত হয় তাহাদের পীড়ায় অধিক উপযোগী। ইহার লক্ষণ প্রায় সমস্ত ফেরম-মেটালিকামের সদৃশ। নাক দিয়া রক্তপড়া, আহারের অব্যবহিত পরে আহারীয় বস্তুসমূহ বমন, পায়ের শিরাস্ফীতি, সবুজ রঙের পূঁযের মত গয়ার উঠা, অনবরত কাশি, এই প্রকারের কয়েকটী পীড়ায় ইহা উপকারী।

ফেরম-ব্রোমেটাম (Ferrum Bromatum)—জরায়ু বাহির হইয়া পড়ে, প্রসবের পর প্রোলাপ্‌সস, চট্‌চটে শ্বেত-প্রদরস্রাব, স্রাবে হাজিয়া যায়। প্রস্রাব ত্যাগকালে জ্বালা, কোঁথানিসহ আমরক্ত, স্পর্মাটোরিয়া।

ফেরম-সিয়ানেটাম (Ferrum Cyanatum)—বুকজ্বালা, পাকস্থলীতে বেদনা ও জ্বালা তৎসহ গা বমি বমি, পেটফাঁপা, কোষ্ঠবদ্ধ প্রভৃতি ; পর্য্যায়ক্রমে কোষ্ঠবদ্ধ ও উদরাময়। মৃগীরোগ (Epilepsy)।

ফেরম-মিউরিয়েটিকাম (Ferrum Muriaticum)—রক্তোৎকাশ পীড়ায়—কালোরঙের চাপ্‌চাপ্ রক্ত নির্গমন, যৌবনে স্ত্রীলোকের অত্যধিক প্রস্রাব। মাসিক রজঃস্রাব সম্পূর্ণ বন্ধ, রক্তহীনতা (এনিমিয়া) এই পীড়ায়—২ × শক্তি, ১ ফোঁটা মাত্রায় আহারের পর সেব্য। এতদ্ভিন্ন ইহা রক্তস্রাব, আক্ষেপিক কাশি, ব্রঙ্কাইটীস, নাক দিয়া ঘন জমাট রক্তস্রাব প্রভৃতিতেও উপকারী। আমাশয় পীড়া—একটু পুরাতন হইয়া আসিলে ইহার দ্বারা উপকার হয় (চ্যাপারো দেখুন)।

ফেরম-সলফ (Ferrum Sulphuricum)—বাঙ্গালায় ইহাকে হিরাকস বলে, ইংরাজী অন্য নাম—Green sulphate of iron. হিরাকস ভৃঙ্গরাজ রসের সহিত শোধিত হইয়া ঔষধাদিতে ব্যবহার হয়। হোমিওপ্যাথি মতে শক্তিকৃত হইলে হইার দ্বারা—অম্লের পীড়া ও ঢেকুরের সঙ্গে জলসহ একমুখ করিয়া ভুক্ত পদার্থ উত্থিত হওয়া নিবারিত হয়।

আপনারা হয়ত দেখিয়া থাকিবেন—নীলাভ হীরাকস কিছুদিন কাগজের কিম্বা শিশির মধ্যে রাখিয়া দিলে উহার দানাগুলির কতকাংশ সাদাবর্ণ হইয়া যায়, ডাঃ কালী মহাশয় বলেন—তিনি ঐ সাদা অংশের ২/৩ সরিষা প্রমাণ চূর্ণ, দুই আউন্স জলপূর্ণ শিশিতে ফেলিয়া প্রায় আধঘন্টা কাল নাড়িয়া সম্পূর্ণ গলিয়া যাইলে কিছুক্ষণ রাখিয়া দিয়া আবার শিশিটী নাড়িতে আরম্ভ করেন, তাহাতে শিশির জল একটু হলদে বর্ণ হয়, সেই জল তিনি প্রতিদিন ২/১ ড্রাম মাত্রায় তিনবার করিয়া খাইতে দিয়া—বহুদিনের জ্বর, প্লীহা ও লিভার আক্রান্ত রোগীকে আরোগ্য করিয়াছেন।

ফেরম-টার্টারিকাম (Ferrum Tartaricum)—বুক জ্বলে, পাকস্থলীর প্রবেশদ্বারের মুখে (Cardiac orifice) গরমবোধ হয়।

ফেরম-পিক্রেটাম (Ferrum Picric)—কাণে টক্-টক্ শব্দ, কম-শোনা, কালা হওয়া, রাত্রিতে অনবরত প্রস্রাব, প্রস্রাব বন্ধ, বৃদ্ধদের প্রচেষ্টা বৃদ্ধি। পায়ে জুতার কড়ার ইহা উৎকৃষ্ট ঔষধ। গাঁটে কাল দাগ।

উক্ত সমস্ত ঔষধগুলিই দুর্ব্বলতা এবং রক্তহীনতার নিমিত্ত ২য় হইতে ৬ষ্ঠ শক্তি—স্থুল মাত্রায় এবং রক্তপ্রধান ধাতুতে ও রক্তস্রাবের নিমিত্ত ব্যবহার করিতে হইতে অতি সূক্ষ্মমাত্রায় প্রয়োগ করা উচিত (ডাঃ বোরিক)।

বৃদ্ধি—রাত্রিতে, বিশ্রামে, বিশেষতঃ চুপ করিয়া থাকিলে।

উপশম—ধীরে ধীরে পদচারণকালে ও নির্ম্মল বায়ু সেবনে।

পরবর্ত্তী ঔষধ—একোন, আর্ণি, বেল, মার্ক, ফস্, পলস্।

সম্বন্ধ—উপদংশরোগে ফেরম নিষিদ্ধ, নূতন ও পুরাতন সমস্ত রোগেই ফেরমের পর—চায়না উৎকৃষ্ট ফলদায়ক।

ক্রিয়ানাশক—আর্স, আর্ণি, বেল, হিপ, পলস, সলফ।

ক্রিয়া স্থিতিকাল—৫০ দিন। ক্রম—৬—২০০ শক্তি। ফরমুলা—৭।

ফেরম ফস (Ferrum Phosphoricum)

(ফস্ফেট-অফ-আয়রণ—ট্রাইটুরেসন ঔষধ—বাইওকেমিক চিকিৎসায়, একোনাইটের ন্যায় সকল প্রকার প্রদাহের ও জ্বরের প্রথমাবস্থাতেই ইহা ব্যবহৃত হয়। প্রাদাহিত স্থানে রসসঞ্চয় (exudation) আরম্ভ হইলে ইহাতে আর তত উপকার হয় না। রক্তহীন দুর্ব্বল, ফেকাসে ও যাহাদের হঠাৎ প্রাদাহিক পীড়া সকল উৎপন্ন হয়, তাহাদের পক্ষে ইহা উপযোগী। হ্যামামেলিসের মত রক্ত সঞ্চালনের উপরেও ইহা ক্রিয়া প্রকাশ করে।

প্রাদাহিক পীড়া—সর্ব্বপ্রকার প্রদাহের প্রথমে যেমন—বাত, গেঁটেবাত, নিমোনিয়া, ঠাণ্ডালাগা, কাশি, স্ফোটক, যকৃৎ-প্রদাহ বক্ষ ও মস্তকে রক্তাধিক্য ইত্যাদি—পীড়ার প্রথম অবস্থায় এবং কোনও স্থানে যতক্ষণ রক্ত জমিয়া থাকে, রসসঞ্চয় (exudation) আরম্ভ না হয়; ততক্ষণ ইহাতে উপকার হয়। মুখ চোখ লালবর্ণ, মস্তকে রক্তাধিক্যতা, জ্বর, নাড়ী—কোমল, দ্রুত ও পূর্ণ, চর্ম্ম উষ্ণ ও শুষ্ক, পিপাসা, ঘর্ম্ম, ঘর্ম্ম হইয়াও পীড়ার কোনও উপশম না হওয়া বেদনা,

প্রাদাহিত স্থান লালবর্ণ ইত্যাদি লক্ষণে—ফেরম্-ফস ব্যবহার্য্য (একোনাইট ৪৩ পৃষ্ঠা দেখুন)।

আমরা ফেরমের উপরোক্ত লক্ষণে—একোনাইট, বেলেডোনাকেই অধিক ফলপ্রদ বিবেচনা করি। জ্বরে যখন একোনাইটের চরিত্রগত লক্ষণ—ছটফটানি, মৃত্যুভয় ইত্যাদি কিছুই না থাকে, আবার জেলসিমিয়মের অত্যন্ত অভিভূত, দুর্ব্বল ও নিস্তেজ ভাবটীও না থাকে, তথায় এই উভয় ঔষধের মধ্যবর্ত্তী লক্ষণে ফেরম-ফস বোধ হয় অধিক ফলদায়ক। শ্বাসযন্ত্রের পীড়ায়—কতক ফেরমের ও কতক ফস্ফরাসের মিশ্র লক্ষণ থাকিলেও—ফেরম-ফস উপকারী; সেইজন্য শ্লৈষ্মিক ঝিল্লি (mucus membrane) স্রাবের সহিত রক্তের ছিট অর্থাৎ গয়ারের সঙ্গে রক্তের ছিট থাকিলে ফেরম-ফসে বিশেষ ফল পাওয়া যায়। শ্বাসযন্ত্রের প্রায় সমস্ত পীড়ায়—ইহা একোনাইট ও ব্রায়োনিয়া উভয়ের মিশ্রলক্ষণে উপকারী। ফেরম্-ফসের রক্তস্রাবে—রক্ত লালবর্ণ ও তরল, তাহাতে চাপ একেবারে থাকে না।

প্রস্রাবের পীড়া—শিশুদের জ্বর, তৎসহ প্রস্রাব নিঃসরণ বন্ধ। মূত্রথলীর (bladder) কোনও তরুণ প্রদাহ ও উত্তেজনা (irritation) বশতঃ সর্ব্বদাই প্রস্রাবত্যাগের ইচ্ছা, প্রস্রাব নিঃসরণ হইলে বেদনার উপশম হয়, রক্ত প্রস্রাব। ডাঃ সুস্লার ও অন্যান্য চিকিৎসক বলেন—মূত্রাবরোধ-পেশীর দুর্ব্বলতা বশতঃ প্রস্রাব ধারণে অক্ষমতা এবং প্রত্যহ বিছানায় প্রস্রাব করা রোগে কখনও কখনও ইহার দ্বারা উপকার পাওয়া যায়।

স্ত্রী-ব্যাধি—বাম ডিম্বকোষের স্নায়বিক বেদনা (L. Ovarian neuralgia) এবং বাধক, তৎসহ মাথাব্যথা, ক্রমাগত প্রস্রাবের বেগ, পাছার হাড়ে বেদনা প্রভৃতিতে ইহা বিশেষ উপকার সাধন করে।

জ্বর—সকল চিকিৎসকই স্বীকার করিবেন যে, অন্যান্য ঔষধের তুলনায় চিকিৎসাক্ষেত্রে জ্বরে ও একোনাইট অতি স্বল্পই প্রয়োজন হয়, তাহার কারণ—যতক্ষণ পীড়া একোনাইটের অন্তর্ভুক্ত থাকে ততক্ষণ গৃহস্থ বড় একটা চিকিৎসকের খোঁজ রাখেন না। আমরা যখন রোগী পরিদর্শন আহুত হই, তখন প্রায়ই একোনাইটের অবস্থা উত্তীর্ণ হয়। পীড়ার যত প্রথম অবস্থাতেই আমরা আহুত হই না কেন, ঠিক একোনাইটের অবস্থাটী তখন থাকে না, সে স্থলে কি প্রয়োগ করা উচিত? একোনাইটের ঠিক পরবর্ত্তী ঔষধ—ফেরম্-ফস (Ferrum Phos follows directly after Aconite), অতএব সেখানে ফেরম্-ফস প্রযোজ্য। ফেরম্-ফস প্রয়োগের লক্ষণ উপরে এবং একোনাইট অধ্যায়—৪২ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হইয়াছে।

কাটিয়া যাওয়া—শরীরের কোনও স্থান কিছুতে কাটিয়া যাইলে সেই কাটা স্থানে ফেরম্-ফস—২ × বিচূর্ণ, ছড়াইয়া বাঁধিয়া দিলে রক্তস্রাব বন্ধ হইয়া যায়, আহত স্থানে ঘা হয় না।

কাণে পূঁয—৩ × বিচূর্ণ বাহ্যিক প্রয়োগে অনেক স্থলে পূঁয বন্ধ হয়।

উদরাময়, আমাশয়—জলবৎ বাহ্যে তৎসহ বমি, এইরূপে ক্রমাগত বাহ্যে বমি হইয়া মুখ চোখ বসিয়া যায়, রোগী শিবনেত্র হইয়া পড়িয়া থাকি তৎসঙ্গে পিপাসা, জ্বরভাব চমকান ইত্যাদি লক্ষণগুলি থাকিলেও আমাশয়ে বাহ্যের সহিত রক্তের ছিট থাকিলে কিম্বা কতকটা কেবল শুধু রক্তবাহ্যে হইলে এবং আমাশয়ের শূলুনি না থাকিলে তথায় ফেরম্-ফস উপকারী।

ওলাউঠা—যখন শিশু অর্দ্ধমুদ্রিত নেত্রে আচ্ছন্নভাবে পড়িয়া থাকে ও তাহার সঙ্গে পিপাসা থাকে, তখনও ফেরম্-ফসে উপকার হয়।

বৃদ্ধি—উষ্ণপানীয়পানে, মাংসাহারে, চা-পানে, দেহসঞ্চালনে, শেষরাত্রে—৪টা হইতে ৬ টার মধ্যে।

উপশম—শৈত্যস্পর্শে, শীতল পানে, ধীরে অঙ্গ সঞ্চালনে।

সদৃশ—একোন, জেল্‌সি, কষ্টি, ক্যালি-সলফ, এন্টিম-টার্ট।

ক্রম—৬—৩০ ; ব্রায়ো—১২ × চূর্ণ হইতে ৩০ × শক্তি। ফরমূলা—৭।

ফিকাস্ রিলিজিয়োসা (Ficus Religiosa)

(অশ্বত্থ ছাল হইতে ইহা প্রস্তুত) পাকস্থলী, মুখ, ফুসফুস, নাসিকা, মলদ্বার, স্ত্রীজননেন্দ্রিয় প্রভৃতি সকল স্থানেরই রক্তস্রাবের ইহা উৎকৃষ্ট ঔষধ, ইহার রক্তের রঙ উজ্জ্বল লালবর্ণ। ধ্বজভঙ্গ—রতিক্রিয়ার ইচ্ছা প্রবল ; কিন্তু ক্ষমতার হ্রাস।

এই ঔষধটীকে কেহ কেহ —ফিকাস ভেনোসা কিম্বা ইন্‌ফেক্‌টোরিয়া (পাকুড় গাছ) বলেন, পাকুড়েরও বিশেষ রক্তধারকতা গুণ আছে (পরিশিষ্ট অংশে ৬৬৬ পৃষ্ঠায় ফিকাস-ইণ্ডিকা দেখুন)।

ফিলিক্স্ মাস (Filix Mas)

(তাজা শিকড় হইতে টিংচার প্রস্তুত হয়) এলোপ্যাথ ও হোমিওপ্যাথ উভয় মতেরই চিকিৎসক ক্রিমির নিমিত্ত বিশেষতঃ ফিতার ন্যায় ক্রিমিতেই (Tape worms) ইহা অধিক ব্যবহার করেন। ক্রিমি ভিন্ন কোষ্ঠবদ্ধ, পেটফোলা, ক্রিমিশূল-বেদনা, পেটে খামচানি বেদনা, উদরাময়, বমি, নাক চুলকানি, যন্ত্রণাবিহীন হিক্কা প্রভৃতিতেও ব্যবহৃত হয়।

ক্রিমি—সিনা অধ্যায়—২৪৪ পৃষ্ঠা দেখুন।

ক্রম—১ ×—৩য় শক্তি। ফরমূলা—৩।

ফিউকাস ভেসিকিউ (Fucus Vcsiculous)

(সামুদ্রিক শৈবাল হইতে ইহার টিংচার প্রস্তুত হয়)—ভীষণ কোষ্ঠবদ্ধ, স্থূলকায়ত্ব এবং গলগণ্ডরোগে অনেকেই ইহা এখন ব্যবহার করিতেছেন। অধিক মেদ জমিয়া শরীর স্থূল হইয়া পড়িলে সেই স্থূলতা হ্রাস করিতে ইহা অদ্বিতীয়

ঔষধ। আমেরিকায় ইহা মেদরোগের (obesity) একটি পেটেন্ট ঔষধ বলিয়া বিক্রয় হয় (ক্যালেট্রেপিস ও ফাইটোলাক্কা ৫৪১ পৃষ্ঠা দেখুন)।

ক্রম—৩—৩০ শক্তি। মাদার-টিংচার এক চা-চামচ মাত্রায় দিনে ২ / ৩ বার সেবনে উপকার হয়। ফরমূলা—৩।

গাম্বোজিয়া (Gambogia)

[চায়না, কোচিন প্রভৃতি স্থানে একপ্রকার ক্ষুদ্র আকারের বৃক্ষ জন্মায়, তাহার গাঁদ (আঠা) স্পিরিটে দ্রব্য করিয়া টিংচার প্রস্তুত হয়]—ইহার অন্য নাম—গামি-গাটি। এলোপ্যাথিতে ইহা জোলাপের নিমিত্ত ব্যবহৃত হয়, আমরা হোমিওপ্যাথিতে—উদরাময়, ওলাউঠা ইত্যাদি পেটের পীড়াতেই অধিক ব্যবহার করি। গ্যাম্বোজিয়ার লক্ষণের সহিত ক্রোটন, গ্রাটিওলা, ইলাটিরিয়ম, চায়না, পলিয়েগুার ইত্যাদি অনেক ঔষধ লক্ষণের অল্প বিস্তর সাদৃশ্য আছে, ক্রোটন অধ্যায়ে তাহাদের কতকগুলির প্রভেদ দেখান হইয়াছে। গ্যাম্বোজিয়ার বাহ্যে ক্রোটনের মত অত্যন্ত বেগে ও জোরে একেবারে নির্গত হয়, আবার ইহাতে ক্রোটনের মত হলদে রঙের পাতলা বাহ্যে নির্দ্দিষ্ট হইলেও স্বাভাবিক সহজ প্রকারের বাহ্যেও হইয়া থাকে। বাহ্যে হঠাৎ পায় এবং খুব তোড়ে হড়্‌হড়্ করিয়া পিত্ত-ভেদ হইয়া পেট খোলসা হয়। গ্যাম্বোজিয়ার আর এক প্রধান লক্ষণ—রোগীকে প্রথমে কিছুক্ষণ বাহ্যের জন্য বসিয়া বেগ দিতে হয়, বেগ দিবার পর হঠাৎ খুব জোরে একেবারে সমস্ত মল নির্গত হইয়া যায় এবং রোগী তাহাতে বেশ আরামবোধ করে, আবার কখনও কখনও বাহ্যের পর মলদ্বারে জ্বালা থাকে, বাহ্যের পর পেটে বেদনা হয়, পেটফোলে, পেটফাঁপে। গ্রীষ্মকালীন এবং তরুণ বা পুরাতন—শিশু ও বৃদ্ধদের উদরাময়ে ইহা বিশেষ উপকারী। বাহ্যে হলদে, সবুজ, গাঢ়-সবুজ, আম মিশ্রিত, অজীর্ণ, দুর্গন্ধ, মলদ্বার হাজিয়া যায়।

ক্রিয়ানাশক—ক্যাম্ফর, কফি, কলোসি, ক্যালি-কার্ব্ব, ওপি।

ক্রিয়া স্থিতিকাল—১—৭ দিন। ক্রম—৬—৩০ শক্তি। ফরমূলা—৪।

জেল্‌সিমিয়ম (Gelsimium)

(দক্ষিণ ইউনাইটেড-ষ্টেট্‌স সীমান্তে একপ্রকার ক্ষুদ্রগাছের তাজা মূল হইতে টিংচার প্রস্তুত হয়)—সমগ্র স্নায়ুমণ্ডলীর উপর ইহার প্রধান ক্রিয়া। অবসাদ, দুর্ব্বলতা ও কম্প ইহার প্রধান চরিত্রগত লক্ষণ। জেল্‌সিমিয়ম—পর্য্যায়নিবারক, বেদনানাশক, বলকারক ও ক্রিমিদোষনাশক। বাহ্যিক প্রয়োগে নানাপ্রকার স্নায়ুশূলে বিশেষ উপকার সাধিত হয়। পঞ্জর মধ্যে শূল-বেদনা, পেশীর শূল, ডিম্বকোষের শূল; দন্তের ক্ষত নিবন্ধন দন্ত-শূল (aching of the teeth, due to Caries of the teeth) এবং পঞ্চম-স্নায়ু-শূলব্যাধি ইত্যাদি কতিপয় পীড়ায় ইহা বিশেষ সুফল প্রদান করে। কুইনাইন সেবন করিয়া কেহ কালা

হইয়া যাইলে—জেলসিমিয়ম উপকারী। ইহার প্রধান চরিত্রগত লক্ষণ যেমন গ্র্যাফাইটীসে ৩টি "এফ" (F) অর্থাৎ Fair. Fatty & Flabby. তেমনই জেলসিমিয়মের ৩টি "ডি" (D) যথা—Dullness, Dizziness & Drowsiness. কোনও পীড়ায় এই ৩টির একত্র সমাবেশ দেখিলে তৎক্ষণাৎ—জেলসিমিয়ম স্মরণ করিবেন, জেলসিমিয়মের রোগীর পিপাসা থাকে না।

১। হঠাৎ আনন্দ, ভয়, উত্তেজক সংবাদ প্রভৃতি হইতে কোনও পীড়ার উৎপত্তি ; ২। সম্পূর্ণ সাহসহীনতা ; ৩। উপাসনার স্থান, মন্দির, নাট্যশালা, সভা প্রভৃতি কোনও স্থানে যাইতে হইলেই বাহ্যে পায়, সমাজে জনতার মধ্যে যাইতে হইলেই ভয় হয়; ৪। হাত, পা, জিহ্বা ও সমস্ত শরীরের দুর্ব্বলতা নিবন্ধন কম্পন ; ৫। সম্পূর্ণ একাকী থাকিতে ইচ্ছা, কাহাকেও নিকটে থাকিতে বা কাহারও সহিত কথা কহিতে চাহে না ; ৬। শিরঃপীড়া আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে চক্ষুতে অন্ধকার দেখা, প্রচুর পরিমাণে প্রস্রাব হইলে শিরঃপীড়ার উপশম, আধকপালে মাথাব্যথা, ডানদিক আক্রান্ত; ৭। পেশীসকল প্রায়ই নিজেরা আয়ত্তাধীনে না থাকায় কোন কাজ-কর্ম্ম করিতে অক্ষম; ৮। মনে হয় যদি একটু নড়াচড়া না করে তাহার হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া তখনই বন্ধ হইয়া যাইবে (ডিজিটেলিস ইহার বিপরীত); ৯। চক্ষুর পাতা অত্যন্ত ভারী, তজ্জন্য চক্ষু খুলিয়া রাখিতে পারে না; ১০। পিপাসা থাকে না, চুপ করিয়া শুইয়া থাকিতে চাহে; ১১। মাথার চাঁদিতে স্পর্শসহিষ্ণু বেদনা; ১২। শরীর শিহরিয়া উঠে, গায়ে কাঁটা দেয়, এইগুলি জেলসিমিয়মের সাধারণ চরিত্রগত লক্ষণ।

মানসিক লক্ষণ ঃ অত্যন্ত নিস্তেজতা, নিয়ত চুপ করিয়া পড়িয়া থাকিতে বা ঘুমাইতে চায়, একেলা থাকিতে ভালবাসে, আদৌ নড়িতে চাহে না, যদি কেহ কাছে থাকে বা গায়ে হাত দেয় তাহাতে বিরক্ত হয়। "রোগী কোনও বিষয়ে মনঃসংযোগ রাখিয়া চিন্তা করিতে পারে না—এইটি জেলসিমিয়মের মানসিক নিস্তেজতা ও স্নায়বিক দুর্ব্বলতার লক্ষণ ; কিন্তু আবার উহাতে কখনও মানসিক উত্তেজনার ভাবও লক্ষিত হয়, তবে তাহা গৌণ-লক্ষণ অর্থাৎ প্রতিক্রিয়া হইতে উৎপন্ন হয় বুঝিয়া রাখিবেন। মস্তিষ্ক ও অনুভব শক্তির উপর ইহার—মুখ্য ক্রিয়া; দর্শন শক্তির হ্রাস, চক্ষুতারকা প্রসারিত, দ্বি-দর্শন, নেশাকরাভাব, ঘুম-ঘুমভাব, মাথাঘোরা ইত্যাদি লক্ষণের দ্বারাই উহা স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়। শিশু পীড়ায় কিম্বা পীড়ার কোনও কারণ না থাকিলেও আমরা দেখিতে পাই যে, শিশু চমকাইয়া উঠিয়া যাহার কোলে থাকে তাহাকে জড়াইয়া ধরে এবং চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠে, ঠিক বোধ হয় যেন পড়িয়া যাইবার ভয়ে ঐরূপ করিতেছে, ইহাও জেলসিমিয়মের ক্রিয়ার অন্তর্গত। বোরাক্সে—চমকাইয়া উঠা, কান্না ও প্রসূতিকে জড়াইয়া ধরা প্রভৃতি লক্ষণ আছে, তবে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, বোরাক্সে—শিশু যতক্ষণ কোলে থাকে ততক্ষণ ভাল থাকে, শিশুকে শোয়াইতে বা সিঁড়ি দিয়া নামিতে যাইলে কিম্বা এক কোল হইতে অন্য কোলে দিবার সময়েই ঐরূপ কাঁদে ও জড়াইয়া ধরে, জেলসিমিয়মে সেরূপ নহে। বেলেডোনাতেও ঐরূপ কান্না ও চমকান লক্ষণ আছে, অতএব ভুলক্রমে প্রদান করিতে তাহাতে সেখানে কোনও উপকারই হইবে না।

কম্পন—প্রথম পরিচ্ছেদে বলিয়াছি সমগ্র স্নায়ুমণ্ডলীর উপর ইহার প্রধান ক্রিয়া। প্রাথমিক ক্রিয়ায়—শরীরে অবসন্নতা ও শরীরের সম্পূর্ণ শৈথিল্যভাব আনয়ন করে, মাংসপেশীসমূহ অসাড় হইয়া যায়, তজ্জন্য রোগী হস্তপদাদি ইচ্ছামত সঞ্চালন করিতে পারে না ; এই লক্ষণগুলি হঠাৎ যে একেবারে আসে তাহা নহে, ধীরে ধীরে লক্ষিত হয়। রোগী সর্ব্বপ্রথমে—ক্লান্তি, দুর্ব্বলতা, নিস্তেজভাব অনুভব করে, সর্ব্বদাই শুইয়া থাকিতে চায় এবং আচ্ছন্নভাবে চুপ করিয়া পড়িয়া থাকে, নাড়ীর গতি বেশ ধীর থাকে, কিন্তু একটু নড়াচড়া করিলেই দ্রুতগামী হয়, চলিতে চেষ্টা করিলে—পা কাঁপে, হাত তুলিতে বা জিহ্বা বাহির করিতে যাইলেও ঐরূপভাবে কাঁপে, এই কাঁপ-ই-স্নায়ু দুর্ব্বলতার প্রধান লক্ষণ। কোনও কোনও রোগীকে কম্প জ্বরের মত থর-থর করিয়া কাঁপিতে দেখা যায়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে রোগীর জ্বর বা শীত কিছুই থাকে না। যাহাই হউক ইহাতে প্রথম হইতেই খুব সাবধান না হইলে ঐ দুর্ব্বলতা ক্রমশঃ পক্ষাঘাতে পরিণত হয়। চক্ষুর পাতা ঝুলিয়া পড়ে, চক্ষু খুলিতে পারে না,—যেন বন্ধ হইয়া যায় (সিপিয়া, কষ্টিকাম), অঙ্গুলির দ্বারা ইচ্ছামত কার্য্য করিতে পারে না, চলিতে যাইলে পা ইচ্ছানুসারে ফেলিতে পারে না, রোগীর জ্ঞান সম্পূর্ণ থাকে, সে বুঝিতে পারে যে, তাহার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ইচ্ছামত কার্য্য করিতেছে না, এতদ্ভিন্ন সদাই ঘুম-ঘুমভাব, সমস্ত শরীরে স্নায়বীয় বেদনা—সেই বেদনা যেন কিছু কিছু বিদ্ধ করিবার মত হঠাৎ আসে, তাহাতে রোগী চমকাইয়া উঠে ; হাত-পা কামড়ায়, এই সমস্ত লক্ষণও জেলসিমিয়মের অন্তর্ভুক্ত। তড়কার সহিত কম্পন। জিহ্বার কম্পন অত্যধিক দুর্ব্বলতার লক্ষণ, ইহা পীড়ার প্রথমে হইলে—জেলিসিমিয়ম এবং শেষে হইলে—ল্যাকেসিস উপকারী।

শিরঃপীড়া—উপরে বলিয়াছি জেলসিমিয়মের একটি প্রধান লক্ষণ—দুর্ব্বলতা ও কম্পন, যদি তাহার সহিত শিরঃপীড়া থাকে,তাহা হইলে সর্ব্বাগ্রে জেলসিমিয়ম প্রয়োগ করিবেন (২০০ হইতে উচ্চশক্তি)।

মাথাব্যথা—মাথার ব্যথা যদি মাথা কিছু উঁচু করিয়া শুইলে কিম্বা মাথা টিপিলে একটু উপশম বোধ হয় এবং সামান্য একটু মানসিক পরিশ্রমে ধূমপানে, রৌদ্রে কিম্বা মাথা নিচু করিয়া শুইলে বৃদ্ধি হয়, তাহা হইলে—জেলসিমিয়ম উপকারী (গ্লোনায়িন, ল্যাকেসিস, লাইসিন, ন্যাট্রম-কার্ব্ব ঔষধেও উক্ত প্রকার বৃদ্ধি লক্ষণ আছে), মস্তকে রক্তাধিক্যতাজনিত এক প্রকার মাথাব্যথা উহা মাথার পশ্চাদ্ভাগ (occiput) হইতে আরম্ভ হইয়া সমুদয় মাথায় বিস্তৃত হয় এবং শেষে কপালে অবস্থিতি করে, স্পর্শে বেদনা বাড়ে, বেদনা কাঁধে ও মেরুদণ্ডে পরিচালিত হয়, ইহাও জেলসিমিয়মের লক্ষণ। জেলসিমিয়মের আর একটি প্রধান ও বিশেষ লক্ষণ—প্রচুর পরিমাণে প্রস্রাব হইতে মাথাব্যথার সম্পূর্ণ উপশম হয় (ল্যাক—ডিফ্লোরেটায়—প্রস্রাব প্রচুর পরিমাণে হয়, কিন্তু তাহাতে মাথাব্যথার আংশিক উপশম থাকে) জেলসিমিয়মের—মাথাব্যথা গরমে ও উত্তাপ প্রয়োগে বৃদ্ধি হয়। শিরঃপীড়া আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে দৃষ্টিশক্তির হ্রাস ও শিরঃপীড়া বৃদ্ধি হইলে দৃষ্টিশক্তির পুনরাবির্ভাব কেবলমাত্র জেলসিমিয়মেই নির্দ্দিষ্ট। স্যাঙ্গুনেরিয়া, কালিকার্ব্বনিস ও ল্যাক-ডিফ্লোরেটায় শিরঃপীড়ার সঙ্গে গা-বমি-বমি অথবা বমি

থাকে। ঋতুস্রাব বন্ধ হইয়া স্ত্রীলোকদের ভয়ানক দপদপানি মাথাব্যথায় গ্লোনয়িন বেশ উপকারী। জেল্‌সিমিয়মে অধিক পরিমাণে রজঃস্রাব হইলে শিরঃপীড়ার উপশম হয়।

উদরাময়—দুঃখ, ভয় কিম্বা কোনও প্রকার দুঃখ সংবাদ শুনিয়া হঠাৎ মানসিক কষ্টে উদরাময় দেখা দিলে—জেল্‌সিমিয়ম উপকারী। তদ্ভিন্ন—জেল্‌সিমিয়মের এক আশ্চর্য্য লক্ষণ এই যে, রোগী কোনও স্থানে যাইবার চিন্তা করিলে কিম্বা কোনও স্থানে যাইবার জন্য কাপড়-চোপড় পরিলে তাহার পরই বাহ্যের বেগ আসে।

স্বরবদ্ধ—চেঁচাইয়া কথা কহিতে পারে না, চুপি-চুপি ফুস-ফুস করিয়া ধীরে ধীরে কথা কয়, গলার স্বর বসিয়া যায়।

সর্দ্দি-কাশি—তরুণ সর্দ্দি, নাসিকা দিয়া হাজাকারক কাঁচা জল-নির্গমন, ঘন ঘন হাঁচি, টন্‌সিল প্রদাহিত, গলায় টাটানি-ব্যথা, কোনও দ্রব্য গিলিতে কষ্ট ইত্যাদি—জেল্‌সিমিয়মের লক্ষণ। জেল্‌সিমিয়মে—কাশি অত্যন্ত শুষ্ক, খুক-খুক করিয়া বারম্বার কাশি হয় ; কিন্তু গয়ার উঠে না, ডান নাসিকার অভ্যন্তরভাগ লালবর্ণ হয়, নাসিকা দিয়া যে স্রাব নির্গত হয় তাহা গরম, রোগী শীত শীত ভাব বোধ করে। জেল্‌সিমিয়মের রোগীর একটু ঠাণ্ডাতেই ঠাণ্ডা লাগে, নাক দিয়া জলের মত তরুণ সর্দ্দি ঝরে, মাথায় বেদনা ও মাথা ভারী এবং সর্ব্বাঙ্গে বেদনা হয়। গরমের পর একটু বর্ষা বাদল হইলে কিম্বা বাতাস একটু শীতল হইলে অথবা সামান্যমাত্র ঋতুর পরিবর্ত্তন হইলেই রোগী অসুস্থ বোধ করে, গলার বেদনা হয়, বেদনা কাণে পর্য্যন্ত পরিচালিত হয়, কাণে ভাল শুনিতে পায় না, মাথাব্যথা করে, অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়ে, রোগী সর্ব্বদাই মুখে বলে—"অত্যন্ত ঠাণ্ডা লাগিয়া সে এই প্রকার পীড়াগ্রস্থ হইয়াছে।"

পক্ষাঘাত—লেরিংসের (স্বরযন্ত্রের) পক্ষাঘাত—তজ্জন্য চুপি—চুপি ফুস-ফুস করিয়া কথা কয়। গলনলীর পক্ষাঘাত—তজ্জন্য কোনও দ্রব্য গিলিতে কষ্ট। ডিপথেরিয়া কিম্বা স্কার্লেটিনা পীড়া আরোগ্যের পর পক্ষাঘাত, ডিপথেরিয়া আরোগ্যের পর অন্ননালী-মুখের পক্ষাঘাত—তজ্জন্য কোনও দ্রব্য গিলিতে পারে না। চক্ষুর পাতার পক্ষাঘাত—পাতা ঝুলিয়া পড়ে। মলদ্বার অবরোধক পেশীর (sphinctor ani) পক্ষাঘাত—মল অসাড়ে নির্গত হয়, রোগী কিছুমাত্র জানিতে পারে না যে, মল নির্গত হইতেছে, পেটে বেদনার লেশমাত্র থাকে না। মূত্রথলীর (bladder) গ্রীবার পক্ষাঘাত, তজ্জন্য প্রস্রাব নিঃসরণ বন্ধ মূত্রথলী ফুলিয়া উঠে ; কখনও কখনও মূত্রথলীর আংশিক পক্ষাঘাত হয়, তাহাতে প্রস্রাব থামিয়া থামিয়া নির্গত হয় (flow intermittent); প্রস্রাব শেষ হইলেও রোগী মনে করে যেন কতকটা প্রস্রাব ভিতরে থাকিয়া গেল। জিহ্বার পক্ষাঘাতে—কথা স্পষ্ট উচ্চারিত হয় না, জিহ্বা ভারী ও অসাড় বোধ হয় ; এতদ্ভিন্ন—যদি মস্তিষ্কে, মেরুদণ্ডে কিম্বা পেরিফেরিক-নার্ভের কোনও বিকৃতি না ঘটে মাত্র রোগীর মুখমণ্ডল রক্তিমাবর্ণ এবং কণ্ঠস্বর ভারী হয়, তাহা হইলেও—জেল্‌সিমিয়ম উপকারী। হৃৎপিণ্ডের ও বুকের নিম্নে সাঁটিয়া ধরা বেদনা।

স্ত্রী-জননেন্দ্রিয়ের পীড়া—ঋতুর সময় প্রসব বেদনার ন্যায় পেটে বেদনা। এই লক্ষণে জেল্‌সিমিয়মে কৃতকার্য্য না হইলে—ফলোফাইলমে উপকার হয়। জরায়ুর সম্মুখ আবর্ত্তনে (antiversion) চাপিয়া ধরার মত বেদনা; তৎসঙ্গে জেল্‌সিমিয়মের মাথাব্যথার লক্ষণসহ যদি জরায়ুতে প্রসব বেদনার মত বেদনা এবং সেই বেদনা কোমরে ও পাছায় বিস্তৃত হয়, তাহা হইলে-জেল্‌সিমিয়ম উপকারী।

প্রসব-বেদনা—ধাত্রী দ্বারা পরীক্ষা করিয়া যদি বুঝা যায় যে জরায়ু মুখ (usteri) অত্যন্ত শক্ত ও মোটা এবং সেখানে কোনও প্রকার বেগ (spasm) নাই, তজ্জন্য প্রসব-বেদনা অনেকক্ষণ ধরিয়া হওয়া সত্ত্বেও জরায়ুর মুখ খুলিতে বিলম্ব হইতেছে, বেদনা নীচের দিকে না হইয়া উপরদিকে যেন ঠেলা মারে, তাহা হইলে সেখানে কয়েক মাত্রা—জেল্‌সিমিয়ম প্রয়োগে প্রভূত উপকার হইবে। আবার যদি পরীক্ষায় জরায়ুর মুখ ফোলাভাব (thick flabby) ও বেশ নরম বুঝা যায়, অথচ জরায়ু-দেহ সঙ্কোচন করিবার ক্ষমতা নাই, তজ্জন্য পানমুচি বাহির হইতে না পারিয়া জরায়ুর মুখেই আটকাইয়া থাকে, তাহা হইলে সে স্থলে—জেল্‌সিমিয়ম উপকারী। বেলেডোনায়—অত্যন্ত যন্ত্রণাদায়ক বেদনা এবং জরায়ুর মুখ শক্ত থাকে; কিন্তু তথায় স্প্যাজম্ থাকে। বেলেডোনার প্রধান লক্ষণ—বেদনা হঠাৎ প্রচণ্ডভাবে আসে ও হঠাৎ নিবৃত্তি হয়, এখানেও ঐ লক্ষণটি থাকা চাই।

প্রসূতির তড়কা (Puerperal Convulsion)—উক্ত প্রকারের কতকগুলি লক্ষণসহ প্রসূতি অজ্ঞান-আচ্ছন্নভাবে পড়িয়া থাকিলে প্রথম অবস্থায়—জেল্‌সিমিয়ম উপকারী (বেলেডোনা অধ্যায়ে সূতিকা দেখুন)।

কর্ণের পীড়া—হঠাৎ কাহারও কাণে তালা লাগে ও কালার মত হয়। পরে "দম" করিয়া উক্তভাব চলিয়া যায়, কাণের মধ্যে সোঁ সোঁ শব্দ করে, গলা হইতে কান পর্য্যন্ত ব্যথা, সর্দ্দির জন্য বা কুইনাইন সেবনে বধিরতা।

ধ্বজভঙ্গ—হস্তমৈথুন কিম্বা স্বপ্নদোষের জন্য পুংজননেন্দ্রিয় শিথিল হইয়া ধ্বজভঙ্গের লক্ষণ প্রকাশ পাইলে—জেল্‌সিমিয়মে—উপকার হইবে ইহাতে কোনও প্রকার স্বপ্ন না হইয়াই স্বপ্নদোষ হয়—জেল্‌সিমিয়মে—লিঙ্গোদ্রেক হয়, সেলিনিয়মে ও কোনিয়মে—নানাপ্রকার কামোদ্দীপক স্বপ্ন দেখে ও লিঙ্গে উত্তেজনা থাকে (ট্রিবিউলাস ৬৩৪ পৃষ্ঠা দেখুন)।

নাড়ী—জেল্‌সিমিয়মের নাড়ীর গতি ধীর (ডিজিটেলিস, ক্যাল্মিয়া, এপোসাইনামের মত) নাড়ী ক্ষীণ, নরম ও পূর্ণ; স্থিরভাবে থাকিলে ধীর, কিন্তু নড়াচড়া করিলেই দ্রুত হয়; বৃদ্ধ বয়সে ধীর, ক্ষীণ নাড়ী।

হাম—হামের পূর্ব্বলক্ষণ—যখন অত্যন্ত জ্বর, চোখ দিয়া জল পড়া, হাঁচি, কাশি, সর্দ্দি, শুষ্ক ঘঙ্ঘঙে কাশি, চক্ষুতে পিচুটি, মুখ থম্‌থমে, রক্তিমাবর্ণ ইত্যাদি লক্ষণগুলি প্রকাশ পায় এবং সেই সঙ্গে জেল্‌সিমিয়মের চরিত্রগত লক্ষণ—আচ্ছন্নতা, চমকাইয়া উঠাভাব ইত্যাদি লক্ষণগুলি বর্ত্তমান থাকে, তখন—জেল্‌সিমিয়ম প্রয়োগ করিলে জ্বরের হ্রাস হইয়া হাম বাহির হইয়া পড়িবে ও তৎসঙ্গে অন্যান্য উপসর্গও বিদূরিত হইবে। ক্রম—১ × শক্তি, পর পৃষ্ঠায়—অভিজ্ঞতার ফল দেখুন।

পলসেটিলা—হামের জ্বর কমিয়া যখন সর্দ্দি-কাশি অধিক পরিমাণে থাকে, নাক দিয়া হলদে বা সাদা রঙের ঘন পাকা সর্দ্দি নির্গত হয়, কাশি দিনে সরল ও রাত্রিতে শুষ্ক এবং কাণে পূঁয, কাণ-কটকটানি কিম্বা উদরাময় ইত্যাদি উসর্গগুলি থাকে, তখন ইহাতে বেশ উপকার হয়, জ্বরের প্রবল অবস্থায়—পলসেটিলা ব্যবহার নিষিদ্ধ। সলফার, এন্টিম-টার্ট ও হিপার ইহার হাম-জ্বরসহ কিম্বা হাম-জ্বরের পর বুকের শ্লেষ্মার লক্ষণ থাকিলে উপকারী, উহাদের লক্ষণ দেখিবেন।

একোনাইট, বেলেডোনা ইত্যাদি ঔষধও হাম-জ্বরে নির্দ্দিষ্ট ও জ্বরের প্রথম অবস্থায় ঔষধ, তবে একোনাইটের—ছটফটানি, কাতরতা, অস্থিরতা, ঘর্ম্মশূন্যতা এবং বেলেডোনার—অত্যন্ত ধড়ফড়ে জ্বরের সহিত মধ্যে মধ্যে ঘাম, মাথাব্যথা ইত্যাদি লক্ষণগুলি থাকা চাই।

জ্বর—শিশু ও বালকদিগের স্বল্পবিরাম-জ্বরে এই ঔষধটী যেমন উপকারী, কম বয়সের লোকদের, মূর্চ্ছাবায়ুগ্রস্তা (Hysteric) স্ত্রীলোকের এবং স্নায়বিক-ধাতুবিশিষ্ট ব্যক্তিগণের পীড়াতেও সেইরূপ সমভাবে উপকারী। জেলসিমিয়ম—সবিরাম, অবিরাম, স্বল্প-বিরাম, এক-জ্বর, প্লীহা-যকৃতসংযুক্ত, সর্দ্দি ইত্যাদি প্রায় সর্ব্ববিধ জ্বরেই ফলপ্রদ।

অভিজ্ঞতার ফল—শিশুদের সকলপ্রকার জ্বরে চোখ-মুখ ছলছলে, চোখের পাতা ভারী, পায়ের তলার দিকটা ঠাণ্ডা, মাথা ও মুখগরম, শিশু কখনও আচ্ছন্নভাবে পড়িয়া থাকে, কখনও উত্তেজিত হইয়া কাঁদে, নাকে জলের মত তরুণ সর্দ্দি ঝরে, খুক-খুক করিয়া কাশে, হাঁচে, উদরাময় বা কোষ্ঠবদ্ধ, এই লক্ষণ কয়টি পাইলে, আমি প্রথমেই—জেলসিমিয়ম—১ x ও আর্সেনিক-আয়োড—৩ x বা ৬, পর্য্যায়ক্রমে ৩ ঘন্টা অন্তর দিনে ৪/৫ মাত্রা ব্যবস্থা করি, তাহাতে দেখা যায় প্রায় ২/৩ দিনের মধ্যেই জ্বর ত্যাগ হয় ; অন্য ঔষধের বিশেষ আবশ্যক হয় না (হামে ও উক্ত লক্ষণে এই ব্যবস্থা)।

শিশুদের দাঁত উঠিবার সময় জ্বর, আচ্ছন্নভাব, কখনও কখনও চক্ষুর তারা বড় হওয়া এবং জেলসিমিয়মের অন্যান্য প্রধান লক্ষণ ভিন্ন যদি দেখা যায়—পরীক্ষার নিমিত্ত কেহ মাটীতে হাতটি দিলেই শিশু ভীষণ ক্রুদ্ধ ও উন্মত্ত হইয়া উঠে—এই লক্ষণটী থাকে, তাহা হইলে সেখানে জেলসিমিয়ম অব্যর্থ মহৌষধ।

রেমিটেন্ট ও টাইফয়েড জ্বর—টাইফয়েড-জ্বরের সর্ব্বপ্রথম অবস্থায় যখন—গাত্রবেদনা, দুর্ব্বলতা, মুখ থমথমে লালবর্ণ, আচ্ছন্নভাব ইত্যাদি লক্ষণগুলি থাকে তখন—জেলসিমিয়ম নির্ব্বিঘ্নে প্রয়োগ করা যাইতে পারে। জ্বর কিছু মৃদু প্রকার হইলে এবং জেলসিমিয়মের চরিত্রগত লক্ষণসমূহ থাকিলে একমাত্র জেলসিমিয়মের উপরই নির্ভর করা যায় ; কিন্তু যখন প্রকৃত টাইফয়েড বলিয়া রোগ নির্বাচিত হয় এবং তাহার সঙ্গে টাইফয়েডের মত লক্ষণগুলি ধীরে ধীরে প্রকাশিত হইতে থাকে, তখন আর জেলসিমিয়ম বৃথা প্রয়োগে সময় নষ্ট না করিয়া—ব্যাপ্‌টিসিয়া, আর্ণিকা, রসটক্স ইত্যাদি ঔষধের সাহায্যে গ্রহণ করা আবশ্যক। জেলসিমিয়মের সহিত ব্যাপটিসিয়া লক্ষণের অনেকটা সাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়, কারণ—গাত্রবেদনা, দুর্ব্বলতা, আচ্ছন্নভাব, প্রায় তৃতীয় প্রহরে জ্বরের বৃদ্ধি, স্নায়বিক উত্তেজনা, উক্ত দুইটি ঔষধেই আছে, সেইজন্য

জেলসিমিয়মের পর প্রায়ই ব্যাপটিসিয়ার প্রয়োজন হয়। জেলসিমিয়মে—অধিকাংশ সময়ে রোগী আচ্ছন্ন হইয়া চুপ করিয়া পড়িয়া থাকে, ব্যাপটিসিয়ায়—রোগী ছটফট করে ও প্রলাপ বকে। জেলসিমিয়মে—সামান্য উদরাময় কিম্বা কোষ্ঠবদ্ধ থাকে ; ব্যাপটিসিয়ায়—পেটের দোষই অধিক পরিমাণে লক্ষিত হয় এবং বাহ্যে, প্রস্রাব, ঘর্ম্ম সমস্তই অত্যন্ত দুর্গন্ধ। ব্যাপ্‌টিসিয়ার—মস্তিষ্ক লক্ষণ অধিক প্রবল, রোগী কোন কথার জবাব দিতে দিতেই ঘুমাইয়া পড়ে জেলসিমিয়মে—ব্যাপ্‌টিসিয়ার ও বেলেডোনার আংশিক লক্ষণ থাকে।

সবিরাম জ্বর—জ্বর বেলা ১০ টায় কিম্বা বেলা প্রায় ৪ / ৫ টায় বৈকালের দিকে আসে। জ্বরের পূর্ব্বাবস্থায়—পিপাসা বড় একটা থাকে না এবং পিপাসা থাকিলেও জলপান করিতে পারে না, গিলিতে কষ্ট হয়, শীতাবস্থায়—পিপাসাশূন্য, শীত একটু কিছু কমিলেই নিদ্রা আসে (এপিস), উত্তাপাবস্থা—পিপাসাশূন্য, উত্তাপ মুখে ও মস্তকেই অধিক হয়, গাত্রদাহ, এ অবস্থায় রোগী আচ্ছন্নভাবে পড়িয়া থাকে কিম্বা নিদ্রা যায়, চক্ষু খুলিতে পারে না, উঠিয়া বসিলেই মাথা ঘোরে ও টলিয়া পড়ে, উত্তাপ অনেকক্ষণ স্থায়ী হয়। ঘর্ম্মাবস্থায়—পূর্ণ ঘাম, তাহাতে সমস্ত উপসর্গের উপশম হয়, (অন্যান্য জ্বরে ঘাম একটু একটু করিয়া হয়)। জ্বর ত্যাগ করিলে রোগী অন্তরে অত্যন্ত দুর্ব্বলতা অনুভব করে, জিহ্বা প্রায় পরিষ্কার থাকে (কখনও জিহ্বার মধ্যভাগ সাদা ও পার্শ্বদেশ লালবর্ণ দেখায়), মুখের আস্বাদ তিক্ত।

উপসর্গবিহীন তরুণ সবিরাম-জ্বরে এবং বসন্তকাল প্রারম্ভের জ্বরে ও কুইনাইন-আটকান-জ্বরে-জেলসিমিয়ম উপকারী।

হৃৎপিণ্ডের পীড়া—হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া অতি ক্ষীণ, রোগী মনে করে যেন তাহার হৃৎপিণ্ডের গতি এখনই বন্ধ হইয়া মারা যাইবে, নাড়ী অতি কোমল ও ক্ষীণ থাকে। নার্ভাস (স্নায়ুপ্রধান) রোগীর কিম্বা হিষ্টেরিক্যাল (মূর্চ্ছাবায়ুগ্রস্তা) স্ত্রীলোকদিগের বুকধড়ফড়ানি ও হৃৎপিণ্ডের চাপবোধ এই পীড়া—শোকজনিত হইলে ইহা অধিক উপকারী ইহার সহিত রোগিনী যদি মনে করে যে, তাহার গলার ভিতর যেন কি একটা চাপ কিম্বা ডেলা আটকাইয়া আছে, তাহা হইলে ইহা আরও অধিক উপকারী।

বৃদ্ধি—দেহ সঞ্চালনে, সেঁৎসেঁতে ঋতুতে, মানসিক উত্তেজনায়, দুঃসংবাদে, ধূমপানে, পীড়ার বিষয় চিন্তা করিলে।

উপশম—উত্তাপে, শীতল বায়ুতে, উত্তেজক ঔষধাদি সেবনে।

পরবর্ত্তী ঔষধ—ব্যাপ্টি, ক্যাকটস, ইপি।

সম্বন্ধ—টাইফয়েড জ্বরে—ইহা ব্যাপটিসিয়ার, কুইনাইন-আটকান জ্বরে—ইপিকাকের, পক্ষাঘাতে—কষ্টিকাম ও আর্জেন্টি-নাইট্রিকামের এবং জিহ্বার কম্পনে—ল্যাকেসিস, লাইকোপোডিয়ম ও আর্সেনিকের সমতুল্য।

ক্রিয়ানাশক—কফি, চায়না, ডিজি। ক্রিয়া স্থিতিকাল—৩০ দিন।

ক্রম —১ x—২০০ শক্তি। ফরমূলা—৩।

গ্লোনয়িন (Glonoine)

(১ ভাগ নাইট্রো-গ্লিসারিণ, ৯ ভাগ এল্‌কোহল দ্রব্য করিয়া—১ × শক্তি প্রস্তুত হয়)—মেডুলা-অবলঙ্গেটা, নিউমোগ্যাষ্টিক নার্ভ ও মস্তিষ্কের শিরা, আর্টারি প্রভৃতির উপর ইহার প্রধান ক্রিয়া। ইহা High blood pressure কমাইবার উৎকৃষ্ট ঔষধ। শিরঃপীড়া, ঠাণ্ডা বা গরম লাগিবার জন্য মস্তকে রক্তাধিক্য, সর্দ্দি, গর্ম্মী, মস্তিষ্কে রক্তাধিক্যের জন্য খেঁচুনি হঠাৎ মূর্চ্ছা ও চৈতন্যলোপ, মস্তিষ্ক পীড়াজনিত বমি ইত্যাদি পীড়ায় ইহা বিশেষ উপকারী। নার্ভাস ও রক্তপ্রধান-ধাতুতে ইহা শীঘ্র ক্রিয়া প্রকাশ করে।

ডাঃ ন্যাস্ একস্থানে বলিয়াছেন যে যদি কোনও ব্যক্তির সূক্ষ্মমাত্রায় অর্থাৎ হোমিওপ্যাথিতে বিশ্বাস না থাকে, তাহা হইলে তাহার জিহ্বার উপর—১ × শক্তির ২/১ ফোঁটা গ্লোনয়িন ফেলিয়া দাও, দেখিবে—তৎক্ষণাৎ তাহার মাথা দপ্‌দপ্ করিয়া শিরঃপীড়া আরম্ভ হইবে ও তোমার সম্মুখেই সে ব্যক্তি প্রায় অজ্ঞান হইয়া পড়িবে। সলফোন্যাল—মূলবিচূর্ণ ঔষধ—১০ হইতে ৩০ গ্রেণ মাত্রায় গরমজলসহ সেবন করাইলে রোগী ২ ঘন্টার মধ্যে অজ্ঞান হইয়া নিদ্রিত হইয়া পড়িবে, ইহা—Hypnotic ঔষধ।

ডাঃ Beridge বলেন—একটি যুবা হঠাৎ একদিন উন্মাদের মত হয়, তিনি তাহার জিহ্বার উপর গ্লোনয়িনের শিশির কর্কটী ২/৪ বার স্পর্শ করান, তাহাতেই সেই উগ্রতাভাবের হ্রাস হইয়া সে ঘুমাইয়া পড়ে ও পরদিন সম্পূর্ণ সুস্থ হয়।

চরিত্রগত লক্ষণ ঃ—

১। ভীষণ যন্ত্রণাদায়ক মাথাব্যথা, মাথা ও কপাল দপ্‌দপ্ করে; মাথায় কোনও প্রকার গরম, রৌদ্র, কাপড়, টুপী সহ্য করিতে পারে না ; ২। ঋতুস্রাবের পরিবর্ত্তে শিরঃপীড়া ; ৩। Sun-headache—বেলা বৃদ্ধি ও অবসানের সহিত মাথাব্যথার বৃদ্ধি ও অবসান; ৪। প্রত্যেক বস্তুর অর্দ্ধেকটা পরিষ্কার (light) অর্দ্ধেক অন্ধকার (dark) দেখে ; ৫। অত্যন্ত বুক ধড়্‌ফড়্ করে, প্রত্যেক হৃৎস্পন্দন নিজের কাণে শুনতে পায় ; ৬। শরীরের ভিতর-বাহির উভয়দিকেই একপ্রকার স্পন্দন (pulsation) অনুভব ; ৭। দপ্‌দপ্ করা বেদনা, ৮। কন্‌জেসসন বশতঃ শিশু-ধনুষ্টঙ্কার।

শিরঃপীড়া—মাথায় ভয়ানক দপ্‌দপানি যন্ত্রণাদায়ক ব্যথা, মনে হয় মাথা বুঝি চূর্ণ হইয়া যাইবে, উক্তপ্রকার মাথাব্যথা ঘাড় হইতে আরম্ভ হইয়া ক্রমশঃ সম্মুখদিকে অর্থাৎ কপালে বিস্তৃত হইতে থাকে। রক্ত হঠাৎ তীব্রবেগে মস্তকাভিমুখে সঞ্চালিত হইয়া সেই রক্ত সঞ্চালন ক্রিয়ার হঠাৎ কোনরূপ ব্যাঘাত ঘটিলে প্রায় ঐ প্রকার মাথাব্যথা হইয়া থাকে, উক্ত প্রকার মাথাব্যথা রোগী যে কেবল মুখে বলে তাহা নহে, মাথায় হাত দিলেও সেই দপ্‌দপানি স্পষ্ট অনুভব করিতে পারা যায়; এতদ্ভিন্ন—মাথায় হাত বুলাইলেও বেশ বুঝিতে পারা যায় যে, মাথার উপরের কিম্বা ঘাড়ের শিরাগুলি (blood vessels) যেন ফুলিয়াছে, রোগীর মুখ ঘোর লালবর্ণ দেখায়। বেলেডোনাতেও—মাথায় দপ্‌দপানি ও বেদনা যন্ত্রণা আছে, তবে গ্লোনয়িনের নির্দ্দিষ্ট মাথাব্যথা—বেলেডোনা অপেক্ষা অধিক

গুরুতর, গ্লোনয়িনের বেদনা হঠাৎ আসিয়া অত্যন্ত প্রচণ্ডভাব ধারণ করে ; কিন্তু ঐ বেদনার খুব শীঘ্র উপশম হয়, বেলেডোনায় এত শীঘ্র উপশম হয় না। গ্লোনয়িন—রক্তাধিক্য (Congestive) অবস্থায় প্রথম অবস্থার এবং বেলেডোনা—একটু বৰ্দ্ধিত অবস্থায় উপযোগী। মাথা পশ্চাৎদিকে বক্র করিলে বেলেডোনায়—বেদনার উপশম হয়, গ্লোনয়িনে—তাহাতে বেদনার আরও বৃদ্ধি হয় ; বেলেডোনায়—মাথার চুল কাটিলে ও মাথায় কিছু আবরণ না থাকিলে রোগীর কষ্ট হয়, গ্লোনয়িনে—ঠিক বিপরীত অর্থাৎ মাথার আবরণ রাখিলে তাহাতে কষ্টের বৃদ্ধি হয়, রোগী নেড়া হইতে ইচ্ছা করে। বেলেডোনায়—শুইয়া থাকিলে মাথাব্যথার অত্যন্ত বৃদ্ধি হয়, গ্লোনয়িনে—কখনও কখনও চুপ করিয়া শুইয়া থাকিলে যন্ত্রণার একটু উপশম হয়, আবার পরে বেলেডোনার মত বৃদ্ধিও হয়। গ্লোনয়িনে—রোগী অতি সাবধানে মাথা নাড়াচাড়া করে, কারণ একটু ঝুঁকি লাগিলেই মাথার যন্ত্রণা বাড়ে; গ্লোনয়িনে—মাথার দপ্‌দপানি ব্যথার সঙ্গে নাড়ীর গতির তালে তালে মাথায় যেন একটা ঢেউ খেলিতেছে এইরূপ বোধ হয়। গ্লোনয়িনে—বেলেডোনা অপেক্ষা হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়ার অধিক ব্যতিক্রম হয়। মেলিলোটাস নামক ঔষধে ও বেলেডোনা ও গ্লোনয়িনের সমকক্ষ, তবে মেলিলোটাসে—চক্ষুর উপরে ও মাথায় যেন একটা বোঝা চাপান আছে, এত ভারী বোধ হয়। মেলিলোটাসে—নাসিকা দিয়া রক্তস্রাব হইয়া তাহাতে মাথার যন্ত্রণার লাঘব হয়, বাতশ্লেষ্মা-জ্বরে—নাসিকা দিয়া রক্তস্রাব হইয়া তাহাতে মাথার বেদনার উপশম না হইলে—এডিস-ফস এবং কতক পরিমাণে উপশম হইলে—রসটক্স উপকারী। গ্লোনয়িন—আধ কপালে মাথাব্যথারও ভাল ঔষধ। রজঃলোপ কিম্বা—অত্যধিক রজঃস্রাব হইয়া শিরঃপীড়া হইলে —গ্লোনিয়ন উপকারী। যাহাদের গ্রীষ্মকাল পড়িলেই মাথাব্যথা আরম্ভ হয়, সমস্ত গ্রীষ্ম কালটাই কষ্টভোগ করে, গরম বা তাপ আদৌ সহ্য করিতে পারে না, অগ্নির উত্তাপ, গ্যাস, পরিশ্রম সমস্তই অসহ্য, গ্লোনিয়নই তাহাদের পরম বন্ধু। মাথাব্যথা—মাথার ডানদিকে, বেলা ৪/৫টা থেকে আরম্ভ হইয়া রাত্রি ২/৩টা পর্য্যন্ত থাকিলে—বেলেডোনায় উপকার হইবে।

স্ত্রী-ব্যাধি—বিলম্বিত ঋতু কিম্বা ঋতুবন্ধ হইয়া মাথায় রক্তাধিক্যতা বশতঃ শিরঃপীড়া। স্ত্রীলোকদের প্রায় ৩৫ হইতে—৪০ বৎসরের মধ্যে ঋতু বন্ধ হয়, এই সময় অত্যাধিক রক্তস্রাব (মেটোর‍্যাজিয়া), রক্ত দুর্গন্ধ, উজ্জ্বল লালবর্ণ রক্তের সঙ্গে চাপ্ এবং তৎসহ দপ্‌দপানি মাথাব্যথা, শরীর আগুনের হল্‌কার মত গরম অনুভব করা প্রভৃতি লক্ষণগুলি থাকিলে এবং গর্ভাবস্থায় ধনুষ্টঙ্কারাদি আপেক্ষিক রোগে—গ্লোনয়িন উপকারী।

মেনিন্‌জাইটীস (**Meningitis**)—মস্তিষ্ক ঝিল্লির প্রদাহ, তজ্জন্য চীৎকার করিয়া উঠা কিম্বা চীৎকার করিয়া কাঁদা (cephalic cry) ইহা এপিসেই অধিক নির্দ্দিষ্ট, গ্লোনয়িনেও—এই লক্ষণটী আছে, যদি উক্ত লক্ষণসহ মাথায় দপ্‌দপানি ব্যথা ও তৎসহ বমন হইতে থাকে, তাহা হইলে এপিস অপেক্ষা গ্লোনয়িনই অধিক ফলপ্রদ। ক্রোধ কিম্বা সূর্য্যোত্তাপ বশতঃ মস্তিষ্কে রক্তসঞ্চয়জনিত মস্তিষ্ক-ঝিল্লির প্রদাহ (Maningitis) হইলে গ্লোনয়িন ও বেলেডোনা অপেক্ষা—

একোনাইট অধিক ফলপ্রদ; কিন্তু আবার টিউবার্কিউলার-মেনিন্‌জাইটীস হইলে একোনাইট আদৌ উপযোগী নহে। গ্লোনয়িনে—গরম, হাত পা ঠাণ্ডা থাকে, পীড়ার প্রারম্ভ হইতেই ফিট্ (খেঁচুনি) হয়; মাথায় জল দিলে আক্ষেপ বাড়ে।

সর্দ্দি-গর্ম্মী (Sun storke)—উত্তাপ লাগিয়া পীড়া—তাহা প্রখর রৌদ্র লাগিয়া হউক, দারুণ গ্রীষ্ম বশতঃই হউক কিম্বা অগ্নির উত্তাপে কার্য্য করিবার জন্যই হউক—যদি মস্তিষ্ক আক্রান্ত হয়, রোগীর নাড়ী ক্রমশঃ দুর্ব্বল হইয়া আসে, চক্ষুর পলক্ না পড়িয়া স্থির হইয়া থাকে ; শ্বাস-প্রশ্বাসে কষ্ট হয়, অত্যন্ত গা-বমি-বমি এবং বুক ধড়্‌ফড়ানি ইত্যাদি লক্ষণগুলি থাকে, তাহা হইলে—গ্লোনয়িন উপযোগী। গ্লোনয়িনে—রোগীর পেটে একপ্রকার বেদনা, উদরাময় ও অত্যন্ত অরুচি থাকে (মস্তিষ্ক আক্রান্ত হইয়া বমি—ইহা বেলেডোনা, এপিস-মেল এবং এপোমর্ফিয়াতেও আছে)। রাস্তায় চলিতে চলিতে হঠাৎ যদি কেহ মূর্চ্ছিত কিম্বা অজ্ঞানের মত হইয়া পড়ে, জ্ঞান থাকিলে "সে কোথায় আছে তাহা জানে না" এই কথাটি বলে, নিজের বাড়ী ও রাস্তা ভুলিয়া যায়, তাহা হইলে—গ্লোনয়িনই ঔষধ।

হৃৎপিণ্ডের পীড়া—গ্লোনয়িনে প্যাল্‌পিটেসন অর্থাৎ বুক ধড়্‌ফড়ানি অত্যন্ত অধিক, রোগী ইহা বুকে ভিন্ন সমস্ত শরীরে এমন কি আঙ্গুলের ডগায় পর্য্যন্ত অনুভব করে। হৃৎশূল (Angina Pectoris) পীড়ায় রক্ত—বেগে হৃৎপিণ্ডে ধাবিত হওয়ায় প্রথম হৃৎপিণ্ডের মধ্যে পাখী ঝটপট্ করার মত একপ্রকার কষ্টকর স্পন্দন অনুভব করে, তাহার পরে জোরে জোরে হৃৎস্পন্দন হইতে থাকে, রোগী মনে করে এখনই তাহার হৃৎপিণ্ড ফাটিয়া যাইবে। শ্বাস-প্রশ্বাসে ভীষণ কষ্ট হয়, বুকের বেদনা—বুক হইতে ক্রমশঃ শরীরের চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে, শেষে হাতে পর্য্যন্ত পরিচালিত হয়, সেই সময় হাতে কিছুমাত্র বল থাকে না। উচ্চ (High) ব্লাডপ্রেসার হ্রাস করিবার ও ইহা একটী উৎকৃষ্ট ঔষধ।

তড়্‌কা (Eplieptiform Convulsion)—ভীষণ রকমের তড়্‌কা তৎসহ মস্তিষ্কে রক্তাধিক্যতা; প্রসবের সময় কিম্বা প্রসবের পর অনেক দুর্ব্বল স্ত্রীলোকের আক্ষেপযুক্ত তড়্‌কা হয়, সেই সময় যদি দেখা যায় যে, মুখ রক্তের মত লালবর্ণ, ফোলা-ফোলা, নাড়ী মোটা ও কঠিন, মুখে গাঁজলা বা ফেণা, অজ্ঞান, হাতের আঙ্গুল কখনও মুঠা–কখনও ফাঁক, প্রস্রাবে এল্‌বুমেন, এই লক্ষণগুলি থাকে, তাহা হইলে—গ্লোনয়িনই উপযোগী। উক্তরূপ তড়্‌কায়—বেলেডোনা, ষ্ট্যামোনিয়ম, হায়োসিয়ামস, ভেরেট্রম, ইগ্নেসিয়া, ওপিয়ম ইত্যাদি ঔষধেরও প্রয়োজন হয়। হঠাৎ শোক, দুঃখ, মনস্তাপ ইত্যাদি কারণজনিত তড়্‌কায়—ইগ্নেসিয়া কিম্বা ওপিয়ম, (গ্লোনয়িনেও-উক্ত কারণগুলি নির্দ্দিষ্ট)। ভেরেট্রম-এলবমে—মুখ নীলবর্ণ, অঙ্গ শীতল এবং কপালে ঠাণ্ডা ঘাম থাকে। হায়োসিয়ামসে—মুখে ফেণা থাকে ও রোগীকে পাগলের মত কিম্বা অজ্ঞানভাব দেখায়। বেলেডোনায়—মুখ রক্তবর্ণ, চক্ষুর টানভাব, মাথা গরম ও গলনলীর পেশীর আক্ষেপ ইত্যাদি লক্ষণগুলি থাকে। কুপ্রমে—ঠোঁট মুখ নীলবর্ণ হয় ও আক্ষেপের (spasm) সময় আঙ্গুলগুলি মুঠা হইয়া বাকিয়া পড়ে, শিশুর—আগুনের নিকট থাকিয়া, রৌদ্রে থাকিয়া কিম্বা দন্তোদগমকালীন ফিট, মেনিনজাইটীস।

পুঁযস্রাব—অনেক দিন হইল আপনার শরীরের কোন একস্থান আঘাত লাগিয়া কাটিয়া গিয়াছিল; কিন্তু সেই কাটাস্থানের দাগটীতে পুনরায় ব্যথা ও যন্ত্রণা হইল, পাকিয়া পুঁয নির্গত হইতে লাগিল, তাহাতে গ্লোনয়িন আভ্যন্তরিক ও বাহ্যিক ব্যবহার করিবেন উপকার হইবে।

ব্লাড-প্রেসার—থেরাপিউটিক্স অংশ—৮৫২ পৃষ্ঠা দেখুন।

দ্রষ্টব্য ঃ—এন্‌জাইনা-পেক্টোরিস, হাঁপানি, হার্ট-ফেলিওর প্রভৃতিকে অনেক সময় ইহা স্থূলমাত্রায় পীড়ার আশু উপশমের জন্য (Non-Homoeopathic) ব্যবহৃত হয়। Physiological ১/১০০ of a drop, অর্থাৎ ১০০ ফোঁটা জলে— ১ ফোঁটা মাদার টিংচার দিয়া তাহার ১ ফোঁটা যখন কোনও পীড়ায় সুতার মত নাড়ী, নাড়ীর গোলযোগ, মুখম্লান, মস্তিষ্কে রক্ত শূন্যতা, হিমাঙ্গ, হৃৎপিণ্ডের অবস্থা মন্দ, মূর্চ্ছা প্রভৃতি দেখিবেন, তখন ইহা উক্ত প্রকারে ব্যবহার করিবেন (হার্ট-ফেলিওর—ক্র্যাটিগ্যাস ২৮২ পৃষ্ঠা দেখুন)।

বৃদ্ধি—সূর্য্যোত্তাপে, গ্যাসালোকে, মাথা নীচু করিলে, সিঁড়িতে উঠিলে।

উপশম—স্থিরভাবে অবস্থানে, শৈত্যে; কিন্তু কিছু মাথায় দিলে বৃদ্ধি।

ক্রিয়ানাশক—একোন, ক্যাম্ফর, কফি, নক্স।

ক্রিয়া—স্থিতিকাল—১ দিন। ক্রম—৩০—২০০ শক্তি।

ফরমূলা—জার্ম্মেণি—৬ বি, আমেরিকান—৬-এ।

ন্যাফেলিয়ম (Gnaphalium)

(একপ্রকার চারা গাছের টিংচার)—মুখের ও নিম্নাঙ্গের স্নায়ুশূল-বেদনাতে ইহা উপকারী। সায়েটিকা—সায়েটিকা-নার্ভ যতদুর পর্য্যন্ত পরিচালিত হইয়াছে ততদূর অর্থাৎ কোমর হইতে উরুর পশ্চাদ্ভাগ দিয়া পায়ের গোড়ালি পর্য্যন্ত ভীষণ বেদনা,—যদি সেই বেদনার সঙ্গে অসাড়ভাব থাকে কিম্বা একবার বেদনা, একবার অসাড়ভাব এরূপও হয়, তাহা হইলে সেই সায়েটিকা পীড়ার ইহা একটি অব্যর্থ মহৌষধ। পায়ের বুড়ো আঙ্গুলে বাতের মত বেদনা এবং স্ত্রীলোকদের স্বল্প রজঃস্রাব ও তলপেটে ভারীবোধ এবং বেদনাসহ বাধক-বেদনাতে—ন্যাফেলিয়ম উপকারী (সায়েটিকার অন্যান্য ঔষধের জন্য কলোসিন্থ অধ্যায় ২৭৩ পৃষ্ঠা দেখুন)। পুরাতন কোমরের বেদনা (Lumbago) বিশ্রামে উপশম হইলে ইহাতে উপকার হইবে।

পেটের ভিতর হুড়হুড়-গুড়গুড় শব্দ, পেটের মধ্যে নানাস্থানে কলিক-বেদনা এবং শিশু-কলেরার প্রথমাবস্থার বাহ্যে-বমিতে উপকারী।

সদৃশ—ক্যামোমিলা, পল্‌সেটিলা, জ্যান্থজাইলম।

ক্রম—৩০—৩০ শক্তি। ফরমূলা—৩।

গ্র্যাণেটাম (Granatum)

(আমাদের দেশীয় দাড়িম্বগাছের শিকড়ের ছাল হইতে টিংচার প্রস্তুত হয়)—ফিতা-ক্রিমি (tape worm) বাহির করিবার নিমিত্ত ঐ ছাল বহুদিন হইতেই আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসায় ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে,আমরা বলি হোমিওপ্যাথিক মতে সূক্ষ্মমাত্রায় ব্যবহৃত হইতে উহার দ্বারা শুধু ফিতা ক্রিমি কেন,—সকল প্রকার ক্রিমিতেই সম্ভবতঃ উপকার হইতে পারে; কারণ—মুখে জল উঠা, গা-বমি-বমি, কোটরাগত চক্ষু, চক্ষুর মণি (Pupil) বড় হওয়া, অনবরত মাথাঘোরা, ক্ষীণ দৃষ্টি, রাক্ষুসে ক্ষুধা, গরহজম, প্রচুর পরিমাণে আহার সত্ত্বেও দিন দিন শরীর শুকাইয়া যাওয়া, পেটে বেদনা, নাভীর স্থানে বেদনা ও ফোলা, মলদ্বার কুটকুট করা, নাক চুলকান, আঙুল ও নখ খোঁটা, চেহারা ফেকাসে বা হলদে হওয়া, তড়্কা প্রভৃতি ক্রিমির সমস্ত লক্ষণগুলিই উহার প্রুভিংয়ের মধ্যে পাওয়া যায়। গ্রাণেটাম—সিনা, কোয়াসিয়া, টিউক্রিয়ম প্রভৃতির সদৃশ ঔষধ এবং বালকদিগের পক্ষে অধিক উপকারী (ক্রিমির অন্যান্য ঔষধের জন্য সিনা অধ্যায় ২৪৪ পৃষ্ঠা পাঠ করুন)।

ডালিমের শিকড়ের ছাল জলে সিদ্ধ করিয়া দুই এক চামচ মাত্রায় প্রাতে খালিপেটে কয়েকদিন সেবন করিলে ক্রিমিরোগে উপকার হয়। ইহার রোগী—অভিমানী, কৃপণ ও কলহ প্রিয় হয়, নিজ অসুখের জন্য সদাই সতর্ক।

ক্রম—θ, ১ x—৩য় শক্তি। ফরমূলা—১।

গ্র্যাফাইটীস (Graphitis)

(ব্ল্যাক লেড, ট্রাইটুরেসন আকারে প্রস্তুত হয়)—ইহা একটি প্রধান এন্টিসোরিক ঔষধ। গৌরবর্ণ, দেখিতে বলবান, যাহাদের প্রায়ই কোষ্ঠবদ্ধ স্থূলকায়া, মাংস থলথলে, সদাই দুঃখিতা ও বিমর্ষ, মনে নিয়ত অমঙ্গলের আশঙ্কা করে, এইজন্য সর্ব্বদাই উদ্বিগ্ন, কেবলমাত্র মৃত্যুর বিষয় ভাবে, কোন এক বিষয়ের উপর মনঃসংযোগ করিতে পারে না, কিছুই মনে থাকে না, সমস্তই ভুলিয়া যায় ; শীত-শীতবোধ করে, সহজেই ঠাণ্ডা লাগে, গীতবাদ্যাদিতে কান্না পায় ; একপ্রকার মুদ্রাদোষ—কোন কার্য্যে নিযুক্ত থাকিলেও হাত-পা নাচায়, পুরুষ সহবাসে অনিচ্ছা, ঋতু বিলম্বে প্রকাশিত হয়, তাহাদের পীড়ায়—গ্র্যাফাইটীস উপযোগী। গ্র্যাফাইটীস ধাতুর ৩টী "এফ (F)" সর্ব্বদা স্মরণ রাখিবেন, যথা—Fair, Fatty & Flabby স্ত্রীলোকদের যৌবনকালে যে সমস্ত পীড়ায়—পলসেটিলা, ঋতুবন্ধের বয়সে (প্রায় ৪৫ বৎসর হইতে) সেই সকল পীড়ায়—গ্র্যাফাইটীস উপযোগী।

চরিত্রগত লক্ষণ ঃ—

১। চর্ম্মপীড়া—ফাটা-ফাটা কিম্বা দেখিতে কাউর-ঘায়ের মত, তাহা হইতে চটচটে রস নির্গমন, চোখের পাতায় একজিমা—পাতা লালবর্ণ, পাতার

ধারগুলিতে মাছের আঁসের মত পদার্থ জমা কিম্বা মামড়ি পড়া; ২। অতিরিক্ত রতিক্রিয়া কিম্বা শুক্রক্ষয়ের নিমিত্ত জননেন্দ্রিয়ের দুর্ব্বলতা; ৩। মাথার উপর কোনও এক গোলাকার সীমাবদ্ধ স্থানে জ্বালা; ৪। গায়ের চামড়া দেখিতে অস্বাস্থ্যকর, প্রত্যেক আহত স্থান পাকে, পূঁয হয়, পুরাতন ক্ষতচিহ্নও পুনরায় পাকিয়া উঠে ; ৫। হাত-পায়ের আঙুলের নখের বিকৃতি ও নখ কোঁকড়াইয়া যায়, ঘা হয়, পুরু ও মোটা হয়; ৬। স্তনের ফোড়া আরোগ্য হইবার পর শক্তভাব ও ক্ষতের দাগ থাকে, পুনরায় উহার প্রদাহ হয়, এইরূপ পুনঃ পুনঃ ক্ষত হইয়া শেষে ক্যানস্যারে পরিণত হয়, স্তন হইতে দুগ্ধ নিঃসৃত হয় না; ৭। ঋতুর পূর্ব্বে ও পরে প্রদরস্রাব, হাজাকারক স্রাব দিনরাত্রি নির্গত হয় (ঋতুর পূর্ব্বে স্রাব—সিপিয়া, পরে—ক্রিয়োজোট) ; ৮। কোষ্ঠবদ্ধ—মল খুব শক্ত, গাঁট-গাঁট, বড়, (খুব বড়—সলফার), তাহার গায়ে আম জড়িত, অতি কষ্টে নির্গত হয়, বাহ্যের পর মলদ্বারে ক্ষতের মত টাটানি-বেদনা; ৯। স্ত্রী ও পুরুষ উভয়েরই রতিক্রিয়ার অনিচ্ছা; ১০। মুখের ইরিসিপেলাস, তাহাতে জ্বালা ও হুলফোটা বেদনা, পীড়ার গতি ডানদিকে আরম্ভ হইয়া বামদিকে যায়।

চর্ম্মরোগ (**Eczema**)—দেহের প্রায় সকল স্থানে বিশেষতঃ মাথায়, মুখে, কাণের পশ্চাতে, কাণের উপরে, চক্ষুর পাতায় ও জননেন্দ্রিয়ে—ফুস্কুড়ির মত কিম্বা কাউর-ঘায়ের মত কোনও প্রকার উদ্ভেদ হইতে মধুর ন্যায় খুব ঘন চটচটে রস নিঃসৃত হইলে ইহা অব্যর্থ মহৌষধ। আমরা অনেক ছোট ছোট শিশুর মাথায়, কপালে ঘাড়ে এবং কাণে একপ্রকার চর্ম্মরোগ (Eczema) দেখিতে পাই, তাহাতে গ্র্যাফাইটীস বিশেষ উপকারী হইলেও লক্ষণভেদে উহার আরও কতকগুলি ঔষধের আবশ্যক হয়। একজিমার উপর মাছের আঁশের মত কোন পদার্থ দ্বারা আবৃত থাকিলে এবং কাণে একজিমা হইয়া ক্রমশঃ রস-লাগিয়া মাথাটী জুড়িয়া যাইলে—গ্র্যাফাইটীস উপকারী।

গ্র্যাফাইটীস—শরীরে সকল স্থানের একজিমায় উপযোগী হইলেও dorsal region of the fore arm and hands, অর্থাৎ হাতের চেটোর উল্টাপৃষ্ঠের একজিমায় সম্ভবতঃ অধিক ফলপ্রদ, আক্রান্ত স্থানের চামড়া মোটা হয়, ফাটে, অনেকের আঙুল ও নখ মোটা হয়, বিশ্রী দেখায়। যাহাদের গায়ের চামড়া ফাটে, তাহারা গ্র্যাফাইটীস বাহ্যিক প্রয়োগ করিলেও বিশেষ উপকার পাইবেন। ভ্যাসেলিন—১ আউন্স, গ্র্যাফাইটীস—বিচূর্ণ (ক্রুড) ৮ / ১০ গ্রেণ মিশাইলেই মলম প্রস্তুত হইবে।

আর্কটিয়ম-ল্যাপ্পা [Arctium Lappa]—একজিমায় অত্যন্ত দুর্গন্ধ বাহির হয়, সর্ব্বদাই রসে ভিজিয়া থাকে, পাঁশুটে বা সাদাটে রঙের মামড়ি পড়ে, ইহার সহিত কোনও স্থানের গ্ল্যাণ্ড ফোলা ও তাহা পাকিয়া পূঁয নিঃসৃত হইতে থাকিলে ইহা আরও অধিক উপযোগী। ইহা একটি উত্তম রক্ত পরিষ্কারক ঔষধ (আর্ণিকা অধ্যায়—১২২ পৃষ্ঠা দেখুন)।

ন্যাট্রম-মিউর—বারবার্স-ইচ দাড়িতে একজিমা, ক্ষৌরকণ্ডু সন্ধির ভাঁজে হস্ত-পদাদির ভাঁজে; হাঁটুর ভাঁজে—একজিমায় রস পড়ে, অত্যন্ত চুলকায়।

পেট্রোলিয়ম—গ্র্যাফাইটীসের লক্ষণের মত ইহাতে কাণে ও কাণের পশ্চাদ্ভাগে এবং মাথায় উদ্ভেদ (eruption)—অধিক নির্গত হয়, তবে বিশেষত্ব এই যে, ইহার উদ্ভেদগুলি শীতকালে বৃদ্ধি হয় ও গ্রীষ্মকালে আপনিই কমিয়া যায় (এলোতেও এই লক্ষণ আছে)।

নক্স-জগল্যান্স—গ্র্যাফাইটীসের মত ইহাতেও কাণের পশ্চাদ্ভাগে উদ্ভেদ অধিক-নির্গত হয়, তদ্ভিন্ন মাথায় লালবর্ণের উদ্ভেদ, তাহাতে অত্যন্ত চুলকানি; হাতে, বগলে পাঁচড়ার মত উদ্ভেদ ইত্যাদিতেও ইহা উপকারী।

ভিনকা-মাইনর—ইহার উদ্ভেদে অত্যন্ত দুর্গন্ধ থাকে এবং উদ্ভেদ কাণের পশ্চাদ্ভাগে, মুখে, মাথায় অধিক বাহির হয়। ইহাতে ঘায়ের উপর অংশে মামড়ি পড়ে ও তাহার অনেক নীচে পূঁয থাকে, ঘা প্রায়ই পচিতে আরম্ভ হয়, তাহাতে পোকা-বিজ্-বিজ্ করে (ওলিয়েণ্ডার)। শিশুদের মাথায় ও মুখে দুগ্ধ-চিপীটিকা (Milk-crust)-এক প্রকার উদ্ভেদ নির্গত হয়।

ষ্ট্যাফিসেগ্রিয়া—একজিমা হইতে সর্ব্বদাই রস ঝরিতে থাকে, রস অত্যন্ত দুর্গন্ধ, যেখানে লাগে তথাকার চুল উঠিয়া যায়। ইহাতে মাথার পশ্চাদ্ভাগে (occiput) অধিক উদ্ভেদ বাহির হয়, পারদ অপব্যবহৃত ও রুগ্ন বালক বালিকাদের ধাতুতে ইহা অধিক উপকারী।

ভায়োলা-ট্রাইকোলা—শিশুদের একজিমা, রস পড়ে, মাথার চুল উঠিয়া যায়, যদি তাহার সহিত শিশুর প্রস্রাবে অত্যন্ত কটু ও তীব্র গন্ধ থাকে (বিড়ালের প্রস্রাবের মত দুর্গন্ধ), অধিক পরিমাণে প্রস্রাব হয় অথবা প্রস্রাব সম্পূর্ণ বন্ধ থাকে, তাহা হইতে ইহাতে উপকার হইবে ইহার উদ্ভেদাদির অন্যান্য লক্ষণ সমস্তই—ভিনকা-মাইনরের মত।

একপ্রকার চর্ম্মপীড়া—যাহাতে আঙ্গুলের গলিতে ফাটা, স্তনের বোঁটা ফাটা, যোনির দুই পার্শ্ব যথায় মিলিত হইয়াছে তথায় এবং মলদ্বার ইত্যাদি স্থানে ফাটা ও সেই ফাটা স্থান হইতে চটচটে রস নির্গত হইতে থাকে, এইরূপ চর্ম্মপীড়া প্রায়ই ২/১ মাত্রা গ্র্যাফাইটীস উচ্চক্রমে আরোগ্য হয়।

শরীরের অন্যান্য স্থানে একজিমা ইত্যাদি হইলে সচরাচর যে যে ঔষধ আমাদের প্রয়োজন তাহাদের একটি তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইতেছে ঃ—

কাণের পশ্চাতে—গ্র্যাফা, ক্যালি-বাই, লাইকো, মেজেরি, ন্যাট-মিউর, ওলিয়েণ্ডার, পেট্রোলি, ষ্ট্যাফি..... সম্মুখে কপালে ও চুলের ভিতর হাইড্র্যাসটীস। ঘাড়ে—ক্লিমে, ন্যাট-মিউর। ..... দুইহাতে—ক্লিমে, ক্যাম্থার, গ্র্যাফা, মেজেরি, ন্যাট-মিউর, পেট্রোলি।...... হাঁটু ও হাঁটুর পশ্চাতে—ন্যাট-মিউর, সিপি। অণ্ডকোষে—ক্রোটন, হাইড্র্যাস, ন্যাট-মিউর, পেট্রোলি, আর্টিকা-ইউরেণ।.... হাতের পায়ের তালুতে—বিউফো-রাণা।

সকল প্রকার চর্ম্মরোগেই আভ্যন্তরিক ঔষধ সেবনকালীন—বিশুদ্ধ গ্লিসারিণ, অলিভ-অয়েল, ঘৃত, মাখন, গুড়া হরিদ্রা ইত্যাদি বাহ্যিক-প্রয়োগ করা যায়, তাহাতে চর্ম্ম কোমল থাকে চুলকানি কম হয়।

কাউর ঘা—৬১৩ পৃষ্ঠা সলফার অধ্যায়ে চর্ম্মপীড়া দেখুন।

কর্ণের পীড়া—কর্ণপটহ (tympanum) ছিদ্র হয় নাই কেবলমাত্র কর্ণনলীর ভিতর সর্দ্দি-শ্লেষ্মাজমা (catarrh of the eustachian tube), কোনও দ্রব্য চিবাইলে কাণের ভিতর ফড়্ ফড়্ শব্দ হয় কিম্বা সোঁ সোঁ, ভোঁ ভোঁ করে, উহাতে—গ্র্যাফাইটীস উপকারী।

বধিরতা—উপরোক্ত কতকগুলি কারণে বধিরতা অর্থাৎ কালা হওয়া, কাণের ভিতর শুষ্ক হইয়া থাকে। আর এক প্রকারের বধিরতা যাহাতে গাড়ী চলিয়া যাইবার সময় (যতক্ষণ গাড়ী চলার শব্দ হইতে থাকে) রোগী বেশ স্পষ্ট শুনিতে পায়, এমন কি তখন অতি ক্ষীণস্বরে কথা কহিলেও শুনতে পায়; কিন্তু গাড়ী থামিলে আর সেরূপ শুনিতে পায় না, অতি উচ্চস্বরে কথা কহিলে তবে একটু শুনিতে পায়, এই লক্ষণে—গ্র্যাফাইটীস উচ্চক্রমে, কিছু অধিক দিন ব্যবহার করিলে উপকার হইতে পারে (এসিড-নাইট্রিক অধ্যায় ৩২ পৃষ্ঠা দেখুন), কাণের ভিতর শুষ্ক কর্ণমূল—cerumen.

ইল্যাপ্স (Elaps)—ইহাতে প্রথমে রোগী অস্পষ্ট শুনিতে পায় পরে হঠাৎ রাত্রিতে সম্পূর্ণ কালা হইয়া যায়, কিছু শুনিতে পায় না, কাণের ভিতর পটপট ও গর্জ্জন করার মত একপ্রকার শব্দ হইতে থাকে, কাণে কিছুমাত্র বেদনা থাকে না।

এসারাম-ইউরোপাম (Asarum Europum)—মনে হয় যেন কর্ক (ছিপি) দিয়া কেহ কাণ বন্ধ করিয়া রাখিয়াছে, তজ্জন্য শুনিতে পায় না। কখনও শ্রবণশক্তি তীক্ষ্ণ, কাগজের খড়্খড়্ শব্দও অসহ্য হয়।

চক্ষুর পীড়া—স্ক্রফুলাস-ধাতুর চক্ষুর পীড়ায় ইহা ক্যাল্কেরিয়া ও সল্ফার অপেক্ষাও অধিক উপকারী। নিম্নলিখিত লক্ষণগুলি চক্ষুর পীড়ায় দৃষ্ট হইলে গ্র্যাফাইটীস অব্যর্থ মহৌষধ ঃ—

স্বচ্ছত্বকে (Cornca) বা চক্ষুর মধ্যস্থলে ফোস্কার ন্যায় ভাসা ক্ষত, প্রদাহ, চক্ষু হইতে জল পড়ে, জ্বালা করে, হাজাকারক (excoriating) পাতলা পূঁযের মত পদার্থ চক্ষু হইতে নিঃসরণ, চক্ষুর পাতার ধারগুলি মোটা ও পুরু, তাহাতে মামড়ি পড়ে কিম্বা আঁসের মত পদার্থ দ্বারা আবৃত থাকে, চক্ষুর কোণ ফাটিয়া কখনও কখনও রক্ত বাহির হয়, চক্ষুর পাতা পুরু হইয়া ভিতরে বা বাহিরে উল্টাইয়া পড়ে, উক্ত লক্ষণসহ কোনও প্রকার চক্ষুর পীড়ার সহিত গ্র্যাফাইটীসের চরিত্রগত চর্ম্মপীড়া থাকিলে—গ্র্যাফাইটীস উভয়বিধ পীড়াই আরোগ্য করিতে সমর্থ।

হিপার-সলফার—ইহাতে গ্র্যাফাইটীসের অনেকগুলি সদৃশ লক্ষণ পাওয়া যায়, তদ্ভিন্ন চক্ষুর বাহিরে বা ভিতরে অত্যন্ত দপদপানি-বেদনা ও যন্ত্রণা, উহাতে হাতটী পর্য্যন্ত ছোঁয়ান যায় না। আঞ্জিনা (Stye)—উহা পাকিয়া পূঁয বাহির হয় ইত্যাদিতেও এই ঔষধ নির্দ্দিষ্ট।

ক্যালকেরিয়া-কার্ব্ব—স্ক্রফুলাস-ধাতুর চক্ষুর পাতা পুরু ও স্বচ্ছত্বকের অস্বচ্ছতায় উপকারী। রাত্রিতে চোখ জুড়িয়া যায়, দিনে পিঁচুটি জমে।

সলফার—চক্ষুর পাতার ধারগুলি লালবর্ণ (রক্তশূন্য, ফেকাসে—গ্র্যাফা) চোখ ফোলে, কুটকুট ও জ্বালা করে, প্রাতে জ্বালা অধিক, জল পড়ে।

আর্সেনিক—চক্ষুর স্রাব যখন নির্গত হয়, তখন জ্বালা করে ও যেস্থানে লাগে সেস্থানে হাজিয়া যায়, চোখের পাতা ফোলে, চোখ বুজিয়া যায়।

ইউফ্রেসিয়া—ইহার চক্ষুস্রাবে গণ্ডদেশ পর্য্যন্ত হাজিয়া যায় বটে; কিন্তু স্রাব পূঁযের মত ঘন (পাতলা—গ্র্যাফাইটীস)।

এন্টিম-ক্রুড—কেবলমাত্র চক্ষুর কোণে (canthus) প্রদাহ, সমস্ত পাতার ধারে—গ্র্যাফাইটীস। চক্ষুর ভিতরে ও পাতায় রসগুটী।

পলসেটিলা—রাত্রিতে অধিক পরিমাণে পিচুটি নির্গত হয়, প্রাতঃকালে চক্ষু জুড়িয়া যায়, পাতার ছোট ছোট ফুস্কুড়ি (granulation) হয়, আঞ্জিনা হইলেও ইহা উপকারী।

থুজা-অক্সিডেন্ট—প্রাতঃকালে প্রায় সমস্ত যন্ত্রণাই বৃদ্ধি : কিন্তু এ সময় ঠাণ্ডা জল দ্বারা চক্ষু ধৌত করিলে যন্ত্রণার কতকটা উপশম হয়।

স্ত্রী-জননেন্দ্রিয় সম্বন্ধে কতিপয় পীড়া ঃ—

মহাত্মা হ্যানিম্যান সকল পীড়াতেই রোগ অপেক্ষা রোগীর ধাতুগত লক্ষণের উপর সর্ব্বাগ্রে লক্ষ্য করিতে বলেন এবং তাহাতে ফলও অধিক হয়। পূর্ব্বেই বলিয়াছি গ্র্যাফাইটীসে ৩টী "F-- Fair, Fatty & Flabby ; রোগিনী সুন্দরকায়া, মোটাসোটা এবং লালমাংসবিশিষ্ট্য অর্থাৎ থলথলে চেহারা, উক্ত মোটাসোটা অর্থে এখানে বলবান নহে—দেখিতে বেশ মোটাসোটা বটে; কিন্তু দেহ রক্তশূন্য আদৌ সামর্থ নাই—প্রায়ই কোষ্ঠবদ্ধ, চর্ম্মপীড়া, সর্দ্দি কাশি ইত্যাদি পীড়ায় কষ্ট পায়, এইরূপ ধাতুর সহিত গ্র্যাফাইটীসের রোগ লক্ষণ মিলিলে অবিলম্বে উহা প্রদান করিয়া ফলাফল প্রত্যক্ষ করিবেন।

রজঃস্রাব—রজঃরোধ কিম্বা ঋতু অনেক বিলম্বে হয়, ঠিক নির্দ্দিষ্ট সময়ে হয় না, ঋতু পরিমাণে অল্প, তাহার রঙ যেন ফেকাসে ও জলের মত। পল্‌সেটিলার লক্ষণ অনেকটা প্রায় গ্র্যাফাইটীসেরই মত, ইহাতে ঋতুর পরিমাণ অল্প, ঋতু বিলম্বে প্রকাশ, রোগিনী রক্তহীন; কিন্তু দেখিতে মোটাসোটা, রজঃস্রাবের রঙ লাল নহে—বরং জলের মত, সর্ব্বদাই শীত-শীতভাব ইত্যাদি লক্ষণগুলি থাকে, তবে তাহাদের মধ্যে প্রভেদ এই যে পলসেটিলার রোগী একটু কিছুতেই কাঁদিয়া ফেলে, গ্র্যাফাইটীসের মত ভাবী অমঙ্গলের আশঙ্কা করে না। গ্র্যাফাইটীসে মুখে ফুস্কুড়ির মত এক প্রকার ইরাপসন থাকে, পলসেটিলায় তাহা থাকে না, গ্র্যাফাইটীসে—কোষ্ঠবদ্ধ, পলসেটিলায়—প্রায়ই উদরাময়, অজীর্ণাদি পেটের দোষ থাকে।

শ্বেত-প্রদর—স্রাব দুধের মত সাদা, অত্যন্ত দুর্গন্ধ, প্রচুর পরিমাণে স্রাব হয়, স্রাব যেখানে লাগে হাজিয়া যায় ; ঋতুস্রাবের পরিবর্ত্তে শ্বেতপ্রদর স্রাব। ডাঃ হেরিং বলেন—ইহাতে প্রদর, ঋতুর পূর্ব্বে ও পরে প্রকাশিত হয়। বামদিকের ডিম্বকোষ ফোলা, শক্ত ও অত্যন্ত স্পর্শাসহনীয়তা এমন কি—হাতটি ছোঁয়াইলেই বেদনা অনুভব করে, জরায়ুর বহির্নিঃসরণ (Prolapsus of the uterus) ইত্যাদি লক্ষণগুলিও—গ্র্যাফাইটীসে নির্দ্দিষ্ট। গ্র্যাফাইটীসের সমস্ত স্রাবই অত্যন্ত দুর্গন্ধ, যদি উক্ত প্রকার রোগীর অর্শ থাকিলে তাহাতে অত্যন্ত জ্বালা ও টাটানি বেদনা থাকে, মলদ্বারে ফাটা ঘা (fissure) ইত্যাদিতেও গ্র্যাফাইটীস উপকারী ;

অজীর্ণরোগে—জিহ্বার ডগায় ফোস্কা ও গলার বামদিকে পুটুলি পাকান লক্ষণ এবং কোনও দ্রব্য গিলিতে যাইতে কষ্ট ও বমি আসা—গ্র্যাফাইটীসে বিশেষরূপে নির্দ্দিষ্ট। যাহারা সুরাপান করে তাহাদের অজীর্ণ পীড়ায় ইহা অধিক উপকারী। গ্র্যাফাইটীসে—বাহ্যে ছেঁড়া-ছেঁড়া ও চট চটে এবং কতক আধ-গোটা খাদ্য বাহ্যের সঙ্গে নির্গত হয়। ইহার রোগীর মুখে সকালে বিশ্রী দুর্গন্ধ থাকে।

ক্লোরোসিস (Chlorosis)—ইহার বিশেষ লক্ষণের জন্য মৎকৃত গ্র্যাকটিসনার্স গাইড" নামক নূতন ধরণের পুস্তকখানি দেখুন। রোগিনী সর্ব্বদাই বিষণ্ণ ও অমঙ্গলের আশঙ্কা করে, নিয়ত শীত-শীতভাব , হৃৎপিণ্ডে অত্যন্ত যন্ত্রণা, মাথায় যেন রক্ত উঠে, তাহাতে মুখ লালবর্ণ হয়, তজ্জন্য মনে করে বুঝি হৃৎপিণ্ডের কোনও পীড়া হইল, রাত্রিতে সমস্ত শরীরের ভিতর পর উদরাময়, অজীর্ণ, মধ্যে মধ্যে দম্‌কা-ভেদ প্রভৃতি কোনও পীড়া হইলে গ্র্যাফাইটীস উপকারী। ইহার মলে অত্যন্ত দুর্গন্ধ থাকে (সোরিণাম), বালকদিগের প্রায় উক্তপ্রকার উদরাময়ে কষ্ট পাইতে দেখা যায়।

উপরোক্ত পীড়াগুলি ভিন্ন—জরায়ুর স্থানচ্যুতি, (displacement of the uterus), জরায়ুর সম্মুখবক্রতা (antiflexion), সম্মুখ আবর্ত্তন (antiversion) প্রভৃতি পীড়ায় প্রসব-বেদনার মত বেদনা, জলের মত শ্বেত-প্রদরস্রাব এবং যোনির উপর এক্‌জিমা, বাম ওভেরির বিবৃদ্ধি ও কাঠিন্য, তাহাতে স্পর্শকাতরতা বেদনা। ওভেরিয়ান-সিষ্ট (একপ্রকার টিউমার), জরায়ুতে ফুলকপির মত একপ্রকার উদ্ভেদ নির্গমন, প্রবল খোঁচামারা বেদনা, স্তনের টিউমার ইত্যাদিতেও—গ্র্যাফাইটীস উপকারী, (অরম্‌-মিউর-ন্যাট, ২ x—৩ x , প্রায় সকল প্রকার স্ত্রী-পীড়ার ঔষধ)।

অগ্নিমান্দ্য, অজীর্ণ ও উদরাময়—কোন দ্রব্য মুখে দিলে ভাল লাগে না, বমি আসে, আহারের পর পেটে যেন বায়ু জমে, পেট কামড়ায়, পেট জ্বালা করে, শূলুনির মত বেদনা হয়, ঐ বেদনা কিছু আহার করিলেই উপশম হয়, (পেট্রোলিয়ম, এনাকার্ডিয়ম ও চেলিডোনিয়মেও পেটের বেদনা—আহারের পর নিবৃত্তি হয়), লিভার বর্দ্ধিত, শক্ত এবং কোষ্ঠবদ্ধ থাকে। গ্রাফাইটীসে—মল খুব শক্ত ও বড় ন্যাড় তাহার উপর আম জড়িত, দুর্গন্ধ প্রসদস্রাবের সহিত জরায়ু যেন যোনিপথে নামিয়া আসিতেছে, পেট অত্যন্ত ভারী, পেটে মধ্যে মধ্যে খোঁচানি ব্যথা, ঐ বেদনা পাছা পর্য্যন্ত সঞ্চালিত হয়, তলপেটে সাঁটিয়া ধরে ইত্যাদি লক্ষণগুলি থাকে এবং রোগিনী পূর্বোক্ত গ্র্যাফাইটীস ধাতুবিশিষ্ট্য হয়, তাহা হইলে আর কথাটি নাই—একমাত্র গ্র্যাফাইটীসেই সেই পীড়া আরোগ্য হইবে।

পুরাতন উদরাময়ে—গ্র্যাফাইটীস একটি বিশেষ উপকারী ঔষধ কোনও প্রকার চর্ম্মরোগ, মলম বা কোনও প্রলেপাদির দ্বারা আরোগ্য হইয়া দপ্‌দপ্‌ করে, ঋতু অনেক বিলম্বে প্রকাশ পায়, লালরক্ত-কণিকা (red-corpuscles) না থাকায় ঠোঁট, জিহ্বা, চক্ষু যেন ফেকাসে দেখায়।

ভগন্দর (Fistula in Ano)—এই পীড়ায় পিওনিয়া-অফিসিন্যালিস, র্যাটানহিয়া, নাইট্রিক-এসিড, গ্র্যাফাইটীস, সাইলিসিয়া, হিপার-সলফ ইত্যাদি ঔষধগুলি লক্ষণভেদে উপকারী। পিওনিয়াতে—সদাই মলদ্বারে রস ঝরে, পূঁয পড়ে, মলদ্বার ভিজা, তাহাতে বেদনা ও টাটানিভাব থাকে।

র্যাটানহিয়ায়—মলদ্বার যেন সঙ্কুচিত, তজ্জন্য বাহ্যেতে অত্যন্ত বেগ দিতে হয় ও বাহ্যের শেষে যেন মরিচগুঁড়া ছড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে এইরূপ জ্বালা ও ব্যথা বাহ্যের অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত থাকে। নাইট্রিক-এসিড—কাটির দ্বারা খোঁচামারার মত ব্যথা ও বাহ্যের পর অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত মলদ্বার জ্বালা করে। গ্র্যাফাইটীসে—মধ্যে মধ্যে হুলফোটান-ব্যথা, জ্বালা ও টাটানি-ব্যথা থাকে। সাইলিসিয়ায়—ভীষণ কোষ্ঠবদ্ধ, খুব বেগ দিলেও তবু যেন মল বাহির হইতে চাহে না, যদিও বা একটু বাহির হয়, আবার তখনই ভিতরে চলিয়া যায়। হিপার-সলফারে রোগী ১০/১৫ দিন অন্তর প্রায়ই মলদ্বারে ফোলা ও টাটানি-ব্যথা অনুভব করে এবং অবশেষে একটু পূঁয বাহির হইলে সেই ফোলা ও ব্যথার নিবৃত্তি হয়। মল শক্ত, গায়ে আমজড়িত, মলদ্বারে কাটা-ঘা, রস-রক্তপড়া ইত্যাদি লক্ষণে—গ্র্যাফাইটীস উপকারী।

গ্রন্থির ফুলা (Swelling of the glands)—মেসেন্ট্রিক-গ্ল্যাণ্ড, ইংগুইন্যাল-গ্ল্যাণ্ড (কুঁচকী), বগলের লিম্ফ্যাটিক গ্ল্যাণ্ড, ঘাড়ের গ্ল্যাণ্ড ইত্যাদির ফোলায় এবং তাহার সহিত গ্র্যাফাইটীসের চর্ম্মপীড়ার লক্ষণসমূহ থাকিলে গ্র্যাফাইটীসে'বিশেষ উপকার হয়। চক্ষুর পাতার উপর এক-প্রকার সিষ্টিক-টিউমার (এই জাতীয় টিউমার অর্থাৎ আব খুব নরম ও তলতলে) হয়, তাহাতেও গ্র্যাফাইটীস উপকারী।

প্রস্রাবের পীড়া—গাঢ় লালবর্ণের রক্তস্রাব, অতি অল্প পরিমাণে নির্গত হইয়া পরে ঘোলা হয়, প্রস্রাবে ঈষৎ লালবর্ণের তলানী পড়ে, প্রসাব টকগন্ধ।

সবিরাম-জ্বর—প্রাতঃকাল ৫টা, ৬টা অথবা ৭টায় এবং সন্ধ্যা ৪টা হইতে ৮টার মধ্যে কম্প হইয়া জ্বর আসে। শীতাবস্থায়—পিপাসাশূন্য, শীতের সময় পা বরফের মত ঠাণ্ডা থাকে এবং রোগী গায়ে একবার শীত একবার জ্বালা অনুভব করে। উত্তাপাবস্থায়—অত্যন্ত উত্তাপ, তাপ বশতঃ রাত্রিতে অত্যন্ত ছটফট করে, ঘুম হয় না, হাতে পায়ে জ্বালা, মাথাব্যথা ও ঘাড়ে বেদনা থাকে। ঘর্ম্মাবস্থায়—খুব ঘাম, একটু নড়িলেই ঘাম, এই ঘামে—হয়-দুর্গন্ধ, নয় টকগন্ধ, পায়ে এত ঘাম হয় যে—পা হাজিয়া যায়, কখনও ঘাম একেবারে থাকে না। জ্বর-বিচ্ছেদাবস্থায়—অক্ষুধা অথবা অত্যন্ত ক্ষুধা, পেট বায়ুতে ফুলিয়া উঠে, কোষ্ঠবদ্ধ, প্রস্রাব ঘোলের মত হয়, তাহার তলানি সাদা (অনেক সময় কম্পের পরই ঘর্ম্ম, উত্তাপ হয় না)।

দ্রষ্টব্য ঃ—গ্র্যাফাইটীস পুনঃ পুনঃ প্রয়োগে রোগ বৃদ্ধি হয়, তজ্জন্য দুই একমাত্রা প্রয়োগ করিয়া ফলাফলের জন্য অনেকদিন অপেক্ষা করিতে হয়, উহার নিম্নশক্তি অপেক্ষা উচ্চশক্তিই অধিক ফলদায়ক।

বৃদ্ধি—রাত্রিতে, ঋতুকালে, ঋতুর পরে, উত্তাপে স্নানে, বায়ু সেবনে।

উপশম—বিশ্রামে, আহারান্তেও উষ্ণ দুগ্ধপানে।

সম্বন্ধ—ঋতুস্রাবে—লাইকো ও পলসের পর ইহা ভাল কাজ করে।

যুবতীদিগের প্রমেহরোগে—ক্যাল্‌কেরিয়ার পর ; চর্ম্মরোগে—সলফারের পর; স্থূলতা হ্রাসের পক্ষে—ক্যালকেরিয়া-কার্ব্বের পর এবং প্রদররোগে -সিপিয়ার পর ইহা উৎকৃষ্ট ফলদায়ক। ইহাতে লৌহের অংশ আছে, সেই জন্য প্রায় সমুদয় পীড়ায়—গ্র্যাফাইটীসের পর ফেরম উপকারী।

ক্রিয়ানাশক—একোন, আর্স, চায়না, সুরা।

ক্রিয়া স্থিতিকাল—৪০—৫০ দিন।

ক্রম—৬—২০০ ও আরও উচ্চশক্তি।

মলদ্বারে ও স্তনের ক্ষত রোগে—গ্র্যাফাইটীস—৩ × চুর্ণের দ্বারা মলম প্রস্তুত করিয়া প্রয়োগ করিলে অপেক্ষাকৃত শীঘ্র উপকার হয়।

ফরমূলা—৭।

গ্র্যাটিওলা (Gratiola)

(একপ্রকার ক্ষুদ্রজাতীয় গাছের টিংচার)—ইহা সাধারণতঃ উদরময় ও পেটের অসুখেই অধিক ব্যবহৃত হয়। গ্র্যাটিওলা স্থূলমাত্রায় সেবনে—প্রবল বমি, অত্যন্ত অধিক পরিমাণে তোড়ে ভেদ ও প্রস্রাবের পরিমাণ বৃদ্ধি হয়। ইহা—Emetic, Purgative & Diuretic, অতিরিক্ত ঠাণ্ডা জলপান—পীড়ার কারণ হইলে প্রথমেই স্মরণ করিবেন। বাহ্যের রঙ্ সবুজ, বাহ্যের সঙ্গে ফেণা, তৎসহ পেটফোলা বাহ্যের পর মলদ্বারে জ্বালা, তোড়ে বাহ্যে হওয়া, পেটে বেদনা না থাকা, অত্যন্ত মাথা বেদনা, বাহ্যে, বমি প্রভৃতি ইহার লক্ষণ। মলদ্বারে ছোট ছোট ক্রিমি থাকে মলদ্বার জ্বালা করে, গা-বমি থাকে।

ঋতুস্রাব—স্ত্রীলোকদের অকালে ঋতুস্রাব আরম্ভ হইয়া অত্যন্ত অধিক পরিমাণে স্রাব ও সেই স্রাব অধিকদিন স্থায়ী হইলে ইহাতে উপকার হয়। অনিদ্রা রোগেরও ইহা ভাল ঔষধ। ডানস্তনে তীব্র বেদনা।

উদরাময়—ইহার লক্ষণের জন্য ক্রোটন অধ্যায় দেখুন।

ক্রম—৩ × , ৬—৩০ শক্তি। ফরমূলা—৩।

গ্রিণ্ডেলিয়া (Grindelia)

আমেরিকার একপ্রকার লতানো গাছ হইতে টিংচার প্রস্তুত হয়, ডাঃ গ্রিণ্ডেল্ বোটানিষ্টের নামানুসারে ইহার নাম—গ্রিণ্ডেলিয়া হইয়াছে। গ্রিণ্ডেলিয়া বক্ষঃস্থলের কতিপয় পীড়ার মহৌষধ। নিউমোগ্যাষ্ট্রীক্-নার্ভের মধ্য দিয়া ক্রিয়া করিয়া ইহা শ্বাসপেশীর পক্ষাঘাত উৎপন্ন করে।

ব্রাঙ্কিয়াল-এজ্‌মা, কার্ডিয়্যাক্-এজমা, ক্রনিক-ব্রঙ্কাইটীস, ব্রাঙ্কোনিমোনিয়া প্রভৃতি কতকগুলি পীড়ায়—অত্যন্ত শ্বাসকষ্ট, (difficult of breathing), বিছানায় শুইতে না পারা, কাশি, অধিক পরিমাণে চটচটে গয়ার উঠিলে উক্ত কষ্টের একটু উপশম হওয়া, এই লক্ষণগুলি থাকিলে ইহাতে বিশেষ উপকার

হইবে। হুপিং-কফে-যখন অধিক পরিমাণে গয়ার উঠে, তখন ইহাতে উপকার হয়। হৃৎপিণ্ডের কোনও পীড়ায় রোগী ঘুমাইতে ঘুমাইতে হঠাৎ যেন শ্বাসবন্ধের উপক্রম হয়, তজ্জন্য ধড়ফড় করিয়া উঠিয়া পড়ে এবং নিঃশ্বাস ফেলিবার জন্য আঁকু-পাঁকু করে। খুব বড় প্লীহা, প্লীহায় তীব্র বেদনা, উহা উরু পর্য্যন্ত নামে তজ্জন্য অস্থির হইয়া পড়ে।

সদৃশ—ল্যাকেসিস, স্যাঙ্গুনেরিয়া। ক্রম—θ—১২ শক্তি।

ফরমূলা—জার্ম্মেণি—৪, আমেরিকা—৩।

গুয়েকাম (Guaiacum)

(রজন হইতে প্রস্তুত)—ইহা এন্টিসোরিক ঔষধ এবং ফাইব্রাস-টীসুর উপর ইহার প্রধান ক্রিয়া। গর্ম্মীপীড়ার ২য় অবস্থার উপসর্গে ও বে'তো-ধাতুতেই ইহা অধিক ক্রিয়া প্রকাশ করে। তরুণ বাত ও তাহার প্রদাহ-যন্ত্রণায় ইহার দ্বারা বিশেষ উপকার হয়।

গেঁটেবাত—হাতে বাত, কাঁধে বাত, সায়েটিকা, কোমরে বেদনা (লম্বেগো), গোড়ালীর গাঁটে বেদনা—উহা সমস্ত পা পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়, মাথায় ও ঘাড়ে বাতের বেদনা, মাথার খুলীতে বেদনা, তরুণ বাত, হাঁটুফোলা, হাঁটুর প্রদাহ যন্ত্রণা, সামান্যমাত্র চাপে যন্ত্রণার বৃদ্ধি, আক্রান্ত স্থান তাপ বা গরম সহ্য না হওয়া ইত্যাদি তরুণ প্রদাহের লক্ষণসমূহে ইহার নিম্নশক্তি আভ্যন্তরিক সেবনে অতি শীঘ্র প্রদাহের উপশম হয়। হাঁটুতে আঘাত লাগিয়া সাইনোভাইটীস (জানু-সন্ধির প্রদাহ) হইলেও ইহাতে উপকার হয়। গর্ম্মী-পারাসম্ভূত বাতরোগেও উক্ত প্রকার লক্ষণে—গুয়েকাম উপকারী। গুয়েকামে পেশী-বন্ধনী (টেণ্ডন) সঙ্কুচিত হইয়া ক্ষুদ্র হয়, তাহাতে অঙ্গের বিকৃতি ঘটে, রোগী ইচ্ছামত চলাফেরা করিতে পারে না, পুরাতন বাতে প্রায়ই উক্ত শেষের লক্ষণটি দৃষ্ট হয়, তদ্ভিন্ন—পুরাতন বাতে গাঁটে খুব ছোট ছোট পাথরকুচির মত একপ্রকার পদার্থ (conceretion) জন্মায় (কষ্টিকাম অধ্যায় দেখুন)—গুয়েকাম তাহারও উত্তম ঔষধ।

টন্‌সিল প্রদাহ ও গলক্ষত—টন্‌সিল প্রদাহের প্রথম অবস্থায় ইহা উপকারী। অনেক গর্ম্মীপীড়ায় ২য় অবস্থায়—মুখের ভিতর, গলায়, তালুতে ক্ষত হয়, ক্ষত ক্রমশঃ আক্রান্তস্থান ছিদ্র করিয়া ফেলে, ইহাতে গুয়েকাম নিম্নশক্তি (১ম হইতে ৩য় ক্রম) উপকারী এবং অরম-মেট, মার্ক-কম হিপার, এসিড-নাইট্রিক প্রভৃতি অপেক্ষাও অধিক ফলপ্রদ ঔষধ।

শ্বাসযন্ত্রের পীড়া—অত্যন্ত কষ্টদায়ক শুষ্ক কাশি তাহাতে দমবন্ধের মত হয়, প্লুরিসির মত বুকে ছুঁচফোটান বেদনা থাকে।

স্ত্রী-ব্যাধি—বে'তো স্ত্রীলোকদের ডিম্বকোষের প্রদাহ (ওভেরাইটীস), বাধক-বেদনা, অনিয়মিত ঋতুস্রাব প্রভৃতি।

প্রস্রাবের পীড়া—অনবরত বেগ, প্রস্রাবে অত্যন্ত কটু দুর্গন্ধ, প্রস্রাবের পর মূত্রনলীর মুখে ছুঁচফোটান বেদনা।

গুয়্যাকো (Guaco)—৩ ×, সর্পবিষঘ্ন ঔষধ। মেরুদণ্ডে বিষক্রিয়া করিয়া জিহ্বার ও ওষ্ঠের পক্ষাঘাত আনয়ন করে, রোগী গিলিতে পারে না।

দ্রষ্টব্য ঃ—গুয়েকামের দ্বারা বে'তো-ধাতুর রোগীদিগের (arthritic diathesis) কর্ণের পীড়া, দন্তের পীড়া, প্রস্রাবের পীড়া, চক্ষুর পীড়া প্রভৃতি অধিকাংশ পীড়াতেই সুফল পাওয়া যায়, অতএব উক্তপ্রকার রোগীদের কোনও পীড়ায় নির্ব্বাচিত কোনও ঔষধে উপকার না পাইলে অবশেষে একবার—গুয়েকামটী পরীক্ষা করিতে অনুরোধ করি।

বৃদ্ধি—নড়ন-চড়নে, তাপ প্রয়োগে, বর্ষায় ও শীতে, প্রাতে ৪টায় ও অপরাহ্ন ৬টায়।

সদৃশ—রসটক্স, কষ্টি, মেজেরিয়ম, মার্ক, রডো, এসিড-নাইট্রিক।

ক্রম—θ, ১—৩য় শক্তি। ফরমূলা—৬-এ।

হ্যামামেলিস (Hamamelis Virginica)

(ইউনাইটেড-ষ্টেট্স ও ক্যানাডার আর্দ্র রসা-জঙ্গলে একপ্রকার গুচ্ছ জন্মায়, তাহার ডালের তাজা ছাল ও শিকড় হইতে ইহার টিংচার প্রস্তুত হয়)—শিরা হইতে রক্তস্রাব, শিরায় রক্তাধিক্যতা, অর্শ ইত্যাদি হইতে রক্তস্রাব প্রভৃতি রক্তস্রাব সম্বন্ধীয় প্রায় যাবতীয় পীড়া এবং আক্রান্তস্থানে থেঁতলান বেদনা (আর্ণিকার মত) এই ঔষধের বিশেষ লক্ষণ। শিরার উপরেই ইহার প্রধান ক্রিয়া।

রক্তস্রাব—শরীরের কোনও স্থান হইতে রক্তস্রাব হইতে থাকিলে যদি সেই রক্তের রঙ একটু কাল ও চাপ্ চাপ্ হয়, ইহাতে উপকার হইবে। হ্যামামেলিসের মুখ্য ক্রিয়া—শিরাসমূহের উপর ; শিরার রক্ত বিশুদ্ধ নহে তজ্জন্য দেখিতে কালবর্ণের হয়। যদি কখনও দেখিতে পান যে,—রক্তের রঙ একটু কালচে, ঘন এবং যে স্থান হইতে রক্তস্রাব হইতেছে তথায় আঘাত-লাগার মত বেদনা এবং টাটানিভাব থাকে, রক্তস্রাব হওয়া সত্বেও রোগীর মনে ভয় বা কোনও প্রকার উদ্বেগ থাকে না, তদ্ভিন্ন উহার সহিত মাথায় মুগুরমারার মত বেদনা প্রভৃতি লক্ষণাদি থাকে, তাহা হইলে—শরীরের যে কোন স্থান বা দ্বার হইতে রক্তস্রাব হউক না কেন, হ্যামামেলিসে নিশ্চয়ই উপকার হইবে (অনেকস্থলে মাদার টিংচার—২/১ ফোঁটা মাত্রায় ঘন ঘন সেবন করিলে শীঘ্র রক্তস্রাব বন্ধ হয়, উপরোক্ত লক্ষণসমূহের আংশিক লক্ষণ থাকিলেও ইহাতে ভাল ফল পাওয়া যায়)। চক্ষু হইতে রক্তস্রাব তাহা কাশির ধমকেই হউক কিম্বা আঘাত লাগিয়াই হউক আর্ণিকা অপেক্ষাও—হ্যামামেলিস উপকারী। গাড়ীতে ঝাঁকি লাগিয়া কিম্বা অধিক দূর পথ হাঁটিবার জন্য জরায়ু হইতে রক্তস্রাব হইলে হ্যামামেলিসে সেই রক্তস্রাব বন্ধ হইবে।

সাধারণত আমরা রক্তস্রাবের জন্য—বেলেডোনা, মিলিফোলিয়ম, স্যাবাইনা, প্ল্যাটিনা, সিকেলি, কার্ব্বো, চায়না, ট্রিলিয়ম, অষ্টিলেগো, ইরিজিরণ, সিনামোনাম, একালিফা-ইণ্ডিকা, ইপিকাক ইত্যাদি ঔষধগুলিই ব্যবহার করি, তাহাদের লক্ষণের প্রভেদ দেখুন।

ঋতুস্রাব ঃ—

বেলেডোনা—ইহাতে যেস্থান দিয়া রক্তস্রাব হইতে থাকে, তথায় রোগিনী গরম অনুভব করে, রক্ত উজ্জ্বল লালবর্ণের, বাহির হইয়াই জমাট বাঁধিয়া যায়। ঋতুস্রাবের রক্ত গরম, সবিরাম, বেদনাসহ চাপ-চাপ স্রাব।

স্যাবাইনা—জরায়ুর রক্তস্রাবেই ইহা অধিক ব্যবহৃত হয়, রক্ত পরিমাণে অধিক টকটকে তরল লালবর্ণের রক্তের সঙ্গে চাপ চাপ্ জমা রক্ত নির্গত হইতে থাকে। ইহাতে বেদনা থাকে, সেই বেদনা কোমর হইতে আরম্ভ হইয়া তলপেটের দিকে বিস্তৃত হয়। প্রসব বা গর্ভস্রাবের পর রজঃস্রাব।

সিকেলি-কর—ইহাও জরায়ুর সকল প্রকার রক্তস্রাবে ব্যবহৃত হয়। কৃশাঙ্গী, শীর্ণা, রোগা স্ত্রীলোকদের পীড়ায় ইহা অধিক উপকারী। ইহার রক্তস্রাব নিয়তই প্রায় একটু একটু করিয়া হয়, রক্তে চাপ্ (clot) থাকে না, রক্ত ঘোলাটে ও দুর্গন্ধ। প্রস্রাব বা গর্ভস্রাবের পর অতিরিক্ত রক্তস্রাব, ঋতুকালীন অত্যধিক স্রাব—১ ×—৩, ৬, ৩০।

ট্রিলিয়ম (Trilium)—৩ ×—৬ × ; জরায়ুর রক্তস্রাবেই অধিক উপযোগী। গর্ভস্রাব কিম্বা প্রসবের পর অত্যন্ত রক্তস্রাব হইতে থাকিলে ইহার দ্বারা বিশেষ উপকার হয়। ঋতুস্রাবে—রজঃ অনেক দিন পর্য্যন্ত চলিতে থাকে, কিছুতেই বন্ধ হয় না, এই প্রকার লক্ষণে আমরা বহুসংখ্যক রোগিনীকে ইহা ব্যবহারে করাইয়া সুফল পাইয়াছি।

অষ্টিলেগো (Ustilago)—২ × —৬ × ; জরায়ুর রক্তস্রাবে রক্ত একটু একটু করিয়া যেন লাগিয়াই আছে, দুই একদিন মাত্র বন্ধ থাকিয়া আবার দেখা দেয়, এই লক্ষণে ও রক্ত-প্রদরে এবং গর্ভস্রাবের পর অনেক দিন পর্য্যন্ত সামান্য অতি অল্প অল্প পরিমাণে রক্তস্রাব হইতে থাকিলে ইহাতে উপকার হইবে। জরায়ুর স্থানচ্যুতি, ডিম্বকোষের প্রদাহ, জরায়ুর অর্ব্বুদ (polypus), জরায়ুর মধ্যে আব (tumour) ইত্যাদি পীড়াগুলিও এই ঔষধের অন্তর্ভুক্ত। মৃতবৎসা—অর্থাৎ যাহাদের প্রায়ই গর্ভস্রাব হয়, তাহাদের পক্ষে এই ঔষধ অমৃতবৎ উপকারী, তবে অবশ্য কিছুদিন ধৈর্য্যের সহিত ব্যবহার করা আবশ্যক (ইহার অধ্যায় দেখুন)।

জ্যান্থজাইলম (Xanthoxylum)—১ × ; ঋতুস্রাব ২/৪ মাস বন্ধ থাকিয়া পরে কিম্বা অকালে প্রকাশিত হয়, সেই সময় পেটে ভয়ানক যন্ত্রণা হয়, রোগিনী বলে—আমাকে নেশা করাইয়া অজ্ঞান কর, নচেৎ বাঁচিব না ; স্রাব পরিমাণে অত্যন্ত অধিক ও অনেকদিন স্থায়ী থাকে। বাধক-বেদনা—ইহাতেও উক্ত প্রকারের বেদনা হয় ; বাধকে—এই ঔষধ নিয়মিতরূপে সেবন করিলে ঋতু স্বাভাবিক হইয়া ত্বরায় উক্ত দোষসমূহ নিবারিত হয়।

সিনামোনাম (Cinamonum)—θ—৬; হঠাৎ পা পিছলাইয়া যাইয়া, কোন ভারী দ্রব্য উত্তোলন করিয়া কিম্বা কোঁথ দিবার কালীন জরায়ু হইতে রক্তস্রাব অথবা প্রসব বা গর্ভস্রাবের পর অতিরিক্ত রক্তস্রাব হইলে ইহা উপকারী ([illegible] দারুচিনির তৈল ২/১ ফোঁটা মাত্রায় দুধের সঙ্গে ৩ ঘন্টা অন্তর সেবনেও শীঘ্র উপকার হয়)।

চায়না (China)—অত্যধিক রক্তস্রাব, রোগী তাহাতে হিমাঙ্গ হইয়া পড়ে, প্রসবের পর ফুল আটকাইয়া অধিক রক্তস্রাব হইলে—চায়না ১০/১৫ মিনিট অন্তর ঘন ঘন প্রয়োগ করা উচিত। ফুল আটকাইয়া থাকিবার জন্য অনেকস্থলে রক্তস্রাব বন্ধ হয় না, তজ্জন্য বলা আবশ্যক— সে স্থলে শীঘ্র হস্ত দ্বারা বা অন্য উপায়ে ফুল বাহির করা যুক্তিসঙ্গত। জরায়ুর রক্তস্রাবে—রক্ত চাপ্ চাপ পেটে খুব বেদনা, ঋতু শীঘ্র শীঘ্র হয়, স্রাব পরিমাণে অত্যন্ত অধিক তৎসহ বেদনা, তলপেটে বেদনা ও তলপেট ভারী থাকে।

এসারাম-ইউরোপাম (Asaram Europum)—৩—৬ষ্ঠ শক্তি। ঋতু খুব শীঘ্র শীঘ্র হয়, অনেকদিন পর্য্যন্ত থাকে, স্রাবের রঙ কাল, ইহার সহিত কোমরে [illegible] বেদনা। চটচটে হলদে রঙের প্রদর স্রাব।

এসেটিক-এসিড (ভিনিগার বা সির্কা)—ইহার অধ্যায়ে পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে ভিনিগারে তুলা বা নেকড়া ভিজাইয়া টিপিয়া রাখিলে প্রায় সকল প্রকারের রক্তস্রাবই বন্ধ হয়,—

একটী অষ্টম মাসের গর্ভবতী স্ত্রীলোকের হঠাৎ একদিন নাসিকা ও মুখ দিয়া প্রবলবেগে রক্তস্রাব হইতে আরম্ভ হয়, মুখ বন্ধ করিয়া নাসিকা দিয়া, নাসিকা বন্ধ করিলে মুখ দিয়া রক্ত নির্গত হইতে থাকে ; রক্তের রঙ উজ্জ্বল লালবর্ণ, রক্ত কতক তরল, কতক চাপ্-চাপ্, রক্তস্রাবে কোনও প্রকার বেদনা বা বিশেষ কোন কষ্ট ছিল না। চিকিৎসার নিমিত্ত আহত হইয়া আমি রোগিনীকে প্রথমে মিলিফোলিয়ম, পরে হ্যামামেলিস প্রভৃতি আর ২/৪টি ঔষধের আভ্যন্তরিক ও বাহ্যিক ব্যবস্থা করিয়া কোনও উপকার না পাইয়া—অবশেষে ভিনিগারে একটু তুলা ভিজাইয়া নাসিকার ভিতর গুজিয়া (Plug) রাখিবার ও ভিনিগার মধ্যে মধ্যে জোরে নাসিকার ভিতর টানিয়া লইবার ব্যবস্থা করি, আনন্দের বিষয় ইহাতে অত্যল্প সময়ের মধ্যেই রক্তস্রাব বন্ধ হয়। আনুসঙ্গিক সাহায্যের মধ্যে মাত্র রোগিনীকে স্থিরভাবে শয়ন করাইয়া, তাহার ঘাড়ে ও মাথায় অনবরত শীতল জল এবং বরফ প্রদানের ব্যবস্থা করিয়াছিলাম।

স্যাঙ্গুইসোর্ব্বা (Sanguisorba)—২ × শক্তি ; অনেকদিন ধরিয়া অধিক পরিমাণে ঋতুস্রাব হইতে থাকিলে এবং সেই সঙ্গে মাথায় কিম্বা শরীরে অন্য কোনও স্থানে রক্তাধিক্যতা (congestion) থাকিলে ইহাতে উপকার হইবে ; ইহার রোগীনীর মেজাজ খিটখিটে ও অভিমানিনী হয়।

রোজমেরিণাস (Rosmarinus)—৩—৬ষ্ঠ শক্তি; রক্তস্রাবের পূর্ব্বে জরায়ুতে তীক্ষ্ণ বেদনা এবং নির্দ্দিষ্ট সময়ের অনেক পূর্ব্বে ঋতুস্রাব হয়।

জনোসিয়া-অশোকা—ইহার অধ্যায় ৯২ পৃষ্ঠা দেখুন।

ভাইপেরা (Vipera)—নানাবিধ রক্তস্রাবে ও জরায়ুর রক্তস্রাবে ইহাতে উপকার হয়। শিরাপ্রদাহ ও শিরাস্ফীতিরও ইহা উত্তম ঔষধ।

প্ল্যাটিনা—ইহার অধ্যায় দেখুন, তথায় পৃথকভাবে বর্ণিত হইয়াছে।

সমস্ত স্থানের রক্তস্রাব ঃ—

মিলিফোলিয়ম—সকল স্থানের স্রাব, রক্ত টকটকে-লালবর্ণের, রক্ত-স্রাবের সঙ্গে বেদনার লেশমাত্র থাকে না।

কার্ব্বো-ভেজ—শরীরের যে কোনও স্থান দিয়া হউক, রক্ত নিয়তই অবিরামভাবে একটু একটু করিয়া নির্গত হয়, রোগী তাহাতে ক্রমশঃ দুর্ব্বল হইয়া পড়ে ও নিয়ত পাখার বাতাস চায়, নতুবা তাহার যেন দম বন্ধ হইয়া আসে। নাসিকা দিয়া অবিরাম রক্তস্রাব, এক এক সময় ২/১ দিন ধরিয়া অনবরতই নির্গত হয়। ইহার রক্ত জমাট নহে—তরল ঘোলাটে।

ইরিজিরণ (Erigeron)—১ ×, ২ ×, ৩ ×। ইহার ক্রিয়া অনেকটা—স্যাবাইনারই মত, তবে রক্তস্রাবের সঙ্গে মলদ্বারে বা প্রস্রাবদ্বারে উপদাহ (irritation), বেগ ও কুন্থন ইত্যাদি ইহার চরিত্রগত কয়েকটা লক্ষণ থাকা চাই। প্রস্রাব ত্যাগকালে যন্ত্রণা, প্রস্রাব বন্ধ, শিশুর মূত্রকৃচ্ছ্রতা।

ইরেকথাইটীস—ইহার অধ্যায় দেখুন।

একালিফা-ইণ্ডিকা—ফুসফুস হইতে মুখ দিয়া রক্তউঠা কিম্বা রক্তোৎকাশ (haemoptysis), রক্তবমন, কাশিতে কাশিতে মুখ দিয়া রক্তউঠা, যক্ষ্মা রক্তপিত্ত, প্রাতে লালবর্ণের ও সন্ধ্যায় অল্প কাল্‌চে চাপ বিশিষ্ট, রক্তস্রাব, স্বরভঙ্গ ইত্যাদি লক্ষণে উপযোগী (ইহার অধ্যায় পাঠ করুন)।

ক্যাক্টস—অত্যন্ত বুক-ধড়ফড়ানির সহিত রক্তউঠা, জ্বর থাকে না।

ফিকাস-রিলিজিয়োসা (Ficus Religiosa)—ইহা ব্যবহারে অনেক প্রকারের রক্তস্রাব নিবারিত হয়। জরায়ু ও মূত্রথলী হইতে রক্তস্রাব, উজ্জ্বল লালবর্ণের রক্তবমন, তাহার সঙ্গে গা-বমি-বমি, পেটে বেদনা, অসচ্ছন্দতা-বোধ, কষ্টকর শ্বাস-প্রশ্বাস, কাশির সহিত রক্তউঠা ও রক্ত-বমি, নাড়ীর দুর্ব্বলতা, মাথায় জ্বালা, মাথাঘোরা, মাথাব্যথা ইত্যাদিতে ব্যবহার্য্য।

লাইকোপাস—হিমপটিসিসে অথবা থাইসিসে গলা ভড় ভড় করিয়া কাশি, তাহার রক্তউঠা, হৃৎপিণ্ডের গতি খুব দ্রুত হয়।

ইপিকাক—গা-বমি-বমির সহিত অধিক পরিমাণে লালবর্ণের রক্তস্রাব হইতে থাকিলে ইহা প্রথমেই ব্যবহার করা উচিত।

রক্তস্রাব—গর্ভস্রাব হইয়া প্রচুর পরিমাণে রক্তস্রাবের সঙ্গে পেটে অত্যন্ত টাটানি-ব্যথা থাকিলে ইহার আভ্যন্তরিক ও বাহ্যিক প্রয়োগে অর্থাৎ হ্যামামেলিস-লোসনে এক টুকরা কাপড় বা লিন্ট ভিজাইয়া পেটের উপর প্রয়োগ করিলে সত্বর রক্তস্রাব বন্ধ ও বেদনার উপশম হইবে (লোসন প্রস্তুতের নিয়ম—হ্যামামেলিস —θ, ২০ ফোঁটা, জল অর্দ্ধ ছটাক)।

রক্ত-বমণ (Haematemesis)—পাকস্থলী হইতে মুখ দিয়া রক্তস্রাব হইলে—হ্যামামেলিস ও মিলিফোলিয়ম উভয়ই উপকারী (একালিফা অধ্যায়ে—সিলেনিয়ম দেখুন)। আহারের পর পেটে খিল ধরে অত্যন্ত গা-বমি-বমি করে।

রজঃবন্ধহেতু রক্তউঠা—রজঃরোধহেতু কাহারও পাকস্থলী হইতে মুখ দিয়া রক্ত উঠিলে—অষ্টিলেগো ও মিলিফোলিয়মের ন্যায় হ্যামামেলিসও উপকারী। কাশির সহিত রক্ত উঠিলে—ফস্‌ফরাস আর্ণিকা।

সিনিসিও (Senecio)—θ—১—১ ×, ঋতুবন্ধ হইয়া কাশি, মুখ দিয়া রক্তউঠা, গয়ারের সহিত রক্তের ছিট মিশ্রিত, মনে হয় বুঝি বা যক্ষ্মাই হইল ইত্যাদি লক্ষণসমূহে ইহা একটি মহোপকারী ঔষধ। ইহার দ্বারা ঋতুর অনিয়মিততা, বাধক-বেদনা, ঋতুবন্ধ দোষাদিও নিবারিত হয়। ঋতুবন্ধ হইয়া পিঠে কাঁধে বেদনা, উদর হইতে গোলার মত পদার্থ উপরে ঠেলিয়া উঠা, উদরী ইত্যাদি পীড়াতেও ইহা উপকারী।

অর্শ (Piles)—মলদ্বারে অত্যন্ত টাটানি-ব্যথার ও জ্বালার সহিত মলদ্বার দিয়া কাহারও অত্যন্ত অধিক পরিমাণে রক্তস্রাব হইতে থাকিলে—হ্যামামেলিস—মাদার-টিংচার বাহ্যিক প্রয়োগে ও হ্যামামেলিস (অনেক সময়—θ) আভ্যন্তরিক সেবনে বিশেষ উপকার হইবে। অর্শপীড়াসহ রোগীর কোমরে বেদনা থাকিলে ইহা আরও অধিক উপকারী। ডাঃ ক্লার্ক বলেন—ভ্যার্বাসকম—মাদার টিংচার-১ ড্রাম, ১ আউন্স অলিভ-অয়েল বা ভ্যাসেলিনসহ মিশাইয়া মলদ্বারে বাহ্যিক প্রয়োগ করিলে অর্শের যন্ত্রণা ও বেদনার উপশম হয়। ডায়স্কোরিয়ার মলমও উপকারী।

অণ্ডকোষের সাধারণ শিরাস্ফীতি (Orchitis, Varicose-veins)—এই উভয়বিধ পীড়াতেই যদি আক্রান্তস্থানে টাটানি-ব্যথা থাকে—তাহা হইলে হ্যামামেলিস আভ্যন্তরিক ও বাহ্যিক প্রয়োগে উপকার হইবেই হইবে। রোগ অধিক দিনের পুরাতন হইলে—এসিড-ফ্লোরিক, হ্যামামেলিস অপেক্ষাও অধিক উপকারী। অণ্ডকোষ-প্রদাহ (Orchitis) যদি প্রমেহ আবদ্ধজনিত হয় তাহা হইলে হ্যামামেলিসের মত—ক্লিমেটিস, রডোডেণ্ড্রণ ও পলসেটিলাও উপযোগী। হ্যামামেলিসে—ফোলা ও বেদনা অধিক ; ক্লিমেটিসে—বেদনাসহ ফোলা স্থানটী পাথরের মত শক্ত থাকে (ব্রোমিয়ম দেখুন)।

উপরোক্ত পীড়াগুলি ভিন্ন—হ্যামামেলিস, টাইফয়েডের রক্তস্রাবেও উপকারী (এসিড-নাইট্রিক অধ্যায় দেখুন)। পরিশেষে নিম্নে হ্যামামেলিসের আরও একটী বিশেষত্ব বর্ণনা করিয়া উহার অধ্যায়টী শেষ করা হইল ঃ—

হ্যামামেলিসে—রক্তস্রাবের সময় কোনও প্রকার বেদনা ও রোগীর মনে কোনও প্রকার ভয় উদ্বেগ থাকে না। আক্রান্তস্থানে টাটানি-ব্যথা বা আর্ণিকার আঘাত লাগার ন্যায় বেদনা থাকে, রক্তের রঙ কাল্‌চে—ঠিক হ্যামামেলিস মাদার-টিংচারের মত (পাকা পুঁই-মেটুলির রঙের সহিতও তুলনা হয়)। আল্‌কাতরার মত কাল রক্তস্রাবে—লেপ্ট্যান্ড্রা।

বৃদ্ধি—পরিশ্রমে, বৃষ্টির দিনে, উষ্ণ জলীয় বায়ুতে ও স্পর্শে। বেদনাদি—দিবাভাগে এবং বিশ্রামে, রাত্রিকালে কিছুই থাকে না।

সম্বন্ধ—রক্তস্রাব ও রক্তস্রাবপ্রবণ-ধাতুতে—ফেরমের সহিত এবং আঘাতজনিত চক্ষুর অভ্যন্তরস্থ রক্তস্রাব দূরীকরণে ইহা—আর্ণিকা ও ক্যালেণ্ডুলা অপেক্ষাও উৎকৃষ্ট (আর্টিমিসিয়া দেখুন)।

ক্রিয়া স্থিতিকাল—১—৭ দিন। ক্রম—θ, ১ x—৬ষ্ঠ শক্তি।

ফরমূলা—৩।

হেক্লা লাভা (Hecla Lava)

(হেক্লা নামক আগ্নেয়গিরির উদগীর্ণ ভস্ম হইতে ট্রাইটুরেসন আকারে প্রস্তুত হয়)—অস্থি দন্ত ও মাঢ়ীর উপর ইহার প্রধান ক্রিয়া।

দন্তের পীড়া—দাঁতের মাঢ়ীতে ক্ষত, মাঢ়ীতে স্ফোটক, নালী-ঘা (Pyorrhoea), দাঁতে পোকা লাগিয়া দাঁত ক্ষয় হওয়া কিম্বা দাঁতের গোড়ার অস্থিতে ক্ষত হওয়া (Carious teeth), মুখের স্নায়ুশূল বেদনা, মাঢ়ীর চারিধারে ফোলাসহ দাঁতের শূলুনি-বেদনা, দাঁত তুলিয়া ফেলিবার পর কিছু অংশ থাকিয়া যাওয়া ও তজ্জনিত যন্ত্রণাদায়ক উপসর্গ, শিশুদের দাঁত উঠিবার সময় ২/১ টি পীড়া প্রভৃতিতে হেক্লা-লাভা উৎকৃষ্ট ফলদায়ক। পায়োরিয়ায় ইহার—২ x , ২৫/৩০ গ্রেণ, আধ আঃ ভ্যাসেলিন বা গ্লিসারিণে মিশাইয়া দাঁতে লাগাইবে।

অস্থির পীড়া—অস্থির প্রদাহ (Ostetis), পেরিষ্টিয়মের (অস্থি-আবরণীয় পরদার) প্রদাহ, অস্থির অর্ব্বুদ (Osteo Sarcoma), প্রভৃতি অস্থির সাংঘাতিক পীড়ায় এবং গর্ম্মী পীড়াজনিত (Syphilitic) নাসিকা অস্থির ক্ষত ও শিশুদের র‍্যাকাইটিস (rachitis) নামক অস্থি-বিকৃতি পীড়াতেও ইহা উপকারী।

ঘাড়ের গ্ল্যাণ্ড (Cervical Gland) স্ফীত, বড় ও শক্ত হইলে ইহাতে উপকার হইবে, নিম্নপদের সম্মুখ অস্থির বিবৃদ্ধি, অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়ে।

সদৃশ—সাইলি, মার্ক, ফস, ক্যালি-আয়ো, ক্যাল্‌কে-আয়োড প্রভৃতি।

ক্রম—১ x—৬ শক্তি। ফরমূলা—৭।

হেলিবোরাস (Helleborus Niger)

(দক্ষিণ ইউরোপের পার্ব্বত্যময় প্রদেশের এক প্রকার চারা-গাছের শুষ্ক মূল হইতে টিংচার প্রস্তুত হয়) বক্ষঃস্থল, মস্তিষ্ক, পেরিটোনিয়ম, সিরাস-মেম্ব্রেণ প্রভৃতির উপর ইহার প্রধান ক্রিয়া, ইহাদের মধ্যে জল জমে।

চরিত্রগত লক্ষণ ঃ—

১। রোগ লক্ষণ বৈকাল প্রায় ৪টা হইতে ৮টার মধ্যে বৃদ্ধি (লাইকোপোডিয়মের মত) ; ২। অজ্ঞানভাবে পড়িয়া থাকা বা নিদ্রা, ঠোঁট ও বিছানার

...নার, কাপড় খোঁটে ; ৩। ঠোঁট ও মাঢ়ী—এমনভাবে নাড়ে ঠিক যেন কিছু ...ইতেছে ; ৪। সম্পূর্ণ অজ্ঞানাবস্থায় ঠোঁট ও বিছানাদি খোঁটে (জ্ঞানসহ ...লে—এরাম-ট্রাইফাইলাম) ; ৫। অত্যন্ত পিপাসা মুখের নিকট জলের পাত্রটী ...রিলেই আগ্রহের সহিত হাঁ করে ; ৬। প্রস্রাবের তলানি কাফি-গুঁড়ার মত; ৭। চক্ষুর তারা প্রসারিত, কিছুমাত্র দেখিতে শুনিতে পায় না ; ৮। প্রায়ই একদিকের একটী হাত-পা অনবরত নাড়ে, অন্যদিকের হাত-পা স্থিরভাবে পক্ষাঘাতের মত পড়িয়া থাকে; ডান হাত ও ডান পা নাড়ে (ব্রায়োনিয়া), এক দিকের হাত-পা অনবরত নাড়ে (এপোসাইনাম) ; ৯। সম্মুখ কপালের চর্ম্ম কুঞ্চিত ও শীতল ...থাকে ; ১০। মস্তকটি বালিসের উপর রাখিয়া এদিক-ওদিক করিয়া নাড়িতে থাকে, হাইড্রোকেফালস, মস্তিষ্কে জলসঞ্চয়, শিশু মাঝে মাঝে চীৎকার করিয়া উঠে ; ১১। মেনিনজাইটীস (মস্তিষ্ক-ঝিল্লীর প্রদাহে) ; ১২। শোথ ; ১৩। ...স্রাব—হয় একেবারে বন্ধ কিম্বা অতি অল্প পরিমাণে হয়।

উক্ত লক্ষণ কয়টী হেলিবোরাসের প্রকৃতিসিদ্ধ লক্ষণ, ঐ লক্ষণগুলির উপর নির্ভর করিয়া হেলিবোরাস যথাসময়ে প্রয়োগ করিলে বহু সঙ্কটাপন্ন রোগীও জীবন লাভ করিতে পারে।

বাতশ্লেষ্মা জ্বর (Typhoid fiver)—জ্বরের বৃদ্ধি অপরাহ্ণ প্রায় ৪টা হইতে ৮টার মধ্যে, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ভারী ও অসাড়বোধ, মাথায় ভয়ঙ্কর বেদনা, নাকের ডগা হইতে ঠোঁট পর্য্যন্ত যেন কালিমাখা, মুখে ও নিশ্বাসে অত্যন্ত দুর্গন্ধ, কোন পানীয় পানকালীন গলায় গড়্ গড়্ করিয়া শব্দ হয়, বিকারে—রোগী ...র বিছানা, কাপড়, ঠোঁট খোঁটে, দাঁত কড়্ কড়্ করে, কিছু চিবাইবার মত ঠোঁট দুইটি নাড়ে। সম্পূর্ণ অজ্ঞানভাবে পড়িয়া থাকে, সাড়া-শব্দ কিছুতেই থাকে না, পিপাসার চিহ্নমাত্রও প্রকাশ পায় না ; কিন্তু মুখে জলের কোনও পাত্র ঠেকিলেই হাঁ করে ও অত্যন্ত আগ্রহের সহিত জলপান করে, এইগুলি—হেলিবোরাসের লক্ষণ।

ফস্ফরিক-এসিড—ইহার লক্ষণ অনেকটা প্রায় হেরিবোরাসেরই মত ইহাতেও রোগী অজ্ঞান-অসাড়ভাবে পড়িয়া থাকে ; তবে প্রভেদ এই যে, রোগী অজ্ঞানভাবে পড়িয়া থাকিলেও ২/৪ বার ডাকিলেই সাড়া দেয় এবং তখন যেন বেশ জ্ঞান আছে বুঝা যায়। হেলিবোরাসে—রোগী সম্পূর্ণ অজ্ঞান থাকে; ক্রমাগত ডাকিলেও কোন সাড়া পাওয়া যায় না, "নাকের ডগা হইতেই ঠোঁট পর্য্যন্ত যেন কালিপড়াভাব" এই লক্ষণটী—ফস্ফরিক-এসিডে থাকে না, কেবলমাত্র—হেলিবোরাসেই আছে।

ওপিয়ম—বিকারে রোগী সম্পূর্ণ অজ্ঞানভাবে থাকে, চক্ষু শিবনেত্র, গলা ...রে ঘড়ড়ঘড় করে এবং নিশ্বাসও খুব জোরে জোরে পড়িতে থাকে (হেলিবোরাসে ওরূপ জোরে জোরে নিশ্বাস পড়ে না), রোগীর মুখ খুব লাল বা নীলবর্ণ দেখায়। হেলিবোরাসে—মুখ সাদাটে বা ফেকাসে, কখনও নীলাভ এবং শরীরে ঠাণ্ডা ঘাম থাকে। ওপিয়মে—নাড়ী পূর্ণ ও ধীর, হেলিবোরাসে—নাড়ী অত্যন্ত ক্ষীণ, এমন কি অনেক সময় খুঁজিয়াই পাওয়া যায় না। বিকারে মুখ গাঢ় লালবর্ণ হওয়াই ওপিয়মের লক্ষণ।

আর্ণিকা—রোগী অজ্ঞান, হেলিবোরাসের মত অনেক ডাকাডাকিতেও সাড়া পাওয়া যায় না, বাহ্যে প্রস্রাব অসাড়ে হয় (ফস্ফরিক এসিডে শুধু বাহ্যে অসাড়ে হয়)। 'এসিড-হাইড্রো—ফুসফুসে ও মস্তিষ্কে রক্তাধিক্য কিম্বা উহাদের পক্ষাঘাতের উপক্রম হইলে এই ঔষধটী উপযোগী, ইহাতেও জলপান করিবার সময় গলায় গড়্গড়্ শব্দ করা লক্ষণটী আছে, বিকার পূর্ণভাবে প্রকাশ পাইলে—হেলিবোরাস অধিক উপকারী।

মস্তিষ্ক ঝিল্লীর প্রদাহ (Meningitis)—রোগী সম্পূর্ণ অজ্ঞান অচৈতন্য কিম্বা অর্দ্ধ অচৈতন্যভাবে পড়িয়া থাকে, কিছুই দেখিতে বা শুনিতে পায় না। পূর্ব্ব বর্ণিত পিপাসা, আগ্রহের সহিত জলপান, চক্ষু প্রসারিত, কপাল কোঁচকান, কিছু চিবাইবার মত মাড়ী নাড়ে কিম্বা ভ্রু দুইটী এপাশ ওপাশ করে, একদিকের হাত পা নাড়ে, অন্যদিকের হাত-পা স্থিরভাবে পড়িয়া থাকে (automatic motion) মাথার দিকে হাত উঠায়, প্রস্রাব প্রায় বন্ধ থাকে কিম্বা অতি অল্পই হয়, বাহ্যেও প্রায় বন্ধ থাকে, যদিও হয় খুব সামান্য ও কালরঙের, প্রস্রাবও কাল্চে তাহাকে অণ্ডলাল (albumen) থাকে। রোগী বালিসের উপর মাথাটি এদিক ওদিক করিয়া নাড়ে, দাঁত কড়্মড়্ করে ; অস্থিরতা—তৎসহ কেবল চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠে (শেষোক্ত লক্ষণটী—এপিসেও আছে); কিন্তু তাহাতে পিপাসা থাকে না, যাহাই হউক উপরোক্ত বিশেষ লক্ষণসহ এই লক্ষণগুলি পাইলে যদি তখন হেলিবোরাস প্রয়োগ করা না যায় ও তাহার উপর তড়কা হয়, তাহা হইলে রোগীর মৃত্যু পর্য্যন্ত হইতে পারে। টিউবার-কিউলাস-মেনিন্জাইটীস রোগে—হেলিবোরাসের মত এপিস ঔষধটিও কার্য্যকরী, তবে দেখিবেন—এপিসের খেঁচুনিতে (spasm) আঙ্গুলগুলি ফাঁক ফাঁক হইয়া থাকে আর হেলিবোরাসে আঙ্গুল মুঠা করিয়া মুড়িয়া থাকে।

হাইড্রোকেফালস—এই পীড়ায় যখন মস্তিষ্কের মধ্যে জল জমিয়াছে (during the stage of effusion), রোগী অজ্ঞান, কিছুতেই জাগানো যায় না, অনবরত মাথা এদিক-ওদিক করিয়া নাড়ে, বালিসে মাথা গোঁজে কিম্বা থাকিয়া থাকিয়া অনবরত চীৎকার করিয়া উঠে, চোখের নিকট আলো ধরিলেই পিউপিল (pupil) স্থির থাকে; অথচ কিছু চিবাইবার মত মাড়ী নাড়ে, দাঁত কড়্কড় করে, একদিকের হাত-পা নাড়ে, অন্যদিকের হাত-পা স্থিরভাবে পড়িয়া থাকে, কখন কখন প্রস্রাব বন্ধ, প্রবল খেঁচুনি (convulsion) প্রভৃতি লক্ষণগুলি থাকে, তখন হেলিবোরাস উপকারী। দাঁত উঠিবার সময় কিম্বা কোনও প্রকার ইরাপ্সন (উদ্ভেদ) নির্গমন বন্ধ হইয়া পীড়া হইলে ইহা আরও অধিক উপকারী (এপিস দেখুন)।

মস্কিষ্কের ক্রিয়ার বিরতি (Cessation of the brain)—জোরে আঘাত লাগিয়া মস্তিষ্কের ক্রিয়ার লোপ হইলে—আর্ণিকা, আর্ণিকার উপকার না হইলে হেলিবোরাস প্রযোজ্য।

শোথ—হৃৎপিণ্ডের কোনও পীড়াজনিত শোথ (dropsy) রোগে—ডিজিটেলিস, এপোসাইনাম ও হেলিবোরাস এই তিনটি ঔষধই উপকারী।

হেলিবোরাস—শোথ ও উদরীরোগে প্রস্রাব কালবর্ণ কিম্বা ঘোলা, পরিমাণে অত্যন্ত অল্প, প্রস্রাব ধরিয়া দেখিলে তাহাতে ধোঁয়ার মত পদার্থ ভাসে, তলানি—

কাফি-গুঁড়ার মত, বাহ্যে আমমিশ্রিত, এই সমস্ত লক্ষণে হেলিবোরাস উপকারী। বক্ষঃশোথ—নিশ্বাসে ও বসিতে কষ্ট, দমবন্ধভাব হয়।

এপোসাইনাম (Apocynum)—ইহাও প্রায় ডিজিটেলিসের সমকক্ষ ঔষধ ও বিশেষ "হার্ট-টনিক", প্রায় সকলপ্রকার শোথেই ইহা উপকারী। ইহাতে—মস্তিষ্কের অত্যন্ত গোলযোগ থাকে, মাথা খুব ভারী হয়, নাড়ী অত্যন্ত ক্ষীণ, কোষ্ঠবদ্ধ, প্রস্রাব অতি অল্প, প্রস্রাব ঘোলা ও গরম, প্রস্রাবে ঘন শ্লেষ্মা, অনেক সময় প্রস্রাব অসাড়ে নির্গত হয়, বুকে পিঠে চাপবোধ, কিছু খাইলে নিশ্বাস ফেলিতে কষ্ট হয়, নিশ্বাস জোরে টানিয়া ফেলে, বুকে বেদনা ও হৃৎপিণ্ডের মধ্যে একপ্রকার অব্যক্ত যন্ত্রণা হয়, নাড়ী সবিরাম কিম্বা অত্যন্ত দুর্ব্বল অথবা একেবারে পাওয়া যায় না, হৃৎপিণ্ড পরীক্ষায় প্রথমে বেশ লব্-ডব্ শব্দ শোনা যায় ; কিন্তু একটু পরেই তথায় একপ্রকার ফড়্-ফড়্ শব্দ হয়, তাহার পর হৃৎপিণ্ডের শব্দ এত ক্ষীণ হইয়া আসে যে আর কিছুই শোনা যায় না। গা-বমি-বমি ও পিপাসা থাকে, আহারের পর পেট ফুলিয়া উঠে; রোগীর প্রায় উদরাময় থাকে, উদরাময় না থাকিলেও পাতলা বাহ্যে হয়, পেটে বায়ু জমে। বেরি-বেরি রোগের ফোলাতেও হৃৎপিণ্ড আক্রান্ত হইলে ইহার দ্বারা বেশ সুফল পাওয়া যায়। লিভারের পীড়াজনিত শোথ ও ফোলাতে এবং যুবতী-স্ত্রীর ঋতুবন্ধ হইয়া হাত-পা ফোলা ও উদরী হইলে—এপোসাইনাম উপকারী, কিন্তু এল্বুমিনুরিয়া রোগে ইহাতে কোনও উপকার হয় না। স্কালেটিনা—পীড়ার পর শোথরোগ হইলে ইহাতে সম্পূর্ণ আরোগ্য হয়। ইন্টার্স্টিসিয়্যার-নেফ্রাইটীস পীড়া ইহাতে আরোগ্য হয় না ; কিন্তু ইহার দ্বারা তজ্জনিত শোথ নিবারণ হইতে এবং কিড্নীর কোনও অংশ অনেক দিন পর্য্যন্ত প্রায় স্বাভাবিক অবস্থায় থাকিয়া যাইতে পারে। ডাঃ হেল বলেন,—এই ঔষধ ব্যবহার করিবার ও একটু বিশেষত্ব আছে, যেখানে পীড়া তরুণ এবং নিজেই স্বাধীনরূপে উৎপন্ন হয়, সেখানে প্রথমে উচ্চশক্তি হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমশঃ নিম্নশক্তি এবং যেখানে পীড়া পুরাতন ও অন্য কোনও পীড়া হইতে উৎপন্ন (Secondary) তথায়—θ। ডাঃ হিউজেস্ বলেন—θ, প্রতি মাত্রায় ১ হইতে ১০ বিন্দু প্রয়োগ করিলে অতি শীঘ্র উপকার হয়। কোনও মস্তিষ্কের পীড়ায় এবং শোথরোগে—মূত্ররোগ হইলে ইহাতে উপকার হইবে।

ডিজিটেলিস—এই ঔষধ ব্যবহারের পূর্ব্বে প্রথমে হৃৎপিণ্ডের নাড়ীর গতি ভাল করিয়া জানা আবশ্যক, কারণ ইহাতে নাড়ী ও হৃৎপিণ্ড অত্যন্ত দুর্ব্বল থাকে, নাড়ীর প্রতিঘাত (beat) মিনিটে ৩০/৪০ বার পর্য্যন্ত এবং ৩য়, ৫ম, অথবা ৭ম আঘাত বিলুপ্ত হয়, হৃৎপিণ্ডের ও নাড়ীর এই প্রকার অবস্থা না থাকিলে ডিজিটেলিস প্রয়োগ বিশেষ ফল হইবে না। সাধারণ শোথ ও উদরীতে কেবলমাত্র রোগীর প্রস্রাবের উপর লক্ষ্য রাখিয়া অনেক স্থলে বিশেষ উপকার পাওয়া যায় ; হেলিবোরাসে—প্রস্রাব ঘোর লালবর্ণের কিম্বা কাল্চে রঙের হয় এবং কোনও পাত্রে রাখিলে তাহার নীচে লাল কাফি-গুঁড়ার মত তলানি পড়ে (কালরঙের প্রস্রাব-কল্চিকম, ন্যাট্রম-মিউর, ডিজিটেলিস ও কার্ব্বলিক-এসিড;

ঘোলা এবং কালচে রঙের প্রস্রাব—এপিস, এমন-বেঞ্জো, এসিড-বেঞ্জো, আর্ণিকা, আর্সেনিক, কার্ব্বো-ভেজ ও ওপিয়ম ; গাঁজলা ও ফেণাযুক্ত প্রস্রাব—ল্যাকেসিসে নির্দ্দিষ্ট)।

সবিরাম-জ্বর—সবিরাম জ্বরে হঠাৎ হিমাঙ্গ ও নাড়ী দমিয়া যায়, এই লক্ষণ থাকিলে—হাইড্রোসিয়ানিক-এসিড, ক্যাম্ফর, ভেরেট্রম, কার্ব্বো, ল্যাকেসিস, সিকেলি, হায়োসিয়ামস, ডিজিটেলিস ইত্যাদির ন্যায়—হেলিবোরাসও উপকারী।

হেলিবোরাস—হিমাঙ্গ, শরীর বরফের ন্যায় শীতল, কপালে শীতল ঘর্ম্ম, নাড়ী অতি ক্ষীণ, তড়কা ও আক্ষেপ, তাহা পতন জনিত হউক কিম্বা অন্য যে কোনও কারণেই হউক ইহা উপকারী। জ্বরে নাকের ভিতর কালবর্ণ হইয়া যায়, শ্বাস-প্রশ্বাসে দুর্গন্ধ বাহির হয়, নাড়ী ক্ষীণ হয়, অজ্ঞানাবস্থায়—ঠোঁট, নাক, কাপড় খোঁটে (সজ্ঞানে—এরাম-ট্রাই), জলপানে আগ্রহ থাকে না ; কিন্তু জল দিলেই পান করে।

এসিড-হাইড্রো—শরীর পাথরের মত ঠাণ্ডা, নাড়ী ক্ষীণ বা লোপ, মূর্চ্ছা, খেঁচুনি, হৃৎপিণ্ড বোধ হয় যেন কেহ চাপিয়া আছে, তজ্জন্য নিশ্বাসে কষ্ট, পিঠ এবং চোয়াল আড়ষ্ট ও যেন শক্ত হইয়া আসে। হেলিবোরাসে—রোগী শুইলে বেশ নিশ্বাস ফেলিতে পারে (ল্যাকেসিস ও আর্সেনিকে—বিপরীত অর্থাৎ শুইতে পারে না, শুইলেই নিশ্বাসে কষ্ট হয়)।

আর্সেনিক—মুখ ও জিহ্বা ঠাণ্ডা, শরীরের কোন কোন স্থান নীলাভ দেখায়, রোগীকে উত্তাপ দিলে তাহাতে কিছু আরামবোধ করে—এতদ্ভিন্ন আর্সেনিকের বিশেষ লক্ষণগুলি, যথা—পিপাসা, ছটফটানি, অন্তর্দ্দাহ ; কষ্টকর নিশ্বাস প্রভৃতিও এখানে লক্ষ্য রাখিতে হইবে।

ক্যাম্ফর—গা বরফের মত ঠাণ্ডা ; কিন্তু রোগী অন্তরে খুব গরমবোধ করে, গায়ে কাপড় রাখে না, শরীর নীলবর্ণ দেখায়, নিশ্বাস গরম থাকে, হাতে পায়ে খিল ধরে, ইহাতে রোগীর জ্ঞান থাকিলেও গলার স্বর বসিয়া যায় ও ক্রমশঃ অজ্ঞান হইয়া আসে।

ভেরেট্রম-এলবম—অত্যন্ত পিপাসা এবং মুখ, গলা ও জিব—শরীরের অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ অপেক্ষা অধিক ঠাণ্ডা, হৃৎপিণ্ড অত্যন্ত দুর্ব্বল, গরমে বিশেষ কোনও উপশম বোধ করে না, কপালে ঠাণ্ডা ঘাম, এতদ্ভিন্ন—জ্বরের সঙ্গে ভেদ বমন ইত্যাদি লক্ষণ থাকিলে ইহা আরও অধিক উপযোগী।

ল্যাকেসিস—দুইটি পা ঠাণ্ডা, তাহার সঙ্গে বুক ভারী ও চাপবোধ, গা গরম হইতে আরম্ভ হইলে বুকের কষ্ট কম হয়।

হায়োসিয়ামস—বিকার লক্ষণে বিছানার চাদর টানে, জোরে জোরে বকে, শরীরের অবস্থা যতই অবসন্ন হয়—ক্রমশঃ ততই আচ্ছন্ন হইয়া পড়ে; হেলিবোরাসেও রোগী আচ্ছন্ন অবস্থায় বিছানা, কাপড়, ঠোঁট, নাক খোঁটে।

"A characteristic condition of Helleborous, is the loss of the control of the mind over the body, the patient must strongly concentrate the mind on what is doing or the muscles do not act properly, ***. Has been used in typhoid fever with the characteristic mantal condition, feeble, pulse, coldness of the body and cold sweat.

বৃদ্ধি—অপরাহ্ন ৪টার মধ্যে, অনাবৃত দেহে, দেহ সঞ্চালনে।

উপশম—দেহ আচ্ছাদনে, শয়নে—শ্বাসকৃচ্ছ্রের লাঘব এবং স্থির হইয়া শয়নে—শিরঃপীড়ার হ্রাস, অন্যমনস্ক হইলে যন্ত্রণার উপশম।

পরবর্ত্তী ঔষধ—বেল, চায়না, নক্স, ফস্, পল্‌স, সল্‌ফ, লাইকো, জিঙ্ক। সম্বন্ধ—মস্তিষ্ক বা মস্তিষ্ক-ঝিল্লীর প্রদাহ রোগে—এপিস, আর্স, বেল, ব্রায়ো, সল্‌ফ। ক্রিয়ানাশক—ক্যাম্ফর, চায়না।

ক্রিয়া স্থিতিকাল—২০-৩০ দিন। ক্রম—৬ x-৩০ শক্তি।

হেলোনিয়াস (Helonias Dioica.)

(ইউনাইটেড ষ্টেট্‌সের সমস্ত নাবাল-জমিতে একপ্রকার গাছ জন্মায় তাহার শিকড় হইতে টিংচার প্রস্তুত হয়), হেলোনিয়াস—দুর্ব্বল স্বাস্থ্যহীন স্ত্রীলোকদিগের নানাপ্রকার পীড়ার মহৌষধ, ইহা সাধারণতঃ দুই প্রকার স্ত্রীলোকের পক্ষে অধিক উপকারী :—১। যে সকল স্ত্রীলোক কোনও কাজ-কর্ম্ম না করিয়া বিলাসিতার কোলে থাকিয়া স্বাস্থ্য নষ্ট করিয়াছে তাহাদের এবং — ২। যাহারা না আহার করিয়া, না ঘুমাইয়া দিন রাত্রি পরিশ্রম করিয়া ক্লিষ্ট ও অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িয়াছে, তাহাদের নিকট ইহা সঞ্জীবনী-সুধার ন্যায় উপকারী। কিড়নীর ও জরায়ুর উপর ইহার প্রধান ক্রিয়া। মানসিক লক্ষণ :—অন্যমনস্ক থাকিলে ভাল থাকে, অত্যন্ত অস্থির, রাগী, সকলের কার্য্যেই দোষ, দেখে, প্রতিবাদ অসহ্য।

স্ত্রী-ব্যাধি—যে সকল স্ত্রীলোক সর্ব্বদাই—মনমরাহ, দুঃখিতা, যাহাদের তলপেট সর্ব্বদাই ভারী বিবেচনা করে, বোধ হয় যেন গর্ভ হইয়াছে বা পেটে কি একটা জন্মাইয়াছে, বেদনা, তাহাদের পীড়ায় ইহা সর্ব্বাগ্রে প্রযোজ্য।

জরায়ুর অপুষ্টির জন্য প্রোলাপ্‌সস (জরায়ুর বহির্নিগমন), প্রসবের পর জরায়ুর প্রোলাপ্‌সস ও স্থান চ্যুতি, জরায়ুর দুর্ব্বলতার নিমিত্ত ঋতুকালে অত্যধিক রক্তস্রাব (মেনোরেজিয়া), একটু নড়াচড়াতেই রক্তস্রাবের বৃদ্ধি, জরায়ুগ্রীবা বা মুখে ক্ষতহেতু রক্ত-প্রদর, ঋতুকালের পূর্ব্বে ও ঋতুর সময়ে বুকে ও স্তনের বোঁটায় ক্ষতের মত বেদনা, অত্যন্ত অধিক পরিমাণে দুর্গন্ধ শ্বেত-প্রদরস্রাব, স্রাব যেখানে লাগে সেস্থান হাজিয়া যায়, যোনিদেশে অসহ্য চুলকানি এবং একপ্রকার উদ্ভেদ নির্গমন প্রভৃতি কয়েকটি পীড়াতেই—হেলোনিয়াস প্রয়োগে ফল পাওয়া যায়। হেলোনিয়াসের পীড়ার লক্ষণের সহিত—লিলিয়ম, সিপিয়া, সল্‌ফার, এলেট্রিস প্রভৃতি কয়েকটী ঔষধের লক্ষণের অনেকটা সাদৃশ্য আছে, তজ্জন্য তাহাদের প্রভেদ দেখিবেন।

প্রস্রাবের পীড়া—ডায়াবেটিস্-ইন্‌সিপিডাস (ইহাতে সুগার বা শর্করা আদৌ থাকে না)—অধিক পরিমাণে ঘন ঘন প্রস্রাব তৎসহ ইউরিয়া (urea) নির্গমন; ডায়াবেটিস-মেলিটাস (শর্করাযুক্ত বহুমূত্র)—তৎসহ অত্যন্ত পিপাসা, শীর্ণতা, অস্থিরতা। ডান কিড়নীতে নিরন্তর বেদনা।

জ্যাবোরাণ্ডি—৩৮৯ পৃষ্ঠায়—ডায়েবিটিস-ইনসিপিডাস দেখুন। তলপেট ও মূত্রস্থলীতে বেদনা, ঘন ঘন প্রস্রাবের বেগ ও প্রস্রাব।

ডাঃ হেল বলেন—একজন প্রভাবের প্রস্রাবে ফস্‌ফেট ও প্রস্রাবে এলকালাইন-রিয়্যাকসন ছিল, হেলোনিয়াস সেবনের পর দেখা গেল—ক্ষার-ধর্ম্মাক্রান্ত প্রস্রাব—অম্ল-ধর্ম্মাক্রান্ত (acid) হইয়াছে, ফসফেট কিছুমাত্র নাই। ঘোলা প্রস্রাব স্বল্প পরিমাণে নির্গত হইলে—হেলোনিয়াস উপকারী। গর্ভবতী স্ত্রীলোকের প্রস্রাবে কিম্বা সাধারণ প্রস্রাবেও এলবুমেন থাকে।

সদৃশ—এলেট্রিস, সিমিসিফিউগা, সিঙ্কোনা, ফেরম, লিলিয়ম, এসিড-ফস, সিপিয়া টেরিবিস্থ।

ক্রম—θ—২০০শ, শীঘ্র ফল পাইতে হইলে—θ, ৪/৫ ফোঁটা মাত্রায় ঋতু আরম্ভ হইতে যতদিন ঋতুস্রাব থাকে, দিনে ৩/৪/৫ বার, ২/৩ মাস ব্যবহার্য্য। ফরমূলা—৩।

হিপার-সল্‌ফার (Hepar Sulph.)

(ক্যালসিয়াম সলফাইড চূর্ণ ও গন্ধক, এই দুইটী দ্রব্যের রাসায়নিক সংযোগে প্রস্তুত)—ইহা গ্রন্থি (gland) চর্ম্ম, লালা নিঃসরণকারী গ্রন্থি শোষণ ও ক্ষরণকারী যন্ত্র ইত্যাদির উপর ক্রিয়া প্রকাশ করে। পারদ অপব্যবহারের পর ব্যবহৃত হইলে ইহাতে বিশেষ উপকার হয়। স্ক্রফুলা-ধাতুগ্রস্থ, গ্রন্থিস্ফীতিপ্রবণ চর্ম্মপীড়াগ্রস্ত ব্যক্তিগণের পক্ষে ইহা বিশেষ ফলপ্রদ। কোনও স্থানে পূঁয উৎপন্ন হইলে—হিপার তাহা পাকাইয়া পূঁয নির্গত করায়, আবার পূঁয উৎপন্ন হইবার পূর্ব্বেও ইহা ব্যবহৃত হইলে স্ফোটকাদি বসিয়া যায়। শীতার্ত্ততা, বেদনা—স্পর্শাসহিষ্ণুতা, তাহাতে অত্যন্ত টাটানি বেদনা, অম্ল ও কটু দ্রব্য খাইবার ইচ্ছা, খিটখিটে ও রাগী স্বভাব, সমস্ত কার্য্য দ্রুত সম্পন্ন করা ইত্যাদি ইহার চরিত্রগত লক্ষণ।

নিম্নলিখিত লক্ষণগুলি হিপারের প্রধান চরিত্রগত লক্ষণ বলিয়া জানিবেন ঃ—

১। খুব বাছিয়া গুছিয়া খাইলেও পেটের দোষ।

২। একটু ঠাণ্ডা হাওয়া গায়ে লাগিলেই অসুখ করে ও কাশি হয়, তজ্জন্য গায়ে নিয়ত কাপড় ঢাকিয়া রাখিতে হয়।

৩। টক্‌গন্ধ সাদাটে রঙের শিশু উদরাময়, দুর্গন্ধ উদরাময়।

৪। ক্ষত হইতে যে স্রাব নির্গত হয়, তাহার গন্ধ পচা।

৫। নিয়তই ঘাম হয়; কিন্তু তাহাতে রোগের উপশম হয় না।

৬। গলায় বেদনা, যেন মাছের কাঁটা ফোটান আছে এইরূপ অনুভব (গলার বাহিরের দিকে বেদনা—ল্যাকেসিস; বেদনা বামদিক হইতে আরম্ভ—ল্যাকেসিস ; ঢোক গিলবার ইচ্ছা ; কিন্তু বেদনার জন্য তাহা পারে না—মার্কুরিয়স ; ঢোক গিলিতে বৃদ্ধি—ইগ্নেসিয়া)।

৭। ঘুংড়ী-কাশি ও ব্রঙ্কাইটীসে সর্দ্দি ঘড়্‌ঘড়ে।

৮। হাঁপানি-কাশিতে গলা সোঁ সোঁ ও ঘড়্‌ ঘড়্‌ করে, দমবন্ধ হইবার মত হয়, মাথা নীচু করিয়া বসিয়া থাকে।

৯। প্রস্রাব অতি ধীর গতিতে নির্গত হয়, ফোঁটা ফোঁটা করিয়া পড়ে, প্রস্রাব নির্গত হইবার পূর্ব্বে কিছুক্ষণ বসিয়া থাকিতে হয়, মূত্রস্থলীর দুর্ব্বলতা, প্রস্রাবের বেগ শেষ হয় না এবং প্রস্রাব করা শেষ হইলেও মনে হয় যেন আরও কিছু প্রস্রাব ভিতরে থাকিয়া গেল।

১০। শুষ্ক-পশ্চিমবায়ু সংস্পর্শজনিত কাশি।

স্পর্শাসহিষ্ণুতা (Over sensitiveness)—কোনও প্রকার বেদনায় ও প্রদাহে রোগী আক্রান্ত স্থান স্পর্শ পর্য্যন্ত করিতে দেয় না চেঁচাইয়া উঠে।

স্ফোটক, স্ফীতি, বাতের বেদনা ইত্যাদিতে গরম কিম্বা ঠাণ্ডা কিছুই প্রয়োগ করিতে দেয় না।

ঠাণ্ডা বাতাস লাগা অসহ্য—কোনও পীড়ায় রোগী দ্বার, জানালা সমস্ত বন্ধ করিয়া অতি সাবধানে, গৃহমধ্যে থাকে, কারণ একটু খোলা রাখিলে সে মনে করে ঐ স্থান দিয়া বাতাস আসিয়া তাহার অসুখ বৃদ্ধি করিবে, কোনও পীড়ায় এই লক্ষণটি পাইলে তৎক্ষণাৎ—হিপার-সল্‌ফার স্মরণ করিবেন।

স্ফোটক (Abscess)—এই পীড়ায় আমরা সচরাচর প্রায় তিনটি ঔষধই অধিক ব্যবহার করিয়া থাকি—বেলেডোনা, মার্কুরিয়স ও হিপার। বেলেডোনা—প্রদাহের প্রথম অবস্থায় অর্থাৎ যতক্ষণ প্রদাহিত স্থান লালবর্ণ, তাহাতে অসহনীয় টাটানি-বেদনা ও যন্ত্রণাদি থাকে ততক্ষণ ব্যবহৃত হয়। মার্কুরিয়স-সল বা ভাইভাস—পূঁয উৎপন্ন হইবার পূর্ব্বে প্রয়োগ করিলে আর পূঁয জন্মাইতে পারে না, আবার যখন পূঁয জন্মিয়াছে তখন ইহা প্রয়োগ করিলে পূঁযের পরিমাণ বাড়াইয়া অধিক পাকাইয়া দেয়, সুতরাং তাহাতে ফোড়া ফাটিয়া যায় (সাইলিসিয়া দেখুন; সকল প্রকার স্ফোটকে মাইরিষ্টিকা—৩ ×, থেরাপিউটিক্স অংশ—১১৯২ পৃষ্ঠা দেখুন)।

হিপার-সল্‌ফার—ইহার ক্রিয়া দুই প্রকার। ফোড়া বাগী ইত্যাদিতে যখন অত্যন্ত বেদনা ও দপ্‌দপানি ব্যথা থাকে, হাঁতটি পর্য্যন্ত ছোঁয়াইতে দেয় না, পূঁয জন্মিবার উপক্রম হইয়াছে, তখন ইহার ২০০শ কিম্বা আরও উচ্চশক্তি ; প্রয়োগে পীড়া প্রায়ই আরোগ্য হইয়া যায় ; আবার যখন দেখা যায়—পূঁয জমিয়াছে ও সেই পূঁয অনেক নীচে রহিয়াছে, তথায় হিপারের নিম্নশক্তি ; এমন কি—৩ ×, ৬ × বিচূর্ণ শক্তি প্রয়োগে সেই পূঁয উপরে ভাসিয়া উঠে, তাহাতে স্ফোটকাদি শীঘ্রই ফাটিয়া যায় (পল্‌সেটিলা দেখুন), অনেকে ইঁহাকে এইজন্য হোমিওপ্যাথিক-লেন্‌কার (lancet) বলেন। এখন হিপারে ও মার্কুরিয়সে—কি প্রভেদ তাহা দেখুন :—মার্কুরিয়সে—হিপারের মত উক্তরূপ স্পর্শসহিষ্ণু বেদনা নাই, আবার পূঁয নিঃসরণ হইতে আরম্ভ হইলে হিপার যেমন উপযোগী, মার্কুরিয়সে সেরূপ উপযোগী নহে ; হিপারের পূঁয পরিচালিত করিবার ক্ষমতা আছে ; কিন্তু মার্কুরিয়সে তাহা নাই। ক্যালকেরিয়া-হাইপোফসে—পূঁযপূর্ণ বড় স্ফোটকও বসিয়া যায়।

লাইকোপোডিয়ম—ছোট হউক বা বড় হউক, চামড়ার নীচে সকল স্থানের স্ফোটকে পূঁয হইবার উপক্রম হইয়াছে কিম্বা ভিতরে পূঁয জমিয়াছে এরূপ অবস্থায় ইহা প্রয়োগ প্রায়ই পূঁয শোষণ হইয়া পীড়া আরোগ্য হয়। যেখানে দেখিবেন—আক্রান্ত স্থানে তাপ প্রদানে অথবা গরম পুলটীসে যন্ত্রণার বৃদ্ধি সেখানে—লাইকোপোডিয়ম ; আর সেখানে উপশম সেখানে—হিপার, এই প্রভেদটুকু মনে রাখিলেই যথেষ্ট হইবে।

সাইলিসিয়া—ক্ষত ফাটিয়া যাইবার পর বা অস্ত্র করিবার পরই ইহার অধিক প্রয়োজন হয়, সাইলিসিয়া প্রয়োগে পূঁযের পরিমাণ কম হইয়া ক্ষত শীঘ্র শুকাইয়া আসে। হোমিওপ্যাথির সকল ঔষধেই রোগীর ধাতু লক্ষ্য করা প্রয়োজন, সাইলিসিয়ার রোগী—দুর্ব্বল রক্তহীন মুখ ফেকাসে, পেশীগুলি যেন ঢিলা ; মনের তেজ অতিশয় অল্প, হাত পা সরু-সরু, পেট মোটা, মাথাটা বড় দেখায় ও অত্যন্ত ঘর্ম্ম হয় (ইহার অধ্যায় ৫৯৬ পৃঃ দেখুন)।

বাগী—**(Bubo)**—পারদ ও উপদংশ সম্ভূত কিম্বা সাধারণ বাগীতেও যদি হিপারের নির্দ্দিষ্ট বেদনা যন্ত্রণা থাকে অর্থাৎ রোগী তাহাতে হাতটি পর্য্যন্ত ছোঁয়াইতে দেয় না, এই লক্ষণটি বর্ত্তমান থাকে তাহা হইলে—হিপার প্রয়োগে সেই বাগী প্রায়ই বসিয়া যায়, এমন কি তথায় পূঁয জন্মাইবার উপক্রম হইলেও উপকার হয়। মার্কুরিয়সে—হিপারের মত অত স্পর্শকাতরতা থাকে না, আক্রান্ত স্থানে হাত দিতে দেয়। পূঁয জন্মিবার পূর্ব্বে মার্কুরিয়স উচ্চক্রমে অনেক সময় বাগী বসিয়া যায়, এবং পূঁয হইলে শীঘ্র শীঘ্র আরও অধিক পাকাইয়া দেয়, তবে স্মরণ করিবেন যে, পারদ ও উপদংশজনিত বাগীতে হিপার এবং সোরাও পারদ ধাতুবিশিষ্ট লোকদের পক্ষে মার্কুরিয়স অধিক উপযোগী। উপদংশ ও পারদমিশ্র-বিষদুষ্ট ধাতুতে—এসিড-নাইট্রিকও উপকারী। সাইলিসিয়া ব্যবহার করিয়াও অনেকস্থলে দেখা যায় যে পূঁয অথবা রস বর্দ্ধিত হইতে থাকে, তজ্জন্য ক্ষতও শীঘ্র শুকাইতে চাহে না, সে স্থলে—হিপারই অধিক ফলপ্রদ ; গাণ-পাউডার—৩ x, ৫৯৬ পৃষ্ঠা দেখুন।

ঘুংড়ি (Croup)—এই পীড়ার প্রথম অবস্থায় আমাদের প্রায় তিনটি ঔষধ প্রয়োজন হয়—একোনাইট, স্পঞ্জিয়া ও হিপার-সলফার।

একোনাইট—রোগের প্রথম অবস্থায় উপযোগী ; প্রথমাবস্থায়—জ্বর ছটফটানি ; অস্থিরতা, পিপাসা ইত্যাদি একোনাইটের চরিত্রগত লক্ষণসহ শিশু ঘুমাইতে ঘুমাইতে হঠাৎ ঘুম ভাঙ্গিয়া ধড়ফড় করিয়া উঠিয়া পড়ে, দমবন্ধ হইবার মত হয় ও ছটফট করিতে থাকে, এইরূপে কতক্ষণ ছটফট করিয়া আবার ঘুমায় ও পুনরায় ঐ প্রকারে উঠিয়া পড়ে, এই লক্ষণগুলি সন্ধ্যা হইতে প্রথম রাত্রিতে বৃদ্ধি হওয়া—একোনাইটের লক্ষণ, রাত্রি ১২ টার পর কিম্বা শেষ রাত্রিতে বৃদ্ধি হইলে—হিপার নির্দ্দিষ্ট। একোনাইট জ্বর না ছাড়া পর্য্যন্ত পুনঃ পুনঃ প্রয়োগ করিতে থাকিবেন। একোনাইটের রোগীর গাত্রচর্ম্ম শুষ্ক ও গরম, হিপারে—চর্ম্ম আর্দ্র (moist) থাকে।

স্পঞ্জিয়া—নিশ্বাসে অত্যন্ত টান, নিশ্বাস-প্রশ্বাসে করাত দিয়া কাঠ চেরা শব্দের মত একপ্রকার সিঁসিঁ শব্দ হইয়া থাকে, কাশি শুষ্ক ও ঘঙ্ ঘঙে ইহাতে রোগ লক্ষণ রাত্রি দুই প্রহরের পর বৃদ্ধি হয়, কেহ কেহ বলেন জ্বর অধিক থাকিলে স্পঞ্জিয়ার সহিত একোনাইট পর্য্যায়ক্রমে ও ঘন ঘন প্রতি ২ ঘন্টা অন্তর ব্যবস্থা করিলে আরও শীঘ্র উপকারী পাওয়া যায়।

হিপার সলফার—ইহাতে রাত্রি প্রায় দুই প্রহরের পর ও শেষ রাত্রিতে ভোরের দিকে এবং ঠাণ্ডা বাতাসে পীড়ার বৃদ্ধি হয়। হিপারের কাশি কখনও শুষ্ক, কখনও সড়ঘড়ে, কখনও খুব তরল, গলা ঘড়্ঘড়্ কিম্বা সাঁই সাঁই করে ; তবে স্মরণ রাখিবেন যে ঘুংড়ীতে একোনাইট ও স্পঞ্জিয়া প্রথমে ব্যবহার করিবার পর কাশি কতকটা সরল অর্থাৎ ঘড়্ঘড়ে হইয়া আসিলে পরে হিপারে অধিক ফল পাওয়া যায়। হিপারে—সর্দ্দি এত সরল থাকে যে মনে হয় বুঝি কাশিলে উহা এখনই উঠিয়া যাইবে ; কিন্তু তাহা সহজে উঠে না, কাশিতে কাশিতে গা-বমি-বমি করে, ঘাম দেয়। ঘুংড়ীতে উপরোক্ত ঔষধগুলিতে বিশেষ কোন ফল না পাইলে, শেষে—ব্রোমিয়ম, আয়োডাম ইত্যাদি ঔষধগুলির সাহায্যে গ্রহণ করিতে হইবে, (আয়োডাম অধ্যায় ৩৭৯ পৃষ্ঠা দেখুন। হিপারে জ্বর থাকিলে—শরীরের তাপ (temperature) অধিক থাকে না।

দ্রষ্টব্য ঃ—ঘুংড়ীর প্রথম অবস্থায় উচ্চ জ্বর—১০৩/১০৪, ছটফটানি, চর্ম্ম শুষ্ক, নিশ্বাসে টান, পাঁজরা টানা, গলায় সাঁই সাঁই শব্দ বুকে বসা সর্দ্দি (tight cough) প্রভৃতি কতকগুলি লক্ষণ থাকিলে, প্রথমে—একোনাইট ২০০শ শক্তি—১ মাত্রা, ইহাতে জ্বর ও একোনাইটের চরিত্রগত অন্যান্য উপসর্গের উপশম হইলে, পরে স্পঞ্জিয়া—২০০ শক্তি ২/১ মাত্রা, ইহাতেই কফ, সর্দ্দি সরল ও ঘড়্ঘড়ে হইয়া আসিবে ; তৎপরে হিপার—২০০ শক্তি ১ মাত্রা প্রয়োগ করিবেন, ইহাতে পীড়াটি আরোগ্য হইবে। যদি সর্দ্দি সম্পূর্ণ সরল হইবার পূর্ব্বে ভুলক্রমে কখনও হিপার প্রয়োগ করেন এবং বুঝিতে পারে যে কফ এখনও অল্প বিস্তর বসা (more of tess tight) রহিয়াছে, তাহা হইলে সর্দ্দি সম্পূর্ণ সরল না হওয়া পর্য্যন্ত পুনরায় ২/১ মাত্রা স্পঞ্জিয়া—২০০ শক্তি প্রদান করিয়া পরে আর এক মাত্রা হিপার—২০০শ শক্তি প্রয়োগ করিবেন ; তাহাতেই রোগী সম্পূর্ণ সুস্থ হইবে (চর্ম্ম শুষ্ক ও উষ্ণ থাকিলে—হিপার আদৌ উপযোগী নহে)। পীড়ার পুনরাক্রমণ নিবারণের জন্য পরিশেষে উচ্চশক্তি ১ মাত্রা—ফসফরাস প্রদান করিতে পারেন (নির্দ্দিষ্ট ঔষধের ২/৩টি অণুবটিকা, ২ ড্রাম ডিসটিলড-ওয়াটারে মিশ্রিত করিয়া সমস্ত অংশটী খালিপেটে ১ দিন প্রাতে সেবন করিতে দিয়া কিছুদিন অপেক্ষা করিলে ভাল হয়)।

ব্রঙ্কাইটীস, ব্রঙ্কো-নিমোনিয়া এবং ক্যাপিলারি-ব্রঙ্কাইটীস (Bronchitis, Broncho-pneumonia & Capilary Bronchitis)—এই সকল পীড়ায় সর্দ্দি ঘড়্ঘড়ে থাকিলে—এন্টিম্ টার্ট ও হিপার-সলফার উভয় ঔষধেরই প্রয়োজন হয়। হিপার—সর্দ্দি খুব সরল থাকিলে ও অনেকক্ষণ কাশিয়া তবে সামান্য একটু সর্দ্দি উঠে, কাশিতে কাশিতে রোগী ক্লান্ত হইয়া পড়ে, তৎসহ অস্থির ভাব থাকে ও ঘাম হয়। হিপারে একটু ঠাণ্ডা বাতাস লাগিলেই পীড়ার বৃদ্ধি

হয় ; ডাঃ লিপি বলেন—ঠাণ্ডা কোন দ্রব্য পানাহার করিলেও কাশি বাড়ে (এন্টিম-টার্ট অধ্যায়ে ৯৬ পৃষ্ঠা দেখুন)।

ফুসফুসের অন্যান্য পীড়া—পূঁযের মত গয়ার, কাশরোগে নির্গত হইলে—হিপার, সিলা (Scilla) ও জার্ব্বা-স্যান্টা (Yerba Santa) এই তিনটি ঔষধ বিশেষ প্রয়োজনীয়। ক্রুপাস-নিমোনিয়ার শেষ অবস্থায়—হিপার উপকারী। নিমোনিয়ায়—যথারীতি সহজে ধীরে ধীরে পীড়া আরোগ্য অর্থাৎ Resolution না হইয়া পূঁয (suppuration) হইলে ও তৎসহ হিপারের নির্দ্দিষ্ট কাশি থাকিলে—হিপার উপযোগী। যক্ষার কাশীতে হিপার প্রয়োগে ফুসফুসাক্রান্ত গুটীকা সমূহ প্রায় বিনষ্ট (Tubercular absorption) হয়। অবশ্য তাহাতে উপরে বর্ণিত হিপারের নির্দ্দিষ্ট কাশি ও পীড়া-লক্ষণের বৃদ্ধি থাকা চাই। এমন-কার্ব্ব—বুকে সর্দ্দিভরা, কাশিতে শ্বাসকষ্ট, কাশে—কিন্তু কিছুই উঠে না, তৎসহ জ্বর—৭৮ পৃষ্ঠা দেখুন।

হাঁপানি-কাশি—(Asthma)—যেখানে দেখিলেন কোনও হাঁপানি রোগী বর্ষায় ভাল থাকে এবং শীত ও গ্রীষ্মকালে তাহার হাঁপানির টান ও যন্ত্রণার বৃদ্ধি হয় তথায়—হিপার দিবেন উপকার হইবে।

তালুমূল প্রদাহ (Tonsilitis)—পুরাতন প্রদাহে মার্কুরিয়সে উপকার না হইলে—হিপার প্রযোজ্য।

ফ্যারিঞ্জাইটীস ও টনসিলাইটীস রোগে, ফ্যারিংসে ছোট ছোট দানা দানাযুক্ত ফুস্কুড়ি তাহাতে—রসপড়া, ফোলা, গলায় শ্লেষ্মা জমে কিন্তু কাশিলে সহজে উঠে না, এই সমস্ত লক্ষণে—হিপার উপকারী। হিপারে—টনসিল খুব ফোলে এবং রোগী গলায় কাঁটাবেঁধার মত বেদনা অনুভব করে।

চক্ষুর পীড়া—পারদ সেবন জনিত আইরাইটীস পীড়া (চক্ষুর কৃষ্ণবর্ণ তারাকে আইরিস ও তাহার প্রদাহকে আইরাইটীস কহে, ক্যালি-বাইক্রম ৩৯৭ পৃষ্ঠা দেখুন) এই রোগে চক্ষুর ভিতর পূঁয, চক্ষুর প্রদাহ, অসহ্য যন্ত্রণা এবং তাহাতে অত্যন্ত স্পর্শকাতরতা এমনকি একটু হাত ছোঁয়াইলে রোগী যন্ত্রণায় অধীর হয়, এই লক্ষণগুলি থাকিলে—হিপার উপকারী। পূঁযের ভাগ অধিক ও যন্ত্রণা কম থাকিলে—ক্যালকেরিয়া-সলফে উপকার হইবে। রাত্রিতে চক্ষু দিয়া জল পড়ে, চক্ষু জুড়িয়া যায়।

চোখ উঠা (Opthalmia)—হিপারে চক্ষুর পাতায় প্রদাহ ও ফোলা থাকে, তদ্ভিন্ন চক্ষুর পাতায় আঞ্জিনা ও তাহাতে পূঁয হইলেও—হিপার উপকারী। কোনও চক্ষুর পীড়ায়—হিপার প্রয়োগকালীন যদি দেখিতে পান যে—চক্ষুতে জল লাগিলে, এমন কি ঠাণ্ডা বাতাসটি লাগিলেও চক্ষুর যন্ত্রণার বৃদ্ধি হয় তাহা হইলে—হিপারে বিশেষ উপকার হইবে চক্ষুর উপসর্গ মার্কুরিয়সে—ঠাণ্ডায় উপশম হয় (ইউফ্রেসিয়া অধ্যায় ৩১৭ পৃষ্ঠা দেখুন)।

জ্বরঠুঁটো (Fever blisters)—এই পীড়ায় রসটক্স, আর্সেনিক, ন্যট্রম-মিউর ও হিপার উপযোগী, এখানে যে ঔষধের লক্ষণসমষ্টি অধিক থাকিবে, তাহাতেই উপকার অধিক হইবে।

উদরাময়—পেটের অসুখের বাহ্যে পাতলা, রঙ্ সাদা ও টকগন্ধ এই গুলি—হিপারের লক্ষণ; তদ্ভিন্ন—সবুজরঙের বাহ্যে, বাহ্যের সঙ্গে অজীর্ণ খাদ্য মিশ্রিত ও দুর্গন্ধ বাহ্যেও—হিপারে নির্দ্দিষ্ট। টকগন্ধ বাহ্যে—যাহাকে আমরা সাধারণ চলিত কথায় "অম্বলের বাহ্যে" বলি, তাহাতে হিপার-সল্‌ফার ভিন্ন—ম্যাগ্নেসিয়া-কার্ব্ব, রিয়ুম, ক্যালকেরিয়া-কার্ব্ব ঔষধও উপকারী। বাহ্যের রঙ—খুব সবুজ তাহাতে কলাইয়ের খোসার মত একপ্রকার পদার্থ ভাসে, পেটে বেদনা, বাহ্যের সময় বেগ ও কুন্থন, এই লক্ষণগুলির সহিত বাহ্যে টকগন্ধ থাকিলে—ম্যাগ্নেসিয়া-কার্ব্ব অধিক উপযোগী। বাহ্যের রঙ কটা, বাহ্যের সঙ্গে অত্যন্ত ফেনা, কোঁথানি, বাহ্যের সময় ছেলে কাঁদিতে থাকে এবং বাহ্যের গন্ধ এত টক যে, ছেলেকে ধোয়াইয়া পোঁছাইয়া দিলেও তাহার গায়ে গন্ধ যায় না, এই সমস্ত লক্ষণে রিয়ুম (Rheum) উপকারী। ক্যাল্‌কেরিয়া-কার্ব্বেও—হিপারের মত বাহ্যে পরিষ্কার করিয়া লইলেও টকগন্ধ দূর হয় না, ছেলের গায়ে টকগন্ধ পাওয়া যায়। হিপারের বাহ্যে—ফিকে সবুজ বা সাদারঙের এবং পেটের বেদনা—উক্ত অন্যান্য ঔষধ অপেক্ষা অনেক কম ও বাহ্যের সঙ্গে ফেণা থাকে না। হিপারে—পচা গন্ধ বা চোঙা ঢেকুর উঠে। (আর্নি, ষ্টানম, সল্‌ফ)।

অজীর্ণের পীড়া (Dyspepsia)—পরিপাক শক্তির হ্রাস, কোন দ্রব্যই ভাল হজম হয় না, খুব সাবধান হইয়া খাইলেও পেট খারাপ করে, রোগীর মুখে সর্ব্বদাই টক আস্বাদ, পেটে মোচ্‌ড়ানি ব্যথা, কিছু আহার করিলে ঐ বেদনায় একটু উপশম হয় বটে; কিন্তু পেট ক্রমশঃ ভার হইয়া উঠে তাহাতে কষ্ট হয়, রোগীর কখনও কোষ্ঠবদ্ধ থাকে।

কর্ণের পীড়া—পূঁয হইবার পূর্ব্বে কাণে অত্যন্ত বেদনা থাকিলে—হিপার উপযোগী। আবার প্রথম অবস্থায়—বেলেডোনা, ক্যামোমিলা, পল্‌সেটিলা, মার্কুরিয়স ইত্যাদি ঔষধ ব্যবহার করিয়াও কোন উপকার না হইলে পরে হিপারের প্রয়োজন হয়। টেলুরিয়মে—প্রথমে কাণে বেদনা হইয়া পরে অত্যন্ত পূঁয পড়িতে থাকে, এই পূঁযপড়া অধিকদিন স্থায়ী হইলে ক্রমশঃ পচা গন্ধ বাহির হয় ; ৫৫৮ পৃষ্ঠায় পল্‌সেটিলা দেখুন।

চর্ম্মরোগ—সন্ধিস্থানে ও চামড়ার ভাঁজে রসপূর্ণ centre উদ্ভেদ, তাহাতে অত্যন্ত দুর্গন্ধ ও চুলকানি, এই চুলকানি প্রাতে বৃদ্ধি হইলে—হিপার, গায়ে একটু সামান্য আঁচড় লাগিলেই পাকে, পূঁয হয়।

ক্ষত—পারদ সেবনে যাহাদের শরীরের রক্ত দূষিত হইয়াছে তাহাদের ক্ষতে কিম্বা যে সকল ক্ষত শীঘ্র আরোগ্য হইতে চাহে না, অথচ ক্ষত অধিক গভীরও নহে, দুর্গন্ধি পূঁয রক্ত নির্গত হয় এবং ক্ষতে এত বেদনা থাকে যে, ড্রেস পর্য্যন্ত করা যায় না, তাহাতে—হিপার উপযোগী। পারদ ও উপদংশ মিশ্র বিষদুষ্ট ধাতুতে—হিপার অপেক্ষা—নাইট্রিক এসিড অধিক ফলপ্রদ। ক্ষতের চারিদিকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফুস্কুড়ি হইয়া বৃহৎ ক্ষতে পরিণত হয়।

আম্‌বাত—সবিরাম জ্বরে শীতাবস্থায় কিম্বা শীতাবস্থার পূর্ব্বে আমবাত বাহির হয়, উত্তাপাবস্থা প্রকাশিত হইলেই মিলাইয়া যায় (এপিস অধ্যায় ১০৫ পৃষ্ঠা দেখুন)। ন্যাবা—তৎসঙ্গে গায়ে অত্যন্ত চুলকানি।

গ্যাংরীণ (Gangrene)—প্রকৃত গ্যাংরীণ হইলে ল্যাকেসিস অধিক উপকারী ; কিন্তু যদি প্রকৃত গ্যাংরীণ না হইয়া অন্য কোন ক্ষত হইতে নীল কিম্বা কালচে রঙের পূয নির্গত হয় ও তাহাতে হিপারের চরিত্রগত বেদনাদি থাকে, তাহা হইলে—হিপারে উপকার হইবে।

বৃদ্ধি—আক্রান্ত পার্শ্বে শয়নে, শীতল বাতাসে, অনাবৃত দেহে, আক্রান্ত স্থান স্পর্শে, পারদ-অপব্যবহারে শীতল দ্রব্য পানাহারে।

উপশম—গরমে বা গরমে বস্ত্রাবৃত থাকিলে।

পরবর্ত্তী ঔষধ—এব্রোটেন, একোন, বেল, ব্রায়ো, আয়োড, মার্ক, নক্স, রস, সিপি সলফ ; এসি-নাইট্রি, স্পঞ্জি, সাইলি।

সম্বন্ধ—আঘাতে—ক্যালেণ্ডুলা ও সোরাদোষজনিত চর্ম্মরোগে—সল্‌ফারের সমকক্ষ।

কবিরাজী মকরধ্বজ কিম্বা অন্য কোনও প্রকার ধাতুঘটিত ঔষধ সেবনের পর—হিপার নিম্নক্রম (৬ষ্ঠ শক্তি) প্রতিবিষের কার্য্য করে।

ক্রিয়ানাশক—এসে-এসি, আর্স, বেল, ক্যামো, সাইলি।

ক্রিয়া স্থিতিকাল—৩০—৫০ দিন। ক্রম—৩×—২০০ শক্তি।

ফরমূলা—৭ (বিচূর্ণ)।

হাইড্র্যাসটীস (Hydrastis Canadensis)

(ইউনাইটেড-ষ্টেট্‌সের একপ্রকার চারাগাছের তাজা মূল হইতে টিংচার প্রস্তুত হয়)—ডাঃ হেল সম্ভবতঃ এই ঔষধটি হোমিওপ্যাথিতে প্রথম প্রচার করেন। হাইড্র্যাসটীস—বাহ্যিক ও আভ্যন্তরিক উভয় প্রকারেই ব্যবহৃত হয়। শ্লৈষ্মিক-ঝিল্লীর উপরেই উহার প্রধান ক্রিয়া। নাসিকা, গলা, পাকস্থলী, অন্ত্র, জলায়ু, মূত্রনলী প্রভৃতি শ্লৈষ্মিক-ঝিল্লী হইতে প্রথমে—স্বচ্ছ, তরল, সাদা এবং আঠার মত চট্‌চটে; পরে হলদে কিম্বা সবুজ, ঘন, সময়ে সময়ে রক্তাক্ত চট্‌চটে স্রাবও নির্গত হয়। ডাঃ হেল এই ঔষধের বাহ্যিক ও আভ্যন্তরিক প্রয়োগ দ্বারা প্রায় সকল প্রকার নাসিকার স্রাব (coryza), মুখের ক্ষত, নাসিকার ক্ষত, পারদ ও উপদংশজনিত গলক্ষত, শ্বেত-প্রদর বা অন্য কোনও প্রকারের জরায়ুস্রাব, কর্ণস্রাব, চক্ষুর প্রদাহ, প্রমেহ ইত্যাদি বহুবিধ পীড়া আরোগ্য করিতে সমর্থ হইয়াছেন। শরীর অভ্যন্তরস্থ বৃহৎ বৃহৎ গ্রন্থি (glands) সমূহের উপর ক্রিয়া প্রকাশ করায়, ইহা লিভারের উপরেও ক্রিয়া প্রকাশ করে। লিভারের ক্রিয়াহীনতা (torpid liver) তজ্জন্য ফিকে-রঙের বাহ্যে ও ন্যাবার লক্ষণ সমূহ ও ইহাতে দৃষ্ট হয়। হাইড্র্যাস্‌টীস—পুরাতন আমবাতের একটি ভাল ঔষধ, নূতন আম্‌বাতেও উপকারী।

মিউকাস-মেম্ব্রেণের তরুণ প্রদাহে এবং যতক্ষণ পর্য্যন্ত জ্বর থাকে ততক্ষণ ইহা ব্যবহার করা নিষিদ্ধ।

সুরা ও মাদকসেবী ভগ্নস্বাস্থ্য ব্যক্তিগণ, যাহারা পাকস্থলী ও যকৃতের ক্রিয়া বিকৃতিসহ ক্যানসার প্রভৃতি কোনও দূষিত পীড়ায় আক্রান্ত হইয়াছে, তাহাদের এবং কৃফুলাস ও ম্যারাস্‌মাস পীড়াগ্রস্ত (emaciate) শিশুদের পক্ষে ইহা অধিক কার্য্যকরী।

হাইড্র্যাসটীসের রোগী অতিশয় শীর্ণ ও দুর্ব্বল, তাহারা সর্ব্বদাই নিজের অসুখের কথা কহে। কোষ্ঠবদ্ধতা, অজীর্ণ, বুক ধড়ফড়ানি, সর্দ্দি, কাশি, ক্ষত এই সমস্ত প্রায় যেন তাহাদের লাগিয়াই আছে। টাইফয়েড জ্বরাদির পর ক্ষুধাহীনতা, কোষ্ঠবদ্ধ অতিশয় ঘর্ম্ম ইত্যাদিও ইহার অন্তর্ভূক্ত, ইহা একপ্রকার টনিক ঔষধ। যকৃতের ক্রিয়াহীনতা, স্বল্প ফেকাসে মল।

কোষ্ঠবদ্ধ—ডাঃ হিউজেস বলেন ইহার মাদার টিংচার ২/১ ফোঁটা মাত্রায় প্রতিদিন প্রাতে জলসহ একবার করিয়া সেবন করিলে কোষ্ঠ পরিষ্কার হয়, কখনও কোষ্ঠবদ্ধ কখনও উদরাময়। শিশুদের ও বৃদ্ধদিগের কোষ্ঠবদ্ধ, অভ্যাসবশতঃ জোলাপ লইবার পর কোষ্ঠবদ্ধ, অর্শপীড়াগ্রস্ত, ব্যক্তিদের কোষ্ঠবদ্ধ, গর্ভাবস্থায় ও প্রসবের পর কোষ্ঠবদ্ধ, হাঁপানি-রোগীর কোষ্ঠবদ্ধ, এবং কোষ্ঠবদ্ধসহ টক্-ঢেকুর উঠা ও শিরঃপীড়া প্রভৃতিতেও হাইড্র্যাসটীস উপকারী (এসিড-গ্যালিক—২১ পৃষ্ঠা দেখুন)। ইহাতে কখনও আমের মত চট্‌চটে বাহ্যে হয়, কখনও খুব শক্ত গুট্‌লে মলের গায়ে আঠার মত পদার্থ জড়াইয়া থাকে (কষ্টিকাম—৩০ শক্তির ৩/৪টি করিয়া গ্লোবিউলস প্রত্যহ প্রাতে ৮/১০ দিন সেবন করিলে অনেকস্থলে কোষ্ঠ পরিষ্কার হয়)। শিশুদের কোষ্ঠবদ্ধে—হাইড্র্যাসটীস উচ্চশক্তি (ওপিয়ম ৫১৮ পৃষ্ঠা দেখুন)।

আম্‌বাত—হাইড্র্যাসটীস θ হইতে ৩× শক্তি, প্রত্যহ ২/৩ মাত্রা ব্যবহারে পুরাতন ও নূতন আম্‌বাতে বিশেষ উপকার সাধন করে। কাঁচা হরিদ্রা হইতে—১×, ২×, ৩× শক্তির ঔষধ প্রস্তুত করিয়া আম্‌বাতে ব্যবহার করিবেন—ইহার দ্বারা হাইড্র্যাসটীসে অপেক্ষাও শীঘ্র উপকার পাওয়া যাইবে (আর্টিকা-ইউরেন্স—৬৩৯ পৃষ্ঠা দেখুন)।

অর্শ ও গোগগুল নির্গমন—ডাঃ হিউজেস বলেন ইহা নিয়মিতভাবে সেবন করিলে এই দুইটি পীড়ায় বিশেষ উপকার পাওয়া যায়।

ক্ষত—নাসিকা-অস্থির ক্ষত, তাহাতে অতি শীঘ্রই অস্থিখানি ছিদ্র হইবার সম্ভাবনা নাসিকা হইতে ঘন চটচটে আঠার মত স্রাব নির্গত হয়, ক্ষত স্পর্শ করিলে রক্ত পড়ে (অরম-মেট—১৪৩ পৃষ্ঠা দেখুন)। মুখের ক্ষত পারদ কিম্বা ক্লোরেট অফ-পটাস অপব্যবহারের পর মুখের ক্ষত, শিশু এবং স্তন্যদাত্রী জননীর মুখের ক্ষত, ক্যাংকার (canker) ইত্যাদিতে ইহার দ্বারা বিশেষ উপকার সাধিত হয়। আমেরিকান চিকিৎসকগণ বলেন, হাইড্র্যাস্‌টিস—পাকস্থলীর ও জরায়ুর ক্যানসার (cancer) পীড়ায় বিশেষ উপকারী, ইহা সেবনে ক্রমশঃ স্বাস্থ্যের উন্নতি লক্ষিত হয়। জরায়ুর ও বক্ষঃস্থলের ক্যান্‌সার সম্বন্ধে ডাঃ হিউজেস

বলেন—"In cancer Hydrastis removes the pain modifies the discharge, depriving it to its offensiveness and improves the health in a marked degree." যে সকল শিশু বা ব্যক্তির কোষ্ঠবদ্ধের ধাতু তাহাদের সরলান্ত্রের ক্ষত, মলদ্বার বিদারণ (fissure of the anus) সরলান্ত্রের বহির্নিগম (prolapsus of the rectum)—এবং গ্যাষ্ট্রাইটীস, পাকস্থলীর ক্ষত, পাকস্থলীর ক্যানসার যে সকল পুরাতন ক্ষত হইতে সহজেই রক্তস্রাব হয় ও রক্ত অত্যন্ত দুর্গন্ধ, সেই সকল ক্ষত ও শয্যাক্ষত (bed-sore), মাথায় একজিমা ইত্যাদিরও ইহা উৎকৃষ্ট ঔষধ।

অজীর্ণ—রোগীর পেট যেন সর্ব্বদা ফুলিয়া থাকে, কখনও পেট আঁতে পড়ে, দুর্গন্ধ অথবা টক-ঢেকুর উঠে, কখনও কোষ্ঠবদ্ধ, কখনও উদরাময়, মল আম সংযুক্ত, থসথসে। জোলাপ লইলে কোষ্ঠবদ্ধ আরও বাড়ে, ভগন্দর।

স্ত্রী-ব্যাধি—যে সকল স্ত্রীলোক স্বভাবতঃ অতিশয় দুর্ব্বল, মুখ ফেকাসে, চোখ, বসা, যাহাদের লিভারের পীড়া আছে কিম্বা যাহারা কোষ্ঠবদ্ধ, অম্ল, অজীর্ণ, অর্শ পীড়াদি ভোগ করিতেছে, তাহাদের শ্বেত-প্রদরস্রাবে যদি স্রাব অত্যন্ত অধিক এবং তাহার রঙ্ হলদে ও চটচটে হয়, তাহা হইলে—হাইড্রাস্টীসে উপকার হইবে। প্রদরস্রাবের সহিত—প্রুরাইটীস (যোনিতে চুলকানি) জরায়ু বা জরায়ু-গ্রীবায় ক্ষত, ক্ষত হইতে রক্তস্রাব, জরায়ুর মধ্যে অর্ব্বুদ (uterine fibroid tumour) এবং পুরাতন জরায়ুর বিবৃদ্ধি ইত্যাদি পীড়াগুলি থাকিলেও ইহা কার্য্যকরী।

প্রমেহ—পীড়ার পুরাতন অবস্থায় (gleet) যখন স্রাব অধিক হয়, রঙ্—হলদে চটচটে, তখন ইহার—২ ×—৩ × শক্তি, কিছু অধিক দিন ব্যবহারে বিশেষ উপকার হয়। অনেকে বাহ্যিক পিচকারী প্রয়োগ দ্বারা এই ঔষধ ব্যবহারের অনুমোদন করে। আমরা কিন্তু উহার পক্ষপাতী নহি।

পায়ের আঙ্গুলে কড়া—শক্ত জুতার চাপেই হউক, কিম্বা অন্য কোন প্রকার ধাতুদোষেই হউক, অনেকের পায়ের আঙ্গুলে কড়া (corn) হয় ; তাহাতে অত্যন্ত বেদনা থাকে, ছুরি দিয়া কাটিয়া দিলে ১০/১৫ দিন কিছু ভাল থাকে ; কিন্তু আবার বেদনা হয়, ইহাতে হাইড্রাস্টীস—θ একভাগ—ভ্যাসেলিন ৩ ভাগ, একত্রে মিশাইয়া একটি মলম প্রস্তুত করিয়া দিনে ২/৩ বার রাত্রিতে শয়নের সময় প্রত্যহ একবার করিয়া লাগাইলে বিশেষ উপকার হইবে। মধ্যে মধ্যে সল্‌ফার, নাইট্রিক-এসিড প্রভৃতি ধাতু অনুযায়ী ব্যবহার করিবেন এবং অন্ততঃ ২/৩ মাস—নরম ঝামা দিয়া প্রত্যহ ২/১ বার করিয়া কড়ার উপর ঘসিবেন। ফেরম-পিক্রিক- ৩০ শক্তি সেবনে শীঘ্র উপকার হয়।

এনাকার্ডিয়াম-অক্সিডেন্ট্যালিস—পায়ের কড়া, ক্ষত, পায়ের তলা ফাটা ইত্যাদিতে উপকারী ; মুখের ইরিসিপেলাস প্রভৃতিতে ইহা ফলপ্রদ।

ন্যাবা (Jaundice)—লিভার ভালরূপ ক্রিয়া না করা (torpid), লিভারে একপ্রকার বেদনা এবং ন্যাবারোগে—চক্ষু, চর্ম্ম, প্রস্রাব প্রভৃতি হলদে হইলে ইহাতে অতি শীঘ্র উপকার পাইবেন।

বৃদ্ধি—রাত্রিতে, উত্তাপে, ধৌতে দেহ সঞ্চালনে।

উপশম—বিশ্রামে, নিষ্পেষণে।

ক্রম—θ—৩০ শক্তি (অজীর্ণ পীড়ায় নিম্ন এবং নাসিকার স্রাবে উচ্চ শক্তি)।

হাইড্রোকোটাইল (Hydrocotyle)

(একপ্রকার ক্ষুদ্র লতানো গাছ হইতে টিংচার প্রস্তুত হয়) —আমাদের দেশে ইহাকে থুলকুড়ী শাক বলে। মানসিক ও শারীরিক দুর্ব্বলতা এবং সমস্ত পেশীতে আঘাত লাগার মত বেদনা—এই দুইটি এই ঔষধের প্রধান লক্ষণ। থুলকুড়ীর রস—কুষ্ঠ, গর্ম্মী নালী-ঘা ও চর্ম্মরোগে বাহ্যিক প্রয়োগ করিলে উপকার হয়। মুখের ক্ষত, পোড়া-নারাঙ্গা, ব্রণ প্রভৃতিতে উপকারী।

গোদ (Elephantiasis) ও কুষ্ঠব্যাধি (Leprosy) আরোগ্য করিবার জন্য এই ঔষধটি অধিক ব্যবহৃত হয়। কোনও চর্ম্মপীড়ায় চর্ম্মের উপরাংশ (Epidermis) যত অধিক পুরু এবং মোটা হইবে, ইহাতে উপকারও তত অধিক হইবে। সোরায়সিস্ ক্রণিক-একজিমা, একনি-রোজেসিয়া প্রভৃতি কতকগুলি চর্ম্মপীড়ায় ইহাতে বেশ ভাল উপকার পাওয়া যায়। লিউপাস-রোগেও (Lupus—এই রোগে নাকে, মুখে, চোখের পাতায়, ঠোঁটে ক্ষত হয়)—হাইড্রোকোটাইল উপকারী।

কুষ্ঠব্যাধি (Leprosy)—যেখানে প্রথমে চর্ম্মে একপ্রকার লালবর্ণের দাগ হইয়া ফুলিয়া, পরে ক্ষত ও চর্ম্ম খসিয়া পড়িবার উপক্রম হয়, তথায়—হাইড্রোকোটাইল এবং যেখানে চর্ম্ম অসাড় হয়, স্পর্শ-শক্তির লোপ হয় (anæsthetic variety of Leprosy) তথায়—এনাকার্ডিয়ম-অক্সিডেন্ট্যালিস অধিক উপকারী। উক্ত কোনও ঔষধ আভ্যন্তরিক সেবন-কালীন তাহার মাদার টিংচার ২০ ফোঁটা, গ্লিসারিণ—১ আঃ এইভাবে অয়েন্টমেন্ট করিয়া আক্রান্ত চর্ম্মের উপর দিনে ২/১ বার বাহ্যিক প্রয়োগ করিলে পীড়ায় কিছু শীঘ্র উপকার হওয়া সম্ভব। এই পীড়ায় অন্ততঃ ৫/৬ মাস ঔষধ ব্যবহার করিতে হইবে (থেরাপিউটিক্স ৭৬১ পৃষ্ঠা দেখুন)।

স্কুকুম-চক (Skookum Chuck)—১ ×—৩ × বিচূর্ণ, প্রায় ২/৩ মাস ব্যবহার করাইয়া উহার দ্বারা দুই একটি কুষ্ঠ পীড়া আরোগ্য হইয়াছে।

পাইপার-মেথিষ্টিকাম (Piper Methysticum)—θ,—৬ষ্ঠ শক্তি। কুষ্ঠব্যাধিতে প্রথমে চর্ম্মের কোন এক নির্দ্দিষ্ট অংশে আঁসের মত একটা পর্দ্দা পড়ে, পরে সেই পর্দ্দাটা উঠিয়া যায় ও তথায় একটি সাদা দাগ হয়, ক্রমশঃ ঘা হয়। পূর্ব্বে ঋষিরা যে সোমরস পান করিতেন ইহা সেই বস্তু।

হোয়াং-নান (Hoang-Nan)—নিম্নশক্তি ; কুষ্ঠ ব্যাধির নিমিত্ত ক্ষত ও চর্ম্মপীড়া ইহাতে আরোগ্য হয়। ক্যান্‌সারের ভীষণ দুর্গন্ধ এবং রক্তস্রাবও ইহাতে নিবারিত হয়।

গোদ (Elephantiasis)—এই পীড়ায় ঔষধ কিছু অধিক দিন নিয়মিতরূপে সেবন করিতে হয়, ডাঃ পিয়ার্স বলেন—এক সময় এক ব্যক্তির বাম পায়ে গোদ হয়, সেই পা অনাক্রান্ত পা অপেক্ষা প্রায় ৯ ইঞ্চি অধিক মোটা

হয়, হাইড্রোকোটাইল সেবন করায় তাহার বিশেষ উপকার হইয়াছিল। ইহাতে দেহের নানাস্থানে কুট-কুট করে, পা অত্যন্ত চুলকায়।

ক্রম—θ—৩য় শক্তি।　　　　ফরমূলা—৪।

হায়োসিয়ামস (Hyoscyamus Niger)

(ইউরোপের রাস্তার পাশে একপ্রকার ক্ষুদ্র চারাগাছ জন্মায়, সেই গাছ হইতে টিংচার প্রস্তুত হয়)—মস্তিষ্ক ও স্নায়ুমণ্ডলীর উপর ইহার ক্রিয়া মুখ্য এবং রক্ত-সঞ্চালনকারী যন্ত্রের উপর ইহার ক্রিয়া গৌণ। কলহপ্রিয়, অত্যন্ত অধিক কথা কহে, হিংসুক স্বভাব, রোগী সর্ব্বদাই মনে একপ্রকার সন্দেহ—যেন কেহ বিষ প্রয়োগ করিবে, সে স্থানে থাকে-মনে করে ইহা যেন তাহার গৃহ নহে, এইগুলি ইহার—মানসিক লক্ষণ।

চরিত্রগত লক্ষণ ঃ—

১। বিকারে কখনও অস্থির হয়, বিছানা হইতে লাফাইয়া উঠে ও পালাইবার চেষ্টা করে, কখনও বিছানা খোঁটে, বিছানা হাতড়ায়, বিড়বিড় করিয়া বকে, দাঁতে সর্ডিস্ (ময়লা), জিহবা শুষ্ক, অসাড়ে প্রস্রাব বাহ্যে ; ২। অর্থশূন্য কথা কহে ও অত্যন্ত জোরে হাসে ; ৩। গায়ে কিছুতেই কাপড় চাপা রাখে না, কাপড় দিলেও ফেলিয়া দেয়, উলঙ্গ হইয়া থাকে, অশ্রাব্য গান গায় ; ৪। গুহ্যস্থানের কাপড় খুলিয়া ফেলে ও অনবরত লিঙ্গে হাত দেয় ; ৫। অজ্ঞানভাবে থাকিয়া যাহারা নিকটে নাই বা কখনও আসে নাই তাহাদিগকে দেখিতে পায় এরূপ মনে করে ; ৬। একেলা থাকিবার, বিষ খাওয়াইবার, বিক্রয় করাইবার, পানাহার করিবার, যাহা লইতে বলা হয় তাহা গ্রহণ করিবার ভয়, কারণ কোনও বিষয়ের ষড়যন্ত্র হইতেছে সর্ব্বদা এইরূপ সন্দেহ ; ৭। হিংসা, রাগ কিম্বা ভালবাসায় বঞ্চিত হইবার কুফলে কোনও পীড়ার উৎপত্তি ; ৮। রাত্রিতে শুইলে অত্যন্ত আক্ষেপিক শুষ্ক কাশি, উঠিয়া বসিলে সেই কাশির উপশম ; ৯। প্রসবের পর মূত্রথলীর পক্ষাঘাত, প্রস্রাব বন্ধ কিম্বা প্রস্রাবের বেগ ধারণে অক্ষম, প্রস্রাব করিবার আদৌ ইচ্ছা থাকে না ; ১০। ব্যবসায়ের সম্বন্ধ লইয়া কিম্বা কোনও বিষয়ে উত্তেজিত হইয়া অনিদ্রা ; ১১। ঋতুস্রাবের সময় হাত পায়ে কম্প ; ১২। উন্মত্ততা—রাগ করে, ধমকায়, কামড়ায়, মারে, হত্যা করিতে যায়।

হায়োসিয়ামস—জ্বর ও বিকার- রোগের ইহা একটি মহৌষধ। সম্ভবতঃ টাইফয়েড, সবিরাম, হাম, ইনফ্লুয়েঞ্জা, নিমোনিয়া কিম্বা বসন্তের সহিত জ্বর-বিকার হইলে আরও অধিক উপকারী। বিকারে ইহা বেলেডোনা ও ষ্ট্র্যামোনিয়মের মধ্যবর্ত্তী লক্ষণে ব্যবহৃত হয়।

টাইফয়েড-জ্বর—এই পীড়ার বিকারাবস্থায় অর্থাৎ বিকারে মস্তিষ্ক লক্ষণসমূহ প্রকাশিত হইলে—ব্যাপ্টিসিয়া, ওপিয়ম, রসটক্স, আর্ণিকা, ল্যাকেসিস, বেলেডোনা, ষ্ট্র্যামোনিয়ম ও হায়োসিয়ামস ইত্যাদি ঔষধগুলিই সাধারণতঃ লক্ষণভেদে প্রয়োজন হয়। বিকারে—বেলেডোনা, ষ্ট্র্যামোনিয়মও

হায়োসিয়ামস এই তিনটি ঔষধের অতি নিকট সম্বন্ধ, তজ্জন্য তাহাদের প্রভেদ দেখিয়া রাখুন ঃ—

বেলেডোনা—ইহার বিকার লক্ষণ প্রথম হইতেই অতি প্রচণ্ড রকমের রোগীর মুখ-চোখ লালবর্ণ হয় এবং বিকারে খুব জোরে জোরে প্রলাপ বকে ও সেই সঙ্গে থেকে থেকে ঝোঁকে-ঝোঁকে উঠে, পালাইবার চেষ্টা করে, তখন রোগীর গায়ে যেন খুব বল দেখা যায়, ইহাতে মস্তিষ্কে রক্তসঞ্চয় (congestion) অত্যন্ত অধিক। রোগীর বেশ ঘুম-ঘুমভাব থাকে ; কিন্তু ঘুমাইতে পারে না ; চক্ষু বুজাইলেই ভয় পায় ও চীৎকার করিয়া উঠে।

হায়োসিয়ামস—ইহাতে বিকারের প্রলাপ বকা অত্যন্ত অধিক থাকিলেও বেলেডোনার মত একঘেয়ে রকমের প্রচণ্ডতা প্রথম হইতেই থাকে না। প্রথমে কতকটা প্রচণ্ডভাব থাকিয়া পরে ক্রমশঃ আচ্ছন্নভাব আসে কিম্বা একবার প্রচণ্ডভাব অর্থাৎ আঁচড়াইতে কামড়াইতে যায়, বিছানা হইতে তেড়ে উঠিয়া পালাইবার চেষ্টা করে ও একবার আচ্ছন্নভাবের সঙ্গে বিড়বিড় করিয়া বকা থাকে। হায়োসিয়ামসে বিড় বিড় করিয়া বকা, কাপড় বিছানা খোঁটা, অঘোরভাবে বোকার মত পড়িয়া থাকার ভাবই অধিক এবং বেলেডোনায় উদ্ধতভাবই অধিক নির্দ্দিষ্ট। হায়োসিয়ামসের আর একটী প্রধান লক্ষণ—রোগী অতি শীঘ্র শীঘ্র অচৈতন্য ও আচ্ছন্ন হইয়া পড়ে, এই আচ্ছন্নভাবের সঙ্গে দুইটি চক্ষু খোলা থাকে এবং এদিকে সেদিকে একদৃষ্টে চাহিয়া দেখে, লোকে মনে করে যেন সে কিছু দেখিতেছে ; কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে, সম্মুখে ধোঁয়া কিম্বা কোয়াসার মত কি দেখে ও তাহাই হাত দিয়া ধরিতে যায়, এজন্য হাত দুইটি আস্তে আস্তে তোলে ও আবার নামায় ; বিছানা খোঁটে, অনরবত বিড়বিড় করিয়া চুপ বকে, কথা কয় এবং বোকার মত হাসে, অনেক সময় আবার খানিকক্ষণ বেশ চুপ করিয়া থাকে, সে সময়ে কোনও প্রকার প্রলাপ বা বিড় বিড় করিয়া বকা ইত্যাদি কিছুই থাকে না, রোগীর নীচের চোয়াল ধরিয়া যায়, দাঁতে ময়লা (sordes) পড়ে, জ্ঞান-লোপ হয় এবং বাহ্যে প্রস্রাব অসাড়ে হইতে থাকে। স্মরণ রাখিবেন যে, হায়োসিয়ামসে—বিকার ও টাইফয়েড্ লক্ষণাদি অতি শীঘ্র শীঘ্র আসিয়া পড়ে এবং অতি শীঘ্রই জ্ঞানলোপ হয়, জিহবা খুব মোটা, পুরু ও ভারী হয়, তজ্জন্য জিহবা নাড়িতে পারে না, অনেক ডাকাডাকির পর রোগী একটু-আধটু সাড়া দেয় ; কিন্তু ঠিক উত্তর কৃচিৎ পাওয়া যায়।

ষ্ট্র্যামোনিয়ম—রোগী একাকী এবং অন্ধকার গৃহে থাকিতে ভয় পায়, সেইজন্য সর্ব্বদা আলোক ও তাহার নিকট কাহাকেও চায় (এই লক্ষণটি বেলেডোনার বিপরীত)। বিকারে রোগী গান গায়, হাসে, গালাগালি করে, আবার কখনও কখনও বেশ ভক্তিভরে প্রার্থনা করে, বিছানা হইতে পলাইবার চেষ্টাও করে ; রোগী বালিস হইতে মাথা তুলিয়া যেন কিছু দেখে ও আবার তখনই মাথা নামায়, কখনও গায়ে প্রচুর ঘাম হয়। বিকারে কোনও ঔষধে উপকার না হইলে—ডিউবয়সিয়া পরীক্ষা করিবেন।

ল্যাকেসিস—ইহাতেও হায়োসিয়ামসের মত—নীচের চোয়ালধরা ও পেশীর স্পন্দন থাকে। ল্যাকেসিসে—দুর্ব্বলতা, কাঁপুনি, অবসাদ অত্যন্ত অধিক ও নিদ্রা আসিলে প্রলাপাদি উপসর্গ লক্ষণের বৃদ্ধি হয়।

ওপিয়ম—ইহাতে অচৈতন্য ও অঘোরভাব অত্যন্ত অধিক, এমন কি অন্য কোন ঔষধে এত অঘোরভাব নাই, রোগী চক্ষু দুইটি অর্দ্ধমুদ্রিত করিয়া শিবনেত্রভাবে পড়িয়া থাকে, মাছি বসিলেও চক্ষুর পাতা নড়ে না, চক্ষুতে যেন জাল পড়িয়া যায়, নিশ্বাসের সঙ্গে নাক ডাকে, ঠিক যেন ঘুমাইতেছে, হায়োসিয়ামসেও নাকডাকা ও অচৈতন্যভাব আছে ; কিন্তু ওপিয়মের তুলনায় তাহা কিছু নহে (অন্যান্য লক্ষণের নিমিত্ত বেলেডোনা—১৫৭ পৃঃ দেখুন)। বিকার অবস্থায় কখনও অনর্গল বকে, চোখ খোলা থাকে।

নাক-চোখ খোঁটা—টাইফয়েড জ্বরে প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায় যে, মস্তিষ্কের উত্তেজনা বশতঃ রোগী বিছানা কাপড় খোঁটে ; নাক, মুখ, চোখ, ঠোঁট খোঁটে ; খুঁটিয়া খুঁটিয়া রক্ত বাহির করে। এরাম-ট্রাইফাইলমে—নাক খোঁটে, নাক দিয়া রক্ত বাহির করে, নাকে ঘা হয়, কোনিয়মে—নাক খোঁটে, হাতের আঙ্গুল খোঁটে ; খুঁটিয়া রক্ত বাহির করে, ঘা হয় ; সিনায়—নাক চুলকায়, দাঁত কড়মড় করে ; নাক, ঠোঁট, হাতের আঙ্গুল খোঁটে ; হায়োসিয়ামসে—বিকারে বিছানা, কাপড় এবং গাঁয়ে যাহা চাপা থাকে খোঁটে হাত দিয়া শূন্যে যেন কিছু ধরিতে যায়। ন্যাফথালাইনে—অনবরত নাক খোঁটে (ইহার অধ্যায়ে ৪৮৯ পৃষ্ঠায় ক্রিমি পরিচ্ছেদ দেখুন)।

হাম, বসন্তের সহিত বিকার—উদ্ভেদের স্ফোট বসিয়া গিয়া কিম্বা উদ্ভেদ ভালরূপ বাহির হইতে না পারিয়া রোগীর বিকার হইলে ও তাহাতে হায়োসিয়ামসের চরিত্রগত লক্ষণ—বিছানা খোঁটা, অজ্ঞানভাবে থাকা, হঠাৎ চীৎকার করিয়া উঠা, পেশীর স্পন্দন, অসাড়ে বাহ্যে-প্রস্রাব নিঃসরণ ইত্যাদি লক্ষণগুলি থাকিলে—হায়োসিয়ামস উপকারী। হায়োসিয়ামসে রোগী এমনভাবে ঠোঁট ও মুখটি নাড়ে, মনে হয় ঠিক যেন কিছু খাইতেছে কিম্বা চিবাইতেছে।

গলনলীর পীড়া—গলনলীর সঙ্কোচন বশতঃ (constriction of the throat) কোনও দ্রব্য বিশেষতঃ তরল কোনও পদার্থ গিলিতে অক্ষমতা (বেল, প্লম্বম, ষ্ট্রামো, গিলিবার চেষ্টা করিলেই স্প্যাজম হয়।

উদরের পীড়া—নাভীর নিকটে নিশ্বাস গ্রহণের সময় খোঁচামারা বেদনা, উদর পেশীতে আঘাত লাগার মত বেদনা (ব্রায়ো), পেটফোলা ও পেটে স্পর্শাসহিষ্ণু বেদনা (বেল), তলপেটে কাটা-ছেড়ার মত বেদনা প্রভৃতিও হায়োসিয়ামসে নির্দ্দিষ্ট।

কাশি—শুইলে কাশির বৃদ্ধি, উঠিয়া বসিলে তাহার উপশম। কাশি শুষ্ক, কিছুমাত্র গয়ার উঠে না, আলজিব বাড়িয়া কখনও কখনও ঐ প্রকার অত্যন্ত শুষ্ক কাশি হয় ; যদি ঐ কাশি রাত্রিতে বৃদ্ধি হয়, শুইলে আরও বৃদ্ধি এবং উঠিয়া বসিলে কিছু কম পড়ে, তাহা হইলে—হায়োসিয়ামস বিশেষ উপকারী। রিউমেক্স—ইহার কাশিও ঐ প্রকার শুষ্ক, তবে ইহাতে গলার ভিতর সুড়সুড়

করিয়া কাশি হয় ও দিনরাত্রি সমানভাবে কাশি হইতে থাকে। যক্ষা-কাশি এবং হুপিং-কাশির শেষ অবস্থায় অনেক সময় এই প্রকারের কাশি দেখা যায়। মেন্থা-পিপারেটা—ইহাতেও ঐ প্রকার গলাটি সুড়সুড় করিয়া কাশি হয়, কিন্তু তাহা মৃদু প্রকারের। ফ্রান্সের ডাক্তার ডিমুরেস বলেন, আঘাতে যেমন—আর্ণিকা; প্রদাহে যেমন একোনাইট ; শুষ্ক কাশিতেও সেইরূপ মেন্থা-পিপারেটা ; ইহার দ্বারা ক্ষয়রোগের কাশিরও উপশম হয়। ড্রসেরার কাশি—বালিসটী মাথায় দিলেই বাড়ে। এম্ব্রাগ্রিসিয়া—অনেক রকমের আক্ষেপিক কাশি, আলজিব কিম্বা টনসিল বাড়ে। কাশি শুইলে কম হইলে—ম্যাগ্নেসিয়া-মিউর উপযোগী (কাশির বিস্তৃত বিবরণের জন্য এরালিয়া ১০৯ পৃষ্ঠা দেখুন)। হায়োসিয়ামসে একপ্রকার কাশি—উহা পানাহার করিলে, কথা কহিলে, গান করিলে বাড়ে। নিমোনিয়ার প্রলাপ ও মোহসহ শুষ্ক কাশি, বুকে ঘড়ঘড় শব্দ।

হিক্কা—বিকারে রোগী অজ্ঞান, তৎসঙ্গে হিক্কা, হিক্কার পা হইতে মাথা পর্যন্ত কাঁপিয়া বা নড়িয়া উঠে, পেটের কোনও পদার্থ অস্ত্র করিবার পর হিক্কা হইলে—হায়োসিয়ামস উপযোগী (নক্স-ভমিকা—৫০৮ পৃঃ দেখুন)।

অনিদ্রা—শিশুদের অনিদ্রা, একটু নিদ্রা আসিলে অমনই শিহরিয়া উঠে, হাত পা কাঁপিয়া চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠে, অথবা ভয় পাইয়া জাগিয়া উঠে। নার্ভাস ব্যক্তিগণের অনিদ্রা, সমস্ত রাত্রি ছটফট করে, শ্বাস-প্রশ্বাসে কষ্ট হয়, ঘুমাইতে ঘুমাইতে হঠাৎ লাফাইয়া উঠিয়া পড়ে। যেখানে অনিদ্রার কোনও প্রকৃত কারণ পাওয়া যায় না, সেখানে—হায়োসিয়ামস উপকারী (ক্যালকেরিয়া-কার্ব্ব ১৮৬ পৃষ্ঠা দেখুন)।

উন্মত্ততা—সূতিকা-উন্মত্ততা (puerperal mania)—এই পীড়ায় হায়োসিয়ামস উপকারী। প্রেমে নিরাশ হইয়া কেহ উন্মাদ হইলেও সেই সঙ্গে যদি ইহার মানসিক লক্ষণ—অত্যন্ত সন্দিগ্ধ, কাহাকেও—এমন কী নিজের স্ত্রী, পুত্র-কন্যা, আত্মীয়-স্বজনকেও বিশ্বাস করে না, মনে করে তাহারা বিষ খাওয়াইবে, সেইজন্য কিছু খাইতে চাহে না, ঔষধ-ত খায়-ই না, রোগী কখনও উগ্র, কখনও নম্র, কখনও শুধু বিজ্ বিজ্ করিয়া বকে, এই লক্ষণগুলি থাকে, তাহা হইলে হায়োসিয়ামস ফলপ্রদ। পাগলদিগকে হায়োসিয়ামসের উগ্রবীর্য্য ঔষধ—হায়োসিয়ামিন ব্যবহার করাইলে উগ্রতা কমিয়া শান্তভাব ধারণ করে, ইহাতে অনেক পাগল আরোগ্য হইয়াছে। কামোন্মাদ—হায়োসিয়ামসে কোন উপকার না হইলে—ফসফরাস পরীক্ষা করিবেন (গ্লোনয়িন ও ৩৬৭ পৃষ্ঠায় চরিত্রগত লক্ষণে—১২। স্থান দেখুন)।

তড়কা—Spasm, without consciousness, very restless, every muscle of the body twitches from the eye to the toe (with consciousness—Nux.)—Allen's Keynotes. তড়কায় অজ্ঞানভাবের সঙ্গে যদি পেশীর স্পন্দন থাকে, তাহা হইলে হায়োসিয়ামসে উপকার হয়। ইহাতে চক্ষু হইতে পায়ের বুড়ো আঙ্গুল পর্য্যন্ত স্পন্দিত হয়। এতদ্ভিন্ন—মুখভঙ্গি, মুখ সেটকানো, শিহরিয়া ও চমকাইয়া উঠা, দেহের একদিকের পেশীর স্পন্দন, মুখে ফেণা ইত্যাদি লক্ষণেও—হায়োসিয়ামস

উপযোগী। হায়োসিয়ামসে—Clonic spasm অর্থাৎ হইাতে অল্প সময় স্থায়ী পেশীর সঙ্কোচন হয়। নক্স-ভমিকা ও ষ্ট্রিকনিয়ায়—Tonic spasm, অর্থাৎ দীর্ঘ স্থায়ী পেশীর সঙ্কোচন হয়; হায়োসিয়ামসে—প্রথমে একটি হাত—পরে অন্য হাত নড়িয়া উঠে। স্পন্দনে হাত পা নাড়া—কোণযুক্ত (angular) হইলে—সাইকিউটা উপকারী। ইগ্নেসিয়া, ষ্ট্রামোনিয়ম ইত্যাদি ঔষধও তড়কায় প্রয়োজনীয়। সাইকিউটার ফিট—হায়োসিয়ামস অপেক্ষাও প্রচণ্ড, রোগী সমস্ত শরীরে একটা বিদ্যুতের মত গতি অনুভব করে ও একদৃষ্টে চাহিয়া থাকে, নিশ্বাসে কষ্ট থাকে এবং ফিটের পূর্ব্বে ও পরে কাঁপে, মৃগী রোগের মত ফিট হইলেও—হায়োসিয়ামস উপকারী, ইগ্নেসিয়ার ফিটে—চক্ষুর পাতায় ও মুখের পেশীতে স্পন্দন অধিক হয় এবং রোগী শক্ত বা আড়ষ্ট হইয়া পড়িয়া থাকে, ইহাতে শরীরের কোনও একটি নির্দিষ্ট পেশীর স্পন্দনই অধিক লক্ষিত হয়।

শিশুদের তড়কা; আক্ষেপ; খেঁচুনি (convulsion), প্রসবের পর খেঁচুনি, ভয় পাইয়া কখনও শিশুর তড়কা বা ফিট এবং কোনও পীড়ায় ঠিক মৃগীরোগের মত ফিট বা খেঁচুনি (Epileptyform spasms) হইলে হায়োসিয়ামসে বিশেষ উপকার হয় (শক্তিকৃত ঔষধে শীঘ্র ফল না পাইলে স্থল বিশেষে—ইহার মূল-আরক ব্যবহার করিয়া দেখা উচিত, মাত্রা ৪/৫ ফোঁটা)।

হাইড্রোফোবিয়া (জলাতঙ্ক পীড়া) —পাগলা কুকুরে কামড়াইয়া এই পীড়া হইলে—হায়োসিয়ামস উপকারী (ষ্ট্রামো ৬১২ পৃষ্ঠা দেখুন।

পুংজননেন্দ্রিয়—গুহ্যদ্বার খুলিয়া রাখে, কামুকতা, ধ্বজভঙ্গ।

প্রস্রাবের পীড়া—প্রসবের পর প্রসূতির প্রস্রাব বন্ধ হইলে—হায়োসিয়ামস ঔষধটি ফলপ্রদ। ওপিয়ম, কষ্টিকাম, আর্সেনিকও এই পীড়ার ঔষধ। মূত্রনলীর (bladder) পক্ষাঘাত, ক্রমশঃ অসাড়ে প্রস্রাব কিম্বা প্রস্রাব সম্পূর্ণ বন্ধ থাকিলেও ইহাতে উপকার হয়। পুনঃ পুনঃ বেগ, অল্প প্রস্রাব।

ইউরিমিয়া (মূত্রনাশ বিকার)—কলেরা পীড়ার ইউরিমিয়া-বিকার অবস্থায় যখন রোগী সম্পূর্ণ অজ্ঞানভাবে উলঙ্গ হইয়া পড়িয়া থাকে, মধ্যে মধ্যে লিঙ্গে হাত দেয় কিম্বা লিঙ্গ ধরিয়া টানে, অসাড়ে মলত্যাগ করে (মল প্রায় গন্ধশূন্য এবং পেটে বেদনা থাকে না), চক্ষুর তারা বড় ও চক্ষু লালবর্ণ হয়, একদৃষ্টে একদিকে চাহিয়া থাকে, পলক্ ফেলে না, দাঁতে হলুদে রঙের শ্লেষ্মার মত ময়লা জমে, পিপাসায় জল ভিন্ন অন্য কিছুই চাহে না, জিহবা বেশ পরিষ্কার থাকে; কিন্তু শুষ্ক ও চামড়ার মত দেখায়, পেট ডাকে, মুখ দিয়া ফেণা বাহির হয়, হিক্কা হয়, মূত্রনলীতে প্রস্রাব জমিয়া ও প্রস্রাব নিঃসরণ হয় না কিম্বা অতি সামান্যমাত্র প্রস্রাব হয় অথবা অসাড়ে বিছানায় প্রস্রাব ত্যাগ করে, তখন ইহার উচ্চশক্তি (২০০ শ ক্রম) একমাত্রা প্রয়োগ করিয়া ৫/৭ ঘন্টা অপেক্ষা করিলে ক্রমশঃ অধিক পরিমাণে প্রস্রাব নিঃসৃত হইয়া বিকারভাব কমিয়া ধীরে ধীরে রোগী আরোগ্য অবস্থায় উপনীত হয়। কলেরায় একটু অধিক পরিমাণে প্রস্রাব নিঃসরণ না হওয়া পর্যন্ত—কচি ডাবের জল (অম্বল না হইলে) এবং শীতল জল, বরফের কুঁচি, বরফ জল, লিমনেড, মুড়ি ভিজান জল, ১ আঃ সুগার-অফ-মিল্ক—১ পাইট জলে মিশাইয়া সেই জল, এক তোলা সাদা তালের মিছরি—একপোয়া গরম জলে

ফেলিয়া সেই জল শীতল হইলে একটু একটু করিয়া ঘন ঘন পান করিতে দেওয়া কিন্তু অন্য কিছু পান বা আহার করিতে দেওয়া উচিত নহে। চক্ষু লালবর্ণ না থাকিলেও যদি সহ্য করিতে পারে মাথায় সর্ব্বদা আইস্, ব্যাগ, অভাবে সির্কা কিম্বা দধি মিশ্রিত শীতল জলের পটী অথবা রেক্‌টিফাইড স্পিরিট—১ ড্রাম, ৩। ৪ আউন্স জলে মিশাইয়া সেই জলের পটী ও মাথায় সর্ব্বদা বাতাস দিবেন (ক্যান্থারিস দেখুন)।

এসক্লিপিয়াস-কর্ণিউটি—(ক্যান্থারিস অধ্যায় ২১১ পৃষ্ঠা দেখুন)।

পক্ষাঘাত—সন্ন্যাস (Apoplexy) পীড়া হইবার পর এই পীড়া হইলে—আর্ণিকা, ল্যাকেসিস, বেলেডোনা, নক্স-ভমিকা, রস-টক্স ইত্যাদি ঔষধগুলি উপকারী। সন্ন্যাসের পর ফিট্ হইলে—বেলেডোনা, ওপিয়ম, হায়োসিয়ামস ফলপ্রদ। এপোপ্লেক্সি (সন্ন্যাস) হইয়া বুদ্ধিহীন বোকার মত হইলে—জেলসিমিয়াম কার্য্যকরী।

বৃদ্ধি রাত্রিতে, রজঃস্রাবকালে, শীতল বায়ুতে, আক্রান্ত অংশ স্পর্শে, শয়নে, স্ত্রীলোকে অবিশ্বাসে। উপশম—উঠিয়া বসিলে।

পরবর্ত্তী ঔষধ—বেল, পলস, ষ্ট্র্যামো, ভেরেট।

সম্বন্ধ—ইহা বেল, ক্যামো ও ভেরেট্রমের সাদৃশ্য ঔষধ, কামোন্মাদ পীড়ায়—হায়োসিয়ামসে ফল না হইলে—ফসফরাস দিবেন। মাতালদিগের রক্তোৎকাশে—ইহা নক্সের তুল্য।

ক্রিয়ানাশক—এসে-এসি, বেল, এসি-নাইট্রি, চায়না, ক্যামো।

ক্রিয়া স্থিতিকাল—৬—১৪। ক্রম—৬—২০০ শক্তি।

ফরমূলা—১।

হাইপেরিকাম (Hypericum Perfo.)

(ইউরোপ ও আমেরিকার একপ্রকার আগাছা হইতে টিংচার প্রস্তুত হয়)। আঘাতজনিত কোন পীড়ায় এবং আঘাতাদির কারণ ধনুষ্টঙ্কার, ফিট্ তড়কা ইত্যাদি হইলে ইহাতে বিশেষ উপকার হইবে। আঘাতহেতু স্নায়ু আহত হইলে ইহার দ্বারা অতি শীঘ্র ফল পাওয়া যায়, মানসিক লক্ষণ ঃ—লিখিবার সময় শব্দ ভুল করে, অক্ষর ছাড় হয়, রাত্রি ৪টার অসংলগ্ন বকে, ভূত প্রেত দেখে, ভয়জনিত পীড়া, কি বলিতে যাইতেছিল ভুলিয়া যায়।

চরিত্রগত লক্ষণ ঃ—

১। কোন স্থান কাটিয়া যাওয়া, থেঁৎলাইয়া যাওয়া কিম্বা কিছু বিদ্ধ হইয়া অনেকদিন পর্য্যন্ত বেদনা-যন্ত্রণা থাকে, ক্ষত হয় (মোচড়াইয়া যাওয়ার নিমিত্ত হইলে—আর্ণি, হ্যামা); ২। ছুঁচ, আলপিন, পেরেক, গজাল প্রভৃতি পায়ে ফুটিয়া কিম্বা ইন্দুর কামড়াইয়া—ধনুষ্টঙ্কার, দাঁতিলাগা, চোয়ালধরা; ৩। শরীরের কোন অংশে কাটিয়া ছিঁড়িয়া দুইখণ্ডে বিভক্ত হইয়া যাইলে সেই আহত ছিন্ন অংশের মিলন সংবদ্ধ করা; ৪। হাতের পায়ের আঙুল নখ ও হাতের পায়ের তলায়

আঘাত লাগিয়া স্নায়ু আহত এবং তথায় অসহ্য যন্ত্রণা ; ৫। আঘাত বা সক (shock) লাগিবার পর তড়্কা খেঁচুনি, ৬। আঘাতলাগার পর ধনুষ্টঙ্কার পীড়া; ৭। ঘাড়ে আঘাত লাগিবার পর শিরঃপীড়া; ৮। পড়িয়া যাইয়া স্পাইন্যাল-কাডে আঘাত লাগিবার পর স্পর্শ-কাতরতা বেদনা, কন্কাসন, সক্লাগা ; ৯। হাতের ও মুখের এক্জিমা।

আঘাত—শরীরের কোনস্থানে আঘাত লাগিয়া, যদি সেই স্থানের স্নায়ু (nerves) আহত হয়, তাহা হইলে—হাইপেরিকাম এবং কোনও স্থানের মাংস-পেশী (muscles) আহত হইলে—আর্ণিকা উপকারী। আঘাত লাগিয়া শরীরের কোনও স্থান আহত হইলে উক্ত দুইটি ঔষধ ভিন্ন—আর্ণিকা, রুটা, লিডম, ক্যালেণ্ডুলা, হ্যামামেলিস ইত্যাদি ঔষধও প্রয়োজনীয় ; তাহাদের বিষয় নিম্নে বর্ণিত হইতেছে ঃ—

আঘাত লাগিয়া যদি শরীরের কোনও স্থান থেঁৎলাইয়া বা ছেঁচিয়া যায় তাহা হইলে—আর্ণিকাই ঔষধ, আর্ণিকার আবার কখনও সম্পূর্ণ উপকার হয় না, তথায়—লিডমের প্রয়োজন হয়। লিডমে—আঘাতজনিত কাল্শিরার দাগ পর্য্যন্তও বিলুপ্ত হয়। কোনও স্থান থেঁৎলাইয়া বা পিষিয়া যাইলে আর্ণিকার ন্যায়—হ্যামামেলিস ও রুটাও উপকারী। আঘাত লাগিয়া আহত স্থান কাটিয়া যাইলে—ক্যালেণ্ডুলা সর্ব্বাপেক্ষা উপকারী ঔষধ ; কিন্তু যদি কোনও স্থানে খোঁচা লাগে অথবা পেরেক, ছুঁচ, পিন, গজাল ইত্যাদি কিছু ফুটিয়া যায়, তাহা হইলে—লিডমেই সম্ভবতঃ উপকার হইবে, ক্যালেণ্ডুলায় কোনও ফল হইবে না। আঙুল বা শরীরের কোনও স্থান চিম্‌টাইয়া যাইলে—হাইপেরিকাম মহৌষধ, শুধু যে ইহাতে কেবলমাত্র যন্ত্রণার লাঘব হয় তাহা নহে, ক্ষতও শীঘ্র শীঘ্র আরোগ্য হইয়া আসে। আঙুল চিম্‌টাইয়া ফাটিয়া যদি তথায় ক্ষত ও ধনুষ্টঙ্কারের উপক্রম হয় এবং পায়ের তলায়, হাতে বা আঙুলের কোনও স্থানে আঘাত লাগিয়া চোয়াল ধরিয়া ধনুষ্টঙ্কার হয়, তাহা হইলে—হাইপেরিকামই তাহার প্রধান ঔষধ। ইন্দুর কামড়াইয়া ক্ষত হইলে ইহা আভ্যন্তরিক ও বাহ্যিক উভয়ই ব্যবহার করিয়া দেখিবেন। সার্জ্জিক্যাল্-অপারেশন ও সক্ (shock) লাগাজনিত কু-ফলে—হাইপেরিকাম বিশেষ উপকারী।

আঘাত লাগিয়া ধনুষ্টঙ্কার হইলে হাইপেরিকামের মত—ষ্ট্যাফিসেগ্রিয়া, ভেরেট্রম-ভিরিডি, সাইকিউটা, এঙ্গাসটিউরা ইত্যাদি ঔষধগুলিও বিশেষ ফলপ্রদ। আহতস্থানে ভয়ানক বেদনা যন্ত্রণা থাকিলে—হাইপেরিকাম ও ভেরেট-ভিরিডি এবং কোন্‌ও ধারাল অস্ত্রে কাটিয়া যাইলে—ষ্ট্যাফিসেগ্রিয়া উপকারী। সাইকিউটা ও এঙ্গাসটিউরা—আহতস্থান পাকিয়া পূঁয হইয়া হঠাৎ পূঁয বন্ধ হইয়া ধনুষ্টঙ্কার (Tetanus) হইলে প্রয়োজনীয়।

কড়া (Corn)—পায়ের আঙুলের কড়ার বেদনায়—হাইপেরিকাম ফলপ্রদ (হাইড্রাসটীস দেখুন)। ফেরম-পিক্রিম—ইহার উৎকৃষ্ট ঔষধ।

সদৃশ—ক্যালণ্ডু, আর্ণি, রুটা, ষ্ট্যাফি, সিম্ফাই। ক্যালেণ্ডুলা প্রয়োগে ক্ষত আরোগ্য না হইলে—হাইপেরিকামে উপকার হইবে।

বৃদ্ধি—বেদনা,আড়ষ্টভাব, উদরাময়, স্নায়বিক-কাশি, হাঁপানির মত টান ইত্যাদি উপসর্গ, ঝড় হইবার পূর্ব্বে এবং বর্ষা ও সেঁৎসেতে ঋতুতে।

ক্রিয়ানাশক—আর্স, ক্যামো, সল্ফ। ক্রিয়া স্থিতিকাল—১—৭ দিন।

ক্রম—θ—৩০ শক্তি, দীর্ঘকাল পূর্ব্বের আঘাতে—উচ্চশক্তি প্রযোজ্য।

ফলমূলা—৩।

ইগ্নেসিয়া (Ignatia Amara.)

(ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ, কোচিন, চায়না, প্রভৃতির একপ্রকার গাছের বীজ হইতে টিংচার কিম্বা ট্রাইটুরেসন প্রস্তুত হয়)—মস্তিষ্ক ও স্নায়ুমণ্ডলীর উপর ইহার ক্রিয়া প্রধান। ইগ্নেসিয়ার মানসিক লক্ষণ অত্যন্ত পরিবর্ত্তনশীল —রোগী এইমাত্র আহ্লাদিত, পরক্ষণেই আবার বিষাদিত, কখনও বা ছেলেমানুষি করে, মনের কষ্ট নীরবে সহ্য করে, দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে ; কিন্তু মনের কষ্ট কাহাকেও সহজে বলে না। আর্সেনিক, একোনাইট, সোরিণাম, ক্যামোমিলা ইত্যাদি ঔষধের মানসিক লক্ষণের উপর যেমন সর্ব্বাগ্রে লক্ষ্য রাখিবার প্রয়োজন হয়, ইগ্নেসিয়াতেও সেইরূপ মানসিক লক্ষণের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হয়। নিম্নলিখিত লক্ষণগুলি ইগ্নেসিয়ার মানসিক ও বিশেষ লক্ষণ ঃ—

১। রোগী কখনও কাঁদে, কখনও হাসে ; ২। অত্যন্ত বিমর্ষ, দুঃখিত ও শোকপূর্ণ, তজ্জন্য দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে ; ৩। কোন গভীর দুঃখ বা শোক অন্তরে নীরবে সহ্য করে, কাহারও নিকট প্রকাশ করে না, মনে মনে কাঁদে, দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে ; ৪। শোক বা দুঃখ চাপিয়া রাখিবার জন্য নানাবিধ পীড়া ; ৫। একেলা নির্জ্জনস্থানে থাকিয়া দুঃখভোগ করিতে ইচ্ছা করে ; ৬। তামাকের ধূম ও নস্য সহ্য হয় না, তাহাতে মাথা ধরে বা মাথার ব্যথা বাড়ে ; ৭। সবিরাম-জ্বরে—শীতাবস্থায় উত্তাপ প্রয়োগে রোগী আরামবোধ করে, কেবলমাত্র শীতাবস্থায় পিপাসা, উত্তাপ কিম্বা অন্য কোনও অবস্থায় পিপাসার লেশমাত্র থাকে না ; ৮। ঠিক একই সময়ে জ্বরের আক্রমণ ; ৯। অত্যন্ত মাথাব্যথা, বোধ হয় যেন কেহ মাথার একপার্শ্ব দিয়া একটি পেরেক ঢুকাইয়া দিতেছে, যেদিকে এই প্রকার ব্যথা সেই দিক চাপিয়া শুইলে উক্তপ্রকার মাথাব্যথার উপশম হয় ; ১০। প্রেমে নিরাশ হেতু কষ্ট ও পীড়া; ১১। শিশুদিগকে শাসন করিবার পর ফিট, তড়্কা ইত্যাদি (ইগ্নেসিয়ার ক্রণিক—ন্যাট্রম-মিউর)।

ইগ্নেসিয়ার অদ্ভুত লক্ষণ ঃ—

ভরপুর আহারের পরেও পেট যেন খালি, সঙ্গীতের শব্দে কাণের সোঁ সোঁ, গুণ গুণ শব্দ দূর, চর্ব্বণে দন্তশূল বেদনার হ্রাস, ভ্রমণে অর্শের যন্ত্রণার লাঘব, শোকে হাসি, ধ্বজভঙ্গে প্রবল রমণেচ্ছা; জ্বরে শীতাবস্থায় শীতল পান, উত্তাপে পিপাসাহীন; কাশিলে কাশির বৃদ্ধি ; গঠনে পুরুষ—কিন্তু স্বভাবে স্ত্রী ; এই লক্ষণ কয়টিও ইগ্নেসিয়া নির্ব্বাচনের অন্যতম উপায়।

হিষ্টিরিয়া বা মূর্চ্ছাবায়ু—এই পীড়ায় ইগ্নেসিয়া, ষ্টিক্টা, মস্কাস, এসাফিটিডা, নক্স-মস্কেটা, ভ্যালেরিয়ানা, জিঙ্ক-ভ্যালেরিয়ানা, প্ল্যাটিনা, ট্যারেন্টুলা-হিস্প প্রভৃতি কতিপয় ঔষধ লক্ষণ বিশেষ উপকারী।

ইগ্নেসিয়া—শোকে, দুঃখ অথবা ভয়জনিত কাহারও পীড়া হইলে এবং পীড়ার তরুণ অবস্থায় ইহা উপকারী। রোগ পুরাতন কিম্বা বহুদিনের হইলে ইহাতে বিশেষ কোনও উপকার হইবে না, ইগ্নেসিয়া ব্যবহারকালীন রোগিনীর জরায়ু-সম্বন্ধীয় কোনও পীড়া আছে কিনা তাহা প্রথমতঃ জানা আবশ্যক। মন অত্যন্ত পরিবর্ত্তনশীল, ফিটের সময় রোগিনী একবার হাসে, একবার কাঁদে ; এতদ্ভিন্ন—পেশীর স্পন্দন (twitching) থাকে, বুক, ধড়ফড় করে (palpitation), এইমাত্র হর্ষপূর্ণ—পরক্ষণেই বিষাদিত ; ফিটের সময় শীত-শীত ভাব থাকে ও ছটফট করে। যাহারা শোক-সন্তাপ নীরবে সহ্য করিয়া অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়া শেষে হিষ্টিরিয়া পীড়াগ্রস্তা হইয়াছে, তাহাদের পক্ষে—ইগ্নেসিয়াই পরম ঔষধ।

মস্কাস—হঠাৎ মূর্চ্ছিত হইয়া পড়ে, বুকে আক্ষেপ (spasm), উহা এত অধিক—বোধ হয় যেন তাহাতেই বা মৃত্যু ঘটিবে, মুখ নীলবর্ণ ধারণ করে ও মুখে ফেণা বাহির হয়, রোগী সামান্য কারণে লোককে কটু কথা বলে। ইগ্নেসিয়াতেও মুখ নীলবর্ণ হওয়া, আঙ্গুল মুঠা করা এবং হঠাৎ মূর্চ্ছা যাওয়া ইত্যাদি লক্ষণগুলি থাকে।

এসাফিটিডা—গ্লোবাস-হিষ্টিরিয়া—পেটে ভয়ানক বায়ু জমে, সেই বায়ু একটা গোলা বা বলের মত হইয়া উপরদিকে গলা পর্য্যন্ত ঠেলিয়া উঠে, তাহার সহিত পেটফোলা থাকে, বুক সাঁটিয়া ধরে, নিশ্বাসে অত্যন্ত কষ্ট হয় ; হিষ্টিরিয়া উক্তপ্রকার পেটফোলার সঙ্গে অনেক সময় রসুনের গন্ধ যুক্ত ঢেকুর উঠে, কখনও উদরাময় হয়, বাহ্যে অত্যন্ত দুর্গন্ধ, আহারীয় দ্রব্য ও পানীয় বমি হয়, তাহাতে কখনও মলের গন্ধ পাওয়া যায়। হিষ্টেরো এপিলেপ্সিতেও উপকারী (ট্যারেন্টুলা-হিস্প্যানিয়া-৬২৬ পৃষ্ঠা দেখুন)।

পোথাস-ফিটিডা [Pothus-foetida]—হিষ্টেরো-এপিলেপ্সি ও গ্লোবাস হিষ্টিরিয়া। থেরিডিয়ন—শিরঃশূল, হিষ্টিরিয়া।

নক্স-মস্কেটো—যাহাদের সামান্যমাত্র আহারে পেট ফোলে, মুখের অত্যন্ত শুষ্কতা থাকে অথচ পিপাসাশূন্য, সদাই ঘুম-ঘুম ভাব থাকে, তাহাদের পীড়ায় ইহা উপকারী। ষ্টিক্টা—রক্তক্ষয় হইবার পর ফিট, হিষ্টেরিক্যাল-কোরিয়া।

ভ্যালেরিয়ানা [Valeriana]—θ—১ × ; রোগিনী বায়ু ও স্নায়ু প্রধান ধাতুবিশিষ্টা। হিষ্টিরিয়ায়—পরিবর্ত্তনশীল মেজাজ, একবার উদ্ধত ও উগ্রমূর্ত্তি, পরক্ষণেই নম্র ও বিনতভাব ; একবার হাসিতেছে পরক্ষণেই আবার ক্রন্দন করিতেছে ; রোগী মনে করে যেন সে শূন্যে উঠিতেছে। স্নায়বিক-পীড়ায় ইহাতে রোগীর দেহে প্রতিক্রিয়া-শক্তি জাগরিত হয়।

জিঙ্ক-ভ্যালেরিয়ানা [Zinc Valeriana]—রোগিনীর পা দুইটি বিশেষতঃ একটি পা অনবরত সঞ্চালিত হইতে থাকে, যেন সে কিছুতেই স্থির রাখিতে পারে না। কোনও হিষ্টিরিয়া রোগীতে এই লক্ষণটি দৃষ্ট হইলে তৎক্ষণাৎ ইহাকে

[illegible] করিবেন। হিষ্টিরিয়ার জন্য—হৃৎপিণ্ডে বেদনা, এনজাইনা-পেক্টোরিস, মৃগী (without aura), দুর্দ্দমনীয় হিক্কা, স্নায়ুশূল-বেদনা, মুখের স্নায়ুশূল বেদনা [illegible]তেও ইহা উপকারী।

একুইলেজিয়া [Aquilegia]—১ম—৩য় শক্তি ; এই নূতন ঔষধটি যুবতী স্ত্রীলোকদের বাধক-বেদনায় হিষ্টিরিয়ায় ও অনিদ্রার ব্যবহার করিয়া দেখিবেন। ফিটের পূর্ব্বে ইহাতে গোলার মত একটা পদার্থ পেট হইতে উর্দ্ধে বুকের দিকে ঠেলিয়া উঠে। শরীরের স্নায়বিক কম্পন, আলোক ও গোলমাল অসহ্য হয়, ঋতুস্রাব অতি অল্প, রাত্রিতে কোমরে বেদনার বৃদ্ধি।

গ্লোবাস্-হিষ্টিরিয়া (Globus Hysteria)—বায়ুরোগে, বিশেষতঃ মূর্চ্ছাবায়ু পীড়ায়, স্নায়বিক পীড়ায় কিম্বা অন্য কোনও পীড়ায় যদি পাকস্থলী হইতে একটা কোনও পদার্থ ক্রমশঃ উপরদিকে ঠেলিয়া উঠিয়া গলায় তাল পাকাইয়া আটাকইয়া থাকে, কিছু পান করিলে বা ঢোক গিলিলে তাহা বোধ হয় যেন নামিয়া যায় এবং পুনরায় পূর্ব্বের মত উপরে ঠেলিয়া উঠে, তাহা হইলে—ইগ্নেসিয়াই তাহার ঔষধ।

গলনলীর পীড়া—গলায় একটা গোলা (Lump) আটকাইয়া থাকিবার মত একপ্রকার লক্ষণ উপরোক্ত পরিচ্ছেদে বর্ণিত হইয়াছে, তদ্ভিন্ন গলায় মাছের কাঁটা ফুটিয়া থাকিবার মত বেদনাও—ইগ্নেসিয়ায় নির্দ্দিষ্ট। রোগী যতবার ঢোক গেলে বা কিছু খায়, ততবারই মনে করে যেন গলায় কাঁটা ফুটিয়া আছে, প্রকৃতপক্ষে ইহা কাঁটা বা অন্য কিছুই নহে,—ইগ্নেসিয়া সেবনেই উহা আরোগ্য হইবে, ইহাতে তরল কোনও পানীয় পান করিলে গলায় আটকায় ; কিন্তু কঠিন বস্তু সহজেই যায়।

শোক-দুঃখজনিত পীড়া—শোকদুঃখজনিত কোনও তরুণ পীড়ায় যেমন—ইগ্নেসিয়া ; পীড়া তেমনই পুরাতন ও অনেকদিন পর্য্যন্ত স্থায়ী হইলে—এসিড-ফস উপকারী। এসিড-ফসে—রোগী অত্যন্ত দুর্ব্বল, একটু পরিশ্রমেই ঘর্ম্ম হয়, মাথা ভারীবোধ করে, দিন দিন ক্ষুধা কমিয়া আসে।

মলদ্বারের পীড়া ও প্রোলাপ্সস (Prolapsus Recti)—ঘন ঘন বাহ্যের ইচ্ছা হয় (এই লক্ষণটি—নক্সেও আছে), এই ঘন ঘন বাহ্যের ইচ্ছার সঙ্গে বাহ্যে না হইয়া যদি কেবলমাত্র গোগগুল (rectum) বাহির হইয়া পড়ে, রোগী গোগগুল বাহির হইয়া পড়িবার নিমিত্ত কোঁথ দিতে ভয় করে, কোনও ভারী জিনিষ হেট হইয়া তুলিতেও ভয় পায়, কারণ তাহাতে গোগগুল বাহির হইয়া পড়িতে পারে, এই প্রকার লক্ষণগুলি থাকে, তাহা হইলে—ইগ্নেসিয়া অধিক উপকারী। ইগ্নেসিয়ায়—বাহ্যের পর মলদ্বারে অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত টাটানি ব্যথা ও [illegible] যন্ত্রণাদায়ক একপ্রকার ফোটান-ব্যথা থাকে, এই লক্ষণটি প্রায় অর্শেই অধিক দৃষ্ট হয়।

গোগগুল নিষ্ক্রমণ (Prolapsus Recti)—এই প্রকার পীড়ায়—পডোফাইলম, এলো, ইগ্নেসিয়া, রুটা প্রভৃতি কতকগুলি ঔষধ আছে, তন্মধ্যে ইগ্নেসিয়ায়—কোনও পীড়া না থাকিয়াও তরল বাহ্যের সঙ্গে প্রোলাপ্সস থাকে। কোঁথ দিলে, কোনও ভারী দ্রব্য তুলিলে গোগগুল বাহির হয়।

অর্শ—বাহ্যে না হইয়া রেক্টামের প্রোলাপ্‌সস অর্থাৎ গোগ্‌গুল বা সরলান্ত্র নির্গমন—ইগ্নেসিয়ায় নির্দ্দিষ্ট। নক্স-ভমিকা, ইগ্নেসিয়া উভয়েতেই ঘন ঘন বাহ্যের বেগ আছে। বাহ্যের পরে অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত মলদ্বারে ব্যথা, টাটানিভাব, কোটানো-ব্যথা ও মলদ্বারের সঙ্কোচভাব ইগ্নেসিয়ায় বিশেষরূপে লক্ষিত হয়। ইস্কিউলাসে—ঐরূপ ব্যথা নির্দ্দিষ্ট হইলেও তাহাতে প্রোলাপ্‌সস নাই, তদ্ভিন্ন কোমরে ব্যথা থাকে। রক্তস্রাবীয় অর্শে—নিম্ন মলদ্বার হইতে উর্দ্ধদিকে খোঁচামারা দপ্‌দপ্ করিয়া বেদনা, নরম বাহ্যে হইলে যন্ত্রণার অতিরিক্ত বৃদ্ধি, এইগুলিই ইগ্নেসিয়া প্রয়োগের লক্ষণ (সাইমেক্স ২৪৪ পৃষ্ঠা দেখুন)।

ক্রিমি—ছোট ছোট ক্রিমি মলদ্বারে নিয়ত সুড়্‌সুড়্ করে ও অত্যন্ত চুলকায়; ছোট ছোট শিশুদের এই পীড়ায়—টিউক্রিয়ম, স্পাইজেলিয়া অপেক্ষাও ইগ্নেসিয়া অধিক উপকারী (সিনা অধ্যায় ২৪৪ পৃষ্ঠা দেখুন)।

উদরাময়—হঠাৎ বাহ্যের বেগ আসে, তাড়াতাড়ি পায়খানায় ছুটিতে হয়, বাহ্যের পর কোঁথানি থাকে; কিন্তু পেটে কোনও প্রকার বেদনা থাকে না। পেট গড়্‌গড়্ করিয়া ডাকে, বায়ু নিঃসরণ হয়, একবার কোষ্ঠবদ্ধ—একবার উদরাময়, এই সমস্ত লক্ষণে ইগ্নেসিয়া উপকারী।

হিক্কা—পানাহারের পর ও তামাকের গন্ধে হিক্কার বৃদ্ধি হইলে—ইগ্নেসিয়া (নক্স-ভমিকা অধ্যায় ২৪৪ পৃষ্ঠা দেখুন)।

সবিরাম-জ্বর—সবিরাম অথবা ম্যালেরিয়া-জ্বরে ইগ্নেসিয়া ব্যবহারকালীন কেবল একটিমাত্র লক্ষণ অর্থাৎ—পিপাসাটির উপর সতত লক্ষ্য রাখিবেন, ইগ্নেসিয়ায়—কেবলমাত্র শীতাবস্থায় পিপাসা, উত্তাপ বা অন্য কোনও অবস্থায় পিপাসার লেশমাত্র থাকে না; শীতাবস্থায়—উত্তাপে রোগী আরামবোধ করে ; কিন্তু উত্তাপাবস্থায়—উত্তাপ আদৌ সহ্য করিতে পারে না, তাহাতে অত্যন্ত কষ্টের বৃদ্ধি হয়। ক্যাপসিকমে—শীতাবস্থায় পিপাসা থাকে ; কিন্তু তাহাতে শীত ও উত্তাপ উভয় অবস্থাতেই উত্তাপে আরামবোধ করে।

কাশি—গলা সুড়্‌সুড়্ করিয়া কাশি, এই প্রকার কাশি স্নায়বিক কিম্বা জরায়ু, ডিম্বকোষ প্রভৃতির কোনও পীড়া অথবা ক্রিমির নিমিত্ত হয় (remiote affection), রোগীর মনে হয় যেন—পালকের মত কি একটা পদার্থ তাহার গলায় লাগিয়া আছে, তজ্জন্য ক্রমাগত কাশে, গলা সুড়্‌সুড়্ করে। ইগ্নেসিয়ার কাশি—রাত্রিতে শুইলে অত্যন্ত বাড়ে, রোগী যতই কাশে ততই গলার সুড়্‌সুড়নি ও কাশির বৃদ্ধি হয়, কিছুতেই কাশির নিবৃত্তি হয় না, শেষে প্রাণপণ চেষ্টায় কাশি চাপিয়া রাখিবার চেষ্টা করে। তরল সর্দ্দিসহ দিনরাত্রি শুষ্ক আক্ষেপিক কাশি।

মাথাঘরা—হিষ্টিরিয়া বা মূর্চ্ছাবায়ুগ্রস্তা স্ত্রীলোকদের আধ-কপালে মাথাধরা ও যাহারা শোকে দুঃখে প্রপীড়িত হইয়া স্বাস্থ্য নষ্ট করিয়াছে, তাহাদের শিরঃপীড়ায়—ইগ্নেসিয়া উপকারী। ইহাতে যেদিকে ব্যথা সেই দিক চাপিয়া শুইলে একটু আরামবোধ করে, অত্যন্ত ক্ষুধা হয় ও খায়, আহারের পর মাথাব্যথা অনেক কমিয়া যায়। মাথাব্যথার লক্ষণ—মাথার কোনও এক অংশে তীক্ষ্ণ বেদনা, বোধ হয় যেন কেহ ধারাল অস্ত্র বা পেরেক ফুটাইয়া দিতেছে, আর

এক প্রকার শিরঃপীড়া—কথা কহিলে, কোনও এক বিষয়ে মনঃসংযোগ করিলে অথবা গল্পাদি কিছু শুনিলে মাথা ধরে, মাথা ভারী হয়, সম্মুখে নত হইলে একটু উপশম বোধ করে।

কটী-স্নায়ুশূল বেদনা (Lumbago)—রাত্রিতে ও শীতকালে উহার বৃদ্ধি। বেদনা অত্যন্ত যন্ত্রণাদায়ক ; কিন্তু সবিরাম, এক ঘন্টায় অধিক স্থায়ী হয় না। বেদনা আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে শীত, পিপাসা কিম্বা কম্প হয়, বেদনার সময় কিছুতেই স্থির হইয়া থাকিতে পারে না ঘরের মেঝেতে পায়চারী করে।

বৃদ্ধি—তামাক, কাফি, সুরাপানে, তীব্র গন্ধে, মানসিক চাঞ্চল্যে অথবা শোকে, শীতে, প্রাতে নিদ্রাভঙ্গে।

উপশম—উত্তাপে, প্রবল চাপে, কঠিন দ্রব্য ভক্ষণে, চলিয়া বেড়াইলে।

পরবর্তী ঔষধ—আর্স, বেল, ক্যাল্‌কে, চায়না, লাইকো, পল্‌স, রস, সিপি, সলফ।

ক্রিয়ানাশক—এসে-এসি, আর্ণি, ককু, ক্যামো, পল্‌স।

ক্রিয়া স্থিতিকাল—৯ দিন। ক্রম—৬—২০০ শক্তি।

ফরমুলা—বিচূর্ণ—৭, টিংচার—৪।

আয়োডাম (Iodum)

(আয়োডাম—১ ভাগ, ৯৯ ভাগ এলকোহলে মিশাইয়া ইহার ২ x শক্তি প্রস্তুত হয়) আয়োডামে—গ্ল্যাণ্ড এবং শরীরের সমস্ত টীসু ও ঘর্ম্ম প্রভৃতি শুষ্ক হইয়া আসে, আবার গ্ল্যাণ্ড ক্ষুদ (atrophy) হইতে থাকিলেও ইহাতে উপকার হয়, এজন্য ইহা স্তনের ও অণ্ডকোষের খর্ব্বতায় উপকারী। স্ক্রফুলা ধাতু, কাল কেশ ও কাল চক্ষু বিশিষ্ট ব্যক্তির উপর ইহার ক্রিয়া শীঘ্র প্রকাশিত হয়।

চরিত্রগত লক্ষণ ঃ—

১। সদ্য প্রসূতির অবস্থার মত অবসাদ, প্রসবের পর ভীষণ দুর্ব্বলতা, রোগিণী ক্রমশঃ এত ক্ষীণ ও দুর্ব্বল হইয়া পড়ে যে, কথা কহিতে ও ঘর্ম্ম হয় ও যেন জীর্ণ লাগে; ২। সিঁড়িতে বা উপরে উঠিবার সময় অত্যন্ত দুর্ব্বলতা বোধ ও হাঁপাই করা (ঋতুর সময় হইলে—কার্ব্বো-এনি, ককুলাস) ; ৩। উত্তম ক্ষুধা, প্রচুর পরিমাণে খায়—অথচ দিন দিন শরীরের মাংস যেন ক্রমশঃ শুকাইয়া আসে তাহাতে বৃদ্ধ ব্যক্তির মত দেখায় ; ৪। ম্যারাস্‌মাসে খুব খায়, খাবার জন্য হাঁই-ফাঁই করে ; কিন্তু কিছুই হজম করিতে পারে না, অনেকটা করিয়া লাল্‌সানির মত হড়হড়ে বাহ্যে করে ; ৫। প্রাতঃকাল হইতে রাত্রি পর্য্যন্ত শূন্য ঢেকুর (empty eructation) উঠে, যাহা খাইয়াছে তাহা সমস্তই যেন বাষ্প হইতেছে; ৬। বুকের মাঝের হাড়ের (ষ্টার্ণমের) পশ্চাতে ফুসফুসের নীচের দিকে কুট-কুট করে, তাহাতে কাশি হয় ; ৭। জরায়ুর ক্যান্‌সার, প্রতিবার মলত্যাগকালে জরায়ু হইতে রক্ত বাহির হয়, পেটের ভিতর কাঁটা-ছেঁড়ার মত বেদনা করে, তৎসহ কোমরে পিঠে ব্যথা, ৮। থাইরয়েড, স্তন, ডিম্বকোষ, জরায়ু, অণ্ডকোষ (testes), প্রষ্টেট প্রভৃতি গ্ল্যাণ্ডের বিবৃদ্ধি স্তন খুব মাংসল ও থলথলে ; ৯। মনে

হয় যেন হৃৎপিণ্ড কেহ জোরে পিষিতেছে কিম্বা লোহার মত শক্ত হাত দিয়া জোরে মুঠা করিয়া ধরিতেছে ; ১০। ঘুংড়ী রোগে—শিশুর বুকে ও স্বরনলীর মধ্যে বেদনা, গলায় সাঁই সাঁই শব্দ, শিশুগণ গলনলীর উপর হস্ত স্থাপন করে ; মুখ ফেকাসে হইয়া আসে, গলার স্বর বসিয়া যায় , কৃত্রিম ঝিল্লী-উৎপাদক ঘুংড়ী (membranous croup) : ১১। হল্‌দে রঙের প্রদরস্রাব যেখানে লাগে হাজিয়া যায়, এমন কি স্রাবে কাপড় পর্য্যন্ত হাজিয়া যায়।

ঘুংড়ী-কাশি—ছেলেদের ঘুংড়ী কাশিতে—স্পঞ্জিয়া, হিপার, একোনাইট ইত্যাদি ঔষধ প্রয়োগে বিশেষ কোন ফল না পাইলে—ব্রোমিয়ম, আয়োডাম ইত্যাদি ঔষধে সুফল পাওয়া যায়। আয়োডামে—কাশির শব্দ ঘঙ্ঘঙে কিম্বা কুকুরের গলার আওয়াজের মত, কাশির অত্যন্ত শুষ্ক, নিশ্বাস লইতে কষ্ট হয় এবং থাকিয়া থাকিয়া দম্‌কা-টানের মত নিশ্বাস গ্রহণ করে, গলায় পর্‌দা জমে, লেরিংসে (স্বরযন্ত্রে) আক্ষেপ হয়, তজ্জন্য নিশ্বাস ঢেউতোলার মত হয়, শিশুর গলার স্বর কখনও কখনও সম্পূর্ণ বন্ধ হইয়া যায়, নিশ্বাসের কষ্টের জন্য নিজের গলা চাপিয়া ধরে (হিপার অধ্যায় দেখুন)। ঘোর কৃষ্ণবর্ণ চুল ও চক্ষুবিশিষ্ট শিশুদের পক্ষে—আয়োডাম, এলেন বলেন তিনি আয়োডামের নিম্নশক্তিতে বহুসংখ্যক মেম্ব্রেণাস-ক্রুপ পীড়া আরোগ্য করিয়াছেন।

ব্রোমিয়ম (Bromium)—ঘুংড়ী কাশিতে এই ঔষধটি ব্যবহারকালীন দুইটি প্রধান লক্ষণের উপর সর্ব্বদা দৃষ্টি রাখিবেন, উহার একটী লক্ষণ গলার উপর অংশটি যেন কণ্ঠনলীর দিকে চাপিয়া আছে ; অন্য লক্ষণ—কোনও বস্তু গিলিবার সময় হঠাৎ দমবন্ধের মত হয়। ব্রোমিয়ম—পীড়ার প্রথম অবস্থায় বড় প্রয়োজন হয় না ; যখন রোগীর জ্বর নাই, অত্যন্ত দুর্ব্বলতা, কাশি অত্যন্ত কষ্টকর ও আক্ষেপিক, কাশিতে কাশিতে দমবন্ধ হইবার মত হয়, পাঁজরা টানে ও সময়ে সময়ে গলায় ঘড়্-ঘড়্ শব্দ হয়, শ্লেষ্মা সরল থাকে ; কিন্তু কিছুই উঠে না, তখনই ইহা ব্যবহারের উপযুক্ত সময়। ইহা আয়োডামের পর উত্তম ক্রিয়া প্রকাশ করে (যে সমস্ত শিশুর প্রায়ই ঘুংড়ী হয়—তাহাদিগকে মাসে ১ বার করিয়া ব্যাসিলিনাম—উচ্চশক্তি দিবেন)

আক্ষেপিক-ঘুংড়ীতে—ব্রোমিয়মের দমবন্ধ হইয়া যাওয়ার ভাব কোনও প্রকার পানীয় পান করিলে উপশম হয়। ডাঃ লিলিয়েন্থেল বলেন—গরম পানীয় পানে উহা উপশমিত হয়, ইহাতে কাশি খুব ঘন ঘন—এমন কি প্রতিবার নিশ্বাস লইবার সময়েই কাশি হয়।

আক্ষেপিক হাঁপানি-কাশি—যাহাতে শ্বাসনলী বন্ধ হইবার মত হয়, ব্রোমিয়ম তাহাতেও উপকারী ; পীড়িত নাবিক এবং যে সকল হাঁপানি রোগী—সমুদ্রে থাকিলে ভাল থাকে, স্থলে উপসর্গের বৃদ্ধি হয়, তাহাদের পক্ষে ব্রোমিয়ম অধিক উপকারী। ইহার ৬ষ্ঠ শক্তিতে শীঘ্র ফল পাওয়া যায়।

হুপিং-কাশি—এই পীড়া সম্পূর্ণ আরোগ্য হইতে প্রায়ই কিছু অধিক দিন সময় অতিবাহিত হয় ; কোন গৃহস্থের একটি শিশু আক্রান্ত হইলে সেই শিশুটি যে গৃহে থাকিবে সেই গৃহে অন্য শিশু থাকিলে তাহারাও উক্ত পীড়ায় আক্রান্ত

হইবে। হুপিং-কাশিতে—অত্যন্ত আক্ষেপিক কাশি, দমবন্ধ হওয়ার ভাব, কাশির ধমকে বমি ও উপরোক্ত আরও অন্যান্য লক্ষণগুলি থাকিলে—ব্রোমিয়ম প্রয়োগ করিবেন,তবে ইহা ধৈর্য্যতার সহিত অন্ততঃ ১০/১২ দিন ব্যবহার করা আবশ্যক (ড্রসেরা ৩০৫ পৃষ্ঠা দেখুন)।

গ্ল্যাণ্ডের ফুলা—আয়োডাম—প্যারোটিড্-গ্ল্যাণ্ড, স্তনের গ্ল্যাণ্ড্ ও অণ্ডকোষ প্রভৃতির সর্ব্বপ্রকার গ্ল্যাণ্ডের ফোলায় এবং মেসেন্ট্রিক-গ্ল্যাণ্ড ও ডিম্বকোষের টিউমারের স্ফীতিতে অধিক উপকারী। আয়োডামে—গ্ল্যাণ্ডের ফোলা অত্যন্ত শক্ত, গ্ল্যাণ্ড খুব বড়ও হয় ; কিন্তু তাহাতে ব্যথা একেবারে থাকে না। কোনও গ্ল্যাণ্ডের ফোলায় যদি কিছুমাত্র বেদনা না থাকে, তাহা হইলে সেই গ্ল্যাণ্ড—আয়োডাম আরোগ্য করিতে সম্পূর্ণ সক্ষম।

সাবধানতা—ডাঃ এলেন বলেন গলগণ্ড পীড়ায় (to the goiter) গ্ল্যাণ্ডের উপর কখনও টিংচার-আয়োডিন বাহ্যিক প্রয়োগ করিবেন না, কারণ বাহ্যিক প্রয়োগে একদিকে যেমন গ্ল্যাণ্ড (tumour) কমিয়া আসিতে আরম্ভ হইবে, অন্যদিকে হয়ত তেমনই ফুসফুস আক্রান্ত হইবার সম্ভাবনা হইয়া উঠিবে, তাহাতে থাইসিস হইবে।

প্লীহা ও লিভার—প্লীহার প্রদাহ তৎসহ মুখ দিয়া প্রচুর লালা নিঃসরণ, তরুণ ও পুরাতন লিভার প্রদাহ, লিভার শক্ত, বেদনাযুক্ত ও স্ফীতি, লিভার-সিরোসিস, ন্যাবা প্রভৃতি পীড়ায়—আয়োডাম উপকারী।

উদরাময়—আয়োডামে—বাহ্যের রঙ্ সাদা, দেখিতে যেন কতকটা ঘোলের মত উদরাময়ের সঙ্গে অত্যন্ত ক্ষুধা। অনেকদিন ধরিয়া কোন ব্যক্তি পেটের পীড়ায় ভুগিয়া নিতান্ত দুর্ব্বল হইলে কিম্বা নানাপ্রকার জটিল রোগে ভুগিয়া অথবা ম্যারাস্‌মাস পীড়ায় নিতান্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়িলে ও তৎসঙ্গে উদরাময় দেখা দিলে—আয়োডাম বিশেষ উপকারী। উহার সহিত প্লীহার বিবৃদ্ধি ও লিভার আক্রান্ত হইলে—আয়োডামে আরও অধিক উপকার হয়।

যক্ষ্মারোগ (Phthisis)—যক্ষ্মার কিম্বা অন্য কোনও প্রকার কাশিতে যদি দেখা যায়—কাশি অত্যন্ত শুষ্ক, গলা ও বুক ঘড়্‌ঘড়্ করে, রোগী আদৌ গরমে থাকিতে পারে না, গয়ার রক্তমিশ্রিত, সিঁড়িতে উঠিতে অত্যন্ত কষ্টবোধ হয়, তাহা হইলে—আয়োডাম বিশেষ ফলদায়ক। যে সকল রোগী পূর্ব্বে বেশ সবল ছিল, রক্ত উঠিয়া ক্রমে দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছে, অত্যন্ত ক্ষুধা, খাইতে না পাইলে কিম্বা বিলম্ব হইলে কষ্টের অত্যন্ত বৃদ্ধি হয়, তাহাদের পীড়ায়—আয়োডাম পরম পথ্য।

হৃৎপিণ্ডের পীড়া—হাইপারট্রফি-অফ-দি-হার্ট (হৃৎপেশীর বিবর্দ্ধন), ইহার সহিত যদি বুক ধড়্ফড়ানি থাকে এবং একটু পরিশ্রম করিলেই বুক ধড়্ফড়ানি বৃদ্ধি হয়, মাঝে মাঝে বোধ হয় যেন কেহ বুক জোরে চাপিয়া ধরে, কথা কহিতে পারে না ইত্যাদি লক্ষণগুলি থাকে, তাহা হইলে—আয়োডাম ফলপ্রদ।

সর্দ্দিস্রাব—নাক দিয়া তরল জলের মত গরম সর্দ্দি ঝরে (আর্সেনিক) তাহাতে নাকের ভিতর বেদনা ও ঘায়ের মত হয়। এইরূপ সর্দ্দিস্রাবের সঙ্গে—জ্বর, চোখ দিয়া জল পড়া, হাঁচি, রাত্রিতে নাক বুজিয়া যাওয়া, খোলা বাতাসে থাকিলে অত্যন্ত সর্দ্দি ঝরা, নাকের গোড়ায় ও কপালে বেদনা প্রভৃতি লক্ষণে—আয়োডাম উপকারী।

টন্‌সিলাইটীস—এই পীড়ার তরুণ প্রদাহে আয়োডাম উপকারী। কিন্তু পীড়ার পুরাতন অবস্থায় (ক্রণিক-টনসিলাইটীসে)—আয়োডাম মিশ্রিত অন্যান্য ঔষধ, যেমন—ব্যারাইটা-আয়োড, মার্কুরিয়স আয়োড প্রভৃতি ঔষধ সমূহ অধিক ফলপ্রদ।

কর্ণের পীড়া—ইউষ্টেকিয়ান টিউবের মধ্যে পুরাতন পূর্যস্রাব, মধ্য কর্ণে গ্ল্যাণ্ড, কর্ণে গর্জ্জনের মত শব্দ হওয়া ইত্যাদি কোনও কারণ বশতঃ কালা হইয়া যাইলে—আয়োডাম উপকারী।

মুখ দিয়া লালাস্রাব—পারদ সেবন করিয়া কাহারও মুখ দিয়া অনর্গল লালা ঝরিতে থাকিলে, গর্ভাবস্থার লালাস্রাবে এবং লিভার প্লীহা ও প্যাংক্রিয়াসের পীড়ার নিমিত্ত মুখ দিয়া লালাস্রাব হইতে থাকিলে—আয়োডামে বিশেষ উপকার হয়।

হাইড্রোকেফালস—টিউবার্কিউলার-মেনিন্‌জাইটীসের কিম্বা হাইড্রোকেফালস পীড়ার ইহা একটি মহৌষধ (এপিস অধ্যায়—১০৪ পৃঃ দেখুন)।

ন্যাবা—লিভার-সিরোসিস হইতে কিম্বা পারদের অপব্যবহার জনিত এই পীড়া হইলে—আয়োডাম উপকারী।

বাত—হৃৎপিণ্ডের বাত স্ক্রফুলা-ধাতুর ব্যক্তিগণের গাঁট আক্রান্ত, প্রমেহ সংযুক্ত বাত এবং সাইনোভাইটীস প্রভৃতি পীড়ায়—আয়োডাম অনেক সময় ফলপ্রদ।

বৃদ্ধি—পরিশ্রমে, উত্তাপে, উষ্ণ-জলীয় বায়ুতে, স্পর্শে, ঘর্ষণে।

উপশম—আহারকালীন, আহারান্তে, শীতল বায়ুতে।

সম্বন্ধ—পর্দ্দাযুক্ত ঘুংড়ীতে—ব্রোমিয়ম, ক্লোরিণ, এসে-এসি, ক্যালি-বাই, স্পঞ্জি হিপার, মার্কুরিয়স, একোনের—সমতুল্য। গলগণ্ডরোগে—পূর্ণিমার পর কৃষ্ণপক্ষে—আয়োডাম সেবনে উৎকৃষ্ট ফল হয় (ডাঃ লিপি)। আতুড়ে পোয়াতিকে ইহার নিম্নশক্তি প্রদান নিষিদ্ধ।

ক্রিয়ানাশক—এন্টিম-টার্ট, এপিল, আর্স, একোন, বেল, চায়না, কফি, ফেরম, হিপার, ওপি, স্পঞ্জি, ফস, সলফ, থুজা, গ্র্যাফো, ক্যাম্ফর।

ক্রিয়া স্থিতিকাল—৩০/৪০ দিন। ক্রম—৩ x—২০০ শক্তি।

ফরমূলা—ট্রাইটুরেসন—৭, টিংচার—৬ বি।

ইপিকাক (Ipecacuanha)

(ব্রাজীলের জঙ্গলে একপ্রকার গুল্ম জন্মায়, তাহার শুষ্ক শিকড় হইতে টিংচার প্রস্তুত হয়)—১। অত্যন্ত গা-বমি-বমি ও বমনোদ্রেক, ২। বমি হইলেও গা-বমি-বমির শান্তি হয় না, ... ৩। জিহ্বা নির্ম্মল, এই তিনটি ইহার সর্ব্বপ্রধান চরিত্রগত লক্ষণ।

চরিত্রগত লক্ষণ ঃ—

১। সমস্ত পীড়ায় অনবরত গা-বমি-বমি, মাথা একটু নীচু করিলেই গা-বমি-বমি অথবা বমির উদ্রেক ; ২। গা-বমিসহ অধিক পরিমাণে লালা নির্গমণ; ৩। সাধারণ কিম্বা খুব বেশী পরিমাণে শ্লেষ্মা বমি হয় অথচ শান্তি হয় না ; ৪। পেটফাঁপাসহ নাভীর চারদিকে যেন মোচড়াইতেছে এরূপ শূলুনি-বেদনা ; ৫। বাহ্যের রঙ গাছের পাতা বা ঘাসের মত সবুজ, তাহাতে ফেণা অথচ থুথুর মত পদার্থ কিম্বা সাদা আম মিশ্রিত, কখনও বাহ্যের সঙ্গে চট্‌চটে কালবর্ণের রক্ত ; ৬। আহারের দোষে পীড়া, অজীর্ণ খাদ্যদ্রব্য বমন তৎসহ পেটবেদনা; ৭। দিবাভাগে গরমের পর রাত্রিতে ঠাণ্ডা এরূপ সময়ের ও শরৎকালের আমাশয় (কলচি, মার্ক); ৮। কলেরার প্রথমাবস্থায় যেখানে বমি অথবা গা-বমি-বমি এই লক্ষণটিই অধিক প্রবল; ৯। হাঁপানি-কাশিতে বুকের মধ্যে সাঁই সাঁই শব্দ; ১০। হুপিং-কাশি কিম্বা অন্য কোনও প্রকার আক্ষেপিক কাশিতে ভুক্তদ্রব্য বমি, শ্লেষ্মা-বমি ও ওয়াক উঠা; ১১। বুকে শ্লেষ্মা বসিয়া কিম্বা কাশিতে এবং শ্বাসগ্রহণকালে ব্রঙ্কিয়াল-টিউবের মধ্যে ঘড়্‌ঘড়্‌, সাঁই সাঁই শব্দ ; ১২। শীত গ্রীষ্ম উভয়ই অসহ্য; ১৩। শরীরের সকল স্থান হইতে উজ্জ্বল লালবর্ণের রক্তস্রাব, জরায়ু হইতে চাপ্ চাপ্ রক্তস্রাব, সেই সময় জোরে জোরে নিশ্বাস ফেলে ও হাঁপাইতে থাকে ; ১৪। জ্বরে শীতাবস্থা অল্পক্ষণ ও উত্তাপাবস্থা অধিকক্ষণ স্থায়ী, তৃষ্ণা সংযুক্ত, পিঠে-বুকে মাথায় ও কোমরে বেদনা, জ্বরত্যাগ হইবার সময় ঘর্ম্ম ; ১৫। সবিরাম-জ্বর—প্রায়ই প্রথমে অনিয়মিতভাবে আসে, তৎসহ গা-বমি বা পাকস্থলীর গোলযোগ ; ১৬। জ্বরে কোনও ঔষধের প্রকৃত লক্ষণ পাওয়া যায় না, কুইনাইন চাপা জ্বর ; ১৭। কম্প-জ্বরে—কম্প আসিবার পূর্ব্বে প্রয়োগ (তাহাতে হয়—জ্বর একেবারে হয় নয় —অন্য ঔষধ নির্ব্বাচনের পথ প্রশস্ত হয়); ১৮। নাভীর গোড়া শূলুনি-বেদনা, বেদনা বাম হইতে ডানদিকে পরিচালিত হয়।

গা-বমি-বমি—প্রথমেই বলিয়াছি, ইহা একটি ইপিকাকের মত প্রধান চরিত্রগত লক্ষণ। বমি অপেক্ষা গা-বমি-বমি করা—ইপিকাকে অত্যন্ত অধিক এবং বমির পূর্ব্বে কিম্বা পরে সমভাবে গা-বমি-বমি করে; এই প্রকার গা-বমি-বমি—সর্দ্দি, কাশি, জ্বর রক্তস্রাব, উদরাময় ইত্যাদি যে কোন পীড়ার সহিত থাকুক না কেন, তাহাতে জোর করিয়া ইপিকাক ব্যবহার করিবেন।

অনিয়মিত আহার জনিত পীড়া—আহারের কোন অত্যাচারে—আহারীয় দ্রব্য রীতিমত পরিপাক না হইয়া—পেটবেদনা, ভেদ-বমন, অজীর্ণ ইত্যাদি পীড়া

(gastric complaints) হইলে আমরা সাধারণত—নক্স-ভমিকা, ইপিকাক, পলসেটিলা এই তিনটি ঔষধের মধ্যে কোন একটির ব্যবস্থা করিয়া থাকি। চর্বি সংযুক্ত, ঘৃতপক্ক দ্রব্য, অধিক মিষ্টান্ন ইত্যাদি গুরুপাক দ্রব্যসমূহ ভোজন করিয়া পীড়া হইলে—ইপিকাক ও পলসেটিলা উভয় ঔষধই ব্যবহৃত হয়, তন্মধ্যে অপরিপাচ্য ভুক্তদ্রব্য বমি না হইয়া পেটে জমিয়া থাকিলে-পলসেটিলা, আর যদি বমি হইয়া উঠিয়া যায়, তাহা হইলে—ইপিকাক (নিম্নশক্তি—৩ × —৩য় (এইটি মনে রাখিলেই চলিবে। পলসেটিলায়—বমি হয় ; কিন্তু গা-বমি-বমি ইপিকাকে যত অধিক তত নহে। পলসেটিলায় জিহবা—এন্টিম-ক্রুডের মত সাদা কিম্বা একপ্রকার গাঢ় ময়লা সংযুক্ত, ইপিকাকের জিহবা—একেবারে পরিষ্কার কিম্বা অতি পাতলা ময়লা সংযুক্ত। পরিষ্কার জিহবার সহিত বমন—ইপিকাক, সিনা ও ডিজিটেলিস এই তিনটি ঔষধেই পাওয়া যায়; তবে মনে রাখিবেন যে জিহবা পরিষ্কার থাকিয়া ক্রিমির জন্য বমন হইলে—সিনা এবং পরিষ্কার জিহ্বাসহ হৃৎপিণ্ডের পীড়াজনিত বমনে—ডিজিটেলিস উপযোগী। কোনও ঔষধে বমির উপশম না হইলে—সেরিয়ম-অক্‌জ্যালেট দিবেন (এসিড-টার্টারিকম উত্তম ঔষধ)। ইপিকাকে পেটে খুব কামড়ানি ব্যথা থাকে। কামড়নি, বেদনার জন্য—কলোসিন্থ—৩ × সহ পর্য্যায়ক্রমে দিতে পারেন।

এপোমর্ফিয়া (Apomorphia)—হাইড্রোক্লোরিক-এসিডসহ মর্ফিয়া, কেহ কোনও প্রকার বিষ সেবন করিবার নিমিত্ত তাহাকে তৎক্ষণাৎ বমি করাইবার আবশ্যক হইলে ইহার একগ্রেণের ১/২০ হইতে ১/১৬ অংশ (1/20 to 1/16 of a grain) হাইপোডার্ম্মিক-ইনজেকসন করিবেন ; কিন্তু কেহ আফিম দ্বারা বিষাক্ত হইলে কখনও ইহা ব্যবহার করিবেন না, কারণ—মর্ফিয়া নিজেই আফিমের সার ; ইহার ক্রিয়া মস্তিষ্কের উপর ; এপো-মর্ফিয়ারও ক্রিয়া মস্তিষ্কের উপর ; বমি ইহার প্রত্যাবৃত্ত ক্রিয়া (reflex action) সুতরাং আফিমের নেশার উপর মর্ফিয়ার কিছুমাত্র ক্রিয়া হইবে না। এপোমর্ফিয়া—সুস্থ শরীরে ইনজেকসন করিলে পূর্ব্বে কোন প্রকার গা-বমি না হইয়া প্রবল বমি হয়, অতএব ইহাই ইহার বিশিষ্ট লক্ষণ। খাদ্যদ্রব্য বমন, গর্ভাবস্থায় বমন এবং জরায়ু স্থানভ্রষ্ট কিম্বা টিউমার হইবার নিমিত্ত বমি হইতে থাকিলে ইহাতে উপকার হইবে। অনবরত গা-বমি-বমি, বমির প্রবল ইচ্ছা ; বমি হওয়া, পানমাত্র বমি, সমস্ত শরীরে উত্তাপবোধ এই কয়টি ইহার প্রধান চরিত্রগত লক্ষণ। অতএব উপরোক্ত কোনও ঔষধে উপকার না হইলে ইহাতে উপকার হইবে।

এপোমর্ফিয়া সমুদ্রে ভ্রমণজনিত বমিরও ভাল ঔষধ। ডাঃ ব্লাকম্যান বলেন—কোনও ব্যক্তি সমুদ্র যাত্রা করিবার ২/৩ দিবস পূর্ব্ব হইতে ইহার ৩য়—৬ষ্ঠ শক্তি সেবন করিলে সমুদ্রে বমি হইবার আশঙ্কা দূর হইবে।

উদরাময়—ইপিকাকের বাহ্যে ঘাস অথবা পাতাছেঁচার মত সবুজ, ফেণামিশ্রিত ও লালার মত হড়্‌হড়ে কিম্বা আম সংযুক্ত ; আমাশয়ের বাহ্যে হইলে কালরঙের রক্ত থাকে, কখনও মাৎ বা ঝোলাগুড়ের মত রক্ত তাহার সঙ্গে ফেণা, ছোট ছোট ছেলেদের উদরাময়ে ও কলেরায়—ইপিকাক উপকারী। ইপিকাকে—পেটে কামড়ানি ব্যথা খুব থাকে, ইহাতে কাল-রঙের অথবা ফিকে

রঙের বাহ্যেও হয়, বমি বা গা-বমির সহিত উদরাময় থাকিলে এবং গ্রীষ্মকালের উদরাময়ে ইহা অধিক উপকারী।

তড়কা—আহারের ব্যতিক্রমজনিত পেটের কোনও পীড়ার সহিত কিম্বা কোনও উদ্ভেদ বসিয়া যাইয়া ছোট ছেলেদের দন্তোদগমকালের তড়কায় ইপিকাকে অনেক সময় উপকার হয়।

কাশি—একপ্রকার দম আটকান কাশি (Spasmodie-cough) কিম্বা হাঁপা লাগিয়া কাশি, যাহাতে ছেলে কাশিতে কাশিতে ক্রমশঃ যেন শক্ত হইয়া যায় ও মুখ নীলবর্ণ ধারণ করে, বুকে শ্লেষ্মা জমিয়া গলায় সাঁই-সাঁই কিম্বা ঘড়্‌ঘড় শব্দ হইতে থাকে। অত্যন্ত আক্ষেপিক কাশি, কাশিতে কাশিতে বমি হয়; তাহার সহিত থ'লো থ'লো শ্লেষ্মা কখনও জ্বর থাকে—কখনও জ্বর থাকে না ; কখনও বুকে এত শ্লেষ্মা জমে যে শ্বাসকষ্ট হয়, বুক ভারী হয়, মুখ চোখ নীলবর্ণ ধারণ করে, এই সমস্ত লক্ষণে—ইপিকাক উপকারী। শ্বাসযন্ত্রের উপর অনেক সময় ইপিকাক অতি সুন্দর ক্রিয়া প্রকাশ করে, তজ্জন্য ইহা —হাঁপানি, নিমোনিয়া, ঘুংড়ী ইত্যাদি সমস্ত পীড়াতেই লক্ষণানুযায়ী ব্যবহার করিলে বিশেষ উপকার পাইবেন।

এন্টিম-টার্ট—বুকে অধিক পরিমাণে শ্লেষ্মা জমে, কাশিবার সময় গলা ঘড়্‌ঘড় করে, যখন কাশে—তখন মনে হয় একটু কাশিলেই সহজে শ্লেষ্মা উঠিবে ; কিন্তু অধিকক্ষণ কাশিলেও কিছু উঠে না। এন্টিমে—ইপিকাক অপেক্ষা কাশি বারে অনেক কম হয়। কিন্তু বুকে শ্লেষ্মা জমার ভাগ অত্যন্ত অধিক, এন্টিম-টার্টে—রোগী আচ্ছন্নভাবে চক্ষু বুজাইয়া চুপ করিয়া পড়িয়া থাকে ; ইপিকাকে তাহা নাই। এন্টিমে—আচ্ছন্নভাব নির্দ্দিষ্ট হইলে অনেক সময় আবার উহাতে উপকার হয় না, তখন—সলফারের প্রয়োজন হয়, সলফারে—বাম ফুসফুস অধিক আক্রান্ত হয়।

ফসফরাস—নিমোনিয়ায় ফুসফুসের প্রদাহভাগ অধিক থাকিলে ফস্‌ফরাসের প্রয়োজন হইবে, সেখানে ইপিকাকে কোনও উপকার হইবে না।

টেরিবিন্থ—আচ্ছন্নভাব, এই লক্ষণটি টেরিবিন্থিনার—এন্টিম অপেক্ষা অনেক অধিক। ফুসফুসে অত্যন্ত শ্লেষ্মা জমে, রোগী কাশিয়া সর্দ্দি তুলিয়া ফেলিতে পারে না ও আচ্ছন্নভাবে পড়িয়া থাকে, ইহাতে পেটে অত্যন্ত ফোলা থাকে এবং প্রস্রাব পরিমাণে অতি অল্প হয়, তাহার সহিত রক্ত।

এমন-কার্ব্ব—কষ্টকর শ্বাস-প্রশ্বাস, বুক ধড়ফড়ানি, শীতকালের সর্দ্দি।

হুপিং-কাশি—এই পীড়ায় কাশিতে কাশিতে ছেলে শক্ত, নীলবর্ণ ও আড়ষ্ট হইয়া যাইলে এবং কাশির পর শ্লেষ্মা বমি হইয়া কাশির একটু উপশম হইলে—ইপিকাক উপযোগী। হুপিং-কাশিতে—নাক মুখ দিয়া রক্তস্রাব হওয়াও ইপিকাকের লক্ষণ (এরালিয়া অধ্যায় ১১০ পৃষ্ঠা দেখুন)।

কুপ্রম-মেট—ইহাতে ইপিকাকের অপেক্ষা কাশির আক্ষেপ (spasm) অনেক বেশী, অবিশ্রান্ত কষ্টকর কাশি, একেবারে প্রকোপ সামলাইতে না সামলাইতে আবার কাশি আরম্ভ হয়, ছেলে শক্ত ও নীলবর্ণ হইয়া যায় এবং তড়কার মত ফিট্ হয়, তাহাতে আঙ্গুল মুঠা বাঁধিয়া যায়, এখানে ইপিকাকের

সঙ্গে উহার প্রভেদ এই যে, ইপিকাকে—হাত-পা শক্ত হইলেও ইহাতে হাতের আঙুল ফাঁক ফাঁক হইয়া থাকে : কিন্তু কুপ্রমে মুঠা বাঁধে, কুপ্রমে জলপান করিলে কাশি একটু কমে, ইপিকাকে তাহা হয় না।

সিনা—ছোট ছোট ছেলেদের হুপিং কাশিতে ইহা ইপিকাক অপেক্ষাও অধিক উপকারী। ছেলেদের দাঁত কড়মড় করে এবং কাশিবার সময় গলায় ঘড়ঘড় শব্দ হয়। এসিড-কার্ব্বল, বেল, কোর‍্যালিয়ম, ড্রসেরা, মিফাইটীস, পার্টুসিন ইত্যাদি ঔষধ হুপিং-কাশিতে সুন্দর উপকার করে, তাহাদের লক্ষণ দেখিবেন। ম্যাগ্নেসিয়া-ফস—৩ x, ৬ x, ১২ x শক্তিতে এই পীড়ার সময়ে সময়ে অনেক উপকার হয়; তবে ২/৩ দিন একটু ধৈর্য্যসহ ব্যবহার করা আবশ্যক (এসিড-কার্ব্বল—৬, ইহার প্রধান ঔষধ)।

হাঁপানি-কাশি—হাঁপানিতে প্রবল টান, শ্বাসকষ্ট, দম আটকান-ভাব, বুকে সাঁই সাঁই ঘড়ঘড় শব্দ, অনেকক্ষণ কাশির পর একটু সর্দ্দি উঠা কিম্বা একেবারে না উঠা, শুইতে অক্ষমতা ইত্যাদি লক্ষণে—ইপিকাক উপকারী ; ইপিকাকের পর আর্সেনিকে অধিক উপকার পাওয়া যায়। মোটা স্থূলকায় লোক (তাহা বৃদ্ধ হউক আর যুবা হউক) এবং যাহারা একটু গরমে বা বর্ষা-বাদলে অসুস্থ হইয়া পড়ে, তাহাদের পীড়ায় ইহা অধিক ফলদায়ক (ক্যানাবিস অধ্যায়—২০৫ পৃষ্ঠায় দেখুন)।

মাথাব্যথা—নিউর‍্যালজিক কিম্বা অজীর্ণ বশতঃ শিরঃপীড়া, মাথায় বেদনা—মাথার খুলীর মধ্য দিয়া দাঁতের ও জিবের গোড়ায় এবং চোখে পর্য্যন্ত পরিচালিত হয়, তাহার সহিত গা-বমি-বমি থাকে। এখানে শুধু এইটুকু স্মরণ রাখিবেন যে,—যে প্রকারের মাথাব্যথাই হউক না কেন, যদি তাহার সঙ্গে গা-বমি-বমি থাকে, সম্ভবতঃ ইপিকাকেই উপকার হইবে।

জ্বর—স্বল্প-বিরাম, সবিরাম, অবিরাম, ম্যালেরিয়া ইত্যাদি সকল প্রকার জ্বরেই ইপিকাক ব্যবহৃত হয়। কম্প-জ্বরে—বিশেষ কোনও ঔষধের লক্ষণ না থাকিলে ইপিকাক প্রয়োগে, হয়—জ্বর একেবারে বন্ধ হইয়া যায়, নয়—লক্ষণসমূহ স্পষ্ট প্রকাশিত হয়, তাহাতে চিকিৎসকের ঔষধ নির্ব্বাচনের পথ প্রশস্ত হইয়া আসে।

সর্দ্দি-জ্বর—ঘন সর্দ্দিতে নাসিকা পূর্ণ হইয়া থাকে এবং খুব জোরে ফোঁপাইলে তার সর্দ্দি নির্গত হয়, কখনও কখনও নাক দিয়া রক্ত পড়ে, ব্রঙ্কাইটীস ইত্যাদি পীড়ায় উক্ত সমস্ত লক্ষণসহ জ্বর ও গা -বমি-বমি থাকিলে—ইপিকাক বিশেষ উপকারী। আর্সেনিক—ইহাও সর্দ্দি-জ্বরের সুন্দর ঔষধ, ইহার স্রাব জলের মত পাতলা ও গরম, ইপিকাকের পর আর্সেনিক অধিক উপকারী। ইউফ্রেসিয়া ও এলিয়ম-সিপা—নাক দিয়া জলের মত সর্দ্দি নির্গমনে ও তৎসঙ্গে জ্বর থাকিলে উপকারী, বিশেষ লক্ষণ উহাদের অধ্যায়ে দেখুন। ফসফরাস—নাসিকা ও চক্ষু দিয়া জলপড়া কম হইয়া গলায় বেদনাসহ গলার মধ্যে সুড়সুড় করিয়া কাশি হইলে ইহাতে আশাতীত ফল হয়। শিশুদের সর্দ্দি-কাশিতে—বেলেডোনা, এন্টিম-টার্ট, ক্যামোমিলা, ক্যাল্কেরিয়া, ফস্ফরাস, সল্ফার ইপিকাক উপযোগী।

সবিরাম-জ্বর—জ্বরের সহিত "গা বমি-বমি" এই লক্ষণটিও কোনও জ্বরে থাকিলে প্রথমে ইপিকাক স্মরণ করিবেন। ইপিকাকে শীতাবস্থা—অল্পক্ষণ ও উত্তাপাবস্থা অধিকক্ষণ স্থায়ী, জ্বরের সম্পূর্ণ বিরাম দৃষ্ট হয় না। জ্বর আরম্ভের পূর্ব্বে রোগী হাই তোলে, গা-ভাঙ্গে ; পিপাসা শীতাবস্থায় বড় অধিক থাকে না, কিন্তু উত্তাপাবস্থায়—অত্যন্ত পিপাসা, তদ্ভিন্ন জ্বরের সঙ্গে পেটের দোষ, ব্রঙ্কাইটীস, রক্তস্রাব ইত্যাদি একটা-না-একটা গোলযোগ প্রায়ই থাকে। ইহার জ্বর প্রায়ই ঘর্ম্ম হইয়া ছাড়িয়া যায়, জ্বরের সময় রোগী চুপ করিয়া পড়িয়া থাকে। জ্বর আসিবার সময়—বেলা ৯টা হইতে ১১টা (শীতসহ), অথবা বেলা ৪টা (শীতরহিত), পিপাসা প্রায় থাকে না।

ইউপেটোরিম-পার্ফো—জ্বর একদিন বেলা ৭টা হইতে ৯টা, পরদিন ১০টা হইতে ১১টার ভিতর এবং একদিন অধিক ও একদিন কম হয়। চায়না—ইহাতে হাড়ের ভিতর ও কোমরে ভয়ানক বেদনা এবং পিত্ত-বমি থাকে, ঘর্ম্ম হইয়া জ্বরের সমস্ত উপসর্গগুলি ধীরে ধীরে হ্রাস হয়।

নাট্রম মিউর—জ্বরের সময় প্রায় বেলা ১০টা—১১টা, অত্যন্ত মাথা-ব্যথা, ইহাতে ঘর্ম্ম হইতে প্রায় সমস্ত যন্ত্রণার উপশম হয়।

দ্রষ্টব্য ঃ অনেক কুইনাইন আটকান-জ্বর, বিজ্বরে ইপিকাক—৩০ শক্তি, ২।৪ মাত্রা সেবনেই জ্বর বন্ধ হইতে দেখা গিয়াছে। ডাঃ জার, কম্প জ্বরের প্রারম্ভে ইপিকাক—৩০ শক্তি, দুই একটি মাত্রা প্রয়োগের উপদেশ দেন ও বলেন তাহাতেই তিনি বিশেষ উপকার পান। কোনও ঔষধের সহিত রোগ লক্ষণের বিশেষ সাদৃশ্য না থাকিলে প্রথমে ইপিকাক দিয়া চিকিৎসা আরম্ভ করিলে তাহাতে প্রায় পীড়া আরোগ্য হইয়া যায় কিম্বা এমন ঔষধ-নির্ব্বাচক লক্ষণগুলি প্রস্ফুটিত হইয়া পড়ে, যদ্দারা চিকিৎসক অনায়াসেই ঔষধ নির্ব্বাচন করিতে সমর্থ হন। অতিরিক্ত কুইনাইন সেবন করিয়া রোগীর কাণ ভোঁ ভোঁ করিলে ইহাতে উপকার হইবে।

রক্তস্রাব—দেহের যে কোনও স্থান হইতে হউক—হঠাৎ নাক, মুখ, ফুসফুস, মলদ্বার, প্রস্রাবদ্বার প্রভৃতি যন্ত্র দিয়া রক্তস্রাব হয় ; জরায়ু হইতে রক্তস্রাব হইলে—স্যাবাইনা, সিকেলি, ট্রিলিয়ম প্রভৃতি ঔষধগুলি অধিক উপকারী। রক্তস্রাবের সহিত গা-বমি-বমি ও শ্বাসকষ্ট থাকিলে সকল ঔষধ অপেক্ষা ইপিকাক অধিক ফলপ্রদ। আর্ণিকা, একোনাইট, এসিড সল্ফ, এসিড-নাইট্রিক, বেলেডোনা, চায়না, ক্রোকাস, ক্রোটেলাস, ফস্ফরাস, ফেরম-মেট, হ্যামামেলিস, ল্যাকেসিস, প্ল্যাটিনা, পল্সেটিলা ইত্যাদি ঔষধগুলি উপরোক্ত স্থান দিয়া রক্তস্রাব নিবারণের ঔষধ, তাহাদের লক্ষণ যথাস্থানে দেখিবেন। হ্যামামেলিস—৩৪৬ পৃষ্ঠা দেখুন।

বৃদ্ধি—স্পর্শে, শীতকালে, শুষ্কবায়ুতে, উত্তাপে, বমনান্তে, কাশিলে, গুরুপাক দ্রব্য ভোজনে, আহারান্তে, কুইনাইন অপব্যবহারে।

উপশম—বিশ্রামে, চক্ষু মুদিলে, শীতল জলপানে, চাপে।

সদৃশ—এন্টিম-ক্রুড, কুপ্রম-মেট।

পরবর্ত্তী ঔষধ—এন্টিম-টার্ট, এপিস, আর্স, বেল, ব্রায়ো, ক্যাক্টস ক্যালকে, কুপ্রম, পডো, ফস, সলফ, ভেরেট, ক্যামো, চায়না।

ক্রিয়ানাশক—আর্ণি, আর্স, চায়না, নক্স, ট্যাবেক।

ক্রিয়া স্থিতিকাল—৭—১০ দিন।

ক্রম—৩ × —১০০০ শক্তি। ফরমূলা—৪।

আইরিস ভার্স (Iris Versicolor)

(ইউনাইটেড ষ্টেটসের জলাভূমিতে একপ্রকার গাছ জন্মায়, তাহার শিকড় হইতে টিংচার প্রস্তুত হয়)—মুখ, পাকস্থলী অন্ত্র ও প্যাংক্রিয়াসের স্থানে আগুনের শিখার মত জ্বালা, মুখ হইতে অনবরত লালাস্রাব, ঘন আঠার মত পদার্থ বমন, জলবৎ মল নিঃসরণ তৎসহ পেটে গড়্‌গড়্ শব্দ যাহা আহার করে তাহা সমস্তই অম্লে পরিণত হয়, আধ-কপালে মাথাব্যথা অম্ল, পিত্ত কিম্বা মিষ্ট বমন ; periodicity—অর্থাৎ উদরাময়, রক্তামাশয় ইত্যাদি প্রত্যেক শরৎ ও বসন্তকালে এবং পেটের পীড়া ও অম্ল-শুলনি প্রত্যহ রাত্রি ২/৩ টায় আবির্ভূত হওয়া, গতিশীল বেদনা ডানদিক হইতে বামদিকে ধাবিত হওয়া ইত্যাদি কতকগুলি আইরিসের চরিত্রগত লক্ষণ।

আঙ্গুলহাড়া—স্বর্গীয় ডাক্তার পি, সি, মজুমদার মহাশয় বলেন ইহার মাদার টিংচার বাহ্যিক প্রয়োগে আঙ্গুলহাড়ার—ভীষণ যন্ত্রণার উপশম হয় (ডায়রেক্টোরিয়া ও রেপার্টারিতে আঙ্গুলহাড়া—৭১৯ পৃষ্ঠা দেখুন)।

উদরাময় ও কলেরিণ—শরৎ, বসন্ত ও গ্রীষ্মকালে —উদরাময় অথবা কলেরা হইলে এবং যে কলেরায় বমির সংখ্যা অধিক, তাহাতে—আইরিস উপকারী। আইরিসের ভেদ—জলের মত তরল, হল্‌দে-সবুজ মিশ্রিত রঙ, মলের সহিত -পিত্ত কিম্বা তৈলের মত পদার্থ নির্গমন, বর্ণশূন্য (water colour) ভেদ, মলত্যাগের সময় মলদ্বারে ব্যথা ও জ্বালা ইত্যাদি। বমন—হয় অম্ল, হয়—পিত্ত কিম্বা শ্লেষ্মাময় লালাসংযুক্ত, যাহাই হউক এই প্রকার বমি হইবার পরই সমস্ত অন্ননলীপথ অর্থাৎ পেট হইতে গলা পর্য্যন্ত আগুনের শিখার মত জ্বলিতে থাকে, রোগী বলে আমার সমস্ত জ্বলিয়া গেল, বমির পর দাঁত মুখ টক হইয়া যায়, ইহাতে সময়ে সময়ে মিষ্টাস্বাদ বমনও হইয়া থাকে, আবার কখনও বা বমি তারের মত লম্বা হইয়া ঝোলে, রোগীর মুখ হইতে অনবরত লালা নির্গত হয়। জ্বালা না থাকিলে এসিড-অকজ্যালিক। আইরিসের কলেরায় রোগী একেবারে হিমাঙ্গ হয় না, তবে কখনও কখনও নাড়ী ছাড়িয়া যায়। কলেরায় ও উদরাময়ে—ক্রোটন, ইলাটিরিয়ম, জ্যাট্রোফা, পডোফাইলম, পল্‌সেটিলা, আর্স, ভেরেট্রম, কুপ্রম, সিকেলি ইত্যাদি অধিক প্রয়োজন হয় ; তাহাদের লক্ষণ যথাস্থানে পাঠ করিবেন। আইরিসে—প্যাংক্রিয়াসের স্থানে ভয়ানক জ্বালা থাকে।

আধ-কপালে মাথাব্যথা—স্পাইজেলিয়া, স্যাঙ্গুনেরিয়া, নক্স-ভমিকা, সিপিয়া; ন্যাট্রম-মিউর ও সাইলিসিয়ার ন্যায়—আইরিসও উপকারী।

স্নায়বিক কিম্বা অজীর্ণের দোষে শিরঃপীড়া হইলে—আইরিস উপযোগী। শিরঃপীড়া আরম্ভ হইবার ঠিক পূর্ব্বে চক্ষুর সম্মুখে কাল কিম্বা সাদা বিন্দু-বিন্দু পদার্থ উড়িয়া বেড়ায় দেখিতে পায়। আইরিসে ডানদিকের সম্মুখ-রগ অধিক আক্রান্ত হয়, ইহার সহিত প্রায়ই বমি অথবা গা-বমি-বমি থাকে এবং সন্ধ্যাকালে, বিশ্রামে, ঠাণ্ডা বাতাসে ও কাশিলে শিরঃপীড়ার বৃদ্ধি হয়। রোগীর কখনও কোষ্ঠবদ্ধ থাকে।

ষ্টমাটাইটীস (Stomatitis) —মুখের ভিতর ক্ষত কিম্বা ক্ষত না থাকিয়াও পারদ বশতঃ মুখ ও গলার ভিতর আগুনে পোড়ার মত জ্বালা যন্ত্রণা থাকিলে—আইরিসে উপকারী।

লিভারের পীড়া—লিভারে ভয়ানক বেদনা, ন্যাবা, পিত্তশূল-বেদনা, পিত্ত বমি, এই সমস্ত উপসর্গের সহিত পেট হইতে মুখ পর্য্যন্ত আগুনে পোড়ার মত জ্বালা ও শিরঃপীড়া থাকিলে—আইরিস উপকারী।

আইরিস-টেনাক্স (Iris Tenax)—৬, ২০০শ শক্তি। ডানদিকে তলপেটে কুঁচকীর একটু উর্দ্ধাংশে ক্ষুদ্র ও বৃহদন্ত্রের মিলিত স্থান। উক্ত বৃহদন্ত্রের গোড়ার প্রথম ২/০ ইঞ্চি অংশকে—সিকাম (Caecum) কহে। সিকামের প্রায় ৩ ইঞ্চি পরিমাণ লম্বা কেঁচোর মত একটা সরু পুচ্ছ আছে, তাহাকে অন্ধ-অন্ত্রপুচ্ছ, ইংরাজীতে—য়্যাপেনডিক্স (Appendix) এবং কোনও কারণে উক্ত য়্যাপেনডিক্সের প্রদাহ হইলে, তাহাকে—য়্যাপেন্ ডিসাইটীস (Appendicitis) কহে, মৎকৃত "প্র্যাকটিসনার্স গাইড" এই সমস্ত পীড়ার বিষয় বিশেষ বিস্তৃতভাবে লিখিত হইয়াছে পাঠ করিবেন। আইরিস-টেনাক্স উক্ত পীড়ার একটি প্রধান ঔষধ। য়্যাপেনডিক্সের স্থানে (Ileo caecal region) ভয়ানক বেদনা, কোষ্ঠবদ্ধ, পিত্ত-বমি, অত্যন্ত অবসাদ, দুর্ব্বলতা, প্রাতে ও অপরাহ্নে ৫টায় অত্যন্ত অবসাদ তজ্জন্য শুইয়া থাকিতে ইচ্ছা প্রভৃতি এই ঔষধের প্রধান লক্ষণ। ব্রায়োনিয়া, বেলেডোনা, ল্যাকেসিস, ক্রোটেলাস, এচিনেসিয়া, ল্যাক-ফ্লোর, প্লম্বম, স্যাদল প্রভৃতিও এই পীড়ার ফলপ্রদ ঔষধ।

নিদ্রা—রাত্রি ১টায় ঘুম আসে, ৫টায় মাথাবেদনা হইয়া ঘুম ভাঙ্গে।

সদৃশ—ইপিকাক,আইরিস্-টেন, ক্যাম্ফার, ক্যালি-বাই, জেল্‌সি, ন্যাট-মিউর, এন্টি-ক্রুড, আর্স। ক্রিয়ানাশক—নক্স।

ক্রম—৬ ×—৩০ শক্তি। ফরমূলা—৩।

জ্যাবোরাণ্ডি (Jaborandi)

(ব্রাজিলের এক প্রকার লতানো গাছের শুষ্ক পাতা ও বোঁটা হইতে টিংচার প্রস্তুত হয়)—ইহা লালা ও ঘর্ম্ম নিঃসারক গ্ল্যাণ্ড সমূহের উপর ক্রিয়া প্রকাশ করিয়া উক্ত গ্ল্যাণ্ডের ইরিটেসন উৎপাদন করে, তাহাকে অনর্গল লালাস্রাব ও অনেকক্ষণ ধরিয়া ঘর্ম্ম হইতে থাকে। ইহাতে নাসিকা দিয়া তরল শ্লেষ্মা ও চক্ষু দিয়া প্রবলবেগে জল বাহির হয়। ব্রঙ্কাই, ট্রেকিয়া, ফ্যারিংস হইতে শ্লেষ্মা নির্গত

হয়, উক্ত স্রাব ও শ্লেষ্মা নির্গমন বন্ধ হইলেই মুখ, গলা শুকাইয়া যায়, অদম্য পিপাসা হয়, ইহার দ্বারা শরীরের মধ্যে রক্ত সঞ্চালনক্রিয়া বর্দ্ধিত হয় ; কিন্তু তাপ কমিয়া আসে।

সাধারণতঃ নিম্নলিখিত পীড়াগুলিতে জ্যাবোরাণ্ডি বিশেষ উপকার সাধন করে।

কোনও তরুণ পীড়া আরোগ্যান্তে এবং কোনও প্রকার পুরাতন পীড়া ভোগকালীন, যেমন—থাইসিস, প্রভৃতি পীড়ায়—অতিরিক্ত ঘর্ম, পোয়াতির মুখে জল উঠা, ফুসফুস ও প্লুরায় জলজমা, হৃৎপিণ্ডের কিম্বা কিডনীর পীড়াজনিত শোথ, ডায়েবিটিস-ইনসিপিডাস, তলপেটে ও মূত্রনলীতে বেদনা, ঘন ঘন প্রস্রাবের বেগ ও প্রস্রাব, প্রস্রাবের আক্ষেপিক গুরুত্ব (specific gravity) হ্রাস, অতি অল্প পরিমাণে ঋতুস্রাব বা ঋতুবন্ধ, বেগে নির্গমনশীল উদরাময়, বমি, চক্ষুর কতিপয় পীড়া, যেমন—এস্‌থেনোপিয়া (asthenopia of cataract) ইত্যাদি। টাকরোগে ইহা বাহ্যিক প্রয়োগে উপকার হয়। গর্ভাবস্থায় শোথ ও প্রত্যাঙ্গাদির ফোলাতেও ইহা উপকারী।

জ্যাবোরাণ্ডির অপর নাম—পাইলোকার্পাস, ইহার উগ্রবীর্য্য ঔষধ পাইলোকার্পিণ—২ ×, ৩য় শক্তি, কলেরার পতন অবস্থায় অতিরিক্ত ঘর্ম নিবারণের মহৌষধ। সদৃশ—ঘর্মাতিরিক্তে—এমিল-নাই।

ক্রম—৬ × শক্তি। ফরমূলা—৪।

জ্যাকারাণ্ডা (Jacaranda Caroba)

(শুষ্ক পাতা হইতে টিংচার প্রস্তুত হয়)—ইহা পুরুষদিগের কতিপয় পীড়াতেই সচরাচর অধিক ব্যবহৃত হয়। প্রমেহজনিত বাতে এবং ডানহাঁটুর বাতেও ইহা উপকারী। সিফিলিস্ (গর্ম্মীপীড়া) গণোরিয়া (প্রমেহ), গণোরিয়ায়—যন্ত্রণাদায়ক লিঙ্গোদগম (Chordee), ব্যালানেরিয়া (এই পীড়ায় লিঙ্গমুণ্ডে ও তাহার আবরণের মধ্যে পূঁয জমে,—মার্কিরিয়স সলও ইহার ভাল ঔষধ, ইহাতে আভ্যন্তরিক কোনও ঔষধ সেবনকালীন ক্যালেণ্ডুলা-অয়েন্টমেন্ট বাহ্যিক প্রয়োগ করিলে আরও শীঘ্র উপকার হয়)। প্রিপুসের (লিঙ্গ গ্রচর্ম্মের) স্ফীতি, তজ্জন্য প্রিপুস লিঙ্গের উপরে টানিয়া আনা যায় না (ফাইমসিস), গর্ম্মীপীড়ার ক্ষত (স্যাংকার), লিঙ্গের উপর স্থানে স্থানে লালবর্ণের ক্ষত (ইহাকে ইংরাজীতে—chancroids বলে,—কোরালিয়ম-রুব্রম ও ইহার ভাল ঔষধ), লিঙ্গের উপর আঁচিলের মত উদ্ভেদ, উহা অত্যন্ত চুলকায়, শুকাইয়া যাইলে লালবর্ণের চিহ্ন থাকে ইত্যাদি কতিপয় পীড়ার ব্যবহার্য্য। মূত্রনলীর প্রদাহ ও মূত্রনলী দিয়া হলদে রঙের স্রাব নির্গমনেরও ইহা উৎকৃষ্ট ঔষধ।

জ্যাকারাণ্ডা-গুয়াল্যাণ্ডাই (Jacaranda Gualandai)—গর্ম্মীপীড়ার ক্ষতে ও অন্যান্য উপসর্গে এবং গর্ম্মীপীড়াজনিত চক্ষু ও গলক্ষত রোগে ইহা অধিক ফলপ্রদ। ক্যালেট্রপিস—θ, গর্ম্মীপীড়ার ক্ষতে উপকারী,—১৯৮ পৃষ্ঠা দেখুন।

সদৃশ—কোর্যাল-রুব, মার্ক-সল, মার্ক-কর, থুজা।

ক্রম—θ—শক্তি। ফরমূলা—জার্ম্মে—৪ ; আমে—৩।

জেলাপা (Jalapa.)

(শুষ্ক শিকড় হইতে টিংচার প্রস্তুত হয়)—ইহার প্রধান চরিত্রগত লক্ষণ—শিশু দিন রাত্রি কাঁদে কিম্বা দিনের বেলায় বেশ চুপ করিয়া থাকে, আর রাত্রিতে চীৎকার করিয়া কাঁদে (সাইপ্রিপিডিয়ম—২৯৬ পৃষ্ঠা দেখুন)। শিশুদের উদরাময় হইলে যদি তাহার সঙ্গে ছেলের ঐ প্রকার কান্না থাকে, তাহা হইলে আর কথাটি নাই জেলাপাই তাহার একমাত্র ঔষধ। জেলাপার বাহ্যের গন্ধ টক্, শিশু উদরাময়ে এই প্রকার টকগন্ধ বাহ্যের সহিত শিশুর পেটে কামড়ানি ব্যথা ও কান্না থাকিলে জেলাপা আরও অধিক উপকারী।

সদৃশ—ক্যাম্ফর, ক্যামো, ভেরেট্।

ক্রিয়ানাশক—ক্যানাবিস-স্যাট্, ইলাটি।

ক্রম—৩ ×—৩০ শক্তি। ফরমূলা—৪।

জ্যাট্রোফা (Jatropha)

(এক প্রকার পাকা ফলের বীজের টিংচার, এই বীজ হইতেই ক্রোটন তৈল প্রস্তুত হয়), জ্যাট্রোফা—সাধারণতঃ উদরাময়ে ও কলেরাতেই অধিক ব্যবহৃত হয়, তদ্ভিন্ন ঃ—পাকস্থলীর পীড়ায়—উপর পেটে টানিয়া ধরা, খেঁচিয়া-ধরা ও খিলধরার মত বেদনা ; হিক্কা—হিক্কার পর বমি, কিছু পান করিলেই বমি ও গা-বমি-বমির বৃদ্ধি ; কুক্ষিদেশে বেদনা, লিভারের স্থানে বেদনা, ডান স্ক্যাপুলা হইতে কাঁধ পর্য্যন্ত বেদনা ; পেশীতে পায়ের গোছে গায়ে ও পায়ের তলায় খিলধরা, সমস্ত শরীর শীতল হওয়া প্রভৃতি কতকগুলি লক্ষণেও ইহা ব্যবহৃত হয়।

উদরাময় ও কলেরা—ক্রোটন অধ্যায়ে—২৮৭ পৃষ্ঠা ওলাউঠা দেখুন।

সদৃশ—ক্যাম্ফর, ভেরেট, গ্যাম্বোজ, ক্রোটন।

ক্রম—৩ ×—৩০ শক্তি। ফরমূলা—৪।

ক্যালি বাইক্রম (Kali Bichromicum)

(ওজনে ১ অংশ বাইক্রমেট-অফ-পটাস, ৯৯ অংশ ডিস্‌টিলড-ওয়াটারে দ্রব করিয়া ইহার টিংচার প্রস্তুত হয়)—মোটা-সোটা মাংসল ব্যক্তি, শিশু মোটা, খাড় বেঁচে (sluggish), গৌরবর্ণ ও বিয়ার মদ্যপানকারীদের পক্ষে এই ঔষধ বিশেষ উপকারী।

চরিত্রগত লক্ষণ ঃ—

১। বায়ুনলী, নাসিকা, জরায়ু, মূত্রনলী কিম্বা ক্ষতাদির যেস্থান হইতেই হউক যে শ্লেষ্মাময় স্রাব নির্গত হয়, তাহা রবার বা গাঢ় আঠার মত এবং টানিলে সুতার মত লম্বা হয় ; ২। গ্রীষ্মকালে কোনও পীড়ায় উৎপত্তি, খোলা বাতাসে থাকিলেই ঠান্ডা লাগে; ৩। বাত ও রক্তামাশয় একটির পর একটি হয় (এব্রোটেন); ৪। প্রতিদিন একসময়ে স্নায়ুশূল- বেদনা আরম্ভ ; ৫। শরীরের কোনও এক অল্পপরিসর স্থানে বেদনা উহা আঙুলের ডগা দিয়া আবৃত করা যায়; ৬। স্থান পরিবর্তনশীল বেদনা—অল্প সময়ের মধ্যেই একস্থান হইতে অন্যস্থানে চলিয়া যায় (ক্যালি-সল্ফ, ল্যাক-ক্যানাইনাম, পল্স) ; ৭। বেদনা হঠাৎ আসে, হঠাৎ যায় (বেল, ম্যাগ-ফস, ইগ্নে) ; ৮। নাকের গোড়ায় বেদনা (কপালে ও নাকের গোড়ায় বেদনা—ষ্টিক্টা) ; ৯। নাসিকা হইতে গাঢ় আঠার মত, দড়ির মত শুষ্ক জমাট, সবুজ বর্ণের তরল শ্লেষ্মা নির্গত হয়, সর্দ্দি বন্ধ হইলেই মাথার পশ্চাৎ হইতে ললাট পর্য্যন্ত ভয়ানক বেদনা করে ; ১০। নাসিকায় মন্টপ অস্থিতে ক্ষত, তাহা হইতে—রক্তাক্ত, শক্ত লম্বা, জমাট শ্লেষ্মা নির্গমন ; ১১। মুখের কিম্বা গলার ভিতরে উপদংশিক গভীর ক্ষত ; ১২। কন্ডাক্টারের টিকিট-পাঞ্চ করার মত ছোট গোলাকার ক্ষত ; ১৩। আলজিহবা ফুলিয়া থলির মত মোটা বা চেপ্টা হইয়া যায় ; কিন্তু তত লালবর্ণ হয় না ; ১৪। ক্রুপ রোগে গলা ধরা, ঘড়ঘড়ে কাশি ; ১৫। খুব মোটা ব্যক্তিদের রতিক্রিয়ায় অনিচ্ছা ; ১৬। পাকাশয়ের ক্ষত (round-ulcar) আহারের পর পেটফোলা ; ১৭। কলেরায় মূত্রাশয়ে প্রস্রাব না জমা ; ১৮। পুরাতন আমাশয় ; ১৯। লোকে ভালবাসে না তাচ্ছিল্যভাব।

ক্যালি-বাইক্রমের পীড়া—কোনও এক নিৰ্দ্দিষ্ট সময়ে আবির্ভূত হয়। কতকগুলি পীড়া—সকালে, কতকগুলি—সন্ধ্যায়, বাত প্রভৃতি পীড়া—বসন্তকালে; আমাশয়—প্রতিবৎসর বসন্তকালে কিম্বা গ্রীষ্মঋতুর প্রারম্ভে প্রকাশিত হয়।

ব্রঙ্কাইটীস (বায়ুনলীভুজ-প্রদাহ)—কাশির শব্দ ঘড়ঘড়ে, শ্লেষ্মার শ্বাসনলী পূর্ণ থাকিলেও শ্লেষ্মা সহজে উঠে না, রোগীর শ্বাসের মত টান হয় কিন্তু আহার করিলেই কাশির বৃদ্ধি (হায়োসিয়ামস) এবং বস্ত্রদ্বারা দেহ আবৃত করিয়া গরমে থাকিলে কাশির একটু উপশম হয়, কখনও কখনও শুইলে কাশি কম পড়ে। কাশির সহিত কখনও কখনও কোন গ্ল্যাণ্ডের ফোলা থাকে।

ক্যালি-বাইক্রম—সাধারণ কাশিতেও উপযোগী, উপরেই বলিয়াছি যে, ইহার কাশি কতকটা ক্রুপের কাশির মত ঘড়ঘড়ে এবং গয়ার সহজে উঠে না। ইহাতে সর্দ্দি যাহা উঠে তাহা সূতা বা তারের মত লম্বা হইয়া ঝোলে, হাত দিয়া টানিয়া ফেলিয়া দিতে হয়, কাশির বৃদ্ধি ভোর ৩টা হইতে ৪টার মধ্যে ও বিছানা হইতে উঠিবার পর। এমন-কার্ব্ব—ভোর ৩টা হইতে ৪টার মধ্যে কাশি বাড়া আছে, তবে এমন-কার্ব্বে—বুকে অত্যন্ত সর্দ্দি জমে, কাশি শুষ্ক এবং তাহার সঙ্গে স্বরভঙ্গ, বুকে চাপবোধ ও সাঁটিয়া ধরাভাব থাকে। ক্যালি-বাইক্রমে ও এমন-কার্ব্বে—সর্দ্দির রঙ নীলাভ ও চাপ চাপ ; এম্বাগ্রিসিয়া—নামক ঔষধেও চাপ্-চাপ্ নীলাভ সর্দ্দি নির্গমন লক্ষণ পাওয়া যায়। ক্যালি-বাইক্রমের কাশিতে গরা সুড়সুড় করে, প্রত্যেকবার শ্বাস গ্রহণকালে কাশির উদ্রেক হয়।

এমোনিয়াকম-গাম (Ammoniacum Gum)—অতিশয় দুর্ব্বল শরীর ও বৃদ্ধ ব্যক্তিগণের পুরাতন ব্রঙ্কাইটীস পীড়ায় এই ঔষধটি বিশেষ উপকারী; আমার বোধ হয় অতি অল্প চিকিৎসকই এই ঔষধটির ক্রিয়া লক্ষ্য করিয়াছেন। পুরাতন প্রাদাহিক ব্রঙ্কাইটীস পীড়ায়—পূঁযের মত অধিক পরিমাণে শ্লেষ্মা ফুসফুসে সঞ্চিত হয় ;কিন্তু কাশিলে গয়ার অল্প উঠে, ঠাণ্ডা বাতাস অসহ্য, একটুমাত্র ঠাণ্ডাতেই কাশি বাড়ে, শ্লেষ্মা—গাঢ় আঠার মত ও কঠিন, হঠাৎ দেখিলেই যেন ক্যালি-বাইক্রম মনে পড়ে (ক্যালি -বাইক্রমে—সর্দ্দি আঠার মত হইলেও পূঁযের মত সর্দ্দি উহাতে থাকে না), হৃৎপিণ্ডের গতি অত্যন্ত দ্রুত, রোগীর গলা শুকাইয়া যায়, শ্বাস-প্রশ্বাসে দারুণ কষ্ট, শুইতে পারে না। হাঁপানি-কাশিতে—কাশি কখনও সরল, কখনও গাঢ় আঠার মত পুনঃপুনঃ গয়ার তুলিয়া ফেলিতে চেষ্টা করে ; কিন্তু সহজে পারে না, কাশিতে বুক যেন ছিড়িয়া যায় ; বৃদ্ধদিগের গলায় জোর ঘড়ঘড় শব্দ হয়, এইগুলি এমোনিয়ার বিশেষ লক্ষণ। ক্রম—৩য় বিচূর্ণ।

ল্যারিণ্জাইটীস ও ফলিকিউলার-ফ্যারিণ্জাইটীস—আমাদের গলার ভিতর জিহবার গোড়ার ঠিক পাশাপাশি দুইটি নলী আছে—বায়ুনলী ও অন্ননলী। জিহবার গোড়া ও বায়ুনলীর উৰ্দ্ধভাগ (top of the trachea) ইহাদের মধ্যবর্তী স্থানকে—লেরিংস (স্বরযন্ত্র) এবং জিহবার গোড়ায় ফুঁদেলের আকার স্থান, যেখানে আহার বা পানীয় অন্ননলীতে প্রবেশ করিবার নিমিত্ত প্রথমে পতিত হয়, সেই স্থানকে—ফ্যারিংস কহে। উক্ত ফ্যারিংসের প্রদাহের নাম-ই হইল—ফ্যারিণজাইটীস। আবার আল্জিবের নিকট পোস্তদানার ন্যায় ক্ষুদ্র দানা-দানার মত একপ্রকার গ্ল্যাণ্ড থাকে, তাহার নাম—ফলিকলস্ ; ফলিকিউলার-ফ্যারিণ্জাইটীসে অর্থাৎ যাহার সম্বন্ধে এখানে বলা হইতেছে, তাহাতে এই সকল—গ্ল্যাণ্ড আক্রান্ত হয়। ফ্যারিণ্জাইটীসের প্রধান লক্ষণ—"কাশি" এবং গলাধরা ও চুপি চুপি কথা কহে, গলার ভিতর ঘা প্রভৃতি। ল্যারিণজাইটীসে—জ্বর গলায় বেদনা, কাশি,স্বরভঙ্গ, শ্বাস-প্রশ্বাসে কষ্ট ইত্যাদি কতকগুলি লক্ষণ থাকে। এই প্রবল পীড়ায় গলার ভিতর ফুলিয়া লালবর্ণ হওয়া, দ্রুত, মুখ দিয়া লালা নির্গমন এবং আঠার মত, তারের মত, সূতার মত লম্বা হইয়া গয়ার উঠা ইত্যাদি লক্ষণ থাকিলে—ক্যালি-বাইক্রম প্রযোজ্য। কাশিলে ষ্টার্ণমের মধ্যে বেদনা, ঐ বেদনা পশ্চাতে পরিচালিত হইয়া দুই কাঁধের মধ্যেও অনুভূত হয়। ল্যারিণজাইটীসের বা ফ্যারিণজাইটীসের কাশিতে—মেন্থা-পিপারেটা উপকারী।

হাঁপানি-কাশি (Asthma)—একটু মাত্র ঠাণ্ডা পড়িলেই—তাহা বর্ষা হউক আর শীত হউক, অমনই হাঁপানির টান ও কাশির বৃদ্ধি হয়। হাঁপানির টান যদি কখনও ভোর ৩/৪ টার মধ্যে বাড়ে এবং তৎসঙ্গে ক্যালি-বাইক্রমের নির্দ্দিষ্ট আঠা বা সূতার মত শ্লেষ্মা নির্গত হইতে থাকে, তাহা হইলে—ক্যালি-বাইক্রম অধিক উপযোগী। রোগী রাত্রিতে আদৌ শুইতে পারে না, সম্মুখে ঝুঁকিয়া বসিয়া থাকিতে বাধ্য হয়, কারণ তাহাতে একটু সুস্থ ও উপশমবোধ করে। আর্সেনিকেও—ক্যালি-বাইক্রমের নিৰ্দ্দিষ্ট চরিত্র-গত অনেকগুলি লক্ষণ আছে, কেবলমাত্র চটচটে আঠা বা সূতার মত শ্লেষ্মা নির্গমনটি নাই। হাঁপানিতে, আর্সেনিকের পর—ক্যালি-বাইক্রমে অনেক উপকার হয়। হায়োসিয়ামসে—

একপ্রকার আক্ষেপিক কাশি হয়, উহা রাত্রিতে এবং শুইলেই বাড়ে, রোগী তজ্জন্য দিন-রাত্রি হেঁট হইয়া বসিয়া থাকে। এমন-কার্ব্বে—কাশি ভোর ৩/৪ টা হইতে বাড়ে।

অজীর্ণ—মদ্যপায়ীদের অজীর্ণরোগে ক্যালি-বাইক্রম বিশেষ উপকারী। ইহাতে প্রায়ই বমি হয়, বমি কখনও পিত্তমিশ্রিত, তিক্ত, কখনও টক্ ও তৎসঙ্গে শ্লেষ্মা মিশ্রিত থাকে ; আইরিসেও—এইপ্রকার বমি হয় ; কিন্তু তাহাতে পেট হইতে গলা পর্য্যন্ত জ্বালা থাকে। ক্যালি-বাইক্রমের বমি নালার মত হড় হড়ে এবং উহা সূতা বা তারের মত লম্বা হইয়া মুখে ঝোলে, পাকস্থলীতে ক্ষত হইয়া বমি, তাহাতে পেটে কিছুমাত্র খাদ্য না থাকিলে—ক্যালি-বাইক্রম বিশেষ উপকারী। ক্যালি-বাইক্রমে জিহবার মূলদেশে হরিদ্রাবর্ণের লেপ থাকে (মার্কুরিয়স ও ন্যাট্রম-ফসের মত) রোগী পাকস্থলীতে নিয়ত ভার ও যন্ত্রণাবোধ করে। কিছু আহার করিবার ঠিক পরেই পেটে যন্ত্রণাবোধ, পেটফোলা ও পেটফাঁপা—নক্স-মস্কেটার লক্ষণ আহারের পর ৩/৪ ঘন্টা পরে পেটে যন্ত্রণা—নক্স ভমিকা। এনাকার্ডিয়মে—পেটের বেদনা কতকটা নক্স-ভমিকার মত হইলেও তাহাতে কিছু আহার করিলে যন্ত্রণার একটু উপশম হয়, খালিপেটে থাকিলে বরং যন্ত্রণা বাড়ে। ক্যালি-বাইক্রমে—অনেক সময় পেটফাঁপাসহ কোষ্ঠবদ্ধ থাকে।

মাথাব্যথা—মাথার কোনও এক অল্পপরিসর স্থানে ভয়ঙ্কর যন্ত্রণা দায়ক ব্যথা। ক্যালি-বাইক্রমে—মাথাব্যথার একটি আশ্চর্য্য বিশেষত্ব এই যে, মাথাব্যথা আরম্ভের পূর্ব্বে রোগী চক্ষুতে কিছুই দেখিতে পায় না, ক্রমে মাথাব্যথা বৃদ্ধির সহিত দৃষ্টিশক্তিরও বৃদ্ধি হইতে থাকে। সাইলিসিয়ায়—প্রথমে মাথাব্যথা ও পরে দৃষ্টিশক্তির লোপ হয়, ঠিক বিপরীত লক্ষণ। ক্যালি-বাইক্রমে—বেদনা প্রতিবারেই স্থান পরিবর্ত্তন করে, পল্‌সেটিলাতেও এই লক্ষণ আছে ; ক্যালি-বাইক্রমে—সমস্ত বেদনা বেলেডোনার মত হঠাৎ আসে ও হঠাৎ নিবৃত্তি হয়।

বেদনা—ক্যালি-বাইক্রমের বেদনা শরীরের ঠিক কোনও একটি নির্দ্দিষ্ট স্থানে অধিকক্ষণ স্থায়ী হয় না। বেদনা প্রতিবারেই স্থান পরিবর্ত্তন করে, অর্থাৎ একবার এখানে, একবার সেখানে—এইরূপভাবে পর পর ঘুরিতে থাকে (সল্‌ফার পল্‌স)। শরীরের কোনও অল্পপরিসর স্থানে বেদনা, একটি অঙ্গুলির অগ্রভাগ দ্বারা সেই স্থানটুকু আবৃত করিতে পারা যায়। ক্যালি-বাইক্রমের বেদনারও আবার একটু বিশেষত্ব আছে, টেনে বা খেঁচে ধরা কিম্বা ছিঁড়েফেলার মত (drawing and tearing pains), ঐরূপ খেঁচে বা টেনেধরা-বেদনা ইহাতে শরীরের সমস্ত অংশে, অর্থাৎ—পেশী, হাড়, পেরিয়ষ্টিয়ম এবং ঘাড়, গলা, পিঠ ইত্যাদি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সকল স্থানেই হইতে পারে। ইহার রোগ লক্ষণ বৈকালে বৃদ্ধি এবং নড়ন-চড়নে বেদনার উপশম হয়।

স্থান পরিবর্ত্তনশীল বেদনায়—নিম্নলিখিত আরও কয়েকটি ঔষধের উপরে দৃষ্টি রাখিবেন ঃ—

ম্যাঙ্গেনাম-এসেটিকাম—৬—২০০ শক্তি ; বেদনা একদিকের গাঁট হইতে অন্যদিকের গাঁটে যায়। পেটে টেনে খেঁচেধরা বেদনা—প্লম্বম।

ল্যাকে-ক্যানাইনাম (Lac Caninum)—৩০—২০০ শক্তি ; আজ একদিকের গাঁটে বা অন্য কোনও স্থানে বেদনা হয়, কাল সেই বেদনার হ্রাস হইয়া অন্য একদিকে বৃদ্ধি হয়, ইহার বেদনা পরিচালিত হইবারও একটু বিশেষত্ব আছে, বেদনা—ঢেরাকারে (crosswise) চালিত হয় অর্থাৎ আজ যদি ডান হস্তের উপর—বেদনা হয়, কাল বাম হস্তের নিম্নে—বেদনা হইবে, পরদিন কোন একদিকের নিম্নে বেদনা হইল, তাহার পরের দিন—ঠিক উপরে বেদনা হইবে।

পল্‌সেটিলা—ইহার বেদনা—স্থান হইতে স্থানান্তরে পরিচালিত হয় ও প্রথমে যে স্থানে বেদনা হয়, সেই স্থানে কিছু সময় বা কিছুদিন স্থায়ী বেদনা থাকে (ক্যালি-বাইক্রমে—বেদনা অল্প সময় স্থায়ী হয়)।

ক্যালি-সলফ—হাত, পা, কোমর, গাঁট প্রভৃতি সকল স্থানেই বেদনা হয়, বেদনা—গরমে ও সন্ধ্যা হইতে বাড়ে এবং এক স্থান হইতে অন্য স্থানে সরিয়া বেড়ায়। ইহার লক্ষণ অনেকটা—পল্‌সেটিলার মত।

বাত—বাতের বেদনা সর্ব্বদা স্থান পরিবর্ত্তন করে ও ঠাণ্ডায় বৃদ্ধি হয়। ইহাতে হাতের, পায়ের, কব্জির, কনুইয়ের, হাঁটুর, আঙুলের, পায়ের গোড়ালীতে ইত্যাদি সকল স্থানেরই গাঁট আক্রান্ত হয়। পুরাতন বাত হঠাৎ শরীরের একস্থান আক্রমণ করে ; কিন্তু শীঘ্র উহা সে স্থান ত্যাগ করিয়া অন্য স্থানে চলিয়া যায়। যে সকল ব্যক্তি প্রতি বৎসর বসন্তকালে এই পীড়ায় আক্রান্ত হয়, তাহাদের পক্ষে—ক্যালি-বাইক্রম বিশেষ উপকারী। ডাঃ লিপি বলেন—ক্যালি-বাইক্রমের বাত ও গ্যাষ্ট্রীস লক্ষণ অনেকটা পাল্টা পাল্টি ভাবে প্রকাশিত হয়, অর্থাৎ বাতের উপসর্গ উপশমিত হইলে গ্যাষ্ট্রীক লক্ষণ (বাহে-বমি ইত্যাদি) এবং গ্যাষ্ট্রীক লক্ষণ উপশমিত হইলে—বাতের বেদনা পুনরাবির্ভূত হয়। ডাঃ ফ্যারিংটন বলেন—প্রমেহ-সম্ভূত-বাতে ক্যালি-বাইক্রম উপকারী। গর্ম্মীপীড়াজনিত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে বাতের মত বেদনায় ও পেরিয়ষ্ট্রাইটীস্ পীড়ায়—ক্যালি-বাইক্রম বিশেষ ফলপ্রদ।

মেরুপুচ্ছের (Coccyx) ও পাছার হাড়ে বেদনা—বসিলে বৃদ্ধি হয়, বামদিকের সায়েটিকা—নড়িলে-চড়িলে, পা গুটাইয়া থাকিলে, হাঁটু গাড়িয়া বসিলে বেদনার উপশম এবং দাঁড়াইলে, বসিলে, শুইলে ও চাপে বাড়ে।

চক্ষুর পীড়া—সকালে নিদ্রা হইতে উঠিবার পর হরিদ্রাবর্ণের ঘন পূঁযের মত পিচুটীর দ্বারা চক্ষু জুড়িয়া থাকে, চক্ষুর পাতা ফোলা-ফোলা দেখায়। কোনও পীড়া খুব ধীরে ধীরে বৃদ্ধি হইলে ততটা কষ্টদায়ক হয় না, ক্যালি-বাইক্রমের চক্ষুর পীড়া ও সেইজন্য ধীরে ধীরে বৃদ্ধি হয় বলিয়া ততটা আলোকাতঙ্ক থাকে না। চক্ষুর শার্ঙ্গত্বকের (শার্ঙ্গত্বক কাহাকে বলে—পর পৃষ্ঠায় "দ্রষ্টব্যাটি" পাঠ করুন) ক্ষতে—পীড়া খুব ধীরে ধীরে বৃদ্ধি হইলে এবং তৎসঙ্গে অত্যধিক আলোকভীতি, চক্ষুর লালিমা, হরিদ্রাবর্ণের পূঁয বা পিচুটীপড়া ইত্যাদি লক্ষণগুলি থাকিলে—ক্যালি-বাইক্রম উপযোগী। আইরাইটীস্ (আইরিসের প্রদাহ) পীড়ায় যখন প্রদাহভাগ কমিয়া যায় অথবা অতি অল্প মাত্র থাকে, আলোকভীতি থাকে না, তখন ইহা উপকারী। হামের পর যদি দেখা যায় যে, চক্ষুর স্বচ্ছত্বকে

(কর্ণিয়ায়) ছোট ছোট ফুস্কুড়ির বা ফোস্কার মত উদ্ভেদ বাহির হইতেছে, তখন ইহা পল্‌সেটিলা অপেক্ষাও উপকারী। পল্‌সেটিলার লক্ষণ সমূহ মৃদু, ক্যালি-বাইক্রমে—চক্ষুতে ক্ষত, পূঁযে চক্ষু জুড়িয়া যাওয়া ব্যতীত কর্ণ হইতে দুর্গন্ধ পূঁয নির্গত হওয়া ও অত্যন্ত বেদনা ইত্যাদি লক্ষণও থাকে। তদ্ভিন্ন—কর্ণের ছিদ্রের চতুষ্পার্শ ফুলিয়া উঠে, গ্ল্যাণ্ডেরও প্রদাহ হইয়া ক্রমশঃ ফুলিয়া উঠে। এখানে পল্‌সেটিলার সহিত প্রভেদ এই যে, রোগ লক্ষণ মৃদুপ্রকারের হইলে—পল্‌সেটিলা ; আর যখন চক্ষু, মুখ নাসিকা ইত্যাদিতে ক্ষত হয় এবং ক্ষত হইতে স্রাব—সূতার মত লম্বা বা আঠার মত চট্‌চটে হইয়া নির্গত হয়, তখন—ক্যালি-বাইক্রম উপকারী।

দ্রষ্টব্য ঃ—চক্ষুর পীড়ার ঔষধসমূহ বর্ণনাকালে এই পুস্তকের কোনও স্থানে শার্ঙ্গত্বক, স্বচ্ছত্বক, কর্ণিয়া এবং কোনও স্থানে—চক্ষুর তারা, উপতারা, আইরিস, পিউপিল ইত্যাদি নানাপ্রকার বাঙ্গলা ইংরাজী শব্দ ইচ্ছামত ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে, তজ্জন্য তাহাদের বিষয় মোটামুটি একটু বলিতে বাধ্য হইলাম ঃ—

বাহির হইতে ভাল করিয়া দেখিলে দেখা যায় যে, চক্ষুর গোলাকার সমস্ত কাল অংশটির ঠিক মধ্যস্থলে আর একটি ক্ষুদ্র গোলাকার (hollow) অংশ আছে, উহাকে—চক্ষুর মণি, ইংরাজীতে (pupil) পিউপিল বলে, উক্ত পিউপিলের চতুর্দ্দিকস্থ যে গোলাকার কৃষ্ণবর্ণ অংশ, তাহাকে—উপতারা, তারা ইংরাজীতে (Iris) আইরিস কহে (স্তনের অগ্রভাগের সহিত ইহার অনেকটা তুলনা হয় , যেমন স্তনের বোঁটাটী—পিউপিল, বোঁটার চারিপাশের সমস্ত গোলাকার কাল অংশটি—আইরিস) ; উক্ত পিউপিল ও আইরিস অর্থাৎ সমুদয় কাল অংশেরই একটি স্বচ্ছ পাতলা আবরণ আছে ; সেই আবরণেরই নাম—শার্ঙ্গত্বক বা স্বচ্ছত্বক উহার ইংরাজী নাম (cornea) কর্ণিয়া। কর্ণিয়ার প্রান্তভাগ হইতে চক্ষুর উপরের সাদা পুরু অংশকে—শ্বেতপটল, ইংরাজীতে (sclera) স্ক্লেরা কহে। স্ক্লেরা, কর্ণিয়া অর্থাৎ চক্ষুর সাদা, কাল সমস্ত অংশটিই আবার একটি অতি পাতলা স্বচ্ছ পর্দার দ্বারা ঢাকা আছে, সেই পর্দা চক্ষুর পাতা পর্য্যন্ত বিস্তৃত, উহাকে যোজকত্বক, ইংরাজীতে (conjunctiva) কনজংটাইভা কহে। এই মেটিরিয়ার মধ্যে যেখানে কনজংটাইভাইটীস পীড়ার উল্লেখ আছে, তাহা উক্ত কনজংটাইভারই প্রদাহমাত্র ; অতএব এই পুস্তকের মধ্যে যেখানে যাহাই লেখা থাকুক না কেন, তাহা বুঝিতে বোধ হয় আর কাহারও অধিক কষ্ট হইবে না

কর্ণের পীড়া—কাণে পূঁয হইয়া অত্যন্ত বেদনা ও যন্ত্রণা, এই বেদনা কাণ হইতে প্রথমে আরম্ভ হইয়া ক্রমশঃ মাথা ও মাথা হইতে ঘাড়ে পর্য্যন্ত পরিচালিত হয় ও ঘাড়ের গ্ল্যাণ্ড্ ফুলিয়া উঠে, ইহাতে যেদিকের কাণ আক্রান্ত হয়, সেইদিকের প্যারোটিড-গ্ল্যাণ্ড্ ও আক্রান্ত হইয়া থাকে।

নাসিকার পীড়া—শক্ত শক্ত ডেলার মত শ্লেষ্মা নাসিকা হইতে নির্গত হওয়া—ক্যালি-বাইক্রমের লক্ষণ ; প্রাতে সবুজবর্ণের চটচটে শক্ত আঠার মত শ্লেষ্মা নির্গমণ হইলে ও নাসিকার মধ্যে নিয়ত পিচুটি জমিলে—ক্যালি-বাইক্রম উপকারী।

নাসিকার ক্ষত (Ozoena), সূতার মত লম্বা বা আঠার মত চট্‌চটে সর্দ্দি নাসিকা দিয়া নির্গমণ, নাসিকায় চাব্‌ড়া মাম্‌ড়ি পড়া—ক্যালি-বাইক্রমে নির্দ্দিষ্ট।

ক্যালি-বাইক্রমে—প্রথমে জলের মত তরুণ সর্দ্দি হইয়া পরে উহা ঘন এবং ক্রমে অত্যন্ত কঠিন হয় ও জমাট বাঁধে এবং নাসিকার মাম্‌ড়ি পড়িয়া তথায় ক্ষত হয় ; তদ্ভিন্ন ক্যালি-বাইক্রমে—সেপ্টম অস্থিতে (নাসিকার ভেদক অস্থিতে) ক্ষত হয় এবং সেই ক্ষত ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইয়া অবশেষে সেপ্টম-অস্থিখানিকে একেবারে নষ্ট করিয়া ফেলে। উপদংশজনিত নাসিকার উক্তপ্রকার পীড়ায়—ক্যালি-বাইক্রম বিশেষ উপকারী। (অরম-মেট অধ্যায়—১৪১ পৃষ্ঠা দেখুন)।

পারদ কিম্বা উপদংশ পীড়া হেতু নাসিকার ক্ষতে—অরম-মেটালিকাম, ক্যালি-বাইক্রম, নাইট্রিক-এসিড, মার্কুরিয়স, ল্যাকেসিস ইত্যাদি ঔষধ উপযোগী। নাসিকার অস্থির উপর ক্ষত হইলে—অরম-মেটালিকাম ও মাংসলস্থানের ক্ষতে—ক্যালি-বাইক্রম অধিক উপকারী বলিয়া ধারণা হয়। ক্যালি-বাইক্রমে—প্রথমে একটা ফুস্কুড়ির মত হয়, পরে তাহা গভীর হইয়া তথায় (কনডক্টারের টিকিট-পাঞ্চের মত গোলাকার) ছিদ্র হয় ও সেই ছিদ্র ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইয়া পার্শ্বস্থ স্থানটিকে ধ্বংস করে। নাসিকার পুরাতন সর্দ্দিতে (catarrh)—স্রাব আঠার মত হইলে এবং প্রমেহ-বিষ-দুষ্ট ধাতুর নাসিকার ক্ষতে স্রাব হরিদ্রা বা সবুজবর্ণের থাকিলে—ক্যালি-বাইক্রম ফলপ্রদ (অমর-মিউর—নাসিকা অস্থিক্ষতের ভাল ঔষধ—১৪৩ পৃষ্ঠা)।

জিহ্বার পীড়া—গর্ম্মীপীড়াজনিত জিহবার উপর ক্ষত, এপিথেলিওমা প্রভৃতি। ক্যালি-বাইক্রম—জিহবার পশ্চাতে ও গলায় যেন একগাছা চুল জড়াইয়া আছে এরূপ অনুভব হয়, কিছু পানাহার করিলে ও সে ভাব দূর হয় না, জিহবায় অত্যন্ত বেদনা ও ঠোঁটের উপরে ক্ষত থাকে।

ক্ষত—ক্যালি-বাইক্রমের ক্ষতের আকার গোল, উহা ক্রমশঃ গভীর ও নীচের দিকে পরিচালিত হয়। মার্কুরিয়সের ক্ষতের ধার অ-সম ও এব্‌ড়ো থেব্‌ড়ো, ক্ষত ভাসা (superficial), তাহা ক্রমশঃ পার্শ্বের দিকে পরিচালিত হয়।

উদরাময়—রোগী মলদ্বারে একটা ছোট ডেলার (plug) মত কিছু আটকাইয়া আছে বিবেচনা করে, এই লক্ষণটি—ল্যাকেসিসেও আছে ; ল্যাকেসিসের বাহ্যে—তৃণ-ভষ্মগোলার মত কাল, অত্যন্ত দুর্গন্ধ। ক্যালি-বাইক্রমে—কটা রঙের ফেণাযুক্ত জলের মত তরল বাহ্যে সহিত মলদ্বারে জ্বালা ও বাহ্যের পর আমাশয়ের মত বেগ ও কুন্থন থাকে। ইহাতে ভেদ প্রাতঃকালেই অধিক হয়। ক্যালি-বাইক্রম—উদরাময় অপেক্ষা আমাশয়েই অধিক ব্যবহৃত হয়। শরৎ ও গ্রীষ্মকালের প্রথমে যাহারা প্রায়ই আমাশয় পীড়ায় ভোগে, ইহা তাহাদের পক্ষে বড়ই উপকারী। ইহার মল প্রায় জেলী অর্থাৎ মণ্ডের মত থক্‌থকে ও রক্তমিশ্রিত, কোঁথানি থাকে। জিহবা চকচকে, রক্তবর্ণ ও কাটা কাটা, জ্বর বা পিপাসা থাকে না।

গর্ম্মী ও উপদংশের পীড়া—প্রথমে একটি ক্ষুদ্র ছিদ্রের মত গোলাকার ক্ষত হইয়া ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হয় এবং তাহা হইতে চট্‌চটে আঠার মত রস ঝরিতে থাকে। উপদংশ-পীড়াগ্রস্ত রোগীর নাসিকার কিম্বা গলার ক্ষতে—ক্যালি-বাইক্রম অমূল্য ঔষধ। ক্রমিক-এসিডেও—এই লক্ষণ আছে।

চর্ম্মপীড়া—চর্মরোগ যেমন শীতকালে বৃদ্ধি হইলে—পেট্রোলিয়ম এলিউমিনা উপকারী ; চর্মরোগ তেমনই শীতকালে উপশমিত হইলে—ক্যালি-বাইক্রম উপযোগী (৫২৫ পৃষ্ঠায় একজিমা দেখুন)

কোষ্ঠবদ্ধ—পুরাতন কিম্বা কোন নির্দ্দিষ্ট সময় অন্তর আবির্ভাবশীল কোষ্ঠবদ্ধ (সাধারণতঃ প্রায় প্রতি ৩ মাস অন্তর রোগী একবার কষ্টভোগ করে); মল কঠিন ও শুষ্ক, উহা অতিকষ্টে নির্গত হয়। মলত্যাগের পর মলদ্বার অত্যন্ত জ্বালা করে। ক্যালি-বাইক্রমে—উপরোক্ত লক্ষণ ভিন্ন মলদ্বারে কখনও কখনও ক্ষতের মত ভয়ানক বেদনা থাকে একটু চলাফেরা করিলে ঐ বেদনা বাড়ে, রোগী মনে করে যেন মলদ্বারে একটা বুজী (plug) দেওয়া রহিয়াছে, বেদনা সময়ে সময়ে এত অধিক হয় যে বসিতে পারে না।

ওলাউঠা—ইউরিমিয়া, মূত্রাশয়ে প্রস্রাব জমে না।

বৃদ্ধি—গ্রীষ্মে, গরম ঋতুতে।

সম্বন্ধ—ঘুংড়ীতে—ব্রোমিয়ম, আয়োডাম্ ও হিপার, ঔপদংশিক রোগে—ক্যালি-আয়োড, এসিড-নাইট্রিক, ফাইটোলক্কা ; দ্রুত স্থান পরিবর্ত্তনশীল বেদনায়—ক্যালি-সল্ফ, ল্যাক্-ক্যানাইনাম, পল্‌স ; হঠাৎ আবির্ভাবশীল বেদনায়—এসিড-ক্রমিক, বেলেডোনা, ম্যাগ-ফস ; নাসিকা হইতে গাঢ় আঠার ন্যায় শ্লেষ্মা নির্গমনে—গ্র্যাফাইটীস, হাইড্রাষ্টি, আইরিস প্রভৃতি—ক্যালি-বাইক্রমের সমকক্ষ। ক্যালকেরিয়ার পর উহা ফলপ্রদ নহে।

ক্রিয়ানাশক—আর্স, ল্যাকে, পল্‌স।

ক্রিয়া স্থিতিকাল—৩০ দিন।

ক্রম—৬—২০০ (হাঁপানিতে নিম্নশক্তি)।

ফরমূলা—টিংচার ৫—বি ; বিচূর্ণ—৭।

ক্যালি-ব্রোম (Kali Bromatum)

(ব্রোমাইড-অফ-পটাস—১ ভাগ, ৯৯ ভাগ ডিসটিল্ড-ওয়াটারে দ্রবা করিয়া—২ × ক্রম ; ডাইলিউট-এল্‌কোহলে ৩ × ক্রম, ইহার পর হইতে সমস্ত এল্‌কোহলে প্রস্তুত হয় ; ইহার ট্রাইটুরেসনও ব্যবহৃত হয়। মস্তিষ্ক ও স্নায়ুমণ্ডলীর উপর ইহার প্রধান ক্রিয়া। যুবা ব্যক্তি অপেক্ষা শিশুদের পীড়ায় ইহা শীঘ্র ক্রিয়া প্রকাশ করে।

চরিত্রগত লক্ষণ ঃ—

১। স্নায়ু প্রধান, অস্থির ব্যক্তি—স্থির হইয়া এক দণ্ডও বসিয়া থাকিতে পারে না, হাত ও হাতের আঙ্গুল ক্রমাগত নাড়িতে থাকে, হাত দুইটি অনবরত নাড়ে (পা নাড়ে—জিঙ্ক) ; ২। শিশুরা ঘুমাইতে ঘুমাইতে ভূতের ভয় দেখিয়া চীৎকার করিয়া উঠে, দাঁত কড়্মড়্ করে ; ৩। স্মরণ শক্তির হ্রাস, কোন কথা কহিতে কহিতে কি বলিতেছিল ভুলিয়া যায় (এনাকার্ড) ; ৪। বিষয় সম্পত্তি, মান মর্যাদা, ব্যবসা ইত্যাদি নষ্ট হইবার কিম্বা দুঃখ নিবন্ধন অস্থিরতা ও অনিদ্রা ; ৫। ভয়, রাগ অথবা অত্যধিক আনন্দ বশতঃ এবং প্রসবকালীন, দন্তোদ্গমকালীন ও হুপিং-কাশি ইত্যাদিতে আক্ষেপ (spasm) ; ৬। পিতৃপুরুষাগত উপদংশসম্ভূত টিউবারকিউলার, পীড়া, ঋতুর ২/১ দিন পূর্ব্বে ও শুক্লপক্ষে—মৃগীরোগ ; ৭। তোতলা কথা, ধীরে ধীরে অতি কষ্টে কথা কহে ; ৮। শিশু-কলেরায় মস্তিষ্কে জল সঞ্চয় হইবার পূর্ব্বে মস্তিষ্কে ইরিটেস অর্থাৎ হাইড্রোকেফালসের প্রথম অবস্থা ; ৯। শিশুদের প্রত্যেক দিন প্রাতঃকালে ৬টার সময় কলিক-বেদনা ধরে (বৈকাল ৪টায়—কলোসিন্থ লাইকো) ; ১০। উন্মত্ততা ; ১১। সমস্ত শরীর যেন কিছু ফোটাইতেছে এরূপ অনুভব ; ১২। গর্ভাবস্থায় ভয়ঙ্কর অবিরাম শুষ্ক কাশি, তাহাতে যেন গর্ভস্রাবের উপক্রম হয় ; ১৩। অত্যন্ত অস্থিরতা, কিছুতেই একস্থানে থাকিতে পারে না, কোনও কাজে সর্ব্বদা নিযুক্ত থাকা চাই।

বাতুলতা—এই পীড়ার সহিত রোগীর আদৌ নিদ্রা হয় না ; স্বপ্নে ভূত প্রেত দেখে, দাঁতে দাঁতে ঘষে, গোঁ গোঁ করে, মনে করে যেন তাহাকে কেহ বিষ খাওয়াইবে (হায়োসিয়ামস, গ্লোনয়িন)।

মস্তিষ্কের দুর্ব্বলতা—সর্ব্বদাই বিষন্ন ও মনমরা, স্মৃতিশক্তির লোপ অপরিমিত ইন্দ্রিয়চালনা ও শুক্রক্ষয়জনিত এই পীড়া হইলে—ক্যালি-ব্রোম উপকারী। অতিশয় পরিশ্রম করিয়া কিম্বা নানাপ্রকার বিষয়ে (উকিল ব্যারিষ্টার, বিদ্যালোকগণের) বহুদিন ধরিয়া ভাবনা-চিন্তা করিয়া মস্তিষ্কের দুর্ব্বলতা অর্থাৎ—মাথাঘোরা, হাত-পা কাঁপা ইত্যাদি।

কলেরা—কলেরায় যেখানে ক্রমাগত বাহ্যে বমি হইয়া রোগী অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছে, গা ঠাণ্ডা, হাত এবং হাতের কব্জি যেন বরফের মত ঠাণ্ডা ও শিথিল, নিদ্রা যাইতে পারিতেছে না, ক্রমাগত ছট্‌ফট্ করিতেছে কিম্বা বিকার লক্ষণ সকল দেখা দিতেছে, তথায় এই ঔষধে বিশেষ উপকার হইবে। ইহাতে পেশীর অনবরত কম্পন, সবুজ রঙের দুর্গন্ধ বাহ্যে, অত্যন্ত পিপাসা, বমি ইত্যাদি থাকে। ইউরিমিয়াজনিত জ্বর-বিকারে কখনও পরিচ্ছন্নভাব, শ্বাসকষ্ট, প্রস্রাব বন্ধ ইত্যাদি থাকিলেও ইহা উপকারী।

হাইড্রোকেফালস্—ক্রমাগত বাহ্যে বমি হইয়া কিম্বা বারম্বার উদরাময়ে ভুগিয়া এই পীড়া হইলে—ক্যালি-ব্রোম উপকারী (মস্তিষ্কের জলসঞ্চয় হইবার পূর্ব্বে)। মস্তিষ্কের প্রদাহ, চক্ষুর তারা প্রসারিত, হাত-পা ঠাণ্ডা।

মস্তিষ্কের রক্তশূন্যতা—(Cerebral anaemia)—হাত-পা-সর্ব্বদাই শীতল, আচ্ছন্নভাব কিম্বা সম্পূর্ণ অজ্ঞান (complete coma) ; পিউপিল প্রসারিত (pupil dilated)।

স্বপ্নদোষ ও ধাতুদৌর্ব্বল্য—যথায় কামপ্রবৃত্তি ক্রমশঃ কমিয়া আসে, লিঙ্গোদ্রেক না হইয়া স্বতঃই রেতঃস্খলন হয় এবং স্বপ্নদোষের সহিত হাত-পা ঝিন্ ঝিন্ করে ; দুর্ব্বলতা ও বিষন্নভাবাদি আসিয়া পড়ে ; তথায় ক্যালি-ব্রোমে অন্যান্য ঔষধ অপেক্ষা শীঘ্র ফল পাইবেন।

অতিরিক্ত স্ত্রী-সংসর্গের অথবা হস্তমৈথুনাদির নিমিত্ত ধাতুদৌর্ব্বল্য, বিমর্ষতা,

স্মরণশক্তির হ্রাস, হাত-পা ও অন্যান্য অঙ্গের অসাড়তা ইত্যাদি উপসর্গাদি প্রকাশ পাইলে ইহাতে উপকার হইবে (স্যালিক্স-নায়গ্রা ৫৭৮ পৃষ্ঠা দেখুন)।

স্নায়ুদৌর্ব্বল্য—প্রথমেই বলিয়াছি যে স্নায়ুমণ্ডলীর উপর ব্রোমাইডের প্রধান ক্রিয়া। ব্রোমাইডে—পেরিফেরাল্-নার্ভের ইরিটেসন উৎপাদন করে, সেইজন্যই দন্তনির্গমন জনিত রিফ্লেক্স-ইরিটেসনহেতু—তড়কা, ফিট কন্ভলসন ইত্যাদিতে ইহার দ্বারা উপকার হয়।

ব্রেণ-ফ্যাগ্ (Brain-fag)—লেখাপড়া ব্যবসায়ের উন্নতি ইত্যাদি কারণে অতিরিক্ত মানসিক পরিশ্রম করিলে শীঘ্র শীঘ্র মস্তিষ্ক নষ্ট হইয়া যায় ; রোগী ক্রমশঃ খিটখিটে হয়, সামান্য কারণে কাঁদে, মাথা ধরে, বুক ধড়ফড় করে, পিঠে পোকাচলার মত যেন কি সড়সড় করে, স্মরণশক্তিরও হ্রাস হয়, শরীরে ও পায়ে বল থাকে না, ক্ষুধালোপ হয়, ঘুম হয় না ইত্যাদি কতকগুলি লক্ষণ এবং অন্যান্য স্নায়ুদৌর্ব্বল্যের লক্ষণ সমূহও প্রকাশ পায়, ইহাকে—ব্রেণ-ফ্যাগ্ বা মস্তিষ্কশূন্যতা পীড়া কহে ; এই পীড়ায় রোগী মাথা অসাড় বলিয়া বিবেচনা করে, মনে করে যেন সে জ্ঞান হারাইয়াছে, স্মরণ-শক্তির হ্রাস হয়, কথা কহিতে কহিতে মধ্যে ভুলিয়া যায়, লিখিতে বানান ভুল করে, এই সমস্ত লক্ষণে—কালি-ব্রোম উপকারী।

একজিমা ও ব্রেণ—মুখে গায়ে ব্রণ হয় এবং একজিমার সহিত ছোট ছোট ফোড়া—তাহা পাকে ও তাহার ভিতর পূঁয জন্মায়।

বয়সকালে অর্থাৎ যৌবনে অনেকের মুখে একপ্রকার ব্রণ বা স্ফোটক বাহির হয়, তাহাকে বয়স্ফোটক কহে—ক্যালি-ব্রোমই তাহার ঔষধ।

স্ত্রী-ব্যাধি—ওভেরির (ডিম্বকোষের) কিম্বা ব্রড-লিগামেন্টের (জরায়ু-বন্ধনীর) সিষ্টিক-টিউমার (কোমল-অর্ব্বুদ), ওভেরির নিউর‍্যাল্জিয়া, উহাদের সহিত রোগিনীর অত্যন্ত স্নায়বিক অবসাদ থাকে।

নিদ্রায় ভয় পাওয়া (Night terrors)—শিশু ঘুমাইতে ঘুমাইতে হঠাৎ চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠে, থর্থর্ করিয়া কাঁপে, সে সময় যেন কিছুমাত্র জ্ঞান থাকে না, পার্শ্বে কোথায় কি হইতেছে কিছুই জানিতে পারে না (হায়োসিয়ামস, ল্যাকেসিস)।

মৃগী (Epilepsy)—এব্‌সিন্থিয়াম অধ্যায়ে ১০ পৃষ্ঠা দেখুন।

কাশি—গর্ভাবস্থায় প্রত্যাবৃত্ত-ক্রিয়াজনিত কাশিতে (reflex cough) এবং রাত্রিকালে হুপিং-কফের মত একপ্রকার শুষ্ক কষ্টকর আক্ষেপিক দমকা কাশিতে—ক্যালি-ব্রোম উপকারী।

হিক্কা—অনবরত হিক্কা, হিক্কায় বিরাম নাই (নক্স-৫০৮ পৃঃ দেখুন)।

প্রস্রাবের পীড়া—বহুমূত্র, অত্যন্ত পিপাসার সহিত বহু পরিমাণে প্রস্রাব, প্রস্রাবের সহিত সুগার বা ফস্ফেট নির্গমন, প্রস্রাবের বেগ ধারণ করিতে পারে না, রোগী ক্রমশঃ দুর্ব্বল ও রক্তহীন হইয়া পড়ে।

এতদ্ভিন্ন, ক্যালি-ব্রোম—তরুণ উন্মত্ততা, প্রসবের পর উন্মাদ হওয়া, অনিদ্রা, লোকোমোটর-য়্যাটাক্সি, পক্ষাঘাত, স্পার্মাটোরিয়া, ধ্বজভঙ্গ, প্রসবের

পর একাদশ দিনের মধ্যে জরায়ু স্বাভাবিক অবস্থা প্রাপ্ত না হওয়া, মলদ্বারবোধক পেশীর পক্ষাঘাত ইতাদি পীড়াতেও ব্যবহৃত হয়।

বৃদ্ধি—গ্রীষ্মকালে ; রাত্রি ২ টার সময় এবং শিশুদের অম্লশূল—প্রত্যহ রাত্রি ৫টায়, ক্যালি-ব্রোমে—শয়নান্তে কাশির ও মস্তক অবনত করিলে মাথাঘোরার বৃদ্ধি হয়।

উপশম—কার্য্যে অন্যমনস্ক থাকিলে, শীতল বায়ুতে।

ক্রিয়ানাশক—ক্যাম্ফর, হেলোনি, নক্স, জিঙ্ক।

ক্রম—মূল বিচূর্ণ—৫ গ্রেণ, ৩ x—২০০ শক্তি।

ফরমূলা—টিংচার—৫-বি, বিচূর্ণ—৭।

ক্যালি-কার্ব্ব (Kali Carbonicum.)

(কার্ব্বনেট-অফ-পটাস)—খুব মোটা থল্থলে লোক এবং যাহাদের শরীরের মাংসপেশী ঢিলা, তাহাদের পীড়ায় ইহা অধিক উপযোগী।

চরিত্রগত লক্ষণ ঃ—

১। শরীরের রস-রক্তক্ষয় কিম্বা জীবনীশক্তির হ্রাসহেতু রক্তহীনতা (anaemia); ২। ছুঁচফোটান কিম্বা তীরবেঁধার মত বেদনা, আক্রান্ত অংশ চাপিয়া শুইলে কিম্বা বিশ্রামে সেই বেদনার আরও বৃদ্ধি (উপশম—ব্রায়োনিয়া), বেদনা-যন্ত্রণা—গরম সেক্ প্রয়োগে কিছু উপশমবোধ ; ৩। চক্ষুর উপর পাতা ও ভ্রূর মধ্যস্থলে থলীর মত ফোলা ; ৪। স্ত্রী-সহবাস, স্বপ্ন দোষ, গর্ভস্রাব, ঘাম প্রভৃতির পর দৃষ্টিশক্তির দুর্ব্বলতা ; ৫। বেদনার স্থানে অত্যন্ত স্পর্শসহিষ্ণুতা—একটু ছুঁইলেই তথায় যন্ত্রণা আরম্ভ হয় (বেদনা—পায়ের তলায় অধিক) ; ৬। ঠাণ্ডা বাতাস ও শীত সহ্য হয় না, গরমে সুস্থ বোধ, প্রত্যেক ঋতু পরিবর্ত্তনেই শরীর অসুস্থ হয় ; ৭। পাকস্থলী খুব ফুলিয়া উঠে, সে সময় পেট ছুঁইলেও কষ্ট হয়, যাহা পান কিম্বা আহার করে বোধ হয় যেন সমস্তই বায়ুতে পরিণত হইতেছে, ঢেকুর উঠিলে উপশম ; ৮। প্রাতে মুখ ধুইবার সময় নাক দিয়া রক্ত পড়া (এমন-কার্ব্ব, আর্ণিকা) ; ৯। কিছু খাইলেই এবং ঠাণ্ডা বা গরম কিছুমাত্র দাঁতে ঠেকিলেই দাঁত বেদনা করে ; ১০। একলা থাকিতে পারে না, নিয়ত সঙ্গী চায় (একেলা থাকিতে চায়—ইগ্নে, নক্স); ১১। কাশি—সাময়িক ও শুষ্ক, আক্ষেপিক-কাশি—ওয়াক উঠে, ভুক্ত দ্রব্য বমি হয় ; ভোর ৩। ৪ টার সময় পীড়ার বৃদ্ধি ; ১২। ঋতুর সময়ে এবং পূর্ব্বে অত্যন্ত কোমর বেদনা ; ১৩। হাঁপানির কষ্ট—উঠিয়া বসিলে কিম্বা হেঁট হইয়া থাকিলে কিঞ্চিত উপশম, রাত্রি ২টা হইতে ৪টায় বৃদ্ধি ; ১৪। গিলিবার সময় গলায় কাঁটা ফোটার মত বেদনা (হিপার, এসিড নাইট্রিকের মত) ; ১৫। কোষ্ঠবদ্ধ—মল বড় ন্যাড়, মলত্যাগের দুই এক ঘন্টা পূর্ব্ব হইতে কলিক-বেদনা, মলদ্বারে যেন ছুঁচফোটায় ; ১৬। সবিরাম জ্বর—বেলা ৯টা হইতে ১২টায় এবং সন্ধ্যা ৫া হইতে ৬টায় আক্রমণ করে ; ১৭। প্রাতে রোগ বৃদ্ধি ; ১৮। নিমোনিয়ায় কিম্বা অন্য কোন ফুসফুসের পীড়ায় ফুসফুসে ক্ষত হইলে স্বয়ং হ্যানিম্যান বলেন—ক্যালি-কার্ব্ব ভিন্ন রোগী

কৃচিৎ আরোগ্য হয়, ১৯। ঋতুর গোলযোগ এবং প্রসব বা গর্ভস্রাবের পর কতিপয় পীড়া।

ধাতুগত পৃথক লক্ষণ—ক্যাল্‌কেরিয়া-কার্ব্বের রোগীর বর্ষাকালে এবং ক্যালি-কার্ব্বের রোগীর শীতে পীড়ার বৃদ্ধি হয় ; ক্যাল্‌কেরিয়া-কার্ব্বের রোগী—শীত হইলেও শুষ্ক খট্‌খটে স্থানে থাকিলেও ভাল থাকে; ক্যালি-কার্ব্বের রোগী—স্থান ভিজা সেঁৎসেতে হইলেও—হাওয়া গরম থাকিলে সেইস্থানে ভাল থাকে। ক্যালি-কার্ব্ব-একটী এন্টিসোরিক ঔষধ।

ছুঁচফোটান-ব্যথা—ইহাতে ব্রায়োনিয়া এবং ক্যালি-কার্ব্ব এই দুইটি ঔষধের প্রায় এক-ই প্রকার লক্ষণ নির্দ্দিষ্ট। ব্রায়োনিয়ায়—কেবলমাত্র সিরাস-মেম্ব্রেণগুলিতে (ফুসফুস-আবরণীয় পর্‌দা—প্লুরা, অন্ত্র-আবরণীর পর্‌দা—পেরিটোনিয়ম, মস্তিষ্ক আবরণীয় পরদা—য়্যারাক্‌নয়েড ইত্যাদিই এই জাতীয় মেম্ব্রেণ) এবং ক্যালি-কার্ব্ব—শরীরের সমস্ত স্থানে এমন-কী দাঁতে পর্য্যন্ত ঐরূপ ব্যথা হয়। ব্রায়োনিয়ায়— বেদনা যন্ত্রণা নড়ন-চড়নে বৃদ্ধি হয়, আর ক্যালি-কার্ব্বে— বেদনা স্থির হইয়া থাকিলেও বাড়ে (বেদনা নড়ন-চড়নে বৃদ্ধি; কিন্তু আবার চাপিয়া শুইলে বৃদ্ধি হইলেও—ব্রায়োনিয়ায় অনেক সময় উপকার হয়)। ক্যালি-কার্ব্ব—ব্রায়োনিয়ার অনুপূরক ঔষধ, অর্থাৎ ক্যালি-কার্ব্ব—ব্রায়োনিয়ার পর ব্যবহৃত হইলে উহার ক্রিয়ায় সহায়তা করে।

শ্বাসযন্ত্রের পীড়া ও কাশি—নিমোনিয়া ইত্যাদি সমস্ত পীড়ায় ডান-দিকের ফুসফুসের নিম্নদেশে অধিক আক্রান্ত হইলে এবং তাহাতে উপরোক্ত প্রকারের ছুঁচফোটান বেদনা থাকিলে—নড়াচড়া ও নিশ্বাস-প্রশ্বাসের সহিত কোনও সম্বন্ধ না রাখিয়া—ক্যালি-কার্ব্ব প্রদান করিবেন। ক্যালি-কার্ব্বে—বেদনা বুক হইতে আরম্ভ হইয়া পিঠে পর্য্যন্ত পরিচালিত হয় ; নিমোনিয়া হউক,—আর প্লুরা-নিমোনিয়াই হউক—ছুঁচফোটান-ব্যথা থাকিলে যদি ব্রায়োনিয়ায় কখনও উপকার না হয়—ক্যালি-কার্ব্বে উপকার হইবেই হইবে (ক্যালি-কার্ব্বের বেদনা স্থির হইয়া থাকিলে বৃদ্ধি ও নড়িলে চড়িলে উপশম হয়; ইহা ব্রায়োনিয়ার ঠিক বিপরীত)। আবার উপরে বলা হইলেও মনে করিবেন না যে, ক্যালি-কার্ব্ব কেবলমাত্র ডানদিকের পীড়ায় উপযোগী, ছুঁচফোটান-ব্যথা (stitch-pains), উহা নিমোনিয়ায়—বুকের বামদিকে হইলেও সমভাবে উপকারী।

আরও দেখুন, ক্যালি-কার্ব্বের মত মার্কুরিয়স-সলেও—ডানদিকের বুকের নিম্নাংশে বেদনা থাকে, তবে মার্কুরিয়সে—ঘাম হইয়াও রোগের কোনও উপশম না হওয়াই উহার প্রধান লক্ষণ। ডানদিকের বুকের উপরি ভাগের বেদনায়—ক্যাল্‌কেরিয়া-আর্স ; বামদিকের বুকের উপরিভাগের বেদনা উহা পৃষ্ঠে, স্ক্যাপুলা-অস্থি পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইলে—মার্টস-কমিউনিস, পিক্স-লিকুইডা, থেরিডিয়ন, সল্‌ফার ও মাইরিকা ; বামদিকের বুকের নিম্নভাগের বেদনায়—ন্যাট্রম-সল্‌ফ এবং স্তনপ্রদেশের বেদনায়—একটিয়া-রেসিমোসা লক্ষণভেদে উপকারী। ক্যালি-কার্ব্বে—কাশি, হাঁপানি ও অন্যান্য কোনও হৃৎপিণ্ডের পীড়াদি ভোর প্রায় ৩/৪ টায় সময় বৃদ্ধি হয়, ইহাতে গয়ার যেন পূঁযের মত হইয়া উঠে। নিমোনিয়ার শেষ অবস্থায় যখন গয়ার পূঁযের মত হয়, কাশিতে গলা ঘড়্‌ঘড়্‌

করে, তৎসহ বুকে ছুঁচফোটান ব্যথা থাকে, তখন—ক্যালি-কার্ব্ব অধিক উপকারী। কিন্তু আবার লক্ষণ মিলিলে প্রথম অবস্থায় যখন—শ্বাসকষ্ট, ছুঁচফোটান ব্যথা, স্থির হইয়া থাকিতে না পারা, আক্রান্ত অংশে চাপিয়া শুইতে না পারা ইত্যাদি লক্ষণগুলি থাকে তখন—ক্যালি-কার্ব্ব উপযোগী (ভোরে ৪। ৫ টা থেকে প্রাতঃকাল ৭। ৮ টা পর্য্যন্ত অত্যন্ত কাশির বৃদ্ধি, হাঁপের মত টান হয়—এমন-কার্ব্ব—৩০ শ)

রক্তহীনতা (Anaemia)—এই ক্যালি-কার্ব্ব ঔষধটী—রক্তের উপর বিশেষ ক্রিয়া প্রকাশ করে। রোগী রক্তশূন্য, গায়ের চামড়া যেন ফেকাসে ও সাদা, অত্যন্ত দুর্ব্বল, চোখ মুখ ফোলা দেখায়। যুবতী স্ত্রীলোকদের প্রায় প্রথম ঋতুকালেই ঐরূপ রক্তশূন্যতা ও দুর্ব্বলতা দেখা যায় এবং সেই রক্তস্বল্পতা নিবন্ধন তাহারা ক্রমশঃ ফুলিয়া পড়ে, এইরূপ ফোলা মুখ-চোখেই অধিক হয়। মুখ চোখ ফোলা ও রক্তহীনতায়—ক্যালি-কার্ব্বের মত—ফস্‌ফরাস এবং এপিস উপকারী ; ক্যালি-কার্ব্বে—রক্তহীনতার জন্য ভালরূপে ঋতুস্রাব হয় না। বহুদিন ভুগিয়া ম্যালেরিয়া জ্বরজনিত রক্তহীনতায়—ন্যাট্রম-মিউর—উচ্চশক্তি অধিক উপকারী।

এপিসে—চক্ষুর নীচের পাতা ফোলে ও ঝুলিয়া পড়ে, পিপাসা থাকে না ; ক্যালি-কার্ব্বে—সমস্ত চক্ষুটিই ফোলে, তবে ইহাতে চক্ষুর উপরপাতা ফোলা ও ঝুলিয়া থলীর মত হওয়াই অধিক নির্দ্দিষ্ট। ক্যালি-কার্ব্বে—কোমরে ভয়ানক বেদনা-যন্ত্রণা থাকে এবং নিম্নাঙ্গ অত্যন্ত অবসন্ন হইয়া পড়ে, সেই অবসন্নতার জন্য রোগী ধীরে ধীরে বসিতে পারে না, হঠাৎ ধপ করিয়া বসিয়া পড়ে, চলিতে গেলে কাঁপে ও ঘাম হয় এবং হয় বসিয়া—না হয়-শুইয়া পড়ে। ফেরম-মেটালিকামেও—রোগী রক্তশূন্য ও অত্যন্ত দুর্ব্বল ; কিন্তু তাহাতে চক্ষুর ফোলা থাকে না। ফসফরাস—রক্তশূন্যতার সহিত রোগীর অস্থির ভাব দেখা যায় অর্থাৎ রোগী ক্রমাগত এখান সেখান করে, ইহাতে সমস্ত মুখটাই ফুলো ফুলো হয়, চক্ষুর নীচে বা উপরে—এপিস কিম্বা ক্যালি-কার্ব্বের মত নহে।

দুর্ব্বলতা—উপরোক্ত ঔষধগুলি ভিন্ন সাধারণ দুর্ব্বলতার জন্য আরও কয়েকটী ঔষধ আছে, যথা ঃ—রস-রক্তাদির ক্ষয়হেতু দুর্ব্বলতায়—চায়না, ক্যালি-কার্ব্ব ; শুক্রক্ষয়জনিত দুর্ব্বলতায়—চায়না, এসিড-ফস ; ঋতুর অনিয়মিত তার জন্য দুর্ব্বলতায়—পল্‌সেটিলা, ন্যাট্রম-মিউর ; ইহাতে ভয়ানক দুর্ব্বলতা আসে, রোগীর ক্ষুধা বেশ থাকে ও খায় ; কিন্তু তাহা সত্ত্বেও এত শীর্ণ হইয়া পড়ে যে, সামান্য একটু পরিশ্রমেই হাঁইপাঁই করে ও বুক ধড় ফড় করিতে থাকে। ন্যাট্রমে—রোগীর মনের তেজ কিছুমাত্র থাকে না। পল্‌সেটিলার মত সামান্য কথায় কাঁদিয়া ফেলে। ন্যাট্রমে—ক্যালি-কার্ব্বের মত চোখ ফোলা নহে, মোটের উপর কথা—অত্যন্ত দুর্ব্বলতা ও রক্তহীনতার সহিত কোমরে ব্যথা এবং একটুতেই ঘর্ম্ম হওয়া লক্ষণ থাকিলে—ডাঃ ফ্যারিংটন তথায় প্রথমেই—ক্যালি-কার্ব্ব প্রয়োগ করিতে উপদেশ দেন। সাধারণ দুর্ব্বলতায়—এল্‌ফ্যালকো-টনিক, এভেনা-স্যাট প্রভৃতি।

গলনলীর পীড়া—হিপার-সল্ফার, নাইট্রিক-এসিড, আর্জেন্টি-নাইট্রিকাম, ডলিকস্ ইত্যাদি ঔষধের ন্যায়—ক্যালি কার্ব্বেও গলায় মাছের কাঁটা বিঁধিয়া থাকার মত বেদনা আছে; খাদ্য প্রায় বায়ুনলীর মধ্যে প্রবিষ্ট হয় ও বিষম লাগে। মুখের স্বাদ তিক্ত, মুখে লালা থাকা সত্ত্বেও মুখ শুষ্ক।

নাসিকা হইতে রক্তস্রাব—প্রাতঃকালে—প্রায় বেলা ৯টার সময় নাক দিয়া রক্ত বাহির হয়, মুখ ধুইবার সময়েও রক্ত পড়ে।

ভয় পাওয়া—সহসা ভয় পাওয়া ও ভয় পাইয়া চীৎকার করিয়া উঠা, সামান্য কারণেও ভয় হয়, চম্‌কাইয়া উঠা, এইগুলি স্নায়ু দুর্ব্বলতার পরিচয় ও ক্যালি-কার্ব্বের বিশেষ লক্ষণ।

পেটফোলা (Gastric ailments)—রোগী যাহা কিছু আহার করে তাহা সমস্তই যেন বায়ুতে পরিণত হয়, সামান্যমাত্র আহারেও পেটভার হইয়া উঠে এবং পেটে বায়ু জমিতে থাকে, পেট গরমবোধ হয় ও ফুলিয়া উঠে, কখনও কখনও পেটে টাটানি-ব্যথা হয়, একটু ছুঁইলেই ব্যথা বোধ করে, লাগে, পেট এত ফোলে দেখিলে মনে হয় যেন ফাটিয়া যাইবে। কার্ব্বো-ভেজ, লাইকোপোডিয়ম, চায়না, এসাফিটিডা, র‍্যাফেনাস্-স্যাটাইভা ইত্যাদি ঔষধেও উক্তরূপ পেটফোলা ও পেটে বায়ুজমা আছে ; তবে ক্যালি-কার্ব্ব—বৃদ্ধ, রক্তশূন্য ও স্বাস্থ্যভঙ্গ ব্যক্তিগণের পীড়াতেই অধিক উপযোগী (লাইকোপোডিয়ম অধ্যায়-৪৪৭ পৃষ্ঠা পেটফাঁপা দেখুন)।

উদরাময়—পেটে কোনও প্রকার বেদনা থাকে না, বাহ্যের রঙ—ফিকে-হল্‌দে। সাধারণতঃ তরুণ অপেক্ষা পুরাতন উদরাময়ে এবং যেখানে রোগী অনেকদিন ডিস্পেপ্‌সিয়ায় ভুগিয়া অথবা লিভারের কোন প্রকার পীড়ার নিমিত্ত উদরাময় রোগাক্রান্ত হইয়াছে, সেখানে—ক্যালি-কার্ব্ব উপকারী ; ভ্রূর নীচে ফোলা থাকিলে ইহা আরও অধিক ফলদায়ক।

নাড়ী—ক্যালি-কার্ব্বে নাড়ীর গতি কিয়ৎক্ষণ দ্রুত, পরক্ষণেই মৃদু: হৃৎপিণ্ডের স্পন্দনও ঐরূপ।

প্রস্রাবের পীড়া—প্রস্রাবের সহিত ইউরেট নিঃসরণ হইলেও তজ্জন্য—দুর্ব্বলতায় ক্যালি-কার্ব্বের মত—কষ্টিকামও উপকারী। ক্যালি-কার্ব্বে—অনবরত প্রস্রাবের যেন একটা বেগ থাকে (প্রায় রাত্রিতেই এই প্রকারের বেগ অধিক হয়), যাহাই হউক উক্ত বেগ থাকিলেও মূত্রনলীর ক্ষমতা হীনতার নিমিত্ত রোগীকে অনেকক্ষণ বসিয়া থাকিতে হয় এবং পরিশেষে অতি ধীরে ধীরে প্রস্রাব নির্গত হইতে থাকে। প্রস্রাবের পরেও ফোঁটা ফোঁটা করিয়া মূত্র নির্গত হয়, প্রস্রাব আগুনের মত গরম।

ঋতুস্রাব—ঋতু প্রায়ই অনেক বিলম্বে প্রকাশিত হয়, ঋতু খুব শীঘ্র শীঘ্র এবং পরিমাণে অধিক হইলেও—ক্যালি-কার্ব্ব উপকারী। ঋতুস্রাব বন্ধ—যাহাদের অম্ল-অজীর্ণের পীড়া আছে, পেট ফোলে এবং পাকস্থলীতে অত্যন্ত বেদনা হয়, চোখের পাতা ফোলে, একটুতেই ঠাণ্ডা লাগে, ঠাণ্ডা সহ্য হয় না, ঋতুর পূর্ব্বে পেটে ভয়ানক শূল-বেদনা ধরে, তাহাদের উক্ত পীড়ায় ইহা অন্যান্য ঔষধ অপেক্ষা অধিক উপকারী।

গর্ভস্রাব—গর্ভস্রাব উপক্রমে অন্যান্য উপসর্গের মধ্যে যদি কোমরের ব্যথাটাই অধিক কষ্টদায়ক উপসর্গ হয়, তাহাতে মনে হয় কেহ তাহার কোমরটা ভাঙ্গিয়া ফেলিতেছে, তাহা হইলে—ক্যালি-কার্ব্বেই উপকার হইবে। প্রসবের অথবা গর্ভস্রাবের পর জরায়ু প্রদাহ (puerperal Metritis), লোচিয়া স্রাব বন্ধ, জরায়ুতে তীব্র বেদনা, তাহার সহিত জ্বর থাক—আর-নাই-থাক—ক্যালি-কার্ব্ব দিবেন।

কোমরে বেদনা—একপ্রকারের বেদনা উহা প্রথমে কোমরে আরম্ভ হয়, পরে—পাছা, পাছা হইতে শেষে উরুর পশ্চাদ্ভাগে পরিচালিত হয়, রোগী আদৌ চলিতে পারে না, বসিয়া পড়ে, বিছানায় শুইয়া থাকিতে পারে না, কষ্ট হয়।

সায়েটিকা ও হিপ্-ডিজিজেও—ক্যালি-কার্ব্ব উপকারী। যাহাদের উক্ত পীড়া একটু ঠাণ্ডা বা বাতাসে অথবা শীতে কিম্বা ঠাণ্ডায় এবং রাত্রি ৩টায় বা প্রাতে বৃদ্ধি হয়, তাহাদের পক্ষে ইহা অধিক উপযোগী।

ঠাণ্ডায় পীড়া বৃদ্ধি—রোগী সামান্য শীত বা একটু ঠাণ্ডা বাতাস সহ্য করিতে পারে না, সামান্য ঠাণ্ডা লাগিলেই অসুস্থ বোধ করে বা অসুখ বৃদ্ধি হয়। (হিপার, ক্যাল্‌কেরিয়া-কার্ব্ব প্রভৃতি কতকগুলি ঔষধও উক্ত লক্ষণে ব্যবহৃত হয়)। ক্যালি-কার্ব্ব—উক্ত লক্ষণগুলির ন্যায় ঠাণ্ডালাগা জনিত পীড়ায় ব্যবহৃত হইলেও ইহা ঠাণ্ডালাগার প্রতিষেধক ঔষধ এবং মধ্যে মধ্যে সেবন করিলে রোগীর ধাতু প্রকৃতি সংশোধিত হয় যে, কোনও বিশেষ কারণ না ঘটিলে সহজে ঠাণ্ডা লাগিতে পারে না। ইহার প্রায় সকল প্রকার পীড়া উপসর্গ ভোর ৩টা হইতে ৪টায় ও শীতে বৃদ্ধি হয়, বর্ষা ঋতুতে তত বৃদ্ধি হয় না (বর্ষায় বৃদ্ধি—ন্যাট্রম-সল্ফ, ডল্‌কা, হিপার)।

বৃদ্ধি—রাত্রি ৩টা—৫টা, বিশ্রামে, ডানপার্শ্বে শয়নে, আক্রান্ত পার্শ্ব চাপিয়া শয়নে, সম্মুখে ঝুঁকিলে ; কাশিলে, প্রাতে, সন্ধ্যার পর শয়নে, শীতল বায়ুতে, উষ্ণ পানীয় পানে, চাপ প্রয়োগে।

উপশম—দিবাভাগে বেড়াইলে, নির্ম্মল বায়ুতে, উত্তাপে, শীতল জলপানে এবং উদরের বেদনা টিপিলে।

সম্বন্ধ—হ্যানিম্যান বলেন—ন্যাট্রম-মিউরিয়েটিক দ্বারা রুদ্ধ রজঃ পুনঃ প্রকাশিত না হইলে—ক্যালি-কার্ব্ব প্রায় দুইচারি মাত্রাতেই উপকার হয়। ঘুংড়ে কাশিতে—ক্যালি-সল্ফ, ফস্ ও ষ্ট্রানমের পর ইহা উপকারী।

পরবর্ত্তী ঔষধ—আর্স, কার্ব্বো এসি-ফ্লোর, লাইকো, এসি-নাই, ফস, পলস, সিপি, সল্ফ।

ক্রিয়ানাশক—ক্যাম্ফর, কফি, ডল্‌কা।

ক্রিয়া স্থিতিকাল—৪০—৫০ দিন। ক্রম—৬ষ্ঠ—১০০০ শক্তি।

ফরমুলা—জলীয় ক্রম—৫-এ, বিচূর্ণ—৭।

ক্যালি ক্লোরিকাম (Kali Chloricum)

পটাসিয়ম-ক্লোরাস্ (Potas Chloras)—জার্ম্মেণীর সুপ্রসিদ্ধ ডাঃ মার্টিন কর্ত্তৃক ঔষধটি প্রথমে পরীক্ষিত হয়। ইহার দ্বারা হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়ার হ্রাস, হৃৎপিণ্ডের পক্ষাঘাত এবং শীঘ্র শীঘ্র শারীরিক তাপের হ্রাস হয়। সাধারণতঃ মুখের ক্ষতে কুল্লীর (gargle) নিমিত্তই এই ঔষধটী অধিক ব্যবহৃত হয়। গর্ভাবস্থায় রক্ত বিষাক্ত (toxaemia) হইয়া যে সমস্ত পীড়া হয় ; তাহারও ইহা ভাল ঔষধ।

ক্ষত—ষ্টমাটাইটীস নামক মুখের প্রদাহ ও ক্ষতে এই ঔষধটীর দ্বারা দিনে ৪। ৫ বার কুল্লী করিলে প্রদাহ কমিয়া শীঘ্রই পীড়া আরোগ্যের পথে অগ্রসর হয়, এই সঙ্গে ইহার ৬ষ্ঠ বা নিম্নশক্তি আভ্যন্তরিক সেবন করিলে আরও অধিক উপকার হইবে (এই অধ্যায়ের শেষাংশ দেখুন)।

পাকস্থলীর ক্ষত, অন্ত্রের ক্ষত, দাঁতের মাঢ়ীর ক্ষত, পারদ সেবন জনিত মুখের ও জিহবার ক্ষত, সাধারণ জিহবার ক্ষত, সাংঘাতিক রক্তামাশয়—তজ্জনিত অন্ত্রে ক্ষত, শিশু স্তনাদাত্রী প্রসূতির মুখের ক্ষত, অত্যন্ত বলক্ষয় ও দুর্ব্বলতা এবং গলায় ও মুখের ভিতর গ্যাংগ্রীণ, শিশুর মুখে গ্যাংগ্রীণ, ক্যাংক্রম—অরিস্ প্রভৃতি কতিপয় সাংঘাতিক প্রাণনাশক পীড়াতেও ইহার দ্বারা কতকটা উপকার হওয়া সম্ভব। যে কোনও প্রকার ক্ষত হউক যখন ক্ষত হইতে ভয়ানক পচা দুর্গন্ধ বাহির হয়, লোক কাছে বসিতে পারে না তখনই ইহা ব্যবহারের উপযুক্ত সময়, দুর্গন্ধ না থাকিলেও উপকারী।

এল্‌বুমিনুরিয়া—প্রস্রাবে এল্‌বুমেনের অংশ অধিক, প্রস্রাব খুব কম হয় কিম্বা একেবার বন্ধ ; গর্ভাবস্থায় ইহা অধিক উপকার করে।

আমাশয়—মলের পরিমাণ অতি অল্প—তৎসহ রক্ত ; পেটে অসহ্য বেদনা, কোঁথানি তৎসহ দুর্ব্বলতা।

(এতদ্ভিন্ন—হিমাচুরিয়া, ফলিকিউলার্‌-ফ্যারিঙ্‌-জাইটীস, ফ্যাটি-ডিজেনারেসন, প্রদাহযুক্ত নখশূল প্রভৃতি পীড়াগুলিতেও ইহা ব্যবহৃত হয়, এই সমস্ত পীড়ার লক্ষণ মৎকৃত "প্রাক্‌টিসনার্স গাইডে" পাইবেন।)

হাইড্রাসটীস নামক ঔষধটীও নানাপ্রকার ক্ষতের মহৌষধ, তাহার অধ্যায়—৩৬৪ পৃষ্ঠায় ক্ষত পাঠ করিবেন।

কুল্লী করিবার নিমিত্ত—আদত পটাস-ক্লোরাস—১০। ১৫ গ্রেণ। ঈষদুষ্ণ জল ২। ১ আঃ এইভাগে মিশাইয়া কুল্লী করিলেই হইবে।

ক্রম—১ × , ৩, ৬ শক্তি।

ফরমূলা—জলীয় ক্রম—৫-বি, বিচূর্ণ—৭।

ক্যালি সাইট্রিকাম (Kali Citricum.)

এই ঔষধটী কেবলমাত্র ব্রাইট্'স ডিজিজ, নেফ্রাইটীস এবং কিডনীর পীড়াতেই ব্যবহৃত হয়। ৩য় শক্তির—১ গ্রেণ মাত্রায় কিঞ্চিৎ জলসহ প্রত্যহ প্রাতে একবার, উপকার না হওয়া পর্য্যন্ত ব্যবহার্য্য।

ফরমূলা—৭।

ক্যালি-সিয়ানেটাম (Kali Cyanatum.)

(সিয়ানাইড-অফ-পটাস)—জিহবার ক্ষত ও ক্যান্‌সার, তাহার ধার খুব শক্ত থাকে। মুখের নিউর্যাল্‌জিয়া—ভীষণ বেদনা। সম্মুখ রগে, চক্ষুতে ও মাঢ়ীর হাড়ে তীব্র বেদনা, বেদনা—প্রত্যহ নিৰ্দ্দিষ্ট প্রায় এক সময়ে আবির্ভূত হয়, ইহার বেদনা এত যন্ত্রণাদায়ক হয় যে, রোগী চীৎকার করিয়া কাঁদে এবং সময়ে সময়ে তজ্জন্য অজ্ঞান হইয়া পড়ে। একপ্রকার শুষ্ক কাশি—যাহাতে রোগী রাত্রে ঘুমাইতে পারে না, তাহাতে ব্যবহার করিলে আশাতীত উপকার হইবে। কেহ কেহ বলেন ইহা জলে দ্রব করিয়া চারিদিকে ছড়াইয়া দিলে বসন্তরোগের বিস্তার হ্রাস হয়।

ক্যালি-ফেরোসিয়ানেটাম—ইহা সিপিয়ার মত জরায়ুর নিম্নে আকর্ষণ, জরায়ুতে বেদনা—উহা স্পর্শে বৃদ্ধি, হলদে বা সাদা রঙের ঘন-প্রদর এবং হৃৎপিণ্ডের তীব্র যন্ত্রণা এই কয়টী পীড়ায় ব্যবহৃত হয়।

বৃদ্ধি—বৈকাল ৪টা হইতে ভোর ৫টা।

ক্রম—৩য় শক্তি। ফরমূলা—৭।

ক্যালি হাইপোফস (Kali Hypophos)

পুরাতন ব্রঙ্কাইটীস (Chronic Bronchitis) পীড়ায়, গয়ার—অত্যন্ত গাঢ় ও শক্ত, অত্যন্ত দুর্গন্ধ, অতি অল্প পরিমাণে উঠে, এই সমস্ত লক্ষণে ইহা ব্যবহৃত হইলে সম্ভবতঃ শীঘ্র উপকার হইবে।

ক্রণিক-ব্রঙ্কাইটীসে সাধারণতঃ—এমোনিয়াকম, এন্টিমোনিয়ম-সল্‌ফ, ব্যাল্‌সামম্, ক্যাল্‌কেরিয়া-সল্‌ফ, ক্যাপ্‌সিকম, কার্ব্বো-এনিমেলিস, গ্রিণ্ডেলিয়া, হিয়োজোট, হিপার, লোবেলিয়া, নাইট্রিক-এসিড, স্যাঙ্গুনেরিয়া, সিলিকা, স্টানম, সল্‌ফার প্রভৃতি ঔষধগুলি ব্যবহৃত হয়, ইহাদের লক্ষণ উহাদের অধ্যায় দেখিবেন।

ক্রম—৩য় হইতে ৬ষ্ঠ শক্তি। ফরমূলা—টিং—৫-এ ; বিচূর্ণ—৭।

ক্যালি হাইড্রিওডিকাম।

(Kali Hydriodicum or Kali Iodatum.)

(আয়োডাইড-অফ-পটাস)—সিফিলিস (গর্ম্মীপীড়া) এবং পারদ অপ-ব্যবহারজনিত পীড়া সমূহের মহৌষধ। হাজাকারক তরুণ সর্দ্দি, তৎসহ কপালে ভয়ানক বেদনা, সামান্য ঠাণ্ডা লাগিলেই সর্দ্দি হওয়া, নাসিকা দিয়া জল পড়া, চোখ মুখ ফোলা, গলায় ব্যথা, ঘা এইগুলি পারদ ও উপদংশ ধাতুবিশিষ্ট ব্যক্তিদের প্রায়ই হইয়া থাকে—ক্যালি-হাইড্রো তাহাদের পরম বন্ধু। পারদের অপব্যবহার জনিত মুখে, গলায়, দাঁতের মাঢ়ীতে ঘা, মাঢ়ী হইতে একটুতেই রক্তস্রাব হওয়া ইত্যাদি লক্ষণসমূহে—ক্যালি-হাইড্রো অধিক উপযোগী। উপদংশের দ্বিতীয় ও তৃতীয় অবস্থায় বিশেষতঃ যখন নোড্‌স (অর্ব্বুদ) হয় এবং পেশী-বন্ধনী (tendon), পেশী-আবরণীয় পাতলা পর্দ্দা (fascia) পুরু ও শক্ত হয়, তখন হইতে বিশেষ উপকার হয়। শ্বাসযন্ত্র ও কিড্‌নি প্রভৃতি স্থানের মিউকাস-মেম্ব্রেণের উপর ইহার প্রধান ক্রিয়া ; গ্ল্যাণ্ডের উপরেও—ইহা হিপার, মার্কুরিয়সের ন্যায় ক্রিয়া প্রকাশ করে।

তরুণ সর্দ্দি—পারদদুষ্ট ধাতু, এই প্রকার ধাতুর লোকেদের একটু ঠাণ্ডা লাগিলেই নাক দিয়া জলের মত সর্দ্দি নিঃসরণ হয়, চোখ-মুখ ফোলা-ফোলা দেখায়, চোখ দিয়া জল পড়ে, একবার শীত একবার গরম অনুভব করে, মুখে গলায় ঘা, এইগুলি ক্যালি-হাইড্রোর লক্ষণ।

শ্বাসযন্ত্রের পীড়া—শ্বাসযন্ত্রের উপরেও এই ঔষধের সুন্দর ক্রিয়া লক্ষিত হয়। অতিশয় ঠাণ্ডা লাগিয়া কাশি হইলে ও সেই কাশি অনেক দিন স্থায়ী হইলে এবং নিমোনিয়ার পর কাশি কিছুতেই না সারিলে, এমন-কি যক্ষ্মা পীড়ার লক্ষণসমূহ দেখা দিলেও—ক্যালি-হাইড্রো উপযোগী। কাশিতে শ্লেষ্মা বুকের নিম্নাংশ হইতে উঠে, কাশিবার সময় দুই কাঁধের মধ্যস্থলে বেদনা অনুভব করে, কাশিয়া যে গয়ার তোলে তাহা গাঢ় এবং পরিমাণে অত্যন্ত অধিক, রোগী অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। প্রচুর পরিমাণে গাঢ় গয়ার উঠায়—ক্যালি-হাইড্রোর ন্যায় স্যাঙ্গুনেরিয়া, ষ্ট্যানম্‌ও নির্দ্দিষ্ট। তবে তাহাদের মধ্যে প্রভেদ এই যে—স্যাঙ্গুনেরিয়ার গয়ার অত্যন্ত দুর্গন্ধ; এমন-কি তাহাতে রোগীর নিজেরই ঘৃণা হয়। ষ্ট্যানমের গয়ার—মিষ্ট আস্বাদযুক্ত এবং ক্যালি-হাইড্রোর গয়ার—লোণতা। ক্যালি-হাইড্রো ও ষ্ট্যানমের গয়ারের রঙ সবুজাভ, অনেক-সময় ক্যালি-হাইড্রোর গয়ার—থুথু বা সাবানের ফেণার মত বুজ বুজে হয়। গাঢ় ও সবুজ রঙের গয়ার পাইলে ডাঃ ন্যাস প্রথমেই—ক্যালি-হাইড্রো ঔষধটী প্রয়োগ করিতে উপদেশ দেন। পলসেটিলাতেও—গাঢ় ও সবুজ রঙের গয়ার নির্দ্দিষ্ট ; কিন্তু তাহার স্বাদ তিক্ত, সিপিয়ায় ও লাইকোতে—ক্যালি-হাইড্রোর মত লবণা-স্বাদবিশিষ্ট গয়ার আছে। পিনাস রোগে—স্বরভঙ্গ ও কণ্ঠস্বর খেনা হয়।

হাঁপানি-কাশি—যেখানে অত্যন্ত শ্বাসকষ্ট, একটু অধিক চলাফেরা করিলে হাঁপাইয়া পড়ে, কাশি অল্প-বিস্তর শুষ্ক, সাবানের ফেণার মত গয়ার উঠে, তথায়—ক্যালি-আয়োড উপকারী।

দ্রষ্টব্য ঃ—ফুসফুসে জলজমা (Hydrothorax) বায়ুজমা (Emphysema), ক্রণিক-নিমোনিয়া, তাহাতে খোঁচামারা বা কাটা-ছেঁড়ার মত বেদনা, ফেণার মত গয়ার উঠা ইত্যাদি লক্ষণে এবং প্লুরায় জলজমা, তৎসহ শ্বাসকষ্ট ও অনবরত আক্ষেপিক কাশিতে, যক্ষ্মারোগে লালা নির্গমন ও দুর্ব্বলকর [illegible], আর যেখানে কোনও পীড়ায়—আয়োডামের লক্ষণের সহিত প্রভেদ নিরূপণ করিতে গোলযোগ ঘটে, সেখানে—ক্যালি-আয়োড দিয়া ধৈর্য্যের সহিত অপেক্ষা করিবেন।

নিমোনিয়া—নিমোনিয়ার পর যে কাশি শুধু তাহাতে নহে, আদত নিমোনিয়াতেও—ক্যালি-হাইড্রো উপযোগী। ফুসফুসে রস জমিয়া ফুসফুস নিরেট হইতে আরম্ভ হইলে অর্থাৎ হেপাটাইজেসন্ (hepatization)—ষ্টেজে এই ঔষধের প্রয়োজন হয়। ব্রায়োনিয়া, ফসফরাস ইত্যাদি ঔষধের যথাযথ লক্ষণ না মিলিলে, ডাঃ ফ্যারিংটন সেখানে ক্যালি-হাইড্রো দিতে পরামর্শ দেন। [illegible]টীস, নিমোনিয়া প্রভৃতি ফুসফুসের কোনও পীড়া হেতু মস্তিষ্কে রক্তাধিক্য, চক্ষু লালবর্ণ, বিকার, মস্তিষ্কে জলসঞ্চয়, শ্বাস-প্রশ্বাস ঘনঘন, চক্ষুর তারা প্রসারিত, তন্দ্রাচ্ছন্ন বা অজ্ঞান হইয়া মাথাটি অনবরত নাড়িতে থাকা ইত্যাদি উপসর্গের ও মেনিনজাইটীসের ইহা শ্রেষ্ঠ ঔষধ।

উপরোক্ত কতকগুলি উপসর্গের মধ্যে—মস্তিষ্কে রক্তাধিক্য, লালবর্ণ চক্ষু, চক্ষুতারকা প্রসারিত ইত্যাদি লক্ষণ—বেলেডোনাতেও আছে ; কিন্তু বেলেডোনায়—ফুসফুস নিরেট হওয়া (হেপাটাইজেসন্) এই লক্ষণটী নাই, সুতরাং তথায় ভুলক্রমে বেলেডোনা প্রয়োগ করিলে ও মস্তিষ্কের জলসঞ্চয় (effusion) নিবারিত না হইলে রোগীর মৃত্যুই অবধারিত।

হৃৎপিণ্ডের পীড়া—হৃৎপিণ্ডের পীড়ায় যেন কেহ হৃৎপিণ্ডটী চাপিয়া ধরে, [illegible] যেন দম আটকাইয়া ও রোগী হঠাৎ ঘুম ভাঙ্গিয়া উঠিয়া পড়ে, উহাতে ক্যালি-হাইড্রো উপকারী।

বাত—হাঁটু ফোলা ও বেদনা, এই বেদনা রাত্রিতে বিছানায় শুইয়া থাকিলে [illegible] বৃদ্ধি হয়। সায়েটিকা (sciatica) রোগে—রাত্রিতে বিছানায় শুইয়া থাকিলে ও বিশ্রামে বেদনা-যন্ত্রণার বৃদ্ধি হইলে—ক্যালি হাইড্রো উপকারী।

গর্ম্মী, উপদংশ পীড়া—সেকেণ্ডারী ও টার্সিয়ারি উপদংশ পীড়ায়—ইহা অধিক উপকারী ; হস্তে চিবান বা বেঁধাফোঁড়ার মত বেদনা, নাসিকা ও সম্মুখ [illegible] হাড়ে দপদপানি ব্যথা, নাসিকার ঘা, নাসিকা হাজিয়া যাওয়া, নাসিকায় [illegible] পড়া, নাসিকা দিয়া হলদে বা সবুজ রঙের স্রাব নির্গত হওয়া এবং টার্সিয়ারি উপদংশে—মাথায় ঘা, মাথাব্যথা, মাথায় টীপুলির (nodes) মত হইয়া ফুলিয়া উঠে, মাথায় কামড়ানি-ব্যথা, উপদংশজনিত মাথায় চুলের বর্ণের [illegible] হইয়া চুল উঠিতে থাকা ইত্যাদি লক্ষণে—ক্যালি-হাইড্রো ফলপ্রদ।

[illegible] (Tumour)—ইহা পেরিয়ষ্টিমের (অস্থি-আবরণীয় পরদার) উপরে [illegible] কেহ কেহ বলেন—ক্যালি-হাইড্রোই তাহার প্রথম ঔষধ।

বেদনা—বাম উরু শিখরে তীব্র বেদনা, রোগী খোঁড়াইয়া চলে।

অন্যান্য কতিপয় পীড়া—পারদ অপব্যবহার হেতু কিম্বা উপদংশজনিত পীড়ায় ইহা প্রয়োগ করা যাইতে পারে।

ডান হাঁটু ও সায়েটিকা-নার্ভের বেদনা রাত্রিকালে বৃদ্ধি ও আক্রান্ত স্থান চাপিলে বেদনা, স্পাইন্যাল- মেনিনজাইটীস, মাথার উপরে টিউমারের মত শক্ত ফোলা (বাতের জন্যও একপ্রকার—nodes বা ফোলা হয়) কিড্নীর পীড়া, চক্ষুর কোরয়েড্ ও আইরিসে (choroid and Iris) প্রদাহ, পস্চিউলার-কেরাটাইটীস ইতাদি পীড়ায়—ক্যালি-হাইড্রো উত্তম ঔষধ।

পারদের অপব্যবহারে, ক্যালি-হাইড্রিওডিকাম ঔষধ ভিন্ন—হিপার, টিক-এসিড্, মার্ক-সল্ফ, এসাফিটিডা, অরম-মেট, মেজেরিয়ম, ষ্টিলিঞ্জিয়া, ষ্ট্যাফিসেগ্রিয়া ইত্যাদি আরও অনেক ঔষধ ব্যবহৃত হয়।

হিপার—ইহা পারদের দোষনাশক (antidote) : ইহাতে শরীরে, মুখে, গলায় পা হাড়ে বেদনা, অজীর্ণ দোষ, মানসিক উদ্বেগ প্রভৃতি থাকে।

অরম-মেটালিকাম—পারদের অপব্যবহার হেতু অস্থিক্ষত বিশেষতঃ তালু ও নাসিকার অস্থি আক্রান্ত হইলে এবং তাহাতে অত্যন্ত বেদনা-যন্ত্রণা থাকিলে উপকারী। ..... আয়োডাম—যখন গ্ল্যাণ্ড আক্রান্ত হয়।

ষ্ট্যাফিসেগ্রিয়া—যখন শরীর অত্যন্ত জীর্ণ শীর্ণ হইতে থাকে এবং গালে, গলায়, জিবে ঘা ও হাড়ে বেদনা হয়, ইহাতে প্রায়ই জিহ্বায় ও গলায় ঘা হয়।

এসিড-নাইট্রিক—গর্ম্মী পীড়াগ্রস্ত ব্যক্তিগণের পারদ অপব্যবহার জনিত সেকেণ্ডারি ক্ষত, অস্থিবেষ্টনী পরদা (Peristeum) আক্রান্ত হইয়া হাড়ে বেদনা, রাত্রিতে যন্ত্রণার বৃদ্ধি।

মেজেরিয়ম—পারদ সেবনে চোখে, মুখে নিউর‍্যাল্জিক-বেদনা।

ষ্টিলিঞ্জিয়া—বাতগুটী (nodes) হইতে আরম্ভ হইলে উপকারী।

এসাফিটিডা—হাড়ের ভিতর তীর বেঁধার মত অসহ্য বেদনা, পেরিয়ষ্টিমে বেদনা ও ফোলা, ক্ষত ক্রমশঃ অস্থি পর্য্যন্ত আক্রমণ করে, পাতলা দুর্গন্ধ পূঁয পড়ে (carious bones) ইহাতে আক্রান্তস্থানে ভয়ানক দপ্দপানি বেদনা হয়, রাত্রিতে উহা বাড়ে, অত্যন্ত স্পর্শকাতরতা থাকে, ছুঁইতে দেয় না।

বৃদ্ধি—ডানপার্শ্বেও আক্রান্ত পার্শ্বে শয়নে, শৈত্যে, রাত্রি—৩—৪ টায়, উষ্ণ পানে, স্পর্শে, চাপ প্রয়োগে।

উপশম—পদচারণে, নির্ম্মল বায়ুতে এবং উত্তাপ সংস্পর্শে।

ক্রিয়ানাশক—এমন-কিউর, আর্স, চায়না, মার্ক, রস, সলফ।

ক্রিয়া স্থিতিকাল—২০—৩০ দিন।

ক্রম—৩ x—২০০ শক্তি, গৌণ উপদংশ উচ্চশক্তি।

ফরমূলা—জার্ম্মেণি—৬-বি ; আমেরিকান—৫-বি ; বিচূর্ণ—৭।

ক্যালি মিউরিয়েটিকাম (Kali Mur.)

(পটাসিয়াম্ ক্লোরাইড)—ইহাও ডাঃ সুস্লারের একটি বায়োকেমিক ঔষধ। একোনাইট, বেলেডোনা, ফেরম-ফস প্রভৃতি ঔষধগুলি প্রদাহের প্রথম অবস্থার ঔষধ ; উহাদের অবস্থা উত্তীর্ণ হইয়া পরে দ্বিতীয় অবস্থায় যখন এক্সুডেসন অর্থাৎ রস জমিতে আরম্ভ হয়, তখন প্রায় এই জাতীয়ের ঔষধ অর্থাৎ—ক্যালি-মিউর প্রভৃতি ঔষধের প্রয়োজন হয়। কালা হইবার প্রথম অবস্থায় এবং চর্ব্বি, গরম-মসলা সংযুক্ত দ্রব্যাদি আহার প্রভৃতি কারণে অজীর্ণ পীড়া হইলে ইহার দ্বারা বিশেষ উপকার হয়।

সচরাচর যে সমস্ত পীড়ায় ব্যবহার করিয়া আমরা ইহাতে উপকার প্রাপ্ত হই, তাহাদের কতকগুলি বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইতেছে ঃ—

সকল প্রকার গ্রন্থির স্ফীতি, প্রথম অবস্থায় প্রদাহের পর প্রাদাহিত স্থানে রস জমিয়া স্ফীতি, কর্ণমূল ও স্তনের স্ফীতি, উপদংশ, বাগী, পূঁয, গয়ার প্রমেহ, শ্বেত-প্রদর প্রভৃতি সকল প্রকারের স্রাব—গাঢ়, সাদা রঙের ও চটচটে। আগুনে পুড়িয়া ফোস্কা, ইরিসিপেলাসের ফোস্কা। প্লীহা-লিভার বর্দ্ধিত, টনসিলের স্ফীতি। চক্ষুর প্রদাহে চক্ষু লালবর্ণ, জ্বালা-যন্ত্রণা ইত্যাদি এবং তরুণ উপসর্গ সমূহ অন্তর্হিত হইয়া সাদারঙের পিচুটীজমা ও পূঁযস্রাব হওয়া। লিভারের ক্রিয়া বৈলক্ষণ্য হেতু ন্যাবা, কোষ্ঠবদ্ধ—বাহ্যের রঙ-ফেকাসে, পিত্ত থাকে না। জিহ্বামূলে সাদা কিম্বা ধূসরবর্ণের ময়লা সঞ্চয় ইত্যাদি ইহার চরিত্রগত লক্ষণ।

ক্যালি-মিউর আরও কতকগুলি পীড়ায় উপকারি ঃ—

১। মুখে ও জিবে সাদা রঙের ঘা, জিবে কাঁটা, মুখের ভিতর ব্যথা ; ২। ফ্যারিঞ্জাইটীসে—গলার ভিতর খুব ছোট ছোট দানা, সাদা রঙের ফুস্কুড়ি ; ৩। মলদ্বারে ছোট ছোট ক্রিমি, তজ্জন্য মলদ্বার কুটকুট করে ; ৪। পেরিটোনাইটীস, টাইফ্লাইটীস প্রভৃতি পীড়াগুলির দ্বিতীয় অবস্থায় পেটে বেদনা ও স্ফীতি ; ৫। প্রমেহের ২য় অবস্থা—স্রাবের রঙ্ সাদা, ঘন, পরিমাণে অতি অল্প ; ৬। আমাশয়ে—পেটে অত্যন্ত বেদনা, বেগ ও কোঁথানি, ঘন ঘন বাহ্যে, বাহ্যে আম রক্তমিশ্রিত ও চটচটে ; ৭। স্ত্রী-ব্যাধি—রজঃ সম্পূর্ণ বন্ধ কিম্বা বিলম্বে প্রকাশিত হয় অথবা খুব শীঘ্র শীঘ্র এমন কি—প্রায় ৩য় সপ্তাহ অন্তরেই ঋতু দেখা দেয়, প্রায় থাকে, রঙ অনেকটা আলকাতরার মত কাল ও ঘন, শ্বেত প্রদর, ইহাতে বিশেষ কোন প্রকার যন্ত্রণা থাকে না, রঙ্—ঘোল ও দুধের মত সাদা ; ৮। সূতিকা-জ্বর ; ৯। ব্রঙ্কাইটীস, প্লুরিসি, নিমোনিয়া প্রভৃতি পীড়ায় ২য় অবস্থায় গয়ার চটচটে আঠার মত গয়ার উঠে ; ১০। স্কন্ধ-সন্ধিতে বেদনা—উহা টিপিলে বিশেষ কিছু বোঝা যায় না ; কিন্তু হাত তুলিলে হাড়ের ভিতর ভয়ানক বেদনা ফাইটোলাক্কা ও সিফিলিনামে—স্কন্ধ সন্ধিতে এবং উর্দ্ধবাহুর পেশীর সংযোগস্থলে ভিতরে বেদনা থাকে, ১১। লিখিতে লিখিতে কিছুক্ষণ পরে হাত আড়ষ্ট হইয়া যায় ; ১২। পুরাতন বাত বেদনা—নড়িলে চড়িলে ব্যথা বাড়ে ; ১৩। চর্ম্মপীড়ার পরিবর্ত্তে বা কোনও চর্ম্মপীড়া আরোগ্য হইয়া মৃগী ; ১৪। থুজা ও সাইলিসিয়ার

ন্যায় গো-বীজ টীকা দেওয়ার দোষে নানা প্রকার উপসর্গ ইত্যাদি—এই প্রকারের কতকগুলি পীড়ায় ইহা ব্যবহার করিয়া অনেকস্থলে উপকার প্রাপ্ত হই।

ক্রম—৩ x—২০০ শক্তি। ফরমূলা—৭।

ক্যালি নাইট্রিকাম (**Kali Nitricum**)

(পটাসিয়াম্-নাইট্রেট)—ফুসফুস, স্পাইন্যাল-কর্ড, হৃৎপিণ্ড, কিডনী ও রক্তের উপর ইহার ক্রিয়া। কার্ডিয়্যাক্-এজ্‌মা হঠাৎ সমস্ত দেহ ফোলা।

ডান নাসিকার উপর রক্ত-অর্ব্বুদ (পলিপাস), উদরাময়, রক্তামাশয়, মূত্রকৃচ্ছ্রতা, শর্করা বিহীন-বহুমূত্র, হাঁপানি, তরুণ-বাত প্রভৃতি কতকগুলি পীড়ায় ইহা সচরাচর ব্যবহৃত হয়।

প্রস্রাবের পীড়া—পটাস-নাইট্রেট খুব শীঘ্র শীঘ্র শরীর হইতে কিডনীর মধ্য দিয়া প্রস্রাবের সহিত নির্গত হইয়া যায়, তাহাতে প্রস্রাব যন্ত্রে ও প্রস্রাবের রাস্তায় ইরিটেসন হয়, সেই ইরিটেসন বশতঃ অধিক পরিমাণে রক্তপ্রস্রাব হয়। প্রস্রাবে মিউকাস অর্থাৎ শ্লেষ্মাদি অধিক পরিমাণে থাকায় প্রস্রাবের আক্ষেপিক গুরুত্ব—১০৩০ হইতে ১০৪০ পর্য্যন্ত হয়, প্রমেহের প্রদাহ মূত্রনলীর পশ্চাৎদিকে পরিচালিত হইয়া মূত্রথলীতে প্রদাহ হইলেও ইহাতে উপকার হয়। এলবুমিনুরিয়া ও মূত্রকৃচ্ছ্রতা রোগেও ইহা উপকারী।

আমাশয়—ইহার বিশেষ লক্ষণের জন্য মার্কুরিয়স-সল্ অধ্যায় দেখুন। আমাশয়ের প্রথমাবস্থায়—একোনাইট ইত্যাদি ঔষধ প্রয়োগে যখন পেটের কাটাছেঁড়া বেদনা না যায়, অত্যন্ত বেগ, কোঁথানি, পিপাসা ও হাত-পা ঠাণ্ডা থাকে, তখন—ক্যালি-নাইট্রিক উপকার হইবে। উদরাময়ে—মল তরল ও রক্তমিশ্রিত, কোষ্ঠবদ্ধে কঠিন মল খুব বেগ দিলে তবে নির্গত হয়।

হাঁপানি-কাশি—যেখানে হাঁপানি পীড়ায় অত্যন্ত শ্বাসকষ্ট ; কিন্তু সর্দ্দি সহজেই উঠে, তাহার সহিত বুকে ছুঁচফোটান-ব্যথা কিম্বা বুক যেন জ্বালা করে, আক্ষেপিক কাশি ও গলায় কোঁ কোঁ-শব্দ হয়, এই লক্ষণ কয়টী থাকে, তথায়—ক্যালি-নাইট্রিক প্রযোজ্য।

হৃৎপিণ্ডের পীড়া—হৃৎপিণ্ডের নিমিত্ত অত্যন্ত শ্বাসকষ্ট, রোগী-হাঁই পাই করে, তৎসহ সমস্ত শরীর শীঘ্র শীঘ্র ফুলিয়া পড়ে। গলা ধরে, প্রাতে বুকে বেদনাসহ অত্যন্ত শুষ্ক কাশি হয়, গয়ারের সঙ্গে রক্ত উঠে।

ঋতুস্রাব—স্রাবের রঙ্ দেখিতে প্রায় দোয়াতের কালির মত কাল (স্যাবাইনা—৫৭৭ পৃষ্ঠা দেখুন)।

ক্রিয়ানাশক—ক্যাম্ফর। ক্রম—৩য়—৬ষ্ঠ শক্তি।

ফরমূলা—টিংচার—৫-এ, বিচূর্ণ—৭।

ক্যালি পার্ম্ম্যাঙ্গনিকাম (**Kali Pormangon**)

(ইহার অন্য নাম—পটাস-পার্ম্ম্যাঙ্গনেট)—ইহা গলা, কান ও স্বরযন্ত্রের অত্যাধিক ইরিটেসনে (উত্তেজনায়), ডিপ্‌থেরিয়ায়, বাধকে, সর্প কিম্বা অন্য কোনও বিষাক্ত জন্তুর দংশনে এবং পূঁয, প্রসবান্তিক-ক্লেদ (Lechia) প্রভৃতি কোনও স্রাবে অত্যন্ত দুর্গন্ধ থাকিলে ও উহা রক্তের সহিত মিশিয়া সেপটিক অবস্থা প্রাপ্ত হইলে এবং এলোপ্যাথিক ইন্‌জেকসনে ব্যবহৃত হয়। প্রসবের পর অনেকদিন পর্য্যন্ত রক্তস্রাব ও সেই রক্তে অত্যন্ত দুর্গন্ধ থাকিলে শুধু ইহার নিম্নশক্তি আভ্যন্তরিক সেবনেই সম্ভবতঃ উপকার হইবে। ডিপ্‌থেরিয়ায় মুখে পচা গন্ধ বাহির হইলে প্রথমেই ইহা প্রযোজ্য। নাক দিয়া রক্ত পড়া, গলার ভিতর ফোলা ও বেদনা, গলা খ্যাঁকরাইলে যে গয়ারাদি উঠে তাহার সহিত রক্ত, নাকের ভিতর বেদনা, জিহ্বায় ঘা, আলজিব ফোলা, নিশ্বাসে দুর্গন্ধ প্রভৃতিরও ইহা উৎকৃষ্ট ঔষধ।

ক্যালি-পার্ম্ম্যাঙ্গন—বাহ্যিক ও আভ্যন্তরিক উভয় প্রকারেই ব্যবহৃত হয়। প্রয়োজন হইলে বাহ্যিক প্রয়োগের নিমিত্ত পটাস্-পার্ম্মঙ্গন—১ ড্রাম, এক কোয়ার্ট (প্রায় ১ কিলো) জলে মিশাইয়া লইবেন (পটাস-পার্ম্ম্যাঙ্গন দেখিতে ঠিক ম্যাজেন্টা-গুঁড়ার মত এবং ম্যাজেন্টা রঙের মতই জলে দিলে জল রক্তের মত লালবর্ণ হয়), ইহার দ্বারা ক্যান্‌সারের পচা ক্ষতের ও ওজিনার কিম্বা অন্য কোনও প্রকার দূষিত স্রাবের দুর্গন্ধ শীঘ্রই নষ্ট হয়, ক্ষত পরিষ্কার হইয়া আসে। বাধকে ও প্রমেহরোগে অনেক চিকিৎসক ইহার পিচকারী ব্যবস্থা করেন। আভ্যন্তরিক—২ x শক্তি জলসহ সেব্য।

ফরমূলা—৫ বি।

ক্যালি ফস্ফরিকাম (**Kali Phos**)

(পটাসিয়াম-ফস্‌ফেট)—ইহা বায়োকেমিকের অন্তর্ভুক্ত হইলেও ডাঃ এলেনের নির্দ্দেশানুসারে সদৃশ বিধান মতে কিছুদিন পরীক্ষিত হইয়াছিল। কোনও রোগীতে যেখানে দেখিবেন—ক্যালি-কার্ব্বের চরিত্রগত শারীরিক ও মানসিক দুর্ব্বলতাসহ ঠাণ্ডা বাতাস ও শীত আদৌ সহ্য হয় না, একটু ঠাণ্ডাতেই ঠাণ্ডা লাগে এবং ফস্‌ফরাসের চরিত্রগত—রোগা, লম্বা সর্ব্বদাই ক্লিষ্ট ও স্নায়বিক পীড়াগ্রস্ত ; যেখানে শীত বা বর্ষা উভয় ঋতুই সহ্য হয় না সেখানে ক্যালি-ফস উপকারী। ইহার স্রাব ও অন্যান্য স্রাব কমলালেবুর রঙের বা স্বর্ণের ন্যায় হরিদ্রাবর্ণ। বেরিবেরি রোগেও ইহা উপকার হয়।

চরিত্রগত লক্ষণ ঃ—

১। উন্মত্ততা ও নানাপ্রকার মানসিক বিকৃতি, সুতিকা উন্মত্ততা ; ২। নানাবিধ স্নায়বিক ও মস্তিষ্কের পীড়া, স্নায়বিক অবসাদ, দুর্ব্বলতা, মাথাঘোরা, স্মরণশক্তির-হ্রাস, মাথা খালিবোধ, দুর্ব্বলতা ; ৩। টাইফয়েড জ্বরে উষ্ণতাপ, অত্যন্ত ঘাম, নাড়ী দমিয়া যাওয়া, হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া হ্রাস ; ৪। জিহ্বায় কটাবর্ণের

ময়লা সঞ্চয়, জিহ্বা শুষ্ক, দাঁতে সর্ডিস ; ৫। কোন পীড়ায় কালচে রক্তস্রাব ; ৬। স্থানিক বা সার্ব্বাঙ্গিক পক্ষাঘাত ; ৭। গলিত পচা ক্ষত, মুখের ক্ষত, অত্যন্ত দুর্গন্ধ শ্বাস-প্রশ্বাস ; ৮। উদরাময় কিম্বা আমাশয়ে অত্যন্ত পচা দুর্গন্ধ বাহ্যে ; ৯। ভয়, অনিদ্রা, নিদ্রায় উঠিয়া বেড়ানো বা কথা কহা, এলোমেলো বকা ; ১০। শিশু ভয় পাইয়া জাগিয়া উঠে ও কাঁদে ; ১১। হিষ্টিরিয়া, মৃগী ; ১২। চুপ করিয়া থাকিলে বেদনার বৃদ্ধি ও হাত বুলাইলে উপশম ; ১৩। অধিক পরিমাণে দুর্গন্ধ ঋতুস্রাব।

ক্যালি-ফস—নার্ভ টনিক ঔষধ ; ইহা অন্যান্য পীড়ায় ব্যবহৃত হইলেও সাধারণতঃ নার্ভ অর্থাৎ স্নায়ু বিকৃতি জনিত প্রায় সমস্ত পীড়ায় ও মস্তিষ্কের পীড়াতেই অধিক উপকার সাধন করে। ডাঃ লিলিয়েন্থেল্ বলেন—দুর্ব্বল ভ্যাইট্যাল-ফোর্সের অর্থাৎ সঞ্জিবনী-শক্তিকে ধীরে ধীরে বলপ্রদান করিতে ইহার ক্ষমতা অসীম, ডাঃ হেরিং বলেন—কোনও পীড়ার চরম অবস্থায় যখন রোগীর কিছুমাত্র ভাইট্যালিটী না থাকে, ক্রমশঃ কথা জড়াইয়া আসে, পক্ষাঘাত ধীরে ধীরে হৃৎপিণ্ডের দিকে অগ্রসর হয়, তখন সর্ব্বাগ্রে—ক্যালি-পস প্রযোজ্য। ল্যারিণজাইটীস ইত্যাদি কণ্ঠ ও স্বরনলীর রোগেরও ইহা মহৌষধ। কলেরার সকল প্রকার অবস্থায় এবং টাইফয়েড, টাইফস্ প্রভৃতি কতকগুলি জ্বরের বিকার অবস্থায় ডাঃ সুসলারের ইহাই প্রায় প্রধান ঔষধ। তিনি কলেরার প্রথম অবস্থায়—ফেরম্-ফসের সঙ্গে; খিলধরায়—ম্যাগ্নেসিয়া-ফসের সঙ্গে এবং বিকার অবস্থায়—সময়ে সময়ে ফেরম্-ফসের সঙ্গে ব্যবহার করিতে উপদেশ দেন। কলেরায়—খুব ঘন ঘন বাহ্যে বমি ; প্রথমে ২/১ বার পিত্তমিশ্রিত, পরে চাউলধোয়ানি জলের মত বাহ্যে কিম্বা প্রথম হইতেই কলেরার বাহ্যে, মলে অত্যন্ত পচা দুর্গন্ধ, পেটে কখনও বেদনা—কখনও বেদনা থাকে না, ছটফটানি, কখনও চুপ করিয়া পড়িয়া থাকে ইত্যাদি লক্ষণযুক্ত উদরাময়িক জাতীয় কলেরায়, ব্যবহার করিলে ইহাতে বিশেষ উপকার হয়। ঘাম দিয়া নাড়ী ছাড়িবার উপক্রম হইলে কিম্বা নাড়ী ছাড়িয়া যাইলেও ইহাতে সুফল পাওয়া যায়।

ক্রম—৬ x—২০০ x ও ৩০—২০০ শক্তি। উন্মত্ততায়—৩ x হইতে ২০০ x শক্তি, কিছু অধিক দিন ব্যবহারে বিশেষ উপকার হয়।

ফরমূলা—বিচূর্ণ—৭।

ক্যালি সল্ফিউরিকাম (Kali Sulph.)

(পটাস্-সলফ)—ইহাও ডাঃ সুসলারের একটি বায়োকেমিক ঔষধ, এইজন্য পল্সেটিলার পূর্ব্বে ও পরে ব্যবহৃত হইলে ইহা উৎকৃষ্ট ফল প্রদান করে। বায়োকেমিকে—ফেরম-ফস যেমন প্রদাহের প্রথমাবস্থায়, ক্যালি-মিউর—যেমন প্রদাহের দ্বিতীয়াবস্থায়, ক্যালি-সলফ—সেইরূপ প্রদাহের তৃতীয়াবস্থায় ব্যবহৃত হয়। ক্যালি-সলফের সমস্ত স্রাব—হলদে রঙ্গের অথবা সবুজ, আঠার মত চট্চটে, হড়্হড়ে কিম্বা জলের মত,—এইজন্য—যখন কোন পীড়ায় জিহ্বার রঙ

হলদে; ব্রঙ্কাইটীস, নিমোনিয়া, থাইসিস প্রভৃতি ফুসফুসের কোন পীড়ায় গয়ারের রঙ হলদে; গয়ার—পাতলা, চট্চটে, হড়্হড়ে ; নাসিকার সর্দ্দি, শ্বেত-প্রদর, প্রমেহ ইত্যাদির স্রাব—হলদে ; চক্ষুর স্রাব ও চক্ষুর পিচুটি—হলদে অথবা সবুজ; ইরিসিপেলাস প্রভৃতি কোন পীড়ায় যে ফোস্কা হয়—তাহার ভিতর হলদে রঙ্গের রস বা পূঁযভরা তখন ক্যালি-সল্ফ অবশ্য প্রযোজ্য। হাম, বসন্ত, স্কার্লেটিনা প্রভৃতির উদ্ভেদ (ইরাপ্সন) হঠাৎ বসিয়া যাইয়া কোনও কুলক্ষণ উৎপাদিত হইলে—ক্যালি-সল্ফে উদ্ভেদ পুনরায় প্রকাশিত হয়। হাম বসন্ত প্রভৃতি পীড়ায় যখন চর্ম্ম হইতে খোলস (শুষ্ক চর্ম্ম) উঠে, গায়ের চামড়া শুষ্ক ও খস্খসে থাকে, জ্বরে—চর্ম্ম রুক্ষ, খসখসে, ঘর্ম্মের লেশমাত্র থাকে না, তখন ইহা ব্যবহারে ঘর্ম্ম হইয়া চর্ম্ম মসৃণ ও জ্বরের হ্রাস হয়।

স্ত্রীলোকের ঋতু বিলম্বে ও ঋতুস্রাব কম হইলে ইহা প্রয়োগে ঋতু স্বাভাবিক এবং স্রাবের পরিমাণ বৃদ্ধি হয়।

ক্যালি-সলফের সমস্ত পীড়া—বৈকাল ৪/৫টা হইতে বৃদ্ধি হইয়া রাত্রি দ্বিপ্রহরের পর হইতে কমিয়া আসে, এইজন্য কোন জ্বরে উক্ত লক্ষণ থাকিলে ইহাতেই সেই জ্বর বন্ধ হইবে (কাউপার্থোয়েট বলেন—রাত্রিতে বৃদ্ধি)।

কোনও পীড়ায়—হাত-পা এবং চক্ষুর জ্বালা থাকিলে—ক্যালি-সল্ফে উপকার হইবে ; ইহার রোগলক্ষণ—বৈকাল ৫টার পর হইতে, গরম গৃহে—বৃদ্ধি এবং ঠাণ্ডা খোলা বাতাসে—উপশম হয়।

ক্যালি-সলফিউরেটাম (Kali Sulphuratum)—৬ষ্ঠ শক্তি ; এই ঔষধটী পাকস্থলীর পুরাতন প্রদাহের সহিত হিক্কা, গা-বমি-বমি ও বমি থাকিলে ব্যবহৃত হয় (ক্যালি-সল্ফিউরেটাম ও ক্যালি-সলফিউরিকাম এই দুইটী এক নহে—পৃথক ঔষধ যেন মনে থাকে)।

ক্রম—২ x—৬ x, ৩০ x এবং ৩০—২০০ শক্তি।

চর্ম্মরোগে—ক্যালি-সলফ বাহ্যিক ব্যবহৃত হয়। ফরমূলা—৭।

ক্যাল্মিয়া (Kalmia Latifalia)

(কেন্টকি, ওহিয়া প্রভৃতি পাহাড়ের একপ্রকার গুল্মের পাতা হইতে টিংচার প্রস্তুত হয়)—বাত, হৃৎপিণ্ডের পীড়া, স্নায়ুশূল বেদনা—উর্দ্ধ হইতে নিম্নে পরিচালিত হওয়া, অসাড়তাজনক (numbness) বেদনা, পেট-ফাঁপার সঙ্গে অবিরাম-জ্বর, হৃৎপিণ্ডের পীড়ায় স্পাইজেলিয়ার পর ইহার ব্যবহার, বাতরোগের পর হৃৎপিণ্ডের পীড়া ইত্যাদি কতিপয় ইহার বিশেষ লক্ষণ। ক্যাল্মিয়া—হৃৎপিণ্ড ও তাহার শিরা, ধমনী প্রভৃতি রক্ত সঞ্চালনকারী যন্ত্রসমূহের উপর অধিকাংশস্থলে বামদিকে এবং স্নায়বিক-বেদনায় (নিউর্যাল্জিয়ায়) সাধারণতঃ ডানদিকে অধিক ক্রিয়া প্রকাশ করে।

প্রধান চরিত্রগত লক্ষণ ঃ—

১। নিম্নগতিশীল, খোঁচামারা, তীরবেঁধা ও চাপিয়া ধরার মত বেদনা (উর্দ্ধগতিশীল বেদনা—ক্যাক্টস, লিডম), আক্রান্তস্থান অসাড় (ক্যামো, প্লাটি, একোন) ; ২। ডান চক্ষুকোটরে তীব্র খোঁচাবেঁধাবৎ বেদনা (বাম চক্ষুতে—স্পাইজে), বেদনা—সূর্য্যোদয়ে আরম্ভ, মধ্যাহ্নে বৃদ্ধি, সন্ধ্যায় হ্রাস (ন্যাট-মিউর); ৩। হঠাৎ স্থান পরিবর্ত্তনশীল বাতের বেদনা, বেদনা এক গাঁট হইতে অন্য গাঁটে যায়, গাঁট গরম ও লালবর্ণ হয়, ফোলে, অত্যন্ত বেদনা থাকে ; ৪। নীচুদিকে চাহিলে মাথা ঘোরে (স্পাইজে) ; ৫। নাড়ীর গতি অতি ক্ষীণ ও মৃদু, প্রায় হাতে পাওয়া যায় না, নাড়ীর স্পন্দন মিনিটে—৩০/৪০ বার ; ৬। শ্বাসকৃচ্ছ্রতা সংযোগে হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন (Tachycardia); ৭। হাত পায়ের অগ্রভাগ ঠাণ্ডা যেন বরফ।

বাত—ক্যাল্‌মিয়ার বাত ইত্যাদির বেদনা উর্দ্ধ হইতে নিম্নে পরিচালিত হয়। যেখানে দেখিবেন—বাত প্রথমে উর্দ্ধাঙ্গে আরম্ভ হইয়া ক্রমশঃ নিম্নদিকে নামিয়া আসিতেছে তথায় ক্যাল্‌মিয়াই ঔষধ (ক্যাক্‌টাসেও—এই লক্ষণটী আছে)। লিডমে—বাতের বেদনা নিম্নদিকে প্রথমে আরম্ভ হইয়া ক্রমশঃ উর্দ্ধদিকে পরিচালিত হয়। ক্যালমিয়ার বেদনা—দ্রুত স্থান পরিবর্ত্তন করে (পল্‌সেটিলা, সলফার, ক্যালি-বাইক্রমেও এই লক্ষণটী আছে), তবে জানিয়া রাখিবেন যে, যদি উক্ত প্রকার স্থান পরিবর্ত্তনশীল বেদনার সহিত হৃৎপিণ্ডের কোন পীড়া বর্তমান থাকে কিম্বা হৃৎপিণ্ড আক্রান্ত হয়, তাহা হইলে—ক্যাল্‌মিয়াই তাহার একমাত্র ঔষধ। হৃৎপীড়ায়—হৃৎপিণ্ডে অত্যন্ত কষ্টদায়ক বেদনা, এমন কি তাহাতে বোধ হয় যেন নিশ্বাস বন্ধ হইয়া আসে, ঐ বেদনা—কখনও বুক হইতে পেটের দিকে অর্থাৎ নীচের দিকে নামে। ডাঃ ফ্যারিংটন বলেন—ক্যাল্‌মিয়ায় লিডমের মত বেদনা নিম্ন হইতে উর্দ্ধে (from below upward) পরিচালিত হয় ; কিন্তু ডাঃ ন্যাস বলেন—বেদনা ক্যাক্‌টাসের মত নীচের দিকে নামে, যাহাই হউক আমাদিগকে এখন বুঝিতে হইবে যে, ক্যাল্‌মিয়া উভয় প্রকার বেদনাতেই উপকারী। ক্যালমিয়ার বেদনা প্রায়ই বামহস্তের উপর হইতে নীচের দিকে ধাবিত হয়। এষ্টিরিয়াস-রুব্রুম নামক ঔষধে—বেদনা বাম হস্ত হইতে নীচের দিকে আঙ্গুল পর্য্যন্ত নামে।

হৃৎপিণ্ডের পীড়া—ডাঃ হেরিং বলেন, এই রোগে স্পাইজেলিয়ার পর—ক্যাল্‌মিয়া প্রয়োগে সুন্দর উপকার হয়। ক্যাল্‌মিয়ায়—হৃদরোগের সহিত বামহস্তে ঝিনঝিনে বেদনা থাকে (রসটক্সে ও একোনাইটেও এই লক্ষণ আছে) পলসেটিলায়—হৃদরোগের সহিত কনুইয়ের অসাড়তাভাব নির্দ্দিষ্ট। ফাইটোলক্কায়—ডান হাতে ঝিনঝিনেধরা বেদনা ; বাতরোগের পর হৃৎ-কপাটের (Mitral insufficiency) পীড়া হইলে কিম্বা কোনও প্রকার বাহ্যে ঔষধ প্রয়োগে বাতরোগ আরোগ্য হইবার পর হৃৎপিণ্ডের পীড়া (Valvular disease) হইলে অথবা একবার বাত ও একবার হৃৎপিণ্ডের পীড়া হইলে—ক্যাল্‌মিয়ায় উপকার হয়। ক্যাল্‌মিয়ার নাড়ী—অত্যন্ত ক্ষীণ ও অত্যন্ত ধীরগতি,

এমন কি স্পন্দন মিনিটে মাত্র ৩০/৪০ বার এবং অনিয়মিত হয়, অনেক সময় হয়ত হাতে পাওয়াই যায় না, তাহার সহিত রোগীর বিবর্ণ মুখ ও পা দুইটীর ঠাণ্ডাভাব থাকে। কখনও শ্বাসকৃচ্ছ্রতাসহ নাড়ীর দ্রুত স্পন্দন থাকে।

এনজাইনা-পেক্টোরিস (হৃৎশূল-বেদনা), হৃৎপিণ্ডের কোনও যান্ত্রিক পীড়া হৃৎপিণ্ডের বিবৃদ্ধি (হাইপারট্রফি) প্রভৃতি পীড়ায় নাড়ীর অত্যন্ত ধীরগতি এবং হৃৎপিণ্ডের চারিধারে বেদনা ও শ্বাসকষ্টাদি থাকিলে—ক্যাল্‌মিয়া প্রযোজ্য। ডাঃ ডনহাম বলেন—কেঁচোর গতি মত—ধমনীর সঙ্কোচন ও প্রসারণ, অর্থাৎ অত্যন্ত ধীর, ক্ষীণ নাড়ীই ক্যাল্‌মিয়ার চরিত্রগত লক্ষণ।

চক্ষুর ও মুখের স্নায়ুশূল-বেদনা (Neuralgia)—ডানদিকের উর্দ্ধ অক্ষিকোটরের একপ্রকার তীক্ষ্ণ স্নায়ুশূল-বেদনায় (Supra orbital neuralgia) এবং ডানদিকের মুখের স্নায়ুশূল-বেদনায় (বেদনার কারণ সাধারণতঃ ঠাণ্ডালাগা) ক্যাল্‌মিয়া উপকারী (পল্‌সেটিলা ৫৫৯ পৃঃ দেখুন) স্নায়ুশূল-বেদনার সহিত জ্বালা এই লক্ষণ—ক্যাল্‌মিয়া ও ক্রিয়োজোট উভয়েতেই আছে। বাম উর্দ্ধাক্ষিকোটরের স্নায়বিক-বেদনায় এবং চক্ষুতে পুড়িয়া যাওয়ার মত জ্বালা থাকিলে—সিড্রণ ; তবে সিড্রণের প্রিয় লক্ষণ প্রত্যহ ঠিক একই নির্দ্দিষ্ট সময়ে বেদনার আবির্ভাব থাকা চাই ; স্পাইজেলিয়া—বামদিকের প্রায় সর্ব্বপ্রকার স্নায়বিক বেদনায় উপযোগী, ইহাতে যত বেলা অধিক বাড়িতে থাকে, ততই বেদনার বৃদ্ধি এবং যত বেলা কমিতে থাকে, বেদনারও তত ক্রমশঃ হ্রাস পাইতে আরম্ভ হয়। (ক্যাল্‌মিয়াতেও এই লক্ষণটী আছে)। সিমিসিফিউগায়—বেদনা ঘাড়ের দিক হইতে আরম্ভ হইয়া কপালের সম্মুখে আসিয়া ডান কিম্বা বাম চক্ষুর উপরে চাপিয়া বসে, ইহার বেদনা রাত্রিতেই বৃদ্ধি হয়।

দ্রষ্টব্য ঃ—ইনফ্লেমেটারি অর্থাৎ প্রাদাহিক এবং নিউর‍্যালজিয়া অর্থাৎ স্নায়ুশূল বেদনার পার্থক্য ঃ—যেখানে বেদনাযুক্ত স্থান ফোলে, লালবর্ণ হয়, অত্যন্ত জ্বালা যন্ত্রণা থাকে, আক্রান্তস্থানে হাত দিতে দেয় না, হাত দিলেই যন্ত্রণা বৃদ্ধি হয়, সেই বেদনাকে প্রাদাহিক ; আর যেখানে বাহিরের উক্তপ্রকার প্রদাহ-লক্ষণের বিশেষ কিছু থাকে না; কিন্তু ভিতরে অসহ্য জ্বালা-যন্ত্রণা ও বেদনা থাকে, বেদনার স্থানে টিপিলে বা চাপ দিলে বরং যন্ত্রণার উপশম হয়, তাহাকে স্নায়ুশূল-বেদনা কহে। ক্যাল্‌মিয়ায়—সচরাচর উক্ত উভয় প্রকারের বেদনাই লক্ষিত হয়, উহাতে বেদনা দ্রুত স্থান পরিবর্ত্তন করে। উরু হইতে হাঁটু, হাঁটু হইতে পায়ের তলা ও গাঁট এবং হৃৎপিণ্ডের বেদনা বাম হাতে পরিচালিত হয়। কখনও বেদনা—বুকের মধ্যে দিয়া হৃৎপিণ্ডের উপরে এবং কাঁধের হাড় পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়। বেদনা দ্রুত স্থান পরিবর্ত্তন করে। ইহাতে শরীরের বৃহদংশ সমহ অধিক আক্রান্ত হয়। ঘাড়ে বেদনা, ঘাড় নাড়িতে পারে না।

গর্ভাবস্থায়—এলবুমিনুরিয়া পীড়া এবং পাকাশয় শূল-বেদনা হঠাৎ আরম্ভ হইলে ক্যাল্‌মিয়া উপকারী।

বৃদ্ধি—প্রথম রাত্রিতে, নিদ্রিত হইবামাত্র, সূর্যোদয়ে, দ্বিপ্রহরে, উত্তাপে, মানসিক পরিশ্রমে, নিম্নদৃষ্টিতে চক্ষু ও শিরঃপীড়া—নির্ম্মল বায়ুতে।

সদৃশ—হৃৎপিণ্ডের রোগে স্পাইজেলিয়ার পর—ক্যাল্‌মিয়া।

উপশম—সূর্য্যাস্তে, শৈত্যে, চিৎ হইয়া শুইলে, দাঁড়াইলে, আহারান্তে।

পরবর্ত্তী ঔষধ—ক্যাল্‌কে, লিথিয়া, লাইকো, ন্যাট্রম-মিউর, পল্‌স, স্পাইজে। ক্রিয়ানাশক—একোন, বেল, স্পাইজে।

ক্রিয়া স্থিতিকাল—৭—১৪ দিন। ক্রম—৩ x—৩০ শক্তি। ফরমূলা—৩।

ক্রিয়োজোট (Kreosotum.)

আলকাতরা (beech wood Tar)—মিউকাস-ঝিল্লীর উপর ইহার প্রধান ক্রিয়া। কৃশ, শীর্ণ, লম্বা দেহ এবং দীর্ঘাঙ্গী-স্ত্রীই ইহার প্রধান ক্ষেত্র।

চরিত্রগত লক্ষণ ঃ

১। সামান্য ক্ষত হইতে অতিরিক্ত পরিমাণে রক্তস্রাব, (ল্যাকে, ফস, রক্তস্রাব-প্রবণ ধাতু, নাসিকা দিয়া রক্তস্রাব হিমপ্‌টিসিস, হিমচুরিয়া, দাঁত তুলিবার পর রক্ত চোয়াইয়া নির্গমন (হ্যামা); ২। গ্যাংগ্রীণ, ক্যান্‌সার ও যক্ষ্মারোগে পচা দুর্গন্ধস্রাব, জীবনী শক্তির হ্রাস ; ৩। ঋতুর পূর্ব্বে ও সময়ে কাণে গুণ্ গুণ্ সোঁ সোঁ, ঝোঁ ঝোঁ শব্দ, কালা হইয়া যাওয়া ; ৪। কষ্টে দাঁত উঠে, দাঁত উঠিয়াই ক্ষয় হইতে আরম্ভ, দাঁতের গোড়া নিলাভ লাল, নরম, ক্ষতপূর্ণ মাড়ীতে প্রদাহ, রক্ত পড়ে ; ৫। গর্ভাবস্থায় বমি, মুখে মিষ্ট জল উঠা, পাকস্থলীর সাংঘাতিক পীড়া, অনবরত পচা দুর্গন্ধ বাহ্যে ; ৬। ঋতুর পূর্ব্বে ও সময়ে ভীষণ যন্ত্রণাদায়ক শিরঃপীড়া ; ৭। রমণান্তে শোণিতস্রাব, ঋতু খুব শীঘ্র শীঘ্র হয় এবং পরিমাণে অত্যন্ত অধিক, শুইলেই স্রাব—বসিলে বা দাড়াইলে স্রাব বন্ধ, ঋতুস্রাব কখনও একেবারে বন্ধ ও পুনরায় আরম্ভ ; ৮। প্রস্রাবের বেগ ধারণে অক্ষম, বেগ এত অধিক যে, বিছানা হইতে উঠিতে বিলম্ব সহ্য হয় না ; ৯। আঙ্গুলের পশ্চাৎ পৃষ্ঠে হাতে একজিমা ; ১০। প্রস্রাবের সময়ে ও পরে তীক্ষ্ণ বেদনা ও জ্বালা ; ১১। হল্‌দে রঙের দুর্গন্ধ শ্বেত-প্রদরস্রাব—যেখানে লাগে হাজিয়া যায়, জ্বালা করে ; ১২। দুর্গন্ধ লোচিয়াস্রাব—একবার বন্ধ হয়, পুনরায় দেখা দেয় ; ১৩। যোনিদেশে চুলকানি—ক্ষতের মত হয় ; ১৪। কাণের চারিপার্শ্বে রসপূর্ণ উদ্ভেদ।

কাল চেহারা, কৃশ-শীর্ণ অসম দেহ, অতিবর্দ্ধনশীল, যে সমস্ত স্ত্রীলোক বয়স অপেক্ষা অধিক দীর্ঘাঙ্গী এবং কুঞ্চিত ত্বক, বৃদ্ধদর্শন ব্যক্তি, গ্রন্থিস্ফীতি-প্রবণ ও পাঁচড়া-চুলকানি প্রভৃতি চর্ম্মরোগপ্রবণ ধাতু, দ্রুত শীর্ণতা প্রাপ্তি, সর্ব্বদা অস্থির, শরীরে আগুনে পোড়ার মত জ্বালা অনুভব করে ; ঋতুবন্ধের বয়সে কোন-না কোন পীড়ায় আক্রান্ত হয় প্রভৃতি ইহার উৎকৃষ্ট ক্ষেত্র।

স্ত্রীলোকদিগের কতিপয় পীড়া ঃ—

ঋতুস্রাব—ক্রিয়োজোটে—ঋতুস্রাব থামিয়া থামিয়া হয়, অর্থাৎ একবার হয়, আবার থামিয়া যায়—আবার হইতে থাকে, স্রাব শুইলেই বৃদ্ধি, উঠিয়া বসিলে অথবা বেড়াইলে কম হয় ; সহবাসকালে বেদনাবোধ করে (সিপিয়াও এই লক্ষণে অনেকটা ক্রিয়োজোটেরই মত) ; ক্রিয়োজোটে—ঋতুস্রাব পরিমাণে অত্যন্ত অধিক ও খুব শীঘ্র শীঘ্র হয়, ঋতুকালে কোমরে অত্যন্ত সেঁটেধরা ব্যথা থাকে, কাণ ভোঁ ভোঁ করে, ঋতুস্রাব বন্ধ হইলে শ্বেত-প্রদর দেখা দেয় ; ডাঃ

ফেরিংটন বলেন—জরায়ু সংক্রান্ত ইহার যাবতীয় উপসর্গ যন্ত্রণাদি ঋতুস্রাবের পর বৃদ্ধি হয়।

প্রদর-স্রাব (Leucorrhoea)—স্রাবের রঙ হল্‌দে, কাপড়ে হল্‌দে দাগ ধরে, অত্যন্ত পচা দুর্গন্ধ, স্রাব গায়ে লাগিলে চুলকায় ও জ্বালা করে, চুলকাইলে চুলকানির কোন উপশম হয় না, বরং আরও অধিক বাড়িয়া উঠে। অনেকদিন স্থায়ী রক্তস্রাবেরও ইহাতে উপকার হয়। প্রদরের সহিত রক্তস্রাব হউক কিম্বা ঋতুস্রাবের সহিত অত্যন্ত অধিক রক্তস্রাব হউক, যদি একবার উহা বন্ধ হয় ও পুনরায় দেখা দেয়—ক্রিয়োজোটে উপকার হইবে। হরিদ্রাবর্ণের প্রদরস্রাব—সিপিয়া ও মিউরেক্সেও আছে ; কিন্তু দুর্গন্ধ, হেজে যাওয়া, জ্বালা করা ইত্যাদি লক্ষণ উহাদের মধ্যে নাই।

প্রসবান্তিক-ক্লেদস্রাব (Lochia)—প্রসবের পর পোয়াতির পূঁযের মত একপ্রকার দুর্গন্ধস্রাব পুনঃ পুনঃ দেখা দেয় ও বন্ধ হয়, অত্যন্ত দুর্গন্ধ, এই লক্ষণে ক্রিয়োজোট ফলপ্রদ (ওসিমাম-স্যাঙ্ক-৬৭১ পৃঃ দেখুন)।

জরায়ুতে ক্ষত ও ক্যানসার্‌—জরায়ুর এই দুইটী পীড়ায় জরায়ু গ্রীবা (cervix) শক্ত ও ফোলা থাকে, তাহাতে অত্যন্ত বেদনা, এত বেদনা যে, হাত দিলে বা সহবাস কালে রোগিনী শিহরিয়া উঠে। যোনিপ্রদেশে ভয়ানক আগুনে পোড়ার মত জ্বালা, ছোট ছোট চাপ যুক্ত কালরঙের ঘন দুর্গন্ধ রক্ত নির্গত হয়, রক্তস্রাব থামিয়া থামিয়া হয়, অর্থাৎ—একবার স্রাব আরম্ভ হয় ও একবার বন্ধ হয়। জরায়ু, গ্রীবায় ক্ষত এবং জরায়ুতে ফুলকপির মত একপ্রকার পদার্থ উৎপন্ন হয়, তাহাতে ভয়ানক জ্বালা-পোড়া থাকে ; দুর্গন্ধ হাজাকারক স্রাব নির্গত হয়। অন্যান্য ক্ষতেও—ক্ষত গ্যাংগ্রীণে পরিণত হইবার সম্ভাবনা হইলে কিম্বা বৃদ্ধাদিগের গ্যাংগ্রীণে অত্যন্ত পচা দুর্গন্ধ ও জ্বালা থাকিলে ক্রিয়োজোট ফলপ্রদ।

বহুমূত্র—রাত্রিতে ঘন ঘন প্রস্রাব এবং প্রতিবার অনেকটা পরিমাণে প্রস্রাব হয়। খুব শীঘ্র শীঘ্র প্রস্রাব হইয়া পড়ে, হঠাৎ এত বেগে প্রস্রাব পায় যে, উঠিতে বিলম্ব সহে না (hurry call), বালক বা যুবা বিছানায় প্রস্রাব করে, মনে করে সে ঠিক প্রস্রাবের জায়গাতেই প্রস্রাব করিতেছে, কিন্তু ঘুম ভাঙ্গিয়া দেখে সমস্তই শয্যা।

শিশুদের পীড়া—অতি কষ্টে শিশুদের দাঁত উঠে, দাঁত কাল ও মাঢ়ী অস্বাস্থ্য হয়, মাঢ়ীতে বেদনা হয়, মাঢ়ী ফোলে (পোকাধরা দাঁত), মাঢ়ীর রঙ ঘোর লাল বা নীলবর্ণ ; শিশু অত্যন্ত অস্থির হয় ও কাঁদে, উপসর্গাদি প্রাতঃকাল ৬টা হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত বৃদ্ধি হয়। দাঁত উঠিবার সময় প্রথমে দাঁতের উপর একটা কালবর্ণের দাগ পড়ে, শীঘ্রই সমস্ত দাঁতটা কাল হইয়া যায় ও টুকরা টুকরা হইয়া ভাঙ্গিতে আরম্ভ হয়, ক্রমশঃ সমস্ত দাঁতটাই নষ্ট হইয়া যায়। মাঢ়ী—স্পঞ্জের মত হইয়া ফোলে, সামান্য স্পর্শেও রক্ত পড়ে। ক্রিয়োজোট—মাদার-টিংচার, বাহ্যিক ব্যবহারে অনেক সময় দাঁতের যন্ত্রণার উপশম হয় (প্ল্যান্টেগো ও ষ্ট্যাফিসেগ্রিয়া অধ্যায় দেখুন)। দাঁত তুলিবার পর হইতে কালবর্ণের রক্ত ঝরে।

যক্ষ্মা-কাশি (Phthisis)—ক্রিয়োজোটে যক্ষ্মারোগের পোকা (Tuberele bacilli) মরে না; কিন্তু তাহা না হইলেও ইহা সেবনে অনেক স্থলে কফের পরিমাণ স্বল্প হয়, গয়ার উঠার হ্রাস হয়, ঘাম নিবারণ হয়, শরীরে ধীরে ধীরে বল সঞ্চার হইতে থাকে। রোগী ইহার পরিমাণ যত অধিক সহ্য করিতে পারিবে, উপকারও তত অধিক হইবে। ৫, ১০, ১৫, ২০ হইতে ৩০ ফোঁটা পর্য্যন্ত—১ × প্রত্যহ তিনবার সেবন করিতে পারে।

শিশু উদরাময় ও কলেরা—কষ্টকর দন্তনির্গমনহেতু শিশুদের এই পীড়া হইলে এবং অনবরত বাহ্যে বমি হইতে থাকিলেও সেই বাহ্যে বিশ্রী পচা ও আঁসটে দুর্গন্ধ হইলে—ক্রিয়োজোট উপকারী। টাইফয়েড জ্বরের শেষ অবস্থায়—অত্যন্ত দুর্ব্বলতা ও অত্যন্ত পচা দুর্গন্ধ বাহ্যের সঙ্গে রক্ত থাকিলে ইহাতে উপকার হইবে।

বমন—ক্রিয়োজোটে খাদ্যদ্রব্য হজমও হয় না, পেটেও থাকে না, অজীর্ণ ভুক্তদ্রব্য বমি হয়, ইহাতে আহারের অনেক পরে (several hours after taking the meal) বমি হয়। গর্ভাবস্থায় বমনেও—ক্রিয়োজোট উপকারী (গর্ভাবস্থায় বমি ও গা-বমি-বমি—এসারাম), ক্রমাগত বমি, গা-বমি, মুখে জল উঠা, সমস্ত খাদ্যে ঘৃণা—সিম্ফোরি-কার্পাস—২০০ শক্তি। কিউকুরবিটা (Cucurbita)—θ, গর্ভাবস্থায় প্রায় সকল প্রকার বমিতে ডাঃ এলেন এবং গ্যাষ্ট্রিক লক্ষণযুক্ত বমিতে ডাঃ লিলিয়েন্থেল—পেট্রোলিয়মের প্রশংসা করেন, ক্যালি-স্যালিসাইলিকাম (Kali Salicylicum)—৬—৩০ শক্তি, গর্ভাবস্থায় বমনে অন্যান্য ঔষধ বিফল হইলে ইহা পরীক্ষা করিবেন। অত্যন্ত পিপাসায় জলপান করিবার ১০/১৫ মিনিট পরে বমি হইলে—ফসফরাস; জলপান মাত্রেই বমি হইলে—আর্সেনিক; আহারের পরেই বুকে ব্যথা ও জ্বালার সহিত বমন হইলে—বিসমথ উপকারী। শিশুদের অবিরাম বমিতে এবং ডিস্পেপসিয়া রোগীদের পেটে কোনও খাদ্য হজম না হইয়া বমি হইলে—ক্রিয়োজোট ও লুফা-এমেরা উপকারী।

বৃদ্ধি—শীতল বায়ুতে, শীতল জলে, গাত্রধৌত, শায়িত অবস্থায়, রজঃস্রাবান্তে, প্রদরস্রাবকালে, রমণান্তে।

উপশম—প্রদর পীড়া—উপবেশনে ; রজঃস্রাব—উপবেশনে, বেড়াইলে ও উত্তাপে ; স্বরভঙ্গ—হাঁচির পর, সমস্ত উপসর্গ—খোলা বাতাসে।

Kreosote—It follows well by Ars, Phos Sulph. in Cancer and disease of malignant tendency (Dr. Nash)

পরবর্ত্তী ঔষধ—আর্স, ক্যালকে, এসি-নাই, সিপি, সলফ।

ক্রিয়ানাশক—একোন, নক্স। কার্ব্বোর সহিত শত্রুতা সম্বন্ধ।

ক্রিয়া স্থিতিকাল—১৫—২০ দিন। ক্রম—৬ ×—২০০ শক্তি।

ফরমূলা—৬-বি।

ল্যাক ক্যানাইনাম (Lac Caninum.)

(কুকুরীর দুগ্ধ)—নাসিকায় ও গলায় ক্ষত, ডিপথেরিয়া, গর্ম্মী, বাত, রেলটয়েড—পেশীর বাত ইত্যাদি পীড়ায় উপকারী।

চরিত্রগত লক্ষণ ঃ—

১। বেদনা এক স্থান হইতে অন্য স্থানে যায় ; ২। বেদনা কিম্বা পীড়া আড়াআড়ি ভাবে পরিচালিত হয়, অর্থাৎ—আজ ডানদিকে, কাল বামদিকে পরিচালিত হইল ; আজ ডানদিকের পায়ে বেদনা—কাল বামদিকের পায়ে বেদনা, এইরূপ আড়াআড়ি (crosswise) ভাবে একদিকের বেদনা অন্যদিকে পরিচালিত হয় (Erratic pains, alternating Sides)। ম্যাঙ্গেনামে—বেদনা কোণাকোণি এক গাঁট থেকে অন্য গাঁটে যায়।

মানসিক লক্ষণ ঃ—

নার্ভাস, অত্যন্ত ভুল করে, যদি কোন দ্রব্য ক্রয় করে তাহা বাটীতে লইয়া যাইতে মনে থাকে না, ফেলিয়া চলিয়া যায়। লিখিতে ভুল—এক বিষয় লিখিতে অন্য বিষয় লেখে, শব্দের শেষাংশ লিখিতে ভুল, নৈরাশ্য—মনে করে তাহার পীড়া দুরারোগ্য, একটুতেই রাগ ; কল্পিত সর্পদংশন প্রভৃতি।

নাসিকার ক্ষত—ক্ষতে অত্যন্ত পচা দুর্গন্ধ মামড়ি পড়ে, আজ ডান নাকে অধিক, কাল বাম নাকে অধিক, এইরূপ পর্য্যায়ক্রমে হয়।

ডিপথেরিয়া—একদিন একদিকে, —পরদিনে অন্যদিকে, একদিন বামদিকে, —পরদিন ডানদিকে ; পুনরায় বামদিকে, এইরূপ বেদনা মেম্ব্রেণ পর্য্যায়ক্রমে পরিচালিত ও আক্রান্ত হয়। ল্যাকেসিস—মেম্ব্রেণ প্রথমে বামদিকে এবং লাইকোপেডিয়মে—প্রথমে ডানদিকে আক্রান্ত হয়, পরে অন্যদিকে পরিচালিত হয় (ডিপথেরিণাম—৩০৪ পৃষ্ঠা দেখুন)।

গলমধ্যস্থ পীড়া—স্পর্শে বেদনা, কোন দ্রব্য গিলিলে কাণ পর্য্যন্ত বেদনা করে, ঋতুর সময় কাশি ও গলায় বেদনা, ঋতু আরম্ভে গলায় ঘা এবং ঋতু বন্ধ হইলেই তাহা আরোগ্য হয়, গলার ভিতর অনবরত কুটকুট করে ও কাশি হয়। টনসিলাইটীস্—প্রথমে একদিকে পরে অন্যদিকে প্রদাহ ও বেদনা, রোগী কোন বস্তুই পানাহার করিতে পারে না, সময়ে সময়ে পানীয় বস্তু নাক দিয়া বাহির হইয়া আসে।

স্ত্রী-ব্যাধি—শ্বেত-প্রদর কেবল দিনে রঙ্ হলদে বা সাদা, হাজিয়া যায় না, ঋতুস্রাব খুব শীঘ্র শীঘ্র এবং পরিণামে অধিক ও দমকা নির্গত হয় (flow in gushes), ঋতুস্রাবের পূর্ব্বে স্তনে অত্যন্ত বেদনা ; কিন্তু ঋতুস্রাব আরম্ভ হইলেই সেই বেদনার হ্রাস হয়, স্তনের বোঁটায় প্রদাহ ও বেদনা (mastitis একটুমাত্র ধাক্কা লাগিলেই প্রাণ বাহির হইয়া যায়। যে সমস্ত পোয়াতির সন্তান মৃত তাহাদের ও যাহাদের সন্তান বহুদিন হইতে স্তন্য পান করিতেছে তাহাদের স্তনদুগ্ধ শুকাইবার নিমিত্ত—ল্যাক-ক্যানাইনাম উৎকৃষ্ট ঔষধ। শুষ্ক স্তনদুগ্ধ পুনরানয়ন জন্য—ল্যাক্-ডিফ্লোর (এগ্নাস ৬১ পৃঃ দেখুন)

বাত—বাতের বেদনা শরীরের একস্থান হইতে অন্যস্থানে পরিচালিত হইলে—ক্যালি-বাইক্রম ও পলসেটিলা উপযোগী ; কিন্তু ল্যাক-ক্যানাই নামের ন্যায় বেদনা—আজ ডানদিকের উপরিভাগে, কাল বামদিকের নিম্নভাগে ; আজ ডানদিকে, কাল বামদিকে ; এইরূপ আড়াআড়ি অর্থাৎ alternating sides বেদনা উহাদের মধ্যে নাই।

বৃদ্ধি—একদিন প্রাতে, তৎপরদিন সন্ধ্যায়, রাত্রিতে ; বামপার্শ্বে শয়নে, শীতল বায়ুতে।

উপশম—বিশ্রামে ও শয়নে, শীতল জলে, পা গুটাইয়া পেটের উপর রাখিয়া শয়নে। ইহার একটি মাত্রাতেই অনেক সময় বেশ ভাল ফল পাওয়া যায় ; দ্বিতীয় মাত্রা প্রয়োগের প্রায়ই প্রয়োজন হয় না ।

ক্রম—৬—২০০ শক্তি।

ল্যাক্ ডিফ্লোর (Lac Defloratum)

(মাখন তোলা দুধ অর্থাৎ ঘোল হইতে ডাইলিউসন করিয়া প্রস্তুত হয়)—পোষণাভাবে দুর্ব্বলতা ; শিরঃপীড়া ও তৎসহ অত্যধিক প্রস্রাব, ভীষণ কোষ্ঠবদ্ধ, অত্যধিক দুর্ব্বলতার নিমিত্ত জরায়ু বাহির হইয়া পড়া, দুগ্ধে অরুচি, এই প্রকারের কয়েকটী পীড়ায় উপকারিতার জন্য প্রসিদ্ধ।

শিরঃপীড়া—প্রাতে বিছানা হইতে উঠিবার ঠিক পরেই বেদনা আরম্ভ, দপ্‌দপ্ করে, তাহার সহিত বমি, গা বমি, চোখে অন্ধকার দেখা, কোষ্ঠবদ্ধ প্রভৃতি উপসর্গগুলি থাকে এবং বেদনার সময় খুব প্রস্রাব হয়। আলোকে, গোলমালে ও নড়াচড়ায় বেদনা বাড়ে ; ঋতুর সময় শিরঃপীড়া, খুব জোরে টিপিলে শিরঃপীড়ার একটুমাত্র উপশম হয় (জেলসি ৩২৮ পৃঃ দেখুন)।

কোষ্ঠবদ্ধ—ভীষণ কোষ্ঠবদ্ধ, শক্ত বা লম্বা ন্যাড়, অতিকষ্টে অনেক বেগ দিলে তবে নির্গত হয়, মলদ্বার ফাটিয়া যায়।

কোষ্ঠবদ্ধ সম্বন্ধে এই ঔষধে ডাঃ ন্যাস তাঁহার পুস্তকের একস্থানে বলিয়াছেন—একজন স্ত্রীলোক প্রত্যহ ১০ / ১২ বার করিয়া এনিমা (ডুস) ব্যবহার করিত ; কিন্তু তাহাতেও ৪/৫ সপ্তাহকাল বাহ্যে হইত না, এই প্রকারে ১৫ বৎসর চলিয়া আসিতেছিল। দুঃখের বিষয় তিনি স্পষ্ট করিয়া কিছুই লেখেন নাই যে, তাহাতে এই ঔষধের উপকার হইয়াছিল।

স্যানিকিউলা (Sanicula)—অনেক চিকিৎসক কোষ্ঠবদ্ধে এই ঔষধটির উচ্চ প্রশংসা করেন। কোষ্ঠবদ্ধে যেখানে সরলান্ত্রে অধিক পরিমাণে মল জমিয়া থাকে তজ্জন্য অত্যন্ত বেগ দিতে হয়, অত্যন্ত বেগের নিমিত্ত পেরিনিয়মে বেদনা হইয়া পড়ে, অতিকষ্টে একটু একটু করিয়া মল গুঁড়াইয়া বাহির হয়, মলে অত্যন্ত দুর্গন্ধ থাকে, সেখানে ইহা ব্যবহার করিবেন (এসিড-গ্যালিক ও ওপিয়ম—৫১৮ পৃষ্ঠা দেখুন)। ক্রম—৩০ শক্তি।

ল্যাক্-ডিফ্লোর—৬ হইতে ২০০ শক্তি ব্যবহৃত হয়। ফরমূলা—৭।

ল্যাকেসিস (Lachesis)

(আমেরিকার একপ্রকার সর্পবিষ হইতে বিচূর্ণ শক্তি প্রস্তুত হয়) ইহার মুখ্যক্রিয়া—স্নায়ুমণ্ডলীর উপর, গৌণক্রিয়া—চর্ম্ম ও শ্লৈষ্মিক-ঝিল্লীর উপর। ডাঃ হেরিং নিজে এই বিষ প্রুভিং করেন। যে সকল ব্যক্তি সদাই বিমর্ষ, দুঃখিত, ক্লোরোটিক-স্ত্রী পিত্ত-ধাতু, মোটা লোক অপেক্ষা যাহারা দুর্ব্বল, কৃশ, পীড়ায় ভুগিয়া যাহাদের শারীরিক ও মানসিক অবস্থার পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে, এইরূপ লোকদের শরীরে এবং শরীরের উর্দ্ধাংশে ও বামভাগে ইহা অধিক ক্রিয়া প্রকাশ করে।

চরিত্রগত লক্ষণ ঃ—

১। বামদিকে পীড়ার উৎপত্তি ; ২। দিন হউক, রাত্রি হউক—নিদ্রার উপক্রমে কিম্বা নিদ্রা ভঙ্গ হইলেই মানসিক লক্ষণের ও রোগলক্ষণের বৃদ্ধি (নিদ্রার পর উপশম—অক্সিট্রপিস) ; ৩। আক্রান্তস্থান অত্যন্ত স্পর্শাসহিষ্ণু, এমন কি ছুঁইতে দেয় না, কাপড় রাখিতে পারে না ; ৪। কাহাকেও বিশ্বাস করে না, আত্মীয় স্বজন সকলকেই সন্দেহ করে, মনে করে বিষ খাওয়াইবে ; ৫। ডিপথেরিয়া—আক্রান্তস্থান ঘোর নীলবর্ণ কিম্বা একটু নীলাভ দেখায়, গলায় বস্ত্রাদি কিছু জড়াইলে তাহাতে বোধ হয় যেন নিশ্বাস বন্ধ হইয়া মারা যাইবে ; ৬। বাতশ্লেষ্মা জ্বরে—চক্ষু হরিদ্রাবর্ণ দেখায়, জিহ্বা কাঁপে ও বাহির করিলে দাঁতের পশ্চাতেই থাকিয়া যায় ; স্ত্রীলোকদের ঋতু অবসানকালের বয়সের প্রায় অধিকাংশ পীড়া ;৭। অর্শ, রক্তস্রাব, শরীরে আগুনের মত অনুভব ও গরম ঘাম, মাথার চাঁদিতে জ্বালা-জনক বেদনা, বামদিকের ডিম্বকোষে অত্যন্ত বেদনা, জরায়ু প্রদেশে তীক্ষ্ণ বেদনা, সামান্যমাত্র রজঃস্রব হইলেই ঐ বেদনার হ্রাস ও স্রাব বন্ধ হইলেই বেদনার পুনরাবির্ভাব, ৮। ডিম্বকোষের বেদনার সহিত জ্বালা, ঋতু ঠিক নিয়মিত সময়েই হইয়া থাকে ; কিন্তু পরিমাণে স্বল্প হয়, প্রায় এক আধদিন থাকিয়াই বন্ধ হইয়া যায় ; ৯। কালবর্ণের প্রস্রাব ; রক্তে চাপ বাঁধে না; ১০। বিষ ব্রণ, কার্ব্বাঙ্কল, ক্ষত—ইহাদের রঙ্ নীলাভ, সামান্য একটু ক্ষত হইতে বহু পরিমাণে রক্তস্রাব ; ১১। বামহস্তে কনকনানি-বেদনা, পায়ের হাড়ে কনকনানি-ব্যথা, ১২। ধর্ম বিষয়ে প্রলাপ বকা, রোগীর রাত্রিকালে শীত ও দিনে গাত্রদাহ ; ১৩। শোক, দুঃখ, ভয়, বিরক্তি, হিংসা, প্রেমে নিরাশ হইয়া পীড়ার উৎপত্তি ; ১৪। স্ত্রীলোকদের প্রায় ৪৫ বৎসর হইতে অর্থাৎ ঋতু বন্ধ হইবার বয়স হইতে স্বাস্থ্য একদিনের জন্যও ভাল না থাকা ; ১৫। অত্যন্ত গরম কিম্বা অত্যন্ত শীত পড়িলেই ক্রমশঃ শরীর দুর্ব্বল হইয়া পড়ে ; ১৬। অত্যন্ত বাচালতা, অনর্গল পাগলের মত বকে, এক বিষয় বলিতে বলিতে আর এক বিষয় বলিতে আরম্ভ করে ; ১৭। সামান্য কোনও বস্তু মুখের কিম্বা নাকের গোড়ায় আনিলেই যেন শ্বাসবন্ধ হইয়া যায় , পাখার বাতাস করিতে বলে কিন্তু অতি ধীরে ধীরে ও তাহা অনেক দূর হইতে ; ১৮। ভীষণ শারীরিক ও মানসিক ক্লান্তি, সমস্ত শরীর কাঁপে; ১৯। মূত্রনলীর ভিতরে যেন একটা গোলা ঘুরিয়া বেড়াইতেছে এইরূপ অনুভব ; ২০। শরৎকালের কুইনাইন-চাপা জ্বর—বসন্তকালে পুনরাবির্ভাব ; ২১।

টাইফয়েড, টাইফস্-জ্বরে, অজ্ঞান-অবিভূতভাব, বিড় বিড় করিয়া মৃদু প্রলাপ বকে কিম্বা জোরে জোরে এক কথা অনবরত বলে, চোখ বসিয়া যায়, মুখ মরার মত বিবর্ণ হয়, নীচের চোয়াল ঝুলিয়া পড়ে, জিহ্বা শুষ্ক ও কাল হয়, কাঁপে, জিহ্বা দাঁতের বাহিরে আনিতে পারে না আটকায় : ২২। চোখের সাদা অংশ কমলালেবু রঙের মত হলদে হয়, ঠাণ্ডা ঘাম দেয়, ঘামে হলুদে ছোপ ধরে।

ল্যাকেসিস—"মেটিরিয়া মেডিকার" মধ্যে একটি শ্রেষ্ঠ ঔষধ, অনেক জটিল ও কঠিন পীড়ায় সময় বুঝিয়া প্রয়োগ করিতে পারিলে ইহাতে বিশেষ সুফল পাওয়া যায়।

কাশি—সামান্য একটু কাশি হইতে ব্রঙ্কাইটীস, হাঁপানি, নিমোনিয়া ইত্যাদি সকল প্রকার কাশিতেই ল্যাকেসিসে উপকার হয়। একপ্রকার খুকখুকে শুষ্ক কাশি, তাহাতে নাকের বা মুখের কাছে জোরে হাওয়া লাগিলে কিম্বা কিছু লইয়া গেলে অথবা গলায় কাপড় রাখিলে যদি রোগীর দমবন্ধ হইয়া যাওয়ার ভাব হয়, ইহাতে উপকার হইবে। হাঁপানি-কাশিতে—ঘুমাইতে ঘুমাইতে হঠাৎ শ্বাস-টান বৃদ্ধি হইয়া রোগীকে কাতর করিয়া ফেলে, তখন রোগী বুকে বা গায়ে আদৌ কাপড় রাখিতে পারে না, কাশিয়া কাশিয়া একটু তরল সর্দ্দি উঠিলে তবে ঐ ভাবের নিবৃত্তি হয় ; গলা সুড় সুড় করিয়া কাশি হয়, কাশি যেন বুক হইতে আসে, গয়ার সহজে উঠে না—যেন গলায় জড়াইয়া থাকে, ইহার সহিত দমবন্ধভাব ও গলায় বেদনা ইত্যাদি লক্ষণগুলি থাকে, এইগুলি—ল্যাকেসিসে নির্দ্দিষ্ট। কাশিতে কষ্ট, শুষ্ক কাশি, সর্দ্দি গলায় জড়াইয়া থাকা লক্ষণগুলি ল্যাকেসিস ভিন্ন—ব্রায়োনিয়া, মস্কাস, হায়োসিয়ামাস প্রভৃতিতেও আছে। এপিসে—দমবন্ধের ভাব লক্ষণটী আছে ; কিন্তু তাহাতে গলায় বেদনা এবং গলায় কাপড় রাখিলে কষ্ট এই লক্ষণগুলি নাই। গলা সুড় সুড় করিয়া কাশি (tickling cough)—বেলেডোনাতেও আছে, উহাতে কাশি যেন গলার উপরের দিক হইতে আসে ; কষ্টিকামে—গলা সুড় সুড়ুনি কাশির সঙ্গে সম্পূর্ণ স্বরভঙ্গ থাকে ; রিউমেক্সের সুড় সুড়ুনি কাশি—কথা কহিলে অথবা একটু ঠাণ্ডা হাওয়া নিশ্বাসপথে প্রবেশ করিলেই বৃদ্ধি হয়, এইজন্য রোগী মুখে কাপড় ঢাকিয়া রাখে ; এলিয়ম-সিপার—কাশি দমকা, ইহাতে চোখ-নাক দিয়া জল পড়ে। ক্রুপের কাশিতে—গলনলী রুদ্ধ হইবার ভাব থাকিলে—ল্যাকেসিস, ক্যালি-বাইক্রমের পর উপকারী (এরালিয়া ১০৯ পৃঃ দেখুন)।

তালুমূল প্রদাহ টন্‌সিলাইটীস (Tonsilitis)—ল্যাকেসিসের বিশেষত্ব প্রথমে শরীরের বামদিক হইতে কোনও রোগ আরম্ভ হয়, টনসিলের প্রদাহ যদি বাম দিকে হয় কিম্বা বামদিক হইতে প্রথমে আরম্ভ হইয়া পরে ডানদিকে পরিচালিত হয় ইহাতে উপকার হইবে (টন্‌সিলের প্রদাহ হইলে আল্‌জিবের দুই কিম্বা এক পার্শ্ব সুপারীর মত হইয়া ফুলিয়া উঠে, লালবর্ণ হয়, গলায় চটচটে সর্দ্দি জমিয়া থাকে); লাইকোপোডিয়মে—প্রদাহ ডানদিক হইতে বামদিকে পরিচালিত হয়, ল্যাকেসিসে—টন্‌সিলের রঙ লালবর্ণ হইলেও তাহার ভিতরে যেন একটু নীলাভ দেখায়, অনেক সময় সম্পূর্ণ নীল হয়। গলায় যেন গোলার মত একটা—কী পদার্থ থাকে ; ঢোক গিলিলেও ঐ গোলা অপসারিত হয় না ;

কখনও হঠাৎ গলনলী বন্ধ হইয়া যাইবার ভাব হয়, গলার বাহিরে বেদনা থাকে, তাহাতে হাতটী লাগিলেই কষ্ট হয়। ল্যাকেসিস—রোগী কঠিন দ্রব্য গিলিতে পারে ; কিন্তু কোনও তরল দ্রব্য পান করিতে পারে না। টনসিল পাকে, পাকিলে কিছুই খাইতে পারে না, খাদ্য নাক মুখ দিয়া বাহির হইয়া আসে (তরল পদার্থ গিলিতে কষ্ট ও কঠিন পদার্থ সহজে গিলিতে পারে), ইগ্নেসিয়াও—ডিপথেরিয়া, টনসিলাইটীস, গলক্ষত ইত্যাদি রোগের উৎকৃষ্ট ঔষধ, তবে রোগী মূর্চ্ছাবায়ু গ্রস্ত (Hysteric) হইলে ল্যাকেসিস অপেক্ষা ইগ্নেসিয়াই সেখানে অধিক উপযোগী। ইগ্নেসিয়ায়—ঢোক গিলিলে যন্ত্রণার ও গলার ব্যথার অনেক উপশম হয়, এই লক্ষণটি আবার—স্যাবাডিলা নামক ঔষধেও আছে। ব্যাপটিসিয়া—ইহা ইগ্নেসিয়া এবং ল্যাকেসিসের বিপরীত অর্থাৎ কঠিন দ্রব্য গিলিতে খুব কষ্ট হয় ; কিন্তু তরল দ্রব্য সহজে পান করিতে পারে। টন্‌সিলাইটীস পীড়ায়—ফাইটোলক্কা আভ্যন্তরিক সেবনে সমস্ত ঔষধ অপেক্ষা আশু উপকার হইতে দেখা যায় (ফাইটোলক্কা দেখুন), ব্যারাইটা-আয়োড পুরাতন টনসিলাইটীসে উপকারী।

গ্যাংগ্রীণ—ক্ষতে চারধারের রঙ নীল বা কালচে (ক্রোটেলাস)।

কার্ব্বঙ্কল (বিষব্রণ)—কার্ব্বঙ্কলে ভয়ানক ব্যথা ও জ্বালা, যখন কার্ব্বংকলের ক্ষত গ্যাংগ্রীণে পরিণত হইবার সম্ভাবনা হয় কিম্বা প্রকৃত গ্যাংগ্রীণ হইয়া দাঁড়ায়, তখন ল্যাকেসিসই একমাত্র ঔষধ। কার্ব্বঙ্কলের ক্ষতে অত্যন্ত জ্বালা থাকিলে ল্যাকেসিসের মত—আর্সেনিক—এন্‌থ্রাসিনাম, ট্যারেন্টুলা ইত্যাদিও লক্ষণানুসারে প্রয়োজনীয়। আর্সেনিক—রাত্রি দুই প্রহরের পর জ্বালাযন্ত্রণার বৃদ্ধি, ট্যারেন্টুলায়—অত্যন্ত জ্বালা; কিন্তু তাহার সঙ্গে জ্বর, উদরাময় ও অত্যন্ত দুর্ব্বলতা ইত্যাদি থাকে, ল্যাকেসিসে—নিদ্রার উপক্রমে কিম্বা নিদ্রাভঙ্গে রোগলক্ষণের বৃদ্ধি হয়। ক্যানসার হউক, কার্ব্বঙ্কল হউক যখন তাহাদের রঙ একটু নীল দেখায় এবং শীঘ্র পূঁয না জন্মায়, তখন ল্যাকেসিস পূঁয উৎপন্ন করাইয়া রোগীকে শীঘ্র আরোগ্যপথে আনয়ন করে (এন্‌থ্রাসিনাম ৮৯ পৃষ্ঠা দেখুন)।

কর্কটরোগ বা ক্যানসার (cancer)—ক্ষত দূষিত হইলে শুধু ক্যানসার কেন সকল প্রকার দূষিত ক্ষতেই ল্যাকেসিস উপযোগী ; তবে তাহার সঙ্গে ইহার বিশেষ লক্ষণ—নিদ্রার উপক্রমে বা নিদ্রাভঙ্গে রোগ বৃদ্ধি, স্পর্শাসহিষ্ণুতা ইত্যাদি লক্ষণগুলি থাকিলে ভাল হয়।

পারদের ক্ষত ও সিফিলিস—পারদ অথবা উপদংশজনিত গায়ের অস্থিক্ষত, ক্ষতের চারিধার নীলবর্ণ, রাত্রিকালে উহার যন্ত্রণার বৃদ্ধি, গলায় ক্ষত, ক্ষতস্থানে এত অধিক বেদনা যে, হাত ছোঁয়ান যায় না এবং সেকেণ্ডারী সিফিলিস ও শ্যাংকার—গ্যাংগ্রীণে পরিণত হইলেও—ল্যাকেসিস উপকারী।

মুখের ক্ষত—মাড়ীতে ও দাঁতের গোড়ায় ক্ষত, দাঁত নষ্ট হইয়া যায়, মুখে ভয়ানক পচা দুর্গন্ধ।

প্রস্রাব—কাল এবং ঘোলা কিম্বা এলবুমেন মিশ্রিত, ডিমের সাদা হড়হড়ে অংশটাই এল্‌বুমেন বুঝিয়া রাখিবেন (Albumen—Anorganic element of the blood & found almost pure in the white of

an egg)। এলবুমিনুরিয়া রোগে প্রায়ই এই প্রকার প্রস্রাব দৃষ্ট হয়, ইহার সহিত শোথ (dropsy) ও রক্তস্রাব থাকিলেও—ল্যাকেসিস উপকারী। বাতশ্লেষ্মা অথবা অন্য কোনও প্রকার জ্বরে যদি কালরঙের প্রস্রাব হয় ; কিম্বা ক্ষরিত রক্ত পচিয়া প্রস্রাবদ্বার দিয়া নির্গত হয়, তাহা হইলে—ল্যাকেসিস উপযোগী। ক্রোটেলাসেও এই প্রকার রক্ত প্রস্রাব হয়, হেলিবোরাসে—প্রস্রাবের সহিত রক্তের ছিট থাকে।

ঋতুস্রাব—স্ত্রীলোকের প্রায় ৪৪/৪৫ বৎসর বয়সে ঋতুবন্ধ হয়। এই সময়ে যদি অতিরিক্ত রজঃস্রাব হয় ; আর তাহার সঙ্গে গায়ে অত্যন্ত জ্বালা, সর্ব্বশরীরে গরমভাব এবং মাথায় অত্যন্ত বেদনা ও জ্বালা থাকে তাহা হইলে—ল্যাকেসিস উপকারী। ল্যাকেসিসে—ঋতুর রক্তের রঙ প্রায় কাল, ঘন, চাপ্ চাপ্ ও তাহাতে দুর্গন্ধ থাকে।

জরায়ুর বেদনা—জরায়ু প্রদেশে অত্যন্ত বেদনা, সময়ে সময়ে এত বেদনা হয় যে, হাত ছোঁয়ান যায় না, কাপড়টি পর্য্যন্ত লাগিলে কষ্ট হয়, এই প্রকার বেদনা সামান্যমাত্র রজঃস্রাব হইলেই কমিয়া যায়, কিন্তু ঋতু বন্ধ হইলে আবার বাড়ে।

ডিম্বকোষের পীড়া (Ovaritis)—বামদিকের ডিম্বকোষের প্রদাহ কিম্বা ঐ প্রদাহ বামদিকে আরম্ভ হইয়া পরে ডানদিকে পরিচালিত হইলে—ল্যাকেসিস উপকারী। বামদিকের ডিম্বকোষের প্রায় সমুদয় পীড়া, যেমন টিউমার, ক্যান্সার, ওভেরি পাকিয়া পূঁয, স্নায়ুশূল, ফোলা, শক্ত ভাব, যাহাই হউক না কেন, তাহাতে—ল্যাকেসিস উপযোগী। আর্সেনিকে—ডানদিকের ডিম্বকোষ আক্রান্ত হয়, রক্তের রঙ অনেকটা ল্যাকেসিসের মত, ডানদিকের ডিম্বকোষের প্রদাহে—এপিসও বেশ উপকারী। এপিসে—বামদিকের পাঁজরার নীচে একপ্রকার বেদনা থাকে এবং ডিম্বকোষে এত ব্যথা থাকে যে রোগী কাশিতেও ভয় পায়। গ্র্যাফাইটীসে—বামদিকের ডিম্বকোষ আক্রান্ত হয় এবং রক্তস্রাব হইলে ল্যাকেসিসের মত সমস্ত যন্ত্রণার উপশম হয়, ইহাতে রক্তস্রাব পরিমাণে অতি অল্প ও উহা সামান্যক্ষণ স্থায়ী হয়। ডানদিকের প্রদাহে এপিসে উপকার না হইলে—আর্সেনিক।

উদরাময়—ল্যাকেসিসে অধিকাংশ রোগীর প্রায় কোষ্ঠবদ্ধ থাকে ; কিন্তু আবার অনেক দিন পর্য্যন্ত পেটের অসুখে ভুগিয়া অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়িলে এবং মলে অত্যন্ত বেশী পচা দুর্গন্ধ থাকিলে কখনও কখনও হইতে আশ্চর্য্য উপকার হয়। গ্রীষ্মকালীন উদরাময়ে, ঋতুবন্ধের বয়সে উদরাময়ে এবং মাতালদের উদরাময়ে—ল্যাকেসিস উপকারী।

আমাশয়—হলদে রঙের মল, তাহার সহিত পূঁয, কাল বর্ণের রক্ত, বাহ্যের পর কোঁথানি, সর্ব্বদাই বাহ্যের ইচ্ছা অথচ বাহ্যে না হওয়া মলদ্বারে বেদনা, অর্শ—উহাতে বলী নির্গমন, ঘুম ভাঙ্গিলে বাহ্যের বেগ ইত্যাদি লক্ষণগুলি—ল্যাকেসিসে নির্দ্দিষ্ট।

গরহজম (Dyspepsia) নেশাখোর ও মদ্যপায়ীদের এবং যাহারা অতিরিক্ত কুইনাইন ইত্যাদি সেবন করিয়াছে কিম্বা, যাহাদের শরীরে পারদ-বিষ নিহিত আছে, তাহাদের অজীর্ণ পীড়ায়—ল্যাকেসিস উপযোগী। আহার করিয়া

উঠিলেই পেট ফুলিয়া উঠে, পেটে একপ্রকার ব্যথা—ঐ ব্যথা আহারের সময় নিবৃত্তি হয় ; কিন্তু অল্পক্ষণ পরেই আবার বৃদ্ধি হয়, রোগীর কোনও প্রকার অন্নদ্রব্য সহ্য হয় না। "আহার করিলে পেট-বেদনার উপশম" এই লক্ষণটী—এনাকার্ডিয়মে আছে ; কিন্তু তাহাতে পেট খালি না হইলে বেদনার বৃদ্ধি হয় না; কিন্তু ল্যাকেসিসে—আহারের ক্ষণকাল পরেই বেদনার আর্বিভাব হয়।

অন্ত্রপ্রদাহ—(Enteritis)—বাহ্যে, বমি, অনবরত বাহ্যের প্রচেষ্টা, পেটে জ্বালা, অত্যন্ত পচাটে দুর্গন্ধ বাহ্যে; পেটে টাটানি ব্যথা তাহাতে হাতটী ছোঁয়াইলে কষ্ট, কাপড়ের ভার পর্য্যন্ত সহ্য হয় না, পেট ফোলা, শ্বাস-প্রশ্বাসে কষ্ট, অত্যন্ত ক্ষীণ নাড়ী ইত্যাদি লক্ষণ—ল্যাকেসিসে নির্দ্দিষ্ট। ল্যাকেসিসে—বমি হয়, বমি নড়িলে-চড়িলেই বাড়ে ও স্থির হইয়া থাকিলে কমিয়া যায়। ঘুম আসিলেই বা ঘুম ভাঙ্গিবার পরই রোগ লক্ষণের বৃদ্ধি—ল্যাকেসিসের এই লক্ষণটী সমস্ত পীড়াতেই স্মরণ রাখিতে হইবে।

ইরিসিপেলাস (Erysipelas)—বিস্তারপ্রবণ ত্বক-প্রদাহ বা বিসর্প এই পীড়ায় আমরা সাধারণতঃ— এপিস, বেলেডোনা, রসটক্স, ল্যাকেসিস প্রভৃতি ঔষধগুলি ব্যবহার করিয়া থাকি। প্রবল জ্বর, পিপাসা, প্রচণ্ড প্রলাপ, মাথাব্যথা মাথা গরম হওয়া, পা ঠাণ্ডা এই সমস্ত লক্ষণ—বেলেডোনায় নির্দ্দিষ্ট, তবে স্মরণ রাখিবেন— বেলেডোনা রোগের প্রথম অবস্থায় যতক্ষণ উগ্র লক্ষণ সমূহ থাকে ততক্ষণ উপযোগী, রোগের উগ্রতার হ্রাস হইয়া যখন প্রলাপ ও অন্যান্য লক্ষণ সমূহ মৃদু হইয়া আসে তখনই—ল্যাকেসিস প্রয়োগের উপযুক্ত সময়। এপিসে—আক্রান্ত স্থান ফুলিয়া উঠে এবং বিসর্পের রঙ গোলাপী দেখায়। ল্যাকেসিসে-কাল বা নীলবর্ণ হয়, এপিসে জ্বর থাকিলে বৈকাল ৩টায় বৃদ্ধি ও তাহার সহিত পিপাসা অথবা ঘর্ম্ম কিছুই থাকে না। রসটক্সে—বিসর্পের রঙ লালবর্ণ, আক্রান্ত স্থানে ফোস্কার মত উদ্ভেদ হয়, অত্যন্ত জ্বালা করে এবং হুল-ফোটান-ব্যথা থাকে। এপিসে হুলফোটান-ব্যথা নির্দ্দিষ্ট হইলেও তাহাতে অগ্রে হুলফোটান-ব্যথা হইয়া তাহার পর জ্বালা আরম্ভ হয় ; এপিসে—ফোস্কা হয় না, তদ্ভিন্ন—এপিসের পীড়া প্রায়ই প্রথমে ডান চক্ষুর নিম্নভাগ হইতে আরম্ভ হইয়া পরে বামদিকে পরিচালিত হয়।

চক্ষুর পীড়া—কিছুই দেখিতে পাওয়া যায় না কিম্বা অতি সামান্য ধোঁয়ার মত দেখে, চক্ষুর সম্মুখে কাল-কাল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পোকার মত যেন কী একটা উড়িতে দেখা যায় ; বেশ দৃষ্টিশক্তি রহিয়াছে হঠাৎ যেন তাহার লোপ হইল ; হৃদ্‌পীড়া (heart disease) কিম্বা শিরঃপীড়া নিবন্ধন দৃষ্টিশক্তির হ্রাস বা লোপ হইলেও—ল্যাকেসিস উপকারী (গ্লুকোমা—বাম চক্ষু আক্রান্ত)।

শিরঃপীড়া—সূর্য্যের উত্তাপে মাথা ধরিলে কিম্বা একটুমাত্র রৌদ্র লাগিলেই যদি মাথা ধরে, তাহা হইলে ল্যাকেসিস উপযোগী ; গ্লোনয়িনও—সূর্য্যোত্তাপে মাথাব্যথা ও সর্দ্দি-গর্ম্মি আদি কতিপয় পীড়ায় উপযোগী, তবে প্রভেদ এই যে, পীড়ার প্রচণ্ড অবস্থায়—গ্লোনয়িন এবং প্রচণ্ডতা কিছু কমিয়া সামান্য উত্তাপেই মাথাধরা ইত্যাদি লক্ষণগুলি অধিক দিন থাকিলে—ল্যাকেসিস উপযোগী। সর্দ্দিস্রাব বন্ধ মাথাব্যথা হইলে—ল্যাকেসিসই তাহার একমাত্র মহৌষধ। সর্দ্দি-

হাঁচির সহিত মাথাব্যথা এবং সেই মাথাব্যথা যদি নাসিকা পর্য্যন্ত পরিচালিত হয়, তাহা হইলে ল্যাকেসিসে উপকার হইবে। ইহাতে বামদিকের রগ ও মাথার বামদিক অধিক আক্রান্ত এবং তাপ প্রয়োগে বেদনার উপশম হয় (গ্লোনয়িণ—৩৩৩ পৃষ্ঠা দেখুন)।

মাথায় একপ্রকার স্নায়ুশূল-বেদনা—উহা ঠাণ্ডা লাগিয়া কিম্বা অন্য যে কোনও কারণেই হউক, প্রথমে ঘাড়ে বেদনা হয়, সকালে ঘুম হইতে উঠিয়া রোগী ঘাড়ে (পশ্চাৎ মস্তকে) একটা বেদনা অনুভব করে ক্রমশঃ সেই বেদনা বাড়ে, শেষে এরূপ হয় যে— বালিসে—মাথা দিতে, এমন-কি তথায় হাত পর্য্যন্ত ছোঁয়াইতে পারে না, বেদনা বৈকালে কিছু কম থাকে, কিন্তু পুনরায় সকালে পূর্ব্বের মত বৃদ্ধি হয়।

মেনিন্‌জাইটীসে ও নিউর‍্যাল্‌জিয়ায়—প্রথমে ব্রহ্মতালু হইতে বেদনা আরম্ভ হইয়া ক্রমশঃ সমস্ত মাথায় ছড়াইয়া পড়ে।

হৃৎপিণ্ডের পীড়া—হৃৎপিণ্ড চাপিয়া ধরার মত বেদনা, তাহাতে যেন দম বন্ধ হইয়া যাইবে, এই লক্ষণটী ঘুম আসিলেই কিম্বা ঘুম ভাঙ্গিবার পরই অধিক হয়, হৃৎপিণ্ডের কোনও পীড়ার জন্য উদরী, শোথ ইত্যাদি পীড়া হইলে—ল্যাকেসিস উপকারী। এপিসেও—ল্যাকেসিসের লক্ষণের মধ্যে অনেক সাদৃশ্য দেখা যায় এবং হৃৎপিণ্ডের পীড়াজনিত উদরী, শোথ ইত্যাদিতেও ব্যবহৃত হয়, তবে এপিসের বেদনা—বুকে বেঁধা-ফোঁড়ার মত, আর রোগী একবার নিঃশ্বাস লইয়া মনে করে যেন দ্বিতীয়বার শ্বাস লইতে পারিবে না, ল্যাকেসিসে তাহা হয় না। আর্সেনিক, ডিজিটেলিস (এপোসাইনাম) ক্যালি-কার্ব্ব ইত্যাদি হৃৎপিণ্ডের পীড়ায় উপকারী, তাহাদের অধ্যায় দেখুন।

হৃৎপিণ্ডের অন্যান্য পীড়া—এনজাইনা-পেক্টোরিস, হৃৎপিণ্ডের বিবর্দ্ধন (hypertrophy), ক্রণিক-এণ্ডটাইটীস এবং হৃৎপিণ্ডের প্রায় সকল প্রকার প্রাদাহিক পীড়ায় অত্যন্ত বুক ধড়ফড়ানি ও হৃৎপিণ্ডে চাপ বোধ তাহাতে শ্বাসরোধের উপক্রম, হৃৎপিণ্ডে বেদনা, বেদনা বাম বাহুতে পর্য্যন্ত পরিচালিত হওয়া প্রভৃতি লক্ষণ থাকিলে—ল্যাকেসিস উপকারী। স্নায়বিক বুক ধড়ফড়ানি (Nervous affection of the heart with much palpitation), হৃৎপিণ্ড এত জোরে জোরে স্পন্দিত হয় যে তাহাতে মনে হয় বুঝি এখনই শ্বাসবন্ধ হইয়া মৃত্যু হইবে, এই লক্ষণেও—ল্যাকেসিস নির্দ্দিষ্ট।

অর্শ—অর্শের বলী, তাহা—অন্তর্ব্বলী হউক আর বহির্ব্বলীই হউক, অত্যন্ত দপ্‌দপানি ব্যথা থাকে, কাশিতে গেলে বোধ হয় অর্শের স্থানে যেন হুল ফোটায়, আর যেন কী-একটা পদার্থ মলদ্বারে আটকাইয়া আছে, তাহার জন্য রোগী ক্রমাগত কোঁথ দেয়, বাহ্যে করিবার সময় এত কষ্ট হয় যে—দাঁড়াইয়া উঠিয়া পড়ে, মলদ্বার যেন বন্ধ হইয়া আসে। ল্যাকেসিসের মলে অত্যন্ত পচা দুর্গন্ধ। নক্স-ভমিকা, লাইকোপোডিয়মও—অর্শ পীড়ায় বিশেষ উপকারী। নক্সে—বাহ্যের বেগ ও চেষ্টা অনবরত থাকে ; কিন্তু বাহ্যে খোলসা হয় না ; লাইকোপোডিয়মে—মলদ্বারের সঙ্কোচনভাব অত্যন্ত অধিক, যাহার জন্য একটু বাহ্যে হইয়া আর হয় না কিম্বা একেবারেই হয় না, ইহাতেও যন্ত্রণা অধিক এবং

অন্তর্ব্বলী বা বহির্ব্বলী উভয়েতেই সমভাবে কার্য্যকরী (এনাকার্ডিয়মে-কোষ্ঠবদ্ধ-৮৬ পৃঃ দেখুন)।

লিভার—মাতালদিগের লিভারের কোন কোনও পীড়ায় ল্যাকেসিস উপকারী। লিভারের দোষ ন্যাবা, লিভার-স্ফোটক (abscess) ইত্যাদিতে ডানদিকে ভয়ানক ব্যথা—তজ্জন্য কাপড় পর্য্যন্ত কোমরে রাখিতে পারে না ; লাইকোপোডিয়মে—লিভারে প্রায় অনুক্ষণ ব্যথা থাকে, মুখের স্বাদ অত্যন্ত বিস্বাদ হয়, রোগী আহারের পর অত্যন্ত কষ্ট অনুভব করে, পেট চড় চড় করে, তাহার জন্য পেটের কাপড় আলগা করিয়া দিতে বাধ্য হয়। পেটে টাটানি-ব্যথা—ল্যাকেসিসেই অধিক এবং উহা প্রায় সকল সময়েই থাকে ; লাইকোপোডিয়মে—ব্যথা কেবল আহারের পর অধিক হয়।

ক্ষত—পুরাতন ক্ষতচিহ্ন পুনরায় লাল হয়, পাকে, ফাটে, রক্ত পড়ে।

জ্বর—ল্যাকেসিস— বাতশ্লেষ্মা (typhoid) ও সবিরাম (intermittent) উভয় প্রকার জ্বরেই লক্ষণ বিশেষে সমান উপকারী।

টাইফয়েড জ্বর—ইহাতে নিম্নলিখিত লক্ষণগুলি থাকিলে—ল্যাকেসিস স্মরণ করিবেন ঃ—

রোগী ধীরে ধীরে খুব আস্তে আস্তে বিড়বিড় করিয়া বকে, অত্যন্ত দুর্ব্বল এবং নিস্তেজভাব, হাত-পা ঠাণ্ডা হয়, হাত-পায়ের স্পন্দন, রোগী কিছুক্ষণ বকে এবং বকুনির পর আবার কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকে (এই বকুনি বেলেডোনার মত উগ্র নহে), জিহ্বা বাহির করিতে যাইলে কাঁপে কিম্বা দাঁতে আটকায়, জিহ্বার কোটিং (ময়লা সঞ্চার) কাল, এই কাল-কোটিং দ্বারাই বেশ স্পষ্ট বুঝা যায় যে, রোগী সাংঘাতিক রোগবিষে জর্জ্জরিত হইয়াছে। জিহ্বার কোটিং—কখনও লাল, কখনও জিহ্বায় ফোস্কা ও ক্ষত হয়, কখনও জিহ্বা ফাটিয়া রক্ত বাহির হয়, জিহ্বা শুষ্ক থাকে, পক্ষাঘাতের মত হয়। "বিকারের বকুনি ও বকুনির দুর্ব্বলতা নিবন্ধন, কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকা"—এইটী ল্যাকেসিসের একটি বিশিষ্ট লক্ষণ ; টাইফয়েড-জ্বরের শেষ অবস্থাতেই প্রায় ল্যাকেসিসের প্রয়োজন হয় ; কিন্তু আবার যেখানে ল্যাকেসিস উপযোগী তথায় বাহ্যেতে পচা দুর্গন্ধ থাকা চাই। শেষ অবস্থায় যখন রোগী প্রায় মরার মত অজ্ঞানভাবে পড়ে থাকে, চোয়াল ধরিয়া যায়, চোয়াল ঝুলিয়া পড়ে, তখন ল্যাকেসিস অমৃততুল্য কার্য্য করে। বিকার-জ্বরে ল্যাকেসিস ভিন্ন—হায়োসিয়ামস, ওপিয়ম, ব্যাপটিসিয়া, আর্ণিকা, লাইকোপোডিয়ম ইত্যাদি ঔষধ প্রয়োজনীয়; বিকার-জ্বরে—মস্তিষ্কের পক্ষাঘাত লক্ষণটী বুঝিতে পারিলেই—ল্যাকেসিস ও হায়োসিয়ামস স্মরণ করিবেন। হায়োসিয়ামসে—রোগী অত্যন্ত ক্ষীণ হয়, নীচের চোয়াল ধরিয়া যায়, হাত পা কাঁপিতে থাকে (এই লক্ষণগুলি ল্যাকেসিসের মধ্যেও আছে)—তদ্ভিন্ন অসাড়ে বাহ্যে, জোরে নাকডাকাসহ নিশ্বাস পড়া (ওপিয়মের মত), মস্তিষ্কে রক্তসঞ্চয় ইত্যাদিও—হায়োসিয়ামসের লক্ষণ ; কিন্তু হায়োসিয়ামসের একটি বিশেষ লক্ষণ—রোগীর শরীরের কোন কোন স্থানের মাংসপেশীগুলি হঠাৎ টানিয়া ধরে (twitching), এই লক্ষণটী অন্য ঔষধে প্রায় নাই। ওপিয়মে—রোগী

অচৈতন্যভাবে পড়িয়া থাকে, ডাকিলে কোন সাড়া দেয় না, মুখের রঙ লালবর্ণ দেখায়, নাকডাকার সঙ্গে জোরে জোরে নিঃশ্বাস পড়ে, চোয়াল ধরিয়া যায়, মস্তিষ্কে রক্তসঞ্চয় অথবা মস্তিষ্কের পক্ষাঘাত হয় (রোগী অজ্ঞান-অঘোরভাবে পড়িয়া থাকার সহিত চোয়াল ধরিয়া যাইলে বুঝিবেন যে, মস্তিষ্কের পক্ষাঘাত আরম্ভ হইয়াছে) ল্যাকেসিসে—ওপিয়মের কতকগুলি লক্ষণ থাকিলেও বুঝিতে হইবে যে ল্যাকেসিসে—মস্তিষ্কে টাইফয়েড বিষ (Toxin) সঞ্চয়জনিত রোগী বিকারে বকে, আর ওপিয়মে—মস্তিষ্কে অত্যধিক রক্তসঞ্চয় হেতুবিকারে জ্ঞানশূন্য অবস্থায় পড়িয়া থাকে। আর্ণিকায়—অচৈতন্য, চোয়ালধরা, স্থির দৃষ্টি, অসাড়ে মলমূত্রত্যাগ, মস্তিষ্কে রক্তসঞ্চয় প্রভৃতি কতকগুলি হায়োসিয়ামসের এবং কতকগুলি ওপিয়মের মিশ্র লক্ষণ থাকিলেও ইহাতে—রোগীকে জিজ্ঞাসা করিলে বলে "সে বেশ ভাল আছে" ও শরীরের স্থানে স্থানে এক প্রকার কালশিরার দাগ (echymosis) পড়ে, ইহা অন্য ঔষধে নাই (ল্যাকেসিস ও হায়োসিয়ামস—২০০ দিতে পারেন)।

ব্যাপটিসিয়া—ইহার সমস্ত নিঃসৃত স্রাব, যেমন—প্রস্রাব, বাহ্যে, ঘর্ম, শ্বাস-প্রশ্বাস, গয়ার, থুথু ইত্যাদি সমস্তই অত্যন্ত দুর্গন্ধ; তবে রোগের প্রথম ও দ্বিতীয় সপ্তাহে ব্যাপটিসিয়ার অন্যান্য কতকগুলি লক্ষণসহ উপরোক্ত প্রকার দুর্গন্ধস্রাবে—ব্যাপটিসিয়া এবং রোগী তিন চারি সপ্তাহ ভুগিয়া-ভুগিয়া যখন নিতান্ত নিস্তেজ ও দুর্ব্বল হইয়া পড়ে, তখন—ল্যাকেসিস উপযোগী। জিহ্বার কম্পন, জিহ্বা বাহির করিতে যাইলে দন্তে আটকাইয়া থাকা, মলদ্বার দিয়া কালবর্ণের রক্তস্রাব, নীচের চোয়াল ধরিয়া যাওয়া ইত্যাদি লক্ষণগুলি—ব্যাপটিসিয়ায় থাকে না। লাইকোপোডিয়ম—ইহা বাতশ্লেষ্মা জ্বরে—ল্যাকেসিসের পর প্রয়োজন হয়। অজ্ঞানভাবে পড়িয়া থাকা, নীচের চোয়াল ধরিয়া যাওয়া গলা জোরে জোরে ঘড়ঘড় করা, স্থির দৃষ্টি ইত্যাদি কতকগুলি লক্ষণ—লাইকোপোডিয়মেও আছে, লাইকোপোডিয়মে—রোগীর নাসা-পক্ষ (aloenasi) দুইটী নড়ে এবং জিহ্বাটি একবার বাহির করে ও একবার ভিতরে প্রবেশ করায়। এপিস, এসিড-ফস, এসিড্-মিউর, ষ্ট্রামোনিয়ম, বেলেডোনা, এগারিকাস ইত্যাদি ঔষধেও বিকারাবস্থার ঔষধ, তাহাদের অধ্যায়ে দেখিবেন।

দ্রষ্টব্য ঃ—টাইফয়েড কোনও নির্ব্বাচিত ঔষধে উপকার না পাইলে মধ্যে—এক এক মাত্রা ল্যাকেসিস দিবেন (ব্যাপটিসিয়া ১৪৯ পৃঃ দেখুন)।

সবিরাম জ্বর—কুইনাইন-আটকান, পক্ষান্তিক এবং প্রতি বৎসর গ্রীষ্ম ও বসন্তকালের জ্বরে—ল্যাকেসিস উপকারী। জ্বর আসার সময়—বেলা প্রায় ১টা হইতে ২টার মধ্যে শীত করিয়া জ্বর আসে, অত্যন্ত শীত, ভীষণ শীতের জন্য গায়ে লেপ কম্বল চাপাইতে কিম্বা কেহ তাহাকে চাপিয়া ধরে, এইরূপ ইচ্ছা করে। উত্তাপাবস্থা—অত্যন্ত উত্তাপ এমন কি গায়ে যেন আগুনের হল্কা বহিয়া যায়, এই সময়ে রোগীর হৃৎপিণ্ডটী যেন কেহ চাপিয়া ধরে, তজ্জন্য শ্বাসকষ্ট হয়। এ অবস্থায় রোগী বাতিক-জ্বরে বকুনির মত খুব জোরে বকে কিম্বা একেবারে সম্পূর্ণ অঘোরভাবে পড়িয়া থাকে, মাথাব্যথা, কোমরে ব্যথা,

লক্ষঃস্থলে কাপড় রাখিতে কষ্ট প্রভৃতি উপসর্গগুলি এই সময়ে অধিক প্রবল হয়। ঘর্ম্মাবস্থায়—সমস্ত উপসর্গ ধীরে ধীরে কমে, এই অবস্থায় গাত্রদাহ ও পিপাসা অধিক হইয়া থাকে (বুকে ভারবোধ, শ্বাসকষ্ট, হাত-পা ঠাণ্ডা প্রভৃতি লক্ষণ ল্যাকেসিসের ন্যায়—এপিসে আছে ; এপিসে—জ্বর বেলা প্রায় ৩টায় আসে ও পিপাসা কেবলমাত্র শীতের সময় থাকে কিম্বা একেবারে পিপাসাশূন্য .; ল্যাকেসিসে—ঘর্ম্মাবস্থায় পিপাসা অধিক)।

বৃদ্ধি—নিদ্রান্তে, অম্ল আহারে, সুরাপানে, সিঙ্কোনা ও পারদ সেবনে, বসন্তকালে, রৌদ্রে, গ্রীষ্মকালে, স্পর্শে।

উপশম—বাহ্য উত্তাপে, নির্ম্মল বায়ুতে, শয়নে, রজঃস্রাবান্তে।

সদৃশ—হিপার, লাইকো, এসিড-নাইট্রিক।

সম্বন্ধ—সবিরাম-জ্বরে, ল্যাকেসিস প্রয়োগে জ্বর—ভিন্ন আকার ধারণ করিলে, ইহার পর ন্যাট্রম-মিউর উপযোগী।

ক্রিয়ানাশক—এলিউম, আর্স বেল, ক্যাল্‌কে, ক্যামো, কক্কু, কার্ব্বো, কফি, হিপার, লিডম, মার্ক, এসি-নাই, নক্স, ওপি, এসিড-ফস, সুরা।

ক্রিয়া স্থিতিকাল—৩০—৪০ দিন।

ক্রম—৩০—২০০ ও তদূর্দ্ধ শক্তি। ফরমূলা—৮।

ল্যাক্‌ন্যানথেস (Lacnanthes Tinc.)

(এক প্রকার ক্ষুদ্রজাতীয় গাছ হইতে টিংচার প্রস্তুত হয়)—সেরিব্রো-স্পাইন্যাল-সিষ্টেমের উপর ইহার প্রধান ক্রিয়া এবং থাইসিস, কাশি, শিরঃপীড়া, ঘাড়ে বাত ও ঘাড় আড়ষ্টতা (stiff-neck), টাইফয়েড, নিমোনিয়া, ডিপথেরিয়া, গলক্ষত প্রভৃতি কয়েকটী পীড়ায় ব্যবহৃত হয়। যাহাই হউক—ল্যাকন্যানথেস উক্ত কতিপয় পীড়ায় ব্যবহৃত হইলেও আমি নিজ চিকিৎসার মধ্যে যে কয়েকটী পীড়ায় ব্যবহার করিয়া উপকার দর্শন করিয়াছি, নিম্নে তাহাই বর্ণিত হইতেছে :—

ঘাড়ে বাত ও ঘাড় আড়ষ্ট —পিঠে ও ঘাড়ে অত্যন্ত বেদনাসহ ঘাড়ের আড়ষ্টতা, মাথা ও ঘাড় যেন কেহ ডানদিকে খেঁচিয়া রহিয়াছে, কোনও প্রকার গলক্ষত রোগে কিম্বা ডিপথেরিয়া পীড়াসহ এই লক্ষণটী পাইলে—ল্যাক্‌ন্যানথেস প্রয়োগ করিবেন—উপকার হইবে।

থাইসিস—(যক্ষ্মাকাশ)—এই পীড়ার প্রথম আক্রমণ অবস্থার প্রধান লক্ষণ—অনুক্ষণ জ্বর, শরীর শুকাইয়া যাওয়া, কষ্টদায়ক অবিশ্রান্ত কাশি ও নিশাঘর্ম, এই কয়েকটি উপসর্গের মধ্যে যদি দেখেন যে রোগীর "কাশি" উপসর্গটিই অধিক প্রবল, কাশির জন্য ঘুমাইতে পারে না, বুকে বেদনা ও সমস্ত শরীরে বেদনা থাকে, তাহা হইলে ল্যাক্‌ন্যানথেস—২/৩ ফোঁটা অর্দ্ধ ছটাক জলসহ ৩/৪ ঘন্টা অন্তর প্রত্যহ ৪/৫ বার করিয়া প্রয়োগ করিবেন, দেখিবেন ইহাতে ৪/৫ দিনের মধ্যেই কাশি এবং তাহার আনুসঙ্গিক ২/১টী উপসর্গের উপশম হইয়াছে।

এনিসাম-ষ্টেলেটাম (Anisum Stellatum)—৩ x—৬ x, মুখ দিয়া রক্তউঠাসহ যক্ষারোগে—বুকের ৩য় পাঁজরার হাড়ের নিকট বেদনা, বেদনা—ডানদিকে অধিক, কখনও কখনও বাম দিকেও হয়, উক্ত বেদনাসহ পুনঃ পুনঃ কাশি এবং পূঁযের মত শ্লেষ্মা উঠিলে উপকারী।

দ্রষ্টব্য ঃ—এই পীড়ার উপযোগী যত উত্তম ঔষধই প্রয়োগ করা হউক না কেন, রোগী প্রায় বাঁচে না, মৃত্যুই অবধারিত। এক সময় আমি একটি মরণাপন্ন থাইসিস্ রোগীকে এক মহাত্মা সন্ন্যাসীর উপদেশে নারী দুগ্ধ পান করাইয়া তাহার পীড়ার অনেক উপশম করাইতে সমর্থ হইয়াছিলাম। তাহাকে প্রত্যহ ৫। ৬ বারে এক পোয়া আন্দাজ স্তনদুগ্ধ পান করিতে দেওয়া হইত, রোগিটী প্রায় দুই মাসে আরোগ্য হইয়াছিল ; কিন্তু দুঃখের বিষয় প্রায় ৩ বৎসর পরে উক্ত রোগ পুনরাক্রমণ করায় তাহার মৃত্যু হয়। ঔষধ—প্রথম ৪। ৫ দিন উক্ত নিয়মে—ল্যাক্ন্যানথিস—θ, পরে সপ্তাহকাল—উহার ৩য় শক্তি, তৎপরে অবশিষ্ট কয়েকদিন আর্সেনিক-আয়োড—৩ x বিচূর্ণ, ও ২/৩ মাত্রা ষ্ট্যানম—৩০ শক্তি প্রদান করিয়াছিলাম।

এক্ষণে পাঠকবর্গের নিকট অনুরোধ—আপনারা কোনও থাইসিস্ রোগী পাইলেই অন্যান্য পথ্যসহ প্রত্যহ যতটা সংগ্রহ করিতে পারেন কোনও প্রসূতির নিকট হইতে সেই রোগীর নিমিত্ত স্তনদুগ্ধের ব্যবস্থা করিবেন এবং স্যালভিয়া—θ, পরীক্ষা করিবেন কিম্বা অন্য ঔষধ নিজেই নির্ব্বাচন করিবেন "প্র্যাকটিসনার্স গাইড" দেখুন।

জ্বালা—জ্বরসহ হউক কিম্বা বিনা জ্বরে হউক, হাতের তলায়, পায়ের তলায় পুড়িয়া যাইবার মত জ্বালা থাকিলে ও জ্বালার প্রধান ঔষধ সলফার প্রভৃতিতে উপশম না হইলে—ল্যাক্ন্যানথিস দিবেন।

পেটডাকা—পেট সর্ব্বদাই গড়্ গড়্ করিয়া ডাকে ; যেন কি একটা পদার্থ পেটের মধ্যে ঘুরিয়া বেড়ায় (এলো, লাইকো), পেট গরম বোধ হয় যেন বায়ুতে পরিপূর্ণ, মল নির্গমনের সময়ে ও প্রচুর পরিমাণে বায়ু নিঃসরণ হয়। পুনঃ পুনঃ বেগ কিন্তু বাহ্যে হয় না, নিমোনিয়াসহ পেট ফোলা।

ক্রম—১ম হইতে ৬ষ্ঠ শক্তি। থাইসিস্ রোগে—মাদার-টিংচার, unit doses, সপ্তাহে দুই কিম্বা একবার (বোরিক)। ফরমূলা—৩।

ল্যাক্টুকা ভিরোসা (Lactuca.)

(একপ্রকার ক্ষুদ্রজাতীয় গাছ হইতে ইহার টিংচার প্রস্তুত হয়)—স্ত্রীলোকদের অত্যন্ত যন্ত্রণাদায়ক প্রমেহরোগে এবং পুরুষদিগের প্রমেহে—রোগী বসিয়া থাকিলে বোধ হয় যেন মূত্রনলী দিয়া ফোঁটা ফোঁটা করিয়া প্রস্রাব নির্গত হইতেছে এবং স্ত্রীলোকদের ওভেরিয়ান-টিউমার (ডিম্বকোষে অর্ব্বুদ)—তাহাতে অত্যন্ত বেদনা-যন্ত্রণা থাকিলে ইহাতে অতি শীঘ্র উপকার হয়। এতদ্ভিন্ন—গলা কুট কুট করিয়া কাশি, আক্ষেপিক দমকা-কাশি, হুপিং-কাশি, বুকে চাপিয়া ধরার মত বেদনা, শরীরের অন্যান্য স্থানেও ঐরূপ বেদনা, রোগী বেদনার

উপশমের জন্য ক্রমাগত হাই তোলে, মেরুদণ্ডের মধ্যে বেদনা, উহা ক্রমশঃ পাছার হাড়ের নিম্নদেশে পর্য্যন্ত বিস্তৃত হওয়া, শরীর শোলার মত কিম্বা পালকের ন্যায় হাল্কা অনুভব করা প্রভৃতি পীড়া ও লক্ষণেও ইহা উৎকৃষ্ট ফল প্রদান করে। হাইড্রোথোরাক্স ও এসাইটীসেও ইহা উপকারী। ক্রম—θ, ১ম—৩০ শক্তি। ফরমূলা—১।

ল্যাপিস এল্‌বা (Lapis Albus.)

(সিলিকো-ক্লোরাইড-অফ ক্যাল্‌সিয়ম)—ইহা গ্ল্যাণ্ড ফোলা ও গলগণ্ড (goitre) পীড়ার মহৌষধ। ক্যান্‌সার পীড়ায় ক্ষত হইবার কিছু পূর্ব্বে ব্যবহৃত হইলে ইহাতে উপকার হয়। পীড়িত গ্ল্যাণ্ডের চারিপাশে যে সমস্ত টীসু থাকে তাহারাও আক্রান্ত হইলে ইহাতে উপকার হয়। শিশুদের ম্যারাস্‌মাসাদি পীড়ায় শরীরের চর্ব্বি ক্ষয় হয়, তাহার সহিত যদি আয়োডামের মত ক্ষুধা অর্থাৎ রাক্ষুসে ক্ষুধা থাকে, তাহা হইলে—ল্যাপিসে অন্যান্য ঔষধ অপেক্ষা শীঘ্র উপকার হইবে (এব্রোটেনাম দেখুন)। স্ক্রফুলা-ধাতুর ব্যক্তিগণের পক্ষে ইহা অধিক উপযোগী। বুকে, পাকস্থলীতে, জরায়ুতে হুল ফোটানো বেদনার সহিত অত্যন্ত জ্বালা, এই লক্ষণেও—ল্যাপিস ফলপ্রদ। জরায়ুর ক্যানসারে এবং ফাইব্রয়েড্-টিউমারে অত্যন্ত জ্বালা ও রক্তস্রাবেও ইহা ব্যবহৃত হয়। স্তনের নিকটবর্ত্তী স্থানে অনবরত বেদনা থাকিলে—ল্যাপিস প্রযোজ্য। (রেডিয়ম-ব্রোম—জরায়ুর ক্যান্‌সারে উপকারী)।

দ্রষ্টব্য ঃ—একটী ২৪/২৫ বৎসর বয়স্কা স্ত্রীলোকের জরায়ুর ক্যান্‌সার পীড়া—কলিকাতা চিত্তরঞ্জন হাঁসপাতালে ৩/৪ মাস রেডিয়ম ট্রিটমেন্ট করাইয়াও পীড়া আরোগ্য হইল না, আমি তাহাকে রেডিয়ম—৩০ ও ল্যাপিস—৩০, এই দুইটী ঔষধ প্রায় ১০/১২ দিন ব্যবহার করাই ; কিন্তু কোনও ফল হইল না, মাত্র বেদনা একটু কমিয়াছিল, রোগিনীর মৃত্যু হইল (ক্যান্‌সার প্রায়ই আরোগ্য হয় না, মারাত্মক হয়)।

ইংরাজী ১৯৩০ সালের ফেব্রুয়ারী মাসের বোরিক-এণ্ড-ট্যাফেলের 'Jottings' নামক পত্রিকার ৪র্থ পৃষ্ঠায় লেখা আছে—Cancer can be cured by medicine, and in an article in the September Homoeopathic Recorder' Dr. A. H. Grimmer describes specifically 9 cases which were cured or much improved by—Cadmium., used not lower than 30, আমি এখনও ক্যান্‌সারে ক্যাড্‌মিয়ম-সলফ বা ক্যাড্‌মিয়ম-ব্রোম সম্পূর্ণরূপে পরীক্ষা করিবার অবসর পাই নাই (Caltha palustris—θ, জরায়ুর ক্যান্‌সারে একবার পরীক্ষা করিবেন)।

স্ক্রফুলা পীড়ায়—স্ফোটক, ক্ষত, গ্ল্যাণ্ড, শক্ত ও ফোলা, ঘাড়ের গ্ল্যাণ্ড ফোলা, ঘাড়ে ও গলায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্ল্যাণ্ড তাহাতে অত্যন্ত বেদনা প্রভৃতিতে এবং মাংস-অর্ব্বুদ (Sarcoma), মেদ-অর্ব্বুদ (Lipoma), ক্যান্‌সার (Carcinoma) প্রভৃতি পীড়ায় ইহা ব্যবহার করিয়া দেখিবেন।

সদৃশ—ব্যাডিয়াগা, আর্স-আয়োড, ক্যাল্‌কেরিয়া-আয়োড, কোনিয়ম, ক্যালি-আয়োড।

ক্রম—১—৬ষ্ঠ শক্তি। ফরমূলা—৭।

ল্যাথাইরাস (Lathyrus)

(আমাদের দেশে উৎপন্ন খেসারির ডালের মত একপ্রকার শস্য হইতে ইহার টিংচার প্রস্তুত হয়)—নিম্নাঙ্গের পক্ষাঘাত, লোকোমোটর-য়্যাটাক্সি বেরি-বেরি প্রভৃতি কয়েকটী পীড়াতেই ইহা অধিক উপকার করে।

পক্ষাঘাত—প্যারাপ্লিজিয়া অর্থাৎ একদিকে অর্দ্ধাঙ্গের পক্ষাঘাত—(নিম্নে বা উর্দ্ধে) ইহা হঠাৎ উপস্থিত হয়। বাতজনিত পক্ষাঘাত (rheumatic origin), পায়ের আংশিক পক্ষাঘাত, চলিতে পা কাঁপে, হোঁচট্ খায় পা শক্ত হয়, রোগী শুইয়া থাকিয়া হাত-পা ছড়াইতে ও গুটাইতে পারে। কিন্তু বসিয়া থাকিয়া হাত-পা ছড়াইতে অথবা গুটাইয়া লইতে একেবারে পারে না। gluteal muscles ও নিম্নাঙ্গ শীর্ণ হইয়া আসে।

লোকোমোটর-য়্যাটাক্সি—এই পীড়ার বিস্তৃত বিবরণ ও চিকিৎসার জন্য মৎকৃত ১১শ সংস্করণ "প্র্যাকটিসনার্স গাইড" পুস্তকখানি পাঠ করুন। চলিবার সময় শরীর টলমল করে, পায়ে পায়ে যেন জড়াইয়া যায়, আঘাত লাগে, চোখ বুজাইয়া দাঁড়াইতে বলিলে শরীর কাঁপে, টলিতে থাকে, পড়িয়া যাইবার উপক্রম হয়। কোনও দ্রব্য তুলিয়া লইতে অথবা রাখিতে যাইলে হাত কাঁপে, স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া থাকিলেও কাঁপিতে থাকে, পড়িয়া যাইবার সম্ভাবনা হয়। বসিবার সময় সম্মুখ দিকে ঝুঁকিয়া কুঁজো হইয়া বসে, মাথা তুলিয়া সোজাভাবে বসিতে পারে না।

ল্যাথাইরাসের আর একটী বিশেষ লক্ষণ—হাঁটু ও পায়ের গোড়ালী শক্ত ও আড়ষ্ট হইয়া যায়। জমি হইতে পায়ের আঙুল উঠাইতে ও পায়ের গোড়ালী জমিতে ঠেকাইতে পারে না। শিশুদের পক্ষাঘাত।

পা-ফোলা—পা ঝুলাইয়া চেয়ারে বা বেঞ্চিতে বসিয়া কাজ করিলেই পা ফুলিয়া উঠে।

বেরি-বেরি—ইনফ্লুয়েঞ্জা এবং বসন্ত, প্লেগ, কলেরা, বেরি-বেরি প্রভৃতি কয়েকটী পীড়া এপিডেমিকভাবে প্রকাশিত হইয়া এক-এক সময় এক-এক স্থান প্রায় জনশূন্য করিয়া ফেলে। কিছু বৎসর পূর্ব্বে কলিকাতায় বেরি-বেরি রোগের যখন ভীষণ প্রাদুর্ভাব হয়, তখন কেহ কেহ বলিয়াছিলেন—কলের ছাঁটা চাউল, ভ্যাজাল (মিশ্রিত) সরিষার তৈল ও ভেজিটেব্‌ল-প্রোডাক্ট (ঘৃতের পরিবর্তে একপ্রকার দ্রব্য) দ্বারা প্রস্তুত খাবার ভক্ষণে এই রোগ জন্মাইতেছে; কেহ কেহ বলিতেছিলেন অতিরিক্ত বৃষ্টিই এই পীড়ার প্রধান কারণ; যাহাই হউক উক্ত রোগের মূল কারণ কেহই কিছু স্থির করিতে না পারিয়া তখন এলোপ্যাথ মহাশয়গণ মহা গোলযোগেই পড়িয়াছিলেন, তাঁহাদের সাধের ইনজেকসন প্রয়োগের বিশেষ সুবিধা হয় নাই। হোমিওপ্যাথিতে কারণ না জানিলেও

কেবলমাত্র লক্ষণ সমষ্টির উপর নির্ভর করিয়া সকল প্রকার পীড়ার-ই চিকিৎসা করা যায়, এইজন্য সেই মারাত্মক এপিডেমিক রোগের চিকিৎসায় হোমিওপ্যাথরা বেশ সুফল দেখাইয়াছিলেন। আমি—এপিস, আর্সেনিক, ক্যালি-ফস, এপোসাইনাম, ক্র্যাটিগাস, ডিজিটেলিস, ন্যাট্রম-সল্‌ফ, ল্যাথাইরাস এই কয়েকটী ঔষধের সাহায্যে চিকিৎসা করিয়া বহুসংখ্যক বেরি-বেরি রোগী আরোগ্য করিয়াছিলাম। বেরি-বেরির লক্ষণ—ভীষণ দুর্ব্বলতা, পা-ফোলা, বুক ধড়ফড়ানি; যেখানে ফোলার সহিত হৃৎপিণ্ড আক্রান্ত, সেইখানে—এপোসাইনাম—θ, ও ২০০, আর যেখানে হৃৎপিণ্ড বিশেষ আক্রান্ত হয় না, কেবলমাত্র দুর্ব্বলতা ও ফোলাই একপ্রকার প্রধান উপসর্গ, সেখানে—এপিস ও ল্যাথাইরাস প্রভৃতি হৃৎপিণ্ডের কষ্ট এপোসাইনামে না কমিলে—ক্র্যাটিগাস—θ, মাত্রা—৫ হইতে ১৫ বিন্দু। রোগ একটু পুরাতন হইয়া আসিলে অনেক সময়—আর্সেনিক, ইহাতেও ২। ৪টী রোগী আরোগ্য হইয়াছিল। (কতকগুলি রোগী শুধু ক্যালি-ফস ও ঈগল্‌ফোলিয়ায় আরোগ্য হইয়াছিল)।

১৮০ নং গণেশ মহল্লা প্রতাপভবন কাশী ও কালীঘাট কৃষ্ণকালী দেবীর মন্দির হইতে পূজ্যপাদ স্বর্গীয় আনন্দ ঋষী,—হরিতকী, আমলা, শুট, পিপুল, দুর্ব্বা, বিল্ব, তুলসী, বয়ড়া,মরিচ, দুগ্ধ, ঘৃত, মধু, হরিদ্রা, হিং, হিংচে প্রভৃতি বহুসংখ্যক দেশীয় দ্রব্যে হোমিওপ্যাথি প্রকরণে যে নূতন চিকিৎসা আবিষ্কার করিতেছিলেন, তাহার মধ্যে—হরিতকী—৫ম ও ৬ষ্ঠ ক্রমে বেরি-বেরি রোগে সে সময়ে বেশ সুফল পাওয়া গিয়াছিল। দুঃখের বিষয় তিনি হঠাৎ 1927, 4th March স্বর্গলাভ করায় তাঁহার আবিষ্কৃত ঔষধ আর এখন যথারীতি প্রস্তুত হইতেছে না এবং উক্ত ঔষধের **"সদৃশ চিকিৎসা"** নামক ক্ষুদ্র পুস্তকখানির ইংরাজী সংস্করণ ছাপা হইয়াও উহার আর নূতন সংস্করণ বা বাঙ্গলা-অনুবাদ হইতেছে না।

ক্রম-৩ x—৬ষ্ঠ শক্তি। ফরমূলা—৪।

ল্যাক্ট্রোডেক্‌টাস হ্যাসেল্‌টি।
(Lactrodectus Hasselti)

(কালরঙের একপ্রকার মাকড়সা হইতে প্রস্তুত হয়)—বহুদিনের রক্ত-স্বল্পতা পীড়ায় ইহা উপকারী। পাইমিয়া, সেপ্টিসিমিয়া প্রভৃতিতে তীব্র বেদনা থাকিলে ইহাতে বেদনা নিবারণ হয়, কোনও ক্ষতের চারিধারে অত্যন্ত ফোলা থাকিলে তাহার হ্রাস হয়। এচিনেসিয়া, পাইরোজিনিয়াম প্রভৃতিও উক্ত পীড়ার উৎকৃষ্ট ঔষধ, উহাদের স্থান দেখুন। প্রত্যঙ্গাদির পক্ষাঘাত, পেশী শীর্ণ হওয়া, শ্রবণশক্তির হ্রাস (এনাকার্ড), কাণে গর্জ্জন-করার মত শব্দ প্রভৃতিতেও ইহাতে উপকার হয়। কোন পীড়ায় আমাদের পলিক্রেষ্টস অর্থাৎ সাধারণ ব্যবহার্য্য ঔষধগুলিতে উপকার না হইলে পরে ইহা ব্যবহার করিয়া দেখিবেন।

ল্যাক্ট্রোডেকটাস-ম্যাকট্যানস—এনজাইনা-পেক্টোরিস, হৃৎপিণ্ডের মধ্যে তীক্ষ্ণ বেদনা ও দমবন্ধের ভাব হওয়া, শ্বাসকষ্ট এবং ল্যাক্ট্রোডেকটাস- ক্যালিপো—ফিক্যানজাইটীসের একটী উৎকৃষ্ট ঔষধ।

ক্রম—৬ষ্ঠ শক্তি। ফরমূলা—৪।

লরোসিরেসাস (Laurocerasus)

(পার্সিয়া ও এসিয়া-মাইনরের একপ্রকার গাছের কাঁচা পাতা হইতে টিংচার প্রস্তুত হয়, ইহাতে হাইড্রোসিয়ানিক-এসিডের অংশ আছে)—বক্ষঃস্থলের ও হৃৎপিণ্ডের দুর্ব্বলতা এবং যেখানে Lac of reaction—প্রতিক্রিয়ার অভাব, বলহীনতা, নিস্তেজভাব অত্যন্ত অধিক, সর্ব্বাঙ্গ ঠাণ্ডা, গরমেও ঠাণ্ডা ভাব দূর হয় না, তথায় ইহা ব্যবহৃত হইলে বিশেষ উপকার সাধিত হয়।

ওলাউঠা—এই পীড়ার শেষ ও নিদান অবস্থায় যখন ভেদ-বমি বন্ধ, শরীর শীতল, তৎসহ অত্যন্ত শ্বাসকষ্ট, নাড়ীলোপ, প্রস্রাব বন্ধ, গিলিতে কষ্ট প্রভৃতি লক্ষণগুলি থাকে তখন ইহাতে অনেক উপকার পাওয়া যায়।

বক্ষঃস্থলের ও হৃৎপিণ্ডের পীড়া—রোগী একটুমাত্র নড়াচড়া বা চলাফেরা করিলে, সামান্যমাত্র পরিশ্রম করিলে কিম্বা নীচু হইতে উপরে উঠিলেই বুক ধড়ফড় করে, হৃৎপিণ্ডে বেদনা অনুভব হয় ও হাঁইপাই করিতে থাকে, যেন নিশ্বাস বন্ধ হইয়া যায়, তজ্জন্য বুকে হাত দেয়। থাইসিস (phthisis) কনজমসন (Consumption) কিম্বা বহুদিনের কাশরোগে অথবা বাতশ্লেষ্মা, নিমোনিয়া প্রভৃতি পীড়ায় প্রচুর পরিমাণে গয়ার উঠিলে ও তাহাতে রক্তের ছিট মিশ্রিত থাকিলে—লরোসিরেসাসে অনেক উপকার হয়। ডানদিকের অপেক্ষা বামদিকের ফুসফুস ইহাতে অধিক আক্রান্ত হয়, হৃৎপিণ্ডের কোনও ভল্‌ভের পীড়াসহ কাশি (cough with valvular disease) হৃৎপিণ্ডে মুঠা করিয়া কিম্বা খামচাইয়া ধরার মত একপ্রকার বেদনা, নাড়ী অত্যন্ত ক্ষীণ, বুক ধড়ফড়ানি (small and feeble pulse, clutching at heart, palpitation cyanosis); হৃৎপিণ্ডের পীড়ায় রোগী বিছানা হইতে উঠিয়া বসিলে তাহার শরীর, মুখ নীলবর্ণ হইয়া যায়, শ্বাসকৃচ্ছ্র হয়। প্রতিক্রিয়া অভাবে (lac of reaction) যথাযথ ঔষধ প্রয়োগেও উপকার না হইলে, লরোসিরেসাস ভিন্ন আরও কতকগুলি ঔষধের প্রয়োজন হয়, যথা—সোরাবিষ-দোষগ্রস্ত ব্যক্তিগণের প্রতিক্রিয়ার অভাবে—সল্‌ফার ও সোরিণাম। প্রমেহবিষদুষ্ট ধাতুর লোকের প্রতিক্রিয়ার অভাবে—মেডোর্‌রিণাম ; মোটা-ঢেব্‌-ঢেবে লোকের প্রতিক্রিয়ার অভাবে—ক্যাপসিকম ; রোগী মোহাচ্ছন্ন ও নিশ্চেষ্টভাবে থাকিলে—ওপিয়ম ; স্নায়ুসম্বন্ধীয় পীড়াসমূহে (nervous disease) নির্ব্বাচিত ঔষধের উপকার না পাইলে—ভ্যালেরিয়ানা, জিঙ্ক ভ্যালেরিয়ানা ও এম্ব্রা-গ্রিসিয়া ; হিমাঙ্গ (collapse), অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বরফের মত শীতল, নিশ্বাস পর্য্যন্ত ঠাণ্ডা হইলে—কার্ব্বো-ভেজ এবং স্নায়বিক প্রতিক্রিয়ার অভাবে নির্ব্বাচিত ঔষধে উপকার না হইলে—সোরিণাম প্রযোজ্য।

ক্রিয়ানাশক—ক্যাম্ফর, কাফি, ইপি, ওপি, নক্স-মস্কেটা।

ক্রিয়া স্থিতিকাল—৪—৮ দিন। ক্রম—θ—৩০ শক্তি।

ফরমূলা—২।

লেসিথিন (Lacithin .)

ডিমের হলদে অংশ (Yolk of egg) হইতে ইহা প্রস্তুত হয়। ইহার দ্বারা রক্তের পোষণক্রিয়া বর্দ্ধিত হওয়ায় অনেকদিন কোনও পীড়াভোগের পর কেহ রক্তশূন্য হইয়া পড়িলে (in anaemia) ইহাতে বিশেষ উপকার পাইবেন।

দ্রষ্টব্য ঃ—আমাদের পাঠকবর্গের মধ্যে হয়ত অনেকেরই ইহা জানা আছে যে, এনিমিয়ার প্রধান ঔষধ লৌহ (Iron), আর ডিমের হলদে অংশটীও লৌহ, সাদা অংশ—এলবুমেন ; অতএব কাহারও এনিমিয়া হইলে তিনি যদি ঔষধ সেবনের সঙ্গে প্রত্যহ দুই একটি করিয়া মুরগীর ডিম আহার করেন শীঘ্রই তাহার স্বাস্থ্যের উন্নতি হইবে। শুধু ডিমে উপকার হয়।

<u>অন্য মতে ডিম প্রস্তুত করিবার নিয়ম ঃ—</u>

একটী বা দুইটী মুরগীর ডিমের সমস্ত হলদে অংশটীতে ২। ৪ ড্রাম চিনি উত্তমরূপে মিশাইয়া একটী কাঁচের গ্ল্যাসের ভিতর রাখিয়া তাহাতে ২। ১ ড্রাম এবং ব্র্যাণ্ডি কিম্বা ৪ ড্রাম পোর্ট-ওয়াইন মিশাইয়া সেই গ্ল্যাসে ১ পোয়া হইতে আধসের ঈষৎ গরম দুধ মিশাইয়া বেশ করিয়া নাড়িয়া লইলেই ডিম প্রস্তুত হইল; ইহা প্রত্যহ প্রাতে একবার করিয়া খাইলেই যথেষ্ট হয়।

উপরোক্ত এনিমিয়া পীড়া ভিন্ন, লেসিথিন—স্বাস্থ্যভঙ্গ, মাংসপেশীর ক্ষয়, প্রস্রাবে সুগার এলবুমেন ও ফস্‌ফেট বিশেষতঃ ফসফেটের পরিমাণ কিছু অধিক থাকা প্রভৃতিতেও ব্যবহৃত হয়।

ধ্বজভঙ্গ এবং মানসিক ও শারীরিক দুর্ব্বলতারও ইহা একটী উৎকৃষ্ট ঔষধ (এগনাস অধ্যায়—৬১ পৃষ্ঠা দেখুন)।

সদৃশ—ফেরম। ক্রম—θ—৩০ শক্তি।

লিডম্ (Ledum Palustre.)

(ফ্রান্স, এশিয়া প্রভৃতির একপ্রকার লতা গাছের টিংচার)—ইহা বে'তো-লোক যাহারা প্রায়ই বাত কিম্বা গেঁটে-বাতরোগে আক্রান্ত হয়, অতিরিক্ত মদ্যপানে স্বাস্থ্য নষ্ট করিয়াছে, তাহাদের পীড়ায় অধিক ফলপ্রদ।

<u>প্রধান চরিত্রগত লক্ষণ ঃ—</u>

১। বাত কিম্বা গেঁটে-বাত—নিম্নাঙ্গ (যেমন—পা) হইতে আরম্ভ হইয়া ক্রমশঃ উপরদিকে পরিচালিত হয় (নীচের দিকে নামে—ক্যালমিয়া), গাঁটে পাথর (gouty-stone), বাম-কাঁধ ও ডান উরু-সন্ধি আক্রান্ত, আক্রান্ত অংশ শক্ত হয় ; ২। রোগী সর্ব্বদাই শরীর ঠাণ্ডা ও শীত অনুভব করে, শরীরের তাপের (vital heat) হ্রাস হয়, আক্রান্ত অংশে হাত দিয়া দেখিলেও ঠাণ্ডা বোধ হয় ; ৩। খুব ঠাণ্ডা বা বরফ জলে বাতাক্রান্ত পা ডুবাইলে যন্ত্রণার উপশম, রাত্রিতে বিছানার গরমে, বিছানার চাদরের স্পর্শে, নড়া-চড়ায় যন্ত্রণার বৃদ্ধি, ৪। চক্ষুতে ও চক্ষুর পাতায় আঘাত জন্য কালশিরাপড়া ; ৫। পায়ের তলা অত্যন্ত চুলকায়

(রস, পলস) ; ৬। পা ও পায়ের গোড়ালী একটুতেই মচকাইয়া যায় ; ৭। সূচাল অস্ত্রে ও পেরেক ইত্যাদি কোনও স্থানে ফুটিয়া ক্ষত ; ৮। কোনও স্থানের হাড় আহত হইয়া অনেকদিন পর্য্যন্ত জোড়া না লাগা, কাল ও নীলবর্ণ স্থান সবুজ-বর্ণ হওয়া ; ৯। ইঁদুর, বোলতা, মশক ইত্যাদির দংশন।

বাত—ইহা নূতন ও পুরাতন উভয় প্রকার বাতরোগেই ব্যবহৃত হয়। তরুণ বাতরোগে—গাঁট ফোলে, আক্রান্তস্থান গরম হয় ; কিন্তু ততটা লালবর্ণ হয় না, বরং ফেকাশে দেখায়। লিডমে—যন্ত্রণা রাত্রিতে বিছানার গরমে, সন্ধ্যা হইতে মধ্য রাত্রি পর্য্যন্ত ও তাপ প্রয়োগে বৃদ্ধি এবং ঠাণ্ডা প্রয়োগে উপশম হয়। বেদনার প্রকৃতি যেন খোঁচা মারে ও দপদপ্ করে এবং একটুমাত্র নড়িলে-চড়িলেই বৃদ্ধি হয়। যে সকল লোক বহুদিন হইতে মদ্যপান করিয়া আসিতেছে, তাহাদের বাতরোগে ইহা অধিক উপকারী। ইহার বেদনা নিম্নাঙ্গ হইতে উর্দ্ধাঙ্গে পরিচালিত হয়, এক গাঁট হইতে অন্য গাঁট এবং এক পার্শ্ব হইতে অন্য পার্শ্ব আক্রান্ত হয়, বেদনা—স্থান পরিবর্ত্তন করে, হাঁটুর সাইনোভাইটীসে ও বাতে—লিডম উপকারী।

মাকুরিয়স-ভাইভাইস—রোগী বেদনার স্থান খুলিয়া রাখিতে চাহে ও রাত্রিতে যন্ত্রণার বৃদ্ধি হয় (লিডমেও এই লক্ষণ আছে); কিন্তু মার্কুরিয়সের মত "প্রচুর পরিমাণে ঘাম ও তাহাতে উপশম না হওয়া " লক্ষণটী ইহাতে থাকে না।

রস-টক্স—ইহাতে গরমে উপশম ও ঠাণ্ডায় বৃদ্ধি এবং প্রথম নড়া-চড়ায় ও চুপ করিয়া থাকিলে বেদনার বৃদ্ধি নির্দ্দিষ্ট ; রস-টক্সে—বর্ষায় ও শীতকালে অর্থাৎ ঠাণ্ডায় পীড়ার বৃদ্ধি হয় ; একটু ঠাণ্ডা বাতাস লাগিলে আক্রান্ত স্থান কনকন করে, কোমরের বাতে (lumbago)—রস-টক্স উপকারী।

ক্যালমিয়া—ইহা লিডমের ঠিক বিপরীত অর্থাৎ বেদনা—উপর হইতে নীচের দিকে নামে (যেমন হাঁটু হইতে পায়ের তলার দিকে নামিল) ইহাতে জ্বর বা ফোলা থাকে না।

ষ্টিলিঞ্জিয়া—পেরিয়ষ্টিয়মের (অস্থি আবরণীয় পরদার) পুরাতন বাত, কোমরের ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদির বাত, স্ক্রফুলা ও উপদংশ সম্ভূত বাত, বাত-গুটি (nodes) ও পায়ের উপর উপদংশের ক্ষত।

রডোডেণ্ড্রণ—রসটক্সের ন্যায় ইহাতে বর্ষা বা শীতকালে অর্থাৎ একটু মাত্র ঠাণ্ডা পড়িলেই যন্ত্রণা ও বেদনার বৃদ্ধি হয় ; দুই দশদিন কোনও কিছু নাই—হঠাৎ ঠাণ্ডা লাগিয়া অথবা পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুলি ফুলিয়া বাতরোগ দেখা দিলে উপকারী (ষ্টেলারিয়া ও ফর্ম্মিকা রুফা ৬৯৯ ও ৬৮৪ পৃঃ দেখুন)।

এনাকার্ডিয়ম-ওরিয়েন্টালিস—ঘাড়ে বাত, বেদনা, আড়ষ্টতা (stiff neck), বেদনার জন্য ঘাড় নাড়িতে পারে না। পলসেটিলায়—আস্তে-আস্তে ঘাড় নাড়িলে বেদনার একটু উপশম হয়, কোনিয়মে—জোরে ঘাড় নাড়িলে বেদনার কিছু উপশম থাকে। এনাকার্ডিয়ম—ইহা অন্য একপ্রকার বেদনায় উপকারী, ইহাতে রোগী মনে করে তাহার শরীরের চারিদিকে যেন পেটী দিয়া বাঁধা (sensation of a band around the body). পিঠের দাঁড়ার

ভিতরে যেন একটা বুজী (plug) দেওয়া আছে, নড়িলে-চড়িলেই সেখানে বেদনা বোধ হয়। হাঁটু শক্ত ও যেন পক্ষাঘাত আক্রান্ত, হাঁটুতে বোধ হয় যেন একটা খুব শক্ত পেটীর ব্যাণ্ডেজ বাঁধা রহিয়াছে, তজ্জন্য রোগী অতিকষ্টে ধীরে ধীরে চলে। সময়ে সময়ে পায়ের গোড়ালী হইতে হাঁটু পর্য্যন্ত টানিয়া-খেঁচিয়া ধরা (drawing pain) কিম্বা খিল-ধরার মত একপ্রকার বেদনা হয়।

পুরাতন বাত—ইহাতেও লিডমের তরুণ পীড়ার উপসর্গসমূহের ন্যায় গাঁটের ফোলা এবং বিছানার গরমে রোগলক্ষণ বৃদ্ধি নির্দ্দিষ্ট। বেদনা ও ফোলা—পায়ের গাঁট হইতে প্রথমে আরম্ভ হইয়া ক্রমশঃ উর্দ্ধদিকে প্রসারিত হয়, পায়ের গাঁটগুলি খুব ফোলা, আঙ্গুলে বেদনা হয়। লিডমে—পায়ের তলায় অত্যন্ত বেদনা থাকে, এন্টিম-ক্রুড, লাইকোপোডিয়ম, সাইলিসিয়া ইত্যাদি ঔষধেও এই প্রকারের কয়েকটি লক্ষণ আছে, তবে দেখা যায় যে, লিডমে রোগীর সমস্ত শরীর ঠাণ্ডা হয়, উত্তাপ আদৌ থাকে না (lack of vital heat) সাইলিসিয়াতেও—কখন কখন ঐরূপ শরীরের ঠাণ্ডাভাব দেখা যায় এবং বেদনাদি সমস্ত লক্ষণ লিডমেরই মত, তবে ইহাদের মধ্যে প্রভেদ এই যে, সাইলিসিয়ায়—রোগী বেদনার স্থান সর্ব্বদা আবৃত করিয়া রাখে, কারণ গরমে উপশম হয়, আর লিডমে—পা ঠাণ্ডা জলে ভিজাইয়া রাখে তাহাতে রোগী সুস্থবোধ করে। পায়ের গোড়ালীর বেদনা-যন্ত্রণায়—লিডম, ফাইটোলক্কা, কষ্টিকাম ইত্যাদি ঔষধও উপকারী (৯৩ পৃষ্ঠা দেখুন)।

আঘাতজনিত বেদনা—আঘাতজনিত প্রায় সর্ব্বপ্রকার বেদনায়—লিডম, আর্ণিকার মত উপকারী। প্রথমে আর্ণিকা প্রয়োগ করিয়া বেদনার কতকটা উপশম হইয়া শেষে আর কোনও উপকার না হইলে—লিডম দ্বারা পীড়ার সম্পূর্ণ আরোগ্য সাধিত হয়। আঘাতাদির দরুণ শেষে কালশিরায় (echymosis) দাগ থাকিয়া যাইলে—লিডমই মহৌষধ।

এতদ্ভিন্ন আরও কতিপয় ঔষধ কোথায় কিরূপ প্রয়োজনীয় দেখুন ঃ—

১। খোঁচা, পেরেক, সূচবিদ্ধ—লিডম। কাঁটা ফুটিলে—এনাগেলিস।

২। ইন্দুর, বোলতা, ভিমরুল, মশক ইত্যাদি দংশন—লিডম।

৩। তেঁতুলে বিছার দংশন—স্পিরিট-ক্যাম্ফর বা লাইকার-এমোনিয়া (সমপরিমাণ নিশাদল ও চূর্ণ একত্রে একটি শিশির মধ্যে কর্ক বন্ধ করিয়া নাড়িলেও—এমোনিয়া প্রস্তুত হইবে) দষ্টস্থানে বাহ্যিক প্রয়োগ করিবেন। [illegible]—বিছা কামড়াইলে বিছাটিকে যদি কোনও প্রকারে জীবিতাবস্থায় ধরিতে পারা যায়, ধরিয়া একটি বড় শিশির মধ্যে ছাড়িয়া দিবেন, বিছাটি শিশির ভিতর যতই ঘুরিয়া বেড়াইবে ততই তাহার শরীর ও মুখ হইতে একপ্রকার তরল রস নির্গত হইতে থাকিবে, সেই রস কাহাকেও বিছা কামড়াইলে দষ্টস্থানে প্রয়োগ করিবেন, প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই জ্বালা যন্ত্রণার উপশম হইবে। বিছাটিকে যদি মারিয়া ফেলা হয়, সেই মৃত বিছাটিকে থেঁতো করিয়া দষ্টস্থানের উপর প্রলেপ দিলেও [illegible] সময়ের মধ্যে যন্ত্রণা নিবারিত হইয়া রোগী ঘুমাইয়া পড়িবে। দষ্টস্থান অধিক ফুলিলে ২/১ মাত্রা—এপিস দিবেন। একটা শিশির ভিতর দুই একটা বড়

তেঁতুল বিছা রাখিয়া তাহাতে খানিকটা স্পিরিট দিয়া কর্ক বন্ধ রাখিয়া ৮। ১০ দিন পরে বিছাটি ফেলিয়া দিবেন ও ঐ স্পিরিট দষ্টস্থানে প্রয়োগ করিবেন। তার্পিন তৈল ও নিশাদল চূর্ণ একত্রে মিশাইয়া প্রয়োগেও যন্ত্রণার অনেক উপশম হয়। এই দ্রব্যটি সকলেই বাড়ীতে তৈয়ারী করিয়া রাখিতে পারেন। কুকুর দংশন, সর্পাঘাত, ইন্দুর দংশন (Rat Poison)—থেরাপিউটিক্সের মধ্যে "জলাতঙ্ক, সর্পদংশন ও দংশন' ৮৮৭ ও ৮০০ পৃষ্ঠা দেখুন।

৪। ইন্দুর দংশন—আহত স্থানে নীলবড়ি (Indigo) ঘষিয়া প্রয়োগ, ইহার দ্বারা মাকড়সা ইত্যাদিরও বিষ নষ্ট হয়,—৮০০ পৃষ্ঠা দেখুন।

৫। শরীরস্থ স্নায়ুতে আঘাত—হাইপেরিকাম।

৬। অস্থি আবরণে (periosteum) আঘাত—রুটা।

৭। অস্থিভঙ্গ (fractures)—ক্যালকেরিয়া-ফস, সিম্ফাইটম।

৮। চক্ষুর তারায় আঘাত—সিম্ফাইটম, আর্টিমিসিয়া।

৯। আঘাত লাগিয়া কাটিয়া যাওয়া কিংবা ক্ষত হওয়া—ক্যালেণ্ডুলা কিম্বা গাঁদাফুলের পাতার রস অথবা দুর্ব্বা।

১০। থেঁৎলাইয়া যাওয়া (bruises)—আর্ণিকা, এসিড-সলফ, হ্যামামেলিস, লিডম।

১১। মচকাইয়া যাওয়া (sprains)—ক্যালকেরিয়া, নক্স, রস-টক্স।

রক্তস্রাব—জরায়ুতে অর্ব্বুদ (polipus) হইয়া রক্তস্রাব হইলে—ফস্‌ফরাস ও ভিনকা-মাইনের মত—লিডমও উপকারী। মাতাল ও বাত-গ্রস্থ ব্যক্তিদের মুখ দিয়া রক্ত উঠিলে (haemoptysis) যদি সেই উত্থিত রক্তের রঙ্ ঘোর লাল ও তাহার সঙ্গে ফেণা থাকে—লিডম ফলপ্রদ।

চুলকানি—(Itching)—পায়ের তলায় ও গোড়ালীতে ভীষণ চুলকানি, চুলকাইলে ও বিছানার গরমে আরও চুলকানি বাড়ে।

এতদ্ভিন্ন চক্ষুর পীড়ায়—চক্ষুতে কামড়ানি-ব্যথা, কনজংটাইভা, চক্ষুতে আঘাত, বাতাক্রান্ত ব্যক্তির চক্ষুর ছানি, শ্বাসযন্ত্রের পীড়ায়—কাশির সহিত রক্তউঠা, শ্বাসকষ্ট; বাতসহ রক্তোৎকাশ, হুপিং-কাশিতে আক্ষেপ ও দুইবার দমকা টানে নিশ্বাস গ্রহণ ইত্যাদিতে—লিডমে উপকার হয়।

বৃদ্ধি—নড়নে-চড়নে, রাত্রিতে, সুরাপানে, বস্ত্রাবৃতে, উত্তাপে।

উপশম—শৈত্যে, শীতল জলে পা ডুবাইলে, মস্তক খুলিয়া রাখিলে, বিশ্রামে ও স্থির হইয়া থাকিলে।

পরবর্ত্তী ঔষধ—একোন, বেল, ব্রায়ো, চেলি, নক্স, পলস, রস, সলফ এসিড সলফ। ক্রিয়া ব্যাঘাতক—চায়না।

ক্রিয়ানাশক—ক্যাম্ফর। ক্রিয়া স্থিতিকাল—২৫ দিন।

ক্রম—৬—৩০ শক্তি। ফরমূলা—৩।

লেম্‌না মাইনর (Lemna Minor.)

(শাক-সব্জী প্রস্তুত)—নাসিকা, নাসিকার অস্থি ও নাসিকার শ্লৈষ্মিক-ঝিল্লীর উপর এই ঔষধের প্রধান ক্রিয়া নাসিকার ভিতরে অর্ব্বুদ নাসিকার অস্থি ফোলা, নাসিকা হইতে অধিক পরিমাণে পূঁযমিশ্রিত শ্লেষ্মা নির্গমন ; নাসিকায় পচাগন্ধ অনুভব হওয়া, নাসিকার অভ্যন্তরস্থ শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর অতিরিক্ত ফোলার নিমিত্ত নিশ্বাসপথ প্রায় বন্ধ হওয়া প্রভৃতিতে ইহা অন্য ঔষধ অপেক্ষা উপকারী।

অরম, স্যাঙ্গুনেরিয়া-নাইট্রেট ; এসাফিটিডা প্রভৃতি ঔষধগুলিতে কোনও উপকার না হইলে ইহা পরীক্ষা করিবেন।

ক্রম—৩য় হইতে ৩০ শক্তি। ফরমূলা—৩

লেপ্ট্যাণ্ড্রা (Leptandra or Veronica.)

(ইউনাইটেড-ষ্টেটসের এক প্রকার গুল্মের তাজা মূল হইতে ইহার টিংচার প্রস্তুত হয়)—লিভার বিকৃতি, লিভারের টাটানি-বেদনা, অধিক পরিমাণে কাল আলকাতরার মত রঙের দুর্গন্ধ মল, কোনও পীড়ার মলের এই লক্ষণ পাইলেই নিঃসন্দেহে—লেপ্ট্যাণ্ড্রা প্রযোজ্য ; মলের রঙ—কাদার রঙের মত হইলেও ইহাতে উপকার হইবে।

চরিত্রগত লক্ষণ ঃ—

১। লিভারের বিকৃতি এবং আলকাতরার মত ঘোর কালবর্ণ ও আঠার মত চটচটে মল ; ২। পিত্তধাতু, পিত্তবিকৃতিজনিত শিরঃপীড়া, কোষ্ঠবদ্ধ, মুখে সর্ব্বদা তিক্ত আস্বাদ ; ৩। ন্যাবা, তৎসহ কাদা রঙের মত মল; ৪। পৈত্তিক-জ্বর ; লিভারের পুরাতন প্রায় সকল প্রকার পীড়া ও কনজেস্‌সন ; ৫। পেটে কামড়ানি ব্যথা ; কিন্তু কোঁথানিশূন্য।

আমাশয় হউক, উদরাময় হউক, কিম্বা সবিরাম, অবিরাম বাতশ্লেষ্মা ইত্যাদি যে কোনও প্রকার জ্বরই হউক না কেন, ইহাদের সহিত আলকাতরার মত কাল (black like Tar) মল পাইলে—লেপ্ট্যাণ্ড্রা প্রয়োগ করিতে অনুমাত্র দ্বিধা করিবেন না ; মার্কুরিয়সে—কাল আলকাতরা রঙের মত দুর্গন্ধযুক্ত বাহ্যেও সময়ে সময়ে হইয়া থাকে; কিন্তু তাহাতে বাহ্যের সময় ও পরে অত্যন্ত কোঁথানি ও বেগ থাকে ; লেপ্টাণ্ড্রায় উক্ত প্রকার বেগ ও কোঁথানি থাকে না ; বরং লেপ্টাণ্ড্রায়—লিভারের স্থানে ব্যথা ও পেটে কামড়ানি বেদনা থাকে। কাদা-রঙের মত বাহ্যে, তাহার সহিত ন্যাবা—ইহা লেপ্ট্যাণ্ড্রায় অধিক নির্দ্দিষ্ট।

হিলিয়ান্থাস (Hilianthus)—ইহাতে ঠিক লেপ্ট্যাণ্ড্রার মত কালরঙের বাহ্যে নির্দ্দিষ্ট, তবে যাহারা বহুদিন হইতে সবিরাম-জ্বর ইত্যাদি পীড়া ভোগ করিতেছে, যাহাদের পেটেজোড়া প্লীহা, তাহাদের পীড়ায়—ইহা অধিক উপকারী। পাকস্থলীর কোনও পীড়ায়—বমি, গা-বমি-বমি, উত্তাপে উপসর্গের বৃদ্ধি, বমিতে উপশম, কালরঙের বাহ্যে, মুখের শুষ্কতা প্রভৃতি লক্ষণে ইহা

প্রযোজ্য। সবিরাম-জ্বরে চিন-সলফের দ্বারা জ্বর বন্ধের পর ইহা প্রয়োগে প্রায় আর জ্বর আসে না, ক্রম—θ-৩০ শক্তি।

লিভারের পীড়া—পিত্তকোষে এবং লিভারের স্থানে অত্যন্ত টাটানি ব্যথা, সেই বেদনা পিঠে পর্য্যন্ত পরিচালিত হয়, অল্প অল্প অনুক্ষণ কামড়ানি ব্যথা, লিভারের অত্যধিক রক্তসঞ্চয়, তজ্জন্য লিভারের স্থানে ও পেটে জ্বালা, পিত্ত-বমন, জিহ্বায় কাল অথবা হরিদ্রাবর্ণের লেপসঞ্চয়, কালরঙের বাহ্যে, বাহ্যের পর পেটে অত্যন্ত কামড়ানি ব্যথা, নাভীর স্থানে কলিকের মত বেদনা, কালরঙের প্রস্রাব, বাম কাঁধে ও হাতে বেদনা লেপ্ ট্যাণ্ড্রায় নির্দ্দিষ্ট।

অর্শ—রক্তস্রাবীয় হইলে ইহাতে উপকার হয় (সাইমেক্স ২৪৩ পৃঃ দেখুন)।

সদৃশ—চেলিডো, মার্ক, ডিজি। ডাঃ ন্যাস এক সময়ে পাণ্ডুরোগে আক্রান্ত হন, তাঁহার বাহ্যের রঙ্ কখনও কাল, কখনও শ্বেতবর্ণ হইতেছিল, প্রথমে—অরম-ন্যাট্-মিউরে উপকার না হওয়ায় পরে—লেপ্ ট্যাণ্ড্রা সেবনে তিনি আরোগ্য লাভ করেন।

ক্রম—২ ×—৩য় শক্তি। ফরমূলা—৩।

লিয়াট্রিস স্পাইকেটা (Liatris)

(শাক-শজী হইতে ইহা প্রস্তুত) —স্থানীয় শোথ, সর্ব্বাঙ্গীন শোথ, সমস্ত শরীর ফোলা, তাহা—হৃৎপিণ্ডের পীড়া, লিভারের পীড়া কিম্বা কিডনীর পীড়া—যে কোন প্রকার কারণেই হউক এই ঔষধটী ব্যবহার করিলেই ক্রমশঃ প্রস্রাবের পরিমাণ বৃদ্ধি হইয়া উক্ত শোথরোগে বিশেষ উপকার হইবে, শোথরোগে ইহা প্রথমেই ব্যবহার করিবেন, উদরাময়সহ শোথে—এসিড-এসেট (Liatris is a diuretic medicine increases the secretion of urine). এপিস, আর্স, এপোসাইনাম দেখুন। উদরাময়ে অত্যন্ত বেগ, পাছার নিম্নে বেদনা।

ক্রম—θ, ১৫ ফোঁটা হইতে ১/২ ড্রাম মাত্রায় ১ আঃ জলসহ প্রত্যহ ৩/৪ বার সেব্য।

লিলিয়ম টিগ্রিনাম (Lilium)

(চায়না, জাপানের একপ্রকার চারাগাছ হইতে টিংচার প্রস্তুত হয়)—ডিম্বকোষ, জরায়ু ও হৃৎপিণ্ডের উপর ইহার প্রধান ক্রিয়া। ইহার মানসিক লক্ষণ পল্‌সেটিলার মত ক্রন্দনশীল, রোগী সর্ব্বদাই ব্যস্তভাব প্রদর্শন করে, মনে করে পাগল হইবে, বিশ্বাস—তাহার পীড়া দুরারোগ্য, তাহার শরীরের ভিতর এমন একটি পীড়া হইয়াছে, তাহা আরোগ্য হইবার নহে ইত্যাদি।

চরিত্রগত লক্ষণ ঃ—

১। জরায়ুর স্থানচ্যুতি (নাভীটলা), উহা মূত্রনলীতে ও সরলান্ত্রে (specially in rectum) চাপ দেয় ; ২। জরায়ু ও ডিম্বকোষের স্ফীতি, জরায়ু বোধ হয় যেন নীচের দিকে নামিয়া আসিতেছে ; ৩। উদাসীন—তথাচ স্থির হইয়া বসিয়া থাকিতে অস্থিরতা—অথচ বেড়াইতে চাহে না ; ৪। পুরাতন জরায়ু-প্রদাহ, প্রসবের পর জরায়ুর আকার স্বাভাবিক অবস্থায় না আসা, শ্বেত-প্রদর, ডিম্বকোষের প্রদাহ, ডিম্বকোষের স্নায়ুশূল-বেদনা ; ৫। ডিম্বকোষের কোনও পীড়াসহ হৃৎপিণ্ডের কতিপয়, পীড়া ও উপসর্গ, হৃৎপিণ্ডের মধ্যে যেন কি ঝটপট করে, বুক ধড়ফড়ানি, মনে হয় যেন কেহ হৃৎপিণ্ড জোরে চাপিয়া বা মুঠা করিয়া ধরিতেছে ও আবার ছাড়িয়া দিতেছে ; ৬। সমস্ত শরীরে স্পন্দন অনুভব, শরীর ভারীবোধ হয় যেন ফুলিয়াছে ; ৭। হৃৎপিণ্ডের দ্রুতগতি, মিনিটে ১৫০ হইতে ১৭০/৭৫ ; ৮। অনবরত বাহ্যে প্রস্রাবের বেগ ; ৯। কোনও সঙ্কীর্ণ একস্থানে বেদনা।

স্ত্রী-ব্যাধি—স্ত্রীলোকদিগের কোন কোন পীড়ায় সিপিয়া ও লিলিয়ম এই দুইটী ঔষধের লক্ষণাবলী প্রায়ই এক প্রকার। রোগিনী মনে করে তাহার তলপেটের অভ্যন্তরস্থ পদার্থ সকল যেন যোনিদ্বার দিয়া বাহির হইয়া পড়িবে, তজ্জন্য পায়ের উপর পা দিয়া চাপিয়া বসে। জরায়ুর স্থান-চ্যুতি অথবা নাভিটলা (displacement of the uterus), এই পীড়ায়—লিলিয়ম একটি মহোপকারী ঔষধ। পেটে প্রসব-বেদনার মত বেগ এবং তলপেটে কিম্বা সমুদয় পেটের, এমন কী বুকের ও কাঁধের ভিতরের পদার্থও যেন নীচের দিকে নামিয়া যোনিপথে ঠেলিয়া বাহির হইয়া আসিবে এবং জরায়ু, মূত্রস্থলী ও মলদ্বারে বিশেষতঃ মলদ্বারে চাপ দেওয়া, অনবরত বাহ্যের বেগ আসা, এই লক্ষণগুলি কোনও পীড়ায় বা পীড়ার সহিত থাকিলে লিলিয়ম প্রযোজ্য। সিপিয়াতেও—ঠিক উপরোক্ত লক্ষণগুলি পাওয়া যায়, তবে স্মরণ রাখিবেন—রোগের তরুণ অবস্থায় যখন পেটের ভিতর অসহ্য তীব্র যাতনা থাকে, তখন—লিলিয়ম ; আর রোগ একটু পুরাতন হইয়া আসিয়া যখন বেদনা যন্ত্রণা কিছু মৃদু হইয়া আসে,—তখন—সিপিয়া প্রয়োগ বিধেয়। লিলিয়মে—প্রস্রাবত্যাগকালে জ্বালা এবং ঘন ঘন প্রস্রাবের বেগ থাকে, এই লক্ষণটি সিপিয়ায় নাই। প্রস্রাবে জ্বালা—ক্যান্থারিসে আছে ; কিন্তু তাহাতে আবার লিলিয়মের অন্যান্য লক্ষণগুলি নাই। লিলিয়মে—কখনও কখনও মলদ্বারে জ্বালা থাকে ; এই প্রকার জ্বালা—মার্কুরিয়স, নক্স-ভমিকা, ক্যাপ্ সিকম, নাইট্রিক-এসিড ইত্যাদি ঔষধেও আছে ; কিন্তু অন্যান্য বিষয়ে তাহাদের লক্ষণের অনেক প্রভেদ দেখিতে পাওয়া যায়। লক্ষণ মিলিলে লিলিয়ম—জরায়ুর বাই-নির্গমন (prolapsus uteri) এবং antiversion, retroflexion, retroversion, ক্রণিক-মেট্রাইটীস, সব-ইনভোলিউসন, লিউকোরিয়া ইত্যাদি প্রায় সমস্ত পীড়াতেই উপযোগী। লিলিয়মে—রোগী সামান্য একটু কারণে রাগ ও অসন্তুষ্টভাব প্রকাশ করে। ইহাতে বামদিকের ডিম্বকোষ অধিক আক্রান্ত হয় এবং প্রতিক্ষিপ্ত-ক্রিয়ার (reflex action) হৃৎপিণ্ডের পালপিটেশন হয়, তজ্জন্য বুক ধড় ফড় করে। ডান ডিম্বকোষের ও পাছার বেদনাতেও ইহা উপকারী।

রজঃস্রাব—লিলিয়মে চলাফেরা করিলে ঋতুস্রাব নির্গত হয়, শুইয়া অথবা বসিয়া থাকিলে স্রাব বন্ধ হইয়া যায়। ক্রিয়োজোটে—কেবলমাত্র শুইয়া থাকিলে অর্থাৎ রাত্রিতে ঋতুস্রাব নির্গত হইতে থাকে ও চলাফেরা করিলে কিম্বা বসিয়া থাকিলে স্রাব বন্ধ হইয়া যায়। ক্রিয়োজোটে—স্রাব দুর্গন্ধ ও রক্তের রঙ্ কাল; কষ্টিকামে-ঋতুস্রাব রাত্রিতে বন্ধ থাকে, কেবলমাত্র দিবসে নির্গত হয়; ম্যাগ্নেসিয়া-কার্ব্বে—রাত্রিতে নিদ্রিতাবস্থায় ও শুইয়া থাকিলে অধিক স্রাব হয়; কিন্তু উঠিয়া বেড়াইলে ও বৈকালে স্রাব বন্ধ হইয়া যায়; বোভিষ্টায়—প্রাতঃকালে ও রাত্রিতে রজঃ অধিক নির্গত হয়। লিলিয়মে—স্রাব অতি অল্প, রঙ্ কালচে ও দুর্গন্ধ।

হৃৎপিণ্ডের পীড়া—জরায়ুর কোন প্রকার পীড়ার সহিত হৃৎপিণ্ডে ছুঁচফোটান বেদনা, বুক ধড়্ফড়ানি, বুক একবার মুঠা করিয়া ধরিতেছে, আবার ছাড়িয়া দিতেছে, এই লক্ষণগুলি থাকিলে—লিলিয়ম প্রযোজ্য। এখানে ক্যাক্টসের সহিত ভ্রম হইবার আমাদের বিশেষ সম্ভাবনা। ক্যাক্টসে—হৃৎপিণ্ডটি যেন লৌহপেটি দ্বারা বাঁধা থাকে ও তাহাতে জরায়ুর কোনও প্রকার গোলমাল বা পীড়াদি থাকে না, লিলিয়মে—জরায়ুর কোন-না কোন প্রকার পীড়া থাকে।

উদরাময়—জরায়ুর কোনপ্রকার পীড়ার সহিত স্ত্রীলোকদের প্রাতঃ কালীন উদরাময়, তাহাতে হল্দে রঙের পিত্তযুক্ত তরল বাহ্যে হইলে—লিলিয়ম উপযোগী।

অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ—অসমতল জমিতে চলিতে পারে না, পিঠে ও মেরুদণ্ডে বেদনা, রোগী কাঁপে। ডান উরুতে বেদনা, পা কামড়ায়, হাত পা জ্বলে।

বৃদ্ধি—স্থিরভাবে থাকিলে, পার্শ্বে চাপিয়া শয়নে, দাঁড়াইলে, রাত্রি-কালে, প্রভাতে, স্পর্শে, হঠাৎ নড়িলে।

উপশম—কার্য্যে অন্যমনস্ক হইলে, খোলা বাতাসে মর্দ্দনে।

সদৃশ—সিমিসি, হেলোনি, পল্স, সিপি, বেল, মিউরেক্স, স্পাইজে, প্লাটি, ক্যাক্টাস, আয়োড। ক্রিয়ানাশক—হেলোনি, নক্স, পল্স, প্লাটি।

ক্রিয়া স্থিতিক্যাল—১৪—২০ দিন।

ক্রম—৩ ×—৩০ শক্তি। ইহার উচ্চ ও মধ্যশক্তিতে উপকার অধিক হয়।

ফরমূলা—জার্ম্মেণি—১; আমেরিকান—৩।

লোবেলিয়া (Lobelia Inflata.)

(ইহা তামাক গাছের ন্যায় একপ্রকার গাছের টিংচার)—ইহাতে ইপিকাকের মত অত্যধিক গা-বমি-বমি, কখনও বমির সহিত শ্বাসযন্ত্রের ও শ্বাসনলীর নানাপ্রকার আক্ষেপিক পীড়া এবং কল্চিকমের মত খাদ্য দ্রব্যের গন্ধে বা খাদ্যদ্রব্য দর্শনে রোগলক্ষণ ও গা-বমি-বমির বৃদ্ধি হয়। এই ঔষধটি এলোপ্যাথিতে ও শ্বাসযন্ত্রের পীড়ায় ব্যবহৃত হয়।

১। আক্ষেপিক হাঁপানি-কাশি, হুপিং-কফ, তৎসহ দমবন্ধের মত হওয়া, শ্বাসকষ্ট; ২। পরিপাকশক্তির গোলোযোগসহ অত্যধিক গা-বমি ও বমি; ৩। গর্ভাবস্থায় বমি, কোন পুরাতন পীড়ার মধ্যে মধ্যে দমকা বমি, মুখ ঘামিয়া উঠে, হঠাৎ প্রচুর পরিমাণে ঘাম দেয়, চেহারা বিবর্ণ হয়; ৪। গ্যাষ্ট্রিক লক্ষণসহ শিরঃপীড়া; ৫। অত্যধিক ঘর্ম্ম দুর্ব্বলতা, গা-বমি-বমি সত্ত্বেও উত্তম ক্ষুধা; ৬। কমলালেবুর রঙের মত প্রস্রাব—তাহাতে লালবর্ণের তলানি; ৭। বুকের মধ্যভাগে সঙ্কোচভাবের বেদনা তাহাতে শ্বাসকষ্ট, বুকে যেন কোনও ভারী বস্তু চাপান রহিয়াছে এইরূপ অনুভব; ৮। হৃৎপিণ্ডের উৰ্দ্ধভাগে (at base) খুব ভিতরের দিকে বেদনা (স্তনের নিম্নে at spex—লিলিয়ম); ৯। স্যাক্রম-অস্থিতে (পাছার হাড়ে) স্পর্শকাতরতা বেদনা, বালিশের বা কাপড়ের স্পর্শেও কষ্ট হয় তজ্জন্য সম্মুখ দিকে হেঁট করিয়া বসিয়া থাকে; ১০। হিক্কা।

ব্রঙ্কাইটীস, ঘুংড়ী, হাঁপানি-কাশি প্রভৃতি ফুসফুসের আরও কতকগুলি পীড়ায়—রোগী বুক অত্যন্ত ভারী বিবেচনা করে, বোধ হয় যেন দেহের রক্ত চলাচল বন্ধ হইয়া সমস্ত রক্ত তাহার বুকে জমিয়া আছে; শ্বাসবন্ধের উপক্রম হয়, হাঁইপাঁই করে, একটু নড়াচড়া করিলে উক্ত কষ্টের অতিরিক্ত বৃদ্ধি হয় (ডাঃ এলেন বলেন—উক্ত কষ্টের জন্য রোগীকে তখন বাধ্য হইয়া নড়াচড়া করিতে হয়, তাহাতে কষ্টের উপশম হয়। এতদ্ভিন্ন—রোগীর বোধ হয় গলায় যেন কিসের একটা চাপ আটকাইয়া আছে, তজ্জন্য শ্বাস ফেলিতে কষ্ট, তৎসহ বমি বা গা-বমি-বমি থাকে।

অতিরিক্ত তামাক, দোক্তা ইত্যাদি কোনও মাদকদ্রব্য ও সুরাপান করিয়া অজীর্ণের পীড়া হইলে—লোবেলিয়া উপকারী। গর্ভাবস্থায় বমি ও গা বমিতে ইহা ফলপ্রদ।

স্যাক্রম-অস্থিতে (পাছার হাড়ে) বেদনা, তথায়, একটু স্পর্শেই বেদনা লাগে, সম্মুখ দিকে ঝুঁকিয়া বসে।

আমাদের দেশীয় উৎপন্ন তামাক (Indian tobacco) হইতে প্রস্তুত লোবেলিয়ার আরও কতিপয় শ্রেণী আছে, তাহারা কোন্ কোন্ পীড়ায় এবং কি কি লক্ষণে ব্যবহৃত হয়, তাহা দেখুন ঃ—

১। লোবেলিয়া-ইরিনাস (Lobelia Erinus)—৩য় শক্তি; ক্যানসার, মুখের এপিথেলিওমা, পেটের ভিতর টিউমার, তৎসহ পেটে স্ক্রু দিয়া পাক দিবার মত একপ্রকার তীক্ষ্ণ বেদনা, মুখের ও চর্ম্মের শুষ্কতা ইত্যাদি।

২। লোবেলিয়া-পার্পিউরা (Lobelia Purpurascens)—৩য় শক্তি; সমস্ত সঞ্জিবনী শক্তির দুর্ব্বলতা। শ্বাসপেশীর, হৃৎপিণ্ডের ও জিহ্বার পক্ষাঘাত রোগ, শ্বাস-প্রশ্বাস ধীর ও যেন উপর হইতে চলিতেছে, হৃৎপিণ্ডের জোর ঘাত প্রতিঘাত—রোগী মনে করে যেন তাহার বুকে ঢাক বাজাইতেছে, জিহবা সাদা, গা-বমি-বমিসহ মাথাঘোরা, ব্যথা, চক্ষুর পাতা ভারী তজ্জন্য চক্ষু খুলিয়া রাখিতে পারে না; দুই ভ্রূর মধ্যে বেদনা; কম্পশূন্য শীত।

৩। লোবেলিয়া-সেরুলিয়া (Lobelia Cerulia)—ইহার লক্ষণ—অত্যন্ত যন্ত্রণাদায়ক ইনফ্লুয়েঞ্জা—যাহাতে তালু (soft palate), মুখের গলার ও নাসিকার ভিতরাংশ আক্রান্ত হইয়াছে; হাঁচি, চক্ষুতে ও মাথায় ব্যথা, বুকের বামদিকে সর্ট-রিবসের নীচে বেদনা, কষ্টকর, শ্বাস-প্রশ্বাস, প্লীহায় বেদনা, পেট ফাঁপিবার পর উদরাময়, তরল বাহ্যেসহ কোঁথানি।

বৃদ্ধি—বৈকালে, একটুমাত্র নড়া-চড়ায়, ঠাণ্ডায়, ঠাণ্ডা জলে স্নান অথবা গাত্র ধৌত করিলে, তামাক খাইলে।

উপশম—হৃৎপীড়ার কষ্ট দ্রুত চলিলে, সন্ধ্যার সময়ে, গরমে।

ক্রিয়ানাশক—ইপিকাক। ক্রম—θ—৩০ শক্তি। ফরমুলা—৩।

লাইকোপোডিয়ম (Lycopodium)

(পার্ব্বত্য শৈবাল, মহাত্মা হ্যানিম্যান ইহা প্রথমে পরীক্ষা করেন)—লাইকোপোডিয়ম একটি এন্টিসোরিক ঔষধ এবং ইহা শিশু ও বৃদ্ধদিগের পীড়ায় অধিক উপকারী ; শ্লেষ্মা-প্রধান-ধাতু ও যাহাদের লিভারের দোষ আছে, যাহাদের প্রস্রাবে লিথিক-এসিড নির্গত হয়, জীর্ণ-শীর্ণ ব্যক্তি অথচ বুদ্ধি তীক্ষ্ণ, রোগা শিশু তাহার গায়ের চামড়া যেন শুষ্ক ও মাথাটি বড় রোগী পীড়াভোগকালে অত্যন্ত উদ্ধত ও খিটখিটে হয়, নিজেকে শ্রেষ্ঠ মনে করে, মৃত্যু সম্বন্ধীয় স্বপ্ন দেখে, এইরূপ ধাতুবিশিষ্ট ব্যক্তিগণের পীড়ায় ইহা অতি শীঘ্র ফলপ্রদান করে। শরীরের ডানদিকে লাইকোপোডিয়মের ক্রিয়া অধিক প্রকাশিত হয়, সেইজন্য যে ব্যাধিই হউক-না কেন, যেমন—শ্বাসযন্ত্রের পীড়া, লিভারের পীড়া, কিড্নীর পীড়া, জরায়ুর পীড়া যদি ডানদিক আক্রান্ত হয় কিম্বা ডানদিক হইতে বামদিকে পরিচালিত হয়, তৎক্ষণাৎ লাইকোপোডিয়ম স্মরণ করিবেন। ইহা একটি দীর্ঘক্রিয় (deep acting) ঔষধ, তজ্জন্য ২/১ মাত্রা প্রয়োগ করিয়া অনেকদিন পর্য্যন্ত তাহার ফলাফলের জন্য অপেক্ষা করিতে হয়। ইহার রোগ-লক্ষণ অপরাহ্ন ৪টা হইতে ৮টার মধ্যে ও উত্তাপে বৃদ্ধি এবং ঠাণ্ডায় বা ঠাণ্ডা বাতাসে উপশম হয়।

চরিত্রগত লক্ষণ ঃ—

১। অপরাহ্ন ৪টা হইতে ৮টার মধ্যে রোগ লক্ষণের বৃদ্ধি, কোনও পীড়ায় উক্ত সময়ের মধ্যে রোগ উপসর্গের বৃদ্ধি হইলে—লাইকোপোডিয়ম উপযোগী ; হেলিবোরাসে—ঠিক ঐ সময়ে (৪টা হইতে ৮টার মধ্যে) সর্দ্দি ও শিরঃপীড়া লক্ষণের বৃদ্ধি এবং কলোসিন্থে—কলিক বেদনার বৃদ্ধি হয় । ২। অম্লপিত্ত ও অজীর্ণরোগে—পেটে বায়ু সঞ্চয়, পেট ফোলা, পেট ডাকা, অম্লহেতু বুক জ্বালা, মুখে টক জল উঠা, টক বমি টক্ ঢেকুর, আহারের পর তন্দ্রা ও আলস্য, কোষ্ঠকাঠিন্য (এই সমস্ত লক্ষণে অনেক সময় লাইকোপোডিয়ম—৩য় শক্তিতে বেশ উপকার হয়); ৩। অতিরিক্ত ক্ষুধা কিম্বা অক্ষুধা ; দুই এক গ্রাস আহারের পরই পেট ফোলা, পেট দম্‌শম হওয়া; ৪। দেহের উপরাংশ শীর্ণ নিম্নাংশ ফোলা; ৫। প্রস্রাবের তলানি লালবর্ণ (ইটের গুঁড়ার মত), কাপড়ে প্রস্রাব

লাগিলে হল্‌দে-লালমিশ্রিত রঙের ছোপ ধরে ; ৬। প্রস্রাবের পূর্ব্বে শিশুর ক্রন্দন (বোরাক্স) ৭। নাসিকার দুইপক্ষ (alae-nasi) একবার ফোলা—একবার কমা, রাত্রিতে নাক সাঁটিয়া ধরা; ৮। দিন রাত্রি শুষ্ক কাশি, তৎসহ শরীরের ক্ষয় ও দুর্ব্বলতা, ৯। সমস্ত দিনই কাঁদে, কিছুতেই ধৈর্য্য ধারণ করিতে পারে না, কেহ আশীর্ব্বাদ বা ধন্যবাদ দিলেও কাঁদে ; ১০। অতিরিক্ত হস্তমৈথুন কিম্বা শুক্রনাশহেতু ধ্বজভঙ্গ ; ১১। সঙ্গমের সময় বা পরে জ্বালা, যোনি শুষ্ক ; ১২। প্রতিবার মলত্যাগকালে জননেন্দ্রিয় হইতে রক্তস্রাব ; ১৩। শিশুদের ডানদিকের হার্ণিয়া; ১৪। নিমোনিয়ায় ডানদিক আক্রান্ত।

মানসিক লক্ষণ—সদাই বিমর্ষ, ধর্ম্ম সম্বন্ধে বকে কিম্বা চুপচাপ নির্জ্জনে বসিয়া ভাবে, লিখিতে ভুল করে, বানান কিম্বা শব্দ ভুল হয়, শব্দের অর্থ মনে থাকে না। কোনও কাজ করিতে অনিচ্ছা, পাছে ভুলিয়া যায় এইজন্য কোনও কাজ করিতে ভয় হয় ; কিন্তু কাজ আরম্ভ করিলেই সে ভয় দূর হয়। অনেক সময় সামান্য একটুতেই ভয় পায় ও চমকাইয়া উঠে, কাল্পনিক মানুষের মত কিছু দেখে ও ভয় করে, ভূত প্রেতাদির ভয়।

সর্দ্দি-কাশি—বুকের ভিতর সর্দ্দিপূর্ণ, ষ্টেথেস্‌কোপ দ্বারা ফুসফুস পরীক্ষা করিলে "কোকিলের কুহুস্বরের মত" একপ্রকার শব্দ (Quing-sound) শুনিতে পাওয়া যায়, গলা ঘড়্ ঘড়্ করে ও নিশ্বাস-প্রশ্বাসে কষ্ট হয় ; ছোট শিশুর নাসিকা সর্দ্দিতে পূর্ণ তৎসহ নাসিকা বন্ধ থাকিলে ইহাতে শীঘ্র উপকার হয়।

ক্যাপিলারি-ব্রঙ্কাইটীস (সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম কৈশিক নলীর প্রদাহ)—এই পীড়ায় যখন ডানদিকের ফুসফুস অধিক আক্রান্ত হয় এবং বক্ষঃ পরীক্ষায় সর্দ্দির শব্দ ঘড়্ঘড়ে (moist-rale) পাওয়া যায়, প্রচুর পরিমাণে হরিদ্রা-রঙের গয়ার উঠে তাহার সহিত-জ্বর থাকে ও সেই জ্বর বৈকাল ৪টা হইতে ৯টার মধ্যে বৃদ্ধি হয়, তখন—লাইকোপোডিয়মে উপকার হয়।

একপ্রকার শুষ্ক কাশি—যাহাতে রোগী দিনরাত্রি কাশে, কাশিয়া-কাশিয়া পেটে বেদনা হয়, কাশিতে গলা সুড়্সুড় করে, কখনও কখনও কিছুমাত্র গয়ার উঠে না, কখনও আবার দিন রাত্রিতে প্রচুর পরিমাণে হরিদ্রা রঙের, সবুজাভ, পূঁজের মত কিম্বা রক্তের ছিট মিশ্রিত গয়ার উঠে, কাশি সন্ধ্যার পরেই অধিক হয় অথবা ঠাণ্ডা দ্রব্য পান করিলেই কাশির বৃদ্ধি হয়, কখনও কাশি একদিন অধিক ও একদিন কম থাকে, তাহাতে—লাইকোপোডিয়ম উপকারী। হাঁপানি-কাশিতেও ইহা অনেক সময় উপযোগী ; ইহাতে হাঁপানি-কাশির সহিত পেটফোলা থাকে এবং বৈকাল ৪টা হইতে ৮টার মধ্যে হাঁপানির টান বাড়ে।

নিমোনিয়া (Pneumonia)—এই পীড়া প্রথম অবস্থা (এই অবস্থায় ফুসফুসে কেবলমাত্র রক্ত সঞ্চয় হয়—এনগর্জ্জমেন্ট-ষ্টেজ) উত্তীর্ণ হইয়া ২য় অবস্থায় (এ অবস্থায় ফুসফুসে বাতাস ঋকিবার গর্ত্তগুলি এক প্রকার চটচটে ঘন রসে পূর্ণ হইয়া যায়, ফুসফুস নিরেট হয়, ফুসফুসের ভিতর বাতাস থাকে না, এইজন্য ষ্টেথেসকোপ দ্বারা বক্ষঃপরীক্ষা করিলে ফুসফুসে বায়ু যাতায়াতের শব্দ পাওয়া যায় না—হেপাটাইজেসন-ষ্টেজে) রোগীর অবস্থা ক্রমশঃ মন্দ হইতে থাকিলে—ইহা প্রয়োগে—উপশম অবস্থা (ইহাই পীড়ার ৩য় অবস্থা, এ অবস্থায়

উক্ত ২য় অবস্থার কতক রস শোষণ ও কতক কাশির সহিত নির্গত হয়—রেজোলিউসন-ষ্টেজ) আরম্ভ হইয়া শীঘ্রই রোগীকে আরোগ্যপথে আনয়ন করে। লাইকোপোডিয়মের আর একটি বিশেষ লক্ষণ—রোগী চিৎ হইয়া শুইলে প্রত্যেকবার নিশ্বাস-গ্রহণের সময় নাসিকা ডগার দুই পার্শ্ব ফুলিয়া উঠে (fan like motion of the wings of the nose) ; এই লক্ষণটি—ব্রোমিয়ম, চেলিডোনিয়ম, ফসফরাস ও স্পঞ্জিয়াতেও আছে। কোন রোগীতে যদি দেখিতে পান যে নাসিকার উক্ত লক্ষণসহ সর্দ্দি বেশ ঘড়ঘড়ে ও সরল, গয়ারও প্রচুর পরিমাণে উঠিতেছে ; কিন্তু শ্বাস-প্রশ্বাসের কষ্ট কিছুমাত্র দূর হয় নাই, রোগেরও কোন উপশম হইতেছে না, কিম্বা রোগী কাশিয়া কাশিয়া গয়ার আদৌ তুলিয়া ফেলিতে পারিতেছে না, সর্দ্দিও শীঘ্র শোষণ (absorption) হইতেছে না, মৃত্যুরই আশঙ্কা অধিক, কোনও ঔষধে কিছুমাত্র ফল হইতেছে না,তখন ৩০ বা ২০০ শক্তির দুই একটি মাত্রা লাইকোপোডিয়ম প্রয়োগ করিয়া ২। ১ দিন অপেক্ষা করিবেন, সম্ভবতঃ আশাতিরিক্ত উপকার হইবে। লাইকোপোডিয়মে—সময়ে সময়ে গয়ার লোণাস্বাদ আবার কখনও কখনও অত্যন্ত দুর্গন্ধ হয়। স্মরণ রাখিবেন ইহার রোগ বৃদ্ধিকাল—বৈকাল ৪টা হইতে রাত্রি ৮টা পর্য্যন্ত। আরও একটি উপদেশ—ফুসফুসে পূঁয হইলে অথবা পূঁয হইবার উপক্রমে, যখন টিউবার্কিউলসিস (যক্ষ্মা) হইবার সম্ভাবনা হইয়া উঠে, হেক্‌টিক (ঘুষঘুষে) জ্বরের লক্ষণ প্রকাশ পায়, তখন লাইকোপোডিয়মে রোগের অনেক উপশম হয়, টিউবার্কিউলসিসের আশঙ্কাও কম হয়।

অজীর্ণরোগ—টক্ ঢেকুর উঠে, পেট জ্বলে, পেট ফোলে, পেট ফাঁপিয়া উঠে, পেট ছুঁইলেই লাগে। পুরাতন পীড়ায় খাদ্যদ্রব্য সহজে হজম হয় না, তরল পানীয় পান ভিন্ন অন্য কোনও দ্রব্য আহার করিলেই পেটে বেদনা হয়, পেট ফোলে, সময়ে সময়ে বমি হয়। ইহাতে ঢেকুর পূর্ণভাব উত্থিত হয় না (incomplete eructation)—কেবলমাত্র গলা পর্য্যন্ত উঠে, গলা জ্বলে, মুখে জল উঠে, পেট জ্বালা করে (আইরিসের জ্বালা—বমির পর)।

উদরাময়—তরল মলের সঙ্গে কঠিন মল মিশ্রিত থাকে, পেটে কিছু মাত্র বেদনা থাকে না, বৈকাল ৩টা—৮টা পর্য্যন্ত উদরাময়ের বৃদ্ধি।

ক্ষুধা—বেশ ক্ষুধা হয়, আহার করিতে বসে, কিন্তু ২/৪ গ্রাস আহার করিলেই পেট ফুলিয়া উঠে, ক্ষুধা লোপ হয়, রোগী মনে করে যেন সে গলায় গলায় আহার করিয়াছে, মনে হয় আর একটু আহার করিলেই বমি হইয়া উঠিয়া যাইবে, তাড়াতাড়ি উঠিয়া পড়ে।

পেটফাঁপা—পেটে অধিক বায়ু জমিয়া পেট ফাঁপিলে, সচরাচর আমরা—লাইকোপোডিয়ম, কার্ব্বো-ভেজ ও চায়না এই তিনটি ঔষধই প্রথমে ব্যবস্থা করিয়া থাকি। উপরের পেট অধিক ফোলা (Flatulence tends upwards, more in the stomach), কোষ্ঠবদ্ধ, পেটে বায়ু জমিয়া পেট ভুটভাট করা, পেটডাকা, পেটের ভিতর গোঁ গোঁ শব্দ করা ইত্যাদি লক্ষণে—লাইকোপোডিয়ম উপকারী। কার্ব্বো-ভেজে—নীচের পেট অধিক ফোলে (produces more flatulence of the bowels) ইহাতে অজীর্ণের বাহ্যে

হয়, ঢেকুর উঠিলে, বায়ু নিঃসরণ হইলে তাহাতে অত্যন্ত দুর্গন্ধ থাকে, বায়ুনিঃসরণে পেটফোলার একটু উপশম হয়। লাইকোপোডিয়মে—বাহ্যে হইলে তবে পেটফোলা একটু কমে ; কার্ব্বো-ভেজে—মুখের স্বাদ তিক্ত ও লাইকোপোডিয়মে— ঢেকুরে মুখের স্বাদ টক্ হইয়া যায়। চায়নার—উপরে ও নীচের সমুদয় পেটটিই ফোলে, ইহাতে ঢেকর উঠিলে, বায়ু নিঃসরণ হইলে কিম্বা অধিক পরিমাণে তরল বাহ্যে হইলেও পেটফোলার নিবৃত্তি হয় না ; অধিকন্তু আরও যেন উপসর্গের বৃদ্ধি হয়। ক্যালি-কার্ব্বের—পেটফোলায় রোগীর মনে হয় বুঝি পেট ফাটিয়া গেল, তদ্ভিন্ন উহাতে পেটে এত বেদনা থাকে যে হাত ছোঁয়ান যায় না। রোগী যাহা পানাহার করে—সমস্তই বোধ হয় যেন বায়ুতে পরিণত হয়। মোমরডিকা-ব্যালসাম (Momordica Balsam)—৩য়—৬ষ্ঠ, উপর পেটে বায়ু আবদ্ধ হয় ; লাইকোতে উপকার না হইলে ইহা প্রযোজ্য।

মিক্রোমেরিয়া (Micromeria, California Plants)—পেট ফাঁপা ও পেটের শূল-বেদনার নিমিত্ত ইহা চা পানের ন্যায় দৈনিক ব্যবহৃত হয়। পেটফাঁপা, পেটে ভয়ানক বেদনা ও গা-বমিতে ইহার মাদার টিংচার সেবনে আশু উপকার হইবে (ঔষধটী এখন বাজারে পাইতেছি না)।

এসাফিটিডা—৩য়, ৬ষ্ঠ শক্তি, পেটফাঁপার সহিত প্রায়ই মুখে জল উঠে, পাকস্থলীর উর্দ্ধাংশে হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন হয় ও এক প্রকার ধক্‌ধক্ করে। সাংঘাতিক প্রকারের পাকস্থলী শূল-বেদনা—ডায়েফ্রামের নিকট জ্বালা ও কাটাছেঁড়ার মত বেদনা থাকে, পেটে বায়ু গড়্‌গড়্ করিয়া উচ্চ শব্দ করে এবং শেষে সজোরে ও কষ্টে ঢেকুর উঠে।

স্ফোটক—হিপার অধ্যায় ৩৫৮ পৃষ্ঠা দেখুন।

অর্শ-পীড়া—যাহাদের লিভারের দোষ আছে, তাহাদের অর্শ হইতে অত্যন্ত অধিক পরিমাণে রক্তস্রাব হইলে ইহাতে উপকার হয়।

লিভারের পীড়া—লিভার প্রদেশে নিরন্তর একটু একটু একঘেয়ে রকমের বেদনা, পেটের বামদিকে বায়ু জমিয়া ফুট্‌ফাট করে, মুখ টক্ হইয়া থাকে, আহারের পরেই একটু পেটভার হইয়া কিম্বা অত্যন্ত ক্ষুধায় দুই-একগ্রাস মাত্র আহার করিলেই যেন পেট ভরিয়া যায় ও পেট দমশম্ হইয়া উঠে। লাইকোপোডিয়মে—কখনও কখনও আহারের পরেই পুনরায় ক্ষুধার উদ্রেক হয়, আবার কখনও আহারের ঠিক পরেই পেটে ব্যথা ধরিয়া কষ্ট দেয় (এবিস-৮ পৃষ্ঠা দেখুন); লাইকোপোডিয়মে—কোষ্ঠবদ্ধ নির্দ্দিষ্ট হইলেও কখনও কখনও আবার উদরাময়ও হইয়া থাকে। চেলিডোনিয়ম, ব্রায়োনিয়া, মার্কুরিয়স ইত্যাদি ঔষধ ও লিভার পীড়ায় মহৌষধ। চেলিডোনিয়মে—প্রস্রাব হলদে, মুখে তিক্তাস্বাদ, পেটে অত্যন্ত বেদনা, ডানদিকের কাঁধে বেদনা ইত্যাদি লক্ষণগুলি নির্দ্দিষ্ট; ব্রায়োনিয়াতেও—লিভারে অত্যন্ত বেদনা থাকে, তবে উহার মল অত্যন্ত কঠিন। চেলিডোনিয়মে—মল কখনও ছাগল-নাদির মত ; কখনও হরিদ্রারঙের ও পাতলা; মার্কুরিয়সে—লিভারে টাটানি ব্যথা থাকে, বাহ্যে ছাই কিংবা হরিদ্রা-সবুজ রঙের হয়, তাহার সহিত অত্যন্ত কোঁথানি-শূলুনি ও বেগ থাকে।

প্রস্রাবের পীড়া—মূত্রকৃচ্ছ্রতা (dysuria) : বিশেষতঃ শিশুদের এই পীড়ায়—লাইকোপোডিয়ম উপকারী।

প্রস্রাব বন্ধ—(Retention of urine), প্রস্রাব হইতে হইতে থামিয়া যায়, অথবা থামিয়া থামিয়া প্রস্রাব হয়। প্রস্রাবের অত্যন্ত বেগ আসে ; কিন্তু প্রস্রাব বাহির হয় না ; অনেকক্ষণ বসিয়া থাকিতে হয়।

পাথরী পীড়া—মূত্র-পাথরীতে (Renal Calculi) ডানদিকের কিডনীর দিক হইতে বেদনা প্রথমে আরম্ভ হইয়া, সেই বেদনা প্রস্রাবদ্বার পর্য্যন্ত ক্রমশঃ পরিচালিত হইলে কিম্বা আরও নিম্নদিকে এমন—কি পায়ে পর্য্যন্ত পরিচালিত হইলেও—লাইকোপোডিয়ম উপযোগী। আবার উক্ত লক্ষণে বেদনা বাম দিক হইতে উৎপত্তি হইলেও ইহাতে উপকার হয়। বার্ব্বেরিস—সকল প্রকার পাথরী পীড়াতেই প্রায় সমানভাবে কার্য্যকরী। পিত্ত-পাথরী হউক, মূত্র-পাথরী হউক, তাহার যন্ত্রণা নিবারণার্থে ইহার সমকক্ষ আর দ্বিতীয় ঔষধ নাই—অনেকেই প্রায় এইরূপ বলিয়া থাকে। কিন্তু ডাঃ ফ্যারিংটন—ক্যান্থারিসকেই মূত্র-পাথরীর বেদনা নিবারণের পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ স্থান প্রদান করেন (ক্যান্থারিস—২০৬ পৃষ্ঠা পাঠ করুন)। কবিরাজ মহাশয়গণ এই পীড়ার কুলত্থকলাই সিদ্ধ করিয়া সেই জল পান অথবা পাথর কুঁচি পাতার রস ২। ৩ চামচ মাত্রায় প্রত্যহ পান করিতে আদেশ করেন, ইহাতে নূতন পাথরী জন্মায় না। লাইকোপোডিয়মে পাথরীর জন্য কখনও প্রস্রাবদ্বার দিয়া রক্তস্রাব হয়।

দ্রষ্টব্য ঃ—যাঁহারা প্রায়ই মূত্র-পাথরী (Renal colic), পীড়ার অব্যক্ত যন্ত্রণা ভোগ করেন, তাঁহারা প্রতি মাসে একবার করিয়া লাইকোপোডিয়ম—১০০০ শক্তির ২টী গ্লোবিউলস, আধ আউন্স ডিষ্টিলড-ওয়াটারে মিশাইয়া সেবন করিলে অনেক দিন পর্য্যন্ত ভাল থাকিবেন। (ডানদিকের কিড়নী হইতে বেদনা আরম্ভ হইলে ইহা আরও অধিক উপকারী।

কার্ড্রুয়াস-মেরিনাস (Cardous Marianus)—θ-পিত্ত-পাথরী (Gall stones) জনিত ভয়ানক শূল-বেদনায় উপকারী। ইহা নিয়মিতরূপে সেবন করিলে নূতন পাথরী প্রায় জন্মাইতে পারে না, বহুসংখ্যক হতভাগ্য পীড়িত ব্যক্তি ইহা নিয়মিত সেবনে জীবনে শান্তি লাভ করিয়াছে। কার্ড্রুয়াস—উক্ত পীড়া ভিন্ন ন্যাবারও উত্তম ঔষধ। সাধারণ লিভার পীড়ায় যখন—ব্রায়োনিয়া, মার্কুরিয়স, চেলিডোনিয়ম ইত্যাদি ঔষধে উপকার না হয়, তখন—লিভারের স্থানে টাটানি বেদনা, লিভারের বামদিকে অত্যন্ত বেদনা, বিস্বাদ অথবা তিক্তাস্বাদ মুখ, গা-বমি বমি, পিত্ত-প্রবলতা ইত্যাদি লক্ষণগুলি থাকিলে এবং লিভার সিরোসিস-জনিত শোথে ইহাতে উপকার হয় ; আবার ন্যাবারোগে উপরোক্ত লক্ষণসহ প্রস্রাব ঘোর হলদে, পিত্তমিশ্রিত বাহ্যে, টক বা তিক্ত সবুজরঙের বমন ইত্যাদি লক্ষণগুলি থাকিলেও ইহা উপকারী। ইহাতে একবার কোষ্ঠবদ্ধ, একবার উদরাময় এই প্রকার লক্ষণও দৃষ্ট হয়। ৭ম-পঞ্জরের স্থানে বেদনা, বেদনা উপরে বক্ষে পরিচালিত হয়, রোগী ডানদিকে চাপিয়া শয়ন করিতে পারে না ইত্যাদিও কার্ড্রুয়াসের একটি বিশিষ্ট লক্ষণ (ইউরোপের এক প্রকার পাকা ফলের বীজ হইতে ইহার টিংচার প্রস্তুত হয়)।

পিত্ত-পাথরীর (Billiary Calculi) যন্ত্রণা নিবারণার্থে আমি আরও একটি ঔষধের সম্বন্ধে কিছু বলিতে ইচ্ছা করি নিম্নের পরিচ্ছেদটী পাঠ করুন ঃ-

মেন্থা-পিপারিটা (Mentha Piparita)—এই ঔষধটী সাধারণ পিপারমিন্ট। ডাঃ হান্সেন বলেন—অতিরিক্ত বাতসঞ্চয় জনিত পিত্তশূল (gall stone colic) ইহার দ্বারা অতি আশ্চর্য্য ফল পাওয়া যায়। কোনও চিকিৎসক বলেন—"একটি স্ত্রীলোকের এক সময় ভয়ানক যন্ত্রণাদায়ক পিত্ত-শূল বেদনা উপস্থিত হয়, তিনি—ক্যালকেরিয়া, বার্ব্বেরিস, কার্ড্রুয়াস প্রভৃতি ঔষধগুলি ব্যবস্থা করিয়া উহাতে কিছুই ফল না পাইয়া পরিশেষে "ডাঃ হ্যান্সেনের উক্ত উক্তির উপর নির্ভর করিয়া—মেন্থা-পিপারিটি—৬ × শক্তি প্রয়োগ করেন, তাহাতে প্রায় ৫/১০ মিনিটের মধ্যে এককালীন তাহার সমস্ত যন্ত্রণার উপশম হইয়াছিল।" অনেকস্থলে আমিও ইহার অদ্ভুত ক্রিয়া দর্শন করিয়া মোহিত হইয়াছি, পরীক্ষা প্রার্থনীয় (ক্যালকেরিয়া -১৮৮ পৃঃ দেখুন)।

ধ্বজভঙ্গ ও রেতঃপাত—এগনাস ও টার্ণেরা ৬১ ও ৬৩৭ পৃঃ দেখুন।

বুক ধড়ফড়ানি (Palpitation)— আহারের অনতিপরেই বুক ধড়ফড় করিলে অথবা বুক-ধড়ফড়ানি বৃদ্ধি হইলে—লাইকোপোডিয়ম উপকারী। হৃৎপিণ্ডের বিবর্দ্ধন, হৃৎপিণ্ডের ভল্ভের পীড়া কিম্বা স্নায়বিক দুর্ব্বলতা বশতঃ হৃৎস্পন্দন (Palpitation), তৎসঙ্গে নাড়ীর দুর্ব্বলতা ও অনিয়মিততা থাকিলে—লাইকোপাস উপকারী (ইহার অধ্যায় ও ডিজিটেলিস অধ্যায়—২৯৮ পৃষ্ঠায় অন্যান্য ঔষধ দেখুন)।

কোমরে বাত (Lumbago)—প্রত্যেকবার নড়ন-চড়নে রোগীর কোমরের ব্যথা বৃদ্ধি হইলে—ব্রায়োনিয়া, যদি ব্রায়োনিয়ায় উপকার না হয়—লাইকোপোডিয়ম।

রক্তস্রাব—বাহ্যের সময় জননেন্দ্রিয় হইতে রক্তস্রাব হয়।

ক্ষত—নিম্নাঙ্গে বিশেষতঃ হাঁটুর নিম্নে ক্ষত, ক্ষত হইতে একটুতেই রক্ত বাহির হয়, রস পড়ে, সহজে আরোগ্য হয় না।

শোথ—(Dropsy)—লিভার পীড়াগ্রস্ত ব্যক্তিগণের শোথরোগে—লাইকোপোডিয়ম উপকারী। কোনও শোথরোগে পায়ে অধিক ফোলা থাকিলেও সেই ফোলার উপর ঘা থাকিলে ইহা আরও অধিক উপযোগী। লাইকোপোডিয়মে রোগীর উপরার্দ্ধ, যেমন হাত, মুখ, বুক, গলা ইত্যাদি শুষ্ক শীর্ণ এবং নিম্নার্দ্ধ যেমন—পেট, পাছা, পা ইত্যাদি খুব ভারীবোধ ও অত্যন্ত ফোলা-ফোলা দেখায়। হৃৎপিণ্ডের পীড়াজনিত শোথে ইহা—আর্সেনিক প্রভৃতি অন্যান্য ঔষধ অপেক্ষাও অনেক সময়ে অধিক উপকার করে। পেরিকার্ডিয়ামের ও প্লুরার শোথেও—লাইকোপোডিয়ম উপকারী।

কোষ্ঠবদ্ধ—বাহ্যের বেগ হয়, কিন্তু প্রতিবারে বাহ্যে হয় না, নক্স-ভমিকাতেও এই লক্ষণটি নির্দ্দিষ্ট, তবে উহাদের মধ্যে প্রভেদ এই যে নক্সে—প্যারিষ্টালিক-ক্রিয়া (অন্ত্রের ভিতর একপ্রকার গতি) কম হইয়া ঐরূপ হয়, আর লাইকোপোডিয়মে মলদ্বারের সঙ্কোচন বশতঃ ঐরূপ ঘটে।

ওপিয়মের কোষ্ঠবদ্ধে মলত্যাগের ইচ্ছা বা বেগ একেবারে থাকে না এবং তাহার মল ভীষণ শক্ত, কাল ও গুটলে। এলিউমিনায়—মলদ্বারের (reccum) ক্রিয়াহীনতা নিৰ্দ্দিষ্ট, তরল মলও অতিশয় চেষ্টার সহিত বাহির হয়, বাহ্যের বেগ প্রায়ই হয় না, মল কখনও ছাগলনাদির মত শক্ত, গাঁট্ গাঁট্ ক্বচিৎ কখনও তরল হয়। ব্রায়োনিয়া—শ্লৈষ্মিক-ঝিল্লীর (mucous membrane) শুষ্কতাজনিত কোষ্ঠবদ্ধ, ইহাতে মল খুব শুষ্ক ও বড় ন্যাড় ; এনাকার্ডিয়ম—ইহাতে মনে হয়, যেন মলদ্বারে—কী একটা বস্তু পোরা আছে, সেইজন্য অত্যন্ত কোঁথ দিতে হয় এমন কি তরল বাহ্যেও কোঁথ না দিলে নির্গত হয় না ; এতদ্ভিন্ন—সিপিয়া, সাইলিসিয়া, ভেরেট্রমও কোষ্ঠবদ্ধে উপকারী (কষ্টিকাম—৩০ শক্তি, উপকার না হওয়া পর্যান্ত ৩টী করিয়া গ্লোবিউলস প্রত্যহ প্রাতে একবার সেবন করিলে অনেক স্থলে কোষ্ঠবদ্ধে উপকার হয়), এসিড্-গ্যালিক অধ্যায়—২১ পৃষ্ঠা দেখুন।

কেশের পীড়া—অপরিণত বয়সে অনেকের চুল পাকে, মাথার মধ্য-স্থলে চাঁদিতে টাক পড়ে ; কিন্তু অন্যদিকের চুল বাড়ে ও ঘন হয়, প্রসবের পর মাথার চুল উঠিয়া যায়, পেটের কোনও পীড়া হইয়া ক্রমশঃ নেড়া হয়।

জ্বর—ইহা বাতশ্লেষ্মা ও সবিরাম-জ্বরে উপকার সাধন করে।

বাতশ্লেষ্মা-জ্বর (Typhoid fever)—লাইকোপোডিয়ম ঔষধটি—ল্যাকেসিসের পর অধিক উপকারী। এই জ্বরে প্রথম দুই সপ্তাহকাল ইহার বড় একটা আবশ্যক হয় না। যখন রোগী সম্পূর্ণ অজ্ঞান অবস্থায় পড়িয়া থাকে, বিকার বিড়্ বিড়্ করিয়া বকে, গলা ঘড়্ঘড়্ করে, চক্ষু স্থির রাখিয়া একদৃষ্টে চাহিয়া থাকে, বিছানা খোঁটে, কোষ্ঠবদ্ধ হয়, পেট ফুলিয়া উঠে, কোন এক অঙ্গ থাকিয়া থাকিয়া কাঁপিয়া উঠে, জিহবা ফুলিয়া মোটা হয়, জিহবা একবার বাহির ও একবার ভিতর—এইরূপ করিতে থাকে, তখন লাইকোপোডিয়ম অভূতপূৰ্ব্ব উপকার সাধন করে।

সবিরাম-জ্বর—জ্বরের নিৰ্দ্দিষ্ট সময় বৈকাল প্রায় ৪টা হইতে ৮টা পর্য্যন্ত, এতদ্ভিন্ন—জ্বর ৬টা হইতে ৭টায় আসিয়া প্রায় সমস্ত রাত্রি ভোগের পর প্রাতে মগ্ন হইলেও ইহাতে উপকার হয়। শীতাবস্থায়—পিপাসাশূন্য অত্যন্ত শীত, রোগী কাঁপিতে থাকে, হাত-পা অত্যন্ত ঠাণ্ডা হয়, শীত—বোধ হয় যেন পিঠের দিক হইতে আরম্ভ হয় (লাইকোপোডিয়মে—জ্বর আসার সময়—বৈকাল ৪টা হইতে ৮টার মধ্যে নিৰ্দ্দিষ্ট হইলেও প্রাতে বেলা প্রায় ৮টা, ৯টার সময় জ্বর আসাও ইহার অন্তর্ভূত)—উত্তাপাবস্থা—অৰ্দ্ধ হইতে এক-দেড় ঘন্টা পর্য্যন্ত, শীত ও কম্পের পর ভয়ানক উত্তাপ, এই অবস্থায় রোগী নিদ্রিত হইয়া পড়ে, পিপাসা হয় ও অম্ল বমন করে, ঘন ঘন প্রস্রাব হয়, প্রস্রাবের পর কোমর ইত্যাদির বেদনার একটু উপশম হয়। ঘর্ম্মাবস্থা—উত্তাপাবস্থার পরই ঘর্ম্মাবস্থা আসে এবং ঘর্ম্মাবস্থার পর অত্যন্ত পিপাসা হয়, কখনও একেবারে শীতের পর ঘর্ম্ম হয়, উত্তাপাবস্থা আর আসে না। একদিন অন্তর জ্বর—ঠিক একই সময়ে আসিলেও ইহাতে উপকার হইয়া থাকে।

এজাডিরেক্টা-ইণ্ডিকা (Azadirecta Indica)—এই ঔষধটী আমাদের দেশীয় নিমছাল হইতে প্রস্তুত হয়। নিম কতিপয় চৰ্ম্মরোগে এবং জ্বরেই ব্যবহারের জন্য প্রসিদ্ধ। কুইনাইন-আটকান জ্বরে ইহাতে বিশেষ উপকার হয়। চোখ-মুখ, হাত-পা জ্বালাসহ প্রত্যহ বৈকালে জ্বর আসে, জ্বর অধিক প্রবল নয়—ঘুষঘুষে ; মুখ হাত-পা বেশ গরম হয় ও চক্‌চকে দেখায়, সামান্য শীত পায়, শরীরের উৰ্দ্ধাংশে অধিক পরিমাণে ঘাম দেয়, এইগুলি ইহার প্রধান লক্ষণ; তদ্ভিন্ন—জ্বরসহ শরীরের নানাস্থানে বাতের মত বেদনা ও বুকের মাঝের হাড়ে (ষ্টার্ণমে), পাঁজরায়, ঘাড়ে, পিঠে ও কাঁধে পর্য্যন্ত বেদনা থাকিলেও ইহাতে উপকার হইবে। ক্রম—θ, ১×—৩য় শক্তি (পরিশিষ্ট অংশে—এজাডিরেক্টা ৬৬০ পৃষ্ঠা দেখুন)।

গরহজমে—লাইকোর পর হাইড্রাসটীস দিবেন।

লাইকোপোডিয়ম আরও কয়েকটি পীড়ায় উপকারী ঃ—

রাতকাণা রোগে—রাত্রিতে রোগী প্রায় কিছুই দেখিতে পায় না, তাহার সহিত চোখের কিছুদূরে যেন কতকগুলি কালবর্ণের রেখা বা কিছু রহিয়াছে এইরূপ দেখে। তরুণ-সর্দ্দি—তাহার সহিত বাহিরে নাকে ফোলা ও ভিতরে নাক সাঁটিয়া ধরা থাকে, এই নাক-সাঁটা কিম্বা নাক বন্ধ থাকা রাত্রিতে অধিক হয়। দাঁত—হলদে রঙ হয়, খুব বড় বোধ করে, মাড়ী ফোলে, দাঁতন কিম্বা কিছু স্পর্শ করিলেই রক্তস্রাব হয়। অম্লের পীড়ায়—টক্ ঢেকুর উঠে, পাকস্থলীতে জ্বালা হয়, মুখে টক্ জল উঠে ; পাকস্থলীর মুখে অন্ত্রের সংযোগস্থলে—অৰ্ব্বুদ, তজ্জন্য রক্ত-বমি হয়, অত্যন্ত পেটফোলা থাকে; ষ্ট্রাঙ্গুলেটেড-হার্ণিয়া, ডানদিকের হার্ণিয়া ইত্যাদি।

বৃদ্ধি—শব্দে, দেহ সঞ্চালনে, দক্ষিণাঙ্গে, অপরাহ্নে ৪টা হইতে ৮/৯ টার মধ্যে, তাপ প্রয়োগে।..... উপশম—গরম পানাহারে—রাত্রি দ্বিপ্রহরের পর, শৈত্যে, কাপড় খুলিয়া ফেলিলে, বিছানার গরমে।

সম্বন্ধ—ক্যাল্‌কে, কাৰ্ব্বো, ল্যাকে, সলফের পর বিশেষতঃ ক্যাল্‌কেরিয়ার পর ইহা উত্তম কার্য্যকরী। ইহা একটি দীর্ঘক্রিয় ঔষধ, তজ্জন্য একবার একটু উপকার হইতে কদাচ দ্বিতীয় মাত্রা প্রয়োগ করিবেন না। লাইকোপোডিয়ম,—আয়োডামের কম্‌প্লিমেন্টারী ঔষধ, তজ্জন্য কোনও পীড়া আয়োডামে কতক উপকার হইলে—তাহার পর—লাইকোপোডিয়ম।

ক্রিয়ানাশক—একোন, ক্যাম্ফর, কষ্টি, ক্যামো, গ্র্যাফা, পল্‌স।

ক্রিয়া স্থিতিকাল—৪০—৫০ দিন। ক্রম—৩—সি, এম শক্তি।

ফরমূলা—টিংচার—৪ ; বিচূর্ণ—৭।

লাইকোপাস (Lycopus Virginicus)

(শাক-শব্জী হইতে প্রস্তুত)—ইহা ব্লাডপ্রেসার ও হৃৎপিণ্ডের পীড়ায় উপকারী। হৃৎপিণ্ডে বেদনা, অ-সম দুৰ্ব্বল সবিরাম নাড়ী, দ্রুত স্পন্দন, জোরে জোরে বুক ধড়ফড়ানি ; হইতে ব্লাডপ্রেসারের হ্রাস ও নাড়ীর স্পন্দন কম হয় ; হৃৎপীড়ার নিমিত্ত হিমপ্‌টিসিস (মুখ দিয়া রক্ত উঠে)।

ক্রম—১ হইতে ৩০ ও ২০০ শক্তি। ফরমূলা—৩।

ম্যাগ্নেসিয়া কার্ব্ব (Magnesia Carbonicum)

(কার্ব্বনেট-অফ-ম্যাগ্নেসিয়া, রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় প্রস্তুত হয়)—ইহা শিশু, যুবা সকলেরই পক্ষে সমান উপযোগী। নার্ভাস ও খিটখিটে প্রকৃতির লোক এবং যে সকল শিশু অত্যন্ত জীর্ণ শীর্ণ, যাহাদের পেটে কিছুই সহ্য হয় না, দুগ্ধ পান করিলেই পেট কামড়ায়, পেটে অত্যন্ত বেদনা হয়, মলের সহিত গরহজমের জমা-জমা দুধ নির্গত হয়, তাহাদের পক্ষে অধিক উপযোগী। ইহার প্রায় সমস্ত বেদনা যন্ত্রণা—দমকা বাতাসে, ঠান্ডায়, ঋতুপরিবর্ত্তনে স্থির হইয়া থাকিলে ও সামান্য মাত্র স্পর্শে বৃদ্ধি, উঠিয়া বেড়াইলে উপশম হয়। শিশুদের পীড়ায় ইহা পুনঃ পুনঃ ব্যবহার করা যায়।

চরিত্রগত লক্ষণ ঃ—

১। সমস্ত শরীরে ক্লান্তি ও বেদনাবোধ, হাতে পায়ে বেদনা অধিক, কামড়ায় ও অস্থির হয় ; ২। পাকস্থলী ও অন্ত্রের আক্ষেপ বশতঃ শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর স্রাব-নিঃসরণ ; ৩। বুকজ্বালা, টক ঢেকুর, টক উদগার, মুখে টক আস্বাদ, টক বমি, টকগন্ধ ঘর্ম ;৪। শিশুদের টকগন্ধ বাহ্যে বমি ; ৫। অম্লগন্ধ বিশিষ্ট সবুজবর্ণের ফেণাযুক্ত মল ; ৬। অসম্পূর্ণ নিদ্রা, গাত্রোত্থানের সময় অত্যন্ত ক্লান্তিবোধ করা ; ৭। মাথার চাঁদিতে যেন চুল উপড়াইতেছে এরূপ বেদনা ; ৮। উদরাময়াদি রোগলক্ষণ প্রতি তৃতীয় সপ্তাহে বৃদ্ধি ; ৯। প্রতিবার ঋতুর সময় গলায় ঘা ও বেদনা হয় (ল্যাক্-ক্যানাইনাম) ঋতু আরম্ভ হইলেই উহা কমিয়া যায়; ১০। ভগ্নস্বাস্থ্য স্ত্রীলোকদের স্নায়বিক দুর্ব্বলতা ; ১১। রাত্রিতে রজঃস্রাব ; ১২। অসাড়তা অনুভূতি ইত্যাদি।

শিশু উদরাময়—ম্যাগ্নেসিয়ায়—মলের রঙ সবুজ ও ফেণা-ফেণা, তাহার উপর ডিম-ডিম কিম্বা সাদা-সাদা চর্ব্বির মত একপ্রকার পদার্থ দেখিতে পাওয়া যায়, কখনও তাহা ঘোর সবুজ রঙের বাহ্যে, তাহার উপর কলাইয়ের খোসার মত একপ্রকার পদার্থ ভাসে, বাহ্যের পূর্ব্বে পেটে ভয়ানক শূল বেদনার মত ব্যথা, অত্যন্ত বেগ এবং কোঁথানি দৃষ্ট হয়, রোগী দুর্ব্বল হইয়া পড়ে, মলের গন্ধটক্ শিশুর গায়ে পর্য্যন্ত টক গন্ধ থাকে। দুগ্ধপোষ্য শিশু অজীর্ণ দুধ বাহ্যে করে। ম্যাগ্নেসিয়ার পেট বেদনা অনেকটা প্রায় কলোসিন্থের মত। টকগন্ধ বাহ্যে—রিয়ুমে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক, এমন কী বাহ্যের পর ছেলেকে ধোয়াইয়া পোঁছাইয়া দিলেও সেই গন্ধ দূর হয় না, রিয়ুমের টকগন্ধবিশিষ্ট বাহ্যের রঙ—কটা (brown), ম্যাগ্নেসিয়ার বাহ্যে—ঘোর সবুজ (like scum of a frog pond) তাহাতে কলাইয়ের খোসা কিম্বা শেওলার মত একপ্রকার পদার্থ ভাসে। ক্যামোমিলাতেও—সবুজ রঙের বাহ্যে নির্দ্দিষ্ট এবং বাহ্যের সময় অত্যন্ত পেট বেদনা থাকে, ক্যামোমিলার বাহ্যে জলের মত তরল ও তাহাতে চটচটে লালসানির মত একপ্রকার পদার্থ মিশ্রিত থাকে। মার্কুরিয়সে—বাহ্যের সময় অত্যন্ত বেগ ও কোঁথানি থাকে, ম্যাগ্নেসিয়ায় তত থাকে না। মার্কুরিয়সে—সবুজ রঙের আমমিশ্রিত মল-ই অধিক নির্দ্দিষ্ট। টকগন্ধ বাহ্যে—ক্যালকেরিয়া-কার্ব্বেও আছে, তাহার ধাতু ও অন্যান্য লক্ষণগুলি সর্ব্বদা স্মরণ রাখিবেন (১৩৭ পৃষ্ঠায়—কোলেষ্ট্রাম দেখুন)। এ্যাসিড-স্যালিসাইলিক—২x, ৩x শক্তি-বাহ্যের রঙ

সবুজ, প্রায়ই ম্যাগ-কার্ব্বের বাহ্যে মত (like green frog's spawn), তবে ইহার বাহ্যেতে বিশ্রী পচা দুর্গন্ধ থাকে, ম্যাগ্নেসিয়ায়—গন্ধ টক্।

দন্তের পীড়া—গর্ভবতী স্ত্রীলোকদের দাঁতের বেদনা যন্ত্রণা রাত্রিতে অধিক বৃদ্ধি হইলে—ম্যাগ্নেসিয়া উচ্চক্রম বিশেষ উপকারী। মার্কুরিয়সে দাঁতের বেদনা রাত্রিতে ও বিছানায় গরমে বৃদ্ধি হয় এবং ম্যাগ্নেসিয়ায়—উক্তপ্রকার বৃদ্ধি হইলেও ইহার বেদনা চলিয়া ফিরিয়া বেড়াইলেও ঠাণ্ডা জল মুখে রাখিলে সাময়িক একটু ভাল থাকে এবং স্থিরভাবে থাকিলেই বৃদ্ধি হয়। ক্যামোমিলা—ম্যাগ্নেসিয়ার অনুপূরক ঔষধ। ডাঃ ফ্যারিংটন বলেন—একটী একমাসের গর্ভবতী স্ত্রীলোকের একসময় ভয়ানক দন্তশূলবেদনা হয়, তিনি তাহাকে ম্যাগ্নেসিয়া-কার্ব্ব ও অন্যান্য কতকগুলি ঔষধ ব্যবহার করাইয়া কোনও উপকার না পাওয়ায় পরিশেষে ডাঃ লিপির পরামর্শ অনুসারে—র‍্যাটানহিয়া ব্যবস্থা করেন ও তাহাতেই পীড়া সম্পূর্ণ আরোগ্য হয়। র‍্যাটানহিয়ার বেদনা যন্ত্রণা রাত্রিতে বাড়ে, বেদনার ধমকে রোগী চারিদিকে বেড়ায় ও ছট্‌ফট করে। আক্কেল দাঁত উঠিবার নিমিত্ত দাঁতের বেদনা-যন্ত্রণায়—চিরাস্থাস। গণ্ডাস্থির (malar bone) বেদনায় ও ফোলায় দপ্‌দপানি ব্যথা-ঠাণ্ডায়, বিশ্রামে ও রাত্রিতে বৃদ্ধি হইলে-ম্যাগ্নেসিয়া উপকারী।

অম্ল ও অজীর্ণের পীড়া—পেটে অত্যন্ত অধিক বায়ু জমে, ঢেকুর উঠে, ঢেকুরের স্বাদ টক্, বুক জ্বলে অম্ল হয়, মুখ যেন সর্ব্বদাই টক্ হইয়া থাকে। আটা, ময়দা, আলু, কপি প্রভৃতি ষ্টার্চ্চিদ্রব্য আহার করিলে একেবারেই সহ্য হয় না, দুধ ইত্যাদিও মুখে ভাল লাগে না, খাইলেও সহ্য হয় না—বায়ু বৃদ্ধি হয়, টক ঢেকুর উঠে, পেটে শূলবেদনা ধরে। রোগী সর্ব্বদাই অন্তরে গরমবোধ করে; কিন্তু আবার গায়ে ঠাণ্ডা প্রয়োগ করিতে বা ঠাণ্ডা বাতাস লাগাইতেও সাহস করে না।

ডাঃ ফ্যারিংটন বলেন—বয়স্ক ব্যক্তিগণের নিমিত্ত যেখানে ম্যাগ্নেসিয়া ব্যবস্থার প্রয়োজন, সেখানেও অম্ল ও লিভার সম্বন্ধীয় কোন না কোন প্রকার গোলযোগ থাকিবে ; আর যেখানে শিশুগণের নিমিত্ত উহার প্রয়োজন—তথায় শিশুর পেটের দোষ, গরহজম, ক্রমশঃ দুর্ব্বলতা, কৃশতা এবং পীড়ার গতি ম্যারাসমাসের দিকে অগ্রসর হইবে।

স্ত্রী-ব্যাধি—ঋতুস্রাব গাঢ়, ঘন এবং রক্তের রঙ ঘোর কাল, এমন কী আলকাতরার মত কালও দেখা যায়। ঋতু কখনও অল্প—কখনও অধিক হয়, যখন অল্প হয়—তখন অনেক বিলম্বে ও যখন অধিক হয়, তখন অত্যন্ত শীঘ্র শীঘ্র হয়, তবে ইহাতে প্রায়ই ঋতুস্রাব অনেক বিলম্বে হয় এবং স্রাব আরম্ভ হইলে শীঘ্র বন্ধ হয় না, অনেক দিন থাকে। ম্যাগ্নেসিয়ায়—রাত্রিতে শুইয়া থাকিবার কিম্বা নিদ্রা যাইবার সময় অধিক পরিমাণে রজঃস্রাব হইয়া থাকে, ক্বচিৎ প্রাতেও হয়, দিবসেও চলিয়া বেড়াইলে স্রাব সম্পূর্ণ বন্ধ হইয়া যায় (বোভিষ্টা,এমন-মিউর)। ঋতু আরম্ভের পূর্ব্বে গলায় বেদনা ও ঘা হয়, ঋতুস্রাব আরম্ভ হইলেই বেদনা কমিয়া যায়। ঋতুর পূর্ব্বে প্রসব বেদনার মত বেদনা; কোমরে বেদনা, শূলুনি-ব্যথা, দুর্ব্বলতা, শীত-শীতভাব লক্ষণগুলি থাকে। শ্বেতপ্রদর স্রাব যেন শ্লেষ্মার মত।

বাত—ডানকাঁধের সন্ধিবাতে—ম্যাগ্নেসিয়ায় উপকার হয়। ডান ডেল্‌টয়েড—পেশীর (কাঁধের মাংসপেশীর) বাতে—স্যাঙ্গুনেরিয়া, ম্যাগ্নেসিয়া কার্ব্ব এবং বাম ডেল্‌টয়েড পেশীর বাতে—নক্স-মস্কেটা, উভয় ডেলটয়েড পেশীর বাতে—ফেরম-মেট উপযোগী। ম্যাগ্নেসিয়ায়—রাত্রিতে ও স্থির হইয়া থাকিলে বেদনার বৃদ্ধি এবং চলিয়া বেড়াইলে বেদনার উপশম হয়। অনেকস্থলে দেখা যায় যে, উক্ত প্রকারের বেদনা—ম্যাগ্নেসিয়া-কার্ব্বে উপশম না হইলে—ম্যাগ্নেসিয়া-ফসে উপকার হয়।

বেদনা—ম্যাগ্নেসিয়ায় মাথা, মুখ, দাঁত, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, সকল স্থানের বেদনা ঠাণ্ডায়ও চুপ করিয়া বসিয়া বা শুইয়া থাকিলে অনেক বৃদ্ধি হয়, তজ্জন্য রোগী ক্রমাগত ছটফট করে ও এদিক সেদিকে নড়া চড়া করে, শুইয়া থাকিলে উঠিয়া বেড়ায়, পায়চারি করে। ইহার বেদনা অনেকটা নিউর‍্যালজিক ধরণের এবং বিদ্যুৎগতির মত পরিচালিত হয়।

শ্বাসযন্ত্রের পীড়া—গলা কুট-কুট করিয়া কাশি হয়, তৎসহ লোণাস্বাদ বিশিষ্ট রক্ত মিশ্রিত গয়ার উঠে, বুকের বেদনা—নড়িলে চড়িলে বাড়ে, শ্বাসকষ্ট হয়, হাঁইপাই করে।

চর্ম্মপীড়া—হাতে বা আঙ্গুলে ফোস্কার মত উদ্ভেদ, চুলকানি। চর্ম্মের নীচে গুটিকা (nodes) তাহাতে বেদনা।

জ্বর—সন্ধ্যায় শীত, রাত্রিতে জ্বর, গায়ে টক্‌গন্ধ ঘাম।

উপশম—গরম বাতাসে ; কিন্তু বিছানার গরমে রোগ বৃদ্ধি হয় , দন্তশূল—শীতল জল মুখে রাখিলে সাময়িক ও উদর-শূল—টিপিলে উপশম হয়।

সদৃশ—ক্যামোমিলার পর ইহা উপকারী।

ক্রিয়ানাশক—আর্স, মার্ক, নক্স, পল্‌স, রিউম, ক্যামো।

ক্রিয়া স্থিতিকাল—৪০—৫০ দিন। ক্রম—৬—২০০ শক্তি।

ফরমূলা—বিচূর্ণ-৭।

ম্যাগ্নেসিয়া মিউর (Magnesia Mur.)

(ক্লোরাইড্-অফ-ম্যাগ্নেসিয়া, রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় প্রস্তুত হয়)—স্ত্রীলোকদের পীড়ায় বিশেষতঃ যাহারা হিষ্টিরিয়া রোগাক্রান্ত, যাহাদের জরায়ুর কোন-না কোন পীড়া আছে, যাহারা অনেক দিন অজীর্ণ ও পিত্তসম্বন্ধীয় পীড়ায় ভুগিতেছে, ইহা তাহাদের পক্ষে অধিক উপযোগী।

চরিত্রগত লক্ষণ ঃ—

১। শিশুদের কষ্টকর দাঁত উঠিবার সময় দুধ সহ্য হয় না, দুধ বাহ্যে করে, পেট কামড়ায় ; ২। অত্যন্ত কোষ্ঠকাঠিন্য, মল ভেড়ার নাদির মত কিম্বা বড়, অত্যন্ত শক্ত, গোলার মত, শুষ্ক, নির্গমনের সময় ভাঙ্গিয়া ভাঙ্গিয়া বাহির হয় ; ৩। লিভারের পীড়া তৎসহ কোষ্ঠবদ্ধ, লিভার বড় ও শক্ত , লিভারে বেদনা, উহা চলিবার সময় কিম্বা ছুঁইলেও বেদনাবোধ হয় ; ৪। ঢেকুরে ডিমপচা কিম্বা

পেঁয়াজের গন্ধ (নিশ্বাসে পেঁয়াজের মত গন্ধ—সিনাপি) ; ৫। মুখ দিয়া অনবরত গাজলার মত থুথু উঠে ; ৬। মাথা ঘামে (ক্যালকে, সাইলি) ; ৭। সকল প্রকার শব্দ ও গোলমাল অসহ্য ; ৮। দাঁতের বেদনা, কোন খাদ্য দাঁতে ঠেকিবা মাত্রই বেদনার বৃদ্ধি ; ৯। চোর ডাকাতের স্বপ্ন, স্বপ্নকে সত্য বলিয়া দৃঢ় ধারণা ; ১০। শিশু-যকৃত পীড়া (infantile liver), ১১। প্রত্যেক ঋতুর সময় উত্তেজনা (excitement), রক্ত কাল ও চাপ্ চাপ্ তৎসহ আক্ষেপিক বেদনা ; ১২। পরিশ্রমের পর কিম্বা প্রতিবার বাহ্যের পর শ্বেত-প্রদর স্রাব ; ১৩। পেটে বায়ু জমে—উপরে গোলার মত ঠেলিয়া উঠে।

কোষ্ঠ কাঠিন্য—ম্যাগ্নেসিয়া-কার্ব্ব ঔষধটী যেমন অম্ল ও উদরাময়ের ; ম্যাগ্নেসিয়া-মিউর—ঔষধটী সেইরূপ কোষ্ঠবদ্ধ এবং কোষ্ঠ কাঠিন্যের ঔষধ ; ম্যাগ্নেসিয়া-মিউরের মল কঠিন এবং উহা বড় বড় গোলার মত অত্যন্ত শুষ্ক, মলদ্বার হইতে বাহির হইবার সময় বোধ হয় যেন গুঁড়াইয়া পড়িতেছে তদ্ভিন্ন ইহাতে—ক্ষুদ্র, শক্ত, গাঁট্ গাঁট্, ভেড়ার নাদির মত মলও দৃষ্ট হয়, তাহার উপর শ্লেষ্মার মত সাদা পদার্থ জড়িত থাকে। শিশুদের দাঁত উঠিবার সময়ের কোষ্ঠবদ্ধে ইহা বিশেষ উপকারী (কোষ্ঠবদ্ধে—২০০শ হইতে উচ্চ)।

লিভার—লিভারের বিবৃদ্ধি, লিভারের বেদনা ও ফোলা, এত বেদনা যে—স্পর্শ করিলে অথবা ডানদিক চাপিয়া শুইলে কষ্ট হয়, লিভারের বেদনা—লিভারের স্থান হইতে পিঠের দাঁড়ায় এবং পাকস্থলীর উর্দ্ধাংশে পর্য্যন্ত পরিচালিত হয়, কিন্তু আহার করিবার মাত্রই বেদনা বাড়ে, ন্যাবা হয়, জিহ্বায় হরিদ্রাবর্ণের লেপ ও তাহাতে দাঁতের দাগ পড়ে, পা দুইটী ফোলে, তাহার সহিত বুক ধড়ফড়ানি ও শ্বাসকষ্ট থাকে, বুক ধড়ফড়ানি—চলিয়া বেড়াইলে একটু উপশমবোধ এবং স্থির হইয়া থাকিলে বৃদ্ধি হয়। মার্কুরিয়াসে—জিহ্বার উপর ঐরূপ দাঁতের দাগ পড়ে, কিন্তু তাহাতে কোষ্ঠকাঠিন্য থাকে না। লক্ষণ মিলিলে মার্কুরিয়াস—তরুণ পীড়ায় এবং ম্যাগ্নেসিয়া—পুরাতন পীড়ায় অধিক উপকারী। টিলিয়া—নামক ঔষধে বাম পার্শ্বে শুইলে লিভারের বেদনা হয়, ডানদিক চাপিয়া শুইলে আরামবোধ করে। ব্রায়োনিয়ায়—লিভারের স্থান ফোলা দেখায়, জ্বালা করে, ছুঁচফোটানো ব্যথা থাকে, সমস্ত পেটের উপর বেদনাবোধ হয়, বেদনা—চাপ দিলে, কাশিলে নিশ্বাস টানিলেও বাড়ে। রোগা শিশুদের লিভারের পীড়ায়—ম্যাগ্নেসিয়া উৎকৃষ্ট ঔষধ। যে সকল শিশুর মাথায়, চক্ষুতে ঘা, শিশু অত্যন্ত রোগা, তাহাদের পীড়ায় ইহা অধিক ফলপ্রদ।

শিশু উদরাময়—দুগ্ধপানের দোষে শিশুদের অজীর্ণ-বাহ্যে হইলে ও পেট-বেদনা করিলে—ম্যাগ্নেসিয়া-মিউর-উপকারী। কষ্টদর দাঁত উঠিবার সময় এই পীড়া হইলে উহা আরও অধিক ফলপ্রদ। শিশু অত্যন্ত রোগা, র‍্যাকাইটীক (rachaitic), মিষ্টদ্রব্য ভালবাসে।

প্রস্রাবের পীড়া—প্রস্রাব অতি অল্প পরিমাণে হয়, খোলসা হয় না। প্রস্রাবে এলবুমেন থাকে (অনেক সময় রঙ হলদে), প্রস্রাব করিবার সময় বোধ হয় যেন কতকটা প্রস্রাব—প্রস্রাব থলির (bladder) মধ্যে থাকিয়া গেল, সেই প্রস্রাবটুকু

কিছুতেই নির্গত হইতেছে না, রোগী তজ্জন্য ক্রমাগত পেটে চাপ দেয়, তাহার সহিত পা ফোলে।

ম্যাগ্নেসিয়া-সল্ফ (Mag Sulph)—এলোপ্যাথিকে ইহা উত্তাপ নাশের এবং জোলাপের নিমিত্ত ব্যবহৃত হয়। অধিক পরিমাণে প্রস্রাবসহ পুনঃ পুনঃ তৃষ্ণাও অধিক পরিমাণে জলপান—এই ঔষধের একটী প্রধান লক্ষণ, এইজন্য বহুমূত্র রোগে এবং উদরাময়ে কিম্বা জ্বরে—তৃষ্ণাধিক্য থাকিলে ইহা প্রথমেই ব্যবহার করিবেন। ক্রম—৩ ×, ৬ ×.।

শিরঃপীড়া—ম্যাগ্নেসিয়ায় মাথা দুই হাতে খুব জোরে চাপিলে, গরম কাপড়ে মাথাটি জড়াইলে কিম্বা শুইলে শিরঃপীড়া উপশম হয়।

মুর্চ্ছাবায়ু (Hysteria)—পেটে বায়ু জমে, পেট হইতে গোলার মত একটা বস্তু উৰ্দ্ধদিকে গলা পর্যন্ত ঠেলিয়া উঠে, পেট ভরিয়া আহার করিবার পর গা-বমি বমির উদ্রেক হয় এবং খানিকক্ষণ উদগার উঠিয়া তৎপরে শরীর কাঁপিয়া ফিট হয়। জরায়ুতে বেদনা, শ্বেত-প্রদর, আল্‌কাতরার মত ঘোর কাল রঙের ঋতুস্রাব, অত্যন্ত বুক ধড়ফড়ানি, শ্বাসকৃচ্ছ্রতা, বুক ধড়ফড়ানি, বেড়াইয়া বেড়াইলে উপশম হওয়া, কোষ্ঠকাঠিন্য ইত্যাদি লক্ষণগুলি কোনও হিষ্টিরিয়াগ্রস্ত স্ত্রীলোকের পীড়ায় থাকিলে—ম্যাগ্নেসিয়া-মিউরে প্রভূত উপকার হইবে।

স্ত্রী-ব্যাধি—জরায়ুর কাঠিন্য (fibroid & scirrhos) তৎসহ কালরঙের রক্তস্রাব ও বাধক বেদনা, এই বেদনা কোমরে অধিক হয় এবং উরু পর্য্যন্ত নামে। ঋতুস্রাব আরম্ভের কিছু পূর্ব্বে রোগিণীর অত্যন্ত স্নায়বিক ও মানসিক উত্তেজনা থাকে ও ঋতু খুব শীঘ্র শীঘ্র কিম্বা বিলম্বে যাহাই হউক না কেন—স্রাব অধিক পরিমাণে হয়, রক্ত ঘন ও কাল, তৎসহ কোষ্ঠবদ্ধ। শ্বেত-প্রদরের—স্রাব ঘন এবং প্রতিবারে বাহ্যের সময় অধিক স্রাব হয়।

বৃদ্ধি—দক্ষিণপার্শ্বে শয়নে, মানসিক পরিশ্রমে, উষ্ণগৃহে, উপবেশনে।
উপশম—জোরে টিপিলে, নির্ম্মল বায়ুতে, উদগারে, দেহ সঞ্চালনে।
পরবর্ত্তী ঔষধ—বেল, লাইকো, ন্যাট্-মিউর, নক্স, পল্‌স, সিপি।
ক্রিয়ানাশক—আর্স, ক্যাম্ফর, ক্যামো, নক্স।
ক্রিয়া স্থিতিকাল—৪০-৫০ দিন। ক্রম—৬-২০০ শক্তি।
ফরমূলা—বিচূর্ণ-৭।

ম্যাগ্নেসিয়া ফস্ (Magnesia Phos.)

(ফসফেট-অফ-ম্যাগ্নেসিয়া)—মাননীয় ডাঃ সুসলারের বায়োকেমিক সমস্ত ঔষধের মধ্যে আমরা হোমিওপ্যাথিকে এই ঔষধটীকে খুব আদরের সহিত ব্যবহার করি এবং অনেক সময় ইন্দ্রজালের মত ইহার ক্রিয়া দর্শন করিয়া বিস্মিত হই। স্নায়বিক ধরণের (neuralgic) প্রায় সকল প্রকার বেদনা আশু-নিবারণ করিতে হোমিওপ্যাথিতে ইহার সমকক্ষ অতি অল্প ঔষধই দৃষ্ট হয়। যেখানে ম্যাগ্নেসিয়া-মিউর কিম্বা ম্যাগ্নেসিয়া-কার্ব্বের প্রকৃতিগত বেদনার সহিত ছটফটানি, অস্থিরতা ও বেদনার উপশমের জন্য বিছানা হইতে উঠিয়া বেড়ানো,

এই লক্ষণটি থাকে না, সেইখানেই ইহার প্রয়োজন অধিক। ইহার বেদনা-যন্ত্রণা—তাপ প্রয়োগে, চাপে এবং খোলাবাতাসে চলিয়া বেড়াইলে উপশম হয়, বেদনার প্রকৃতি যেন কাটে, খোঁচামারে, তীরবেঁধে, ছুঁচফোটায় ; বেদনা—সবিরাম অর্থাৎ ছাড়িয়া ছাড়িয়া হয়। তদ্ভিন্ন—বেদনা হঠাৎ আসে ও হঠাৎ ছাড়িয়া যায় এবং হঠাৎ স্থান পরিবর্ত্তন করে। শরীরের বামদিক অপেক্ষা ডানদিক ইহাতে অধিক আক্রান্ত হয় (পীড়া ডানদিক আক্রমণ করে—ব্রায়ো, চেলি, বেল, লাইকো, ক্যালি-কার্ব্ব, পডো)। দুর্ব্বল, রোগা, নার্ভাস ও কাল বর্ণের ব্যক্তিরাই ইহার প্রধান ক্ষেত্র।

চরিত্রগত লক্ষণ ঃ—

১। ঠাণ্ডা বাতাস লাগিবার, শরীর হইতে কাপড় খুলিবার, আক্রান্ত স্থান স্পর্শ করিবার, ঠাণ্ডা জলে গা ধুইবার কিম্বা স্নান করিবার ও নড়াচড়া করিবার অত্যন্ত ভয়; ২। পাকস্থলী, পেট ও তলপেটের আক্ষেপিক (cramping), কিম্বা নিউর‍্যালজিক বেদনা ; ৩। শিশুদিগের পেটকামড়ানি বেদনা, পা গুটাইয়া রাখে ও কাঁদে ; ৪। শিরঃপীড়া—ঘাড়ে আরম্ভ হইয়া মাথার উপরে যায়, প্রাতে ১০টা—১১টা ও বৈকাল ৪টা হইতে ৫টায় বৃদ্ধি ; ৫। মুখের কিম্বা ডান ভ্রূর নিউর‍্যালজিক বেদনা, পরিষ্কার জিহ্বাসহ পাকস্থলীর আক্ষেপিক বেদনা ; ৬। উদরশূল বেদনা; ৭। স্নায়বিক উত্তেজনা বশতঃ রাত্রিতে বিছানায় প্রস্রাব করা। ৮। গর্ভাবস্থায় পোয়াতির, লেখকদিগের ও এসরাজ, বেহালা এবং পিয়ানোবাদকদিগের প্রত্যঙ্গাদিতে খিলধরা বেদনা।

উদরশূল-বেদনা—বেদনার ধমকে রোগী সম্মুখদিকে ঝুঁকিয়া থাকে। আক্রান্তস্থানে চাপ দিলে, হাত দিয়া ঘর্ষণ করিলে, তাপ প্রয়োগে এবং ঢেকুর উঠিলে ২/৪টী বায়ু নিঃসরণ হইলেও বেদনার একটু উপশম হয় (কলোসিন্থে ঐপ্রকার লক্ষণ থাকিলেও তাহাতে ঢেকুরে বা বায়ু নিঃসরণে বেদনার কিছুমাত্র উপশম হয় না।) পাকস্থলীতে বেদনা—বেদনা পিঠে পর্য্যন্ত পরিচালিত হয় এবং প্রত্যেকবার বেদনার পর প্রস্রাব হয়, প্রস্রাব পরিমাণেও অধিক। ডান হাতের ও ডান কাঁধের পেশীবাতে ইহা অধিক উপকারী।

সমস্ত স্থানের স্নায়বিক বেদনা—তাহা মাথা, মুখ, মাঢ়ী, দাঁত, পাকস্থলী, অন্ত্র প্রভৃতি যেখানেই হউক না কেন, যদি বেদনার প্রকৃতি—টানিয়াধরা, খেঁচিয়াধরা, ছিঁড়িয়াফেলা, হুলফোটানো, চিড়িক্‌মারা ইত্যাদির ন্যায় হয়, বেদনা সবিরাম হয়, বেদনা হঠাৎ আসে এবং অধিকক্ষণ স্থায়ী হয় না, এই লক্ষণগুলি থাকে, তাহা হইলে ইহাতে উপকার হইবেই হইবে।

নানাপ্রকার আক্ষেপিক বেদনা, যেমন—বাধক বেদনা, খিলধরা-বেদনা, খিঁচলাগা, শূল-বেদনা, তড়কা, পেটফোলার সহিত শূল-বেদনা, হৃৎস্পন্দন, মূত্রাশয়ের বেদনা, সায়েটিকা, মৃগী, ধনুষ্টঙ্কার, গলনলীর আক্ষেপ ইত্যাদি বহুবিধ পীড়ায় ডাঃ সুস্‌লার ইহা প্রয়োগ করিতে উপদেশ দিয়াছেন।

ইহা আভ্যন্তরিক ও বাহ্যিক উভয়ই ব্যবহৃত হয় (বাহ্যিক—২ ×, ৩ ×)।

ক্রম—৬ × হইতে ২০০ × বিচূর্ণ ; প্রতিবারে ৩। ৪ গ্রেণ মাত্রায় উষ্ণ জলসহ বেদনার কতকটা না হওয়া পর্য্যন্ত—প্রতি ১০। ১৫ মিনিট অন্তর প্রযোজ্য। ৩০ ও ২০০ শক্তিও উপকারী। ফরমূলা—বিচূর্ণ—৬ ;

ম্যাগনোলিয়া গ্র্যাণ্ডি

(Magnolia Grandiflora)

(পিটার ম্যাগ্নল নামক একজন ফ্রেঞ্চ বোটানিষ্টের নামানুসারে ইহার নামকরণ হইয়াছে)—বাত ও হৃৎপিণ্ডের পীড়ায় ব্যবহারের জন্য ইহা প্রসিদ্ধ। ক্যালি-বাইক্রম প্রভৃতি ঔষধের ন্যায় ইহার বেদনা—স্থান পরিবর্ত্তন করে এবং পীড়ার উপসর্গ—বর্ষা ও সেঁৎসেতে ঋতুতে বৃদ্ধি হয়। ইহাতে শরীরের বামদিক অধিক আক্রান্ত হয়। নানাপ্রকার বাত-বেদনা, গেঁটেবাত ও হৃৎপিণ্ডের পীড়ায় ইহা উপকারী।

ম্যাগ্নোলিয়ায়—কল্চিকমের ন্যায় বাতের বেদনা কখনও কখনও হৃৎপিণ্ডে পরিচালিত হয়। পেরিকার্ডাইটীস (হৃৎপিণ্ডের বাইরের আবরণের প্রদাহ), এন্জাইনা-পেক্টোরিস (হৃৎশূল-বেদনা), ভ্যালভিউলার ডিজিজ (হৃৎপিণ্ডের ভিতর-রক্ত-চলাচলের রাস্তায় পীড়াসমূহ—মৎকৃত "প্র্যাক্টিসনার্স গাইড" নামক পুস্তকে এই সমস্ত পীড়ার বিস্তৃত বিবরণ অতি সরল ভাষায় লেখা হইয়াছে দেখিবেন) এবং হৃৎপিণ্ডের স্থানে খিলধরা ও খাম্চানি বেদনা, প্রবল বুক ধড়ফড়ানি, শ্বাসবন্ধের উপক্রম ইত্যাদিতে ম্যাগ্নোলিয়া ব্যবহার করিলে বিশেষ সুফল পাওয়া যায় (ডিজিটেলিস অধ্যায়ে—২৯৮ পৃষ্ঠায় আরও অন্যান্য ঔষধ দেখুন)।

এতদ্ভিন্ন—স্ত্রীলোকদিগের পীড়ায় বাম ওভেরির কন্জেসসন ও বেদনা গাঢ় শ্বেতবর্ণের প্রদর, প্রস্রাবে কোঁথানি, দুই ঋতুর মধ্যবর্ত্তী সময়ে মাঝে মাঝে রজঃস্রাব, দিনে অত্যন্ত শুষ্ক কাশি প্রভৃতিতেও উপকারী।

ফরমূলা—৩।

ক্রম—θ, ১ শক্তি।

ম্যাঙ্গেনাম কার্ব্ব (Manganum Acet & Carb.)

(ব্ল্যাক-অক্সাইড-অফ-ম্যাঙ্গেনিস)—মহাত্মা হ্যানিম্যান ইহা প্রথমে পরীক্ষা করেন। সাধারণতঃ এনিমিয়া, লেরিংস ও ট্রেকিয়া সম্বন্ধীয় পীড়া ও নিম্নাঙ্গের পক্ষাঘাতে ইহা ব্যবহৃত হয়। ইহার রোগ লক্ষণ রাত্রিকালে, শীতে এবং বাদ্‌ বৃষ্টির সময়ে বৃদ্ধি হয়।

রক্তহীনতা (এনিমিয়া)—যেখানে স্ত্রীলোকদিগের ঋতু খুব শীঘ্র শীঘ্র প্রকাশিত হয় ; কিন্তু দুই একদিনের অধিককাল স্থায়ী হয় না, সেখানে রক্তহীনতায় ইহা ফেরমের পরিবর্ত্তে ব্যবহার করা যাইতে পারে।

কাশি, গলাধরা—সন্ধ্যা হইতে রোগী যতক্ষণ না শয়ন করে ততক্ষণ পর্য্যন্ত কাশির বৃদ্ধি, রাত্রিতে শুইলে কাশি প্রায় থাকে না, তবে কথা কহিলে কিম্বা একটু জোরে পাঠ করিলে কাশি বাড়ে, গলা শুষ্ক ও গলায় বেদনাসহ কাশিতে ইহার দ্বারা সাময়িক উপকার হয় (Paliative)। দুর্ব্বল, রক্তহীন ব্যক্তিদিগের কিম্বা অন্য কাহারও সর্দ্দি কাশি, গলাধরা, স্বরলোপ প্রভৃতি পীড়ায় গলায় সর্দ্দি জমে, রোগী উহা কাশিয়া তুলিয়া ফেলিবার জন্য পুনঃপুনঃ চেষ্টা করে তাহার সঙ্গে গলায় বেদনা। ম্যাঙ্গেনামে—বেলা দুই প্রহরের সময় কতকটা আঠার মত চটচটে শক্ত গয়ার উঠিয়া যায়, তাহাতে গলার স্বর অনেকটা পরিমাণে পরিষ্কার হয়। ডাঃ হিউজেস বলেন—যাহারা অধিক পরিমাণে স্বরযন্ত্র চালনা করে, তাহাদের লেরিঞ্জো ট্রেকিয়াইটীসের ইহা প্রধান ঔষধ।

বাত—পায়ের গোড়ালি ইত্যাদির বেদনার ও বাতের নিমিত্ত এন্টিম-ক্রুড-৯৪ পৃঃ দেখুন। ম্যাঙ্গেনামের বেদনা প্রায় কোণাকুনি (crosswise) এক গাঁট হইতে অন্য গাঁটে পরিচালিত হয়, স্থান পরিবর্ত্তন করে। দাঁতের বেদনা ইত্যাদি অল্প সময়ের মধ্যে অন্য এক স্থানে চলিয়া যায়। স্থান পরিবর্ত্তনশীল বেদনায় সাধারণতঃ—ম্যাঙ্গেনাম, পল্সেটিলা, ক্যালি-বাইক্রম, ল্যাক্-ক্যানাইনাম, ক্যালি-সল্ফ, কল্চিকম্, লিডম্, ক্যালমিয়া, রডোডেণ্ড্রণ এই কয়েকটি ঔষধেই প্রাপ্ত হইবেন। শরীরের কোন্ কোন স্থানে বাত হইলে কি কি ঔষধের প্রয়োজন হয় নিম্নে তাহার একটী সংক্ষিপ্ত তালিকা দেওয়া হইল ঃ—

পায়ের গোড়ালীর ও টিবিয়া-অস্থির মধ্যে বেদনা—এন্টিউ-ক্রুড ৯৩ পৃষ্ঠা দেখুন। ডান উরুতে—সিপিয়া ; বাম উরুতে—একোনাইট ; সমস্ত গাঁটে বেদনা—পল্স ; কাঁধ, উরু, হাঁটু ও গোড়ালীতে—ভেরেট-ভিরিডি, ক্রিয়ো ; ডান পায়ে—ল্যাকে ; বাম পায়ে—ইল্যাপ্স ; কোমরে—রসটক্স, ম্যাকরোটিন ; পিঠে—সিমিসি ; পাঁজরায়—র্‍যানানকিউ, আর্ণি ; হাতে বিশেষতঃ ডেলটয়েড-পেশীর সংযোগস্থলে হইলে—ফাইটোলক্কা ; ডেলটয়েড পেশীতে—অরম্, ক্যাল্কেরিয়া, ফেরম ; কলোফাই, ল্যাক্‌ক্যানাই, বাম হাতে—এসক্লিপি, গুয়েকাম, ফেরম ; ডান কাঁধে ও হাতে—ফাইটো, স্যাঙ্গু, ফেরম ; বামকাঁধে—নক্স-মস্কেটা ; হাতের কব্জিতে—একটিয়া-স্পাইকে, কলোফাই, ভায়োলা; আঙ্গুলের গাঁটে বেদনা ও ফোলা—ফাইটো ; লম্বা অস্থির পেরিয়ষ্টিয়মে—মেজেরিয়ম, ষ্টিলিঞ্জিয়ম ; বেদনা প্রথমে ডানদিকে পরে বামদিকে, স্কন্ধসন্ধিতে যায়—এমন-মিউর, ল্যাক-কানাই ; উভয় কাঁধে—ম্যাগ-কার্ব্ব, ম্যাগ মিউর, এসিড-নাই ; বাম কাঁধে—গ্র্যাফাইটীস ; বাম কাঁধ হইতে ডান কাঁধে—মেডোরিণাম, পিঠের দাঁড়া থেকে শেষ অস্থির দাড়ার নীচে পর্য্যন্ত—রুটা ; হাঁটুতে—লিডম, ষ্টিকা ; হাঁটুতে ও নীচের গাঁটে—গুজা ; মাংসলস্থানে—সিমিসিফিউ, ফস্ ; বামদিকের বুকে—স্পাইজেলিয়া ; বুকে পিঠে ও শরীরের সমস্ত স্থানের বড় বড় পেশীতে—আর্ণি, মার্কুরিয়স, নক্স-ভম, রসটক্স।

পক্ষাঘাত—নিম্নাঙ্গের পক্ষাঘাতে ম্যাঙ্গেনামে উপকার হয়। প্রবাদ আছে যাহারা ম্যাঙ্গেনিস্ লইয়া অধিক দিন কার্য্য করে, তাহাদের ক্রমশঃ পায়ের

ক্ষমতার হ্রাস হয়, পেশীর ক্ষয় হয়, হোঁচট্ খাওয়ার মত হইয়া চলে, শেষে পীড়া পক্ষাঘাতে (paraplegia) পরিণত হয়।

চর্ম্মপীড়া—রজঃ বন্ধ থাকিয়া কিম্বা রজঃ নিবৃত্তিকালে অথবা মাসিক ঋতুস্রাবের সময়ে কোনও চর্ম্মপীড়া (একজিমা) প্রকাশিত হইলে যথায় অন্যান্য ঔষধে কোনও উপকার না হয়, তথায় ম্যাঙ্গেনামে সম্ভবতঃ উপকার হইবে।

সদৃশ—এমন-কার্ব্ব, আর্স, কোনি, ফেরম, লাইকো, প্ল্যাটিনা, পল্‌স, থুজা। ক্রিয়া স্থিতিকাল—৪০-৫০ দিন।

বিষক্রিয়া নাশক-কফিয়া। ক্রম—৩য় শক্তি। ফরমূলা—৭।

মেলিলোটাস (Melilotus Alba.)

(একপ্রকার ক্ষুদ্রজাতীয় গাছের ফুল হইতে টিংচার প্রস্তুত হয়) ইহার প্রধান চরিত্রগত লক্ষণ—কোনও স্থানে রক্তসঞ্চয় (congestion) হইয়া রক্তস্রাব হইলেই তাহার উপশম হয়। ইহার দ্বারা শরীরের সকল যন্ত্রেই রক্তাধিক্য হইতে পারে এবং রক্তস্রাবের পূর্ব্বে মুখ যেন লালবর্ণ হইয়া উঠে। মাথায় দপ্‌দপানি ব্যথা, ইহার প্রধান ঔষধ—বেলেডোনা, মেলিলোটাস, ন্যাট্রম-মিউর, গ্লোনয়িন প্রভৃতি ; যদি মাথায় উক্তপ্রকার বেদনা নাক দিয়া রক্ত পড়িয়া কিম্বা ঋতুস্রাব হইয়া উপশম হয় এবং মাথা—ভীষণ ভারী বোধ করে চোখ খুলিতে পারে না, তাহা হইলে—মেলিলোটাসই তাহার প্রধান ঔষধ, রক্তস্রাবের সহিত কোনও সম্বন্ধ না থাকিলেও উক্ত লক্ষণে উপকার হইবে ; তদ্ভিন্ন—চক্ষুর চারিদিকে নিউর‍্যালজিয়া, মাথার ডান দিকের ও ঘাড়ের বেদনা, মাথার তালুতে ক্ষতের মত বেদনা, স্পর্শে বেদনা প্রভৃতি এবং নাসা-জ্বরের ও নাসারোগের একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ, ইহা সেবন করিলে নাসা ভাঙ্গিবার প্রায় আবশ্যক হয় না (স্যাঙ্গুনেরিয়া নাইট্রেট ৫৮২ পৃঃ দেখুন)।

ক্রম—θ—৩০ শক্তি। ফরমূলা—৩।

মিনিয়্যান্থেস (Menyanthcs.)

(উত্তর আমেরিকা, ইউরোপ ও এশিয়ার জলাভূমিতে একপ্রকার গুল্ম জন্মায়, তাহা হইতে টিংচার প্রস্তুত হয়)—স্নায়বিক শিরঃপীড়া, জ্বর, বুকে বেদনা প্রভৃতি দুই-একটি পীড়ায় সময়ে সময়ে ইহার প্রয়োজন হয়। ডাঃ টেষ্টি বলেন—ড্রসেরার লক্ষণের সহিত ইহার অনেকটা পরিমাণে সাদৃশ্য আছে, তজ্জন্য ড্রসেরার লক্ষণযুক্ত কোনও পীড়ায় ড্রসেরায় উপকার না হইলে পরিবেশে—মিনিয়্যান্থেস প্রয়োগ করিয়া দেখা উচিত।

শিরঃপীড়া—মাথাভারী, মাথায় চাপবোধ, সিঁড়িতে উঠিতে নামিতে কিংবা একটু অধিক নড়াচড়া করিলে মাথার যন্ত্রণা বাড়ে। মাথাব্যথা—ঘাড় হইতে আরম্ভ হইয়া পরে ক্রমশঃ সমস্ত মাথায় পরিচালিত হয় ; খুব জোরে হাত দিয়া চাপিলে বেদনায় যেন একটু উপশম থাকে ; কিন্তু হাত ছাড়িয়া দিলেই পুনরায় বাড়ে, (গরমে উপশম—সাইলি, জোরে বাঁধিলে—আর্জ্জেন্টি)।

বক্ষঃস্থলের পীড়া—বুকের দুইপাশে চাপিয়া ধরার মত বেদনা, তাহার ভিতর যেন ছুঁচ ফোটায়, নিশ্বাস লইলে ঐ বেদনা বাড়ে।

সবিরাম-জ্বর—জ্বরে ইহার এক প্রধান লক্ষণ—হাতের ও পায়ের আঙ্গুল বরফের মত ঠাণ্ডা, উক্ত ঠাণ্ডাভাব—কনুই ও হাঁটু পর্য্যন্ত পরিচালিত হয়, নাকের ডগা ঠাণ্ডা হয়। হাতের নখগুলি নীলবর্ণ হওয়া, শীত ও উত্তাপাবস্থায়—পিপাসা, হাত পায়ের ঠাণ্ডাবোধের সঙ্গে বুক ধড়ফড়ানি প্রভৃতি আরও কতকগুলি লক্ষণও এই ঔষধে নির্দ্দিষ্ট।

বৃদ্ধি—বিশ্রামে, উপরে উঠিলে। উপশম—চাপে, মাথা নোয়াইলে।

ক্রিয়ানাশক—ক্যাম্ফর। ক্রিয়া স্থিতিকাল—১৪-২০ দিন।

ক্রম—মাদার টিংচার ও নিম্নশক্তি অধিক ফলদায়ক। ফরমূলা—১।

মার্কারি।

মার্কারি অর্থাৎ পারদ, এই পারদ আজকাল—কি কবিরাজ, কি এলোপ্যাথ, কি অন্যান্য মতাবলম্বী চিকিৎসক সকলেই নিজ নিজ ঔষধের সহিত ব্যবহার করিতেছেন। আমরা হোমিওপ্যাথিতে রাসায়নিক প্রকরণে প্রস্তুত করিয়া ভিন্ন ভিন্ন নামানুসারে যে সমস্ত ঔষধ সূক্ষ্মমাত্রায় ব্যবহার করি, তাহাদের মধ্যে কতকগুলির বিবরণ পরপৃষ্ঠা হইতে বর্ণিত হইতেছে ঃ—

মার্কুরিয়স কর (Mercurius Corrosivus)

(রসকর্পূর, ইংরাজী নাম—করোসিভ-সব্লিমেট)—ইহা স্ত্রী অপেক্ষা পুরুষদিগের পীড়ায় অধিক উপযোগী। মিউকাস-মেম্ব্রেণের উপর ইহা বিষ-ক্রিয়া প্রকাশ করিয়া তথায় একপ্রকার প্রদাহ উৎপন্ন করে এবং মার্কুরিয়স-সল অপেক্ষা রোগ লক্ষণ শীঘ্র বাড়াইয়া দেয়।

চরিত্রগত লক্ষণ ঃ—

১। গর্ম্মীপীড়া, ক্ষত, ব্রাইট্'স-ডিজিজ ; ২। রক্তামাশয়, গ্রীষ্মকালে উদরাময় ও অন্ত্র সম্বন্ধীয় কোনও পীড়ায় আক্রমণ এবং মে মাস হইতে নভেম্বর পর্য্যন্ত পীড়াভোগ ; ৩। মলত্যাগকালে পেটে অত্যন্ত শূলুনি বেদনা, বেগ ও কোঁথানি—উহা বাহ্যের পরেও অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত থাকে ; ৪। অনবরত একটু একটু করিয়া বাহ্যে, বাহ্যে—গরম, রক্তমিশ্রিত, কখনও শুধু রক্ত, আম-সংযুক্ত দুর্গন্ধ ; ৫। মূত্রনলীর কোঁথানি, মূত্রনলীর মধ্যে জ্বালা, প্রস্রাব গরম, পরিমাণ অল্প, অত্যন্ত যন্ত্রণাসহ ফোঁটা ফোঁটা প্রস্রাব নির্গমন, রক্ত-প্রস্রাব ; ৬। প্রমেহের দ্বিতীয়বস্থায়—সবুজবর্ণের স্রাব, অত্যন্ত জ্বালা, কোঁথানি ; ৭। অক্ষিগোলকের পশ্চাতে ভীষণ কামড়ানি বেদনা।

রক্তামাশয়—রক্তামাশয় পীড়াটির নাম শুনিলে প্রথমেই আমাদের মন ঐ ঔষধটির দিকে আকৃষ্ট হয়, বাস্তবিকই এই পীড়ায়—মার্কুরিয়স করোসাইভাস একটি উৎকৃষ্ট ফলদায়ক ঔষধ। আমাশয়ে—রক্তের পরিমাণ এবং কোঁথানি ও শুলুনি যত অধিক পরিমাণে থাকিবে ততই ইহাতে অধিক ফল পাওয়া যাইবে। মল-রক্তমিশ্রিত অথবা শুধু রক্ত, কখনও আমমিশ্রিত, মলের রঙ হয়—হরিদ্রা, নয়—সবুজ, অত্যন্ত দুর্গন্ধ, পরিমাণে নিতান্ত অল্প (১/২ চামচ) ও ঘন ঘন হয়। পেটে ভয়ানক যন্ত্রণা—এই যন্ত্রণা বাহ্যের পূর্ব্বে, বাহ্যের সময়ে ও বাহ্যের পরেও থাকে, বাহ্যের বেগ ও কোঁথানি, এবং পেটের বেদনা প্রায় সকল সময়েই থাকে, তদ্ভিন্ন—পেটফোলা, তলপেটে ব্যথা, নাড়ীর দুর্ব্বলতা, মুখে ঘা, গায়ে টাটানি-ব্যথা, অল্প জ্বর ইত্যাদি লক্ষণগুলিও ইহাতে বর্ত্তমান থাকে। উক্তরূপ লক্ষণসহ যদি প্রস্রাবে কোঁথানি, ফোঁটা ফোঁটা প্রস্রাব এবং প্রস্রাবত্যাগকালীন অল্প বিস্তর জ্বালা থাকে তাহা হইলে দেখিবেন অনেক সময় ইহাতে যাদুমন্ত্রের ন্যায় পীড়ার উপশম হইবে। পীড়ার প্রথম অবস্থায়, একোনাইট প্রয়োগের পর—মার্কুরিয়স-কর অধিক ফলদায়ক (একোনাইট অধ্যায়-৪৫ পৃঃ দেখুন) ওলাউঠা রোগে—সাদা কুমড়াপচার মত বাহ্যের সহিত শুধু রক্ত বা রক্ত মিশ্রিত ভেদ ও তাহার সহিত বেগ, কোঁথানি থাকিলে—মার্কুরিয়স-কর অব্যর্থ মহৌষধ (এস্থলে—৩য়, ৬ষ্ঠ, নিম্ন শক্তি ঘন ঘন প্রযোজ্য)।

এখানে আরও একটা অতিরিক্ত বিষয় স্মরণ রাখিতে হইবে যে— অন্ত্রের নিম্নাংশে মার্কুরিয়স-করের ক্রিয়া অধিক, তজ্জন্য উহা সাধারণতঃ তরুণ আমাশয়ে (In acute dysentry, আর মার্কুরিয়স-ডলসিসের ক্রিয়া অন্ত্রের উর্দ্ধাংশে অধিক, তজ্জন্য উহা উদরাময়ে অধিক ফলদায়ক। মার্কুরিয়স-ডলসিসের উদরাময়ে মলের সঙ্গে সবুজবর্ণের আম থাকে কিন্তু কোঁথানি, শূলুনি, বেগ প্রায় থাকে না। শিশুদের উদরাময়ে—মার্কুরিয়স-ডলসিস অধিক প্রয়োজনীয়, এমন কি প্রায় এক তৃতীয়াংশ পীড়া শুধু ইহার দ্বারাই আরোগ্য হইতে পারে (ডাঃ মানুক)। আমাশয়ে প্রথমে নক্স—২০০ শক্তি ২/১ মাত্রা দিয়া পরে চিকিৎসা আরম্ভ করিবেন।

নক্স-ভমিকা—ইহাতে বাহ্যের পরিমাণ অতি অল্প এবং পেটে ব্যথা, কোঁথানি, ঘন ঘন বাহ্যের বেগ খুবই থাকে ; কিন্তু এই লক্ষণগুলি বাহ্যের পূর্ব্বে ও বাহ্যের সময়েই অধিক দেখা যায়, বাহ্যের পর কিছু সময়ের জন্য কোন প্রকার বেদনা থাকে না, তখন রোগী যেন একটু সুস্থ মনে করে (মার্কুরিয়সে—বাহ্যের পরেও বেদনা থাকে)।

ক্যাপসিকম—ইহাও আমাশয়ের একটি বিশেষ প্রশংসিত ঔষধ, ইহাতে আম, রক্ত ঘন-ঘন অল্প-অল্প পরিমাণে বাহ্যে ও কোঁথানি-শূলুনি প্রভৃতি খুবই থাকে ; তবে ইহাতে যে রক্ত নির্গত হয়, তাহা কাল রঙের। বাহ্যের রঙ—সবুজ ও ফেনামিশ্রিত, কিছু পান করিলেই বাহ্যের বেগ আসে, জলপান করিলে গা শীত শীত করে এবং রোগীর মলদ্বারে লঙ্কাবাটার মত জ্বালা অনুভব হয়। বাহ্যের পর কোমরে খেঁচেধরার মত বেদনা ধরে।

ট্রম্বিডিয়ম—প্রাতঃকালীন উদরাময়ের ও রক্তামাশয়ের একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ। শরতের শেষ হইতে শীতকাল পর্য্যন্ত আমাশয়ে—আর্টিষ্টা ইণ্ডিকা।

এলবুমিনুরিয়া—গর্ভবতী স্ত্রীলোকদের প্রস্রাবে এলবুমেন থাকিলে—মার্ক-কর উপকারী (ডাঃ কেন্ট)।

প্রমেহ Gonorrhoea—স্রাব ঈষৎ সবুজ রঙের এবং পূঁযের মত, প্রস্রাবের পূর্ব্বে পরে ও প্রস্রাবের সময় অত্যন্ত জ্বালা, প্রস্রাবে অত্যন্ত বেগ ও কোঁথানি ; এতদ্ভিন্ন—লিঙ্গমণির ফোলা, রাত্রিকালে যন্ত্রণার বৃদ্ধি এবং সময়ে সময়ে রক্ত-স্রাবও হইতে দেখা যায়। ক্যান্থারিস, ক্যাপসিকম, ক্যানাবিস প্রভৃতির সহিত প্রভেদ বিচার তাহাদের অধ্যায় পাইবেন।

দ্রষ্টব্য ঃ—ক্যানাবিস অধ্যায়ে বলা হইয়াছে যে, প্রদাহ কিছু কমিয়া স্রাব ঘন ও সবুজবর্ণ হইয়া আসিলে এবং তৎসঙ্গে জ্বালা থাকিলে প্রায়ই মার্কুরিয়স-কর—সি, এম্ শক্তি সেবনে পীড়া আরোগ্য হইয়া থাকে ; কিন্তু এখানে বলা হইতেছে যদি—স্রাব সবুজ হইয়া আবার পূঁযের মত ঘন ও ঘোর হরিদ্রাবর্ণের হয় এবং তৎসঙ্গে মূত্রনলীর প্রদাহ, প্রস্রাবে জ্বালা-যন্ত্রণা, প্রস্রাবের পরেও বোধ হয় যেন মূত্রথলী পূর্ণ, বসিয়া বা দাঁড়াইয়া থাকিলে ঘন ঘন প্রস্রাবের বেগ ও যন্ত্রণা (শুইলে কম) ইত্যাদি লক্ষণগুলি প্রকাশ পায়, তাহা হইলে—ডিজিটেলিসে সেই পীড়া আরোগ্য হইবে। এখানে ডেজিটেলিসের চরিত্রগত লক্ষণ, নাড়ীর অবস্থাদি কিছুই দেখিবার আবশ্যক নাই। কখনও কখনও দেখা যায় এ অবস্থায় আবার লিঙ্গাগ্রচর্ম্মে (prepuceয়ে) রস (serum) জমিয়া লিঙ্গাগ্র ফুলিয়া শক্ত হয় এবং রাত্রিতে অত্যন্ত যন্ত্রণাদায়ক লিঙ্গোদগম (chordee) হইতে থাকে, সেস্থলে দেখা যায়—ক্যান্থারিস, ক্যানাবিস, মার্কুরিয়স-কর, ডিজিটেলিস প্রভৃতি অপেক্ষা—সলফারে অধিক উপকার হইয়া থাকে।

মুদা—প্রমেহরোগের সঙ্গে মুদা হইলে উহা যে প্রকারেরই পীড়া হউক (phimosis or para-phimosis) তাহাতে—মার্কুরিয়স-সল উপকারী, যদি মুদাস্থানের ফোলা নীলাভ দেখায় কিম্বা রক্তবর্ণ হয়, তাহা হইলে মার্কুরিয়স-সল অপেক্ষা মার্কুরিয়স-করই অধিক উপযোগী। উল্টামুদার (para-phimosis) প্রথম অবস্থায়—কলোসিন্থ, উহা প্রমেহজনিত পীড়া হইলে—পেট্রোসেলিনিয়ম উপকারী। প্রিপুস ফোলা ও তথায় বেদনা, পূঁয পড়া এবং ফাইমসিসে—জ্যাকারাণ্ডা—θ—সর্ব্বোৎকৃষ্ট ঔষধ।

উপদংশ—স্ত্রী বা পুরুষের ঘা খুব শীঘ্র শীঘ্র বাড়ে, ভয়ানক জ্বালা করে। উপদংশজ নাসিকাক্ষত কিম্বা নাসিকার হাড়ে ফোলা ও বেদনা।

চক্ষুর পীড়া—গর্ম্মীপীড়াগ্রস্ত ব্যক্তিদিগের চক্ষুর উপতারার প্রদাহে (Iritis) এবং এল্‌বুমিনুরিয়া পীড়াক্রান্ত রোগীর চক্ষুর ভিতরস্থ পরদার প্রদাহে (রেটিনাইটীস) —মার্কুরিয়স-করকে অদ্বিতীয় ঔষধ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। যাহারা বহু পরিমাণে পারদ সেবন করিয়াছে, তাহাদের চক্ষুর উপতারার প্রদাহে আইরাইটীস্ পীড়ায়-ক্যালি-হাইড্রো অধিক উপকারী; স্বচ্ছত্বকে (কর্ণিয়ায়) ক্ষত

হইলেও উহাতে বিশেষ উপকার হয় (আইরাইটীস্ পীড়ায়—এসাফিটিডা, নাইট্রিক-এসিড, ক্লিমেটিস প্রভৃতিও উপকারী ঔষধ), কর্ণিয়ার ক্ষতেও মার্কুরিয়স-কর উপকারী। ছোট ছোট আঁতুড়ে শিশুদের পুঁযযুক্ত চক্ষু উঠা (Opthalmicneonatorum) পীড়ায়—পল্‌সেটিলা—বিশেষ উপকারী, পল্‌সেটিলায় উপকার না হইলে—আর্জ্জেন্টি-নাইট্রিকাম উচ্চশক্তি প্রযোজ্য। যদি এই সকল ঔষধে উপকার না হইয়া ক্রমশঃ স্বচ্ছত্বকে (cornea) ক্ষত হইয়া পড়ে ও আর্জ্জেন্টে উপকার না হয়, তাহা হইলে শেষে মার্কুরিয়স-কর ব্যবস্থা। মার্কুরিয়স-সলে বা মার্কুরিয়স-ভাইভাসে—চক্ষুর ভিতর-বাহির উভয়দিকেই প্রদাহ হইয়া থাকে, ইহাতে চক্ষুর পাতা দুইটি মোটা হয় ; চক্ষু হইতে তরল পুঁয বা একপ্রকার হাজাকারক স্রাব নির্গত হইতে থাকে, উহা যেখানে লাগে তথায় একপ্রকার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফুস্কুড়ি নির্গত হয় ও হাজিয়া যায়। মার্কুরিয়সে—রাত্রিতে ও বিছানার গরমে যন্ত্রণার বৃদ্ধি হইয়া থাকে ; চক্ষুর কোনও পীড়ার সহিত কোনস্থানের গ্ল্যাণ্ডের ফোলা থাকিলে—মার্কুরিয়স-বিণ-আয়োড উপযোগী। সাধারণ চক্ষুর প্রদাহে—আলোকাতঙ্ক, অসহ্য যন্ত্রণা, জলপড়া, চক্ষুর চারিদিকের হাড়ে বেদনা, চক্ষু ঘোর লালবর্ণ হওয়া ইত্যাদি লক্ষণসমূহ থাকিলে—মার্কুরিয়স-কর আশু ফলপ্রদ (ইউফ্রেসিয়া অধ্যায় দেখুন)।

নাসিকার পীড়া—গর্ম্মীপীড়াগ্রস্ত ব্যক্তিদিগের নাসিকার অভ্যন্তরস্থ ভেদক অস্থিতে (septum-bone) ক্ষত হইয়া ছিদ্র হইয়া যাইলে এবং তাহাতে অত্যন্ত বেদনা জ্বালা-যন্ত্রণা থাকিলে—মার্কুরিয়স-কর উপযোগী ; অরম-মিউরও ইহার ভাল ঔষধ (অরম অধ্যায় দেখুন), কোনও ঔষধে উপকার না হইলে—এচিনেসিয়া—θ, আভ্যন্তরিক ও বাহ্যিক ব্যবহার্য্য।

গলনলীর পীড়া—আল্‌জিব ফুলিয়া খুব মোটা, বড় ও লালবর্ণ হওয়া, প্যালেটের গোড়া (arch of the plate) ফোলা, তাহাতে অত্যন্ত জ্বালা, কোনও দ্রব্য গিলিবার চেষ্টা করিলে তাহা বাহির হইয়া পড়া ইত্যাদি লক্ষণে—মার্কুরিয়স-কর উপকারী। গলার ভিতর ক্ষত হইয়া ক্ষত শীঘ্র শীঘ্র বাড়িতে থাকিলে ও তৎসহ জ্বালা থাকিলে, ইহাতে উপকার হইবে (হিপার, মার্ক-সিয়ানেটাস দেখুন)।

ল্যারিণজাইটীস—এই পীড়ায় স্বরভঙ্গ, গলায় জ্বালা-হুলফোটান-বেদনা, কোনও দ্রব্য গিলিতে যাইলে লেরিংসে ও এপিগ্লটিসে ছুরি দিয়া কাটার মত বেদনা থাকিলে—মার্কুরিয়স-করে উপকার হইবে।

সিষ্টাইটীস (মূত্রথলীর প্রদাহ)—প্রস্রাবের ভয়ানক বেগ, কোঁথানি ও জ্বালা, প্রস্রাবে—রক্ত, শ্লেষ্মা ও পুঁয। প্রস্রাব অনেক সময় হয় না, বদ্ধ হইয়া যায় কিম্বা অনেক কষ্টে ফোঁটা ফোঁটা প্রস্রাব হয়, সেই সঙ্গে মূত্রনলীতে ও মূত্রথলীর গ্রীবাদেশে ভীষণ জ্বালা।

গর্ভবতী স্ত্রীলোকদের প্রস্রাবে—এল্‌বুমেন থাকিলে এবং তজ্জনিত কিড্‌নীর প্রদাহ (নেফ্রাইটীস) হইলে ইহাতে উপকার হইবে।

ইউরিমিয়া —ডাঃ কালি বলেন ওলাউঠা পীড়ায় মূত্রথলীতে প্রস্রাব না জমিলে ও তৎসহ পেটে বেদনা থাকিলে—মার্কুরিয়স-কর—৩০ শক্তি একমাত্রা প্রয়োগে আশাতীত উপকার হয়।

সদৃশ—মার্ক-বিণ-আয়োড, মার্ক-আয়োড, হিপার, ক্যালি-কার্ব্ব, ফাইটোলক্কা। ক্রিয়া স্থিতিকাল,—৩০—৬০ দিন

ক্রম—৬—২০০ শক্তি। ৬ষ্ঠ শক্তির নিম্নে ইহা ব্যবহার করা উচিত নহে ; ফরমূলা—বিচূর্ণ—৭।

মার্কুরিয়স আয়োড (Merc Iod, Proto Iod)

মার্কুরিয়স বিণ আয়োড (Merc Bin Iod)

মার্কুরিয়স সিয়ানেটাস (Merc Cyanatus)

উক্ত ঔষধত্রয়ের মধ্যে মার্কুরিয়স-আয়োড দেহের ডানদিকে ও মার্কুরিয়স-বিণ-আয়োড—দেহের বামদিকে অধিক ক্রিয়া প্রকাশ করে, উক্ত উভয় ঔষধই সামান্য ফলিকিউলার ফ্যারিণজাইটীস হইতে ডিপ্‌থেরিয়া এবং প্রকৃত উপদংশ পীড়াতেও ব্যবহৃত হয়। মার্কুরিয়স-সিয়ানেটাস ডিপ্‌থেরিয়া ও গলক্ষতের প্রধান ঔষধ ও উহাতেই অধিক ব্যবহৃত হয়।

ডিপ্‌থেরিয়া (Diptheria) ইহা একপ্রকার কঠিন ও সাংঘাতিক পীড়া ; গলার ভিতর দিকে (আলজিবের পাশে, টাকরায়) একপ্রকার ক্ষত হয়, তাহার উপর একপ্রকার পাতলা সাদা সাদা পরদা (membrane) জমে, শীঘ্র আরোগ্য না হইলে ঐ ক্ষত ক্রমশঃ গলার ভিতরে, নাসিকায় ও ফুসফুসে পর্য্যন্ত পরিচালিত হয় এবং তাহার সহিত জ্বর, গলায় বেদনা, পানাহারে ও শ্বাসপ্রশ্বাসে দারুণ কষ্ট, উচ্চ সাঁই সাঁই শব্দ, কাশি, মুখ দিয়া লালাস্রাব ও দুর্গন্ধ নির্গমন, অবসাদ, অত্যন্ত দুর্ব্বলতা ইত্যাদি কতকগুলি আনুষঙ্গিক লক্ষণ থাকে, এই উপসর্গগুলি ডিপ্‌থেরিয়া পীড়ার প্রধান লক্ষণ। কোনও রোগীর উক্ত লক্ষণগুলি দেখিলেই তাহার পীড়াটি খুব কঠিন বলিয়া বুঝিবেন ও সাবধানে তাহার চিকিৎসা করিবেন। যৎকৃত "প্র্যাক্‌টিসনার্স গাইডের" ২য় খণ্ডে ডিপ্‌থেরিয়ার চিকিৎসার নিমিত্ত যতদূর প্রয়োজন হয়, সমস্তই বিস্তৃতভাবে লিখিত হইয়াছে, একটি বার পাঠ করিয়া দেখিবেন। এই পীড়ায় রোগী অনেক সময় শ্বাসবদ্ধ হইয়া মারা পড়ে, তজ্জন্য এলোপ্যাথগণ প্রায়ই বায়ুনলীচ্ছেদ (tracheotomy) করিবার ব্যবস্থা করেন। শিশুরাই এই পীড়ায় অধিক আক্রান্ত হয়। ডিপ্‌থেরিয়ায়—মার্কুরিয়স-সল, মার্কুরিয়স-কর প্রভৃতি ঔষধে কোনও উপকার হয় না; মার্কুরিয়স- আয়োড, বিণ-আয়োড ও সিয়ানেটাস প্রভৃতি ঔষধগুলিই প্রয়োজনীয় (ডিপ্‌থেরিণাম দেখুন)।

মার্কুরিয়স-আয়োড—ইহাতে ক্ষত, ফোলা, বেদনা, প্রদাহ প্রভৃতি উপসর্গসমূহ প্রথমে তালুমূলের ডানপার্শ্বে প্রকাশ পায়, ঘাড়ের গ্ল্যাণ্ড ফোলে, গলার ভিতরে অত্যন্ত চটচটে আঠার মত শ্লেষ্মা অথবা একপ্রকার পদার্থ জমে, কোনও দ্রব্য পান বা আহার করিতে অত্যন্ত কষ্ট হয়, ঢোক গিলিতে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক কষ্ট হয়, পীড়া উপসর্গের সহিত জ্বর থাকে। এই ঔষধের লক্ষণ সকল অপেক্ষাকৃত মৃদু।

মার্কুরিয়স বিণ-আয়োড—ইহাতে ক্ষত, ফোলা প্রভৃতি উপসর্গ সমূহ প্রথমে তালুমূলের বামদিকে প্রকাশ পায় এবং উপরোক্ত মার্কুরিয়স-আয়োডের প্রায় সমস্ত লক্ষণগুলিই বর্ত্তমান থাকে ; তবে ইহার জ্বর, প্রদাহ লক্ষণ ও অন্যান্য সমস্ত উপসর্গ মার্কুরিয়স আয়োড অপেক্ষা অধিক প্রবল। এই দুই ঔষধেই জিহ্বার গোড়ায় সাদা হলদে মিশ্রিত ময়লা এবং জিহ্বার ডগা লাল্ বর্ণ ও পরিষ্কার থাকে।

মার্কুরিয়স সিয়ানেটাস—এই ঔষধটি ডিপ্‌থেরিয়ার প্রধান ও শ্রেষ্ঠ ঔষধ। যেখানে পীড়া হঠাৎ আক্রমণ করিয়া দেখিতে দেখিতে গুরুতর ভাব ধারণ করে, রোগী খুব শীঘ্র শীঘ্র দুর্ব্বল হইয়া পড়ে, হিমাঙ্গ হইয়া আসে, নাড়ীর গতি অত্যন্ত দ্রুত (মিনিটে ১৩০/১৩৫) ও সবিরাম হয়, মুখ দিয়া অত্যন্ত পচা দুর্গন্ধ বাহির হয়, ক্ষত নাসিকায় পরিচালিত হয়, গ্যাংগ্রীণে পরিণত হইবার উপক্রম হইয়া উঠে, জিহ্বা কখনও কখনও কালবর্ণ হইয়া আসে (এই লক্ষণটি অতীব ভয়াবহ লক্ষণ), সেখানে সর্ব্বাগ্রে ইহা ব্যবস্থা করা উচিত। ইহা এপিসের পর প্রয়োগে অধিক উপকার হয় এবং ডিপ্‌থেরিয়া ভিন্ন—গলার ভিতর সকল প্রকার ক্ষতে উক্ত লক্ষণে উপকারী। সাধারণতঃ ইহার ৬ষ্ঠ শক্তিই অধিক ফলদায়ক।

এপিস—ইহাতে প্রায় জ্বর থাকে না ; কিন্তু নাড়ীর গতি—মার্কুরিয়স-সিয়ানেটাসের মত দ্রুত ও ক্ষীণ হয়। গলার ভিতর খুব ফোলে, চক্‌চকে দেখায়, আল্‌জিব এবং গলার ভিতরের সমস্ত অংশ থলীর মত ফুলিয়া উঠে (দেখিলে বোধ হয় যেন ভিতরে জলভরা), কোনও দ্রব্য পানাহার করিতে ; কিম্বা ঢোক গিলিতে পারে না। ইহাতে প্রদাহ প্রথমে ডানদিকে হয় (উভয়দিকেও হইতে পারে)।

আর্সেনিক—পীড়ার বর্দ্ধিত ও কঠিন অবস্থায় উপকারী। ইহাতেও এপিসের মত ফোলা আছে, রোগী অত্যন্ত ছটফট করে ; উপসর্গাদি রাত্রি দুই প্রহরের পর হইতে বৃদ্ধি হয়, মুখ ভয়ানক দুর্গন্ধ থাকে। ব্যাপটিসিয়া—রোগী টাইফয়েড অবস্থা প্রাপ্ত হইলে এবং শ্লেষ্মা, মল-মূত্র, ঘর্ম্ম, লালা ইত্যাদি সমস্ত স্রাবেই দুর্গন্ধ থাকিলে প্রযোজ্য।

কার্ব্বো-ভেজ—নাক দিয়া রক্তস্রাব হয়, রোগী রক্তশূন্য হইয়া পড়ে, হিমাঙ্গ হয়, পাখার বাতাস চায়।

ফাইটোলক্কা—ইহার অধ্যায় ৫৩৮ পৃষ্ঠা দেখুন।

ক্যালি-বাইক্রম—রোগী অত্যন্ত দুর্ব্বল, হাত-পা ঠাণ্ডা, ইহাতে স্বরযন্ত্র (লেরিংস) প্রথমে আক্রান্ত হয়, স্রাব আঠার মত চটচটে ও ঘন।

ন্যাজা বা কেব্রা—রোগ-বিষে শরীর নীলবর্ণ ধারণ করে, হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া বন্ধের উপক্রম হয়, নাড়ী সূতার মত ক্ষীণ কিম্বা পাওয়া যায় না।

উপদংশ রোগ বা গর্ম্মীপীড়া (Syphilis)—মার্কুরিয়স-সল অধ্যায়ে "উপদংশ" পরিচ্ছেদটি একবার পাঠ করিবেন। মার্কুরিয়স-বিণ-আয়োড—পুরাতন উপদংশের ও পারদ-দোষের একটি উত্তম ঔষধ। উপদংশ পীড়ার ক্ষতে আক্রান্ত স্থান ক্রমশঃ ছিদ্র হইয়া পীড়া সাংঘাতিক হইলে—মার্কুরিয়স—সিয়ানেটাস উপকারী (থুজা অধ্যায় দেখুন)।

ক্রম—মার্কুরিয়স-আয়োড ও বিণ-আয়োড—৩ x—৬ষ্ঠ শক্তি..........
মার্কুরিয়স-সিয়ানেটাস—৬—৩০ শক্তি। ফরমূলা—বিচূর্ণ—৭।
নিম্নে মার্কুরিয়স-সল, সলফ ও মার্ক-ব্রোমের বিষয় বর্ণিত হইতেছে ঃ—

মার্কুরিয়স (Mercurius Sol & Vivus)

মার্কুরিয়স-সলের অন্য নাম—প্রিসিপিটেড অক্সাইড অফ-মার্কারি এবং মার্কুরিয়স-ভাইভাসের অন্য নাম—কুইক-সিল্‌ভার।

কেহ শুধু মার্কুরিয়স বলিলে—মার্কুরিয়স-সলিউবিলিস্‌কেই বুঝায়, মার্কুরিয়স-সল ও ভাইভাসের ক্রিয়া প্রায় একই প্রকার (ইংরাজী পুস্তকে মার্কুরিয়স-সল অপেক্ষা মার্কুরিয়স ভাইভাসেরই উল্লেখ অধিক থাকে)।

মার্কুরিয়স—এন্টি-সোরিক, এন্টি-সাইকোটিক এবং এন্টি-সিফিলিটিক ঔষধ। মিউকাস-মেম্ব্রেণ, গ্ল্যাণ্ড, অস্থি ও শরীরস্থ অনেক যন্ত্রের উপর ইহার ক্রিয়া। ইহার রোগীর অধিক ঠাণ্ডা বা অধিক গরম সহ্য হয় না, ঠাণ্ডা বাতাস আদৌ সহ্য হয় না, সামান্যমাত্র পরিশ্রম করিলেই অধিক ঘাম হয়, তাহাতে দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। মার্কারির দ্বারা লাল রক্ত-কণিকার বিকৃতি, এল্‌বুমেন ও ফাইব্রিণ-নষ্ট এবং রক্তের চাপ উপাদানকারী শক্তির হ্রাস হয়।

চরিত্রগত লক্ষণ ঃ—

১। রোগ লক্ষণ রাত্রিতে, বিছানার গরমে, বর্ষাকালে, শীতকালে এবং ঘর্ম্মে বৃদ্ধি ; ২। দাঁতের বেদনা রাত্রিকালে বৃদ্ধি, মাঢ়ী ফোলা, রক্তপড়া, দাঁতের গোড়ায় ঘা, দাঁত নড়া, দাঁতের মাঢ়ী সরিয়া যাওয়া ; ৩। জিহ্বায় ঘা, গলার ভিতর ঘা, টন্‌সিলে ঘা, কর্ণমূলের গ্রন্থিফোলা, গলায় বীচি হওয়া, কুঁচকীফোলা; ৪। মুখ হইতে অনবরত চট্‌চটে সাবাণের ফেণার মত বিশ্রী দুর্গন্ধ, কখনও ধাতুর কলঙ্ক আস্বাদযুক্ত লালা নিঃসরণ, মুখে লোণা আস্বাদ, জিহ্বায় প্রচুর পরিমাণে রস থাকা সত্ত্বেও অত্যন্ত পিপাসা ; ৫। আমাশয় ও রক্তামাশয় তাহাতে অত্যন্ত কোঁথানি, শূলুনি ও বেগ ; ৬। উদরাময়—পিত্তযুক্ত বাহ্যে, সবুজ বাহ্যে, হল্‌দে-রঙের জলের মত বাহ্যে, তাহার সহিত পেটে অত্যন্ত ব্যথা; ৭। পাচড়ায় অত্যন্ত চুলকানি ; ৮। ছোট ছোট ক্রিমি মলদ্বারে সুড়্‌সুড় করা; ৯। গলা সুড় সুড় করিয়া কাশি, শুষ্ক কাশি, দিনের মধ্যে যে কোন সময়ে হউক দুইবার কাশির বৃদ্ধি ; ১০। ন্যাবা ; ১১। প্রমেহরোগে-শুক্রস্রাব একটু সবুজবর্ণের দেখায়, মুদা (phimosis), বাগী, শ্বেত-প্রদর ; ১২। মুখে, গালে ও জিহ্বায় ক্ষত, তৎসহ প্রচুর পরিমাণে লালা নির্গমন ; ১৩। জিহ্বা মোটা বড় ও থলথলে, তাহাতে দাঁতের দাগ ;১৪। ডিপ্‌থেরিয়া, টন্‌সিলের প্রদাহ, আলজিব ফোলা ও বড় হওয়া ; ১৫। অনবরত প্রস্রাবের বেগ ও যে পরিমাণে জলপান করে তাহার অপেক্ষাও প্রস্রাবের পরিমাণ অধিক ; ১৬। রাত্রিতে শুক্রস্খলন তাহাতে রক্তের দাগ ; ১৭। ন্যাবা—শিশুদের চোখ, প্রস্রাব, নখ হলদে (ইক্টিরাসটিস) ; ১৮। শ্বেত-প্রদরস্রাব রাত্রিতে বৃদ্ধি স্রাব কোথাও লাগিলে চুলকায়, যোনি হাজিয়া যায়, যোনিতে টাটানি বেদনা হয় ; ১৯। ঋতুর সময়ে

স্তনে বেদনা, রজঃস্রাবের পরিবর্তে স্তনে দুগ্ধ সঞ্চয় ; ২০। নিমোনিয়ায় ডান-লোবের নিম্নাংশ আক্রান্ত ; ২১। দ্রুত তাড়াতাড়ি কথা কহা ; ২২। মুখে মিষ্ট বা তামার আস্বাদ ; ২৩। প্রস্রাবকালে বা প্রসবান্তে সূত্রবৎ পদার্থ নির্গমন (সাইলি)।

রাত্রিতে ও বিছানার গরমে রোগের বৃদ্ধি—রাত্রিকালে রোগের বৃদ্ধি হওয়া অনেক ঔষধেই আছে; কিন্তু রাত্রিতে এবং বিছানার গরমে রোগের বৃদ্ধির নিমিত্ত অতি অল্প ঔষধই নির্দিষ্ট। মার্কুরিয়সে—বিছানায় গরমে ও রাত্রিতে রোগের বৃদ্ধি হয় বটে ; কিন্তু বিছানার বিশ্রামে উপশম হয়। আর্সেনিকে—বিছানার বিশ্রামে রোগের বৃদ্ধি ; কিন্তু বিছানার গরমে উপশম হয়। রসটক্সে—চুপ করিয়া শুইয়া থাকিলে বৃদ্ধি।

জিহ্বা—মার্কুরিয়সের জিহ্বা—মোটা, ফোলা, থল্‌থলে, তাহার উপর দাঁতের দাগ (Imprint of teeth)।

দন্তের পীড়া—দাঁতের মাড়ী ফোলে, রক্ত পড়ে, ঠাণ্ডা জল সহ্য হয় না, মাড়ীতে ঘা হয়, ক্রমশঃ মাড়ী হইতে দাঁত সরিয়া আসে (gun receeds from the teeth) দাঁত কালবর্ণ ও আল্‌গা হয়, শেষে পড়িয়া যায়। পান্‌সে দাঁত একটু স্পর্শ করিলে বা চাপে রক্ত পড়ে ; মুখে দুর্গন্ধ হয় (দন্তের অন্যান্য পীড়ার নিমিত্ত ষ্ট্যাফিসেগ্রিয়া ও হেক্লা-লাভা দেখুন)।

দন্তশূল-বেদনায়—রাত্রিতে অত্যন্ত যন্ত্রণা বাড়ে, কন্‌কন্ দপ্‌দপ্ করে, ছিঁড়েফেলার মত বেদনা করিতে থাকে, মুখ দিয়া অনর্গল লাল ঝরে, দুর্গন্ধ বাহির হয় (প্ল্যান্টেগো অধ্যায় ৫৪২ পৃষ্ঠা দেখুন)।

দন্তের অস্থি আবরণীর-পরদার প্রদাহে (Dental Periostitis)—পাকে, পূঁয হয়; গোড়া আলগা হয়, দাঁত বড় ও লম্বা দেখায়। মাড়ীতে স্ফোটক হইলে—মার্কুরিয়স প্রয়োগে শীঘ্রই ফাটিয়া পীড়া আরোগ্য হয়, হিপার, সাইলিসিয়া প্রভৃতিও ইহার ভাল ঔষধ।

দ্রষ্টব্য ঃ—কোনও দাঁতের পীড়ায় যখন দাঁতের উপরাংশ ক্ষয় হয়; কিন্তু মূল (গোড়া) ঠিক থাকে, তখন—মার্ক-সল ; আর যখন মূল ক্ষয় হয়, কিন্তু উপরিভাগ ঠিক থাকে, তখন—মেজেরিয়মে উপকার হয়।

মুখে ও জিহ্বায় ক্ষত—মুখে কিংবা জিহ্বায় ক্ষত, তৎসহ যদি মুখ হইতে অনবরত লালা নির্গত হইতে থাকে, তাহা হইলে—মার্কুরিয়স উপযোগী। শিশুদের মুখের ও জিহ্বার ক্ষতে বোরাক্স একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ। মিউরিয়েটিক-এসিড, নাইট্রিক-এসিড, সল্‌ফিউরিক এসিড, স্যালি-সাইলিক-এসিড ইত্যাদি ঔষধও এইরূপ ক্ষতে উপযোগী, তাহাদের প্রভেদ নিরূপণ করিয়া একটি ঔষধের ব্যবস্থা করিতে হইবে। মার্কুরিয়সের ক্ষত গভীর হয় না (superfical) ; কিন্তু খুব শীঘ্র শীঘ্র চারিপাশে বাড়িয়া পড়ে। ক্যালি-বাইক্রমের ক্ষত—টিকিট পাঞ্চ করার মত গোলাকার।

তালুমূল প্রদাহ (Tonsilitis)—তালুমূল বা টন্‌সিল ফুলিয়ে কিম্বা তাহাতে পূঁয হইলে উচ্চ শক্তির মার্কুরিয়স-সল একমাত্রা প্রদান করিয়া ধৈর্য্যের সহিত অপেক্ষা করিলে বিশেষ ফল পাওয়া যায় (ফাইটোলক্কাও ইহার উৎকৃষ্ট ঔষধ)।

নাসিকায় সর্দ্দি—নাসিকা দিয়া জলের মত তরল সর্দ্দি নির্গত হয়, নাসিকা অত্যন্ত চুলকায় ও জ্বালা করে, নাসিকা যেন বন্ধ হইয়া আসে, সন্ধ্যাকাল হইতে নাসিকা ও নাসিকামূলের যন্ত্রণার বৃদ্ধি হয়, এই সকল লক্ষণে—মার্কুরিয়স-সল উপকারী ; এতদ্ভিন্ন—সর্দ্দিস্রাব পাকিয়া হরিদ্রাবর্ণের কিম্বা হরিদ্রামিশ্রিত-সবুজবর্ণের ঘনস্রাব নির্গত হইলেও—মার্কুরিয়স উপযোগী। পলসেটিলাতেও—ঘন পাকা সর্দ্দি নির্গত হয় ; কিন্তু তাহাতে জ্বালা যন্ত্রণা কিছুই থাকে না ; নক্স-ভমিকায় ও এমন-কার্ব্বে—জলের মত স্রাব নির্গত হয়, এই দুইটিতেই নাসিকা বন্ধ অর্থাৎ যাহাকে নাক-সাঁটিয়া ধরা বলে সেই লক্ষণটি থাকে।

কর্ণের পীড়া—কাণ পাকা (otorrhoea), কাণে পূঁয, এই পীড়ায়—মার্কুরিয়স-সল, পলসেটিলা, এসিড-নাইট্রিক, প্ল্যান্টেগো, ক্যাল্‌কে-সলফ, সাইলিসিয়া, হিপার, টেলুরিয়ম, অরম-মেট ইত্যাদি ঔষধগুলি প্রয়োজনীয়। কর্ণ মধ্যে তীব্র বেদনাসহ রক্তমিশ্রিত পূঁযস্রাবে—মার্কুরিয়স উপকারী। পারদদুষ্ট ধাতুর ব্যক্তিদের পীড়ায়—নাইট্রিক-এসিড অধিক ফলপ্রদ। কর্ণের প্রদাহ, কর্ণের বাহিরে গরম ও লালবর্ণ, অত্যধিক যন্ত্রণা, রাত্রিকালে তাহার বৃদ্ধি, কর্ণ হইতে হরিদ্রা কিম্বা হরিদ্রা-মিশ্রিত সবুজবর্ণের ঘন পূঁয নির্গমন, গ্রন্থিফোলা ইত্যাদি লক্ষণে মার্কুরিয়স উপকারী। সর্দ্দিজনিত কর্ণ প্রদাহে—পলসেটিলাও উপযোগী; পলসেটিলায়—কর্ণে তালা লাগার মত হয় ও কর্ণের মধ্যে সোঁ-সোঁ শব্দ করিতে থাকে। কর্ণের পীড়ার সহিত দন্তশূল থাকিলে—প্ল্যান্টেগো-মেজর—ইহা আভ্যন্তরিক ও বাহ্যিক প্রয়োগে অতি শীঘ্রই উপকার হয়। পূঁযপড়া অনেকদিন স্থায়ী হইলে প্রায়ই কর্ণপটহ আবরক-ঝিল্লী (membrane tymphani) ছিদ্র হইয়া যায়, তখন পীড়া প্রায়ই দুরারোগ্য হইয়া উঠে, সেস্থলে—টেলুরিয়ম প্রয়োগ করিয়া দেখা উচিত ; টেলুরিয়মের ক্রিয়া কিছু বিলম্বে প্রকাশ পায়, এজন্য কিছু অধিক দিন ব্যবহার করা আবশ্যক।

একটি টোটকা ঔষধ—কাণের ভিতর লাউপাতার রস ২/৪ ফোঁটা গরম করিয়া দিনে ২/৩ বার, দুই চারিদিন দিলে প্রায় কাণপাকা রোগ আরোগ্য হয়, আতাপাতার রসও উক্ত প্রকারে প্রয়োগে উপকার হয়।

মেনিন্‌জাইটিস—কাণে পূঁয পড়া বন্ধ হইয়া অনেক সময় এই পীড়া হয়, তাহাতে—মার্কুরিয়স-সল উপকারী (ষ্ট্রামোনিয়ম), রোগীর ঘাড় একদিকে বেঁচিতে থাকে।

চক্ষুর পীড়া—চক্ষু উঠা (Conjunctivitis), কোনপ্রকারে ঠাণ্ডা লাগিয়া এই পীড়া হইলে—ইউফ্রেসিয়ার ন্যায় মার্কুরিয়সও উপযোগী। চক্ষুর পাতা দুইটির ভিতরদিকে লালবর্ণ হয় এবং অনবরত চক্ষু দিয়া জল বাহির হইতে থাকে, চক্ষু জ্বালা ও কর্কর করে, আলোকের দিকে তাকাইতে পারে না। ইউফ্রেসিয়ায় চক্ষু হইতে যে স্রাব নির্গত হয় তাহা অত্যন্ত ঘন; মার্কুরিয়স-সলের

স্রাব পাতলা। বাতির আলোক, প্রদীপ ইত্যাদির দিকে কেহ তাকাইতে না পারিলে—বেলেডোনা; সূর্য্যের আলোকের দিকে তাকাইতে না পারিলে—একোনাইট, স্ক্রফুলা ও উপদংশ-বিষ দুষ্ট ধাতুর ব্যক্তিদিকের চক্ষুর পীড়ায়—মার্কুরিয়স-সল বা মার্ক-কর সর্বাপেক্ষা উপকারী ঔষধ (ইউফ্রেসিয়া অধ্যায় ৩১৬ পৃষ্ঠা পাঠ করুন)।

লিভারের পীড়া—মার্কুরিয়সের বিষ-ক্রিয়ায় লিভারের প্রদাহ এবং পিত্তনিঃসরণ ক্রিয়ার হ্রাস হয়, এইজন্য অন্ত্রের প্রদাহ অথবা লিভার ও পিত্তনলীর (কমন-বাইল ডাক্টের) মুখ অবরুদ্ধ হইয়া পিত্তকোষ হইতে পরিমিত পিত্ত নিঃসৃত না হইয়া পিত্তবিকৃতি বশতঃ যে সমস্ত পীড়া হয় এবং লিভারের প্রদাহ, লিভার শক্ত ও বড় হওয়া, লিভারে বেদনা, রোগীর ডানপাশ চাপিয়া শুইতে অক্ষমতা, রাত্রিতে যন্ত্রনার বৃদ্ধি, শোথ, ন্যাবা প্রভৃতি যে সমস্ত উপসর্গ প্রকাশিত হয়, তাহাতে—মার্কুরিয়স-সল অনেক সময় উপকারী।

পেরিটোনাইটীস ও য়্যাপেনডিসাটীস পীড়াতেও ইহা ফলপ্রদ (ইহার লক্ষণের জন্য মৎকৃত "প্রাক্‌টিসনার্স গাইড" দেখুন)

স্তন দুগ্ধ—ঋতুকালে স্তন ও স্তনবৃন্ত ফোলে, কখনও ঋতু নিঃসরণ না হইয়া তৎপরিবর্ত্তে স্তনে দুগ্ধ সঞ্চার হয় (স্তনে অতিরিক্ত দুগ্ধ হইলে—ল্যাক-ক্যানাইনাম; স্তনদুগ্ধ হঠাৎ বন্ধ হইলে—ল্যাক-ডিফ্লোর)।

উপরাময়—পেটের অসুখে মার্কুরিয়সে নানাপ্রকার রঙের বাহ্যে হয়—সবুজ, কাল, হলদে, ছাইরঙের মত, পিত্তমিশ্রিত, ফেণাযুক্ত, ডিমঘাঁটার মত, শেওলার মত, আমযুক্ত, আমের সহিত রক্তমিশ্রিত, পূঁযের মত, আলকাতরার মত কালবর্ণ ইত্যাদি নানাপ্রকারের রঙ্‌যুক্ত পিত্তময় বাহ্যে উদরাময়ে দৃষ্ট হয়। মার্কুরিয়স—আমাশয়ের পীড়াতেই অধিক ব্যবহৃত হয়; মার্কুরিয়সে যখন আমযুক্ত বাহ্যে হয় তখন পরিমাণে অতি অল্প ও অত্যন্ত ঘন ঘন হয় এবং যখন হরিদ্রারঙের বাহ্যে হয়, তখন পরিমাণে অধিক ও খুব তোড়ে নির্গত এবং মলদ্বারে গরম অনুভূত হয়। মার্কুরিয়সে—বাহ্যের পূর্ব্বে পেটে ভয়ানক কামড়ানি ও খামচানি-ব্যথা থাকে, বাহ্যের হঠাৎ বেগ আসে ; এই প্রকারের বেগ খুব ঘন ঘন হয়; ইহার সহিত গা-বমি-বমি, শীত, কাঁপুনি ইত্যাদি লক্ষণও দৃষ্ট হইয়া থাকে। বাহ্যের সময়—ভয়ানক পেটব্যথা ও কোঁথানি-শূলুনি থাকে, মলদ্বার জ্বালা করে, রোগী বেদনার জন্য কাঁদিয়া ফেলে, এই কোঁথানি ও শূলুনি—বাহ্যে হইয়া যাইবার পরেও নিবৃত্তি হয় না, বরং আরও যন্ত্রনার বৃদ্ধি হইতে থাকে এবং অনবরত বাহ্যের বেগ আসে। পেটের ব্যথা সময়ে সময়ে কোমরে পর্য্যন্ত পরিচালিত হয়, সরলান্ত্র (retum) বাহির হইয়া পড়ে ও হিক্কা হয়। মার্কুরিয়সে রাত্রিকালে, বর্ষায় ও ঠাণ্ডা বাতাসে রোগ বৃদ্ধি হয় এবং চুপ করিয়া শুইয়া থাকিলে পেটব্যথার উপশম হয় ; কিন্তু একটু চলাফেরা করিলেই তখন বাহ্যের বেগ আসে। শিশু উদরাময়ে-মার্কুরিয়স-ডলসিস অধিক উপকারী এবং অর্দ্ধেক রোগী ইহাতেই আরোগ্য হয়।

আমাশয়—উপরোক্ত প্রকার বেদনার লক্ষণসহ বাহ্যের সহিত সাদা আমের ভাগ বেশী থাকিলে—মার্ক-সল কিম্বা ডাইভাস—২০০, ও রক্তের ভাগ অধিক দৃষ্ট

হইলে—মার্কুরিয়স-কর উপযোগী ; কিন্তু ডাঃ ন্যাস বলেন—রক্ত ও পেটে বেদনা অধিক থাকিলে— মার্ক-ডাইভাস আর কোঁথানি ও প্রস্রাবের যন্ত্রণা অধিক থাকিলে—মার্ক কর। পুরাতন আমাশয়ে অধিক পরিমাণে থোবা থোবা আম নিঃসৃত হইলে—ব্যালসামম-পেরুভিয়েনাম ও রক্ত নির্গত হইলে—টম্বিডিয়মে অধিক উপকার হয়। পুরাতন আমাশয়ে—রসটক্স—২০০ শক্তি ২/১ মাত্রা পরীক্ষা করিবেন (একোনাইট দেখুন)।

নক্স-ভমিকা—ঘন ঘন বাহ্যের বেগ আসে, তজ্জন্য রোগীকে ক্রমাগত পায়খানায় ছুটিতে হয়, ইহাতে প্রতিবারে যে বাহ্যে হয় তাহা নহে, শুধু নিষ্ফল বেগ, বাহ্যের বেগ ও সময়ে সময়ে মার্কুরিয়সের মত কোঁথানি শূলুনি খুবই থাকে; কিন্তু বাহ্যের পর কিছু সময়ের জন্য সুস্থ মনে করে, তখন যেন সমস্ত যন্ত্রণার প্রায় শান্তি হয়। কলচিকামে—মার্কুরিয়সের মত বাহ্যের সময় ও পরে কোঁথানি শূলুনি অত্যন্ত অধিক থাকে ; কিন্তু বাহ্যের অল্পক্ষণ পরেই তাহা কমিয়া যায়। কলচিকমে রোগী পেটফোলা অত্যন্ত অধিক থাকে, এতদ্ভিন্ন—আহার্য্য দ্রব্য ও তরকারির গন্ধে বমন বা গা-বমি-বমি এবং নড়িলে চড়িলে গা-বমি-বমি ইহার এই চরিত্রগত লক্ষণগুলিও বর্ত্তমান থাকে, মার্কুরিয়সে তাহা থাকে না। কলচিকামে—বাহ্যে তরল, সময়ে সময়ে কলের জলের মত বর্ণহীন বাহ্যেও হয়। ডাহা-রক্ত, আমের সহিত রক্ত, পরিমাণে অধিক ও ঘন ঘন বাহ্যে কলচিকামে নির্দ্দিষ্ট।

এলো—ইহা নূতন ও পুরাতন উভয় প্রকার আমাশয়েই উপকারী। ইহাতে আমের ভাগ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক এবং বাহ্যে প্রায় অসাড়েই হয়।

ক্যালি-নাইট্রিক—চট্‌পটে আমের সহিত রক্ত, অনবরত বাহ্যের বেগ। কোনও আমরক্ত পীড়ায়—অত্যন্ত দুর্ব্বলতা তৎসহ ক্ষীণ, দ্রুত নাড়ী এবং হাত পা ঠাণ্ডা হইলে প্রযোজ্য (একোনাইটের পরই ইহার প্রয়োজন হয়)।

কলোসিন্থ—ইহার প্রধান লক্ষণ পেটে কামড়ানি খামচানি বেদনা, অতিরিক্ত কোঁথানি ও বেগ ইত্যাদি, আমাশয়ে এই সমস্তগুলিই আছে ও অন্ত্রের ইরিটেসন বশতই এই লক্ষণগুলি প্রকাশ পায়, অতএব কোনও প্রকারে ইরিটেসন কমাইতে পারিলেই আমাশয় পীড়ার উপশম হইবে, বাহ্যে সংখ্যায় কম হইয়া আসিবে, এই হিসাবে—কলোসিন্থ আমাশয়ের একটি প্রধান ঔষধ। অনেকে আমাশয় নাম শুনিলেই প্রথম মার্কুরিয়স দিয়া বসেন, তাহাতে হয়ত অনেক স্থলে সুফল পান না, আমার বিবেচ্য সে স্থলে যদি তাহারা প্রথমাবস্থায় একোনাইট—১×, শক্তি বা কলোসিন্থ নিম্নশক্তি—১×, ২×, ৩×, ব্যবহার করেন, সম্ভবতঃ তাহাতে উপকার অধিক হইবে, নচেৎ—ক্যালি-নাইট্রিক—৬ বা ৩০ শক্তি। রোগীকে শুষ্ক ইসবগুল ও মিছরির গুঁড়া খাইতে আর বেলপোড়া, এরারুট, বার্লী, শটী পথ্য দিলে বিশেষ উপকার হইবে, পেটে কলোসিন্থ-লিনিমেন্ট মালিস করিয়া কাপড় বাঁধিয়া রাখিবেন ও গরম সেক (Hot bottle) দিবেন।

চ্যাপারো-এমারগোসো (Chaparro Amargoso)—এক প্রকার গাছের ছাল হইতে এই ঔষধের টিংচার প্রস্তুত হয়। ডাঃ বোরিক লিখিয়াছেন—Chronic Diarrhoea Tenderness over liver. Stoll little pain, but with much mucous. Dysentry. Acts as a tonic and antiperiodic. রোগী অনেক দিন হইতে পুরাতন উদরাময়ে বা রক্ত আমাশয়ে ভুগিতেছে, আমাশয়ে শ্লেষ্মার ভাগ অধিক ; কিন্তু পেটে বেদনা অল্প, লিভারে বেদনা, এই প্রকারের কোনও রোগী পাইলে যদি অন্য ঔষধে উপকার না পান, এই ঔষধটী একবার পরীক্ষা করিবেন। মাত্রা—৫ হইতে ১০ ফোঁটা টিংচার—দিনে—৩-৪ বার সেব্য, ৩ × ও উপকারী (ইনোথেরা ৫১৫ ও এরিষ্টো ৬৭৯ পৃঃ দেখুন)।

স্ফোটক (Abscess)—এই পীড়ায় মার্কুরিয়স, হিপার ও সাইলিসিয়া, মাইরিষ্টিকা ইত্যাদি ঔষধের সচরাচর প্রয়োজন হইয়া থাকে। স্ফোটকের—প্রথমাবস্থায়—বেলেডোনা ; পূঁয উৎপন্ন হইলে মার্কুরিয়স ;মার্কুরিয়স নিম্ন শক্তি, ৩ × , ৬ × , বিচূর্ণ প্রয়োগে প্রায়ই ফোড়া পাকিয়া যায় ; কিন্তু উচ্চশক্তি যথা—৩০, ২০০শ ইত্যাদি প্রয়োগ করিলে অনেকস্থলে স্ফোটক না পাকিয়া বসিয়া যায়। মার্কুরিয়সে—স্ফোটকে অধিক বেদনা থাকে না।

গাত্রচর্ম্মে পারদের উদ্ভেদ (Eruption) নির্গমন—এই পীড়ায় সহিত একজিমা, পাঁচড়া ইত্যাদি কিছু মিশ্রিত থাক অথবা নাই থাক ; যেখানে প্রকৃত রোগ নির্ব্বাচনে সন্দেহ উপস্থিত হয়—তথায়—আপনি মার্কুরিয়স-সলফ [Mercurious Sulph] ৩০ শক্তি, একমাত্রা প্রয়োগ করিয়া ১০। ১৫ দিন অপেক্ষা করিলে বিশেষ উপকার দেখিতে পাইবেন, প্রথম মাত্রায় উপকার না হইলে দ্বিতীয় মাত্রা প্রয়োগ করিতে হইবে, সম্পূর্ণ আরোগ্যের জন্য ইহার পর প্রায়ই শেষে ২। ১ মাত্রা—হিপারের প্রয়োজন হইয়া থাকে (৪৭৬ পৃষ্ঠায় মার্কুরিয়স-সলফ পরিচ্ছেদ দেখুন)।

মার্ক-আয়োড কাম-ক্যালি [Merc Iod Cum Kali]—গাত্রচর্ম্মে প্রকৃত পারদের উদ্ভেদ নির্গমন, তাহা চাকা চাকাই হউক আর ফুস্কুড়ির মত হউক, অল্পই হউক আর অধিকই হউক—ইহাতে উপকার হইবে, সাধারণ পুস্তকে এই ঔষধটির বিশেষ উল্লেখ নাই, ক্রম—৬—৩০ শক্তি।

মার্কুরিয়স-ব্রোমেটাস [Merc Brom]—গৌণ উপদংশজনিত চর্ম্মে উদ্ভেদগুলি নির্গত হইলে ইহাতে উপকার পাইবেন। ক্রম—৩০ শক্তি।

দ্রষ্টব্য ঃ—সিফিলিস অর্থাৎ গর্ম্মীপীড়ার নিমিত্ত রক্তবিকৃতির হইয়া কোনও প্রকার চর্ম্মপীড়ায় এবং রক্ত-বিকৃতির নিমিত্ত অন্যান্য যাবতীয় পীড়ায় যখন কোনও ঔষধে উপকার না হইবে, তখন ২/১ মাস ধৈর্য্য সহকারে এচিনেসিয়া—θ বা ১ শক্তি, প্রত্যহ ২। ৩ মাত্রা করিয়া ব্যবহার করিতে দিবেন, দেখিবেন হয়ত তাহাতেই রোগী আরোগ্য লাভ করিবে কিম্বা পীড়া উপসর্গের অনেক হ্রাস হইবে, ইহা আমার বহু পরীক্ষিত (উপদংশজ-শিশুদিগের চর্ম্মপীড়ার নিমিত্ত—থুজা অধ্যায় দেখুন), রোগীকে মাছ, মাংস খাইতে দিবেন না। আতপ-চাউলের অন্ন, ঘৃত, দুগ্ধ, ফল-মূল, শাক-সব্জী ইত্যাদি সাত্ত্বিকভাবে আহার করিতে উপদেশ দিবেন (অন্ততঃ ৩ বৎসর)।

বাগী (Bubo)—ইহার চিকিৎসা প্রায়ই স্ফোটকের চিকিৎসার মত, অন্যান্য গ্রন্থির (gland) প্রদাহেও উক্ত নিয়মে চিকিৎসা করিতে হইবে।

উপদংশ বা গর্ম্মীপীড়া (Syphilis)—জননেন্দ্রিয়ে (প্রিপুসে) ক্ষত এই পীড়ার প্রধান লক্ষণ ; এই প্রকার ক্ষতকে ইংরাজীতে—স্যাংকার (chancre) কহে। স্যাংকার লক্ষণভেদে দুই প্রকার—বিষাক্ত স্ত্রী-পুরুষের সংস্পর্শে ২/৩ দিনের মধ্যে ক্ষত হইয়া তাহাতে পূঁয বা বাগীতেও পূঁয হইলে তাহাকে—কোমল ক্ষত উপদংশ (সফ্ট-স্যাংকার) ; আর দূষিত সংস্পর্শের ১৪/১৫ দিন হইতে ১। ২ মাসের মধ্যে ক্ষত হইলে ও সেই ক্ষত না পাকিয়া তাহাতে কেবলমাত্র রস পড়িতে থাকিলে, বাগীতেও সহজে পূঁয না হইলে ক্ষত অত্যন্ত যন্ত্রণাদায়ক হইলে—তাহাকে কঠিন ক্ষত উপদংশ (হার্ড-স্যাংকার) কহে। ইহাতে ক্ষতের চারিধার ও নিম্নভাগ খুব কঠিন থাকে, হাত দিয়া টিপিলেই স্পষ্ট বুঝা যায়। কঠিন ক্ষতে—শরীরের সমুদয় রক্তই দূষিত হয়। কঠিন-ক্ষত উপদংশ রোগগ্রস্ত ব্যক্তিসহ মিলন, দূষিত ক্ষতের সংস্পর্শে রস লাগা ; রোগীর কাপড় গামছা, উচ্ছিষ্ট দ্রব্য, হুঁকা, ক্ষুর ইত্যাদি ব্যবহার প্রভৃতি কারণে এই বিষ সুস্থ দেহেও পরিচালিত হয়। পিতামাতার দোষে সন্তানেরও এই পীড়া হইয়া থাকে। কোমল ক্ষতে—শরীরের সমুদয় রক্ত দূষিত হয় না, ইহাতে প্রায়ই কুঁচকীর স্থান ফোলে, অর্থাৎ—বাগী উৎপন্ন হয়। কোমল ক্ষত উপদংশে যতদিন ক্ষত ও বাগী বিদ্যমান থাকে, ততদিন উহার প্রাথমিক অবস্থা অর্থাৎ প্রাইমারী-ষ্টেজ (Primary stage) ধরিয়া লওয়া হয়। প্রাইমারী -স্যাংকারে, ক্ষত অগভীর থাকিলে এবং ক্ষতের ভিতর সাদা-সাদা চর্ব্বির মত ঘন পদার্থ জমিয়া থাকিলে—মার্কুরিয়স-সল—৩ × , উপযোগী, ইহার সহিত যদি গলায় ক্ষত থাকে, তাহা হইলেও—মার্কুরিয়স সল উপকারী। কোমল-ক্ষতে অর্থাৎ সফ্ট-স্যাংকারে বাহ্যিক কোনও প্রকার মলম প্রভৃতি (আভ্যন্তরিক ঔষধ সেবনকালীন) ব্যবহার করা যাইতে পারে ; কিন্তু কঠিন ক্ষতে অর্থাৎ হার্ড-স্যাংকারে—উক্ত কোনও প্রকার বাহ্যিক ঔষধের বিশেষ আবশ্যক হয় না, কেবল—মার্কুরিয়স আয়োড বা বিণ আয়োড কিছুদিন সেবন করিলেই প্রায় অনেক সময় পীড়া আরোগ্য হইয়া থাকে। ক্ষত গলিত হইয়া লিঙ্গের অর্দ্ধ অথবা সিকি ভাগ ধ্বংস হইলে—মার্কুরিয়স-কর উপযোগী। সিফিলিসের প্রথম অবস্থা উত্তীর্ণ হইবার প্রায় ৩। ৪ মাস পরে পীড়ার দ্বিতীয় ও তাহার প্রায় দুই মাস পরে পীড়ার তৃতীয়াবস্থা উপনীত হয়। দ্বিতীয়াবস্থায়—জ্বর, দুর্ব্বলতা, গলক্ষত, চর্ম্মপীড়া, আইরাইটীস, অস্থিবেদনা ইত্যাদি লক্ষণসকল প্রকাশ পায়, এই সময় শরীরস্থ তাবৎ রক্তই দূষিত হয়, এ অবস্থায় মার্কুরিয়স ভাইভাস অপেক্ষা—মার্কুরিয়স -আয়োড বিশেষ উপকারী বলিয়া মনে হয়। তৃতীয়াবস্থায়—ক্যালি-আয়োডাইড, মূল ঔষধ—প্রতি মাত্রায় ৫ গ্রেণ হইতে ৩০শ শক্তি পর্য্যন্ত উপকারী। কনডিউর‍্যাঙ্গো [Condurango]—θ × —৩য় শক্তি, উপদংশজনিত নানাপ্রকার উপসর্গে ও ক্যান্সার রোগে অধিক ফলপ্রদ। গর্ম্মীপীড়ায় অন্যূণ দুই বৎসরকাল মধ্যে মধ্যে এক-একবার ঔষধ ব্যবহার করা প্রয়োজন। সিফিলিনাম, হিপার, এসিড নাইট্রিক, অরম-মেট, অরম-মিউর, ন্যাট্রম-সলফ, ল্যাকেসিস, আর্সেনিক, গুয়েকাম, ষ্টিলিঞ্জিয়া,

ক্যালি-বাইক্রম ইত্যাদিও এই পীড়ায় ভাল ঔষধ (কুপ্রম-সলফ-২৯৪ পৃঃ দেখুন) মৎকৃত "প্র্যাক্টিসনার্স গাইড" ২য় খণ্ডে এই সমস্ত পীড়ার বিবরণ বিস্তৃতভাবে আলোচনা করা হইয়াছে পাঠ করিবেন।

কিডনী বা মূত্রগ্রন্থির প্রদাহ (Parenchimatous nephritis)—পিঠের দিকে কোমরের উপর দুই পার্শ্বে অর্থাৎ যেখানে কিড্‌নী আছে সেখানে একপ্রকার তীব্র বেদনা (সময়ে সময়ে সেই বেদনা—মূত্রথলীতে, অণ্ডকোষে ও উরুতে পর্য্যন্ত পরিচালিত হয়।), নড়িতে-চড়িতে, উঠিতে বসিতে, চিৎ হইয়া শুইতে, কোমরে ভয়ানক যন্ত্রণা, বারম্বার প্রস্রাব-ত্যাগের ইচ্ছা, অল্প-প্রস্রাব হওয়া বা প্রস্রাব বন্ধ, প্রস্রাবের সময় কোঁথানি, বেগে প্রস্রাবসহ রক্ত-পূঁয-শ্লেষ্মা নিঃসরণ, বমি, কাঁপ দিয়া জ্বর হওয়া প্রভৃতি কতকগুলি এই পীড়ার বিশেষ লক্ষণ এবং ইহাতে—মার্কুরিয়স-ভাইভাস বা মার্কুরিয়স-কর উভয়ই উপযোগী। মার্কুরিয়সের জিহবা—মোটা, ফোলা-ফোলা এবং থল্‌থলে দেখায়, মুখ দিয়া লালা পড়ে, পীড়ার উপসর্গ সমূহ রাত্রিতে বৃদ্ধি হয়। প্রসাবের সঙ্গে কিম্বা প্রস্রাবের পর সূতার মত পদার্থ নির্গমন (সাইলিসিয়া) প্রস্রাবকালে জ্বালা।

অস্থির পীড়া—পারদের দ্বারা বিষাক্ত হইলে দেহের ক্ষয়িত টীসুসমূহ (উপাদান) পুনঃ নির্ম্মাণের ক্ষমতা নষ্ট হইয়া যায়, তজ্জন্য শরীরের কোনও স্থান কাটিয়া যাইলে তাহা সহজে ও শীঘ্র আরোগ্য হয় না, হাড় ভাঙ্গিলে জোড়ে না। পারদের (মার্কারি) দ্বারা প্রথমে পেরিয়ষ্টিয়মে (অস্থি-আবরণীয় পর্দার) প্রদাহ উৎপন্ন হয়, পরে উহা অস্থি আক্রমণ ও অস্থি ধ্বংস করে। শরীরের চ্যাপ্টা-হাড় (flat bones) অপেক্ষা লম্বা-হাড় (Long bones) ইহাতে অধিক আক্রান্ত হয়,—সিফিলিসের ঠিক বিপরীত। সিফিলিসে—মাথার খুলী, টিবিয়া-অস্থি, কন্টাস্থি, ষ্টার্ণম প্রভৃতি আক্রান্ত হয়। পারদে আইরিস (উপতারা) কখনও আক্রান্ত হয় না।

পুংলিঙ্গের পীড়া—"শিশু লিঙ্গ ধরিয়া টানে" শিশুর কোনও পীড়ায় এই লক্ষণটি পাইলে—মার্কুরিয়স প্রদান করিবেন (হায়োসি)।

জ্বর—ঘর্ম্মাবস্থায় কিম্বা জ্বরের সহিত ঘর্ম্ম হয়, অথচ তাহাতে জ্বরের কোন উপশম না হইয়া বরং তাহাতে যেন পীড়ার আরও অতিরিক্ত বৃদ্ধি হওয়া মার্কুরিয়সের একটি প্রধান লক্ষণ। বেলেডোনার প্রবল-জ্বরে ঘর্ম্ম হয় এবং শরীরের যে স্থান কাপড়ে আবৃত থাকে তথায় অধিক পরিমাণে ঘর্ম্ম হয় (বেলেডোনা-১৫৬ পৃষ্ঠা দেখুন), কোনও তরুণ জ্বরের সহিত ঘর্ম্ম থাকিলে প্রথমে বেলেডোনা ব্যবহার করিয়া তাহাতে উপকার না পাইলে—মার্কুরিয়স প্রয়োগ বিধেয়। মার্কুরিয়সে—নাসিকা দিয়া কাঁচা জলের মত তরুণ সর্দি নির্গমন, জ্বরের সঙ্গে শীত-শীতভাব, সন্ধ্যার পর হইতেই সেই শীত শীতভাবের বৃদ্ধি, পর্য্যায়ক্রমে শীতোত্তাপ, রাত্রিতে স্পষ্ট জ্বর হওয়া ইত্যাদি লক্ষণগুলি থাকে। শরীরের কোনও স্থানের গ্ল্যাণ্ড প্রাদাহিত হইয়া বিশেষতঃ গাল, গলা ইত্যাদি গ্ল্যাণ্ড ফুলিয়া তৎসহ জ্বর হইলেও সেই জ্বরের সঙ্গে উপরোক্ত প্রকার ঘর্ম্মের লক্ষণ থাকিলে—মার্কুরিয়স ফলপ্রদ। ফোড়া হইয়া প্রাদাহিক-জ্বর এবং তাহার সহিত পর্য্যায়ক্রমে শীতোত্তাপের লক্ষণ থাকিলে বুঝিবেন যে, ফোড়ায়

ক্রমশঃ পূঁয সঞ্চয় হইতেছে, সেস্থলে—মার্কুরিয়স ২০০ শ বা আরও উচ্চশক্তি দুই একমাত্রা খালিপেটে প্রয়োগ করিয়া একটু ধৈর্য্য ধারণ করিয়া ২/১ দিন অপেক্ষা করিলেই দেখিতে পাইবেন যে, প্রচুর পরিমাণে ঘর্ম্ম হইয়া জ্বর ত্যাগ হইয়াছে এবং তৎসহ পূঁয ও অন্তর্হিত হইয়া ফোঁড়া আরোগ্য হইয়াছে। মার্কুরিয়সে—জ্বরে ঘর্ম্ম হইয়া বা ঘর্ম্মাবস্থায় রোগ লক্ষণের বৃদ্ধি হওয়া লক্ষণ নির্দ্দিষ্ট হইলেও ফোড়া কিম্বা স্ফোটকে ঘর্ম্ম হইয়া রোগের উপশম হয়, এইটিই ইহার বি-সম বিশেষ লক্ষণ। বড় বড় স্ফোটকের পূঁয অন্তর্হিত করিতে—ক্যালকেরিয়া-হাইপোফস একটি উত্তম ঔষধ। বহুসংখ্যক বড়-বড় স্ফোটক হইলে (পাইমিয়া-এব্‌সেসে)—এচিনেসিয়া—θ , ১ × দিবেন।

দ্রষ্টব্য ঃ—যে জ্বরে মধ্যে মধ্যে ঘাম থাকে তাহাতে প্রায় বেলেডোনা ও মার্ক-সল উপকারী। উপকার না হইলে ইহার পর—হিপার প্রযোজ্য।

আন্ত্রিক জ্বরে (টাইফয়েডে)—ন্যাবা ও মুখ-ক্ষতের লক্ষণ না থাকিলে মার্কুরিয়স ব্যবহার নিষিদ্ধ। ঠাণ্ডা লাগিয়া জ্বর হইলে ইহা উপকারী।

এতভিন্ন আরও কতিপয় পীড়ায়, যেমন—ডিম্বকোষের প্রদাহ কিম্বা যোনিতে ফোড়া বা ক্ষত হইয়া তাহাতে পূঁয সঞ্চয় ; একশিরা, অণ্ডকোষের ফোলা, অণ্ডকোষ অল্প-বিস্তর শক্ত হওয়া তাহাতে ক্রমশঃ পূঁয সঞ্চয় হইবার উপক্রম ; শ্বেত-প্রদর—তাহাতে সবুজবর্ণের স্রাব নির্গমন ; ক্রণিক-ল্যারিণ্‌জাইটীস্, ব্রঙ্কাইটীস, নিমোনিয়া (সাধারণতঃ ডানদিক আক্রান্ত হয় ও তাহার সহিত লিভারের দোষ থাকে, ডানদিকে চাপিয়া শুইলে কাশির বৃদ্ধি, বামদিকে শুইলে কাশির উপশম) ক্রণিক-প্লুরিসি—তাহাতে বুকের ভয়ানক ছুঁচফোটান বেদনা ; থাইসিস্—তৎসহ নিশাঘর্ম্ম ; হাড়ের বাত—তাহাতে অত্যন্ত স্পর্শাসহিষ্ণু বেদনা যন্ত্রনা প্রভৃতি এইরূপ বহুসংখ্যক পীড়ার যন্ত্রণা ও উপসর্গ রাত্রিতে বৃদ্ধি হইলে এবং পীড়ার উপসর্গের সহিত প্রচুর পরিমাণে ঘাম ও তাহাতে রোগ লক্ষণের কোনও উপমশ না হওয়া এই লক্ষণগুলি থাকিলে—একবার মার্কুরিয়স-সল বা মার্কুরিয়স-ভাইভাস পরীক্ষা করিয়া দেখুন।

মার্কুরিয়স-সলফ (Merc Sulph)—ইহা একপ্রকার চর্ম্মপীড়া উদরাময় ও প্রস্রাবের পীড়া প্রভৃতিতে ব্যবহৃত হয়। চর্ম্মপীড়ার লক্ষণ—৪৭৩ পৃষ্ঠায় "গাত্রচর্ম্মে পারদের উদ্ভেদ নির্গমন" পরিচ্ছেদে প্রাপ্ত হইয়াছেন। উদরাময়—প্রাতঃকালীন উদরাময়, হল্‌দে রঙের গরম জল জোরে স্রোত-বেগে নির্গত হয়, কখনও চাউলধোয়া সাদা জলের মত ভেদ হয়, ভেদ পরিমাণে খুব বেশী, কলেরা রোগে এই প্রকারের ভেদ হয়। প্রস্রাব পরিমাণে অত্যন্ত স্বল্প নির্গত হইবার সময় আগুণে পোড়ার মত জ্বালা। তদ্ভিন্ন—বক্ষের কোনও প্রকার পীড়ায় অত্যন্ত শ্বাসকষ্ট, রোগী উঠিয়া বসিয়া থাকে, দ্রুত শ্বাস-প্রশ্বাস, বুকে জলজমা প্রভৃতিতেও ইহা উপকারী। উপদংশ ও প্রমেহ-বিষ একত্রে মিলিত হইয়া কোনও পীড়ার সৃষ্টি হইলে ইহা প্রয়োগ করিয়া দেখিবেন। হল্‌দে রঙের প্রবল বমি, কিছু খাইলে তৎক্ষণাৎ বমি হয়।

মার্কুরিয়স-পিরেনিস (Mercurius Perennis)—গলা ও মুখের অত্যন্ত শুষ্কতা, অত্যন্ত ঘুম-ঘুমভাব ও ক্লান্তি, এই ঔষধটির একটি-বিশেষ লক্ষণ (নক্স-

মঙ্কেটা)। অগ্রকড়ার স্থান টিউমার—তথায় স্পর্শ কাতরতা বেদনা, এই লক্ষণটিও ইহার অন্তর্ভুক্ত।

মার্কুরিয়স-সলের বৃদ্ধি—রাত্রিকালে, ভিজা সেঁৎসেঁতে ঋতুতে, শরৎ কালে, দিবসে গরম—রাত্রিকালে শীত এরূপ সময়ে, দক্ষিণ পার্শ্বে শয়নে ঘর্ম্মে, মলত্যাগের পূর্ব্বে, প্রস্রাবকালে ও পরে, আলোকে।

উপশম—বিশ্রামে সঙ্গমের পর, কার্য্যে নিযুক্ত থাকিলে।

পরবর্ত্তী ঔষধ—আর্স, বেল, ক্যাল্‌কে, কার্ব্বো, চায়না, হিপার, রস, ল্যাকে, লাইকো, মিউরিয়েটিক ও নাইট্রিক-এসিড, সলফ, থুজা।

ক্রিয়ানাশক—বেল, ব্রায়ো, কার্ব্বো, ক্যাল্‌কে, কুপ্রম, কোনি, ক্রিমে, ডল্‌কা, হিপার, আয়োড, ক্যালি-আয়োড, ক্যালি-বাইক্রম, মেজেরি, এসি-নাই, নক্স-মস্কে, ওপি, পডো, ফাইটো, ষ্ট্যাফি, সিপি, স্পাইজে, সলফ।

ক্রিয়া স্থিতিকাল—৩০—৬০ দিন। ক্রম—২ ×—২০০ শক্তি।

আমাশয়ে—৩ × শক্তি অধিক ফলদায়ক। ফরমূলা—৭।

মার্কুরিয়স ডলসিস (Merc Dulcis.)

ক্যালোমেলের (ক্লোরাইড-অফ-মার্কারি, একপ্রকার পারদের) ল্যাটিন নাম—মার্কুরিয়স ডলসিস। ওলাউঠা রোগের প্রথম ও দ্বিতীয় অবস্থায়—এই ঔষধ সেবন করাইলে পিত্ত-নিঃসরণ কার্য্যের সহায়তা করিয়া ত্বরায় রোগীকে আরোগ্য পথে আনয়ন করে, আর হিমাঙ্গাবস্থায় যখন হৃৎপিণ্ডের ও শিরাসমূহের মধ্যে রক্ত জমাট বাঁধিয়া রক্ত সঞ্চালন ক্রিয়া বন্ধ করিয়া দেয়, মণিবন্ধে প্রায় নাড়ী পাওয়া যায় না, রোগী অত্যন্ত হাঁপাইতে থাকে, শ্বাস প্রশ্বাসে ভীষণ কষ্ট হয়, মৃত্যু অতি সন্নিকটে আগমন করে, তখন লক্ষণ বুঝিয়া যথাসময়ে প্রয়োগ করিতে পারিলে অনেক সঙ্কটাপন্ন রোগীও পুনর্জ্জীবন লাভ করিতে পারে। ডাক্তার সরকার বলেন—"In the algide stage one of the great dengers is from coagulation of the blood in the pulmonary vessels and in the chambers of the heart, as evidenced by distressing dyspnoea and pallor of the countenance. Such a stage a thing is capable of being prevented by the timely exhibition of Calomel in appreciabl॰ but not the very big repeated doses used by the school. We shall recur to it when we come to treat of the collapse."

ওলাউঠা রোগে—ক্যালোমেল প্রয়োগ করিতে হইলে নিম্নলিখিত লক্ষণগুলি স্মরণ রাখিবেন। ইহা অধিক মাত্রায় ও ঘন ঘন দিবেন না।

মরার মত বিবর্ণ মুখশ্রী, অত্যন্ত পিপাসা, প্রচুর পরিমাণে ভেদ-বমন, পেটে কামড়ানি ব্যথা, পেট পূর্ণ, নাভীর স্থানে ও বুকে জ্বালা, প্রথমত প্রচুর পরিমাণে জলের মত ভেদ, ৭। ৮ ঘন্টার মধ্যে সেই ভেদের পরিমাণ ক্রমশঃ হ্রাস হইয়া

বমি, গা-বমি, রক্তময় আম, তৎসহ কোঁথানি বা সবুজ-রঙের ভেদ ইত্যাদি। প্রস্রাব প্রথমতঃ প্রচুর পরিমাণে হয়, পরে উহা ধীরে ধীরে কমিয়া আসে, এই সকল লক্ষণে—মার্কুরিয়স-ডলসিস—৩ × চুর্ণের বা আধ গ্রেণ মাত্রায় প্রতিবারে ব্যবহার্য্য। স্বর্গীয় ডাঃ জি, মানুক এম, বি, সি, এম্ কলেরার প্রথম অবস্থায়—চাউলধোয়া কিম্বা বর্ণহীন জলের মত প্রচুর পরিমাণে ভেদ ও বমি হইতে থাকিলে অন্য ঔষধ দিবার পূর্ব্বে—ক্যালোমেল—৩ ×—৬ষ্ঠ, আধ-এক ঘন্টা অন্তর ৩/৪ মাত্রা প্রয়োগ করিতে উপদেশ দিয়াছেন। তাঁহার মতে ইহাতে পিত্ত নিঃসরণ কার্য্য বৃদ্ধি পাইয়া মল পিত্তসংযুক্ত হইয়া অন্যান্য উপসর্গের হ্রাস হইবে, অতএব, ৩/৪ মাত্রা ক্যালোমেল প্রয়োগেও কিছুমাত্র উপকার না বুঝিলে তখন লক্ষণানুযায়ী অন্যান্য ঔষধ ব্যবস্থা করিতে হইবে, কলিকাতাস্থ প্রধান চিকিৎসক স্বর্গীয় ডাঃ ইউনান্ এম্, বি, সি-এম্ মহোদয়ও এই মতের পক্ষপাতী ছিলেন।

ক্রোটেলাস—রক্তভেদযুক্ত ওলাউঠাতে (haemorrhagic-variety) প্রয়োজনীয়, যেখানে ওলাউঠায় প্রথম হইতেই মলের সহিত রক্ত নির্গত হয় কিম্বা মধ্যে মধ্যে রক্তভেদ দেখা দেয় ; দন্তমাঢ়ী, মুখ ও নাসিকা হইতে রক্তস্রাব হয়, পেট ফাঁপে, সেখানে এই ঔষধটী উপকারী। হঠাৎ হিমাঙ্গ হইয়া যাওয়া, শরীর নীলবর্ণ হওয়া, খিলধরা, ভেদ-বমন, শ্বাস-প্রশ্বাসে দারুণ কষ্ট, অতিশয় ক্ষীণ নাড়ী, প্রস্রাব বন্ধ, জ্বর, আসন্ন মৃত্যুর ন্যায় অবস্থাপ্রাপ্ত ইত্যাদিও ক্রোটেলাসের অন্তর্ভূত, ইহার অধ্যায়—২৮৩ পৃষ্ঠা দেখুন।

উদরাময়—বাহ্যের রঙ্ ঘাসের রঙের মত সবুজ মলদ্বার হাজিয়া যায়। ক্যালোমেলে—মার্কুরিয়স মলের মত রোগীর কোন-না কোনও স্থানের গ্ল্যাণ্ড ফোলা, মুখে ঘা, মুখ দিয়া দুর্গন্ধ লালাস্রাব প্রভৃতি কতকগুলি লক্ষণ থাকিতে পারে ; কিন্তু বাহ্যের সঙ্গে মার্কুরিয়সের বেগ বা কোঁথানি-শূলুনি একেবারেই থাকে না, থাকিলেও তাহা হয়ত অতি সামান্যমাত্র, এইটিই মার্কুরিয়স-মলের সহিত মার্কুরিয়স-ডলসিসের প্রভেদ নির্ব্বাচন করিবার সহজ উপায়; শিশু-উদরাময়ে—মলের রঙ্ সবুজ, মলদ্বার হাজিয়া যাওয়া এবং স্বল্প কোঁথানি থাকিলে প্রথমে—মার্কুরিয়স-ডলসিস স্মরণ করিবেন।

কোষ্ঠবদ্ধ—ইহার ১ ×—বিচূর্ণ শক্তি ২/৩ গ্রেণ মাত্রায়, জলসহ প্রতিঘন্টার কয়েক মাত্রা সেবনে জোলাপের ক্রিয়া হয় (এসিড্-গ্যালিক অধ্যায়—২১ পৃষ্ঠা দেখুন)।

কর্ণের পীড়া—বহুদিন পর্য্যন্ত পূঁয নিঃসরণ হেতু আংশিক বা সম্পূর্ণ বধিরতায়—ক্যালোমেল বা মার্কুরিয়স-ডলসিস উপকারী।

মুখের পীড়া—মুখে অত্যন্ত বিশ্রী দুর্গন্ধ, জিহবা কালবর্ণ, সময়ে সময়ে লালাও কালবর্ণ হয়। দুর্গন্ধ লালাঝরা, মাঢ়ীতে ও গলায় ঘা।

চর্ম্ম পীড়া—একপ্রকার তামার রঙের মত উদ্ভেদ বাহির হয়, চুলকায়।

ক্রিয়ানাশক—হিপার। ক্রম—৩ ×—৬ × শক্তি। ফরমূলা—৭।

মেজেরিয়ম (Mezerium)

(উত্তর ও সেন্ট্রাল ইউরোপের একপ্রকার ঝুপীগাছের ছাল হইতে টিংচার প্রস্তুত হয়)—ইহা সাধারণতঃ গর্মীপীড়ায়, পারদ সেবনের পর কতকগুলি উপসর্গে ও পীড়ায় স্ক্রফুলা ধাতুর পীড়ায়, অস্থি ও অস্থি-আবরণীয় পর্দার কতিপয় পীড়ায় এবং নিউর‍্যালজিয়া, দন্তপীড়া, চর্ম্মপীড়া, তাহাতে অত্যন্ত চুলকানি, পাকস্থলীর ক্ষত, প্রমেহ, গ্লীট্ প্রভৃতিতে ব্যবহৃত হয়।

চরিত্রগত লক্ষণ ঃ—

১। গো-বীজ টীকা দিবার পর শরীরে এক্‌জিমা, কিম্বা অন্য কোনও প্রকার উদ্ভেদ নির্গমন, তাহাতে চুলকানি ; ২। এক্‌জিমা, অত্যন্ত চুলকানি, চুলকাইলে ও বিছানার গরমে চুলকানির বৃদ্ধি ; ৩। দন্তের পীড়ায় (in carious teeth) দন্তের গোড়া ক্ষয় হয়, কিন্তু ডগা ঠিক থাকে (গোড়া ঠিক থাকিয়া উপরাংশ ক্ষয় হইলে—মার্কুরিয়স); ৪। মাথায় এক্‌জিমা—চাবড়ার মত পুরু মামড়ি, তাহার ভিতর সাদা রঙের ঘন পূঁযে মাথার চুল জুড়িয়া যায় ; ৫। ক্ষতের চারিদিকে ফোস্কার মত উদ্ভেদ, অত্যন্ত চুলকায় ও জ্বালা করে ; ৬। ঠোঁট ফোলা ও জ্বালা; জিহ্বা, গলা ও ইসোফেগাসে (অন্ননলীতে জ্বালা) ; ৭। লম্বা অস্থির প্রদাহ, পা ফোলা ; ৮। পারদ ও উপদংশসম্ভূত অস্থিপীড়া ; ৯। লম্বা অস্থির পেরিয়ষ্টিয়মে বেদনা-যন্ত্রণারাত্রিতে, বিছানার গরমে, সামান্যমাত্র স্পর্শে বা বর্ষা ঋতুতে বৃদ্ধি ; ১০। শিশু মুখ চুলকাইয়া ছিঁড়িয়া ফেলে ও রক্ত বাহির করে ; ১১। কোনও চর্ম্মপীড়ায় উদ্ভেদ নির্গমন বন্ধ হইয়া পুরাতন কর্ণপীড়া, উদরাময়।

অস্থির পীড়া—গর্মী পীড়াজনিত কিম্বা অন্য কোনও পীড়া বা কারণ-বশতঃ মাথার খুলীর ও মাথার পিছনের কিম্বা অন্য কোনও স্থানের পেরিয়ষ্টিমে (শরীরের সকল স্থানের অস্থিই সাদা-রঙের একটা খুব পাতলা পর্দ্দার দ্বারা আবৃত থাকে—সেই পর্দ্দায়) ভয়ানক অব্যক্ত বেদনা ও যন্ত্রণায়—মেজেরিয়ম উপকারী। ইহার বেদনা রাত্রিতে ও তাপে অত্যন্ত বৃদ্ধি হয়। মাথার বেদনা—কখনও কখনও মাথা হইতে ক্রমশঃ নিম্নে চোখে, দাঁতে, চোয়ালে, কাঁধে পর্য্যন্ত পরিচালিত হয়। ইহার বেদনা অসহ্য হইলেও রোগী—বেলেডোনা ও গ্লোনয়িনের মত উত্তেজিত হয় না, ক্যামোমিলার মত ক্রুদ্ধ ও উদ্ধত হয় না, ম্যাগ্নেসিয়া-কার্ব্ব ও ম্যাগ্নেসিয়া-ফসের মত বিছানা হইতে উঠিয়া ঘরের মধ্যে পায়চারি করে না, পলসেটিলার মত কাঁদে না, ইগ্নেসিয়ার মত চিকিৎসকের উপর চিকিৎসার কোনও দোষারোপ করে না, শুধু চুপ করিয়া স্থিরভাবে শুইয়া থাকে, কেহ কিছু জিজ্ঞাসা করিলে হ্যাঁ, কিম্বা না, এইমাত্র উত্তর দেয়। চক্ষুর উপর ভ্রুর হাড়ে ও চক্ষুর নীচের হাড়ে, টিবিয়া প্রভৃতি লম্বা অস্থির পেরিয়ষ্টিয়মে, ডান কাঁধে, ডান বগলে উরুর ও পায়ের হাড়ে এবং পায়ের চেটোর হাড়ের তীক্ষ্ণ বেদনায়—মেজেরিয়ম উপকারী। ইহাতে চলিতে চলিতে হঠাৎ ডান পাছার নীচে মচকাইয়া যাওয়ার মত বেদনা হয়। আঙ্গুলের ডগায় পক্ষাঘাত হয়, তজ্জন্য কোনও দ্রব্য মুঠা করিয়া ধরিতে পারে না।

নিউর‍্যালজিয়া—(স্নায়ুশূল-বেদনা)—চক্ষুর দুই পাতার এবং চক্ষু-গহবরের অস্থির নিউর‍্যালজিয়ায়—মেজেরিয়ম উপকারী ; পারদ সেবন করিয়া কাহারও এই প্রকার পীড়া হইলে ইহাতে অধিক উপকার হয়। ডাঃ ফ্যারিংটন বলেন—পারদ-বিষ যখন সমস্ত স্নায়ুমণ্ডলীকে আক্রমণ করে, নিউর‍্যালজিক ধরণের বেদনা হইতে আরম্ভ হয়, তখন মেজেরিয়ম প্রতি বিষের কার্য্য করে। দাঁতের বা মুখের স্নায়ুশূল, মুখে নিয়ত লালা জমে।

ক্ষত—গর্মীপীড়াহেতু ফ্যারিংসে, লেরিংসে ও ইসোফেগাসে ক্ষত হইলে ও সেই ক্ষতে অত্যন্ত বেদনা ও জ্বালা থাকিলে এবং যদি সেই জ্বালা মুখ দিয়া ঠাণ্ডা বাতাস গ্রহণ করিলে কিছুমাত্র উপশম বোধ হয়—মেজেরিয়মে উপকার হইবে। নাসিকার পচাক্ষতে (ozoena) জ্বালা ও স্পর্শকাতরতা-বেদনা, নাসিকায় ও মুখের অস্থিতে বেদনা তাহার সহিত জ্বালা ; ঠাণ্ডা বাতাস মুখ দিয়া টানিয়া লইলে উক্ত জ্বালা-যন্ত্রণার একটু উপশম হয়।

পাকস্থলীর ক্ষতে—মেজেরিয়ম উপকারী। ইহার দ্বারা পাকস্থলীর প্রায় অনেক পীড়া আরোগ্য হয়, আরোগ্য না হইলেও অন্ততঃ উপসর্গেরও অনেক উপশম হয়। পাকস্থলীতে সর্ব্বদা অসচ্ছন্দতাবোধ, বেদনা ও জ্বালা কিছু পান বা আহার করিলে সাময়িক উপশম হয়, তজ্জন্য পুনঃপুনঃ খাইতে ইচ্ছা করিলেও মেজেরিয়ম প্রয়োগের লক্ষণ (কখনও কিছু খাইলে বৃদ্ধি)।

উদরাময়—টক্‌গন্ধ, অজীর্ণ খাদ্য কিম্বা ক্ষুদ্র সাদা-সাদা টুকরা মিশ্রিত পাতলা মল, অনেক সময় পেটে কোন বেদনা থাকে না, বাহ্যের পর শীত-শীত বোধ। যে সকল শিশুদের মাথায় এক্‌জিমা, তাহাদের উদরাময়ে ইহা অধিক উপকারী ; বাহ্যের পূর্ব্বে ও সময়ে মলদ্বারে ক্রিমির মতো সুড়-সুড় করে।

কোষ্ঠবদ্ধ—প্রসবের পর লিভারের দোষসহ কোষ্ঠবদ্ধ।

গ্লীট্—জলের মত তরল প্রমেহস্রাব, পরিশ্রমে স্রাব বৃদ্ধি হয়, মূত্রনলীতে জ্বালা ও ক্ষতের মত বেদনা থাকে (প্রমেহের শেষাবস্থায় যখন স্রাব অতি অল্প থাকে, তখন তাহাকে—গ্লীট্-ষ্টেজ বলে)।

চর্ম্মপীড়া—দাদ, তাহাতে ভীষণ চুলকানি ও পরে জ্বালা; এক্‌জিমায় পুরু হলদে কিম্বা সাদা রঙের মামড়ি পড়ে, তাহার ভিতর ঘন হলদে রঙের পূঁয থাকে, মাথায় এই প্রকারের উদ্ভেদই অধিক নির্গত হয়। কোনও চর্ম্মপীড়ায়—অত্যন্ত চুলকানি, রাত্রিতে শুইলে বিছানার গরমে চুলকানির অতিরিক্ত বৃদ্ধি, চুলকাইবার পর অত্যন্ত জ্বালা, এই লক্ষণগুলি থাকিলে—মেজেরিয়মে উপকার হইবে, প্রুরাইটাস (যোনিদেশে চুলকানি ও উদ্ভেদ)।

নিদ্রা—রাত্রিতে ঘুমায় ও মধ্যরাত্রিতে কোন জীবিত পদার্থের স্বপ্ন দেখি কিম্বা স্বপ্নে যেন কেহ তাহার বুক বা গলা চাপিয়া ধরে, তাহাতে দম-বন্ধের ভাব হয়, তাড়াতাড়ি বিছানা হইতে উঠিয়া পড়ে এবং ঘুম ভাঙ্গিবার পর যন্ত্রনার বৃদ্ধি; এই শেষোক্ত লক্ষণটি ল্যাকেসিসেও আছে।

সদৃশ—আর্স, বেল, ব্রায়ো, ক্যাল-কার্ব্ব, ইগ্নে, লাইকো, মার্ক, এসি-বাই, নক্স, পল্স, ফাইটো, রস, সল্ফ, জিঙ্ক।

ক্রিয়ানাশক—একোনাইট, ব্রায়োনিয়া, ক্যালি-কার্ব্ব, ক্যালি-আয়োড মার্কুরিয়স, নক্স, সমস্ত অম্লদ্রব্য, যাহাতে গঁদ বা আঠার মত পদার্থ আছে এরূপ পাণীয় পান, দুগ্ধ।

মেজেরিয়ম—মার্ক, এসিড-নাইট্রিক ও ফস্ফরাসে প্রতিবিষ ঔষধ।

পরবর্ত্তী ঔষধ—ক্যাল্‌কে, কষ্টি, ইগ্নে, লাইকো, মার্ক, নক্স, ফস পল্‌সেটিলা।

বৃদ্ধি—শৈত্যে, বর্ষায়, আর্দ্রতায়, হঠাৎ বায়ুর পরিবর্ত্তনে, উত্তাপে উষ্ণ খাদ্যাদিতে, স্পর্শে, শয়নে। ক্রিয়া স্থিতিকাল—৩০—৬০ দিন।

ক্রম—৬—৩০ ও ২০০ শক্তি। ফরমুলা—২।

মিলিফোলিয়ম (Millefolium)

(উত্তর আমেরিকা ও ইউরোপের একপ্রকার লতার পাতা হইতে টিংচার প্রস্তুত হয়)—ইহা রক্তস্রাব নিবারণের একটি শ্রেষ্ঠ ঔষধ।

রক্তস্রাব—ফুসফুস, পাকস্থলী, প্রস্রাবদ্বার, নাসিকা, জরায়ু ইত্যাদি শরীরের যে কোনও স্থান হইতে হউক, রক্তের রঙ উজ্জ্বল লালবর্ণ হইলে ইহাতে উপকার হইবে। ইহার রক্তস্রাবে বেদনার লেশমাত্র থাকে না (হ্যামামেলিস অধ্যায়—৩৬৪ পৃষ্ঠা দেখুন)।

ঋতুস্রাব বন্ধজনিত পীড়া—কোনও কারণে হঠাৎ ঋতু বন্ধ হইয়া পাকস্থলী হইতে রক্ত উঠিলে—মিলিফোলিয়ম উপযোগী ; হ্যামামেলিসেও এই প্রকার লক্ষণ আছে। মাসিক ঋতুস্রাব বন্ধ হইয়া শরীরের নানাস্থান হইতে রক্ত উত্থিত হইতে পারে ; তন্মধ্যে মুখ দিয়া রক্ত উঠিলে—ফস্ফরাস ও পল্‌সেটিলা উপযোগী, তবে এই সমস্ত ঔষধ ব্যবহারকালীন রোগীর ধাতুটি প্রথমেই লক্ষ্য করিবেন, গয়ারের সহিত রক্ত উঠিলে—সিনিসিও প্রযোজ্য।

রক্তপিত্ত বা রক্তোৎকাশ (Haemoptysis)—এই পীড়ায় মুখ দিয়া রক্ত উঠার সহিত জ্বর, ছটফটানি, মৃত্যুভয় ইত্যাদি লক্ষণসহ উজ্জ্বল টকটকে লালবর্ণের রক্ত উত্থিত হইলে, প্রথম অবস্থায়—একোনাইট ; কিন্তু যদি উপরোক্ত একোনাইটের প্রধান চরিত্রগত লক্ষণগুলি না থাকিয়া কেবলমাত্র প্রচুর পরিমাণে উজ্জ্বল লালবর্ণের রক্ত উঠে, তাহা হইলে—মিলিফোলিয়ম উপকারী ; বুক ধড়ফড়ানি ও হৃৎপিণ্ডের প্রবল স্পন্দন সহ রক্ত উঠায়—ক্যাক্টস ফলপ্রদ (একালিফা—১২ পৃষ্ঠায় জিরেনিয়ম দেখুন)।

আভাষ—সাধারণতঃ ইহা ঋতুর সময় অম্লশূল, গর্ভাবস্থায় রক্তবাহ্যে, রক্তস্রাবীয় অর্শ, এপিডেমিক-রক্তামাশয়, নাসিকা দিয়া রক্তস্রাব, চক্ষু হইতে নাসিকামূল পর্য্যন্ত বেদনা ও আধকপালে মাথাব্যথায় উপকারী। Continued high temperature, সর্ব্ব সময় উচ্চ জ্বর।

সম্বন্ধ—নাসিকা, মুখ, পাকস্থলী, কিড্‌নী, জরায়ু এবং ফুসফুস হইতে রক্তস্রাবে ও পদদ্বয়ের স্ফীতিতে ইহা—ইরেকথাইটীসের সমতুল্য। রক্তস্রাব অধিক পরিমাণে ইহা আর্ণিকা ও একোনাইটের পর উপযোগী।

ক্রিয়ানাশক—অরম্-মিউর। ক্রিয়া স্থিতিকাল—১—৩ দিন।

ক্রম—১ ×—৩ শক্তি। ফরমূলা—১।

মিচেলা রিপেন্স (Mitchela.)

(পাখীর আহার্য্য মটর জাতীয় একপ্রকার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গাছ হইতে টিংচার প্রস্তুত হয়)—প্রস্রাব যন্ত্রের ও স্ত্রী জননেন্দ্রিয়ের উপর ইহার প্রধান ক্রিয়া। বিলম্বে-ঋতু-প্রকাশ, বাধক বেদনা, অপরিমিত রজঃ, স্বল্পরজঃ রজঃলোপ, জরায়ুপীড়াগ্রস্ত-স্ত্রীর মূত্রকৃচ্ছ্রতা প্রভৃতি কয়েকটি পীড়ার ব্যবহার্য্য।

জরায়ুর পীড়া—জরায়ুর মধ্যে অত্যন্ত বেদনা, উপদাহ (ইরিটেসন), জরায়ুর কনজেস্‌সন (রক্তসঞ্চয়), জরায়ুগ্রীবা ঘোর লালবর্ণ ও ফোলা, মূত্রথলীর গ্রীবার ইরিটেসন বশতঃ পুনঃ পুনঃ প্রস্রাবের বেগ, যোনিমধ্যে উত্তাপ ও জ্বালা। জরায়ু হইতে রক্তস্রাব (uterine haemorrage) উজ্জ্বল লালবর্ণের অধিক পরিমাণে রক্তস্রাব প্রভৃতি এই ঔষধের প্রধান লক্ষণ (বোভিষ্টা অধ্যায়—১৭০ পৃষ্ঠা দেখুন)।

প্রসব-বেদনা—প্রসব হইবার প্রায় ৩ মাস পূর্ব্ব হইতে সময়ে সময়ে এক-একবার কৃত্রিম প্রসব বেদনার মত বেদনা অথবা পালোট-বেদনা (false pain) হয়, মিচেলা ইহার উৎকৃষ্ট ঔষধ।

সদৃশ—এপিস, ইউপেট-পার্পিউরিয়ম, কালোফাইলম, হেলোনিয়াস, হাইড্রোকোট, ইউভা-উর্সি, সিপি।

ক্রম—θ—১ × শক্তি। ফরমূলা—৩।

মর্ফিণাম (Morphinum.)

(আফিমের উপাক্ষার—an alkaloid of opium)—বেলেডোনার সহিত এট্রোপিনের যে প্রকার সম্বন্ধ, আফিমের সহিত মর্ফিয়ারও ঠিক সেই প্রকার সম্বন্ধ। ডাঃ বোরিক বলেন—"It is less stimulating, less convulsant and more decidedly hypnotic. Constipates less and affects contractility of the bladder more. It is less diaphoretic and more puritic." কোনও প্রকার বেদনা-যন্ত্রণায় রোগী অত্যন্ত ছটফট করিতে থাকিলে এলোপ্যাথগণ উক্ত মর্ফিয়া—হাইপোডার্ম্মিক ইনজেকসনে ব্যবহার করেন, তাহাতে রোগী ১০/১৫ মিনিটের মধ্যেই নিদ্রিত হইয়া পড়ে। আমরা হোমিওপ্যাথিতে নিম্নলিখিত কতিপয় লক্ষণে ইহা ব্যবহার করিয়া অনেক সময় উপকার প্রাপ্ত হই ঃ—

১। মাথা একটু কোনও দিকে নাড়িলেই মাথা ঘুরিয়া উঠে, মাথাভারী ও গরমবোধ হয় ; ২। অন্ধকার দর্শন, কিছুই দেখিতে না পাওয়া, যেন চারিদিক অন্ধকার ; ৩। রোদন পরায়ন—ক্রমাগত কাঁদে, কাহারও সহিত কোনও কথা কহিতে এমন কি চিকিৎসকের নিকটেও নিজের অসুখের কথা বলিতে কাঁদে ; ৪। হঠাৎ মূর্চ্ছা, মনে হয় মৃত্যু আসন্ন ; ৫। পা এত অস্থির হয়, মনে হয় যেন কেহ পা জোরে চাপিয়া ধরিয়া রাখিলে ভাল হইত, পায়ের ভিতর যেন অসংখ্য কীট চলিতেছে ; ৬। হাত-পা কাঁপা ও আক্ষেপ ; ৭। অত্যন্ত নিদ্রালু ; কিন্তু সম্পূর্ণ নিদ্রা হয় না, অর্দ্ধ নিদ্রা ও অর্দ্ধ জাগ্রতভাবে ঘুমাইতে ঘুমাইতে চমকাইয়া উঠে।

ক্রিয়ানাশক—এভেনা; এট্রোপিন, বেল, ইপি।

সদৃশ—এপোমর্ফি, ওপি, ক্যামো, কফি, মস্কাস।

ক্রম—৩ × —৬ × বিচূর্ণ। ফরমূলা—৭।

মস্কাস (Moschus)

(মৃগনাভি)—মূর্চ্ছা, বুক ধড়ফড়ানি, হিষ্টিরিয়া প্রভৃতি পীড়ায় কিংবা উক্ত পীড়ার সহিত পেটে বায়ুজমা, পেটফোলা, কম্পন, হিক্কা, ঠাণ্ডা বাতাস অসহ্য, ঠাণ্ডায় উপসর্গের বৃদ্ধি ইত্যাদি ইহার চরিত্রগত লক্ষণ।

মাথাঘোরা—একটু নড়িলে চড়িলে, এমন কি চক্ষুর পলকটি ফেলিলেই যেন মাথা ঘুরিয়া উঠে, মাথায় চাপবোধ, শরীরের বাহিরে শীত ও ভিতরে উত্তাপ, স্নায়বিক হিক্কা, অরুচি, পেটে বায়ু জমিয়া পেটফোলা, কাণে শব্দ। স্নায়বিক হৃৎ-স্পন্দন (palpitation) ইত্যাদি লক্ষণে ইহা বিশেষ উপকারী।

হৃৎ-স্পন্দন—(palpitation)—স্নায়ুদৌর্ব্বল্যজনিত বুক ধড়ফড়ানি তাহাতে হৃৎপিণ্ড যেন কাঁপিতে থাকে, নাড়ী দুর্ব্বল, নিশ্বাসে কষ্ট, রোগী মনে করে যে, তাহার মৃত্যু নিশ্চিত, হিষ্টিরিয়াজনিত বুক ধড়ফড়ানি, এই সমস্ত লক্ষণে—মস্কাস উপযোগী।

হিষ্টিরিয়া—(মূর্চ্ছাবায়ু)—এই পীড়ার নাম শুনিলেই আমাদের যেন প্রথমে ইগ্নেসিয়া ঔষধটিই মনে হয়। বাস্তবিকই—ইগ্নেসিয়া একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ হইলেও—মস্কাস, নক্স-মস্কেটা, ট্যারেন্টুলা, এসাফিটিডা-ভ্যালেরিয়ানা, জিঙ্ক-ভ্যালেরিয়ানা ইত্যাদি আরও কতকগুলি এই পীড়ার উপযোগী ঔষধ আছে ; মস্কাসে—হঠাৎ বক্ষস্থলে খিলধরার মত কিম্বা গলনলীতে সঙ্কোচবৎ একপ্রকার বেদনা হয়, তাহাতে রোগিণীর যেন নিশ্বাস বন্ধ হইয়া কিম্বা দম আটকাইয়া যায়, বুক ধড়ফড় করে ও মূর্চ্ছার মত হয়।

ইগ্নেসিয়ার ন্যায় মস্কাসেও—রোগীর পরিবর্ত্তনশীল মেজাজ দৃষ্ট হয়, রোগী একবার চীৎকার করিয়া কাঁদে, পরক্ষণেই আবার খিল্ খিল্ করিয়া হাসিতে থাকে। অদম্য হাসি, মাথাব্যথা, মাথাঘোরা, গা-বমি-বমি, দৃষ্টি শক্তির হ্রাস, মস্তিকে রক্ত সঞ্চালন জন্য উত্তেজিত ভাব, বিকারগ্রস্ত রোগীর মত—নেশাখোরের মত—নানাপ্রকার অসম্বন্ধ কথা বলা, গালাগালি করা ও অজ্ঞান হইয়া পড়া ইত্যাদিও—মস্কাসের লক্ষণ। হিষ্টিরিয়ার—আরও কতকগুলি লক্ষণ মস্কাসে আছে স্মরণ রাখিবেন, যথা ঃ—হাত-পা ঠাণ্ডা, মুখের বর্ণ ফেকাসে যেন রক্তহীন, দুর্ব্বলতা, শরীরের কম্পন, অত্যন্ত বুক ধড়ফড়ানি, সর্ব্বাঙ্গে ব্যথা, পেটফোলা, অতিরিক্ত প্রস্রাব, অত্যন্ত যন্ত্রণাদায়ক কাশি, বুকে খিলধরা, দিনে ঘুম-ঘুমভাব ও রাত্রিতে অনিদ্রা, এতদ্ভিন্ন—রোগী কেবল বলে যে, বোধ হয় শীঘ্রই তাহার মৃত্যু ঘটিবে, এই মানসিক লক্ষণটি প্রায় সর্ব্বদাই বর্ত্তমান থাকে (অন্যান্য ঔষধের সহিত প্রভেদ ইগ্নেসিয়া অধ্যায়—৩৭৫ পৃষ্ঠা দেখুন)।

গ্লোবাস-হিষ্টিরিয়া—গলায় একটা গোলার মত পদার্থ ঠেলিয়া উঠে, গলনলীতে চাপিয়া ধরার মত একপ্রকার বেদনা ও শ্বাসবন্ধের মত হয়।

অনিয়মিত ঋতুজনিত হিষ্টিরিয়া—ঋতু—হয় খুব শীঘ্র ও পরিমাণে অধিক; নয়—স্বল্প বা একেবারে বন্ধ থাকে, সঙ্গমেচ্ছা প্রবল; ইহার নিমিত্ত হিষ্টিরিয়া হইলেও—মস্কাস উপকারী।

হিষ্টিরিয়ার ফিটের সময় এমিল-নাইট্রেট—θ, কিম্বা ২।১ টী রীঠাফল (ইহাতে পশমী কাপড় কাচা হয়) গরম জলে ঘসিয়া উহার ফেণা করিয়া রোগিনীকে শোঁকাইলে বা উহার নাশ দিয়া অনেক সময় ফিট্ কম হয়।

মাথাব্যথা—স্নায়বিক ও হিষ্টিরিয়াগ্রস্তা স্ত্রীলোকদের মাথাব্যথা ; উহা ঠাণ্ডায় ও ঠাণ্ডা বাতাসে ভাল থাকে, উত্তাপে অথবা গরম ঘরে থাকিলে যন্ত্রণার বৃদ্ধি হয়। নাসিকামূলের উপর বেদনা, মাথার চাঁদিতে চাপবোধ।

কাশি—আক্ষেপিক কষ্টকর হাঁপানি-কাশি, বিশেষতঃ হিষ্টিরিয়াগ্রস্তা ব্যক্তি-দের হাঁপানি পীড়া হঠাৎ আক্রমণ করে, হাঁপাইতে থাকে, যেন দমবন্ধ হয়, বুকে সর্দ্দিভরা থাকে, ঘড়্ঘড়্ করে। ফুসফুসের পক্ষাঘাত হইবার উপক্রম হয়, বুকে প্রচুর পরিমাণে সর্দ্দি জমিয়া রহিয়াছে ; কিন্তু রোগী তাহা তুলিয়া ফেলিতে পারে না। হুপিং-কাশিতে—কাশিতে কাশিতে দমবন্ধ হইবার মত হয়, গলা ঘড়্ঘড়্ করে। মস্কাসে—হঠাৎ লেরিংস ও ট্রেকিয়া সঙ্কুচিত এবং শ্বাস-প্রশ্বাসে কষ্ট হয়।

হিক্কা—আক্ষেপিক স্নায়বিক হিক্কায় ইহাতে আশু উপশম হয়।

বহুমূত্র—পরিষ্কার স্বচ্ছ জলের মত প্রচুর পরিমাণে প্রস্রাব হয় ও তৎসহ অত্যন্ত তৃষ্ণা থাকে। বহুমূত্র রোগে (diabetes)—অনবরত প্রস্রাব পায়, ভয়ানক তৃষ্ণা, রোগী শীর্ণ হইয়া পড়ে, রমণেচ্ছার লোপ হয়, প্রস্রাবে শর্করা মিশ্রিত থাকে। প্রবল কামেচ্ছা তাহাতে লিঙ্গোদগম না হইয়া অজ্ঞাতসারে শুক্রক্ষয় হইলে এবং লিঙ্গোদগমসহ লিঙ্গমধ্যে জ্বালা থাকিলে—মস্কাসে উপকার হইবে। ধ্বজভঙ্গ ও বহুমূত্র, অকাল-বার্দ্ধক্য, স্ত্রী-সঙ্গমের পর বমি, গা-বমি-এইগুলিও মস্কাসের লক্ষণ।

ক্রিয়ানাশক—ক্যাম্ফর, কফিয়া। ক্রিয়া স্থিতিকাল—১ দিন।

ক্রম—৬ষ্ঠ শক্তি। আক্ষেপ ও গুল্মবায়ুতে—নিম্নশক্তি ও হিষ্টিরিয়ায়—৩০ হইতে ২০০ শক্তি ফলদায়ক।

ফরমূলা—বিচূর্ণ—৭, টিংচার—৪।

মিউরেক্স (Murex)

(ভূমধ্যসাগরের একপ্রকার জীবন্ত শামুকের ঘাড়ের রঞ্জিত অংশ হইতে এই ঔষধটী প্রস্তুত হয়)—সাধারণতঃ স্ত্রীলোকদিগের পীড়ার জন্যই ইহা আমরা ব্যবহার করি। মিউরেক্সের প্রধান চরিত্রগত লক্ষণ ৩টী ঃ—

১। জরায়ুর বহির্নির্গমন জ্ঞান .....২। জরায়ুর ডানদিকে তরুণ বেদনা উহা সমস্ত শরীরে ঘুরিয়া বেড়ায় ও বামবক্ষে পরিচালিত হয় .... ৩। প্রবল কামেচ্ছা ; স্নায়ুপ্রধান ও অভিমানী স্ত্রীলোকেরাই ইহার ক্ষেত্র। মানসিক লক্ষণ—সদাই বিমর্ষ, উদ্বেগপূর্ণ, ভীত।

জরায়ুর বহির্নির্গমন—(প্রোলাপ্সস-ইউটি)—জরায়ুতে চাপবোধ ও জরায়ু যেন বাহির হইয়া পড়িবে এইরূপ অনুভব, ইহার সহিত জরায়ুতে বেদনা থাকে উহা বুকে পর্য্যন্ত পরিচালিত হয়। সিপিয়ায়—অনেকটা এই লক্ষণ দৃষ্ট হয়, তবে সিপিয়ায়—প্রবল কামেচ্ছা থাকে না, ঋতুস্রাব সিপিয়া অপেক্ষা মিউরেক্সে পরিমাণে অধিক হয়। ডাঃ ডানহাম বলেন—মিউরেক্সে ঋতু অনেক বিলম্বে প্রকাশ পায়, আবার কিছুদিন অনবরত স্রাব হইয়া এত দিন বন্ধ হয় ; কিন্তু ১২ ঘন্টা পরে পুনরায় প্রকাশিত হয়। মিউরেক্সে—জরায়ু বাহির হইয়া পড়িবার আশঙ্কা এত অধিক থাকে যে, রোগিনী যখন বসে তখনই উরু দুইটি একত্রে জোরে চাপিয়া রাখে, তদ্ভিন্ন বসিলে জরায়ু গ্রীবার স্পন্দন ও বেদনারও বৃদ্ধি হয় (লিলিয়ম—৪৪২ পৃষ্ঠা দেখুন)।

কামোত্তেজনা—রোগিনীকে একটুমাত্র স্পর্শ করিলেই কাম প্রবৃত্তি জাগিয়া উঠে, ইহা সময়ে এত অধিক বলবতী হয় যে, তাহাতে জ্ঞান বুদ্ধি লোপ পায় (প্লাটিনা অধ্যায়—৫৪৪ পৃষ্ঠা দেখুন)।

প্রদর—ঋতু বন্ধ হইবার পর সবুজ হলদে মিশ্রিত রঙের কিম্বা রক্তাক্ত শ্বেত-প্রদর স্রাব হইতে থাকে।

প্রস্রাবের পীড়া—রাত্রিতে শুইয়া থাকে, বেশ ঘুমায় হঠাৎ প্রস্রাবের বেগ আসে, বিছানা হইতে তাড়াতাড়ি উঠিয়া পড়ে, প্রস্রাব পরিমাণে অধিক হয়, প্রস্রাবে দুর্গন্ধ থাকে। রাত্রিতে অনেকবার প্রস্রাব হয়।

এতদ্ভিন্ন—গর্ভাবস্থায় গাঁটে বেদনা, মস্তিষ্কের জড়তাবশতঃ অকর্ম্মণ্য হইয়া যাওয়া, কপালে নিয়ত ব্যথা, সন্ধ্যার সময় মনের—চঞ্চলতা, কাহারও সঙ্গে কথা কহিতে অনিচ্ছা প্রভৃতি উপসর্গে ও লক্ষণে-মিউরেক্স উপকারী।

সদৃশ—সিপিয়া, লিলিয়ম, ক্রিয়োজোট প্রভৃতি।

ক্রম—৩য় শক্তি। ফরমূলা—৮।

মাইগেল (Mygala)

(Cuban spider একজাতীয় মাকড়সা —কোরিয়া (ইহার লক্ষণ মৎকৃত "প্র্যাকটিসনার্স গাইড" দ্বিতীয় খণ্ডে পাইবেন) এবং গণোরিয়া বা তৎসদৃশ পীড়া, এই দুইটিতেই ইহা সুফলের সহিত ব্যবহৃত হয়।

প্রমেহ (Gonorrhoea) মূত্রনলীতে মধ্যে মধ্যে হুলফোটান বেদনা, জ্বালা, প্রস্রাবত্যাগকালে ভীষণ জ্বালা, উষ্ণ প্রস্রাব এবং অত্যন্ত যন্ত্রণাদায়ক লিঙ্গোদগম (কর্ডি), দীর্ঘকাল স্থায়ী ধাতুস্রাব, এই কয়টি উপসর্গ—প্রমেহ পীড়ার লক্ষণও ইহাতে—মাইগেল উপকারী। রাত্রিতে দাঁত কড়মড় করে।

কোরিয়া—(Chorea)—সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের অনবরত স্পন্দন। শুধু হাত কিম্বা হাত ও পা দুইটিই আপনা আপনি নাচে, কিছুতেই স্থির রাখিতে পারে না, চলিবার সময় পা দুটি ঠিক স্থানে পড়ে না।

পাকস্থলীর পীড়া—গা-বমির সহিত দৃষ্টি হ্রাস, অত্যধিক পিপাসা।

উপশম—নিদ্রায়, ... বৃদ্ধি—প্রাতে।

সদৃশ—জিজিয়া, ট্যারেন্টুলা, এগারিকাস।

ক্রম—৩—৩০ শক্তি। ফরমূলা—৪।

মাইরিকা (Myrica)

(আটল্যান্টিক মহাসাগরের উপকূলে ৭। ৮ ফুট উচ্চে একপ্রকার গুল্ম জন্মায়, তাহার শিকড়ের ছাল হইতে টিংচার প্রস্তুত হয়)—হোমিও প্যাথিতে এই ঔষধটি মাত্র দুই তিনটি পীড়ায় ব্যবহৃত হয়।

১। সকল প্রকার শ্লেষ্মা-সর্দ্দিস্রাব (catarrhal discharge), যথায় বহুদিনের পীড়া, পীড়া পুরাতন আকার ধারণ করিয়াছে।

২। ন্যাবা, তৎসহ প্রাতে শিরঃপীড়া ; ডাঃ ফ্যারিংটন বলেন—ইহাতে লিভারের বিকৃতি বশতঃ যথারীতি পিত্ত উৎপন্ন না হইয়া পীড়া হয়, পিত্ত আবদ্ধ হইয়া পীড়া হয় না, অর্থাৎ functional পীড়া—organic নহে।

৩। চক্ষু হরিদ্রাবর্ণ, জিহ্বায় হলদে ময়লা, হাত পা কামড়ানি, ঘোলা প্রস্রাব, সদাই ঘুম ঘুমভাব, এইগুলি মাইরিকার লক্ষণ। ডিজিটেলিসের লক্ষণ অনেকাংশে অনেকটা প্রায়ই মাইরিকার লক্ষণের সদৃশ, তবে ডিজিটেলিসে যে ন্যাবা হয়, তাহা—organic—অর্থাৎ যান্ত্রিক পীড়া।

ক্রম—θ—৩য় শক্তি।

ন্যাজা বা কোব্রা (Naja or Cobra)

(কালসর্পের বিষ)—ইহা নিদান অবস্থার ঔষধ। দেহের যে কোনও স্থানের পীড়াই হউক-না-কেন ; তাহাতে শেষে যখন হৃৎপিণ্ড আক্রান্ত হয় তখন ইহার শক্তি অতুলনীয়। পুনঃপুনঃ হৃৎস্পন্দন (palpitation) কিম্বা অন্য কোনও প্রকার হৃৎরোগ বশতঃ হৃৎপিণ্ডের অত্যধিক দুর্ব্বলতা ঘটিলে অথবা কোনও ভ্যালভিউলার পীড়ার (valvular disease) হৃৎপিণ্ড ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইতে থাকিলে (hypertrophy of the heart) ইহার উপকারিতা অনিবার্য্য। ডিপ্থেরিয়া রোগে হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়ালোপ ও পক্ষাঘাত উপক্রমেও ইহার ক্ষমতা অতুলনীয়। ল্যাকেসিসের মত বাম ডিম্বকোষে বেদনা; শ্বাসরোগে-শ্বাসকৃচ্ছ্রতা—উহা শয়নে বৃদ্ধি এবং উঠিয়া বসিলে উপশম ; অরমের ন্যায় রোগীর আত্মহত্যা করিবার ইচ্ছা এবং স্পাইজেলিয়া, ন্যাট্রম-মিউর, জেলসিমিয়ম, গ্লোনয়িন, স্যাঙ্গুনেরিয়ার মত প্রাতঃকাল হইতে শিরোবেদনা আরম্ভ হইয়া মধ্যাহ্নে চরম বৃদ্ধি পাইয়া ক্রমশঃ সূর্য্যাস্তে নিবৃত্তি হওয়া ইত্যাদি আরও কতকগুলি লক্ষণ এই বিষজ-ঔষধ লক্ষণের অন্তর্ভুক্ত।

ডাঃ হেরিং বলেন—ইহার প্রাথমিক ক্রিয়ার শ্বাসপথের নার্ভসমূহ—মিউমোগ্যাষ্ট্রীক-নার্ভ ও গ্লসো-ফ্যারিণজিয়াল নার্ভ আক্রান্ত হয়। ল্যাকেসিসের ক্রিয়ার সহিত ন্যাজার ক্রিয়ার অনেকটা পরিমাণে সদৃশ দৃষ্ট হয়। উভয় ঔষধেই নিদ্রায় রোগের বৃদ্ধি ও গলায় কিছু জড়ানো বা জোরে বাঁধিয়া রাখিতে না পারা লক্ষণটী আছে।

চরিত্র লক্ষণ ঃ—

১। হৃৎপিণ্ডের সহজ প্রকারের (simple) বিবৃদ্ধি, ২। হৃৎপিণ্ডের পীড়ার সহিত কাশি এবং শ্বাসকৃচ্ছ্রতা ; ৩। রোগীর হৃৎপিণ্ড সম্বন্ধে অবিরত চিন্তা, বিমর্ষতা, অপ্রফুল্লতা ; ৪। স্নায়বিক হৃৎস্পন্দন তাহাতে কখনও বোধ হয় যেন নিশ্বাস বন্ধ হইয়া আসিতেছে, কথা কহিতে পারে না; ৫। হৃৎপ্রদেশে একপ্রকার বেদনা তাহা—ঘাড়, পিঠ, কাঁধ ও বাহুতে পর্য্যন্ত পরিচালিত হয়; ৬। ডিপ্থেরিয়ায় হৃৎপিন্ডের ক্রিয়ালোপের উপক্রম; ৭। নাড়ীর বেগ (force) অ-সম, কিন্তু উহার গতি (rhythm) সমান ; ৮। হৃৎপিণ্ডের স্থানে ছুঁচফোটান-ব্যথা।

ওলাউঠা—এই পীড়ার অন্তিম অবস্থায় যখন রোগীর নাভিশ্বাস হইতে থাকে তখন ন্যাজা অমৃতের মত কার্য্য করে, এরূপ অবস্থায় হৃৎপিণ্ডের গতি সহজ থাকুক কিম্বা খুব জোরে জোরেই ধড়ফড় করিয়া চলিতে থাকুক, এই সর্পবিষ প্রয়োগ করিতে অনুমাত্র কুণ্ঠিত হইবেন না। হৃৎপিণ্ডে রক্ত জমিয়া (embolism) রক্ত আটকাইলে ইহা বিশেষ উপযোগী। ন্যাজা প্রায় ল্যাকেসিসের সমকক্ষ ঔষধ, তবে ন্যাজায়—মৃত্যুভয় থাকে, ল্যাকেসিসে—মৃত্যুভয় থাকে না।

হৃৎপিণ্ডের পীড়া—গেঁটে বাত আরোগ্য হইবার অল্প কিছুদিন পরে হৃৎযন্ত্রের পীড়া (organic disease), তাহাতে অত্যন্ত বুক ধড়ফড় করে, চলাফেরা করিতে ভীষণ কষ্ট ; হৃৎশূল বেদনা, নিশ্বাস বন্ধ হইয়া যায়, কথাটি পর্য্যন্ত

কহিতে পারে না। হৃৎপিণ্ডের যান্ত্রিক কোনও পীড়া না হইয়াও অনবরত স্নায়বিক বুক ধড়ফড়ানি (persistent nervous palpitation) একটুমাত্র পরিশ্রমেই বুক ধড়ফড়ানি, সময়ে সময়ে বুক এত অধিক জোরে ধড়ফড় করে যে, কথা বন্ধ হইয়া যায়। বাম ডিম্বকোষের স্নায়ুশূল-বেদনা তৎসহ বুক ধড়ফড়ানি ও হৃৎপিণ্ডে বেদনা। ডিপ্থেরিয়া আরোগ্য হইবার পর হৃৎপিণ্ডে পক্ষাঘাত হইবার উপক্রম, চেহারা নীলবর্ণ হয়, শ্বাসপ্রশ্বাসের কষ্টের নিমিত্ত আঁকু-পাঁকু করে, নাড়ী সবিরাম ও দুর্ব্বল হয়। বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের হৃৎপিণ্ডের যান্ত্রিক পীড়ায়—ন্যাজা উপকারী।

হাঁপানি—হৃৎপিণ্ডের পীড়ার সহিত হাঁপানি, তাহাতে ভীষণ শ্বাসকষ্ট শুইতে পারে না, শ্বাসগ্রহণের জন্য সোজা হইয়া বসিয়া থাকে, ঘুমাইতে পারে না, ঘুমাইলেই দমবন্ধের ভাব হয়।

ডিপ্থেরিয়া—ল্যাকেসিসের লক্ষণের মত অতি সাংঘাতিক ধরণের পীড়া ; গলা ও মুখের গহবর (fauces) কালচে-লাল-রঙের মত দেখায়, মুখে অত্যন্ত দুর্গন্ধ বাহির ও গলার নলীর মধ্যে কোনও দ্রব্য বা পানীয় ঠেকিলেই দমবন্ধের মত হয়। ডিপ্থেরিয়ার পর হৃৎপিণ্ডের পক্ষাঘাত হেতু রোগী নীলবর্ণ হইলে ও নিশ্বাস গ্রহণের জন্য আঁকু-পাঁকু করিতে থাকিলে এবং তৎসহ ক্ষীণ ও নাড়ীর গতি সবিরাম হইলে ইহাতে উপকার হইবে।

ক্রম—৬—৩০ শক্তি। ফরমূলা—জার্ম্মেণি—৪ ; আমেরিকান—৮।

ন্যাফথালাইন (Naphthaline)

(আলকাতরা হইতে রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় ট্রাইটুরেসন আকারে প্রস্তুত হয়)—ইহা নিম্নলিখিত পীড়াগুলিতে যে সমস্ত লক্ষণে ব্যবহৃত হয়, তাহাদের তালিকা ঃ—

জ্বর—কোনও জ্বর হঠাৎ আসে এবং তাহার সহিত অত্যন্ত মাথাবেদনা ও অরুচি থাকে। টাইফয়েড-জ্বরে—জ্বরের তাপ অত্যন্ত অধিক হইলে ইহা প্রয়োগে তাপের হ্রাস হয় (পাইরোজিন, এসিট্যানিলিডিয়াম)।

চক্ষুর পীড়া—ছানি (soft cataract), চক্ষুর কর্ণিয়ার অস্বচ্ছতা (opacity), রেটিনার উপর প্যাচ (deposit in patches upon retina) ক্ষীণ দৃষ্টি (amblyopia) প্রভৃতিতে ইহা উপকারী।

প্রস্রাবের পীড়া—হঠাৎ প্রস্রাবে ভয়ানক বেগ, কালরঙের প্রস্রাব, প্রস্রাবে ভয়ানক ঝাঁঝাল পচা দুর্গন্ধ (unbearable of offensive odour of decomposing ammoniacle urine), মূত্রথলীতে বেদনা, লিঙ্গের নিম্নাংশে কাটা ছেঁড়ার মত বেদনা, প্রস্রাবদ্বার লালবর্ণ, ফোলা, লিঙ্গের অগ্রভাগের চর্ম (prepuce) ফোলা, উল্টামুদা (para-phimosis), প্রমেহের গ্লীট (gleet) স্রেজ।

কাশি—হেমন্তকালের সর্দ্দিকাশি ; নাক দিয়া কাঁচা জলের মত তরুণ সর্দ্দিস্রাব, হাঁচি প্রভৃতি। থাইসিস—রোগে—অত্যন্ত কষ্টদায়ক কাশি, কাশির জন্য

রাত্রিতে ঘুমাইতে পারে না, তন্দ্রা আসিবার মাত্রই কাশি, তৎসহ প্রচুর ঘাম, উদরাময়, মলে অত্যন্ত দুর্গন্ধ। হাঁপানি-কাশি, প্রবল আক্ষেপিক-কাশি, প্রচণ্ড কাশির জন্য রোগী মাথাটি ধরিয়া নীরবে বসিয়া থাকে। যাহাই হউক উপরোক্ত কতিপয় প্রকারের কাশি এই ঔষধের অন্তর্ভুক্ত হইলেও—ন্যাফ্থালাইন—হুপিং কাশির একটি উত্তম ঔষধ, যেখানে রোগী অনেকক্ষণ ধরিয়া কাশে, কাশিতে কাশিতে বেদম হইয়া পড়ে, বারেও অনেকবার কাশে, এক একবার এত ঘন ঘন কাশি হয় যে শ্বাস লইবার অবসর পায় না, সেখানে প্রথমেই এই ঔষধটী স্মরণ করিবেন (এসিড-কার্ব্বল, কক্কাস ও এরালিয়া ১০৯ পৃষ্ঠা দেখুন)। হুপিং-কাশিতে প্রয়োজন হইলে ন্যাফ্থালাইনের পর—ড্রসেরা, তৎপরে সিনা প্রযোজ্য।

ক্রিমি—ক্রিমি থাক বা নাই থাক, যেখানে রোগী অনবরত নাক চুলকায়, নাক খোঁটে, নাকে হাত দেয়, সেখানে ইহা সিনা প্রভৃতির অপেক্ষাও অধিক উপকারী।

ক্রম—৩ x—৬ x শক্তি। ফরমূলা—৭।

ন্যাট্রম কার্ব্ব (Natrum Carbonicum)

(কার্ব্বোনেট-অফ-সোডা, ইহা ট্রাইটুরেসন আকারে প্রস্তুত হয়)—গ্রীষ্মকালের উত্তাপে অত্যন্ত দুর্ব্বলতা বোধ, সূর্য্যোত্তাপজনিত মাথাব্যথা, সর্দ্দিগর্ম্মী, রোগী মনমরা ও অত্যন্ত দুঃখিত, রক্তহীন ফেকাসে, একটুমাত্র মানসিক পরিশ্রম করিলে কিম্বা রৌদ্র বা আলোকে কোনও কাজ করিলে পীড়ার বৃদ্ধি হয়, মাথা ঘোরে বা ব্যথা করে, সদাই বিমর্ষ, সমাজ পরিত্যাগ করে, সঙ্গীতে পীড়া উপসর্গের বৃদ্ধি, পায়ের গাঁটের দুর্ব্বলতা, একটুতেই গোড়ালী মচকাইয়া যায়, আহারের পীড়া উপসর্গের উপশম ইত্যাদি ইহার চরিত্রগত লক্ষণ। এই ঔষধটী চিকিৎসাক্ষেত্রে অতি অল্পই ব্যবহৃত হয়।

মানসিক পরিশ্রমে পীড়ার বৃদ্ধি—রোগী কোনও বিষয় চিন্তা করিতে পারে না, একটুমাত্র চিন্তা কিম্বা মানসিক পরিশ্রম করিলেই মাথা ঘোর কিম্বা ব্যথা করে অথবা একেবারে বোকার মত হইয়া পড়ে। আজকাল উক্তপ্রকার লক্ষণ বহুসংখ্যক রোগীতেই দেখিতে পাওয়া যায়, কোনও পীড়ায় বা পীড়ার সহিত ঐ লক্ষণগুলি থাকিলে—ন্যাট্রম-কার্ব্ব অব্যর্থ ঔষধ। শিরঃপীড়া—সূর্য্যের উত্তাপে বৃদ্ধি পাইলে ন্যাট্রম-কার্ব্ব, ল্যাকেসিস, গ্লোনয়িন ও লাইসিন উপকারী।

কোষ্ঠবদ্ধ, উদরাময় ও অজীর্ণ—পেটে বায়ুসঞ্চয় হওয়া, আহারের পর পেটফোলা, পেটে কামড়ানি ব্যথা বা পেট শক্ত ও ভারী হইয়া থাকা, দুর্গন্ধ বায়ু নিঃসরণ ইত্যাদি কতিপয় ইহার—চরিত্রগত লক্ষণ। ঠিক কোষ্ঠবদ্ধ নহে, অর্থাৎ তরল মল হইলেও কষ্টে নির্গত হয়—ইহার আর একটি বিশেষ লক্ষণ। উদরাময়ে—বাহ্যে তরল, হড়হড়ে, বাহ্যের গন্ধ টক, পানাহারের পর বৃদ্ধি, দুধ খাইলে আরও বৃদ্ধি, পেটে বেদনা ও জ্বালা করে। রোগীর শাক-সব্জী ও ষ্টার্চ্চিদ্রব্য আহার আদৌ সহ্য হয় না, নিয়ত মুখে জল উঠে, গা বমি-বমি করে,

অম্বলের ঢেকুর উঠে, কখনও কোষ্ঠবদ্ধ কখনও উদরাময়, এই প্রকার অজীর্ণের পীড়াতেও—ন্যাট্রম-কার্ব্ব উপকারী। প্রাতঃকালে কাট্‌বমি ও ওয়াক্‌উঠায়—নক্স-ভমিকার মত ন্যাট্রম-কার্ব্বও উপযোগী।

পায়ের গাঁটের দুর্ব্বলতা—অনেকে বলে, তাহারা পায়ের গাঁটের দুর্ব্বলতার জন্য চলিতে পারে না, ন্যাট্রম-কার্ব্ব তাহাদের পক্ষে বিশেষ হিতকারী। কেহ পায়ের গাঁটের বা সন্ধিস্থলের দুর্ব্বলতা হেতু অথবা পায়ের তলায় ব্যথার জন্য যদি চলিতে অশক্ত হন কিম্বা অল্পদূর চলিলেই যদি পায়ের গাঁটে ব্যথা হয়, তাহা হইলে ইহার দ্বারা বিশেষ উপকার পাইবেন। ন্যাট্রম-কার্ব্বে—পায়ের তলায় ফোলা থাকে। এন্টিম-ক্রুডে কেবলমাত্র পায়ের তলায় ব্যথা নির্দ্দিষ্ট।

সর্দ্দি-কাশি—তরুণ-সর্দ্দি হয়, নাক দিয়া কাঁচা জলের মত ঝরে, তৎসহ ভীষণ হাঁচি, একটুমাত্র ঠাণ্ডা বাতাস লাগিলে কিম্বা গায়ের কাপড় খুলিলেই হাঁচি বাড়ে। ইহার আর এক বিশেষ লক্ষণ—দিনের বেলায় খুব সর্দ্দি ঝরে; কিন্তু রাত্রিতে নাক বন্ধ হইয়া যায়, সেখানে নাকে কোনও বস্তুর ঘ্রাণ ও জিহ্বায় স্বাদ পায় না, সেখানে ইহা অধিক উপকারী। কোনও শ্বাসযন্ত্রের পীড়ায় কাশির সহিত ডানদিকের বুকে জ্বালা ও লোণাস্বাদযুক্ত সবুজ-রঙের গয়ার উঠিলে ইহাতে উপকার হইবে।

ক্ষত—অনেক দূর হাঁটিয়া পায়ের তলায় বা গোড়ালীতে ক্ষত হইলে—ন্যাট্রম-কার্ব্ব; কিন্তু পায়ের গোছের উপর ক্ষত হইলে—লাইকোপোডিয়ম (পথ হাঁটিয়া না হইলেও ইহাতে উপকার হইতে পারে) হাতের সন্ধিস্থলের ক্ষতে—সিপিয়া উপকারী।

চক্ষুর ক্ষত—স্বচ্ছত্বকের (cornea) ক্ষতে কোনও প্রকার আলোক-অসহ্যতা এবং তাহাতে বেঁধা-ফোঁড়ার মত একপ্রকার যন্ত্রণা থাকিলে—ন্যাট্রম-কার্ব্বে উপকার হইবে।

চর্ম্মপীড়া—হাতের পাতার পশ্চাদ্ভাগের একজিমা (Eczema) নামক চর্ম্মরোগে এবং কোনও চর্ম্মরোগে চামড়া ফাটা ফাটা থাকিলে—ন্যাট্রম-কার্ব্ব উপকারী।

হৃৎপিণ্ডের পীড়া—অত্যন্ত বুক ধড়ফড়ানি, সিঁড়ি দিয়া একটু উপরে উঠিলে ও রাত্রিতে এবং বামদিক চাপিয়া শুইলে বুক ধড়ফড়ানি আরও বাড়ে (ন্যাট্রম-মিউর, ফস)। অত্যন্ত দুর্ব্বলতা, সমস্ত শরীর ভারীবোধ করে।

বৃদ্ধি—রৌদ্রে, গ্যাসের আলোকে, পরিশ্রমে, শীতল বাতাসে, বেলা ১০টা—১১টার মধ্যে, একদিন অন্তর, পূর্ণিমাতে, দুগ্ধপানে।

উপশম—আহারান্তে, চাপে, ঘর্ষণে।

সম্বন্ধ—জরায়ু আদির নিম্ন আকর্ষণে ইহার পর সিপিয়া ফলপ্রদ।

ক্রিয়ানাশক—ক্যাম্ফর, নাইট্রি-স্পিরি-ডল্।

ক্রিয়া স্থিতিকাল—৩০ দিন। ক্রম—৬—৩০ শক্তি।

ফরমূলা—বিচূর্ণ—৭ : টিংচার—৫-এ।

ন্যাট্রম মিউর (Natrum Muriaticum)

(দৈনিক আহার্য্য লবণ হইতে ট্রাইটুরেসন আকারে প্রস্তুত হয়)—ইহা মাননীয় ডাঃ সুস্লারের দ্বাদশটী টীসু ঔষধের মধ্যে একটি প্রধান ঔষধ। শরীরের রস, রক্ত, শুক্র ইত্যাদি তেজস্কর কোন পদার্থের ক্ষয় হইয়া হউক কিম্বা মানসিক বৈলক্ষণ্য হেতু হউক, কোনও ব্যক্তি রক্তহীন (anaemic) ও তাহার ধাতু বিকৃতি (cachectic) হইয়া পড়িলে ইহাকে একবার স্মরণ করিতে হইবে।

চরিত্রগত লক্ষণ ঃ—

১। শ্লেষ্মাপ্রধান ধাতুর ব্যক্তি—সামান্যমাত্র ঠাণ্ডা লাগিলেই সর্দ্দি হয়, ২। উত্তম ক্ষুধা ও আহার সত্ত্বেও শরীরের মাংসক্ষয় হয়, গ্রীষ্মকালীন উদরাময়ে ভুগিয়া শিশুদের ঘাড় ও গলা শীর্ণ হইয়া আসে ; ৩। উত্তেজিত-ভাব, শিশুকে আব্দার করিলেও রাগিয়া উঠে, সামান্য কারণে চীৎকার করিয়া কাঁদে ; ৪। বয়স্কগণ—বিমর্ষ, রোদনপরায়ন, তাহাকে সান্ত্বনা করিলে দুঃখবেগ আরও উথলিয়া উঠে ; ৫। স্নায়ুদৌর্ব্বল্য হেতু হাত হইতে দ্রব্যাদি খসিয়া পড়ে; ৬। তিক্তদ্রব্য, লবণ কিংবা লবণাক্ত দ্রব্য আহারে অত্যন্ত ইচ্ছা, রুটিতে বিতৃষ্ণা ; ৭। উত্তম ক্ষুধা ; কিন্তু খাইতে অনিচ্ছা; ৮। প্রচণ্ড শিরঃপীড়া যেন কেহ মাথায় হাতুড়ি মারিতেছে, বামপার্শ্বগত শিরোবেদনা, উহা সূর্য্যোদয় হইতে সূর্য্যাস্ত পর্য্যন্ত বৃদ্ধি ; ৯। স্ত্রীলোকের ঋতুস্রাবকালীন ও ঋতুস্রাবের পূর্ব্বে বা পরে মাথাব্যথা, তৎসহ মস্তিষ্ক গরম-বোধ ও বমি হওয়া বা গা-বমি করা, প্রাতে নিদ্রাভঙ্গের পর মাথাব্যথা, ১০। জ্বরে ঘর্ম্ম হইলেই ধীরে ধীরে মাথাব্যথার উপশম; ১১। কাশিলে চক্ষু হইতে স্রোতের মত বেগে জল পড়া, চক্ষু দিয়া হাজাকারক অশ্রু নির্গমন, ১২। জিহবায় যেন চুল জড়াইয়া আছে এইরূপ অনুভব ; ১৩। অত্যন্ত অবসাদ ও বুক ধড়ফড় করা, শয়নে বৃদ্ধি (ল্যাকে), হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন তাহাতে সমস্ত শরীর কাঁপে (স্পাইজে) ; ১৪। আহারের পর বুকজ্বালা ; ১৫। কোষ্ঠবদ্ধ, বোধ হয় যেন মলদ্বার সঙ্কুচিত, মল শুষ্ক, শক্ত অতি কষ্টে বাহির হয়, গুঁড়াইয়া যায়, রক্ত পড়ে ; ১৬। মলদ্বার দিয়া বায়ু কি মল নির্গত হইতেছে রোগী তাহা বুঝিতে পারে না (এলো, আয়োড, এসিড-মিউর, ওলিয়েণ্ডার, পডো) ; ১৭। চলিতে, হাঁচিতে, কাশিতে কাশিতে অসাড়ে প্রস্রাব নির্গমন (কষ্টি, সিনা); ১৮। স্ত্রী-সহবাসের পরেও স্বপ্নদোষ, অত্যন্ত কামেচ্ছা; কিন্তু ইন্দ্রিয়ের দুর্ব্বলতা, ধ্বজভঙ্গ ; ১৯। অন্ন, রুটী, অতিরিক্ত লবণ আহার, কুইনাইন সেবন, কষ্টিক দ্বারা পোড়ানো, বহুদিনের শোক, তাপ, ক্রোধ ইত্যাদি কারণজনিত পীড়া ; ২০। হাতের চেটোয় আঁচিল ; ২১। বাড়ীর মধ্যে চোর প্রবেশ করিয়াছে এরূপ স্বপ্ন দেখে ও জাগিয়া উঠিয়া চারিদিকে অনুসন্ধান করে; ২২। নিদ্রিত অবস্থায় শয্যা হইতে উঠিয়া বেড়ায় (somnambulism) ; ২৩। নখ আলগা হয়, নখের নীচের চর্ম্ম ফাটে ; ২৪। মলদ্বারের হাঁটুর ভাঁজের মধ্যে হার্পিস নামক চর্ম্মরোগ ; ২৫। ঠোঁটের পাশে মুক্তার মত জ্বর ঠুঁটো নির্গমন ও ঠোঁটে ঘা, ঠোঁট ফাটা, ঠোঁট শুষ্ক ; ২৬। সমস্ত শরীরে তরুণ কিম্বা পুরাতন আমবাত ; ২৭। বেলা ১০টা ১১টার মধ্যে সবিরাম জ্বরের আক্রমণ ; ২৮।

যোনির উপরে চুল উঠা (জ্বরে—লাইকো) ; ২৯। যোনির ভিতর শুষ্কতার জন্য রতিক্রিয়ার ব্যাঘাত ; ৩০। সবুজাভ প্রদরস্রাব ; ৩১। হাসিলে, কাশিলে, চলিলে অজ্ঞাতসারে ফোঁটা ফোঁটা করিয়া প্রস্রাব নির্গমন।

সাধারণতঃ—বেলা ১০ হইতে ১১টার মধ্যে সমস্ত পীড়া উপসর্গের বৃদ্ধি, ভবিষ্যৎ চিন্তায় হতাশ, যথারীতি পোষণ অভাবে শরীর শুকাইয়া যায় ও ঘাড় শীর্ণ হয়, কোষ্ঠবদ্ধ, স্ত্রীলোকের স্বল্পরজঃ গায়ের চামড়া দেখিতে তেল বা যেন চর্ব্বি মাখানো, এই কয়টী ইহার—প্রধান চরিত্রগত লক্ষণ।

রক্তহীনতা—স্ত্রীলোকদের ঋতুর গোলযোগ ও অতিরিক্ত পরিমাণে শুক্রক্ষয় কিম্বা শরীরের কোনও তেজস্কর পদার্থের ক্ষয়হেতু রক্তহীনতায়—ন্যাট্রম-মিউর বিশেষ উপকারী। রোগী যখন ক্রমশঃ অত্যন্ত দুর্ব্বল ও জীর্ণ শীর্ণ হইয়া পড়ে, চর্ম্ম ফেকাসে এবং শুষ্ক হইয়া আসে, সামান্যমাত্র শারীরিক বা মানসিক পরিশ্রমেই ক্লান্তিবোধ করে, একটুমাত্র পরিশ্রমেই বুক ধড়ফড় করিতে থাকে, তখন ন্যাট্রম-মিউর অধিক উপকারী। কোনও পুরাতন পীড়ায়—ন্যাট্রম নির্ব্বাচনকালে রোগীর কতিপয় মানসিক লক্ষণের উপরেও একটু দৃষ্টি রাখিবেনঃ-

ন্যাট্রমের মানসিক লক্ষণ ঃ—রোগীকে সান্ত্বনা করিলে সে তাহাতে আরও বিরক্ত হয় বা কাঁদিয়া ফেলে, এই সময় বুক আরও ধড়ফড় করে এবং নাড়ীর গতি সবিরাম হয় ; কিন্তু তাহা হৃৎপিণ্ডের কোন পীড়াজনিত নহে। পলসেটিলাতে রোগীকে সান্ত্বনা দিলে শান্ত হয়, তবে ন্যাট্রমে রোগী খিটখিটে ও পলসেটিলায়—অভিমানী। রক্তহীনতা পীড়ায়—ফেরম নামক ঔষধটীও বিশেষ উপকারী। ফেরমে—রোগীর মুখ বাহিরে দেখিতে একটু সবুজাভ কিম্বা কালচে রঙের মত ; কিন্তু মুখের ভিতরে ফেকাসে দেখায়। ফেরম নির্ব্বাচক রোগীর একটি বিশেষ লক্ষণ এই যে একটু কোন প্রকার বেদনা কিম্বা মনের আবেগ হইলেই রোগীর মুখ ফেকাসে বা লালবর্ণ ধারণ করে, তদ্ভিন্ন—মস্তিষ্ক মধ্যে রক্ত সঞ্চালনের জন্য মাথায় মুগুরমারার ন্যায় বেদনা হয় ও মাথা দপ্‌দপ্ করিতে থাকে। ডাঃ ন্যাস বলেন, রক্তহীনতা রোগে তিনি—ফেরম, পল্‌সেটিলা, ক্যাল্‌কেরিয়া-ফস, চায়না প্রভৃতি সমস্ত ঔষধগুলি অপেক্ষা—ন্যাট্রম-মিউরে অধিক সংখ্যক রোগী আরোগ্য করিয়াছেন। শরীরের মধ্যস্থ তেজস্কর পদার্থের নিষ্ক্রমণহেতু রক্তহীনতায়—ক্যালি-কার্ব্ব, চায়না ; ঋতুর গোলযোগহেতু রক্তহীনতায়—পল্‌সেটিলা ; রেতঃস্খলনের জন্য রক্তহীনতায়—চায়না ও এসিড-ফস উপযোগী ; পরন্তু ধাতুগত লক্ষণ মিলিলে উপরোক্ত সমস্ত ঔষধগুলি অপেক্ষা রক্তহীনতায়—ন্যাট্রম-মিউর অধিক উপকারী।

কর্ণের পীড়া—কাণের মধ্যে ভোঁ- ভোঁ, ঝি-ঝি, টুংটুং শব্দ, চিবাইবার সময়ে কটাস করিয়া উঠে, কাণে পুঁয, দপ্‌দপ্ করে, ছুঁচ-বেঁধার মত বেদনা।

শিরঃপীড়া—পুরাতন শিরঃপীড়া, আধ কপালে মাথাব্যথা এবং শিরঃশূলের-ন্যাট্রম-মিউর একটি মহৌষধ। কপালে ও মাথার ব্রহ্মতালুর ভয়ানক বেদনা ও দপ্‌দপ্ করে, অনেক সময় প্রাতঃকালে ঘুম ভাঙ্গিবার পর হইতেই মাথার দপদপানি-ব্যথা আরম্ভ হয়, তাহার সঙ্গে পিপাসা থাকে, রোগী যন্ত্রণায় পাগলের মত হইয়া উঠে। ন্যাট্রমে—সম্মুখ রগে ভয়ানক বেদনা হয়, তাহাতে মনে হয়

যেন কপাল ফাটিবে, কেহ যেন হাতুড়ি মারিতেছে। মাথার ব্রহ্মতালুর বেদনায় মাথা ভারীবোধ হয়, চাপ দিলে যেন যন্ত্রণা একটু কমে। বেলেডোনাতে—ঐরূপ প্রচণ্ড দপদপানি মাথাব্যথা নির্দ্দিষ্ট হইলেও তাহাদের মধ্যে প্রভেদ এই যে, বেলেডোনার মাথাব্যথা মস্তকে রক্তাধিক্যজনিত তাহাতে রোগীর মুখ চোখ রক্তবর্ণ ও উজ্জ্বল দেখায় এবং ন্যাট্রমের রোগীর তৎপরিবর্ত্তে রক্তহীন ও ফেকাসে দেখায়। সিপিয়ার মাথাব্যথা—মাথার নিম্নভাগ হইতে আরম্ভ হইয়া ক্রমশঃ মাথার উপরে উঠে এবং তাহার সহিত বমি বা গা-বমি-বমি থাকে ; আধ-কপালে মাথাব্যথাতেও সিপিয়া ফলপ্রদ। ন্যাট্রমে—মাথাব্যথার সঙ্গে রোগীর দৃষ্টি ঝাপসা হইয়া আসে, স্ত্রীলোকের ঋতুস্রাবের পর মাথাব্যথার বৃদ্ধি হইলে ন্যাট্রম-মিউর সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট ঔষধ। স্কুলের বালক বালিকাদিগের শিরঃপীড়ায়—ন্যাট্রম-মিউর ও ক্যাল্‌কেরিয়া-ফস উপকারী। সূর্য্যকিরণের সঙ্গে সঙ্গে মাথাব্যথার হ্রাস-বৃদ্ধি, অর্থাৎ—যত রৌদ্র বাড়ে ততই মাথায় দপদপানি বৃদ্ধি, দুই প্রহর বেলায় অত্যন্ত বৃদ্ধি এবং যত বেলার অবসান হয়, ততই মাথাব্যথার হ্রাস হইতে থাকে, এই লক্ষণ—স্পাইজেলিয়া, জেলসিমিয়ম, গ্লোনয়িন ও ন্যাট্রম-মিউরে আছে। অনেক স্ত্রীলোকের ঋতুকালের পূর্ব্বে মাথাব্যথা আরম্ভ হয় এবং যতদিন ঋতুস্রাব হয়, ততদিন মাথাব্যথা থাকে, বমি হয়। মাঝে মাঝে ভয়ানক যন্ত্রণাদায়ক আধ কপালে মাথাব্যথায়—আর্জেন্টি-নাইট্রিকাম ঔষধটি অধিক উপকারী। ইহাতে কখনও মাথার একদিক, কখনও উভয়দিক আক্রান্ত হয়, মাথায় জোরে কাপড় বাঁধিলে বেদনার একটু উপশম থাকে।

এপিজিয়া (Epigea Repens)—দিনরাত্রি অবিশ্রান্ত পরিশ্রম করিয়া শরীর অত্যন্ত ক্লান্ত ও তজ্জনিত মাথাবেদনায় ইহার মাদার-টিংচার ৫/১০ ফোঁটা মাত্রায় ২/১ বার সেবনেই উপকার হয়।

চক্ষুর পীড়া—চক্ষুতে অত্যন্ত জ্বালা, বেঁধা-ফোঁড়ার মত অব্যক্ত যন্ত্রণা, এত কর্‌কর্‌ করে মনে হয় যেন চোখে বালি পড়িয়া রহিয়াছে, অত্যন্ত জল পড়ে, ঐ জল যেস্থানে লাগে সেস্থান হাজিয়া চক্ষু যেন বুজিয়া যায়, চক্ষু খুলিতে কষ্ট হয়। স্বচ্ছত্বকের (cornea) ক্ষত ও স্ক্রফুলাস ধাতুর চক্ষু উঠায় (opthalmic)—ন্যাট্রম বিশেষ উপকারী। ন্যাট্রমে—চক্ষুর কোণে ও মুখের কোণে ফাটা ফাটা দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার রোগে লক্ষণ প্রাতে বৃদ্ধি হয়। আর্জেন্টি-নাইট্রিকাম, গ্র্যাফাইটীস, আর্সেনিক ইত্যাদি ঔষধও—স্ক্রফুলাস-অপথ্যালমিয়ায় উপকারী। গ্র্যাফাইটীস, এন্টিম-ক্রুড, কষ্টিকাম, ন্যাট্রম ইত্যাদি ঔষধেও ঠোঁটের কোণে ফাটা আছে। চক্ষুর ছানি হইলে—ফস্‌ফরাস ইত্যাদির মত ন্যাট্রম-মিউরও উপযোগী। ফসফরাসে—ছানির বৃদ্ধি স্থগিত হয় (ক্যাল্‌কেরিয়া-ফ্লোর—১৯১ পৃষ্ঠা দেখুন)।

চর্ম্মপীড়ার আম্‌বাত—একজিমায় সর্ব্বদা রস ও পূঁয ঝরে, মাম্‌ড়ি পড়ে—তাহাতে চুল জড়াইয়া যায়। সবিরাম-জ্বরসহ আম্‌বাত, তাহাতে অত্যন্ত চুলকানি থাকিলে—ন্যাট্রম উপকারী (এপিস—১০৫ পৃঃ দেখুন)। হাতের কনুইয়ের নীচে, হাঁটুর নীচে ও অণ্ডকোষের একজিমায় ইহা অধিক উপকারী ; ন্যাট্রমে জল লাগিলে অত্যন্ত চুলকানি বাড়ে।

আঙ্গুলের চামড়া শুষ্ক ও ফাটা, তজ্জন্য সেলাইয়ের কার্য্যাদি করিতে পারে না। বারবার্স ইচ, দাড়িতে একজিমা (সাইকিউটা)।

কোষ্ঠবদ্ধ—ন্যাট্রম-মিউরের কোষ্ঠবদ্ধতায় মল অত্যন্ত শুষ্ক, সহজে নির্গত হয় না, তজ্জন্য রোগীকে এত অধিক জোরে বেগ দিতে হয় যে, মলদ্বার ফাটিয়া রক্ত পড়ে। এমন-মিউরের ও ন্যাট্রম-মিউরের কোষ্ঠবদ্ধতায় মল ভাঙ্গিয়া ভাঙ্গিয়া নির্গত হয়। ন্যাট্রমে—বড় বড় ন্যাড় বাহ্যে নির্দ্দিষ্ট, গুহ্যদ্বারের ক্রিয়াহীনজনিত কোষ্ঠবদ্ধে—এলিউমিনা, ভেরেট্রম ও সাইলিসিয়া উপযোগী। ন্যাট্রমে—কোষ্ঠবদ্ধতা থাকিলে রোগীর মনের অবস্থা অত্যন্ত খারাপ থাকে ; মাথা অত্যন্ত ব্যথা করে, মুখের আস্বাদ কটু ও বিস্বাদ হয় ; কোষ্ঠশুদ্ধি থাকিলে মনটাও বেশ ভাল থাকে।

ক্ষুধা—অত্যন্ত রাক্ষুসে ক্ষুধা, রোগী সর্ব্বদাই খাই খাই করে, ক্ষুধার যেন কিছুতেই নিবৃত্তি হয় না ; ন্যাট্রমের একটি বিশেষত্ব এই যে—রোগী প্রচুর পরিমাণে আহার করা সত্ত্বেও শরীরে কিছুমাত্র উন্নতিসাধন হয় না। আয়োডামেও এই লক্ষণটী আছে, তবে প্রভেদ এই যে,—ন্যাট্রমের রোগীর আহারের পরই অত্যন্ত ক্লান্তিভাব আসে, ঘুমাইতেও ইচ্ছা করে, পেট ভারী হয়, তাহাতে যেন শরীর অসুস্থ হইয়া পড়ে এবং আয়োডামের রোগীর উদরটী পূর্ণ হইলেই একটু সুস্থবোধ করে। ন্যাট্রমে—রোগী লবণ ও লবণাক্ত দ্রব্য এবং তিক্ত পদার্থ আহার করিতে ভালবাসে, ফল মূল, রুটী ইত্যাদি আদৌ সহ্য হয় না।

ঠোঁটের কোণ ফাটা—নিম্ন ঠোঁটের মধ্যস্থানে ফাটা এইটি ন্যাট্রমের বিশেষত্ব হইলেও ইহাতে মুখের কোণও ক্ষতযুক্ত ও ফাটা ফাটা হইয়া থাকে। নাইট্রিক-এসিডেও উক্ত লক্ষণটী আছে। নাইট্রিক—গুহ্যদ্বারও ক্ষতযুক্ত ও ফাটা ফাটা থাকে এবং রক্ত পড়ে। সবিরাম-জ্বরে—ওষ্ঠে জ্বর ঠুঁটো (fever bleister) হইলে প্রথমেই—ন্যাট্রম-মিউর স্মরণ করিবেন। ন্যাট্রমের জিহ্বাও ফাটা ফাটা এবং মানচিত্রের মত চিত্র-বিচিত্র।

প্রমেহ—প্রস্রাবের পর মূত্রনলীতে টনটনানি ও কাঁটাছোঁড়ার মত বেদনা (প্রস্রাবের পূর্ব্বে বা সময়ে নহে), এই লক্ষণটী গ্লীট্ (Gleet)-ষ্টেজে অর্থাৎ প্রমেহ রোগের পুরাতন অবস্থাতেই প্রায় দেখিতে পাওয়া যায়, এই সঙ্গে প্রমেহের প্রস্রাব জলের মত তরল হইলে কিম্বা স্রাব হরিদ্রা-রঙের হইলে—ন্যাট্রম উপকারী, নূতন প্রমেহে—ন্যাট্রম উপযোগী নহে।

প্রস্রাবের পীড়া—প্রচুর পরিমাণে এবং ঈষৎ ফিকে রঙের প্রস্রাব হয়, বহুমূত্র, হাঁচি-কাশির-সঙ্গে এবং চলিতে ফিরিতে অসাড়ে প্রস্রাব নিঃসরণ। প্রস্রাবের সময় নিকটে কোনও লোক থাকিলে শীঘ্র প্রস্রাব নির্গত হয় না, অনেকক্ষণ বসিয়া থাকিতে হয়।

স্বপ্নদোষ—নিদ্রিতাবস্থায় স্বপ্নদোষ, স্ত্রী-সহবাসের পরও কখন কখন স্বপ্নদোষ, সহবাসকালে লিঙ্গোদ্রেক না হওয়া, ধ্বজভঙ্গ, স্বপ্নদোষজনিত কোমরে ব্যথা ইত্যাদিতে—ন্যাট্রম উপযোগী।

হৃৎপিণ্ডের পীড়া—হৃৎপিণ্ডের ভিতর যেন পাখীর মত ঝটপট করে, হৃৎপিণ্ডের আঘাত অসমান ও মধ্যালোপী অর্থাৎ—চলিতে চলিতে মধ্যে মধ্যে (heart beat) এক একবার থামিয়া যায়, রোগী হৃৎপিণ্ডটিকে অত্যন্ত দুর্ব্বল বলিয়া বিবেচনা করে, শুইলে বিশেষতঃ বামদিকে চাপিয়া শুইলে বুক ধড়ফড়ানি ও দুর্ব্বলতা যেন আরও বৃদ্ধি হয়, হাত-পা অসাড় ও ঠাণ্ডা হয়, হৃৎপিণ্ড কখনও কখনও অত্যন্ত জোরে স্পন্দিত হয়, তাহাতে সমস্ত শরীর যেন কাঁপিয়া উঠে, একটুমাত্র নড়াচড়াতেই বৃদ্ধি হয়, এইগুলি—ন্যাট্রমের লক্ষণ। স্পাইজেলিয়াতেও—এই লক্ষণটী আছে। দুর্ব্বল রক্তহীন ব্যক্তিগণ যাহারা মানসিক শোক-সন্তাপে ক্লিষ্ট হইয়াছে কিম্বা রক্ত-রস বা শুক্রাদি ক্ষয় নিবন্ধন অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছে, তাহাদের এই প্রকার হৃৎপিণ্ডের পীড়ায়—ন্যাট্রম উপযোগী ; তবে স্মরণ রাখিবেন যে, ক্লোরোসিস রোগিনীদের উক্ত লক্ষণে ন্যাট্রমে কোনও উপকার হইবে না (ডিজিটেলিস—অধ্যায়—১৯৮ পৃষ্ঠা দেখুন)।

হাত-পা-ঠাণ্ডা—হ্যানিম্যান বলেন ন্যাট্রমে রোগীদের হাত-পা-এত ঠাণ্ডা হয় যে, তাহা আগুনেও যেন গরম করা যায় না, ডাঃ হিউজেস বলেন—ইহাতে শরীর কিম্বা নিম্নের অর্দ্ধ-অঙ্গ সাংঘাতিক প্রকারের ঠাণ্ডা হয়।

কোমরে বাত ও পক্ষাঘাত— কোমরের নীচে বালিস দিয়া শুইলে কোমরের ব্যথার অনেকটা পরিমাণে উপশম হয়। জ্বর ও ডিপ্‌থেরিয়া পীড়া আরোগ্যের পর নিম্নাঙ্গ পক্ষাঘাতের মত হইলে—ন্যাট্রম উপকারী।

স্ত্রী-ব্যাধি—স্ত্রীলোকদের পীড়ায় ন্যাট্রম-মিউর অনেকটা প্রায় সিপিয়া ও পল্‌সেটিলার সমতুল্য। কতকগুলি ঔষধে রোগ লক্ষণের সহিত ঔষধ লক্ষণের সামঞ্জস্য থাকিলেও মহাত্মা হ্যানিম্যান রোগীর মানসিক লক্ষণের উপর ও রোগীর ধাতুর উপর প্রথমেই লক্ষ্য করিতে উপদেশ দিয়াছেন। ন্যাট্রমের—রোগী সর্ব্বদাই মনমরা, দুঃখিত এবং সামান্য কোন কারণে ক্রুদ্ধ হইয়া উঠে, কেহ সান্ত্বনা করিলেও শান্ত হয় না। যে সকল স্ত্রীলোকের পক্ষে ন্যাট্রম উপযোগী—তাহারা প্রায়ই জীর্ণ শীর্ণ, শুষ্ক, দুর্ব্বল ও রক্তহীন হয়, তাহাদের প্রায় বুক ধড়ফড় করে, তাহার সহিত জরায়ুর কোন না কোন প্রকার পীড়া থাকে ; বাধক-ঋতুস্রাব অতি অল্প পরিমাণে হয়;—এতদ্ভিন্ন জরায়ুর বহির্নিঃসরণ (prolapsus), জরায়ুতে বেদনা, কোমরে বেদনা, সবুজ রঙের হাজাকারক প্রদর, যোনিদ্বার টন্‌টন্ করে, প্রস্রাবে জ্বালা ও প্রস্রাবের টন্‌টনানি, ভয়ঙ্কর মাথাবেদনা, যোনিদেশে চুলকানি—উহা জল লাগিলে বৃদ্ধি, স্বামী সহবাসে কষ্ট ইত্যাদি লক্ষণগুলিও ইহাতে বর্ত্তমান থাকে।

পল্‌সেটিলার—রোগীর স্বভাব অতিশয় শান্ত, ইহাতেও রোগী সর্ব্বদাই বিষন্ন থাকে, এমন কি কোনও কথা বলিবার সময়ে কাঁদিয়া তবে কথা কহে ; তবে পল্‌সেটিলার রোগীকে সান্ত্বনা করিলে শান্ত হয়, আর ন্যাট্রমে রোগীকে সান্ত্বনা করিলে আরও ক্রুদ্ধ ভাব ধারণ করে।

স্বামী সহবাসে কষ্ট, এই পীড়ায় ন্যাট্রম-মিউর ভিন্ন—ক্রিয়োজোট, সিপিয়া, বেলেডোনা, ফেরম, এপিস ইত্যাদিও উপযোগী। ডিম্বকোষে-হুল-ফুটান বেদনাসহ স্বামী-সহবাসে কষ্ট—ফেরমও এপিসে আছে, স্বামী সহবাস করিলেই

রক্তস্রাব হয়, তজ্জন্য কষ্টবোধ—ক্রিয়োজোটে নির্দ্দিষ্ট। সিপিয়া ও বেলেডোনায় যোনিপথ শুষ্ক থাকে, তজ্জন্য স্বামী সহবাসে কষ্ট হয়। ন্যাট্রমে—ঋতুস্রাব পরিমাণে অতি অল্প ও অনেক বিলম্বে হয়, কখনও একেবারে ঋতুবন্ধ থাকে, আবার কখনও স্রাব খুব অল্প পরিমাণে হয়, কিন্তু ২/১ দিন পরে প্রচুর পরিমাণে নির্গত হইতে থাকে ও অনেক দিন পর্য্যন্ত স্থায়ী হয়, তৎসহ উদরাময় বা শিরঃপীড়া। প্রথম রজঃস্বলা অধিক বয়সে হয়।

উদরাময়—মল জলের মত তরল, রঙ—কাল, কখনও রক্তমিশ্রিত, কখনও হাঁসের ডিমের শ্বেতাংশের মত হড়হড়ে, কখনও মলের কোনও চিহ্ন থাকে না, বাহ্যে কখনও অসাড়ে হয়, কখনও বা খুব জোরে বেগে নির্গত হইতে থাকে, কখনও কখনও উদরাময় ও কোষ্ঠবদ্ধ পর্য্যায়ক্রমে দেখা যায়। বাহ্যের পূর্ব্বে—অত্যন্ত পেট ডাকে এবং বায়ু নিঃসরণকালে অসাড়ে মল নিঃসরণ হইয়া পড়ে (এলো), রোগীর মেজাজ অত্যন্ত খিটখিটে হয় ও ক্রুদ্ধ হইয়া উঠে, মুখের ভাব শুষ্ক কিম্বা তেলা-চক্‌চকে দেখায়, ইহার সহিত মুখে -ঠোঁটে ঘা, ঠোঁট ফোলা-ফোলা, উদরাময়ের সহিত অত্যন্ত ক্ষুধা ইত্যাদি লক্ষণগুলিও থাকে ; এতদ্ভিন্ন—রোগীর গলা ও ঘাড় অত্যন্ত শীর্ণ ও মাংসহীন হয়। শিশুদের পুরাতন উদরাময়ে এবং গ্রহণীরোগে উপরোক্ত লক্ষণগুলি থাকিলে ন্যাট্রম-মিউর বিশেষ উপকারী।

দ্রষ্টব্য ঃ যে উদরাময়ে রোগী অনবরত জল খায়, অত্যন্ত পিপাসা, সেখানে—ন্যাট্রম দিবেন উপকার হইবে।

ম্যারাস্‌মাস বা মাংসক্ষয়— শিশুদের এই পীড়ায়—ন্যাট্রম—মিউর সার্সাপ্যারিলা,এব্রোটেনাম, আয়োডাম ইত্যাদি ঔষধ সমুহও উপকারী। ন্যাট্রম-মিউরে—গলা ও ঘাড় অধিক শীর্ণ হয় ; শরীরও শীর্ণ হয় ; কিন্তু ইহাতে ঘাড়ের শীর্ণতাই অধিক, সেখানকার চামড়া যেন শুকাইয়া যায় ও ভাঁজ পড়ে, সেই সঙ্গে শিশুর সর্ব্বদাই পিপাসা থাকে, ইহাকে আমরা শিশুদের "এড়েলাগা বা পূঁয়ে পাওয়া" রোগ বলি। এব্রোটেনাম—পা দুইটিরই শীর্ণতা অধিক : সার্সাপ্যারিলায়—ন্যাট্রমের ন্যায় ঘাড়ের শীর্ণতা অধিক তবে ন্যাট্রমে—শিশুর উত্তম ক্ষুধা ও প্রচুর আহার সত্ত্বেও শরীরের পুষ্টিসাধন হয় না, সার্সাপ্যারিলায়—সে লক্ষণটি থাকে না। আয়োডামে—ক্ষুধা খুব বেশী থাকে, তবে প্রভেদ এই যে, আয়োডামে—আহারের পর রোগী সুস্থবোধ করে, আর ন্যাট্রমে—আহারের পর রোগীর যেন অলস ভাবের বৃদ্ধি হয়।

সর্দ্দি-কাশি—প্রচুর পরিমাণে ঠাণ্ডা জলের মত কাঁচা-তরুণ সর্দ্দি নাসিকা দিয়া নিঃসরণ—তৎসহ হাঁচি ; সর্দ্দিস্রাব—কখনও তরল, কখনও শুষ্ক, একটু ঠাণ্ডা হাওয়া লাগিলেই সর্দ্দি হয়, সর্দ্দি স্রাব যেখানে লাগে তথায় হাজিয়া যায়। ন্যাট্রমের সর্দ্দির আরও একটি বিশেষ বিশেষত্ব এই যে রোগী কোন বস্তুর আঘ্রাণ পায় না, কাশিতে কাশিতে গলা সুড়সুড় করে ও স্বরভঙ্গ হইয়া পড়ে, তাহার সহিত ভয়ঙ্কর মাথাব্যথা থাকে।

প্লীহা বিবর্দ্ধন-ম্যালেরিয়া জ্বরভোগজনিত দীর্ঘকালের স্বাস্থ্যবিকৃতি তৎসঙ্গে প্লীহা ও যকৃতের বিবৃদ্ধি ও উহাদের কাঠিন্য থাকিলে—ন্যাট্রম-মিউর উপকারী। ন্যাট্রম-মিউর প্রয়োগকালীন ইহার চরিত্রগত জ্বরাদির লক্ষণসহ বিশেষ লক্ষণের

প্রতিও সম্পূর্ণ দৃষ্টি রাখিতে হইবে। প্লীহা বর্দ্ধিত হইলে ন্যাট্রমের ন্যায়—আর্সেনিক, সিয়ানোথাস, চিনিনম-সলফ, চিনিনম-আর্স, চায়না, এরানিয়া, ফেরম-আর্স, ফেরম-আয়োড, আয়োডাম, ল্যাকেসিস, নক্স-ভমিকা ইত্যাদি ঔষধগুলিও উপকারী, তাহাদের লক্ষণ নির্ব্বাচন করিয়া ঔষধের ব্যবস্থা করিতে হইবে (এণ্ডারসোনিয়া—৬৭৩ পৃঃ দেখুন)।

সিয়ানোথাস (Ceanothus)—ইহা একপ্রকার লতাগুল্মের ফল হইতে প্রস্তুত হয়। ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে ডাক্তার জে. সি. বার্ণেট ইহা প্রথমে পরীক্ষা করেন। অনেকে এই ঔষধটিকে "প্লীহারোগের একপ্রকার প্রায় পেটেন্ট করিয়া লইয়াছেন। বাস্তবিকই প্লীহা খুব বড়, শক্ত এবং তাহাতে ছুঁচফোটান-ব্যথা ও প্লীহার স্থানে তীব্র বেদনা অথবা প্লীহার প্রদাহ থাকিলে ইহা বাহ্যিক ও আভ্যন্তরিক প্রয়োগে বর্দ্ধিত প্লীহা শীঘ্রই স্বাভাবিক অবস্থায় উপনীত হয়। সিয়ানোথাসে—প্লীহার বেদনা ভিন্ন ইহাতে সমগ্র বাম পার্শ্বও বেদনাক্রান্ত হয় আবার সময়ে সময়ে যকৃতেও বেদনা অনুভূত হয়, রোগী বামপার্শ্ব চাপিয়া আদৌ শয়ন করিতে পারে না, কোষ্ঠবদ্ধ থাকে, শ্বাসকৃচ্ছ্র হয়। প্লীহার বেদনা না থাকিয়া পুরাতন প্লীহা বিবৃদ্ধিতেও ইহাতে উপকার হয়,—ক্রম—θ। যকৃতের বিবৃদ্ধি ও বেদনার জন্য—চিয়োন্যান্থাস—২৩৮ পৃষ্ঠা দেখুন। সিয়ানোথাসের রোগী রক্তহীন (animic) হয়।

ইউক্যালিপটাস (Eucalyptus)—১ × শক্তি, ডাঃ এলেন বলেন—ইহা সবিরাম, অবিরাম এবং টাইফয়েড-জ্বরেও ব্যবহৃত হয় ; কিন্তু তিনি কোনও বিশেষ লক্ষণ বর্ণনা করেন নাই। ডাঃ হেরিং বলেন—যে জ্বর "জার্ম" সম্ভূত, অত্যন্ত গোলমেলে ও জটিল, রোগী সারিয়াও সারিতে পারে না, পুনঃ পুনঃ আক্রান্ত এবং জ্বর অনেক দিন পর্য্যন্ত স্থায়ী হয়, জ্বরের সঙ্গে প্লীহা বাড়ে, রোগীর শরীরে বাতের মত বেদনা হয়, এত তীব্র বেদনা হয় যে হাত ছোঁয়ানো যায় না, প্লীহা খুব বড়, স্ফীত ও শক্ত হয়, প্লীহা হাতে থাক্-কাটা-কাটা মত অ-সম অনুভূত হয়, তাহাতে ইহা উপকারী। ইউক্যালিপ্টাসে—রোগী অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়ে, সর্ব্বদা মাথায় বেদনা থাকে, মাথা ঘোরে, সর্ব্বশরীর কামড়ায় ও বেদনা করে, কামড়ানি ব্যথা, বেদনা—রাত্রিতে অত্যন্ত বাড়ে, উদরাময় ও পেটের দোষ আসিয়া পড়ে, মলে অত্যন্ত পচা-দুর্গন্ধ থাকে। সিয়ানোথাসে—প্লীহার খুব বেদনা থাকে, কিন্তু প্লীহা থাক্-কাটা-কাটা মত হয় না, কোষ্ঠবদ্ধ থাকে।

সবিরাম জ্বর—জ্বরের সময় বেলা ১০। ১১টা, কখনও কখনও অপরাহ্ণে জ্বর আসে। কুইনাইন-আটকান-জ্বরে—ইপিকাক, আর্সেনিক, চায়না, পলস, ইউপেটোরিয়ম-পার্ফো প্রভৃতির মত ন্যাট্রম-মিউরও একটি মূল্যবান ঔষধ। ন্যাট্রমে—জ্বর আসিবার ঠিক পূর্ব্বে মাথায় হাতুড়ী মারার মত ব্যথা ও অত্যন্ত পিপাসা থাকে, এই পিপাসা দেখিয়াই রোগী বুঝিতে পারে যে এইবার তাহার জ্বর আসিবে। তাহার পর খুব শীত হইয়া কম্প হয় (কম্প—হাত বা পা হইতে আরম্ভ হয়), কম্প প্রায় এক ঘন্টা কাল স্থায়ী হয়, এ সময়েও রোগীর অত্যন্ত

পিপাসা থাকে, ভয়ঙ্কর মাথাব্যথা—তজ্জন্য রোগী অজ্ঞানভাবে পড়িয়া থাকে, সে কোথায় আছে কিছুই বুঝিতে পারে না। শীতাবস্থায়—অতি অল্প পরিমাণে ঘন-ঘন জলপান করে; কিন্তু পানীয় জল বমি হইয়া উঠিয়া যায়, বমি জলের মত (ইউপেটোরিয়মে—পিত্ত বমি হয় ও তাহাতে সর্ব্বশরীরে বিশেষতঃ হাতের ভিতরে অত্যন্ত বেদনা থাকে, ন্যাট্রমে—হাতে-পায়ে ও কিডনী-প্রদেশে ব্যথা নির্দ্দিষ্ট)। উত্তাপাবস্থায়—ভয়ানক পিপাসা (ইউপেটোরিয়মে এ অবস্থায় পিপাসা খুব কম), অসহ্য মাথাব্যথা, যেন মাথা ভাঙ্গিয়া যায়, রোগী চক্ষুতে অন্ধকার দেখে, মাথাব্যথা—ঘর্ম্ম হইলে অল্পে অল্পে নিবৃত্তি হয় (ইউপেটোরিয়মে—ঘর্ম্মাবস্থায় মাথাব্যথার যেন আরও বৃদ্ধি হয়)। ঘর্ম্মাবস্থায়—খুব পিপাসা, মোটের উপর কথা—জ্বরের পূর্ব্বাবস্থায় এবং শীত, উত্তাপ ও ঘর্ম্ম, সর্ব্ব অবস্থাতেই ন্যাট্রমে পিপাসা থাকে ; ঘর্ম্মাবস্থায়—মাথায় ও গায়ের বেদনার অনেক হ্রাস হয়, জ্বর বিচ্ছেদ হইলে —রোগীর অত্যন্ত দুর্ব্বলভাব আসে ও তজ্জন্য নির্ঝুম হইয়া পড়িয়া থাকে ; হাতে লিভার ও প্লীহা বর্দ্ধিত হয় এবং তাহাতে ছুঁচফোটান ব্যথা থাকে; সাদারঙের ঘোলা প্রস্রাব হয়, ঠোঁটের কোণ ফাটে ও ঠোঁটে জ্বর-ঠুঁটো বাহির হয়। জ্বর বিরামকালে—অত্যন্ত অধিক পরিমাণে তরল বাহ্যে, অনিয়মিত নাড়ীর গতি, কোমরে বেদনা, লিভারে ছুঁচফোটান-ব্যথা, মুখে স্নায়ুশূল বেদনা প্রভৃতি আরও কতকগুলি লক্ষণ ইহাতে দৃষ্ট হয়।

আভাষ—১০/১১টায় শীত হইয়া জ্বর তৎসহ পিপাসা ; শীত, উত্তাপ ও ঘর্ম্মাবস্থায় পিপাসা অধিক প্রবল ; উত্তাপাবস্থায়—ভয়ানক মাথাব্যথা, ঘর্ম্মে উপশম ; এই কয়টী লক্ষণ কোনও জ্বরে এবং—ঘাড়ের শীর্ণতা, মুখ যেন তেলমাখা-চক্চকে ভাব, লোণা ও তিক্তদ্রব্য আহারে অত্যন্ত ইচ্ছা, এই কয়টী পুরাতন উদরাময়ে বা গ্রহিণী রোগে—ন্যাট্রমের বিশেষ লক্ষণ।

বৃদ্ধি—বেলা ১০টা হইতে ১১টার মধ্যে, রৌদ্রে বা অগ্নির উত্তাপে, শয়নান্তে, পরিশ্রমে, পূর্ণিমার সময়, রুটী অন্ন ইত্যাদি ভক্ষণে।

উপশম—নির্ম্মল বায়ুতে, শীতল জলে স্নানে, অভুক্ত অবস্থায়, ডান পার্শ্বে শয়নে, মর্দ্দনে, শিরোবেদনা—শয়নে।

সম্বন্ধ—এপিসের পরে ও পূর্ব্বে ইহা ফলপ্রদ, যে সকল রোগের তরুণ অবস্থায়—ইগ্নেসিয়া, সেই সমস্ত রোগের পুরাতন অবস্থায়—ন্যাট্রম-মিউর বিশেষ উপকারী। ইহার পর—সিপিয়া ও থুজা প্রযোজ্য। জ্বরের প্রবল অবস্থায় ন্যাট্রম ব্যবহার করা উচিত নহে। ন্যাট্রম-মিউরিয়েটিক অপব্যবহারে—শিরোঘূর্ণন, শিরঃপীড়া প্রভৃতি উৎপন্ন হইলে—নক্স-ভমিকা প্রয়োগে তাহা দূরীভূত হয়।

ক্রিয়ানাশক—আর্স, ফস, নাইট্রি-স্পিরি-ডল, সিপি, নক্স।

ক্রিয়া স্থিতিকাল—৪০—৫০ দিন।

ক্রম—৩০—১০০০ শক্তি।

অধিকাংশ চিকিৎসক ইহার উচ্চশক্তির পক্ষপাতী। ফরমূলা—বিচূর্ণ—৭; টিংচার—৫-এ।

ন্যাট্রম নাইট্রিকাম (Natrum Nitricum)

(নাইট্রেট-অফ-সোডিয়াম)—সাধারণতঃ সকলপ্রকার প্রদাহ ও রক্তস্রাবের নিমিত্তই ইহা ব্যবহৃত হয়। প্রদাহের প্রধান ঔষধ—একোনাইট, ফেরম-ফস, বেলেডোনা, মাইরিষ্টিকা প্রভৃতি : ন্যাট্রম-নাইট্রি—উক্ত সকল ঔষধ অপেক্ষাও আশু ফলপ্রদ। নাসিকা দিয়া রক্তস্রাবের ইহা একপ্রকার পেটেন্ট ঔষধ; তদ্ভিন্ন—হিমপ্টিসিস (রক্তোৎকাশ), হিমাচুরিয়া (প্রস্রাবদ্বার দিয়া রক্ত নির্গমন), রক্তস্রাবীয় বসন্ত প্রভৃতি পীড়ারও ইহা উত্তম ঔষধ (হৃৎপিণ্ডের পীড়াসহ রক্ত উঠায়—ক্যাক্টস)।

ক্রম—২ x—৩ x শক্তি। ফরমূলা—৭।

ন্যাট্রম ফস (Natrum Phosphoricum)

(ফসফেট-অফ সোডা)—শিশু ও অম্লপীড়াগ্রস্ত ব্যক্তিদের পীড়ায় এই ঔষধটী বিশেষ উপকারী। অম্লের পীড়ার টক্ উদগার, টক্-বমন, মুখে টক আস্বাদ, আহারের পর পেটে বা অন্য কোনও স্থানে বেদনা, মুখে জলউঠা, পেটফোলা ইত্যাদি লক্ষণে ইহা অধিক উপকারী। ছোট শিশুদের টকগন্ধ বিশিষ্ট পাতলা বাহ্যে, সবুজ রঙের বাহ্যে, দুগ্ধ বমন, দধির মত চাপ্ চাপ্ বমন, তৎসহ—জ্বর, পেটে বেদনা ইত্যাদি লক্ষণেও ইহা ফলপ্রদ। ঘুমাইয়া ঘুমাইয়া দাঁত কিড়্‌মিড়্ করা অর্থাৎ ক্রিমির লক্ষণে ও যুবকদিগের স্বপ্নদোষ ইত্যাদি পীড়ায় ইহার দ্বারা বিশেষ উপকার হয়; বাতরোগে—ডাঃ সুস্‌লারের ইহা একটি মূল্যবান ঔষধ।

কলেরা—ডাঃ সুস্‌লারের মতে কোলাপ্স-ষ্টেজে ও বিকারাবস্থায়—ক্যালি-ফস, ফেরম-ফস ও ন্যাট্রম-ফস এই তিনটিই প্রধান। ন্যাট্রম-ফসে প্রস্রাব বন্ধ হয় না, ইউরিমিয়ার আশঙ্কা থাকে না। সকল প্রকার শিশু কলেরার ও এই তিনটি মহৌষধ। পীড়ার লক্ষণানুযায়ী—৩ x বা ১২ x শক্তি একত্রে বা পর্য্যায়ক্রমে ঘন ঘন সেব্য। ইউরিমিয়ায়—ফেরম-ফস সহ প্রযোজ্য।

বৃদ্ধি—বিচরণে, বমনান্তে ও ঝড়-বৃষ্টির দিনে।

সদৃশ—ক্যালকে, কার্ব্বো, লাইকো, নক্স, সলফ, সাইলি, ন্যাট্রম-মিউর।

ক্রম—৬ x—৩০ শক্তি। ফরমূলা—৭।

ন্যাট্রম সলফ (Natrum Sulphuricum)

(সলফেট-অফ-সোডা, ট্রাইটুরেসন আকারে প্রস্তুত হয়)—ন্যাট্রম-ফস যেমন অম্লের পীড়ায় উপযোগী ; ন্যাট্রম-সলফ তেমনই পিত্তের পীড়ায় উপকারী। পিত্ত-বমি, পিত্ত-ভেদ, লিভারে পীড়া, ন্যাবা, পিত্ত-জ্বর, গেঁটে বাত, বহুমূত্র, পাথরী ইত্যাদি পীড়ায় লক্ষণভেদে ব্যবহারে ইহাতে আশু সুফল পাওয়া যায়। প্রমেহ-বিষদুষ্ট ধাতু ও জ'লো-ধাতুতে অর্থাৎ বর্ষায় কিম্বা ভিজা মাটিতে থাকিলে যাহাদের প্রায়ই পীড়ার উপসর্গ বৃদ্ধি হয়, (Hydrogenoid

constitution), তাহাদের পক্ষে ইহা অধিক উপকারী। সেখানে কতক ন্যাট্রম-মিউরের ও কতক সলফারের লক্ষণ মিশ্রিতভাবে থাকে, তথায়—ন্যাট্রম-সলফ প্রযোজ্য।

চরিত্রগত লক্ষণ ঃ—

১। গরমের পর বর্ষা পড়িলেই অসুস্থবোধ, সমুদ্রের বায়ু সেবন ও জলাশয়ের ধারে যে সমস্ত শাক-সব্জী জন্মায় তাহা আহার করিলে সহ্য হয় না ; ২। আঘাত লাগিয়া কিম্বা পড়িয়া গিয়া মস্তিষ্কের পুরাতন পীড়া ; ৩। প্রত্যেক বসন্তকালে চর্ম্মপীড়ার উৎপত্তি ; ৪। চক্ষুর পাতায় মাংসাঙ্কুর উহা—ছোট ছোট ফোস্কার মত দেখায় (থুজা); চক্ষু হইতে যে পূঁয পড়ে তাহার রঙ্ একটু সবুজ, প্রমেহ পীড়াক্রান্ত ব্যক্তিদের চক্ষুতে আলোক সহ্য হয় না; ৫। ঋতুর সময় নাক দিয়া রক্ত পড়ে (ঋতুর পরিবর্ত্তে হইলে—পলস, ব্রায়ো) ; ৬। জিবের গোড়ায় কটারঙের কিম্বা ধুসর সবুজ মিশ্রিত রঙের ময়লা সঞ্চয় ; ৭। প্রমেহস্রাব—হলদে-সবুজ উভয় মিশ্রিত রঙের যন্ত্রণাশূন্য ; গাঢ় (পলস) ৮। পিত্ত-বমি ও ভেদ ; ৯। প্রমেহ রোগাক্রান্ত ব্যক্তির নিমোনিয়া—বাম ফুসফুসের নিম্নভাগ আক্রান্ত হয়, বুকের ভয়ঙ্কর বেদনার নিমিত্ত কাশিবার সময় দুই হাতে বুক জোরে চাপিয়া ধরিয়া বিছানা হইতে উঠিয়া বসে ; ১০। স্পাইন্যাল-মেনিন্‌জাইটীস ; ১১। উদরাময়ে—হঠাৎ বাহ্যের বেগ আসে এবং সশব্দে তোড়ে বাহ্যে হয় ; ১২। শর্করাযুক্ত বহুমূত্র ; ১৩। লিভারের পীড়া ও ন্যাবা।

উদরাময়—বাহ্যের রঙ ঘোর হলদে ও তরল, কখনও সবুজ বর্ণের পিত্ত মিশ্রিত ও ঘন, বাহ্যের বেগ আসে, খুব বায়ুনিঃসরণসহ তোড়ে বাহ্যে, কিছু খাইলে কিম্বা কোনও ঠাণ্ডা দ্রব্য পানাহারে পীড়ার বৃদ্ধি। ইহার রোগী অনবরত বরফ কিম্বা বরফ জল চায়, কিন্তু খাইলেই উপসর্গ বাড়ে। পেটে খুব বায়ু জমে ও পেট ফুলিয়া উঠে, পেটে শুল-বেদনার মত বেদনা হয়, পেট ভুটভাট করে, পেট ডাকে, পেটডাকা ডানদিকে তলপেটের নীচে অধিক ; তাহার সহিত পিত্ত-বমন, গা-বমি-বমি, জ্বালা, মাথাব্যথা, মুখে তিক্তাস্বাদ, প্রাতঃকালীন উদরাময় ইত্যাদি লক্ষণগুলি পীড়ায় থাকিলে—ন্যাট্রম-সলফ আরও অধিক উপকারী। প্রাতঃকালীন উদরাময়ে—ন্যাট্রম-সলফে নিদ্রাভঙ্গের কিছুক্ষণ পরে বাহ্যে আরম্ভ হয়, সলফারের ন্যায় অতি প্রত্যুষে কিম্বা শেষ রাত্রিতে বাহ্যে হয় না।

কলেরা—ন্যাট্রম-সলফ এই পীড়ায় একটি প্রতিষেধক ঔষধ। কলেরা এপিডেমিকের সময় প্রত্যহ প্রাতে—৩ x শক্তি, ২/১ মাত্রা সেব্য। পীড়ার ১ম অবস্থায় ৩/৪ মাত্রা সেবনেই উহার প্রকোপ কমিয়া আসে। সর্ব্বদা বমির বেগ, মুখ তিক্ত, জিহবা ঈষৎ সবুজবর্ণ ইত্যাদি ইহার লক্ষণ।

ডিস্পেপ্‌সিয়া—অম্বলের পীড়া, পেটে খুব বায়ু জমে, পেট ফোলে, বুক জ্বালা করে। ন্যাট্রম-সলফে পিত্তের গোলযোগ হইয়া কিম্বা বর্ষাকালে পেটে বায়ুসঞ্চয় হইয়া পীড়া হয়।

ন্যাট্রম-কার্ব্ব—দুধের দোষে কিম্বা দুধ সহ্য না হইয়া কোনও পীড়া ; বুক ধড়ফড় করে (palpitation) ।

ন্যাট্রম-মিউর—পেট সর্ব্বদাই খালিবোধ, পিপাসা, দিন দিন রোগী শুকাইয়া আসে।

ন্যাট্রম-ফস—দুধ—দধি কিম্বা ছানার মত হইয়া বমি হয়, পেট ফাঁপে।

বায়ু-পিত্তের পীড়া—গা-বমি-বমি, পেটফোলা, পেটফাঁপা, পিত্ত বা টক-বমন, তিক্ত-বমন, লবণাস্বাদবিশিষ্ট বমন, তৎসহ মাথাব্যথা, মাথাঘোরা, চোখ ও হাত-পায়ের জ্বালা, অম্বলের উদগার, লিভারের ব্যথা, বায়ু-জমিয়া পেটে শূল-বেদনা, ন্যাবা, হরিদ্রাবর্ণের চক্ষু ইত্যাদি—ন্যাট্রম-সলফের নির্ব্বাচিত লক্ষণ।

দন্তের পীড়া—দন্তের বেদনার তাপ প্রয়োগ ও গরম পানীয় মুখে রাখিলে যন্ত্রণার বৃদ্ধি এবং ঠাণ্ডা বাতাসে, ঠাণ্ডা জল মুখে রাখিলে ও তামাক খাইলে যন্ত্রণার একটু উপশম থাকে (হেরিং)।

কর্ণের পীড়া—কাণের ভিতর তীক্ষ্ণ ছুঁচফোটান-বেদনা ভিজা মাটিতে শুইতে কিম্বা জ'লো সেঁৎসেতে ঋতুতে উহার বৃদ্ধি।

চর্ম্মপীড়া—গায়ের কাপড় খুলিলেই চুলকায়, জল ফোস্কার মত উদ্ভেদ, প্রমেহ জনিত উদ্ভেদ, শরীরে লালবর্ণের আঁচিলের মত উদ্ভেদ।

বুকে বেদনার সহিত কাশি—কাশির সহিত পাঁজরা ও বুক ভয়ানক বেদনা করে, এই লক্ষণ—ব্রায়োনিয়া ও ন্যাট্রম-সলফে আছে, এই উভয় ঔষধই পিত্ত-ধাতুর লোকের পীড়ায় উপযোগী। ব্রায়োনিয়ার কাশি শুষ্ক, ন্যাট্রম-সলফের—কাশি সরল, ব্রায়োনিয়ার—ডানদিকের বুকে বেদনা অধিক, ন্যাট্রম-সলফে—বামদিকের বুকে বেদনা অধিক। ডানদিকের বুকের নিম্নভাগের বেদনাতে—ন্যাট্রম-সলফ উপকারী। বর্ষা ও ভিজা সেঁৎসেতে ঋতুতে ন্যাট্রম-সলফে সমুদয় রোগলক্ষণ বৃদ্ধি হয়, উক্ত উভয় ঔষধেই বেদনা চাপিলে উপশম থাকে, তজ্জন্য রোগী কাশিবার সময় দুই হাত দিয়া বুক চাপিয়া ধরে। ন্যাট্রম-সলফে—ভোর ৩/৪টা হইতে অত্যন্ত কাশির বৃদ্ধি হয়, হাঁপানির কাশি রাত্রিতে ও শুইলেই বাড়ে।

লিভার—রোগী অনেকদিন পর্য্যন্ত উদরাময়, আমাশয়, ইত্যাদি রোগে ভুগিয়া ভুগিয়া পরে লিভার আক্রান্ত হইলে এবং লিভার অত্যন্ত টাটানি ব্যথা থাকিলে—ন্যাট্রম-সলফ উপকারী। যেখানে লিভার পীড়ায় ন্যাট্রম-সলফ প্রয়োজন,—সেখানে দেখিবেন—রোগী বামপার্শ্বে চাপিয়া আদৌ শয়ন করিতে পারে না, শুইলে অত্যন্ত যন্ত্রণার বৃদ্ধি হয়, তাহার সহিত গা বমি-বমি, অম্ল-বিস্তর পিত্ত-বমি, মুখে টক্ বা তিক্ত আস্বাদ ও ন্যাবা প্রভৃতি আরও কতকগুলি আনুসঙ্গিক উপসর্গও থাকে।

বেদনা—বুকের, কোমরের, পিঠের ও ঘাড়ের কোনও বেদনায়—ন্যাট্রম-সলফ উপকারী। নিম্নাঙ্গের বেদনা—বিশেষতঃ হাঁটু আড়ষ্ট হয় অম্লের পীড়াসহ বাতরোগে ও সায়েটীকা-বাতের বেদনা কোনও অবস্থাতে উপশম না হইলে—ন্যাট্রম-সলফ প্রযোজ্য।

প্রস্রাবের পীড়া—প্রস্রাব পিত্তে পরিপূর্ণ, তদ্ভিন্ন অন্য কোনও দোষ না থাকিলে ইউরিক-এসিড থাকে, শিশিতে সুড়কী-গুঁড়ার মত তলানি (sediment) জমে, রোগীর অম্লের পীড়া ও বাত থাকে।

প্রমেহ—পুরাতন প্রমেহ, উহার স্রাব ঘন ও সবুজাভ কিম্বা হরিদ্রা-বর্ণের, জ্বালা-যন্ত্রণা প্রায় একেবারেই থাকে না, এই প্রকার প্রমেহে যখন রোগী কোনও ঔষধে কোন স্থায়ী উপকার না পায়, তখন—ন্যাট্রম-সলফ একবার ধৈর্য্য সহকারে পরীক্ষা করা উচিত (হাইড্রাসটাস-৩৬৫ পৃঃ দেখুন)।

জ্বর—ম্যালেরিয়া-জ্বর, সর্দ্দি-জ্বর, পিত্ত-জ্বর, সবিরাম-জ্বর, অবিরাম-জ্বর ইত্যাদি যে কোনও প্রকারের জ্বরই হউক না কেন, যদি জ্বরের সঙ্গে অথবা জ্বর আরম্ভ হইলেই হাত, মুখ, চোখ ও গায়ের জ্বালা প্রকাশ পায় এবং জ্বর ও জ্বরের উপসর্গসমূহ বেলা দুই প্রহরের পর হইতে কিম্বা সন্ধ্যা হইতে বৃদ্ধি পায় মুখের আস্বাদ তিক্ত হয়, তাহা হইলে—ন্যাট্রম-সলফ উপকারী।

জিহবা— কোন পীড়ায় জিহবা মলিন, কটাসে-সবুজ কিম্বা পাঁশুটে সবুজ রঙের ময়লা থাকিলে সেই পীড়া ইহাতে আরোগ্য হইবে।

বৃদ্ধি—স্পর্শে, শীতল দ্রব্যাদি ভক্ষণে, আর্দ্র গৃহে বাস করিলে ঝড়-বৃষ্টির দিকে, প্রতি বসন্তের প্রারম্ভে পরিশ্রমে, মৎস্য ও পানিফল ভক্ষণে।

উপশম—চাপ প্রয়োগে, শয়নে, শুষ্ক বায়ু সংস্পর্শে।

সম্বন্ধ—ন্যাট-মিউর ও সলফের সহিত ইহার সমগুণ সম্বন্ধ। রস প্রধান ধাতুতে—সিফিলিস ও সাইকোসিস অর্থাৎ গর্ম্মী ও প্রমেহ-বিষ প্রবিষ্ট হইলে—থুজা ও মার্ক-সলের সহিত, আর্দ্র-ঋতুতে রোগবৃদ্ধি লক্ষণে— ডক্কামারার সহিত ইহার অনেক সাদৃশ্য লক্ষিত হয়। ডক্কায়—উষ্ণকাল শীতলে পরিণত হইলেই বৃদ্ধি ; ন্যাট্রম-সলফের বৃদ্ধি— কেবল আর্দ্রকালে।

ক্রিয়া স্থিতিকাল—৩০—৪০ দিন। ক্রম—৬ x—২০ শক্তি।

ফরমূলা—বিচূর্ণ—৭, টিংচার—৫-এ।

নাইট্রি স্পিরিটাস ডল্‌সিস
(Nitri-Spiri-Dulcis)

হোমিওপ্যাথিক অপেক্ষা—এলোপ্যাথিকের মধ্যেই এই ঔষধটী অধিক ব্যবহৃত হয়। সম্ভবতঃ আমাদের হোমিওপ্যাথ শিরোমণি ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকার মহাশয়ই তাঁহার ইংরাজী "কলেরা চিকিৎসা" পুস্তকে ইহা প্রথম লিপিবদ্ধ করেন, তিনি ২য় সংস্করণে উক্ত পুস্তকের ১৩৪ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন,—যখন ইউরিমিয়ায় নির্দিষ্ট হোমিওপ্যাথিক কোন ঔষধে উপকার না হইবে, তখন উহার ৫ ফোঁটা মাত্রায় ১০/১৫ মিনিট অন্তর কিঞ্চিৎ জলসহ সেবন করাইলে অনেক উপকার হইতে পারে ; কোনও জ্বররোগে (in low fevers) কিম্বা অন্য কোনও পীড়ায় যখন রোগীর চৈতন্য লোপ হয় (sensorial apathy), অতি কষ্টে একটু জাগান যায়, তখন এক টম্বলার গ্লাস শীতল জলে কয়েক বিন্দু— আদত নাইট্রিক-স্পিরিট মিশাইয়া ২। ১ চা-চামচ মাত্রায় ১। ১া০ ঘন্টা অন্তর

প্রযোজ্য। ওপিয়ম, এসিড-ফস, হেলিবোরাস প্রভৃতি আরও কয়েকটী ঔষধের সহিত ইহার প্রভেদ নিরূপণ করিবেন। শ্বাসযন্ত্রের পীড়ায় কয়েক পদ চলিলেই দ্রুত প্রশ্বাস বহে। ষ্টার্ণমের নীচে যন্ত্রণাদায়ক সঙ্কোচবৎ বেদনা। ইহার দ্বারা ডিজিটেলিসের ক্রিয়া বর্দ্ধিত হয়। ফরমূলা—৬-এ।

নুফার লুটিয়াম (Nuphar Luteum)

(তাজা মূল হইতে টিংচার প্রস্তুত হয়)—১। প্রাতঃকালীন উদরাময় ২। উদরাময়যুক্ত-টাইফয়েড ; ৩। পুরুষত্বহানি ; ৪। মলত্যাগকালে অসাড়ে শুক্রক্ষরণ এই চারিটি পীড়াতেই এই ঔষধটির অধিক প্রয়োজন হয়।

উদরাময়—বেদনাবিহীন হরিদ্রা রঙের জলবৎ তরল ভেদ, প্রায় ভোর ৪টা হইতে ৭টার মধ্যে উহার বৃদ্ধি—এই ঔষধের বিশেষ লক্ষণ, মল অত্যন্ত দুর্গন্ধ। টাইফয়েড-জ্বরের সহিত উদরাময়ে উক্তপ্রকার লক্ষণগুলি থাকিলে তাহাতে জ্বরেরও বিশেষ উপকার হইবে। প্রাতঃকালীন উদরাময়ে—সলফার, সোরিণাম, ন্যাট্রম-সলফ, এলো, ব্রায়োনিয়া, পডোফাইলাম, মিউরেক্স প্রভৃতিও নির্দ্দিষ্ট, উহাদের অধ্যায় দেখিয়া প্রভেদ নিরূপণ করিবেন।

পুরুষত্বহীনতা—কামোদ্দীপক কথায় অথবা অতি সামান্য একটুমাত্র উত্তেজনাতেই রেতঃস্খলন হয়, স্পার্মাটোরিয়া, অণ্ডকোষে ও লিঙ্গে বেদনা।

ক্রম—১ম, ৩য়, ৬ষ্ঠ শক্তি। ফরমূলা—৩।

নক্স মস্কেটা (Nux Moschata)

(শুষ্ক জায়ফল চূর্ণ করিয়া ইহার ট্রাইটুরেসন ঔষধে প্রস্তুত হয়)—ইহা নার্ভাস, মূর্চ্ছাবায়ুগ্রস্ত রোগী, স্ত্রীলোক ও শিশুদের পীড়ায় উপযোগী।

চরিত্রগত লক্ষণ ঃ—

১। বৃদ্ধদের ডিস্পেপ্সিয়া রোগ ও বৃদ্ধ বয়সের দুর্ব্বলতা; ২। সমস্ত পীড়ায় নিদ্রাচ্ছন্ন, আচ্ছন্নভাব (এন্টিম-টার্ট, ওপিয়ম), মূর্চ্ছা প্রবণ—সামান্য একটুমাত্র বেদনাতেও মূর্চ্ছা যায় ; ৩। সদাই ঘুম-ঘুমভাব ; ৪। মানসিক বৈলক্ষণ্য, কোনও বিষয়ে চিন্তা করিতে পারে না, উদাসভাব ; ৫। বিস্মৃতি—কথা কহিতে বা লিখিতে অযথা শব্দ সমূহ প্রয়োগ করে, বিশেষ পরিচিত রাস্তাও ভুলিয়া যায়; ৬। হাসিতে হাসিতে কান্না, কাঁদিতে কাঁদিতে হাসা ; ৭। মুখ এবং জিহ্বা অত্যন্ত শুষ্ক, লালা তুলার মত হয় ; কিন্তু তবুও পিপাসার লেশমাত্র থাকে না (মার্কুরিয়স সলে—জিহবার বেশ রস থাকে, লালা পড়ে, তথাচ অদম্য পিপাসা) ; ৮। শরীরের যে পার্শ্বই চাপিয়া শয়ন করে, তাহাতে থেঁৎলানির মত ব্যথা ; ৯। প্রত্যেকবার আহারের পর পেট ফুলিয়া উঠে ; ১০। একটু বেশী খাইলেই মাথা ধরে তজ্জন্য অল্পমাত্র খায় ; ১১। গ্রীষ্মকালে ঠাণ্ডাপানে, শরৎকালের এপিডেমিকে, গরম দুগ্ধ পানে, দাঁত উঠিবার সময় এবং গর্ভধারণকালে

উদরাময়, তৎসহ ঘুম ঘুমভাব অথবা মূর্চ্ছার মত হওয়া ; ১২। হঠাৎ গলা ধরিয়া যায় ; ১৩। বিছানায় শুইলে শরীর গরম হইলেই ও গরমে কাশির বৃদ্ধি; ১৪। ঋতু-স্রাবের রক্ত কাল ও ঘন, ঋতুস্রাবের পরিবর্ত্তে শ্বেত-প্রদরস্রাব (ককুলাস) ১৫। শীত ও বর্ষা উভয় ঋতুই অসহ্য; ১৬। হৃৎপিণ্ডের অবসন্নতা।

উদরাময়—গর্ভাবস্থায় শিশুদের দুগ্ধের দোষ এবং গ্রীষ্মে পেটের অসুখ হইলে ইহা অধিক উপকারী। বাহ্যে—তরল, হরিদ্রাবর্ণ, রক্তমিশ্রিত শুধু তাজা রক্ত, গরহজমের বাহ্যে অত্যন্ত দুর্গন্ধ, বাহ্যের পূর্ব্বে পেটে অত্যন্ত বেদনা থাকে এবং বাহ্যের সময় ক্রমাগত বেগ দেয়, মনে হয় যেন আরও অনেক বাহ্যে হইবে। শিশুদের পেটের পীড়ার সহিত সর্ব্বদা তন্দ্রাচ্ছন্নভাব ও রাত্রিতে উদরাময়ের বৃদ্ধি হইলে—নক্স-মস্কেটা উপকারী। উদরাময়ের সঙ্গে তড়কা, পেটের ফাঁপ থাকে।

পেট বেদনা—কিছু পানাহার করিলেই পেটে এক প্রকার কলিক-বেদনা ধরে, গরমে সেক প্রয়োগ কিম্বা চিৎ হইয়া শয়নে একটু উপশম হয়।

মূর্চ্ছাবায়ু (Hysteria)—এই পীড়ায়—ইগ্নেসিয়া, ট্যারেন্টুলা, মস্কাস, ভ্যালেরি ইত্যাদি যে সকল ভাল ঔষধ আছে তাহাদের ন্যায়—নক্স-মস্কেটাও একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ। ইগ্নেসিয়ার ন্যায় ইহাতেও রোগীর পরিবর্ত্তনশীল মেজাজ দেখা যায়। রোগী কোন একটি বিষয় লইয়া উচ্চ হাস্য করে ; কিন্তু আবার তখনই তাহা বিষাদে পরিণত হয় ও চীৎকার করিয়া কাঁদে, মন যেন কেমন একপ্রকার হইয়া যায়, অত্যন্ত অবসাদ, রোগী কেবল ঘুমাইতে চায়, কখনও সম্পূর্ণ অজ্ঞানভাবে পড়িয়া থাকে, তখন মনে কোন প্রকার ভাব থাকে না, ফিটের সময় মাথাটা সম্মুখ দিকে লটকাইয়া পড়ে, দাঁতি লাগে, চোয়াল শক্ত হয়, বুক ধড়ফড় করে, বুক ভারী বোধ হয় ও কেহ যেন বুক জোরে চাপিয়া ধরিয়াছে এইরূপ বিবেচনা করে। খেঁচুনি (spasm) কখনও অধিকক্ষণ, কখনও অতি অল্পক্ষণ থাকে, খুব ঘন-ঘন ফিট হয়। তদ্ভিন্ন—রোগী অজ্ঞান অঘোর-আচ্ছন্ন অবস্থায় পড়িয়া থাকে, গাত্রচর্ম্ম শুষ্ক ও ঠাণ্ডা, ঘর্ম্ম আদৌ হয় না, মুখ শুকাইয়া যায়, পেটে বায়ু-সঞ্চয় হয় ও পেট ফুলিয়া উঠে, মাথা যেন ভারী বোঝা হয়, এইগুলিও নক্স-মস্কেটার লক্ষণ। অন্যান্য ঔষধের সহিত প্রভেদ—ইগ্নেসিয়া ও মস্কাস অধ্যায়ে দেখুন। হিষ্টিরিয়া ভিন্ন গর্ভাবস্থায় পোয়াতির মূর্চ্ছা, তৎসঙ্গে গর্ভশূল-বেদনা, গা-বমি-বমি ও বমি ইহাতেও নক্স-মস্কেটা উপকারী।

বাতশ্লেষ্মা-জ্বর—(Typhoid fever)—এই জাতীয় জ্বরের বিকার অবস্থায়, যখন রোগী অজ্ঞান-অসাড়ভাবে পড়িয়া থাকে, তখন এসিড-ফস, এন্টিম-টার্ট, এপিস, নক্স-মস্কেটা ইত্যাদি কতকগুলি ঔষধ পর পর আমাদের মনে হয়। নক্স-মস্কেটার এমন কতকগুলি বিশেষ লক্ষণ আছে—যাহা দেখিয়া আমরা সহজেই উহাকে পৃথক করিয়া লইতে পারি, যথা—মুখ জিহবা অত্যন্ত শুষ্ক কিন্তু পিপাসা একেবারে থাকে না, গা ঠাণ্ডা ও ঘর্ম্মশূন্য, পেট অত্যন্ত ফোলে, তাহাতে রোগীর খুব কষ্ট হয় ও বুকে পর্য্যন্ত চাপ পড়ে, এই লক্ষণগুলি অন্যান্য ঔষধে দৃষ্ট হয় না।

বিকারে তন্দ্রাচ্ছন্নভাব—যেন নিদ্রার ঘোর আর কিছুতেই কাটে না; বিকার-জ্বরে এই লক্ষণসহ উদরাময় থাকিলেও—নক্স-মস্কেটা উপযোগী। ওলাউঠার বিকার-জ্বরে ও উক্ত লক্ষণে—নক্স-মস্কেটা উপকারী। ওপিয়ম—ইহা অনেকটা নক্স-মস্কেটার লক্ষণের সদৃশ ঔষধ। ওপিয়মে—রক্তাধিক্যতাহেতু বিকারে এবং নক্স-মস্কেটায়—স্নায়ু অসাড় হইয়া বিকার হয়। ওপিয়মে—অজ্ঞানভাবের সহিত চক্ষু দুইটি যেন শিবনেত্রের মত হয় এবং অচৈতন্যভাবে পড়িয়া থাকা কালীন নাসিকাধ্বনি হইতে থাকে ও রোগী এত অজ্ঞানভাবে থাকে যে, চিমটি কাটিলেও সাড়া থাকে না। এসিড-ফসে—রোগী অঘোর অজ্ঞানভাবে পড়িয়া থাকে; কিন্তু ডাকিলে সাড়া দেয়, উদরাময় থাকে, পেট গড়্‌গড়্ করিয়া ডাকে, ইহাতে পেটের ফাঁপা অতি অল্প; এপিসেও—মস্তিষ্ক আক্রান্ত হয় ও ঘুম ঘুমভাব কিম্বা অচৈন্যভাব থাকে, তবে তাহাতে রোগী খানিকক্ষণ নিস্তব্ধভাবে পড়িয়া থাকিয়া হঠাৎ চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠে; এন্টিম-টার্টে—রোগীর আচ্ছন্নভাবের সঙ্গে ঘর্ম্ম, বমন ও বক্ষঃস্থল শ্লেষ্মায় পূর্ণ থাকে।

মস্তকের পীড়া—খোলা বাতাসে থাকিলে মাথা ঘোরে, একটু বেশী আহারে মাথাব্যথা করে, মাথায় একটু বাতাস লাগিলে অসহ্য হয়; মাথায় মধ্যে যেন ঢেউ চলে।

ঋতস্রাব—ঋতুবন্ধ তৎসহ সদাই ঘুম-ঘুমভাব, মূর্চ্ছা, সর্ব্বাঙ্গ শীতল। ঋতু অনেক বিলম্বে প্রকাশ পায় ও অত্যন্ত অধিক পরিমাণে স্রাব হয়, রোগী ঘন ঘন মূর্চ্ছিত হইয়া পড়ে, স্রাব কালবর্ণের ও ঘন।

সম্বন্ধ—পারদের ধুম, তার্পিণ ও মদিরার কুফল ইহার দ্বারা বিনষ্ট হয়।

ক্রিয়ানাশক—ক্যাম্ফর, জেলসি, লরো, নক্স, ওপি, ভ্যালেরি, জিঙ্ক।

ক্রিয়া স্থিতিকাল—৬০ দিন। ক্রম—৬—২০০ শক্তি।

ফরমূলা—টিংচার—৪, বিচূর্ণ—৭।

নক্স-ভমিকা (Nux Vomica)

(কুঁচিলা-বীজ সূক্ষ্মরূপে চূর্ণ করিয়া ট্রাইটুরেসন কিম্বা টিংচার প্রস্তুত হয়)—দৈনিক আহার্য্য দ্রব্যের মধ্যে যেমন লবণ হোমিওপ্যাথিক ফার্ম্মা কোপিয়ার মধ্যে তেমনই—নক্স-ভমিকা। এই ঔষধটীর দ্বারা মানব শরীরের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ ব্যাধির আরোগ্য সম্পাদিত হয়। পাঠক আপনি যদি আমাকে জিজ্ঞাসা করেন যে, হোমিওপ্যাথির মধ্যে কোন্ ঔষধটী প্রধান? আমি নিঃসঙ্কোচে উত্তর দিব "একোনাইট ও নক্স-ভমিকা"। একোনাইট—কাঠবিষ, উহা তরুণ ও প্রাদাহিক পীড়ায় প্রথম অবস্থায় প্রথমে ব্যবহৃত হয়। ডাঃ বোরিক বলেন—"If you do not know what is to give—give Nux Vomica" বাস্তবিকই হোমিওপ্যাথি চিকিৎসাজগতে ইহার বড় আদর।

নক্স-ভমিকা—অল্পমাত্রায় সেবন করিলে ক্ষুধা, বল ও রতিশক্তি বৃদ্ধি করে, অধিক মাত্রায় সেবনে উহার দ্বারা ষ্টীক্‌নিয়ার মত ধনুষ্টঙ্কার রোগের লক্ষণ সমূহ উৎপাদিত হয়।

নক্স-ভমিকার ধাতু—পিত্ত কিম্বা রক্তপ্রধান ধাতুর রোগী—রোগী, হঠাৎ একটু কিছুতেই চটিয়া উঠে, খিট্‌খিটে; খুব সতর্ক হিংসাপূর্ণ, কলহপ্রিয়, বায়ুপ্রধান, শীর্ণকায়, সুরাপানাসক্ত, মাদকসেবী, অলস, যাহারা বসিয়া দিন অতিবাহিত করে, যাহারা প্রায় বলকারক ও উত্তেজক ঔষধাদি ব্যবহার করে, যাহারা সংসারের নানা চিন্তায় ব্যস্ত, অধ্যয়নশীল, অর্শ ও মল কাঠিন্য পীড়ায় যাহারা প্রায়ই ভোগে, এইরূপ ধাতুগ্রস্ত ব্যক্তির পীড়ায় নক্স-ভমিকা উপযোগী।

পীড়ার উৎপত্তি—অধিক দিন যাবৎ অতিরিক্ত কোনও প্রকার গরম মশলাযুক্ত গুরুপাক খাদ্যাদি ভোজন, স্থূলমাত্রায় বহুদিবস কোনও তীব্র ঔষধ সেবন এবং মদ্যপান, গাঁজা, চরস, কোকেন, আফিম, তামাক, দোক্তা ইত্যাদি মাদক দ্রব্যাদি ব্যবহার করিয়া কোনও পীড়ার উৎপত্তি হইলে প্রথমেই—নক্স-ভমিকা স্মরণ করিবেন।

পীড়ার বৃদ্ধি—(Aggravation)—প্রত্যুষে, মানসিক আবেগে, কোনও প্রকারে নিদ্রার ব্যাঘাত ঘটিলে, নিদ্রার নিরূপিত সময় অতিবাহিত হইলে, আহারের অনতিপরে (Immediately after eating). ইহার রোগীর কখনও কখনও অল্পক্ষণমাত্র খোলা বাতাসে থাকিলে ঠাণ্ডা লাগে ও ঘরের ভিতরে গরমে থাকিলে উপশম হয়; আবার কখনও কখনও ঠিক বিপরীত, অর্থাৎ—পীড়ার কষ্টদায়ক উপসর্গ—ঠাণ্ডায় ও খোলা বাতাসে থাকিলে উপশম হয়, এই প্রকারও দেখা যায়।

চরিত্রগত লক্ষণ ঃ—

১। কোনও পীড়ায় পুনঃ পুনঃ বাহ্যের চেষ্টা, কিন্তু বাহ্যে সেরূপ হয় না, ২। পুনঃ পুনঃ প্রস্রাবের ইচ্ছা, কিন্তু প্রস্রাব একটু একটু করিয়া হয় তৎসহ জ্বালা; ৩। প্রাতঃকালে আহারের পর এবং ধুমপানে গা-বমি-বমি; মনে করে একটু বমি করিতে পারিলেই যেন তাহার শান্তি হয়, গলায় আঙুল দিয়া বমি করিবার চেষ্টা; ৪। তলপেটে ব্যথা, বোধ হয় যেন হার্ণিয়া হইবে; ৫। অর্শ—তৎসহ অনবরত বাহ্যের বেগ ও চেষ্টা, কোমরে বেদনা; ৬। একবার কোষ্ঠবদ্ধ, একবার উদরাময়, যাহারা সমস্ত জীবনটা জোলাপ লইয়া আসিতেছে; ৭। ঋতু শীঘ্র শীঘ্র হয়, পরিমাণে অধিক ও অনেক দিন থাকে; ৮। দুর্গন্ধ শ্বেত-প্রদর, কাপড়ে হলদে রক্তের দাগ লাগে, তৎসহ জরায়ুতে বেদনা-যন্ত্রণা; ৯। গয়ারে পচাগন্ধ, খাদ্য ও পানীয় সমস্তই পচাগন্ধবোধ; ১০। মুখে টক্ বা তিক্ত জল উঠে; ১১। কোমরে-পিঠে বেদনা, পাশ ফিরিলে উহার বৃদ্ধি; ১২। দিনে নাসিকায় সর্দ্দি ঝরা, রাত্রিতে নাসিকা বন্ধ; ১৩। অত্যন্ত কষ্টদায়ক শুষ্ক কাশি, তাহাতে তলপেটে বেদনা হয়; ১৪। গায়ে অত্যন্ত তাপ, গা যেন জ্বলিয়া যায় তবুও গায়ের কাপড় খুলিলেই শীত বোধ; ১৫। আহারের ২/৩ ঘন্টা পরে অম্বলের [illegible]।

কোষ্ঠবদ্ধ—কোষ্ঠশুদ্ধি না থাকিলে প্রায় নানাপ্রকার পীড়ার উৎপত্তি হয়। কোষ্ঠবদ্ধে যেখানে নক্স-ভমিকার প্রয়োজন হয়, তথায়—রোগীর অনবরত মলত্যাগের ইচ্ছা থাকে ; আদৌ কোষ্ঠ পরিষ্কার হয় না, সে প্রত্যেকবার মনে করে আরও একটু বাহ্যে হইলে আমার ভাল হইত। ব্রায়োনিয়ার—কোষ্ঠবদ্ধে মলত্যাগের ইচ্ছা আদৌ থাকে না, লাইকোপোডিয়ম—অনেকটা নক্সেরই মত, ইহাতে মলত্যাগের ইচ্ছা হয় অথচ বাহ্যে হয় না, পেটে খুব বায়ু জমে, আহারের কিছুই পরেই পেট ভারী হইয়া উঠে ও পেট বেদনা ধরে। র‍্যাফেনাস স্যাটাইভাতে-পেটে অত্যন্ত বায়ু জমে এবং ঐ বায়ু উর্দ্ধ বা অধঃ কোনও দিক দিয়া নিঃসরণ হয় না ; কার্ব্বো-ভেজে—বাহ্যের চেষ্টা অথচ বাহ্যে-না হওয়া, পেটে বায়ুজমা ও পেটফোলা খুব থাকে, ইহাতে বায়ু নিঃসরণ হইলে পেটফোলার উপশম হয়, ওপিয়মে—কোষ্ঠবদ্ধতার সহিত ছোট ছোট কাল রঙের গুটলে বাহ্যে হয়, অন্ত্রের বিশেষতঃ মলদ্বারের সম্পূর্ণ অসাড়ভাব থাকে, বাহ্যের চেষ্টা থাকে না; উহার সহিত উপর পেটে বায়ু জমে তাহাতে কষ্ট হয় ও পেট ব্যথা করে, যাহারা আজীবন জোলাপ লইতেছে তাহাদের—নক্স উচ্চশক্তি উপকারী।

আমাশয়—এই পীড়ায়—নক্স-ভমিকা, আর্ণিকা, মার্কুরিয়স, কলোসিন্থ, নাইট্রিক-এসিড, এলো, সলফার ইত্যাদি ঔষধগুলিরই অধিক প্রয়োজন হয়। নক্স-ভমিকায়—বাহ্যের পরিমাণ অতি অল্প এবং বাহের সঙ্গে কখনও রক্তসংযুক্ত আম, কখনও শুধু সাদা আম, কখনও বা শুধু তাহা রক্ত বাহ্যে হইতে থাকে, বাহ্যের পূর্ব্বে ও বাহ্যের সময়ে পেট অত্যন্ত বেদনা করে, কিন্তু বাহ্যে হইয়া যাইবার পর ঐ ব্যথা কিছু সময়ের জন্য নিবৃত্তি হয়, মার্কুরিয়সে—বাহ্যের পরেও পেটের বেদনা-যন্ত্রণা নিবৃত্তি হয় না ; এলোতে—আম ও রক্তের পরিমাণ অধিক, বাহ্যের পূর্ব্বে পেটে খুব ব্যথা থাকে, বাহ্যের পর ঐ ব্যথা কখনও থাকে—কখনও থাকে না, বাহ্যে গরম ও বায়ুনিঃসরণসহ নির্গত হয়। আমরক্ত পীড়ায় (in dysentery)—রক্তের ভাগ ও কোঁথানি শূলুনি অত্যন্ত অধিক, মলদ্বারে জ্বালা, পানাহারে উপসর্গের বৃদ্ধি, এই লক্ষণগুলি থাকিলে রোগের তরুণ ও পুরাতন উভয় অবস্থায়—ট্রম্বিডিয়ম উপকারী, ইহার অধ্যায় ৬৩৫ পৃষ্ঠা দেখুন। হিপার এবং সলফার—পীড়ার পুরাতন অবস্থার ভাল ঔষধ। কলোসিন্থ—পেটে অত্যন্ত কামড়ানি-ব্যথা, পানাহারে বৃদ্ধি, প্রায় আধ ঘন্টা অন্তর বাহ্যে হয়।

উদরাময়—আহারের দোষ, রাত্রি জাগরণ, অমিতাচার ইত্যাদি কারণে উদরাময় হইলে এবং উদরাময়ে ঘন ঘন বাহ্যের বেগ সহ অল্প অল্প বাহ্যে হইতে থাকিলে ও ভোরের দিকে বাহ্যে অধিক হইলে—নক্স-ভমিকা উপযোগী। উদরাময়ের সঙ্গে বমি বা কাট্-বমি থাকিলে উহা আরও অধিক উপকারী।

ঘন ঘন বাহ্যে বেগ, বাহ্যে খোলসা হয় না, রোগীকে ক্রমাগত পায়খানায় ছুটিতে হয়, এই লক্ষণগুলি নক্সের মত—এনাকার্ডিয়মেও দেখিতে পাইবেন, তবে ইহাদের মধ্যে একটু প্রভেদ আছে—নক্স-ভমিকায় উক্ত প্রকার বেগ অনুভূত হয়, বেগ প্রায় অনবরত থাকে, রোগী অন্ত্র খালি করিবার নিমিত্ত ক্রমাগত কোঁথ দেয়, অনেকক্ষণ বসিয়া থাকে, শৌচান্তেও বেগের নিবৃত্তি হয় না, পায়খানা

হইতে উঠিয়া যায়, পুনরায় ফিরিয়া আসে। এনাকার্ডিয়মে—ঘন ঘন বাহ্যের বেগ আসে অথচ বাহ্যে খোলসা হয় না, এই লক্ষণটী থাকিলেও ইহাতে যে বেগ থাকে তাহা মলদ্বারেই অধিক বোধ হয় ; বেগ পায়খানায় বসিলেই চলিয়া যায়, সুস্থ বোধ করে, নক্সে—সর্ব্বদাই বেগ, কখনও সুস্থ মনে করে না। প্যারাফিণা—নিয়ত বাহ্যের চেষ্টা, বাহ্যে হয় না।

গর্‌হজম ও অম্বলের পীড়া—(Dyspepsia)—রোগী যাহা কিছু আহার করে, তাহা ভালরূপ হজম না হইয়া পেটে বেদনা হয়; এই বেদনা খামচানি ও কামড়ান-বেদনার মত, রোগীকে যন্ত্রণায় একেবারে অস্থির করিয়া ফেলে, তাহার সহিত কোষ্ঠবদ্ধ থাকে অথবা একটু একটু করিয়া বাহ্যে হয়, পাকস্থলীর অত্যন্ত উত্তেজনা থাকে, একটু কিছু খাইলে পেট মোচ্‌ড়াইয়া তৎক্ষণাৎ বমি হয়, বমি প্রায়ই টক্ কখনও তিক্ত তৎসহ নিয়ত কষ্টদায়ক কাট বমি হইতে থাকে। রোগী উপশমের জন্য কখনও গলায় আঙুল দিয়া বমি করে, পেটে বায়ুসঞ্চয় হয়, মুখে জল উঠে। নক্সে—গরম জল পান করিলে এবং একটু সুস্থবোধ করে। রাত্রি জাগরণ, অপরিমিত ভোজন, মদ্যপান, মাদকদ্রব্য সেবন ইত্যাদি কারণ হইতে পীড়ার উৎপত্তি হইলে—নক্স-ভমিকা আশু উপকারী। বিসমথে—কোনও পানীয় পান করিবা-মাত্র তৎক্ষণাৎ উঠিয়া যায়, উহার সহিত পেটে জ্বালা থাকে। আর্সেনিকে—পেটে জ্বালা ও পানমাত্র বমন আছে ; কিন্তু তাহাতে রোগীর অত্যন্ত পিপাসা ও ছট্‌ফটানি ইত্যাদি অনান্য লক্ষণ সকল থাকে। অনেক সময় দেখা যায়, এই পীড়ায়—নক্সে সম্পূর্ণ উপকার না হইলে পরে—কার্ব্বো-ভেজে উপকার হইয়াছে। নক্স-ভমিকায়—কখনও উদরাময়, কখনও কো'ন্দ্ধ এরূপও দৃষ্ট হয় (ইপিকাক ও পল্‌সেটিলা—৫৫৫ পৃষ্ঠা দেখুন)।

হিক্কা—কলেরা পীড়ায় হউক, স্নায়বিক হউক, অজীর্ণ দোষহেতু হউক, আর ডায়েফ্রাম্ পেশীর প্রবল আক্ষেপিক আকুঞ্চন বশতঃ হউক | ডায়েফ্রাম একটি মোটা পর্দ্দা বিশেষ, বুকের (chest) এবং পেটের (abdomen) মধ্যস্থলে থাকিয়া ইহা বুক ও পেটকে দুইভাগে বিভক্ত করিয়াছে ; ডায়েফ্রাম এইভাবে ঠিক মধ্যে থাকায় বুকের ভিতরের যন্ত্রসমূহ পেটের ভিতরের যন্ত্রাদিকে এবং পেটের ভিতরের যন্ত্রগুলি বুকের ভিতরের কোন যন্ত্রাদিকে স্পর্শ করিতে পারে না; ডায়েফ্রামের উপর ফুসফুস, হৃৎপিণ্ড এবং নিম্নে লিভার, পাকস্থলী, প্লীহা প্রভৃতি অবস্থিত] হিক্কা দেখিলে আমরা প্রায় অনেকস্থলে প্রথমেই—নক্স-ভমিকাটি ব্যবস্থা করিয়া বসি, নক্সে উপকার না হইলে পরে অন্যান্য ঔষধের খোঁজ পড়ে। কলেরার হিক্কা একটি সাংঘাতিক উপসর্গ, ইহাতে নাড়ী শীঘ্রই বিলুপ্ত হয় এবং অনেকস্থলে রোগীর মৃত্যু পর্য্যন্ত ঘটিয়া থাকে। কলেরায়—পাকস্থলীর উত্তেজনা হেতুই প্রায় হিক্কা হইয়া থাকে। অনেকগুলি হিক্কা একত্রে হইলে ও তাহার সহিত সর্ব্বশরীর কাঁপিয়া উঠিলে উহাকে সাংঘাতিক প্রকারের বলিয়া জানিবেন। কলেরার হিমাঙ্গ-অবস্থার পর প্রতিক্রিয়া আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে অল্প হিক্কা হইলে তাহা শুভ লক্ষণ বলিয়া জানিবেন। উহাতে শিরায় রক্ত-চলাচলের ক্রিয়া আরম্ভ হইতেছে বুঝিতে হইবে। কুপ্রম ও কুপ্রম-আর্সহি—কলেরার হিক্কা নিবারণের শ্রেষ্ঠ ঔষধ।

নক্স-ভমিকা—অপরিমিত আহারজনিত হিক্কা, অম্ল বা চোঁয়া-ঢেকুরের সহিত হিক্কা, পেটফাঁপা, এলোপ্যাথিক ঔষধাদি সেবনের পর হিক্কা, শীতল জলপানে হিক্কার বৃদ্ধি (Oleum Succenum—hiccough)।

এমন-মিউর—ইহার অধ্যায় দেখুন। হিক্কায় ইহার দ্বারা অনেক সময় উপকার হইতে পারে।

পলসেটিলা—অম্ল-উদগারের সহিত হিক্কা, ঠাণ্ডা কোনও দ্রব্য পান করিলে হিক্কার বৃদ্ধি।

কার্ব্বো-ভেজ—নড়িলে চড়িলে হিক্কার বৃদ্ধি, পেট ফাঁপে, হিক্কার পর শিবনেত্র হইয়া পড়িয়া থাকে।

লাইকোপোডিয়ম—পেটফাঁপাসহ হিক্কা, পেটে অত্যন্ত বায়ু জমে।

ফস্ফরাস—কিছু খাইলেই অর্থাৎ কিছু পেটে পড়িলেই হিক্কা, ভয়ানক পেট কনকন্ করে।

ভেরেট্রম-এলবম—হিক্কার সঙ্গে উদরে বেদনা ও উদরপেশীর আক্ষেপ, ইহার ঘর্ম্মের লক্ষণটীও যেন এখানে মনে থাকে।

বেলেডোনা—হিক্কার সময় সর্ব্বাঙ্গে কম্পন, পুনঃ পুনঃ থাকিয়া থাকিয়া হিক্কা, একটি হিক্কার পর হইতে পরবর্ত্তী হিক্কার সময় পর্য্যন্ত কাণে তালা লাগিয়া থাকে, বমনেচ্ছা।

র‍্যাটানহিয়া—প্রবল হিক্কা (violent hiccough).

ইগ্নেসিয়া—জলপান কিম্বা কিছু আহার করিলেই হিক্কার বৃদ্ধি। তিক্ত উদগারের সহিত হিক্কা, নাভীর চতুর্দ্দিকে খামচানি বেদনা।

ক্যালি-ব্রোম—অনবরত হিক্কা, বিরাম নাই (এসিড-সলফ)।

এগনাস—হিক্কার সহিত বমি ও গা-বমি-বমি, রোগী খিট্‌খিটে।

সাইকিউটা—উচ্চশব্দযুক্ত হিক্কা, অনবরত হিক্কা, হিক্কার বিরাম নাই, মধ্যে মধ্যে একটু কমে আবার হয়, হয়ত ৫/৭ দিন সমভাবে চলিয়াছে, ঘুমাইতে ঘুমাইতেও হিক্কা হয়, কখনও রোগী যেন অচৈতন্য হইয়া পড়িয়া থাকে। ক্রিমিদোষ থাকিলে ইহাতে আরও অধিক উপকার হয় (সিনা, স্যাণ্টো, স্পাইজেলিয়া, টিউক্রিয়ম)। ইহার ৩০ শক্তির ৭/৮টি ১৫/২০ নং বটীকা ২/৩ আঃ জলে মিশাইয়া ২/১ চা-চামচ মাত্রায় অর্দ্ধ ঘন্টা অন্তর প্রযোজ্য, ৪৮ ঘন্টা ঔষধ পরিবর্তন করা অনুচিত। ৩০ শক্তিতে উপকার না হইলে শেষে—২০০ শক্তির ২/১ মাত্রা প্রয়োগ করিয়া দেখা উচিত। হিক্কায় কোন ঔষধ শীঘ্র পরিবর্ত্তন করা উচিত নহে, ২/১ দিন ধৈর্য্য ধারণের আবশ্যক। সাইকিউটার—পাকস্থলীতে জ্বালা ও বেদনা থাকে, ডেলার মত হইয়া উঠে।

ষ্ট্যাফিসেগ্রিয়া—অনবরত হিক্কা, তৎসহ বমির ইচ্ছা, পিপাসা নাই।

এমিল-নাইট্রেট—সেবনীয় কোন ঔষধে উপকার না হইলে রুমালে ঢালিয়া কিম্বা শিশি নাকের কাছে ধরিয়া ইহার ঘ্রাণ লইতে দিবেন।

ডাইবর্ণম-প্রুণিফম—অদমনীয় হিক্কা, কোন ঔষধে স্থায়ী উপকার বা আদৌ উপকার না হয়, ক্রম—θ, প্রতি মাত্রায় ১ হইতে ৪/৫ ফোঁটা পর্য্যন্ত ঘন ঘন প্রযোজ্য। হিক্কায় এক সরিষা পরিমাণ হিং বা এসাফিটিডা—২ ×, ৩ × পরীক্ষা করিবেন।

এসিড-হাইড্রো—সংজ্ঞালোপ, ঘন ঘন ক্ষুদ্র শ্বাসপ্রশ্বাসসহ হিক্কা।

মস্কাস—স্নায়বিক হিক্কা .... যন্ত্রণাবিহীন হিক্কা—ফিলিক্স-মাস।

জিনসেং—θ, সর্ব্বশক্তি হিক্কার মহৌষধ : মাত্রা—৪/৫ ফোঁটা, একটু জলসহ আধঘন্টা অন্তর সেব্য, থেরাপিউটিক্সে হিক্কা ৯০২ পৃষ্ঠা দেখুন।

এসিড-এসেটিক (সির্কায় বা ভিনিগার)—ইহার দ্বারাও সম্ভবতঃ হিক্কা নিবারিত হয়। আদত-সির্কায় (ভিনিগার)—৮/১০ ফোঁটা মাত্রায় জলসহ ২/৪ বার সেবন করিলে অনেক স্থলে হিক্কার কিছু উপশম হয়। হিক্কার সহিত দুর্গন্ধ ঢেকুর উঠা থাকিলে ইহা আরও অধিক উপকারী।

জিঙ্কাম, আর্সেনিক ইত্যাদিও হিক্কার ঔষধ। ডাঃ সুস্‌লার—৩/৪ গ্রেণ ম্যাগ-ফস—৬ × বা ১২ × বিচূর্ণ, গরম জলসহ পুনঃ পুনঃ ১০/১৫ মিনিট অন্তর প্রয়োগ করিতে উপদেশ দেন। হিক্কা কিছুতেই না কমিলে বুঝিবেন যে পেটে ক্রিমি আছে, তখন ক্রিমির ঔষধ অবশ্য প্রযোজ্য।

কলিক বা শূলবেদনা (Colic) পেটে বায়ু সঞ্চয় হইয়া সেই বায়ু উর্দ্ধ বা অধঃ দিকে ঠেলা মারে, তজ্জন্য যদি পেটে বেদনা ও অত্যন্ত শ্বাসকষ্ট হয় এবং বাহ্যের-প্রস্রাবের চেষ্টা হইয়াও বাহ্যে প্রস্রাব নির্গত না হয়, তাহা হইলে নক্স উপকার হইবে, অর্শের রক্তস্রাব বন্ধ হইয়া পেটে শূলুনি-ব্যথা কিম্বা মাথার কোন প্রকার পীড়া হইলে—নক্স-ভমিকাই উপযুক্ত ঔষধ (নক্স—θ বা ১ ×, ২। ১ ফোঁটা মাত্রায় একবার দিয়া দেখিবে)।

আরজিমোন-মেক্সিকেনা (Argimone Mexicana)—পেটের কলিক বেদনায়—পাকস্থলীর উর্দ্ধে ও অন্ত্রে অর্থাৎ—উপর নীচু সমস্ত পেটে ভয়ানক কামড়ানি, খামচানি আক্ষেপিক-বেদনা তৎসহ ঢেকুর, গা-বমি-বমি অধঃ দিয়া বায়ু নিঃসরণ ও অক্ষুধা এবং ঋতুবন্ধ ও সঙ্গমেচ্ছার লোপ প্রভৃতিতে ও বেরি-বেরিতে ইহা পরীক্ষা করিবেন। ক্রম—৩য়—৬ষ্ঠ শক্তি।

মূত্র-পাথরী (Renal colic)—এই পীড়া যন্ত্রণার উপশমার্থে—বার্ব্বেরিস, ক্যান্থারিস, লাইকোপোডিয়ম ইত্যাদি ঔষধগুলি নির্দ্দিষ্ট হইলেও ডানদিকের মূত্রগ্রন্থির (kideny) স্থান হইতে বেদনার উৎপত্তি হইয়া সেই বেদনা পায়ের দিক পর্য্যন্ত নামিলে ও তৎসহ কোমরে বেদনা থাকিলে—নক্স-ভমিকাই উপকারী। বার্ব্বেরিস—মূত্র-শূল ও পিত্ত-শূল উভয় প্রকারের পীড়ারই ঔষধ। বেদনা থামিয়া থামিয়া ও হঠাৎ আসিয়া হঠাৎ নিবৃত্তি হইলে—বেলেডোনা উপযোগী। মূত্র-পাথরীতে—ক্যান্থারিস বা বার্ব্বেরিসের মত নক্সও বেদনার সময় ব্যবহৃত হইলে অনেক স্থলে পাথরী নিষ্ক্রান্ত করাইয়া বেদনার উপশম করায় (সোম্বা-পিপ—৪৫০ পৃষ্ঠা দেখুন)।

অর্শ—অনবরত বাহ্যের ইচ্ছা ও বেগ, অথচ বাহ্যে খোলসা হয় না ; এই লক্ষণসহ অর্শরোগে মলদ্বার হইতে রক্ত নির্গমন, মলদ্বারে অত্যন্ত কুটকুট করা ও চুলকানি থাকিলে নক্স-ভমিকা উপযোগী। কলিনসোনিয়া, ইস্কিউলাস, এলো, এসিড-মিউর, ফস, হ্যামামেলিস, সলফার ইত্যাদিও অর্শের ঔষধ তাহাদেরও অধ্যায়গুলি পাঠ করিবেন। এই পীড়ায়—নক্সে কতক উপকার হইয়া শেষে আর উপকার না হইলে সম্পূর্ণ আরোগ্যার্থে পরে প্রায়ই সলফারের প্রয়োজন হয় (লাইকো, সাইমেক্স দেখুন)।

লিভার—লিভার স্ফীত, বড় এবং শক্ত, তাহাতে বেদনা, সময়ে সময়ে তথায় শূল বেদনার মত একপ্রকার বেদনা হয় ও তাহার সহিত জ্বর থাকে। নেশাখোর, অমিতাচারী এবং যাহারা প্রায়ই জোলাপ ব্যবহার ও গুরুপাক দ্রব্যাদি ভোজন করে, তাহাদের পীড়ায় নক্স উপযোগী।

ন্যাবা—মদ্যপায়ীদের ন্যাবারোগে—নক্স-ভমিকা উপকারী। অতিরিক্ত কুইনাইন প্রভৃতি সেবনের পর ন্যাবা হইলে প্রথমেই—নক্স-ভমিকা স্মরণ করিবেন। চেলিডোনিয়ম, কার্ড্রুয়াস ইত্যাদিও এই পীড়ার ঔষধ।

হার্ণিয়া (অন্ত্রবৃদ্ধি)—অম্বিলাইক্যাল এবং ইংগুইন্যাল (unbilical & inguinal উক্ত উভয় প্রকার হার্ণিয়াতেই (Hernia)—নক্স-ভমিকা প্রয়োগ করা যাইতে পারে; ডানদিকের ইংগুইন্যাল-হার্ণিয়ায়—লাইকোপোডিয়ম উপকারী। অতম্বলাইক্যাল-হার্ণিয়ায় (ইহাকে ছেলেদের নাভীর গোঁড় বলে)। নক্সে উপকার না হইলে—কক্কুলাসে উপকার হয়।

হার্ণিয়া—ইনকাদসিরেটেড (ইহাতে অন্ত্র বাহির হইয়া পড়ে, ফিরিয়া যাইতে পারে না কিম্বা ফিরিয়া যাইলেও আবার বাহির হইয়া পড়ে)—বেল, নক্স, ওপি, প্লম্বম ইহার ঔষধ। হার্ণিয়ায় নাড়ী বাহির হইলে উহা ভিতরে না যাওয়া পর্য্যন্ত সর্ব্বদা আইসব্যাগ ব্যবহার করিবেন;

হার্ণিয়া—ষ্ট্র্যাঙ্গুলেটেড (রুদ্ধ অন্ত্র স্বস্থানে আনা যায় না) —প্রথমেই বেলেডোনা ৬ষ্ঠ শক্তির কতিপয় মাত্রা ১০। ১২ মিনিট অন্তর দিয়া পরে—প্লম্বম, ট্যাবেকম প্রভৃতি দিবেন (প্লম্বম-৫৪৬ পৃষ্ঠা দেখুন)।

হার্ণিয়া—ইংগুইন্যাল, (কুঁচকির স্থানের হার্ণিয়া)—বেল, কক্কু, নক্স, লাইকো। নাড়ী বাহির হইয়া ফিরিয়া যাইতে না পারিলে—বেলেডোনা ৬ষ্ঠ শক্তি ১০/১৫ মিনিট অন্তর ও বাহ্যিক আইসব্যাগ দিবেন।

কেহ কেহ এরূপ বলেন—ওপিয়ম খুব উচ্চশক্তি সেবনে ইংগুইন্যাল ও ষ্ট্র্যাঙ্গুলেটেড্ উভয় প্রকারেরই হার্ণিয়া আরোগ্য হয়।

দ্রষ্টব্য—শুধু ঔষধ সেবনে উক্ত হার্ণিয়া পীড়া আরোগ্য হইতে আমি প্রায় কখনও দেখি নাই, তবে সমুদয় মেটিরিয়া মেডিকায় উক্ত সমস্ত ঔষধ লেখা থাকে তজ্জন্য আমাকেও লিখিতে হইল, ইংগুইন্যাল্ হার্ণিয়ায়—ঔষধ সেবনের সঙ্গে সঙ্গে রোগীকে ট্রাস (Truss) ব্যবহার করিতে দিবেন (ষ্ট্র্যাঙ্গুলেটেড হার্ণিয়ায় ট্রাস ব্যবহার নিষিদ্ধ)।

বাধক-বেদনা ও অতিরজঃ—বাধকে ঋতু নিরূপিত সময়ের পূর্ব্বে প্রকাশিত হয় এবং অত্যন্ত স্বল্প পরিমাণে স্রাব হয়, সেই সময় তলপেটে ভয়ানক বেদনা থাকে, কখনও ঋতু ঠিক সময়ে হইয়া অত্যন্ত অধিক পরিমাণে স্রাব হয়, রোগিনী তখন সর্ব্বশরীরে গরম বোধ করে।

প্রস্রাবের পীড়া—রক্তস্রাব—যদি অপরিমিত পান ভোজন, রাত্রি জাগরণ, মদ্যপান ইত্যাদির পর পীড়া হয়। ঘন ঘন প্রস্রাবের বেগ, মুত্রাশয় খালি করিবার নিমিত্ত রোগী ক্রমাগত কোঁথ দেয়, প্রস্রাব খোলসা হয় না। মূত্রথলির গ্রীবাদেশের স্নায়ুশূল ও মূত্রকৃচ্ছ্রতা—ঘন ঘন যন্ত্রণাদায়ক প্রস্রাবের বেগ, প্রস্রাব ফোঁটা ফোঁটা করিয়া নির্গত হয়, প্রস্রাবদ্বার জ্বালা করে। মুত্রথলীর গ্রীবাদেশের আক্ষেপিক আকুঞ্চন (spasm)—তজ্জন্য প্রস্রাব বন্ধ। সন্তান প্রসব হইবার পর মূত্রথলীর পক্ষাঘাত—প্রস্রাব সামান্য পরিমাণে হয় কিম্বা সম্পূর্ণ বন্ধ থাকে।

রক্তোৎকাশ (Haemoptysis)—ইহাকে সাধারণ লোকে রক্ত পিত্তপীড়া বলেন। রাত্রি জাগরণ, মদ্যপান, ব্যাভিচার ইত্যাদির পর মুখ দিয়া রক্ত উঠিলে—নক্স-ভমিকা (একালিফা অধ্যায় ১২ পৃষ্ঠা দেখুন)।

প্রমেহ—নক্স ভমিকার প্রমেহস্রাব খুব পাতলা, প্রমেহস্রাব বন্ধ হইয়া প্রস্রাবনলীর মধ্যে ও লিঙ্গমূলে বেদনা থাকিলে এবং সেই সঙ্গে নক্সের চরিত্রগত লক্ষণ—ঘন ঘন বাহ্যে প্রস্রাবের বেগ ও অল্প অল্প পরিমাণে বাহ্যে প্রস্রাব হইতে থাকিলে—নক্স-ভমিকা উপকারী।

শিরঃপীড়া—ঘাড়ের দিকে বেদনা (Occipital headache) অথবা একদিকের রগের বেদনা, ঐ বেদনা চক্ষুর উপর বিশেষতঃ বামচক্ষুর উপরেই অধিক এবং সূর্য্যোদয় হইতে আরম্ভ হইয়া সূর্য্যাস্তকালে নিবৃত্তি হয়, উহার সহিত অন্ত্রের লক্ষণসমূহ থাকিলে—নক্স-ভমিকা আরও অধিক উপকারী ; আধকপালে-মাথাব্যথায়—স্যাঙ্গুনেরিয়া, গ্লোনয়িন,স্পাইজেলিয়া, আইরিস, বেলেডোনা, নাট্রম ইত্যাদির ন্যায়—নক্স-ভমিকাও উপকারী।

দন্তশূল-বেদনা—ঠাণ্ডা লাগিয়া পীড়ার উৎপত্তি। বেদনা-যন্ত্রণা—ঠাণ্ডা বাতাসে, ঠাণ্ডা জল দাঁতে ঠেকিলে ও আহারের অনতিপরে বৃদ্ধি এবং তাপ প্রয়োগে উপশম হয়।

সর্দ্দি-কাশি— পেট গরম হইয়া কাশি অর্থাৎ পেটের কোনও প্রকার গোলযোগহেতু কাশি হইলে—নক্স উপকারী—স্নায়বিক কাশিতেও নক্স উপযোগী। সর্দ্দির প্রথম অবস্থায়—যখন সর্দ্দির সাহিত হাঁচি, নাক সাঁটিয়া ধরা, নাক দিয়া কিছু নির্গত হয় না অথচ চোখ দিয়া জল পড়ে, কণ্ঠনলী শুষ্ক থাকে, তখনও—নক্স উপকারী। মার্কুরিয়স-সলে—নাক দিয়া জলের মত তরুণ সর্দ্দি নির্গত হয় এবং নাকের ও গলার ভিতরে অত্যন্ত টাটানি ব্যথা থাকে (এলিয়ম-সিপা—৬৬ পৃষ্ঠা ও আর্সেনিক দেখুন)।

ছোট ছোট ছেলেদের যেখানে নাক সাঁটিয়াধরার সহিত হাঁচি, নাক দিয়া গরম জলের মত সর্দ্দি নির্গমনসহ শুষ্ক কাশি; অনিদ্রা লক্ষণগুলি থাকে, সেখানে ক্যামোমিলা উপযোগী। নক্সে—নাসিকা শুষ্ক থাকে। ষ্টিক্টায়—অনবরত শুষ্ক কাশি

হয়, ইহাতেও নাসিকা বন্ধ থাকে ও সর্দ্দি শুকাইয়া যায়। পাকা ঘন সর্দ্দিস্রাবে—পলসেটিলা, ক্যালি-সলফ উপকারী।

জ্বর—পালা, কম্প, দ্বৌকালীন, ম্যালেরিয়া প্লীহা ও যকৃতসম্বন্ধীয় জ্বরে, এমন কি সামান্য জ্বরে—নক্স-ভমিকায় উপকার হয়, নিম্নের বর্ণিত লক্ষণগুলি কোনও জ্বরে থাকিলে—নক্স-ভমিকা উপযোগী। নক্স-ভমিকার জ্বর আসিবার কোনও নির্দ্দিষ্ট সময় নাই, দিনের মধ্যে সকল সময়েই জ্বর আসিতে পারে, যে জ্বর প্রত্যহ আগিয়ে আসে (antiponing fever) যে জ্বর পিছাইয়া যায় (postponing fever), যে জ্বর ঠিক একই সময়ে আসে, সর্ব্বপ্রকার জ্বরেই প্রায়—নক্স-ভমিকা উপকারী। নক্সে—শেষরাত্রি হইতে প্রাতঃকালে ৮/৯ টার মধ্যেই জ্বর আসিবার সময় অধিক নির্দ্দিষ্ট। জ্বর আসিবার কিছু পূর্ব্বে অত্যন্ত হাত-পা কামড়ায়। শীতাবস্থা—এ অবস্থায় অত্যন্ত শীত ও কম্প, উত্তাপে বা গরম কাপড়ে যেন শীতের নিবৃত্তি হয় না, শরীর নীলবর্ণ ধারণ করে, এ অবস্থায় পিপাসা আদৌ থাকে না, হাই উঠে, হাত পায়ে অসহ্য কামড়ানি-ব্যথা হয়, রোগী যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া পড়ে, কিছুক্ষণ এই অবস্থায় থাকিয়া তৎপরে উত্তাপাবস্থা আরম্ভ হয়। উত্তাপাবস্থা—এ অবস্থা অনেকক্ষণ স্থায়ী হয় ও অত্যন্ত পিপাসা থাকে ; রোগীর অত্যন্ত কষ্ট হয়, সমস্ত শরীর যেন পুড়িয়া যায় ; কিন্তু নক্সের একটি বিশেষ লক্ষণ এই যে,—এত উত্তাপ তবুও গাত্র হইতে একটু কাপড় খুলিয়া বা সরিয়া যাইলেই অমনি শীতবোধ করে ও তাহাতে অত্যন্ত কষ্ট হয়, রোগী কিছুতেই গায়ের কাপড় খুলিতে পারে না, ভয়ঙ্কর মাথাব্যথা করে, ভুল বকে, চক্ষু লালবর্ণ হয়, পেটে হাত দিলে ঠাণ্ডাবোধ হয়, কিন্তু ভিতরে ঠিক যেন আগুণ জ্বলে, অনেক সময় শীত অন্তেই রোগীকে ঘুমাইতে দেখা যায়। ঘর্ম্মাবস্থাতেও পিপাসা থাকে, পিপাসা অল্পক্ষণ স্থায়ী, ঘর্ম্ম অল্পই হয়, এ সময় হাত পায়ের কামড়ানি ও গায়ের বেদনার হ্রাস হয়, এ অবস্থাতেও রোগীর গায়ে হাওয়া লাগিলে অথবা একটু নড়িলে-চড়িলে শীতবোধ করে। জ্বর বিচ্ছেদ হইলে—প্রায় পিত্তবমি হয়, মাথা ভারী হয়, মাথা ঘোরে, হাত-পা নিটপিট্ করে, লিভারে ও প্লীহায় বেদনা হয়, শুষ্ক কাশি হয়, এ অবস্থাতেও শীত নিবৃত্তি হয় না। মোটের উপর কথা—নক্স-ভমিকায়—সকল সময়েই রোগীর শীত থাকে। এই শীতভাব একটুমাত্র নড়িলে-চড়িলে বা গায়ের কাপড় খুলিলেই বৃদ্ধি হয়, রোগী সর্ব্ব-অবস্থাতেই শীতে জড়সড় হইয়া চুপ করিয়া শুইয়া থাকে। আবার ভিতরে এই প্রকার শীত কিন্তু বাহিরে খুব উত্তাপ, তাহাতে গা যেন পুড়িয়া যায়, কোনও জ্বরে উক্ত লক্ষণগুলি থাকিলে—নক্স তাহা আরোগ্য করিতে সম্পূর্ণ সক্ষম (প্রথমে—৩০ শক্তি দিবেন)।

বৃদ্ধি—মানসিক পরিশ্রমে, প্রাতঃকালে, আহারান্তে, ক্রোধের উদ্রেকে, শৈত্যে, রজঃস্রাবান্তে সর্দ্দিস্রাব বন্ধ হইলে।

উপশম—বিশ্রামে, সন্ধ্যায়, উত্তাপে ও উষ্ণ আহারে।

সম্বন্ধ—প্রায় সমস্ত রোগেই সল্‌ফারের সহিত নক্সের অনুপূরক সম্বন্ধ। ইহা জিঙ্কামের পূর্ব্বে বা পরে ব্যবহৃত হয় না। আর্স, ইপি, ফস, সিপি ও সলফের পর—নক্স এবং নক্সের পরে—ব্রায়ো, কোব্যাল্ট, পল্‌স ও সল্‌ফ উত্তম ফলদায়ক। নক্সের পর—পলসেটিলা অপেক্ষা সিপিয়াই অধিক ফলপ্রদ। পুরাতন রোগের চিকিৎসাকালে—নক্স শয়নের সময় কিম্বা শয়নের অন্ততঃ দুই ঘন্টা পূর্ব্বে সেব্য; কারণ দেহ মন সুস্থির থাকিলে উহা উৎকৃষ্ট ক্রিয়া প্রকাশ করে।

পরবর্ত্তী ঔষধ—আর্স, বেল, ব্রায়ো, কার্ব্বো, কল্‌চি, লাইকো, ফস, পল্‌স রস, সিপি, সল্‌ফ।

ক্রিয়ানাশক —একোন, আর্স, বেল, ক্যামো, কক্‌, ক্যাম্ফর, কফি, ওপি, পল্‌স, থুজা। ক্রিয়া স্থিতিকাল —১ —৭ দিন।

ক্রম —১ × —২০০ শক্তি; ফরমূলা —টিং—৪, বিচূর্ণ —৭।

অসিমম (Ocimum Canum)

(টাট্‌কা তুলসী পত্র হইতে টিংচার প্রস্তুত হয়)—এই ঔষধটী অন্যান্য কোনও পীড়ায় ব্যবহৃত হইলেও —প্রস্রাবে ইউরিক-এসিড, প্রস্রাবের তলানীতে লালবর্ণের বালিকণায় ন্যায় পদার্থ, স্তন ও কুঁচকীর গ্ল্যান্ড ফোলা, মূত্র-পাথরী—ডানদিকের কিড্‌নীতে বেদনা, হাঁপানি, সর্দ্দি-কাশি, দুর্গন্ধ লোচিয়া স্রাব প্রভৃতি কয়েকটী পীড়ায় বিশেষ উপকার সাধিত হয়।

প্রস্রাবে অম্ল ও ইউরিক-এসিডের ভাগ খুবই বেশী; প্রস্রাব ঘোলা, ঘন প্রস্রাবে পূঁয, রক্ত, ইটের সূক্ষ্ম গুঁড়ার মত লালরঙের কিম্বা হল্‌দে রঙের তলানি, মৃগনাভির গন্ধ, মূত্রনলীতে বেদনা, কিড়নীতে বেদনা প্রভৃতি কয়েকটি উপসর্গ কোনও রোগীতে দৃষ্ট হইলে ইহা প্রয়োগ করিবেন—উপকার হইবে। ইহা বার্ব্বেরিস, প্যারিয়া ও আর্টিকার সদৃশ ঔষধ।

ক্রম—৬—৩০ শক্তি। ফরমূলা—৩।

ইন্যান্‌থি ক্রোকেটা (Enanthe Crocata)

(গাছ মুকুলিত হইবার সময় শিকড় তুলিয়া টিংচার প্রস্তুত হয়)—স্ত্রীলোকের ঋতুর সময় কিম্বা গর্ভাবস্থায় মৃগীর মত ফিট (খেঁচুনি) হওয়াই এই ঔষধটী প্রধান চরিত্রগত লক্ষণ ও এইজন্যই ইহা—পিওরপেরাল-এক্ল্যামসিয়ার একটি সর্ব্বপ্রধান ঔষধ বলিয়া পরিগণিত। ইউরিমিক-কনভলসনেরও ইহা উৎকৃষ্ট ঔষধ। রোগিনী হঠাৎ মূর্চ্ছিত হইয়া পড়ে, মুখের রঙ্ কাল কিম্বা নীলবর্ণ হয়, চক্ষু স্থির থাকে, চক্ষুর মণি (pupil) বড় হয়, মুখের পেশী স্পন্দিত হইতে থাকে, মুখ দিয়া ফেণা বাহির হয়, দাঁতি লাগে ; ফিটের সময় মাথা পশ্চাৎদিকে বাঁকিয়া পড়ে, বেলেডোনা—১৬১ পৃঃ সূতিকার মধ্যে পিওরপেরাল এক্লামসিয়ার লক্ষণ দেখুন।

সদৃশ—সাইকিউ, ক্যালি-ব্রোম।

ক্রম—৩য়—৬ষ্ঠ শক্তি। ফরমূলা—৩।

ইনোথেরা বায়োনিস (Enothera)

(তাজা গাছ থেকে ইহার টিংচার প্রস্তুত হয়) —এই ঔষধটি আমি সাধারণতঃ কেবলমাত্র পেটের অসুখেই বিশেষতঃ পুরাতন উদরাময়, গ্রহিণী, সূতিকা ইত্যাদিতে অধিক ব্যবহার করি এবং তাহাতে উপকারও প্রাপ্ত হই। বহুদিন ধরিয়া উদরাময়াদিতে ভুগিয়া শিশুদের মস্তিষ্কে জল জমিবার উপক্রম (হাইড্রোকেফালস) হইলে এবং শিশু ক্রমশঃ আচ্ছন্ন হইয়া পড়িবার মত হইলে ইহাতে বিশেষ উপকার হইবে। শিশু-কলেরায় কোন ঔষধে উপকার না হইলে ইহা শেষে ব্যবহার করিবেন। গ্রীষ্মকালীন উদরাময়েরও ইহা উৎকৃষ্ট ঔষধ। প্রসবের পর প্রসূতির উদরাময়, রক্তহীনতা, দুর্ব্বলতা, শীর্ণতা কোনও ঔষধে আরোগ্য না হইলে ইহা ধৈর্য্যের সহিত ব্যবস্থা করিবেন। ইহাতে পেটে বিশেষতঃ নাভীর নিচে একপ্রকার মোচড়ানি-ব্যথা থাকে।

ক্রম—θ—১ × শক্তি। ফরমূলা—৩।

ওলিয়েণ্ডার (Oleander)

(করবী গাছের পাতা হইতে টিংচার প্রস্তুত হয়)—ইহা একটি অবসাদক ঔষধ। ইহা সেবনে—আহারের অব্যবহিত পরেই পেট খালি বিবেচনা করা, স্তন্যদাত্রী প্রসূতির ভীষণ দুর্ব্বলতা, দুর্ব্বলতা নিমিত্ত চলিতে অশক্ত, বেদনাশূন্য কোনও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের পক্ষাঘাত এবং এক জাতীয়ের চর্ম্মপীড়া আরোগ্য হয়। উদরাময়ে—মলের সঙ্গে গোটা-অজীর্ণ খাদ্য নির্গত হইলে—ওলিয়েণ্ডার তাহার মহৌষধ এবং এলো, আর্স, চায়না, ফেরম প্রভৃতি অনেকটা সদৃশ ঔষধ।

উদরাময়—মল জলের মত পাতলা—তাহার সহিত গোটা অজীর্ণ খাদ্য, ইহার প্রধান লক্ষণ—রোগী বহুদিন পূর্ব্বে যাহা আহার করিয়াছে তাহাও হজম না হইয়া বাহ্যের সহিত গোটা নির্গত হয় এবং বায়ু নিঃসরণসহ মল অসাড়ে বাহির হয়। রোগীর যতবার বায়ু নিঃসরণ হয় প্রায় ততবারই স্বল্পাধিক বাহ্যে হয়। এই শেষোক্ত লক্ষণটী—এলোতেও আছে, তবে ইহার মধ্যে প্রভেদ এই যে, যদি উক্ত প্রকার পীড়া শিশুদের হয় এবং তাহাদের কৌপিন সর্ব্বদাই মলাক্ত থাকে, তাহা হইলে—ওলিয়েণ্ডারই তাহার প্রধান ঔষধ (চায়না ও এসিড-ফস ২৪৭ পৃঃ দেখুন)।

চর্ম্মপীড়া—মাথার ও কাণের পশ্চাতে এক প্রকার উদ্ভেদ নির্গত হয় তাহা হইলে অনবরত রস ঝরে, অত্যন্ত চুলকায় এবং রক্ত পড়ে, পোকা জন্মায়। অণ্ডকোষে, উরুতে এবং ঘাড়ে হাজা ঘা (অন্যান্য ঔষধের নিমিত্ত গ্র্যাফাইটীস-৩৩৮ পৃষ্ঠা দেখুন), ইহার চর্ম্মে অত্যন্ত স্পর্শকাতরতা-বেদনা থাকে, একটুমাত্র ঘর্ষণেই তীব্র বেদনাবোধ করে।

ক্রিয়ানাশক—ক্যাম্ফর, সলফ।

ক্রম—৩—২০০ শক্তি। ফরমূলা—২।

ওলিয়ম জেকরিস (Oleum Jecoris)

কড্ নামক মৎস্যের লিভার হইতে প্রস্তুত হয়, ইহাতে আয়োডিন আছে, One litre of Oleum Jecoris contains 0. 4. gram iodin. এইজন্য যে সমস্ত পীড়া আয়োডিনে আরোগ্য হয়, যেমন—গ্ল্যাণ্ড, সর্দ্দি, কাশি, শরীর পোষণ ক্রিয়ার অভাব, লিভার, অন্ত্র, পরিপাকযন্ত্রের বিকৃতি, রক্তের লাল কণিকার হ্রাস, ইহাতেও ঠিক সেই পীড়া সমূহ আরোগ্য হইয়া থাকে ; তদ্ভিন্ন—যে সমস্ত পীড়া আয়োডিনে আরোগ্য না হয়, তাহাও ইহাতে আরোগ্য হয়; কারণ তৈলেরও পৃথক ভেষজগুণ আছে। স্ক্রফুলা, শীর্ণতা, শিশুদের মাংসক্ষয়, দুর্ব্বলতাসহ মাথা ও হাত-পা গরম হওয়া, রাত্রিতে জ্বরভাব, অস্থিরতা, লিভারে বেদনা, শিশু দুগ্ধপান না করা, শরীরের রঙ হলদে হওয়া, হাতের তালুতে জ্বালা, কাশি, বক্ষঃস্থলের কতিপয় পীড়া, অস্থির পীড়া, পুরাতন উদরাময়, হাঁটু ও কনুই কামড়ানি, টেণ্ডন ও পেশী শক্ত হওয়া প্রভৃতিতে ইহার দ্বারা বিশেষ উপকার হয়।

গ্ল্যাণ্ডের পীড়া—স্ক্রফুলা-ধাতুতে দেখা যায় প্রায়ই ঘাড়, গলা-গাল কুঁচকি প্রভৃতিতে গ্ল্যাণ্ড হয়, ইহাতে—ওলিয়ম-জেকরিস উপকারী।

অস্থির ক্ষত ও স্ফীতি—বৃহৎ অস্থির ক্ষতে এবং গাঁটের চারিপাশে স্ফোটক ও শোষ-ঘা হইলে শীঘ্র উপকার হয়। হাড়ের স্ফীতি, হাড় কোমল, হাড়ের নিকট স্ফোটক, হেকটিক-জ্বর প্রভৃতিতেও ইহা উপকারি ইহার দ্বারা স্বাস্থ্যেরও উন্নতি হয়, তবে নেক্রোসিস ও ভার্টিব্রাল-কেরিজে ইহা কোনও উপকার করিতে পারে না।

সর্দ্দি-কাশি—যে সকল ব্যক্তির সামান্য ঠাণ্ডা লাগিলেই সর্দ্দি হয়, প্রায়ই নূতন সর্দ্দি হয়, নাকে অনবরত সর্দ্দি ঝরে, সর্দ্দি যেন কিছুতেই ছাড়ে না, তাহারা ইহার ১ × শক্তি কিছু অধিক দিন ব্যবহার করিলে ধাতু পরিবর্ত্তিত হইয়া পীড়া সম্পূর্ণ আরোগ্য হইবে।

উদরাময়—ইহা নূতন অপেক্ষা পুরাতন উদরাময়ে অধিক উপকারী। এখানে—১ × হইতে ৬ষ্ঠ শক্তি প্রযোজ্য।

বক্ষাস্থলের পীড়া—গলাধরা, রাত্রিতে অত্যন্ত শুষ্ক আক্ষেপিক কাশি, বুকে সুঁচফোটান-বেদনা; বুক ধড়ফড় করা প্রভৃতিতে ব্যবহার্য্য।

জ্বর—হেক্টিক-জ্বর, নিশাঘর্ম্ম, থাইসিস, রোগী সন্ধ্যার দিকে অনবরত শীত-শীতবোধ করে।

দাদ (Ringworm)—দাদে ইহা বাহ্যিক প্রয়োগ করিবেন। যে সকল শিশু অত্যন্ত রোগা, বাড়ে না, বামন, তাহাদিগের শরীরে আদত কড্-লিভার প্রত্যহ ২ ঘন্টা করিয়া মর্দ্দন করিলে স্বাস্থ্যের শীঘ্রই উন্নতি হইবে (ম্যারাসমাসে খাঁটি সরিষার তৈল কিম্বা কড্‌লিভার উক্ত প্রকারে প্রত্যহ মর্দ্দন করিবেন ও শিশুকে আধঘন্টা করিয়া মৃদু রোদে রাখিবেন)।

ক্রম—১ ×—৩য় শক্তি। ফরমূলা—৮।

ওলিয়ম স্যান্টল (Oleum Santal.)

(চন্দন তৈল)—প্রস্রাব, মূত্রযন্ত্র ও মূত্রনলীর উপরেই ইহার প্রধান ক্রিয়া এবং গনোরিয়া (প্রমেহ) পীড়াতেই অধিক ব্যবহৃত হয়। হ্যাকিং-কফে (একপ্রকার আক্ষেপিক প্রবল কাশিতে) ও উপর্য্যুপরি বক্ষঃবিদারক কাশিতে ডাঃ বোরিক বলেন—শর্করার উপর ২/১ বিন্দু চন্দন তৈল দিয়া সেবন করিলে উক্তপ্রকার কাশির উপশম হয়।

প্রমেহ পীড়া—যন্ত্রণাদায়ক কর্ডি (লিঙ্গোদগম), প্রিপুসের (লিঙ্গাগ্র চর্ম্মের) ফোলা, প্রমেহের আস্রাব—হলদে রঙের, খুব ঘন ও পূঁযের মত পেরিনিয়মের মধ্যে বেদনা, প্রমেহের গ্লীট-ষ্টেজে অধিক পরিমাণে হলদে রঙের স্রাব নির্গমন ইত্যাদি এই ঔষধের লক্ষণ।

প্রস্রাবের পীড়া—মূত্রচ্ছিদ্রস্থান লালবর্ণ হয়, তথায় সর্ব্বদাই আগুনে পোড়ার মত জ্বলে ; প্রস্রাব ক্ষীণস্রোতে ও ধীরে ধীরে নির্গত হয়, আর মনে হয় যেন কোন একটা পদার্থ মূত্রনলীর মধ্যে চাপ দিতেছে, দাঁড়াইলে যন্ত্রণা বাড়ে, কিড্‌নীর নিকট বেদনা থাকে।

ক্রম—২ হইতে ১০ ফোঁটা তৈল কিম্বা—θ অথবা—১ ×—৩ × বিচূর্ণ। ফরমূলা—টিংচার—৬বি,ট্রাইটু—৮।

ওপিয়ম (Opium.)

(আফিম, এশিয়ার সর্ব্বত্র প্রচুর পরিমাণে ইহার চাষ হয়, অপক্ক ফল বা ঢেঁড়িকে একটু একটু করিয়া চিরিলে, তাহা হইতে দুধের মত রস বাহির হয়, সেই রসকে ঘনীভূত করিয়া ইহার টিংচার প্রস্তুত হয়)। আফিমের, ক্রিয়া— মাদক, বেদনা নিবারক, নিদ্রাকারক, মস্তিষ্কের উত্তেজক, ঘর্ম্ম উৎপাদক, আক্ষেপনাশক ও পর্য্যায় নিবারক।

চরিত্রগত লক্ষণ ঃ—

১। জীবনীশক্তির প্রতিক্রিয়ার অভাব, সুনির্ব্বাচিত ঔষধেও কোনও ক্রিয়া করে না ; ২। স্নায়ুর অসাড়তা, আংশিক কিম্বা সম্পূর্ণ পক্ষাঘাত মস্তিষ্কের পক্ষাঘাত, জিহ্বার পক্ষাঘাত ; ৩। সমস্ত পীড়ায় প্রগাঢ় নিদ্রাভাব, যন্ত্রণাশূন্য, রোগী কোন বিষয়ের অভিযোগ করে না, কিছুই চাহে না ; ৪। অত্যন্ত নিদ্রালু, কিন্তু নিদ্রা হয় না ; ৫। অর্দ্ধ-মুদ্রিত নেত্র, কাক-নিদ্রা, নিশ্বাসের সহিত নাক ডাকা ; ৬। প্রসূতি ভয় পাইয়া সন্তানকে স্তন্য দিয়া সন্তানের তড়কা ; ৭। বিকারে রোগী অনর্গল বকে চক্ষুর অর্দ্ধভাগ খোলা থাকে, মুখ লালবর্ণ, থমথমে কিম্বা চক্ষু অর্দ্ধমুদ্রিত, মুখ মলিন, সম্পূর্ণ অজ্ঞান (deep coma), অভিভূতভাব ; ৮। নিদ্রিতাবস্থায় বিছানার চাদর খোঁটে (জাগ্রত অবস্থায়—বেল, হায়োসি) ; ৯। আক্ষেপের পূর্ব্বে চীৎকার ; ১০। মূত্রাশয় প্রস্রাবে পূর্ণ থাকা সত্ত্বেও প্রস্রাব না হওয়া ; ১১। পেটে বেদনা, তলপেটে চাপবোধসহ প্রস্রাব বাহ্যে সমস্ত বন্ধ, এমন কি বায়ু পর্য্যন্ত নিঃসরণ হয় না ; ১২। পরিপাক যন্ত্রের কর্ম্মহীনতা,

পেরিষ্ট্যালিক ক্রিয়া লোপ, অন্ত্র যেন আবদ্ধ ; ১৩। কোষ্ঠকাঠিন্য, মল গুটলে, কালবর্ণ ; ১৪। চর্ম্মের উদ্ভেদ (cutaneous eruption) হঠাৎ পশ্চাৎগামী হইয়া মস্তিষ্কের পক্ষাঘাত, তড়কা (জিঙ্ক); ১৫। ম্যারাসমাস, শিশু বৃদ্ধের মত দেখায় (এব্রোটেনাম) ; ১৬। সেরিব্রাল হিমারেজ ; ১৭। প্রসূতির তড়কা বা ফিটসহ অজ্ঞানতা ; পেটের অত্যন্ত ফাঁপসহ কলিক বেদনা।

কোষ্ঠবদ্ধ—মলত্যাগের কোনও ইচ্ছা অথবা বেগ একেবারেই থাকে না, এই লক্ষণ—ব্রায়োনিয়া ও এলিউমিনাতেও আছে। ওপিয়মে—পেটে অনেক পরিমাণে মল জমিয়া যায় ; কিন্তু তথাপি মলত্যাগ করিবার ইচ্ছা পর্য্যন্ত থাকে না, পিচকারী না দিলে মল নিঃসরণ হয় না, মলদ্বার বোধ হয় যেন অসাড়ে, মল অত্যন্ত শক্ত, কাল গুটলে, দেখিতে ছোট ছোট গোল বলের মত। ওপিয়মের কোষ্ঠবদ্ধ—প্রায়ই অন্ত্রের অথবা মলদ্বারের ক্রিয়ালোপ হেতু (from inactivity of the bowels) হইয়া থাকে। শক্ত এবং কালরঙের গুটলে-মল ওপিয়মের ন্যায়—প্লম্বম নামক ঔষধেও নির্দ্দিষ্ট ; তবে প্লম্বমের কোষ্ঠবদ্ধ—মলদ্বারের সঙ্কোচন জন্য হয় (কোষ্ঠবদ্ধে—ওপিয়মে—৩০ শক্তি ; দিনে ৪/৫ মাত্রা, পেটে বেদনা না-আসা পর্য্যন্ত প্রযোজ্য)।

উদরাময়—ওপিয়ম কোষ্ঠবদ্ধের একটি ভাল ঔষধ হইলেও সময়ে সময়ে উদরাময়েও ব্যবহৃত হয় ; টাইফয়েড-জ্বরে—যখন রোগী সম্পূর্ণ অজ্ঞান, শিবনেত্র, গলায় ঘড়ঘড় শব্দ হয়, নাক ডাকে, তখন এই সমস্ত লক্ষণের সঙ্গে—উদরাময়, অসাড়ে বাহ্যে এবং শিশু কলেরায়—অত্যন্ত দুর্ব্বলতার কিম্বা হিমাঙ্গ-অবস্থার সহিত অত্যন্ত দুর্গন্ধ মল অসাড়ে নির্গত হইতে থাকিলে—ওপিয়ম ফলপ্রদ ; আবার বাহ্যে বন্ধ হইয়া সম্পূর্ণ অজ্ঞান (profound coma), চক্ষুর তারা স্থির, চক্ষুর ভিতর আঙ্গুল দিলেও চক্ষুর পলক পড়ে না, শিশুর এই প্রকার সঙ্কটাপন্ন অবস্থা আসিয়া পড়িলেও-ওপিয়ম উপকারী। ডাঃ এলেন বলেন—ক্ষুদ্র ও বৃহদন্ত্রের সংযোগস্থলের ক্ষতে এবং পুরাতন আমাশয়ে অনবরত আম নির্গত হইলে ইহা প্রযোজ্য।

প্রস্রাব বন্ধ—মূত্রথলীর (bladder) সম্পূর্ণ অসাড়তা, তজ্জন্য মূত্র নির্গত হইতে পারে না। জ্বর প্রভৃতি কোনও তরুণ পীড়ায় কিম্বা ভয় পাইয়া বা প্রসবের পর প্রসূতির প্রস্রাব বন্ধ থাকিলে—ওপিয়ম উপকারী। মূত্রথলী প্রস্রাবে পরিপূর্ণ হইলে রোগী কিছুমাত্র জানিতে পারে না, এই লক্ষণেও—ওপিয়ম ফলপ্রদ। মূত্রথলীতে প্রস্রাব জমিয়াও প্রস্রাব না হইলে ওপিয়মের মত—হায়োসিয়ামস, ক্যান্থারিস, আর্সেনিক ইত্যাদি ঔষধ সমূহ উপযোগী ; কিন্তু মূত্রথলীতে প্রস্রাব না জমিলে—ষ্ট্র্যামোনিয়ম, আর্সেনিক, ভেরেট্রম, লাইকো, ক্যালি-বাইক্রম ইত্যাদি ঔষধ ফলপ্রদ।

অন্ত্রশূল বেদনা (colic)—পেটে খুব বায়ু জমে, তাহাতে পেট ফুলিয়া উঠে, ঢেকুর উঠিতে থাকে ; কিন্তু উহাতে পেটের বেদনা অথবা পেট-ফোলার কিছুমাত্র উপশম হয় না, এই লক্ষণে—ওপিয়ম উপকারী। পেটে বেদনা ও কোষ্ঠবদ্ধের সহিত দুর্গন্ধ মল বমন (stercoraceous vomiting) হইলে—

ওপিয়ম উপকারী ; Strangulation of the bowels নামক পীড়ায় এই লক্ষণটি প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায়।

বাতশ্লেষ্মা জ্বর (Typhoid fever)—জ্বরে রোগী সম্পূর্ণ অজ্ঞান-অচৈতন্যভাবে শিবনেত্র হইয়া পড়িয়া থাকে, চক্ষুর পলক স্থির, চক্ষুতে জল পড়ে, রোগীকে জোরে চেঁচাইয়া ডাকিলে কিম্বা নাড়া দিলেও সাড়া দেয় না, সম্পূর্ণ অজ্ঞানভাবের সঙ্গে রোগীর নাক ডাকে ও গলা ঘড়ঘড় করে, পেট ফাঁপে, বাহ্যে প্রস্রাব বন্ধ থাকে, কখনও আবার অসাড়ে মল-মূত্র নিঃসরণ হয়, মুখ লালবর্ণ ও ফোলা ফোলা দেখায়, চক্ষুও লালবর্ণ থাকে। টাইফয়েড বিকার অবস্থায় উপরোক্ত লক্ষণসমূহে—ওপিয়ম প্রয়োগে হাতে নাতে উপকার পাওয়া যায়। আবার প্রথম অবস্থায় উপরোক্ত বিকারের অজ্ঞানভাবাদি চলিয়া গিয়া প্রতিক্রিয়া আরম্ভ হইলে বিপরীত লক্ষণগুলি যেমন—ফ্যাল্‌ফেলে চাহনি, মস্তক ও হস্তপদাদির স্পন্দন, কম্পন, অনিদ্রা সামান্য শব্দে নিদ্রা যাইতে না পারা, শ্রবণশক্তির তীক্ষ্নতা, ছটফটানি ইত্যাদি উত্তেজনার ভাব থাকিলেও—ওপিয়ম উপযোগী। এসিড-ফস, আর্ণিকা, হায়োসিয়ামস, ষ্ট্র্যামোনিয়ম, নক্স-মস্কেটা, ব্যাপটিসিয়া ইত্যাদি ঔষধগুলিও টাইফয়েড-বিকারের মহৌষধ, তাহাদের অধ্যায় দেখিবেন। উক্ত পীড়সহ নিমোনিয়া থাকিলে ফুসফুসের পক্ষাঘাত হয়, সর্দ্দি উঠে না।

সূতিকা-জ্বর (Puerperal-fever)—এই পীড়ায় যখন রোগিনীর অজ্ঞানাবস্থা আসিবার সম্ভাবনা (approaching stupor) হয়, তখন ওপিয়ম প্রয়োগ করাই উচিত (বেলেডোনা অধ্যায় ১৬০ পৃষ্ঠা দেখুন)।

শিশু-পীড়া—সদ্যপ্রসূত শিশুর চেহারা ম্লান ও রক্তশূন্য, শ্বাস-প্রশ্বাস রহিত, কেবলমাত্র নাভীর স্থানে একটু ধক্-ধক্ করিতে থাকে। শিশুর স্বাভাবিক বৃদ্ধি রহিত, হাত-পা শিথিল, ত্বক কুঞ্চিত, বৃদ্ধের মত আকৃতি।

প্রসূতাবস্থায় ফিট, অজ্ঞান (Puerperal convulsion)—প্রসূতির প্রসব হইবার মধ্যবর্ত্তী সময়ে প্রসূতি সম্পূর্ণ অজ্ঞান স্প্যাজম্ (খেঁচুনি) কিম্বা প্রসব হইবার পূর্ব্বে জোরে চীৎকার করিয়া উঠে, মুখ বেগুনে (কোমা) থাকে, প্রসব হইবার পূর্ব্বে জোরে চীৎকার করিয়া উঠে, মুখ বেগুনে রঙ্ ধারণ করে ও ঘর্ম্ম হয়। পীড়া কোনও প্রকার ভয়জনিত হইলে ইহা আরও অধিক উপকারী।

কলেরা—শিশুদের কলেরায় ভেদ-বমি সমস্ত বন্ধ হইয়া যদি শিশু সম্পূর্ণ অচৈতন্যভাবে পড়িয়া থাকে এবং ওপিয়মের চরিত্রগত লক্ষণগুলি, যথা—ডাকিলে সাড়া দেয় না, চক্ষুর পলক পড়ে না, কোনও প্রকার প্রতিক্রিয়া দৃষ্ট হয় না, আধবোজা-চক্ষু, নাকডাকা, গলা ঘড়ঘড় করা ইত্যাদি লক্ষণ গুলি থাকে, তাহা হইলে—ওপিয়মে উপকার হইবে (চেনোপোড—৬৮১ পৃঃ দেখুন)। স্মরণ রাখিবেন—এই অবস্থায় পুনরায় বাহ্যে-বমি দেখা দিলেই বুঝিতে হইবে যে, প্রতিক্রিয়া আরম্ভ হইয়াছে এবং রোগীর আরোগ্য লাভেরও সূত্রপাত হইয়াছে। শরীরে কিছুমাত্র জীবনীশক্তি (vitality) না থাকিলে এবং কোনও ঔষধে বিশেষ উপকার না পাইলে শেষে ওপিয়মটী একবার প্রয়োগ করিয়া দেখা উচিত। ফেরম-ফসে ক্রমাগত বাহ্যে-বমির পর অজ্ঞান হইয়া পড়া ও সেই সঙ্গে মুখের রক্তিমতা, চক্ষুর মণি (pupil) প্রসারিত, ক্রমাগত মাথানাড়া ইত্যাদি লক্ষণগুলি পাওয়া যায়।

ফুসফুসের পীড়া—নিমোনিয়া প্রভৃতি পীড়ায় গলা ঘড়ঘড় করে, বুকে সর্দ্দি জমা, কাশে ; কিন্তু সর্দ্দি তুলিয়া ফেলিতে পারে না। ফুসফুসের পক্ষাঘাত হইবার সূচনা, শ্বাস-প্রশ্বাস যেন উপর হইতে চলে, সময়ে সময়ে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে, হাঁপাইতে থাকে, শুইতে পারে না।

অনিদ্রা—চলিত কথায় লোকে যাহাকে বলে—"ঘুম পাতলা" বিছানায় পড়িয়া অনেকক্ষণ জাগিয়া থাকে, ঘুম যেন চোখে আসে না ; ঘুমায়—একটুমাত্র কোন শব্দ হইলেই ঘুম ভাঙ্গিয়া যায়, তাহার পর অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত জাগিয়া থাকিয়া তবে ঘুম আসে, ওপিয়ম এই প্রকারের অনিদ্রায় উপকারী। আচ্ছন্নভাবে থাকিয়া ভয়জনক দৃশ্য দেখে, গোঁ-গোঁ করে।

ভয়জনিত পীড়া—গর্ভকালের শেষাংশে ভয় পাইয়া গর্ভস্রাবের উপক্রম হইলে এবং ভয় পাইয়া ঋতুস্রাব কিম্বা প্রস্রাব বন্ধ হইলে—ওপিয়ম স্মরণ করিবেন।

দ্রষ্টব্য ঃ—অনেকেরই ধারণা যে আফিম সর্ব্বপ্রকার বেদনার মহৌষধ (pain destroyer), ইহা বেদনার ভাল ঔষধ হইলেও কোনও তরুণ পীড়ায় বেদনা-যন্ত্রণাদির সাময়িক উপশমের জন্য কখনও কাহাকেও আফিম ব্যবহার করিতে উপদেশ দেওয়া অনুচিত। আফিমের যেমন একদিকে বেদনার উপশম হয়, অন্যদিকে তেমনি কতকগুলি নূতন উপসর্গের সৃষ্টি করে, ফলে— রোগ, রোগী উভয়েরই বিশেষ অনিষ্ট হয়, পীড়া জটিল ও দুরারোগ্য হইয়া দাঁড়ায়, তবে যদি দেখা যায় যে, কোন পীড়া দুরারোগ্য—যেমন ক্যান্‌সার প্রভৃতি তাহার ভাল ঔষধ নাই, তাহা হইলে ত্বরায় যন্ত্রণার আশু উপশমের এবং উদরাময়ের অতিরিক্ত বাহ্যে ও বহুমূত্রের প্রস্রাব নিবারণের জন্য উহা সাময়িক ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। এখানে মাত্রা—ক্রুড—১ গ্রেণ।

বৃদ্ধি—নিদ্রাকালে, নিদ্রান্তে, বায়ুনিঃসরণে, উত্তাপে, মদ্যপানে, ভয়ে।

উপশম—বমনে, জলপানে, পদচারণে ও কফিপানে।

সম্বন্ধ—একোন, এন্টিম-টার্ট, বেল, ব্রায়ো ও নক্সের পরে কিম্বা পূর্ব্বে ইহা চলে। আফিম সেবীদের উদরাময়ে বা অন্য পীড়ায়—উচ্চশক্তি।

ক্রিয়ানাশক—এসে-এসি, বেল, ক্যামো, সাইকিউ, কফি, কুপ্রম, জেলসি, ইপি, মার্ক, এসি-মিউর, নক্স, পলস, ভেরেট, জিঙ্ক।

ক্রিয়া স্থিতিকাল—৪ দিন। ক্রম—৬—২০০ শক্তি।

ফরমূলা—টিংচার—৪, বিচূর্ণ—৭।

অস্‌মিয়ম (Osmium)

(ধাতব পদার্থ বিচূর্ণ আকারে প্রস্তুত হয়)—এই ঔষধটী অন্য পীড়ায় ব্যবহৃত হইলেও শ্বাসযন্ত্রের ইরিটেসন, শ্লেষ্মা, ট্রেকিয়ায় বেদনা এবং চক্ষুর প্রদাহ পীড়ায় ও কিড়নীর পীড়াতেই অধিক ব্যবহৃত হয়।

শ্বাসযন্ত্রের পীড়া—ভয়ানক আক্ষেপিক কাশি, কাশির সময় মনে হয় যেন বুক গলা ছিঁড়িয়া যাইবে, গলার মধ্যে কুট্‌কুট্‌ করে, কাশি হয়, গলায় বেদনা হয়, কথা কহিলেও লেরিংসে বেদনা বোধ করে, গলা ধরে, স্বরভঙ্গ হয়। একিউট-ল্যারিণ্‌ জাইটীস, গলা হইতে শক্ত দড়ির মত শ্লেষ্মা উঠে। শুষ্ক ঘড়ঘড়ে কাশি, বোধ হয় যেন রোগী হাঁড়ির ভিতর হইতে কাশিতেছে, কাশির সঙ্গে হাঁচি, ষ্টার্ণম অস্থিতে বেদনা।

চক্ষুর পীড়া—চক্ষুতে ভয়ানক বেদনা-যন্ত্রণা ও জলপড়া, বাতির আলোর চতুর্দ্দিকে সবুজ বর্ণের রঙ কিম্বা রামধনুর রঙ দেখে। গ্লুকোমা, কন্‌জংটিভাইটীস, ক্ষীণ দৃষ্টি, অস্পষ্ট দৃষ্টি, চক্ষুর মধ্যে জ্বালা, কর্‌-কর্‌ করে।

প্রস্রাবের পীড়া—প্রস্রাব এলবুমেন, অত্যন্ত ঝাঁজাল গন্ধ, রঙ—কটা, পরিমাণ স্বল্প, তলানীতে সূক্ষ্ম লালবর্ণের পদার্থ।

চর্ম্ম পীড়া—একজিমা, প্রুরাইটীস, ঘামাচি, উহা অত্যন্ত চুলকায়, বগলে ঘাম দেয়, তাহাতে রসুনের গন্ধ।

ক্রম—৩ x—২০০ শক্তি। ফরমূলা—৭।

অক্সিডেণ্ড্রণ (Oxydendron)

(একপ্রকার গাছের কাঁচা পাতা হইতে ইহার টিংচার প্রস্তুত হয়)—এই নূতন ঔষধটী কেবল শোথ (dropsy) রোগেই ব্যবহৃত হয়। জল-উদরী (ascites) এবং সাধারণ প্রায় সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের শোথে ও ফুলায় (anasarca) ইহা উপকারী। শোথরোগে—অতি অল্প প্রস্রাব, প্রস্রাব বন্ধ ও শ্বাস-প্রশ্বাসে কষ্ট থাকিলে ইহা আরও অধিক উপযোগী।

ক্রম—মাদার-টিংচার ২/৩ ফোঁটা মাত্রায় জলসহ দিনে ৪/৫ বার সেব্য।

ফরমূলা—৩।

পিওনিয়া অফিসিন্যালিস (Paeonia)

(তাজা মূল হইতে টিংচার প্রস্তুত হয়)—পাছার হাড়ের নিম্নাংশের প্রায় সকল প্রকার ক্ষতে এবং অর্শ, অর্শের রক্তস্রাব, মলদ্বারে ফাটা-ঘা, ক্ষত, পেরিনিয়মে ক্ষত, ভগন্দর (fistula in ano) প্রভৃতি পীড়ায় ব্যবহৃত হইলে ইহাতে বিশেষ উপকার হয়। ইহার মাদার-টিংচার কিম্বা লিনিমেন্ট—ক্ষতে বাহ্যিকও ব্যবহৃত হয়। বিশেষ লক্ষণের জন্য—এসিড-নাইট্রিক এবং গ্র্যাফাইটীস অধ্যায়ে ভগন্দর ৩৪৩ পৃষ্ঠা ও অর্শ ৭১৫ পৃষ্ঠা দেখুন।

পিওনিয়া—বাম বুকে খোঁচানো ব্যথা এবং কব্জী, আঙুল, হাঁটু, পায়ের আঙুলের বেদনারও ঔষধ। বুকে ব্যথা, হৃৎপিণ্ডের মধ্য দিয়ে পিঠে যায়।

ক্রম—নিম্নশক্তি। ফরমূলা—১।

প্যালেডিয়ম (Palladium)

(ধাতব পদার্থ, প্রথমে ডাঃ হেরিং ইহার পরীক্ষা করেন)—এই ঔষধটী স্ত্রীলোকদিগের পীড়াতেই অধিক ব্যবহৃত হয় : প্যালেডিয়মের মানসিক লক্ষণ কতকটা প্লাটিনার সদৃশ। ইহার রোগিনী—১। অত্যন্ত অহঙ্কারী, ২। একটুতেই মেজাজ গরম হয়, ক্রুদ্ধ হয় ও কটু কথা বলে, ৩। কেহ ভাল বলিলে বেশ খুশী হয় ; কিন্তু মন্দ বলিলে চটিয়া যায়, ৪। একটুতেই প্রায় কাঁদিয়া ফেলে, ৫। হাতের বেদনা বৃদ্ধি, অঙ্গুলি হইতে উরু ও হাঁটুতে যায়।

স্ত্রী-ব্যাধি—ইহাতে ডানদিকের ডিম্বকোষ অধিক আক্রান্ত হয়। ডিম্বকোষের (ওভেরির) নিউর‍্যাল্‌জিয়া, তীরবেধার মত একপ্রকার বেদনা—ডিম্বকোষের স্থান হইতে নিম্নে ডান উরুতে নামে এবং সময়ে সময়ে উর্দ্ধে বুকে পরিচালিত হয়। ডান ওভেরি ফোলে ও তথায় অত্যন্ত টাটানি-বেদনা থাকে। প্রস্রাবত্যাগকালে বিশেষ কষ্ট হয়, তাহার সহিত জরায়ু যেন বাহির হইয়া পড়িবে এইরূপ ধারণা, শুইয়া থাকিলে বেদনা কিছু কম থাকে। জরায়ুর স্থানচ্যুতি তৎসহ পিঠে ও উরুতে বেদনা। দ্রুত হাঁটিলে, স্তনাপান করাইলে রজঃস্রাব হয়। অমাবস্যায় ঋতু হইলে পূর্ণিমায় পূর্ণ প্রকাশ পায়, প্রায় ১৫ দিন পরে (অমাবস্যা; পূর্ণিমায়—ক্রোকাস)।

শ্বেত-প্রদর—মণ্ডের মত স্বচ্ছ স্রাব, ঋতুর পূর্ব্বে ও পরে উহার বৃদ্ধি। শিরঃপীড়া—টেম্পোরো-প্যারাইট্যাল্‌-নিউর‍্যারজিয়া, কাঁধে ব্যথা, তলপেটে ব্যথা, ডান কুঁচকীর ফোলা প্রভৃতিতে ইহা উপকারী।

ক্রম—৬—১২ শক্তি। ফরমূলা—৭।

প্যারিরা ব্রাভা (Pareira Brava.)

(শুষ্ক মূল হইতে ইহার টিংচার প্রস্তুত হয়)—সাধারণতঃ প্রস্রাব সম্বন্ধীয় পীড়াতেই ইহা ব্যবহার্য্য। ইহার দ্বারা মূত্র-পাথরী পীড়ার বেদনায়—প্রস্রাবের যন্ত্রণা, মূত্রথলীর প্রদাহ এবং প্রষ্টেট্‌-গ্ল্যাণ্ডের উপসর্গাদির উপশম হয়। বিশেষ লক্ষণের জন্য—ক্যান্থারিস ২১১ পৃষ্ঠায় "পাথরী" পীড়াটি পাঠ করুন।

ক্রম—θ ও ১ x—৩ x শক্তি। ফরমূলা—৪।

প্যারিস কোয়াড্রিফোলিয়া (Paris)

(টাটকা গাছ হইতে ইহার টিংচার প্রস্তুত হয়)—নিম্নলিখিত কতিপয় পীড়ার লক্ষণসহ ঔষধ লক্ষণ মিলাইয়া ব্যবহার করিলে ইহাতে আশাতীত উপকার পাইবেন ঃ—

১। উন্মাদরোগ—কেহ উন্মাদ হইয়া সমস্ত দিনরাত্রি অনর্গল বকিতে থাকিলে ইহাতে উপকার হইবে ; ২। মাথাব্যথা—মাথার চাঁদিতে অত্যন্ত ব্যথা, এমন কি চুল আঁচড়াইতে পারে না, অক্সিপিট্যাল-শিরঃপীড়া—ঘাড়ের নিম্নাংশ হইতে আরম্ভ হইয়া মাথার উপরে যায়, রোগী মনে করে যেন তাহার মাথাটা খুব

ফুলিয়াছে ; ৩। মুখের নিউর‍্যালজিয়া, চক্ষুর পীড়া—ভ্রূ আক্রান্ত হয় ; চক্ষুতে বেদনা, বেদনার লক্ষণ—বোধ হয় যেন কেহ দড়ি বাঁধিয়া চক্ষু গোলক (eye ball) ভিতরের দিকে সবলে টানিতেছে ; ৪। শ্বাসযন্ত্রের পীড়া—নাকের গোড়ায় ভারবোধ ও নাক বন্ধ, বেদনাশূন্য, গলাধরা, কাশি,—যেন শ্বাসনলীতে গন্ধকের ধোঁয়া প্রবিষ্ট হইয়াছে, গলায় চটচটে সবুজ রঙের শ্লেষ্মা জড়াইয়া থাকে—তজ্জন্য সর্ব্বদা গলা খেঁকরায়; ৫। স্নায়ুশূল-বেদনা (neuralgia)—বামাদিকের বুকের পাঁজরায় বেদনা আরম্ভ হইয়া বাম হাতের ভিতর দিয়া চলিয়া যায়, হাত শক্ত হয়, আঙুল মুঠা বাঁধে ; ৬। মেরুদণ্ডের নিউর‍্যালজিয়া—৬ষ্ঠ সার্ভাইক্যাল্-ভার্টিব্রায় চতুর্দ্দিকে বেদনা ; ৭। মেরুপুচ্ছের (ককসিসের) হাড়ের নিউর‍্যালজিয়া—বসিলে যেন তীক্ষ্ণ ছুঁচ ফোটায়, দপ্‌দপ্ করে ; ৮। আঙুল সর্ব্বদাই অসাড়বোধ, উর্দ্ধাঙ্গের অসাড়তা ইত্যাদি ; ৯। আহারের পর হিক্কা, ঢেকুর ; ১০। পাকস্থলী পাথরের মত ভারীবোধ হয়, ঢেকুর উঠিলে উপশম ; ১১। বিশ্রামে ও চলাফেরায় বুক ধড়ফড়ানির বৃদ্ধি।

ক্রিয়ানাশক—কফিয়া। ... পরবর্ত্তী ঔষধ-ক্যালকে, লিডম, নক্স, লাইকো, পল্‌স, ফস্, রস, সল্‌ফ।...... ক্রিয়া স্থিতিকাল—২—৪ দিন।

ক্রম—৩য় শক্তি। ফরমূলা—১।

প্যাসিফ্লোরা (Passiflora)

(আমাদের দেশীয় ঝুমকোফুল গাছের পাতা হইতে টিংচার প্রস্তুত হয়)—নার্ভ সেন্টারের উপর ইহার প্রধান ক্রিয়া ও আক্ষেপনাশক ঔষধ, এই জন্য মূর্চ্ছা-বায়ুরোগের (হিষ্টিরিয়ার) খেঁচুনি, প্রসবের পর প্রসূতির তড়কা (convulsion puerperal) বা খেঁচুনি, ধনুষ্টঙ্কারের আক্ষেপ, শিশুদের দাঁত উঠিবার সময় পীড়া ও তড়কা প্রভৃতি কয়েকটি আক্ষেপযুক্ত পীড়ায় এবং ক্রিমিজনিত জ্বর, তড়কা ও শিশু ওলাউঠায়—উদ্বেগ, অস্থিরতা, খিলধরা প্রভৃতিতে ইহার দ্বারা বিশেষ উপকার পাওয়া যায়। হাঁপানি পীড়ায় কষ্টদায়ক আক্ষেপিক টানে—প্যাসিফ্লোরা—θ, ১০/১৫ ফোঁটা হইতে ৩০ ফোঁটা পর্য্যন্ত, প্রতি ১০/১৫ মিনিট অন্তর কয়েকমাত্রা প্রয়োগ করিলে অত্যন্ত সময় মধ্যে আক্ষেপিক টান ও কষ্টের উপশম হয়। শিশু ও বৃদ্ধদের অনিদ্রা রোগেরও ইহা মহৌষধ। পেটফাঁপা, টক ঢেকুর, ভীষণ শিরঃপীড়া সহ চক্ষুতে বেদনা ইত্যাদিতেও উপকারী (অনিদ্রায়—θ, ২০/২৫ বিন্দু মাত্রায় ২/১ বার সেব্য)।

ক্রম—θ , ৫/১০ ফোঁটা হইতে ১ ড্রাম পর্য্যন্ত প্রতি মাত্রায় সময়ে সময়ে প্রয়োজন হয়। শক্তিকৃত ঔষধও ব্যবহৃত হইতেছে। ফরমূলা—৩।

পেট্রোলিয়ম (Patroleum)

(Coal oil তৈল ১ ভাগ, এলকোহল ৯৯ ভাগ দ্রব করিয়া—২ × শক্তি প্রস্তুত হয়)—শীতের সময় রোগ বৃদ্ধি, ফুসফুস বা পরিপাকযন্ত্রের কোন প্রকার পীড়া বহুদিন যাবৎ ধীরে ধীরে ভোগ করা, পুরাতন উদরাময় এবং কতিপয় চর্ম্মরোগ ইত্যাদি পীড়ায় ব্যবহারের জন্য এই ঔষধটি প্রসিদ্ধ। মিউকাস-মেম্ব্রেণের ও চর্ম্মের উপর ইহার প্রধান ক্রিয়া।

মানসিক লক্ষণ—একটুতেই চটিয়া উঠে, বিকারে অথবা জ্বরের সময় খেয়াল দেখে যে, আর একজন পীড়িত ব্যক্তি অনেকটা স্থান লইয়া তাহার পার্শ্বে শুইয়া আছে। সূতিকা-জ্বরে—প্রসূতি খেয়ালে বলে—তাহার ছেলে একটি নয়—দুইটি, সে একসঙ্গে দুইটির তত্ত্বাবধান করিতে পারিবে না। অনেকে খেয়ালে বলে—তাহার চারি হাত, চারি পা এবং সমস্ত প্রত্যঙ্গই দ্বিগুণ (double). এই প্রকার দ্বিগুণ দর্শন মানসিক লক্ষণ কোনও পীড়ার দৃষ্ট হইলে অবিলম্বে ইহা প্রয়োগ করিবেন।

চরিত্রগত লক্ষণ ঃ—

১। গাড়ীতে, রেলগাড়ীতে, জাহাজে চড়িয়া পীড়ার উৎপত্তি (কক্কু, থ্যানিকিউ) ; পীড়া শীঘ্র শীঘ্র হয় (বেল, ম্যাগ-ফস, ইহা—প্ল্যাটিনা ও থ্যানমের বিপরীত) ; ২। উঠিলেই মাথা ঘোরে (ব্রায়ো) ; ৩। মাথার পশ্চাৎভাগে বেদনা ও খুব ভারীবোধ ; ৪। গর্ভাবস্থায় বমি ইত্যাদি উপসর্গ, গ্যাস্ট্রোলজিয়া ; ৫। পেট খালিবোধ, পেট খালি হইলেই শূল-বেদনা, ৬। সামান্য আঘাত লাগিলে সে স্থানে ঘা হয়, পাকে; ৭। হাতের চামড়া ফাটা (সোরায়াসিস), অমসৃণ, আঙুলের ডগা ফাটা, বেদনা, শীতকালে চর্ম্মপীড়ার বৃদ্ধি; ৮। হাতের পায়ের চেটো গরম ও জ্বালা ; ৯। স্ত্রী এবং পুংজননেন্দ্রিয় ঘামে ; ১০। সেকেণ্ডারি সিফিলিস ; ১১। কেবলমাত্র দিনের বেলায় উদরাময়ের বাহ্যে—রাত্রিতে বন্ধ।

চর্ম্মরোগ—পেট্রোলিয়ম ইহা একটি এন্টিসোরিক ঔষধ, চর্ম্মরোগে ইহার লক্ষণ অনেকটা গ্র্যাফাইটাসের মত। ইহার একটি বিশেষ লক্ষণ এই যে, শীতকালে চর্ম্মরোগ নানা উপসর্গের সহিত বৃদ্ধি হয় ; কিন্তু গ্রীষ্মকাল আরম্ভ হইলে আপনা-আপনিই আরোগ্য হইয়া যায়; ইহার উদ্ভেদ—মাথায়, কানের পাশে, অণ্ডকোষে, যোনি ও হস্তপদ সকল স্থানেই হইতে পারে। পেট্রোলিয়মের চর্ম্মপীড়ায় (Eczema)—প্রথমে গায়ে চাকা-চাকা উদ্ভেদ (eruption) বাহির হয়, পরে সেগুলি বোলতার চাকের আকার ধারণ করে, তদ্ভিন্ন ইহাতে প্রথমে পুড়িয়া যাওয়ার মত একপ্রকার উদ্ভেদ নির্গত হয়, পরে সে স্থানে ক্ষত হয়, রস ও পূঁয নির্গত হইতে থাকে, মামড়ি পড়ে। শীতকালে হাত-পা ও গা ফাটে, ফাটা হইতে রস নির্গত হয়, চুলকায়, জ্বালা করে ; হিপারের মত সামান্য আঁচড়ে কিম্বা ক্ষত হইতে রস, রক্ত-পূঁয পড়া প্রভৃতি লক্ষণাদি—পেট্রোলিয়মেও আছে। একপ্রকার একজিমায়—পুরু মামড়ি পড়ে, চুলকাইলে রক্ত বাহির হয়, যদি উহা

বর্ষায় বাড়ে এবং গ্রীষ্মে ধীরে ধীরে কমিয়া আসে, তাহা হইলে—ডলকামারা ; অধিক গ্রীষ্মে বা অধিক শীতে বৃদ্ধি—এন্টিম-ক্রুড ; গ্রীষ্মে বৃদ্ধি—ক্যালি-বাইক্রম ; বসন্তে বৃদ্ধি—ন্যাট্রম-সলফ।

একজিমা (Eczema)—প্রমেহ পীড়া কিম্বা গর্ম্মী-বিষদোষে—লিঙ্গ প্রদেশে অণ্ডকোষে রসপূর্ণ উদ্ভেদ নির্গত হয়, তাহাতে অত্যন্ত চুলকানি থাকে। কাণের ভিতর একজিমা, তাহার পূঁযে বা রসে অত্যন্ত দুর্গন্ধ থাকে ; কাণে খোল হয়, কানের ভিতর গর্জ্জনের মত শব্দ করে। কাণের পশ্চাতে একজিমা—তাহাতে সর্ব্বদাই রস ঝরে (কখনও শুষ্ক), মামড়ি পড়ে, ফাটে। সোরায়সিস—হাতে একজিমা, হাতের পশ্চাৎপৃষ্ঠের উপর একজিমা, আঙ্গুলের ডগা ফাটে, ঘা হয়, রস পড়ে, (গ্র্যাফাইটাস দেখুন)।

দাদ (Ring worm)—কুঁচকীর স্থানে এই পীড়া হইলে—পেট্রোলিয়ম—৩০ শক্তি সেবন ও উহার লিনিমেন্ট প্রস্তুত করিয়া বাহ্যিক ব্যবহার করিলে আরও শীঘ্র উপকার হইবে (কেশ-দাদের ও সর্ব্বাঙ্গের—টেলিরিয়ম)।

গর্ভাবস্থায় পীড়া—গর্ভাবস্থায় পোয়াতির প্রায় সকল প্রকার পাকস্থলীর পীড়ায় এবং গা বমি-বমি, বমি, মুখ দিয়া সর্ব্বদা লালা নিঃসরণ প্রভৃতিতে—পেট্রোলিয়ম উপকারী (It is applicable to all gastric troubles of pragnant women)। গা বমির সহিত বমি বা শুধু বমি, ইহা প্রাতে আরম্ভ হইয়া সমস্ত দিনই থাকে (সেরিয়ম)।

চক্ষুর পীড়া—চক্ষুর পাতার প্রদাহ (Blepharitis), মামড়ি পড়ে, চক্ষুর পাতা দুইটি জুড়িয়া যায়। চক্ষুর শোথ ঘা (Lachrymal fistula)।

প্রস্রাবের পীড়া—মূত্রাশয়ের দুর্ব্বলতা বশতঃ রাত্রিতে বিছানায় অসাড়ে প্রস্রাব ত্যাগ করে, প্রস্রাবের পর অসাড়ে ফোঁটা ফোঁটা প্রস্রাব নিঃসরণ, প্রস্রাবের পর শ্লেষ্মা নির্গমণ (তেলের মত পদার্থ—হিপার)।

উদরাময়—বাহ্যে অত্যন্ত পচা-দুর্গন্ধ, জলের মত তরল, বাহ্যের সঙ্গে গোটা অজীর্ণ খাদ্য নির্গত হয়। পেট্রোলিয়মে—সলফারের মত ভোর বা প্রাতঃকাল হইতে বাহ্যে আরম্ভ হয়, তবে সলফারে যেমন বেলা ১০টার মধ্যে বাহ্যে বন্ধ হইয়া যায়, উহাতে তাহা না হইয়া পডোফাইলমের ন্যায় সমস্ত দিনই হইতে থাকে ; রাত্রিতে আদৌ বাহ্যে হয় না। পডোফাইলমের বাহ্যেও—অতিশয় দুর্গন্ধ, তবে পডোফাইলমে—পেটে প্রায় কোনও প্রকার বেদনা থাকে না এবং ক্রমশঃ বাহ্যের পরিমাণ কম হইয়া সন্ধ্যায় সম্পূর্ণ বন্ধ হইয়া যায়। উদরাময়ের ও আমাশয়ের বাহ্যে সমস্ত দিন হইয়া রাত্রিতে বন্ধ হইয়া যাইলে—পেট্রোলিয়ম উপকারী। ইহাতে বমি ও কাটবমি থাকে, শিশুদের আমাশয়ে—পেট্রোলিয়ম এবং ইপিকাক পর্য্যায়ক্রমে ব্যবহারে অনেক উপকার হয়। এখানে ৬ষ্ঠ শক্তিই অধিক ফলপ্রদ। পেট্রোলিয়মে—ঢেকুরে কফির গন্ধ থাকে। সময়ে সময়ে আবির্ভাবশীল পুরাতন উদরাময়।

বাত—পুরাতন বাতে গাঁটে ব্যথা থাকিলে—পেট্রোলিয়ম উপকারী। বাতে হাঁটু শক্ত হইয়া যাইলে এবং তথায় খোঁচামারা ব্যথা থাকিলে ইহাতে বেশ

উপকার হয়। কোমরে বাত প্রাতে অধিক বৃদ্ধি হইলে—পেট্রোলিয়ম উপকারী ; রুটাতেও এই লক্ষণ আছে ; কষ্টিকামের মত ইহাতেও উঠিতে বসিতে গাটগুলিতে মটমট্ করিয়া শব্দ হয়।

কাশি—একজিমার সহিত সর্দ্দি-কাশি প্রভৃতি থাকিলে—পেট্রোলিয়ম উপযোগী। পেট্রোলিয়মের কাশি শুষ্ক, রাত্রিতে বিছানায় শুইলেই কাশি আরম্ভ হয়, শিশুদের এইরূপ কাশিতে—পেট্রোলিয়ম উপকারী।

অম্লশূল-বেদনা—চেলিডোনিয়ম, এনাকার্ডিয়ম, গ্র্যাফাইটাস, হোমারস প্রভৃতির মত ইহাতে অম্লশূল বেদনা—আহার করিবার পর নিবৃত্তি হয়। পেট্রোলিয়মের বেদনা—পেট খালি হইলেই বাড়ে, বেদনা পাকস্থলী হইতে উর্দ্ধে বুকে পর্য্যন্ত চলিয়া যায়, রোগী যন্ত্রণায় ছটফট করে, বেদনার সঙ্গে প্রায় গা-বমি-বমি থাকে, কিছু খাইলে অতি অল্প সময়ের জন্য উক্ত যন্ত্রণায় উপশম হয় (এনাকার্ডিয়ম-৮৬ পৃঃ ও কলোসিন্থ-২৬৯ পৃষ্ঠা দেখুন)।

পরবর্ত্তী ঔষধ—ব্রায়ো, ক্যালকে, লাইকো, নক্স, পলস, সিপি, সলফ, এসি-নাইট্রি, সাইলি।

সম্বন্ধ—চর্ম্মরোগে—গ্রাফাইটীসের সহিত, বাতে—কষ্টিকামের সহিত এবং গা-বমি-বমিতে—ককুলাসের সহিত সদৃশ সম্বন্ধ।

ক্রিয়ানাশক—ককুলাস, নক্স।

ক্রিয়া স্থিতিকাল—৪০—৫০ দিন। ক্রম —৬ ×—৩০ শক্তি।

ফরমূলা—বিচূর্ণ—৭, টিংচার—৬-বি।

পেট্রোসেলিনিয়ম (Petroselenium)

(তাল গাছ হইতে টিংচার প্রস্তুত হয়)—প্রমেহরোগের শেষ (gleet) অবস্থায় যখন ইউরেথ্রার অর্থাৎ মূত্রনলীর পুরাতন প্রদাহ—ব্ল্যাডারের (মূত্রথলীর) মুখ পর্য্যন্ত পরিচালিত হয়, তখন ইহাতে উপকার অধিক হয়। হঠাৎ প্রস্রাবের প্রবল বেগ আসে এবং উঠিতে না উঠিতে প্রস্রাব আপনিই হইয়া যায়, এইটিই ইহার—প্রধান চরিত্রগত লক্ষণ। এলোতে—যেমন রোগীর হঠাৎ বাহ্যে পায়, পেট্রোসেলিনিয়মেও ঠিক সেইরূপ হঠাৎ প্রস্রাব হয় (অন্যান্য লক্ষণের নিমিত্ত ক্যান্থারিস ২০৮ পৃঃ দেখুন)।

পেট্রোলিয়মে—ভয়ানক জ্বালা, পেরিনিয়ম (মলদ্বারে উর্দ্ধস্থান) হইতে সমস্ত মূত্রনলীতে জ্বালা ও বেদনা থাকে, কখনও দুধের মত প্রস্রাব হয়। মূত্রনলীর মুখ শ্লেষ্মায় বন্ধ হইয়া থাকে, স্রাবের রঙ্ হলদে, সমস্ত মূত্রনলীর মধ্যে সড় সড় করে, তাহাতে অনবরত প্রস্রাবের বেগ আসে।

সদৃশ—ক্যানাবিস, ক্যান্থারিস, মার্কুরিয়স।

ক্রম—৩ ×—২০০ শক্তি। ফরমূলা—১।

ফ্যাসিওলাস (Phaseolus.)

(একপ্রকার গাছের গুঁটী হইতে টিংচার প্রস্তুত হয়)—হৃৎপিণ্ডের পীড়ায় ইহা একটি মহৌষধ, তদ্ভিন্ন—বহুমূত্র, বক্ষঃস্থলের কতিপয় পীড়া এবং শিরঃপীড়াতেও অনেক সময় উপকার হয়।

বক্ষঃস্থলের পীড়া—অত্যন্ত বুক ধড়ফড়ানি, নাড়ীর ঘন ঘন দ্রুত স্পন্দন, শ্বাস-প্রশ্বাস ধীর, দীর্ঘশ্বাস, হৃৎপিণ্ডের চারিদিকের বেদনা, প্লুরা ও পেরিকার্ডিয়ামের মধ্যে জল জমা, এই প্রকারের কয়েকটি পীড়ায় ও লক্ষণে ব্যবহৃত হইলে অনেক সময় ইহাতে আশাতীত উপকার হয়।

হৃৎপিণ্ডের পীড়া—ভীষণ রকমের অত্যধিক বুক ধড়ফড়ানিতে—ক্র্যাটিগ্যাসের মত প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ইহার উপকারিতা বুঝিতে পারা যায় (ডিজিটেলিস দেখুন); হৃৎপীড়ার শেষ অবস্থায় নাড়ী পাওয়া যায় না।

চক্ষুর পীড়া—পিউপিল প্রসারিত, আলোক অসহ্য, চক্ষুতে বেদনা।

শিরঃপীড়া—কেবলমাত্র সম্মুখ কপালে ও অক্ষিকোটরে বেদনা, একটুমাত্র নড়াচড়া করিলে কিম্বা মানসিক চিন্তায় বেদনা বাড়ে।

বহুমূত্র—বহুমূত্র বা বহুমূত্রের মত পরিমাণে এবং বারে প্রস্রাব অত্যন্ত অধিক হয়।

সদৃশ—ক্র্যাটিগ্যাস, ল্যাকেসিস।

ক্রম—১, ১ম, ২য়, ৩য়, ৬ষ্ঠ ও ১২ শক্তি। ফরমূলা—৪।

ফেলাণ্ড্রিয়ম (Phellandrium.)

(শুষ্ক ফল হইতে টিংচার প্রস্তুত হয়)—শ্বাসযন্ত্রেই ইহার প্রধান ক্ষেত্র। থাইসিস, ব্রঙ্কাইটীস, ফুসফুসের বায়ুস্ফীতি (emphysema) প্রভৃতি পীড়াগুলিতে যখন অত্যন্ত পচা দুর্গন্ধি গয়ার উঠে এবং থাইসিসে ফুসফুসের মধ্যভাগ (middle lobes) আক্রান্ত হয়, তখন ইহাতে কতকটা উপকার হয়। রক্তোৎকাশ (হিমপ্টিসিস), হেকটীক-জ্বর তৎসহ দুর্ব্বলকর ঘর্ম্ম এবং শরীর ক্ষয়কর উদরাময় (গ্রহিণী), এই তিনটী পীড়ারও উহা উৎকৃষ্ট ঔষধ। ইহাতে রোগীর মুখের স্বাদ মিষ্ট থাকে।

স্তনের পীড়া—স্তনের দুগ্ধবহা নলীতে (milk ducts) স্তন্যপান করাইবার সময় অত্যন্ত বেদনা, উহা সমস্ত শরীরে পরিব্যাপ্ত হয় এবং স্তনের বোঁটায় অত্যন্ত বেদনা থাকে। ফেলাণ্ড্রিয়মের আর একটি প্রধান লক্ষণ—প্রসূতি শিশুকে স্তন্যপান করাইবার সময় স্তনে অত্যন্ত অধিক দুগ্ধ বাহির হয়। ল্যাক-ক্যানাইনামে—স্তনে এত অধিক পরিমাণ দুগ্ধ ভরা থাকে যে, তাহাতে প্রসূতির কষ্ট হয়, স্তন উপর দিকে উঠাইয়া বাঁধিয়া রাখিতে চাহে ; কিন্তু বেদনার জন্য তাহা পারে না।

চক্ষুর পীড়া—চক্ষু দিয়া অজস্র জল পড়ে, আলোক অদৌ সহ্য হয় না, মাথাব্যথা করে, চক্ষুর স্নায়ুতেও বেদনা হয়।

ফুসফুসের পীড়া—এরালিয়া অধ্যায়ে কাশি ১০৯ পৃষ্ঠা দেখুন।

ক্রম—θ—৬ষ্ঠ শক্তি। থাইসিসে—৬ষ্ঠ ও নিম্নশক্তি।

ফরমূলা—৪।

ফসফরাস (Phosphorus)

মস্তিষ্ক, ফুসফুস, যকৃত, হৃৎপিণ্ড, কিডনী শ্লৈষ্মিক-ঝিল্লী, অস্থি, স্নায়ু ইত্যাদির উপর ইহার ক্রিয়া প্রধান। যে সকল স্ত্রী বা পুরুষ দেখিতে বেশ সুন্দর, রোগা, লম্বা, অল্প কুজ; কেশ কটা, যাহাদের চক্ষুর পাতা পাতলা, স্বভাব কোমল, সামান্য কারণে মনে ব্যথা পায়, বুদ্ধি তীক্ষ্ণ, এইরূপ ধাতুর লোকেদের পক্ষে—ফসফরাস উপযোগী।

ফসফরাসের রোগীর শরীরের কোন-না-কোন স্থান হইতে প্রায়ই রক্তস্রাব হয়, রোগী খুব দুর্ব্বল হয়; রোগ লক্ষণ—মিষ্টদ্রব্য খাইলে, হাত-পা জলে ভিজা থাকিলে, বামদিকে চাপিয়া শুইলে, বর্ষা ও শীত উভয় ঋতুতে এবং কোন কোন রোগলক্ষণ গ্রীষ্মকালে বৃদ্ধি হয়।

সমস্ত পীড়াতেই ধাতুগত লক্ষণ গ্রহণ করিয়া চিকিৎসার দ্বারা সময়ে সময়ে এত অধিক উপকার হয় যে চিকিৎসক মাত্রেই তাহাতে চমৎকৃত ও বিস্মিত হইয়া থাকেন। এই বিষয়ের দৃষ্টান্ত স্বরূপ প্রথমেই আপনাদের নিকট আমার নিজের সম্বন্ধে কিছু বলিব ঃ—

এই সময়ে আমি সিষ্টিক-টিউমার রোগে আক্রান্ত হই। টিউমারটি ঠিক বাম স্ক্যাপুলা-অস্থির নিম্নে উৎপন্ন হয়। প্রথমে একটি সুপারির মত, ২/৩ মাস পরে উহা একটি বড় বেলের আকার ধারণ করে, ইহা শীঘ্র শীঘ্র বর্দ্ধিত হইতে থাকায় প্রথমে আমি কতিপয় উচ্চপদবীধারী এলোপ্যাথিক চিকিৎসকের পরামর্শ গ্রহণ করি, তাহাতে তাঁহারা সকলেই একবাক্যে অস্ত্র চিকিৎসার অভিমত প্রদান করেন। কলিকাতা মেডিকেল কলেজে দেখান হয়, তাহাতে হাউস-সার্জন একমাস পরে অস্ত্রচিকিৎকার সময় নির্দ্ধারিত করেন। একদিন ভগবানের অনুগ্রহে মেসার্স রালী ব্রাদার্স আফিসের গানি (Gunny) ডিপার্টমেন্টের বড়বাবু মাননীয় সত্যচরণ মিত্র মহাশয়কে কথায়-কথায় আমার পীড়ার ও তজ্জন্য যে আমাকে অস্ত্র চিকিৎসার সাহায্য গ্রহণ করিতে হইবে বলায়, তিনি তৎক্ষণাৎ উপরোক্ত অভিমত পরিত্যাগ করিয়া নিজ-ধর্ম্মে অর্থাৎ হোমিওপ্যাথি চিকিৎসায় আমাকে কিছুদিন থাকিতে বলিয়া উপদেশচ্ছলে একটি গল্প বলেন। তাহার সারমর্ম্ম—নিজ-ধর্ম্মে—মৃত্যু শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মে অমরতাও হেয়ঃ। তাহাতে আমার মনের গতি পরিবর্ত্তিত হইল, আমি সেই দিনই কলিকাতা নিবাসী দুর্গাচরণ ডাক্তার রোডস্থ ডাঃ ডি, এন, ব্যানার্জ্জি এম, বি, একজন বিজ্ঞ হোমিওপ্যাথ ডাক্তার মহাশয়কে আমার পীড়ার সমুদয় বৃত্তান্তটী অবগত করাই। তাহাতে তিনি বলিলেন "তুমি Phosphorus patient এবং ক্যাল্কেরিয়া—টিউমারের ঔষধ, অতএব

তোমার ধাতুতে ক্যাল্‌কেরিয়া-ফসই এই পীড়ার প্রথম ঔষধ।" আমি তাহার পরদিনই উহার ২০০ শক্তি একমাত্রা সেবন করি। ইহা সেবনের ১ সপ্তাহ পরে দেখা যায়—টিউমারটির আকার অর্দ্ধেক কম, ১৫ দিন পরে উক্ত ঔষধ আর একমাত্রা, তাহাতে সামান্যমাত্র ফোলা অবশিষ্ট থাকিয়া যায়, অবশেষে উক্ত ডাক্তার বাবুর ব্যবস্থানুযায়ী—সলফার ২০০ শক্তি—১ মাত্রা সেবন করায়, তাহার ৮। ১০ দিন পরেই টিউমারটি সম্পূর্ণ অদৃশ্য হয়। বলা বাহুল্যমাত্র—সেই সময় হইতে হোমিওপ্যাথিতে আমার আরও অধিক শ্রদ্ধা বাড়িয়া যায় এবং আমি যে কলেজে-সার্জ্জেন সাহেবের শাণিত অস্ত্রের কোপ হইতে সে যাত্রা পরিত্রাণ পাইলাম, তজ্জন্য ঈশ্বরকে সহস্র ধন্যবাদ প্রদান করি। এখানে এই বিষয়টি বর্ণনা করিয়া বৃথা সময় নষ্ট করিবার উদ্দেশ্য এই যে, পাঠকগণ! আপনারা জটিল পীড়ার চিকিৎসাকালে রোগীর ধাতুটি প্রথমেই হৃদয়ঙ্গম করিবার প্রয়াস পাইবেন, নতুবা নিস্ফলতা লাভ করিবার সম্ভাবনাই অধিক। আমরা মহাত্মা হ্যানিম্যানের মতের অনুসরণকারী (followers) ভিন্ন আর কিছুই নই।

তদ্ভিন্ন—হোমিওপ্যাথি শিক্ষা করিতে হইলে রোগীর ধাতু, চরিত্রগত লক্ষণাবলীর ন্যায় কতকগুলি বিশেষ লক্ষণও যত্নসহকারে সকলেরই অভ্যাস করা উচিত, তাহাতেও চিকিৎসার অনেক সময় বিশেষ সাহায্য প্রাপ্ত হওয়া যায়; সমস্ত মেটিরিয়া মেডিকায় ঔষধ বর্ণনাকালীন তজ্জন্য উহাদের স্থান প্রথমেই প্রদান করা হয়। এই পুস্তকের প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত উক্ত বিষয়ের আলোচনা করা হইয়াছে, সমুদয় পাঠ করিবেন।

ফসফরাসের চরিত্রগত লক্ষণ—১। যক্ষ্মাকাশ, ব্রঙ্কাইটীস, নিমোনিয়া ; ২। গলা সুড়্‌সুড়্ করিয়া কাশি, কাশি শুষ্ক ও সন্ধ্যাকালে তাহার বৃদ্ধি ; বুক পিঠ-ঘাড় সাটিয়া ধরে, কাশিতে কাশিতে সমস্ত শরীর কাঁপিয়া উঠে ; ৩। গলায় বেদনা তজ্জন্য কথা কহিতে কষ্টবোধ, মনে হয় যেন গলায় কিছু আটকাইয়া বা পুঁটলী জমিয়া আছে ; ৪। কোষ্ঠকাঠিন্য, মল—সরু, শক্ত ও লম্বা ; ৫। বেদনাবিহীন উদরাময়, উদরাময়ে—মল জলের মত পাতলা, তাহার উপর ঠিক ভেকডিম্ব কিম্বা রাঁধা সাগুদানার মত এক-প্রকার পদার্থ ভাসে ; ৬। সামান্য ক্ষত হইতে অত্যধিক রক্তস্রাব ; ৭। আহারের পর নিদ্রাবেশ ; ৮। পেটের ভিতর খালি-খালিভাব ;৯। পানীয় বস্তু পেটের ভিতর যাইয়া গরম হইলেই বমন ; ১০। হস্তমৈথুনজনিত ধ্বজভঙ্গ, অদম্য রতিক্রিয়ার ইচ্ছা ; ১১। কিছু খাইলেই হিক্কা ইত্যাদি।

ফসফরাস বিষ-মাত্রায় সেবন করিলে—পাকস্থলীর প্রদাহ (gastritis) ক্ষুদ্র ও বৃহদন্ত্রের প্রদাহ (Entero-colitis), রক্তামাশায় (dysentry) রক্তস্রাব (haemorrhage), মূত্রগ্রন্থির তরুণ প্রদাহ (inflamation of kidney's), যকৃতের প্রদাহ (hepatitis) ফুসফুসের প্রায় সকল প্রকার প্রদাহ এবং প্লুরা-নিমোনিয়া, নিমোনিয়া, মেরুমজ্জার প্রদাহ (myelitis)—তজ্জনিত পক্ষাঘাত, হাড়ের—বিশেষতঃ মাড়ীর ও পায়ের বৃহৎ লম্বা অস্থির (tibia) ধ্বংস, রক্ত বিকৃত হইয়া ন্যাবা (haematogeneus-gaundice) প্রভৃতি পীড়া সমূহ উৎপন্ন হয়, অতএব লক্ষণ মিলিলে সদৃশ-বিধান মতে—ফস্‌ফরাস এই সমস্ত পীড়ারই ঔষধ।

কাশি—সন্ধ্যার পর হইতে আরম্ভ হইয়া মধ্যরাত্রি পর্য্যন্ত অধিক হয়, রাত্রিতে শুইলে এবং বামপার্শ্বে ও চিৎ হইয়া শুইলে কাশির অত্যন্ত বৃদ্ধি, কাশিতে কাশিতে রোগী ক্লান্ত হইয়া পড়ে, বুকে লাগে ও বুক ধড়্ফড়্ করে, এতদ্ভিন্ন—ইহার কাশি বাহিরের বাতাসে, কথা কহিলে, হাসিলে, পুস্তক পাঠ করিলে, কোন আগন্তুক নিকটে আসিলে বাড়ে। আপনি যদি রোগীকে জিজ্ঞাসা করেন—কি মহাশয়! কেমন আছেন? আপনার কথার উত্তর দিবার পূর্ব্বে নিশ্চয়ই সে একবার কাশিবে। ফস্‌ফরাসে যে গয়ার উঠে তাহার আস্বাদ লোনা, গয়ারে কখনও রক্তের ছিট থাকে, হরিদ্রাবর্ণের পূঁযের মত গয়ার নির্গত হয়, ফসফরাসে সন্ধ্যার কাশি শুষ্ক—কিছুই উঠে না ; কিন্তু প্রাতঃকালের কাশি সরল ও তাহাতে গয়ার উঠে। গলাধরা—চুপি চুপি কথা কহে, প্রাতে স্বরভঙ্গ।

ঘুংড়ী (Croup)—একোনাইট, স্পঞ্জিয়া, হিপার ইত্যাদি প্রথম অবস্থার ঔষধাদি প্রয়োগের পর মধ্যে মধ্যে ফসফরাস প্রয়োগে রোগ পুনরাক্রমণ করিতে পারে না (ব্যাসিলিনাম, ক্যাল্‌কেরিয়া)।

ব্রঙ্কাইটীস—(বায়ুনলীভুক্ত প্রদাহ)—ফসফরাসের কাশি শুষ্ক, অনবরত খুক খুক করিয়া কাশি হইতে থাকে ; কাশির ধমকে সমস্ত শরীর কাঁপে, শ্বাস-প্রশ্বাসে ভীষণ কষ্ট হয়, রোগী হাঁপাইতে থাকে ; বুকের উপরিভাগ সাঁটিয়া ধরে এবং ষ্টার্ণম-অস্থির নিম্নভাগে যেন খোঁচাইতে থাকে, কাশিতে অত্যন্ত কষ্ট হয় বলিয়া রোগী গোঁগানির সহিত জোরে কাশি চাপিয়া রাখে। গয়ার নানাপ্রকার—লাল হড়্‌হড়ে, রক্তমিশ্রিত, লোহার মরিচার মত, পূঁযের মত ; যক্ষ্মাধাতুপ্রবণ ব্যক্তিদের পীড়াতে—ফসফরাস উপযোগী। ব্রঙ্কাইটীসে কিম্বা ক্যাপিলারি-ব্রঙ্কাইটীসে (বায়ু নলী ও কৈশিক-নলীর প্রদাহ পীড়ায়) পরীক্ষা করিয়া যদি সমস্ত বক্ষে সর্দ্দির রাল্‌স (rales) পাওয়া যায়, অত্যন্ত আক্ষেপিক কাশি থাকে, কাশিতে কাশিতে বমি করিয়া ফেলে, তাহা হইলে ইপিকাক কিম্বা এন্টিম-টার্ট—প্রয়োগে উপকার হয়। ইপিকাকে—সরল হইয়া উঠিয়া যায়। এন্টিম-টার্টে—যখন শিশু কাশিতে কাশিতে সর্দ্দি তুলিয়া ফেলিতে না পারে, অথচ বুকে সর্দ্দি ভরা, ঘড়্‌ঘড়্ করে, কাশিও বারে অনেক কম হয়, রোগী নিঝুম হইয়া পড়িয়া থাকে, তখন—যতক্ষণ না কাশির বৃদ্ধি হয়, ততক্ষণ এন্টিম-টার্ট—নিম্নশক্তি ঘন ঘন প্রয়োগ করিতে থাকিবেন। ব্রঙ্কাইটিসের পর যখন ফুসফুসের প্রদাহ ক্রমশঃ বিস্তৃত হইয়া নিমোনিয়া আসিয়া পড়ে, অত্যন্ত জোরে জোরে কাশিতে থাকে, বক্ষঃস্থলের বেদনায় রোগী অধৈর্য হইয়া পড়ে, আচ্ছন্নভাবের পরিবর্ত্তে ছটফটানি আসে, গাত্রদাহ হয়, তখন সে স্থলে—ইপিকাক, এন্টিম প্রভৃতি ঔষধে কোনও উপকার হয় না, প্রায়ই ফসফরাসের প্রয়োজন হয়। ডান দিকের ফুসফুসের নিম্নাঙ্গ আক্রান্ত হইলে—ফস্‌ফরাসে অতি শীঘ্র উপকার হইবার সম্ভাবনা। ফসফরাসে—রোগী বামপার্শ্ব চাপিয়া শয়ন করিতে পারে না। বাম দিকের ফুসফুস আক্রান্ত হইলে—সল্‌ফার উপকারী। সল্‌ফারে গাত্রদাহ— বিশেষতঃ হস্তপদাদির জ্বালা অত্যন্ত অধিক থাকে এবং রোগী সর্ব্বদাই ঠাণ্ডা চায় (আমি কঠিন পীড়ার অনেক সময়—এন্টিম—২ × প্রয়োগ করি)।

নিমোনিয়া (ফুসফুস-প্রদাহ)—ব্রঙ্কো-নিমোনিয়া বা ক্যাটারেল-নিমোনিয়ায় —ফসফরাসের ক্ষমতা অতুলনীয়। প্লুরো-নিমোনিয়ায়— ব্রায়োনিয়া অধিক উপকারী। হেপাটাইজেসন্‌-ষ্টেজের (এ অবস্থায় ফুসফুস নিরেট হয়) প্রথম অর্থাৎ কন্‌জেষ্টিভ, (রক্তাধিক্য) ষ্টেজে ইহা প্রয়োগ করিলে রোগ বৃদ্ধি হইতে না পারিয়া শীঘ্রই পীড়া আরোগ্য হইয়া যায়। হেপাটাইজেসন্‌-ষ্টেজের পরেও ইহা প্রয়োগ করিলে ত্বরায় রেজোলিউসন (যাহাকে যথারীতি প্রকৃতির স্বাভাবিক নিয়মে আরোগ্য হওয়া কহে) আরম্ভ হইয়া পীড়া আরোগ্য হইয়া থাকে। বাতশ্লেষ্মা জ্বরের ও বিকারের সহিত নিমোনিয়া হইলেও—ফস্‌ফরাস উপযোগী। পূর্ব্বে বলিয়াছি, ফসফরাসে—ডানদিকের ফুসফুস আক্রান্ত ও এন্টিমে—উভয় দিকের ফুসফুস আক্রান্ত হয়, এন্টিমের শ্লেষ্মার রাল্‌স (rales) খুব জোর জোর, ফস্‌ফরাসে—অত জোর নহে। ফস্‌ফরাসে—রোগী বামদিকে চাপিয়া শুইতে পারে না, এন্টিমে—শ্বাসকষ্ট ও ডানদিকের পাঁজরায় ছুঁচফোটান ব্যথা অধিক থাকে এবং কপালে ঘাম হয়। ফস্‌ফরাসে—জ্বর, বিকারে ভুল ও প্রলাপ বকা, শ্বাসকষ্ট হেতু দীর্ঘ নিশ্বাস গ্রহণ করা ইত্যাদি লক্ষণগুলি অধিক নির্দ্দিষ্ট। এন্টিমে রোগীর চক্ষু খোলা, কখনও অর্দ্ধ মুদ্রিত, কখনও সম্পূর্ণ মুদ্রিত, গলা ঘড়্‌ঘড়ানি, পিপাসা ইত্যাদি লক্ষণগুলি প্রবল। ফস্‌ফরাস প্রয়োগেও পীড়া নিয়মিত আরোগ্য (resolution) না হইলে এবং কাশিতে পূঁযের মত শ্লেষ্মা উঠিতে থাকিলে, পীড়ায় বাম ফুসফুস অধিক আক্রান্ত হইলে—সলফারে উপকার হয়; কিন্তু আবার ঐ পূঁযের মত গয়ার অত্যন্ত দুর্গন্ধ থাকিলে—স্যাঙ্গুনেরিয়া অথবা ক্যাল্কিকম উপযোগী। প্লুরো-নিমোনিয়ায় ক্যালি-কার্ব্বও মন্দ ঔষধ নহে ; বুকে অত্যন্ত ছুঁচফোটানো ব্যথা, ডানদিকে চাপিয়া শুইতে অক্ষমতা, কাশিবার সময় গলা ঘড়্‌ঘড়ানি, চক্ষুর পাতা ফোলা ফোলা ও জলভরা, গয়ারের সঙ্গে ছোট ছোট পূঁযের ডেলা নির্গমন, রাত্রি ২/৩ টা হইতে কাশি ইত্যাদি রোগ লক্ষণের বৃদ্ধি প্রভৃতি—ক্যালি কার্ব্বের লক্ষণ। হামের পর নিমোনিয়া কিম্বা যাহাদের লিভারের দোষ আছে তাহাদের ও শিশুদের নিমোনিয়ায়—চেলিডোনিয়ম উপকারী। ইনফ্লুয়েঞ্জার পর নিমোনিয়ায় এবং ক্যালি-কার্ব্বের মত পীড়ার লক্ষণ শেষ রাত্রিতে বৃদ্ধি হইলে—এমন-কার্ব্ব উপকারী। ক্যালি-কার্ব্ব বৃদ্ধদিগের পীড়ায় অধিক ফলপ্রদ।

ক্ষয়কাশ (Phthisis)—যে সকল স্ত্রী বা পুরুষ সমূহ ফস্‌ফরাসের ধাতুগত, তাহাদের এই পীড়ায় ফস্‌ফরাস অধিক ক্রিয়া প্রকাশ করিয়া থাকে (কেহ এই পীড়ায় আক্রান্ত হইলে শরীর খুব শীঘ্র শীঘ্র দুর্ব্বল ও ক্ষীণ হইয়া পড়ে, জীবনের আশা প্রায় থাকে না)। আয়োডামও—এই রোগে ফস্‌ফরাসের সমকক্ষ ঔষধ। আয়োডামে—রোগী শীঘ্র শীঘ্র শীর্ণ হইয়া পড়ে এবং বেশ ক্ষুধা ও আহার সত্ত্বেও দিন দিন শীর্ণ হইতে থাকে, আয়োডাম-ধাতুর রোগীর—ঘাড়, গলা ইত্যাদি স্থানের গ্রন্থিসমূহ স্ফীত থাকে, ফস্‌ফরাসের রোগীর তাহা থাকে না।

স্বরভঙ্গ—চীৎকার করিয়া জোরে কথা কহিতে পারে না, রোগী কাশে ও সন্ধ্যায় তাহার গলাভাঙ্গার বৃদ্ধি হয়। কাশিলে অথবা কথা কহিলে স্বর-ভঙ্গের

আরও অধিক বৃদ্ধি হয়। সলফারে প্রাতে ও কার্ব্বো-ভেজে—সন্ধ্যায় স্বরভঙ্গের বৃদ্ধি নির্দ্দিষ্ট ; গায়ক ও বক্তাদের স্বরভঙ্গে—এরাম-ট্রাইফাইলম, সেলিনিয়ম, আর্জেন্টি-নাইট্রিকাম ইত্যাদি ঔষধ উপকারী।

টিউবার্কিউলসিস—(Tuberculosis)—যক্ষ্মারোগ, ইহাতে যে সকল ব্যক্তিদের পূর্ব্বপুরুষদের যক্ষ্মা-কাশির ইতিহাস পাওয়া যায়, তাহাদের উক্ত পীড়ায়—ফস্‌ফরাস বিশেষ হিতকারী; রোগ প্রথমে অল্প-সর্দ্দি-কাশির আকারে দেখা দেয়, ক্রমশঃ শুষ্ক কাশির বৃদ্ধি, স্বরভঙ্গ, বামদিকে শয়নে করিতে অক্ষমতা, বাম ফুসফুসের নিম্নভাগে বেদনা, সন্ধ্যায় জ্বরের বৃদ্ধি, ঘর্ম্ম, রাত্রিতে বুক অত্যন্ত ভারীবোধ, রোগী শুইতে না পারিয়া উঠিয়া বসে, পূঁযের মত গয়ার উঠে, ক্ষুধা আদৌ সহ্য করিতে পারে না, এই সমস্ত লক্ষণ আসিয়া পড়িলে (ইহা যক্ষ্মার লক্ষণ) ফসফরাস বিশেষ উপকারী। ফুসফুসে গহ্বর অর্থাৎ ক্যাভিটি (cavity) হইলেও—ফস্‌ফরাসে উপকার হয়। নিমোনিয়ায় যথারীতি প্রাকৃতিক নিয়মে আরোগ্য (resolution) না হইয়া, পূঁয উৎপন্ন হইয়া টিউবার্কিউলসিস পীড়া সন্দেহ হইলে এবং ফস্‌ফরাসের সম্পূর্ণ বিশেষ ও চরিত্রগত লক্ষণগুলি না মিলিলে ও অত্যন্ত দুর্ব্বল ব্যক্তি যাহাদের জীবনীশক্তি (vitality) কিছুমাত্র নাই, তাহাদিগকে বিশেষ বিবেচনা না করিয়া কখনও ফস্‌ফরাস ও সল্‌ফার এই দুইটি ঔষধ প্রয়োগ করিবেন না; যদি বুঝিয়া প্রয়োগ করা হয় তাহা হইলে জানিবেন আপনি যে পীড়াটি আরোগ্য করিবার চেষ্টা করিতেছেন, সেই পীড়াটিই ঠিক উহার পরে উৎপন্ন হইবে। বক্ষঃস্থলের উপরিভাগের তিনটি পাঁজরার মধ্যস্থলের বেদনায়—ফস্‌ফরাস উপকারী। (পিক্স-লিকুইডাতেও এই লক্ষণটি আছে)। টিউবার্কিউলসিসের জন্য মেসেন্টেরিক-গ্ল্যাণ্ড (মধ্যান্ত্রের গ্ল্যাণ্ড) আক্রান্ত হইয়া উদরাময় হইলে—সল্‌ফার উপযোগী।

হৃৎপিণ্ডের পীড়া (Fatty degeneration of the heart)—ফ্যাটি-ডিজিনারেসন্‌-অফ-দি-হার্ট নামক পীড়ার ও সাধারণ বুক ধড়্‌ফড়ানিতে (general palpitation)—ফস্‌ফরাস উপকারী। হঠাৎ বুকের রক্ত সঞ্চালিত হইয়া বুক ধড়্‌ফড় করিলেও ফস্‌ফরাস উপযোগী (ডিজিটেলিস অধ্যায়—২৯৮ পৃষ্ঠা দেখুন)।

রক্তোৎকাশ ও রক্তস্রাব (Haemoptysis & Haemorrhage)—ফুসফুস হইতে মুখ দিয়া রক্ত উঠিলে ফস্‌ফরাস উপকারী। স্ত্রীলোক-দিগের ঋতু বন্ধ হইয়া কাশির সহিত কিম্বা মুখ দিয়া রক্ত উঠিলেই ফস্‌ফরাসের মত—সিনিসিও এবং পলসেটিলা উপকারী। পাকস্থলীতে ক্ষত, রক্তাধিক্য কিম্বা ক্যান্সার হইয়া রক্তবমন হইলে ফস্‌ফরাস ভিন্ন—হ্যামামেলিস, মিলিফোলিয়ম ইত্যাদি ঔষধও প্রয়োজনীয়। ফস্‌ফরাসে ঠাণ্ডা জল পান করিলে রক্তস্রাবের উপশম হয় ; ইহার রক্ত কতক তরল, কতক জমা-জমা চাপ এবং কাফি-গোলার মত। ঋতু বন্ধ হইয়া নাসিকা কিম্বা প্রস্রাবদ্বার দিয়া রক্তস্রাব হইলে এবং যক্ষ্মা-কাশির প্রথমাবস্থায় রক্তস্রাবে—ফস্‌ফরাস সকল ঔষধ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ; একটি সামান্য ক্ষুদ্র ক্ষত হইতে বহু পরিমাণে রক্তস্রাব হইলে, দাঁত তুলিবার পর অনেকক্ষণ রক্তস্রাব হইতে থাকিলে—ফস্‌ফরাস উপকারী। ইহার রক্ত অত্যন্ত পাতলা, এমন কি চাপ বাঁধে না।

ক্ষত হইতে রক্তস্রাব—কোনও প্রকার সামান্য একটু ক্ষত হইলে কিম্বা শরীরের কোনও স্থানে সামান্য একটু ছিঁড়িয়া যাইলে তথায় ভীষণ রক্তস্রাব হয়, কখনও কখনও এত অধিক রক্তস্রাব হয় যে, তাহাতে রোগীর মৃত্যু পর্য্যন্ত হইতে পারে, এই সমস্ত লক্ষণে—ফস্‌ফরাস উপকারী। ইহাতে শরীরের রক্ত এত অধিক খারাপ হইয়া যায় যে, রক্ত নির্গত হইলে জমাট বাঁধে না, অতিরিক্ত রক্তস্রাব হওয়ার নিমিত্ত ফস্‌ফরাসের রোগীকে অস্ত্র চিকিৎসা করিতে সার্জ্জনও ভীত হন (রক্ত নির্গত হইয়া জমাট বাঁধে না— ক্রোটেলাস, ইহার রক্তের রঙ্ কালবর্ণ)।

অস্থির ক্ষত—নীচের চোয়ালের হাড়ের নেক্রোসিস, অর্থাৎ যে হাড়ের উপর দাঁত আছে সেই হাড় পচিয়া যাওয়া, দাঁতের নালী-ঘা, নাসিকার অস্থি ক্ষতে, মুখের ও দাঁতের নিউর‍্যালজিয়ায়—ফসফরাস উপকারী।

উদরাময়—মল জলের মত তরল, মাংসধোয়া জলের মত ফিকে লাল, সবুজ রক্তমিশ্রিত; তৈলাক্ত, অজীর্ণ মিশ্রিত, আমযুক্ত, চর্ব্বির মত অথবা চর্ব্বির ন্যায় সাদা কিম্বা রাধা সাগুদানার মত কুঁচা কুঁচা পদার্থ মলের উপর ভাসিতে থাকে, বাহ্যে অত্যন্ত দুর্গন্ধ। ফসফরাসে—রোগী বামদিকে শুইলেই বাহ্যের বেগ আসে। পুরাতন উদরাময়—গ্রীষ্মকালেও প্রাতে বৃদ্ধি হয়, পেটে প্রায় কোনও প্রকার বেদনা থাকে না, ইহাতে কখনও বাহ্যে-এলোর মত অসাড়ে হয়, মলদ্বার ফাঁক হইয়া থাকে, সর্ব্বদা মল গড়ায়, যেন মলদ্বার খোলা। উক্ত শেষের লক্ষণটি এপিসেও আছে, এপিস—দুর্ব্বল শিশুদের পুরাতন উদরাময়ে উপকারী। অর্শ পীড়াগ্রস্থ রোগীদের প্রতিবার মলত্যাগকালে রক্ত বাহির হইলে—ফস্‌ফরাস, লাইকো উপকারী।

বমন—ঠাণ্ডা জল পান করিবার অত্যন্ত ইচ্ছা এবং প্রবল তৃষ্ণা ; কিন্তু জল পান করিবার কিছুক্ষণ পরেই (আন্দাজ ১০/১৫ মিনিট পরে অর্থাৎ পাকস্থলীর মধ্যে জল প্রবেশ করিয়া একটু গরম হইলেই) বমি হইয়া উঠিয়া যায়। ফস্‌ফরাসে—নানাপ্রকারে বমন হয়, উক্তপ্রকার লক্ষণযুক্ত বমন—কলেরা কিম্বা অন্য কোন পীড়ায় হইলেও ফস্‌ফরাস সর্ব্বাগ্রে প্রযোজ্য। কোনও খাদ্য ভোজন করিলে মনে হয়, তাহা পাকস্থলীতে—পৌঁছিয়াই তৎক্ষণাৎ আবার যেন গলার দিকে ঠেলিয়া উঠিতেছে, উহাও ফস্‌ফরাসের অন্যতম লক্ষণ।

পাকস্থলীর পীড়া—সাধারণতঃ প্রায় সকল লোকে গ্রীষ্মকালেই স্বল্প-বিস্তর পাকস্থলীর পীড়ায় আক্রান্ত হয়, দারুণ গ্রীষ্মের নিমিত্ত পিপাসা বাড়ে, প্রচুর পরিমাণে জলপান করে ; কিন্তু ফস্‌ফরাস-ধাতুর রোগীর সম্পূর্ণ বিপরীত, তাহাদের পিপাসাও থাকে না—জলপানও করে না; জলপান করিলে বরং আরও অধিক অসুস্থবোধ করে।

যকৃতের পীড়া—যকৃতে প্রথমে রস জমিয়া আকারে বড় হইয়া পরে—শুষ্ক, ক্ষুদ্র ও সঙ্কুচিত হইয়া যাইলে (cirrhosis)—ফস্‌ফরাস উপকারী। লরোসিরেসাসেও—এই লক্ষণ আছে। প্রথমে সামান্য জ্বর, পরে যকৃত বর্দ্ধিত, অবশেষে লিভার-স্ফোটক (Liver abscess), হেকটিক-জ্বর, নিশাঘর্ম্ম প্রভৃতি—ফস্‌ফরাস উপযোগী।

যকৃত-প্রদাহ—প্রদাহযুক্ত যকৃত পাকিয়া পুঁয হইলে ও তাহার সঙ্গে উপরোক্ত লক্ষণ অর্থাৎ হেকটিক-জ্বর, যকৃতে বেদনা, প্রচুর ঘর্ম্ম ইত্যাদি উপসর্গ সমূহ প্রকাশ পাইলে—ফস্‌ফরাস উত্তম ঔষধ।

ন্যাবা (Jaundice)—রক্তের যে সকল উপাদানে পিত্ত প্রস্তুত হইয়া থাকে, তাহাদের নিঃসরণ বন্ধ হইয়া রক্তের সহিত মিশ্রিত হইলে সেই বিষক্রিয়ার দ্বারা এই পীড়ার উৎপত্তি হয়। লিভারের শেষ অবস্থায়—লিভার সঙ্কুচিত হইলে তাহাকে লিভার-সিরোসিস (Liver cirrhosis) কহে; এই সিরোসিসের শেষ অবস্থায়—শোথ, উদরী, ন্যাবা প্রভৃতি জন্মিয়া রোগীকে শীঘ্রই মৃত্যুমুখে পাঠায়। শিশু-লিভার—উদরী হইবার পূর্ব্বে সুচিকিৎসার দ্বারা আরোগ্য হইতে পারে; কিন্তু শোথ ও ন্যাবা বাড়িয়া পড়িলে তখন প্রায়ই পীড়া দুরারোগ্য হইয়া দাঁড়ায়। ফস্‌ফরাসে—লিভার পীড়ায়, মলের রঙ—পাঁশুটে কিম্বা ছাইরঙের মত হয়, তাহাতে কিছুমাত্র পিত্তের চিহ্ন থাকে না ও লিভারে অত্যন্ত টাটানি ব্যথা থাকে (রোহিতকা—৬৭৩—পৃষ্ঠা দেখুন)।

স্ত্রী-পীড়া—পরিমাণে অধিক ও অনেকদিন স্থায়ী ফিকে লাল মাছ-ধোয়ানি জলের মত ঋতুস্রাব নির্গত হইতে থাকিলে অথবা ঋতুস্রাব একেবারে বন্ধ হইয়া যাইলে কিম্বা ঋতুস্রাব বন্ধ হইয়া নাক মুখ বা প্রস্রাবদ্বার দিয়া রক্তস্রাব হইলে—ফস্‌ফরাস উপযোগী। যুবতী স্ত্রী যাহারা খুব শীঘ্র শীঘ্র বাড়িয়া উঠে, তাহাদের রজঃবন্ধে (amenorrhoea) এবং স্তন্যদাত্রী ধাত্রীর অতিরজঃ কিম্বা জরায়ুর রক্তস্রাবে (menorrhagia or metorrhagia) ইহা উপকারী। ফস্‌ফরাসের ঋতু খুব শীঘ্র শীঘ্র ও পরিমাণে অধিক হয়, রোগিনী অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়ে।

টাইফয়েড-জ্বর—এই জ্বরের সহিত কাশি, ব্রঙ্কাইটীস, নিমোনিয়া, উদরাময় (উদরাময়ে—বাহ্যের রঙ্ হলদে কিম্বা সবুজ, রক্তের ছিট মিশ্রিত অথবা মাংসধোয়া জলের মত), লিভারে টাটানি-ব্যথা, প্লীহার বেদনা, অত্যন্ত পিপাসা, পানীয় জল পেটে যাইবার প্রায় ১০/১৫ মিনিট পরে বমন ইত্যাদি লক্ষণগুলি থাকিলে এবং টাইফয়েড-জ্বরের সহিত—নিমোনিয়া, উহা রসটক্সে উপশমিত না হইলে—ফস্‌ফরাস প্রযোজ্য। টাইফয়েড্-নিমোনিয়ায়—কখনও কখনও উদরাময়ের পরিবর্ত্তে কোষ্ঠবদ্ধ ও পেটের ফাঁপ থাকে ; আবার কখনও কখনও প্রচুর ঘর্ম্ম ও সেই ঘর্ম্ম হইয়া রোগের কোনও উপশম না হওয়া ইত্যাদি লক্ষণগুলিও থাকে, আবার এই শেষোক্ত লক্ষণটী—মার্কুরিয়সেও আছে ; কিন্তু টাইফয়েড জ্বরে ঘর্ম্ম দেখিয়া কখনও মার্কুরিয়স প্রয়োগ করিবেন না, তবে যদি মার্কুরিয়সের বিশেষ লক্ষণগুলি যথা—লিভারে অত্যন্ত ব্যথা, ন্যাবা, শ্বেত লেপবিশিষ্ট জিহবা, তাহাতে দাঁত লাগিলে দাঁতের দাগ পড়ে, জিহবা সরস সত্ত্বেও পিপাসা, আমাশয় ইত্যাদি লক্ষণগুলি থাকে, তাহা হইলে—মার্কুরিয়স প্রয়োগ করিতে পারেন। টাইফয়েড-নিমোনিয়ার বর্দ্ধিত অবস্থায়—যখন ফুসফুসে পক্ষাঘাত হয়, রোগী অচৈতন্য অবস্থায় পড়িয়া থাকে, গলা ঘড়ঘড় করে, খুব ঘাম হয়, মণিবন্ধে নাড়ী ছাড়িয়া যায় (এইগুলি হিমাঙ্গ অবস্থার লক্ষণ), অত্যন্ত ছটফট করে,—তখন ফস্‌ফরাসে উপকার। কার্ব্বো-ভেজ-ঔষধটিও হিমাঙ্গ

(collapse) অবস্থার ঔষধ, কার্ব্বোতে—রোগী অনবরত পাখার বাতাস চায় (ভেরেট্রমে—হিমাঙ্গ হইলে কপালে ঠাণ্ডা ঘাম পাইবেন)।

চক্ষুর পীড়া—রেটিনা ও অপটিক—নার্ভের নানাপ্রকার পীড়ায়—ফস্ফরাস উপকারী। দৃষ্টিশক্তির হ্রাস, নানাপ্রকার রঙ্ দর্শন, আলোকের চতুর্দ্দিকে সূর্য্য বা চন্দ্রমণ্ডল (halo) দর্শন, বিদ্যুৎ-আভাদর্শন, বাতির আলোক—দ্বিগুণ, ত্রিগুণ, চতুর্গুণ দর্শন, চুলের বা কাল কাল পোকার মত কোনও পদার্থ চক্ষুর সম্মুখে উড়িতেছে দর্শন, ঘোলা বা কুয়াশাচ্ছন্ন দৃষ্টি ইত্যাদি লক্ষণে ফস্ফরাস উপযোগী। চক্ষুর ছানিতে—লেনস-ফাইবার বিনষ্ট হইবার পূর্ব্বে ফস্ফরাস ব্যবহৃত হইলে ছানি আরোগ্য হইতে পারে, এতদ্ভিন্ন যথাসময়ে উহা প্রয়োগ করিতে পারিলে বোধ হয় ছানির বৃদ্ধি ও স্থগিত হয়। ডাঃ এলেন বলেন—রোগী ফস্ফরাসের ধাতু হইলে তাহার এই পীড়ায়—ফস্ফরাসই অমোঘ ঔষধ। ফস্ফরাসের রোগীর চক্ষুর পাতার ফোলা থাকিলে চক্ষুর চারিদিকেই ফোলে (অস্মিয়ম-৫২১ পৃঃ দেখুন)।

নাসিকার পীড়া—নাসিকার ভিতর অর্ব্বুদ (polypus), একটুতেই রক্তস্রাব হয় এবং রক্ত অত্যন্ত অধিক পরিমাণে বাহির হয়। নিঃশ্বাস টানিবার সময় নাসিকার দুই পার্শ্ব ফুলিয়া উঠা (fan like motion) লাইকোপোডিয়মের মত লক্ষণ—ফস্ফরাসেও নির্দ্দিষ্ট।

কর্ণের পীড়া—টিমপ্যানমের (কর্ণপটহের) বিকৃতি হেতু কালা হইয়া যায়, রোগীর নিজের স্বর নিজের কাণে প্রতিধ্বনিত হয়। ফস্ফরাসের একটি বিশেষ লক্ষণ—জোরে কথা কহিলেও মানুষের স্বর শুনিতে পায় না; কিন্তু সঙ্গীতের শব্দ স্পষ্ট শুনিতে পায়।

ব্রাইট্স-ডিজিজ (Bright's Disease)—এই পীড়ায় অণ্ডলাল ও প্রস্রাবে প্রচুর পরিমাণে এলবুমেন নিঃসৃত হয় (ডাঃ রিচার্ড ব্রাইট প্রথমে এই পীড়াটি আবিষ্কার করেন, তাঁহারই নামানুসারে উক্ত পীড়ার নামকরণ হইয়াছে)। এলবুমেনসহ রক্তস্রাব এবং তৎসঙ্গে দেহের লাল রক্ত-কণিকা (red corpuscles) সমূহের হ্রাস ও শ্বেত-কণিকা (white corpuscles) সমূহের ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইতে থাকিলে—ফস্ফরাস উপযোগী। পুরাতন এলবুমিনুরিয়া রোগে (ব্রাইট্স্-ডিজিজের অন্য নাম—এল্বুমিনুরিয়া)—প্লম্বম-মেটালিকাম একটি মহোপকারী ঔষধ।

ধ্বজভঙ্গ, স্নায়ুদৌর্ব্বল্য—অতিশয় স্ত্রী-সম্ভোগজনিত শুক্রহানি, স্বপ্নদোষ, মৈথুন, অসাড়ে শুক্রক্ষরণ ইত্যাদি কারণে স্নায়ু-দুর্ব্বলতা ঘটিলে—এসিড-ফস উপকারী। ফস্ফরাসে কামেচ্ছা খুব প্রবল থাকে কিন্তু ভালরূপে লিঙ্গোদগম হয় না, রোগী ক্রমশঃ দুর্ব্বল হয়, ধ্বজভঙ্গ হইয়া পড়ে।

নিদ্রা—"জাগ্তেও যেমন, ঘুমাতেও তেমন" রাত্রির মধ্যে অনেকবার জাগে ও উঠে, কিন্তু শুইলেই ঘুমাইয়া পড়ে।

দ্রষ্টব্য ঃ—কোনও পুরাতন পীড়ায় ফস্ফরাস প্রয়োগের আবশ্যক হইলে ফস্ফরাস প্রদানের অন্তত ৪/৫ ঘন্টা পূর্ব্বে—একমাত্রা উচ্চশক্তির নক্স-ভমিকা

প্রদান করিলে ফল খুব ভাল হয়, বিশেষতঃ এলোপ্যাথিকের নিকট হইতে রোগী আসিলে উহা প্রদান করা বিশেষ প্রয়োজন।

বৃদ্ধি—সন্ধ্যায়, দুই প্রহর, রাত্রির পূর্ব্বে, ঝড়-বৃষ্টির সময়ে, বাম পার্শ্বে শুইলে, চিৎ হইয়া শয়নে (উদরাময়ে ও শ্বাসরোগে), উত্তাপে।

উপশম—শীতল বায়ু স্পর্শে, শীতল জলপানে, ডান পার্শ্বে শয়নে।

পরবর্ত্তী ঔষধ—আর্স, বেল, ব্রায়ো, কার্ব্বো-ভেজ, চায়না, ক্যাল্কে, লাইকো, নক্স, সল্ফ।

সম্বন্ধ—আর্সেনিকের সহিত ফসফরাসের অনুপূরক সম্বন্ধ। কষ্টিকামের পূর্ব্বে কিম্বা পরে ইহা ব্যবহৃত হয় না, সিঙ্কোনা অথবা ক্যাল্কেরিয়ার পর ফস্ফরাস উত্তম ফলদায়ক। মাত্রা—১০ নং বটিকা ২টী, জল ২ ড্রাম—১ মাত্রা।

ক্রিয়ানাশক—কফি, ক্যাল্কে, মেজেরি, নক্স, সিপি, টেরিবিস্থ।

ক্রিয়া স্থিতিকাল—৪০ দিন। ক্রম—৬—২০০ শক্তি।

ফরমূলা—৭।

ফাইজস্টিগমা (Physostigma.)

(নাইলের ও ক্যালবার নদীর মোহনার নিকটস্থ একপ্রকার লতা-গাছের শুটিকে চূর্ণ করিয়া টিংচার প্রস্তুত হয়)—ইহা ষ্ট্রীকনিয়ার মত বিষাক্ত দ্রব্য এবং স্পাইন্যাল কর্ডের মধ্য দিয়া বিষক্রিয়া উৎপাদন করিয়া সার্ব্বাঙ্গিক পক্ষাঘাত, হৃৎপিণ্ডের গ্যাংলিয়ার পক্ষাঘাত ও ফুসফুসের পক্ষাঘাত উৎপন্ন করে তাহাতে রোগীর মৃত্যু হয়, কিন্তু চৈতন্য ও স্পর্শানুভবশক্তি প্রায় মৃত্যুর পূর্ব্বকাল পর্য্যন্ত অক্ষুন্ন থাকে। চক্ষুর পিউপিল সঙ্কুচিত হয়, আইরিসের পেশীগুলি সঙ্কুচিত হওয়ায় (পিউপিল, আইরিস কাহাকে বলে—ক্যালি-বাইক্রম—৩৯৪ পৃষ্ঠা দেখুন) চক্ষুর পাতা স্পন্দিত হয় ও তজ্জন্য ঘনঘন পলক পড়িতে থাকে, ইনভলন্টারি-পেশীসমূহ একপ্রকার বিভিন্ন অবস্থা প্রাপ্ত হয়, তাহাতে—মূত্রথলী, পাকস্থলী, অন্ত্র প্রভৃতি হইতে অনর্গল স্রাব নির্গত হইতে থাকে, অন্ত্রে অন্ত্রে জড়াইয়া গাঁট পড়ে। সমস্ত আস্রাব—বিশেষতঃ চক্ষু হইতে জল পড়া ও লালাস্রাবের অতিরিক্ত বৃদ্ধি হয়, হৃৎস্পন্দন বাড়ে।

স্পাইন্যাল-ইরিটেসন (Spinal irritation)—এই পীড়ার নির্দ্দিষ্ট লক্ষণ—পিঠে, দুই কাঁধের মধ্যস্থলে, ঘাড়ে ও কোমরে বেদনা হয়, বেদনা একটু নড়াচড়া করিলেই বাড়ে, মেরুদণ্ডে চাপ দিলে ঘায়ের মত বেদনা বোধ হয়, গরম ফোমেন্টেসনেও উক্ত বেদনা বাড়ে, কখনও কখনও মেরুদণ্ডের হাড়ের খুব ভিতর দিকে বেদনা থাকে। উক্ত প্রকার বেদনার সহিত—একপ্রকার নিউর‍্যালজিক ধরণের বেদনা প্রায় সর্ব্বদাই থাকে, উহা শরীরের অন্য স্থানেও বিস্তৃত হয়। উঠিতে, বসিতে, চলিতে, লিখিতে ও সেলাই করিতে কষ্ট হয়, শীঘ্র ঐ বেদনা অত্যন্ত প্রবল হয়, তাহার সহিত কোরিয়ার মত স্পন্দন, হিক্কা, উদগার, গা-বমি, বুক ধড়ফড়ানি, শ্বাসকষ্ট, অত্যন্ত আক্ষেপিক কাশি, ঘন ঘন প্রস্রাব ত্যাগ, প্রত্যঙ্গাদির অসাড়ভাব, খিট্খিটে মেজাজ, অনিদ্রা, কাণের ভিতর

শব্দ, হাত-পা ঠাণ্ডা ইত্যাদি কতকগুলি উপসর্গ প্রকাশিত হয়। স্পাইন্যাল-ইরিটেসন ঘাড়ে অবস্থিতি করিলে—বুকের ও মাথার পীড়া ; পিঠে অবস্থিতি করিলে—ইনটারকষ্ট্যাল-নিউর্যালজিয়া, গ্যাষ্ট্র্যাল-জিয়া, গা-বমি-বমি প্রভৃতি এবং কোমরে অবস্থিতি করিলে—তলপেটে ও নিম্নাঙ্গে কতকগুলি পীড়া উৎপন্ন হয়। এই পীড়ার সাধারণতঃ—নক্স, বেলেডোনা, ককুলাস, রসটক্স, ট্যারেন্টুলা, ফাইজস্টিগমা প্রভৃতি কয়েকটি ঔষধ ব্যবহৃত হয়। নক্সে—হঠাৎ একদিন প্রাতে রোগী দেখে যে, তাহার গায়ে যেন কিছুমাত্র বল নাই, হাত-পা অসাড়, হাঁটু শক্ত ও আড়ষ্ট, কোমরে যেন খুব জোরে কাপড় বাঁধা রহিয়াছে, কোমর যেন একটা পেটি দিয়া বাঁধা, মেরুদণ্ডের ও প্রত্যঙ্গাদির ভিতর যেন পোকার মত কি একটা বস্তু সড়সড় করিয়া বেড়ায়। ফসফরাসের লক্ষণ—অনেকটা প্রায় নক্সেরই মত, তবে ফস্ফরাসের পীড়ায় গতি প্রায় সম্পূর্ণ পক্ষাঘাতের দিকে; আর নক্সে—পীড়া আংশিকভাবে পক্ষাঘাতের দিকে অগ্রসর হয়। ফাইজসটিগমায়-স্পাইন্যাল্-কর্ডের প্রত্যেক স্নায়ুর ইরিটেসন হয়। মেরুদণ্ডের হাড়গুলির মধ্যে টিপিলে রোগী অস্থির হইয়া উঠে, ইহাতে মস্তিষ্ক-ঝিল্লীর ইরিটেসন বশতঃ পেশীসমূহ শক্ত হইয়া আসে, শেষে পীড়া ধনুষ্টঙ্কারে পরিণত হয়। তদ্ভিন্ন—মেরুদণ্ডে জ্বালা, ঝিনঝিনে ধরা, হাত-পা ও অন্যান্য অঙ্গপ্রত্যাঙ্গাদি অসাড় হওয়া, হাতে খিল ধরা, নিদ্রাকালে হঠাৎ হাত-পা হেঁচকা টানের মত হইয়া নড়িয়া উঠা, কোমড় আড়ষ্ট প্রভৃতিও—ফাইজস্টিগমার লক্ষণ।

স্পাইন্যাল-প্যারালিসিস—এই পীড়ার ষ্ট্রীক্নিয়ার লক্ষণের সহিত ফাইজস্টিগমার লক্ষণের অনেকটা সাদৃশ্য দৃষ্ট হয়। গলার ভিতর সঙ্কোচন (constriction), পাকস্থলী ও অন্ত্রে আক্ষেপ, খেঁচুনি (spasms), মলদ্বারে বেগ ও কুন্থন, পা ও মেরুদণ্ডের শক্ত ও আড়ষ্টভাব এবং চক্ষুর তারার টানভাব ইত্যাদি লক্ষণ—ষ্ট্রীকনিয়া ও ফাইজস্টিগমা উভয় ঔষধেই আছে, আবার অত্যন্ত দুর্ব্বলতা ও হাত পায়ের কম্পন বশতঃ চলিতে অশক্ত হওয়া, পেশী সমূহ ইচ্ছানুযায়ী কার্য্য না করা প্রভৃতি লক্ষণগুলি—ফাইজসটিগমার মত জেলসিমিয়ম ও কোনিয়মেও আছে; তবে ষ্ট্রীকনিয়ার সহিত প্রভেদ এই যে, মৃত্যু হইলে ষ্ট্রীকনিয়ায়—শ্বাসযন্ত্রের পেশীর ধনুষ্টঙ্কারিক আক্ষেপ বশতঃ শ্বাসবদ্ধ হইয়া রোগীর মৃত্যু হয়। আর ফাইজস্টিগমায়—শ্বাসযন্ত্রের পক্ষাঘাত নিবন্ধন মৃত্যু ঘটিয়া থাকে। ষ্ট্রীক্নিয়ায়—চক্ষুর মণি প্রসারিত ফাইজসটিগমায়—সঙ্কুচিত থাকে।

ফাইজস্টিগমা—নিম্নশক্তি ব্যবহার করিলে কোরিয়া ও প্যারালিসিস-এজিট্যান্স (সকম্প পক্ষাঘাত) পীড়া আরোগ্য হয়।

চক্ষুর পীড়া—দূরের জিনিস প্রায় কিছু দেখিতে পায় না, চক্ষুর খুব নিকটে না আনিলে নিকটের জিনিসও দেখিতে পায় না (short sight), ইহাতেও—ফাইজসটিগমা উপকারী। দূরের দ্রব্য স্পষ্ট দেখা যায়, নিকটের দ্রব্য দেখা যায় না (long sight), তদ্ভিন্ন—ইহাতে আর একপ্রকার চক্ষুর পীড়া যাহাতে রোগী নানাপ্রকার রঙ দর্শন করে, তাহাতেও ফাইজসটিগমা উপকারী। রাতকাণা, কোনও চক্ষুর পীড়ায় চক্ষুর মণির আকুঞ্চন (contraction of pupil) ও

জলপড়া দেখিলে প্রথমেই ইহাকে স্মরণ করিবেন। ইহা চক্ষুতে বাহ্যিক প্রয়োগের নিমিত্ত ও ব্যবহৃত হয়। মূল ঔষধের—২ ফোঁটা, ১ আঃ ডিস্টিল্ ওয়াটারে মিশাইয়া দিনে ৩/৪ বার প্রযোজ্য।

পরিশেষে বক্তব্য ঃ ফাইজস্টিগমা—প্যারালিসিস, আঘাতজনিত ধনুষ্টঙ্কার, কোরিয়া, লোকেমোটর-র্যাটাক্সি পাগলদিগের সার্ব্বাঙ্গিক পক্ষাঘাত, প্যারালিসিস-এজিট্যান্স, স্পাইন্যাল-কর্ডের কন্জেসসন, মোটিকের ধনুষ্টঙ্কার পীড়া এবং মায়োপিয়া, লং-সাইট, সর্ট সাইট, ষ্ট্যাফাইলোমা, গ্লুকোমা, আঘাত লাগিয়া আইরিস বাহির হইয়া পড়ে, কর্ণিয়ার অসচ্ছতা, ক্ষত প্রভৃতি কয়েকটি পীড়া ব্যবহারে বেশ সুফল পাওয়া যায়।

বৃদ্ধি—প্রাতে, অধিক পরিশ্রমে, মানসিক চিন্তায়।

উপশম—খোলা বাতাসে, বেড়াইলে, চক্ষু বুজাইলে, সম্পূর্ণ স্থির হইয়া থাকিলে, গরম ঘরে, ক্যাম্ফর শুঁকিলে।

সদৃশ—এট্রোপিন, এগারিকাস, নক্স, জেল্‌সি, ওপি, ষ্ট্র্যামো, ট্যাবেকাম।

ক্রম—৩—৬ শক্তি। ফরমূলা—৭।

ফাইটোলক্কা (Phytolacca.)

(একপ্রকার গুল্মের তাজা মূল হইতে টিংচার প্রস্তুত হয়)—গ্ল্যাণ্ড বা গ্রন্থির পীড়া, তরুণ বাত, পুরাতন বাত, পারদ বা উপদংশজনিত বাত ও অস্থিবেদনা, ডিপ্থেরিয়া, টন্‌সিলাইটীস, গলক্ষত ইত্যাদি পীড়ায় ইহা সচরাচর ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ইহাতে শরীরের ডানদিক অধিক আক্রান্ত হয় (right sides remedy), বেদনা-যন্ত্রণা রাত্রিতে ও বর্ষাকালে বাড়ে। ব্রায়োনিয়া ও রসটক্সের মধ্যবর্ত্তী লক্ষণে ইহা ব্যবহৃত হয়। ধনুষ্টঙ্কার, পশ্চাৎ বক্রতা, শরীরের ওজন কমানো, দন্তোদগমে ব্যাঘাত ইত্যাদিতেও উপকারী।

চরিত্র লক্ষণ ঃ

১। ব্রায়োনিয়া ও রসটক্সের মধ্যবর্ত্তী লক্ষণে এবং উক্ত উভয় ঔষধে উপকার না হইলে—ফাইটোলক্কা আরোগ্য সম্পাদক; ২। স্থান-পরিবর্ত্তনশীল বেদনা, ঠাণ্ডা লাগিয়া ইন্টারকষ্ট্যাল পাঁজরায় বেদনা, তরুণ বাত, গেঁটেফোলা; ৩। তীরবেঁধার মত বেদনা—বিদ্যুৎ গতির ন্যায় দ্রুত একস্থান হইতে অন্য স্থানে চলিয়া যায় (পল্‌স, ল্যাক-ক্যানাই), বেদনা—নড়াচড়ায় ও রাত্রিতে বৃদ্ধি; ৪। জীবন ধারণে সম্পূর্ণ অনাস্থা, মনে করে নিশ্চয়ই মরিবে ; ৫। বিছানা হইতে উঠিলেই মাথা ঘোরে, মূর্চ্ছার মত (ব্রায়ো) ; ৬। মাথায় ও কোমরে অত্যন্ত অধিক বেদনা, সমস্ত শরীরে থেঁৎলানি বেদনা, নড়িতে চড়িতে ইচ্ছা, কিন্তু নড়াতে আরও যেন বেদনা বাড়ে; ৭। দাঁত উঠিবার সময় শিশু অনবরত কোনও বস্তু কিম্বা নিজের মাঢ়ী কামড়ায়; ৮। গলক্ষত, টনসিলাইটীস, ডিপথেরিয়া; ৯। ঠুণকো, স্তনের প্রদাহ, স্তন স্ফোটক, স্তন শক্ত, স্তনে বেদনাদায়ক নোড্‌স, শোষ-ঘা ; ১০। স্ফীত স্তন না পাকে—না বসে ; ১১।

প্যারোটিড ও সব-ম্যাক্সিলারি গ্ল্যাণ্ড শক্ত ; ১২। হাতের ও কাঁধের সন্ধিস্থানে হাড়ের ভিতর বেদনা।

মুখ ও গলক্ষত—ফাইটোলক্কা এই পীড়ার একটি মহৌষধ। প্রথমে গলার মধ্যে প্রদাহ হইয়া দুই পার্শ্বের টন্‌সিল ফুলিয়া রক্তবর্ণ ধারণ করে এবং তথায় সাদা লেপ (patch) পড়ে, জিহবার গোড়ায় অত্যন্ত বেদনা থাকে, কোনও দ্রব্য আহার বা পান করিতে অত্যন্ত কষ্ট হয়, মুখ দিয়া লালা নিঃসরণ হয়, গলাভ্যন্তরের ঐ বেদনা ক্রমশঃ কান পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয় এবং ঐ সাদা লেপ শীঘ্র উঠিয়া না যাইলে ক্রমশঃ প্রদাহ ডিপ্‌থেরিয়ায় পরিণত হয়। ডিপ্‌থেরিয়া রোগে—গলার ভিতর ভয়ানক জ্বালা, গলা ও সমস্ত শরীরে ভয়ানক টাটানি ও কামড়ানি ব্যথা ইত্যাদি লক্ষণগুলি থাকিলে—ফাইটোলক্কার আভ্যন্তরিক ও বাহ্যিক প্রয়োগে বিশেষ উপকার হইবে। ফাইটোলক্কায়—রোগী অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়ে, মুখ চোখ বসিয়া যায়, চক্ষুতে কালিমা দাগ পড়ে। গণ্ডস্থলের (inside of cheek) এবং জিহবার উপর ক্ষতেও ফাইটোলক্কা উপকারী।

ডিপ্‌থেরিয়া (Diptheria)—আজকাল কেহ এই সাংঘাতিক পীড়ায় আক্রান্ত হইলে—এলোপ্যাথগণ প্রায় ট্রেকিওটমী (বায়ুনলীচ্ছেদ) করিবার অভিমত প্রদান করেন। দেখা যায়—ফলে অনেক রোগীর কর্ত্তৃপক্ষগণ তাহাতে ভীত হইয়া শেষে হোমিওপ্যাথের হস্তেই চিকিৎসার ভার অর্পণ করেন এবং তাহাতে রোগীও আরোগ্য হইয়া থাকে ;এই পীড়ায়—ফাইটোলক্কা, রসটক্স, ব্যাপ্‌টিসিয়া, এপিস, ন্যাজা, আর্সেনিক, ল্যাকেসিস, ক্রোটেলাস, মার্কুরিয়স, বিশেষতঃ মার্কুরিয়স-সিয়ানেটাস নামক ঔষধটি এবং আরও অন্যান্য অনেক ঔষধ আছে, যাহা সময়ে বুঝিয়া প্রয়োগ করিতে পারিলে শুধু ঔষধ সেবনেই প্রায় পীড়া আরোগ্য হইয়া যায়। শিশুরাই এই পীড়ায় অধিক আক্রান্ত হয় (ডিপ্‌থেরিণাম দেখুন) ;

ফাইটোলক্কা—ডিপথেরিয়ার প্রথম অবস্থায়, যখন—শীত-শীতভাব, কোমরে অত্যন্ত বেদনা, ভয়ানক দুর্ব্বলতা, গলার ভিতরে যেন লালবর্ণ, গলায় অত্যন্ত জ্বালা, গরম দ্রব্য একেবারে খাইতে পারে না, তখন উপকারী।

মার্কুরিয়স-সিয়ানেটাস—নাড়ীর গতি অত্যন্ত দ্রুত, এমন কি মিনিটে ১৩০/১৩৫ বার স্পন্দন (এপিসেও নাড়ীর গতি দ্রুত ও মিনিটে স্পন্দন এই প্রকার—১৩০/১৩৫ বার হয়, ইহাতে আলজিব ও সমস্ত গলা ফুলিয়া উঠে, জ্বর—হয় অতি অল্প, নয় একেবারে থাকে না), প্রথমে টাকরায় সাদা একটা পর্দ্দার মত পড়ে, পরে উহা বিস্তৃত হইয়া তালু ও টন্‌সিল আবৃত করে, গ্ল্যাণ্ড ফুলিয়া উঠে, মেম্ব্রেণ এই সময়ে কাল্‌চে রঙ ধারণ করে, তাহাতে বোধ হয় যেন বা গ্যাংগ্রীণই হইবে। রোগী এই সময় এত দুর্ব্বল হয় যে উঠিলেই ভীর্ম্মি যায়, শ্বাস-প্রশ্বাসে ভয়ানক পচা দুর্গন্ধ থাকে, জিহবার রঙ কটা হয়; কিন্তু পীড়া সাংঘাতিক অবস্থা ধারণ করিলে জিহবা কাল রঙে পরিণত হয় (জিহবা কাল হওয়া অত্যন্ত ভয়ের কথা), শেষে নাসিকা দিয়া রক্তস্রাব হইতে থাকে। যাহাই হউক পীড়ার অবস্থা এই প্রকারে দাঁড়াইলে পীড়াটি খুব কঠিন হইয়াছে বুঝিতে হইবে; কিন্তু তাহা হইলেও আমাদের হতাশ হওয়া উচিত নহে, এইরূপ সঙ্কটাপন্ন অবস্থাতেও এই

ঔষধটিতে অনেক রোগী আরোগ্য হইয়াছে। মার্কুরিয়স-সিয়ানেটাস—লেরিংসের ডিপ্‌থেরিয়াতেও সমভাবে কার্য্যকরী। ইহার ৬ষ্ঠ—শক্তিই অধিক ফলপ্রদ (৪৬৭ পৃষ্ঠায়—মার্কুরিয়স-সিয়ানেটাস পাঠ করুন)।

টনসিলাইটীস (Tonsilitis)—এই পীড়ায় তরুণ প্রদাহ প্রায় ১০/১২ দিনের মধ্যেই কমিয়া যায় এবং পীড়া আরোগ্যের পর দেখা যায় টন্‌সিল একটু বড় থাকে। যাহারা এই পীড়ায় পুনঃ পুনঃ আক্রান্ত হয়, তাহাদের পীড়া প্রায়ই পুরাতন আকার ধারণ করে, পুরাতন আকার ধারণ করিলে রোগীর নিঃশ্বাস ফেলিতে অত্যন্ত কষ্ট হয়, নিশ্বাসে শব্দ হয়, হাঁ করিয়া মুখের ভিতর দেখিলে টন্‌সিল একটা বড় সুপারির মত দেখায়। ফাইটোলক্কা—উক্ত পুরাতন প্রকারের পীড়াতেও সমান উপকারী ; টন্‌সিল শক্ত, বড় ও তাহার রঙ কাল্‌চে-লাল কিম্বা নীলবর্ণ হলে ইহাতে আরও অধিক উপকার হয়। ফলিকিউলার-টন্‌সিলাইটীসের প্রথম অবস্থায় এবং যে সকল ব্যক্তি পুনঃপুনঃ এই পীড়ায় আক্রান্ত হয়, তাহাদের নিকট—ফাইটোলক্কা উত্তম ঔষধ।

এমিগ্‌ডালা-য়্যামেরা (Amygdala Amara)—৩য়-৬ষ্ঠ শক্তি, এই ঔষধটি নুতন হইলেও যখন দেখিবেন যে গলার ভিতর ভীষণ বেদনা, কোনও দ্রব্য সহজে গিলিতে পারে না, টন্‌সিল ও আলজিব টক্‌টকে লালবর্ণ, তখন ইহা ব্যবহার করিবেন। বুকে তীক্ষ্ণ বেদনার সহিত কাশি।

ঠুণকো—(স্তন-প্রদাহ)—স্তন প্রথমে ফোলে, গরম ও শক্ত হয়, তাহাতে ভয়ানক যন্ত্রণা থাকে। এই পীড়ার প্রথম অবস্থায়—ব্রয়োনিয়ার উচ্চ বা নিম্নশক্তি প্রয়োগে প্রায়ই কমিয়া যায়। স্তনে দুগ্ধবৃদ্ধি, স্তন শক্ত স্ফীত, আক্রান্তস্থান অল্প লালবর্ণ, অত্যন্ত যন্ত্রণাদায়ক খোঁচামারা ব্যথা, জ্বর, এইগুলি—ব্রায়োনিয়ার লক্ষণ, ব্রায়োনিয়ার প্রদাহে উপশম না হইলে কিম্বা প্রথম হইতেই চাব্‌ড়ার মত ফোলা, ভয়ঙ্কর বেদনা ও পাকিবার উপক্রম হইলে—ফাইটোলক্কা উপযোগী। স্তনে নালী-ঘা হইলে এবং তাহা হইতে কল্‌তানি বা জলের মত দুর্গন্ধ পুঁয ঝরিতে থাকিলে কিম্বা ঐ ঘা কিছুতেই না সারিলে—সাইলিসিয়া, ক্যাল্‌কেরিয়া-সল্‌ফ, হিপার ইত্যাদি সমস্ত ঔষধগুলি অপেক্ষা—ফাইটোলক্কাই অধিক উপকারী। স্তনে ঘা বা ফোড়া হয়, তাহাতে বগলে গ্ল্যাণ্ড ফোলে ও অত্যন্ত বেদনা থাকে (গান-পাউডার—৩ × ক্ষতে উত্তম ঔষধ), বেদনা সর্ব্বত্র পরিচালিত হয়।

বাত—সায়েটিকা নামক বাতরোগে এবং পুরাতন বাতে ফাইটোলক্কা উপকারী। পায়ের গোড়ালীর বাতে যদি পা মাথা অপেক্ষা কিছু উঁচু করিয়া রাখিলে যন্ত্রণার উপশম হয়, তাহা হইলে ইহা সকল ঔষধ অপেক্ষা উপকারী। তরুণ বাত—ইহাতে লম্বা অস্থি ও টেণ্ডনের অগ্রভাগ অধিক আক্রান্ত হয়। গর্ম্মী ও প্রমেহরোগাক্রান্ত ব্যক্তির বাতে গাঁট ফোলে, লালবর্ণ হয়, গ্ল্যাণ্ড ফোলে, অত্যন্ত যন্ত্রণা থাকে, পীড়া প্রাতে ও বর্ষায় বৃদ্ধি হয়। ডানকাঁধে হাড়ের ভিতর বেদনা, হাত তুলিতে পারে না।

বেদনা—সমস্ত শরীরে, বিশেষতঃ কোমরে ও মাথায় অত্যন্ত কামড়ানি ও টাটানি ব্যথা, তজ্জন্য রোগী সর্ব্বদা এপাশ-ওপাশ করে ও গোঁগায়। রসটক্সে—বেদনার জন্য রোগী এপাশ-ওপাশ করে ও তাহাতে একটু সুস্থ বোধ করে, কিন্তু

ফাইটোলক্কায় তাহা হয় না বরং তাহাতে বেদনা আরও বৃদ্ধি হয়। বেদনা—বিদ্যুৎ গতির মত স্থান পরিবর্ত্তন করে।

ওলাউঠা—শিশু-ওলাউঠায় বা উদরাময়ে ফাইটোলক্কার প্রধান লক্ষণ শিশু তাহার নিজের মাঢ়ী ও স্তন কামড়ায় ও সম্মুখে যাহা পায় তাহাই কামড়ায়, শিশুদের দন্ত বাহির হইবার সময় এই লক্ষণটী স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। শিশু-ওলাউঠা, উদরাময়, দন্তনির্গমনকালীন উদরাময় ইত্যাদি শিশুদের কোনও পীড়ার সহিত উপরোক্ত লক্ষণটি থাকিলে—ফাইটোলক্কাই একমাত্র ঔষধ। পডোফাইলমে—ঐরূপ মাঢ়ী কামড়ান লক্ষণটি আছে, তবে পডোফাইলমের বাহ্যে অত্যন্ত দুর্গন্ধ ও পরিমাণে যেন এক এক গামলা, পেটে কোনও প্রকার বেদনা থাকে না, রঙ অল্প হলদে বা সাদাটে, পেট কল্‌কল্ গড়গড় করিয়া ডাকে ; ফাইটোলক্কায়—উক্ত লক্ষণের কিছুই থাকে না, ইহার বাহ্যের রঙ কটা, তরল।

স্থূলকায়ত্ব (Obesity)—অপরিমিত চর্ব্বি বৃদ্ধি হইলে শরীরও অপরিমিত স্থূল হয়। শরীর অপরিমিত স্থূল হইলে জীবন ধারণে যে কি সুখ, আমাদের পাঠকবর্গের মধ্যে কেহ সেরূপ থাকিলে তাঁহাকে বোধ হয় আর অধিক বুঝাইবার আবশ্যক হইবে না, ফাইটোলক্কা—সেবনে চর্ব্বির হ্রাস হয়, চর্ব্বির অতিরিক্ত বৃদ্ধি স্থগিত হয়, কিন্তু শরীরের অন্যান্য অংশের ওজন প্রায় সমান থাকে (থাইরয়ডিনও ইহার উৎকৃষ্ট ঔষধ), এই পীড়ায় ঔষধ সেবন বহু পরিমিত পরিশ্রম ও সল্পাহার প্রয়োজন।

ক্ষত—জিহ্বার পার্শ্বে ও গলার ভিতর (inside of cheek) ক্ষত, মুখ দিয়া চট্‌চটে আঠার মত একপ্রকার পদার্থ নির্গত হয়। পুরাতন ক্ষত, ক্ষতের আকার পাঞ্চ্‌ করার মত তাহার ধারে ছোট ছোট স্ফোট।

ল্যারিঞ্জাইটীস—ক্যাটার‍্যাল-লারিঞ্জাইটীস, অর্থাৎ শ্বাসনলীর মুখের প্রদাহ, তৎসঙ্গে টন্‌সিলের বিবৃদ্ধি, পীড়ার সমস্ত উপসর্গ—রাত্রিতে, ঠাণ্ডায় ও বর্ষা ঋতুতে বৃদ্ধি হয়। স্বরভঙ্গ, স্বরলোপ, শ্বাসনলীতে জ্বালা।

কোষ্ঠবদ্ধ—বৃদ্ধদিগের কোষ্ঠবদ্ধ, ইহাতে মলদ্বার হইতে তীরবেঁধার মত একপ্রকার নিউর‍্যালজিক বেদনা হয়, উহা পেরিনিয়মের মধ্য দিয়া লিঙ্গে পর্য্যন্ত পরিচালিত হয়। দুরারোগ্য অর্শ, আমরক্ত নির্গত হয়।

হৃৎপিণ্ডের পীড়া—ক্রণিক-এণ্ডোকার্ডাইটীস, হৃৎপিণ্ড হইতে সেই বেদনা হাতে বিশেষতঃ ডান হাতে পরিচালিত হয় ; ফ্যাটি-ডিজেনারেসন—তৎসহ দুর্ব্বল, কোমল, সবিরাম নাড়ী।

বৃদ্ধি—প্রাতে, বর্ষাকালে, আক্রান্ত পার্শ্বে শয়নে, স্পর্শে, নিষ্পেষণে।

উপশম—স্তনবেদনা—টিপিলে; বামপার্শ্বে বা পেট চাপিয়া শুইলে।

সদৃশ—আর্স, ক্যাম্ফর, ইপি, মাইরিষ্টিকা, ক্যালি-বাই, ক্যালি-কার্ব, ক্যালি-আয়োড, ল্যাক্-ক্যানাই, পলস।

ক্রম—১ ×—৩০ শক্তি ও বাহ্য প্রয়োগ। ফরমূলা—৬।

প্ল্যান্টেগো মেজর (Plantago Major)

(ইউরোপ ও উত্তর আমেরিকার একপ্রকার ক্ষুদ্র গাছ হইতে টিংচার প্রস্তুত হয়)—দন্তের সর্ব্ববিধ বেদনায় ইহাতে উপকার হয়। ইহা—১ × হইতে ৩ × শক্তি, ২/৩ ঘন্টা অন্তর সেবন ও মূল-আরক পীড়িত স্থানে তুলার দ্বারা বাহ্যিক প্রয়োগ করিলে দন্তের প্রায় সকল প্রকার বেদনার আশু উপশম হইতে পারে, দন্তের বেদনার সহিত কর্ণের বেদনা থাকিলে ইহাতে আরও অধিক উপকার হইবে। কাণ-কটকটানি বেদনায়—প্ল্যান্টেগো—মাদার টিংচার,কিম্বা শুধু ২/৪ ফোঁটা স্পিরিট কাণের ভিতর প্রয়োগে অনেক সময় সঙ্গে সঙ্গে যন্ত্রণার উপশম হয় (হেক্লা-৩৫১ পৃষ্ঠা দেখুন)। দোক্তা তামাক ব্যবহার জনিত মুখের স্নায়ুশূল ও দন্তশূলেও ইহা উপকারী।

চেনোপোডি-গ্লুসি-য়্যাপিস (Chenopodi Glauci Appis) ৬ষ্ঠ হইতে ৩০ শক্তি; দন্তশূল বেদনা—দাঁত হইতে কাণে, রগে, গণ্ডাস্থিতে পর্য্যন্ত পরিচালিত হয়, ইহার লক্ষণ প্রায়ই প্ল্যান্টেগোর সদৃশ কাণের ভিতর কামানের মত শব্দ হয়।

চির‍্যাণথাস (Cheiranthus)—একপ্রকার ক্ষুদ্র চারাগাছ হইতে টিংচার প্রস্তুত হয়; আক্কেল দাঁত উঠিবার অসহ্য বেদনা-যন্ত্রণার অন্যান্য সমস্ত ঔষধ অপেক্ষা ইহার মাদার টিংচার—বাহ্যিক প্রয়োগে ও আভ্যন্তরিক সেবনে কতকটা উপকার হয়। কাণপাকা, কাণে পূঁয ও কালা হইয়া যাওয়ারও ইহা একটি ভাল ঔষধ।

কোষ্ঠবদ্ধ ও অর্শ—সর্ব্বদাই যেন মলত্যাগের ইচ্ছা হয়, পুনঃ পুনঃ পায়খানায় যায়; কিন্তু যন্ত্রণার জন্য তাহা পারে না। মলদ্বারে লঙ্কাবাটার মত জ্বালা; প্রদাহ ও বেদনা। ভীষণ যন্ত্রণাদায়ক অর্শ, রোগী দাঁড়াইতে পারে না, কোন অবস্থাতেই আরাম পায় না, এই প্রকার রোগীর মলদ্বারে—প্ল্যান্টেগো—θ, তুলী বা পালকে করিয়া বাহ্যিক প্রয়োগের এবং নিম্নশক্তি ২/৩ ঘন্টা অন্তর এক-একমাত্রা সেবনের ব্যবস্থা করিলে সম্ভবতঃ অন্যান্য ঔষধ অপেক্ষা ইহাতে অতি শীঘ্র উপকার পাইবেন, উক্ত প্রকার ব্যবস্থায় যন্ত্রণা অতি শীঘ্র নিবারিত হয় (ইস্কিউলাস—θ, ভ্যাসেলিনের সঙ্গে অনেকে অর্শে বাহ্যিক ব্যবহার করেন, প্যাইমেস্ক-২৪৩ পৃঃ ও লাইকো দেখুন)।

প্রস্রাবের পীড়া—বহুমূত্র, পরিমাণে ও বারে প্রস্রাব অত্যন্ত অধিক হয়, রাত্রিতে প্রস্রাবের বৃদ্ধি, তৎসহ পিপাসা।

ক্রম—θ, ১ ×—৩য় শক্তি। ফরমূলা—জার্ম্মে—১, আমে—৩।

প্ল্যাটিনা (Platinum.)

(প্ল্যাটিনাম ধাতু, ইহা হইতে ট্রাইটুরেসন আকারে ঔষধ প্রস্তুত হয়)—স্ত্রীলোকদের পীড়ার ইহা একটি মূল্যবান ঔষধ : জরায়ু, ডিম্বকোষ, মস্তিষ্ক, স্নায়ু প্রভৃতির উপর ইহার প্রধান ক্রিয়া।

মানসিক লক্ষণ—অত্যন্ত অহঙ্কারী, সকলকেই নিকৃষ্ট আর নিজেকে যেন গণ্যমান্য মনে করে ; রোগিনী বাটীর চারিদিকে ভ্রমণ করে ও মনে করে যে, সমস্ত লোক যেন তাহার অপেক্ষা সর্ব্ববিধ ক্ষমতাতে হীন এবং সে নিজে বলবতী। মেজাজ—ইগ্নেসিয়া; ক্রোকাস্ ও নক্স-মস্কেটার ন্যায় পরিবর্ত্তনশীল; মৃত্যুভয়—একোনাইটের মত এই প্লাটিনাতেও দৃষ্ট হয়। কোনও পীড়ার সহিত প্ল্যাটিনার প্রথমোক্ত মানসিক লক্ষণ দুইটি থাকিলে ইহাতে শীঘ্র ও অধিক ফল পাইবেন।

স্ত্রী-পীড়া—ঋতুস্রাব পরিমাণে অত্যন্ত অধিক; রক্ত ঘোলাটে কিম্বা ঘোর লাল ও ঘন, কখনও কতক তরল ও কতক চাপ্ চাপ্ এই প্রকার ঋতুস্রাবের সহিত ইহার উপরোক্ত প্রকারের মানসিক লক্ষণগুলি বর্ত্তমান থাকিলে প্ল্যাটিনায় ত্বরায় উপকার পাওয়া যায়।

অভিজ্ঞতার ফল—হ্যামামেলিস অধ্যায়টী পাঠ করিলেই দেখিতে পাইবেন, রক্তস্রাব নিবারণের নিমিত্ত তথায় বহুসংখ্যক ঔষধের লক্ষণ বর্ণিত হইয়াছে ; কিন্তু এই প্ল্যাটিনার কোনও উল্লেখ নাই, তাঁহার উদ্দেশ্য—একটু পৃথকভাবে ইহার বর্ণনা করা মাত্র।

যে সকল স্ত্রীলোকের মাসিক ঋতুস্রাব খুব শীঘ্র শীঘ্র এবং পরিমাণে অত্যন্ত অধিক হয়; রজঃ অনেকদিন—এমন কি ২০/২৫ দিন পর্য্যন্ত থাকে; স্রাব—কখনও অত্যন্ত অধিক, কখনও কিছু অল্প, কখনও অত্যন্ত বেদনাযুক্ত এমন কি তাহাতে আক্ষেপ পর্য্যন্ত হয়; কখনও বেদনা অল্প, ঋতুর সময় যোনির উপরিভাগে হাত ছোঁয়ান যায় না এরূপ স্থলে বেদনা; রক্ত—কখনও ঘোর টকটকে লাল, কখনও ফেকাসে ; রক্ত কখনও চাপ মিশ্রিত ; সাধারণতঃ প্রথমদিনে—কাল, ঘন, চাপ্চাপ্, পরে চাপ্ থাকে না, রোগিনী প্রতিমাসে ক্রমশঃ রক্তহীন, দুর্ব্বল, ফেকাসে হইয়া পড়ে, এরূপ স্থলে আমি প্ল্যাটিনার চরিত্রগত উক্ত প্রথম লক্ষণ দুইটী না পাইয়াও, উহার—৬ষ্ঠ বা ৩০ শক্তি ব্যবস্থা করিয়া আশ্চর্য্য উপকার দর্শন করিয়াছি ; তদ্ভিন্ন—প্ল্যাটিনা—৬ষ্ঠ শক্তি প্রতি সপ্তাহে ১ দিন ১ মাত্রা এবং ঋতুস্রাবের সময় প্রত্যহ ১ মাত্রা, এই নিয়মে ৩/৪ মাস ঔষধ ব্যবহার করাইয়া বহুসংখ্যক রক্তস্রাব প্রবণ রোগিনীর দুর্ব্বল স্বাস্থ্য স্বাভাবিক অবস্থায় আনিতে সমর্থ হইয়াছি। এবম্বিধ ব্যবস্থা হ্যানিম্যানোক্ত প্রক্রিয়া না হইলেও আশা করি পাঠকবর্গ গোঁড়ামির ভান পরিত্যাগ করিয়া অন্ততঃ ২/১ স্থলেও এই ঔষধটি ব্যবহার করিয়া দেখিবেন, অভিজ্ঞতার ফল সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র বস্তু। প্ল্যাটিনায়—সিপিয়ার ন্যায় নিম্নদিকে ঠেলামারা-বেদনা (bearing down pains) থাকে। কোনও যুবতী-স্ত্রী একস্থান হইতে স্থানান্তরে যাইয়া যদি তথায় তাহার পূর্ব্ব স্বাস্থ্য নষ্ট ও নিয়মিত মাসিক রক্তস্রাব সম্পূর্ণ বন্ধ হইয়া যায়, তাহা হইলে—প্ল্যাটিনাই তাহার প্রধান ঔষধ (রক্তস্রাবে—সিনিসিও, স্যাবাইনা ও হেলোনিয়াস ৩৫৬ পৃঃ দেখুন)।

ডিম্বকোষের (Ovary) পীড়ায়—ডিম্বকোষ প্রদাহিত হইয়া তাহাতে পূঁয হইলে প্রায়ই ল্যাকেসিসে আরোগ্য হয় ; কিন্তু ল্যাকেসিস আরোগ্য না হইলেও উক্ত পীড়ার সহিত প্ল্যাটিনার মানসিক লক্ষণগুলি বর্ত্তমান থাকিলে—প্ল্যাটিনায় উপকার হয়। প্ল্যাটিনার আরও কতকগুলি মানসিক লক্ষণ, যেমন—উদাসীনতা; প্রাণধারণে ভারবোধ ইত্যাদি লক্ষণগুলিও আছে ; আবার ঐ লক্ষণ—সিপিয়া এবং অরম-মেটালিকমেও পাওয়া যায়। সিপিয়ায়—রজঃস্রাব অতি অল্প, প্ল্যাটিনায়—রজঃস্রাব অধিক, প্ল্যাটিনা ও সিপিয়া এই উভয় ঔষধেই জরায়ুতে খামচানি বেদনা থাকে। প্ল্যাটিনায়—যোনিতে বেদনা, জ্বালা ও প্রসব-বেদনার মত বেগ থাকে।

পুং জননেন্দ্রিয়—হস্তমৈথুনজনিত পীড়া, ক্ষণস্থায়ী সঙ্গম।

কোষ্ঠবদ্ধ—অনবরত বাহ্যের চেষ্টা, মল অতি অল্প, শক্ত ও শুষ্ক। ভীষণ কোষ্ঠবদ্ধ, কিছুতেই বাহ্যে হয় না, বোধ হয় যেন মলদ্বারে কি একটা ভারী বোঝা রহিয়াছে, কখনও কাদার মত নরম বাহ্যে হইয়া মলদ্বারে জড়াইয়া থাকে, গর্ভাবস্থায় ও ভ্রমণকারী ব্যক্তিদের কোষ্ঠবদ্ধে—প্ল্যাটিনা উপকারী।

কামোন্মাদ (Nimphomania)—যোনিদেশ ও তলপেট সুড়সুড় করে তাহাতে কামোদ্রেক হয় ; এই ইচ্ছা সময়ে সময়ে এত অধিক বলবতী হয় যে, সম্মুখে যাহাকে পায় তাহাকেই আলিঙ্গন করিতে চাহে। মলদ্বার হইতে যোনি মধ্যে অনেক সময় খুব ছোট ছোট ক্রিমি প্রবেশ করিয়া ঐরূপ সুড়সুড় করিতে থাকে তাহাতে কামেচ্ছা প্রবল হয়, উহাতে—ক্যালেডিয়ম উপকারী। আঁতুড়ে স্ত্রীলোকদের কামোন্মাদ ও কুমারী স্ত্রীলোকদের উক্ত পীড়ায়—প্ল্যাটিনা ফলপ্রদ। জরায়ু ফুলিয়া শক্ত ও জরায়ুর বহির্নিঃসরণ (prolapsus utery) প্লাটিনায় আরোগ্য হয়, উহার সহিত কোমর ও কুঁচকীর স্থানে স্পর্শাসহনীয় বেদনা থাকিলে—প্ল্যাটিনা আরও অধিক উপকারী, স্বামী-সহবাসে বেদনা, যোনিদেশ অত্যন্ত স্পর্শাসহিষ্ণু, এমন কি তাহাতে হাত পর্য্যন্ত ছোঁয়াইতে দেয় না, সহবাসের সময় অজ্ঞান হইয়া পড়ে, এইগুলিও প্ল্যাটিনার লক্ষণ।

বৃদ্ধি—প্ল্যাটিনার সমস্ত বেদনা ও উপসর্গ—রাত্রিতে, বিশ্রামে, বসিলে, দাঁড়াইলে বৃদ্ধি এবং নড়াচড়া করিলে ও বেড়াইলে উপশম হয়। বেদনা ধীরে ধীরে বাড়ে ও ধীরে ধীরে কমে।

ক্রিয়ানাশক—বেল, নাইট্রি-স্পিরি-ডল্, পলস।

ক্রিয়া স্থিতিকাল—৩৫—৪০ দিন। ক্রম—৩০—২০০ শক্তি।

ফরমূলা—বিচূর্ণ—৭।

প্লম্বম মেট (Plumbum Metalicum)

(সীসাধাতু হইতে ট্রাইটুরেসন আকারে ঔষধ প্রস্তুত হয়)—রক্ত, পরিপাক-যন্ত্র ও নার্ভাস-সিষ্টেমের উপর ইহার প্রধান ক্রিয়া। ইহার দ্বারা রক্তের লাল কণিকার অংশ সমূহ হ্রাস হয়, তাহাতে রক্তশূন্যতা (এনিমিয়া), ন্যাবা (ইকটারস) ও চেহারা ফেকাসে হয়।

চরিত্রগত লক্ষণ ঃ—

১। সম্পূর্ণ কিংবা অসম্পূর্ণ পক্ষাঘাত; অত্যন্ত দুর্ব্বলতা ও রক্তহীনতা, অতি দ্রুত শীর্ণতা প্রাপ্তি (emaciation); ২। পুরাতন পক্ষাঘাতে আক্রান্ত অংশ ক্রমশঃ সরু হইয়া আসে ও তথায় টানিয়াধরার মত বেদনা থাকে; ৩।

এক্সটেনসার-মাসলের অর্থাৎ যে পেশীর বলে আমরা হাত পা ছড়াইতে পারি তাহার পক্ষাঘাত; ৪। স্মরণশক্তির লোপ বা তাহার দুর্ব্বলতা, প্রকৃত কথা স্মরণ করিতে অক্ষম; ৫। চেহারা মলিন, ছাই রঙের মত হলদে, চোখ বসা; গাল চোপ্সান, মুখে বিমর্ষতার ও অন্তরে বেদনার চিহ্ন; ৬। পেটে একপ্রকার বেদনা—উহা শরীরের অন্যান্য সকল স্থানেই পরিচালিত হয়; ৭। শূল-বেদনা (কলিক)—তাহাতে তলপেটের মাংসপেশী ও নাড়ীভূঁড়ী যেন পেটের দিকে টানে; ৮। কোষ্ঠকাঠিন্য—মল ছাগলনাদির মত, মলত্যাগের সময় মনে হয় যেন একটা চাবড়ার মত পদার্থ তাহার তলপেটে ঘুরিতেছে ; ৯। শূলবেদনা আরম্ভ হইলে রক্তস্রাব বন্ধ ও তাহা নিবারিত হইতে ঋতুস্রাব আরম্ভ ; ১০। লোকোমোটর-অ্যাটাক্সি এবং শরীরের স্থানে স্থানে মাংসপেশীগুলি শুকাইয়া যায়; ১১। ইন্টাসসেপ্শন—পেটে বেদনাসহ মল বমি ; ১২। ফিমোর‍্যাল, অম্বিলাই-ক্যাল, ইংগুইন্যাল ও ষ্ট্র্যাঙ্গুলেটেড হার্ণিয়া ; ১৩। দাঁতের মাড়ীতে নীলবর্ণের দাগ বিশেষতঃ থাইসিসে ও টাইফয়েড-জ্বরে ; ১৪। বাত, পক্ষাঘাত ইত্যাদিতে আক্রান্ত স্থান ক্রমশঃ শুকাইয়া আসে ; ১৫। ঘুমাইয়া বা কিছুক্ষণ নিস্তব্ধ থাকিয়া হঠাৎ চীৎকার (২০০ শক্তির প্লম্বম ৪ ঘন্টা অন্তর ৩/৪ মাত্রা দিতে পারেন)।

শূল-বেদনা (Colic)—নাভীর পাশে অত্যন্ত যন্ত্রণাদায়ক বেদনা, পেট কামড়ায় ও খামচায়, পেটের বেদনার সময় তলপেটটি ভিতরের দিকে ঢুকিয়া যায়, দেখিলে বোধ হয় যেন মেরুদণ্ডের অস্থি তলপেটকে টানিয়া রাখিয়াছে, উদর-গহ্বরে খাল পড়িয়া যায়। এই প্রকার বেদনা স্নায়ুপথে শরীরের সকল স্থানেই পরিচালিত হইতে পারে, উহা নিম্নদিকে নামিলে পায়ে খিল ধরে, মাথায় পরিচালিত হইলে রোগী বিকারের মত বকে। প্লম্বমের শূল-ব্যথার সহিত প্রায় কোষ্ঠবদ্ধ থাকে, জরায়ুর পীড়ার সহিত কখনও কখনও এই প্রকারের শূল-ব্যথা দেখিতে পাওয়া যায়। প্লম্বমের শূল-বেদনার সহিত আবার কখনও কখনও মল বমন (sterco-raceous vomiting) হয়। কলোসিন্থে—পেটের ব্যথা জোরে চাপিলে বা সম্মুখ দিকে ঝুঁকিয়া বসিলে একটু উপশম থাকে, ইহাতে পিত্তবমন হয়, কচিৎ কোষ্ঠবদ্ধ থাকে। ডায়স্কোরিয়ায়—শূল বেদনা কুঁচ্কীর স্থান হইতে আরম্ভ হইয়া সমস্ত তলপেটে ছড়াইয়া পড়ে, পশ্চাদ্দিকে হেলিলে বা চিৎ হইয়া শুইলে ঐ বেদনার একটু উপশম হয়। প্লম্বমের বেদনা—কোন প্রকারে উপশম হয় না। ম্যাগ্নেসিয়া-ফসে—গরম জল পান করিলে, উষ্ণ সেক অথবা অন্য কোনও প্রকার উত্তাপ প্রয়োগ করিলে বেদনার উপশম হয়। টাইফিলাইটীস ও এপেন্ডিসাইটীস অর্থাৎ অন্ত্রান্ত্র প্রদাহ পীড়াতেও—প্লম্বম উপকারী। বায়ু আবদ্ধ হইয়াও ইহাতে পেটে শূল-বেদনা হয়।

সীসশূল-বেদনা (Lead colic) পীড়ার আক্রমণ অবস্থায়, ইহার প্রাথমিক লক্ষণ—পেটে ভয়ানক কামড়ানি বেদনা হয়, নাড়ীভূঁড়ী যেন ছিঁড়িয়া ফেলে, পেটের মাংস পিঠের দিকে সবলে টানে, এই সমস্ত লক্ষণে—ডাঃ পিয়ার্স বলেন, প্রবল বেদনার সময়—প্লম্বম প্রভৃতি হোমিও ঔষধ অপেক্ষা—এসিড-সলফ-ডিল, ৫ ফোঁটা মাত্রায়, দুই এক চামচ জলের সঙ্গে সেবন করাইলে বিশেষ উপকার হইবে।

কোষ্ঠবদ্ধ—ভয়ানক কোষ্ঠবদ্ধ, মল শক্ত ও গুটলে দেখিতে ঠিক যেন—ছোট ছোট গোল গোল বলের মত। প্লম্বম অনেকটা ওপিয়মের সদৃশ ঔষধ। এলিউমিনার কোষ্ঠবদ্ধ—মলদ্বারে আঙুল দিলে তবে মল নির্গত হয়। প্লম্বমে—মলদ্বার হইতে সরলান্ত্র (rectum) পর্য্যন্ত যেন দড়ি দিয়া খেঁচিয়া রাখিয়াছে এইরূপ বোধ হয়, রোগী মলদ্বারে আঙুল দেয়।

পক্ষাঘাত—এক্সটেন্সার-মাসলের (extensor muscle) অর্থাৎ যে পেশীর বলে আমরা হাত-পা ইচ্ছামত ছড়াইয়া দিতে পারি, তাহার পক্ষাঘাত হইলে—প্লম্বম উপকারী। যে পক্ষাঘাতে—রোগী আক্রান্ত স্থান গুটাইতে পারে; কিন্তু ছড়াইতে পারে না, তদ্ভিন্ন যাহাতে আক্রান্ত স্থান ক্রমশঃ সরু হইয়া যায়, তাহাতেও প্লম্বম উপকারী। হাতের কজীর পক্ষাঘাত হইলে—প্লম্বমে উপকার হয়। ডাঃ ন্যাস বলেন—পক্ষাঘাত পীড়ার সহিত যদি শরীরের অত্যন্ত স্পর্শাসহিষ্ণুতা থাকে অর্থাৎ গায়ে হাতটি ছোঁয়াইলেই রোগী যদি মনে করে যেন কেহ মারিতেছে, তাহা হইলে—প্লম্বম উচ্চশক্তির ২/১ মাত্রায় সেই পীড়া আরোগ্য হইবে। পক্ষাঘাত চক্ষুর উপরের পাতা পড়িয়া থাকা লক্ষণে—জিঙ্কাম ফলপ্রদ ; জিহ্বার পক্ষাঘাতে কথা বেশ স্পষ্ট উচ্চারিত হয় না। অন্ননলী পেশীর পক্ষাঘাতে কোন প্রকার তরল দ্রব্য পান করিতে পারে না।

শিশুদের পক্ষাঘাত—শিশুরা ক্রমশঃ রোগা হয় ও তাহাদের মাংসপেশী শিথিল হইয়া আসে (atrophy)।

এনহেলোনিয়ম (Anhalonium)—θ—৬; প্যারাপ্লিজিয়া—অর্দ্ধাঙ্গের বিশেষতঃ নিম্নাঙ্গের পক্ষাঘাত হইলে ইহাতে অধিক উপকার হয়, "Extreme muscular depression, increased pateller reflex Paraplegia" পশ্চাৎ মস্তকে বেদনা, ৫ দিন স্থায়ী (প্লম্বম আয়োড)।

প্রসাবের পীড়া—মূত্রথলীর পক্ষাঘাত, মূত্রথলীর প্রস্রাব সম্পূর্ণ বাহির করিয়া দিতে পারে না। প্রস্রাব অল্প, কখনও প্রস্রাব ফোঁটা ফোঁটা নির্গত হয়, প্রস্রাবে এলবুমেন থাকে, স্পেসিফিক-গ্র্যাভিটী কম হয়। কিড্নীর প্রদাহ, কিড্নী হইতে রক্তস্রাব, তৎসহ তলপেটে ভীষণ বেদনা, জরায়ুতে তীব্র বেদনা। পুরাতন এলবুমিনুরিয়া।

গ্যাংগ্রীণ (Gangrene)—আর্সেনিক, ল্যাকেসিস, সিকেলি, এসিড-মিউর, ক্রোটেলাস, কার্ব্বো-ভেজ ইত্যাদি এই পীড়ার ঔষধ, কিন্তু অন্ডকোষের গ্যাংগ্রীণ আরোগ্য করিতে—প্লম্বমের ক্ষমতাই অধিক।

হার্ণিয়া ও ইন্টাসসেপসন—(Hernia Intussuception)—কেহ কেহ বলেন ষ্ট্র্যাঙ্গুলেটেড-হার্ণিয়ার (ইহাতে নির্গত নাড়ী রুদ্ধ হইয়া যায়, প্রায় কিছুতেই কোন দিকে সরানো যায় না)—প্লম্বম ভাল ঔষধ। ইন্টাসসেপ্সন (নাড়ীর ভিতর নাড়ী প্রবেশ করে)—এই পীড়ায় যখন নাভীর স্থানে ভয়ানক শূলুনি বেদনা, মল—মলদ্বার দিয়া বাহির না হইয়া মুখ দিয়া বমন হয়, মলদ্বার যেন উপরে টানিয়া খেঁচিয়া রহিয়াছে এরূপ বোধ হয়, ডানদিকে কুঁচকীর

উপরাংশ তলপেটে ফোলা থাকে, তখন—প্লম্বম দিবেন (নক্স -ভমিকা—৫১১ পৃঃ দেখুন)। উক্ত দুইটি পীড়ার অনেক রোগী মারা যায়, একটু অসুবিধা বুঝিলেই কলেজে পাঠাইবেন।

প্লম্বম-আয়োড—৩ x—৬ শক্তি। ইহা নানাপ্রকার পক্ষাঘাতে pellagra নামক এক প্রকার চর্ম্মপীড়ায় এবং স্তনের গ্ল্যাণ্ড প্রদাহিত হইবার প্রথমে যখন অত্যন্ত বেদনা হয় তখন উপকারী।

প্লম্বেগো—হাতের পায়ের তলায় একজিমা কিম্বা ফোস্কা।

বৃদ্ধি—ডান পার্শ্বে শুইলে—প্রত্যঙ্গাদির বেদনা, কাশি ও পেটফোলা এবং বাম পার্শ্বে শয়নে—হৃৎস্পন্দন।

উপশম—ঘর্ষণে, সবলে চাপ দিলে, বিশ্রামে।

সম্বন্ধ—শূল-বেদনায়—এলিউমি, প্ল্যান্টি ও ওপিয়ম ; নাভীর কুঞ্চনে—পডোর এবং আবদ্ধ অন্ত্রবৃদ্ধিতে নক্সের সহিত—প্লম্বমের সাদৃশ্য আছে।

ক্রিয়ানাশক—এলিউমিনা, এন্টি-ক্রুড, আর্স, বেল, কক্কু, কষ্টি, হিপার, হায়ো, ক্যালি-ব্রোম, ক্রিয়ো, নক্স, নক্স-মস্কে, ওপি, পেট্রো, প্ল্যাটি, এসিড-সলফ, ষ্ট্র্যামো, জিঙ্ক।

ক্রিয়া স্থিতিকাল—২০—৩০ দিন। ক্রম—৩০—২০০ শক্তি।

ফরমূলা—৭।

পডোফাইলম (Podophylum)

(একপ্রকার গুল্মের তাজা মূল হইতে ঔষধ প্রস্তুত হয়)—উদরাময়, ওলাউঠা, যকৃত, গুহ্যদ্বার, ক্ষুদ্র ও বৃহদন্ত্র ইত্যাদির পীড়ায় এবং পিত্ত প্রধান ধাতুবিশিষ্ট ব্যক্তি যাহাদের পরিপাক ক্রিয়া অবাধে সম্পন্ন না হয়, তাহাদের পীড়ায় ইহা অধিক উপযোগী। ইহাতে লিভারের ক্রিয়া বর্দ্ধিত হয়।

পডোফাইলম—জোলাপের মত স্থূল মাত্রায় সেবন করিলে অত্যন্ত অধিক পরিমাণে তরল দম্‌কা ভেদ হয়, ইহার বিষক্রিয়ার অন্ত্রসমূহের প্রদাহ ও অন্ত্রে ক্ষত হয়। ইহাতে ডিওডিনাম ও সরলান্ত্র (rectum) অধিক আক্রান্ত হয়, সরলান্ত্র বাহির হইয়া পড়ে। তদ্ভিন্ন—আমাশয়ের লক্ষণ সমূহও প্রকাশিত হয়, লিভারে রক্তাধিক্য (congestion) হয়, পিত্তকোষ হইতে অধিক মাত্রায় পিত্ত নিঃসৃত হয়, উদর-প্রাচীর দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। পডোফাইলম গাছের নির্য্যাস—পডোফাইলিন দ্বারা অনেকে জোলাপের পেটেন্ট ঔষধ প্রস্তুত করেন। কেহ কেহ বলেন—কার্টাস লিটিল-লিভার পিলের (জোলাপের বড়ির) প্রধান উপাদান—পডোফাইলিন ও এলো।

চরিত্রগত লক্ষণ ঃ—

১। মল অত্যন্ত দুর্গন্ধ, বেদনাশূন্য এবং পরিমাণে অধিক, তরল দম্‌কা ভেদ, মল গরম ও মলদ্বারে গরমবোধ; ২। প্রতিবারে যেন এক এক গামলা ভেদ

হয়, তাহাতে শরীর চুপ্‌সাইয়া যায় ; কিন্তু তাহার পরেই আবার যেন পেট পরিপূর্ণ এবং বাহ্যের পূর্ব্বে পেট গড়্‌গড়্‌ করিয়া ডাকে, ৩। শিশুদের দাঁত উঠিবার সময় উদরাময়; ৪। বেদনাবিহীন আমাশয়; ৫। শিশু আধ চাহনিতে থাকিয়া গোঁ গোঁ করে, মাথা চালে, মাথা এদিক-ওদিক করিয়া ক্রমাগত নাড়ে; ৬। প্রসবের পর জরায়ুর বহির্নির্গমন, জরায়ুর ও সরলান্ত্রের বহির্নির্গমন; ৭। জ্বরে এলোমেলো ভুল বকা।

উদরাময়, কলেরা ও শিশু কলেরা প্রভৃতি—শিশুদের দন্তনির্গমন কালীন পেটের দোষ, উদরাময়, যুবক ও বৃদ্ধদিগের উদরাময় এবং অন্যান্য সকল প্রকার উদরাময়েই ইহা সমানভাবে কার্য্যকরী। তরল মল পরিমাণে অত্যন্ত অধিক, মলে অত্যন্ত দুর্গন্ধ—এত দুর্গন্ধ যে, বোধ হয় যেন পেটের নাড়ীভুঁড়ি পচিয়া বাহির হইতেছে। প্রাতঃকালে (৪টা হইতে ৯টার মধ্যে) গ্রীষ্মকালে শিশুদের দন্তনির্গমনকালে এবং পানাহারের পর উদরাময়ের বৃদ্ধি হয়। বাহ্যের রঙ—হলদে কিম্বা হলদের সহিত সবুজ রঙ মিশ্রিত মটরের ঝোলের মত; মল—জলের মত তরল, গরম, কখনও আম সংযুক্ত কিম্বা হড়্‌হড়ে, রোগীর এক একবারে এক-এক গামলা বাহ্যে হয় এবং বাহ্যের পর যেন একেবারে শরীর চুপসিয়া যায়, মল নিঃসরণকালে কখনও কখনও গোগ্‌গুল (সরলান্ত্র) বাহির হইয়া পড়ে। উদরাময়িক কলেরা বা উদরাময়ের সঙ্গে অর্দ্ধমুদ্রিত চক্ষু, মাথাচালা, গোঁগানি, কোঁথপাড়া, কাট্‌বমি, পায়ের তলায়, পায়ের গোছে ও উরুতে খিলধরা ইত্যাদি আনুসঙ্গিক লক্ষণগুলিও থাকে। আমাশয়ের মত বাহ্যে হইলে বাহ্যে পরিমাণে খুব কম হয়। পডোফাইলমের আরও একটি বিশেষ লক্ষণ আছে—রোগীর অনবরত হাই উঠে ও গা ভাঙ্গে। শিশুদের দন্ত নির্গমনকালীন উদরাময়ে শিশুর নানাপ্রকার রঙের বাহ্যে হয়; শিশুর শরীর ঠাণ্ডা, কিন্তু মাথায় ঘাম থাকে, মাথা চালে, গোঁগায়, ঘ্যান্ ঘ্যান্ করে, অনবরত দাঁতের মাঢ়ী কামড়ায়। এই প্রকার মাঢ়ী কামড়ানো লক্ষণটি, পডোফাইলম ভিন্ন—ফাইটোলক্কা নামক ঔষধেও আছে (ফাইটোলক্কা ৫৩৮ পৃষ্ঠা দেখুন)। পডোফাইলমের বাহ্যে—প্রাতঃকাল হইতে আরম্ভ হইয়া প্রায় সমস্ত দিনই হয়, তবে প্রাতঃকালে যত অধিক পরিমাণে ভেদ হয়, বৈকালের দিকে তত অধিক হয় না, বরং ক্রমশঃ বাহ্যের পরিমাণ কমিয়া আসে, বাহ্যের পূর্ব্বে পেট ফুলিয়া উঠে, পেট গড়্‌গড়্‌ করিয়া ডাকে, ইহাতে পেটে বেদনার লেশমাত্র থাকে না (কখনও কখনও বাহ্যের পূর্ব্বে ভয়ানক কলিক-বেদনা, বাহ্যের পর পাছার হাড়ে অর্থাৎ স্যাক্রম-অস্থিতে বেদনা হয়)। শেষ-রাত্রি বা ভোরবেলা হইতে বাহ্যে আরম্ভ হইয়া বেলা প্রায় ১০টা পর্য্যন্ত থাকিয়া পরে বন্ধ হইলে—সলফার উপযোগী। সল্‌ফারে—রোগীর বাহ্যে পাইয়া তবে প্রাতে ঘুম ভাঙ্গে এবং এত জোরে বাহ্যের বেগ আসে যে মুহূর্ত্তকাল ও দাঁড়াইতে বিলম্ব সহে না, দৌড়াইতে হয় (এখানে পডোফাইলমের সঙ্গে প্রভেদ এই যে, পডোফাইলমের রোগী—যেন ঘোড়ার দুল্‌কি-চালের মত চলিয়া পায়খানায় যায়, আর সল্‌ফারের রোগীকে ঘোড়া-দৌড়ের মত দৌড়াইয়া পায়খানায় ছুটিতে হয়) পডোফাইলমে ও ন্যাট্রম-সলফে—ঘুম ভাঙ্গিবার অনেক

পরে বাহ্যে পায়। শিশু-কলেরা, কলেরা কিম্বা উদরাময়ে উপরোক্ত প্রকারের বাহ্যের লক্ষণ থাকিলে—পডোফাইলম প্রয়োগে বিশেষ উপকার হয়। উক্ত প্রকার লক্ষণে—পডোফাইলম উচ্চশক্তি—২০০ বা ১০০০ ক্রম, একমাত্রা প্রয়োগ করিয়া ধৈর্য্য সহকারে অপেক্ষা করিলে বিশেষ ফল পাওয়া যাইবে। আমি এক সময়ে আমার একজন বন্ধু ডাক্তারকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম যে, ছেলেদের গরহজমের দমকা বাহ্যেতে আপনি কি ঔষধ ব্যবহার করেন? তিনি তদুত্তরে বলিয়াছিলেন—"আমি পডোফাইলমকে প্রায় পেটেন্ট করিয়া লইয়াছি।" বাস্তবিকই পরিমাণে অধিক, অত্যন্ত দুর্গন্ধ ও বেদনাশূন্য দমকা বাহ্যেতে—পডোফাইলম ১টী মাত্রার দ্বারা সময়ে সময়ে এত উপকার হয় যে, দেখিলে বিস্মিত হইতে হয়। পডোফাইলমের সদৃশ—এপিস, ক্রোটন, গ্র্যাটিওলা, চায়না, জ্যাট্রোফা, ন্যাট্রম-সলফ, সলফার, থুজা প্রভৃতি আরও অনেকগুলি ঔষধ আছে, তাহাদের প্রভেদ যথাস্থানে খুঁজিলে পাইবেন।

যে সমস্ত স্থান সর্ব্বদাই অপরিষ্কার ; যে স্থানে একত্রে অনেক লোক বাস করে, যাহারা অপরিষ্কার জল পান করে, সেই স্থানের লোকের উদরাময়ে ও আমাশয়ে—পডোফাইলম উপকারী। দক্ষিণদেশের এপিডেমিক রক্ত আমাশয়ে এবং সাধারণ রক্তামাশয়ে—কোঁথানি, শূলুনি, মাংস ধোয়া-জলের মত ভেদ, মলদ্বারে জ্বালা, মলের সঙ্গে রক্ত ও অজীর্ণ ভুক্তদ্রব্য, অত্যন্ত দুর্ব্বলতা, এই সমস্ত লক্ষণ থাকিলেই—পডোফাইলম উপযোগী।

পডোফাইলমের বাহ্যের রঙ, পরিমাণ প্রভৃতিও অনেক সময় পরিবর্ত্তন হয়, মলের সঙ্গে ফেণা থাকে, কখনও ঘুমাইবার সময় ও বায়ু নিঃসরণের সময় বাহ্যে অসাড়ে হয়। ডাঃ হেরিং বলেন—পুরাতন উদরাময়ে পডোফাইলমের লক্ষণ থাকিয়াও তাহাতে উপকার না হইলে—ক্যালি-বাইক্রমে উপকার হইবে (রিসিনাস-৮২৯ পৃষ্ঠা দেখুন)।

গোগ্‌গুল বা সরলান্ত্র নির্গমন (Prolapsus recti)—কোষ্ঠবদ্ধ, উদরাময়, আমাশয় কিম্বা অর্শ যে কোনও পীড়ার সহিত হউক, গোগ্‌গুল বাহির হইতে থাকিলে—পডোফাইলম উপকারী। ইহাতে সরলান্ত্র এত দুর্ব্বল হইয়া পড়ে যে, সামান্যমাত্র বেগে—এমন কি চলিয়া ফিরিয়া বেড়াইবার সময়েও বাহির হইয়া পড়ে। পডোফাইলমে—প্রায়ই অগ্রে গোগ্‌গুল বাহির হইয়া পরে মল নির্গত হয়, মল নির্গমনের পরে বাহির হয় না (রুটা—৫৭৩ পৃষ্ঠা ও রেপার্টারি ৭৭২ পৃষ্ঠা দেখুন)।

বমন—পডোফাইল—গা-বমি-বমি অপেক্ষা কাটবমি ও ওয়াকতোলা অধিক (এই লক্ষণটী—সিকেলিতেও আছে), বমিতে ভুক্তদ্রব্য ও পিত্ত আছে, বমি গরম; ইপিকাকে—পডোফাইলম অপেক্ষা অধিক, পডোফাইলমে সময়ে সময়ে টক-বমি হয়, অর্থাৎ মুখে দুর্গন্ধ থাকে, বুক জ্বলে, রোগী টক্‌দ্রব্য, টক পানীয় পান করিতে চায়, পিপাসা কখনও খুব থাকে, কখনও থাকে না, শিশুরা দুধ বমি করে।

শিশুদের দন্তনির্গমন কালীন পীড়া—এই সময় শিশুদের প্রায় নানাপ্রকার রঙের বাহ্যে হইতে দেখা যায়। কোনও কোনও শিশুর এই সময়ে তড়কা হয় (রিফ্লেক্স-ইরিটেসনই এই পীড়ার কারণ এবং উক্ত reflex irritation—দন্ত বা উদর হইতেই হয়), ইহাতে পডোফাইলম উপযোগী। আবার দাঁত উঠিবার সময় কোন কোন শিশুর জ্বর হয়, দাঁত কড়মড় করে, অনবরত মাঢ়ী চাপে, মাথাচালে, গোঁগায় ও সর্ব্বদা প্যান্‌প্যান্, ঘ্যান্ ঘ্যান্ করে, কাঁদে এই লক্ষণেও—পডোফাইলম উপকারী ; তবে সিনাতেও—এই প্রকারের কতকগুলি সদৃশ লক্ষণ পাওয়া যায়, তজ্জন্য তাহার সহিত প্রভেদ নির্দ্ধারণ করিয়া আপনাকে ঔষধ প্রয়োগ করিতে হইবে। তড়কার—এবসিন্থিয়াম একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ ১০ পৃষ্ঠা দেখুন।

সবিরাম-জ্বর—জ্বর প্রায় প্রাতে ৭টার সময় আসে, জ্বর আসিবার পূর্ব্বে—কাটবমি, ওয়াক্‌তোলা, গা-বমি-বমি ও কোমরে ব্যথা থাকে, শীতাবস্থা—পিপাসাশূন্য, হাতের পায়ের গাঁটে অত্যন্ত কামড়ানি ব্যথা, রোগী এ সময় ভয়ানক এলোমেলো বকে (ইহা বিকারের বকুনি নহে, অনেকটা বাতিক-জ্বরের মত বকুনি, রোগী বলে ঐরূপ বকিলে বা কথা কহিলে সে ভাল থাকে)। উত্তাপাবস্থায়—অত্যন্ত পিপাসা ও মাথাব্যথা, শীত ও কাঁপুনি থাকিতে থাকিতেই উত্তাপাবস্থা আসে অর্থাৎ গা-গরম হইয়া উঠে, আপনি দেখিতে পাইবেন—রোগী তখনও কাঁপিতেছে, জ্বরের চরম বৃদ্ধি না হওয়া পর্য্যন্ত ক্রমাগত একভাবে বকিতে থাকে, পরে জ্বর খুব বৃদ্ধি হইলে ঘুমাইয়া পড়ে। নিদ্রিতাবস্থায়—প্রচুর ঘাম হয় এবং নিদ্রা ভাঙ্গিলে সেই বকুনির কথা ভুলিয়া যায়। ঘর্ম্মাবস্থায়—প্রচুর ঘাম হয়, তাহাতে গায়ের কাপড় চোপড় সমস্ত ভিজিয়া যায়, ঘামের পর মাথার ব্যথা ক্রমশঃ কম হইয়া আসে।

সবিরাম ও অবিরাম-জ্বরে—লিভারে রক্তাধিক্য (congestion), পিত্তবমি ও উদরাময় থাকিলে—পডোফাইলম উপকারী।

স্ত্রী-ব্যাধি—শরীরের বামদিক অপেক্ষা ডানদিকেই পডোফাইলমের ক্রিয়া অধিক, তজ্জন্য—জরায়ুর বহির্নির্গমনসহ ডান ডিম্বকোষে বেদনা, ডান ডিম্বকোষের তরুণ ও পুরাতন প্রদাহ এবং ডান ডিম্বকোষে অর্ব্বুদ (R. ovarian tumour) প্রভৃতিতে পডোফাইলম দ্বারা বিশেষ উপকার হয়। প্রসবের পর জরায়ুর বহির্নির্গমন, গর্ভাবস্থায় সরলান্ত্রের (রেক্টামের) বহির্নির্গমন, অর্শ, কোনও ভারী দ্রব্য উত্তোলন করিয়া জরায়ুর বহির্নির্গমন প্রভৃতিতেও—পডোফাইলম উপকারী।

যকৃতের পীড়া—যকৃতে পিত্তের ক্রিয়া ভালরূপ না হইলে, যকৃতের স্থানে ব্যথা থাকিলে এবং ডানদিকের পাঁজরা ও পেট হাত দিয়া ঘষিলে তাহাতে কিছু আরাম বোধ হয়, এই প্রকার লক্ষণগুলিতে পডোফাইলম উপযোগী। চোখ, মুখ, শরীর ন্যাবার মত হলদে হইলে ও পিত্ত-পাথরী রোগের যন্ত্রণাতেও ইহা উপকারী (এখানে ৬ষ্ঠ শক্তি প্রথমে দিবেন)।

জিহবা—জিহবার দাঁতের দাগ পড়া (imprint of the teeth), ইহা মার্কুরিয়াস, পডোফাইলম, আর্সেনিক, রসটক্স ও ষ্ট্র্যামোনিয়মে আছে, তবে উহা মার্কুরিয়াসেই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক।

বৃদ্ধি—প্রভাতে, পানাহারে, পরিশ্রমান্তে, প্রভাত ৭টায় সময়, অম্ল-রসযুক্ত ফল বা দুগ্ধপানে, গ্রীষ্মে ও দন্তোদগমনকালে।

উপশম—আক্রান্ত অংশ মর্দ্দনে, উপুড় হইয়া শুইলে।

সম্বন্ধ—পডোফাইলম দ্বারা পারদের কুফল নিবারিত হয়। আমাশয় রোগে—ইপিকাক ও নক্সের পরে এবং যকৃতরোগে—ক্যালকেরিয়া ও সল্ফারের পর ইহা ফলপ্রদ।

ক্রিয়ানাশক—কলোসিন্থ, লেপ্টাণ্ড্রা, ল্যাক্টি-এসিড, নক্স।

ক্রিয়া স্থিতিকাল—৩০ দিন। ক্রম—৬—২০০ শক্তি।

ফরমূলা—৩।

প্রুণাস স্পাইনোসা (Prunus Spinosa)

(ফুলের কুঁড়ি হইতে টিংচার প্রস্তুত হয়)—ইহা নিম্নের লিখিত কতিপয় পীড়ায় উপকারী ঃ—

চক্ষুর পীড়া—চক্ষুর ভিতর ভীষণ বেদনা, বোধ হয় যেন কেহ চক্ষু থেঁৎলাইয়া দিল, ডান অক্ষিগোলককে ছিঁড়িয়া ফেলার মত তীব্র বেদনা, বিদ্যুৎগতির মত বেদনা—মস্তিষ্কের মধ্য দিয়া শিরোপশ্চাতে যায়। আইরিডো-কেরয়ডাইটীস (চক্ষুর আইরিস ও কোরয়েড্-কোটরে প্রদাহ)।

মলদ্বারের পীড়া—মলদ্বারের বেদনাসহ শক্ত গুট্‌লে মল। হড়হড়ে শ্লেষ্মাসংযুক্ত উদরাময়ে বাহ্যের পর মলদ্বারে ভীষণ জ্বালা।

প্রস্রাবের পীড়া—ক্লিমেটিস অধ্যায়—২৫৫ পৃষ্ঠায় প্রমেহ দেখুন।

দন্তের পীড়া—বোধ হয় যেন দাঁত কেহ সাঁড়াশি দিয়া উপড়াইতেছে, গরম কোনও বস্তু মুখে লইলে যন্ত্রণা বাড়ে।

ক্রম—৩—৬ষ্ঠ শক্তি। ফরমূলা—২।

সোরিণাম (Psorinum)

(খোস-পাঁচড়ার, পূঁয, ইহা নোসোড্‌স ঔষধ)—সোরাজনিত সর্ব্ববিধ পীড়াতেই ইহা ব্যবহৃত হয়। সোরিণাম—এন্টিসোরিক ঔষধ, সল্ফার প্রয়োগে কোনও উপকার না হইলে—সোরিণামে উপকার হয়। বহুদিনের কোনও পুরাতন ব্যাধিতে যখন সুনির্ব্বাচিত ঔষধে উপকার না হয় অথবা ঔষধ স্থায়ীভাবে ক্রিয়া না করে, কিম্বা সল্ফারের লক্ষণ থাকিয়া সল্ফার প্রয়োগেও কিছুমাত্র উপকার না হয়, তখন সোরিণামে উপকার হওয়া সম্ভব (সল্ফারের রোগীর গরম ও সোরিণামের রোগীর ঠাণ্ডা সহ্য হয় না)।

চরিত্রগত লক্ষণ ঃ—

১। কোনও কঠিন পীড়ায় সম্পূর্ণ প্রতিক্রিয়া হয় না; ভালরূপে ক্ষুধা হয় না; ২। নূতন ব্যাধির পর বিশেষ কোনও কারণ না থাকিয়া শরীর শোধরাইতে পারে না ; ৩। শিশু রক্তহীন, মলিন, রুগ্ন, দিন রাত্রির মধ্যে একবারও ঘুমায় না, কেবল কাঁদে, খ্যাঁত খ্যাঁত করে কিম্বা দিনের বেলায় বেশ হাসে, খেলা করে; কিন্তু রাত্রিতে বড় বিরক্ত করিয়া তুলে, ছট্‌ফট্ করে, চীৎকার করিয়া কাঁদে ; ৪। ঠাণ্ডা বা শীতল বাতাস অসহ্য, এমন কী—গ্রীষ্মকালেও গায়ে সর্ব্বদা কাপড় ঢাকিয়া রাখে, ঋতু পরিবর্ত্তনে প্রায়ই অসুখ করে ; ৫। নিঃসৃত স্রাব অত্যন্ত দুর্গন্ধ, বাহ্যে, প্রস্রাব, কাণের পূঁয, ঢেকুর, স্ত্রীলোকদিগের ঋতু ও প্রদর স্রাব, ঘাম ইত্যাদি সমস্ত প্রকার স্রাবেই অত্যন্ত কটু গন্ধ (পচাগন্ধ, দুর্গন্ধ) ময়লার গন্ধ, ইহাদের অপেক্ষাও কটু দুর্গন্ধ, স্নানের পরেও গায়ের গন্ধ দূর হয় না ; (ডাঃ হেরিং বলেন—ইহার স্রাবে মাংসপচার মত দুর্গন্ধ) ; ৬। অত্যন্ত ক্ষুধা এমন কি রাত্রিতে উঠিয়াও কিছু আহার করিতে হয়, ৭। চর্ম্মপীড়া—উদ্ভেদগুলি (ইরাপ্‌সন) সহজেই পাকে, কখনও শুষ্ক, চর্ম্ম দেখিতে অতি কদাকার—যেন জীবনে কখনও স্নান করে নাই, কোন স্থান এবড়ো-খেবড়ো বা মসৃণ যেন তৈল মাখান, সল্ফার বা জিঙ্ক-অয়েন্টমেন্ট চর্ম্মরোগে বাহ্যিক প্রয়োগ করিয়া কোনও নূতন পীড়ার উৎপত্তি, ৮। একজিমা ও চুলকানি পাঁচড়াদির উদ্ভেদ বসিয়া গিয়া কাশির উৎপত্তি, অনেকদিনের পুরাতন কাশি, প্রাতে বেড়াইবার সময় ও সন্ধ্যায় শুইলে কাশির বৃদ্ধি ; গয়ার—সবুজ, হলদে, লোণাস্বাদ বিশিষ্ট, পূঁযের মত, কাশিতে গয়ার উঠিবার পূর্ব্বে অনেকক্ষণ ধরিয়া কাশে ; ৯। অত্যন্ত চুলকাইবার নিমিত্ত অনিদ্রা ; ১০। কোন বিপদ হইবার কিম্বা চোর ডাকাতের ভয়জনক স্বপ্ন ; ১১। তরুণ পীড়া আরোগ্যের পর অত্যধিক ঘর্ম্ম তাহাতে সমস্ত কষ্টের অবসান ; ১২। বহুদিনের পুরাতন প্রমেহ, আরোগ্য হইতে চাহে না, সুনির্ব্বাচিত ঔষধও বিফল হয় ; ১৩। কোমরে বেদনাসহ কোষ্ঠবদ্ধে যখন সল্ফারে উপকার না হয়, ১৪। উদরাময়—হঠাৎ বাহ্যের বেগ (এলো, সল্ফারের মত) ; মলে বিশ্রী দুর্গন্ধ, রাত্রি ১টা হইতে ৪টার মধ্যে বৃদ্ধি ; ১৫। ডিম পচার মত দুর্গন্ধ, উদগার ; ১৬। মাথায় শুষ্ক আঁসের মত পদার্থের দ্বারা আবৃত কিম্বা রসপূর্ণ দুর্গন্ধ উদ্ভেদ, তাহা হইতে আঠার মত দুর্গন্ধ পূঁয বা রস পড়ে (গ্র্যাফো, মেজেরি)।

সোরিণামের লক্ষণগুলি প্রায় সমস্তই সল্ফারের মত, তবে ইহাদের মধ্যে প্রভেদ এই যে,—সোরিণাম্ নিজে সোরা-বিষ ও সল্ফার সোরার (Psora) সদৃশ ঔষধ। সল্ফারের রোগী আদৌ স্নান করিতে চাহে না, কারণ—তাহাতে রোগের পুনরাক্রমণ হয়, সল্ফারের নিঃসৃত স্রাবে অত্যন্ত দুর্গন্ধ থাকিলেও সোরিণামের তুলনায় কিছুই নহে ; সোরিণামের রোগীর ঠাণ্ডা সহ্য হয় না, সল্ফারের রোগী ঠাণ্ডা ভালবাসে, ঠাণ্ডা সহ্য হয়, ঠাণ্ডা স্থানে থাকিতে চায় ; কিন্তু স্নানে কষ্ট হয় ও উপসর্গ বাড়ে।

সোরিণাম—নীচ শ্রেণীর (children of the lower classes) সন্তান-সন্ততিগণ, যাহারা অত্যন্ত অপরিষ্কার, নোংরা, দুর্গন্ধস্থানে প্রতিপালিত এবং যে সকল শিশুর প্রায়ই গাল, গলা ও ঘাড়ের গ্ল্যাণ্ড ফোলে স্ক্রফুলা-ধাতুগ্রস্ত, চিররুগ্ন

ও পীড়িত, যাহাদের আকৃতি দেখিতে কদাকার চোখের প্রদাহ থাকে, কাণ দিয়া দুর্গন্ধ পূঁয বাহির হয়, নাকে সর্দ্দি ঝরে, রাক্ষুসে ক্ষুধা সত্ত্বেও গায়ে সারে না, পেটটা বড় ও উঁচু হয়, ঢেকুর তোলে, বায়ু নিঃসরণ হয়, নিঃসৃত বায়ুতে বিশ্রী ডিমপচার মত দুর্গন্ধ থাকে, মন সদাই বিষন্ন, চিন্তাকুল কিছুতেই সুখ নাই, তাহাদের পীড়ায় ইহা অধিক উপযোগী।

উদরাময়—মলের রঙ কাল ও অত্যন্ত দুর্গন্ধ, ওলাউঠা পীড়ায় ঐ দুর্গন্ধ মল থাকিলে ও রোগী সোরিণামের ধাতুবিশিষ্ট হইলে ইহা প্রয়োগে অনেকস্থলে একমাত্রায় উপকার হইয়া রোগীর প্রাণরক্ষা হয়।

চর্ম্মরোগ—গাত্রচর্ম্ম দেখিতে অতি জঘন্য এবং গায়ে এত দুর্গন্ধ যে, স্নান করিলেও গায়ের সে গন্ধ দূর হয় না। শরীর একটু উত্তপ্ত হইলেই চুলকায় ও তাহাতে অসহনীয় চুলকানি থাকে, এত চুলকায় যে, চুলকাইয়া ছিঁড়িয়া ফেলে। সোরিণামে—চর্ম্মে নানাপ্রকারের উদ্ভেদ বাহির হয়, চর্ম্ম অত্যন্ত অপরিষ্কার, দেখিলে মনে হয় যেন সে জীবনে কখনও স্নান করে নাই। গায়ে শুষ্ক আঁসের মত উঠে, উহা গ্রীষ্মে ভাল হয়, শীতে বাড়ে।

কোনও প্রকার উদ্ভেদ (eruption) বসিয়া গিয়া কিম্বা কোনপ্রকার চর্ম্মরোগ বাহ্যিক ঔষধাদি প্রয়োগে আরোগ্য হইয়া—জ্বর, উদরাময়, কলেরা, কাশি, হাঁপানি ইত্যাদি পীড়া হইলে যদি তাহা অন্য ঔষধে উপকার না হয়, অথবা স্থায়ী উপকার না হয়, তাহা হইলে—সোরিণাম বা সল্‌ফার উপকারী (প্রভেদ ৫৫২ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হইয়াছে)। স্ক্রুফুলাস-ধাতুর কোনও পীড়ার সহিত চর্ম্মরোগ থাকিলে—সোরিণামে উপকার হইবে।

বৃদ্ধি—সন্ধ্যাকালে, দুই প্রহর রাত্রির পূর্ব্বে, অনাবৃত বায়ুতে।

উপশম—প্রাতে শয়ন করিলে, গৃহাভ্যন্তরে ;

সম্বন্ধ—সোরিণাম—ইহা সল্‌ফার ও টিউবার্কিউলিনামের অনুপূরক। গর্ভাবস্থায় বমনে—ল্যাক্‌টিক-এসিডের পর এবং ডিম্বকোষে আঘাতজনিত পীড়ায়—আর্ণিকার পর—সোরিণাম উত্তম ফলদায়ক। স্তণের ক্যান্সারে সোরিণামের পর—সল্‌ফার উপকারী।

ক্রিয়ানাশক—কফি। ক্রিয়া স্থিতিকাল—৩০—৪০ দিন।

ক্রম—২০০ ও তদুর্দ্ধ। ফরমূলা—৬ বি।

পল্‌সেটিলা (Pulsatilla)

(সেন্ট্রাল ও উত্তর আমেরিকার একপ্রকার গাছ হইতে টিংচার প্রস্তুত হয়)—চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, পাকস্থলী, অন্ত্র, জরায়ু, শিরা, শ্লৈষ্মিক-ঝিল্লী এবং স্ত্রী-পুরুষ উভয়েরই জননেন্দ্রিয়ের ও প্রস্রাব যন্ত্র ইত্যাদির উপর ইহার প্রধান ক্রিয়া। নম্র, ধীর, অভিমানী, যাহারা সহজেই কাঁদে বা হাসে, চিকিৎসকের নিকট পীড়ার কথা বলিতে কাঁদে, অস্থির মতি, সামান্য অনুরোধেই সঙ্কল্পচ্যুত হয় এবং পরিবর্ত্তনশীল মনোভাব এইপ্রকার ব্যক্তির পীড়ায় ইহা অধিক উপযোগী। প্রায়

প্রত্যেক পীড়াতেই যেখানে পীড়ার তরুণ অবস্থায়—পল্‌সেটিলা, সেই পীড়ার পুরাতন অবস্থায়—সাইলিসিয়া উৎকৃষ্ট ফলদায়ক।

চরিত্রগত লক্ষণ ঃ—

১। রোগীর সর্ব্বদাই খোলা বাতাসে থাকিতে ইচ্ছা ও তাহাতে সুস্থ বোধ ; ২। সন্ধ্যাকালে, চর্ব্বি, তৈল, ঘৃতসংযুক্ত গুরুপাক দ্রব্য ভোজনে, গরমে, বাম দিকে চাপিয়া শুইলে পীড়ার বৃদ্ধি এবং ঠাণ্ডা দ্রব্য পান ভোজনে বেদনাযুক্ত পার্শ্বে চাপিয়া শুইলে পীড়ার উপশম ; ৩। পীড়ার উপসর্গের সহিত পিপাসা না থাকা ; ৪। রোগের লক্ষণ সর্ব্বদাই পরিবর্ত্তনশীল কোনও দুইবারের পীড়ার লক্ষণ একপ্রকার না হওয়া ; ৫। ক্রমাগত পরিবর্ত্তনশীল বেদনা ; ৬। প্রথম রাত্রিতে প্রায় নিদ্রা হয় না ; কিন্তু শেষ রাত্রিতে বেশ নিদ্রা হয় ; ৭। মুখের বিস্বাদ। ৮। কর্ণমূলে ও দন্তশূলে—ঠাণ্ডা জল গায়ে রাখিলে আরামবোধ করা; ৯। ঘৃতপক্ক ও চর্ব্বিযুক্ত খাদ্যাদি আহার করিয়া উদরাময়, বমন, অজীর্ণ ইত্যাদি পীড়ার উৎপত্তি; ১০। উদরাময়ে প্রতিবারেই মলের রঙ পরিবর্ত্তনশীল, রাত্রিতে উদরাময়ের বৃদ্ধি। ১১। বাধক বেদনা, অনিয়মিত রজঃস্রাব, বিলম্বিত রজঃ শ্বেতপ্রদর ; ১২। প্রমেহস্রাব বন্ধ হইয়া অণ্ডকোষ, স্পার্ম্মাটিক-কর্ড ইত্যাদির স্ফীতি ও বেদনা; ১৩। নাসিকা হইতে খুব পাকা ঘন সর্দ্দিস্রাব নির্গমন ও নাসিকায় কোনও বস্তুর গন্ধ না পাওয়া; ১৪। পিপাসাশূন্য সবিরাম জ্বর—বৈকালে এবং বেদনা—সন্ধ্যা হইতে ১২ টা পর্য্যন্ত বৃদ্ধি; ১৫। শরীরের পশ্চাৎভাগে ঘর্ম্ম ইত্যাদি।

উদরাময়—ঘৃতপক্ক দ্রব্যাদি, পিষ্টক, ক্ষীর, রাবড়ি ইত্যাদি গুরুপাক দ্রব্য সমূহ আহার করিয়া পেটের পীড়া, উদরাময়, আমাশয় প্রভৃতি পীড়া হইলে পল্‌সেটিলা উপকারী। উদরাময়ে মলের রঙ সতত পরিবর্ত্তনশীল, অর্থাৎ এই এক প্রকারের বাহ্যে হইল, পরবারেই আবার অন্য প্রকারের বাহ্যে হয়, তাহার—রঙ পরিমাণ কোন বিষয়েই সামঞ্জস্য থাকে না (স্যানিকিউলা)। পল্‌সেটিলার—বাহ্যের রঙ ঠিক হরিদ্রাও নয়—ঠিক সবুজও নয়, অর্থাৎ—মাঝামাঝি একপ্রকার রঙের ; কখনও বাহ্যের সঙ্গে সবুজ আম থাকে, কখনও শুধু সবুজবর্ণের মল, যেন—পিত্ত, বাহ্যের পূর্ব্বে পেট ডাকে, পেট কামড়ায়, কোমর ব্যথা করে, ইহাতে দিনের অপেক্ষা রাত্রিকালে অধিকবার বাহ্যে হয় (হ্যানিম্যান বলেন—উক্তপ্রকার লক্ষণসহ রাত্রিকালীন উদরাময়ে পল্‌সেটিলার সমকক্ষ প্রায় কোনও ঔষধই দৃষ্ট হয় না)। আহারের দোষে উদরাময় শেষ রাত্রি হইতে আরম্ভ হইলে—পল্‌সেটিলার বিশেষ উপকার হয়, ইহাতে কখনও কোষ্ঠবদ্ধ, কখনও উদরাময়ে প্রলাপও দৃষ্ট হয়। স্ত্রীলোকের ঋতুস্রাবের সময় কিম্বা ঋতুস্রাবের পরে উদরাময় হইলে—পল্‌সেটিলাই প্রধান ঔষধ।

দ্রষ্টব্য—কাহারও মতে আহারের দোষে প্রথম রাত্রিতে উদরাময় হইলে—পল্‌স; শেষ রাত্রিতে হইলে—নক্স-ভমিকা উপকারী।

অজীর্ণের পীড়া—ঘৃতপক্ক দ্রব্যাদি, পিষ্টক, পরমান্ন, রাবড়ি, ক্ষীর মিষ্টান্ন ইত্যাদি বহুবিধ গুরুপাক দ্রব্য আহার করিয়া কাহারও এই পীড়া বা উদরাময় হইলে যে পল্‌সেটিলা উপযোগী তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। অজীর্ণ পীড়ার অর্থাৎ খাদ্য ভালরূপে পরিপাক না হইয়া—ভেদ, বমন, পেটব্যথা ইত্যাদি লক্ষণ প্রকাশিত হইলে, পল্‌সেটিলার মত—নক্স-ভমিকা, ইপিকাক, চায়না, আর্সেনিক ইত্যাদি ঔষধও উপকারী (ইপিকাক-৩৮২ পৃষ্ঠা দেখুন)। রাত্রিজাগরণ, মদ্যপান, নানাপ্রকার গুরুপাক দ্রব্য পান-ভোজন ইত্যাদি কারণে পীড়া হইলে পল্‌সেটিলা অপেক্ষা নক্স-ভমিকা অধিক উপকারী। নক্স-ভমিকায়—উদরাময়ের পরিবর্ত্তে কোষ্ঠকাঠিন্য কিম্বা অতি অল্প অল্প পরিমাণে একটু একটু করিয়া বাহ্যে হওয়াই অধিক নির্দ্দিষ্ট। পল্‌সেটিলায়—বুকের কাছে যেন কি একটা পদার্থ ঠেলিয়া উঠে, উক্ত উভয় ঔষধেই বুকে জ্বালা আছে। নক্স-ভমিকায় মুখে জল উঠে এবং উদরাময়সহ পেটে অসহনীয় বেদনা থাকে ; এখানে নক্স-ভমিকার নিম্নক্রম, এমনকি—১ x শক্তি পর্য্যন্ত প্রয়োগ করা যাইতে পারে। পল্‌সেটিলায়—রোগী টক্‌পানীয়, যথা—লিমনেড, টক সরবৎ ইত্যাদি পানের আগ্রহ প্রকাশ করে। অপরিপাচিত আহার্য্য দ্রব্য বমন হইয়া যাইলে—ইপিকাক; কিন্তু বমন না হইয়া পেটের মধ্যে জমা হইয়া থাকিলে—পল্‌সেটিলা উপকারী; ইহা একবার ইপিকাক অধ্যায়েও বর্ণিত হইয়াছে ; আহারের অনেকক্ষণ পরে বমন হইলে ক্রিয়োজোট ফলপ্রদ। পল্‌সেটিলায়—বহুক্ষণ পূর্ব্বে যাহা আহার করা হইয়াছে তাহাও বমন হইয়া উঠিয়া যাওয়া লক্ষণটী আছে, তদ্ভিন্ন—বমিতে শ্লেষ্মা এবং পিত্ত উঠে, পেটে টাটানি-ব্যথা থাকে; পেটে বায়ুসঞ্চয় হয়, পেট ফাঁপিয়া উঠে, এই সমস্ত লক্ষণ রাত্রির আহারের পর, প্রাতে নিদ্রাভঙ্গের পর বৃদ্ধি হয়, বুক জ্বালা, মুখে জল উঠা, ঢেকুরে ভুক্তদ্রব্যের আস্বাদ, মুখে পিত্তের আস্বাদ, পেট ডাকিয়া বায়ু নিঃসরণ প্রভৃতি উপসর্গগুলি—পল্‌সেটিলায় নির্দ্দিষ্ট (এখানে মাত্র একটু স্মরণ করিয়া রাখিবেন যে, পল্‌সেটিলায়—ঢেকুর, বুকজ্বালা, পেটফোলা প্রভৃতি উপসর্গ-সমূহ আহারের প্রায় ১ ঘন্টা পরে প্রকাশিত হয় এবং পরবারের আহার গ্রহণ না করা পর্য্যন্ত ঐ প্রকার কষ্ট হইতে থাকে, রোগী তজ্জন্য মধ্যে কিছু খাইবার ইচ্ছা করে; (ইহার রোগী টক্‌ দ্রব্য খাইতে অধিক ভালবাসে)। পল্‌সেটিলার জিহবা—মোটা, তাহাতে শ্বেতবর্ণের লেপ (coating) বা ফাটা-ফাটা মত দৃষ্ট হয়, জিহবা শুষ্ক থাকে; কিন্তু পিপাসা থাকে না, পেটে শূল-বেদনা ধরে, বেদনা গরমে উপশম হয় না। চায়নায়—পরিপাক শক্তির হ্রাস হয়, লঘু আহারও ভালরূপ হজম হয় না, সর্ব্বদাই বোধ হয় পেট যেন বায়ুতে পূর্ণ হইয়া আছে, পেট ফুলিয়া উঠে, ঢেকুর উঠিলেও উক্ত পেটফোলা বা কষ্টের উপশম হয় না, এ সময় কিছু পান বা আহার করিলে পেটফোলা ও পেটের দোষাদির আরও অধিক বৃদ্ধি হয়। পল্‌সেটিলার ন্যায় চায়নাতেও বুকের কাছে যেন কিছু একটা ঠেলিয়া উঠিতেছে এই প্রকার লক্ষণ থাকে; এবিস-নায়গ্রায়—পেটের ভিতর যেন গোলার মত কি একটা পদার্থ ঠেলিয়া উঠে। পল্‌সেটিলায়—পেট হইতে কিছু ঠেলিয়া উঠা অথবা আহার্য্য বস্তু পাকস্থলীতে না পৌছাইয়া গলার নিকট আটকাইয়া থাকার ভাবই অধিক নির্দ্দিষ্ট।

শ্বেত-প্রদর (Leucorrhoea)—স্রাব দুধের সরের মত ঘন, রক্ত-মিশ্রিত, তাহাতে জ্বালা থাকে, তৎসহ কোমরে বেদনা হয় এবং যোনিদেশ ফুলিয়া উঠে।

বাধক-বেদনা (Dysmenorrhoea)—মহাত্মা হ্যানিম্যান বলেন—পল্‌সেটিলার মাসিক ঋতুস্রাব, মাসান্তে যথাসময়ে না হইয়া অনেক বিলম্বে হয় এবং পরিমাণে অতি অল্প হইয়া থাকে (ইহাতে স্রাব দিনে অধিক ও রাত্রিতে অতি সামান্য হয়) জরায়ুতে বেদনা, প্রসব-বেদনার মত বেগ, ভয়ানক খামচানি ব্যথা, জরায়ুর আক্ষেপ, কোটিদেশে বেদনা, মাথাব্যথা ইত্যাদি কতকগুলি আনুসঙ্গিক লক্ষণ থাকে ; ঋতুস্রাব থামিয়া থামিয়া হয়, অর্থাৎ এই স্রাব হয়—আবার বন্ধ হয় ও আবার হয় ; বেদনা ও ঠিক সেই প্রকারে থামিয়া থামিয়া হয়, রোগিনী খোলা বাতাসে থাকিতে চাহে; কিন্তু তাহাতে আবার শীত-শীতবোধ করে। পল্‌সেটিলার ঋতুস্রাব কালচে রঙের ও চাপ্‌ চাপ্‌ কখনও বা জলের মত বর্ণবিহীন। বাধক-বেদনায়, পল্‌সেটিলার মত—ক্যামোমিলা, ককুলাস, ম্যাগ্নেসিয়া-ফস, সিমিসিফিউগা ইত্যাদি ঔষধ উপকারী। ককুলাসের রক্ত কালবর্ণ, এতদ্ভিন্ন—পল্‌সেটিলার মত উহাতে কোমরে ব্যথা, জরায়ুর আক্ষেপিক বেদনা ইত্যাদিও থাকে। ককুলাসে—কোমরে ব্যথা অত্যন্ত অধিক থাকে রোগিনী চলিলেও হাত-পা কাঁপে, ইহাতে গা-বমিবমি, কাট্‌-বমি, শরীর শূন্যভাব ইত্যাদি লক্ষণগুলিও থাকে এবং বেদনা রাত্রিতে অধিক হয় ও পেট ফুলিয়া উঠে। ক্যামোমিলায়—ঋতুস্রাব লাল রঙের হয়, তাহাতে রোগীর মানসিক লক্ষণ অন্য প্রকার, রোগী বেদনার ধমকে ছটফট্‌ করে, লোকজনকে গালাগালি দেয়, ক্রুদ্ধ হয় ও সামান্য কারণেই চটিয়া উঠে। ম্যাগ্নেসিয়া-মিউরে—বেদনা অত্যন্ত অধিক, ইহাতে জরায়ু ফুলিয়া শক্ত হইয়া উঠে। ম্যাগ্নেসিয়া-ফসে—পেটে চাপ দিলে ও উষ্ণ সেক প্রয়োগ করিলে অথবা অন্য কোনও প্রকার উত্তাপ প্রয়োগে বেদনার উপশম হয়। সিমিসিফিউগা—ইহাতে কখনও রক্তস্রাব অল্প, কখনও অধিক, পেটের বেদনা এক পার্শ্ব হইতে অন্য পার্শ্বে তীরগতির মত দ্রুত সঞ্চারিত হয়। ভাইপেরা (Vipera)—ঋতুবন্ধের বয়সে জরায়ু হইতে অধিক পরিমাণে রক্তস্রাব এবং নাক দিয়া রক্তস্রাব হয় (হেলোনিয়াস-৩৫৬ পৃষ্ঠা দেখুন)।

প্রসব বেদনা—পল্‌সেটিলার বেদনা ঠিক নিয়মিতভাবে না হইয়া কখনও কম, কখনও বেশী, কখনও একেবারে কিছুই থাকে না—এইরূপ ভাবে হইতে থাকে, বেদনার জোর না থাকায় জরায়ুর মুখও খোলে না, সন্তানও এগোয় না। প্রসবের পর ফুল আটকায়।

দ্রষ্টব্য ঃ—পোয়াতিদিগকে ৯ম মাস হইতে প্রত্যহ নিম্ন বা মধ্য শক্তির পল্‌সেটিলা সেবন করাইলে জরায়ু সবল হয়, প্রসব বেদনা স্বাভাবিক হয়, প্রসবক্রিয়া সহজে সম্পাদিত হয়। যে সকল পোয়াতির অষ্টম মাসে অসম্পূর্ণ প্রসব হয়, তাহারা এই সময়ের কিছু পূর্ব্ব হইলে পল্‌সেটিলা সেবন করিলে উক্ত অস্বাভাবিক অবস্থার পরিবর্ত্তন হইয়া যথারীতি দশ মাসে স্বাভাবিক অবস্থায় সন্তান প্রসব করিতে সমর্থ হইবে (একটিয়া-রেসি ৫০ পৃষ্ঠা দেখুন)।

ভ্যাদাল-ব্যথা (After pains)—প্রসূতির এই বেদনায়—আর্ণিকা সিকেলি, ভাইবর্ণম-ওপুলাস ও ভাইবর্ণম-প্রুণিফোলিয়ম, জ্যান্থজাইলম, ক্যামোমিলা ইত্যাদি ঔষধগুলি উপযোগী। রোগিনী পলসেটিলার ধাতু হইলে অবশ্যই পলসেটিলা প্রয়োগ করিতে হইবে (সিকেলি-৫৮৬ পৃঃ দেখুন)।

ফুল-আটকান—প্রসবের পর ফুল আটকাইলে—পলসেটিলায় ফুল নিষ্ক্রান্ত হইয়া অত্যধিক রক্তস্রাবও নিবারিত হইতে পারে।

সূতিকাস্তম্ভ (Phlegmasia-alba)—ইহা প্রসবের পর সূতিকা-গ্রহের পীড়া। ইহার লক্ষণ—প্রথমে গায়ে খুব বেদনা হয়, প্রস্রাব কমিয়া যায়, অল্পকাল পরে পায়ের কোন এক স্থান হঠাৎ ফুলিয়া উঠে—সেই ফোলা উর্দ্ধে ও নীচে বিস্তৃত হইয়া ক্রমশঃ সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ফুলিয়া উঠে, রোগিনীর চেহারা ম্লান ও মোমের মত সাদাটে দেখায়। এই পীড়ায়—ফোলাস্থানে অল্প বেদনা থাকিলে—পলসেটিলা ও অধিক বেদনা থাকিলে—হ্যামামেলিসের আভ্যন্তরিক ও বাহ্যিক প্রয়োগ বিধেয়।

সূতিকা-পীড়া—এসিড-কার্ব্বলিক, পাইরোজেন, সিকেলি, সলফার, ওপিয়ম, ক্যালি-মিউর প্রভৃতি ঔষধগুলি এবং বেলেডোনা ১৬০ পৃঃ দেখুন।

অনুকল্প-রজঃ (Vicarious menstruation)—যৌবনে পদার্পণ করিয়া যথাসময়ে ঋতু না হইয়া কিম্বা ঋতুস্রাব বন্ধ হইয়া মুখ বা নাক দিয়া রক্ত উঠিলে—পলসেটিলা উপযোগী, তদ্ভিন্ন—সিনিসিও, হ্যামামেলিস, ব্রায়োনিয়া, মিলিফোলিয়ম, ফসফরাস ইত্যাদি ঔষধগুলিও উপকারী (হ্যামামেলিস অধ্যায়-৩৪৬ পৃষ্ঠা দেখুন)।

অণ্ডকোষ-প্রদাহ (Orchitis)—কোনও আঘাত লাগিয়া হউক, ঠাণ্ডা লাগিয়া হউক, প্রমেহসম্ভূত হউক—অন্ডকোষ ফোলা, অণ্ডকোষ বড় হওয়া, প্রাদাহিত স্থান লালবর্ণ ও রেতোরজ্জু (spermatic-cord) ফুলিয়া মোটা হওয়া, ভয়ানক বেদনা—এত বেদনা যে তাহাতে হাত ছোয়ানো যায় না, তাহার সঙ্গে কোমরে বেদনা, শীত-শীতভাব, গা-বমি-বমি, সেক্ বা তাপ প্রয়োগে কোনও উপশম হয় না, বরং যন্ত্রণার বৃদ্ধি হয়, এই সমস্ত লক্ষণে—পলসেটিলার নিম্নক্রম ঘন ঘন প্রয়োগ করিলে উপকার হয়। প্রমেহস্রাব রুদ্ধ হইয়া অন্ডকোষের প্রদাহ হইলে—পলসেটিলা প্রয়োগে রুদ্ধস্রাব পুনঃ প্রকাশিত হইয়া যন্ত্রণাদির উপশম হয় (এই পীড়ার রোগীকে অধিক নড়া-চড়া করিতে দিবেন না এবং অণ্ডকোষটী বাঁধিয়া রাখিতে বলিবেন) ; ক্লিমেটিস, হ্যামামেলিস ও এই পীড়ার উপযোগী ঔষধ কোষ বৃদ্ধি ও কোষপ্রদাহ অনেক দিনের পুরাতন হইলে এবং অণ্ডকোষ শক্ত অণ্ডকোষের শিরাসমূহে ভয়ানক বেদনা থাকিলে—রডোডেণ্ড্রণ উপকারী। মূদা হইলে এবং অন্ডকোষের পীড়াসহ অন্যান্য স্থানের গ্রন্থির স্ফীতি থাকিলে—মার্কুরিয়স-সল-উপযোগী। মার্কুরিয়সে ও হ্যামামেলিসে প্রমেহ স্রাব একেবারে বন্ধ থাকে না, ক্লিমেটিসে—স্রাব সম্পূর্ণ বন্ধ হইয়া কোষপ্রদাহ হয় এবং ফোলা স্থানটী পাথরের মত শক্ত হয়। অরম, স্পঞ্জিয়া, কোনিয়ম ইত্যাদিও ইহার ভাল ঔষধ ; বামদিকের কোষ-ফোলায় (একশিরা)—

স্পঞ্জিয়া এবং ডানদিকের কোষ ফোলায়—অরম-মেটালিকাম উপকারী। রেতোরজ্জুর (স্পার্মাটিক-কর্ডের) এক প্রকার নিউর‍্যালজিক-বেদনায়—এসিড-অক্জ্যালিক উপযোগী; পলসেটিলাও— অণ্ডকোষের নিউর‍্যালজিয়ায় উপকারী, তবে ইহার যন্ত্রণা তাপে উপশম হয় না বরং বাড়ে।

প্রমেহ—এই পীড়ার পুরাতন অবস্থায় (gleet stage) হরিদ্রা কিম্বা সবুজ রঙের পূঁযের মত গাঢ় ঘন স্রাব নির্গত হইতে থাকিলে এবং তৎসঙ্গে কুঁচকীর স্থানে বা পেটে বেদনা থাকিলে—পলসেটিলা উপকারী। পলসেটিলা প্রয়োগের পর বেদনা অতিশয় বৃদ্ধি হইলে উহা ঘন ঘন না দিয়া তাহার অন্তর আরও কিছু বাড়াইয়া দিলে কিম্বা ২/১ দিন ঔষধ সেবন বন্ধ রাখিয়া পুনরায় উহা প্রয়োগ করিলে তাহাতে বিশেষ ফল পাইবেন, ঔষধ শীঘ্র পরিবর্তন করিবেন না।

দ্রষ্টব্য ঃ—প্রমেহের প্রথমাবস্থাতেও ইহা ব্যবহৃত হয়, প্রথমাবস্থায় কোনও রোগীর স্রাব একটু হলদে ও ঘন থাকিলে—পলসেটিলা-৩ × শক্তি ১ ফোঁটা মাত্রায় দিনে ৩/৪ বার, ৩/৪ দিন দিয়া যদি উহাতে প্রস্রাবের জ্বালা যন্ত্রণা ও কষ্ট না যায়—ক্যান্থারিস—৬ × বা ৬ষ্ঠ ২/৩ দিন ঐ নিয়মে দিয়া পরে প্রদাহভাগ কমিয়া স্রাব একটু অল্প ও হলদে রঙ হইলে—হাইড্রাসটীস—৩ × হইতে ১২ × শক্তি ১৫/২০ দিন সেবন করাইলে বিশেষ উপকার হইবে। পলসেটিলা প্রয়োগের পর জ্বালা-যন্ত্রণাসহ লিঙ্গমুণ্ড ফোলা ও তথায় অত্যন্ত বেদনা থাকিলে—ক্যান্থারিসের পরিবর্ত্তে—ক্যানাবিস ইন্ডিকা দিতে পারেন (২০৪ পৃষ্ঠা দেখুন)।

কর্ণের পীড়া—পলসেটিলার কর্ণশূলে বা কর্ণপ্রদাহে কানে ভয়ানক খোঁচামারা ও দপ্দপ্ করা ব্যথা থাকে, কাণে যে পূঁয হয় তাহা অত্যন্ত ঘন এবং হলদে বা একটু সবুজ রঙের। সাইলিসিয়ায়—পূঁয পাতলা জলের মত এবং উহাতে অত্যন্ত বিশ্রী দুর্গন্ধ থাকে। পুরাতন কাণপাকা রোগে পাতলা স্রাব নির্গত হইতে থাকিলে এবং সেই স্রাব যে স্থানে লাগে সেই স্থানটি উহাতে হাজিয়া যাইলে—টেলুরিয়ম উপকারী। টেলুরিয়মও—দুর্গন্ধ পূঁযরক্ত পুরাতন কাণপাকা রোগে উপকারী। কাণে পূঁয হইলেও অনেকেরই—কাণে কাটি, পালক ইত্যাদি প্রবেশ করানো অভ্যাস থাকে, তাহাতে ক্ষণিক সুখ প্রাপ্ত হইলেও পূঁয পড়া, প্রদাহ আরও উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইতে থাকে, তখন কোনও ঔষধে শীঘ্র আরোগ্য হইতে চাহে না ; সেস্থলে তাহাদিগকে উক্ত অভ্যাস পরিত্যাগ করিতে পরামর্শ দিয়া—আর্ণিকা আভ্যন্তরিক সেবন ও কাণের ভিতর বিশুদ্ধ গ্লিসারিণ বাহ্যিক প্রয়োগে করিতে দিলে শীঘ্রই উপকার পাওয়া সম্ভব। পুরাতন কাণপাকা রোগে অনেক স্থলে—বোরাক্সে উপকার হয় (১৬৮ পৃষ্ঠা দেখুন)।

সর্দ্দি-কাশি—যতক্ষণ জলের মত তরুণ সর্দ্দি নাসিকা দিয়া নির্গত হইতে থাকে ততক্ষণ লক্ষণানুসারে-মার্কুরিয়স, এলিয়স-সিপা, আর্সেনিক, ক্যালি-হাইড্রো ইত্যাদি ঔষধ উপকারী। যখন সর্দ্দিস্রাব—খুব ঘন, অর্থাৎ বেশ পাকা সর্দ্দি (হরিদ্রা বা হরিদ্রা সবুজ মিশ্রিত রঙের) নাসিকা দিয়া নির্গত হইতে আরম্ভ হয়, তখনই—পলসেটিলার প্রয়োজন।

চক্ষুর পীড়া—ছোট ছোট শিশুদের ও আঁতুড়ে শিশুদের পূঁয ভরা চক্ষুপ্রদাহ—পলসেটিলা উপকারী, পলসেটিলার উপকার না হইলে শেষে আর্জেন্ট-নাইট্রিকাম—উচ্চশক্তি (২০০শ), আভ্যন্তরিক প্রয়োগে প্রায়ই পীড়া আরোগ্য হয়, অন্য কোনও প্রকার ঔষধের বিশেষ প্রয়োজন হয় না, চক্ষু পিচুটীতে জুড়িয়া যাইলে স্তনদুগ্ধ দিয়া চক্ষু পরিষ্কার করিবে।

ঠাণ্ডা লাগিয়া হউক কিম্বা হামের পরে হউক, কনজংটিভাইটীস পীড়ায়—ঘন পূঁযের মত স্রাব চক্ষু দিয়া নির্গত হইতে থাকিলে এবং চক্ষুর ভিতর লালবর্ণ কিম্বা চক্ষুতে বিশেষ প্রদাহ না থাকিয়া প্রাতে চক্ষুর পাতা জুড়িয়া যাইলে—পলসেটিলায় বিশেষ উপকার হয়, চক্ষুর পাতার ছোট ছোট ফুস্কুড়ি (granulation) হইলে ইহা আরও অধিক উপকারী ; চক্ষুর শোষ-ঘা ও আঞ্জিনা রোগেরও ইহা একটি উত্তম ফলপ্রদ ঔষধ। পলসেটিলায় চক্ষুর প্রদাহ থাকিলে তাহা ঠাণ্ডা প্রয়োগে এবং খোলা বাতাসে উপশম হয়। ইহাতে আঞ্জিনা হইলে প্রায় চক্ষুর নীচের পাতাতেই হয়। অনেকে বলেন—পলসেটিলা আঞ্জিনার প্রতিষেধক ঔষধ ; কিন্তু ডাঃ পিয়ার্স বলেন —ষ্ট্যাফিসেগ্রিয়া ইহা অপেক্ষা অধিক ফলপ্রদ।

চক্ষুর স্নায়বিক বেদনা—বেদনা ডানদিকে হইলে উর্দ্ধে অক্ষি গহবরে অর্থাৎ ডান ভ্রূর স্থানে এবং বেদনা বামদিকে হইলে নিম্ন অক্ষি গহবরে অর্থাৎ বাম চক্ষুর নীচের হাড়ে বেদনা হয়, উহার সহিত বাম নাসিকা দিয়া অধিক পরিমাণে ঘন পাকা সর্দ্দি নির্গত হইতে থাকে (ক্যালমিয়া অধ্যায়-৪১৬ পৃষ্ঠা দেখুন)।

স্রাব—পলসেটিলার সমস্ত স্রাব পরিমাণে অধিক, ঘন হলুদে রঙের পূঁযের মত ও তাহার প্রকৃত—মৃদু, স্রাবে কোনস্থানে হাজিয়া যায় না।

জ্বর—সর্দ্দিজ্বর, পিত্ত-জ্বর ও সবিরাম জ্বরে—পলসেটিলা উপকারী। জ্বর আসিবার বা বৃদ্ধি হইবার সময়—বৈকাল ও সন্ধ্যা ৪/৫ টা, জ্বর আসিলে প্রায়ই তাহার সহিত চক্ষু ও হাত পায়ের জ্বালা থাকে; রোগী বাহিরের বাতাসে থাকিতে চাহে, কখনও কখনও বৈকালে অল্প শীত ও অল্প পিপাসা হইয়াও জ্বর আসে এবং সমস্ত রাত্রি ভোগ হইয়া প্রাতে জ্বর মগ্ন হয়। জ্বরের সময় হাত-পা চক্ষু জ্বালা করে, পিপাসা আদৌ থাকে না, রোগী খোলা বাতাসে থাকিতে চাহে, কারণ তাহাতে সে আরাম বোধ করে। সবিরাম জ্বরে—বৈকালে জ্বর আসিলে তাহাতে শীত ও পিপাসা থাকে ; কিন্তু শীত ও উষ্ণাবস্থায় পিপাসা থাকে না।

সবিরাম-জ্বর—জ্বর আসিবার পূর্ব্বাবস্থা—উদরাময়, বমন, পিপাসা ও নিদ্রালুতা, সন্ধ্যায় জ্বর আসিলে তাহাতে পিপাসা আদৌ থাকে না। শীতাবস্থায় সমস্ত শরীরে শীত, গাত্রবেদনা, হাত-পা বরফের মত ঠাণ্ডা হয়, পিপাসা আদৌ থাকে না, উত্তাপাবস্থায়—শরীরের কোন অংশে গরম, কোন অংশে ঠাণ্ডা, পিপাসাশূন্য, গাত্রদাহ, অস্থিরতা, হাত-পা-মুখ-চোখের ভয়ানক জ্বালা, রোগী ছটফট করে, ঠোঁট শুকাইয়া যায় ; কিন্তু পিপাসা আদৌ থাকে না (পিপাসা সম্বন্ধে ডাঃ ডানহাম ও স্বয়ং হ্যানিম্যানের মন্তব্য ঃ—শীতের পর, ঠিক উত্তাপাবস্থার পূর্ব্বে অর্থাৎ শীত উত্তাপের সন্ধিস্থলে—যখন রোগী অন্তরে উত্তাপ

অনুভব করিতেছে; অথচ বাহিরের লোক পায়ে হাত দিয়া কিছুই উত্তাপ বুঝিতে পারে না, তখন—পলসেটিলায় পিপাসা হয়, অতএব এই পিপাসা দেখিয়া বুঝিবেন যে, পিপাসাযুক্ত জ্বরে—পলসেটিলা উপযোগী নহে)। ঘর্ম্মাবস্থায়—ঘর্ম্ম প্রায়ই হয় না, আর যদিও হয় তাহা মাত্র মাথায় কিম্বা মুখে। জ্বর-বিচ্ছেদাবস্থায়—প্লীহার স্থানে বেদনা, শীত-শীত ভাব, কাশি, মাথাব্যথা, মুখের স্বাদ তিক্ত, অক্ষুধা, উদরাময়, বমন, গা-বমি-বমি ইত্যাদি লক্ষণগুলি প্রকাশ পায়।

নিদ্রা—পলসেটিলার রোগিনী সন্ধ্যার সময়েই ঘুমে কাতর হয়, বিছানায় শয়ন করে; কিন্তু নিদ্রা হয় না—ছটফট করিতে থাকে, অত্যন্ত গরম বোধ করে, গায়ের সমস্ত কাপড় ফেলিয়া দেয়, হাত পা ঠাণ্ডা হইবার জন্য বাহিরে রাখে। যখন ঘুমায় চিৎ হইয়া শয়ন করে, হাত দুইটী মাথার পরে থাকে।

স্ফোটক (Abscess)—ফোড়া, বাগী ইত্যাদি বেশ পাকিয়াছে, পূঁয হইয়াছে অথচ ফাটিতেছে না, এরূপ স্থলে ফোড়ার উপর পলসেটিলা—মাদার-টিংচার কয়েকবার তুলী করিয়া লাগাইলে ; কিম্বা—১ আউন্স গ্লিসারিণ ২০। ২৫ ফোঁটা মাদার-টিংচার মিশাইয়া সেই মিশ্র গ্লিসারিণ বাহ্যিক প্রয়োগ করিলে, অথবা ১ আঃ জলে ২০। ২৫ ফোঁটা মাদার-টিংচার মিশাইয়া সেই জলে একটি পটী অনবরত ফোড়ার উপর রাখিলে ও তাহার সহিত মাইরিষ্টিকা—৩ ×, হিপার—৩ × প্রভৃতি কোনও একটি ঔষধ লক্ষণানুসারে আভ্যন্তরিক ঘন ঘন সেবন করিতে দিলে ফোড়া শীঘ্রই ফাটিয়া যায়, ইহা আমার বহু পরীক্ষিত (আর্ণিকা, লাইকোপোডিয়ম দেখুন)। বৃদ্ধি—সন্ধ্যায়, রাত্রিতে, বামপার্শ্বে শয়নে, বেদনাহীন পার্শ্বে শয়নে ; ঘৃত বা তৈলাক্ত দ্রব্য, বরফ ও পিষ্টক ভক্ষণে, রৌদ্রে, বায়ুর পরিবর্ত্তনে ও জলে ভিজিলে।

উপশম—অনাবৃত বায়ুতে, শীতল স্থানে, চিৎ হইয়া শয়নে, ব্যথাযুক্ত পার্শ্বে শয়নে, শীতল দ্রব্য পানে, ধীরে ধীরে অঙ্গ সঞ্চালনে।

সম্বন্ধ—পলসের পরে বা পূর্ব্বে—ক্যালি-মিউর ফলপ্রদ। ক্যালি-বাই, লাইকো, সিপি ও সলফের পর—পলসেটিলা ফলপ্রদ। চা-পানজনিত রোগ এবং এনিমিয়া ও ক্লোরোসিস রোগগ্রস্ত ব্যক্তি অধিক পরিমাণে কুইনাইন, আয়রণ ও টনিক ইত্যাদি সেবন করিয়া কুফল আনয়ন করিলে ইহাতে উপকার হইবে (ইহা কুইনাইন ও আয়রণের এন্টিডোট ঔষধ)। কোনও পুরাতন রোগ চিকিৎসার পক্ষে ও ইহা একটি উপকারী ঔষধ।

ক্রিয়ানাশক—এসাফিটি, কফি, ক্যামো, ইগ্নে, নক্স, ষ্ট্যানম।

ক্রিয়া স্থিতিকাল—৪০ দিন। ক্রম—১ ×—২০০ শক্তি।

ফরমূলা—জার্ম্মেণি—১। আমেরিকান—৩।

কোয়াসিয়া (Quassia .)

ক্রিমি—ইহার নিমিত্ত সিনা অধ্যায় দেখুন। জলে সিদ্ধ করিয়া কোয়াসিয়ার ক্বাথ মলদ্বার দিয়া পিচকারি প্রয়োগে সমস্ত ক্রিমি বাহির হইয়া যায় বাজারে মসলার দোকানে উহা বিক্রয় হয়। হোমিওপ্যাথি শক্তিকৃত ঔষধে—পরিপাক-যন্ত্রের উপর উক্ত কোয়াসিয়া টনিকের ন্যায় ক্রিয়া প্রকাশ করে। ইহা চক্ষুর উপর ক্রিয়া প্রকাশ করিয়া দৃষ্টির অপরিচ্ছন্নতা (dimness) ও ছানি (cataract) প্রভৃতি রোগ উৎপাদন করায়।

পাকস্থলীর পীড়া—ডিস্পেপ্‌সিয়া, পেটে বায়ু জমে, অম্ল হয়, বুক জ্বলে, পেটে অম্বলের ব্যথা ধরে, খাদ্যদ্রব্য বমি হয়।

প্রস্রাবের পীড়া—ক্রমাগত প্রস্রাবত্যাগের ইচ্ছা, প্রস্রাব পাইলে আর অপেক্ষা করিতে পারে না, দিন রাত্রি খুব বেশী পরিমাণে প্রস্রাব হয়, শিশু ঘুমাইয়া উঠিলেই বিছানায় প্রস্রাব করে।

ক্রম—১ম—৩য় শক্তি। ফরমূলা—৪।

রেডিয়ম ব্রোম (Radium Bromide.)

১,৮০০,০০০ শক্তির রেডিও রশ্মি, মিল্ক-সুগারে লইয়া বিচূর্ণ ক্রম প্রস্তুত হয়। ইহা সাধারণতঃ আজকাল—বাত, গেঁটেবাত, জড়ুল, মোলস, একনি-রোজেসিয়া প্রভৃতি কতিপয় চর্ম্মপীড়া, ক্ষত, ক্যান্‌সার, ব্লাড-প্রেসারের হ্রাস, সর্ব্বদাই শরীরের কামড়ানি ব্যথা প্রভৃতি কতকগুলি পীড়ার ব্যবহৃত হইতেছে। ইহার মানসিক লক্ষণ—রোগী একলা ও অন্ধকারে থাকিতে ভয় পায়, সর্ব্বদা কাছে লোকে চায়, বিপদের আশঙ্কা করে, একটুতেই উত্তেজিত হয়। চর্ম্মপীড়ায় অত্যন্ত চুলকানি ও জ্বালা, যেন আগুন আছে।

নিম্নলিখিত পীড়ায় লক্ষণ মিলিলে ইহা ব্যবহার করিয়া দেখিবেন ঃ—

১। শিরঃপীড়া—মাথাঘোরে, মাথার পশ্চাতে বেদনা, কোমরের বেদনার সহিত ঘাড়ে ও মাথার চাঁদিতে বেদনা, কপালে বেদনা; ২। চক্ষুর পীড়া—ডান চোখে তীব্র বেদনা, দুই চোখেই বেদনা হয়; ৩। মুখের পীড়া—মুখ শুষ্ক থাকে, মুখে ধাতুর আস্বাদ, জিহবার ডগার পেরেক-ফোটানো বেদনা; ৪। উদরের পীড়া—পেটে বেদনা, পেটে খিলধরা, গড়্গড় শব্দ হওয়া, বায়ুতে পরিপূর্ণ, ম্যাক্‌বার্ণিস-পয়েন্টের (মৎকৃত "প্র্যাকটিসনার্স গাইডে" এপেণ্ডিসাইটীস দেখুন) উপরাংশে বেদনা, সিগময়েড্-ফ্লেক্সারে উহা অবস্থিত হয়, একবার উদরাময়—একবার কোষ্ঠবদ্ধ ; ৫। মলদ্বারের পীড়া—অর্শ, মলদ্বারে সর্ব্বদা চুলকানি ; ৬। প্রস্রাবের পীড়া—প্রস্রাবে ক্লোরাইডের অংশ অধিক, এলবুমেন, গ্র্যাণুলার ও হায়ালিন-ক্যাস্টস্, ৭। স্ত্রী-পীড়া—যোনির প্রুরাইটিস, কোমরে বেদনাসহ বিলম্বিত ও অনিয়মিত ঋতু, ঋতুস্রাবকালীন জননেন্দ্রিয়ের হাড়ে ও তলপেটে ভীষণ বেদনা ; ৮। কাশি—শুষ্ক আক্ষেপিক ধরণের, গলা শুষ্ক, গলায় বেদনা, গলা সুড়সুড় করিয়া অনবরত কাশি ; ৯। ঘাড়ে, পিঠে কামড়ানি বেদনা, সার্ভাইক্যাল ভার্টিব্রায় (ঘাড়ে) বেদনা, মাথা নীচু করিতে পারে না, দাঁড়াইয়া থাকিলে কিম্বা সোজাভাবে বসিয়া থাকিলে উপশম, পাছায় ও কোমরে বেদনা—অনবরত নড়াচড়া করিলে উপশম ; ১০। বাত—সমস্ত প্রত্যঙ্গে ও গাঁটে বেদনা, কাঁধে, হাতের আঙ্গুলে বেদনা, রাত্রিতে বৃদ্ধি, পায়ের মাংসপেশী ও উরুতে বেদনা, নেফ্রাইটীস পীড়াসহ বাত, কোমরে বাত ইত্যাদি ; ১১। এলবুমেনযুক্ত শোথ।

ক্যান্‌সার (Cancer)—থাইসিসের মত এই পীড়াটীও দুরারোগ্য, ইহার ঔষধ নাই। আজকাল এলোপ্যাথগণ—ক্যানসারে রেডিও-রশ্মি দিয়া চিকিৎসা করিতেছেন, তাহাতে সাময়িক উপকার হইতেছে বলিয়া বোধ হয় ; কিন্তু স্থায়ী উপকার হইতেছে না, রোগ কমিয়া আবার বৃদ্ধি হইতেছে ; হোমিওপ্যাথগণ! আপনারা এই পীড়ায় শক্তিকৃত ঔষধ সেবন করাইয়া দেখিবেন (ল্যাপিস-এলবা ৪৩২ পৃষ্ঠা দেখুন)।

বৃদ্ধি—নিদ্রা হইতে উঠিলে। উপশম—খোলা বাতাসে, অনবরত নড়াচড়া করিলে, গরম জলে স্নানে, শুইলে, চাপে।

ক্রিয়ানাশক—রস-ভিনে, টেলুরিয়ম। ক্রম—১২শ ও ৩০ শক্তি।

র‍্যানান্‌কিউলাস (Rananculus Bulb .)

(নিউজিল্যাণ্ডের একপ্রকার গাছ হইতে টিংচার প্রস্তুত করা হয়)—বক্ষঃস্থলের পাঁজরায় বেদনা, ডান কিম্বা বাম উভয় দিকেরই পাঁজরায় (Intercostel region) ও স্তনের নিয়ে ছুঁচফোটান-ব্যথা, টাটানি ব্যথা-তজ্জন্য নিশ্বাস ফেলিতে অত্যন্ত কষ্ট—স্পর্শ করিলেও কষ্ট; ইহা—প্লুরোডাইনিয়া, ইন্‌টারকষ্ট্যাল-নিউর‍্যালজিয়া, বাত কিম্বা ডায়েফ্রামের প্রদাহ, যে কোন কারণেই হউক না কেন, তাহাতে—র‍্যানান্‌কিউলাস- বালবোসাস (Rananculus Bulbosus) উপযোগী। ইহা ডান অপেক্ষা বামদিকের বুকের পাঁজরার হাড়ের মধ্যবর্তী স্থান সমূহের বাতে (in-intercostal rheumatism of L. side) এবং যাহারা শীত বা বর্ষা প্রত্যেক ঋতু-পরিবর্ত্তনে বুকে ছুঁচফোটান ব্যথা অনুভব করে তাহাদের পক্ষে উপযোগী। যক্ষ্মারোগে পূঁযমিশ্রিত গয়ারের সঙ্গে —তৃতীয় কার্টিলেজের বেদনায়—ইলিসিয়ম-এনিসিটাম অধিক উপকারী।

র‍্যানানকিউলাস-সেলেরেটাস (Rananculus Sceleratus)—কোন চর্ম্মপীড়ায় বড় বড় ফোস্কার মত উদ্ভেদ বাহির হয়, তাহাতে রস পড়ে ও অবশেষে ঘা হয়। বুকের মাঝের হাড়ের পশ্চাতে (behind Xiphoid cartilage) ক্ষতের বেদনা ও জ্বালা।

র‍্যানান্-বালবোসালে—পেটে টাটানি বেদনা থাকে, চাপ দিলে ঐ ব্যথা বাড়ে, আক্ষেপিক হিক্কাতেও ইহা উপকারী।

বৃদ্ধি—স্পর্শে, আক্রান্ত অংশ সঞ্চালনে, সন্ধ্যায় ও প্রাতে, জল বায়ুর পরিবর্তনে। ইহার সমস্ত উপসর্গ শীত ও বর্ষা ঋতুতে এবং ঋতু পরিবর্তন হইয়া শীত কিম্বা বর্ষা পড়িলেই বৃদ্ধি হয়।

পরবর্তী ঔষধ—ব্রায়ো, ইগ্নে, ক্যালি-কার্ব্ব, নক্স, রস, সিপি।

ক্রিয়ানাশক—এনাকার্ড, ক্লিমে, ব্রায়ো, ক্যাম্ফর, ক্রোটন, পলস, রসটক্স প্রভৃতি। ক্রিয়া স্থিতিকাল—৩০—৪০ দিন।

ক্রম—৩ x—৬ x শক্তি। ফরমূলা—১।

র‍্যাফেনাস স্যাটাইভা (Raphanus.)

(মূলার মত একপ্রকার মূলের টিংচার)—এই ঔষধটি তরুণ ও পুরাতন উভয়বিধ উদরাময়েই ব্যবহৃত হয়। ইহার প্রধান লক্ষণ—পেটে বায়ু জমে, পেটের ভিতর গড়গড় করে, পেট ফোলে, পেট ফাঁপে, কিন্তু উর্দ্ধ কিম্বা অধঃ কোন দিক দিয়াই বায়ু নিঃসরণ হয় না। প্রথমে মলের রঙ হলদে, ক্রমশঃ হলদে হইতে হইতে সবুজ হয়, মলে ফেণা থাকে, মল খুব তোড়ে নির্গত হয়; কিন্তু তাহার সহিত একটুও বায়ু নিঃসরণ হয় না

চক্ষুর পীড়া—চক্ষুর পাতা সর্ব্বদাই নাচে ; সময়ে সময়ে উহা এত অধিক হয় যে, রোগী তজ্জন্য কোনও বস্তু ভাল করিয়া দেখিতে পায় না। চক্ষুর তারা—চক্ষুর ভিতরে গোলাকারে ঘোরে।

দন্তের পীড়া—দাঁতের নিউর‍্যালজিক বেদনা গর্ভাধারণের প্রথম ২/১ মাসের মধ্যে পোয়াতির দন্তশূল বেদনা হইলে—র‍্যাফেনাস উপকারী (ম্যাগ-কার্ব্ব—৬৫৮ পৃষ্ঠা দেখুন)।

ক্রম—৩য়—৬ষ্ঠ শক্তি। ফরমূলা—৩।

র‍্যাটানহিয়া (Ratanhia.)

ভগন্দর, মলদ্বারে ফাটা-ঘা (fissure in ano), তথায় জ্বালা-যন্ত্রণা এবং স্তনের বোঁটায় ফাটা-ঘা, এই তিনটি পীড়াতেই ইহা অধিক উপকারী। গর্ভবতীর দন্ত-বেদনা ও প্রচণ্ড হিক্কাও ইহার দ্বারা নিবারিত হয়।

ভগন্দর (Fistula or fissure in ano)—এসিড-নাইট্রিক, ইস্কিউলাস ও গ্রাফাইটীস অধ্যায় দেখুন। দুর্গন্ধ জলের মত তরল মস, বাহ্যের পূর্ব্বে, পরে ও সময়ে জ্বালা, মলদ্বার দিয়া রস ঝরা, ঠাণ্ডা জলে যন্ত্রণার উপশম, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ক্রিমি প্রভৃতি ইহার লক্ষণ।

হিক্কা—নক্স-ভমিকা অধ্যায় ৫০৯ পৃঃ ও থেরাপিউটিক্স-৯০২ পৃঃ দেখুন।

সদৃশ—পিওনিয়া, ক্রোটন—মলদ্বারের-নিউর‍্যালজিয়ায়; ডলিকস—অর্শের রক্তস্রাবে ও অত্যন্ত জ্বালায়।

ক্রম—৩য়—৬ষ্ঠ শক্তি। র‍্যাটানহিয়ার মলম মলদ্বারে বাহ্যিক প্রয়োগে অনেক প্রকারের মলদ্বারের পীড়া আরোগ্য হয়। দাঁতের মাঢ়ী ও নাসিকা হইতে অনর্গল রক্তস্রাব হইলে ইহাতে উপকার হয়। ফরমূলা—৪।

রিয়ূম (Rheum)

(চীনদেশের একপ্রকার গাছের শুষ্ক মূল হইতে টিংচার প্রস্তুত হয়)—১। শিশুদিগের টকগন্ধবিশিষ্ট উদরাময়, ২। সর্ব্বাঙ্গে টকগন্ধ, এই দুইটি ইহার—প্রধান চরিত্রগত লক্ষণ।

উদরাময়—বাহ্যে কটারঙের, ফেণাযুক্ত এবং টকগন্ধ, এই তিনটী রিয়ুমের প্রধান চরিত্রগত লক্ষণ। বাহ্যের পূর্ব্বে ভয়ানক পেটকামড়ানি-ব্যথা ও কোঁথানি থাকে। টকগন্ধ বাহ্যে রিয়ুম-ভিন্ন—ম্যাগ্নেসিয়া-কার্ব্ব, হিপার, ন্যাট্রম-ফস ও ক্যাল্‌কেরিয়া-কার্ব্ব এই চারিটি ঔষধেও আছে। ম্যাগ্নেসিয়ার বাহ্যে—সবুজ রঙের ; ক্যাল্‌কেরিয়া-কার্ব্বে ও হিপারে—বাহ্যে সাদা রঙের এবং রিয়ুমে—কটারঙের বাহ্যে নির্দ্দিষ্ট, যাহাই হউক রিয়ুমে—উপরোক্ত লক্ষণসহ বাহ্যে এত টকগন্ধ যে, ছেলেকে ধোয়াইয়া মোছাইয়া দিলেও গায়ের টকগন্ধ দূর হয় না (কোলেষ্ট্রাম-১৩৭ পৃষ্ঠা দেখুন)।

বৃদ্ধি—রাত্রিতে ও প্রাতে নিদ্রাভঙ্গের পর।

সম্বন্ধ—দুগ্ধপান অসহ্য হইলে এবং শিশুর গায়ে অম্লগন্ধ থাকিলে ম্যাগ্নেসিয়া-কার্ব্বের পরে ইহা ব্যবহার্য্য। ইপিকাকের পর-রিয়ুম উত্তম ক্রিয়া প্রকাশ করে।

পরবর্ত্তী ঔষধ—বেল, রস, পলস, সস।

ক্রিয়ানাশক—ক্যাম্ফর, ক্যামো, কলোসিন্থ, মার্ক, নক্স, পলস।

ক্রিয়া স্থিতিকাল—২—৩ দিন। ক্রম—৬—৩০ শক্তি।

ফরমূলা—৪ (শুষ্ক মূল হইতে—৭)

রডোডেণ্ড্রণ (Rhododendron)

(সাইবিরিয়ার একপ্রকার গাছের ডাল, পাতা, ফুল শুষ্ক করিয়া টিংচার প্রস্তুত হয়)—জার্ম্মেণির সুপ্রসিদ্ধ ডাঃ লিডেল্ ইহা প্রথমে পরীক্ষা করেন। বাত ও গেঁটেবাতের ইহা একটি মহোপকারী ঔষধ। কেহ বলেন ইহা বাতের প্রতিষেধক ঔষধ। ইহার রোগী ঠাণ্ডায়, বর্ষায় এবং ঝড়বৃষ্টির দিনে ও সূচনায় অসুস্থবোধ করে, বজ্রপাতের শব্দে ভীত হয়।

বাত—সম্মুখ বাহু, হাত, হাতের আঙ্গুল, পা, পায়ের তলা প্রভৃতি শরীরের কোন এক প্রত্যঙ্গের অল্প পরিসরস্থানে প্রথমে হঠাৎ বাতের বেদনা হয়, ঐ বেদনা ক্রমশঃ পেরিয়ষ্টিয়মে ও হাড়ে পর্য্যন্ত অনুভূত হয়। বেদনা—সবিরাম, অর্থাৎ একস্থানে অধিকদিন থাকে না, আক্রান্ত অংশে কিছু সময় বা কিছুদিন

থাকিয়া প্রায় আপনা-আপনিই ছাড়িয়া যায়, আবার বেদনা হয়—আবার ছাড়িয়া যায়, এইরূপ ভাবে হইতে থাকে। রডোডেণ্ড্রণের আর একটি বিশেষ লক্ষণ—বৃষ্টি হইবার সূচনামাত্রই অর্থাৎ আকাশে মেঘ দেখা দিলে কিম্বা ঠাণ্ডা বাতাস বহিলে অথবা বিদ্যুৎ চমকাইলে রোগী অসুস্থবোধ করে। বেদনা আরম্ভ হইবার সময় শরীরের তাপের হ্রাস এবং হিমাঙ্গের মত হয়। বেদনা বিশ্রামে বৃদ্ধি এবং নড়াচড়া করিলে ও তাপ প্রয়োগে উপশম হয়। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সন্ধি সমূহের পুরাতন বাতে ও গেঁটেবাতেও ইহা উপকারী। গেঁটেবাতে প্রথমে বৃদ্ধাঙ্গুলি আক্রান্ত হয় (ষ্টেলারিয়া), মুখের স্নায়ুশূল, কপাল থেকে নিম্নমাঢ়ী পর্য্যন্ত বেদনা।

সর্ট-রিবের (short rib) নীচে পেটের বামদিকের পুরাতন বেদনায় কিছু আহার করিলেই বেদনার উপশম হয়, এই লক্ষণে—রডোডেণ্ড্রণ উপকারী। দ্রুত চলিলে প্লীহার মধ্যে ছুঁচবেঁধার মত বেদনা ধরে।

রসটক্স—রডোডেণ্ড্রণের ন্যায় ইহারও বেদনা-যন্ত্রণা—নড়াচড়ায়, ঠাণ্ডায়, জ'লো বাতাসে ও বর্ষাঋতুতে বৃদ্ধি হয়, তবে ইহাদের মধ্যে প্রভেদ এই যে, রডোডেণ্ড্রণে—নড়াচড়ার সঙ্গে সঙ্গেই বেদনা উপশম হয়, আর রসটক্সে—প্রথমে নড়াচড়ায় বেদনা একবারে বৃদ্ধি হইয়া পরে উপশম হয়; রডোডেণ্ড্রণে—মেঘ ঝড় আরম্ভ হইবার পূর্ব্ব হইতে বেদনার সূত্রপাত ও ঝড়-বৃষ্টি থামিয়া যাইলে বেদনার নিবৃত্তি হয়; রসটক্সে—যতদিন ঠাণ্ডা, বর্ষা বা জ'লো বাতাস থাকে ততদিন পীড়া বৃদ্ধি থাকিতে পারে; রডোডেণ্ড্রণে—শুক্র বা শনিবারে পীড়া হইয়া সোম মঙ্গল পর্য্যন্ত থাকে।

অণ্ডকোষের পীড়া—এপিডি-ডাইমিসের (অণ্ডকোষের উপর প্রান্তস্থিত কেঁচোর ন্যায় আকার বিশিষ্ট শুক্র-উৎপাদক নাড়ীর) প্রদাহ, অর্কাইটীস (একশিরা), অণ্ডকোষ ফোলা ও শক্ত, অত্যন্ত টানা-হেঁচড়ার মত বেদনা—পেট পর্য্যন্ত পরিচালিত হয়, বেদনার প্রকৃতি—রোগী মনে করে যেন কেহ জোরে টিপিয়া চূর্ণ করিয়া দিতেছে, পিষিয়া ফেলিতেছে, বেদনার ধমকে শ্বাসবন্ধের মত হয় (পলসেটিলা)। তরুণ প্রমেহ রোগের পর অণ্ডকোষ ফুলিলে ও শক্তভাব ধারণ করিলে ইহার দ্বারা উপকার হয়; হাইড্রোসিল পীড়ারও ইহা একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ (সাইলি)।

উদরাময়—ঠাণ্ডায় ও বর্ষায় উদরাময় হইলে রডোডেণ্ড্রণ উপকারী।

হাইড্রোসিল (Hydrocil)—অণ্ডকোষে জলজমা, এই পীড়ায় প্রায়ই অস্ত্র-চিকিৎসার আবশ্যক হয়, এম্পিলপ্সিস **(Ampelopsis)**—নামক ঔষধের—θ হইতে—৩য় শক্তি; কিছুদিন ব্যবহার করাইবেন। অণ্ডকোষের চর্ম্মবৃদ্ধি (কোরণ্ড), প্রতি একাদশীতে সাইলিসিয়া—১০০০,১ মাত্রা।

বৃদ্ধি—স্পর্শে, স্থির হইয়া থাকিলে, বিশ্রামে, ঝড়ে, বেগে বায়ু বহিলে, ঝড়-বৃষ্টিসহ বিদ্যুৎ চমকাইলে, জলীয় বায়ুতে, রাত্রিতে, প্রাতে, জলে ভিজিলে। জলীয় বায়ুতে বৃদ্ধি—এমন-কার্ব্ব, ডলকা, ন্যাট-সলফ, রস।

উপশম—গরম বস্ত্রের দ্বারা মস্তক আবৃত করিলে, উত্তাপে, আহারের সময় ও আহারের কিছুক্ষণ পর পর্য্যন্ত ঘর্ম্ম হইলে।

ক্রিয়ানাশক—ব্রায়ো, ক্যাম্ফর, ক্লিমে, রস।

পরবর্ত্তী ঔষধ—আর্ণি, আর্স, ক্যালকে, কোনি, লাইকো, মার্ক, নক্স, পল্‌স, সিপি, সাইলি, সলফ। ক্রিয়া স্থিতিকাল—৩৫—৪০ দিন।

ক্রম—১x—৩০ শক্তি। ফরমূলা—৪।

রস্ এরোম্যাটিক (Rhus Aromatica.)

(এক প্রকার গাছের শিকড়ের ছাল হইতে ঔষধ প্রস্তুত হয়)—ইহা বহুমূত্র পীড়ায় উপকারিতার জন্য প্রসিদ্ধ, যদি উক্ত পীড়ার সহিত যোনিদেশে অসহ্য চুলকানি (pruritus of vulva) এই উপসর্গটি থাকে, তাহা হইলে ইহা প্রথমেই প্রযোজ্য। মূত্রথলীর নিষ্ক্রিয়তার জন্য অসাড়ে প্রস্রাব।

প্রস্রাব—পাণ্ডাসবর্ণ, এলবুমেন সংযুক্ত, বেগ ধারণ করিতে পারে না, অনবরত ফোঁটা ফোঁটা করিয়া প্রস্রাব। বহুমূত্র পীড়া—প্রবল তৃষ্ণা, বারে ও পরিমাণে প্রস্রাব অধিক হয়; কিন্তু স্পেসিফিক-গ্রাভিটী কম। শিশুদের প্রস্রাবের পূর্ব্বে ও সময়ে ভয়ানক বেদনা করে, তজ্জন্য শিশু কাঁদে।

বালক বালিকা কিম্বা বয়স্ক ব্যক্তিগণও ঘুমাইয়া ঘুমাইয়া অসাড়ে বিছানায় প্রস্রাব করে, বিছানা ভিজিয়া যায়—কিছুমাত্র জানিতে পারে না, ঘুমেরও কোন প্রকার বাধা পড়ে না, বেশ নির্ব্বিঘ্নে ঘুমায়, ইহাতেও রস-এরোম্যাটিক ফলপ্রদ।

চিয়োন্যানথাস—θ, প্রস্রাব গাঢ়লাল, প্রস্রাবের স্পেসিফিক গ্র্যাভিটি খুব বেশী, সর্ব্বদাই প্রস্রাব ত্যাগের ইচ্ছা, প্রস্রাবে—পিত্ত ও শর্করা, কালরঙের প্রস্রাব। মুখে লালা থাকা সত্ত্বেও মুখ অত্যন্ত শুষ্ক থাকে, জলপানেও শুষ্কতা দূর হয় না। ইহাতে যকৃত বৰ্দ্ধিত ও পিত্ত চলাচলের পথ বন্ধ হয়।

ক্রম—θ—১x (মাত্রা ১০ ফোঁটা হইতে ১ ড্রাম)। ফরমূলা—৫।

রস্ গ্ল্যাবরা (Rhus Glabra.)

(টাটকা ছাল হইতে ইহার টিংচার প্রস্তুত হয়)—নাক দিয়া রক্তস্রাব, পশ্চাৎ মস্তকে বেদনা, দুর্গন্ধ বায়ু নিঃসরণ, মুখে ঘা, দুগ্ধপোষ্য শিশুদের মুখে ঘা (scurvy), অধিক দুর্ব্বলতার ও অত্যধিক ঘাম প্রভৃতির নিমিত্ত ইহা ব্যবহৃত হয়, বায়ু নিস্সরণে ও মলে অত্যন্ত পচা দুর্গন্ধ থাকিলে ইহাতে দুর্গন্ধদূর হইবে। ক্ষতের পচন নিবারণেও ইহা অদ্বিতীয় ঔষধ।

রস-গ্ল্যাবরা—পারদের প্রতিবিষ ঔষধ (antidote), গর্ম্মী পীড়ায় পারদের অপব্যবহার হইলে ইহার দ্বারা চিকিৎসায় বিশেষ উপকার হইবে। মাঢ়ী, ঠোঁট, মুখ প্রভৃতির ক্ষত নরম রাখিবার জন্য ইহার—θ, গ্লিসারিণসহ বাহ্যিক ব্যবহৃত হয়।

ক্রম—নিম্নশক্তি। ফরমূলা—৩।

রস টক্স (Rhus-Toxicodendron.)

(উত্তর আমেরিকার মাঠে জঙ্গলে ও বেড়ায় একপ্রকার ঝুপী গাছ জন্মায়, তাহার পাতা হইতে ইহার টিংচার প্রস্তুত হয়)—মাংসপেশী, চর্ম্ম, মিউকাস-মেমব্রেণ ও স্নায়ু মণ্ডলীর উপর ইহার প্রধান ক্রিয়া। ইহা শান্ত স্বভাব ব্যক্তিগণের পীড়ায় অধিক কার্যকরী।

চরিত্রগত লক্ষণ ঃ—১। ফ্রাইব্রাস-টীসু ও শরীরের বাম অপেক্ষা ডানদিক অধিক আক্রান্ত হয় ; ২। বাত, সন্ধিবাত, সায়েটিকা—বামদিকের (কলোসিন্থ) বামহাতের কামড়ানি বেদনা, স্নায়ুশূল, কোমরে বেদনা ; ৩। নড়নে চড়নে বেদনার উপশম,—চুপ করিয়া থাকিলে বৃদ্ধি, প্রাতে শুইয়া কিম্বা বসিয়া থাকিয়া উঠিতে গেলে প্রথমে বেদনার অত্যন্ত বৃদ্ধি ও কিছুক্ষণ চলাফেরা করিবার পর উপশম ; ৪। মচ্‌কাইয়া যাইবার মত পেশী বা পেশী-বন্ধনী নিজস্থান হইতে ছাড়িয়া সরিয়া যাইবার মত কিংবা ছুরি দিয়া হাড় চাঁচিয়া লইবার মত বেদনা, আক্রান্তস্থান ছুঁইলেই ক্ষতের মত ব্যথাবোধ ; ৫। অত্যন্ত অস্থিরতা — অস্থিরতা দিনে কম, রাত্রিতে অধিক, একপার্শ্বে থাকিলে কষ্ট—তজ্জন্য পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করা ; ৬। রাত্রিতে ভয়—যেন কেহ বিষ খাওয়াইয়া মারিবে, বিছানায় থাকিতে না পারা ; ৭। দৈনিক কঠিন পরিশ্রমের, অত্যন্ত ক্লান্তির, সাঁতার দেওয়ার বা দাঁড় বাহিবার স্বপ্ন ; ৮। ঠোঁটের কোণে ঘা, মুখের ও ঠোঁটের চতুর্দ্দিকে জ্বর ঠুঁটো (ন্যাট-মিউর) ; ৯। সবিরাম জ্বরে শীতের পূর্ব্বে ও সময়ে বিরক্তজনক শুষ্ক কাশি, কাশিতে রক্তের গন্ধ ; ১০। টাইফয়েড-জ্বরের প্রথমাবস্থায়; উদরাময়, অসাড়ে বাহে, রক্তবাহ্যে, তৎসহ অত্যন্ত দুর্ব্বলতা; ১১। মুখ, গলা, জিব সমস্ত শুষ্ক, অত্যন্ত পিপাসা ; ১২। জলে ভিজিয়া, ভিজা মাটিতে শুইয়া পক্ষাঘাত, আক্রান্ত অংশ অসাড় ; ১৩। ফোস্কাপূর্ণ নারাঙ্গা বা বিসর্প ; ১৪। গায়ে রসপূর্ণ ফুস্কুড়ি, তথায় চুলকাইলে বেদনা ; ১৫। শরীরের স্থানে স্থানে আম্‌বাতের মত ফোলা, তাহাতে অত্যন্ত চুলকানি, নারাঙ্গা, জিহ্বা ক্ষতপূর্ণ, লালবর্ণ, শুষ্ক ফাটা ফাটা ; জিহ্বায় দাঁতের কিম্বা ত্রিভুজাকার দাগ ; ১৬। পুরাতন উদরাময় ও আমাশয়।

অস্থিরতা ও ছট্‌ফটানি—একোনাইট, আর্সেনিক ও রসটক্স এই তিনটি ঔষধেই অত্যন্ত অস্থিরতা বা ছট্‌ফটানি দেখা যায় ; কোনও পীড়ায় ছটফটানি থাকিলে উক্ত তিনটি ঔষধের মধ্যে কোন্‌টি প্রয়োগ করিতে হইবে, তাহাদের লক্ষণ পৃথকভাবে জানিয়া রাখা আবশ্যকঃ—একোনাইট—অস্থিরতার সহিত পীড়ার হঠাৎ বৃদ্ধি, সেই সঙ্গে ভয়ানক পিপাসা, উদ্বেগ ও মৃত্যুভয় থাকে এবং রোগী যন্ত্রণায় ছট্‌ফট করে। আর্সেনিকে—রাত্রি দ্বিপ্রহরের পর পীড়ার ও ছটফটানির বৃদ্ধি হয়, অত্যন্ত পিপাসা ; কিন্তু অল্প অল্প পান করে, কোন কোন পীড়ায় কিছু আহার বা পান করিলে পীড়া উপসর্গের বৃদ্ধি হয়, রোগী অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়ে, কেবল এপাশ ওপাশ ও ছট্‌ফট্ করে কিন্তু তাহাতে যন্ত্রণার কোনও উপশম হয় না। রসটক্সে—বেদনার জন্য ছট্‌ফট্ করে ও তাহাতে বেদনার উপশম হয় এবং স্থির হইয়া থাকিলে বরং কষ্টের বৃদ্ধি হয়—সেইজন্য ছট্‌ফট করে। ফেরম-মেট—বেদনা স্থির থাকিলে

বৃদ্ধি : টিউবারকিউলিনাম-বোভিনাম—স্থির থাকিলে বৃদ্ধি, রসটক্সে উপশম না হইলে।

ঠাণ্ডা লাগিয়া বাজলে ভিজিয়া পীড়া—জ্বর, সর্দ্দি, গাত্রবেদনা, বাত ইত্যাদি কোনও পীড়া ঠাণ্ডা লাগিয়া হইলে—রসটক্স উপযোগী। ডল্কামারা, নক্স-মস্কেটা, ন্যাট্রম-সলফ ইত্যাদি ঔষধের ঠাণ্ডায় পীড়ার বৃদ্ধি ও উৎপত্তি লক্ষণ নির্দ্দিষ্ট।

ইনফ্লুয়েঞ্জা—এই পীড়ায় গায়ে অত্যন্ত বেদনা ও হাতে পায়ে কামড়ানি ব্যথা থাকে। ইউপেটোরিয়ম, কষ্টিকাম, রসটক্স, ব্রায়োনিয়া এই চারিটি ঔষধে—শরীরে টাটানিও কামড়ানি ব্যথা এবং কাশি ও বুকে ব্যথা নির্দ্দিষ্ট, এখানে যে ঔষধের লক্ষণসমষ্টি অধিক সেইটিই উপকারী।

গাত্রবেদনা—জ্বর, হাম, ইনফ্লুয়েঞ্জা, বসন্ত, আঘাতলাগা, ভারীদ্রব্য উত্তোলন করা, বাত, ঠাণ্ডা লাগা, জলে ভেজা গরমের পর হঠাৎ ঠাণ্ডা লাগা ; হঠাৎ ঘর্ম্ম বন্ধ হইয়া গায়ে বেদনা ইত্যাদি যে কোন কারণেই হউক না কেন, গাত্রবেদনায়—রসটক্স যে একটি মূল্যবান ঔষধ তাহাতে সন্দেহ নাই ; কিন্তু তাহা হইলেও আরও কতকগুলি বিভিন্ন প্রকারের বেদনার ঔষধ আছে; তজ্জন্য তাহাদের লক্ষণ সংক্ষেপে দেখান হইতেছে—আর্ণিকা—আঘাত জনিত বেদনা, টাইফয়েড্-জ্বরে শরীরে থেঁৎলানি ব্যথা, রোগী যাহাতে শয়ন করে তাহাই শক্ত বলিয়া বোধ হয়, তজ্জন্য পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করে। ফাইটোলক্কা—সমস্ত শরীরের টাটানি ব্যথা; তজ্জন্য নড়িতে চড়িতে পারে না। রুটা—যে পার্শ্বে শয়ন করে সেই দিকেই ব্যথা, যেন থেঁৎলাইয়া গিয়াছে। রসটক্স—প্রথমে নড়িবার সময় বেদনা ; কিন্তু নড়াচড়ার পর একটু উপশম হয় (রডোডেণ্ড্রণ দেখুন)। ব্যাপটিসিয়া—নরম বিছানায় শয়ন করিলেও শরীর ব্যথা করে, বোধ হয় যেন সে কাঠের উপর শুইয়া আছে, সমস্ত শরীরে টাটানি ব্যথা। চায়না—হাড়, পেরিয়ষ্টিয়ম্, গাঁট, চর্ম্ম, এমন কি চুলগুলিতে পর্য্যন্ত বেদনা, অত্যন্ত স্পর্শকাতরতা, হাত দিয়া ছুঁইতে দেয় না।

চোয়ালের বাত—(Rheumatism of jaws)—কোনও দ্রব্য চিবাইতে যাইলে মনে হয় যেন মাঢ়ী ভাঙ্গিয়া যাইবে, কড়াস্ করিয়া উঠে। ইহার এক অদ্ভুত লক্ষণ—রোগীর ক্রমাগত হাই উঠে, এত হাই উঠে যে—যে পর্য্যন্ত না মাঢ়ী ভাঙ্গিয়া যাইবার মত হয় ততক্ষণ উহা থামে না। দন্ত হইতে মাঢ়ী সরিয়া পড়িলেও (jaw dislocation)—রসটক্স উপকারী। মুখে অপর্য্যাপ্ত লালা জমে, সময়ে সময়ে লালায় রক্ত মিশ্রিত থাকে।

কটিবাত ও সায়েটিকা—কলোসিন্থ্ অধ্যায়-২৭৩ পৃষ্ঠা দেখুন।

উদরাময়—জ্বর-বিকারের সহিত উদরাময় ও পুরাতন উদরাময়, মল দুর্গন্ধ ; রঙ্—কটা, কখনও রক্তমিশ্রিত, আমযুক্ত মল কখনও অসাড়ে নির্গত হয় বাহ্যের সময় পেটে খুব বেদনা। শিশু উদরাময়ে (উচ্চশক্তি)।

চর্ম্মরোগ—আম্‌বাত বা আম্‌বাতের মত উদ্ভেদ, পানি-বসন্তের মত উদ্ভেদ, লালবর্ণের উদ্ভেদ কিম্বা ফোস্কা, উহা ক্রমশঃ পুড়িয়া যাইবার মত হয় তাহাতে পূঁয জমে ও মামড়ি পড়ে (নিম্নে সম্বন্ধের স্থানে—রস-ভিনেনেটা দেখুন)। রাত্রিতে পা অত্যন্ত চুলকায়। দাদ—ক্রমশঃ চর্ম্ম পুরু ও কঠিন হইয়া আসে।

পোড়া—নারাঙ্গা (Pempemphius)—রসটক্স, রস-ভেন, এপিস, এসিড্ নাইট্রিক, কষ্টিকাম প্রভৃতি ঔষধগুলি এই পীড়ায় উপকারী। রসটক্সে—প্রত্যেক উদ্ভেদের মূলদেশ লালবর্ণ দেখায়, চুলকায় ও জ্বালা করে। এসিড্-নাইট্রিকে—উদ্ভেদ ফোস্কার মত, তাহাতে জ্বালা ও খোঁচাবেঁধা যন্ত্রণা থাকে। এপিসের—উদ্ভেদে জ্বালার সহিত হুলফোটান-ব্যথা নির্দিষ্ট।

ইরিসিপেলাস (Erysipelas) —ফোস্কার মত উদ্ভেদ তাহাতে অত্যন্ত জ্বালা-যন্ত্রণা ও চুলকানি, পীড়ার গতি বামদিক হইতে ডানদিকে (এপিসের বিপরীত) পরিচালিত হয়।

চক্ষুর পীড়া—চক্ষু হইতে প্রচুর পরিমাণে গরম জল পড়ে, ঐ জল যে স্থানে লাগে সে স্থান হাজিয়া যায়, অত্যন্ত পিঁচুটি জমে, পিঁচুটি পূঁযের মত ঘন। চক্ষু খুলিলে চক্ষু হইতে অত্যন্ত অধিক পরিমাণে জল পড়ে—উহা প্রাতঃকালেই অধিক হয়, চক্ষু বুজিয়া যায় এবং চক্ষুর পাতা পড়িয়া থাকে, ইহাতে চক্ষুর ভিতরে অত্যন্ত বেদনা থাকে ও কর্-কর্ করে, চক্ষুর পাতা ফুলিয়া উঠে, আলোক সহ্য হয় না।

এপিস—ইহাতেও চক্ষুর যন্ত্রণা অত্যন্ত অধিক, চক্ষু জুড়িয়া যায়, যন্ত্রণা রাত্রিকালে ভয়ানক বাড়ে। এপিসের—যন্ত্রণা ঠাণ্ডা জল প্রয়োগে এবং রসটক্সের—যন্ত্রণা গরম জল প্রয়োগে উপশম হয়। এপিসে—চক্ষুর পাতা থলীর মত ফুলিয়া উঠে, রসটক্সে—তাহা হয় না, উহাতে চক্ষুর ফোলা ঘোর লাল দেখায় (নিম্নপাতা ফোলা—এপিস ; উপর পাতা—ক্যালি-কার্ব্ব)।

হৃৎপিণ্ডের পীড়া—বাতজনিত হৃৎপিণ্ডের যান্ত্রিক পীড়া, হৃৎপিণ্ডের বিবর্দ্ধন (হাইপার্ট্রফি), বুক ধড়ফড়ানি, স্থির হইয়া বসিয়া থাকিলে বুক ধড়ফড়ানির অতিরিক্ত বৃদ্ধি, হৃৎপিণ্ডের স্থানে ছুঁচফোটান বেদনা, বেদনা বাম বাহু দিয়া নিম্নে পরিচালিত হয়।

জিহ্বা—জিহ্বার ডগায় লালবর্ণ এক প্রকার ত্রিভুজাকার দাগ—এই লক্ষণটি উদরাময়, আমাশয়, নিমোনিয়া, টাইফয়েড, সবিরাম ও অবিরাম জ্বর ইত্যাদি যে পীড়াতেই থাকুক না কেন—রসটক্স উপকারী।

পৃষ্ঠব্রণ (কার্ব্বঙ্কল)—প্রথমাবস্থায় আক্রান্তস্থান দেখিতে ঘোর লালবর্ণ, অত্যন্ত বেদনা যন্ত্রণা, ইহাতে রসটক্সে উপকার না হইলে—আর্স, এনথ্র্যাস প্রভৃতি প্রযোজ্য। এনথ্র্যাস অধ্যায়-৮৯ পৃষ্ঠা দেখুন।

বসন্ত পীড়া—গুটী দেখিতে কাল রঙের, গুটীর ভিতরে রক্ত, তাহার সহিত রক্তবাহ্যে। মসুরিকা—গুটী উঠিয়া বসিয়া যায়।

স্ত্রী-ব্যাধি—অতিরিক্ত বেগ বা কোঁথানির নিমিত্ত কিম্বা কোনও ভারী দ্রব্য উত্তোলন করিয়া জরায়ুর বহির্নির্গমন। পা অনবরত জলে ভিজা থাকিয়া রজঃবন্ধ সেঁৎসেঁতে স্থানে থাকিবার নিমিত্ত কিম্বা বাতজনিত বাধক। ডাঃ মিল্টন বলেন—ঠাণ্ডা লাগিয়া কিম্বা জলে ভিজিয়া অর্থাৎ শৈত্যে স্ত্রীলোকদের জরায়ু সম্বন্ধীয় যে কোন পীড়া হউক না কেন—রসটক্স উপকারী। ঋতুস্রাবের রক্ত ফিকে, হাজিয়া যায়, যোনিতে বেদনা।

টাইফয়েড্ ও জ্বরবিকার—এই মারাত্মক-জ্বরে অন্যান্য ঔষধগুলির মধ্যে—রসটক্সও একটি মূল্যবান ঔষধ। রসটক্সে—বিকারের প্রলাপ খুব প্রচণ্ডভাবের নহে, ইহাতে রোগী ক্রমাগত বিছানায় এপাশ-ওপাশ করে একবার শোয় একবার উঠিয়া বসে, ক্রমশঃ রোগবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আচ্ছন্নভাব আসে, অনিচ্ছায় কথার জবাব দেয় বিড় বিড় করিয়া প্রলাপ বকে, মুখ রক্তবর্ণ ধারণ করে ; চর্ম্ম শুষ্ক, উত্তপ্ত এবং অপেক্ষাকৃত লালবর্ণের দেখায়, মাথায় অত্যন্ত যন্ত্রণা থাকে, নাক দিয়া কালচে রঙের রক্ত বাহির হয়, তাহাতে মাথার বেদনার একটু উপশম বোধ করে ; ক্রমশঃ টাইফয়েড-বিষ—ফুসফুস আক্রমণ করে, শুষ্ক কাশি হইতে থাকে, কাশি রাত্রিতে অধিক হয়, প্রাতঃকালের কাশি একটু সরল থাকে, অত্যন্ত শ্বাসকষ্ট হয়, লোহার মড়িচার ন্যায় গয়ার উঠে। জিহ্বা—ফাটা ফাটা, শুষ্ক ও কটারঙের দেখায়, কিন্তু জিহ্বার অগ্রভাগে ত্রিভুজ-আকার দাগ থাকে ও অগ্রভাগ রক্তবর্ণ দেখায়, জিহ্বায় দাঁতের দাগ পড়ে (এই লক্ষণ মার্কুরিয়সেও আছে ; কিন্তু উহা টাইফয়েড-জ্বরে কোন উপকারই করিতে পারে না)। রসটক্সে—জ্বরের সহিত প্রায়ই উদরাময় থাকে, মল অত্যন্ত দুর্গন্ধ এবং অসাড়ে নির্গত হয়, রোগীর নিদ্রা হয় না, খেয়াল দেখে, গায়ে এক প্রকার লাল লাল দাগ দেখা যায়, মিনমিনের মত এক প্রকার উদ্ভেদ নির্গত হয়, পেট ফাঁপে, দক্ষিণ দিকে কুঁচকীর উপরিভাগে পেটের নিম্নে এবং প্লীহায় অত্যন্ত বেদনা থাকে। টাইফয়েড জ্বরে— যদবধি নিমোনিয়া লক্ষণের উপশম না হয় ও উদরাময় না কমে তদবধি কেবলমাত্র—২/১ মাত্রা ফসফরাসের উপর নির্ভর করা যাইতে পারে। ব্যাপ্‌টিসিয়া, আর্ণিকা, এসিড্-ফস, এসিড-মিউর ইত্যাদির সহিত ইহার পার্থক্য নির্ণয় করিবেন। রসটক্স—resteless type-য়ের ঔষধ।

দেখা যায়, টাইফয়েড-জ্বরে রোগী সাধারণতঃ দুই প্রকার অবস্থা প্রাপ্ত হয়—কেহ ছটফট করে (restless tspe), কেহ চুপ করিয়া স্থির হইয়া থাকে (non restless type) ; ছটফট করিলে—আর্সেনিক, রসটক্স, আর্ণিকা, ব্যাপটিসিয়া ; ছটফট না করিলে—জেলসিমিয়ম, এসিড মিউর, ব্রায়োনিয়া, কার্ব্বো-ভেজ, এসিড-ফস, আর্ণিকা, ফসফরাস প্রভৃতি ঔষধ কয়টির প্রথমে প্রয়োজন হয়। ঔষধগুলির লক্ষণ উহাদের অধ্যায়ে লিখিত হইয়াছে পাঠ করিবেন।

টাইফয়েড-জ্বরে—রসটক্স ব্যবহারকালীন মোটামুটি নিম্নলিখিত লক্ষণ কয়টি স্মরণ রাখিবেন ঃ—

১। মৃদু প্রলাপের সহিত ছট্‌ফটানি ; ২। আচ্ছন্নভাব বৃদ্ধি হইলে সমস্ত কথার উত্তর দেয় না, অথবা বিরক্তভাবে অনিচ্ছায় উত্তর দেয় ; ৩। সর্ব্বাঙ্গে বাতের মত বেদনা ; ৪। জিহ্বার ডগায় ত্রিকোণ লাল দাগ ; ৫। ঠোঁটে, দাঁতে লাল বর্ণের ময়লা ; ৬। চর্ম্ম শুষ্ক ও ঈষৎ লালাভ দেখায় কখনও কখনও টক্‌গন্ধ বিশিষ্ট প্রচুর ঘাম হয় ; ৭। গায়ে মিনমিনের মত ইরাপ্‌সন ; ৮। পেটফাঁপা, ডান কুঁচকির উপরে তলপেটে বেদনা, প্লীহার বিবৃদ্ধি। পীড়ার বর্দ্ধিত অবস্থায়—৯। পেটফাঁপা, উদরাময়, ঘন ঘন অল্প অল্প বাহ্যে, আম বা রক্ত সংযুক্ত বাহ্যে, মাংসধোয়া রক্তমিশ্রিত জলের মত বাহ্যে, অসাড়ে দুর্গন্ধ বাহ্যে, রাত্রিতে অধিক বাহ্যে, পেট বেদনা, কোঁথানি, মল কখনও গন্ধযুক্ত কখনও গন্ধবিহীন, মলের রঙ—কখনও সবুজ, পেটে বেদনা থাকে

না ; ১০। জরায়ু বা নাসিকা হইতে রক্তস্রাব হইয়া উপসর্গের আংশিক উপশম ; ১১। কাশি, বুকে বেদনা, গয়ারের সঙ্গে কখনও কখনও রক্তের ছিট, পরীক্ষায় বুকে সর্দ্দির রাল্‌স (rales), নিমোনিয়া হইলে বুকের ডানদিক আক্রান্ত ইত্যাদি।

সবিরাম-জ্বর—জ্বর আসিবার সময় প্রাতঃকাল—১০টায় এবং সন্ধ্যা ৫ হইতে ৮টার মধ্যে, সন্ধ্যার পর জ্বর আসিলে তাহা প্রায় সমস্ত রাত্রিই ভোগ হয়। জ্বরের পূর্ব্বাবস্থা—গায়ে বেদনা, গা-হাত কামড়ানি, হাইতোলা, চক্ষু জ্বালা, ক্রমাগত বিরক্তকর শুষ্ক কাশি। শীতাবস্থা—প্রথমে পা ঠাণ্ডা হইয়া শীত ও কাঁপুনি আসে, অত্যন্ত শীত—মনে হয় যেন সে বরফের মধ্যে রহিয়াছে, কিছু পান বা আহার করিলে শীতের আরও বৃদ্ধি হয়, রোগী এ অবস্থায় অত্যন্ত ছট্‌ফট্ করে, এতদ্ভিন্ন—শুষ্ক কাশি, গাত্রবেদনা, পিপাসা লক্ষণগুলিও বর্ত্তমান থাকে, কখনও কখনও এই অবস্থায় প্রচুর ঘাম হয়। উত্তাপাবস্থা—এ অবস্থায় কাশি ও পিপাসা থাকে না, শরীরে ভয়ানক উত্তাপ, রোগী অত্যন্ত ছটফট করে, গায়ে আমবাতের মত এক প্রকার উদ্ভেদ বাহির হয়, চুলকায়। ঘর্ম্মাবস্থা—অত্যন্ত ঘর্ম্ম, এ অবস্থায় আমবাতের চুলকানির নিবৃত্তি হয়, রোগী ঘুমাইয়া পড়ে, গায়ের বেদনার কোনও উপশম হয় না। জ্বর-বিচ্ছেদাবস্থায় অত্যন্ত ছটফট করে, স্থির হইয়া বসিতে বা শুইতে পারে

কলেরা—কলেরার ইউরিমিয়াজনিত-জ্বরে—ভুলবকাসহ পেটের দোষ, মাংসধোয়া জলের মত ভেদ, দুর্গন্ধ ভেদ, অস্থিরতা, কখনও প্রলাপ বকে, কামড়াইতে যায়, কাঁদে, কখনও অজ্ঞান, জিহ্বা শুষ্ক, চক্ষুর তারা ছোট, এই সমস্ত লক্ষণ থাকিলে—রসটক্স ; আবার বর্দ্ধিত অবস্থায় উক্ত লক্ষণসহ চক্ষু ঘোলা থাকিলে—রসটক্স ও হায়োসিয়ামস—৩০ শক্তি, ঘন ঘন প্রয়োগ করিবেন, তাহাতে উপকার হইবে।

বৃদ্ধি—বিশ্রামে, মধ্য রাত্রিতে, ঝড় বৃষ্টির পূর্ব্বে, জলে ভিজিলে, বর্ষায়। উপশম—অঙ্গসঞ্চালনে, পার্শ্বপরিবর্ত্তনে, উষ্ণ ঋতুতে।

সম্বন্ধ—হৃৎপিণ্ডের রোগে—আর্ণি, একো ; আন্ত্রিক-জ্বরে—ফস, আর্স, এসিড-মিউর, কার্ব্বো, ব্যাপ্টি, ব্রায়ো ; বাত বেদনাদি—আর্স, সল্‌ফ, রুটা, লিডম, লাইকো, পলস্‌ক্যালমিয়া, কলচি, সিঙ্কো, বেল, স্পাইজেলিয়ার সহিত তুলনীয়। রসটক্সের পরে বা পূর্ব্বে এপিস ব্যবহার নিষিদ্ধ, কিন্তু রসটক্সের পর ফসফরাস উৎকৃষ্ট ফলদায়ক। একজিমারোগে—অত্যন্ত চুলকানি, জ্বালা, আমবাত বা ফোস্কার মত উদ্ভেদ, তাহাতে মামড়ি পড়ে ও পুঁয জমে, এই লক্ষণে এবং রসটক্সে উপকার না হইলে রস-ভিনেনেটার (Rhus Venenata)—বহ্যেও আভ্যন্তরিক প্রয়োগে আশ্চর্য্য উপকার দর্শে। পোড়া নারাঙ্গায় ইহা অধিক উপকারী।

ক্রিয়ানাশক—এনাকার্ড, একোন, এমন্-কার্ব্ব, বেল, ব্রায়ো, ক্যাম্ফর, কফি, ক্রিমে, ক্রোটন, গ্র্যাফা, গুয়েকাম, ল্যাকে, র‍্যানান্-বাল্‌বো, সল্‌ফ।

ক্রিয়া স্থিতিকাল—১—৭ দিন। ক্রম—৩—১০০০ শক্তি।

সাধারণতঃ ইহার —৩০ শক্তিই অধিক ফলদায়ক, অনেকস্থলে ৩য় শক্তিতেও শীঘ্র উপকার পাওয়া যায়। ফরমূলা—৩ (জার্ম্মেণি)।

রিসিনাস (Ricinus Communis.)

(ভ্যারেণ্ডা গাছের পাকা বীজ হইতে ইহার টিংচার প্রস্তুত হয়)—ওলাউঠা রোগের ইহা একটি বিশেষ ফলপ্রদ ঔষধ। কৃচিৎ উদরাময়, রক্তশূল ও আমাশয়ে ব্যবহৃত হয়। ডাঃ বোরিক বলেন—ইহা উদরাময়, আমাশয় এবং বহুদিনের পুরাতন উদরাময়ের (obstnate chronic Diarrhœa) উৎকৃষ্ট ঔষধ। ইহা সেবনে পেয়াতির স্তনদুগ্ধ বৃদ্ধি হয়।

ওলাউঠা—ঔদরাময়িক জাতীয় (Diarrhœic variety) ওলাউঠায় ইহা অত্যন্ত উপকারী ঔষধ। প্রথমে সাধারণ পেটের অসুখের মত ভেদ, অর্থাৎ অল্প অল্প গরহজমের মত ভেদ কয়েক ঘন্টা বা ২/৩ দিন পূর্ব্ব হইতে আরম্ভ হইয়া ক্রমশঃ তাহা বৃদ্ধি হইয়া অবশেষে পীড়া রীতিমত কলেরায় দাঁড়াইলে, অর্থাৎ—চাউল-ধোয়া জলের মত সাদা বাহ্যে, কুমড়াপচা ছিব্‌ড়ে ছিব্‌ড়ে ভেদ, বমন, হাতে পায়ে খিলধরা, পিপাসা, হিমাঙ্গ, প্রস্রাব বন্ধ ইত্যাদি লক্ষণগুলি প্রকাশিত হইলে এবং তাহার সঙ্গে পেটে কিছুমাত্র বেদনা যন্ত্রণা না থাকিলে—রিসিনাসে উপকার হইবেই হইবে। রিসিনাসে—মাছধোয়া বা মাংসধো জলের মত লালাভ কিম্বা রক্তমিশ্রিত ভেদও হয়। যাহাই হউক—রিসিনাসের চরিত্রগত প্রধান লক্ষণ পেটে কোনরূপ বেদনা না থাকা, এই লক্ষণটি থাকিলে—রিসিনাস অমোঘ ঔষধ।

রিসিনাসের অনেক লক্ষণ প্রায় ভেরেট্রমের মত, তবে প্রভেদ এই যে, ভেরেট্রমে—রোগ হঠাৎ দেখিতে দেখিতে বাড়িয়া পড়ে, আর রিসিনাসে—বাহ্যে বমি, খিলধরা সমস্ত উপসর্গগুলি ধীরে ধীরে বাড়ে এবং একটির পর আর একটি উপসর্গ পর্য্যায়ক্রমে আসে। ভেরেট্রমে—পেটে দুঃসহ বেদনা ; রিসিনাসে—বেদনার লেশমাত্র থাকে না। হিমাঙ্গ অবস্থায় প্রচুর পরিমাণে অর্থাৎ পরিমাণে অধিক ও সংখ্যায় অধিক ভেদ হইতে থাকিলে রিসিনাসে উপকার হয় না, তখন প্রায়—কার্ব্বো-ভেজের প্রয়োজন হয় ; এ অবস্থায় পেটে কিছুমাত্র বেদনা না থাকিলে—রিসিনাস ও কার্ব্বো পর্য্যায়ক্রমে ব্যবহার করিলে বিশেষ উপকার পাইবেন (কার্ব্বো-২১৮ পৃঃ দেখুন)।

আমাদের দেশে সচরাচর—আক্ষেপিক (spasmndic) জাতীয়, পাক্ষাঘাতিক (paralytic) জাতীয় ও ঔদরাময়িক (diarrhœic) জাতীয়, এই তিন প্রকারের ওলাউঠাই অধিক দেখিতে পাওয়া যায়। ক্যাম্ফর ও ভেরেট্রম অধ্যায়ে প্রথমোক্ত দুই জাতীয়ের প্রধান ঔষধগুলি বলিয়াছি, এখানে শেষোক্ত অর্থাৎ ঔদরাময়িক (diarrhœic) জাতীয়ের প্রধান ঔষধগুলির একটি তালিকা রাখুন,—একোন-১x, এসিড-ফস, ইপিকাক, পডো, আইরিস, ক্রোটন, নক্স কলচিকম, আর্সেনিক, রিসিনাস, ইলাটিরিয়ম, গ্যাম্বোজ, জ্যাট্রোফা, ক্যালি-ফস, মার্ক-কর, সল্‌ফার—এইগুলি ঔদরাময়িক জাতীয় ওলাউঠায় সচরাচর প্রয়োজন হইয়া থাকে।

উদরাময়—দুরারোগ্য বেদনাশূন্য পুরাতন উদরাময়ে এবং অনেক সময় আমাশয়েও (diarrhœa, dysentery obstinate chronic disrrhœa) রিসিনাসে উপকার হয়।

ক্রম—৩x—৩০ শক্তি। ফরমূলা—৪।

রোবিনীয়া (Robinia.)

(ইউনাইটেড-ষ্টেটসের এক প্রকার গাছের ডালের ছাল হইতে টিংচার প্রস্তুত হয়)—ডাঃ সুসলারের টীসু-রেমিডিজের মধ্যে অম্লের পীড়ার নিমিত্ত যেমন—ন্যাট্রম-ফস ; সাধারণ হোমিওপ্যাথিক ঔষধের মধ্যে সেই প্রকার—রোবিনীয়া ইহা অম্লের পীড়ার (acid dyspepsia) একটি প্রধান ঔষধ। পাকস্থলীতে সদাই ভারীবোধ, মুখে টক্ জল উঠা, টক্ পদার্থ বমি, ঢেকুর কিম্বা বমি যাহা উত্থিত হয়—তাহা অত্যন্ত টক্ এমন কি তাহাতে দাঁত পর্য্যন্ত টক্ হইয়া যায়, শ্বাস-প্রশ্বাসেও টকগন্ধ নির্গত হয় ইত্যাদি এই ঔষধের প্রধান লক্ষণ। পাকস্থলীতে অম্ল হইবার নিমিত্ত যে শিরঃপীড়া হয়, রোবিনীয়া তাহাতেও উপকারী। ইহাতে অম্লের নিমিত্ত পেট জ্বালা করে, পেটে একপ্রকার খামচানি বেদনা, সেই বেদনা ও জ্বালা—বুকের ও দুই কাঁধের মধ্যে পরিচালিত হয় (এসিড-সল্ফ)।

ইহার আর একটি লক্ষণ—আহারের পর সর্ব্বদাই পেটে একপ্রকার মোচড়ানি বা চাপিয়া ধরার মত বেদনা হয়, রোগী তাহার জন্য দিনে একবারের অধিক আহার করিতে সাহস করে না। পাকস্থলীর ক্যানসার পীড়ায় টক্-বমি, টক্-ঢেকুর থাকিলে—রোবিনীয়ায় উপকার হইতে পারে।

সদৃশ—ক্যাল্কেরিয়া, আইরিস, ম্যাগ্‌কার্ব্ব, পল্‌সেটিলা, রিয়ুম (এসিড-সল্ফ-৫৫ পৃষ্ঠা দেখুন)। ক্রম—θ—৬ষ্ঠ শক্তি। ফরমূলা—৩।

রুটা (Ruta.)

(দক্ষিণ আমেরিকায় অনেকে বাগানে ইহার গাছ রোপণ করে সেই গাছ হইতে টিংচার প্রস্তুত হয়)—শরীরের কোন অংশে কিম্বা সর্ব্বাঙ্গে আঘাতলাগা অথবা ক্ষতের মত বেদনা থাকিলে এবং কোনও বাতে ও সায়েটিকা পীড়ার বেদনায়—ভিজা কিম্বা ঠাণ্ডা কোনও বস্তু প্রয়োগে কিম্বা বর্ষা বা শীতে বৃদ্ধি, নড়াচড়া করিলে উপশম, এই লক্ষণ কয়েকটি থাকিলে—রুটা উপকারী। পেরিয়ষ্টিয়মের উপর ইহার প্রধান ক্রিয়া।

গোগ্‌গুল নির্গমণ (Prolapse of Rectum)—নরম মল—নির্গমনের সময় হউক কিম্বা জোরে কোঁথ দিবার নিমিত্ত হউক, সরলান্ত্র (গোগ্‌গুল) বাহির হইয়া পড়ে, বাহির হইয়া ভিতরে যা না; ট্রাইকোস্যান্থিস—৬৭৫ পৃষ্ঠা দেখুন।

চক্ষুর পীড়া—দিনে ও রাত্রিতে অতিরিক্ত লেখপড়া কিম্বা সেলাইয়ের কাজ করিয়া দৃষ্টি শক্তি হ্রাস, চক্ষুতে জ্বালা, বেদনা ইত্যাদি।

প্রস্রাবের পীড়া—রাত্রিতে বিছানায় অসাদে প্রস্রাব ত্যাগ করে দিনের বেলাতেও ক্রমাগত প্রস্রাব ত্যাগের ইচ্ছা, প্রস্রাব পাইলে মুহূর্ত্তকালও অপেক্ষা করিতে পারে না ; ইহার এক বিশেষ লক্ষণ—প্রস্রাব পাইলে যদি তৎক্ষণাৎ প্রস্রাব না করে—প্রস্রাবের থলী পক্ষাঘাতের মত হয়, তখন অনেক চেষ্টা করিলেও একবিন্দু প্রস্রাব নিঃসরণ হয় না।

শরীরের কোনও স্থান মচকাইয়া যাইবার পর বাত ; হাতের কব্জী জানুসন্ধির প্রদাহ (সাইনোভাইটীস) হইলে—রুটায় উপকার হয়। বেলিস-পিরেনিস—θ, মচকান ও থেৎলান (sprains, bruises) বেদনা হইলে ইহা-আর্ণিকা অপেক্ষাও উৎকৃষ্ট ঔষধ।

বৃদ্ধি—ঠাণ্ডায় ও বর্ষায়। উপশম—উত্তাপে, নড়িলে চড়িলে।

পরবর্ত্তী ঔষধ—ক্যাল্কে, কষ্টি, লাইকো, এসিড-ফস, পল্‌স, সিপি, সল্ফ, এসিড-সল্ফ। ক্রিয়ানাশক—ক্যাম্ফর।

ক্রিয়া স্থিতিকাল—৩০ দিন। ক্রম—৩—৩০ শক্তি। ফরমূলা—১।

রিউমেক্স (Rumex.)

(তাজা মূল হইতে টিংচার প্রস্তুত হয়)—কাশি, উদরাময় ও চর্ম্মপীড়া, সাধারণতঃ এই তিনটি পীড়াতেই ইহার প্রয়োজন হয়।

কাশি—অনবরত কষ্টদায়ক শুষ্ক কাশি, গলা সুড়্‌সুড়্ কিম্বা কুট-কুট করিয়া কাশি হয়, ঘর কিম্বা বায়ু পরিবর্ত্তন করিলে, সন্ধ্যায় শয়নের পর, গলায় হাত ছোঁয়াইলে, বাম পার্শ্বে শুইলে (ফস), মুখে একটু ঠাণ্ডা বাতাস প্রবেশ করিলে কাশির বৃদ্ধি ; গলাধরা—সন্ধ্যায় ও ঠাণ্ডায় বৃদ্ধি, কাশিতে কাশিতে অসাড়ে প্রস্রাব নিঃসরণ (কষ্টি, সিলা)। কাশিবার সময় গলায় টাটানি-বেদনাবোধ প্রভৃতি—রিউমেক্সের লক্ষণ (এরালিয়া ও ল্যাকেসিস অধ্যায়ে কাশি-৪২৩ পৃষ্ঠা দেখুন)।

উদরাময়—প্রাতঃকালে—৪টা হইতে ১০টার মধ্যে উদরাময়ের বৃদ্ধি (এলো, ন্যাট-সলফ, সল্ফার, পডো), ইহাতে হঠাৎ বাহ্যের প্রবল বেগ আসে, তাড়াতাড়ি বিছানা হইতে উঠিয়া পড়ে, অধিক পরিমাণে দুর্গন্ধ তরল ভেদ হয়, পেটে বেদনা থাকে না।

চর্ম্মপীড়া—শরীরের স্থানে স্থানে অত্যন্ত চুলকায়, উদ্ভেদ বাহির হয়, উদ্ভেদগুলি দেখিতে খোস পাঁচড়া বা ফোস্কার মত ; গায়ের কাপড় খুলিলে ও ঠাণ্ডা বাতাসে অত্যন্ত চুলকানি বাড়ে।

সদৃশ—বেল, কষ্টি, ড্রসেরা, ফস, স্যাঙ্গু, সল্ফ।

বৃদ্ধি—ঠাণ্ডা কিম্বা ঠাণ্ডা বাতাসে শুইলে।

উপশম—গরমে, মুখে কাপড় চাপা দিয়া রাখিলে।

ক্রম—৩য় শক্তি। ফরমূলা—জার্ম্মেণি—১, আমেরিকান—৩।

স্যাবাডিলা (Sabadilla.)

(বীজের শাঁস হইতে ইহার টিংচার প্রস্তুত হয়)—নাসিকার মিউকাস-মেম্ব্রেণের ও ল্যাক্রিম্যাল-গ্ল্যাণ্ডের উপর ক্রিয়া প্রকাশ করায় ইহার দ্বারা নাসিকা ও চক্ষু দিয়া অত্যন্ত অধিক পরিমাণে জলের মত তরল স্রাব বা জল নির্গত হয়। প্রবল আপেক্ষিক হাঁচি, নিজ স্বাস্থ্য সম্বন্ধে ভ্রান্ত বিশ্বাস।

ক্রিমি ও ক্রিমিজনিত উপসর্গে এবং জ্বর ও শিশুদের পেটে সর্ব্বদাই বেদনাসহ উদরাময়ে ইহা বিশেষ উপকারী। সবিরাম-জ্বরেও উপকার হয়।

মানসিক লক্ষণ—বায়ুতে পেট ফুলিয়া উঠে, রোগিনী তাহাতে মনে করে তাহার গর্ভ হইয়াছে, মনে হয় যেন তাহার গলার ভিতর কোন দুরারোগ্য ক্ষত হইয়াছে—ইহাতেই তাহার মৃত্যু হইবে, মনে হয় তাহার কোন কঠিন পীড়া হইয়াছে। রোগী—নার্ভাস, ভীতু, একটুতেই চমকাইয়া উঠে।

মাথার পীড়া—মাথা ঘোরে, মনে করে যেন সমস্ত বস্তুই একটির পর একটি চাকার মত ঘুরিতেছে। কোনও বস্তুর গন্ধ সহ্য হয় না।

চক্ষুর পীড়া—চক্ষুর পাতা লালবর্ণ হয়, জ্বালা করে, চক্ষু হইতে অজস্র জল পড়ে। কাশিলে, হাই তুলিলে, উর্দ্ধে দেখিলে চোখে জল আসে।

নাসিকার পীড়া—নাক দিয়া স্রোতবেগে জলপড়াসহ আক্ষেপিক হাঁচি, সম্মুখ কপাল অত্যন্ত বেদনা করে।

গলনলীর পীড়া—পুরাতন গলক্ষত, ঠাণ্ডা বাতাস আদৌ সহ্য হয় না। ঢোক গিলিলে গলায় বেদনাবোধ হয়; মনে হয় যেন গলার ভিতর একটা চাপ কিম্বা এক টুকরা মাংস আছে—তজ্জন্য ক্রমাগত ঢোক গেলে। গরম খাদ্যে বা পানে উক্ত লক্ষণের উপশম হয়।

চর্ম্মপীড়া—গাত্রচর্ম্ম পার্চ্চমেন্ট কাগজের মত শুষ্ক। গায়ে কাঁটার মত উদ্ভেদ উৎপত্তি, নখ পুরু ও মোটা হয়। মলদ্বার অত্যন্ত কুটকুট করে ও চুলকায়। গায়ের স্থানে স্থানে লালবর্ণ বিন্দু ও রেখা উৎপন্ন হয়।

সবিরাম-জ্বর— বৈকালে বা সন্ধ্যায় জ্বর আসে, জ্বর—ঠিক একই সময়ে আরম্ভ হয় (সিড্রণ, এরানিয়ার মত), বৈকাল ৩টা হইতে ৫টা এবং রাত্রি ৯টা হইতে ১০টার মধ্যে জ্বর আসাই ইহাতে অধিক নির্দ্দিষ্ট। শীতাবস্থা—পিপাসাশূন্য, এ অবস্থায় অত্যন্ত কষ্টকর কাশি হয় (রসটক্সে—শীতের পূর্ব্বে ও সময়ে কাশি), শীত একটু কমিতে আরম্ভ হইলেই পিপাসা হয়। স্যাবাডিলায়—শীতাবস্থাই অধিক প্রবল, উত্তাপাবস্থা বিশেষ প্রকাশিত হয় না। উত্তাপাবস্থায়—গরম জল পানের প্রবল ইচ্ছা, হাই উঠে, আড়ামোড়া খায়, মুখ ও মাথা অধিক গরম হয়, জ্বালা করে; কিন্তু হাত-পা ঠাণ্ডা থাকে। ঘর্ম্মাবস্থায়—ঘাম মাথায় ও মুখেই অধিক হয়, ঘাম গরম; শেষ রাত্রিতে, ভোরে ও পায়ের তলাতেই অধিক ঘাম হয়, এ অবস্থায় রোগী ঘুমাইয়া পড়ে। জ্বর ত্যাগ হইলে—শীতবোধ করে, টক ঢেকুর উঠে, পিত্ত বমি হয়, (নক্স, পল্স)।

বৃদ্ধি—ঠাণ্ডায়, ঠাণ্ডা পানে, পূর্ণিমায়।

উপশম—গরম পানাহারে, বস্ত্রাবৃত করিলে।

ক্রিয়ানাশক—পল্স, লাইকো, ল্যাকে, কোনি।

ক্রম—৩—৩০ শক্তি। ফরমূলা—৪।

স্যাবাল্‌সেরুলেটা (Sabal Serrulata.)

(পাকা ফল হইতে টিংচার প্রস্তুত হয়)—সাধারণ দুর্ব্বলতা, ইন্দ্রিয় শক্তির দুর্ব্বলতা, এপিডিডাইমিটিস, প্রষ্টেট-গ্ল্যাণ্ডের বিবৃদ্ধি তজ্জন্য প্রস্রাব ত্যাগে ভীষণ কষ্ট ও অব্যক্ত যন্ত্রণা, ডিম্বকোষের (overy) বিবৃদ্ধি ও বেদনা, এই কয়টি এই ঔষধের বিশেষ লক্ষণ। স্ত্রীলোকদের স্তন, জরায়ু প্রভৃতির উপরেও ইহার ক্রিয়া দৃষ্ট হয়। স্তন কোঁকড়াইয়া যায়, বর্দ্ধিত হয় না।

পুরুষদিগের মূত্রথলীর (ব্ল্যাডারের) গ্রীবাদেশে যেখানে মূত্রনলী (ইউরেথ্রা) আরম্ভ হইয়াছে, সেইখানে দেখিতে ঠিক আখরোটের মত প্রষ্টেট্ নামক একটি গ্ল্যাণ্ড উক্ত গ্রীবাদেশকে বেষ্টন করিয়া আছে, সেই গ্ল্যাণ্ডের নিকটস্থ কোনও যন্ত্রের প্রদাহ হইতে, যেমন—ইউরেথ্রাইটীস, মূত্রথলীতে পাথরী, ষ্টিক্‌চার, প্রমেহ বাত এবং কোনও উত্তেজক ঔষধাদি সেবন ইত্যাদি কারণে উক্ত প্রষ্টেট-গ্ল্যাণ্ডের প্রদাহ হয়, ইহাকে—প্রষ্ট্যাটাইটীস কহে। প্রষ্ট্যাটাইটীস হইলে—জননেন্দ্রিয়ের গোড়ার দিকে ও মলদ্বারের নিকট দপ্‌দপানি বেদনা, ক্রমাগত কষ্টকর প্রস্রাবের বেগ, অনেকক্ষণ বেগ ও কোঁথ দিবার পর অল্প অল্প পরিমাণে ফোঁটা ফোঁটা প্রস্রাব নির্গমন, কখনও প্রস্রাব না হওয়া, শীতভাব, জ্বর, এই প্রকারের কয়েকটি উপসর্গ (প্রাথমিক প্রদাহের লক্ষণ) প্রকাশিত হয় ও ইহাতে—বেলেডোনা, মার্কুরিয়স, ক্যান্থার, হিপার, নাইট্রিক-এসিড প্রভৃতি কয়েকটি ঔষধের প্রয়োজন হইলেও যদি তাহাতে উপকার না হয় কিম্বা প্রাথমিক প্রদাহের পর শেষে যখন কেবলমাত্র গ্ল্যাণ্ডটি বড় থাকিয়া যায়, তখন—স্যাবাল বিশেষ উপকার সাধন করে। বৃদ্ধদের আন্দাজ ৬০ বৎসর বয়সে আপনা হইতেই প্রষ্টেট-গ্ল্যাণ্ডের বৃদ্ধি হয়। তখন—প্রস্রাব ত্যাগে কষ্ট, জ্বালা-যন্ত্রণা, প্রস্রাব হঠাৎ বন্ধ, পাক দিয়া প্রস্রাব নির্গমন, প্রস্রাব-নলীতে কিছু যেন আটকায় কিম্বা আটকাইয়া আছে এরূপ অনুভব ইত্যাদি কতকগুলি লক্ষণ দৃষ্ট হয়, স্যাবাল-সেরুলেটা—ইহার প্রায় এক প্রকার পেটেন্ট ঔষধ; মাদারটিংচার—২/৩ ফোঁটা মাত্রায় দিবসে ৩/৪ বার সেব্য। পীড়ার উগ্রতা অনুসারে—৩০ ফোঁটা পর্য্যন্ত প্রতি মাত্রায় কখনও ব্যবহৃত হয়।

কচলিরিয়া (Cochleria)—৩x; প্রমেহ কিম্বা অন্য কোনও পীড়ায় গ্ল্যান্‌স-পেনিসে (লিঙ্গমুণ্ডে) জ্বালা, কাটাছেঁড়ার মত বেদনা এবং প্রস্রাবের পূর্ব্বে, সময়ে ও পরে জ্বালা থাকিলে উপকারী। ফরমূলা—৩।

স্যাবাইনা (Sabina.)

(এক প্রকার ঝুপী গাছের পাতা হইতে টিংচার প্রস্তুত হয়)—জরায়ু, ডিম্বাধার ইত্যাদির উপর ইহার প্রধান ক্রিয়া। গর্ভস্রাব-প্রবণ, গেঁটেবাতের ধাতু, রক্তপ্রধান ধাতু, সহজেই রাগিয়া উঠে ও রজঃস্রাব-প্রবণ ধাতুবিশিষ্টা স্ত্রীলোকদিগের পীড়ায় ইহা বিশেষ ফলপ্রদ। ইহাতে মস্তিষ্ক, ফুসফুস ও কিড্‌নীর মধ্যেও রক্ত সঞ্চয় হয়।

চরিত্রগত লক্ষণ ঃ—

১। রক্তস্রাবসহ স্যাক্রম্-অস্থি (পাছার হাড়) হইতে সম্মুখে পিউবিস (জননেন্দ্রিয়ের গোড়ার হাড়) পর্য্যন্ত কিম্বা কোমর হইতে পিউবিস পর্য্যন্ত টনেধরার মত বেদনা ; ২। উক্তপ্রকার বেদনার সহিত জরায়ু হইতে রক্তস্রাব, রক্ত কতক তরল লালবর্ণ ও কতক কাল চাপ্ চাপ্ ; ৩। তৃতীয় মাসে গর্ভস্রাব ; ৪। ঋতু বন্ধ হইয়া পচাগন্ধ শ্বেতপ্রদর স্রাব ; ৫। নির্দ্দিষ্ট মাসিক ঋতুকালের মধ্যে রজঃস্রাব, তৎসঙ্গে কামোত্তেজনা ; ৬। ঋতু খুব শীঘ্র শীঘ্র ও পরিমাণে অধিক হয় ; ৭। যাহারা অতি অল্প বয়সেই ঋতু দর্শন করিয়াছে এবং যাহাদের অনেকবার গর্ভস্রাব হইয়াছে তাহাদের ঋতু বন্ধের বয়সে অতিরিক্ত রজঃস্রাব ; ৮। গর্ভস্রাব কিম্বা অকালে প্রসবের পর ডিম্বকোষের কিম্বা জরায়ুর প্রদাহ।

ঋতুস্রাব—ঋতু সম্বন্ধীয় গোলযোগে রজঃস্রাবের সঙ্গে, প্রসবের পর বা গর্ভস্রাবের পর কিম্বা গর্ভস্রাব উপক্রমে প্রচুর পরিমাণে রক্তস্রাব হইতে থাকিলে—স্যাবাইনা উপকারী। স্যাবাইনার রক্ত—থামিয়া নির্গত হয়, অর্থাৎ এই খানিকটা রক্তস্রাব হইয়া থামিয়া যায়, কিছুক্ষণ পরে আবার খানিকটা রক্তস্রাব হয় ; নড়িলে চড়িলে রক্তস্রাবের বৃদ্ধি, স্রাবের রঙ্—ঘোলা কিম্বা কাল চাপ্ চাপ্, অথবা কতক তরল ও কতক কাল রঙের চাপ্ চাপ্, এই প্রকার রক্তস্রাবের সঙ্গে কোমর হইতে তলপেটের অস্থি (pubis) পর্য্যন্ত বেদনা থাকিলে (অনেক সময় কেবলমাত্র কোমরে বা তলপেটে বেদনা থাকিলেও)—স্যাবাইনা উপকারী। ফেরমে—কতক লালবর্ণ, কতক জমা চাপ্ চাপ্ রক্ত, আবার কতক জলের মত বর্ণশূন্য রক্তও থাকে। ঘোলাটে ও চাপ্ চাপ্ রক্ত—সাইক্ল্যামেনে এবং ক্যালি-নাইটারে আছে ; গর্ভস্রাবের সঙ্গে কোমরে বেদনা আরম্ভ হইয়া যোনিদেশে বা উরু পর্য্যন্ত পরিচালিত হইলে এবং তৎসঙ্গে উক্ত প্রকারের প্রচুর পরিমাণে রক্তস্রাব হইতে থাকিলে—স্যাবাইনায় বিশেষ উপকার হয়। বেদনাশূন্য প্রচুর পরিমাণে লালবর্ণের রক্তস্রাব অনেক দিন পর্য্যন্ত স্থায়ী হয়, এই প্রকার লক্ষণে অনেক স্থলে স্যাবাইনা—৩x—৩০ শক্তিতে উপকার হইতে দেখা গিয়াছে (হ্যামামেলিস ও প্যাটিনা দেখুন)।

গর্ভস্রাব—সময়ে হউক অথবা অসময়ে হউক, প্রসব বা গর্ভস্রাবের পর অত্যন্ত অধিক পরিমাণে রক্তস্রাব হইতে থাকিলে এবং সেই রক্তের রঙ্ উজ্জ্বল লালবর্ণ হইলে কিম্বা রক্ত কতক তরল—কতক জমা চাপ্‌চাপ্ ও তৎসহ কোমরে এবং তলপেটে বেদনা থাকিলে—স্যাবাইনা উপকারী। স্যাবাইনায় প্রায় প্রথম ৩ মাসে, ৪ হইতে ৪।।০ মাসের মধ্যে গর্ভস্রাব হয় (৬ মাসের পর যাহাদের গর্ভস্রাব হয়

তাহাদের পক্ষে—সিকেলি, ভাইবর্ণম এবং ৬ষ্ঠ বা নিম্ন শক্তির ক্যালকেরিয়া-ফ্লোর প্রভৃতি ঔষধ উপকারী)।

দ্রষ্টব্য ঃ—যে সকল পোয়াতির মৃতবৎসাদোষ জনিত প্রায়ই গর্ভস্রাব হয়, তাহারা কচি আপাং গাছের একটি সম্পূর্ণ শিকড় (না ছেঁড়ে) কোমরে বাঁধিয়া রাখিবে, ইহাতে গর্ভস্রাবের আশঙ্কা দূর হয়। ঔষধ ক্যাল্‌কেরিয়া-ফ্লোর।

ফুল—আটকান (Retained placenta)—জরায়ুর দুর্ব্বলতার জন্য ফুল নিক্রান্ত না হইলে এবং প্রত্যেকবার বেদনার সময় তরল স্রাবের সঙ্গে চাপ চাপ রক্ত নির্গত হইতে থাকিলে—স্যাবাইনা উপকারী, ইহার দ্বারা moles ও ফুলের ছিন্ন অংশও নিক্রান্ত হয়।

বাত—প্রমেহ বা শ্বেত-প্রদরস্রাব বন্ধ হইয়া বাত কিম্বা ডিম্বকোষের কোন প্রকার পীড়া হইলে—স্যাবাইনা উপযোগী। বৃদ্ধ অঙ্গুলির ও হাতের কব্জীর বাত হইলে ও তৎসঙ্গে উক্ত প্রকারের রক্তস্রাব এবং পুরাতন সন্ধি-বাত ও গেঁটে-বাত, তৎসহ বাতগুটি (nodes) থাকিলে—স্যাবাইনা উপকারী ; ইহা বেদনা-যন্ত্রণা ঠাণ্ডা প্রয়োগে উপশম ও গরমে বৃদ্ধি হয়।

বৃদ্ধি—আক্রান্ত অংশ স্পর্শে, সন্ধ্যায়, রাত্রিতে ও প্রভাতে, উষ্ণগৃহে, দেহ সঞ্চালনে, গরম সেক্ বা তাপ প্রয়োগে।

উপশম—স্থিরভাবে শুইলে, ঠাণ্ডা ও খোলা বায়ুতে, নিষ্পেষণে।

পরবর্ত্তী ঔষধ—আর্স, বেল্, পল্‌স, রস, স্পঞ্জি, সল্‌ফ।

সম্বন্ধ—কণ্ডাইলোমেটা ও সাইকোসিস জনিত পীড়ায় থুজার পর—স্যাবাইনা বিশেষ ফলপ্রদ। ক্রিয়ানাশক—পল্‌স।

ক্রিয়া স্থিতিকাল—২০—৩০ দিন। ক্রম—৩x-২০০ শক্তি।

ফরমূলা—৩।

স্যালিক্স নায়গ্রা (Salix Nigra.)

(তাজা কুঁড়ি হইতে প্রস্তুত)—পুংজননেন্দ্রিয়ের উপর ইহার প্রধান ক্রিয়া। প্রমেহ (Gonorrhoea) ও শুক্রমেহ (Spermatorrhoea) এই দুইটি পীড়াতেই ইহা অধিক ব্যবহৃত হয়।

প্রমেহ—এই পীড়ার তরুণ ও প্রথমাবস্থায় আমরা সাধারণতঃ ক্যান্থারিস, ক্যানাবিস, মার্কুরিয়স, টেরিবিন্থ, পল্‌স প্রভৃতি কয়েকটি ঔষধ ব্যবহার করি। প্রমেহের সর্ব্বপ্রধান উপসর্গ—প্রস্রাবে জ্বালা-পোড়া, স্বল্প প্রস্রাব, প্রস্রাবদ্বার দিয়া কখনও রক্ত নির্গমন, তরল অথবা গাঢ় ধাতুস্রাব, লিঙ্গমুণ্ড ফোলা, বেদনা, প্রস্রাবনলীতে বেদনা, সুড়সুড় করা, যন্ত্রণাদায়ক প্রবল কর্ডি (লিঙ্গোদগম) প্রভৃতি ; ইহাদের মধ্যে শেষোক্ত লক্ষণটি—প্রবল কর্ডি—ইহা ক্যানাবিস ও ক্যান্থারিস এই দুইটিতেই অধিক নির্দ্দিষ্ট, যদি উহাতে না কমে—স্যালিক্স-নায়গ্রা প্রয়োগ করিবেন। স্যালিক্স নায়গ্রা—স্পার্মাটোরিয়া পীড়ার (বাহ্যে প্রস্রাবের সময় কোঁথ

দিবার কালীন শুক্র স্খলন ও স্বপ্নদোষ হওয়ার) উৎকৃষ্ট ঔষধ। হস্তমৈথুন (mastubation) উক্ত পীড়ার কারণ হইলে—স্যালিক্স-নায়গ্রা আরও অধিক উপকারী। এতদ্ভিন্ন—কাহারও ক্ষমতাহীন অথচ স্ত্রী-সংসর্গের ইচ্ছা অত্যন্ত প্রবল, এই লক্ষণটি থাকিলে ইহা প্রয়োগে সেই প্রবল ইচ্ছার হ্রাস হইবে। কোমরে বেদনা তজ্জন্য শীঘ্র চলিতে পারে না এবং অণ্ডকোষের বেদনাও ইহার দ্বারা অনেক সময়ে উপশমিত হয়।

স্ত্রী-ব্যাধি—ঋতুর পূর্ব্বে ও ঋতুর সময়ে স্নায়বিক-বেদনা, ডিম্বকোষে বেদনা, কষ্টকর ঋতুস্রাব প্রভৃতিতে ইহার দ্বারা উপকার হয়।

মুখের ও চক্ষুর পীড়া—মুখের বিশেষতঃ নাকের ডগা লালবর্ণ ও ফোলা, চক্ষু লাল (blood shot), স্পর্শে ও চক্ষু নাড়িলে বেদনা।

সদৃশ—স্পার্মাটোরিয়ায় অর্থাৎ শুক্রস্খলনে—ট্রিবিউলাস-টিরেস্ট্রিস ৬৩৪ পৃষ্ঠা ও টার্নেরা ৬৩৭ পৃষ্ঠা দেখুন।

ক্রম—θ—১x শক্তি, মাত্রা—১০ হইতে ৩০ বিন্দু। ফরমূলা—৩।

স্যাম্বুকাস (Sambucus Nigra.)

তাজা পাতা ও ফুল হইতে টিংচার প্রস্তুত হয়)—ইহা হাঁপানি, শিশুদের গলা ঘড়্ঘড়ানি ও সর্দ্দি কাশির একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ।

হাঁপানি ও কাশি—রাত্রিকালে পীড়ার বৃদ্ধি, বেশ ঘুমাইতেছে হঠাৎ ফিট্ আসিয়া—শিশু কাশিতে কাশিতে যেন লুটাইয়া পড়ে, শ্বাসরুদ্ধ হইয়া আসে, নিশ্বাস গ্রহণ করিবার জন্য আঁকুপাঁকু করে, মনে হয় যেন এখনই মারা পড়িবে। যাহা হউক কিছুক্ষণ এই প্রকার করিবার পর আবার ঘুমাইয়া পড়ে ও পুনরায় কিছুক্ষণ পরে উক্ত প্রকারের কষ্টকর কাশি হইতে থাকে। হাঁপানির টান ও দমকা-কাশিতে ইহার—৩০ শক্তি, দুই চারিদিন ব্যবহার করিয়া অনেক স্থলে পীড়ার প্রাপ্য উপকার হইতে দেখা গিয়াছে। শিশুদের নাক সাঁটিয়া ধরে, তজ্জন্য শ্বাস-প্রশ্বাসের ও স্তন্যপানের ব্যাঘাত হয়। সর্দ্দিতে নাসিকা বন্ধ হইয়া মুখ দিয়া নিশ্বাস ফেলা লক্ষণ—এমন-কার্ব্বের মত স্যাম্বুকাসেও আছে (হাঁপানির প্রবল টানের জন্য—একোনাইট-ন্যাপ—১x; ক্যানাবিস-ইণ্ডিকা—θ, লোবেলিয়া—θ, ব্ল্যাটা-ওরিয়েন্ট—θ, এরালিয়া—θ, জার্ব্বা-স্যান্টা—θ ও আর্স, এই ৭টি শ্রেষ্ঠ ঔষধ)।

ল্যারেঞ্জিসমাস-স্ট্রীডিউলাস (কণ্ঠনলীর মুখে আক্ষেপ, ফল্স-ক্রুপ)—এই পীড়ায় হঠাৎ দম আটকানভাব ইত্যাদি উপসর্গ রাত্রি দুই প্রহরের পর ও বালিস হইতে মাথাটি নীচু হইলেই বৃদ্ধি হয়। হুপিং-কাশির মত আক্ষেপিক কাশি, ইহা মধ্য রাত্রির পর এবং মাথাটি নিচু করিয়া শুইলেই বাড়ে।

ঘর্ম্ম—নিদ্রা হইতে উঠিলেই ঘর্ম্ম, নিদ্রাকালে শরীর শুষ্ক, এই লক্ষণটি — স্যাম্বুকাসে নির্দ্দিষ্ট। থুজায় নিদ্রিত হইলেই ঘর্ম্ম ও জাগরিত হইলে শরীর পূর্ব্বের ন্যায় শুষ্ক ; কোনিয়মে—চক্ষু দুইটি মুদ্রিত করিবার মাত্রই ঘর্ম্ম হয় ; কোনও পীড়ায়

শুধু এই ঘর্ম্মের লক্ষণটি দেখিয়া ঔষধ প্রয়োগ করিলে অনেক জটিল ব্যাধিও ত্বরায় আরোগ্য হইতে পারে।

শোথ—কিড্নীর তরুণ প্রদাহ জনিত শোথরোগে ঘন ঘন প্রস্রাবের বেগসহ প্রচুর পরিমাণে প্রস্রাব হয় ও ঘন সেডিমেন্ট থাকে।

স্যাম্বুকাস ক্যানাডেন্সিস—শোথ রোগের উৎকৃষ্ট ঔষধ, তরল সার সিকি হইতে এক চা-চামচ মাত্রায় দিনে ২ বার সেব্য।

বৃদ্ধি—বিশ্রামকালে, নিদ্রাবস্থায়, রাত্রি ৭টা হইতে ১১টার মধ্যে ;শীতল বায়ু সংস্পর্শে ; ভয়, হর্ষ, বিষাদ ও মানসিক উদ্বেগে।

সম্বন্ধ—আর্সের মন্দ ফল ইহার দ্বারা নিবারিত হয় এবং ভয় প্রাপ্তির মন্দ ফলে—ওপিয়মের পর স্যাম্বুকাস বিশেষ ফলপ্রদ।

পরবর্ত্তী ঔষধ—বেল, ড্রসেরা, নক্স, রস, সিপি।

ক্রিয়ানাশক—আর্স, ক্যাম্ফর। ক্রিয়া স্থিতিকাল—১ দিন।

ক্রম—θ—৩০ শক্তি। ফরমূলা—১।

স্যাঙ্গুনেরিয়া ক্যানাডেন্সিস। (Sanguinaria Canadensis.)

(তাজা শিকড় হইতে টিংচার প্রস্তুত হয়)—শরীরের ডানদিকের পীড়ায় ইহা একটি উৎকৃষ্ট ফলপ্রদ ঔষধ ;

চরিত্রগত লক্ষণ ঃ—

১। ডানদিকের মাথাব্যথা ; ২। গা-বমি-বমির সহিত মাথাব্যথা ; ৩। ফুসফুসের কতিপয় পীড়া ও কাশি ; ৪। স্ত্রীলোকদের ঋতুলোপকালের কতিপয় পীড়া ; ৫। নাক, কাণ, জরায়ুর অর্ব্বুদ ; ৬। বাত ইত্যাদি।

শিরঃপীড়া—সূর্য্যোদয়ের পর হইতে মাথাব্যথা আরম্ভ হইয়া ক্রমশঃ বেলা দুই প্রহর পর্য্যন্ত অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়া পরে বেলা ৩টা হইতে ধীরে ধীরে হ্রাস হইতে আরম্ভ হয় এবং সন্ধ্যায় সম্পূর্ণ ছাড়িয়া যায়। রোগী বৈকালে একটু ঘুমায়, ঘুম হইতে উঠিয়া দেখে তাহার মাথাব্যথার সম্পূর্ণ উপশম হইয়াছে ; অনেক সময় আবার দেখা যায় প্রচুর পরিমাণে প্রস্রাব হইয়াও মাথাব্যথার উপশম হয়। মাথাব্যথা—মাথার পশ্চাৎভাগ (occiput) হইতে আরম্ভ হইয়া মাথার উপর দিয়া ক্রমশঃ চক্ষুর উপরে আসিয়া অবস্থিতি করে! মাথাব্যথার জন্য রোগী রৌদ্রের বা আলোকের দিকে তাকাইতে পারে না, মাথা দপ্দপ্ করে, গা-বমি-বমি করে ও বমি হয়, ইহাতে শুইয়া থাকিলে মাথাব্যথার একটু উপশম থাকে। স্যাঙ্গুনেরিয়ায়—ডান-দিকের রগ, ডান চক্ষুর উপর এবং মুর্দ্ধার ডানদিক হইতেও বেদনা আরম্ভ হয়, বামদিকের ঐরূপ মাথাব্যথায়—স্পাইজেলিয়া উপযোগী।

বাত—ডানহস্তের উপরিভাগের (R. deltoid) বাতের বেদনায় স্যাঙ্গুনেরিয়া ; .... ডান কাঁধের বেদনায়—ম্যাগ্নেসিয়া কার্ব্ব ; .... বাম কাঁধের বেদনায়—ফেরম-মেটালিকাম উপকারী।

গা-বমি-বমি—গা-বমির সহিত মুখ দিয়া অনবরত থুথু বা লালা উঠে, পিত্ত কিম্বা টক্ বমি হয় ; বমনেও গা-বমির উপশম হয় না ; কিন্তু কোনও দ্রব্য আহার করিলে উপশম হয়। পাকস্থলীর ক্ষত তৎসহ পেটে জ্বালাজনক বেদনা। গর্ভাবস্থায় গা-বমি ও বমির সহিত মুখ দিয়া অনবরত থুতু বা লালার মত-পদার্থ উঠিলে—স্যাঙ্গুনেরিয়া অব্যর্থ ঔষধ। চিনি ও শর্করা তিক্তবোধ হয়, অত্যন্ত কষ্টসহ ক্রিমি বমন।

কাশি—রাত্রিতে একপ্রকার ভয়ঙ্কর শুষ্ক কাশি হয়, রোগী ঘুমাইতে পারে না, উপশমের জন্য উঠিয়া বসে ; কিন্তু তাহাতেও কাশির উপশম হয় না, কেবলমাত্র ঢেকুর উঠিলে অথবা অধঃ দিয়া বায়ু নিঃসৃত হইলে কতকটা উপশম হয় (gastric origin)। শ্বাসনলীর মুখে ফোলা, শ্বাসকৃচ্ছ্রতা, কাঠচেরার মত নিশ্বাসে শব্দ, গলাধরা, শুষ্ক কাশি, এই সমস্ত উপসর্গ শুইলেই বৃদ্ধি হয়, তজ্জন্য রোগী সমস্ত রাত্রিই বসিয়া থাকে, ইহাতেও—স্যাঙ্গুনেরিয়া উপকারী। উদরাময়ের সহিত কাশি বা হুপিং-কাশি এবং স্ত্রীলোকদিগের রজঃবন্ধ বা বিলম্বিত রজঃ ও ঋতুলোপকালের বয়সে অতিরজঃ পীড়ার সহিত কাশি থাকিলেও ইহাতে উপকার হইবে। অজীর্ণ পীড়াসহ হাঁপানি-কাশিতেও ইহা উপকারী।

উপরোক্ত প্রকারের লক্ষণযুক্ত কাশি ভিন্ন—কঠিন প্রকারের ব্রঙ্কাইটিস বা নিমোনিয়ার পর অনেক সময় দেখা যায় যে, প্রবল কাশির সহিত প্রচুর পরিমাণে পচা দুর্গন্ধযুক্ত তরল হড় হড়ে গয়ার উঠে, শ্বাসপ্রশ্বাসে মুখ দিয়া পচা গন্ধ বাহির হয়, সেই গন্ধে অন্য লোক দূরের কথা—রোগীর নিজেরও তাহাতে ঘৃণা হয়, কোন দ্রব্য পানাহার করিতে পারে না, তৎসহ অল্প বিস্তর জ্বর থাকে, সাধারণ লোকে মনে করে যেন থাইসিস হইয়াছে, বুক জ্বলে, পেট হইতে বুক পর্য্যন্ত একটা গরম বাষ্পের মত উত্থিত হয়, ইহাতে—স্যাঙ্গুনেরিয়া-ক্যানাডেন্‌সিস—১x—৬x শক্তিতে বিশেষ উপকার হয়। ক্যাল্কিকম নামক ঔষধেও উক্ত প্রকার পচা দুর্গন্ধ গয়ার উঠা নির্দ্দিষ্ট, উহার অধ্যায়—২১৪ পৃষ্ঠা, হাঁপানি-কাশি পাঠ করুন।

বৃদ্ধি—আক্রান্ত অংশ সঞ্চালনে, পার্শ্ব পরিবর্ত্তনে, রাত্রিতে, উপবাসে। উপশম—স্থিরভাবে শুইয়া থাকিলে, জোরে টিপিলে, বাম পার্শ্বে শুইলে, নিদ্রান্তে, নির্ম্মল বায়ুতে।

সম্বন্ধ—শিরঃপীড়ায়—বেল, আইরিস, মেলিলোটের সহিত ; রজঃলোপকালের রোগে—ল্যাকেসিস ও সল্‌ফারের সহিত ; ব্রঙ্কাইটিস বা নিমোনিয়ায়—চেলি, ফস্ ; সল্ফ ও ভেরেট্রম-ভিরিডির সহিত স্যাঙ্গুনেরিয়ার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। ইহা আফিমের মাদকতার প্রতিবিষ এবং বেলেডোনার পর উত্তম ক্রিয়া প্রকাশ করে।

ক্রম—৩০—২০০শ ; অনেকস্থলে নিম্নক্রম—θ—৩য় শক্তি।

ফরমূলা—জার্ম্মেণি—৪ ; আমেরিকান—৩।

স্যাঙ্গুনেরিয়া নাইট্রিকা (Sanguinaria Nit.)

তরুণ ও পুরাতন সর্দ্দি, তরুণ ফ্যারিংজাইটিস, গলনলীতে ও ষ্টার্ণমের পশ্চাতে বেদনা, ইনফ্লুয়েঞ্জা, মাথায় ও চক্ষুতে বেদনা, চক্ষুতে জলপড়া, নাক সাঁটিয়াধরা ইত্যাদি কতকগুলি পীড়ায় ইহা ব্যবহৃত হয়।

পলিপাস—নাসিকার পলিপাস (রক্ত অর্ব্বুদ) এবং টার্বিনেটসের বিবৃদ্ধি—স্যাঙ্গুনেরিয়া-নাইট্রেট এই পীড়ার একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ। অধিক পরিমাণে জলের মত শ্লেষ্মা নির্গমন, নাসিকার ভিতর জ্বালা কিম্বা নাসিকা শুষ্ক, অল্প পরিমাণে শ্লেষ্মাস্রাব, নাসিকার ভিতর মামড়ি পড়ে, উহা উঠাইয়া ফেলিলেই রক্ত বাহির হয়, হাঁচি, নাসিকার ভিতর ক্ষতের মত বেদনা, জলের মত সর্দ্দি নির্গমনসহ নাসিকার গোড়ায় চাপবোধ প্রভৃতি লক্ষণে উপকারী। ৫/৭ মিনিট অন্তর হাঁচি, ডান নাক দিয়া অনবরত জল পড়ে।

স্বরযন্ত্রে জ্বালা ও ক্ষতের মত বেদনা; গলাধরা, ষ্টার্ণম্-অস্থির অর্থাৎ বুকের মাঝের হাড়ের পশ্চাতে যেখানে বায়ুনলী দুইভাগে বিভক্ত হইয়াছে—তথায় ভয়ানক বেদনা তৎসহ আক্ষেপিক কাশি, কাশিলে বেদনার অতিরিক্ত বৃদ্ধি, গাঢ় হল্‌দে কিম্বা রক্তমিশ্রিত গয়ার উঠে, ডানদিকের টন্‌সিলের বেদনা, গিলিতে কষ্ট, এই লক্ষণগুলিও এই ঔষধের অন্তর্ভুক্ত। প্রাতে শয্যাত্যাগ করিয়া একটু এদিক ওদিক করিলেই কাশি।

সদৃশ—এরাম্‌-ট্রাইফাইলাম, সোরিণাম, কালি-বাইক্রম।

ক্রম—৩ ×—৬ × শক্তি, ইহার ট্রাইটুরেসন ও আভ্যন্তরিক ব্যবহৃত হয়। নাসিকার পলিপাসে—১ × শক্তির ২০ গ্রেণ, ১ আঃ গ্লিসারিণে বা ঘৃতে মিশাইয়া নাসিকার মধ্যে বাহ্যিক প্রয়োগ করিবেন।

সারাসিনিয়া (Sarracenia Purpurea)

(একপ্রকার ক্ষুদ্র জাতীয় গাছ হইতে ইহার টিংচার প্রস্তুত হয়)—অস্থি-বেদনা, অনিয়মিত হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া, মাথার রক্তাধিক্য, পাকস্থলীর গোলযোগ প্রভৃতি কয়েকটি পীড়ায় ব্যবহৃত হইলেও ইহা বসন্তরোগেই অধিক আদরের সহিত ব্যবহৃত হয়।

অস্থি বেদনা—হাঁটুর হাড়ে ও উরুসন্ধিতে (knee & hip joint) আঘাতলাগার মত বেদনা, চক্ষুর চারিদিকের হাড়ে ও বাহুর হাড়ে বেদনা প্রত্যঙ্গাদির দুর্ব্বলতা ইত্যাদি এই ঔষধের প্রধান লক্ষণ।

পাকস্থলীর পীড়া—পেটে প্রবল বেদনাসহ প্রচুর পরিমাণে বমি হয়। এই ঔষধের একটি প্রধান লক্ষণ—রোগীর সকল সময়েই ক্ষুধা, এমন কি আহার করিয়া উঠিয়া তখনই আবার খাইতে চায় ও ক্ষুধা, খাইবার পরেই ঘুম আসে (আয়োডামের ক্ষুধার মত)।

বসন্ত পীড়া (Variola)—উপকারিতা হিসাবে সারাসিনিয়াকে এই পীড়ার একপ্রকার পেটেন্ট ঔষধ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না, প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত বসন্তরোগের প্রায় সকল অবস্থাতেই ইহা প্রয়োগ করা যায়। প্রথম অবস্থায় ব্যবহৃত হইলে গুটিকাগুলি খুব শীঘ্র শীঘ্র বাহির হইয়া পড়ে, গুটি পাকে না, ত্বকে গর্ত্ত হয় না, যন্ত্রণার ও বেদনার হ্রাস হয়, অল্পদিনেই আরোগ্য লাভ করে। ডাঃ বোরিক বলেন—"sarracenia aborts the disease, arrests pustulation" কিছু পরে প্রযুক্ত হইলেও পীড়ার গতি বিশেষ মন্দ অবস্থার দিকে অগ্রসর হইতে পারে না, পীড়ার বৃদ্ধি বড় করিয়া দেয়। সারাসিনিয়া—বসন্তের উৎকৃষ্ট প্রতিষেধক (preventive) ঔষধ, বসন্ত-এপিডেমিকের সময় অতি স্বল্পমাত্রায় ইহা প্রত্যহ বা মধ্যে মধ্যে সেবন করিলে বসন্তরোগে আক্রান্ত হইবার আশঙ্কা দূর হয় (ম্যালাণ্ড্রিণাম দেখুন)।

ভেরিওলিনাম অধ্যায়-৬৪০ পৃঃ এবং থেরাপিউটিক্সে—বসন্তরোগের সংক্ষিপ্ত বিবরণ ও অন্যান্য অনেক বিষয় বর্ণিত হইয়াছে পাঠ করিবেন।

সদৃশ—এন্টিম-টার্ট, ভেরিওলিনাম, ম্যালাণ্ড্রিণাম।

ক্রম—১×—৬×শক্তি। ফরমূলা—৩।

সার্সাপ্যারিলা (Sarsaparilla)

(শুষ্ক সালসা মূল হইতে টিংচার প্রস্তুত হয়)—প্রস্রাবসম্বন্ধীয় কতিপয় পীড়া ও পাথরীরোগেই ইহাতে অধিক উপকার হয়, তদ্ভিন্ন—স্ফোটক,একজিমা, টীকা দিবার দোষে গাত্রচর্ম্মে কোনও উদ্ভেদ (ইরাপসন) নির্গমন এবং ম্যারাসমাস প্রভৃতি কতিপয় পীড়ারও ইহা উত্তম ফলপ্রদ ঔষধ।

প্রস্রাব সম্বন্ধীয় পীড়া—প্রস্রাবত্যাগের পূর্ব্বে বা সময়ে নহে—ঠিক প্রস্রাব করা শেষ হইবার সময় অত্যন্ত জ্বালা-যন্ত্রণা, মূত্রনলীতে শূলুনি-বেদনা এই ঔষধের প্রধান লক্ষণ (থুজা, মেডোরিণ, বার্বেরিস)।

প্রষ্টেট্-গ্ল্যাণ্ডের বিবৃদ্ধির জন্য মূত্রনলীর শূলুনি-বেদনা—পলসেটিলা, ইহাতে প্রস্রাবের পর জ্বালা থাকে না। প্রস্রাবের পর মূত্রনলীতে জ্বালা, তলপেটে আক্ষেপের মত একরকম টানিয়া খেঁচিয়া ধরা বেদনা—ন্যাট্রম-মিউর। প্রস্রাবের তলানি বালিকণার মত, শিশু প্রস্রাব করিবার পূর্ব্বে কাঁদে- লাইকো, বোরাক্স। যন্ত্রণাবিহীন প্রস্রাব, প্রস্রাব ঘোলা—কষ্টিকাম (ক্যান্থারিস দেখুন)। পুরাতন প্রমেহে বা প্রমেহের গ্লীট-ষ্টেজে লক্ষণভেদে—সার্সা, ন্যাট্রম-মিউর, কিউবেবা, এগনাস, হাইড্রাসটীস ঔষধগুলিই উপকারী।

মূত্র-পাথরী (Renal colic)—প্রস্রাবের ঘন ঘন বেগ, অল্প অল্প প্রস্রাব, প্রস্রাবসহ ছোট ছোট পাথরী নির্গমন, কিডনীতে বেদনা। শিশু প্রস্রাবের সময় কাঁদে, বসিলে ফোঁটা ফোঁটা প্রস্রাব বাহির হয়। পাথরী বড় হইলেও এই ঔষধে প্রায় বাহির হইয়া যায়, পরীক্ষা করুন।

বাত ও মাথাব্যথা—গর্ম্মী বা পারাজনিত কিম্বা প্রমেহস্রাব বন্ধ হইয়া বাত, পেরিয়ষ্টিয়মে (অস্থি-আবরণীয় পরদায়) বেদনা ও মাথাব্যথায় —সার্সাপ্যারিলা উপকারী।

চর্ম্মপীড়া—গর্ম্মীপীড়াগ্রস্ত রোগীর শরীরের দুর্ব্বলতা ও শীর্ণতাসহ চর্ম্মে যে কোনও প্রকার উদ্ভেদ নির্গমন (ইরাপসন) পাইবেন, প্রথমেই সার্সা-প্যারিলা—উচ্চশক্তি (২০০ শ) দুই এক মাত্রা প্রদান করিবেন। গ্রীষ্মকালে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্ফোটকে যখন আর্ণিকা ও আর্কটিয়মে উপকার না হইবে তখন—সার্সাপ্যারিলায় ফল পাইবেন। হাত-পা ফাটা, গায়ের চামড়া কোঁচকাইয়া ভাঁজ পড়িয়া থাকা, নখ কোঁকড়াইয়া ক্ষুদ্র হওয়া, নখে ঘা, জ্বালা, অণ্ডকোষে এবং লিঙ্গমুখে, প্রিপুসে অত্যন্ত চুলকানি প্রভৃতিরও ইহা উৎকৃষ্ট ঔষধ। রাত্রিতে, শয়নকালে ও প্রাতে সর্ব্বাঙ্গ চুলকায়।

ম্যারাসমাস—এব্রোটেনাম অধ্যায় ৯ পৃষ্ঠা দেখুন।

পরবর্ত্তী ঔষধ—বেল, হিপার, মার্ক, ফস, রস, সলফ।

ক্রিয়ানাশক—বেল, মার্ক, সিপি। ক্রিয়াস্থিতিকাল—৩৫ দিন।

ফরমূলা—৪।

সিলা (Scilla)

ইহার অন্য নাম—স্কুইলা (Squilla) ; সামুদ্রিক পিয়াজ হইতে ইহার টিংচার প্রস্তুত হয়। সর্দ্দি-কাশি ভিন্ন প্রায় অন্য কোনও প্রকার পীড়ায় ইহার তত আবশ্যক হয় না।

কাশি—১। কাশিবার সময় হাঁচি ; ২। কাশির সময় চক্ষু হইতে জলপড়া ; ৩। কাশির ধমকে কাপড়ে প্রস্রাব করা, এই তিনটি এই ঔষধের প্রধান চরিত্রগত লক্ষণ। সিলার কাশি—তরল, আলগা, ঘড়-ঘড়ে, ইহাতে প্রাতে যে কাশি হয় তাহা ঘড়ঘড়ে; কিন্তু ঘড়ঘড়ে (loose) হইলেও রোগী কাশিয়া কাশিয়া অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়া পড়ে, সন্ধ্যার কাশি—শুষ্ক (dry) হইলেও রোগী তাহাতে তত অবসন্ন হইয়া পড়ে না। প্রচণ্ড কাশির সময় শিশু হাত মুঠা করিয়া মুখে ঘষে। সিলা—প্লুরিসি রোগেও উপকারী।

সদৃশ—ভার্ব্যাসকম, সেনেগা, সলফার, ড্রসেরা, মার্টস্-কমিউনিস।

ক্রম—৩, ৩০—সি, এম্-শক্তি। ফরমূলা—৩।

সিকেলি কর (Secale Cornutum)

(এলোপ্যাথিক চিকিৎসায় ইহা আর্গটিন নামে প্রচলিত)—রোগা, শীর্ণকায়া স্ত্রীলোকদের পীড়ায় অধিক কার্য্যকরী।

চরিত্রগত লক্ষণ ঃ—

১। জরায়ু হইতে রক্তস্রাব, জরায়ু ও ডান ডিম্বকোষে রক্তসঞ্চয়জনিত বেদনা; ২। ঋতু অনিয়মিত, রঙ কাল, রক্ত তরল, পরিমাণে অধিক ; ৩। এক ঋতুকাল হইতে পরবর্ত্তী ঋতুকাল পর্য্যন্ত প্রায় অনবরতই জলের মত রক্ত নির্গমন; ৪। প্রতি ৩য় মাসে গর্ভস্রাব ;৫। জরায়ু-মুখ সম্পূর্ণ খুলিয়াছে, কিন্তু বেদনার জোর না থাকায় প্রসব হইতে বিলম্ব ; ৬। দুর্গন্ধ প্রসবান্তিক ক্লেদস্রাব (lochia); ৭। প্রসবের পর অত্যন্ত কষ্টকর ভ্যাঁদাল-ব্যথা; ৮। রজঃস্রাব বন্ধ হইয়া জরায়ুর প্রদাহ ; ৯। রক্তস্রাবের সঙ্গে সঙ্গে হাত পা ঠাণ্ডা, ঠাণ্ডা ঘাম, নাড়ী ক্ষীণ, হাতে পায়ে খিলধরা, ১০। কলেরায় বা শিশু কলেরায়—বাহ্যে বমি, অত্যন্ত পিপাসা, মুখ চোখ বসিয়া যাওয়া, দ্রুত নাড়ী বা নাড়ীলোপ, মলে বিশ্রী পচা দুর্গন্ধ, পেটে বেদনা অল্প অথবা না থাকা; ১১। খিলধরা, তাহাতে আঙুল ফাঁক ফাঁক হইয়া পড়া (মুঠা বাঁধা—কুপ্রমে উপকার না হইলে—সিকেলী); ১২। হাত পা শরীর সমস্ত ঠাণ্ডা, ভেদবমি, প্রস্রাব বন্ধ, গাত্রদাহ, অস্থিরতা, গায়ে এক দণ্ডও কাপড় না রাখা, উলঙ্গ হইয়া থাকা; ১৩। স্ত্রীলোকের ঋতুকালীন ওলাউঠা; ১৪। প্রাণ কেমন করা; ১৫। সমস্ত শরীরে জ্বালা, মনে হয় যেন গায়ে আগুনের কণা পড়িতেছে ; ১৬। উদরাময়ে—কটা রঙের জলবৎ পচা দুর্গন্ধ বাহ্যে তোড়ে নির্গত হয়, পেটে বেদনা থাকে না, অসাড়ে বাহ্যে মলদ্বারের মুখ ফাঁক হইয়া থাকে (এপিস, ফস); ১৭। হনুমানের হাত পায়ের মত শরীরের কোনস্থানে কাল দাগ ; ১৮। প্রসবান্তে দুগ্ধ লোপ।

সিকেলির ধাতু—রোগিনীর অবয়ব দেখিতে অতিশয় রুগ্ন, অস্থি কঙ্কালসার, চক্ষু ও গণ্ডদেশ যেন কোটরে প্রবেশ করিয়াছে, মেজাজ অতিশয় রুক্ষ, শরীর ম্লান, ফেকাসে ও রক্তশূন্য, হাত-পা সদাই ঝিমঝিম, চিনচিন্ করে; সতত অম্লদ্রব্য পানে ইচ্ছা, অস্বাভাবিক ক্ষুধা, শরীর সর্ব্বদাই জ্বালা করে; গায়ে আদৌ কাপড় রাখিতে পারে না, সর্ব্বদা বাতাস পাইতে ইচ্ছা করে, গাত্রত্বক ঠাণ্ডা অথচ ভিতরে জ্বালা; মধ্যে মধ্যে বুক যেন চাপিয়া ধরে, প্রাণ কেমন করে, অল্পেই যেন মূর্চ্ছা যায়, স্থূলাঙ্গী স্ত্রীলোকদের পক্ষে ইহা তত উপযোগী নহে (পায়ে ভীষণ জ্বালা—স্যানিকিউলা, সল্ফার)।

প্রসব বেদনা—আর্গট স্থূলমাত্রায় সেবন করিলে জোরে জোরে জরায়ুর সঙ্কোচন হয়, তজ্জন্য এলোপ্যাথিতে জরায়ুর রক্তস্রাব বন্ধ করিবার নিমিত্ত ও শীঘ্র প্রসবক্রিয়া সম্পাদনের জন্য ইহা ব্যবহৃত হয়, এইরূপ ব্যবহারে কখনও কখনও বিপরীত ফল হয়, অর্থাৎ উহাতে বেদনা হঠাৎ বৃদ্ধি হইয়া ভ্রূণ এত জোরে নিষ্ক্রান্ত হয় যে, তাহাতে জরায়ু পর্য্যন্ত বাহির হইয়া আসে, তদ্ভিন্ন জরায়ু জোরে জোরে সঙ্কোচনের জন্য হৃৎপিণ্ড প্রদেশে পর্য্যন্ত চাপ পড়িয়া রোগিনীর জীবন সঙ্কট হইয়া দাঁড়াইতে পারে, এই সমস্ত কারণে পুরাতন জ্ঞানী এলোপ্যাথগণ উক্ত অভিপ্রায়ে আর ইহা ব্যবহার করেন না, তাঁহারা কেবলমাত্র প্রসবের পর অতিরিক্ত রজঃস্রাব বন্ধ করিবার উদ্দেশ্যেই এখন ব্যবহার করিয়া থাকেন। জরায়ুর মুখ সম্পূর্ণ না খুলিলে কখনও আর্গট ব্যবহার করা উচিত নহে। বিলম্বিত প্রসব বেদনার জন্য হোমিওপ্যাথি মাত্রায়—ইহার উচ্চশক্তি

২০০শ বা ততোধিক শক্তি ব্যবহারে অনেক সময় অতি সুন্দর ফল পাওয়া যায়। ডাঃ ন্যাস বলেন, তিনি প্রায় ৪০ বৎসর হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা করিতেছেন, তাঁহাকে উক্ত সময়ের মধ্যে কখনও স্থূলমাত্রায় ঔষধ ব্যবহার করিতে হয় নাই। সিকেলির প্রসব-বেদনা অতি ক্ষীণ এবং অতি ধীরে ধীরে হয়। কখনও ব্যথা প্রায় একেবারে চলিয়া যায় কিম্বা নরম পড়ে। ইহাতে জোরে বেদনা একেবারে থাকে না, জরায়ু কোমল থল্‌থলে, বেদনা কোমরের দিক হইতে আসিয়া তলপেটে স্থায়ী হয়। প্রসবের বেদনা অনেকক্ষণ ধরিয়া চলিতেছে; কিন্তু তাহাতে জরায়ুর মুখ ও প্রসারিত হয় না সন্তানও এগোয় না, এইগুলি—সিকেলি প্রয়োগের বিশিষ্ট লক্ষণ। সিকেলি প্রয়োগে সহজেই ফুল (placenta) নিষ্ক্রান্ত হইয়া থাকে, ইহা ভাঁদাল-ব্যথার ও উৎকৃষ্ট ঔষধ। এখানে শক্তিকৃত ঔষধে ফল না হইলে—θ, ২ হইতে ৩ / ৪ ফোঁটা মাত্রায় প্রতি অর্দ্ধ বা একঘন্টা অন্তর প্রত্যেক সবিরাম-বেদনার পর প্রযোজ্য কলোফাইলম— ১× শক্তি উপকারী।

অভিজ্ঞতার ফল—ভ্যাঁদাল-ব্যথা (কেহ কেহ আবার ইহাকে হ্যাঁতল ব্যথাও বলে)—এই বেদনা প্রসবের পর হয়, বেদনা থামিয়া থামিয়া হয়। প্রসবকালে ফুলের ছিন্ন অংশ, রক্তের চাপ্ কিম্বা অন্য কোনও পদার্থ জরায়ুর মধ্যে থাকিয়া যাইলে প্রকৃতি উহাকে বাহির করিয়া দিবার চেষ্টা করে, তাহাতে ঠিক প্রসব-বেদনার মত কিম্বা প্রসব-বেদনা অপেক্ষাও অধিক—এক প্রকার অসহ্য বেদনা হয়, সেই বেদনার ধমকে পোয়াতি কাঁদিয়া ফেলে, ইহাতে সিকেলি—মাদার টিংচার উক্ত নিয়মে ব্যবহার করিয়া আমি প্রায় বিফল হই নাই। আর্ণিকা, ভাইবর্ণম প্রভৃতি ইহার আরও অনেকগুলি ঔষধই থাকিলেও সম্ভবতঃ সিকেলি—মাদার টিংচারের সমকক্ষ প্রায় কোন ঔষধই পাওয়া যায় না। প্রসবের বা গর্ভস্রাবের পর অতিরিক্ত রক্তস্রাব হইতে থাকিলে—মাদার টিংচার প্রতি মাত্রায় ৩ হইতে ৮/১০ ফোঁটা পর্য্যন্ত একটু জলসহ প্রতি ২ ঘন্টা অন্তর ব্যবস্থা করিতে হয়।

সাবধানতা—ডাঃ এলেন বলেন—প্রসব বেদনার সময় কিম্বা জরায়ুর রক্তস্রাব নিবারণের নিমিত্ত সিকেলি বিশেষ বিবেচনার ও সাবধানের সহিত ব্যবহার করিতে হয়, কারণ যদি প্রসূতির এলবুমিনুরিয়া পীড়া অর্থাৎ প্রস্রাবে অধিক পরিমাণে এলবুমেন থাকে, তাহা হইলে তড়কা কিম্বা খেঁচুনি (এক্ল্যামসিয়া) উৎপন্ন হইয়া তাহার জীবন সংশয় হইবে। এ অবস্থায় আর্গট অর্থাৎ সিকেলি অধিক মাত্রায় অথবা ঘন ঘন ব্যবহৃত হইলে অনেক সময় তাহাতে পিওরপেরাল মেট্রাইটীস অর্থাৎ জরায়ু প্রদাহ পীড়া উৎপন্ন হইবার সম্ভাবনা থাকে।

আরও একটি উপদেশ—আশু প্রসবের জন্য বিশেষ রূপে না বুঝিয়া হঠাৎ সিকেলি প্রয়োগ করিবেন না। ধাত্রীদ্বারা পরীক্ষা করিয়া যদি বুঝিতে পারেন যে জরায়ুর মুখ খুলিয়াছে, অথচ বেদনার জোর না থাকায় সন্তান প্রসব হইতেছে না, তখন সিকেলি—২০০ শক্তির ২/১টি পুরিয়া অর্দ্ধ ঘন্টা অন্তর প্রয়োগ করিলে বেদনার জোর হইয়া তৎক্ষণাৎ প্রসব হইবে। জরায়ুর মুখ না খুলিলে ইহা প্রয়োগ নিষিদ্ধ তাহাতে অনিষ্ট হইতে পারে।

প্রসবান্তিক-ক্লেদস্রাব (Lochia)—যদি এই স্রাবের রঙ সবুজ, পূঁযের মতও অত্যন্ত দুর্গন্ধ হয় কিম্বা ঐ ক্লেদস্রাব বন্ধ হইয়া জরায়ুতে বেদনা, জরায়ু-

আবরণের প্রদাহ ইত্যাদি হইয়া জ্বর হয় (ইহাকে সুতিকা-জ্বর কহে, লক্ষণ—বেলেডোনা ২৩১ পৃষ্ঠা দেখুন) অথবা প্রসবাকালীন রুদ্ধ রক্ত বা ফুল ইত্যাদি নিঃসৃত না হইয়া ভিতরে পচিয়া পূঁয়-জ জ্বর হয়, তৎসহ শরীরের শীতলতা, গায়ে কাপড় রাখিতে কষ্ট, প্রস্রাব বন্ধ ইত্যাদি লক্ষণগুলি থাকে, তাহা হইলে—সিকেলি উপকারী।

জরায়ু হইতে রক্তস্রাব—সিকেলির রক্তস্রাব প্যাসিভ্ (passive) এবং শরীরস্থ দূষিত রক্তস্রাব হয়, তজ্জন্য দেখা যায় ইহার রক্ত—কালচে, ঘোলাটে, অত্যন্ত দুর্গন্ধ। এক ঋতুকাল হইতে পরবর্ত্তী ঋতুকাল পর্য্যন্ত অবিরামভাবে রক্তস্রাব চলিতে থাকে। স্রাব কখনও অল্প, কখনও অধিক, রক্তস্রাব হেতু রোগিনী ক্রমশঃ দুর্ব্বল হইয়া পড়ে, মূর্চ্ছার মত হয়, সর্ব্বশরীর কাঁপিতে থাকে, হাতে পায়ে খিল ধরে, শরীরের মধ্যে সড়্ সড়্ ও ঝিন্‌ঝিন্ করে, গা ঠাণ্ডা অথচ গায়ের ভিতর জ্বালা করিতে থাকে; আদৌ গায়ে কাপড় রাখিতে পারে না। পল্‌সেটিলা, স্যাবাইনা, ইপিকাক ইত্যাদি আরও কয়েকটি রক্তস্রাবের ঔষধের সহিত প্রভেদ নির্দ্ধারণের জন্য তাহাদের অধ্যায়গুলি পাঠ করিবেন, হ্যামামেলিস অধ্যায়টিও দেখিবেন।

চর্ম্মপীড়া—হনুমানের হাত-পায়ের মত শরীরের কোন স্থানে কালদাগ।

ওলাউঠা—এই সাংঘাতিক পীড়ার প্রথম অবস্থায় এই ঔষধের তত প্রয়োজন হয় না। রোগ যখন বাড়িয়া পড়ে, অনবরত বাহ্যে বমি হইয়া শিরার মধ্যে রক্ত জমাট বাঁধিয়া খিলধরা আরম্ভ হয়, কুপ্রম নির্দ্দিষ্ট খিলধরায় কুপ্রমে যদি বিশেষ উপকার হয় না; তখনই ইহার প্রয়োজন হয়। ওলাউঠায় সিকেলির প্রধান লক্ষণ—মলের রঙ্ চাউল ধোয়ানি জলের মত কিম্বা একেবারে সম্পূর্ণ বর্ণহীন কলের জলের ন্যায়, অত্যন্ত গায়ের জ্বালা, গা বরফের মত ঠাণ্ডা অথচ গায়ে এক মুহূর্ত্তের জন্যও কাপড় রাখিতে পারে না, চক্ষু বসিয়া যায়, শরীর চুপসিয়া যায়, অদম্য পিপাসা—অনবরত ঘন ঘন ঠাণ্ডা জলপান করিতে চাহে, তাহাতে বমি হয়, সিকেলিতে—বমি অপেক্ষা ওয়াক্‌তোলা ও কাটবমি বেশী, ভেদ পরিমাণে অধিক ও খুব জোরে নির্গত হয়, পেটে তত বেদনা থাকে না; নাড়ী প্রথমে সূতার মত ক্ষীণ হইয়া ক্রমশঃ একেবারে লোপ হইয়া যায়। কলেরার এই অবস্থায় সিকেলির সমকক্ষ—ভেরেট্রম, আর্সেনিক, কুপ্রম, বিস্‌মথ ইত্যাদি আরও কতকগুলি ঔষধ আছে, তাহাদের প্রভেদ জানিয়া রাখা উচিত ঃ—

ভেরেট্রম-এলবম—ইহার ভেদ চাউলধোয়া কিম্বা কুমড়াপচার মত ছিবড়ে-ছিবড়ে, পরিমাণে সিকেলির মত অত্যন্ত অধিক (সিকেলিতে অনেক সময় বর্ণহীন কলের জলের মত ভেদ হয়, ভেরেট্রমে তাহা হয় না) ভেদ ও বমন দুইটিই পরিমাণে অত্যন্ত অধিক হয়। তবে ভেরেট্রমে বমন অপেক্ষা ভেদের ভাগই অধিক, ভেদের পর অত্যন্ত দুর্ব্বলতা, কপালে ঠাণ্ডা ঘাম হয় (সিকেলিতে—কপালে ঠাণ্ডা ঘাম হয় নাই), ভেদের সহিত অত্যন্ত পেটব্যথা, পেট-কন্‌কনানি ও পেট-কামড়ানি ব্যথা থাকে, ভেদ-বমি বৃদ্ধির সহিত পিপাসা, ছটফটানি ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হয়; ভেরেট্রমে—খিলধরা ও নাড়ীলোপ আছে। ভেরেট্রমে, সিকেলিতে—বমি সহজে হয়।

১। যেখানে বাহ্যে, বমি দুইটিই অধিক এবং গায়ের চামড়া চুপসিয়া যায়, খিল ধরে, তথায়—ভেরেট্রম; ২। যথায় বমি অত্যন্ত অধিক, বাহ্যে কম, খিলধরা অধিক (খিলধরায় হাত মুঠা করে), তথায়—কুপ্রম; ৩। যথায় ভেদ ও খিলধরা অধিক, তথায় সিকেলি। খিলধরায় সিকেলিতে হাতের পায়ের আঙুল ফাটা ফাটা হইয়া পড়ে।

আর্সেনিক—ইহাও হিমাঙ্গ অবস্থার ঔষধ ও কলেরার বর্দ্ধিত অবস্থায় উপযোগী। ইহাতে দারুণ পিপাসা ও ছটফটানি থাকে, গায়ে কাপড় রাখে, অনেক সময় দেখা যায় যে রোগী কিছু সময়ের জন্য গায়ে কাপড় রাখে না; কিন্তু তখন কেহ গায়ে কিছু চাপা দিলে চাপা রাখে, ক্ষমতা থাকিলে নিজেই কাপড় টানিয়া গায়ে দেয় (সিকেলিতে গায়ে এক মুহূর্ত্তও কাপড় রাখে না)। আর্সেনিকে—উত্তাপ প্রয়োগে রোগের কিঞ্চিৎ উপশম হয়, সেইজন্য ঠাণ্ডা জল গায়ে লাগিলে কিম্বা গা হইতে কাপড় সরিয়া গেলে অত্যন্ত কষ্ট হয় ও তাহার জন্য গায়ের কাপড় টানিয়া লয়; পিপাসায় ঘন ঘন জল চায়; কিন্তু অল্প পান করে, জলপান মাত্রই—বমি, পেটের ব্যথা এবং সমস্ত উপসর্গের বৃদ্ধি হয়, আর্সেনিকে—খিলধরা কম এবং বমির সহিত কাট্‌বমি ওয়াকউঠা খুব বেশী থাকে।

কুপ্রম—ইহাতে ভেদ কম ও বমন অধিক, বাহ্যে-বমির সহিত পেটের বেদনা ও খিলধরা অত্যন্ত অধিক থাকে, ইহার খিলধরায়—রোগীর আঙুল মুঠা হইয়া যায় (সিকেলিতে—আঙুল ফাঁক হইয়া পড়ে, ফাঁক-ফাঁক না হইলেও উপকার হয়); অত্যন্ত পিপাসা, জলপান করিলে বমির ক্ষণিক উপশম থাকে, বমির পূর্ব্বে পেটের ব্যথার বৃদ্ধি হয়।

বিসমথ—ভেদের সঙ্গে পেটে বেদনার লেশমাত্র থাকে না, ইহাতে ওয়াক্‌তোলা ও কাট্ বমি অত্যন্ত অধিক; জলপান করিলে পাকস্থলীতে জল পৌঁছাইলেই তৎক্ষণাৎ বমি হয়; কিছু কিছু আহার করিলে অর্থাৎ নিরেট দ্রব্য বরং কিছুক্ষণ পেটে থাকে; খিলধরা আদৌ থাকে না ও রোগী হিমাঙ্গ হয় না, গা বেশ গরম থাকে, আর্সেনিকে—হিমাঙ্গ হয়।

এন্টিম-টার্ট—এই ঔষধটীও কলেরায় উপযোগী (এন্টিম-১৯১ পৃঃ দেখুন)

সম্বন্ধ—ডাঃ হেরিং বলেন—ক্ষীণ প্রসব বেদনায় কিম্বা প্রসবান্তিক শোণিতস্রাবে আর্গট (সিকেলি) অপেক্ষা—সিনামোনাম (Cinamonum) θ—৬x শক্তি শ্রেষ্ঠ, ইহা প্রস্রাবের বেগ বৃদ্ধি ও অপর্য্যাপ্ত শোণিত স্রাব নিবারণ করে, আর্গট যে কোন অবস্থায় বিষময় ফল উৎপাদন করিতে পারে। মারাত্মক বিসূচিকায়, সিকেলি—কল্‌চিকমের সদৃশ। আর্সেনিকও ইহার সদৃশ ঔষধ। তবে সিকেলিতে—উত্তাপে সমস্ত পীড়ার বৃদ্ধি ও আর্সেনিকে উত্তাপে উপশম হয়। সিকেলির পর—সিঙ্কোনা ফলপ্রদ।

ক্রিয়ানাশক—ক্যাম্ফর, ওপি। ক্রিয়া—স্থিতিকাল—২০—৩০ দিন।

ক্রম—θ—২০০ শক্তি। ফরমূলা—৩

সেলিনিয়ম (Selenium)

(একপ্রকার ধাতু হইতে ট্রাইটুরেসন আকারে ঔষধ প্রস্তুত হয়)। লেরিংসে ও জননেন্দ্রিয়ের উপর ইহার প্রধান ক্রিয়া। সাধারণ দুর্ব্বলতাই ইহার বিশেষ লক্ষণ। ইহার রোগী একটুমাত্র শরীরিক বা মানসিক পরিশ্রম করিলেই দুর্ব্বল ও ক্লান্ত হইয়া পড়ে, এইজন্য টাইফয়েডাদি কোনও প্রকার বলক্ষয়কারী পীড়ার পর ব্যবহৃত হইলে শীঘ্র দেহে বল আনয়ন করে। রোগীর রৌদ্র কিম্বা উত্তাপ আদৌ সহ্য হয় না, তজ্জন্য গ্রীষ্মকালের দুর্ব্বলতা ও অন্যান্য উপসর্গের অতিরিক্ত বৃদ্ধি হয়। ডাঃ হেরিং বলেন, ইহার রোগী—কি গ্রীষ্ম, কি শীত, কি বর্ষা কোনও সময়ের দমকা বাতাস বা ঝড় সহ্য করিতে পারে না। সেলিনিয়ম—বৃদ্ধ বয়সের পীড়ায় এবং গৌরকান্তি রোগীদের পক্ষে অধিক উপযোগী।

নিম্নলিখিত কয়েকটী পীড়ায় সেলিনিয়ম ব্যবহারে অনেকটা উপকার পাওয়া যায়।

চুলউঠা—চিরুণী দিয়া চুল আঁচড়াইবার সময় মাথার চুল উঠিয়া যায়। মাথার চাঁদিতে টাক পড়ে, সেখানকার চামড়া চকচক্ করে। জ্বর কিম্বা কোনও দুর্ব্বলকর পীড়াভোগের পর মাথার চুল উঠিতে থাকিলে তাহাতে উপকার হইবে। ভ্রূ, দাড়ী ও লিঙ্গস্থানের চুল উঠিয়া যায়।

শিরঃপীড়া—নিউর‍্যাল্জিক কিম্বা স্নায়বিক শিরঃপীড়া, বাম চক্ষুর উপরিভাগই অধিক বেদনা করে। রৌদ্রে, তীব্রগন্ধে, চা-পানে, কোনও প্রকার টক-দ্রব্য পান করিলে শিরঃপীড়া বৃদ্ধি হয়। মদ্যপায়ীদের মদ্য পানের নেশা ছুটিয়া যাইলেই মাথা ধরে, মেজাজ খারাপ হইয়া যায়, তজ্জন্য টনিকরূপে (ইহাকে খোঁয়ারি-কাটানো বলে) তাহারা আবার একটু মদ্যপান করিতে চায়। মাথা উঁচু করিলে ও দাঁড়াইলে মাথা ধরে।

শুক্রপতন—নিদ্রায়, স্বপ্নে, বেড়াইতে বেড়াইতে কিম্বা প্রস্রাব বাহ্যের পর অল্পে অল্পে অসাড়ে রেতঃপাত হইতে থাকে, রোগী তাহাতে ক্রমশঃই দুর্ব্বল হইয়া পড়ে, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ক্রমশঃ শীর্ণ হয়, চোখ মুখ বসিয়া যায়, শেষে ধ্বজভঙ্গ হইয়া পড়ে, শুক্র তরল হয়, তাহাতে কোনও প্রকার গন্ধ থাকে না। লিঙ্গ অতি ধীরে ধীরে ও অসম্পূর্ণ উত্থিত হয়।

স্বরযন্ত্রের পক্ষাঘাত—গান কিম্বা বক্তৃতা করিবার পর গলাধরা (আর্জ্জেন্ট, কষ্টিকাম) ; গান ও বক্তৃতা আরম্ভ করিবার পূর্ব্বেই মনে করে যেন গলায় আঠার মত কত শ্লেষ্মা জমিয়া আছে, তজ্জন্য পুনঃ পুনঃ গলা খেঁক্রায় ও উহা তুলিয়া ফেলিবার চেষ্টা করে।

ল্যারিণজিয়্যাল থাইসিস—গলার স্বর ক্রমশঃ বন্ধ হইয়া আসে, কাশির সহিত রক্ত উঠে। প্রাতে ভয়ানক আক্ষেপিক কাশি হয়।

সম্বন্ধ—আর্জ্জেন্ট-মেট, কষ্টিকাম, ফস, ষ্ট্যানম।

পরবর্ত্তী ঔষধ—ক্যাল্কেরিয়া, মার্কুরিয়স, নক্স, সিপি।

ক্রিয়ানাশক—ইগ্নে, পলস। ক্রিয়া স্থিতিকাল—৪০ দিন।

ক্রম—৩—৬ শক্তি। ফরমূলা—৭।

সিনিসিও (Senecio Aureus)

(মুকুলিত অবস্থায় একপ্রকার গাছ হইতে টিংচার প্রস্তুত হয়), ইহার উগ্রবীর্য্য ঔষধের নাম—সিনিসিন; স্ত্রী-জননেন্দ্রিয়ের উপর ইহার প্রধান ক্রিয়া, মূত্র-যন্ত্রাদির উপরেও ইহা ক্রিয়া প্রকাশ করে।

প্রস্রাবের পীড়া—প্রষ্টেট্ গ্ল্যাণ্ডের বিবৃদ্ধি, তজ্জন্য প্রস্রাবত্যাগ কালে ভীষণ যন্ত্রণা ও কষ্ট (স্যাবাল্-সেরুলেটা) ; কিড্নীতে বেদনাসহ পুনঃ পুনঃ প্রস্রাব; মূত্রনলীর ইরিটেসন ও প্রদাহ-বশতঃ—স্বল্প প্রস্রাব, প্রস্রাবে রক্ত, শ্লেষ্মা, বেগ, কোঁথানি, পুনঃ পুনঃ মূত্রত্যাগের ইচ্ছা ও রেন্যাল্ কলিক। স্পার্ম্মাটিক-কর্ডে (রেতোরজ্জুতে) বেদনা, উহা অণ্ডকোষ পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়, ক্রণিক-সিষ্টাইটীস।

কাশি—ঋতু বন্ধ হইয়া কাশি, কাশির সহিত রক্ত উঠে (হ্যামামেলিস, মিলিফোলিয়ম, ফসফরাস অধ্যায় দেখুন)। ইহাতে ঋতুস্রাব বন্ধ হইলে কাশি বাড়ে এবং স্রাব আরম্ভ হইলেই কাশির উপশম হয়।

উদরের পীড়া—নাভীর চতুর্দ্দিকে বেদনা, উহা প্রায় সমস্ত পেটে ছড়াইয়া পড়ে, খোলসা বাহ্যে হইলে বেদনার উপশম থাকে। জলের মত তরল বাহ্যের সহিত কঠিন মল, কখনও রক্তামাশয়ের মত কোঁথানি ও বেগসহ রক্তবাহ্যে হয়। কলিক-বেদনা—কুঁকুড়ি হইয়া থাকিলে কম পড়ে।

ঋতুস্রাব—ঋতুর গোলযোগজনিত কোন পীড়ায় আমেরিকায় ইহা প্রায় গার্হস্থ্য-ঔষধরূপে ব্যবহৃত হয়। বাধক, ঋতুবন্ধ, অতিরজঃ অনিয়মিত সময়ে ঋতুপ্রকাশ এবং ঋতুস্রাব আরম্ভের পূর্ব্বে বুক, গলা ও মূত্রথলীর প্রদাহ প্রভৃতি ইহার বিশেষ লক্ষণ হ্যামামেলিস-অধ্যায়—৩৪৭ পৃঃ দেখুন)।

সদৃশ—এলেট্রিস, কলোফাইলম, সিপিয়া প্রভৃতি।

ক্রম—θ—২য় শক্তি ; Senecin—১×। ফরমূলা—৩।

সেনেগা (Senega)

(সেনেকা রুট নামক একপ্রকার গুল্মের মূল শুষ্ক করিয়া তাহা হইতে টিংচার প্রস্তুত হয়)—সেনেকা ইণ্ডিয়ানেরা এই গাছটীকে সর্প দংশনের (Rattle snake bite) ঔষধরূপে ব্যবহার করে। ডাঃ জন টেনেট, একজন স্কচ—১৮৩৫ খৃঃ নিউইয়র্ক-ষ্টেটে ভ্রমনার্থে আসিয়া ইহা হইতে ঔষধ আবিষ্কার করেন। শ্বাসযন্ত্রের, চক্ষুর এবং প্রসাবের পীড়াতেই ইহা অধিক ব্যবহৃত হয়। চোখের ও নাকের ভিতর লঙ্কাবাটা দেওয়ার মত জ্বলে।

শ্বাসযন্ত্রের পীড়া—সেনেগা সাধারণতঃ শ্বাসনলীর শ্লৈষ্মিক-ঝিল্লীর উপর ক্রিয়া প্রকাশ করে এবং তাহাতে শ্লেষ্মা ও গয়ার সহজেই উত্থিত হয়, তজ্জন্য ইহা হাঁপানি-কাশি ও পুরাতন ব্রঙ্কাইটীসেও উপকারী। কেহ কেহ বলেন ইহা বৃদ্ধদিগের ফুসফুসের পীড়ায় অধিক উপযোগী। পুরাতন ব্রঙ্কাইটীস প্রতি বৎসর শীতকালে বৃদ্ধি হইলে ইহাতে উপকার হয়।

লেরিংসের পীড়ায়—গান গাহিবার কিম্বা একটু জোরে কথা কহিবার পর গলা ধরিয়া যায়, স্বরভঙ্গ হয়। গলায় সর্দ্দি জমিয়া থাকে তাহাতে কথা স্পষ্ট উচ্চারিত হয় না। উচ্চ স্বরে পাঠ করিবার নিমিত্ত হঠাৎ গলা ধরে, স্বরযন্ত্রের (ভোক্যাল-কর্ডের) আংশিক পক্ষাঘাত হয়।

ব্রঙ্কাইটীস পীড়ায়—শ্বাসনলীতে অধিক পরিমাণে শ্লেষ্মা জমিয়া থাকা সত্ত্বেও সর্দ্দি সহজে উঠে না, অনেক চেষ্টার পর অতিকষ্টে একটু একটু গয়ার উঠে, শ্বাসকষ্ট ও বুকে বেদনা হয়। ইহাতে বুকে বেদনা এত অধিক হয় যে—হাঁচিলে, কাশিলে, হাত দিয়া একটু চাপিলে—এমন কি—হাতটী তুলিলেও ভীষণ কষ্ট হয় (ব্রায়োনিয়ার পীড়া নড়ন-চড়নে বৃদ্ধি হইলেও চাপে বেদনার উপশম হয়)। ল্যারিণজিয়্যাল হউক, ব্রঙ্কিয়্যাল হউক, সেনেগায়—প্রাতে, সন্ধ্যায়, রাত্রিতে, আহারের পূর্ব্বে, ডানদিক চাপিয়া শুইলে ও বিছানার গরমে উপসর্গের বৃদ্ধি হয়।

ফুসফুসের কনজেস্‌সন স্ফীতি—তৎসহ অত্যন্ত শ্বাসকষ্ট, ডানদিকের নিমোনিয়া, বুকে ঘড় ঘড় শব্দ ও অত্যন্ত ছুঁচফোটান-ব্যথা, উহা কাশিলে ও জোরে শ্বাস গ্রহণ করিলে বৃদ্ধি ইত্যাদিও—সেনেগার প্রধান লক্ষণ।

প্লুরিসি—প্লুরায় জল জমিলে ও তৎসহ তথায় অত্যন্ত বেদনা-যন্ত্রণা থাকিলে—ব্রায়োনিয়া, ব্রায়োনিয়ায় উপকার না হইলে—সেনেগা।

চক্ষুর পীড়া—একটি দ্রব্য দুইটী দেখানো, চক্ষুর সম্মুখে আগুনের কণা দর্শন এবং চক্ষুর লেন্‌সে আঘাত লাগিবার পর অথবা চক্ষুর ছানি অস্ত্র করিবার পর যে সমস্ত লেন্‌স-চূর্ণ (fragment of lens) থাকিয়া যায় তাহা শীঘ্র শোষণ করিবার নিমিত্ত-সেনেগা প্রযোজ্য।

সিষ্টাইটীস—(মূত্রথলীর প্রদাহ)—পীড়ায় ক্রমাগত রোগীর প্রসাব ত্যাগের ইচ্ছাসহ প্রস্রাবের পূর্ব্বে ও পরে পুড়িয়া যাইবার মত অসহ্য জ্বালা যন্ত্রণা, ক্রমশঃ প্রস্রাবের পরিমাণ হ্রাস এবং প্রস্রাব শ্লেষ্মার কুঁচিতে পূর্ণ থাকা ইত্যাদি লক্ষণে—সেনেগা উপকারী।

এতদ্ভিন্ন—মুখের বামদিকের পক্ষাঘাত, ঠোঁটে ও মুখের কোণে জ্বালাযুক্ত ফোস্কা কিম্বা নাসিকা দিয়া জলের মত সর্দ্দি নির্গমন ও অনবরত হাঁচি ইত্যাদিতে ইহা উপকারী।

ক্রিয়ানাশক—ব্রায়ো, আর্ণিকা, বেল, ক্যাম্ফর।

পরবর্ত্তী ঔষধ—ক্যাল্‌কে, লাইকো, ফস্‌, সলফ।

বৃদ্ধি—স্পর্শে, টিপিলে, বিশ্রামে, স্থির হইয়া থাকিলে, প্রাতে, রাত্রিতে, উষ্ণ বায়ু সংস্পর্শে।

উপশম—পশ্চাৎদিকে মাথা হেলাইলে, ঢেকুর উঠিলে, খোলা বাতাসে।

ক্রিয়া স্থিতিকাল—৩০ দিন।

ক্রম—θ—২০০ শক্তি। ফরমূলা—৪।

সেনা (Senna)

(শুষ্ক সোনামুখী পাতা হইতে ইহার টিংচার প্রস্তুত হয়)—কোষ্ঠবদ্ধ, পেটফাঁপাসহ শিশুদের উদরশূল-বেদনা (infantile colic), অনিদ্রা ও পেটফাঁপাসহ কলিক-বেদনা, কোষ্ঠবদ্ধ এই কয়টীর ইহা একটি প্রধান ঔষধ। অকজ্যালিউরিয়া (Oxaluria) নামক প্রস্রাবের পীড়ায় প্রস্রাবের আপেক্ষিক গুরুত্ব ও ইউরিয়ার (urea) অংশ অধিক থাকিলে ইহাতে বিশেষ উপকার হয়। স্বাস্থ্যভঙ্গ, কোষ্ঠবদ্ধ, মাংসক্ষয়, ক্রমশঃ দিন দিন শুষ্ক ও দুর্ব্বল হইয়া যাওয়া,—এই কয়টী প্রধান লক্ষণে ইহা "টনিক" ঔষধরূপে ব্যবহৃত হইতে পারে। শিশু হউক, যুবা হউক, কোনও ব্যক্তি একসময়ে বেশ হৃষ্টপুষ্টও সবল ছিল ; কিন্তু বিশেষ কোনও পীড়া বা কারণ না থাকিয়াও সে ক্রমশঃ শীর্ণ হইতে হইতে অবশেষে একেবারে অস্থি কঙ্কালসার হইয়া পড়িল, সেনা (Senna) এই প্রকার রোগীর পরম বন্ধু। বহুমূত্র পীড়ায় এবং কোনও রোগী অনেকদিন উদরাময়াদিতে ভুগিলে প্রায় উক্ত প্রকার অবস্থা আসিয়া পড়ে, সেনা তাহাতেও উপকারী। সেনায়—কখনও কখনও লিভার বাড়ে ও তথায় অত্যন্ত বেদনা থাকে। অত্যন্ত জীর্ণ-শীর্ণ, পেশী ক্ষীণ, মল কাঠিন্য, সেনা এই তিনটীর টনিক ঔষধ। প্রস্রাবের গুরুত্ব বৃদ্ধি, অকজ্যালিউরিয়া, ফসফ্যাচুরিয়া ও এসিটোনিউরিয়াতে ইহা উপকারী।

সদৃশ—ক্যালি-কার্ব্ব, জেলাপা। ক্রিয়ানাশক—ক্যামো, নক্স।

ক্রম—৩—৩০ শক্তি। ফরমূলা—৩

সিপিয়া (Sepia)

(সমুদ্রের কটল্‌ নামক মাছের, দোয়াতের কালির মত কাল একপ্রকার রস—inky juice লইয়া ট্রাইটুরেসন প্রস্তুত হয়)—ইহা স্ত্রীলোকদের নানাপ্রকার পীড়ার এবং ইহা একটি এন্টিসোরিক ঔষধ।

চরিত্রগত লক্ষণ ঃ—

১। পেটে প্রসব বেদনায় ন্যায় বেদনা, রোগিণী মনে করে তাহার তল পেটের অভ্যন্তরস্থ সমস্ত যন্ত্রগুলি অর্থাৎ—পেটের নাড়ীভুঁড়ি প্রভৃতি সমস্তই যেন যোনিপথ দিয়া বাহির হইয়া আসিবে, তজ্জন্য পায়ের উপর পা দিয়া বসে ; ২। জরায়ুর বহির্নিঃসরণ (Prolapsus uteri) ; ৩। গ্রীষ্মকালে পীড়ার বৃদ্ধি ; ৪। হঠাৎ শরীর অবসন্ন হইয়া ভীর্ম্মি যাওয়ার ভাব হয়, ঘাম দেয়; ভিতরে বেশ জ্ঞান থাকে কিন্তু রোগীর নড়ন-চড়ন শক্তি ও বাক্যরহিত হয়; ৫। সংসারে অবজ্ঞা, এমন কি নিজের সন্তানদিগের প্রতিও অবজ্ঞা করে; ৬। জরায়ুর কাঠিন্য ও

বেদনা ; ৭। যোনির উপরিভাগে ফুস্কুড়ি, তাহাতে অসহনীয় চুলকানি ও যোনিওষ্ঠ ফোলা ; ৮। রক্ত-প্রদর; ৯। ঋতুর সময়ে পায়ের হাড়ে কনকনানি; ১০। প্রমেহরোগের শেষ অবস্থায় যখন স্রাবে জ্বালা-যন্ত্রণা না থাকে; ১১। কোষ্ঠকাঠিন্য, মল অত্যন্ত শক্ত ও আম জড়িত; ১২। পেটের ভিতর পাক দিয়া যেন গলদেশে উত্থিত হয়, তজ্জন্য কথা কহিতে কষ্ট, ১৩। স্ত্রীলোকদের পেট বড় হওয়া ; ১৪। পেট সদাই খালি-খালি বোধ, ১৫। দুধ আদৌ সহ্য হয় না, ১৬। জরায়ু পীড়াগ্রস্ত স্ত্রীলোকের আধকপালে মাথাধরা ; ১৭। প্রস্রাবে দুর্গন্ধ ; শিশু প্রথম ঘুমেই বিছানায় প্রস্রাব করে; ১৮। মলদ্বারে ভারবোধসহ আহারের কথা মনে হইলেই বমি; ১৯। প্রাতে মুখ ধুইবার সময় বমি বা বমির উদ্রেক ; ২০। অত্যন্ত বিষাদিত, কথায় কথায় চক্ষে জল আসে।

সিপিয়া—পলসেটিলার মত শান্তস্বভাবা স্ত্রীলোকদিগের পক্ষে অধিক উপযোগী। সাধারণতঃ ইহার পীড়া উপসর্গ—প্রাতে বেলা ১১ টায় ও বৈকাল ৪টায় বৃদ্ধি পায়, তদ্ভিন্ন—রজকদিগের ন্যায় জলে হাত ভিজা-থাকিলে, ঋতুর পূর্ব্বে, রজোনিবৃত্তিকালের বয়সে, বেদনা যন্ত্রণা আহারের পর ও বিশ্রামকালে বৃদ্ধি এবং খোলা বাতাসে, স্বল্প পরিশ্রমে উপশম হয়।

গর্ভস্রাব—পঞ্চম হইতে সপ্তম মাসের মধ্যে গর্ভস্রাব হইলে—সিপিয়া উপযোগী (৩ মাসে স্যাবাইনা, ৮ম মাসে—ক্যালকে-ফ্লোর)।

জরায়ুর পীড়া—জরায়ুর প্রদাহ, ফোলা এবং স্থানভ্রষ্ট, যাহাকে আমরা চলতি কথায় "নাভীটলা' বলি, এতদ্ভিন্ন জরায়ুর বহির্নিসরণ ও জরায়ু ঘুরিয়া বা বাঁকিয়া পড়িলেও—সিপিয়া উপকারী। লিলিয়ম-টিগ্রীও—এই পীড়ার বিশেষ ফলপ্রদ ঔষধ, তবে রোগের প্রবল ও তরুণ অবস্থায়—লিলিয়ম এবং রোগ একটু পুরাতন হইয়া আসিলে সিপিয়া উপকারী। লিলিয়মে—প্রস্রাবদ্বারে ও মলদ্বারে জ্বালা থাকে, ইহার রোগ লক্ষণগুলি বৈকালের দিকে বৃদ্ধি হয় ; সিপিয়ায়—এসময় বরং রোগের একটু উপশম থাকে, জরায়ুর সমস্ত পীড়ার সহিত সিপিয়ায়—পেটের অভ্যন্তরস্থ যন্ত্রগুলি যেন যোনিপথ দিয়া বাহির হইয়া আসিবে, তজ্জন্য রোগিনী আসনপিঁড়ি হইয়া বসে, উবু হইয়া বসিতে পারে না, এই লক্ষণটী সতত স্মরণ রাখিবেন। তদ্ভিন্ন—উহার সহিত কোমরেও অত্যন্ত তীব্র ব্যথা থাকে। রোগিনী চলিয়া বেড়াইলে কিম্বা দাঁড়াইলে অত্যন্ত কষ্টবোধ করে, শুইয়া থাকিলে বরং একটু ভাল থাকে। জরায়ুর শোথ, তাহাতে রোগিনীকে যেন ৮/১০ মাস গর্ভবতী দেখায় (হেলিবোর, ডিজি)।

ঋতুস্রাব—কখনও কখনও ঋতুবন্ধ (amenorrhoea) থাকে, কখনও অনিয়মিত। ঋতু হয় খুব শীঘ্র, নয়—অনেক বিলম্বে প্রকাশিত হয়, স্রাব অতি অল্প, তৎসঙ্গে সিপিয়ার চরিত্রগত উক্ত বেদনার জন্যও কষ্ট থাকে। ইহাতে জরায়ুগ্রীবার ফোলা থাকে, সঙ্গমের সময় বেদনার জন্য কষ্ট হয়।

শ্বেত প্রদর—সিপিয়ার স্রাব খুব ঘন, হরিদ্রা অথবা হরিদ্রা-সবুজ মিশ্রিত রঙের কিংবা সাদা দুধের মত দুর্গন্ধ ও হাজাকারক। যোনিদেশ অত্যন্ত চুলকায়। স্রাব—ঋতুর পূর্ব্বে প্রাতে ও দিনের বেলায় অধিক হয়। লিলিয়মে—

স্রাব পাতলা, ইহাতে ঘন ঘন প্রস্রাবের বেগ থাকে, প্রস্রাবদ্বার ও জরায়ুর মুখ জ্বালা করে।

স্বামী সহবাসে বেদনা—সিপিয়ায় যোনিপথ শুষ্ক থাকে তজ্জন্য স্বামী সহবাসে অত্যন্ত বেদনা অনুভূত হয়, বেদনাসহ স্বামী সহবাসের পর রক্তস্রাবে—ক্রিয়োজোট (সঙ্গমের সময় বেদনা—হাইড্রোফোবিনাম দেখুন)।

প্রস্রাব—পুনঃ পুনঃ প্রস্রাবের বেগ, তলপেট ভারীবোধ, প্রস্রাব ধরিয়া রাখিলে তাহাতে ঘোলানি কিম্বা ঈষৎ লালবর্ণের অথবা সাদা রঙের তলানি পড়ে, স্ত্রীলোকদের এবম্বিধ পীড়ায়—সিপিয়া বিশেষ উপকারী। সিপিয়ার প্রস্রাবে এত দুর্গন্ধ থাকে যে, লোক কাছে থাকিতে পারে না; নাইট্রিক ও বেঞ্জোয়িক-এসিডে—ঘোড়ার প্রস্রাবের মত ঝাঁঝাল গন্ধ থাকে। সিপিয়ায়—প্রস্রাব রাত্রিতে বাড়ে (গ্র্যাফা, লাইকো, সল্ফ)।

শিরঃপীড়া—মাথার কোনও একদিকের শিরঃপীড়ার (আধ-কপালে), চক্ষুতে পর্য্যন্ত বেদনা হয়, কোনও প্রকার শব্দ কিম্বা আলোক সহ্য করিতে পারে না, নিদ্রাকালে শিরঃপীড়ার একটু উপশম থাকে। জরায়ু সম্বন্ধীয় কোনও পীড়ার সহিত উক্ত প্রকার শিরঃপীড়ায়—সিপিয়া অমোঘ ঔষধ; কোনও কাজ করিবার সময় হঠাৎ মাথা ঘুরিয়া উঠে।

ডাঃ লিপি বলেন—মাথার বামদিকের শিরঃপীড়ায় সিপিয়া উপকারী। উর্দ্ধাক্ষিকোটরের স্নায়ুশূল বেদনায় ডানদিক আক্রান্ত হয়।

প্রমেহ—গ্লীট (gleet) রোগে অর্থাৎ প্রমেহরোগের পুরাতন ও শেষ অবস্থায়, যখন—জ্বালা-যন্ত্রণা একেবারে কমিয়া যায়, স্রাবও বড় অধিক থাকে না, সামান্য প্রস্রাবে মূত্রদ্বার জুড়িয়া থাকে, তখন—সিপিয়া উপকারী, সিপিয়ায় উপকার না হইলে—ক্যালি-আয়োড প্রযোজ্য (আমি এস্থলে হাইড্রাসটীস ৩ × কিম্বা—কিউবেবা প্রয়োগ করি, তাহাতে প্রায় পীড়া আরোগ্য হয়, ঔষধ অন্ততঃ ২/ ৩ সপ্তাহ ব্যবহার করা আবশ্যক)।

কোষ্ঠবদ্ধ—সরলান্ত্রের ক্রিয়াহীনতা ও পেশীর দুর্ব্বলতা নিবন্ধন কোষ্ঠবদ্ধ, প্রতিবার কোঁথ দিবার কালীন গোগ্‌গুল (সরলান্ত্র) বাহির হয়, তরল মলও কষ্টে নির্গত হয়; বাহ্যের পরেও বোধ হয় যেন মলদ্বার পূর্ণ কিম্বা একটা চাপ রহিয়াছে—যাহা নিষ্ক্রান্ত হইতেছে না, এই লক্ষণগুলি—সিপিয়ায় নির্দ্দিষ্ট। মলদ্বার ভার, গুটলে-মল কষ্টে নির্গত হয়।

অজীর্ণ—মুখে তিক্ত কিম্বা টক আস্বাদ, রোগী সর্ব্বদাই অম্ল পানীয় ও অম্লদ্রব্য, যথা—চা, আচার ইত্যাদি খাইবার আগ্রহ প্রকাশ করে কিম্বা খায় ; পেট বায়ুতে ফুলিয়া থাকে কোষ্ঠবদ্ধ, কোনও দ্রব্য আহার করিতে গেলে; এমন কি সেই খাদ্যদ্রব্যের গন্ধে তখনই গা-বমি-বমি করে (কল্‌চিকম), পেট ভারী হয়, যেন পেটে কি একটা পদার্থ—পোরা আছে। দুধ সহ্য হয় না—বিশেষতঃ গরম দুধ আদৌ সহ্য হয় না, তাহাতে উদরাময় হয়। মাংসে অরুচি, উপর পেট হইতে গলা পর্য্যন্ত এবং বুক জ্বলে।

চর্ম্মপীড়া—দাদ, একজিমা, হার্পিস, পূঁযপূর্ণ ছোট ছোট স্ফোটক, বড় ফোড়া একটির পর আর একটি নির্গত হয়, স্ত্রী-জননেন্দ্রিয়ে ছোট ছোট ফুস্কুড়ি, তাহাতে অসহণীয় চুলকানি (Pruritis vagini), এই সমস্ত লক্ষণে—সিপিয়া উপকারী (সলফার—সিপিয়ার অনুপূরক ঔষধ) : অর্থাৎ সিপিয়ার পরে কিম্বা পূর্ব্বে সলফারের প্রয়োজন হয়) মুখে ও মাড়ীতে দাদ হইলে—সিপিয়ায় উপকার হয়। চর্ম্ম—কখনও ন্যাবার মত হলদে দেখায়।

চক্ষুর পীড়া—জরায়ুর পীড়ার সহিত ছানি, চক্ষুর পাতায় ছোট ছোট ফুস্কুড়ি, চক্ষুর ভিতর খোঁচামারা ব্যথা, করকর করা, চক্ষু রগড়াইতে কষ্ট, চক্ষু ঠাণ্ডা জলে ধুইলে উপশম হওয়া, ঝাপসা দৃষ্টি ইত্যাদি লক্ষণে—সিপিয়ায় উপকার হয়। দৃষ্টিশক্তির হ্রাস অথবা স্বল্পতা—তাহা যে কোনও কারণেই হউক না কেন—ন্যাট্রম-মিউর, ক্যালি-কার্ব্ব, সিপিয়া, জ্যাবোর‍্যাণ্ডি ইত্যাদি ঔষধগুলি লক্ষণ বিশেষে উপকারী। সিপিয়ায় হঠাৎ দৃষ্টিশক্তির লোপ হয়। প্রাতে ও সন্ধ্যায় চক্ষু দিয়া জল পড়ে।

সবিরাম-জ্বর—জ্বরে সিপিয়ার উক্ত প্রধান ধাতুগত লক্ষণসহ—শীত, উত্তাপ, ঘর্ম্ম, এই তিনটি অবস্থায়—প্রত্যেক অবস্থার পরই রোগীর অস্বাভাবিক দুর্ব্বলতা ও বলক্ষয় দৃষ্ট হইলে সিপিয়া প্রযোজ্য।

বৃদ্ধি—স্পর্শে, মর্দ্দনে, চিৎ হইয়া শয়নে, মানসিক পরিশ্রমে, আহারের অব্যবহিত পরে, নিদ্রার পর সন্ধ্যায় ; প্রথম প্রহরে ও প্রথম নিদ্রাকালে।

উপশম—জোরে চাপ দিলে, নির্ম্মল বায়ুতে ও উত্তাপ প্রয়োগে।

সম্বন্ধ—ন্যাট্রম-মিউরের সহিত সিপিয়ার অনুপূরক সম্বন্ধ। ল্যাকেসিসের পরে, পূর্ব্বে ও পল্‌সের সহিত পর্য্যায়ক্রমে সিপিয়া ব্যবহৃত হয় না।

পরবর্ত্তী ঔষধ—বেল, ক্যালকে, কার্ব্বো, ডলকা, গ্র্যাফো, লাইকো, নক্স, পল্‌স, কোনি, সাইলি, সলফ, রস।

ক্রিয়ানাশক—একোন, এন্টি-ক্রুড, এন্টি-টার্ট, সলফ, ডিজি, এসিড।

ক্রিয়া স্থিতিকাল—৪০—৫০ দিন। ক্রম—৩×—২০০ শক্তি।

ফরমূলা—বিচূর্ণ—৭, টিংচার—৪।

সাইলিসিয়া (Silicea)

(অবিমিশ্র বালুকা হইতে ট্রাইটুরেসন আকারে প্রস্তুত হয়)—ইহার সাধারণ নাম—সিলিকা। ইহা একটি দীর্ঘক্রিয় ঔষধ, তজ্জন্য পুনঃ পুনঃ প্রয়োগ নিষিদ্ধ। Silicea is the chronic to Pulsatilla. অর্থাৎ যেখানে কোন নতুন পীড়ায়—পলসেটিলা যেখানে এই পীড়ার পুরাতন অবস্থায়—সাইলিসিয়া। শরীরের কোনও স্থানে পূঁয হইলে সাইলিসিয়া প্রয়োগে পূঁযের পরিমাণ হ্রাস হইয়া ক্ষতাদি শীঘ্র আরোগ্য হইয়া যায়। অস্থি-মজ্জা এবং কোনও শরীর পোষণ-যন্ত্রের ক্ষয় হইলে ইহাতে তাহা পুষ্ট হয়।

চরিত্রগত লক্ষণ ঃ—

১। শিশুদের পেটটি মোটা ও শক্ত, পা সরু, বিলম্বে চলিতে শেখে, মাথা—শরীরের গঠন অপেক্ষা বড় ; ২। মাথায়, কাণের পাশে, হাতে, পায়ে, বগলে দুর্গন্ধ ঘাম ; ৩। ঘাড়ে দুর্গন্ধবিশিষ্ট একজিমা ; ৪। টীকা দেওয়ার দোষে পীড়া; ৫। স্ক্রফুলা-ধাতু, র‍্যাকাইটীস, শিশুর ব্রহ্মরন্ধ্র অনেক দিন পর্য্যন্ত অপুষ্টি থাকে ; ৬। হস্ত ও পদতলে ঘর্ম্ম, হঠাৎ ঘর্ম্ম বন্ধ হইয়া পীড়া ; ৭। আধকপালে মাথাব্যথা—উহা মাথার ডানদিক অধিক আক্রমণ করে, বেদনা—মাথার পশ্চাদ্ভাগ হইতে আরম্ভ হইয়া ক্রমশঃ মাথার উপর উঠে, খুব জোরে বাঁধিলে—কিম্বা উত্তাপে উপশম হয় ; ৮। শিশু বড়ই একগুঁয়ে ও সর্ব্বদাই কাঁদে, কিছুতেই শান্ত হয় না; ৯। কোষ্ঠকাঠিন্য—মল কতকটা বাহির হইয়া পুনরায় ঢুকিয়া যায়; ১০। অস্থি-ক্ষত, নালী-ঘা তাহা হইতে পূঁয ও হাড়ের টুকরা নির্গত হয় ; ১১। স্তনদুগ্ধ পান করিয়া শিশু ছানার মত বমি করে; ১২। চক্ষুর ও স্তনের নালী-ক্ষতে ধুজার পর—সাইলিসিয়া, সাইলিসিয়ার পর—হিপার, এসিড-ফ্লোরিক ; ১৩। পীড়ার সমস্ত উপসর্গ—ঠাণ্ডায় ও অমাবস্যা, পূর্ণিমায় বৃদ্ধি ; ১৪। কয়েক মাস হইতে ঋতুস্রাব সম্পূর্ণ বন্ধ।

ক্ষত, স্ফোটক—পূঁয শীঘ্র শুকায় না, পূঁয—পাতলা-রসানি অথবা কলতানির মত, রক্তমিশ্রিত, অত্যন্ত দুর্গন্ধ। স্ফোটকাদি আরোগ্য হইয়াও তথায় অনেকদিন পর্য্যন্ত শক্তভাব থাকিলে—সাইলিসিয়া উপকারী।

গান-পাউডার—৩× ক্ষত কিছুতেই আরোগ্য না হইলে প্রয়োগ করিবেন।

হিপার ও সাইলিসিয়া উভয় ঔষধই পূঁয নিবারণার্থে ব্যবহৃত হয়, উভয় ঔষধেই ঠাণ্ডা প্রয়োগে যন্ত্রণার বৃদ্ধি ও গরমে উপশম লক্ষণ আছে, তবে তাহাদের মধ্যে প্রভেদ এই যে—হিপারের পূঁয খুব ঘন, এমন কি মাখনের মত ঘন; আর সাইলিসিয়ায় পূঁয—পাতলা, রক্তমিশ্রিত কিম্বা রক্তধোয়া জলের মত। হিপারে স্পর্শাসহিষ্ণু, সাইলিসিয়ায় —বেদনা থাকে না।

ডাঃ সুসলার বলেন—যখন কোনও স্ফোটকাদির প্রদাহিক অবস্থা উত্তীর্ণ হইবার পরে ফোলা ভাবটী থাকিয়া যায়, পূঁয উৎপন্ন হয় না, না-পাকে —না বসে তখন সাইলিসিয়া—৬ × বা ১২ × বিচূর্ণ ঘন ঘন প্রয়োগ করিলে শীঘ্রই পূঁয উৎপন্ন হয় ও স্ফোটক ফাটিয়া যায় (স্ফোটকাদি ফাটাইবার জন্য যেখানে বেদনা অধিক, সেখানে আমি হিপার—৩ ×, আর যেখানে বেদনা থাকে না, সেখানে সাইলিসিয়া—১২ × ব্যবহার করি, তাহাতেই ফল ভাল হয়), আঙ্গিনা, গণ্ডপীড়াগ্রস্ত ব্যক্তিগণের বাগী (হার্ড-শ্যাংকারের রোগী), পুরাতন কঠিন গ্রন্থি প্রভৃতিতে সহজে পূঁয উৎপত্তি হয় না, সে স্থলে ইহার নিম্নক্রম—১ ×, ২ × বিচূর্ণ পুনঃ পুনঃ সেবন করিলে পূঁয উৎপন্ন হয়। পূঁয নিবারণের জন্য উচ্চক্রম—৩০, ২০০ শক্তি প্রভৃতি ব্যবহার্য্য। বায়োকেমিক বিচূর্ণ ঔষধগুলি পুনঃ পুনঃ সেবন করিতে হইলে, ১৫, ১৬ গ্রেণ ঔষধ প্রায় ৪/৬ আউন্স গরম জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া তাহার ২/১ চা-চামচ মাত্রায়, ২ / ১ ঘন্টা অন্তর সেবন করিতে হয়। ক্ষতে ইহার বাহ্য প্রয়োগও বিধেয় (১৫ গ্রেণ—৩ × বিচূর্ণ ঔষধ এবং গ্লিসারিণ, অলিভ-অয়েল বা ভ্যাসলিন—১ আঃ)।

স্ফোটক ভিন্ন সাইলিসিয়া—হাঁটু ও উরুসন্ধির মধ্যে ক্ষত, কার্ব্বংকল, আঙুলহাড়া, কোনও গ্ল্যাণ্ডের ফোলা ও কোন স্থান আহত হইয়া তাহা পাকিবার উপক্রম, চক্ষুতে বাহিরের কোনও বস্তু পড়িবার নিমিত্ত চক্ষুর পীড়া, সুচাদি বিদ্ধ হওয়া, ভগন্দর (fistula of the anus) ইত্যাদিতে ব্যবহৃত হইলেও বিশেষ সুফল প্রদান করে; তদ্ভিন্ন স্মরণ রাখিতে হইবে যে ইহার জ্বালা যন্ত্রণা—গরমে উপশম ও ঠাণ্ডায় বৃদ্ধি হয়, পূঁযের প্রকৃতি উপরে বর্ণিত হইয়াছে। ভগন্দর পীড়ায়—অরম-মিউর একটি ফলপ্রদ ঔষধ, ত্বকের নিম্নে কিছু ফুটিয়া থাকিলে সাইলিসিয়া তাহা বাহির করিয়া দিতে পারে।

অস্থির পীড়া—অস্থির কোনও পীড়ায় ঠাণ্ডা কিছু প্রয়োগ করিলে অর্থাৎ জল কিম্বা বাতাসটী পর্য্যন্ত লাগিলে রোগীর ভয়ানক কষ্ট হয় (ঠাণ্ডা জলে উপশম—এসিড-ফ্লোরিক)। উপরে বলিয়াছি সাইসিলিয়ার পূঁয পাতলা; কিন্তু আবার সময়ে সময়ে মাখনের মত ঘন পূঁযও নির্গত হয়। হিপ্‌জয়েণ্ট (hip joint) নামক অস্থির পীড়ায় শোষ-ঘা হইলে এবং তাহাতে উপরোক্ত প্রকারের পূঁযের লক্ষণ থাকিলে—সাইলিসিয়া উপকারী। ভ্যার্টিব্র্যাল্‌-কেরিজ (মেরুদণ্ডের অস্থিক্ষত) নামক পীড়ারও ইহা অমোঘ ঔষধ ; লম্বা অস্থির শোষঘায়ে—Arundo donax, পুরাতন ক্ষত।

হিপ্‌জয়েন্ট ডিজিজ—পাঠক! আপনি যদি আমার প্রণীত "প্রাকটিসনার্স গাইড" নামক নুতন ধরণের পুস্তকখানি কখনও পাঠ করিয়া থাকেন, তাহাতে হয়ত দেখিয়াছেন—আমাদের প্রয়োজনীয় কোন কোনও পীড়ার বিষয় সংক্ষেপে বর্ণিত হইয়াছে, পুস্তকের আকারও তদনুপাতে মূল্য বৃদ্ধির আশঙ্কাতেই বাধ্য হইয়া অনেক স্থলে আমাকে ঐরূপ করিতে হইয়াছে, আবার অনেক পীড়ার বিশেষতঃ এই পীড়াটির উল্লেখ নাই উহা হয়ত পরে প্রকাশিত হইবে, যাহা হউক উহার লক্ষণ ও আমার চিকিৎসিত একটি রোগীর বিবরণ নিম্নে সংক্ষেপে বর্ণনা করিতেছি ঃ—

হিপ্‌জয়েন্ট পীড়ার সংক্ষিপ্ত লক্ষণ—রোগী প্রথমে উরুর উর্দ্ধাংশে (হিপ-জয়েন্ট) ও হাঁটুতে সামান্য বেদনাবোধ করে, ক্রমে সেই বেদনা সমস্ত পায়ে বিস্তৃত হয়, আক্রান্ত পা ক্রমশঃ সরু ও লম্বা হইতে থাকে, অনাক্রান্ত পা অপেক্ষা আক্রান্ত পা লম্বায় কিছু বড় হয়, সর্ব্বদা জ্বর থাকে, জ্বর ১০০ হইতে ১০৩/১০৪ ডিগ্রী পর্য্যন্ত উঠে। ক্রমশঃ রোগীর চলিবার শক্তি লোপ হয়, পা নাড়িতে পারে না; পাছার মাংসপেশী শিথিল হয়; আক্রান্ত সন্ধিস্থান ফোলে, লালবর্ণ হয়, চকচক করে, কটকট- দপদপ্‌ করে, অত্যন্ত যন্ত্রণা হয়, রাত্রিতে যন্ত্রণা বাড়ে; চিকিৎসায় প্রদাহের শীঘ্র উপশম না হইলে তথায় পূঁয হয়; অস্থিতে ক্ষত হওয়ার জন্য অস্থি নষ্ট হয়, ক্রমে ক্রমে পা ছোট হইয়া আসে। এই সময়ে পূঁযের জন্য হেকটিক-জ্বর হয়, রোগী ক্রমশঃ দুর্ব্বল হইয়া পড়ে ও মারাত্মক হয়। De calcification of bone in the head and and neck of the femur.

হিপ্‌জয়েন্টের প্রধান ঔষধ—ক্যালকেরিয়া-কার্ব্ব ও ফস, ফেরম-ফস, চায়না, হিপার, সাইলি, ক্যালকে-হাইপোফস প্রভৃতি।

বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত নবগ্রাম নিবাসী শ্রীযুক্ত রামরঞ্জন-করের পুত্র, বয়স—৬ বৎসর, একসময় হিপ্‌জয়েন্ট পীড়ায় আক্রান্ত হয়, তাহাতে পীড়ার

উল্লিখিত প্রায় সমস্ত লক্ষণগুলি বিদ্যমান ছিল। প্রথমে স্থানীয় নামজাদা কয়েকজন এলোপ্যাথের চিকিৎসাধীনে কিছুদিন থাকিয়া কিছুই ফল না হওয়ায় ও বালকের অবস্থা ক্রমশঃ মন্দ হইতে থাকায়, তাহার পিতা তাহাকে কলিকাতায় আনয়ন করিয়া পর-পর মেডিকেল কলেজের কয়েক জন চিকিৎসকের অধীনে রাখেন। বহু অর্থব্যয়ে প্রায় ছয়মাস কাল তাঁহাদের নিস্ফল চিকিৎসার উপর নির্ভর করিয়া পরিশেষে যখন তাঁহারা amputation, অর্থাৎ উরুচ্ছেদ করা ভিন্ন অন্য কোনও উপায় নাই এইরূপ মন্তব্য প্রকাশ করেন তখন রোগীর পিতা ভীত হইয়া সাধারণের পরামর্শে অস্ত্র চিকিৎসার পূর্ব্বে একবার হোমিওপ্যাথি করিতে মনস্থ করিয়া আমার নিকট আসেন, এই সময়ে বালকের প্রত্যহ ১০৩ / ১০৪ ডিগ্রী জ্বর, উরু-সন্ধিতে ভীষণ বেদনা ও ফোলা, আক্রান্ত পা—অন্য পা অপেক্ষা প্রায় ১॥০ ইঞ্চি অধিক লম্বা, মৃতের মত অবস্থা ইত্যাদি কতিপয় উপসর্গ ও লক্ষণ ছিল। আমি এই রোগীর নিমিত্ত প্রথমে কয়েক দিন সাইলিসিয়া— ১২ × ও ফেরম-ফস—১২ × পর্য্যায়ক্রমে সেবনের ও ফেরম-ফস—২ × চূর্ণের লিনিমেন্ট বাহ্যিক প্রয়োগ এবং শেষ কয়েক দিন কেবলমাত্র—ক্যালকেরিয়া-ফস—৬ × —৩০× বিচূর্ণ সেবনের ব্যবস্থা করি, তাহাতে প্রায় প্রথম দুই সপ্তাহের মধ্যেই জ্বর, ফোলা, বেদনা অন্তর্হিত হইয়া প্রায় ২ মাসের মধ্যে বালক সম্পূর্ণ আরোগ্য হয়। আরোগ্যান্তে ঐ বালককে তাহার পূর্ব্ব-চিকিৎসকগণকে দেখানো হয়, শুনিলাম-তাঁহারা দেখিয়া নির্ব্বাক। ইহার পর আরও বহু রোগী ঐ ঔষধের নিম্ন হইতে ক্রমশঃ উচ্চশক্তিতে আরোগ্য হইয়াছে।

তালুমূলের ক্ষত—তালুমূল (টনসিল) পাকিয়া পূঁয হইলে এবং সাইলিসিয়ার চরিত্রগত পূঁযের লক্ষণ থাকিলে, এই পীড়ায়—সাইলিসিয়া উপযোগী (ফাইটোলক্কা-৫৩৯ পৃঃ ও মার্ক-সিয়ানেটাস—৪৬৭ পৃঃ দেখুন)।

চক্ষুর পীড়া—ক্ষত, স্বচ্ছত্বকে (cornea) ক্ষত হইয়া ছিদ্র হয়, তাহাতে পূঁয পড়ে, চক্ষুর পাতায় আঞ্জিনা পাকিয়া পূঁয নির্গত হয়।

চক্ষুর ছানি (Cataract)—রোগী সাইলিসিয়ার ধাতু হইলে এবং উহা অধিক দিন ব্যবহার করিয়াও পীড়া আরোগ্য না হইলে অন্ততঃ উহাতে ছানির বৃদ্ধিও স্থগিত হইবে। কোনিয়ম ও ন্যাট্রম-মিউর ইত্যাদিও এই প্রকার পীড়ার উপযোগী ঔষধ। বৃদ্ধদিগের ছানি তৎসহ চক্ষুতে স্নায়বিক বেদনা থাকিলে—সাইলিসিয়া উপকারী (৩০শ বা ২০০ শক্তি কতিপয় মাস ব্যবহার করিতে হইবে) ; ক্যালকেরিয়া-ফ্লোর ও কষ্টিকাম দেখুন।

সাইলিসিয়ায় দিনের বেলায় রোগীর অত্যন্ত কষ্ট হয়, কারণ সূর্য্যের আলোক একেবারেই সহ্য হয় না। চক্ষুর ভিতরে ভয়ানক বেদনা, স্পর্শ করিতে দেয় না, চক্ষু বুজাইয়া রাখিলেও ভীষণ কষ্ট হয়।

বোথ্রপস্ (Bothrops)—এক প্রকার সাপের বিষ হইতে প্রস্তুত; সূর্য্যোদয়ের পর হইতে কিছুই দেখিতে পায় না, ইহা দিবান্ধতা রোগের ও চক্ষু দিয়া রক্তস্রাবের একটি শ্রেষ্ঠ ঔষধ, ক্রম—৬—৩০ শক্তি ব্যবহৃত হয়।

সেলুলাইটীস (Cellulitis)—সেলুলার টীসু (কৌষিক-ঝিল্লী—Not like formation composed of cells) সকল আক্রান্ত হইয়া তথায় পূঁয হইলে এবং ক্ষত কিছুতেই না শুকাইলে—সাইলিসিয়ায় উপকার হয়। নীচের মাড়ীতে ক্ষত হইয়া হাড় পচিয়া যাইলে (necrosis) এবং দাঁতের গোড়ায় স্ফোটকে ঠাণ্ডা জলে যন্ত্রণার বৃদ্ধি ও গরমে উপশম হইলে ইহাই উপকারী (হেক্লা লাভা—৩৫১ পৃষ্ঠা দেখুন)।

মাথাব্যথা—"চরিত্রগত লক্ষণ"—৫৯৬ পৃষ্ঠা—৭। চিহ্ন দেখুন।

ঘর্ম্ম—ক্যাল্‌কেরিয়া-কার্ব্ব অধ্যায় ১৮৪ দেখুন।

কর্ণের পীড়া—সাইলিসিয়ার চরিত্রগত দুর্গন্ধ তরল পূঁয অনেক দিন ধরিয়া নির্গত হইতে থাকিলে এমন কি—টিম্প্যানাই-মেম্ব্রেণ কর্ণপটহের আবরণ ছিদ্র হইলেও ইহাতে উপকার হয় (টেলুরিয়ম-৬২৬ পৃঃ দেখুন)। কাণে তালা লাগে ও সোঁ সোঁ শব্দ করে, ভাল শুনিতে পায় না।

প্রস্রাবের পীড়া—সাইলিসিয়ার প্রস্রাব খুব অধিক পরিমাণে হয়, ক্রিমিগ্রস্ত শিশুগণ প্রায় প্রতি রাত্রিতে বিছানায় প্রস্রাব করিলে ইহাতে সেই-কু-অভ্যাস দূর হয়। প্রস্রাব ফিকে, ঘোলা, তলানীতে লাল কিম্বা হলদে গুঁড়ো।

বাত—পূর্ব্বপুরুষাগত (hereditary) বাতরোগে ইহা অধিক উপকারী। বেদনা রাত্রিকালে এবং তুলা ইত্যাদির দ্বারা বাঁধা থাকিলে তাহা খুলিয়া ফেলিলেই যন্ত্রণার বৃদ্ধি হয়।

উদরাময়—টীকা দিবার পর উদরাময় হইলে—সাইলিসিয়া একটী বিশেষ ফলপ্রদ ঔষধ (থুজা)। সাধারণ উদরাময়—মলে বিশ্রী পচা দুর্গন্ধ , এমন কি উহা নাকে যাইলেই যেন বমি আসে, কখনও রক্ত ও আম মিশ্রিত হড়হড়ে বাহ্যে একটু একটু করিয়া অনবরতই হয়।

শিশু-কলেরা— যে সকল শিশুর মাথা বড়, পা সরু, পেট মোটা, মাথা ঘামে, তাহাদের পীড়ায়—সাইলিসিয়া উপযোগী। শিশু স্তন্যপান করে না, পান করিলেই গা বমি বমি করে, ক্ষুধা প্রায় একেবারেই থাকে না, খাবার জন্য হাঁই হাঁই করে ; একটু কিছু খাইলেই আর খাইতে চাহে না, ঠাণ্ডা জল বরং একটু খায় ; সাগু, বার্লি প্রভৃতি একেবারে খাইতে চাহে না, পেট বায়ুতে ফুলিয়া উঠে, শক্ত হয়, প্রস্রাব বন্ধ, একটু ঘুমের ভাব আসে, কিন্তু তৎক্ষণাৎ জাগিয়া উঠে, পা ও কপাল ঠাণ্ডা; মাথায় ও কপালে ঘাম হয়, পা ঘামে (মাথার পশ্চাৎভাগে ঘামে—ক্যালকেরিয়ায় অধিক)। মলে অজীর্ণ খাদ্য মিশ্রিত, যন্ত্রণা রহিত।

কোষ্ঠবদ্ধ—সিলিকা-মেরিণা—৩ ×, ৪ / ৫ গ্রেণ মাত্রায় দিনে ৩ বার কিছু অধিক দিন সেব্য।

জ্বর—সাইলিসিয়ার জ্বর—সবিরাম প্রকারের ; রাত্রি ১২টা হইতে জ্বর আরম্ভ হইয়া পরদিন বেলা ৯টা—১০টা পর্য্যন্ত থাকে; কখনও কখনও সমস্ত দিন শীতভাব থাকিয়া সন্ধ্যাবেলায় জ্বর আসে; বেলা ১২টায় জ্বর আসিলে শীত থাকে না। শীতাবস্থায়—পিপাসা থাকে না; কিন্তু শীতভাব অত্যন্ত অধিক, হাঁটু হইতে পা পর্য্যন্ত বরফের মত ঠাণ্ডা থাকে, এ অবস্থায় রোগী ক্ষুধাবোধ করে।

উত্তাপাবস্থায়—প্রবল পিপাসা, শীত শীতভাব এ অবস্থাতেও থাকে, রাত্রিকালে জ্বর বাড়ে। ঘর্ম্মাবস্থায়—খুব কম হয়, ইহাতে—মাথায়, কাণের গোড়ায় ও বুকে ঘাম অধিক হয়, ঘামে অতিশয় দুর্গন্ধ কিম্বা টকগন্ধ ; পায়ে ঘাম হয়, তাহাতে পা হাজিয়া যায় (গ্র্যাফাইটীসে এই লক্ষণ আছে)।

বৃদ্ধি—পূর্ণিমায় কিম্বা, অমাবস্যার পর (during new moon), টিপিলে, আক্রান্তপার্শ্বে শয়নে, স্পর্শে, জল-বায়ুর পরিবর্ত্তনে, ঝড়বৃষ্টিতে, ঠাণ্ডায়, দুগ্ধপানে, মানসিক পরিশ্রমে, রাত্রিতে ঋতুকালে।

উপশম—মস্তক আচ্ছাদনে গৃহমধ্যে, বিশ্রামে, উষ্ণপানে গরমে।

পরবর্ত্তী ঔষধ—আর্স, বেল, ক্যালকে, ফ্লোরিক-এসি, গ্র্যাফা, হিপার, ল্যাকে, লাইকো, নক্স, ফস, পলস, সলফ, থুজা।

ক্রিয়ানাশক—ক্যাম্ফর, ফ্লোরিক এসিড, হিপার। অধিক মাত্রায় পারদ সেবন করিলে সাইলিসিয়ার প্রতিবিষের কার্য্য করে; কিন্তু আবার সাইলিসিয়ার পর মার্কারি আদৌ ফলদায়ক নহে।

ক্রিয়া স্থিতিকাল—৪০—৫০ দিন। ক্রম—৩০—২০০ শক্তি।

ফরমূলা—৭।

স্পাইজেলিয়া (Spigelia)

(ওয়েষ্ট-ইণ্ডিয়া ও সাউথ আমেরিকার একপ্রকার লতাকে শুষ্ক করিয়া তাহা হইতে টিংচার প্রস্তুত করা হয়—হৃৎপিণ্ড, চক্ষু ও স্নায়ু সমূহের উপর ইহার প্রধান ক্রিয়া। ক্রিমিগ্রস্ত, দুর্ব্বল, রক্তহীন, বেঁতো ও স্ক্রফুলা-ধাতুতে ইহা অধিক উপকারী, ইহাতে শরীরের বামদিক আক্রান্ত হয়।

হোমিওপ্যাথিক মেটিরিয়ার মধ্যে যে ঔষধগুলি শরীরের ডান ও বাম দিকে অধিক ক্রিয়া প্রকাশ করে, এখানে তাহাদের মধ্যে কতকগুলি ঔষধের তালিকা দেওয়া হইল ঃ—

ডানদিকে—এনাকার্ড, এমন-কার্ব্ব, এপিস, বেল, ব্রায়ো, চেলিডোন, ক্রোটে, ক্যালি-কার্ব্ব, লিথিয়া, লাইকো, ম্যাগ-ফস, পডো, ফাইটো, স্যাঙ্গুনেরিয়া, টারেন্টুলা, ক্যালি-মিউর, ইকুইজিট, ভায়োলা প্রভৃতি।

বামদিকে—আর্জেন্টি, এগারি, এষ্টিরিয়াস, সিয়ানো, চেনোপোড, কলোসি, সিমিসিফিউট, কুপ্রম, ল্যাকে, লিলিয়ম, পিক্স-লিকুইডা, রিউমেক্স, স্যাবাডিলা, স্যাম্বল, নক্স-মস্কে, স্পাইজে ইত্যাদি।

স্পাইজেলিয়ার চরিত্রগত লক্ষণ ঃ—

১। বক্ষঃস্থলের বাত (ন্যাজা, লিডম); ২। হৃৎস্পন্দন একটুমাত্র নড়িলে ও সম্মুখে ঝুঁকিলে বুক ধড় ফড় করে, বুক এত জোরে-জোরে ধড়ফড় করে যে জামার উপরে বাহির হইতেও দেখা যায় (systolic blowing of apax), মাইট্র্যাল-রিগার্জ্জিটেসন; ৩। সম্মুখ কপালে ও মস্তকে অসহ্য বেদনা, চক্ষু পর্য্যন্ত টিপটিপ করে—বোধ হয় যেন চক্ষু বড় হইয়াছে; ৪। বামদিকের আধ-কপালে

মাথাব্যথা; বোধ হয় যেন মাথার চারদিক পেটি দিয়া বাঁধা; ৫। ছোট ছোট ক্রিমি সকল মলদ্বারে সুড় সুড় করে, চুলকায়, ক্রিমির জন্য শিশুদের পেটে কলিক-শূল-বেদনা; ৬। ষ্টার্ণমের অর্থাৎ বুকের মাঝের হাড়ের নিম্নে একপ্রকার তীক্ষ্ন ফোটান-ব্যথা, তৎসহ বামহস্তে অসাড়বোধ; ৭। শুইলে শ্বাসকষ্ট, ডান দিকে চাপিয়া কিম্বা মাথা উঁচু করিয়া শোয় ; ৮। মুখমণ্ডলের স্নায়ুশূল-বেদনা, ৫ম স্নায়ুর নিউর‍্যালজিয়া, ধুমপানজনিত-দন্তশূল বেদনা; ৯। পিন, ছুঁচ ইত্যাদি সূক্ষ্মাগ্র যন্ত্রকে ভয় করে, ১০। কাশির সময় বুকে ছুঁচফোটার মত বেদনা।

হৃৎপিণ্ডের পীড়া—হৃৎপিণ্ডের নানাপ্রকার পুরাতন পীড়ায় ইহা উপকারী। হৃৎস্পন্দন অত্যন্ত জোরে জোরে হয়, এমন কি ঐ স্পন্দন জামার উপরে বাহির দিক হইতেও দেখা যায়, বুক-ধড়ফড়ানি—(palpitation) ষ্টেথোস্কোপ) না দিয়া বুকের নিকট কাণ লইয়া যাইলেও সহজে স্পন্দন-আঘাত শোনা যায়, হৃৎপিণ্ডের পীড়ায় প্রথম বা তরুণ অবস্থাতেও ইহা উপকারী। ভ্যাল্-ভিউলার পীড়ায় (valvular disease), জোরে জোরে হৃৎস্পন্দন হইলে স্পাইজেলিয়া প্রয়োগে অতি শীঘ্রই ঐ হৃৎস্পন্দনের উপশম হয় এবং কিছুদিন ব্যবহারে আসল হৃৎপীড়াও আরোগ্য হইয়া থাকে। রোগী বামদিকে চাপিয়া শয়ন করিতে পারে না, কারণ তাহাতে বুক ধড়ফড়ানির অত্যন্ত বৃদ্ধি হয়। হৃৎপিণ্ডের পীড়ায় স্পাইজেলিয়ার পর—<u>ক্যালমিয়া</u> বিশেষ উপকার সাধন করে।

মাথাব্যথা—স্পাইজেলিয়ায় প্রায় মাথার একদিকে, বিশেষতঃ বাম দিকেই বেদনা অধিক হয় (আধ-কপালে মাথাব্যথা); মাথা ব্যথা—মাথার পশ্চাদ্ভাগে গ্রীবার উপরিভাগ হইতে আরম্ভ হইয়া মাথার উপরি ভাগ দিয়া শেষে চক্ষুর উপরিভাগে অবস্থিতি করে, সূর্য্যের তাপ বৃদ্ধির সহিত ঐ বেদনা ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইয়া সূর্য্যাস্তের সহিত ক্রমে ক্রমে উপশমিত হয়। যে দিকের মাথাব্যথা, সেই দিকের চক্ষু হইতে জল পড়ে, সামান্য শব্দ ও নড়া-চড়ায় মাথার যন্ত্রণা বৃদ্ধি হয়। মাথার ডানদিকের ঐ প্রকার শিরো-বেদনায়—<u>স্যাঙ্গুনেরিয়া</u> ও সাইলিসিয়া উভয়ই উপযোগী। মাথাবেদনার সহিত ডানদিকের চক্ষু হইতে জল পড়িতে থাকিলে—<u>চেলিডোনিয়ম</u> উপকারী। অনস্‌মোডিয়ম <u>(Onosmodium)</u> θ—২০০ শ, ইহার মাথাবেদনা মাথার পশ্চাদ্ভাগ (occiput) হইতে আরম্ভ হইয়া নিম্নে ঘাড়ে ও উর্দ্ধে ব্রহ্মতালু এবং তথা হইতে ক্রমশঃ কপালে পরিচালিত হয়, মাথার বামদিকই ইহাতে অধিক আক্রান্ত হয়, মাথাব্যথার সঙ্গে প্রায়ই গা-বমি-বমি থাকে। <u>আর্সেনিক-মেটালিকাম</u>—মাথার বামদিকে বেদনা, বেদনা চক্ষুর ও কানের ভিতর পর্য্যন্ত পরিচালিত হয়।

মুখমণ্ডলের স্নায়ুশূল—মুখের ডানদিকের স্নায়ুশূলে—<u>ক্যালমিয়া</u> এবং বামদিকের স্নায়ুশূলে—স্পাইজেলিয়া উপযোগী।

বাত—আক্রান্ত স্থানে অত্যন্ত টাটানি বেদনা, তাহার ভিতরে যেন ছুঁচ ফুটাইতেছে, হৃৎপিণ্ডের কোনও পীড়ার সহিত বাত হইলে—স্পাইজেলিয়া উপকারী। মেরুদণ্ডে ও পিঠে বেদনা, শ্বাস গ্রহণে বেদনা বাড়ে।

নিদ্রা—রাত্রিতে হাত-পা স্থির রাখিতে পারে না, স্বপ্নে ঘুম ভাঙ্গে।

বৃদ্ধি—স্পর্শে, দেহ সঞ্চালনে, আহারের অব্যবহিত পরে, জলীয় বায়ুর সংস্পর্শে, বৃষ্টির দিনে, প্রাতে, মধ্যাহ্নে, ধূমপানে।

উপশম—স্থির থাকিলে, নিশ্বাস গ্রহণে, উত্তাপে, নির্ম্মল বায়ুতে।

সম্বন্ধ—হৃৎপিণ্ডের অন্তর্ব্বেষ্ট প্রদাহে—একোনাইটের পর এবং আর্ণি, আর্স, বেল, ব্রায়ো, ক্যালকে, ডিজি, ক্যালি-কার্ব্ব, লাইকো, ফস, পলস, সলফ, জিঙ্ক ইহাদের সহিত স্পাইজেলিয়ার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ।

যেখানে পীড়ার তরুণ অবস্থায়—আর্ণিকা, সেখানে পীড়ার পুরাতন অবস্থায়—স্পাইজেলিয়া।

ক্রিয়ানাশক—অরম, ক্যাম্ফর, ককু, পলস।

ক্রিয়া স্থিতিকাল—২০—৩০ দিন। ক্রম—৩০—২০০ শক্তি।

ফরমূলা—৪।

স্পঞ্জিয়া (Spongia.)

(টার্কি স্পঞ্জ হইতে টিংচার বা ট্রাইটুরেসন প্রস্তুত হয়) গ্ল্যাণ্ড, শ্লৈষ্মিক-ঝিল্লী ও শ্বাসযন্ত্রের উপরেই ইহার ক্রিয়া প্রধান। যে সকল স্ত্রী বা শিশু গৌরবর্ণ, যাহাদের মাংসপেশী ঢিলা, টিউবারকিউলার ধাতু, গ্রন্থিফোলা, তাহাদের পীড়ায় ইহা অধিক উপকারী।

<u>চরিত্রগত লক্ষণ ঃ</u>—

১। গলগণ্ড, থাইরয়েড গ্ল্যাণ্ড ফোলা, গলার এবং অন্যান্য স্থানের গ্ল্যাণ্ড শক্ত ও ফোলা ; ২। গলক্ষত—মিষ্টান্ন আহারে বৃদ্ধি ; ৩। গলা, লেরিংস, ট্রেকিয়া, ব্রঙ্কাই প্রভৃতি শ্বাসপথের শ্লৈষ্মিক-ঝিল্লীর অত্যন্ত শুষ্কতা ; ৪। দিন রাত্রি শুষ্ক কাশি, কিছুই উঠে না, গলা বুক সাঁই সাঁই করে, বুক জ্বলে ; ৫। কাশির শব্দ কুকুরের আওয়াজের মত কিম্বা বাদ্যধ্বনির ন্যায় ঘড় ঘড়ে ; ৬। ঘুংড়ী-কাশি (ক্রুপ)— গলার মধ্যে করাত দিয়া কাঠচেরার মত, সিস্ দেওয়ার মত কিম্বা সি সি শব্দ; ৭। মিষ্টদ্রব্য আহারে, ঠাণ্ডা পানে, ধূমপান, মাথা নিচু করিয়া শুইলে, ঠাণ্ডা বাতাসে, কথা কহিলে, গান গাহিলে, কিছু খাইলে কাশির বৃদ্ধি ; ৮। গরম পানাহারে কাশির উপশম ; ৯। অত্যন্ত বুক ধড়ফড় করা সহ বুকে বেদনা ; ১০। এন্‌জাইনা পেকটোরিস ; ১১। হঠাৎ মধ্যরাত্রির পর শ্বাস প্রশ্বাস রুদ্ধ হইবার মত হইয়া বিছানা হইতে উঠিয়া পড়ে ; ১২। অণ্ডকোষে থেৎলাইয়া যাইবার মত কিম্বা পিষে ফেলার মত বেদনা ও ফোলা ; ১৩। আবদ্ধ প্রমেহজনিত অণ্ডকোষ কিম্বা স্পার্ম্মাটিক-কর্ডের (রেতোরজ্জুর) ফোলা ও বেদনা; ১৪। নাক ফোঁপাইলে রক্ত বাহির হয়, নাকে কাঁচা সর্দ্দি।

ঘুংড়ী (Croup)—বালকদিগের ঘুংড়ী-কাশির ইহা একটি মূল্যবান ঔষধ। এই পীড়ায়—শ্বাসনলী আবদ্ধ হইয়া যায়, তজ্জন্য শ্বাস নির্গমনকালীন অত্যন্ত কষ্ট হয়, গয়ার কিছুমাত্র উঠে না, সর্দ্দি বুকে যেন জাঁতার মত চাপিয়া বসিয়া থাকে, দমবন্ধ হইবার ভাব হয়। করাত দিয়া কাঠ চিরিলে কিম্বা বঁটি দিয়া খড় কাটিবার সময় যে একপ্রকার শব্দ হয়, স্পঞ্জিয়ার শ্বাস প্রশ্বাসে ঠিক সেই প্রকার শব্দ হইতে থাকে. এতদ্ভিন্ন ইহাতে খুব ঘন ঘন কুকুরের আওয়াজের মতও একপ্রকার কাশি হয়। ঘুংড়ীর প্রথম অবস্থায়—যতক্ষণ উষ্ণজ্বর থাকে ততক্ষণ স্পঞ্জিয়া ব্যবস্থা করিবেন না, এ অবস্থায়—একোনাইট উপযোগী। একোনাইটের পর—স্পঞ্জিয়ার প্রয়োজন হয় শিশুদের ঘুংড়ী প্রায় ঠাণ্ডা লাগিয়াই হয়, ১ম অবস্থায় ধড়ফড়ে-জ্বর ও ছটফটানি যতক্ষণ থাকে, ততক্ষণ ঘন ঘন—এমন কি ২০ / ২৫ মিনিট অন্তর—একোনাইট প্রয়োগ করা যাইতে পারে, পরে যখন জ্বর কম হয় কাশি বাড়ে, শ্বাস-প্রশ্বাস বন্ধের ভাব হয়, গলায় উক্ত প্রকারের শব্দ ও বুকে টান হইতে থাকে, তখন—স্পঞ্জিয়া ঘন ঘন প্রয়োগের আবশ্যক হয়। স্পঞ্জিয়া প্রয়োগে কাশি সরল হইয়া আসিলে পরে হিপার প্রয়োগে প্রায়ই রোগী সম্পূর্ণ আরোগ্য হইয়া থাকে। এই পীড়ায় ব্রোমিয়ম, আয়োডাম প্রভৃতি ঔষধগুলিও উপকারী, তবে—হিপারে কোনও উপকার না হইলে সর্ব্বশেষে উহাদের প্রয়োজন হয় (হিপার অধ্যায় ৩৫৯ পৃষ্ঠা এবং এমন-কার্ব্ব দেখুন)।

অণ্ডকোষের পীড়া—অন্ডকোষ স্ফীত ও শক্ত, তাহাতে অত্যন্ত বেদনা, স্পার্ম্মাটিক-কর্ড (রেতোরজ্জু) ফুলিয়া মোটা হয়, একটু নড়িলে চড়িলে মনে হয় যেন প্রাণ বাহির হইয়া যাইবে। এই পীড়ায় ক্লিমেটীস, অরম, হ্যামামেলিস, পলসেটিলা, রডোডেণ্ডণ ইত্যাদি ঔষধগুলিও উপকারী। প্রমেহস্রাব রুদ্ধ হইয়া অণ্ডকোষের প্রদাহ হইলে—পলসেটিলা ও ক্লিমেটিস উভয়ই উপকারী; বাতজনিত কোষপ্রদাহে—রডোডেণ্ড্রণ, রোগী গর্ম্মীপীড়াগ্রস্ত হইলে—অরম। অরমে ডানদিকের এবং স্পঞ্জিয়ার—বামদিকের কোষ (testis) অধিক আক্রান্ত হয়।

হৃৎপিণ্ডের পীড়া—রোগীকে সর্ব্বদাই মাথা নীচু করিয়া বসিয়া থাকিতে হয়, নচেৎ যেন দম বন্ধ হইয়া আসে। ঘুমাইতে ঘুমাইতে হঠাৎ মনে করে যেন শ্বাস বন্ধ হইবে, যেন কেহ গলা চাপিয়া ধরিয়াছে, সেইজন্য নিদ্রাভঙ্গ হয়, তাড়াতাড়ি উঠিয়া পড়ে ও কাশে।

গলগণ্ড (Goitre)—স্পঞ্জিয়া এই পীড়ার অব্যর্থ মহৌষধ; কেহ কেহ বলেন—মাত্র ২/১টি মাত্রাতেই পীড়া আরোগ্য হয়। ইহাতে গ্ল্যাণ্ড খুব বড় ও শক্ত থাকে, সময়ে সময়ে রোগীর যেন নিশ্বাস বন্ধ হইয়া যায়, উপসর্গ রাত্রিতে বাড়ে। স্পঞ্জিয়ায়—থাইরয়েড-গ্ল্যাণ্ড (গলগ্রন্থি) আক্রান্ত হয়।

যক্ষ্মা-কাশি—যক্ষ্মায় ঘন ঘন কাশি হয়, এই কাশি—কথা কহিলে, ঠাণ্ডা বাতাস লাগিলে, জোরে নিশ্বাস লইলে অত্যন্ত বৃদ্ধি হয়। রোগীর গায়ে মাঝে মাঝে যেন আগুনের হলকা বহিয়া যায়। ল্যারিণজিয়্যাল-থাইসিস ও পুরাতন স্বরভঙ্গ রোগে—স্পঞ্জিয়া উপকারী। লেরিংস (স্বরযন্ত্র)—শুষ্ক, সঙ্কুচিত, জ্বালা করে।

বৃদ্ধি—রোগের বিষয় ভাবিলে, মিষ্টান্ন ভোজনে, দক্ষিণ পার্শ্বে শয়নে, রাত্রিকালে, শুষ্ক শীতল বায়ু সংস্পর্শে ও পূর্ণিমার সময়।

উপশম—সম্মুখে ঝুঁকিলে, চিৎ হইয়া শয়নে, উষ্ণ পানাহারে।

সম্বন্ধ—কাশিতে ও ক্রুপ রোগে শুষ্কতার প্রাধান্য থাকিলে—একোনাইট ইত্যাদির পর—স্পঞ্জিয়া উপকারী। বুকে ও গলায় শ্লেষ্মা ঘড় ঘড় করিতে আরম্ভ করিলে, স্পঞ্জিয়ার পর—হিপার উৎকৃষ্ট, বিশেষতঃ যদি কাশি শেষ রাত্রিতে বৃদ্ধি হয়; সন্ধ্যায় বৃদ্ধি হইলে—ফসফরাস উপকারী।

ক্রম—৬—২০০ শক্তি। ফরমূলা—৪

ষ্ট্যানম (Stannum)

(টিন ধাতু হইতে ট্রাইটুরেসন আকারে ইহা প্রথমে প্রস্তুত হয়)—অত্যধিক দুর্ব্বলতাই এই ঔষধের প্রধান লক্ষণ।

চরিত্রগত লক্ষণ ঃ—

১। শারীরিক ও মানসিক অত্যধিক ক্লান্তি ও দুর্ব্বলতা, পক্ষাঘাতের মত দুর্ব্বলতা, গলা ও বক্ষঃস্থলের অত্যধিক দুর্ব্বলতার জন্য— কথা কহিতে, হাসিতে, জোরে পাঠ করিতে কষ্টবোধ ; ২। উপর হইতে নীচে নামিতে হইলে যেন মূর্চ্ছার মত হয় ; কিন্তু উপরে উঠিতে তত কষ্ট হয় না; ৩। বেদনা ক্রমশঃ ধীরে ধীরে বাড়িয়া চরম সীমায় উঠিয়া শেষে ধীরে ধীরে হ্রাস হয় ; ৪। কলিক বেদনা খুব জোরে চাপিলে কম পড়ে; ৫। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ক্রিমি মলদ্বারে সুড়সুড় করে; ৬। শ্বেত প্রদর তৎসহ অত্যন্ত দুর্ব্বলতা, দুর্ব্বলতা প্রথমে যেন বুক হইতেই আরম্ভ হয় (তলপেটে কিম্বা বস্তি-গহ্বর হইতে—সিপি, ফস); ৭। পাকস্থলী যেন শূন্য ও খালি (সিপি, ফস, চেলি); ৮। থাইসিস কিম্বা অন্য কোনও প্রকার ফুসফুসের পীড়ায় রাশি রাশি পূঁয মিশ্রিত শ্লেষ্মা বা গয়ার নির্গমন, সেই গয়ারের স্বাদ লোণা বা মিষ্ট; ৯। কাশি রাত্রিতে বৃদ্ধি, তৎসহ শ্বাসকৃচ্ছ্রতা, ঘর্ম্ম, ১০। কাশি যেন গভীর ও ঘঙ ঘঙে উপর্য্যুপরি তিনবার কাশে (দুইবার—মার্ক) ; ১১। চোঁয়া ঢেকুর।

শ্বাসযন্ত্রের পীড়া—যক্ষ্মাকাশি হউক, নিমোনিয়া হউক কিম্বা-ব্রঙ্কাইটীস হউক, সর্ব্ববিধ শ্বাসযন্ত্রের পীড়াতেই কাশির সহিত রাশি রাশি গয়ার বা শ্লেষ্মা উঠিলে এবং সেই শ্লেষ্মার স্বাদ মিষ্ট (হেপাটিক) অথবা লোনা হইলে—ষ্ট্যানম একটী মূল্যবান ঔষধ। সিপিয়া ও ক্যালি-আয়োডের শ্লেষ্মা ও অত্যন্ত লোণা, উপরোক্ত তিনটি ঔষধেরই উত্থিত শ্লেষ্মা খুব ঘন এবং হলদে কিম্বা একটু সবুজ রঙের। ষ্ট্যানম্ ও ক্যালি-আয়োডে—প্রচুর পরিমাণে নিশাঘর্ম্ম হয়, কাশির সঙ্গে বক্ষঃস্থলের দুর্ব্বলতা থাকে ও বুকের ভিতর জ্বালা করে ;এই জ্বালা ষ্ট্যানম্ ভিন্ন—এসিড-ফস, সলফারেও নির্দ্দিষ্ট। এসিড-ফসের শ্লেষ্মা—পূঁযের মত অত্যন্ত দুর্গন্ধ। তরুণ সর্দ্দি—কাশিতে, কাশি—বেলা দুই প্রহর হইতে রাত্রি দুই প্রহর পর্য্যন্ত বাড়ে, সন্ধ্যার কাশি শুষ্ক, কিছুই উঠে না ; তরুণ ও পুরাতন উভয়বিধ কাশিতেই—হাসিলে, কথা কহিলে, গরম পানীয় পানে ও ডানদিক চাপিয়া শুইলে

কাশি বাড়ে। যক্ষায় ছোট ডেলার মত গয়ার উঠে ; শ্বাস-প্রশ্বাসকালে বামদিকে শুইলে—বুকে ছুঁচবেঁধার মত বেদনা হয়।

ষ্ট্যানম-আয়োড (Stannum Iod)—যক্ষাকাশির উৎকৃষ্ট ঔষধ যখন পীড়া দ্রুতগতিতে বৃদ্ধি পায়, ষ্ট্যানমের লক্ষণ থাকিয়াও তাহাতে উপকার না হয়, ২য় অবস্থায় ফুসফুসে পূঁয হয়, তখন ইহার ২ × শক্তি ব্যবহার্য্য ; ১ গ্রেণ মাত্রায় আহারের পর ২/৩ বার সেব্য। থাইসিসের ২য় অবস্থায়—যখন ফুসফুসের পূঁয সঞ্চয় হয় নাই, তখন—অরম আয়োডে এবং প্রথমাবস্থায়—আর্সেনিক-আয়োডে উপকার পাওয়া সম্ভব।

ক্রম-২× -৩× শক্তি, উক্ত প্রকারে সেব্য।

স্যালভিয়া (Salvia Officinalis) থাইসিসে অনবরত গলা সুড় সুড় করিয়া কাশি, জ্বর, রক্তউঠা ও অধিক নিশাঘর্ম্ম থাকিলে ইহাতে উপকার হইবে। ক্রম—θ, ১৫ / ২০ ফোঁটা মাত্রায় জ্বর না কমা পর্য্যন্ত ১ মাত্রা। ইহা সেবনের প্রায় ২ ঘন্টা পরেই ক্রিয়া হয় ও তাহা প্রায় ২ হইতে ৫/৬ দিন থাকে।

প্লুরিসি (Pleurisy)—বাম বক্ষের উর্দ্ধাংশে ছুরিবেঁধা বা ছুঁচ-ফোটান বেদনা ; নিশ্বাসে, চাপে ও হেঁটে হইলে বেদনা বাড়ে।

স্ত্রী-ব্যাধি—মাসিক ঋতুস্রাব খুব শীঘ্র শীঘ্র ও পরিমাণে অধিক হয়। জরায়ুর-পেশীর দুর্ব্বলতার নিমিত্ত জরায়ুর বহির্নির্গমনে ও শ্বেতপ্রদরে অত্যন্ত দুর্ব্বলতা থাকিলে সিপিয়া অপেক্ষাও ষ্ট্যানম অধিক উপকারী (লিলিয়ম, মিউরেক্স)। বাহ্যের বেগে জরায়ুর বহির্নিগমন, ইহা কোষ্ঠবদ্ধসহ হইলে—ষ্ট্যানম এবং উদরাময়সহ হইলে-পডোফাইলম।

বেদনা—ষ্ট্যানমের বেদনা ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পাইয়া ধীরে ধীরে হ্রাস হয় ; স্নায়ুশূল-বেদনাও ঐ প্রকারে ধীরে ধীরে বৃদ্ধি ও উপশম হয়। বেদনা ধীরে ধীরে বাড়িয়া হঠাৎ কমিয়া গেল—এসিড-সলফও উপকারী। ষ্ট্যানম—মুখের ও পেটের শূল (colic) বেদনায় কার্যকরী। ষ্ট্যানমের কলিক-বেদনা খুব জোরে চাপিয়া ধরিলে উপশম হয়। কলোসিন্থেও—এই লক্ষণটি আছে, তবে যেখানে দেখিবেন—বেদনা অনেক দিনের পুরাতন তথায় কলোসিন্থ অপেক্ষা—ষ্ট্যানমই অধিক উপকারী। ষ্ট্যানমের রোগীর মন সর্ব্বদাই বিষন্ন, আশাশূন্য ও অনবরত ক্রন্দনের ইচ্ছা থাকে।

উদরাময়—মলের রঙ সবুজ, ইহার সহিত পেটে ষ্ট্যানমের নির্দ্দিষ্ট বেদনার লক্ষণ থাকিলে—ষ্ট্যানম্ বিশেষ উপকারী।

ক্রিমি—ষ্ট্যানম্ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ক্রিমিরও উত্তম ঔষধ (সিনা ২৪৪ পৃঃ দেখুন)।

কম্পন ও পক্ষাঘাত—পক্ষাঘাতের মত দুর্ব্বলতা, দ্রব্যাদি পড়িয়া যায়, বসিবার চেষ্টা করিলেই প্রত্যঙ্গাদি সরিয়া যায়। সম্মুখ বাহু ও হস্তের আক্ষেপিক কম্পন। রাইটার্স-ক্র্যাম্প—লিখিতে যাইলে আঙুল ধাক্কা মারিয়া সরিয়া যায়। টাইপ-রাইটার্সের আঙুলের পক্ষাঘাত।

বৃদ্ধি—দেহ সঞ্চালন, গান, বক্তৃতা বা হাস্য করিলে, নীচে নামিলে।

উপশম—জোরে নিষ্পেষণে, কঠিন বস্তুর চাপে, দেহ বক্র করিলে।

সম্বন্ধ—কষ্টিকাম ও হিপার এবং পরে ক্যাল-ফস, সাইলি, সলফ ও টিউবার্কিউলিনের পূর্ব্বে—ষ্ট্যানম্ উৎকৃষ্ট ফলদায়ক।

ক্রিয়ানাশক—পলস ; ক্রিয়া স্থিতিকাল—৬৫ দিন।

ক্রম—৩০—২০০ শক্তি ; ফরমূলা—বিচূর্ণ -৭।

ষ্ট্যাফিসেগ্রিয়া (Staphisagria.)

(দক্ষিণ ইউরোপে একপ্রকার গাছ জন্মায় তাহার পাকা ফলের বীজ হইতে ইহার টিংচার প্রস্তুত হয়) মূত্রযন্ত্র, জননেন্দ্রিয় চর্ম্ম, প্রষ্টেট গ্ল্যাণ্ড ইত্যাদির উপর প্রধান ক্রিয়া, অস্থি ও পেরিষ্টয়মের মধ্যে পূঁয, অস্থিফোলা।

চরিত্রগত লক্ষণ ঃ—

১। খিটখিটে মেজাজের সহিত কোনও স্নায়বিক পীড়া, ক্রোধিত বা অপমানিত হইবার পর পীড়া, অস্বাভাবিক ইন্দ্রিয়চালনা জনিত পীড়া ; ২। চক্ষুর পাতায় আঞ্জিনা ও টিউমার ; ৩। পোকা খাওয়া দন্ত, কাল দন্ত, দন্তে কোনও দ্রব্য বা পানীয় ঠেকিলে অত্যন্ত কনকন্ করে, দন্তশূল-বেদনা, রজঃস্রাবকালে দাঁত কনকন করা; ৪। দিবা ভাগে নিদ্রাবেশ, রাত্রিতে অনিদ্রা ; ৫। পানাহারের পর পেট কনকন্ করা; ৬। ইন্দ্রিয়ের উত্তেজনা হেতু শুক্রমেহ, ধাতুদৌর্ব্বল্য ; ৭। প্রস্রাবের বেগ আসে কিন্তু অনেকক্ষণ বসিয়া থাকিলে তবে প্রসাব হয়; ৮। প্রস্রাবের সময় নহে অন্য সময় মূত্রনলীতে জ্বালা ; ৯। স্বপ্নদোষ (বিশেষতঃ স্কুলের ছাত্রগণের) ; ১০। স্পার্মাটোরিয়া তৎসহ চোখ মুখ বসা ও কোমরে বেদনা ; ১১। কোমরের বেদনা রাত্রিতে, বসিয়া উঠিলে, পার্শ্বপরিবর্ত্তনে ও প্রাতে বৃদ্ধি ; ১২। শুধু দিনে ও আহারের পর কাশি ; ১৩। পারদ অপব্যবহার জনিত প্রাচীন পীড়া; স্ক্রফুলা গ্ল্যান্ড ও অস্থি সম্বন্ধীয় নানাবিধ পীড়া।

মানসিক লক্ষণ ঃ—

শিশু সর্ব্বদাই উত্তেজিত, রাগী, খিটখিটে কিছুতেই সন্তুষ্ট হয় না, খেলিবার নিমিত্ত কোনও দ্রব্য হাতে দিলে তৎক্ষণাৎ তাহা ছুড়িয়া দেয়, (এই লক্ষণগুলি অনেকটা ক্যামোমিলার মত), উক্তপ্রকার লক্ষণসহ শিশুর অস্বাভাবিক ক্ষুধা, ক্ষুধার যেন কিছুতেই নিবৃত্ত হয় না, পেট ভরা থাকিলে খাবার জন্য হাঁই হাঁই করে।

যুবকগণ সর্ব্বদাই স্বাভাবিক বা অস্বাভাবিক উপায়ে তাহাদের কামরিপু চরিতার্থের জন্য চিন্তিত, নির্জ্জনস্থান ভালবাসে।

রোগীকে কেহ কোনও অপমানের কথা বলিলে ঠিক সেই সময় তাহা অপমান জ্ঞান না করিয়া তাহার প্রতিশোধ না গিয়া গৃহে ফিরিয়া আসে এবং সেই ক্রোধ অন্তরে পোষণ করিয়া নানাপ্রকার পীড়াগ্রস্ত হয়। কোন কোন ব্যক্তি অল্পেই রাগিয়া যায়, সামান্য অন্যায়ও সহ্য করিতে পারে না।

দন্তের পীড়া—পূর্ব্বপুরুষাগত উপদংশ বা প্রমেহ দোষগত সন্তানদের দাঁত শীঘ্রই বিনষ্ট হইয়া যায়, দাঁতে পোকা ধরে, দাঁতে কাল দাগ পড়ে, দাঁত খেয়ে যায়, মাঢ়ী প্রায়ই ফোলে, ব্যথা হয়, একটু আঙুল লাগিলে কিম্বা খাদদ্রব্য দাঁতে

ঠেকিলেই দাঁত হইতে রক্ত পড়ে (চলিত কথায় আমরা উহাকে পানসে দাঁত বলি); এই সমস্ত লক্ষণে—ষ্ট্যাফিসেগ্রিয়া অধিক উপকারী। ক্রিয়োজোট—শিশুর পোকা খাওয়া দন্তের পীড়ার একটী মহোপকারী ঔষধ, উহাতে দাঁত প্রথমে হলদে হইয়া কিছুদিন পরে কালবর্ণ ধারণ করে ও ক্রমশঃ দাঁত খেয়ে যায়, ছেলেদের দুধে দাঁতে এই প্রকার প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায়। দাঁতের ভিতর গর্ত্ত হইয়া দাঁতের বেদনা যন্ত্রণায়—মার্ক্কুরিয়স, ক্যামোমিলা, ইউফর্ব্বিয়া,—প্ল্যান্টেগো প্রভৃতি ঔষধগুলিও উপকারী (আক্রান্ত দাঁতে তুলায় করিয়া—ক্লোরোফরম, ক্রিয়োজোট, স্পিরিট-ক্যাম্ফর বা প্ল্যান্টেগো—θ লাগাইলে বেদনার ক্ষণিক উপশম হয়) ঋতুস্রাব হইবার সময় এবং গর্ভধারণকালের দন্তশূল-বেদনায়—স্ট্যাফিসেগ্রিয়া উপকারী। দাঁতের বেদনা—দাঁত ভিন্ন কাণে এবং রগে পর্য্যন্ত পরিচালিত হয়। কিছু খাইলে, ঠাণ্ডা জল দাঁতে লাগিলে, ঠাণ্ডা বাতাসে এবং অল্প চাপে বেদনা বাড়ে, কিন্তু আবার খুব জোরে চাপ দিলে উপশম হয় (প্ল্যান্টেগো—৫৪২ পৃষ্ঠা দেখুন)।

চক্ষুর পীড়া—চক্ষুর পাতায় ক্রমাগত আঞ্জিনা হইতে থাকিলে এবং ঐ আঞ্জিনা পাকিয়া ক্ষত হইলে—ষ্ট্যাফিসেগ্রিয়া উপকারী। গ্র্যাফাইটিসেও এইপ্রকার লক্ষণ আছে ; তবে উহাদের মধ্যে প্রভেদ এই যে রুগ্ন ও দুর্ব্বল শিশুদের উক্তপ্রকার চক্ষুপীড়ার সহিত ষ্ট্যাফিসেগ্রিয়ার দাঁতের লক্ষণ থাকিলে—স্ট্যাফিসেগ্রিয়া নচেৎ—গ্র্যাফাইটীস স্ক্রুফুলাস-অপ্ থ্যালমিয়া।

ঔপদংশিক আইরাইটীস—চক্ষুর ভিতরে, কপালে আক্রান্ত পার্শ্বের মুখে ভীষণ বেদনা (এসাফিটি মার্ক-ফর-প্রোটো, এসিড-নাই)।

উদরশূল-বেদনা—উপদংশ বিষদুষ্ট দুর্ব্বল শিশুদের পেটের শূলুনি বেদনায়—ক্যামোমিলা, কলোসিন্থ, ডায়স্কোরিয়া প্রভৃতি ঔষধগুলি অপেক্ষা—ষ্ট্যাফিসেগ্রিয়া অধিক উপকারী। পানাহারের পর পেট কন কন করে।

প্রস্রাবের পীড়া—প্রস্রাব করিবার সময় নহে, অন্য সময় মূত্রনলীতে (ureter) জ্বালা থাকিলে—ষ্ট্যাফিসেগ্রিয়া অমোঘ ঔষধ, ইহাতে প্রস্রাবত্যাগকালে বরং জ্বালার উপশম হয়।

আঁচিল ও কন্ডাইলোমা—(wart like excreacence on the pudenda or anus)—এই পীড়ায় —এসিড-নাইট্রিক, থুজা ও ষ্ট্যাফিসেগ্রিয়া উপকারী, তবে ষ্ট্যাফিসেগ্রিয়ার দাঁতের লক্ষণগুলি পীড়ার সহিত থাকিলে—ষ্ট্যাফিসেগ্রিয়াই প্রথম ঔষধ, থুজার পরই ইহার স্থান।

ক্ষত—ধারাল অস্ত্রে কাটিয়া যাইয়া ক্ষত, পারদ সেবনজনিত কিম্বা উপদংশের ক্ষত, তাহাতে যদি অস্থি আক্রান্ত হয় এবং উরুদেশের হাড়ের (Femur bone) ক্ষত, তাহা হইতে যদি হাড়ের কুঁচি বা টুকরা নির্গত হয়, তাহা হইলে—ষ্ট্যাফিসেগ্রিয়া উপকারী। মুখের ও মাঢ়ীর ক্ষতে—মুখে শ্লেষ্মা জমে, রক্তমিশ্রিত লালা বাহির হয়, মাঢ়ীতে হাত ছোঁয়ান যায় না, এত বেদনা থাকে।

চর্ম্মের পীড়া—মাথা, মুখে, হাতে, পায়ে একপ্রকার শুষ্ক একজিমা হয়, তাহা ক্রমশঃ বাড়ে ও অত্যন্ত চুলকায়, রসপূর্ণ একজিমায় ঐ রস যথায় লাগে যদি

তথায় আবার নূতন উদ্ভেদ উৎপন্ন হয়, উদ্ভেদগুলির উপর পুরু-মামড়ি পড়ে, পচা দুর্গন্ধ নির্গত হয়, পোকা জন্মায় এবং ভয়ানক চুলকায়, চুলকানি আরম্ভ হইলে একস্থানে চুলকাইলেই অন্যান্য সমস্ত স্থান চুলকায়। চুলকানিতে ইহার লিনিমেন্ট বাহ্য প্রয়োগেও উপকারী, পশ্চাৎ মস্তকে ও তাহার পাশে একজিমা।

ডিম্বকোষের প্রদাহ (Ovaritis)—স্বামী সহবাসে বঞ্চিত হইয়া কোন স্ত্রীলোকের এই পীড়া হইলে—ষ্ট্যাফিসেগ্রিয়া উপকারী।

বৃদ্ধি—উদরাময়, আমাশয় ইত্যাদি পেটের পীড়া সমূহ সামান্যমাত্র পানাহারে এবং বাত ইত্যাদির বেদনা—বর্ষায় ও রাত্রিতে বৃদ্ধি হয়। পীড়ার উপসর্গ রাত্রিতে, অমাবস্যার সময়, পূর্ণিমার পূর্ব্বে, শীতকালে।

সম্বন্ধ—কষ্টিকামের পর কলোসিন্থ, তৎপরে স্ট্যাফিসেগ্রিয়া।

ক্রিয়ানাশক—এম্ব্রা, ক্যাম্ফর।

ক্রিয়া স্থিতিকাল—২০—৩০ দিন। ক্রম—৩০—২০০ শক্তি।

ফরমূলা—৪।

ষ্টিক্টা (Sticta Pulmonaris.)

(ইংল্যাণ্ডের পাহাড়ে একপ্রকার বড় বড় গাছ জন্মায়, তাহার গুঁড়ীর সেওলা হইতে ইহার টিংচার প্রস্তুত হয়)—ইনফ্লুয়েঞ্জা, তরুণ সর্দ্দি ও সর্দ্দির প্রথমাবস্থায় ইহা প্রয়োগে বিশেষ উপকার হয়।

সর্দ্দি কাশি—ঠাণ্ডা লাগিয়া সর্দ্দি হইবার পূর্ব্বে কপাল ও নাসিকা মূলে ভারবোধ ও বেদনা হয়, পরে সর্দ্দিস্রাব যত অধিক নির্গত হইতে থাকে ততই ঐ বেদনা এবং ভারবোধের ক্রমশঃ উপশম হয়। আবার সর্দ্দিস্রাব শুকাইয়া যাইবার পরেও ইহাতে কখন কখনও সম্মুখ রগে ও নাসিকার মূল দেশে অত্যন্ত বেদনা থাকে, কখনও নাসিকার সর্দ্দি একেবারে শুকাইয়া যায়, কিন্তু তখনও নাসিকার উত্তেজনা (irritation) বর্ত্তমান থাকে ; সুতরাং রোগীর পুনঃ পুনঃ নাসিকা ঝাড়িতে ইচ্ছা হয়, হাঁচি হয়, কিন্তু তাহাতে কিছুমাত্র সর্দ্দি নির্গত হয় না; সর্দ্দিস্রাব শুকাইয়া নাসিকার মধ্যে পিচুটি বা মামড়ি পড়ে। ক্যালি-বাইক্রমে—সর্দ্দি বন্ধ হইয়া ষ্টিক্টার মত নাসিকামূলে ও সম্মুখ কপালে ভয়ানক ব্যথা হয় (আয়োডামের সর্দ্দিস্রাব দেখুন), ইহাতে নাসিকার সেপ্টম্ অর্থাৎ ভেদক অস্থি (Septom bone—The plate of boen separating two cevities) ছিদ্র হইয়া যায়। ষ্টিক্টার সর্দ্দিস্রাব—মার্কুরিয়স, ক্যালি-আয়োড, আর্সেনিক ও ইউফ্রেসিয়ার মত জলবৎ নহে এবং পলসেটিলা, সিপিয়া ও ক্যালি-সলফের মত গাঢ়ও নহে। কাশিতে—ষ্টিক্টা একটি মহোপকারী ঔষধ। ষ্টিক্টার কাশি—রাত্রিতে শুইলে অত্যন্ত বৃদ্ধি হয়, তজ্জন্য রোগী ঘুমাইতে পারে না, কাশি প্রথমে শুষ্ক থাকে, পরে সরল হয়। গলা সুড় সুড় করিয়া মিনিট তোপের (minute gun cough) মত অত্যন্ত ঘন ঘন কাশিতে, হামরোগের পর অবিশ্রান্ত কাশিতে এবং যক্ষ্মাকাশির অবিশ্রান্ত কষ্টদায়ক কাশিতেও ইহা উপকারী ; ষ্টিক্টা—নির্দ্দিষ্ট কাশিতে প্রায় নাসিকা বন্ধ থাকে ও হাঁচি হয়।

বাত—ঘাড়ে বাত, ঘাড় শক্ত আড়ষ্ট হইয়া থাকে, দক্ষিণ স্কন্ধ-সন্ধির (R. shoulder joint) পেশী, কাঁধের পেশী (deltoid), হাতের পেশী (biceps) ও উরুপেশীর বাতে—ষ্টিক্টা উপকারী; ইহাতে গাড় ও গাঁটের নিকটস্থ পেশী (muscles) ফোলে, গরম ও লালবর্ণ হয়, অত্যন্ত বেদনা। প্রথমে সন্ধির লক্ষণ প্রকাশ পাইয়া পরে বাতরোগ হইলে ইহা ফলপ্রদ।

সদৃশ—এসিড়-ফস, একটিয়া-রেসি, ক্যাল্‌কেরিয়া, ড্রসেরা, ডল্কা, হাইড্রাস, ব্রায়ো, মার্ক, রিউমেক্স, জেলসি, ইগ্নে।

ক্রম—৩—৬ষ্ঠ শক্তি। ফরমূলা—জার্মেণি—৩, আমেরিকান—৪

ষ্টিলিঞ্জিয়া (Stillingia .)

(তাজা মূল হইতে টীংচার প্রস্তুত হয়)—পেরিয়ষ্টিয়মের (অস্থি-আবরণীয় পরদা) পুরাতন বাত, কোমরের ও প্রত্যঙ্গাদির বাত। স্ক্রফুলা কিম্বা উপদংশজাত বাত, বাতগুটী (nodes), উপদংশের ২য় অবস্থায়—গাত্রচর্ম্মে উদ্ভেদ নির্গমন ও অন্যান্য পরবর্ত্তী উপসর্গ, ঘাড়ের গ্ল্যাণ্ডের বিবৃদ্ধি, হাতের ও আঙুলের চর্ম্মে পুরাতন উদ্ভেদ নির্গমন, ক্ষত এবং আক্ষেপিক শুষ্ক কাশি ও বক্তাদিগকে গলাধরা প্রভৃতিতে ইহা ব্যবহৃত হয়। উপদংশজ-বাত ইত্যাদির নিমিত্ত—ক্যালি-হাইড্রো- ৪০৮ পৃঃ দেখুন।

প্রস্রাবের পীড়া—প্রস্রাব স্বচ্ছ জলের মত বর্ণশূন্য, প্রস্রাবে সাদা-সাদা ময়দাগুঁড়ার মত তলানি পড়া (deposit white sediment), এবং ঘন দুধের চায়ের মত প্রস্রাব নির্গমনে (কাইলিউরিয়া—chyluria, নামক পীড়ায় এই প্রকার প্রস্রাব হয়)—ষ্টিলিঞ্জিয়া উপকারী; এসিড-ফস ৩৫ পৃঃ দেখুন। ষ্টিলিঞ্জিয়ার মলের বর্ণও-সাদা, দেখিতে দধির মত। এই পীড়া সংখ্যায় অতি অল্প আরোগ্য হয়; কাইলিউরিয়ায় এলোপ্যাথিকে আয়া পেকটিস অথবা আয়াপানের পাতার রস ব্যবস্থা করেন।

বৃদ্ধি—বৈকালে, জলীয় বায়ুতে, নড়নে চড়নে।

উপশম—প্রাতে শুষ্ক গরম বায়ুতে।

সদৃশ—বাতগুটীতে—করিড্যালিস সিফিলিনাম, অরম, মার্কারি, ষ্ট্যাফি।

ক্রম—θ,—৬ষ্ঠ শক্তি। ফরমূলা—জার্ম্মেণি—৪, আমেরিকান—৩।

ষ্ট্র্যামোনিয়ম (Stramonium)

(ধুতুরার পাকা ফলের বীজ হইতে টিংচার প্রস্তুত হয়)—গলনালী ও মস্তিষ্কের উপর ইহার প্রধান ক্রিয়া।

জ্বর-বিকার—বিকার রোগে ষ্ট্র্যামোনিয়ম একটি মূল্যবান ঔষধ। ডাঃ ন্যাস—বেলেডোনা, ষ্ট্র্যামোনিয়ম ও হায়োসিয়ামস এই তিনটী ঔষধ "Trio" বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

ডাঃ ট্যালকট বলেন—বেলেডোনার রোগীর প্রচণ্ড সাহসী : হায়োসিয়ামসে—প্রফুল্ল; ষ্ট্র্যামোনিয়মে—চঞ্চলমতি ও ভীরু ; ভেরেট্রম-এলবমে—আশাহীন, সাহসহীন, অন্যায় বিলাপ করে, যাহা পাইবার নহে সেই বস্তুর জন্য প্রার্থনা করে।

চরিত্রগত লক্ষণ ঃ—

১। বিকারে—প্রলাপ বকে ও ঠিক যেন পাগলের মত হয়, ইহাতে রোগী কখনও একভাবে স্থির হইয়া থাকিতে পারিবে না, একবার বেশ সোজা হইয়া লম্বাভাবে—একবার অসাড়ভাবে,—একবার দুইটি পা ও হাঁটু গুটাইয়া শোয়; কখনও হাসে, কখনও সিস দেয়, চীৎকার করে, গালাগালি দেয়, বকাবকি করে, নানাপ্রকার বিদেশীয় ভাষায় কথা নহে, এই প্রকারে-রোগীর ক্রমাগত ভিন্ন ভিন্ন ভাবের পরিবর্ত্তন দেখা যায়। ষ্ট্যামোনিয়মে—আর এক প্রকারের লক্ষণ দেখিতে পাইবেন ;—রোগী বালিশ মাথায় দিয়া শুইয়া থাকে, হঠাৎ মাথাটি তুলিয়া যেন কি দেখে ও আবার মাথা নামায়, মুখ গলা শুষ্ক সত্ত্বেও জলপান করিতে চাহে না। কোন দ্রব্য গিলিতে কষ্টবোধ করে, প্রস্রাব বাহ্যে বন্ধ থাকে কিন্তু ফোঁটা ফোঁটা করিয়া প্রস্রাব নির্গত হয় ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদি কাঁপে। ষ্ট্যামোনিয়মে—রোগীর মুখ লালবর্ণ দেখায় (বেলেডোনার মত অত ঘোর লালবর্ণ নহে), ভয় পায় যেন কোন জন্তু তাহার দিকে আসিতেছে; ছোট ছেলে হইলে মা বলিয়া জোরে কাঁদিয়া উঠে। ইহাতে—বিকারের বকুনি প্রায় একঘেয়ে ধরনের এবং রোগী যে পর্য্যন্ত না-খুব ক্লান্ত হইয়া পড়ে, ততক্ষণ একভাবে অনর্গল বকিতে থাকে ; আবার বিকারে এইরূপ বকুনির সহিত হাত-পা ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া নাড়ে, রোগী অন্ধকারেও একাকী থাকিতে চাহে না, থাকিলে যেন বিকারভাব ও বকুনি আরও অধিক বাড়ে। ল্যাকেসিসের বকুনি—এক বিষয় বলিতে বলিতে অন্য একটি বিষয় আনিয়া ফেলে। বেলেডোনা—ইহা রোগের প্রথমাবস্থার ঔষধ, ইহার বিকার অতিশয় প্রচণ্ড, রোগী বিছানা হইতে পালাইবার চেষ্টা করে, মারে, কামড়ায়। হায়োসিয়ামসে-অজ্ঞান-অচৈতন্যভাবে ধীরে ধীরে আসে, হাতের আঙ্গুল ও বিছানার চাদর খোঁটে, উপরে হাত বাড়াইয়া যেন কি ধরিবার চেষ্টা করে, জিহ্বা শুষ্ক কথা কহিতে পারে না, রোগী অসাড়ে মল-মূত্র ত্যাগ করে অথবা প্রস্রাব বন্ধ থাকে। ষ্ট্রামোনিয়মে—রোগীর চক্ষু সম্পূর্ণ খোলা থাকে, চক্ষুর মণি প্রসারিত (pupils dilated), দৃষ্টি যেন পাগলের ; ২। রোগী কখনও কথা কহিবার পূর্ব্বে অনেকক্ষণ তোৎলামি করিয়া অতিকষ্টে কথা কহে, কথা কহিবার জন্য অত্যন্ত চেষ্টা করিতে হয়, তাহাতে নানাপ্রকার মুখভঙ্গী হইতে থাকে ; ৩। নিদ্রাভাব কিন্তু নিদ্রা হয় না, ৪। হাত, পা, সমস্ত শরীর কাঁপিতে থাকে ; জ্ঞানসহ তড়কা—উজ্জ্বল আলোক, দর্পণ কিম্বা জল দেখিলেই পুনরায় আরম্ভ হয়; ৬। শরীরের কোনও একটি পেশী কিম্বা কতকগুলি পেশী অথবা ঊর্দ্ধাংশের পেশী নাচে ; ৭। পীড়ায় কোনও যন্ত্রণার কথা বলে না ; ৮। জলাতঙ্ক

পীড়া (hydrophobia)—জল দেখিলেই ভয় পায়, তরল দ্রব্য পানে সম্পূর্ণ অনিচ্ছা, মুখ গলা শুষ্ক সত্ত্বেও জলপান করিতে চাহে না ; ৯। গিলিতে চেষ্টা ; ১০। আহার্য্য বস্তুর স্বাদ পায় না ; ১১। টাইফয়েড প্রস্রাব বন্ধ।

জ্বর—সূতিকা-জ্বর, টাইফয়েড-জ্বর, সবিরাম জ্বর, যে প্রকারের জ্বরই হউক না কেন, তাহার সহিত বিকার ভাব থাকিলে এবং উক্ত চরিত্রগত লক্ষণের ১ম দফা মিলিলে—ষ্ট্র্যামোনিয়ম (বেলেডোনা-১৫৬ পৃঃ দেখুন)

লিনেরিয়া (Linaria)—নিউমোগ্যাষ্ট্রীক-নার্ভের উপর ইহার প্রধান ক্রিয়া। ঢেকুর, গা-বমি, লালাস্রাব, পাকস্থলীতে চাপবোধ প্রভৃতি ইহার লক্ষণ। টাইফয়েড জ্বরে প্রগাঢ় নিদ্রাভাব এবং হৃৎপিণ্ডের অত্যন্ত দুর্ব্বলতা ও মস্তিষ্কের গোলযোগ প্রভৃতি থাকিলে ইহাতে বিশেষ উপকার হইবে। ইহার—৩ x , ৬ x , ৩, ৬ষ্ঠ শক্তি, অধিক ব্যবহৃত হয়।

হাঁপানি কাশি (Asthma) —হাঁপানি সাধারণতঃ চারি প্রকার যথা ঃ— রেণ্যাল, কার্ডিয়্যাক, ব্রঙ্কিয়্যাল্, স্প্যাজমডিক। রেণ্যাল্-এজমায়—পরিমাণে প্রস্রাব অধিক হইলে রোগী বেশ সুস্থ থাকে, প্রস্রাব অল্প হইলে টান, কাশি প্রভৃতি কষ্টকর উপসর্গের বৃদ্ধি হয়। কার্ডিয়্যাক-এজ্‌মায়—পরিশ্রম না করিলে, হৃৎপিণ্ডের অবস্থা একটু ভাল থাকিলে—হাঁপানি ও কষ্টের অনেকটা উপশম থাকে; উহার ব্যতিক্রম হইলেই কষ্টের বৃদ্ধি হয়। ব্রঙ্কিয়্যাল-এজ্‌মায়—ঠাণ্ডা আদৌ সহ্য হয় না, ঋতু পরিবর্ত্তনে ঠাণ্ডায় ও শীতে দারুণ কষ্ট হয়, তজ্জন্য তাহাকে স্নান আহার খুব সাবধানে করিতে হয়। স্প্যাজমডিক-এজমা—ইহার ঠিক বিপরীত, হঠাৎ—ঠাণ্ডাই বেশ সহ্য হয়, রোগী ঠাণ্ডা চায়, ঠাণ্ডায় ভাল থাকে, প্রত্যহ স্নান, ঠাণ্ডা দ্রব্য পানাহার, ঠাণ্ডা বাতাস ইত্যাদি বাহ্যিক আভ্যন্তরিক সকল প্রকার ঠাণ্ডাই বেশ সহ্য হয় ; এই শেষোক্ত জাতীয় হাঁপানিতে—রোগীর যেন শ্বাস বন্ধ হয়, খোলা বাতাস চায়, কথা কহিতে পারে না, নিশ্বাস গ্রহণে দারুণ কষ্ট ইত্যাদি লক্ষণগুলি পাইলেই—ষ্ট্রামোনিয়ম দিবেন। আক্ষেপিক হুপিং-কাশিতেও ইহা ফলপ্রদ (প্রায় সকল প্রকার হাঁপানির টানে—জার্ব্বা-স্যান্টা—θ ৪/৫ ফোঁটা মাত্রায়, ২/১ ঘন্টা অন্তর সেবনে বিশেষ উপকার হইতে পারে)।

তড়ৃকা—হাম, বসন্ত বা অন্য কোনও প্রকার পীড়ার উদ্ভেদ বসিয়া কিম্বা হাম ও বসন্তের সহিত তড়কা হইলে—ষ্ট্যামোনিয়ম উপকারী। শিশুর হাম বসন্ত প্রভৃতির উদ্ভেদ সমূহ রীতিমত বাহির হয় না, ছটফট করে, ঘুমাইতে ঘুমাইতে কাঁদিয়া উঠে, সম্মুখে যাহাকে পায় তাহাকেই জড়াইয়া ধরে, লোক চিনিতে পারে না, এই সমস্ত লক্ষণে—ষ্ট্রামোনিয়ম উপযোগী। হাম, বসন্ত কিম্বা অন্য কোনও প্রকার উদ্ভেদ একবার বাহির হইয়া পরে হঠাৎ মিলাইয়া যাইয়া তড়কা হইলে—কুপ্রম-মেট এবং হাম, বসন্ত প্রভৃতির উদ্ভেদ ভালরূপে বাহির হইতে না পারিয়া বিকার কিম্বা তড়কা হইলে—ষ্ট্যামোনিয়মে উপকারী। কুপ্রমে তড়কায় মুখ ও শরীর নীলবর্ণ দেখায়, ষ্ট্রামোনিয়মে—শরীর লালবর্ণ ধারণ করে। জ্ঞানসহ তড়কা; চকচকে বস্তু, আলোক কিম্বা জল দেখিলে পুনরায় তড়কা হয়।

উদরাময়—বাতশ্লেষ্মা ও সূতিকা জ্বরভোগকালীন উদরাময় হইলে এবং তাহাতে মলে অত্যন্ত বিশ্রী দুর্গন্ধ ও বাহ্যের সঙ্গে পেটে কোনপ্রকার বেদনা না থাকিলে—ষ্ট্র্যামোনিয়ম উপকরী (পচা দুর্গন্ধ মলই—ষ্ট্র্যামোনিয়ম নির্ব্বাচনের সহজ উপায়)।

প্রস্রাব-বন্ধ—টাইফয়েড-জ্বরে কিম্বা প্রসবের পর প্রস্রাব বন্ধ থাকিলে—ষ্ট্রামোনিয়ম উপকারী। মূত্রাশয়ে প্রস্রাব জমিয়া প্রস্রাব না হইলে—ওপিয়ম, হায়োসিয়ামস, আর্সেনিক ইত্যাদিও ফলপ্রদ।

কামোন্মাদ—(Nymphomania)—সচ্চরিত্রা ; লজ্জাশীলা ; সাধ্বী-স্ত্রী হঠাৎ মুখরা হয়, পচাল পাড়ে, অশ্রব্য কুকথা কয়, কামোন্মাদের পরিচয় দেয়, কামরিপু পূরণের নিমিত্ত ব্যস্ত হইয়া পড়ে, শরীর হইতে একপ্রকার দুর্গন্ধ বাহির হয়।

উন্মত্ততা—সদাই একপ্রকার ভয়, একেলা বা অন্ধকারে থাকিতে পারে না, একবার হাঁসে, একবার গান করে, একবার গালাগালি কিম্বা শপথ করে, কখনও হাতজোড় করিয়া প্রার্থনা করে, একঘেয়ে ধরনের অনর্গল বকে, মধ্যে মধ্যে পালাইতে চায় (চরিত্রগত লক্ষণের স্থান দেখুন)।

শিরঃপীড়া—সম্মুখ রগে ও ভ্রূতে বেদনা, ইহা প্রাতে ৫টায় আরম্ভ হয় ও প্রায় দ্বি-প্রহর পর্য্যন্ত থাকে। কর্ণের পীড়া—কানে ভালরূপে শুনিতে পায় না, কোনও শব্দ সহ্য হয় না, একটুমাত্র শব্দেই চমকাইয়া উঠে।

হিপ্‌জয়েন্ট পীড়া—সাধারণতঃ বামদিকের উরুসন্ধি আক্রান্ত হয়, তথায় ভীষণ বেদনা (সাইলি ৫৯৭ পৃঃ ও ক্যালকে-হাইপো ১৯৪ পৃঃ দেখুন)।

জলাতঙ্ক পীড়া (Hydrophobia)—কোনও উজ্জ্বল দ্রব্য, যেমন—কাচ, সার্সি, জল ইত্যাদি দেখিলেই রোগী বকে ও ফিট্ হয়।

এনাগেলিস(Angalis)—একপ্রকার গাছ হইতে ইহার টীংচার প্রস্তুত হয়। কুকুর, শৃগাল কামড়াইবার কিছুদিন পরে যখন রোগী জল কিম্বা কোনও প্রকার চকচকে বস্তু দেখিতে ভয় পায়, পাগলের মত হয়, তখন উহাকে আমরা রোগীর হাইড্রোফোবিয়া বা জলাতঙ্ক পীড়া হইয়াছে বলি, —এনাগেলিস এই পীড়ার একটি বহু পুরাতন ফলপ্রদ ঔষধ। এ অবস্থায় রোগীকে—মাদার টিংচার কিম্বা—১ম হইতে ৩য় শক্তি সেবন করাইতে হয়। কাঁধে ও হাতে ব্যথা, মূত্রনলীর ইরিটেশন বশতঃ রতি ক্রিয়ার ইচ্ছা, মূত্রছিদ্র জুড়িয়া থাকা ও প্রসাবে জ্বালা, বিভক্ত ধারায় প্রস্রাব—এনাগেলিস ইহারও ভাল ঔষধ। হাতের চেটোয়, হাতে ও আঙুলে চুলকানী। কোন স্থানে কাঁটা ফুটিলে ইহা সেবনে কাঁটা বাহির হইয়া যায়।

সম্বন্ধ—বেলেডোনা ও কুপ্রমের পর—ষ্ট্রামোনিয়ম প্রয়োগে বিশেষ উপকার হয়, বিশেষতঃ হুপিং-কাশিতে। প্রসবের পর ফুল অবরোধ বশতঃ জরায়ুর অত্যধিক রক্তস্রাবের সহিত প্রলাপাদি বর্ত্তমান থাকিলে—ষ্ট্রামোনিয়ম অপেক্ষা—সিকেলির দ্বারা অধিক ফল পাওয়া যায়।

ক্রিয়ানাশক—এসেটিক এসি, বেল, হায়ো, নক্স, ওপি, পল্‌স।

ক্রম—৩০—২০০ শক্তি। ফরমূলা—জার্ম্মেণি—১ ; আমে—৪।

ষ্ট্রন্সিয়া কার্ব্ব (Strontia Carb.)

(বিচূর্ণ আকারে ঔষধ প্রস্তুত হয়)—বাতের বেদনা, পুরাতন-মচকানো-বেদনা (sprains), অস্থি-প্রদাহ ও অস্থিক্ষত (ফিমার, উরুর অস্থি অধিক আক্রান্ত), রাত্রিতে অত্যন্ত অস্থিরতা; উদরাময়—রাত্রিতে অনবরত বাহ্যের বেগ, প্রাতে হ্রাস, মলত্যাগের পর অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত মলদ্বারে জ্বালা (র‍্যাটানহিয়া), পেট ফোলা ও পেট ভারী হওয়া, পায়ের তলায় ও পায়ের ডিমে অত্যন্ত খিল্ধরা বেদনা, হাড়ের ভিতর চিবান ব্যথা, পায়ের গোড়ালী মচ্কাইয়া যাইবার জন্য বেদনা প্রভৃতির ইহা উৎকৃষ্ট ঔষধ।

ক্রম—৬ × বিচূর্ণ। ফরমূলা—৭।

সল্ফার (Sulphur.)

(গন্ধক)—ইহা একটি প্রধান এন্টিসোরিক ঔষধ। চর্ম্ম ও চর্ম্ম সদৃশ টীসু সমূহের উপর ইহার প্রধান ক্রিয়া। সল্ফারের সমস্ত উপসর্গে—গরমে বৃদ্ধি হয়, ঠাণ্ডা জল বা বাহ্যিক প্রয়োগে শিরঃপীড়ার এবং কখনও চর্ম্মপীড়ার চুলকানির উপশম থাকে। চিকিৎসা আরম্ভের পূর্ব্বে ইহার ১২শ শক্তি ক্রমশঃ রোগীর ও পীড়ার নূতন বা পুরাতন অবস্থা ভেদে—মধ্য এবং উচ্চ শক্তি ; এতদ্ভিন্ন কোনও উদ্ভেদে—নিম্নশক্তি—৬ষ্ঠ বা ৩০ শক্তি ব্যবহার্য্য।

বিশেষ লক্ষণ ঃ—কৃশ, কুব্জ, দ্রুতগতিশীল, তীক্ষ্ণ বুদ্ধি, ব্যস্ত, মলিন, অপরিচ্ছন্নভাব এবং যাহারা প্রায়ই কোনও চর্ম্মপীড়ায় আক্রান্ত হয়, তাহারাই সল্ফারের উৎকৃষ্ট ক্ষেত্র। সল্ফারের রোগীগণ একদিকে খুব ঠাণ্ডা চায়, ঠাণ্ডা হাওয়া ভালবাসে ; কিন্তু স্নান করিতে চাহে না, কারণ তাহাতে রোগের পুনরাক্রমণ হয়। যখন কোনও রোগের যথাযথ ঔষধ প্রয়োগে বিশেষ ফল না পাওয়া যায়, তখন ২ / ১ মাত্রা সল্ফার প্রয়োগ করিলে রোগীর দেহে প্রতিক্রিয়া শক্তি জাগরিত হয়।

চরিত্রগত লক্ষণ ঃ—

১। কোনও উদ্ভেদ বাহ্যিক প্রয়োগের ঔষধ অথবা নিজেই বন্ধ হইয়া কোনও রোগের উৎপত্তি ; রোগ বেশ ভাল হইয়া যায়, কিন্তু কিছুকাল পরে পুনরায় আবির্ভূত হয়; ২। শরীরের স্থানে স্থানে আগুনে পোড়ার মত জ্বালা; ৩। পা শীতল; কিন্তু ব্রহ্মতালুতে যেন আগুন ছুটে ; ৪। হাত পা—বিশেষতঃ পায়ের তলায় জ্বালার জন্য উহাদিগকে সর্ব্বদা বিছানার বাহিরে রাখিতে হয় ; ৫। গাত্র পুনঃ পুনঃ উত্তমরূপে ধৌত করা সত্ত্বেও শরীরের দুর্গন্ধ দূর হয় না; ৬। রাত্রি দুই প্রহরের পর রোগের বৃদ্ধি, বেলা ১১টায় উদর মধ্যে খালিবোধ ও জ্বালা ; ৭। পায়ের ডিমে এবং পায়ের তলায় জ্বালা ও খিলধরা; ৮। ঠোঁট রক্তবর্ণ ; ৯। দিবাভাগে নিদ্রাবেশ ও রাত্রিতে অনিদ্রা, রাত্রিতে পূর্ণ নিদ্রা না হইয়া আচ্ছন্নভাব ও তন্দ্রা। ১০। দিনের মধ্যে দুই তিনবার ঊর্ম্মি যাওয়ার ভাব; ১১। ফুসফুসে

সর্দ্দি জমিয়া গলা ঘড়্ঘড়্ করা (বাম ফুসফুসে অধিক), প্রাতে কাশির বৃদ্ধি; ১২। শিশু অনবরত ক্ষুধায় কাতর হয় এবং সম্মুখে যাহা পায় তাহাই খায়, যে কোন পীড়ায় রোগী খাওয়ার জন্য ঘ্যান্ ঘ্যান্ করে, সকল সময়েই মুখে খাওয়া লাগাইয়া রাখে। ১৩। ক্ষীণদৃষ্টি ; ১৪। শেষরাত্রি বা ভোরের দিকে বেদনাশূন্য ভেদ, বাহ্যে পাইলে বিছানা হইতে উঠিতে বিলম্ব সহ্য হয় না ; ১৫। প্রস্রাবদ্বার বা মলদ্বার হাজিয়া লালবর্ণ হয়, সকল স্থানের স্রাবেই হাজিয়া যায়, লালবর্ণ হয়; ১৬। অর্শ—তৎসহ মলদ্বারে জ্বালা চুলকানি ; ১৭। পুরাতন প্রমেহ—তাহাতে সাদা রঙের ধাতু নির্গমন ; ১৮। যোনি-ওষ্ঠে ফুস্কুড়ি তাহাতে অত্যন্ত চুলকানি ও চুলকাইবার পর জ্বালা ; ১৯। খোস-পাঁচড়ায় অত্যন্ত চুলকানি, রক্তস্রাবী খোস-পাঁচড়া, অত্যন্ত সড়্সড়্ করে ; ২০। কোনও পীড়ায় ভয়ানক ছটফটানি, গাত্রদাহ ও পিপাসা, ঠোঁট-মুখ চোখ লালবর্ণ হয়, রোগী কেবল ঠাণ্ডা পানীয় চায় ও ঠাণ্ডা দ্রব্য ঠোঁট দিয়া চাপিয়া রাখিতে চাহে ; ২১। গাত্রদাহ-তজ্জন্য ঠাণ্ডায় শুইতে বা হাত পা ঠাণ্ডায় রাখিতে চাহে ; ২২। মুখ, গলা শুষ্ক—তজ্জন্য ক্রমাগত ঢোক গেলে ; ২৩। গায়ে চামড়া খসখসে শুষ্ক, ঘাম থাকে না; ২৪। তরুণ জ্বরে একোনাইট, ব্রায়োনিয়া ইত্যাদিতে ছটফটানি কমিয়া যখন রোগী আচ্ছন্ন হইয়া পড়ে; ২৫। রক্তামাশয়ে—মার্কুরিয়স প্রভৃতি প্রয়োগে কোঁথানি-শূলুনি অনেকটা হ্রাস পাইয়াছে,কিন্তু রক্ত বর্ত্তমান; ২৬। জিহ্বার মধ্যভাগ সাদা, ধার ও ডগা লালবর্ণ; ২৭। Eats little, drinks much (আহার কম, পান অধিক) ; ২৮। সমস্ত কার্যাই অপরিষ্কার—সুচারু হয় না।

মানসিক লক্ষণ—সল্ফারে রোগীর মনের অবস্থা সময়ে সময়ে অত্যন্ত উত্তেজিত ও খিটখিটে হয় কাহারও সহিত কথা কহিতে ভালবাসে না, সকলেরই দোষ দেখে, চিকিৎসকের উপদেশেও বিরক্ত হয়, কিছুই ভাল লাগে না এবং কিছুতেই আনন্দ পায় না, নিয়তই বক্বক্ ও খিট্খিট্ করে, এক এক সময়ে বিশেষতঃ সন্ধ্যার সময় মনের অবস্থার অন্যপ্রকার পরিবর্ত্তন হয়—অত্যন্ত বিষাদিত হয়, কাঁদে কিছুমাত্র সাহস থাকে না, আনন্দবর্দ্ধনের নিমিত্ত কেহ কোন উপায় উদ্ভাবন করিলে প্রায়ই তাহা বিফল হয়। স্মৃতিশক্তির হ্রাস, নাম ভুলিয়া যায়।

উন্মত্ততা—একপ্রকার খেয়াল (mania) যাহাতে রোগী সামান্য দ্রব্যকেও বহুমূল্য জ্ঞান করে ; একটুকরা নেকড়া পরিধান করে, একটা কাগজের টুপী মাথায় দেয় তাহাতে সে মনে করে যেন একজন প্রধান রাজা বা রাণী। সম্মুখের সমস্ত বস্তুকেই সুন্দর দেখে, একটি ভাঙ্গা লাঠি হাতে রাখে কিম্বা একখণ্ড পুরাতন ছিন্ন বস্ত্র পরিয়া থাকে, তাহাতে মনে করে—এক অপূর্ব্ব অভিনব বিচিত্র শিল্প।

ডাঃ ট্যালকট বলেন—যখন কোনও উন্মাদ রোগীর উন্মত্তের সমস্ত লক্ষণ স্পষ্ট প্রকাশিত না হয়, তখন তাহাকে ২/১ মাত্রা উচ্চশক্তির সলফার প্রদান করিলে মানসিক গুপ্ত অবস্থাগুলি পূর্ণভাবে প্রকাশিত হইবে।

প্রথমেই বলিয়াছি, সলফার একটি প্রধান এন্টিসোরিক ঔষধ। এন্টিসোরিক অর্থে—সোরাবিষের প্রতিবিষ। এখানে পাঠক হয়ত জিজ্ঞাসা করিতে পারেন যে,

সোরাবিষ কাহাকে বলে? তাহার উত্তর—মহাত্মা হ্যানিম্যান সমুদয় পুরাতন পীড়া উৎপত্তির তিনটি কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন যথা—সোরা, সিফিলিস ও সাইকোসিস। সোরা অর্থে—খোঁস পাঁচড়া, চুলকানি ইত্যাদি (Itch. Scabies & c.); সিফিলিস অর্থে—উপদংশ, গর্মী, (the Venereal diseases) সাইকোসিস অর্থে—আঁচিল অথবা আঁচিলের মত উদ্ভেদ ও প্রমেহ পীড়া (ইহার রোগী প্রায়ই কামোত্তেজক বিষয়ের কথা কহে বা চিন্তা করে), অতএবও কোন পুরাতন পীড়ার চিকিৎসাকালে উক্ত তিনটি বিশেষ (the three Chronic-miasma) কোন্ কোনটি শরীরের মধ্যে গুপ্তভাবে নিহিত আছে, তাহা পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে অনুসন্ধান করিয়া তাহাদের প্রতিবিষ ঔষধ ; যথা—এন্টিসোরিক, এন্টিসিফিলিটিক, এন্টি-সাইকোটিক্ কোনও উচ্চশক্তির ঔষধ; যথা—এন্টিসোরিক, এন্টিসিলিটিক, এন্টি-সাইকোটিক কোনও উচ্চশক্তির ঔষধ, ধাতুগত লক্ষণের উপর ২/১ মাত্রা প্রদান করিয়া কিছুদিন ধৈর্য্যসহকারে অপেক্ষা করিলে তাহাতেই সেই রোগ সমূলে বিনষ্ট হইবে, অথবা তাহাতে প্রতিক্রিয়া শক্তি জাগরিত হইলে অন্য ঔষধ দ্বারা চিকিৎসায় আরোগ্যের সাহায্য প্রদান করিবে (মাত্রা— ২/৩টি ১০ নং বটিকা)।

হ্যানিম্যান তাঁহার ক্রণিক-ডিজিজ নামক গ্রন্থে উল্লেখ করিয়াছেন যে, সমুদয় পুরাতন ব্যাধির ৭/৮ অর্থাৎ প্রায় চৌদ্দ আনা অংশ পীড়া "সোরা" হইতে এবং অবশিষ্ট ১/৮ অর্থাৎ দুই আনা অংশ পীড়া "সিফিলিস" ও "সাইকোসিস" হইতে উৎপন্ন হয়।

চর্ম্মপীড়া—নানাপ্রকার চর্ম্মরোগে সল্‌ফার উপযোগী। সল্‌ফারের চর্ম্মরোগের লক্ষণ—সোরাঘটিত রোগের মত, সেইজন্য মহাত্মা হ্যানিম্যান সল্‌ফারকে প্রধান এন্টিসোরিক আখ্যা প্রদান করিয়াছেন। খোঁস-পাঁচড়া, চুলকানি, একজিমা, কাউর, দাদ ইত্যাদি চর্ম্মরোগসমূহে অত্যন্ত চুলকানি, চুলকাইবার সময় রতিক্রিয়ার মত সুখানুভব এবং তৎপরে ভয়ানক জ্বালা, এই প্রকার কতকগুলি লক্ষণ থাকিলে, তথায়—সল্‌ফার উপযোগী। সল্‌ফারের রোগীর গাত্রচর্ম্ম দেখিতে অত্যন্ত অপরিষ্কার ও কদাকার এবং তাহারা প্রায়ই চুলকানি পাঁচড়ার দ্বারা আক্রান্ত হয়। সল্‌ফারের চর্ম্মপীড়ার উদ্ভেদের (eruption) সহিত—সেলিনিয়মের উদ্ভেদের অনেক সাদৃশ্য আছে। সেলিনিয়মে—চুলকাইবার পর ঝিন্ ঝিন্ করা ও সল্‌ফারে—চুলকাইবার পর জ্বালা, ইহাদের মধ্যে একমাত্র প্রভেদটুকু নির্দ্দিষ্ট। সল্‌ফারে চুলকানি—গরমে, বিছানায় গরমে, রাত্রিতে ও স্নানে বৃদ্ধি হয়। চর্ম্মপীড়ায়—উচ্চশক্তি প্রদানে অনেক সময় রোগ বাড়িয়া যায়।

কাউর-ঘা—এই পীড়ায় সোরি, পেট্রো, ক্রিয়ো ইত্যাদি ঔষধ অনেক দিন ধৈর্য্যের সহিত ব্যবহার করিলে তবে রোগী হয়ত আরোগ্য হয় কিন্তু অনেক স্থলে চিকিৎসক ও রোগী উভয়েরই ধৈর্য্য থাকে না, রোগী যন্ত্রণার উপশমের জন্য অন্য হাতে চলিয়া যাইতে বাধ্য হয়, সে স্থলে যদি রোগীকে হাতে রাখিয়া হোমিওপ্যাথির বিরুদ্ধে চিকিৎসা করিয়াও তাহার যন্ত্রণার কিছুদিনের জন্য উপশম করাইতে চান—তাহা হইলে উদ্ভেদের উপর আল্‌কাতরা মাখাইয়া তাহার উপর ঘুঁটের গুঁড়া ছাই দিয়া উহাতে মোটা প্ল্যাস্‌টারের মত করিয়া তাহার উপর

পান বা কচি কলাপাতা চাপা দিয়া বাঁধিয়া রাখিতে বলিবেন এবং ২ / ১ দিন অন্তর উহা ধুইয়া পুনরায় নূতন করিয়া দিবেন, এরূপ ৭ / ৮ দিন দিলেই ক্রমশঃ কম হইয়া যাইবে।

ক্রুফুলা (Scrofula)—কোনও একপ্রকার দোষ শরীরের মধ্যে নিহিত থাকিলে তাহার দ্বারা গ্রন্থিফোলা বা গণ্ডমালা পীড়া উৎপন্ন হয়, ইহাকে ইংরাজীতে—ক্রুফুলা পীড়া বলে, এই পীড়ায়—লিম্প্যাটিক-সিষ্টেম (Lymphatic—A small transpartent, absorbent vessel that caries lymph, colourless fluid.) আক্রান্ত হয়। ক্রুফুলা-রোগীতে নিম্নলিখিত লক্ষণগুলি দৃষ্ট হয়, যথা—মস্তকে ঘর্ম্ম, চর্ম্মপীড়া বা ফোড়ার (boils, abscess) দ্বারা প্রায়ই আক্রান্ত হয়, শরীরের আয়তন অপেক্ষা মাথা বড়, শিশুর অস্বাভাবিক ক্ষুধা, উত্তম আহার সত্ত্বেও দেহের পুষ্টি না হওয়া, দিন দিন জীর্ণ শীর্ণ হইয়া পড়া, শরীরের চামড়ায় ভাঁজ পড়া ও বৃদ্ধের মত দেখানো; শিশুর অস্থিক্ষত, মেরুদণ্ডের বক্রতা, এইগুলি ক্রুফুলার লক্ষণ ; কোনও রোগীতে উক্ত লক্ষণগুলির অল্প-বিস্তর থাকিলে প্রথমাবস্থায়—সল্‌ফার বিশেষ উপযোগী, তাহাতেই রোগীর ধাতু পরিবর্ত্তিত হয়। এই পীড়ায়—সল্‌ফারের ধাতু হইলে অবশ্য সল্‌ফার প্রযোজ্য নচেৎ—গ্র্যাফা, সাইলি, লাইকো, ক্যাল-ফস, ক্যাল্-কার্ব্ব ইত্যাদিও উপকারী।

ম্যারাস্‌মাস **(Marasmus)**—মাতার স্তনদুগ্ধের দোষে বা অভাবেই প্রায় এই পীড়া অধিক হয়। কোনও বিশেষ কারণ ব্যতীত শরীরের মাংস পেশী সমূহের ক্ষয়কে—ম্যারাসমাস (শুষ্কতা) কহে। মাংসপেশী শুষ্ক, চর্ম্ম কুঞ্চিত, উদর স্ফীত, কোষ্ঠবদ্ধ বা উদরাময়, পেটে কামড়ানি ব্যথা, জ্বর, রক্তহীনতা, মুখ তোপসান, অতিরিক্ত ক্ষুধা, রীতিমত আহার সত্ত্বেও শরীরের পুষ্টিসাধন না হওয়া, জীর্ণ শীর্ণ অস্থি চর্ম্মসার, চর্ম্ম রুক্ষ ও খসখসে প্রভৃতি এই পীড়ার লক্ষণ, শিশুগণই এই পীড়ায় আক্রান্ত হয়। শরীরের আয়তন ক্ষুদ্র, শরীর শুষ্ক, বেলা ১০ /১১ টার সময় ভয়ানক ক্ষুধা, মাথার ব্রহ্মতালু গরম, কিন্তু পা দুইটি অত্যন্ত ঠাণ্ডা, এইগুলি—সল্‌ফারের লক্ষণ। কেবলমাত্র মাথার ব্রহ্মতালু গরম এই লক্ষণে—ক্যালকেরিয়া বা ফসফরাস—উপকারী ; কিন্তু অত্যন্ত জীর্ণ শীর্ণ ও আকারে ক্ষুদ্র, বৃদ্ধ মানুষের মত অবয়ব, এই সমস্ত লক্ষণে—ওপিয়ম উপযোগী। আর্সেনিক—রোগী উদরাময়গ্রস্ত, সল্‌ফারে—কোষ্ঠবদ্ধ নির্দ্দিষ্ট (এব্রোটেনাম দেখুন)।

হাইড্রোকেফালস (মস্তিষ্কে জলসঞ্চয়)—এই পীড়ায়—এপিস, এপোসাইনাম, ক্যালকেরিয়া-কার্ব্ব, ক্যালকেরিয়া-ফস, হেলিবোরাস, আয়োডাম, সল্‌ফার, জিঙ্কাম প্রভৃতি আরও কয়েকটি ঔষধ ব্যবহৃত হয়। ক্রুফুলা ধাতুর পীড়ায়—সল্‌ফার উপযোগী। এই পীড়ায় একজুডেসন (eczudation) ষ্টেজে সল্‌ফারের মত—এপিসও উপকারী। প্রথমে এপিস ব্যবহার করিয়া কোনও উপকার না হইলে, শেষে প্রায় সল্‌ফারে উপকার হয়। যতক্ষণ মস্তিষ্কের প্রদাহ বর্ত্তমান থাকে অর্থাৎ শিশু ঘুমাইতে পারে না, হঠাৎ জোরে চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠে (piercing shriek), ততক্ষণ—এপিস-মেল ফলপ্রদ। টিউবার্কিউলার-হাইড্রোকেফালস নামক পীড়ায় (Tubercular-hydrocephalus) প্রথম

অবস্থায় তড়কায় মত ভয়ানক ফিট হয়, মাথা ঝুঁকিয়া পড়ে, ঘুমাইতে ঘুমাইতে কাঁদিয়া উঠে যেন সে কত ভয় পাইয়াছে, মুখের বর্ণ লাল হয়, এইগুলি—সলফারের লক্ষণ। আবার অনেকস্থলে উক্ত সলফারের সমস্ত লক্ষণগুলি থাকে না; কিন্তু তাই বলিয়া তথায় ভুলক্রমে যেন বেলেডোনা দিয়া বসিবেন না। হেলিবোরাসও—এই পীড়ার একটি সুন্দর ঔষধ, উহাতে শিশু সম্পূর্ণ অজ্ঞান-অচৈতন্যভাবে পড়িয়া থাকে, প্রস্রাব বন্ধ থাকে, দেহের এক-এক-দিক—পর পর স্পন্দিত হইতে থাকে, (automatic motion), মুখখানি যেন কিছু চিবাইবার মত নাড়ে, রোগীকে দেখিয়া তাহার পিপাসা আছে বলিয়া কিছুমাত্র বুঝা যায় না; কিন্তু জল দিলে অতি আগ্রহ সহকারে পান করে। সলফার ও ক্যালকেরিয়া-ফস—হাইড্রোকেফালসের দুইটি প্রতিষেধক (preventive) ঔষধ। প্রস্রাব বন্ধ থাকিলে হাইড্রোকেফালস হইলে— হেলিবোরাস ও সল্‌ফার উভয়ই উপযোগী।

হাইড্রোকেফালয়েড—(হাইড্রোকেফালসের মত অবস্থা প্রাপ্ত)—শিশু-কলেরায় শিশুর প্রায়ই এই প্রকার অবস্থা আসিতে দেখা যায়, এমন কী—শিশুর স্বাভাবিক বাহ্যে প্রস্রাব হইয়াও আবার ভয়ানক ছটফটানির সহিত পূর্ব্বের মত বাহ্যে বমি আরম্ভ হইয়া শেষে অবস্থা শোচনীয় হইয়া দাঁড়ায়, তখনই এই প্রকার ছটফটানি দেখিলে হঠাৎ একোনাইট মনে উদয় হয়। কিন্তু হাইড্রোকেফালয়েড অবস্থার জন্য উহা আদৌ উপযোগী নহে, এখানে বরং এসিড-কার্ব্বলিক প্রয়োগ করা যাইতে পারে। হাইড্রোকেফালয়েডে—শিশু অঘোরভাবে পড়িয়া থাকে, সে সময় কপালে খুব ঠাণ্ডা ঘাম হয়,আবার সেই ঠাণ্ডা ঘাম এবং হিমাঙ্গ অবস্থার লক্ষণাদি দেখিয়া—ভেরেট্রম দিলে উহাতে কিছুমাত্র উপকার হইবে না কারণ উহা হাইড্রোকেফালয়েড অবস্থা। উপরোক্ত লক্ষণসহ প্রস্রাব বন্ধ, শিবনেত্র, হঠাৎ কাঁদিয়া ওঠা, ভেদ-বমন কিম্বা সমস্ত স্রাব বন্ধ, অঙ্গের স্পন্দন ইত্যাদি লক্ষণসমূহ থাকিলে—সল্‌ফারে বিশেষ উপকার পাইবেন। এখানে কখনও—বেলেডোনা, এপিস, রসটক্স প্রভৃতি ঔষধের নামগুলি মুখে আনিবেন না, তাহা হইলে রোগ রোগী দুই-ই হারাবেন। এই অবস্থায় প্রস্রাব সম্পূর্ণ বন্ধ থাকা, হাত পা ঠান্ডা হওয়া, কেবল পাঁজরামাত্র গরম থাকা বড়ই মন্দ লক্ষণ।

সর্দ্দি-কাশি—পুরাতন সর্দ্দি-কাশির সহিত স্বরভঙ্গ, গলাভাঙ্গা, গলাধরা, অনবরত কাশি—ইত্যাদি লক্ষণে—সল্‌ফার উপকারী (ড্রসেরা, ভার্বাসকম ইত্যাদিতেও এই প্রকার কাশি আছে)। সলফারে রোগীর নাসিকা দিয়া রক্ত পড়ে, নাসিকা ফোলে, নাসিকার মধ্যে শুষ্ক পিচুটি বা মামড়ি পড়ে, নাসিকার ডগা হাজিয়া লালবর্ণ হয়।

ব্রঙ্কাইটীই—(শ্বাসনলীর প্রদাহ)—এই পীড়ায় একটু পুরাতন অবস্থায় কাল পূঁযের মত গয়ার উঠে, ফুসফুসে প্রচুর পরিমাণে শ্লেষ্মা জমে, রোগী অত্যন্ত কাশে, কখনও কাশিতে কাশিতে বমি করিয়া ফেলে, কাশি শুইলেই বৃদ্ধি হয়, তখন—সল্‌ফার উপযোগী (পরপৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য দেখুন)।

নিমোনিয়া (ফুসফুস প্রদাহে)—ইহার প্রথম অর্থাৎ তরুণ অবস্থায় যখন ফুসফুসে রক্তাধিক্য হয়, তখন সল্‌ফারের বিশেষ লক্ষণগুলি থাকিলে—সল্‌ফার সেবনে প্রায়ই পীড়া আরোগ্য হইয়া যায়। একজুডেসন (মেম্ব্রেণআদি হইতে

একপ্রকার তরল রস নিঃসরণ) আরম্ভ হইলে—সল্‌ফার প্রয়োগে পীড়ার বৃদ্ধি স্থগিত হয়, আবার অনেকদিন পর্য্যন্ত রেজোলিউসন (স্বভাবের নিয়মে ক্রমশঃ ধীরে ধীরে পীড়ার উপশম) না হইলেও ইহাতে শীঘ্র উপকার সাধিত হয়। শেষ অবস্থায় যদি এমন দেখা যায় যে, কিছুতেই ফুসফুসের অবস্থা পরিবর্ত্তিত হইতেছে না, শীঘ্রই ফুসফুসের টীসুগুলি বিনষ্ট হইবে, তখনও—সল্‌ফারে উপকার হয়। সল্‌ফারে—ষ্টেথেস্কোপ দ্বারা বক্ষঃ পরীক্ষা করিলে ফুসফুসের সকল স্থানেই শ্লেষ্মার রাল্‌স (কড় কড় শব্দ শুনিতে পাওয়া যায়, গয়ার পূঁযমিশ্রিত, অনবরত জ্বর থাকে)। এখন দেখুন—বেশ স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে নিমোনিয়ার প্রায় সকল অবস্থাতেই সল্‌ফার প্রয়োগ করা যায় এবং তাহাতে বহুসংখ্যক রোগীরও প্রাণরক্ষা হইয়া থাকে। নিমোনিয়ার সঙ্গে অত্যন্ত প্রবল জ্বর, হাতে পায়ে বিশেষতঃ পায়ের তলায় অধিক জ্বালা ; গাত্রদাহ, ছটফটানি, মাথায় জ্বালা, সদাই গায়ে ঠাণ্ডা জল প্রয়োগ করিতে ইচ্ছা বা ঠাণ্ডা স্থান অন্বেষণ করা, পীড়া বাম ফুসফুস অধিক আক্রমণ করা, এই লক্ষণগুলি থাকিলে—সল্‌ফার উচ্চশক্তি, ২০০শ বা ততোধিক সুক্ষ্ম একমাত্রা প্রয়োগ করিয়া ফলাফলের জন্য দুই চারি দিন অপেক্ষা করিলে নিশ্চয় তাহাতে সফলতা লাভ করিবেন। পূঁযের মত দুর্গন্ধ গয়ার প্রচুর পরিমাণে উঠিলে—স্যাঙ্গুনেরিয়া এবং বক্ষের দুর্ব্বলতাসহ মিষ্টাস্বাদ গয়ার উঠিলে—ষ্ট্যানম উপযোগী।

দ্রষ্টব্য ঃ—টাইফয়েড, নিমোনিয়া কিম্বা অন্য সমস্ত পীড়ায়—যেখানে ভাইট্যালিটী কিছুমাত্র নাই, সলফারের লক্ষণ থাকিলেও তথায় সল্‌ফার উচ্চশক্তি প্রয়োগ নিষিদ্ধ, কারণ ঔষধের ক্রিয়াজনিত রোগ বৃদ্ধি হওয়ায় অনেক সময় উহাতেই মৃত্যু হয়; ইহা আমার বহু পরীক্ষিত।

প্লুরিসি (ফুসফুস-আবরণীয় পরদার প্রদাহ)—এই পীড়ার এফিউসন (effusion) অর্থাৎ প্লুরায় মধ্যস্থিত সঞ্চিত জল শোষণ করিতে—এপিসই মহৌষধ, সল্‌ফারও উপকারী। একপ্রকার ছুঁচফোটান ব্যথা—বাম ফুসফুসের মধ্য দিয়া পৃষ্ঠদেশে কিম্বা বাম স্কন্ধসন্ধিতে পরিচালিত হয়।

চক্ষুর পীড়া—ফটোফোবিয়া (আলোকাতঙ্ক), আলোকের দিকে তাকাইলে চক্ষুর যন্ত্রণা বাড়ে, রাত্রিতে যন্ত্রণার অতিরিক্ত বৃদ্ধি হয়, চক্ষুর ভিতর যেন হুল ফোটায় এরূপ বেদনা হয়, করকর করে, চক্ষুতে যেন বালি পড়িয়া আছে, চক্ষুর ভিতর ও চক্ষুর পাতা কুটকুট করে, জ্বালা করে, রোগী চোখে ও মুখে জল লাগাইতে ভয় পায়, কারণ তাহাতে আরও যন্ত্রণা বাড়ে। আর একপ্রকার চক্ষুর পীড়া—তাহাতে রোগী চক্ষুর সম্মুখে দেখে যেন কাল-কাল দাগ সমূহ ভাসিতেছে, পড়িবার সময় চক্ষুর ক্লান্তিভাব আসে। বাত কিম্বা গর্ম্মী পীড়াজনিত আইরাইটীস পীড়া এবং চক্ষুতে কিছু উড়িয়া পড়িবার নিমিত্ত কনজংটিভাইটীস পীড়া হইলে সল্‌ফার উপকারী।

কর্ণের পীড়া—কিছুই শুনিতে পায় না, কারণ ভিতর নানাপ্রকার শব্দ হয়। কাণের ভিতর একজিমা, অত্যন্ত চুলকায় তৎসহ বধিরতা। কাণে পূঁয, তাহাতে দুর্গন্ধ থাকিলে—সল্‌ফার প্রযোজ্য (টেলিউরিয়ম দেখুন)।

নাসিকার পীড়া—নাসিকার ভিতর অংশ লালবর্ণ, শুষ্ক, অত্যন্ত চুলকায়, যে স্রাবনির্গত হয় তাহা বিশ্রী দুর্গন্ধ (অরম-মিউর ১৪৩ পৃঃ দেখুন)।

অজীর্ণের পীড়া—দুগ্ধপান, ঘৃত ও ষ্টার্চ্চি দ্রব্য, যেমন—আলু, ময়দা, আটা প্রভৃতি আহারজনিত অম্ল ও অজীর্ণের পীড়া হইলে—সলফার উপকারী। ইহাতে টক্ ঢেকুর উঠে, মুখের আস্বাদ টক, কখনও তিক্ত হয়। সর্ব্বগ্রাসী ক্ষুধা হয়—আহার করিতে বসে ; কিন্তু দুই এক গ্রাস আহার করিবার মাত্রই মনে হয় যেন সমস্ত পেট পূর্ণ হইয়া গিয়াছে, আর আহার ইচ্ছা হয় না। ইহার এক প্রধান লক্ষণ—বেলা ১০/১১ টার সময় রোগী মনে করে যেন তাহার পেটে কিছুই নাই, সমস্ত খালি যেন কতদিন আহার করে নাই, এত অবসন্ন হইয়া পড়ে যে, এক মুহূর্তও বিলম্ব সহ্য হয় না তাড়াতাড়ি কিছু আহার করিতে হয় ও আহারের পর সুস্থ বোধ করে। সলফারে—পেটে বায়ু জমে, তাহাতে পেট ফুলিয়া ওঠে, পেটের ভিতর কল্‌কল্ গড়্‌গড়্ শব্দ হয়, পেটে বেদনা হয়, হাত ছোঁয়াইতে দেয় না। ঢেকুর উঠে, বায়ু নিঃসরণ হয়, তাহাতে ডিম-পচার মত দুর্গন্ধ থাকে, বুক জ্বলে। উদরের সকল প্রকার পীড়ায়—নক্সের পর সলফার উপকারী।

কোষ্ঠবদ্ধ—কোষ্ঠবদ্ধসহ মনে হয় যেন পেটের বাম দিকে কত বায়ু জমিয়া আছে। তলপেট অত্যন্ত ভারী, নীচের দিকে পেটে—খেঁচিয়া ধরার মত একপ্রকার বেদনা হয়, তজ্জন্য সোজা হইয়া দাঁড়াইতে বা চলিতে পারে না, বৃদ্ধের মত কুঁজো হইয়া দাঁড়ায় বা চলে ; সলফারে—তরুণ অপেক্ষা পুরাতন কোষ্ঠবদ্ধে অধিক উপকারী। বাহ্যের বেগ হয় (অনেকটা নক্সের মত)—সে সময় মনে হয় যেন পেটে কত মল আবদ্ধ রহিয়াছে, পায়খানায় যায়, বেগ দেয় ; কিন্তু অতি সামান্যমাত্র বাহ্যে হয়, বাহ্যে খোলসা হয় না তজ্জন্য মনে ভীষণ অশান্তি।

উদরাময়—সলফারের বাহ্যের রঙ—হরিদ্রা সবুজ এবং পূঁযের মত ফেণাযুক্ত ও অজীর্ণ মিশ্রিত ; বাহ্যে যে প্রকারের হউক না কেন, ইহা অত্যন্ত পচা দুর্গন্ধ, কখনও বা অম্লগন্ধ থাকে, বাহ্যে গরম, ক্রমাগত বাহ্যে হইয়া মলদ্বার হাজিয়া যায়, পেটে বেদনা থাকিতেও পারে।—নাও পারে। বাহ্যে প্রায়ই অসাড়ে এ হঠাৎ বেগসহ নির্গত হয়। সলফারে—ভোর-রাত্রি হইতে বাহ্যে আরম্ভ হইয়া প্রায় বেলা ১০/১১ টার পর বন্ধ হইয়া যায় ; বাহ্যে পাইলে আর এক মিনিটও বিলম্ব সহ্য হয় না, তৎক্ষণাৎ তাড়াতাড়ি পায়খানায় ছুটিতে হয়, তদ্ভিন্ন ইহাতে বাহ্যে পাইয়া তবে রোগীর নিদ্রাভঙ্গ হয়। শিশুদের দন্ত নির্গমনকালীন উদরাময় ও কোনও প্রকার উদ্ভেদ নির্গমন বন্ধ হইয়া উদরাময় ইত্যাদি হইলে—সলফার বিশেষ উপকারী। পডোফাইলম, এলো, ব্রায়োনিয়া, ন্যাট্রম-সলফ, নুফার-লুটীয়া, রিউমেক্স প্রভৃতি ঔষধও প্রাতঃকালীন উদরাময়ের মহৌষধ, তাহাদের প্রভেদ স্ব স্ব অধ্যায়ে দেখিবেন। ঘুম ভাঙ্গিলেই বাহ্যের বেগ আসে, ইহাতে সলফার উপকার না হইলে—ল্যাকেসিস পরীক্ষা করিবেন।

আমাশয়—পুরাতন আমাশয়—মলের উপর লালবর্ণের রক্তের ডোরা দাগ, বাহ্যে করিতে করিতে ঘুমাইয়া পড়ে, মলে কেবলমাত্র পূঁয, ময়লার গন্ধ থাকে

না, অত্যন্ত ক্ষুধা—কেবল খাই খাই করে, বাহ্যের পরেই কিছু খাওয়া চাই, এই সমস্ত লক্ষণের মধ্যে কোনও একটি লক্ষণ পাইলেই—সলফার দিবেন।

জ্বর—এক-জ্বর, সবিরাম, অবিরাম, বাতশ্লেষ্মা, সূতিকা, রক্তদূষিত (সেপ্‌টিকা) প্রভৃতি প্রায় সকল প্রকার জ্বরেই সলফারের বিশেষ লক্ষণগুলি থাকিলে—সলফার উপকারী। সবিরাম প্রকারের বা অবিরাম জ্বরে—যখন জ্বর একেবারের জন্যও মগ্ন হয় না, সন্ধ্যা হইতে জ্বরের বৃদ্ধি হয় এবং প্রাতে অপেক্ষাকৃত একটু কম থাকে, ঘর্ম্মের লেশমাত্র থাকে না, ঠাণ্ডা জলপানের অত্যন্ত আগ্রহ, গায়ে জ্বালা, পায়ের তলায় অত্যন্ত জ্বালা ; চোখ-মুখ, কাণ দিয়ে যেন আগুনের মত গরম নির্গত হয়, নিদ্রা আদৌ হয় না, অত্যন্ত ছট্‌ফটানি, ঠোঁট লালবর্ণ হয়, এই লক্ষণগুলি থাকে, তখন সলফার একমাত্রায় অভূতপূর্ব্ব উপকার সাধন করে।

ইরাপ্‌টিভ (উদ্ভেদ নির্গমনের) **জ্বর**—যদি দেখা যায় যে, উদ্ভেদ অধিক নির্গত হয় নাই কিম্বা শরীরের কোন এক অংশে অল্প ২/৪টি নির্গত হইয়াছে, তাহা হইলে সলফার উপকারী।

সবিরাম জ্বর—সলফারে দিন রাত্রির মধ্যে সকল সময়েই জ্বর আসিতে পারে। তবে সন্ধ্যাকালে জ্বর আসাই অধিক নির্দ্দিষ্ট। জ্বরের পূর্ব্বাবস্থায় অত্যন্ত পিপাসা। শীতাবস্থায় —অন্তরে শীত অধিক, কখনও কম্প হয়, কখনও হয় না, মাথা ব্যথা করে, গা ঠাণ্ডা থাকে, পিপাসা থাকে না। উত্তাপাবস্থায়—ভয়ানক উত্তাপ, গায়ে জ্বালা, পায়ের তলায় জ্বালা, মধ্যে মধ্যে শরীরের ভিতর যেন আগুনের হল্‌কা বহিয়া যায়। ঘর্ম্মাবস্থায়—প্রাতঃকালে ঘুম ভাঙ্গিবার পর ঘর্ম্ম হয়, মাথায় পশ্চাতে অধিক ঘর্ম্ম, জ্বর বিচ্ছেদ হইলেও মাথার তালুর জ্বালা দূর হয় না, ঘর্ম্মে গন্ধকের গন্ধ। রাত্রিতে অধিক ঘর্ম্ম (চায়না, ফস, সাইলি) ; সামান্য উত্তেজনায় ঘর্ম্ম (এগ্রা ক্যালকে-কার্ব্ব, হিপার, সাইলি)।

অর্শ (piles)—এই পীড়ায় সলফারের ধাতুগত লক্ষণ থাকিলে-ত কথাটি নাই—সলফারেই পীড়া আরোগ্য হয়। রোগ অনেক দিনের পুরাতন হইলে, বিশেষতঃ—নক্স-ভমিকার পর সলফার ব্যবহৃত হইলে শীঘ্র উপকার হয়। ইহাতে মলদ্বারে হুলফোটানোর মত বেদনা, জ্বালা, কুটুকুট করা প্রভৃতি কতকগুলি লক্ষণ থাকে। অর্শের রক্তস্রাব বন্ধ হইয়া শিরঃপীড়া ইত্যাদি অন্য কোনও পীড়া হইলেও—সলফার ফলদায়ক।

প্রমেহ—এই পীড়ায় প্রস্রাবত্যাগকালে জ্বালা থাকিলে ও প্রস্রাবদ্বারের চতুর্দ্দিকে লালবর্ণ হইলে, স্রাব যে প্রকারেরই হউক না কেন—সলফারে উপকৃত হইবে।

সলফার-আয়োড—Sulphur Iod]—দুরারোগ্য চর্ম্মপীড়া, ক্ষৌর-কণ্ডু ও ব্রণের ইহা উৎকৃষ্ট ঔষধ, ক্রম—৩ x ,২০০।

বৃদ্ধি—নিষ্পেষণে, স্পর্শে, সঞ্চালনে, জলীয়-বায়ুতে, উত্তাপে, স্নানে, শীতল পানে (তৃষ্ণা), দুগ্ধ পানে, ঋতুকালে ও রাত্রি দ্বিপ্রহরের পর। During new moon (in full moon—Silicia)।

উপশম—শুষ্ক বায়ুতে, দক্ষিণ পার্শ্বে শুইলে, উষ্ণ আহারে, শীতল জল প্রয়োগে (শিরোবেদনা)।

সম্বন্ধ—এলো ও সোরিণামের সহিত সলফারের অনুপূরক সম্বন্ধ। সলফারের পূর্ব্বে নহে পরে ক্যালকেরিয়া উপযোগী। নিমোনিয়া ও অন্যান্য তরুণ রোগে—একোনাইটের পর সলফার ফলদায়ক। লাইকোর পর—সলফার ; কিন্তু সলফারের ঠিক পরে লাইকোপোডিয়ম নিষিদ্ধ। Sulph follows—Lyco, but Lyco doese not follow Sulph (kent) ৪৫২ পৃঃ ২৩শ লাইনে "সলফার" শব্দটির স্থানে "ইত্যাদির" বসাইবেন।

পরবর্ত্তী ঔষধ—এলিউমি, এপিস, বেল, ব্রায়ো, বোরাক্স, ক্যালকে, কার্ব্বো, গ্র্যাফা, গুয়েক, স্যাম্বু, নক্স, ফস্, পডো, রস।

ক্রিয়ানাশক—একোন, ক্যাম্ফর, আর্স, ক্যামো, চায়না, কোনি, কষ্টি, নক্স, মার্ক, পল্স, রস, সিলি। ক্রিয়া স্থিতিকাল—৪০—৬০ দিন।

ক্রম-৩০, ২০০শ ও তদূর্দ্ধ শক্তি। ফরমূলা টিংচার—৬-বি, বিচূর্ণ—৭।

সিম্ফাইটম (Symphytum)

(আফুলা গাছের মূল হইতে টিংচার প্রস্তুত হয়)—শরীরের কোনও স্থানের অস্থি কোনও কারণে ভাঙ্গিয়া যাইলে তাহা জুড়িয়া যাইবার জন্য ইহা ব্যবহৃত হয়। ১২১ পৃষ্ঠায় —আর্ণিকা, ১৯৭ পৃষ্ঠায়—ক্যালেণ্ডুলা ও ৪৩৯ পৃষ্ঠায়—লিডম অধ্যায় দেখুন। ইহা আভ্যন্তরিক এবং বাহ্যিক উভয় প্রকারেই ব্যবহৃত হয়। বাহ্যিক প্রয়োগের নিমিত্ত আহত স্থানে—মাদার-টিংচার বা ইহার লিনিমেন্ট প্রয়োগ করিবেন।

ক্রম—৬×—৬ শক্তি। ফরমূলা—৩।

সিফিলিনাম (Syphilinum.)

(উপদংশের ক্ষতের বিষ হইতে প্রস্তুত হয়)—ইহা একটি নোসোড্স ঔষধ। কোনও রোগের সংক্রামক-বিষ, পূঁয কিম্বা বীজ হইতে সেই রোগের ঔষধ প্রস্তুত হইলে তাহাতে ইংরাজীতে—নোসোড্স (Nosodes) কহে। আজকাল উক্তপ্রকার অনেক নোসোড্স ঔষধ আবিষ্কৃত হইয়াছে, তন্মধ্যে—এনথ্র্যাসিনাম, ব্যাসিলিনাম, টিউবার্কিউলিনাম, সোরিণাম, ভেরিওলিনাম, ভ্যাক্সিনিনাম, ম্যালাণ্ড্রিণাম এবং এই সিফিলিনাম ও মেডোর্‌হ্রিণাম এই কয়টির বিষয় এই পুস্তকে কিঞ্চিত আলোচিত হইয়াছে। নোসোড্স ঔষধগুলি নূতন ও পুরাতন উভয় প্রকার পীড়াতেই ব্যবহৃত হয়। সিফিলিনাম—সেকেণ্ডারি ও টার্সিয়ারি সিফিলিসেই সম্ভবতঃ অধিক উপকারী। উপদংশ বিষদুষ্ট ধাতুর ব্যক্তিগণের পীড়ায় যখন অন্য কোনও ঔষধে ফল না হয় কিম্বা স্থায়ী উপকার না হয়, তখন মধ্যে মধ্যে ইহার এক-এক মাত্রা প্রয়োগ করিলে তাহাতে উপকার বেশী হইবার

সম্ভাবনা। সিফিলিনামের সমস্ত রোগ লক্ষণ—মার্কুরিয়সের মত রাত্রিতে অর্থাৎ সূর্য্যাস্ত হইতে সূর্য্যোদয় কালের মধ্যে বৃদ্ধি হয়।

ডাঃ এইচ, সি, এলেন প্রাথমিক উপদংশে—প্রথমেই সিফিলিনাম ব্যবস্থা করেন। তিনি বলেন ইহাতে প্রথম ২/১ সপ্তাহ ক্ষত অত্যন্ত বৃদ্ধি হয়, তৎপরে ধীরে ধীরে আরোগ্য হইয়া আসে এবং গৌণ (secondary) লক্ষণসহ আর প্রকাশিত হয় না। যদি উহাতে সম্পূর্ণ আরোগ্য না হয়, শেষে—নাইট্রিক-এসিড—৩০ শক্তি দিনকতক ব্যবস্থা করিলে তাহাতেই পীড়া সম্পূর্ণ সারিয়া যায় (আর্স-হাইড্রোজেন ১৩৩ পৃষ্ঠা দেখুন)।

সিফিলিনামের দ্বারা—উপদংশিক মুখক্ষত, অস্থিক্ষত (উপদংশ-সম্ভূত না হইলেও), স্নায়ুগত শিরঃপীড়া, মস্তকের স্থানে স্থানে গুটীকা উদগম (nods), চক্ষুর পীড়া, দন্তের পীড়া, পীনাস (syphilitic ozoena) মুখের ডানদিকের পক্ষাঘাত, বহুকালের মলকাঠিন্য ইত্যাদি বহুবিধ পীড়া আরোগ্য হয়।

সিফিলিনাম—২০০ শক্তি হইতে আরও উচ্চ শক্তি ব্যবহার করা বিধেয়। সিফিলিসের ক্ষত শীঘ্র আরোগ্যের জন্য—ক্যালেট্রপিস-θ।

মেডোর্‌হ্রিণাম (Medorrhocnum)—ইহাও সিফিলিনামের মত একটি নোসোড্স ঔষধ ও প্রমেহের পূঁয হইতে প্রস্তুত হয়।

প্রমেহ পীড়ার যথারীতি চিকিৎসা না হইয়া কিম্বা প্রমেহস্রাব বন্ধ হইয়া নানাপ্রকার স্বাস্থ্যের অপকর্ষতা ঘটিতে থাকিলে ইহার দ্বারা বিশেষ উপকার হয়। এই ঔষধটিতে বাতরোগের প্রায় একপ্রকার মহৌষধ বলা যাইতে পারে। পুরাতন সন্ধি-বাত,ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সন্ধির বাত, সর্ব্বাঙ্গের বাত ও স্নায়ুশূলে ইহার একটি মাত্রার দ্বারা অনেক স্থলে আশ্চর্য্য উপকার দেখা যায়। ডাঃ টি. ওয়াইল্ডস বলেন—কোনও রোগীর বাত হইলেই বুঝিতে হইবে যে, তাহার বা তাহার পিতা পিতামহ প্রভৃতি পূর্ব্ব পুরুষগণের কখনও প্রমেহ পীড়া ছিল ; অতএব পীড়াটি মেডোর্‌হ্রিণামেই উপকার হইবে। ডাঃ ন্যাস বলেন, অস্থির ক্ষত—যেমন—উপদংশ-সম্ভূত না হইলেও—মেডোর্‌হ্রিণামে আরোগ্য হইয়া থাকে। ডাঃ টি, ওয়াইল্ডস আরও বলেন—বাত ভিন্ন ক্রমাগত পুনঃ পুনঃ আবির্ভাবশীল ব্রঙ্কাইটীস, প্লুরাইটীস, পেরিটোনাইটীস (অন্ত্রাবরণের প্রদাহ), স্যালফিণজাইটীস (কাললনলের প্রদাহ) মেট্রাইটীস (জরায়ুর প্রদাহ) ইত্যাদি বহুবিধ পীড়া—১০০ ভাগের মধ্যে ৯৯ ভাগ আবদ্ধ প্রমেহ-বিষসম্ভূত, অতএব এই পীড়াগুলিতে যখন অন্য কোনও ঔষধে উপকার না হয়, তখন—মেডোর্‌হ্রিণাম উচ্চশক্তি (২০০ বা ততোধিক) একমাত্রা—২/১ সপ্তাহ অন্তর প্রযোজ্য। প্রমেহজনিত বাতে—জ্যাকারাণ্ডা—θ হইতে ৩য় শক্তি ব্যবহারে উপকার হইবে (জিঙ্কাম এলবাম—৬৪৭ পৃষ্ঠা দেখুন)।

শিশুদের ম্যারাসমাসে—সিফিলিনামেই অনেকস্থলে উপকার হয়, যদি না হয়—মেডোর্‌হ্রিণামে, উপকার হইবেই হইবে (টি. ওয়াইল্ডস)।

সেরিব্রো-স্পাইন্যাল-মেনিনজাইটীস পীড়ায়—উক্ত ডাঃ ওয়াইল্ডস বলেন, প্রথমে সিমিসিফিউগার দ্বারা পীড়ায় উগ্রতা কম হয়, তৎপরে,—মেডোত্রিণাম একমাত্রায় অনেকটা উপকার বুঝিতে পারা যায়, আরোগ্যের সূচনা প্রকাশিত হইলে, তিনি শেষে—লাইকোপোডিম ব্যবস্থা করেন, তাহাতেই পীড়া আরোগ্য হয় (জিঙ্কাম ও একটিয়া-রেসি ৫০ পৃঃ দেখুন)।

প্রমেহ পীড়ায়—ঘন ঘন লিঙ্গোদ্রেক (chordee), প্রস্রাবকালীন জ্বালা ও টানা হেঁচড়ার মত বেদনা, তদ্ভিন্ন—স্বপ্নদোষ, ধ্বজভঙ্গ, গ্লীট, সমস্ত মূত্রনলীতে ঘায়ের মত বেদনা, ইউরেথ্রাইটীস, ধাতুতারল্য, রেতঃ কাপড়ে শুকাইলে মড় মড়ে হওয়া, প্রস্রাবের সহিত সূতার মত সাদা সাদা পদার্থ নির্গমন ইত্যাদি লক্ষণে—মেডোত্রিনাম উপকারী।

শিশুদের প্রস্রাব—অত্যন্ত গরম লালবর্ণ ও ঝাঁজাল গন্ধ বিশিষ্ট ; শিশু রাত্রিতে নিদ্রিতাবস্থায় বিছানায় প্রস্রাব করে। কিডনীর পীড়ায়—কিডনীর স্থান ও কোমর ভয়ানক ব্যথা করে ; কিন্তু প্রস্রাব হইবার পরেই তাহার উপশম হয়, মূত্রনলীর মধ্যে অসহ্য যন্ত্রণা, বোধ হয় যেন পাথরী বাহির হইতেছে, প্রস্রাবের উপর তেলের মত পদার্থ ভাসে, এই সকল লক্ষণে মেডোত্রিণাম উপকারী।

স্ত্রী-ব্যাধি—অতিরজঃ স্বল্পরজঃ ডিম্বকোষের পীড়া, প্রদর, যাহাই-হউক না কেন, নিজের কিম্বা স্বামীর দোষে যাহাদের শরীরে প্রমেহবিষ প্রবিষ্ট হইয়াছে—মেডোত্রিণাম তাহাদের পীড়ায় উপকারী।

জ্বালা—হাতে পায়ে অত্যন্ত জ্বালা, তজ্জন্য হাত পা বাহিরে রাখে, ঠাণ্ডা জলে বা বাতাসে আরামবোধ করে (সল্ফারের মত)।

জ্বর—যে জ্বরে সম্মুখের হাত, হাতের চেটো, পা ঠাণ্ডা থাকে ; কিন্তু মুখে, ঘাড়ে যেন আগুনের মত হাল্কা বাহির হইয়া যাইতেছে এত গরমবোধ হয়, রোগী অনবরত পাখার বাতাস চায়, তাহাতে মেডোত্রিণাম উপকারী।

মস্তিষ্কের পীড়া—মাথায় বেদনাসহ জ্বালা, মাথার মধ্যস্থলে চাপ ও ভারবোধ। মাথায় চুলকানী, খুস্কী, চুলে জটবাঁধা ইত্যাদিও মেডোত্রিণামে আরোগ্য হয়।

সর্দ্দি—নূতন সর্দ্দি নহে—বহুদিনের পুরাতন সর্দ্দি, নাক দিয়া হলদে বা সাদা রঙের সর্দ্দি বাহির হয়, নাকে কোনও বস্তুর গন্ধ পায় না।

দ্রষ্টব্য ঃ কোনও তরুণ পীড়ায় মেডোত্রিনাম ব্যবহার নিষিদ্ধ, বিশেষ আবশ্যক না হইলেও কখনও ব্যবহার করিবেন না, যদি করেন—মাসে ২/১ মাত্রায় অধিক দিবেন। আপনার রোগীর যে কোনও পীড়া হউক না কেন যদি তাহার বা তাহার পিতামাতার কখনও প্রমেহ হইয়াছিল এরূপ প্রমাণ পান ও অন্য ঔষধে উপকার না হয়, তখনই ইহার দুই এক মাত্রা প্রদান করিয়া অপেক্ষা করিবেন। (উপরোক্ত নোসোড্সের অনুকরণে এলোপ্যাথিতে এমন অটো-ভ্যাক্সিন হইয়াছে)।

মেডোত্রিণাম—২০০ হইতে উচ্চশক্তি, ২/১ সপ্তাহ অন্তর ব্যবহার্য্য।

ট্যাবেকাম (Tabacum)

(শুষ্ক হ্যাভানা তামাকের পাতা হইতে টিংচার প্রস্তুত হয়)।

১। অবিরাম বমি ও গা-বমি-বমি, তাহার সহিত ঘাম ; ২। হৃৎপিণ্ডের ও শরীরের দুর্ব্বলতা, তাপের হ্রাস ; ৩। মাথাব্যথার সহিত মাথাঘোরা ও গা-বমি; ৪। প্রলাপবকা ; ৫। হিমাঙ্গ, কলেরার ইউরিমিক-কনভলসন ইত্যাদি ইহার প্রধান চরিত্রগত লক্ষণ।

ওলাউঠা—অন্যান্য ঔষধাদি প্রয়োগে বাহ্যে বন্ধ হইয়াছে ; কিন্তু বমি অবিরামভাবে চলিতেছে, তৎসহ ভয়ানক গা-বমি বমি, কটবমি, সর্ব্বাঙ্গে ঠাণ্ডা ঘাম, সমস্ত শরীর ঠাণ্ডা কিন্তু পেটটী অত্যন্ত গরম থাকে, এই লক্ষণগুলিতে ট্যাবেকাম উপকারী।

ধনুষ্টঙ্কার (Tetanus)—মেরুদণ্ড আক্রান্ত হইয়া কাহারও তড়কা, খেঁচুনি ও ধনুষ্টঙ্কারের মত ঘাড় পিঠ শক্ত হইয়া যাইলে—ট্যাবেকাম ফলপ্রদ। অতি অল্প সামান্য পরিমাণে দোক্তা, তামাকের পাতা ভিজান জল পিচকারীর সাহায্যে মলদ্বার দিয়া প্রয়োগ করিলে ধনুষ্টঙ্কারের আক্ষেপ (spasm) ও শক্তভাবের খুব শীঘ্র উপশম হয়—Dr. Arndt.

তামাক সেবনে কুফল—দোক্তা তামাক চর্ব্বনের কুফল নিবারণে– আর্সেনিক; তামাক ব্যবহারজনিত দন্তশূলে– ক্লিমেটিস, প্ল্যান্টেগো; শিরোঘূর্ণনে বা শিরোবেদনায়– জেলসিমিয়ম; প্রবল হিক্কায়– ইগ্নেসিয়া; গা-বমি-বমি ও বমনে ইপিকাক; ক্লৈব্য ও আক্ষেপে– লাইকোপোডিয়াম; মুখের বিস্বাদে– নক্স; হৃৎস্পন্দন, হৃৎপিণ্ডের ক্ষীণতা ও ইন্দ্রিয়ের অবসাদ ঘটিলে– ফসফরাস এবং মুখের দক্ষিণ পার্শ্বের স্নায়ুশূলাদি রোগে ও অজীর্ণরোগে–সিপিয়া প্রযোজ্য।

নিম্নলিখিত কতিপয় পীড়াতেও ট্যাবেকাম উপকারী ঃ—

মাথাব্যথার সহিত মাথাঘোরা তৎসহ অত্যন্ত গা বমি-বমি উহা ঠাণ্ডায় উপশম; গর্ভাবস্থায় গা-বমি-বমি ও বমি তৎসহ পেট খালিবোধ ও ঘাম; শূল-বেদনা—পাকস্থলীর উর্দ্ধদেশ হইতে আরম্ভ হইয়া বাম হস্তে পর্য্যন্ত পরিচালিত হয়; শিশু-কলেরা—শরীর বরফের মত ঠাণ্ডা হিমাঙ্গ, বমি ও গা-বমি—দেহ অনাবৃত করিলে উপশম ; হৃৎশূল-বেদনা, (Angina pectoris)—বুকের উর্দ্ধাংশে বা হৃৎপিণ্ডে সঙ্কোচবৎ বেদনা, বেদনা—বুকের মাঝের হাড়ের (ষ্টার্ণমের) মধ্যস্থল হইতে বাম বাহুতেও বিস্তৃত হয় ইত্যাদি।

ক্রম—৬—৩০—শক্তি ফরমূলা—৪।

ট্যারাক্সেকাম (Taraxacum.)

(শিকড়সহ গাছ হইতে টিংচার প্রস্তুত হয়)—১। মানচিত্রের মত লেপযুক্ত জিহ্বা (ল্যাকে, ন্যাট-মিউর, মার্ক) ; ২। অম্ল ও পৈত্তিক পীড়া, শিরঃপীড়া (gastric-headache) ; ৩। লিভার বর্দ্ধিত ও শক্ত তৎসহ ন্যাবা, জিহ্বায় মানচিত্রের মত দাগ; ৪। দুর্ব্বলতা, ক্ষুধালোপ টাইফয়েড কিম্বা পিত্ত-জ্বরের আরোগ্যাবস্থায় অত্যধিক নিশাঘর্ম্ম, এই কয়টি এই ঔষধের চরিত্রগত লক্ষণ। বহুমূত্ররোগেও ইহাতে উপকার হয়।

সদৃশ—গ্যাষ্ট্রীক ও পৈত্তিক লক্ষণে—ব্রায়ো, চেলি, হাইড্রাস, নক্স।

বৃদ্ধি—শয়নে, উপবেশনে, বিশ্রামে।

ক্রম—θ—৩য় শক্তি। ফরমূলা—১।

ট্যারেন্টুলা কিউবেন্‌সিস

(Tarentula Cubensis.)

(কিউবা দেশের জীবিত মাকড়সা হইতে টিংচার ও ট্রাইটুরেসন আকারে ঔষধ প্রস্তুত হয়)—যেমন বসন্তে—ভেরিওলিনাম ; হামে—মর্ব্বিলিনাম ; কলেরায়—কুপ্রম ; তেমনি প্লেগরোগে—ট্যারেন্টুলা-কিউবেনসিস।

প্লেগের মত সাংঘাতিক স্পর্শাক্রমক ব্যাধি আর দ্বিতীয় নাই, ইহা একপ্রকার সাক্ষাৎ যম। প্লেগ যখন প্রথমে এপিডেমিকরূপে সংক্রামিত হয়, তখন সহর-পল্লী প্রায় জনশূন্য করিয়া ফেলে, অধিবাসিগণ প্রাণভয়ে বাসস্থান ত্যাগ করিয়া অন্যত্র পলায়ন করে, গ্রামের মধ্যে কাহারও এই পীড়ায় হঠাৎ আক্রান্ত হইতে দেখিলেই, প্রত্যেক গৃহস্থের বাটীর চারিধারে আগুন জ্বালানো, আহার ও সমস্ত পানীয় গরম করিয়া পান করা, অধিক পরিমাণে লেবুর রস পান করা, মৃত জীবজন্তু দূরে মাটির ভিতর পুতিয়া ফেলা, খাদ্যদ্রব্য মাছি বসিতে না দেওয়া, যাহাতে বাটির মধ্যে ইঁদুর না থাকে সে বিষয়ে লক্ষ্য রাখা এবং ট্যারেন্টুলা-কিউবেনসিস—৩০ শক্তি প্রত্যহ কিম্বা ২/৩ দিন অন্তর এক-এক মাত্রা সেবন করা, এই নিয়মগুলি প্রতিপালন করিলে সম্ভবত পীড়ার হাত হইতে কতকটা অব্যাহতি পাওয়া যাইতে পারে।

ইগ্নেসিয়া-বীন—অনেকে বলেন ইহার মধ্যভাগ ছিদ্র করিয়া তাহাতে সূতা পরাইয়া হাতে কিম্বা কোমরে ধারণ করিলে প্লেগরোগ আক্রমণ করিতে পারে না, ইহাও প্রতিষেধকরূপে ক্রিয়া করে। আয়োডাম—টিংচার বা ১ x হইতে ২য় শক্তি, প্লেগের উৎকৃষ্ট ঔষধ।

অপারকিউলিনা-ট্যারাপিথাম (Operculina Turpithum—) এই ঔষধটী প্লেগ, জ্বর-বিকার ও দুর্ব্বলকর উদরাময়ে ব্যবহৃত হয়। ইহার লক্ষণ—লিম্ফাটিক-গ্ল্যাণ্ড খুব বড় ও শক্ত হয়, ফোড়া খুব ধীরে ধীরে পাকে। বিকারে—রোগী অত্যন্ত অস্থির হয়, অনর্গল বকে, বিছানা হইতে উঠিয়া ক্রমাগত

পলাইবার চেষ্টা করে। উদরাময়—কলেরার মত খুব বেশী পরিমাণে জলের মত তরল ভেদ হয়, তাহাতে নাড়ী দমিয়া যায়। প্লেগে—জ্বর, গ্ল্যাণ্ড ফোলা, ভুলবকা, বিকারভাব ইত্যাদি ইহার সমস্ত লক্ষণই আছে, এইজন্য উক্ত পীড়ায় ইহাতে উপকার হয়।

ট্যারেন্টুলা-কিউবেনসিসের প্লেগ রোগের আক্রমণ হইতে রক্ষা করা ও রোগ হইলে তাহা আরোগ্য করা, এই উভয় প্রকার শক্তিই আছে, এই বিষয়ে ডাক্তার বোরিক বলেন—Bubonic plague. As a curative and preventive specially during the period of invasion.

রক্ত বিষাক্ত হইয়া আরও কতকগুলি পীড়া যেমন—ডিপথেরিয়া নানাপ্রকার ভীষণ যন্ত্রণাদায়ক প্রদাহ, সাংঘাতিক প্রকারের স্ফোটক, বিবর্ণ প্রভৃতি অত্যন্ত লালবর্ণ হয়, জ্বালা করে, হুলফোটানর মত বেদনা হয় ও পাকে এবং বাগী, কার্ব্বঙ্কল, গ্যাংরীণ, বুকের ক্যানসার, বৃদ্ধদিগের ক্ষত ইত্যাদিরও ইহা মহৌষধ। এই ঔষধ সেবনে মৃত্যুকালীন মৃত্যুযন্ত্রণারও উপশম হয়। বিস্ফোটকে—প্রথমে একটি ব্রণ হইয়া ফুটিয়া উঠে শীঘ্রই উহা নীলাভ লাল ধারণ করে, পরে বোলতার চাকের মত বৃহৎ হয়।

আঙুলহাড়া, কার্ব্বঙ্কল—ইহাতে আক্রান্তস্থানের রঙ্ নীলাভ-লাল দেখায় এবং তথায় ভয়ানক জ্বালা-যন্ত্রণা ও হুলফোটান-বেদনা থাকে, তদ্ভিন্ন—একোনাইট ও আর্সেনিকের মত গায়ে জ্বালা ছটফটানি, অত্যন্ত পিপাসা, জ্বর প্রভৃতি কতকগুলি আনুষঙ্গিক লক্ষণও থাকে কিন্তু উহাতে সম্ভবতঃ বিশেষ উপকার হইবে না, ট্যারেন্টুলাই উহার প্রকৃত ঔষধ (এনথ্যাসিনাম ৮৯ পৃষ্ঠা দেখুন)। বৃদ্ধদের ক্ষত, গ্যাংরীন ও অন্যান্য দূষিত স্ফোটকে উক্ত লক্ষণ থাকিলে—ট্যারেন্টুলা প্রযোজ্য।

ট্যারেন্টুলা হিসপ্যানিয়া (Tarentula Hispania)—এপিলেপটিফরম-হিষ্টিরিয়ায় ইহা বিশেষ উপকারী। ডাঃ আর্ণ্ড বলেন—তিনি একটি হেষ্টেরো-এপিলেপ্সিতে অনেকদিন ধরিয়া চিকিৎসা করিয়া কিছুতেই ফল না পাইয়া শেষে এই ট্যারেন্টুলা প্রয়োগে প্রায় দুই তিনদিনে পীড়া আরোগ্য করিয়াছিলেন। এই জাতীয় পীড়ার ফিট অনেকক্ষণ স্থায়ী হয় কিম্বা ফিট খুব ঘন ঘন হয় (এবসিন্থিয়াম-১০ পৃঃ দেখুন)।

ট্যারেন্টুলা-কিউবেনসিস,—আর্সেনিক, পাইরোজেন, এনথ্র্যাসিনাম, এচিনেসিয়া, এপিস, বেলেডোনা, ক্রোটেলাস প্রভৃতির সদৃশ ঔষধ।

ক্রম—৬—৩০ শক্তি। ফরমূলা—জার্ম্মেণি—৯ ; আমে—৬-বি।

টেলিউরিয়ম (Tellurium)

(ধাতব পদার্থ ইহা ট্রাইটুরেসন আকারে প্রস্তুত হয়)—কর্ণের পীড়া এবং টাকার মত গোলাকার, তাহার ধারগুলি কাটা কাটা এই প্রকারের কতিপয় চর্ম্মপীড়ায় ; যেমন—দাদ ইত্যাদিতে ইহা অধিক উপকারী।

কাণে পূঁয হইলে আমরা প্রায়ই—হিপার, সাইলিসিয়া, ক্যাল্‌কেরিয়া-সলফ, পলসেটিলা, সোরিণাম, মার্কুরিয়স ইত্যাদি ঔষধগুলির ব্যবস্থা করিয়া থাকি। যথায় দেখিবেন—পূঁয জলের মত পাতলা, অত্যন্ত দুর্গন্ধ, ঠিক যেন মাছধোয়ানি জল, স্রাব যেখানে লাগে হাজিয়া যায়, তথায়—টেলিউরিয়ম-উপকারী। টিম্প্যানাই মেমব্রেণ (কর্ণপটহ আবরণীয় পরদা) ছিদ্র হইয়া অনেকদিন পর্য্যন্ত পূঁয পড়িতে থাকিলে ইহাতে অনেক উপকার হইবার সম্ভাবনা। পলসেটিলায়—ঘন পূঁয নির্গত হয়।

চর্ম্মপীড়া—দাদ, মুখের দাদ, শরীরের নিম্নাঙ্গের দাদ, এতদ্ভিন্ন—শরীরের সমস্ত স্থানে দাদ হইলে ও ক্ষৌরকন্ডুতে (Barber's Itch)—টেলিউরিয়ম উপকারী (সলফার আয়োড)। দাদ কিম্বা দাদের প্রকৃতির কোনও প্রকার চর্ম্মপীড়ায় অত্যন্ত চুলকানি থাকিলে ইহা প্রথমেই প্রযোজ্য। কর্ণপীড়ায় ও দাদের নিমিত্ত—ইহা কিছু অধিক দিন প্রত্যহ ২/৩ বার সেবন করা প্রয়োজন, কারণ ইহার ক্রিয়া কিছু বিলম্বে প্রকাশিত হয়, উপকার হইলেই ঔষধ সেবন বন্ধ। প্রথমে ৬ষ্ঠ, পরে—৩০ শক্তি দিবেন।

ক্রিয়ানাশক—নক্স। ক্রিয়া স্থিতিকাল—৩০—৪০ দিন।

ক্রম—৬—৩০—। ফরমূলা—৭।

টেরিবিন্থিনা (Terebinthina.)

(খাঁটি তার্পিণ তৈল—ইহার ১ ফোঁটা, ৯৯ ফোঁটা স্পিরিটে মিশাইয়া এই ঔষধের ২ × শক্তি প্রস্তুত হয়।

চরিত্রগত লক্ষণ ঃ—

১। জিহ্বা মসৃণ, চকচকে, লালবর্ণ, যেন একটিও প্যাপিলি নাই; ২। পেট অত্যন্ত ফোলে, ফাঁপে, ফুলিয়া যেন ঢাকের মত হয়, ছুঁইলেই লাগে, স্পর্শকাতরতা বেদনা ; ৩। উদরাময়ে—মল জলের মত তরল, সবুজ আম সংযুক্ত, ঘন ঘন বাহ্যে, অধিক পরিমাণে বাহ্যে, রক্ত বাহ্যে, পানের পিচের মত বাহ্যে, মলদ্বারে জ্বালা ; ৪। ক্রিমির লক্ষণসহ মুখের দুর্গন্ধ, মলদ্বার চুলকায়, কেঁচোর মত লম্বা ক্রিমি, সুতার মত ক্রিমি, ফিতা ক্রিমি; ৫। কিডনীর স্থানে ঘিনঘিনে ব্যথা, প্রস্রাবের সময় জ্বালা, প্রস্রাবত্যাগে কষ্ট, ফোঁটা ফোঁটা প্রস্রাব নিঃসরণ, প্রস্রাবে এলবুমেন, প্রস্রাবের রঙ ধোঁয়ার মত, রক্ত প্রস্রাব ; ৬। কিডনীর পীড়াজনিত শোথ ; ৭। ওলাউঠা রোগে প্রস্রাব বন্ধ (ক্যান্থারিসে কোনও উপকার না হইলে), ব্রাইট্‌'স-ডিজিজে কিডনীতে রক্তসঞ্চয় ইত্যাদি।

প্রস্রাব—প্রস্রাব ত্যাগকালে জ্বালা-যন্ত্রণা, ফোঁটা ফোঁটা করিয়া প্রস্রাব নিঃসরণ, অতিকষ্টে প্রস্রাব নিঃসরণ, রক্তমিশ্রিত প্রস্রাব; তদ্ভিন্ন—প্রস্রাবে এলবুমেন মিশ্রিত, তজ্জন্য প্রস্রাবের রঙ—ঘোলা ও ধোঁয়ার মত দেখায়, কিডনী প্রদেশে সর্ব্বদাই অল্প অল্প ঘিনঘিনে বেদনা, জ্বালা, কিডনীর বেদনা—কিডনী হইতে আরম্ভ হইয়া মূত্রনলীর (ureter) মধ্য দিয়া পরিচালিত হওয়া ইত্যাদি

টেরিবিন্থিনা প্রয়োগের লক্ষণ। টাইফয়েড-জ্বর—অন্ত্র হইতে রক্তস্রাব ভিন্ন প্রস্রাবসহ রক্ত নিঃসরণ, অত্যন্ত পেট ফাঁপা, শুষ্ক ও চকচকে জিহ্বা, এই লক্ষণগুলি থাকিলে—টেরিবিন্থ প্রযোজ্য।

এলবুমিনুরিয়া—এই রোগে প্রস্রাবের তলানি রক্তমিশ্রিত হইলে কিম্বা কাদার মত ঘোলা প্রস্রাব নির্গত হইতে থাকিলে অথবা শুধু রক্ত প্রস্রাব হইলেও সেই সঙ্গে রোগীর পেটফাঁপা, শ্বাসকষ্ট, দৌর্ব্বল্য ইত্যাদি লক্ষণগুলি থাকিলে—টেরিবিন্থিনা উপকারী। এলবুমিনুরিয়া রোগের প্রথমাবস্থায় যেমন—টেরিবিন্থিনা, শেষাবস্থায় তেমন-মার্কুরিয়স-কর প্রভৃতি উপযোগী।

ইয়োনাইমিন (Euonymin)—১ম-৬ষ্ঠ শক্তি : ইহা এলবুমিনুরিয়া—পীড়ার একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ। ফোঁটা ফোঁটা অল্প প্রস্রাব, প্রস্রাবে এলবুমেন, এপিথিলিয়্যাল,-ক্যাস্টস, শ্বাসকষ্ট, জ্বর শোথ প্রভৃতি ইহার প্রধান লক্ষণ। গর্ভাবস্থায় পোয়াতিদের এলবুমিনুরিয়া পীড়া হইলে—ইহার নিম্নশক্তি প্রয়োগে বিশেষ উপকার হয়।

রক্ত-প্রস্রাব—ইহার সহিত প্রস্রাবত্যাগকালে ভীষণ জ্বালা, টনটনানি এবং প্রস্রাবে দুর্গন্ধ থাকিলে—টেরিবিন্থ উপকারী।

ইউরিমিয়া—ওলাউঠার প্রস্রাব জমিয়া ও প্রস্রাব না হইয়া এই পীড়া হইলে প্রথমে ২/৩ মাত্রা ক্যান্থারিস প্রয়োগ করিলে প্রায়ই তাহাতে প্রস্রাব নিঃসরণ হয়; কিন্তু ক্যান্থারিস বিফল হইলে তাহার পরেই—টেরিবিন্থিনা প্রভৃতির প্রয়োজন। টেরিবিন্থিনায়—প্রস্রাবের কিছুমাত্র বেগ থাকে না, পেটের অত্যন্ত ফাঁপা থাকে, পেটফাঁপা যেন ক্রমান্বয়ে বাড়ে, নাড়ী ক্ষীণ হয়, শ্বাসকষ্ট ও শ্বাসকৃচ্ছ্র থাকে, ক্যান্থারিস অধ্যায়—২১১ পৃষ্ঠা দেখুন)।

উদরী—(Abdominal dropsy—কিডনীর কোনও পীড়াহেতু উদরী, তাহার সহিত অত্যন্ত পেটফাঁপা, প্রস্রাবে কষ্ট, ভীষণ শ্বাসকষ্ট, রোগী শুইতে পারে না, বালিসে ঠেস দিয়া বসিয়া থাকে।

পেটফাঁপা—পেট অত্যন্ত ফাঁপে, তাহাতে যেন বুকে অত্যন্ত চাপ পড়ে, রোগী তজ্জন্য হাঁপাইতে থাকে। পেটফাঁপায়—চায়না, লাইকো, কার্ব্বো, কলচি এসাফিটি, র‍্যাফেনাস, নক্স-মস্কোটা ইত্যাদিও উপকারী।

স্ত্রী-পীড়া—জরায়ুতে তীব্র জ্বালা, বেদনা, জরায়ু প্রদাহ, পিওরপেরাল-পেরিটোনাইটীস।

বৃদ্ধি—স্পর্শে, চাপ প্রয়োগে বামপার্শ্ব শয়নে, বেলা ১টা হইতে ৩টার মধ্যে, ভিজা গৃহে বাস করিলে।

উপশম—দক্ষিণ পার্শ্বে ফিরিলে, হেঁট হইলে, বায়ু নিঃসরণান্তে ও শীতল জল প্রয়োগে মলদ্বারে জ্বালা।

ক্রম—৩ ×—৩০ শক্তি। ফরমূলা জার্ম্মেণি—৬ বি।

টিউক্রিয়ম ম্যারম্ (Teucrium)

(এই প্রকার ক্ষুদ্রজাতীয় গাছ হইতে টিংচার প্রস্তুত হয়)—বহুবিধ ঔষধ সেবন করিয়া যাহারা ক্রমশঃ ভগ্নস্বাস্থ্য হইয়া পড়িতেছে, তাহাদের ধাতুতে ইহা অধিক ফলপ্রদ। নাসিকার পুরাতন সর্দ্দি, দুর্গন্ধ মামড়ি পড়ে ওজিনা (ozoena), নিশ্বাসে দুর্গন্ধ, কোনও বস্তুর গন্ধ না পাওয়া, পলিপাস (polypi) সর্দ্দিতে নাসিকা বন্ধ, এই কয়টি পীড়ায় ও লক্ষণে ইহা বিশেষ উপকারী। ওজিনা তৎসহ প্রচুর পরিমাণে হলদে রঙের দুর্গন্ধ স্রাবে ও নাসিকার পলিপাসে স্যাঙ্গুনেরিয়া অধিক উপকারী, তদ্ভিন্ন—নাসিকা শুষ্ক, নাসারন্ধ্রে ক্ষত, নাসিকা দিয়া রক্তস্রাব ; প্রত্যেক ঋতু পরিবর্ত্তনেই ঠাণ্ডা লাগা, এই সমস্ত লক্ষণ—ক্যাল্‌কেরিয়া-কার্ব্বেও পাওয়া যায়, অতএব উক্ত পীড়ায় কোনও একটিমাত্র ঔষধে উপকার না হইলে রোগীর ধাতু অনুযায়ী ঐ দুইটি ঔষধ পর্য্যায় দিনে কিম্বা একটির পর আর একটি ব্যবহার করিলে শীঘ্র উপকার হইতে পারে।

টিউক্রিয়ম—ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সূত্র-ক্রিমিতে উপকার হয় ; কিন্তু এই জাতীয়ের ক্রিমি প্রায় কোনও ঔষধে একেবারে মারা যায় না। ইহার আরও কতকগুলি ঔষধ আছে, উহা সিনা অধ্যায়ে পাইবেন। বড় বড় ক্রিমির নিমিত্ত—থেরাপিউটীক্সের মধ্যে লিখিত—চেনোপোডিয়ম-অয়েল-৭৬৪ পৃঃ দেখুন।

এতদ্ভিন্ন—হাতের আঙ্গুলের অগ্রভাগ এবং পায়ের আঙ্গুলের গাঁটের ও নখের বেদনাতেও ইহা উপকারী।

ক্রম—১—৬ষ্ঠ শক্তি। ফরমূলা—১।

থিয়া (Thea)

এই ঔষধটির টিংচার—চা—(tea) হইতে প্রস্তুত হইয়াছে। অতিরিক্ত চা-পান জনিত—অজীর্ণ, অনিদ্রা, দুর্ব্বলতা, বুক-ধড়ফড় করা, পেটে বায়ুজমা ইত্যাদি ডিস্পেপ্‌সিয়ার লক্ষণ উৎপাদিত হইলে এবং হৃৎপিণ্ডের পীড়ায়—হৃৎপিণ্ডের স্থানে বেদনা, অত্যন্ত বুক ধড়ফড় করা, উর্দ্ধবক্ষে দৃঢ়বদ্ধভাব, বামদিকে শুইতে না পারা, বুকের ভিতর যেন পাখী ঝটফট্ করিতেছে—এরূপ অনুভব করা তৎসহ নাড়ী—দ্রুত, সবিরাম ও অনিয়মিত হইলে ইহাতে উপকার হইবে। ক্রম—৩—৩০ শক্তি।

Thine—১/৪–১/২ গ্রেণ, হাইপো-ইঞ্জেকসনে সায়েটিকা আরোগ্য হয়।

থেরিডিয়ন (Theridian)

(একপ্রকার মাকড়সা হইতে প্রস্তুত হয়)—স্ক্রফুলা ও যক্ষ্মরোগীর ইহা একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ। থাইসিসের প্রথম অবস্থায় ব্যবহৃত হইলে ইহার দ্বারা অনেকটা উপকারের সম্ভাবনা। থেরিডিয়ন—চক্ষুর উপরিভাগে দপদপানি বেদনাযুক্ত মাথাব্যথা, বামচক্ষুর উপরিভাগে বেদনা, মাথাঘোরাসহ অত্যন্ত গা-বমি-বমি

এবং সামান্য নড়াচড়াতেই বমি; চক্ষু মুদ্রিত করিলেই কিম্বা একটু জোরে গাড়ী চলিলেই গা-বমি-বমি, বামদিকের বুকের উপরিভাগে ও বাম ফ্লোটিং-রিবসের নীচে, প্লীহার উপরিভাগে ও হৃৎপিণ্ডের স্থানে বেদনা, মেরুদণ্ডে বেদনা—তজ্জন্য পিঠে ঠেস দিয়া বসিতে অক্ষমতা, সামান্য শব্দে এমন কি মেঝের উপর চলিলে সেই শব্দেও বেদনা বাড়ে। কেরিজ, নেক্রোসিস প্রভৃতি অস্থিক্ষত তৎসহ শরীরের প্রায় সমস্ত অস্থিতে বেদনা প্রভৃতি ইহাতে আরোগ্য হয়। ডাঃ ব্যারুচ অস্থিক্ষতে (নেক্রোসিসে) কিছুতেই ফল না পাইলে—মধ্যে থেরিডিয়ন, ১ মাত্রা দিয়া ৭/৮ দিন অপেক্ষা করেন।

বৃদ্ধি—স্পর্শে, চাপে, জলযাত্রায়, গাড়ীতে চড়িলে, চক্ষু মুদ্রিত করিলে ও ঝাঁকি লাগিলে, গোলমালে, পীড়া বামদিকে।

ক্রম—৬ষ্ঠ—২০০ শক্তি। ফরমূলা—৪।

থ্ল্যাস্পি বার্সা (Thlaspi Bursa)

(একপ্রকার গাছ হইতে টিংচার প্রস্তুত হয়)—এই ঔষধটি কেবলমাত্র রক্তস্রাবের নিমিত্তই প্রায় ব্যবহৃত হয়। প্যাসিভ্ রক্তস্রাবে ইহা অধিক উপকারী, ইহার দ্বারা শরীরের প্রত্যেক স্থান হইতে রক্তস্রাব হইতে পারে। নাসিকা দিয়া রক্তস্রাব (এপিসট্যাক্সিস), প্রস্রাবদ্বার দিয়া রক্তস্রাব, জরায়ু হইতে রক্তস্রাব—তাহা ঋতুস্রাব জনিতই হউক কিম্বা প্রসবের পরই হউক যদি রক্তের পরিমাণ অত্যন্ত অধিক হয়, রক্তের রঙ, কাল ও চাপ্ চাপ্ হয় ইহাতে উপকার হইবে। এতদ্ভিন্ন—থ্ল্যাস্পির ঋতুস্রাবে যে রক্ত নির্গত হয় তাহাতে দুর্গন্ধ থাকে, ঋতুস্রাব বন্ধ হইলেই শ্বেত-প্রদর দেখা যায়। মূত্রথলীর পুরাতন প্রদাহ, পিত্ত-পাথরী, মূত্রকৃচ্ছ্রতা, মূত্র-পাথরীরও ইহা উৎকৃষ্ট ঔষধ।

ইহার মূল-আরেক—অর্থাৎ মাদার-টিংচারই অধিক ব্যবহৃত হয়।

ফরমূলা—৪।

থুজা অক্সিডেন্ট্যালিস (Thuja.)

(ক্যানাডার নরদার্ণ-ষ্টেটসের জঙ্গলে একপ্রকার গাছ জন্মায় তাহার পাতা হইতে ইহার টিংচার প্রস্তুত হয়) থুজা একটি প্রধান এন্টিসাইকোটিক্ ঔষধ। চর্ম্ম, মূত্রযন্ত্র ও জননেন্দ্রিয়ের উপর ইহার প্রধান ক্রিয়া।

চরিত্রগত লক্ষণ ঃ—

১। প্রচুর পরিমাণে প্রস্রাব নিঃসরণ হওয়া সত্ত্বেও মূত্রথলীতে জ্বালা ; ২। প্রচুর পরিমাণে প্রমেহস্রাব ; ৩। আঁচিল, যোনি মধ্যে কিম্বা পুং জননেন্দ্রিয়ে আঁচিল, কণ্ডাইলোমেটা ; ৪। লুপ্ত প্রমেহ বিষজনিত পীড়া কিম্বা টীকা দেওয়ার পর কোনও পীড়া ; ৫। শীঘ্র শীঘ্র শীর্ণ ও দুর্ব্বল হওয়া; ৬। প্রাতে প্রথম আহারের অনতিপরেই বাহ্যে, হরিদ্রারঙের বাহ্যে, বাহ্যের পূর্ব্বে পেটে অত্যন্ত গড়গড় শব্দ ; ৭। উপদংশজ-চর্ম্মরোগ; ৮। র‍্যাণুলা (জিহ্বার আর্ব্বুদ), জিহ্বায় ও

মুখের মধ্যে ভেরিকোসিল; ৯। কোষ্ঠবদ্ধ; ১০। মস্তক ব্যতীত অন্যান্য সকল স্থানে ঘর্ম; ১১। আঁসটে দুর্গন্ধ কর্ণস্রাব।

জ'লো (Hydrogenoid) ধাতু, প্রমেহবিষদুষ্ট ধাতু এবং কিয়ৎ পরিমাণে সিফিলিস ধাতুর ব্যক্তিগণ ইহার উপযুক্ত ক্ষেত্র।

মানসিক লক্ষণ ঃ—

জীবন ধারণে অনিচ্ছা, সদাই বিমর্ষ, মনের তেজশূন্য, জ্ঞান -বুদ্ধিহীন, নির্জ্জন স্থানে বাস করিতে ইচ্ছা, মনে করে সে কোন উচ্চ সংসর্গে থাকিবার অযোগ্য, কাঁদে-; আর একপ্রকার লক্ষণ—রোগী ভাবে তাহার দেহ কাচের মত কোনও ভঙ্গপ্রবণ পদার্থের দ্বারা নির্ম্মিত, সহজে ভাঙ্গিয়া যাইবে, তজ্জন্য কোনও লোককে কাছে আসিতে দেয় না, পেটের ভিতর যেন কি—একটা জীব নড়িতেছে আত্মা দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছে, সে কোনও স্বর্গীয় শক্তির দ্বারা পরিচালিত, কতকগুলি বিদেশী লোক তাহার পাশে দাঁড়াইয়া আছে ইত্যাদি।

প্রমেহ পীড়া—স্রাব তরল, তাহার রঙ—সবুজ কিম্বা হরিদ্রা, প্রস্রাব ত্যাগকালীন অত্যন্ত জ্বালা, প্রস্রাবের অত্যন্ত বেগ থাকা সত্ত্বেও একটু একটু ফোঁটা ফোঁটা করিয়া অতি অল্প প্রস্রাব নির্গত হয়, প্রস্রাবের সহিত কোনও রক্ত বাহির হয়, প্রস্রাব শেষ হইলেও তবু মনে হয় যেন ভিতরে একটু প্রস্রাব থাকিয়া গেল। পুরাতন-প্রমেহ (Chronic Gonorrhoea) কিছুতেই আরোগ্য না হইলেও পীড়া বার বার প্রকাশিত হইতে থাকিলে এবং প্রমেহ রোগের জন্য অণ্ডকোষের কোনও পীড়ায়—ফোলা ও ব্যথা থাকিলে—থুজায় বিশেষ উপকার হয়। পিচকারী প্রয়োগে প্রমেহ আরোগ্য হইয়া অন্য কোনও পীড়া হইলে—থুজাই মহৌষধ।

গো-বীজ টীকাজনিত কতিপয় পীড়া—টীকা দিবার বীজ ভাল না হইলে শিশুদের নানাপ্রকার পীড়া হইতে পারে। জ্বর, উদরাময়, ক্ষত, বসন্তের মত গুটীকা উদ্ভেদ ইত্যাদি টীকা দেওয়ার দোষে যে কোনও উপসর্গ বা পীড়া হউক না কেন তাহাতে—থুজা উপকারী ; সাইলিসিয়া ও ক্যালি-মিউরও এই প্রকার পীড়ার মহৌষধ।

উদরাময়—হরিদ্রারঙের জলের মত অতি তরল বাহ্যে, উহা পেট ডাকিয়া—গড়গড় কলকল্ শব্দ করিয়া খুব তোড়ে নির্গত হইলে এবং বাহ্যের সঙ্গে বায়ু নিঃসরণ হইতে থাকিলে—থুজা উপকারী। থুজায় প্রাতঃভোজনের পর বাহ্যের বৃদ্ধি হয় (২৮৭ পৃষ্ঠায় জ্যাট্রোফা দেখুন)।

মাথাঘোরা ও মাথাব্যথা—চোখ বুজাইলেই মাথা ঘোরে, চোখ খুলিলে উপশম। গর্মী দোষজনিত (syphilitic origin) কিম্বা স্নায়বিক শিরঃপীড়া—মাথার চাঁদিতে (on the scalp) ক্ষতবৎ বেদনা, রোগী বালিশ মাথায় দিয়া শুইতে পারে না, বেদনা রাত্রিতে অত্যন্ত বৃদ্ধি হয়, মাথায় বেদনা প্রায় সকল সময়েই থাকে, কখনও ছাড়িয়া ছাড়িয়া হয়, কপালে ও মাথার উপরে যেন পেরেক ঠুকিতেছে এইরূপ বেদনা, হাত দিয়া ধীরে ধীরে ঘষিলে বেদনার একটু উপশম থাকে। মাথার বেদনা—মুখে, গণ্ডাস্থিতে পর্য্যন্ত পরিচালিত এবং সেখানে অসহ্য বেদনা হয়, কোনও দ্রব্য চিবাইতে পারে না, হাত ছোঁয়াইলেও কষ্ট হয়। চা-পান জনিত শিরঃশূল অথবা দন্তশূল-বেদনাতে—থুজা উপকারী।

আঁচিল ও রক্তার্ব্বুদ (Warts or Polypi) কাণের ভিতর অর্ব্বুদ, আঙ্গুল দিয়া সামান্য একটুমাত্র রগড়াইলে রক্ত বাহির হয়। কাণে পূঁয, স্রাবে মাংসপচার মত দুর্গন্ধ, নাসিকার উপর আঁচিল (warts), মলদ্বারের পাশে আঁচিল, এই শেষোক্ত স্থানে আঁচিল উদগমের সহিত মলদ্বারের ফাটা (fissure) তাহা হইতে রস নির্গমন গুহ্যদ্বারের চারিপার্শ্বে ভিজা ভিজামত, পেরিনিয়মের উপর অত্যধিক ঘর্ম ইত্যাদি লক্ষণেও ইহা উপকারী, জরায়ুর অর্ব্বুদ তাহাতে অত্যন্ত বেদনা, একটুতেই রক্তস্রাব হয়; জরায়ু গ্রীবায় ফুলকপির মত একপ্রকার পদার্থের উৎপত্তি, যোনির উপর আঁচিল—তাহাতে হাত ছোঁয়ান যায় না এরূপ তীক্ষ্ণ বেদনা এবং স্বরযন্ত্রের (vocal cord) অর্ব্বুদ—থুজা ফলপ্রদ। আঁচিল কিম্বা অর্ব্বুদ আকারে বড় হইলে প্রত্যহ একবার করিয়া ইহার মাদার-টিংচার বাহ্যিক প্রয়োগ করিলে শীঘ্র উপকার হয়।

শরীরের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে আঁচিল (Warts) হইলে যে সকল ঔষধে উপকার হয় তাহাদের তালিকা ঃ—

মুখে আঁচিল—কষ্টি, এসিড-নাই, থুজা... ভ্রূতে—কষ্টি, চক্ষুর পাতায়—এসিড-নাই,.... চক্ষুর নিম্নে—সলফ,.... নাসিকায়—থুজা, কষ্টি,...... মুখে কোণে—কণ্ডুর্যাঙ্গো,.... দাড়ীতে—লাইকো,...জিহ্বায়—অরম-মিউর... ঘাড়ে—এসিড-নাই,.... ষ্টার্ণম-অস্থিতে—এসিড-নাই,.... বাহুতে—ক্যালকে কষ্টি এসিড নাই, সিপি, সলফ ; হাতে—ক্যালকে.... ল্যাকে, লাইকো, এসিড-নাই রস,..... থুজা, সলফ,.... হাতের তালুতে—ন্যাট্রম-মিউর, এনাকার্ড;....আঙ্গুলে—বার্ব্বে, ক্যালকে, কষ্টি, ল্যাকে, ন্যাট-মিউর, এসিড-নাইট্রিক, সলফ, থুজা সিপি, বৃদ্ধাঙ্গুলিতে—ল্যাকেসিস,.... লিঙ্গাগ্রচর্ম্মের, লিঙ্গাগ্র মুখে এবং ভিতরে (ছুইলেই রক্তস্রাব)—সিনারের, ইউক্যালিপ্.... লিঙ্গ মুখে—এসিড-নাই এসিড-ফস, থুজা।

পুরাতন আঁচিল—কষ্টি, ন্যাট্-মি, সলফ ; রক্তস্রাবী আঁচিল—সিনারের এসিড-নাই, সিপি, সাইলি ষ্ট্যাফি, সলফ ; ক্ষতযুক্ত—আর্স, ক্যাল্কে, কষ্টি হিপার, লাইকো, ন্যাট-মি, এসিড-নাই, ফস, থুজা, বেদনাযুক্ত—কষ্টি, হিপার লাইকো, এসিড-নাই, পেট্রোলি, ফস, সিপি, সলফ ; মুখ চওড় (flat)—ল্যাকে; শক্ত—এন্টিম-ক্রুড, ক্যালকে, কষ্টি, এসিড-ফ্লোর, ল্যাকে র‍্যানান-বাল্‌বো, সাইলি, সলফ; শৃঙ্গের মত—এন্টিম-ক্রুড, বোরাক্স, ক্যাল্কে গ্রাফা, এসিড-নাই, সলফ, থুজা, বড়—কষ্টি, এসিড-নাই, সিপি ক্ষুদ্র—ক্যালকে, ফেরম, হিপার, ল্যাকে, এসিড-নাই, রস, সার্সা, সলফ থুজা ; প্রদাহিত—এমন-কার্ব্ব, কষ্টি, এসিড-নাই।

ক্যালকেরিয়া-কার্ব্ব—মুখে, ঘাড়ে, শরীরের উর্দ্ধাংশে আঁচিল। ইহা স্ক্রফুলা, ক্লোরোটিকা এবং জ'লো-ধাতুর ব্যক্তির পীড়ায় উপকারী।

কষ্টিকাম—পুরাতন আঁচিল ; নাসিকায়, ভ্রূতে, মুখে, নখের ধারে ও আঙ্গুলে আঁচিল (ইহার অধ্যায় ২২৯ পৃষ্ঠা দেখুন)।

লাইকোপোডিয়ম—ফাটা-ফাটা আঁচিল।

ন্যাট্রম-মিউর—পুরাতন আঁচিল, কাটিয়া যাইবার মত বেদনা, হাতের আঙ্গুলে অসংখ্য আঁচিল। ইহা রক্তহীন দুর্ব্বল ও ক্লোরোটিক স্ত্রীলোকের পীড়ায় উপকারী।

ন্যাট্রম-সলফ—আঁচিল গাঁট-গাঁট, মলদ্বারে, পেটে ও উরুর মধ্যস্থলে আঁচিলের মত উদ্ভেদ, সমস্ত শরীরে আঁচিলের মত উদ্ভেদ।

নাইট্রিক-এসিড—আঁচিল যেন ভিজা-ভিজা মত, ফুলকপির মত, শক্ত, সর্ব্বদাই দুর্গন্ধ রস্ ঝরে ছুঁইলেই রক্ত পড়ে।

কাশি—আহার করিয়া উঠিবামাত্রই কাঁশি আরম্ভ হয়।

চক্ষুর পীড়া—প্রমেহদোষজনিত চক্ষুর প্রদাহে (Gonorrhocal opthalmia) চক্ষুর ভিতর লালবর্ণ হওয়া, চক্ষু দিয়া জল পড়া, কর্ কর্ করা, এতদ্ভিন্ন—চক্ষুর ভিতর কিম্বা পাতায় ক্ষুদ্র আঁচিল, চক্ষুর পাতায় টিউমার, আইরাইটীস্ (চক্ষুর উপতারার প্রদাহ) ইত্যাদি বহুবিধ চক্ষুর পীড়ায় এবং নবজাত শিশুর চক্ষু প্রদাহ, আঞ্জিনা, অন্ধকার মত দৃষ্টিতে—থুজা উপকারী।

উপদংশ বা গর্ম্মী পীড়া—এই পীড়ায় লিঙ্গের ক্ষতের নিমিত্ত যদি কেহ বাহ্যিক ঔষধ ব্যবহার করিতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে থুজা—θ, ২৫/৩০ ফোঁটা—১/২ আউন্স ভ্যাসলিনের সঙ্গে মিশাইয়া মলম প্রস্তুত করিয়া ব্যবহার করিবেন। ইহা আভ্যন্তরিক সেবনেও উপকার হয় (ক্যালেট্রপিস দেখুন)।

গাত্রচর্ম্মে উপদংশের বা পারদের উদ্ভেদ—পূর্ব্ব পুরুষাগত উপদংশ জনিত ছোট ছোট শিশুদের গাত্রচর্ম্মে পারদের উদ্ভেদ নির্গত হইলে প্রথমে আর্সেনিক-আয়োড—৬ষ্ঠ শক্তি, দিনে ২/৩ মাত্রা ৩/৪ দিন প্রয়োগের পর থুজা—২০০ শক্তি, ১ দিন প্রাতে ১ মাত্রা সেবন করিতে দিয়া ৫/৬ দিন অপেক্ষা করিবেন। উপকার না হইলে ৫/৬ দিন পরে পুনরায় এক মাত্রা প্রয়োগ করিবেন, দেখিবেন ইহাতেই পীড়া আরোগ্য হইয়া যাইবে। বাহ্যিক কিছু প্রয়োগের আবশ্যক হইবে না, তবে যদি প্রয়োজন হয় শুধু স্যালাড বা অলিভ-অয়েল প্রয়োগ করিতে পারেন (কুপ্রম-সলফ-২৯৪) পৃঃ দেখুন।

বৃদ্ধি—শেষ রাত্রিতে, শীতল পানাহারে, আলোকে, শুক্লপক্ষে।

উপশম—মর্দ্দনে, চাপ প্রয়োগেও শৈত্য সংস্পর্শে।

সম্বন্ধ—মেডোর্‌রিণ, মার্ক ও এসি নাই, ইহাদের পর থুজা ফলপ্রদ।

পরবর্ত্তী ঔষধ—ক্যালকে, ইগ্নে, ক্যালি-কার্ব্ব, লাইকো, মার্ক, পলস, সলফ, এসাফিটি, স্যাবাইনা, সাইলি।

ক্রিয়ানাশক—ক্যাম্ফর, ক্যামো, ককু, মার্ক, পল্‌স, সল্‌ফ, ষ্ট্যাফি।

ক্রিয়া স্থিতিকাল—৬০ দিন।

ক্রম—৩০-২০০ শক্তি ও বাহ্যিক প্রয়োগ। ফরমূলা—২।

ট্রিবিউলাস (Tribulus Terrestris)

(ইক্ষুগন্ধা নামক একপ্রকার ক্ষুদ্র গাছ হইতে প্রস্তুত)—প্রস্রাবের ও জননেন্দ্রিয়ের উপর ইহার প্রধান ক্রিয়া। জননেন্দ্রিয়ের দুর্ব্বলতা স্পার্ম্মাটোরিয়া (বাহ্যে প্রস্রাবের সময় ধাতুস্খলন) হস্তমৈথুন কিম্বা অন্য কোনও প্রকারে অবৈধ শুক্রক্ষয় করিয়া আংশিক বা সম্পূর্ণ ধ্বজভঙ্গ (এগ্নাস ৬১ পৃ দেখুন)। প্রষ্ট্যাটাইটীস, প্রস্রাব ধারণে অক্ষমতা, প্রস্রাব পাইলে এক মিনিটও বেগ ধারণ করিতে পারে না, প্রস্রাবে জ্বালা যন্ত্রণা ইত্যাদি। আমার বোধ হয় জননেন্দ্রিয়ের দোষ নিবারণ ও সংশোধন করিতে সমস্ত ঔষধ অপেক্ষা ইহা অধিকতর ফলপ্রদ, পরীক্ষা করিবেন।

মাত্রা—২ হইতে ৫ ফোঁটা—প্রত্যহ ৩ বার, ডাঃ বোরিক বলেন—১০ হইতে ২০ ফোঁটা মাত্রায় দিনে ৩ বার সেব্য।

ট্রাইফোলিয়ম (Trifolium)

এই ঔষধটির কয়েক প্রকার শ্রেণী থাকিলেও—১। ট্রাইফোলিয়ম-প্র্যাটেন্সি (Trifolium Pratense) এবং ২। ট্রাইফোলিয়ম-রিপেন্স (Trifolium Repense),—এই দুই প্রকারই হোমিওপ্যাথিকে ব্যবহৃত হয়, উক্ত দুইটি ঔষধের ক্রিয়া প্রায়ই একপ্রকার। টাটকা ফুল হইতে ইহাদের টিংচার প্রস্তুত হয়। লালা নিঃসরণকারী গ্ল্যাণ্ড, হুপিং-কাশি এবং মাম্পস (কর্ণমূল ফোলা), এই তিনটি পীড়াতেই ইহা সাধারণতঃ ব্যবহৃত হয়। নিম্নে চোয়ালের ও কর্ণ-মূলের গ্ল্যাণ্ড ফোলা, গ্ল্যাণ্ড খুব শক্ত ও তাহাতে বেদনা, মুখ দিয়া প্রচুর পরিমাণে লালাস্রাব গলায় ক্ষত, গলাধরা, হুপিং-কাশি কিম্বা অন্য কোনও প্রকার কাশিতে রাত্রিতে ভয়ঙ্কর আক্ষেপিক কাশির বৃদ্ধি প্রভৃতি কয়েকটি পীড়ায় ও উপসর্গে ইহা বিশেষ উপকার সাধন করে। আমাদের পলিক্রেষ্টস ঔষধ সমূহে সম্পূর্ণ উপকার না হইলে উক্ত পীড়ায় ইহা পরীক্ষা করিবেন। Mumps অর্থাৎ কর্ণমূল ফোলা পীড়ার ইহার প্রতিষেধক ঔষধ। প্যারোটিড্ (কর্ণমূল) প্রাদাহিত হইবার পূর্ব্বে ইহা ব্যবহার করিতে হয়। হৃৎপিণ্ডের পীড়ায়—বোধ হয় যেন হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া বন্ধ হইয়া যাইবে, তৎসহ মুখে শীতল ঘর্ম্ম।

ক্রম—θ, ২ ফোঁটা মাত্রায় ও নিম্নশক্তি সেব্য। ফরমূলা—৩।

ট্রিলিয়ম (Trillium)

(বৃক্ষের তাজা মূল হইতে ইহার টিংচার প্রস্তুত হয়)—রক্তস্রাবের নিমিত্তই এই ঔষধটি অধিক সমাদৃত। জরায়ু, নাসিকা, দন্ত, মুখ, মলদ্বার ইত্যাদি সকল স্থানেরই রক্তস্রাব ইহার দ্বারা নিবারিত হয়, ইহাতে যে রক্তস্রাব হয় তাহার রঙ প্রায়ই উজ্জ্বল লালবর্ণ। রক্তস্রাবকালীন কোমরে ভীষণ বেদনা থাকে।

দন্তের পীড়া—মাঢ়ী হইতে ও দাঁত তুলিবার পর রক্তস্রাব।

পাকস্থলীর পীড়া—হিমাটিমিসিস (রক্ত বমন), মুখ দিয়া তাজা রক্ত উঠে, পেট জ্বালা করে,—গলা পর্য্যন্ত উথিত হয়।

নাসিকার পীড়া—নাসিকা দিয়া উজ্জ্বল লালবর্ণের প্যাসিভ্-রক্তস্রাব (পীড়া হয় একস্থানে, রক্তস্রাব হয়—অন্যস্থানে, ইহার নাম—প্যাসিভ্)।

মলদ্বারের পীড়া—পুরাতন আমাশয়ে কিম্বা উদরাময়ে মলদ্বার দিয়া রক্তস্রাব ; শুধু তাহা রক্তবাহ্যে। রক্তামাশয়ে—মার্ক-করের সঙ্গে ব্যবহার করিয়া অনেকস্থলে অতি শীঘ্র ফল পাইয়াছি (ট্রম্বিডিয়ম-৬৩৫ পৃঃ দেখুন)।

ঋতুস্রাব—ক্যাল্‌কেরিয়া-কার্ব্ব-১৮৬ পৃষ্ঠায় জরায়ুর পীড়া এবং চায়না ও হ্যামামেলিস অর্থাৎ ৩৪৭ পৃষ্ঠা হইতে দেখুন। ট্রিলিয়মে—সামান্য নড়নচড়নে উজ্জ্বল লালবর্ণের রক্ত বেগে নির্গত হয়, রক্তস্রাবের সঙ্গে উরুতে ও পাছায় খুব বেদনা থাকে, জোরে চাপিয়া বাঁধিলে বেদনার উপশম হয়।

থাইসিস—প্রচুর পরিমাণে পূঁযের মত গয়ার, তৎসহ রক্ত। যক্ষার প্রথমাবস্থায় রক্ত উঠাসহ কাশি। গলার মধ্যে যেন কিছু ফুটিয়া বা আটকাইয়া থাকা বোধ।

ক্রম—θ—৩×, ৬×, ৬, ৩০, ২০০ শক্তি। ফরমূলা—৩।

ট্রিটিকাম (Triticum)

(টাট্‌কা শিকড় হইতে টিংচার প্রস্তুত হয়)—প্রস্রাবের কতিপয় পীড়া, মূত্রনলীর অত্যধিক ইরিটেসন, সিষ্টাইটীস ও প্রমেহ রোগে ইহা ব্যবহার্য্য।

রোগী অতি কষ্টে প্রস্রাব করে, প্রস্রাবের ঘন ঘন বেগ হয়, বেগ আদৌ ধারণ করিতে পারে না, শ্লেষ্মা কিম্বা পূঁযের মত স্রাব (প্যারিরা-ব্রাভা), প্রস্রাব ঘন (তরল—ইউরিয়া,) তৎসহ মূত্রযন্ত্রের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর প্রদাহ (ইরিটেসন), মূত্রকৃচ্ছ্রতা, প্রষ্টেট-গ্ল্যাণ্ডের বিবৃদ্ধির নিমিত্ত প্রস্রাবের কষ্ট।

ঔষধ প্রত্যহ অন্ততঃ ৩/৪ বার সেব্য। Trades canten—কষ্টকর প্রস্রাব, প্রমেহের মত স্রাব নির্গমন, অন্ডকোষের প্রদাহ (বোরিক)।

ক্রম—θ, ১×। ফরমূলা—৩।

ট্রম্বিডিয়ম (Trombidium)

(এক প্রকার পোকা হইতে ইহার টিংচার প্রস্তুত হয়)—প্রাতঃকালীন উদরাময়, আমাশয়, ও রক্তামাশয়ের ইহা একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ। আমরক্ত, কোঁথানি, শূলুনি, কটারঙের তরল মল, রক্তাক্ত মল, বাহ্যের সময় পেটের বামদিকে তীব্র বেদনা, নীচের দিকে ঠেলামারা বেদনা প্রভৃতি আমাশয় পীড়ায় থাকিলে ইহাতে আশু উপকার হইবে। কিছু পানাহার করিলে উপসর্গের বৃদ্ধি—এই ঔষধের অন্য একটি প্রধান লক্ষণ। উদরাময়ে—প্রাতে কুক্ষিদেশে ও

পাঁজরার নীচে কামড়ানি ব্যথা হয়, বিছানা হইতে উঠিলেই বাহ্যের বেগ, তাড়াতাড়ি পায়খানায় যায়—অনেকটা পরিমাণে তরল বাহ্যেও হয়, পেটের বেদনা বাহ্যের পরেও নিবৃত্তি হয় না, মলদ্বারে জ্বালা, এই সমস্ত লক্ষণে ইহা—সলফার, ন্যাট্রম-সল্‌ফ, নুফার-লুটিয়া, ব্রায়োনিয়া প্রভৃতি ঔষধগুলি অপেক্ষাও অধিক উপকারী।

ক্রম—৬-৩০ শক্তি। ফরমূলা—৬ বি।

টিউবার্কিউলিনাম (Tuberculinum)

(যক্ষারোগীর ফুসফুসের ক্ষতের পূঁয হইতে ইহা প্রস্তুত হয়—কোনও পীড়ায় বিশেষতঃ শ্বাসযন্ত্রের পীড়ায়—সর্দ্দি, কাশি, অনুক্ষণ ঘুসঘুসে জ্বর, খুকখুকে কাশি, কাশির সহিত রক্ত নির্গমন, শীঘ্র শীঘ্র দুর্ব্বল ও কৃশ হওয়া, সামান্য পরিশ্রমেই ক্লান্তিবোধ করা, কাজকর্ম করিতে অনিচ্ছা ইত্যাদি লক্ষণে যক্ষার সন্দেহ হইতে কিম্বা যাহাদের পূর্ব্ব পুরুষদিগের মধ্যে যক্ষার ইতিহাস পাওয়া যায় তাহাদের পীড়ায় ইহার—২০০শ বা আরও উচ্চশক্তির সূক্ষ্ম একমাত্রা প্রয়োগে উপকার সাধিত হয়। টিউবার্কিউলিনামে—রোগলক্ষণ অত্যন্ত পরিবর্ত্তনশীল অর্থাৎ পীড়া আজ এক যন্ত্রে, কাল অন্য যন্ত্রে এইরূপে পর পর দেহের ইন্দ্রিয় সকলকে আক্রমণ করে। ইহার মানসিক লক্ষণ—বিমর্ষপূর্ণ, নৈরাশ্যপূর্ণ, খিটখিটে, কাহারও সহিত কথা কহে না, চুপ করিয়া থাকে, মানসিক পরিশ্রমে বিরাগ, রোদন করে—কিন্তু কারণ জানে না, বয়স অপেক্ষা বুদ্ধিমান, জীবনে ভারবোধ, পরিচিত স্থান ও বস্তু বোধ হয় যেন অপরিচিত। রাত্রিতে দুশ্চিন্তা, স্বপ্নে ছায়ামূর্ত্তি দেখে।

টিউবার্কিউলিনামের রোগীর সামান্য একটু ঠাণ্ডাতেই ঠাণ্ডা লাগে, খুব সাবধানে থাকিলেও ঠাণ্ডা লাগে, কি প্রকারে যে ঠাণ্ডা লাগে রোগী তাহা কিছুতেই স্থির করিতে পারে না, সামান্য ঋতু পরিবর্ত্তনেই অসুখ করে, একটু ঠাণ্ডা বাতাস লাগিলেই সর্দ্দি হয়, কোনও ঔষধে স্থায়ী ক্রিয়া হয় না, সুনির্ব্বাচিত ঔষধ বিফল হয়।

নিমোনিয়া, ব্রঙ্কো-নিমোনিয়া, যক্ষারোগীর ফুসফুসের কন্‌জেস্‌সন, লোবার নিমোনিয়া, ইনফ্লুয়েঞ্জা রোগে—ব্রঙ্কাইটীস, অনবরত গলা খুসখুস করিয়া কাশি, গলায় বেদনা, তরুণ প্রাদাহিক সর্দ্দি-কাশি প্রভৃতি কতকগুলি ফুসফুস সম্বন্ধীয় পীড়ায় যখন কোনও সুনির্ব্বাচিত ঔষধে উপকার না হয় অথবা স্থায়ী উপকার না হয়, তখন উহা সেবনে আশাতীত উপকার হয়, ইহার দ্বারা দুর্ব্বলতা দূর, কফের পরিমাণ হ্রাস, ক্ষুধা বৃদ্ধি ও ইন্দ্রিয় সবল হয়। অপ্রশস্ত বুক, রোগা রক্তহীন দুর্ব্বল ব্যক্তিরাই ইহার ক্ষেত্র।

ব্যাসিলিনাম (Bacilinum)—ঔষধটি আদত টিউবার্কিউলাস্ ফুসফুসকে জলসিক্ত করিয়া প্রস্তুত। ইহার দ্বারা গয়ারের পরিবর্ত্তন হয়, ক্রমশঃ গয়ারের পূঁযের পরিমাণ কম ও ফুসফুসের মধ্যে বাতাস প্রবেশ করায় ফুসফুস পরিষ্কার হয়। প্রকৃত যক্ষ্মা না হইলেও ফুসফুসের কোনও পুরাতন পীড়াতেও ইহা উপকারী। ব্রঙ্কোরিয়া অর্থাৎ যে পীড়ায় রাশি রাশি পূঁযের মত গয়ার উঠে, শ্বাসকৃচ্ছ্র হয়, হাঁপের মত টান হয়, তাহাতে এবং হাঁপানী পীড়াতেও ইহা বিশেষ ফলপ্রদ। ইহারও রোগীর ঠাণ্ডা সহ্য হয় না, একটুতেই ঠাণ্ডা লাগে ; সর্দ্দি-কাশি গলাধরা, গলার বেদনা ইত্যাদি হয়।

পরবর্ত্তী ঔষধ—ক্যাল্-ফস্, ক্যাল্-কার্ব্ব, সিলি। ক্রম—২০০ বা উর্দ্ধ।

টার্ণেরা (Turnera)

ইহার অন্য আর এক নাম—ড্যামিয়ানা (Damiana), কবিরাজগণ যে উদ্দেশ্যে মদনানন্দ মোদক, কামেশ্বর-বটিকা ইত্যাদি বাজীকরণ ও শুক্রবর্দ্ধক ঔষধ ব্যবহার করেন, আমাদের হোমিওপ্যাথিতেও এই ঔষধটি ঠিক সেই প্রকার উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হইতে পারে। স্নায়বিক দুর্ব্বলতা বশতঃ ইন্দ্রিয়শক্তির হ্রাস, ধ্বজভঙ্গ (এই পীড়ায় পুরুষত্ব কমিয়া যায়; লিঙ্গোত্থান হয় না) বৃদ্ধদিগের ধারণশক্তির অভাব, বাহ্যে বা প্রস্রাবের বেগ দিবার কালীণ শুক্রপতন ইত্যাদি নানাপ্রকার জননেন্দ্রিয়ের পীড়ায় সুফলের সহিত ব্যবহৃত হয়। সাধারণ ধাতুদৌর্ব্বল্যে ইহা কিছু অধিক দিন ব্যবহার করা আবশ্যক। ইহা নিয়মিতরূপে সেবনে যুবতী স্ত্রীলোকদিগের ঋতু সম্বন্ধীয় নানাপ্রকার পীড়া আরোগ্য হইয়া ঋতু স্বাভাবিক হয়।

মন্তব্য ঃ—শুক্রক্ষয়জনিত পীড়ায়—এসিড-ফস অধ্যায়ে পীড়ার লক্ষণ যেভাবে লিখিত হইয়াছে, তাহা পাঠ করিলে মনে হয় যেন রোগী উহাতেই ঠিক আরোগ্য হইবে, ফলতঃ তাহা হয় না ; আমি সে ক্ষেত্রে টার্ণেরা—θ ১০ ফোঁটা, জলসহ দিনে দুইবার ও সন্ধ্যায়—এভেনা—১০ ফোঁটা গরম জলসহ একবার সেবন করিতে দিয়া ৩। ৪ সপ্তাহের মধ্যে উপকার হইতে দেখিয়াছি (এগ্নাস-ক্যাক্টস ও সেলিনিয়ম ৫৮৯ পৃঃ দেখুন)।

সাধারণতঃ ধ্বজভঙ্গ পীড়া—অমিতাচার, ইন্দ্রিয়দোষ ও প্রমেহ, অর্শ, ক্রিমি, বহুমূত্র প্রভৃতি পীড়া হইতে উৎপন্ন হয়,অতএব পীড়া সম্পূর্ণ আরোগ্য করিতে হইলে রোগী তাহার স্বাস্থ্যের উপর বিশেষ লক্ষ্য রাখিবে, কু-অভ্যাস—কু-সংসর্গ দূর ও পুষ্টিকর দ্রব্যাদি আহার করিবে, কোনও মূল পীড়া এই পীড়ার কারণ হইলে তাহার চিকিৎসা করাইবে এবং নিয়মিত ঔষধ সেবনসহ মাষকলাই (আন্দাজ এক ছটাক) গব্যঘৃতে ভাজিয়া দুগ্ধে সিদ্ধ করিয়া চিনি বা মিছরির গুড়াসহ প্রত্যহ একবার, এক মাসকাল আহার করিবে। পুঁটীমাছ ঘৃতে ভাজিয়া আহার করিলেও শুক্র গাঢ় ও রতিশক্তি বৃদ্ধি হয় (থেরাপিউটিক্স-৮০৪ পৃষ্ঠা দেখুন)।

লাইকোপোডিয়াম—অল্পবয়সে অধিক স্ত্রীসংসর্গ করিয়া কিম্বা হস্তমৈথুন ইত্যাদি অস্বাভাবিক উপায়ে অনেকদিন ইন্দ্রিয় চালনা করিয়া যখন ক্রমশঃ

পুরুষত্বহীন কিম্বা ধ্বজভঙ্গ হইয়া পড়ে, অতিরিক্ত ইচ্ছা সত্ত্বেও বাসনার পরিতৃপ্তি না হয়, লিঙ্গ শিথিল, ঠাণ্ডা ও ছোট হইয়া যায়, লিঙ্গের উত্থান হয় না, অল্পমাত্র উত্থান হইয়া প্রায় তখনই শিথিল হইয়া পড়ে, তখন—লাইকো-পোডিয়মে উপকার হইতে পারে। অতিরিক্ত রেতঃক্ষয় নিবন্ধন রতিশক্তির হ্রাস হইলে মহাত্মা হ্যানিম্যান—নক্স, সলফার, ক্যালকেরিয়া ও লাইকো এই ৪টি ঔষধ লক্ষণভেদে ব্যবহার করিতে উপদেশ দিয়াছেন।

লিউপিউলাস (Lupulus)—একপ্রকার শাকসব্জী হইতে প্রস্তুত হয়। পুঃজননেন্দ্রিয়ের দুর্ব্বলতা ও শিশুদের ন্যাবা (Jaundice) রোগে ইহা উপকারী। এই ঔষধটির উগ্রবীর্য—লিউপিউলিন (Lupulin)—১ × শক্তির ১ গ্রেণ মাত্রায় প্রত্যহ ২। ৩ বার সেবনে স্পার্মাটোরিয়া বাহ্যে প্রস্রাবের সময় কোঁথ দিবার কালীন শুক্রক্ষরণ, ইন্দ্রিয় ও ধাতুদৌর্ব্বল্য, অত্যধিক যন্ত্রণাদায়ক লিঙ্গোদ্রেক (painful crection), হস্তমৈথুনের পর উক্তপ্রকার লিঙ্গোদ্রেক, মূত্রথলীর ভিতর জ্বালা প্রভৃতি কয়েকটি পীড়ায় ও উপসর্গে উপকার পাইবেন। টার্ণেরা প্রভৃতি ঔষধে উপকার না হইলে ইহা পরীক্ষা করিবেন। ক্রম—θ হইতে ৬ষ্ঠ শক্তি (ট্রিবিউলাস, এভেনা প্রভৃতিও এই সমস্ত পীড়ার উৎকৃষ্ট ঔষধ)।

টার্ণেরা—θ , ১০ হইতে ৩০ বিন্দু, অর্দ্ধ ছটাক জলসহ প্রাতে ও সন্ধ্যায় দুইবার সেব্য। টার্ণেরা—পড়িয়া যাইয়া মেরুদণ্ডে আঘাত, বৃদ্ধদের মূত্রবেগ ধারণে অক্ষমতা, দিন-রাত্রি ফোঁটা ফোঁটা অসাড়ে প্রস্রাব নির্গমন, স্বপ্নদোষ, অসাড়ে শুক্রক্ষরণ (স্পার্মাটোরিয়া) ইত্যাদিরও ভাল ঔষধ।

ইউরিয়া (Urea)

এই ঔষধটি কিড্নীর পীড়াজনিত শোথ, এলবুমিনুরিয়া, বহুমূত্র, ইউরিমিয়া এবং যে সকল প্রস্রাবের পীড়ায়—প্রস্রাব বোধ হয় যেন জল অপেক্ষাও তরল (প্রস্রাব ঘন—ট্রিটিকাম) প্রস্রাব, পরীক্ষায়—স্পেসিফিক-গ্র্যাভিটি অত্যন্ত কম হয়, তথায় ইহা প্রয়োগ করিবেন উপকার হইবে।

ক্রম—৩য়—৬ষ্ঠ শক্তি।

আর্টিকা ইউরেন্স (Urtica Urens)

(উত্তর আমেরিকা, এসিয়া ও ইউরোপে আমাদের দেশের বিছুটি গাছের ন্যায় একপ্রকার ক্ষুদ্র জাতীয় গাছ জন্মায় তাহা হইতে টিংচার প্রস্তুত হয়)—চর্ম্মের উপরে এই ঔষধের প্রধান ক্রিয়া, ইহার দ্বারা শরীরে, আমবাতের মত একপ্রকার উদ্ভেদ নির্গত হয়। ডাঃ পিয়ার্স বলেন—একজন স্ত্রীলোকের ৩/৪ বৎসর সন্তান হয় নাই, সেই স্ত্রীলোকটি কোনও কারণ বশতঃ একদিন এই গাছ সিদ্ধ করিয়া তাহার দুই আউন্স পরিমাণে পান করে, তাহাতে প্রথমে তাহার স্তন ফোলে, তাহার পরে স্তন হইতে রসানির মত একপ্রকার স্রাব (serum) নির্গত হয়, পরে পরিষ্কার দুগ্ধ নির্গত হইতে থাকে, অতএব প্রসবের পর কাহারও স্তনে

দুগ্ধ অল্প হইলে কিম্বা দুগ্ধ একেবারে না থাকিলে ইহা সেবনে বিশেষ উপকার হইবে।

আমবাত—১০৫ পৃষ্ঠায় এপিস অধ্যায় দেখুন।

স্তনদুগ্ধ—প্রসূতির স্তনে দুগ্ধ কম হইলে কিম্বা না থাকিলে ইহা সেবনে দুগ্ধ উৎপন্ন হয় (ষ্ট্র্যাগেরিয়া ও গ্যালেগা, এগনাস অধ্যায় ৬১ পৃঃ দেখুন)।

গেঁটেবাত—ফোলাযুক্ত গেঁটেবাতে গাঁটে ইউরেট-অফ সোড (Urate) জন্মায় ; আর্টিকা-ইউরেন্স—θ, প্রতি মাত্রায় ৫ ফোঁটা, গরম জলসহ ৩/৪ ঘন্টা অন্তর দিনে ৪/৫ মাত্রা সেবন করিলে প্রস্রাবসহ ইউরিক এসিড নির্গত হইয়া পীড়া শীঘ্র আরোগ্য হইবে। দক্ষিণ বাহুতে বেদনা হাত ঘুরাইতে হাতে লাগে, চাপিয়া শুইলে ব্যথা বাড়ে (বাতে ষ্টেলারিয়া ৬৯৯ পৃঃ দেখুন)

ক্রম—θ—১ × শক্তি। ফরমূলা—জার্মেণি—১, আমেরিকান—৩।

অষ্টিলেগো (Ustilago)

(বেঙের ছাতা ফাংগাস্ জাতীয় একপ্রকার পদার্থ হইতে টিংচার প্রস্তুত হয়) রক্ত-প্রদর, মেট্রোর‍্যাজিয়া (জরায়ু হইতে রজঃ বা রক্তস্রাব), মেনোর‍্যাজিয়া (অতিরজঃ) রজঃবন্ধ হইবার বয়সে, রক্তস্রাবে, জরায়ুর স্থানভ্রষ্ট (নাভীটলা), জরায়ুর বিবৃদ্ধি, ডিম্বকোষের প্রদাহ (ওভেরাইটীস) থামিয়া থামিয়া মধ্যে মধ্যে রজঃস্রাব, প্রসবের পর হইতে অনেক দিন পর্য্যন্ত রক্তস্রাব প্রভৃতি স্ত্রীলোকদিগের উক্তরূপ কতিপয় পীড়াতেই ইহা সুফলের সহিত ব্যবহৃত হয়; বিশেষ লক্ষণের জন্য—বোভিষ্টা অধ্যায়ে—স্ত্রী-ব্যাধি এবং সিঙ্কোনা ও হ্যামামেলিস অধ্যায়ে—রক্তস্রাব পরিচ্ছেদ-৩৪৬ পৃঃ দেখুন)।

ক্রম—৩ ×। ৬, ৩০, ২০০শ শক্তিতেও অনেক সময় আশু উপকার পাওয়া যায়। ফরমূলা—৭।

ইউভা উর্সি (Uva Ursi.)

(টাটকা পত্র হইতে টিংচার প্রস্তুত হয়)—প্রস্রাবের পীড়াতেই ইহা অধিক ব্যবহৃত হয়। সিষ্টাইটীস, প্রস্রাবের সহিত শ্লেষ্মা ও রক্ত নির্গমন, রক্তপ্রস্রাব, জরায়ু হইতে রক্তপ্রস্রাব, প্রস্রাবের বেগ, কোঁথানি, প্রস্রাবের পর জ্বালা, পাথরী প্রভৃতি কয়েকটি পীড়াতে ইহার দ্বারা বিশেষ উপকার হয় (Urine slimy, purulent, ropy & strong odour.)।

প্রস্রাবের পীড়ায় যেখানে—ঘন ঘন প্রস্রাবের বেগ, মূত্রনলীর প্রবল আক্ষেপ, প্রস্রাবের সময় জ্বালা ও কাটা ছেঁড়ার মত বেদনা, প্রস্রাবের রক্ত, পূঁয, চটচটে শ্লেষ্মা, সবুজ বর্ণের প্রস্রাব, কষ্টকর প্রস্রাব এই লক্ষণগুলি পাইবেন, তথায় ইহাকে স্মরণ করিবেন। মূত্র-পাথরী পীড়ার লক্ষণের জন্য—ক্যান্থারিস অধ্যায়ে—২১২ পৃষ্ঠা দেখুন।

ক্রম—θ, ৫ হইতে ৩০ বিন্দু, ১ম ও ৩য় শক্তিও ব্যবহৃত হয়।

ফরমূলা—২।

ভ্যালেরিয়ানা (Valeriana)

(শুষ্ক মূল হইতে ইহার টিংচার প্রস্তুত হয়)—অত্যন্ত স্নায়বিক উত্তেজনা, হিষ্টিরিয়াগ্রস্তা নার্ভাস-স্ত্রী, মেজাজ ও মনের সর্ব্বদা পরিবর্তন, ইন্দ্রিয়ের অত্যন্ত প্রখরতা, এই কয়টিতেই ইহা সাধারণতঃ ব্যবহৃত হয়। ইহার রোগী মনে করে যেন তাহার গলায় একগাছা লম্বা সূতা ঝুলিতেছে (জিহ্বায়—ন্যাট্রম-মিউর, সাইলি) ; শিশুগণ—বড় বড়, জমা জমা, চাপ্ চাপ্ দুধ-বমি করে, ঐ প্রকারে দুধ-বাহ্যেও হয় (ইথুজা)।

হিষ্টিরিয়া—৩৭৫ পৃষ্ঠায়—ইগ্নেসিয়া অধ্যায় দেখুন।

জিঙ্ক-ভ্যালেরিয়ানা—ইহাও হিষ্টিরিয়ার ঔষধ, ৩৭৫ পৃষ্ঠা দেখুন।

ক্রম—θ—১× শক্তি। ফরমূলা—৭।

ভেরিওনাম (Varionum)

(ভ্যাক্সিনিনাম (Vaccininum) ম্যালাণ্ড্রিণাম (Malandrinum) আজকাল আমাদের সন্তান-সন্ততি হইলে, শিশুদের এক বৎসর বয়সের মধ্যে টীকা না দিলে গভর্ণমেন্ট আইনবলে দণ্ডদান করেন। গো জাতীয় বসন্তের বীজ লইয়া এই টীকা দেওয়া হয়, ইহাকে ইংরাজীতে Vaccination কহে। ইউরোপে জেনার নামক এক সাহেব এই গো-বীজ টীকা প্রথমে আবিষ্কার করেন। এক সময়ে আমাদের দেশে যখন বাঙ্গালা টীকার প্রচলন ছিল তখন ইহা বসন্তের (small pox) বীজ হইতে উহা প্রস্তুত হইত এবং উহাই—ভেরিওলিনাম (Variolinum) বা মানব-বসন্ত বীজ। ভেরিওলিনাম অতিশয় তীব্র বীজ, ইহার দ্বারা টীকা দিলে প্রায়ই নানা প্রকার কুফল উৎপাদিত হয়। গো-বসন্ত হইতে যে বীজ প্রস্তুত হয় তাহার নাম-ভ্যাক্সিনিনাম (Vaccininum) এবং ঘটকের বসন্ত হইতে যে বীজ প্রস্তুত হয়, তাহাকে—ম্যালাণ্ড্রিণাম (Malandrinum) কহে, উক্ত তিন প্রকার বীজই বসন্ত রোগের পক্ষে হিতকারী।

বসন্ত রোগ যখন এপিডেমিকরূপে অর্থাৎ এক সময়ে একস্থানের বহু লোককে আক্রমণ করে, তখন উক্ত তিনপ্রকার ঔষধের মধ্যে—ভেরিওলিনাম দ্বারা চিকিৎসা করিলে অনেক রোগী আরোগ্য হইতে পারে।

প্র্যাক্‌টিস্-অফ্-মেডিসিন নামক—গ্রন্থে—ছয় প্রকার বসন্তের নাম উল্লেখ আছে : —১। ডিস্‌ক্রিট—ইহাতে গুটিকা পৃথক পৃথকরূপে বাহির হয়, ইহা সু-বসন্ত; ২। কনফ্লুয়েট—গুটিকা সকল চেপ্টামত ও পরস্পর লিপ্ত বা সংযুক্ত হইয়া যায়, ইহাতে রস ও রক্ত পূঁয থাকে, ইহা খুব সাংঘাতিক ও মারাত্মক পীড়া; ৩। সেমি কনফ্লুয়েন্ট পৃথকভাবে বাহির কিম্বা বহু পরিমাণে হয়, ইহা আরোগ্য হয় ; ৪। করিম্বোজ—গুটীকাগুলি আঙ্গুর ফলের মত থোবা থোবা, ইহাও অত্যন্ত সাংঘাতিক পীড়া, ৫। ভেরিওলা—হিমোরেজিকা বা রক্ত-বসন্ত—গুটিকা সকল লালবর্ণ থাকে; শরীর, মুখ, নাসিকা, গুহ্যদ্বার প্রস্রাবদ্বার দিয়া রক্তস্রাব হয়, ইহাতে প্রায় ৭/৮ দিনের মধ্যেই রোগীর মৃত্যু হয় ; ৬। ভেরিওলয়েড বা মডিফায়েড—টীকা দিবার পর ইহার গুটীকা বাহির হয় (এই পুস্তকে থেরাপিউটিক্স ৮৩৬ পৃঃ দেখুন)।

উক্ত ছয়প্রকার বসন্তের মধ্যে যেখানে পীড়া প্রচণ্ডভাবে ধারণ করে সেখানে—ভেরিওলিনাম—৩ × এবং যেখানে রোগ তত ভীষণ নহে তথায়—ভ্যাক্সিনিনাম প্রযোজ্য, ইহাতেই আশাতীত ফল পাওয়া যায়।

বসন্তের উদ্ভেদ ভালরূপে উত্থিত না হইয়া বসিয়া যাওয়া লক্ষণটি ভাল নহে, তাহাতে নানাপ্রকার উপসর্গ প্রকাশ পায়। গুটী বসিয়া যাইলে—কুপ্রম, জিঙ্কাম-সল্‌ফ, এপিস প্রভৃতি ঔষধগুলি উপকারী, তাহাদের লক্ষণসমূহ দেখিবেন। বসন্তের উদ্ভেদ ভালরূপে বাহির না হইয়া রোগী সম্পূর্ণ অজ্ঞান আচ্ছন্নভাবে থাকিলে—ভেরিওলিনাম উপকারী ; কিন্তু যদি রোগী অত্যন্ত ছটফট করে ; অন্যান্য উপসর্গসহ ঠোঁট দুটি লালবর্ণ হয়, তাহা হইলে—সল্‌ফার উপযোগী (সল্‌ফারের অন্যান্য লক্ষণও দেখিবেন)। বসন্তের জ্বর পড়িয়া বিকার হইলে—এসিড্-কার্ব্বল, পাইরোজিক; ল্যাকেসিস, ষ্ট্যামোনিয়ম প্রভৃতি থাকিলে—এন্টিম-টার্ট, ফস্‌ফরাস প্রভৃতি প্রয়োজনীয়। রক্তস্রাবীয় বসন্তে—ক্রোটেলাস থ্ল্যাস্পি-বার্সা, এলিউমিনা, আর্সেনিক প্রভৃতি প্রয়োগ করিয়া দেখা যাইতে পারে (ক্রোটেলাস-২৮৪ পৃঃ দেখুন)। বসন্তের গুটীর উপর থুজা, হাইড্র্যাসটিস—θ অথবা ইহার লোসন বাহ্যিক প্রয়োগ করা যায়। পুস্তকের শেষাংশে থেরাপিউটিক্স-৮৩৬ পৃঃ দেখুন।

বসন্ত রোগীর গাত্রে-গাধার দুধ মাখানো ও রোগীকে গাধার দুধ পান করান খুব ভাল বসন্ত রোগের ঔষধ সমূহের মধ্যে ইহাও একটি ঔষধরূপে পরিগণিত। দেবী শীতলা বোধ হয় একটি আমাদের শিক্ষা দিবার উদ্দেশ্যে গাধাকে বাহনরূপে পরিগ্রহণ করিয়াছেন।

দ্রষ্টব্য ঃ—সারসিনিয়া-পার্পিউরা বসন্তের একপ্রকার পেটেন্ট ও প্রতিষেধক ঔষধ উহার অধ্যায়ে ইহা বলা হইয়াছে। ম্যালান্ড্রিণাম, ভ্যাক্সিনিনাম ও ভেরিওলিনাম এই তিনটির মধ্যে ম্যালান্ড্রিনামই বসন্তের শ্রেষ্ঠ প্রতিষেধক ঔষধ (সারাসিনিয়া)। আবশ্যক হইলে চিকিৎসক—বসন্ত রোগী পরিদর্শনের পূর্ব্বে প্রতিষেধকরূপে নিজে একদিন—১ মাত্রা ৩০ বা ২০০ শক্তির ম্যালান্ড্রিণাম সেবন করিবেন। ইহা বসন্তের প্রতিষেধক এবং টীকা দেওয়ার কুফলের ও টীকার পর চর্ম্মপীড়ার উৎকৃষ্ট ঔষধ। ১ মাত্রা এক বা দুই পক্ষ অন্তর ২/১ বার প্রযোজ্য।

গুটী উঠিবার সময় ও পাকিবার পূর্ব্বে গুটী বসিয়া যাওয়া মন্দ লক্ষণ, ইহাতে এবং পীড়ার সহিত নিমোনিয়া ব্রঙ্কাইটীস, পচা ক্ষত, স্ফোটক ইত্যাদি উপসর্গ প্রকাশিত হইলে এবং রক্তস্রাবীয় বসন্তে রোগীর মৃত্যু হয়। ক্রম—৩০—২০০ শক্তি।

ভেরেট্রম এল্‌বাম (Veratrum Album)

(মধ্য ইউরোপের ও এশিয়াটিক রুশিয়ার একপ্রকার গাছের শুষ্ক মূল হইতে টিংচার প্রস্তুত হয়)—কলেরা রোগের ইহা একটি প্রধান ঔষধ।

চরিত্রগত লক্ষণ ঃ—

১। কোনও পীড়ায় অতি দ্রুত সঞ্জিবনী শক্তির হ্রাস, বলক্ষয়, হিমাঙ্গ ; ২। রোগী একলা থাকিতে পারে না, অথচ কাহারও সঙ্গে কথা কহে না। ৩। মানসিক উদ্বেগ ও উন্মত্ততা—প্রত্যেক দ্রব্য কাটিতে ছিঁড়িতে , কাপড় ছিঁড়িতে চায় কু-কথা বলে, প্রেম বা ধর্ম্ম বিষয়ে সর্ব্বদা বকে, প্রার্থনা করে ; ৪। অত্যন্ত দুর্ব্বলতা, একটু পরিশ্রমেই মূর্চ্ছিত হইয়া পড়ে ; ৫। স্ত্রীলোক হইলে মনে করে তাহার গর্ভ হইয়াছে, শীঘ্রই প্রসব হইবে ; ৬। মনে করে তাহার মাথার উপর যেন বরফচাপান আছে, মাথার চাঁদিতে একই সময়ে একবার গরম ও ঠাণ্ডাবোধ; ৭। মুখের রঙ পাণ্ডুবর্ণ কিম্বা নীলবর্ণ, চোখ মুখ বসা ; ৮। মুখ, নাকের ডগা, পা, পায়ের তলা, হাত ও শরীরের সমস্ত অংশ বরফের মত শীতল; ৯। এক সময়ে অনেকটা পরিমাণে ভেদ হয় ও বমি করে ; ১০। অত্যন্ত অধিক পরিমাণে ভেদ ও বমি, পান্তাভাতের জল কিম্বা চাউল ধোয়া জলের মত ভেদ ; ১১। পেটে ছুরি দিয়া কাটার মত বেদনা (কখনও বেদনাশূন্য) ; ১২। অদম্য ঠান্ডা জল পানের পিপাসা, এক সময়ে অনেক পরিমাণে ঠাণ্ডা জল কিম্বা টক কোনও পানীয় পান করিতে চাহে ; ১৩। গা বমি, হুড় হুড় করিয়া বমি, একটুমাত্র নড়িলে চড়িলে বমি, বমির পর অবসাদ ও দুর্বলতা, কপালে ঠান্ডা ঘাম ; ১৪। অন্তরে দাহ, কিন্তু বাহিরে গায়ের চামড়া শীতল ও নীলাভ ; ১৫। কোষ্ঠবদ্ধ, মল বড় ন্যাড় ও শক্ত, কখনও মলত্যাগের ইচ্ছাই থাকে না ; ১৬। বাধক-বেদনা তৎসহ ভেদ বমি কিম্বা দুর্ব্বলকর উদরাময়, কপালে শীতল ঘর্ম্ম ; ১৭। বর্ষাকালে শাখাঙ্গে বেদনা অনুভব করা; ১৮। জ্বরে সমস্ত শরীর শীতল ; কিন্তু অন্তরে তাপ, নাড়ী সূতার মত ক্ষীণ, অদম্য পিপাসা, কপালে ঠাণ্ডা ঘাম ইত্যাদি ; ১৯। ঠাণ্ডা লাগিয়া কিম্বা ফলমূল ও শাকসব্জী খাইয়া কলিক-বেদনা ২০। সূতিকা উন্মাদ ; ২১। সিঙ্কোনা অপব্যবহার করিয়া কোনও পুরাতন পীড়া।

কপালে শীতল ঘর্ম্ম—কোনও প্রকার কঠিন পীড়া, যেমন—নিমোনিয়া, টাইফয়েড, কলেরা, হাঁপানী, জ্বর, প্রস্রাবের পীড়া, কোষ্ঠবদ্ধতা ইত্যাদি পীড়ায় কপালে ঠাণ্ডা ঘাম দেখিলে তৎক্ষণাৎ ভেরেট্রম স্মরণ করিবেন।

কলেরা—প্রথম হইতেই আমি আপনাদিগকে বলিয়া আসিতেছি যে, কলেরার প্রয়োজনীয় প্রধান ঔষধ তিনটি :—১। ক্যাম্ফর ; ২। ভেরেট্রম, ৩। কুপ্রম ; ভেরেট্রমে প্রচুর পরিমাণে ভেদ বমি হয়, পেটে অসহ্য বেদনা থাকে

(কখনও বেদনা থাকে না) ভেদের পর অত্যন্ত দুর্ব্বলতা, কপালে শীতল ঘর্ম্ম, সমস্ত শরীর—এমন কী—নিশ্বাস পর্য্যন্ত শীতল, গায়ের চামড়া চুপসিয়া যায়, চোখ মুখ বসিয়া যায়, চাউল ধোয়া জলের মত কিম্বা কুমড়ার মত ছিবড়ে ছিবড়ে ভেদ হইতে থাকে। ভেদের রঙ্—কখনও সবুজ, কখনও রক্তের মত লালবর্ণ ; ভেরেট্রম—বমন অপেক্ষা ভেদের সংখ্যা অধিক, বমি সহজেই হয়, কাটবমি বা কষ্টকর বমি ইহাতে থাকে না, ঠাণ্ডা জলপান করিবার অত্যন্ত আগ্রহ এবং অল্পপানে পিপাসার শান্তি হয় না, জলপানের পরই বমি হয়, হাতে পায়ে খিলধরে বাহ্যে বমি ঘন ঘন হইয়া ক্রমশঃ নাড়ী লোপ হয়। ভেরেট্রমে—প্রথমে মলে বেশ রঙ থাকে, ক্রমশঃ ভেদ যত ঘন ঘন হইতে থাকে, ততই বর্ণ চলিয়া যায় ও কুমড়া পচা ছিবড়ে ছিবড়ে পান্তাভাতের বা চাউলধোয়ানি জলের মত বর্ণ হইয়া আসে, বমি হুড়হুড় করিয়া হয়, কখনও জলের মত, কখনও সবুজ, কখনও হরিদ্রা রঙের; কখনও ফেণার মত, কখনও টক্, শ্লেষ্মামিশ্রিত বমি হয়, বমির পর পেটে খিল ধরে ; ভেদ বমনের পরই রোগী নিঝুম হইয়া পড়ে ও কপালে ঠাণ্ডা ঘাম দেখা দেয়, রোগী কখনও শীত-শীতবোধ করে, কখনও বা তাহার কম্পের মত হয় (একোনাইট)। কলেরায়—ক্যাম্ফর, একোনাইট, এন্টিম-টার্ট, পডোফাইলম, বিসমথ, আর্সেনিক, কুপ্রম, সিকেলি, রিসিনাস ইত্যাদি কতিপয় ঔষধের সহিত ভেরেট্রমের অনেকটা নিকট সাদৃশ্য আছে, তাহাদের প্রভেদ উপরোক্ত প্রায় সমস্ত ঔষধের অধ্যায়েই বুঝান হইয়াছে, তজ্জন্য বার বার উহা উল্লেখ করিয়া পুস্তকের কলেবর বৃদ্ধি করা নিষ্প্রয়োজন। মৎকৃত **"কলেরা ও বসন্ত ট্রিটমেন্ট"** নামক পুস্তকটি কলেরা পীড়া সহজে চিকিৎসার জন্য দেখুন।

Vomiting and purging at the same time, colicky pains through the abdomen with cramps, specially in the calyes of the legs profuse watery stools, rice water stools, as they are called. They are attended with great prostration and cold sweat, specially on the forehead. It is useless to give Veratrum in choleriac affections unless there is pain. The patient is wrose at night. Emaciation is rapid (Farrington).

ভেরেট্রম-আক্ষেপিক (spasmodic) ও পক্ষাঘাতিক (paralytic) উভয় জাতীয় কলেরার মহৌষধ। ক্যাম্ফর অধ্যায়—আক্ষেপিক জাতীয় কলেরায় প্রধান ঔষধগুলি বলিয়াছি, এখানে জানিয়া রাখুন যে—এন্টিম-টার্ট, ভেরেট্রম, আর্স, ক্যালি-ফস, একোনাইট, কলচি ও কার্ব্বলিক-এসিড পাক্ষাঘাতিক-জাতীয় কলেরার প্রধান ঔষধ (রিসিনাস-৫৭২ পৃঃ দেখুন)।

কলেরার প্রতিক্রিয়া অবস্থায়—কখনও কখনও জ্বর হয়, সেই জ্বর যদি প্রচণ্ড বিকারে পরিণত হয় এবং রোগী প্রলাপ বকে, তাহা হইলে ভেরেট্রমে উপকার হইবে। কিন্তু যদি ঐরূপ প্রচণ্ড বিকারের সঙ্গে চক্ষু লালবর্ণ থাকে তাহা হইলে—বেলেডোনা উপযোগী। একোনাইট—রোগীর গায়ে আদৌ ঘাম থাকে না ;

তদ্ভিন্ন—অস্থিরতা, পিপাসা, গাত্রতাপের আধিক্য, মৃত্যুভয় ইত্যাদি লক্ষণগুলিও থাকে। জ্বর-বিকারে—রসটক্স একটি বিশেষ ফলপ্রদ ঔষধ, এই জ্বর-বিকারের সঙ্গে অতিসার, রক্তভেদ, দুর্গন্ধ বাহ্যে, অস্থিরতা,নিয়ত এপাশ ওপাশ করা, পেটফাঁপা, চক্ষুর তারকা ক্ষুদ্র হওয়া, কপালে ঘর্ম্ম, শুষ্ক জিহ্বা, কখনও মূর্চ্ছার ভাব· ইত্যাদি লক্ষণগুলি থাকিলে—রসটক্স বিশেষ উপকারী। এখানে ষ্ট্যামোনিয়ম, বেলেডোনা, হায়োসিয়ামস আদৌ উপযোগী নহে; রোগীর জ্বর কম থাকিলে এবং রোগী আচ্ছন্নভাবে পড়িয়া থাকিলে—এসিড-ফস অধিক-উপকারী।

হৃৎপিণ্ড ও নাড়ী—অত্যন্ত বুক ধড়ফড়ানি তৎসহ উদ্বেগ অস্থিরতা, শ্বাস-প্রশ্বাসে জোর শব্দ। নাড়ী দ্রুত, ধীর, ক্ষীণ, অসম ও সবিরাম।

শূল-বেদনা—২৬৯ পৃষ্ঠায়—কলোসিন্থ অধ্যায়ে দেখুন।

সর্দ্দি-কাশি—এন্টিম, হিপারের মত সরল থাকে ও ঘড়ঘড়ে সর্দ্দি ; কিন্তু রোগীর দুর্বলতা ও অবসন্নতা এত অধিক থাকে যে, কিছুতেই কাশিয়া সর্দ্দি তুলিয়া ফেলিতে পারে না, কাশে, শরীর শীতল ঘর্ম্মে আপ্লুত হইয়া উঠে। একপ্রকার ভয়ঙ্কর আক্ষেপিক কাশি, ইহাতে কাশির পর একটা গ্যাসের মত ঢেকুর উঠে ও সেই কাশি বোধ হয় যেন পেট হইতে উত্থিত হয়, কাশির সময় রোগী হাত দিয়া পেট চাপিয়া ধরে। গরম ঘরে, পানাহারে, ঠাণ্ডা দ্রব্য পানাহারে ও কাঁদিলে কাশি বাড়ে ; বৃদ্ধদিগের ব্রঙ্কাইটীসে বুকে প্রচুর পরিমাণে সর্দ্দি জমিয়া থাকে; কিন্তু অত্যন্ত দুর্ব্বলতার জন্য উহা কাশিয়া তুলিয়া ফেলিতে পারে না, তাহার সহিত ঘাম। হুপিং-কাশিতে—কাশির ধমকে ছেলে অসাড়ে বাহ্যে প্রস্রাব কিম্বা বমি করিয়া ফেলিলে ও তৎসহ শীতল ঘর্ম্ম থাকিলে—ভেরেট্রম উপকারী।

কোষ্ঠবদ্ধ—মল খুব শক্ত ও খুব বড় লম্বা ন্যাড়, রঙ্ কাল।

সবিরাম-জ্বর—শীতাবস্থায় হাতের সমস্ত নখগুলি নীলবর্ণ দেখায়, ঘাম শীতল ও যেন চট্‌চটে, জ্বর আরম্ভের পূর্ব্ব হইতে ঘাম আরম্ভ হইয়া উহা জ্বরভোগের শেষ পর্য্যন্ত থাকে।

সম্বন্ধ-সাধারণতঃ আর্স, আর্ণি, চায়না, কুপ্রম ও ইপিকাকের পর ওলাউঠা রোগে— ক্যাম্ফরের পর ; বমন বিরেচনসহ বাধক বেদনাতে এমন-কার্ব্ব, কার্ব্বো-ভেজ ও বোভিষ্টার পর —ভেরেট্রম ফলপ্রদ।

পরবর্ত্তী-ঔষধ—আর্ণি, আর্জ্জেন্ট-নাই, বেল, কার্ব্বো-ভেজ, কুপ্রম, ক্যামো, পল্‌স, রস, স্যাম্বু, সলফ।

ক্রিয়ানাশক—একোন, আর্স, ক্যাম্ফর, চায়না, কফি।

ক্রিয়া স্থিতিকাল—২০—৩০ দিন। ক্রম—৬—৩০ শক্তি।

উদরাময়ে—৬ষ্ঠ শক্তির নিম্নে ব্যবহার নিষিদ্ধ। ফরমূলা—৪।

ভেরেট্রম ভিরিডি (Veratrum Viride.)

ক্যানাডার মাঠে একপ্রকার চারা গাছ জন্মায় তাহার শিকড় হইতে টিংচার প্রস্তুত হয়)—জ্বরের উত্তাপ যখন অত্যন্ত বৃদ্ধি হয়, এমন কী ১০৫/১০৬ ডিগ্রী

পর্য্যন্ত টেম্পারেচার (শরীরের উত্তাপ) বৃদ্ধি হয়, তখন ইহা প্রয়োগে অতি অল্প সময়ের মধ্যেই উত্তাপের হ্রাস হইয়া আসে, এমন কী—১০২/১ ডিগ্রীতে নামিয়া পড়ে। ভেরেট্রম-ভিরিডি—অধিক মাত্রায় এবং খুব নিম্নশক্তি সেবনে হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়ানাশ হয়, তাহাতে রোগীর মৃত্যু পর্য্যন্ত ঘটিতে পারে সেইজন্য ইহা প্রয়োগকালে হৃৎপিন্ডের দুর্ব্বল অবস্থা বিশেষরূপে অবগত হইবেন এবং দুই তিন মাত্রায় অধিক কদাচ ব্যবহার করিবেন না। নিমোনিয়ায় অত্যন্ত ধড়ফড়ে জ্বরের সহিত রোগীর শ্বাস-প্রশ্বাসে দারুণ কষ্ট, পূর্ণ ও কঠিন নাড়ী, অত্যন্ত মাথাবেদনা ও মুখের রঙ নীলবর্ণ থাকিলে এবং প্রথমাবস্থায় যতক্ষণ ফুসফুসে রক্তাধিক্য থাকে, ততক্ষণ ইহাতে বিশেষ উপকার হয় (এসিট্যানিলিডিয়াম—১৩ পৃঃ দেখুন।)

তড়কা—পোয়াতির তড়কা, মস্তিষ্কে রক্তসঞ্চয়, রোগিনী অচৈতন্য হইয়া পড়িয়া থাকে, জ্ঞান আদৌ থাকে না, ফিট উত্তীর্ণ হইয়া যাইবার পরেও জ্ঞানের লক্ষণ প্রকাশ পায় না, চুপ করিয়া পড়িয়া থাকে, ঠিক বোধ হয় যেন ঘুমাইতেছে; কিন্তু তাহার পরই আবার ফিট হয়, এই প্রকার লক্ষণে—ভেরেট্রম-ভিরিডি উপকারী। সেরিব্রো-স্পাইন্যাল-মেনিনজাইটীস (প্র্যাক্‌টিস- ২০৫ পৃঃ দেখুন) তৎসহ উষ্ণজ্বর।

বৃদ্ধি—দেহ সঞ্চালনে, প্রাতে নিদ্রাভঙ্গের পর, শৈত্যাদি সংস্পর্শে।

উপশম—স্থিরভাবে থাকিলে, টিপিলে,ঘর্ষণে বা মর্দ্দনে।

সদৃশ—একোন, এন্টিম-টার্ট, ব্যাপটি, বেল, ব্রায়ো, ডিজি, ফেরম, এসে, জেলসি, গ্লোনয়িন, নক্স, হেলিবোর, হায়ো, ফস, ট্যাবেক।

ক্রম—৩ ×—৬ষ্ঠ শক্তি : ফরমূলা—৪, বিচূর্ণ—৩।

ভার্ব্যাস্কম (Verbascum.)

ইহার নাম—মূলেন-অয়েল। মূলেন-অয়েল—কাণপাকা রোগে অর্থাৎ কাণে পূঁয হইলে বাহ্যিক প্রয়োগের নিমিত্ত বহুদিন হইতেই হোমিওপ্যাথিতে ব্যবহার হইয়া আসিতেছে ও তাহাতে উপকারও হয় (ভায়োলো-অডোরেটায় দ্রষ্টব্যের স্থান দেখুন)। শিশুরা বিছানায় প্রস্রাব করে।

কাশি—ইহার কাশির ধরণ ও শব্দ অন্য প্রকার, রোগী যখন কাশে তখন ঢাং-ঢাং করিয়া একপ্রকার শব্দ হয় (trumpet like sound). কাশিতে কাশিতে গলা ধরিয়া যায়, স্বরভঙ্গের মত হয়।

ক্রম—৩য় শক্তি। ফরমূলা—জার্ম্মেণি—১, আমেরিকান—৩।

ভিন্‌কা মাইনর (Vinca Minor)

(একপ্রকার ক্ষুদ্র জাতীয় গাছ হইতে টিংচার প্রস্তুত হয়) —একজাতীয় চর্ম্মপীড়া (একজিমা), মাথায় একজিমা— অত্যন্ত চুলকায়, দুর্গন্ধ রস পড়ে, রসে চুল জটা বাঁধে, জড়াইয়া যায়। ফাইব্রয়েড টিউমার হইতে রক্তস্রাব, অত্যধিক পরিমাণে মাসিক রজঃস্রাব, ঋতুস্রাব বন্ধ হইবার বয়সে অনবরত রক্তস্রাব প্রভৃতিতে ইহা ব্যবহৃত হয়। এক নাক বন্ধ, নাসিকায় ক্ষত। ডিপথেরিয়া (অত্যধিক রজঃস্রাবে হেলোনিয়াস, অষ্টিলগো, ট্রিলিয়মে উপকার না হইলে) ইত্যাদিতে প্রযোজ্য।

চর্ম্মপীড়া—গ্রাফাইটীস অধ্যায় ৩৩৮ পৃষ্ঠা দেখুন।

ক্রম—১ম—৬ষ্ঠ শক্তি। ফরমূলা—২

ভায়োলা অডোরেটা (Viola Odorata.)

(ইহারও টিংচার একপ্রকার ক্ষুদ্র জাতীয় গাছ হইতে প্রস্তুত হয়)—কাণে পূঁয, কাণের ভিতর তীরবেঁধার মত বেদনা, কাণের ভিতর সোঁ-সোঁ শব্দ, কালা হইয়া যাওয়া প্রভৃতি কতিপয় কর্ণ পীড়ায়, বালক বালিকাদিগের ক্রিমিরোগে এবং সর্পাঘাতে ও মৌমাছির কামড়ে ইহা ব্যবহৃত হয়।

শরীরের উর্দ্ধাংশে ডানদিকে বাত হইলে এবং সাদা দুধের মত প্রস্রাব (milky urine) তাহাতে তীব্র কটুগন্ধ থাকিলে ইহাতে উপকার হইবে।

পরবর্ত্তী ঔষধ—বেল, চায়না, ক্লোরাল, নক্স, পল্‌স।

ক্রিয়ানাশক—ক্যাম্ফর। ক্রিয়া স্থিতিকাল—২—৪ দিন।

ক্রম—0—৬ষ্ঠ শক্তি। ফরমূলা—৩।

ভায়োলা ট্রাইকোলার (Viola Tricolar.)

(একপ্রকার ক্ষুদ্র জাতীয় গাছের টিংচার)—ইহা কঠিন প্রকারের একজিমা এবং স্বপ্ন দেখিয়া স্বপ্নদোষ; প্রস্রাব-বাহ্যের সময় অসাড়ে শুক্রপতন (স্পার্মাটোরিয়া), লিঙ্গাগ্রচর্ম্মের স্ফীতি, লিঙ্গমুণ্ডের স্ফীতি, চুলকানি প্রভৃতি কতিপয় পীড়ায় ব্যবহার করিলে বিশেষ উপকার পাওয়া যায়।

একজিমা—মাথার, মুখের ও কাণের পশ্চাতের একজিমা উহা অত্যন্ত চুলকায়, জ্বালা করে, রস ঝরে। Eczema, impetigonoides of the fact. (গ্র্যাফাইটীস অধ্যায় ৩৩৮ পৃষ্ঠা—চর্ম্মরোগ দেখুন।)

পরবর্ত্তী ঔষধ—রস্, পল্‌স, সিপি, স্ট্যাফি। ক্রিয়ানাশক—ক্যাম্ফর, মার্ক, পল্‌স, রস। ক্রিয়া স্থিতিকাল—৮—১৪ দিন।

ক্রম—৩—৩০ শক্তি। ফরমূলা—৩।

ভাইপেরা (Vipera)

(জার্ম্মেণির একপ্রকার সর্পের বিষ হইতে প্রস্তুত হয়)—শিরাপ্রদাহ ও শিরার অত্যধিক স্ফীতি (phlebitis) শিরা প্রসারণ (varicosis) বর্দ্ধিত লিভারে ভীষণ বেদনা, অন্ননলীর শোথ ও ফোলা, হৃৎপিণ্ডের ভল্‌ভের পীড়ায় কম্পেনসেসন ফেল ও যেখানে ডিজিটেলিস বিফল হয়, বুক যেন চাপিয়া ধরে

তজ্জন্য ভীষণ শ্বাসকষ্ট ; নিম্নাঙ্গে ভীষণ খিলধরা, নাভীর গোড়ায় বেদনা ; হাত, ডানচোখ, ঠোঁট, জিহ্বা ফোলা, অস্পষ্ট কথা এবং স্ত্রীলোকদের রজঃবন্ধের বয়সে অতিরিক্ত রক্তস্রাব হওয়া কিম্বা অন্য কোনও প্রকার পীড়ায় বিশেষ উপকারী। একজন চিকিৎসক বলেন :—

একটি বৃদ্ধা স্ত্রী—বয়স প্রায় আন্দাজ ৬৫ বৎসর জরায়ুর ভিতর কি হইয়াছিল ঠিক বুঝিতে পারা যায় নাই, মধ্যে মধ্যে প্রায়ই রজঃস্রাব হইত, একদিন হঠাৎ তাহার এত অধিক পরিমাণে রজঃস্রাব হয় যে তাহাতে হিমাঙ্গ মূর্চ্ছিত ও শয্যাশায়ী হইয়া পড়ে। রোগিনীকে—কার্ব্বো, স্যাবাইনা, প্ল্যাটিনা প্রভৃতি কয়েকটি ঔষধ ৩/৪ দিন নিষ্ফল প্রয়োগ করিয়া অবশেষে কয়েক মাত্রা ভাইপেরা—১২ শক্তি প্রদান করায় ৩৬ ঘন্টার মধ্যে স্রাবের পরিমাণ ক্রমশঃ হ্রাস হইয়া দুই দিনের মধ্যেই রজঃস্রাব সম্পূর্ণ বন্ধ হইয়া যায়। অতঃপর প্রতিমাসে একমাত্রা করিয়া ৩/৪ মাস ভাইপেরা—সি, এম, শক্তি প্রদান করায় তাহার পীড়াটি সম্পূর্ণ আরোগ্য ও রোগিনী সুস্থ হয়।

ক্রম—নিম্ন ও উচ্চ উভয় শক্তিই উপকার। ফরমূলা—৮।

ভিস্কাম এলবাম (Viscum Album.)

(ফল ও পত্র হইতে টিংচার প্রস্তুত হয়)—বাত, গেঁটেবাত, প্রমেহ, প্রমেহজনিত বাত, নিউর‍্যালজিয়া, উভয়দিকের সায়েটিকা, বাতাক্রান্ত ব্যক্তিদিগের হাঁপানি কাশি, হৃৎপিণ্ডের ভলভের পীড়া ও হাইপারট্রপি (হৃৎপিণ্ডের বিবর্দ্ধন), ভ্যালভিউলার পীড়ায় কম্পেনসেসন ফেলিওর (Failing compensation) অত্যন্ত বুক ধড়ফড়ানি, শ্বাসকৃচ্ছ্রতা, বামদিকে শুইতে অক্ষমতা, বুক অত্যন্ত ভারীবোধ, কোনও এক অবস্থায় অধিক্ষণ থাকিতে না পারা, (High blood pressure প্রভৃতি কতকগুলি পীড়ায় ও লক্ষণে ইহা ব্যবহৃত হয়। বামকর্ণের বধিরতার ইহার একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ।

ক্যালি-অকজ্যালিকাম (Kali Oxalicum)—৬ষ্ঠ শক্তি লাম্বেগো (কটিবাত)—কোমরের বেদনায়, অত্যন্ত যন্ত্রণা (২৭৩ পৃঃ সায়েটিকা দেখুন)।

ক্রম—0—৩০ শক্তি। ফরমূলা—৩

জিঙ্কাম মেটালিকাম (Zincum.)

(জিঙ্ক-ধাতু, ইহা হইতে ট্রাইটুরেসন আকারে প্রথমে ঔষধ প্রস্তুত হয়)—মস্তিকের ও মেরুদণ্ডের উপর ইহার প্রধান ক্রিয়া। জীবনীশক্তির অভাব, মস্তিষ্কের পক্ষাঘাত আশঙ্কা, কোনও প্রকার চর্ম্মোদ্ভেদ লুপ্ত হইয়া কিম্বা ভাল করিয়া বাহির হইতে না পারিয়া কোনও প্রকার কঠিন পীড়ায় উৎপত্তি প্রভৃতি ইহার বিশেষ লক্ষণ। পলসেটিলার পর ইহার উত্তম ক্রিয়া প্রকাশিত হয়।

চরিত্রগত লক্ষণ ঃ—

১। শিশু নিদ্রিত অবস্থায় কাঁদিয়া উঠে, নিদ্রাভঙ্গ হইলেই যেন সে কত ভয় পাইয়াছে, এইরূপ ভাব দেখায়, কাঁদে এবং মস্তক এপাশ ওপাশ চালনা করিতে থাকে ; ২। মিষ্টান্ন আহার করিলেই বুক জ্বালা করে, বমি হয়, গা বমি-বমি করে; ৩। কোন পীড়ায় পদদ্বয় অজ্ঞাতসারে স্পন্দিত হয়, রোগী অবিশ্রান্ত পা নাড়ে ; ৪। কাশি, মিষ্টান্ন আহার করিলে বৃদ্ধি এবং পাকস্থলী হইতে কণ্ঠমধ্যে মিষ্টরস উত্থিত হয় ; রজঃস্রাব আরম্ভ হইলে প্রায় সকল প্রকার যন্ত্রণার উপশম এবং স্রাব বন্ধ হইলেই যন্ত্রণার পুনরার্বিভাব ; ৬। মেনিনজাইটীস পীড়া ; ৭। দাঁত উঠিবার কালে দুর্ব্বল শিশুদের তড়কা, কিন্তু জ্বর থাকে না; ৮। ধনুষ্টঙ্কার, মেরুদণ্ডের ইরিটেসন, স্নায়ুর ক্ষমতালোপ, পিঠ ছুঁইতে দেয় না ; ৯। সন্ধ্যায়, রাত্রিতে ও প্রাতে চক্ষুর জ্বালা-যন্ত্রণা বৃদ্ধি, ১০। কোমরের বেদনা বসিয়া থাকিলে বৃদ্ধি ; ১১। পশ্চাৎদিকে হেলিয়া না বসিলে প্রস্রাব হয় না ; ১২। মুখে রক্তের আস্বাদ; ১৩। একবার হাত, একবার মাথা—পর পর নাড়া (automatic motion of hands and head); ১৪। ঘর্ম্মাবস্থায় গায়ে চাপা রাখিতে পারে না ; ১৫। বেলা ১১টা ১২টার সময় রাক্ষুসে ক্ষুধা, খাবার সময় খুব ক্ষুধাও কিন্তু তাড়াতাড়ি আহার করিতে পারে না ; ১৬। দমকা আক্ষেপিক কাশি—কাশিবার সময় লিঙ্গে হাত দেয় ; ১৭। মেনিনজাইটীস হইবার আশঙ্কা ; ১৮। শিশু-কলেরার পর হাইড্রোকেফালস; ১৯। পুরাতন শিরঃপীড়া।

স্নায়ু দুর্ব্বলতা—স্নায়ু কিম্বা জীবনী শক্তির দুর্ব্বলতার কারণ অনেক পীড়ায় দেহের স্বাভাবিক ক্রিয়ার ব্যতিক্রম হওয়ায় রোগীর জীবন বিপন্ন করিয়া তুলে, জিঙ্কাম সে স্থলে অতি সুন্দর ক্রিয়া প্রকাশ করিয়া থাকে। অনেক সময় দেখা যায়, উক্তপ্রকার দুর্ব্বলতার কারণ—হাম, বসন্ত, স্কার্লেটিনা ইত্যাদির উদ্ভেদ ভালরূপে বহির্গত হইতে পারে না, রোগিনীর ঋতুস্রাব বন্ধ থাকে, কোনও প্রকার উত্তেজক ঔষধ সহ্য হয় না, কোনও প্রকার মাদকদ্রব্য সেবন করিতে পারে না, হাঁপানি রোগী গয়ার তুলিয়া ফেলিতে পারে না, এই প্রকার অনেক পীড়া আছে যাহা ক্রমশঃ কঠিন হইয়া দাঁড়ায়—জীবনীশক্তির দুর্ব্বলতাই তাহার প্রধান কারণ ও জিঙ্কামই তাহার ঔষধ।

শিশু-কলেরা—ভেদ-বমনের সঙ্গে বালিসে মাথা অনবরত এপাশ ওপাশ করা, হাত-পা-ছোড়া, মস্তিষ্কে জলসঞ্চয় (হাইড্রোকেফালস) সন্দেহ ও মেনিনজাইটীস ইত্যাদি লক্ষণে—জিঙ্কাম বিশেষ উপকারী। এতদ্ভিন্ন যখন রোগীর বাহ্যে প্রস্রাব সমস্তই বন্ধ, তৎসঙ্গে উক্ত মস্তিষ্ক লক্ষণগুলি প্রকাশ পায় কিম্বা একবার প্রস্রাব দেখা দিয়াও তাহার পর উক্ত প্রকারের কতিপয় মস্তিষ্ক লক্ষণসহ—ছটফটানি, পিপাসা, হাত-পা, সমস্ত শরীর ঠাণ্ডা, কেবল বুকের পাঁজরাটীমাত্র গরম, এই সমস্ত ভয়াবহ লক্ষণগুলি প্রকাশ পায়, তখন ত্বরায়—জিঙ্কাম প্রভৃতি ঔষধ প্রয়োগ করিতে হইবে। এসিড-কার্ব্বলিকও মনো-ব্রোমাইড-অফ-ক্যাম্ফর—এই প্রকার অবস্থাতেও বিশেষ উপকারী (ক্যালি-ব্রোম)। ক্যাম্ফোরা-মনো-ব্রোম—শিশু কলেরার হিমাঙ্গ অবস্থায় মস্তিষ্ক

লক্ষণগুলিতে যেমন—বিকারভাব তড়কা, খেঁচুনি ইত্যাদি লক্ষণেও ইহার তুল্য উপকারী ঔষধ অতি অল্পই খুঁজিয়া পাইবেন ও যিনি একবার ইহা ব্যবহার করিবেন, সম্ভবতঃ তিনি আর ভুলিতে পারিবেন না। ক্রম—২ ×, ৩ × শক্তি; শিশুদের দাঁত উঠিবার সময়ে পীড়ায় অনবরত মাথাচালা, চমকাইয়া উঠা, পা নাড়া ইত্যাদি লক্ষণেও জিঙ্কাম উপকারী।

হাইড্রোকেফালস—(মস্তিষ্কের ভিতর জল সঞ্চয় হয়, শোথ) শিশু কলেরার উপসর্গরূপে এই পীড়া হইলে তাহাতে যে লক্ষণে ইহা ব্যবহৃত হয় তাহা উপরে শিশু কলেরা পরিচ্ছেদে সমস্ত বর্ণিত হইয়াছে। তদ্ভিন্ন কলেরা না হইয়া যদি পীড়া স্বাধীনরূপে (idopathic) কিম্বা অন্য কোনও পীড়ার উপসর্গরূপে প্রকাশিত হয় তাহাদের এবং টিউবার্কিউলার মেনিনজাইটীসে যদি শিশুর একটু আচ্ছন্নভাব আসিলেই ভয় পাওয়ার মত চীৎকার করিয়া উঠা, ক্রমাগত ক্রন্দন, পেশীর কম্পন,সর্ব্বদা পা নাড়া প্রভৃতি কতকগুলি লক্ষণ—কন্‌ভলসন (খেঁচুনি) হইবার পূর্ব্বে বা পরে দৃষ্ট হয়, তাহা হইলেও—জিঙ্কাম প্রযোজ্য (ক্যালি-ব্রোম এবং পর পৃষ্ঠায় মেনিন্‌জাইটীস দেখুন)।

জিঙ্কাম-ব্রোমেটাম (Zincum Brom)—হাইড্রোকেফালস পীড়ায় উপরোক্ত লক্ষণে জিঙ্কামের উক্ত লক্ষণ সমূহ থাকিয়াও উপকার না হইলে ইহাতে উপকার হইবে। শিশুদের দাঁত উঠিবার সময় হাইড্রোকেফালস হইলে ইহা আরও অধিক উপকারী (Dentition chorca, Hydrocephalus) হাইড্রোকেফালস—ছটফটানির পর যখন শিশু সম্পূর্ণ অজ্ঞান-অঘোরভাবে পড়িয়া থাকে, তখনও ইহাতে উৎকৃষ্ট ফল পাওয়া যায়, দাঁত উঠিবার সময় জ্বর ও তজ্জনিত অন্যান্য কতিপয় প্রকার মস্তিষ্ক লক্ষণেও ইহা উপকারী। ক্রম—৬ ×, ৬, ৬০ শক্তি।

এপোসাইনাম-ক্যান—৩০, ২০০শ In late stage of hydrocephalus when there is stupor and no cephalic cry, with scanta urine, thirst and irritability of the stomac. হাইড্রোকেফালসের পরবর্ত্তী অবস্থায় যখন শিশুর অস্থিরতা, চীৎকার প্রভৃতি উপসর্গ না থাকিয়া অঘোর অজ্ঞানভাবে পড়িয়া থাকে, প্রস্রাব বন্ধ বা স্বল্প পরিমাণে হয়, পিপাসা থাকে, পাকস্থলীরও উত্তেজনা থাকে অর্থাৎ মধ্যে মধ্যে বমি ও বাহ্যে হয়, তখন ইহাতে উপকার হইবে। শিশুদের এই প্রকার অবস্থা অতি সাংঘাতিক অবস্থা, ইহাতে রোগী প্রায়ই মারা পড়ে।

মেনিন্‌জাইটীস—এই পীড়ায় হাইড্রোকেফালসের মত মস্তিষ্কে জল জমে না, মস্তিষ্ক আবরণীয় পরদার প্রদাহ হয়। কোনও প্রকার চর্ম্মপীড়া রুদ্ধ হইয়া কিম্বা শিশুদের দন্তোদগমকালীন এই পীড়া হইলে ও তাহাতে সম্পূর্ণ অজ্ঞান, আক্ষেপিক টান, কম্পন, টেরাদৃষ্টি, খেঁচুনি প্রভৃতি উপসর্গ সকল থাকিলে—জিঙ্কাম উপকারী (৫০ পৃষ্ঠায় একটিয়া-রেসিমোসা এবং থেরাপিউটিক্সে 'মস্তিষ্কঝিল্লী' প্রদাহ—৮৫৪ পৃঃ দেখুন) ফুসফুসের পীড়াসহ মেনিনজাইটীস হইলে—জিঙ্ক, ফস, ক্যালি-আয়োড এবং হাম প্রভৃতি পীড়ার উপসর্গজনিত মস্তিষ্ক লক্ষণে—কুপ্রম-মেট, কুপ্রম-সল্‌ফ উপকারী।

জিঙ্কাম-সিয়ানেটাম—(Zincum cyanatum)—শিশুদের মেনিন্‌জাইটীস, কনভলসন ও সেরিব্রো-স্পাইন্যাল-মেনিনজাইটীসের ইহা উৎকৃষ্ট ঔষধ ; যেখানে জিঙ্কাম-মেটালিকামে ফল না পাওয়া যায় সেখানে ইহাতে উপকার হইতে পারে। হিষ্টিরিয়া, কোরিয়া ও প্যারালিসিস-এজিট্যান্স পীড়াতেও ইহা উপকারী। ক্রম—৬ ×, ৩০ শক্তি।

জিঙ্কাম-সলফিউরিকাম (Zincum Sulph)—মেনিনজাইটীস ও কনভল্‌সনের যতগুলি বাছা বাছা ঔষধ আছে তন্মধ্যে এই ঔষধটিকে আমি শ্রেষ্ঠ স্থান প্রদান করি, ইহাতে পীড়ার প্রধান উপসর্গ কম্পন ও খেঁচুনির অতি শীঘ্র উপশম হয়। মেনিন্‌জাইটীস—ইহা অতিসাংঘাতিক পীড়া, ইহাতে শতকরা ৯৫টি রোগীর মৃত্যু হয়। মেনিন্‌জাইটীস পীড়া বুঝিতে পারিলেই মাথাটা নেড়া করিয়া খেঁচুনির হ্রাস না হওয়া পর্য্যন্ত ক্রমাগত মাথায় আইস ব্যাগ বা জল ঢালিবার ব্যবস্থা করিবেন ও কোনও ঔষধের বিশেষ লক্ষণ না পাইলে—জিঙ্কাম-সল্‌ফ—৩০- বা ২০০ শক্তি ২/৩ ঘন্টা অন্তর ২/১ মাত্রা প্রদান করিয়া ফলাফলের জন্য অপেক্ষা করিবেন। এই পীড়ার চিকিৎসা ও বিস্তৃত বিবরণের জন্য মৎকৃত 'প্র্যাকটিসনার্স গাইড' একাদশ সংস্করণ ১ম খন্ড পাঠ করিবেন। শিরঃপীড়ায়—৩য় বিচূর্ণ উপকারী। শিশুদের মেনিন্‌জাইটীস—বেল, সাইকিউ, কুপ্রম, হেলিবোর, এপিস, গ্লোনয়িন,—উদ্ভেদ বসিয়া—বেল, রস, এপিস, ল্যাকে—কাণের পূঁয বন্ধ হইয়া পল্‌স, সল্‌ফ।

এই পীড়ার লক্ষণানুযায়ী আরও কয়েকটি ঔষধ ব্যবহৃত হয়, তাহাদের তালিকা :—

টিউবার্কিউলার-মেনিনজাইটীস (ইহা শিশুদের হয়)—পীড়া শীঘ্র শীঘ্র বাড়ে—এপিস ধীরে ধীরে বাড়ে—জিঙ্কাম, হেলিবোর। অজ্ঞানভাবে মাথার দিকে হাত উঠায়—হেলিবোর, এপিস, চীৎকার করে—হেলিবোর, এপিস, জিঙ্কাম ; মাথা চুলকায় মাথায় হাত দেয়—ক্যালি-ফস ; দাঁত কড়মড় করে—টিউবার্কিউ ; কপাল কুঞ্চিত হয়—ষ্ট্র্যামো ; চুপ করিয়া পড়িয়া থাকে, নড়ে না—এপোসাইনাম, আর্টিমিসিয়া ; অধিক পিপাসা—এপোসাইনাম, টিউবার্কিউ, আর্টিমিসিয়া, কাণের পূঁয বন্ধ হইয়া পীড়া—মার্ক্কুরিয়স, ষ্ট্র্যামো, পল্‌স, সল্‌ফ ; খেঁচুনিতে আঙ্গুল ফাঁক—এপিস ; আঙ্গুল মুঠা—হেলিবোরা।

সেরিব্রো-স্পাইন্যাল—পীড়ার প্রথম আরম্ভ হইতেই খেঁচুনি গ্লোনয়িন ; প্রম্বম, ওপি ; কয়েকদিন কোনও পীড়াভোগের পর—সাইকিউ; অর্দ্ধজ্ঞান অবস্থায় চিৎ হইয়া শুইয়া থাকে-হেলিবোর ; ভ্রূ দুইটি নাড়ে , একদিকের পা-অনবরত নড়ে, অন্যদিকের হাত-পা স্থির-হেলিবোর ; গায়ে হাতটি ছোঁয়াইলে খেঁচুনি—সাইকিউ, মাথা গরম, হাত-পা ঠাণ্ডা গ্লোনয়িন ; চোখ ঘোরে, মাথা গরম—বেলেডোনা, ঘাড় কোনও একপাশে বাঁকিয়া যায়—মার্ক। সকল প্রকার মেনিনজাইটীস—সিমিসি—৩ ×, পরে মেডোর্হ্বিণ-২০০ শক্তি; পেটফাঁপা থাকিলে—মেডোর্হ্বিণের পর—লাইকো, চক্ষু লাল থাকিলে—বেলেডোনা; ব্রঙ্কাইটীসসহ—ক্যালি-আয়োড, জিঙ্ক, ফস।

জিঙ্কাম-ভ্যালেরিয়ানো—ইগ্নেসিয়া অধ্যায়—৩৭৫ পৃষ্ঠা দেখুন।

কম্পন—কোন কঠিন পীড়ায় সর্ব্বশরীরে কম্পন থাকিলে—জিঙ্কাম-মেট উপকারী। একটি টাইফয়েড মেনিনজাইটীস পীড়া এলোপ্যাথগণ hopeless বলিয়া নির্দ্দেশ করেন, উহাতে রোগীর সমস্ত অঙ্গের কম্পন ছিল প্রথমে জিঙ্কাম-মেট—২০০ শক্তি প্রদান করা হয়; কিন্তু তাহাতে বিশেষ কোনও উপকার না হওয়ায় অবশেষে—আর্জেন্ট-নাইট্রিকাম—২০০ শক্তির ২টি গ্লোবিউলস ; জলে মিশ্রিত করিয়া সেবন করিবার ২ ঘন্টা পরে কম্পনাদি সমস্ত গুরুতর উপসর্গগুলি অন্তর্হিত হইয়া সেদিন রোগী নির্ব্বিঘ্নে নিদ্রা যায় ও অন্যান্য ঔষধাদি প্রয়োগ আর প্রায় এক সপ্তাহের মধ্যে পীড়াটি সম্পূর্ণ আরোগ্য হয়। শরীরের নিম্নাঙ্গের বিশেষতঃ পায়ের অবিরাম নড়ন, এই লক্ষণটি যে পীড়ায় থাকিবে, তাহাতেই—জিঙ্কাম-মেট উপকারী হইবে।

জ্বর-বিকার—বিকারের সাধারণ প্রধান কারণ দুইটি :—১। মস্তিষ্কের কনজেসসন ; ২। মস্তিষ্কের ইরিটেসন বা প্যারালিসিস। প্রথমোক্ত কারণে বিকার হইলে—চক্ষুলালবর্ণ ; শেষোক্ত কারণে পীড়া হইলে—চক্ষু সাদাবর্ণ থাকে। যেখানে পীড়ায়—রোগীর চক্ষু সাদা তৎসহ হাত-পা এবং সর্ব্বাঙ্গের কম্পন থাকে, তথায়—জিঙ্কামই একমাত্র ঔষধ ; জিঙ্কামে—মস্তিষ্কে প্যারালিসিস উৎপাদন করিয়া বিকার হয়। কনজেসসন হেতু বিকারে চক্ষু লালবর্ণ থাকিলে যদিও তৎসহ হাত-পায়ের কম্পন বর্ত্তমান থাকে—জিঙ্কাম আদৌ উপযোগী নহে, অন্য ঔষধের প্রয়োজন। কনজেসসনজনিত পীড়ায় রোগীর মস্তকে আইস-ব্যাগ প্রদান করা বিশেষ আবশ্যক, জিঙ্কামের পীড়ায় আইস-ব্যাগের বিশেষ আবশ্যক হয় না, তাহাতে বরং অনিষ্ট হয়।

অন্যান্য কতিপয় পীড়া—সন্ধ্যায় পেটফাঁপাসহ কলিক-বেদনা, পুরাতন রক্তামাশায়, ফ্লোটিং-কিডনীর উপসর্গহেতু পীড়া, মূত্রনলীর পক্ষাঘাত ইত্যাদি।

মুদ্রাদোষ—আপনারা হয়ত লক্ষ্য করিয়া দেখিয়া থাকিবেন, অনেক ব্যক্তির এমন কু-অভ্যাস আছে যে তাহারা দাঁড়াইয়া হউক, চেয়ার বেঞ্চিতে বসিয়া হউক, গাড়ীতে চড়িয়া হউক—ক্রমাগত না নাচায়, লোকে ইহাকেই মুদ্রাদোষ বলে—জিঙ্কামই তাহার উৎকৃষ্ট ঔষধ।

উদরাময়—উদরাময়, আমাশয় এবং শিশু-কলেরার বর্দ্ধিত অবস্থায়—জিঙ্কাম প্রযোজ্য। যখন দেখিবেন শিশু অত্যন্ত অস্থির, মাথাটি বালিসে এক মুহূর্তও স্থির রাখিতে পারে না, বিবর্ণ মুখ, জ্বর নাই, হাইড্রোকেফালস হইবার উপক্রম, তখনই এই ঔষধটি একবার স্মরণ করিবেন (এপিস ও হেলিবোরাস-৩৫৪ পৃষ্ঠা দেখুন)। জিঙ্কামে—পেট খুব গড়গড় করিয়া ডাকে।

জিঙ্কামে—বাহ্যের রঙ—সবুজ, বাহ্যের সঙ্গে সাদা আম ও সময়ে সময়ে কোথানি থাকে। বাহ্যে হঠাৎ বন্ধ হইয়া মস্তিষ্কে লক্ষণ প্রকাশিত হইলে—ইহার দ্বারা বিশেষ উপকার পাইবেন। উদরাময়ে—মলদ্বার অত্যন্ত কুটকুট করে, বোধ হয় যেন ক্রিমি হইয়াছে, বাহ্যের সময় মলদ্বার জ্বালা করে।

শিরাস্ফীতি (Varicose Veins)—কোনও নির্দ্দিষ্ট কারণে শিরার রক্ত একস্থানে অধিকক্ষণ জমিয়া থাকিলে শিরা সকল শক্ত ও ফুলিয়া উঠে, ইহাকেই

ভেরিকোষ-ভেনস কহে, এই পীড়ায় শরীরের নিম্নাঙ্গ অর্থাৎ পা ফুলিলে ও সেই ফোলা লিঙ্গদেশ পর্য্যন্ত পরিচালিত হইলে-জিঙ্কাম—উপকারী। পীড়ার তরুণ অবস্থায়—পলসেটিলা ফলপ্রদ, পীড়া একটু পুরাতন হইয়া আসিলে—পলসেটিলার পর জিঙ্কামে অধিক উপকার হয়।

সড়সড় করা (Formication)—পা ও পায়ের তলা সড়সড় করে, বোধ হয় যেন পায়ে ছারপোকা বেড়াইতেছে, তাহাতে নিদ্রার ব্যাঘাত হয়।

চক্ষুর পীড়া—চক্ষুর প্রদাহ, চক্ষু লালবর্ণ হয়, জল পড়ে, করকর করে, যেন চক্ষুতে বালী পড়িয়া আছে, আলোক সহ্য হয় না। কোনও চক্ষুপীড়ায় জ্বালা-যন্ত্রণা, করকর করা ইত্যাদি উপসর্গগুলি প্রাতে কিম্বা সন্ধ্যার পর হইতে বৃদ্ধি হইয়া রাত্রিতে অত্যন্ত বৃদ্ধি হইলে—জিঙ্কাম দিবেন।

বৃদ্ধি—সুরাপান, স্পর্শে, দেহ সঞ্চালনে, পরিশ্রমে, সন্ধ্যায়, রাত্রিতে, বেলা ১১টা হইতে ১২টার মধ্যে উষ্ণগৃহে, মিষ্ট আহারে, দুগ্ধ পান করিয়া।

উপশম—স্রাব আরম্ভে মর্দ্দনে, চুলকাইলে এবং আহারের সময়।

সম্বন্ধ—মস্তিষ্কে জল সঞ্চয়ে—ক্যাল-ফস। বেলেডোনার এবং-- ক্যালকেরিয়া, সিঙ্কোনা, ফস, পলস্ রস, সিপি ও সলফের সহিত অতুলনীয়।

ক্রিয়ানাশক—ক্যাম্ফর, হিপার। ক্রিয়া স্থিতিকাল—৩০—৪০ দিন।

ক্রম—৩০—১০০০ শক্তি। ফরমূলা—৭।

জিজিয়া (Zizia)

(অর্দ্রক বা আদা, শুষ্ক আদা হইতে ইহার টিংচার হয়) শ্বাস-প্রশ্বাস সম্বন্ধীয় যন্ত্র সমূহ এবং অন্ত্র, পাকস্থলী প্রভৃতির উপর ইহার প্রধান ক্রিয়া। স্বরযন্ত্রের উত্তেজনা, গলাধরা, কাশি এবং প্রাতঃকালীন শিরঃপীড়া, বমি, গা বমি, পাকস্থলী অত্যন্ত ভারীবোধ যেন পাথর পোরা আছে এইরূপ অনুভব, পেটফাঁপা, বেদনা, উদরাময় প্রভৃতি কতকগুলি পীড়ায় ও লক্ষণে ইহা ব্যবহৃত হয়। অপরিষ্কার দূষিত জলপান করিয়া উদরাময় হইলে এবং মাতালদের বমনে অনেক সময় ইহার দ্বারা বিশেষ উপকর হয়। তরমুজ খাইয়া উদরাময়, পেটের দোষ, হাঁপানির কষ্টকর উপসর্গ সমূহ সন্ধ্যা হইতে বৃদ্ধি, রোগী শুইতে পারে না, বসিয়া থাকে।

জিঞ্জিবার (Zingiber)

(একপ্রকার গাছ হইতে ইহার টিংচার প্রস্তুত হয়) মৃগী ও তাণ্ডবরোগেই (Chorea) ইহা ব্যবহৃত হয়। মুখের পেশীর আক্ষেপিক স্পন্দন, অন্যান্য পেশীর স্পন্দন প্রভৃতি রাত্রিতে নিদ্রিতাবস্থায় বৃদ্ধি হইলে সমস্ত ঔষধ অপেক্ষা হইা অধিক উপকারী। ক্রম—নিম্নশক্তি। ক্রম—নিম্নশক্তি। ফরমূলা—৩।

ক্রিয়ানাশক—নক্স। ফরমূলা—৪।

সমাপ্ত

পীড়ার সূচীপত্রাঙ্ক

সমাপ্ত।

পীড়ার সূচীপত্রাঙ্ক

সমাপ্ত।

পীড়ার সূচীপত্রাঙ্ক

সমাপ্ত।

কিম্বা মিশ্র দোষ শরীরের মধ্যে গুপ্তভাবে নিহিত থাকিলে তাহা বাহিরে নীত হয়)।

মস্তক—মাথার ও মুখের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে খোঁচামারার মত বেদনা, ডান উর্দ্ধ চোয়ালে বেদনা, ঘাড় আড়ষ্ট (stiff neck), হঠাৎ ঘাড়ে বেদনা ধরে উহা কাণের পশ্চাতে অধিক অনুভূত হয়। ঘাড়ের পেশীতে বেদনা উহা বালিস থেকে মাথা উচু করিলেই বৃদ্ধি। কাণের মধ্যে পূর্ণতা বোধ, মাথার মধ্যে ঝন্ ঝন্ শব্দ।

মুখ—জিহবা শুষ্ক, অসমতল ও বেদনাযুক্ত। গিলিতে গলায় বেদনা, গা-বমি-বমি।

চর্ম্ম—চুলকানিযুক্ত, শুষ্ক (dry) একজিমা, নখের গোড়ার চারিদিকে ইরিথিমা, চর্ম্ম শুষ্ক ও কুঞ্চিত, গা ফাটে ও বেদনা হয়, আঁচিলের মত বা আঁচিল উৎপত্তি, নখ পুরু হয়।

এতদ্ভিন্ন—বাত বেদনা, শরীরের ক্লান্তিবোধ, হাতের তালু অমসৃণ হওয়া ও শক্ত উঠা, কুৎসিত স্বপ্ন দর্শন, ইন্দ্রিয়-শক্তির হ্রাস ও রতিক্রিয়ার ইচ্ছা লোপ, সুপ্ত প্রমেহস্রাব পুনরায় আরম্ভ ইত্যাদি উপসর্গগুলিতেও ইহা উপকারী।

মেথিলিন-ব্লু (Methylene Blue)—৩x—৬ষ্ঠ শক্তি; নিউর্যাল্জিয়া, নিউর্যাসথেনিয়া, ম্যালেরিয়া। টাইফয়েডে—ইহাতে পেটের ফাঁপ ও শক্তভাব, বিকার, ভুলবকা ও জ্বরের উপদ্রব হ্রাস এবং ইনফেকসন্ নিবারিত হয়। কিড্নীর প্রদাহের (একিউট প্যারেন্‌কাইমেটাস ও স্কার্লেটিন্যাল-নেফ্রাইটীসের) ইহা উৎকৃষ্ট ঔষধ। ২ পারসেন্ট সোলিউসন—পুরাতন কর্ণপ্রদাহে—পূঁয অত্যন্ত দুর্গন্ধ থাকিলে এবং ১ পারসেন্ট জলীয় সোলিউসন—ক্ষতে ও চক্ষুর কর্ণিয়ার স্ফোটকে বাহ্যিক ব্যবহৃত হয়।

সমাপ্ত

পীড়া ও পীড়ার প্রকৃতিগত

ঔষধাবলীর তালিকা

(অত্র থেরাপিউটিক্সের লিখিত ষ্টার (*) চিহ্নিত ২/৪ টী ঔষধ বিবরণ এই মেটিরিয়ায় লিখিত মূল ঔষধের মধ্যে পাইবেন।)

অগ্নিদগ্ধ।

(প্রধান ঔষধ ক্যান্থারিস ; ইহার অধ্যায়—২০৭ পৃষ্ঠা দেখুন)।

শরীরের যত অল্প বা অধিক অংশই পুড়িয়া যাক না কেন—পাতি বা কাগজি লেবুর রস টিপিয়া কিম্বা ঘৃতকুমারীর শাঁস পোড়াস্থানে দিলে তৎক্ষণাৎ জ্বালা নিবারণ হইবে। পোড়াস্থানে তুলা বা পাতলা কাপড় দিয়া ঢাকিয়া তাহার উপর মেথিলেটেড স্পিরিট দিয়া ভিজাইয়া রাখিলেও জ্বালার উপশম হয়, কিন্তু ঐ স্পিরিটের সহিত যদি কতকটা পাতি-লেবুর রস মিশাইয়া লওয়া হয়, তাহা হইলে আরও শীঘ্র উপকার হইবে, ইহাতে সম্ভবতঃ ফোস্কাও পড়িবে না। পোড়াস্থানের ক্ষত আরোগ্যের নিমিত্ত—ক্যারণ-অয়েল কিম্বা ১ আঃ অলিভ-অয়েলে কার্ব্বলিক-এসিড—১০/১৫ ফোঁটা মিশাইয়া সেই অয়েল দ্বারা ক্ষতস্থান অনবরত ভিজাইয়া রাখিবে। ক্ষতে দুর্গন্ধ হইলে—কার্ব্বলিক-এসিড—৬ষ্ঠ শক্তি আভ্যন্তরিক সেবনের ব্যবস্থা। আরোগ্যের পর ক্ষতের দাগ মিশাইবার জন্য—কষ্টিকাম—২০০ শক্তি, সপ্তাহে ১ বার কিছুদিন সেব্য, পুড়িয়া যাইবার ক্ষতচিহ্নে পুনরায় বেদনা হইলে কিম্বা পাকিলে—কষ্টিকামে উপকার হয় (ক্যারণ-অয়েল—অর্দ্ধেক চুনের জল এবং অর্দ্ধেক নারিকেল বা অলিভ-অয়েল একত্রে মিশাইলেই উহা প্রস্তুত হইল)।

আগুনে কিম্বা গরম তৈলে পড়িয়া যাইলে—ফটকিরি চূর্ণ বাহ্যিক প্রয়োগে উপকার হয়—৭৫ পৃষ্ঠা। হোমিওপ্যাথিক—ক্যান্থারিস লোসন (ক্যান্থারিস—θ১ ড্রাম, ডিসটিল্ড ওয়াটার—২/৩ আউন্স, এইভাবে (মিশাইয়া) বাহ্যিক প্রয়োগ করিবেন। শেষ অবস্থায় চর্ম্ম নষ্ট হইয়া টিসু ধ্বংস হইতে থাকিলে—ক্যালি-বাইক্রম সেব্য। প্রথমাবস্থায় ফোস্কা পড়িলে ছিদ্র করিয়া তাহার ভিতরের জল বাহির করিয়া দেওয়া উচিত।

অজীর্ণ (গরহজম)

এসিড-ফ্লোর-২০—পেটফোলা, পেটবেদনা, পিপাসা, ঠাণ্ডাপানে ইচ্ছা, একটু আহারের ব্যতিক্রমেই অসুখ করে। পিত্তবমি, হেউ হেউ করিয়া ঢেকুর, বায়ু নিঃসরণ।

এবিস-৮—অতিরিক্ত চা পান ও তামাক খাওয়ার জন্য ডিস্পেপ্‌সিয়া, ভুক্তদ্রব্য পেটে গোলার মত হইয়া আটকাইয়া থাকে, গলায় জড়াইয়া উঠে।

এল্নাস-৬৭—কণ্ডিউর‍্যাঙ্গো-২৭৫—মাছ, মাংস, ডাল প্রভৃতি প্রটিড-ফুড হজম হয় না, গ্যাষ্ট্রিক-যুস নিঃসরণ হয় না, তজ্জন্য ডিস্পেপসিয়া।

কার্ব্বো-এনিমেলিস-২১৬—শিশু যতদিন স্তন্যপান করে, প্রসূতির ততদিন অজীর্ণ।

* বেলিস-পিরেনিস—ঠাণ্ডা দ্রব্য—বরফাদি পান করিয়া পাকস্থলীর তরুণ কিম্বা পুরাতন কোনও উপসর্গ, গরম হইতে আসিয়া হঠাৎ ঠাণ্ডা পানীয় পান জনিত কুফল, গরম হইতে আসিয়া হঠাৎ ঠাণ্ডা লাগিয়া পীড়া (বার্ণেট)।

ইল্যাপ্স-৩০৯—ফল বা ঠাণ্ডা পানাহার সহ্য হয় না, একটু ঠাণ্ডা লাগিলেই সর্দ্দি হয়।

ক্যারিকা-পেপেয়া-২২২—কিছু না খাইলে দুর্ব্বল হয়, অথচ খাইলেও হজম হয় না, খাইলেই পেটে বেদনা ও বমি,যাহা খায় তাহা উঠিয়া যায়, স্বাদহীন ঢেকুর উঠে।

চায়না-২৪৭—ফল সহ্য হয় না, আহারের পর বুকে বেদনা, বুকের মধ্যস্থলে গোলার মত একটা পদার্থ ঠেলিয়া উঠে।

সাইক্ল্যামেন-২৯৬—ক্ষুধা হয় না, সামান্য খাইলেই পেট ফোলে, খাদ্য দেখিলেই গা বমি। ঘৃত, রুটির নাম করিতে পারে না, খাইলেও হজম হয় না, যাহা খায় লোণা।

ফেল-টারি-৩১৮—হজমের হ্রাস, পেটে গড়্গড় শব্দ, উদরাময়, ঢেকুর উঠা, আহারের পর নিদ্রাবেশ।

ফেরম-আয়োড-৩১৮—খাইলেই পেট ফোলে, আহার্য্য গলায় ঠেলিয়া উঠে।

ভেরম-সিয়ানে-৩২২—পেট বেদনা, জ্বালা, গা-বমি, পেটফাঁপা, কোষ্ঠবদ্ধ, উদরাময়।

গ্র্যাফাইটীস-৩৪২—মুখে কিছু ভাল লাগে না, গিলিতে বমি আসে, পেটে বায়ু জমে, পেট কামড়ায়, পেট জ্বালা করে, শূলবেদনা হয়, গলায় পুঁটুলি পাকায়।

হিপার-৩৬২—হজম হয় না, মুখে টক্ আস্বাদ পেটে ব্যথা,—খাইলে উপশম।

হাইড্র্যাসটীস-৩৬৫—কখনও কোষ্ঠবদ্ধ, কখনও উদরাময়, পেট ফোলে, দুর্গন্ধ বা টক ঢেকুর উঠে, মলে আম।

ক্রিয়োজোট-৪১৯—খাদ্য হজম হয় না, পেটেও থাকে না, অজীর্ণ অবস্থায় বমি, আহারের অনেক পরে বমি, বহু পূর্ব্বের আহার বমি, গর্ভাবস্থায় বমি, শিশুদের বমি।

ক্যালি-বাইক্রম-৩৯৩—বমি টক, পিত্ত ও শ্লেষ্মামিশ্রিত, তারের মত পেটফাঁপা, কোষ্ঠবদ্ধ, প্রাতঃকালীন উদরাময়, পাকস্থলীতে ক্ষত হইয়া বমি, নিয়ত পেট ভার।

নক্স-মস্কেটা-৫০৪—আহারের ঠিক পরেই যন্ত্রণাবোধ পেট ফাঁপে।

ল্যাকেসিস-৪২৫—নেশাখোর, যাহারা অত্যন্ত কুইনাইন সেবন করিয়াছে, যাহাদের শরীরে পারদ-বিষ আছে; যাহাদের অজীর্ণে আহারের পরেই পেট ফুলিয়া উঠে, পেটের ব্যথা আহারের পরেই নিবৃত্তি; কিন্তু একটু পরেই বৃদ্ধি, অম্লদ্রব্য সহ্য হয় না।

লাইকোপোডিয়ম-৪৪৭—পেটফোলা, টক ঢেকুর, পেট জ্বালা। পুরাতন অজীর্ণ—খাদ্য সহজে হজম হয় না, তরল পান ভিন্ন অন্য আহারে পেট বেদনা হয়, পেট ফোলে, বমি হয়, ঢেকুর সম্পূর্ণ উঠে না, গলা পর্য্যন্ত উঠে, পেট জ্বলে, মুখে জল উঠে।

ম্যাগ্নেসিয়া-কার্ব্ব-৪৫৪—আটা, ময়দা, আলু, কপি প্রভৃতি ষ্টার্চ্চিদ্রব্য আদৌ সহ্য হয় না, পেটে বায়ু জমে, টক ঢেকুর উঠে, বুক জ্বলে, অম্ল হয়, মুখ টক হয়, দুধ সহ্য হয় না, অন্তরে গরমবোধ করে, কিন্তু ঠাণ্ডা লাগাইতেও সাহস করে না।

ন্যাট্রম-কার্ব্ব-৪৮৯—পেটে বায়ু জমে, পেট ফোলে, পেট কামড়ায়, পেট শক্ত হইয়া থাকে, দুর্গন্ধ বায়ু নিঃসরণ হয়, শাকসব্জি ও ষ্টার্চ্চিদ্রব্য সহ্য হয় না। মুখে জল উঠে, গা বমি-বমি করে, অম্বল হয়, কখনও কোষ্ঠবদ্ধ কখনও উদরাময়।

ফেরম-পিক্রিক—পেটফাঁপা এবং বুকের উর্দ্ধাংশে যেন চাপবোধ, ইহার গতি বায়ু নিঃসরণ ও হাইউঠা, হৃৎপিণ্ডের প্রবল গতিসহ মাথাব্যথা, মাথাঘোরা, গা-বমি, পিত্ত-বমি, বমি হইলে উপশম। জিহবা শুষ্ক, চোখের কোণে কাল দাগ।

নক্স ভমিকা-৫০৮—হজম না হইয়া পেটবেদনা, রোগী অস্থির হয়, তৎসহ কোষ্ঠবদ্ধ, একটু একটু করিয়া বাহ্যে, কিছু খাইলে পেট মোচড়াইয়া বমি হয়, বমি টক বা তিক্ত, কাট্‌বমি, মুখে জল উঠে, গলায় আঙ্গুল দিয়া বমির চেষ্টা করে।

পল্‌সেটিলা-৫৫৪—ঘৃতপক্ক দ্রব্য, পিষ্টক, পরমান্ন, মিষ্টান্ন ইত্যাদি গুরুপাক দ্রব্যাদি আহার করিয়া পীড়ার উৎপত্তি। বহু পূর্ব্বের আহার বমি, শ্লেষ্মা ও পিত্তবমি, পেটে টাটানি-ব্যথা,বায়ু সঞ্চয়, পেটফাঁপা, বুকজ্বালা, মুখে জল উঠা, ঢেকুর তাহাতে—ভুক্ত দ্রব্যের আস্বাদ, মুখে পিত্তের আস্বাদ, পেট ডাকিয়া বায়ু নিঃসরণ।

সিপিয়া-৫৯৪—মুখে তিক্ত বা টক আস্বাদ, অম্ল খাইতে ইচ্ছা, পেট ফোলে, কোষ্ঠবদ্ধ, খাদ্যের গন্ধে গা-বমি, গরম দুধ সহ্য হয় না, পেট ভারী হয়।

সল্‌ফার-৬১৯—দুধ এবং আলু, ময়দা, আটা প্রভৃতি ষ্টার্চ্চি দ্রব্য আহার করিয়া অজীর্ণের উৎপত্তি। মুখের স্বাদ টক ও তিক্ত। অত্যন্ত ক্ষুধা, কিন্তু ২/১ গ্রাস খাইলেই মনে হয় যেন পেট পূর্ণ। ১০টা হইতে ১১টার সময় পেট খালিবোধ, পেট গড়্গড় করিয়া ডাকে, ঢেকুর উঠে, পেটে বেদনা হয়, —বায়ু নিঃসরণে ডিমপচার মত দুর্গন্ধ, (পেটে বায়ু জমার নিমিত্ত অনেক স্থলে অজীর্ণ হয়—"বায়ুজমা" ৮৪৩ পৃষ্ঠা দেখুন)।

ন্যাট্রম-সল্‌ফ-৫০০—পেটে বায়ু জমে, পেট ফোলে, বুক জ্বালা করে, পিত্তের গোলযোগ কিম্বা বর্ষায় পেটে বায়ু সঞ্চয় হইয়া পীড়া।

এপিফেগাস-৬৮৪—জিহবায় হলদে ময়লা, তিক্ত আস্বাদ, আহারের পর নিদ্রাবেশ, তরল বাহ্যে, লাল চট্‌চটে, অনবরত মুখে থুথু জমে।

পপুলাস-ট্রি-মিউলয়েডস-৬৯৫—পেটের দোষ, গরহজম, পেটফাঁপা, অম্ল, গা-বমি-বমি।

অজীর্ণ—পাকস্থলীর গোলযোগ হেতু—আর্নি, এন্টিম, এপি, নক্স, পল্‌স প্রভৃতি। স্পিরিট পান হেতু—কার্ব্বো, নক্স, কফি, ইপি, পলস। তামাক সেবনে—ককু, ইপি, মার্ক, নক্স, পল্‌স। অম্ল ভক্ষণে—আর্স, কার্ব্বো, হিপ। পারদ সেবনে—কার্ব্বো, চায়না, হিপার। গরম হইয়া—ব্রায়ো, সাইলি। ঠাণ্ডায়—আর্স, বেল, ক্যামো, ককু।

দ্রষ্টব্য ঃ—পুরাতন উদরাময় ও অজীর্ণে প্রত্যহ প্রাতে কাঁচা বেলপোড়া, একটু ইক্ষুগুড় দিয়া এবং ভাতের সঙ্গে মহিষ দুধের ঘোল ও চিনি দিয়া আহার উপকারী। গরম মশলা, লঙ্কার ঝাল, গুরুপাক কোনও প্রকার দ্রব্য ও ডাল আহার নিষিদ্ধ। প্রাতে—কাঁচা সাগু, (কেওয়া দানা) ২/৩ ঘন্টা জলে ভিজাইয়া মিছরীর গুড়া দিয়া মধ্যাহ্নে—পুরাতন সরু কোনও চালের ভাত, ডাবের জলে ২ ঘন্টা ভিজাইয়া সেই ভাত—পটল, ঝিঙ্গে, খুব ছোট কাঁচকলা, মানকচু, কাঁচা পেঁপে, লাউ ইত্যাদি সিদ্ধ করিয়া সেই তরকারী দিয়া (মাছ না খাওয়াই ভাল) ; বৈকালে— বেলপোড়া, ইক্ষু, অল্প কমলালেবু, অম্বল না হইলে কচি ডাবের জল, পানিফলের পলো সিদ্ধ করিয়া মিছরীর গুঁড়া দিয়া এবং রাত্রিতে সহ্য অনুযায়ী—সরু চিড়া, ২ ঘন্টা গরম জলে ভিজাইয়া তাহাকে চটকাইয়া কাপড়ে ছাঁকিয়া মিছরীর গুড়া দিয়া কিম্বা সহ্য হইলে ভাল ঘৃতে লুচি ভাজিয়া সঙ্গে সঙ্গে গরম থাকিতে থাকিতে শুধু একটু লবণ অথবা কোয়েকার্স-ওট, রাঁধা সাগু, বার্লী, স্পিড্‌স এরারুট, শটিফুড, এলেনবেরি—নং—১ বা ২ ইত্যাদি আহারের ব্যবস্থা করিবেন। ১ ছটাক মিষ্টি দধি, ৯ ছটাক জল—একটি বোতলে পুরিয়া উহাকে উত্তমরূপে ৪০।৫০ বার ঝাঁকি দিয়া কাপড়ে ছাঁকিয়া তাহাতে একটু মিছরীর গুড়া এবং ইচ্ছা

করিলে—জিরা ভাজিয়া গুঁড়া করিয়া সেই গুড়া একটু উহাতে মিশাইয়া পান করিতে পারে। পেটের অসুখে শুধু ঔষধের উপর নির্ভর করা চলে না, পথ্যের উপরেও অধিক লক্ষ করিতে হয়।

অরুচি।

ইহাতে লক্ষনানুযায়ী ঔষধের ব্যবস্থা করিবেন। ঔষধে উপকার না হইলে বড় হরিতকীর ছাল কিম্বা আমলকী সর্ব্বদা মুখে রাখিবেন। সকালে আদা ও সৈন্ধব লবণ এবং অজীর্ণের মধ্যে লিখিত অনুসারে দধি প্রস্তুত করিয়া কিম্বা মাঠাতোলা ঘোলের সঙ্গে একটু জিরা ভাজার গুঁড়া দিয়া প্রত্যহ রোগীকে খাইতে দিবেন। ঔষধে—প্রথমে কলচিকাম নিম্নশক্তি।

অণ্ডকোষের পীড়া।

ঠাণ্ডা লাগিয়া পীড়া—রসটক্স, পল্স, ... আঘাতজনিত অত্যন্ত টাটানি বেদনাসহ অণ্ডকোষ শক্ত—আর্ণিকা....রুদ্ধ প্রমেহজনিত পীড়া—হ্যামা, ক্লিমে, পল্স, স্পঞ্জি, ক্যানাবিস, রডো,.... পুরাতন পীড়া—এসিড-ফ্লোর, রডো,.... অত্যন্ত বেদনা—রডো, স্পঞ্জি... একশিরা—মার্ক, পল্স, রডো, হ্যামা, ক্লিমে... অণ্ডকোষে স্ফোটক—বেল, হিপার, ক্যালি-সল্ফ, সাইলি,....তরুণ প্রদাহ, প্রদাহিত স্থান লালবর্ণ, অত্যন্ত স্পর্শকাতরতা বেদনা—বেলেডোনা..... স্পার্মাটিক কর্ডের ফোলা—আর্ণি, পল্স, সার্সা, অরম-মেট, স্পঞ্জি..... অণ্ডকোষের নিউর‍্যালজিয়া—অরম, বার্ব্বে, কলোসিন্থ, ন্যাজা, এসিড-অকজ্যা,..... টেষ্টিসের খর্ব্বতা—অরম-মেট, কার্ব্বো এনি, ষ্ট্যাফি, ক্যালি-আয়োড,... স্ক্রোট্যাল হার্ণিয়া—ম্যাগ মিউর নক্স-তম,..... হাইড্রোসিল (শিশুর)—এপিস, অরম, ক্লিমে, পল্স, পডো সাইলি...... কার্সিনোভা—আর্স, অরম, বেল, কোনি, ফাইটো, সাইলি, সলফ... ভেরিকোসিল—ইস্কিউ, আর্ণি, অরম, এসিড-ফ্লোর; ক্যাল্কে,...... এপিডিডাইমিটীস—এগ্নাস, অরম, হ্যামা, ফাইটো, পল্স, রডো রস।

বার্ব্বেরিস-১৬৫—এসিড-অকজ্যা-৩৩—অণ্ডকোষ ও স্পার্মাটিক-কর্ডের নিউর‍্যাল্জিয়া।

ব্রোমিয়ম-১৭১—অণ্ডকোষ ফোলে, গরম ও শক্ত হয়, বেদনা নড়িতে চড়িতে পারে না।

ক্যালেন্ডিয়ম-১৮১—একজিমা, অণ্ডকোষের চর্ম্ম পুরু ও মোটা হয়। লিঙ্গে প্রুরাইটীস, চুলকায়, ফোলে।

ক্যাল-ফ্লোর-১৯১—অণ্ডকোষে জল সঞ্চয় হয়, ফোলে।

*এনিলিনাম-২১০—লিঙ্গে ও অণ্ডকোষে বেদনাসহ ফোলা, মূত্রনলীতে টিউমার।

ক্লিমেটিস-২৫৫—৬০৩—প্রমেহস্রাব বন্ধ হইয়া অথবা ঠাণ্ডা লাগিয়া কোষ প্রদাহ ডান দিকের কোষ অধিক আক্রান্ত হওয়ায় স্পার্মাটিক-কর্ড ফুলিয়া মোটা, ভীষণ বেদনা।

ইউফর্ব্বিয়ম-৩১৬—এপিস—১০৫—প্রদাহ, ক্ষত, চুলকানি, জ্বালা, বেদনা, অণ্ডকোষ ও মলদ্বার ফোলা।

হ্যামামেলিস-৩৫০, ৫৫৭—প্রদাহ, আক্রান্ত স্থানে খুব টাটানি ব্যথা, স্পার্মাটিক-কর্ডে বেদনা ও স্ফীতি (বাহ্য প্রয়োগে—হ্যামা-θ-১ ড্রাম জল বা গ্লিসারিণ—৮ ড্রাম)। তরুণ প্রদাহে—হ্যামামেলিস; পুরাতন প্রদাহে—এসিড-ফ্লোর।

* ফাইটোলক্কা প্রমেহ কিম্বা সেকেণ্ডারী সিফিলিস জনিত একশিরা। অণ্ডকোষে যন্ত্রণাযুক্ত ফোলা ও শক্তভাব বেদনা—লিঙ্গে ও পেরিনিয়মে পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়।

* কোনিয়ম—আঘাত লাগিয়া পীড়া হইলে অধিক উপকারী, অণ্ডকোষ ফোলা ও পাথরের মত শক্ত। গর্ম্মী পীড়াজনিত পীড়া।

*মার্ক-আয়োড-রুব-গর্ম্মী পীড়াজনিত বাম দিকের কোষবৃদ্ধি (Sarcocele) বাম দিকের কোষ ও রেতোরজ্জুর স্পর্শকাতরতা বেদনা।

পল্সেটিলা-৫৫৭, ৬০৩—প্রমেহস্রাব বন্ধ হইয়া প্রদাহ, তাপে যন্ত্রণা বৃদ্ধি, কোষ ও রেতোরজ্জু ফুলিয়া মোটা, কোমরে বেদনা, গা-বমি, ইহাতে রক্তস্রাব পুনঃ প্রকাশিত হয়।

রডোডেন্ড্রন-৫৬৫, ৫৫৭, ৬০৩—অণ্ডকোষ ফোলা, শক্ত, বেদনাযুক্ত বেদনা পেট পর্য্যন্ত পরিচালিত হয়, প্রমেহের পর কোষ ফোলা, শক্ত হওয়া, পুরাতন পীড়া—বাতজনিত প্রদাহ (প্রমেহ আবদ্ধজনিত ফোলা—ক্লিমে, রডো, পল্স)।

এস্পিলক্সিস-৫৬৫—রডোডেণ্ড্রণ-৫৬৫—হাইড্রোসিল, অণ্ডকোষে জল জমা।

মার্ক-সল -৫৫৭—মুদা এবং অন্যান্য স্থানের গ্রন্থিস্ফীতি সহ অণ্ডকোষের পীড়া।

এসিড-অকজ্যালিক-৫৫৮—স্পার্মাটিক-কর্ডের অর্থাৎ রেতোরজ্জুর নিউর‍্যালজিয়া।

এসিড-ফ্লোর-৩৫০—অনেক দিনের পুরাতন কোষ-প্রদাহ।

অরম-মেট-১৪৩, ৬০৩—ডানদিকের কোষ ফোলা (বামদিকের সঞ্জিয়া)।

স্পঞ্জিয়া-৬০৩—অণ্ডকোষের স্ফীতি, শক্ত, অত্যন্ত বেদনা, স্পার্মাটিক-কর্ড ফুলিয় মোটা হয়, একটু এবং নড়াচড়ায় প্রাণ বাহির হইয়া যায় (বামকোষ অধিক আক্রান্ত)

টার্সিলেগো-২০৪—প্রমেহস্রাব বন্ধ হইয়া অণ্ডকোষ আক্রান্ত।

ইনডিয়ম-৬৮৮—স্পার্মাটিক-কর্ডের ভিতরে খেঁচে থাকার মত বেদনা।

অনিদ্রা ও নিদ্রা।

আর্স-আয়োড-১৩৫—সমস্ত রাত্রি ছট্ফট্ করে, আদৌ নিদ্রা হয় না।

ব্রোমিয়ম-১৭২—স্বপ্ন দেখে, চমকাইয়া উঠে, জাগিয়াও কাঁপিতে থাকে।

ক্যাড্মিয়ম-১৮১—ঘুমায়, দমবন্ধের মত হয়, তাড়াতাড়ি উঠে—ভয়ে আর শোয় না।

এবসিন্থিয়াম-১০—মস্তিষ্কে রক্তাধিক্য বশতঃ টাইফয়েডে অনিদ্রা।

*ড্যাফনি-ইণ্ডিকা-৬৮৩—সম্পূর্ণ অনিদ্রা, কখনও কখনও হাড়ের কামড়ানি বেদনার জন্য নিদ্রা হয় না, নিদ্রার পর স্বপ্ন ও ভয় দর্শন।

ক্যাল্কেরিয়া-কার্ব্ব-১৮৬—আদৌ ঘুম নাই, চক্ষু বুজাইলেই ভীতিকর মূর্ত্তি বা স্বপ্ন দেখে, একটু শব্দ চমকাইয়া উঠে, সমস্ত রাত্রি জাগিয়া থাকে।

কক্সিলেনা-২৫৮—দাঁত উঠিবার সময় স্নায়বিক অস্থিরতা, আদৌ ঘুমাইতে পারে না।

ককুলাস-২৬১—অনেকদিন পর্য্যন্ত রাত্রি জাগিয়া অনিদ্রা বশতঃ কোনও পীড়া, বৈষয়িক বিষয়ে চিন্তা বা উদ্বেগ বশতঃ অনিদ্রা।

কফিয়া-২৬২—কোনও চর্ম্মপীড়ায় চুলকানির জন্য অনিদ্রা। ভবিষ্যতের জন্য মনের মধ্যে নানাপ্রকার চিন্তা ও কল্পনা তজ্জন্য অনিদ্রা, বিছানায় ছট্ফট্ ও এপাশ ওপাশ করে

ঘুম যেন চোখে আসে না, স্নায়ুর উত্তেজনার জন্য অনিদ্রা, ৩টার পর ঘুম ভাঙে আর ঘুম হয় না, (উচ্চশক্তি ২০০, শয়ন কালীন ১ মাত্রা, উপকার না হইলে ২ ঘন্টা পরে আর একমাত্রা)।

বোরাক্স-১৬৯—ঘুমাইবার সময় হঠাৎ চীৎকার করিয়া কাঁদে, মাকে জড়াইয়া ধরে, যেন স্বপ্নে কত ভয় পাইয়াছে, প্রকৃত কারণ পাওয়া যায় না।

এমন-কার্ব্ব-৭৯—ভূত-প্রেত, মৃতের স্বপ্ন, নিদ্রিতাবস্থায় শ্বাসবদ্ধ হইয়া উঠিয়া পড়ে।

একটিয়া-রেসি-৫২—শিশুদের দন্ত উঠিবার সময় অনিদ্রা।

কোকা-২৫৭—ঘুম আসে, শোয় কিন্তু স্থির থাকিতে পারে না।

মর্ফিণাম-৪৮৩—অত্যন্ত নিদ্রালু কিন্তু নিদ্রা হয় না, অর্দ্ধ নিদ্রা—অর্দ্ধ জাগ্রত ভাব।

ফসফরাস-৫৩৫, ৫২৯—আহারের পর নিদ্রাবেশ। জাগতেও যেমন ঘুমাতেও তেমন, রাত্রির মধ্যে অনেকবার জাগে ও ঘুমায়।

সাম্বল—দিবসে নিদ্রালুতা, রাত্রিতে অনিদ্রা।

সাইপ্রিপিডিয়ম-২৯৭—শিশু দিনে খেলা করে, রাত্রিতে কাঁদে, কেহ ঘুমাইতে পারে না।

নক্স-মস্কেটা-৫০৩—সমস্ত পীড়ায় নিদ্রাচ্ছন্ন, আচ্ছন্নভাব, সদাই ঘুমঘুমভাব।

পল্‌স-৫৬০—সন্ধ্যার সময় ঘুমে কাতর, শয়ন করে; নিদ্রা হয় না, ছটফট করে।

প্যাসিফ্লোরা-৫২৩—অনিদ্রার কোনও ঔষধে উপকার না হইলে (মাত্রা—১০ হইতে ২০ বিন্দু) ১ ঘন্টা অন্তর—২।৩ মাত্রা।

ওপিয়ম-৫২০—ঘুম পাতলা, চোখে যেন ঘুম আসে না, পড়িয়া থাকে, ঘুমায়—একটু মাত্র শব্দ হইলেই ঘুম ভাঙ্গে, অনেকক্ষণের পর তবে ঘুম আসে।

প্রথম রাত্রিতে অনিদ্রা—পলস,........শেষ রাত্রিতে অনিদ্রা—নক্স-ভমিকা।

ষ্ট্যাফিসেগ্রিয়া-৬০৬, সলফ-৬১৩—দিবার নিদ্রাবেশ, রাত্রিতে অনিদ্রা, আচ্ছন্নভাব।

হায়োসিয়ামস-৩৭০—শিশুদের অনিদ্রা, একটু নিদ্রা আসিলেই শিহরিয়া উঠে, হাত পা চাপিয়া চীৎকার করিয়া কাঁদে। কোন কোন ব্যক্তি ঘুমাইতে ঘুমাইতে হঠাৎ লাফাইয়া উঠে, অনিদ্রার কোন প্রকৃত কারণ পাওয়া যায় না, আদৌ ঘুম হয় না।

ক্যালি-ব্রোম-৩৯৯—ঘুমে চীৎকার করিয়া উঠে, থরথর করে, জ্ঞান থাকে না।

ক্রফুল্যারিয়া-৬৯৭—আহারের পূর্ব্বে ও পরে এবং প্রাতে অদম্য ঘুমভাব।

স্কাটেলেরিয়া-৬৯৭—কোনও বিষয়ে মনঃসংযোগ করিতে না পারা, অস্থির নিদ্রা ও ভয়ানক স্বপ্ন, নিশাভীতি।

বিউট্রিক-এসিড-৬৮০—অনিদ্রা, ঘুমাইলে ভয়ানক স্বপ্ন।

অনিদ্রা—অস্থিরতার জন্য—একোন, ষ্ট্র্যামো, ক্যামো, কফি.....সন্ধ্যায়—একোন, ক্যামো, সিনা, ফেরম, সোরি,...... বিছানা হইতে সরিয়া যায়—আর্স, ক্যামো, হায়োসি, ...নানা চিন্তার জন্য—এগারি, ক্যালকে-সলফ, ভায়োলা, কফি.....অনিদ্রার কুফল—ককু, এসি-ফ্লোর, ল্যাক-ডি.....মস্তিষ্কে রক্তাধিক্যতার জন্য টাইফয়েডে অনিদ্রা—এবসিন্থ।

অনিয়মিত আহার জনিত পীড়া।

সেরিয়ম-২৩১—অজীর্ণ খাদ্য বমন, খাদ্য অর্দ্ধ অজীর্ণ অবস্থার বমন, বমির সহিত কখনও রক্ত, বমির সময় ও পরে পেটে অসহ্য বেদনা, গর্ভাবস্থায় বমি।

ইপিকাক-৩৮২—অতিরিক্ত ভোজন করিয়া কিম্বা ঘৃতপক্ক দ্রব্য, মিষ্টান্ন, মাছ প্রভৃতি আহার করিয়া হজম না হইয়া ভুক্তদ্রব্য বমি, তৎসহ পেটে বেদনা, জিহবা পরিষ্কার।

পলস-৩৮৩—অজীর্ণ ভুক্তদ্রব্য বমি না হইয়া পেটে জমিয়া থাকা, জিহবার গাঢ় ময়লা কিম্বা এন্টিম ক্রুডের মত সাদাটে।

নক্স-ভমিকা-৫০৮—গুরুপাক দ্রব্য ভোজন করিয়া পীড়া, আহারের ২।৩ ঘন্টা পরে পেটে ব্যথা, বাহ্যে খোলসা হয় না, পেটে মোচড়াইয়া বমি, গলায় আঙ্গুল দিয়া বমি।

পেটের বেদনার জন্য—শূলবেদনার ঔষধ দ্রষ্টব্য এবং অজীর্ণের সমস্ত ঔষধ প্রযোজ্য।

অঞ্জনি বা আঞ্জিনা (Stye)

(প্রথমাবস্থায় পলস, পরে—স্ট্যাফি ; পুরাতন পীড়ায়—হিপার),.....উপর পাতায়—এলিউমিনা, কষ্টি, মার্ক, ষ্ট্যাফি, সলফ..... নীচের পাতায়—ফস, পলস, রস... চোখের কোণে—গ্রাফা, নাট্রম-মিউর, সলফ.... ডানদিকের—নাট্রম-মিউর, ক্যালকেরিয়া,...... চোখের পাতার টিউমার—পলস, ম্যাগ-কার্ব্ব, ষ্ট্যাফি।

হিপার-৩৪০, ৩৬১—আঞ্জিনা পাকিয়া পূঁয ঝরিতে থাকে, অত্যন্ত বেদনা।

পলসেটিলা-৩৪১—আঞ্জিনাসহ রাত্রে খুব পিচুটি জমে, প্রাতে চোখ জুড়িয়া যায়।

ষ্ট্যাফিসেগ্রিয়া-৬০৭—ক্যালকেরিয়া-পিক্রেটাম-১৯৪—চক্ষুর পাতার ক্রমাগত আঞ্জিনা হয় ও পাকে, ক্ষত হয়। .....সাইলি-৫৯৬—পাকিয়া পূঁয নির্গত হয়।

অন্ত্র-প্রদাহ।

(সাধারণ প্রদাহের সমস্ত ঔষধ ইহাতে প্রয়োজনীয়, প্রাদাহিক পীড়া.....৪৩ পৃষ্ঠা দেখুন)

বেলেডোনা-১৫৮—পাকস্থলী, উদর, অন্ত্রাদির প্রদাহ, ঠাণ্ডা লাগিয়া এন্টেরাইটিস, পেরিটোনাইটিস, আক্রান্ত স্থানে তীব্র বেদনা, একটু নড়াচড়ায় বা স্পর্শে যন্ত্রণা বাড়ে।

ল্যাকেসিস-৪২৬—পেটে টাটানি ব্যথা, হাত ছোঁয়ান যায় না, কাপড়ের ভার সহ্য হয় না, পেটফোলা, শ্বাসকষ্ট, ক্ষীণ নাড়ী, বাহ্যে বমি, পেট জ্বালা, অত্যন্ত দুর্গন্ধ বাহ্যে।

অন্ত্রশূল বেদনা।

(শূল-বেদনা ৮৮২ পৃষ্ঠা দেখুন)

অনুকল্প রজঃ (Vicarious Mense)

ফসফরাস-৩৫০—রজঃ বন্ধ হইয়া কাশির সহিত রক্ত, পেটে গোলা ঠেলিয়া উঠে।

অষ্টিলেগো, মিলিফো, হ্যামা-৩৫০—রজঃরোধহেতু পাকস্থলী হইতে রক্ত উঠে।

মিলিফোলিয়ম-৪৮১—ঋতু বন্ধ হইয়া পাকস্থলী হইতে রক্ত উঠে, রক্তের রঙ উজ্জ্বল লালবর্ণ, বেদনার লেশমাত্র থাকে না (ফসফরাস ও পলসেটিলা—ঋতু বন্ধ হইয়া অন্যান্য স্থানের রক্ত মুখ দিয়া উঠে)।

সিনিসিও-৪৮১, ৩৫০—ঋতু বন্ধ হইয়া কাশি মুখ, দিয়া রক্ত উঠে, গয়ারের সঙ্গে রক্ত।

পলসেটিলা-৫৫৭—যৌবনে পদার্পণ করিয়া ঋতু যথাসময়ে না হইয়া অথবা ঋতুস্রাব বন্ধ হইয়া মুখ বা নাক দিয়া রক্ত উঠা

অন্ত্রবৃদ্ধি (হার্ণিয়া)।

(নক্স ভমিকা অধ্যায়—৫১১ পৃষ্ঠা দেখুন)।

ষ্ট্রাঙ্গুলেটেড—প্লম্বম—৫৪৬,...... অম্বিলাইক্যাল—নক্স-ভম, ককুলাস,......... ইনকার সিরেটেড—ডিজি, নক্স, ওপি, প্লম্বম,...... ইংগুইন্যাল—ককু, নক্স, এসিড-সলফ, লাইকো।

অন্ত্রাবরোধ।

আর্স, বেল, ককু, কার্ব্বো, কুপ্রম, ল্যাকে, নক্স, ওপি, থুজা।

অম্লরোগ।

অজীর্ণের সমস্ত ঔষধ প্রয়োজনীয় (থেরাপিউটিক্সের মধ্যে অজীর্ণ ও গরহজম দেখুন)।

এসিড-ল্যাকটিক-২৪—আহার্য্য বস্তু অম্ল হয়, গরম কটু-তিক্ত ঢেকুর উঠে, পেট থেকে মুখ পর্য্যন্ত জ্বলে। গলায় বোধ হয় একটি পুঁটুলি কিম্বা একটি গোলা আছে।

এসিড-সলফ-৩৯, ২৮১—বমি, উদগার, দাঁত টক হয়, বুক জ্বলে।

এসিড-স্যালিসাইলিক-৩৯—পেটে বায়ু জমাসহ ক্রমাগত হেউ-হেউ করিয় ঢেকুর।

ফেরম-সলফ-৩২২—অম্বল হয়, ঢেকুরের সঙ্গে এক মুখ করিয়া জল ও ভুক্তদ্রব্য উঠে।

ফেরম-টার্টারি-৩৩২—বুক জ্বলে, পাকস্থলী গরম বোধ হয়।

ইল্যাপ্স-৩০৯—অম্লজমা, পেটে হঠাৎ বেদনা, কোনও দ্রব্য পানাহার করিলে অন্ননলী-পথে কিছুক্ষণ আটকাইয়া হঠাৎ নামিয়া আসে, ঠাণ্ডা পানাহার সহ্য হয় না।

ম্যাগ্নেসিয়া-কার্ব্ব-৪৫৪—বায়ুজমা, টক-ঢেকুর বুক জ্বালা, ষ্টার্চ্চ ও দুধ সহ্য হয় না।

নাট্রেম-ফস-৪৯৯—টক উদগার, টকবমি, টকাস্বাদ, পেটফোলা, টকগন্ধ বাহ্যে।

এবিস-নায়গ্রা-৮—বায়ু ও অম্ল, বৃদ্ধদের অম্ল, অজীর্ণ, তৎসহ হৃৎপিণ্ডের কোনও পীড়া (অম্লশূল বেদনা নীচে দেখুন)।

নক্স-ভমিকা-৫০৮—ভাল হজম হয় না, পেটে কামড়ানি খামচানি বেদনা, টক তিক্ত-বমি, কোষ্ঠবদ্ধ, একটু একটু করিয়া বাহ্যে, গলায় আঙ্গুল দিয়া বমি করে।

রোবিনীয়া-৫৭৩, ২৮১—মুখে টক জল উঠে, টক বমি ও দাঁত টক হয়।

আইরিস ভার্স-৩৮৭—মুখে, পাকস্থলীতে অন্ত্রে, আগুনের শিখার মত জ্বালা, মুখে লালা ঝরে, ঘন আঠার মত পদার্থ বমি, অম্ল ও পিত্ত বমি, সমস্ত খাদ্য অম্বল হয়।

কর্ণাস-ফ্লোরিডা-২৮১—পেটের দোষ, গরহজম, অম্ল, বুকজ্বালা, অত্যন্ত দুর্ব্বলতা।

লাইকোপোডিয়ম-২৭, ৪৪৭—পেটে বায়ু জমে, পেটফোলে, আহার করিতে করিতেই কিম্বা আহারের পরেই পেট ফুলিয়া উঠে, মুখের আস্বাদ টক হয়, পেটে বায়ুজমে, পেট ডাকে

ন্যাট্রম-ফস-৪৯৯—শিশু ও অম্লপীড়াগ্রস্ত রোগী, টক ঢেকুর, টকবমি, টক আস্বাদ শিশুর টকগন্ধ সবুজ বাহ্যে, দুধবমি, দধির মত বমি।

হিপার-সলফ-৩৬২—কোন খাদ্য হজম হয় না, সাবধানে বাছিয়া খাইলেও পেট খারাপ করে, মুখ টক হয়, পেটে মোচড়ানি ব্যথা, কিছু খাইলে উপশম।

দ্রষ্টব্য ঃ—কিছু ধান রাত্রিতে একটি পাথর বাটিতে ভিজাইয়া পরদিন প্রাতে কাপড়ে ছাঁকিয়া সেই জলের সঙ্গে। ॥ ০ আনা ওজন সোহাগার খই চূর্ণ মিশাইয়া পান করিলে অম্ল নষ্ট হয়। প্রত্যহ খালি পেটে ৩/৪ বার ১ গ্লাস করিয়া ঈষৎ গরম জল পানে বিশেষ উপকার হয় আতপ চাল ভিজান জল ১ গ্লাস প্রত্যহ উষায় খালি পেটে পান বিশেষ উপকারী।

অম্লশূল-বেদনা।

(শূলবেদনা ও পাকস্থলীর পীড়া ৮১৩ দেখুন)

<u>বেদনার বৃদ্ধি ঃ—</u>

এসিড-হাইড্রো-৮৬, ২৩—পেট খালি হইলেই বেদনার বৃদ্ধি.....নক্স-ভম, ৮৬—আহারের প্রায় ২/৩ ঘন্টা পরে বৃদ্ধি..... এনাকার্ড-৮৬—খালিপেটে ও আহারের কিছু পরে কিম্বা আহারের ঠিক ২ ঘন্টা পরে বৃদ্ধি ; আর্ণিথোগ্যালম—আহারের ২ ঘন্টা পরে বৃদ্ধি।

এবিস-৮—পেট ভরিয়া খাইলে বেদনার বৃদ্ধি, পাকস্থলীর মুখে কি যেন আটকাইয়া থাকে। আহারের পর বুকের নিম্নভাগে গোলা ঠেলিয়া উঠে- ২৪৭ পৃষ্ঠা দেখুন।

এসিড-অক্‌জ্যালিক-৩৩—নাভীর স্থানে ও উপরাংশে বেদনা, আহারের ২ ঘন্টা পরে বেদনা, পেট ফোলে, বায়ু জমে, লিভারের স্থানে যেন ছুঁচ ফোটায়।

*ককুলাস—আহারের পর বৃদ্ধি। পেটে অত্যন্ত বায়ু জমে, পেট ফোলে, বায়ু নিঃসরণে উপশম হয় না, পেট পিঠের দিকে টানে, বেদনায় বোধ হয় যেন দুইটি ধারাল পাথর ঘষিতেছে, ঢেকুরে উপশম। পেট গড়গড় করে, নিম্নোদরে নাভীর স্থানে ও ডান কুঁচকীর দিকে বেদনা অধিক, ইহার সহিত বমি, গা-বমি।

আর্ণিথোগ্যালম-৬৯৩—পাইলোরাসে জোরে টেনে খেচে রাখার মত বেদনা, আহারের ১॥০ বা ২ ঘন্টা পরে বেদনার বৃদ্ধি।

হিডিওমা-৬৮৬—পেট ফাঁপসহ কলিক বেদনা, গ্যাষ্ট্র্যাইটীস, কিছু খাইলেই পেট বেদনা।

ইরুথিওলাম-৬৮৭—পেটের বামদিকে ও নাভীর গোড়ায় কামড়ানি বেদনা।

ম্যানসিনেলা-৬৯১....পাকস্থলী হইতে যেন কি একটা পদার্থ সর্ব্বদা উপরে উঠে তাহাতে শ্বাসবন্ধের মত হয়, পেটে ভীষণ কামড়ানি বেদনাসহ প্রচুর বাহ্যে ও আহারীয় বস্তু বমন।

এট্রোপিয়া-১৪৫—আহারের পরই পাকস্থলীতে বেদনা, ভুক্ত পদার্থ বমন, পাকস্থলীতে অত্যধিক অম্ল জমা, মধ্যে মধ্যে যন্ত্রণাদায়ক অম্লশূল বেদনা।

ল্যাকেসিস-৪২৬—পেটের ব্যথা আহারের পরই নিবৃত্তি ও ক্ষণকাল পরেই বৃদ্ধি।

বেদনার উপশম ঃ—

চেলিডোন-২৩৭—পাকস্থলীর বেদনা—পাকস্থলীর উপর দিয়া লিভারের দিকে আসে, কিছু খাইলে কিম্বা গরম পানাহারের কম পড়ে ; গরম জলপানে উপশম হয়।

গ্র্যাফাইটিস-৩৪২—আহারের পরে পেটে বায়ু জমে, পেট কামড়ায়, পেট জ্বালা করে, শূলবেদনা হয়, কিছু খাইলে উপশম, মুখে কিছু ভাল লাগে না।

ককুলাস-২৬১—পেটে বায়ু জমে, নাড়ীভূড়ী যেন পাক দেয়, মোচড়ায়, অত্যন্ত বেদনা, বায়ু নিঃসরণে একটু উপশম।

কলোসিন্থ-২৭০—বেদনা জোর চাপে এবং পা গুটাইয়া কুঁকড়ী হইয়া শুইলে উপশম (উক্ত লক্ষণসহ হাতে পায়ে জ্বালা থাকিলে—সলফার)।

ষ্ট্যানম-২৭০—খুব জোরে চাপ দিলে উপশম।

ডায়স্কোরিয়া-৩০২—বেদনা কুঁচকীর ডান হইতে আরম্ভ হইয়া সমস্ত পেটে পরিচালিত হয়। পশ্চাতে হেলিলে, সোজা হইয়া শুইলে বা বসিলে উপশম।

পেট্রোলিয়ম-৫২৬—আহারের পর নিবৃত্তি ; পেট খালি হইলে বৃদ্ধি ; যন্ত্রণায় ছটফট করে, বেদনা পাকস্থলী হইতে বুকে যায়, বেদনার সঙ্গে গা বমি থাকে।

একোনাইট-ন্যাপ-৪৬—১x শক্তি, বেদনা আক্রমণের কোন নির্দ্দিষ্ট সময় বা কারণ নাই কখনও খালিপেটে, কখনও কিছু আহারেই বাড়ে, কোনও ঔষধে স্থায়ী উপকার হয় না।

একোনাইট, ভেরেট্রম, কলোসিন্থ—২৬৯ হইতে ২৭২ পৃষ্ঠা পাঠ করুণ।

হোমারস-৬৮৭—পাকস্থলীতে ও পেটে বেদনা কিছু খাইলেই কম হয়।

লিথিয়া-কার্ব্ব-৬৯০—অম্বলের কষ্ট, উপসর্গ ও গা-বমি কিছু আহার করিলেই কমে।

অর্ব্বুদ বা আব।

(কর্কটরোগ বা ক্যান্সার দেখুন)

মস্তকের উপর—ক্যালকেরিয়া-কার্ব্ব.....পেরিয়ষ্টিমের উপর—ক্যালি-হাইড্রো; .....নাসিকায়—ক্যালকেরিয়া-কার্ব্ব, টিউক্রি, স্যাঙ্গু-নাইট্রেট, ফস, মার্ক-বিন-আয়োড, লাইকো এলিয়ম-সিপা ; ....কাণের—ক্যালকে-কার্ব্ব, ফস, স্যাঙ্গু, থুজা ; ... জরায়ুর—ক্যালকে কার্ব্ব, হাইড্রাস, রিউম, আর্স-আয়োড;....ডিম্বকোষের—ক্যালকে-কার্ব্ব, অরম-ন্যাট-মিউর, এপিস, আয়োড, ক্যালকে-আয়োড, মার্ক আয়োড, ক্যালি-ব্রোম ল্যাকে;.....চক্ষুর পাতায়—আর্ণি, গ্র্যাফা, ষ্ট্যাফি, ক্যাল-ফ্লোর,.....হাড়ের—ক্যাল-ফ্লোর;.....রক্তস্রাবীয়—ক্যাল-ফ্লোর, অরম, সাইলি, এসিড-ফ্লোর, ফস....ফাইব্রয়েড—ব্রোমি, ক্যালকে-কার্ব্ব, হাইড্রাস, অরম, বিউফো, কোনি, সাইলি, মার্ক-বিন ও মার্ক-

আয়োড, থুজা, ট্যারেন্টু, অষ্টিলেগো ;... যোনি ও জরায়ুর অর্ব্বুদ—স্যাঙ্গু, ষ্ট্যাফি, সিপি, অরম কোনি, লাইকো, মার্ক, সিকেলি, থুজা, পেট্রোসেলি, প্ল্যান্ট, সাইলি, টিউক্রি।

পলিপি (বৃন্তবিশিষ্ট একপ্রকার অর্ব্বুদ)—ভেসিকিউলার—ক্যালকে ; ফাইব্রাস—ষ্ট্যাফি, ক্যালকে ; .... সার্কোমেটাস—ষ্ট্যাফিসেগ্রিয়া, ক্যালকেরিয়া, থুজা, গ্র্যাণুলার—থুজা, নাইট্রি-এসি, স্পঞ্জি, ষ্ট্যাফি, ক্যালকে (এই পীড়ায় একমাত্র উচ্চশক্তির ঔষধ দিয়া ৩/৪ সপ্তাহ অপেক্ষা করিতে হইবে)। আমার নিজের একটি অর্ব্বুদ সম্বন্ধে লেখা ... ফসফরাস ......৫২৮ পৃষ্ঠা দেখুন।

ফ্র্যাক্সিনাস-১৪৫—জরায়ু অর্ব্বুদ তৎসহ উরুদেশ পর্য্যন্ত বেদনা।

লোবেলিয়া-ইরিনাস-৪৪৪—পেটের ভিতর টিউমার।

ক্যাল-কার্ব্ব (ফসফরাস)-১৮৮, স্যাঙ্গুনেরিয়া নাইট্রেট—১৪২, ৫৮২—নাক, কান এবং জরায়ুর অর্ব্বুদ, তাহা হইতে রক্তস্রাব।

ক্যালকেরিয়া-ফ্লোর-১৯০—ছেলেদের মাথায় রক্ত আব ; .... সকল প্রকার আব—ল্যাপিস, ফাইটো, ব্রোমি;...... সিষ্টিক-টিউমার—ক্যালকে-সলফ; থলথলে মেদার্ব্বুদ—ব্যারাইটা-কার্ব্ব।

ক্যালি-হাইড্রো-৪০৮—পেরিয়ষ্টিয়মের (অস্থি আবরণীয় পরদার) উপর অর্ব্বুদ।

ক্যালকেরিয়া-সলফ-১৯৬—দুরারোগ্য গ্রন্থিস্ফীতি, সিষ্টিক টিউমার।

এনিলিনাম-২১০—ইউরেথ্রারার মধ্যে টিউমার।

কার্ব্বো-এনি-২১৭—দুর্ব্বল স্ত্রীর জরায়ুতে টিউমার, ঋতুর গোলযোগ।

এসিড-নাইট্রিক-৩১—জরায়ুতে গাঁজ, তাহা হইতে রক্তস্রাব।

মার্ক-পিরেনিস-৪৭৬... অগ্রকড়ার স্থানে অর্ব্বুদ।

এলিয়ম-সিপা-১৮—স্যাঙ্গু নাইট্রেট-৬৬—নাকে পেঁয়াজকোষার মত অর্ব্বুদ।

ব্যারাইটা-কার্ব্ব-১৫২—ঘাড়ে থলথলে মেদার্ব্বুদ।

কোনিয়ম-২৭৮—উদর মধ্যে টিউমার ছুরি দিয়া কাটার মত বেদনা, সকল প্রকার টিউমার, আঘাতজনিত পীড়া পাথরের মত শক্ত আব, ক্যান্সারের মত ফোলা ও গ্ল্যাণ্ড ফোলা।

ক্যালি-আয়োড-৪০৮—অস্থি আবরণীয় পর্দ্দার উপর অর্ব্বুদ।

ষ্ট্যাফিসেগ্রিয়া-৬০৭—চক্ষুর পাতার আঞ্জিনা।

*থাইরয়ডিন-৩—মাত্রা ২ গ্রেণ এবং ৬, ৩০—গলগণ্ড, স্তনের টিউমার, জরায়ুর টিউমার ; বক্ষঃস্থলের টিউমারে—২—।

থুজা-৬৩২—জরায়ুর অর্ব্বুদ, অত্যন্ত বেদনা, একটুতেই রক্তস্রাব (কাণের ভিতরে অর্ব্বুদ)।

ল্যাপিস-এল্বা-৪৩২—মাংসার্ব্বুদ, মেদার্ব্বুদ।

এপিস-১০৪—সিষ্টিক টিউমারের প্রথমাবস্থা। .....ক্যালকে-সলফ-১৯৬—নরম অর্ব্বুদ। ধাতুগত লক্ষণের উপর চিকিৎসায়—এই পীড়ায় অধিক উপকার হয়।

(দেশীয় ঔষধ—পাথরকুচি ও হরিতকী নিম্নশক্তি—পেটে টিউমার)।

অর্শ (Piles)

এক বৎসরের অধিক হইলেই এই পীড়া পুরাতন আকার (Chronic form) ধারণ করে, তখন কোনও চিকিৎসায় স্থায়ীরূপে আরোগ্য হয় না, মাত্র বাপা থাকে। অর্শের রোগীগণ প্রত্যহ পাকা বেল বা কাঁচা বেল পোড়া, কাঁপা সাগু ভিজাইয়া চিনিসহ এবং কাঁচা ও পাকা পেঁপে প্রত্যহ খাইবেন। কোঁথানির নিমিত্ত সরলান্ত্র (গোগগুল) বাহির হইলে—রুটা-লিনিমেন্ট বাহ্যিক ও রুটা আভ্যন্তরিক ব্যবস্থা করিবেন (ইস্কিউলাস অধ্যায় দেখুন)।

অর্শের বলী বাহির হয়, কিন্তু ভিতরে যায়—ইগ্নে ;... ভিতরে যায় না—এট্রোপি, সাইলি, সল্ফ ;...... গোগগুল বাহির—ইগ্নে, রুটা, লাইকো, নক্স, পডো; প্রস্রাবের সময় গোগগুল বাহির—এসিড-মিউর;..... ফিস্চুলা—হাইড্রাস, সাইলি, পিওনিয়া;.... ফাটা ঘা—কষ্টি, গ্র্যাফা, এসিড-নাই, পেট্রোলি, ... আম নির্গমন—ইস্কিউ, ক্যাপসি, কার্ব্বো, সলফ,.... আম রক্তমিশ্রিত স্রাব—মার্ক, পলস, বোরাক্স; আম-পূঁযমিশ্রিত স্রাব—এন্টিম-ক্রুড, হিপার, লাইকো।

অর্শের অসহ্য যন্ত্রণা নিবারণের জন্য—প্ল্যান্টেগো—θ, তুলী বা পালকে করিয়া বাহ্যিক প্রয়োগে—৫৪২; .... ভার্ব্যাসকম বা ইস্কিউলাস লিনিমেন্ট বাহ্যিক প্রয়োগ—৩৫০। এই পীড়ায় কাহারও রক্তস্রাব হয় না।

<u>(রক্তস্রাবীয় অর্শে)</u> ঃ—কলিনসোনিয়া, নক্স, হ্যামা ইগ্নে, মিলিফো, এসিড-নাই, ফস, পলস, ক্যালি-কার্ব্ব, এব্রোটেন, সল্ফ, এমন-মিউর, পিওনিয়া একটি পাকা কলার মধ্যে ৪/৫টি জীবিত ছারপোকা পুরিয়া খালিপেটে প্রাতে ২/৪ দিন খাইলেই প্রায় অর্শের রক্তস্রাব বন্ধ হয়, সাইমেক্স দেখুন)—হ্যামামেলিস—২/৪ ফোঁটা মাত্রায় দিনে ৪/৫ বার সেবন করিয়া রক্ত বন্ধ হইতে পারে। রক্ত কোনও ঔষধে বন্ধ না হইলে—(সিনাবেরিস-২৫৩ পৃষ্ঠা দেখুন, ফসফরাস—৬ষ্ঠ শক্তি, নক্স-ভমিকা অধ্যায় দেখুন) লাইকোপোডিয়মেও রক্তস্রাবে উপকার হয়। নাগেশ্বর ফুলের রেণু আধতোলা, মাখন ও মিছরীসহ প্রত্যহ খাইলে রক্তস্রাবে উপকার হয়। নেপ্যাল্ট্রিয়াম—θ ৫/১০ ফোঁটামাত্রায় কিম্বা কুকসিমা পাতার রস অথবা আয়াপানের রস ২/৩ চামচ মাত্রায় মধুসহ সেবনে রক্তবন্ধ হয়, দিনে ২/৩ বার সেব্য।

<u>রক্ত স্বল্প কিম্বা না থাকিলে</u>—ইস্কিউলাস, এলো, আর্স, ক্যাপ্‌সি, হাইড্রাস, সাইকো, ম্যাগ-মিউর, পিওনিয়া, র‍্যাটানহিয়া, সলফার প্রভৃতি।

যাহারা অতিরিক্ত চা, কফি ও মদ খায়, চরস গাঁজা খায়, বসিয়া থাকে, কোনও কাজ-কর্ম বা পরিশ্রম করে না, তাহাদের অর্শে—নক্স-ভমিকা ;... লিভারের দোষজনিত অর্শ—কার্ডুয়াস-মেরি ;.....শুইলে মল জমিয়া অর্শ—সিপি ;.... সন্তান প্রসবের পর জরায়ুর দোষসহ—লিলিয়ম;...... মলদ্বারের ভিতর বোধ হয় যেন ছুঁচ ফোটাইতেছে—এপিস,.... মলদ্বার যেন দপদপ করে—ল্যাকে;...... মলদ্বারে যেন কাঁটা ফোটান আছে—এসিড-নাই ; ...... মলদ্বারে যেন খোঁচা ফোটান আছে—ইস্কিউ, কলিনসো;..... মলদ্বারে যেন জ্বলন্ত আগুন রহিয়াছে—আর্স;....... মলত্যাগের পর অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত জ্বালা—এমন-কার্ব্ব;...... মলদ্বার জ্বালা করে ও চুলকায়—এলো, সল্ফ ;..... মলদ্বার ফোলা—কষ্টিকাম;...মলদ্বার ফাটা ফাটা দেখায়—গ্র্যাফা, এসিড-নাই... অর্শের বলী বাহির হয়, আঙ্গুর থ'লোর মত দেখায়—এলো ; .... বলী বাহির হইয়া ফোটা ফুলের মত দেখায়—পিওনিয়া;.... স্থূলকায় ব্যক্তি যাহারা মোটা হইতেছে তাহাদের অর্শ—গ্র্যাফাইটীস ;... মলদ্বারে জ্বালা উহা গরমে উপশম হইলে—আর্স ;... ঠাণ্ডায় উপশম—এলো, এপিস;....

চিৎ হইয়া শুইলে উপশম—এমন-কার্ব্ব ;..... পা ফাঁক করিয়া থাকিলে উপশম—কালি-কার্ব্ব;.... মলদ্বারের দুই পাশের মাংস টানিয়া ধরিলে—পিওনিয়া।

আর্স-১৩২—মলদ্বারে আগুনে পোড়ার মত জ্বালা ; গরম সেঁকে উপশম।

ক্যাল-ফ্লোর-১৯১—কোষ্ঠবদ্ধসহ অন্তর্বলীযুক্ত অর্শ।

এমন-কার্ব্ব-৭৯—গাঁট গাঁট মল, কষ্টে বাহির হয়, রক্তস্রাবীয় অর্শ, ঋতুকালে বৃদ্ধি, মলদ্বার চুলকায়, বাহ্যের সময় বলী বাহির হয়, বাহ্যের পর যন্ত্রণা।

কলিনসোনিয়া-২৬৮—অত্যন্ত রক্তস্রাব, কোষ্ঠবদ্ধ, পেটে বায়ু জমে, কলিক বেদনা।

ইস্কিউলাস-৫৪—বিশেষ রক্তস্রাব থাকে না, কোমরে বেদনা, মলদ্বারে খোঁচাফোটা-টাটানি ব্যথা, জ্বালা, চুলকানি, বলীতে ভীষণ বেদনা, মলত্যাগের পরেও জ্বালা।

এলো-৬৮, ৬৯—বায়ু নিঃসরণসহ মল নির্গমন, অর্শের যন্ত্রণা ঠাণ্ডা জলে উপশম, আঙ্গুর থলোর মত বলী, সদাই মলদ্বারে ঠেলামারা বেদনা, মলদ্বার গরম, চুলকায়, রক্ত পড়ে, হঠাৎ বাহ্যের বেগ আসে।

রেডিয়ম-৫৬১—অর্শে সর্ব্বদাই মলদ্বারে চুলকানি।

এসিড-মিউর-২৬—দুর্ব্বল শিশুর ও গর্ভাবস্থায় অর্শ, প্রসবের সময় বলী বাহির হইয়া পড়ে অর্শের বেদনার জন্য মলদ্বারে হাত ছোঁয়ান যায় না।

এসিড-সলফ-৩৮—সর্ব্বদাই রস ঝরে, কাপড় ভিজিয়া যায়।

এব্রোটেন-১০—ক্রমাগত ইচ্ছা ও বেগ : কিন্তু মল অতি অল্প, কেবলমাত্র রক্তস্রাব, অর্শসহ পাছার হাড়ে বেদনা।

এমন-মিউর-৮১—মলদ্বারে বেদনা, মলত্যাগের পর অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত জ্বালা।

হ্যামামেলিস-৩৫০—মলদ্বারে কখনও টাটানি ব্যথা, অধিক পরিমাণে রক্ত।

ইগ্নেসিয়া-৩৭৭—ঘন ঘন বাহ্যের বেগ আসে, বাহ্যে না হইয়াও রেক্টামের প্রলাপসস, বাহ্যের পর অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত মলদ্বারে ব্যথা, টাটানি ভাব, রক্তস্রাবীয় অর্শ।

লাইকো-৪৪৮—লিভারের রোগী, অধিক পরিমাণে রক্তস্রাব, মলদ্বারে যন্ত্রণা।

নক্স-ভমিকা-৫১১—অনবরত বাহ্যের ইচ্ছা ও বেগ ; কিন্তু বাহ্যে খোলসা হয় না, মলদ্বার দিয়া প্রায়ই রক্ত পড়ে, মলদ্বার কুটকুট করে ও চুলকায়।

প্ল্যান্টোগো-৫৪২—মলদ্বারে লঙ্কাবাটার মত জ্বালা ও বেদনা যন্ত্রণা, সর্ব্বদাই মলত্যাগের ইচ্ছা, পুনঃপুনঃ পায়খানায় যায় ; কিন্তু যন্ত্রণার জন্য মলত্যাগ করিতে পারে না। ইহার θ, অর্শের বলীতে বাহ্যিকও প্রয়োগ করিতে পারেন।

র‍্যাটানহিয়া-৫৪, ৫৬৩—অর্শে রক্তস্রাব হয়, তাহাতে অত্যন্ত জ্বালা, মলদ্বারে যেন ভাঙ্গা কাঁচ ফুটান রহিয়াছে, বাহ্যের পরমুহূর্ত্ত হইতেই জ্বালা আরম্ভ।

সলফার-৬২০—অনেক দিনের পুরাতন পীড়া, মলদ্বারে হুলফোটান বেদনা, জ্বালা, কুটকুট করা, অর্শের রক্ত বন্ধ হইয়া শিরঃপীড়া (নক্সের পর উপকারী)।

পিওনিয়া-৫২১—অর্শসহ মলদ্বারে ফাটা ঘা, ফিসচুলা, ফিসার, অর্শের রক্তস্রাব (ইহা আমার নিজের পরীক্ষিত)।

**শ্ল্যাগ (Slag)—৩০ শক্তি, রক্তস্রাবীয় অর্শ, মলদ্বারে চুলকানি, কোষ্ঠবদ্ধ।

পলিগোনাম-৬৯৫—তরলমল নির্গমনসহ অর্শ।

স্ক্রফুল্যারিয়া-৬৯৭—ভীষণ বেদনাযুক্ত ও বলী নির্গমনশীল রক্তস্রাবীয় অর্শ।

সিডাম-এক্রি-৬৯৭—অর্শে বেদনা, রেক্টামে ফাটা ক্ষত, মলত্যাগের কিছু ঘন্টা পরে জ্বালা (সিডাম-টেলিফিকাম-৬৯৭—অন্ত্র ও মলদ্বার হইতে রক্তস্রাব)।

ইস্কিউলাস-গ্ল্যাবরা-৬৭৮—যন্ত্রণাদায়ক কাঁলো কিম্বা বেগুনে রঙের বাহির-বলীযুক্ত অর্শ তৎসহ কোষ্ঠবদ্ধ ও মাথাঘোরা।

ক্রমিক-এসিড-৬৮১—রক্তস্রাবীয় অন্তর্ব্বলীযুক্ত অর্শ।

ব্রুমিয়া-অডোরেটা-৬৬১—θ, ২/৩ ফোঁটা মাত্রায় রক্তবন্ধের জন্য দিনে ৪/৫ বার সেব্য।

জনকাস-এফিউ-৬৮৯—অর্শ রোগীদের হাঁপানির মত লক্ষণ।

অস্থির পীড়া (Bone Diseases.)

(তরুণ—একোন, আর্স, এসাফি, বেল, মেজেরি, মার্ক, এসিড-নাই, ... পুরাতন—এসাফি, ক্যাল-ফ্লোর, ক্যাল-ফস, এসি-ফ্লোর, গেটীসবার্গ, হেক্লা, হিপার, মার্ক, থেরিডি।... হাড়ের অর্ব্বুদ—সাইলি, ক্যাল-ফ্লোর, ক্যালকে-আয়োড, মার্ক)।

এসিড-ফ্লোর-২০ পৃষ্ঠা থেরাপিউটিক্সে ক্ষতের মধ্যে ৯০৮ পৃষ্ঠা "অস্থিক্ষত" দেখুন।

সিম্ফাইটম, ক্যাল-ফস-১৯৩, ৬২১—অস্থি ভাঙ্গিয়া যাইলে সোরে না।

ক্যালকেরিয়া-ফস-১৯৩—অস্থি কোমল, দুর্ব্বল, শুষ্ক, শিশুর পা বাঁকা।

অরম-৮৬—অস্থি পচা (ভিন্ন ভিন্ন স্থানের অস্থি আক্রান্ত—১৪২ পৃষ্ঠা দেখুন)।

হেক্লা-লাভা-৩৫১—অস্থির ও পেরিয়ষ্টিয়মের প্রদাহ, ক্ষত, ক্যানসার, উপদংশ, গর্ম্মী প্রভৃতি পীড়াজনিত নাসিকার অস্থিক্ষত।

মার্কুরিয়স-৪৭৫—পারদে বিষাক্ত হইয়া প্রথমে পেরিয়ষ্টিয়াম, পরে অস্থি আক্রান্ত।

মেজেরিয়ম্-৪৭৯—গর্ম্মী পীড়া, উপদংশ বা অন্য কোনও প্রকার কারণে মাথার খুলীর পিছনে কিম্বা অন্য কোনও স্থানের পেরিয়ষ্টিয়মে ভীষণ বেদনা যন্ত্রণা। ভ্রূর হাড়ে চক্ষুর নীচের হাড়ে টিবিয়া প্রভৃতি লম্বা অস্থির, পেরিয়ষ্টিয়মের, উরুর পায়ের হাড়ে ও পায়ের চেটোর হাড়ে তীক্ষ্ণ বেদনা।

সারাসিনিয়া-৫৮২—হাঁটুতে, উরুসন্ধিতে, চক্ষুর চারিদিকে, কনুইয়ে ও বাহুর হাড়ে আঘাত লাগার মত বেদনা।

সাইলিসিয়া-৫৯৭—ভার্টিব্র্যাল-কেরিজ, হিপ্-জয়েন্ট পীড়া, শিশুদের মেরুদণ্ডের অস্থির বক্রতা, অস্থি-পীড়ায় ঠাণ্ডা প্রয়োগ যন্ত্রণা বৃদ্ধি। পাতলা বা ঘন মাখনের মত পূঁয নির্গমন। লম্বা অস্থির শোষ ঘায়ে—এরাগো-ডোনাক্স-৫৯৭।

ওলিয়ম-জেকরিস-৫১৬—বৃহৎ অস্থির ক্ষত, শোষ বা হাড়ের স্ফীতি, হাড় কোমল, হাড়ের উপর স্ফোটক, হেকটিক-জ্বর, নেক্রোসিস, ভাটিব্র্যাল-কেরিজ।

ষ্ট্রামো-৬১২—হিপ্-জয়েন্ট পীড়ায় বামদিকের উরুসন্ধি আক্রান্ত ভীষণ বেদনা।

ক্যালকেরিয়া-হাইপোফস-১৯৪—হিপজয়েন্টে পূঁয সঞ্চয় হইলে ইহাতে পূঁয শীঘ্র হ্রাস হইয়া পীড়া আরোগ্য হয়।

অস্থিরতা।

একোনাইট-৪৩, ৫৬৭—অস্থিরতার সহিত পীড়ায় হঠাৎ বৃদ্ধি, তৎসহ পিপাসা মৃত্যুভয়, যন্ত্রণায় ছটফট করা। প্রদাহ, জ্বর, বেদনা ও মানসিক উদ্বেগ জন্য অস্থিরতা।

রসটক্স ৪৩, ৫৬৭—টাটানি, কামড়ানি ব্যথা, কিম্বা অন্য কোনও কষ্ট নড়িলে বা ছটফট করিলে অথবা একবার শোওয়া একবার বসা এই প্রকার করিলে উপশম।

আর্সেনিক-৫৬৭—অন্তর্দ্দাহের জন্য ছটফট করে, রাত্রি দ্বিপ্রহরের পর পীড়ার বৃদ্ধি।

ক্যামোমিলা-৪৩, ২৩২—বেদনার জন্য ক্রুদ্ধ হয়, কাঁদে, অস্থির হয়, ছটফট করে।

ব্যাপ্‌টিসিয়া-১৪৯—টাইফয়েড সর্ব্বদা পার্শ্বপরিবর্ত্তন ও ছটফট করে।

আঘাত।

কক্‌সিনেলা-২৫৮—দাঁত উঠিবার সময় অত্যন্ত অস্থিরতা, অনিদ্রা ঘুমাইতে পারে না।

আঘাত লাগিয়া, থেঁৎলাইয়া অথবা ছেঁচিয়া যাইলে—আর্ণিকা, হ্যামামেলিস, রুটা—৩৭৩,........ কাটিয়া যাইলে—ক্যালেণ্ডুলা—৩৭৩,..... আঙুল চিমটাইয়া ফাটিয়া যাইয়া ক্ষত, তাহাতে ধনুষ্টঙ্কারের উপক্রম—হাইপেরিকাম—৩৭৩,..... আঘাত লাগিয়া ধনুষ্টঙ্কার—ষ্ট্যাফি, ভেরেট্রম-ভিরিডি, সাইকিউ, এঙ্গাসটিউরা—৩৭৩,.... আহতস্থানে ভয়ানক যন্ত্রণা—হাইপেরি ও ভেরেট্রম-ভিরিডি-৩৭৩....আহতস্থান পাকিয়া হঠাৎ পূঁয বন্ধ হইয়া ধনুষ্টঙ্কার—সাইকিউ, এঙ্গাসটিউরা—৩৭৩,..... চিমটাইয়া যাওয়া—হাইপেরিকাম—৩৭৩।

কোন ভারী দ্রব্য উঠাইয়া পিঠে ঘাড়ে বেদনা—রসটক্স, উপকার না হইলে—ককু, আর্ণি, কার্ব্বো-এনি, রুটা,... হার্ণিয়া হইলে—ফস, এসি-সলফ, ককু... জরায়ু বাহির হইলে—নক্স, উপকার না হইলে—বেল, সিপি। মস্তিষ্ক আলোড়ন ক্যালেণ্ডু, আর্ণি, এসি-সলফ, রুটা,... সমস্ত শরীরের কন্‌কাসন—সাইকিউ, কোনি, হাইপেরি, রস, এসি-সল্ফ।

আঘাত জনিত বেদনা—৪৩৭ পৃষ্ঠায় লিডম অধ্যায় দেখুন, আর্ণিকার পরেই লিডম।

আর্টিমিসিয়া-১৩৬—কেবলমাত্র চক্ষুতে আঘাত ও তজ্জনিত উপসর্গ এখানে ইহা আর্ণিকা অপেক্ষাও উৎকৃষ্ট ফলদায়ক। বাহ্যিক প্রয়োগ θ, ১০ ফোঁটা পরিস্রুত জল-১ আঃ।

আর্ণিকা-১২১—আঘাতে বা পতনজনিত সমস্ত পীড়া।

চামড়া বা মাংস ফাটিয়া বা কাটিয়া যাইলে—ক্যালেণ্ডুলা।... হাড়ভাঙ্গা—সিম্ফাইটম।......থেঁৎলাইয়া যাওয়া—আর্ণিকা।....বহুদিনের পুরাতন মচকানি বেদনা—এমন-মিউর।...আঘাত, মচকানো, থেঁৎলাইয়া বেদনা—বেলিস-পিরেনিস ১২১ পৃষ্ঠা)।

হাইপেক্সিকাম......১৯৭, ৩৭৩—স্নায়ু আহত চিমটাইয়া যাওয়া।

লিডম-১৯৭—অস্ত্রে কাটা, পিন, পেরেক, গজাল ইত্যাদি ফোটা।

কোনিয়াম-২৭৭—পড়িয়া গিয়া বা আঘাত লাগিয়া বহুদিন পর্য্যন্ত ফুলিয়া থাকা, তাহার মধ্যে ছুঁচফোটান ব্যথা; আঘাত লাগিয়া—ক্যানসার টিউমার, স্ফীতি।

ভার্বেনা-৭০২—আঘাতের দরুণ থেঁৎলাইয়া রক্ত জমিলে ইহাতে যন্ত্রণার হ্রাস হয় ও শীঘ্র রক্ত শোষণ হয়।

কাটিয়া যাওয়া—ফেরম-ফস ৩ × ছড়াইয়া দিয়া বাঁধিয়া দিবেন—৩২৪ পৃষ্ঠা।

লিডম-৪৩৮—আঘাতের বেদনা আর্ণিকায় কিছু উপকার হইয়া আর হয় না।

সিম্ফাইটম্-৬২১—অস্থিভাঙ্গা, ভাঙ্গা অস্থি জুড়িতে দেরী হওয়া।

হিপার, সাইলিসিয়া—আঘাত লাগিয়া ক্ষত হইয়া পূঁয।

দ্রষ্টব্য ঃ—কাঁচা তেঁতুল পোড়াইয়া তাহার শাঁস গরম অবস্থায় বেদনাযুক্ত স্থানে প্রলেপ দিয়া তাহার উপর একটু সৈন্ধব লবণ বা সোরা ছড়াইয়া দিয়া বাঁধিয়া রাখিলে বেদনার উপশম হয়। এলোপ্যাথগণ—গোলার্ড লোসন ব্যবহার করে, তাহাতে বেদনার অনেক হ্রাস হয়। আঘাত লাগিবামাত্র বরফ অভাবে ঠাণ্ডা জলপটী বা আর্ণিকা লোসন (১ আঃ ঠাণ্ডাজলে আর্ণিকা—θ, ১০ ফোঁটা, এইভাবে মিশাইয়া) দেওয়া ভাল। হাড়ের বেদনায় হাড় মচকাইয়া যাইলে হাড়ভাঙ্গা গাছ বাটিয়া ৫/৬ দিন প্রলেপ দিবেন।

আঙুল হাড়া।

পূঁয হইবার পূর্ব্বে প্রথম প্রাদাহিক অবস্থায়—আদত এসিড-নাইট্রিক ৮/১০ ফোঁটা ১ আঃ গরম জলে দিয়া সেই জলে যন্ত্রণা না কমা পর্য্যন্ত অনবরত আঙুল ডুবাইয়া অথবা ঐ জলে ন্যাকড়া ভিজাইয়া আক্রান্ত স্থানে জড়াইয়া রাখিবেন। ইহাতে ২৪ ঘন্টার মধ্যে যন্ত্রণা কমিবে এবং ক্রমশঃ পাকিয়া, ফাটিয়া পূঁয বাহির হইয়া যাইবে।

প্রথমাবস্থার প্রদাহে—ডায়স্কোরিয়া—θ, বাহ্যিক প্রয়োগ ও সেবন—৩০৩ পৃষ্ঠা।

আইরিস-ভার্স-৩৮৭—বাহ্যিক প্রয়োগে যন্ত্রণার উপশম হয়।

এসিড-ফ্লোর-১৯০—জ্বালা যন্ত্রণা ঠাণ্ডায় উপশম, উপকার না হইলে ক্যাল-ফ্লোর।

এসিড-ফ্লোর-৩০৩—বৃদ্ধ ও তর্জ্জনী আঙুল আক্রান্ত, যন্ত্রণা ঠাণ্ডায় উপশম।

হিপার, সাইলি-৩০৩—পূঁয হইবার সম্ভাবনা হইলে।

ট্যারেন্টুলা-৬২৬—আক্রান্ত স্থানের রঙ নীল ভয়ানক জ্বালা যন্ত্রণা, হুলফোটান বেদনা, একোনাইট ও আর্সেনিকের মত ছটফটানি, গাত্রদাহ, পিপাসা, জ্বর।

সাইলি-৩ ×, ৫৯৬—পূঁয না জমিলে ও আক্রান্ত স্থানে অধিক বেদনা না থাকিলে (হিপার—স্পর্শকাতরতা থাকিলে)। মাইরিষ্টিকা—৩ ×, ইহার একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ প্রাদাহিক অবস্থা হইতে সর্ব্ব অবস্থায় ইহাতে উপকার হয়।

আঙুলে কড়া।

এনাকার্ড-অক্সি-৩৬৫—পায়ের আঙুলে কড়া, পায়ের তলা ফাটা।

৩৬৫—পৃষ্ঠায়—হাইড্রাস্টীস দেখুন।.... হাইপেরিকাম-৩৭৩—পায়ের আঙুলের কড়ায় বেদনা।

আকস্মিক দুর্ঘটনা।

এট্রোপিন-সলফ-১৬৩—ক্লোরোফরম্ করিতে করিতে হঠাৎ হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া বন্ধ।

আঁতুড়ে ভূমিষ্ঠ শিশুর শ্বাসরোধ।

এন্টিম-টার্ট-৯৮—প্রথমে চোখে মুখে জলের ঝাপটায় যদি উপকার না হয়, গলায় ঘড় ঘড় শব্দ থাকে।... বোভিষ্টা-১৭০—ধূলালাগাজনিত শ্বাসরোধ (এমন কার্ব্ব, এসিড, হাইড্রো)।

আঁচিল ও কণ্ডাইলোমেটা।

থুজা-২২৯—আঁচিল—ফাটা ফাটা, চোখে আঁচিল, টিউমার, যোনির উপর আঁচিল। .... এসিড-নাইট্রিক-৩০ মলদ্বারের মধ্যে আঁচিল।—ক্যালকেরিয়া-ক্যালসিনেটা-১৮৯ আঁচিলের উৎকৃষ্ট ঔষধ। ... কষ্টিকাম-২২৯—আঁচিল ক্ষুদ্র, নিরেট, থেবড়া বা সূচাল। চোখে, নাকে, হাতের আঙুলে, নখের ধারে আঁচিল।..... এসিড-নাই, ষ্ট্যাফি, থুজা,—কণ্ডাইলোমেটা (থুজা অধ্যায় দেখুন)।.....হাতে আঁচিল, আঁচিল ও এপিথিলিয়্যাল উদ্ভেদ—ফেরম-পিক্রে।

আচ্ছন্নতা।

শিশু-জ্বরে—জেলসি।.....জ্বর বিকারে—এসিড-মিউর, এসিড-ফস, এপিস, ব্যাপ্টি, আর্ণি, ওপি, নক্স-মস্কেটা, 'জ্বরে উপসর্গ' দেখুন।

হেলিবোর-৩৫১—অজ্ঞানভাবে পড়িয়া থাকা বা নিদ্রা, অজ্ঞানাবস্থায় ঠোঁট, বিছানা খোঁটে.... এরাম-ট্রাইফাইলম-৩৫১—জ্ঞানসহ উক্ত লক্ষণে প্রযোজ্য।

(তরুণ—একোন, এনাকার্ড, এন্টি-টার্ট, এপিস, রস, এসিড-স্যালিক, আর্টিকা,...... পুরাতন—আর্স, ক্যালকে, কার্ব্বো, কষ্টি, লাইকো, মেজেরি, পেট্রোলি, রস, সলফ, ভেরেট, ক্লোর্যাল)।

আমবাত।

বোভিষ্টা-১৭১, ডলকা-৩০৯—উদরাময়ের সঙ্গে-আমবাত।

ক্লোর্যাল-২৩৯—দিন অপেক্ষা রাত্রিতে ও ঠাণ্ডায় চুলকানি বৃদ্ধি।

ইলাটিরিয়ম-৩১১—সবিরাম-জ্বর ত্যাগ হইয়া আমবাত।

ন্যাট-মিউর, ক্যালকেরিয়া-৩১১—পুরাতন আমবাত।

কোপেভা-২৮০—আমবাতের মত ছোট ছোট উদ্ভেদ।

এপিস-১০৫—রঙ গোলাপি বা একটু সাদাটে, দাগড়া দাগড়া, অত্যন্ত চুলকায়, সন্ধ্যায় বৃদ্ধি, জ্বালা করে, হুলফোটান ব্যথা।

আর্টিকা-ইউরেন্স-১০৫—সকল প্রকার আমবাত চুলকানি, জ্বালা ও বেদনা ঘুমাইলে মিলাইয়া যায়, জাগিলে পুনরায় বাহির হয়।

ক্লোর্যালম-১০৫—পীড়ার কোনও প্রকৃত কারণ পাওয়া যায় না।

এন্টিম ক্রুড, ডলিকস, ডলকামারা, মিউরেক্স, ক্রিয়োজোট, এসিড-নাইট্রি—১০৫ পৃষ্ঠা দেখুন।... পুরাতন আমবাত—ইক্থিওলাম।

ডলকা-৩০৯—পুরাতন আমবাত শীতে আরম্ভ, সমস্ত শীতকাল থাকে।

হিপার-৩৬৪—সবিরাম জ্বরের, শীতাবস্থায় বা তাহার পূর্ব্বে বাহির হয়, উত্তাপাবস্থায় মিলাইয়া যায়।

ন্যাট্রম-মিউর-৪৯৩—সবিরাম জ্বরসহ আমবাত, তাহাতে অত্যন্ত চুলকানি।

রসটক্স-৫৬৮—আমবাত বা আমবাতের মত কোনও প্রকার উদ্ভেদ।

হাইড্রাসটিস-৩৬৪—বহুদিনের পুরাতন আমবাতে—প্রথমেই হাইড্রাস-৬ ও আর্টিকা-৬ পর্য্যায়ক্রমে দিনে প্রত্যহ ৪ বার করিয়া ৭/৮ দিন দিবেন। যোয়ান ও ইক্ষু-গুড় উভয়ে মিশ্রিত ১ তোলা, ইহার টোটকা ঔষধ।

এস্টাকাস (Estacus fluviat)-৬৭৯—লিভার পীড়াসহ আমবাত, সমস্ত শরীরে আমবাত-ও চুলকানি, পাকস্থলী ভারী, পেটে জ্বালা, শিরঃপীড়াসহ প্রবল জ্বর, অন্তরে শীত, বাতাস সহ্য হয় না, লিভারের স্থানে বেদনা।

*টিলিয়া-ইউরোপা—অত্যন্ত চুলকানি, চুলকাইবার পর আগুনের মত জ্বালা, উদ্ভেদ লাল।

আল্‌জিব ফোলা ও তাহার উপসর্গ।

ক্যাপসি-২১৪—অত্যন্ত কাশিসহ গলার ভিতর জ্বালা।

সিষ্টাস-২৫৪—আলজিব টনসিল স্ফীত, গলার ভিতর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ক্ষতের দাগ।

কষ্কাস্-২৬১—আলজিব বাড়িয়া নিয়ত গলা কুটকুট করিয়া কাশি (ক্যালি-সিয়ানেটাম)

হায়োসিয়ামস-৩৬৯—শুষ্ক কাশি, শুইলেই বৃদ্ধি, উঠিয়া বসিলে উপশম।

এসিড-মিউর-২৬—আল্‌জিব ফুলিয়া খুব মোটা হয়, জিহ্বার উপর পড়ে, সেইজন্য ছেলে কাশে আর বমি করে।

এলি উমিনা-৭৩—আলজিব বাড়াজনিত দমকা কাশি, প্রাতঃকালের কাশি, কাশিতে কাশিতে ২/৪ ফোঁটা প্রস্রাবও হইয়া পড়ে।

এম্ব্রা-৭৬—স্বরভঙ্গ, আলজিব বাড়াজনিত কাশি, কষ্টকর কাশি, কাশির সহিত পাঁজরায় বেদনা, কুকুরের আওয়াজের মত কিম্বা ঢঙ্‌ঢঙে কাশি।

ব্যারাইটা-মিউর-১৫৫—আলজিব বাড়া, টনসিল ফোলা ও বড় হওয়া, ঠাণ্ডায় পীড়ার উৎপত্তি।

আমাশয় ও আমরক্ত।

আমাশয়ের ইংরাজী নাম ডিসেন্ট্রি, এলোপ্যাথেরা—৩ প্রকার-ডিসেন্ট্রিম নামই অধিক উল্লেখ করেন— ১। ক্যাটারাল-ডিসেন্ট্রি (Catarrhal).... ২। এমিবিক-ডিসেন্ট্রি (Amoebic)...... ৩। ম্যালিগন্যান্ট বা ব্যাসিলারি Bacilary)। ইহাদের মধ্যে—এমিবিক-ডিসেন্ট্রিতে—বৃহদন্ত্রের সমস্ত মিউকাস-ঝিল্লিতেই ক্ষত হয়। সিকাম কোলন, রেক্টাম এই তিনটি স্থানেই রোগ প্রকাশের নির্দ্দিষ্ট স্থান—উহারা বলেন—এমিবা-কোলাই নামক একপ্রকার পোকা কর্ত্তৃক বৃহদন্ত্রের সলিটারী ও টিবিউলার গ্রন্থি প্রদাহিত হয়, পরে ঐ প্রদাহ মিউকাস ঝিল্লীতে বিস্তৃত হইয়া ক্ষতে পরিণত হয়, তখন মলের সহিত পূঁয রক্ত ও অন্ত্রের ক্ষয়িত মেম্ব্রেণ নির্গত হইতে থাকে ; আবার ঐ পোকা অনেক

সময় লিভারের ভিতর বাসা করিয়া লিভারে স্ফোটক উৎপন্ন করে। ক্যাটারাস-ডিসেন্ট্রিতে—শুধু মিউকাস (আম) থাকে, রক্ত প্রায় থাকে না।

ব্যাসিলারি-ডিসেন্ট্রিতে—সমস্ত অন্ত্রস্থিত মিউকাস-ঝিল্লীর উপর অংশে একটি পর্দ্দার মত জন্মায়, তৎপরে ঐ স্থানে ধীরে ধীরে ক্ষত হয় এবং মল নির্গত হইবার সময় শ্লাফ ও মল নির্গত হইতে থাকে। এই জাতীয় পীড়া অত্যন্ত ছোঁয়াচে ও কষ্টদায়ক। পীড়া হঠাৎ আরম্ভ হইয়া কঠিন আকার ধারণ করে। পীড়ায় আক্রান্ত হইবার প্রায় ৩/৪ ঘন্টা পরেই—উচ্চজ্বর, আচ্ছন্নভাব, তন্দ্রা, ভুলবকা, পিপাসা, পেটে অত্যন্ত বেদনা, শ্লাফ ও রক্তযুক্ত মলত্যাগ, স্বল্প প্রস্রাব বা প্রস্রাব বন্ধ হওয়া, প্রস্রাবে দুর্গন্ধ, সমস্ত শরীরে দুর্গন্ধ বাহির হওয়া, অন্ত্র হইতে হঠাৎ অত্যন্ত অধিক পরিমাণে রক্তস্রাব হইয়া রোগী দুর্ব্বল হইয়া পড়িবার সঙ্গে সঙ্গে নাড়ী লোপ হইয়া ২/১ দিনের মধ্যেই মারা পড়া প্রভৃতি ইহার লক্ষণ। কাহারও এই পীড়া হইলে রোগীকে পৃথক ঘরে রাখিবেন এবং সুচিকিৎসক দ্বারা চিকিৎসা করাইবেন। পথ্য—ছানার জল, মুসুম্বি লেবু, শটী, পার্ল বার্লি, গ্লুকোজ প্রভৃতি। আমাশয়ে দুগ্ধ বা কোনও প্রকার কঠিন দ্রব্য আহার একেবারে নিষিদ্ধ। পেটে সর্ব্বদা ভিজা ন্যাকড়ার পটী রাখিবেন এবং দিনে ২/৩ বার আধ ইঞ্চি মোটা করিয়া কাদার প্রলেপ দিবেন। ঠাণ্ডা সহ্য না হইলে পেটে গরম সেক দিবেন ও তুলা কিম্বা ফ্লানেল দিয়া পেটে বাঁধিয়া দিবেন।

মল রক্তমিশ্রিত—একোন, এলো, আর্ণি, আর্স, বেল, ক্যান্থার, কার্ব্বো, চায়না, কলচি, কলোসি, হিপার, ইপি, এসিড-নাই, নক্স, ফস, সলফ, ট্রম্বি, মার্কুরিয়াস।

পীড়ার কারণ ও উপসর্গ—অতিরিক্ত গরমে বা গ্রীষ্মে পীড়া—একোনাই—গ্রীষ্মের পর ঠাণ্ডা লাগিয়া পীড়া—কলচি, ডলকা.....বাতরোগের পর আমাশয়—ক্যালি-বাই..... মলত্যাগের জন্য বেগ দিলে প্রথমে তাজা রক্ত বাহির—একোন, মার্ক-কর......প্রথমে আম বাহির—এলো....... রাত্রিতে বেগ বৃদ্ধি—মার্ক, রস, পলস....দিবাভাগে বেগ বৃদ্ধি—পেট্রোলি,....... প্রাতে বৃদ্ধি—নক্স, সলফ, ..মলত্যাগের পর শূলুনি বেদনায় হ্রাস—রসটক্স, নক্স.... শূলুনি বেদনার হ্রাস না হওয়া—একোন, কলোসিন্থ, ইপিকাক মার্ক-সল, ট্রম্বি, মার্ক-কর, সলফ, এসিড-নাই, ক্যাপসি, ক্যাপ্‌সি, ...আমাশয়ের সহিত প্রস্রাবের দোষ—মার্ক-কর, ক্যান্থার, ক্যাপসি.....আমাশয়সহ-গা-বমি-বমি—ইপি, কলচি।

এসক্লিপিয়াসা-১৩৯—শীতকালে রক্তাতিসার।

আর্জেন্টি-নাই-১১৯-পুরাতন আমাশয়, অন্ত্রে ক্ষত হইয়াছে ধারণা (ট্রম্বিডিয়ম-৬)।

এসিড-কার্ব্বল-১৬—পচা দুর্গন্ধ বাহ্যের সঙ্গে রক্তামাশয়।

আর্ণিকা-১২৩—আম, রক্ত কিম্বা রক্ত-পূঁয মিশ্রিত বাহ্যে। বাহ্যে বারে কম; কিন্তু পেটে বেদনা, কোঁথানি ও বেগ খুব বেশী।

ব্যাল্‌সাময়ন-১৪৮, ৪৭১—পুরাতন আমাশয়, থোবা থোবা আম, মলের সহিত দুর্গন্ধ পূঁয, অত্যন্ত অধিক পরিমাণে আম নির্গমন।....... সলফার, হিপার-১৩৮—পুরাতন আমাশয় (চ্যাপারো—পুরাতন আমাশয়, উদরাময়)।

ক্যাপসি-২১৪—সবুজ পাতাছেঁচার মত রঙ, মলে রক্ত, পিপাসা, জলপানে শীত, বাহ্যের সময় কোমরে বেদনা, মলদ্বারে জ্বালা (বর্ষায় পীড়া)।

সিনাবেরিস-২৫৩—আমাশয়ের বা অর্শের রক্ত কোনও ঔষধে না যাইলে।

কলোসিন্থ-২৭২, ২৩৭, ৫০৭—বাহ্যের পূর্ব্বে ও সময়ে খুব কামড়ানি ব্যথা ও বেগ, অসামাল হয়, গো-বমি, মলদ্বারে ও প্রস্রাবদ্বারে জ্বালা পানাহারের বেদনা বৃদ্ধি, আধ ঘন্টা অন্তর বাহ্যের বেগ, বাহ্যের পর বেদনার হ্রাস। মলদ্বার হাজিয়া যায় গন্ধ টক বা দুর্গন্ধ।

ক্যান্টেরিস-১৯৮—তরুণ রক্তামাশয়ে উপকারী।

ওপিয়ম-৫১৮—ক্ষুদ্র ও বৃহদন্ত্রের সংযোগস্থলে ক্ষতে এবং পুরাতন আমাশয়ে অনবরত আম নির্গত হয়।

ড্রসেরা-৩০৬—হুপিং-কাশিসহ উদরাময়, আমরক্ত।

ফেরম-ফস-৩২৫—শূলুনি কম, শুধু রক্ত।

ফেরম্-মিউর-৩২২—আমাশয়ের পুরাতন অবস্থা।

শিশুদের আমাশয়-৫২৫—পেট্রোলিয়ম ও ইপিকাক পর্য্যায়ক্রমে।

একোনাইট ও ইরেকথাইটিস পর্য্যয়ক্রমে-৩১৩—আমাশয় বা অন্য পীড়ায় মলদ্বার দিয়া রক্তস্রাবের সঙ্গে জ্বর।

ক্যালি-ক্লোর-৪০৫, ৪০৫—সাংঘাতিক রক্তামাশয়, অন্ত্রে ক্ষত। মল অতি অল্প, তৎসহ রক্ত, পেটে বেদনা যন্ত্রণা কোঁথানি।

একোনাইট-৪৫—রক্ত সবুজ, কাল বা সেওলার মত, পিত্তমিশ্রিত, আমসংযুক্ত, পেটে বেদনাসহ বারম্বার মলত্যাগ, প্রথমাবস্থায় প্রায় ইহাতেই আরোগ্য হয়—১ × শক্তি।

ক্যালি-নাইট্রি-৪১১, ৪৭২—চটচটে আমের সহিত রক্ত, অনবরত বেগ একোনাইটে যখন পেটের কাটা-ছেঁড়া বেদনা যায় না, পিপাসা, হাত পা ঠাণ্ডা।

এমন-কষ্টিকাম—অত্যন্ত কোঁথানিসহ পুনঃ পুনঃ রক্তবাহ্যে।

ল্যাকেসিস-৪২৫—হলদে মল—তৎসহ পূঁয, কাল রক্তবাহ্যের পর খুব কোঁথানি, সর্ব্বদাই বাহ্যের ইচ্ছা অথচ বাহ্যে হয় না, মলদ্বারে বেদনা, অর্শের বলী নির্গমন।

মার্ক-ভাইভাস-৪৭১—মল অতি অল্প, সবুজ বা সাদা আমের ভাগ অধিক, বাহ্যের পূর্ব্বে ও সময়ে অত্যন্ত বেদনা, হঠাৎ বেগ, গা বমি-বমি, শীতভাব, বাহ্যের সময় খুব কোঁথানি শূলুনি, উহা বাহ্যের পরও থাকে, রাত্রিতে অধিক বাহ্যে (এসিড-নাইট্রিক দেখুন)।

মার্ক-কর-৪৬৩—উক্ত লক্ষণসহ রক্ত অধিক, অনেক সময় বাহ্যে হয়-ই না, নিষ্ফল চেষ্টা, রোগী কেবল বসিয়া কোঁথ দেয় ও পেটে যন্ত্রণা হয়।

নক্স-ভম-৫০৭—ঘন ঘন বেগ, পায়খানায় যায়, প্রতিবারে বাহ্যে হয় না, বাহ্যের পূর্ব্বে ও সময়ে খুব কোঁথানি, শূলুনি ব্যথা, বাহ্যের পর একটু উপশম।

কলচিকাম-৪৭২, ২৬৬—মার্কুরিয়সের মত কোঁথানি শূলুনি খুব বেশী ; কিন্তু বাহ্যের পরে হ্রাস, পেটফোলা, ডাহা রক্ত, আমসহ ২/১ ফোঁটা বা ডাহা রক্ত।

এলো-৪৭২, ৫০৭—কোঁথানি শূলুনিসহ রক্ত, আম, বাহ্যে—বায়ুসহ অসাড়ে হয়।

চ্যাপারো-৪৭৩—অনেকদিন ভুগিতেছে, উদরাময়, আম রক্ত, বেদনা অল্প।

ট্রম্বিডিয়ম-৭৬৬—রক্ত, কোঁথানি শূলুনি খুব বেশী মলদ্বার জ্বালা, পানাহারে উপসর্গের বৃদ্ধি নতুন বা পুরাতন পীড়া।

দ্রষ্টব্য ঃ—২/১ ভরি ইসবগুল ও ২/১ ভরি মিছরীর গুড়া একত্রে গালে জল দিয়া গিলিয়া খাইলে আমাশয়ে বিশেষতঃ পুরাতন পীড়ায় বিশেষ উপকার হয়।

যদি প্রথমে কোষ্ঠবদ্ধ হইয়া পরে আমাশয় পীড়া হয়, তাহা হইলে রোগীকে প্রথমে কোষ্ঠসাফের ব্যবস্থা করিয়া পরে ঔষধ ব্যবস্থা করিলে ভাল হয়, উদরাময়ের পর হইলে প্রয়োজন হইবে না। ২/৩ তোলা খুব পুরাতন তেঁতুল একটু জলে গুলিয়া ছাঁকিয়া চিনি মিশ্রিত করিয়া পান করিতে দিলে অন্ত্রস্থ সমস্ত সঞ্চিত কুপিত মল বাহির হইয়া যাইবে।

আমাশয়ে রক্তের ভাগ অধিক থাকিলে, গায়ে মাখা সাবান—জলে সামান্য ঘষিয়া সেই জলে নেকড়া ভিজাইয়া (৪ পর্দ্দা নেকড়া) নিংড়াইয়া পেটে পটী দিয়া রাখিবেন, ইহাতেও রক্ত এবং সংখ্যায় বাহ্যে ক্রমশঃ কম হইয়া আসিবে।

থুলকুড়ী পাতার রস—২ চামচ ও ছাগল দুধ ২ চামচ—সকাল সন্ধ্যা দুইবেলা পান কিম্বা চারা তেঁতুল গাছের পাতা ২ তোলা, আধসের জলে সিদ্ধ করিয়া আধপোয়া থাকিতে নামাইয়া ঠাণ্ডা করিয়া সকালে খালিপেটে পান করিলে শ্বেত ও রক্তামাশা আরোগ্য হয়। গঁদ ভিজান জল (আধতোলা গঁদ, জল এক ছটাক) উদরাময়, আমাশয় উভয় পীড়াতেই বাহ্যের সংখ্যা কমিয়া আসে; রক্ত কিছুতেই বন্ধ না হইলে—আয়াপানের রস ২/৩ চামচ মাত্রায় একটু মধুসহ দিনে ২/৩ বার সেব্য। কুকসিমা পাতার রসও উপকারী। ব্লুমিয়া-অডোরেটা-৬৬১—θ ২/৩ ফোঁটা মাত্রায় ব্যবহার্য্য। পুরাতন সকল প্রকার আমাশয়ে রজন গুঁড়া দুই-চারি আনা ওজনে এক টুকরা পাকা কাঁঠালি কলার মধ্যে পুরিয়া কিম্বা জলে দিয়া ৪/৫ দিন প্রাতে ও সন্ধ্যায় খাইলে বিশেষ উপকার হয়।

ইন্টাস্‌সেপ্‌সন।

প্লম্বম-৫৪৬—নাভীর স্থানে শূলুনি, মল বমি, ডান কুঁচকীর উপরাংশে ফোলা।

ইন্‌ফেক্‌সন নিবারণ।

(দারুচিনির তৈল জল দিয়া ধৌত করা—২৫৪)

ইরিসিপেলাস।

ঔষধ—এনথ্রাস, এপিস, আর্স, বেল, ক্যান্থার, ক্রোটে, ইউফর্বি, এমন-কার্ব্ব।

বেলেডোনা-১৬১, ৪২৬—প্রবল-জ্বর, পিপাসা, মাথাব্যথা, মাথা গরম, প্রথমাবস্থায় ফোলা, আক্রান্তস্থান লালবর্ণ, চকচকে, তাহার মধ্যে দপদপে বেদনা।

এপিস-১০৬, ৪২৬—শোথের মত ফোলা, হুলফোটানর মত বেদনা ও জ্বালা, রঙ গোলাপি, ডান চক্ষু বা ডান দিক হইতে পীড়া আরম্ভ।

ল্যাকেসিস-১৬২, ৪২৬—চর্ম্ম কাল বা নীলা দেখায়, পীড়ার উগ্রতার হ্রাস।

ক্যান্থারিস-২৬২—ফোস্কা, অত্যন্ত জ্বালা, অস্থিরতা, কান্না (নাসিকা আক্রান্ত)।

ইউফর্বিয়া-৩১৫—গণ্ডদেশে ইরিসিপেলাস।

রসটক্স-৫৬৯, ৪২৬, ১৬২—ফোস্কার মত উদ্ভেদ, তাহাতে অত্যন্ত জ্বালা-যন্ত্রণা ও চুলকানি, পীড়ার গতি বাম হইতে ডানদিকে পরিচালিত,আক্রান্তস্থান ঘোর লালবর্ণ (রস-ভিনেনেটা দেখুন)।

আর্সেনিক-২০৮—জ্বালার সহিত অত্যন্ত ছটফটানি ও পিপাসা।

এনথ্রাস-৮৯—দূষিত স্ফোটক, ইরিসিপেলাস-ইত্যাদিতে অত্যন্ত জ্বালা।

হিপোজিনিয়াম-৬৮৬—সাংঘাতিক প্রকারের ইরিসিপেলাস।

এচিনেসিয়া-২৮২—রক্ত দূষিত হইয়া ইরিসিপেলাস।

ম্যানসিনেলা-৬৯১—ফোস্কার মত উদ্ভেদ, পুড়িয়া যাইবার মত বড় ফোস্কা, পোড়া নারাঙ্গা ইরিথিমা, স্পঞ্জের সচ্ছিদ্র উদ্ভেদ।

ইনফ্লুয়েঞ্জা।

আর্স-আয়োড-১৩৪......এরালিয়া-৩৮৪..... জেলসি-১৩৪.....ইউপেট-পার্ফো-৩১৪।

তদ্ভিন্ন—রসটক্স, সিলা, ক্যালি-বাই, মার্ক-সল, ব্যাপ্টিসিয়া প্রভৃতিও প্রয়োজনীয়।

(হামজ্বর, সর্দ্দি ও সর্দ্দি জ্বরের অধিকাংশ লক্ষণ এই পীড়ায় বর্তমান থাকে, তজ্জন্য উক্ত পীড়ার ঔষধগুলিও ইহাতে গ্রহণ করিতে হইবে)।

সোলেনাম-লাইকো-৬৯৮—সমস্ত শরীরে ভীষণ কামড়ানি বেদনা, ইনফ্লুয়েঞ্জা আরোগ্যের পর বেদনা থাকা, মাথার পিছনে বেদনা আরম্ভ হইয়া-সমস্ত শরীরে বিস্তৃতি মাথার উক্ত প্রকার বেদনা কমিলে সমস্ত মাথায় থেৎলানি বেদনা।

আর্স-আয়োড-১৩৪—একবার শীত, একবার গরম, হাঁপের মত টান, জ্বর, শ্বাসকষ্ট, (জেলসিমিয়ম—অধ্যায়ে—৩৩০ পৃষ্ঠায় হাম ও ৩৩২ পৃষ্ঠায় জ্বরে যে সমস্ত লক্ষণ আছে—উহাও ইনফ্লুয়েঞ্জার লক্ষণ, সুতরাং উহাও গ্রহণ করিতে হইবে)।

এরালিয়া-৩১৪—নাকে কাঁচা জলের মত তরুণ সর্দ্দি,তৎসহ জ্বালা, অল্প জ্বর।

ইউপেটপার্ফো-৩১৩, ৩১৪—গায়ে হাড়ভাঙ্গা ব্যথা, মাথাব্যথা, পিত্তবমি।

রসটক্স-৫৬৮—গায়ে অত্যন্ত বেদনা, হাতে পায়ে কামড়ানি ব্যথা, জ্বর, ছটফটানি (বেদনার প্রকৃতির জন্য ৫৬৮ পৃষ্ঠায় "গাত্রবেদনা" দেখুন)।

"জ্বর ও সর্দ্দি-কাশিতে" যে ঔষধগুলি লিখিত হইয়াছে উহাও ইনফ্লুয়েঞ্জার ঔষধ।

ইন্‌টারকষ্ট্যাল-নিউর‍্যাল্‌জিয়া।

(আর্ণি, ক্যাক্টস,সিমিসি, ওয়েক, র‍্যানানকিউ, রডো, মার্ক, মেজেরি)

আর্ণিকা-১২১—বুকে টাটানি ও থেৎলানি বেদনার মত তীক্ষ্ণ বেদনা... ক্যালি-কার্ব্ব ও ব্রায়োনিয়া—ছুঁচফোটান বেদনা।

এসক্লিপিয়াস-১৭৪—নড়াচড়ায় ও নিশ্বাসে বুকে বেদনা, বেদনা বাম ফুসফুসের নীচে অধিক ষ্টার্ণমের দুইপাশে পাঁজরার হাড়ের মধ্যে টিপিলে বেদনা।

র‍্যানান্‌কিউলাস-৫৬২—বুকের ডান কিম্বা বাম উভয়দিকের পাঁজরায় ও স্তনের নিম্নে ছুঁচফোটান ব্যথা, টাটানি ব্যথা তজ্জন্য নিশ্বাসে কষ্ট, স্পর্শেও কষ্ট।

ইউরিমিয়া (মূত্রবিকার)

কলেরার এই অবস্থা অত্যন্ত সাংঘাতিক অবস্থা, অতএব ইহার চিকিৎসা অত্যন্ত যত্নের সহিত করিবেন। মূত্রাভাব বা মূত্রাবরোধ বশতঃ বিকার হইলে প্রথমে মস্তিষ্ক-লক্ষণ ও বমি দেখা দেয়, ক্রমশঃ ভুলবকা, ছটফটানি, তেড়ে তেড়ে উঠা, উপসর্গগুলি প্রকাশ পায়, চক্ষু লালবর্ণ হয়, নিশ্বাসে ও বমিতে নিশাদলের বা এমোনিয়ার মত একপ্রকার গন্ধ পাওয়া যায়, ক্রমশঃ চৈতন্যহীনতা, গিলিতে কষ্ট, শ্বাসকষ্ট, প্রস্রাব বাহ্যে

বন্ধ, শ্বাস জোর হয়, হার্টফেল হইয়া মারা পড়ে। ইউরিমিক-কনভলসনে—ইন্যানথি-ক্রোকেট উৎকৃষ্ট ঔষধ।

(গর্ভাবস্থায়—এসক্লিপিয়াস—২১১)

মূত্রথলীতে প্রস্রাব জমিয়াছে ; কিন্তু প্রস্রাব হইতেছে না ঃ—

ক্যাম্ফার-২১১—কলেরায় ব্লাডারে প্রস্রাব জমিয়াছে ক্রমাগত বেগ, প্রস্রাবত্যাগের ইচ্ছা অথচ প্রস্রাব হয় না, তৎসহ অস্থিরতা, পেটে বেদনা, ভুলবকা, আচ্ছন্নতা, পিপাসা, হাত পা ঠাণ্ডা, ক্ষীণ নাড়ী, ভিতরে জ্বালা (ইউরিমিয়াজনিত আক্ষেপ, শিবনেত্র, চক্ষুর শিরা লাল, কিছু পানাহার করিতে চায় না, তেড়ে তেড়ে উঠে, কামড়াইতে যায়, গায়ে হাত দিলে চেঁচায়, মারিতে যায় ইত্যাদি লক্ষণগুলিও ইহাতে থাকে)।

টেরিবিন্থ-২১১—প্রস্রাব জমিয়াছে অথচ কিছুমাত্র বেগ নাই, তৎসহ পেটের অত্যন্ত ফাঁপ, পেটফাঁপা যেন ক্রমান্বয়ে বাড়ে, বাহ্যে প্রস্রাব বন্ধ শ্বাসকষ্ট, আচ্ছন্নভাব, জিহবা, লালবর্ণ, মূত্র নাই অথচ খুব মূত্রবেগ থাকে।

ওপিয়ম-৫১৫—পেট যেন ফাঁপা, মূত্রথলী প্রস্রাবে পূর্ণ অথচ বেগ নাই, মূত্রথলী অসাড় (হায়োসি, কষ্টি, আর্সেও প্রস্রাব হয় না)।

বেলেডোনা-২৭৩—প্রস্রাব জমিয়াছে অথচ মূত্রথলীর পেশীর দুর্ব্বলতার জন্য প্রস্রাব হয় না, তৎসহ ভুলবকা, চক্ষু লাল, বমি, শ্বাসকষ্ট ইত্যাদি।

নক্স-ভমিকা-৫১২—প্রস্রাব জমিয়াছে ঘন ঘন বেগ, ক্রমাগত কোঁথ দেয়, প্রস্রাব হয় না কিম্বা ফোঁটা ফোঁটা করিয়া হয়, প্রস্রাবদ্বার জ্বালা করে (ইহা ওপিয়মের পূর্ব্বে ব্যবহৃত হইলে সুফল দান করে)। প্রস্রাবের পর সামান্য প্রস্রাব হওয়া বা সম্পূর্ণ বন্ধ থাকা (ষ্ট্রামোনিয়ম—প্রসবের পরে ও বাতশ্লেষ্মার জ্বরে প্রস্রাব বন্ধ)। প্রস্রাব প্রথমে মলিন পরে ঘোলা, সাদা পূঁযের মত, শ্লেষ্মা মিশ্রিত।

এপিস-১০২—ঘন ঘন বেগ, মাত্র ২/১ ফোঁটা নির্গত হয়, মূত্রথলীতে অল্প জ্বালা, কখনও কটাস করিয়া উঠে, প্রস্রাব বন্ধসহ পিপাসা না থাকা।

প্রমেহপীড়াগ্রস্ত রোগীদের মূত্রনলীতে জ্বালা ও প্রস্রাব করিবার অত্যন্ত ইচ্ছা লক্ষণে ক্যানাবিস-ইণ্ডিকা ও থুজা পরীক্ষা করিয়া দেখা উচিৎ।

মূত্রথলীতে প্রস্রাব জমে নাই ঃ—

মূত্রথলীতে প্রস্রাব জমিলে—ক্যালি-বাইক্রম (ইহাতে ইউরেথ্রায় জ্বালা থাকে)। ষ্ট্রামো, আর্সেনিক, সাইকো ইত্যাদিতেও মূত্রথলীতে প্রস্রাব জমে না (ডাঃ কালীর মতে—মার্ক-কর—৩০ শক্তি ১ মাত্রা) ; অন্যান্য উপসর্গ যথা ঃ—

আর্স—ছটফটানিসহ, ... আর্স-ব্রোম—ছটফটানি ও অজ্ঞানভাব পর্যায়ক্রমে,...... কুপ্রম-এসেট ও কুপ্রম-আর্স—খেঁচুনিসহ,...... এসিড-হাইড্রো—হৃৎক্রিয়ার হ্রাস, শ্বাসকষ্ট গোঁগানিসহ,...... ট্যাবেকাম—কিডনী ও লিভারে ক্রিয়াহীনতার জন্য।

প্রস্রাব না জমিলে—ইলিসিয়াম উৎকৃষ্ট ঔষধ (অনেক সময় ইহা বাজারে পাওয়া যায় না)।

আচ্ছন্নভাব, কোমা ঃ—

এপোসাইনাম-ক্যাণ--১০৭—প্রস্রাব বন্ধ, প্রস্রাব স্বল্প, মূত্রকৃচ্ছ্র, প্রস্রাবে কষ্ট।

প্রস্রাব বন্ধ, নিস্পন্দভাব, জাগান যায় না, জাগিলেও তখনই আচ্ছন্ন, প্রস্রাবের বেগ বা চেষ্টাশূন্য,—স্পিরিট-নাইটার-৫০৩—৮/১০ ফোঁটা, ৪ আঃ জলে দিয়া ২/১ চামচ মাত্রায় ২ ঘন্টা অন্তর সেব্য।

মস্কেরিণ—ঝোঁকে ঝোঁকে উঠে, পাগলের মত ভাব; কিন্তু আবার তখনই ঘুমাইয়া পড়ে, প্রস্রাব বন্ধ, শ্বাসকষ্ট, হাত পা ঠাণ্ডা (এগারিকাস অধ্যায় দেখুন)।

ইউরিমিক-কোমা—এসিড -কার্ব্ব (ডাঃ হিউজেস)।

এমন-কার্ব্ব-৭৮—অজ্ঞান, আচ্ছন্ন, ইউরিমিয়ার শেষ অবস্থায় গলা ঘড়ঘড়, ঠোঁট, জিব নীলবর্ণ, যেন কিছু ধরিতে যায়, হৃৎপিণ্ডে রক্ত জমিয়া হার্টফেল।

ক্লোর‍্যাল-হাইড্রেট-২৩৯—মূর্চ্ছিত হইয়া কয়েক ঘন্টা হইতে কয়েকদিন একভাবে পড়িয়া থাকে, চৈতন্য থাকে না, ডাকিলে সাড়া দেয় না।

ডাঃ সুসলারের মতে—পীড়ার দ্বিতীয় অবস্থা উত্তীর্ণ হইয়া ৩য় অবস্থায় যখন রোগী হিমাঙ্গ, অবস্থা মন্দ তখন—ফেরম-ফস, ক্যালি-ফস ও ন্যাট্রম-ফস, এই ৩টিই প্রধান আশ্রয়। ন্যাট্রম-ফস, সেবনে প্রস্রাব বন্ধ হয় না, ইউরিমিয়ার আশঙ্কা দূর হয় (ক্যালি-ফস—১২ ×—২০০ শক্তি, ইউরিমিয়া ও মস্তিষ্ক লক্ষণের উৎকৃষ্ট ঔষধ)।

ইউরিমিয়াজনিত মস্তিষ্ক লক্ষণ ও জ্বর-বিকার ঃ—

কলেরার এ অবস্থায় কোন কোন রোগী ভুল বকে, ছটফট করে, কোন কোন রোগীর ছটফটানি ভুলবকা অধিক থাকে না, অজ্ঞান অসাড়ভাবে পড়িয়া থাকে ঃ—

ছটফট করিলে, ভুল বকিলে ঃ—বেলেডোনা, ষ্ট্রামোনিয়ম, হায়োসিয়ামস, রসটক্স, ক্যালি-ব্রোম।

অজ্ঞানভাবে পড়িয়া থাকিলে ঃ—এসিড-ফস, ওপিয়ম, নক্স মস্কেটা, এপিস, হেলিবোরাস, হায়োসিয়ামস, ভেরেট্রম, ভিরিডি, নাইট্রি-স্পিরিট-ডল, ক্যালি-ব্রোম। অত্যন্ত ছটফটানিসহ আচ্ছন্নভাব—আর্সেনিক-ব্রোম—৬, ৩০ শক্তি।

ইউরিমিয়াজনিত জ্বর ও অন্যান্য উপসর্গ ঃ—

একোনাইট—প্রতিক্রিয়ার পর জ্বর, অস্থিরতা, পিপাসা, নাড়ী স্থূল, ঘর্ম্ম শূন্য।

বেলেডোনা—অধিক জ্বর, বিকার, বেলেডোনার লক্ষণসহ চক্ষু লালবর্ণ।

ভেরেট্রম-এলবম—বেলেডোনার উন্মাদ লক্ষণসহ জ্বর ও চক্ষু লালবর্ণ না থাকিলে।

রসটক্স—ভুলবকা তৎসহ পেটের দোষ, মাংসধোয়া জলের মত বেধ, দুর্গন্ধ ভেদ, অস্থিরতা, স্থির থাকিতে কষ্ট, এপাশ ওপাশ করা, কখনও কামড়াইতে যায়, প্রলাপ বকে কাঁদে, কখনও অজ্ঞান, ঘুমঘুমভাব, জিহবা শুষ্ক, চক্ষুর তারা ছোট।

(পীড়ার বর্দ্ধিত অবস্থায় উক্ত লক্ষণসহ চোখ ঘোলা থাকিলে—রসটক্স ও হায়োসিয়ামস—৩০ শক্তি পর্য্যায়ক্রমে ঘন ঘন প্রযোজ্য)।

এসিড ফস—অল্প জ্বর, অস্থিরতাশূন্য, অজ্ঞান ; কিন্তু সাড়া দেয়।

হায়োসিয়ামস-৩৭১—সম্পূর্ণ অজ্ঞান, উলঙ্গ, লিঙ্গে হাত দেয়, পিউপিল বড় হয়, চক্ষু লাল—কখনও ঘোলা, একবার ছটফটানি—একবার আচ্ছন্নভাব, কখনও একদৃষ্টে চাহিয়া থাকে, পলক ফেলে না, প্রস্রাব জমিয়াও হয় না কিম্বা অসাড়ে প্রস্রাব, অল্পমাত্র প্রস্রাব, পিপাসা, শুধু জল খায়, জিহবা শুষ্ক চামড়ার মত প্রস্রাব নিঃসরণ হইয়াও মস্তিষ্ক লক্ষণ।

ওপিয়ম—ঘোর অচৈতন্য, শিবনেত্র, নাক ডাকে, গলা ঘড়ঘড় করে।

ষ্ট্রামোনিয়ম—হাসে, গান গায়, সীস দেয়, বালিস হইতে মাথা তোলে আবার নামায়, মধ্যে মধ্যে ঘাম, হাত পা একভাবে নাড়ে, অঙ্গভঙ্গি করে, বিদেশী ভাষায় কথা কয়, প্রস্রাব বন্ধ, সমস্ত শরীরের বা হাত পায়ের কম্পন।

ভেরেট্রম-ভিরিডি—অচৈতন্য, যেন ঘুমাইতেছে, খেঁচুনি, শ্বাসকষ্ট, ঘর্ম্ম।

নক্স-মস্কেটা—অত্যন্ত ঘুমভাব, যেন ঘুমের ঘোর কাটে না, পেট ফোলে, ফুলিয়া দম হয়, ঘর্ম্ম শুষ্ক ও ঠাণ্ডা, মুখ শুষ্ক অথচ পিপাসার লেশমাত্র নাই।

এপিস-৫০৫—অচৈতন্যভাব, নিস্পন্দনভাবে পড়িয়া থাকিয়া মধ্যে মধ্যে চীৎকার করিয়া উঠে, পিপাসাশূন্য। প্রস্রাব বন্ধ বা অল্প প্রস্রাব।

ফেরম-ফস-৫১৯—ক্রমাগত বাহ্যে বমির পর অজ্ঞান, ছটফট, মুখ লাল, পিউপিল প্রসারিত, ক্রমাগত মাথানাড়া।

ক্যালি-ফস-৪১৩-বিকারাবস্থায়—ফেরম ফসের ও খিলধরায়—ম্যাগফসের সহিত ১৫/২০ মিনিট অন্তর প্রযোজ্য। ইহাতে ঘন ঘন বাহ্যে বমি হয়, মলে পচা দুর্গন্ধ, পেটে কখনও বেদনা, কখনও বেদনা থাকে না, ছটফট করে, কখনও চুপ করিয়া থাকে।

ক্যালি-ব্রোম—৩ ×, ৬ষ্ঠ শক্তি ; ভেদ বমি থাক বা নাই থাক, হাত পা ঠাণ্ডা চক্ষুর মণি প্রসারিত, অনিদ্রা অত্যন্ত ছটফটানি পিপাসা, বিকার লক্ষণ, তেড়ে তেড়ে উঠা, কখনও আচ্ছন্নভাব, নিশ্বাস ক্রমশঃ জোর, পেশী থাকিয়া থাকিয়া কাঁপিয়া উঠে, প্রস্রাব স্বল্প বা প্রস্রাব বন্ধ, জ্বর, গিলিতে কষ্ট, সবুজ দুর্গন্ধ বাহ্যে, আক্ষেপ বা আক্ষেপের উপদ্রব (শিশুদের পীড়ায় অধিক কার্য্যকরী)।

আর্সেনিক-ব্রোম—৬, ৩০ শক্তি, ভয়ঙ্কর ছটফটানি, বোধ হয় এত ছটফটানি অন্য কোনও ঔষধে নাই ও উত্তেজনা, তৎসহ আচ্ছন্নভাব, অবসন্নতা, শ্বাসকষ্ট, ক্রমশঃ শ্বাস জোর, প্রস্রাব বন্ধ, প্রস্রাব হইয়াও পুনরায় বন্ধ, অত্যন্ত দুর্গন্ধ মল।

নিকোটিন—৬, ৩০ শক্তি; শ্বাসকষ্ট (শ্বাসকষ্ট প্রথমেই—নিকোটিন, উপকার না হইলে এসিড-হাইড্রো,ক্যালি-সিয়ানাইড), প্রতিক্রিয়ার লক্ষণ প্রকাশিত না হইয়া সর্ব্বাঙ্গ ঠাণ্ডা, প্রচুর ঘাম, ভেদবমি ইত্যাদি সমস্ত বন্ধ, শরীরের সকল যন্ত্রের যেন অসাড়তা, ভেদবমি বন্ধ থাকা সত্ত্বেও পেট যেন জলে পরিপূর্ণ, পিপাসাশূন্য প্রভৃতি। ষ্টার্ণমের পশ্চাতে যেন কি আটকাইয়া আছে এইরূপ অনুভব।

ব্যাপ্টিসিয়া—১ × : আচ্ছন্নভাবের সঙ্গে প্রলাপ বকা, বিছানা হইতে উঠিবার চেষ্টা, বিছানায় কেবল এপাশ ওপাশ করে, শ্বাস-প্রশ্বাসে কষ্ট ও শব্দ হয়, কোন কথায় জবাব দিতে দিতেই আচ্ছন্ন হইয়া পড়ে। বাহ্যে, বমি, প্রস্রাব এমন কি নিশ্বাস পর্য্যন্ত দুর্গন্ধ, গিলিতে কষ্ট, মুখে লইয়া 'থুথু' করিয়া ফেলিয়া দেয়, হাঁ করিয়া নিশ্বাস ফেলে, শয্যাক্ষত নাসিকায় ও চক্ষুতে ক্ষত, কর্ণমূল প্রদাহ।

হেলিবোরাস—৬, ৩০ শক্তি ; ওপিয়মের মত সম্পূর্ণ অজ্ঞান, অচৈতন্য,মধ্যে মধ্যে ছটফটানি, সর্ব্বদাই কিছু চিবাইবার মত মুখটি নাড়ে। পিপাসার চিহ্নমাত্র বোঝা যায় না, কিন্তু জল দিলেই আগ্রহের সহিত পান করে, মাঝে মাঝে হাত পা নাড়ে (পা নাড়াই অধিক); হাতের পায়ের বুড়ো আঙুল মুঠা করিয়া থাকে, একদিকের হাত পা অথবা কেবল হাত অনবরত নাড়ে, এই সময় অন্যদিকের হাত পা পক্ষাঘাতের মত পড়িয়া থাকে (উক্ত লক্ষণ কখনও অজ্ঞানভাবে থাকিয়া, কখনও ছটফটানির কিম্বা অনুক্ষণ

মাথানাড়ার সহিত থাকে); শিশু হইলে মধ্যে মধ্যে চীৎকার করিয়া উঠে এবং হাত পা মাথা ঐ প্রকার নাড়ে।

ভেরেট্রম-ভিরিডি—মস্তিষ্কে রক্তাধিক্যতাহেতু চক্ষু-লাল, আচ্ছন্নভাব ঘোর অজ্ঞান প্রলাপ, মাঝে মাঝে খেঁচুনি, শ্বাস-প্রশ্বাসে ভীষণ কষ্ট, শ্বাসবন্ধ হইয়া যাওয়ার মত হয়, অত্যন্ত ঘাম, ঘন ঘন বমির চেষ্টা (ক্রম-৬—৩০)।

এমন কার্ব্ব—৩০ শক্তি; রোগী অজ্ঞান, আচ্ছন্ন, শ্বাসনলীতে জোর ঘড় ঘড় শব্দ, মূত্রবিকার, ঠোঁট জিব নীলবর্ণ।

ক্যাম্ফর—৬ষ্ঠ শক্তি; হঠাৎ সর্ব্বাঙ্গ বরফের মত শীতল, নাড়ীর ক্ষীণতা বা একেবারে লোপ, শরীর পাথরের মত শীতল, গায়ে আদৌ চাপা রাখে না।

ল্যাকেসিস—হৃৎপিণ্ডের দুর্ব্বলতাসহ প্রস্রাবে কষ্ট কিম্বা মূত্রস্থলীর পক্ষাঘাত বশতঃ প্রস্রাব বন্ধ হইয়া ইউরিনিয়া ও বিকার লক্ষণ। রোগী অনবরত বিড় বিড় করিয়া বকে, ঘুমাইলেই বা জাগিলেই রোগ লক্ষণের বৃদ্ধি (ক্রম—৩০ ; ২০০ শক্তি)।

এসিড-হাইড্রো-৬, ৩০ শক্তি ;নাড়ী মোটা, কোমল, হৃৎপিণ্ড প্রথমে দ্রুত চলিয়া পরে ক্রমে ক্রমে ধীরে ধীরে চলে ও অবশ হইয়া যায়, অত্যন্ত বুক ধড়ফড় করে, তজ্জন্য প্রথমে খেঁচুনি হয় পরে শরীর ক্রমশঃ অবশ হইয়া পড়ে, শ্বাস অতি ধীরে ধীরে ও কষ্টে চলে, গোঁ গোঁ করে, গলার ঘড় ঘড় শব্দ হয়। নিস্তেজভাবে পড়িয়া থাকে (২২ পৃষ্ঠায়—পটাস-সিয়ানাইট দেখুন)। অত্যন্ত শ্বাসকষ্ট, রোগী যেন খাবি খায়, শ্বাস সহজে লয় ; কিন্তু ফেলিবার সময় অত্যন্ত কষ্ট হয়।

মস্কেরিণ—৩ × ; অভাবে—৬, ৩০ শক্তি—রোগী ক্রমাগত ঝেঁকে ঝেঁকে উঠিতে চায় কিন্তু তখনই নিদ্রিত হইয়া পড়ে, তৎসহ প্রস্রাব বন্ধ, হাত পা ঠাণ্ডা ও শ্বাসকষ্ট, (ইহা বেল, হায়োসি, ষ্ট্রামোর পূর্ব্বে দেওয়া উচিত)।

কোব্রা—৬ষ্ঠ ; হৃৎপিণ্ডের মধ্যে রক্তের চাপ জমিয়া ভীষণ শ্বাসকষ্ট, শ্বাসকৃচ্ছ্রতা, শ্বাসবন্ধ হইয়া মৃত্যু সন্নিকট বলিয়া বোধ হয়, শ্বাসকষ্টের জন্য ভয়ানক উদ্বেগ ও যন্ত্রণা (ইহার অধ্যায় দেখুন)। অন্তিম-অবস্থার নাভিশ্বাস (এসিড-হাইড্রো, ল্যাকেসিস, আর্স প্রভৃতি বিফল হইলে উহাতে উপকার হওয়া সম্ভব)।

এন্টী-পাইরিন-১০১—অত্যধিক ঘর্ম্মের সহিত শ্বাসকষ্ট। ক্যালকেরিয়া-আর্স, জিঙ্কাম, সলফার প্রভৃতিও দ্রষ্টব্য।

উদরী।

(শোথরোগ ৮৮৪ পৃষ্ঠা দেখুন)

এসিড-এসে-১৩০, ১৫,........এমন-বেঞ্জো-৭৬.........আর্স-১২৯.......এপিস-১০৪, ১৩০,........ লাইকো-১৩০.......এপোসাইনাম-১৩০—৩৫৪,........ আর্স-আয়োড-১৩০,........ ডিজি-১৮৯........ এসক্লিপি—১৩০.........কনভ্যালে-৩০০,......... টেরিবিন্থ-৬২৮,......... হেলিবোর-৩৫৩,.........ব্রায়োকেমিকে—ন্যাট-মিউর ও ন্যাট্রম-সলফ প্রধান ঔষধ।

উদরাময়।

প্রাতঃকালীন—এলো, ব্রায়ো, ন্যাট-সল্ফ, পেট্রোলি, সোরিণাম, পডো, ফস, রিয়ুম, মস্কোরিয়া, নুফার, ক্যালি বাই, সলফার, মার্ক-সল্ফ,......গ্রীষ্মকালীন—ব্রায়ো, ফস, ল্যাকে, এন্টিম ক্রুড,........ বর্ষায়—ন্যাট-সল্ফ, ডল্কা,....... শরৎকালে— ইপি,......

বেদনাবিহীন—ফেরম, পডো, গ্র্যাটিওলা, এসিড-ফস, ফস,......প্রস্রাবের সময় অসাড়ে—এলো, এপিস, ওলিয়েণ্ডার, এসিড-মিউর, ...বায়ু নিঃসরণের সময়—এলো, এসিড-ফস,পডো, ওলিয়ে, এসিড-মিউর, ফস,......হাঁচি কাশির সময়—সিনা—পিচকারীর মত বেগে—ক্যাল-ফস, ক্রোটন, গ্র্যাটি, গ্যাম্বো, জ্যাট্রো, ফস, পডো,.....একসঙ্গে তোড়ে সমস্ত মল নির্গমন—গ্যাম্বোজ, গ্র্যাটিওলা, ক্রোটন,.....জলের কল খুলিয়া দেওয়ার মত বেগে—ফস, ...পিপার মুখ খুলিয়া দেওয়ার মত বেগে—থুজা, পডো, অসাড়ে চোয়াইয়া—এপিস, এলো, ফস,......নিদ্রিতাবস্থায়—আর্ণি, ব্রায়ো, হায়ো, রস—বাহ্যের পূর্ব্বে পেটে গড়গড় শব্দ—এসক্লিপি,—এলো, এপিস, ন্যাট-সলফ, পলস, থুজা, জ্যাট্রো, এসিড মিউর,....পেটে গড়গড় শব্দ হইলে, জ্যাট্রো.....ঐ মলদ্বারের মুখে হইলে—থুজা।

মলের গন্ধ ঃ—অত্যন্ত পচা দুর্গন্ধ—আর্ণি, আর্স, এসি-কার্ব্বল, কার্ব্বো চায়না, ক্রিয়ো, ল্যাকে, ফস, পডো, সোরিণাম, রস, সাইলি, ষ্ট্র্যামো, আর্জ্জেন্ট, বিসমথ,.......টকগন্ধ—ক্যাল-কার্ব্ব, জোলাপ, বেল, আর্ণি, সাইলি, হিপার, রিয়ুম, ন্যাট সলফ, ন্যাট-ফস, ম্যাগ-কার্ব্ব, সলফ, কল্‌চি, কোলেষ্ট্রাম, এরাঞ্জে,.....ডিমপচা গন্ধ,—ক্যামো, সোরি, ...পচা পনিরের—হিপার, ব্রায়ো.....কাগজপোড়া—কলোসি।

মলের রঙ ঃ—সবুজ—এরাঞ্জে, পলিনিয়া, একোন, ইথুজা, ইলাটি, এপিস, ইপি, ক্যামো, আইরি, ম্যাগ-কার্ব্ব, ক্যাল-ফস, ফস, কলোসি, ন্যাট-সলফ, মার্ক ভাই, পলস, সলফ...সেওলার মত—ম্যাগ-কার্ব্ব, মার্ক ভাই,....কালবর্ণ,—আর্স, সোরিণাম ক্যালি-বাই, ষ্ট্যানম...আলকাতরার মত কার—লেপট্যান্ড্রো...লালবর্ণ—ক্যাম্ফি সিনা, রস, সলফ.....তেলের মত,—বোলিলোট-আয়োড, এসিড-পিক্রে.....সাদা—বেল, ইস্কিউ, চায়না, সিনা, হিপার, ডিজি, আয়োড, ফস, সল্ফ, পডো, ক্যাল-কার্ব্ব...জলের মত বর্ণশূন্য—কল্‌চি, এপিস, ইথুজা, সিকেলি, আইরিস,....পাঁশুটে—ক্যাল-কার্ব্ব, ডিজি, মার্ক, চেলি,......চা-খড়ির মত সাদা—বেল, ক্যাল-কার্ব্ব—এপিস, পডো,.....কাদার মত—বার্ব্বেরিস, টিন-আর্স, হরিদ্রা রঙের জলের মত—ক্যালকে, চায়না, ন্যাট-সল্ফ, থুজা, গ্র্যাটিওলা।

ফেণা ঃ—হলদের সঙ্গে—কলোসি.....সাদার সঙ্গে—আয়োড,.... ফেণার মত—এসিড-বেঞ্জো,.....সবুজ বাহ্যের সঙ্গে—ইপি, ম্যাগ-কার্ব্ব, ইলাটিরি, গ্র্যাটি,...কটারঙের সঙ্গে—ক্যালি-বাই, রিয়ুম.....সবুজ বাহ্যের সঙ্গে অধিক পরিমাণে—ইলাটিরি।

মল ঃ —ঘোলের মত—আয়োড.....মাংসধোয়া জলের মত—ফস, রস, ক্যাম্ফার;.....পূঁযের মত—এপিস, আর্ণি, সিকেলি, আয়ো, ক্যাল ফস, সাইলি, সলফ, ল্যাকে;—রক্তাক্ত পূঁয—ক্যালি-সল্ফ, আর্ণি,.....অজীর্ণ, খাদ্যমিশ্রিত—চায়না, ওলি, ফেরম, আর্জ্জেন্ট, এসিড-ফস, পডো, সলফ, ক্যাল-ফস, ক্যামো, হিপার, পেট্রোলি,.......সাদা ছোট ছোট টুকরা মিশ্রিত—আর্জ্জেন্ট-নাই, এসিড-নাই.....সিদ্ধ করা ডিমের সাদা অংশটার ন্যায় পদার্থ মিশ্রিত—গ্র্যাফাইটীস,... মোমবাতির টুকরার মত পদার্থ মিশ্রিত—ম্যাগ-কার্ব্ব, ফস, ...আমসংযুক্ত—কলচি, এলো, গ্র্যাফো,..... তৈলের মত পদার্থ—এসিড-পিক্রে,.....রক্তসংযুক্ত—একোন, আর্স, ট্রিলিয়ম, কার্ব্বো মার্ক-কর,....... পরিবর্ত্তনশীল—পলস, এসিড-ফস,.... বেদনা বিহীন—এপিস, আর্জ্জেন্ট, চায়না, ফেরম, হায়োসিস,.......গর্ভাবস্থায় উদরাময় —এলিউমিনা, চায়না, নক্স, পলস্, সিপি,......আঁতুড়ে পোয়াতির—এন্টিম ক্রুড, হায়োসি, রিউম।

আনুসঙ্গিক উপসর্গ ঃ—জ্বরসহ তরল ভেদ—একোন,.....গরম বায়ু নিঃসরণসহ—এগারিকাস,.....গা-বমি-বমি-সহ—ইপি, এন্টিম-ক্রুড,.....পেট হইতে মলদ্বার পর্য্যন্ত জ্বালাসহ—আর্স,.....মুখ হইতে মলদ্বার পর্য্যন্ত জ্বালাসহ—আইরিস,.....নাক ঠোঁট খোঁটাসহ—এরাম, ন্যাপথা,....মলদ্বার চুলকায়—এসি-ফ্লোর,.....নাভির নিকট কামড়ানি বেদনাসহ—এসিড-অকজা, কলোসিন্থ,..... গোগগুল নির্গমনসহ—পডো, ভ্যালেরিয়ানা, এসিড-ফ্লোর, এপিস, এলো,.....কট্টু, ঝাঁজাল গন্ধসহ—এসিড-বেঞ্জো, মলদ্বারে ঘা—বোরাক্স, পিওনিয়া,.....খাদ্যদ্রব্যের গন্ধে গা বমি-বমি সহ—কলচি,..... সর্দ্দি,-কাশির সহিত—রিউমেক্স,...মলদ্বার হাজিয়া যাওয়া সহ—ক্যামো, ক্রিয়ো, বোরাক্স, ক্যালি-সলফ, এসিড-সলফ,.....মলত্যাগের পূর্ব্বে বেদনা, পরে শূলুনি—ক্যালি-বাই,....মলদ্বার ফাটা—গ্র্যাফা,....জল বমনসহ—বিসমথ,.....বায়ু ও মল ছিটকাইয়া নির্গমনসহ—আর্জেন্টি-নাই।

পীড়ার উৎপত্তি ঃ—দুধ খাইয়া পীড়া—ন্যাট্রম-আর্স, ন্যাট্রম কার্ব্ব, ল্যাক ডিফ্লোর....গুরুপাক দ্রব্য আহার করিয়া—নক্স, ইপি, পলস... তৈলাক্ত দ্রব্য আহার করিয়া—পলস....টকদ্রব্য খাইয়া—এন্টিম-ক্রুড এসিড ফস,.....কাঁচা ফলমূল খাইয়া—এসিড-সলফ,......ফল খাইয়া—এসিড-সলফ, চিন আর্স,....অধিক জল খাইয়া—গ্র্যাটি.....মিষ্টদ্রব্য ভোজন করিয়া—আর্জেন্টি-নাইট্রিকাম,.....রাগের পর—ক্যামো, কলোসি,.....শিশুগণ মাতৃদুগ্ধ ছাড়িবার পর—আর্জেন্টি নাই,.....দূষিত জলপানের পর—জিঞ্জিবার,.....অতিরিক্ত ঠাণ্ডায়—ক্যাম্ফর,.....ঠাণ্ডার পর গরমে—সাইলিসিয়া,.....ভয় পাইয়া শিশুর হঠাৎ পীড়া—সিনা,.....লিভারের দোষে—চেলি, টিলিয়া,..... লোণাদ্রব্য খাইয়া—গ্র্যাফা,.....মাংস খাইয়া—এলো, পলস।

আইরিস ভার্স-৩৮৭—রঙ্ হলদে অথবা সবুজ, পিত্তমিশ্রিত, তৈলের মত তৎসহ গা-বমি বা টক-পিত্তবমি, পেট হইতে গলা পর্য্যন্ত জ্বালা।

এঙ্গাষ্টিউরা-৮৮—তরল বাহ্যে প্রচুর পরিমাণে হইতেছে, তথাচ মলদ্বারের বেগ হয় না, গ্রীষ্মকালীন উদরাময় তাহা রক্তবাহ্যে, পেট বেদনা, পেটফাঁপা।

এবসিন্থিয়াম-১০—বেঙের ছাতা আহারে বিষাক্ত হইয়া পীড়া।

এপিস-১০৫, ২৪৮ হলুদে সবুজ আম, স্বচ্ছজলের মত, চোয়াইয়া নির্গমন।

এন্টিম টার্ট-১০০—তরল ভেদ, সবুজ ভেদ, ভেদে হড়হড়ে পদার্থ, দুর্গন্ধ বমি।

*অক্সিট্রপিস—মলদ্বার বোধ হয় যেন খোলা, মল আপনি বাহির হইয়া আসে।

এলো-৬৮, ২৪৮—মল গরম, অসাড়ে বাহ্যে, বায়ু নিঃসরণে মল বাহির, বাহ্যের পূর্ব্বে পেটে মোচড়ানি ব্যথা, পেট ডাকে, সহজ বাহ্যেও অসাড়ে হয়, ভোর ৪টার বা প্রাতে বৃদ্ধি, খাইবার পরই বাহ্যে!।

হাইড্রাসটাস-৩৬৪—একবার কোষ্ঠবদ্ধ একবার উদরাময়।

একালিফা-১৩—এলোর মত বায়ু নিঃসরণসহ বেগে মল নির্গমন, পেট ডাকে, পেটি ফাপে, কামড়ানি ব্যথা থাকে, মলে রক্ত থাকে, রক্ত প্রাতে অধিক।

এলাম্বাস-৬২—এলোর মত প্রস্রাবকালে মল অসাড়ে বাহির হয়।

এপাসাইনাম-১০৮—সশব্দে বায়ু নিঃসরণসহ হলদে বা কটা রঙের অধিক পরিমাণে মল, মলে অজীর্ণ মিশ্রিত, অসাড়ে নির্গমন।

ন্যাট্রম-মিউর—৪৯৬—রঙ কাল, রক্ত মিশ্রিত, ডিমের লালার মত, বর্ণ, শূণ্য, অসাড়ে খুব বেগে, মুখ চকচকে দেখায়, অত্যন্ত পিপাসা।

এসিড-মিউর-২৫, ৬৯, ২৪৮—প্রস্রাবের সময় অসাড়ে বাহ্যে এবং গোগগুল বাহির হয়, বায়ু নিঃসরণ কালে মল নির্গমন।

এলষ্টোন-৭১—আহার শেষ হইলেই বাহ্যে, পরিমাণে অধিক ভেদ, পেটবেদনা, দূষিত জলপান ও ম্যালেরিয়া জনিত উদরাময় আমরক্ত।

আর্জেন্টি-নাই ১১৯, ২৪৮, ৩২০—পানমাত্র বাহ্যে, ফড়ফড় শব্দ করিয়া বায়ুনিঃসরণসহ বাহ্যে, রঙ সবুজ হলদে, ন্যাকড়ায় থাকিলে হলদে রঙ—সবুজ হয়, দুর্গন্ধ।

ক্যাল-ফস-১১৯—বায়ু নিঃসরণসহ সবুজ বাহ্যে, মাথাঘামে, লোণাদ্রব্যে ইচ্ছা।

আর্ণিকা-১২৩—অত্যন্ত পচা দুর্গন্ধ বাহ্যে, নিদ্রিতাবস্থায় অসাড়ে নির্গমন।

আর্স-আয়োড-১৩৪—অন্ত্রে ক্ষত, রাত্রিতে বাহ্যে হয় না, প্রাতে আরম্ভ।

আর্স-সলফ-ফ্লেভ্রম-১৩৬—বহুদিনের পুরাতন উদরাময়, মলে অত্যন্ত দুর্গন্ধ।

এলনাস-৬৭—অত্যন্ত দুর্ব্বলতাসহ উদরাময়, আমাশয়, আমরক্ত, খুব কাল রঙের মল।

সিনা-৫৯২—বহুদিনের উদরাময়ে ভুগিয়া দুর্ব্বলতা।

এসিড-অক্জ্যালিক-৩৩—অধিক ভেদ, আম রক্তমিশ্রিত ভেদ, কখনও শুধু আম, ভেদের পূর্ব্বে ও সময়ে নাভীর স্থানে অত্যন্ত মোচড়ানি ব্যথা, গা বমি, অধিক ভেদ হইলে পায়ে খিল ধরে।

ইনোথেরা-৫১৫—পুরাতন উদরাময়, গ্রহিণী, সূতিকাপীড়া।

এসিড-ফস-৩৬, ২৪৮—অসাড়ে বায়ু নিঃসরণসহ বাহ্যে পূর্ব্বে পেট ফোলে, পেট ডাকে, গড়গড় শব্দ হয়, বেদনাশূন্য, রঙ সাদা বা হলদে, দুর্ব্বলতার অভাব।

ক্যালকেরিয়া-এসেট-১৮২—দুর্ব্বলতার অভাব, পেটে বেদনা থাকে না।

বোরাক্স-১৬৯—শিশুর সবুজ বা হলদে বাহ্যে তৎসহ মুখে ঘা, পেটব্যথা, কান্না।

বোভিষ্টা, এমন-কার্ব্ব-১৭০—ঋতুর পূর্ব্বে ও ঋতুস্রাবকালীন উদরাময়।

ব্রায়োনিয়া-১৭৬—গ্রীষ্মে আহারের গলযোগে পীড়া, প্রাতে ভেদ অধিক, পচা পনিরের মত দুর্গন্ধ ; ঠাণ্ডা পানীয়, ফল শাকসব্জী খাইয়া পীড়া।

ক্যালকেরিয়া-হাইপোফস-১৯৪—মারাত্মক উদরাময়, গ্রন্থিনীরোগ।

চেলিডোন-২৩৭—ঘোর হরিদ্রার বা সাদা রঙের বাহ্যে, উদরাময় ও কোষ্ঠবদ্ধ পর্য্যায়ক্রমে তৎসহ ন্যাবা বা লিভারের দোষ, দুধ সহ্য হয়, গরম দুধ ও গরম পানীয় পান করিতে চাহে।

এসক্লিপিয়াস-টিউবারোসা-১৩৯—শীতকালে রক্তাতিসার, আহারের পর পেটফোলা, বেদনা, বাহ্যের পূর্ব্বে পেট গড়্গড় করিয়া ডাকে ও বেদনা।

ব্যাপটিসিয়া-১৯৪—বৃদ্ধদের আমাশয়ে দুর্গন্ধ বাহ্যে।

চায়না-২৪৮, ৩২০—হরিদ্রা বা কটারঙের বাহ্যে তৎসহ অজীর্ণ খাদ্য, বাহ্যের পর ক্ষুধা হয়, খাইবার পরই ও রাত্রিতে অধিক বাহ্যে, মলে দুর্গন্ধ।

ফেরম-মেট-২৪৮, ৩২০—অজীর্ণ খাদ্য নির্গমন, বেদনাশূন্য আহারকালে বা আহারের পরেই বাহ্যের বেগ। যক্ষ্মারোগীদের উদরাময়, যাহা খায় তাহাই বাহ্যে।

আর্সেনিক-১২৮, ২৪৮—মলে অজীর্ণ খাদ্য, পেট জ্বালা, রাত্রি ১২টার পরও পানাহারে বৃদ্ধি, রঙ—সবুজ, হলদে কালচে অত্যন্ত পচা দুর্গন্ধ, পরিমাণ অল্প।

পডোফাইলম-২৪৮, ৫৪৮—মলে অজীর্ণ খাদ্য মিশ্রিত হলদে বা হলদে সবুজ, গরম দুর্গন্ধ পরিমাণে অধিক, প্রাতে অধিক হইয়া ভেদ ক্রমশঃ কমে, বেদনাশূন্য।

পলসেটিলা-৫৫৪—রাত্রিতে উদরাময়ের বৃদ্ধি।

পেট্রোলিয়ম-কেবল দিনে, রাত্রিতে আদৌ বাহ্যে হয় না। পুরাতন উদরাময়।

*কার্ব্বণ-সলফ—প্রত্যেক ৪ হইতে ৬ সপ্তাহের মধ্যে উদরাময়।

কলোসিন্থ-২৭২—গন্ধকের মত হলদে রঙ তৎসহ ফেণা, মলে—রক্ত, আম, পিত্ত, মলদ্বার হাজিয়া যায় (সলফ) টক বা কাগজপোড়ার মত গন্ধ।

কর্ণাস-সার্সি-২৮১—রঙ কাল অত্যন্ত দুর্গন্ধ আহারের পরেই বেগ, চেহারা হলদে।

ইলাটিরিয়ম-২৮৬, ৩১০—ফিকে সবুজ রঙ, অত্যধিক ফেণা, পেট কামড়ায়, মল বেগে বাহির হয়, হাই উঠে, আড়ামোড়া খায়, শীত শীত বোধ, জ্বরভাব।

ক্রোটন-২৮৬—হলদে, হলদে সবুজ মিশ্রিত রঙ কখনও পেটে ব্যথা, কখনও ব্যথা থাকে না, পানাহারে বৃদ্ধি, পিচকারীর মত বেগে মল নির্গমন।

গ্র্যাটিওলা-৩৫৭, ৩৪৪—রঙ, হলদে, বাহ্যে পরিমাণে বেশী, বেদনাশূন্য।

জ্যাট্রোফা-২৮৭, ৩৯০—পরিমাণ খুব বেশী, চাউলধোয়া জলের মত কিম্বা হলদে মল, উপরে সাগু বা মুড়ির মত পদার্থ ভাসে, ভেদের পূর্ব্বে পেটে গড়গড় শব্দ, শব্দ থামিলেই বেগ, তোড়ে বাহ্যে, কিছুক্ষণ বসিয়া থাকিলে বেগ দেয়—আবার বাহ্যে হয়।

ফেরম-ফস-৩২৫—ক্রমাগত বাহ্যে বমি হইয়া চোখমুখ বসিয়া যায়, শিবনেত্র।

গ্যাম্বোজিয়া-৩২৬—হঠাৎ বাহ্যে পায়, তোড়ে বাহ্যে হয়, প্রথমে কিছুক্ষণ ধরিয়া খুব বেগ দেয়, পরে হঠাৎ তোড়ে একেবারে বাহ্যে হয়, তাহাতে আরামবোধ।

জেলসি-৩২৯—কোনও স্থানে যাইতে হইলে বা কাপড় পড়িলেই বাহ্যে পায়।

গ্র্যাফাইটীস-৩৪২—কোনও চর্ম্মপীড়া—মলাদিতে আরোগ্য হইয়া উদরাময়, অজীর্ণ; বাহ্যে—আমযুক্ত, চটচটে আধগোটা খাদ্য মিশ্রিত, পুরাতন উদরাময়।

রিসিনাস-৫৭৩—দুরারোগ্য পুরাতন উদরাময়ে ও আমাশয়ে উপকারী, ইহাতে পেটে বেদনার লেশমাত্র থাকে না।

চ্যাপারো-৪৭৩—পুরাতন উদরাময়, রক্তামাশয়, কিছুতেই আরোগ্য না হইলে।

ক্যালকেরিয়া-হাইপোফস-১৯৪—গ্রহিণী, মারাত্মক উদরাময়।

অপারকিউলিনা-৪২৫—উদরাময়ে কলেরার মত খুব বেশী পরিমাণে জলের মত নাড়ী দমিয়া যায়।

নক্স মস্কেটা ৫০৪—গর্ভাবস্থায় উদরাময়; শিশুদের দুগ্ধপানের দোষে পীড়া।

ইগ্নেসিয়া-৪৪৫—হঠাৎ বেগ, বাহ্যের পর কোঁথানি; কিন্তু বেদনাশূন্য।

আয়োডাম-৩৮০—রঙ সাদা, রাক্ষুসে ক্ষুধা উদরাময়ে ভুগিয়া ম্যারাসমাস।

ইপিকাক-৩৮৩—ঘাস বা পাতাচেঁচোর মত রঙ সবুজ, ফেণামিশ্রিত, হড়হড়ে আম, কালরঙের রক্ত, মাৎ বা ঝোলাগুড়ের মত কাল, ফিকে হলদে গা বমি।

রস-গ্র্যাবরা-৫৬৬-বায়ু নিঃসরণে ও মলে অত্যন্ত পচা দুর্গন্ধ।

পেট্রোলিয়াম-৫২৫—পুরাতন উদরাময়, জ্বরবিকারের সহিত উদরাময়, মল হলদে, কটারঙের, রক্তযুক্ত আম, জলের মত ও রক্তাক্ত মলের সঙ্গে অন্ত্রের মিউকাস-মেম্ব্রেণের টুকরা। সময়ে সময়ে আবির্ভাবশীল পুরাতন উদরাময়।

আইরিস-৩৮৭—হলদে সবুজ মিশ্রিত রঙ মল পিত্ত কিম্বা তৈলের মত পদার্থ, বাহ্যের সময় মলদ্বারে ব্যথা ও জ্বালা (৩৮ পৃষ্ঠায় এসিড-টার্টারিস দেখুন)।

ক্যালি-বাইক্রম-৩৯৬—কটা রঙের ফেণাযুক্ত তরল বাহ্যের সহিত মলদ্বারে জ্বালা, বাহ্যের পর আমাশয়ের মত বেগ ও কুন্থন, প্রাতে অধিক ভেদ।

ল্যাকেসিস-৩৯৬, ৪২৫—তৃণভস্ম গোলার মত রঙের অত্যন্ত দুর্গন্ধ বাহ্যে।

ক্যালি-কার্ব্ব-৪০৩—পুরাতন ডিস্পেপসিয়া, লিভার পীড়ায় ভুগিয়া উদরাময়।

র‍্যাফেনাস-৫৬৩—নূতন ও পুরাতন উদরাময়, পেটে গড়গড় শব্দ পেট ফোলে, পেট ফোলে, বায়ু নিঃসরণ হয় না।

লাইকো-৪৪৭—বেদনাশূন্য, উদরাময়, বৈকাল ৪টা হইতে ৮টায় বৃদ্ধি।

মার্কুরিয়স-৪৭১—সবুজ, কাল, হলদে অথবা ছাই রঙের, পিত্তমিশ্রিত, ফেণাযুক্ত, ডিমঘাঁটা সেওলা বা আলকাতরার মত আমরক্ত মিশ্রিত পূঁযের মত মল।

ন্যাট্রম-সলফ-৫০০—হলদে, সবুজ, পিত্তমিশ্রিত, পেটডাকা, পেট ভুটভাট করা।

নক্স-ভমিকা-৫০৭—বেগসহ অল্প বাহ্যে, ভোরের দিকে অধিক বাহ্যে।

এনাকার্ড-৫০৮—উক্ত লক্ষণসহ পায়খানায় বসিলেই বেগ চলিয়া যায়।

ওলিয়ম-জেকরিস-৫১৬—পুরাতন উদরাময় কোনও ঔষধে আরোগ্য না হইলে।

ওপিয়ম-৫১৮—আফিং সেবীদের পুরাতন উদরাময় উচ্চশক্তি।

ফসফরাস-৫৩৩—মাংসধোয়া জলের মত, রক্তমিশ্রিত, সবুজ, তৈলাক্ত, অজীর্ণমিশ্রিত চর্ব্বি বা সাগুর মত পদার্থ মলের উপর ভাসে, অত্যন্ত দুর্গন্ধ, বামপাশে শুইলেই বাহ্যের বেগ, বেদনাশূন্য অসাড়ে নির্গমন। অর্শ রোগীদের মলে রক্ত।

পডোফাইলম-৫৪৮—পরিমাণে অধিক, অত্যন্ত দুর্গন্ধ, বেদনাশূন্য বাহ্যে।

প্রুনাস-৫৫১- হড়হড়ে শ্লেষ্মাযুক্ত উদরাময়ের পর মলদ্বারে ভীষণ জ্বালা।

সোরিণাম-৫৫৩—রঙ কাল, অত্যন্ত দুর্গন্ধ, কোনপ্রকার চর্ম্মরোগ বসিয়া গিয়া কিম্বা বাহ্যিক ঔষধে আরোগ্য হইয়া উদরাময়।

সলফার-৫৫৪—মল পরিবর্ত্তনশীল, রাত্রিতে অধিক বাহ্যে, আহারের দোষে পীড়া।

রসটক্স-৫৬৮—জ্বরবিকারে উদরাময়, রক্তমিশ্রিত, লালবর্ণ, আমসংযুক্ত, পুরাতন উদরাময়, দুর্গন্ধ, অসাড়ে নির্গমন, বাহ্যের সময় পেটে বেদনা।....জিঞ্জিবার-৯৪৪—পেট ফাঁপা, উদরাময়, সর্দ্দিসহ।

সাইলি-৫৯৯—দুর্গন্ধ পূঁযের মত হড়হড়ে, একটু একটু অনবরত বাহ্যে হয়।

ষ্ট্রামো-৬১২—সূতিকাভোগকালীন উদরাময়, অত্যন্ত দুর্গন্ধ, বেদনাশূন্য।

সলফার-৬১৯—রঙ হরিদ্রা, সবুজ, পূঁযের মত, ফেণাযুক্ত, অজীর্ণমিশ্রিত পচা বা উষ্ণগন্ধ, বাহ্যে গরম, মলদ্বার হাজিয়া যায়—কোনও উদ্ভেদ নির্গমন বন্ধ হইয়া পীড়া।

থুজা-৬৩১—হলদে রঙের মল, পেট ডাকিয়া, গড়গড় করিয়া তোড়ে নির্গমন।

ল্যাকন্যান্থিস-৪৩১—পেট গড়্গড় শব্দ করিয়া ডাকে, যেন কি একটা বস্তু পেটে ঘুরিয়া বেড়ায়, পেট যেন বায়ুপূর্ণ, মল নির্গমনের সময়েও বায়ু নিঃসরণ।

আয়োডাফরম-৬৮৮—বহুদিনের পুরাতন উদরাময়, তাহাতে গ্রহিণী সন্দেহ, পেটফোলা, মেসেন্ট্রিক-গ্ল্যাণ্ডের বৃদ্ধি।

পলিনিয়া-৬৯৪—মলের পরিমাণ অত্যন্ত অধিক, গাঢ় সবুজ রঙের, গন্ধহীন, শিশু-কলেরা। অত্যন্ত অস্থিরতা, নিদ্রা হয় না। আমযুক্ত মল।

পলিগোনাম-৬৯৫—পেটে বেদনাসহ পেটে জোর গড়্গড় শব্দ, তৎসহ গা বমি ও তরল বাহ্যে, পেটফাঁপাসহ কলিক বেদনা।

রামনাস-ক্যালি-৬৯৬—পেটফাঁপা, উদরাময়।

এম্পিলপ্সিস-৬৭৮—বাহ্যে বমির সহিত কোঁথানি, পেটে গড়্গড় শব্দ।

এরিষ্টোলোচিয়া-৬৭৯—ক্ষয়কর উদরাময়, অত্যন্ত পেটফোলা ও বায়ু বৃদ্ধি, পেট-ফাঁপাসহ ডিস্পেপ্সিয়া, পেটফোলাসহ পেটে কাটা-ছেঁড়া বেদনা।

ক্রমিক-এসিড-৬৮২—মাথা ঘোরা ও গা বমিসহ অনবরত অধিক পরিমাণে তরল বাহ্যে।

ভার্নিকিউলা-৬৯৬—মলেরবর্ণ ও অন্যান্য বিষয়েক পরিবর্ত্তনশীল, পানাহারের পরই বাহ্যে।

(অন্ত্র থেরপিউটিক্সের মধ্যে অজীর্ণ পীড়ায় "দ্রষ্টব্যের" স্থানটী দেখুন)।

উদরাময় শিশু।

দন্তনির্গমনকালীন উদরাময়—এরাজো, পডো, ক্যাল্-ফস, ক্যামো, ক্যাল-কার্ব্ব রিয়ুম, এন্টিম-ক্রুড, সোরি, ম্যাগ-কার্ব্ব, সলফ, পলিনিয়া, নক্স-মস্কেটা, কেলেষ্ট্রাম গ্যাম্বোজি।

টীকা দিবার পর—সাইলি, থুজা, ক্যালি-মিউর।

(লক্ষণ মিলিলে উদরাময়ের ও শিশু ওলাউঠার সমস্ত ঔষধ ইহাতে আবশ্যক হয়।

মার্ক-ডলসিস-৪৭৬—প্রায় অর্দ্ধেক শিশুর পীড়া শুধু ইহাতেই আরোগ্য হয়।

বেলেডোনা-১৫৯—সবুজ, সাদা, রক্তমিশ্রিত, লালবর্ণ, টকগন্ধ কিম্বা পচা দুর্গন্ধযুক্ত, পরিমাণে অল্প, নিদ্রিতাবস্থায়, বৈকালে অসাড়ে অধিক বাহ্যে, জ্বর।

ক্যাল্কেরিয়া-ফস-১৯২—দুধ আদৌ সহ্য হয় না, বমি করে, সবুজ মলের সঙ্গে সাদা হড়্হড়ে পদার্থ, বাহ্যে গরম, বায়ু নিঃসরণসহ অজীর্ণ বাহ্যে, সর্ব্বাঙ্গ ঠাণ্ডা।

ক্যামো-২৩৪—ডিমপচার মত দুর্গন্ধ, সবুজ হরিদ্রামিশ্রিত রঙের মল, খানিকটা মল খানিকটা জল, লালসানির মত পদার্থ মিশ্রিত, মলদ্বার হাজিয়া যায়, সন্ধ্যায় বৃদ্ধি

সলফার-২৩৪—ক্যামোমিলায় উপকার না হইলে।

মার্ক-সল-২৩৪—অত্যন্ত বেগ ও কোঁথানিসহ আমমিশ্রিত বাহ্যে।

হিপার-৩৬২, ৫৬৪—সাদা বা সবুজ রঙের বাহ্যে, তৎসহ অজীর্ণ খাদ্য, টকগন্ধ, দুর্গন্ধ।

রিয়ুম-২৩৪, ৩৬২, ৫৬৪—কটা রঙের ফেণাযুক্ত টকগন্ধ বাহ্যে, গায়েও টকগন্ধ।

ওলিয়েণ্ডার-২৪৮, ৫১৫—মলে পুর্ব্বদিনের অজীর্ণ খাদ্য নির্গমন, প্রায়ই পেটের অসুখ করে,বায়ু নিঃসরণসহ অসাড়ে মল নির্গমন, কৌপিনে মল লাগিয়া থাকে।

ম্যাগ কার্ব্ব-২৭৫, ২৭২, ৪৫৩, ৫৬৪—শিশু অত্যন্ত রোগা, দুধ সহ্য হয় না, দুধবাহ্যে হয়, পেট কামড়ায়, পেটে খুব বেদনা, টকগন্ধ, ঘোর সবুজ রঙের বাহ্যে তাহার উপর কলাইয়ের খোসার মত পদার্থ, ফেণা, সাদা চর্ব্বির মত পদার্থ।

ফেরম-মেট-৩২০—দাঁত উঠিবার সময় পীড়া, দুধ খাইবার পরেই বাহ্যে।

এরাজো-১৩৭—দুগ্ধপোষ্য শিশুদের উদরাময় হয়।

কোলেষ্ট্রাম-১৩৭—টকগন্ধযুক্ত উদরাময়।

ব্যাপ্টিসিয়া-১৪৯—শিশুদের উদরাময়ে দুর্গন্ধ বাহ্যে।

গ্যাম্বোজিয়া-৩২৬—তরুণ বা পুরাতন শিশু উদরাময়।

এন্টিম-ক্রুড-৯২—আহারের দোষে পীড়া, মল গুট্লে, তরল, জিহবা সাদা।

এস্ক্লিপি, এলো, এপিস, ন্যাট-সলফ, পলস, থুজা, জ্যাট্রো, এসিড-মিউর, ভেরেট এবং আইরিস-১৩৯—বাহ্যের পূর্ব্বে পেটে গড় গড় শব্দ।

ফেরম-ফস-৩২৫—অর্দ্ধমুদ্রিত নেত্র, আচ্ছন্নভাব,—তৎসহ পিপাসা

ক্রিয়োজোট-৪১৯—কষ্টকর দন্ত নির্গমন হেতু পীড়া, অনবরত বাহ্যে বমি, বাহ্যে—পচা দুর্গন্ধ, আঁসটে গন্ধ। টাইফয়েডের শেষ অবস্থায় পচাগন্ধ বাহ্যের সঙ্গে রক্ত।

ম্যাগ-মিউর-৪৫৬—দুগ্ধপানের দোষে অজীর্ণ বাহ্যে, পেট বেদনা, দাঁত উঠিবার সময় পীড়া, শিশু—রোগা, র‍্যাকাইটিক, মিষ্ট প্রিয়।

মার্ক-ডলসিস-৪৭৮—মলের রঙ্ সবুজ (কখনও বর্ণশূন্য) থাকিলেই ইহাতে উপকার হইবে। বাহ্যের সঙ্গে কোঁথানি ও বেগ থাকে; কিন্তু শূলুনি থাকে না। মলদ্বার হাজিয়া যায়, মলের রঙ্ কলের জলের মত বর্ণশূন্য, বাহ্যে কি প্রস্রাব বোঝা যায় না—এপিস (মার্ক-ডলসিস-৩৬ পৃঃ)।

ইউভা-উর্সি-৬৩৯—দুধবাহ্যে ও চাপচাপ দুধবমি (ইথুজা)।

মেজেরিয়ম-৪৮০—যাহাদের মাথায় এক্‌জিমা তাহাদের উদরাময়ে, মলে টকগন্ধ, অজীর্ণ খাদ্যমিশ্রিত, বেদনাশূন্য।

ন্যাট-মিউর-৪৯৬—শিশুদের পুরাতন উদরাময়ে ও গ্রহিণী রোগে—কাল রক্তমিশ্রিত, ডিমের লালার মত হড়্হড়ে, বর্ণশূন্য, অসাড়ে বা বেগে নির্গমন, পেট ডাকে।

নক্স-মস্কেটা-৫০২—দুগ্ধের দোষে উদরাময়, মল হলদে, রক্ত মিশ্রিত, শুধু রক্ত, গরহজমের বাহ্যে; অত্যন্ত দুর্গন্ধ, বাহ্যের পুর্ব্বে পেটে বেদনা, দাঁত উঠিবার সময় ও গর্ভাবস্থায় উদরাময় মনে হয় আরও বাহ্যে হইবে, সর্ব্বদাই তন্দ্রাচ্ছন্নভাব, রাত্রিতে উদরাময়ের বৃদ্ধি।

পেট্রোলিয়ম, ইপিকাক পর্য্যায়ক্রমে-৫২৫—শিশুদের আমাশয় পীড়ায়।

পডোফাইলম-৫৪৮—হলদে, হলদের সঙ্গে সবুজ, অত্যন্ত দুর্গন্ধ, গরম, পরিমাণে অধিক, পেট ডাকে, দাঁত উঠিবার সময় মাড়ী কামড়ায়, গোঁগায়, মাথা চালে।

সাইলি-৫৯৯—টীকা দিবার পর উদরাময়, মলে পচা দুর্গন্ধ, কখনও পুঁযের মত হড়্হড়ে বাহ্যে, একটু একটু করিয়া নির্গত হয় (থুজা, ক্যালি-মিউর)।

ফাইটোলক্কা-৫৪১—বাহ্যের রঙ্ কটা, তরল দাঁত উঠিবার সময় শিশু-অনবরত মাঢ়ী ও যাহা পায় তাহাই কামড়ায়, (পডোফাইলমে....বাহ্যেতে পচা দুর্গন্ধ)।

রস-গ্ল্যাবরা-৫৬৬—মলে অত্যন্ত পচা দুর্গন্ধ।

রসটক্স-৫৬৮—পুরাতন উদরাময়। উচ্চশক্তি-২০০ ; বিশেষ উপকারী।

উদরাময় প্রাতঃকালীন।

প্রধান ঔষধ ঃ—ন্যাট্রম-সলফ, সলফ, এলো, ব্রায়ো, পডো, সুফার, রিউমেক্স।

সলফার, সোরিণাম, রিউমেক্স, ২৮৬—ভোরে ঘুম ভাঙ্গিবামাত্র পায়খানায় ছুটে।

সল্‌ফার-৩১১, ৫৪৮—ভোরে আরম্ভ, ১০ টায় বন্ধ, বাহ্যে পাইয়া ঘুম ভাঙ্গে।

লিলিয়ম-৪৪৩—জরায়ুর পীড়াসহ প্রাতঃকালীন উদরাময়, হলদে, পিত্ত মল।

ন্যাট্রম-সলফ—৫০৩—নিদ্রাভঙ্গের কিছু পরে বাহ্যে আরম্ভ, পেট ফোলে, পেট ডাকে।

সুফার লুটিয়া-৭৩০—ভোর ৪টা হইতে ৭টার মধ্যে বৃদ্ধি, দুর্গন্ধ মল।

পেট্রোলিয়ম-৫২৫—প্রাতে ভেদ আরম্ভ, সমস্ত দিনই বাহ্যে হয়, বাহ্যের সঙ্গে অজীর্ণ খাদ্য, রাত্রিতে ভেদ বন্ধ, বমি—টকবমি হয়, ঢেকুরে কপির গন্ধ।

পডোফাইলম-৫৪৮—প্রাতঃকাল ৪টা হইতে ৯টার মধ্যে আরম্ভ হইয়া সমস্ত দিনই বাহ্যে, বৈকালে ক্রমশঃ পরিমাণ কমিয়া আসে, অত্যন্ত দুর্গন্ধ, বেদনা থাকে না।

ব্রায়োনিয়া-১৭৬—প্রাতঃকালীন ভেদ, পচা পনিরের মত গন্ধ, নড়িলে চড়িলে ও শরীর গরম হইলেই উদরাময়ের বৃদ্ধি, ঠাণ্ডা খাইয়া উদরাময়।

রিউমেক্স-৫৭২—প্রাতে ৫টা হইতে ১০টার মধ্যে বৃদ্ধি, হঠাৎ বাহ্যের বেগ আসে, তাড়াতাড়ি উঠিয়া পড়ে, অধিক পরিমাণে দুর্গন্ধি বাহ্যে—পেটে বেদনা থাকে না

টম্বিডিয়ম-৬৩৬—পেটে বেদনাসহ প্রাতঃকালীন উদরাময়।

বায়োকেমিক ঔষধঃ—শিশু দন্তোদগমকালীন উদরাময়...ক্যাল্‌কেরিয়া-ফস—১২ ×; মলে অম্লগন্ধ—ন্যাট্রম-ফর্স, সাদাবর্ণ—ক্যালি মিউর, হলুদে পাতলা—ক্যালি-সলফ, বলে ফেনা—ন্যাট্‌-মিউর; মলে ছোট ছোট ক্রিমি—ক্যালি-মিউর ও ন্যাট্‌-ফস পর্য্যায়ক্রমে।

উদরে অনুভব

ক্রোকাস-২৮২—উদর, অন্ত্র বা পাকস্থলীতে যেন কেঁচো বা কিছু ঘুরিতেছে।

থুজা-৬৩১—মনে করে যেন পেটের ভিতরে কি একটা জীব নড়িতেছে।

ল্যাকন্যান্থিস-৪৩১—পেট সর্ব্বদা গড়গড় করে, যেন কি একটা পদার্থ পেটের মধ্যে ঘুরিয়া বেড়ায় পেট বায়ুপূর্ণ, পুনঃ পুনঃ বেগ, বাহ্যে হয় না।

ব্রাকিগ্লটিস-৬৮০—পেটে বোধ হয় যেন কি গড়াইতেছে।

সিয়োন্যান্থাস-২৩৯—পাকস্থলী জোরে টেনে খেঁচে ধরে, মনে হয় যেন পেটে কোনও জীব নড়িতেছে, এরাণ্ডের মত (মাথার ভিতর নড়া—পেট্রোলি, সিলি)।

উন্মাদ, উন্মত্ততা, কমোন্মাদ।

প্লাটিনা-৫৪২—আঁতুড়ে, পোয়াতির ও কুমারী স্ত্রীলোকদিগের কামোন্মাদ।

প্যারিস কোয়াড্রি-৫২২—উন্মাদ হইয়া অনর্গল বকে।

ক্যাম্ফর-২০৮—স্ত্রীলোকের সঙ্গম ইচ্ছা প্রবল, কামোন্মাদ।

একটিয়া রেসি-৫০—সূতিকাগারে উন্মাদ। লোচিয়া স্রাব বন্ধ হইয়া বিকার, প্রলাপ বকা, চীৎকার ভূতের ভয়।

ক্যালি-ফস-৬১৯—উন্মত্ততা ও মানসিক বিকৃতি, সূতিকা উন্মত্ততা।

হায়োসিয়ামস-৩৭০—সূতিকা উন্মত্ততা, প্রেমে নিরাশ হইয়া উন্মাদ, অত্যন্ত সন্দিগ্ধ, সকলকেই অবিশ্বাস,মনে করে বিষ খাওয়াইবে, ঔষধ পর্য্যন্ত খায় না, কখনও উগ্র—কখনও নম্র, বিজ্ বিজ্ করিয়া বকে,....ফসফরাস-৩৭০।

ক্যালি-ব্রোম-৩৯৮—আদৌ নিদ্রা হয় না, স্বপ্নে ভূত প্রেত দেখে,মনে হয় তাহাকে কেহ বিষ খাওয়াইবে (হায়োসি, গ্লোনয়িন)।

সলফার-৬১৪—খেয়াল, সামান্য বস্তুকে বহুমূল্য জ্ঞান করে, ছেঁড়া-নেকড়া বা কাগজ মাথায় দিয়া মনে করে রাজা বা রাণী সমস্ত বস্তুকেই সুন্দর দেখে।

ষ্ট্র্যামো-৬১২—লজ্জাশীলা সাধ্বী স্ত্রী হঠাৎ মুখরা হয় গালি দেয়, কুকথা কয়, পেচাল পাড়ে, কামোন্মাদের পরিচয় দেয়, গাত্রে একপ্রকার দুর্গন্ধ বাহির হয়।

উপদংশ ও পারদ।

(অস্থির পীড়া ৭১৭ পৃষ্ঠা ও ক্ষত ১২১৩ পৃষ্ঠা দেখুন)

প্রথমাবস্থা ঃ—ক্ষত—মার্ক-সল, মার্ক-কর, এসি-নাই, সিফিলিনাম, আর্স-হাইড্রোজেন,......বাগী—বেল, কার্ব্বো-এনি, ব্যাড়িয়াগা, মার্ক-সল.....বাগী পাকিলেই—হিপার, সাইলি, ক্যালকেরিয়া-সলফ, পূর্ব্বে পারদ দ্বারা চিকিৎসা হইলে—হিপার, ফাইটো প্রভৃতি।

দ্বিতীয়াবস্থায় ঃ—মুখে ও গলায় ক্ষত—এসিড-নাই হিপার, মার্ক-সল, ক্যালি-বাই,—চর্ম্মে উদ্ভেদ—মার্ক-সল, মার্ক-সলফ, সিনাবের,...... অস্থির বেদনা—ষ্টিলিঞ্জিয়া।

তৃতীয়াবস্থায় ঃ—অস্থিক্ষত—অরম, এসি-নাই, মেজেরি, ক্যালি-বাই, এসাফিটি, নাসিকার ক্ষত (ওজিনা)—অরম-মেটালিকাম, অরম-মিউর, ক্যালি-বাই, ক্যালি-ক্লোর....মলদ্বারে ক্ষত—এসিড নাই, ...উপদংশজ চর্ম্মপীড়া—হিপার, ক্যালি-বাই, ফাইটো, ষ্ট্যাফি, ষ্টিলি, মার্ক-সলফ, সিনাবের, মার্ক-কাম-ক্যালি,...(অধিকাংশ পীড়ায়—মার্ক-বিণ-আয়োড)... নোড্‌স—ক্যালি হাইড্রো,...চুলউঠা—হিপার, লাইকো, এসিড-নাই, পেট্রো, ফস।

কার্ব্বো-এনি-২১৭—মুখে ও শরীরে তাম্রবর্ণের ছোট ছোট অসংখ্য স্ফোটক।

মার্ক-কর ও এসিড-নাই-২৮—ক্ষতে সাদা শ্রাফ।

সিনাবের-২৫৩, ২৯৪—উপদংশে ও প্রমেহ মিশ্র, দোষ, ক্ষত ঘোর লালবর্ণ।

এসিড-নাই-২৮—উপদংশসহ পারদ....কনডিউর‍্যাঙ্গো-২৭৫,.... উপদংশজ নানাপ্রকার উপসর্গ, ক্যানসার।...হিপার-৩৬২—পারদ দ্বারা রক্ত দূষিত, ক্ষত শীঘ্র আরোগ্য হয় না, ক্ষতে খুব বেদনা।

প্ল্যাটিনাম-মিউর—পটাস আয়োডায়েড গর্মীপীড়াজনিত অস্থিপীড়ায় ও গলনলীর পীড়ার উপকার না হইলে প্রযোজ্য।

ক্যালেট্রপিস-১৯৮—৩/৪ ফোঁটা মাত্রায় দিনে ৩ বার সেবন, প্রথমাবস্থায় ক্ষত শীঘ্র আরোগ্য হয়। পীড়ায় ২য় অবস্থায় পারদ ব্যবহার করিয়া কোনও উপকার না হইয়া রক্তহীনতা, চর্ম্মের ক্ষত, চর্ম্মে উদ্ভেদ নির্গমন।

করিড্যালিস-১৯৭—গর্মীপীড়াগ্রস্ত ব্যক্তির মুখ ও গলক্ষত, ক্যান্সার।

আর্সেনিক-হাইড্রোজেন-১৩৩—লিঙ্গাগ্রচর্ম্মে পূঁযভরা গোলাকার ক্ষত (কণ্ডিউর‍্যাঙ্গো বাহ্যিক প্রয়োগ ও আভ্যন্তরিক সেবনে ক্ষত আরোগ্য হয়)।

সিষ্টাস-২৫৪—গর্মী-পারার ক্ষত, বেদনাযুক্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘামাচির মত উদ্ভেদ, হাতের চামড়া শক্ত পুরু ও ফাটা, লিঙ্গমুণ্ডের প্রদাহ ও কাঠিন্য।

কোর‍্যালিয়ম-৩৩৪—সফ্ট স্যাংক্কার স্পর্শাসহিষ্ণু বেদনা, ক্ষত লালবর্ণ।

মার্কুরিয়স-কল—সফ্ট-স্যাঙ্কার,.... মার্ক বিণ-আয়োড বা মার্ক আয়োড-হার্ড-স্যাঙ্কার, ...মার্ক-কর—ক্ষত প্রবল হইয়া লিঙ্গের সিকি বা অর্দ্ধভাগ ধ্বংস......৩য় অবস্থায়—কালি-আয়োড, কন্‌ডিউর‍্যাঙ্গো, মার্ক-বিণ—৪৭৪।

মার্ক-ব্রোম-৪৭৩—গৌণ উপদংশজনিত চর্ম্মে উদ্ভেদ নির্গমন।

এসিড-নাই-২৮—তাম্রবর্ণের ফুস্কুড়ির মত উদ্ভেদ, ঠোঁটের কোণ ফাটে, ঘা হয়।

মার্ক-বিণ-আয়োড-৪৬৭—পুরাতন উপদংশ, পারদের ও টার্সিয়ারি ষ্টেজের ঔষধ।

মার্ক-সিয়ানেটাস-৪৬৭—ক্ষতে আক্রান্তস্থান ছিদ্র হইয়া সাংঘাতিক হয়।

সিফিলিনাম-৬২১—উপদংশিক মুখক্ষত, অস্থিক্ষত, শিরঃপীড়া, মস্তকে গুটী, চক্ষুর ও দন্তের পীড়া, পিনাস, মুখের ডানদিকের পক্ষাঘাত, বহুকালের মলকাঠিন্য।

জ্যাকারাণ্ডা-৩৮৯—গর্মীপীড়ার ক্ষত, লিঙ্গের উপর স্থানে স্থানে লালবর্ণের ক্ষত, লিঙ্গে আঁচিলের মত উদ্ভেদ (জ্যাকারাণ্ডা-৩৮৯—চক্ষু ও গলক্ষত)।

ক্যালি-বাইক্রম-৩৯১—নাসিকার সেপ্টম অস্থিতে ক্ষত, রক্তাক্ত শক্ত শ্লেষ্মা নির্গমন, মুখের ও গলার ভিতর ক্ষত, টিকিট পাঞ্চ করার মত গোলাকার ক্ষত।

ক্যালি-হাইড্রো-৪০৭—পারদজনিত মুখে, গলায়, মাঢ়ীতে বা মাঢ়ী হইতে রক্তস্রাব, ২য় ও ৩য় অবস্থায় নোড্‌স, পেশীবন্ধনী ও পেশী আবরণীয় পাতলা পরদা সমূহ পুরু ও শক্ত হয় (সিফিলিস ও পারদজনিত পীড়া)। পারদদুষ্ট ধাতুর লোকদের একটু ঠাণ্ডাতেই নাকে সর্দ্দি হয়, চোখ মুখ ফোলে, চোখে জল পড়ে, একবার শীত একবার গরম, মুখে গলায় ঘা।

এসাফিটিডা-১৩৮—গর্মী কিম্বা পারদসেবনজনিত অস্থিক্ষত, টীবিয়া অস্থিতে ক্ষত, ভয়ানক দপদপানি ব্যথা, স্পর্শকাতরতা বেদনা, রাত্রিতে বৃদ্ধি।

ষ্টিলিঞ্জিয়া-৬০৯—উপদংশজ বাত, বাতগুটী ২য় অবস্থায় চর্ম্মে উদ্ভেদ ও পরবর্তী উপসর্গ, ঘাড়ের গ্ল্যাণ্ডের বিবৃদ্ধি, হাতের ও আঙ্গুলের চর্ম্মে পুরাতন উদ্ভেদ।

মেজেরিয়ম-৪৮০—গর্মীপীড়াহেতু—ফ্যারিংসে, লেরিংসে, ইসোফেগাসে ক্ষত।

মার্ক-সলফ-৪৭৩—পারদের সহিত একজিমা, পাঁচড়া মিশ্রিত থাকে, প্রকৃত রোগ নির্ব্বাচনে সন্দেহ। ......মার্ক-কাম-ক্যালি-৪৭৩—উদ্ভেদ চাকা চাকা বা ফুস্কুড়ির মত।

সোরা ও সিফিলিস একত্রে থাকিলে—কোর‍্যালিয়ম,....সিফিলিসের সহিত সাইকোসিস—সিনাবের,....সিফিলিটিক গণোরিয়া—অমর-মিউর,......গর্মীপীড়া জনিত মুখের মধ্যে ঘা—এসিড ফ্লোর, ক্যালি--ফ্লোর।

রস গ্ল্যাব্রা-৫৬৬—গর্মীপীড়ায় পারদের অপব্যবহার, ইহা পারদের প্রতিবিষ মাঢ়ী মুখ প্রভৃতির ক্ষত নরম রাখিবার জন্য—θ বাহ্যিক ব্যবহৃত হয়।

দ্রষ্টব্য ঃ—বাজবরণের আঠা ২ ফোঁটা একটু দধির সহিত উত্তমরূপে মিলাইয়া ১০/১৫ দিন প্রাতে সেবন করিলে শরীরস্থ গর্মীদোষ এবং কৃষ্ণতুলসীর রস ১/১/০ চামচ মাত্রায় প্রাতে কিছুদিন সেবন করিলে—পারদদোষ নষ্ট হয়। গর্মীপীড়ায় উহা সেবনে গলার ক্ষত, চর্ম্মে উদ্ভেদ, মুখের ক্ষত ইত্যাদিও শীঘ্রই কমিয়া আসে।

উপদংশ পূর্ব্বপুরুষাগত।

ক্যাল্‌কেরিয়া-ফ্লোর-১৯১—আর্স মেট, কুপ্রম-সলফ-২৯৪, ২৯৪।

ইথিওপস্‌-২৯৪—ধাতুগত পীড়া, সন্তান ভূমিষ্ঠ হইবার পর শরীরে ঘা।

সিনাবেরিস-৬০৬—উপদংশ বা প্রমেহ মিশ্রিত দোষ।

ষ্ট্যাফিসেগ্রিয়া-৬০৬—উপদংশ বা প্রমেহ দোষগ্রস্ত সন্তানের দাঁত নষ্ট, দাঁতে পোকা।

থুজা-৬৩৩—উপদংশজ চর্ম্মরোগ (ইহার উচ্চক্রমে বিশেষ উপকার হয়)।

এক্ল্যাম্‌সিয়া।

বেলেডোনা অধ্যায়ে সূতিকা জ্বর পরিচ্ছেদ—১৬১ পৃষ্ঠা দেখুন।

এট্রোপিয়া-১৪৫—প্রসূতির তড়্কা।

এল্‌বুমিনুরিয়া (ব্রাইট্‌'স ডিজিজ)

টেরিবিন্থ—প্রথমাবস্থায় প্রস্রাবের রক্তমিশ্রিত কিম্বা কাদাজলের মত ঘোলা, শুধু রক্তপ্রস্রাব, পেটফাঁপা, শ্বাসকষ্ট, শেষাবস্থায়—মার্ক-কর-৬২৮।

ইয়োনাইমিন-৬২৮—স্বল্প প্রস্রাব, প্রস্রাবে এলবুমেন, এপিথিলিয়্যাল-কাষ্টস, শ্বাসকষ্ট জ্বর, শোথ; গর্ভাবস্থায় পোয়াতীদের এলবুমিনুরিয়া।

এমন-বেঞ্জো-৭৬—শোথ, প্রস্রাবে এলবুমেন, স্বল্পপ্রস্রাব, প্রস্রাবে ধোঁয়ার মত পদার্থ, ঝাঁঝাল কটুগন্ধ, কখনও প্রস্রাব লালবর্ণের ঘন তলানি।

এসিড-গ্যালিক-২১—ব্রাইট্‌'স ডিজিজের জন্য ও কিড্‌নী হইতে রক্তস্রাব।

ফস-৫৩৫, প্লম্বম-৫৩৫—প্রস্রাবে প্রচুর পরিমাণে, এলবুমেন, রক্তস্রাব।

ক্যাহিনকা-৬৮১—শোথ, অত্যন্ত শ্বাসকষ্ট, রাত্রে শুইতে পারে না, উদর ও সমস্ত নাড়ী ফোলা, চর্ম্ম শুষ্ক।

এপিস-১০২—ঘন ঘন প্রস্রাবের বেগ, মূত্রনলীতে জ্বালা, হুলফোটান ব্যথা, বেগ সহ্য হয় না—রক্ত প্রস্রাব, মূত্রকৃচ্ছ্রতা, শোথ- শোথে—চর্ম মোমের মত সাদাটে দেখায়।

আর্স-আয়োড-১৩০—ব্রাইট'স-ডিজিজের সহিত শোথ (আর্সেনিক—শোথ বা ফুলা প্রথমে চক্ষু বা পা হইতে আরম্ভ হয়, পরে সমস্ত শরীর ফোলে, ইহার অধ্যায় দেখুন)।

এব্সিন্থ-১১—প্রস্রাবে এলবুমেন, রঙ—কমলালেবুর মত, ঘোড়ার প্রস্রাবের মত দুর্গন্ধ।

এব্রোমা-আগষ্টা-৬৫৭—প্রস্রাবে এলবুমেন, জ্বালা, ঘোলা প্রস্রাব।

হেলোনিয়াস-৩৫৭—গর্ভবতীর কিম্বা সাধারণ প্রস্রাবে এলবুমেন, প্রস্রাব ঘোলা।

এসিড-এসেট-১৫—শোথসহ উদরাময়।

রেডিয়ম-ব্রোম-৮১৫—এলবুমেন যুক্ত শোথ।

ব্রাকুপটিস-রিপেন্স-৬৮০—এলবুমিনুরিয়ার লক্ষণ প্রকাশ।

ক্যালি-ক্লোর-৪০৫—এলবুমেন অধিক, প্রস্রাব কম বা বন্ধ, গর্ভাবস্থার পীড়া।

প্লম্বম-মেট-৫৩৫—পুরাতন পীড়ায় উপকারী।

প্রফেসার-টার্ণিয়ার এই পীড়ায় কিছুদিন কেবলমাত্র দুধ বা মাঠাতোলা ঘোল, এই পথ্যের উপর নির্ভর করিতে বলেন, তাহাতেই ক্রমশঃ এলবুমেন কম হইবে।

এনিমিয়া।

ফেরম-মিউর-৩২২ মাসিক রজঃস্রাব সম্পূর্ণ বন্ধ (রক্তহীনতা দেখুন)।

প্রাইমারি—ফেরম, পলস, ন্যাট্-মি,..... পার্ণিসাস—আর্স, চায়না, ফেরম, ন্যাট-মি..... সেকেণ্ডারি—চায়না। ব্যারাইটা-মিউর-১৫৪—শরীরের লাল রক্ত-কণিকার হ্রাস, শ্বেত-কণিকার বৃদ্ধি।.... একটি কাস্তের বা করাতের ডগা (Steel) লাল করিয়া পোড়াইয়া এক কলসী জলে (Pure Steel) ডুবাইয়া রাখিয়া সেই জল পান করিবে। মুরগীর ডিমের হলদে অংশ ও কোয়েকার্স ওট দুধের সঙ্গে খাইবে। (লেসিথিন দেখুন)।

এন্জাইনা-পেক্টোরিস (হৃৎশূল বেদনা)।

(হৃৎপিণ্ডের পীড়া ও তাহাতে যে যে ঔষধে হৃৎপিণ্ডে ভীষণ যন্ত্রণা আছে তাহা দেখুন)।

এসিড-হাইড্রো-২৩—হৃৎপীড়া দেখুন।

এমিল-নাইট্রেট-৮৫—দ্রুত হৃৎস্পন্দন, হৃৎপিণ্ডে সর্ব্বদাই যন্ত্রণা অনুভব, বুকের ভিতর যেন কি লাফায়। ...... অমর-মিউর-১৪৩—হৃৎপিণ্ডের স্থানে অব্যক্ত কষ্ট।

ক্যাক্টস-১৭৯—হৃৎপিণ্ডে কঠিন দ্রব্য চাপান বোধ, বুক যেন সবলে মুঠা করিতেছে আবার ছাড়িয়া দিতেছে অনুভব, বুকে কাপড় রাখিলেও বেদনাবোধ, দম বন্ধ হইয়া মূর্চ্ছার মত হয়, বুক ধড়ফড় করে, বামপার্শ্বে শুইতে পারে না।

ল্যাকেসিস-১৭৯—নিদ্রায়, নিদ্রার উপক্রমে নিদ্রাভঙ্গে—হৃৎপিণ্ডের যন্ত্রণা বৃদ্ধি, কষ্টকর শ্বাস-প্রশ্বাস, গলনলী যেন বন্ধ হইবার মত হয়, গলা চাপিয়া ধরে অত্যন্ত বুক ধড়ফড়ানি, শীতল ঘর্ম, শুইতে বা কথা কহিতে পারে না।

এমন-কার্ব্ব, এপিস, আর্স, কুপ্রম, ডিজি, ল্যাকে, একোন, গ্লোনয়িন, এসিড-হাইড্রো ক্যাল্মিয়া, স্পাইজেলিয়া, মস্কাস প্রভৃতিও এই পীড়ার উত্তম ঔষধ।

ল্যাট্রোডেক্টাস-ম্যাক্টানস-৬৮৯—হৃৎপ্রদেশে প্রবল বেদনা, বেদনা বগলে, হাতে ও আঙ্গুলে নামে, নাড়ী দ্রুত ও ক্ষীণ—৬ষ্ঠ শক্তি।

এণ্ডোকার্ডাইটীস।

(হৃৎপিণ্ডের পীড়া ৯০৫ পৃষ্ঠা দেখুন)।

একোনাইট-৪৪—বুকে খোঁচামারা ব্যথা, জ্বর অস্থিরতা, উদ্বেগ।

স্পাইজেলিয়া-৬০১—অত্যন্ত বুক ধড়ফড়ানি, বামদিকে শুইতে পারে না।

ল্যাকেসিস-৪২৭—হৃৎপিণ্ডের বিবর্দ্ধন, অত্যন্ত বুক ধড়ফড়ানি, বুকে চাপবোধ, শ্বাসবন্ধের উপক্রম, হৃৎপিণ্ডে বেদনা।

ন্যাজা-৪৮৭—তরুণ অবস্থা উত্তীর্ণ হইবার পর ভল্ভ আক্রান্ত, অনবরত বুক ধড়ফড়ানি হৃৎশূল বেদনা, নিশ্বাস যেন বন্ধ হয়, চলাফেরা করিতে কষ্ট।

আর্সেনিক-১২৯—চিৎ হইয়া শুইলে ও রাত্রিতে বুকধড়ফড়ানি, অধিক হৃৎপিণ্ড কাঁপে, হামের উদ্ভেদ বসিয়া—এণ্ডোকার্ডাইটীস।

ম্যাগ্নেসিয়া-৪৫৯—হৃৎপিণ্ডে বেদনা বুক ধড়ফড়ানি, শ্বাসবন্ধের উপক্রম।

ক্যালমিয়া-৬৭১—হৃৎপীড়ায় স্পাইজেলিয়ার পর উৎকৃষ্ট ফলদায়ক।

এন্টেরোকোলাইটীস।

আর্জেন্টি-নাই-১১৯......ক্যাল-ফস-১১৯,........ বেল-১৫৮।

এপেণ্ডিসাইটীস।

বেলেডোনা-১৫৯—ইলিওসিক্যাল প্রদেশে, ডান কুঁচকীর উর্দ্ধাংশে তলপেটে ফোলা ও ভীষণ স্পর্শকাতরতা বেদনা, প্রদাহের প্রথমাবস্থায় (আক্রান্তস্থান স্পর্শকাতরতা বেদনা—হিপার......অধিক বেদনা না থাকিলে—মার্ক-সল)।

আইরিস-টেনাক্স-৩৮৮—কোষ্ঠবদ্ধ, পিত্ত বমি, অবসাদ, দুর্ব্বলতা, এপেণ্ডিসাইটীসের স্থানে ভয়ানক বেদনা, পা ছড়াইতে পারে না।

এচিনেসিয়া-২৮৫—পূঁয হইয়া সেই পূঁয রক্তে মিশিয়া সেপ্টিক অবস্থাপ্রাপ্ত।

বেলেডোনা, ল্যাকে, ক্রোটেলাস, ল্যাক-ডিফ্লোর, প্লম্বম, স্যাবাল প্রভৃতিও ইহার ঔষধ—৩৮৮ পৃষ্ঠা দেখুন।

দ্রষ্টব্য ঃ—এই পীড়ায় চুণের জল গরম করিয়া ৩/৪ ঘন্টা অন্তর পশমী বস্ত্র দিয়া দিনে ৪/৫ বার ফোমেন্টেসন এবং তরল পানীয় পান করিতে দিবেন।

এপোপ্লেক্সি (সংন্যাস পীড়া)

রোগী অচৈতন্য থাকিলে—ওপিয়ম, উপকার না হইলে—এপিস-১০৪ পৃষ্ঠা।

আর্ণিকা-১২২—শ্বাস প্রশ্বাসে গভীর নাক ডাকার মত শব্দ, অসাড়ে বাহ্যে প্রস্রাব সম্পূর্ণ অজ্ঞান, নিশ্বাসে দুর্গন্ধ।

ওভেরাইটীস।

(ডিম্বকোষের পীড়া ৭৯৩ পৃষ্ঠা দেখুন)

ওজিনা।

(৮০৫ পৃষ্ঠায় নাসিকার পীড়ায় অন্যান্য ঔষধ দেখুন)

এসিড-ফ্লোর-২০—ওজিনা, নাসিকার পচা ঘা।

হাইড্র্যাসটীস-৩৬৪—নাসিকা অস্থির ক্ষত, ঘন চটচটে আঠার মত স্রাব নিঃসৃত নয় ক্ষত স্পর্শ করিলেই রক্ত পড়ে।

অরম-মেট-১৪১—নাসিকার ক্ষত, নাসিকার হাড় ছিদ্র হইয়া টুকরা টুকরা অস্থি নির্গমন বহুদিনের পুরাতন নাসিকার সর্দ্দি, নাক দিয়া পচা গন্ধ বাহির।

অরম-মিউর-১৪৩—নাসিকার ভিতর পচা ঘা, তাহাতে অত্যন্ত দুর্গন্ধ।

অরম-আয়োড-১৪৪—নাসিকায় ধীরগতিশীল মারাত্মক ক্ষত।

ওলাউঠা (কলেরা)

এই পীড়ায় সহজে চিকিৎসার নিমিত্ত মৎকৃত—"কলেরা ও বসন্ত ট্রিটমেন্ট (with injection)" নামক পুস্তকটি পাঠ করুন; মূল্য ১।০ টাকা মাত্র। উহার ৫৬ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্যের স্থান দেখুন।

<u>এশিয়াটিক-কলেরা</u>—ক্যাম্ফর, ভেরেট্রম, কুপ্রম-মেট, কুপ্রম-আর্স, সিকেলি আর্স, একোন.....ইংলিস কলেরা—আইরিস, ইউফর্ব্বিয়া, জ্যাট্রোফা প্রভৃতি,.....কলেরা সিক্কা—ক্যাম্ফর,.....ভয় পাইয়া কলেরা—একোন,......ম্যালেরিয়াগ্রস্ত রোগীর কলেরা—আর্স,..... বসন্তকালের কলেরা....এন্টিম-টার্ট।

<u>প্রথমাবস্থায়</u>—এসিড-কার্ব্বল—১৭, একোনাইট—৬৬, এন্টিম-টার্টারিকম—৯৯, এগারিকাস-ফ্যালয়ডেস—৬০, বিসমথ—১৬৬, ক্যালি-ফস—৪১৩, ক্যাম্ফর—১৯৯, কলচি—২৬৫, ক্রোটন—২৮৭, ইলাটিরিয়ম—৩১০, ৩১১, আইরিস—৩১১, মার্ক-ডলসিস ৭৭, এসিড-ফস—২২, এলো—৬৮, এপিস—১০৪, গ্যাম্বোজিয়া—৩২৬, ইপিকাক—৩৮৩, নক্স-ভম—৫০৭, পলস—৫৫৪, ম্যাগ-কার্ব্ব—৪৫৩, রিউম—৫৬৪, ফস—৫৩৩, পডোফাইলম—৩১১, রিসিনাস—৫৭২, জ্যাট্রোফা—২৮৭—ইউফর্ব্বিয়া—৩১৬, আর্স—১২৮,—ইপিকাক.......৩৮২, গ্র্যাটিওলা—২৮৭, এসিড-অক্জ্যা—৪৩। (উদরাময়ের সমস্ত ঔষধ এই অবস্থায় প্রয়োজন হয়, উদরাময় অধ্যায় দেখুন)।

<u>দ্বিতীয় বা পূর্ণ বিকাশাবস্থায়</u>—একোন-র‍্যাড—৪৬, আর্স—১২৫, কুপ্রম-মেট—২৮৯, এগারিকাস-ফ্যালয়ডেস—৬০, সিকেলি—৫৮৭, এন্টিম-টার্ট—৯৯, এসিড কার্ব্বল—১৭, টাবেকাম—৬২৪, ভেরেট্রম—২৯২, ক্যাম্ফর—২০০, বিসমথ—১৬৬, কুপ্রম-আর্স—২৯৩, ক্যালি ফস—৪০৩, জ্যাট্রোফা—২৮৭, ইউফর্ব্বি—৩১৫, রিসিনাস—৫৭২, কার্ব্বো—২১৮, কলচি—২৬৫, মার্ক-কর—৪৬৩।

<u>তৃতীয় বা হিমাঙ্গাবস্থায়</u>—ক্যাম্ফর—১৯৯, একোনাইট-র‍্যাড—৪৭, কার্ব্বো-ভেজ—২১৮, রিসিনাস—৫০২, ভেরেট্রম—২৯২, এসিড-হাইড্রো—২২, এসিড-অক্জ্যা—৩৩, কেব্রা—২২, পটাস-সিয়ানাইড—২২, ল্যাকেসিস—৪৮৭, আর্সেনিক—১২৬, এগারিকাস-ফ্যালয়ডেস—৬০, কুপ্রম-আর্স—২৯৩, সিকেলি—৫৮৭, এন্টিপাইরিণ—১০১, আর্স-হাইড্রোজেন—১৩৩, ভেরেট্রম—৬২৪, মনোব্রোম-ক্যাম্ফর—৬৪৮, টাবেকাম—৬২৪।

<u>রক্তভেদ</u>—বেদনাবিহীন অধিক রক্ত—কার্ব্বো, উপকার না হইলে—ফেরম-ফস, ...পেট বেদনা, কোঁথানিসহ—মার্ক-কর....বেদনাশূন্য মাছ বা মাংসধোয়া জলের মত রিসিনাস....জ্বর এবং অস্থিরতাসহ—রসটক্স....তরল কালরক্ত—ইল্যাপ্স, আলকাতরার মত কাল জমা-জমা রক্ত—লেপ্টাণ্ড্রা (ফিকাস-রিলিজিয়োসা—১ x পরীক্ষা করিবেন)।

<u>প্রস্রাব না জমা বা প্রস্রাব বন্ধ</u>—ইউরিমিয়া দেখুন (ডাঃ কালী বলেন প্রস্রাব না জমিলে ও পেটে বেদনা থাকিলে—মার্ক-কর—৩০ শক্তি—৪৬৫)।

<u>হৃৎপিণ্ডে রক্তজমা ও শ্বাসকষ্ট</u>—কুপ্রম,কুপ্রম-আর্স, মস্কেরিণ, এসিড-হাইড্রো, এমন-কার্ব্ব, পটাশ-সিয়ানাইড, ভাইপেরা, কেব্রা, ক্লোর‍্যাল-হাইড্রেট, এসিড-অক্জ্যা (আর্জেন্টি-নাইট্রিকে অনেক সময় উপকার হয়), এন্টিপাইরিণ-১০০—শ্বাস প্রশ্বাস ক্রমশঃ কম হইতে হইতে পুনরায় বৃদ্ধি, শ্বাসকষ্টসহ অতিরিক্ত ঘর্ম্ম, হিমাঙ্গ।

<u>পতনাবস্থায় অক্সিজেন অভাবে শ্বাসকষ্ট</u>—এগারিকাস, মস্কেরিণ, এসিড-হাইড্রো, পটাস-সিয়ানাইড, কেব্রো, ক্যালকেরিয়া-আর্স।

<u>পতনাবস্থায় অতিরিক্ত ঘর্ম্ম</u>—কার্ব্বো, ইউফর্ব্বিয়া, ভেরেট্র ইত্যাদি—উপকার না হইলে—জ্যাবোরাণ্ডির উগ্রবীর্য্যসার—পাইলোকার্পিণ—৩য় ক্রম।

<u>পতনাবস্থায় মস্তিষ্ক লক্ষণসহ শ্বাসকষ্ট</u>—ক্যালি-ব্রোম, আর্সেনিক-ব্রোম।

<u>পতনাবস্থায় উদরশূল বেদনা</u>—কুপ্রম-সলফ-২৯৪; ম্যাগ-ফস-৪৫৮।

<u>হিক্কা</u>—কুপ্রম, কুপ্রম-আর্স, সাইকিউটা, (নক্স-ভমিকা অধ্যায় দেখুন)।

<u>অন্যান্য আনুসঙ্গিক উপসর্গ</u>—গা ঠাণ্ডা—ক্যাম্ফর, সিকেলি-কর....গা গরম—একোন, বিসমথ....গায়ে কাপড় চাপা রাখে—কুপ্রম, একোন.....কাপড় চাপা রাখে না—সিকেলি-কর, ক্যাম্ফর,.....ভেদের সময় পেটে বেদনা—ভেরেট্রম, কলোসিন্থ, একোন; ...বেদনা থাকে না—রিসিনাস,..... ভেদের সময় কপালে ঠাণ্ডাঘাম—ভেরেট্রম, রিসিনাস, ...বমির সময় কপালে ঠাণ্ডাঘাম..... ভেরেট্রম, রিসিনাস, ...বমির সময় কপালে ঠাণ্ডাঘাম—এন্টিম টার্ট,....ভেদবমি একসঙ্গে—আর্জেন্টি নাই, জ্যাট্রো, ইউফর্ব্বি......বাহ্যের সময় গরম বোধ—একোন....মল বাহির হইবার সময় মলদ্বারে জ্বালা—আর্স....খিলধরা—কুপ্রম, সিকেলি,.....শ্বাসপ্রশ্বাস স্বাভাবিক কিন্তু ক্রমশঃ হৃৎপিণ্ডের শব্দ ক্ষীণ...এমন কার্ব্ব.....শ্বাস-প্রশ্বাস অনিয়মিত, হৃৎপিণ্ডের শব্দ স্বাভাবিক—

ল্যাকে, ন্যাজা......নিশ্বাস টানিবার সময় কষ্ট—আর্সেনিক......নিশ্বাস ফেলিবার সময় কষ্ট—এসিড-হাইড্রো, অতিরিক্ত ভেদ, অবিশ্রান্ত বমন—এসিড-টার্টারিক।

বিকারে—ইউরিমিয়া দেখুন। খিলধরা—খিলধরা দেখুন।

আক্ষেপিক জাতীয় কলেরার ঔষধ—ক্যাম্ফর, কুপ্রম-মেট, কুপ্রম-আর্স, এসিড-হাইড্রো, আর্স, সিকেলি, ভেরেট্রম, পটাস-সিয়ানাইড।

পক্ষাঘাতিক জাতীয় কলেরার ঔষধ—একোনাইট, এন্টিম-টার্ট, ভেরেট, আর্স, আর্জেন্ট-নাইট্রি, এসিড-কার্ব্বল, কলচি।

একোনাইট-ন্যাপ কিম্বা র‍্যাডিক্স—১ x—৩ x ; **প্রথমাবস্থায়**—ঘোলান তরমুজ জলের মত পিত্তমিশ্রিত, সবুজ কাল, সেওলার মত আমযুক্ত ভেদ, বাহ্যে গরম, পেটে অত্যন্ত বেদনা। **দ্বিতীয়াবস্থায়**—পেট হইতে মুখ পর্য্যন্ত জ্বালা, দারুণ পিপাসা, জলপানমাত্র বমি, ছটফটানি, বেদনাহীন চাউলধোয়া জলের মত ভেদ, সর্ব্বাঙ্গ শীতল, নাড়ী সূক্ষ্ম বা লোপ। **তৃতীয়াবস্থায়**—খিলধরা থাকে না কিম্বা অল্প, হঠাৎ বা ক্রমশঃ হার্টফেল হইবার উপক্রম, মৃত্যুভয়, ছটফটানি।

আর্সেনিক-১২৬—অত্যন্ত ছটফটানি ও পিপাসা, জলপানে উপসর্গের বৃদ্ধি, পানমাত্র বমি বাহ্যে, পেটে ও অন্তরে জ্বালা, ভেদে অত্যন্ত আঁসটে দুর্গন্ধ। বর্দ্ধিতাবস্থায়—নাড়ী দমিয়া যাওয়া বা লোপ, ক্রমাগত এপাশ ওপাশ করা, ছটফটানি, গায়ে কাপড় চাপা রাখে, খিলধরা অধিক।

এন্টিম-টার্ট-৯৯—পিত্তমিশ্রিত, হলদে, ফিকে হলদে আমরযুক্ত ভেদ, পিপাসা শূন্য, জোরে বমি, কাটবমি, কষ্টকর বমি, ওয়াকতোলা, তন্দ্রা বা অচৈতন্যভাব।

আর্স-হাইড্রোজেন-১৩৩—হিমাঙ্গাবস্থায় নাড়ীলোপ, সমুদয় অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ শীতল, অত্যন্ত অবসাদ, আর্সেনিক বিফল হইয়াছে।

এসিড-টার্টারিকম-৭০০—উদরাময়সহ দুর্ব্বলতা ও ক্রমাগত বমি, গলায় ও পাকস্থলীতে জ্বালা, ঘোর সবুজ বমি (৯ ছত্র নিম্নে এসিড-টার্টারিক দেখুন)।

এগারিকাস-ফ্যালয়ডেস-৬০—ক্রমাগত বাহ্যে ও বাহ্যের চেষ্টা, পান্তাভাতের জলের মত ভেদ, অদম্য পিপাসা, শুষ্ক চর্ম্ম, হিমাঙ্গ, নাড়ীক্ষীণ বা লোপ, পাকস্থলীতে খিলধরা, শ্বাস প্রশ্বাস স্বাভাবিক, চলিতে চলিতে হঠাৎ দ্রুত চলা কিম্বা দ্রুত চলিতে চলিতে হঠাৎ ধীর হইয়া আসা, প্রস্রাব বন্ধ কিম্বা না জমা, হিমাঙ্গ হয় না।

ট্যাবেকাম-৬২৪—বাহ্যে বন্ধ; কিন্তু বমি অবিরাম, কাটবমি, সর্ব্বাঙ্গ ঠাণ্ডা, পেটটি গরম।

সিয়ানাইড-পটাস-২২—পীড়ায় হঠাৎ আক্রমণ, দেখিতে দেখিতে বৃদ্ধি, হিমাঙ্গ ও নাড়ী লোপ অবস্থায় শ্বাসকষ্ট, প্রতিক্রিয়া আরম্ভ হইয়া ধীরে ধীরে আরোগ্য হইতে হইলে হঠাৎ শ্বাসকষ্ট হইয়া পুনরায় অবস্থা মন্দ।

এন্টিপাইরিণ-১০১—হিমাঙ্গ অবস্থায় শ্বাস-প্রশ্বাসে কষ্ট ও অত্যধিক ঘর্ম্ম।

এসিড-টার্টারিক—৬ষ্ঠ শক্তি; অনবরত বাহ্যে ও বমি। বাহ্যের রঙ—বর্ণহীন বা সাদা, সবুজ এবং বমি—টক, তিক্ত যাহাই হউক—হইতে থাকিলে সম্ভবতঃ ৪। ৫ মাত্রায় উপকার হইবে। পেটে জ্বালা অথবা জ্বালা শূন্য—৩২ পৃষ্ঠা দেখুন।

কেব্রা-৪৮৭, ল্যাকে-৪৮৭—অন্তিম অবস্থায় নাভিশ্বাস, হৃৎপিণ্ডে রক্ত জমা।

বিসমথ-১৬৬—পেটে বেদনাশূন্য, অত্যন্ত দুর্গন্ধ মল, বমি, কাটবমি, জলপানমাত্র বমি শরীর গরম, হিমাঙ্গ হয় না (আর্সেনিকে হিমাঙ্গ হয়, এইটি ভাল করিয়া লক্ষ্য করিবেন)।

আর্জেন্ট-নাই—ঠিক একই সময়ে ভেদ বমি একটু তফাৎ হয় না, মল সবুজ।

ক্যাডমিয়ম-সলফ-১৮০—কাল চাপযুক্ত, দুর্গন্ধ, রক্ত বাহ্যে,কাল বমি, গা-বমি, রক্ত বমি, শ্লেষ্মা বমি, সবুজ বমি, পেটে জ্বালা, বেদনা, প্রস্রাব বন্ধ।

ক্যাম্ফর-১৫৮—রোগের হঠাৎ বৃদ্ধি, বাহ্যে, অল্প, শীতার্ত, গা শীতল, নীলবর্ণ, স্বরভঙ্গ, গায়ে কাপড় রাখে না, দমবন্ধভাব, শ্বাসকষ্ট, প্রস্রাব বন্ধ পায়ের ডিমে ও পেশীতে খিলধরা, চাউল ধোয়ানি জলের মত বা বর্ণহীন বাহ্যে।

কার্ব্বো-ভেজ-২১৮—হিমাঙ্গ, নাড়ীলোপ, পূর্ণ পতনাবস্থা, পাশ ফিরিতে অসমর্থ, খিলধরা নাই, ভেদবমি বন্ধ, ধীরে নিশ্বাস, অনবরত পাখা চায়, ঘর্ম্ম (অতিরিক্ত-ঘর্ম্ম—পাইলোকার্পিন—৩য় ক্রম—৩৮৯)।

উক্ত লক্ষণসহ ভেদবমি অধিক অথচ পেটে কিছুমাত্র বেদনা না থাকিলে—রিসিনাসসহ কার্ব্বো-ভেজ পর্য্যায়ক্রমে—২৭৮, ৫৭২।

রিসিনাস-৫৭২—প্রথমে গরহজমের ভেদ কয়েক ঘন্টা বা কয়েক দিন পূর্ব্ব হইতে আরম্ভ হইয়া শেষে কলেরার লক্ষণ প্রকাশ পায়, তাহার সহিত পেটে বেদনার লেশমাত্র থাকে না। চাউলধোয়া জলের, কুমড়াপচার বা মাছ মাংসধোয়া জলের মত ভেদবমি, খিলধরা, হিমাঙ্গ, প্রস্রাববন্ধ, পিপাসা।

কলচি-২৬৫—২/৪ বার বমির পর ভেদ, ক্রমশঃ অসাড়ে বাহ্যে, বর্ণহীন বাহ্যের সঙ্গে সাদা আম, বমির পর ভেদ, ভেদের পর বমি, ওয়াকতোলা, কাটবমি।

জ্যাট্রোফা-২৮৭—পরিমাণে অধিক, চাউলধোয়া জল বা ভাতের ফেণের মত ভেদ, ভেদের উপর সাগু বা মুড়ির মত পদার্থ ভাসে, বমি চাউলধোয়া জলের মত পিপাসা, পায়ে খিলধরা, বাহ্যে বমি একসঙ্গে, বাহ্যের পূর্ব্বে পেটে গড়্গড়্ শব্দ হিমাঙ্গ হয় না।

ইউফর্ব্বিয়া-২৮৮—জ্যাট্রোফার মত লক্ষণসহ ঠাণ্ডা ঘাম (ভেরেট—কপালে)।

কুপ্রম-২৯২—চাউলধোয়া জলের মত ভেদ, বমি, গাত্রদাহ-পিপাসা, নাড়ীলোপ হিমাঙ্গ, বমি করিয়া আবার বৃদ্ধি, ক্রমশঃ বুকে পিঠে খিল ধরে, আঙ্গুল মুঠা বাঁধে।

ভেরেট্রম, কুপ্রম পর্য্যায়ক্রমে-২৯২—খিলধরাসহ ভেদবমির আধিক্য।

কুপ্রম-আর্স-২৯৩—কুপ্রমের লক্ষণসহ বাহ্যে বমিতে—আর্সেনিকের দুর্গন্ধ বাহ্যে ছটফটানি, পিপাসা, মৃত্যুভয় ইত্যাদি থাকে। পাকস্থলীতে ও অন্ত্রের শ্লৈষ্মিক-ঝিল্লীর প্রদাহ উৎপন্ন করিয়া ইহাতে পেটে ভীষণ বেদনা এবং প্রবল উদরাময়িক ভেদ ও অবিশ্রান্ত বমি হয়। কলেরা-মার্ব্বস ও শিশু কলেরায় উক্ত লক্ষণে এবং বমি কিম্বা বমি না থাকিলেও ইহাতে উপকার হইবে। বাহ্যে—অধিকাংশস্থলে জলের মত তরল ও সবুজ রঙের হয়, এবং পেটের বেদনাকালীন—ভেরেট্রেমের মত শীতল ঘর্ম্ম হইতে থাকে।

সিকেলি-২৯৩, ৫৮৭-অনবরত বাহ্যে বমি হইয়া খিলধরা, চাউলধোয়া বা বর্ণহীন কলের জলের মত অধিক পরিমাণে বেদনাশূন্য ভেদ, গাত্রদাহ গায়ে কাপড় রাখে না, গা ঠাণ্ডা পিপাসা, ওয়াকতোলা, কাটবমি, নাড়ীলোপ, খিলধরা—কুপ্রমে উপকার না হইলে।

ইউফর্ব্বিয়ম-৩১৫—উদরাময়িক-কলেরা, অত্যধিক ভেদবমি,মস্তিষ্ক লক্ষণ।

এসিড-অক্জ্যা-৩৩—অধিক পরিমাণে জলের মত তরল ভেদ, আমরক্ত ভেদ, ভেদের পূর্ব্বে ও সময়ে নাভির স্থানে মোচড়ানি বেদনা, ভেদের পর গা-বমি, পায়ের ডিমে খিলধরা।

ভেরেট্রম-৩১১, ৬৪২-চাউলধোয়া জলের বা কুমড়াপচার মত বাহ্যে, পেটে বেদনা, (কখনও বেদনাশূন্য) ভেদের পর দুর্ব্বলতা ও কপালে শীতল ঘর্ম, গাত্রচর্ম, চোপসান, চোখ মুখ বসা, বমি অপেক্ষা ভেদ অধিক, বমি হড়হড় করিয়া হয়, পিপাসা, খিলধরা, নাড়ীলোপ।

কুপ্রম-সলফ-২৯৪—কলেরার শেষ অবস্থার ভয়ানক উদরশূল-বেদনা।

গর্ভাবস্থায় কলেরা।

<u>প্রধান ঔষধ</u>—সিকেলি, ইহারই লক্ষণ অধিকাংশ রোগিণীতে পাওয়া যায়।

<u>ভেদ কমিয়া বমি নিবারণের জন্য</u>—এসিড-কার্ব্বল, ক্রিয়োজোট, ফেরম-মেট, ফস, সেরিয়ম-অকজ্যালেট, পেট্রোলিয়ম, এপোমর্ফিয়া, সিম্ফোরি-কার্পাস, কিউকুরবিটা ট্যাবেকাম প্রভৃতি। বমি ও গা-বমির লিখিত ঔষধ এবং এসিড টার্টারিকও প্রয়োজনীয়।

<u>ভেদ বমিসহ ছটফটানি</u>—লক্ষণানুযায়ী—একোনাইট, আর্সেনিক, রসটক্স।

<u>ভেদবমি করিয়া ছটফট</u>—ক্যালি-ব্রোম ; ছটফট ও চক্ষু লাল না থাকিলে—জিঙ্কাম-মেট।

<u>ছটফটানির সহিত হিমাঙ্গ নাড়ীলোপ</u>—মনো-ব্রোমাইড-ক্যাম্ফর।

<u>ফিট, তড়কা, এক্ল্যামসিয়ার উপক্রম</u>—ভেরেট্রম ভিরিডি—পুনঃপুনঃ-৬৪৫।

<u>বিকার</u>—এসিড-কার্ব্বলি, ব্যাপ্‌টিসিয়া, ভেরেট্রম-ভিরিডি, পাইরোজেন, এনথ্যাস প্রভৃতি যে সমস্ত ঔষধে সেপটিক দোষ নিবারিত হয় সেই সমস্ত ঔষধ প্রযোজ্য। পোয়াতির দুর্গন্ধস্রাব নিসৃত হইলে—ব্যাপ্‌টিসিয়া প্রধান ঔষধ, পরে কলোফাইলম, সিকেলি প্রভৃতি।

<u>রোগিনী অজ্ঞান (comatose) অবস্থা প্রাপ্ত হইলে</u>—ওপিয়ম, ভেরেট্রম-ভিরিডি, ক্লোর‍্যাল-হাইড্রেট প্রভৃতি উপকারী।

শিশু কলেরা।

<u>ঔপসর্গিক</u>—মাথার রোগজনিত—চায়না..... কোনও উদ্ভেদ বসিয়া—এন্টিম-টার্ট,.....মাথায়, জলজমা—এপিস, এপোসাই....দন্তোগমকালীন—ক্যামো...বাহ্যে বেশী—ইলাটিরিয়ম,.....বাহ্যে অল্প—ইউফর্ব্বি....মস্তিষ্ক লক্ষণ—এপিস, এপোসাই, ওপি ফস, জিঙ্কাম-মেট, জিঙ্কাম ব্রোম, মনোব্রোম-ক্যাম্ফর, সলফ, ক্লোর‍্যাল-হাইড্রেট।

<u>সাংঘাতিক</u>—অত্যন্ত পিপাসার সহিত অস্থিরতা-আর্স,...তন্দ্রা—ক্যাম্ফোরা... অজ্ঞান-ইথুজা..... তড়কা ও আক্ষেপযুক্ত—ক্যাম্ফোরা-ব্রোম।

<u>বমন লক্ষণযুক্ত</u>—ইপি, ইথুজা, এন্টিম-ক্রুড, ক্যালকে-কার্ব্ব, কিউফিয়া।

ইপিকাক—বমি, গা-বমি অধিক, আহারের বা কাশির পর বমি, জিহবা পরিষ্কার।

ইথুজা-৫৬—গা-বমি ও বমি দুই অধিক, দুধ পানমাত্র বমি, বমিতে বড় বড় চাপ; হরিদ্রা সবুজ, সাদা রঙের বমি, বমির পর নিঝুম হয়, ঘুমায়, ঘুমের পর স্তন্যপান করে।

এসিড-কার্ব্বল-১৭—বমির রঙ্ কাল, সবুজ, প্রস্রাব ঘোলা, ডিমপচা দুর্গন্ধ বাহ্যে, রক্ত ও আম বাহ্যে, গোঁগায়, ছটফট করে, থাকিয়া থাকিয়া চিৎকার করে।

এন্টিম-ক্রুড-৯২—অল্প-বিস্তর গা বমি, আহার বা পানীয় বমি, ছোট চাপযুক্ত দুধ বমি, ওয়াকতোলা, কাট-বমি, জিহবা সাদা, বমির পর স্তন্যপান করে না, ছেলে খিটখিটে।

ক্যালকেরিয়া-কার্ব্ব-১৮৫—ক্ষুধা পিপাসা খুব বেশী, খাবার জন্য হাঁই হাঁই করে; দুধ সহ্য হয় না; খাইলেই বমি, পা ঠাণ্ডা, ঘুমাইলেই অতিরিক্ত ঘাম।

<u>বমন লক্ষণ বিহীন</u>—হলদে মল অত্যন্ত বেগে নিঃসরণ—ক্রোটন.....দুগ্ধদ্রব্য সংযুক্ত দুর্গন্ধ এবং পরিমাণে অধিক মল—পডো......কাদাবর্ণ আমযুক্ত মল—মার্ক সল...সাদা বা সবুজ রঙের ....বেল।

<u>বাহ্যের ও বমি অতিরিক্ত</u>—আইরিস, ক্যাল-কার্ব; কিউফিয়া দেখুন।

<u>বাহ্যের লক্ষণ ঃ—</u>

এসিড-কার্ব্বল-১৭—চাউল ধোয়া জলের কিম্বা পচা ডিমের মত বাহ্যে, রক্ত ও আমযুক্ত বাহ্যে, অত্যন্ত পচা দুর্গন্ধ বাহ্যে, রোগী গোঁগায়, ছটফট করে, থাকিয়া থাকিয়া চীৎকার করে (গ্যাষ্ট্রো-এন্টেরাইটিস)।

আর্জ্জেন্ট-নাই-১১৯—অত্যন্ত দুর্গন্ধ বাহ্যে, রঙ—অল্প সবুজ বা হরিদ্রা, পানমাত্র বেগ, পেটফোলা, বাহ্যের সময় ফড় ফড় করিয়া শব্দ হয়, শিশু মিষ্ট ভালবাসে।

ইথুজা-৫৬—ফিকে হলদে, ফিকে সবুজ, আম বা রক্তমিশ্রিত পেট বেদনা, বেগ, কুন্থন ভয় হওয়া, সবুজবর্ণ অম্লগন্ধ মল, অস্থিরতা, পানমাত্রেই বাহ্যে, বড় বড় চাপ বমি, বাহ্যে বমির পর আচ্ছন্ন ভাব (ইহার পর সলফার)।

ইপিকাক-৩৮৩—ঘাস বা পাতা ছেঁচার মত সবুজ, ফেনামিশ্রিত, থুথুর মত, কখনও হলদে, পেটে কামড়ানি ব্যথা, গা-বমি (গন্ধহীন গাঢ় সবুজ বাহ্যে-পলিনিয়া)।

বেলেডোনা-১৫৮—বাহ্যে সবুজ, সাদা, আমসংযুক্ত, টক বা পচা গন্ধ, পরিমাণ অল্প অসাড়ে নিদ্রিতাবস্থায়, বৈকালের দিকে অধিক, তৎসহ উঁকি উঠা, জ্বর।

ক্যাল্কে-ফস-১৯২—দুধ সহ্য হয় না, বমি সবুজ রঙের, মলে সাদা হড়হড়ে পদার্থ বাহ্যে গরম, বায়ু নিঃসরণসহ মল নির্গমন, অজীর্ণ মল, সর্ব্বাঙ্গ ঠাণ্ডা।

আয়োডোফরম-৬৮৮—শিশু কলেরা, বাহ্যের রঙ সবুজ, তাহার সঙ্গে অজীর্ণ পদার্থ ও রোগা খিটখিটে মেজাজ।

ক্যামো-২৩৪—মল গরম, সবুজ, হরিদ্রা, খানিকটা মল—খানিকটা জল, ডিমপচার মত দুর্গন্ধ, মলদ্বার হাজিয়া যায়, শিশু অত্যন্ত খিটখিটে, সন্ধ্যায় বৃদ্ধি (উপকার না হইলে—সলফার)। মার্ক-সল-২৩৪—অত্যন্ত বেগ ও কোঁথানিসহ।

ওলিয়েণ্ডার-২৪৮—মলে পূর্ব্বের অজীর্ণ আহার, প্রায়ই পেটের অসুখ করে।

ক্যালকেরিয়া-কার্ব্ব-১৮৫—মল সাদা চুণগোলার মত কখনও সবুজ হলদে, মলে ছেঁড়া ছেঁড়া দুধ, গন্ধ টক, পচা মাখনের মত দুর্গন্ধ, দুধ সহ্য হয় না, টক বমি।

পডোফাইলম-৫৪৮—পরিমাণে খুব বেশী, দমকা বাহ্যে, বিশ্রী পচা দুর্গন্ধ মল, সকালে অধিক বাহ্যে হইয়া বৈকালে কম, অর্দ্ধমুদ্রিত নেত্র, মাথাচালা, গোঁগানি, কাট-বমি।

মার্ক-ডলসিস-৪৭৭ পৃষ্ঠা দেখুন। প্রথমাবস্থায় সাদা কিম্বা বর্ণহীন জলের মত বাহ্যে।

<u>টকগন্ধ বাহ্যে</u>—রঙ সবুজ তৎসহ পেটে অত্যন্ত বেদনা—ম্যাগ কার্ব্ব,—হলদে বা কটারঙের মল—রিয়ুম...সাদা রঙের বাহ্যে—হিপার ৩৬২.....সবুজ—ন্যাট-ফস-৪৯৯।

ওপিয়ম-৫১৬, ৫১৯—বমি-বাহ্যে বন্ধ হইয়া সম্পূর্ণ অজ্ঞান, চক্ষুর পলক স্থির, চক্ষুর ভিতরে আঙ্গুল দিলেও পলক পড়ে না, অত্যন্ত দুর্ব্বল কিম্বা হিমাঙ্গাবস্থাসহ অসাড়ে দুর্গন্ধ বাহ্যে।

ক্রোটেলাস-৪৭৮—হঠাৎ হিমাঙ্গ, শরীর নীলবর্ণ, খিলধরা, ভেদবমি, শ্বাসকষ্ট, প্রস্রাব বন্ধ, জ্বর প্রথম হইতেই মলের সহিত রক্ত নির্গমন; দাঁত, মুখ নাসিকা হইতে রক্তস্রাব।

ক্যালি-ব্রোম-৩৯৮—ক্রমাগত বাহ্যে বমি হইয়া দুর্ব্বল, গা ঠাণ্ডা, হাত ও হাতের কব্জি যেন বরফ ও ভিজা ভিজা মত, অনিদ্রা, ছটফট বিকার লক্ষণসহ (ইউরিমিয়া দেখুন)।

সাইলি-৫৯৯—স্তন্যপানে বমি, ক্ষুধা থাকে না কিম্বা খাবার জন্য হাঁই হাঁই করে একটু খাইলে আর খাইতে চায় না, ঠাণ্ডা জল বরং একটু খায়, সাগু বার্লী খায় না, পেট ফোলে, প্রস্রাব বন্ধ ঘুম আসে তখনই জাগিয়া উঠে, মাথায় ঘাম।

জিঙ্কাম-৬৪৮—বর্দ্ধিত অবস্থায় শিশু অত্যন্ত অস্থির, বালিশে মাথা এক মুহূর্ত্তও স্থির রাখিতে পারে না, জ্বর নাই, হাইড্রোকেফালসের উপক্রম, বাহ্যের রঙ সবুজ, সময়ে সময়ে কোঁথানি, বাহ্যে হঠাৎ বন্ধ হইয়া মস্তিষ্ক লক্ষণ।

এতদ্ভিন্ন—ঈষৎ সবুজ রঙের ফেণামিশ্রিত ভেদ, তোড়ে নির্গমন—ইলাটিরিয়ম,—মলে অত্যন্ত দুর্গন্ধ সবুজ হলদে রঙ, ফড়ফড় করিয়া ছিটকাইয়া নির্গত হয়—আর্জেন্টি,—পিচকারীর মত বেগে নির্গমন, কিছু খাইলেই বাহ্যে—ক্রোটন,—সবুজ বাহ্যে, বাহ্যের সঙ্গে বায়ু নিঃসরণ বাহ্যে গরম—ক্যালকেরিয়া ফস, হলদে রঙের তরল মলের মধ্যে গোটা অজীর্ণ খাদ্য—চায়না, তরল মলের সঙ্গে থ'লো থ'লো ক্রিমি—এসারাম, সাদা রঙের ঠিক ঘোলের মত বাহ্যে—আয়োডাম, চাউলধোয়া জলের মত অধিক পরিমাণে বাহ্যে তোড়ে নির্গত হয়, ক্রমশঃ অবস্থা মন্দ, কোনও ঔষধে উপকার হয় না—ক্যালি-ফস......অনবরত ভেদ-বমি হইয়া অল্প সময়ের মধ্যেই শিশু যেন মরার মত হয়, বিকার আচ্ছন্নভাব, পিউপিল প্রসারিত, মুখ লালবর্ণ, ছটফট এবং এপাশ ওপাশ করা মাথা চালা—ফেরম-ফস...ক্রিমি সন্দেহ, আচ্ছন্নভাব অনবরত মাথানাড়া—সিনা......হঠাৎ বাহ্যে বমি, দুর্ব্বল, হিমাঙ্গ—ক্যাম্ফর, পলিনিয়া—রঙ গাঢ় সবুজ, গন্ধহীন, রক্ত ও আমযুক্ত, শিশু কলেরা।

দ্রষ্টব্য ঃ—শিশু কলেরায় ফেরম-ফস ও ক্যালি-ফস—3x বা 6x বিচূর্ণ একত্রে কিম্বা পর্য্যায়ক্রমে ব্যবস্থা করিয়া অনেক রোগীতে আশাতিরিক্ত ফল পাওয়া যায়......ফিউফিয়া-ভিক্সোসিসিমা—ক্যালি-ফসের সদৃশ ঔষধ—৫৬ পৃষ্ঠা দেখুন।

<u>শিশু কলেরায় দ্বিতীয় অবস্থার বিকার</u>—ওলাউঠায় ইউরিমিয়া দেখুন।

<u>হাইড্রোকেফালস</u>—ইহার অধ্যায় দেখুন। প্লম্বম—২০০ শক্তির ইহার একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ।

হাইড্রোকেফালসের পরবর্ত্তী অবস্থায় স্বজ্ঞান আচ্ছন্ন, কোমা—এপোসাইনাম-৬৪৯, ক্লোর‍্যাল-হাইড্রেট-২৩৯......শিশুদের মেনিনজাইটিস, তড়কা—কনভলসন—জিঙ্ক-সিয়ানেট, জিঙ্ক-সলফ-৬৫০ (জিঙ্ক-ব্রোম)।

শিশুদের মেনিনজাইটিস বা হাইড্রোকেফালসের পর কোমা, অজ্ঞানভাব, নিশ্বাস জোর হৃৎপিণ্ডের অবস্থা মন্দ, মৃত্যুর আশঙ্কা এ অবস্থার হেলিবোর—৩০ বা ২০০ শক্তি ১ মাত্রা দিয়া ১/২/৩ দিন অপেক্ষা করিবেন, ঔষধে উপকার হইলেই দেখিবেন যেন রোগ লক্ষণ বাড়িয়া গিয়াছে, বাহ্যে বা বমি, শরীরে চুলকানি, গোঙানি, ছটফটানি সমস্তই বৃদ্ধি হইবে ইহাই উপকারের চিহ্ন, ইহার পর আর কোন ২য় মাত্রা বা অন্য ঔষধ দিবেন না, দিলেই অনিষ্ট হইবে, নচেৎ পীড়া ঐ একমাত্রাতেই ধীরে ধীরে আরোগ্য হইবে।

কথা।

বোভিস্টা-১৭০—তোৎলা কথা (বোভিষ্টা বা ষ্ট্র্যামোনিয়ম সেবন করিবে এবং গালের ভিতর অনবরত একটি বড় মার্ব্বেলগুলি রাখিবে)। ভাইপেরা-৬৪৭—অস্পষ্ট কথা।

ক'টী বা কোমর বেদনা (লাম্বেগো)

ব্রায়ো, রস, ইণ্ডিগো, ইস্কিউ, সিমিসি, ম্যাক্রোটিন, নক্স, আর্ণিকা, ক্যালি-বাই, বার্ব্বে সলফ, আর্স প্রভৃতি এই পীড়ার ঔষধ। ২৭৩ পৃষ্ঠা সায়েটিকা দেখুন।

ক্যালি-অকজ্যা-৬৪৭—লাম্বেগো ও কোমরের বেদনায় অত্যন্ত যন্ত্রণা।

ক্যাল-ফ্লোর-১৯১—প্রথমে চলিবার সময় বেদনা—একটু চলিবার পর আর থাকে না।

কোব্যাল্টম-২৫৭—স্ত্রী সংসর্গ বা স্বপ্নদোষের পর এবং বসিলে—বৃদ্ধি; পরে দাঁড়াইলে চলিলে শুইলে—উপশম।......জিঙ্কাম-এলব-২৭৪, ৬৪৭ পৃষ্ঠা দেখুন।

ফেরম মেট-৩২১—কোমরে বাত প্রভৃতি বেদনা, রাত্রিতে ও শুইলে খুব বৃদ্ধি, ধীরে ধীরে বেড়াইলে উপশম।

ম্যাক্রোটিন-৫২—প্রায় সকল প্রকার কোমরের বেদনা।

এসিড-অকজ্যা-৩৩—কোমরে বেদনা নড়িলে উপশম।

এলো-৭০—একটু নড়িলে চড়িলে বাড়ে, পাছার হাড়ের ভিতর যেন ছুঁচ ফোটায়।

এমন-মিউর-৮১—মেরুপুচ্ছে থেঁৎলানি বেদনা, বসিতে পারে না, ঘুমাইবার সময় যন্ত্রণার বৃদ্ধি হয়। পাছার হাড়ে টেনে খেঁচেধরা বেদনা।

স্যালিক্স-নায়গ্রা-৫৭৮—কোমরে বেদনার জন্য শীঘ্র চলিতে পারে না।

এসিড-ল্যাকটিক-২৪—কোমরে বেদনা, বেদনা কাঁধে পর্য্যন্ত যায়; কোমরের নিম্নে বেদনা চলিলে বাড়ে।

এব্রোটেনাম-৯—কোমরে বেদনা, বেদনা স্পার্ম্মাটিক-কর্ডের মধ্য দিয়া চালিত হয়। গাঁট শক্ত ও আড়ষ্ট হইয়া থাকে, খোঁড়াইয়া চলে।

ষ্ট্যাফিসেগ্রিয়া-৬০৬—কোমরে বেদনা, রাত্রিতে ও শয্যাত্যাগের পূর্ব্বে বৃদ্ধি হয়।

বার্ব্বেরিস-১৬৪—বেদনা কোমর হইতে সমস্ত শরীরে যায়, উরুতে নামে, প্রস্রাব লাল রঙের, তাহাতে শ্লেষ্মার মত তলানি।

ব্রায়োনিয়া-১৭৩—প্রত্যেকবার নড়াচড়ায় বৃদ্ধি।

লিথিয়ম-বেঞ্জো-৬৯৫—কোমরের খুব ভিতরে ও পাছায় বেদনা।

ক্যালি-কার্ব্ব-৪০৪—প্রথমে কোমরে বেদনা আরম্ভ, পরে পাছা ও পাছা হইতে উরুর পশ্চাদ্ভাগে যায়, আদৌ চলিতে পারে না, বসিয়া পড়ে, বিছানায় শুইতে পারে।

কার্ব্বোনিয়ম-সলফ-৬৮১—নিয়ত কোমরে বেদনা, বাম উরুতে সায়েটিকা, চলিতে পারে না, নিম্নাঙ্গের বাত, চিড়িকমারা ছুঁচবেঁধার মত বেদনা।

কর্কটরোগ (ক্যান্‌সার)।

ক্যালকেরিয়া-আর্স-১৮২—যোনি, জরায়ু ও প্যাংক্রিয়াসের পীড়ায় জ্বালা।

কার্ব্বো-এনি-২১৬—স্তন, জরায়ু ও জরায়ু গ্রীবা শক্ত, জরায়ু হইতে অত্যন্ত জ্বালা যন্ত্রণার সহিত রক্তস্রাব, তৎসহ কোনও প্রকার দুর্গন্ধ স্রাব।

সিনামোনাম-২৫৪—অত্যন্ত বেদনা, ক্ষতে দুর্গন্ধ।

কণ্ডিউর‍্যাঙ্গো—(ইহার বাহ্যিক ও আভ্যন্তরিক উভয় আবশ্যক হয়) ২৭৫।

স্তনের—এষ্টিরিয়াস-১৩৯,.....পাকস্থলীর—এসিড-কার্ব্বল-১৭।

ক্যানসারের রক্তস্রাবনিবারণ ও দুর্গন্ধ দূর করিবার উৎকৃষ্ট ঔষধ—হোয়াংনান ইহার পরে আর্সেনিক প্রয়োগে ক্ষত আরোগ্যের পথে যায়।

১ ড্রাম—এসিড-সাইট্রিক, ৮ আউন্স জলে মিশাইয়া প্রয়োগ যন্ত্রণা কম হয়-২৬।

এন্টিম-ক্লোরাইড-৯৪—ক্যানসার পীড়ায় রোগী দুর্ব্বল, তাপের হ্রাস, হিমাঙ্গ।

ফিউলিগো-লিগনী-৬৮৫—জরায়ুর ক্যানসারে ও ক্যান্‌সারে রক্তস্রাব। অণ্ডকোষের ক্যানসার, এপিথিলিয়্যাল-ক্যানসার।

অর্ণিথোগ্যালম-৬৯৩—ঔদরিক কঠিন স্ফীতি, অন্ত্রের ক্যানসার, পাকস্থলীর নিম্নমুখে টেনে খেঁচেধরার মত বেদনা, ডিওডিনাম ফুলিয়া উঠে; আহারের ১/০/২ ঘন্টা পরে অগ্রকড়ার স্থানে বেদনার বৃদ্ধি।

র‍্যামনাস-ক্যালি-৬৯৬—ঠোঁট ও মাঢ়ীর মধ্যে ক্ষতযুক্ত ক্যানসার।

কোলেষ্টেরিনাম-৬৮২—লিভার ক্যান্‌সারে ও লিভার খুব বড় হইলে ইহা তাহার একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ।

সেমপার-ভাইনাম-৬৯৭—হার্পিস-জোষ্টার, স্তনের ক্যান্‌সার, ক্যান্‌সিরাস, টিউমার, মুখের সাংঘাতিক ক্ষত, জিহবার ক্যান্‌সার, জিহবার ক্ষত হইতে রক্ত পড়া, জিহবার গোঁড়া দ্বারা বেদনা।

আঘাত লাগিয়া ক্যানসার—কোনিয়ম-২৭৭,.....অত্যন্ত স্পর্শাসহিষ্ণু বেদনা—গ্যাকে-৪২৪,........ক্ষত হইবার পূর্ব্বে—ল্যাপিস-৪৩২,....জরায়ুর ক্যানসার—ল্যাপিস—৪৩২ (সিষ্টাস), ক্যালথা-গ্যাল্‌সি......জিহবার ক্যান্‌সার—গ্যালিয়ম (Galium Aparine)।

কর্ণের পীড়া।

কাণে ফোঁড়া ও কর্ণমূল প্রদাহ—বেল, মার্ক-সল, হিপার, সাইলি, ক্যাল্‌কে-পিক্রে।

কাণে কিম্বা নাসিকায় অর্ব্বুদ—ক্যালকেরিয়া-আয়োড।

কাণে পূঁয পাতলা, হাজাকারক—আর্স, আর্স-আয়োড.....দুর্গন্ধ—টেলিউরিয়ম, গ্র্যাফা, সোরি, সাইলি, সল.....দুর্গন্ধ রক্তমিশ্রিত—হিপার, ক্রোটে.......ঘন—পলস ক্যাল-সলফ.....বহুদিন ধরিয়া পূঁযপড়া—টেলুরিয়ম।

একোনাইট-৪৮—সুস্থব্যক্তি কোনও অসুখ নাই, হঠাৎ কাণে বেদনা যন্ত্রণা। কাণ কট্‌কট দপ দপ্ করে, ঠাণ্ডা লাগিয়া পীড়া।

এলিয়ম-সিপা-৬৬—ঠাণ্ডা লাগিয়া সর্দ্দিসহ কাণে ব্যথা উহা গলা পর্য্যন্ত যায়, শিশুদের কাণের-বেদনায়—ক্যামো, এলিয়ম-সিপা।

এবসিন্থিয়াম-১১—কোনও প্রকার শিরঃপীড়া আরোগ্যের পর কাণে পূঁয।

সিড্রণ-২৩১—কুইনাইন সেবন করিয়া কাণে ভোঁ ভোঁ শব্দ (ইপি)।

ভিস্কাম-এলব-৬৪৭—বামকর্ণের বধিরতা।

টাইফোলিয়ম-৬৩৪—কর্ণমূলের গ্ল্যাণ্ড ফোলা, গ্ল্যাণ্ড খুব শক্ত তাহাতে অত্যন্ত বেদনা ইহা কর্ণমূল ফোলা (mumps) পীড়ার প্রতিষেধক ঔষধ।

এলিউমিনা-৭৪, ব্যারাইটা মিউর-১৫৪—চায়না-২৫২—কাণে গুণ গুণ শব্দ।

ব্যারাইটা মিউর-১৫৪—খাইবার বা হাঁচিবার সময় কড়াক করিয়া শোঁ শোঁ শব্দ।

কষ্টিকাম—২২৭—শোঁ শোঁ, ভোঁ ভোঁ, টুং টুং শব্দ, ভাল শুনিতে পায় না।

বোরাক্স-১৬৮-৫৫৮—কাণে বহুদিনের পূঁয, শিশুদের কাণে ঘা, পূঁয।

ক্যালকে-কার্ব্ব-১৮৮—চর্ব্বির মত ঘন পূঁয, কর্ণপটহ ছিদ্র হইয়া যন্ত্রণা, জলে ভিজিয়া ঠাণ্ডা লাগিয়া কালা হওয়া, কাণে শোঁ শোঁ শব্দ।

ক্যালকেরিয়া-পিক্রেটা-১৯৪—কাণের ভিতর ক্রমাগত ফোড়া হয়।

ক্যাপসি-২১৪—কর্ণপটহ ছিদ্র, ঘন হলদে পূঁয তৎসহ অত্যন্ত মাথাব্যথা।

ক্যামো-২৩৪—কাণে ব্যথা, কাণ কটকটানি, রোগীর খিটখিটে মেজাজ।

সকল প্রকার কাণ কটকটানি বেদনা....প্ল্যান্টেগো ৩/৪ বিন্দু বাহ্যিক প্রয়োগ।

সাইকিউটা-২৪১—কোন মস্তিষ্ক সম্বন্ধীয় পীড়ায় কাণ দিয়া রক্তস্রাব, গিলিবার সঙ্গে হঠাৎ উচ্চ শব্দ হইয়া কালা হইয়া যাওয়া।

ইল্যাপস-৩৪০, ৩১০—প্রথমে অস্পষ্ট শুনে, পরে হঠাৎ সম্পূর্ণ কালা হয়, কাণের ভিতর গর্জ্জন শব্দ, বেদনা যন্ত্রণা না হইয়া হঠাৎ কাণ বন্ধ।

গ্র্যাফাইটিস-৩৪০, এসিড-নাইট্রিক-৪৫—একপ্রকারের কালা—তাহাকে গাড়ীতে চড়িয়া ফুসফুস করিয়া বলিলেও শুনিতে পার; কিন্তু গাড়ী থামিলে চেঁচাইয়া বলিলেও শুনিতে পায় না। চিবাইবার সময় কাণে ফড়ফড় শোঁ শোঁ শব্দ।

এসারাম-৩৪০—মনে হয় যেন ছিপি দিয়া কাণ বন্ধ করিয়া রাখিয়াছে।

কার্ব্বো-ভেজ-২২০—কাণে পূঁয কিম্বা খোল হইবার নিমিত্ত কালা হওয়া।

হিপার-৩৬২—কাণে পূঁয হইবার পূর্ব্বে অত্যন্ত বেদনা; প্রথমাবস্থায়—বেল, ক্যামো, পলস, মার্ক ইত্যাদি ব্যবস্থা করিয়াও উপকার না হইলে।

টেলুরিয়ম-৩৬২, ৪৭০, ৫৫৮, ৬২৭—প্রথমে কাণে বেদনা যন্ত্রণা হইয়া পরে পূঁয অধিক দিন স্থায়ী হইলে পচা গন্ধ বাহির হয়। পূঁয জলের মত, দুর্গন্ধ মাছধোয়া-জলের মত।

আয়োডম-৩৮১—পুরাতন পূঁয গ্ল্যাণ্ড ফোলে, কাণে শব্দ, কালা হওয়া।

ক্যালি-বাইক্রম-৩৯৫—কাণে পূঁয হইয়া অত্যন্ত বেদনা, কাণ হইতে আরম্ভ হইয়া ক্রমশঃ মাথায় ও ঘাড়ে যায়, ঘাড়ের গ্ল্যাণ্ড ফোলে, যে দিকের কাণ সেইদিকের প্যারোটিড গ্ল্যান্ড আক্রান্ত।

মার্কুরিয়স-৪৭০—তীব্র, বেদনা, রক্তমিশ্রিত পূঁয (গন্ডীপীড়াগ্রস্থ ব্যক্তিদের—এসিড-পাই) বেদনা যন্ত্রণা রাত্রিতে বৃদ্ধি, হরিদ্রা কিম্বা হরিদ্রা-সবুজ মিশ্রিত রঙের পূঁয নির্গমন, গ্রন্থি ফোলা।

মার্ক-ডলসিস-৪৭৮—বহুদিন পর্য্যন্ত পূঁয পড়িয়া বধিরতা।

ফসফরাস-৫৩৫—টিম্প্যানমের বিকৃতিহেতু কালা, নিজের স্বর নিজের কাণে প্রতিধ্বনিত হয়, জোরে কহিলেও মানুষের স্বর শুনিতে পায় না কিন্তু সঙ্গীত স্পষ্ট শুনিতে পায়।

আসাই-৬৫৯—জলের মত তরল দুর্গন্ধি কর্ণস্রাব, কাণে শোঁ শোঁ শব্দ।

পলস-৫৫৮—কাণ দপ্‌ দপ্‌ করে, পূঁয ঘন ও হলদে বা একটু সবুজ রঙের।

সাইলি-৫৫৮, ৫৯৯—পূঁয পাতলা অত্যন্ত দুর্গন্ধি টিম্প্যানাই ছিদ্র।

আর্ণিকা—কাণে কাটি পালকাদি দিবার নিমিত্ত পীড়া আরোগ্য না হওয়া।

বোরাক্স-৫৫৮, ১৬৮—পুরাতন কর্ণরোগ, ঘন শ্লেষ্মার মত পূঁয, কাণে ব্যথা।

সলফার-৬১৮—কিছুই শুনিতে পায় না, কাণের ভিতর নানাপ্রকার শব্দ হয়, কাণে ভিতর একজিমা, অত্যন্ত চুলকায়, বধিরতা, কাণে দুর্গন্ধি পূঁয।

ভায়োলা-অডোরেটা-৬৪৬-কাণে পূঁয, কাণের ভিতর বেদনা, শোঁ শোঁ শব্দ, কালা।

আর্জেন্টি-নাই-১১৭—টাইফয়েড জ্বরের পর কালা হইয়া যাওয়া।

মুলেন-অয়েল-৩৬৮—কাণে পূঁযের নিমিত্ত বাহ্য প্রয়োগ।

চিনিনম-সলফ—কাণে প্রচণ্ড গুণ গুণ ঝোঁ ঝোঁ গৰ্জ্জনের মত শব্দ তৎসহ বধিরতা।

ফর্ম্মিকা-৬৮৫—কাণে গুণ গুণ শব্দ বোধ হয় যেন কাণ ফুলিয়াছে।

স্কুকুম-চক—৬৯৮—মধ্যকর্ণের প্রদাহ, কলতানি বা রসের মত দুর্গন্ধ স্রাব।

ট্যানাসিটাম-৭০০—কাণে বাদ্যধ্বনি ও গর্জ্জনের মত শব্দ, বোধ হয় যেন কাণ হঠাৎ বন্ধ হইয়া যায়।

থিওসিনামিনাম-৭০১—কাণে পূঁয, কালা হওয়া, মধ্যকর্ণ হইতে পুরাতন পূঁয স্রাব, কাণে প্যাঁজ, কাণের অস্থির সঞ্চালন বন্ধ, কর্ণপট পুরু, কাণের স্নায়ুর মধ্যে কোনও প্রকার সৌত্রিক পরিবর্ত্তন হইয়া কালা হইয়া যাওয়া।

চেনোপডি-গ্লসি-য়্যাপিস-৫৪২—কাণের ভিতর কামানের মত শব্দ।

চেনোপডিয়ম-এনথেল-৬৮১—কাণে গুণ গুণ ঝোঁ ঝোঁ শব্দ যেন গাড়ী চলিতেছে।

ন্যাট্রম-সাইলিসিয়া-৬৯২—মাথাঘোরাসহ মধ্যকর্ণের পীড়ায় কালা হইয়া যাওয়া কাণে টুনটুন শব্দ।

প্ল্যান্টেগো-৫৪২—কর্ণপীড়ার সহিত দন্তশূলবেদনা, ইহার আভ্যন্তরিক বা বাহ্যিক প্রয়োগ হয় (কচি লাউ পাতার রস—৪৭০)। ফেরম-ফস-৩ × ও ম্যাগ-ফস ৩ × বিচূর্ণ একত্রে কাণের ভিতর বাহ্যিক প্রয়োগে পূঁয পড়ায় ও বেদনায় উপকার হয়। বহুদিনের পূঁয পড়ায়—আতা পাতার রস গরম করিয়া কাণের ভিতর দিনে ৩/৪ বার করিয়া দিয়া দেখিবেন। আমার নিকট বাহ্যিক প্রয়োগের নিমিত্ত শামুক প্রভৃতি হইতে প্রস্তুত একটি পেটেন্ট ঔষধ আছে, উহাতেও ভাল ফল পাইবেন, মূল্য প্রতি শিশি ৭৫ নঃ পঃ।

কণ্ঠনলীর আক্ষেপ।

কুপ্রম-২৯২—হঠাৎ কণ্ঠনলী বন্ধ হইয়া নীলবর্ণ ও ঘন ঘন ফিট।

আয়োড-২৯২—পীড়ার কারণ—দাঁত উঠা কিম্বা অজীর্ণ অথবা থাইমস-গ্রন্থির বিবৃদ্ধি।

ক্যাল-ফস, ক্লোরিণ, ব্রোমিয়ম-২৯২—দাঁত উঠার বিলম্বজনিত পীড়া।

কয়লার ধুমে দম আটকান।

আর্ণিকা-১২২, বোভিষ্টা—১৭০, এমন-কার্ব্ব—৭৯।

কম্পন।

জিঙ্কাম-৬৫১—কোন কঠিন পীড়ায় কম্পন শরীরের নিম্নাঙ্গে বিশেষতঃ পায়ের সবিরাম নড়ন (আর্জেন্টি নাই)।

জেলসি-৩২৮—স্নায়বিক দুর্ব্বলতার জন্য কম্পজ্বরের মত থরথর করিয়া কাঁপে, প্রকৃত পক্ষে জ্বর বা শীত থাকে না। (এব্রোটেন-৯—শরীর কাঁপে)।

ষ্ট্যানম-৬০৫—রাইটার্স-ক্র্যাম্প, লিখিতে আরম্ভ করিলেই ধাক্কা মারিয়া আঙ্গুল সরিয়া যায়, টাইপ-রাইটার্স দিগের পক্ষাঘাত, সম্মুখবাহুর ও হাতের আক্ষেপিক কম্পন, বসিতে যাইলে পা সরিয়া যায় (মন্তব্য ঃ—রাইটার্স-ক্র্যাম্প প্রায় কোনও ঔষধে আরোগ্য হয় না)।

এসিড-সলফ-৩৯—ঠিক দুর্ব্বল নহে, অথচ দুর্ব্বল ব্যক্তির মত শরীর একপ্রকার কম্পন অনুভূত হয়, কোনও কঠিন পীড়া বলিয়া মনে করে।

এগারিকাস-৫৯—তাণ্ডবরোগ বা তাণ্ডব রোগের মত কম্পন, মুখের পেশীর কম্পন হাতের পায়ের পেশী, চক্ষুর পাতা, ঠোঁট ইত্যাদি কম্পন, কোলের মত হইয়া হাত পা নাড়ে।

ষ্ট্রীকনিনাম-৬৯৯—শরীরের প্রবল স্পন্দন, কম্প, জার্কিং.....জিজিয়া-৬৫২—মুখের পেশীর স্পন্দন অন্যান্য পেশীর স্পন্দন—রাত্রে নিদ্রিতাবস্থায় বৃদ্ধি।

*ড্যাফনি-ইণ্ডিকা (Daphne Indica)—শরীরের নানাস্থানে হঠাৎ বিদ্যুৎগতির মত একপ্রকার ধাক্কা (lightining like jerk) অনুভূত হয়।

কোডিনাম-৬৮২—সমস্ত শরীরে কাঁপে, হাতের ও নিম্নাঙ্গের পেশীসমূহ অজ্ঞাতসারে নাচে।

ডরিফোরা-৬৮৩—হস্তপদাদি অঙ্গের কম্পন। শরীর ফুলিয়া যায়, শরীরে জ্বালা।

আর্জেন্টি-মেট-১১৬—লেখকদের আঙ্গুল কাঁপে।

কলিক্-বেদনা

(শূল-বেদনা-৮৮২ পৃষ্ঠা দেখুন)

কাইলিউরিয়া।

(৩৫ পৃষ্ঠায়—এসিড-ফস অধ্যায় দেখুন)—ক্যালকেরিয়া,কার্ব্বো, ডলকামার এসিড-মিউর, আয়োডাম, ষ্টিলিঞ্জিয়া প্রভৃতি ইহার ঔষধ। এই পীড়ায় ও বহুমূত্রে পুরাতন কলাগাছের পেটের রস, থোড় বা কলার এঁটের রস উপকারী। পেট্রোসেলিনিয়মে—দুধের মত প্রস্রাব হয়।

কার্ব্বাঙ্কল।

(বিষব্রণ—৮৪৫ পৃষ্ঠা দেখুন)

কাশি।

(১০৮ পৃষ্ঠায় এরালিয়া অধ্যায় দেখুন, উহাতে সমস্তই পাইবেন)

এসিড-কার্ব্বল-১৭—যে কোনও পীড়ার সহিত হউক অনবরত খুকখুকে কাশি থাকিলে প্রযোজ্য। ইহা হুপিংকাশির একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ, প্রথমাবস্থায় ইহাতেই প্রায় কাশি কমিয়া আসে, পরে কষ্টিকামে সম্পূর্ণ আরোগ্য হয়।

ইপিকাক-২৯০—ঘন ঘন কাশি, গলায় ঘড়ঘড় সাঁই সাঁই শব্দ; কিছুই উঠে না, বমি।

এমন-মিউর-৮১—কাশি চিৎ হইয়া শুইলে ও ডানপাশে শুইলে বাড়ে।

কোনিয়ম-২৭৮—শুষ্ক দম আটকান কাশি—শুইলেই বৃদ্ধি। দিনে আদৌ কাশি নাই; কিন্তু সন্ধ্যায় কিম্বা রাত্রিতে যেন কোথা হইতে উড়িয়া আসে।

ষ্ট্যাফিসেগ্রিয়া-৬০৬—কোনিয়মের বিপরীত, শুধু দিনে ও আহারের পর কাশি।

অসমিয়ম-৫২১—গলা কুট কুট করে, আক্ষেপিক কাশি (মেন্থ, রিউমেক্স)।

ক্যালি-সিয়ানেটাম-৪০৬—একপ্রকার শুষ্ক কাশি, রাত্রিতে ঘুমাইতে পারে না।

হায়োসিয়ামস-২৭৮, ৩৬৯—কাশি শুষ্ক, রাত্রিতে বৃদ্ধি, শুইলে আরও বাড়ে, বসিলে উপশম, আলজিব বাড়ার জন্য কাশি (কাশি শুইলে কম—ম্যাগ মিউর)।

এম্ব্রা-৭৬—কুকুরের আওয়াজের কিম্বা ঢং ঢঙে বা ঢাকের বাদ্যের মত শব্দ হয় সুড়সুড় করিয়া আক্ষেপিক কাশি, রাত্রিতে বৃদ্ধি।

ভার্ব্যাসকম-৬৪৫—কাশি ঘংঘঙে, ঢংঢঙে, গলা ধরিয়া যায়, স্বরভঙ্গ হয়।

আর্জেন্টি-মেট-১১৫—ফ্যারিংসে, লেরিংসে, ব্রঙ্কাইয়ের পুরাতন পীড়া, জোরে হাসিলে, পড়িলে, কাশির উদ্রেক।

বেলেডোনা-১৬৩—আক্ষেপিক শুষ্ক দম আটকান কাশি, গলার ভিতর বেদনা, গরমবোধ, কুকুরের ডাকের মত শব্দ, রাত্রিতে বৃদ্ধি, শক্ত ডেলা সর্দ্দি নির্গমন।

বোরাক্স-১৬৯—কাশিসহ ডানবুকে ব্যথা, শ্বাসবন্ধের ভাব, গয়ারে পচা গন্ধ।

ব্রায়ো (ন্যাট-মিউর)-১৭৬—শুষ্ক কাশি, হলদে গয়ার, রক্তের ছিট, মাথাব্যথা।

রেডিয়ম-৫৬১—শুষ্ক আক্ষেপিক কাশি, গলা শুষ্ক, গলার বেদনা, গলা সুড়-সুড় করিয়া অনবরত কাশি।

কার্ব্বো-২২০—গলায় ইরিটেসনের জন্য দমকা কাশি, কাশির সঙ্গে বুক সাঁটিয়া ধরে; কাশি গরমে কমে, ঠাণ্ডা পানাহারে বৃদ্ধি হয়।

কার্ড্রুয়াস-২২২—বুকে বেদনাসহ যকৃতের দোষহেতু কাশি।

কষ্টিকাম-২২৮—গলায় বেদনাসহ গলায় সুড় সুড় করিয়া কাশি, কাশির ধমকে প্রস্রাব নিঃসরণ, ঠাণ্ডা জলপানে কাশির উপশম (৭৩ পৃষ্ঠায় এলিউমিনা দেখুন)।

এমন-কার্ব্ব—গলাধরা, গরম ঘরে ও রাত্রি ৩টার কাশির বৃদ্ধি, বুকে জ্বালা, শীতে কাশি, গয়ারে রক্ত, নিশ্বাসে কষ্ট।

রিউমেক্স-২২৮—উক্ত কষ্টিকামের লক্ষণে গলায় বেদনা না থাকিলে।

কক্কাস-২৬১—ল্যারেণজাইটীস, ব্রঙ্কাইটীস প্রভৃতিতে দম আটকান কাশি, অনেকক্ষণ কাশির পর গাঢ় চটচটে গয়ার উঠে, কাশির ধমকে বাহ্যে প্রস্রাব করে, প্রাতে কিম্বা রাত্রি ৩টার পর বৃদ্ধি (ক্যালি-কার্ব্ব)।

ক্যামোক্রেডিয়া-২৭৫—কাশির সময় বাম বুকের নীচে হইতে স্ক্যাপুলা-অস্থি পর্য্যন্ত বেদনা এবং ডানদিকে বুকের বেদনা হাতে ও নীচে আঙ্গুলে পর্য্যন্ত অনুভূত হয়।

ক্রোটন-২৮৮—বালিসে মাথা রাখিবামাত্র আক্ষেপিক কাশি, দম আটকায়, তাড়াতাড়ি উঠিয়া পড়ে, বেড়ার বসিয়া নিদ্রা যায়।

ডলকা-৩০৯—ঠাণ্ডায় জলে ভিজিয়া, গরমের পর ঠাণ্ডা লাগিয়া সর্দ্দি কাশি।

নারসিসাস-৬৯২—কাশি, ব্রঙ্কাইটীস, হুপিং কাশির প্রবল আক্ষেপ।

এন্টিম-ক্রুড-৯৩—পেট গরমের কাশি, প্রাতে, দমকা কাশি।

এমিউমিনা, কষ্টি-৭৩—প্রস্রাব নিঃসরণ কাশি।

এম্ব্রা-৭৫, এমিউমিনা-৭৩—আলজিব বাড়াজনিত কাশি।

ব্যারাইটা-কার্ব্ব-৭৬—আলজিব ও টনসিল বাড়াজনিত কাশি।

এসিড-হাইড্রো-২৩—হৃৎপিণ্ডের পীড়াসহ, ... ইস্কিউ-৫৫—অর্শরোগীদিগের গলায় হয় জ্বালা, কাশিসহ।

ষ্ট্যাফিসেগ্রিয়া-৬০৬—শুধু দিনে ও আহারের পর কাশি।

এন্টিম-সলফ-৯৫—গলা কুটকুট করিয়া কাশি, অনেক গয়ার উঠে তথা যেন বুক পূর্ণ, শ্বাসকষ্ট, প্রতি বৎসর শীতকালে কাশি।

গ্রিণ্ডেলিয়া-৩৪৪—অত্যন্ত শ্বাসকষ্ট, বিছানায় শুইতে না পারা, কাশে অধিক পরিমাণে গয়ার উঠিলে কাশির উপশম।

ইরিওডিকটিয়ন-৬৮৪—হাঁপানি, গলায় সাঁই সাঁই শব্দ, ব্রঙ্কাইটীস, ইনফ্লুয়েঞ্জার পর কাশি, হাঁচিসহ নাসিকার তরুণ সর্দ্দি। ব্রঙ্কিয়াল-থাইসিস।

ইউক্যালিপটাস-৬৮৪—বৃদ্ধদের ব্রঙ্কাইটীস, হাঁপানি, অত্যন্ত শ্বাসকষ্টসহ কাশি ও হাঁপানি ব্রঙ্কোরিয়া সর্দ্দিতে পূঁয শ্লেষ্মামিশ্রিত গয়ার।

ইনিউলা-৬৮৮—শুষ্ক কাশি, রাত্রিতে শুইলেই বৃদ্ধি, লেরিংসে বেদনা, পুরাতন ব্রঙ্কাইটীস, ষ্টার্ণমের নীচে ছুঁচফোটান বেদনা, ঘন সর্দ্দি।

আয়োডাফরম-৬৮৮—ডান ফুসফুসের উর্দ্ধে বেদনা, বুক খুব ভারী, বিছানায় শুইলেই কাশি ও সাঁই সাঁই শব্দ বৃদ্ধি, হার্টের উপর যেন কেহ মুঠা করিয়া ধরিয়াছে, হাঁপানির মত শ্বাসপ্রশ্বাস, হিমপটিসিস।

ইরিডিয়ম-ক্লোরাইড-৬৮৮—গলাধরার সহিত কাশি, কথা কহিলে বৃদ্ধি, হলদে রঙের গয়ার, পুরাতন ল্যারিণ্ জাইটীস।

লিথিয়া-কার্ব্ব-৬৯০—শুইলেই কাশি, বুক সাটিয়া ধরে, নিশ্বাসে বাতাস ঠাণ্ডা মনে করে।

নিকোলাম-৬৯২—শুষ্ক আক্ষেপিক কাশি, গলাধরা, কাশিতে বুকে ছুঁচফোটান বেদনা কাশির ধমকে মাথা ধরিয়া বসিয়া থাকে, হেঁট হইয়া দুই উরুতে হাত রাখিয়া কাশে।

পপুলাস-ক্যানে-৬৯৫—গলা নাক জ্বালা, শুষ্ক কাশির জন্য হেঁট হইয়া বসিয়া থাকে, ফ্যারিংস ও লেরিংস শুষ্ক, স্বরভঙ্গ, গলায় বুকে বেদনা।

সোলেনাম-লাইকোপাস-৬৯৮—স্বরভঙ্গ, স্বরবিকৃত, রাত্রিতে প্রবল শুষ্ক আক্ষেপিক কাশি, তাহাতে সমস্ত রাত্রি অনিদ্রা।

ষ্ট্রীকনিনাম-৬৯৯—ইনফ্লুয়েঞ্জার পর অনবরত কাশি।

কোডিনাম-৬৮২—রাত্রিতে উত্তেজক কাশি, প্রচুর পরিমাণে পূঁযের মত গয়ার উঠে, থাইসিসের কাশি রাত্রিতে বৃদ্ধি।

সিনাপিস-৬৯৭—হাঁপানির মত শ্বাস-প্রশ্বাস, কুকুরের আওয়াজের মত শব্দযুক্ত কাশি, নিশ্বাসে দুর্গন্ধ।

গলা সুড় সুড় করিয়া কাশি—রিউমেক্স—৩৬৯, ৪২৩,.....মেন্থ-৩৭০,......কষ্টি—৪২৩, ...বেল—৪২৩,.....কাশি শুইলে কম হয়—ম্যাগ্নেসিয়া মিউর,....বৃদ্ধি—ড্রসেরা—৩৭০...শুইলে কথা কহিলে পানাহার করিলে বৃদ্ধি,—হায়োসি—৩৭০।

ইপিকাক-৩৮৪—ঠাণ্ডা লাগিয়া কাশি, দম আটকান কাশি, ছেলে কাশিতে কাশিতে শক্ত হয়, গলা সাঁই সাঁই করে, বমি হয়।

এসিড-ফস-৬৪—বুকের নিম্নভাগ হইতে কুটকুট করিয়া কাশি, কাশি সন্ধ্যায় ও নিদ্রার পর বৃদ্ধি, প্রাতে গয়ার উঠে, স্বাদ লোণা, রঙ্ হলদে।

ক্যাল্পি-ব্রোম-৩৯৯—গর্ভাবস্থায় রিফ্লেক্স-ইরিটেসনজনিত কাশি এবং রাত্রিকালে হুপিং-কাশির মত একপ্রকার শুষ্ক দমকা কাশি।

ল্যাকেসিস-৪২৩—ব্রঙ্কাইটীস, নিমোনিয়া, হাঁপানি, সকল প্রকার কাশিতে মুখের কাছে জোরে হাওয়া করিলে কিম্বা গলায় কাপড় রাখিলে দমবন্ধের মত হয়।

ম্যাঙ্গেনাম-৪৬০—সন্ধ্যা হইতে যতক্ষণ না শয়ন করে ততক্ষণ পর্য্যন্ত কাশির বৃদ্ধি, শুইলে কাশি থাকে না ; কিন্তু কথা কহিলে, জোরে পড়িলে কাশি বাড়ে।

পেট্রোলিয়ম-৫২৬—একজিমার সহিত কাশি, শিশুদের শুষ্ক কাশি রাত্রিতে শুইলেই আরম্ভ। বুকের মাঝের হাড়ের নীচে ছুঁচফোটান ব্যথা, কাশি বুকের ভিতর থেকে আসে।

ফসফরাস-৫৩০—সন্ধ্যা হইতে মধ্যরাত্রি পর্য্যন্ত কাশির বৃদ্ধি, বামপার্শ্বে ও চিৎ হইয়া শুইলে বৃদ্ধি, বুকে লাগে, বুক ধড়ফড় করে। কথা কহিলে, হাসিলে, আগন্তুক নিকটে আসিলে কাশি বাড়ে। গয়ারের স্বাদ লোণা, মিষ্ট কিম্বা টক।

রিউমেক্স-৫৭৪—অনবরত শুষ্ক কাশি, গলা সুড়সুড় বা কুটকুট করিয়া কাশি, বা পরিবর্ত্তনে, সন্ধ্যায় শয়নের পর , বামপাশে শুইলে, মুখে ঠাণ্ডা বাতাস প্রবেশ করিলে কাশি বৃদ্ধি।......অসমিয়ম-৫২১।

স্যাঙ্গুনেরিয়া-৫৮১—রাত্রিতে ভয়ঙ্কর শুষ্ক কাশি, ঘুমাইতে পারে না, উপশমের জন্য উঠিয়া বসে, তাহাতেও কাশির উপশম হয় না, ঢেকুরে বা বায়ুনিঃসরণে একটু কমে, শ্বাস-ফেলা, শ্বাসকৃচ্ছ্রতা কাঠচেরার মত নিশ্বাসে শব্দ, গলাধরা, শুষ্ক কাশি, শুইলেই বৃদ্ধি তজ্জন্য বসিয়া থাকে। *** উদরাময়ের সঙ্গে কাশি বা হুপিং-কাশি, স্ত্রীলোকদের ঋতু ও গোলযোগসহ কাশি এবং অজীর্ণ পীড়াসহ হাঁপানি-কাশিতেও ইহা উপকারী। প্রাতে শয্যাত্যাগের পর একটু এদিক ওদিক করিলেই কাশি বাড়ে।

ম্যাগ-কার্ব্ব-৪৫৫—গলা কুটকুট করিয়া কাশি, লোণাস্বাদ বিশিষ্ট রক্তমিশ্রিত গয়ার শুকে বেদনা, শ্বাসকষ্ট, হাঁইপাঁই করে।

সিলা-৫৫৪—কাশির সময় হাঁচি, চক্ষুতে জল পড়ে, কাপড়ে প্রস্রাব করিয়া ফেলে।

সিনিসিও-৫৯০—ঋতুবন্ধ হইয়া কাশি, কাশির সহিত রক্ত, ঋতুবন্ধ হইলেই কাশি বাড়ে এবং স্রাব আরম্ভ হইলে কাশি কমে।

থুজা-৩৫—আহার করিয়া উঠিবামাত্র কাশি, কাশিতে ক্লান্ত হইয়া পড়ে।

ষ্ট্যানম-৬০৪—চরিত্রগত লক্ষণ দেখুন। কাশি গভীর, ঘড়ঘড়ে, উপর্য্যুপরি ৩ বার কাশে (২ বার কাশে—মার্কুরিয়স)।

এমন-ব্রোম—গলা কুটকুট করিয়া আক্ষেপিক, শুষ্ক কাশি রাত্রে অধিক, রাত্রে শুইবার পর অনবরত কাশি, হুপিং-কাশি, রাত্রি ৩টায় কাশির ধমকে উঠিয়া পড়ে।

ল্যাক্-ক্যানাইনাম-৪২০—গলা সদাই কুটকুট করে ও কাশি হয়।

হুপিং কাশি ঃ—

(ব্রাহ্মী শাকের রস হুপিং-কাশির ঔষধ, ১৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। আক্ষেপিক প্রবল কাশিতে অর্থাৎ হুপিং-কফে আদত চন্দন তৈল ২/৩ ফোঁটা, চিনি বা বাতাসার সহিত সেবনে অতি অল্প সময়েই উপকার হয় (ওলিয়ম-স্যান্টাল দেখুন)।

হুপিং-কাশি ও রক্তস্রাব-আর্ণি, বেল, এসিড-কার্ব্বল, ক্লোর্যাল, ক্রোটে, কক্সি, ড্রসেরা, ইপি—১১০। গয়ারে রক্তের ছিট—আর্ণি, বেল, ইপি, ফস, ফেরম।

এসিড-কার্ব্বল-১৭—হুপিং কাশিতে নিম্নশক্তি ৬ষ্ঠ প্রয়োগে খুব শীঘ্র উপকার হয় পরে—কষ্টিকাম দিবেন।

আর্ণিকা-১২৩—কাশির পূর্ব্বে কাঁদে, রাগিলেই কাশে, নাক ও চোখ দিয়া রক্ত পড়ে, চাপ রক্ত মুখ দিয়ে উঠে (কাশির পর কাঁদে—ক্যাপসি-১১৬, ১৬৩)....বেল, ১৬৩—গলায় বেদনার জন্য কাশির পূর্ব্বে কাঁদে, আক্ষেপিক কাশি, মুখ লালবর্ণ হয়, অনেকক্ষণ কাশির পর শক্ত ডেলা-রক্তমিশ্রিত সর্দ্দি উঠে।

সিনা-২৪৬—কাশিতে কাশিতে ছেলে শক্ত হয়, গলায় ঘড়ঘড় শব্দ করে।

কক্সিনেলা-২৫৮—হুপিং বা আক্ষেপিক কাশি, প্রবল কাশি নিবৃত্তি হইবামাত্র মুখ দিয়া হড়হড়ে লালা—দড়ির মত লম্বা হইয়া বাহির হয়।

থাইমস-৭০১—হুপিংয়ে ভয়ানক আক্ষেপিক কাশি, সামান্য সর্দ্দি উঠে।

ক্যাস্টেনিয়া-ভেস্কা—৬৮২—হুপিং-কাশির প্রথমাবস্থায় অত্যন্ত আক্ষেপিক কাশি।

সফসিনাম-৭০০—হুপিং-কাশি, কাশিতে ভয়ানক আক্ষেপ, অল্প সর্দ্দি উঠে।

নার্সিসাস-৬৯২—হুপিং কাশিতে প্রবল আক্ষেপিক কাশি।

কক্কাস-২৬১—প্রাতে নিদ্রাভঙ্গের পর কাশির বৃদ্ধি, বমি করে, সর্দ্দি আঠার মত, মুখে দড়ির মত লম্বা হইয়া ঝোলে, হুপিং-কাশির পর ব্রঙ্কাইটীস।

কোরালিয়ম-৩০৬, ২৮০—হুপিং বা আক্ষেপিক কাশি, মুখ নীলবর্ণ ও বমি হয়, বমিতে দড়ির মত শ্লেষ্মা উঠে, নাক মুখ দিয়া রক্ত বাহির হয়, তদ্ভিন্ন—প্রতি মিনিটেই কাশে, দিনে ঘন ঘন খুকখুকে কাশি, রাত্রিতে ভয়ঙ্কর আক্ষেপিক কাশি, গলায় কোঁ কোঁ শব্দ হয়, প্রত্যেক ঋতু পরিবর্ত্তনে কাশি আরম্ভ।

কুপ্রম-মেট-২৯০—অনেকক্ষণ স্থায়ী আক্ষেপিক কাশি, দমবন্ধের মত হয়, মুখ নীল এবং শরীর শক্ত ও কাঠের মত হয়, হাত-পা খেঁচে, বমি হয়।

ড্রসেরা-৩০৫—হুপিং বা তৎসদৃশ কাশি, খুব ঘন ঘন কাশে, এক-একবার কাশির প্রবল ঝোঁক আসে, রাত্রি দ্বিপ্রহরের পর বৃদ্ধি, বালিশে মাথা দিলেই কাশি, কাশির ধমকে বমি-ব্যহ্যে, কুকুরের আওয়াজের মত কাশি—(ন্যাপ্‌থালাইনের পর—ড্রসেরা, তৎপরে সিনা—উৎকৃষ্ট ফলদায়ক), ড্রসেরার উপকার না হইলে মিনিয়্যান্থিস। ড্রসেরা—১ × শক্তি, বেল ৩ ×, পর্য্যায়ক্রমে দিনে ৫/৬ বার দিতে পারেন।

ইউফোর্ব্বিয়া-ল্যাথাইরিস-৩১৬—হুপিং-কফের মত কাশি হইয়া শেষে প্রকৃত হুপিং কফে পরিণত হয়, কাশিতে কাশিতে বাহ্যে বমি করে।

কষ্টিকাম-২২৬—অন্য ঔষধে প্রবল আক্ষেপ উপশম হইবার পর অবশিষ্ট কাশি।

মিফাইটীস-৩০৬—রাত্রিতে শুইলে বৃদ্ধি, কাশির শেষে হুপ শব্দ, কাশির সময় যেন দম বন্ধ হয়, আহারের অনেক পরেও কাশিয়া ভুক্তদ্রব্য বমি।

মস্কাস-৪৮৪—কাশিতে কাশিতে দম বন্ধ হয়, গলা ঘড়ঘড় করে।

ন্যাপ্‌থালাইন-৪৯০—অনেকক্ষণ কাশে, বেদন হইয়া পড়ে, বারে অনেকবার কাশে, এক-একবার এত ঘন ঘন কাশি হয় যে, শ্বাসগ্রহণের সময় পায় না।

ভার্ব্যাসকম-৬৪৫—কাশির শব্দ ঢঙঢঙে, স্বরভঙ্গের মত হয়।

ট্রাইফোলিয়ম-৬৩৪—হুপিং-কাশি বা অন্য কোনও প্রকার আক্ষেপিক কাশিতে রাত্রিতে ভয়ঙ্কর কাশির বৃদ্ধি।

ষ্ট্রামোনিয়ম-৬১১—আক্ষেপিক হুপিং-কাশি।

ষ্ট্রাফিসেগ্রিয়া-৬০৬—শুধু দিনের বেলায় ও আহারের পর কাশি।

কুপ্রম-সলফ-২৯৪—অনবরত আক্ষেপিক কাশি, রাত্রিতে বৃদ্ধি।

ব্রোমিয়ম-৩৮০—পৃষ্ঠায় দেখুন।

সিনাপিস-৬৯৭—হাঁপানির মত শ্বাস-প্রশ্বাস, কুকুরের আওয়াজের মত জোরে কাশি।

ক্যাসটেনিয়া-ভেস্কা-৬৮২—হুপিং কাশির প্রথমাবস্থায় আক্ষেপিক শুষ্ক কাশি।

কামোত্তেজনা।

মিউরেক্স-৪৮৫—একটু স্পর্শেই কামপ্রবৃত্তি জাগিয়া উঠে; সময়ে ইহা এত অধিক বলবতী হয় যে জ্ঞানবুদ্ধি লোপ পায়।

প্ল্যাটিনা-৫৪৪—যোনিদেশ, তলপেট সুড়সুড় করে তাহাতে কামোদ্রেক হয়।

ক্যালেডিয়ম-৫৪৪—যোনিতে ছোট ছোট ক্রিমি প্রবেশ করে, সুড়সুড় করে, কামোদ্রেক প্রবল হয়।....এষ্টিরিয়াস-১৪০—স্ত্রীলোকের প্রবল কামেচ্ছা।

অরিগেনাম-১০০৫—অতিরিক্ত হস্তমৈথুনের ইচ্ছা ও ইন্দ্রিয়ের উত্তেজনা। ইহা স্ত্রীলোকের দুর্দ্দমনীয় কামেচ্ছার উৎকৃষ্ট ঔষধ (Ferula Glauco)।

কিডনীর পীড়া।

(থেরাপিউটিক্সে পাথরী ও প্রস্রাবের পীড়া দেখুন)

বার্ব্বেরিস-১৬৫—কিড্‌নীর স্থানে বুজবুজ করে, মূত্রথলী হইতে মূত্রনলী পর্য্যন্ত ব্যথা, প্রস্রাবে জ্বালা, কোমরে বেদনা।

হিডিওমা-৬৮৬—কিড্‌নী থেকে মূত্রথলী পর্য্যন্ত টানিয়া ধরা বেদনা, বাম ইউরেটারে বেদনা, বাম কিড্‌নীর উপরে বেদনা ও জ্বালা।

মার্ক-সল-৪৭৫—পিঠের দিকে কোমরের দুই পার্শ্বে তীব্র বেদনা, যন্ত্রণা, বার বার প্রস্রাবের ইচ্ছা, স্বল্প প্রস্রাব বা প্রস্রাব বন্ধ, প্রস্রাবের সময় কোঁথানি, বেগ, প্রস্রাবসহ রক্তপূঁয, শ্লেষ্মা-নির্গমন, বমি, কাঁপ দিয়া জ্বর।

এসিড-পিক্রিক-৩৬—কিড্‌নীর প্রদাহে ফসফেট, ইউরিক, এলবুমেন।

জিঙ্কাম-৬৫০—ক্লোটিং-কিড্‌নীর উপসর্গ জনিত কতিপয় পীড়া।

কেশের পীড়া।

চুল উঠিয়া যায়, টাক পড়ে—এসিড-ফ্লোর-২০,.......চুলের ডগা জড়াইয়া জটা বাঁধে—বোরাক্স-১৮৭......কঠিন পীড়ায় বা প্রসবের পর চুল উঠে—কার্ব্বো-২২০।

লাইকো-৪৫১—অপরিণত বয়সে চুল পাকে, মাথার চাঁদিতে টাক পড়ে এবং অন্য দিকের চুল বাড়ে, প্রসবের পর চুল উঠা, পেটের পীড়া হইয়া নেড়া।

সেলিনিয়ম-৫৮৯—চুল আঁচড়াইবার সময় চুল উঠিয়া যায়, চাঁদিতে টাক পড়ে, তথাকার চামড়া চকচক্ করে, জ্বর বা দুর্ব্বলকর পীড়া ভোগের পর মাথায় চুল উঠা। ভ্রূ, দাড়ী ও লিঙ্গস্থানের চুল উঠা।

জ্যাবোরাণ্ডি-৩৮৯—টাকরোগে বাহ্যিক প্রয়োগ। মাথায় দাদ—টেলুরিয়ম।

ব্যারাইটা-কার্ব্ব-১৫১—অল্পবয়সে টাক পড়ে, মাথার চাঁদির চুল উঠিয়া যায়।......কঠিন তরুণ পীড়াভোগের পর চুল উঠা....চায়ানা, ফেরম, কার্ব্বো, লাইকো সাইলি।....প্রসবের পর—ক্যালকে, লাইকো, ন্যাট্রম-সলফ।.....মাথায় অনবরত ঘামের জন্য—মার্কুরিয়স, ...চর্ম্মপীড়ার জন্য—সার্সা, থুজা (এরাণ্ডো দেখুন)।

দ্রষ্টব্য—মাথার চুল পাকায়—মাথায় যে চুলগুলি পাকিয়াছে তাহা তুলিয়া ফেলিয়া শ্বেত অথবা লাল করবীর মূলের কিছু ছাল কাঁচা দুধ দিয়া বাটিয়া ৫/৬ দিন মাথায় মাখিলে ও মধ্যে মধ্যে এই প্রকার করিলে চুলপাকা বন্ধ হয়। চুল উঠিলে—আর্ণিকা, θ—১ ড্রাম—১ ছটাক ক্যাষ্টর অয়েলে মিশাইয়া মাথায় মাখিবে এবং রীটাফলের ফেনা দিয়া মাথা ধুইবে।

আন্দাজ আধ পাইট জলে ১ আঃ বে-রম (Bay Rum) এবং অরলেক্স কম্পাউণ্ড (Orlex Co) ১টি ছোট বাক্সে যাহা থাকে সংমিশ্রিত করিয়া উহাতে সিকি আউন্স গ্লিসারিণ মিশাইয়া সপ্তাহে দুইবার মাথায় মাখিলে পাকা চুল কাল হয়। ইহা চটচটে বস্তু নহে এবং সহজে উঠিয়া যায় না। এই দ্রব্যটি কতিপয় সংখ্যা "আনন্দবাজার পত্রিকায়" একবার প্রকাশিত হইয়াছিল।

কুষ্ঠব্যাধি

এনাকার্ড-অক্সি-২৭৪—আক্রান্ত চর্ম্মে স্পর্শানুভব শক্তি থাকে না, অসাড়।

হাইড্রোকোটাইল-৩৬৬—প্রথমে চর্ম্মে লালবর্ণের দাগ হইয়া ফুলিয়া পরে ক্ষত এবং চর্ম্ম খসিয়া পড়িবার উপক্রম হয় (ইহাতে চর্ম্ম অধিক পুরু ও মোটা হয়)।

পাইপার-মেথিষ্টি-৩৬৬—প্রথমে চর্ম্মের কোনও এক অংশে আঁসের মত একটা পর্দ্দা পড়ে, পরে সেই পর্দ্দা উঠিয়া যায় ও তথায় একটি সাদা দাগ পড়ে, ঘা হয়।

হোয়াং-নান (Hoang nan)-৩৬৬—ইহাতে কুষ্ঠব্যাধির ক্ষতাদি শীঘ্র আরোগ্য হয়।

স্কুকুম-চক-৩৬৬—অন্ততঃ ২/৩ মাস ব্যবহার করিতে হইবে (ক্যালেট্রপিস দেখুন)।

কমোক্লেডিয়া-২৭৪—কেহ কেহ বলেন ইহা কুষ্ঠ ব্যাধির উৎকৃষ্ট ঔষধ।

দ্রষ্টব্য ঃ—কেহ এই রোগে আক্রান্ত হইলে তাহাকে পরিবারবর্গের সংস্রব হইতে সম্পূর্ণ পৃথক অবস্থায় রাখিয়া এবং তৈল, মাছ, মাংস, ডিম, কাঁকড়া, মদ্যপান, স্ত্রী-সঙ্গমাদি ত্যাগ করাইয়া চিকিৎসা করিতে হইবে। এই পীড়ায় আজকাল এলোপ্যাথেরা চাউলমুগরা ইন্‌জেকসন করিতেছেন। ধবল বা শ্বেতকুষ্ঠ—উহা পৃথক পীড়া, তজ্জন্য উহা উহার স্থানে পাইবেন। কুষ্ঠের জন্য—এজাডিরেক্টা ঔষধটি ভারতীয় ঔষধের মধ্যে দেখুন।

কোলাইটীস।

আমাশয়ের সহিত এই পীড়ার ভ্রম হয়, কোলাইটীসে—ঘন ঘন বাহ্যে, আম ও রক্তবাহ্যে, কোঁথানি, পেটে অসহ্য বেদনা, বৃহদন্ত্রের উপর স্পর্শকাতরতা বেদনা অত্যন্ত থাকে, ইহাতে বাহ্যে পরিমাণে কিছু অধিক হয় ; রক্তামাশয়ে—বেদনাদির উক্ত সমস্ত লক্ষণ থাকিলেও তাহাতে বাহ্যে পরিমাণে অতি অল্প, অনেক সময় হয়ত বাহ্যে হয়ই না, শুধু ২/১ বিন্দু রক্ত বা আম বাহির হয়। জ্বর কখনও থাকে কখনও থাকে না। কোলাইটীশে জ্বর থাকে। ঔষধ—রক্তামাশয়ে লিখিত সমস্ত ঔষধই এই কোলাইটীসে প্রয়োজন হয়।

কোষ্ঠবদ্ধ।

(এসিড-গ্যালিক অধ্যায়—২১ পৃষ্ঠা দেখুন)।

মার্ক-ডলসিস-৪৭৮—১ × বিচূর্ণ, ২/৩ গ্রেণ মাত্রায় প্রতি ঘন্টায় জলসহ সেব্য।

শিশুদের এলিউমিনা, হাইড্র্যাষ্টি, ম্যাগ-মিউর, নক্স। মুক্তাঝুরির পাতা হাতে পিসিয়া মলদ্বারের ভিতর চাপিয়া বা গ্লিসারিণ-সপোজিটারী দিলে বাহ্যে হয়।

৩/৪ দিন অন্তর মলত্যাগ—ক্যালি-কার্ব্ব, ম্যাগ-মিউর, ফস,.....৪/৫ দিন অন্তর একবার—এসিড-পিক্রিক,.....৫/৬ দিন অন্তর একবার—ন্যাট-মিউর,.....৫/৭ দিন অন্তর একবার, এনিমা প্রয়োগে—সাইলি,.....২/৩ দিন পর্য্যন্ত মলত্যাগের ইচ্ছা থাকে না—এলিউমিনা—৭২,......৮ দিন অন্তর একবার—প্লম্বম....সপ্তাহকাল ইচ্ছা থাকে না—এলিউমিনা,.....সপ্তাহে একবার—ওপিয়ম। শিশুদের কোষ্ঠবদ্ধে—ভেরেট্রম-এলব। পর্য্যায়ক্রমে উদরাময় ও কোষ্ঠবদ্ধ—এন্টিম-ক্রুড, চেলি, হাইড্র্যাষ্ট, নক্স, পলস,.....শুষ্ক মলের নিমিত্ত মলদ্বার দিয়া রক্ত নির্গমন—এলিউমি, ন্যাট-মিউর,.....নিস্ফল বেগ, বাহ্যে খোলসা হয় না—এনকার্ড, কষ্টি, নক্স-ভম, সাইলি, সলফ,.....ছাগল নাদির মত—এলিউমিনা, ম্যাগ-মিউর, ন্যাট-মিউর, ওপি, প্লম্বম,.....মলের উপর আমজড়িত—এলিউমিনা, এমন-মিউর, গ্র্যাফা, কষ্টি, হাইড্র্যাষ্টি, ম্যাগ-মিউর, ওপি।

কষ্টিকাম-২২৯—ঘন ঘন বেগ, বাহ্যে হয় না, অত্যন্ত বেগ দিতে হয়, দাঁড়াইয়া বাহ্যে করিলে তবে একটু বাহ্যে হয়, শিশু-লিভার পীড়ায় কোষ্ঠবদ্ধ, অর্শে কোষ্ঠবদ্ধ।

এলিউমেন-৭১—২/৩/৪ দিন মলত্যাগের ইচ্ছা থাকে না, বেগ দিয়া মল বাহির করিবার ক্ষমতালোপ, গোল মার্ব্বেলের মত মল, বাহ্যের পর মলদ্বারে চুলকানি ও বেদনা।

সেনা-৫৯২—জীর্ণ জীর্ণ ও পেশীক্ষীণ ব্যক্তিদের কোষ্ঠবদ্ধ।

এলিউমিনা-৭২, ৪৬১—বাহ্যের সময় অত্যন্ত বেগ দিতে হয়, তরল মলও বেগ না দিলে সহজে নির্গত হয় না। স্তন্যপায়ী শিশুদের কোষ্ঠবদ্ধ, যাহারা বোতলে করিয়া দুগ্ধপান করে তাহাদের কোষ্ঠবদ্ধ।

এমন-মিউর-৮১—দুরারোগ্য মল কাঠিন্য, মল যেন গুঁড়াইয়া বাহির হয়, পেটে বায়ু জমে, পেট গড়্‌গড় করে, বায়ু নিসৃত হয়, মলে কখনও আম থাকে।

এনাকার্ড-৮৬, ৪৫১—বাহ্যের বেগ আসে; কিন্তু মলত্যাগের চেষ্টা করিলেই বেগ চলিয়া যায়, উহার সহিত বোধ হয় যেন মলদ্বারে কিছু বুজী দেওয়া আছে, কোঁথ দিতে হয়।

এন্টিম-ক্রুড-৯৩—বৃদ্ধদের কোষ্ঠবদ্ধ ও উদরাময় পর্য্যায়ক্রমে।

ষ্ট্যাফিসেগ্রিয়া—২/৩ ফোঁটা মাত্রায় সকাল সন্ধ্যা দুইবার সেব্য।

গ্র্যাফাইটীস-৩৩৮—মল খুব শক্ত ; গাঁট গাঁট, বড় (খুব বড়—সলফার), মলের গায়ে আম জড়িত, অতি কষ্টে বাহ্যে হয়, বাহ্যের পরে মলদ্বারে টাটানি বেদনা।

হাইড্যাসটীস-৩৬৪—শিশুদের, বৃদ্ধদের অভ্যাস বশতঃ জোলাপ লইবার পর, অর্শপীড়াগ্রস্ত ও হাঁপানি রোগীর গর্ভাবস্থায় ও প্রসবের পর—কোষ্ঠবদ্ধ; হামের পর চট্‌চটে বাহ্যে, শক্ত গুটলে মলের গায়ে আঁঠার মত পদার্থ জড়ান থাকে।

ল্যাক-ডিফ্লোর-৪২১—অনেক বেগ দিলে তবে বাহ্যে হয়, মলদ্বার ফাটিয়া যায়।

ওপিয়ম-৫১৮—ইচ্ছা বা বেগ একেবারে থাকে না, মল—শক্ত-কাল-গুটলে। সাধারণ কোষ্ঠবদ্ধে কিম্বা টাইফয়েড-জ্বরাদির কোষ্ঠবদ্ধে—ডাঃ ফ্যারিংটন—৩০ শক্তি, ৩ ঘন্টা অন্তর দিনে ৪/৫ বার, যে পর্য্যন্ত না পেটে বেদনা আসে সেবন করিতে বলেন।

ব্রায়োনিয়া-৪৫১, ১৭৬, ৫১৮—শুষ্ক বড় ন্যাড়, (শ্লৈষ্মিক-ঝিল্লীর শুষ্কতাহেতু কোষ্ঠবদ্ধ)।

ম্যাগ-মিউর-৪৫৬—মল কঠিন, বড় বড় গোলার মত, শুষ্ক বাহির হইবার সময় গুঁড়া হইয়া যায়, কখনও ক্ষুদ্র গাঁট গাঁট, ভেড়ার নাদির মত, তাহার উপর সাদা আম জড়িত (শিশুদের দাঁত উঠিবার সময় কোষ্ঠবদ্ধ)

ন্যাট-মিউর-৪৯৪—বড় বড় ন্যাড়, মল অত্যন্ত শুষ্ক, সহজে নির্গত হয় না, খুব জোরে বেগ দেয়, মলদ্বার ফাটিয়া রক্ত পড়ে।

এলিউমি, ভেরেট, সাইলি-৪৯৪—গুহ্যদ্বারের ক্রিয়াহীনতার জন্য কোষ্ঠবদ্ধ।

নক্স-ভমিকা-৫০৭—অনবরত মলত্যাগের ইচ্ছা, আদৌ কোষ্ঠ পরিষ্কার হয় না, মনে করে আর একটু বাহ্য হইলে ভাল হইত।

ক্যাসকেরিলা-২২৩—মল শক্ত, গুটলে, গায়ে আম জড়িত।

প্লম্বম-৫১৮, ৫৪৬—শক্ত কাল গুটলে মল, মলদ্বারের সঙ্কোচন জন্য কোষ্ঠবদ্ধ।

প্ল্যাটিনা-৫৪৪—ভীষণ কোষ্ঠবদ্ধ, কিছুতেই বাহ্যে হয় না, যেন মলদ্বারে কি একটা পদার্থ আছে, উহা কিছুতেই বাহির হইতেছে না, গর্ভাবস্থায় কোষ্ঠবদ্ধ।

সিপিয়া-৫৯৪—প্রতিবার কোঁথ দিবার সময় গোগগুল বাহির হয়, তরল মলও কষ্টে নির্গত হয়, বাহ্যের পরেও বোধ হয় যেন মলদ্বার পূর্ণ।

ভেরেট্রম-এল্‌ব-৬৪৪—মল খুব শক্ত ও বড় ন্যাড়, পেটে বেদনা।

ডলিকস-৩০৫—শিশুদের দাঁত উঠিবার সময় কিম্বা গর্ভাবস্থায় কোষ্ঠবদ্ধ।

ফিউকাস-ভেসিকিউ-৩২৫—ভীষণ কোষ্ঠবদ্ধ।

ফেরম-সিয়ানে ৩২২.... ফিলিক্স-মাস-৩২৫—কোষ্ঠবদ্ধের ঔষধ।

এষ্টিরিয়াস-১৪০—ভীষণ কোষ্ঠবদ্ধ, বাহ্যের চেষ্টা হয়, পায়খানায় যাইলে বাহ্যে হয় না।

সিলিকা-মেরিণা—৫৯৯—৩ ×, ৫/৬ গ্রেণ মাত্রায় গরম জলসহ প্রত্যহ ২/৩ বার কিছু অধিক দিন সেব্য।

ফিউকাস-ভেসিকিউ-৬৮৫—১ ড্রাম টিংচার, একটু জলসহ দিনে ৩ বার।

স্যানিকিউলা-৬৯৬—মল বড় ন্যাড়, সমস্ত মলদ্বারে ও পেরিনিয়মে বেদনা, পেটে অধিক মল না জমিলে বাহ্যের বেগ আসে না, বাহ্যের জন্য অত্যন্ত বেগ দিতে হয়।

দ্রষ্টব্য ঃ—ইসবগুলের ভূষি এক হইতে ২ ভরি মাত্রায় একটু গরম দুগ্ধসহ মিশাইয়া প্রত্যহ রাত্রিতে শুইবার সময় খাইলে প্রাতে কোষ্ঠ পরিষ্কার হয়, ইহাতে কোনও অপকারের সম্ভাবনা নাই। মৎকৃত প্র্যাক্‌টিসনার্স গাইডে "কোষ্ঠবদ্ধ" দেখুন।

ক্রিমি (worms.)

২৪৪—পৃষ্ঠা—সিনা অধ্যায় দেখুন।

ফলিক্স-মাস-৩২৫—ফিতাক্রিমি, ক্রিমিশূল বেদনা, পেটে খামচানি বেদনা, বাহ্য বমি, নাকচুলকান।.....সূত্র -ক্রিমি—টিউক্রি, স্পাইজে, ইউফর্ব্বি, ষ্ট্যানম।

গ্র্যাণেটাম-৩৩৭—মুখে জলউঠা, গা-বমি মাথাঘোরা, ক্ষীণদৃষ্টি,রাক্ষুসে ক্ষুধা, গরহজম শরীর শুষ্ক,পেট বেদনা, নাভির স্থানে বেদনা, ফোলা,নখ খোঁটা, চেহারা হলদে বা ফেকাসে।

ন্যাপ্‌থালাইন-৪৮৯—ক্রিমি থাক বা নাই থাক, অনবরত নাক চুলকায়, নাক খোঁটে, নাকে হাত দেয়।—ক্রিমির জন্য শ্বেত-প্রদর—ক্যালেডি।

স্যাবাডিলা-৫৭৫—ক্রিমি তজ্জনিত উপসর্গ এবং শিশু-উদরাময়; ক্রিমিজনিত জ্বর।

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ক্রিমি—ষ্ট্যানম-৬০৫.... ক্রিমির জন্য শিশুর তড়কা—ইণ্ডিগো-২৪৪,....কুপ্রম-অক্সাইডেট-নায়গ্রা-১ × শক্তি, সকল প্রকার ক্রিমির মহৌষধ—২৪৪,....লম্বা কেঁচোর মত ক্রিমিতে ও হুক্‌ওয়ারমে—চেনোপোডিয়ম—২৪৪,....সকল প্রকার ক্রিমি—স্যান্টোনাইন—২৪৪।.....মুখ দিয়া ক্রিমি নির্গমন—চায়না—২৫২।

চায়না-২৫২—উদরাময়ে, ওলাউঠায়—বাহ্যে বমি, কেঁচোর মত বড় বড় ক্রিমি।

ন্যাট্রম-ফস-৪৯৯—ঘুমাইয়া দাঁত কিড়মিড় করা ক্রিমির লক্ষণ।

কোয়াসিয়া-৫৬১—কোয়াসিয়ার ক্বাথ মলদ্বার দিয়া পিচ্‌কারী প্রয়োগ।

ইগ্নেসিয়া-৩৭৭—ছোট ছোট ক্রিমি মলদ্বারে সুড়সুড় করে ও অত্যন্ত চুলকায়, ইহা ছোট ছোট শিশুদের পীড়ায় উৎকৃষ্ট ঔষধ।

ইউফর্ব্বিয়া-করোলেটা-৩১৬—মলদ্বারে অসহ্য চুলকানি, শিশু সমস্ত রাত্রি চীৎকার ও ছটফট্ করে।

স্যাঙ্গুনেরিয়া-৫৮১—অত্যন্ত কষ্টসহ ক্রিমি বমন।

আর্টিষ্টা-র‍্যাডিক্স-৬৫৯—ক্রিমিজনিত নানা উপসর্গ ; উদরাময়, অতিসার ঔদরাময়িক-কলেরা ; উদরশূল, অম্ল ও পিত্তশূল বেদনা।

এরেথেলিয়া-৬৬৬—অজীর্ণ, অতিসার, পেটফাঁপা, ক্রিমিজনিত পীড়া।

<u>চেনোপোডিয়ম অয়েল</u>—ইহার ৮/১০ ফোঁটা মাত্রায় একটু গরম দুধে বা জলে, কিম্বা কোন তরল বস্তুসহ ২ ঘন্টা অন্তর মাত্র একদিন ৩বার খাওয়াইলে বিনা কষ্টে সমস্ত বড় বড় ক্রিমি নির্গত হইয়া যাইবে, ইহা সেবনের পর জোলাপ লইতেই হয় না, বাহ্যে স্বাভাবিকই হইয়া থাকে। মূল্য ১ ড্রাম—২ টাকা। ইহা স্যান্টোনাইন প্রভৃতি অপেক্ষাও উৎকৃষ্ট ঔষধ। এই ঔষধটি প্রত্যেকবার সেবনের পর কিছু ফল ইত্যাদি আহার করিবে এবং শেষবার সেবনের আন্দাজ ২/৩ ঘন্টা পরে ভাত খাইতে পারিবে। শিশুদের মাত্রা—৫/৬ ফোঁটা ঔষধ সেবনের পর শিশু একটু আচ্ছন্নভাবে থাকিলে কোন ভয় করিবেন না।

ক্রন্দন।

মর্ফিয়া-৪৮৩ ক্রমাগত কাঁদে, কাহারও সঙ্গে কথা কহিতেও কাঁদে।

সাইপ্রিপিডিয়ম-২৯৭—শিশু দিনেরবেলায় বেশ হাসে, খেলা করে, রাত্রি হইলেই চীৎকার, কান্না, বাড়ীর লোক বিরক্ত হয়।

জেলাপা-৩৯০—শিশু দিবারাত্রি কাঁদে কিম্বা দিনেরবেলায় বেশ চুপ করিয়া থাকে রাত্রিতে চীৎকার করিয়া কাঁদে। ইহার বাহ্যেতে টকগন্ধ থাকে।

বোরাক্স-১৬৮—শিশু ঘন ঘন প্রস্রাব করে প্রস্রাবের সময় কাঁদে।

ক্যামোমিলা—২৩১—শিশু নিয়ত ঘ্যান ঘ্যান করে ও কাঁদে।

এণ্টিম-ক্রুড-৯১—কেহ শিশুর গায়ে হাত দিলে বা তাকাইলে ক্রুদ্ধ হয়, কাঁদে, বয়স্ক ব্যক্তিদের কথায় কথায় কান্না।

সিনা-২৪৫—শিশুর কেবল কোলে বেড়াইতে ইচ্ছা, গায়ে হাত দিলে কাঁদিয়া অস্থির, ...এন্টিম-টার্ট-৯৬—কেবল কোলে উঠিয়া বেড়াইতে চায়, স্পর্শ করিলেই কাঁদে, চিকিৎসককে নাড়ী দেখিতে দেয় না।

ইগ্নেসিয়া-৩৭৪—শোক দুঃখ কখনও প্রকাশ করে না, মনে মনে কাঁদে।

পলস-৫৫৩—নম্র ধীর, অভিমানী, সহজেই কাঁদিয়া ফেলে।

নাট্রম-মিউর-৪৯১—বিমর্ষ, রোদনপরায়ণ, সান্ত্বনায় দুঃখ আরও বাড়ে।

কোমা (অজ্ঞানাবস্থা)।

এসিড-সলফ-৩৯—সুরা বা স্পিরিট সেবনে অজ্ঞান।

ইউফর্বিয়া-ল্যাথাইরিস-৩১৬—বিকার, অভিভূতভাব, সম্পূর্ণ অজ্ঞান।

সাইকিউটা-২৪২—মস্তিষ্কের পক্ষাঘাতজনিত সম্পূর্ণ জ্ঞানলোপের সহিত ফিট্ তড়কা, আক্ষেপ।...নক্স—২৪২—ঐ জ্ঞানসহ।

ক্লোর্যাল-হাইড্রেট-২৩৯—মূর্চ্ছাপ্রাপ্ত হইয়া কয়েক ঘন্টা হইতে কয়েক দিন পর্য্যন্ত একভাবে পড়িয়া থাকে, ডাকিলে সাড়া দেয় না, কিছুতেই চৈতন্য হয় না।

ক্যালি-ব্রোম-৩৯৮—হাত-পা ঠাণ্ডা, আচ্ছন্নভাব, অজ্ঞানভাব, পিউপিল প্রসারিত।

ওপিয়ম-৫১৯, ৫২০—সম্পূর্ণ অজ্ঞান, অভিভূতভাব, চক্ষুর পাতা স্থির, চক্ষুর ভিতর আঙ্গুল দিলেও পলক পড়ে না।

এপোসাইনাম-১০৮—হাইড্রোকেফালসের পরবর্ত্তী অবস্থায়—অস্থিরতা, চীৎকারাদি বা থাকিয়া অজ্ঞানভাব পড়িয়া থাকে।

কলেরায়-কোমা—ইউরিমিয়া দেখুন।....অন্যান্য কারণে অজ্ঞান—মূর্চ্ছা দেখুন।

কার্ব্বোরিয়ম-অক্স-৬৮০—অনিদ্রা, জ্ঞানশক্তি, লোপ, দাঁতি-লাগা, মাঢ়ী দৃঢ়রূপে বন্ধ।

ক্লোরোসিস (হরিৎ পীড়া)

গ্র্যাফাইটিস-৩৪২—"রক্তহীনতার" ঔষধ—৮৭৫ পৃষ্ঠা দেখুন

খিলধরা (Spasm.)

কুপ্রম, কুপ্রম-আর্স, সিকেলি, আর্সেনিক, ভেরেট্রম-এলব, ক্যাম্ফর, জ্যাট্রোফা, ন্যাগ-ফস, পডোফাইলম প্রভৃতি (ইহাদের লক্ষণ সমূহ ওলাউঠা অধ্যায় পাইবেন)।

ষ্ট্রনসিয়ানা-কার্ব্ব-৬১৩—পায়ের তলায় ও পায়ের ডিমে খিলধরা বেদনা, হাড়ের ভিতর চিরান-ব্যথা। লবণমিশ্রিত জল গরম করিয়া তাহাতে একটু সোরা মিশাইয়া পশম, যন্ত্রদ্বারা ফোমেন্টেসন করিলে কলেরার খিলধরার কতকটা উপশম হয়। সলফার-৬১৩, পায়ের তলায় ও পায়ের ডিমে খিলধরা, বেদনা ও জ্বালা।

খোঁস-পাঁচড়া।

(এসিড-ক্রাইসো—১৮ পৃষ্ঠা দেখুন)

সোরিণাম-৫৫২—অত্যধিক চুলকাইবার নিমিত্ত অনিদ্রা।

এলো-৬৮—প্রতি শীতকালে চর্ম্মপীড়া (পেট্রোলিয়ম)।

আর্সেনিক-১৩১-অত্যন্ত চুলকানি, চুলকাইবার পর জ্বালা।

এচিনেসিয়া-২৮২—খোঁস-পাঁচড়া চুলকানি, রক্ত বিষাক্ত হইয়া চর্ম্মপীড়া।

এসিড-ক্রাইসো-১৮—অত্যন্ত চুলকানি, পূঁয রস পড়া, দুর্গন্ধস্রাব নিঃসরণ।

মেজেরিয়ম-৪৮০—অত্যন্ত চুলকানি ও চুলকানির পর জ্বালা।

এতদ্ভিন্ন—হিপার, মার্কুরিয়স, সলফার, কুপ্রম-সলফও উৎকৃষ্ট ঔষধ ; চর্ম্মপীড়া দেখুন।

গন্ধ।

এন্টিপাইরিণ-১০০,....এসিড-কার্ব্বল ১৬......স্যাঙ্গুনেরিয়া-৫৮১,....... ক্যাপসি-৫৮১—দুর্গন্ধ গয়ার,....আর্ণি, কার্ব্বো, মার্ক, পলস, এডিস-নাই মুখে দুর্গন্ধ।

এসিড-কার্ব্বল-১৭—আর্স, ১২৬—পচা ও আঁসটে দুর্গন্ধ বাহ্যে, পুড়িয়া গিয়া অথবা অন্য কোন প্রকার ক্ষতে দুর্গন্ধ।

ক্রিয়োজোট-৪১৭, এসিড-কার্ব্বল-১৬—প্রসবান্তিক স্রাব (লোচিয়া) দুর্গন্ধ।

এলিউমিনা-৭৪—নাসিকায় কোন গন্ধ পায় না।

এস্প্যারাগাস-১৬, এন্টিম-ক্রুড-৯২, এসিড-নাই-২৯, এমন-বেঞ্জো-৭৬।

এসিড-বেঞ্জো-১৬—প্রস্রাবে ঝাঁঝাল গন্ধ, ঘোড়ার প্রস্রাবের মত দুর্গন্ধ।

আর্ণিকা-১২৩—ঢেকুরে বমিতে পচা দুর্গন্ধ, ...আজেন্টি-১১৯—প্রস্রাবে মিষ্ট গন্ধ ; ....জ্বর-বিকারে নিশ্বাসে দুর্গন্ধ—আর্ণিকা,.....সমস্ত স্রাবে দুর্গন্ধ—ব্যাপ্‌টিসিয়া-১৪৮;....আর্স-১২৯—গন্ধ অসহ্য কোন একপ্রকার গন্ধ সহ্য হয় না।

অরম-১৪২—স্ত্রীলোকের যৌবনে মুখে ও নিশ্বাসে দুর্গন্ধ।

কার্ব্বো-ভেজ-২১৯—মুখে পচা দুর্গন্ধ।

সোরিণাম-৫৫২—ডিমপচার মত দুর্গন্ধ উদগার।

অরম-সলফ—প্রত্যেক বস্তুর গন্ধ কড়াবোধ...ড্রসেরা—টকগন্ধ অসহ্য, ...গ্র্যাফাইটিস—ফুলের গন্ধ অসহ্য,.....বেলেডোনা—তামাকের গন্ধ অসহ্য,.....ফস—একটু দুর্গন্ধে মাথাধরে,.....স্যাঙ্গুনেরিয়া—সিরাপের গন্ধ অসহ্য,...এসিড-সলফ—কাফির গন্ধ সহ্য হয় না,.....নাকে সম্পূর্ণ গন্ধ যায় না—বলে, ক্যাল্‌কে, সিপি, সাইলি, ট্যাবেক,......নাক সাঁটিয়া থাকিবার জন্য গন্ধ পায় না—এমন-মিউর ও কার্ব্ব, নাকে জলের মত সর্দ্দি স্রাবসহ মুখে কোনও স্বাদ ও নাকে কোনও বস্তুর গন্ধ পায় না—ন্যাট-মিউর।

গলনলী ও গলমধ্যস্থ পীড়া।

এপিস-১০৫—গলনলীর সঙ্কোচভাব তাহাতে হুলফোটান বেদনা, গলার ভিতরে ও বাহিরে থলীর মত ফোলা....ব্যারাইটা-কার্ব্ব-১৫৯—গলক্ষত, তরল পানীয় ভিন্ন অন্য কোনও বস্তু গিলিতে পারে না (ব্যাপ্‌টি)।

ল্যাকে-৪২৪—গলায় গোলার মত বস্তু, গলনলীবন্ধের মত হয়, বাহিরে বেদনা, নিদ্রায় উপক্রমে কিম্বা নিদ্রাভঙ্গে বৃদ্ধি। ....ক্যাক্টস-১৮০—গলনলী সঙ্কুচিত, শুষ্ক, জিহবা রসশূন্য, তজ্জন্য সমস্ত খাদ্যসহ জল খায়।

ক্যাপ্সি-২১৪—গলায় লঙ্কা খাওয়ার মত জ্বালা, কিছু খাইলেই, জ্বালা বমি।

কষ্টিকাম-২২৮—গলায় বেদনা, টাটানিভাব, জ্বালা, সলফারে উপকার না হইলে।

এলিউমিনা-৭৪—গলনলীর ক্ষত গিলিবার সময় বোধ হয় যেন গলায় কি আটাকইয়া রহিয়াছে। গলনলী শুষ্ক থাকে, গলায় ইরিটেসন হয়।

এলান্থাস-৬২—গলার ভিতর ও বাহির ফুলিয়া লালবর্ণ কিম্বা বেগুনে রঙ ধারণ করে, গলাধরা, শুষ্ক কাশি, নাক দিয়া কলতানি নির্গমন।

ক্যানাবিস-ন্যাট-২০৩—খাদ্য গিলিবার সময় শ্বাসকষ্ট, খাদ্য অন্যপথে প্রবেশ করে।

এলিউমেন-৭২—স্বরভঙ্গ, গলায় ঠাণ্ডা লাগা, টনসিলবাড়া, বৃদ্ধদের ব্রঙ্কাইটীস।

এন্টিপাইরিণ-১০১—গিলিতে বেদনা, নিশ্বাসে কষ্ট, বুকে চাপবোধ।

আর্জেন্টি-নাইট্রিকাম-১১৮....গলায় ব্যথা, টাটানিভাব, গিলিতে গলায় কাঁটাবেঁধার মত বেদনা, মনে করে যেন গলায় আঁচিলের মত কিছু হইয়াছে, বক্তাদের গলক্ষত।

এসিড-ল্যাক্টিক-২৪—জ্বালাসহ একপ্রকার গরম গ্যাস পাকস্থলী হইতে গলা পর্য্যন্ত উঠে, গলায় যেন একটা ছোট গোল বা পুঁটুলি আটকাইয়া আছে।

ব্যারাইটা-মিউর-১৫৫—কোনও দ্রব্য গিলিবার সময় গলায় বেদনা, বোধ হয় যেন কিছু আবদ্ধ রহিয়াছে।

হিপার, এসিড-নাইট্রিক-১১৮, ক্যালি-কার্ব্ব-৪০৩—গলায় যেন মাছের কাঁটা ফোঁটান আছে। ঢোক গিলিতে বেদনা।

জিমনোক্ল্যাডস-৬৮৬—গলক্ষত, মুখ গহবর ও টনসিল লাল, মুখফোলা।

হায়োসি-৩৬৯—গলনলীর সঙ্কোচ বশতঃ কোনও তরল পদার্থ গিলিতে অক্ষমতা, গিলিবার চেষ্টা করিলেই স্প্যাজম হয়।

ইগ্নে-৩৭৬—যতবার ঢোক গেলে বা খায়, মনে হয় যেন গলায় কাঁটা আছে।

ল্যাক-ক্যানাইনাম-৪২০—গলার ভিতর স্পর্শে বেদনা, গিলিতে কাণ পর্য্যন্ত বেদনা, ঋতুর সময় কাশি ও গলায় বেদনা, ঋতুস্রাবের সঙ্গে গলায় ঘা, ঋতুবন্ধ হইলেই আরোগ্য, গলা কুটকুট করিয়া কাশি, জলীয় বস্তু নাক দিয়া বাহির হয়।

মার্ক-কর-৪৬৫—আলজিব ফুলিয়া মোটা হয়, প্যালেটের গোড়া ফোলে তাহাতে অত্যন্ত জ্বালা, আহারীয় বস্তু বাহির হইয়া পড়ে।

ফাইটোলক্কা-৫৩৯—প্রথমে দুই পাশের টনসিল ফুলিয়া লালবর্ণ হয়, সাদা লেপ পড়ে, জিবের গোড়ায় বেদনা হয়, কোনও দ্রব্য পানাহার করিতে পারে না, লালা ঝরে, ক্রমশঃ বেদনা কাণ পর্য্যন্ত পরিচালিত হয়, উক্ত সাদা লেপ না উঠিলে—ডিপথেরিয়া হয়।

ক্যাজুপুটাম-৬৮০—ইসোফেগাসের ষ্ট্রীকচার; জিহবা যেন ফুলিয়া সমস্ত মুখ পূর্ণ করিয়া ফেলিয়াছে।

স্যাবাডিলা-৫৭৫—পুরাতন গলক্ষত, ঠাণ্ডা বাতাস অসহ্য; ঢোক গিলিলে বেদনা, মনে হয় যেন গলায় একটা চাপ বা এক টুকরা মাংস আছে, তজ্জন্য ক্রমাগত ঢোক গেলে।

মস্কাস-৪৮৪—গলায় গোলার মত পদার্থ ঠেলিয়া উঠে, গলনলীতে ঠিক চাপিয়া ধরার মত একপ্রকার বেদনা ও শ্বাসবন্ধের মত হয়।

ম্যাগ-কার্ব্ব-৪৫৩—প্রতিবার ঋতুর সময় গলায় ঘা।

কণ্ডিউর‍্যাঙ্গো-২৭৫—অন্ননলীপথ সরু হইয়া বুকের মাঝের হাড়ের পশ্চাতে সদাই জ্বলে ও আহারীয় বস্তু আটকায়।

ইরিণজিয়ম-৬৮৪—লেরিংস,স্বরযন্ত্র ও গলা যেন চাঁচিয়া লইয়াছে এরূপ বেদনা।

জ্যারোফাইলম-৭০২—কোনও বস্তু গিলিতে গলায় ছুচফোটান বেদনা।

কোকেন-৬৮২—গলা শুষ্ক, জ্বালা, কুটকুট করে, সঙ্কুচিত, গলাধঃকরণ পেশীর পক্ষাঘাত, কথা কহিতে কষ্ট।

গলার ভিতর ছুঁচফোটান বেদনা ও জ্বালা-এসিড-নাই, এপিস,......গলার বেদনা, কাণ পর্য্যন্ত যায়—ফাইটো, এসিড-নাই,.....জিহবার গোড়ায় বেদনা—ল্যাকে....জিহবা বাহির করিবার সময় বেদনা—ফাইটো, ক্যালি-বাই,.....গলায় যেন একটা কোনও গোল বস্তু আটকাইয়া আছে—ন্যাট্রম-আর্স.... যেন একটা কাঠের টুকরা আটকাইয়া আছে—এসিড-নাই.....জিহবার গোড়ায় যেন চুল আটকাইয়া আছে—ক্যালি-বাই.....মুখের ভিতরের চামড়া কোঁচকান, শুষ্ক—আর্স,.....গলায় প্লাগ কিম্বা একটা চামড়া-অনুভব—এলিউমি, কার্ব্বে, গ্র্যাফা, ইগ্নে, ল্যাকে, লোবেলিয়া, ন্যাট-মি-প্রম্বম, পলস।

আর্জেন্টি-আয়োড-৬৭৯—গলনলীর পীড়ায় স্বরভঙ্গ ও গ্ল্যান্ড আক্রান্ত। গুয়েকাম—গলনলী অত্যন্ত শুষ্ক, গলনলী না ভিজাইলে কোনও দ্রব্য গিলিতে পারে না।

গর্ভস্রাব।

আঘাত জন্য হইলে—আর্ণিকা।.....জরায়ু গরমবোধ, টানাহেঁচড়া ও নাড়িভুঁড়ি যেন বাহির হইয়া আসিবে এরূপ বেদনা হইলে—বেলেডোনা।

প্রসব বেদনার লিখিত সমস্ত ঔষধ ইহাতে প্রয়োজন হইবে এবং প্রসব বেদনাতেও এই গর্ভস্রাবের ঔষধ গ্রহণ করিতে হইবে। রক্তস্রাবের জন্য হ্যামামেলিস অধ্যায় দেখুন।

ক্যালকেরিয়া-ফ্লোর—মৃতবৎসা দোষ, প্রায়ই ৭/৮/৯ মাসে গর্ভপাত, (এখানে ১২× প্রাতে ও সন্ধ্যায় প্রত্যহ—দুইবার, ১০ মাস পর্য্যন্ত সেব্য)।

হ্যামামেলিস-৩৪৯—গর্ভস্রাব হইয়া প্রচুর পরিমাণে রক্তস্রাবের সঙ্গে পেটে অত্যন্ত টাটানি-ব্যথা (হ্যামামেলিস—বাহ্যিক ও আভ্যন্তরিক প্রয়োগ)।

ক্যালি-কার্ব্ব-৩৪৯—গর্ভস্রাব উপক্রমে ইহার প্রধান উপসর্গ—যেন কোমর ভাঙ্গিয়া ফেলিতেছে, প্রসব বা গর্ভস্রাবের পর জরায়ুপ্রদাহ, লোচিয়া বন্ধ।

স্যাবাইনা-৫৭৭—৩য় মাসে; ৫ম হইতে ৭ম মাসের মধ্যে হইলে—সিপিয়া।

ব্যাপটিসিয়া-১৫১—গর্ভস্থ শিশুর মৃত্যু হইয়া যোনিদ্বার দিয়া দুর্গন্ধ স্রাব এমন কি শেষে সেপটিসিমিয়া পর্য্যন্ত হইলে।

ভাইবর্ণম-৬৩—গর্ভস্রাব উপক্রম কোমরে তলপেটে বেদনা, জলভাঙ্গা, রক্ত শ্লেষ্মা নিঃসরণ, ছেলে নীচের দিকে ঠেলিয়া আসে, ইহা গর্ভস্রাবের উত্তম ঔষধ।

এলেট্রিস-৬৩—গর্ভস্রাব উপক্রমে কোমরে বেদনা।

কলোফাইলম-২২৫—জরায়ুর দুর্ব্বলতা বশতঃ গর্ভস্রাব, যাহাদের প্রায়ই গর্ভস্রাব হয়, গর্ভস্রাব উপক্রমে বেদনার সহিত অল্পবিস্তর রক্তস্রাব।

ক্যানাবিস-ইণ্ডিকা-২০২—৭।৮ মাস গর্ভধারণকালে রক্তস্রাব, গর্ভপাত।

দ্রষ্টব্য ঃ—শুনিয়াছি শ্বেত অপরাজিতার মূল কোমরে বাঁধিয়া রাখিলে গর্ভ নষ্ট হয় না।

গর্ম্মীপীড়া।

(উপদংশ ও পারদ—৭৩৮ পৃষ্ঠা দেখুন)

উপদংশ লিঙ্গমুখে যে ক্ষত হয় তাহা ত্রিফলার (হরিতকী, বয়ড়া, আমলকীর) জল গরম করিয়া প্রত্যহ ৩/৪ বার করিয়া ধৌত করিলে ক্ষতের শ্রাফ উঠিয়া ক্ষত শীঘ্র লাল হইয়া আসিবে, পরে গরম গব্যঘৃত ইত্যাদি কিম্বা মার্ক-সল-২ x মলম দিয়া বাঁধিয়া রাখিবেন।

ফ্র্যান্সিসিয়া—সিফিলিসজনিত বাত।

ক্যালেন্ডুলা-θ—২৮৬—২/৩ ফোঁটা মাত্রায় দিনে ৩/৪ বার সেবন ও ইহার মলম ক্ষতে লাগাইলেও ক্ষত আরোগ্য হইয়া আসে।

রস-গ্যাবরা—গর্ম্মীপীড়ায় পারদ অপব্যবহারের পর ব্যবহার্য্য (হিপার, এসিড-নাই দেখুন)।

গ্ল্যাণ্ডের পীড়া।

আয়োডাম-৩৮০—গ্ল্যাণ্ডে কিছুমাত্র বেদনা থাকে না; ইহাতে গ্ল্যাণ্ড খুব বড় হয়।

ব্যারাইটা-কার্ব্ব-১৫২—সিষ্টিক-টিউমার, গলায় ও ঘাড়ে নরম অর্ব্বুদ, কর্ণমূল ও নীচের চোয়ালের গ্ল্যাণ্ড ফোলা (ব্যারাইটা-মিউর দেখুন)।

গলগণ্ড, গ্ল্যাণ্ড খুব বড় শক্ত সময়ে সময়ে যেন নিশ্বাস বন্ধ হইয়া যায়, উপসর্গ সমূহ রাত্রিতে বাড়ে, থাইরয়েড-গ্ল্যান্ড আক্রান্ত—স্পঞ্জিয়া-৬০৩।.....ফিউকাস-ভেসিকিউ-৩২৫ ....ল্যাপিস-এল্‌বা-৪২৪।

নিম্নে গ্ল্যাণ্ডের স্ফীতি দেখুন। গলগণ্ড পীড়ায় গ্ল্যাণ্ডের উপর কখনও টিংচার আয়োডিন বাহ্যিক প্রয়োগ করিবেন না, ৩৮০ পৃষ্ঠা দেখুন।

গ্ল্যাণ্ডের স্ফীতি ও বাগী।

একোনাইট-লাইকোটোন-৪০—ঘাড়, বগল, স্তন প্রভৃতি গ্ল্যাণ্ডের স্ফীতি।

বেলেডোনা, ব্যাডিয়াগা, কার্ব্বো-এনি, বিউবোনিয়ম,মার্কুরিয়স মার্ক-আয়োড, মার্ক-বিণ-আয়োড, হিপার-২১৬—এই সমস্ত লক্ষণভেদে বাগীর ঔষধ।

বেলেডোনা-১৫৮—ফোড়া, বাগী, প্রথম অবস্থায় আক্রান্ত স্থান চকচকে গরম, রক্তবর্ণ, তাহাতে জ্বালা, স্পর্শকাতরতা বেদনা

অপারকিউলিনা-৬২৫—লিম্ফ্যাটিক গ্ল্যাণ্ড খুব বড় ও শক্ত, ফোড়া ধীরে ধীরে পাকে।

ব্রোমিয়াম-১৭১—নিম্ন চোয়ালের গ্ল্যাণ্ড শক্ত গণ্ডমালা, আয়োডামের পর।

কার্ব্বো-এনি-২১৬—বগল, কুঁচকী, স্তন ইত্যাদির গ্ল্যাণ্ড পাথরের মত শক্ত, বাগী অস্ত্র করার পর ক্ষত না শুকাইলে।

এষ্টিরিয়াস-২১৭—স্ত্রীলোকের স্তন ও বগলের গ্ল্যাণ্ড ফোলা।

সিষ্টাস-২৫৪—পুরাতন গ্ল্যাণ্ড, ঘাড়ের গ্ল্যাণ্ড ও গলার ভিতরের গ্ল্যাণ্ড ফোলা, ইহাতে একটি দড়িতে পর পর গাঁট দিলে যে প্রকার হয়, ঠিক সেই প্রকারের গ্ল্যাণ্ড ফোলা।

কমোক্লেডিয়া-২৭৫—বাম স্তনের গ্ল্যাণ্ড ফোলা ও বেদনা।

কোনিয়ম-২৭৮—গাল গলার গ্ল্যাণ্ড পাথরের মত শক্ত তাহাতে ব্যথা।

এলনাস-৬৭—গ্ল্যাণ্ড খুব বড়। বেল, হিপার, মার্কুরিয়সে উপকার হয় না, নিম্ন চোয়ালের গ্ল্যাণ্ড আক্রান্ত।

থাইরয়ডিন-৬, ৩০ শক্তি, গ্ল্যাণ্ড পাথরের মত শক্ত।

আর্জেন্ট-আয়োড-৬৭৯—গলদেশের পীড়া, গলার গ্ল্যাণ্ড আক্রান্ত।

ল্যাপিস-এলবা-৪৩২—ক্ষতের গ্ল্যাণ্ড ফোলা, ঘাড়ে গলায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্ল্যাণ্ড।

ইল্যাপ্স-৩১০—বগলে পুনঃ পুনঃ গ্ল্যাণ্ড হয় ও পাকে।

গ্রাফাইটীস-৩৪৩—ঘাড় বগল কুঁচকী ইত্যাদির গ্ল্যাণ্ডের ফোলাসহ চর্ম্মপীড়া, চক্ষুর পাতার সিষ্টিক-টিউমার।...থাইরয়ডিন—৩ x, স্তনের টিউমার, গলগণ্ড, জরায়ুর ফাইব্রয়েড-টিউমার,পাথরের মত শক্ত গ্ল্যাণ্ড।

হেক্লো-লাভা-৩৫১—ঘাড়ের গ্ল্যাণ্ড খুব বড় ও শক্ত হয়।

ট্রাইফোলিয়ম-৬৩৪—নিম্নচোয়ালের,কর্ণমূলের গ্ল্যাণ্ড খুব ফোলা ও শক্ত তাহাতে বেদনা, ইহা কর্ণমূল ফোলারও প্রতিষেধক ঔষধ।

পারা বা উপদংশসম্ভুত বাগী, স্পর্শকাতরতা বেদনা—হিপার,....অধিক বেদনা না থাকিলে—মার্ক, ...উপদংশ পারদ মিশ্রিত ধাতুতে—এসিড্-নাইট্রিক-৩৫৯।

হিপার-৩৫৯—সাইলিসিয়া প্রয়োগেও পূঁয শুকায় না, ক্রমাগত রস পড়ে।

ব্যাডিয়াগা-১৪৬—সমস্ত গ্ল্যাণ্ড পাথরের মত শক্ত কিম্বা স্ক্রফুলাস-গ্ল্যাণ্ড, গর্ম্মীপীড়ার বাগী, কুঁচকীর গ্ল্যাণ্ডে বেদনা।

আয়োডাম-৩৮০—প্যারোটিড স্তন, অণ্ডকোষ প্রভৃতি সকল স্থানের গ্ল্যাণ্ড এবং মেসেন্টেরিক ও ডিম্বকোষের টিউমার, স্ফীতি, গ্ল্যাণ্ড বড় ও বেদনাশূন্য।

ক্যালি-মিউর-৪১০—রস জমিয়া স্ফীতি, কর্ণমূলের ও স্তনের স্ফীতি, বাগী, সকল প্রকার গ্রন্থি স্ফীতি, প্রথম প্রদাহিক অবস্থার পর।

ব্যারাইটা-মিউর-১৫৫—ঘাড়ের কর্ণমূলের ও নিম্ন চোয়ালের গ্ল্যাণ্ড ফোলে।

অরম-১৪৩—বাগী ফোলা ক্ষত।

এল্‌নাস-৬৭—সব-ম্যাক্সিলারি গ্ল্যাণ্ড আক্রান্ত।

বগল, কুঁচকীর গ্ল্যাণ্ড-মার্ক-আয়োড প্রভৃতি ঔষধও উপকারী।

এসট্যাকস্‌-৬৭৯—ঘাড়ের গ্ল্যাণ্ড ফোলা।

দ্রষ্টব্য ঃ—সমপরিমাণ গমের ভূষি ও সৈন্ধব লবণ গুঁড়া একত্রে মিশাইয়া তাহাতে অল্প জলের ছিটা দিয়া একটু ভিজাভিজামত হইলে আগুনে ভাজিয়া খুব গরম হইলে এক টুকরা মোটা ন্যাকড়ার মধ্যে পুরিয়া পুঁটলি করিয়া গ্ল্যাণ্ডের উপর যতক্ষণ পারেন গরম সেক দিবেন এবং সেক দেওয়া শেষ হইলেই সঙ্গে সঙ্গেই এক টুকরা বরফ লইয়া—১ সেকেণ্ড কালের মধ্যে ২/৩ বার বুলাইয়া বরফটি ফেলিয়া দিবেন। ২৪ ঘন্টার মধ্যে ৩/৪ বার এই রকম করিবেন ও প্রত্যেকবার নূতন ভূষি ও লবণ লইবেন। ইহাতে গ্ল্যাণ্ড শীঘ্র বসিয়া যাইবে ও বেদনা কম হইবে। পাকিলে গরম পুলটীস দিবেন। গ্ল্যাণ্ডে কখনও টিংচার-আয়োডিন—ব্যবহার করিবেন না। কুঁচকী, বাগী খুব শক্ত ও বেদনাযুক্ত থাকিলে ঘৃতকুমারীর এক পৃষ্ঠার ছাল তুলিয়া গ্ল্যাণ্ডের উপর বসাইয়া বাঁধিয়া রাখিলে ২/৪দিনে উহা বসিয়া যাইবে অথবা শীঘ্র পাকিয়া যাইবে, যন্ত্রণা কমিবে। ঘৃতকুমারীর ৩/৪ ঘন্টা অন্তর বদলাইয়া আবার নূতন দিতে হয়।

গ্যাষ্ট্রালজিয়া।

পাকস্থলীতে বেদনা থামিয়া থামিয়া হল, প্রবল বেদনা—বেলেডোনা-২৩০, কামাড়ানি ঘামচানি বেদনা—কলোসিন্থ, নক্স-ভম, ...সকল সময়ে বেদনা—একোন—১ × । এসিড-হাইড্রো-২৩—গ্যাষ্ট্রালজিয়া, পেটে ভয়ানক বেদনা, পেট খালি হইলেই বাড়ে।

গ্যাংগ্রীণ।

বহুমূত্র রোগীর গ্যাংগ্রীণ হইলে প্রায় আরোগ্য হয় না, মারাত্মক হয়।

কার্ব্বো-ভেজ-২২০—ক্ষত বা কার্ব্বংকল হইতে গ্যাংগ্রীণ উৎপত্তি।

ক্রোটেলাস-২৮৪—ব্রণ, স্ফোটক, কার্ব্বাংকলাদি পচে, নীলবর্ণ হয়, ল্যাকেসিস বিফল।

এচিনেসিয়া-২৮৫—পক্ষাঘাত, গ্যাংগ্রীণ, রক্ত দূষিত (ইহা বাহ্যিক প্রয়োগেও বিধেয়)।

পাইমিয়া-এবসেসের ইহা একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ।

হিপার-৩৬০—প্রকৃত গ্যাংগ্রীণ নহে, ক্ষত হইতে কালচে পূঁয বাহির হয়, অত্যন্ত স্পর্শকাতরতা বেদনা (প্রকৃত গ্যাংগ্রীণ—ল্যাকেসিস)।

ট্যারেন্টুলা-৬২৬—বৃদ্ধদের ক্ষত, গ্যাংগ্রীণ দূষিত স্ফোটক, রক্ত—নীলবর্ণ, অত্যন্ত জ্বালা-যন্ত্রণা, ছটফটানি প্রভৃতি।

প্লম্বম-৫৪৬—অণ্ডকোষের গ্যাংগ্রীণ, অন্য স্থানের গ্যাংগ্রীণ—আর্স, ল্যাকে, সিকেলি, এসিড-মিউর, কার্ব্বো, এচিনেসিয়া।

আর্সেনিক-এল্ব-ডায়েবেটিক গ্যাংগ্রীণ।

গ্যাষ্ট্রো-এন্টেরাইটীস।

এসিড-কার্ব্বল—১৭,......ইথুজা—৫৬,.......ইউফর্বিয়ম—৩১৫।

গোদ (এলিফ্যানটিয়াসিস)।

হাইড্রোকোট-৩৭......এনাকার্ড-৮৫, ...ক্যালোট্রপিস-১৯৮; এই সমস্ত ঔষধ কিছু অধিক দিন ব্যবহার করিতে হয়। এই পীড়া সংখ্যায় অতি অল্প আরোগ্য হয়।

দ্রষ্টব্য ঃ অপরাজিতার মূল বাটিয়া কিছুদিন প্রলেপ দিলে উপকার হইতে পারে।

গোগ্গুল নির্গমন।

ইগ্নে-৩৭৬—একটু কোঁথ দিলে, ভারী বস্তু তুলিলে ও তরল বাহ্যের সঙ্গে নির্গমন।

ক্যাল-ফ্লোর-১৫৭—গোগ্গুল নির্গমনে আভ্যন্তরিক ও বাহ্যিক প্রয়োগ।

পডোফাইলম-৫৪৮—কোষ্ঠবদ্ধ, আমাশয়, উদরাময়, অর্শ ইত্যাদি যে কোন পীড়ায় সহিত হউক না কেন—গোগ্গুল বাহির হইয়া পরে মল নির্গমন।

রুটা-৫৭৩—শিশু অনেকক্ষণ বাহ্যেতে কোঁথ দিয়া, অনেকক্ষণ বাহ্যের জন্য বসিয়া থাকিয়া, বয়স্কগণের আমাশার পর ও নরম মলের সঙ্গেও গোগ্গুল নির্গমন। গোগ্গুল বাহির হইয়া ভিতরে যায় না (এখানে ইহার—θ, ভ্যাসেলিনসহ বাহ্যিকও ব্যবহার্য্য)। অনেকদিন উদরাময়, আমাশয়ে ভুগিয়া অর্শ রোগীদের গোগ্গুল নির্গমন—ইহার ২০০ শক্তি, সপ্তাহে ২। ১ দিন, কিছু অধিক দিন ব্যবহার্য্য।

সিপিয়া-৫৯৪—প্রতিবার কোঁথ দিবার সময় গোগ্গুল বাহির হয়। তরল মলও কষ্টে নির্গত হয় তদ্ভিন্ন—অল্পদূর হাঁটিবার পর গোগ্গুল বাহির হয়, রোগী আর চলিতে পারে না—আর্ণিকা.....ক্রিমির জন্য রাত্রিতে মলদ্বার চুলকায়, শিশুদের গোগ্গুল নির্গমন—ফেরম, ...প্রস্রাবের উদ্যমে মল ও গোগ্গুল বাহির হয়—এসিড-মিউর।

গোবীজ টিকাজনিত পীড়া।

ক্যালি-মিউর-৪১১—সাইলিসিয়া-৫৯৬—গো-বীজ টীকা দিবার দোষে জ্বর, ইরাপ্সন উদরাময়াদি পীড়া, ...থুজা-৬৩১—টীকা দিবার পর জ্বর, উদরাময়, ক্ষত, বসন্তের মত গুটী উদ্ভেদ।

ঘর্ম্ম (Sweat)

ঘর্ম্মে কোন উপশম হয় না বরং মন্দ—মার্ক, ওপি, ফেরম-ফস, ...ঘাম সহজেই হয়—ক্যাল-কার্ব্ব, হিপার, মার্ক, সোরি, সাইলি,.....কাশির সহিত—হিপার, এন্টিম-টার্ট, ড্রসেরা,.....শীতল ঘর্ম্ম—ভেরেট্রম এন্টিম, হিপার, ...গরম ঘর্ম্ম—বেল....নিশাঘর্ম্ম আর্স-আয়ো, কার্ব্বো-এনি, চায়না, ফেরম, জ্যাবোরাণ্ডি, মার্ক, সাই, ...সর্ব্বাঙ্গে ঠাণ্ডা ঘাম, হিমাঙ্গ, পাখার বাতাস চায়—কার্ব্বো,.....কপালে ঠাণ্ডা ঘাম—ভেরেট্রম।

এসিড-ল্যাকটিক-২৪—পা ঘামে, দুর্গন্ধ থাকে না, দুর্গন্ধ থাকিলে—সাইলি, থুজা, এসিড-নাইট্রিক, গ্র্যাফা, ক্যালি-কার্ব্ব।

ক্যালেডিয়ম-১৮২—ঘর্ম্ম মিষ্ট, গায়ে মাছি বসে।

ইউফর্ব্বিয়া-২৮৮—সমস্ত শরীরে ঠাণ্ডা ঘাম।

নিদ্রা হইতে উঠিলেই ঘর্ম্ম, নিদ্রাকালে শরীর শুষ্ক—স্যাম্বুকাস..নিদ্রিত হইলে ঘর্ম্ম, জাগিলেই পূর্ব্বের ন্যায় শুষ্ক—থুজা,...চক্ষু মুদ্রিত করিলে ঘর্ম্ম—কোনিয়ম-৫৭৯।

জ্যাবোরাণ্ডি (পাইলোকার্পাস)-৩৮৯—অনেকক্ষণ ধরিয়া অতিরিক্ত ঘর্ম্ম (রুগ্যাবরা) জ্যাবোরাণ্ডির উগ্রবীর্য্য—পাইলোকার্পিণ-৩৮৯—কলেরা ও অন্যান্য পীড়ার অতিরিক্ত ঘর্ম্ম। ঘর্ম্ম কিছুতেই বন্ধ না হইলে ১ নং ত্রাণ্ডি—২০/২৫/৩০ ফোঁটা মাত্রায় ১ ঘন্টা অন্তর।

সাইলিসিয়া-৫৯৬—মাথায়, কাণের পশ্চাতে, হাতে পায়ে ঘাম; ঘাম বন্ধ হইয়া পীড়া।

এরাম্বো-১৩৮—পায়ের তলায় দুর্গন্ধ ঘাম (সাইলি—পায়ের তলায় ঘাম)।

বেলেডোনা-৪৭৫—জ্বরে যে অঙ্গ চাপা থাকে তথায় ঘাম।

মার্ক-সল-৪৭৫—জ্বরে ঘর্ম্ম, তাহাতে পীড়ার উপশম হয় না বরং বৃদ্ধি।

ভেরেট্রম-৬৪২—যে কোন পীড়ায় হউক না কেন, কপালে শীতল ঘর্ম্ম।

পলিপোরাস-৬৯৫—থাইসিসে নিশাঘর্ম্ম।

বিউটিরিক-এসিড-৬৮০—সামান্য পরিশ্রমেই ঘর্ম্ম, পায়ের তলায় অত্যন্ত দুর্গন্ধ ঘর্ম্ম।

ক্যালকেরিয়া-কার্ব্ব-১৮৪—মাথার পশ্চাতে, বুকে, ঘাড়ে, বগলে, হাতে পায়ে ঘাম।

ঘাড়ে বাত ও ঘাড় আড়ষ্ট।

ল্যাকন্যানথিস-৪৩০—ঘাড়ে বেদনাসহ ঘাড় আড়ষ্ট, মাথা ও ঘাড় যেন ডানদিকে খেঁচিয়া রহিয়াছে।...ষ্টিক্টা-৬০৯—ঘাড়ে বাত, ঘাড় আড়ষ্ট।

এনাকার্ড-ওরিয়েন্ট-৮৭, ৪৩৭—ঘাড় সাঁটিয়া ধরার মত ব্যথা, ঘাড় নাড়িলেই বাড়ে।

কোনিয়ম-৪৩৭—জোরে ঘাড় নাড়িলে বেদনা, পলসেটিলা—আস্তে আস্তে নাড়িলে বেদনার উপশম।

ঘুংড়ী (ক্রুপ)

জ্বরে ছটফটানি, অস্থিরতা, চর্ম্ম শুষ্ক, পিপাসা, প্রথমাবস্থায়—একোনাইট।

নিশ্বাসে অত্যন্ত টান, শ্বাস-প্রশ্বাসে করাত দিয়া কাঠচেরার মত শব্দ, শুষ্ক, ঘংঘংে কাশি—স্পঞ্জিয়া; জ্বর থাকিলে—একোনাইটসহ পর্য্যায়ক্রমে—৩৫৯, ৪৫, ৬০২।

হিপার-৩৬০—একোনাইট ও স্পঞ্জিয়ার পর কাশি সরল, কখনও শুষ্ক, ঘংঘংে গলায় সাঁই সাঁই ঘড়ঘড় শব্দ,কাশিতে কাশিতে বমি, গাত্রচর্ম্ম আর্দ্র, শরীরের তাপ অতি অল্প।

ব্রোমিয়ম, আয়োডাম-৩৬০—একোন, স্পঞ্জিয়া ও হিপারে ফল না পাইলে।

ফস্ফরাস-৩৬০—ঘুংড়ীর পুনরাক্রমণ নিবারণের জন্য (২০০, ২/১ সপ্তাহ অন্তর ১ বার)।

ব্রোমিয়ম-৩৭৯—পীড়ার শেষ অবস্থায়, জ্বর নাই, দুর্ব্বলতা,আক্ষেপিক দমবন্ধকর কাশি, পাঁজরাটানা, গলায় ঘড় ঘড় শব্দ, শ্লেষ্মা সরল—কিন্তু উঠে না।

ব্যাসিলিনাম-৩৭৯—পুনরাক্রমণ নিবারণার্থে প্রতিমাসে ১ বার।

চক্ষুর পীড়া।

চক্ষু দিয়া জলপড়া—সিনা, ইউফ্রে, মার্ক, রস, আর্স,.....অশ্রুহীন—এলিউমিন,.....ঠাণ্ডা লাগিয়া চোখ উঠা—একোন, ইউফ্রে, মার্ক, পলস, রস্,....পাতায় পক্ষাঘাত—কষ্টি, কোনি, জেলসি,....উপর পাতাফোলা—ক্যালি-কার্ব্ব.....নীচের পাতা ফোলা—এপিস, এপিস....ঝাপ্সা দেখা—এলিউমিনা, আর্জেন্টি-নাই, বেল, জেলসি, স্পাইজে, ফস..... দিবান্ধতা—সাইলি, বেল, ফস,...রাত্র্যান্ধতা—ফাইজস, নক্স বেল, চায়না, লাইকো.....শোষ ঘা—এসি-ফ্লোর,.....ভ্রুর নিকটে বেদনা—সিমিসি, বেল....আইরাইটীস—কলৃচি, সিনাবের,ক্যালমিয়া, রস, অরম, থুজা, এসাফি, ক্যালি-বাই, মার্ক-কস, এসিড-নাই,.....গ্লকোমা—অরম....রেটীনাইটীস—অরম,....পিউপিল প্রসারিত—বেল, হায়ো, ষ্ট্যাফি, সাইক্লিউ....পাতায় শুষ্ক মামড়ি—গ্র্যাফা, পলস,....ষ্ট্যাফি...ছানি—থিওসিনামাম, ক্যাল-ফ্লোর, কোনি, সাইলি, ফস, কষ্টি, ন্যাট-মিউর, সিনেরেরিয়া।

বোথ্রপ্স-৫৯৮—দিবান্ধতা, সূর্য্যোদয়ের পর আর কিছু দেখিতে পায় না।

এলিউমিনা-৭৪—অস্পষ্ট দৃষ্টি, দ্রব্যাদি হলদে দেখায়।

একোনাইট-৪৮—ঠাণ্ডায়, ঠাণ্ডা বাতাসে চোখ উঠে, হঠাৎ চোখে প্রদাহ হয়, চোখ ফোলে, লালবর্ণ হয়, চোখের ভিতর গরম, জ্বালা ও করকর করে।

আর্টিমিসিয়া-১৩৬—চক্ষুতে আঘাত ও তজ্জনিত সমস্ত উপসর্গ।

এমন-কার্ব্ব-৭৯—সূক্ষ্ম কার্য্যের জন্য দৃষ্টিহীন, সাদার মধ্যে হলদে রঙ দেখে......আর্জেন্টি-নাই-১১৭—মার্ক-সল ও পলস-১১৭—চক্ষুর পাতার প্রদাহ, কুটকুট করে, রাত্রিতে চোখ জুড়িয়া যায়, চোখ উঠে, চক্ষুতে পূঁয পিচুটি, ক্ষত, আঁতুড়ে শিশুর চোখে উঠা।

আর্জেন্টি-নাই-১১৭—কঞ্জংটিভাইটীস চক্ষু লাল, চক্ষুতে পিচুটি জ্বালা।

টার্সিলেগো-পেটাসাইটীস-২০৪—প্রমেহস্রাব বন্ধ হইয়া চক্ষুর প্রদাহ।

সিমিসিফিউগা-৫১—চক্ষুর তারার ও ভ্রুর নিকটে অত্যন্ত বেদনা, তৎসঙ্গে মাথাব্যথা বাম চক্ষুতেই বেদনা অধিক।

অসমিয়ম-৫২১—চোখে বেদনা, জলপড়া, বাতির আলো সহ্য হয় না ও রামধনুর রং দর্শন। ক্ষীণ দৃষ্টি, অস্পষ্ট, গ্লকোমা,জ্বালা, কর্কর্ করে (চিমাফিলা-২৩৮ পৃষ্ঠা দেখ)।

এবসিন্থিয়াম-১০—ঠাণ্ডা লাগিয়া চক্ষুর প্রদাহ।

এট্রোপিয়া-১৪৫—চোখ উঠার পর নানা প্রকার পীড়া, ভ্রম দর্শন, দ্বিদর্শন, বস্তু বড় দেখায়.....বস্তুর ডান অর্দ্ধ দেখা.....লাইকো, বাম অর্দ্ধ দেখা......লিথিয়া...... নিম্নার্দ্ধ দেখা—অরম-১৫৬।

মর্ফিণাম-৪৮২—অন্ধকার দর্শন, যেন চারিদিক অন্ধকার।

জেকুইরিটি-৬৮৯—চক্ষুর পীড়া, গ্র্যাণুলার লিড্স।

থিওসিনামম-১৯—ক্যাল-ক্লোরে উপকার না হইলে।

ক্যানাবিস-স্যা-২০৩—চোখে কোয়াসার মত দর্শন।

রেডিয়ম-ব্রোম-৫৬১—ডান চোখে বা দুই চোখেই তীব্র বেদনা।

চক্ষুর শোথ ঘা—এসিড-ক্লোর-১৯,....পেট্রোলিয়ম-৫২৫,....চক্ষুর পাতা কাঁপা, ঝাপসা দৃষ্টি—এগারিকাস-৫৯,.....গ্লকোমা, রেটিনাইটীস—অরম-১৪২, গ্লকোমা কোকেন।

অরম-১৪২—একটি বস্তু দুইটি বা অর্দ্ধভাগ দেখা।

আর্স—৩১৫, ১২৮, ২৭৭—চক্ষুর স্রাব হাজাকারক ও গরম, পাতা ফোলা, জ্বালা যন্ত্রণা গরমে উপশম, স্বচ্ছত্বকে ফোস্কা, অত্যন্ত জ্বালা।

আর্স-মেট-১৩৫—চক্ষু লাল, ফোলা, জ্বালা, সূর্য্যের বা বাতির আলো অসহ্য।

প্যাসিফ্লোরা—ভীষণ শিরঃপীড়াসহ চক্ষুতে বেদনা।

বেলেডোনা-১৬২—চক্ষু রক্তবর্ণ তাহাতে বেদনা, জ্বালা-যন্ত্রণা, জলপড়া, করকর করা, দীপের আলো অসহ্য (সূর্য্যের আলো অসহ্য—একোনাইট)।

রাতকানা—ক্যাডমি-১৮১, চায়না-৩৬৬, লাইকো-২৫২, ফাইজসটিগমা-৫০৭। দিনকাণা—ক্যাষ্টেরি-২২৩, বোথ্রপস্-৫৯৮।

ক্যাল্কে-কার্ব্ব-১৮৭ এসিড-নাই-১৮৮.....স্বচ্ছত্বকে ক্ষত, কর্ণিয়াল-ওপেসিটী।

গ্র্যাফাইটীস-১৮৮—পিচুটীতে চোখ বোজা, চক্ষুর পাতা ফাটিয়া রক্ত পড়া।

ক্যাল-ক্লোর-১৯১—কোনিয়াম-২৭৭—ছানি, কর্ণিয়ায় দাগ, ঝাপ্সা দেখা।

সিনেরেরিয়া-মেরিটিমা-১৯১—ছানির সর্ব্ব অবস্থায় বাহ্যিক প্রয়োগ।

কষ্টিকাম-২২৭—ছানির প্রথম অবস্থায় চক্ষুতে ঝাপ্সা দেখা, মেঘের মত দেখা।

চায়না-২৫২—অত্যন্ত কুইনাইন সেবন জনিত চক্ষুতে অন্ধকার দেখা।

সিনাবের-২৫৩—কর্ণিয়ার প্রদাহ ও ক্ষত, চক্ষুর ভিতরে বাহিরে ও রুক্ষে ফোলা।

ক্লিমেটীস-২৫৬—চক্ষুর ভিতর লাল, গরম, শুষ্কভাব, রাত্রিতে জ্বালা যন্ত্রণা বৃদ্ধি।

বেঞ্জিন-ডিনিট্রি-৬৭৯—অন্ধকার দর্শন, চোখে নানা প্রকারের রঙ দর্শন, রেটিনাইটীস।

কমোক্লেডিয়া-২৭৪—ডান চক্ষুর ভিতর বেদনা, অন্ধকার দৃষ্টি (গ্লকোমা), বাম চোখে শুধু একটা আলো চকচক করিতেছে এরূপ দর্শন।

কোনিয়ম-২৭৭—প্রদাহ অধিক নহে অথচ আলো সহ্য হয় না, চোখ বুজিয়া থাকে খুলিলেই গরম জল বাহির হয়।

ক্রোকাস-৩৫২—পাতা নাচে, দৃষ্টিহীনতা, মনে করে যেন সে কোয়াসার ভিতর আছে।

ইউফ্রেসিয়া—৩১৬, ৩৪১—চক্ষু উঠা, চক্ষুর ভিতর লাল, প্রদাহ, ক্ষত, পাতাফোলা, স্রাবে হাজিয়া যায়, পূঁযের মত স্রাব, স্রাব ঘন, পাতায় ফুস্কুড়ি, কোনও আলোক সহ্য হয় না।

এবসিন্থিয়াম-১০—ঠাণ্ডা লাগিয়া চক্ষুর প্রদাহ।

ক্যালেণ্ডুলা—আঘাতজনিত কনজংটিভাইটীস, আইরাইটীস, কেরাটাইটীস।

ক্যান্থারিস—পুড়িয়া যাইবার জন্য চক্ষুর প্রদাহ।

সিকেলি-বহুমূত্র রোগীর রেটিনাইটীস শক্ত ও নরম ছানি, অন্ধকার দৃষ্টি।

মার্কুরিয়স-৩১৭—ইউফ্রেসিয়ার লক্ষণসহ স্রাব পাতলা।

এলিয়ম-সিপা-৬৫—নাক মুখ চোখ দিয়া জল পড়ে, চোখ জ্বালা ও করকর করে।

গ্র্যাফাইটীস-৩৪০—চক্ষুর মধ্যস্থলে ফোস্কার মত ভাসা ক্ষত, প্রদাহ, জল পড়ে, জ্বালা করে, পাতলা পূঁযের মত পদার্থ নিঃসৃত হয়, পাতার ধার পুরু ও মোটা হয়, তাহার ভিতরে ঘা, পাতা বাহিরে উল্টাইয়া পড়ে, মামড়ি পড়ে, কোণ ফাটিয়া কখনও রক্ত পড়ে।

হিপার-৩৩৩—পল্স-৩৪১....ষ্টাফি-৬০৭—আঞ্জিনা।

পল্স-৩৪১—রাত্রিতে অধিক পিচুটি, প্রাতে চোখ জুড়িয়া যায়, পাতার ছোট ফুস্কুড়ি। মেজেরিয়ম-৪৮০—চক্ষুর ভ্রূর হাড়ের ও নীচের হাড়ে বেদনা।

সল্ফার-৩৪০—চোখের পাতার ধার লালবর্ণ (রক্তশূন্য ফেকাসে—গ্র্যাফা)।

এন্টিম-ক্রুড-৩৪১—চোখের কোণে প্রদাহ (সমস্ত পাতার ধারে—গ্র্যাফা)।

এপিস-১১৭, ১০৬, ৫৬৯—নীচের পাতা ফোলা, জ্বালা, হুল-ফোটান বেদনা, জল ও পিচুটি পড়ে, কুটকুট করে, চোখ জুড়িয়া যায়, ভিতরে পূঁয, বাহির ফোলা।

ক্যালি-কার্ব্ব-১০৬—উপরের পাতা ফোলা...ফস-১০৬—নীচু উপর উভয় পাতাই ফোলা

হিপার-৩১৭—চক্ষুর চারিধারে ক্ষত, ফুস্কুড়ি, পারদ সেবন জনিত আইরাইটীস, চক্ষুতে পূঁয (প্রদাহ ও যন্ত্রণা থাকিলে-হিপার,..যন্ত্রণা কম থাকিলে—ক্যাল-সল্ফ-৩৬১)।

এজাডিরেক্টা-৬৬০—ডানচোখে বেদনাসহ মাথাধরা।

ক্যালি-বাই-৩৯৪—প্রাতে হল্দে ঘন পূঁযের মত পিচুটি দ্বারা চক্ষু জুড়িয়া থাকে, পাতা ফোলে, আলোকাতঙ্ক থাকে না। হামের পর স্বচ্ছত্বকে ছোট ছোট ফুস্কুড়ি বা ফোস্কা

ল্যাকে-৪২৬—কিছুতেই দেখিতে পায় না কিম্বা সামান্য ধোঁয়ার মত দেখে, চক্ষুর সম্মুখে কাল ক্ষুদ্র পোকার মত কি উড়িতে দেখে। বেশ দৃষ্টিশক্তি রহিয়াছে হঠাৎ যেন তাহা লোপ হয়। হৃৎপিণ্ডের বা শিরঃপীড়ার নিমিত্ত দৃষ্টিশক্তি হ্রাস।

মার্কুরিয়স-কর-৪৬৪—গর্মীপীড়াগ্রস্ত ব্যক্তির আইরাইটীস ও এলবুমিনুরিয়া পীড়াগ্রস্ত রোগীর রেটিনাইটীস।

আর্জেন্ট-নাইট্রি-৪৬৪, ৫৫৯—ছোট আঁতুড়ে শিশুদের পূঁযভরা চক্ষু উঠা।

মার্ক-সল-৪৬৪—চক্ষুর ভিতর ও বাহির উভয় দিকে প্রদাহ হইয়া চক্ষুর পাতা মোটা হয়, তরল পূঁয বা হাজাকারক তরল স্রাব নির্গত হইতে থাকে।

মার্ক-বিন-আয়োড-৪৬৫—চক্ষুর পীড়ার সহিত গ্ল্যাণ্ডের ফোলা।

ঠাণ্ডা লাগিয়া চোখ উঠা, চোখ জ্বালা, কর্‌কর্ করা, জলপড়া স্রাব পাতলা-মার্ক-সল,...উক্ত লক্ষণসহ স্রাব ঘন—ইউফ্রেসিয়া-৪৭০,...চোখ উঠিলে বাতির আলোকে তাকাইতে পারে না—বেলেডোনা,...সূর্য্যের আলোকে তাকাইতে পারে না—একোন-৪৮।

ন্যাপথালাইন-৪৮৮—ছানি, কর্ণিয়ার অস্বচ্ছতা, রেটিনায় প্যাচ ক্ষীণ দৃষ্টি।

পেট্রোলিয়ম-৫২৫—পাতার প্রদাহ, মামড়ি, পাতা জুড়িয়া যায়, চক্ষুর কোণে পোষ ঘা।

ফেলাণ্ড্রিয়ম-৫২৮—চক্ষু দিয়া অজস্র জল পড়ে, আলোক সহ্য হয় না, মাথা ব্যথা করে, চক্ষুর স্নায়ুতে বেদনা হয়।

ফসফরাস-৫৩৫—দৃষ্টিশক্তির হ্রাস, নানাপ্রকারের রঙ দর্শন, আলোকের চতুর্দ্দিকে সূর্য্য বা চন্দ্রমণ্ডল দর্শন, বিদ্যুৎ আভা দর্শন, বাতির আলো—দ্বিগুণ, ত্রিগুণ; চতুর্গুণ দর্শন, কাল পোকা উড়িতেছে দর্শন, কোয়াসাচ্ছন্ন দৃষ্টি।

ফাইজসটিগমা-৫৩৭—দূরের জিনিস দেখিতে পায় না, খুব নিকটে না আসিলে নিকটেও দেখা যায় না। দূরে দেখা যায়, নিকটের বস্তু দেখা যায় না, (লং-সাইট, সর্ট-সাইট), নানাপ্রকার রঙ্, দর্শন, চক্ষুর মণি সঙ্কুচিত।

প্রুনাস-স্পাইনোসা-৫৩৭—চক্ষুর ভিতর ভীষণ বেদনা ডান অক্ষিগোলকে—ছিঁড়িয়া ফেলার মত বেদনা, বিদ্যুৎগতির মত বেদনা, মস্তিষ্কের মধ্যদিয়া শিরোঃপশ্চাতে যায়।

র‍্যাফেনাস-৫৬৩—চক্ষুর পাতা সর্ব্বদাই নাচে, এত নাচে যে, তজ্জন্য ভাল করিয়া দেখিতে পায় না, চক্ষুর তারা চক্ষুর ভিতরে গোলাকারে ঘোরে (কোডিনাম-৬৮২)।

রসটক্স-৫৬৯, ১১৮, ৩১৭—চক্ষু হইতে অধিক গরম জল পড়ে, হাজিয়া যায়, ঘন পিচুটী জমে, চক্ষু হাজিয়া যায়, চক্ষু খুলিলেই জল পড়ে, চক্ষুর ভিতরে বেদনা থাকে ও কর্‌কর্ করে।

সেনেগা-৫৯১—লেন্‌সে আঘাত লাগিবার পর অথবা ছানি অস্ত্র করিবার পর যে সমস্ত লেন্‌স চূর্ণ থাকিয়া যায় তাহা শোষণের নিমিত্ত ইহা ব্যবহৃত হয়।

সিপিয়া-৫৯৫—হঠাৎ দৃষ্টিশক্তির লোপ। জরায়ুর পীড়ার সহিত ছানি চক্ষুর পাতায় ফুস্কুড়ি, চক্ষুর ভিতরে প্রদাহ, ঝাপসা দৃষ্টি, দৃষ্টিশক্তির স্বল্পতা (ন্যাট-মিউর, ক্যাল্কি-কার্ব্ব, জ্যাবোরাণ্ডি)।

সাইলি-৫৯৮—স্বচ্ছত্বকে ক্ষত, ছিদ্র, পূঁয পড়ে, আঞ্জিনা পাকে ছানি। সূর্য্যের আলোক অসহ্য, তজ্জন্য দিনে ভীষণ কষ্ট, চক্ষুর ভিতরে বেদনা, বুজাইয়া রাখিলে ভাল। বৃদ্ধদের ছানি তৎসহ চক্ষুতে স্নায়বিক বেদনা।

স্যালিক্স-নায়গ্রা-৫৭৯—নাকের ডগা লাল ও ফোলাসহ চক্ষুতে বেদনা।

সল্‌ফার-৬১৮—আলোকাতঙ্ক, রাত্রিতে যন্ত্রণার বৃদ্ধি, চক্ষুর ভিতরে যেন হুল ফোটায়, কর্‌কর্ করে, জ্বালা ও কুটকুট করে, ঠাণ্ডা জল লাগাইলেই যন্ত্রণা বাড়ে।

থুজা-৬৩৩—প্রমেহ দোষজনিত চক্ষুর প্রদাহ, চক্ষুর ভিতর কিম্বা পাতায় আঁচিল, চক্ষুর পাতায় টিউমার, আইরাইটীস।

জিঙ্কাম-৬৫২-চক্ষুর জ্বালা-যন্ত্রণা, কর্‌কর্ করা—সন্ধ্যার পর হইতে রাত্রে বৃদ্ধি।

থেরিডিয়ন-৬৩০—চক্ষুর উপরিভাগে দপদপানি বেদনাযুক্ত মাথাব্যথা, বাম চক্ষুর উপরিভাগে বেদনা।...থাইরয়ডিন ৩ × ৬ষ্ঠ ; দৃষ্টির অপরিস্কন্নতা।

ক্রোকাস-২৮৩—চক্ষুর পাতা নাচে।

মেকুইরিটী-৬৮৯—পূঁযভরা চক্ষুপ্রদাহ, চোখ উঠা, চক্ষুর প্রদাহ মুখে ঘাড়ে পর্য্যন্ত বিস্তৃত, পাতার ফুস্কুড়ি, চক্ষুর উপরে ও ভিতরেও ফুস্কুড়ি।

লিথিয়াম-কার্ব্ব-৬৯০.....বস্তুর অর্দ্ধভাগ দেখে, ডান অর্দ্ধ দেখিতে পায় না, চোখের উপর বেদনা।

প্যারাফিণা-৬৯৪—অন্ধকার দৃষ্টি, চোখের সুমুখে যেন কাল কাল বিন্দু, চোখের পাতা লাল, চোখে যেন চর্ব্বি জড়াইয়া আছে।

বেঞ্জিনাম-৬৭৯—চক্ষু খোলা অবস্থায় যেন একটি প্রতিমূর্ত্তি রহিয়াছে এরূপ ভ্রম বা জ্ঞান। বেঞ্জিন-ডিনট্রিকাম—অন্ধকার দর্শন, নানাপ্রকার রঙ্ দর্শন, রেটিনাইটীস।

কার্ব্বোনিয়ম-সল্‌ফ-৬৮৯—অদূর দৃষ্টি, এসথেনোপিয়া, অপ্টীক ডিস্কের খর্ব্বতা ও অস্বচ্ছতা, রেটিনার কন্‌জেসসন, বস্তু যেন কোয়াসার ভিতর দিয়া দর্শন, দৃষ্টি সম্পূর্ণ লোপ নানাপ্রকার রঙ্ দর্শন।

কোলোষ্টেরিণাম-৬৮২—চক্ষুর ভাইট্রিয়াসের অস্বচ্ছতা।

কোকেন-৬৮২—গ্লুকোমা ঘনত্বের ও কঠিনতার বৃদ্ধি, কর্ণিয়ার স্বাভাবিক শক্তির হ্রাস, স্থির দৃষ্টি,......ডিউবয়সিয়া-৩০৮—অন্ধকার দৃষ্টিসহ পিউপিল প্রসারিত।

দ্রষ্টব্য ঃ চক্ষুর ছানি (Cataract) হোমিওপ্যাথিতে ইহার ঔষধ সিনেরিয়া-মেরিটিমা- সক্কাস—কিন্তু ইহাতেও সেবনীয় কোন ঔষধে অনেক সময় আশাপ্রদ ফল পাওয়া যায় না, তজ্জন্য এই পীড়ায় ও গ্লুকোমার অনেক স্থানে অস্ত্রচিকিৎসাই আবশ্যক হয়।

চর্ম্মপীড়া।

৩৬৮ পৃষ্ঠায়—গ্র্যাফাইটীস অধ্যায়ে চর্ম্মপীড়া দেখুন।....পাঁচড়া—"খোস-পাঁচড়া" দেখুন। একালিফা-১৩—ক্ষুদ্র স্ফোটকের মত উদ্ভেদ বাহির হইয়া চাবড়ার মত ফুলিয়া উঠে অত্যন্ত চুলকায়।

এসিড-ক্রাইসো-১৮—ইহা খোস পাঁচড়ার একটি ঔষধ, তদ্ভিন্ন—দাগ, সোরায়সিস, নিম্নাঙ্গের এক্‌জিমাও আরোগ্য হয়।

এগারিকাস-৬০—হাজা বা পাঁকুইরোগ।

এন্‌থ্রাকোকালি-৯০—খোসপাঁচড়ার অত্যন্ত চুলকানি, পুরিগো ঠোঁট ও অন্যস্থানে ফাটা ক্ষত, পুরাতন দাদ।

এনাকার্ড-অক্সি-৮৭—চর্ম্মে টোপতলা ফোস্কার মত উদ্ভেদ। পায়ে কড়া, ক্ষত, পায়ের তলা ফাটা।

এন্টিম-ক্রুড-৯৩—চর্ম্মে আঁচিলের মত, ফোস্কার মত অথবা শৃঙ্গের মত উদ্ভেদ; ঘাড়ে মুখে, পিঠে, বুকে হাতে উদ্ভেদ বাহির হয়, চুলকায়। মাথায় একজিমা ঘামাচি।

এলো-৭০—খোস-পাঁচড়া প্রতি বৎসর শীতকালে দেখা দেয়।

এলাস্থাস-৬২—কাল বা নীলরঙের উদ্ভেদ, বড় ফোস্কার মত উদ্ভেদ; ভিতরে কাল্‌চে রসপূর্ণ আঙ্গুলের চাপে উদ্ভেদ মিলায়, আবার বাহির হয়।

এন্টিম-টার্ট-৯৮—কোনও উদ্ভেদে বসন্তের গুটির মত গর্ত্ত।

এচিনেসিয়া-২৮৫—খোস, পাঁচড়া, চুলকানি, পারদ ও উপদংশজনিত চর্ম্মরোগ।

এনাগেলিস-৬১২—হাতের চেটোয়, হাতের আঙ্গুলে চুলকানি।

এলিউমিনা-৭৫—শীতকালে গায়ে দাদের মত উদ্ভেদ বাহির হয়, চর্ম্মপীড়াসহ কোষ্ঠবদ্ধ চর্ম্ম শুষ্ক, খসখসে, অত্যন্ত চুলকানি, রক্ত না বাহির হওয়া পর্য্যন্ত চুলকায়।

এন্টিম-সল্ফ—৯৫—হাতের ও পায়ের তলায় এবং অণ্ডকোষে অত্যন্ত চুলকানি।

আর্স-১৩১—উদ্ভেদ কপালে ও মাথার অধিক, খোস-পাঁচড়ায় অত্যন্ত দুর্গন্ধ।

আর্স-সল্ফ-ফ্লেভ্রম-১৩৬—সোরায়সিস।

এরাম্বে-১৩৮—কাণের পশ্চাতে একজিমা, মাথায় পূঁযভরা স্ফোটক।

সার্সাপ্যারিলা-৫৮৪—গর্ম্মীপীড়াগ্রস্ত ব্যক্তির দুর্ব্বলতা ও শীর্ণতাসহ চর্ম্মে উদ্ভেদ। হাত-পা ফাটা গায়ের চামড়া কোঁচকান, নখ, কোঁকড়াইয়া ক্ষুদ্র হয়, নখে ঘা, জ্বালা, অণ্ডকোষ এবং লিঙ্গের স্থান চুলকায়।

এমন-কার্ব্ব-১৭৯—সাংঘাতিক স্কার্লেটিনা, ফোস্কার মত উদ্ভেদ নির্গমন তাহাতে জ্বালা, চুলকানি, হামের উদ্ভেদ ল্যাপামত বাহির হয়।

ভায়োলা-ট্রাইকো-৬৪৬—মাথায়, মুখের ও কাণের পশ্চাতে একজিমা, চুলকায়, রস-ঝরে।

বিউফো-১৭৮—হাতের পায়ের তালুতে ফোস্কা, সামান্য আঘাতে ক্ষত হয়, পাকে, মুখে ও গণ্ডদেশে ক্ষত হইয়া ছিদ্র, স্তনে ক্যানসারের মত ক্ষত।

ক্যাল্কেরিয়া-কার্ব্ব-১৮৭—মাথায় এক্‌জিমা, মামড়ি পড়ে, দুর্গন্ধ উদ্ভেদ মাথা হইতে ক্রমশঃ নীচে নামে।

সাইকিউটা-২৪২—মাথায় পূঁযপূর্ণ ফুস্কুড়ি, তাহাতে চাবড়ার মত মামড়ি পড়ে, যেন টুপী পরা, উপরের ঠোঁটে ও দাড়িতে হলদে রঙের পুরু মামড়ি পড়ে, রসে ভিজিয়া যায়।

ক্লিমেটিস-২৫৬—ঘাড়ে ও পশ্চাতে মস্তকে ইরাপ্সন চুলকায়, রস পড়ে; ক্ষত হয়, পাকে, হাতে এক্‌জিমা, শুক্লপক্ষে বৃদ্ধি, কৃষ্ণপক্ষে কমিয়া আসে।

কফিয়া-২৬৩—চর্ম্মপীড়া অত্যন্ত চুলকায়, রক্ত পড়ে, জ্বালা করে, তজ্জন্য অনিদ্রা।

কমোক্লেডিয়া-২৭৪—চর্ম্মে স্কার্লেটিনার মত লালবর্ণ কিম্বা চর্ম্মে লাল ডোরা ডোরা দাগ, অথবা ঘামাচির মত লালবর্ণের ফুস্কুড়ি, চুলকানি। কুষ্ঠব্যাধি।

কোপেবা-২৮০—আমবাত বা আমবাতের মত ছোট উদ্ভেদ।

ক্রোটন-২৮৮—উদ্ভেদ প্রথমে ফোস্কার মত হয়, পরে পাকে, চুলকানি—স্নানে ও ঠাণ্ডায় বৃদ্ধি; মুখের, লিঙ্গের ও অণ্ডকোষের এক্‌জিমা, স্পর্শাসহ বেদনা।

ডলিকস-৩০৫—চর্ম্মে কোনও প্রকার উদ্ভেদ নাই অথচ ভয়ানক চুলকানি।

ইউফর্বিয়ম-৩১৬—ইরিথিমা, শরীরে লালবর্ণের দাগ বাহির হয়, প্রথমে মুখে আরও হইয়া ৭/৮ দিনের মধ্যে সমস্ত শরীরে বিস্তৃত হয়, ফোলে, জ্বালা করে।

গ্র্যাফাইটীস-৩৩৮—হাতের চেটোর উল্টা পৃষ্ঠে এক্‌জিমা, চামড়া মোটা হয়, ফাটে, আঙ্গুল ও নখ মোটা হয়; মুখে, কাণের পশ্চাতে, চোখের পাতায়, জননেন্দ্রিয়ে ফুস্কুড়ি কিম্বা কাউর-ঘায়ের মত উদ্ভেদ, তাহা হইতে মধুর মত ঘন চটচটে রস নিঃসরণ; উদ্ভেদ সমূহ মাছের আঁসের মত পদার্থের দ্বারা আবৃত।

হিপার-৩৬২—সন্ধিস্থলে ও চামড়ার ভাঁজে রসপূর্ণ উদ্ভেদ তাহাতে অত্যন্ত দুর্গন্ধ ও চুলকানি। পায়ে একটু সামান্য আঁচড় লাগিলেই পাকে, পূঁয হয়।

ক্যালি-বাইক্রম-৩৯৫—চর্ম্মরোগ শীতকালে উপশম, (বৃদ্ধি—পেট্রোলি, এলিউমিনা)।

ক্রিয়োজোট-৪১৭—কাণের চারিপার্শ্বে ইরাপ্সন তাহাতে রস পড়ে।

এজাডিরেকটা-৬৬০—শরীরের নানাস্থানে চুলকানি, উদ্ভেদশূন্য।

• প্লম্বেগো—হাতের এক্‌জিমা, ফোস্কার মত উদ্ভেদ।

ক্যালেডিয়ম-১৮১, ১৮১—লিঙ্গে প্রুরাইটাস, চুলকায়, প্রিপুস লালবর্ণ হয়। গর্ভাবস্থায় একপ্রকার উদ্ভেদ স্ত্রীজননেন্দ্রিয়ের উপর বাহির হয়, অত্যন্ত চুলকায়।

কচলিরিয়া-১৯৭—খুস্কি উঠার ঔষধ। (এলোপ্যাথিকে লিষ্টারিণ্ মাথায় মাখিলে খুস্কি ও চুল উঠা শীঘ্র নিবারিত হয়)।

ম্যাগ-কার্ব্ব-৪৫৫—হাতে ও আঙ্গুলে ফোস্কার মত উদ্ভেদ, চুলকানি, চর্ম্মের নীচে গুটি।

অসমিয়ম-৫২১—এক্‌জিমা, প্রুরাইটীস, খুব চুলকায়, বগলের ঘামে রসুনের গন্ধ।

এসিড-ফ্লোর-২০—কোন চর্ম্মপীড়ায় অসহ্য চুলকানি, (মেজেরিয়ম)।

লিডম-৪৩৯—পায়ের তলায় ও গোড়ালীতে ভীষণ চুলকানি, চুলকাইলেই বাড়ে।

মেজেরিয়ম-৪৮০—দাদ, তাহাতে অত্যন্ত চুলকানি ও জ্বালা, একজিমার পুরু হলদে সাদা মামড়ি, তাহার ভিতর হলদে পূঁয। কোনও চর্ম্মরোগে খুব চুলকানি, রাত্রিতে ও বিছানায় চুলকানির বৃদ্ধি, চুলকাইবার পর জ্বালা।

• শ্র্যাগ—শরীরের কোনও অংশে ভীষণ চুলকানি।

ক্রিয়োজোট-৪১৭—আঙ্গুলের পশ্চাৎ পৃষ্ঠে হাতে এক্‌জিমা।

ন্যাট-মিউর—এক্‌জিমার রস ও পূঁয ঝরে, মামড়ি পড়ে, চুল জড়াইয়া যায়, হাতের কনুইয়ের নীচে, হাঁটুর নীচে ও অণ্ডকোষের এক্‌জিমা, জল লাগিলে চুলকানি বাড়ে। আঙ্গুলে চর্ম্ম শুষ্ক ও ফাটা, সেলাইয়ের কাজ করিতে পারে না। দাড়ীতে এক্‌জিমা (বারবার্স-ইচ)।

ওলিয়েন্ডার-৫১৫—মাথার ও কাণের পশ্চাতে একপ্রকার উদ্ভেদ হইতে রস ঝরে অত্যন্ত চুলকায়, রক্ত পড়ে, পোকা জন্মায়। অণ্ডকোষে, উরুতে ও ঘাড়ে হাজা ঘা।

সোরিণাম-৫৫৩—গাত্রচর্ম্ম দেখিতে অতি কদাকার, গায়ে এত দুর্গন্ধ যে, স্নানেও দূর হয় না। শরীর একটু গরম হইলেই চুলকায়, রক্ত বাহির হয়, নানাপ্রকারের উদ্ভেদ।

রসটক্স-৫৬৮—লালবর্ণের উদ্ভেদ বা ফোস্কা, ইহা ক্রমশঃ পুড়িয়া যাইবার মত হয় এবং পূঁয জমে ও মামড়ি পড়ে (রস-ভিনেনটা-৫৬৮—রসটক্সে উপকার না হইলে, গোড়া নারাঙ্গার মত উদ্ভেদ, ইহা বাহ্যিক প্রয়োগও উপকার হয়)।

রিউমেক্স-৫৭৪—শরীরের স্থানে স্থানে চুলকায়, খোস-পাঁচড়া বা ফোস্কার মত উদ্ভেদ বাহির হয়, ঠাণ্ডায় চুলকানি বাড়ে।

স্যাবাডিলা-৫৭৫—গাত্রচর্ম্ম পার্চ্চমেন্ট কাগজের মত শুষ্ক, গাত্রে কাঁটার মত উদ্ভেদ, নখ পুরু ও মোটা হয় মলদ্বার কুটকুট করে ও চুলকায়।

সিপিয়া-৫৯৫—পূঁযপূর্ণ, স্ফোটক, দাদ, একজিমা ইত্যাদি। স্ত্রীজননেন্দ্রিয়ে ছোট ছোট ফুস্কুড়ি তাহাতে অসহনীয় চুলকানি।

ষ্ট্যাফিসেগ্রিয়া-৬০৭—মাথায় ও মুখে একপ্রকার শুষ্ক একজিমা, মামড়ি পড়ে, রসপূর্ণ একজিমা, রস লাগিলেই নূতন উদ্ভেদ উৎপন্ন হয়, উদ্ভেদের উপর মামড়ি, দুর্গন্ধি, পোকা জন্মায়, ভয়ানক চুলকায়, একস্থানে চুলকাইলে অন্যস্থানে চুলকায়।

কোর‍্যালিয়ম-২৮০—পায়ের তলায় একজিমা, একপ্রকার উদ্ভেদ—ইহা প্রথমে লাল, পরে কালচে লাল, তৎপরে তামার মত রঙ্ হয়।

সলফার—৬১৫—চর্মপীড়ায় অত্যন্ত চুলকানি, চুলকাইবার সময় মহা সুখ, তৎপরে ভীষণ জ্বালা। গাত্রচর্ম দেখিতে অতি কদাকার ও অপরিষ্কার; চুলকানি—রাত্রিতে গরমে ও স্নানে বৃদ্ধি।

* ম্যাহোনিয়া-এণ্ডইফোলিয়ম—ক্রনিক-সিফিলিস, একজিমা, একনি।

সিকেলি-৫৮৭—হনুমানের হাত পায়ের মত শরীরের কোনও স্থান কাল হওয়া।

নাট্রম-কার্ব্ব-৪৯০—হাতের পাতার পশ্চাতে একজিমা, চামড়া ফাটা ফাটা।

টেলুরিয়ম-৬২৭—মুখের দাদ, শরীরের সকল স্থানের দাদ ও ক্ষৌরকণ্ডু, কোনও চর্মপীড়া অত্যন্ত চুলকানি (মেজেরিয়ম)।

কুপ্রম-এসেট-৬১৩-কুষ্ঠার মত উদ্ভেদ, চুলকানি থাকে না।

ইকথিওলাম-৬৭৯—অত্যন্ত চুলকানি ; চুলকাইলে শুল্ক উঠে, একজিমা, একত্রে অনেক স্ফোটক হওয়া, গর্ভাবস্থায় যোনি চুলকানি। ইহার ক্রুড-ফরম, ১০/১২ গ্রেণ—১ আঃ ভ্যাসেলিনে মিশাইয়া ক্রনিক-একজিমায়, সোরায়সিসে ও একনি-রোজেসিয়ায় ব্যবহৃত হয়।

ইনডিয়ম-৬৮৮—মুখে ফুস্কুড়ি, তাহাতে বেদনা, পাকে, মুখের কোণ ফাটে ও ঘা হয়।

র‍্যানানকিউ-সেলেরেটাস-৫৬২—বড় বড় ফোস্কার মত উদ্ভেদ, রস পড়ে, ঘা হয়।

ক্যালি-আর্স-৬৮৯—কাপড় খুলিলেই চুলকানি, আঁশের মত শুল্ক উঠে, পুরাতন একজিমা—গরমে, চলিলে, কাপড় খুলিলে বৃদ্ধি, সোরায়সিস, ফ্যাজেডিনিক ক্ষত।

নার্সিসাস-৬৯২—ইরিথিমা ও ফোস্কার মত বা পূঁযের মত উদ্ভেদ, বর্ষায় বৃদ্ধি।

নিকোলাম-৬৯২—সমস্ত শরীর চুলকায়, ঘাড়ে অধিক, চুলকাইয়া ছিঁড়িয়া ফেলে।

ক্রযুল্যারিয়া-৬৯৭—কাণে একজিমা যোনির প্রুরাইটাস।

এসাইমিনা-৬৭৯—সন্ধ্যায় গায়ের কাপড় খুলিলেই ভীষণ চুলকানি।

বেঞ্জিনাম-৬৭৯—হামের মত উদ্ভেদ নির্গমন।

বার্ব্বেরিস-একুইফোলিয়ম-৬৭৯—শুষ্ক একজিমা (Rough, Scaly), মামাড়ির ত মাথায় উদ্ভেদ, মুখে ও ঘাড়ে বিস্তৃতি (সোরায়সিসের উৎকৃষ্ট ঔষধ—ডাঃ হেল, আর্সেনিক দেখুন)।

কার্ব্বোনিয়ম-অক্স-৬৮০—হার্পিস-জোষ্টার, রেক্সিগ্যাস, (পোড়া নারাঙ্গা)।

ক্যাষ্টর-ইকুই-৬৮১—চর্ম ও উপত্বক পুরু।

কোকেন-৬৮২—মনে হয় কোনও ছোট বস্তু বা পোকা চামড়ার নীচে রহিয়াছে।

কোডিনাম-৬৮২—চুলকানি তৎসহ গরম বোধ, অসাড় ও কাঁটাবেঁধার মত যন্ত্রণা।

স্যানিকিউলা-৬৯৬—একজিমা, হাত ও আঙুল ফাটাফাটা মত; মাথায় খুস্কী।

রেডিয়ম-ব্রোম-৫৬১—ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফুস্কুড়ি , কাঁতি, রক্তিমাবর্ণ, জ্বালা, চুলকানি সমস্ত শরীর চুলকায়, জ্বালা করে, বোধ হয় যেন তথায় আগুন রহিয়াছে।

দ্রষ্টব্য ঃ বুচকি দানা গুঁড়া করিয়া মাখনের সহিত মিলাইয়া প্রলেপ দিলে ছুলি আরোগ্য হয়। হোমিওপ্যাথিতে ইহার ঔষধ নাই।

দাদে—এসিড-ক্রাইসো—ক্রুড-ফরম্ ২০/২৫ গ্রেণ ১ আঃ নারিকেল তৈলে বাহ্যিক প্রয়োগ অধিকাংশস্থলে কিছুদিনের জন্য উপকার হয় (ইহা পাঁচড়ায় উত্তম ঔষধ।)

শুষ্ক একজিমায়—যেখানে উদ্ভেদে কোনও প্রকার রস, রক্ত, পূঁয থাকে না, অধিক চুলকানি নাই, তথায় সরিষার তৈলের সহিত—কাঁচা মোম গলাইয়া উত্তমরূপে মিশাইয়া বাহ্যিক প্রয়োগে অধিকাংশ স্থলেই উপকার পাওয়া যায় (মৌচাক গলাইলেই কাঁচা মোম হয়, মৌচাকের সাদা অংশ লইবেন)।

জরায়ুর পীড়া।

আর্স-১৩১—জরায়ুর প্রদাহ, ক্ষত, ক্যান্সার, ইত্যাদিতেও জ্বালা, গরমে উপশম।

আর্স-আয়োড-১৩৪—জরায়ুর মুখে ক্ষত, টিউমার, হরিদ্রা, রক্তের প্রদর, কখনও রক্ত ঋতুস্রাব পরিমাণে অধিক, মাসে ২/৩ বার হয়।

একটিয়া-রেসিমোসা-৫০—জরায়ুতে ছুঁচফোটান বেদনা, তলপেটের দুই পার্শ্বে ও কোমরে বেদনা, পেটে প্রসব বেদনাবৎ বেদনা, বোধ হয় যেন নাড়ীভূঁড়ী বাহির হইয়া পড়িবে, ঋতুস্রাব অধিক হয়।

এগারিকাস-৫৯—আক্ষেপিক বাধক বেদনাসহ নাড়ীভূঁড়ী যেন যোনিদ্বার দিয়া বাহির হইয়া পড়িবে (সিপি, লিলিয়ম), তৎসহ যোনিতে চুলকানি।

রস-টক্স-৬৬১, ৫৬৯... ঠাণ্ডা লাগিয়া বা জলে ভিজিয়া অথবা শৈত্যে জরায়ুর পীড়া; অতিরিক্ত বেগ বা কোঁথানির নিমিত্ত কিম্বা কোন ভারী দ্রব্য উঠাইয়া জরায়ুর বহির্নিগর্মন।

আর্জেন্টি-নাই-১১৯—জরায়ু হইতে রক্তস্রাব বা হলদে পূঁযের মত স্রাব, জরায়ু ফোলে।

কনভ্যালেরিয়া-২৭৯—জরায়ুতে বেদনা তজ্জন্য বুক ধড়ফড়ানি হৃৎস্পন্দন।

ফ্যাক্সিনাম-১৪৫—জরায়ুর নানাবিধ পীড়া, জরায়ুতে টিউমার।

ফেরম-ব্রোম-৩২২—জরায়ু বাহির হয়, আঠার মত, শ্বেতপ্রদর, স্রাব হাজাকারক।

গ্র্যাফাইটীস-৩১৮—জরায়ু বহির্নিঃসরণ, প্রোলাপ্সস, এনটিফ্লেক্সন, এনটিভার্সন, ওভেরিয়ান-সিষ্ট, বাম ওভেরির বিবৃদ্ধি।

অমর-মিউর-ক্যালি-১৪৪—জরায়ু শক্ত, রক্তস্রাব।

ব্রোমিয়ম-১৭১—যোনি পথ দিয়া উচ্চশব্দে জরায়ু হইতে বায়ু নিঃসরণ।

ফেরম-আয়োড-৪৬১—জরায়ুর পশ্চাৎ বক্রতা, প্রলাপ্সস, যোনির উপর চুলকানি টাটানি বেদনা, ফোলা ঋতুবন্ধ।

জরায়ুর সম্মুখ আবর্ত্তন, ঋতুর সময় প্রসব-বেদনার মত বেদনা—জেলসিমিয়মে উপকার না হইলে—কলোফাইলম-৩৩০।

ট্যানম-৬০৫—বাহ্যের বেগে জরায়ু বাহির—কোষ্ঠবদ্ধসহ (উদরাময় সহ—পডো)।

অমর-মিউর-ন্যাট-১৪৫—জরায়ু ও ক্যানালেস প্রদাহ, সব-ইনভোলিউসন, জরায়ু গ্রীবা ও যোনিতে ক্ষত, জরায়ুর বহির্নির্গমন, রজঃবন্ধ স্বল্পরজঃ ডিম্বকোষের বিবৃদ্ধি, জরায়ুর ক্যান্সার, বন্ধ্যাত্ব, জরায়ু ফোলে। ...জরায়ুর বিবৃদ্ধি, টিউমার ও স্থানচ্যুতি—ফ্যাক্সিনাস-১৪৫ ।....জরায়ু গ্রীবার ক্ষত, দুর্গন্ধ রক্তস্রাব—কিউক্রো।

হেলোনিয়াস-৩৫৬, ফেরম-ব্রোম-৩২২—প্রোলাপ্সস, প্রসবের পর প্রোলাপ্সস।

ল্যাকেসিস-৪২৫—জরায়ুতে তীব্র বেদনা, হাত ছোঁয়ান যায় না, সামান্যমাত্র রজঃস্রাব হইলে কমে; কিন্তু ঋতু বন্ধ হইলেই আবার বাড়ে।

মিচেলা-৪৮২—জরায়ুর বেদনা, উপদাহ, কনজেস্‌সন জরায়ুগ্রীবা ফোলা, মূত্রথলীর গ্রীবার ইরিটেসন বশতঃ পুনঃ পুনঃ প্রস্রাবের বেগ, যোনিমধ্যে উত্তাপ, জ্বালা, রজঃস্রাব।

মিউরেক্স-৪৮৫—জরায়ুতে চাপ ও জরায়ু যেন বাহির হইয়া পড়িবে এরূপ বেদনা, উহা বুকে যায়। জরায়ু বাহির হইয়া পড়িবার আশঙ্কায় উরু চাপিয়া বসে।

জরায়ু হইতে রক্তস্রাব—৫৮৭ পৃষ্ঠায় সিকেলি ও ৩৪৬ পৃষ্ঠায় হ্যামামেলিস দেখুন।

সিপিয়া-৫৯৩, ৪৪২—জরায়ু প্রদাহ, ফোলা, স্থানভ্রষ্ট (নর্মভিটলা), বহির্নিঃসরণ, ঘুরিয়া বাঁকিয়া যাওয়া, পেটে ভিতরের যন্ত্র যেন যোনিপথ দিয়া বাহির হইয়া পড়ে।

লিলিয়ম-৪৪২—জরায়ুর স্থানচ্যুতি, তৎসহ পেটের ও বুকের ভিতরের পদার্থও যেন নীচের দিকে যোনিপথে ঠেলা মারে, মূত্রথলিতে ও মলদ্বারে চাপ দেয়, বাহ্যের বেগ, প্রস্রাবে জ্বালা। ক্রণিক-মেট্রাইটীস, সব ইনভোলিউসন, প্রদর, ডান ওভেরি আক্রান্ত।

ক্যালি-আর্স—জরায়ুর মুখে ফুলকপির মত একপ্রকার পদার্থ জন্মায়, বেদনা দুর্গন্ধস্রাব।

ফিউলিগো-লিগনি-৬৮৫—জরায়ুর ক্যান্সার ও ক্যান্সারে রক্তস্রাব।

ক্রিয়োজোট-৪১৮—জরায়ুর ক্ষত ও ক্যানসার, যোনিতে ভয়ানক জ্বালা, বেদনা, চাপ্ চাপ্ ঘন দুর্গন্ধ রক্ত নির্গমন,জরায়ুতে ফুলকপির মত একপ্রকার পদার্থ উৎপন্ন।

ক্যাল-ফ্লোর-১৯১—জরায়ুতে স্থানচ্যুতি, জরায়ু ঝুলিয়া পড়ে, বেদনা রক্তস্রাব।

কলোফাইলম-২২৫—পশ্চাৎবক্রতা—পেশীর দুর্ব্বলতার জন্য জরায়ু বাহির হইয়া পড়ে।

মেল-কাম-সেলি (Mel-cum-sale)—জরায়ুর স্থানচ্যুতি, পুরাতন জরায়ুর প্রদাহ (Metritis)—তৎসহ জরায়ুর মুখ ফোলা, জরায়ুর আয়তন বৃদ্ধি, বাঁকিয়া বা ঘুরিয়া যাওয়া, তলপেটে একপ্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত পর্য্যন্ত ক্ষতবৎ বেদনা অনুভব (৩য়—৬ষ্ঠ)।

থাইরয়ডিন—৩ ×, ৬, ৩০—জরায়ুর ফাইব্রয়েড-টিউমার।

স্যানিকিউলা-৬৯৬—প্রদরস্রাবসহ জরায়ু যেন বাহির হইয়া পড়িবে এরূপ অনুভব, কিছু দিয়া চাপিয়া রাখিবার ইচ্ছা জরায়ুতে বেদনা।

সিপিয়া, হাইড্রোফোবিনাম জরায়ুতে বেদনা, সঙ্গমে কষ্ট ও বেদনা বোধ।

জ্বর

এক-জ্বর ও রেমিটেন্ট—এসিট্যানিলিডিয়াম, একোন্, বেল, ব্রায়ো, জেলসি, ফেরম-ফস্, এন্টিম-ক্রুড, এন্টিম-টার্ট, আর্স, ইউপেট-পার্ফো, ব্যাপ্‌টি, ইপি।

বাতশ্লেষ্মা বা টাইফয়েডে ঃ—

ছট্‌ফট্ না করিলে—জেলসি, ব্রায়ো, আর্নি, এসিড-মিউর, এসিড-নাইট্রি, এসিড-ফস, কার্ব্বো, লাইকো প্রভৃতি। .....ছট্‌ফট্ করিলে—ব্যাপ্‌টি, রস-টক্স, আর্স। ....বিকার, মস্তিষ্ক লক্ষণে—বেলেডোনা, হায়োসি, ওপিয়ম, ষ্ট্র্যামো, হেলিবোর, ল্যাকে, লাইকো।... বিকার লক্ষণে-বেল, ষ্ট্র্যামো, হায়োসি, ল্যাকে।...উচ্চজ্বরে—এসিট্যানি, ভেরট-ভিরি পাইরো, ন্যাপ্‌থালাইন।...রক্তস্রাব—আর্স, ব্যাপ্‌টি, কার্ব্বো, সিঙ্কোনা, ক্রোটেলাস, ইল্যাপ্স, হ্যামামেলিস, এলিউমেন, সলফার, ইপিকাক, ক্রিয়োজোট, ল্যাকেসিস, মিলি-ফোলিয়ম, এসিড-মিউর, এসিড-নাইট্রিক, এসিড-ফস, সিকেলি, টেরিবিন্থ।....বক্ষ লক্ষণে—ব্রঙ্কাইটিস, নিমোনিয়া দেখুন।....উদরাময়ে—এচিনেসিয়া, ব্যাপ্‌টি, এসিড-মিউর, এসিড-নাই, আর্স, আর্নি, রস, এলো।

সর্দ্দি-জ্বর—একোনাইট, ইপিকাক, এন্টিম-টার্ট, আর্স, জেলসি, আর্স-আয়োড, ক্যাম্ফোরা, এলিয়ম-সিপা, ব্রায়োনিয়া, রস-টক্স, মার্ক-সল, পল্‌স ; এতদ্ভিন্ন—এক জ্বরে সমস্ত ঔষধ প্রায় ইহাতে প্রয়োজন হয়।

নাসা জ্বর—মেলিলোট-৪৬১।

ইনফ্লুয়েঞ্জা-জ্বর—ইনফ্লুয়েঞ্জা দেখুন।

প্রাদাহিক জ্বর—একোন, এপিস, বেল, মার্কুরিয়াস, হিপার।

ইরাপটিক-জ্বর—সলফ।

ডেঙ্গু-জ্বর—ইউপেট-পার্ফো, একোন, বেল, জেল্‌সি, রস-টক্স প্রভৃতি।

লিভার প্লীহা সংযুক্ত—চেলি, ক্যাল্-আর্স, চিনিনম-আর্স, ফেরম-আর্স, নক্স।

দূষিত গ্যাসজনিত—এসিড-কার্ব্বল।

মজ্জাগত জ্বর—এমন-পিক্রে, এমন-কার্ব্ব।

সেপটিক-জ্বর-এসিড কার্ব্বল, এচিনে, পাইরো, ব্যাপ্‌টি, আর্স, সিকেলি।

সূতিকা জ্বর—এসিড-কার্ব্বল, সিকেলি, পাইরোজেন, ওপিয়ম, সলফার, ক্যালি মিউর, এচিনেসিয়া (বেলেডোনা অধ্যায় দেখুন)।

কালা-জ্বর—কালমেঘ।

হেক্‌টিক্-জ্বর—এসিড-এসে, কার্ব্বো, সলফ, চায়না, এসিড-ল্যাক্‌টি, আর্স-আয়োড, ওলিয়ম-জেকরিস।

প্রসবের পর দুধ আওরাইয়া-জ্বর—ঠুনকো দেখুন।

অজীর্ণবশতঃ—এন্টিম-ক্রুড, ব্রায়ো, ইপি, নক্স, পল্‌স।

ঘুষঘুষে-জ্বর—এসিড-এসে, এলষ্টোনিয়া।

পিত্তজনিত -জ্বর—পল্‌স, ন্যাট-সলফ, (নক্স, একোন, ব্রায়ো, চায়না, পডো কলোসিন্থ, ইউপেট-পার্ফো প্রভৃতিও উপকারী)।

ঠাণ্ডা লাগিয়া—একোন, বেল, ডল্‌কা, রস-টক্স, নক্স-মস্কেটা, মার্ক-সল্, ন্যাট-সলফ, ব্রায়ো, নক্স।

জ্বর-শিশু—এন্টিম-ক্রুড, জেল্‌সি, আর্স-আয়োড, এন্টিম-টার্ট, সিনা, ক্যামোমিলা ক্যালকেরিয়া।

পাহাড়ে-জ্বর—(Mountain fever)—Mohonia Agnifolium

জ্বর-সবিরাম ও ম্যালেরিয়া।

কুইনাইন আটকান-জ্বর—ইপি, আর্স, ফেরম, পলস, আর্ণি।

<u>শীত হইয়া জ্বর আসার সময়</u>—প্রাতঃকাল ৬টায়—ভেরেট,.....৭টায়—পডো.....৭টা হইতে ৯টা—ইউপেট পার্ফো,....১০টায়—ষ্ট্যানম,.......১০টা—১১ টায়—ন্যাট-মিউর, ... সলফ,.........১১টায়—নক্স, রাত্রিতে শুইবার পর—মার্ক,......এক ঘুমের পর—ল্যাকে, ...১টা-২টা—আর্স, আর্জেন্টি-মেট,..রাত্রি ৩টায়—থুজা,......১১টা হইতে ১১টা—প্রায় ১২ ঘন্টা ভোগ—ক্যাক্টস,.......১২টায়—নক্স, সলফ,.....বেলা ১২টা হইতে ২টায়—আর্স.....২টা-৩টায়—ল্যাকে,....৩টায়—এপিস, বেল, দিন ও রাত্রি ঠিক ৩টায়.....সিড্রণ, ..বেলা ৫টায়—জেলসি,....সন্ধ্যায়—নক্স, পলস, রস, ...রাত্রি ১১টায়.....ক্যাক্টস ১টা হইতে ২টা—আর্স,......ঠিক এক সময়ে—সিড্রণ, এরাণিয়া,.....সময়ের কিছু স্থিরতা না থাকিলে—আর্স, চায়না, ইউপেট-পার্ফো, ইউপেট-পার্পি, ইপি, ন্যাট-মিউর, নক্স, জেলসি, সলফ,......২/৩ দিন অন্তর—এসিড-সাই...একদিন অন্তর—সাইমেক্স,.... ২ দিন অন্তর—নক্স, ...সন্ধ্যায় শীত, রাত্রিতে জ্বর—ম্যাগ-কার্ব্ব, ...বৈকাল হইতে বৃদ্ধি হইয়া রাত্রি দ্বিপ্রহরের পর হইতে কমিয়া আসে—ক্যাম্মি-সলফ। বৈকাল ৩টা হইতে ৫টা এবং রাত্রি ৯টা হইতে ১০টা—স্যাবাডিলা।

প্রধান ঔষধ—আর্স—১২৭, ব্রায়ো—১৭৩, ক্যাক্টস—১৮০, ক্যালকে-কার্ব্ব-১৮৬ ক্যাম্ফর—২০০, ক্যাম্থার—২১৩, ক্যাপসি—২১৫, কার্ব্বো—২২১, কষ্টি,......২৩০—সিড্রণ—২৩০, এরানিয়া—২৩০, সাইমেক্স—২৪৩, সিনা,—২৪৫, সিঙ্কোনা,—২৪৯, চিন-সলফ—২৫০, চিন-আর্স—২৫১, ফেরম-আর্স—২৫১, ৩২২, ফেরম-আয়োড—৩২২, ককুলাস—২৬০, কর্ণাস—২৮১, ডিজি—৩০১, ইলাটিরি—৩১১, ইউপেট-পার্ফো-৩১৩, ফেরম-মেট—৩২১, নীলবর্ণের হিরাকস—৩২৩, জেলসি—৩৩২, গ্র্যাফা—৪৯৮, এপিস, ইলাটিরিয়ম, ইগ্নে ও রস—৩১১, ক্যাপসি—২১৫, ন্যাট-মিউর—৩১৪, ফেরম-এসেট—৩২২, ইপিকাক—৩৮৬, লাইকো—৪৫১, ন্যাট সলফ—৫০২, নক্স—৫১৩, পলস—৫৫৯, ইউপেট-পার্ণি—৩১৪।

<u>সবিরাম-জ্বরে উপসর্গ</u>

জ্বরে-পিপাসা—আর্স, ইউপেট-পার্ফো, ইগ্নে, চায়না, ব্রায়ো, চিন-আর্স, সাইমেক্স, মার্ক...পিপাসা না থাকিলে—এপিস, এসিড-নাই.....সামান্য পিপাসা—চিন-আর্স.....শীতের সময় পিপাসা, অন্য সময়ে নহে—ইগ্নে, আর্স, ফেরম, ...শীতের পূর্ব্বে পিপাসা.......ক্যাপ্সি......শীত ও ঘর্মের সময়—কার্ব্বো...যখন ভাল থাকে তখন পিপাসা, শীতের সময় সামান্য মাত্র, উত্তাপের সময় খুব কম, ঘর্মের সময় আদৌ থাকে না—সাইমেক্স....শীত, উত্তাপ, ঘর্ম, সর্ব্ব অবস্থায় পিপাসা—ইউপেট-পার্ফো, ন্যাট-মিউ, এক্কোন, মার্ক, ব্রায়ো,......শীতাবস্থা পিপাসাশূন্য, অত্যন্ত কষ্টকর কাশি, শীত কমিতে আরম্ভ হইলেই পিপাসা—স্যাবাডিলা।

জ্বরে তাপ—৯৬ ডিগ্রী, হিমাঙ্গ—হেলোডার্মা।

জ্বরে বমি—ইউপেট-পার্ফো, নট্রি-মিউর, আর্ণি, ককু, আর্স, ইপি।

জ্বরে গাত্রবেদনা—আর্ণি, ইউপেট-পার্ফো, ন্যাট-মিউর, রসটক্স।

স্থিরভাবে পড়িয়া থাকে—জেলসি, ব্রায়ো, ওপি।

ছট্‌ফট্ করে, অস্থির হয়—আর্স, ন্যাট-মিউর, রস-টক্স, ফেরম।

উপসর্গ বিহীন তরুণ জ্বর—জেলসিমিয়ম।

আনুসঙ্গিক উপসর্গ—শরীরে আমবাতের মত উদ্ভেদ—ইগ্নে, রস, ইলাটিরি,....অত্যন্ত জ্বালা—আর্স, সলফ,.....তলপেটে ও পিঠে বেদনা—চিন-আর্স,.....জ্বর আসিবার সময় কাশি—রস, টিউবার্কিউ।

সর্ব্ববিধ জ্বর ও তাহার উপসর্গ।

বিকার—বেলেডোনা অধ্যায় ও বিকার ৮৪৬ পৃষ্ঠা দেখুন।

জ্বরে উচ্চতাপ—১০৫৬ ডিগ্রী, ন্যাপথালাইন—৪৮৮, এসিট্যানিলিডিয়াম-১৩ পাইরোজেন-২৮৫ ; ভেরেট-ভিরিডি-৬৪৪ (ম্যালেরিয়ার উচ্চ জ্বরে ভয়ের কারণ নাই, তদ্ভিন্ন সমস্ত জ্বরেই ভয়)।

এলষ্টোনিয়া—৭১—টাইফয়েডের পর ও অন্য জ্বরে রক্তহীনতা দুর্ব্বলতা।

এসিড-এসেটিকাম-১৫—ঘুষঘুষে জ্বরসহ নিশাঘর্ম, হেক্টিক জ্বরসহ উদরাময়।

এসিড-কার্ব্বল-১৭, ১৭—সুতিকা, সেপ্‌টিক ও ড্রেনের গ্যাস হইতে উৎপন্ন জ্বর এবং ম্যালেরিয়া, সবিরাম, প্লীহা সংযুক্ত, ঘুষঘুষে ইত্যাদি সকলপ্রকার জ্বর।

এসিড-নাইট্রিক-৩১—টাইফয়েডে অন্ত্রে ক্ষত, পূঁয, আমরক্ত বাহ্যে, বুকে ঘড়ঘড় শব্দ, ফুসফুসের পক্ষাঘাত।

এসিড-ফস-৩৭, ৩৫২ এবং নাইট্রি-স্পিরি-৩৭—বিকার, তন্দ্রাচ্ছন্ন: কিন্তু রোগীকে ডাকিলে সাড়া দেয়, অসাড়ে বাহ্যে নাক দিয়া রক্ত পড়ে। টাইফয়েডে নাক দিয়া রক্ত পড়িয়া উপশম হইলে—রসটক্স, উপশম না হইলে এসিড-ফস।

এমন-মিউর-৮৩—মজ্জাগত জ্বর, জ্বর কিছুতেই ছাড়ে না।

আর্জেন্ট-মেট-১১৫—বেলা ১টার জ্বর আসে ১ ঘন্টা থাকিয়া ছাড়িয়া যায়।

নক্স-মস্কে-৩৭—বিকারে আচ্ছন্ন, পেট ফোলা, পিপাসাশূন্য অথচ মুখ শুষ্ক।

ল্যাকে-৫৮—বিকারসহ কম্পন, বকা, চীৎকার, উঠিয়া বসা...... নেফ্রাইটিস-৫৮—মাতালের মত বকা....এগারিকাস-৫৮—বুকে বিছানা থেকে পলাইবার চেষ্টা।

সিমিসিফিউগা-৫৮—ঋতু বন্ধ হইয়া বিকার, প্রসবের পর উন্মত্ততা ও বিকার।

এলান্থাস-৬২—জ্বরে অজ্ঞান, ছটফটানি, অসাড়ে প্রস্রাব বাহ্যে, গায়ের রঙ নীলবর্ণ, মাথা ও মনের অবস্থা গোলমেলে চক্ষুর তারা বড়।

এসিড-মিউর-২৫, ১০৪, ১২৭—অত্যন্ত দুর্ব্বলতা, বিছানার পাশতলায় গড়াইয়া আসে, জিহবা শুষ্ক, অসাড়ে বাহ্যে প্রস্রাব।

রসটক্স-২৬, ১০৪—অত্যন্ত ছটফটানি, বিড় বিড় করিয়া বকা।

এপিস-১০৩—বিড়বিড় করিয়া বকে, আচ্ছন্নভাবে থাকে, ঘুমায় না, জিহবায় ফোস্কা জিহবা কাঁপে, চিট্‌চিটে ঘাম ও পিপাসাশূন্য।

এমিল-নাইট্রেট-৮৩—ইনফ্লুয়েঞ্জার পর ও কোনও জ্বরে প্রচুর ঘাম ও হিমাঙ্গ।

আর্স-আয়োড-১৩৫—পৌনঃপুনিক জ্বর ও ঘাম, ঘামে যেন স্নান করিয়া উঠিয়াছে, হেক্টিক জ্বর।

আর্ণিকা-১২৩, ১৫০, ৩৫৩—ডাকিলে সাড়া পাওয়া যায় না, অসাড়ে প্রস্রাব বাহ্যে, চর্ম্ম খসখসে, শুষ্ক, অজ্ঞান, শ্বাসপ্রশ্বাসে দুর্গন্ধ, ঘড়ঘড় শব্দ, হাত-পা ঠাণ্ডা, মাথা গরম।

ব্যাপটিসিয়া-১২৩, ১৫০, ৩৩২—ছট্‌ফটানি বা তন্দ্রাচ্ছন্নভাব, প্রলাপ বকা, সমস্ত স্রাব দুর্গন্ধ, ডাকিলে সাড়া দিয়া আবার আচ্ছন্ন, গায়ে বেদনা, ২য় সপ্তাহে তাপের বৃদ্ধি অথবা প্রাতে স্বল্প হ্রাস হইয়া আবার বৃদ্ধি (পাইরোজেন দেখুন)।

আর্স-১২৭—টাইফয়েডের বর্দ্ধিত ছট্‌ফটানি, দুর্ব্বলতা, পেটের দোষ ইত্যাদি (রসটক্সে ফল না পাইলে)।

এরাম-ট্রাইফাইলম-১৩৭—টাইফয়েডে আঙ্গুল, নাক, ঠোঁট খোঁটে, রক্ত পড়ে, ঘা হয়।

ক্যাডমিয়ম-১৮১—অত্যন্ত শীত, আগুনেও নিবৃত্তি হয় না (নক্স)।

ক্যালকে কার্ব্ব-১৮৬—টাইফয়েডে অনিদ্রাসহ র‍্যাস বাহির না হইলে।

ল্যাক্‌ফা-একিউট্যাঙ্গিউলা-২০১—শরীর বরফের মত ঠাণ্ডা উদ্বেগ, অস্থিরতা, জ্বালা, পিপাসা (ক্যাম্ফর)।

লিনেরিয়া-২০৯—টাইফয়েডে প্রগাঢ় নিদ্রাভাব (ট্রোমো দেখুন)।

ক্যাম্ফর-২০০—হিমাঙ্গ, অত্যন্ত শীত, কম্পন, শীতে গায়ে কাপড় চাপা রাখে না, যখন খুব তাপ বাড়ে তখন চাপা দেয়।

ল্যাকে-৪২৮—টাইফয়েডে পচা বাহ্যে, বিড়বিড় করিয়া বকা ও চুপ করা, জিহ্বা কাঁপা।

ক্লোরাম-২৪০—টাইফয়েডে জিহ্বার অত্যন্ত শুষ্কতা।

ক্যালি-সল্‌ফ-৪১৪—হাত, পা চক্ষুর জ্বালা, জ্বরে চর্ম্ম রুক্ষ, খসখসে ঘর্ম্মের লেশমাত্র থাকে না, পীড়া বৈকাল হইতে বৃদ্ধি হইয়া রাত্রি দ্বিপ্রহরের পর হইতে কমিয়া আসে।

কল্‌চি-২৬৭—টাইফয়েডে পেটফাঁপা, অসাড়ে বাহ্যে, বমি, গা-বমি, ওয়াকতোলা, পিত্তবমি, কথার জবাব না দেওয়া, মরার মত মুখের চেহারা, শ্বাসরোধ, নাক সরু হওয়া।

কর্ণাস-২৮১—জ্বরে পূর্ব্বাবস্থায় ঘুমভাব (নক্স—উত্তাপাবস্থায় ঘুম)।

ইউফর্ব্বিয়া-ল্যাথাইরিস-৩১৬—বিকারে অভিভূতভাব, সম্পূর্ণ অজ্ঞানে পড়িয়া থাকে; জ্বরে অতিরিক্ত ঘর্ম্ম তজ্জন্য দুর্ব্বলতা, জ্বর বৃদ্ধির সঙ্গে প্রচুর ঘাম।

রসটক্স-৩৩৪—টাইফয়েডে নাক দিয়া রক্তস্রাব হইয়াও শিরঃপীড়ার উপশম হয় না (এসিড-ফস—আংশিক উপশম)।.....অতিরিক্ত ঘর্ম্ম—থেরাপিউটিক্‌সে "ঘর্ম্ম" দেখুন।

ক্রোটেলাস-২৮৫—জ্বরে নাক, মুখ, প্রস্রাবদ্বার প্রভৃতি স্থান হইতে রক্তস্রাব।

ককুলাস-২৬০—গা বমি, মাথা ঘোরা, মনের ও মাথার জড়তা, অস্পষ্ট কথা কয়, পেটফাঁপা, পেটে কলিক বেদনা।

সিনা-২৪৫—নাক চুলকায় ; সর্ব্বদাই ছট্‌ফট্, ঘ্যান ঘ্যান, বায়না ও আবদার করে, অজ্ঞান, পেট ফোলা, উদরাময়, পিপাসা।

এচিনেসিয়া-২৮৫—টাইফয়েড জ্বরসহ প্রবল উদরাময়, মলে অত্যন্ত দুর্গন্ধ।

হেলিবোরাস-৩৫২—মাথা বেদনা, নাকের ডগা থেকে ঠোঁট পর্য্যন্ত কালিপড়া, মুখে ও নিশ্বাসে দুর্গন্ধ, ঠোঁট খোঁটে, অজ্ঞান থাকে, পিপাসার চিহ্নমাত্র থাকে না, কিন্তু জল দিলে আগ্রহ সহকারে পান করে, একদিকের হাত-পা অনবরত নাড়ে।

ওপিয়ম-৩৫২, ৫১৯, ৩৭—বিকার, অজ্ঞান, গলায় ঘড়ঘড় শব্দ জোর নিশ্বাস, নাক ডাকে, নাড়ী পূর্ণ ধীর, পেটফাঁপা, প্রস্রাব বন্ধ বা অসাড়ে মলমূত্র ত্যাগ শিবনেত্র।

এসিড-হাইড্রো-৩৫৩—ফুসফুসে ও মস্তিষ্কে রক্তাধিক্য বা পক্ষাঘাত, গলা ঘড়ঘড় করে, জ্বরে নাড়ী ছাড়িয়া অবস্থা মন্দ।

ক্রিয়োজোট-৪১৯—টাইফয়েডের শেষ অবস্থায় দুর্গন্ধি বাহ্যের সঙ্গে রক্ত।

রসটক্স-৫৭০—জ্বর বিকারের সঙ্গে উদরাময়, আমরক্ত পেটবেদনা, দুর্গন্ধি মল (৫৭০ পৃষ্ঠায়—টাইফয়েড জ্বর-বিকার এবং ৩৮৮ পৃষ্ঠায়—টাইফয়েড জ্বরে—বেলেডোনা, হায়োসি, ষ্ট্রামোনিয়ম, ল্যাকেসিস প্রভৃতি দেখুন)।

ট্র্যামো-৬১২—টাইফয়েডে উদরাময়, মলে পচা দুর্গন্ধ, পেট বেদনাশূন্য, প্রস্রাব বন্ধ।

অসিমম-স্যাঙ্ক-৬৭১—পেটের দোষসহ জ্বর, শিশুদের জ্বর সর্দ্দি কাশি।

লাইকোপোডিয়ম-৪৫১—২য় সপ্তাহের পর রোগী সম্পূর্ণ অজ্ঞান, বিড়বিড় করিয়া বকে, গলা ঘড়ঘড় করে, চক্ষুস্থির, বিছানা খোঁটে, কোষ্ঠবদ্ধ, পেট ফোলে, জিহবা মোটা হয়।

ফসফরাস-৫৩৪—টাইফয়েড নিমোনিয়া—রসটক্সে উপশমিত না হইলে।

এলান্থাস-৬২—বিড়বিড় করিয়া বকে, লোক চিনিতে পারে না, চোখ ঘোলা, কাল রক্তের বাহ্যে।

সাইমেক্স-২৪৩—সবিরাম-জ্বরে হাত-পা ছড়াইতে পারে না, টেণ্ডন যেন ছোট।

কর্ণাস-২৮১—পুরাতন জ্বরে চেহারা হলদে, প্লীহা খুব বড়, তৎসহ উদরাময়, আমাশয়, গরহজম, অম্লের পীড়া, বুকজ্বালা ইত্যাদি।

ইউপেট-পার্পি-৩১৪—একদিন অন্তর জ্বর, জ্বরসহ প্রস্রাবে যন্ত্রণা, প্রস্রাবে শ্লেষ্মা নির্গমন। ইহা স্ত্রীলোকদের পীড়ায় অধিক উপকারী।

ফেরম-আর্স-৪৬৬—কিছুতেই জ্বর আরোগ্য হয় না, তৎসহ লিভার প্লীহা।

ফেরম-আয়োড-৩২২—প্লীহা বর্দ্ধিত; কিন্তু জ্বর নাই।

জেলসি-৩২২—উপসর্গবিহীন তরুণ সবিরাম-জ্বর, বসন্তের প্রারম্ভের ও কুইনাইনের জ্বর। সামান্য উদরাময় কিম্বা কোষ্ঠবদ্ধ।

ইলাটিরিয়ম-৩১১—জ্বরের সঙ্গে ওলাউঠার মত ভেদ ও আমবাত।

ইউপেট-পার্ফো-৩১৩—জ্বরে গায়ে হাড়ভাঙ্গা বেদনা, পিত্তবমি।

ফেরম-মেট-৩২১—অতিরিক্ত কুইনাইন সেবনে পীড়া কঠিনভাব ধারণ, হাত-পা ফোলে।

হিলিয়্যান্থাস-৪৪০—বহু পুরাতন জ্বর, প্লীহা, চিনি-সলফ দ্বারা জ্বর বন্ধ করিয়া ইহা প্রয়োগে জ্বর প্রায় সম্পূর্ণ বন্ধ হয়।

হেলিবোরাস-৩৫৫—সবিরাম জ্বরে হঠাৎ হিমাঙ্গ, নাড়ী দমিয়া যায়।

ম্যাগ-কার্ব্ব-৪৫৫—সন্ধ্যায় শীত, রাত্রিতে জ্বর, গায়ে টক গন্ধ।

নিক্টান্থিস-৬৭০—পিত্তজ্বরে ও জটিল লিভার প্লীহা সংযুক্ত জ্বরে উপকারী, সবিরাম-জ্বরে শীত ও উষ্ণাবস্থায় পিপাসা।

পলিপোরাস-৬৯৫—প্রত্যহ ২৪ ঘন্টা অন্তর জ্বর। প্রথমে মেরুদণ্ডে শীত, উত্তাপে যেন গায়ে আগুনের হলকা, শীতাবস্থায় হাই উঠে। কাঁধে, গাঁটে, কোমরে ভীষণ কামড়ানি-বেদনা, রাত্রিতে অত্যন্ত ঘাম।

এস্ট্যাকাস-৬৭৯—জ্বরে অন্তরে ভীষণ শীত, ঠাণ্ডা সহ্য হয় না, উচ্চ জ্বরসহ শিরঃপীড়া। বহুদিনের জ্বর, তৎসহ প্লীহা ও লিভার আক্রান্ত হইলে হিরাকসের সাদা অংশ জলসহ সেবন করিবে—৩২২ পৃষ্ঠা দেখুন।

ওস্তেনম্যাগ্রিয়া-৬৭২—জ্বর ১ দিন বেশী—১ দিন কম, শীত দিয়া জ্বর আসে, চোখ মুখ হাত পা জ্বালা, পিত্তবমি, পিত্তভেদ।

এজাডিরেক্টা-৬৬১—বেলা ২/৩ টার পর থেকে ৬টার মধ্যে জ্বর আসে, ৭/৮ টায় কমিয়া যায়, চোখ মুখ হাতের তলা জ্বালা করে, উষ্ণতাপ।

কুইনিয়া-ইণ্ডিকা-৬৬২—সকল ৮টা হইতে ১০টা ও অপরাহ্নে ২টা থেকে ৪টার মধ্যে জ্বর—শীত বা কাঁপ দিয়া আসে, জ্বর ম্যালেরিয়ার মত অথচ ১০০-র নীচে নামে না। চোখ অত্যন্ত জ্বালা করে।

চিরতা-৬৬৩—জ্বর আসার সময় ঠিক থাকে না, জ্বর প্রবল হইলে পূর্ব্বাহ্নে, ঘুষঘুষে হইলে ২টার পর ও ৪টার মধ্যে কখনও শেষরাত্রে জ্বরভাব, চক্ষুজ্বালা, যেখানে নানাপ্রকার পেটেন্ট ঔষধে ও কুইনাইনে জ্বর যায় না। উৎকট ম্যালেরিয়া।

ক্রোরোজেক্সণ-৬২৪—পুরাতন জ্বর, অপরাহ্নে অল্প অল্প জ্বর হয়, চোখে মুখে জ্বালা, অরুচি, প্লীহা যকৃত বাড়ে।

কালমেঘ-৬৬৮—বেরা ১১টায় জ্বরবোধ, বৈকালে কম, পুনরায় ৭/৮ টায় জ্বর, মাথাধরা, হাত পা গরম ও জ্বালা, ম্যালেরিয়া, রেমিটেন্ট, দ্বৌকালীন। কালা-অজর, লিভার পীড়াসহ তরুণ ও পুরাতন ম্যালেরিয়া, কোষ্ঠবদ্ধ।

লুফা-এমেরা-৬৬৯—ভেদবমি, মাথাব্যথা, পিপাসাযুক্ত প্রাতঃকালীন সবিরাম-জ্বর বর্দ্ধিত প্লীহা, লিভার বেদনা

** লিউকাস-এসপেরা—বহুদিন জ্বরভোগের পর অরুচি, প্লীহা সংযুক্ত পুরাতন ম্যালেরিয়া।

ন্যাট্রম-মিউর-বিট-৬৭০—ন্যাট্রম-মিউরের লক্ষণে উহাতে না কমিলে এবং বর্দ্ধিত যকৃৎ থাকিলে গোলঞ্চ গোমূত্রে বাটিয়া বিট-লবণসহ প্রলেপ।

টাইনসপোরা-কর্ডি-৬৭৩—জ্বর প্রাতে আসে, শীত, কাঁপ, পিত্তবমি, পিপাসা।

হাইড্রাসটিন-সলফ—১ x—টাইফয়েডে অন্ত্র হইতে ভীষণ রক্তস্রাব।

জলাতঙ্ক পীড়া (হাইড্রোফোবিয়া ৮৯৯ পৃষ্ঠা দেখুন)

জ্বর-ঠুঁটো।

রসটক্স, আর্স, ন্যাট-মিউর, হিপার—৩৬১।

কন্ডিউর‍্যাঙ্গো-২৭৫—ঠোঁটের কোণ ফাটে, ফাটিয়া ক্ষত হয়।

জ্বালা।

এমিল-নাই-৮৪—আগুণে পোড়ার মত জ্বালা, শীতেও গায়ে কাপড় রাখে না।

ক্যাল্কেরিয়া-সল্ফ—১৯৬—পায়ের তলায় জ্বালা।

সল্ফার-১৮৪—হাত-পা, চোখ, মুখ, শরীর হইতে আগুণের মত ভাব নির্গত হয়, জ্বলে, জ্বালা—ঠাণ্ডায় উপশম (আর্স—১২৭—জ্বালা গরমে উপশম)।

এগারিকাস-৫৮—জ্বালার সহিত সড়সড়ানি, চুলকানি।

এগোসাইনাম-এগ্রো-১০৭—পায়ের তলা গরমবোধ ও জ্বালা, সলফার বিফল হইলে ঝিনঝিনে ধরা বেদনা।

ক্যামো (মেডোরিণ, সলফ)-২৩৩—পায়ের তলায় জ্বালা, পা বাহিরে রাখে।

কুপ্রম-সলফ-২৯৪—মাথার চাঁদিতে আগুনের মত জ্বালা (আর্স)।

এরাজো-১৩৮—পায়ের তলায় ফোলা ও জ্বালা।

সেনেগা-৫৯০—চোখের ও নাকের ভিতর লঙ্কাবাটা দেওয়ার মত জ্বলে।

স্যানিকিউলা-৫৮৫—পায়ে ভীষণ জ্বালা (সিকেলি)।

ল্যাক্‌ন্যানথিস-৪৩১—জ্বরসহ হউক, বিনা জ্বরে হউক হাতের ও পায়ের তলায় পুড়িয়া যাইবার মত জ্বালা, সলফার বিফল হইলে।

ক্যাপসি-২১৩—গলার ভিতর ও শরীরের অন্যান্য স্থানে এবং কোনও বস্তু গিলিবার সময় গলায়, অন্ননলীতে লঙ্কা খাওয়ার মত জ্বালা।

স্পাইর‍্যান্থেস-৬৯৯—যোনিদেশে জ্বালা, সহবাসকালে জ্বালা, রক্তস্রাব।

ক্যান্থারিস-২০৬—আগুনে পুড়িয়া যাইবার মত জ্বালা। গলা, বুক, পাকস্থলী, প্রস্রাব-দ্বার প্রভৃতিতে এবং প্রস্রাবের সময় পূর্ব্বে ও পরে ভীষণ জ্বালা। অন্যান্য ঔষধে প্রস্রাবে জ্বালার জন্য—"প্রস্রাবের পীড়া" দেখুন।

সিকেলি-৫৮৫—সমস্ত শরীরে জ্বালা, মনে হয় যেন আগুনের কণা পড়িয়াছে।

আইরিস-ভার্স-৩৮৭-টক, তিক্ত, মিষ্ট বমির সহিত পেট হইতে গলা পর্যন্ত জ্বালা।

বোভিষ্টা—টাকরা জ্বালা, কুন্থনসহ মলদ্বারে জ্বালা।

ডাটুরা-৬৮৩—বুকজ্বালা, পাকস্থলীর উর্দ্ধাংশে জ্বালা, উহা অন্ননলী পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়।

ফর্ম্মিকা-৬৮৫—পাকস্থলীর উর্দ্ধাংশে চাপবোধ ও জ্বালা।

ন্যাট্রম-সলফ-৫০২—জ্বরের সঙ্গে হাতে, মুখে, চোখে, গায়ে জ্বালা।

মেডোরিণাম-৬২৩—হাতে পায়ে অত্যন্ত জ্বালা, ঠাণ্ডা জলে বা বাতাসে উপশম।

সাম্বল—পড়িয়া থাকিয়া পিঠে যেন কেহ আগুন জ্বালিয়া দিতেছে এরূপ উত্তাপ।

ফেরম-টাটারিকম-৩২৩—বুক জ্বলে, পাকস্থলীর মুখে গরম বোধ।

দ্রষ্টব্য ঃ—জ্বরের গাত্রদাহে—ঈষৎ গরম জলে গা মোছাইলে এবং পেটজ্বালায় ও পেটফাঁপায় পুঁইপাতা বাটিয়া কিম্বা কাদার প্রলেপ দিলে উপকার হইবে।

জিহবা।

(ব্যাপ্‌টিসিয়া অধ্যায়—১৫০ পৃষ্ঠা দেখুন)

তামাটে রঙের কোটিং—একোন, এপিস, বোরাক্স, এনাকার্ড, ক্যাল-কার্ব্ব, কষ্টি, চায়না, কলোসি, ডিজি, ম্যাগ-মিউর, লাইকো, মার্ক-কর, পডো, সার্সা, সিপি, সলফ.....যার লালবর্ণ, মধ্যে সাদা—ব্রায়ো.....একদিক সাদা—রসটক্স,.....দুইদিকে সাদা—কষ্টি,.....পার্পিল অতি উষ্ণ—ক্রোকাস....গাঢ় সাদা—এন্টিম-ক্রুড......হলদে রঙের কোটিং—কার্ব্বো, ক্যামো, চেলিডোন, এলো, অরম-মিউর, চায়না, কলোসি, জেলসি, ইপি, ন্যাট-ফস, পলস, ভেরেট-ভিরি, সিড্রণ, কলিনসো,.....গাঢ় সবুজ—ক্যালকেরিয়া, কষ্টি,.....কটা রঙের (ব্রাউন) কোটিং—আর্ণি, বেল, আর্স, ক্যান্থস, ককুলাস, স্পঞ্জি, সলফ, ফস, রস, এলান্থাস, স্যাবাডিলা,.....নীলবর্ণের কোটিং—আর্স, ডিজিট, এসিড-মিউর, স্যাবাডি, এন্টিম-টার্ট, থুজা,.......কালবর্ণের কোটিং—আর্স, ইল্যান্স, লেপটান্ড্রা, মার্ক, ল্যাকে,.....সবুজ রঙের ময়লা—প্লম্বম, এসি-নাই, রডো, কষ্টি, ক্যালকেরিয়া।

জিহবা ফাটা—এপিস, আর্স, এলান্থাস, এরাম, ব্যাপটী, ব্রায়ো, মার্ক, এসিড-মিউর, এসিড-নাই, ফস, রস, সলফ....জিহবা শুষ্ক—ক্রোরাম-২৪০।

জিহবা কাঁপা—এপিস, জেলসি, এবসিন্থ, হায়ো, সিকেলি, ষ্ট্রামো, (জিহবা দাঁতের ভিতর কাঁপে—এপিস, ল্যাকে)।....জিহবা শক্ত, আড়ষ্ট—নক্স-মস্কে।

জিহবা শুষ্ক—ক্রোরাম, নক্স-মস্কেটা।

জিহবা ফোলা—আর্স, গ্লোনয়িন, মার্ক, লাইকো, ষ্ট্র্যামো।

মানচিত্রের মত—আর্স, ন্যাট-মিউর, লাইকো, এসিড-নাই, ট্যারেন্টুলা।

দাঁতের দাগ—আর্স-মেট, মার্ক, রস, পডো, চেলি, হাইড্র্যাষ্ট, সিফিলিনাম, ভাইবর্ণম।

জিহবার পক্ষাঘাত—ব্যারাইটা, কষ্টি, জেলসি, হায়োসি, প্লম্বম, ষ্ট্র্যামো।

জিহবার ক্যানসার—এপিস, আস, অরম-মিউর, কষ্টি, কার্ব্বো, হাইড্রাষ্ট, ক্যালি-সিয়ানে, ল্যাকে, ফাইটো, সলফ, এসিড-নাই।...জিহবার উপর আঁচিলের মত উদ্ভেদ—অরম-মিউর।

জিহবার ক্ষত (গর্ম্মীপীড়াজনিত)—এসিড-ফ্লোর, ক্যালি-বাই, ক্যালি আয়োড, ফাইটো, ক্যালি-ফ্লোর, এসিড-নাই.... ক্রোরাম-২৪০—জিহবা শুষ্ক।

সাধারণ ঘা (য়্যাপ্‌থি)—বোরাক্স, মার্কুরিয়স, এসিড-সলফ, ইথুজা।

মাতালের মত কথা কহা—বেল, জেলসি, হায়ো, ব্যাপ্‌টি, ষ্ট্র্যামো, ওপি।

ক্যালি-বাইক্রম-৩৯৬—গর্ম্মীপীড়াজনিত জিহবার ক্ষত, এপিথেলিওমা, জিহবার পশ্চাতে ও গলায় যেন একগাছা চুল জড়াইয়া আছে এরূপ অনুভব।

মার্কুরিয়স-৪৬৯—মোটা থলথলে জিহবা, তাহার উপর দাঁতের দাগ।

ন্যাট-সলফ-৫০২—জিহবার মলিন-কটাসে কিম্বা পাঁশুটে সবুজ ময়লা।

ন্যাট-মিউর-৪৯৪—জিহবা ফাটা, মানচিত্রের মত চিত্র বিচিত্র।

থুজা-৬৩০—র‍্যানুলা, জিহবায় অর্ব্বুদ, জিহবার ভেরিকোসিল (বেল, ক্যালকে-কার্ব্ব, এসিড-ফ্লোর, এসিড-নাই, এগ্রা)।

ফাইটোলক্কা-৫৩৯—জিহবার ডগার ক্ষত।

রসটক্স-৫৬৯—জিহবার ডগায় লালবর্ণের ত্রিভুজাকার দাগ।

দ্রষ্টব্য ঃ—জিহবার কাঁটায় ও ক্ষতে এসিড-বোরিক ১৫/২০ গ্রেণ, ১ আউন্স গ্লিসারিণে মিশাইয়া জিহবার বাহ্যিক প্রয়োগে উপকার হয়। (৪০৫ পৃষ্ঠায়—ক্যালি-ফ্লোর এবং ১৬৮ পৃষ্ঠায়—বোরাক্স দেখুন।

টন্‌সিলাইটীস।

ব্যারাইটা-কার্ব্ব-১৫২—ঠাণ্ডা লাগিয়া পীড়া, গলার ডানদিকে আক্রান্ত ঢোক গিলিতে বেদনা, টনসিল পাকিয়া পূঁয ও গলক্ষত, পুরাতন পীড়ায় উচ্চক্রম—১০০০ হইতে সি এম।

বেল-১৬২—টনসিল ফুলিয়া লালবর্ণ, যন্ত্রণা তৎসহ মাথাবেদনা, জ্বর।

ক্যালকেরিয়া-আয়োড-১৯০—টনসিলের মাঝে ক্ষত ও ছিদ্র।

লাইকো-১৯০—ডানদিকের টনসিলের উপর ছোট ছোট শক্ত ক্ষত।

কোনিয়ম-২৭৭—টনসিল খুব বড় ও শক্ত, ভিতরে পূঁয অথচ না শীঘ্র ভাল লাগে না শীঘ্র ফাটে, তাহার মাঝে মাঝে ছিদ্র ঘা।

ব্যারাইটা-মিউর-১৫৫—আলজিব বাড়ে, টনসিল ফোলে ও বড় হয়, তজ্জন্য গিলিতে কষ্ট, ঠাণ্ডা লাগিয়া পীড়া, পুরাতন পীড়া—পুনঃ পুনঃ টনসিল বাড়ে, পাকে পূঁয হয়।

হিপার-২৭৭—টনসিল খুব বড়, গলায় মাছের কাঁটা ফুটিয়া থাকিলে যে প্রকার কষ্ট হয় ইহাতেও সেই প্রকার কষ্ট (পুরাতন প্রদাহ—হিপার-৩৫৭)।

গুয়েকাম-৩৪৫—টনসিল প্রদাহের প্রথম অবস্থায়।

ফাইটোলক্কা-৫৪০—তরুণ টনসিলাইটীস—টনসিল ফোলে, লালবর্ণ হয়, জিহবার গোড়ায় বেদনা হয়, পানাহার করিতে পারে না। পুরাতন পীড়ায়—টনসিল বড় হইয়া থাকে, নিশ্বাসে কষ্ট ও শব্দ হয়, পুনঃ পুনঃ টনসিলাইটীস রোগে আক্রান্ত।

টনিক ঔষধ।

স্বাস্থ্যভঙ্গ, কোষ্ঠবদ্ধ, মাংসক্ষয়, দিন দিন শুষ্ক ও দুর্ব্বল হইয়া যাওয়া—সেনা-৫৯২।

প্রসবের পর শিশু স্তন্যপানের জন্য কিম্বা উদরাময় আমাশয় পীড়ায় ভুগিয়া স্বাস্থ্যভঙ্গ—এলষ্টোনিয়া-৭১। টাইফয়েডের পর—হাইড্রাষ্ট-৩৬৩ ও এলফ্যালফা, এভেনা-স্যাট-৬৪। ষ্টারকিউলিয়া-৬৯৯—ইহাতে ক্ষুধা ও পরিপাক শক্তি বৃদ্ধি এবং শারীরিক পরিশ্রমে শক্তি বৃদ্ধি হয়। এলফ্যালফো, টনিক—মূল্য ৪ আঃ শিশি—এখন প্রায় ৩ টাকা।

হোমিওপ্যাথিক নক্স-ভমিকা মাদার-টিংচার আধ বা এক ফোঁটা, অর্দ্ধ আউন্স শীতল জলের সহিত প্রত্যহ ২/১ বার সেবন করিলে ক্ষুধা, বল, বীর্য্য, রক্ত বর্দ্ধিত হইবে এবং প্রসবের পর দুর্ব্বলতা, ধাতুদৌর্ব্বল্য, স্বপ্নদোষ ইত্যাদিতেও উপকার হইবে। Macazoma sperans—নিম্নশক্তি, কোনও পীড়া ভোগের পর অতিরিক্ত দুর্ব্বলতা কোলাপ্স।

টাইফ্লাইটীস।

(এপেণ্ডিসাইটীসের সমস্ত ঔষধ ইহাতে প্রয়োজন হয়)

টিউবার্কিউলসিস—থাইসিস-৬৩৬ পৃষ্ঠা দেখুন।

টিউমার—পৃষ্ঠা দেখুন।

ঠাণ্ডায় পীড়া বৃদ্ধি।

শুষ্ক ঠাণ্ডালাগাজনিত পীড়ায়—একোনাইট, ভিজা সেঁতসেতে ঠাণ্ডালাগাজনিত পীড়ায়—ডাল্কামারা ৩০৮।...জ'লো ধাতুগত, বর্ষায়, কিম্বা ভিজা মাটিতে থাকিলে, গরমের পর বর্ষা পড়িলে, জলাশয়ের ধারের শাকসব্জী খাইলে পীড়ায় বৃদ্ধি—ন্যাট্রম-সলফ-৫০০।...জ্বর বেদনা, বাত ইত্যাদি পীড়া ঠাণ্ডা লাগিয়া হইলে—রস টক্স ৫৬৮।....শীতকালের ঠাণ্ডায় পীড়া বৃদ্ধি, স্থান সেঁৎসেতে হইলেও হাওয়া গরম থাকিলে ভাল থাকে—ক্যালি-কার্ব্ব ৪০০।....বর্ষায় পীড়া বৃদ্ধি, শীত হইলেও শুষ্কস্থানে থাকিলে ভাল থাকে—ক্যাল্কেরিয়া কার্ব্ব-৪০০।....ঠাণ্ডায় ও অমাবস্যায় বৃদ্ধি—সাইলিসিয়া-৫৯৭। গায়ে একটু ঠাণ্ডা লাগিলেই অসুখ করে, তজ্জন্য গায়ে কাপড় ঢাকা রাখে—হিপার-৩৫৮।...একটু ঠাণ্ডাতেই ঠাণ্ডা লাগে, ঠাণ্ডা সহ্য হয় না—এসিট্যানিসিডিয়াম-১৩।

ঠুনকো।

প্রথম অবস্থায়—ব্রায়োনিয়া-১৭৬—পীড়ার গতি অনুসারে—বেল, ফেরম-ফস, ক্যালি-মিউর, মার্ক, হিপার, সাইলি, ক্যালকেরিয়া-সলফ প্রভৃতি।

ব্রায়োনিয়া-১৭৬—স্তনে দুধ বৃদ্ধি, স্তন শক্ত, আক্রান্তস্থান অল্প লালবর্ণ, অত্যন্ত যন্ত্রণাদায়ক খোঁচামারা ব্যথা, জ্বর (খোঁড়ি মসুর ডাল বাটিয়া গরম করিয়া স্তনে প্রলেপ দিবে, স্তন উঁচু করিয়া বাঁধা থাকিবে, ঠাণ্ডা ভাল লাগিলে পুঁই পাতা থেঁতো করিয়া প্রলেপ দিবে)।

ফাইটোলক্কা-৫৪০—চাবড়ার মত ফোলা, ভয়ঙ্কর বেদনা, পাকিবার উপক্রম, স্তনে নালী-ঘা, কলতানি জলের মত পূঁয নির্গমন, স্তনে আব বা ফোঁড়া।

প্রথমাবস্থায় আক্রান্তস্থান লালবর্ণ, চকচকে, দপদপে বেদনা—বেলেডোনা।....পূর্ণ হইলে—সাইকো, হিপার, সাইলি, ক্যাল-সলফ।

ঠোঁটের কোণ ফাটা।

এন্টিম-ক্রুড-৯১—ন্যাট্রম-মিউর-৪৯১, নাইট্রিক-এসিড-৪৯৪।

ডিম্বকোষের পীড়া।

ডিম্বকোষের প্রদাহ—ষ্ট্যাফি, কোণি, গ্র্যাফা, প্ল্যাটি, সিমিসি, ন্যাজা, জনোসি, বেল, কলোসিন্থ, এপিস, থুজা, লিলিয়ম, কার্ব্বো-এসি, পডো, আর্জেন্ট-মেন্ট।

ডানদিকের প্রদাহ—আয়োডাম, প্ল্যাটিনা, প্যালোডিয়ম, এপিস, বেল, আর্জেন্ট-মেট।

বামদিকের প্রদাহ—ব্রোমি, লিলিয়ম, গসিপি, এব্রোটেন, ভেস্পা, এপিস, আর্জেন্ট থুজা, ল্যাকে, কলোসি, ন্যাজা।....ডিম্বকোষের শোথ—এপিস, আর্স, ক্যালি-ব্রোম, গ্র্যাফা, ল্যাকে, এব্রোটেন, ভেস্পা। পুরাতন কাঠিন্য....অরম-ন্যাট-মি, গ্র্যাফা।

এবসিন্থ-১১—ডান ডিম্বকোষের তীক্ষ্ণ বেদনা, ক্রোরোটিক-স্ত্রী-১২।

অরম-আয়োড-১৪৪—ডিম্বকোষের সিষ্ট।

প্যালেডিয়ম-৫২২—ডান ওভেরিতে ফোলা, বেদনা, প্রস্রাবে কষ্ট, জরায়ুর স্থানচ্যুতি।

গুয়েকাম-৩৪৫—বেতো স্ত্রীলোকের ডিম্বকোষ প্রদাহ, বাধক, অনিয়মিত ঋতু।

কালি-ব্রোম-৩৯৯—ডিম্বকোষে ও ব্রড লিগামেন্টে সিষ্টিক-টিউমার।

ল্যাক্টুকা-ভিরোসা-৪৩১—ডিম্বকোষে অর্ব্বুদ, তাহাতে অত্যন্ত বেদনা-যন্ত্রণা।

ল্যাকেসিস-৪২৫—বামদিকের প্রদাহ, টিউমার, স্নায়ুশূল, ফোলা, শক্তভাব, প্রদাহ বাম হইতে ডানদিকে পরিচালিত, রজঃস্রাব আরম্ভ হইলেই যন্ত্রণার উপশম।

এপিস-১০২—ডানদিকের প্রদাহ, হুলফোটা-ব্যথা, সিষ্টিক-টিউমার, জ্বালা।

ইউপিয়ন-১০২—ডানদিকের পীড়া, ফ্যালোপিয়ান-টিউব ও তাহার নিকটস্থ প্রায় সমস্ত যন্ত্রের পুরাতন পীড়া। ঋতুকালে—বুকজ্বালা, হুলফোটান-ব্যথা, যোনিমুখে বেদনা।

ষ্ট্যাফিসেগ্রিয়া-৬০৮—স্বামী সহবাসে বঞ্চিত হইয়া ওভেরাইটীস।

বেলেডোনা-১৬২—ডানদিকের প্রদাহ, অত্যন্ত তীব্র বেদনা, জ্বালা ও টাটানি ব্যথা ঋতু নিঃসরণ হইলে বেদনা কম হয়, বেদনা সবিরাম।

কোনিয়ম-২৭৮—ডিম্বকোষে হুলবেঁধার মত বেদনা, কাম প্রবৃত্তির লোপ।

গ্র্যাফাইটীস-৩৪২—বাম ওভেরির বিবৃদ্ধি ও কাঠিন্য, স্পর্শকাতরতা বেদনা, এভেরিয়ানসিষ্ট, জরায়ুতে ফুলকপির মত গ্যাজ উৎপন্ন।

প্ল্যাটিনা-৫৪৩—ডিম্বকোষে পুঁয সঞ্চয়, ল্যাকেসিসে আরোগ্য না হইলে।

স্যালিক্স-নায়গ্রা-৫৭৯—ঋতুর পূর্ব্বে ও সময়ে স্নায়বিক বেদনা, ডিম্বকোষের বেদনা, কষ্টকর ঋতুস্রাব।

ন্যাজা-৪৮৮—বাম ডিম্বকোষের স্নায়ুশূল, তৎসহ বুক ধড়ফড়ানি, হৃৎপিণ্ডে বেদনা।

জনোসিয়া-আশোকা-৬৪—ঋতু প্রকাশ হইবার পূর্ব্বে ডিম্বকোষে বেদনা, অতিরজঃ ঋতুশূল-বেদনা, রজঃ বন্ধ।

কলোসিন্থ-২৬৯—ডিম্বকোষের পীড়ার বেদনার স্থান চাপিলে, উপুড় হইয়া শুইলে গরম ফোমেন্টেসনে কম পড়ে (ম্যাগ-ফস)

ভাইবর্ণম-৬৩—ডিম্বকোষের প্রাদাহিক কিম্বা স্নায়ুশূল-বেদনা।

সাম্বল—বাম ওভেরির স্নায়ুশূল।

ব্র্যাকিগ্লটিস-৬৮০—ওভেরির নিকট যেন পাখী ঝটপট করে (fluttering)।

ল্যাক্টুকা-ভিরোসা-৪৩১—ডিম্বকোষে অর্ব্বুদ, যন্ত্রণাসহ।

ডিম্বকোষের অর্ব্বুদ—রোগীকে শুধু ফল ও দুগ্ধপথ্যের উপর রাখিবেন।

ডিপ্‌থেরিয়া।

ডিপথেরিণাম-৩০৪—প্রথম হইতে সাংঘাতিক ভাব, গ্ল্যাণ্ড ও জিব ফোলে, মেম্ব্রেণ পুরু ও কার হয়, নাক দিয়া রক্ত পড়ে, পানীয় বস্তু বাহির হইয়া আসে। ল্যারিঞ্জিয়্যাল ডিপথেরিয়া আরোগ্যের পর পক্ষাঘাত।

ন্যাজা-৪৪৮, ৪৮৭—ডিপথেরিয়া আরোগ্যর পর হৃৎপিণ্ডের পক্ষাঘাত, শ্বাস-প্রশ্বাসে ভীষণ কষ্ট, নাড়ী সবিরাম, সূতার মত ক্ষীণ, হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া বন্ধ হইবার উপক্রম।

মার্ক-আয়োড-৪৬৬—টাকরায় ক্ষত, শ্লেষ্মা জমা, জ্বর, গলায় বেদনা, ঢোক গিলিতে কষ্ট, পানাহারে ও শ্বাস-প্রশ্বাসে কষ্ট, উচ্চ সাঁই সাঁই শব্দ, কাশি, দুর্গন্ধ বাহির, লালাস্রাব।

মার্ক-বিণ-আয়োড-৪৬৭—ক্ষত, ফোলা, তালুমূলের বামদিকে পীড়া হয়, মার্ক-আয়োডের লক্ষণের বর্ত্তমানতা, জ্বর ও প্রদাহ অধিক।

মার্ক-সিয়ানেটাস-৪৬৭—পীড়ার হঠাৎ আক্রমণ ও দেখিতে দেখিতে গুরুতরভাব ধারণ, দুর্ব্বলতা, হিমাঙ্গ, নাড়ীর গতি খুব দ্রুত সবিরাম, মুখে পচা দুর্গন্ধ, ক্ষত নাসিকায় পরিচালিত হয়, ইহা এপিসের পর উপকারী। এপিসে-দ্রুত নাড়ী, জ্বর থাকে না, ভিতরে থলীর মত ফোলা থাকে। মার্ক-সিয়ানেটাসে—জিহবা কখনও লালবর্ণ হয়।

এপিস, আর্সেনিক, ব্যাপটি, কার্ব্বো, ফাইটো, ক্যালি-বাইক্রম, ন্যাজা—ইহাদের লক্ষণ ৪৬৭ পৃষ্ঠায় পাঠ করুন। ষ্টিম-অটোমাইজারে এলোপ্যাথিক সাইডার-ভিনিগার দিয়া বাষ্প করিয়া উহার ধুম গ্রহণে কঠিন প্রকারের ডিপথেরিয়াতেও উপকার হয়—১৫ পৃষ্ঠা।

ফাইটোলক্কা-৫৩৯—জিহবার গোড়ায় ভীষণ বেদনা, গলায় জ্বালা, পানাহারে কষ্ট, লালা নিঃসরণ, সমস্ত অঙ্গে টাটানি ব্যথা, চোখ মুখ বসা।

ডিস্পেপ্‌সিয়া—অজীর্ণ ৭০৪ পৃষ্ঠা দেখুন।

ঢেকুর।

(পাকস্থলীর পীড়া-৮১৩ পৃষ্ঠা দেখুন)

পচা দুর্গন্ধ ঢেকুর—আর্ণিকা-১২৩,.... চোঁয়া ঢেকুর—ষ্টানম-২১৭,...... পেটে চাপ দিলে ঢেকুর—কলচি-২৬৬,....টক্‌ ঢেকুর—লাইকো-২১৮, ন্যাট-ফস-৪৯৯, রোবিনিয়া-৫৭৩, এসিড-সলফ-৩৯,....তিক্ত—কার্ব্বো-২১৯,....দুর্গন্ধ ঢেকুর—কার্ব্বো-২১৮।

কার্ব্বো-২১৯—পেটফাঁপাসহ টক্‌ ঢেকুর, কষ্টকর ঢেকুর, ঢেকুরে উপশম।

চায়না-২১৯—ঢেকুরে কষ্টের উপশম হয় না বরং বৃদ্ধি।

তড়কা

বেলেডোনা-১৫৯, ১৬১—জ্বর, উদরাময়সহ ও দাঁত উঠিবার সময় পীড়া।

এট্রোপিয়া-১৬৩, সাইকিউ-২৪১—প্রসূতির তড়কা, আক্ষেপ।

ক্যামো-২৩৪—ছেলে রাগী, খিটখিটে, মাথা খুব গরম, মাথায় ঘাম, প্রসূতির ক্রোধ বা ভয় পাইবার পর ছেলের পীড়া।

সাইকিউটা-২৪১—ভীষণ তড়কা, মাথা ঘাড়—পিঠের দিকে ধনুকের মত বাঁকে, দন্ত নির্গমনকালীন ও ক্রিমিজনিত তড়কায় বা ফিটে জ্ঞানলোপ।

সিনা-২৪৫—কোলে বেড়াইলে ও নড়াচড়ায় ফিট কমে, স্থির থাকিলে বৃদ্ধি।

কষ্টিকাম-২৪৫—পেটের ইরিটেসন জনিত তড়কা।

কোয়াসিয়া-২৪৫—ক্রিমিজনিত তড়কা (আর্টিমিসিয়া, ইণ্ডিগো, সিনা)।

ইথুজা-২৪৫, ৫৫—চাপ চাপ বমিসহ তড়কা, বুড়ো আঙুল মুঠা করে, মুখ চোয়াল শক্ত।

ককুলাস-২৬০—চোখ বুজাইয়া থাকে, তাহার ভিতর চোখের তারা ঘোরে।

কলচি-২৩৬—দন্তোদগমকালে নানারঙের বাহ্যেসহ তড়কা, মাথা চালে।

এব্‌সিস্থিয়াম-১০—শিশুদের অনেকক্ষণ স্থায়ী তড়কা, মৃগী।

কুপ্রম-২৯০—ফিটের সময় বুড়ো আঙুল মুঠার মধ্যে আনে, আঙুল মুড়িয়া মুঠা বাঁধে, মুখ নীলবর্ণ দেখায়। ...Lonicera-৬ষ্ঠ ; ভীষণ রকমের তড়কা টঙ্কার।

বেলেডোনা-২৯২—মুখ লালবর্ণ হয়, চোখ টানিয়া থাকে, মিটমিট করে, মাথা গরম, ধড়ফড়ে জ্বর, গলা ঘড়ঘড় করে (মুখ নীলবর্ণ হয়—কুপ্রম)।

সাইপ্রিপিডিয়ম-২৯৬—দাঁতউঠা ও অন্ত্রের উত্তেজনাহেতু মস্তিষ্ক-লক্ষণ।

গ্লোনয়িন-৩৩৫—প্রস্রাবের সময় কিম্বা পরে তড়কা, মুখ ফোলা ফোলা, নাড়ী মোটা ও কঠিন, মুখে ফেণা, অজ্ঞান, আঙুল মুঠা বা ফাঁক, প্রস্রাবে এলবুমেন।

ইপিকাক-৩৮৪—আহারের ব্যতিক্রমে কিম্বা উদ্ভেদ বসিয়া যাইয়া ছোট শিশুদের দন্তোদগমকালীন তড়কা।

হায়োসিয়ামস-৩৭০, ৩৩৫—অজ্ঞানভাবের সঙ্গে পেশীর স্পন্দন, মুখভঙ্গি, শিহরিয়া উঠা, মুখে ফেণা। শিশুদের তড়কা খেঁচুনি, প্রসবের পর খেঁচুনি, ভয় পাইয়া তড়কা, মৃগীর মত ফিট, পাগলের মত ভাব, মুখে ফেণা, অজ্ঞানভাব।

ইগ্নে ও ওপির রক্ষণ—২৯২ পৃষ্ঠায় ও এসিড-হাইড্রো দেখুন।

ভেরেট্রম-ভিরডি-৯৩৪—পোয়াতির তড়কা, মস্তিষ্কে রক্তসঞ্চয়, অচৈতন্য, ফিটের পরেও জ্ঞান হয় না, পড়িয়া থাকে, যেন ঘুমায়, পরে আবার ফিট।

নক্স-মস্কেটা-৫০৪—উদরাময়ের সঙ্গে তড়কা।

লোনিসেরা-৬৯১—বুকে ও মস্তকে রক্তাধিক্য, এক পিউলি সঙ্কুচিত—অন্যটি প্রসারিত, চক্ষু অর্দ্ধ মুদ্রিত ও নিদ্রাচ্ছন্ন, মুখ লালভাব, শরীর কাঁপে, ভীষণ রকমের তড়কা।

স্কাটেলিরিয়া-৬৯৭—দাঁত উঠিবার সময় শিশুদের তড়কা ও স্নায়ু উত্তেজনা।

টোটকা ঃ—লজ্জাবতি লতার শিকড় ন্যাকড়ায় পুঁটুলি করিয়া গলায় বাঁধিয়া দিলে তড়কা বন্ধ হয়। তড়কার সময় সহ্যানুযায়ী গরম জলে পায়ের নিম্নাংশে ডুবাইয়া মাথা ভিজা ন্যাকড়া চাপা রাখিয়া (ফুট-বাথ) বাতাস করিলে ফিটের প্রকোপ ও জ্বর কম হইবে।

তামাক সেবনের কুফল।

(৬২৪ পৃষ্ঠায় ট্যাবেকাম দেখুন)

তাণ্ডবরোগ (কোরিয়া)।

এগারিকাস-৫৯, ফাইজস্টিগমা-৫৩৮, জিজিয়া-৬৫২, জিঙ্কাম-সিয়ানে-৬৫০।

স্পাইন্যাল-কোরিয়া—সাইকিউ, ককু, কুপ্রম, মাইগেল, নক্স।

ইউটিরাইন-কোরিয়া—সিপি, সিকেলি, লিলিয়ম, পলস, কলোফা, সিমিসি।

রিউম্যাটিক-কোরিয়া—কষ্টি, রসটক্স, স্টিষ্টা, সিমিসি, ক্যালি-আয়োড।

এবডোমিন্যাল-কোরিয়া—এসাফি, আয়োড, লাইকো, সাইলি, চেলি।

মাইগেল—৪৮৬—চলিতে পা অন্যস্থানে পড়ে, সমস্ত শরীর অনবরত নড়ে, অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদির কম্পন, হাত স্থির থাকে না, হাতের ও পায়ের অদমনীয় নড়ন, চলিবার সময় প্রত্যঙ্গাদি যেন টানিয়া খেঁচিয়া থাকে। মুখের পেশীর নর্তন, মাথা থাকিয়া থাকিয়া একদিকে ধাক্কা দেওয়ার মত নড়িয়া উঠে।

জ্বরে তাপ।

এসিট্যানিলিডিয়াম-১৩—উচ্চতাপ : ১০৫।১০৬।১০৭ ডিগ্রী (পাইরোজিন)

হেলোডাম্মা-১৩—তাপের হ্রাস Sub-normal—৯৮ ডিগ্রী।

থাইসিস (যক্ষ্মা)

এই পীড়ায় স্থান পরিবর্ত্তন ও সমুদ্রতীরে বাস বিশেষ আবশ্যক, ইহা মারাত্মক পীড়া, ইহার ঔষধ নাই, ফুসফুস ও শ্বাসযন্ত্রের পীড়া দ্রষ্টব্য।

টিউবার্কিউলার (হিপার ও স্পঞ্জিয়া পর্য্যায়দিনে)—ক্যালকে ফস, ষ্ট্রানম, ষ্ট্যানম-আয়োড, সলফ, ব্রোমি, ক্রিয়ো, ল্যাকে, টিউবার্কিউ।

প্রথমাবস্থায়—এমন-কার্ব্ব, আর্স-আয়োড, এসিড-গ্যালিক, এলিয়ম-স্যাট, টিউবার্কিউ ফস, হিপার-৭৮, থেরিডিয়ম-৬২৯।

বর্দ্ধিতাবস্থায়—আর্স-আয়োড, কার্ব্বো-ভেজ, কার্ব্বো-এনি, ব্যাসিলিনাম, ক্যাপসি, ষ্ট্যানম-আয়োড, ড্রসেরা, চায়না।

ফুসফুসে পুঁয—কার্ব্বো, হিপার, ল্যাকে, এসিড-নাই, সলফ, লাইকো, সাইলি।

ল্যারিঞ্জিয়্যাল—ড্রসেরা, সেলিনিয়ম স্পঞ্জিয়া, আর্স-সলফ-ফ্লেভাম, ম্যাঙ্গেনাম।

একালিফা-ইণ্ডিকা-১২—যক্ষ্মারোগে ফুসফুস হইতে রক্তস্রাব, বক্ষঃস্থলে বেদনা, প্রাতে তরল তাজারক্ত, বৈকালে চাপ চাপ রক্ত উঠে।

এসিড-নাইট্রিক-২৯—বুকে রক্ত জমে, বেদনায় হাত ছোঁয়ান যায় না, মুখ দিয়া রক্ত উঠে, শ্বাসকষ্ট ও দমবন্ধের ভাব হয়।

আর্স-আয়োড-১৩৪—ফুসফুস গহ্বরে স্ফোটক, হেকটিক-জ্বর, পূঁয মিশ্রিত রাশি রাশি গয়ার উঠে, দ্রুত বলক্ষয়, নিশাঘর্ম্ম, উদরাময়, ক্ষীণ নাড়ী।

ড্রসেরা-৩০৫, সেলিনিয়ম-৫৮৯—ল্যারিঞ্জিয়্যাল-থাইসিস, চুপি চুপি কথা কয়, বুকে ক্ষতের মত বেদনা, সন্ধ্যা ও রাত্রি দ্বিপ্রহরের পর কাশি বৃদ্ধি।

ফেরম-আয়োড-৩১৮—ফুসফুসে পূঁয সঞ্চয়।

ক্রিয়োজোট-৪১৯—যক্ষ্মার পোকা না মরিলেও ইহাতে কফ ও গয়ার হ্রাস হয়, ঘাম নিবারণ করে ও ধীরে ধীরে বলসঞ্চয় হয়।

স্যালভিয়া-৬০৫—যক্ষ্মায় সর্ব্বদা গলা গুড় গুড় করিয়া কাশি, অনবরত জ্বর, দ্রুত নাড়ী।

ম্যাঙ্গেনাম-৪৬০—ল্যারিঞ্জিয়াল, গলাধরা ও গলায় টাটানি বেদনাসহ কাশি।

ন্যাপথালাইন-৪৮৮—কষ্টদায়ক কাশি, ঘুম হয় না, তন্দ্রা আসিবামাত্রই কাশি, প্রচুর ঘাম, দুর্গন্ধ বাহ্যে, উদরাময়।

ল্যাকন্যানথীস-৪৩০—অনুক্ষণ জ্বর, শরীর শুকান, কষ্টদায়ক কাশি, নিশাঘর্ম।

ট্রিলিয়ম-৬৩৫—প্রচুর পরিমাণে পূঁযের মত গয়ার তৎসহ রক্ত।

থাইসিসে পূঁযের মত গয়ার—হিপার, সিলা, জার্ব্বা-স্যান্টা।

ব্যালসামম-১৪৭—দুর্গন্ধ পূঁযের মত গয়ার উঠা, হেক্‌টিক-জ্বর, নিশাঘর্ম, সর্দ্দি, তরল, ঘড়ঘড়ে কাশি, রাশি রাশি গয়ার উঠে।

আয়োডাম-৩৮০—কাশি শুষ্ক, গলা ঘড় ঘড় করে, গরম সহ্য হয় না, গয়ারে রক্ত, সবল ব্যক্তির রক্ত উঠিয়া ক্রমশঃ দুর্ব্বলতা, অত্যন্ত ক্ষুধা।

স্পঞ্জিয়া-৬০৩—খুসখুসে কাশি। কথা কহিলে, ঠাণ্ডা বাতাসে, জোর নিশ্বাসে কাশির বৃদ্ধি, ল্যারিঞ্জিয়্যাল-থাইসিস।

ষ্ট্যানম-আয়োড-৬০৫—যক্ষ্মার শ্রেষ্ঠ ঔষধ, পীড়া দ্রুতগতিতে বৃদ্ধি হয়, ষ্ট্যানমের লক্ষণ থাকিয়াও উপকার হয় না, ৩য় অবস্থায় পূঁয (ক্রম—২ × শক্তি)।

ষ্ট্যানম-৬০৪—রাশি রাশি গয়ার উঠে, গয়ারের স্বাদ লোণা বা মিষ্ট, প্রচুর নিশাঘর্ম, বুকের অত্যন্ত দুর্ব্বলতা।

এসিড-গ্যালিক-২১—ফুসফুসে বেদনা, মুখ দিয়া রক্ত উঠে, প্রচুর গয়ার উঠে, কাশি রাত্রিতে শুষ্ক। ইহার দ্বারা দূষিত স্রাব নির্গমন বন্ধ ও ক্ষুধা বৃদ্ধি হয়।

ব্যাসিলিনাম-৬৩৭—ইহাতে গয়ারের পরিবর্ত্তন এবং গয়ারে পূঁয কম হওয়ার ও ফুসফুসে বাতাস প্রবেশ করায় ফুসফুস পরিষ্কার হয় (রোগীর ঠাণ্ডা সহ্য হয় না)।

এলিউম-স্যাট-৬৭—ইহাতে কাশি কম হয়, দেহের উত্তাপ স্বাভাবিক এবং দেহে মাংস সঞ্চয় হয়। প্রচুর শ্লেষ্মা নির্গমন ; পুরাতন কাশি, ঠাণ্ডায় কাশি বৃদ্ধি, হাঁপ ও কাশি প্রভৃতিও ইহার প্রধান লক্ষণ।

কার্ব্বো-এনি-২১৬—টীসু নষ্ট হইয়া, গয়ার পচিয়া পূঁযের মত পদার্থ বাহির হয়, দম আটকান কাশি, ডান ফুসফুস অধিক আক্রান্ত, ডানদিকে কাজিটি।

ক্যালকেরিয়া-হাইপোফস-১৯৪—উদরাময়, কাশি, বুকে বেদনা, মুখ দিয়া রক্ত উঠা, অতিরিক্ত ঘাম, রক্তহীনতা, হাত পা ঠাণ্ডা (মারাত্মক উদরাময়)।

* এন্টিমনি-অক্সাইড—জ্বর, কাশি, সর্দ্দি, অতিরিক্ত ঘর্ম্ম।

ম্যায়োসটিস-৬৯১—ক্রণিক ব্রঙ্কাইটীস, থাইসিস, নিশাঘর্ম্মসহ প্রচুর পূঁযমিশ্রিত গয়ার, কাশির সময় ওয়াকউঠা, বমি, ব্রঙ্কোরিয়া, বাম বুকে বেদনা।

সলিডেগ্নো-৬৯৮—ফুসফুস হইতে রক্তস্রাব।

পলিগোনাম-এভিকিউল্যারি-৬৯৫—থাইসিস ও সবিরাম জ্বর।

দন্তের পীড়া।

ঠাণ্ডা লাগিয়া দন্তবেদনা—একোন, আর্স, বেল, ক্যামো, নক্স। ....মাঢ়ীতে স্ফোটক—হিপার, সাইলি, মার্ক। ....দাঁতনড়া—ক্যাল-ফস, কষ্টি।.......দাঁত পড়া—ক্যালি-ফস, ক্রিয়ো, ষ্ট্যাফি, ক্যাল-ফ্লোর, এসিড ফ্লোর। ....পোকা খাওয়া, কাল হওয়া-ক্রিয়ো, মার্ক-ভাই ফস, ষ্ট্যাফি, ক্যামো।....দাঁত বিলম্বে উঠা ও শীঘ্র পড়া-ক্যাল-কার্ব্ব, ক্যাল-ফস, ক্যাল-ফ্লোর।.....দাঁত কড়মড় করা—সিনা, পডো, মাইগেল। ......মাঢ়ী ফোলা-বেল মার্ক, হিপার।..... গোড়া আলগা হওয়া-মার্ক, হিপার, কষ্টি, এসিড-নাই।......... শোষ ঘা—ক্যাল-ফ্লোর, ষ্ট্যাফি, সাইলি, হেক্লা। ....রক্তস্রাব—আর্স, কার্ব্বো, মার্ক, এসিড-নাই, ফস, ষ্ট্যাফি।

দন্তশূল বেদনার বৃদ্ধি—ঠাণ্ডা জলে—ষ্ট্যাফি, নক্স.......হাতটি লাগিলে—চায়না......খাদ্য বা পানীয় দাঁতে ঠেকিলেই—ষ্ট্যাফি.......গরম জলে—ক্যামে, পলস, ল্যাকে.......ঋতুস্রাবের সময়ে—ল্যাকে, সিপি, ষ্ট্যাফি.....গর্ভাবস্থায়—ক্যাল-কার্ব্ব, ষ্ট্যাফি, ম্যাগ-কার্ব্ব, পলস, ...তাপ প্রয়োগে, গরম পানীয় মুখে রাখিলে—ন্যাট-সলফ।

দন্তশূল বেদনার উপশম— ঠাণ্ডায়— ক্যামো, কফি, ম্যাগ কার্ব্ব, পলসেটিলা....গরমে—আর্স, ম্যাগ-ফস, নক্স; জোরে চাপে—চায়না, ষ্ট্যাফি.......তামাকে ধুমপানে, ঠাণ্ডা বাতাসে, ঠাণ্ডা জল মুখে রাখিলে—ন্যাট-সলফ-৫০১।

এন্টিম-ক্রুড-৯৩—ফোকলা দাঁত, বেদনা, কিছু খাইলে বা ঠাণ্ডা জল দাঁতে লাগিলে প্রাণ বাহির হয়।

একোনাইট-৪৮—ঠাণ্ডা লাগিয়া দাঁতের গোড়া ফোলা, বেদনা যন্ত্রণা।

চেনোপোডি-গ্লসি-য়্যাপিস-৫৪২—দন্তের পীড়ায় প্লান্টেগোর সহিত তুলনীয়।

ক্যাল-ফ্লোর-১৯১—দাঁতনড়া, দাঁতে কিছু লাগিলেই যন্ত্রণা।

ক্যাল-ফস-১৯২—শিশুর বিলম্বে দাঁত উঠে, শীঘ্র নষ্ট হয়, বয়স্কদের দাঁতে ছিদ্র হয়, দাঁতের গোড়া আলগা ও দাঁত নষ্ট হইবার জন্য ইহা ব্যবহৃত হয়।

কার্ব্বো-২২১—সচ্ছিদ্র মাঢ়ী, গোড়া বাহির হয়, পানসে দাঁত, রক্ত পড়ে।

সাইলিসিয়া-১৯—দন্তের ক্ষত আরোগ্য না হইলে ইহার পর—এসিড-ফ্লোর।

চায়না-২৫২—একটু স্পর্শ বেদনা ; কিন্তু দাঁতে দাঁতে জোরে চাপে উপশম।

সিষ্টাস-২৫১—দাঁতের মাঢ়ী ফোলা, ক্ষত মুখে ও নিশ্বাসে পচা গন্ধ।

কফিয়া-২৬২—ঠাণ্ডা জল মুখে রাখিলে বেদনার উপশম।

ফসফরাস—৫৩২—দাঁত তুলিবার পর রক্তস্রাব।

*মাইগেল—রাত্রিতে দাঁত কড়মড় করে।

এপোসাইনাম-এণ্ড্রোসি-৫২—উপরের চোয়ালে ও দাঁতে বেদনা।

হেক্লা-লাভা-৩৫১—মাঢ়ীতে ক্ষত, স্ফোটক, নালী-ঘা, পোকা লাগিয়া দাঁতে ক্ষত, মাঢ়ীতে ফোলাসহ বেদনা, দাঁত তোলার মত কিছু অংশ থাকায় যন্ত্রণা।

এসিড-ফ্লোর-১৯—হেক্লা-লাভা, ৩৫১—মাঢ়ীতে শোষ বা (Pyorrhoea)।

মার্ক-সল-৪৫৪, ৪৬৯—রাত্রিতে ও বিছানার গরমে বেদনার বৃদ্ধি, মাঢ়ী ফোলে, রক্ত পড়ে, ঘা হয়, দাঁড় সরিয়া আসে, কাল ও আলগা হয়, পানসে দাঁত, মুখে দুর্গন্ধ, লালা ঝরে।

প্লান্টেগো-৫৪২—প্রায় সর্ব্বপ্রকার দন্তশূলে উপকারী।

ককসিনেলা-২৫৮—মুখে, দাঁতে মাঢ়ীতে ঠাণ্ডা বিবেচনা করে, একমুখ করিয়া লালা জমে।

এমফিসবিনা (Amphisboena)—ডান মাঢ়ী স্ফীত এবং তাহাতে ছুরি মারার মত বেদনা, মাথা ব্যথা—উহাতেও ঐ প্রকার বেদনা।

এমেটিন-৬৮৪—পায়োরিয়া, দাঁত দিয়া পূঁয রক্ত পড়া।

ম্যাগ্নেসিয়া-কার্ব্ব-৪৫৪—রাত্রে বিছানায় স্থির থাকিলে বৃদ্ধি, চলিলে উপশম।

র‍্যাটান্‌হিয়া-৪৫৫—রাত্রে বৃদ্ধি, বেদনার ধমকে উঠিয়া বেড়ায়, ছটফট করে।

ন্যাট্রম-সলফ-৫০১—তাপে, গরমপানে যন্ত্রণায় বৃদ্ধি ; ঠাণ্ডা জলে, ঠাণ্ডায় উপশম।

ট্রিলিয়ম-৬৩৪—মাঢ়ী হইতে দাঁত তুলিবার পর রক্তস্রাব।

ষ্ট্যাফিসেগ্রিয়া-৬০৬—উপদংশ ও প্রমেহ রোগীর সন্তানের দাঁত নষ্ট, দাঁতে পোকা, কাল দাগ, দাঁত খেয়ে যাওয়া, মাঢ়ী ফোলা আঙ্গুল বা অন্য কিছু দাঁতে ঠেকিলেই পড়ে।

ক্রিয়োজোট-৪১৮—দুধে দাঁতে পোকা, প্রথমে দাঁত হলদে—পরে কালবর্ণ ক্রমশঃ খেয়ে যায়, ভিতরে গর্ত্ত হয়।

কফিয়া-টোষ্ট—২৬৪—ধ্বংসদন্তের পীড়াহেতু মুখের স্নায়ুশূল বেদনা।

প্ল্যান্টেগো—θ, তুলায় করিয়া বাহ্যিক প্রয়োগ করিলে অনেক প্রকারের দন্ত বেদনায় উপশম হয়। দাঁতের পোকায়—ক্রিয়োজোট-θ, বাহ্যিক দিবেন।

দংশন।

৪৩৮ পৃষ্ঠা—লিডম অধ্যায় দেখুন।

এনথ্রাসিনাম-৯০—ভিমরুল, বোলতা, প্রভৃতি কীটাদির দংশন।

ইন্দুর দংশন—(Rat bite Infection)—কোনও বিষাক্ত (infected) ইন্দুর কাহাকেও দংশন করিলে তাহার একপ্রকার জ্বর, লিফ্যানজাইটীস ও ইরাপসন বাহির ইত্যাদি হয় ও উহা একবার আরোগ্য হইয়া কিছুদিন পরে পুনরায় প্রকাশ পায়। দুষ্ট স্থানের ক্ষত অল্প সময়ে আ পনা আপনি আরোগ্য হইতে পারে; কিন্তু ইহার কুফল—দংশনের পর হইতে প্রায় ৬ : প্তাহের মধ্যে প্রকাশ পায়। পীড়া প্রকাশের পূর্ব্ব লক্ষণ—প্রথমে নষ্টস্থানে বেদনা হয়, লুপ্ত ক্ষতচিহ্ন ফুটিয়া উঠে, লিম্ফাটিক-গ্ল্যাণ্ড বড় হয় ও ফুলিয়া উঠে, ইহার অল্পদিন পরেই জ্বর হয়, জ্বর প্রায় ১০৩ ডিঃ পর্য্যন্ত উঠে, কাঁপ দেয়, বমি হয়, উদ্ভেদ (rash) বাহির হয় ; উহা—মুখে, দেহকাণ্ডে ও প্রত্যঙ্গেই অধিক দেখা দেয় ; যাহা হউক ৩/৪ দিনের মধ্যে ঐ জ্বর কমিয়া যায়, জ্বর ঘাম দিয়া ছাড়ে, উহাতে বোধ হয় রোগী যেন আরোগ্য হইয়া গেল, অন্যান্য উপসর্গও কমিয়া যায়। ৩ থেকে ৬ দিন পর্য্যন্ত উক্ত প্রকারে রোগী ভাল থাকিবার পর পুনরায় জ্বর দেখা দেয় এবং ১/২ দিনের মধ্যে লিম্ফ্যাটিকের বৃদ্ধি ও র‍্যাস বাহির হয়। এইপ্রকার পুনরাক্রমণ (relapse) অনেক সময়—২/১ সপ্তাহ বা ২/১ মাস অন্তেও হইতে দেখা যায়। মৃত্যুসংখ্যা ইহাতে অল্প নহে।

ইহাদের চিকিৎসা—দংশন মাত্রই যদি দুষ্টস্থান নাইট্রিক বা কার্ব্বলিক-এসিড দিয়া পোড়াইয়া দেওয়া হয়, তাহা হইলে রোগীর বিষাক্ত হইবার ভয় থাকে না। ক্ষতে নীলবড়ী গুঁড়া করিয়া টিপিয়া রাখিবেন এবং যতদূর ফুলিবে নীলবড়ী জলে ঘষিয়া

লাগাইয়া তাহার উপর ধুতরা পাতা বাটিয়া গরম করিয়া ক্ষতমুখ ঢাকিয়া প্রলেপ দিবেন, ৫/৬ ঘন্টা অন্তর প্রলেপ বদলাইবেন। রোগীকে আভ্যন্তরিক—এচিনেসিয়া—θ, ৩/৪ ফোঁটা মাত্রায় জলসহ দিনে ৩/৪ বার কিছুদিন দিবেন এবং উহার ২/১ ফোঁটা মাত্রায় প্রত্যহ ১ বার, অন্ততঃ ১৷০ ৷২ মাস সেবন করাইবেন। লক্ষণ মিলিলে—লিডম, আর্সেনিক, ল্যাকেসিসেরও প্রয়োজন হয়। এলোপ্যাথগণ ইহাতে আর্সেনিক ইনজেকসন দেন। ধনুষ্টঙ্কার, দাঁতীলাগা ইত্যাদি হইলে—হাইপেরিকাম।

ছুঁচার দংশন—দৃষ্টস্থান কার্ব্বলিক-এসিড দিয়া পোড়াইয়া দিবে, আমরুল শাক আহার করিবে ও উহা বাটিয়া গায়ে মাখিবে (ঔষধ—এচিনেসিয়া)।

পাগলা কুকুর দংশন—কুকুর কামড়াইলে সেই স্থানটি নাইট্রিক বা কার্ব্বলিক-এসিড দিয়া আহতস্থানটি পোড়াইয়া দিবেন এবং বেলেডোনা—θ, ২/১ ফোঁটা মাত্রায় দিনে ৪/৫ বার ব্যবস্থা করিবেন। কুকুর, শিয়াল বা বিড়াল রাগিয়া কামড়াইলে দংশন মাত্রেই বিষাক্ত হইয়া হাইড্রোফোবিয়া হয় না, ১৭/১৮ দিন পরে কুলক্ষণ প্রকাশ পায়। কুকুর কাপড়ের উপর কামড়াইলে লালা কাপড়ে লাগিয়া যায়, অতএব বিষাক্ত হইবার তত ভয় থাকে না। কুকুরে কামড়াইলে—কুকুরকে কখনও মারিয়া ফেলিবে না, পাগলা কুকুর ৩/৪ দিনের বেশী বাঁচে না, কুকুর কামড়াইয়া যদি কুকুর সুস্থ শরীরে ১০/১২ দিন বাঁচিয়া থাকে, কোনও পাগলামির লক্ষণ প্রকাশ না পায়, কুকুরদিগের ল্যাজ বাঁকা ও উপর দিকে খাড়া থাকে; কিন্তু কুকুর পাগলা হইলে তাহার ল্যাজ সোজা ও সর্ব্বদা নীচে পায়ের দিকে ঝুলিয়া থাকিবে, ইহার দ্বারাও কুকুরের বিষ আছে কিনা জানিতে পারা যায়।

হাইড্রোফোবিয়া অর্থাৎ বিষাক্ত হইবার লক্ষণ—কুকুর কামড়াইবার ১৭/১৮ দিন পরে দৃষ্টস্থানে সামান্য প্রদাহ হয় ও চুলকাইতে থাকে, ক্রমে অস্থিরতা, খিটখিটে ভাব, রাত্রিতে ভীষণ স্বপ্ন ও ভয়, গলনলী সঙ্কুচিত, ঘাড় শক্ত, উজ্জ্বল আলোক অসহ্য ও তাহাতে কষ্ট, তরল দ্রব্যপানে কষ্ট, শ্বাসকষ্ট, জল দেখিলেই ভীষণ ভয় পাওয়া, পাগলের মত চীৎকার, ধনুষ্টঙ্কার, আক্ষেপ, মানুষকে কামড়াইতে যাওয়া প্রভৃতি লক্ষণগুলি প্রকাশ পায়, রোগী মারা পড়ে।

কনক ধুতরা (যাহার ফুলে নীল বা হলদে রঙ থাকে) পাতার ডগা ধুইয়া কাপড়ে পুঁছিয়া রস বাহির করিয়া সেই রস, আখের গুড়, বাঁটি গাওয়া ঘৃত, কাঁচা গো-দুগ্ধ—এই ৪টি দ্রব্য প্রত্যেকটি ২ তোলা, (ছোট চামচের ২ চামচ) ওজন লইয়া উত্তমরূপে একত্রে মিলাইয়া একদিন প্রাতে খালি পেটে রোগীকে খাইতে দিবেন, যদি ইহাতে বেশ নেশা হয়, অধিক মত্ততা জন্মায় বুঝিবেন বিষ হয় নাই, আর যদি অধিক নেশা না হয়, খুব কম মত্ততা জন্মায়, তাহা হইলে কিছুদিন উক্ত প্রকারে ঐ দ্রব্য সেবন করাইতে হইবে। যখন মত্ততা অধিক হইবে তখন বুঝিবেন যে, বিষ নষ্ট হইয়াছে। শিশুদের মাত্রা অর্দ্ধ বা সিকি। গাওয়া ঘি, দুধ ও আখের গুড় দিনে ৩/৪ বার সুপথ্য।

৭টি করিয়া সিমুলি বীচি—৭ দিন কলার ভিতর পুরিয়া খাইলে শুনিয়াছি জলাতঙ্ক হয় না, যাহা হউক জলাতঙ্ক হইলে রোগী প্রায় বাঁচে না।

হোমিওপ্যাথিতে—হাইড্রোফোবিনাম—৩x ইহার প্রধান ঔষধ। কুকুরে কামড়াইবার পর ২/৪ দিন বেলেডোনা—শক্ত, দিয়া পরে হাইড্রোফোবিনাম—৩০ প্রত্যহ ২/১ বার ১ সপ্তাহ দিয়া তাহার পর ২/৩ মাস কাল বেলেডোনা—৩x প্রত্যহ ১ বার করিয়া সেবন করিতে দিবেন। অন্যান্য লক্ষণের ও অন্যান্য ঔষধের জন্য "হাইড্রোফোবিয়া" দেখুন।

সর্প দংশন—সর্প দংশন ৮৮৭ পৃষ্ঠা দেখুন।

দন্তোদগমকালীন শিশু পীড়া।

প্রধান ঔষধ—ক্যামো, বেল, পডো, ক্যাল-কার্ব্ব, সিনা, ক্যাল-ফস, এন্টিম-ক্রুড, ইথুজা, ম্যাক-কার্ব্ব, কিডফিয়া, ডিক্কো, ক্যালি-ফস, এরাণ্ডো।

কষ্টকর দন্তনির্গমন—ক্যামো, জেলসি, বেল, ক্রিয়ো, জিঙ্কাম।

ক্যামো-২৩৩—রোগী খিটখিটে, অনিদ্রা, অস্থিরতা, নিদ্রায় চমকান, ঘুমাইবার সময় হাত পা নেচে উঠে, পেট কামড়ায়, পেটের দোষ, জ্বর।

দন্তোদগমকালে শিশুদের—প্রায়ই জ্বর, তড়্কা, উদরাময় ইত্যাদি কয়েক প্রকার পীড়া হয়, তজ্জন্য উহাদের অধ্যায় দেখিবেন।

এন্টিপাইরিন-১৩০—ঠোঁট ফোলা, ঠোঁটে জিবে ঘা, জিব ফোলা, রক্তমিশ্রিত লালা বাহির, দাঁত ও দাঁতের মাড়ীতে বেদনা ও জ্বালা।

দাদ।

(চর্ম্মপীড়া দেখুন) মাথায় দাদ—রেক্‌টিফাইড-স্পিরিট দ্বারা ধুইয়া প্রত্যহ একটু করিয়া কডলিভার অয়েল ঘষিয়া দিবেন। টেলুরিয়ম—আভ্যন্তরিক ও বাহ্যিক ব্যবস্থা করিতে পারেন।

পেট্রোলিয়ম-৫২৫—৩০ শক্তি সেবন ও লিনিমেন্ট বাহ্য প্রয়োগ।

টেলুরিয়ম-৬২৭—মুখের, নিম্নাঙ্গের ও শরীরের সমস্ত স্থানের দাদ ও ক্ষৌরকণ্ডু দাদে অত্যন্ত চুলকানি (সলফার-আয়োড)।.....সিপিয়া-৫৯৫—মুখে ও দাড়ীতে দাদ।

এসিড-ক্রাইসো-১৮—এলোপ্যাথিকে ইহাই দাদের প্রধান ঔষধ। হোমিওপ্যাথিকেও চলিতেছে (বাহ্যিক প্রয়োগে ১৫/২০ গ্রেণ এসিড-ক্রাইসো—ক্রুড, ভ্যাসেলিন ১ আঃ)।

দুর্ব্বলতা।

স্নায়ুদৌর্ব্বল্যে—এসিড-ফস-৩৬, এসিড-পিক্রে-৩৬, ক্যালি-ব্রোম-৩৯৯, কষ্টিকাম-৫৩৬ এনাকার্ড-৮৬,.......টাইফয়েড-জ্বরের পর—হাইড্রাষ্ট-৩৬৪,........সাধারণ দুর্ব্বলতা-এল্‌ফ্যালফা, এভেনা-৬৪,....সেনা-৫৯২। বোরিকের...হেনসেলস-টনিক একটি উত্তম ঔষধ, ইহা এখন বাজারে পাওয়া যাইতেছে না, অভাবে—এলফ্যালকো-টনিক।

কার্ব্বো-এনি-২১৬—ক্রমাগত কুঁচকী, বাগী, ফোঁড়া কিম্বা কোনও গ্ল্যাণ্ড পাকিয়া পূজ হইয়া দুর্ব্বল।

কার্ব্বো-২২০—অতিরিক্ত রস রক্ত নির্গমন, স্তন্যপান, গয়ার উঠে, উদরাময়, রতিক্রিয়া, হস্তমৈথুন ইত্যাদিজনিত জীর্ণশীর্ণ ও দুর্ব্বল হওয়া।

চায়না-২৪৭, ৪০২—রজঃস্রাব কিম্বা কোনও তরল পদার্থের অতিরিক্ত ক্ষয়হেতু দুর্ব্বলতা।.... সেনা-৫৯২—স্বাস্থ্যভঙ্গ, কোষ্ঠবদ্ধ, মাংসক্ষয়, দিন দিন শুষ্ক ও দুর্ব্বল।

এসিড-ফস-৩৪, ৪০২—শুক্রক্ষয়জনিত দুর্ব্বলতা। স্বপ্নদোষ, হস্তমৈথুন ইত্যাদি কারণে দুর্ব্বলতা, প্রথমে মানসিক দৌর্ব্বল্য—পরে শরীর আক্রান্ত।

পল্‌সেটিলা-৪০২—ঋতুর অনিয়মিততার নিমিত্ত দুর্ব্বলতা।

ষ্টানম-৩৪—বক্ষঃস্থলের দুর্ব্বলতা।

ন্যাট্রম-মিউর-৪০২—বেশ ক্ষুধা, ভাল খায় তথাপি শীর্ণ ও দুর্ব্বল।

ক্যাড্‌মিয়ম-১৮০—পুনঃ পুনঃ বাহ্যে বমি হইয়া ভীষণ দুর্ব্বল ও অবসাদগ্রস্ত তৎসহ কষ্টের লেশমাত্র থাকে না।

ক্যালি-কার্ব্ব-৩৩১, ৪০২—চামড়া ফেকাশে ও সাদা, চোখ মুখ ফোলা ফোলা, কোমরে ব্যথা, একটুতেই ঘর্ম্ম, রক্তহীনতার জন্য ঋতুবন্ধ (ফেরম-মিউর)।

সেলিনিয়ম-৪০২—টাইফয়েড জ্বরের পর দুর্ব্বলতা।

লোলিয়ম-টিউমুলেন্টাম-৬৯০—মস্তিষ্কের অবসাদ ও গোলমেলেভাব, মাথা ঘোরে, চক্ষু বুজাইয়া থাকে, কাণে শব্দ, অঙ্গপ্রত্যঙ্গ কাঁপে, ঠিকভাবে চলিতে অক্ষম।

সলফোন্যাল-৭০০—হোঁচট লাগার মত হইয়া চলে, দুর্ব্বলতা, কম্পন, পা ভারী বোধ করা, নি-জার্কের লোপ, দুইটি পাই-ই শক্ত, পক্ষাঘাতের মত হওয়া, পায়ে কোন সাড়া না থাকে।

দূষিত গ্যাসজনিত পীড়া।

আর্সেনিক-১২৬—কিছু পচিয়া বাষ্প দূষিত হইয়া পীড়া, জ্বরসহ ওলাউঠার লক্ষণ।

ধনুষ্টঙ্কার।

একটু শব্দে বা স্পর্শে ফিট—ষ্ট্রীকনিয়া-৮৮। আঘাতজনিত পীড়া—আর্ণিকা।

ট্যাবেকাম-৬২৪—মেরুদণ্ড আক্রান্ত হইয়া খেঁচুনি, ঘাড় পিঠ শক্ত, (অতি অল্প পরিমাণে দোক্তা তামাক সিদ্ধ করিয়া সেই জল মলদ্বারে পিচকারি)।

হাইপেরিকাম-৩৭৩—আঙ্গুল চিমটাইয়া বা ফাটিয়া ক্ষত হইয়া এবং পায়ের তলায় হাতের বা আঙ্গুলের কোনস্থানে আঘাত লাগিয়া চোয়াল ধরিয়া ধনুষ্টঙ্কার।

এঙ্গাষ্টিউরা-৮৮—ক্ষতস্রাব হঠাৎ বন্ধ হইয়া বা আহতস্থান পাকিয়া পীড়া।

এসিড-হাইড্রো-২৩, ৮৮—অনবরত খেঁচুনি, ফিট অনেকক্ষণ স্থায়ী।

সাইকিউটা-২৩—শরীর শক্ত, মাথা পিঠের দিকে যায়, চোয়াল ধরে, মুখে ফেণা, ঘাড়ে ও বুকে খেঁচুনি, ফিট ঘন ঘন হয়।

প্যাসিফ্লোরা-৫২৩—ধনুষ্টঙ্কার, তড়কা প্রভৃতির আক্ষেপ নাশক উৎকৃষ্ট ঔষধ।

ফাইজস্‌টিগমা-৫৩৮—আঘাতজনিত ধনুষ্টঙ্কার (আর্ণিকা)।

বেলেডোনা-৮৮—শিশুপীড়ায় অধিকাংশস্থলে প্রায় ইহাতেই উপকার হয়।

ষ্ট্রীকনিনাম-৬৯৯—আক্ষেপ, দাঁতিলাগা, মধ্যে মধ্যে পেশী ঢিলা হয়, বেদনা ও আক্ষেপ হঠাৎ আসে এবং মধ্যে মধ্যে প্রত্যাবর্ত্তন করে। আক্ষেপের সময় অসাড়ে বাহ্যে, শরীরের প্রবল স্পন্দন, জাকিং, একটু মাত্র স্পর্শেই ফিট্ বাড়ে।

শিশু-ধনুষ্টঙ্কার—বেল, আর্ণি, ক্যামো, সাইকিউ, এঙ্গাষ্টিউরা, ফাইজস, প্যাসিফ্লোরা, ষ্ট্রীকনিয়া প্রভৃতি ইহাদের অধ্যায় দেখুন।

দ্রষ্টব্য ঃ—শিশুদের ধনুষ্টঙ্কার পীড়াকে গৃহস্থেরা ছেলেদের "পেঁচোয় পাওয়া" বলে ইহার লক্ষণ—ছেলে কেবল কাঁদে, মাইদুধ খায় না, লাল নীল নানাপ্রকার রঙ্ ধারণ

করে, চোয়াল ধরে, হাত পা খেঁচে। ভিজা বা গরম স্থানে আঁতুড়ঘর প্রস্তুত হওয়ার নিমিত্তই এই পীড়া অধিক হয়। এই পীড়ায় প্রধান ঔষধ—সাইকিউটা, উপকার না হইলে—প্যাসিফ্লোরা—θ, ৪/৫ ফোঁটা মাত্রায় ইহা ২/১ ঘন্টা অন্তর দিবেন। বেলেডোনা, এঙ্গাষ্টিউরা, ষ্ট্রীকনিয়া ইত্যাদিরও প্রয়োজন হয়।

ধনুষ্টঙ্কার পীড়ার পরিণামফল নিতান্ত অশুভ, রোগী প্রায় বাঁচে না, তজ্জন্য নিকটে হাসপাতাল থাকিলে রোগীকে যত শীঘ্র পারেন পাঠাইয়া দিবেন।

ধ্বজভঙ্গ (ইম্‌পোটেন্সি)

এনাকার্ড-ওরিয়েন্ট-৮৬—১২ শক্তি।

আর্জেন্টি-নাই-১১৯—সঙ্গমের সময় লিঙ্গ শিথিল, ইচ্ছা লোপ।

ক্যালেডি-১৮১—বহুদিনের স্বপ্নদোষ কিম্বা স্বপ্ন না দেখিয়া স্বপ্নদোষ, সঙ্গমকালে লিঙ্গ শিথিল হয় বা লিঙ্গোত্থান হয় না; ইচ্ছা প্রবল কিন্তু ক্ষমতাহীন।

সেলিনিয়ম-১৮১—আলিঙ্গনকালে লিঙ্গোদ্রেক বা বীর্য্যপতন হয় না।

ক্যাল্‌কে-কার্ব্ব-১৮৭—পূর্ণভাবে লিঙ্গোত্থান হয় না, সহবাসের পর মাথাঘোরে।

লাইকো-১৮৭, ৪৫০—লিঙ্গ ঠাণ্ডা, শিথিল, সামান্য উত্থান হয় বা একেবারে হয় না

নক্স ও সলফ-১৮৭—মাথায় ও কোমরে ব্যথা, ভোরে স্বপ্নদোষসহ।

জেলসিমিয়ম-৩৩০—হস্তমৈথুন বা স্বপ্নদোষের জন্য লিঙ্গ শিথিল।

ফস্‌ফরাস-৫৩৫—কামেচ্ছা প্রবল; কিন্তু ভালরূপে লিঙ্গোদগম হয় না, ধ্বজভঙ্গ।

এগ্‌নাস-৬০, ৬১—অতিরিক্ত শুক্রক্ষয় করিয়া অল্প বয়সে বৃদ্ধের মত অবস্থাপ্রাপ্ত, ধ্বজভঙ্গ স্পার্ম্মাটোরিয়া, নিদ্রাকালে রেতঃস্খলন।

*ওহিম-বিনাম-এক প্রকার গাছের ছাল হইতে প্রস্তুত-৩য় শক্তি, ইহার ক্রিয়া জননেন্দ্রিয় উত্তেজিত হয়।

কোনিয়ম-২৭৮-সঙ্গমেচ্ছা অধিক; কিন্তু ক্ষমতার হ্রাস। স্ত্রীলোক দেখিলে, আলিঙ্গন করিলে, মনে করিলেও অসাড়ে বীর্য্য স্খলন হয়।

এভেনা-স্যাট-৬৪-অজ্ঞাতসারে ধাতুস্খলন, ধ্বজভঙ্গ।

টার্ণেরা-৬৩৭-ধ্বজভঙ্গের প্রায় একপ্রকার পেটেন্ট ঔষধ, প্রতি মাত্রায় ১০ ফোটা হইলে আরম্ভ করিয়া ক্রমশঃ মাত্রা বৃদ্ধি করিয়া ২/৩ মাস সেব্য।

জিনসেং-৬৮৫-লিঙ্গের দুর্ব্বলতা, ইন্দ্রিয়ের উত্তেজনা, অনবরত শুক্রক্ষয় হইয়া বাতরোগ।

স্কাটেলেরিয়া-৬৯৭-অস্ত্র বায়ুসঞ্চয়, স্বপ্নদোষ, ধ্বজভঙ্গ।

কার্ব্বোনিয়ম-সলফ-৬৮১-ধ্বজভঙ্গ, রতি ইচ্ছালোপ, লিঙ্গের খর্ব্বতা, ধাতুস্খলন।

বেলিস-পিরেনিস-হস্তমৈথুনজনিত কুফল।

বিউফো-১৭৫-হস্তমৈথুনের প্রবল ইচ্ছা, সহবাসকালীন শীঘ্র শীঘ্র শুক্রস্খলন, রোগী ধ্বজভঙ্গ হয়।

সাইডোনিয়া (Cydonia Vulgaria)—ইন্দ্রিয়শক্তির ও পাকস্থলীর ক্ষমতা বৃদ্ধি হয়।

ইউরেনিয়ম-নিট-১৪—সম্পূর্ণ ধ্বজভঙ্গ, তৎসহ স্বপ্নদোষ, লিঙ্গ শিথিল, ঠাণ্ডা ঘর্ম্মশক্তি।

ট্রি বিউলাস-৬৩৪—হস্তমৈথুন বা অন্য কারণে শুক্রক্ষয় করিয়া ধ্বজভঙ্গ।

অরিগেনাম-৬৯৩—অতিরিক্ত হস্তমৈথুনের ইচ্ছা ও ইন্দ্রিয়ের উত্তেজনা।

ধবল বা শ্বেতকুষ্ঠ।

আর্স-সলফ-ফ্লেভাম-১৩৬ পৃষ্ঠা দেখুন।

অয়েল-বুচি (Oil Bouchi)—দিনে ১/৩ বার বাহ্যিক প্রয়োগে প্রায় ২/১ মাসের মধ্যে চর্ম্মের রঙ ক্রমশঃ স্বাভাবিক হইয়া আসে (স্থান অল্প হইলে আরোগ্য হয়)।

নখের পীড়া।

ক্যালি-ক্লোর-৪০৫—প্রদাহযুক্ত নখশূল।

ইউজিনিয়া-৬৮৪—আঙ্গুলের মধ্যে ফাটা ক্ষত, নখ থেকে মাংস খসিয়া যায়, পূঁয হয়।

ইউপাস ও রেপার্টারীতে আঙ্গুল হাড়ার আনত নাইট্রিক এসিড (Upas)-৩—৬ষ্ঠ, নখের প্রদাহ, নখের গোড়া লাল হয়, চুলকায় (গ্র্যাফাইটাস ও আঙ্গুল হাড়া দেখুন)।

নাসিকার পীড়া।

নাস সাঁটিয়া ধরা—এমন-কার্ব্ব, এমন-মিউর, নক্স-ভম।

নাক-খোঁটা—এসিড-ফস, এরাম ট্রাইফাইলম, সিনা, হায়োসি, কোনিয়ম, ন্যাপথালাইন।

নাসিকা হইতে রক্তস্রাব—প্রাতে—বোভি, ব্রায়ো, হ্যামা, ক্যালি-কার্ব্ব,......মুখ ধুইবার সময়—এমন-কার্ব্ব, ক্যালি-কার্ব্ব, অরম,.....অর্শ বা রজঃস্রাব বন্ধ হইয়া—হ্যামা, পলস,.......আঘাত লাগিয়া—আর্ণিকা,.......মস্তকে রক্তাধিক্য বশতঃ—একোন, বেল, জেলসি, ভেরেট্রম-ভিরিডি,.....ঋতু না হইয়া অথবা বন্ধ হইয়া—পলস, হ্যামা, সিনিসিও ব্রায়ো, মিলিফো, ফস.....সর্দ্দিজনিত—ব্রায়ো, পলস, হ্যামা,......সকল প্রকার রক্তস্রাব—থ্যাস্পি.......দাঁতের মাড়ী ও নাসিকা অনবরত রক্তস্রাব...... র‍্যাটানহিয়া।

পানীয় বস্তু নাক দিয়া বাহির হওয়া—বেল, মার্ক-কর, মার্ক-ভাই, এসিড-সলফ।

সেপ্টমে ক্ষত—ক্যালি-বাই, হাইড্রাষ্ট, ক্যাল-ফ্লোর, মার্ক-কর, অরম-মিউর।

নাসিকায় অর্ব্বুদ-৭০১ পৃষ্ঠায় অর্ব্বুদ দেখুন।

নাসিকার সর্দ্দি—ঘন গাঢ় পাকা—পলস, ক্যালি-সলফ,.....শুষ্ক—এলিউমিনা, ষ্টিক্টা, ব্রায়ো.....শক্ত ডেলার মত—এলিউমিনা,....জলের মত তরল—আর্স, মার্ক-সল, একোন, এমন-কার্ব্ব, ...দিনে সর্দ্দিস্রাব, রাত্রিতে বন্ধ—এমন-মিউর, নক্স, পলস, সলফ সিপা, ইউফ্রে.....নাসিকামূলে বেদনা—ইউপেট-পার্ফো, ইউফ্রেসি, নক্স, আয়োড, সিনাবের.....সর্দ্দিস্রাব বন্ধ হইয়া নাসিকামূলে বেদনা—ষ্টিক্টা......বামরগে বেদনা—ল্যাকেসিস।

মার্ক-সল-৪৭০—নাকে জলের মত সর্দ্দি, নাক চুলকান, জ্বালা, নাক যেন বন্ধ, সন্ধ্যার সময় হইতে নাকের ও নাকের গোড়ায় যন্ত্রণায় বৃদ্ধি। সর্দ্দি পাকিয়া হলদে কিম্বা হলদে সবুজ ঘন স্রাব নির্গত হইলেও উপকারী।

এনথিমিস-নোবিলিস-৬৬—নাক দিয়া জলের মত অত্যধিক তরুণ সর্দ্দি ঝরে, চোখ দিয়া জল পড়ে, গলা কুট-কুট করিয়া কাশি হয়।

এসিড-ফ্লোরিক—নাসিকার পুরাতন সর্দ্দি, পচা ঘা, ওজিনা।

লেমন-মাইনর-৪৪০—নাসিকার ভিতর অর্ব্বুদ, অস্থিফোলা, অধিক পরিমাণে পূঁয মিশ্রিত শ্লেষ্মা ও পচা গন্ধ বাহির, ভিতরে ফোলার জন্য নিশ্বাস বন্ধ।

এমন-কার্ব্ব, নক্সন-ভমিকা-৪৭০—জলের মত তরল সর্দ্দি, নাক সাঁটিয়া ধরে।

পলসেটিলা-৪৭০—খুব ঘন পাকা সর্দ্দি, জ্বালা যন্ত্রণা কিছুই থাকে না।

ক্রসিড-ক্রমিক-৬৮২—নাসিকার ভিতর ক্ষত ও মামড়ি পড়া, ওজিনা, দুর্গন্ধ নাসিকা স্রাব, নাসিকার ভিতর টিউমার।

অরম-মিউর-১৩৪—পূঁয রক্তপড়া, দুর্গন্ধস্রাব, ভিতরে পচা ঘা, বেদনা।

আর্সেনিক-১২৯—স্রাব গরম, জ্বালাজনক, হাজাকারক, হাঁচিসহ।

এলিয়ম-সিপা-৬৬—নাক দিয়া জল পড়ে তাহাতে ঠোঁট হাজিয়া যায়।

ইউফ্রেসিয়া-৬৬—নাক চোখ দিয়া জল পড়ে তাহাতে নাক হাজে না, চোখের জলে চোখ হাজিয়া যায়।

টিউক্রিয়ম-৬২৯—পুরাতন সর্দ্দি, দুর্গন্ধ মামড়ি পড়ে, ওজিনা, নিশ্বাসে দুর্গন্ধ কোনও বস্তুর গন্ধ পায় না, হলদে রঙের দুর্গন্ধ স্রাব।

ন্যাপথালাইন-৪৮৯—অনবরত নাক খোঁটে।

ক্যাম্ফোরা-২০০—নাক দিয়া জলের মত তরল সর্দ্দি নির্গমন, ঠাণ্ডা লাগিয়া সর্দ্দি হাচি, গায়ে বেদনা; নাক সাঁটিয়া ধরা।

এগারিকাস-৫৯—ঠাণ্ডা লাগে নাই, প্রদাহ নাই, অথচ সর্দ্দি তৎসহ হাঁচি।

ক্যাডমিয়ম-সলফ-১৮০—ওজিনা, নাসিকা বন্ধ, অর্ব্বুদ, হাড়ের অস্থি পচা, স্ফোটক হয়।

ক্যাল-ফ্লোর (অরম)-১৯১—নাসিকার অস্থিক্ষতে দুর্গন্ধস্রাব।

ক্যাম্ফর, ক্রোটেলাস-২০০, সিনাবের-৩৬৮—নাক দিয়া রক্তস্রাব, হিমাঙ্গ।

সিনাবের-১৫৪—নাসিকার গোড়ায় ভারবোধ ও বেদনা, পুরাতন সর্দ্দি।

কিউরারি-২৯২—নাসিকার ভিতর পচা দুর্গন্ধ, পুঁযের চাপ (ওজিনা)।

ইল্যাপ্স-৩১০—পুরাতন পীড়া, দুর্গন্ধস্রাব রঙ—হরিদ্রা-সবুজ, শুষ্ক পিঁচুটিতে নাকবন্ধ, নাসিকা দিয়া রক্তপড়া, নাসিকামূলে বেদনা।

ফেরম-মিউর-৩২২—নাসিকা দিয়া ঘন জমাট রক্তস্রাব (থ্রাস্পি-৬৩০)।

মেলিলোটাস-৪৬১—নাসারোগ, নাসাজ্বর, নাসা ভাঙ্গিবার আবশ্যক হয় না।

ক্যালি-বাইক্রম-৩৯৫—ডেল ও শক্ত, আঠার মত শ্লেষ্মা নির্গমন, নাসিকায় নিয়ত পিঁচুটি, নাসিকায় পাঞ্চ করার মত ক্ষত (ওজিনা), সেপ্টম অস্থিতে ক্ষত।

ক্যালি-কার্ব্ব-৪০৩—প্রাতে ৯টায় নাক দিয়া ও মুখ ধুইবার সময় রক্ত পড়ে।

ল্যাক-ক্যানাইনাম-৪২০—নাসিকার ক্ষতে পচাগন্ধ, মামড়ি।

মার্ক-কর-৪৬৫, অরম-মিউর-৪৬৫—গর্মীপীড়াগ্রস্ত ব্যক্তিদের নাসিকা অস্থির ক্ষত।

ফসফরাস-৫৩৫—নাকের ভিতর অর্ব্বুদ, একটুতেই অধিক পরিমাণে রক্ত বাহির হয়। নিশ্বাসে নাসিকার দুইপক্ষ ফুলিয়া উঠে (লাইকো)।

স্যাবাডিলা-৫৭৫—নাক দিয়া স্রোতবেগে জলপড়া, হাঁচি, সুমুখ রগে বেদনা।

ট্রি লিয়ম-৬৩৫—নাক দিয়া প্যাসিভ-রক্তস্রাব।

ন্যাট্রম-নাইট্রি-৪৯৯—নাক দিয়া রক্তস্রাবের ইহা একপ্রকার পেটেন্ট ঔষধ।

ন্যাট্রম-কার্ব্ব—দিনে সর্দ্দি ঝরে, রাত্রিতে বন্ধ, কোন বস্তুর ঘ্রাণ পায় না।

হিপোজিনিয়াম-৬৮৬—নাসিকা লাল, ফোলা, নাসিকার ক্ষত হইতে রক্তস্রাব, স্রাবে দুর্গন্ধ, নাসিকাস্রাবে হাজিয়া যায়, ওজিনা।

কেওলিন-৬৮৯—নাক চুলকায়, জ্বালা করে, হলদে সর্দ্দি বাহির হয়, মামড়ি পড়ে, নাক সাঁটিয়া ধরে।

ম্যানসিনেলা-৬৯১—নাসিকার গোড়ায় ভারবোধ।

নার্সিসাস-৬৯২—নাক দিয়া কাঁচা জলের মত তরুণ সর্দ্দিসহ সম্মুখ রগে বেদনা।

নিকোলাম-৬৯২—অদম্য হাঁচি, নাসিকা বন্ধ, সর্দ্দিতে নাকের ডগা ফোলে, লাল হয়, নাসিকার গোড়ায় তরুণ বেদনা।

পপুলাস-ক্যান-৬৯৫—গলা ও নাক জ্বালা, শুষ্ক কাশি, হেঁট হইয়া বসিয়া থাকে, গলা ভাঙ্গা, গলায় ও বুকে বেদনা।

স্কুকুম-চক-৬৯৮—নাক দিয়া প্রচুর জলের মত স্রাব ও অনবরত হাঁচি।

ন্যাট্রম-স্যালিসাইলিকাম-৬৯২—সর্দ্দিজ্বর, নাসিকায় কাঁচা সর্দ্দি, নাসারন্ধ্রের ও ফ্যারিংসের শুষ্কতা, তৎসহ চাপ চাপ রক্তস্রাব, বাম নাসিকা সমস্ত দিন কিম্বা বৈকালে ও সন্ধ্যায় বন্ধ, হাঁচি, একবার ডান একবার বাম নাসিকা বন্ধ।

ক্যালি-হাইড্রো-৪০৭—পিনাসরোগে স্বরভঙ্গ ও কণ্ঠস্বর লোপ।

নাড়ী।

(২৯৮ পৃষ্ঠায়—ডিজিটেলিস অধ্যায় দেখুন)

র‍্যামনাস-ক্যালি-৬৯৬—নাড়ীর অনিয়মিত গতি, ধীরগতি, নাড়ী মিনিটে-৫৫।

নাক চোখ খোঁটা।

(৩৬৯ পৃষ্ঠায় হায়োসিয়ামস অধ্যায় দেখুন)।

ন্যাবা।

ক্রোটেলাস-২৮৪—সাংঘাতিক ন্যাবা, রক্ত বিযাক্ত হয়।

চেলিডোন-২৩৫—গাত্রচর্ম্ম, মুখ, চোখ, প্রস্রাব, সমস্তই হলদে।

ডিজিটেলিস-৩০১—লিভারের পীড়াসহ ন্যাবা, লিভার শক্ত; বড়, টাটানি-ব্যথা, ধীর নাড়ী, স্বল্প প্রস্রাব, সাদা পাঁশুটে রঙের বাহ্যে।

ডলিকস-৩০৫—চোখ হলদে, সাদা রঙের বাহ্যে।

বার্বেরিস-১৬৪—উজ্জ্বল হরিদ্রা কিম্বা রক্তের মত লালবর্ণের প্রস্রাব।

হাইড্র্যাসটীস-৩৬৫—লিভারে বেদনা, লিভার ক্রিয়া না করা, চোখ, প্রস্রাব হলদে।

আয়োডাম-৩৮১—লিভার-সিরোসিস কিম্বা পারদের অপব্যবহারজনিত পীড়া।

নক্স-ভমিকা-৫৫১—অতিরিক্ত কুইনাইন খাওয়ার পর ও মদ্যপায়ীদের ন্যাবা।

ফসফরাস-৫৩৪—লিভার-সিরোসিসের শেষ অবস্থায় শোথ, উদরী, ন্যাবা। লিভারের টাটানি ব্যথা, ছাই রঙের মত মল।

এমন-বেঞ্জো-৭৭—পিত্তের ক্রিয়া আবদ্ধজনিত ন্যাবা, ফুলিয়া পড়ে, প্রস্রাবে কটু গন্ধ।

আইরিকা-৪৮৬—লিভারের বিকৃতিবশতঃ পিত্ত উৎপন্ন না হইয়া ন্যাবা।

ন্যাট্রম-সলফ-৫০১—গা-বমি, টকবমি, পিত্তবমি, মুখে টক-তিক্ত আস্বাদ, ন্যাবা।

মার্ক-সল-৪৭১—লিভারের প্রদাহ, টাটানি ও বেদনা, পিত্তনিঃসরণের হ্রাস, লিভার শক্ত, বড় শোথ, ন্যাবা।

পডোফাইলম-৫৫০—চোখ মুখ, শরীর ন্যাবার মত হলদে।

কার্ডুয়াস-৪৪৯—লিভারের বেদনা, বাম লোবে বেদনা, বিস্বাদ, তিক্তাস্বাদ মুখ, প্রস্রাব হলদে, ন্যাবা।......লিউপিউলাস—0—৬x।

নাভির পীড়া।

এব্রোটেনাম-৯—(নাভি দিয়া রস-রক্ত ও পূঁয পড়ায়—ত্রিফলার সাথে তুলা ভিজাইয়া প্রায় ১/১ ।০ ঘন্টাকাল নাভির উপরে রাখিয়া মুছিয়া লইয়া পরে গরম ঘৃত বা ক্যালেন্ডুলা-অয়েন্টমেন্ট বাহ্য প্রয়োগে পূঁয ও রস-রক্তপড়া আরোগ্য হয়)। এব্রোটেনাম-নিম্নশক্তি দিনে ২/৩ বার সেবন করিতে দিবেন।

নিমোনিয়া, ব্রঙ্কো—নিমোনিয়া ও ব্রঙ্কাইটীস।

ফুসফুসের ডানদিক আক্রান্ত—ব্রায়ো, চেলি, মার্ক-সল, লাইকো, এন্টিম-টার্ট, বামদিক আক্রান্ত—এসক্লিপিয়াস,সলফ,....উভয় ফুসফুস আক্রান্ত—এন্টি-টার্ট.......ডানদিক আক্রান্ত অথচ বামদিকে শুইতে পারে না—ফস,....ক্যাপিলারি-ব্রঙ্কাইটীস—এন্টিম-টার্ট, এন্টিম-আর্স, হিপার, এমন-মিউর, আর্স-আয়োড, চেলিডোন, ইপিকাক, লাইকো......ব্রঙ্কোরিয়া-ইউক্যালিপ্টাস, ব্যাসিলিনাম, ব্যালসামম, ষ্টানম, গ্রিণ্ডেলিয়া,......ফিটিড-ব্রঙ্কাইটীস—ক্যাপসি, স্যাঙ্গু.....টাইফয়েড-নিমোনিয়া—ব্যাপটি, রসটক্স, আর্স, ওপি, ফস, নিমোনিয়ায় ভীষণ শ্বাসকষ্ট—ষ্ট্রীকনিয়া।

বুকে ঘড়ঘড় শব্দ, ফুসফুসের পক্ষাঘাত—এসিড-নাইট্রিক।

একোনাইট-৪৭—শ্বাসনলীতে রক্ত সঞ্চয়ের জন্য প্রদাহ (প্রথমাবস্থায় শীত, জ্বর, বুকে বেদনা, পিপাসা)।

ফেরম-ফস-২৩৪—একোনাইটের অবস্থা উত্তীর্ণ হইবার পর উচ্চ জ্বর, বুকে বেদনা, গয়ারে রক্তের ছিট, একোনাইট ও ব্রায়োনিয়ার মিশ্র লক্ষণ।

ভেরেট্রম-ভিরিডি-৬৪৪—প্রথমাবস্থায় উচ্চ জ্বর, ফুসফুসে রক্ত সঞ্চয়, নিশ্বাসে ভীষণ কষ্ট, ইহা ফুসফুস নিরেট হইবার পূর্ব্বে ব্যবহার্য্য।

ব্রায়োনিয়া-১৭৪, ১৭৪, ৪৮—বুকে ছুঁচফোটান ব্যথা, কাশি কিছু সরল ও কম কষ্টকর, বেদনার দিকে চাপিয়া শোয়, তাহাতে উপশমবোধ, কাশির সময়—হাত দিয়া বুক চাপে, ডানদিক অধিক আক্রান্ত, চটচটে রক্তমিশ্রিত গয়ার, জ্বর, মাথাবেদনা, বমি।

ফস-১৭৪—ব্রঙ্কো-নিমোনিয়া,....প্লুরো নিমোনিয়া—ব্রায়োনিয়া, এসক্লিপি।

এসক্লিপিয়াস-১৭৪—ব্রঙ্কাইটীস ও প্লুরিসিতে ব্রায়োনিয়ার মত বক্ষঃ লক্ষণ, বাম ফুসফুসের নীচে অধিক বেদনা, ব্রায়োনিয়ার উপকার না হইলে।

এন্টিম-টার্ট-৯৬, ৯৭—শ্বাসপ্রশ্বাসে শব্দ পাওয়া যায় না কিম্বা বুকে ঘড়ঘড় শব্দ, সর্দ্দি সরল অথচ কাশিলে উঠে না ; দুর্ব্বলতা, আচ্ছন্নভাব, শীতল ঘর্ম্ম।

এন্টিম-আর্স-৯১—এন্টিমের লক্ষণসহ আর্সেনিকের অস্থিরতা প্রভৃতি।

এমন-কার্ব্ব-৭৮, ৪৫৯—বুকে সর্দ্দি ভরা, গলায় সাঁই সাঁই শব্দ, অনবরত কাশি কিন্তু কিছুতেই উঠে না, যেন দম আটকায়, কখনও মুখে রক্ত উঠে, জোর নিশ্বাস, অনুক্ষণ জ্বর।

এমন-মিউর-৮১—সর্দ্দি সরল, ঘড়ঘড়ে, চটচটে, প্রচুর গয়ার উঠে, কাশি, গলায় স্বর বন্ধ, গলায় জ্বালা, সড়সড়ানি, টাটানি ব্যথা, চিৎ হইয়া ও ডানপাশে শুইলে কাশির বৃদ্ধি।

চেলিডোন-২৩৭—ক্যাপিলারি-ব্রঙ্কাইটীস, নিমোনিয়া, হুপিং-কাশি, হামের সহিত বা হামের পর ব্রঙ্কাইটীস, কাশি সরল ঘড়ঘড়ে, সহজে উঠে না।

ব্যারাইটা-মিউর-১৫৫—বৃদ্ধদের ব্রঙ্কাইটীস, সর্দ্দি তুলিয়া ফেলিতে পারে না।

ক্যাপসি-২১৪—সকল প্রকার ফুসফুসের পীড়ায়, নিশ্বাসে ও গয়ারে পচা দুর্গন্ধ।

কোপেবা-২৮০—পূঁযের মত গয়ার, অত্যন্ত দুর্গন্ধ, রঙ্ সবুজ, গলা সুড়সুড় করে।

ফেরম-মিউর-৩২২—আক্ষেপিক কাশি, ব্রঙ্কাইটীস, নাক দিয়া ঘন রক্তস্রাব।

হিপার-৯৭, ৩৬০—ক্যাপিলারি-ব্রঙ্কাইটীস—এন্টিমে উপকার না হইলে এবং শ্লেষ্মা সরল ও ঘড়ঘড়ে থাকিলেও অনেকক্ষণ কাশিলে তবে একটু উঠে, বমির ভাব থাকে, ঘাম দেয়।

হিপার, সিলা, জার্ব্বা-স্যান্টা-৩১৬—কাশরোগে পূঁযের মত গয়ার।

ওপিয়ম-৫২০—গলা ঘড়ঘড় করে, বুকে সর্দ্দিভরা, কাশে, সর্দ্দি তুলিয়া ফেলিতে পারে না, ফুসফুসের পক্ষাঘাত, দীর্ঘশ্বাস ফেলে, হাঁপায়, শুইতে পারে না।

ক্যালি-বাইক্রম-৩৯১—কাশি ঘঙঘঙে শ্বাসনলী পূর্ণ; কিন্তু সহজে শ্লেষ্মা উঠে না, যাহা উঠে তাহা তারের মত লম্বা, শ্বাসের মত টান হয়।

সেনেগা-৩৯১—বুকে খুব শ্লেষ্মা থাকা-সত্ত্বেও সর্দ্দি সহজে উঠে না,-শ্বাসকষ্ট, বুকে বেদনা, বেদনা এত অধিক থাকে যে হাঁচিলে; কাশিলে, ছুঁইলেও কষ্ট হয়।

ফুসফুসের কনজেস্‌সন স্ফীতি, ডানদিকের নিমোনিয়া, বুকে ঘড়ঘড় শব্দ। পুরাতন ব্রঙ্কাইটীস, হাঁপানি।

লাইকো-৪৪৬, ৪৪৭—বুকে সর্দ্দিভরা, গলা ঘড়ঘড় করে, নিশ্বাসে ভীষণ কষ্ট, বক্ষঃপরীক্ষায় কুহুস্বরের মত শব্দ। নিমোনিয়ার ২য় অবস্থায়—অবস্থা ক্রমশঃ মন্দ হইতে থাকে, প্রচুর গয়ার উঠিয়াও কাশির উপশম হয় না, কাশিয়া গয়ার তুলিতে পারে না, সর্দ্দি শীঘ্র শোষণ হয় না, ডান ফুসফুস আক্রান্ত; গয়ার হলদে, জ্বর—বৈকাল ৫টা হইতে ৮টায় বৃদ্ধি।

সলফার-৬১৭—ব্রঙ্কাইটীসের পুরাতন অবস্থায় পূঁযের মত গয়ার, বুকে প্রচুর শ্লেষ্মা অত্যন্ত কাশি, বমি, নিমোনিয়ার রেজোলিউসন্ ও ফুসফুসের অবস্থার পরিবর্ত্তন হয় না, পরীক্ষার বক্ষে শ্লেষ্মার ঘড় ঘড় শব্দ, গয়ারে পূঁয, অনবরত জ্বর, বাম ফুসফুস আক্রান্ত।

ফসফরাস-৫৩০—খুকখুকে কাশি, প্রবল কাশি, শ্বাসপ্রশ্বাসে কষ্ট, কাশির কষ্টের জন্য গোঁগানির সহিত কাশি চাপে, গয়ার হড়হড়ে, রক্তমিশ্রিত, লোহার মরিচার মত, পূঁযের মত। ক্যাপলারি-ব্রঙ্কাইটীসে ও ব্রঙ্কাইটীসের সমস্ত বক্ষে রালস্ (কড় কড় শব্দ); দক্ষিণ ফুসফুসের নিম্নাংশ আক্রান্ত, বামপার্শ্ব কিম্বা আক্রান্ত পার্শ্বে চাপিয়া শুইতে পারে না।

রসটক্স ৫৭০—জলে ভিজিয়া বা ঠাণ্ডা লাগিয়া পীড়া, শুষ্ক কাশি, রাত্রিতে অধিক কাশি, শ্বাসকষ্ট, লোহার মরিচার মত গয়ার, টাইফয়েড-জ্বরে ফুসফুস আক্রান্ত উদরাময়।

দ্রষ্টব্য ঃ—আকন্দ পাতার মসৃণ দিকে পুরাতন ঘৃত মাখাইয়া—বুকে পিঠে বসাইয়া তাহার উপর সৈন্ধব লবণের পুঁটুলি দ্বারা সেক দিয়া পাতা শুদ্ধ বাঁধিয়া রাখিলে নিমোনিয়ার বেদনায় ও সর্দ্দিতে উপকার হয়। পুরাতন ঘৃত গরম করিয়া বুকে মালিশ করিয়া তাহার উপর পানের মসৃণ পৃষ্ঠে ঘৃত মাখাইয়া সেক দিয়া সেই পানগুলি বুকে বসাইয়া বুক বাঁধিয়া রাখিলেও উপকার হইবে। চাউলমুগরা তৈল ও ব্রায়োনিয়া লিনিমেন্ট-θ বেদনা কমে।

নিউর‍্যালজিয়া [স্নায়ুশূল বেদনা]

এসিট্যানিলিডিয়াম-১৩—নানাপ্রকার যন্ত্রণাদায়ক নিউর‍্যালজিক বেদনা।

কর্ণাস-ফ্লোরিডা-২৮১—দুই হাতে বেদনা, ক্রমাগত হাত টেপে বা টিপিয়া দিতে বলে, বুকের অন্যান্য স্থানের বেদনায় মনে করে যেন হাড় ভাঙ্গিয়া গিয়াছে।

এষ্টিরিয়াস-১৪০—বাম ও বাম হস্তের নিউর‍্যালজিয়া।

স্নায়ুতে আঘাত লাগিবার বা শাখাঙ্গ ছেদনের পর—এলিয়াম-সিপা-৬৭, এমন-মিউর-৮২,..স্পার্মাটিক-কর্ডের—এসিড-অকজ্যা-৩৩...মেরুদণ্ডের—এসিড-অকজ্যা—৪৬।

কলোসিন্থ, ম্যাগ-ফস-২৬৯—জরায়ু ও ডিম্বকোষের স্নায়ুশূল।

ক্যালমিয়া-৪১৬—ডান উর্দ্ধাক্ষি-কোটরের ও ডানদিকের মুখের স্নায়ুশূল-বেদনা

সিড্রণ-৪১৬—বাম উর্দ্ধাক্ষি-কোটরের স্নায়বিক বেদনা, চক্ষুতে জ্বালা।

ম্যাগ-ফস-৪৫৮—পাকস্থলীর, তলপেটের, মুখের ও ডানভ্রুর নিউর‍্যালজিয়া, সকল স্থানের বেদনায়-টানিয়াধরা, খেঁচিয়াধরা, ছিঁড়িয়াফেলা, হুলফোটা, চিড়িকমারা বেদনা।

মেজেরিয়ম-৪৮০—চক্ষুর পাতা ও চক্ষুগহবরে অস্থির নিউর‍্যালজিয়া।

বার্ব্বেরিস-১৬৫—স্পার্ম্মাটিক কর্ডের ও অণ্ডকোষের নিউর‍্যাল্‌জিয়া।

জিঙ্ক-ভ্যালেরিয়ানা-৩৭৬—স্নায়ুশূল বেদনা।

স্পাইজেলিয়া-৬০১—মুখের বামদিকের ও বামদিকের প্রায় সকল প্রকারের স্নায়ুশূল।

জিজিয়া-৬৫২—বাম অন্ডকোষের স্নায়ুশূল, ছাড়িয়া ছাড়িয়া হয়।

প্যারিস-কোয়াড্রিফোলিয়া-৫২৩—বামদিকের পাঁজরার, বাম হাতের ও আঙ্গুলের মেরুদণ্ডের, মেরুপুচ্ছের, ৬ষ্ঠ সার্ভাইক্যাল-ভার্টিব্রার নিউর‍্যালজিয়া।

প্যালেডিয়ম-৫২২—ডান ডিম্বকোষের নিউর‍্যাল্‌জিক বেদনা, ডান উরুতে ও বুকে যায়।

গ্র্যাফাইটীস, ল্যাকেসিস-৪২৫—বাম ডিম্বকোষের নিউর‍্যাল্‌জিয়া।

এনাগেলিস-৬১২—মুখের স্নায়ুশূল বেদনা।

সাইট্রাস-ভলগ্যারিস-১৯—ডানদিকের মুখে নিউর‍্যালজিয়া।

নিদ্রায় স্বপ্ন ও ভয়।

(৭০৮ পৃষ্ঠায়—অনিদ্রা ও নিদ্রা দেখুন)

এনাকার্ড-৮৭—আগুন, মৃতব্যক্তি ও শ্মশানের স্বপ্ন, কে যেন বলিতেছে সে মরিবে, মৃত ব্যক্তির সঙ্গে কথা কহে।

ক্যালি-ব্রোম-৩৯৯—শিশু ঘুমাইয়া চীৎকার করিয়া কাঁদে, জ্ঞান থাকে না।

হায়োসিয়ামস-৩৭০—ঘুমাইতে ঘুমাইতে চীৎকার করিয়া কাঁদে, ভয় পাইয়া জাগে, হাত পা কাঁপে, কারণ পাওয়া যায় না (মূল-আরকে অনেক সময় শীঘ্র উপকার হয়)।

এমন-কার্ব্ব-৭৯—ভূত, মৃতব্যক্তির স্বপ্ন, নিদ্রিতাবস্থায় শ্বাসবন্ধ হইয়া উঠিয়া পড়ে।

মেজেরিয়ম-৪৮০—মধ্যরাত্রিতে জীবিত পদার্থের স্বপ্ন কিম্বা যেন কেহ গলা বুক চাপিয়া ধরে, তাহাতে দমবন্ধের মত হয়, তাড়াতাড়ি উঠিয়া পড়ে।

কফিয়া-২৬৩—২০০শক্তি, ঘুমাইতে ঘুমাইতে ভয় পাইয়া নিদ্রাভঙ্গ।

ল্যাকেসিস—ঘুমাইতে ঘুমাইতে ঘুম ভাঙ্গিয়া চীৎকার করিয়া উঠে।

ন্যাট-মিউর-৪৯১—নিদ্রিতাবস্থায় শয্যা হইতে উঠিয়া বেড়ায়। মনে করে ঘরে চোর, ঘুমাইয়া কথা কয়, স্বপ্ন সত্য।

*অক্সিট্রপস—ঝগড়ার স্বপ্ন। ড্যাফনি-ইণ্ডিকা—স্বপ্নে বোধ হয় যেন বুকে একটা ভারী বস্তু চাপান আছে।...সাক্কুল—পতনের স্বপ্ন, রমণের স্বপ্ন।

*মেডোব্রিণাম—স্বপ্নঘোরে যেন সুরাপান করিতেছে।

*পাইরোজিন—অর্দ্ধ নিদ্রা, সমস্ত রাত্রি স্বপ্ন দেখে।

*ডার্কা (Durca Paiustris)—ক্রমাগত মৃতদেহের স্বপ্ন।

পক্ষাঘাত।

মুখের—কষ্টি,....শ্বাসযন্ত্রের সেলিন, আর্জেন্ট, কষ্টি....জিহ্বার—কষ্টি কলচি এসি-মিউর, ব্যারাই-কার্ব্ব, সেলিনি,....অর্দ্ধাঙ্গের —ল্যাথাইরাস, এনহেলা,....চক্ষুর পাতার—কষ্টি, জেলসি, জিঙ্ক-সলফ.....নিম্নাঙ্গের—ম্যাঙ্গেনাম.....হৃৎপিণ্ডের—ক্যালি-ক্লোর, ক্যালমি, ন্যাজা.....মস্তিষ্কের—ওপি......ফুসফুসের—এসিড-হাই, ল্যাকে, ওপি এন্টিম-টার্ট, কক্কু, নক্স.....ডিপথেরিয়ার পর—ক্যালমি, কষ্টি, কোন, ন্যাজা,.....প্যারালিসিস ইজিট্যান্স ও স্পাইন্যাল—ফাইজস,—এক্সটেন্সার-পেশীর—প্লম্বম।

লোলিয়ম-৬৯০—৬ষ্ঠ শক্তি, অঙ্গ কাঁপে, চলিতে অশক্ত, হাঁটু থেকে গোড়ালি পর্যন্ত ভীষণ বেদনা, হাত পায়ের স্পন্দন, লিখিতে বা ধরিতে হাত কাঁপে, পক্ষাঘাত।

এনাকার্ড-৬৮—হাঁটু ও মেরুদণ্ডের পীড়াসহ কোনও অংশে পক্ষাঘাত।

কষ্টিকাম-২২৭—মুখের জিবের, ঠাণ্ডা লাগিয়া, মুখের একদিকের কিম্বা অর্দ্ধাঙ্গের।

ইল্যাপ্স-৩১০—শরীরের ডানদিকে পক্ষাঘাত।

ককুলাস-২৫৯—পা, কোমর, উরু যেন অসাড়, ভাঙ্গা, গা-বমি, মাথাঘোরা।

কলচি-২৬৭—জিহবার সাড়া থাকে না, মুখ হাঁ করিয়া থাকে, লালা ঝরে।

কোনিয়ম-২৭৭—পা হইতে আরম্ভ হইয়া ক্রমশঃ উর্দ্ধে বিস্তৃতি।

কুরারি-২৯৫—পা কাঁপে, চলিবার সময় পা অন্যস্থানে পড়ে, দুর্ব্বলতা, হাত ভারী ও দুর্ব্বল, মুখের, জিবের পক্ষাঘাতে-মুখ ও জিব বাঁকিয়া যায়।

নক্স-মস্কেটা—জিহবার, চক্ষুর পাতার, ইসোফেগাসের পক্ষাঘাত।

কেবলমাত্র হাতের পক্ষাঘাত—সিষ্টিসাস-২৯৫ (মোটর-প্যারালিসিস-সিষ্টিস-২৯৫)। ঠাণ্ডা লাগিয়া পক্ষাঘাত, প্রথমাবস্থায়—ডক্কা, তরুণাবস্থায়-রসটক্স, পুরাতন হইলে—অক্সিকাম—৩০৯।....ব্যারাইটা-কার্ব্ব-৩০৯—জিহবা ও মাঢ়ী আড়ষ্ট, জিহবার পক্ষাঘাত।

জেলসি-৩২৯—লেরিংসের, গলনলীর, ডিপথিরিয়ার পর, অন্ননলীমুখের, চক্ষুর পাতার, মলদ্বার-পেশীর, মূত্রস্থলীর ও জিহবার পক্ষাঘাত।

এষ্ট্রাগ্যালস-৬৭৯—পায়ের পেশীর ক্ষমতার হ্রাস, পক্ষাঘাতের মত অবস্থা। ঠিকভাবে চলিতে পারে না।

প্লম্বম-৫৪৬—আক্রান্তস্থান গুটাইতে পারে—ছড়াইতে পারে না, ক্রমশঃ অঙ্গ সরু হইয়া যায়, হাতের কব্জির পক্ষাঘাত, জিহবার ও অন্ননলীর পক্ষাঘাত।

এনহেলোনিয়ম-৫৪৬—অর্দ্ধাঙ্গের ও নিম্নাঙ্গের পক্ষাঘাত, প্যারাপ্লিজিয়া।

ফাইজস্‌টিগমা-৫৩৭—স্পাইন্যাল-প্যারালিসিস, পাকস্থলীতে ও অন্ত্রে স্প্যাজম, মলদ্বারে বেগ, কুন্থন, মেরুদণ্ডের শক্ত আড়ষ্টভাব, চক্ষুর তারায় টানভাব, শ্বাসযন্ত্রের পক্ষাঘাতে মৃত্যু।

মেজেরিয়ম-৪৭৯-আঙ্গুলের ডগার পক্ষাঘাত, কোনও দ্রব্য মুঠা করিতে পারে না।

ব্যারাইটা-কার্ব্ব-১৫২—মস্তিষ্কের ক্রিয়ার দুর্ব্বলতা নিবন্ধন পক্ষাঘাত।

এসিড-মিউর-২৬—টাইফয়েড জ্বরে জিহবার পক্ষাঘাত, জিহবা বাহির করিতে পারে না।

ল্যাথাইরাস-৪৩৩—অর্দ্ধাঙ্গের পক্ষাঘাত হঠাৎ হয়, বসিয়া থাকিয়া হাত পা ছড়াইতে বা গুটাইতে পারে না, কিন্তু শুইলে ছড়াইতে পারে।

সেলিনিয়ম, আর্জেন্টি-৫৮৯—স্বরযন্ত্রের পক্ষাঘাত, গান বা বক্তৃতার পর গলাধরা।

ম্যাঙ্গেনাম-৪৬০—নিম্নাঙ্গের পক্ষাঘাত।

লোবেলিয়া-পার্পি-৪৪৪—জিহবার পক্ষাঘাত।

মেজেরিয়ম-৪৭৯—আঙ্গুলের ডগার পক্ষাঘাত, কোনও দ্রব্য ধরিতে পারে না।

দ্রষ্টব্য ঃ—পক্ষাঘাতে বহু পুরাতন ঘৃতে মুরগীর ডিমের হলুদে অংশ মিশাইয়া মালিস করিয়া সেক দিলে শীঘ্র উপকার হয়।

পতঙ্গ ও বিছার দংশন।

এমন-কার্ব্ব-৭৯ ও ৩৩৮ পৃষ্ঠায় লিডম অধ্যায় দেখুন।

এন্‌থ্যাসিনাম-৯০—ভীমরুল, বোলতা প্রভৃতি কীটাদির দংশন।

পাইমিয়া।

এচিনেসিয়া-২৮৫—পূঁয রক্তস্রোতে মিশিয়া রক্ত বিষাক্ত হইয়া সেপ্‌টিক-জ্বর, সূতিকা, টাইফয়েড, গ্যাংগ্রীণ প্রভৃতি পীড়া, সমস্ত স্রাবে দুর্গন্ধ, পাইমিয়া-য়্যাবসেস।

পাইরোজিনিয়াম-২৮৫—সূতিকা, অন্ত্রক্ষতসম্ভূত-জ্বর; দূষিত বাষ্পোদগত জ্বর, পচা মৎস্য মাংসাদি ভক্ষণজনিত জ্বর, ডিপ্‌থেরিয়া, টাইফয়েড।

এতদ্ভিন্ন—আর্স, আর্ণি, এসিড-কার্ব্বল, ক্রোটে, ল্যাকে, আর্গট, ক্রিয়োর প্রয়োজন হয়।

পাকস্থলীর পীড়া।

পাকস্থলীতে বায়ুজমা, পেটফোলা—কার্ব্বো, লাইকো, চায়না, এসাফিটি, র‍্যাফেনাস, ক্যালি-কার্ব্ব, নক্স।.....আহার্য্য বস্তু পেটে যাইয়াই বায়ু হয়,—কার্ব্বে, ক্যালি-কার্ব্ব, লাইকো, নক্স-মস্কেটা।...আহারের খুব ইচ্ছা কিন্তু ২/১ গ্রাসেই যেন পেট পূর্ণ হইয়া গেল—লাইকো।...আহারের পূর্ব্বেই পেট যেন পূর্ণবোধ—চায়না। আহারের সময়েই ক্যালি-কার্ব্ব, নক্স-মস্কে, সলফ, লাইকো, সাইক্ল্যামেন। ....আহার শেষ হইলেই—গ্র্যাফা, ন্যাট-কার্ব্ব, নক্স আর্জেন্টি, চায়না। আহারের ২/১ ঘন্টা পরে যেন পেট পূর্ণ—পলস.... ২ ঘন্টা পরে—এনাকার্ড।....১ ঘন্টা পরে—পলস, কার্ব্বো, ক্যালি-বাই।...আধ ঘন্টা পরে—কার্ব্বো। আহারের কতিপয় ঘন্টা পরে—গ্র্যাফা। পাকস্থলীতে অম্লসঞ্চয়—নক্স, আইরিস, এসিড-সলফ, রোবিনীয়া। ....জ্বালা—আর্স, বিসমথ, কার্ব্বো, আইরিস লাইকো, ফস, এসিড-সলফ, রোবি।.... পেট ভরিলেই বমি—বিসমথ।....পানাহারের পর পেট বেদনা—ষ্ট্যাফিসেগ্রিয়া।

স্পর্শকাতরতা বেদনা—আর্স, বেল, ক্যালি-বাই, ফস।

গোল বা চাবড়ার মত অনুভব—আহারের পরে বুকের মধ্যস্থলে—চায়না, পলস্......বুকের নিম্নে—এবিস,.....পাকস্থলীতে—বিসমাথ,..... পেটে—এবিস,......গলার—পলস.....পাকস্থলীর উর্দ্ধাংশে সরা কিম্বা খুরীর মত শক্ত পদার্থ—ক্যালকেরিয়া-কার্ব্ব।

পাকস্থলীর ক্ষত—আর্জেন্টি, আর্স, হাইড্র্যাষ্ট, ক্যালি-বাই, ফস, স্যাঙ্গু, ইউরেণ-নাই। পাকস্থলীর গোলযোগহেতু বুকজ্বালা—ক্যালকেরিয়া-কার্ব্ব, চায়না, গ্র্যাফা, ক্যালি-কার্ব্ব, ন্যাট-মিউর, লাইকো, ন্যাট-সলফ, নক্স, পলস, সিপি। .....মিষ্ট আহারে—জিঙ্কাম।

পাকস্থলীর ও অন্ত্রের বিবৃদ্ধি—জ্যান্থোরিয়া-এপিফোলিয়া (Xanthorrhoea-apifolia) ....পাকস্থলী বা অন্ত্র হইতে ভীষণ রক্তস্রাব—হাইড্রাসটিন-সলফ-১ x।

এসিড-ফ্লোর-২০—পেটফোলা, পেটবেদনা, পিপাসা, আহারের ব্যতিক্রম হইলেই পীড়ায় বৃদ্ধি, হেউ হেউ করিয়া অসম্ভব ঢেকুর উঠে, বায়ু নিঃসরণে উপশম।

এসিড-এসেট-১৫—পেট ফোলা, পেটে কলিক বেদনা ও জ্বালা; পাকস্থলীতে ও বুকে ভয়ানক জ্বালা।

এব্রোটেন-৯—উত্তম ক্ষুধা ও আহার সত্বেও শরীর শীর্ণ, অজীর্ণ বাহ্যে বমি, পাকস্থলীতে বেদনা ও ডেলার মত অনুভব, কোষ্ঠবদ্ধ ও উদরাময় পর্য্যায়ক্রমে।

এন্টিম-ক্রুড-৯২—আহারীয় বস্তুর ঢেকুর, আহারের পর গা বমি, বুকজ্বালা, ঢেকুর বমি বা বমির জন্য চেষ্টা।

ইউরেনিয়ম-নাইট-১৪—পাকস্থলীর ও ডিওডিনামের ক্ষত, বমন, পেটবেদনা।

হোমারস-৬৮৭—পাকস্থলীতে ও পেটে বেদনা, কিছু খাইলে কম হয়।

আর্জেন্টি-নাই-১১৮—গ্যাষ্ট্রিক ক্ষত ও অজীর্ণ, আহারের কিছুক্ষণ পরে বমি। পেট বায়ুতে ফুলিয়া উঠে, অতিকষ্টে ঢেকুর তুলে, ঢেকুরে উপশম হয়। আহারের পরেই পেট বেদনা (এবিস), পাকস্থলীর নীচের দিকে ফোলা।

বেলেডোনা-৯০—অনবরত গা-বমি, পেটে টাটানি বেদনা, জ্বালা, পিপাসা।

বিসমথ-১৬৬—পাকস্থলীতে খামচানি বেদনা, পেটে জ্বালা, পানাহারে বেদনা বৃদ্ধি, পেটের ভিতর যেন একটা শক্ত ডেলা, বেদনা পেটের ভিতর দিয়া পিঠের দাঁড়ায় যায়।

ক্যাল্‌কেরিয়া-কার্ব্ব-১৮৬—দুধ সহ্য হয় না, মাংস ও চর্ব্বিতে ঘৃণা, ডিম, নোনা ও মিষ্টদ্রব্য ইচ্ছা, টক্ ঢেকুর, বমি, বুক জ্বালা, ঠাণ্ডা জল অসহ্য, কিন্তু পান করিতে ইচ্ছা অধিক।

চেলিডোন-২৩৬—পাকস্থলীর বেদনা পাকস্থলীর উপর দিয়া লিভারে এবং পেটের মধ্যে দিয়া পিঠে ও ডান কাঁধে যায়, গরম পানাহারে ও গরমজল পানে বমি ও বেদনার উপশম।

কল্‌চি-২৬৬—পাকস্থলীর নিকট চাপ দিলে বেদনা, বায়ুতে পেট ফোলে।

কণ্ডিউর‍্যাঙ্গো-২৭৫—পাকস্থলীতে ক্ষত ও জ্বালা, যেন আগুন জ্বলিতেছে, অন্ননালী সরু হয়, কোনদ্রব্য খাইলে আটকায়।

ফসফরাস-৫৩৩—গ্রীষ্মকালে পেটের পীড়ার সহিত পিপাসা থাকে না, জলও খায় না, জল খাইলে আরও অধিক অসুস্থ হয়।

কোয়াসিয়া-৫৬১—ডিস্পেপ্‌সিয়া, অম্বল হয়, বুক জ্বলে, পেটে ব্যথা ধরে, বমি হয়।

সারাসিনিয়া-৫৮২—পেটে বেদনাসহ বমি, সকল সময়েই ক্ষুধা, আহার করিয়া তখনই আবার খাইতে চায়, খাইলেই ঘুম আসে।

* Zanthorrezia Apitolia-θ—৬ষ্ঠ, পাকস্থলী ও অন্ত্রের বিবৃদ্ধি।

কুপ্রম-এসেট-৬৮৩—পাকস্থলীতে ও তলপেটে ভয়ানক আক্ষেপিক বেদনা, বমি।

সিনাপিস-৬৯৮—পাকস্থলীতে জ্বালা, উহা অন্ননলী, গলা ও মুখ পর্যন্ত বিস্তৃত হয়, টক্ বা গরম ঢেকুর।

ফর্মিকা-৬৮৫—পাকস্থলীর উর্দ্ধাংশে সর্ব্বদাই চাপ বোধ ও তথায় জ্বালা, মাথা বেদনাসহ্ গা-বমি-বমি।

বিউটিরিক-এসিড-৬৮০—পেটে অত্যধিক গ্যাস, পাকস্থলীর উদ্ধাংশে কামড়ানি বেদনা, পাকস্থলী সদাই ভারী ও যেন পূর্ণ; নাভির নীচে খামচানি বেদনা, বাহ্যে অনিয়মিত, মলত্যাগের বেদনা।

ন্যাট-সলফ-৫০১—বায়ু-পিত্তের পীড়া, গা-বমি, পেট ফোলা, পিত্ত টক বা লোনা বমি, অম্ল উদগার, পেটে শূল-বেদনা, মাথাঘোরা, চোখ হাত পায়ের জ্বালা, রোগী পিত্তের ধাতু।

এলিয়ম-সিপা-৬৬—পাইলোরিকের স্থানে তীক্ষ্ণ বেদনা, ঢেকুর, গা-বমি, পেটডাকা। দুর্গন্ধযুক্ত বায়ু নিঃসরণ, উদরাময়, মলদ্বারে খোঁচামারা বেদনা।

পাঁকুই বা হাজা।

হাতে বা পায়ে হাজা হইলে—অয়েল-ইউক্যালিপ্টাস দিনে ৪/৫ বার তুলী বা পালকের দ্বারা লাগাইলে—চুলকানি ও যন্ত্রণার উপশম এবং শীঘ্র আরোগ্য হয়। হাজা-ঘায়ের স্থানে বেশী জল লাগাইবে না।

পাথরী পীড়া।

মূত্র পাথরী ঃ—

অসিমম—ডানদিকের পীড়া, প্রতি ৫/১০ মিনিট অন্তর বমি, ভীষণ বেদনা, প্রস্রাব লাল।

ক্যান্থার-২১১—এই পীড়ার প্রধান ঔষধ। প্রস্রাবে জ্বালাপোড়া, বেগ কুন্থন থাকে।

ইউভা-উর্সি-২১১, ৬৩৯—মূত্রথলীতে পাথরী থাকার নিমিত্ত প্রদাহ, প্রস্রাব করিতে করিতে হঠাৎ বন্ধ, যেন পাথরী আটকাইল, প্রস্রাব সূতার মত দেখায়।

বার্কেরিস-১৬৪, ৪৪৯, ২১১—বেদনা কিডনী হইতে আরম্ভ হইয়া ইউরেটান দিয়া ব্ল্যাডারে, তথা হইতে ইউরেথ্রায় যায়। কোমর বেদনা এবং পুনঃ পুনঃ প্রস্রাবের ইচ্ছা।

কক্কাস-২৬২—ভয়ঙ্কর বেদনা, কিডনী হইতে মূত্রথলীতে পরিচালিত হয়, পুনঃ পুনঃ প্রস্রাবের বেগ, প্রস্রাব রক্ত, কিডনী হইতে মূত্রথলী পর্য্যন্ত বেদনা।

নক্সভম-৫১০—ডান কিডনী হইতে পায়ে বেদনা নামে, কোমরে বেদনা।

সার্সাপ্যারিলা-৫৮৩—ঘন ঘন প্রস্রাবের বেগ; কিন্তু অল্প অল্প প্রস্রাব, প্রস্রাবে ছোট পাথরী, কিডনীতে ভীষণ বেদনা। ইহাতে অনেক সময় পাথরী আপনি নির্গত হইয়া যায়।

প্যারিরা-ব্রাভা-২১, ৫২২—মূত্র-পাথরীর বেদনায় প্রস্রাব ত্যাগে ভীষণ কষ্ট।

লাইকোপোডিয়াম-৪৪৯—পাথরী পীড়ায় প্রতি মাসে এক মাত্রা উচ্চশক্তি (১০০০ ক্রম)।

পলিগোনাম-পার্সিকেরিয়া-৬৯৫—রেন্যাল-কলিক ও ক্যালকুলাই (মূত্রপাথরী)।

হিডিওমা-৬৮৬—প্রস্রাবে লাল বালিকণার মত পদার্থ ইউরেটারে বেদনা।

অ্যাম্বোরিয়া-আরবোরিয়া-৭০২—কিড্নীতে ভীষণ বেদনা, সিষ্টাইটীস ও গ্র্যাভেল বেদনা ইউরেটার থেকে মূত্রথলী ও অণ্ডকোষ পর্য্যন্ত পরিচালিত হয়। কোমরের বেদনা।—সামান্যমাত্র শীত কিম্বা বর্ষা বাদলে বাড়ে।

পিত্ত পাথরী ঃ—

ক্যালকে-কার্ব্ব-১৮৮, চায়না-১৫২, ১৮৮—মেস্থা-পিপ, বার্ব্বে, ইউনাইমিন-১৮৮।

ডায়স্কো-৩০২—লিভারের স্থান হইতে বেদনা আরম্ভ হইয়া স্তন ও অন্যান্য স্থানে যায়।

কার্ড্যুয়াস-৪৪৯—পিত্ত-পাথরীশূলে নিয়মিত সেবন করিলে নূতন পাথরী জন্মায় না।

মেস্থা-পিপ-৪৫০—৬ষ্ঠ ক্রম, প্রতি ১৫/২০ মিনিটঅন্তর ৫/৬ মাত্রায় উপকার হয়।

ক্যালকেরিয়া-কার্ব্ব-১৮৮—ভয়ানক বেদনা নিবারণের নিমিত্ত—৩০ শক্তি, উপকার না হইলে—২০০ শক্তি, ইহা পাথরীর প্রতিষেধক ঔষধ।

চায়না-১৮৮—প্রবল যন্ত্রণার সময় ব্যবহার্য্য—৬ষ্ঠ ক্রম, ইহাও প্রতিষেধক ঔষধ।

দ্রষ্টব্য ঃ ক্যাল্কেরিয়া, মেস্থা-পিপ, বেল; বার্ব্বেরিস প্রভৃতি কয়েকটি ঔষধ পিত্ত ও মূত্র পাথরী উভয় প্রকার পীড়াতেই ব্যবহৃত হয়। মৎকৃত প্র্যাকটিস....১৯০ পৃষ্ঠা দেখুন।

পারদের উদ্ভেদ।

মার্ক-সল, মার্ক-কাম-ক্যালি, মার্ক-ব্রোম—৪৭৩....হিপার—৩৬২,....এসিড-নাইট্রিক—৩৬২, ২৮,....থুজা—৬৩৩,....সিনাবের—২৫৩ (উপদংশ ও পারদ—৭৩৮ পৃষ্ঠা দেখুন)।

পারদ সেবনে কুফল।

মুখ, মাঢ়ীর পীড়া, লালস্রাব—কার্ব্বো, এসিড-নাই, ষ্ট্যাফি। বাত—গুয়েক, হিপ।

ডল্কামারা-৩০৯—মার্কুরি সেবনের পর মুখ দিয়া লালা ঝরা।

হিপার-৩৬৩—মকরধ্বজ বা কোনও ধাতু ঘটিত ঔষধ সেবনের প্রতিষেধক ঔষধ।

পায়ের গাঁটের ও তলার পীড়া।

ন্যাট্রম-কার্ব্ব-৪৯০—পায়ের গাঁটের ও সন্ধিস্থলের দুর্ব্বলতা, পায়ের তলার ফোলা ও ব্যথা, অল্পদূর চলিতেই পায়ের গাঁটে বেদনা হয়।

এন্টিম-ক্রুড-৪৯০—কেবলমাত্র পায়ের তলায় ব্যথা, ফোলা থাকে না।

ম্যাঙ্গেনাম-মিউর-৯৩—পায়ের গাঁটে ও পায়ের হাড়ে বেদনা। ম্যাঙ্গেনাম-এসেট-৯৩—গোড়ালী ও গাঁটে বেদনা, পায়ের তলায় বাত।....ম্যাঙ্গেনাম-অক্সাইডেট-৯৩—পায়ের হাড়ে টিবিয়া অস্থিতে বেদনা।....ফাইটোলক্কা-৯৩—গোড়ালীতে কামড়ানি ব্যথা।...সাইক্ল্যামেন-৯৩—গোড়ালীতে জ্বালা ও ক্ষতবৎ-বেদনা।.....লিডম-৯৩—গোড়ালীতে ফোলা, পায়ের তলায় অত্যন্ত বেদনা।....এন্টিম-ক্রুড-৯৩—পায়ের তলায়

বেদনা।....হাইড্রাষ্ট-৩৬৫—পায়ের আঙ্গুলে কড়া।....এনাকার্ড-অক্সিডেন্ট-৩৬৫—পায়ের কড়া, ক্ষত, পায়ের তলা ফাটা।

পীড়ার উৎপত্তি।

এনথ্রাসিনাম-৯০—কোন দূষিত পীড়াগ্রস্ত রোগীর নিশ্বাস এবং শব-ব্যবচ্ছেদকালীন কিম্বা কোন দুর্গন্ধ নাকে প্রবিষ্ট হইয়া কোনও পীড়ার উৎপত্তি।

প্যারোটাইটীস বা মাম্পস্।

এই পীড়ার এক বা উভয় দিকের কর্ণমূল ফোলা, অত্যন্ত বেদনা হয়, চোয়াল নাড়ীতে ও হাঁ করিতে পারে না। সাধারণতঃ শিশুরাই ইহাতে অধিক আক্রান্ত হয়, বয়স্কদের কচিৎ দেখা যায়। অনেক সময় প্রদাহ গলার ভিতর যায় ও টনসিল আক্রান্ত হয়, মুখ দিয়া লালা ঝরে, প্রদাহজনিত অল্প বা অধিক জ্বর সর্ব্বদাই থাকে, পীড়া গুরুতর আকার ধারণ করিলে মারাত্মক হয়। স্ফীত গ্ল্যাণ্ড অনেক সময় পাকিয়া যায়, ইহা শুভলক্ষণ। ট্রাইফোলিয়ম-নিম্নশক্তি ইহার উৎকৃষ্ট ঔষধ-৬৩৪ পৃষ্ঠা দেখুন।

প্রথমাবস্থায়—বেলেডোনা ও ট্রাইফোলিয়ম, উপকার না হইলে—ব্যারাইটা-মিউর নিম্ন হইতে উচ্চশক্তি, ইহা অন্ততঃ ৪/৫ দিন প্রযোজ্য। পাকিবার উপক্রমে—হিপার, মাইরিষ্টিকা—৩ × প্রভৃতি। এই শেষোক্ত ঔষধে অনেক স্থলে বসিয়া যায়, আবার পুঁয হইলে ফাটাইয়া দেয়। থেরাপিউটিক্সের মধ্যে—গ্ল্যাণ্ডের স্ফীতি ও বাগী এবং ১৫৩ পৃষ্ঠায় ব্যারাইটা-আয়োড অধ্যায়ে গ্ল্যাণ্ড দেখুন।

পায়োরিয়া।

(হেক্লো-লাভা অধ্যায়—৩৫১ পৃষ্ঠা দেখুন)

নারিকেল পাতা পোড়াইয়া কিছু ছাই ও তামাক পোড়া সামান্য কিছু একত্রে মিশাইয়া দাঁত মাজিলে দাঁতের অনেক পীড়া আরোগ্য হয়।

পিপাসা।

যে পীড়ার উপসর্গরূপে ইহা থাকিবে, সেই পীড়ার ঔষধ প্রযোজ্য। এলাচের খোসা জলে সিদ্ধ করিয়া সেই জল পান, মুড়ি ভিজান জল পান, বরফ ইত্যাদিতে পিপাসা দূর হয়।

এসিড-এসেট-১৪—জ্বর ভিন্ন অন্যান্য সমস্ত পীড়ায় দারুণ পিপাসা।

প্লীহা বিবর্দ্ধন।

প্লীহার বিবৃদ্ধি—এরানিয়া, আর্স, সিয়ানোথাস, চায়না, ফেরম, মিডো।

এসিড-সলফ-৪০—ম্যালেরিয়া বা ইন্টারমিটেন্ট জ্বরের পর প্লীহা বাড়া বেদনা।

ন্যাট্রম-মিউর—৪৯৬—ম্যালেরিয়াজনিত স্বাস্থ্য বিকৃতি, তৎসহ প্লীহা যকৃতের বিবৃদ্ধি।

সিয়ানোথাস-৪৯৭—প্লীহা খুব বড় ও শক্ত তাহাতে ছুঁচফোটান ব্যথা, বেদনা যা থাকিয়া ও প্লীহার পুরাতন বিবৃদ্ধি, কোষ্ঠবদ্ধ।

ইউক্যালিপটাস-৪৯৭—প্লীহায় হাত ছোঁয়ান যায় না এত বেদনা, প্লীহা খুব বড় ও শক্ত, হাত থাক কাটা-কাটা মত অনুভব হয়, জ্বর, মাথাবেদনা, শরীর বেদনা।

এণ্ডারসোনিয়া-৬৭৩—প্লীহার উৎকৃষ্ট ঔষধ, যকৃতের পীড়াতেও উপকারী (কালমেঘ ১৬৮ পৃষ্ঠা ও ন্যাট্রম-মিউর বিট দেখুন)।

লুকা-বিগুল-৬৬৯—প্লীহা, যকৃত তৎসহ শোথ।

আর্স-আয়োড-১৩৩—সবিরাম জ্বরে অধিক কুইনাইন ব্যবহার করিয়া প্লীহার বিবৃদ্ধি।

আয়োডাম-৩৮০—প্লীহার প্রদাহ, তৎসহ মুখ দিয়া লালা নিঃসরণ।

ফেরম-আর্স-২৫১, ৩২২—রক্তহীনতা, দুর্ব্বলতা, লিভার প্লীহা দুই-ই বর্দ্ধিত, জ্বরসহ।

এরানিয়া-২৩১—প্লীহা খুব বড়। ফেরম আয়োড-৩২২—প্লীহার বিবৃদ্ধি, জ্বর থাকে না।

কার্ণাস-সার্সিনেটা-২৮১—পুরাতন ম্যালেরিয়া, বর্দ্ধিত প্লীহা...নক্স ভমিকা—নক্সের জ্বরের লক্ষণসহ লিভার প্লীহার বেদনা।

আর্সেনিক-১২৮—লিভার প্লীহা সংযুক্ত ম্যালেরিয়া, কুইনাইন আটকান জ্বর।

হিলিয়্যান্থাস-৪৪০—প্লীহাবৃদ্ধির এবং পুরাতন জ্বরের ইহা একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ।

প্লুরিসি, প্লুরাইটীস।

প্রথমাবস্থায়—একোন, ফেরম-ফস, ব্রায়ো (ব্রায়োতে উপকার না হইলে—এসক্লিপি)। ছুঁচফোটান ব্যথা—র‍্যানানকিউ, ব্রায়ো, সলফ, ক্যালি-কার্ব, এসক্লিপি, কার্ব্বো-এনি। বেদনা নীচের পাঁজরার ও বুকের দুই পাশে হয়—র‍্যানানকিউ, সলফ....বেদনা নীচু হইতে উপরে কাঁধে যায়—সলফ...নড়িতে চড়িতে বেদনা বাড়ে—ব্রায়ো,....নড়াচড়ায় আরামবোধ—রসটক্স, আক্রান্ত পাশ চাপিয়া শুইলে কতকটা আরামবোধ—ব্রায়ো....আক্রান্তস্থান চাপিয়া শুইতে পারে না—বেল,....অত্যন্ত পিপাসা—এপোসাই, মার্ক, রস,...পিপাসাশূন্য—এপিস,...গরমের পর ঠাণ্ডা লাগিয়া পীড়া—র‍্যানানকিউ, গরমে ভাল থাকে—এপোসাইনাম,.....ঠাণ্ডায় ভাল থাকে—এপিস।

ডানদিকে বেদনা—এপিস, বেল, বোরাক্স, ক্যালি-কার্ব্ব, সিনা, সলফ, ব্রায়ো এসক্লিপি।...বামদিকে বেদনা—ষ্ট্রানম, এন্টিম-আর্স।

জল জমিলে—এপিস, এপোসাইনাম, আর্স, ব্রায়ো, সেনেগা, সলফার, ক্যান্থার।

বোরাক্স-১৬৯—ডানদিকে বুকের উর্দ্ধাংশে ছুঁচফোটান ব্যথা, নিশ্বাস গ্রহণে কাশিতে বেদনা বৃদ্ধি, গয়ারে কাদার স্বাদ ও গন্ধ।

এপিস-১০৩, ৬১৮—ক্যান্থারাইস-৫২৭—পটরার জলশোষণ করিবার নিমিত্ত ব্যবহার (সলফার—ছুঁচফোটান ব্যথা পিঠে যাইলে)।

একোনাইট-৪৪—বুকে ছুঁচফোটান ব্যথা, জ্বর, প্রথমাবস্থায় যতক্ষণ প্রদাহ থাকে।

এব্রোটেনাম-৯—একোন, ব্রায়ো, ব্যবহারের পর বুকে চাপবৎ বেদনা, নিশ্বাসে কষ্ট।

ক্যালি-কার্ব্ব-৪০১—বুকে ছুঁচফোটান ব্যথা, নড়লে চড়লে ও স্থির হইয়া থাকিলেও বেদনা বাড়ে, ব্রায়োনিয়ার পর ইহা উপকারী।

ষ্ট্যানম-৬০৫—বাম বক্ষের উৰ্দ্ধাংশে ছুঁচফোটান ব্যথা, নিঃশ্বাসেও চাপ বাড়ে।

ব্রায়োনিয়া-১৭৪—ছুঁচফোটান ব্যথা, কাশির সময় হাত দিয়া বুক চাপিয়া ধরে, বেদনা চাপে উপশম, ডানদিক অধিক আক্রান্ত।

এসক্লিপিয়াস-টিউবারোসা-১৭৪—নিশ্বাস ফেলিবার সময় বেদনা, বেদনা বাম ফুসফুসের নিম্নে অধিক, ব্রায়োনিয়ায় উপকার না হইলে।

কার্ব্বো-এনিমেলিস-২১৬—প্লুরিসি আরোগ্য হইবার পর বুকে ছুঁচফোটান ব্যথা।

সেনেগা-৫৯১—প্লুরায় জল জমিলে ও তৎসহ বেদনা যন্ত্রণা থাকিলে—ব্রায়োনিয়া উপকার না হইলে— সেনেগা।

ক্যান্থার—জলজমা, তৎসহ জ্বালা, সামান্য জ্বর, বুকে তীরবেঁধা বেদনা, প্রবল শুষ্ক কাশি, শ্বাসকৃচ্ছতা (মৎকৃত "প্র্যাক্টিসনার্স গাইড" দেখুন)।

র‍্যানানকিউলাস—ভয়ানক খোঁচামারা বেদনা, বুকে জলজমা—দুই প্লুরা একত্রে জুড়িয়া যায়।

সিলা-৫৮৪—হইতে প্লুরার জল শোষণ হয়।

আর্সেনিক—এপিসের মত অধিক জলজমা, ছটফটানি, দুর্ব্বলতা, পিপাসা।

হিপার—পীড়ার শেষ অবস্থায়, যথায় প্লুরায় পূঁয উৎপন্ন হইয়াছে, (স্ফোটক অধ্যায় যাইরিষ্টিকা দেখুন)।

নাট্রম-সলফো-কার্ব্বল-৬৯২—পাইমিয়া, সপূঁযপ্লুরিসি, ৩—৫ গ্রেণ প্রতি ৩ ঘন্টা অন্তর।

প্লুরোডাইনিয়া।

ব্রায়োনিয়া-১৭৪,...এসক্লিপিয়াস-২৩৯,..... বোরাক্স-১৬৯, র‍্যানানকিউ-৫৬২।

পূঁযস্রাব।

ক্যালেন্ডুলা-২৯৭—ক্ষতে বাহ্যিক প্রয়োগে পূঁয পড়ার হ্রাস হয়।

গ্লোনয়িন-১৯৭—অনেকদিন হইল কোথাও কাটিয়া গিয়াছে সেই দাগে পুনরায় যন্ত্রণা।

মার্ক-সল-৪৭৩—পূঁয উৎপন্ন হইলে ইহার নিম্নক্রম—৩x প্রয়োগে ফোড়া প্রায়ই ফাটিয়া যায়, ২০০শ বা উচ্চক্রমে বসিয়া যাইতে পারে।

হিপার-৩৫৮—পূঁয জন্মাইলে নিম্নক্রমে পূঁয উপরে ঠেলিয়া উঠে, তাহাতে ফোড়া শীঘ্র ফাটিয়া যায়। পূঁয সঞ্চয় না হইলে ইহার উচ্চক্রমে প্রায় বসিয়া যায়, পূঁয মাখনের মত ঘন।

সাইলিসিয়া-৫৯৬—পূঁয শীঘ্র শুকায় না, পাতলা কল্তানির মত রক্তমিশ্রিত, দুর্গন্ধ।

ক্যালকেরিয়া-সলফ-১৯৬—অনেকদিন পর্য্যন্ত পূঁয গড়াইতেছে, কম হইতেছে না। ক্ষত ক্রমশঃ অস্থি আক্রমণ করিলে এবং অস্থিতে পূঁয হইলে—ক্যালকেরিয়া-হাইপো, এসাফিটি, এঙ্গাসটিউরা, অরম, ক্যাল-ক্লোর (অস্থির পীড়া ও ক্ষত ৯০৮ পৃষ্ঠায় দেখুন)।

গান-পাউডার-৫৯৬—ক্ষত কিছুতেই না শুকাইলে ও পূঁয না কমিলে।

পেঁচোয় পাওয়া বা শিশু-ধনুষ্টঙ্কার।

(পরিশিষ্ট ধনুষ্টঙ্কার—৮০৩ পৃষ্ঠা দেখুন)

পেট কামড়ানি-ব্যথা।

কলোসিন্থ—২৬৯,—নক্স-ভমিকা—৫০৮ (শূলবেদনা—৮৮২ পৃষ্ঠা দেখুন)

ষ্টেলারিয়া (Stollaria) অগ্রকড়ার নীচে ট্রানভার্স-কোলনে কামড়ানির বেদনাসহ পেটফাঁপা, লিভার শক্ত, ফোলা, লিভারে ছুচফোটান বেদনা, চাপ দিলে ক্ষতের মত বেদনা অনুভূত হয়, ক্ষুদ্রান্ত্রে তলপেটে কামড়ানি ব্যথা। কোষ্ঠবদ্ধ, কখনও উদরাময় ও কোষ্ঠবদ্ধ পর্য্যায়ক্রমে, বাহ্যের পর মলদ্বারে ভীষণ বেদনা হয়, বাহ্যের রঙ কাদার রঙের মত দেখায়।...অনিসকাস-৬৯৩—পেটে ভীষণ বেদনাসহ পেট ফাঁপা, পেট শক্ত হইয়া উঠে....ক্যাজুপুটাম-৬৮০—পেট ফুলিয়া শক্ত, কলিক বেদনা।

পেটফোলা পেটফাঁপা ও বেদনা।

নীচের পেটফাঁপা—কার্ব্বো......উপরের পেট—লাইকো,....সমস্ত পেট—চায়না, ক্যালি-কার্ব্ব, মিক্রোমেরি....উদরাময়ের সঙ্গে পেটফাঁপা—কার্ব্বো.... কোষ্ঠবদ্ধের সঙ্গে —লাইকো,.... পেটে অত্যন্ত বায়ুজমা—এসাফিটি—৪৪৮ পৃষ্ঠা দেখুন।

র‍্যাফেনাস-২১৯, ৫৬৩, ৫০৭—বায়ু ঊর্দ্ধ কিম্বা অধঃ কোনও দিক দিয়া নির্গত হয় না।

লাইকো-২১৮, ৪৪৮, ৫০৭—কোষ্ঠবদ্ধসহ উপরে পেট ফাঁপা।

কার্ব্বো-২১৮—উদরাময়ের সঙ্গে পেটফাঁপা, কখনও পেটে বায়ুজমার সহিত কোষ্ঠবদ্ধ।

চায়না-২১৯, ২৪৭—ঢেকুরে উপশম হয় না বরং কষ্ট বাড়ে, সমস্ত পেট ফাঁপে।

মিক্রোমেরিয়া-৪৪৮—ভীষণ পেটফাঁপা, পেটে শূলবেদনা ও গা-বমির পেটেন্ট ঔষধ, দুঃখের বিষয় ইহা এখন বাজারে পাওয়া যায় না।

ষ্ট্যাফিসেগ্রিয়া-৬০৬– পানাহারের পর পেট কল্ কল্ করা।

এসাফিটিডা-৪৪৮—পেটফাঁপার সহিত মুখে জল উঠা, সাংঘাতিক পাকস্থলী-শূলবেদনা, ডায়েফ্রামের নিকট জ্বালা, বেদনা, পেটে উচ্চ গড়গড় শব্দ করিয়া সজোরে কষ্টে ঢেকুর উঠে।

আর্জেন্টি-নাই-১১৮—পেট বায়ুতে পূর্ণ, ফুলিয়া উঠে আহারের পর পেটে বায়ু জমা।

নক্স-মস্কেটা-৫০৩—প্রত্যেকবার আহারের পর পেট ফুলিয়া উঠে।

টেরিবিন্থ-৬২৮—পেট অত্যন্ত ফাঁপা, বুকে চাপ পড়ে, রোগী যেন হাঁপাইতে থাকে।

ক্যালি-কার্ব্ব-৪০৩—যাহা আহার করে সমস্ত যেন বায়ুতে পূর্ণ হয়, পেট গরমবোধ হয়, পেট ফোলে, পেটে টাটানি-ব্যথা হয়।

এলফ্যালকা-৬৫—পেটে বায়ু জমে, পেট ফোলে, স্নায়ুশূল বেদনা হয়, আহারের কয়েক ঘন্টা পরে উক্ত প্রকারের বেদনা আরম্ভ (ডিস্পেপসিয়া ও অজীর্ণ পীড়া দেখুন)।

প্লম্বম-৫৪৬—কোষ্ঠকাঠিন্য, মনে হয় যেন একটা বলের মত পদার্থ তলপেটে ঘোরে।

ইরিজিরন-৬৮৪—আভ্যন্তরিক ১ × সেবন এবং ডিমের সাদা অংশ, ইরিজিরণ-অয়েল ও দুধ একত্রে মিশাইয়া মলদ্বারে এনিমা।

অনিসকাস-৬৯৩—পেটে ভীষণ বেদনাসহ পেট ফাঁপে, পেট শক্ত হইয়া উঠে।

পেরিটোনাইটীস।

এডোনিস—২৯৯, বেলেডোনা—১৫৮, (অন্ত্রপ্রদাহ ও প্রাদাহিক পীড়ার সমস্ত ঔষধ ইহাতে প্রয়োজন হইবে), তরুণ প্রদাহ—বেল, কলোসি, ল্যাকে, ওপি....আঘাত লাগিয়া গুড়া—একোন, আর্ণি, ওপি,....ষ্ট্রাঙ্গুলেসন—বেল, ওপি, প্লম্ব,...পিত্তরপেরাল্স—বেল, সিমিসি, টেরিবিস্থ। এই পীড়ায় পেটে অনবরত বরফ বা আইসব্যাগ দিবেন।

পেরিনিয়মের পীড়া।

ক্যারিকা-পেপিয়া-২২২—ওলিয়ম-ন্যান্টাল-৫১৭।

পেরিকার্ডাইটীস।

(হৃৎপিণ্ডের পীড়া—৯০৪ পৃষ্ঠা দেখুন)

বামদিকের—এন্টিম-আর্স-৯১.......হামের উদ্ভেদ বসিয়া—আর্স-১২৯।

প্লেগ (Plague)

আয়োডাম, ট্যারেন্টুলা-কিউবেনসিস ও ইগ্লেসিয়া-বিন—৬২৫ পৃষ্ঠা দেখুন।

পোড়া নারাঙ্গা।

রসটক্স—উদ্ভেদের মূলদেশ লালবর্ণ, চুলকায় জ্বালা করে,.....এসিড নাইট্রিক-উদ্ভেদ ফোস্কার মত, তাহাতে হাতে জ্বালা-যন্ত্রণা, ...এপিস—জ্বালার সহিত হুলফোটান-ব্যথা—৫৬৯ পৃষ্ঠা।

প্রদর (Leucorrhoea)

শ্বেত—এগনাস—৬১, এমন-কার্ব্ব—৭৮ ; ইউপিয়ন—১০২ ; আর্জেন্ট—১৯৯ ; এরালিয়া—১১৪ ; বোরাক্স—১৬৮ ; বোভিস্টা—১৭০; কোনিয়ম—২৭৮। এতদ্ভিন্ন—গ্র্যাফা, প্যালেডিয়ম, সিপিয়া, এলেটিস, ক্যাল্‌কে-কার্ব্ব, কলোফাইলম, ক্রিয়োজোট, পলস, মিউরেক্স ও মার্ক-সল দেখুন।

রক্ত—হ্যামামেলিস অধ্যায় দেখুন। কলোফা, ফেরম, ভাইবর্ণম, প্ল্যাটিনা, সিকেলি, নক্স, মিচেলা, সিনিসিও এইগুলি উৎকৃষ্ট ঔষধ, ৫৪৩ পৃষ্ঠা দেখুন।

প্রদর হাজাকারক—এলিউমি, আর্স, কোনি, ক্রিয়ো, ল্যাকে, ন্যাট-মি, সিপি।

ছোট ছোট বালিকাদের শ্বেতপ্রদর—ক্যালকে-কার্ব্ব, প্যালেডিয়ম, ক্যানাবিস-স্যাট কলোফাই।

মলত্যাগকালে প্রদরস্রাব—থুজা, জিঙ্কাম, ম্যাগ-কার্ব্ব।

এলিউমেন-৭২—হলদে রঙের প্রদর।

আর্জেন্ট-নাই-২১৯—পীড়া প্রমেহজনিত, রক্তপূয মিশ্রিত স্রাব।

আর্স-১৩১—স্রাবে দুর্গন্ধ, অধিক পরিমাণে স্রাব, যোনিদেশ হাজিয়া যায়, জ্বালা করে।

এলিউমিনা-৭৪—স্রাব চটচটে, পায়ের গোড়ালি পর্য্যন্ত গড়াইয়া পাছা বাহিয়া আসে।

বোরাক্স-১৬৮—ডিমের লালার মত হড়হড়ে, স্রাব গরম, ঋতুর পূর্ব্বে ও পরে প্রদরস্রাব।

বোভিষ্টা-১৭০—উক্ত প্রকার সমস্ত লক্ষণসহ স্রাব গরম থাকে না।

এরালিয়া-১১৪—চটচটে শ্লেষ্মা বা জলের মত স্রাব, যোনি হাজিয়া যায়।

ককুলাস-২৫৯—ঋতুস্রাবের পরিবর্ত্তে শ্বেতপ্রদর স্রাব।

ক্যাল-কার্ব্ব—৪০০—কলোফাইলম-২২৪—ছোট ছোট মেয়েদের শ্বেতপ্রদর।

ক্যাল-ফস-১৯৪—ডিমের লালার মত, রজঃস্রাব কমিয়া আসার সঙ্গে প্রদরস্রাব।

ক্যাল্‌কেরিয়া-আর্স-১৮২—রক্ত সংযুক্ত শ্বেত প্রদর, স্রাবে দুর্গন্ধ।

গ্র্যাফা-৩৪১—ঋতুস্রাবের পরিবর্ত্তে শ্বেত-প্রদর, প্রদর—ঋতুর পূর্ব্বে ও পরে দেখা দেয়, স্রাব দুধের মত সাদা, দুর্গন্ধ, বাম ডিম্বকোষ ফোলা ও শক্ত, বেদনাযুক্ত।

ইউপিয়ন-১০২—ঋতুর পরে হলদে রঙের প্রদরস্রাব, তৎসহ কোমরে বেদনা, যোনিমুখে জ্বালা ও বেদনাসহ পুনঃ পুনঃ প্রস্রাব।

আর্স-আয়োড-১৩৪—হরিদ্রাবর্ণের প্রদর, উহাতে কখনও রক্ত থাকে, ঋতুস্রাব পরিমাণে অধিক, মাসে ২/৩ বার ঋতু হয়, জরায়ু মুখে ক্ষত টিউমার।

ফেরম-আয়োড-৩১৮—মণ্ডের মত শ্বেত-প্রদর, মলত্যাগের সময় তারের মত লম্বা স্রাব যোনিদ্বার দিয়া নির্গমন। যোনিতে চুলকানি, বেদনা, ফোলা, প্রোলাপসস ঋতুস্রাব।

কোনিয়ম-২৭৮—ঋতুর ঠিক ১০ দিন পরে স্রাব আরম্ভ, স্রাব কখনও রক্তমিশ্রিত, কখনও দুধের মত সাদা, গাঢ়, মধ্যে মধ্যে বন্ধ হয়, হাজাকারক।

হাইড্রাসটীস-৩৬৫—অম্ল, অজীর্ণ, অর্শপীড়াগ্রস্ত রোগিনীর শ্বেত-প্রদর, রঙ হলদে।

এগ্রাগ্রিসিয়া-গাঢ় শ্লেষ্মার মত সাদাটে নীল রঙের স্রাব, রাত্রিতে বাড়ে।

স্যাবাইনা-৫৭৭—ঋতুবন্ধ হইয়া পচাগন্ধ, শ্বেত-প্রদর স্রাব।

**এসপেরুলা (Arporula)—যুবতী-স্ত্রীর শ্বেত-প্রদর।

প্রস্রাবের পীড়া।

(থেরাপিউটিক্সে বহুমূত্র—৮৩৮ পৃষ্ঠা দেখুন)

খড়িগোলা বা দুধের মত প্রস্রাব—আয়োডাম, ক্যালকেরিয়া-কার্ব্ব, গুজ, কার্ব্বো, এসিড-মিউর, সিনা, এসিড-ফস। .....প্রস্রাবে পচা রক্ত—ল্যাকে, ক্রোটে, এসিড-কার্ব্বল।

রক্ত প্রস্রাব—ক্যাম্ফার, হ্যামা, টেরিবিস্থ, কক্কাস, আর্ণিকা, ইপি, মিলিফো, মার্ক-কর, থ্ল্যাস্পি, ফেরম-মিউর, এসিড-গ্যালিক, ল্যাকেসিস, ক্রোটেলাস, হেলিবোর (হ্যামামেলিস দেখুন)।....কালরক্ত—আর্স, এসিড-কার্ব্বল, ক্রোটেলাস, ক্যাল-ক্লোর, ল্যাকে, মার্ক-কর, ফস।....প্রস্রাবে শ্লেষ্মা—বার্ব্বে, মার্ক, পলস, ইকুইজিট, চিমাফি, সলফ।....প্রস্রাবে কোঁথানি— কষ্টি, এপিস, চিমাফি, হিপার, লাইকো, এলিউমি, সিপি, প্যারিরা।...প্রস্রাবের জ্বালা—ওলিয়ম-স্যান্ট, আর্স, আর্জেন্টি বোরাক্স, ক্যাপ্‌সি, ক্যাম্ফার, ক্যানাবিস, ইরিজিরণ, মার্ক-সল, মার্ক-কর, লিলিয়ম, প্যারিরা, পেট্রোসেলি, সলফার।.....প্রস্রাবের পূর্ব্বে জ্বালা—ক্যানাবিস-ইণ্ডি, বার্ব্বে, ক্লিমে।....প্রস্রাবের সময় জ্বালা—বোরাক্স, বার্ব্বে ক্যানাবিস—স্যাট, এসিড-ক্লোর, চিমাফিলা, কিউবেবা, ক্যানাবিস-ইণ্ডিকা, লিলিয়ম।.....প্রস্রাবের শেষে জ্বালা—সার্সা, ক্যানাবিস, ক্যাপ্‌সি, ইকুইজিট, ক্যালি-বাই, মার্ক-কর, এসিড-নাই.....কলেরা রোগে প্রস্রাব বন্ধ—ইউরিমিয়া দেখুন।....প্রষ্ট্যাইটীস—স্যাবাল সেরুলেটা..... নেফ্রাইটীস—এলবুমিনুরিয়া দেখুন।..... রাত্রিতে বিছানার প্রস্রাব করা—ব্রুমিয়া, কষ্টি, এসিড-ফস, ক্রোর্যালম, পেট্রোলি, সিনা, ইকুইজিট, ইউরেণ-নাইট্রি রস-এরো।.....প্রস্রাব কালে নহে, অন্য সময়ে জ্বালা—ষ্ট্যাফিসেগ্রিয়া।

দ্রষ্টব্য ঃ—বিছানার প্রস্রাব করা অভ্যাসে কোনও ঔষধে ক্রিয়া না করিলে একটি পরিষ্কার চাদর বিছানায় পাতিয়া রোগীকে শোয়াইয়া প্রস্রাব করাইয়া সেই চাদর নিংড়াইয়া কিছু প্রস্রাব একটি পরিষ্কার শিশিতে কর্ক বন্ধ করিয়া রাখিবেন এবং ঐ প্রস্রাবের ১ ড্রাম (১ চা-চামচ) অন্য একটি পরিষ্কার ২ আঃ শিশিতে ঢালিয়া তাহার সহিত ৯ ড্রাম ডিসটিলড্-ওয়াটার মিশাইয়া ৪০ বার জোরে ঝাঁকি (Stroke) দিবেন, পরে ঐ জলমিশ্রিত প্রস্রাবের ১ ড্রাম লইয়া পুনরায় ৯ ড্রাম জল মিশাইয়া ৪০ বার ঝাঁকি (Stroke) দিবেন ও আবার ইহার ১ ড্রামের সহিত ৯ ড্রাম মিশাইয়া ৪০ বার ঝাঁকি (Stroke) দিবেন। এখন ইহারই ২/৩ ড্রাম মাত্রার রোগীকে প্রত্যহ প্রাতে একবার করিয়া ২/৩ দিন সেবন করাইলে ইহাতেই উপকার হইবে, উপকার হইলেই উহা সেবন বন্ধ। ব্রুমিয়া-অডোরেটা ৬৬১—পৃষ্ঠা দেখুন।....থাইরয়ডিন—৩ × অর্দ্ধ গ্রেণ মাত্রায় দুর্ব্বল রুগ্ন, খিটখিটে মেজাজের শিশুদের বিছানায় প্রস্রাব করার—সকাল-সন্ধ্যা ২ বার সেবনে অনেকস্থলে উপকার হয়। প্রস্রাব কম—বাতাসা চুষে খেয়ে আধপোয়া জল খাওয়া ; শিশুর প্রস্রাব বন্ধ—বাতাসা ভিজাইয়া ২/৪ ফোঁটা করিয়া জল এবং ঔষধ দিবেন।

প্রস্রাব—চর্ব্বি বা মাখনের মত ঘন, শিশির ভিতর পুরু ও ঘন তলানি পড়ে—অরম-১৪২। প্রস্রাবে শ্লেষ্মার ভাগ অধিক-ইউপেট-পার্পি-২০৯, ব্যারসমা-২১০।...ঘোলা, গাঢ়, দুর্গন্ধ, ইঁটের গুঁড়ার মত তলানি—চিমাফিল-২১০।.....ঘন, ঘোলা শ্লেষ্মাপূর্ণ—এনানথিরাম-২১০।.... ধোঁয়ার কিম্বা পাকা সোনার মত রঙ—কার্ডুয়াস-২২১, চেলিডোন-২৩৮।.....প্রস্রাবে লিথিক-এসিড, লিথেট্‌স—কষ্টি-২২৯।.....প্রস্রাবে ইউরেট ও ইউরিক-এসিড অধিক—ককুলাস-২৫৯।...... দোয়াতের কালির মত কাল প্রস্রাব, প্রস্রাবে রক্ত, পচা রক্তের ডেলা, সুগার, এলবুমেন—কলচি-২৬৭।......দুধের মত সাদা—কলোসিস্থ-২৭৩, এসিড-ফস-৩৫, ষ্টিলিঞ্জিয়া-৬০৯।......খড়িগোলার মত—আয়োড, ক্যাল কার্ব্ব-৩৫।...তলানি কাফিগুঁড়ার মত—হেলিবোরাস-৩৫৪.....কাল রঙের প্রস্রাব—কলচি, ন্যাট-মিউর, ডিজি, কার্ব্বলিক-এসিড।.....প্রস্রাবে Solid ও ইউরিক-

এসিড-ইকথিওলাম।... ঘোলা কালরঙের প্রস্রাব—এপিস, এমন-ব্রেঞ্জা, এসিড-বেঞ্জো, আর্ণি, আর্স, কার্ব্বো, ওপিয়ম।....গাঁজলা ও ফেণাযুক্ত প্রস্রাব—ল্যাকে-৩৫৪। এলবুমেন—হেলোনিয়াস-৩৫৬, এবসিন্থ-১১, এমন-বেঞ্জো-৭৬। ....সুগার—সিজিজিয়ম-১৪, ইউরেন-নাইট্রি-১৯।...ফস্‌ফেট, ইউরিমিয়া, ইণ্ডিকেন—এলফ্যালফা-৬৫।...ফস্‌ফেট, ইউরিক-এসিড, এলবুমেন, সুগার—এসিড-পিক্রিক-৩৬।.....অক্‌জ্যালেট—এসিড-গ্যালিক-৩৩।...ফসফেট—এসিড-ফস-৩৫, এসিড-পিক্রিক-৩৬, এলফ্যালফা—৬৫।....ইউরিক-এসিড অধিক, ক্লোরাইডের অংশ কম—ব্যারাইটা-মিউর-১৫৫।.......প্রস্রাবে পূঁয, রক্ত ইউরিক-এসিড—ইউভা-উর্সি-৬৩৯।.....পূঁয, রক্ত, শ্লেষ্মা বালিকণার মত পদার্থ—এপিজিয়া-৩১২।.....সাদা ঘন তলানি—ফেরম-আয়োড-৩১৮।....তদ্ভিন্ন—এপিথিলিয়্যাল-কাস্টস—আর্স, আর্জেন্টি-নাই, ফসফরাস, প্লম্বম, মার্ক-কর।....গ্র্যাণুলার—আর্স, মার্ক-কর, ফস, এসিড-সলফ।.....ব্লড-কাষ্টস—প্লম্বম, ফস।....হায়ালিন—আর্স, পেট্রোলি, ফস, এসিড-সলফ, প্লম্বম।...... রেন্যাল-এপিথেলিয়ম—আর্স, ক্যাম্ফার, কোপেভা, ফস, টেরিবিস্থ, এসিড-সলফ। প্রস্রাবের তলানি ময়দা গুঁড়ার মত পদার্থ—বার্ব্বেরিস, ষ্টিলিন্‌জিয়া।.....প্রস্রাবে তলানিতে সাদা গুঁড়া—ক্রোটন-২৮৮। শিশু ভূমিষ্ট হইয়া প্রস্রাব বন্ধ—একোনাইট।

(ক্যান্থারিস-অধ্যায়—২০৮ হইতে ২১১ পৃষ্ঠা পর্যন্ত পাঠ করুন)।

ষ্ট্র্যামোনিয়ম-৬১২—টাইফয়েড জ্বরে ও প্রসবের পর প্রস্রাব বন্ধ।

প্রস্রাবে দুর্গন্ধ, ঘোড়ার প্রস্রাবের মত ঝাঁজাল গন্ধ—এসিড-নাই-৩০, এসিড-বেঞ্জো-১৬।

এস্‌প্যারাগাস-১৬, এন্টিম-ক্রুড-২৭৯, কন্‌ভ্যালেরিয়া-২৭৯, এবসিন্থিয়াম-১১।

এবসিন্থিয়াম-১১—এলবুমেন, প্রস্রাবের রঙ কমলালেবুর মত ঝাঁজাল গন্ধ।

এমন-কার্ব্ব-৭৯—সর্ব্বদাই প্রস্রাব করিবার ইচ্ছা, রাত্রিতে অসাড়ে প্রস্রাব, প্রদাহ সাদা রক্তমিশ্রিত ঘোলা, দুর্গন্ধ, তলানিতে বালির মত পদার্থ।

এসিড-নাইট্রিক-৬০—প্রস্রাবে কটু দুর্গন্ধ, অনবরত বেগ একটু একটু করিয়া প্রস্রাব, প্রস্রাবকালে ভীষণ জ্বালা, মূত্রনলীর মধ্যে জ্বালা নিবারণের জন্য ক্রমাগত প্রস্রাব ঘসে, তাহাতে আরও যন্ত্রণা বাড়ে।

এসিড-গ্যালিক-২১—মূত্রনলীর প্রদাহজনিত প্রস্রাবে জ্বালা।

এস্‌প্যারাগাস-১৬—সিষ্টাইটীস, প্রষ্ট্যাটাইটীস, প্রস্রাবে পূঁয, শ্লেষ্মা, ঝাঁজাল গন্ধ, তৎপীড়াসহ স্বল্প প্রস্রাব, দুর্গন্ধ প্রস্রাব।

এলিউমিনা-৭৩—প্রস্রাবের সময় অত্যন্ত বেগ দিতে হয়, এমন কি প্রস্রাবের বেগে বাহ্যের বেগ আসে।.....এসিড-মিউর—প্রস্রাবের বেগে বাহ্যে হয়।

এনানথিরাম (Anantherum)-২১০—প্রস্রাব ঘোলা ঘন শ্লেষ্মাপূর্ণ, সর্ব্বদাই-বেগ প্রস্রাব একটুও মূত্রথলীতে থাকে না, অসাড়ে বাহির হয়।

ন্যাট্রম-নাইট্রি-৪৯৯—প্রস্রাবদ্বার দিয়া রক্ত নির্গমন।

আসাই-৬৬০—অল্প প্রস্রাব, রঙ ঘোলা, রক্তপ্রস্রাব, উদরাময়ের প্রস্রাব সম্পূর্ণ বন্ধ বা অতি অল্প। মূত্রত্যাগকালে ও পরে জ্বালা।

মার্ক-সলফ-৪৭৬—প্রস্রাব নির্গত হইবার সময় আগুনে পোড়ার মত জ্বালা।

মাইরিকা-৪৮৬—ঘোলা প্রস্রাব, চোখ হলদে।

এসিড-ফ্লোরিক-২০—প্রস্রাবের সময় ও পরে মূত্রনলীতে আগুনে পোড়ার মত জ্বালা।

ক্যালি-ক্লোর-৪০৫—প্রস্রাবে এলবুমেন অধিক, প্রস্রাব কম বা একেবারে বন্ধ, গর্ভাবস্থায় পীড়া......স্যাবাল-সেরুলেটা-৫৭৬—প্রষ্টেট-গ্ল্যাণ্ডের বৃদ্ধির জন্য প্রস্রাবের জ্বালা যন্ত্রণা।

সিনিসিও-৫৯০—স্বল্প প্রস্রাব, প্রস্রাবে রক্ত, শ্লেষ্মা, বেগ, কোঁথানি।

এঙ্গাষ্টিউরা-৮৮—প্রস্রাব প্রচুর পরিমাণে হইলেও প্রস্রাবদ্বারে বেগ থাকে।

শিশু ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রস্রাব বন্ধ—একোনাইট-৪৬....প্রস্রাবে জ্বালা থাকে, প্রস্রাব বন্ধ মূত্রকৃচ্ছ—এপোসাইনাম-ক্যানাবি-১০৭।

আর্জেন্টি-নাই-১১৯—অধিক পরিমাণে ও আসাড়ে প্রস্রাব, পরেও ২/১ ফোঁটা মূত্র নিঃসরণ... হেলোনিয়াস-৩৫৬- ঘোলা প্রস্রাব স্বল্প পরিমাণে নির্গমন।

* ইকথিওলাম (Icthyolum)-৬৮৭—ঘন ঘন প্রস্রাবের বেগ, প্রস্রাবের পরিমাণে অধিক, প্রস্রাবে Solid ও ইউরিক-এসিডের অংশ অধিক এজন্য বাত গেঁটেবাত।

আর্সেনিক-১৩১—সিষ্টাইটীস পীড়ায় অল্প প্রস্রাব, জ্বালা।

বার্বেরিস-১৬৫—ঘোর হরিদ্রা কিম্বা রক্তের মত লাল প্রস্রাব, তলানীতে শ্লেষ্মা, ঘোলা।

বোরাক্স-১৬৮—শিশু পুনঃ পুনঃ প্রস্রাব করে, প্রতিবার প্রস্রাবের পূর্ব্বে কাঁদে, প্রস্রাব অত্যন্ত দুর্গন্ধ, প্রস্রাব গরম।

ক্যাডামিয়ম-১৮০—রক্তপূঁয মিশ্রিত প্রস্রাব, মূত্রনলীতে বেদনা।

ক্যানাবিস্-ইণ্ডিকা-২০২—মূত্রনলীতে জ্বালা, ছুঁচফোটান ব্যথা, উহা প্রস্রাবের পূর্ব্বে, সময়ে ও পরে অত্যধিক হয়, প্রস্রাব শেষ হইবার পর ফোঁটা ফোঁটা মূত্র নির্গমন।

এবৃসিন্থ-১০—সর্ব্বদা প্রস্রাবের ইচ্ছা, প্রস্রাবে কটুগন্ধ।

ইকুইজিটাম-২০৮, ৩১২—প্রস্রাবে শ্লেষ্মা ও রক্ত জ্বালা পোড়া, স্বল্প প্রস্রাব, প্রস্রাবের বেগ ধারণে অক্ষম, প্রতি রাত্রে বিছানায় প্রস্রাব।

পেট্রোসেলিনিয়ম-২০৯—হঠাৎ বেগ আসে, এক মুহূর্ত্তেও সে বেগ ধারণ সহ্য হয় না, অত্যন্ত জ্বালা যন্ত্রণা, চুলকানি, লিঙ্গমুণ্ডে বেদনা (টিবিউলাস-৯১৮ পৃষ্ঠা দেখুন)।

সার্সাপ্যারিলা-২০৯, ৫৮৩—প্রস্রাবের সময় বা পূর্ব্বে নহে, শেষভাগে জ্বালা।

এন্টিম-ক্রুড-৯৪—ঘন ও ঘোলা প্রস্রাব, প্রস্রাবে জ্বালা দুর্গন্ধ।

লিনেরিয়া-৬৯০—মূত্রবেগ ধারণ করিতে পারে না, রাত্রিতে বেগ অধিক, জ্বালা যন্ত্রণা।

চিমাফিলা-২১০—চট্‌চটে হড়হড়ে লালা, শ্লেষ্মা ও পূঁয জ্বালা প্রস্রাবের পরেও বেগ।

এনানথিরাম-২১০—অনবরত প্রস্রাবের ইচ্ছা, একটুও প্রস্রাব মূত্রথলীতে জমিয়া থাকে না, অসাড়ে বাহির হয়, (রস-এরোম্যাটিক দেখুন)। প্রস্রাব ঘোলা, ঘন শ্লেষ্মাপূর্ণ।

মেডোর্‌হিণাম-৬২২—প্রস্রাবের উপর তৈলের মত পদার্থ ভাসে।

ক্যারিক-২২২—প্রথমে অত্যন্ত বেগ দিতে হয়, যেন কিছু ভিতরে আছে।

এনাগেলিস-৬১২—মূত্রছিদ্র জুড়িয়া থাকে, জ্বালা, দ্বিধারে প্রস্রাব।

কষ্টিকাম-২২৯—বেগধারণে অক্ষম, অসাড়ে প্রস্রাব, ঘন ঘন বেগসহ ২।১ ফোঁটা মূত্র নিঃসরণ, হাঁচিতে কাশিতে প্রস্রাব, (স্কুইলা, ন্যাট-মিউর) শিশুদের বিছানায় প্রস্রাব।

কার্বস-বাড-২২২—ধারা অতি সূক্ষ্ম, তলপেট না চাপিলে প্রস্রাব হয় না।

ক্লিমেটিস-২৫৫, ২০৯—পুরাতন প্রমেহ, প্রস্রাবে শ্লেষ্মা, প্রস্রাব থামিয়া হয়।

ব্লুমিয়া-৬৬১—বালকদিগের শয্যামূত্র (ভাব্যাসকর্ম)।

ব্ল্যাকিগ্লটীস-৬৮০—এলবুমিনুরিয়া, প্রস্রাবে মিউকাস, এপিথিলিয়ম, ক্যাষ্টস ইত্যাদি। মূত্রথলীর গ্রীবাদেশে চাপবোধ ইউরেথ্রায় ক্ষতবৎ বেদনা।

ক্যাহিনকা-৬৮১—সর্ব্বদাই প্রস্রাবের ইচ্ছা, ভ্রমণকালে ঘন ঘন প্রস্রাব, প্রস্রাব আগুনের মত গরম, মূত্রথলীতে জ্বালা, কিডনীতে বেদনা।

ক্রিয়োজোট-৪১৮—বিছানায় প্রস্রাব করে —মনে করে প্রস্রাবের জায়গায় করিতেছি, ঘুম ভাঙ্গিয়া দেখে স্বপ্ন।

প্রুণাস-২৫৫—বেগ মাত্র প্রসাব হয়, তবু বোধ হয় যেন মুখ পর্যন্ত প্রস্রাব আসিয়া ভিতরে চলিয়া গেল, তাহাতে অসহ্য যন্ত্রণা, উপুড় হইয়া পড়ে।

কনভ্যালেরিয়া-২৭৯—মূত্রথলীতে বেদনা যেন ফুলিয়াছে, ঘন ঘন ও বিশ্রী দুর্গন্ধ প্রস্রাব।

সাম্বল-θ—৬ষ্ঠ শক্তি; প্রস্রাবে তৈলের মত পদার্থ ভাসে।

ফেরম-মেট-৩২১—শিশু প্রতি রাত্রিতে বিছানায় প্রস্রাব করে, দিনের বেলাতেও ফিরিতে ফিরিতে কাপড়ে প্রস্রাব করিয়া ফেলে।

চিয়োন্যানথাস-৫৬৬—প্রস্রাবের স্পেসিফিক গ্রাভিটী খুব বেশী, সদাই প্রস্রাবত্যাগের ইচ্ছা, প্রস্রাবে শর্করা, পিত্ত-রক্ত।

ক্রোটন-২৮৮-রাত্রির প্রস্রাবে ফেণা, কমলালেবুর বর্ণ, চর্ব্বির টুকরার মত পদার্থ ভাসে, দিনের প্রস্রাব মলিন ও সাদা গুঁড়া মিশ্রিত।

ফেরম-মিউর-৩২২—যৌবনে স্ত্রীলোকের অত্যধিক প্রস্রাব, রক্তপ্রস্রাব।

ফেরম-ফস-৩২৪—মূত্রথলীর তরুণ প্রদাহ, উত্তেজনা, রক্তস্রাব।

কোনিয়ম-২৭৮—বৃদ্ধদের প্রষ্টেট বৃদ্ধির জন্য প্রস্রাব থামিয়া থামিয়া হয়।

মেডোর্‌হিণাম-৬২২—প্রস্রাবের উপর তৈলের মত পদার্থ ভাসে।

গুয়েকাম-৩৪৬—অনবরত বেগ, দুর্গন্ধ প্রস্রাব, প্রস্রাবের পর মূত্রনলীর মুখে ফোটান ব্যথা।

মিচেলা-৪৮২—মূত্রনলীর গ্রাবীর ইরিটেসনবশতঃ পুনঃ পুনঃ প্রস্রাবের বেগ, যোনিমধ্যে উত্তাপ ও জ্বালা।

রস-এরোম্যাটিক-৫৬৬—প্রস্রাব এলবুমেন, বেগ ধারণ করিতে পারে না, অনবরত ফোঁটা ফোঁটা প্রস্রাব, বহুমূত্র—বারে ও পরিমাণে প্রস্রাব অধিক ; কিন্তু স্পেসিফিক-গ্রাভিটি কম। শিশুদের প্রস্রাবের পূর্ব্বে বেদনা হয় তজ্জন্য কাঁদে; বিছানায় প্রস্রাব করে। বৃদ্ধদের প্রস্রাব ধারণে অক্ষমতা, ফোঁটা ফোঁটা প্রস্রাব।

সেনা-৫৯২—অকজ্যালিউরিয়া, ইউরিয়ার ভাগ এবং স্পেসিফিক-গ্রাভিটি অধিক, প্রস্রাব ঘন, ফসক্যাচুরিয়া, এসিটোনিউরিয়া (বোরিক)।

হায়োসিয়ামস-৩৭১—প্রসবের পর প্রস্রাব বন্ধ, মূত্রনলীর পক্ষাঘাত, অসাড়ে প্রস্রাব।

ল্যাকেসিস-৪২৪—কাল, ঘোলা, এলবুমেন মিশ্রিত প্রসাব ; জ্বরে কাল প্রস্রাব কিম্বা রক্ত পচিয়া প্রস্রাবদ্বার দিয়া নির্গমন (ক্রোটেলাস)।

লাইকোপোডিয়ম-৪৪৯—প্রস্রাব হইতে হইতে থামিয়া যায় কিম্বা থামিয়া থামিয়া প্রস্রাব হয়, খুব বেগ আসে—প্রস্রাব হয় না।

ম্যাগ্নেসিয়া-মিউর—৪৫৬—প্রস্রাব অতি অল্প, খোলসা হয় না, এলবুমেন থাকে (হলদে) প্রস্রাব করিতে করিতে ভিতরে চলিয়া যায়, হাত দিয়া তলপেটে চাপে।

ন্যাট্রম-মিউর-৪৯৪—হাঁচিতে-কাশিতে, চলিতে ফিরিতে অসাড়ে প্রস্রাব, কেহ নিকটে থাকিলে শীঘ্র প্রস্রাব হয় না, অনেকক্ষণ বসিয়া থাকে।

নক্স-ভমিকা-৫১২—ঘন ঘন বেগ, কোঁথ দেয়, খোলসা হয় না, ফোঁটা ফোঁটা প্রস্রাব, রক্ত-প্রস্রাব জ্বালা। প্রস্রাবের পর সামান্যমাত্র প্রস্রাব হয় কিম্বা প্রস্রাব সম্পূর্ণ বন্ধ।

ওলিয়ম-স্যান্টাল-৫১৭—মূত্রচ্ছিদ্র লালবর্ণ, আগুনে পোড়ার মত জ্বালা, ক্ষীণ স্রোতে ও ধীরে প্রস্রাব নির্গমণ।

পেট্রোলিয়ম-৫২৫—বিছানায় প্রস্রাব, প্রস্রাবের পর অসাড়ে ফোঁটা ফোঁটা নির্গমন।

কোয়াসিয়া-৫৬১—ক্রমাগত প্রস্রাবের ইচ্ছা, দেরী সহ্য হয় না, দিনরাত্রি অধিক পরিমাণে প্রস্রাব, শিশু ঘুম ভাঙ্গিলেই বিছানায় প্রস্রাব করে।

রুটা-৫৭৪—প্রস্রাব পাইলে যদি তখনই প্রস্রাব না হয়, পরে অনেক চেষ্টাতেও একবিন্দু প্রস্রাব হইবে না,....সিলা-৫৮৪—কাশির ধমকে কাপড়ে প্রস্রাব।

সাইলেসিয়া-৫৯৯—ক্রিমিগ্রস্ত শিশুরা রাত্রিতে বিছানায় প্রস্রাব করে।

ষ্ট্যাফিসেগ্রিয়া-৬০৭—প্রস্রাবের সময় কিছুমাত্র জ্বালা থাকে না, অন্য সময় জ্বালা। প্রস্রাবের সময়ে—জ্বালা, প্রস্রাবে কোঁথানি, স্বল্প প্রস্রাবও ইহার লক্ষণ।

টেরিবিন্থ-৬২৭—প্রস্রাব ত্যাগকালে জ্বালা, টনটনানি, প্রস্রাবে দুর্গন্ধ, রক্ত প্রস্রাব।

ক্যাড্‌মিয়ম-সলফ—১৮০—রক্ত পূঁয মিশ্রিত প্রস্রাব।

*ষ্টিগমেটা-মেডিকা (Stigmete)—ক্যাটার‍্যাল-সিষ্টাইটীস, কিড়নীর শূল বেদনা, পাথরী, প্রমেহ, প্রষ্টেটের বিবৃদ্ধি তৎসহ প্রস্রাব বন্ধ (ইহা প্রস্রাবের পরিমাণ বৃদ্ধি করে)।

গ্র্যাফাইটীস-৩৪৩—প্রস্রাব ঘোলা, টক গন্ধ।

প্লম্বম-৫৪৬—মূত্রথলীর পক্ষাঘাত, তলপেটে বেদনা।

এসিড-ফ্লোর-২০—প্রস্রাবের সময় ও পরে মূত্রথলীতে আগুনে পোড়ার মত জ্বালা।

ট্রিটিকাম-৬৩৫—কষ্টকর প্রস্রাব, ঘন ঘন বেগ, প্রস্রাবের বেগ ধারণে অক্ষম, শ্লেষ্মা ও পূঁযের মত স্রাব, প্রস্রাব ঘন, প্রষ্টেটের বিবৃদ্ধি।

ক্রিয়োজোট-৪১৮—বিছানায় প্রস্রাব করে, মনে করে প্রস্রাবের জায়গায় প্রস্রাব করিতেছে।......ডরিফোরা-৬৮৩—প্রস্রাবে কষ্ট, তীব্র যন্ত্রণা, ইউরেথ্রায় প্রদাহ।

টেরিবিন্থ-৬২৭—জ্বালা যন্ত্রণা, ফোঁটা ফোঁটা প্রস্রাব, কষ্টকর রক্তমিশ্রিত প্রস্রাব।

সেনেগা-৫৯১—ক্রমাগত প্রস্রাবত্যাগের ইচ্ছাসহ প্রস্রাবের পূর্ব্বে ও পরে পুড়িয়া যাইবার মত জ্বালা-যন্ত্রণা ক্রমশঃ প্রস্রাবের পরিমাণ হ্রাস, প্রস্রাবে শ্লেষ্মা।

ফেরম-পিক্রিকাম-৩২৩—৬ষ্ঠ শক্তি ; সমুদয় মূত্রনলীর মধ্যে বেদনা, রাত্রিতে খুব ঘন ঘন প্রস্রাব, অনবরতঃ বেগ, জ্বালা, প্রস্রাব হওয়া সত্ত্বেও মূত্রনলী যেন পূর্ণ, মলদ্বারে চাপবোধ, লিঙ্গ ও মূত্রনলীর গ্রীবাদেশে বেদনা ; প্রস্রাব বন্ধ।

**সলিডেগো (Solidago)—এই ঔষধটিতে কিড়নীর কনজেসসন ও প্রদাহ হয়, তজ্জন্য ইহা মূত্রকৃচ্ছতা ও কিডনীশূল বেদনায় উপকারী, এলবুমিনুরিয়া পীড়াতেও ইহাতে অনেক সময় উপকার হয়। ইহার প্রধান লক্ষণ—কিড়নীতে চাপ দিলে বেদনা (কিডনী কোথায় থাকে মৎপ্রণীত "প্র্যাক্‌টিসনার্স গাইডে" দেখুন) প্রসাব বন্ধ কিম্বা প্রস্রাবত্যাগে ভীষণ কষ্ট কিড়নীর বেদনা পেটে এবং মূত্রনলীতে পরিচালিত হওয়া, প্রস্রাবের পরিমাণ অতি অল্প এবং অতি কষ্টে নির্গত হয়, প্রস্রাব স্বচ্ছ কিন্তু দুর্গন্ধ (এসিড-বেঞ্জো ও এসিড-নাইট্রিকের মত) প্রস্রাবে রক্ত, এলবুমেন ও একপ্রকার হড়্‌হড়ে পদার্থ মিশ্রিত থাকে।

হেলোনিয়াস—এলবুমেন, ক্রম—θ, হইতে ৩য় শক্তি।

প্রমেহ পীড়া (গণোরিয়া)

প্রথমাবস্থায়—ক্যাস্থার, একোনাইট, ক্যানাবিস-স্যাট, ক্যানাবিস-ইন্ডিকা, কোপেভা টাসিলেগো, ক্যাপসি, পেট্রোসেলি, থুজা।

প্রথমাবস্থার পর গ্লীট-অবস্থায়—হাইড্রাসটীস, ক্যাল্‌মি, মার্ক-সল, ক্রিমে, ব্যারসমা কোনিয়ম, ডিজিটেলিস, থুজা, মার্ক-কর, পলস, ক্যালি-আয়োড; সিপি, ন্যাট-সলফ, সিনাবের, মেডোর্‌হিণ, সলফার, টাসিলেগো, হিপার, সাইলি, আর্জেন্ট-মেট।

স্রাব—ঘন স্রাব, জ্বালা থাকে না—আর্জেন্ট-মেট, কিউবেবা-১১৫....পাতলা সবুজ স্রাব—থুজা....সবুজ—মার্কুরিয়স,.....ঘন হল্‌দে স্রাব—হাইড্র্যাষ্টি, পল্‌স, এগ্‌নাস।

প্রস্রাবের সময় সাদাবর্ণের ধাতুস্রাব—এসিড-ফস, সাইলি, এগ্‌নাস।

মূত্রনলীতে ক্ষত—এসিড-নাইট্রিক-৩০।

প্রমেহের তরুণ ও পুরাতন প্রদাহের নিমিত্ত—(২০৭ হইতে ২১১ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)।

একোনাইট-৪৮—প্রথমাবস্থায় ঘন ঘন প্রস্রাবের বেগ, প্রস্রাবত্যাগকালে জ্বালা, প্রস্রাব গরম, অতি অল্প প্রস্রাব, তৎসহ জ্বর, পিপাসা।

এলিউমেন-৭২—গ্লীটষ্টেজে হল্‌দে রঙের স্রাব।

আর্জেন্ট-নাই-১১৮—পূঁযের মত ঘনস্রাব, ফোলা, টাটানি, প্রস্রাবে জ্বালা, রক্তস্রাব।

ক্যানাবিস-স্যাট-২০৩—তরুণ অবস্থায় অধিক প্রদাহ ও যন্ত্রণা, প্রস্রাবনলীতে অত্যন্ত ব্যথা ও জ্বালা, লিঙ্গোদগম, ঘন ঘন প্রস্রাব, রক্তপ্রস্রাব, হলদে বা সবুজ রঙের স্রাব, ঘন ঘন প্রস্রাব, কোমরে বেদনা লিঙ্গোমুণ্ডে ফোলা।

টাসিলেগো-২০৪—লিঙ্গ ফোলা, অত্যন্ত বেদনা, প্রস্রাবে যন্ত্রণা ও রক্ত, জ্বরভাব, স্রাব হল্‌দে, সাদা, গাঢ়, প্রস্রাবনলী সড়্ সড়্ করে। স্রাব বন্ধ হইয়া স্পার্মাটিক-কর্ডে বেদনা, চক্ষুর প্রদাহ, অন্ডকোষ আক্রান্ত, কোমরে বেদনা।

পীড়ার পুরাতন অবস্থায়—স্রাব হলদে—হাইড্রাষ্টি-৩৬৫—সিপি-২১৫, এলিউমেন-৭২। অধিক জ্বালা—সলফার-২০৩। স্রাব ঘন—পল্‌স, সিপি-২০৩। গ্লীট-ষ্টেজে—ক্যালকেরিয়া-ফস—৩০ × ও ন্যাট্রম-মিউর—৩০ × পর্য্যায়ক্রমে—দিনে ৪/৫ বার দিবেন।

স্যালিক্স-নায়গ্রা-৫৭৮—প্রমেহ পীড়ার প্রবল লিঙ্গোদগম, প্রস্রাবে জ্বালা ইত্যাদি।

বেলিস-পিরেনিস—হস্তমৈথুনজনিত কুফল।

ক্যান্থার-২০৮, ২০৩—তরুণ অবস্থায় রক্ত স্রাব, প্রস্রাবের সময়ে ও পরে অত্যন্ত জ্বালা, বেগ, কোঁথানি, ফোঁটা ফোঁটা প্রস্রাব, প্রস্রাব আটকান, লিঙ্গোদগম, প্রস্রাবের সঙ্গে সাদা-সাদা একপ্রকার টুকরা নির্গমন।

কোপেভা-২৮০—তরুণ অবস্থায় জ্বালা ঘন ঘন বেগ, ফোঁটা ফোঁটা প্রস্রাব, প্রথমে সাদা তরল স্রাব, পরে চটচটে শ্লেষ্মা ও রক্ত প্রস্রাব ঘোলা।

কিউবেবা (সার্সা)-২৮৯—প্রথমাবস্থায় প্রদাহ কমিয়া প্রস্রাবের শেষভাগে জ্বালা, বীট, হলদে স্রাব। গ্লীটষ্টেজে স্রাব অধিক নহে কেবলমাত্র মূত্রদ্বার পূঁযে জুড়িয়া থাকে।

ক্যাপ্‌সি-২১৫—পুরাতন অবস্থার চটচটে ২/১ ফোঁটা স্রাব মূত্রনলীর মুখে থাকে, মূত্রছিদ্র বন্ধ হয়, তৎসহ প্রস্রাবে জ্বালা পোড়া।

এলিউমেন-৭২—হলদে রঙের পুরাতন প্রমেহ স্রাব, হলদে রঙের প্রদর।

আর্জেন্টি-মেট-১১৬—পুরাতন গ্লীট রোগে ঘনস্রাব নির্গত হয় জ্বালা যন্ত্রণা থাকে না।

মেজেরিয়ম-৪৮০—জলের মত তরল প্রমেহস্রাব, পরিশ্রমে স্রাব বৃদ্ধি, মূত্রনলীর ভিতর জ্বালা ও ক্ষতের মত বেদনা।

ল্যাক্‌টুকা-ভিরোসা-৪৩১—স্ত্রীলোকদের যন্ত্রণাদায়ক প্রমেহ ও পুরুষদের প্রমেহ।

অরম-মিউর-১৪৪—স্ত্রীলোকদের প্রমেহ।

ডরিফোরা-৬৮৩—গণোরিয়া, গ্লীটষ্টেজ।

মাইগেল-৪৮৬—দীর্ঘস্থায়ী ধাতুস্রাব, উষ্ণপ্রস্রাব, প্রস্রাবে জ্বালা, মূত্রথলীতে মাঝে মাঝে হুলফোটান ব্যথা।

মার্ক-কর-৪৬৪—স্রাব সবুজ ও পূঁযের মত প্রস্রাবের পূর্ব্বে, সময়ে ও পরে অত্যন্ত জ্বালা কখনও রক্ত প্রস্রাব, সিষ্টাইটীস (ইহার অধ্যায় দ্রষ্টব্য)।

মিউরেক্স-৪৮৫—শুইয়া থাকে হঠাৎ প্রস্রাবের বেগ আসে, তাড়াতাড়ি উঠে, রাত্রিতে অনেকবার প্রস্রাব হয়, প্রস্রাবে দুর্গন্ধ।

ন্যাপথালাইন-৪৮৮—হঠাৎ প্রস্রাবের বেগ, কাল রঙের প্রস্রাব, প্রস্রাবে ঝাঁঝাল পচা দুর্গন্ধ, প্রস্রাবদ্বার লালবর্ণ, প্রিপুস ফোলা, উল্টামুদা, প্রমেহের গ্লীট অবস্থা।

ন্যাট্রম-মিউর-৪৯৪—প্রস্রাবের পর টাটানি ও কাঁটাছেঁড়া বেদনা (পূর্ব্বে বা সময়ে নহে) প্রমেহের পুরাতন অবস্থায় (গ্লীট ষ্টেজে—ক্যাল-ফসসহ পর্য্যায়ক্রমে)।

ওলিয়ম-স্যান্টাল-৫১৭—যন্ত্রণাদায়ক লিঙ্গোদগম, লিঙ্গাগ্র চর্ম্ম ফোলে, স্রাব—হলদে ঘন, পূঁযের মত, পেরিনিয়মে বেদনা, গ্লীট-ষ্টেজে অধিক পরিমাণে হলদে স্রাব।

সলফার-৬২০—প্রস্রাব ত্যাগকালে জ্বালা, প্রস্রাবদ্বারের চতুর্দ্দিকে লালবর্ণ।

জ্যাকারাণ্ডা-৩৮৯—মূত্রনলীর প্রদাহ ও মূত্রনলী দিয়া হলদে রঙের স্রাব নির্গমন।

থুজা-৬৩১—প্রথমাবস্থায় স্রাব পাতলা, রঙ সবুজ অথবা হলদে, প্রস্রাবে জ্বালা, খুব বেগ সত্ত্বেও ফোঁটা ফোঁটা প্রস্রাব কখনও রক্তপ্রস্রাব।

ম্যাগ-মিউর-৪৯৪—পরিশ্রমের বা প্রতিবার বাহ্যের পর প্রমেহ বা প্রদরস্রাব।

কচ্‌লিরিয়া-৫৭৬—লিঙ্গমুণ্ডে জ্বালা, বেদনা, প্রস্রাবের পূর্ব্বে ও পরে ও সময়ে জ্বালা (স্যাবাল-সেরুলেটা অধ্যায় দেখুন)।

পলসেটিলা—প্রমেহপীড়ার মোটামুটি চিকিৎসার জন্য ৫৫৮ পৃষ্ঠায় "প্রমেহ" দেখুন।

দ্রষ্টব্য ঃ—তরুণ প্রমেহের প্রথমাবস্থায় যতদিন জ্বালা যন্ত্রণা ও প্রস্রাবে কষ্ট থাকিবে, ততদিন ২/৩ তোলা তিশি (Linseed) ১ সের জলে সিদ্ধ করিয়া তিনপোয়া থাকিতে নামাইয়া সেই জল চিনিসহ পান করিবে এবং আর্ণিকা লোসন দিয়া (২ আঃ

জলে ২০ ফোঁটা—θ) লিঙ্গমুণ্ড অনবরত পরিষ্কার করিবে ও ঐ লোসনে ন্যাকড়া ভিজাইয়া লিঙ্গে জড়াইয়া রাখিবে।

প্রসব বেদনা।

প্রকৃত বেদনা—পলস, কলোফা, ইগ্নে, সিমিসি, ভাইবর্ণম,...অসম্পূর্ণ বেদনা—কলোফা, সিমিসি জেলসি।...জরায়ুর মুখ শক্ত—সিমিসি, বেল, কলোফা, জেলসি, নক্স ....ঘিনঘিনে জুড়ানো ব্যথা—সিকেলি।..উড়ো-বেদনা—কলোফাইলম।... পেটবেদনা—সিমিসি, ভাইবর্ণম।....জরায়ুর মুখ খুলিয়াছে ; কিন্তু জোর বেদনা না থাকায় প্রসব হইতেছে না—সিকেলি—২০০ শক্তি, ১ ঘন্টা অন্তর ২ মাত্রা।

কলোফাইলম-২২৫—জরায়ুর মুখ শক্ত, বেদনা, ক্ষীণ, ঘিনঘিনে ব্যথা, আক্ষেপিক সবিরাম, উড়ো বেদনা, বেদনা—একবার এখানে একবার সেখানে ছাড়িয়া ছাড়িয়া হয়।

কফিয়া-২৬৩—অত্যন্ত বেদনা, পুনঃ পুনঃ বলে প্রসব করিতে পারিব না, কাঁদে।

জেলসি-৩৩০—জরায়ুর মুখ খুব শক্ত, মোটা, অনেকক্ষণ বেদনা হইয়াও জরায়ুর মুখ খোলে না, বেদনা নীচের দিকে না হইয়া উপর দিকে ঠেলা মারে। জরায়ু বেশ ফোলাভাব ও নরম দেখায়, পানমুচি জরায়ুর মুখেই আটকাইয়া থাকে।

বেলেডোনা-৩৩০—জরায়ুর মুখ শক্ত, বেদনা হঠাৎ জোরে আসে ও হঠাৎ নিবৃত্তি হয়।

মিচেলা-৪৮২—প্রসবের ৩ মাস পূর্ব্ব হইতে কৃত্রিম প্রসব বেদনা বা পালোট-ব্যথা।

পলসেটিলা-৫৫৮—অনিয়মিত বেদনা, বেদনা—কখনও কম কখনও বেশী, কখনও থাকে না, বেদনা জোর না থাকায় জরায়ুর মুখ খোলে না।

সিকেলি-৫৮৬—অতি ধীরে ধীরে বেদনা, কখনও বেদনা একেবারে থাকে না, জোর বেদনা হয়ই না, বেদনা অনেকক্ষণ চলিতেছে কিন্তু তবুও জরায়ুর মুখ খোলে না।

সুখ প্রসব ঃ—প্রসূতি জরায়ুর মুখ খুলিয়াও কোনও কারণে প্রসব হইতে বিলম্ব হইলে—পঞ্জিকার মধ্যে "অস্তি গোদাবরী তীরে"***ইত্যাদি যে সুখপ্রসব মন্ত্রটা লিখতে আছে, তাহাতে পোয়াতির নাম যোগ করিয়া অর্থাৎ !"অমুক" গর্ভিণী ভবেৎ এইটি লাল কালী দিয়া অশ্বত্থ পাতার মসৃণ পৃষ্ঠায় লিখিয়া ৩ বার পাঠ করিয়া—৩২ শের ঘরটী লাল কালী দিয়া ঐ পাতায় লিখিয়া পাতাটি প্রসূতির ব্রহ্মতালুর চুলে বাঁধিয়া দিলে সহজেই প্রসব হইয়া যায়। আফুলা চারা তেঁতুলগাছের শিকড় ব্রহ্মতালুর চুলে বাঁধিয়া নাসিকার ডগা পর্য্যন্ত ঝুলাইয়া রাখিবে, প্রসব হইলেই চুলশুদ্ধ কাটিয়া ফেলিয়া দিবে।

প্রসবান্তে পীড়া।

স্যাপ্রিমিয়া, সেপ্‌টিসিমিয়া, এক্ল্যাম্‌সিয়া ইত্যাদির জন্য—(১৬০ পৃষ্ঠায় বেলেডোনা অধ্যায় দেখুন।) প্রস্রবের পর ফুল ছিঁড়িয়া রক্তস্রাব—বেলেডোনা (রক্তস্রাব দেখুন)।

ভ্যাদাল-ব্যথা—সিকেলি ও আর্ণিকা দেখুন।

রক্তপ্রস্রাবে-হ্যামামেলিস অধ্যায়ে রক্তস্রাব দেখুন। প্রসবের পর অতিরিক্ত রক্তস্রাবে রেনিয়ম-ম্যাকুলেটাম ও মিলিফোলিয়ম উপকারী ব্লু-মিয়া অডোরেটা-৫৮৫ পৃষ্ঠা দেখুন।

লোচিয়া (প্রসবের পর দেখিতে ঠিক পূঁযের মত একপ্রকার স্রাব)—দুর্গন্ধ-ব্যাপটি, ক্রিয়ো, সিকেলি, ল্যাকে....স্রাব বন্ধ হইয়া কোন পীড়া—সিকেলি, একটিয়া-রেসি......স্রাব বন্ধ—সিকেলি, বেল, ক্যালি-কার্ব্ব....উন্মত্ততা, অত্যন্ত ক্রুদ্ধ ও উত্তেজিত—বেল।

সূতিকাগারে উন্মত্ততা—একটিয়া-রেসি,....পচাল পাড়ে ও গুহ্যস্থানের কাপড় খুলিয়া ফেলে—হায়োসি,.....কামোন্মাদ—প্ল্যাটিনা;...... অতিরিক্ত ভয় ও কাল্পনিক ভয়সহ—ষ্ট্র্যামোনিয়ম,.....ক্রমাগত পচাল পাড়ে, অশ্লীল কথা কয়—প্ল্যাটিনা,.....তড়কা—হায়োসি সাইকিউ, কুপ্রম-মেট, ওপি, গ্লোনয়িন ষ্ট্র্যামো (তড়কা দেখুন)....... প্রস্রাব বন্ধ—নক্স, হায়ো, কষ্টি (প্রস্রাবের পীড়া দেখুন)......চুল উঠা—লাইকো, সিপি, ন্যাট,........অত্যধিক কন্‌জেস্‌সন, ভীষণ উত্তেজিত কিম্বা আচ্ছন্নভাব—ভেরেট্রম-ভিরিডি।

কলোফাইলম-২২৫—জরায়ু স্বাভাবিক হয় না কিম্বা স্বল্পমাত্র বিবৃদ্ধিটুকু কমে না।

কার্ব্বো-এনি-২১৬—শিশু যতদিন স্তন্যপান করে ততদিন প্রসূতির অজীর্ণাদি পীড়া।

ক্যান্থার-২০৮—ফুল সম্পূর্ণ নির্গত হয় না, কিছু অংশ আটকাইয়া থাকে।

ক্রিয়োজোট-৪১৮—প্রসবের পর পূঁযের মত দুর্গন্ধ স্রাব, বন্ধ হয় আবার দেখা দেয়।

টিলিয়া ইউরোপা, θ, ৬ষ্ঠ—পিওরপেরাল-মেট্রাইটীস।

প্রষ্টেট-গ্ল্যাণ্ডের পীড়া।

এগ্‌নাস, এনাকার্ড, কোনি, ফস, সাইলি, ষ্ট্যাফি, সলফ—বাহ্যের সময় প্রষ্টেট-ফ্লুইড (শুক্রের মত পদার্থ) নির্গত হয়।

ব্যারাইটা-কার্ব্ব, অরম্-মিউর, কোনি, চিমাফিলা, মার্কুরিয়স, এসিড-নাইট্রিক, সলফ টিট্রিকান থুজা, ইউভা-উর্সি-প্রষ্টেট-গ্ল্যাণ্ডের বিবৃদ্ধি।

ব্যারাইটা-কার্ব্ব, কষ্টি, কার্ব্বো-এনি, ক্রোটন, গুয়েকাম, ল্যাকে, রুটা, স্যাবাল, ষ্ট্যাফি, থুজা, ভায়োলা-ট্রাইকো, জিঙ্কাম—প্রস্রাব করিবার পরই পুনরায় প্রস্রাবের বেগ।

আর্ণি, বেল, এসিড-মিউর, পেট্রোলি, সিপি, ষ্ট্যাফি-ফোঁটা ফোঁটা প্রস্রাব।

এপিস, কষ্টি, হিপার, র‍্যাফেনাস, সিকেলি-প্রস্রাব বাহির হইবার পূর্ব্বে অনেকক্ষণ তলপেট টিপিতে বা চাপিতে হয়, প্রস্রাবের নানাপ্রকার পীড়া ইত্যাদি।

এনাকার্ড, এপিস, আর্স, অরম বেল, ক্যান্থার, কোপেভা, গুয়েকাম, মার্ক, ফস, সিনা, সলফ, থুজা—অনবরত প্রস্রাবত্যাগের ইচ্ছা, প্রস্রাবের নানাপ্রকার পীড়া ইত্যাদি।

স্যাবাল-সেরুলেটা-৫৭৬—প্রষ্ট্যাটাইটিসে প্রায় পেটেন্ট ঔষধ।

ফেরম-পিক্রিক-৩২৩—সমস্ত ইউরেথ্রার মধ্যে বেদনা, রাত্রিতে অনবরত প্রস্রাব, তৎসহ মলদ্বারে ভার ও চাপবোধ, বৃদ্ধদের প্রষ্টেট বৃদ্ধি।

প্রাদাহিক পীড়া।

*ইরিনজিয়ম—প্রষ্টেট বিবৃদ্ধির জন্য মূত্রথলীর ইরিটেসন।

একোনাইট-৪৩—প্রদাহের প্রথমাবস্থায় অত্যন্ত বেদনাসহ জ্বর, পিপাসা, ছটফটানি।

ফেরম-ফস-৩২৩—বাত গেঁটেবাত, নিমোনিয়া, স্ফোটক প্রভৃতির প্রথম অবস্থায় যতক্ষণ রক্তজমা থাকে, রক্ত সঞ্চয় আরম্ভ না হয়, জ্বর প্রদাহিত স্থান লালবর্ণ।

এপিস-১০৩—হুলফোটান-বেদনা, জ্বালা, শোথের মত ফোলা, আক্রান্তস্থান—লালবর্ণ। কোনও প্রাদাহিক পীড়ায় গরম সেকে যন্ত্রণা বৃদ্ধি, ঠাণ্ডায় উপশম।

বেলেডোনা-১৫৮—প্রথমাবস্থায় আক্রান্তস্থান গরম, চক্‌চকে রক্তবর্ণ, জ্বালা করে, স্পর্শকাতরতা বেদনা....মার্ক-সল-৪৭৩—স্ফোটকাদিতে পূঁয হইলে ও অধিক বেদনা না থাকিলে....হিপার-৩৫৮—পূঁয জন্মিয়াছে; অত্যন্ত স্পর্শকাতরতা বেদনা...সাইলিসিয়া-৫৯৬—পূঁয নির্গমনের পর, ক্যাল্‌কেরিয়া-হাইপোফস-১৯৪ হাড়ে পূঁয।

ন্যাটম-নাইট্রিক-৪৯৯—প্রদাহের প্রধান ঔষধ—একোন, বেল, ফেরম-ফস, হিপার প্রভৃতি অপেক্ষাও ইহা আশু ফলপ্রদ ঔষধ।

ক্যালি-মিউর-৪১০-প্রাদাহিক অবস্থায় উত্তীর্ণ হইয়া দ্বিতীয় অবস্থায় যখন রস জমে।

প্রুরাইটিস, প্রুরিগো।

সাইকার-প্রম্বম ও গ্লিসারিণ—সমপরিমাণে লইয়া বাহ্যিক প্রয়োগ। এনথ্রাকোকালী ৯০—প্রুরিগো তাহাতে অত্যন্ত চুলকানি। ক্যালেডিয়ম-১৮১—গর্ভাবস্থায় প্রুরাইটিস।

হেলোনিয়াস-৩৫৬—যোনিদেশে চুলকানি ও ফোস্কার মত উদ্ভেদ।

ফারাঙ্কল।

উহা দেখিতে ঠিক কার্ব্বঙ্কলের মত, যাহাদের প্রস্রাবে সুগার অর্থাৎ শর্করা নাই, ৪০ বৎসর কম বয়স, তাহাদের কাঁধে ও পিঠে ভিন্ন অন্যস্থানে কার্ব্বঙ্কল হইলে তাহাকে—ফারঙ্কল বলে, কার্ব্বঙ্কলের লিখিত সমস্ত ঔষধ ইহাতে প্রয়োজন হইবে।

ফ্যারিণ্‌জাইটিস।

Hepatica-৬৮৬—ফ্যারিণ্‌জাইটীস, গলাধরা, গলায় ইরিটেসন গলা কুটকুট করে, গলার ভিতর যেন চাঁচা, কর্কশ বোধ হয়, গলায় চটচটে সর্দ্দি, গলা খেঁকরায়, আলজিবের গোড়ায় যেন কিছু আটকাইয়া আছে।

ফ্যারিণ্‌জাইটীস-ক্রুপাস—ক্যালি-বাই, ক্যালি-হাইড্রো, ব্রোমি, মার্ক, সলফ।

ঐ ফলিকিউলার, ড্রসেরা, হিপার, ক্যালি-বাই, ক্যালি-মিউর, ল্যাকে, মার্ক-আয়োড, ফাইটোলক্কা, এন্ত্রা।

*ওয়ায়েথিয়া (Wyethia)—১ ×—৩০ শক্তি, ইহা ফ্যারিণ্‌জাইটীসের একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ। রোগী পুনঃপুনঃ "হাক হাক" করিয়া কণ্ঠ পরিষ্কারের চেষ্টা করে ও অনবরত ঢোক গেলে। গায়ক ও বক্তাদের গলনলীর পীড়া, গান বা বক্তৃতা করিলেই গলা ধরে, গলার ভিতর শুষ্ক বোধ হয়; আল্‌জিব বাড়ে।

হিপার-৩৬১—ফ্যারিংসে ছোট ছোট দানাবিশিষ্ট ফুস্কুড়ি, তাহাতে রস বাহির হয়, ফোলে গলায় শ্লেষ্মা জমে, কিন্তু কাশিলে সহজে উঠে না।

ক্যালি-বাইক্রম-৩৯২—কাশি, গলাধরা, চুপি চুপি কথা কহা, গলার ভিতরে ঘা।

ইস্কিউলাস-৫৫—গলাধরা, গলায় বা বেদনা, শুষ্কতা, জ্বালা (অর্শের রোগী)।

ক্যালি-মিউর-৪১০—ফলিকিউলার, গলার ভিতর ছোট দানা-দানা ফুস্কুড়ি।

ম্যাঙ্গিফেরা-৬৯১—ফ্যারিঞ্জাইটীস।

৭৬৭ পৃষ্ঠায় "গলনলী ও গলমধ্যস্থ পীড়া" দেখুন

ফুসফুসের পীড়া।

একোন-৪৭— এমন-কার্ব্ব-৭৮....এন্টিম-টার্ট-৯৭;..... এন্টিম-আর্স-৯১....ওপিয়ম-৫২০....ইল্যাপ্স-৩১০;......কার্ব্বো-এনি-২১৬—চায়না-২৫২....ক্যাপসি-৩১১,....হিপার-৩১৬.....ক্যালি-কার্ব্ব-৪০১;...লরোসিরেসাস-৪৩৫।

ফুসফুসের ডানদিকে আক্রান্ত, বামদিক চাপিয়া শুইতে পারে না—ফসফরাস.......... ডানদিক আক্রান্ত—ফস, চেলি, মার্ক-সল, লাইকো, এন্টিম-টার্ট, ... বামদিক আক্রান্ত—সলফ...উভয় ফুসফুস আক্রান্ত—এন্টিম-টার্ট।

নিমোনিয়া, ব্রঙ্কো-নিমোনিয়া, ব্রঙ্কাইটীস—৮৫৮ পৃষ্ঠা ও "শ্বাসপ্রশ্বাসে কষ্ট" অধ্যায় দেখুন।

এন্টিম-টার্ট-৯৮—ফুসফুসের শোথ, অত্যন্ত শ্বাসকষ্ট, হৃৎপিণ্ডের বিবৃদ্ধি, নাড়ী, দুর্ব্বল ও দ্রুত, গোলমেলে (৯৭ পৃষ্ঠায় নিমোনিয়া দেখুন)।

বধিরতা।

(৭৫১ পৃষ্ঠায় কর্ণের পীড়া দেখুন)

বমি ও গা-বমি-বমি।

বমি সহজে হয়, কষ্ট থাকে না—কলচি, সিকেলি.....কাটবমি উকিউঠা—কলচিকম, এন্টিম-টার্ট,......কষ্টকর বমি—এন্টিম-টার্ট, ...তরল পানীয় বমন—আর্স, বিসমথ, ভেরেট্রম....তরল পদার্থ পানমাত্র বমি—আর্স, বিস্মথ, ক্রোটন, জিঙ্কাম, পান বা আহারের ৮/১০ মিনিট পরে বমন—ফসফরাস,....আহার করিবার ঠিক পরেই বমন—ইপিকাক, আর্স, সিকেলি,.....আহারের ঠিক পরে টক হইয়া বমি—পলস, ক্যালকেরিয়া,.....খুব বমির চেষ্টা; কিন্তু বমি হয় না, কেবলমাত্র ঢেকুর উঠে—আইরিস, ভার্স,....টক বা তিক্ত বমি, তৎসহ পেট বুক ও গলায় জ্বালা—আইরিস,....পান করিবার পর পেট পূর্ণ হইলেই—বিস্মথ,......অনেক পূর্ব্বের আহার বমি—ক্রিয়োজোট.....বমি গরম—পডোফাইলাম,—ফেণাবিশিষ্ট বমন—ইথুজা, এন্টিম-টার্ট, ভেরেট, ক্রোটন.....অত্যন্ত গা বমি-বমি—ইপিকাক,.....অত্যন্ত পিপাসার সহিত গা বমি-বমি—ব্যাপটিসিয়া.....গা বমি, বমির সহিত উকিউঠা, কাটবমি—ইপিকাক, বিসমথ, পডো, এন্টিম-টার্ট, ক্রিয়ো,....গা বমি-বমির সহিত অত্যন্ত ক্ষুধা—ইগ্নে,.....গা-বমি-বমি করিয়া ক্রমাগত বমি—এন্টিম-ক্রুড...লালার মত হড়হড়ে বমি—ইপিকাক.....বড় বড় চাপ, জমা জমা দুধ বমি—ইথুজা,.....এন্টিম-ক্রুড; ক্যালকেরিয়া তৈলের মত পদার্থ বমি—ইথুজা ...স্তনদুগ্ধ বমি—সাইলিসিয়া,....প্রসূতির অম্লের জন্য শিশু বমি—ক্যালকেরিয়া

....চটচটে আঠার মত বমি—ক্যালি-বাইক্রম; গাঢ় সবুজ বা কালরঙের বমি—এসিড-কার্ব্বল, ...কালরঙের বমি—আর্সেনিক, হেলিবোরাস, ...টক বমি—এসিড-সলফ, রোবিনীয়া, ক্যালি-কার্ব্ব, ক্যালকে-কার্ব্ব, হিপার, আইরিস, ম্যাগ-কার্ব্ব, পডো, পলফ, এপিস, ...তিক্ত বমি—এপিস, ব্রায়ো, কলচিকম, পলস, ক্যালি-বাই.....রক্তবমি—একোন, জিরেনিয়ম, হ্যামো প্রভৃতি;....হরিদ্রারঙের বমি—ব্রায়ো, কলচি ইপি। আর্স, গ্র্যাটি, ভেরেট,.....সবুজ—ইথুজা আর্স, ব্রায়ো, ইপি, পডো, ভেরেট,....অম্ল সবুজ, পিত্তজ—এন্টিম-টার্ট...ডিমের লালার মত জ্যাট্রোফা, ...দুর্গন্ধ লালার মত বমি—সিকেলি, ইপি, মলবমি—ওপি, প্লম্বম....খাদ্যদ্রব্যের গন্ধে—কলচি, ককুলাস;...... লালা গিলিলেই —কলচিকম; .....অত্যন্ত মাথাবেদনার সহিত—আইরিনা, গ্র্যাটিওলা....প্রথমে অম্ল সবুজ পরে বর্ণহীন—গ্র্যাটিওলা.....বিছানা হইতে উঠিলেই—ব্রায়ো কফু এসিড-পিক্রেটাম,....নিদ্রাভঙ্গের পর ইথুজা, কুপ্রম.....গর্ভাবস্থায়—এসিড-কার্ব্বল সেরিয়ম, ক্রিয়ো, পেট্রোলি, এপোমর্ফিয়া, সিম্ফোরি-কার্পাস, কিউকুরবিটা, এসিড-ল্যাকটিক....সক লাগিয়া বমি—আর্ণিকা,....শিশুদের অবিশ্রান্ত বমন—ক্রিয়োজোট।

ক্যাডমিয়ম-সলফ-১৮০—কাল ও রক্ত বমি, সবুজ বর্ণের বমি, রক্ত বমি, ঠোঁটে কোনও খাদ্য ঠেকিলেই উঁকি উঠা ও বমির উদ্রেক তৎসহ সাংঘাতিক অবসাদ, পাকস্থলীতে জ্বালা ও বেদনা, আর্সেনিকের মত বা ফস্‌ফরাসের মত সঙ্গে সঙ্গে বা ৩।৪।৫।১০ মিনিট পরে বমন। স্যাঙ্গুনেরিয়া—অত্যন্ত কষ্টসহ ক্রিমি বমন।

এসিড-ল্যাকটীক-২৪—আহারীয় বস্তু অম্ল হয়, গরম, তিক্ত, টক ঢেকুর উঠে, পাকস্থলী হইতে মুখ পর্য্যন্ত জ্বলে, মুখে জল উঠে, গা বমি, গর্ভাবস্থায় বমি, রক্তহীন স্ত্রীলোকের রক্তপ্রদরগ্রস্তা স্ত্রীলোকের বমি। গলায় পুঁটুলির মত কি থাকে, ঢোক গেলে।

ক্যাসকেরিলা-২২৩—অনবরত বমি করিবার ইচ্ছা।

এসিড-সলফ-৩৯—বুকজ্বালা, টক উদগার, দাঁত টক, টক বমি।

হিলিয়াস্থাস-৪৪০—বমিতে উপশম, রোগী বলে একবার বমি করিলে বোধ হয় সমস্ত যন্ত্রণার উপশম হয়।

ইউরেনিয়ম-নিট-১৪—ডিওডিনামে ক্ষত, পাকস্থলীতে জ্বালা, ভীষণ বমি, পেট বেদনা।

সেরিয়ম-২৩১—গর্ভাবস্থায় বমি, অজীর্ণ বমি, অর্দ্ধ অজীর্ণ বমি, বমিতে রক্ত, বমির সময় ও পরে পেটের যন্ত্রণা, কখনও বমির পরে যন্ত্রণার উপশম।

ককুলাস-২৫৯—গাড়ী নৌকা প্রভৃতি কোনও যানে চড়িলে বা চলতি যান দেখিলে বমি, গা-বমি। গর্ভাবস্থায় বমি, গা-বমি-বমি।

কলচিকম-২৬৫—বমির পর পাকস্থলীতে জ্বালা, বমির রঙ হলদে, স্বাদ তিক্ত।

ককুলাস-২৫৯—আহার্য্য দ্রব্যের গন্ধ নাকে যাইলেই গা-বমি।

ক্রোটেলাস-২৮৪—কালরঙের বমি, পিত্ত-বমি, ডান পার্শ্বে শুইলে বমির বৃদ্ধি, পাকস্থলীতে ক্ষত হইয়া রক্ত বমি। ....ইপি, সিনা, ডিজি-৪৩৬—পরিষ্কার জিহবাসহ বমন।

আর্ণিকা-১৩—অস্ত্র চিকিৎসার নিমিত্ত বা কোনপ্রকার সক লাগিয়া বমি।

ক্যালি-ফস-১৯২—শিশু দিনরাত্রি মাই খায় আর বমি করে।

ফেরম-মেট-৩২১—আহার করিতে করিতে উঠিয়া পড়ে, যাহা খায় সমস্ত বমি করে।

আর্ণিকা, এসিড-এসট-১৪—সক লাগিয়া বমি বা তজ্জন্য উপসর্গ।

এসিড-কার্ব্বল-১৭—শিশু যে বমি করে তাহার রঙ সবুজ বা কাল, প্রস্রাব—ঘোলাটে কাল বা সবুজ রঙের; গ্যাষ্টো-এনটেরাইটীস।

ইপিকাক-৩৮২—সর্দ্দি, কাশি জ্বর, রক্তস্রাব, উদরাময় যে কোন পীড়াই হউক, বমির পূর্ব্বে বা পরে সমভাবে গা-বমি-বমি থাকে।

ক্রিয়োজোট-৪১৯—হজম হয় না, পেটে থাকে না, অজীর্ণ বমি, আহারের অনেক পরে বমি, গর্ভাবস্থায় বমি, শিশুদের অবিরাম বমি, ডিস্পেপসিয়া রোগীর হজম না হইয়া বমি।

এসারাম, সিম্ফোরি-কার্পাস, কিউকুরবিটা, পেট্রোলিয়ম-৪১৯—গর্ভাবস্থায় বমি।

ফসফরাস-৪১৯, ৫৩৩—পিপাসায় জলপানের ১০/১৫ মিনিট পরে বমি, কিছু খাইলে মনে হয় যেন পেটে পৌছাইয়া তৎক্ষণাৎ গলার দিকে ঠেলিয়া উঠে।

পাইরোজিন-২৮৫—জল পেটে যাইয়া গরম হইলেই বমি।

আর্সেনিক-৪১৯, ৫০৮—অদম্য পিপাসায় জলপান মাত্র বমি, ...বিসমথ-৪১৯—পানাহারের পরেই বুকে পেটে ব্যথা ও জ্বালার সহিত বমি।

পডোফাইলম-৫৪৯—বমি অপেক্ষা কাটবমি অধিক, বমিতে ভুক্তদ্রব্য, পিত্ত, বমি গরম, সময়ে সময়ে টক বমি, মুখে দুর্গন্ধ, টক পানীয় পান করিতে চায়।

নক্স-ভমিকা-৫০৮—পাকস্থলীর উত্তেজনাহেতু কিছু খাইলে পেট মোচড়াইয়া তৎক্ষণাৎ বমি, গলায় আঙ্গুল দিয়া বমি, মুখে জল উঠা, গরম জলপানে সুস্থবোধ।

*জিরেনিয়ম—পাকস্থলীর ক্ষতের নিমিত্ত বমি।

বিসমথ-৪১৯, ৫০৮, ১৬৬—পানীয় পানমাত্র তৎক্ষণাৎ উঠিয়া যায়, তৎসহ পেটে জ্বালা।

এপোমর্ফিয়া-৩৮৩—গা বমি না হইয়াই প্রবল বমি, খাদ্যদ্রব্য বমি, গর্ভাবস্থায় বমি, জরায়ু স্থানভ্রষ্ট কিম্বা জরায়ুতে টিউমার হইবার নিমিত্ত বমি, সমুদ্রে ভ্রমণ জনিত বমি, অনবরত বমি, বমির বিরাম নাই।

থাইরয়ডিন—গর্ভাবস্থায় বমি, ইহা শয্যাত্যাগের পূর্ব্বেই প্রত্যুষে দেওয়া প্রয়োজন। ক্রম—৩ x, ৬—৩০ শক্তি।

লাবর্ণম-৬৮৯—অদম্য তৃষ্ণা, অনবরত গা বমি ও বমি, পেটের উর্দ্ধভাগে জ্বালাযুক্ত বেদনা।

আইরিস-৩৮৭—অম্ল, পিত্ত, মিষ্ট, শ্লেষ্মা ও লালার মত বমি, বমির পর পেট হইতে গলা পর্য্যন্ত জ্বালা, বমি তারের মত লম্বা হইয়া ঝোলে।

স্যাঙ্গুনেরিয়া-৫৮১-গা-বমির সহিত মুখ দিয়া অনবরত থুথু বা লালা উঠে, পিত্ত বা টক বমি হয়। গর্ভাবস্থায় গা-বমির সহিত মুখ দিয়া অনবরত থুথু বা লালা বাহির হয়।

এট্রোপিয়া, অট্রোপিন-সলফ—১৪৬, পাকস্থলীতে তীক্ষ্ণ বেদনা, অধিক অম্লজমা, আহারের পরই পাকস্থলীতে বেদনা, মধ্যে মধ্যে প্রবল যন্ত্রণাদায়ক অম্লশূল বেদনা।

এসিড-সলফ, রোবিনীয়া-৩৯—টক বমি দাঁত টক হইয়া যায়।

ইপিকাক-৩৮৩—আহারীয় দ্রব্য পরিপাক না হইয়া বমি, বমিতে ভুক্তদ্রব্য, তৎসঙ্গে পেটে অত্যন্ত কামড়ানি, খামচানি বেদনা, গা-বমি-বমি।

প্লম্বম-৫৪৬—মুখ দিয়া মল বমন।

(অজীর্ণ—৫৫৫, ৬১৯, ৬৬০, অম্বলের পীড়া,.....৫০৮—অনিয়মিত আহারজনিত পীড়া—১০৪ ও শিশুদের বমির জন্য শিশু-কলেরা অধ্যায় দেখুন)।

থেরিডিয়ন-৬২৯—মাথাঘোরাসহ গা-বমি, সামান্য নড়াচড়া ও চক্ষু মুদ্রিত করিলেই কিম্বা একটু জোরে গাড়ী চলিলেই গা-বমি।

ভ্যালেরিয়ানা-৬৪০—শিশুরা বড় বড় চাপ দুধ বমি করে (দুধ খাওয়ার পরও হয়)।

এন্টিম-ক্রুড-৯২—শিশুদের মিষ্টদ্রব্য খাইয়া বমি।

ক্যালি-স্যালিসাইলি-৪১৯—গর্ভাবস্থায় বমি, অন্য ঔষধ বিফল হইলে।

কুপ্রম-সলফ-৪২৭-গর্ভাবস্থায় বমি, অন্য ঔষধ বিফল হইলে।

নক্স-মস্কেটা-গর্ভাবস্থায় মূর্চ্ছা, দন্তশূল-গা-বমি।

হাইড্রোফোবিনাম-৬৮৭—জলপান করিলে তৎক্ষণাৎ ওয়াক তুলিয়া বমি, সর্ব্বদাই থুথু ফেলে, লালা ঘন চটচটে, গলায় ক্ষত, সর্ব্বদাই ঢোক গিলিবার ইচ্ছা।

এমিগডালা-পার্সিকা-৬৭৮—নানাপ্রকারের বমি, গর্ভাবস্থায় বমি, ছোট শিশুর কোনও খাদ্য সহ্য হয় না, গ্যাষ্ট্রীক ইরিটেসন।

ইউজিনিয়া-৬৮৪...ধূমপানে গা-বমি বমির উপশম।

বক্ষঃস্থলের পীড়া।

(হৃৎপিণ্ডের পীড়া—৯০৪ পৃষ্ঠা ও বেদনা—থেরাপিউটিক্সে দেখুন)।

বসন্ত পীড়া।

পানিবসন্ত—ক্লোর্যালম; রক্তস্রাবীয়—ন্যাট্রম-নাইট্রি, ক্রোটে, হামা—মসুরিকা—এনাকার্ড, এন্টিম-টার্ট, সারাসিনিয়া, রসটক্স, এনাকার্ড, এসিড-কার্ব্বল, ভেরিওলিনাম, ভ্যাক্সিনিনাম, ম্যালাণ্ড্রিনাম, থুজা।

গুটী ও চর্ম্মরোগে—এন্টিম-টার্ট-৯৮; বসন্তসহ নিমোনিয়া—এন্টিম-টার্ট-৯৮ শিশুদের পানি-বসন্ত— ক্লোর্যাল-২৪০।

ক্রোটেলাস-২৮৪, ন্যাট্রম নাইট্রি-৪৯৯—বসন্তের গুটি কিম্বা অন্যস্থান দিয়া রক্তস্রাব।

কুপ্রম, ষ্ট্র্যামো, জিঙ্কাম, এন্টিম-টার্ট-২৯২—বসন্তের গুটি বসিয়া নানাপ্রকার উপসর্গ।

সারাসিনিয়া-৫৮৩—বসন্তের সর্ব্ব অবস্থাতেই ইহা ব্যবহার্য্য ও একপ্রকার পেটেন্ট ঔষধের মত, ইহা প্রতিষেধক, ইহাতে ত্বকে গর্ত্ত হয় না, পীড়ার গতি মন্দ অবস্থায় যায় না। পীড়াটি যে বসন্ত জানিতে পারিলেই প্রথমে ইহার নিম্নশক্তি দিয়া চিকিৎসা আরম্ভ করিবেন।

ক্রোটেলাস-২৮৪—শরীরের কোনও দ্বার দিয়া কিম্বা গুটী হইতে রক্তস্রাব (অন্ত্র ও নাসিকা হইতে রক্তস্রাব—এসি নাই)। রক্তস্রাবীয় বসন্তে রোগী প্রায় বাঁচে না।

এসিড-কার্ব্বল-১৭—বসন্তের ক্ষতে পোকা, পচা দুর্গন্ধ।

ভেরিওলিনাম, ভ্যাক্সিনিনাম, ম্যালাণ্ড্রিনাম, বসন্তের প্রধান ও প্রতিষেধক ঔষধ।

রসটক্স-৫৬৯—গুটী কাল রঙের তাহার ভিতরে রক্ত, রক্তবাহ্যে, তদ্ভিন্ন—ছটফটানি, শরীরে বেদনা; জ্বর, কাশি, উদরাময় ও ইহার লক্ষণ। ইহা পানি-বসন্তে এবং একপ্রকার ক্ষুদ্রজাতীয় লেপা-বসন্তে উপকারী।

হায়োসি, ষ্ট্র্যামো, বেলেডোনা—গুটী বাহির না হইয়া যে বিলম্বে উঠিয়া বিকার।

জিঙ্কাম-৬৪৭—উদ্ভেদ বাহির হইতে না পারিয়া পীড়া কঠিন হয়।

কুপ্রম-২৯২-গুটী সামান্য কিছু বাহির হইয়া বসিয়া যাইয়া তড়কা বিকার প্রভৃতি।

থুজা, সাইলি, ক্যালি-মিউর-৪১১—টীকা দিবার দোষে বসন্ত বাহির হইলে।

এনাকার্ড-৮৭—গুটীর মধ্যে কালবর্ণের গর্ত।

দ্রষ্টব্য ঃ—৬৪১ পৃষ্ঠার ৬ প্রকার বসন্তের উল্লেখ থাকিলেও বসন্ত পীড়াটি সাধারণতঃ দুই প্রকারেরই অধিক দেখা যায় ঃ—

১। জল বসন্ত ও—২। প্রকৃত বসন্ত ; প্রকৃত বসন্তে গুটীতে রস জমিবার পূর্ব্বে ২য় দিবসে টিপিয়া দেখিলে গুটীর মধ্যে যেন কোনও একটা কঠিন বস্তু রহিয়াছে এরূপ বোধ হইবে, জল বসন্তে তাহা হয় না। গুটীতে রস সঞ্চয় হইলে প্রকৃত বসন্তের গুটীর মধ্যস্থান নীচু হয়, জল-বসন্তে তাহা হয় না। প্রকৃত বসন্তে রোগীকে মিছরির জল ডাব, ছোট মেতি ভিজান জল, মৌরির জল, মুড়ি ভিজান জল পান করিতে দিবেন, বরফ নিষিদ্ধ।

দুধ খুব কম এবং সাগু, শটী, বার্লি দিবেন। যতদিন না গুটী বাহির হয় ততদিন অল্প গরম জলে দিনে ৩/৪ বার স্পঞ্জিং দিবেন। গুটী উঠিলে গায়ে কোনও প্রকার উত্তেজক পদার্থের প্রলেপ দিবেন না। স্ফোটক বাহির হইলে—গব্য মাখনে হাইড্র্যাসটীস মিশাইয়া গায়ে ৫/৬ ঘন্টা অন্তর প্রয়োগ করিবেন, তাতে ত্বক কোমল থাকিবে; চুলকানি ও চর্ম্মের টান ভাব নিবারণ হইবে। খোলস উঠিবার সময়েও ইহা উপকারী। মুখে ও কণ্ঠের মধ্যে উক্ত মাখন লাগাইলে রোগী সুস্থ অনুভব করিবে। হাইড্র্যাসটীস—এন্টিসেপটিক ইহাতে দুর্গন্ধ নষ্ট হয়। শরীরে অত্যধিক তাপ কিম্বা জ্বালা থাকিলে উহাতেই তাহার উপশম হইবে। গুটিতে পূঁয হইলে বঁইচ বা বেল কাঁটা কিম্বা ছুঁচদিয়া পূঁয বাহির করিয়া তথায় উক্ত কোন প্রকার মলম দিবেন। তাপ কমিলে গায়ে কিছু চাপা রাখা উচিত, নচেৎ—নিমোনিয়া, প্লুরিসি ইত্যাদি হইবার সম্ভাবনা থাকে। মামড়ি উঠিবার সময় দুধ ও জল সমপরিমাণ মিশাইয়া ঈষৎ গরম করিয়া গায়ে মাখাইবেন। মুখে ও কণ্ঠে ক্ষত হইলে—১ আঃ গরম জলে ৮/১০ গ্রেণ ক্যালি-ক্লোর—১ × দিয়া কুল্লী ও উহার ৬ষ্ঠ শক্তি সেবন করিতে দিবেন। রোগীকে অন্ধকার ঘরে রাখিয়া গুটি বিদ্ধ না করিয়া গুটীর উপর ভ্যাসেলিন ও ময়দা মিশ্রিত প্রলেপ লাগাইলে গুটীতে অধিক গর্ত হয় না। পূঁযস্রাব অবস্থায় দুর্গন্ধ নিবারণের জন্য ১০ গ্রেণ পটাস-পার্ম্মাগনেট—১ বোতল জলে মিশাইয়া উহার দ্বারা কুল্লী করিলে ও গায়ে মাখাইলে দুর্গন্ধ নষ্ট হয়। গুটী পচিয়া অত্যন্ত দুর্গন্ধ হইলে বা পোকা হইলে কিম্বা কোনস্থান চুলকাইয়া ছিঁড়িয়া ফেলিলে—১ আঃ অলিভ-অয়েল, ১০/১২ ফোঁটা কার্ব্বলিক-এসিড ১ × , এইভাবে মিশাইয়া সেই অয়েল ব্যবহার করিতে ও এসিড-কার্ব্বলিক ৬ষ্ঠ শক্তি সেবন করিতে দিবেন। রোগীর ঘরে কোন প্রকার লাল বস্ত্র বা বস্তু থাকিবে না, এমন কী বেদনা খাওয়াও নিষিদ্ধ। স্তবকবচমালায় লিখিত—মা শীতলার স্তোত্র দিনে ২ বার রোগীর নিকট পাঠ করিবে।

বসন্তের সর্ব্ব অবস্থায় ১ চামচ গাধার দুধ ৯ চামচ পরিশ্রুত জল, এই ভাগে একটি শিশিতে পুরিয়া ৪০ বার স্ট্রোক দিয়া উহার ২/৪ চামচ মাত্রায় দিনে ৩/৪ বার দিবেন।

ম্যালাণ্ড্রিণাম—২০০ শক্তি, কন্টিকারী, শিমুল বীজের শাঁস, উচ্ছে, নিমপাতা, জল গরম করিয়া পান, ঠাণ্ডা না লাগান, মধ্যে মধ্যে আবির মাখিয়া স্নান, থলানিতে মাছি ইত্যাদি বসিতে না দেওয়া, বাজারের বাসিপচা খাদ্য অধিক স্নান, সীমবীজ ইত্যাদি বর্জ্জন—আক্রমণের আশঙ্কা কম থাকে। মৎকৃত "কলেরা ও বসন্ত ট্রিটমেন্ট" পুস্তক দেখুন।

বসন্তের মোটামুটি ঔষধ ঃ—

১। প্রথমাবস্থায় উষ্ণজ্বরে, গায়ে বেদনা, দুর্ব্বলতা—ব্যাপটিসিয়া—১×, ২। শিরঃপীড়া, পিঠে ভীষণ বেদনা; অস্থিরতা—সিমিসিফিউগা, ৩। ব্রঙ্কাইটীস—প্রথমে ব্রায়োনিয়া পরে—এন্টিম-টার্ট, ৪। গুটীতে পূঁয ও ২য় বার জ্বর—মার্ক-সল, ৫। লালাস্রাব, গলক্ষত, দুর্গন্ধ, শ্বাসপ্রশ্বাস, রক্তমিশ্রিত লালা—মার্ক-ভাইভাস, ৬। গুটী পচিবার উপক্রম—আর্স-আয়োড, ৭। মুখ ফোলা, চুলকানি, অন্ননলী ফোলা, কিডনীর প্রদাহের আশঙ্কা—এপিস, ৮। গুটী হঠাৎ বসিয়া অবস্থা মন্দ—ক্যাম্ফোরা, ৯। টাইফয়েড লক্ষণ—ল্যাকে, রসটক্স, ১০। মুখে গলায় ঘা, বেদনা—রসটক্স, এসিড-মিউর, ভেরিওলিনাম—৩ × , ১১। গুটী পাকিবার সময় লেরিংস (স্বরযন্ত্র) আক্রান্ত হইলে ও শুষ্ক হইবার সময় স্ফোটক নিবারনার্থে—হিপার, ১২। চক্ষু ও কিডনীর প্রদাহে, এপিসের পর—মার্কুরিয়াস, ১৩। ফুসফুস প্রদাহ, নিমোনিয়া নিবারনার্থে—ফস, এন্টিম-টার্ট, ১৪। ৩য় অবস্থায় মামড়ি উঠার সময়—ক্যালি-সলফ, ১৫। আরোগ্য অবস্থায় অত্যন্ত দুর্ব্বলতা নিবারণার্থে—সিঙ্কোনা, ১৬। লিপ্ত বা মিলিত বসন্তে—ম্যালেণ্ড্রিণাম, এন্টিম-টার্ট, আর্স, ১৭। রক্তস্রাবাধিক্য বসন্তে—ক্রোটেলাস, এমন-কার্ব্ব, ল্যাকেসিস, ২য় অবস্থায় পাকিবার পূর্ব্বে গুটীতে রস জমিলে—ক্যালি-মিউর প্রধান ঔষধ।

পথ্য ঃ—প্রথম আক্রমণ অবস্থায়—কোনও প্রকার উত্তেজক দ্রব্য আহার নিষিদ্ধ, সমস্ত তরল পানীয় ব্যবস্থা, পেটের দোষ না থাকিলে—পাকা পেঁপে। পূঁযস্রাব অবস্থায়—দুধ ডিম, সরুয়া প্রভৃতি। অধিক দুর্ব্বল হইলে—ব্রাণ্ডি কিম্বা রেকটিফায়েড স্পিরিট ৩০/৪০ ফোঁটা মাত্রায় দিনে ৩ বার। গুটী পাকিবার পর শুকাইতে ও খোলস উঠিতে আরম্ভ হইলে —সুজীর রুটি, পাউরুটী, লুচী, হালুয়া, একবেলা ভাত, দুধ, হরলিকস-মিল্ক, কোয়েকার্স-ওট ঝালবিহীন তরকারী ও ডাল ইত্যাদি। আরোগ্যের পরও কিছুদিন ঘোল, সরবৎ ইত্যাদি প্রত্যহ দেওয়া এবং দাগ মিলাইবার জন্য ডাবের জল মুখে হাতে মাখানো প্রয়োজন।

বসন্তে—এসিড-ফস, এসিড-মিউর, এমন-কার্ব্ব, এপিস, আর্স, ব্যাপটিসিয়া, বেল, ব্রায়ো, কার্ব্বো, হাইড্রাষ্ট, ল্যাকে, মার্ক, ওপি, সলফও উপকারী।

বয়োব্রণ।

ক্যালকেরিয়া-ফস-১৯৩—বালিকাদের;.....ক্যালকেরিয়া-পিক্রে—বালকদের।

বহুমূত্র।

(থেরাপিউটিক্সে প্রস্রাবের পীড়া—৮২২ পৃষ্ঠা দেখুন)

শর্করাযুক্ত—এসিড-ফস, এমন-এসে, ইউরেণ-নাইট্রি সিজিজিয়ম, আর্স-ব্রোম, এসিড-ল্যাকটি, ব্রায়োকেমিক-ন্যাট, সলফ, ক্যালি-ফস, ক্যালি-মিউর।

শর্করাবিহীন—হেলোনি, আর্জেন্টি-মেট, এলফ্যালফা, এসিড-ফস, ক্যালি-নাইট্রি।

হেলোনিয়াস-৩৫৬—শর্করাবিহীন বহুমূত্র, অধিক ও ঘন ঘন প্রস্রাব, তৎসহ ইউরিয়া শর্করাযুক্ত বহুমূত্রসহ পিপাসা, শীর্ণতা, ঘোলা, প্রসাব, প্রস্রাবে এলবুমেন (পোয়াতিদের)।

ল্যাকে-ডিফ্লোর-৪২৯—অত্যন্ত দুর্ব্বলতা, শিরঃপীড়াসহ অত্যধিক প্রস্রাব, সুগার।

ক্যালি-ব্রোম-৩৯৯—পিপাসার সহিত বহুপরিমাণে প্রস্রাব, প্রস্রাবের বেগ ধারণে অক্ষম, প্রস্রাবে সুগার ও ফসফেট।

ক্যালি-নাইটার-৪১১—শর্করাবিহীন বহুমূত্র। পটাস-নাইট্রেট নির্গমনের জন্য মূত্রনলীতে ইরিটেসন হয়—তজ্জন্য রক্তস্রাব এবং প্রস্রাবে অধিক পরিমাণে মিউকাস থাকায় প্রস্রাবের আক্ষেপিক গুরুত্ব—১০৩০ হইতে ১০৪০ পর্য্যন্ত হয়।

ক্রিয়োজোট-৪১৮—রাত্রিতে ঘন ঘন অনেকটা পরিমাণে প্রস্রাব হঠাৎ এত বেগে প্রস্রাব পায় যে, উঠিতে বিলম্ব সহে না।

মস্কাস-৪৮৪—অনবরত প্রস্রাব, ভয়ানক তৃষ্ণা, শীর্ণতা, বমনেচ্ছা, লোপ, শর্করাযুক্ত।

ফ্যাসিওলাস-৫২৭—বহুমূত্রের মত পরিমাণে ও বারে প্রস্রাব অধিক।

ইউরিয়া-৬৩৮—প্রস্রাব বোধ হয় জল অপেক্ষাও তরল, স্পেসিফিক-গ্র্যাভিটি অত্যন্ত কম (প্রস্রাব গাঢ়—ট্রিটিকাম)।

এসিড-এসেটিক-১৪—চর্ম্ম ফ্যাকাসে, গাত্রদাহ, ঘাম, বহুবার জলের মত প্রস্রাব।

ম্যাগ-সলফ-৪৫৭—অত্যন্ত অধিক তৃষ্ণাসহ পুনঃ পুনঃ প্রস্রাব।

এসিড-ল্যাকেটিক-২৩—প্রস্রাবে অধিক শর্করা, প্রস্রাব পরিমাণে অধিক ও ঘন ঘন হয়, দিনরাত্রি সকল সময়েই প্রস্রাবের বেগ, কোষ্ঠকাঠিন্যের ধাতু।

ইউরেণিয়ম-নাইট্রি-১৪—শর্করাযুক্ত, দিন অপেক্ষা রাত্রিতে অধিক প্রস্রাব। গর্ভাবস্থায় বহুমূত্র। ...বহুমূত্রের ইহা একটি প্রধান ঔষধ—১ × অভাবে ৬ × —শক্তি প্রত্যহ ২/৩ বার প্রস্রাব না কমা পর্যন্ত দিবেন, শেষে ৩০ শক্তি মধ্যে মধ্যে একদিন ১ মাত্রা।

সিজিজিয়ম-১৪—শর্করা অংশ অধিক, পিপাসা শীর্ণতা, অধিক পরিমাণে বার বার প্রস্রাব। বহুমূত্রের কারণ শরীরে ক্ষত (এই ঔষধটীর প্রুভিং হয় নাই)।

আর্স-ব্রোম-১৪—চর্ম্মপীড়া ও গর্ম্মী পারগ্রস্ত ধাতুর ব্যক্তিদের বহুমূত্র।

এমন-এসেট-১৫—বহু পরিমাণে শর্করাযুক্ত প্রস্রাব তৎসহ অত্যন্ত ঘাম।

জ্যাবোরাণ্ডি-৩৮৯—শর্করাবিহীণ বহুমূত্র, ঘনঘন প্রস্রাবের বেগ ও প্রস্রাব তলপেট ও মূত্রনলীতে বেদনা।

রস-এরোম্যাটিক-৫৬৬—বারে ও পরিমাণে প্রস্রাব অত্যন্ত অধিক, আক্ষেপিক গুরুত্ব কম, এলবুমেন থাকে, বিছানায় প্রস্রাব করা, বেগ ধারণে সম্পূর্ণ অক্ষম, অনবরত ফোঁটা ফোঁটা প্রস্রাব।...এমন এসেট-৬৭৭—প্রস্রাবে অধিক শর্করা ও অত্যধিক ঘর্ম্ম।

এব্রোমো-আগস্টা-৬৫৪—শর্করাযুক্ত প্রস্রাব, বারে ও পরিমাণে অধিক প্রস্রাব, পিপাসা, মুখ শুষ্ক, প্রস্রাব ঘোলা, স্পেসিফিক-গ্র্যাভিটি অধিক, শরীরে জ্বালা।

সেফালেন্ড্রা-ইণ্ডিকা-θ, ১ ×—২/৩ ফোঁটা মাত্রায় দিনে ৩/৪ বার, ১৫/২০ দিন ব্যবহারে বিশেষ উপকার হইবে; ৬৬৫ পৃষ্ঠা দেখুন।

আমার নিকট বহুমূত্রের একটি পেটেন্ট ঔষধ আছে, মূল্য—৩।।০, ১ শিশিতেই সুগার কমে, একটি রোগীর নিমিত্ত প্রায় ৩ শিশির প্রয়োজন হয়।

পথ্য ঃ—সুজীর রুটী, পাউরুটী, মাঠাতোলা, দুধ, ঘোল, অল্প দুধ, ডিমের হলদে অংশ, মাছ, মাংস, কাঁকড়ার ক্বাথ, ঘি, ডাল, মাখন, পনির, শাক-সব্জি, ছাঁচিকুমড়া, লাউ, সিম, ডুমুর, বেগুন, উচ্ছে, কলাইশুটী জাম, জামরুল, ন্যাসপাতি, কমলালেবু, বাতাবি ও কাগজিলেবু, যজ্ঞ-ডুমুর, মোচা, মানকচু, স্যাকারিণ। তোকমারির সরবৎ এই পীড়ায় বিশেষ উপকারী। কাঁচা দুধ আধপোয়া, তেলাকুঁচা পাতার রস এক ছটাক প্রত্যহ সেবনে ঔষধের বিশেষ দরকার হয় না। ত্রিপত্র একটি বেলপাতা বাটিয়া একটুকরা কাঁঠালি কলার মধ্যে পুরিয়া প্রত্যহ প্রাতে খালি পেটে খাইতে হইবে।

বাগী।

(গ্ল্যাণ্ডের পীড়া—৭৬৯ পৃষ্ঠা দেখুন)

বাত।

(থেরাপিউটিক্সে বেদনা—৮৪৬ পৃষ্ঠা দেখুন)

৩২৬ পৃষ্ঠায়—কলোফাইলম অধ্যায় ও ৪৬০ পৃষ্ঠায় ম্যাঙ্গেনাম অধ্যায় দেখুন।

গেঁটেবাত—এমন-বেঞ্জো, কল্চি, এসিড-ল্যাকটি, ক্যালি-হাই, এমন-ফস, পেট্রোলি।

অষ্টিয়ো বা রিউম্যাট, রড-আর্থ্রাইটীস—আয়োডাম, এসিড-ল্যাকটিক, গুয়েকাম, রেডিয়াম, ল্যাক-ক্যানাই, কষ্টিকাম।

আর্টিকা-ইউরেন-৬৩৬—θ, ৫ ফোঁটা মাত্রায় গরমজল সহ ৪/৫ ঘন্টা অন্তর ৬/৫ বার সেব্য।

এব্রোটেন-৯—কাঁধের, হাতের কব্জীর গোড়ালীর বাত, আক্রান্তস্থান ফুলিবার আগে বেদনা। আক্রান্তস্থান হইতে বেদনা বুকে যায়।

এস্প্যারাগ্যাস-১৬—প্রমেহ স্রাব বন্ধ হইয়া বাতরোগ।

এন্টিম-ক্রুড—৯৪—তরুণ বাত, আঙ্গুল আক্রান্ত, তৎসহ পেটের গোলযোগ।

এমন-মিউর-৮২—বাতে আক্রান্তস্থানে টানিয়া ধরার মত বেদনা।

কল্চি-২৬৭—বেদনা সরিয়া বেড়ায়, এক সন্ধি হইতে অন্য সন্ধিতে যায়, গেঁটেবাত বুক আক্রমণ করে (মেটাস্ট্যাসিস)।

এসিড-বেঞ্জো-১৬—প্রমেহের স্রাব বন্ধ হইয়া বাতরোগ।

জ্যাকারাণ্ডো-৩৮৯—প্রমেহজনিত বাত, ডান হাঁটুর বাত।

এসিড-ল্যাকটিক-২৪—হাতের কব্জী, কনুই, আঙ্গুলের গাঁট, সমস্ত গাঁট আক্রান্ত। গাঁটে প্রথমে প্রদাহ হইয়া পরে বাতে পরিণত হয়। গাঁটে ও সন্ধিবাতে নড়াচড়ায় বেদনা বাড়ে, খুব ঘাম হয়।

এঙ্গাষ্টিউরা-৮৮—দুই হাঁটুর গাঁটে ও প্রত্যঙ্গে গাঁটের ভিতর মড়মড় শব্দ। গাঁট ও পেশীর শক্ত আড়ষ্ট হইয়া থাকে।

ব্রায়োনিয়া-১৭৩—হাঁটুতে বা অন্যস্থানে বাত, আক্রান্তস্থান শক্ত, লালবর্ণ, চকচকে, গাঁট ফোলে, গরম হয়, ছিঁড়েফেলার মত বেদনা, নড়াচড়ায় বৃদ্ধি, প্রচুর ঘাম।

রেডিয়ম-৫৬২—দাঁড়াইলে কিম্বা সোজা হইয়া বসিলে উপশম, পাছায়, কোমরে বেদনা, নড়াচড়ায় উপশম, সমস্ত প্রত্যঙ্গ ও গাঁটে বেদনা, রাত্রে বৃদ্ধি, নেফ্রাইটীস পীড়াসহ বাত, কোমরে বাত।

ক্যালকেরিয়া-ফস—কোমরের নীচের হাড়ের বাত, প্রতি ঋতু পরিবর্তনে শরীরে ব্যথা, কামড়ানি, বাতের মত বেদনা।

কষ্টিকাম-২২৮—আক্রান্তস্থান অসাড়, শক্তবোধ হয়, যেন পেশী বাঁধা, হাত-পা বেঁকে চুরে ছোট ও শক্ত হয়, খেঁচেধরা বা ছিড়েফেলার মত বেদনা।

কলোসিন্থ-২৭৩—যন্ত্রণা কম বোধ হয়, কিন্তু আক্রান্তস্থানে শক্ত ও আড়ষ্টভাব হয় না।

ইলাটিরিয়ম-৩১১—হাতের পায়ের আঙুলে, বুড়ো আঙুলে বাত বা বাতের মত বেদনা তৎসহ উদরাময়।

* ইকথিওলাম—প্রস্রাবে Solid ও ইউরিক-এসিড ডিপোজিট, তজ্জনিত বাত, পুরাতন গাউট ও বাত।

ফেরম-মেট-৩২১—বাম কাঁধের ও সন্ধির বাত কনুই পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়, তাহাতে হাত ও আঙুল নাড়িতে পারে না।

এসক্লেপিয়াস-১৩৯—ইহাতে শরীরের বৃহৎ সন্ধি সমূহ আক্রান্ত হয়।

বার্ব্বেরিস-১৬৪—আঙুলের নখের নিম্নে ৩য় গাঁটের বাত।

এপোসাইনাম-এণ্ড্রোসি-১০৭—পায়ের আঙুলের ও তলায় বেদনা, পা ফোলে, পায়ের তলায় ঝিনঝিনেধরা-বেদনা, খিলধরা।

এমন-ফস-৮৩—গাঁটে খড়ির মত পদার্থ জমে।

গুয়েকাম-৩৪৫, ২২৮—তরুণ বাত ও তাহার প্রদাহ যন্ত্রণা। গর্মী ও পারাসম্ভূত বাত, টেণ্ডন ছোট ও অস্থির বিকৃতি হয়। হাতে, কাঁধে, কোমরে, গোড়ালীর গাঁটে, মাথায়, ঘাড়ে, মাথার খুলীতে বাতের বেদনা, তরুণ বাতে হাঁটু ফোলা, হাঁটুর প্রদাহ যন্ত্রণা, সাইনোভাইটীস সায়েটিকা।

লিডম-৪৩৭, ৪১৫—পায়ের গাঁট হইতে বেদনা ফোলা আরম্ভ হইয়া ক্রমশঃ উর্দ্ধে যায়, আঙুলে ও পায়ের তলায় বেদনা।

এনাকার্ডিয়ম-ওরিয়েন্ট-৮৭—ঘাড়ে সাঁটিয়াধরা ব্যথা, ঘাড় নাড়িলে বাড়ে।

রসটক্স-৫৬৮—চোয়ালের বাত, কোন দ্রব্য চিবাইয়া যেন মাটী ভাঙ্গিয়া যায়, কড়াস করিয়া উঠে। ক্রমাগত হাই—হাইয়ের উপরে হাই উঠে।

ক্যালি-হাইড্রো-৪০৮—হাঁটুফোলা ও বেদনা, রাত্রিতে বিছানায় বেদনার বৃদ্ধি।

এষ্টিরিয়াস-রুব্রম-৪১৫—বেদনা বাম হস্ত হইতে নীচের আঙুল পর্য্যন্ত নামে।

ক্যালমিয়া-৪১৫—বাত উর্দ্ধাঙ্গ হইতে আরম্ভ হইয়া ক্রমশঃ নিম্নদিকে নামে। বাম হস্তের উপর হইতে আরম্ভ হইয়া নীচের দিকে নামে।

মার্কুরিয়স, রসটক্স, রডোডেণ্ড্রণ, এনাকার্ডিয়ম-৪৩৭—এবং এন্টিম-ক্রুড লাইকো, সাইলি, ফাইটোলক্কা, ইহাদের লক্ষণের জন্য—৪৩৮ পৃষ্ঠা দেখুন।

ম্যাগ-কার্ব্ব—ডানকাঁধে সন্ধিবাত...স্যাঙ্গুনেরিয়া, ম্যাগ-কার্ব্ব ডান ডেলটয়েড পেশীর,.....নক্স মস্কেটা—বাম ডেলটয়েড পেশীর বাত, ... ফেরম—কাঁধের বাত—৪৫৫ ও ৫৮১ পৃষ্ঠা দেখুন।

ম্যাগ-কার্ব্ব-৪৫৫—রাত্রিতে ও স্থির থাকিলে বেদনা বৃদ্ধি, চলাফেরা করিলে উপশম, র‍্যাটানহিয়াতেও এই লক্ষণ আছে।

পেট্রোলিয়াম-৫২৫—পুরাতন বাতে গাঁটে ব্যথা, হাঁটু শক্ত, হাঁটুতে খোঁচামারা ব্যথা, কোমরের ব্যথা প্রাতে বৃদ্ধি।

ফাইটোলক্কা-৫৪০—পায়ের গোড়ালীর বাতে, পা-মাথা অপেক্ষা উঁচু করিয়া রাখিলে যন্ত্রণার উপশম। যক্ষ্মা ও প্রমেহক্রান্ত রোগীর গেঁটেবাত।

রডোডেণ্ড্রণ-৫৬৪—হাত, হাতের আঙুল, পায়ের তলার প্রভৃতি অল্প পরিসর এক স্থানে প্রথমে হঠাৎ বেদনা হইয়া ক্রমশঃ হাড়ে অনুভূত হয়। বেদনা একস্থানে থাকে না।

ড্যাফনি-ইণ্ডিকা-৬৮৩—ডান বুড়ো আঙুল ফোলা ও বেদনা, উরু ও হাঁটুতে বাত বেদনা, হাড়ের কামড়ানি ও বেদনার জন্য নিদ্রা হয় না, বেদনা উর্দ্ধে পেটে ও হৃৎপিণ্ডে যায়। হঠাৎ একটা বেদনা বিদ্যুতের মত শরীরে স্থানে স্থানে প্রকাশ পায়।

ফর্মিকা-৬৮৪—বাত, গেঁটে বাত, গাঁট শক্ত, টেনে খেঁচেধরার বেদনা, নড়াচড়ায় বৃদ্ধি, চাপে উপশম, ডানদিক আক্রান্ত। উরুসন্ধির বেদনা, পুরার বেদনা।

জিনসেং-৬৮৫—অনবরত শুক্রক্ষয় হইয়া বাতরোগ।

ইরিডিয়ম-৬৮৮—বাত, গেঁটে বাত।

লিথিয়ম-কার্ব্ব-৬৯০—সমস্ত শরীর যেন পক্ষাঘাতের মত শক্ত আড়ষ্টভাব। কাঁধ, আঙুল হাঁটু প্রভৃতিতে বাতে বেদনা, হাতের আঙুলের ও পায়ের আঙুলের ও গাঁটে ফোলা ও বেদনা চলিবার সময় পায়ের গাঁটে বেদনা।

প্রপাইল্যামিন-৬৯৫—তরুণ বাত প্রথমে একটু জ্বর হইয়া ২/১ দিন পরেই বেদনা, বাতজনিত মুখের স্নায়ুশূল, বাত বক্ষে চালিত হইয়া বুকে যন্ত্রণা, হাতের কব্জীতে ও গোড়ালীতে ভীষণ বেদনা, বাতে আঙুলে ছুঁচ ধরিলেও বোধ হয় যেন কত ভারী। আঙুলে ঝিনঝিন ধরাভাব ও অসাড়।

র‍্যামনাস ক্যালি-৬৯৫—বাত, পেশী বেদনা, কোমরে বাত, প্রদাহিত বাত, গাঁটে বেদনা, গাঁট ফোলা। পায়ে বেদনা, পায়ের পেশীর ক্ষমতাহীনতা।

ট্রারসট্রিয়ম-৭০১—সমস্ত গাঁট আড়ষ্ট, হাতে কামড়ানি বেদনা, পিঠে বাত বেদনা, প্রত্যঙ্গ বেদনা।

লার্ণাম-৬৮৯—হাত অসাড় ও বেদনাযুক্ত, হাত নাড়িতে ভীষণ কষ্ট।

ষ্ট্রিকনিনাম-৬৯৯—প্রত্যঙ্গাদি শক্ত, সন্ধি শক্তসহ বাত।

ষ্টেলারিয়া-মেডিকা-৬৯৯—তীক্ষ্ণ বেদনা—সমস্ত শরীরে অনুভব, আক্রান্ত অংশে ছুঁইতে পারে না, গাঁট শক্ত, পুরাতন বাত, বেদনা স্থান পরিবর্তন করে, আঙুলে বাত, কাঁধে বেদনা, পায়ে ও পায়ের ডিমে বেদনা সাইনোভাইটিস, কোমরে পাছায় বেদনা।

স্যাবাইনা-৫৭৮—বৃদ্ধাঙ্গুলির ও কব্জীর বাত। প্রমেহ বা প্রদর স্রাব বন্ধ হইয়া বাত।

সার্সাপ্যারিলা-৫৮৪—গর্মী বা পারাজনিত কিম্বা প্রমেহস্রাব বন্ধ হইয়া বাত।

স্পাইজেলিয়া-৬০১—হৃৎপিন্ডের পীড়াজনিত বাত, ছুঁচফোটানি ও টাটানি বেদনা।

ষ্টিক্টা-৬০৯—ঘাড়ে বাত, ঘাড় আড়ষ্ট, কাঁধের ও উরুপেশীর বাত, প্রথমে সর্দ্দি পরে বাত।

মেডোরিণাম-৬২২—প্রায় সকল প্রকার বাত, প্রমেহ সম্ভূত বাত।

ভিস্কাম-এলবাম-৬৪৭—বাত, গেঁটেবাত, প্রমেহজনিত বাত, নিউর‍্যালজিয়া, সায়েটিকা।

বায়ুগোলা।

যেন একটা গোলা বুকের মধ্যস্থলে ঠেলিয়া উঠে, চায়না, পলস—৩৫৯।

এই প্রকার পদার্থ বুকের নিম্ন প্রদেশে (পাকস্থলীর মুখে যেন একটা গোলার মত পদার্থ আটকাইয়া আছে)—এপিস-২৪৭, ৮ (অম্লশূল দেখুন)।

বায়ুজমা।

পেটে বায়ু জমা ও গোলার মত পদার্থ উপরে ঠেলিয়া উঠে—ম্যাগ-মি-৪৫৭।

...অজীর্ণ, অনিদ্রা, বুক ধড়ফড় করা, পেটে বায়ুজমা—থিয়া—৬২৯—পেটে খুব বায়ু জমে, আহারের পর পেট ভারী হইয়া উঠে, পেটে বেদনা হয়, উপর পেটে বায়ু জমে—লাইকো-৫০৭—পেটে অত্যন্ত বায়ু জমে, উহা অর্দ্ধ বা অধঃ কোনও দিক দিয়া নিঃসরণ হয় না— র‍্যাফেনাস-৫০৭... পেটে বায়ু জমে, পেট ফোলে, বায়ু নিঃসরণে উপশম হয়—কার্বো-৫০৭,.....কোষ্ঠবদ্ধ,বাহ্যের চেষ্টা থাকে না, উপর পেটে বায়ু জমে পেটে বেদনা করে- ওপি-৫০৮.....নীচু, উপর সমস্ত পেটেই বায়ু জমে, পেট ফোলে, বায়ু নিঃসরণে বা ঢেকুরে কষ্টের বৃদ্ধি—চায়না-২৪৭.....বায়ু উর্দ্ধগতি, পেটফোলে,—এসাফিটি-১৩৮,.... আবদ্ধ বায়ু এক এক সময় এত জোরে উত্থিত হয় তাহাতে মনে হয় যেন অন্ননলী ফাটিয়া যাইবে—কোকা-৫৫৭..পেটে অত্যন্ত বায়ু সঞ্চয়, বায়ুশূল বেদনা,—এব্রসিন্থিয়াম-১০।

দ্রষ্টব্য ঃ — পেটে বায়ু জমা সম্বন্ধে আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে বলে, যেখানে বায়ুর গতি উর্দ্ধ—সে পীড়া অসাধ্য, যেখানে গতি উর্দ্ধে ও অধঃ—তাহা যাপ্য; অর্থাৎ একেবারে আরোগ্য হইবে না; যথায় গতি অধঃ-সে পীড়া সাধ্য অর্থাৎ আরোগ্য হইবে, এসাফিটিডা অধ্যায় হিং দেখুন। ক্যারিকা-পেপেয়া-θ, ৮/১০ ফোঁটা মাত্রায় দুইবেলা আহারের পর ২ বার দিবেন।

বাধক বেদনা।

ক্যাষ্টোরিয়ম-২২৩—হিষ্টিরিয়াগ্রস্তা-স্ত্রী, অত্যন্ত বেদনাসহ ফোঁটা ফোঁটা রজঃস্রাব, ফোলা।

এই পীড়ায় দেশীয় ভেষজ—ওলট-কম্বল হইতে প্রস্তুত—এব্রোমা-র‍্যাডিক্স—θ, ৩ X, বিশেষ উপকারী। পরিশিষ্ট ৬৫৭ পৃষ্ঠা দেখুন।

ফেরম-মিউর-৩২২—মাসিক রজঃস্রাব সম্পূর্ণ বন্ধ (এনিমিয়া)—২X শক্তি।

ন্যাট্রম—স্যালিসাইলিকাম-৬৯২—এলোপ্যাথিক মাত্রায় অর্থাৎ-স্থূলমাত্রায় ইহার দ্বারা বাধক বেদনার উপশম এবং ঋতুস্রাবের বৃদ্ধি।

এমন-কার্ব্ব-৭৮—স্রাব পরিমাণে অধিক, ঋতুর পূর্ব্বে জোর বেদনা হয়, স্রাব একটু কমিলে পুনরায় সেইপ্রকার বেদনা, ঋতু শীঘ্র শীঘ্র হয়, ঋতুকালে পেটে ও কোমরে বেদনা, শ্বেতপ্রদর বৃদ্ধি।

এমিল-নাইট্রোসাম-৮৪—ঋতু আরম্ভ হইবা মাত্র এক আধদিন স্থায়ী বা একেবারে বন্ধ, ঋতু বন্ধ হইয়া শিরঃপীড়া, সর্ব্বদা ব্যথা অনুভব।

কলোফাইলম-২২৪—কোমর হইতে পিউবিসে বেদনা, বেদনা ছাড়িয়া ছাড়িয়া হয়।

ম্যাগ-মিউর-২২৪—মাথাধরা ও গুটলে বাহ্যেসহ পেট শক্ত, যেন টেনে খেঁচে ধরে।

ম্যাগ-ফস-৪৫৮, ৫৫৬—ঋতুস্রাব আরম্ভ হইলেই বেদনা কমে, তাপে উপশম।

পলস-২৩৪, ৫৫৬—বহুবিলম্বিত ঋতু, রক্তের রঙ ঘোলাটে ও ঘন পরিমাণে কম ও থামিয়া থামিয়া হয়, শান্তস্বভাবা স্ত্রী।

ক্যামো-২৩৪, ৫৫৬—ঋতু নিয়মিত সময়ে হয়, কিন্তু অত্যন্ত যন্ত্রণা; তৎসহ ক্যামোমিলার চরিত্রগত লক্ষণের বর্ত্তমানতা।

কফিয়া-২৬৩—রক্ত কাল, চাপ, চাপ, অত্যন্ত বেদনা, কাঁদে, ছটফট করে, কখনও কুকথা বলে (উপকার না হইলে—ক্যামো)।

ন্যাফেলিয়ম-৩৩৬—স্বল্প রজঃস্রাব ও তলপেটে বেদনাসহ বাধক বেদনা।

গুয়েকাম-৩৪৫—বে'তো স্ত্রীলোকদের ডিম্বকোষ প্রদাহ, বাধক, অনিয়মিত ঋতুস্রাব।

নক্স-ভমিকা-৫১২—ঋতু যথাসময়ের পূর্ব্বে ও অতি অল্প পরিমাণে স্রাব হয়, তলপেটে বেদনা, কখনও সময়ে হইয়া অত্যন্ত অধিক পরিমাণে স্রাব।

ককুলাস-৬০৫, ২৫৯—বাধকসহ কোমরে বেদনা, কোমর আড়ষ্টভাব, হাত পা কাঁপে, স্রাব—কাল, ঘন, পরিমাণে অধিক, কখনও অল্প, প্রতিমাসে যেন কমিয়া আসে, ঋতুর পরিবর্ত্তে শ্বেতপ্রদর স্রাব হয় (এসিড-পিক্রিক)।

জ্যাবোরাণ্ডি-৩৮৮—স্বল্প ঋতু বা ঋতুবন্ধ।

ভাইবর্ণম-৬৩—অত্যন্ত যন্ত্রণাদায়ক বাধক-বেদনা (ঋতুকালের ৫/৭ দিন পূর্ব্ব হইতে আরম্ভ করিয়া ঋতুকাল পর্য্যন্ত সেব্য)।

জনোসিয়া-৬৪—ঋতু অনিয়মিত ও অনেক বিলম্বে হয়, ঋতুশূল-বেদনা, রজঃলোপ বা রজঃরোধ। কোষ্ঠবদ্ধ, অর্শ।

ক্যালি-সল্ফ-৪১৪—ঋতু বিলম্বে কিম্বা স্রাব কম হইলে হইতে ক্রমশঃ ঋতু স্বাভাবিক ও স্রাবের পরিমাণ বৃদ্ধি হয়।

বার্ব্বেরিস-১৬৫—ঋতুস্রাব অল্প, বেদনা তলপেট হইতে উরুতে নামে।

সিমিসিফিউগা-৫০—অনিয়মিত, ঋতুস্রাব কখনও কম, কখন বেশী; তলপেটে তীরবেঁধার মত বেদনা, কোমরে বেদনা।

ল্যাকেসিস-৪২৫—ঋতুস্রাবের পূর্ব্বে ভীষণ বেদনা, স্রাব আরম্ভ হইলেই কমিয়া যায়।

কফিয়া-২৬৩—রক্ত কাল, চাপ, অত্যন্ত বেদনা, রোগী কাঁদে ও বলে আর সহ্য হয় না।

কলোসিন্থ-২০৭—পেটের বেদনা চাপে উপশম, নিউর‍্যালজিক ধরণের তৎসহ বাহ্যে-বমি।

বিষাক্ত দ্রব্য ভক্ষণে পীড়া।

এবসিন্থিয়াম-১০—বেঙের ছাতা আহারে বিষাক্ত হইয়া পীড়া।

বিষ-ব্রণ (কার্ব্বংকল)

কার্ব্বংকলের জ্বালার এনথ্রাসিনাম-৯০—পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্যের স্থানটি দেখুন।

আর্সেনিক-১৩২—বহুমূত্ররোগীর কার্ব্বংকল।

এনথ্র্যাসিনাম-১৩২—কার্ব্বংকলের অত্যন্ত জ্বালা, আর্সেনিকে উপশম না হইলে ও এনথ্রাস বিফল হইলে—ইউফর্ব্বিয়া।

এনথ্যাসিনাম-৮৯, ৪২৪—অত্যন্ত জ্বালা, কেবল ঢালিতে চায়, আক্রান্ত স্থান স্পঞ্জের মত ছোট ছোট ছিদ্রপূর্ণ ; রঙ—ঈষৎ কালচে, তাহা হইতে জলের মত পাতলা পূঁয বা রস নির্গত হয়, পূঁযে ভয়ানক দুর্গন্ধ, স্পর্শকাতরতা বেদনা, জ্বর।

ট্যারেন্টুলা-৮৯, ৪২৪—ভয়ানক বেদনা ও জ্বালা কাঁপ দিয়া জ্বর আসে, পরে উক্ত রঙের মত দেখায়। পূঁয হইলেও অতি অল্প তৎসহ রক্ত, ক্ষতে স্পর্শকাতরতা, জ্বালা (নিম্নশক্তি দিবেন)।

কার্ব্বো, ক্রিয়োজোট, হিপার—৮৯ পৃষ্ঠা দেখুন।

হিপার-৯০—আক্রান্তস্থানের চারিধার শক্ত, তীব্র বেদনা, জ্বালা, যেন ছুঁচ ফোটায়।

কার্ব্বো-৮৯—ক্ষতের রঙ কাল, অত্যন্ত জ্বালা, স্রাবে দুর্গন্ধ, রক্ত বিষাক্ত, হিমাঙ্গ।

এব্রোমা-আগষ্টা-৬৫৭—কার্ব্বংকলে ও স্ফোটকে পূঁয না হইলে।

দ্রষ্টব্য ঃ—এনথ্রাসিনাম্ অধ্যায়ে সেবনীয় ঔষধে জ্বালা না কমিলে কার্ব্বংকলে টম্যাটো প্রয়োগের আদেশ পাইয়াছেন, যদি উহা না পাওয়া যায়—আতাফলের পাতা (আতার পাতা) ইহা অতি সহজ প্রাপ্য দ্রব্য এবং স্ফোটক, দূষিত ক্ষত, নালীক্ষত, পচাক্ষত, হাড়ের পচন, কার্ব্বংকল ইত্যাদি বিশেষ উপকার হয়। যেখানে কার্ব্বলিক-এসিড, আয়োডাফরম ইত্যাদি জীবাণুনাশক ও পচননিবারক ঔষধ বহু পরিমাণে ব্যবহার করিয়া বিশেষ কোনও উপকার হয় না, তথায় ইহা ব্যবহারে আশ্চর্য্য উপকার পাইবেন। কার্ব্বংকলে ব্যবহারের নিমিত্ত প্রথমে কতকগুলো আতার পাতা (খুব বেশী পাকা পাতা নহে) উত্তমরূপে গরমজলে ধুইয়া, পাতাগুলো থেঁতো করিয়া এক টুকরা পরিষ্কার নেকড়ার মধ্যে পুরিয়া চাপ দিয়া রস বাহির করিয়া প্রথমে ঐ রস আক্রান্তস্থানের উপর লেপন করিয়া পরে অন্য কতকগুলো পাতাকে বাটিয়া গরম করিয়া প্রলেপ দিয়া তাহার উপর একটি পান আগুনে সেকিয়া চাপা দিয়া ব্যাণ্ডেজ বাঁধিয়া দিবেন এবং সকাল, সন্ধ্যা, দ্বিপ্রহর, তিন বার ইহা প্রয়োগ করিবেন। ইহা প্রয়োগের পর দেখিবেন শীঘ্রই ক্ষতের চতুর্দ্দিকে একটা সাদা দাগ পড়িয়াছে এবং ক্ষতের পূঁয, রক্ত, রস কমিয়া ক্ষতস্থান লালবর্ণ হইয়াছে, ইহাই ইহার উপকারের চিহ্ন। কার্ব্বংকলের জ্বালা নিবারণের জন্য পুঁইপাতা থেঁতো করিয়া প্রলেপ এবং এনথ্যাসিনাম ২/৩ মাত্রা আভ্যন্তরিক সেবনে জ্বালার অনেক সময় উপশম হয়। এনথ্যাসিনাম অধ্যায় দেখুন), আতাপাতা—"চিকিৎসা প্রকাশ" হইতে গৃহীত। কার্ব্বংকলে পূঁয না হইলে ভীষণ ভয়ের কথা, টম্যাটো প্রয়োগে পূঁয না হইলে বেলেড়ার শিকড় বাটিয়া গরম করিয়া প্রলেপ দিবেন, ৪/৫ ঘন্টার অন্তর বদলাইবেন। গরম মাটির পুলটিসও উপকারী।

বিকার (ডিলিরিয়ম)।

বেলেডোনা—১৫৭ পৃষ্ঠায় জ্বর-বিকার দেখুন।

রস, ব্যাপটি, ইউফর্ব্বি, এসিড-ফস, ল্যাকে, এগারি, হেলিবোর, এপিস, আর্ণি, ব্যাপটি প্রভৃতির কতক লক্ষণ—৭৮৬/৭৮৭ পৃষ্ঠার জ্বরের উপসর্গের মধ্যে এবং—বেল, হায়োসি, ষ্ট্র্যামো, ল্যাকে, ওপি, ইহাদের লক্ষণ—৩৬৮ পৃষ্ঠায় পাইবে। কলেরায় ইউরিমিয়া-বিকার—৭২৫ পৃষ্ঠায় ইউরিমিয়া দেখুন।

বিকার (ডিলিরিয়ম) দুই প্রকার ঃ—যখন রোগী অত্যন্ত উদ্ধত, বিছানা হইতে লাফায়, মারে, কামড়ায়, চীৎকার করে, তখন তাহাকে—১। একটিভ-ডিলিরিয়ম ; আর যখন জ্বর, বকারাদির শেষাবস্থায় অত্যন্ত দুর্ব্বল ও অবসন্ন হওয়ার নিমিত্ত বিড়বিড় করিয়া বকে, তখন তাহাকে—২। লো-মটারিং-ডিলিরিয়াম কহে। একটীভ-ডিলিরিয়মে—বেল, হায়োসি, ষ্ট্র্যামো ; লো-মটারিংয়ে—হায়ো, ষ্ট্র্যামো, এসিড-ফস, রস, এপিস, লাইকো এবং ইহার বর্দ্ধিত অবস্থায়—আর্ণি, আর্স, ইউফর্ব্বি, ওপি, এপিস, এসিড-মিউর, ল্যাকে প্রভৃতি উপকারী। বায়োকেমিকে উক্ত প্রথম প্রকারের পীড়ায়—ফেরম-ফস, ক্যালি-ফস, ও ২য় প্রকারের পীড়ায় (যখন মস্তিষ্ক উষ্ণ না থাকে, চক্ষুর তারা বিস্তৃত, ইউরিমিক-বিকার, তখন)—ন্যাট-মিউর ও ক্যালি-ফস পর্য্যায়ক্রমে প্রযোজ্য। ১২x শক্তি, ২/৩ গ্রেণ মাত্রায় ১৷৷০।২ ঘন্টা অন্তর দিবেন। টাইফয়েডে কিম্বা টাইফসে রোগী উন্মাদ, সর্ব্বদাই বিছানা হইতে উঠিয়া পলাইবার চেষ্টা—এগারিকাস-৫৮ পৃষ্ঠা। ডিউবয়সিয়া-৩৬৮—বিকারে কোনও ঔষধে উপকার না হইলে।

বুকধড়ফড়ানি।

ডিজিটেলিস অধ্যায়ে হৃৎপিণ্ডের পীড়া—২৯৮ পৃষ্ঠা দেখুন।

বেরি-বেরি।

ল্যাথাইরিস—বেরি-বেরির উৎকৃষ্ট ঔষধ—৪৩৩ পৃষ্ঠা দেখুন। এপিস, এপোসাইনাম, আর্সেনিক, ডিজিটেলিস, নাট্রম-সলফ প্রভৃতি শোথ ও ফুলার সমস্ত ঔষধ ইহাতে প্রয়োজন হয়। ইগলফোলিয়া (৬৫৭ পৃষ্ঠা দেখুন) এই ঔষধেও অনেক উপকার হইয়াছে। বায়োকেমিকে—ক্যালি ফস উৎকৃষ্ট ঔষধ (অগ্নিদ্রেগ্ন দেখুন)। বেরি-বেরিতে শরীরের রঙ লাল দেখাইলে কিম্বা রক্তবর্ণের স্ফোট বাহির হইলে কিম্বা কোনও স্থান হইতে রক্তস্রাব হইলে—ক্রোটেলাস উপকারী। বুক ধড়ফড়ানির জন্য—স্পাইজেলিয়া—θ, ২/৩ ফোটা মাত্রায় দিনে ২/৩ বার সেব্য। বেরি-বেরির পা ফুলায়—থাইরয়ডিন—৬, ৩০ শক্তি পরীক্ষা করিবেন।

বেদনা।

বেদনার বৃদ্ধি ঃ বিশ্রামে—কলোসিন্থ, ... গোলমালে—কফিয়া,....প্রতিদিন এক সময়ে—সিড্রণ, ক্যালি-বাই, ... সূর্য্যোদয়ে—স্পাইজে, ক্যালমি, ...চাপে—ক্যাল্-কেরিয়া-ফস, ...ঠাণ্ডায়— ম্যাগ-কার্ব্ব ...... বর্ষায়, ঠাণ্ডা বাতাসে—স্পাইজে,......দাঁড়াইলে ও বসিলে—গুয়েকাম,..... রাত্রিতে শুইলে—ক্যাল্‌মি,.......শীঘ্র শীঘ্র বাড়ে—ক্যাল্‌মি, বেল......ধীরে বাড়ে—এসিড-সলফ, প্ল্যাটি.....নড়াচড়ায়—রডোডেণ্ড্রণ, ব্রায়ো,......কথা কহিলে ও আহারে—ফস।

বেদনার উপশম ঃ গরমে—ম্যাগ-ফস, আর্স, ক্যামো, চায়না, সাইলি,....চাপে—ম্যাগ-ফস, সাইলি, কলোসিন্থ, গুয়েকাম,....নড়াচড়ায়—ম্যাগ-কার্ব্ব, সর্দ্দিস্রাবে ক্যালি-কার্ব্ব,....চলিয়া বেড়াইলে—গুয়েকাম.....সূর্য্যাস্তের সঙ্গে—স্পাইজে, ক্যালমি,....স্থির হইয়া থাকিলে—চায়না,......খোলা বাতাসে—ক্যাল-ফস, ম্যাগ-কার্ব্ব ...... ঠাণ্ডায়—কফি, ক্যামো।

বেদনার চরিত্র ঃ—হুল-ফোটান—এপিস,.....ছুঁচফোটান—ব্রায়ো, ক্যাল-কার্ব্ব, এসক্লিপয়াস,...... কামড়ানি, -রসটক্স, কামড়ানি, মোচড়ানি, খেঁচুনি ব্যথা—কলোসিন্থ,.....টেনে খেঁচেধরা,-কষ্টিকাম,..... টেনেধরা, পেঁচেধরা, হুলফোটান, ছিঁড়েফেলা, চিড়ি-কমারা-ম্যাগ-ফস,..... পাঁজরায়-র‍্যানানকিউ, ...গায়ে টাটানি বেদন-আর্ণি, ব্যাপটি, চায়না, রুটা, রস, ফাইটো.....বেদনা হঠাৎ আসে, হঠাৎ যায়—বেল, কলোসি, ক্যালি-বাই, ক্যালমি, ... অতি অল্পস্থানে তীক্ষ্ণ বেদনা, ঘন ঘন আসে, ঘন ঘন যায়—এসিড অক্জ্যা, ...ধীরে ধীরে আসে, ধীরে ধীরে যায়—ষ্ট্যানম, প্ল্যাটিনা, ...অসহ্য বেদনা—একো, ক্যামো, কফি, ...ক্রিমিশূল বেদনা—ফিলিক্স মাস—ক্রিমিজনিত বা অন্য কোনও প্রকার কামড়ানি, খামচানি বেদনা—কলোসিন্থ, ...কোণাকুণি—এগারিকাস......চলিয়া বেড়াইলে উপশম—ফেরম,.....ঘাড়ে বেদনা—এনাকার্ড ওরিয়েন্ট,.... পায়ের তলায়—এন্টিম-ক্রুড, ম্যাঙ্গেনাম, ... গোড়ালীতে—এন্টিম ক্রুড, ম্যাঙ্গেনাম, ফাইটোলক্কা, সাইক্ল্যামেন, লিডম, কষ্টি......শূলবেদনা—উহার স্থানে দেখুন......স্নায়ুশূল-বেদনা—একটিয়া, ক্যালমিয়া দেখুন ; ..... অন্যান্য বেদনার নিমিত্ত তাহাদের স্ব স্ব স্থান দ্রষ্টব্য। স্কন্ধসন্ধির ও বাহুর উর্দ্ধভাগের বেদনায়—ক্যালি-মিউর সিফিলিনাম, ফাইটোলক্কা—৩০ শক্তি।

এপোসাইনাম-এন্ড্রোসি-১০৭—পায়ের আঙ্গুলে ও তলায় ভীষণ বেদনা, পা ফোলে, পায়ের তলায় ঝিন্‌ঝিনেধরা, পিন ফোটানো কিম্বা খেঁচেধরার মত বেদনা।

এন্টিম-ক্রুড-৯৩—পায়ের তলায় ও গোড়ালীতে বেদনা, টিপিলে তত লাগে না ; কিন্তু চলিবার সময় ভীষণ বেদনা, পায়ে কড়া (হাইড্রাষ্ট, ফেরম-পিক্রেটাম)।

** বেলিস-পিরেনিস—অত্যন্ত গরম থেকে আসিয়া ঠাণ্ডা পানীয় পানে বা হঠাৎ জলীয় ঠাণ্ডা লাগিয়া বেদনা।

পায়ের অন্যান্য স্থানের বেদনার জন্য—৯৩ পৃষ্ঠায় এন্টিম-ক্রুড অধ্যায় দেখুন।

এসিট্যানিলিডিয়াম-১৩—পায়ের গোড়ালীর গাঁটে ও পায়ের তলায় ফোস্কা।

এব্রোটেনাম-৯—হাতের, মণিবন্ধের ও পায়ের গোড়ালীর গাঁটের প্রদাহ ও বেদনা।

আর্স-সলফ-ফ্লেভম—সায়েটিকা ও হাঁটুর চারিদিকে ফোলা।

* স্কোলোপেন্ড্রা (Scolopendra)—প্রথমে কোমরে ও উরুতে ভীষণ বেদনা হয়, পরে ঐ বেদনা পা পর্য্যন্ত নামে এবং একবার আরোগ্য হইয়া পুনরায় প্রকাশিত হয়।

ক্যালি-হাইড্রো-৪০৮—হাড়ে চিবান বা বেঁধা-ফোড়ার মত বেদনা নাসিকায় ও মুখে, কপালের হাড়ে দপদপানি ব্যথা।

আর্জেন্টি-মেট-১১৫—বেদনা ধীরে ধীরে ও চরম সীমায় উঠে, হঠাৎ কমে, গলার ভিতর ঘায়ের মত বেদনা, কাশির সময় বেদনা।

একোনাইট-৪৬—পৃষ্ঠদেশে বেদনা, নিশ্বাস গ্রহণের সময় বেদনা।

সিমিসিফিউগা—হাঁটু হইতে পায়ের চেটো পর্য্যন্ত স্নায়বিক বা প্রাদাহিক বেদনা (উরুদেশ থেকে জ্বলে—ক্যাপসি)।

লাইকো-৪৪৯—৭ম পঞ্জরের স্থানে বেদনা, উপরে বক্ষে যায়।

গলথেরিয়া-৬৮৫—পাকাশয়-শূল বেদনা, নিম্নোদরে তীব্র বেদনা, অদম্য বমি।

ল্যাকেসিস-৪২৬—পেটের ব্যথা আহারের পরেই নিবৃত্তি হয় ; কিন্তু ক্ষণকাল পরেই বাড়ে (এনাকার্ড—পেট খালি না হইলে বাড়ে না)।

এমন-মিউর-৮২—মেরুপুচ্ছে থেঁৎলানি বেদনা বসিতে পারে না।

এমন-পিক্রেটম-৮৩—অক্সিপিট্যাল, ঘাড়ে ফোলা (ডানদিকে অধিক)।

ব্রায়োনিয়া-১৭২—সিরাস-মেম্ব্রেণের প্রদাহজনিত সকল পীড়ায় ছুঁচফোটান বেদনা।

এনাকার্ড-৮৬—সবিরাম আক্ষেপিক বেদনা, পায়ের গোড়ালী থেকে পায়ের গোছে পরিচালিত হয়।

ক্যালকেরিয়া-কষ্টি-১৮৯—পিঠে, পায়ের গোড়ালীতে, মাঢ়ীতে, গণ্ডাস্থিতে বেদনা।

এসিড-ফ্লোরিক-২০—ডান কাঁধের বেদনা আঙ্গুলে পর্য্যন্ত পরিচালিত হয়। বাম তর্জ্জনী ও আঙ্গুলের বেদনা, প্রদাহ।

ক্যালি-কার্ব্ব-১৭২—নড়াচড়ায় বৃদ্ধি না হইয়া স্থির থাকিলেও ছুঁচফোটান বেদনা।

এপিস-১০৫—সিরাস-ক্যাভিটীতে রস জমা, হুলফোটান বেদনা।

বার্ব্বেরিস-১৬৪—হাতের আঙ্গুলের নখের নিম্নের গাঁটের ফোলা ও যন্ত্রণা।

সিষ্টাস-২৫৪—হাতের কব্জীতে আঘাত বা মচকাইয়া যাওয়ার নিমিত্ত বেদনা।

কফিয়া-২৬০—প্রদাহজনিত মানসিক উত্তেজনা ও বেদনা, ছটফট করে, কাঁদে।

কর্ণাস-ফ্লোরিডা-২৮১—নিউর‍্যালজিক বেদনা, শুধু টিপিয়া দিতে বলে, বুকের ও অন্যান্য স্থানের বেদনায় মনে করে যেন হাড় ভাঙ্গিয়া গিয়াছে।

ইউফর্ব্বিয়া-৩১৫—উরুসন্ধিতে, মেরুপুচ্ছের ও হাড়ে জ্বালাজনক বেদনা ক্যানসার।

মার্ক-পিরেনিসি-৪৭৬—অগ্রকড়ার স্থানে স্পর্শকাতরতা বেদনা টিউমার।

ফেরম-৩২১—কোমরের বাত প্রভৃতিতে রাত্রিতে অত্যন্ত বেদনা, শুইলে আরও বৃদ্ধি, ধীরে ধীরে বেড়াইলে বেদনার উপশম (ঐ—৩২১—ঘাড়ে ও পিঠে ফিক-বেদনা।

হায়োসিয়ামস-৩৬৯—নাভির নিকট নিশ্বাস গ্রহণের সময় খোঁচামারা-বেদনা, উদর পেশীতে আঘাতলাগার মত বেদনা (ব্রায়ো)। পেটফোলা, পেটে স্পর্শাসহিষ্ণু বেদনা (বেল), তলপেটে কাটাছেঁড়ার মত বেদনা।

ল্যাক-ক্যানাইনাম-৪২১—বেদনা আড়াআড়িভাবে পরিচালিত হয়।

এগারিকাস-৫৯—বেদনা কোণাকুণি পরিচালিত হয়।

ফেল-টারি-৩১৮—ঘাড়ে বেদনা।.....সিপি ক্রিয়ো-৪১৭—পুরুষ সহবাসে বেদনা।

ষ্টিক্টা-৩৯১—কপালে ও নাকের গোড়ায় বেদনা (ক্যালি বাই—শুধু নাকের গোড়ায়)।

ব্যাডিয়াগা-১৪৭—শরীরের সমস্ত পেশীতে ও চর্ম্মে আঘাত লাগার মত বেদনা। স্থান পরিবর্ত্তনশীল বেদনা ৩৯৪ পৃষ্ঠা দেখুন।

এসিড-নাইট্রিক-২৭—বেদনা হঠাৎ আসে ও হঠাৎ যায়, একবার এখানে একবার সেখানে বেদনা।

থেরিডিয়ন-৬৩০—বাম বুকের উপরিভাগে ও বাম ফ্লোটিং-রিবসের নীচে প্লীহার স্থানে বেদনা, হৃৎপিণ্ডে বেদনা—পিঠে ঠেস দিয়া বসিতে পারে না।

গায় বেদনা—তাহা যে কোন কারণেই হউক প্রথম নড়িবার সময় বেদনা, নড়াচড়ার পর উপশম—রসটক্স.....সমস্ত শরীরে টাটানি ব্যথা, তজ্জন্য নড়িতে চড়িতে পারে না—ফাইটোলক্কা, ... যে পাশে শয়ন করে, সেই দিকেই থেৎলানি বেদনা—রুটা....আঘাত জনিত বেদনা এবং টাইফয়েড জ্বরে রোগী যাহাতেই শয়ন করে শক্ত বলিয়া বোধ হয়—আর্ণিকা ; — নরম বিছানায় শয়ন করিলেও শরীর ব্যথাবোধ করে—ব্যাপটি ; .... হাড়, পেরিয়ষ্টিয়ম, গাঁট, ও চুল পর্য্যন্ত স্পর্শকাতরতা বেদনা—চায়না-২৫১, ৫৬৮।

ক্যালি-সিয়ানেটাম-৪০৬—সম্মুখ কপালে, চক্ষুতে মাঢ়ীর হাড়ে তীব্র বেদনা, বেদনা প্রত্যহ এক সময়ে হয়। রোগী কাঁদে।

লোবেলিয়া-৪৪৩—হৃৎপিণ্ডের উর্দ্ধভাগে, খুব ভিতরের দিকে বেদনা।

নক্স-মস্কেটা-৫০৪—পান আহার করিলেই পেটে বেদনা, গরম ফোমেন্টসনে ও চিৎ হইয়া শুইলে উপশম।...আরজিমোন-৫১০, সমস্ত পেটে কামড়ানি আক্ষেপিক বেদনা।

লিলিয়ম-৪৪৩—স্তনের নিম্নে বেদনা। পাছার হাড়ে স্পর্শকাতরতা বেদনা।

ম্যাগ-কার্ব্ব-৪৪৩—মাথা, মুখ, দাঁত, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, সকল স্থানের বেদনা—ঠাণ্ডায় ও চুপ করিয়া বা শুইয়া থাকিলে বৃদ্ধি, বেড়াইলে উপশম।

মিনিয়্যান্থিস-৪৬২—বুকের দুইপাশে চাপিয়া ধরার মত বেদনা, তাহার ভিতরে যেন ছুঁচফোটায়, নিশ্বাস লইলে ঐ বেদনা বাড়ে।

সিমিসিফিউগা-৪৯—বাম স্তনের নীচে তীক্ষ্ণ বেদনা।

ষ্ট্যানম-৬০৫—ধীরে বৃদ্ধি, ধীরে হ্রাস,.... এসিড-সলফ—ধীরে বৃদ্ধি, হঠাৎ কম।

ষ্ট্রণ্সিয়ানা-কার্ব্ব-৬১৩—পায়ের তলায় ও ডিমে অত্যন্ত খিলধরা বেদনা, হাড়ের ভিতর চিবান ব্যথা, গোড়ালী মচকাইয়া যাইবার জন্য বেদনা, পুরাতন মচকান ব্যথা।

ল্যাকটুকা-ভিরোসা-৪৩১—বুকে ও শরীরের সকল স্থানে চাপিয়া ধরার মত বেদনা, মেরুদণ্ডের মধ্যে বেদনা, উহা পাছার নীচে পর্য্যন্ত যায়।

এজাডিরেক্টা-৪৫২—জ্বরসহ নানাস্থানে—ষ্ট্যার্ণমে, পাঁজরায়, ঘাড়ে, পিঠে, কাঁধে বেদনা।

ট্যারেন্টুলা—বামহস্তের উপরিভাগে স্কন্ধসন্ধির হাড়ের ভিতর ভীষণ বেদনা।

স্পাইজেলিয়া-৬০২—মেরুদণ্ডে ও পিঠে বেদনা, শ্বাস গ্রহণেও বাড়ে।

রডোডেণ্ড্রণ-ফ্লস রিবের নীচে পেটের বামদিকে বেদনা দ্রুত চলিলে প্লীহায় বেদনা।

প্যারিস-কোয়াড্রি-৫২৩—বামদিকের পাঁজরায় বেদনা, আরম্ভ হইয়া বাম হাতের ভিতর দিয়া যায়, হাত শক্ত হয়, মেরুদণ্ডের ও মেরুপুচ্ছের নিউর্যালজিয়া।

ভেরেট্রম-এল্বম-৬৪২—বর্ষায় শাখাঙ্গে বেদনা।

স্পাইজেলিয়া—৬০১-কাশির সময় বুকে ছুঁচফোটার মত বেদনা।

কটিলিডন-৬৮৩—বুক থেকে কাঁধ, কাঁধ থেকে বাম বুকে ও বাম স্তনের নীচে এবং ডান বুকে বেদনা।..... অসিমম-৬৭১—প্লুরিসির ও পার্শ্ব বেদনা।

কুপ্রম-এসেট-৬৮৩—পাকস্থলীতে ও তলপেটে ভীষণ আক্ষেপিক বেদনা, বাম কপালে ভীষণ বেদনা।

ড্যাফনি-ইণ্ডিকা-৬৮৩—ডান বুড়ো আঙুল ফোলা ও বেদনা, উরুতে ও হাঁটুতে বাত, হাড়ের কামড়ানি বেদনার জন্য নিদ্রা হয় না, তীরবেঁধা বেদনা দ্রুত স্থান পরিবর্তন করে।

গুয়েরিয়া (Guaria)—মেরুদণ্ড শক্ত, কোমর টেনে খেঁচে রাখে, স্যাক্রমে বেদনা।

জেনসিয়ানা-৬৮৫—নাভির স্থানে স্পর্শাসহিষ্ণু বেদনা।

গুয়াকো-৬৯৬—ডেলটয়েড-পেশী, কাঁধ, কনুই, আঙুল গোড়ালী ও পায়ের তলার বেদনা, মেরুদণ্ডে ইরিটেসন।

হিপোম্যানস-৬৮৬—হাতের কব্জীতে ভীষণ বেদনা, কব্জির পক্ষাঘাত, বোধ হয় যেন মচকাইয়া গিয়াছে। হাতে ও আঙুলে বেদনা, পায়ের গাঁটের, হাঁটুর ও পায়ের তলায় দুর্ব্বলতা।

হোমারস-৬৮৭—সম্মুখ রগে ও দুইপার্শ্বে এবং চোখের মধ্যে বেদনা। পাকস্থলীতে **ও পেটে বেদনা, কিছু খাইলে কম পড়ে।**

হৈডারিয়া-৬৯৯—কোমরে ভীষণ বেদনা, পাছায় বেদনা, বেদনা উরুদেশে নামে, কাঁধে **ও বাহুতে** বেদনা, পায়ে ও পায়ের ডিমে বেদনা।

ইকথিওলাম-৬৮৭—পেটের বামদিকে ও নাভির গোড়ায় কামড়ানি বেদনা।

ইলিসিয়ম-৬৮৭—বুকের ৩য় পাঁজরার স্থানে, ষ্টার্ণমের ১/২ ইঞ্চি ডানদিকে কখনও বামদিকে বেদনা হয় তৎসঙ্গে অনবরত কাশি, ষ্টার্ণমের স্থানে ছুঁচফোটান ব্যথা।

ইনডিয়ম-৬৮৮—ঘাড় ও কাঁধ আড়ষ্ট, বাম হস্তে বেদনা।

ইনিউলা-৬৮৮—ষ্টার্ণমের নীচে ছুঁচফোটান বেদনা, পায়ের তলায় গোড়ালীতে, বাম হাতে, ডান কাঁধে, কব্জীতে বেদনা, আঙুল মুড়িতে পারে না।

জ্যারোফাইলম-৭০২—পাছার হাড় থেকে স্ক্যাপুলা পর্য্যন্ত বেদনা, কোমরে বেদনা, বেদনা নীচে পর্য্যন্ত নামে, কিডনীতে ও হাঁটুতে বেদনা।

আয়োডফরম-৬৮৮—ডান ফুসফুসের উর্দ্ধাংশে বেদনা, বুকে কোনও ভারী বস্তু চাপান আছে অনুভব।

লেপিডিয়ম-৬৯০—বুকের চারিদিকে যেন শক্ত বাঁধা এরূপ বেদনা, হৃৎপিণ্ডে যেন ছুরি বিদ্ধ করিয়া দিতেছে, পিঠে ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বেদনা।

ল্যাট্রোডেক্টাস-৬৮৯—বামহাতে বেদনা যেন পক্ষাঘাত হইয়াছে।

লোলিয়ম-৬৯০—হাঁটু থেকে গোড়ালী পর্য্যন্ত বেদনা, যেন দড়ি দিয়া বাঁধা।

নিকোলাম-সলফ-৬৯২—মেরুদণ্ডে বেদনা, হাত পা অত্যন্ত ভারী ও দুর্ব্বল, চিৎ হইয়া শুইতে পারে না।

প্যারাফিণ-৬৯৪—স্তনের বোঁটায় বেদনা, যোনিপীড়িতে খোঁচামারার মত তীব্র বেদনা, মেরুদণ্ডের বেদনা, কুঁচকী পর্য্যন্ত যায়, সমস্ত গাঁটে ইলেকট্রিকসকের মত বেদনা।

পলিপোরাস-৬৯৫—কাঁধে, গাঁটে, কোমরে ভীষণ কামড়ানি বেদনা।

পপুলাস-ট্রিমিউয়েড্স-৬৯৫—প্রস্রাবের পর পিউবিসের পশ্চাতে বেদনা।

প্রপাইল্যামিন-৬৯৫—কজীর বেদনা, গোড়ালীর বেদনার জন্য দাঁড়াইতে পারে না।

রামনাস-ক্যালি-৬৯৬—পার্শ্ববেদনা কোমরে বাত, পাকাশয়শূল-বেদনা ; মাথায়, ঘাড়ে, মুখে বেদনা, গাঁটে বেদনা, গাঁট ফোলা।

বিউটিরিক-এসিড-৬৮০—কোমরে বেদনা চলিলে বাড়ে, পাছার নিম্ন হইতে নিম্নাঙ্গে বেদনা।

রেডিয়ম-৫৬২—পিঠে, ঘাড়ে বেদনা, মাথা নীচু করিতে পারে না।

চেনোপোডিয়ম-এনথেল-৬৮১—ডান স্কন্ধাস্থির কোণ ও মেরুদণ্ড ইহার মধ্যে তীক্ষ্ণ বেদনা, উহা কখনও বুকেও অনুভব হয় (বাম কন্ধাস্থির কোণের বেদনায়—চেনোপোডিগ্লসিয়্যাপিস)।

ক্রমিক-এসিড-৬৮২—কাঁধে, পিঠে, ঘাড়ে, হাঁটুতে ও পায়ের তলায় বেদনা।

ইউজিনিয়া-৬৮২—রাত্রিতে পায়ের তলায় ও পায়ে ভীষণ খিলধরা বেদনা।

ডেসমোডিয়ম-গ্যাঞ্জে-৬৬৫—পায়ে, পিঠে, মেরুদণ্ডে, ঘাড়ে, পেটে বেদনা এবং বাত বেদনা, ফিক বেদনা, স্নায়বিক বেদনা, নিউর‍্যালজিয়া, গা-হাত-পা ইত্যাদি প্রায় সমস্ত শরীরে বেদনা।

ক্যানাবিস-স্যাট-২০৩—আঙ্গুল মচকাইয়া যাইবার পর আঙ্গুল খেঁচিয়া থাকা।

সোলেনাম-৬৯৮—কোমরে বেদনা, ডান কাঁধের পেশীতে বেদনা, বুকে ও ডান হাতের মধ্যে খুব ভিতরে এবং ডান কনুই, কব্জি এবং দুই হাতে বাতের বেদনা।

স্ক্রফুল্যারিয়া-৬৯৭—লিভারে চাপ দিলে বেদনা, সিগ্‌ময়েড ফ্লেক্সারে বেদনা, বুকের ২য় পঞ্জরের নিম্নে বেদনা।

স্পাইর‍্যানথেস-৬৯৯—ডানদিকের সায়েটিকা, হাতের শিরা স্ফীতি, হাতের সমস্ত সন্ধির বেদনা।

ট্রায়সটিয়ম-পার্ফো-৭০১—সমস্ত গাঁটে আড়ষ্টতা, হাতে কামড়ানি বেদনা, পৃষ্ঠে বাত বেদনা, প্রত্যঙ্গাদিতে বেদনা।

এপ্পিলপসিস-৬৭৮—বাম পাঁজরার কষ্ট্যাল প্রদেশে স্পর্শকাতরতা তীক্ষ্ণ বেদনা, কনুইয়ের হাড়ে, পিঠে এবং সমস্ত অঙ্গে বেদনা।

ব্রঙ্কাইটীস ব্রঙ্কোরিয়া।

("নিমোনিয়া, ব্রঙ্কো-নিমোনিয়া ও ব্রঙ্কাইটিস" ৮০৮ পৃষ্ঠা দেখুন)।

ক্যালি হাইপো-৪০৬—পুরাতন ব্রঙ্কাইটিসে উপকারী।

ইউক্যালিপ্‌টাস-৬৮৪—বৃদ্ধদের ব্রঙ্কাইটিস, হাঁপানি, বুক ধড়্‌ফড় ও অত্যন্ত শ্বাসকষ্টসহ হাঁপানি সর্দ্দিতে পূঁয শ্লেষ্মা।

কেওলিন-৬৮৯—ক্রুপ, ব্রঙ্কাইটীস, ক্যাপিলারি- ব্রঙ্কাইটীস, মেম্ব্রেণাস-ক্রুপ—টেকিয়া পর্য্যন্ত যায়।

সোলেনাম-এসেটিকাম-৬৯৮—বৃদ্ধ ও শিশুদের ব্রঙ্কাইটীস, পুরাতন ব্রঙ্কাইটীস, বুকে বেদনা ও হুপিং-কাশি।

ন্যাট্রম-স্যালিসাইলি-৬৯২—শ্বাসকষ্ট, শব্দযুক্ত নিশ্বাস, সম্পূর্ণ স্বরলোপ।

সলিডেগো-৬৯৮—প্রচুর পরিমাণে পূঁযের মত সর্দ্দি উঠার সহিত কাশি, গয়ারে রক্তের ছিট, শ্বাসকষ্ট।

ব্রঙ্কোরিয়া-২১৫—ক্যাপ্‌সি, স্যাঙ্গুনেরিয়া, ব্যালসামম, ইউক্যালিপটাস।

ব্রণ।

বালিকাদের—ক্যাল-ফস-১৯৩,..... বালকদের—ক্যালকেরিয়া-পিক্রে-১৯৩।

এগারিকাস-৫৯—ছোট ছোট শিশুদের ঠোঁটে ফোড়া বা ফুস্কুড়ির মত একপ্রকার উদ্ভেদ বাহির হইয়া ফোস্কা হয়।

ব্লড-প্রেসার।

এই পীড়ার লক্ষণ—সামান্য পরিশ্রমে শ্বাসকষ্ট, হৃৎস্পন্দন, হৃৎপিণ্ডে চাপবোধ, বাম পার্শ্বে শুইতে অক্ষমতা, শিরঃপীড়া, কাণ ভোঁ ভোঁ করা, বিরক্তিভাব, মাথাঘোরা, অনিদ্রা, নাক দিয়া রক্তস্রাব, রাত্রিতে পুনঃপুনঃ প্রস্রাব, ক্ষণিক দৃষ্টিহীনতা, সংন্যাস রোগ।

তর্জ্জনী, মধ্যমা, অনামিকা—৩টি অঙ্গুলির দ্বারা মণিবন্ধের নীচে নাড়ী জোরে চাপিয়া ধরিয়া এপাশে ওপাশে অঙ্গুলি সঞ্চালিত করিতে থাকিবেন—যদি ব্লডপ্রেসার কম হয়, অঙ্গুলির নিম্নে নাড়ীর স্পন্দন কিছুমাত্র অনুভব হইবে না ; কিন্তু যদি ব্লড-প্রেসার উচ্চ (High) হয়, অঙ্গুলির নিম্নে চাবুকের দড়ির মত নাড়ী শক্ত অনুভূত হইবে, এইটিই ব্লাড-প্রেসার বৃদ্ধি পরীক্ষা আমাদের সর্ব্বাপেক্ষা সহজ উপায়। এলোপ্যাথগণ—ম্যানোমিটার, টোনোমিটার, ডাইন্যামোমিটার প্রভৃতি ওয়াচ ঘড়ির মত (উহাতে ৩০ হইতে ২০০/২৫০ মিলিলিটার পর্য্যন্ত পারদের নম্বর ও ঘড়ির কাঁটা আছে) একপ্রকার যন্ত্র হাতের মণিবন্ধে বাঁধিয়া সেই ঘড়ি সংলগ্ন রবারের বাল্‌ব পাম্প করিয়া কাঁটা দেখিয়া পরীক্ষা করেন। যাহার যত বয়স তাহাতে ৯০ যোগ করিয়া যত হইবে তাহাই আনুমানিক সিস্‌টোলিক প্রেসার, ইহার অধিক হইলেই ব্লডপ্রেসার বৃদ্ধি বলিয়া বুঝিবেন, ডায়েস্‌টোলিক প্রেসার (পলস প্রেসার)—সিস্‌টোলিক প্রেসার অপেক্ষা ২৫ হইতে ৫০ এম, এম, কম থাকে। ব্লডপ্রেসার অত্যন্ত উচ্চ হইলে গ্লোনয়িন—১x, ১ ফোটা, ক্র্যাটিগাস—θ—৫ ফোঁটা, প্যাসিফ্লোরা—θ, ৮/১০ ফোঁটা, উক্ত মাত্রায় এই ৩টি ঔষধ পর্য্যায়ক্রমে ২/৩ ঘন্টা অন্তর দিবেন অথবা পর্য্যায় দিনে প্রত্যেকটি ৩ বার, অর্থাৎ আজ—গ্লোনয়িন ৩/৪ বার, কাল—ক্র্যাটিগাস—৩/৪ বার,—পরশু প্যাসিফ্লোরা—৩/৪ বার এই প্রকারে দিয়া ফলাফল পরীক্ষা করিবেন। লাইকোপাস-৩০, ২০০ শক্তিতেও উপকার হয়। গ্লোনয়িনে—উচ্চ ব্লডপ্রেসার কম হয়। ক্রাটাগাসে—হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া বর্দ্ধিত হয়, বুক ধড়ফড়ানি কম হয় ; প্যাসিফ্লোরায়—স্নায়ু সতেজ হয় এবং অন্য ২টি ঔষধেরও ক্রিয়া বর্দ্ধিত করে।

ব্লড-প্রেসার কম—ফাইজসটিগমা—২x, ৬x, ৩০। ব্লাড-প্রেসার অধিক হইলে উক্ত ঔষধ ভিন্ন—আর্গটিন....১x, এড্রিন্যালিন—৩, ৬, ১২ শক্তি ও জিঙ্কাম।

এই পীড়ায় প্রোটীন খাদ্য—মাংস, মাছ, পনির, দুধ মটরশুটী ইত্যাদি সম্পূর্ণ বন্ধ করা উচিত। প্রত্যেক আহারের সহিত ফল খাওয়া উপকারী পুনঃপুনঃ রক্তের চাপ বৃদ্ধি হইলে শুধু দুগ্ধ পথ্যের উপর রাখা প্রয়োজন, বায়ু বৃদ্ধি হইলে দুধের অংশ হ্রাস করিতে হইবে। জোরে কাপড়পরা, ভাজাখাদ্য দ্রব্য, গরম মসলা, রুটী, কেক, চা, কফি, মদ, তামাক, গুরুপাকদ্রব্য নিষিদ্ধ। উষ্ণ জলে, স্নান, উষ্ণ তুলা বা ন্যাকড়া ভিজাইয়া মাথায় জড়ান বিশেষ উপকারী।

(থেরোপিউটিক্সে রক্তহীনতা ও রক্তাধিক্যতা—৮৭৫ পৃষ্ঠা দেখুন)।

ব্রেণ-ফ্যাগ

(৩৯৯ পৃষ্ঠা—ক্যালি-ব্রোম দেখুন)

ভগন্দর (রেক্টাল-ফিশ্চুলা)।

র‍্যাটানহিয়ার মলম-৫৬৩ (মাদার টিংচার—১ ভাগ, অলিভ-অয়েল, ভ্যাসেলিন বা গ্লিসারিণ ৮ ভাগ) বাহ্যিক প্রয়োগে অনেক প্রকার দ্বারের পীড়া আরোগ্য হয়।

র‍্যাটান্হিয়া-৩৪৩, ৫৬৩—বাহ্যের পূর্ব্বে ও সময়ে মলদ্বারে জ্বালা অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত ব্যথা, মলদ্বার দিয়া রস ঝরে, যন্ত্রণা ঠাণ্ডা জলে উপশম হয়, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ক্রিমি।

এসিড-নাই-৩৪৩— বাহ্যের সময় ও পরে ভয়ানক জ্বালা, মলদ্বার ফাটে, ঘা হয়।

পিওনিয়া-৩৪৩—মলদ্বারে সদাই রস ঝরে, পুঁয পড়ে, মলদ্বার ভিজা থাকে বেদনা।

গ্র্যাফাইটীস-৩৪৩—মলদ্বারে ফাটা ঘা, রক্ত-রস পড়া, ভিতরে হুলফোঁটান ব্যথা।

হিপার-৩৪৩—১০/১২ দিন অন্তর মলদ্বারে ফোলা ও টাটানি ব্যথা, একটু পুঁয বাহির হইয়া যাইলেই বেদনার হ্রাস।

অরম-মিউর-৫৯৭, ১৪৩—ভগন্দরের উৎকৃষ্ট ঔষধ।

সাইলিসিয়া-৫৯৯—কোষ্ঠবদ্ধসহ পীড়া, পুঁয কলতানির মত, পাতলা ও দুর্গন্ধ।

ভয় ও ভয়জনিত পীড়া।

একোনাইট-৪৪—ভয় পাইয়া পীড়া, ভয়ে বাহিরে ও জনতাপূর্ণ স্থানে যাইতে চাহে না।

কোর‍্যাল-২৪০—শিশু ঘুমাইতে ঘুমাইতে হঠাৎ চীৎকার করে, কাঁদে।

ক্যামো-২৩৪—মাতার ক্রোধ বা ভয় পাওয়ার পর স্তনপান করিয়া শিশুর তড়কা।

বেঞ্জিনাম-৬৭৯—ঘরের মেঝে কিম্বা বিছানা থেকে যেন পড়িয়া যাইবে এইরূপ ভয়।

মৃত্যুভয়-একোনাইট, আর্স (একানাইটে—বলে আমাকে বাঁচাইতে পারিল না)।

ওপিয়ম-৫২০—গর্ভকালের শেষাংশে ভয় পাইয়া গর্ভস্রাবের উপক্রম ভয় পাইয়া ঋতুস্রাব কিম্বা প্রস্রাব বন্ধ।

২০২ পৃষ্ঠায় ক্যানাবিস অধ্যায়ে—নানাপ্রকার ঔষধে নানাপ্রকারের ভয় দ্রষ্টব্য।

ক্যালি-ফস-৪১৩—শিশু ঘুমাইলেই ভয় পাইয়া জাগিয়া উঠে (হায়ো, ক্যালি-ব্রোম)।

(৭০৮ পৃষ্ঠায় অনিদ্রা ও নিদ্রা দেখুন)

ভ্যাঁদাল-ব্যথা।

আর্ণিকা-১২১—ভ্যাঁদাল বেদনা ও রক্তস্রাবের উত্তম ঔষধ। ফরসেপ যন্ত্রদ্বারা প্রসব।

কুপ্রম-মেট—২৯২—যে সমস্ত পোয়াতির অনেক সন্তান হইয়াছে তাহাদের বেদনা।

পল্সেটিলা-৫৫৭—পলসেটিলার ধাতু হইলে অবশ্য পলসেটিলা দিবেন, নচেৎ—সিকেলি, ভাইবর্ণম, জ্যান্থজাইলাম, ক্যামো ইত্যাদি।

সিকেলি-৫৮৬—ইহার মাদার-টিংচার সমস্ত ঔষধ অপেক্ষা আশু ফলদায়ক, ৩/৪ ফোঁটা মাত্রায় অর্দ্ধ হইতে ১/২ ঘন্টা অন্তর প্রযোজ্য।

মস্তিষ্ক-ঝিল্লির প্রদাহ (মেনিন্জাইটীস)

এই পীড়ায় রোগীর ঘাড়ে ও মাথায় অনবরত আইস-ব্যাগ প্রদানের ব্যবস্থা অনেকেই করিয়া থাকেন ; কিন্তু আমি দেখিয়াছি উপকার না হওয়া পর্য্যন্ত মাথায় অনবরত শীতল জল ঢালার কিম্বা ঠাণ্ডা জলের ডুস দিবার ব্যবস্থা করিলে উপকার অধিক হয়।

জিঙ্কাম ও একটিয়া-রেসিমোসা অধ্যায়—৫০ পৃষ্ঠা দেখুন।

টিউবারকিউলার—এপিস, সাইকিউ, ক্যালকে-আয়োড, লাইকো, আর্জেন্টি-নাই।

সেরিব্রো-স্পাইন্যাল—গ্লোনয়িন, হেলিবোর, সাইকিউ, হায়োসি, জিঙ্কাম, জেলসি, এগারিকাস, সিমিসি, ফাইজস, ক্যানাবিস-ইণ্ডিকা, সলফার, জিঙ্ক-সলস, জিঙ্ক-ব্রোম।

সিম্পিল-মেনিন্জাইটীস—আর্ণিকা, এপিস, বেল, সাইকিউ, জেলসি, গ্লোনয়িন, ক্যালিব্রোম, ভেরেট-ভিরি, জিঙ্কাম।

আর্ণিকা—আঘাত লাগিয়া পীড়ার উৎপত্তি।

সাইকিউটা-২৪১, ১৪১—শ্বাসকষ্ট, কোনও দ্রব্য গিলিতে এমন কি ঢোক গিলিতেও কষ্টবোধ করে। সেরিব্রো-স্পাইন্যাল—মাঝে মাঝে দমবন্ধ ও অজ্ঞানের মত হয়, একটু গোলমাল বা শব্দ করিলে ফিট্ বাড়ে, ঘাড় ও মাথা পিছন দিকে বাঁকিয়া পড়ে।

এপিস-১০৩—প্রথমাবস্থায় অজ্ঞানভাব, বালিসে মাথা এপাশ-ওপাশ করা, হঠাৎ চীৎকার, মাথায় বেদনা, উত্তেজ বসিয়া পীড়া।

ক্রোটেলাস-২৮৪—সেরিব্রো-স্পাইন্যাল—বিকার, নাক দিয়া কাল রক্তস্রাব, জিহ্বা লাল ও ফোলা, নিশ্বাসে দুর্গন্ধ, রক্ত বাহ্যে।

ক্যালি-আয়োড-৪০৮—ব্রঙ্কাইটীস, নিমোনিয়া প্রভৃতি পীড়াহেতু মস্তিষ্কে রক্তাধিক্য, চক্ষু লাল, বিকার, মস্তিষ্কে জল সঞ্চয়, মেনিনজাইটীস, তৎসহ উচ্চতর জ্বর।

ভেরেট্রম-ভিরিডি-৬৪৪,—সেরিব্রো স্পাইন্যাল-মেনিনজাইটীস তৎসহ উচ্চ জ্বর।

হেলিবোরাস-৩৫৩—চেতনাশূন্য, পিপাসাশূন্য, কিন্তু জলপাত্র মুখে ধরিলেই আগ্রহের সহিত পান করে, পিউপিল প্রসারিত, এক দিকের হাত পা নাড়ে, কিছু চিবাইবার মত মাঢ়ী নাড়ে, প্রস্রাব বাহ্যে প্রায় বন্ধ, বালিসের উপর মাথা চালে, দাঁত কড়মড় করে।

জিঙ্কাম-মেট-৬৪৯, ৬৪৫—মস্তিষ্ক আবরণীর পরদার প্রদাহ, চর্ম্মপীড়া রুদ্ধ হইয়া কিম্বা শিশুদের দন্তোদগমকালীন পীড়া, সম্পূর্ণ অজ্ঞান, কম্পন, টেরাদৃষ্টি, খেঁচুনি। .... বাহ্যে হঠাৎ বন্ধ হইয়া মস্তিষ্ক লক্ষণ।

গ্লোনয়িন-৩৩৪—মেনিন্জাইটীস, হাইড্রোকেফালস পীড়ার চীৎকার, ক্রন্দন, মাথার দপ্দপানি বেদনা, বমি, পীড়া, আরম্ভেই ফিট আরম্ভ, মাথা গরম, হাত পা ঠাণ্ডা (মাথাব্যথা, বমি না থাকিলে—এপিস, ... ক্রোধ কিম্বা সূর্য্যোত্তাপ বশতঃ পীড়া—একোনাইট)।

জিঙ্কাম-সিয়ানেটাম-৬৫০—শিশুদের মেনিনজাইটীস, কন্ভলসন ও সেরিব্রো-স্পাইন্যাল—জিঙ্কাম-মেটে উপকার না হইলে।

জিঙ্কাম-সলফ-৬৫০—মেনিন্জাইটীসের শ্রেষ্ঠ ঔষধ (জিঙ্ক-ফসেরও প্রয়োজন)।

এপোসাইনাম-৬৪৯—হাইড্রোকেফালসের পরবর্ত্তী অবস্থায় চীৎকার, অস্থিরতা প্রভৃতি না থাকিয়া অঘোর অজ্ঞানভাব।

আর্জেন্টি-নাইট্রিকাম-৬৫১—খেঁচুনি, অঙ্গের কম্পন, জিঙ্কামে উপকার না হইলে।

মেডোর্হিণাম-৬২৩—সেরিব্রো-স্পাইন্যাল-মেনিনজাইটীসে, প্রথমে—সিমিসি, তৎপরে—মেডোর্হিণাম, আরোগ্যের লক্ষণ প্রকাশিত হইলে—লাইকো, (ডাঃ টি, ওরাইল্ডস)।

সলফার-৬১৬—টিউবার্কিউলার-হাইড্রোকেফালসের প্রথম অবস্থায় তড়কার মত ফিট, ঘুম আসে ঘুমাইতে পারে না, ক্রন্দন মুখের বর্ণ লাল (একজুডেসন-ষ্টেজে—এপিস বিফল)।

** সোলেনাম-২৬০—একটু স্পর্শেই ফিট ভীষণ মাথা ব্যথা, জ্ঞানলোপ।

মার্ক-সল-৪৭০—কাণে পুঁয পড়া বন্ধ হইয়া পীড়ার উৎপত্তি।

এমন-কার্ব্ব-৭৮—পীড়ার হঠাৎ বৃদ্ধি, প্রতিক্রিয়ার আশা থাকে না, সর্ব্বাঙ্গ ঠাণ্ডা, ঠোঁট ও শরীর লালবর্ণ। ..... আর্ণিকা, সাইকিউটা—মস্তকে আঘাতলাগা জনিত পীড়া।

মলত্যাগকালীন ও মলদ্বারের পীড়া।

সরলান্ত্রের প্রদাহ (প্রক্টাইটীস)—একোন, বেল, সলফ, নক্স, ল্যাকে, পডো।

মলদ্বার সঙ্কুচিত—কষ্টি, কক্কু, ইগ্নে, ক্যালি-বাই, এসিড-নাই, ওপি, প্লম্ব।

সরলান্ত্র ও মূত্রথলীর কোথানিসহ—এলিউমি, এলো, হায়ো, লাইকো, ক্যাপসি।

মলদ্বার দিয়া হড়হড়ে ও পুঁযের মত পদার্থ চোয়াইয়া নির্গমন—থুজা, বোরাক্স, সিপি।

বাহ্যের সময় প্রস্রাব করা কষ্টকর—মর্ফিণাম, চায়না।

মলত্যাগকালে লিঙ্গোদগম—থুজা, ইগ্নে। ভগন্দর—অরম-মিউর-৫৯৭।

মলত্যাগকালীন শ্বেত প্রদরস্রাব—ম্যাগ-কার্ব্ব (ম্যাগ-মিউর-৪৫৬) থুজা, জিঙ্কাম।

গোগগুল নির্গমন (Proplasus)—বেল, এপিস, ইগ্নে, ক্যালকে (এসিড-মিউর—প্রস্রাবের সময় এবং নক্স, পডো—বাহ্যের পূর্ব্বে), সলফ, ফস, (বাহ্যে না হইয়া—ইগ্নে), রুটা, সিপি—৭৭২ পৃষ্ঠায় "গোগগুল নির্গমন" দেখুন। ঐ শিশুদের নক্স, পডো, ইগ্নে, রুটা, ফেরম।

অর্শ—৭১৫ পৃষ্ঠা দেখুন। ভগন্দর দেখুন। অন্যান্য পীড়া—তাহাদের স্থানে দেখিবেন।

প্রুণাস স্পাইনোসা-৫৫১—মলদ্বারে বেদনাসহ শক্ত গুটলে মল, হড়হড়ে শ্লেষ্মা সংযুক্ত তরল মল, উদরাময়ে বাহ্যের পর মলদ্বারে ভীষণ জ্বালা।

স্যাবাডিলা-৫৭৫—মলদ্বার কুট কুট করে চুলকায়।

মেজেরিয়ম-৪৮০—বাহ্যের পূর্ব্বে ও সময়ে মলদ্বারে ক্রিমির মত সড় সড় করে।

মস্তক, মস্তিষ্কের পীড়া ও মাথাব্যথা।

আর্সেনিক-১৩১—মাথায় খুস্কিউঠা (ন্যাট-মিউর)।

সাইক্ল্যামেন-২৯৬—মস্তিষ্কের দুর্ব্বলতার জন্য স্থিরচিত্তে চিন্তা করিতে অক্ষম, কষ্টে নিদ্রা.....একোন, গ্লোনয়িন, বেল-৪৭; অরম-১৪২—মস্তিষ্কে রক্ত সঞ্চালন।

আর্ণিকা-১২০—মাথা গরম, শরীর ঠাণ্ডা, এই লক্ষণে সমস্ত পীড়া।

এসিড-কার্ব্বল, কুপ্রম-সলফ-১৭... মাথার মধ্যস্থলে জ্বালা।

গ্লোনয়িন-৩৩৪—মস্তিষ্ক-ঝিল্লীর প্রদাহ তজ্জন্য চীৎকার করা বা কাঁদা, তৎসহ মাথায় দপদপানি-ব্যথা ও বমি।

হেলিবোর-৩৫৩—কনকাসন-অফ-দি-ব্রেণ—আর্ণিকায় উপশম না হইলে।

এষ্টিরিয়াস-১৪০—মাথার উপর যেন আগুন রহিয়াছে এত গরম মস্তিষ্কে রক্তাধিক্য, মাথা বেদনা প্রাতে আরম্ভ, দ্বিপ্রহরে থাকে না, পুনরায় সন্ধ্যায় আরম্ভ।

ক্যালি-ব্রোম-৩৯৮—মস্তিষ্কে রক্তশূন্যতা, হাত পা শীতল, আচ্ছন্নভাব বা সম্পূর্ণ অজ্ঞান, পিউপিল প্রসারিত, মস্তিষ্কের দুর্ব্বলতা, সদাই বিষন্ন, মনমরা, স্মৃতিশক্তির লোপ, মাথাঘোরা, হাত পা কাঁপা, অপরিমিত ইন্দ্রিয়চালনা, পরিশ্রম ও ভাবনা চিন্তা করিয়া পীড়া।

ইরিডিয়ম-৬৮৮—মস্তিষ্ক সম্বন্ধীয় পীড়ায় কোনও বিষয়ে মনসংযোগ করিতে পারে না, চিন্তা করিলে যেন সমস্ত গোলমাল হইয়া যায়।

ইরিডিয়ম-ক্লোরাইড-৬৮৮—মস্তিষ্কের পীড়ায় বোধ হয় যেন গলাধাতু মাথায় পোরা আছে, তজ্জন্য মাথা এত ভারী, ডানদিকের শিরঃশূল।

নিকোলাম-৬৯২—নির্দিষ্ট সময় অন্তর আক্রমণশীল স্নায়বিক শিরঃপীড়া, কোষ্ঠবদ্ধ অনবরত মাথা বেদনা, অধিকপালে মাথাব্যথা, ব্রহ্মরন্ধ্রে যেন পেরেক ফোটাইতেছে মাথায় ভারবোধ, সকাল থেকে দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত বৃদ্ধি।

ওরিওড্যাফনি-৬৯৩—শিরঃপীড়া, মাথা নিচু করিলে কিম্বা নাড়িলে বৃদ্ধি, মাথা ভারী চোখের পাতা ভারী, চোখ নাচে, চক্ষুর গহ্বরে অনবরত বেদনা ও কামড়ানি বেদনা, বাম চোখে অধিক, এই বেদনা কখনও মস্তিষ্কের মধ্যে বা খুলীর মধ্যে দিয়া পড়ে যায়। পশ্চাৎ মস্তকে ও ঘাড়ে সর্ব্বদাই একটু একটু ব্যথা, বেদনা নিয়ে মেরুদণ্ডে ও কাঁধে আসে।

কার্ব্বোনিয়ম-সলফ-৬৮১—মাথায় নানাপ্রকার শব্দ, কাণ বোধ হয় যেন বন্ধ।

জ্যাবোরাণ্ডি-৩৮৯—θ টাকরোগ বাহ্যিক প্রয়োগ।

মস্তিষ্ক আবরণীয় পরদার মধ্যে জল জমা (হাইড্রোকেফালস)—এপিস, সলফার, এপোসাইনাম, হেলিবোরাস।

মাথাব্যথা ঃ

অক্সিপিট্যাল—সিমি, কক্কু, ব্রায়ো, স্যাঙ্গু, সিপি, সাইলি, থুজা, জিঙ্কাম, এমন-পিক্রে।

আধকপালে—ক্যানাবিস-স্যাট, আইরিস, গ্লোনয়িন, স্যাঙ্গু, নক্স, স্পাইজে, ন্যাট-মিউর ন্যাজা, সাইলি, সিপি, সাইক্ল্যামেন (৪৯২ পৃষ্ঠায় ন্যাট্রম-মিউর দেখুন)।

বামদিকের—স্পাইজে-৬০০, সিপি, আর্স-মেট,-১৩৫, ল্যাকে-৪২৬।

ডানদিকের—ক্যাক্টস্-১৭৯, আইরিস-৩৮৭, স্যাঙ্গুনেরিয়া-৫৮০, চেলিডোন ২৩৭।

অল্পপরিসর—স্থানে—ক্যালি-বাই,....প্রাতে আরম্ভ—নক্স,....বেলা ৯টায়—সিড্রণ....বেলা ১০টায়—ন্যাট মিউর,...বৈকাল ৪টায়—মেলিলোট...৪/৫ দিন অন্তর এমন-পিক্রে......স্নায়বিক—এমন-পিক্রে.....ইউরিমিক—ক্যানাবিস, পেট্রোলিয়ম।

বৃদ্ধি ঃ—ঠাণ্ডা বাতাসে—আর্স, পডো, ম্যাগ-ফস, রস, সাইলি, কল্ক, ডল্কা,....স্নানে এন্টিম-ক্রুড, মানসিক চিন্তায় ও পরিশ্রমে—ক্যালি-ব্রোম, ক্যালি-ফস, জিঙ্কাম, ন্যাট-মিউর, এসি-ফস, এসি-পিক্রে,...... কাঁচা সর্দ্দি হইয়া—ইউফ্রে, আর্সেনিক, সিপা, আর্স-আয়োড, নক্স....কাশিলে—ব্যাপ্টি, ন্যাট-মিউর, ব্রায়ো, নক্স, লাইকো....তাপে গরমে—জেলসি, পালস, ন্যাট-কার্ব্ব, এন্টিম-টার্ট, গরম ঘরে—এপিস, সিপা, আর্স, পলস... আলোকে—বেল, ফেরম, সাইলি, প্রাতে, প্রাতে ৬টায় আরম্ভ, মধ্যাহ্নে অত্যন্ত বৃদ্ধি, সন্ধ্যায় উপশম—এমিল নাই....প্রাতে ঘুম ভাঙ্গাবার পর—রস, ল্যাকে, ন্যাট-মিউর, নক্স...সকালে আরম্ভ, সন্ধ্যা পর্য্যন্ত স্থিতি—ন্যাট-মিউর, গ্লোনয়িন, স্পাইজে, স্যাঙ্গু.....নড়িলে-চড়িলে—আর্ণি, বেল, ব্রায়ো, গ্লোনয়িন, স্পাইজে, সলফ,....গোলমালে—বেল, ক্যাক্টস, সিপি, সাইলি, ফেরম,....গাড়ীতে চড়িয়া—ক্যালি-কার্ব্ব, কল্ক ....পাকস্থলীর গোলযোগ বশতঃ—ইপি, আইরিস, নক্স, পলস,....নিদ্রায়—ল্যাকে, নক্স, কল্ক,....সর্দ্দিস্রাব হঠাৎ বন্ধ হইয়া—ব্রায়ো....সর্দ্দিস্রাব বন্ধ হইলে নাসিকামূলে—ষ্টিক্টা, ক্যালি-বাই, যত বেলা বাড়ে ততই বৃদ্ধি, সূর্য্যাস্তে উপশম—স্পাইজে, জেলসি, গ্লোনয়িন, ন্যাট-মিউর,..... সূর্য্যকিরণে—বেল, গ্লোনয়িন, ল্যাকে,.....৯টায় আরম্ভ, ১২টা পর্য্যন্ত বৃদ্ধি—সিড্রন,....গর্ম্মী পীড়াজনিত—ফাইটো, থুজা, ..প্রাতঃকালীন—ক্রোরাল হাইড্রেট।

উপশম ঃ—ঠাণ্ডা প্রয়োগে—এলো, এসিড-পিক্রে, পলস,....গাড়ীতে চড়িয়া যাইলে—এসিড-নাই....গরমে—ল্যাকে, ক্যাপ্সিকম, সাইলি....জোরে বাঁধিলে—আর্জেন্টি, হিপার, সাইলি, ব্রায়ো, চায়না, ন্যাট-মিউর, নক্স....নড়াচড়ায়—প্ল্যাটি, পলস, রস, রডো,...নাক দিয়া রক্ত পড়িলে—ফেরম, চায়না, মেলিলোট..... উদরাময় আরম্ভ হইলে—এলো, ...প্রস্রাব অধিক হইলে—জেল্‌সি, স্যাঙ্গু, এসক্লিপি,.....খোলা বাতাসে—আর্স, মস্কাস, পলস, সিপা।

স্ত্রীলোকদের ঃ—রক্তাধিক্যতাবশতঃ মাথায় দপ্‌দপে বেদনা—বেল...ঋতুর পূর্ব্বে—ক্যাল-ফস....ঋতুর সময়—ফেরম....ঋতু না হইয়া—গ্লোনয়িন....ঋতু বন্ধ হইয়া—গ্রাফা, সলফ, পলস,..ঋতুর পূর্ব্বে যতদিন ঋতুস্রাব থাকে—ন্যাট-মিউর, পলস্...বাধক বেদনাসহ—ফেরম-ফস, জেলসি, ন্যাট-মিউর, ভেরেট-ভিরি,...ঋতুবন্ধের বয়সে—সিমিসি, ক্রোকাস, জেল্‌সি, ল্যাকে, স্যাঙ্গু।

মাথা বেদনার কারণ ঃ কোষ্ঠবদ্ধের জন্য—নক্স, লাইকো,....গরহজমের জন্য—নক্স,......অম্বলের জন্য—আইরিস,.....গরমে কাজ করার জন্য—ব্রায়ো.....রৌদ্রলাগার জন্য—গ্লোনয়িন,.....ইলেকট্রিক আলোতে থাকিয়া— গ্লোনয়িন ধূমপান জনিত—গ্লোনয়িন লোণাজলে স্নানজনিত—ন্যাট্রম-মিউর,....ম্যালেরিয়া জনিত—ন্যাট্রম-মিউর...... নৌকা গাড়ীতে চড়িয়া—ককুলাস....চক্ষুর অতিরিক্ত ব্যবহারের জন্য—অনস্‌মোডিয়ম ; —সর্দ্দির জন্য—নক্স, ক্যালি-বাই, ... রাত্রি জাগরণ জন্য—ককুলাস, নক্স, লেখাপড়া করার জন্য—নক্স, ক্যালি-ফস.....সর্ব্বপ্রকার বেদনা—ম্যাগ-ফস,....রক্তাধিক্যতার জন্য—বেলেডোনা।

এসিট্যানিলিডিয়াম-১৩-ক্রুড-ফরম—১ হইতে ৪ গ্রেণ মাত্রায় সেবনে প্রায় সঙ্গে সঙ্গে শিরঃপীড়ায় ও নানাপ্রকার নিউর‍্যাল্‌জিক-বেদনার উপশম হয়।

একোনাইট-৪৭—ঠাণ্ডা লাগিয়া সর্দ্দি হয়, সর্দ্দি বসিয়া মাথা ধরে, মাথা দপ্‌দপ্‌ করে, কপাল, দুই রগ, চক্ষু, চোয়াল ব্যথা করে।

এমন-পিক্রে-৮৩—২/৫ দিন অন্তর ঋতুর পূর্ব্বে কষ্টদায়ক মাথাব্যথা।

মিউরেক্স-৪৮৫—কপালে নিয়ত ব্যথা, সন্ধ্যায় মনের চঞ্চলতা।

আর্জেন্টি-নাই-১১৭, ৪৯২—মাথাঘোরা, মাথার ভিতর এমন সড়সড় করে যেন পোকা চলিতেছে, কাণ ভোঁ ভোঁ করে, হাত পা কাঁপে মাঝে মাঝে ভয়ানক আধকপালে মাথাব্যথা, ঋতুকালীন ও পরে মাথাব্যথা (নূতন পীড়ায়—জেলসি)।

বিসমথ-১৬৬—আহারের পরই মাথাবেদনা আরম্ভ, ভুক্তদ্রব্য বমি হইলেই উপশম।

ব্রায়ো-১৭৫—সম্মুখ রগে, কপালে, ঘাড়ে ব্যথা, নড়িলে চড়িলে, কাশিলে, চোখ খুলিলে বৃদ্ধি, বসিলে গা-বমি, মূর্চ্ছার মত হওয়া, হঠাৎ সর্দ্দিস্রাব বন্ধ হইয়া শিরঃপীড়া।

এন্টিম-টার্ট-৯৯—মাথা কপাল গরম, মাথাঘোরা, টলমল করে ; কিন্তু ঠাণ্ডা জল বা ঠাণ্ডা বাতাস লাগাইলে অত্যন্ত কষ্ট বাড়ে।

ক্যাকটস-১৭৯— আহারের সময় অতিবাহিত হইলে মাথায় খোঁচামারা ও দপ্‌দপ্‌ করা বেদনা, মাথার ডানদিকে ও মূর্দ্ধায় অধিক, মাথা ভারী।

ক্যাডমিয়ম-১৮১-ব্রহ্মতালু আগুনের মত গরম, মাথায় হাতুড়িমারা বেদনা।

ক্যানাবিস-ইণ্ডিকা-২০৭-আধকপালে মাথাব্যথা-প্রতি ৮ বা ১৫ দিন অন্তর আরম্ভ হয়, ২/৩ দিন রোগীকে অত্যন্ত কষ্ট দেয় (বিরামাবস্থায় সেব্য)।

ক্যাল্‌কেরিয়া-এসেট-১৮২-আধকপালে মাথা বেদনা, পুস্তকপাঠে মাথা বেদনা, খোলা বাতাসে বৃদ্ধি।

চেলিডোন-২৩৭-মাথার ডানদিকের নিউর‍্যালজিক বেদনা।

সিড্রণ-২৩১-ডানদিকে বেদনা, বেলা ৯টায় আরম্ভ-দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত থাকে।

*জিরেনিয়ম-ম্যাক-গা বমি সহ মাঝে মাঝে প্রায়ই মাথাব্যথা।

নিকোলাম-৬৯২-অনবরত মাথাব্যথা, নির্দ্দিষ্ট সময় অন্তর শিরঃপীড়া আধকপালে শিরঃপীড়া, বামদিকে আক্রান্ত, প্রাতঃকাল হইতে দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত বৃদ্ধি।

ফেরম-৩১৯-প্রতি ২/৩ সপ্তাহ অন্তর ২/৩/৪ দিন স্থায়ী শিরঃপীড়া।

ক্রোর‍্যাল-২৩৯-প্রাতে ভীষণ শিরঃপীড়া, কপালে অধিক, নড়াচড়ায় বৃদ্ধি, বাতাসে উপশম।

চায়না-২৫২-মাথাধরাসহ চুলে পর্য্যন্ত স্পর্শকাতরতা, ম্যালেরিয়ার পর শিরঃপীড়া।

ককুলাস-২৫৯-মাথাধরাসহ মাথাঘোরা, গা-বমি-বমি। ঘাড়ে বেদনা-জগ্‌ল্যান্স।

কার্ব্বোনিয়ম-সলফ-৬৮১-মাথায় নানাপ্রকার শব্দ।

আইরিস-রাত্রি ১টায় ঘুম আসে, ৫টায় মাথা বেদনা হইয়া ঘুম ভাঙ্গে।

ন্যাট্রম-কার্ব্ব-৪৮৯-মাথাব্যথা সূর্য্যের উত্তাপে বৃদ্ধি (ল্যাকে, গ্লোনয়িন)।

মস্কাস-৪৮৪-নাসিকামূলের উপর বেদনা, মাথার চাঁদিতে চাপবোধ।

থেরিডিয়ন-৬২৯-বাম চক্ষুর উপরিভাগে বেদনা, চোখের উপরাংশে দপ্‌দপানি বেদনাযুক্ত মাথাবেদনা, মাথাঘোরাসহ গা-বমি, নড়াচড়ায় গা-বমি।

ক্রোকাস-২৮৩–ঋতুবন্ধের বয়সে, ঋতুকালের পূর্ব্বে ও পরে মাথার ডান, বাম কিম্বা উপরে ভয়ানক বেদনা, দপ্‌দপ্ করে।

এমিল-নাইট্রি-৮৪–প্রাতে ৬টায় আরম্ভ, মধ্যাহ্নে বৃদ্ধি সন্ধ্যায় কম।

এসিড-কার্ব্বল-১৭–মাথায় মধ্যস্থলে জ্বালা।

কুপ্রম সলফ-২৯৪–মাথার চাঁদিতে আগুনের মত জ্বালা।

সাইক্লোমেন-২৯৬–সময়ে সময়ে একদিকের রগ, অধিকাংশস্থলে বাম রগ, দৃষ্টির গোলযোগসহ মাথায় ঠাণ্ডা জল প্রয়োগে উপশম।

জেলসি-৩২৮–মাথা উঁচু থাকিলে, টিপিলে অধিক প্রস্রাবে উপশম, ধূমপানে, রৌদ্রে, মাথা নীচু থাকিলে বৃদ্ধি ; পশ্চাৎ মস্তকে ব্যথা হইয়া সমস্ত মাথায় যায়, শেষে চোখে আসে।

গ্লোনয়িন-৩৩৩–ঋতু বন্ধ হইয়া দপ্‌দপানি মাথাব্যথা, আধকপালে মাথাব্যথা, মাথায় ভয়ানক দপ্‌দপানি, শিরাগুলি ফোলে হাত দিলেও বেশ বুঝা যায়, মুখ লাল হয়, তাপে ও মাথায় কোন আবরণ রাখিলে কষ্ট।

ট্যারাক্সেকাম–অম্ল ও পৈত্তিক শিরঃপীড়া।

বেল-১৫৫-৩৩৪–রক্তাধিক্যতাজনিত ভীষণ মাথাব্যথা, রক্তবর্ণ মুখ ও চোখ, ক্যারোটিড আর্টারি দপ্‌দপ্ করে, মাথা পিছনে হেলাইলে, আবরণ রাখিলে উপশম, শুইলে বৃদ্ধি।

মেলিলোট-৩৩৪–মুখ লাল, নাক দিয়া রক্তস্রাব হইলে মাথাব্যথার উপশম হয়।

(বাতশ্লেষ্মা-জ্বরে উপশম না হইলে–এসিড-ফস), মাথায় রক্তজমাজনিত ভীষণ মাথাব্যথা, মাথা ভারী যেন বোঝা–৪৬১ পৃষ্ঠা দেখুন।

ইগ্নেসিয়া-৩৭৭–ইষ্টিরিয়াগ্রস্থা স্ত্রীর আধকপালে মাথাব্যথা, ব্যথার দিকে চাপিয়া শুইলে আরামবোধ, আহারের পর কমিয়া যায়।

ইপিকাক-৩৮৫–নিউর‍্যালজিক কিম্বা অজীর্ণবশতঃ শিরঃপীড়া, বেদনা–দাঁতে, জিবের গোড়ায়, চোখে পর্য্যন্ত যায়, তৎসহ গা-বমি।

ক্যালি-বাইক্রম-৩৯৩–মাথার অতি অল্প পরিসর কোন একস্থানে ভীষণ ব্যথা। মাথাব্যথার পূর্ব্বে দৃষ্টিহ্রাস, বেদনা বৃদ্ধির সহিত দৃষ্টিশক্তির বৃদ্ধি, বেদনা হঠাৎ আসে ও যায়।

স্পাইজেলিয়া-৬০১–ঘাড় হইতে আরম্ভ হয়, চোখে অবস্থিতি করে, বেলা বৃদ্ধির সহিত ক্রমশঃ বেদনা বাড়ে, সূর্য্যাস্তে কমিয়া যায়, বামদিকে শিরঃশূল (ন্যাজা)।

এনহেলোনিয়ম-৫৪৬–পশ্চাৎ মস্তকে নিরন্তর বেদনা, ৪/৫ দিন থাকে, এত অধিক বেদনা যে কার্য্যে অক্ষম হইয়া পড়ে।

থুজা-৬৩১–মাথার চাঁদিতে ক্ষতবৎ বেদনা, বালিস মাথায় দিতে পারে না, বেদনা প্রায় সকল সময়েই থাকে, রাত্রিতে অত্যন্ত বৃদ্ধি। বেদনা কখনও মুখে যায়, সকালে অসহ্য বেদনা হয়, কিছুই চিবাইতে পারে না, চা-পানজনিত শিরঃপীড়া।

ল্যাক-ডিফ্লোর-৪২১–প্রাতে সম্মুখ রগ হইতে আরম্ভ হইয়া ঘাড়ে যায়, দপ্‌দপ্ করে, তৎসহ গা-বমি, চোখে অন্ধকার দেখে, বেদনার সময় খুব প্রস্রাব হয়।

ল্যাকেসিস-৪২৬–একটু রৌদ্রে কিম্বা হঠাৎ সর্দ্দিস্রাব হইয়া মাথাব্যথা, সর্দ্দি-হাঁচির সহিত মাথাব্যথা, বাম রগ ও বামদিক আক্রান্ত। মাথার স্নায়ুমূল–প্রাতে ঘাড়ে খুব বেদনা, বৈকালে কম, বেদনা তাপে উপশম।

ল্যাট্রোডেকটাস-৬৮৯–মাথার বেদনা, ঘাড়ে ও পশ্চাৎ মস্তকে যায়।

ইরিডিয়ন-ক্লোর-৬৮৮–ডান দিকের শিরঃশূল, মাথা অত্যন্ত ভারী বোধ হয়, যেন গলা ধাতু মাথার ভিতর পোরা আছে (মেলিলোট)।

আর্জেন্ট, সিপিয়া-৪৯৩–মাঝে মাঝে আধকপালে মাথাব্যথা।

মিনিয়্যান্থিস-৪৬১–মাথাভারী, মাথা ধরে, চাপবোধ, বেদনা ঘাড় হইতে আরম্ভ হইয়া সমস্ত মাথায় যায়, জোরে চাপিলে কমে ; কিন্তু পুনরায় বাড়ে। সিঁড়িতে উঠিতে নামিতে ও অধিক নড়াচড়ায় বাড়ে।

ন্যাট্রম-মিউর-৪৯৩ পৃষ্ঠা–পুরাতন শিরঃপীড়া, আধকপালে মাথাব্যথা, শিরঃশূল, রগ ও মাথার ব্রহ্মতালু দপ্‌দপ্ করে। প্রাতে ঘুম ভাঙ্গিবার ও ঋতুর পর আরম্ভ, ঋতুর পূর্ব্বে মাথাব্যথা আরম্ভ হইয়া যতদিন ঋতু থাকে ততদিন মাথাব্যথা।

ইনডিয়ম-৬৮৮–বাহ্যের বেগ দিলেই মাথায় যন্ত্রণা হয়, বাহ্যের সময়েও মাথা যেন ফাটিয়া যায়।

ল্যাট্রোডেক্‌টাস-৬৮৯–মাথার যন্ত্রণার জন্য কাঁদে, বেদনা ঘাড়ে ও পশ্চাৎ মস্তকে যায়।

ষ্ট্রীক্‌নিয়া-ভ্যালেরিয়ানা-৭০০.... মস্তিষ্ক শক্তির ক্লান্তি, স্ত্রীলোকের স্নায়বিক উত্তেজনা।

এষ্টিরিয়াস-১৪০–বেদনা প্রাতে আরম্ভ–দিনে থাকে না; পুনরায় সন্ধ্যায় আরম্ভ রক্তাধিক্যতা।

নক্স-ভমিকা-৫১২–ঘাড়ের দিকে একদিকের রগে বেদনা, বামচক্ষুতে অবস্থিতি, প্রাতে আরম্ভ, সন্ধ্যায় নিবৃত্তি তৎসহ অম্লের লক্ষণ।

ককসিনেলা-২৫৮–ডানচক্ষুর উপরাংশে, রগে ও শিরোপশ্চাতে বেদনা।

স্যাঙ্গুনেরিয়া-৫৮০–সূর্য্যোদয়ে আরম্ভ, বৈকালে নিবৃত্তি, গা-বমি-বমি, বমি, ডান রগ, ডান চক্ষু, ডানদিক আক্রান্ত হয়।

সেলিনিয়ম-৫৮৯–মদ্যপানের নেশা ছুটিয়া যাইলে মাথা ধরে।

ষ্ট্যানো-৬১২–সম্মুখ রগে ও ভ্রূতে বেদনা, প্রাতে ৯টায় আরম্ভ, দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত থাকে।

পলস-৫৫৯–নাকে ঘন পাকা সর্দ্দিসহ ডানভ্রূর কিংবা বামচক্ষুর নীচের হাড়ের বেদনা।

প্যারিস-কোয়াড্রি-৫২২–মাথার চাঁদিতে অত্যন্ত ব্যথা, চুল আঁচড়াইতে পারে না। অক্সিপিট্যাল শিরঃপীড়া, ঘাড় হইতে আরম্ভ হইয়া মাথার উপরে যায়।

ন্যাজা-৪৮৭–প্রাতে আরম্ভ, মধ্যাহ্নে বৃদ্ধি, সূর্য্যাস্তে নিবৃত্তি।

এলো-৭০–উদরাময় আরম্ভে মাথা ব্যথায় উপশম, উহা বন্ধ হইলে বৃদ্ধি, মাথাব্যথা ক্রমে বৃদ্ধি–ঠাণ্ডায় উপশম (আর্স)।

দ্রষ্টব্য ঃ মাথাব্যথা ঠাণ্ডায় উপশম হইলে স্নানের পূর্ব্বে মাথায় দধি মাখিয়া কিছুক্ষণ পরে স্নান করিলে মস্তিষ্ক শীতল থাকে। শতধৌত ঘৃত প্রায় সর্ব্বপ্রকার শিরঃরোগে মস্তিষ্কের পীড়ায় উপকারী। ঘৃতকুমারীর শাঁসে ঘৃত মিশাইয়া ব্যবহারেও উপকার হয়।

মাথাঘোরা ঃ

এমন-কার্ব্ব-৭৯-প্রাতে বিছানা হইতে উঠিলেই মাথা ঘোরে।

অরম-১৪২-মাথা নীচু করিলে চলিলে বামদিকে টলিয়া পড়ে।

ষ্টেলারিয়া (Stellaria Medusa) সর্ব্বদাই সম্মুখ রগে ঘিনঘিনে বেদনা, বেদনা বামদিকে অধিক ও প্রাতে বৃদ্ধি, সমস্ত মাথার খুলীর উপর তীব্র বেদনা, চক্ষুর নিকট হইতে বেদনা আরম্ভ হইয়া দুই রগে ও মাথার পশ্চাতে যায়, মাথা বেদনার সহিত গা-বমি মাথা ঘোরে।.....ম্যানসিনেলা-৬৯১..... মাথাঘোরে, মাথা যেন হাল্‌কা ও খালি।

ক্যাডমিয়ম-১৮১-মনে হয় যেন ঘরবাড়ী সমস্তই চরকার মত ঘুরিতেছে, সময়ে সময়ে অজ্ঞান হয়। মাথার ব্রহ্মতালুতে জ্বালা।

ক্যালকেরিয়া-এসেট-১৮২-মাথাঘোরা খোলা বাতাসে বৃদ্ধি।

ক্যালকেরিয়া-সিলিকা-১৯৫-মাথা ঘোরে, মাথার চাঁদি গরমের পরিবর্ত্তে ঠাণ্ডা।

চেলিডোন-২৩৭-ন্যাবা কিম্বা পিত্তবমিসহ মাথাঘোরা।

ককুলাস-২৫৯- নেশা করার মত মাথাঘোরা, শুইয়া উঠিতে গেলে, চলিতে গেলে মাথা ঘোরা, মাথাঘোরাসহ গা-বমি-বমি।

কোনিয়ম-২৭৭—মস্তিষ্কে রক্ত স্বল্পতার জন্য যাহাদের ডিম্বকোষের বা জরায়ুর পীড়া আছে তাহারা পাশ ফিরিলে বা মাথা নাড়িলেই মাথা ঘোরে।

থেরিডিয়ন-২৭৭-পাশ ফিরিলে, মাথা নাড়িলে মাথা ঘোরে তৎসহ গা-বমি-বমি।

সলফোন্যাল-৭০০-মাথাঘোরা, নিদ্রাভাব, একটু মাথা তুলিলেই মাথাঘোরে, মাথা ঘোরাইলেই বেদনা।

মর্ফিণাম-৪৮৩-একটু মাথা নাড়িলেই মাথাঘোরে, মাথাভারী ও গরম। কম্বল-২৮, ৬ষ্ঠ-হেঁট হইলে, বেড়াইলে, বসিয়া উঠিলে, গরম জল ব্যবহারে মাথাঘোরে।

মস্কাস-৪৮৩-একটু নড়িলে চড়িলে চক্ষুর পলক ফেলিলে মাথা ঘুরিয়া উঠে, বাহিরে শীত-ভিতরে উত্তাপ অরুচি, পেটফোলা ও হৃৎস্পন্দন।

স্যাবাডিলা-৫৭৫-মাথা ঘোরে, মনে করে যেন সমস্ত বস্তুই একটির পর একটি চাকার মত ঘুরিতেছে, কোনও বস্তুর গন্ধ সহ্য হয় না।

সাইট্রাস-ভলগ্যারিস-১৯-মাথাব্যথাসহ গা-বমি, মাথাঘোরা।

থুজা-৬৩১- চোখ বুজাইলেই মাথাঘোরা, চোখ খুলিলে উপশম।

আর্জ্জেন্টি-নাই-১১৭-মাথাব্যথার সঙ্গে মাথাঘোরা, কোন উচ্চ বাড়ীর দিকে তাকাইলে মাথা ঘোরে, মাথাঘোরার সঙ্গে কাণ ভোঁ ভোঁ করে, হাত পা কাঁপে।

এসিড-ফস-৩৬-মাথাবেদনা, মাথাঘোরা, বুক ধড়ফড় করা, স্নায়ুদৌর্ব্বল্য।

এসিড-নাইট্রি-২৯-প্রাতে, রাত্রিতে, বিছানা হইতে উঠিবার ও বেড়াইবার সময় বৃদ্ধি গাড়ীতে চড়িয়া যাইলে উপশম।

দ্রষ্টব্য ঃ যে সমস্ত রোগীর মাথাঘোরা অথবা মস্তকের কোনও প্রকার পুরাতন পীড়া থাকে, তাহারা প্রত্যহ সকালে ও সন্ধ্যায় খালি পায়ে অন্ততঃ আধ ঘন্টাকাল মৃত্তিকা কিম্বা ঘাসের উপর বেড়াইলে বা দাঁড়াইয়া থাকিলে শীঘ্র উপকার পাইবেন। মাথা গরম থাকিলে স্নানের সময় একটু দধি জলে মিশাইয়া তদ্দ্বারা প্রত্যহ উত্তমরূপে মাথা ধুইয়া ফেলিবে।

মানসিক লক্ষণ।

এনাকার্ড-৮৫-শপথ ও গালাগালি করিবার ইচ্ছা, স্মরণশক্তির হ্রাস, বিমর্ষ, উদাস।

এন্টিম-ক্রুড-৯১-ছেলে রাগী, খুঁৎখুতে, খিটখিটে, কেহ তাকাইলে বা গায়ে হাত দিলে কাঁদে, মনমরা দুঃখিত, কথায় কথায় কান্না।

সিনা-২৪৫-শিশুর গায়ে হাত দিলে কাঁদে, হাত পা ছাড়ে, রাত্রিতে অস্থির হয় ঘুমাইতে ঘুমাইতে চীৎকার করে (এপিসের মত)।

এন্টিম-টার্ট-৯৬-শিশু মায়ের কোল ছাড়ে না, গায়ে হাত দিলে কাঁদে।

আর্জ্জেন্টি-নাই-১১৬-সর্ব্বদা নিজের পীড়ার ও অবস্থার কথা বলে, কথাবার্ত্তার জন্য একজন লোক চায়। টাইফো-ফেব্রিণাম-৬৭৫-মৃত্যুর তারিখ প্রকাশ করে।

আর্জ্জেন্টি-মেট-১১৫-কথা কহিতে কহিতে ভুলিয়া যায়, চুপ করিয়া থাকে, প্রকৃত বয়স অপেক্ষা অধিক বয়স্ক বলিয়া বোধ হয়।..... একোনাইট-৬৭৫ মৃত্যুর সময় ঠিক করিয়া বলে।

আর্সেনিক-১২৪-মৃত্যুভয়, ছটফটানি, মানসিক অস্থিরতা, কোনও প্রকার বেদনা যন্ত্রণা না থাকিলেও ছটফট করে। জীবনে নিরাশ বলে চিকিৎসায় কোন ফল হইবে না।

আর্জ্জেন্ট-১১৭-একোনাইটের মত মৃত্যুর দিন ধার্য্য করিয়া বলে।

অরম-মেট-১৪১- নৈরাশ্য, কাঁদে, মৃত্যু কামনা করে, বলে পীড়া আরোগ্য হইবে ও আত্মহত্যার ইচ্ছা, বিষাদিত, প্রশ্নের উপর প্রশ্ন করে।

রসটক্স-৫৬৭-সর্ব্বদা বিষাদিত, উদাসীন, আত্মহত্যার চিন্তা।

সাইক্ল্যামেন-২৯৬-মনোকষ্টের জন্য নীরবে কাঁদে, কাহাকেও বুঝিতে দেয় না, তৎসম ঋতুবন্ধ, মাথাঘোরে, অজীর্ণ, পেটে বায়ু জমে।

এনাকার্ড-ওরিয়েন্ট-৮৫-মনে করে দুইটি ইচ্ছা-একটি করিতে বলে, অন্যটি নিষেধ করে, হাঁটিবার সময় মনে করে যেন কেহ পশ্চাতে আসিতেছে।

জেলসি-৩২৭-নিয়ত চুপ করিয়া থাকিতে বা ঘুমাইতে ও একলা থাকিতে ইচ্ছা কোনও বিষয় মনঃসংযোগ করিয়া চিন্তা করিতে পারে না, পড়িতে ও কথা কহিতে বিরক্ত।

মর্ফিণাম-৪৮৩-ক্রমাগত কাঁদে, কাহারও সহিত কথা কহিতে এমন কি চিকিৎসকের নিকটেও অসুখের কথা কহিতে কাঁদে।

ককুলাস-২৫৯-প্রতিবাদ অসহ্য, একটুতেই দোষী বিবেচনা করে ও রাগিয়া যায়।

ক্যালকেরিয়া-সিলিকা-১৯৫-কিছুই মনে থাকে না, সর্ব্বদাই অন্যমনা, অস্থির, রাগী নিজেকেও বিশ্বাস নাই, ভীত।

কষ্টিকাম-২২৬–পরের দুঃখে কষ্টানুভব, সদাই বিমর্ষ, দুঃখিত, আশাশূন্য, সামান্য বিষয়েও শিশুর মত চীৎকার করিয়া কাঁদে।

ককুলাস-২৫৮–সর্ব্বদাই বিষাদিতা, অধৈর্য্যশীলা ব্যভিচারিণী, একটুতেই ক্রুদ্ধ হয়, প্রতিবাদ সহ্য হয় না, তাড়াতাড়ি কথা কয়।

কফিয়া-২৬২–ভবিষ্যতের জন্য মনে নানাপ্রকার চিন্তা ও কল্পনা, তজ্জন্য অনিদ্রা।

কল্‌চিকম-২৬৪– গোলমাল, তীব্র, গন্ধ, কুব্যবহার, অন্যের সংস্রব আদৌ সহ্য করিতে পারে না, লিখিবার সময় শব্দ বা্ অক্ষর ভুল করে।

কোনিয়ম-৬৭৬–সমাজে যাইতে ভীত, চিত্তোন্মাদ; স্মৃতিশক্তি ক্ষীণ, একটুতেই উত্তেজিত, বিরক্ত হয়, প্রতিবাদ সহ্য হয় না, কলহপ্রিয়, যথেচ্ছাচারী, অলস কোন বিষয় গ্রাহ্য করে না, কাজকর্ম্ম করিতে চাহে না।

ক্রোকাস-২৮২–হিষ্টিরিয়ায় অত্যধিক আনন্দ, নাচে, গান করে, একবার রাগ-একবার বিষাদিত।.... ডল্কামারা-৩০৮–কোন বিষয়ে ঠিক কথা বলিতে পারে না।

বিসমথ-১৬৫–চঞ্চল, উদ্বিগ্ন, একবার শোয় একবার বেড়ায়, বসে একস্থানে অধিকক্ষণ থাকিতে পারে না।

ফেরম-মেট-৩১৯–সামান্য মাত্র গোলমাল ও শব্দও অসহ্য, অস্থির ও উত্তেজিত হয়।

গ্র্যাফাইটীস-৩৩৭–সদাই দুঃখিত, বিমর্ষ, নিয়ত অমঙ্গল আশঙ্কা এজন্য উদ্বিগ্ন, মৃত্যুর বিষয় ভাবে, কোনও বিষয়ে মনসংযোগ করিতে পারে না, কিছুই মনে থাকে না, ভুলিয়া যায়, গীত-বাদ্যাদিতে কান্না পায়।

হায়োসিয়ামস-৩৬৭–একেলা থাকিবার, বিষ খাওয়াইবার, বিক্রয় করাইবার, পানাহার করিবার, যাহা লইতে বলা হয় তাহা গ্রহণ করিবার ভয়, ষড়যন্ত্র সন্দেহ।

*ইগ্নেসিয়া-৩৭৪–হাসে-কাঁদে, বিমর্ষ, দুঃখিত, শোকাচ্ছন্ন, তজ্জন্য দীর্ঘশ্বাস ফেলে, গভীর শোক-দুঃখ নীরবে সহ্য করে, কাহারও কাছে প্রকাশ করে না, মনে মনে কাঁদে, নির্জ্জনে থাকিয়া দুঃখবোধ করিবার ইচ্ছা।

ক্যালি-কার্ব্ব-৪০০–একেলা থাকিতে পারে না, সঙ্গি চায়, (একেলা থাকে–ইগ্নে, নক্স)।

ল্যাক-ক্যানাইনাম-৪২০–অত্যন্ত ভুল করে, কোন দ্রব্য ক্রয় করে ; কিন্তু বাড়ী লইয়া যাইতে মনে থাকে না, ফেলিয়া চলিয়া যায়। এক বিষয় লিখিতে অন্য বিষয় লেখে, শব্দের শেষাংশ ভুল করে। মনে করে তাহার পীড়া দুরারোগ্য।

ল্যাকেসিস-৪২৬–নিদ্রার উপক্রমে না নিদ্রাভঙ্গেই মানসিক ও পীড়া লক্ষণের বৃদ্ধি।

লাইকোপোডিয়ম-১৪৬–সদাই বিমর্ষ, ধর্ম্ম সম্বন্ধে বকে কিংবা নির্জ্জনে বসিয়া ভাবে, লিখিতে ভুল করে বানান বা শব্দ ভুল হয়, শব্দের অর্থ মনে থাকে না।

ন্যাট্রম-কার্ব্ব-৪৮৯–চিন্তা করিতে পারে না, একটু চিন্তায় বা মানসিক পরিশ্রমে মাথা ঘোরে, মাথাব্যথা করে, একেবারে বোকার মত হয়।

ন্যাট-মিউর-৪৯১–বিমর্ষ, রোদনপরায়ন, সান্ত্বনা করিলে আরও দুঃখ বাড়ে।

নক্স-মস্কেটা-৫০৩–বিস্মৃতি, কথা কহিতে লিখিতে অযথা শব্দ প্রয়োগ করে, বিশেষ পরিচিত রাস্তাও ভুল করে, হাসিতে হাসিতে কাঁদা, কাঁদিতে কাঁদিতে হাসা।

নক্স-ভমিকা-৫০৬–হঠাৎ একটুতে রাগে, খিটখিটে, সতর্ক, হিংসুক, কলহপ্রিয়।

প্ল্যাটিনা-৫৪৩–অহঙ্কারী, একটুতেই মেজাজ গরম করে, কটু কথা বলে, ভাল বলিলে বেশী খুশী, মন্দ বলিলেই চটে, খুব বিরক্ত হয়, প্রায় কাঁদে।

পেট্রোলিয়ম-৫২৪–বড় ভীতু, একটুতেই চটিয়া উঠে, জ্বরে খেয়াল দেখে যেন একজন পীড়িত ব্যক্তি তাহার পাশে শুইয়া আছে। সূতিকা-জ্বরে খেয়াল দেখে–ছেলে একটি নয় দুইটি, অনেকে খেয়ালে বলে–চারি হাত, চারি পা অর্থাৎ তাহার সমস্তই দ্বিগুণ।

ফাইটোলক্কা-৫৩৮–জীবনে সম্পূর্ণ অনিচ্ছা, মনে করে নিশ্চয়ই মরিবে।

প্লম্বম-৫৪৫–স্মরণশক্তির লোপ কিম্বা দুর্ব্বলতা, প্রকৃত কথা স্মরণ করিতে অক্ষম।

পলসেটিলা-৫৫৩–নম্র, ধীর, অভিমানী, সহজেই কাঁদিয়া ফেলে, সামান্য অনুরোধে লক্ষ্যচ্যুত হয়, পরিবর্ত্তনশীল মনোভাব।

সিপিয়া-৫৯২–শান্ত স্বভাবা স্ত্রী সংসারে অবজ্ঞা, নিজের সন্তানদিগের প্রতি অবজ্ঞা।

সাইলিসিয়া-৫৯৬–শিশু বড়ই একগুঁয়ে, কেবল কাঁদে, কিছুতেই শান্ত হয় না।

ষ্ট্যাফিসেগ্রিয়া-৬০৬–শিশু উত্তেজিত, রাগী, খিট্‌খিটে, কিছুতেই সন্তুষ্ট হয় না, কিছু হাতে দিলেই ছুড়িয়া ফেলিয়া দেয়। উক্ত লক্ষণসহ শিশুর অস্বাভাবিক ক্ষুধা (ক্যামোমিলা)।

সলফার-৬১৪–কাহারও সহিত কথা কহিতে ভালবাসে না, সকলেরই দোষ দেখে, চিকিৎসকের উপদেশেও বিরক্ত হয়, কিছুই ভালবাসে না, কিছুতেই আনন্দ পায় না, নিয়তই বকবক ও খিটখিট করে।

থুজা-৬৩১–বাঁচিতে অনিচ্ছা, বিমর্ষ, জ্ঞানবুদ্ধিহীন, নির্জ্জনবাসে ইচ্ছা ; মনে করে সে উচ্চ সংসর্গে থাকিবার অযোগ্য, কাঁদে, দেহ ভঙ্গপ্রবণ পদার্থের দ্বারা নির্ম্মিত মনে করিয়া কাহাকেও কাছে আসিতে দেয় না। মনে করে তাহার দেহ আত্মা হইতে বিচ্ছিন্ন ও সে কোনও এক স্বর্গীয় শক্তিদ্বারা পরিচালিত।

ভ্যালেরিয়ানা-৬৪০–ইন্দ্রিয়ের প্রখরতা, মেজাজ ও মনের পরিবর্ত্তন, মনে করে যেন গলায় একগাছা সূতা ঝুলিতেছে।

ভেরেট্রম-এলব-৬৪২–একেলা থাকিতে পারে না, অথচ কাহারো সঙ্গে কথা কহে না, জিনিষ কাটিতে ছিঁড়িতে চায়, কুকথা বলে, প্রেম ও ধর্ম্মবিষয়ে বকে।

ম্যানসিনেলা-৬৯১–বিমর্ষ, নির্ব্বাক, ক্রমাগত চিন্তা এক চিন্তার পর আর এক চিন্তা, হঠাৎ সমস্ত চিন্তার লোপ, পাগল হইবার ভয়, মাথা ঘোরা, মাথা যেন খালি ও হাল্‌কা।

কোকেন-৬৮০–ভয় জনক অবাস্তব বস্তুর কল্পনা, অসংখ্য ছারপোকা বা পোকা যেন দেখিতে পায় বা অনুভব করে। বিবেচনা করে যেন কেহ তাহার সম্বন্ধে অপ্রীতিকর বক্তব্যসমূহ বলিতেছে ও সে তাহার কাণে এই প্রকার শুনিতেছে, ভালমন্দ বিচারের ক্ষমতা লোপ, অবাস্তব বিষয়ের কল্পনা কাণে শোনে।

ম্যারাস্‌মাস।

স্যাস্যাপ্যারিলা, ন্যাট্‌-মিউর, আয়োডাম, এব্রাটেনাম,–টিউবারকিউলিনাম-৯ ও ৪৯৬ পৃষ্ঠা দেখুন।

ক্যাল্‌কেরিয়া-সিলিকা-১৯৫–শিশুদের আকৃতি ক্রমশঃ ক্ষুদ্র হইয়া আসে।

সলফার-৬১৬–মাংসপেশী শুষ্ক, চর্ম্ম, কুঞ্চিত, উদর স্ফীত, কোষ্ঠবদ্ধ, উদরাময়, পেটে ব্যথা, রক্তহীনতা, মুখ তোপসান, অত্যন্ত ক্ষুধা, অনিদ্রা, অস্থি চর্ম্মসার, চর্ম্ম রুক্ষ।

ওলিয়ম-জেকরিস-৫১৬–শিশুদের মাংসক্ষয়, দুগ্ধপান করে না (৫১৬ পৃঃ –দাদ দেখুন)।

মুখের পীড়া, লালাস্রাব, মুখে ক্ষত।

(মুখের ক্ষতের নিমিত্ত ৪০৫ পৃষ্ঠায় ক্যালি-ক্লোর দেখুন)

আয়োডাম-৩৮১–পারদ সেবন করিয়া মুখ দিয়া লালাস্রাব ; গর্ভাবস্থায় এবং লিভার প্লীহা ও প্যাংক্রিয়াসের পীড়ার নিমিত্ত লালাস্রাব।

মার্কুরিয়স-সল-৪৬৯–মুখের ও জিহ্বার ক্ষত, তৎসহ মুখ হইতে লালা নিঃসরণ।

এসিড-সলফ-৩৯–রোগী কোনও পীড়ায় অনেকদিন ভুগিবার পর মুখে ঘা, ছোট ছেলেদের উদরাময়ের সহিত মুখে ঘা, অত্যন্ত লাল পড়ে, টক বমি করে, কাশি থাকে।

এঙ্গাষ্টিউরা-৮৮–মুখের পেশীর টানভাব হাঁ করিলে রগের পেশীতে যেন টান পড়ে; মাড়ীর সংযোগস্থলে বেদনা, গণ্ডদেশে তরুণ বেদনা।

ব্যারাইটা-কার্ব্ব-১৫৩–মাড়ী হইতে রক্তস্রাব, মুখের ভিতর ঘা, জিবের ডগায় বেদনা।

হাইড্রোফোবিনাম-৬৮৭–সর্ব্বদাই থুথু ফেলে, লালা ঘন ও চটচটে, গলার ক্ষত, সর্ব্বদাই ঢোক গেলে।

আসাই-৬৫৯–মুখে পচাগন্ধ, মুখে ও জিবে নালী ঘা, জিব ফোলে, লালবর্ণ হয়।

এগ্রাফিস-৬৭৮–শিশুকাল থেকে বোবা, কিন্তু শুনিতে পায়।

ক্যালি-ক্লোর-৪০৫–ষ্টমাটাইটীসে ১x শক্তির লিনিমেন্ট জিহ্বায় প্রয়োগ বা কুলী ও ৩য়, ৬ষ্ঠ শক্তি আভ্যন্তরিক সেবন। পারদসেবন জনিত মুখের ও জিহ্বার ক্ষত, প্রসূতির মুখের ক্ষত, মুখের গ্যাংগ্রীণ, ক্যাংক্রম-অরিস, মাড়ীর ক্ষত, অন্ত্রের ক্ষত ইত্যাদি বিশ্রী পচা দুর্গন্ধ।

ক্যালি-হাইড্রো-৪০৭–পারদসেবনজনিত মুখে, গলায়, দাঁতের মাড়ীতে ঘা, রক্তস্রাব।

হিপার, ষ্ট্যাফিসেগ্রিয়া-৪০৯–পারদসেবনজনিত মুখে, গলায় ঘা, গাল গলা-জিবে ক্ষত।

ক্যালি-ফস-৪১৩–গলিতে পচা ক্ষত, মুখের ক্ষত, অত্যন্ত দুর্গন্ধ শ্বাস-প্রশ্বাস।

বোরাক্স-১৬৮–শিশুদের মুখে ক্ষত, রক্তস্রাব হয়, মুখের ভিতর গরম।

*এসিড-মিউর-২৬–ক্ষত গভীর নীলাভ, ধার কৃষ্ণবর্ণ ; মুখে দুর্গন্ধ ও রক্ত বাহির হয়। ২৫ পৃষ্ঠা–মুখের ক্ষত, পচাক্ষত, জিহ্বায় ক্ষত, আলজিব, ফোলা, ডিপথেরিয়া।

এসিড-নাইট্রিক-২৮–মুখ দিয়া অনবরত লালা ঝরে, ঘায়ে খোঁচামারা বেদনা ; ক্ষত–জিব ও মাড়ী হইতে আরম্ভ হইয়া গলায় যায়।

রস-গ্ল্যাবরা-৫৬৫–মাড়ী ও মুখের ক্ষত নরম রাখিবার জন্য বাহ্যিক প্রয়োগ, দুগ্ধপোষ্য শিশুদের মুখের ক্ষত (scurvy)।

এরাম ট্রাইফাইলম-১৩৭–মুখের ক্ষতে অত্যন্ত ব্যথা, রোগী কেবল নাক খোঁটে।

করিড্যালিস-১৯৭–গর্ম্মী পীড়াগ্রস্ত ব্যক্তির মুখে ও গলায় ক্ষত।

কণ্ডুলিরিয়া-১৯৭–মুখ মাড়ী ও গলায় সকল প্রকার ক্ষত।

ইউপেটোরিয়ম-এরো-১৯৭–শিশুদের মুখক্ষতে ইহা বাহ্যিক ও আভ্যন্তরিক ব্যবহার্য্য।

কর্ণাস-সার্সিনেটা-১৯৭–দুগ্ধপোষ্য শিশুদের মুখে ঘা ও মুখের উপরে জলফোস্কা।

নাইট্রো-মিউর-এসিড-৬৯৩–মাড়ী দিয়া একটুতেই রক্তস্রাব, লালাস্রাব, মুখক্ষত জিহ্বায় ও মুখে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভাসা ক্ষত।

গুয়েকো-৬৮৬–জিহ্বা ভারী, নাড়িতে কষ্ট, ট্রেকিয়া ও লেরিংস সঙ্কুচিত, গিলিতে কষ্ট।

মূর্চ্ছাবায়ু (হিষ্টিরিয়া)।

গ্লোবাস–ইগ্নে, এসাফিটী, মস্কাস, একুইলেজিয়া, ভলগ্যারি, ... ঋতুর গোলযোগসহ–সিমিসিফিউ, কলোফাই, ইগ্নেসিয়া, পলস, কক্কুলাস, ... স্বল্পরজঃসহ–কক্কু, মস্কাস...... পেটফাঁপাসহ ...... আর্জেন্টি, এসাফিটী, ইগ্নেসিয়া, নক্স-মস্কে, প্ল্যাটি, সিপি .... হিষ্টেরো–এপিলেপ্সি–সিপি, এসাফিটী, লিলিয়ম, ট্যারেন্টুলা-হিসপানিয়া।

কক্কুলাস-২৬১–ঋতুদোষে পীড়া, ফিটের সময় অত্যন্ত শ্বাসকষ্ট ; গলা বুক, পেট যেন কেহ চাপিয়া ধরে। ঋতুস্রাব বন্ধ হইয়া মানসিক বিকার।

ইগ্নেসিয়া-৩৭৫–মূর্চ্ছাবায়ু কিম্বা অন্য কোনও পীড়ায় পাকস্থলী হইতে একটা পদার্থ উপর দিকে ঠেলিয়া উঠিয়া গলায় তাল পাকায়, ঢোক গিলিলে বোধ যেন নামিয়া যায় ও পুনরায় পূর্ব্বের মত ঠেলিয়া উঠে।

নক্স-মস্কেটা-৫০৪, ৫০৪–একবার হাসি, একবার কান্না, অত্যন্ত অবসাদ, কেবল ঘুমাইতে চায়, কখন অজ্ঞান, ফিট হয়। গর্ভাবস্থায় পোয়াতির মূর্চ্ছা।

মস্কাস-৪৮৩, ৩৭৫–হঠাৎ বুকে খিলধরার মত কিম্বা গলনলীতে সঙ্কোচবৎ একপ্রকার বেদনা, রোগিনী যেন নিঃশ্বাস বন্ধ হইয়া দম আটকাইয়া যায়, বুক ধড়ফড় করে, মূর্চ্ছায় দ্রুত হয়। পরিবর্ত্তনশীল মেজাজ–একবার চীৎকার করিয়া কাঁদে, আবার হাসে, বিকারগ্রস্ত রোগীর বা নেশাখোরের মত অসম্বদ্ধ কথা কয়। গ্লোবাস-হিষ্টিরিয়া অনিয়মিত ঋতুজনিত হিষ্টিরিয়া।

এসাফিটিডা-১৩৮–হিষ্টিরিয়া, পেটে বায়ুজমা, পেটফোলা, পুরাতন শ্বেত প্রদরস্রাব পুরাতন সর্দ্দি উঠা, পুরাতন উদরাময় হঠাৎ বন্ধ হইয়া হিষ্টিরিয়া (গ্লোবাস-হিষ্টিরিয়া-৩৭৬)।

ভ্যালেরিয়ানা-৩৭৫–বায়ু ও স্নায়ুপ্রধান ধাতু, পরিবর্ত্তনশীল মেজাজ, একবার উদ্ধত পরক্ষণেই নম্র ও বিনীত, একবার হাসে পরক্ষণেই কাঁদে।

ট্যারেন্টুলা-হিস্প্যানিয়া-৬২৬–হিষ্টেরো-এপিলেপ্সি, ইহাতে ফিট অনেকক্ষণ স্থায়ী কিম্বা ফিট খুব ঘন ঘন হয়।

একুইলেজিয়া-৩৭৬–ফিটের পূর্ব্বে গোলা উপরে ঠেলিয়া উঠে।

মূর্চ্ছা

প্রসূতাবস্থায়–ওপি..... অধিক রক্তস্রাব–চায়না, কার্কো-ভেজ.... আঘাতজনিত–আর্ণি ...... ভয়জনিত ...... একোন, কফি, ... অধিকক্ষণ স্থায়ী– ষ্ট্র্যামো ...... মূর্চ্ছাসহ হিমাঙ্গ–ক্যাম্ফর।

*বেন্‌জিনাম-নাইট্রি–জ্ঞানরহিত, মুখ নীল, ঠোঁট পীত নীল, তারকা প্রসারিত শ্বাস-প্রশ্বাস এত ধীর দেখিলে বোধ হয় না যে জীবিত, অত্যন্ত বাচালতার পর মোহ।

ক্লোর‍্যাল-হাইড্রেট-২৩৯–কয়েক ঘন্টা হইতে কয়েকদিন পর্য্যন্ত সাড়া নাই, অচৈতন্য।

ওপিয়ম-৫১৯–দুইবার ফিট হইবার মধ্যবর্ত্তী সময়ে সম্পূর্ণ অজ্ঞান, ফিট হইবার পূর্ব্বে খুব চীৎকার। মুখ বেগুনে রঙ ধারণ করে ও গরম ঘাম হয়, প্রসূতাবস্থায় ফিট।

মর্ফিনাম-৪৮৩–হঠাৎ মূর্চ্ছা, মনে হয় মৃত্যু আসন্ন।

গ্লোনয়িন-৩৩৫–রাস্তায় চলিতে চলিতে হঠাৎ মূর্চ্ছিত হয়, রোগী কোথায় আছে যে তাহা জানে না এই কথাই বলে।

একোনাইট-৪৪–ভয় পাইয়া মূর্চ্ছা।..... আর্ণিকা-১২১–আঘাত লাগিয়া মূর্চ্ছা অচৈতন্য, তড়কা।

সিঙ্কোনা-২৪৬–অতিরিক্ত রক্তস্রাব হইয়া কাণে ঝোঁ ঝোঁ শব্দ, মূর্চ্ছার ভাব, হিমাঙ্গ, ক্ষীণ দৃষ্টি, সময়ে সময়ে ফিট।

ক্যালকেরিয়া-আর্স-১৮৩–প্রথমে হৃৎপিণ্ডের তলদেশের কোন পীড়া হইয়া মৃগী, মূর্চ্ছা।

কার্ব্বোনিয়ম-অক্স-৬৮০–জ্ঞানশক্তির লোপ, দাঁতিলাগা, চোয়াল ধরা, মাড়ী দৃঢ়রূপে বন্ধ। কয়েকদিন পর্য্যন্ত অনবরত ঘুম ঘুমভাব।

মূত্ররোধ।

একোনাইট-৪৬–শিশু ভূমিষ্ঠ হইয়া মূত্ররোধ। অন্যান্য মূত্ররোধ–ইউরিমিয়া দেখুন।

অনিসকাস-৬৯৩–মূত্রনলীতে জ্বালা ও কাটাছেঁড়া বেদনা, মলদ্বারে প্রবল বেগ ; কিন্তু বাহ্যে বা প্রস্রাব কিছু হয় না।

মুদা (ফাইমসিস)।

ন্যাফথাইলন-৪৮৮–উল্টা মুদা প্রমেহের গ্লীট-ষ্টেজে। লিঙ্গের অগ্রভাগের চর্ম্মফোলা।

প্রমেহের সঙ্গে মুদা.... মার্ক-সল, পেট্রোসেলি। রঙ নীল বা লালবর্ণ–মার্ক-কর। উল্টা মুদার প্রথমাবস্থায়–কলোসিস্থ-৪৬৪। প্রিপুস ফোলা, বেদনা, পূঁযপড়া, কর্ডি, লিঙ্গমুণ্ডে ও তাহার আবরণ মধ্যে বেদনা ও গরম ইত্যাদি লক্ষণে–জাঁকারাণ্ডা-৪৬৪ পৃষ্ঠা।

দ্রষ্টব্য ঃ এই পীড়ায় ঔষধ সেবনে বিশেষ উপকার হয় না, তজ্জন্য প্রায়ই অন্য চিকিৎসার আবশ্যক হয়।

মুদ্রাদোষ।

জিঙ্কাম-৬৫১–দাঁড়াইয়া, বসিয়া, গাড়িতে চড়িয়া সকল স্থানে পা নাচায়।

ক্যালি-ব্রোম-৩৯৫–অস্থির, স্থির হইয়া বসিয়া থাকিতে পারে না, দুইটি হাত ও হাতের আঙ্গুল অনবরত নাড়ে। গ্র্যাফা-৩৩৭–কোনও কাজে থাকিয়াও হাত পা নাচায়।

মেরুদণ্ডের পীড়া।

(এনাকার্ড–৮৬ পৃষ্ঠা)

মেনিনজাইটীস।

(মস্তিষ্কঝিল্লীর প্রদাহ–৮৫৪ পৃষ্ঠা দেখুন)

মৃগী (এপিলেপ্সি)

ট্যারেন্টুলা-হিস্‌প্যা-৬২৬–হিষ্টেরো-এপিলেপ্সি ফিট অনেকক্ষণ স্থায়ী কিম্বা খুব ঘন ঘন ফিট হয়। .... ক্যালি-মিউর-৪১০–চর্ম্মপীড়ার সহিত বা চর্ম্মরোগ আরোগ্য হইয়া মৃগী।

আর্টিমিসিয়া-১০, ১৩৬–ফিট হয়, ফিট থামে–আবার হয়, রোগীকে জ্ঞান সঞ্চার হইতে দিবার অবসর দেয় না, মাসিক ঋতুস্রাব নিয়মিতভাবে হয় না, প্রথম রজঃদর্শন বয়সে পীড়া, শুক্রক্ষয় করিয়া মৃগী রোগাক্রান্ত, ক্রিমিজনিত তড়কা। ইহার পীড়া কিছু মৃদু প্রকারের হয় সম্পূর্ণ জ্ঞানলোপ হয় না।

এবসিন্থ-১০–প্রথমে মাথা ঘোরে, সম্মুখে যেন কি একটা মূর্ত্তি দেখে, শুনিতে পায় না পরে খেঁচুনি হইয়া দাঁতী লাগে, দাঁত কড়মড় করে, জিব কামড়ায়, মুখে রক্তমিশ্রিত ফেণা। শিশুদের তড়কা অধিকক্ষণ স্থায়ী হয়, মৃদু প্রকারের পীড়া, সম্পূর্ণ জ্ঞানলোপ হয় না। ফিটের সময়–মূলে আরক ২/১ ফোঁটা জিহ্বায় প্রদানে ফিট ছাড়িয়া যাইতে পারে।

এডোনিস-ভার্ণ্যালিস–মাদার টিংচার-৪/৫ ফোঁটা মাত্রায় প্রত্যহ ৩/৪ বার সেবনে উপকার হওয়া সম্ভব, পরীক্ষা করিবেন।

এমিল-নাই-৮৪, ৮৪–অজ্ঞানভাবের সঙ্গে খেঁচুনি।

বিউফো-১১–ফিট আরম্ভের পূর্ব্বে জোরে চীৎকার করে, জননেন্দ্রিয়ের উত্তেজনাই পীড়ার কারণ, ফিটের পর ঘুমায়, ভয় পাইয়া কিম্বা ঋতুকালীন ফিট।

ক্যালি-ব্রোম-১১–ক্রমশঃ মাত্রা বৃদ্ধি করিয়া সেবনে উপকার হয়।

এসিড-হাইড্রো-২৩–ফিট আরম্ভের পূর্ব্বে মুখে জলউঠা, বমি, গা-বমি, প্রকৃত মৃগী নহে, মৃগীর মত ফিট, খেঁচুনি।

কুপ্রম-মেট-২৯০–হাঁটু হইতে (Aura) আরম্ভ হইয়া ঊর্দ্ধে উত্থিত হয়, ঘুমন্ত অবস্থায় ফিট।

ফেরম-সিয়ানেটাম-৩২২, এষ্টিরিয়াস-১৪০–মৃগীরোগের ভাল ঔষধ পরীক্ষা করিবেন।

জিঙ্কাম, হায়োসিয়ামস-১১–বয়স্ক বালকদের পীড়ায় উপকারী।

সোলেনাম-ক্যারোলিন-৬৯৮–বাল্যকাল অতিক্রম করিয়া পীড়া, গ্ল্যাণ্ডুমাল ও ইডিওপ্যাথিক টাইপের পীড়া, হিষ্টেরো-এপিলেপ্সি।

ভার্ব্বেনা-৭০২-মৃগীতে মানসিক শক্তি বৃদ্ধি ও কোষ্ঠকাঠিন্যে উপকার হয়, ইহা কিন্তু অধিকদিন ব্যবহার করিতে হয়।

স্ত্রীলোকের ঋতুকালীন ফিট-আর্জেন্ট-নাই, বিউফো, ইন্যানথি, প্লম্বম, সলফার-অনিয়মিত স্বল্প ঋতুস্রাবসহ-আর্টিমিসি, ... প্রথম ঋতুদর্শনকালে-কষ্টিকাম।

বেলেডোনা, গ্লোনয়িন, ক্যালকেরিয়া, সলফার, কক্কুলাস, সাইলিসিয়া দেখুন।

দ্রষ্টব্য ঃ এই পীড়ায় কিছু মাস শাক-সব্জী, ফল মূল ইত্যাদি (On vegetable) Met পথ্যের উপর নির্ভর করিতে পারিলে পীড়া অপেক্ষাকৃত অল্পদিনে আরোগ্য হইবে।

মৃগী এক প্রকার দুরারোগ্য পীড়া, ইহার একটি পেটেন্ট ঔষধ আমাদের ফার্মেসিতে আছে, উহা বহু পরীক্ষিত এবং শতকরা প্রায় ৯৫ জন আরোগ্য হয়, তবে রোগীকে কখনও ৫/৬ মাস ঔষধ সেবন করিতে হয়। প্রায় মাস সেবনীয় ৮ আঃ শিশির মূল্য ২৪ টাকা, পোষ্টেজ ও প্যাকিং ৩।

রক্তোৎকাশ ও রক্ত-বমন।

এগারিকাস-৫৯-হঠাৎ আক্ষেপিক কাশি হইয়া ফুসফুস হইতে রক্ত উঠে। রাত্রিতে নিদ্রিত হইবামাত্র আক্ষেপিক শুষ্ক কাশি।

ফেরম-মেট-৩২০-রক্ত উঠার সহিত শুষ্ক কাশি, বুকে টাটানি ব্যথা।

একালিফা-৩৪৯-ফুসফুস হইতে রক্তস্রাব, কাশিতে রক্ত উঠা, রক্তবমন, যক্ষা, স্বরভঙ্গ প্রাতে লাল ও সন্ধ্যায় কাল চাপ্‌চাপ্ রক্তস্রাব।

ফিকাস-রিলিজিওসা-৩৪৯-রক্ত উজ্জ্বল লালবর্ণ তৎসহ গা বমি-বমি, পেট-বেদনা, শ্বাসপ্রশ্বাসে কষ্ট, কাশির সহিত রক্ত উঠা, রক্তবমি, মাথার জ্বালা, মাথাঘোরা, মাথাব্যথা।

হ্যামামেলিস-৩৫৯-পাকস্থলী হইতে রক্তস্রাব।

জিরেনিয়ম-১২-পাকস্থলী হইতে হউক, ফুসফুস হইতে হউক, মুখ দিয়া অত্যন্ত অধিক পরিমাণে রক্ত উঠে। এই ঔষধটি এই পীড়ার শ্রেষ্ঠ ঔষধ।

একোনাইট-৪৮-প্রথমাবস্থায় লালবর্ণের রক্তউঠার সহিত জ্বর, ছটফটানি, পিপাসা, কোনও প্রকার উপসর্গ না থাকিলে-মিলিফোলিয়ম ; অমিতাচারের জন্য-নক্স।

ন্যাট্রম-নাইট্রি-৪৯৯-হিমপটিসিস, হিমাচুরিয়া, নাসিকা দিয়া রক্তস্রাব, রক্তস্রাবীয় বসন্ত, ইহা এই কয়টির উৎকৃষ্ট ঔষধ।

মিলিফোলিয়ম-৪৮১-ঋতু বন্ধ হইয়া পাকস্থলী হইতে রক্ত উঠে (হ্যামামেলিস)।

ক্যাক্টস-৪৮১-বুক ধড়ফড়ানি ও হৃৎপিণ্ডের প্রবল স্পন্দনসহ রক্ত উঠে।

ইপিকাক-৩৮৬-রক্তস্রাবের সহিত গা বমি-বমি ও শ্বাসকষ্ট, রক্ত উজ্জ্বল লালবর্ণ ও অধিক পরিমাণে নির্গত হয়।

ক্রোকাস-২৮৪-রক্ত বাহির হইয়া জমিয়া যায় কিম্বা কাল গাঢ় রক্ত সূতার মত লম্বা লম্বা হইয়া বাহির হয়। পেটে যেন কি ঘুরিয়া বেড়ায়।

কার্ব্বো-ভেজ-২১৯-রক্তস্রাবের সহিত হিমাঙ্গ, হাত বা পা ঠাণ্ডা, সরার মত মুখাকৃতি, বুকে জ্বালা, অনবরতঃ পাখার বাতাস চায়। অনেক সময়ে রক্তে চাপ বাঁধে না।

নাইট্রিক-এসিড-২৯-থাইসিসে হেক্‌টিক জ্বর, নিশাঘর্ম্ম, বুকে ব্যথা, শ্বাসকষ্টসহ মুখ উষ্ম উজ্জ্বল লালবর্ণের রক্ত উঠা।

ওলিয়ম জেকরিস-৫১৬-হেক্‌টিক-জ্বর, নিশাঘর্ম্ম, থাইসিস।

ফসফরাস-৫৩২, ৫৩২-যক্ষ্মাকাশির প্রথমাবস্থার রক্তস্রাব, বুক ভারী, বামদিক চাপিয়া শুইতে পারে না।

ফেরম-৩২০-রক্ত উঠার সহিত শুষ্ক কাশি, বুকে টাটানি ব্যথা।

ক্যাল্‌কেরিয়া-হাইপোফস-১৯৪-মুখ দিয়া রক্ত উঠে, তৎসহ অত্যধিক ঘাম দুর্ব্বলতা।

লাইকোপাস-৪৫০-হৃৎপীড়ার নিমিত্ত হিম্‌পটিসিস।

কোকা-২৫৭-রক্তোৎকাশ পীড়ায় অত্যন্ত শ্বাসকষ্ট।

লিডম-৪৩৯-মাতাল ও বাতগ্রস্ত ব্যক্তিদের মুখ দিয়া রক্ত উঠা, রক্তের রঙ ঘোর লালবর্ণ, তাহার সঙ্গে ফেণা।

দ্রষ্টব্য ঃ মুখ দিয়া রক্ত উঠায় রোগীকে সমস্ত পানীয় ঠাণ্ডা করিয়া দিবেন এবং বরফ পাওয়া যাইলে পানীয় দ্রব্যে বরফ মিশাইয়া দিবেন। রোগীকে উঠিতে দিবেন না।

বোথ্রপ্‌স-৬৮০- গিলিতে অক্ষম, ভীষণ রক্তবমি, কাল রঙের বমি, পেট শক্ত, ফাঁপা, তৎসহ রক্তবাহ্যে। শরীরের সকল দ্বার দিয়া রক্তস্রাব।

রজঃস্রাব, রজঃবন্ধ।

(বাধক বেদনা-৮৪৩—পৃঃ ও রক্তস্রাব-৮৭৩ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)।

৩৪৬ পৃষ্ঠায় হ্যামামেলিস অধ্যায় দেখুন।

এগ্রা-৭৫- হাঁটিলে ও মলত্যাগকালে বেগ দিবার সময় রক্তস্রাব।

এমন-কার্ব্ব-৭৮-ঋতুকালে ওলাউঠার লক্ষণ প্রকাশ, প্রতিমাসে কাহারও রক্তবাহ্যে।

এমিল-নাইট্রেট-৮৪-ঋতু বিলম্বিত কিম্বা একেবারে বন্ধ, এক আধ দিন স্থায়ী।

বোভিষ্টা-১৭০-এক ঋতুর শেষ হইতে পর ঋতুর মধ্যবর্ত্তী সময়ের মধ্যে মধ্যে রক্তস্রাব বেদনাশূন্য, প্রাতে ও রাত্রিতে অধিক স্রাব।.... ক্রিয়োজোট-৪১৭-শুইলে বৃদ্ধি।

ক্যাক্টস-১৭৯-স্রাব শুইলে বন্ধ, নড়িলে চড়িলে আরম্ভ রঙ আলকাতরার মত।

এবিস-৮-২/৩ মাস অন্তর ঋতু হয়, পুনরায় বন্ধ হইয়া যায়।

এসিড-সাইট্রিক-১৯-প্রতি মাসে অত্যন্ত অধিক পরিমাণে রজঃস্রাব হয়।

এলেট্রিস-৬৩-অসময়ে প্রচুর পরিমাণে রজঃস্রাব, তৎসহ পেটে ভীষণ বেদনা, রক্ত কাল চাপ্ চাপ্।.... জিরেনিয়ম-মেট্রোরেজিয়া, মেনোরেজিয়া, অত্যধিক রক্তস্রাব।

ক্যালকে-সিলিকা-১৯৫-বেদনাযুক্ত অনিয়মিত ঋতু, দুই ঋতুর মধ্যকালে রক্তস্রাব।

স্যাঙ্গুসোর্ব্বা-৩৪৮-ঋতু শীঘ্র শীঘ্র ও অধিকদিন স্থায়ী হয় রঙ কাল, কোমরে বেদনা, হলদে প্রদরস্রাব।.... এসক্লিপিয়াস-১৩৯-শোথ ও উদরীরোগে ঋতুবন্ধ।

স্যালিক্স-নায়গ্রা-৫৭৯-ঋতুর পূর্ব্বে ও সময়ে স্নায়বিক বেদনা, কষ্টকর ঋতুস্রাব।

মেডোহ্রিণাম-৬২৩-প্রমেহবিষজনিত স্ত্রী-ব্যাধি।

রোজমেরিণাস্-৩৪৮—নির্দ্দিষ্ট সময়ের পূর্ব্বে স্রাব, স্রাবের পূর্ব্বে জরায়ুতে তীব্র বেদনা।

জিরেনিয়ম-ম্যাকুলেটাম-১২— কোনও ঔষধে অত্যধিক স্রাব বন্ধ না হইলে।

ককুলাস-২৫৯—দুই ঋতুকালের মধ্যে মাংসধোয়া জলের মত রক্তস্রাব।

ক্যালকেরিয়া-কার্ব্ব-১৮৬—তলপেটে বেদনা, সপ্তাহ অন্তর বা মাসে দুইবার অধিক পরিমাণে রক্তস্রাব হয়, একটু অধিক পরিশ্রম করিলেই ঋতুস্রাব দেখা দেয়।

ক্যালকেরিয়া-ফস-১৯৪—বালিকাদিগের খুব শীঘ্র শীঘ্র, এমন কি ১৫ দিন অন্তর ঋতু হয়, বয়স্কাদিগের অনেক বিলম্বে হয়।

কার্ব্বো-২২০—স্রাবে পচা দুর্গন্ধ, যোনিতে ক্ষত, অত্যন্ত ফুটফুট ও জ্বালা করে, ঋতু শীঘ্র ও পরিমাণে অধিক হয়।

কষ্টিকাম-২২৬—কেবলমাত্র দিনের বেলায় স্রাব, বিলম্বিত ঋতু।

ট্রিলিয়ম-২৪৯, মিউরেক্স-৪৮৫—মাসিক রজঃস্রাব সম্পূর্ণ বন্ধ হয় না, অনেকদিন থাকে।

মিলিফোলিয়ম-২৪৯—বেদনাশূন্য রজঃস্রাব।

স্যাবাইনা-২৪৯—তরল রক্তে চাপ, বেদনাসহ, বেদনা তলপেট হইতে কোমরে আসে।

পলস-৩৪১—পরিমাণ অল্প, বিলম্বে প্রকাশ, রঙ খুব লাল নহে জলের মত ফেকাসে রোগিনী দেখিতে বেশ মোটাসোটা, কিন্তু রক্তহীন।

চায়না-২৪৯—কাল চাপ চাপ রক্ত, শীঘ্র শীঘ্র ও পরিমাণে অধিক হয়।

ফসফরাস-৫৩৪—জরায়ুর পলিপাস, তজ্জন্য রক্তস্রাব।

ক্রোকাস-২৮২—বাধক ও রক্তপ্রদর, জমা জমা চাপ রক্ত, কাল সূতার মত রক্ত নির্গমন, তৎসহ পেটে যেন একটা গোলাকার জীবিত বস্তু ঘুরিয়া বেড়ায় এরূপ অনুভব।

ভাইবর্ণম-৬১—ভয়ানক আক্ষেপিক বেদনাসহ রক্তপ্রদর ঋতুর ৪/৫ দিন পূর্ব্ব হইতে ঋতুকাল পর্য্যন্ত ব্যবহার্য্য।..... ভিনকা-মাইনর ৬৪৬—অত্যন্ত অধিক পরিমাণে রক্তস্রাব।

সাইক্লামেন-২৯৬—ঋতু খুব শীঘ্র শীঘ্র ও পরিমাণে অধিক হয়; তৎসহ কোমর থেকে তলপেটে পর্য্যন্ত বেদনা, রক্ত ঘোলাটে, কাল ও চাপ্ চাপ্।

ফেরম-৩২১—ঋতু যথা সময়ের অনেক পূর্ব্বে, ১৫/২০ দিন পূর্ব্বে হয় স্রাব পরিমাণে অধিক, কাণ ভোঁ ভোঁ করে, ঋতু বন্ধ থাকিয়া মাঝে মাঝে প্রকাশিত হয়।

গ্লোনয়িন-৩৩৪—ঋতু বন্ধ হইবার বয়সে অত্যধিক রজঃস্রাব, রক্ত দুর্গন্ধ, লাল রক্তের সঙ্গে চাপ্ দপদপানি মাথাব্যথা, শরীরে আগুনের হলকার মত গরম অনুভব।

গ্র্যাফাইটীস-৩৪১—রজঃরোধ কিম্বা ঋতু নির্দ্দিষ্ট সময়ে হয় না, পরিমাণ অতি অল্প, ঋতুর রঙ ফেকাসে জলের মত, রোগিনী দেখিতে হৃষ্টপুষ্ট ; কিন্তু রক্তহীন।

ক্যানাবিস-ইণ্ডিকা-২০২, ২০৪—অত্যন্ত বেদনাসহ অত্যধিক রজঃস্রাবের সঙ্গে মাথা-ব্যথা, প্রস্রাবে জ্বালা, হিষ্টিরিয়াগ্রস্তা স্ত্রী। ৭/৮ মাস গর্ভধারণকালে রক্তস্রাব হইয়া গর্ভস্রাবের উপক্রম। রজঃপ্রদরে অতিরিক্ত রক্তস্রাব ২০২, ইহাতে অন্যান্য ঔষধাপেক্ষা শীঘ্র ফল পাওয়া যায়। ঋতুর পূর্ব্বে ও পরে কামেচ্ছা প্রবল থাকে।

কোনিয়ম-২৭৮—বিলম্বিত ঋতু, পরিমাণে অল্প, ২/১ দিন থাকিয়াই বন্ধ হয়, স্তন খুব বড় হয় কিম্বা কোঁকড়াইয়া যায়, জরায়ুগ্রীবা ও ডিম্বকোষে বেদনা, কামপ্রবৃত্তির লোপ।

হোলোনিয়াস-৩৫৬—অত্যন্ত অধিক পরিমাণে দুর্গন্ধ শ্বেত-প্রদরস্রাব, স্রাব হাজাকারক যোনিতে অসহ্য চুলকানি ও ফোস্কার মত উদ্ভেদ। প্রত্যেক ঋতুকালে অত্যধিক রক্তস্রাব।

এব্রোমা-আগষ্টা-৬৫৭—রজঃ অল্প বা অনেকদিন থাকে, পেটে শূলুনীব্যথা, রক্ত কাল ও চাপ্ চাপ্ তৎসহ প্রদর।

ভাইপেরা-৪৪৭, ৩৪৯—মধ্যে মধ্যে একটু একটু রজঃস্রাব হইতে হইতে হঠাৎ অধিক রক্তস্রাব। ঋতুবন্ধের বয়সে অতিরিক্ত রক্তস্রাব, নানাবিধ রক্তস্রাব, জরায়ু স্রাব।

অষ্টিলেগো-৬৩৯— মেট্রোর‍্যাজিয়া, মেনোর‍্যাজিয়া, রক্তপ্রদর, রজঃবন্ধ বয়সে রজঃস্রাব নাভিটলা, জরায়ু ও ডিম্বকোষের পীড়াহেতু মধ্যে মধ্যে রজঃস্রাব, প্রসবের পর অনেকদিন পর্য্যন্ত রক্তস্রাব। একটু একটু করিয়া রক্ত অনেকদিন থাকে, বন্ধ হয় না।

আর্জেন্ট-নাই-১১৭— কষ্টকর সঙ্গম, তৎপরে যোনিদ্বার দিয়া রক্তস্রাব। বন্ধ্যা ও বিধবা যুবতীদের মেট্রোর‍্যাজিয়া।

লিলিয়ম-৪৪৩—চলাফেরায় স্রাব, শুইয়া বসিয়া থাকিলে স্রাব, ... ক্রিয়োজোট— শুইলে স্রাব, চলাফেরায় বন্ধ, ... কষ্টিকাম— রাত্রিতে বন্ধ, দিবসে স্রাব, ... ম্যাগ— কার্ব্ব—রাত্রিতে স্রাব বাড়ে, দিনে ও চলিয়া বেড়াইলে বন্ধ থাকে, ... বোভিষ্টা—প্রাতে ও রাত্রিতে স্রাব অধিক, ... শুইলে স্রাব বন্ধ— কষ্টিকাম— ২৩০ পৃষ্ঠা দেখুন।

ফসফরাস-৫৩৪—পরিমাণে অধিক ও অধিকদিন স্থায়ী, ফিকে লাল—মাছধোয়া জলের মত অথবা ঋতু সম্পূর্ণ বন্ধ হইয়া নাক, মুখ, প্রস্রাব দ্বার দিয়া স্রাব।

মিউরেক্স-৪৮৫—ঋতু অনেক বিলম্বে হয়, কিছুদিন অনবরতঃ স্রাব হইয়া একদিন বন্ধ থাকে, কিন্তু প্রায় ১২ ঘন্টা পরে পুনরায় প্রকাশিত হয়।

প্ল্যাটিনা-৫৪৫—মাসিক ঋতুস্রাব খুব শীঘ্র শীঘ্র ও পরিমাণে অধিক হয়, ইহা রজঃস্রাবের প্রায় এক প্রকার পেটেন্ট ঔষধ।

গ্র্যাটিওলা-৩৪৪—অকালে স্রাব হইয়া পরিমাণে অধিক ও অনেকদিন পর্য্যন্ত স্থায়ী হয়।

এমন-মিউর-৮১—ঋতুকালে পেটফোলা, রক্তবাহ্যে। পরিমাণে অধিক ও শীঘ্র শীঘ্র রজঃস্রাব হয়, রাত্রিতে স্রাব বৃদ্ধি।

জনোসিয়া-৬৪—ঋতু অনিয়মিত, অনেক বিলম্বে হয়, বাধক, রজঃলোপ, ঋতুশূল, ঋতুর পূর্ব্বে ওভেরিতে বেদনা, ব্লাডারের ইরিটেসন, রক্তপ্রদর।

ইরিজিরণ-৬৬৪—রক্তপ্রদর, অত্যধিক শ্বেতপ্রদর, রক্তাক্ত প্রসবান্তিক ক্লেদস্রাব, সামান্য একটুতেই রক্তস্রাব।

ফিউলিউগো-লিগনি-৬৮৫—জরায়ুর রক্তস্রাব, রক্তস্রাবসহ জরায়ুর ক্যান্সার।

নিকোলাম-৬৯২—ঋতু অনেক বিলম্বে ও অতি অল্প স্রাব হয়।

প্যারাফিণা-৬৯৪— বিলম্বিত ঋতু, রঙ কাল ও অধিক পরিমাণে স্রাব।

সিডাম-টেলিফিকান-৬৯৭—জরায়ুর রক্তস্রাব, রক্তপ্রদর (ঋতুবন্ধের বয়সে)।

ট্যানাসিটাম-৭০০—প্রথমে মাসিক স্রাব বন্ধ, পরে প্রচুর স্রাব।

রক্তস্রাব।

(৩৪৬ পৃষ্ঠায় হ্যামামেলিস অধ্যায় ও উপরে রক্তস্রাব দেখুন)।

এসিড-গ্যালিক-২১-ব্রাইটস্-ডিজিজ জন্য রক্তস্রাব, প্রষ্টেট-গ্ল্যাণ্ড্ প্রদাহিত হইয়া রক্তস্রাব, থাইসিস ও মুখ দিয়া রক্ত উঠা।

ওপিয়ম-৫১৮-সেরিব্র্যাল-হিমারেজ।

এসিড-এসেট-১৫-একস্থানের রক্তস্রাব বন্ধ হইয়া অন্যস্থান দিয়া রক্তস্রাব, আঘাত লাগিয়া নাক দিয়া স্রাব।

ব্রায়োনিয়া-১৭৬-ঋতুকালে বা ঋতুবন্ধ হইয়া নাক দিয়া রক্তস্রাব।

লাইকো-৪৫০-বাহ্যের সময় জননেন্দ্রিয় হইতে রক্তস্রাব।

এলিউমেন-৭১-এলিউমিনা-৭৩ টাইফয়েড জ্বরে রক্তস্রাব।

আর্ণিকা-১২২-মস্তিষ্ক হইতে চক্ষুর কনজংটাইভা ও রেটিনা হইতে, নাসিকা হইতে, হুপিং-কাশিতে এবং চক্ষু হইতে কালবর্ণের রক্তস্রাব (সেরিব্র্যাল-এপোপ্লেক্সি)।

বেল-১৬২, ২৪৯, ৩৪৭-সবিরাম বেদনাসহ লাল ও চাপ রক্তস্রাব, রক্ত গরম, দুর্গন্ধ।

ইরিজিরণ-১৭০, ২৪৯-প্রস্রাবে জ্বালা কোঁথানিসহ জরায়ুর শিথিলতাবশতঃ।

মিচেলা-১৭০-প্রস্রাবে জ্বালা, একবারে জোরে রক্তস্রাব হইয়া অনেকক্ষণ বন্ধ থাকে কিম্বা অনেকক্ষণ একটু একটু করিয়া স্রাব হয়।

বেল-১৬২-প্রসবের পর ফুল ছিড়িয়া অত্যন্ত রক্তস্রাব, তৎসহ বেদনা।

ফসফরাস-১৭৬, ৫৩২-ঋতুস্রাব বন্ধ হইয়া ফুসফুস হইতে ; .... পলস-১৭৬, ৫৫২-পাকস্থলী হইতে ; .... সিনিসিও-১৭৬, ৫৩২-গয়ারের সঙ্গে রক্ত উঠে।

ক্যাক্টস-১৭৯-হৃৎপিণ্ডের পীড়াসহ সকল দ্বার দিয়া রক্তস্রাব।

দাঁতের গোড়া আল্‌গা হইয়া-কার্ব্বো-২১৯। ক্ষত হইতে সহজে রক্তস্রাব-ফস-৫৩২।

কলোফাইলম-২২৪-প্রসব বা গর্ভস্রাবের পর অতিরিক্ত রক্তস্রাব তৎসহ কোমর হইতে পিউবিস পর্য্যন্ত বেদনা জরায়ুর দুর্ব্বলতা বশতঃ রক্তস্রাব।

চায়না, ২৪৮-অত্যন্ত অধিক পরিমাণে রক্তস্রাব, ফেকাসে হয়, পাখার বাতাস চায়।

প্রসবের বা গর্ভস্রাবের পর অতিরিক্ত রজঃস্রাব-স্যাবাইনা, সিকেলি, ট্রিলিয়ম-৫৩২, ৩৮৬, ২৪৯, ... কালচে রক্ত, বেদনাসহ-হ্যামা-২৪৯, ৩৪৬, ... কাশির সহিত মুখ দিয়া রক্ত উঠা-একালিফা-২৪৯, জিরেনিয়ম-১২।

সিনামোনাম-২৫৪-নাসিকা, অন্ত্র, ফুসফুস হইতে, প্রসবের পর কোনও ভারীদ্রব্য উত্তোলনের জন্য রক্তস্রাব।

কার্ব্বো-ভেজ-২১৯, ৩৪৯-অত্যন্ত অধিক পরিমাণে তরল রক্তস্রাব তৎসহ হিমাঙ্গ কিম্বা রক্ত নিয়তই অল্প অল্প পরিমাণে নির্গত হয়, রক্ত তরল, ঘোলাটে, ক্রমশঃ দুর্ব্বল হয়।

মিলিফোলিয়ম-৩৪৯-রক্ত লালবর্ণ, কোনও প্রকার বেদনা বা উদ্বেগ থাকে না।

ফেরম-৩২০-কনজেসসন হইয়া সকল স্থানের রক্তস্রাব, রক্ত পাতলা টকটকে লাল, তাহার মধ্যে কাল জমা জমা দাগ, রোগী দুর্ব্বল হইয়া পড়ে, মুখ ফেকাসে হয়, নিশ্বাস ঘন ঘন ও জোরে জোরে পড়ে, নাড়ী দ্রুত হয়।

ইপিকাক-৩৮৬, ২৪৯, ৩৪৯-রক্তস্রাবের সহিত শ্বাসকষ্ট, গা-বমি হঠাৎ নাক-মুখ মলদ্বার, প্রস্রাবদ্বার হইতে উজ্জ্বল লালবর্ণের অধিক রক্তস্রাব, গা-বমিসহ লাল রক্তস্রাব।

লিডম-৪৩৯-জরায়ুতে অর্ব্বুদ হইয়া রক্তস্রাব (ফস, ভিন্‌কা)।

ফসফরাস-৫৩৩-সামান্য ক্ষত হইতে একটু ছিড়িয়া যাইলে অধিক রক্তস্রাব, দাঁত তুলিবার পর সর্ব্বদাই রক্ত বাহির হয়।

হাইড্রাসটীন-সলফ-৬৮৭-১x শক্তি, অন্ত্র হইতে ভীষণ রক্তস্রাব, টাইফয়েড কিম্বা পাকস্থলীর ক্ষত হইতে রক্তস্রাব, মূল্য ১ ড্রাম-৩।

সিকেলি-৫৮৭-দূষিত রক্তস্রাব, রক্ত কালচে দুর্গন্ধ, ঘোলাটে, অধিক দিন স্থায়ী দুর্ব্বল হইয়া পড়ে, গা ঠাণ্ডা অথচ ভিতরে জ্বালা। জরায়ু হইতে প্যাসিভ-রক্তস্রাব।

বিউফো-১৭৮-জরায়ু গ্রীবার ক্ষত, দুর্গন্ধ রক্তস্রাব নিঃসরণ।

ম্যাঙ্গিফেরা-৬৯১-প্যাসিভ হিমারেজ, ; জরায়ু, কিডনী, পাকস্থলী, অন্ত্র, ফুসফুস, হৃৎপিণ্ড হইতে উক্ত প্রকার রক্তস্রাব।

কোকেন-৬৮২-অন্ত্র, ফুসফুস ও পাকস্থলী হইতে রক্তস্রাব।

এড্রিন্যালিন-৬৭৭-শরীরের সমস্ত স্থানের রক্তস্রাব। যেখানে বাহ্যিক প্রয়োগের সুবিধা তথায় প্রয়োগে শীঘ্র রক্ত বন্ধ হয়। রক্তবন্ধ করিয়া যেখানে অস্ত্রের প্রয়োজন হয় তথায় স্প্রে বা তুলায় করিয়া প্রয়োগ করিলে শীঘ্র শীঘ্র রক্ত বন্ধ হইবে।

ন্যাট্রম-নাইট্রি-৪৯৯-নাসিকা দিয়া রক্তস্রাবের এক প্রকার পেটেন্ট ঔষধ।

র‍্যাটানহিয়া-৫৬৪-দাঁতের মাঢ়ী ও নাসিকা দিয়া অনর্গল রক্তস্রাব।

রজঃরোধ ও তজ্জনিত পীড়া।

অমর-মিউর-ন্যাট্রোনেটাম-১৪৪-জরায়ুর সর্ব্বপ্রকার পীড়ায় উপকারী।

এমিল-নাইট্রেট-৮৪-ঋতু বিলম্বিত, একেবারে বন্ধ কিম্বা মাত্র এক-আধদিন স্থায়ী।

আর্সেনিক-১৩১-ঋতুর পরিবর্ত্তে শ্বেতপ্রদর, যোনি হাজে, জ্বালা করে, স্রাবে দুর্গন্ধ।

ক্যালকেরিয়া-কার্ব্ব-১৮৬-ক্যালকেরিয়া-ধাতুর স্ত্রীলোকের ঋতু বন্ধ।

ক্যাষ্টোরিয়ম-২২৩-ঋতু সম্পূর্ণ বন্ধ, পেট ফোলা, পেট বেদনা, সর্ব্বদাই উত্তেজিত।

ফেরম-মিউর-৩২২ ..... রজঃস্রাব সম্পূর্ণ বন্ধ, রক্তহীনতা।

আর্টিমিসিয়া-১৩৬-অনিয়মিত ঋতুর জন্য মৃগী রোগাক্রান্ত।

ন্যাট্রম-মিউর-৪০৪-রজঃরুদ্ধ, উপকার না হইলে-ক্যালি-কার্ব্ব।

জনোসিয়া-অশোকা-৬৪-ঋতু অনিয়মিত, বিলম্বে হয়, রজঃলোপ বা রজঃরোধ, ঋতু প্রকাশের পূর্ব্বে ওভেরিতে বেদনা।..... সাইলিসিয়া-৫৯৬-কয়েক মাস ঋতুবন্ধ।

সিনিসিও-৫৯০–ঋতু বন্ধ হইয়া কাশির রক্ত, রক্তস্রাব আরম্ভ হইলেই কাশির উপশম। বাধক, ঋতুবন্ধ, অতিরজঃ, অনিয়মিত সময়ে ঋতুপ্রকাশ, ঋতুর পূর্ব্বে মুখ, গলা, মূত্রথলীর প্রদাহ (ঋতুস্রাবের সঙ্গে সঙ্গে সর্দ্দি-কাশি-ম্যাগ-কার্ব্ব)।

ক্যালি-মিউর-৪১০–রজঃ সম্পূর্ণ বন্ধ কিম্বা বিলম্বে প্রকাশিত হয় অথবা খুব শীঘ্র শীঘ্র হয়, এমন কি ৩ সপ্তাহ অন্তরে দেখা দেয়।

মিলিফোলিয়ম-৪৮১–ঋতুবন্ধ হইয়া রক্তবমন (মুখ দিয়া রক্তউঠা,–ফস, পলস, হ্যামা)।

জ্যান্থজাইলাম-৩৪৭–ঋতুস্রাব ২/৪ মাস বন্ধ থাকিয়া পরে একবার প্রকাশিত হয়, সেই সময়ে পেটে ভয়ানক যন্ত্রণা। ইহা নিয়মিত সেবনে বাধকদোষ নিবারিত হয়।

অষ্টিলেগো-৩৪৭–রজঃবন্ধ হইয়া পাকস্থলী হইতে মুখ দিয়া রক্ত উঠে।

*গসিপিয়ম (Gossypium)....... যোনিপার্শ্বে ফোলা ও চুলকানি, ডিম্বকোষে সবিরাম বেদনা প্রসবের পর ফুল না পড়া, গর্ভাবস্থায় বমি। ঋতুস্রাব বন্ধ, বোধ হয় যেন ঋতু হইবে ; কিন্তু তাহা হয় না, স্রাবের রক্ত জলের মত ও ফেকাসে, কোমরে ও তলপেটে অত্যন্ত বেদনা। প্রাতভোজনের পূর্ব্বে গা-বমি ও বমির ইচ্ছা, ঋতুকালীন উর্দ্ধোদরে অস্বচ্ছন্দতা বোধ, তৎসহ ভোজনে অরুচি, ক্ষুধামান্দ্য, বাম ডিম্বকোষে হুলফোটান বেদনা ও জ্বালা, জরায়ুর প্রোলাপ্সস ও চক্ষুর উপর শিরোবেদনা।

রক্তহীনতা ও রক্তাধিক্যতা।

এসিড-এসেটিক-১৫–উদরাময়, নিশাঘর্ম, কাশি ইত্যাদির পীড়ার জন্য এবং প্রসূতির রক্তহীনতা।

গ্র্যাফাইটীস-৩৪১–স্ত্রীলোক দেখিতে সুন্দরী, মোটা সোটা, গোলগাল, মাংস থলথলে, বলবান ; কিন্তু ভিতরে কিছুমাত্র বল নাই, রক্তহীন, মুখ মলিন, পাংশুবর্ণ বা হলদে আভাযুক্ত, চোখের পাতা ফোলা ফোলা।

সাইক্ল্যামেন-২৯৬–পলসেটিলার মত মানসিক লক্ষণ, গায়ে বাতাস লাগাইতে ভয় করে, রক্তশূন্য দেহ, অনিয়মিত ঋতু, মাথা ঘোরে, ঝাপ্সা দেখে, হজম হয় না।

অষ্ট্রেয়া ভার্জিনিয়া-৬৯৪–ম্যালেরিয়ার নিমিত্ত রক্তহীনতা (ন্যাট-মি)।

বেঞ্জিন-নাইট্রিকাম-৬৭৯–কালরক্ত চাপ বাঁধে না, মস্তিষ্কের শিরায় রক্তাধিক্যতা। ঠোঁট, জিহ্বা, চর্ম্ম, নখ, চোখ নীল দেখায়, সকল স্থানের শৈরিক রক্তাধিক্যতা।

ন্যাট্রম-মিউর-৪৯২–ঋতুর গোলযোগ, অতিরিক্ত শুক্রক্ষয় কিম্বা শরীরের কোনও তেজস্কর পদার্থের ক্ষয়হেতু রক্তহীনতা। দুর্ব্বল, অজীর্ণ, চর্ম্ম ফেকাসে, শুষ্ক, একটু পরিশ্রমেই ক্লান্ত হইয়া পড়ে বুক ধড়ফড় করে।

লেসিথিন-৪৩৬–অধিকদিন কোন পীড়াভোগের পর রক্তশূন্যতা।

লাইকোপাস-৪৫২–ব্লড-প্রেসার বৃদ্ধি, হৃৎপিণ্ডে বেদনা, নাড়ীর দ্রুত স্পন্দন।

পলসেটিলা–ধীর, নম্র সহজেই কাঁদে ; কোন কাজ করিতে অনিচ্ছা, কেবল ঘুমাইতে চায়, খোলা বাতাস চায়, বুক ধড়ফড় করে, ঋতু বিলম্বে হয়, বমি করে, শরীরে জ্বালা।

ফেরম-মেট-৩২০, ৪০২–মুখের রঙ্ ফেকাসে ; পাণ্ডুটে, একটু উত্তেজনাতেই লাল হয়, মুখের ভিতরে রঙ্ ফ্যাকাসে, বাহিরে দেখিতে বেশ মোটাসোটা ; কিন্তু ভিতরে রক্তহীন।

ক্যালি-কার্ব্ব-৪০২–দেহ রক্তশূন্য, চর্ম্ম ফেকাসে, দুর্ব্বল মুখ চোখ ফোলা।

ম্যাঙ্গেনাম-৪৫৯–ঋতু শীঘ্র হয়, দুই দিনের অধিক স্থায়ী হয় না, ফেরমের পরিবর্ত্তে।

বেলেডোনা-১৫৬–মাথায়, মুখে রক্তাধিক্য, মুখ চোখ লালবর্ণ।

গ্লোনিয়ন-৩৩৩–ঠাণ্ডা বা গরমের জন্য মস্তকে রক্তাধিক্য, তজ্জন্য খেঁচুনি, সর্দ্দি-গর্ম্মী।

মেলিলোটাস-৪৬১–শরীরের সকল যন্ত্রে রক্তাধিক্য, রক্তস্রাব হইলেই উপশম, রক্ত স্রাবের পূর্ব্বে মুখ লালবর্ণ হয়।

আর্গটীন-২x–ব্লড-প্রেসার অধিক, increased blood pressure ("বেরিক") একোনাইট, ওপিয়ম-ব্লড-প্রেসার কম।

এড্রিন্যালিন-১৩–ব্লড-প্রেসার বৃদ্ধি (ভিস্কাম-এল্ব) ৮৫০ পৃষ্ঠায় ব্লড-প্রেসার দেখুন।

দ্রষ্টব্য ঃ এনিমিয়া বা রক্তহীনতায় একটা কাস্তে, করাত বা একখণ্ড ষ্টিল বা লোহা আগুনে পোড়াইয়া লাল হইলে সেই লোহা কিছুক্ষণ জলে ডুবাইয়া রাখিয়া সেই জল রোগীকে সর্ব্বদা পান করিতে দিবেন।

রক্ত বিষাক্ত হইয়া পীড়া।

এচিনেসিয়া, পাইরোজিনিয়াম- ২৮৫- তড়িন্নু- ব্যাপটি, এসিড-কার্ব্বল, এনথ্র্যাসিনাম ক্রোটেলাস প্রভৃতি ঔষধগুলিরও প্রয়োজন হয়।

ল্যাট্রোডেক্টাস-৪৩৪–বহুদিনের রক্ত বিষাক্ততা।

রাইটার্স-ক্র্যাম্প।

(পক্ষাঘাত দেখুন)

ষ্ট্যানম-৬০৫–লিখিতে আঙুল সরিয়া যায়, টাইপ-রাইটার্সের আঙুলের পক্ষাঘাত।

আর্জেন্টি-নাই-১১৬–লেখকদের আঙুল কাঁপে।

ব্র্যাকিগ্লটাস-৬৮০–আঙুল, বৃদ্ধ আঙুল ও কব্জিতে লিখিবার সময় খিলধরা বেদনা।

সোলিয়ম-৬৯০–লিখিতে কিম্বা গ্লাস ধরিতে অক্ষমতা।

সাইক্ল্যামেন–ডান বৃদ্ধ ও তর্জ্জনী আঙুলের আক্ষেপিক সংকোচ। এই পীড়া প্রায় আরোগ্য হয় না অথবা অনেক বিলম্বে হয়, তজ্জন্য অন্য হাতে লিখিতে কিম্বা আঙুল পরিবর্ত্তন করিয়া অন্য আঙুলে লিখিতে অভ্যাস করা উচিত।

রুচি।

এলিউমিনাম-৭৪–অপাচ্য দ্রব্য ও বালী, চুণ, চা-খড়ি প্রভৃতি খায় বা খাইতে ইচ্ছা।

ক্যালকে-কার্ব্ব-ডিম... মিষ্টদ্রব্য-আর্জেন্টম ...... কয়লা-ক্যালকে-কার্ব্ব..... টকদ্রব্য ও পানীয়-ব্রায়ো. হিপার, ফস, ফলস, চায়না........ তিক্ত, লোণা দ্রব্যে ইচ্ছা-ক্যাল-ফস।

র‍্যাকাইটীস।

ক্যাল-ফস-১৯৩,........ হেক্লা-লাভা-৩৫১ .... সাইলিসিয়া-৫৯৬ (ফসফরাস, ব্যাসিলিনাম আর্স প্রভৃতিও এই পীড়ার ঔষধ)।

রেতঃস্খলন (স্পার্মাটোরিয়া)।

এগ্নাস অধ্যায়-৬১ পৃষ্ঠা দেখুন।

মস্কাস-৪৮৪-লিঙ্গোদগম না হইয়া শুক্রস্খলন, লিঙ্গমধ্যে জ্বালা।

কোনিয়ম-২৭৮-স্ত্রীলোক দেখিলে, আলিঙ্গন করিলে, মনে মনে ভাবিলেও অসাড়ে শুক্রস্খলন, লিঙ্গোত্থান পূর্ণভাবে হয় না, কামরিপু প্রবল স্ত্রীসম্ভোগে অসমর্থ।

স্যালিক্স-নায়গ্রা-৫৭৮-বাহ্যে প্রস্রাবের সময় কোঁথ দিবার কালীন শুক্রস্খলন, হস্তমৈথুন পীড়ার কারণ হইলে ইহা অধিক উপকারী। ক্ষমতাহীন অথচ স্ত্রীসংসর্গের ইচ্ছা প্রবল।

এলিউমিনা-৭৪-মলত্যাগকালীন কোঁথ-দিবার সময় রেতঃস্খলন, তজ্জন্য ধ্বজভঙ্গ।

লিউপিউলাস-৬৩৮-প্রস্রাবের কোঁথে শুক্রক্ষরণ, ধাতুদৌর্ব্বল্য, মূত্রনলীতে জ্বালা।

ভায়োলা-ট্রাইকোলার-৬৬৬-স্বপ্নে দেখিয়া স্বপ্নদোষ, বাহ্যে প্রস্রাবের সময় অসাড়ে শুক্রপতন।..... আর্জেন্টি-মেট-১১৪-শুক্রক্ষয় করিয়া দুর্ব্বল।

সেলিনিয়ম-৫৮৯-নিদ্রায়, স্বপ্নে, বেড়াইবার সময়, প্রস্রাব-বাহ্যের পর, অল্পে অল্পে অসাড়ে রেতঃপাত, ক্রমশঃ ধ্বজভঙ্গ।...... বিউফো-১৭৭ ও সাইলি-৬১ পৃষ্ঠা দেখুন।

নুফার-লুটিয়া-৫০৩-কামোদ্দীপক কথায় বা সামান্য উত্তেজনাতেই রেতঃস্খলন।

এভেনা-স্যাট-৬৪-অজ্ঞাতসারে ধাতুস্খলন, ধ্বজভঙ্গ, রতিশক্তির হ্রাস।

ষ্ট্যাফিসেগ্রিয়া-৬০৬-স্বপ্নদোষ, স্পার্মাটোরিয়া, তৎসহ চোখ, মুখ বসা ও কোমরে বেদনা, ইন্দ্রিয়ের উত্তেজনা হেতু শুক্রক্ষরণ, ধাতুদৌর্ব্বল্য।

এগ্নাস-৬১-ধ্বজভঙ্গ, স্পার্মাটোরিয়া, বাহ্যের বেগ বা নিদ্রাকালে রেতঃস্খলন।

টার্ণেরা-৬৩৭—বাহ্যে প্রস্রাবের বেগ দিবার কালীন শুক্রপাত, পুরুষত্ব কমিয়া যায়।

অনসমোডিয়াম-৬০১—অনবরত লিঙ্গের উত্তেজনা, ধ্বজভঙ্গ, রতিক্রিয়ার ইচ্ছা লোপ, দ্রুত রেতঃস্খলন, অসম্পূর্ণ লিঙ্গোদগম।

অরিগেনাম-৬৯৩—হস্তমৈথুন জনিত পীড়া, অতিরিক্ত উত্তেজনা।

সাইলিসিয়া-৬১—বাহ্যের বেগে শুক্রক্ষরণ, ১০০০ শক্তির একমাত্রা প্রায় ১ পক্ষ অন্তর।

ল্যারিণ্ জাইটীস।

ইউপেট পার্ফো-৩১৫—কাশি, গলাধরা, গলায় টাটানি ব্যথা, লেরিংস হইতে ট্রেকিয়ার ও ব্রঙ্কাইয়ে পরিচালিত, কাশিলে মাথায় ও বুকে লাগে, হাত দিয়া চাপে।

ক্যালি-বাইক্রম-৩৯২—গলার ভিতর ফুলিয়া লালবর্ণ, ক্ষত, মুখ দিয়া লালাস্রাব আঠার মত চটচটে গয়ার উঠে।

এমন-কষ্টিকাম-৮০—লেরিংসে প্রদাহ, স্বরভঙ্গ, গলায় জ্বালা, টাটানি বেদনা, আলজিবে শ্লেষ্মা জড়াইয়া থাকে।

ফাইটোলক্কা-৫৪১—ক্যাটায়েল-ল্যারিণজাইটীস, তৎসহ টনসিলের বিবৃদ্ধি, পীড়ার উপসর্গ রাত্রিতে, ঠাণ্ডায় ও বর্ষায় বৃদ্ধি।

ন্যাট্রম-সেলিনিয়ম-৬৯২—ল্যারিঞ্জিয়াল-থাইসিস (রোরিক)

ল্যারিণ্ জিসমাস-ষ্ট্রীডুলাস (ফল্স-ক্রুপ)।

(৫৭৯ পৃষ্ঠায় মায়ুকাস দেখুন)

লিভারের পীড়া।

শিশু-লিভার—ম্যাগ-মিউর, ক্যাল্‌কে-আর্স....বর্দ্ধিত লিভার যেন ফুলিয়াছে—এবসিড।

এনান্থিয়াম-২১০—লিভারের প্রদাহ ও ফোলা, ভীষণ বেদনা, যেন শক্ত টিউমার।

লিভার-সিরোসিস—আয়োড, ফস, লরোসি, এসিড-মিউর।

শেষ অবস্থায় শোথ—এপিস, আর্স, এসি-মিউর, এমন-বেঞ্জো, এপোসাইনাম।

এমন-মিউর—পুরাতন কন্জেস্‌সন কোষ্ঠবদ্ধ, পেটডাকা, বায়ু নিঃসরণ।

বামদিক চাপিয়া শুইতে কষ্ট—ব্রায়ো, ন্যাট-সল....ডানদিক চাপিয়া শুইতে কষ্ট মার্ক-সল, ম্যাগ-মিউর, ক্রোটেলাস।

স্ফোটক—হিপার, মার্ক, লাইকো, ল্যাকে।

এসিড-মিউর-২৬—লিভার পীড়ার শেষ অবস্থার শোথ ও উদরী।

বার্ব্বেরিস-৭০—লিভারের স্থান হইতে বেদনা উঠিয়া পাঁজরার ভিতর খোঁচে, কখনও পেটের মধ্যে আসে।

এলো-৭০—লিভারের স্থান ভারী, বেদনাযুক্ত ; ডান পাঁজরার নীচে বেদনা।

ব্রায়োনিয়া-১৭৫, ২৩৬, ৪৪৮—লিভারে ছুঁচফোটান ব্যথা, জ্বালা, টাটানি বেদনা। ফোলা। কাশিলে, নিশ্বাস লইলে বেদনার বৃদ্ধি, শুষ্ক মল, মুখ তিক্ত, ডানকাঁধে বেদনা

চেলিডোন-২৩৬, ১৭৫—লিভারের স্থানে সকল সময়েই বেদনা, স্কাপুলার নীচে বেদনা, মুখ তিক্ত, চোখ, মুখ, গায়ের চামড়া হলদে, বাহ্যে ছাই বা মাটি রঙের কিম্বা গন্ধকের ন্যায় হলদে, ছাগলনাদির মত, প্রস্রাব হলদে, গা-বমি, পিত্ত-বমি।

জগ্‌ল্যান্স-সিনেরিয়া-২৩৬—লিভারে টাটানি বেদনা, ডান কাঁধের নীচে বেদনা, ঢেকুর, পেটফোলা, পেটফাঁপা, বাহ্যের সঙ্গে পেটে বেদনা, কোঁথানি।

লাইকো-২৪৬, ৪৪৮—লিভারে অনবরত ঘিনঘিনে ব্যথা, সময়ে সময়ে অধিক হয়।

ক্রোটেলাস-২৮৪—লিভারে এত বেদনা যে নিশ্বাস টানিলেও বাড়ে, রক্তস্রাব হয়, চোখ মুখ-শরীর-প্রস্রাব হলদে, ফুলিয়া পড়ে।

ফসফরাস-৫৩৪—লিভার সঙ্কুচিত (সিরোসিস)। প্রথমে সামান্য জ্বর, পরে লিভার বর্দ্ধিত, শেষে লিভার স্ফোটক, হেক্‌টিক-জ্বর, নিশাঘর্ম।

পডোফাইলম-৫৫০—যকৃতের ভালরূপ ক্রিয়া হয় না, যকৃতের স্থানে ব্যথা।

ল্যাকেসিস-৪২৮—মাতালের পীড়া, লিভারের দোষে ন্যাবা, লিভার স্ফোটক, ডানদিকে ভয়ানক ব্যথা, কাপড় রাখিতে পারে না।

লেপ্ট্যান্ড্রা-৪৪১—পিত্তকোষে ও লিভারের স্থান টাটানি ব্যথা, সর্ব্বদা কামড়ানি ব্যথা, লিভারে রক্তসঞ্চয়, লিভারে ও পেটে জ্বালা, পিত্তবমি, জিবে কাল বা হলদে লেপ।

ম্যাগ্নেসিয়া-মিউর—৪৫৬—লিভারের বিবৃদ্ধি, বেদনা ও ফোলা, স্পর্শে ও ডানদিকে শুইলে এবং আহার করিলে বেদনার বৃদ্ধি, ন্যাবা।

টিলিয়া-৪৫৬—বামপার্শ্বে শুইলে লিভারের বেদনা বৃদ্ধি।

মার্কুরিয়স-সল-৪৭১—লিভার প্রদাহ, লিভার শক্ত ও বড় হওয়া, বেদনা, ডানপাশে শুইতে না পারা, রাত্রিতে যন্ত্রণার বৃদ্ধি, শোথ, ন্যাবা।

ন্যাট্রম-সলফ-৫০১—পুরাতন উদরাময়ে ভুগিয়া লিভার আক্রান্ত, লিভারে টাটানি ব্যথা, বামপার্শ্বে শুইতে পারে না, মুখে টক বা তিক্ত আস্বাদ, ন্যাবা।

বোলডো (Boldo)-৬৮০—লিভারের স্থানে কলিকের মত বেদনা, কলি-সিস্টাইটিস। চিলোন-২৩৬, ৬৮২—লিভারের ডান বা বামলোবে ভীষণ বেদনা, উহা নিয়ে বিস্তৃত হয়।

কোলেস্টেরিণাম-৬৮২—লিভারের ক্যানসার, লিভারের পাশে জ্বালাজনক বেদনা, জলিবার সময় বেদনার জন্য হাত দিয়া চাপিয়া ধরে।

হৈলারিয়া-মেডিকা-৬৯৯—লিভার ফোলা, শক্ত, ছুঁচফোটান বেদনা, চাপ দিতে দেয় না, কাদার রঙের মত বাহ্যের রঙ।

নক্স-ভমিকা-৫১১—লিভার বড়, শক্ত, অত্যন্ত বেদনা, সময়ে সময়ে শূল বেদনা, জ্বর।

এমন-বেঞ্জো-৭৭—শিশু লিভারের শেষ অবস্থায় লিভার সঙ্কুচিত হইয়া শোথ।

লোকেমোটর-য়্যাটাক্সি।

আর্জেন্ট-নাই-১২০—পা যেন, ভারী বোঝা, হোঁচট খাইয়া চলে, চক্ষু বুজাইয়া আদৌ চলিতে পারে না।....কণ্ড্যুরাঙ্গো-২৭৫—কোন ঔষধে ফল না পাইলে প্রযোজ্য।

ল্যাথাইরাস-৪৩৩—কোনও দ্রব্য তুলিতে হাত কাঁপে, স্থির হইয়া দাঁড়াইলেও কাঁপে, পড়িয়া যাইবার মত হয়, সোজা হইয়া বসিতে পারে না।

* অক্সিট্রপিস—মেরুদণ্ড বোধ হয় যেন অসাড়, পা ঠিক স্থানে পড়ে না, হোঁচট খাওয়ার মত চলে, (Patellar tendon reflex lost), বেদনা শীঘ্র আসে শীঘ্র যায়, পায়ের পেশী শক্ত হইয়া থাকে।

এলিউমিনা-৭৩—সোজাভাবে এবং চক্ষু না চাহিয়া এক পাও চলিতে পারে না, অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ভারী, প্রত্যেক পদক্ষেপেই যেন হোঁচট খায়।

এরাগ্যালস-১২০—নিউ-রেমিডিজের মধ্যে এই পীড়ার একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ।

* হেলোডার্মা (Helederma)—প্যারালিসিস-এজিট্যান্স পীড়া ও হার্ট-ফেলিওর লোকোমোটর-য়্যাটাক্সি, নিম্নাঙ্গ অসাড়বোধ ও কাঁপে, নিম্নাঙ্গ বরফের মত ঠাণ্ডা কিম্বা জ্বলে, হোঁচট খাওয়ার মত হইয়া চলে, মনে করে যেন পা ফুলিয়াছে, অঙ্গ প্রসারণে

যন্ত্রণার হ্রাস হয়। সমস্ত শরীর, ফুসফুস, জিহবা, মস্তক ইত্যাদির বরফের মত ঠাণ্ডাভাব এবং জ্বরে ঠাণ্ডায় যেন মৃত্যু হইবে, টেম্পারেচার ৯৬° ডিগ্রী (Sub normal) এই ঠাণ্ডাই এই ঔষধের চরিত্রগত লক্ষণ। (ইহা—৬ × য়ের নীচের ব্যবস্থা করিবেন না। ১০০০, সি, এম শক্তিও উপকারী।

লোচিয়া (প্রসবান্তিক ক্লেদস্রাব)।

দুর্গন্ধ—ব্যাপ্‌টি, ক্রিয়ো, সিকেলি, ল্যাকে,....স্রাব বন্ধ—সিকেলি, ক্যালি-কার্ব্ব, বেল, ব্রায়ো,.....স্রাব বন্ধ হইয়া পীড়া—সিকেলি, একটিয়া।

এসিড-কার্ব্বল—১৬ সিকেলি—৫৮৬, সিমিসিফিউগা—৫০, ক্রিয়োজোট—৪১৮।

শ্বাস-প্রশ্বাসে কষ্ট।

শুইলে কষ্ট, শুইতে পারে না—এন্টিম-টার্ট, এন্টিম-আর্স, এপিস, এর্যালিয়া, কনভ্যালেরিয়া, আইবেরিস, ল্যাকে, ন্যাজা,.....শ্বাস গ্রহণে কষ্ট—এরালিয়া, আর্স......শ্বাস ফেলিতে কষ্ট—এসিড-হাইড্রো, ক্লোরাম...হৃৎপিণ্ডের পীড়াজনিত শ্বাসকৃচ্ছ্রতা—একোনাইট-ফেরক্স, অরাম, কনভ্যালে, ল্যাকে, ক্যালমি, মস্কাস, লরোসি, ফস....শ্বাসনলীর আক্ষেপের নিমিত্ত শ্বাসপ্রশ্বাস বন্ধের মত হওয়া—ক্যাপসি, মস্কাস, স্যাম্ব, কুপ্রম, ব্রোমি, ল্যাকে, ইপি (এমন-কষ্টিক দেখুন)..শ্বাসরোধ-এমন-কার্ব্ব, এসিড-নাই, বোভিষ্টা, ...শ্বাস-প্রশ্বাসে কাঠচেরার মত শব্দ—স্পঞ্জি, ক্যালি-বাই, আয়োড... প্লটীসের মুখের আক্ষেপের জন্য শ্বাস ফেলিতে কষ্ট—ক্লোরাম।......বুকে সর্দ্দি ঘড়ঘড় করার জন্য—মিফাইটাস,.....হঠাৎ রাত্রিতে ঘুমাইতে ঘুমাইতে কাশির ফিট আসিয়া—স্যাম্বুকাস,.....কাশির পর—ড্রসেরা,...গ্লোবাস-হিষ্টিরিয়া—মস্কাস,.... ল্যারিণজাইটিসে ল্যারিংসের আক্ষেপের জন্য—স্যাম্বুকাস,....হুপিং-কাশি কিম্বা আক্ষেপিক কাশি এবং হাঁপানীতে গলনলী সঙ্কোচনের নিমিত্ত—কুপ্রম-মেট। শ্বাসকষ্টের নিমিত্ত পৃথক পৃথক পীড়া এবং নিমোনিয়া, ব্রঙ্কো-নিমোনিয়া ও ব্রঙ্কাইটিস অধ্যায়—৮০৮ পৃষ্ঠা দেখুন।

এন্টিপাইরিণ-১০১—শ্বাসকষ্ট, কষ্টকর নিশ্বাস, বুকে চাপবোধ, শ্বাস-প্রশ্বাস ক্রমে ক্রমে কম হইতে হইতে পুনরায় বৃদ্ধি।

লোবেলিয়া-পার্পি-৪৪৪—শ্বাসপেশীর পক্ষাঘাত, শ্বাসপ্রশ্বাস ধীর বোধ হয় যেন উপর হইতে চলিতেছে; হৃৎপিণ্ডের জোর প্রতিঘাত যেন ঢাক বাজাইতেছে।

ওলাউঠা রোগে শ্বাস-প্রশ্বাসে কষ্ট—ওলাউঠা অধ্যায় ৭৪৪ পৃষ্ঠা দেখুন।

কোকা-২৫৭—হাঁপানি ও হিমপ্টিসিসে শ্বাসকষ্ট।

শিরাস্ফীতি (Vericocil)।

শিরাস্ফীতি নূতন হইলে—হ্যামামেলিস....পুরাতন হইলে—এসিড-ফ্লোর-২০।

জিঙ্কাম-৬৫২—নিম্নাঙ্গ বিশেষতঃ পা ফোলে, সেই ফোলা যোনিতে পরিচালিত হয় তরুণ অবস্থায়—পলসেটিলা, উহার পর—জিঙ্কাম।

ভাইপেরা-৬৪৬—শিরার অত্যধিক স্ফীতি (ফ্লেবাইটিস), শিরা-প্রসারণ (ভেরিকোস)।

ক্যালকেরিয়া-ফ্লোর-১৯২—ভেরিকোস-ভেনস পীড়ায় সুসলারের প্রধান ঔষধ।

(রক্ত সঞ্চালনের বৈলক্ষণ্যহেতু—পলস,.....পায়ের কার্ব্বো-ভেজ, পলস, ল্যাকে, জিঙ্কাম,....নাকের—কার্ব্বো, লিডম, ... যোনির—কার্ব্বো, হ্যামা, জিঙ্ক, লাইকো....শিরায় রক্তজমা—কুপ্রম, কার্ব্বো, ল্যাকে, ক্রোরালম, ক্রোটে, ডিজি)।

ক্যালকেরিয়া-হাইপো-১৯৫—শিরা চাবুকের দড়ির মত খাড়া হইয়া উঠে।

বেলিস-পিরেনিস—গর্ভাবস্থায় (Vericose Veins.)

শিরঃপীড়া।

(মাথাব্যথা—৮৫৬ পৃষ্ঠা দেখুন)

শিশুর দুধতোলা।

ক্যালকেরিয়া-কার্ব্ব-১৮৫—দধির মত বমি, চাপ খুব বড় নহে, টক গন্ধ, বমির পর ক্ষুধা।

ইথুজা-১৮৫—বড় বড় চাপবিশিষ্ট জমা দুধ-বমি, দুধ পানমাত্র বমি, বমির পর নিঝুনভাব, ঘুমায়, ঘুমের পর স্তন্যপান করে, ক্ষুধা হয়, আর কিন্তু হজম হয় না।

এন্টিম-ক্রুড-৯২—ছোট চাপযুক্ত দুধ বমি, ওয়াকতোলা, কাটবমি, জিহবা সাদা যেন দুধ মাখান, বমির পর শিশু স্তন্যপান করে না।

সাইলিসিয়া-৫৯৬—স্তন্যপান করিলে ছানার মত বমি, ক্ষুধা থাকে না কিম্বা অধিক ক্ষুধা, খাবার জন্য হাঁই হাঁই করে।

ক্যালকেরিয়া-ফস-১৯২—দুধ সহ্য হয় না, বমি করে ; ১৯২ পৃষ্ঠায় ইহার ধাতু দেখুন।

শিশুর দন্তোদগমকালীন পীড়া।

বেলেডোনা-১৬১—প্রবল জ্বর, মাথাচালা, দাঁত কড়মড় করা, কাঁদা, আচ্ছন্নতা, ঘুমাইতে ঘুমাইতে চমকানো, হস্ত পা ঠাণ্ডা, আমাশয়, পেটে ব্যথা, সাদা রঙের বাহ্যে।

ক্যামো-১৬১—জ্বর কম, চমকাইয়া উঠে, ছেলে রাগী, খিটখিটে, কোলে বেড়াইতে ইচ্ছা, কান্না হড়হড়ে সবুজ রঙের বাহ্যে, তৎসহ ডিম পদার্থ, অত্যন্ত দুর্গন্ধ মল।

ক্যালকেরিয়া-কার্ব্ব-১৮৪—বিলম্বে দাঁত উঠা কিম্বা দাঁত না উঠা, এই সময়—জ্বর, পেটের দোষ, তড়কা ইত্যাদি।

পডোফাইলম-৫৫০—নানা রঙের বাহ্যে, তড়কা, জ্বর, দাঁত কড়মড় করা, মাঢ়ী চাপা, মাথাচালা, গোঁগান, ঘ্যান ঘ্যান করা।

একটিয়া-৫২—শিশুদের দাঁত উঠিবার সময় মস্তিষ্কের ইরিটেসন ও অনিদ্রা।

শিশুর ক্রন্দন।

(৭৬৪ পৃষ্ঠায় দেখুন)

সোরিণাম-৫৫২—দিবারাত্রি ঘুমায় না, কেবল খ্যাৎ খ্যাৎ করে, দিনের বেলা বেশ খেলায় রাত্রিতে চীৎকার, কাঁদে।

জিঙ্কাম-৬৪৮—শিশু নিদ্রিতাবস্থায় কাঁদিয়া উঠে, যেন কত ভয় পাইয়াছে, এরূপ দেখায়, মাথা এপাশ ওপাশ করে।

ক্যামো-২৩১—শিশু কেবল ঘ্যান ঘ্যান করে, কাঁদে আর যেন রেগেই আছে।

জেলাপা-৩৯০—দিনরাত্রি কাঁদে কিম্বা দিনের বেলায় বেশ শান্ত, রাত্রিতে কান্না।

এন্টিম-ক্রুড-৯১—গায়ে হাত দিলেই রাগে, কাঁদে, বয়স্কগণের প্রতি কথায় কান্না।

বোরাক্স-১৭০—ঘুমাইতে ঘুমাইতে হঠাৎ চীৎকার, প্রতিবার প্রস্রাবের পূর্ব্বে ক্রন্দন।

ভয়জনিত ক্রন্দন—ভয় ও ভয়জনিত পীড়া এবং ৭০৮ পৃষ্ঠায় "অনিদ্রা দেখুন"।

অন্যান্য কতিপয় শিশু পীড়া ঃ—

শিশু-কলেরা-৭৪৭ পৃষ্ঠা ও শিশু-উদরাময়—৭৩৫ পৃষ্ঠা দেখুন।

শিশুর আক্ষেপ—৭৯৫ পৃষ্ঠায় "তড়কা" দেখুন। স্কাটেলিরিয়া, ৬৯৭—দাঁত উঠিবার সময় তড়কা।

শিশুর বিছানায় প্রস্রাব—৮২৩ পৃষ্ঠায় "প্রস্রাবের পীড়া" দেখুন।

শিশুর ন্যাবা—৮০৮ পৃষ্ঠায় "ন্যাবা" ও লিউপিউলাস—0—৬ষ্ঠ দিয়া দেখুন।

শিশু-যকৃৎ—ক্যালকে-আর্স ("লিভার ও রোহিতকা—৬৭৩ পৃষ্ঠা দেখুন)।

আঁতুড়ে শিশুর শ্বাসরোধ—৯৮ পৃষ্ঠা দেখুন।

শুক্রস্খলন।

৮০৪ পৃষ্ঠায় ধ্বজভঙ্গ এবং রেতঃস্খলন ও স্বপ্নদোষ দেখুন।

ইরিনজিয়ম-৬৮৪—সামান্য কারণেই শুক্রবৎ পদার্থ বাহির হয়, লিঙ্গোদগম না হইয়া স্বপ্নদোষ। সাইলিসিয়া-৬১—১০০০ শক্তি ১ মাত্রা ১৫ দিন অন্তর ২/৩ মাত্রা।

হাইড্রোফোবিনাম-৬৮৭—রতিক্রিয়ার সময় শুক্রস্খলন হয় না।

টিটানিয়ম-৭০৭—রতিশক্তির দুর্ব্বলতা, সঙ্গমকালীন অতি শীঘ্র স্খলন হয়।

ষ্ট্যাফিসেগ্রিয়া-৬০৬—স্কুলের ছাত্রদের স্বপ্নদোষ।

শূল-বেদনা।

(অম্লশূল-বেদনা—৭১২ পৃষ্ঠা দেখুন)

সলফোন্যাল-ক্রুড-ফরম ১০ হইতে ৩০ গ্রেণ মাত্রায় গরম জলসহ সেবন করাইলে মর্ফিয়ার মত ক্রিয়া হইয়া ২।১ ঘণ্টার মধ্যে নিদ্রিত হইয়া পড়ে।

এঙ্গাষ্টিউরা-৮৮—পেটে বেদনা, বেদনা নাভি হইতে আরম্ভ হইয়া বুকে যায়।

কলোসিন্থ-২৬৯, ৫৪৫—কামড়ানি, খামচানি, মোচড়ানি বেদনা, জোরে চাপিলে, সম্মুখে ঝুঁকিলে, উপুড় হইয়া শুইলে কম হয়, বেদনাসহ বাহ্যে বমি।

ক্যামো-২৭০—শিশুদের উদরশূল, পেটে বায়ু জমে, পেট ফোলে, কাঁদে, ছটফট করে, পা ছোড়ে।

সেনা-৫৯২—শিশুদের পেট বায়ুতে পূর্ণবোধসহ কলিক বেদনা।

ষ্ট্যাফিসেগ্রিয়া-২৭০, ৬৬০—চক্ষুর পাতার ঘা দাঁতে পোকা খাওয়া কিম্বা উপদংশবিশিষ্ট ধাতুর শিশুদের কলিক বা উদরশূল।....পানাহারের পরই পেট কনকন করা।

গলথেরিয়া-৬৮৫—তরুণ পাকাশয়শূল, নিম্নোদরে তীব্র বেদনা, অদম্য বমি।

ইলিসিয়ম-৬৮৭—৩ মাস ভোগকালের কলিক কিম্বা উদরশূল বেদনা, ঠিক নিয়মিত একসময়ে বেদনা আরম্ভ হয়।

এলো-৬৯—তলপেটের ডানদিকে কামড়ানি খামচানি বেদনা, বাহ্যের সময় বেদনা।

এবসিন্থিয়াম-১০—বায়ুশূল বেদনা (wind colic)।

ভেরেট্রম-এলব-২৭০—পেটে বেদনাসহ কপালে ঠাণ্ডা ঘাম।

ভেরেট্রম-এলব-৬৪২—ঠাণ্ডা লাগিয়া কিম্বা ফল ও শাক-সব্জী খাইয়া কলিক বেদনা।

বোভিষ্টা-২৭০—আহারান্তে পেটের বেদনা বৃদ্ধি, পা গুটাইলে, সম্মুখে ঝুঁকিলে উপশম।

ষ্ট্যানম-২৭০—শিশুদের উদরশূল, কাঁধে চাপিয়া বেড়াইলে পেটে এবং অন্যান্য বেদনা—খুব জোরে চাপ দিলে উপশম।...... জেলেপা-২৭০—শিশু দিনরাত্রি কাঁদে।

এষ্টিরিয়াস, ল্যাকে-১৪০—ঋতুস্রাব আরম্ভ হইলে শূলব্যথার উপশম।

কষ্টিকাম-২২৯—পেটের মোচড়ানি ব্যথা—কলোসিন্থে উপকার না হইলে প্রযোজ্য।

কক্কুলাস-২৬১—পেটে বায়ু জমে, নাড়ী পাক দেয়, মোচড়ায়, বায়ু নিঃসরণে একটু উপশম হয়, তৎসহ গা-বমি-বমি, ঋতুস্রাব হইয়া শূল বেদনা।

চেলিডোন-২৩৭—খালি পেটে থাকিলে বেদনার বৃদ্ধি।

কুপ্রম-সলফ—২৯৪—ওলাউঠার পর উদরশূল বেদনা, তৎসহ পেট শক্ত, গা-বমি।

ডায়স্কোরিয়া-২৭০, ৩০২, ৫৪৫—বেদনা তলপেটে কুঁচকীর স্থান হইতে আরম্ভ হয়, স্থান পরিবর্তন করে, পেট ডাকে, বায়ু নিঃসরণ হয়, পাকস্থলী ও অন্ত্রে থামিয়া থামিয়া কামড়ানি, খামচানি বেদনা, পশ্চাতে হেলিলে বা সোজা হইয়া থাকিলে উপশম।

ওপিয়ম-৫১৮—পেটে বায়ু জমে, পেট ফোলে, ঢেকুর উঠে, তাহাতে পেটফোলা বা বেদনার উপশম হয় না।

নক্স-ভমিকা-৫১০—বায়ু অধঃ ও উর্দ্ধে ঠেলা মারে, তজ্জন্য পেটে বেদনা, শ্বাসকষ্ট, প্রস্রাব বাহ্যের চেষ্টা হইয়াও প্রস্রাব বাহ্যে হয় না। অর্শের রক্তস্রাব বন্ধ হইয়া পেটে শূলুনি।

আরজিমোন-মেক্সিকেনা-৫১০—উপর নীচু সমস্ত পেটে ভয়ানক কামড়ানি, খামচানি আক্ষেপিক বেদনা তৎসহ ঢেকুর, গা-বমি (এই ঔষধটি নিউ-রেমিডিজের অন্তর্ভূত)।

প্লম্বম-৫৪৫—সীস-শূলবেদনা(এসিড-সলফ-ডিল—ইহার উৎকৃষ্ট ঔষধ)। নাভীর স্থানে ভীষণ টেনে খেঁচেধরা বেদনা, কোষ্ঠবদ্ধ, বমি।

জ্যাট্রোফা-৩৯০—উপরে পেট টেনে ও খেঁচে ধরে এবং খিলধরার মত বেদনা লিভারের স্থানে, ডান-স্ক্যাপুলায় ও কাঁধে বেদনা।

শোথ রোগ।

(৭২৯ পৃষ্ঠায় উদরী দেখুন)

এমন-বেঞ্জো-৭৬—শিশু-লিভারের শেষ অবস্থায় শোথ।

এপিস-১৩০—শ্বাসকষ্ট, পিপাসাশূন্য, স্বল্প প্রস্রাব, চর্ম্ম সাদাটে, চোখ, পা অধিক ফোলা। (এপোসাইনাম, এস্ক্লিপিয়াস, লাইকো, এসিড-এসেট, আর্স-আয়োড, ডিজিটেলিস ইহারাও ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের শোথের ঔষধ ১৩০ পৃষ্ঠা দেখুন)।

লিয়াট্রিস-৪৪১—যে কারণেই হউক সর্ব্বাঙ্গীন শোথ, ইহাতে বহু শোথ আরোগ্য হয়।

এপিস-১০৬—মুখ, চোখ, টনসিল, গলা, মলদ্বার, অণ্ডকোষ, জিবের গোড়ায় সমস্ত স্থানে আলজীব প্রভৃতি স্থানে থলীর মত ফোলা, পানাহারে ও শ্বাস প্রশ্বাসে কষ্ট, গলার ভিতরে যেন মাছের কাঁটা ফোটান রহিয়াছে এরূপ অনুভব ও বেদনা, অতি অল্প প্রস্রাব। ইহার প্রস্রাব কখনও এলবুমেন মিশ্রিত ও ঘোলা।

এসক্লিপিয়াস-১৩৯—ইহাতে ঘর্ম্ম ও প্রস্রাব বৃদ্ধি হইয়া শোথে উপকার হয়।

কোয়াকার্স-গ্ল্যাণ্ডি-৬৯৬—পুরাতন প্লীহা ও তজ্জনিত শোথ, লিভার পীড়ার শোথ।

এপিলক্সিস-৬৭৮—প্রস্রাবের দোষজনিত শোথ, হাইড্রোসিল।

থাইরয়ডিন—৩ x, ৬, ৩০ শক্তি—পায়ের ফুলা, নিম্নাঙ্গে কামড়ানি বেদনা।

ঈগলফোলিয়া-৬৫৭—বহুদিন যাবৎ প্লীহা, পেটের অসুখ, আমাশয়ে ভুগিয়া এবং সর্ব্বপ্রকার যান্ত্রিক রোগ সংযুক্ত শোথ।

আর্জেন্টি-ফস-৬৭৯—শোথে প্রস্রাব নিঃসরণে সহায়তা করে।

এসিড-এসেট-১৫—শোথ বা উদরীসহ উদরাময় ও বমন.....ঐ ১৫—শোথে—ডিজিটেলিসের পর এবং রক্তস্রাবে চায়নার পর সেব্য। মেডিউসা-১০৫—মুখ নাক ইত্যাদি ফোলে।

জ্যাবোরাণ্ডি-৩৮৯—গর্ভাবস্থায় শোথ ও প্রত্যঙ্গাদির ফোলা এবং হৃৎপিণ্ডের কিম্বা কিডনীর পীড়াজনিত শোথ।

এপোসাইনাম-১০০—স্পার্টস-১৭৯—পিপাসা, বমি, কষ্টকর শ্বাসপ্রশ্বাস, হৃৎপীড়াসহ।

হেলিবোরাস-৩৫৩—শোথে—প্রস্রাব কাল বা ঘোলা, অল্প ধোঁয়ার মত পদার্থ ভাসে, তলানি কাফিগুঁড়ার মত, বাহ্যে—আম মিশ্রিত।

এপোসাইনাম-৩৫৪—হৃৎপিণ্ডের পীড়াজনিত শোথ, বেরি-বেরি ও সকল প্রকার শোথ, লিভারের পীড়াজনিত শোথ, যুবতী-স্ত্রীর ঋতুস্রাব বন্ধ হইয়া হাত-পা ফোলা ও উদরী। তরুণ পীড়ায় উচ্চ হইতে নিম্নশক্তি, পুরাতন ও সেকেণ্ডারি শোথে—θ—৫ হইতে ১০ ফোঁটা মাত্রায় সেব্য।

ল্যাথাইরাস-৪৩৩—চেয়ারে বা বেঞ্চিতে বসিয়া কার্য্য করিলে পা ফোলে, বেরি-বেরি।

লাইকোপোডিয়ম-৪৫০—লিভারজনিত শোথ। কোনও শোথে পায়ের দিকে অধিক ফোলা, পায়ে ঘা।

স্যাম্বুকাস-কানাডেন-৫৮০—শোথের মহৌষধ, ইহার তরলসার—১ চামচ দিনে ৬ বার।

ল্যাকেসিস-৪২৭—হৃৎপীড়ার জন্য উদরী, শোথ (এপিস)।

অক্সিডেণ্ড্রন-৫২১—সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গের শোথ ও ফোলা, স্বল্পপ্রস্রাব, প্রস্রাব বন্ধ, শ্বাসপ্রশ্বাসের কষ্ট।....ভাইপেরা—অন্ননলীর শোথ ও ফোলা।

ডিজিটেলিস-২৯৮—হৃৎপিণ্ডের পীড়া কিম্বা ব্রাইট্‌স পীড়াজনিত শোথ বা উদরী, প্রস্রাব অতি অল্প, গাঢ় ও গরম।

ষ্টার্ণম-অস্থির পীড়া।

(অরম-১৪৩—ষ্ট্যার্ণমের ভিতর ছঁচফোটান বেদনা।)

ষ্ট্র্যাঙ্গুলেসন অফ-দি-বাউয়েল্‌স।

ওপিয়ম-৫১৮—অন্ত্রশূলের মধ্যে দেখুন, পেটে বেদনা ও কোষ্ঠবদ্ধের সহিত দুর্গন্ধ হয়, বমি। প্লম্বম—৫৪৫ পৃষ্ঠা দেখুন।

ষ্ট্রীক্‌চার।

ষ্ট্রীক্‌চারের প্রথমাবস্থায়—ক্লিমেটিস-২৫৫, সাইলিসিয়া, ফসফরাসেরও প্রয়োজন হয়। প্রথমাবস্থা অতীত হইলে—ক্যাম্ফর, টেরিবিন্থ, কোপেবা প্রভৃতি মূত্রকৃচ্ছ্রের ঔষধ প্রযোজ্য।

প্রুণাস-স্পাইনোসা-২৫৫—প্রস্রাবের নিস্ফল চেষ্টা, বেগমাত্র প্রস্রাব যায় ; কিন্তু বোধ হয় যেন প্রস্রাব আসিয়া আবার ভিতরে চলিয়া গেল, ষ্ট্রীক্‌চার।

ইরিঞ্জিয়ম-৬৮৪—স্প্যাজমডিক ষ্ট্রীক্‌চার, কষ্টকর ও একটু একটু করিয়া প্রস্রাব, প্রষ্টেষ্ট বৃদ্ধির জন্য মূত্রথলির ইরিটেসন।

কুণ্ডুর্‌র্যাঙ্গো-ইসোফেগাসের ষ্ট্রীক্‌চার।

স্ফোটক।

সংখ্যায় অধিক ক্ষুদ্র স্ফোটক—আর্ণিকা-১২২,........ক্ষুদ্র স্ফোটক, গামিগোটা, রক্ত দূষিত হওয়া—আর্কটিয়ম-১২২,.....শরীরের সমস্ত স্থানের ফোড়া—বেলিস-পেরিনিস-১২২, ...মুখের ব্রণ এবং স্ফোটক—এসিড-পিক্রিক-১২২,.....পূঁয বসিয়া গিয়া তথাকার চর্ম্ম কোঁচকাইয়া যায়, না পাকে না ফাটে—আর্ণিকা-১২২,.....চামড়ার নীচে—লাইকো-৩৫৯।

এনথ্রাসিনাম-৮৯—তীব্র বেদনাযুক্ত ছোট ছোট স্ফোটক ক্রমাগত হয়—আর্ণিকা। হিপার অপেক্ষাও ইহা উৎকৃষ্ট ঔষধ (বড় স্ফোটক ও পাইমিয়া প্রভৃতি পীড়াতে—এচিনেসিয়া)।

বেলেডোনা-৩৫৮—প্রথমাবস্থায় আক্রান্তস্থান লালবর্ণ, অত্যন্ত টাটানি, বেদনা যন্ত্রণা।

মার্ক-ভাইভাস-৩৫৮, ৩৫৮—পূঁয হইবার পূর্ব্বে প্রয়োগ করিলে পূঁয জন্মায় না, পূঁয জন্মাইবার পর প্রয়োগে পূঁযের পরিমাণ বাড়াইয়া দেয়, তাহাতে ফোড়া ফাটিয়া যায়।

হিপার-৩৫৮—অত্যন্ত স্পর্শাসহিষ্ণু বেদনা তাপে উপশম, পূঁয জন্মাইলে—উচ্চক্রম; পূঁয অনেক নীচে থাকিলে—নিম্নক্রম, ইহাতে পূঁয উপরে ভাসিয়া উঠে, ফাটিয়া যায়।

লাইকো-৩৫৮—ছোট বা বড় স্ফোটক, চামড়ার নীচে সকল স্থানের স্ফোটকে পূঁয জন্মাইলে শোষণ হইয়া তাহা আরোগ্য হয়, তাপে যন্ত্রণার বৃদ্ধি (তাপে হ্রাস—হিপার-৩৫৮) সকল প্রকার স্ফোটকে পূঁয হইবার উপক্রমে প্রয়োগ করিলে পূঁয শোষণ হয়। ....হিপার, মার্ক, সাইলি এবং ৮৩১ পৃষ্ঠায় "প্রাদাহিক পীড়া দেখুন"।

সাইলিসিয়া-৩৫৯—স্ফোটক ফাটিয়া যাইবার বা অস্ত্র করিবার পর পূঁয শোষণের নিমিত্ত। পূঁয দুর্গন্ধ তরল, কলতানির মত। স্ফোটকের ক্ষত ড্রেস করিবার নিমিত্ত বাহ্যিক প্রয়োগ—ক্যালেণ্ডুলা-মলম-১৯৭।

ক্যালকেরিয়া-হাইপোফস-১৯৬—স্ফোটক উঠিবার কালে কিছুতেই পূঁয সঞ্চয় নিবারিত হয় না, সঞ্চিত পূঁযও শোষিত হয় না। হাড়ের ক্ষত, হাড় আক্রান্ত।

ক্যালকেরিয়া-সলফ-১৯৫—বহুদিন ধরিয়া পূঁয ঝরা, কিছুতেই আরোগ্য হয় না, পূঁয গন্ধহীন, ঘন, সাদা, রক্তমিশ্রিত (গাণ পাউডার—৫৯৬ পৃষ্ঠা দেখুন)।

ক্যালকেরিয়া-পিক্রেটা-১৮৯—পুনঃ পুনঃ ফোড়া হয়; কাণের ভিতরে, পাছার হাড়ে, জঙ্ঘাদি প্রভৃতি স্থানে যেখানে চামড়া পাতলা তথায় স্ফোটক, আঞ্জিনা প্রভৃতি।

এঙ্গাষ্টিউরা-৮৮—কোন ক্ষত একবার আরোগ্য হইয়া পুনরায় প্রকাশ পায়, লম্বা অস্থির ক্ষত।

<u>মাইরিষ্টিকা-সেরিফেরা</u> (Myristica Sebifera)—৩ × শক্তি, এই ঔষধটির উল্লেখ এই পুস্তকে না থাকিলেও আঙ্গুলের নখে ভীষণ যন্ত্রণা বেদনা অসহ্য হইলেও আঙ্গুল ফুলিলে অর্থাৎ আঙ্গুলহাড়া প্রভৃতিতে ইহা সেবন এবং ৭১৯ পৃষ্ঠায় লিখিত মত—এসিড-নাইট্রিক লোসন বাহ্যিক প্রয়োগ করিবেন। ক্ষুদ্র, বৃহৎ সকল প্রকার স্ফোটক—তারা উরুস্ত প্রভৃতি যাহাই হউক না কেন, পূঁয হইবার পূর্ব্বে ইহা প্রত্যহ ৪/৫ মাত্রা—৩/৪ দিন সেবনেই বসিয়া যাইবে, আবার পূঁয হইলে উক্ত নিয়মে সেবনে প্রদাহ শীঘ্র শীঘ্র কম হইয়া পূঁয বৃদ্ধি হইয়া ২/১ দিনেই ফাটিয়া যাইবে, অস্ত্র-চিকিৎসার আদৌ আবশ্যক হইবে না। কানে পূঁয ও কাণে বেদনা হইলেও সম্ভবতঃ ইহাতে উপকার হইবে। মলদ্বারে স্ফোটক, ভগন্দর (Anal Fistula) —কার্ব্বঙ্কল ইত্যাদি পীড়ারও ইহা উত্তম ঔষধ। প্রয়োজন হইলে উহাতে মাদার-টিংচার বাহ্যিকও প্রয়োগ করিতে পারেন। এই ঔষধটি—হিপার, সাইলিসিয়া প্রভৃতির উচ্চে স্থান পাইবার যোগ্য।

আর্ণিকা-১২২—অজস্র ছোট ছোট ফোড়া হয় তাহাতে অত্যন্ত বেদনা, গামিগোটা, গ্রীষ্মকালের ফোড়া, এঁবো-ফোড়া.....সার্সাপ্যারিলা-৫৮৪—গ্রীষ্মকালের বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্ফোটকে—আর্ণিকা, আর্কটিয়মে উপকার না হইলে ইহাতে উপকার হইবে।

আর্কটিয়ম-১২২—গ্রীষ্মকালে গামিগোটা, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফোড়া, আর্ণিকা ও হিপার প্রভৃতিতে উপকার না হইলে।...বেলিস-পিরেনিস-১২২-শরীরের সমস্ত স্থানের ফোড়া।

দ্রষ্টব্য ঃ—স্ফোটকের বা ফোড়ার উপর রেড়ীর বীজ দুধে বাটিয়া গরম প্রলেপ দিলে শীঘ্র পাকিয়া যায়। ফোড়া পাকিলে ছোট গোয়ালের পাতা কিম্বা জবাফুলের পাতার গরম পুলটীস দিলে, পুঁই পাতা থেঁতো করিয়া প্রলেপ দিলে কিম্বা দুর্ব্বা বাটিয়া প্রলেপ দিলে অথবা দুর্ব্বা—θ লাগাইলেও ফাটিয়া যায়। পলসেটিলা—θ পেস্ট করিয়া

দিলেও ফাটিয়া যাইবে। ক্যাল্‌কেরিয়া-মিউর—১ × শক্তি—১ ড্রাম ২/৩ আঃ জলে দিয়া পটি দিলে স্ফোটকে উপকার হয়, আতপ চাউল কিম্বা আতাফলের পাতা বাটিয়া অথবা আতপ চাউল বাটা ও চিনি গরম করিয়া প্রলেপ দিলে যন্ত্রণার উপশম হয়, ফোড়াও শীঘ্র ফাটিয়া যায়।

সক্‌লাগা

ষ্টিক্‌নিনাম-৬৯৯—সক্‌লাগা। হঠাৎ সক্‌লাগায়—৩ × ইনজেকসন।

সড় সড় করা।

এগারিকাস-৫৮, ৫৯—জ্বালার সহিত সড়সড়ানি, চুলকানি, পিটে পোকাচলার মত।

জিঙ্কাম-৬৫২—পা ও পায়ের তলা সড়সড় করে যেন পোকা চলিতেছে, নিদ্রার ব্যাঘাত হয়,....আর্জেন্টি-নাই-১১৭—মাথার ভিতর সড়সড় করে, যেন পোকা চলিতেছে।

মর্ফিণাম-৪৮৩—পা অত্যন্ত অস্থির থাকে, পায়ের ভিতর যেন অসংখ্য কীট চলিতেছে। এরূপ অনুভব।.......ক্যালি-ব্রোম-৩৯৯—পিঠে পোকাচলার মত যেন কি সড়সড় করে।

সর্প দংশন।

এমন-কষ্টি-৮০.......সিড্রণ-২৩১,.....সেনেগা-৫৯০,.....নীলবড়ি-৪৩৯।

পৃথিবীতে সর্ব্বশুদ্ধ প্রায় ৩৮০ প্রকার সর্পের বিবরণ পাওয়া যায়, তন্মধ্যে ....কালাচ, উদয়কাল, কালনাগিনী, পাতরাজ, শঙ্খচুর, গোখুরা, বোড়া এই ৭ প্রকার সর্প অধিক বিষধর। গোখুরা সাপ, ৪ প্রকার—খইয়ে গোখুরা, পদ্ম গোখুরা, কালি গোখুরা, শ্বেত গোখুরা ; অন্যান্য সর্পের বিষ নাই, থাকিলেও তাহা সাংঘাতিক নহে।

সর্প দংশন মাত্রই দুষ্টস্থানের ৩/৪ ইঞ্চি উপরে মোটা সূতা বা পাটের দড়ি দিয়া জোরে বাঁধিয়া দিবেন, পেন্সিলের মত মোটা দড়িরই প্রয়োজন। দুষ্টস্থানের নীচের দিকেও অপর একটি দড়ি দিয়া বাঁধিবেন। প্রথমে বন্ধনের ৩/৪ ইঞ্চি উপরে আর একটা বন্ধন দিলেও উপকার অধিক হয়। পথে দংশন করিলে নিজের কাপড়ের পাড় ছিঁড়িয়া জোরে বাঁধিয়া দিবেন। ক্ষতে-বিষ-দাঁত থাকিলে ধারাল ছুরি কিম্বা নরুণ দিয়া কাটিয়া ভাঙ্গা দাঁত বাহির করিয়া দিবেন।

চিকিৎসা ঃ—সকলেই জানেন, "বিষহরি মনসা" সর্পের অধিষ্ঠাত্রী দেবী বলিয়া পূজনীয় ; কিন্তু অনেকে হয়ত মনসাবৃক্ষের কি গুণ তাহা কখনও অনুসন্ধান করেন নাই, মনসাবৃক্ষের সর্পবিষ নষ্ট করিবার অদ্বিতীয় ক্ষমতা আছে, এইজন্য ঋষিরা উহাকে সর্পের অধিষ্ঠাত্রী দেবী বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। কাহাকেও সর্প দংশন করিলে দুষ্টস্থানে মনসাবৃক্ষের আঠা উত্তমরূপে লাগাইবেন এবং মনসাবৃক্ষের নরম কচি সরু শিকড় অর্দ্ধতোলা—৮৫টি (সওয়া একুশ গণ্ডা) গোলমরিচ সহ জলে বাটিয়া খাওয়াইবেন, ২০।২৫ মিনিটের মধ্যে কিছু উপকার না দেখিলে, ২০/২৫ মিনিট পরে আর একবার ঐ প্রকারে খাওয়াইবেন এবং অর্দ্ধঘন্টা অপেক্ষা করিবেন, বিশেষ প্রয়োজন অর্থাৎ মৃত্যু নিশ্চিত না বুঝিলে ৩য় মাত্রা হঠাৎ প্রয়োগ করিবেন না, দুই মাত্রার অধিক প্রায়ই প্রয়োজন হইবে না, ৩য় মাত্রা প্রয়োগের নিতান্ত আবশ্যক হইলে—২য় মাত্রার ৪০/৫০ মিনিট পরে দিবেন। রোগীর চিকিৎসাকালে যদি কোনও সর্প বাড়ীতে দেখিতে পান তাহাকে মারিবেন না।

রোগী বাঁচিয়া যাইলে চিকিৎসক রোগীর নিকট হইতে পারিশ্রমিক বা অন্য কোনও হিসাবে একটি পয়সাও গ্রহণ করিবেন না, জগদীশ্বরের শপথ। যদি এমন অবস্থায় গিয়া পড়েন ও দেখিতে পান যে, রোগীর ঔষধ সেবনের কিছুমাত্র শক্তি নাই, শ্লেষ্মার গলনলী বন্ধ, তাহা হইলে আঙ্গুল দিয়া কিম্বা অন্য কোনও উপায়ে মুখের কতকটা শ্লেষ্মা বাহির করিয়া ঔষধ ফোঁটা ফোঁটা করিয়া জিহবার উপর দিবেন, ইহাতে ক্রমশঃ গিলিবার শক্তি বৃদ্ধি হইবে। যাহাই হউক যদি উপরোক্ত ঔষধ ২ মাত্রা প্রয়োগ করিয়া ২৫/২০/৩০ মিনিটের মধ্যে কোনও উপকারের চিহ্ন না পান, তৎক্ষণাৎ কয়েকটী ময়ূরপুচ্ছের চাঁদযুক্ত পালককে টুকরা টুকরা করিয়া ছিঁড়িয়া হুকার কলিকায় ভরিয়া তাহাতে আগুন দিয়া সেই ধোঁয়া রোগীর মুখের ও নাসিকার গোড়ার অনবরত রাখিবেন, দেখিবেন তাহাতেই রোগী আরোগ্য হইবে, অন্য কোনও ওঝা বা ঔষধের আবশ্যক হইবে না; রোগী আরোগ্য হইলে 'মনসা' দেবীর পূজা দিবেন। চিকিৎসক মনসাবৃক্ষের শিকড়গুলি নিজ হাতে গোপনে তুলিয়া উত্তমরূপে ধুইয়া রোগীর কর্ত্তৃপক্ষকে দিবেন, কদাচ কাহাকেও ঔষধের নামটি বলিবেন না। নিকটে কলেজ থাকিলে কলেজে পাঠাইবেন।

রোগীকে সর্ব্বদা চেয়ারে বসাইয়া রাখিবেন, বসিতে না পারিলে কেহ ধরিয়া বসাইয়া রাখিবেন, আরোগ্য না হওয়া পর্য্যন্ত কিছুতেই শুইতে দিবেন না।

<u>সর্পদংশনের জন্য চিকিৎসা ঃ</u>—রোগী আসিবামাত্র যে স্থানে দংশন করিয়াছে তাহার ৩/৪ ইঞ্চি উপরে প্রথম বাঁধনের একটু উপরে আর একটি বাঁধন দিবেন, তৎপরে দুষ্টস্থানটী ধারাল ছুরি বা ক্ষুর দিয়া উত্তমরূপে চিরিয়া তাহার মধ্যে—পটাসিয়াম পার্ম্মাঙ্গনেটের দানা দিয়া পূর্ণ করিয়া দিবেন এবং সেই মুহূর্ত্তে ১২/১৩ টি মুরগী সংগ্রহের জন্য চেষ্টা করিবেন। ৩।৩ মাস বয়স্ক মুরগীই অধিক উপযোগী। প্রথমে ২/৩ টী মুরগী সংগ্রহ হইলেই দুষ্টস্থান হইতে পটাস-পার্ম্মাঙ্গনগুলি বাহির করিয়া ক্ষত ধুইয়া পরিষ্কার করিয়া দিবেন, দিলেই রক্তস্রাব হইতে থাকিবে। একটি মুরগীকে ধরিয়া সেই মুরগীর গুহ্যদ্বার (anus) ঐ ক্ষতের সহিত সংলগ্ন করিয়া চাপিয়া ধরিবেন, অনতিবিলম্বেই দেখিবেন মুরগীর শরীরে কতকগুলি অস্বাভাবিক রকমের চিহ্ন ও লক্ষণ প্রকাশিত হইয়াছে ; এই লক্ষণ প্রকাশিত হইবামাত্রই উহাকে স্থানান্তরিত করিয়া আর একটি নতুন মুরগীর গুহ্যদ্বার ঐ প্রকারে ক্ষতমুখে সংলগ্ন করিয়া রাখিবেন, দেখিবেন কিছুক্ষণ পরে ঐ মুরগীটিরও ঐ প্রকার অবস্থা হইয়াছে, এখন ঐটিকেও স্থানান্তরিত করুন, এই প্রকারে ৮/১০টি মুরগী পর পর ব্যবহারের পর যখন দেখিবেন যে আর ঐ প্রকার কোনও অস্বাভাবিক চিহ্ন বা লক্ষণ প্রকাশিত হইতেছে না, তখন বুঝিবেন রোগীর শরীর বিষশূন্য হইয়াছে; কিন্তু তাহা হইলেও সন্দেহ নিবারণের জন্য আরও ২/১টি মুরগী ঐ প্রকারে পরীক্ষা করিয়া তবে চিকিৎসা বন্ধ করিবেন। একটী রোগীর ক্ষতস্থান হইতে সম্পূর্ণরূপে বিষ বাহির করিবার নিমিত্ত সাধারণতঃ ২।০ ঘন্টা সময় এবং ১২/১৩টি মুরগীর প্রয়োজন হয়। মুরগীর গুহ্যদ্বারের—বিষ আকর্ষণীয়-শক্তি অত্যন্ত অধিক, এইজন্য উহার গুহ্যদ্বার দুষ্টস্থানে সংলগ্ন হইবামাত্র ক্ষত হইতে বিষ আকর্ষণ করে এবং সেই বিষ মুরগীর শরীরে শোষিত হওয়ায় উহার শরীরে একপ্রকার অস্বাভাবিক চিহ্ন বা বিষলক্ষণ প্রকাশ পায়। মুরগীগুলি উক্ত প্রকারে ব্যবহারকালীন দুষ্টস্থানটি মধ্যে মধ্যে আঁচড়াইয়া দিয়া যাহাতে সহজে ক্ষত হইতে রক্ত বাহির হয় সে বিষয়ে বিশেষ লক্ষ্য রাখিবেন, কারণ অনেক সময় রক্ত—ক্ষত-মুখে জমাট (Coagulation) বাঁধিয়া যাওয়ায় মুরগীর গুহ্যদ্বার দিয়া বিষ আকর্ষিত হইতে পারে না,

তদ্ভিন্ন ঐ সময়ে মুরগীর গুহ্যদ্বারটীও পালক ছিড়িয়া পরিষ্কার করিয়া দেওয়া উচিত, কারণ ইহাতেও বিষ আকর্ষণে ব্যাঘাত ঘটিতে পারে।

প্রথমে ২/১ বার মুরগীর ব্যবহারের পরই যদি দেখা যায় যে, কোনও প্রকার অস্বাভাবিক বিষ-লক্ষণ মুরগীর শরীরের প্রকাশিত হইতেছে না, তাহা হইলে বুঝিবেন যে বিষধর সর্প দংশন করে নাই অতএব রোগী নিরাপদ।

এই চিকিৎসা অতি সহজ ও নিশ্চিত, তবে দংশনের বহু বিলম্বে এবং বিষ সর্ব্বাঙ্গে পরিব্যাপ্ত হইয়া হৃৎপিণ্ড ও স্নায়ুমণ্ডলী আক্রমণ করিলে কোনও ফল হইবে না, রোগীর মৃত্যুই নিশ্চিত। সর্পদংশিত রোগীর জন্য একটি পৃথক হাসপাতাল ছিল, সেখানে এই চিকিৎসা হইত। আজকাল কলেজে (Anti-venum) ইনজেকসন দ্বারা চিকিৎসা হইতেছে, মুরগী চিকিৎসা নাই।

<u>দ্রোণ বা কাণশিসা গাছের পাতার রস</u> —১ ছটাক, সবল ব্যক্তি, বিশেষ অৰ্দ্ধপোয়া পর্য্যন্ত নির্জ্জলা প্রস্তুত করিয়া খাওয়াইয়া দিবেন, অথবা—দ্রোণ—θ, ২৫/৩০ ফোঁটা মাত্রায় একটু জলসহ ১০ মিনিট অন্তর খাওয়াইবেন, সঙ্গে সঙ্গে সর্প বিষের তীব্রতা নষ্ট হইয়া রোগী জীবনলাভ করিবে। মুখ দিয়া ফেণা বাহির হইতে থাকিলে—১০/১৫ ফোঁটা ঔষধ হাইপো-সিরিঞ্জ দ্বারা ইনজেকসন করিলেও উপকার হইবে, ইহা বহু পরীক্ষিত ঔষধ (ভারত ভৈষজ্যতত্ব)। ঔষধ কাণের মধ্যে ঢালিয়া দিলেও উপকার হয়।

<u>**বিষ কতদুর উঠিয়াছে তাহার পরীক্ষা**</u> ঃ—বিষ ক্রমশঃ উর্দ্ধে উঠিয়া যে স্থানে অবস্থিতি করে, সে স্থানের লোমাবলী নত হইয়া পড়ে, আবার যখন সেস্থান হইতে সরিয়া আরও উর্দ্ধে উঠে, তখন পূর্ব্বস্থানের লোম কতকটা স্বাভাবিক আকার ধারণ করে, অর্থাৎ খাড়া হইয়া উঠে। বিষ কতদূর উঠিয়াছে এটি পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াও উহার উপরে বাঁধন দিতে পারা যায়।

সাংঘাতিক দংশন ঃ—হৃৎপিণ্ড, বুক গলা, পাঁজরা, পেট বগল, মাথা এই সকল স্থানের দংশনে প্রায়ই মারা পড়ে, রোগী খুব শীঘ্র অচেতন হইয়া পড়িলে এবং দংশনের প্রায় ১৫/২০ মিনিট পরে চিকিৎসা হইলেও বাঁচে না।

প্রতিষেধক দ্রব্য ঃ—শ্বেত আকন্দের মূল, শ্বেত করবীর মূল কিম্বা ঈশার মূল ধারণ করিলে সর্প দংশনের আশঙ্কা থাকে না, গৃহে থাকিলেও সর্পভয় দূর হয়। পরীক্ষার জন্য উক্ত শিকড়ের মধ্যে কোনও একটি শিকড় একগাছি ছড়িতে বাঁধিয়া সর্প মুখে ধরিয়া দেখিবেন সর্পটি মাথা নীচু করিয়া পড়িয়া থাকিবে। আমি ইহা একজন সাপুড়ের নিকট শুনিয়াছিলাম। আস্তিক ঋষির নাম প্রত্যহ স্মরণ করিলেও সর্পদংশনের ভয় থাকে না।

পথ্য ঃ—উত্তেজক ব্রাণ্ডি, হুইস্কি ইত্যাদি রোগীর পক্ষে উপকারী। জল বা তরল অন্য কোনও পানীয়, গরম চা, গরম-দুধ, গরম-কফি ইত্যাদি সুপথ্য। রোগী সম্পূর্ণ নিরাপদ না হওয়া পর্যন্ত কোনও প্রকার আহার নিষিদ্ধ। আরোগ্য হইবার পরেও অন্ততঃ ১২ ঘন্টা—তামাক, নস্য, সিগারেট, জরদা ইত্যাদি কিছুই দিবেন না।

কেউটে বা গোখুরাসাপ কামড়াইলে রোগীর মুখ দিয়া ফেণা বা লালা বাহির হইবে এবং বোড়া সাপে কামড়াইলে মুখ দিয়া রক্ত বাহির হইবে, রক্ত বমি হইবে, বোড়া সাপের বিষ তীব্র ও রোগীর শরীরে অনেক দিন পর্য্যন্ত থাকে। মুখ দিয়া রক্ত উঠিলে রোগীকে মিছরীর সরবৎ, ঘোল ইত্যাদি পান করিতে দিবেন, গরম চা-কফি ইত্যাদি দিবেন না।

নিদ্রা ঃ—সম্পূর্ণ আরোগ্য না হওয়া পর্য্যন্ত নিদ্রা নিষেধ, আরোগ্য হইবার পর আরও ২৪ ঘন্টা নিদ্রা যাইতে দিবেন না। ২৪ ঘন্টার পরেও যদি দেখা যায় যে শ্বাসক্রিয়ার কিছু ব্যতিক্রম হইতেছে, তৎক্ষণাৎ রোগীকে জাগরিত করিবেন।

সর্দ্দি-কাশি।

১০৮ পৃষ্ঠা—এরালিয়া অধ্যায় দেখুন।

জলের মত তরুণ সর্দ্দি—আর্সেনিক, আর্সেনিক-আয়োড, এলিয়ম-সিপা, ইউফ্রেসিয়া, ন্যাট-মিউর, ক্যাম্ফোরা, মার্ক-সল, আয়োড, ক্যালি-হাইড্রো, নক্স-ভম, এমন-কার্ব্ব, ব্যাডিয়াগা।....ঘন পাকা সর্দ্দি—পলস, ক্যালি-সলফ।

স্রাব-গরম—আর্স.....ঠাণ্ডা—মার্ক-সল, পুরাতন—এলিয়ম-স্যাট, ক্যালি-হাই।

আর্স-সলফ-রুব্রম-১৩৬—সর্দ্দি, কাশি, শ্লেষ্মা অধিক, জ্বরে তাপ খুব বেশী, ইনফ্লুয়েঞ্জা।

এলাস্থাস-৬২—জলের মত তরল সর্দ্দি তৎসহ রক্ত।

আর্স-১২৯-নাকে কাঁচা জলের মত সর্দ্দি, স্রাবব গরম (স্রাব ঠাণ্ডা-মার্ক-সল-১২৯)।

আর্স-আয়োড-১৩৪—জলের মত সর্দ্দি, কিম্বা রক্ত মিশ্রিত সর্দ্দি, নাক দিয়া নিঃসৃত হয়, ঠোঁট হাজিয়া যায়, নাক গলা জ্বালা করে, নাকে ঘা হয়, মামড়ি পড়ে, ইনফ্লুয়েঞ্জা।

এনথিমিস-নোবিলিস-৬৬—নাক দিয়া জলের মত অত্যধিক সর্দ্দিধরা, চোখ দিয়া জলপড়া, হাঁচি, গলা কুট কুট করিয়া কাশি।

ন্যাট্রম-কার্ব্ব-৪৯০—নাকে কাঁচা জলের মত সর্দ্দিসহ হাঁচি, দিনে সর্দ্দিঝরা—রাত্রিতে নাক বন্ধ, নাকে কোন বস্তুর গন্ধ পায় না, কাশির সহিত ডানদিকের বুকজ্বালা, লোণাস্বাদ, সবুজ রঙের গয়ার।

ব্যাল্‌সামম-পেরু-১৪৮—নাসিকার পুরাতন সর্দ্দি, অত্যন্ত দুর্গন্ধ, নাকে পচা গন্ধ।

ক্যালি-সলফ, ব্রায়োনিয়া-১৭৫, পলস-৫৫৮—হলদে রঙের গাঢ় সর্দ্দি।

ক্যালকে-এসেট-১৮২—কাশি ঘড়ঘড়ে, গয়ারে ব্রঙ্কিয়্যাল-টিউবের বড় বড় কাষ্টস।

ক্যালি-আয়োড-১৯০—পুরাতন কাশি, সবুজবর্ণের পুঁযমিশ্রিত গয়ার।

ক্যাম্ফর-২০০—ঠাণ্ডা লাগিয়া সর্দ্দি, কাশি, জ্বর, গায়ে বেদনা।

** স্যাপোনেরিয়া—তরুণ সর্দ্দি, ঠাণ্ডা লাগা, গলক্ষত, চক্ষু ও ভ্রূতে বেদনা, ইহাতে ঠাণ্ডাজনিত উপসর্গ দূর হয়।

এম্ব্রাসিয়া-৬৭৮—হে-ফিভার, হুপিং কফ-নাকে কাঁচা সর্দ্দি, হাঁচি, হাঁপের মত লক্ষণ।

জেলসি-৩২৯—তরুণ সর্দ্দি, নাক দিয়া কাঁচা জল নির্গমন, হাঁচি, গলায় টাটানি ব্যথা, নাসিকাস্রাব গরম, শীত-শীতভাব, ঠাণ্ডা সহ্য হয় না, একটু ঠাণ্ডাতেই অসুস্থ হয়।

ডলকামারা-৩০৯—গরমের পর ঠাণ্ডা লাগিয়া সর্দ্দি-কাশি, বর্ষায় পীড়া।

ন্যাপ্‌থালাইন-৪৮৮—নাক দিয়া তরুণ সর্দ্দিস্রাব, হাঁচি।

ক্যালি-হাইড্রো-৪০৭—পারদদুষ্ট ধাতুতে একটু ঠাণ্ডা লাগিলেই নাক দিয়া জলের মত সর্দ্দি নির্গত হয়, চোখ মুখ ফোলে, গলায় ঘা হয়।

আয়োডাম-৩৮১—গরম জলের মত সর্দ্দি নাক দিয়া পড়ে, নাকে ঘা; ইহার সহিত চোখ দিয়া জল পড়া, হাঁচি, নাক বুজিয়া যাওয়া, নাকের গোড়ার কপালে বেদনা (ছিষ্টা)।

ইপিকাক-৩৮৫—ঘন সর্দ্দিতে নাক পূর্ণ, কিন্তু খুব জোরে না ফোঁপাইলে নির্গত হয় না, কখনও কখনও নাক দিয়া রক্ত পড়ে।

ফসফরাস-৩৮৫—নাক চোখ দিয়া জলপড়া কম হইয়া গলায় বেদনাসহ কাশি।

নক্স-ভমিকা-৫১২—পেট গরমের কাশি, সর্দ্দির প্রথমাবস্থায় হাঁচি, নাক সাঁটিয়া ধরা, নাক দিয়া কিছুই নির্গত হয় না, কিন্তু চোখে জল পড়ে, কণ্ঠনলী শুষ্ক।

ওলিয়ম-জেকরিস-৫১৬—একটু ঠাণ্ডাতেই সর্দ্দি, প্রায়ই নূতন সর্দ্দি হয়, নাকে অনবরত সর্দ্দি ঝরে, কিছুতেই কমে না।.... পলসেটিলা-৫৫৮—নাকে খুব ঘন পাকা সর্দ্দি।

সলফার-৬১৭—পুরাতন সর্দ্দি-কাশির সহিত গলাবন্ধ, অনবরত কাশি (ড্রসেরা)।

ভেরেট্রম-এলবম-৬৪৪—সর্দ্দি খুব সরল, ঘড়ঘড়ে, কিন্তু দুর্ব্বলতার জন্য কাশিতে তুলিয়া ফেলিতে পারে না, ঘাম হয়, বৃদ্ধদের ব্রঙ্কাইটীস।

মাইরিকা-৪৮৬—সকল প্রকার সর্দ্দিস্রাব, যথায় পীড়া বহুদিনের পুরাতন হইয়াছে।

সিলা-৫৮৪—কাশির সময় হাঁচি, কাশির ধমকে বাহ্য প্রস্রাব করা।

ব্যাডিয়াগা-১৪৬—ঠাণ্ডা লাগিয়া নাক দিয়া জলের মত তরুণ সর্দ্দি নির্গমন, হাঁচি জ্বরভাব; আবার এইপ্রকার সর্দ্দি হইতে ক্রমশঃ হাঁপের মত টান, কষ্টকর শ্বাসপ্রশ্বাস।

সর্দ্দি-গর্ম্মী।

গ্লোনয়িন-৩৩৫—উত্তাপ লাগিয়া মস্তিষ্ক আক্রান্ত, নাড়ী ক্রমশঃ ক্ষীণ, চক্ষুর পলক স্থির শ্বাসপ্রশ্বাসে কষ্ট, গা-বমি, বুক ধড়ফড় করা, রাস্তায় চলিতে চলিতে হঠাৎ মূর্চ্ছা।

সন্যাস পীড়া (Apoplexy)।

(থেরাপিউটিক্সে এপোপ্লেক্সি—৭৪৩ পৃষ্ঠা দেখুন)

বেঞ্জিন-নাইট্রিক-৬৭৯—রক্তাধিক্যতা দেখুন।

চেনোপোডি-এনথেল-৬৮১—হঠাৎ মাথাঘোরা ; ডান অর্দ্ধাঙ্গের পক্ষাঘাত এফেসিয়া, গলা ঘড় ঘড়।

সায়েটিকা।

(২৭৩ পৃষ্ঠা, কলোসিন্থ অধ্যায় দেখুন)

ক্যালি-কার্ব্ব-৪০৪—প্রথমে কোমরে বেদনা হয়—পরে পাছা হইতে উরুর পশ্চাদ্ভাগে চালিত হয়, রোগী চলিতে পারে না, বসিয়া পড়ে, বিছানায় শুইয়া থাকিতে পারে না।

ক্যালি-হাইড্রো-৪০৮—সায়েটিকা রোগে রাত্রিতে বিছানায় শুইয়া থাকিলে ও বিশ্রামে যন্ত্রণার বৃদ্ধি।

ফাইটোলক্কা—সিফিলিটিক সায়েটিকা, উরুর নীচে বেদনা।

এমন-মিউর-৮২—টেনেধরা বেদনা, স্থির থাকিলে বৃদ্ধি, চলাফেলার কম, শুইলে সম্পূর্ণ উপশম। মেরুপুচ্ছে থেঁৎলানি বেদনা, বসিতে পারে না, রাত্রিতে যন্ত্রণা বৃদ্ধি।

আর্স-১৩১—বেদনা রাত্রিতে আরম্ভ বা বৃদ্ধি, তৎসহ জ্বালা যন্ত্রণা, তাপে উপশম। নড়াচড়ায় বৃদ্ধি, স্থির থাকিলে উপশম—ব্রায়ো-২৭৩।....স্থির থাকিলে ও শুইলে বসিয়া উঠিবার সময় বেদনার বৃদ্ধি, থেঁৎলাইয়া যাইবার মত বেদনা—রসটক্স-২৭৩।

ইণ্ডিগো-২৭৩—উরু হইতে হাঁটু পর্য্যন্ত ভীষণ বেদনা, হাঁটুর ভিতর যন্ত্রণা, চলিলে বেদনা থাকে না; কিন্তু বসিলেই বৃদ্ধি।

ইস্কিউলাস-২৭৩—কোমরে ও স্যাক্রো-ইলিয়াক-সিম্ফিসিসে অত্যন্ত বেদনা, অর্শ রোগীর কোমরে বেদনাসহ সায়েটিকা। পথ চলিবার সময় বা নীচু হইয়া কার্য্য করিবার সময় কোমরে ও পায়ে বেদনা এজন্য বসিয়া পড়ে ও আবার চলে।

আর্ণিকা-২৭৪—আঘাতের পর হইতে বেদনার সূত্রপাত।

ক্যালি-বাইক্রম-২৭৪—বেদনা সকল সময় থাকে না, মাঝে মাঝে হয়।

ভিস্কাম্-এলবাম-৬৪৭, ২৭৪—উভয়দিকেই সায়েটিকাম ঔষধ। High ব্লড-প্রেসার।

এনানথিরাম—পায়ের তলায়, পায়ে ও গোড়ালীতে বাতের বা সায়েটিকার বেদনা।

নক্স-ভমিকা-২৬৪—পাশ ফিরিতে পারে না, উঠিয়া বসিয়া তবে পাশ ফেরে।

ডায়স্কোরিয়া-৩০৩-ডানদিকে সায়েটিকা, নড়িলে ও বসিলেও বৃদ্ধি, শুইলে উপশম।

ন্যাফেলিয়ম-৩৩৬—কোমর হইতে পায়ের গোড়ালী পর্য্যন্ত বেদনা, তৎসহ অসাড়ভাব কিম্বা একবার অসাড়ভাব, একবার বেদনা।

নিকট্যাস্থিস-৬৯৩—সায়েটিকার একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ।

ইগ্নেসিয়া-৩৭৪—সায়েটিকা, রাত্রিতে ও শীতকালে বৃদ্ধি, বেদনা অত্যন্ত যন্ত্রণাদায়ক কিন্তু এক ঘন্টার অধিক স্থায়ী হয় না।

ক্যালি-হাইড্রো-৪০৮—রাত্রিতে বিছানায় শুইয়া থাকিলে ও বিশ্রামে যন্ত্রণা বৃদ্ধি

কার্ব্বোনিয়ম-সলফ-৬৮১—সায়েটিকা, উড়ো বেদনা, নিয়মিতভাবে আসে ও অনেকক্ষণ থাকে, নিম্নাঙ্গের বেদনা তৎসহ সড়সড়ানি, বিদ্যুৎগতির মত বেদনা, তৎসহ স্প্যাজম, প্রত্যঙ্গে থেঁৎলানি বেদনা।

Theine-৬২৯—সিকি হইতে অর্দ্ধগ্রেণ, হাইপো-ইন্‌জেক্‌সনে সায়েটিকা সারে।

গন্ধকচূর্ণ—আক্রান্ত পায়ে ছড়াইয়া তাহার উপর ফ্লানেল দিয়া ২/৩ দিন অনবরত বাঁধা থাকিলে, তাহাতে যন্ত্রণায় উপশম হইবে। গরম চায়ের জলের ফোমেন্টেসনও উপকারী।

এসিড-স্যালি-সাইলি, প্লম্বম, ল্যাক-কানাই, মিনিয়্যান্থিস, প্যালেডিয়ম, ষ্টিলিঞ্জিয়া প্রভৃতিও ইহার উত্তম ঔষধ।

সাইনোভাইটীস।

তরুণ প্রদাহ—এপিস, ব্রায়ো......পুরাতন-প্রদাহ—ক্যাল-ফ্লোর-১৯০।

গুয়েকাম-৩৪৫—হাঁটুতে আঘাত লাগিয়া জানুসন্ধির প্রদাহ।

এসিড-ফ্লোর-২০, লিডম-৪৩৭—হাঁটুর সাইনোভাইটীস।

ক্যালি-হাইড্রো-৪০৮—হাঁটুর ফোলা ও বেদনা ; বেদনা—রাত্রিতে বিছানায় বৃদ্ধি।

সিষ্টাইটীস।

থেরাপিউটিক্সে প্রস্রাবের পীড়া—৮২২ পৃষ্ঠায় দেখুন।

সেপ্‌টিসিমিয়া।

ইরিডিয়ম-৬৮৮—সেপ্‌টিসিমিয়া, এনিমিয়া, অন্ত্রের পচন, পূয়জ জ্বর।

সূতিকাস্তম্ভ।

পলসেটিলা, হ্যামামেলিস—৫৫৭ পৃষ্ঠা দেখুন।

সূতিকা-জ্বর

(১৬০ পৃষ্ঠায় বেলেডোনা অধ্যায়ে সূতিকা দেখুন)।

পাইরোজেন-২৮৬—প্রসবের পর লোচিয়া বন্ধ হইয়া সূতিকা-জ্বর।

ওপিয়ম-৫১৯—অজ্ঞানাবস্থায় উপস্থিত হইলে প্রযোজ্য।....এসিড-কার্ব্বল-১৯।

ক্যালি-মিউর-৪১০—সুস্‌লারের টীসু-রেমিডিজের মধ্যে এই পীড়ার প্রধান ঔষধ।

ফেরম-ফস—প্রবল জ্বর, তলপেটে বেদনা, টাটানি, টনটনানি, পেট ভারবোধ, দ্রুত নাড়ী, প্রদাহের প্রথমাবস্থায় প্রযোজ্য।

ক্যালি-ফস-৪০২—ইহার দ্বারা পচন নিবারিত হয়, সূতিকা-উন্মত্ততা ও মস্তিষ্ক লক্ষণ প্রকাশিত হইলে ইহা আরও অধিক উপকারী।

শেষোক্ত ৩টী ঔষধ পর্য্যায়ক্রমে পুনঃ পুনঃ প্রয়োগ করিলে এই পীড়ায় অনেক সময় অতি শীঘ্র উপকার হয়।

দ্রষ্টব্য ঃ—প্রসবের পর লোলিয়া (পূঁযের মত) স্রাব বন্ধ হইয়া জরায়ুতে বা তাহার আবরণে প্রদাহ ও বেদনা হইয়াই এই জ্বর উৎপত্তি হয়, অতএব প্রদাহের প্রথমাবস্থায় সমস্ত ঔষধ ইহাতে প্রয়োজন হইবে।

স্তনের পীড়া।

(থেরাপিউটিক্স ঠুনকো—৭৯৩ পৃষ্ঠায় দেখুন)

ঋতুর পূর্ব্বে স্তনবেদনা—কোনিয়ম, অস্টিলেগো, এষ্টিরিয়াস, ...স্তনে টিউমার—ফাইটো, কোনি, ক্রিমে, কার্ব্বো-এনি, গ্রাফা, ...স্তনবৃন্ত ফাটা—গ্র্যাফা, পেট্রোলি, ফাইটো.....স্তন ফোলা, ফাটা—অরম-সলফ ; বুকের নিউর‍্যালজিয়া—আর্জেন্টি, মিউরেক্স, ফাইটো, সিমিসি, ...স্তনের ক্যান্‌সার—আর্স, এষ্টিরিয়াস, বিউফো, কার্ব্বো-এনি......ক্ষুদ্র—কোনিয়ম, আয়োড, সার্সা।

এষ্টিরিয়াস-২১৭—স্তন ও বগলের গ্ল্যাণ্ড ফোলা, স্তনের ক্যানসার, বাম স্তনে নিউর‍্যালজিয়া। ...স্তনের নিকটবর্ত্তী স্থানে অনবরত বেদনা—ল্যাপিস-এল্‌বা-৪৩৮।

বিউফো-১৭৭—স্তনে শক্ত গ্ল্যাণ্ড (স্ত্রী-পীড়া দেখুন)।

চিমাফিলা-২৩৮—স্তনে গ্ল্যাণ্ড, স্তন শুষ্ক ও ক্ষুদ্র হয়, স্তন বড় বা স্তনে টিউমার।

কোনিয়ম-২৭৮—রজস্রাবকালে স্তন টাটায়, স্তনে বেদনা হয়।

ল্যাক-ক্যানাইনাম-৪২০—ঋতুর পূর্ব্বে স্তনে বেদনা, স্রাব আরম্ভ হইলেই হ্রাস; স্তনের বোঁটায় প্রদাহ ও ঘা, স্তনদুগ্ধ বৃদ্ধি হইলে তাহা শুকাইবার ইহা উৎকৃষ্ট ঔষধ।

গ্র্যাটিওলা-৩৪৪—ডান স্তনে তীব্র বেদনা।

প্লম্ব-আয়োড—স্তনের গ্ল্যাণ্ড ফোলে, প্রদাহ হইবার আশঙ্কা।

লিথিয়াম-কার্ব্ব-৬৯০—স্তনের গ্ল্যাণ্ডে বেদনা, হাতে ও আঙ্গুলে পর্য্যন্ত যায়।

প্যারাফিন-৬৯৪—স্তনের বোঁটায় বেদনা, যেন ভিতরে ঘা।

কাষ্টর-ইকুই-৬৮১—স্তনের বোঁটায় ক্ষত ও কাটা, তাহাতে অত্যন্ত বেদনা, স্তন ফোলা।

ল্যাক-ডিফ্লোর-৪২১—শুষ্ক স্তনদুগ্ধ পুনরায়নের উৎকৃষ্ট ঔষধ (এগ্‌নাস, গ্যালেগা ফ্র্যাগেরিয়া-৬১ এবং আরটিকা-ইউরেন্স-৬৩৮ পৃষ্ঠা দেখুন)।

মার্ক-সল-৪৭১—ঋতুকালে স্তন ও বোঁটা ফোলে ; রজঃ নিঃসরণ না হইয়া স্তনে দুগ্ধ।

ফেলান্ড্রিয়ম-৫২৭—স্তন পান করাইবার সময় স্তনে তীব্র বেদনা উহা সমস্ত শরীরে যায় বোঁটায় অত্যন্ত বেদনা থাকে।....রিসিনাম-৫৭২—ইহাতে স্তনদুগ্ধের পরিমাণ বৃদ্ধি হয়।

স্তনদুগ্ধ বৃদ্ধি—চিমাফিলা-২৩৮।

মেডডসা—স্তনের গ্ল্যাণ্ডের উপর ক্রিয়া থাকায় ইহার দ্বারা দুগ্ধ বৃদ্ধি হয়।

গ্রাটিওলা-৩৪৪—ডানস্তনে তীক্ষ্ণ বেদনা।

স্বরভঙ্গ।

শুষ্ক কাশির সহিত সন্ধ্যায় স্বরভঙ্গ—কার্ব্বো, ফস, ...প্রাতে স্বরভঙ্গ—সলফার, কষ্টিকাম, ...শীতকালে স্বরভঙ্গ—কষ্টিকাম—২২০,.......গলায় বেদনাসহ, আওয়াজ যেন বাজখাঁই ধরণের কথা কহিলে কম, গায়কদিগের স্বরভঙ্গ—কষ্টিকাম-২২৮।

জেল্‌সি-৩২৯—চেঁচাইয়া কথা কহিতে পারে না, চুপি চুপি ফুসফুস করিয়া কথা কয়, গলার স্বর বসিয়া যায়।

ম্যাঙ্গেনাম-৪৬০—দুর্ব্বল ব্যক্তিদের সর্দ্দি, কাশি, গলাধরা, স্বরলোপ, গলায় বেদনা।

ফসফরাস-৫৩১—জোরে কথা কহিতে পারে না, কাশি হয়, সন্ধ্যায় ও হাসিলে বা কথা কহিলে স্বরভঙ্গের বৃদ্ধি।

স্বরভঙ্গ, প্রাতে—সলফার......সন্ধ্যায়—কার্ব্বো....গায়ক ও বক্তাদের..... ট্রাইফাইলম, সেলিনিয়ম, আর্জেন্ট-৫৩১।

পপুলাস-ক্যানাডেন-৬৯৫—স্বরভঙ্গে শীঘ্র উপকার হয়।

স্বপ্নদোষ।

(থেরাপিউটিক্সে—রেতঃস্খলন—৮৭৭ পৃষ্ঠা দেখুন)।

আর্জেন্টি-মেট-১১৬—লিঙ্গোত্থান না হইয়া অজ্ঞাতসারে শুক্রস্খলন বা স্বপ্নদোষ।

ক্যালি-ব্রোম-৩৯৮—কামেচ্ছা ক্রমশঃ কম হয়, লিঙ্গোদ্রেক না হইয়া রেতঃস্খলন দুর্ব্বলতা ও বিষন্নভাব আসে। ...ডিজিটেলিস-৩০১—সকল প্রকার স্বপ্নদোষ।

ন্যাট-মিউর-৪৯৪—নিদ্রিতাবস্থায়, স্ত্রী-সহবাসের পর স্বপ্নদোষ, কোমরে ব্যথা, সবেমাত্র কালে লিঙ্গোদ্রেক হয় না।

ডায়স্কোরিয়া-৩০৩—এক রাত্রিতে ২/৩ বার স্বপ্নদোষ, পরদিন দুর্ব্বলতা, হাটুতে কিছুমাত্র বল থাকে না।

স্বপ্ন।

(থেরাপিউটিক্সে নিদ্রায় স্বপ্ন ও ভয় ৮১১ পৃষ্ঠা দেখুন)।

স্বপ্নাবস্থায় গতি, শ্বাস ও বাকরোধ।

Night mare—একোন, গুয়েকাম, ক্যালি-ব্রোম, মেজেরিয়ম, এসিড-নাই, নক্স ভমিকা, পলস, সলফ, টেরিবিন্থ।

স্পর্শকাতরতা বেদনা।

চায়না-২৪৭—বেদনার স্থান সামান্যমাত্র স্পর্শ করিলেই বেদনা বাড়ে, বাত ও ফোলায় থেকে থেকে চিড়িক মারে, কেহ নিকটে যাইলে এমন কি বাতাসটি পর্য্যন্ত লাগিলেও যেন বেদনা বাড়ে, চুলে পর্য্যন্ত স্পর্শাসহিষ্ণু বেদনা, কখনও সামান্য স্পর্শে বেদনা বাড়ে; কিন্তু জোরে চাপ দিলে উপশম হয়।....হিপার-৩৫৭....বেল-১৫৫।

স্বাদ।

তিক্ত বা পচাটে—অরম-১৪২—তিক্ত—ব্রায়ো, চেলি, সলফ, লেপ্টাণ্ড্রা। ...তিক্ত বা ধাতুর কলঙ্ক আস্বাদ কিম্বা পচা গন্ধ—ককুলাস-২৫৯....স্বাদ ও লালা অত্যন্ত লোণা, যাহা খায় যেন লবণে পরিপূর্ণ, লিমনেড পান ভিন্ন সমস্ত দ্রব্যে গা-বমি—সাইক্ল্যামেন-২৯৬ .....গয়ারের স্বাদ লোণা—এসিড-ফস, ষ্ট্যানম-৬০৪....মিষ্ট—ষ্ট্যানম-৬০৪....টক, তিক্ত, তিক্ত জল মুখে উঠে...নক্স-৫০৬...টক—লাইকো-২১৯....মিষ্টস্বাদ—জিঙ্কাম-৬৪৮....মুখে রক্তের আস্বাদ—জিঙ্কাম....ঢেকুরে ভুক্তদ্রব্যের আস্বাদ, মুখে পিত্তের আস্বাদ—পলস-৫৫৫....মুখে পচা স্বাদ—কার্ব্বো-২১৯...পানুসে, বিস্বাদ—পলস,....চিনি, শর্করা পর্য্যন্ত তিক্তস্বাদ হয়—স্যাঙ্গুনেরিয়া, মিষ্ট—ফেলাণ্ড্রিয়ম- ৫২৭।

স্পার্মাটোরিয়া।

(৮৮২ পৃষ্ঠায় শুক্রস্খলন দেখুন)

স্পাইন্যাল-ইরিটেসন।

(ফাইজসটিগমা—৫৩৭ পৃষ্ঠা দেখুন)

স্নায়ুদৌর্ব্বল্য।

এসিড-ফস-৩৬—মাথাবেদনা, মাথাঘোরা, বুক ধড়ফড় করা, ইন্দ্রিয়ের অবসন্নতা, পেট ফাপা, অজীর্ণ, স্মরণশক্তির লোপ, অনিদ্রা, মানসিক অবসাদ, সামান্য পরিশ্রমেই ক্লান্তি।

এসিড-পিক্রিক-৩৬—অতিশয় ইন্দ্রিয়চালনাজনিত পীড়া, সদাই মনমরা, কেবল শুইয়া থাকিতে চায়, উদাসীন, চক্ষে অন্ধকার দেখে, কার্য্যে অমনোযোগী, পা সর্ব্বদাই ভারী বোধ, কোমরে বেদনা, গায়ে জ্বালা অনুভব, কোনও বিষয়ে মনসংযোগ করিতে পারে না।

ক্রমাগত বীর্য্যস্খলন হইয়া পুরুষত্বহীন, স্নায়ুদৌর্ব্বল্যের লক্ষণ প্রকাশ—এনাকার্ড-৮৬।

ক্যালি-ব্রোম-৩৯৮—অতিরিক্ত স্ত্রীসংসর্গ বা হস্তমৈথুনের নিমিত্ত স্নায়ুদৌর্ব্বল্য, বিমর্ষতা, স্মরণশক্তির হ্রাস, হাত পা ও অন্যান্য অঙ্গের অসাড়তা।

জিঙ্কাম-৬৪৮—স্নায়ু বা জীবনীশক্তির দুর্ব্বলতার নিমিত্ত স্বাভাবিক ক্রিয়ার ব্যতিক্রম হয়, কোনও উদ্ভেদ ভালরূপে বাহির হয় না, ঋতুস্রাব বন্ধ থাকে, উত্তেজক ঔষধ সহ্য হয় না, মাদক দ্রব্য সেবন করিতে পারে না।

ব্র্যামনাস-ক্যালি-৬৯৬—স্নায়ুদৌর্ব্বল্য, মনের চাঞ্চল্য, লেখাপড়ায় মনসংযোগে অক্ষমতা।

ক্রমিয়ম-সলফেট-৬৮২—স্নায়ু শক্তি হ্রাস হইলে ইহা টনিকরূপে ব্যবহৃত হয়।

কোকা-২৫৭—মস্তিষ্ক দুর্ব্বল, স্নায়বিক অবসাদগ্রস্ত।

স্নায়শূল-বেদনা।

ক্যালমিয়া-৪১৬—ডানউর্দ্ধাক্ষি কোটরের স্নায়ুশূল বেদনা, ডানদিকের মুখের স্নায়ুশূল।

সিড্রণ-৪১৬—বাম উর্দ্ধাক্ষি-কোটরের স্নায়বিক বেদনা ও চক্ষুতে তীব্র জ্বালা।

স্পাইজেলিয়া-৪১৬—বামদিকের প্রায় সকল প্রকার স্নায়বিক বেদনা, যত বেলা বাড়ে তত বেদনার বৃদ্ধি, যত বেলা কমে বেদনারও তত হ্রাস হয় (সাইক্ল্যামেন দেখুন)।

এলিয়ম-সিপা-৬৭—শাখাঙ্গ ছেদন কিম্বা স্নায়ুতে আঘাত লাগিবার পর নিউর‍্যালজিয়া, আঘাতজনিত পুরাতন নিউরাইটীস।

এমন-মিউর-৮২—হাত পা ইত্যাদি কোন শাখাঙ্গ ছেদনের পর অবশিষ্টাংশের স্নায়ুশূল।

স্থূলকায়ত্ব।

ক্যালেট্রপিস-১৯৮, ফিকাস-ভেসিকিউ-৩২৫, ফাইটোলক্কা-৭৮৫, কার্লস-বাড-৫৪১

স্মৃতিশক্তির হ্রাস।

এনাকার্ড-৮৭—কিছুই স্মরণ থাকে না, এইমাত্র বলিয়া দিন, পরমুহূর্ত্তেই ভুলিয়া যায়। বৃদ্ধদের ও দুর্ব্বলকর পীড়া ভোগের পর এবং যুবকদের স্মৃতিশক্তির হ্রাস।

ব্যারাইটা-কার্ব্ব-১৫২—বৃদ্ধদের স্মরণশক্তির হ্রাস। ল্যাক-ক্যানাইনাম, নক্স-মস্কে প্রশ্ন—৮৬২ পৃষ্ঠায় "মানসিক লক্ষণ" অধ্যায় দেখুন।

ক্লোরাম-২৪০—স্মৃতিশক্তির সম্পূর্ণ লোপ, নিজের নাম পর্য্যন্ত ভুলিয়া যায়।

থাইরয়ডিন-৩ ×, ৬, ৩০, স্মৃতিশক্তি ধীরে ধীরে বর্দ্ধিত করে।

হাঁচি।

ইউফর্ব্বিয়ম-৩১৫—ইনফ্লুয়েঞ্জা পীড়ার পর হাঁচি, চোখ নাক দিয়া জলপড়া।

এলিয়ম-সিপা-৬৫—নাক দিয়া পাতলা জলের মত সর্দ্দিস্রাব, অনবরত হাঁচি।

মার্ক-সল, ইউফ্রেসিয়া, আর্সেনিক, আর্সেনিক-আয়োড, ক্যালি-আয়োড প্রভৃতি ঔষধগুলিতেও তরুণ সর্দ্দিসহ হাঁচি নির্দ্দিষ্ট।

স্যাঙ্গুনেরিয়া-নাইট্রেট-৫৮২—৫/৭ মিনিট অন্তর হাঁচি, ডান নাকে জলপড়া।

হাঁপানি পীড়া।

হাঁপানির শ্রেণী বিভাগ—৬১১ পৃষ্ঠা, ষ্ট্র্যামোনিয়ম অধ্যায় দেখুন।

ষ্ট্র্যামোনিয়ম-৬১১—এই অধ্যায়ে "হাঁপানি কাশির" মধ্যে হাঁপানির শ্রেণী লিখিত হইয়াছে, ষ্ট্র্যামোনিয়ম—স্প্যাজমডিক হাঁপানির ঔষধ।

এরালিয়া-১০৮—মাথা হেঁট করিয়া হাঁটু ও কনুইয়ের উপর ভর দিয়া বসে, শ্বাসকষ্ট, নিশ্বাস টানিতে ভীষণ কষ্ট; কিন্তু ফেলিতে সহজ।

আর্সেনিক-১৩২—হাঁপানির টান মধ্য রাত্রি হইতে বৃদ্ধি, শুইতে পারে না, হেঁট হইয়া বসিয়া থাকে, দমবন্ধের ভাব, বুকে চাপ, সাঁই সাঁই শব্দ, শ্লেষ্মা উঠে না।

ব্লাটা-ওরিয়েন্ট-১৬৭—স্বর্গীয় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পেটেন্ট ঔষধ। ইহার—θ, ৫/৬। ফোঁটা—১২ দাগ জলে মিশ্রিত করিয়া প্রতি ঘন্টায় এক এক মাত্রা সেবনে কেহ কেহ বলেন কষ্টের উপশম হয়। একোনাইট ১ ×, জার্ব্বা-স্যান্টা, লোবেলিয়া, ক্যানাবিস-ইণ্ডিকা, আর্সেনিক এই পীড়ার শ্রেষ্ঠ ঔষধ। সেনেগা—θ, ৩/৪ ফোঁটা মাত্রায় ঘন ঘন ব্যবহারে উপকার হয়। এফিড্রা নেক্রডেনসিসেও শীঘ্র উপকার হয়।

থাইমস—৭০১—ডাই নার্ভাস-এজমা, হুপিংয়ে ভয়ানক আক্ষেপিক কাশি।

ককসিনেলা-২৫৮—আক্ষেপিক হাঁপানিতে কাশি ও শ্বাসকষ্টের উপশম হয়।

ক্যালেডিয়ম-১৮১—অত্যন্ত কাশে, ক্লান্ত হয়, গয়ার উঠে না, উঠিলে টানের উপশম।

ক্যানাবিস-ইণ্ডিকা—২০৫—কার্ডিয়্যাক-এজমা ও আক্ষেপিক হাঁপানি, হৃৎপিণ্ডে যন্ত্রণা, বুক ধড়ফড় করে, বামদিকে শুইতে পারে না, বুক চাপিয়া ধরে, কেবল হাওয়া চলে।

এসপিডস-পার্ম্মা-২০৫—হাঁপানির প্রবল টান, কার্ডিয়্যাক-এজমা।

ক্যাপসিকম-২১৪—কাশির সহিত নিশ্বাসে পচা দুর্গন্ধ, কাশিয়া ক্লান্ত হয়, একটু গয়ার উঠিলে টান কিছু কমে।

কার্ব্বো-ভেজ-২২০—হামের কিম্বা হুপিং-কাশির পর হইতে হাঁপানি, পেটে বায়ু জমে।

হিপার-৩৬১—রোগী বর্ষায় ভাল থাকে, শীতে বা গ্রীষ্মে টান বাড়ে।

ল্যাকেসিস-৪২৩—ঘুমাইতে ঘুমাইতে হঠাৎ টান বৃদ্ধি, বুকে বা গায়ে কাপড় রাখিতে পারে না, মুখের কাছে হাওয়া সহ্য হয় না, অনেক কাশিয়া একটু গয়ার উঠিলে তবে একটু টান কমে, গলা সুড়সুড় করিয়া কাশি, দমবন্ধভাব, গলার বেদনা।

মস্কাস-৪৮৪—আক্ষেপিক হাঁপানি, হিষ্টিরিয়াগ্রস্তা স্ত্রীলোকের হাঁপানি পীড়ার হঠাৎ আক্রমণ, তাহাতে যেন দম বন্ধ হয়, গলা ঘড় ঘড় করে, বুকে প্রচুর সর্দ্দি থাকে,—কিন্তু তুলিয়া ফেলিতে পারে না।

ন্যাজা—৪৮৮—হৃৎপীড়ার সহিত হাঁপানি ও শ্বাসকষ্ট, ঘুমাইলে দমবন্ধের ভাব হয়।

ন্যাফথালাইন-৪৮৯—প্রচণ্ড কাশি, মাথাটি ধরিয়া হেঁট হইয়া নীরবে বসিয়া থাকে।

স্যাঙ্গুনেরিয়া-ক্যানাডেন-৫৮১—অজীর্ণ পীড়ার সহিত হাঁপানি।

ইপিকাক-৩৮৫—প্রবল টান, শ্বাসকষ্ট, দম আটকায়, বুকে সাঁই সাঁই শব্দ, কাশিয়া সর্দ্দি সহজে উঠে না কিম্বা অনেকক্ষণ কাশির পর একটু সর্দ্দি উঠে।

ক্যালি-বাইক্রম-৩৯২—বর্ষায় বা শীতে একটু ঠাণ্ডা পড়িলেই হাঁপানির টান ও কাশির বৃদ্ধি, টান ভোর ৩/৪ টায় বাড়ে, সর্দ্দি আটা বা তারের মত।

ক্যালি-আয়োড-৪০৭—অত্যন্ত শ্বাসকষ্ট, একটু চলাফেরা করিলেই হাঁপায়, কাশে, কাশি শুষ্ক, সাবানের ফেণার মত গয়ার উঠে।

ব্যাডিয়াগা-১৬৪—ঠাণ্ডা লাগিয়া নাক দিয়া জলের মত সর্দ্দি নির্গমন হইতে থাকে, হাঁপের মত টান, কষ্টকর শ্বাস-প্রশ্বাস।

স্যাম্বুকাস-৫৭৯—হাঁপানির টান ও দমকা কাশি, নাক বন্ধ, মুখ দিয়া নিশ্বাস ফেলে, বুক সাঁইসাঁই করে।

প্যাসিফ্লোরা-৫২৩—হাঁপানির কষ্টদায়ক টানে অতি অল্প সময়ে কষ্টের উপশম হয় (১০/১৫ ফোঁটা মাত্রায়—প্রতি ২৫।৩০ মিনিট অন্তর উপকার না হওয়া পর্য্যন্ত সেব্য)।

এম্ব্রাগ্রিসিয়া-৭৬—হাঁপানির টানের মত টানসহ কাশি ও স্নায়বিক আক্ষেপিক কাশি, কাশির সঙ্গে ঢেকুর, গলা সুড়সুড় করিয়া আক্ষেপিক কাশি।

কালি-নাইট্রি-৪১১—অত্যন্ত শ্বাসকষ্ট; কিন্তু সর্দ্দি সহজেই উঠে, তৎসহ বুকে ছুঁচ ফোটান ব্যথা কিম্বা বুক জ্বালা।

লোবেলিয়া-৪৪৪—আক্ষেপিক হাঁপানির কাশির উৎকৃষ্ট ঔষধ।

একোনাইট, লোবেলিয়া, সেনেগা—৪৪ পৃষ্ঠা দেখুন।

ইরিওডিকটিয়ন বা জার্ব্বা-স্যান্টা-৬৮৪—হাঁপানি, গলায় সাঁই সাঁই শব্দ ও ব্রঙ্কাইটীস।

আয়োডফরমাম-৬৮৮—২য় শক্তির ৩ গ্রেণ, জিহবার পশ্চাতে রাখিলে টান কমে।

এফিড্রা-নেক্রডেনসিস-৬৮৩—θ, ৪।৫ ফোঁটা মাত্রায় ২ ঘন্টা অন্তর ২/৩ মাত্রা ব্যবহারে উপশম হয়, স্থায়ী উপকারের জন্য অন্ততঃ এক দেড়মাস ২/১ বার করিয়া দিতে হইবে।

এফিড্রিন-৬৮৩—হাঁপানির ও নিমোনিয়া, ২/৩ মাত্রা সেবনেই হাঁপানির টান কমে।

ভিস্কাম-এলব-৬৪৭—বাতাক্রান্ত ব্যক্তিদিগের হাঁপানি কাশি।

দ্রষ্টব্য ঃ—হাঁপানিতে লক্ষণানুযায়ী কোনও ঔষধ দিয়া তাহাতে ভীষণ আক্ষেপিক টানের উপশম না দেখিলে—ইরিওডিকটিয়ন বা জার্ব্বা-স্যান্টা—θ, ২/১ ফোঁটা মাত্রা ১। ১া০ ।২ ঘন্টা অন্তর কতিপয় মাত্রা দিবেন, রাত্রিতে অত্যধিক কষ্ট হইলে—কার্ব্বো ভেজ ৩০, ২/১ মাত্রা দিয়া অপেক্ষা করিবেন। আর্সেনিকেও অনেকস্থলে আশু উপকার হয়।

আমাদের একটি পেটেন্ট ঔষধ আছে—(Asthma Cure)— ডাম-১, উহাতেও উপকার হইবে এবং ১া০ ।২ মাস ব্যবহারে অনেকদিন ভাল থাকিবে। মাত্রা-২ ফোঁটা।

স্বর্গীয় দ্বারিক কবিরাজ মহাশয়ের মুষ্টিযোগ ঃ—

একটি কাঁসার বাটিতে —একছটাক খাঁটি গব্য ঘৃত খুব গরম কর আর একটি কাঁসার পাত্রে একছটাক আদার রস গরম কর, এখন ঐ গরম আদার রস উক্ত গব্যঘৃতে ঢালিয়া দিয়াই সঙ্গে সঙ্গে আর একটি কাঁসার থালা চাপ দাও, চাপার মধ্যে কল-কল শব্দ থামিয়া যাইলে, উহা হইতে ২ তোলা ঘৃত লইয়া এক আধপোয়া গরম দুধে মিশাইয়া প্রত্যহ সন্ধ্যায় খাওয়াও, দেখিবে ঐ ঘৃত খাইবার কিছু পরেই চাপ্ চাপ শ্লেষ্মা উঠিয়া হাঁপের কাশ দূর হইতেছে। ১৫ দিন এই প্রকার ব্যবহার করাইলে রোগী অনেক সুস্থ হইবে। উক্ত তৈয়ারী গরম ঘৃতটা ঠাণ্ডা হইলে উহা অন্য একটি পাত্রে রাখিবে, কাঁসার পাত্রে রাখিবে অন্য কাঁসার পাত্রে যদি কিছু রাখিয়া দাও, সেটা বুকে মালিস করিলে উপকার অধিক হইবে।

হাইড্রোফোবিয়া।

কক্‌সিনেলা-২৫৮—কাঁচ বা কোন চকচকে বস্তু দেখিয়া ভয় পায়, পাগলের মত হয়।

এনাগেলিস-৬১২—জলাতঙ্ক পীড়ার বহু পুরাতন ঔষধ, মাদার-টিংচার হইতে ৩য় শক্তি।

হায়োসিয়ামস-৩৭১, ষ্ট্র্যামোনিয়ম-৬১২, এই দুইটি ঔষধেও অনেক সুফল পাওয়া যায়। থেরাপিউটিক্সে "দংশন" মধ্যে—পাগলা কুকুর দংশন—৮০০ পৃষ্ঠা দেখুন।

হাইড্রোকেফালয়েড।

সল্‌ফার-৬১৭—অজ্ঞান, কপালে ঠাণ্ডা ঘাম, প্রস্রাব বন্ধ, শিবনেত্র হঠাৎ কাদা, ভেদ বমন কিম্বা সমস্ত স্রাব বন্ধ, অঙ্গের স্পন্দন।

এসিড-কার্ব্বল-৬১৭—স্বাভাবিক বাহ্যে প্রস্রাব হইয়াও পুনরায় ছটফটানি, বাহ্যে বমি।

হাইড্রোকেফালস।

(মস্তিষ্ক-ঝিল্লী প্রদাহের ঔষধও ইহাতে প্রয়োজন হয়।)

টিউবার্কিউলার—এপিস, সল্‌ফ, জিঙ্কাম, আয়োড, এপোসাইনাস, গ্লোনয়িন।

প্রস্রাব বন্ধ হইয়া—হেলিবোর, সল্‌ফ।

হাইড্রোকেফালসের পরবর্তী অবস্থায় কোমা, অজ্ঞানভাব—এপোসাইনাম-১০৮ ক্লোর‍্যাল-হাইড্রেট-২৩৯...প্রতিষেধক—ক্যালকেরিয়া-ফস, সলফার (হেলিবোর দেখুন)

ক্যালকেরিয়া-কার্ব্ব-১৮৭—বেলেডোনার স্থায়ী উপকার না হইলে এবং দন্ত নির্গমনকালে—সল্‌ফারের পর প্রযোজ্য।

চায়না, ক্যাল-ফস-১৮৭—ক্রমাগত বাহ্যে-বমির নিমিত্ত নিস্তেজতা, আচ্ছন্ন, মরার মত অবস্থা।....সাইপ্রিপিডিয়ম-২৯৭—অনেকদিন উদরাময়াদিতে ভুগিয়া হাইড্রোকেফালস।

হেলিবোরাস-৩৫৩, ৬১৭—মস্তিষ্কে জল জমে, নিয়ত এদিক ওদিক মাথা নাড়ে, মুখ নাড়ে, অজ্ঞান, একদিকের হাত-পা পর পর নাড়ে, প্রস্রাব বন্ধ, অন্তরে পিপাসা।

ব্রায়োনিয়া-১৭২—বাম হাত ও বাম পা অনবরত নাড়ে।

ক্যালি-ব্রোম-৩৯৮—ক্রমাগত বাহ্যে বমি কিম্বা বার বার উদরাময়ে ভুগিয়া পীড়া।

সলফার-৬১৬—স্ক্রফুলাস ধাতু টিউবার্কিউলার-হাইড্রোকেফালস, প্রথমাবস্থায় তড়কার মত ফিট, ঘুমাইতে ঘুমাইতে কাঁদে, যেন কত ভয়, প্রস্রাব বন্ধ (এপিসের মত)।

এপিস-৬১৬—একজুডেসন ষ্টেজ, মস্তিষ্কের প্রদাহ বর্তমান, ঘুমাইয়া চীৎকার।

জিঙ্কাম-মেট-৬৪৮—ভেদবমির সহিত বালিসে মাথা এপাশ ওপাশ করা হাত-পা ছোড়া দাঁত কড়মড় করা, মস্তিষ্কে জল সঞ্চয়, তদ্ভিন্ন—প্রস্রাব বাহ্যে বন্ধ কিম্বা প্রস্রাব হইয়াও ছটফটানি, পিপাসা, সর্ব্বাঙ্গ ঠাণ্ডা, বুক গরম (এসিড-কার্ব্বল, মনোব্রোম ক্যাম্ফর)। জিঙ্ক-সলফ ও জিঙ্ক-ফসও দেখিবেন।

এপোসাইনাম-৬৪৯—হাইড্রোকেফালসের পরবর্তী অবস্থায়—অস্থিরতা চীৎকার প্রভৃতি কিছুই থাকে না, অসাড় অজ্ঞানভাব, প্রস্রাব সম্পূর্ণ বন্ধ, অতি অল্প পিপাসা, মাঝে মাঝে বমি, বাহ্যে। হাইড্রোকেফালস বা মাথায় জল জমায়—প্রথমে—এপিস, তৎপরে—সলফার, তৎপরে—এপোসাইনাম বা হেলিবোরাস ইত্যাদির প্রয়োজন হয়। ...কক্‌সিনেলা-২৫৮—শিশুদের দন্তোদগমকালে বা অন্যান্য স্নায়বীয় পীড়ায় অত্যন্ত অস্থিরতা, ঘুমঘুমভাব, কিন্তু কিছুতেই ঘুমাইতে পারে না।

গ্লোনয়িন—মেনিন্‌জাইটীস অধ্যায় দেখুন।

জিঙ্কাম-ব্রোম-৬৪৯—জিঙ্কাম-মেটের লক্ষণ সমূহ থাকিয়াও তাহাতে উপকার না হইলে প্রযোজ্য। শিশুদের দাঁত উঠিবার সময় এই পীড়া হইলে এবং হাইড্রোকেফালসের পর শিশু অজ্ঞান অঘোরভাবে পড়িয়া থাকিলে ইহা উৎকৃষ্ট ফলদায়ক।

লাবর্ণম-৬৮৯—অবিরাম ঘুমভাব, মুখের পেশী নাচে, পিউপিল প্রসারিত, হাইড্রো। কেফালস, অদম্য তৃষ্ণা, গা-বমি-বমি।

এসিড-কার্ব্বল ও মনোব্রোম ক্যাম্ফর-৬৪৮—শিশু কলেরায় হিমাঙ্গাবস্থায় বিকার।

ইনোথেরা-৫১৫—শিশু-কলেরায় ও বহুদিন উদরাময়ে ভুগিয়া হাইড্রোকেফালস।

হাইউঠা

ক্যাষ্টোরিয়ম-২২৩—কোন পীড়ার অনবরত হাই উঠা।

সাইট্রাস-ভলগ্যারিস-১৯—অনবরত হাই উঠে।

রসটক্স-৫৬৮—ক্রমাগত হাই উঠে, যে পর্য্যন্ত না মাঢ়ী প্রায় ভাঙ্গিয়া যাইবার মত হয়, ততক্ষণ থামে না।

হাম।

হামের উদ্ভেদ ঃ—ভালরূপে বাহির না হইলে—জেলসি, ব্রায়ো, কুপ্রম, ওপি, ইপি, এমন-কার্ব্ব; ক্যাম্ফর,......উদ্ভেদ বাসিয়া মস্তিষ্কে জলজমা, অজ্ঞানভাব—এপিস, উদ্ভেদ বসিয়া কিম্বা কোন কারণে বাহির হইতে না পারিয়া তড়কা, মস্তিষ্ক লক্ষণ—কুপ্রম...উদ্ভেদ সমূহ নির্গমনে সহায়তা ও আরোগ্য করিতে—জেলসি; —শারীরিক স্বাভাবিক তেজের হ্রাস হেতু বাহির না হওয়ায় আক্ষেপ, তড়কা—জিঙ্কাম-মেট.....অভ্যন্তরস্থ টীসুতে পরিচালিত হওয়ায় হাইড্রোকেফালস—সলফার;....উদ্ভেদ বসিয়া—এণ্ডোকার্ডাইটীস পেরিকার্ডাইটীস, —আর্স,..... হাম বসিয়া ভেদ বমি—ইপি,......হাম বসিয়া রোগী স্থিরভাবে পড়িয়া থাকে—ব্রায়ো;....অজ্ঞানাবস্থায় পড়িয়া থাকে—জিঙ্কাম;......চর্ম্ম কালচে বর্ণ হয়....সলফার; —হামের সর্ব্ববিধ উপসর্গ মর্ব্বিলিনাম—হামের পর কাশি—ড্রসেরা, ষ্টিক্টা, ক্যালি-কার্ব্ব; ....হামের পর উদরাময়—পলস, সলফ।

হামের সহিত ঃ—বিকার—হায়োসি;....বিকার ও প্রস্রাব বন্ধ—ষ্ট্রামো; —রক্তস্রাব—ক্রোটে, হ্যামা; —উদ্ভেদ বসিয়া প্রসাব বন্ধ—জিঙ্কাম, কুপ্রম।

উদ্ভেদ লেপামত, শরীর লালবর্ণ—এমন-কার্ব্ব-৭৯....জ্বর, শ্বাসকষ্ট, গলায় ঘড়ঘড় শব্দ, এন্টিম-টার্ট-৯৮., এন্টিম-আর্স-৯০, সলফার-৩৩১, হিপার-৩৩১।

জেলসি-৩৩০—অধিক জ্বর, নাক চোখ দিয়া জলপড়া, হাঁচি, শুষ্ক কাশি, চোখে পিচুটী, আচ্ছন্নভাব, চমকানো, মুখ থমথমে লালবর্ণ।

একোনাইট-৩৩১—প্রথমাবস্থায় অন্তর্দ্দাহ, ছটফটানি, প্রবল জ্বর, শুষ্ক খকখকে কাশি, বুকে বেদনা।

পলস-৩৩১—জ্বর কম, সর্দ্দি, কাশি অধিক নাক দিয়া হলদে বা সাদা রঙের ঘন পাকা সর্দ্দি, কাশি, কাণে পূঁয, উদরাময়।

এন্টিম-টার্ট, হিপার-সলফার-৩৩১—হাম-জ্বরসহ কিম্বা হাম-জ্বরের পর গলায় ঘড়ঘড় শব্দ, বুকে ঘড়ঘড়ে শ্লেষ্মা।

বেলেডোনা-৩৩১—উষ্ণতাপ, ধড়ফড়ে জ্বরের সঙ্গে ঘাম (প্রথমাবস্থায় অত্যন্ত ছটফটানি, অস্থিরতা, কাতরতা, পিপাসা ও ঘর্ম্মশূন্য থাকিলে—একোনাইট)।

হায়োসিয়ামস-৩৬৯—হাম বসন্তাদির উদ্ভেদ বসিয়া বিকারসহ—বিছানাখোঁটা, অজ্ঞান, হঠাৎ চীৎকার, অসাড়ে বাহ্যে প্রস্রাব, কিছু চিবাইবার মত মুখনাড়া।

ব্রায়োনিয়া-১৭৩—পিপাসা, মাথাব্যথা, জ্বর, জিহবা শুষ্ক, খসখসে (রোগীর পেটের দোষ থাকিলে—জিহ্বা ভারী, সাদা কিম্বা হলদে ময়লাযুক্ত হয়), অল্প বিস্তর ঘাম, গায়ে বেদনা চুপ করিয়া পড়িয়া থাকে, শুষ্ক ও কষ্টকর কাশি, বুকে বেদনা।

রসটক্স—শরীরে বেদনা, অস্থিরতা, সর্ব্বদা পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করে, আক্ষেপিক হাঁচি, গলা সুড়সুড় করিয়া কাশি, নাসিকা দিয়া উষ্ণ জ্বালাকর স্রাব নির্গমন।

এপিস-শরীরে কোন কোন স্থানে অধিক উদ্ভেদ নির্গমনের জন্য ফোস্কা, চর্ম্মে লালবর্ণের উদ্ভেদ, উদরাময়, দুর্ব্বলতা, বিড়বিড় করিয়া বকা।

আর্স—অত্যন্ত অস্থিরতা; হাঁচি, নাকে জলের মত সর্দ্দি ঝরা, স্রাব গরম, তৃষ্ণা।

ইপিকাক—সর্দ্দি, নাক সাঁটিয়া ধরা, উদ্ভেদ নির্গমনে বিলম্ব, শুষ্ক কাশি, গলায় সাঁই সাঁই শব্দ, বুকে শ্লেষ্মা, বমি, গা বমি।

ইউফ্রেসিয়া-৩১৬—নাক চোখ দিয়া জলপড়া, চক্ষু জ্বালা, চক্ষুতে আলোক অসহ্যতা, কাশি।

মার্কুরিয়স—ঘন ঘন হাঁচি, নাক দিয়া জলের মত বা একটু ঘন সর্দ্দিস্রাব, টন্‌সিল বাড়া, বুকে বেদনা, আমযুক্ত মল।

হামের সহিত ব্রঙ্কাইটীস—৮০৮ পৃষ্ঠায় থেরাপিউটিক্সে নিমোনিয়া, ব্রঙ্কাইটীস দেখুন।

হিক্কা।

(ইহা কোনও পীড়ার একটি ভীষণ কষ্টদায়ক উপসর্গ, প্রায় কোন ঔষধেই সহজে বন্ধ হইতে চাহে না, হিক্কার ভোগকাল প্রায় ১১ দিন, হিক্কা অনেক সময় আপনিই হঠাৎ বন্ধ হয়।)

র‍্যানানকিউলাস-বালবো—৫৬২—আক্ষেপিক হিক্কা।

ককসিনেলা-২৫৮—হিক্কার সহিত পাকস্থলীতে জ্বালা।

ক্যাল-ফ্লোর-১৯১—কলেরার হিক্কা নহে, অন্য সকল প্রকার হিক্কা।

জিঙ্ক-ভ্যালেরিয়ানা-৩৭৬—দুর্দ্দমনীয় হিক্কা।

সাইকিউটা-২৪২, ৫০৯—উচ্চ শব্দে হিক্কা, পেটে জ্বালা, গা-বমি, প্রায় সকল প্রকার হিক্কাতেই ইহা সুফলের সহিত ব্যবহৃত হয়।

হায়োসিয়ামস-৩৭০—বিকারে অজ্ঞান, তৎসহ হিক্কা, হিক্কায় মাথা হইতে পা পর্য্যন্ত নড়িয়া উঠে, পেটের কোনও যন্ত্র অস্ত্র হইবার পর হিক্কা।

ইগ্নেসিয়া-৩৭৭—পানাহারের পর ও তামাকের গন্ধে হিক্কার বৃদ্ধি।

ক্যালি-ব্রোম-৩৯৯—অনবরত হিক্কা, হিক্কার বিরাম নাই।

নক্স-ভমিকা-অধ্যায়—৫০৮ হইতে ৫১০ পৃষ্ঠা দেখুন, সেখানে হিক্কার প্রায় সমস্তই পাইবেন।

নিকোলাম-৬৯২—পিপাসাসহ প্রবল হিক্কা।

ক্যালি-সলফ-৪১৪—পাকস্থলীর পুরাতন প্রদাহের সহিত হিক্কা।

দ্রষ্টব্য ঃ ডাবের জল গরম করিয়া অল্প অল্প পান করিলে হিক্কার উপশম হয়।

মধ্যম আকারের একটা কাগজের ব্যাগের বা ঠোঙার (ইহা কাপড়ের ও পোষাকের সবখানেই পাওয়া যায়) মধ্যে মাথাটি গলাইয়া নাসিকা ও ঠোঁটের নিম্ন পর্য্যন্ত ঢাকিয়া খুব দৃঢ়ভাবে রোগীকে চাপিয়া ধরিতে ও তাহারই মধ্যে নিশ্বাস লইতে ও ফেলিতে বলিবেন। ইহাতে ঠোঙার মধ্যস্থ অক্সিজেন-বায়ু শ্বাসদ্বারা গ্রহণ ও কার্ব্বণ-ডাই-অক্সাইড প্রশ্বাস সহকারে পরিত্যাগ করায় অতি অল্প সময়ের মধ্যেই ঠোঙার ভিতরাংশটি কার্ব্বণ-ডাই অক্সাইডে পূর্ণ হইয়া যাইবে এবং ঠোঙার মধ্যস্থ উক্ত ঘণীভূত কার্ব্বন-ডাই-অক্সাইডের ক্রিয়ার দ্বারা অনেক সময় হিক্কা বন্ধ হইতে পারে (চিকিৎসা প্রকাশ)।

কঠিন প্রকারের হিক্কা অনেক সময় ঔষধ সেবন দ্বারা বন্ধ করা কষ্টকর হইয়া উঠে, রোগী ক্রমশঃ ক্লান্ত হইয়া পড়ে, এরূপ ক্ষেত্রে ঔষধ বিফল হইলে—একমুঠা খই খানিকটা গোলাপ জলে ভিজাইয়া উহাকে মাড়িয়া কাদার মত করিয়া একটা সবুজ পাতিলেবুর রস ৪০/৫০ ফোঁটা উহাতে মিশাইয়া, কাশীর চিনি দিয়া রোগীকে অল্প অল্প করিয়া চাটিয়া খাইতে দিলে তাহাতে অনেক উপশম হইবে এবং বমি থাকিলে তাহাতেও উপকার করিবে।

হিপ্‌জয়েন্ট পীড়া।

ক্যাল্‌কেরিয়া, হিপার, সাইলি, স্যাল্‌কেরিয়া হাইপো—৫৯৭।

কলোসিন্থ-২৭৪—ডানদিকের পীড়া, ডান উরুসন্ধিতে ছুঁচফোটান ব্যথা, চলিতে চলিতে দাঁড়ায়, হাঁটু গুটাইয়া পা চাপিয়া শোয়।

সাইলিসিয়া-৫৯৭—হিপ্‌জয়েন্ট ও ভার্টিব্র্যাল-কেরিজ নামক পীড়া।

ক্যাল্‌কেরিয়া-হাইপোফস-১৯৪—বড় বড় ফোড়া, অস্থি আক্রমণ করে, অস্থির ক্ষত, দিন দিন শীর্ণ ও শয্যাশায়ী হইয়া পড়ে।

ষ্ট্র্যামোনিয়ম-৬১২—বাম উরুসন্ধি আক্রান্ত, তথায় ভীষণ বেদনা।

হিপার—স্ফোটক অধ্যায় দেখুন।...৫৯৭ পৃষ্ঠায় একটি রোগীর বিবরণ পাঠ করুন।

ফেরম-ফস, ক্যালকে ফস,—৩ × ও সাইলিসিয়া—৩ × প্রথম হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমশঃ উচ্চশক্তি ব্যবহারে এক মাসে পীড়া সম্পূর্ণ আরোগ্য হইতে পারে।

হিপ্‌নোটিক ঔষধ।

গ্রোনয়িন—৩৩৩,....সলফোন্যাল—৩৩৩।

হিমাঙ্গ।

হেলিবোরাস-৩২৫—গা বরফের মত ঠাণ্ডা, কপালে ঠাণ্ডা ঘাম, নাড়ী ক্ষীণ হয়, অথবা বসিয়া যায়, তড়কা আক্ষেপ।

এসিড-হাইড্রো-২২—অঙ্গ পাথরের মত শীতল, নাড়ী ক্ষীণ বা লোপ, হৃৎপিণ্ডে চাপবোধ, নিশ্বাস ফেলিতে কষ্ট, চোয়াল আড়ষ্ট।

পটাস-সিয়ানাইড-২২—শ্বাসকষ্ট, দমবন্ধের ভাব, নাড়ী লোপ, হঠাৎ উপসর্গের বৃদ্ধি।

ন্যাজা-২৩—ওলাউঠার চরম অবস্থায় হিমাঙ্গ, নাভীশ্বাস, ঘন ঘন শ্বাস-প্রশ্বাস।

আর্স-১২৬—মুখ জিহ্বা বরফের মত ঠাণ্ডা, শীতল ঘাম, নাড়ীদমা বা সূতার মত ক্ষীণ, অস্থিরতা, প্রবল তৃষ্ণা, ঘন ঘন অল্প জলপান।

ক্যাম্ফর-১৯৮—সর্ব্বাঙ্গে যেন বরফ, অন্তরে গরমবোধ, নাক ঠাণ্ডা, সূচাল, কুঞ্চিত ত্বক, নিশ্বাস ঠাণ্ডা, জিহবা থলথলে, কাঁপে, শরীর নীলবর্ণ, নাড়ী কঠিন, সজোরে কিম্বা ক্ষীণ, অনেক সময় পাওয়াই যায় না, ছটফটানি, পাখা চায়, ২/১ টা বাহ্যে বমির পর হঠাৎ হিমাঙ্গ।

ভেরেট্রম-৬৪২—দ্রুত জীবনীশক্তির হ্রাস, হিমাঙ্গ, অত্যন্ত দুর্ব্বলতা, মাথায় যেন বরফ চাপান, নাকের ডগা; হাতের পায়ের তলা বরফের মত শীতল, কপালে ঠাণ্ডা ঘাম।

ল্যাকেসিস-৩৫৫—দুইটি পা ঠাণ্ডা তৎসহ বুক ভারীবোধ।

কার্ব্বো-ভেজ-২১৮—আঙ্গুল, নাক, গলা, জিব, নিশ্বাস সমস্তই শীতল, স্বরভঙ্গ, ক্রমশঃ হিমাঙ্গ হওয়া, নাড়ী একেবারেই পাওয়া যায় না, পূর্ণ পতনাবস্থা, নিশ্বাস ধীরে ধীরে পড়ে, অত্যধিক ঘর্ম্ম, চর্ম্ম নীলবর্ণ হয়। তরল রক্তস্রাবহেতু হিমাঙ্গ, অনবরত পাখার বাতাস চায়।

জিঙ্কাম-২৯১—দুর্ব্বলতার নিমিত্ত উদ্ভেদ ভালরূপে বাহির হইতে না পারিয়া নিঝুমভাবে পড়িয়া থাকে, দাঁত কড়মড় করে, চমকায়, চোখ ঘুরায়, হিমাঙ্গ হয়, কেবল পা দুইটি নাড়ে।

পাইলোকার্পিণ-৩৮৯—কোন পীড়ায় অতিরিক্ত ঘর্ম্ম, তজ্জন্য হিমাঙ্গ। ৭৭২ পৃষ্ঠায় ঘর্ম্ম দেখুন।

হিমপ্‌টিসিস, হিমাটিমেসিস।

থেরাপিউটিক্সে—৮৬৯ পৃষ্ঠায় রক্তোৎকাশ ও রক্তবমন দেখুন।

এই পীড়ায় ও শোথ রোগে রোগীকে শুষ্ক মানকচু চূর্ণ দুগ্ধসহ পাক করিয়া কিম্বা মানকচুর ক্বাথ প্রত্যহ খাইতে দিবেন। রক্তপিত্ত ও মূর্চ্ছা রোগী কখনও মোলপান করিবে না।

কলার মোচা—রক্তপিত্ত, বহুমূত্র ও সমস্ত ক্ষয় পীড়ায় উপকারী।

লাইকোপাস-৪৫০—হৃৎপীড়ার নিমিত্ত হিমপ্‌টিসিস।

হিষ্টিরিয়া—মূর্চ্ছাবায়ু-৮৬৬ পৃষ্ঠা দেখুন।

হুপিং-কাশি।

১০৮ পৃষ্ঠায় এরালিয়া অধ্যায় দেখুন।

জষ্টিসিয়া-এঢাটোডা (Justicia Adhatoda)—θ হইতে ৩ × শক্তি, এরালিয়া অধ্যায়ে লিখিত ঔষধগুলিতে উপকার না হইলে ইহা প্রয়োগ করিবেন। যে কাশির ঝোঁক থাকিয়া থাকিয়া আসে, প্রবল আক্ষেপিক কাশি হয়, দমবন্ধ হইবার মত হয়, বুক খেঁচিয়া ধরে এবং হাঁপানি রোগে আক্রান্ত অত্যন্ত শ্বাসকষ্ট ও কাশি থাকিলে, কোন পীড়ায় কাশির সহিত স্বরভঙ্গ থাকিলে ও তরুণ সর্দ্দিতে অনবরত হাঁচি ও নাক দিয়া জলের মত তরুণ সর্দ্দিস্রাব নির্গত হইতে থাকিলে ইহাতে উপকার হইবে।

হুপিং-কাশির অন্যান্য ঔষধ—থেরাপিউটিক্সে ৭৫৮ পৃষ্ঠা দেখুন।

হৃৎপিণ্ডের পীড়া।

(২৯৮ হইতে ৩০১ পৃষ্ঠায় ডিজিটেলিস এবং থেরাপিউটিক্সে "বেদনা" ৮৪৬ পৃষ্ঠা দেখুন)

<u>হৃৎশূল বেদনা</u> (এনজাইনা-পেক্টোরিস)—ক্যাক্টস, গ্লোনয়িন, ক্যালমিয়া, ল্যাকেসিস, ম্যাগনোলিয়া, ন্যাজা, স্পাইজেলিয়া, ল্যাট্রোডেক্টাস-ম্যাকট্যানস, হিমাটক্সাইলন, আর্সেনিক প্রভৃতি।

<u>বুকধড়ফড়ানি</u>—আর্স, এবসিন্থ, লরোসি, এমিল-নাই, ল্যাকেসিস, ন্যাজা, স্পাইজেলিয়া, আইবেরিস, একোনাইট-ফেরক্স প্রভৃতি.....ভ্যালভিউলার পীড়ায়—নেরিয়ম, এডোনিস, ক্র্যাটিগাস, ডিজিটেলিস, এমিল-নাই প্রভৃতি....নার্ভাস ও হিষ্টিরিয়া রোগীর—ষ্ট্রোফ্যান্থাস ইগ্নে, মস্কাস, নক্স-মস্কেটা, ম্যাগ-মিউর, ...বাত আরোগ্যের পর হৃৎপিণ্ডে কোন পীড়া না থাকিলেও—ন্যাজা, ...বাহির হইতেও দেখা যায়—স্পাইজেলিয়া, আইবেরিস,....হৃৎপিণ্ডে চর্ব্বিজমাসহ—অরম-মেট-১৪৩,......বুকের ভিতর যেন কি লাফায়—এমিল নাই, ...সামান্য উত্তেজনায়—আর্স, কফিয়া,.....জরায়ুর পীড়ার সহিত লিলিয়ম,....আহারে —ক্যাক্টস, ক্র্যাটিগাস, ক্যাল-কার্ব্ব, নক্স, লাইকো, পল্‌স, ন্যাট-কার্ব্ব,....বামদিকে শুইলে—ফস, ন্যাট-মিউর, ক্যাক্টস,....বসিয়া থাকিলে—ম্যাগ-মিউর, ...রক্তহীনতার জন্য—ন্যাট-মিউর, আর্ণি, আয়োড, ফেরম, পলস, প্লম্বম,......স্নায়বিক—ক্যাক্টস, ল্যাকে, মস্কাস, ন্যাজা, স্পাইজে....অত্যন্ত পরিশ্রম কিম্বা দুর্ব্বলতাজনিত—কোকা।

<u>এনডোকার্ডাইটীস</u>—ম্যাগনোলি, অরম, অরম-মিউর, সিমিসি, কক্কাস, কন্‌ভ্যালে, আয়োড, ফস, ট্যারেন্টুলা, ভেরেট-ভিরি (ইহাদের অধ্যায় দেখুন)।

<u>পেরিকার্ডাইটীস</u>—ম্যাগলোনি, এডোনিস, এনাকার্ড এন্টিম-আর্স, অরম-আয়োড, এসক্লিপি, ক্যাক্টস, সিমিসি, আয়োড, ক্যালি-নাইট্রি, ক্যালমি, স্পাইজে, ভেরেট-ভিরি।

<u>মায়োকার্ডাইটীস</u>—(হৃৎপেশীর প্রদাহ)—এপিস, ক্যাক্টস, ডিজি, গ্লোনয়িন, ল্যাকে, ন্যাজা।

<u>ফ্যাটি-হার্ট</u>—আর্ণিকা, অরম, ক্যাপাস, কুপ্রম, ক্রোটেলাস।

<u>ডাইলেটেসন</u>—এমন-কার্ব্ব, এন্টিম-আর্স, ক্যাক্টস, কুপ্রম, এসিড-হাইড্রো, লরোসি, লিলিয়ম, নক্স, ফস, ট্যাবেকম।

<u>পক্ষাঘাত উপক্রম</u>—একোন, আর্স, ক্রোটে, ল্যাকে, মার্ক-সিয়ানে, ন্যাজা, প্লম্বম, ভেরেট-ভিরি (নিমোনিয়ার সহিত—এন্টিম-টার্ট, ক্যালি-নাইট্রি, ফস, স্যাঙ্গুনেরি, ভেরেট-ভিরি)।

<u>হার্ট-ফেলিওর</u>—কন্‌ভ্যালে, ক্র্যাটিগাস, ক্যাসিওলাস, ষ্ট্রোফ্যান্থাস, ল্যাকে, ন্যাজা।

<u>হৃৎপিণ্ডের পীড়াজনিত শোথ</u>—ডিজি, এপোসাই, হেলিবো, ল্যাকে, এপিস, আর্স।

হৃৎপিণ্ডের বিবর্দ্ধন—(হাইপারট্রফি)—আর্স-আয়োড, আয়োড, অরম, ক্যালমি এমিল-নাই, আর্ণি, আর্স, ডিজি, ন্যাট-মিউর, ব্রোমি, ক্যাক্টস, গ্লোনয়িন।

এবিস-৮—হৃৎপিণ্ডে তীক্ষ্ণ বেদনা, হৃৎক্রিয়া ধীর, ট্যাকিকার্ডিয়া, ব্রাডিকার্ডিয়া, গলা যেন কেহ চাপিয়া ধরিয়াছে। হৃৎপিণ্ড জোরে চলে, পিঠের দিক হইতেও শোনা যায়।

কল্‌চিকাম-২৬৬—বাতের বেদনা হৃৎপিণ্ডে পরিচালিত (ম্যাগনোলি, এব্রোটেনাম)।

একোনাইট ফেরক্স-৪০, ৪৭—হৃৎপিণ্ডের বা ফুসফুসের পীড়ায় অত্যন্ত শ্বাসকষ্ট, ঘন ঘন শ্বাস-প্রশ্বাস, হাঁইপাঁই করা, শুইতে না পারা, বসিয়া থাকা।

সিমিসিফিউগা-৫২—বাম স্তনের বেদনা, এনজাইনা পেক্টোরিস।

এবসিন্থিয়াম-১১—অসমগতি, হৃৎপিণ্ড খুব জোরে জোরে চলে, পিঠের দিক হইতেও তৎশব্দ শোনা যায়।

ইউফর্ব্বিয়ম-৩১৬—হৃৎপিণ্ডে ক্ষীণ, হৃৎপিণ্ড মধ্যে যেন একটা পাখী ঝটপট করে এমন স্থূল নাড়ী, নাড়ীর গতি মিনিটে ১২০/১২৫ বার।

ম্যাগ-কার্ব্ব-৪৫৫—বুকে বেদনা, শ্বাসকষ্ট, হাঁইপাঁই করে, রক্তমিশ্রিত গয়ার, কাশি।

আর্স-১২৯—হৃৎপিণ্ড কাঁপে, সামান্য উত্তেজনাতেই বুক ধড়ফড়ানি, দুর্ব্বলতা।

আর্স-আয়োড-১৩৪—হৃৎপিণ্ডের বিবৃদ্ধি বুক ধড়ফড়ানি, হাঁপানির মত টান।

ব্রোমিয়ম-১৭১—হৃৎপিণ্ডের বিবৃদ্ধি, একটু চলিলে বা উঠিয়া বসিলেই বুক ধড়ফড় করে, নাড়ী ধীরগতিশীল , মোটা ও কঠিন।

* ষ্টিগমেটা-মেডিস (Stigmata Medis) —যান্ত্রিক হৃৎপীড়া তৎসহ নিম্নাঙ্গের অত্যন্ত ফোলা ও প্রস্রাব।

স্ক্রফুল্যারিয়া-৬৯৭—বুকের ২য় পঞ্জরের নিম্নে বেদনা।

ক্যাক্টস-১৭৯, লিলিয়ম-১৭৯—বুক ভারী, বুকে যেন কিছু চাপান আছে, হৃৎপিণ্ডে যেন একবার মুঠা করিয়া ধরে আবার ছাড়িয়া দেয়, শ্বাসকষ্ট, শোথ, বমি, পার্শ্বে শুইতে অক্ষম, বুক-ধড়ফড়ানি (প্রবল হৃৎস্পন্দন ও বুক ধড়ফড়ানিসহ রক্তউঠা—৪৮১)।

হিমাটক্সাইলন-৬৮৬—এনজাইনা-পেক্টোরিস রোগে (হৃৎশূলে) ইহা বিশেষ উপকারী। ক্যাক্টস, লিলিয়মের মত বুকের নানাস্থানের দৃঢ়াবদ্ধভাব ইহাতেও আছে ; ভীষণ বুক ধড়ফড় করে, দেহ হাত-পা কাঁপে।

কটিলিডন-৬৮৩—বুক থেকে স্কন্ধাস্থি কিম্বা স্কন্ধাস্থি থেকে বাম বুকে এবং ডান স্তনের নীচে ও ডান বুকে বেদনা।

ক্যাল্‌কেরিয়া-আর্স-১৮৩—বেদনা, বুক ধড়ফড় করা, মোটা স্ত্রীলোকের ঋতুবন্ধের বয়সে বুক ধড়ফড়ানি, শ্বাসকৃচ্ছ্রতা। নাড়ীর গতি দ্রুত।

সাইকিউটা-২৪২—বুক ধড়ফড়ানির সঙ্গে বুক কাঁপা।

কোকা-২৬৪—অত্যন্ত বুক ধড়ফড়ানি, শ্বাসকষ্ট, পেটে অত্যন্ত বায়ু জমা, হিমপ্টিসিস ও হাঁপানিতে শ্বাসকষ্ট।

ডিজিটেলিস-২৯৮—হৃৎপিণ্ডের ভালভের নানাপ্রকার কঠিন পীড়া, হৃৎপিণ্ডের বিবর্দ্ধন, হৃৎপীড়া জনিত শোথ, উদরী শ্বাসকৃচ্ছ্রতা, হার্ট-ফেলিওর।

এডোনিস-ভার্ণ্যালিস-২৯৯—পৃষ্ঠা দেখুন। ভ্যালভিউলার পীড়ায় কম্পেনসেসন ফেল হইলে ডিজিটেলিস উপকারী, কিন্তু কোনও কারণে উপকার না হইলে—বা ডিজিটেলিস সময় মত প্রয়োগ করিতে না পারিলে এই ঔষধটি প্রয়োগ করিবেন। এওটিক-ষ্টেনোসিস, মাইট্র্যাল রিগার্জিটেসন; নিম্নাঙ্গের শোথ, প্রস্রাবের পরিমাণ অত্যন্ত অল্প এবং অসমান-নাড়ীর গতি, কিডনীর ক্রিয়ার হ্রাস তজ্জন্য শোথ, এইগুলিও ইহার প্রধান লক্ষণ। হৃৎপিণ্ডের যান্ত্রিক পীড়া অর্থাৎ ভ্যাল্‌ভিউলার পীড়া না হইয়া হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়ার ক্ষীণতা, স্বল্পাধিক শ্বাসকষ্ট, হাঁই পাঁই করা, হৃৎশূল ইত্যাদিরও ইহা উৎকৃষ্ট ঔষধ।

স্পারটিয়ম-স্কোপারিয়ম-৬৯৯—ফংসন্যাল, অর্গানিক, মাইট্র্যাল-ভলভের পীড়া—৩x শক্তি।

ফেরম-মেট-৩২০—নাড়ী খুব মোটা; কিন্তু কোমল, রক্তহীনতার জন্য বুক ধড়ফড়ানি, নড়িলে চড়িলে বৃদ্ধি।

জেলসি-৩৩২—মূর্চ্ছাবায়ুগ্রস্তা স্ত্রী, বুক ধড়ফড়ানি ও বুকে চাপবোধ, হৃৎক্রিয়া ক্ষীণ, মনে হয় এখনই বন্ধ হইবে, শোকজনিত পীড়া, গলায় বোধ হয় যেন একটা চাপ আছে।

গ্লোনয়িন-৩৩৫—অত্যন্ত বুক ধড়ফড়ানি, উহা বুকে ভিন্ন আঙুলের ডগায় পর্য্যন্ত অনুভব হয় (এনজাইনা পেক্টোরিস), প্রত্যেক হৃৎস্পন্দন নিজের কাণে শুনিতে পায়।

গ্রিণ্ডেলিয়া-৩৪৫—ঘুমাইতে ঘুমাইতে হঠাৎ শ্বাসবন্ধের মত হয়, তজ্জন্য বুক ধড়ফড় করিয়া উঠিয়া পড়ে, নিশ্বাস ফেলিবার জন্য আঁকুপাঁকু করে।

লরোসিরেসাস-৪৩৫—একটু চলাফেরায় বা সামান্য পরিশ্রমে কিম্বা নীচু হইতে উপরে উঠিলেই বুক ধড়ফড় ও হাঁইপাঁই করে, নিশ্বাস বন্ধের মত হয়।

পিওনিয়া-৫২১—বামবুকে খোঁচান ব্যথা, বুকের ব্যথা হৃৎপিণ্ড দিয়া পিঠে যায়।

লাইকোপোডিয়ম-৬৫৩—আহারের পর বুক ধড়ফড় করে।

লাইকোপাস-৪৫০—হার্টের বিবৃদ্ধি, ভল্‌ভের পীড়া, হৃৎস্পন্দন, ব্লড-প্রেসার বৃদ্ধি।

ফ্যাসিওলাস-৫২৭—দ্রুত নাড়ী, দীর্ঘ গভীর ও ধীর শ্বাসপ্রশ্বাস, হার্টের চারিদিকে বেদনা। ভীষণ বুক ধড়ফড়ানি, ক্র্যাটিগাসের মত সঙ্গে সঙ্গেই উপকার হয়।

** ফাইজসটিগমা—ভীষণ বুক ধড়ফড়ানি, গলায় মাথায় ও কপালে পর্য্যন্ত অনুভব।

আয়োডাম-৩৮০—হাইপারট্রফি-অফ-দি হার্ট, তাহার সহিত বুক ধড়ফড়ানি, মাঝে মাঝে বুক যেন চাপিয়া ধরে।

থাইরয়ডিন ৩ x, ৬, ৩০—দুর্ব্বল দ্রুতগতি নাড়ী, শুইতে অক্ষমতা, ট্যাকিকার্ডিয়া, হার্ট যেন সঙ্কুচিত, উদ্বেগ, সামান্যমাত্র পরিশ্রমেই বুক ধড়ফড় করা, হৃৎপিণ্ডে ভীষণ বেদনা, হৃৎক্রিয়ার ক্ষীণতা।

লেপিডিয়ম-৬৯০—বুকের চারিদিকে যেন খুব জোরে শক্ত করিয়া বাঁধা, বোধ হয় যেন কেহ হৃৎপিণ্ডের মধ্যে ছুরি বিদ্ধ করিতেছে।

মার্টস-কমিউনিস-৪০১—বাম বুকে ছুঁচফোটান বেদনা ও জ্বালা অনুভব, বুক দুরুদুরু করিয়া প্রচণ্ড শুষ্ক ঘঙ্ ঘঙে কাশি।

ক্যালি-হাইড্রো-৪০৮—যেন কেহ হৃৎপিণ্ডে চাপিয়া ধরে তজ্জন্য যেন দম আটকায়, হঠাৎ ঘুম ভাঙ্গিয়া উঠিয়া পড়ে।

মস্কাস-৪৮৩—হঠাৎ বুক খিলধরার মত কিম্বা গলনলীতে আক্ষেপিক একপ্রকার বেদনা, যেন নিশ্বাস বন্ধ হয়, দম আটকায় ; বুক ধড়ফড় করে।

ক্যালি-নাইট্রিকাম-৪১১—অত্যন্ত শ্বাসকষ্ট; কিন্তু সর্দ্দি খুব সহজে অল্প কাশিলেই উঠে, বুকে ছুঁচফোটান ব্যথা বা জ্বালা।

ক্যালমিয়া-৪১৫—নাড়ী খুব ধীরগতি ও ক্ষীণ। স্পন্দন মিনিটে ৩০/৪০, বাতরোগ, বাহ্য ঔষধে আরোগ্য হইবার পর পীড়া।

ল্যাকেসিস-৪২৭, ১৭৯—হৃৎপিণ্ডে চাপিয়া ধরার মত বেদনা, যেন দম বন্ধ হইবে, ঘুম আসিলে বা ঘুমের পর রোগ লক্ষণের বৃদ্ধি, শুইতে পারে না, বসিয়া থাকে।

ফসফরাস-৫৩২—ফ্যাটি-ডিজেনারেসন, বুকে রক্ত সঞ্চালন, বুকে ধড়ফড়ানি।

রসটক্স-৫৬৯—বাতজনিত পীড়া, হাইপারট্রফি, বুক ধড়ফড়ানি—স্থির হইয়া থাকিলে বৃদ্ধি, হৃৎপিণ্ডে যেন ছুঁচ ফোটায়।

থিরা-৬২৯—হৃৎপিণ্ডের স্থানে বেদনা, অত্যন্ত বুক ধড়ফড় করে, বামদিকে শুইতে না পারা বুকের ভিতর যেন পাখি ঝটপট করে, নাড়ী দ্রুত ও সবিরাম।

লোবেলিয়া-পাপি-৪৪৪—হৃৎপিণ্ডের জোর প্রতিঘাত, মনে করে যেন ঢাক বাজাইতেছে।

এষ্টিরিয়াস-১৪০—বক্ষের বামদিকের ও বাম হাতে নিউর‍্যালজিয়া।

ক্ষত।

মুখের মধ্যে ও গলায়—এসিড-ফ্লোর-২০, এসিড-মিউর-২৫, এসিড-নাইট্রিক-২৮, এসিড-সলফ-৩৮, ব্যাপটি-১৫১, ব্যারাইটা-কার্ব্ব-১৫২, বোরাক্স-১৬৮, ফাইটো-৫৪৫, কর্ণাস-২৮১, আইরিস-৩৮৮, মার্ক-সল-৪৬৯, কচলিরিয়া-১৯৭, করিড্যালিস-১৯৭, ক্যালি-বাইক্রম-৩৯৬, আর্স-১৩১, ক্যালি-ফ্লোর-৪০৫, হাইড্রাষ্ট-৩৬৪, ল্যাকে-৪২৪।

শিশুদের মুখক্ষত—ইউপেট-এরোম্যাটিক—১৯৭, বোরাক্স—১৬৮, কর্ণাস-সাসি—২৮১, এসিড-নাই-২৬, মার্ক-সল-৩৮৮, হাইড্রাষ্ট-৩৬৪, এসিড-সলফ-৩৮, ক্যালি-ফ্লোর-৪০৫।

পোড়া-ঘা—৭০৪ পৃষ্ঠায় অগ্নিদগ্ধ দেখুন।

মাঢ়ীতে ও দাঁতের গোড়ায় ক্ষত—এন্টিপাইরিণ-১০০, হেক্লা-লাভা-৩৫১, এসিড-নাইট্রিক-২৮, ল্যাকে-৪২৪, ফস-৫৩৩, এসিড-ফ্লোর-১৯১, অরম-মেট-১৪৩।

অস্থিক্ষত—এসিড-ফ্লোর-১৯, এঙ্গাষ্টিউরা-৮৮, ১৩৯, এসাফিটিডা, হাইড্র্যাষ্টা-৩৬৪, অরম-মেট-১৪২, ফস-৬৩৩, অরম-মিউর-২০৭, (ভিন্ন ভিন্ন স্থানের ভিন্ন ভিন্ন প্রকার অস্থিক্ষত ২০৫ পৃষ্ঠা দেখুন) ষ্ট্যাফিসেগ্রিয়া-৬১৯—অস্থির ও পেরিষ্টিয়মের ভিতর পূঁযক অস্থিফোলা।

কার্ডি—এসিড-নাইট্রিক-১৯।

জিহ্বার ক্ষত—ক্যালি-বাই-৩৯৬, ক্যালি-ফ্লোর-৪০৫, ক্যালি-সিয়ানে-৪০৬।

নাসিকার অস্থিক্ষত—এসিড-ফ্লোর-২০, ক্যালি-ফ্লোর-১৯১, হাইড্র্যাষ্ট-৩৬৪, ল্যাক-ক্যানাইনাম-৪২০, ক্যালি-বাই-৩৯৬, অরম-মেট-১৪২, অরম-মিউর-২০৭।

লিঙ্গাগ্র চর্ম্মে ক্ষত—আর্স-হাইড্রোজেন-১৩৩।

পুর্ব্বপুরুষাগত উপদংশজ বা অর্জ্জিত উপদংশের ক্ষত বা চর্ম্মপীড়া—থুজা-৬৩০। (ইহা আর্স-আয়োড বা এসিড নাইট্রিকের পর উত্তম ফলদায়ক)।

অন্যান্য স্থানের ক্ষত—পায়ের তলায় , পায়ের আঙুলে—এসিড-নাইট্রি-২৭।

আঘাত জনিত ক্ষত—ক্যালোমেল-২৩৫।

জুতার ক্ষত, পায়ের গোড়ালীর ক্ষত—এলিয়ম সিপা-৬৬,..ফিমার, টিবিয়া প্রভৃতি লম্বা অস্থির ক্ষত—এঙ্গাষ্টিউরা-৮৮,.....টিবিয়ার ক্ষত—এসাফিটি-১৩৮,.....পারদ সেবন কিম্বা উপদংশজনিত—এসাফিটি-১৩৮....কপালের অস্থিক্ষত—অরম-১৪৩,........গলার ভিতর উপদংশের—এসিড-ফ্লোর-২০,....ক্ষত আরোগ্য হইয়া পুনরায় লালবর্ণ হইয়া উঠে—এসিড-ফ্লোর-২০,......ক্ষত শীঘ্র শীঘ্র বাড়িয়া পড়ে, একটুতেই রক্তস্রাব হয়—

এসিড-নাই-২৯, ফসফরাস-৫৩৩, ...হাজা ঘা —এগারিকাস-৬০...জরায়ুতে ক্ষত—এসিড-নাইট্রিক-৩১......লিউপাস, অরম-আয়োড-১৪৪,......মুখ, নাক প্রভৃতিতে দুর্গন্ধ ক্ষত, ক্ষত লালবর্ণ, কিন্তু বেদনাশূন্য—ব্যাপটি-১৫১.....হাঁটু হইতে নিম্ন পায়ের ক্ষত—লাইকো,....মাথার হাড়ে—ক্যাল-ফ্লোর—১৯০,.....মলদ্বারের ও কোমরের নীচে সকল স্থানের —পিওনিয়া-৫২১। সেপটিক ক্ষত, দূষিত ও দুরারোগ্য ক্ষত—ষ্ট্যাফাইলোকক্কি; ষ্ট্রেপটোকক্কিন—২০০, পর্য্যায় দিবসে প্রাতে ১ মাত্রা করিয়া সেবন করিয়া দুই বা চার দিন অপেক্ষা করা।....প্রায় সর্ব্বপ্রকার একজিমা—দুর্ব্বা-৬৪।

উপদংশের ক্ষত—অরম, হিপার, ষ্ট্যাফি, ক্যালি-আয়োড, মেজেরিয়ম, আর্স-হাইড্রো-থুজা, আর্স-আয়োড।

কাউর ঘা—৬১৫ পৃষ্ঠা সলফার দেখুন।

পাকস্থলীতে ক্ষত—আর্স, ক্যালি-বাই, ইউরেণ-নাই, আর্জ্জেন্টি, ক্রিয়ো, হাইড্রাস, ফস। বগলে ক্ষত এবং কাণে পুনঃ পুনঃ গ্ল্যাণ্ড হইয়া পাকিলে ও ক্ষত হইলে—ইল্যাপ্স।

প্রমেহের জন্য মূত্রনলীর ক্ষত—এসিড-নাই, হাইড্রাস।

গ্যাংগ্রীণ—হিপার, ল্যাকে, কার্ব্বো, এচিনেসিয়া, ক্রোটেলাস।

ক্ষতের প্রকৃতি—গভীর—এডিস-নাই,...এবড়ো, খেবড়ো, অথবা ভাসা—মার্ক সল.....পাঞ্চ করার মত গোল—ক্যালি-বাই,...গভীর, উপরের দিকে বিস্তৃত হয়—কার্ব্বো.... গোলাকার, নীচের দিকে যায়—ক্যালি-বাই,....শীঘ্র সারে না, রক্ত কালচে নীল—ল্যাকে .... রক্ত নীল-এসিড মিউর, ... কালচে নীল- আর্ণি, কার্ব্বো, হ্যামা, ক্রোটে... সহজেই রক্ত পড়ে, রাত্রিতে যন্ত্রণা বৃদ্ধি—মার্ক-ভাইভাস....একটু স্পর্শে ও ঠাণ্ডাজলে যন্ত্রণার বৃদ্ধি—এসিড-নাই।

ষ্টমাটাইটীস—আইরিস, ক্যালি-ক্লোর.....ক্যাংক্রম-অরিস—ক্যালি ক্লোর।

আর্জ্জেন্টি-নাই-১১৯—ক্ষতে গ্র্যাণুলেসন অধিক হয়।

আর্স-১৩১, ব্যথা, দুর্গন্ধস্রাব হাজিয়া যায়।

ব্যালসামম্—১৪৮—ঘন দুর্গন্ধ পূঁয সকল প্রকার পচা ক্ষত (এচিনেসিয়া)

বোরাক্স-১৬৮—মুখের ও জিহবার ক্ষত, রক্ত পড়ে, শিশু স্তন্যপান করিতে পারে না। জিহবার ও তালুর শেষভাবে ঘা।

এরগ্রো-ডোনাক্স-৫৯৭—লম্বা অস্থির শোষ ঘা। পুরাতন ক্ষত, শোষের ক্ষত।

গাণ-পাউডার-৫৯৬—ক্ষত কিছুতেই আরোগ্য না হইলে।

সেমপার-ভাইনাম-৬৯৭—মুখের সাংঘাতিক ক্ষত, জিহ্বায় ক্ষত হইতে রক্ত পড়া, বেদনা।

সিডাম-এক্রি-৬৯৭ রেক্টামে ফাটা ক্ষত, মলত্যাগের কিছু পরে জ্বালা।

মার্কুরিয়স-১৬৮—মুখের ঘায়ে অত্যন্ত লালা ঝরে।

এনথ্রাসিনাম-শব ব্যবচ্ছেদকালীন কাটিয়া যাইয়া ক্ষত, বেড-সোর।

এসিড-কার্ব্বল-১৭—পোড়া ঘায়ে কিম্বা কোনও ক্ষতে বিশ্রী দুর্গন্ধ।

[illegible]-১৭৮—সামান্য আঘাতে ও পাকে, মুখে ও গণ্ডদেশে ক্ষত হইয়া ছিদ্র [illegible]।.....ক্যাল-ফ্লোর-১৯১—মাথায় হাতে বা ঘাড়ে পূঁয।

ইউফর্ব্বিয়াম-৩১৫—বহুকালের ধীরগতিশীল দুরারোগ্য ক্ষত।

ক্যাল্-সলফ-১৯৫, ৫৫৮—ক্ষত, কাণের পূঁয, স্ফোটক, প্রভৃতি হইতে ক্রমাগতই পূঁয গড়াইতেছে; কিন্তু পূঁযের পরিমাণ কমিতেছে না, পূঁয গন্ধহীন, ঘন, সাদা, রক্তমিশ্রিত। ফাটিয়া যাওয়া, আঘাতলাগা ইত্যাদিতে ক্ষত হইয়া শীঘ্র শুকাইতে চাহে না। কোন চর্ম্মপীড়ায় হলদে রঙের মামড়ি পড়ে, চুলের গোড়ায় ফুস্কুড়ির মত উদ্ভেদ, চুলকাইলে রক্ত পড়ে ইত্যাদিরও ইহা ভাল ঔষধ।

ক্যাল্‌কেরিয়া-হাইপোফস-১৯৬—স্ফোটক উঠিবার সময় পূঁয হওয়া নিবারণের জন্য ব্যবহার্য্য। পূঁয হইলেও অনেক সময় বসিয়া যায়।

সাইলিসিয়া-১৯৬—পূঁয দুর্গন্ধি, জলের মত তরল, কলতানির মত, অত্যন্ত দুর্গন্ধ।

কচ্‌লিরিয়া-১৯৭—মুখ, মাড়ী ও গলার সকলপ্রকার ক্ষতে কুল্লীর নিমিত্ত ব্যবহার্য্য।

করিড্যালিস-১৯৭—গর্ম্মীপীড়াগ্রস্ত ব্যক্তির মুখ ও গলক্ষত।

কর্ণাস সার্সিনেটা -১৯৭—ইউপেট এরোম্যাটিক-১৯৭—দুগ্ধপোষ্য শিশুর মুখের ভিতর ঘা, মুখে জলফোস্কা।

গর্ম্মীর-ক্ষত—আর্স-হাইড্রোজেন—১৩৩, মার্ক-সল—৪৭৪, সিফিলিনাম—৬২১, এসিড-নাইট্রিক—২৮, মার্ক-কর—৪৭৪।

কার্ব্বো-ভেজ-২২০—ক্ষত অগভীর, অত্যন্ত জ্বালা, যন্ত্রণা, উপরদিকে বিস্তৃত হয়। (ছটফটানি, অন্তর্যাতনাসহ—আর্সেনিক-১২৪)।

ক্ষত গ্যাংগ্রীণে পরিণত—কার্ব্বো-২২০, ল্যাকে—৪২৪ (ক্রোটেলাস দেখুন)।

এসিড-ফ্লোর-২০—পুরাতন ক্ষতচিহ্ন পুনরায় লাল হইয়া উঠে, পাকে, ঘা হয়।

ক্ষতে অত্যন্ত পচা গন্ধ থাকিলে—সিষ্টাস-লোসনে ধৌত—২৫৫, কার্ব্বলিক লোসনে ধৌত ও কার্ব্বলিক-লিনিমেন্ট বাহ্যে প্রয়োগ-১৭... কোনিয়ম-২৭৭—ষ্টার্ণম অস্থিতে ক্ষত।

গ্লোনয়িন-৩৩৬—ক্ষতস্থান ভাল হইয়াও পুনরায় অত্যন্ত যন্ত্রণা হয়, পাকে (আরোগ্য হইয়া পুনরায় লাল হয়—এসিড-ফ্লোর)।

গুয়েকাম-৩৪৫—গর্ম্মীপীড়ায় ২য় অবস্থায় গলায় ও তালুতে ক্ষত, আক্রান্ত স্থান ছিদ্র হয়।

হিপার-৩৬২—পারদসেবীদের ক্ষত কিম্বা যে ক্ষত শীঘ্র আরোগ্য হইতে চাহে না, অথবা ক্ষত খুব গভীর ও নহে, দুর্গন্ধ পূঁয-রক্ত বাহির হয়, অত্যন্ত স্পর্শকাতরতা (পারদ ও উপদংশ মিশ্রদোষ থাকিলে—এসিড-নাইট্রি—৩৬২)।

র‍্যাটনৃহিয়া-৫৬৩—ভগন্দর, মলদ্বারে ফাটা ঘা, স্তনের বোঁটায় ফাটা ঘা।

ল্যাকেসিস-৪২৪—মাড়ী ও দাঁতের গোড়ায় ক্ষত, দাঁত নষ্ট হয়, মুখে পচা দুর্গন্ধ।

লাইকোপোডিয়ম-৪৫০, ৪৯০—হাঁটুর নিম্নে ক্ষত, একটুতেই রক্ত পড়ে, সহজে আরোগ্য হয় না। পথ হাঁটিয়া পায়ের গোছে ক্ষত।

গ্যালিয়ম-এপেরিণ-৬৮৫—ক্যানসারের মত ক্ষত।

ফিউলিগো-লিগনি-৬৮৫—অণ্ডকোষের ক্যানসার, এপিথিলিয়াল-ক্যানসার, রক্তস্রাবসহ জরায়ুর ক্যানসার।

মেজেরিয়ম-৪৮০—গর্ম্মীপীড়াহেতু ফ্যারিংস, লেরিংস, ইসোফেগাসে ক্ষত, বেদনা, জ্বালা, নাসিকার পচা ক্ষত, নাসিকার ও মুখের অস্থিতে বেদনা।

ন্যাট্রম-কার্ব্ব-৪৯০—পথ হাঁটিয়া পায়ের তলায় ও গোড়ালিতে ক্ষত (হাতের সন্ধির ক্ষত—সিপিয়া)। ফসফরাস-৫৩৩—রক্তস্রাব দেখুন।

ফাইটোলক্কা-৫৩৯—জিহবার পার্শ্বে ও গলায় ভিতর ক্ষত, মুখ দিয়া চটচটে আঠার মত স্রাব নির্গমন, পুরাতন ক্ষত, পাঞ্চকরার মত ক্ষত।

ষ্ট্যাফিসেগ্রিয়া-৬০৭—ধারাল অস্ত্রে কাটিয়া যাইয়া ক্ষত, পারদ কিম্বা উপদংশের ক্ষত, উরুর ক্ষত, মুখের ও মাঢ়ীর ক্ষত।

ওলিয়েণ্ডার-৫১৫—অণ্ডকোষে, উরুতে ও ঘাড়ে হাজা ঘা, স্পর্শকাতরতা বেদনা।

ইউফর্ব্বিয়া-ল্যাথাইরিস-৩১৬—চর্ম্মে প্রথমে সামান্যমাত্র প্রদাহ হইয়া ক্রমে শরীরের সকল স্থানে লালবর্ণের দাগ বাহির হয়, ফোলে, জ্বালা করে। অণ্ডকোষে প্রদাহ ও ক্ষত তাহাতে অসহ্য চুলকানি ও জ্বালা (কোন চর্ম্ম পীড়ায় অসহ্য চুলকানি, শরীরের ভিন্ন ভিন্ন অংশের অল্প পরিসর স্থানে উদ্ভেদ, চর্ম্ম শুষ্ক ও খসখসে থাকিলে—এসিড-ফ্লোর-২০)।

ক্যালি-ফ্লোর-৪০৫—ষ্টমাটাইটীস, পাকস্থলীর ক্ষত, অন্ত্রের ক্ষত, মাঢ়ীর ক্ষত, পারদের জন্য মুখের ও জিহবার ক্ষত, আমাশয়ে অন্ত্রে ক্ষত, স্তন্যদাত্রী প্রসূতির মুখের ক্ষত, মুখের গ্যাংগ্রীণ, ক্যাংক্রম-অরিস।

ইউফর্ব্বিয়ম-৩১৫—গণ্ডে ইরিসিপেলাস, গ্যাংগ্রীণ, একজিমায়, পূযভরা উদ্ভেদ।

৮৮৬—পৃষ্ঠায়—মাইরিষ্টিকা—সেবিফেরা দেখুন।

ঘোড়ার পায়ে ও ক্ষুরে ক্ষত—ব্যাডিয়াগা—১৪৭।

ক্ষুধা।

ফেরম-মেট-৩১৯—রাক্ষুসে ক্ষুধা, কখন ও ক্ষুধা লোপ।

লাইকোপোডিয়ম-৪৪৮—খুব ক্ষুধায় ২/৪ গ্রাস খাইলেই পেট ভরে।

ন্যাট্রম-মিউর-৫৩১—সদাই খাই খাই, ক্ষুধার যেন নিবৃত্তি নাই, প্রচুর আহার সত্ত্বেও শরীরের উন্নতি হয় না, আহারের পর ঘুম, ক্লান্তিভাব।

আয়োডাম-৯—সদাই ক্ষুধা, খাবার জন্য কেবল কাঁদে।

সারাসিনিয়া-৫৮২—সকল সময়েই ক্ষুধা, আহার করিয়া উঠিয়া তখনই আবার খাইতে চায় ও ক্ষুধা, খাবার পর ঘুম আসে।....সিনা-২৪৫—ক্রিমিগ্রস্ত শিশুদের ক্ষুধা।

জেনসিয়ানা-২৮৫—পাকস্থলীর পীড়া, ক্ষুধা বৃদ্ধি ও টনিকের মত ক্রিয়া হয়।

ক্ষৌরকণ্ডু (দাড়ীতে ইরাপ্সন)।

টেলুরিয়ম-৬২৭—পৃষ্ঠা দেখুন। সল্ফার-আয়োড, সাইকিউ।

পর পৃষ্ঠায় উক্ত পীড়াগুলির সূচীপত্রাঙ্ক দেওয়া হইল।

N.C Ghosh Birth 20.3.1878

—Wed.

X. XX. XX. XX. XXX. XXX. XXX.

XXXX. XXXX. XXXX. XXXX.

XX. XXXX. XXXXXX. XXXXXX—00.

বিবাহ-২৬/১/১৩৩৭।

নরেশ-২৯/৬/১৩৩৯ ইং ১৫/১০/৩২।

নিশীথ-২৮/৬/১৩৪৫, ইং ১৫/১০/৩৮।

পঞ্চানন-ইং ১৯৩১/২৮ জুন।

নিশীথ ভর্ত্তি-ইং ১৯/১/৪৮, ১০ বৎসর। c. iv

নরেশ-ঐ-১৮/২/৪৩, ১০ বৎসর। c. v.

ভারতীয় ঔষধের সূচীপত্রাঙ্ক

(বাঙলা বর্ণমালা ক্রমে সজ্জিত)

বাহ্য প্রয়োগ ঔষধের বিবরণ ৬৫৩ হইতে ৬৫৫ পৃষ্ঠার মধ্যে পাইবেন।

হোমিওপ্যাথিক মেটিরিয়া আয়ত্ব করিবার কতকগুলি উপায়।

মানুষ কোন কাজ করিবার পূর্ব্বে, যেমন একটা Plan বা পদ্ধতি প্রথমে স্থির করিয়া সেই পদ্ধতি অনুসারে চলিয়া কার্য্য সমাধা করে, সেইরূপ হোমিওপ্যাথি আয়ত্ব করিতে হইলে প্রথমেই একটা Plan বা পদ্ধতি ঠিক করিয়া লইতে হয় এবং সেই পদ্ধতি অনুসারে মেটিরিয়া খানি পাঠ করিয়া কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলে সহজেই ইপ্সিত ফললাভ হইয়া থাকে। হোমিওপ্যাথিক বিষয়টিকে একটি মহাসাগর বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। যদি কেহ বিশেষ বিবেচনা না করিয়া কোন এক গন্তব্য স্থানে পৌছিবার জন্য সেই মহাসমুদ্রে বিনা প্ল্যানে তরণী ভাষায়, তাহা হইলে সে যে ভাসিয়া কোথায় পৌছাইবে তাহা কেহই বলিতে পারে না। মহাসাগর পার হইয়া নির্দিষ্ট কোনও স্থানে পৌছাইতে হইলে যেমন সুনিপুণ কর্ণধার, দাঁড়, হাল, দিকনির্ণয় যন্ত্র ইত্যাদির প্রয়োজন হয়, সেই প্রকার ভৈষজ্যরূপ মহাসমুদ্র পার হইয়া জ্ঞান সঞ্চয় করিতে হইলে উক্ত প্রকার কতকগুলি বিষয় সংগ্রহ করিতে হয়, নতুবা উদ্যম পরিশ্রম সমস্তই ব্যর্থ হইয়া যায়। অনেকেই বলেন হোমিওপ্যাথিতে সংখ্যায় এত অধিক ঔষধ এবং প্রত্যেক ঔষধের সহস্র সহস্র লক্ষণ যে উহা মনে এবং মুখস্থ রাখা মানবের পক্ষে অসম্ভব এবং প্রকৃতই উহা ভাবিয়া অনেককেই হোমিওপ্যাথিক শিক্ষাই পরিত্যাগ করিতে হইয়াছে। আবার অনেকের ধারণা যে, হোমিওপ্যাথিকে প্রত্যেক ঔষধের লক্ষণসমূহ মনে বা মুখস্থ না রাখিলে হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা করা বা হোমিওপ্যাথিতে জ্ঞানলাভ করা যায় না, বাস্তবিকই হোমিওপ্যাথিক শিক্ষার একটা প্রণালী না করিয়া লইতে পারিলে অনেকেই উক্ত প্রকার অসুবিধায় পড়িতে বা হোমিওপ্যাথিক ত্যাগ করিতে হয়, এজন্য এ বিষয়ে নিম্নে সংক্ষেপে কিছু আলোচনা করা হইতেছে।

নতুন চিকিৎসকগণ মনে করেন চিকিৎসার জন্য প্রত্যেক ঔষধের সমস্ত লক্ষণই তাঁহাকে মনে রাখিয়া চলিতে হইবে— নচেৎ চিকিৎসা করা চলিবে না, বাস্তবিক তাহা নহে—উহা কখনও মনে রাখা যায় না। হোমিওপ্যাথিক বিষয়টি এত জটিল ও এত বিস্তৃত এবং একটি ঔষধের সহিত অন্যটির এত নিকট সাদৃশ্য যে প্রায়ই তাহাতে ঔষধ নির্বাচনে ভুল হইয়া পড়ে, এজন্য দেখা যায়– যিনি যত বড় চিকিৎসকই হউক না কেন, পুঁথির পাতা উল্টাইতেই হইবে। যাহাই হউক এখন দেখিতে হইবে যে, আমার প্রয়োজন কি? সেই প্রয়োজন সমাধার জন্য যতদূর করণীয় তাহা করিতে হইবে।

আমাদের মেটিরিয়া মেডিকায় কি লেখা আছে? মেটিরিয়ায় লিখিত অধিকাংশ ঔষধই কতকগুলি সুস্থ মানবকে সেবন করাইয়া তাহার মধ্যে যে যে অসুস্থতার লক্ষণ উৎপাদিত হইয়াছিল তাহাই চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, মস্তক, মন ইত্যাদি শরীরের প্রত্যেক ইন্দ্রিয় ও যন্ত্র ধরিয়া মেটিরিয়ায় লেখা আছে। আমাদের মেটিরিয়া এবং এলোপ্যাথিক মেটিরিয়া একই নিয়মে প্রস্তুত নহে। এলোপ্যাথিক মেটিরিয়ায়– মানবের দেহ যন্ত্রের উপর ঔষধের ক্রিয়া লেখা আছে এবং ঐ সকল ক্রিয়া প্রায়ই বোবা ইতর জন্তুর উপর পরীক্ষায় নির্ণীত কিম্বা অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া স্থির করা হইয়াছে, আমাদের

মেটিরিয়া উহার সম্পূর্ণ বিপরীত, আমাদের আছে কেবলমাত্র কতকগুলি লক্ষণ। সেই লক্ষণগুলি কি প্রকারে সংগ্রহ হইয়াছে তাহা দেখুন ঃ— সেগুলি প্রুভারগণ সুস্থদেহে কোনও ঔষধ সেবন করিয়া তাঁহাদের নিজেদের শরীরস্থ যন্ত্রগুলির যে যে অসুস্থতার লক্ষণ উপলব্ধি করিয়াছেন তাহাই লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। প্রত্যেক প্রুভার নিজের দৈনিক নোটবুকে দৈনিক যে সমস্ত নূতন নূতন লক্ষণ উৎপাদিত হইত তাহা লিখিয়া রাখিতেন এবং প্রুভিং শেষ হইলে সকলের নোটবুক একত্র করিয়া কোনও এক লক্ষণ অধিকাংশ প্রুভার যাহা অনুভব করিয়াছিলেন, যেগুলি লইয়া সেই ঔষধের ক্রিয়া রোগীদের উপর পরীক্ষা করিয়া নিজের ভাষায় লিখিয়া গিয়াছেন ও সেই লেখা লইয়াই আমাদের মেটিরিয়া প্রস্তুত হইয়াছে। এখানে আরও একটু বলা আবশ্যক যে, ঐ সমস্ত ঔষধের শুধু একবার নহে, ২০/২৫/৩০ বা ততোধিকবার নানা স্থানে নানা চিকিৎসকের তত্ত্বাবধানে প্রুভিং হইয়াছে, অতএব আমাদের মেটিরিয়ায় লিখিত একটি কথাও অনুমানের উপর লেখা নহে, একটি কথাও কোনও খ্যাতনামা চিকিৎসকের মতানুসারে লিপিবদ্ধ হয় নাই।

যাহাই হউক এখন দেখা যাক আমার কি প্রয়োজন? আমার প্রয়োজন এই যে রোগী আমার নিকট তাহার যে সকল যন্ত্রণা কষ্ট বলিবে ও আমি তাহাকে পরীক্ষা করিয়া তাহার শরীর যন্ত্রের মধ্যে যে সমস্ত পরিবর্তন পাইব, যদি আমি তাহারই একটি প্রতিকৃতি আমার মেটিরিয়ার মধ্যে পাই তবে ঐখানেই আমার প্রয়োজন সিদ্ধ হইল। অতএব ঐ প্রকারে যদি ভিন্নভিন্ন পীড়ার ভিন্নভিন্ন উপসর্গ লক্ষণের সদৃশ লক্ষণযুক্ত প্রত্যেক ঔষধের চিত্র আমার হৃদয়পটে অঙ্কিত রাখিতে পারি, তাহা হইলে যখনই রোগী তাহার পীড়ার লক্ষণের কথা আমাকে বলিবে তখনই সেই রোগ লক্ষণের সমষ্টিভূত চিত্র কোন না কোন ঔষধের মধ্যে আমার মনে উদয় হইবে। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে আমার প্রয়োজন—মেটিরিয়ার প্রত্যেক ঔষধের লক্ষণসমূহ এমনভাবে পড়িয়া রাখা আবশ্যক যেন এক একটি ঔষধের এক একটি পৃথক চিত্র আমার মনে দৃঢ়ভাবে অঙ্কিত হইয়া থাকে। আমাদের মনের একটি স্বাভাবিক শক্তি আছে যে, আজ যদি কোনও একটি আশ্চর্য্য ঘটনা নিজ চক্ষে দর্শন করি এবং বহুদিন পরে উহার অনুরূপ ঠিক আর একটি ঘটনা কোথাও দর্শন করি, তাহা হইলে সেই পূর্ব্বের ঘটনাটি তৎক্ষণাৎ আমার মনে উদয় হইবে, তাহা হইলে আপনি যখনই কোনও রোগ লক্ষণাবলী সংগ্রহ করিয়া তাহাদের একটি চিত্র পাইবেন, যদি আপনার মেটিরিয়াখানি উত্তমরূপে পড়া ও তাহা মনের মধ্যে অঙ্কিত থাকে তাহা হইলে তখনই তাহার অনুরূপ একটি চিত্র, কোন না কোন ঔষধের মধ্যে মনে আপনিই উদয় হইবে, আমাদের মনের এইটিই স্বাভাবিক শক্তি। এখানে হয়ত অনেকেই প্রশ্ন করিবেন যে কি প্রকার পড়া থাকিলে অত হাজার হাজার লক্ষণ মনে অঙ্কিত করিয়া রাখিতে পারা যায়, তদ্ভিন্ন শুধু ঔষধের লক্ষণগুলি পড়িলেই চলিবে আর কোন্ ঔষধ— কোন্ কোন যন্ত্রে ক্রিয়া করে, ফিজিওলজিক্যাল, প্যাথলজিক্যাল ক্রিয়া ঐ সমস্ত শিক্ষার কি কোনও আবশ্যক নাই? তাহার উত্তরে, বলি, –আপনারা উহা পড়ুন, শিখুন; কিন্তু রোগী আরোগ্যের নিমিত্ত ঔষধ নির্বাচনের সময় উহাদের কোনও প্রয়োজনই হইবে না, ঔষধ নির্বাচনকালে আপনার একমাত্র প্রয়োজন—ঔষধের লক্ষণ সমষ্টির জ্ঞান, এই জ্ঞানের অভাব থাকিলে এবং ফিজিওলজি, প্যাথলজির জ্ঞান পূর্ণভাবে থাকিলেও তাহা ঔষধ নির্বাচনকালে কোন কাজে আসিবে না। আপনি ফিজিওলজি ইত্যাদির জ্ঞান দ্বারা কিছুতেই বাহির করিতে পারিবেন না যে– এপিসে ৩টায় রোগবৃদ্ধি কেন হয়, এপিসে পিপাসা থাকে না কেন? নক্স-মস্কেটায়– জিহ্বা শুষ্ক অথচ পিপাসার লেশমাত্র থাকে না কেন? আবার

মার্কুরিয়সে– জিহ্বা সরস অথচ অত পিপাসা হয় কেন? ক্যাম্ফরে শীতে জড়জড় তবু ঠাণ্ডা চায় আবার আর্সেনিকে– ভীষণ গায়ের জ্বালা সত্ত্বেও গায়ে কাপড় ঢাকা চায় কেন? এই সকল তত্ত্বের কারণ আপনি অন্য যাহাই পড়ুন না কেন, কিছুতেই বাহির করিতে পারিবেন না যে উহা হয় কেন ? ইহা লক্ষাণিক (Symptomatology) ছাড়া আপনার জানিবার আর অন্য দ্বিতীয় উপায় নাই। আরও এক কথা–কাহারও কোন রোগের একটি লক্ষণসমষ্টি ধরিয়া একটি ঔষধ নির্ব্বাচন করিলেন, সেই ঔষধের ফিজিয়লজিক্যাল ক্রিয়া পড়িয়া দেখিবেন যে ঐ রোগীর যে যন্ত্র আক্রান্ত হইয়া ঐ সমস্ত রোগ লক্ষণ প্রকাশিত হইয়াছে সেই যন্ত্রের উপর সেই ঔষধের কোনও ক্রিয়া নাই; কিন্তু রোগ লক্ষণের সহিত ঔষধ লক্ষণের সাদৃশ্য থাকায় আপনাকে সেই ঔষধটিই দিতে হইবে এবং তাহাতেই রোগী আরোগ্য হইবে। তাহা হইলে বেশ স্পষ্ট দেখা যাইতেছে যে রোগী আরোগ্যের নিমিত্ত ঔষধের লক্ষণ সমষ্টিই প্রধান। ঔষধের ফিজিয়লজিক্যাল ক্রিয়া ইত্যাদির কোনও মূল্য নাই।

যদি তাহাই হয় তাহা হইলে ইহাই স্থির হইল যে, ঔষধের লক্ষণসমষ্টিই (Symptomatology) ঔষধ নির্ব্বাচনকালে একমাত্র প্রয়োজনীয় ; ফিজিয়লজি, প্যাথলজি, ইত্যাদির দ্বারা ঔষধ নির্ব্বাচন চলে না এবং সেইজন্য হোমিওপ্যাথিতে প্রুভিংয়ের ব্যবস্থা আর ফিজিয়লজি, প্যাথলজি, ইটিয়লজি ইত্যাদি চিকিৎসাক্ষেত্রে যে একেবারে আবশ্যক নাই এ কথাও বলা চলে না, উহাদের আবশ্যক আছে এবং উহার শিক্ষা করিবারও প্রয়োজন আছে, চিকিৎসক বলিয়া পরিচয় দিতে হইলে সকল বিষয়ই কিছু জ্ঞান থাকা আবশ্যক যাহাই হউক এখন কি ভাবে মেটিরিয়া পড়িলে ঔষধের লক্ষণাবলী আয়ত্ব করিতে পারা যায় তাহা দেখুন—

১। মেটিরিয়ায় যে সমস্ত ঔষধ লেখা আছে, তাহাদের মধ্যে ছোট ছোট ঔষধগুলি অর্থাৎ যেগুলির আমাদের সচরাচর প্রয়োজন হয় এবং যেগুলির ভালরূপ প্রুভিং হইয়াছে, সেগুলি প্রথমে বেশ মনোযোগ সহকারে পড়িয়া যাওয়া উচিত, ইহাতে ঔষধগুলির সহিত আপনার প্রথম পরিচয় স্থাপন হইবে।

২। উহার পর কোনও একটি বড় ঔষধ লইয়া পড়িতে হয়, সেই ঔষধের প্রধান প্রধান কতকগুলি লক্ষণ হয়ত আপনার প্রথমে পড়া কতকগুলি ঔষধের মধ্যেও আছে কিন্তু সেই সমস্ত ঔষধের সহিত কোন্ কোন্ লক্ষণের সাদৃশ্য থাকিলেও আবার কতকগুলি লক্ষণের পার্থক্যও পাইবেন, এক্ষণে কিসে কিসে পার্থক্য তাহা আপনাকে বুঝিয়া পড়িতে হইবে।

দৃষ্টান্ত ঃ— মনে করুন-নক্স-ভমিকা, ইহার একটি লক্ষণ–পুনঃ পুনঃ মলত্যাগের বেগ, কিন্তু বাহ্যে খোলসা হয় না, মনে হয় আরও একটু হইলে ভাল হইত, এই লক্ষণ এনাকার্ডিয়ম ইত্যাদি ঔষধেও আছে, এখানে নক্স ও এনাকার্ডের বাহ্যের লক্ষণের সাদৃশ্য থাকিলেও উহাদের মধ্যে অনেক প্রভেদ আছে, নক্সের রোগী হিংসুক এনাকার্ডিয়মের রোগী– স্নায়ুপ্রধান, চিত্তোন্মাদ ও অবসাদবায়ুগ্রস্ত– এই প্রকারে ভাল করিয়া একদিকে লক্ষণ সমূহের সাদৃশ্য অন্যদিকে বিভিন্নতা ভাল করিয়া মনে রাখিতে হইবে। যদি এইভাবে বিশেষ মনোযোগ সহকারে ৩০/৪০টি ঔষধ লইয়া পড়েন, তাহা হইলে উহাতে মেটিরিয়ার মধ্যে অধিকাংশ ঔষধ পড়ার কার্য্য হইবে। দ্বিতীয় বারে এইভাবে পড়িলে ঔষধগুলির সহিত বিশেষ ঘনিষ্ঠতা হইবে।

৩। ৩য় বার পাঠের সময়—শ্রেণী বিভাগ করিয়া পড়িতে হইবে। ধরুণ আপনি ৪০টি ঔষধ ভাল করিয়া ৮/৯/১০/১২ বার পড়িয়াছেন, এক্ষণে ঐ ৪০টির মধ্যে উদর ও পরিপাক যন্ত্রের উপর কোন্ কোন্ ঔষধ বিশেষ ক্রিয়া প্রকাশ করিয়াছে ফুসফুসের উপর

কোন্ কোন্ ঔষধ বিশেষ ক্রিয়া প্রকাশ করিয়াছে, মস্তিষ্কের উপর কোন্ কোন্ ঔষধ বিশেষ ক্রিয়া প্রকাশ করিয়াছে, তাহাদের একটি তালিকা রাখুন। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে এখন আমাকে মেটিরিয়ায় লিখিত সমস্ত ঔষধকে ঐ প্রকারে বিভাগ করিয়া লইতে হইতেছে; যেমন উদর সম্বন্ধে—নক্স, পলস, এন্টিম-ক্রুড ইহারা একটি শ্রেণী হইল, ফুসফুস সম্বন্ধে—ব্রায়োনিয়া, রুস-টক্স, এন্টিম-টার্ট, হিপার, ইহারা একটি শ্রেণী হইল; স্ত্রী পীড়ায়–পলস, সিপিয়্যাবাইনা, প্ল্যাটিনা ইহারা একটি শ্রেণী হইল; এইভাবে কতকগুলি শ্রেণী বা Group করিয়া এক একটি Group কে তন্ন তন্ন করিয়া পড়িতে হইবে এবং উহাদের মধ্যে কোনটি কোনটির সদৃশ্য, কোনটি কোনটির মধ্যে আংশিক সদৃশ এবং অন্য কি প্রভেদ আছে তাহার নোট লিখিয়া মনে রাখিতে হইবে, এই ৩য় বারের পড়ায় কিছু অধিকদিন পরিশ্রমের আবশ্যক হয়। এবং এই প্রকার করিলে ঔষধগুলির একটি চিত্র অনেক পরিমাণে আয়ত্ব হইয়া যাইবে।

৪। ৩য় বার উক্ত প্রকারে পড়িবার পর আরও একটি শ্রেণী বিভাগ করিয়া পড়িতে হইবে, উহা রোগীর ধাতু। কোন্ ধাতুতে কোন্ ঔষধ প্রয়োজন উহা মেটিরিয়াতেই পাইবেন। মনে করুন সলফার ও সোরিণাম এবং আর্সেনিক ও সিকেলি। সলফার ও সোরিণামের কোন্ কোন্ও পীড়ায় একই লক্ষণ থাকিলেও— সলফারের রোগী আদৌ স্নান করিতে চাহে না, কারণ তাহাতে রোগের পুনরাক্রমণ বা বৃদ্ধি আরো হয়, কিন্তু আবার এদিকে খুব ঠাণ্ডা চায়, ঠাণ্ডা ভালবাসে, সোরিণামের রোগীর বাতাস বা ঠাণ্ডা সহ্য হয় না, ঠাণ্ডায় অসুখ করে, গরম চায়। আর্সেনিক ও সিকেলি—ইহাদের অন্যান্য প্রধান লক্ষণের মিল থাকিলেও গায়ের জ্বালা লক্ষণে—আর্সেনিকে গায়ে ভীষণ জ্বালা সত্ত্বেও গায়ে কাপড় ঢাকা রাখিতে চায়, সিকেলিতে গায়ে এক মুহূর্ত্তও কাপড় রাখে না; এই প্রকারে ৪র্থ বারে পড়িবার সময় একই পীড়া লক্ষণে– কে শৈত্য চায় ; কে তাপ চায়, কে শৈত্য বা তাপ কিছুই চায় না, এইরূপ পৃথক শ্রেণীতে ভাগ করিয়া লইতে হইবে।

৫। আবার অনেক ঔষধের মধ্যে উক্ত প্রকার সাধারণ ও বিশেষ লক্ষণের মধ্যেও প্রভেদ দেখা যায়, আর্সেনিকে-গরম অভিলাস করিলেও মাথার জ্বালায় ঠাণ্ডা চায়; ফসফরাসের সাধারণ লক্ষণ— ঠাণ্ডা ভালবাসে না, শীতে পীড়া বৃদ্ধি, কিন্তু মাথায় বা পেটের পীড়ার লক্ষণে ঠাণ্ডাই ভালবাসে; এই প্রকারে যেখানে সাধারণ ও বিশেষ লক্ষণের মধ্যে অভিলাস বা মন ইত্যাদির তারতম্য থাকিবে সেইগুলিও ভাল করিয়া পড়িতে ও মনে রাখিতে হইবে।

৬। উক্ত প্রকারে শ্রেণী বিভাগ করিয়া মেটিরিয়াখানি পড়িলে ঔষধ নির্ব্বাচন কার্য্যে আপনার বিশেষ সাহায্য হইবে, এখন উক্ত প্রকারে ৫ম বার পর্য্যন্ত যদি আপনার ভাল করিয়া পড়া থাকে তাহা হইলে অনেক ঔষধের সঙ্গেই আপনার বিশেষ ঘনিষ্ঠতা হইল; কিন্তু তাহা হইলেও আপনাকে আরও কতকগুলি শ্রেণী বিভাগ করিতে হইবে, যদি উহাতে সিদ্ধ হন তাহা হইলে আপনার ন্যায় কৃতকর্ম্মা অনেক চিকিৎসকই হইতে পারিবে না ; উহা কি তাহা দেখুন ঃ

৭। প্রত্যেক অঙ্গ প্রত্যঙ্গের এক একটি লক্ষণ ধরিয়া যে যে ঔষধে যে যে লক্ষণ আছে তাহার Group করিতে হইবে। একই লক্ষণে কোন কোন ঔষধে ডান দিকে ক্রিয়া, কোন কোন ঔষধে বামদিকে ক্রিয়া, এইভাবে একটি শ্রেণী বিভাগ করিয়া লইতে হইবে, মোটের উপর কথা,—Group করাই মেটিরিয়া শিক্ষার প্রধান উপায়।

উদাহরণ ঃ— এক ব্যক্তি আসিয়া কহিল তাহার ছেলেটি ২ দিন পূর্ব্বে পড়িয়া যায়, আজ তাহার মুখ দিয়া রক্ত উঠিতেছে, রক্তের রঙ কখনও উজ্জ্বল লাল, কখনও কাল তাহার সঙ্গে ফেনা, রক্ত কখনও চাপ চাপ, কখনও চাপ শূন্য, কাশি না হইয়া সামান্য চেষ্টাতেই রক্ত উঠে, রক্ত কখনও পাতলা, কখনও ঘন চটচটে ইত্যাদি ইত্যাদি। যদি আপনার 'মেটিরিয়া মেডিকাটি' ভাল করিয়া পড়া থাকে তাহা হইলে তখনই আপনার মনে হইবে যে ঐ প্রকারের রক্তস্রাব—আর্ণিকা, একালিফা, বেল, ফেরম, ইপিকাক, মলিফোলিয়ম, ক্রোকাস, হ্যামা, ক্যাক্টস, চায়না, ফস, ইত্যাদির প্রায় ১০/১২টি ঔষধ আছে, যদি মনে না আসে তাহা হইলে বুঝিবেন- 'মেটিরিয়া' ভাল পড়া হয় নাই। এখন ঐ ঔষধের মধ্যে কোনগুলিতে উজ্জ্বল লাল বর্ণের রক্ত আছে তাহা বাছিয়া নিয়া দেখা গেল- একোন, আর্ণিকা, ইপি, মিলিফো এই ৪টিই প্রধান, তাহা হইলে সমস্ত বাদ দিয়া রহিল ৪টি; তাহার পর রোগীতে আছে; রক্ত, ইহা কখন কাল ও ফেনাযুক্ত, উহা আর্ণি ও ইপিতে আছে, এখন রহিল ২টি; তাহার পর আছে— কখনও চাপ, কখনও চাপশূন্য, ইহাতে—আর্ণিকা; আবার কাশি না হইয়া সামান্য চেষ্টাতেই রক্ত উঠে, ইহাও-আর্নিকা ; রক্ত গাঢ় ও চটচটে ইহাও—আর্ণিকা আবার পীড়া আরম্ভের মূলে পাওয়া যাইতেছে আঘাত, সোনায় সোহাগা হইল, ইহাও আর্ণিকা ; অতএব উক্ত ১০/১২টি রক্তস্রাবীয় ঔষধের মধ্যে মীমাংসায়—আর্ণিকাই নির্বাচিত হইল। তাহা হইলে বেশ স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে শ্রেণী বিভাগই (Group) আমাদের বিশেষ প্রয়োজনীয়, এই প্রকারে প্রধান প্রধান লক্ষণের যত শ্রেণী বিভাগ করিতে পারিবেন ততই ঔষধ নির্ব্বাচন কার্য্যে সুনিপুণ হইবেন। একবার যদি কোনও প্রকারে ঐ প্রকার Group করা অভ্যাসটি দাঁড়াইয়া যায়, দেখিবেন ঔষধ নির্ব্বাচন আপনার পক্ষে কত সহজ হইয়া আসিয়াছে।

৮। উপরে যাহা বলা হইল তাহা ছাড়া আর একটি বিষয়—রোগীর মানসিক লক্ষণের উপর বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে, আমরা যেমন মানুষের মনটি লক্ষ্য করিয়া তাহার ভালমন্দ বিচার করি, সেইরূপ প্রত্যেক ঔষধের মানসিক লক্ষণের উপর দৃষ্টি রাখিয়া ঔষধের শ্রেণী বিভাগ করিতে হইবে, যেমন- নক্সের রোগী রাগী, একটুতেই চটে, খিটখিটে, হিংসুক, শীর্ণ ইত্যাদি ; পলসেটিলায়-সেইরূপ, নম্র, ধীর, অভিমানী, সহজেই কাঁদে, অস্থিরমনা ইত্যাদি, যেখানে কোন পীড়া লক্ষণে—নক্স ও পলসের প্রায় একই লক্ষণ পাইবেন সেখানে উক্ত মানসিক লক্ষণ ধরিয়া ঔষধ প্রয়োগ করিলেই রোগী আরোগ্য হইবে। খিট্‌খিটে, রাগী-রোগীকে দিবেন- নক্স ; আর নম্র, ধীর প্রকৃতির রোগীকে দিবেন—পলস।

পরিশেষ বক্তব্য ঃ আপনি উক্ত প্রকারে মেটিরিয়াখানি অনেক দিন অনেক যত্নে মনোনিবেশ সহকারে পাঠ করিবেন বটে ; কিন্তু উহা কিছুতেই মনে রাখিতে পারিবেন না, সেইজন্য বলি- শুধু পড়ায় বিশেষ কাজ হইবে না, কিছুদিন পরে ভুলিয়া যাওয়ার বিশেষ সম্ভাবনা, আপনাকে উহা মনে রাখিবার জন্য পড়িবার সময় একটি খাতা করিয়া কাগজে কলমে লিখিয়া রাখিতে হইবে। সহস্তে লেখা ও তাহা মাঝে মাঝে পড়া, ঔষধ নির্ব্বাচনকালে উহা দেখা এইটি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রয়োজনীয়। তদ্ভিন্ন- যখন কোনও কাজকর্ম্ম না থাকিবে তখন উহা মনে মনে (লেখা কাগজ না দেখিয়া) চর্চ্চা করিতে হয় এবং ঐ সমস্ত ঔষধ কোনও রোগীতে পরীক্ষা করিয়া তাহার ফলাফল দেখিয়া লইতে হয়, ইহাতে আর ভুলিয়া যাইবার ভয় থাকে না। প্রথমটা বিনামূল্যে ঔষধ বিতরণ করিয়া, রোগীর সংখ্যা ক্রমশঃ বাড়াইয়া ঔষধ একে একে পরীক্ষা করিয়া লইয়া, কিছুদিন ঐভাবে অভ্যাস করিয়া শেষে পেশাদার চিকিৎসক হইলে তাহার পরিণামফল খুব ভাল হইয়া থাকে।

প্রেসক্‌পসন ও ঔষধ

আজকাল মফঃস্বলের রোগী পত্রের দ্বারা রোগ বিবরণ লিখিয়া ডাকযোগে প্রেসক্‌পসন বা ঔষধ পাঠাইতে লেখেন। উক্ত প্রকার পত্রের সংখ্যা উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইতে থাকায় সময়াভাবে সকলকে উত্তর দিতে পারি নাই। জটিল পুরাতন পীড়ার একটি ঔষধ নির্ব্বাচন ও ব্যবস্থা করিতে অনেক সময় অতিবাহিত হয় ; কিন্তু দুঃখের বিষয় সেই সময়ে পারিশ্রমিক অনেকের নিকট পাওয়া যায় না। ঔষধের ফার্ম্মেসির খরচা, কর্ম্মচারীর বেতন, লাইসেন্স, ট্যাক্স, নিজের খরচ ইত্যাদিতে আমাদের নিত্য একটি ব্যয় আছে ও উহা রোগীদের নিকট হইতে আদায় হয়, তজ্জন্য বিনীত নিবেদন -কেহ রোগবিবরণ লিখিবার কালীন-মাত্র একবার ৮ টাকা পারিশ্রমিক মণিঅর্ডার পাঠাইবেন, প্রায় এক সপ্তাহের মধ্যেই ব্যবস্থা পাইবেন। ঔষধ লইলে মূল্য স্বতন্ত্র, তবে উহা অন্যস্থানের অপেক্ষা অনেক সুলভ এবং ঔষধ ও অন্যান্য সমস্ত দ্রব্য বাজারদরেই পাইবেন।

বিনীত—এন, সি, ঘোষ

পীড়াসমূহের অন্তর্গত শরীরস্থ যন্ত্রাদির অবস্থান (এনাটমী), উহাদের সুস্থ ও অসুস্থ অবস্থায় ক্রিয়া (ফিজিওলজী) এবং পিচকারী, ডুস, এনিমা, ক্যাথিটার, ইনহেলেসন-গ্যাস প্রয়োগ, মলদ্বার দিয়া আহার প্রদান, স্নান, আহার, পথ্যাপথ্য ইত্যাদি—এক কথায় চিকিৎসকের যাহা কিছু করণীয় সমস্তই ইহাতে প্রদত্ত হইয়াছে। ১ম, ২য়, ও ৩য় খণ্ড একত্রে বাঁধান, পুস্তক-১০৫৮ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ: ৩য় খণ্ড পুস্তকটি ১৩৪৩ সালের ভাদ্র-মাসে প্রকাশিত হইয়াছিল। জেনারেল কাউন্সিল এণ্ড ষ্টেট ফ্যাকলটী অফ হোমিও মেডিসিন বেঙ্গল (ঠিকানা ১নং ওল্ড পোষ্টাফিস ষ্ট্রীট কলিকাতা) হইতে D. H. M. S. পরীক্ষা দিয়া গভর্ণমেন্ট ডিপ্লোমা পাইবার জন্য জরায়ুর বহির্গমন, রজঃবন্ধ, জরায়ুর ক্যানসার, টিউমার এবং বসন্ত, হাম, কলেরা মেনিনজাইটীস, টাইফয়েড, হুপিংকফ, ডিপথেরিয়া, বাত, বহুমূত্র ম্যালেরিয়া, কালা-জ্বর গ্যাষ্টাইটীন ক্রিমি, লিভার, স্ফোটক, পাথরী, উদরী, হৃৎপিণ্ডের ও ফুসফুসের এবং মস্তিষ্কের সমস্ত পীড়া ইত্যাদি যে সমস্ত পাঠ্য নির্দিষ্ট হইয়াছে উহা সমস্তই এই পুস্তকে পাইবেন।

কলেরা ও বসন্ত ট্রিটমেন্ট।

৬ষ্ঠ সংস্করণ।

এই সংস্করণ পুস্তকের কলেরা অধ্যায়ে কতকগুলি বিষয় বর্দ্ধিত হওয়া, ভিন্ন কি উপায় অবলম্বন করিলে কলেরা-ব্যাসিলাস মরিয়া যায়, পীড়ার সাবধানতা অবলম্বন ইত্যাদি এবং ইনজেকসন বিভাগে স্যালাইন সম্বন্ধে অতি বিস্তৃতভাবে আলোচিত হইয়াছে, কারণ আমরা হোমিওপ্যাথি হইলেও দেশ-কাল লোকের রুচি হিসাবে উহা শিখিয়া রাখা বিশেষ আবশ্যক। রোগীর চিকিৎসাভার গ্রহণ করিয়া চিকিৎসকের অসম্পূর্ণ জ্ঞান দায়িত্ব হীনতার পরিচায়ক। আমাদের মেটিরিয়ার গ্রাহকবর্গের সুবিধার নিমিত্ত ইহাতে 'বসন্ত' পীড়াটিরও চিকিৎসা উক্ত কলেরার সঙ্গে প্রদত্ত হইয়াছে। উদ্দেশ্য কাহাকেও কোন পীড়ার চিকিৎসা নিমিত্ত আর স্বতন্ত্র পুস্তক ক্রয় করিতে না হয়।

এই পুস্তকের লেখক

ডাঃ এন. সি. ঘোষ M. D.

কর্ত্তৃক আবিষ্কৃত কয়েকটি পেটেন্ট ঔষধ

১। **অশোকা টনিক** (স্ত্রীরোগে বা বাধক রোগে)

২। **মেন্সট্রুয়েসন পীল** (যে কোনও কারণে বন্ধ মাসিক পুনরায় স্বাভাবিক করে। তিন প্রকার শক্তির যথা সাধারণ, স্পেশাল ও এক্সট্রা স্পেশাল)

৩। **রিউমেটিক লিনিমেন্ট** (যে কোনও প্রকার বাত বেদনা ও পেশীর বেদনায় বাহ্যিক প্রয়োগ)

৪। **হোমিও হেমোগ্লোবিন টনিক** (রক্তশূন্যতার ও সাধারণ হৃতস্বাস্থ্য উদ্ধারের আদর্শ ঔষধ)

৫। **সাক্কাস ক্যালেণ্ডুলা** (যে কোনও প্রকার কাটা ছেঁড়ায় আহত স্থানের রক্ত শীঘ্র বন্ধ করে ও কাটা স্থান জড়িয়া যায়)

৬। **আইড্রপ** (সকল প্রকার চক্ষু রোগে উপকারী)

৭। **অ্যান্টিফিভার ক্যাপসুল** (যে কোনও কারণের উচ্চ জ্বর ১০/১৫ মিনিটে নামাইয়া দেয়; ইনফ্লুয়েঞ্জা বা ডেঙ্গুজ্বরে ও গা মাথা বেদনায় ফলপ্রদ)

৮। **বহুমূত্রের ঔষধ**—৩ শিশি ব্যবহারে রোগী অনেক দিন ভাল থাকে, তবে আজীবন পথ্য বিষয়ে নিয়ম মানিয়া চলিতে হইবে। ৪ আঃ শিশির ১ম শিশিতেই উপকার হইবে। ৩০ ফোঁটা মাত্রায় নূতন পীড়ায় ২ বার, পুরাতন ৩ বার সেব্য।

৯। **ফিট ও মৃগীরোগের ঔষধ**—মৃগীর প্রকৃত ঔষধ আজ পর্য্যন্ত বাহির হয় নাই; কিন্তু তাহা হইলেও কাহাকেও হতাশ হইতে হইবে না, ইহার এক শিশিতেই উপকার হইবে, পরীক্ষায় শতকরা ৮০/৯০ টী রোগী আরোগ্য হইতে দেখা যাইতেছে।

১০। **লিউকোরিয়া-পিল বা শ্বেতপ্রদর বটীকা**—যে কোনপ্রকার সাদা স্রাবে ও রক্তস্রাবে প্রযোজ্য।

১১। **এজমা-কিওর**—ইহা প্রথম দিন সেবনের পর হইতেই ক্রমশঃ উপসর্গ কমিয়া ১/১.৫ মাসে রোগী সম্পূর্ণ সুস্থ হয়।

১২। **কাণের পূঁযের ঔষধ**—শামুকের পোটা ইত্যাদি হইতে প্রস্তুত। প্রত্যহ ২/১ বার করিয়া ৩/৪ ফোঁটা মাত্রায় কাণে দিলে উপকার হইবে।

ইমপোটেন্সি বা ধ্বজভঙ্গের মালিশ, ৪ ড্রাম শিশি—

প্রাপ্তিস্থান ঃ

ঘোস হোমিও ফার্ম্মেসী।
৪৪ বি মনসাতলা লেন।
খিদিরপুর।
কলিকাতা-২৩

পরিশিষ্ট

Appendix

বাহ্যিক প্রয়োগের ঔষধাবলী

হোমিওপ্যাথিক প্রাইস-লিষ্টের মধ্যে যে কয়েকটী বাহ্যিক প্রয়োগের ঔষধের উল্লেখ আছে, তাহাদের নাম এবং তাহারা যে যে পীড়ায় ও উপসর্গে ব্যবহৃত হয় তাহাদের একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইল, প্রয়োজন হইলে ব্যবহার করিতে পারেন। হোমিওপ্যাথিক Law অনুযায়ী আভ্যন্তরিক ঔষধ সেবনই প্রায় পীড়া আরোগ্য হয়, বাহ্যিকের বিশেষ আবশ্যক হয় না, তবে রোগীর বিশ্বাসের জন্য—That he is doing something এবং উপসর্গের সাময়িক কতকটা উপশমের জন্য ও ক্ষতাদিতে অনেক সময় বাহ্যিকের প্রয়োজন হয়।

এসিড-কার্ব্বল, একোনাইট, এচিনেসিয়া, এপিস, আর্ণিকা, বেলেডোনা, বেলিস-পিরেনিস, ব্রায়োনিয়া, ক্যালেণ্ডুলা, কষ্টিকাম, ইউফ্রেসিয়া, হ্যামামেলিস, হাইড্রাসটিস, হাইপেরিকাম, লিডম, প্ল্যান্টেগো, ফাইটোলক্কা, রস-টক্স, রুটা, সিম্ফাইটম, থুজা, আর্টিকা-ইউরেন্স, ভেরেট্রম-ভিরিডি ইস্কিউলাস, এমন-কষ্টিক, ব্যালাসামম, স্ট্যাফিসেগ্রিয়া, কচলিরিয়া, সাধারণতঃ এই কয়টট ঔষধ বাহ্যিক অধিক ব্যবহৃত হয়।

<u>এসিড-ক্রাইসো</u>—পাঁচড়ায় ও দাদে ব্যবহার্য্য, ১৮ পৃষ্ঠা দেখুন।

<u>এসিড-কার্ব্বল</u>—১ম শক্তির ২০/২৫ ফোঁটা ঔষধ ১ পোয়া আন্দাজ গরম জলে মিশাইয়া পচাক্ষত যাহাতে—বিশ্রী দুর্গন্ধ বাহির হয় ও দুর্গন্ধ স্রাব নির্গত হয় তাহা ধৌত করিবেন। পোড়া ঘায়ে কিম্বা সমস্ত পীড়ায় ইহা ব্যবহৃত হয় (১৬ ও ১৭ পৃষ্ঠা দেখুন)।

<u>এপিস</u>—ইরিসিপিলাসের ফোলায় ও প্রদাহে এবং অর্শ, মলদ্বারের অন্যান্য পীড়া, অন্ডকোষের পীড়া, অন্ডকোষ ফুলিয়া লালবর্ণ ও গরম হওয়া এবং কোনও প্রদাহে হুলফোটান ব্যথা থাকিলে ইহার—θ, ২০/২৫ ফোঁটা, ১ আঃ ভ্যাসেলিনে বা অলিভ-অয়েলে মিশাইয়া প্রয়োগ করিবেন।

<u>আর্ণিকা</u>—আঘাত লাগায় (যদি চামড়া কাটিয়া বা কোনও স্থান ছিঁড়িয়া না যায়), ছোট ছোট ফোড়ায় ও ফোস্কায়, পায়ে-কড়ায়, হাত-পা কাটায় ইহার—θ, শুধু লাগাইয়া কিম্বা উপরোক্ত এপিসের নিয়মে কোনও তৈলের বা ভ্যাসেলিনের সঙ্গে মলম প্রস্তুত করিয়া ব্যবহার করিবেন। আঘাত লাগিবামাত্র আহত স্থানে ও তরুণ প্রমেহরোগে লিঙ্গ ধুইয়া ফেলিবার জন্য ইহার লোসন বাহ্যিক ব্যবহৃত হয়, ১২১ পৃষ্ঠা দেখুন। পায়ে জুতার কড়ায় অত্যন্ত বেদনা থাকিলে—<u>ফেরম-পিক্রিক</u>—৩০ শক্তি, এক মাত্রা করিয়া ৫/৭ দিন প্রাতে সেবন ও আর্ণিকা ও হাইড্রাসটীস বাহ্যিক প্রয়োগে শীঘ্র উপকার হয়। আর্ণিকা—θ, ১ ড্রাম ২ আঃ নারিকেল তৈল মিশাইয়া মাথায় মাখিলে চুলউঠা ও চুলপাকা নিবারণ হয়। এই

ঔষধের টিংচার গরম করিয়া কিম্বা কাটিয়া ছিঁড়িয়া যাইলে বাহ্যিক ব্যবহার নিষিদ্ধ।

<u>এমন-কষ্টিক</u>—বিষাক্ত কীট পতঙ্গাদির দংশনে ব্যবহার্য্য।

<u>ইস্কিউলাস</u>—বহির্ব্বলীযুক্ত অর্শে যেখানে অর্শে রক্তস্রাব থাকে না, কোমরে ব্যথা থাকে, তথায় ইহার মলম—মাদার টিংচার—১ ড্রাম, ভ্যাসেলিন—১ আঃ এইভাবে একত্রে মিশাইয়া বাহ্যিক প্রয়োগ করিবেন। অর্শের বলীতে অত্যন্ত বেদনা ও জ্বালা যন্ত্রণা থাকিলে—ডায়স্কোরিয়া—θ বাহ্যিক প্রয়োগে শীঘ্র উপকার হয়।

<u>ব্যাল্সামম-পেরু</u>—১ × শক্তি সেবন ও মাদার টিংচার বাহ্যিক প্রয়োগে চুলকানি ও পাঁচড়ায় বিশেষ উপকার হয়, পোকা মারিয়া যায়। ইরাপসন (উদ্ভেদ) অধিক থাকিলে, ১ ড্রাম—θ, ১ আঃ ভ্যাসেলিনে মিশাইয়া প্রয়োগ করিবেন।

<u>বেলিস-পিরেনিস</u>—ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্ফোটকে এবং জড়ুলে বা তিলে ইহার—θ, কিছু অধিক দিন ব্যবহার্য্য।

<u>বেলেডোনা</u>—কোনও গ্ল্যাণ্ডে কিম্বা রক্ত জমাজনিত প্রদাহিত স্থানে—১ আঃ ঠাণ্ডা জলে কিম্বা গ্লিসারিণ বা ভ্যাসেলিন প্রভৃতিতে ১০/১৫ ফোঁটা মাদার-টিংচার মিশাইয়া বাহ্যিক প্রয়োগ করিলে বেদনার উপশম হয়।

<u>ব্রায়োনিয়া</u>—ব্রঙ্কাইটীস, নিমোনিয়া, প্লুরিসি ইত্যাদিতে এবং ঠুণকোতে ইহা বাহ্যিক ব্যবহৃত হয় (ইহার অধ্যায়-১৭৪ পৃঃ দেখুন।)

<u>ক্যাম্থারিস</u>—কোনও স্থান পুড়িয়া যাইলে ব্যবহৃত হয়, পরিষ্ঠাংশে অগ্নিদগ্ধ দেখুন। প্রস্রাব বন্ধ হইলে ইহা জলে মিশাইয়া তলপেটে প্রয়োগে উপকার হয়। ফোস্কাযুক্ত ইরিসপিলাসে, কার্ব্বংকলে ও সোরায়সিস প্রভৃতি চর্ম্মরোগে ইহার অয়েন্টমেন্টে (১ আউন্সে—২০ ফোঁটা—θ) যন্ত্রণা ও জ্বালার উপশম হয়। আর্টিকা-ইউরেণও পুড়িয়া যাওয়ায় ব্যবহৃত হয়।

<u>ক্যালেন্ডুলা</u>—কোনও স্থান কাটিয়া যাইলে—১ আঃ মাদার, ২০ আউন্স গরম জলে দিয়া তাহাতে নেকড়া ভিজাইয়া জোরে বাঁধিয়া দিবেন, তাহাতে রক্ত বন্ধ হইয়া বেদনা ও যন্ত্রণার উপশম হইবে। ক্ষতে ব্যবহারের জন্য ইহার অধ্যায় দেখুন ; ফরম-ফস—১ × , ৩ × চূর্ণেও রক্ত বন্ধ হয়।

<u>কন্ডিউর‍্যাঙ্গো</u>—দুই ঠোঁটের সংযোগস্থলের ফাটা ক্ষতে, দুরারোগ্য দুর্গন্ধ রসস্রাবীয় ক্ষতে, জিহ্বার ক্ষতে এবং ক্যানসারের ক্ষতে ইহা বাহ্যিক প্রয়োগে জ্বালা যন্ত্রণার উপশম হয় ; ইহার মলম কিম্বা লোসন ব্যবহার্য্য।

<u>ইউফ্রেসিয়া</u>—চক্ষুরোগে বাহ্যিক ব্যবহৃত হয়, ইহার অধ্যায় দেখুন।

<u>হ্যামামেলিস</u>—কোন স্থানের শিরা ফুলিলে—১ আঃ মাদার টিংচার ২০ আউন্স গরম জলে দিয়া ফোমেন্টসন করিলে উপকার হয়। রক্তস্রাবীয় অর্শে ইহার মলম (ভ্যাসেলিন—১ আঃ মাদার—১ ড্রাম) প্রত্যেক বাহ্যের পর প্রয়োগ করিলেও কিছুদিন ব্যবহারে উপকার হয়।

হাইড্র্যাসটিস—মসূরিকা বসন্তে—১ আউন্স মাখনে—৫০ ফোঁটা মাদার মিশাইয়া প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত প্রয়োগ করা যায়, ক্ষত পচিয়া দুর্গন্ধ হইলে—এসিড-কার্ব্বলিক অয়েন্টমেন্ট), প্রদরস্রাবের নিমিত্ত কিম্বা জরায়ুর ক্যানসারে—১ পাঁইট গরম জলে ১ ড্রাম—৪ মিশাইয়া ডুস দিবেন (দুর্গন্ধি ক্ষতে—এচিনেসিয়া, ব্যাল্‌সামম পেরুও উৎকৃষ্ট ঔষধ)।

হাইপেরিকাম—আঘাত লাগিয়া স্নায়ু আহত হইলে ইহা ব্যবহৃত হয়। ১ পাঁইট গরম জলে ১ ড্রাম মিশাইয়া ফোমেন্টেসন দিবেন।

লিডম—কাঁটা, ছুঁচ পেরেক ইত্যাদি ফুটিলে ইহার হট-কম্প্রেস ও বাহ্যিক প্রয়োগ বিধেয় ইহার অধ্যায় ৪৩৮ পৃঃ দেখুন।

প্ল্যান্টেগো—ইহার মাদার-টিংচার,দাঁতের ও কাণের কট্‌কটানি বেদনার ও অর্শের যন্ত্রণার জন্য বাহ্যিক ব্যবহৃত হয়।

রস-টক্স—গাঁটে বাতের মত বেদনায় ও পুরাতন আঘাত প্রাপ্তি বেদনায়—ইহার মাদার টিংচার বাহ্যিক ব্যবহৃত হয়।

রুটা—অধিক লেখাপড়া বা সেলাইয়ের কাজ করিয়া চক্ষুর কোনও প্রকার উপসর্গ প্রকাশিত হইলে—১ আঃ ডিসটিল্ড ওয়াটারে—১০ ফোঁটা মাদার-টিংচার মিশাইয়া বাহ্যিক প্রয়োগ করিবেন। পায়ের গোড়ালীতে ও হাতের কব্জিতে মচকাইয়া যাইবার জন্য বেদনা হইলে ইহার লিনিমেন্ট বা মূল-আরক মালিশ করিতে দিবেন। মলদ্বারে গোগ্‌গুল (রেক্টাম) নির্গত হইলে কিম্বা নির্গত হইয়া ভিতরে প্রবেশ না করিলে ইহার ৩০ বা ২০০ শক্তি সেবন ও লিনিমেন্ট (মাদার—১ ড্রাম, ভ্যাসেলিন—১ আঃ) বাহ্যিক প্রয়োগে উপকার হইবে।

সিম্ফাইটম—হাড় ভাঙ্গিয়া যাইলে কিম্বা হাড়ে আঘাত লাগিলে ১ পাঁইট গরম জলে—১ ড্রাম মাদার টিংচার মিশাইয়া প্রথমে গরম কম্প্রেস করিতে দিয়া পরে ইহার লিনিমেন্ট লাগাইয়া ব্যাণ্ডেজ করিবেন।

থুজা—কেহ কেহ ইহার মাদার-টিংচার আঁচিলে প্রয়োগ করিতে বলেন। নবজাত শিশুর গায়ে পারদের উদ্ভেদ নির্গমনে ইহার লিনিমেন্ট বাহ্যিক ব্যবহৃত হয় ও তাহাতে উপকার হয় (ষ্ট্যাফিসেগ্রিয়া দেখুন)

এতদ্ভিন্ন—একোনাইট—নিউর‍্যালজিয়া পীড়ায়। এগারিকাস—হাজাঘায়ে, পাঁকুইয়ে ; ব্যাডিয়াগা—গ্ল্যান্ড ফোলায়; কার্ডুয়াস—লিভারের প্রদাহে; কষ্টিকাম—আঁচিলে; ক্যাপসিকাম—প্রাদাহিক ফোলায় ও আলজিহ্বা বৰ্দ্ধনে; এচিনেসিয়া—কার্ব্বঙ্কলে; গ্র্যাফাইটীস—স্তনবৃন্তের ক্ষতে, গাইনোকার্ডিয়া—চর্ম্মরোগে, মার্ক-রিণ-আয়োড—সিফিলিসে; ফাইটোলক্কা—স্তন প্রদাহে; স্কুকুম-চক—একজিমায় বাহ্যিক ব্যবহৃত হয়।

ভারতীয় ঔষধ

মহাত্মা হ্যানিম্যানই হোমিওপ্যাথির প্রথম পথ প্রদর্শক এবং সেই হোমিওপ্যাথিক ঔষধ সমূহ আমেরিকা, জার্মেনি প্রভৃতি স্থান হইতে আজও পর্য্যন্ত আমাদের দেশে সরবরাহ হইতেছে এবং উহার দ্বারাই আমরা এতাবৎ আনন্দে চিকিৎসা করিয়া আসিতেছি। হোমিওপ্যাথিক অনেক পুস্তক প্রথমে ইংরাজী ভাষায় পরে উহা হইতে বাঙ্গালায় অনুবাদ হয়। উক্ত বিদেশীয় পুস্তক ও ঔষধ সমূহের মধ্যে দেখা যায় অনেকগুলি আমাদের গাছ-গাছড়া ও জীব-জন্তু হইতে প্রস্তুত। ভারতে যে সমস্ত পীড়া হয়, তাহার মধ্যে বহুসংখ্যক পীড়া উক্ত বিদেশীয় ঔষধে আরোগ্য হইলেও আমার ধারণা—ভারতীয় ব্যাধি—ভারতীয় ভেষজেই সহজে সমূলে আরোগ্য হইতে পারে। পাবনা নিবাসী শ্রদ্ধাস্পদ স্বর্গীয় ডাঃ প্রমদাপ্রসন্ন বিশ্বাস, মহাত্মা হ্যানিম্যানোক্ত প্রক্রিয়ার কঠিন নিয়মে থাকিয়া অনেকগুলি গাছ-গাছড়া নিজ দেহে ও অন্যের দ্বারা পরীক্ষা করিয়া "ভারত ভৈষজ্য তত্ত্বের" মধ্যে কতকগুলি ঔষধ আবিষ্কার করিয়া ভারতবাসীর অনেক উপকার সাধিত করিয়া গিয়াছেন এবং তাঁহার সহকর্মী আসাম গৌরী পুরের শ্রদ্ধেয় ডাঃ কালীপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য মহাশয়ও উক্ত প্রকারে কয়েকটি ঔষধ পরীক্ষা করিয়া ভারতে হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসকগণের মহৎ উপকার সাধনে ব্রতী ছিলেন। উহাদের উক্ত কঠোর ক্লেশ, পরিশ্রম ও সদেচ্ছার জন্য আমরা সকলেই কৃতজ্ঞ ; প্রার্থনা ভগবান উহার সফল প্রদান করুন এবং সকল চিকিৎসকই সাদরে উহা গ্রহণ করুন।

ডাঃ প্রমদাবাবুর সহিত তাঁহার জীবদ্দশায় ইংরাজী ১৯২৭ সালে ক্যাল্‌কাটা ইন্‌ডাষ্ট্রিয়াল একজিবিশিনে মাত্র ১ ঘন্টা কালের জন্য আমার পরিচয় ও কথোপকথন হইয়াছিল, তাহাতে যতদূর বুঝিয়াছিলাম তিনি অতি বিনয়ী, নম্র ও সরল প্রকৃতির লোক এবং একজন সাধক ছিলেন। প্রার্থনা করি তাঁহার প্রণীত "ভারত ভৈষজ্যতত্ত্ব" জগতে অক্ষয় কীর্তি লাভ করুক। ডাঃ প্রমদাবাবুর কৃত একখানি "ভারত ভৈষজ্যতত্ত্ব" আমার এক বন্ধু চিকিৎসকের নিকট হইতে অল্প সময়ের জন্য চাহিয়া লইয়া তাহার মধ্যে হইতে আবশ্যকীয় কতকগুলি ঔষধের সংক্ষিপ্ত বিবরণ আমাদের এই ক্ষুদ্র "কম্পারেটিভ মেটিরিয়ার" পরিশিষ্ট অধ্যায়ে ৮ম সংস্করণ হইতে লিপিবদ্ধ করিতেছি। আশা করি পাঠকবৃন্দ সেই সমস্ত ঔষধ চিকিৎসাক্ষেত্রে মধ্যে মধ্যে ব্যবহার করিয়া ফলাফল পরীক্ষা করিয়া আমাকে জানাইবেন এবং আমিও উহা ক্রমশঃ ব্যবহার করিয়া উপকার পাইতেছি। পূজ্যপাদ ডাঃ স্বর্গীয় আনন্দ ঋষিও উক্ত প্রমধাবাবুর অনেক পূর্ব্বে হইতে উক্ত প্রকারে দেশীয় ঔষধ সমূহের প্রচলনের বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন এবং প্রায় ৭০/৭৫টি ঔষধ আবিষ্কার করিয়া সুফলের সহিত বহু রোগী আরোগ্য করিতেছেন; কিন্তু তিনি অকালে স্বর্গলাভ করায় ও তাহার পর আর কেহ চেষ্টা না করায় তাঁহার উদ্দেশ্য সফল হইল না। ৪৩৪ পৃষ্ঠায় শেষ পরিচ্ছেদ পাঠ করুন।

এব্রোমা আগষ্টা (Abroma Augusta)

বাঙ্গালা নাম—ওলট-কম্বল। ইহা টোটকা চিকিৎসায় বাধক বেদনা নিবারণের নিমিত্ত ব্যবহৃত হয়। ইহার সূক্ষ্ম মূল ১ঃ ০ ড্রাম (৪৫ রতি) পরিমাণ ৭টি গোলমরিচের সঙ্গে বাটিয়া ঋতুকালের ১ সপ্তাহ পূর্ব্ব হইতে রজোদর্শনকাল পর্য্যন্ত প্রত্যহ প্রাতে ১ বার, শীতল জলসহ সেবনে রজোকষ্ট-দোষ নিবারিত হইয়া ঋতু স্বাভাবিক হয়। ওলট-কম্বলের পাতার রস বহুমূত্র রোগে উপকারী।

মাননীয় ডাঃ ডি, এন, রায় মহোদয় লিখিয়াছেন—ওলট কম্বলের পাতার রস বহুমূত্র রোগে বিশেষ উপকারী। ইহার মাদার-টিংচার—বহুমূত্র রোগে তিনি ১০ বৎসর পরীক্ষা করিয়া সন্তোষজনক ফল লাভ করিয়াছেন। বহুমূত্র, শর্করাযুক্ত প্রস্রাব, প্রস্রাব পরিমাণে খুব বেশী, প্রায় দু ঘন্টা অন্তর প্রস্রাব, প্রস্রাবের পরই পিপাসা, মুখ শুষ্ক, প্রস্রাবে, আঁসটে দুর্গন্ধ, কখনও ঘোলা মূত্র, স্পেসিফিক-গ্র্যাভিটি অধিক রাত্রিতে—বারে ও পরিমাণে অধিক প্রস্রাব, মূত্রনলীর মুখে জ্বালা, সমস্ত শরীরে জ্বালা, প্রস্রাবে এলবুমেন, অসাড়ে প্রস্রাব নির্গমন, মূত্রবেগ ধারণে অক্ষমতা, দুর্ব্বলতা, মাথাঘোরা, অনিদ্রা, শীর্ণতা, কোষ্ঠবদ্ধ, বহুমূত্রজনিত ফোড়া ইত্যাদিতে ইহা ব্যবহার করিবেন।

রজঃস্রাব—ঋতু অনিয়মিত সময়ের নিয়মিত বহুপূর্ব্বে প্রকাশ, রজঃ অতি অল্পদিন বা অনেকদিন ধরিয়া থাকে, ঋতুর ২/১ দিন পূর্ব্বে তলপেটে ভীষণ শূলুনি-বেদনা, রক্তের রঙ্ কাল ও রক্ত চাপ্ চাপ্ তাৎসহ অধিক বা অল্প প্রদর। এতদ্ভিন্ন—কার্ব্বংঙ্কলে ও স্ফোটকে যেখানে শীঘ্রই পূঁয হইতে চাহে না তথায় ইহা ব্যবহার্য্য।

এব্রোমো-র‍্যাডিক্স—ইহা ওলট-কম্বলের মূল -শিকড় ও মূলের ছাল হইতে প্রস্তুত। স্ত্রীলোকদের উক্ত রজঃস্রাবের পীড়ায়—এব্রোমো-আগষ্টা অপেক্ষা ইহা অধিক উপকারী। ক্রম—১ ×, ২ × , ৩ × ।

সদৃশ—এসিড-ফস, ইউরেনিয়ম-নাইট্রি, নাইট্রি-গ্যালিক, আর্স, ব্রোম, এসিড-ল্যাকটিক, মেজেরিয়ম।

মাত্রা—θ, ১ হইতে ৩ ফোঁটা, প্রত্যহ ৩ / ৪ বার।

ঈগলফোলিয়া (Eglefolia)

বাঙ্গালা নাম—বিল্বপত্র বা বেলপাতা। ইহা—জ্বর, কাশি, সর্ব্বপ্রকার যান্ত্রিক রোগ সংযুক্ত শোথ, উদরী, স্বল্প প্রস্রাব ; চোখ, মুখ, হাত পা, পেটফোলা, জ্বর, অরুচি এবং বহুদিন যাবৎ প্লীহা, পেটের অসুখ, আমাশয় ইত্যাদিতে ভুগিয়া বা মাঝে মাঝে ঐরূপ হইয়া ক্রমশঃ ফুলিয়া পড়িলে ইহাতে উপকার হইবে। বেরি-বেরি-রোগের ফোলাতেও ইহাতে উপকার হয়। ইহার মাদার টিংচার অধিক মাত্রায় সেবনে কামরিপু দমন এবং শক্তিকৃত ঔষধ (৬ষ্ঠ, ৩০শ শক্তি) অল্প পরিমাণে সেবনে কামরিপুর উত্তেজনা হয়। ইহার নাড়ী মোটা ও পূর্ণ থাকে।

মাত্রা—শোথের সহিত উদরাময়াদি পেটের দোষ থাকিলে—নিম্নক্রম—১ ×, ২ × বা —θ। কোষ্ঠবদ্ধ থাকিলে—উচ্চশক্তি—৩০।

ঈগল-মারমেলস—ইহা বেলশুঁটি বা কচি বেল হইতে প্রস্তুত হয়। অতিসার ও আমরক্ত পীড়ায় ইহার—θ, ৫/১০ হইতে ২০ ফোঁটা পর্য্যন্ত মাত্রায় সেবনে শীঘ্র মল গাঢ় হইয়া আসে ও আম দোষেরও উপশম হয়।

অর্জ্জুন (Terminalia Arjun)

বাঙ্গালা নাম—অর্জ্জুন। ইহা আয়ুর্ব্বেদে নানাপ্রকার হৃৎরোগে ব্যবহৃত হয়। হৃৎপিণ্ডের পীড়ায়—হৃৎস্পন্দন, বুক ধড়ফড় করা, হৃৎপিণ্ডে বেদনা, হৃৎপিণ্ডের দুর্ব্বলতা, এনজাইনা-পেক্টোরিস প্রভৃতিতে এবং বেরি বেরি রোগে হৃৎপিণ্ড আক্রান্ত হইলে অনেক সময় অর্জ্জুনে উপকার হয়।

হৃৎপিণ্ডের যান্ত্রিক পীড়ায়—অর্থাৎ ভ্যালভিউলার পীড়া ইত্যাদিতে ইহাতে কিছুমাত্র উপকার হইবে না। 'পতন' বা আঘাতহেতু গায়ে বেদনা, অস্থিভঙ্গ, আঘাতজনিত চর্ম্মের উপর কালসিটা পড়াতেও ইহা উপযোগী। ক্রম ৩ × , ৩০ শক্তি (কবিরাজগণ ষড়গুণবলিজারিত মকরধ্বজসহ এক্সট্রাক্ট-অর্জ্জুন—২/১ ড্রাম মাত্রায় বক ধড়ফড়ানি ইত্যাদিতে প্রত্যহ প্রাতে ১ বার সেবনের ব্যবস্থা করেন)।

আটিষ্ট-ইন্ডিকা (Atista Indica)

বাঙ্গালা নাম—আস্সেওড়া, এই ঔষধটী পরীক্ষিত। ইহার চরিত্রগত লক্ষণ:—

১। প্রাতে মাথাঘোরা, মনে হয় যেন তাহার চতুর্দ্দিকে সমস্ত বস্তুই ঘুরিতেছে; ২। চক্ষুজ্বালা ও আলোকে কষ্ট ; ৩। নাসিকায় শুষ্ক সর্দ্দি নাসিকা হইতে রক্তস্রাব ; ৪। মুখ ফেকাসে দেখায়, হলদে চেহারা ; ৫। দন্তপাটী হইতে রক্তস্রাব, দাঁতের গোড়ায় বেদনা ; ৬। জিহ্বায় ও মুখে তিক্তস্বাদ বা দুর্গন্ধ ; ৭। অত্যন্ত দুষ্ট ক্ষুধা ; ক্ষীর, ছানা, মাংস, লেবু ইত্যাদি খাইবার প্রবল ইচ্ছা ; ৮। গলা ও টন্সিল স্ফীত ; ৯। প্রাতে পুনঃপুনঃ থুথু—কখনও লোনা জল উঠে, আহারের পর ঘন ঘন ঢেকুর, বুক জ্বলে, মুখে অম্লজল উঠে এবং যকৃতের স্থানে জ্বালা থাকে, তলপেট ফাঁপে, পেট ব্যথা, নাভীর চতুর্দ্দিকে খামচানি ব্যথা, পেট ডাকে ; ১০। জ্বর-ভোগকাল ব্যাপিয়া কোষ্ঠকাঠিন্য, মাটির রঙের মত মলের রঙ ও দুর্গন্ধ মল; ১১। অল্প পরিমাণে গাঢ় হলদে রঙের প্রস্রাব ; ১২। বুক ধড়ফড়ানি, জ্বরের সময় নাড়ী পূর্ণ, শক্ত ও দ্রুত, কিন্তু জ্বর আসিবার পূর্ব্বে বা পরে খুব দুর্ব্বল ও ধীর ; ১৩। কাঁধে ও পিঠে বেদনা ; ১৪। জ্বর আসিবার কোন নিয়ম নাই, তবে প্রাতে ৬টা হইতে ৮টার মধ্যে অধিকাংশ সময় শীত হইয়া জ্বর আসে, উত্তাপাবস্থায়—অসহনীয় পিপাসা, প্রায় বৈকাল ৩/৪ টায় জ্বর ছাড়ে, ১৫। প্রথমে ১ দিন অন্তর ১ দিন জ্বর, পরে দুইদিন অন্তর জ্বর আসে।

দ্রষ্টব্য ঃ—পিত্তশূল-বেদনা, বুকজ্বালা, অত্যন্ত কোষ্ঠবদ্ধ বা উদরাময়, আহারের পরই পেটে কখনও খুব অম্ল—কখনও ভীষণ ব্যথা, কখনও আহারের পর বমি, সমস্ত খাদ্য উঠিয়া যায়, পেটফাঁপা, উদরাময়, ক্রিমি বা পিত্তজনিত সন্ধ্যায় জ্বরভাব, ক্রিমিজনিত অশান্তি, নাভীতে শূলুনি বেদনা, এই সমস্ত লক্ষণ হইতে কলেরা ও রক্তামাশয়েও ইহা উপকারী। শরৎকাল হইতে শীতকালের রক্ত বা শ্বেত-আমাশয়েও ইহাতে এত উপকার হয় যে, চিকিৎসক আশ্চর্য্য হইয়া যাইবেন ; এখানে —১ × শক্তি , ২ ফোঁটা মাত্রায় ঘন ঘন প্রযোজ্য।

ক্রম—১ × হইতে ৬ × শক্তি।

আটিস্টা র‍্যাডিক্স (Atista Radix)

বাঙ্গালা নাম—আসসেওড়ার মূল। মুষ্টিযোগ হিসাবে আমরক্ত রোগে গোল মরিচের সঙ্গে মূলের ছাল বাটিয়া অনেকে ব্যবহার করেন। সাদা বা রক্তামাশয়ে আটিষ্টা-ইণ্ডিকায় যে সমস্ত লক্ষণ ইহাও সেই লক্ষণে সুফলের সহিত ব্যবহৃত হয়, আমার বোধ হয় আষ্টিটা-ইণ্ডিকা অপেক্ষাও ইহার কার্য্যকারিতা শক্তি অধিক। নাভীর চতুর্দ্দিকে তীব্র বেদনাসহ যেখানে বাহ্যেতে তাজা লাল রক্ত থাকে, সেখানে ইহাতে অধিক উপকার হইবে। শরৎকালীন আমাশয়ে ইহাতে উপকার হয়। ক্রিমিজনিত নানাপ্রকারের উপসর্গ এবং উদরাময়, অতিসার, ঔদরাময়িক কলেরা, উদরশূল-বেদনা, অম্ল ও পিত্তশূল-বেদনা ইত্যাদিরও ইহা উৎকৃষ্ট ঔষধ।

ক্রম—আমরক্তে—১ ×—৩ × এবং ক্রিমি ও অন্যান্য রোগে—৩ × , ১২ × ও ৩০ শক্তি প্রযোজ্য।

আসাই (Asai)

দেবদারু বৃক্ষের ন্যায় একপ্রকার পার্ব্বত্য বৃক্ষের পাতা হইতে ইহার অরিষ্ট প্রস্তুত হয়। ইহা ডাঃ কালী কুমার বাবুর পরীক্ষিত।

দার্জ্জিলিং এবং আসামের চা বাগানে ব্ল্যাকওয়াটার-ফিভার নামে একপ্রকার কালা-অজর হয়, রক্ত বাহ্যে ও রক্ত প্রস্রাবই তাহার প্রধান উপসর্গ এবং সেইসঙ্গে মস্তিষ্ক ও হৃৎপিণ্ড আক্রান্ত হইয়া রোগীর মৃত্যু হয়। আসাই এই প্রকার পীড়ার একটী উৎকৃষ্ট ঔষধ। আমাদের হোমিওপ্যাথিতে উক্ত লক্ষণে—একোনাইট, বেলেডোনা, টেরিবিন্থ, হ্যামামেলিস, ক্রোটেলাস ইত্যাদি এবং এলোপ্যাথিকে—ক্যাসিয়া-ব্যাবিয়ানা লিকুইড ঔষধটি ইহাতে উপকার সাধন করে।

আসাই নিম্নলিখিত উপসর্গগুলিতে পরীক্ষা করিবেন ঃ—

১। ভবিষ্যতের জন্য আশঙ্কা উৎকণ্ঠা ও নৈরাশ্যভাব ; ২। স্বপ্নে যেন জলের উপর দিয়া ভাসিয়া যাইতেছে এরূপ দেখে; ৩। মাথার এক পাশে জ্বালা ও চিমটিকাটার মত বেদনা ; ৪। চক্ষু হরিদ্রাবর্ণ হয় এবং জল পড়ে ; ৫। কান হইতে জলের মত তরল ও দুর্গন্ধ স্রাব এবং কাণ স্টোভের শব্দের মত ঝোঁ ঝোঁ

শব্দ ; ৬। মুখে পচাগন্ধ এবং মুখে ও জিহ্বায় জাড়ি ঘা জিহ্বা স্ফীত ও লালবর্ণ ; ৭। দাঁতে বেদনা, মাঢ়ী স্ফীত তাহাতে কালবর্ণের রক্ত সঞ্চিত ;৮। কাশির সময় গলায় জ্বালা, গলায় শ্লেষ্মা, শ্বাসনলী ও অন্ননলীপথে ছোট ছোট দানাযুক্ত উদ্ভেদহেতু শ্বাস-প্রশ্বাসে বাধাযুক্ত কাশি ; ৯। ব্লাড-প্রেসারে বৃদ্ধি, পুনঃ পুনঃ হৃৎস্পন্দন ও শ্বাসকষ্ট ; ১০। পাকস্থলীতে বায়ু সঞ্চয়, আহারের পর উপর পেটে চাপবোধ ; ১১। ঠাণ্ডাদ্রব্য পান এবং দধি, টক-মিষ্টদ্রব্য আহারের ইচ্ছা, মাংসে ও পাতলা দুধে অরুচি, ঘন দুধে রুচি ; ১২। বুকে চাপবোধ ও তজ্জন্য শ্বাসকষ্ট উহা ডান বুকে অধিক, দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করে ; ১৩। কাশির সঙ্গে বমি ও বমির ইচ্ছা, কাশি প্রথমে অল্প ও শুষ্ক, পরে তরল ও ঘড়ঘড়ে, হরিদ্রারঙের গয়ার; ১৪। প্লীহা ও যকৃতের স্থানে বেদনা ; ১৫। কখনও কোষ্ঠবদ্ধ কখনও উদরাময় ; ১৬। ময়লা জলের মত তরল মল, তাহার নীচের তলানি সাদা বা হলদে, অজীর্ণ মিশ্রিত সাদা বা রক্ত সংযুক্ত আম মিশ্রিত মল, শুধু রক্তবাহ্যে, রক্তের রঙ কালচে, মলত্যাগের পর রোগী দুর্ব্বল হইয়া ঘুমাইয়া পড়ে ; ১৭। প্রস্রাব অতি অল্প, তাহার রঙ ঘোলা, রক্ত প্রস্রাব, উদরাময়ের সঙ্গে প্রস্রাব একেবারেই বন্ধ বা পরিমাণে অতি অল্প, মূত্রত্যাগকালে মূত্রনলীর জ্বালা, উহা প্রস্রাবের পরেও থাকে ; ১৮। কাম প্রবৃত্তির অভাব ; ১৯। জ্বর-ভিতরে কম্প ও হাত পা ঠাণ্ডা হইয়া জ্বর আসে, প্রচুর ঘাম হইয়া জ্বর ছাড়ে। ক্রম—৩x, ৬x., ৩০, ২০০।

এজাডিরেক্টা (Azadirecta Indica)

বাঙ্গালা নাম—নিম। ইহার বিষয় ৪৫২ পৃষ্ঠায় সংক্ষেপে একটু বর্ণিত হইয়াছে। সাধারণতঃ—ঘা, ফোড়া ও দূষিত ক্ষত ইত্যাদিতে ইহা ব্যবহৃত হয়। নিমপাতা চূর্ণ বিল্বপত্রচূর্ণের সহিত ব্যবহারে জ্বর আরোগ্য হয়, নিমছাল শুকাইয়া সূক্ষ্মভাবে গুড়া করিয়া জ্বর বিচ্ছেদে—৩/৪ ঘন্টা অন্তর খাওয়াইলেও জ্বর বন্ধ হয়। এই গুড়া এক-একবারে ১ ড্রাম (৩০ রতি) করিয়া খাওয়াইতে হয়। প্রবল জ্বর অপেক্ষা ঘুষঘুষে অতি সামান্য জ্বরেই ইহাতে অধিক উপকার হয়। জ্বর আরোগ্যের পর দুর্ব্বলতা নিবারণের জন্য দিনে ২/৩ বার নিমছালের পাঁচন খাওয়াইলে শরীরে শীঘ্র বল হয়। মাত্রা প্রতিবারে—১ ছটাক, জ্বরবিচ্ছেদে উক্ত পাঁচন ২ ঘন্টা অন্তর ৪/৫ দিন খাওয়াইলে জ্বর আসাও নিবারিত হয়। নিমের বাতাসে ও নিমের ছড়ি হাতে থাকিলে শুনিয়াছি অনেক পীড়া আপনিই আরোগ্য হয়, নিমফলের তৈল খাইলে—ক্রিমি ;মালিশ করিলে বাত এবং পচা ঘায়ে ব্যবহারে ক্ষত আরোগ্য হয়। নিমের মদ আধ ছটাক মাত্রায় প্রাতে সেবনে পরিপাক শক্তির ও ক্ষুধা বৃদ্ধি হয়।

হোমিওপ্যাথি মতে পরীক্ষায় ;—

১। মন—অত্যন্ত বিমর্ষ, কিছুই মনে থাকে না সমস্ত ভুল হয়, বাহিরে যাইতে বা বেড়াইতে ভীত হয় ; ২। মাথা ঘোরে, টনটন্ করে, মাথা নাড়িলে ব্যথা, দুই রগ দপদপ্ করে, ডান চক্ষুতে বেদনাসহ মাথাধরা, মাথায় জল দিলে আরামবোধ, পিত্তাধিক্যর জন্য মাথাধরা; ৩। চক্ষু—জ্বলে, সামান্য সর্দ্দিসহ চক্ষু

লাল ; ৪। কর্ণ—কাণে ভোঁ ভোঁ কিম্বা এক প্রকার ফড়ু ফড়ু শব্দ উহা হাঁ করিলে বেশী হয় ; ৫। নাসিকা—নাক দিয়া কাঁচা জল পড়ে ; ৬। মুখ—চোখ মুখ, নাসিকা দিয়া যেন আগুন বাহির হয়, মুখশ্রী বিবর্ণ। ৭। গলায় ও মুখের ভিতর রস থাকে, পিপাসা শূন্য অথচ মুখ চটচটে, জলপানে তৃপ্তি মুখ বিস্বাদ লবণাক্ত, লালা পড়ে, জিহ্বার পার্শ্বে এবং উপরে যেন পুড়িয়া গিয়াছে এরূপ বেদনা, তিক্তাস্বাদ, কখনও পিপাসার অভাব—কখনও প্রবল পিপাসা, বুক জ্বালা করে, মুখ দিয়া জল উঠে; ৮। উদর—পেট ফাঁপে, পেট ডাকে, নাভীতে মুঠা করিয়া ধরার মত একপ্রকার বেদনা, তজ্জন্য উপুড় হইয়া থাকে ; ৯। অত্যধিক কোষ্ঠবদ্ধ, মল গুটলে মলত্যাগে তৃপ্তি হয় না ; ১০। পুং জননেন্দ্রিয়ের প্রবল উত্তেজনা, সঙ্গম প্রবৃত্তির হ্রাস ; ১১। রজঃস্রাব—অল্প, রক্তসংযুক্ত শ্বেতপ্রদর, উদরে বেদনা, লোচিয়া পচা, দীর্ঘকাল স্থায়ী ; ১২। প্রস্রাব—অল্প, গাঢ়, জ্বালাযুক্ত, সাদা-পরিষ্কার, পরিমাণে প্রচুর উগ্র; ১৩। বেলায় স্নানের পর অত্যন্ত কষ্টকর কাশি; মধ্যে মধ্যে নিশ্বাসে টান, সামান্য স্বরভঙ্গ, শ্বাস-প্রশ্বাস দ্রুত ও গরম; ১৪। বুকের নিম্নে আক্ষেপজনক বেদনা, ক্ষণস্থায়ী চিড়িকমারা বেদনা ; ১৫। নাড়ী—দ্রুত কঠিন, ক্ষীণ ; ১৬। ঘাড়ের পশ্চাতে বেদনা ও দুর্ব্বলতা ; ১৭। হাত পা অসাড়, পা কামড়ায়, হাতের ও পায়ের তলায় জ্বালা, ডান হাত অবশ, নিম্নাঙ্গে বাতের মত বেদনা; ১৮। জ্বর—সন্ধ্যায় অল্প শীত হইয়া জ্বর, বেলা ২/৩টা হইতে ৬টার মধ্যে জ্বর আসে এবং ৭/৮ টার মধ্যে কমিয়া যায় ; চোখ মুখ, হাতের তরা জ্বলিয়া যায়, উষ্ণ তাপ, শীতল বাতাসে আরাম বোধ ; ১৯। কপালে, গলায় ও শরীরের উর্দ্ধাংশে প্রচুর ঘাম; ২০। শরীরের নানাস্থানে চুলকানি, উদ্ভেদ শূন্য, ইহাতে কুষ্ঠব্যাধিও আরোগ্য হইতে পারে।

সদৃশ—পলস, ইপি, রস আর্স, রোহিতকা। ক্রম—৬, ৩০, ২০০ (৬ষ্ঠ শক্তিই অধিক ফলপ্রদ)।

ব্লুমিয়া অডোরেটা (Blumia Odorata)

বাঙ্গালা নাম—কুকসিমা। আয়ুর্ব্বেদে ইহা রক্তরোধক একটী উৎকৃষ্ট ঔষধ; সাধারণতঃ অর্শের রক্তস্রাবে ও আমাশয়ের রক্তস্রাবে ইহা ব্যবহারে বিশেষ উপকার হয়; কেহ কেহ বলেন হোমিওপ্যাথির ভার্ব্বাসকমের অনেক সদৃশ লক্ষণ ইহাতে পাওয়া যায়। শিরঃপীড়া, মুখের স্নায়ুশূল, সর্দ্দিজনিত কাশি ও বালকদিগের বিছানায় প্রস্রাব করা রোগে—ভার্ব্বাসকম উপকারী। ডঃ কার্সিং বলেন—বালকদিগের শয্যামূত্ররোগে তিনি এই ঔষধের—৩য় শক্তিতে বহু শিশুকে আরোগ্য করিয়াছেন, এতক্ষণে উক্ত শয্যামূত্র পীড়ায় ভার্ব্বাসকমের পরিবর্ত্তে ব্লুমিয়া—১×, ৩× কিম্বা স্থলবিশেষে—θ ব্যবহার করিয়া দেখিবেন। আমাশয়ের ও অর্শের রক্তস্রাবে—১ × শক্তিতে উপকার না হইলে—θ, ২/৩ ফোঁটা মাত্রায় ব্যবহার্য্য। গর্ভস্রাবের রক্ত নিবারণার্থে ও বেদনায় ইহাতে উপকার হয়।

বোরাভিয়া ডিফিউজা (Borhavia Diffusa.)

বাঙ্গালা নাম—পূনর্ণবা। ইহা একটী শোথনাশক ঔষধ; পুনর্ণবার সবুজবর্ণ টাটকা রসে যথেষ্ট ভাইটামিন আছে বলিয়া বেরি বেরি রোগের ইহা একটী উৎকৃষ্ট পথ্য; ইগল-ফোলিয়া—নামক ঔষধটীও এই পীড়ার উত্তম ঔষধ। সর্দ্দি, কাশি, মাথাধরা, বিশেষত ঃ আধকপালে মাথাধরায় ইহার দ্বারা অনেক সময় আশাতিরিক্ত উপকার হয়।

শীঘ্র ফল পাইতে হইলে—θ অথবা ১× শক্তি, ৫ হইতে ১০ ফোঁটা মাত্রায় প্রথমে ব্যবহার করা উচিত।

কুইনিকা ইণ্ডিকা

(Caesalpinia or quinica indica)

ইহার ইংরেজী নাম Caesalpinia Bonducella. বাঙ্গালা নাম—নাটা। ইহার গাছে কালরঙের কাঁটা থাকে। নাটা দুইপ্রকার—ছোট ও বড়। সাধারণতঃ বড় নাটার গাছই ঔষধ স্বরূপে ব্যবহৃতহয়। কুইনাইন প্রচলিত হইবার পূর্ব্বে বাঙ্গালায় জ্বরঘ্ন ঔষধরূপে ব্যবহৃত হইত, কলিকাতা মেডিকেল কলেজের একজন বিখ্যাত ডাক্তার আর, সি, চন্দ্র তাঁহার ওয়ার্ডে উক্ত নাটার বীজ জরঘ্ন ঔষধরূপে ব্যবস্থা করিতেন, উহার নাম ছিল—ব্ল্যাক-পিল ; আসাম গৌরীপুরের ডাঃ কালী কুমার ভট্টাচার্য্য মহাশয় সুস্থদেহে ইহা পরীক্ষা করেন ও ইহার নাম **"কুইনিকা ইণ্ডিকা"** বলিয়া প্রকাশ করিয়া হোমিওপ্যাথিক "একখানি মাসিক পত্রিকায়" ১৩৩১ সালের বৈশাখ সংখ্যায় পরীক্ষা বিবরণ প্রকাশ করিয়াছিলেন : পরীক্ষা পর পৃষ্ঠায় লক্ষণগুলি প্রকাশিত হইয়াছে এবং উহাই ইহার চরিত্রগত লক্ষণ :—

১। **জ্বর**—জ্বরের সময়ের স্থিরতা নাই, কখনও পূর্ব্বাহ্নে শীত ও কাঁপ দিয়া জ্বর আসে, কোন দিন অপরাহ্নে সামান্য শীতবোধ হইয়া জ্বর হয় (১০২/১০৩ ডিগ্রী উঠে), কখনও শেষ রাত্রিতে জ্বর আসে, জ্বর—পরিবর্তনশীল, জ্বর প্রায় শীত ও কাঁপ দিয়া আসে। উষ্ণাবস্থায় পিপাসা, ঘর্ম্মাবস্থা—অল্পক্ষণ স্থায়ী ; মুখে বুকে, কাণে গলায়, ঘাড়ে বিন্দু বিন্দু ঘাম হয়, ১ ঘন্টার বেশী জ্বর থাকে না। সকাল ৮টা হইতে ১০টা ও অপরাহ্নে ২টা হইতে ৪টার মধ্যে জ্বর আসে, বৈকালের জ্বরে পিপাসা থাকে না। যে জ্বর ম্যালেরিয়ার মত অথচ ক্রমাগত ২/৩ দিন ১০০ বা ৯৯।।০ ডিগ্রীর নীচে নামে না, তাহাতে এবং জ্বরের হ্রাস অবস্থায় অথবা সমভাবে জ্বরভোগ অবস্থায়—কুইনাইন—৩× প্রয়োগে উপকার হয়, ইহাতে-জ্বর ত্যাগের পর—দৌর্ব্বল্য, সর্ব্বদাই ঘুমাইবার ইচ্ছা, চক্ষু বুজিয়া পড়িয়া থাকে ইত্যাদি লক্ষণগুলি থাকে।

অন্যান্য লক্ষণ :—

২। যকৃত নিম্নের দিকে বৰ্দ্ধিত ; জ্বর আসিবার পূর্ব্বে কোন কোন দিন যকৃতে অশান্তি ও বেদনা অনুভব, প্লীহা শক্ত ও বর্দ্ধিত, কখনও ব্যথা যুক্ত; ৩। উদর ও তলপেট ডাকে, কখনও হড়হড়ে আম মিশ্রিত পাতলা মল ; ৪। চক্ষু—

জ্বর আসিবার পূর্ব্ব হইতে এবং জ্বর ভোগকালে চক্ষু যেন পুড়িয়া যায় এরূপ জ্বালা, ঠাণ্ডা জল দিলে ভাল লাগে, চক্ষু রক্তশূন্য ও বসাবসা ; ৫। মস্তক—মাথার উভয়দিকে জ্বরকালে ভয়ানক বেদনা, টিপিলে আরাম বোধ ; ৬। জিহ্বা—জিহ্বার উপরে সামান্য সাদা লেপ, জিহ্বা সিক্ত কিন্তু পিপাসা থাকে। ক্রম—১×—৩ × শক্তি।

চিরতা (Swartica Chirata)

বাঙ্গালা নাম—চিরতা, ইহাও একটি জলের ঔষধ। পুরাতন জীর্ণ-জ্বরে ইহা বহুকাল হইতে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। চিরতা—মৃদু রেচক, ক্রিমি ও জ্বরনাশক ঔষধ। কবিরাজেরা পুরাতন জ্বরে যে সুদর্শন চূর্ণ ব্যবস্থা করেন তাহা উক্ত চিরতা হইতে প্রস্তুত। যেখানে জ্বরে কুইনাইন প্রয়োগেও জ্বর বন্ধ হয় না—সেইখানে ইহাতে অনেক উপকার হয়, অথচ কুইনাইনের মত কোনও কুফল উৎপন্ন হয় না। এই ঔষধটিও ডাঃ কালী কুমার ভট্টাচার্য মহাশয়ের পরীক্ষিত।

চরিত্রগত লক্ষণ ঃ—১। সমস্ত মাথার মধ্যে ব্যথা, কপালে টানবোধ, মস্তকে শীত; ২। চক্ষুতে ভয়ানক জ্বালা, অক্ষিগোলকের শিরাগুলি লালবর্ণ ; ৩। কাণে গুণ গুণ শব্দ, কাণের উপরাংশে লাল ও সেখানে যেন তাপ বাহির হয়। নাসিকা—শুষ্ক, হঠাৎ হাঁচি হইয়া চোখ নাক দিয়া তরুণ শ্লেষ্মা বাহির হয় ; ৪। মুখের মধ্যে প্রাতে বিস্বাদ ও দূর্গন্ধ ; ৫। গলায় বেদনা, গরম জলে আরামবোধ ; ৬। বক্ষ ঃ—জ্বরকালে ঘন ঘন নিশ্বাস, বায়ুনলীতে শুষ্ক শ্লেষ্মা, জোরে নিশ্বাস হইলে বেদনা বোধ, ৭। পেটে বায়ু সঞ্চয়, দিনে ৩/৪ বার পাতলা বাহ্যে, লিভারে ও প্লীহায় বেদনা, লিভার প্লীহা বর্দ্ধিত ; ৮। কিডনীতে (ডানদিকের অধিক)। ঘিনঘিনে বেদনা ; ৯। জননেন্দ্রিয় শিথিল, প্রস্রাবে অল্প জ্বালা ; প্রস্রাব ঘোর লালবর্ণ, শুক্রক্ষরণ ; ১০। পায়ে চিবান ব্যথা হাড়ের ভিতর মজ্জার মধ্যে যেন বিদ্যুৎ চমকায়, টিপিলে, টিপিলে আরামবোধ; ১১। জ্বর—শীত অনেকক্ষণ স্থায়ী, পিপাসা অনেক কম, ১ ঘন্টাকাল উষ্ণাবস্থ থাকিয়া ঘর্ম্মাবস্থা; ঘাম—বুকে, বগলে, উরুতে অল্প ; উষ্ণাবস্থায়—অর পিপাসা; শীতাবস্থা—কিছুক্ষণ থাকিয়া পরে গা-বমি ও পিত্তমিশ্রিত শ্লেষ্ম বমন ; জ্বর আসিবার সময় ঠিক থাকে না, জ্বর প্রবল হইলে পূর্ব্বাহ্ণে আসে, জ্বর ঘুষঘুষে হইলে ২টার পর ও ৪টার মধ্যে আসে কখনও শেষরাত্রে জ্বরাভাব; জ্বরের সঙ্গে চক্ষু জ্বালা—উহা জ্বর না ছাড়া পর্য্যন্ত থাকে। নানাপ্রকার পেটেন্ট কুইনাইন সেবনের পরেও জ্বর ছাড়ে না।

ক্রম—১ × .শক্তি। অনেক সময় ১ ×—১০ ফোঁটা মাত্রায় বিজ্বরে—২/১ ঘন্টা অন্তর ৩/৪ বার প্রয়োগেই—জ্বরের প্রকোপ কমিয়া আসে, তখন কমিলেই স্বল্প মাত্রা।

ইহাতে উৎকট ম্যালেরিয়াও নিবারিত হয়। জ্বর ১০৫/১০৬ ডিগ্রী পর্য্যন্ত উঠে, তৎসহ প্রলাপ বকা, হাত-পা, মুখ, চোখের ভীষণ জ্বালা ও বুক যেন ফাটিয়া যায় এরূপ যন্ত্রণা ইত্যাদি থাকে। এরূপস্থলে—৩০ / ৪০ ফোঁটা পর্য্যন্ত মাত্রায় দিনে ৩/৪ বার প্রয়োগে উপকার হইবে।

ক্যারিকা-পেপেয়া (Carica Papaya)

বাঙ্গালা নাম পেঁপে, পেঁপের আঠা হইতে এই ঔষধটি প্রস্তুত হইয়াছে। আহারের পর হোমিওপ্যাথিক—θ, ৫ / ১০ ফোঁটা মাত্রায় সেবনে পরিপাক কার্য্যের সহায়তা করে ও দুর্ব্বলতা দূর হয়। ক্ষুধালোপ, পেটভরা, হাত-পা শুষ্ক, চেহারা রক্তশূন্য, কঙ্কালসার, প্লীহা যকৃত অত্যন্ত বর্দ্ধিত, পেট-ফোলা ও খুব বড়, পেটের উপর মোটা শিরাসমূহ বিস্তৃত, উপুড় হইয়া বা কোনও পার্শ্বে শুইতে না পারিয়া চিৎ হইয়া শুইয়া থাকা, অজীর্ণ মল, স্রাব রক্তের মত লালবর্ণ, পরিমাণে অতি অল্প, চক্ষু হলদে, কোটরাগত, পিপাসা অল্প, দুগ্ধ সহ্য হয় না (শিশুদের দুগ্ধ সহ্য না হইলে ইহাতে উপকার হইবে)। দুগ্ধ খাইলেই উদরাময়, স্নানে অনিচ্ছা, ভাজা দ্রব্য খাইতে অত্যন্ত ইচ্ছা ইত্যাদি লক্ষণে একটি রোগী ইহাতে শীঘ্র আরোগ্য হইয়াছিল। প্রথমে ইহার—১ × বিচূর্ণ শক্তি হইতে আরম্ভ করিয়া—২×, ৩ × বিচূর্ণ ২ / ৩ গ্রেণ মাত্রায়—দিনে ৩ / ৪ বার ও উপকার হইলে ক্রমশঃ মাত্রা কমাইয়া ব্যবহার্য্য।

ক্যালোট্রপিস জায়গ্যানটিয়া (Calotropis)

বাঙ্গালা নাম—আকন্দ। ইহা আমেরিকান ফার্ম্মাকোপিয়ায় গৃহীত হইয়াছে এবং এই পুস্তকের ২৮৬ পৃষ্ঠায় ইহার কতকগুলি পীড়ালক্ষণও লিখিত হইয়াছে। আকন্দ দুই প্রকার—শ্বেত ও রক্ত, উভয়ের ক্রিয়া প্রায় একপ্রকার। "ভারত ভৈষজ্য-তত্ত্বে" ইহা নিম্নলিখিত কতিপয় পীড়ায় উপকারী ও ফলপ্রদ বলিয়া কথিত আছে।

১। জ্বর, হাতে পায়ে বেদনা, উপদংশ, কুষ্ঠ, লিউপাস (নাসিকা ও মুখের ক্ষত সংযুক্ত একপ্রকার অর্ব্বুদ) যেখানে ক্ষত শীঘ্র আরোগ্য হয় না, আরোগ্য অনেক বিলম্বে হয়, পেটে ও অন্ত্রে—আইরিস কিম্বা আর্সেনিকের মত জ্বালা, হেক্‌টিক-ফিভার (পূঁযযুক্ত-জ্বর), পৈত্তিক-জ্বর, উদরাময়সহ-জ্বর, উপদংশসম্ভূত-জ্বর, পচনশীল ক্ষত, গ্যাংগ্রীণ (ইহা ব্যবহারে ক্ষতের পচা মাংস খসিয়া যায় ও তথায় পুনরায় নূতন মাংস হইয়া ক্ষত পূর্ণ হইয়া আসে), এখানে আভ্যন্তরিক ঔষধ সেবনেও উপকার পাওয়া যাইবে ইত্যাদি।

ক্রম—১ × , ৩ ×, ৩০ শক্তি।

ক্লোরোডেনড্রণ ইনফরচুনেটাম
(Clorodendron Infortunatum.)

বাঙ্গালা নাম—ঘন্টাকর্ণ বা ঘেঁটু। চুলকানী হইলে ঘেঁটু বা ভাঁট পাতা কাঁচা হলুদের সঙ্গে বাটিয়া লোকে গায়ে মাখে। খুব কচি ভাঁটপাতার রস ছেলেদের ক্রিমির জন্য এবং পুরাতন জ্বরেও পল্লী গ্রামে ইহা ব্যবহৃত হয়।

হোমিওপ্যাথি মতে প্রস্তুত ঔষধে—উদরাময়ে যেখানে বাহ্যের রঙ কটা-হলদে কিম্বা সবুজ এবং মলে প্রচুর ফেণা থাকে, বাহ্যে তরল, গা-বমি বমি থাকে, মুখে জল উঠে, অজীর্ণ দোষ থাকে, সেখানে ইহাতে উপকার হইবে। তদ্ভিন্ন—পুরাতন-জ্বর, অপরাহ্নে অল্প-জ্বর বা জ্বরভাব হয়, চোখ মুখ জ্বালা করে, অরুচি, কিছুই ভাল লাগে না, প্লীহা ও যকৃত বাড়ে প্রভৃতিতেও ইহা উপকারী। ক্রম—১ ×, ৩×, ৩০শক্তি।

সেফালেন্ড্রা ইণ্ডিকা।
(Cephalandra Indica.)

বাঙ্গালা নাম—তেলাকুঁচা (ইহা বায়ু এবং পিত্তনাশক) অত্যন্ত বায়ু বা পিত্তবৃদ্ধি হইয়া যদি মাথা গরম হয়, মাথা ধরে কিম্বা রাত্রে ঘুম ভাল না হয়, অথবা অত্যধিক রৌদ্রে মাথা ধরায় তেলাকুঁচা পাতার রস কপালে মাখাইলে কিম্বা তৈলের সহিত মিশাইয়া মাথায় দিলে উক্ত সমস্ত উপসর্গের শান্তি হয়। পিত্ত বৃদ্ধির জন্য হাতে পায়ে জ্বালা হইলে ইহার রস মর্দ্দনে জ্বালার উপশম হয়। রক্তামাশয়ে ও সাদা আমাশয়ে ইহার পাতার রস ইক্ষুচিনিসহ খাওয়াইলে অনেক স্থলে উপকার হয়।

সাদা ও রক্তামাশয়ে ইহার—১ × , ৩ × শক্তি উপকারী। আম-পিত্তযুক্ত সবুজ বর্ণের মল, রক্ত মিশ্রিত অথবা রক্তশূন্য, পেট বেদনা করা ও কোঁথপাড়া প্রভৃতি আমাশয়ের লক্ষণে ইহা ব্যবহৃত হয়।

বহুমূত্র রোগে—এই ঔষধে বিশেষ উপকার হয়, ইহার—θ বা ১ × শক্তির ২/৩ ফোঁটা মাত্রায় জলসহ দিনে ৩/৪ বার সেব্য। হাত-পা, চোখমুখ জ্বালাসহ পুরাতন-জ্বরেও ইহা উপকারী।

ডেসমোডিয়ম গ্যাঞ্জেটিকাম।
(Desmodium Gangeticum.)

বাঙ্গালা নাম—শালপানি। সাধারণতঃ কতিপয় বেদনার নিমিত্তই এই ঔষধটি অধিক ব্যবহৃত হইতেছে। পায়ে, পিঠে, মেরুদণ্ডে, ঘাড়ে, পেটে যে কোন প্রকারের বেদনাই হউক, অন্য ঔষধে উপকার না হইলে ইহা একবার পরীক্ষা করিবেন। বাত-বেদনা, ফিক্-বেদনা, স্নায়বিক বেদনা, নিউর‍্যাল্‌জিয়া, গা হাত-পা ইত্যাদি সমস্ত শরীরে বেদনা ইত্যাদিতে ইহা ব্যবহার্য্য। টাইফয়েড, রেমিটেন্ট ইত্যাদি জ্বরে—গায়ে বেদনা, পিঠের শিরদাঁড়ায় বেদনা, মাথাবেদনা এবং শিশুদের জ্বরে—আচ্ছন্নভাবের সঙ্গে উপরোক্ত বেদনার লক্ষণগুলি থাকিলে ইহাতে উপকার হইবে। ক্রম—১ ×, ৩×, ৬×, ৩০ শক্তি।

দুর্ব্বা (Doorba)

বাঙ্গালা নাম—দুর্ব্বা ঘাস। সাধারণতঃ রক্তস্রাবের নিমিত্তই এই দুর্ব্বা রক্তরোধক বলিয়া ব্যবহৃত হয়। কোনও স্থান কাটিয়া যাইলে দুর্ব্বা থেতো

করিয়া কিম্বা দুর্ব্বার রসে ন্যাকড়া ভিজাইয়া আহত স্থানে ব্যাণ্ডেজ করিয়া দিলে শীঘ্রই রক্ত বন্ধ হয়। হোমিওপ্যাথিক মতে শক্তিকৃত দুর্ব্বা সেবনে প্রায় সকল প্রকার রক্তস্রাব, ইরিসিপেলাস, খোস, পাঁচড়া, নানাপ্রকার একজিমা ও অন্যান্য চর্ম্মপীড়া আরোগ্য হয়। ইহার—θ, ফোড়া পাকিলে তাহার উপর ২/১ ঘন্টা অন্তর কতিপয় বার লাগাইলে আশ্চর্য্য রূপে ফাটিয়া যায়। ক্রম— ৩ × ও ৩০ শক্তি।

এম্বেলিয়া রাইবেস (Embelia Ribes)

বাংলা নাম—বিড়ঙ্গ ; আয়ুর্ব্বেদে ইহা ক্রিমিনাশক ঔষধ। মৌরী ও পিপল সংযোগে ইহা শিশুদের কোষ্ঠবদ্ধে ব্যবহৃত হয়। বিড়ঙ্গ—রেচক, আধ্মান অর্থাৎ পেটফাঁপা ও বায়ুনাশক।

হোমিওপ্যাথিতে ইহা—শিশুদের ক্রিমিজনিত অজীর্ণ, অতিসার, পেট ফাঁপা এবং যেখানে পীড়া ক্রিমিজনিত উপসর্গ বলিয়া সন্দেহ হয়, সেখানে ইহা ব্যবহার করিবেন। ইহার রোগীর প্রস্রাব কটু ও রক্তবর্ণ দেখায়। ক্রম—১ ×, ৩×, ৬ × ও ৩০ শক্তি।

ফিকাস ইণ্ডিকা (Ficus Indica)

ইহার বাঙ্গালা নাম—বট; নানাপ্রকার রক্তস্রাবে অশ্বত্থ (Ficus Relijiosa) যেমন বিশেষ ফলপ্রদ বলিয়া ৩২৫ পৃষ্ঠায় লিখিত হইয়াছে—বটেরও ঠিক সেইপ্রকার ক্ষমতা দৃষ্ট হয়, বরং রক্তরোধ শক্তি ইহার অধিক। রক্তামাশয়, অর্শ এবং অন্যান্য পীড়ার রক্তস্রাবে ইহার কোমল-ঝুরীর অগ্রভাগ ছাগলের দুগ্ধসহ সিদ্ধ করিয়া এখনও অনেকে ব্যবহার করেন। হিমপ্টিসিসে অর্থাৎ রক্ত-পিত্তপীড়ায় কিম্বা অন্য কোনও প্রকার কারণে গলা ও মুখ দিয়া রক্ত উঠিলে এবং অধোগামী রক্তপিত্তে—যথায় প্রথমে রক্ত বাহির হইয়া পরে মল বাহির হয়, সেখানে ইহাতে বিশেষ উপকার হইবে। তদ্ভিন্ন—রক্ত-প্রদর, নূতন ও পুরাতন রক্তামাশয়, প্রস্রাবদ্বার দিয়া রক্ত নির্গমন, তৎসহ জ্বালা ইত্যাদিতেও ইহা উপকারী। আমাশয়ে রক্তস্রাবসহ পেটে অত্যন্ত বেদনা থাকিবে—ইহার ১ × শক্তি ৪/৫ ফোঁটা মাত্রায় ২ ঘন্টা অন্তর ব্যবহারে শীঘ্র উপকার হইবার সম্ভাবনা। ফিকাস-রিলিজিওসা—৩২৫ পৃষ্ঠা দেখুন।

হাইগ্রোফিলা স্পাইনোসা।
(Hygrophila Spinosa)

বাঙ্গালা নাম—কুলেখাড়া কিম্বা কুলে কাঁটা ; ইহার কাঁটা বিষাক্ত। সাধারণতঃ ইহা—আমবাত এবং আমবাতের মত কোনও চর্ম্মপীড়ায় ব্যবহৃত হয়। গ্রীষ্মে উৎপত্তি এবং গরমে রোগ বৃদ্ধি ইহার বিশেষ লক্ষণ। ইহার উদ্ভেদ

দেখিতে হাম বা ঘামাচির মত ক্ষুদ্র ও লালবর্ণের এবং তাহার চারিপার্শ্বের চর্ম্মেও লালবর্ণ থাকে, কখনও কখনও চুলকাইলে সামান্য রস নির্গত হয়। আমরক্তসহ ম্যালেরিয়া জ্বরেও ইহাতে উপকার হয়। ইরিসিপেলাস এবং লালবর্ণের উদ্ভেদ ও রক্তস্রাবযুক্ত ফুস্কুড়ি ইত্যাদিতেও ইহা ব্যবহার্য্য। রক্ত দূষিতজনিত ক্ষত এবং কুষ্ঠব্যাধিতেও ইহাতে উপকার হওয়া সম্ভব। ক্রম—৩x, ৬x, ৩০।

হলারিণা এন্টিডিসেন্টেরিকা।
(Holarrhacna Antidysenterica.)

ইহার বাঙ্গালা নাম—কুর্চি ; সাধারণতঃ ইহা রক্তামশয়েই ব্যবহৃত হয়। ইহার ছালের ক্বাথ আজও পর্য্যন্ত রক্ত পীড়ায় মুষ্টিযোগরূপে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। আমাশয়ের তরুণ প্রাদাহিক অবস্থায়—অধিক পরিমাণ আমরক্ত নির্গমন এবং তৎসহ অত্যধিক পেটবেদনা থাকিলে এবং একটু পুরাতন অবস্থায় যথায় আমরক্তের ভাগ কমিয়া—পেটবেদনা, কোঁথানি ইত্যাদি থাকে, পুরাতন উদরাময় ক্রমশঃ গ্রহণীপীড়ায় পরিণত হয় এবং তৎসঙ্গে দুর্ব্বলতা, অক্ষুধা অরুচি ইত্যাদি লক্ষণগুলি প্রকাশ পায়, তথায় ইহাতে উপকার হইতে পারে। ক্রম—১x, ৩x, ৬x শক্তি (শরৎ ও শীতকালের রক্তামাশয়ে—আর্টিষ্টা ইণ্ডিকা)।

জষ্টিসিয়া এডাটোডা (Justicia Adhatoda)

ইহার বাঙ্গালা নাম—শ্বেতবাসক। প্রায় সকল প্রকার কাশির পীড়াতে কবিরাজী চিকিৎসায় এবং মুষ্টিযোগরূপে ইহার ছাল ও পাতা অনেক গৃহস্থই ব্যবহার করেন। বাসক বা "বাকস সিরাপ" নামক একপ্রকার পেটেন্ট ঔষধ কাশির পীড়ার নিমিত্ত এখনও অনেকে ব্যবহার করিতেছেন। জলে কোনও প্রকার দোষ হইলে ইহার পাতা দিয়া পানীয় জল সিদ্ধ করিলে রোগোৎপাদন জীবাণু বিনষ্ট হয়। বাসকের শুষ্ক পাতা হুঁকার কলিকায় সাজিয়া ধূমপান করিলে শ্বাসের টানের অনেক উপশম হয়। শুষ্ক ছালচূর্ণ ১০ / ১২ গ্রেণ মাত্রায় মধুসহ সেবনে পুরাতন ব্রঙ্কাইটীস ও শ্বাস-কাশি ইত্যাদিতে সহজেই কফ বাহির হইয়া যায়। বাসকছাল ও পাতা সিদ্ধ করিয়া তাহার ক্বাথের স্বেদ দিলে বাত বেদনা ও শোথের উপশম হয়। রক্তহীন অবস্থায় শোথে ইহার পাতার রস দেশীয় চিকিৎসকগণ ব্যবহার করেন। মূল চূর্ণ ম্যালেরিয়া জ্বরে ব্যবহৃত হয়। পাতার রসে উদরাময়, রক্তাতিসার এবং পাতার ক্বাথে জ্বরের অদম্য পিপাসা নিবারণ হয়। এলোপ্যাথিকে—ইহা কফ নিঃসারক, আক্ষেপ নিবারক ও রসায়ন। হোমিওপ্যাথিক মতে এই ঔষধটি এখনও সুস্থদেহে পরীক্ষা হয় নাই ; কিন্তু তাহা না হইলে ও ইহা যে প্রায় সকল প্রকার শ্বাসযন্ত্রের পীড়ার উৎকৃষ্ট ঔষধ তাহার সন্দেহ নাই। সর্দ্দি, কাশি, ব্রঙ্কাইটীস, নিমোনিয়া, থাইসিসের প্রথমাবস্থায় রক্ত-পিত্ত, জ্বর, স্বরভঙ্গ, ইনফ্লুয়েঞ্জার পরবর্ত্তী কাশি, প্রতিবৎসর শীতকালের কাশি ইত্যাদিতে ইহাতে বিশেষ যেন দম আটকাইয়া যায়, শরীর যেন শক্ত

হইয়া আসে, শরীরের রক্ত নীলবর্ণ ধারণ করে, বমি হয়, তথায় ইহা ব্যবহার্য্য। উক্ত পীড়ায় এন্টিমের মত—বুকে যেন শ্লেষ্মায় পূর্ণ, গলায় ঘড়ঘড় শব্দ হয়, অথচ কাশিলে সামান্য সর্দ্দি উঠে, এই লক্ষণটি থাকিলে ইহাতে নিশ্চয়ই উপকার হইবে। ইহার রোগী একটুতেই রাগিয়া যায়, মেজাজ ভাল থাকে না। ক্রম—১x, ৩x হইতে ৩০।

জষ্টিসিয়া রুব্রম (Justicea Rubrom.)

বাঙ্গালা নাম—রক্ত বাসক। ইহা একটু দুষ্প্রাপ্য, ইহার ফুল গাঢ়-লালবর্ণের হয়। স্বর্গীয় ডাঃ আর, এল দত্ত মহাশয় বলিয়াছেন—শ্বেত অপেক্ষা রক্তবাসকই অধিক গুণসম্পন্ন। কাশিতে অথবা কাশির সহিত রক্ত উঠিলে শ্বেত-বাসক ব্যবহৃত হইলেও যেখানে থাইসিসে অত্যন্ত অধিক পরিমাণে রক্ত উঠে, রক্ত বমি হয়। এবং হিমপটিসিস পীড়ায় (রক্ত পিত্তরোগে) ইহা আশু ফলপ্রদ ঔষধ। ক্রম—১x—৩x নিম্নশক্তি।

কালমেঘ (Kalmegh)

ইহা ভয়ানক তিক্ত গাছ। ইহার গুণ—জরঘ্ন, বলকারক ও পাচক। এই কালমেঘ ঔষধটি প্রুভিং হইয়াছে। সাধারণতঃ নিম্নলিখিত লক্ষণগুলিতে ইহা ব্যবস্থা করিবেন ঃ—

১। জ্বর—বেলা ১১টা হইতে জ্বরবোধ, বৈকালে কিছু কম; ১ রাত্রি ৭/৮ টায় পুনরায় জ্বরবোধ, মাথাধরা এবং হাত-পা গরম ও জ্বালা ; ২। মাথাধরা ও মাথার বেদনা সকল সময়েই থাকে, লিভারের দোষ সংযুক্ত নানাপ্রকার শিরঃপীড়া, সঞ্চালনে বৃদ্ধি—(ব্রায়োনিয়ায় উপকার না হইলে) মানসিক অবসাদ ও বিষন্নতা ; ৩। হাত-পা জ্বালা ও গরমবোধ, জ্বর; কোষ্ঠবদ্ধ, অম্ল, অর্শ এবং যকৃত দুষ্টিজনিত নানাপ্রকার পীড়ার সহিত হাত-পা জ্বালা ও গরম ; ৪। মুখের, আস্বাদ খারাপ, জিহ্বায় ও মুখে তিক্তস্বাদ বা পচা-পচা স্বাদ ; ৫। মলের স্বল্পতা ও কোষ্ঠবদ্ধ, কখনও মলত্যাগের ইচ্ছা ২/৩ দিন পর্যন্ত থাকে না, নানাপ্রকার রোগের সহিত কোষ্ঠবদ্ধ বা স্বল্প মল ; ৬। গলায় বেদনা, মাথায়, ঘাড়ে ও সমস্ত শরীরে স্বল্পাধিক বেদনা, নড়াচড়ায় বৃদ্ধি ; ৭। শরীরে ভারবোধ ও সেইজন্য অতিকষ্টে আস্তে আস্তে চলা; ৮। পরিবর্ত্তনশীল লক্ষণ—জ্বর হইলে মধ্যে মধ্যে শীতবোধ ও গা কাঁটা দিয়া উঠিয়া পরক্ষণেই জ্বালা ও উত্তাপবোধ, জ্বরে একবার ঘাম—একবার উহা শুষ্ক হইয়া উত্তাপ বৃদ্ধি (বেলেডোনার মত) শরীরের একাংশে ঘর্ম্ম, অন্য অংশে ঘর্ম্মের অভাব ; কখনও শীত—কখনও উত্তাপ এই ভাল—পরক্ষণেই খারাপ ; ৯। কোনও রোগের সহিত চক্ষু হরিদ্রাবর্ণ; ১০। তরুণ ও পুরাতন ম্যালেরিয়া জ্বরের সহিত প্লীহা-লিভার বর্দ্ধিত; ১১। সর্ব্বপ্রকার ন্যাবা (jundice) ; ১২। শিশুদের যকৃতদোষের জন্য নানাপ্রকার পীড়া, বাহ্যে কখনও পরিষ্কার হয়—কখনও হয় না, কখনও হরিদ্রাবর্ণের পাতলা দাস্ত, চক্ষু হরিদ্রাবর্ণসহ ঘুষঘুষে জ্বর, ইনফ্যান্টাইল-লিভার (শিশু-যকৃত) ; ১৩। পুরাতন ম্যালেরিয়া জ্বরে—প্লীহা লিভারের বৃদ্ধিসহ চক্ষু হরিদ্রাবর্ণ।

মোটামুটি—নানাপ্রকার যকৃত পীড়া, কোষ্ঠবদ্ধ, ন্যাবা, অর্শ, পিত্তজনিত মাথাধরা, অজীর্ণ, অম্ল, বাত-বেদনা, লিভার পীড়াসহ তরুণ ও পুরাতন ম্যালেরিয়া, রেমিটেন্ট, স্বৌকালীন শিশু-লিভার, কালা-অজর-এই কয়েকটি পীড়ায় পরীক্ষা প্রার্থনীয়। ক্রম—১ ×—৩ × শক্তি।

লুফা বিণ্ডাল—(Luffa Bindal)

ইহার বাঙ্গালা নাম—কোষাতকী বা ঘোষালতা। ইহা বিম্বজাতীয় গাছ। ঘোষের পাতা, ডাঁটা, ফল অত্যন্ত তিক্ত, ইহার শুষ্ক লতা ও ফল কিছু লইয়া থেঁতো করিয়া রাত্রিতে ভিজাইয়া প্রাতে ছাঁকিয়া খালিপেটে খাইলে অনেকবার বাহ্যে বমি হইয়া প্লীহা কমিয়া যায়, জ্বরও আরোগ্য হয়। ঘোষালতা—প্লীহার উৎকৃষ্ট ঔষধ এবং আয়ুর্ব্বেদে অভয়া লবণের ইহা একটি প্রধান উপাদান। ঘোষা—শোথের ও প্লীহা যকৃত বৃদ্ধির উৎকৃষ্ট ঔষধ। প্লীহা রোগে—১ ফোঁটা মাত্রায় আরম্ভ করিয়া ক্রমশঃ ১৫/২০ দিন ফোঁটা পর্য্যন্ত মাত্রায় বর্দ্ধিত করা উচিত, উদরাময়ের লক্ষণ উপস্থিত না হওয়া পর্য্যন্ত বিনা সন্দেহে মাত্রা বৃদ্ধি করা যায়, তদ্ভিন্ন—অর্শরোগে—অর্শের বাহ্যবলী কমাইবার উদ্দেশ্যে ইহার বাহ্যিক প্রয়োগও বিশেষ ফলপ্রদ, এক আঃ জলে ২০ ফোঁটা—θ, মিশাইয়া বলীর উপর উহা পরিষ্কার ন্যাকড়ায় ভিজাইয়া মধ্যে মধ্যে প্রয়োগ ও আভ্যন্তরিক সেব্য। তরুণ নাসিকাস্রাবে ও পুরাতন স্রাবে এবং অনেক দিন পর্য্যন্ত সর্দ্দি স্থায়ী হইয়া নাক দিয়া রক্ত পড়া ও সেইসঙ্গে কপালে বেদনা প্রভৃতি লক্ষণ থাকিলে ইহাতে উপকার হইবে। ক্রম—৩ ×—৬ × শক্তি প্রযোজ্য।

লুফা এমেরা (Luffa Amcra)

বাঙ্গালা নাম—তিক্ত ধুঁদোল বা তিৎপোল্লা, ইহা খাইলে অত্যন্ত ভেদবমি হয়। ইহার ক্রিয়া অনেকটা লুফা-বিণ্ডালের ন্যায়। অত্যন্ত বেদ বমি, মাথাব্যথা, পিপাসাযুক্ত প্রাতঃকালীন সবিরাম জ্বর, বর্দ্ধিত প্লীহা এবং লিভারের বেদনা এই কয়েকটি পীড়ায় ইহা উপকারী।

বমি, ভীষণ বমি,তাহাতে বোধ হয় যেন পেটের নাড়ী উপরে আসিতেছে, এই লক্ষণে—ইপিকাকাদি ঔষধে উপকার না হইলে ইহা প্রয়োগ করিবেন। ক্রম—১ ×, ৩ ×, ৬ × শক্তি।

লিউকাস এস্‌পেরা (Lcucus Aspera.)

ইহার বাঙ্গালা নাম—দণ্ডকলস বা ঘলঘসে, সংস্কৃত নাম দ্রোণপুষ্পী। মুষ্টিযোগ হিসাবে ইহার পাতাও অরুচিনাশক ; বহুদিন জ্বরভোগের পর অরুচি। ইহার মূল—হাঁপানি নাশক, পাতার রস গায়ে মাখিয়া স্নান করিলে চুলকানির উপশম এবং জণ্ডিস বা ন্যাবা রোগে চক্ষুতে দিলে চক্ষু পরিষ্কার হয়, পালা-জ্বরেও অনেকে পাতার রস নস্যরূপে গ্রহণ করে।

ইহার—১×, ৩× শক্তি, প্লীহা সংযুক্ত পুরাতন ম্যালেরিয়া, হাঁপানি পীড়া, সর্দ্দি-কাশি ও পিত্তজনিত কতকগুলি পীড়ায় ব্যবহারে উপকার হয়। যাহাই হউক অন্যান্য পীড়ায় ইহার বিশেষ উপকারিতা দৃষ্ট না হইলেও সর্পাঘাতে—এই দ্রোণপুষ্পির মূল-অরিষ্ট—θ ; ২০ কিম্বা ৩০ ফোঁটা মাত্রায় অর্দ্ধ ঘন্টা অন্তর কতিপয় মাত্রা সেবন করাইলে অনেক স্থলে আশাতিরিক্ত উপকার হইবে। রোগীর গিলিবার ক্ষমতা না থাকিলে ঔষধ কাণের মধ্যে ফোঁটা ফোঁটা করিয়া ঢালিয়া দিবেন অথবা হাইপোডার্ম্মিক-পিকচারী দ্বারা ইনজেকসন করিবেন (৮৮৮ পৃষ্ঠায় সর্প দংশন মধ্যে দেখুন)

মেনিসপারণাম (Mcnispernum.)

বাঙ্গালা নাম—রক্ত কাঁঠালী। স্ত্রীলোকদের অতিরিক্ত রক্তস্রাবে ইহার উপকারিতা অধিক। ঋতুকালে অতিরিক্ত স্রাব হয় তজ্জন্য দুর্ব্বল হইয়া পড়ে, এতদ্ভিন্ন একটু একটু স্রাব সর্ব্বদাই হয়, নড়াচড়ায় বৃদ্ধি, ইহাও উহার একটি প্রধান লক্ষণ। তলপেটে বেদনা, রক্তের রঙ—কখনও উজ্জ্বল-লাল, কখনও চাপ চাপ, প্রসবের পর অতিরিক্ত রক্তস্রাবে, রক্তস্রাবের নিমিত্ত ক্রমশঃ এনিমিয়া, মাথাঘোরা, কাণের মধ্যে ভোঁ ভোঁ শোঁ শোঁ শব্দ করা, ক্ষুধামন্দ্যা, অজীর্ণ ভেদসহ পিপাসা ইত্যাদি লক্ষণে ইহা সুফলের সহিত ব্যবহৃত হয়। ক্রম—১×, ৩×, ৬× শক্তি।

নিকট্যান্থিস আরবর্ট্রায়োটিস। (Nyctanthis Arbortriotis)

বাঙ্গালা নাম—শেফালিকা। ইহার পাতা জ্বরে ব্যবহৃত হয়। আয়ুর্ব্বেদ মতে—শেফালিপত্র, আদার রস এবং চিনি এই ৩টি একত্রে সেবনে কৃচ্ছ্র সাধ্য সবিরাম জ্বর; বীজ চূর্ণ দ্বারা মাথা ঘষিলে—মাথার খুস্কি ; পত্রের ক্বাথে—বাত ও শেফালি গাছের ছাল—৫ গ্রেণ মাত্রায় সুপারির সহিত সেবন করিলে গাঢ় শ্লেষ্মা উত্থিত হয়। সর্ব্বদা চিন্তিত ও ছটফট্ করা, তীব্র মাথা-বেদনা, যকৃতে বেদনা, পাকস্থলীতে জ্বালা—ইহা শীতল বস্তু প্রয়োগে উপশম, অধিক পরিমাণে পিত্ত মিশ্রিত ভেদ অথবা কোষ্ঠবদ্ধ, জলপানের পর পিত্ত-বমি, ঘর্ম্মশূন্য। সায়েটিকা পীড়ায়—ইহা একটি বিখ্যাত ঔষধ।

ক্রম—১ ×—৩×, পুরাতন জ্বরে—৩০ শক্তি।

ন্যাট্রম-মিউর বিট (Nat. Mur. Bit.)

বাঙ্গালা নাম—বিট-লবণ। এই লবণ প্লীহা ও যকৃতের একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ। প্লীহা বা যকৃত খুব বড় হইলে—গুলঞ্চ ও বিট লবণ গো-মূত্রে বাটিয়া গরম করিয়া প্রলেপ দিয়া প্রত্যহ বাঁধিয়া রাখিলে প্লীহা যকৃত ক্রমশঃ নরম ও ছোট হইয়া আসে।

ম্যালেরিয়া কিম্বা সবিরাম-জ্বরে যেখানে ন্যাট্রম মিউরের পূর্ণ লক্ষণ থাকিয়াও উপকার না হয়, সেখানে ন্যাট্রম মিউর বিটে অনেকস্থলে উপকার পাওয়া যায়। ইহার জ্বর—অধিকাংশ সময় সকালের দিকে বিশেষতঃ বেলা প্রায় ১০/১১টায় টাসে, শীতের পূর্ব্বে পিপাসা ও ভীষণ যন্ত্রণা বাড়ে, বমি হয়, এই অবস্থা অনেকক্ষণ স্থায়ী হয় ; ঘর্ম্মাবস্থাতেও—প্রচুর পিপাসা থাকে, ঘাম হইলে অন্য উপসর্গগুলি কমে ; কিন্তু মাথাব্যথার আংশিক উপশম হয়, রোগী লোণা ও তিক্তদ্রব্য খাইতে চায়। জ্বর বিচ্ছেদ হইলেও প্লীহা বা যকৃতে বেদনা থাকে, অলসতা ও দুর্ব্বলতা বৃদ্ধি পায়, উপর ওষ্ঠে জ্বরঠুঁটো দেখা দেয়। ক্রম—৬ ×, ৩০ শক্তি।

ওসিমাম স্যাঙ্কটাম (Ocimum Sanctum)

বাঙ্গালা নাম—তুলসী। কৃষ্ণ তুলসী শ্লেষ্মানাশক, কফ নিঃসারক এবং জ্বর নিবারক। শ্বেত তুলসীর শ্লেষ্মানাশক গুণ কম হইলেও বায়ুনাশক গুণ অধিক। তুলসী—হিক্কা, পার্শ্ব বেদনা, ও বিষদ্রোয় নাশক, বাতশ্লেষ্মা নাশক, পিত্তবর্দ্ধক, দুর্গন্ধহারক। পানের ২/১ ঘন্টা পূর্ব্বে ১ গ্লাস পানীয় জলে ৩/৪টি তুলসীপত্র দিয়া সেই জল পান করিলে জলের সমস্ত দোষ নষ্ট ও শ্লেষ্মা, সর্দ্দি কাশির উপশম হয়। কৃষ্ণ তুলসীর মূল—অল্প মাত্রায় পানের সহিত চিবাইয়া খাইলে বীর্যস্তম্ভন হয়, স্বপ্নদোষ ও শুক্রক্ষয় নিবারণের জন্য আধ ইঞ্চি পরিমাণে মূল—সপ্তাহে ২/৩ দিন সেব্য, উক্ত মূল অঙ্গে ধারণ করিলে বজ্রাঘাতের ভয় দূর হয়। ধ্বজভঙ্গ রোগীকে প্রত্যহ ১ রতি তুলসীর মূল ঘৃত সংযোগে সেবন করাইলে পীড়া আরোগ্য হয়। তুলসী-বীজ জলে ভিজাইয়া আলোড়িত করিয়া হড়্‌হড়ে হইলে শুক্রমেহে (Spermatorrhoea) পান করাইবেন, ফুসফুসের শ্লেষ্মা ও কফরোগে তুলসী—গোলমরিচসহ ব্যবহার্য্য।

সাধারণতঃ নিম্নলিখিত লক্ষণে ও পীড়ায় ইহা প্রযোজ্য।

১। সকল প্রকার ইনফ্লুয়েঞ্জা-জ্বরে তন্দ্রাচ্ছন্নভাব ; ২। ব্রঙ্কাইটীসের সঙ্গে জ্বর ; ৩। মুখে দুর্গন্ধ, মুখে শোষ ও ঠোঁটের ভিতর খুব ছোট ছোট ঘা ; ৪। শিশুদের উদরাময়ের সঙ্গে মুখে ঘা (এসিড-সলুফ) জিহ্বা উজ্জ্বল লালবর্ণ অথবা জিহ্বার অগ্রভাগ ও পার্শ্ব লাল, মূল ও মধ্যভাগ ময়লার আবৃত, দুই ঠোঁট টক্‌টকে লাল, জিহ্বার ক্ষত, (জিহ্বার উক্ত লক্ষণে ইনফ্লুয়েঞ্জা কিম্বা প্রায় সকল প্রকার পীড়ায় ইহা উপকারী ; ৬। গলায় বেদনা, ঢোক গিলিতে, কাশিতে বেদনা, টন্‌সিল বাড়া, স্বরভঙ্গ ; ৭। পেটফাঁপা, মুখে জলউঠা, হিক্কা, অক্ষুধা, ঢেকুর, পেটডাকা ; ৮। বহুবার ভেদ হওয়া সত্ত্বেও পেটফাঁপা, পেটভার, পেট বেদনা, টিপিলে বেদনা ; ৯। পেটের দোষের সঙ্গে জ্বর ; ১০। শিশুদের জ্বরে—জ্বরসহ দুর্গন্ধ বাহ্যে (টাইফয়েড) ; ১১। দুর্গন্ধ বাহ্যেসহ শিশুর মুখে ঘা, মাই টানিতে না পারা, পুরাতন আমরক্ত ; ১২। সর্দ্দি-জ্বর বুকের দোষসহ পেটের দোষ ; ১৩। প্রস্রাব ত্যাগকালে জ্বালা, পুনঃপুনঃ বেগ, অসাড়ে প্রস্রাব, প্রস্রাবে শ্লেষ্মা; প্রস্রাবের পর দূষিত স্রাব, দুর্গন্ধ স্রাব, পচা স্রাব—তাহা অনেক দিন থাকে ; ১৪। প্রসবের পর অত্যধিক রক্তস্রাব ; সর্ব্বপ্রকার প্রদর ; যোনি দিয়া—সাদা হলদে শ্লেষ্মাযুক্ত, পূঁযের মত, মাছ ধোয়াজলের মত নানাপ্রকার পচা স্রাব নিঃসরণ ; ১৫। বুক সাঁই-সাঁই অথবা ঘড়্‌ ঘড়্‌ করা, বুকে বেদনা, দ্রুত শ্বাস-প্রশ্বাস, হাঁপানি, শুইতে অক্ষমতা, হাঁপানির সঙ্গে জ্বর ; ১৬। অল্প বয়স্ক শিশুদের হাঁপানি এবং সর্দ্দি, কাশি, জ্বর, ব্রঙ্কাইটীস ও ব্রঙ্কো-নিমোনিয়া ঘুংড়ী ; ১৭। প্লুরিসির বেদনা ও পার্শ্ব-বেদনা ইত্যাদি। ক্রম—১×, ৩×, ৬×,৩০ শক্তি।

ওসিমাম ক্যারিও ফোইলেটাম।

(Ocimum Cariophylatum.)

বাঙ্গালা নাম—দুলাল তুলসী; ইহার বীজ তোকমারী নামে পরিচিত। তোকমারি ফোড়া ফাটাইবার জন্য এবং ইহার সরবৎ বহুমূত্র রোগে আদরের সহিত ব্যবহার হয়। ইহা হইতে যে ঔষধ প্রস্তুত হয় তাহা প্রমেহ ও শুক্রমেহ (স্পার্ম্মাটোরিয়া) পীড়ায় উপকারী। প্রমেহের প্রথম অবস্থায়—পুনঃ পুনঃ প্রস্রাব ত্যাগ, প্রস্রাবে জ্বালা ও পূঁয নির্গমন এবং তৎসঙ্গে জ্বর থাকিলে ইহাতে উপকার হইবে। প্রসবের পরবর্ত্তী বেদনাতে (ভ্যাদাল-ব্যথায়) ইহা ব্যবহৃত হয়। ক্রম—১×, ৩×, ৬× শক্তি।

ওসিমাম গ্র্যাটিসিমাম

(Ocimum Gratissimum.)

রাম তুলসী : মুষ্টিযোগ হিসাবে ইহা শিশুদের কোষ্ঠবদ্ধসহ সর্দ্দি, কাশি, জ্বর ইত্যাদিতে ব্যবহৃত হয়। ইহা হইতে প্রস্তুত ঔষধ—রেন্যাল-কলিক ও মূত্রকৃচ্ছ্রতা পীড়ায় উপকারী। এতদ্ভিন্ন—প্রস্রাব করিতে কষ্ট, প্রস্রাবে জ্বালা, প্রস্রাবের সঙ্গে পূঁয নির্গমন প্রভৃতি দুলাল তুলসীর লক্ষণেও ইহা ব্যবহৃত হয়। ক্রম—১ × ; ৬ × ও ৩০ শক্তি।

ওলডেনল্যাণ্ডিয়া হার্ব্বেসিয়া

(Olden Landia Herbacea.)

বাঙ্গালা নাম—ক্ষেতপাপড়া। ইহা একটি উৎকৃষ্ট জ্বরঘ্ন ঔষধ এবং অন্য জ্বর অপেক্ষা সাধারণতঃ পৈত্তিক-জ্বরই অধিক উপযোগী। ইহার জ্বর প্রায় একদিন বেশী ও একদিন কম হয়। শীত করিয়া জ্বর আসে, মাথা ধরে, পিপাসা হয়, চোখ-মুখ-হাত-পা জ্বালা করে, পিত্ত বমি, পিত্ত ভেদ হয়, এইগুলিই ইহার লক্ষণ। পুরাতন জ্বরে—হোমিওপ্যাথিক ন্যাট্রম-মিউর, আর্স প্রভৃতিতে উপকার না হইলে—ইহা ব্যবহার করা উচিত। নূতন জ্বরে—১ ×, ৩×, ৩× শক্তি। পুরাতন জ্বরে—৩০ শক্তি উপকারী।

এণ্ডারসোনিয়া রোহিতকা (Rohitaka.)

বাঙ্গালা নাম—রোহিতকা বা রয়না গাছ। প্লীহা যকৃত বিশেষতঃ প্লীহার উপরেই ইহার প্রধান ক্রিয়া। এইজন্য ইহার অন্য নাম—প্লীহা শত্রু। চরক গ্রন্থে—রোহিতক ছাল হরীতকীর ছালসহ একত্রে বাটিয়া এক সপ্তাহকাল গো মূত্রে ভিজাইয়া রাখিয়া ছাকিয়া সেবনে সকল প্রকার প্লীহা-যকৃত ও তাহার আনুসঙ্গিক শোথ ইত্যাদি আরোগ্য হয় বলিয়া উল্লেখ আছে।

এই ঔষধটি পরীক্ষাকালে—প্লীহা যকৃত, উদর, অন্ত্র ও অন্যান্য পরিপাক যন্ত্রও ক্রমশঃ আক্রান্ত হইয়াছিল, ইহার অল্পমাত্র ঔষধ ব্যবহারে স্বভাবসিদ্ধ কোষ্ঠবদ্ধ পীড়া উপস্থিত হয়, যকৃতের পিত্ত নিঃসরণ ক্রিয়ায় সহজেই বাধা পড়ে। তদ্ভিন্ন—মুখের আস্বাদ খারাপ, মুখ পচা পচা মত হওয়া, তিক্তাস্বাদ, যকৃতদোষের লক্ষণ এবং কোষ্ঠবদ্ধ, প্রাতে উঠিতে আলস্যবোধ, সমস্ত শরীরে অল্পাধিক বেদনা ; বৈকালে—চোখ-মুখ, হাত-পা জ্বালাসহ জ্বরবোধ, ঠাণ্ডায় আরাম, এইগুলি পিত্ত-প্রকোপের লক্ষণ ও উক্ত সমস্ত কুলক্ষণগুলিই এই ঔষধের অন্তর্ভূত। সাধারণতঃ প্লীহা ও যকৃতের দোষ সংযুক্ত নানাবিধ পুরাতন-জ্বর, শোথ, ন্যাবা, কোষ্ঠবদ্ধ, অজীর্ণ, অম্ল, অক্ষুধা, বুকজ্বালা, অর্শ, ঘৃতপক্ক দ্রব্য, ঘৃত দুগ্ধ-পরিপাক না হওয়া প্রভৃতি কয়েকটি পীড়ায় এবং প্লীহা যকৃতের স্থানে খোঁচাবেঁধা বেদনা প্রভৃতিতে পরীক্ষা করিবেন। ক্রম—θ—৬ষ্ঠ শক্তি।

সোলেনাম জ্যান্থাকার্পাম।

(Solanum Zanthocarpum.)

ইহার বাঙ্গালা নাম—কন্টিকারী। ইহা বহুকাল হইতে আমাদের দেশে ঔষধার্থে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। কণ্ঠরোগে ইহা বিশেষ উপকারী। সকলপ্রকার স্বরভঙ্গ, বিশেষতঃ—শিশুদের স্বরভঙ্গসহ সর্দ্দি কাশিতে ইহা অধিক ফলপ্রদ। শিশুদের নিমোনিয়া, ব্রঙ্কাইটীস প্রভৃতির পর শুষ্ক কষ্টকর কাশি ও তৎসঙ্গে স্বরভঙ্গ থাকিলে ইহাতে শীঘ্র উপকার হইবে। পিপাসা, বমি, অরুচি, কাশি, বুকের দুপাশে বেদনা সংযুক্ত তরুণ-জ্বরে এবং মূত্রবন্ধে ও মূত্র পাথরী রোগে উপকারী।

টাইনসপোরা কর্ডিফোলিয়া।

(Tinospora Cordifolia.)

বাঙ্গালা নাম—গুলঞ্চ। ইহা বহুকাল হইতে আমাদের দেশে ঔষধরূপে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। এলোপ্যাথিক "এক্সট্র্যাক্ট-গুলঞ্চ" নামক একটি পেটেন্ট ঔষধের প্রচলন রহিয়াছে। গুলঞ্চ প্লীহাবর্দ্ধনের সহিত পুরাতন জ্বরের প্রসিদ্ধ ঔষধ এবং নানাপ্রকার জ্বরের পাচনের মধ্যে ইহা ব্যবহৃত হয়। আয়ুর্ব্বেদ—ইহা তরুণ ও পুরাতন জ্বরে, কম্পযুক্ত বাত জ্বরে, পিত্ত-প্রধান জ্বরে, শীত-প্রধানযুক্ত কম্পজ্বরে মাথায় গাত্রাদহ ও পিত্ত-বমি থাকে ; বিষম জ্বর,

জীর্ণজ্বর এবং মেহঘটিত পুরাতন জ্বরে, ন্যাবারোগে—চোখ-মুখ শরীর হরিদ্রাবর্ণ হইলে; তদ্ভিন্ন—বাত, পিত্ত, কফ ইত্যাদি যে কোন কারণেই হউক বমি হইতে থাকিলে, বুক ধড়ফড়ানিতে, পূঁযের মত ধাতু পীড়ায় (এখানে গুলঞ্চের রসে অধিক উপকার হয়), পুরাতন প্রমেহে (এখানে দুর্ব্বলতার ও ধাতুপুষ্টির জন্য গুলঞ্চের চিনি অধিক উপকারী)। পুনঃ পুনঃ জ্বর হইয়া শরীর দুর্ব্বল হইলে, শুক্রক্ষয়জনিত দৌর্ব্বল্যে, বাত রক্ত ও কুষ্ঠরোগে, সর্ব্বাঙ্গিন বাতে এবং স্তন্যদুগ্ধ শোধনে সুফলের সহিত ব্যবহৃত হয়।

হোমিওপ্যাথি মতে ইহা সুস্থ শরীরে এখনও পরীক্ষা হয় নাই। তরুণ ম্যালেরিয়ায়—যেখানে জ্বর প্রাতে আসে এবং শীত, কাঁপ, পিত্তবমি, পিপাসা, মাথাব্যথা ইত্যাদি লক্ষণ সমূহ বর্ত্তমান থাকে, তথায় ও নানা প্রকার বমনে এবং তরুণ প্রমেহে—যথায় বার-বার অল্প-অল্প প্রস্রাব হয়, তৎসহ জ্বালা ও পূঁযপড়া থাকে তথায় ইহা পরীক্ষা করিবেন।

ক্রম—১×, ৩×, ৩০ শক্তি।

ট্রাইকোস্যান্থিস ডাইওইকা।

(Trichosanthes Dioica.)

বাঙ্গালা নাম—পটোল। পটোলের মূল হইতে ইহা প্রস্তুত হইয়াছে। পরীক্ষাকালে নিম্নলিখিত লক্ষণগুলি ইহাতে প্রকাশিত হইয়াছিল, অতএব উহাই চরিত্রগত লক্ষণ এবং উহাতেই সেই পীড়াগুলি আরোগ্য হইবে।

১। হতাশ ভাব ; ২। বিছানায় শুইয়া থাকা অবস্থায় মাথাঘোরা, যেন বিছানাশুদ্ধ সমস্তই ঘুরিতেছে ; ৩। চক্ষু হরিদ্রাবর্ণ, পুরাতন জ্বরে—প্লীহা লিভার বৃদ্ধিসহ চক্ষু হরিদ্রাবর্ণ ও বিস্ফারিত; পিউপিল প্রসারিত ; ৪। খুব পিপাসা বোধ, গলা মুখ শুকায়, মুখ দিয়া থুথু ও ক্রমাগত জল উঠে ; ৫। গলার মধ্যে ছিড়িয়া যাওয়া অনুভব, যেন গলার মধ্যে জ্বলিয়া যায়; ৬। বমি, গা-বমি, বমিত-পদার্থ—চাপ্ চাপ্ ও আঠা আঠা শ্লেষ্মা ; উহাতে রক্তের ছিট এবং ছোট ছোট রক্তের চাপ্, রক্তবমন, মধ্যে মধ্যে উদগার, বমির পূর্ব্বে জ্বরভাব, মলত্যাগের পর উঠিতে গেলে গা-বমি, উচ্চ শব্দে উদগার, হিক্কার ভাব, হিক্কা, পিত্ত-বমি, বমিতে গাঢ় পিত্ত, তরল শ্লেষ্মা, পুনঃ পুনঃ বমি, তজ্জন্য—অত্যন্ত দুর্ব্বলতা; ৭। অত্যন্ত ক্ষুধা, পেটের মধ্যে গরম বোধ, ক্রমাগত মুখ দিয়া জল উঠার জন্য অক্ষুধা, ঠাণ্ডা জিনিস খাইতে ইচ্ছা, সমস্ত শরীরে জ্বালা ও পিপাসা, মুখ শুকাইয়া যায়, জ্বরে পিপাসা ; ৮। পেট ডাকে, পেটের মধ্যে কোঁ কোঁ শব্দসহ মলবেগ, লিভারে বেদনা, হাঁচিতে কাশিতে—নড়াচড়া করিলেও বেদনা লাগে, সমস্ত পেটেই স্বল্পাধিক বেদনা ; ৯। মল—সবুজ-হরিদ্রা, পিত্তমিশ্রিত, বহু পরিমাণে এক-একবার প্রায় আধসের তরল ভেদ, আম ও পিত্ত সংযুক্ত ভেদ, রক্তাক্ত মলত্যাগকালে পেট বেদনা বা কোনরূপ উদ্বেগ না থাকে, মলত্যাগের

পর সামান্য একটু প্রস্রাব, মলে থ'লো-থ'লো আম; বাহ্যের পর অনেকক্ষণ ধরিয়া বেগ, কোঁথ দেওয়া, মলত্যাগের সময় গোগুল নির্গমন, মলদ্বারে জ্বালা ও গরম অনুভব, অতিরিক্ত ভেদসহ হাত-পা ঠাণ্ডা ও পতন অবস্থা, মলদ্বারে, টাটানি, অধিক পরিমাণে ভেদের পর সম্পূর্ণ কোষ্ঠবদ্ধ, অসাড়ে ভেদ—উহা পাছা দিয়া অসাড়ে চোয়াইয়া নির্গত হওয়া,বসিলেই ২/৪ ফোঁটা মল অসাড়ে বাহির হওয়া, আমাশা, আমরক্ত পীড়া; ১০। প্রস্রাব লালবর্ণ ও পরিমাণে অতি অল্প; ১১। জ্বর—সন্ধ্যার পর বেগ, হাত-পা গরম, বেলা ১০।। টায় জ্বরভাব, গায়ে জ্বালা, ১১/১২ টায় শীত হইয়া জ্বর, জ্বর অবস্থায় গাত্রদাহ, মাথাধরা, পিপাসা, জ্বর অন্তে ও কিছু মাথাধরা থাকে, পুরাতন-জ্বরে—প্লীহা লিভার বৃদ্ধিসহ চক্ষু হরিদ্রাবর্ণ, শোথ, ন্যাবা, লিভারের দোষসহ পুরাতন-জ্বর, কালা-অজ্বর প্রভৃতি।

সদৃশ—আর্স, পডো, এলো। ক্রম—৩ ×, ৬ × শক্তি।

টাইফো ফেব্রিণাম (Typho Febrinum.)

যুবক সজারুর অন্ত্রের (নাড়ী ভূঁতির) নিম্নতম প্রদেশের অঙ্গুলি পরিমিত স্থান লইয়া তাহা হইতে এই ঔষধ হইয়াছে, ইহা একটি নাড়ী নোসোড ঔষধ। এই ঔষধ পরীক্ষাকালীন ডাঃ কালীকুমার বাবুর নিমোনিয়া, টাইফয়েড-বিকার, ভয়ানক প্রলাপ প্রভৃতি নানাপ্রকার মারাত্মক উপসর্গ উপস্থিত হয় ; কিন্তু ভগবান তাঁহাকে রক্ষা করেন।

ইহার প্রধান লক্ষণ—রোগী মনে করে তাঁহার শ্বাস বন্ধ হইয়া মৃত্যু হইবে, রোগীর মৃত্যুর তারিখ পর্য্যন্ত প্রকাশ করেন (একোনাইটে—মৃত্যুর সময়টা ঠিক করিয়া বলে)। প্রথমে মস্তিষ্ক, পরে স্নায়ুমন্ডল উত্তেজিত হইয়া অবসাদ আসে কখন কি বিপদ ঘটিবে মনে সর্ব্বদা এই ভয়।

১। মস্তক—মাথা ধরে, মাথা ঘোরে, মস্তিষ্কে রক্ত সঞ্চয় হয়, মাথার সম্মুখে ব্যথা— যেন কেহ হাতুড়ী মারিতেছে ; ২। চক্ষু—নড়াচড়ায় অক্ষিগোলক বেদনা, দীপ্তিহীন, আলোক-ভীতি; ৩। দন্ত—মাঢ়ীতে বেদনা এবং কালচে রক্ত জমা, দাঁতে ময়লা সঞ্চয় ; ৪। ওষ্ঠ—ফাটে, ঘা হয় ; ৫। জিহ্বা—শুষ্ক, কখনও সরস, ফাটা, গোড়ায় সাদা হলদে মিশ্রিত লেপ, প্রাতে মুখের স্বাদ তিক্ত; ৬। বমির ইচ্ছা, কিন্তু বমি হয় না ; ৭। উপর পেটে একপ্রকার অশান্তি যেন ঘা হইয়াছে, নাভীর স্থানে বেদনা ; যকৃত বেদনা ; ৮। পেট ফাঁপা—বাহ্যের পরে সামান্য কমে, কিন্তু কিছু পরে পুনরায় ফাঁপে; ৯। উদরাময়—সবুজ বা হরিদ্রাবর্ণের প্রচুর পরিমাণে আম ও শ্লেষ্মাযুক্ত মল, ঘন ঘন ছ্যাকড়া ছ্যাকড়া পাতলা বাহ্যে, ভয়ানক পচা দুর্গন্ধ; মল অসাড়ে নির্গত হয় ; ১০। প্রস্রাব—মূত্রত্যাগকালে জ্বালা, রঙ—ঘোর লালবর্ণ ; ১১। কাশি—আলজিব ভারী ও স্ফীত তজ্জন্য

খুসখুসে কাশি, কাশিতে কাশিতে শ্বাসরোধের উপক্রম হয়, কাশি রাত্রি দ্বিপ্রহরের পর বাড়ে, সে সময় বিছানায় থাকা যায় না, অনেকক্ষণ কাশির পর দড়ির মত শ্লেষ্মা বাহির হয়, লোহার মড়িচার মত রঙের মত শ্লেষ্মা ; ১২। নিমোনিয়া—প্রথমে ডানদিক—পরে বামদিক, উভয় ফুসফুস আক্রান্ত হয় ; ৩। ব্লাড-প্রেসার বৃদ্ধি—তজ্জন্য মস্তিষ্ক, ফুসফুস এবং কিডনীতে রক্তাধিক্য; ৪। নিদ্রা—নিদ্রাহীনতা কিম্বা নিদ্রাভাব, নিদ্রায় নানাপ্রকার খেয়াল দেখে ; ১৫। ঠাণ্ডায় রোগ লক্ষণের বৃদ্ধি অথচ তাপ সহ্য হয় না।

জ্বর—হঠাৎ ঠাণ্ডা লাগিয়া পীড়া, স্বল্পবিরাম প্রকৃতির এক জ্বর, টাইফয়েডে— মস্তিষ্ক, ফুসফুস ও উদর আক্রান্ত, পীড়ার প্রথম হইতে উদরে বায়ু সঞ্চয়, বমনেচ্ছা, বমি। ম্যালেরিয়া ইত্যাদিতে—বাতাস লাগিলেই শীত নচেৎ শীত অনুভব হয় না ; উষ্ণাবস্থায়—পিপাসা, এ অবস্থা অনেকক্ষণ থাকে, ঘর্ম্মাবস্থায় কখনও খুব ঘাম, কখনও ঘামের অভাব, টাইফোফেব্রিণামের পীড়ার বিশেষত্ব— প্রথমে উদর, পরে ফুসফুস, শেষে মস্তিষ্ক আক্রান্ত হয়, পেটের ফাঁপ সর্ব্বদাই থাকে, কিন্তু বায়ু নিঃসরণ হয় না।

ইহার মানসিক লক্ষণ—সর্ব্বদাই অস্থির ও উৎকণ্ঠিত, নৈরাশ্যভাব, মনে হয় দম আটকাইয়া প্রাণ যাইবে এই আশঙ্কা, মৃত্যুভয়, স্ত্রী-পুত্র কাহারও সহিত কথা কহিতে অনিচ্ছা। ক্রম—৩০ বা ২০০ শক্তির নিম্নে ব্যবহার নিষিদ্ধ।

মকরধ্বজ (Makardhwaja)

আয়ুর্ব্বেদের একটি শ্রেষ্ঠ ঔষধ এবং অনুপান ভেদে ইহা সর্ব্বরোগহর, এইজন্য এখন ইহার ক্রম প্রস্তুত করিয়া হোমিওপ্যাথিতেও প্রচলন আরম্ভ হইয়াছে। শিশুদের শ্বাসযন্ত্রের পীড়ায় মকরধ্বজ মধুসহ সেবনে অনেক স্থলে সর্দ্দি শুকাইয়া হাঁপের মত টান ও শুষ্ক কষ্টকর কাশির বৃদ্ধি হয়, এক্ষেত্রে শিশুদের শুষ্ক কাশিতে—কাশি রাত্রিতে বৃদ্ধি ও দম আটকানভাব থাকিলে হোমিওপ্যাথিক মকরধ্বজ বিশেষ কার্যকরী হইবে। বয়স্ক ও বৃদ্ধদের উক্তপ্রকার কাশিতেও ইহার দ্বারা উপকার হইতে পারে। শ্বাসযন্ত্রের পীড়ায় অধিক শ্লেষ্মা নির্গত হইতে থাকিলে ইহার নিম্নক্রম ফলপ্রদ। এতদ্ভিন্ন—রোগাক্রান্তে দুর্ব্বলতা ও ইনফ্লুয়েঞ্জা, ব্রঙ্কাইটিসের পর ইহা উপকারী। ক্রম—২ ×, ৩ ×, ৩০, ২০০।

১৬৭টি পৃথক ঔষধ—

অধিকাংশ নিউ-রেমিডিজের অন্তর্ভুত

(Rare medicines) ঔষধের সারাংশ

[ইংরাজী বর্ণমালাক্রমে সজ্জিত]

এমন এসেটিকাম (Ammon Acet.)—৩-৩০। প্রস্রাবের অত্যধিক শর্করা ও অত্যধিক ঘর্ম।

এড্রিন্যালিন (Adrenalin)—এই প্রসিদ্ধ ঔষধটির প্রধান ক্রিয়া শরীরের সমস্ত অংশের সিম্প্যাথেটিক-নার্ভের ক্ষণিক শক্তি বর্দ্ধন করে (Stimulant) ; এলোপ্যাথগণ ইহার ইন্ট্রাভেনাস, কখনও সাব-কিউটিনাস ইনজেকসনেও ব্যবহার করেন। ইহার ক্রিয়া অত্যন্ত দ্রুত প্রকাশিত হয় এবং দ্রুত অক্সাইডেসন হয় বলিয়া ইহা নির্দ্দোষ ও ইহার কোনও ইরিটেসন বা রিয়্যাকসন হয় না ; তবে উহার ক্রিয়া হৃৎপিণ্ডের (Myocardial) ও আর্টারির নিজ দেহের উপর থাকায় উহাদের কার্য্যে দ্রুত পরিবর্ত্তন আনয়নের জন্য কখনও কেহ পুনঃ পুনঃ ব্যবহার করিবেন না।

ইহার প্রধান ক্রিয়ায়,—সিম্প্যাথেটিক নার্ভকে অর্থাৎ মাথা হইতে মেরুদণ্ডের মধ্যদিয়া মেরুপুচ্ছ পর্য্যন্ত শরীরের সমস্ত নার্ভকে ক্ষণকালের জন্য শক্তি প্রদান করে, আর্টারির প্রান্তভাগের সঙ্কোচ হয়, ফলে ব্লাডপ্রেসারের বৃদ্ধি হয়, নাড়ী ধীর হয়, হার্ট-বিট সতেজ হয়। গ্ল্যাণ্ডের (Hepatic and pancreatic) ক্ষমতা বৃদ্ধি হয়, দ্রুত শ্বাসক্রিয়ার ও শ্বাসকষ্টের হ্রাস হয়,চক্ষু, জরায়ু ইত্যাদির পেশীর সঙ্কোচ হয়, পাকস্থলী, অন্ত্র ও মূত্রনলীর পেশীর শিথিলতা আনয়ন করে।

শরীরে কোনও স্থানের নাক, কান, মুখ, গলা, লেরিংস, পাকস্থলী, রেক্টাম, জরায়ু, মূত্রনলী প্রভৃতির ক্যাপিলারি অর্থাৎ কৈশিক শিরার রক্তস্রাবে যেখানে ইহার বাহ্যিক ব্যবহারের সুবিধা আছে সেখানে প্রয়োগ করিলে অতিশয় শীঘ্র রক্তস্রাব বন্ধ হয়।

চক্ষু, নাসিকা, গলা লেরিংস প্রভৃতি স্থানে যখন রক্ত সম্পূর্ণ বন্ধ করিয়া অস্ত্র চিকিৎসার আবশ্যক হয়, তখন (solution : 10000—1:1000) স্প্রে বা তুলার দ্বারা প্রয়োগে শীঘ্র রক্ত বন্ধ হয়।

নিউরাইটীস, নিউর‍্যালজিয়া, গেঁটেবাত ও পেশীবাতে ইহার অয়েন্টমেন্ট (1—2M. of 100 solution) বাহ্যিক ব্যবহৃত হয়।

ফুসফুসের তরুণ কনজেস্‌সনে ও যেখানে রোগীর অত্যন্ত শ্বাসকষ্ট, দ্রুত শ্বাস-প্রশ্বাস, হার্টফেল হইবার সম্ভাবনা অধিক, তথায়—এড্রিন্যালিন-ক্লোরাইড, ১০ ফোঁটা; ড্রপারে ফোঁটা ফোঁটা করিয়া ১।১ ‌৷০ ঘন্টা অন্তর ২/৩ বার জিহ্বার নীচে দিবেন, বিশেষ উপকার হইবে। হোমিওপ্যাথিতে ঔষধ সেবনের সঙ্গে

প্রয়োজন বিধায় ইহা প্রয়োগে সম্ভবতঃ হোমিও ঔষধের ক্রিয়া আদৌ নষ্ট হইবে না।

এড্রিন্যালিন ঔষধটি—জল, বাতাস, আলোক ইত্যাদি দ্বারা নষ্ট হয় বলিয়া অত্যন্ত সাবধানে রাখিতে হয়।

আভ্যন্তরিক ব্যবহারের নিমিত্ত—৫ হইতে ৩০ ফোটা (of 1:1000 solution) এবং ২য় হইতে ৬ষ্ঠ বিচূর্ণ। Hypodermically 1—5M. 1:1004 solution diluted in water. প্রযোজ্য।

ইস্কিউলাস গ্ল্যাবরা (Aesculas Glabra)—অত্যন্ত যন্ত্রণাদায়ক কাল কিম্বা বেগুনে রঙের বহির্ব্বলীযুক্ত অর্শ, তৎসহ কোষ্ঠবদ্ধ, মাথাঘোরা।

এগেভ এমিরিকানা (Agave Americana)—মুখক্ষত, মুখে ঘা (Scurvy), মাড়ী ফোলে ও রক্ত পড়ে। পায়ে কাল বেগুনে রঙের ফুস্কুড়ি, পায়ে বেদনা হয় ও পা ফোলে, কোষ্ঠবদ্ধ, ক্ষুধা লোপ, গণোরিয়ায় যন্ত্রণাদায়ক লিঙ্গোদগম। ক্রম—θ।

এগ্রসটিমা (Agrostema)—নিম্নশক্তি। ঠিক সোজাভাবে দাঁড়াইতে ভীষণ কষ্ট, মাথাঘোরা, মাথাব্যথা, নীচের মাড়ী হইতে মাথায় তালু পর্যন্ত ভীষণ জ্বালা।

এগ্রাফিস নিউট্যান্স (Agraphis Nutans)—টিংচার এক ফোঁটা মাত্রায় কিম্বা—৩য় শক্তি ; নাসিকা বন্ধ, টনসিলের বিবৃদ্ধি, ঠাণ্ডা লাগিয়া আমযুক্ত উদরাময়, ঠাণ্ডা বাতাস লাগিয়া শীত ও কম্প, গলা ও নাক দিয়া শ্লেষ্মা নির্গমন। শিশুকাল হইতে বোবা, কিন্তু শুনিতে পায়।

এগ্রিমোনিয়া (Agrimonia)—কিড়নীতে বেদনা, হজমশক্তির হ্রাস এবং ভীষণ কষ্টকর ক্ষত। মাদার-টিংচার—১ হইতে ১০ ফোঁটা মাত্রায় দিনে ২/৩ বার প্রযোজ্য।

এম্পিলপসিস (Ampelopsis)—৩য়—৬ষ্ঠ। প্রস্রাবের দোষজনিত শোথ, হাইড্রোসিল এবং স্ক্রফুলাস-ব্যক্তির পুরাতন গলাধরায় ইহা অধিক উপকারী। তদ্ভিন্ন—চক্ষুর পিউপিল বিস্তৃত, বামদিকের পাঁজরায় কষ্ট্যাল প্রদেশে স্পর্শকাতরতা তীক্ষ্ণ বেদনা, কনুইয়ের হাড়ে ও পিঠে এবং সমস্ত অঙ্গে বেদনা, বমি ও বাহ্যের সহিত কোঁথানি, পেটে গড়্‌গড়্‌ শব্দ এই ঔষধের বিশিষ্ট লক্ষণ।

এম্ব্রোসিয়া (Ambrosia)—θ—৩য় শক্তি। হে-ফিভার ও হুপিং-কফে উপকারী। নাক দিয়া জলের মত সর্দ্দি নির্গমন, হাঁচি, ট্রেকিয়া ও শ্বাসনলীর ইরিটেসনসহ হাঁপের মত লক্ষণ প্রকাশ পায় (এরালিয়ার মত), গলা সাঁই-সাঁই করে ও কাশি হয়, নাক দিয়া রক্তস্রাব, এখানে—θ, ১০ ফোঁটা মাত্রায় রক্তস্রাবকালীন ও পরেও সেব্য।

এমিগড্যালাস-পার্সিকা (Amygdalus Parsica) .১×, ৩×। নানাপ্রকারের বমি ও গর্ভাবস্থায় বমিতে ইহা অধিক উপকারী। ছোট ছোট শিশুদের কোনও প্রকার খাদ্য সহ্য হয় না, গ্যাষ্ট্রীক ইরিটেসন। কোনও দ্রব্যের

স্বাদ বা গন্ধ পায় না। মূত্রথলী হইতে রক্তস্রাব (এমিগড্যালাস-এমেরা ৭৮৩ পৃষ্ঠা দেখুন)।

এরিষ্টোলোচিয়া সার্পেন্টেরিয়া (Aristolochia Serpentaria) ক্ষয়কর উদরাময় (গ্রহিণী), অত্যন্ত পেটফোলা ও বায়ু বৃদ্ধি, পেটফাঁপাসহ ডিস্পেপসিয়া, পেটফোলাসহ পেটে কাঁটাছেঁড়া বেদনা।

আর্জ্জেন্ট-ফস (Argent Phosphoricum)—শোথ রোগে ইহাতে প্রস্রাব নিঃসরণে সহায়তা করে।

আর্জ্জেন্ট সিয়ানেটাম (Argent Cyanatum)—এনজাইনা-পেক্টোরিস, হাঁপানি ও অন্ননলীর স্প্যাজমের উৎকৃষ্ট ঔষধ।

আর্জ্জেন্ট আয়োড (Argent Iodatum)—গলদেশে পীড়া, গলাধরা, গ্ল্যান্ড আক্রান্ত।

এসাইমিনা ট্রায়লোবা (Asimena Triloba)—ইহা গলক্ষত, জ্বর বমি, আরক্ত জ্বরের উদ্ভেদ, আরক্ত-জ্বরের মত সাংঘাতিক লক্ষণ, টনসিল ও নিম্ন মাঢ়ীর গ্ল্যাণ্ডের বিবৃদ্ধি (উদরাময়সহ) স্বরভঙ্গ এবং সন্ধ্যায় গায়ের কাপড় খুলিলেই ভীষণ চুলকানি ইত্যাদিতে ব্যবহৃত হয়।

এস্টাকাস ফ্লুভিয়েটাইলিস (Astacus Fluviatilis)—৩—৩০ শক্তি। আমবাতের উৎকৃষ্ট ঔষধ, সমস্ত শরীরে আমবাত ও চুলকানি, ইরিসিপেলাস, আমবাতসহ লিভারের কোনও পীড়া, ঘাড়ের গ্ল্যাণ্ড ফোলা। জ্বর—অন্তরে ভীষণ শীত, বাতাস সহ্য হয় না, উষ্ণজ্বরসহ শিরঃপীড়া। ইহা—Bomdyx এপিস, রসটক্স, ন্যাট-মিউর ও Homarয়ের সদৃশ ঔষধ।

এস্ট্রাগ্যালস (Astragalus Mellisimus)—৩—৬ষ্ঠ শক্তি। পায়ের পেশীর ক্ষমতা হ্রাস, পক্ষাঘাতের মত অবস্থা—ঠিকভাবে চলিতে পারে না। উপর চোয়াল এবং ডান রগ ভারী, বাম ভ্রূর উপর বেদনা ; মুখের হাড়ে ভীষণ বেদনা, পাকস্থলী বোধ হয় যেন একেবারে খালি, পাকস্থলীতে ও অন্ননলীর মধ্যে জ্বালা, ডান পায়ের তলায় জ্বালা।

বেঞ্জিনাম (Benzinum)—৩। ঘরের মেঝে কিম্বা বিছানা থেকে যেন পড়িয়া যাইবে এইরূপ অনুভব। চক্ষু খোলা অবস্থাতেও যেন একটা প্রতিমূর্ত্তি রহিয়াছে এইরূপ ভ্রম দর্শন, উর্দ্ধদিকে তাকাইলে বেদনা ; ঘামের মত উদ্ভেদ নির্গমন।

বেঞ্জিন ডিনিট্রিকাম (Benzin Dinitricum)—অন্ধকার দর্শন, চোখে নানাপ্রকার রঙ দর্শন, রেটিনাইটীস।

বেঞ্জিন-নাইট্রিকাম (Benzin Nitricum)—কালরক্ত—চাপ বাঁধে না, মস্তিষ্কের শিরায় রক্তাধিক্যতা ; ঠোঁট, জিহ্বা চর্ম্ম, নখ, চক্ষু নীলবর্ণ দেখায়, সকল স্থানের শৈরিক রক্তাধিক্য; চর্ম্ম শীতল, নাড়ী সূক্ষ্ম ও দুর্ব্বল, শ্বাস-প্রশ্বাস ধীর ও অনিয়মিত, অজ্ঞান, কোমা। পিউপিল বিস্তৃত, চক্ষুগোলক উর্দ্ধদিকে ঘোরে।

বার্ব্বেরিস একুইফোলিয়ম (Berberis Aquifolium)—১ x। সেকেণ্ডারি সিফিলিস, পৈত্তিক শিরঃপীড়া, কানের উপর কিছু বাঁধা আছে অনুভব, জিহ্বায় পুরু ময়লা, পাকস্থলীতে জ্বালা, আহারের পর গা-বমি ও ক্ষুধা।

প্রস্রাবে ঘন শ্লেষ্মা, ছুঁচফোটান বেদনা, তলানীতে ময়দার মত পদার্থ, শুষ্ক একজিমা, ঘামাচির মত (rough scaly) উদ্ভেদ, মাথার উপরের উদ্ভেদ—মুখে ও ঘাড়ে বিস্তৃতি, সেরাইসিস, বুকে টিউমার।

বোরিকাম-এসিড (Boricum Acid)—৩। জরায়ুতে বেদনাসহ ঘন ঘন প্রস্রাবের বেগ। বহুমূত্র, জিহ্বা শুষ্ক, লাল ও ফাটা ফাটা। ক্রণিক-সিষ্টাইটীসে (মূত্রাশয় প্রদাহে) ১ চামচ আদত বোরিক এসিড এক গ্লাস গরম দুধে দিয়া সেবনে উপকার হয়। বোরো-গ্লিসারিণ—ইহা এন্টিসেপটিক এবং জিহ্বায় ঘায়ে ব্যবহৃত হয় (গ্লিসারিণ ১ আউন্স বোরিক ২০ গ্রেণ) ক্যালি-ক্লোর—৪০৫ পৃষ্ঠা দেখুন।

ব্র্যাকিগ্লুটিস (Brachiglottis)—৩। মূত্রনলীর গ্রীবাদেশে চাপবোধ ও প্রস্রাবের বেগ, ইউরেথ্রায় ক্ষতের মত বেদনা, বোধ হয় যেন প্রস্রাবের বেগ ধারণ করিতে পারিবে না। এলবুমিনুরিয়া, প্রস্রাবে মিলকাস-কারপসলস, এপিথিলিয়াম, এলবুমেন ও কষ্টেস। রাইটার্সক্র্যা—আঙুলে, বৃদ্ধ আঙ্গুলে ও কব্জিতে লিখিবার সময় খিলধরা বেদনা।

বোলডো (Boldo)—নিম্নশক্তি। লিভারের স্থানে তরুণ কলিকের মত বেদনা, কলি-সিষ্টাইটীস, ব্লাডার পেশীর দুর্ব্বলতা, পিত্ত-পাথরী।

বোথ্রপস (Bothrops Lanciolatus)—রক্তস্রাব প্রবণ ধাতুর ব্যক্তির কোনও পীড়ার সেপটিক অবস্থায় ব্যবহার্য্য। শরীরের সকল দ্বার দিয়া রক্তস্রাব, গায়ে কাল দাগ, স্নায়বিক কম্পন, দিবান্ধতা, মুখফোলা ও থমথমে, গলার মধ্যে লাল, শুষ্ক ও সঙ্কুচিতবোধ, গিলিতে অক্ষমতা, তরল পানীয়ও গিলিতে পারে না, ভীষণ রক্তবমি, কালরঙের বমি, পেটের অত্যন্ত ফাঁপ ও শক্তভাবের সহিত রক্তবাহ্যে, সাংঘাতিক ইরিসিপেলাস, গ্যাংগ্রীণ, গায়ের চর্ম্ম ফোলা, কাল কিম্বা নীলবর্ণ দেখায়, রক্তস্রাব হইয়া শরীর ঠাণ্ডা হইয়া যায়। ক্রম—৬—৩০ শক্তি।

বিউটিরিক-এসিড (Butyric Acid)—৩। আত্মহত্যার চিন্তা, সামান্য কিছুতেই ক্লান্তি, সর্ব্বদাই মনে হয় ও নার্ভাসনেস, শিরঃপীড়া, পেটে অত্যধিক গ্যাস, ক্ষুধালোপ, পাকস্থলীর উর্দ্ধাংশে কামড়ানি বেদনা, পাকস্থলী সর্ব্বদাই ভারীবোধ ও যেন পূর্ণ, নাভীর নীচে খামচানি বেদনা, বাহ্যে অনিয়মিত, মলত্যাগ বেদনা। কোমরের বেদনা চলিলে বাড়ে, পাছার নিম্নভাগ হইতে নিম্নাঙ্গে বেদনা, অনিদ্রা—ঘুমাইলে ভয়ানক স্বপ্ন। সামান্য পরিশ্রমেই ঘর্ম্ম, পায়ের তলায় অত্যধিক দুর্গন্ধ ঘর্ম্ম ইত্যাদি এই ঔষধের লক্ষণ।

ক্যাজুপুটাম (Cajuputum)—১ম—৩য় শক্তি। অত্যধিক ঘর্ম্ম, স্নায়বিক পীড়া, স্নায়বিক শ্বাসকৃচ্ছ্রতা, সর্ব্বদাই শ্বাসবন্ধ হইবার মত অনুভব (sensation of choking), ইসোফেগাসের আক্ষেপিক ষ্ট্রীকচার, জিহ্বা বোধহয় যেন ফুলিয়াছে এবং সমস্ত মুখ পূর্ণ করিয়া ফেলিয়াছে। সামান্য ক্রোধ হইলেই হিক্কা। পেট ফুলিয়া শক্ত ও কলিক বেদনা (টেরিবিন্থ, বিড়ালের প্রস্রাবের মত প্রস্রাবের দুর্গন্ধ। আক্ষেপিক-কলেরা।

কার্ব্বোনিয়ম-অক্স (Carbonium Oxygenisaum)—১ম শক্তি। অনিদ্রা। জ্ঞানশক্তির লোপ, দাঁতিলাগা, চোয়ালধরা, মাঢ়ী দৃঢ়রূপে বন্ধ এবং

হার্পিস-জোষ্টার (বর্ত্তুল আকার বিসর্পিকা), পেম্পিগাস (পোড়া নারাঙ্গা) ও কয়েকদিন পর্য্যন্ত অনবরত ঘুম-ঘুমভাব ইত্যাদিতে ইহা ব্যবহারে সুফল দান করে।

কার্ব্বোনিয়ম-সলফ (Carbonium Sulp nuratum)—১ম শক্তি। মদ্যপান করিয়া স্বাস্থ্য নষ্ট, শীতকাতর ব্যক্তি, পুরাতন বাত, ঠাণ্ডা সহ্য হয় না, শরীরের স্বাভাবিক তাপের হ্রাস, প্রতি ৪ হইতে ৬ সপ্তাহের মধ্যে উদরাময়, ধ্বজভঙ্গ, সঙ্গম ইচ্ছা লোপ, লিঙ্গের খর্ব্বতা, সর্ব্বদাই ধাতুস্খলন। সায়েটিকা, উড়ো-বেদনা—নিয়মিতভাবে আসে ও অনেকক্ষণ থাকে, নিম্নাঙ্গে বেদনা তৎসহ সড়সড়ানি ও আক্ষেপ, বিদ্যুৎগতির মত বেদনা তৎসহ স্প্যাজম, প্রত্যঙ্গে থেৎলানি বেদনা, হাত ও বাহুর স্পর্শশক্তি লোপ, কাণ বোধ হয় যেন বন্ধ, কাণে নানা প্রকার শব্দ, ঠোঁটে ক্ষত, জিহ্বা ও মুখের ভিতরের অসাড়তা এবং চক্ষুর নানাপ্রকার পীড়া—অদূরদৃষ্টি, এস্‌থেনোপিয়া, অপটিকা ডিস্কের খর্ব্বতা ও অসচ্ছতা, আটারিও ভেনের কনজেস্‌সন, রেটিনার কনজেস্‌সন, বস্তু যেন কুয়াশার মধ্য দিয়া দর্শন, দৃষ্টি সম্পূর্ণ লোপ, নানাপ্রকার রঙ দর্শন ইত্যাদিতে ইহা ব্যবহৃত হয়। ইহা সেবনে ক্যানসারের বৃদ্ধি বন্ধ হয়।

ক্যাষ্টর-ইকুই (Castor Equi)—৬-১২ শক্তি। কোনও পীড়ায় চর্ম্ম ও উপত্বক (epithelium) পুরু হইলেই ইহা ব্যবহৃত হয়, এতদ্ভিন্ন স্তনের বোঁটায় ক্ষত ও ফাটা তাহাতে অত্যন্ত বেদনা, স্তন ফোলে, স্তন অত্যন্ত চুলকায় ও স্তনের ভেলা লাল হইয়া উঠে।

ক্যাহিন্‌কা (Cahinca)—৩য় ও নিম্নশক্তি। সাধারণতঃ শোথ রোগেই ইহা ব্যবহৃত হয়। এলবুমিনুরিয়া পীড়ায় অত্যন্ত শ্বাসকষ্ট, রাত্রিতে শুইতে পারে না, উদরী ও সমস্ত শরীর ফোলা, চর্ম্ম শুষ্ক। সর্ব্বদাই প্রস্রাবত্যাগের ইচ্ছা, ভ্রমণকালের বহুমূত্রের মত প্রস্রাব হইতে থাকে, প্রস্রাব আগুনের মত গরম, মূত্রনলী জ্বালা করে, কিড়নীর স্থানে বেদনা।

সেনক্রিস-কনটরটিকস্ (Cenchris Contortix)—৬ষ্ঠ শক্তি। ইহা সর্পবিষ হইতে প্রস্তুত এবং আর্সেনিকের ও ল্যাকেসিসেস লক্ষণ ইহাতে পাওয়া যায়। শ্বাসকষ্ট ও হাঁইপাঁই করা, শারীরিক ও মানসিক অস্থিরতা, পিপাসায় অল্প জলপান করা ইত্যাদি আর্সেনিকে এবং ল্যাকেসিসের—কাপড় আলগা করিয়া খুলিয়া রাখা লক্ষণ ইহার মধ্যে আছে। পুরুষ ও স্ত্রী উভয়ই sexয়েরই কাম ইচ্ছা ইহাতে বর্দ্ধিত হয়; ডান ওভেরিতে বেদনা। ভয়াবহ স্বপ্ন দেখে ও তাহা যেন প্রত্যক্ষ বলিয়া বোধ হয়।

চেনোপোডিয়ম-এনথেল (Chenopodium Anthelmin)—৩য় শক্তি। স্ক্যাপুলা অস্থিতে বেদনা। ইহাতে এপোপ্লেক্সি অনেক সদৃশ লক্ষণ দৃষ্ট হয়। হঠাৎ মাথাঘোরে, ডান অর্দ্ধাঙ্গের পক্ষাঘাত, এফেসিয়া, গলা ঘড় ঘড় (ওপিয়ম) প্রভৃতি। কাণে গুণ গুণ বোঁ বোঁ শব্দ যেন গাড়ী চলিতেছে, ডান স্কন্ধাস্থির কোণও মেরুদণ্ড ইহার মধ্যে তীক্ষ্ণ বেদনা, উহা বুকের মধ্যেও অনুভব হয়। (বাম স্কন্ধাস্থির কোণের বেদনায়—চেনোপোডগ্লসি-য়্যাফিস), টনসিলের বিবৃদ্ধি প্রভৃতি ইহার লক্ষণ।

চিলোন (Chelone)—θ, ১ হইতে ৫ ফোঁটা। লিভারের বাম লোবের তীক্ষ্ণ বেদনায় ও সেই বেদনা নিম্নে বিস্তৃত হইলে উপকারী।

কোলেষ্টেরিণাম (Cholesterinum)—লিভারের ক্যানসারের উৎকৃষ্ট ঔষধ। লিভার অত্যন্ত বড় হয়, (obstinate hepatic enlargement) লিভারের পাশে জ্বালাজনক বেদনা, চলিবার সময় বেদনার জন্য হাত দিয়া চাপিয়া ধরে। এতদ্ভিন্ন চক্ষুর ভাইটিয়সের অসচ্ছতা, ন্যাবা, পিত্ত পাথরীর ও ইহা উৎকৃষ্ট ঔষধ। ক্রম—৩ × শক্তি ও ৬ × শক্তি অধিক উপকারী।

ক্রমিক-এসিড (Acid Chromic)—৩ ×-৬×। ডিপথেরিয়া, গলক্ষত, নাসিকার ভিতর ক্ষত ও মামড়িপড়া, ওজিনা, দুর্গন্ধ, নাসিকাস্রাব, রক্তমিশ্রিত দুর্গন্ধ লোচিয়া, নাসিকার ভিতর টিউমার ; কাঁধে, পিটে, ঘাড়ে বেদনা, হাঁটুতে ও পায়ের তলায় বেদনা ; মাথাঘোরে ও গা-বমি বমিসহ অনবরত অধিক পরিমাণে তরল বাহ্যে, রক্তস্রাবীয় অন্তর্ব্বলীযুক্ত অর্শ ইত্যাদির ঔষধ।

ক্রমিয়ম-সলফেট (Chromium Sulph)—গলগণ্ড, প্রষ্টেট-গ্ল্যাণ্ডের বিবৃদ্ধি, লিঙ্গমুণ্ড-ত্বকে দাদ, ঘাড় বাঁকা (wrineck) এবং যেখানে স্নায়ুশক্তি হ্রাস হইয়াছে, সেখানে ইহা নার্ভ-টনিকরূপে ব্যবহৃত হয়। টাইফয়েড টিউমার ও শিশু পক্ষাঘাতেরও ইহা উৎকৃষ্ট ঔষধ। ক্রুড বা ১ ×—৩ শক্তি ৫ গ্রেণ মাত্রায় আহারের পর ও শয়নকালীন সেব্য।

কোকেন (Cocaine)—নিম্নশক্তি। মনে হয় যেন কোনও ছোট ছোট বস্তু বা পোকা চামড়ার নীচে রহিয়াছে। বাচালতা, অনবরত বকে, সর্ব্বদাই কিছু অধিক করিবার ইচ্ছা, ভয়ানক অবাস্তব বস্তুর কল্পনা, অসংখ্য ছারপোকা বা পোকা যেন দেখিতে পায় কিম্বা অনুভব করে। বিবেচনা করে যেন কেহ তাহার সম্বন্ধে অপ্রীতিকর মন্তব্য সমূহ বলিতেছে ও সে তাহার কাণে সেই প্রকার শুনিতেছে, ভাল মন্দ বিচার করিবার ক্ষমতা লোপ, অবাস্তব বিষয়ের কল্পনা কাণে শোনে। গ্লুকোমা, ঘনত্বের বা কঠিনতার বিবৃদ্ধি (increased tension) কর্ণিয়ার স্বাভাবিক শক্তির হ্রাস, স্থির দৃষ্টি। গলা—শুষ্ক, জ্বালা ও কুটকুট করে সঙ্কুচিত, গলাধঃকরণ পেশীর-পক্ষাঘাত কথা কহিতে কষ্ট, অন্ত্র, ফুসফুস ও পাকস্থলী হইতে রক্তস্রাব ; বৃদ্ধদের কম্পন, হাত ও নাক মুখ, বাহুর অসাড়তা ইত্যাদি এই প্রকারের কতকগুলি পীড়ায় ও লক্ষণে ইহা ব্যবহৃত হয়।

কোডিনাম (Codeinum)—৩য় শক্তির সিকি গ্রেণ মাত্রায় ব্যবহার্য্য। ইহার প্রধান লক্ষণ—সমস্ত শরীর কাঁপে, হাতে ও নিম্নাঙ্গের পেশীসমূহ অজ্ঞাতসারে নাচে। চুলকানি (itching) তৎসহ গরমভাব, অসাড়তা ও কাটাবেঁধার মত যন্ত্রণা। চক্ষুর পাতা নাচে। পাকস্থলীর উর্দ্ধে আক্ষেপিক বেদনা, ঢেকুর, অত্যন্ত পিপাসা, তিক্ত বস্তু গ্রহণে ইচ্ছা, রাত্রে উত্তেজক কাশি, পূঁযের মত গয়ার উঠে, থাইসিসের কাশি রাত্রিতে বৃদ্ধি ইত্যাদি এই ঔষধের লক্ষণ।

ক্যাসটেনিয়া-ভেস্কা (Castanea Vesca)—θ, হুপিং-কাশির প্রথমাবস্থায় অত্যন্ত আক্ষেপিক শুষ্ক কাশি, পিপাসা, উদরাময়, কোমরে ব্যথা, সোজা হইতে পারে না।

কটিলিডন (Cotyledon)—θ—৩। বুক থেকে স্কন্ধাস্থি পর্য্যন্ত কিম্বা স্কন্ধাস্থি হইতে বাম বুকে এবং বাম স্তনের নীচে ও ডান বুকে বেদনা।

কিউকুরবিটা (Cucurbita)—বয়স্কের টেপ্‌ওয়ারমের জন্য—২ আঃ (এক ছটাক) লাউবীজ আগুনে ঝলসাইয়া উপরের খোলা ফেলিয়া দিয়া পিষিয়া ২।৩টী নারিকেলের দুধের সঙ্গে মিশাইয়া খালিপেটে খাইয়া ১২ ঘন্টা উপবাস দিলে ইহার মধ্যে ২।৩ বার বাহ্যে হইবে, বাহ্যে না হইলে একটা মৃদু জোলাপ দিবেন। (ক্যাষ্টর-অয়েলের জোলাপ হইলেও হইবে ৩২৫ পৃষ্ঠায় ফিলিক্স-মাস—দেখুন।

কুপ্রম এসেট (Cuprum Acet)—৬—৩০। পাকস্থলীতে ও তলপেটে ভয়ানক আক্ষেপিক বেদনা; বমি, বামদিকের রগে ভীষণ বেদনা, অনবরত, জিহ্বা বাহির ও ভিতরে প্রবেশ করায়। কুষ্ঠের মত উদ্ভেদ, চুলকানি থাকে না।

ড্যাফনি-ইণ্ডিকা (Daphne Indica)—১—৬ষ্ঠ ও ৩০ শক্তি। ডান বৃদ্ধ আঙ্গুল (toe) ফোলা ও বেদনা, উরুতে ও হাঁটুতে বাত বেদনা, আদৌ নিদ্রা নাই, অনেক সময় হাড়ের কামড়ানি বেদনার জন্য নিদ্রা হয় না। বেদনা উর্দ্ধে পেটে ও হৃৎপিণ্ডে যায়। তীরবেঁধার মত বেদনা দ্রুত স্থান পরিবর্ত্তন করে।

ডাটুরা আরবোরিয়া (Datura Arborea)—মাথাব্যথা, বুকজ্বাল, পাকস্থলীর উর্দ্ধাংশে জ্বালা—উহা অন্ননলী পর্য্যন্ত বিস্তৃত এবং সেই স্থান সঙ্কুচিত বোধ হয়।

ডরিফোরা (Doryphora)—৬—৩০ শক্তি। এই নতুন ঔষধটি সাধারণতঃ মূত্রযন্ত্রের উপরেই অধিকতর ক্রিয়া প্রকাশ করে এবংয় গণোরিয়া ও গ্লীটষ্টেজেই অধিক উপকার হয়। প্রস্রাবে কষ্ট, ইউরেথ্রার প্রদাহ এবং প্রস্রাবত্যাগকালে তীব্র যন্ত্রণা, কোমরে বেদনা, হস্তপদাদি ও অঙ্গের ভীষণ কম্পন, শরীর ফুলিয়া যাওয়া, শরীরে জ্বালা ইত্যাদিতেও উপকারী।

এফিড্রিণ (Ephidrine)—১ ×, ২×, ৩×,। ঐ এই বিচূর্ণ ঔষধটী—হাঁপানি ও নিমোনিয়াতেও সুফলের সহিত ব্যবহৃত হয়। এলোপ্যাথিকে বহুদিন হইতে ইহা হে-ফিভার, হাঁপানি, হৃৎপিণ্ডের ও শ্বাসযন্ত্র সম্বন্ধীয় পীড়ায় ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। শক্তিকৃত ঔষধে ১ × শক্তির ২ গ্রেণ মাত্রায় ১ ঘন্টা অন্তর ২। ৩ মাত্রা সেবনেই হাঁপানির উপসর্গের উপশম হইবে। নিমোনিয়াতে ডাক্তার W. Nuss. M.D. ইহার উচ্চ প্রশংসা করেন। ইহা ৪। ৫ দিন ব্যবহারে প্রবল জ্বরেরও উপশম হয়।

এফিড্রা নেব্রুডেনসিস (Ephedra Nebrudensis)—θ। এই ঔষধটীতে যেখানে হৃৎপিণ্ড সাংঘাতিকভাবে আক্রান্ত হয় এবং তজ্জন্য শ্বাসপ্রশ্বাসে কষ্ট, ভীষণ হৃৎস্পন্দন, হৃৎশূল-বেদনা ও হাঁপানীর লক্ষণ (Cardiac Asthma) প্রকাশ পায়, তথায় ইহাতে বিশেষ উপকার হইবে। হাঁপানিতে—এফিড্রিণ প্রয়োগ করিয়া কষ্টকর উপসর্গ সমূহের উপশম হইলে তাহার পর ইহার—θ, ১০ ফোঁটা মাত্রায় প্রত্যহ ৩ বার, এক সপ্তাহ পরে ৫ ফোঁটা ২ বার করিয়া ১ মাস, তৎপরে ১ বার করিয়া ১ মাস ব্যবহারে হাঁপানি ও

হৃৎপিণ্ডের দোষ সম্পূর্ণ আরোগ্য হইবে। কলিকাতাস্থ ডাঃ এস. সি. দে ইহা প্রথমে প্রকাশিত করেন।

এমেটিন (Emetine)—১ ×, রক্তামাশয়ে এলোপ্যাথিতে ইঞ্জেকসন হয়, হোমিওপ্যাথিতে—ইহা এমিবিক-ডিসেন্ট্রিতে বিশেষ উপকার সাধন করে। পায়োরিয়ার (দন্ত হইতে পূঁয রক্ত পড়ায়) ইহা উৎকৃষ্ট ঔষধ, প্রথমে অর্দ্ধগ্রেণ মাত্রায় ৩ দিন সেবন করিয়া ক্রমশঃ মাত্রা হ্রাস করিবেন।

এপিফেগাস (Epiphegus)—৩-৩০ শক্তি। জিহ্বায় হলদে ময়লা, তিক্ত আস্বাদ, আহারের পর নিদ্রাবেশ, তরল বাহ্যে (sub-involution with painful menses), মুখের লালা চট্‌চটে, অনবরত থুথু ফেলে। শারীরিক বা মানসিক পরিশ্রমের পর মাথাধরা তৎসঙ্গে ক্ষুধা, দুর্ব্বলতা।

ইরিজিরণ (Erigeron)—θ—৩য় শক্তি। রক্তপ্রদর, অত্যধিক শ্বেতপ্রদর স্রাব, রক্তাক্ত প্রসবান্তিক, ক্লেদস্রাব, সামান্য নড়িলেই বৃদ্ধি হয়। প্রস্রাব যন্ত্রের ইরিটেসনসহ লিউকোরিয়া, গর্ভিণীদের দুর্ব্বল জরায়ু, সামান্য একটুতেই রক্তস্রাব হয়। অত্যন্ত সাংঘাতিক পেটফাঁপায় এক ড্রাম ইরিজিরণ-অয়েল ও একটা ডিমের হলদে অংশ—এক পাঁইট দুধের সহিত মিশাইয়া মলদ্বারে এনিমা দিলে উপকার হইবে। পেটফাঁপায়—আভ্যন্তরিক—১ × সেব্য।

ইরিওডিকটিয়ন (Eriodictyon)—θ—১ম শক্তি। হাঁপানি, গলায় সাঁই সাঁই শব্দ ও ব্রঙ্কাইটীস, ব্রঙ্কিয়াল থাইসিস, নিশাঘর্ম, শরীর ক্রমশঃ শুকাইয়া যায়, ইনফ্লুয়েঞ্জার পর কাশি। গলা ও মুখের ভিতর জ্বালা, সকালে মুখ বিস্বাদ, হাঁচিসহ নাসিকায় তরুণ সর্দ্দি। ইহার অন্য নাম—Yebra santa. (জার্ব্বাস্যানটা)।

ইরিনজিয়ম (Eryngium)—লেরিংস, স্বরযন্ত্র ও গলা যেন চাঁচিয়া লইয়াছে এরূপ বেদনা। আক্ষেপিক ষ্ট্রীকচার, মূত্রপাথরী, কিডনীর কনজেসসন; সামান্য কারণেই শুক্রবৎ পদার্থ। (প্রষ্টেট-ফ্লুইড) বাহির হয়, লিঙ্গোদ্রেক না হইয়া স্বপ্নদোষ। ক্রম—θ,—৩য় শক্তি।

ইউক্যালিপটাস ((Eucaliptus)—θ, ১×-৩× ও নিম্নশক্তি। বৃদ্ধদের ব্রঙ্কাইটীস, হাঁপানি, বুক ধড়ফড় ও অত্যন্ত শ্বাসকষ্টসহ হাঁপানি পীড়া, ব্রঙ্কোরিয়া, সর্দ্দিতে পূঁয ও শ্লেষ্মা মিশ্রিত গয়ার (অয়েল-ইউক্যালিপটাস—৫ ফোঁটা মাত্রায় সিরাপ টলুর সহিত সেবন এবং ইহার লিনিমেন্ট বাহ্যিক ব্যবহারে পচা সর্দ্দিতে উপকার হয়। (৪৯৭ পৃষ্ঠা দেখুন)।

ইউজিনিয়া (Eugenia Jambos)—নিম্নশক্তি। এই ঔষধটি ধুমপানে গা-বমি-বমির উপশম হওয়া, গরম অশ্রুস্রাব, রাত্রিতে পায়ের তলায় ও পায়ের ভীষণ খিলধরা বেদনা, দুই আঙ্গুলের মধ্যে ও ফাটা ক্ষতে এবং নখ থেকে মাংস খসিয়া যাওয়া ও পূঁয হওয়া, এই কয়টি পীড়ায় ব্যবহারের উপকার হইবে।

ফর্ম্মিকা-রুফা (Formica Rufa) —৬-৩০। বাত, গেঁটেবাত, বহু পুরাতন বাত, গাঁট শক্ত, টেনে খেঁচেধরা বেদনা, নড়াচড়ায় বৃদ্ধি এবং চাপে উপশম, ডানদিকে অধিক আক্রান্ত। ইহা পলিপ অর্থাৎ গ্যাজের মত টিউমারের

উৎকৃষ্ট ঔষধ; কাণে গুণ্ গুণ শব্দ বোধ হয় যেন কান ফুলিয়াছে; পাকস্থলীর উৰ্দ্ধাংশে (at the cardiac end) সৰ্ব্বদাই চাপবোধ ও তলায় জ্বালা, মাথাবেদনাসহ গা-বমি এবং হলদে রঙের শ্লেষ্মাযুক্ত বমি, বাহ্যের পূর্ব্বে পেট বেদনা, সঙ্কোচন বোধ, নিম্নাঙ্গের দুৰ্ব্বলতা, উরুসন্ধিতে বেদনা, বুকে চাপবোধ, প্লুরায় বেদনা, শুক্রক্ষরণ, দুৰ্ব্বলতা (ফৰ্ম্মিক-এসিডে—পেশীর ক্ষমতা বৃদ্ধি ও ক্লান্তি দূর করে, ৩য় কিম্বা ৪র্থ শক্তির সমশক্তি ঔষধ ইন্জেকসনে—টিউবার্কিউলিস, পুরাতন নেফ্রাইটীস ও কার্সিনোমা বা ক্যান্সার আরোগ্য হয়)।

ফ্যাগোপাইরাম (Fagopyrum)—৩-১২ × শক্তি। এই ঔষধটীর প্রধান ক্রিয়া-চর্ম্মের উপর এবং হেলোনিয়াস ও ক্যালেডিয়মের মত যোনিদেশে ভীষণ চুলকানির উৎপত্তি হয়, এইজন্য ইহা প্রুরাইটীসের উৎকৃষ্ট ঔষধ। এতদ্ভিন্ন.আর্টারির দ্রুতগতি, (visible pulsation), নাক দিয়া বেগে সর্দ্দি ঝরা, দুর্গন্ধ স্রাব, চুলকানিযুক্ত ইরিথিমা, বৃদ্ধ বয়সের প্রুরাইটীস, স্ত্রীলোকের প্রুরাইটীসসহ হলদে রঙের প্রদরস্রাব, নাসিকার সর্দ্দি শুকাইয়া মামড়িপড়া, নাসিকা-মধ্যে দানা দানা উদ্ভেদ নির্গমন ও চুলকানি এবং হৃৎপীড়ায় হৃৎপিণ্ডের চারিদিকে বেদনা—উহা-শুইলে উপশম ও বাম কাঁধে পর্য্যন্ত বিস্তৃতি,বুক চাপিয়া ধরার মত বোধ হওয়া, প্রবল বুক ধড়ফড়ানি; নাড়ী সবিরাম ও অসম ইত্যাদিরও উৎকৃষ্ট ঔষধ।

ফিউলিগো-লিগনি (Fuligo Ligni)—৬ × বিচূর্ণ; গ্ল্যাণ্ডের ও শ্লৈষ্মিক-ঝিল্লীর পীড়া, দুরোরোগ্য ক্ষত, একশিরা, একজিমা, যোনির প্রুরাইটীস, জরায়ুর রজঃস্রাব, ক্যান্সার, অণ্ডকোষের ক্যান্সার, এপিথিলিয়্যাল-ক্যান্সার, রক্তস্রাবসহ জরায়ুর ক্যান্সার, আত্মহত্যার চিন্তা প্রভৃতি উপকারী, ক্রিয়োজোটের সদৃশ ঔষধ।

ফিউকাস-ভেসিকিউলোসাস (Fucous Vesiculosus)—স্থূলকায়ত্ব ও গলগণ্ডের এবং অত্যন্ত কষ্টকর কোষ্ঠবদ্ধে উৎকৃষ্ট ঔষধ ১ চা চামচ পরিমাণে টিংচার একটু জলসহ দিনে ৩ বার সেব্য।

গ্যালিয়ম-এপেরিণ (Galium Aparine)—ক্যান্সারের মত ক্ষত এবং জিহ্বার উপর টিউমারের জন্য ব্যবহৃত হয়। মাত্রা—১ ড্রাম তরল সার, ১ কাপ দুধকিম্বা জলের সঙ্গে দিনে ৩ বার সেব্য।

গলথেরিয়া (Gaultheria)—ভীষণ তরুণ পাকাশয়-শূল বেদনা, অদম্য ক্ষুধা, নিম্নোদরে তীব্র বেদনা, অদম্য বমি, অদম্য রতিক্রিয়ার ইচ্ছা। ১ × শক্তির ৪ / ৫ ফোঁটা মাত্রায় প্রতিবারে ব্যবহার্য্য।

জেনসিয়ানা-লুটিয়া (Gentiana Lutea)—১ × হইতে ৩ × বিচূর্ণ—পাকস্থলীর পীড়ায় উপকারী। ইহাতে ক্ষুধা বৃদ্ধি ও টনিকের মত ক্রিয়া হয়, নাভীর স্থানে স্পর্শাসহিষ্ণু বেদনা (Gentiana Quinique Flora—সবিরাম-জ্বর ডিস্পেপ্সিয়া ও শিশু কলেরার ঔষধ।

জিনসেং (Ginseng)—θ—৩য়। পুংজননেন্দ্রিয়ের দুৰ্ব্বলতা, ইন্দ্রিয়ের উত্তেজনা, অনবরত শুক্রক্ষয় হইয়া বাত, হিক্কা (৫১০ পৃঃ দেখুন)।

গুয়েকো (Guaco)—৩য়—৬ষ্ঠ শক্তি। মেরুদণ্ডের ইরিটেসন, জিহ্বা-ভারী, নাড়িতে কষ্ট, ট্রেকিয়া ও লেরিংস সঙ্কুচিত, গিলিতে কষ্ট, প্রস্রাব ধোঁয়ার মত, প্রস্রাবে ফস্ফেট ; ডেল্টয়েড পেশী,কাঁধ কনুই, আঙ্গুল, গোড়ালী ও পায়ের তলায় বেদনা (Guaiacol)—গণোরিয়াল-একশিরা প্রদাহ—৩০ ভাগ ভ্যাসেলিনে—২ ভাগ—θ দিয়া বাহ্যিক প্রয়োগ।

জিমনোক্ল্যাডস (Gymnocladus)—নিম্নশক্তি। গলক্ষত, মুখগহ্বর, ও টনসিল লাল, মুখ ইরিসিপেলাসের মত ফোলা, গলায় সর্দ্দি জমে ও অনবরত কফ তুলিবার চেষ্টা করে।

হিডিওমা (Hedeoma)—নিম্নশক্তি। কিড্নী হইতে মূত্রনলী পর্য্যন্ত টানিয়া ধরার মত বেদনা, বাম ইউরেটারে বেদনা, বাম কিড্নীর উপরে জ্বালাযুক্ত বেদনা, পেটফাঁপাসহ ভীষণ কলিক-বেদনা, প্রস্রাবে লালবর্ণের বালীকণার মত পদার্থ, ইউরেটারের মধ্যে বেদনা, গ্যাস্ট্রাইটীস—কিছু খাইলেই পেট বেদনা, (Argimonia—θ, ১ হইতে ১০ ফোঁটা—কিড্নীতে বেদনা, ও গরহজম ও কষ্টকর ঋতু।

হেপাটিকা (Hepatica)—২য়, ৩য় ও নিম্নশক্তি। ফারিণ্জাইটীস, গলাধরা, গলমধ্যে ইরিটেসন হয় ও কুটকুট করে, গলার ভিতরে যেন কেহ চাঁচিয়া লইয়াছে বা কর্কশ বোধ হয়, গলায় চটচটে আঠাল সর্দ্দি জমে ও ক্রমাগত গলা খেঁকরায়। আলজিবের গোড়ায় যেন কোনও খাদ্যের অংশ আটকাইয়া আছে ; গয়ারের স্বাদ মিষ্ট ও অধিক পরিমাণে শ্লেষ্মা উঠে।

হিপোম্যানেস (Hippomanes)—৬। প্রস্টেষ্ট গ্ল্যাণ্ডের প্রদাহ রতিক্রিয়ার ইচ্ছা বৃদ্ধি, হাতের কজিতে ভীষণ বেদনা। কজির পক্ষাঘাতে কজি বোধ হয় যেন মচকাইয়া গিয়াছে, হাতে ও আঙ্গুলে বেদনা। পায়ের গাঁটের ও পায়ের তলায় অত্যন্ত দুৰ্ব্বলতা।

হিপোজিনিয়াম (Hippozaenium)—৩০। ওজিনা, গণ্ডমালা, পাইমিয়া ও সাংঘাতিক প্রকারের ইরিসিপেলাসে ইহা ব্যবহৃত হয়। নাসিকা লাল ও ফোলা, সর্দ্দি, নাসিকাস্রাবে নাসিকা হাজিয়া যায়, নাসিকার ক্ষত হইতে রক্তস্রাব, স্রাবে দুর্গন্ধ। ফ্যারিংসের ঠিক সম্মুখ অংশে ক্ষত ও প্যাপিউলস, মুখের সমস্ত গ্ল্যাণ্ড্ ফোলা ও বেদনা, উহা ফোড়ায় পরিণত হয়, ব্রঙ্কিয়্যাল-এজ্মা, বৃদ্ধদের ব্রঙ্কাইটীস।

হিমাটক্সিলন (Haematoxylon)—৩য় শক্তি। শরীরের কোনও স্থানে সংরুদ্ধ (constriction) ভাবই ইহার প্রধান লক্ষণ। বুকের চারিপাশে যেন একটা মোটা হুড়কো চাপা আছে। হৃৎশূল বেদনা, বুকের উক্ত সংরুদ্ধভাব নিম্নোদরে পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়, বুকের ক্ষতের মত বেদনা,প্যাল্পিটেসন। পাকস্থলী স্ফীত ও বেদনাযুক্ত, পেটফাঁপে, কলিক বেদনা ধরে। স্ত্রীলোকের ঋতুকালীন দুৰ্ব্বলতা বোধসহ—জরায়ু বাহির হইয়া পড়িবার মত অনুভব, পেটের উপরাংশে বেদনা, তৎসহ চটচটে শ্বেত-প্রদর।

হোমারস (Homarus)—৩য় , ৬ষ্ঠ শক্তি। সম্মুখ রগে ও দুই পার্শ্বে বেদনা, চোখের মধ্যে বেদনা, ক্ষতের মধ্যে বেদনা ও জ্বালা, পাকস্থলীতে ও পেটে বেদনা, কিছু খাইলে কম হয়।

হাইড্র্যাসটিনাম-মিউর (Hydrastinum Mur)—৩য় বিচূর্ণ। পাকস্থলীর বিবৃদ্ধি তৎসহ পুরাতন অজীর্ণ দোষ।

হাইড্রাসটিন-সল্ফ (Hydrastin Sulph)—১ ×। টাইফয়েড এবং গ্যাষ্ট্রীক অল্সার ইত্যাদিতে মলদ্বার দিয়া আলকাতরার মত কাল বা উজ্জ্বল রক্তস্রাবে বিশেষ উপকারী। ক্রোটেলাস, ইল্যাপ্স ইত্যাদি বিফল হইলে ইহা প্রয়োগ করিবেন।

হাইড্র্যাসটিনাম (Hydrastinum)—৩ × বিচূর্ণ। নানাপ্রকার রক্তস্রাব, সাংঘাতিক রক্ত-প্রদর, মলদ্বার দিয়া রক্তস্রাব।

হাইড্রোফেতবিনাম (Hydrophobinum)—৩০, ২০০ শক্তি। অদম্য রতিক্রিয়ার ইচ্ছা, ক্রমাগত কুচিন্তা। রতিক্রিয়ার সময় শুক্রস্খলন হয় না (priapism with frequent emision), জরায়ুতে বেদনা, সঙ্গমে কষ্ট ও বেদনা, জরায়ু যেন বাহির হইয়া পড়িবে অনুভব। জলপ্রবাহে বা জলের গতি দেখিলেই বাহ্যে ও প্রস্রাবত্যাগের ইচ্ছা। ইহাতে জলের গতি বা জলঢালার শব্দ এমন কি জল মনে পড়িলেই উপসর্গের বৃদ্ধি হয়, আলোকের জ্যোতি কিম্বা রশ্মি ও রৌদ্রেও পীড়া বাড়ে। জলপান করিলে তৎক্ষণাৎ ওয়াক তুলিয়া বমি করে, সর্বদাই থুথু ফেলে, লাল ঘন ও চটচটে, গলার ক্ষত, সর্ব্বদাই ঢোক গিলিবার ইচ্ছা ইত্যাদি এই ঔষধের বিশেষ লক্ষণ। কুকুরে কামড়াইয়া—হাইড্রোফোবিয়া।

ইকথিওলাম (Ichthyolum)—বৃদ্ধ ব্যক্তিদিগের শীতকালের সর্দ্দি-কাশিতে বিশেষ উপকারী। ইহা একটি তীব্র জার্ম্মনাশক ঔষধ, ইহা সেবনে প্রদাহ ফোলা ও প্রদাহের রক্তিমাবর্ণতা কম হয়, পেটের বামদিকে ও নাভীর গোড়ায় কামড়ানি বেদনা। প্রস্রাব খুব ঘন ঘন ও পরিমাণে অধিক হয়, মূত্রনলী জ্বালা করে। কাশি শুষ্ক ও বিরক্তকর, নাসিকায় কাঁচা সর্দ্দি। চর্ম্মপীড়ায় অত্যন্ত চুলকানি, চুলকাইলে শক্ত উঠে, একপ্রকার একজিমা এবং একত্রে অনেকগুলি স্ফোটক হওয়া গর্ভাবস্থায় যোনিদেশে চুলকানি (প্রুরাইটীস) ইত্যাদি পীড়ায় ইহাতে বিশেষ উপকার হয়। ইহা—হিপার, সাইলি, ক্যাল্কেরিয়া-সল্ফ, আর্স ও পেট্রোলিয়মের সদৃশ ঔষধ। এই ঔষধের ১ ×, ১০ হইতে ২০ গ্রেণ ১ আঃ ভ্যাসেলিনাদিতে মিশাইয়া—ক্রণিক-একজিমা, সোরায়সিস ও একনি-রোজেসিয়ায় ব্যবহৃত হয়। ক্রম—নিম্নশক্তি।

ইক্ষুগন্ধা (Ikhugondha)—ইন্দ্রিয়দৌর্ব্বল্য, ধাতুপতন, প্রষ্টেট বৃদ্ধি।

ইলিসিয়ম (Ilicium)—৩য় শক্তি। পেট ফাঁপায় ও পেট ফোলায় এই ঔষধটি ব্যবহার্য্য। ৩ মাস ভোগকালের কলিক বা উদর-শূল বেদনা, ঠিক নিয়মিত এক সময় বেদনা আরম্ভ হয়। ইহার এক প্রধান লক্ষণ—বুকের ৩য় পঞ্জর-অস্থির স্থানে বুকের মাঝে হাড়ের (ষ্টার্ণমের) এক কিম্বা দুই ইঞ্চি ডানদিকে, কখনও বামদিকে বেদনা হয়, ঐ বেদনার সঙ্গে অনবরত কাশি,

কাশিতে পূঁযের মত গয়ার উঠে, ষ্টার্ণমের স্থানে ছুঁচ ফোটানো বেদনা, পুরাতন হাঁপানি-কাশি, বুক ধড় ফড় করে, ইহার সঙ্গে মুখে ঘা কাল রক্ত উঠা (হিমপটিসিস) ইত্যাদি।

ইনডিয়ম (Indium)—অদম্য অফুরন্ত হাঁচি, রোগী কাতর হইয়া পড়ে। বাহ্যের বেগ দিলেই মাথার যন্ত্রণা হয়, বাহ্যের সময় ও মাথা যেন ফাটিয়া যায়, মুখে ফুস্কুড়ি, তাহাতে অত্যন্ত বেদনা থাকে ও পাকে। মুখের কোণ ফাটে ও ঘা হয়। ঘাড় ও কাঁধ আড়ষ্ট, বাম হস্তে বেদনা, প্রস্রাব কিছুক্ষণ থাকিলেই ভয়ানক বিশ্রী দুর্গন্ধ বাহির হয়। স্পার্ম্মাটিক-কর্ডের ভিতর খেঁচে থাকার মত বেদনা।

ইনিউলা (Inula)—শুষ্ক কাশি, রাত্রিতে ও শুইলেই কাশি বৃদ্ধি, লেরিংসে বেদনা, পুরাতন ব্রঙ্কাইটীস, ইহাতে খুব ঘন সর্দ্দি অধিক পরিমাণে উঠে তৎসহ হজমশক্তির হ্রাস। ষ্টার্ণমের নীচে ছুঁচফোটান ব্যথা, অনবরত প্রস্রাবের বেগ ; কিন্তু কয়েক ফোঁটা ভিন্ন প্রস্রাব হয় না। নিম্নাঙ্গে—পায়ের তলায় ও গোড়ালিতে বেদনা ; বাম হস্তে, ডান কাঁধে ও কব্জিতে বেদনা, আঙ্গুল মুড়িতে পারে না।

আয়োডোফরমাম (Iodoformum)—ডাঃ বোরিক বলেন—টিউবার্কিউলার-মেনিনজাইটীসে এই ঔষধটির বাহ্যিক ও আভ্যন্তরিক ব্যবস্থা করিতে কখনও ভুলিবেন না। চক্ষুর পীড়ায়—পিউপিল বিস্তৃত হয় (diplopea), দৃষ্টিশক্তির লোপ হয়। এতদ্ভিন্ন—ডান ফুসফুসের উর্দ্ধাংশের বেদনা, বুকে কোনও ভারী দ্রব্য চাপা আছে অনুভব, বিছানায় শুইলেই কাশি এবং সাঁই সাঁই শব্দের বৃদ্ধি, বামদিকের বুকে—হার্টের উপরাংশে যেন কেহ হাত দিয়া মুঠা করিয়া ধরিয়াছে, হিমপ্‌টিসিস, হাঁপানির মত শ্বাস-প্রশ্বাস, বহুদিনের পুরাতন উদরাময়, তাহাতে গ্রহিণী (টিউবার্কিউলসিস), সন্দেহ, পেট ফোলা, মেসেন্ট্রিক-গ্ল্যাণ্ডের বিবৃদ্ধি। শিশু কলেরা—বাহ্যের রঙ সবুজ, তাহার সঙ্গে অজীর্ণ পদার্থ ও রোগীর খিটখিটে মেজাজ। ক্রম—২য় শক্তি; ইহার ৩ গ্রেণ পরিমাণে জিহ্বার পশ্চাৎভাগে রাখিলে হাঁপানির টানের কিছু উপশম হয়।

ইরিডিয়ম (Iridium)—৬× হইতে উচ্চ শক্তি। ইহা সেপ্টিসিমিয়া, এনিমিয়া, অন্ত্রের পচন ইত্যাদিতে ব্যবহৃত হয়। এনিমিয়া ইহা রক্তের লাল-কণিকা বৃদ্ধি করে। বাত, গেঁটেবাত, জরায়ুর টিউমার, গর্ভাবস্থায় কিডনীর প্রদাহ এবং যে সকল শিশু খুব রোগা অথচ লম্বায় শীঘ্র শীঘ্র বাড়িয়া উঠে তাহাদের পীড়ায় শীঘ্র উপকার হয়। মস্তিষ্ক সম্বন্ধীয় পীড়ায় রোগী কোনও বিষয়ে মন-সংযোগ করিতে পারে না, কিছু চিন্তা করিলে যেন সমস্ত গোলমাল হইয়া যায়, বোধ হয় যেন মনটির দুইটি ভাগ হইয়াছে। এলিয়ম-সিপার মত নাক দিয়া অনবরত কাঁচা জল বাহির হয়।

ইরিডিয়ম কোরাইডে—রোগীর মুখ দিয়া অনর্গল লালা ঝরে এবং মাড়ী শক্ত আড়ষ্ট হইয়া যায়, মস্তিষ্ক ও স্নায়বীয় লক্ষণ দেখা দেয়, মস্তিষ্কের পীড়ায় বোধ হয় যেন কোনও গলা-ধাতু মাথার ভিতর পোরা আছে—তজ্জন্য মাথা এত ভারী মাথার ডানদিকের শিরঃশূল-বেদনা, গলাধরার সহিত কাশি, কথা কহিলে বৃদ্ধি,

গলায় প্রদাহ, হলদে রঙের অধিক পরিমাণে গয়ার উঠে এবং পুরাতন ল্যারিণজাইটীস প্রভৃতিতে উপকার হয়।

জেকুইরিটি (**Jcquirity**)—পূঁযভরা চক্ষুর প্রদাহ, চোখ উঠা, চোখের প্রদাহ, মুখে ও ঘাড়ে পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়, চক্ষুর পাতায় ফুস্কুড়ি, (গ্রাণুলার লিডস্) চক্ষুর উপর এবং ভিতরেও ফুস্কুড়ি।

জুনিপেরাস (**Juniperus**)—কিড়নীর প্রদাহ, শোথ ইত্যাদি তৎসহ প্রস্রাব বন্ধ, বৃদ্ধদের দুর্ব্বল হজমশক্তির সহিত অতি অল্প অল্প প্রস্রাব নির্গমন, কিড্‌নীর শ্লৈষ্মিক-ঝিল্লীর পুরাতন-প্রদাহ; এতদ্ভিন্ন—বাতসংযুক্ত স্বল্প প্রস্রাব, মূত্রকৃচ্ছ্র, কিডনীর স্থানে ভারীবোধ, শুক্রক্ষরণ, কিড়নীর বিবর্দ্ধন ইত্যাদিতেও ইহা উপকারী (১ আঃ ক্বাথ, ১ ছটাক গরম জলে দিয়া ১ ॥ ০ বা ২ আঃ মাত্রায় সেব্য।

জংকাস এফিউসাস (**Juncus Effusus**)—৩য় শক্তি। মূত্রকৃচ্ছ্র, ফোঁটা ফোঁটা প্রস্রাব, প্রস্রাব বন্ধ এবং অর্শরোগীর হাঁপানির মত লক্ষণে ইহাতে বিশেষ উপকার হইবে। ইহাতে পেটফাঁপা ও পেটে গুড় গুড় শব্দ থাকে।

ক্যালি-আর্স (**Kali Ars**)—৩—৩০—শক্তি। গায়ের কাপড় খুলিলেই ভীষণ চুলকানি, শুষ্ক আঁসের মত শল্ক উঠে; পুরাতন একজিমা—গরমে চলিলে ও কাপড় খুলিলে চুলকানির বৃদ্ধি; সোরায়সিস, ফ্যাজেডিনিক (গলিত) ক্ষত, হাঁটুর ও হাতের ভাঁজের মধ্যে ফিসারস (ফাটাক্ষত) চামড়ার নীচে অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গুটীকা (নোডিউল্‌স), স্ত্রীলোকের জরায়ুর মুখে ফুলকপির মত একপ্রকার পদার্থ উৎপন্ন; তাহাতে থাকিয়া হঠাৎ বেদনা, দুর্গন্ধ স্রাব নিঃসরণ ও পিউবিসের নিম্নে বেদনা।

কেওলিন (**Kaolin**)—নিম্নশক্তি। সাধারণতঃ ইহা ক্রুপে ও ব্রঙ্কাইটীসে ব্যবহৃত হয়, নাক চুলকায় ও জ্বালা করে, হলদে সর্দ্দি বাহির হয়, নাকের ভিতর ঘা হয়, মামড়ি পড়ে, নাক সাঁটিয়া ধরে, স্বরযন্ত্রে ও বুকে বেদনা, আঙ্গুলের আঘাতও সহ্য হয় না, শিশুদের ক্যাপিলারি-ব্রঙ্কাইটীস, মেম্ব্রেণাস-ক্রুপ—ট্রেকিয়া পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়।

লাবর্ণাম (**Laburnum**)—৩য় শক্তি। সর্ব্বদাই মাথাঘোরা, অবিরাম ঘুমঘুম ভাব, মুখের পেশী নাচে, পিউপিল প্রসারিত, হাইড্রোকেফালস, অদম্য তৃষ্ণা, অনবরত গা-বমি ও বমি, পেটের উর্দ্ধভাগে জ্বালাযুক্ত বেদনা, ঘাসের মত সবুজ রঙের প্রস্রাব। হাত অসাড় ও বেদনাযুক্ত, হাত নাড়িতে ভীষণ কষ্ট।

ল্যাট্রোডেক্টাস-ম্যাকট্যানস (**Latrodectus Mactans**)—এই ঔষধে এনজাইনা-পেক্টোরিসের অর্থাৎ হৃৎশূল বেদনার প্রায় সমস্ত লক্ষণ উৎপাদিত হয়, হৃৎপিণ্ডের স্থানই ইহাতে প্রথম আক্রান্ত হয়, হৃৎপিণ্ডের প্রবল বেদনাকালে—ক্রমশঃ নীচে সম্মুখ বাহুতে ও আঙ্গুলে পর্য্যন্ত পরিচালিত হয়, নাড়ী ক্ষীণ ও দ্রুত হয়। বাম হাতে বেদনা বোধ করে—যেন পক্ষাঘাত হইয়াছে। সমস্ত শরীর ও চর্ম্ম মার্ব্বেল পাথরের মত ঠাণ্ডা হয়। মাথার যন্ত্রণার জন্য চীৎকার করে, বেদনা ঘাড়ে ও পশ্চাৎ মস্তকে যায়।

লেপিডিয়ম (**Lepedium**)—নিম্নশক্তি। কপাল থেকে সোজা দাড়ি পর্য্যন্ত যেন ক্ষুর দিয়া কাটিয়া দিয়াছে এইরূপ লম্বালম্বি একপ্রকার বেদনা, গলমধ্যে জ্বালা ও কাণে গর্জ্জনের মত শব্দ। বুকের চারিদিকে যেন খুব জোরে শক্ত করিয়া বাঁধা এরূপ বেদনা ও বোধ হয় ঠিক হৃৎপিণ্ডের মধ্যে যেন কেহ ছুরিবিদ্ধ করিয়া দিতেছে, পিঠে ও অঙ্গ প্রত্যঙ্গে বেদনা।

লিনেরিয়া (**Linaria**)—৩য় শক্তি। ঢেকুর, গা-বমি, মুখ দিয়া লালাস্রাব ও পাকস্থলীতে চাপবোধ, অদম্য নিদ্রাভাব প্রভৃতি ইহার প্রধান লক্ষণ। লিনাম-ইউসিট্যাসিনাম (Linum Usitassinum)—ধনুষ্টকার ও জিহ্বার পক্ষাঘাতে উপকারী।

লিথিয়াম-কার্ব্বনিকাম (**Lithium Carbonicum**)—১ ×, ৩ ×শক্তি। হৃৎপিণ্ডের কোন-প্রকার পীড়াসহ বাত, ইহাতেই ইহা অধিক ব্যবহৃত হয়। সমস্ত শরীর যেন পক্ষাঘাতের মত শক্ত ও আড়ষ্টভাব। স্কন্ধসন্ধিসহ অঙ্গুলি, হাঁটু প্রভৃতিতে বাতের বেদনা, হাতের আঙ্গুলের ও পায়ের আঙ্গুলের গাঁটে ফোলা ও বেদনা; চলিবার সময় পায়ের গাঁটে বেদনা, হাতে মাথায়, গণ্ডদেশে মামড়ী পড়ার মত কিম্বা দাদের মত একপ্রকার ইরাপসন (উদ্ভেদ) বাহির হয়, শেষে ঐ স্থানের চর্ম্ম লাল হইয়া উঠে, প্রস্রাব—ঘোলা, তৎসহ শ্লেষ্মা ও লালবর্ণের একপ্রকার পদার্থের তলানী, ডানকিডনীতে বেদনা, প্রস্রাবের সময় বুকে চাপ পড়ে, পুরাতন ও নাতি প্রবণ (Sub acute) সিষ্টাইটীস, ইহার আর একটি লক্ষণ—রোগী ল্যাকেসিসের মত সামান্য চাপও সহ্য করিতে পারে না এবং এনাকার্ডিয়ামের মত অম্লশূলের কষ্ট ও গা-বমি ইত্যাদি কিছু আহার করিলেই কম পড়ে। দৃষ্টি—কোনও বস্তুর মাত্র বাম-অর্দ্ধেকাংশ দেখিতে পায়, ডান অর্দ্ধ দেখিতে পায় না, চোখের উপর বেদনা থাকে (নিম্নার্দ্ধ দেখে—অরম)।

শ্বাসযন্ত্রের পীড়ায়—রোগী শুইলেই কাশে, বুক যেন সাঁটিয়া ধরে, নিশ্বাসে বাতাস ঠাণ্ডা বিবেচনা করে, স্তনের গ্ল্যাণ্ডের বেদনা হাতে ও আঙ্গুলে পর্য্যন্ত অনুভূত হয়।

হৃৎপিণ্ডের পীড়ায়—হৃৎপিণ্ডের স্থানে বাতের মত বেদনা, হৃৎপিণ্ডের হঠাৎ অবসন্নতা, ঋতুস্রাবকালের পূর্ব্বে হৃৎপিণ্ডে ও মূত্রনলীতে বেদনা, হৃৎপিণ্ডের কম্পন ও বুক ধড়ফড়ানি পিঠে পর্য্যন্ত চালিত হয়। (লিথিয়ম বেঞ্জো)—কোমরের খুব ভিতরে ও পাছায় বেদনা, মূত্রনলীতে একপ্রকার অশান্তিবোধ তাহাতে সর্বদাই প্রস্রাবের ইচ্ছা হয়, ইহাতে প্রস্রাবে ইউরিক-এসিড ডিপজিট হ্রাস হয়)।

লোলিয়ম-টিউমুলেন্টাম (**Loleum Tumulentum**)—৬ষ্ঠ শক্তি। এই ঔষধটি সায়েটিকা ও পক্ষাঘাতেই অধিক ব্যবহৃত হয়। মস্তিষ্ক, যেন অবসাদগ্রস্ত ও গোলমেলে ভাব, মাথা ঘোরে, চক্ষু মুদ্রিত করিয়া থাকে, মাথা ভারী ও কাণের ভিতর শব্দ হয়, বমি, পেট ও উর্দ্ধোদরে বেদনা, ভয়ানক বাহ্যে। ইহার প্রধান লক্ষণ—সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কাঁপে, ঠিক সোজাভাবে চলিতে অশক্ত, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদির স্বাভাবিক শক্তিলোপ, হাঁটু হইতে গোড়ালী পর্য্যন্ত

ভীষণ বেদনা, যেন দড়ি দিয়া জোরে বাঁধা, হাতের পায়ের আক্ষেপিক স্পন্দন, লিখিতে ও জলের গ্লাস কিম্বা কোন বস্তু ধরিতে অশক্ত, হাত কাঁপে, পক্ষাঘাত।

লোনিসেরা (Lonisera)—৩য় হইতে ৬ষ্ঠ শক্তি। আক্ষেপ, ফিট, তড়কা প্রভৃতির নিমিত্ত ইহা ব্যবহৃত হয়। ইহাতে বুকে ও মস্তকে রক্তাধিক্য হয়, রোগী অজ্ঞান হয়, একটী চক্ষুর পিউপিল সঙ্কুচিত ও অন্যটি প্রসারিত থাকে, অর্দ্ধমুদ্রিত করিয়া নিদ্রাচ্ছন্নভাবে পড়িয়া থাকে, মুখ লালবর্ণ দেখায়। অঙ্গ প্রত্যঙ্গ হঠাৎ স্পন্দিত হয়, সমস্ত শরীর কাঁপে, ভীষণ রকমের তড়কা বা টঙ্কার হয়, মাথা ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ এবং সমস্ত শরীর বোধ হয় যেন পক্ষাঘাতগ্রস্ত, হাত পা ঠাণ্ডা হইয়া আসে।

ম্যানসিনেলা (Mancinella)—৬, ৩০ শক্তি। ইহা মানসিক বৈলক্ষণের উৎকৃষ্ট ঔষধ। রোগী বিমর্ষ, নির্ব্বাকভাবে থাকে, ক্রমাগত চিন্তা, এক চিন্তার পরই আর এক নতুন চিন্তার উদয়, হঠাৎ সমস্ত চিন্তার লোপ হয়, পাগল হইবার ভয়। মাথা ঘোরে, মাথা যেন হালকা ও খালি, মাথার খুলি চুলকায়, কোন তরুণ পীড়ার পর চুল উঠিয়া যায়; নাসিকার গোড়ায় ভারবোধ। মুখ—বোধ হয় যেন ভিতরে মরিচা গুঁড়া আছে, মুখের ও গলার ভিতর জ্বলে, প্রচুর পরিমাণে দুর্গন্ধ লালা বাহির হয়, গলনলীর সঙ্কোচ তাহাতে গিলিতে কষ্ট হয়, পাকস্থলী হইতে যেন কী একটা পদার্থ উঠে তাহাতে শ্বাসবন্ধের মত হয়; পেটে ভীষণ কামড়ানি, বেদনাসহ প্রচুর পরিমাণে বাহ্যে ও তৎসহ আহারীয় পদার্থ বমন। জ্বালাসহ কালরঙের বমি। ইরিসিপেলাস—ফোস্কার মত উদ্ভেদ, পুড়িয়া যাইবার মত বড় বড় ফোস্কা, পোড়া নারাঙ্গা, ইরিথিমা, স্পঞ্জের মত সছিদ্র উদ্ভেদ।

ম্যাঙ্গিফেরা ইণ্ডিকা (Mangifera-Indica)—θ—১× শক্তি। ইহা আমগাছ হইতে প্রস্তুত হইয়াছে। প্যাসিভ-হিমারেজ অর্থাৎ যেখানে শরীরে কোনও যন্ত্রের মধ্যে রক্ত আটকাইয়া থাকিবার ক্ষমতা লোপ হয় ও সেই রক্ত নিরাপদে অন্য দ্বার দিয়া বাহির হয়, এই প্রকার প্যাসিভ রক্তস্রাব—জরায়ু, কিডনী; পাকস্থলী, অন্ত্র, ফুসফুস, হৃৎপিণ্ড প্রভৃতি সকল স্থান হইতেই হইতে পারে, ইহাতে এই ঔষধটি উপকারী। নাসিকার প্রদাহ, ফ্যারিণজাইটীস এবং অন্য কোনও প্রকার তরুণ গলনলীর পীড়াতেও ইহাতে উপকার হয়। ভেরিকোস-ভেনস (শিরাস্ফীতি)।

মার্কুরিয়স প্রিসিপেট (Merc Precipitatus Rub)—রাত্রিতে শুইয়া ঠিক যে সময় ঘুম আসিবে সেই সময় শ্বাসবন্ধের মত হইয়া আসে, তখন তাড়াতাড়ি উঠিয়া পড়িলে উপশম হয় (গ্রিণ্ডেলিয়া দেখুন)। প্রমেহ, উপদংশের ক্ষত, গলিত ক্ষত, বাগী পোড়া নারাঙ্গা, হাজা (পাঁকুই) ; ক্ষৌরকুণ্ড, কাণে পূঁয প্রভৃতিতেও ইহা ব্যবহৃত হয়।

মায়োসটিস (Myosootis)—২য়—৩য় শক্তি। ক্রনিক-ব্রঙ্কাইটীসে ও থাইসিসে উপকারী। নিশাঘর্ম্ম, কাশিসহ প্রচুর পরিমাণে পূঁয মিশ্রিত গয়ার উঠে, কাশির সময় ওয়াক উঠে ও বমি হয়, আহারের উপসর্গের বৃদ্ধি, ব্রঙ্কোরিয়া (বাম বুকে নিম্নভাগে) বেদনা, কাশিলে বুকে লাগে, পারকাসনের বেদনা বৃদ্ধি হয়।

নার্সিসাস (Narcessus)..—১×। ইহাও ব্রঙ্কাইটাসের ও কাশির ঔষধ। নাসিকা দিয়া কাঁচা জলের মত তরুণ সর্দ্দিসহ সম্মুখ কপালে বেদনা। হুপিং-কাশিতে যে সময় প্রবল আক্ষেপিক কাশি হয়—তখন ইহাতে উপকার হয়; ফোস্কার মত বা পূঁযযুক্ত উদ্ভেদ বর্ষায় বৃদ্ধি।

ন্যট্রম-স্যালিসাইলিকাম (Natrum Salicylecum)—৩য় শক্তি। মাথা, কাণ, গলা, কিডনী, লিভার প্রভৃতির উপর ইহার ক্রিয়া। রক্তস্রাব—নাসিকার রক্তস্রাবের ইহা উৎকৃষ্ট ঔষধ। মাথা ঘোরাসহ মধ্য কর্ণের পীড়ায় কালা হইয়া যাওয়া, কাণে টুনটুন শব্দ, চক্ষুর রেটিন্যাল-হিমারেজ, শ্বাসকৃচ্ছ্রতা, শব্দযুক্ত নিশ্বাস (noisy), অসমান নাড়ী, সম্পূর্ণ জ্বরলোপ ইত্যাদিরও ইহা উত্তম ঔষধ। এলোপ্যাথিক মাত্রায় ইহার দ্বারা বাধক-বেদনার উপশম ও ঋতুস্রাবের বৃদ্ধি হয়। এতদ্ভিন্ন—ন্যাট্রাম-ল্যাকটিস—বাত, গেঁটেবাত, ন্যাট্রাম-নাইট্রোসাম—এনজাইনা, পেক্টোরিস, চর্ম্ম নীলবর্ণ হওয়া (cyanosis), মূর্চ্ছা, রাত্রে বহুবার বহু পরিমাণে তরল ভেদ ; ন্যাট্রম-সেলিনিকাম—পুরাতন ল্যারিণজাইটীস ও ল্যারিণজিয়্যাল থাইসিস; ন্যাট্রাম-সিলিকা ফ্লোর—অস্থি ঝাঁজরা, কেরিজ, ক্যানসার, মুখ-নাক ঠোঁট ও চক্ষুর পাতার লিউপাস, টিউমার প্রভৃতি; ন্যাট্রম সলফো-কার্ব্বল—পাইমিয়া, সপূঁয প্লুরিসি—৩ হইতে ৫ গ্রেণ, প্রতি ৩২ ঘন্টা অন্তর ; ন্যাট্রম-টেলিউরিকাম—নিশ্বাসে রসুনের গন্ধ, থাইসিসে অত্যধিক নিশাঘর্ম্ম ইত্যাদিতে ব্যবহার্য্য।

নিকোলাম-মেট (Nicolum)—৩×, ৬। উহা নির্দ্দিষ্ট সময় অন্তর আক্রমণশীল স্নায়বীয় শিরঃপীড়া, পরিপাক শক্তির হ্রাস; স্নায়ুপীড়া, কোষ্ঠবদ্ধ ; অনবরত মাথা বেদনা, ডিস্পেপসিয়া ইত্যাদির ঔষধ। আধকপালে শিরঃপীড়ায়—প্রথমে বামদিকে আক্রান্ত এবং মূর্দ্ধাদেশে ভারবোধ মাথার ব্রহ্মরন্ধ্রে যেন পেরেক ফোটাইতেছে এরূপ বেদনা, মাথার ভারবোধ উহা প্রাতঃকাল হইতে দুই প্রহর পর্য্যন্ত বৃদ্ধি ইত্যাদি লক্ষণে ব্যবহার্য্য। অদম্য হাঁচি, নাসিকা বন্ধ, সর্দ্দিতে নাসিকার ডগা ফোলে ও লালবর্ণ হয়, নাসিকার গোড়ায় তরুণ বেদনা, উহা কপালের মধ্য দিয়া মাথার মূর্দ্ধাদেশে যায়। তরুণ পাকস্থলীর বেদনা—উহা কাঁধ পর্য্যন্ত পরিচালিত হয়। পিপাসাসহ প্রবল হিক্কা, চর্ব্বণ দন্ত (Molars) হইতে দুর্গন্ধ স্রাব বাহির হয়, দুগ্ধ পানের পর উদরাময়; ঋতুস্রাব—ঋতু অনেক বিলম্বে ও অতি অল্প স্রাব হয় ; অত্যধিক প্রদরস্রাব—ইহা প্রসবের পর ও ঋতুস্রাবের পর বৃদ্ধি হয়। কাশি—শুষ্ক আক্ষেপিক, গলাধরা, কাশিতে বুকে ছুঁচ ফোটানি বেদনা, রোগী কাশির ধমকে মাথাটি ধরিয়া বসিয়া থাকে, কাশির সময় হেট হইয়া উরুতে দুই হাত রাখিয়া কাশে। চর্ম্মপীড়া—সমস্ত শরীর চুলকায়, ঘাড়ে অধিক, চুলকাইয়া ছিঁড়িয়া ফেলিলেও তাহার নিবৃত্তি হয় না।

নিকোলাম সলফ—২×। ইহা মধ্যে মধ্যে হঠাৎ আবির্ভাবশীল শিরঃপীড়ায় ও পশ্চাৎ মস্তকের বেদনার উত্তম ঔষধ। মেরুদণ্ডে বেদনা, হাত পা ভারী ও দুর্ব্বল হয়, চীৎ হইয়া শুইতে পারে না।

নাইট্রোমিউরিয়েটিক-এসিড (Nitromuriatic Acid)—ইহা অকজ্যালিউরিয়া পীড়ার উৎকৃষ্ট ঔষধ (৩ হইতে ৫ বিন্দু, প্রত্যহ ৩ বার সেব্য)। এতদ্ভিন্ন—মাঢ়ী দিয়া একটুতেই রক্তস্রাব, লালাস্রাব, মুখক্ষত, জিহ্বায় ও মুখে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভাসা ক্ষত ইত্যাদিতেও উপকারী। প্রস্রাব—ধোঁয়ার মত (Cloudy), মূত্র নলীতে জ্বালা। Lyseden 20 drops of a 20% solution. 3 times a day for irritable bladder, irregular heart and nervous symptoms.

নিকট্যান্থিস-আরবট্রিষ্ট (Nictanthes Arbortritis)—θ, ইহা পিত্ত-জ্বরে, জটিল লিভার প্লীহা সংযুক্ত সবিরাম জ্বরে এবং সায়েটিকা ও বাত রোগে উপকারী। পাকস্থলীতে জ্বালা উহা ঠাণ্ডায় উপশম ; পিপাসা—বমিতে উপশম, লিভারে বেদনা-গা-বমিসহ প্রচুর পরিমাণে পিত্ত বাহ্যে অথবা কোষ্ঠবদ্ধ, সবিরাম-জ্বরে শীতে ও উষ্ণাবস্থায় পিপাসা, শীত অন্তে বমিতে উপশম, ঘর্ম থাকে না ইত্যাদি এই ঔষধটির বিশেষ লক্ষণ।

অনিসকাস এসেলাস (Oniscus Assellus)—৬ষ্ঠ শক্তি, পেটে ভীষণ বেদনাসহ পেট শক্ত হইয়া উঠে। মূত্রনলীতে জ্বালা ও কাঁটা ছেঁড়া বেদনা, মলদ্বারে প্রবল বেগ ; কিন্তু বাহ্যে কিম্বা প্রস্রাব কিছুই হয় না, হৃৎপিণ্ডের স্থানে চাপিয়া ধরার মত বেদনা ও বমি।

ওফোরিণাম (Ophorenum)—নিম্ন বিচূর্ণ শক্তি। রজঃলোপকালের বয়সে স্নায়ুপীড়া এ এই সময়ের কতিপয় পীড়া, ডিম্বকোষের সিষ্ট, ব্রুরিগো।

ওরিওড্যাফনি (Oriodaphne)—১ম—৩য়—শক্তি। ইহার মাদার টিংচার অঘ্রাণ লইলেও উপকার হয়। স্নায়বিক শিরঃপীড়া, সেরিব্রো স্পাইন্যাল-মেনিনজাইটীস, অন্ত্রে বেদনাসহ উদরাময়। শিরঃপীড়া—মাথা নীচু করিলে কিম্বা নাড়িলে বৃদ্ধি, মাথা ভারী, চোখের পাতা ভারী, চোখ নাচে চক্ষু গহ্বরে অনবরত বেদনা ও কামড়ানি বেদনা, বেদনা বাম চোখেই অধিক, সেই বেদনা কখনও কখনও মস্তিষ্কের মধ্যে খুলীর মধ্য দিয়া ঘাড়ে যায়; আলোকে, গোলমালে ও শব্দে বৃদ্ধি এবং চক্ষু বুজাইয়া সম্পূর্ণ স্থির হইয়া থাকিলে উপশম হয়। পশ্চাৎমস্তক ও ঘাড়ে সর্ব্বদাই একটু একটু ব্যথা থাকে, উক্ত বেদনা—আবার নিম্নে মেরুদণ্ডের ও কাঁধের মধ্যেও আসে, মাথা অত্যন্ত ভারী থাকে, চক্ষুর পাতা ঝুলিয়া পড়ে।

অরিগেনাম (Origenum)—৩য় শক্তি। নার্ভাস-সিষ্টেম আক্রান্ত এবং অতিরিক্ত হস্তমৈথুনের ইচ্ছা ও ইন্দ্রিয়ের উত্তেজনাই এই ঔষধের বিশেষ লক্ষণ। স্ত্রীলোকদের ভয়ানক প্রেমোন্মাদ (erotomania), প্রবল কুচিন্তা, শ্বেত-প্রদর, হিষ্টিরিয়া, কুৎসিৎ স্বপ্ন প্রভৃতি ইহার অন্তর্ভূত (Ferula Glauca—স্ত্রীলোকদের দুর্দ্দমনীয় কামেচ্ছার উৎকৃষ্ট ঔষধ)।

অর্ণিথোগ্যালম (Ornethogalum)—পাকস্থলীর পুরাতন পীড়া, অন্যান্য কোনও প্রকার ঔদরিক কঠিন স্ফীতি এবং অন্ত্রের ক্যান্সার, পাকস্থলীর নিম্নমুখে (পাইলোরাসে) টেনে খেঁচে রাখার মত বেদনা হয়—তাহাতে

ডিওডিনাম ফুলিয়া উঠে, পাকস্থলীর শেষ মুখ দিয়া খাদ্য বাহির হইয়া অন্ত্রে প্রবেশ করিবার সময় (আহারের প্রায় ১॥০ বা ২ ঘন্টা পরে) অগ্রকড়ার স্থানে বেদনার বৃদ্ধি হয়। কালরঙের (কাফিগোলার মত) বমি হয়; নিম্নোদরে বেদনা, পাকস্থলীর ফোলা, দুর্গন্ধ ঢেকুর ইত্যাদি উপসর্গের নিমিত্ত সমস্ত রাত্রিই জাগিয়া থাকে। মাত্রা—১ ফোঁটা হিসাবে মাদার-টিংচার জলসহ সেব্য।

অস্ট্রিয়া-ভার্জিনিয়া (Ostrya Vergenia)—১ম হইতে ৩য় শক্তি। ম্যালেরিয়ার নিমিত্ত রক্তহীনতা, অবিরাম-জ্বরে—পিত্তাধিক্য, ক্ষুধালোপ, অনবরত গা-বমি, সম্মুখ রগে বেদনা ইত্যাদি ইহার লক্ষণ।

প্যারাফিন (Paraffin)—নিম্ন বিচূর্ণ শক্তি হইতে ৩০ শক্তি। বামদিকের মাথায় ও মুখে বেদনা, বোধ হয় যেন মূর্দ্ধার বামদিকে কেহ পেরেক ঠুকিতেছে। অন্ধকার দৃষ্টি, চক্ষুর সম্মুখে যেন কাল কাল বিন্দু, চক্ষুর পাতা লালবর্ণ হয়, চোখে যেন চর্ব্বি জড়াইয়া আছে এরূপ অনুভব। মুখে তিক্তাস্বাদ ও মুখ লালায় পূর্ণ, মুখ যেন আঠাল, সকল সময়েই ক্ষুধা, পাকস্থলীর চারিদিকে বেদনা, কখনও পাকস্থলীতে, কখনও গলায় ও পিঠের দাঁড়ায় বেদনা। অনবরত বাহ্যের চেষ্টা কিন্তু বাহ্যে হয় না। ঋতু অনেক বিলম্বে হয়, রঙ কাল ও অধিক পরিমাণে স্রাব হয়। দুধের মত শ্বেত-প্রদর, স্তনের বোঁটায় বেদনা—যেন ভিতরে ঘা, যোনি পিঁড়িতে (in Mons veneris) খোঁচাবেঁধাবৎ বেদনা, মেরুদণ্ডের বেদনা উহা কুঁচকীর স্থান পর্য্যন্ত যায়, সমস্ত গাঁটে ইলেকট্রিক-সকের মত বেদনা অনুভূত হয়।

পলিনিয়া (Paullinia)—শিরঃপীড়া, যাহারা অতিরিক্ত চা ও কফি পান করে তাহাদের ও মদ্যপানের পর মাথায় দপ্দপানি বেদনা। উদরাময়—মল পরিমাণে অধিক, রক্তাক্ত বা আমযুক্ত, গাঢ় সবুজ, গন্ধহীন। শিশু কলেরা, অস্থিরতা বা অনিদ্রা। ক্রম—৬ষ্ঠ শক্তি।

ফাইস্যালিস (Physalis)—নিম্নশক্তি; প্রস্রাবের কতিপয় পীড়ার ও পাথরী পীড়ার জন্যই ইহা প্রসিদ্ধ। তদ্ভিন্ন—মাথাঘোরা, স্মরণশক্তির দুর্ব্বলতা, অনবরত কথা কহিতে ইচ্ছা, মাথায় দপদপানি বেদনা, সম্মুখ রগে, চোখের উপরে ভারবোধ, মুখের পক্ষাঘাত, মুখের শুষ্কতা, প্রত্যঙ্গাদি আড়ষ্ট, চলিবার সময় প্রত্যেক পদক্ষেপগুলি মাথায় অনুভূত হওয়া, বুকে খোঁচামারা বেদনা, গলায় ইরিটেসন, কাশি, গলা ধরা, বুকে ভার ও চাপবোধ, তজ্জন্য অনিদ্রা। দুর্গন্ধ কটু অত্যধিক প্রস্রাব বা প্রস্রাব বন্ধ, বহুমূত্র, রাত্রিতে বিছানায় প্রস্রাব, অসাড়ে মূত্রত্যাগ, স্ত্রীলোকদের হঠাৎ প্রস্রাবের বেগ ও বেগ ধারণে অক্ষমতা ; ঠাণ্ডায়, বর্ষায়, সন্ধ্যায় ও শরীর গরম হইবার পর বৃদ্ধি ইত্যাদি ইহার বিশেষ লক্ষণ।

পিচি (Pichi)—সিষ্টাইটীস (মূত্রাধারের প্রদাহ), গণোরিয়া, প্রষ্ট্যাটাইটীস, প্রস্রাবে কষ্ট, প্রস্রাবে পূঁয ও শ্লেষ্মা, প্রস্রাবে কোঁথানি ও প্রস্রাবের পর জ্বালা, প্রস্রাবে পাথরী নির্গমন, মূত্রথলীর বিবর্দ্ধন প্রভৃতি কতিপয় পীড়ায় ইহা ব্যবহৃত হয়। মাত্রা—θ, ১০ হইতে ৩০ বিন্দু।

পলিগোনাম (Polygonum Punctatum)—θ; পেটে বেদনা সহ—
পেটে জোরে গড় গড় শব্দ, তৎসহ গা-বমি ও তরল বাহ্যে, পেটফাঁপার সহিত
কলিক বেদনা ; তরল মল নির্গমনসহ অর্শ, মূত্রনলীর গ্রীবাদেশে যন্ত্রণাদায়ক ও
খেঁচে রাখার মত অনেকক্ষণ স্থায়ী-বেদনা, যুবতী স্ত্রীলোকদের রজঃকৃচ্ছ্রতা
তৎসহ উরুতে ও কোমরে বেদনা, তলপেটে অত্যন্ত ভারীবোধ এবং নিম্নাঙ্গে
ভাসা ক্ষত, এই কয়টি পীড়ায় ইহা ব্যবহৃত হয়।

পলিগোণাম-পার্সিকেরিয়া—মূত্রপাথরী ও গ্যাংগ্রীণে এবং পলিগোনাম
এভিকিউলারি—θ, স্থূলমাত্রায় থাইসিসে ও সবিরাম জ্বরে উপকারী।

পলিপোরাস-অফিসিন্যাল (Poliporus offi)—ইহার অন্য এক
নাম—বোলিটাস। কোটেডিয়ান সবিরাম-জ্বরে (প্রত্যহ ২৪ ঘন্টা অন্তর জ্বরে)
সামান্য ঘর্ম, তাহাতে জ্বরের উপশম না হওয়া এবং থাইসিসে অত্যধিক
নিশাঘর্ম্মে অধিক উপকারী। থাইসিসে ১/২ হইতে ১/৪ গ্রেন মাত্রায় ব্যবহার্য্য।
জ্বর—প্রথমে মেরুদণ্ডে শীত, উত্তাপে যেন গায়ে আগুন রহিয়াছে এরূপ বোধ,
শীতাবস্থায় হাই উঠে, আড়ামোড়া খায় ; কাঁধে, গাঁটে, কোমরে ভীষণ কামড়ানি
বেদনা, রাত্রিতে অত্যন্ত ঘাম দেয়। ক্রম—১ম শক্তি।

পলিপোরাস-পাইনিকোলা (Poliporas Pyni)—সবিরাম জ্বর
তৎসহ মাথাবেদনা, হলদে রঙের জিহ্বা, সর্ব্বদা বমি, উর্দ্ধোদরে অশান্তিবোধ,
কোষ্ঠবদ্ধ প্রভৃতিতে উপকারী।

পপুলাস-ক্যানাডিকেনস (Populus Canadicanes)—θ; ঠাণ্ডা
লাগিয়া তরুণ পীড়া-তৎসহ গলাধরা, স্বরভঙ্গ (স্বরভঙ্গে ইহাতে খুব শীঘ্র
উপকার হয়)। গলা ও নাক জ্বালা করে, শুষ্ক কাশির জন্য হেঁট হইয়া বসিয়া
থাকে, ফ্যারিংস ও লেরিংস শুষ্ক বলিয়া বোধ হয় গলার স্বরে বিকৃতি, গলায় ও
বুকে বেদনা, এই কয়টি পীড়ায় ইহা ব্যবহার্য্য।

পপুলাস-ট্রিমিউলয়েডস—ইহা পেটের দোষ, গরহজম, পেটফাঁপা, অম্ল
হওয়া, গা-বমি-বমি; বমি এবং প্রস্রাবে ভয়ানক কোঁথানি, বেদনা, জ্বালা, প্রস্রাবে
শ্লেষ্মা, পূঁয প্রষ্টেটের বিবৃদ্ধি, প্রস্রাবের পর জননেন্দ্রিয়ের গোড়ায় পিউবিস-অস্থির
পশ্চাতে বেদনা হওয়া—এই কয়টি উপসর্গে ব্যবহৃত হয়, ইহার—θ হইতে ১ ×
শক্তিই অধিক ফলপ্রদ।

প্রপাইল্যামিন (Propylamin)—বাতের বেদনাসহ ভীষণ ভেদ,
উদরাময়, প্রথমে একটু জ্বর হইয়া তাহার ২ / ১ দিন পরেই তরুণ বাত,
বাতজনিত মুখের স্নায়ুশূল-বেদনা, বাত বক্ষে চালিত হইয়া হৃৎপিণ্ডে যন্ত্রণা,
হাতের কব্জীতে ও গোড়ালীতে ভীষণ বেদনা, একটু নড়াচড়া করিতে পারে না,
অস্থিরতা, পিপাসা, বাতে আঙ্গুলে করিয়া একটি ছুঁচ ধরিলেও বোধ হয় যেন কত
ভারী, আঙ্গুলে ঝিন্‌ঝিনে ধরাভাব ও অসাড়তা কব্জীতে বেদনা, গোড়ালীতে
বেদনার জন্য দাঁড়াইতে পারে না। ১০/১৫ ফোঁটা—θ, ৬ আউন্স জলে দিয়া
প্রতি ২ ঘন্টা অন্তর ২/১ চামচ মাত্রায় উপশম না হওয়া পর্য্যন্ত সেব্য।

প্রোটারগল (Protargol)—প্রমেহের তরুণ প্রথম অবস্থা উত্তীর্ণ হইবার পর ২ পার্সেন্ট সোলিউসন ; সিফিলিসের ক্ষতে ১০ পার্সেন্ট সোলিউসন—দিনে ২ বার। শিশুদের অফথ্যালমিয়ায়—১০ পার্সেন্ট সোলিউসন বাহ্যিক প্রয়োগে ব্যবহৃত হয়।

পিউলেক্স (Pulex)—উচ্চশক্তি। স্ত্রী-পীড়া ও প্রস্রাবের কতিপয় পীড়ায় ব্যবহার্য্য। ঋতু অনেক বিলম্বে হয়, যোনিদেশে ভীষণ জ্বালা, অত্যধিক দুর্গন্ধ প্রদরস্রাব, কাপড়ে সবুজ-হলদে মিশ্রিত রঙের—ঋতুস্রাবের অথবা প্রদরের দাগ লাগে, উহা ধুইলেও উঠে না। প্রস্রাব—অতি অল্প এবং ঘন ঘন বেগ, তৎসহ মূত্রথলীতে ভারবোধ ও মূত্রনলীতে জ্বালা, প্রস্রাব হইতে হইতে হঠাৎ বন্ধ হয়, তাহার পরেই বেদনা, প্রস্রাবে দুর্গন্ধ; বেগ ধারণ করিতে পারে না, প্রস্রাব পাইলে তৎক্ষণাৎ যাইতে হইবে, ঋতুর পূর্ব্বে মূত্রথলীর ইরিটেসন হয়। ক্রম—উচ্চশক্তি।

কোয়ার্কাস গ্ল্যাণ্ডিয়ম (Glandium Quercus)—পুরাতন প্লীহা ও প্লীহাজনিত শোথরোগে ইহা পূর্ব্বে ব্যবহৃত হইত। মাথাঘোরা মাথায় শব্দ, কানে কম শোনা, কালা হওয়া, লিভার পীড়া ও শোথ, ম্যালেরিয়া জ্বরসহ পেটফাঁপা ইত্যাদিতে ইহা ব্যবহার্য্য। ক্রম—θ, ১ ×, ১০ ফোঁটা মাত্রায় প্রত্যহ ৩/৪ বার সেব্য।

র‍্যামনাস-ক্যালিফোর্ণিয়া (Rhamnus California)—ইহা বাত ও পেশীর বেদনায় নিমিত্ত ব্যবহার হয়, তদ্ভিন্ন—মূত্রাশয়ের কুন্থন, পার্শ্ববেদনা (প্লুরোডাইনিয়া), কোমরে বাত, পাকাশয়শূল (গ্যাষ্ট্র্যালজিয়া), পেশীবেদনা সংযুক্ত বাধক ; মাথায় ঘাড়ে মুখে বেদনা, প্রদাহিত বাত, গাঁটে বেদনা ও গাঁটফোলা ইত্যাদিতে ইহা সুফলের সহিত ব্যবহৃত হয়। প্রস্রাবের পরিমাণ বৃদ্ধি, ইউরেথ্রার মধ্যে সড় সড় করা (Ticling), প্রবল রতিক্রিয়ার ইচ্ছা, পায়ে বেদনা, পায়ের পেশীর ক্ষমতাহীনতা,মাতালের মত হইয়া চলা, কোষ্ঠবদ্ধসহ বায়ু নিঃসরণ, পেটকোঁপা সহ উদরাময়, ঠোঁটের ও মাড়ির মধ্যে ক্ষতযুক্ত ক্যান্‌সার, স্নায়ুদৌর্বল্য, মনের চাঞ্চল্য, লেখাপড়ায় মনঃসংযোগ করিতে অক্ষমতা, নাড়ীর অনিয়মিত গতি, ধীরগতিশীল নাড়ী (মিনিটে প্রায়—৫৫ বিট), এই প্রকারের কতকগুলি পীড়াতেও ইহা উপকারী। ক্রম—θ, ১৫ ফোঁটা মাত্রায় প্রতি ৪ ঘন্টা অন্তর সেব্য।

সাল-মেরিণাম (Sal Marinum)—গ্ল্যাণ্ডের বিবৃদ্ধি—ক্রণিক পীড়া ঘাড়ের গ্ল্যাণ্ড্ (Cervical) অধিক আক্রান্ত হয়, গ্ল্যাণ্ড পাকে, কাণের গ্ল্যাণ্ডও ইহাতে আক্রান্ত হয়, কোষ্ঠবদ্ধেও ইহা উপকারী।

স্যানিকিউলা (Sanicula)—নিম্নশক্তি; ইহা সাধারণতঃ অসাড়ে মূত্রত্যাগ, কোষ্ঠবদ্ধ, রিকেট ইত্যাদিতে ব্যবহৃত হয়। নিদ্রাকালে পশ্চাৎ-মস্তক ও ঘাড়ে প্রচুর ঘাম হয় ; ঠাণ্ডা লাগিলেই চোখ দিয়া জল পড়ে, মাথায় খুস্কী, গলা দিয়া চটচটে আঠাল দড়ীর মত সর্দ্দি নির্গমন, জিহবা বড়, মোটা, ভারী ও থলথলে জিহবায় দাগ ; মল—বড় ন্যাড়ু, সমস্ত মলদ্বারে ও পেরিনিয়মে বেদনা, পেটে খুব অধিক মল না জমিলে বাহ্যের বেগ আসে না, বাহ্যের জন্য অত্যন্ত বেগ দিতে হয়। উদরাময়ে মলের বর্ণ ও অন্যান্য বিষয়ে সর্ব্বদা পরিবর্ত্তন হয়,

পানাহারের পরই বাহ্যে। দুর্গন্ধ-শ্বেত-প্রদর, জরায়ু যেন বাহির হইয়া পড়িবে, এরূপ অনুভব, কিছু দিয়া চাপিয়া রাখিবার ইচ্ছা, জরায়ুতে বেদনা। একজিমা—হাত ও আঙুল ফাটা ফাটা মত ইত্যাদি।

স্যাপোনেরিয়া—তরুণ সর্দ্দি, ঠাণ্ডালাগা, গলক্ষত, ভ্রূতে বেদনা, আলোকাতঙ্ক।

স্ক্রফুল্যারিয়া-নোডোসা (Scrophularia Nodosa)—θ, ১ম শক্তি; কোনও পীড়ার সহিত কোন অঙ্গে বড় বড় গ্ল্যাণ্ড থাকিলে ইহাতে উপকার হইবে। বুকের টিউমারের ইহা উৎকৃষ্ট ঔষধ। কাণে একজিমা, যোনির প্রুরাইটীস; নাকে, চোখে, গণ্ডে, সম্মুখ কপালে, চোখের পাতায়, ঠোঁটে একপ্রকার ধীরগতিশীল টিউবার্কিউলার (Lupoid) ক্ষত, স্ক্রফুলাসস্ফীতি এবং—লিভারে চাপ দিলে বেদনা, নাভীর নীচে কলিক-বেদনা, সিগ্‌ময়েড-ফ্লেক্সারে বেদনা, ভীষণ বেদনাযুক্ত ও নির্গমশীল রক্তস্রাবীয় অর্শ, বুকের ২য় পঞ্জরের নিম্নে যেখানে শ্বাসনলী (ট্রেকিয়া) দুই ভাগে বিভক্ত হইয়াছে তথায় বেদনা, স্ক্রফুলাস রোগীর হাঁপানি, প্রাতে আহারের পূর্ব্বে ও পরে অদম্য ঘুমভাব প্রভৃতি কতিপয় পীড়ায় ইহা উপকারী।

স্কাটেলেরিয়া-লোটেরিফোলিয়া (Scutellaria Loterifolia)—θ—নিম্নশক্তি; স্নায়বিক অবসাদ হৃৎপিণ্ডের উত্তেজনা, কোরিয়া, দাঁত উঠিবার সময় শিশুদের তড়কা ও স্নায়ুর উত্তেজনা, পেশীসমূহের আনর্তন (twitching) কোন ভাবী বিপদের ভয়, কোনও বিষয়ে মনঃসংযোগ করিতে না পারা, অস্থির নিদ্রা এবং ভয়জনক স্বপ্ন, নিশা-ভীতি, অক্ষিগোলকে ও ডান চক্ষুর উপরে বেদনা, গা-বমি, টক ঢেকুর, হিক্কা অন্ত্রে বায়ুসঞ্চার, স্বপ্নদোষ, ধ্বজভঙ্গ—তাহাতে মনে হয় যে কখনও তাহার পীড়া আরোগ্য হইবে না ইত্যাদি ইহার লক্ষণ।

সিডাম-এক্রি (Sedum Acre)—θ—৬ষ্ঠ শক্তি। অর্শের বেদনা, রেক্টামে ফাটা ক্ষত, মলত্যাগের কিছু ঘন্টা পরে জ্বালা (সিডাম—টেলিফিকাম)—জরায়ুর রক্তস্রাব, অন্ত্র ও মলদ্বার ইহতে রক্তস্রাব, রক্ত-প্রদর (বিশেষতঃ ঋতুবন্ধের বয়স হইলে) ইত্যাদি এই ঔষধটির অন্তর্ভুক্ত।

সেমপারভাইনাম (Sempervinum)—θ—২য় শক্তি। হার্পিস জোষ্টার, স্তনের ক্যানসার, ক্যানসিরাস-টিউমার, অর্শ, মুখের সাংঘাতিক ক্ষত, জিহবার ক্যানসার, জিহবার ক্ষত হইতে রক্ত পড়া ও জিহবার ভীষণ খোঁচাবেঁধা বেদনা, ইরিসিপিলাসের মত উদ্ভেদ, আঁচিল, কড়া প্রভৃতিতে ইহা ব্যবহার করিয়া দেখিবেন (শেষাংশে—মেথিলীন-ব্লু দেখুন)।

সিনাপিস-নায়গ্রা (Sinapis Nigra)—৩, ইহা কৃষ্ণ সরিষা হইতে প্রস্তুত। সর্দ্দি-জ্বর, নাসিকায় কাঁচা সর্দ্দি, ফ্যারিঞ্জাইটিস, নাসারন্ধ্রের ও ফ্যারিংসের শুষ্কতা, তৎসহ চাপ চাপ স্রাব নির্গমন, নাসিকা সমস্ত দিন কিম্বা বৈকাল ও সন্ধ্যায় বন্ধ থাকে। নাসিকা শুষ্ক, গরম, তৎসহ চক্ষু দিয়া জলপড়া, হাঁচি, আক্ষেপিক কাশি (শুইলে কম হয়) একবার ডান—একবার বাম নাসিকা বন্ধ। গলার ভিতর গরম, প্রদাহ, যেন পুড়িয়া গিয়াছে, হাঁপানির মত শ্বাস-

প্রশ্বাস, কুকুরের আওয়াজের মত জোরে কাশি, নিঃশ্বাসে দুর্গন্ধ। পাকস্থলীতে জ্বালা, উহা অন্ননলী, গলা ও মুখ পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়, টক্ বা গরম ঢেকুর, নীচের দিকে ঝুঁকিলে কলিক-বেদনা ধরে, সোজা হইয়া বসিলে কম পড়ে।

সিনাপিস-এলবা (Sinapis Alba)—অন্ননলী বন্ধভাবসহ জ্বালা। খাঁটি সরিষার তৈল নাসিকা দিয়া গ্রহণ করিলে সেনাসারি-নার্ভ দিয়া ৫ম স্নায়ুর প্রান্তভাগ পর্য্যন্ত ক্রিয়া করে, ইহা মধ্যকর্ণের পীড়া এবং নাসিকার ভিতরের টন্‌সিলের বেদনার উপশম করায়।

স্কুকাম-চক (Skookum Chuck)—৩ ×; ইহা এন্টিসেরিক ঔষধ চর্ম্মপীড়া ও শ্লৈষ্মিক-ঝিল্লীর উপর ইহার প্রধান ক্রিয়া। মধ্যকর্ণের প্রদাহ, প্রচুর পরিমাণে কল্‌তানি বা রসানির মত দুর্গন্ধ স্রাব, কুষ্ঠ, একজিমা, চর্ম্মের শুষ্কতা, নাক দিয়া প্রচুর পরিমাণে জলের মত স্রাব ও অনবরত হাঁচি ইত্যাদি পীড়াগুলিতে ব্যবহার্য্য।

সোলেনাম-লাইকোপার্সিকাম (Solanum Lycopersicum)—৩—৩০ শক্তি। সমস্ত শরীরে ভীষণ কামড়ানি-বেদনা, ইনফ্লুয়েঞ্জা আরোগ্যের পর বেদনা থাকিয়া যাওয়া; পশ্চাৎ মস্তকে বেদনা আরম্ভ হইয়া সমস্ত শরীরে বিস্তৃত; মাথার বেদনা কম হইবার পর বোধ হয় যেন কেহ থেৎলাইয়া দিয়াছে, উক্ত প্রকার বেদনা—সমস্ত মাথায় অনুভব, গলাধরা, গলার স্বরের বিকৃতি, রাত্রিতে প্রবল শুষ্ক আক্ষেপিক কাশি—তাহাতে সমস্ত রাত্রি অনিদ্রা। কোমরে বেদনা, ডানদিকের কাঁধের পেশীতে (R. deltoid) ও বুকের পেশীতে (পেক্টোর‍্যালিস-মাসলে) তীক্ষ্ণ বেদনা, ডানহাতের মধ্যস্থলে খুব ভিতরে বেদনা, ডান কনুই কব্জি এবং দুই হাতে বাতের বেদনা ইত্যাদি কতিপয় প্রকারের বেদনায় ও সম্মুখ বাহুর স্নায়ুর মধ্যে বিদ্ধ করিবার মত এক প্রকার বেদনায় ইহা উপকারী।

Solanum Carolin—ইহার—θ—২০ হইতে ৪০ ফোঁটা মাত্রায়—ফিট, আক্ষেপ, মৃগী—বিশেষতঃ গ্র্যাণ্ডমাল ও ইডিওপ্যাথিক টাইপের পীড়া ও পীড়া বাল্যকাল অতিক্রম করিয়া আরম্ভ হইলে, এতদ্ভিন্ন হিষ্টেরো-এপিলেপ্সির ও হুপিং কাশির আক্ষেপেও ইহাতে বিশেষ উপকার হয়।

Solanum Acetibum—ইহা বৃদ্ধ ও শিশুদের ব্রঙ্কাইটিস ইত্যাদি পীড়ায় ফুসফুসের পক্ষাঘাত হইবার সম্ভাবনা বুঝিলে প্রযোজ্য।

Solanum Tuberosa—ইহা রেক্টামের প্রলাপসস এবং রেক্টামে থেৎলান-গোল আলুর মত টিউমার ইত্যাদিতে উপকারী।

Solanum Niger—যোনির প্রুরাইটীসে অথবা তৎসদৃশ কোনও পীড়ার ব্যবহার্য্য—২৬০ পৃষ্ঠা দেখুন।

সলিডেগো (Solidago Verg)—θ—৩য় শক্তি। থাইসিস ফুসফুস হইতে রক্তস্রাব; ব্রঙ্কাইটীসে প্রচুর পরিমাণে পুঁযের মত সর্দ্দি উঠার সহিত কাশি, গয়ারে রক্তের ছিট, শ্বাসকষ্ট। প্রস্রাবের পীড়ার জন্য— রেপার্টারি অংশে প্রস্রাবের পীড়া—৮২৮ পৃষ্ঠার শেষাংশ দেখুন।

স্পাইরিয়া অলমেরিয়া (Spiroea Ulmaria)—ইহা মূত্রনলীর ইরিটেসনে, প্রষ্টেট-গ্ল্যাণ্ডের পীড়ায়, প্রমেহের গ্লীট-ষ্টেজে এবং এক্ল্যাম্‌সিয়া, মৃগী, হাইড্রোফোবিয়া ও পাগলা জন্তুর দংশনে ব্যবহৃত হয়।

স্পাইর‍্যানথেস (Spiranthes)—৩য় শক্তি। প্রসূতির স্তনদুগ্ধ বৃদ্ধির নিমিত্ত এবং আক্ষেপিক হাই উঠা, প্লুরাইটিস, যোনিদেশে জ্বালা, সহবাসের সময় জ্বালা, রক্তপ্রদর, ডানদিকের সায়েটিকা, হাতের শিরাস্ফীতি এবং হাতের সমস্ত সন্ধির বেদনার নিমিত্ত ইহা ব্যবহৃত হয়।

ষ্টারকিউলিয়া (Sterculia)—θ; ইহা মদ্যপানকারীদের ঔষধ। ইহাতে ক্ষুধা ও পরিপাক শক্তির বৃদ্ধি হয় এবং মদ্যপানের আকাঙ্খা দূর হয়। হাঁপানি; ইহার দ্বারা শারীরিক পরিশ্রমের শক্তির বৃদ্ধি হয়, রোগী শীঘ্র ক্লান্ত হয় না। মাত্রা এক হইতে ২ ড্রাম, দিনে ৩ বার।

ষ্টেলারিয়া মেডিকা (Stellaria Madica)—বাহ্যিক প্রয়োগে—θ; আভ্যন্তরিক—২ ×। বাতের তীক্ষ্ণ বেদনা শরীরের সমস্ত স্থানে অনুভব হয়, গাঁট শক্ত হয়, আক্রান্ত অংশ ছুঁইতে দেয় না। পুরাতন বাত, বেদনা—স্থান পরিবর্ত্তন করে, আঙ্গুলে বাত। লিভার ফোলা, শক্ত, ছুঁচফোটান বেদনা, চাপ দিতে দেয় না, বাহ্যের রঙ—কাদার রঙের মত। কোমরে ভীষণ বেদনা, পাছায় বেদনা, উরু পর্য্যন্ত নামে, কাঁধে ও বাহুতে বেদনা, পায়ে ও পায়ের ডিমে বেদনা, কিড়নীর উপরে বেদনা, সাইনোভাইটীস। পরিশ্রমে ও গরমে বৃদ্ধি এবং ঠাণ্ডা বাতাসে উপশম।

স্পারটিয়ম স্কোপ্যারিয়ম (Spartium Scoparium)—ডিজিটেলিস ও ভেরেট্রম-ভিরিডির অনেক মিশ্র লক্ষণ ইহাতে পাওয়া যায়; হৃৎপেশী আক্রান্ত, মাইট্রাল-ভলভের পীড়া, ক্রণিক নেফ্রাইটীস, দমকা নিশ্বাস যেন চলিতে চলিতে বন্ধ হয় (Cheyne stokes respiration) ইহা ডিজিটেলিসের মত ব্লাড-প্রেসার বৃদ্ধি না করিয়া হৃৎপিণ্ডের শক্তি বৃদ্ধি এবং শরীরে অতি দ্রুত ক্রিয়া প্রকাশ করে ও ক্রিয়া ৩/৪ দিন স্থায়ী হয়। প্রস্রাবে ভীষণ জ্বালা, অত্যধিক প্রস্রাব। ক্রম—৩ ×।

ষ্ট্রিকনিনাম (Strychninum)—ধনুষ্টঙ্কারের আক্ষেপ, দাঁতি লাগে, মধ্যে মধ্যে পেশী ঢিলা হয়, মেরুদণ্ডের (স্পাইন্যাল-কর্ডের) উপর ইহার direct ক্রিয়া। ইহার বেদনা ও আক্ষেপ হঠাৎ আসে এবং মধ্যে মধ্যে প্রত্যাবর্ত্তন করে। হঠাৎ সক্ লাগিলে—৩ × শক্তি—হাইপোডার্ম্মিক-ইন্‌জেক্‌সনে উপকার হয়। অনবরত বাহ্যে, প্রবল বমি, গর্ভাবস্থায় গা-বমি, মুখ—বিবর্ণ, উদ্বেগপূর্ণ, মাঢ়ী আড়ষ্ট, নিম্ন চোয়াল বন্ধ ; চক্ষুর মনি প্রসারিত, চক্ষুর সম্মুখে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ দর্শন, মাথাঘোরা, তৎসহ কাণে শব্দ, মুর্দ্ধাদেশে স্পর্শকাতরতা বেদনা, উদর-পেশীতে তীক্ষ্ণ বেদনা, অন্ত্রে খামচানি বেদনা, আক্ষেপের সময় অসাড়ে বাহ্যে, অদম্য কোষ্ঠবদ্ধ ও ইনফ্লুয়েঞ্জার পর অনবরত কাশি, প্রত্যঙ্গাদি শক্ত, সন্ধি শক্তসহ বাত, শরীরের প্রবল স্পন্দন, কম্পন, জার্কিং এবং প্রবল ধনুষ্টঙ্কারিক আক্ষেপ, একটুমাত্র স্পর্শেই আক্ষেপ বাড়ে ইত্যাদিতে উপকারী—

৩৭০ পৃষ্ঠায় তড়কা দেখুন। ক্রম—৩—৩০ শক্তি। Non Homoeopathic—মাত্রা ১/১৪০–১/৬০ গ্রেণ ১২ বৎসরের নিম্নে ১/৫০–১/১৪০ গ্রেণ, হাইপোডার্ম্মিক-ইনজেকসন।

ষ্ট্রিকনিয়া-আর্স—পুরাতন উদরাময় তৎসহ পক্ষাঘাতের মত বোধ, হৃৎপিণ্ডের বিবর্দ্ধন (Compensatory hypertrophy) প্রথমে হৃৎপিণ্ডে চর্ব্বিজমা, শুইলে ভীষণ শ্বাসকষ্ট, নিম্নাঙ্গের শোথ, প্রস্রাব স্বল্প, উচ্চ স্পেসিফিক-গ্র্যাভিটি, প্রস্রাবে অত্যধিক শর্করা।

ষ্ট্রিকনিয়া এট ফেরি-সাইট্রাস—ক্লোরোটিক ও পক্ষাঘাতিক অবস্থা, ডিস্পেপসিয়া, আহারীয় পদার্থ বমি। ক্রম—২×—৩×।

ষ্ট্রিকনিয়া-ভ্যালেরিয়ানা—মস্তিষ্ক শক্তির ক্লান্তি, স্ত্রীলোকের স্নায়বিক উত্তেজনার অত্যন্ত বৃদ্ধি। ক্রম—২ × শক্তি।

সকসিনাম (Succinum)—নার্ভাস ও হিষ্টিরিয়াগ্রস্তা রোগীতে এবং হাঁপানি ও প্লীহারোগে উপকারী। হাঁপানির ও ক্ষয়রোগের প্রথমাবস্থা, পুরাতন ব্রঙ্কাইটিস, বুকে বেদনা ও হুপিং-কাশিতে অধিক উপকারী।

ক্রম—৩ × শক্তি। ৫ ফোঁটা, মাত্রায় ইহার তৈল ও ব্যবহৃত হয়।

সলফোন্যাল (Sulfonal)—৩ ×। মস্তিষ্ক পীড়ার—মাথাঘোরা-নিদ্রাভাব, একটু মাথা তুলিলেই মাথাঘোরা, মাথা তুলিলেই মাথাঘোরাসহ বেদনা, দ্বিগুণ দর্শন, জিহবা যেন পক্ষাঘাতাক্রান্ত, চক্ষুর পাতা ঝুলিয়া পড়া, অস্পষ্ট কথা উচ্চারণ, প্রস্রাবে এলবুমেন ও কাষ্টস, অনবরত প্রস্রাবের ইচ্ছা, স্বল্প প্রস্রাব, ফুসফুসের কন্‌জেসসন, নিশ্বাসে গভীর নাক ডাকার মত শব্দ, শ্বাসকষ্ট, হোঁচট লাগার মত হইয়া চলা, দুর্ব্বলতা; কম্পন, পা ভারীবোধ করা, নিজার্কের লোপ, দুইটি পা-ই শক্ত ও পক্ষাঘাতের মত হওয়া, পায়ে কোনও সাড়া না থাকা ইত্যাদিতে ইহা ব্যবহৃত হয়। হিপ্‌নোটিক ক্রিয়ার জন্য ১০ হইতে ৩০ গ্রেণ পর্য্যন্ত মাত্রায় গরমজলসহ একবার প্রয়োগে ২ ঘন্টার মধ্যেই প্রায় চৈতন্য লোপ হইবে।

সাম্বল (Sumbul)—২য় শক্তি, আর্টারিও এস্‌ক্লেরেটিক রোগী, in 45 to 54 years of age, it acts quicker when the radial arteries are hard, crooked & wiry, acts within 16 hours.

ট্যানাসিটাম (Tanacetum)—θ—৩য় শক্তি। রোগী তাহার সমস্ত শরীর যেন অর্দ্ধেক মৃত ও অর্দ্ধেক জীবিত বলিয়া বিবেচনা করে। সামান্য পরিশ্রমেই মানসিক ক্লান্তিভাব আসে, কানে বাদ্যধ্বনি বা গর্জ্জন শব্দ, বোধ হয় যেন কান হঠাৎ বন্ধ হইয়া গেল। বাধকদোষ—প্রথমে মাসিক স্রাব বন্ধ, পরে প্রচুর পরিমাণে স্রাব হয়।

টার্টারিক-এসিড (Acid Tartaric)—৩ ×—৬, নিম্নশক্তি। উদরাময়সহ অত্যন্ত দুর্ব্বলতা ও বমি, গলায় ও পাকস্থলীতে জ্বালা, কুঁচকীর স্থান শক্ত, নাভীর চতুর্দ্দিকে বেদনা, ঘোর সবুজ বমি।

মন্তব্য ঃ—আমি উদরাময়, কলেরা কিম্বা অন্য কোনও পীড়ায় ক্রমাগত বাহ্যে বমি—তাহা যে প্রকারেরই হউক, পাইলেই আজকাল ইহা ব্যবহার করি ও তাহাতে প্রায় উপকার পাই, পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

থ্যালিয়ম (Thallium)—নিম্ন বিচূর্ণ হইতে ৩০ শক্তি—নিম্নাঙ্গের পক্ষাঘাত, পাকস্থলীতে বেদনা, অর্দ্ধাঙ্গের পক্ষাঘাত, শরীরের কম্পন, ইলেকট্রিক্-সকের মত বেদনা, পুরাতন মেরুমজ্জার ক্ষয়রোগ, হাত পায়ের আঙ্গুলের অসাড়তা, পিপীলিকা চলার মত একপ্রকার সড়সড়ানি—আঙ্গুল হইতে আরম্ভ হইয়া ক্রমশঃ উর্দ্ধে এবং বস্তিগহ্বরে (পেলভিসের) মধ্য দিয়া পেরিনিয়মে ও উরুর মধ্য দিয়া পায়ে নামে।

থিওসিনামিনাম (Thiosinaminum)—সরিষার তৈল হইতে রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় প্রস্তুত। ক্ষতচিহ্ন, টিউমার, বৃহৎ গ্ল্যাণ্ড, লিউপাস, ষ্ট্রীক্চার, গ্ল্যাটিসন, চক্ষুর কর্ণিয়ার অস্বচ্ছতা, ছানি, সূত্রার্ব্বুদ, শক্ত অর্ব্বুদ, মেরুমজ্জার ক্ষয় পীড়ায় বিদ্যুৎবৎ বেদনা, কানে পূঁয হইয়া কালা হওয়া, মধ্যকর্ণ হইতে পুরাতন পূযস্রাব, কর্ণমধ্যে গাঁজের মত একপ্রকার পদার্থ (fibroid) উৎপন্ন হওয়া, কর্ণের ক্ষুদ্র অস্থির সঞ্চালন বন্ধ, কর্ণপটহ পুরু হওয়া এবং কর্ণের স্নায়ুগুলির মধ্যে কোনও প্রকার সৌত্রিক পরিবর্ত্তন (fibrous changes) হইয়া কালা হইয়া যাওয়া ইত্যাদিতে উপকারী। ক্রম—২ × ; ইহা গ্লিসারিণে কিম্বা জলে ১০ পারসেন্ট সোলিউসন করিয়া (৯০ ফোঁটায় ১০ ফোঁটা) উহার ১৫ হইতে ৩০ বিন্দু, সপ্তাহে ২ বার ইন্‌জেক্সনেরও ব্যবস্থা আছে। আভ্যন্তরিক ১/২ গ্রেণ ক্যাপসুল দৈনিক সেব্য।

থাইমস (Thymus)—৬ষ্ঠ শক্তি। শিশুর শ্বাসযন্ত্রের পীড়া, শুষ্ক অর্থাৎ ড্রাই নার্ভাস-এজ্‌মা, হুপিং-কাশিতে ভয়ানক আক্ষেপিক কাশি; সামান্য সর্দ্দি উঠে।

টিটানিয়ম (Titanium)—নিম্ন হইতে মধ্যশক্তি। অসম্পূর্ণ দৃষ্টি, কোনও বস্তুর অৰ্দ্ধেক দেখিতে পায়, রতিশক্তির দুর্ব্বলতা, সঙ্গমকালীন অতি শীঘ্র বীর্য্যস্খলন হয়, ব্রাইট'স ডিজিজ ইত্যাদি।

ট্রায়ষ্টিয়ম-পার্ফো (Triosteum Perfo)—৬ষ্ঠ শক্তি। উদরাময়, তৎসহ কলিক অর্থাৎ শূলুনি-বেদনা, গা-বমি, বাহ্যের পর নিম্নাঙ্গের অসাড়তাবোধ এবং পিত্তশূল, পৈত্তিকতা, উঠিলেই গা-বমি-পরে বমি ও খিলধরা, আহারে অনিচ্ছা, এই কয়েকটিতে ইহা বিশেষ উপকারী; তদ্ভিন্ন—সমস্ত গাঁটের আড়ষ্টভাব, হাড়ে কামড়ানি বেদনা, পৃষ্ঠে বাতবেদনা, প্রত্যঙ্গাদিতে বেদনা ইহার লক্ষণ।

ভ্যানাডিয়ম (Vanadium)—৬ষ্ঠ হইতে ১৩ শক্তি। ইহার ক্রিয়া অক্সিজেন সরবরাহ করা ও রক্তের টক্সিন (দূষিত বস্তু) নষ্ট করা, এইজন্য সমস্ত ক্ষয়কারী পীড়ায় উপযোগী। ইহার দ্বারা লিভার ও লিভার ধমনীয় অবস্থা পরিবর্ত্তন হইয়া ক্রমশঃ মন্দ হইতে থাকিলে উপকার হইবে, তদ্ভিন্ন—অক্ষুধা, পাকস্থলীর ইরিটেসন, প্রস্রাবে এলবুমেন, কাষ্টস ও রক্ত, সমস্ত অঙ্গের বা একাঙ্গের কম্পন, মাথাঘোরা, হিষ্টিরিয়া ও বিমর্ষতা, অন্ধ হইয়া যাওয়া, রক্তহীনতা, দুর্ব্বলতা, চোখে নাকে ও গলায় ইরিটেসন, পুরাতন বাত, বহুমূত্র,

সমস্ত বুকে চাপবোধ, হৃৎপিণ্ড রক্তে পূর্ণ, এই সমস্ত উপসর্গে ও লক্ষণে সুফলের সহিত ব্যবহৃত হইতে পারে। টিউবার্কিউলিসের প্রথমাবস্থায় ইহা পরিপাক শক্তি বৃদ্ধি করিয়া টনিকের ক্রিয়া করে।

ভার্ব্বেনা (Verbena)—চর্ম্মের ও নার্ভাস-সিষ্টেমের উপর ইহার প্রধান ক্রিয়া। স্নায়বিক অবসাদ, দুর্ব্বলতা, উত্তেজনা, আক্ষেপ; পৃষ্ঠব্রণ এবং কোনও স্থানে আঘাত লাগিয়া থেৎলাইয়া যাইবার নিমিত্ত রক্ত জমিয়া ইহার দ্বারা যন্ত্রণা হইলে সেই যন্ত্রণার হ্রাস ও রক্ত শোষণের পক্ষে শীঘ্র উপকার হয়। মৃগীরোগে ইহাতে রোগীর মানসিক শক্তি বৃদ্ধি ও কোষ্ঠকাঠিন্যে বিশেষ উপকার সাধন করে। মাত্রা—θ, ১ ফোঁটা; মৃগীরোগে ইহা কিছু অধিক দিন ব্যবহার করিতে হয়।

ওহিমবিনাম (Yohimbinum)—৩ ; দীর্ঘস্থায়ী লিঙ্গোদ্রেক; রক্তস্রাবীয় অর্শ, অন্ত্র হইতে রক্তস্রাব, ইউরেথ্রাইটীস।

জারোফাইলাম (Xerophyllum)—পাঠে মনঃসংযোগ করিতে পারে না, নাম ভুলিয়া যায়, শব্দের শেষ অক্ষর প্রথমে লেখে, সাধারণ শব্দেরও বানান ভুল করে। মস্তিষ্কের পীড়ায় নাসিকার গোড়ায় অত্যন্ত চাপজনক বেদনা, চক্ষুতে যেন বালি পড়িয়া আছে এইরূপ কর্‌কর্ করে, কোনও কার্য্যে দৃষ্টি ঠিক রাখিতে পারে না, কোনও বস্তু গিলিতে গলায় ছুঁচফোটান বেদনা। পাকস্থলী যেন পূর্ণ ও ভারী বিবেচনা করে, ঢেকুর টক্ ও দুর্গন্ধ, মধ্যাহ্নে ভোজনের ও টিফিনের ১ ঘন্টা পরে বমি হইয়া খাদ্য উঠিয়া যায়, কোষ্ঠবদ্ধ—পেটে বায়ু জমে, মলত্যাগে অত্যন্ত বেগ দিতে হয়। প্রস্রাবের বেগ ধারণ করিতে পারে না, চলিবার সময় ফোঁটা ফোঁটা প্রস্রাব নির্গত হয়, রাত্রিতে ঘন ঘন প্রস্রাব, পাছার হাড় থেকে পিঠের স্ক্যাপুলা পর্য্যন্ত বেদনা, কোমরে বেদনা, বেদনা নীচে পা পর্য্যন্ত নামে, কিড্‌নীতে বেদনা, হাঁটুতে বেদনা, প্রত্যঙ্গ শক্ত বলিয়া মনে করে, কতিপয় প্রকারের চর্ম্মপীড়া। ক্রম—৬ষ্ঠ হইতে উচ্চশক্তি।

জ্যানথিয়ম-স্পাইনোসাম (Xanthium spinosum)—হাই ড্রোফোবিয়ার (জলাতঙ্ক পীড়ার) ইহা স্পেসিফিক ঔষধ বলিয়া খ্যাত।

জ্যানথোরিয়া-আর্ব্বোরিয়া (Xanthorrhoea Arborea)—কিড্‌নীতে ভীষণ বেদনা, সিষ্টাইটিস, মূত্র-পাথরীর বেদনা ইউরেট্রায় হইতে ব্লাডারে ও অণ্ডকোষে যায়; কোমরে বেদনা—উহা সামান্য ঠাণ্ডায় এবং বর্ষার বৃদ্ধি হয়।

জিফোসুরা—(Xiphosura)—৬ষ্ঠ শক্তি। ইহার অন্য নাম—Limulus, রক্তপ্রবাহ মুখের দিকে ধাবিত হয়, উহা নাসিকার উপর ও চক্ষুর পশ্চাতে চাপ দেয়। শারীরিক ও মানসিক অবসাদ, ঘুম-ঘুম ভাব। শরীরের সমস্ত ডানদিক ভারী ও বেদনা বোধ; তলপেট গরম, জ্বালা ও সঙ্কুচিত ভাব, Crural neuralgia. পায়ের তলায়, পায়ে কামড়ানি বেদনা, অসাড়তা বোধ, ডান উরুসন্ধিতে বেদনা।

এক্স-রে (X-Ray)—১২শ হইতে উচ্চ শক্তি। ইহা শারীরিক ও মানসিক শক্তিকে বৃদ্ধি এবং সঞ্জিবনী-শক্তিকে বলদান করে (ইহার ক্রিয়ায় সাইকোটিক

পীড়ার সূচীপত্রাঙ্ক

সমাপ্ত।

কিম্বা মিশ্র দোষ শরীরের মধ্যে গুপ্তভাবে নিহিত থাকিলে তাহা বাহিরে নীত হয়)।

মস্তক—মাথার ও মুখের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে খোঁচামারার মত বেদনা, ডান উর্দ্ধ চোয়ালে বেদনা, ঘাড় আড়ষ্ট (stiff neck), হঠাৎ ঘাড়ে বেদনা ধরে উহা কাণের পশ্চাতে অধিক অনুভূত হয়। ঘাড়ের পেশীতে বেদনা উহা বালিস থেকে মাথা উচু করিলেই বৃদ্ধি। কাণের মধ্যে পূর্ণতা বোধ, মাথার মধ্যে ঝন্ ঝন্ শব্দ।

মুখ—জিহবা শুষ্ক, অসমতল ও বেদনাযুক্ত। গিলিতে গলায় বেদনা, গা-বমি-বমি।

চর্ম্ম—চুলকানিযুক্ত, শুষ্ক (dry) একজিমা, নখের গোড়ার চারিদিকে ইরিথিমা, চর্ম্ম শুষ্ক ও কুঞ্চিত, গা ফাটে ও বেদনা হয়, আঁচিলের মত বা আঁচিল উৎপত্তি, নখ পুরু হয়।

এতদ্ভিন্ন—বাত বেদনা, শরীরের ক্লান্তিবোধ, হাতের তালু অমসৃণ হওয়া ও শক্ত উঠা, কুৎসিত স্বপ্ন দর্শন, ইন্দ্রিয়-শক্তির হ্রাস ও রতিক্রিয়ার ইচ্ছা লোপ, সুপ্ত প্রমেহস্রাব পুনরায় আরম্ভ ইত্যাদি উপসর্গগুলিতেও ইহা উপকারী।

মেথিলিন-ব্লু (Methylene Blue)—৩×—৬ষ্ঠ শক্তি; নিউর‍্যাল্‌জিয়া, নিউর‍্যাসথেনিয়া, ম্যালেরিয়া। টাইফয়েডে—ইহাতে পেটের ফাঁপ ও শক্তভাব, বিকার, ভুলবকা ও জ্বরের উপদ্রব হ্রাস এবং ইনফেকসন্ নিবারিত হয়। কিড়নীর প্রদাহের (একিউট প্যারেন্‌কাইমেটাস ও স্কার্লেটিন্যাল-নেফ্রাইটীসের) ইহা উৎকৃষ্ট ঔষধ। ২ পারসেন্ট সোলিউসন—পুরাতন কর্ণপ্রদাহে—পূঁয অত্যন্ত দুর্গন্ধ থাকিলে এবং ১ পারসেন্ট জলীয় সোলিউসন—ক্ষতে ও চক্ষুর কর্ণিয়ার স্ফোটকে বাহ্যিক ব্যবহৃত হয়।

সমাপ্ত

পীড়া ও পীড়ার প্রকৃতিগত

ঔষধাবলীর তালিকা

(অত্র থেরাপিউটিক্সের লিখিত ষ্টার (*) চিহ্নিত ২/৪ টী ঔষধ বিবরণ এই মেটিরিয়ায় লিখিত মূল ঔষধের মধ্যে পাইবেন।)

অগ্নিদগ্ধ।

(প্রধান ঔষধ ক্যান্থারিস ; ইহার অধ্যায়—২০৭ পৃষ্ঠা দেখুন)।

শরীরের যত অল্প বা অধিক অংশই পুড়িয়া যাক না কেন—পাতি বা কাগজি লেবুর রস টিপিয়া কিম্বা ঘৃতকুমারীর শাঁস পোড়াস্থানে দিলে তৎক্ষণাৎ জ্বালা নিবারণ হইবে। পোড়াস্থানে তুলা বা পাতলা কাপড় দিয়া ঢাকিয়া তাহার উপর মেথিলেটেড স্পিরিট দিয়া ভিজাইয়া রাখিলেও জ্বালার উপশম হয়, কিন্তু ঐ স্পিরিটের সহিত যদি কতকটা পাতি-লেবুর রস মিশাইয়া লওয়া হয়, তাহা হইলে আরও শীঘ্র উপকার হইবে, ইহাতে সম্ভবতঃ ফোস্কাও পড়িবে না। পোড়াস্থানের ক্ষত আরোগ্যের নিমিত্ত—ক্যারণ-অয়েল কিম্বা ১ আঃ অলিভ-অয়েলে কার্ব্বলিক-এসিড—১০/১৫ ফোঁটা মিশাইয়া সেই অয়েল দ্বারা ক্ষতস্থান অনবরত ভিজাইয়া রাখিবে। ক্ষতে দুর্গন্ধ হইলে—কার্ব্বলিক-এসিড—৬ষ্ঠ শক্তি আভ্যন্তরিক সেবনের ব্যবস্থা। আরোগ্যের পর ক্ষতের দাগ মিশাইবার জন্য—কষ্টিকাম—২০০ শক্তি, সপ্তাহে ১ বার কিছুদিন সেব্য, পুড়িয়া যাইবার ক্ষতচিহ্নে পুনরায় বেদনা হইলে কিম্বা পাকিলে—কষ্টিকামে উপকার হয় (ক্যারণ-অয়েল—অর্দ্ধেক চুনের জল এবং অর্দ্ধেক নারিকেল বা অলিভ-অয়েল একত্রে মিশাইলেই উহা প্রস্তুত হইল)।

আগুনে কিম্বা গরম তৈলে পড়িয়া যাইলে—ফটকিরি চূর্ণ বাহ্যিক প্রয়োগে উপকার হয়—৭৫ পৃষ্ঠা। হোমিওপ্যাথিক—ক্যান্থারিস লোসন (ক্যান্থারিস—θ১ ড্রাম, ডিসটিল্ড ওয়াটার—২/৩ আউন্স, এইভাবে (মিশাইয়া) বাহ্যিক প্রয়োগ করিবেন। শেষ অবস্থায় চর্ম্ম নষ্ট হইয়া টিসু ধ্বংস হইতে থাকিলে—ক্যালি-বাইক্রম সেব্য। প্রথমাবস্থায় ফোস্কা পড়িলে ছিদ্র করিয়া তাহার ভিতরের জল বাহির করিয়া দেওয়া উচিত।

অজীর্ণ (গরহজম)

এসিড-ফ্লোর-২০—পেটফোলা, পেটবেদনা, পিপাসা, ঠাণ্ডাপানে ইচ্ছা, একটু আহারের ব্যতিক্রমেই অসুখ করে। পিত্তবমি, হেউ হেউ করিয়া ঢেকুর, বায়ু নিঃসরণ।

এবিস-৮—অতিরিক্ত চা পান ও তামাক খাওয়ার জন্য ডিস্পেপ্‌সিয়া, ভুক্তদ্রব্য পেটে গোলার মত হইয়া আটকাইয়া থাকে, গলায় জড়াইয়া উঠে।

এল্‌নাস-৬৭—কণ্ডিউর‍্যাঙ্গো-২৭৫—মাছ, মাংস, ডাল প্রভৃতি প্রটিড-ফুড হজম হয় না, গ্যাষ্ট্রিক-যুস নিঃসরণ হয় না, তজ্জন্য ডিস্পেপসিয়া।

কার্ব্বো-এনিমেলিস-২১৬—শিশু যতদিন স্তন্যপান করে, প্রসূতির ততদিন অজীর্ণ।

* বেলিস-পিরেনিস—ঠাণ্ডা দ্রব্য—বরফাদি পান করিয়া পাকস্থলীর তরুণ কিম্বা পুরাতন কোনও উপসর্গ, গরম হইতে আসিয়া হঠাৎ ঠাণ্ডা পানীয় পান জনিত কুফল, গরম হইতে আসিয়া হঠাৎ ঠাণ্ডা লাগিয়া পীড়া (বার্ণেট)।

ইল্যাপ্স-৩০৯—ফল বা ঠাণ্ডা পানাহার সহ্য হয় না, একটু ঠাণ্ডা লাগিলেই সর্দ্দি হয়।

ক্যারিকা-পেপেয়া-২২২—কিছু না খাইলে দুর্ব্বল হয়, অথচ খাইলেও হজম হয় না, খাইলেই পেটে বেদনা ও বমি,যাহা খায় তাহা উঠিয়া যায়, স্বাদহীন ঢেকুর উঠে।

চায়না-২৪৭—ফল সহ্য হয় না, আহারের পর বুকে বেদনা, বুকের মধ্যস্থলে গোলার মত একটা পদার্থ ঠেলিয়া উঠে।

সাইক্ল্যামেন-২৯৬—ক্ষুধা হয় না, সামান্য খাইলেই পেট ফোলে, খাদ্য দেখিলেই গা বমি। ঘৃত, রুটির নাম করিতে পারে না, খাইলেও হজম হয় না, যাহা খায় লোণা।

ফেল-টারি-৩১৮—হজমের হ্রাস, পেটে গড়্গড়্ শব্দ, উদরাময়, ঢেকুর উঠা, আহারের পর নিদ্রাবেশ।

ফেরম-আয়োড-৩১৮—খাইলেই পেট ফোলে, আহার্য্য গলায় ঠেলিয়া উঠে।

ভেরম-সিয়ানে-৩২২—পেট বেদনা, জ্বালা, গা-বমি, পেটফাঁপা, কোষ্ঠবদ্ধ, উদরাময়।

গ্র্যাফাইটীস-৩৪২—মুখে কিছু ভাল লাগে না, গিলিতে বমি আসে, পেটে বায়ু জমে, পেট কামড়ায়, পেট জ্বালা করে, শূলবেদনা হয়, গলায় পুঁটুলি পাকায়।

হিপার-৩৬২—হজম হয় না, মুখে টক্ আস্বাদ পেটে ব্যথা,—খাইলে উপশম।

হাইড্র্যাসটীস-৩৬৫—কখনও কোষ্ঠবদ্ধ, কখনও উদরাময়, পেট ফোলে, দুর্গন্ধ বা টক ঢেকুর উঠে, মলে আম।

ক্রিয়োজোট-৪১৯—খাদ্য হজম হয় না, পেটেও থাকে না, অজীর্ণ অবস্থায় বমি, আহারের অনেক পরে বমি, বহু পূর্ব্বের আহার বমি, গর্ভাবস্থায় বমি, শিশুদের বমি।

ক্যালি-বাইক্রম-৩৯৩—বমি টক, পিত্ত ও শ্লেষ্মামিশ্রিত, তারের মত পেটফাঁপা, কোষ্ঠবদ্ধ, প্রাতঃকালীন উদরাময়, পাকস্থলীতে ক্ষত হইয়া বমি, নিয়ত পেট ভার।

নক্স-মস্কেটা-৫০৪—আহারের ঠিক পরেই যন্ত্রণাবোধ পেট ফাঁপে।

ল্যাকেসিস-৪২৫—নেশাখোর, যাহারা অত্যন্ত কুইনাইন সেবন করিয়াছে, যাহাদের শরীরে পারদ-বিষ আছে; যাহাদের অজীর্ণে আহারের পরেই পেট ফুলিয়া উঠে, পেটের ব্যথা আহারের পরেই নিবৃত্তি; কিন্তু একটু পরেই বৃদ্ধি, অম্লদ্রব্য সহ্য হয় না।

লাইকোপোডিয়ম-৪৪৭—পেটফোলা, টক ঢেকুর, পেট জ্বালা। পুরাতন অজীর্ণ—খাদ্য সহজে হজম হয় না, তরল পান ভিন্ন অন্য আহারে পেট বেদনা হয়, পেট ফোলে, বমি হয়, ঢেকুর সম্পূর্ণ উঠে না, গলা পর্য্যন্ত উঠে, পেট জ্বলে, মুখে জল উঠে।

ম্যাগ্নেসিয়া-কার্ব্ব-৪৫৪—আটা, ময়দা, আলু, কপি প্রভৃতি ষ্টার্চ্চিদ্রব্য আদৌ সহ্য হয় না, পেটে বায়ু জমে, টক ঢেকুর উঠে, বুক জ্বলে, অম্ল হয়, মুখ টক হয়, দুধ সহ্য হয় না, অন্তরে গরমবোধ করে, কিন্তু ঠাণ্ডা লাগাইতেও সাহস করে না।

ন্যাট্রম-কার্ব্ব-৪৮৯—পেটে বায়ু জমে, পেট ফোলে, পেট কামড়ায়, পেট শক্ত হইয়া থাকে, দুর্গন্ধ বায়ু নিঃসরণ হয়, শাকসব্জি ও ষ্টার্চ্চিদ্রব্য সহ্য হয় না। মুখে জল উঠে, গা বমি-বমি করে, অম্বল হয়, কখনও কোষ্ঠবদ্ধ কখনও উদরাময়।

ফেরম-পিক্রিক—পেটফাঁপা এবং বুকের উর্দ্ধাংশে যেন চাপবোধ, ইহার গতি বায়ু নিঃসরণ ও হাইউঠা, হৃৎপিণ্ডের প্রবল গতিসহ মাথাব্যথা, মাথাঘোরা, গা-বমি, পিত্ত-বমি, বমি হইলে উপশম। জিহবা শুষ্ক, চোখের কোণে কাল দাগ।

নক্স ভমিকা-৫০৮—হজম না হইয়া পেটবেদনা, রোগী অস্থির হয়, তৎসহ কোষ্ঠবদ্ধ, একটু একটু করিয়া বাহ্যে, কিছু খাইলে পেট মোচড়াইয়া বমি হয়, বমি টক বা তিক্ত, কাট্‌বমি, মুখে জল উঠে, গলায় আঙ্গুল দিয়া বমির চেষ্টা করে।

পল্‌সেটিলা-৫৫৪—ঘৃতপক্ক দ্রব্য, পিষ্টক, পরমান্ন, মিষ্টান্ন ইত্যাদি গুরুপাক দ্রব্যাদি আহার করিয়া পীড়ার উৎপত্তি। বহু পূর্ব্বের আহার বমি, শ্লেষ্মা ও পিত্তবমি, পেটে টাটানি-ব্যথা,বায়ু সঞ্চয়, পেটফাঁপা, বুকজ্বালা, মুখে জল উঠা, ঢেকুর তাহাতে—ভুক্ত দ্রব্যের আস্বাদ, মুখে পিত্তের আস্বাদ, পেট ডাকিয়া বায়ু নিঃসরণ।

সিপিয়া-৫৯৪—মুখে তিক্ত বা টক আস্বাদ, অম্ল খাইতে ইচ্ছা, পেট ফোলে, কোষ্ঠবদ্ধ, খাদ্যের গন্ধে গা-বমি, গরম দুধ সহ্য হয় না, পেট ভারী হয়।

সলফার-৬১৯—দুধ এবং আলু, ময়দা, আটা প্রভৃতি ষ্টার্চ্চি দ্রব্য আহার করিয়া অজীর্ণের উৎপত্তি। মুখের স্বাদ টক ও তিক্ত। অত্যন্ত ক্ষুধা, কিন্তু ২/১ গ্রাস খাইলেই মনে হয় যেন পেট পূর্ণ। ১০টা হইতে ১১টার সময় পেট খালিবোধ, পেট গড়্গড়্ করিয়া ডাকে, ঢেকুর উঠে, পেটে বেদনা হয়, —বায়ু নিঃসরণে ডিমপচার মত দুর্গন্ধ, (পেটে বায়ু জমার নিমিত্ত অনেক স্থলে অজীর্ণ হয়—"বায়ুজমা" ৮৪৩ পৃষ্ঠা দেখুন)।

ন্যাট্রম-সল্‌ফ-৫০০—পেটে বায়ু জমে, পেট ফোলে, বুক জ্বালা করে, পিত্তের গোলযোগ কিম্বা বর্ষায় পেটে বায়ু সঞ্চয় হইয়া পীড়া।

এপিফেগাস-৬৮৪—জিহবায় হলদে ময়লা, তিক্ত আস্বাদ, আহারের পর নিদ্রাবেশ, তরল বাহ্যে, লাল চট্‌চটে, অনবরত মুখে থুথু জমে।

পপুলাস-ট্রি-মিউলয়েডস-৬৯৫—পেটের দোষ, গরহজম, পেটফাঁপা, অম্ল, গা-বমি-বমি।

অজীর্ণ—পাকস্থলীর গোলযোগ হেতু—আর্ণি, এন্টিম, এপি, নক্স, পল্‌স প্রভৃতি। স্পিরিট পান হেতু—কার্ব্বো, নক্স, কফি, ইপি, পলস। তামাক সেবনে—ককু, ইপি, মার্ক, নক্স, পল্‌স। অম্ল ভক্ষণে—আর্স, কার্ব্বো, হিপ। পারদ সেবনে—কার্ব্বো, চায়না, হিপার। গরম হইয়া—ব্রায়ো, সাইলি। ঠাণ্ডায়—আর্স, বেল, ক্যামো, ককু।

দ্রষ্টব্য ঃ—পুরাতন উদরাময় ও অজীর্ণে প্রত্যহ প্রাতে কাঁচা বেলপোড়া, একটু ইক্ষুগুড় দিয়া এবং ভাতের সঙ্গে মহিষ দুধের ঘোল ও চিনি দিয়া আহার উপকারী। গরম মশলা, লঙ্কার ঝাল, গুরুপাক কোনও প্রকার দ্রব্য ও ডাল আহার নিষিদ্ধ। প্রাতে—কাঁচা সাগু, (কেওয়া দানা) ২/৩ ঘন্টা জলে ভিজাইয়া মিছরীর গুড়া দিয়া মধ্যাহ্নে—পুরাতন সরু কোনও চালের ভাত, ডাবের জলে ২ ঘন্টা ভিজাইয়া সেই ভাত—পটল, ঝিঙ্গে, খুব ছোট কাঁচকলা, মানকচু, কাঁচা পেঁপে, লাউ ইত্যাদি সিদ্ধ করিয়া সেই তরকারী দিয়া (মাছ না খাওয়াই ভাল) ; বৈকালে— বেলপোড়া, ইক্ষু, অল্প কমলালেবু, অম্বল না হইলে কচি ডাবের জল, পানিফলের পলো সিদ্ধ করিয়া মিছরীর গুঁড়া দিয়া এবং রাত্রিতে সহ্য অনুযায়ী—সরু চিড়া, ২ ঘন্টা গরম জলে ভিজাইয়া তাহাকে চটকাইয়া কাপড়ে ছাঁকিয়া মিছরীর গুড়া দিয়া কিম্বা সহ্য হইলে ভাল ঘৃতে লুচি ভাজিয়া সঙ্গে সঙ্গে গরম থাকিতে থাকিতে শুধু একটু লবণ অথবা কোয়েকার্স-ওট, রাঁধা সাগু, বার্লী, স্পিড্‌স এরারুট, শটিফুড, এলেনবেরি—নং—১ বা ২ ইত্যাদি আহারের ব্যবস্থা করিবেন। ১ ছটাক মিষ্টি দধি, ৯ ছটাক জল—একটি বোতলে পুরিয়া উহাকে উত্তমরূপে ৪০।৫০ বার ঝাঁকি দিয়া কাপড়ে ছাঁকিয়া তাহাতে একটু মিছরীর গুড়া এবং ইচ্ছা

করিলে—জিরা ভাজিয়া গুঁড়া করিয়া সেই গুড়া একটু উহাতে মিশাইয়া পান করিতে পারে। পেটের অসুখে শুধু ঔষধের উপর নির্ভর করা চলে না, পথ্যের উপরেও অধিক লক্ষ করিতে হয়।

অরুচি।

ইহাতে লক্ষনানুয়ায়ী ঔষধের ব্যবস্থা করিবেন। ঔষধে উপকার না হইলে বড় হরিতকীর ছাল কিম্বা আমলকী সর্ব্বদা মুখে রাখিবেন। সকালে আদা ও সৈন্ধব লবণ এবং অজীর্ণের মধ্যে লিখিত অনুসারে দধি প্রস্তুত করিয়া কিম্বা মাঠাতোলা ঘোলের সঙ্গে একটু জিরা ভাজার গুঁড়া দিয়া প্রত্যহ রোগীকে খাইতে দিবেন। ঔষধে—প্রথমে কলচিকাম নিম্নশক্তি।

অণ্ডকোষের পীড়া।

ঠাণ্ডা লাগিয়া পীড়া—রসটক্স, পল্‌স, ... আঘাতজনিত অত্যন্ত টাটানি বেদনাসহ অণ্ডকোষ শক্ত—আর্ণিকা....রুদ্ধ প্রমেহজনিত পীড়া—হ্যামা, ক্লিমে, পল্‌স, স্পঞ্জি, ক্যানাবিস, রডো,... পুরাতন পীড়া—এসিড-ফ্লোর, রডো,... অত্যন্ত বেদনা—রডো, স্পঞ্জি... একশিরা—মার্ক, পল্‌স, রডো, হ্যামা, ক্লিমে... অণ্ডকোষে স্ফোটক—বেল, হিপার, ক্যালি-সল্‌ফ, সাইলি,...তরুণ প্রদাহ, প্রদাহিত স্থান লালবর্ণ, অত্যন্ত স্পর্শকাতরতা বেদনা—বেলেডোনা..... স্পার্মাটিক কর্ডের ফোলা—আর্ণি, পল্‌স, সার্সা, অরম-মেট, স্পঞ্জি..... অণ্ডকোষের নিউর‍্যালজিয়া—অরম, বার্ব্বে, কলোসিন্থ, ন্যাজা, এসিড-অকজ্যা,..... টেষ্টিসের খর্ব্বতা—অরম-মেট, কার্ব্বো এনি, ষ্ট্যাফি, ক্যালি-আয়োড,... স্ক্রোট্যাল হার্ণিয়া—ম্যাগ মিউর নক্স-তম,..... হাইড্রোসিল (শিশুর)—এপিস, অরম, ক্লিমে, পল্‌স, পডো সাইলি..... কার্সিনোভা—আর্স, অরম, বেল, কোনি, ফাইটো, সাইলি, সলফ... ভেরিকোসিল—ইস্কিউ, আর্ণি, অরম, এসিড-ফ্লোর; ক্যাল্‌কে,..... এপিডিডাইমিটীস—এগ্নাস, অরম, হ্যামা, ফাইটো, পল্‌স, রডো রস।

বার্ব্বেরিস-১৬৫—এসিড-অকজ্যা-৩৩—অণ্ডকোষ ও স্পার্মাটিক-কর্ডের নিউর‍্যালজিয়া।

ব্রোমিয়ম-১৭১—অণ্ডকোষ ফোলে, গরম ও শক্ত হয়, বেদনা নড়িতে চড়িতে পারে না।

ক্যালেণ্ডিয়ম-১৮১—একজিমা, অণ্ডকোষের চর্ম্ম পুরু ও মোটা হয়। লিঙ্গে প্রুরাইটীস, চুলকায়, ফোলে।

ক্যাল-ফ্লোর-১৯১—অণ্ডকোষে জল সঞ্চয় হয়, ফোলে।

*এনিলিনাম-২১০—লিঙ্গে ও অণ্ডকোষে বেদনাসহ ফোলা, মূত্রনলীতে টিউমার।

ক্লিমেটিস-২৫৫—৬০৩—প্রমেহস্রাব বন্ধ হইয়া অথবা ঠাণ্ডা লাগিয়া কোষ প্রদাহ ডান দিকের কোষ অধিক আক্রান্ত হওয়ায় স্পার্মাটিক-কর্ড ফুলিয়া মোটা, ভীষণ বেদনা।

ইউফর্ব্বিয়ম-৩১৬—এপিস—১০৫—প্রদাহ, ক্ষত, চুলকানি, জ্বালা, বেদনা, অণ্ডকোষ ও মলদ্বার ফোলা।

হ্যামামেলিস-৩৫০, ৫৫৭—প্রদাহ, আক্রান্ত স্থানে খুব টাটানি ব্যথা, স্পার্মাটিক-কর্ডে বেদনা ও স্ফীতি (বাহ্য প্রয়োগে—হ্যামা-θ-১ ড্রাম জল বা গ্লিসারিণ—৮ ড্রাম)। তরুণ প্রদাহে—হ্যামামেলিস; পুরাতন প্রদাহে—এসিড-ফ্লোর।

* ফাইটোলক্কা প্রমেহ কিম্বা সেকেণ্ডারী সিফিলিস জনিত একশিরা। অণ্ডকোষে যন্ত্রণাযুক্ত ফোলা ও শক্তভাব বেদনা—লিঙ্গে ও পেরিনিয়মে পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়।

* কোনিয়ম—আঘাত লাগিয়া পীড়া হইলে অধিক উপকারী, অণ্ডকোষ ফোলা ও পাথরের মত শক্ত। গর্ম্মী পীড়াজনিত পীড়া।

*মার্ক-আয়োড-রুব-গর্ম্মী পীড়াজনিত বাম দিকের কোষবৃদ্ধি (Sarcocele) বাম দিকের কোষ ও রেতোরজ্জুর স্পর্শকাতরতা বেদনা।

পল্‌সেটিলা-৫৫৭, ৬০৩—প্রমেহস্রাব বন্ধ হইয়া প্রদাহ, তাপে যন্ত্রণা বৃদ্ধি, কোষ ও রেতোরজ্জু ফুলিয়া মোটা, কোমরে বেদনা, গা-বমি, ইহাতে রুদ্ধস্রাব পুনঃ প্রকাশিত হয়।

রডোডেন্ড্রন-৫৬৫, ৫৫৭, ৬০৩—অণ্ডকোষ ফোলা, শক্ত, বেদনাযুক্ত বেদনা পেট পর্য্যন্ত পরিচালিত হয়, প্রমেহের পর কোষ ফোলা, শক্ত হওয়া, পুরাতন পীড়া—বাতজনিত প্রদাহ (প্রমেহ আবদ্ধজনিত ফোলা—ক্লিমে, রডো, পল্‌স)।

এম্পিলপ্সিস-৫৬৫—রডোডেণ্ড্রণ-৫৬৫—হাইড্রোসিল, অণ্ডকোষে জল জমা।

মার্ক-সল -৫৫৭—মুদা এবং অন্যান্য স্থানের গ্রন্থিস্ফীতি সহ অণ্ডকোষের পীড়া।

এসিড-অকজ্যালিক-৫৫৮—স্পার্মাটিক-কর্ডের অর্থাৎ রেতোরজ্জুর নিউর‍্যালজিয়া।

এসিড-ফ্লোর-৩৫০—অনেক দিনের পুরাতন কোষ-প্রদাহ।

অরম-মেট-১৪৩, ৬০৩—ডানদিকের কোষ ফোলা (বামদিকের সঙ্গিয়া)।

স্পঞ্জিয়া-৬০৩—অণ্ডকোষের স্ফীতি, শক্ত, অত্যন্ত বেদনা, স্পার্মাটিক-কর্ড ফুলিয়া মোটা হয়, একটু এবং নড়াচড়ায় প্রাণ বাহির হইয়া যায় (বামকোষ অধিক আক্রান্ত)

টার্সিলেগো-২০৪—প্রমেহস্রাব বন্ধ হইয়া অণ্ডকোষ আক্রান্ত।

ইনডিয়ম-৬৮৮—স্পার্মাটিক-কর্ডের ভিতরে খেঁচে থাকার মত বেদনা।

অনিদ্রা ও নিদ্রা।

আর্স-আয়োড-১৩৫—সমস্ত রাত্রি ছটফট করে, আদৌ নিদ্রা হয় না।

ব্রোমিয়ম-১৭২—স্বপ্ন দেখে, চমকাইয়া উঠে, জাগিয়াও কাঁপিতে থাকে।

ক্যাডমিয়ম-১৮১—ঘুমায়, দমবন্ধের মত হয়, তাড়াতাড়ি উঠে—ভয়ে আর শোয় না।

এবসিন্থিয়াম-১০—মস্তিষ্কে রক্তাধিক্য বশতঃ টাইফয়েডে অনিদ্রা।

*ড্যাফনি-ইণ্ডিকা-৬৮৩—সম্পূর্ণ অনিদ্রা, কখনও কখনও হাড়ের কামড়ানি বেদনার জন্য নিদ্রা হয় না, নিদ্রার পর স্বপ্ন ও ভয় দর্শন।

ক্যাল্‌কেরিয়া-কার্ব্ব-১৮৬—আদৌ ঘুম নাই, চক্ষু বুজাইলেই ভীতিকর মূর্ত্তি বা স্বপ্ন দেখে, একটু শব্দ চমকাইয়া উঠে, সমস্ত রাত্রি জাগিয়া থাকে।

কক্‌সিলেনা-২৫৮—দাঁত উঠিবার সময় স্নায়বিক অস্থিরতা, আদৌ ঘুমাইতে পারে না।

ককুলাস-২৬১—অনেকদিন পর্য্যন্ত রাত্রি জাগিয়া অনিদ্রা বশতঃ কোনও পীড়া, বৈষয়িক বিষয়ে চিন্তা বা উদ্বেগ বশতঃ অনিদ্রা।

কফিয়া-২৬২—কোনও চর্ম্মপীড়ায় চুলকানির জন্য অনিদ্রা। ভবিষ্যতের জন্য মনের মধ্যে নানাপ্রকার চিন্তা ও কল্পনা তজ্জন্য অনিদ্রা, বিছানায় ছটফট ও এপাশ ওপাশ করে

ঘুম যেন চোখে আসে না, স্নায়ুর উত্তেজনার জন্য অনিদ্রা, ৩টার পর ঘুম ভাঙে আর ঘুম হয় না, (উচ্চশক্তি ২০০, শয়ন কালীন ১ মাত্রা, উপকার না হইলে ২ ঘন্টা পরে আর একমাত্রা)।

বোরাক্স-১৬৯—ঘুমাইবার সময় হঠাৎ চীৎকার করিয়া কাঁদে, মাকে জড়াইয়া ধরে, যেন স্বপ্নে কত ভয় পাইয়াছে, প্রকৃত কারণ পাওয়া যায় না।

এমন-কার্ব্ব-৭৯—ভূত-প্রেত, মৃতের স্বপ্ন, নিদ্রিতাবস্থায় শ্বাসবন্ধ হইয়া উঠিয়া পড়ে।

একটিয়া-রেসি-৫২—শিশুদের দন্ত উঠিবার সময় অনিদ্রা।

কোকা-২৫৭—ঘুম আসে, শোয় কিন্তু স্থির থাকিতে পারে না।

মর্ফিণাম-৪৮৩—অত্যন্ত নিদ্রালু কিন্তু নিদ্রা হয় না, অর্দ্ধ নিদ্রা—অর্দ্ধ জাগ্রত ভাব।

ফসফরাস-৫৩৫, ৫২৯—আহারের পর নিদ্রাবেশ। জাগতেও যেমন ঘুমাতেও তেমন, রাত্রির মধ্যে অনেকবার জাগে ও ঘুমায়।

সাম্বল—দিবসে নিদ্রালুতা, রাত্রিতে অনিদ্রা।

সাইপ্রিপিডিয়ম-২৯৭—শিশু দিনে খেলা করে, রাত্রিতে কাঁদে, কেহ ঘুমাইতে পারে না।

নক্স-মস্কেটা-৫০৩—সমস্ত পীড়ায় নিদ্রাচ্ছন্ন, আচ্ছন্নভাব, সদাই ঘুমঘুমভাব।

পল্‌স-৫৬০—সন্ধ্যার সময় ঘুমে কাতর, শয়ন করে; নিদ্রা হয় না, ছটফট করে।

প্যাসিফ্লোরা-৫২৩—অনিদ্রার কোনও ঔষধে উপকার না হইলে (মাত্রা—১০ হইতে ২০ বিন্দু) ১ ঘন্টা অন্তর—২।৩ মাত্রা।

ওপিয়ম-৫২০—ঘুম পাতলা, চোখে যেন ঘুম আসে না, পড়িয়া থাকে, ঘুমায়—একটু মাত্র শব্দ হইলেই ঘুম ভাঙ্গে, অনেকক্ষণের পর তবে ঘুম আসে।

প্রথম রাত্রিতে অনিদ্রা—পল্‌স,........শেষ রাত্রিতে অনিদ্রা—নক্স-ভমিকা।

ষ্ট্যাফিসেগ্রিয়া-৬০৬, সল্‌ফ-৬১৩—দিবার নিদ্রাবেশ, রাত্রিতে অনিদ্রা, আচ্ছন্নভাব।

হায়োসিয়ামস-৩৭০—শিশুদের অনিদ্রা, একটু নিদ্রা আসিলেই শিহরিয়া উঠে, হাত পা চাপিয়া চীৎকার করিয়া কাঁদে। কোন কোন ব্যক্তি ঘুমাইতে ঘুমাইতে হঠাৎ লাফাইয়া উঠে, অনিদ্রার কোন প্রকৃত কারণ পাওয়া যায় না, আদৌ ঘুম হয় না।

ক্যালি-ব্রোম-৩৯৯—ঘুমে চীৎকার করিয়া উঠে, থরথর করে, জ্ঞান থাকে না।

ক্রফুল্যারিয়া-৬৯৭—আহারের পূর্ব্বে ও পরে এবং প্রাতে অদম্য ঘুমভাব।

স্কাটেলেরিয়া-৬৯৭—কোনও বিষয়ে মনঃসংযোগ করিতে না পারা, অস্থির নিদ্রা ও ভয়ানক স্বপ্ন, নিশাভীতি।

বিউট্রিক-এসিড-৬৮০—অনিদ্রা, ঘুমাইলে ভয়ানক স্বপ্ন।

অনিদ্রা—অস্থিরতার জন্য—একোন, ষ্ট্র্যামো, ক্যামো, কফি.....সন্ধ্যায়—একোন, ক্যামো, সিনা, ফেরম, সোরি,..... বিছানা হইতে সরিয়া যায়—আর্স, ক্যামো, হায়োসি, ...নানা চিন্তার জন্য—এগারি, ক্যালকে-সলফ, ভায়োলা, কফি.....অনিদ্রার কুফল—ককু, এসি-ফ্লোর, ল্যাক-ডি.....মস্তিষ্কে রক্তাধিক্যতার জন্য টাইফয়েডে অনিদ্রা—এবসিন্থ।

অনিয়মিত আহার জনিত পীড়া।

সেরিয়ম-২৩১—অজীর্ণ খাদ্য বমন, খাদ্য অর্দ্ধ অজীর্ণ অবস্থায় বমন, বমির সহিত কখনও রক্ত, বমির সময় ও পরে পেটে অসহ্য বেদনা, গর্ভাবস্থায় বমি।

ইপিকাক-৩৮২—অতিরিক্ত ভোজন করিয়া কিম্বা ঘৃতপক্ক দ্রব্য, মিষ্টান্ন, মাছ প্রভৃতি আহার করিয়া হজম না হইয়া ভুক্তদ্রব্য বমি, তৎসহ পেটে বেদনা, জিহবা পরিষ্কার।

পল্‌স-৩৮৩—অজীর্ণ ভুক্তদ্রব্য বমি না হইয়া পেটে জমিয়া থাকা, জিহবার গাঢ় ময়লা কিম্বা এন্টিম ক্রুডের মত সাদাটে।

নক্স-ভমিকা-৫০৮—গুরুপাক দ্রব্য ভোজন করিয়া পীড়া, আহারের ২।৩ ঘন্টা পরে পেটে ব্যথা, বাহ্যে খোলসা হয় না, পেটে মোচড়াইয়া বমি, গলায় আঙ্গুল দিয়া বমি।

পেটের বেদনার জন্য—শূলবেদনার ঔষধ দ্রষ্টব্য এবং অজীর্ণের সমস্ত ঔষধ প্রযোজ্য।

অঞ্জনি বা আঞ্জিনা (Stye)

(প্রথমাবস্থায় পল্‌স, পরে—ষ্ট্যাফি ; পুরাতন পীড়ায়—হিপার),.....উপর পাতায়—এলিউমিনা, কষ্টি, মার্ক, ষ্ট্যাফি, সলফ..... নীচের পাতায়—ফস, পল্‌স, রস... চোখের কোণে—গ্র্যাফা, নাট্রম-মিউর, সলফ.... ডানদিকের—নাট্রম-মিউর, ক্যালকেরিয়া,...... চোখের পাতার টিউমার—পল্‌স, ম্যাগ-কার্ব্ব, ষ্ট্যাফি।

হিপার-৩৪০, ৩৬১—আঞ্জিনা পাকিয়া পূঁয ঝরিতে থাকে, অত্যন্ত বেদনা।

পল্‌সেটিলা-৩৪১—আঞ্জিনাসহ রাত্রে খুব পিচুটি জমে, প্রাতে চোখ জুড়িয়া যায়।

ষ্ট্যাফিসেগ্রিয়া-৬০৭—ক্যালকেরিয়া-পিক্রেটাম-১৯৪—চক্ষুর পাতার ক্রমাগত আঞ্জিনা হয় ও পাকে, ক্ষত হয়। .....সাইলি-৫৯৬—পাকিয়া পূঁয নির্গত হয়।

অন্ত্র-প্রদাহ।

(সাধারণ প্রদাহের সমস্ত ঔষধ ইহাতে প্রয়োজনীয়, প্রাদাহিক পীড়া.....৪৩ পৃষ্ঠা দেখুন)

বেলেডোনা-১৫৮—পাকস্থলী, উদর, অন্ত্রাদির প্রদাহ, ঠাণ্ডা লাগিয়া এন্টেরাইটীস, পেরিটোনাইটিস, আক্রান্ত স্থানে তীব্র বেদনা, একটু নড়াচড়ায় বা স্পর্শে যন্ত্রণা বাড়ে।

ল্যাকেসিস-৪২৬—পেটে টাটানি ব্যথা, হাত ছোঁয়ান যায় না, কাপড়ের ভার সহ্য হয় না, পেটফোলা, শ্বাসকষ্ট, ক্ষীণ নাড়ী, বাহ্যে বমি, পেট জ্বালা, অত্যন্ত দুর্গন্ধ বাহ্যে।

অন্ত্রশূল বেদনা।

(শূল-বেদনা ৮৮২ পৃষ্ঠা দেখুন)

অনুকল্প রজঃ (Vicarious Mense)

ফসফরাস-৩৫০—রজঃ বন্ধ হইয়া কাশির সহিত রক্ত, পেটে গোলা ঠেলিয়া উঠে।

অষ্টিলেগো, মিলিফো, হ্যামা-৩৫০—রজঃরোধহেতু পাকস্থলী হইতে রক্ত উঠে।

মিলিফোলিয়ম-৪৮১—ঋতু বন্ধ হইয়া পাকস্থলী হইতে রক্ত উঠে, রক্তের রঙ উজ্জ্বল লালবর্ণ, বেদনার লেশমাত্র থাকে না (ফসফরাস ও পলসেটিলা—ঋতু বন্ধ হইয়া অন্যান্য স্থানের রক্ত মুখ দিয়া উঠে)।

সিনিসিও-৪৮১, ৩৫০—ঋতু বন্ধ হইয়া কাশি মুখ, দিয়া রক্ত উঠে, গয়ারের সঙ্গে রক্ত।

পলসেটিলা-৫৫৭—যৌবনে পদার্পণ করিয়া ঋতু যথাসময়ে না হইয়া অথবা ঋতুস্রাব বন্ধ হইয়া মুখ বা নাক দিয়া রক্ত উঠা

অন্ত্রবৃদ্ধি (হার্ণিয়া)।

(নক্স ভমিকা অধ্যায়—৫১১ পৃষ্ঠা দেখুন)।

ষ্ট্রাঙ্গুলেটেড—প্লম্বম—৫৪৬,..... অম্বিলাইক্যাল—নক্স-ভম, ককুলাস,........ ইনকার সিরেটেড—ডিজি, নক্স, ওপি, প্লম্বম,..... ইংগুইন্যাল—ককু, নক্স, এসিড-সলফ, লাইকো।

অন্ত্রাবরোধ।

আর্স, বেল, ককু, কার্ব্বো, কুপ্রম, ল্যাকে, নক্স, ওপি, থুজা।

অম্লরোগ।

অজীর্ণের সমস্ত ঔষধ প্রয়োজনীয় (থেরাপিউটিক্সের মধ্যে অজীর্ণ ও গরহজম দেখুন)।

এসিড-ল্যাকটিক-২৪—আহার্য্য বস্তু অম্ল হয়, গরম কটু-তিক্ত ঢেকুর উঠে, পেট থেকে মুখ পর্য্যন্ত জ্বলে। গলায় বোধ হয় একটি পুঁটুলি কিম্বা একটি গোলা আছে।

এসিড-সলফ-৩৯, ২৮১—বমি, উদগার, দাঁত টক হয়, বুক জ্বলে।

এসিড-স্যালিসাইলিক-৩৯-পেটে বায়ু জমাসহ ক্রমাগত হেউ-হেউ করিয় ঢেকুর।

ফেরম-সলফ-৩২২—অম্বল হয়, ঢেকুরের সঙ্গে এক মুখ করিয়া জল ও ভুক্তদ্রব্য উঠে।

ফেরম-টার্টারি-৩৩২—বুক জ্বলে, পাকস্থলী গরম বোধ হয়।

ইল্যাপ্স-৩০৯—অম্লজমা, পেটে হঠাৎ বেদনা, কোনও দ্রব্য পানাহার করিলে অন্ননলী-পথে কিছুক্ষণ আটকাইয়া হঠাৎ নামিয়া আসে, ঠাণ্ডা পানাহার সহ্য হয় না।

ম্যাগ্নেসিয়া-কার্ব্ব-৪৫৪—বায়ুজমা, টক-ঢেকুর বুক জ্বালা, ষ্টার্চ্চ ও দুধ সহ্য হয় না।

নাট্রেম-ফস-৪৯৯—টক উদগার, টকবমি, টকাস্বাদ, পেটফোলা, টকগন্ধ বাহ্যে।

এবিস-নায়গ্রা-৮—বায়ু ও অম্ল, বৃদ্ধদের অম্ল, অজীর্ণ, তৎসহ হৃৎপিণ্ডের কোনও পীড়া (অম্লশূল বেদনা নীচে দেখুন)।

নক্স-ভমিকা-৫০৮—ভাল হজম হয় না, পেটে কামড়ানি খামচানি বেদনা, টক তিক্ত-বমি, কোষ্ঠবদ্ধ, একটু একটু করিয়া বাহ্যে, গলায় আঙ্গুল দিয়া বমি করে।

রোবিনীয়া-৫৭৩, ২৮১—মুখে টক জল উঠে, টক বমি ও দাঁত টক হয়।

আইরিস ভার্স-৩৮৭—মুখে, পাকস্থলীতে অন্ত্রে, আগুনের শিখার মত জ্বালা, মুখে লালা ঝরে, ঘন আঠার মত পদার্থ বমি, অম্ল ও পিত্ত বমি, সমস্ত খাদ্য অম্বল হয়।

কর্ণাস-ফ্লোরিডা-২৮১—পেটের দোষ, গরহজম, অম্ল, বুকজ্বালা, অত্যন্ত দুর্ব্বলতা।

লাইকোপোডিয়ম-২৭, ৪৪৭—পেটে বায়ু জমে, পেটফোলে, আহার করিতে করিতেই কিম্বা আহারের পরেই পেট ফুলিয়া উঠে, মুখের আস্বাদ টক হয়, পেটে বায়ুজমে, পেট ডাকে

ন্যাট্রম-ফস-৪৯৯—শিশু ও অম্লপীড়াগ্রস্ত রোগী, টক ঢেকুর, টকবমি, টক আস্বাদ শিশুর টকগন্ধ সবুজ বাহ্যে, দুধবমি, দধির মত বমি।

হিপার-সলফ-৩৬২—কোন খাদ্য হজম হয় না, সাবধানে বাছিয়া খাইলেও পেট খারাপ করে, মুখ টক হয়, পেটে মোচড়ানি ব্যথা, কিছু খাইলে উপশম।

দ্রষ্টব্য ঃ—কিছু ধান রাত্রিতে একটি পাথর বাটিতে ভিজাইয়া পরদিন প্রাতে কাপড়ে ছাঁকিয়া সেই জলের সঙ্গে। ৷৷ ০ আনা ওজন সোহাগার খই চূর্ণ মিশাইয়া পান করিলে অম্ল নষ্ট হয়। প্রত্যহ খালি পেটে ৩/৪ বার ১ গ্লাস করিয়া ঈষৎ গরম জল পানে বিশেষ উপকার হয় আতপ চাল ভিজান জল ১ গ্লাস প্রত্যহ উষায় খালি পেটে পান বিশেষ উপকারী।

অম্লশূল-বেদনা।

(শূলবেদনা ও পাকস্থলীর পীড়া ৮১৩ দেখুন)

<u>বেদনার বৃদ্ধি ঃ—</u>

এসিড-হাইড্রো-৮৬, ২৩—পেট খালি হইলেই বেদনার বৃদ্ধি.....নক্স-ভম, ৮৬—আহারের প্রায় ২/৩ ঘন্টা পরে বৃদ্ধি..... এনাকার্ড-৮৬—খালিপেটে ও আহারের কিছু পরে কিম্বা আহারের ঠিক ২ ঘন্টা পরে বৃদ্ধি ; আর্ণিথোগ্যালম—আহারের ২ ঘন্টা পরে বৃদ্ধি।

এবিস-৮— পেট ভরিয়া খাইলে বেদনার বৃদ্ধি, পাকস্থলীর মুখে কি যেন আটকাইয়া থাকে। আহারের পর বুকের নিম্নভাগে গোলা ঠেলিয়া উঠে- ২৪৭ পৃষ্ঠা দেখুন।

এসিড-অক্‌জ্যালিক-৩৩—নাভীর স্থানে ও উপরাংশে বেদনা, আহারের ২ ঘন্টা পরে বেদনা, পেট ফোলে, বায়ু জমে, লিভারের স্থানে যেন ছুঁচ ফোটায়।

*ককুলাস—আহারের পর বৃদ্ধি। পেটে অত্যন্ত বায়ু জমে, পেট ফোলে, বায়ু নিঃসরণে উপশম হয় না, পেট পিঠের দিকে টানে, বেদনায় বোধ হয় যেন দুইটি ধারাল পাথর ঘষিতেছে, ঢেকুরে উপশম। পেট গড়গড় করে, নিম্নোদরে নাভীর স্থানে ও ডান কুঁচকীর দিকে বেদনা অধিক, ইহার সহিত বমি, গা-বমি।

আর্ণিথোগ্যালম-৬৯৩—পাইলোরাসে জোরে টেনে খেচে রাখার মত বেদনা, আহারের ১৷০ বা ২ ঘন্টা পরে বেদনার বৃদ্ধি।

হিডিওমা-৬৮৬—পেট ফাঁপসহ কলিক বেদনা, গ্যাষ্ট্রাইটাস, কিছু খাইলেই পেট বেদনা।

ইকথিওলাম-৬৮৭—পেটের বামদিকে ও নাভীর গোড়ায় কামড়ানি বেদনা।

ম্যানসিনেলা-৬৯১....পাকস্থলী হইতে যেন কি একটা পদার্থ সর্ব্বদা উপরে উঠে তাহাতে শ্বাসবন্ধের মত হয়, পেটে ভীষণ কামড়ানি বেদনাসহ প্রচুর বাহ্যে ও আহারীয় বস্তু বমন।

এট্রোপিয়া-১৪৫—আহারের পরই পাকস্থলীতে বেদনা, ভুক্ত পদার্থ বমন, পাকস্থলীতে অত্যধিক অম্ল জমা, মধ্যে মধ্যে যন্ত্রণাদায়ক অম্লশূল বেদনা।

ল্যাকেসিস-৪২৬—পেটের ব্যথা আহারের পরই নিবৃত্তি ও ক্ষণকাল পরেই বৃদ্ধি।

বেদনার উপশম ঃ—

চেলিডোন-২৩৭—পাকস্থলীর বেদনা—পাকস্থলীর উপর দিয়া লিভারের দিকে আসে, কিছু খাইলে কিম্বা গরম পানাহারের কম পড়ে ; গরম জলপানে উপশম হয়।

গ্র্যাফাইটিস-৩৪২—আহারের পরে পেটে বায়ু জমে, পেট কামড়ায়, পেট জ্বালা করে, শূলবেদনা হয়, কিছু খাইলে উপশম, মুখে কিছু ভাল লাগে না।

ককুলাস-২৬১—পেটে বায়ু জমে, নাড়ীভূড়ী যেন পাক দেয়, মোচড়ায়, অত্যন্ত বেদনা, বায়ু নিঃসরণে একটু উপশম।

কলোসিন্থ-২৭০—বেদনা জোর চাপে এবং পা গুটাইয়া কুঁকড়ী হইয়া শুইলে উপশম (উক্ত লক্ষণসহ হাতে পায়ে জ্বালা থাকিলে—সলফার)।

ষ্ট্যানম-২৭০—খুব জোরে চাপ দিলে উপশম।

ডায়স্কোরিয়া-৩০২—বেদনা কুঁচকীর ডান হইতে আরম্ভ হইয়া সমস্ত পেটে পরিচালিত হয়। পশ্চাতে হেলিলে, সোজা হইয়া শুইলে বা বসিলে উপশম।

পেট্রোলিয়ম-৫২৬—আহারের পর নিবৃত্তি ; পেট খালি হইলে বৃদ্ধি ; যন্ত্রণায় ছটফট করে, বেদনা পাকস্থলী হইতে বুকে যায়, বেদনার সঙ্গে গা বমি থাকে।

একোনাইট-ন্যাপ-৪৬—১x শক্তি, বেদনা আক্রমণের কোন নির্দ্দিষ্ট সময় বা কারণ নাই কখনও খালিপেটে, কখনও কিছু আহারেই বাড়ে, কোনও ঔষধে স্থায়ী উপকার হয় না।

একোনাইট, ভেরেট্রম, কলোসিন্থ—২৬৯ হইতে ২৭২ পৃষ্ঠা পাঠ করুণ।

হোমারস-৬৮৭—পাকস্থলীতে ও পেটে বেদনা কিছু খাইলেই কম হয়।

লিথিয়া-কার্ব্ব-৬৯০—অম্বলের কষ্ট, উপসর্গ ও গা-বমি কিছু আহার করিলেই কমে।

অর্ব্বুদ বা আব।

(কর্কটরোগ বা ক্যান্সার দেখুন)

মস্তকের উপর—ক্যালকেরিয়া-কার্ব্ব.....পেরিয়ষ্টিমের উপর—ক্যালি-হাইড্রো; .....নাসিকায়—ক্যালকেরিয়া-কার্ব্ব, টিউক্রি, স্যাঙ্গু-নাইট্রেট, ফস, মার্ক-বিন-আয়োড, লাইকো এলিয়ম-সিপা ; ....কাণের—ক্যালকে-কার্ব্ব, ফস, স্যাঙ্গু, থুজা ; ... জরায়ুর—ক্যালকে কার্ব্ব, হাইড্রাস, রিউম, আর্স-আয়োড;....ডিম্বকোষের—ক্যালকে-কার্ব্ব, অরম-ন্যাট-মিউর, এপিস, আয়োড, ক্যালকে-আয়োড, মার্ক আয়োড, ক্যালি-ব্রোম ল্যাকে;.....চক্ষুর পাতায়—আর্ণি, গ্র্যাফা, ষ্ট্যাফি, ক্যাল-ফ্লোর,....হাড়ের—ক্যাল-ফ্লোর;.....রক্তস্রাবীয়—ক্যাল-ফ্লোর, অরম, সাইলি, এসিড-ফ্লোর, ফস....ফাইব্রয়েড—ব্রোমি, ক্যালকে-কার্ব্ব, হাইড্রাস, অরম, বিউফো, কোনি, সাইলি, মার্ক-বিন ও মার্ক-

আয়োড, থুজা, ট্যারেন্টু, অষ্টিলেগো ;... যোনি ও জরায়ুর অর্ব্বুদ—স্যাঙ্গু, ষ্ট্যাফি, সিপি, অরম কোনি, লাইকো, মার্ক, সিকেলি, থুজা, পেট্রোসেলি, প্ল্যান্ট, সাইলি, টিউক্রি।

পলিপি (বৃন্তবিশিষ্ট একপ্রকার অর্ব্বুদ)—ভেসিকিউলার—ক্যালকে ; ফাইব্রাস—ষ্ট্যাফি, ক্যালকে ; .... সার্কোমেটাস—ষ্ট্যাফিসেগ্রিয়া, ক্যালকেরিয়া, থুজা, গ্ল্যাণ্ডুলার—ষ্ট্যাফি, ক্যালকে ; .... থুজা, নাইট্রি-এসি, স্পঞ্জি, ষ্ট্যাফি, ক্যালকে (এই পীড়ায় একমাত্র উচ্চশক্তির ঔষধ দিয়া ৩/৪ সপ্তাহ অপেক্ষা করিতে হইবে)। আমার নিজের একটি অর্ব্বুদ সম্বন্ধে লেখা ... ফসফরাস ......৫২৮ পৃষ্ঠা দেখুন।

ফ্র্যাক্সিনাস-১৪৫—জরায়ু অর্ব্বুদ তৎসহ উরুদেশ পর্য্যন্ত বেদনা।

লোবেলিয়া-ইরিনাস-৪৪৪—পেটের ভিতর টিউমার।

ক্যাল-কার্ব্ব (ফসফরাস)-১৮৮, স্যাঙ্গুনেরিয়া নাইট্রেট—১৪২, ৫৮২—নাক, কান এবং জরায়ুর অর্ব্বুদ, তাহা হইতে রক্তস্রাব।

ক্যালকেরিয়া-ফ্লোর-১৯০—ছেলেদের মাথায় রক্ত আব ; .... সকল প্রকার আব—ল্যাপিস, ফাইটো, ব্রোমি;...... সিষ্টিক-টিউমার—ক্যালকে-সলফ; থলথলে মেদার্ব্বুদ—ব্যারাইটা-কার্ব্ব।

ক্যালি-হাইড্রো-৪০৮—পেরিয়ষ্টিয়মের (অস্থি আবরণীয় পরদার) উপর অর্ব্বুদ।

ক্যালকেরিয়া-সলফ-১৯৬—দুরারোগ্য গ্রন্থিস্ফীতি, সিষ্টিক টিউমার।

এনিলিনাম-২১০—ইউরেথ্রারার মধ্যে টিউমার।

কার্ব্বো-এনি-২১৭—দুর্ব্বল স্ত্রীর জরায়ুতে টিউমার, ঋতুর গোলযোগ।

এসিড-নাইট্রিক-৩১—জরায়ুতে গ্যাজ, তাহা হইতে রক্তস্রাব।

মার্ক-পিরেনিস-৪৭৬... অগ্রকড়ার স্থানে অর্ব্বুদ।

এলিয়ম-সিপা-১৮—স্যাঙ্গু নাইট্রেট-৬৬—নাকে পেঁয়াজকোষার মত অর্ব্বুদ।

ব্যারাইটা-কার্ব্ব-১৫২—ঘাড়ে থলথলে মেদার্ব্বুদ।

কোনিয়ম-২৭৮—উদর মধ্যে টিউমার ছুরি দিয়া কাটার মত বেদনা, সকল প্রকার টিউমার, আঘাতজনিত পীড়া পাথরের মত শক্ত আব, ক্যান্সারের মত ফোলা ও গ্ল্যাণ্ড ফোলা।

ক্যালি-আয়োড-৪০৮—অস্থি আবরণীয় পর্দ্দার উপর অর্ব্বুদ।

ষ্ট্যাফিসেগ্রিয়া-৬০৭—চক্ষুর পাতার আঞ্জিনা।

*থাইরয়ডিন-৩—মাত্রা ২ গ্রেণ এবং ৬, ৩০—গলগণ্ড, স্তনের টিউমার, জরায়ুর টিউমার ; বক্ষঃস্থলের টিউমারে—২—।

থুজা-৬৩২—জরায়ুর অর্ব্বুদ, অত্যন্ত বেদনা, একটুতেই রক্তস্রাব (কাণের ভিতরে অর্ব্বুদ)।

ল্যাপিস-এল্বা-৪৩২—মাংসার্ব্বুদ, মেদার্ব্বুদ।

এপিস-১০৪—সিষ্টিক টিউমারের প্রথমাবস্থা। .....ক্যাল্কে-সলফ-১৯৬—নরম অর্ব্বুদ। ধাতুগত লক্ষণের উপর চিকিৎসায়—এই পীড়ায় অধিক উপকার হয়।

(দেশীয় ঔষধ—পাথরকুচি ও হরিতকী নিম্নশক্তি—পেটে টিউমার)।

অর্শ (Piles)

এক বৎসরের অধিক হইলেই এই পীড়া পুরাতন আকার (Chronic form) ধারণ করে,তখন কোনও চিকিৎসায় স্থায়ীরূপে আরোগ্য হয় না, মাত্র চাপা থাকে। অর্শের রোগীগণ প্রত্যহ পাকা বেল বা কাঁচা বেল পোড়া, কাঁপা সাগু ভিজাইয়া চিনিসহ এবং কাঁচা ও পাকা পেঁপে প্রত্যহ খাইবেন। কোঁথানির নিমিত্ত সরলান্ত্র (গোগগুল) বাহির হইলে—রুটা-লিনিমেন্ট বাহ্যিক ও রুটা আভ্যন্তরিক ব্যবস্থা করিবেন (ইস্কিউলাস অধ্যায় দেখুন)।

অর্শের বলী বাহির হয়, কিন্তু ভিতরে যায়—ইগ্নে ;.... ভিতরে যায় না—এট্রোপি, সাইলি, সল্‌ফ ;...... গোগগুল বাহির—ইগ্নে, রুটা, লাইকো, নক্স, পডো; প্রস্রাবের সময় গোগগুল বাহির—এসিড-মিউর;..... ফিস্চুলা—হাইড্রাস, সাইলি, পিওনিয়া;.... ফাটা ঘা—কষ্টি, গ্র্যাফ, এসিড-নাই, পেট্রোলি, ... আম নির্গমন—ইস্কিউ, ক্যাপসি, কার্ব্বো, সলফ,..... আম রক্তমিশ্রিত স্রাব—মার্ক, পলস, বোরাক্স; আম-পূঁযমিশ্রিত স্রাব—এন্টিম-ক্রুড, হিপার, লাইকো।

অর্শের অসহ্য যন্ত্রণা নিবারণের জন্য—প্ল্যান্টেগো—θ,তুলী বা পালকে করিয়া বাহ্যিক প্রয়োগে—৫৪২; .... ভার্ব্যাসকম বা ইস্কিউলাস লিনিমেন্ট বাহ্যিক প্রয়োগ—৩৫০। এই পীড়ায় কাহারও রক্তস্রাব হয় না।

(রক্তস্রাবীয় অর্শে) ঃ—কলিনসোনিয়া, নক্স, হ্যামা ইগ্নে, মিলিফো, এসিড-নাই, ফস, পলস, ক্যালি-কার্ব্ব, এব্রোটেন, সল্‌ফ, এমন-মিউর, পিওনিয়া একটি পাকা কলার মধ্যে ৪/৫টি জীবিত ছারপোকা পুরিয়া খালিপেটে প্রাতে ২/৪ দিন খাইলেই প্রায় অর্শের রক্তস্রাব বন্ধ হয়, সাইমেক্স দেখুন)—হ্যামামেলিস—২/৪ ফোঁটা মাত্রায় দিনে ৪/৫ বার সেবন করিয়া রক্ত বন্ধ হইতে পারে। রক্ত কোনও ঔষধে বন্ধ না হইলে—(সিনাবেরিস-২৫৩ পৃষ্ঠা দেখুন, ফসফরাস—৬ষ্ঠ শক্তি, নক্স-ভমিকা অধ্যায় দেখুন) লাইকোপোডিয়মেও রক্তস্রাবে উপকার হয়। নাগেশ্বর ফুলের রেণু আধতোলা, মাখন ও মিছরীসহ প্রত্যহ খাইলে রক্তস্রাবে উপকার হয়। নেগ্যাণ্ড্রিয়াম—θ ৫/১০ ফোঁটামাত্রায় কিম্বা কুকসিমা পাতার রস অথবা আয়াপানের রস ২/৩ চামচ মাত্রায় মধুসহ সেবনে রক্তবন্ধ হয়, দিনে ২/৩ বার সেব্য।

রক্ত স্বল্প কিম্বা না থাকিলে—ইস্কিউলাস, এলো, আর্স, ক্যাপসি, হাইড্রাস, সাইকো, ম্যাগ-মিউর, পিওনিয়া, র‍্যাটানহিয়া, সলফার প্রভৃতি।

যাহারা অতিরিক্ত চা, কফি ও মদ খায়, চরস গাঁজা খায়, বসিয়া থাকে, কোনও কাজ-কর্ম বা পরিশ্রম করে না, তাহাদের অর্শে—নক্স-ভমিকা ;... লিভারের দোষজনিত অর্শ—কার্ড্রয়াস-মেরি ;.....শুইলে মল জমিয়া অর্শ—সিপি ;.... সন্তান প্রসবের পর জরায়ুর দোষসহ—লিলিয়ম;...... মলদ্বারের ভিতর বোধ হয় যেন ছুঁচ ফোটাইতেছে—এপিস,.... মলদ্বার যেন দপদপ করে—ল্যাকে;...... মলদ্বারে যেন কাঁটা ফোটান আছে—এসিড-নাই ; ...... মলদ্বারে যেন খোঁচা ফোটান আছে—ইস্কিউ, কলিনসো;..... মলদ্বারে যেন জ্বলন্ত আগুন রহিয়াছে—আর্স;....... মলত্যাগের পর অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত জ্বালা—এমন-কার্ব্ব;...... মলদ্বার জ্বালা করে ও চুলকায়—এলো, সল্‌ফ ;..... মলদ্বার ফোলা—কষ্টিকাম;...মলদ্বার ফাটা ফাটা দেখায়—গ্র্যাফা, এসিড-নাই... অর্শের বলী বাহির হয়, আঙ্গুর থ'লোর মত দেখায়—এলো ; .... বলী বাহির হইয়া ফোটা ফুলের মত দেখায়—পিওনিয়া;.... স্থূলকায় ব্যক্তি যাহারা মোটা হইতেছে তাহাদের অর্শ—গ্র্যাফাইটীস ;... মলদ্বারে জ্বালা উহা গরমে উপশম হইলে—আর্স ;... ঠাণ্ডায় উপশম—এলো, এপিস;....

চিৎ হইয়া শুইলে উপশম—এমন-কার্ব্ব ;..... পা ফাঁক করিয়া থাকিলে উপশম—কালি-কার্ব্ব;.... মলদ্বারের দুই পাশের মাংস টানিয়া ধরিলে—পিওনিয়া।

আর্স-১৩২—মলদ্বারে আগুনে পোড়ার মত জ্বালা ; গরম সেকে উপশম।

ক্যাল-ক্লোর-১৯১—কোষ্ঠবদ্ধসহ অন্তর্বলীযুক্ত অর্শ।

এমন-কার্ব্ব-৭৯—গাঁট গাঁট মল, কষ্টে বাহির হয়, রক্তস্রাবীয় অর্শ, ঋতুকালে বৃদ্ধি, মলদ্বার চুলকায়, বাহ্যের সময় বলী বাহির হয়, বাহ্যের পর যন্ত্রণা।

কলিনসোনিয়া-২৬৮—অত্যন্ত রক্তস্রাব, কোষ্ঠবদ্ধ, পেটে বায়ু জমে, কলিক বেদনা।

ইস্কিউলাস-৫৪—বিশেষ রক্তস্রাব থাকে না, কোমরে বেদনা, মলদ্বারে খোঁচাফোটা-টাটানি ব্যথা, জ্বালা, চুলকানি, বলীতে ভীষণ বেদনা, মলত্যাগের পরেও জ্বালা।

এলো-৬৮, ৬৯—বায়ু নিঃসরণসহ মল নির্গমন, অর্শের যন্ত্রণা ঠাণ্ডা জলে উপশম, আঙ্গুর থলোর মত বলী, সদাই মলদ্বারে ঠেলামারা বেদনা, মলদ্বার গরম, চুলকায়, রক্ত পড়ে, হঠাৎ বাহ্যের বেগ আসে।

রেডিয়ম-৫৬১—অর্শে সর্ব্বদাই মলদ্বারে চুলকানি।

এসিড-মিউর-২৬—দুর্ব্বল শিশুর ও গর্ভাবস্থায় অর্শ, প্রসবের সময় বলী বাহির হইয়া পড়ে অর্শের বেদনার জন্য মলদ্বারে হাত ছোঁয়ান যায় না।

এসিড-সলফ-৩৮—সর্ব্বদাই রস ঝরে, কাপড় ভিজিয়া যায়।

এব্রোটেন-১০—ক্রমাগত ইচ্ছা ও বেগ : কিন্তু মল অতি অল্প, কেবলমাত্র রক্তস্রাব, অর্শসহ পাছার হাড়ে বেদনা।

এমন-মিউর-৮১—মলদ্বারে বেদনা, মলত্যাগের পর অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত জ্বালা।

হ্যামামেলিস-৩৫০—মলদ্বারে কখনও টাটানি ব্যথা, অধিক পরিমাণে রক্ত।

ইগ্নেসিয়া-৩৭৭—ঘন ঘন বাহ্যের বেগ আসে, বাহ্যে না হইয়াও রেক্টামের প্রলাপসস, বাহ্যের পর অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত মলদ্বারে ব্যথা, টাটানি ভাব, রক্তস্রাবীয় অর্শ।

লাইকো-৪৪৮—লিভারের রোগী, অধিক পরিমাণে রক্তস্রাব, মলদ্বারে যন্ত্রণা।

নক্স-ভমিকা-৫১১—অনবরত বাহ্যের ইচ্ছা ও বেগ ; কিন্তু বাহ্যে খোলসা হয় না, মলদ্বার দিয়া প্রায়ই রক্ত পড়ে, মলদ্বার কুটকুট করে ও চুলকায়।

প্ল্যান্টোগো-৫৪২—মলদ্বারে লঙ্কাবাটার মত জ্বালা ও বেদনা যন্ত্রণা, সর্ব্বদাই মলত্যাগের ইচ্ছা, পুনঃপুনঃ পায়খানায় যায় ; কিন্তু যন্ত্রণার জন্য মলত্যাগ করিতে পারে না। ইহার θ, অর্শের বলীতে বাহ্যিকও প্রয়োগ করিতে পারেন।

র‍্যাটানহিয়া-৫৪, ৫৬৩—অর্শে রক্তস্রাব হয়, তাহাতে অত্যন্ত জ্বালা, মলদ্বারে যেন ভাঙ্গা কাঁচ ফুটান রহিয়াছে, বাহ্যের পরমুহূর্ত্ত হইতেই জ্বালা আরম্ভ।

সলফার-৬২০—অনেক দিনের পুরাতন পীড়া, মলদ্বারে হুলফোটান বেদনা, জ্বালা, কুটকুট করা, অর্শের রক্ত বন্ধ হইয়া শিরঃপীড়া (নক্সের পর উপকারী)।

পিওনিয়া-৫২১—অর্শসহ মলদ্বারে ফাটা ঘা, ফিসচুলা, ফিসার, অর্শের রক্তস্রাব (ইহা আমার নিজের পরীক্ষিত)।

**শ্ল্যাগ (Slag)—৩০ শক্তি, রক্তস্রাবীয় অর্শ, মলদ্বারে চুলকানি, কোষ্ঠবদ্ধ।

পলিগোনাম-৬৯৫—তরলমল নির্গমনসহ অর্শ।

স্ক্রফুল্যারিয়া-৬৯৭—ভীষণ বেদনাযুক্ত ও বলী নির্গমনশীল রক্তস্রাবীয় অর্শ।

সিডাম-এক্রি-৬৯৭—অর্শে বেদনা, রেক্টামে ফাটা ক্ষত, মলত্যাগের কিছু ঘন্টা পরে জ্বালা (সিডাম-টেলিফিকাম-৬৯৭—অন্ত্র ও মলদ্বার হইতে রক্তস্রাব)।

ইস্কিউলাস-গ্ল্যাবরা-৬৭৮—যন্ত্রণাদায়ক কাঁলো কিম্বা বেগুনে রঙের বাহির-বলীযুক্ত অর্শ তৎসহ কোষ্ঠবদ্ধ ও মাথাঘোরা।

ক্রমিক-এসিড-৬৮১—রক্তস্রাবীয় অন্তর্ব্বলীযুক্ত অর্শ।

ব্লুমিয়া-অডোরেটা-৬৬১—θ, ২/৩ ফোঁটা মাত্রায় রক্তবন্ধের জন্য দিনে ৪/৫ বার সেব্য।

জনকাস-এফিউ-৬৮৯—অর্শ রোগীদের হাঁপানির মত লক্ষণ।

অস্থির পীড়া (Bone Diseases.)

(তরুণ—একোন, আর্স, এসাফি, বেল, মেজেরি, মার্ক, এসিড-নাই, ... পুরাতন—এসাফি, ক্যাল-ক্লোর, ক্যাল-ফস, এসি-ক্লোর, গেটীসবার্গ, হেক্লা, হিপার, মার্ক, থেরিডি।... হাড়ের অর্ব্বুদ—সাইলি, ক্যাল-ক্লোর, ক্যালকে-আয়োড, মার্ক)।

এসিড-ক্লোর-২০ পৃষ্ঠা থেরাপিউটিক্সে ক্ষতের মধ্যে ৯০৮ পৃষ্ঠা "অস্থিক্ষত" দেখুন।

সিম্ফাইটম, ক্যাল-ফস-১৯৩, ৬২১—অস্থি ভাঙ্গিয়া যাইলে সোরে না।

ক্যালকেরিয়া-ফস-১৯৩—অস্থি কোমল, দুর্ব্বল, শুষ্ক, শিশুর পা বাঁকা।

অরম-৮৬—অস্থি পচা (ভিন্ন ভিন্ন স্থানের অস্থি আক্রান্ত—১৪২ পৃষ্ঠা দেখুন)।

হেক্লা-লাভা-৩৫১—অস্থির ও পেরিয়ষ্টিয়মের প্রদাহ, ক্ষত, ক্যানসার, উপদংশ, গর্ম্মী প্রভৃতি পীড়াজনিত নাসিকার অস্থিক্ষত।

মার্কুরিয়স-৪৭৫—পারদে বিষাক্ত হইয়া প্রথমে পেরিয়ষ্টিয়াম, পরে অস্থি আক্রান্ত।

মেজেরিয়ম্-৪৭৯—গর্ম্মী পীড়া, উপদংশ বা অন্য কোনও প্রকার কারণে মাথার খুলীর পিছনে কিম্বা অন্য কোনও স্থানের পেরিয়ষ্টিয়মে ভীষণ বেদনা যন্ত্রণা। ভ্রূর হাড়ে চক্ষুর নীচের হাড়ে টিবিয়া প্রভৃতি লম্বা অস্থির, পেরিয়ষ্টিয়মের, উরুর পায়ের হাড়ে ও পায়ের চেটোর হাড়ে তীক্ষ্ণ বেদনা।

সারাসিনিয়া-৫৮২—হাঁটুতে, উরুসন্ধিতে, চক্ষুর চারিদিকে, কনুইয়ে ও বাহুর হাড়ে আঘাত লাগার মত বেদনা।

সাইলিসিয়া-৫৯৭—ভার্টিব্র্যাল-কেরিজ, হিপ্-জয়েন্ট পীড়া, শিশুদের মেরুদণ্ডের অস্থির বক্রতা, অস্থি-পীড়ায় ঠাণ্ডা প্রয়োগ যন্ত্রণা বৃদ্ধি। পাতলা বা ঘন মাখনের মত পূঁয নির্গমন। লম্বা অস্থির শোষ ঘায়ে—এরাগ্রো-ডোনাক্স-৫৯৭।

ওলিয়ম-জেকরিস-৫১৬—বৃহৎ অস্থির ক্ষত, শোষ বা হাড়ের স্ফীতি, হাড় কোমল, হাড়ের উপর ফোটক, হেকটিক-জ্বর, নেক্রোসিস, ভার্টিব্র্যাল-কেরিজ।

ষ্ট্র্যামো-৬১২—হিপ্-জয়েন্ট পীড়ায় বামদিকের উরুসন্ধি আক্রান্ত ভীষণ বেদনা।

ক্যালকেরিয়া-হাইপোফস-১৯৪—হিপজয়েন্টে পূঁয সঞ্চয় হইলে ইহাতে পূঁয শীঘ্র হ্রাস হইয়া পীড়া আরোগ্য হয়।

অস্থিরতা।

একোনাইট-৪৩, ৫৬৭—অস্থিরতার সহিত পীড়ার হঠাৎ বৃদ্ধি, তৎসহ পিপাসা মৃত্যুভয়, যন্ত্রণায় ছটফট করা। প্রদাহ, জ্বর, বেদনা ও মানসিক উদ্বেগ জন্য অস্থিরতা।

রসটক্স ৪৩, ৫৬৭—টাটানি, কামড়ানি ব্যথা, কিম্বা অন্য কোনও কষ্ট নড়িলে বা ছটফট করিলে অথবা একবার শোওয়া একবার বসা এই প্রকার করিলে উপশম।

আর্সেনিক-৫৬৭—অন্তর্দাহের জন্য ছটফট করে, রাত্রি দ্বিপ্রহরের পর পীড়ার বৃদ্ধি।

ক্যামোমিলা-৪৩, ২৩২—বেদনার জন্য ক্রুদ্ধ হয়, কাঁদে, অস্থির হয়, ছটফট করে।

ব্যাপ্‌টিসিয়া-১৪৯—টাইফয়েড সর্ব্বদা পার্শ্বপরিবর্ত্তন ও ছটফট করে।

আঘাত।

কক্কসিনেলা-২৫৮—দাঁত উঠিবার সময় অত্যন্ত অস্থিরতা, অনিদ্রা ঘুমাইতে পারে না।

আঘাত লাগিয়া, থেঁৎলাইয়া অথবা ছেঁচিয়া যাইলে—আর্ণিকা, হ্যামামেলিস, রুটা—৩৭৩,........ কাটিয়া যাইলে—ক্যালেণ্ডুলা—৩৭৩,..... আঙ্গুল চিমটাইয়া ফাটিয়া যাইয়া ক্ষত, তাহাতে ধনুষ্টঙ্কারের উপক্রম—হাইপেরিকাম—৩৭৩,..... আঘাত লাগিয়া ধনুষ্টঙ্কার—ষ্ট্যাফি, ভেরেট্রম-ভিরিডি, সাইকিউ, এঙ্গাসটিউরা—৩৭৩,.... আহতস্থানে ভয়ানক যন্ত্রণা—হাইপেরি ও ভেরেট্রম-ভিরিডি-৩৭৩,....আহতস্থান পাকিয়া হঠাৎ পূঁয বন্ধ হইয়া ধনুষ্টঙ্কার—সাইকিউ, এঙ্গাসটিউরা—৩৭৩,..... চিমটাইয়া যাওয়া—হাইপেরিকাম—৩৭৩।

কোন ভারী দ্রব্য উঠাইয়া পিঠে ঘাড়ে বেদনা—রসটক্স, উপকার না হইলে—কক্কু, আর্ণি, কার্ব্বো-এনি, রুটা,... হার্ণিয়া হইলে—ফস, এসি-সলফ, কক্কু... জরায়ু বাহির হইলে—নক্স, উপকার না হইলে—বেল, সিপি। মস্তিষ্ক আলোড়ন ক্যালেণ্ডু, আর্ণি, এসি-সলফ, রুটা,... সমস্ত শরীরের কনকাসন—সাইকিউ, কোনি, হাইপেরি, রস, এসি-সলফ।

আঘাত জনিত বেদনা—৪৩৭ পৃষ্ঠায় লিডম অধ্যায় দেখুন, আর্ণিকার পরেই লিডম।

আর্টিমিসিয়া-১৩৬—কেবলমাত্র চক্ষুতে আঘাত ও তজ্জনিত উপসর্গ এখানে ইহা আর্ণিকা অপেক্ষাও উৎকৃষ্ট ফলদায়ক। বাহ্যিক প্রয়োগ θ, ১০ ফোঁটা পরিশ্রুত জল-১ আঃ।

আর্ণিকা-১২১—আঘাতে বা পতনজনিত সমস্ত পীড়া।

চামড়া বা মাংস ফাটিয়া বা কাটিয়া যাইলে—ক্যালেণ্ডুলা।... হাড়ভাঙ্গা—সিম্ফাইটম।......থেঁৎলাইয়া যাওয়া—আর্ণিকা।....বহুদিনের পুরাতন মচকানি বেদনা—এমন-মিউর।...আঘাত, মচকানো, থেঁৎলাইয়া বেদনা—বেলিস-পিরেনিস ১২১ পৃষ্ঠা)।

হাইপেক্সিকাম......১৯৭, ৩৭৩—স্নায়ু আহত চিমটাইয়া যাওয়া।

লিডম-১৯৭—অস্ত্রে কাটা, পিন, পেরেক, গজাল ইত্যাদি ফোটা।

কোনিয়াম-২৭৭—পড়িয়া গিয়া বা আঘাত লাগিয়া বহুদিন পর্য্যন্ত ফুলিয়া থাকা, তাহার মধ্যে ছুঁচফোটান ব্যথা; আঘাত লাগিয়া—ক্যানসার টিউমার, স্ফীতি।

ভার্ব্বেনা-৭০২—আঘাতের দরুণ থেঁতলাইয়া রক্ত জমিলে ইহাতে যন্ত্রণার হ্রাস হয় ও শীঘ্র রক্ত শোষণ হয়।

কাটিয়া যাওয়া—ফেরম-ফস ৩ × ছড়াইয়া দিয়া বাঁধিয়া দিবেন—৩২৪ পৃষ্ঠা।

লিডম-৪৩৮—আঘাতের বেদনা আর্ণিকায় কিছু উপকার হইয়া আর হয় না।

সিম্ফাইটম্-৬২১—অস্থিভাঙ্গা, ভাঙ্গা অস্থি জুড়িতে দেরী হওয়া।

হিপার, সাইলিসিয়া—আঘাত লাগিয়া ক্ষত হইয়া পূঁয।

দ্রষ্টব্য ঃ—কাঁচা তেঁতুল পোড়াইয়া তাহার শাঁস গরম অবস্থায় বেদনাযুক্ত স্থানে প্রলেপ দিয়া তাহার উপর একটু সৈন্ধব লবণ বা সোরা ছড়াইয়া দিয়া বাঁধিয়া রাখিলে বেদনার উপশম হয়। এলোপ্যাথগণ—গোলার্ড লোসন ব্যবহার করে, তাহাতে বেদনার অনেক হ্রাস হয়। আঘাত লাগিবামাত্র বরফ অভাবে ঠাণ্ডা জলপটী বা আর্ণিকা লোসন (১ আঃ ঠাণ্ডাজলে আর্ণিকা—θ, ১০ ফোঁটা, এইভাবে মিশাইয়া) দেওয়া ভাল। হাড়ের বেদনায় হাড় মচকাইয়া যাইলে হাড়ভাঙ্গা গাছ বাটিয়া ৫/৬ দিন প্রলেপ দিবেন।

আঙুল হাড়া।

পূঁয হইবার পূর্ব্বে প্রথম প্রাদাহিক অবস্থায়—আদত এসিড-নাইট্রিক ৮/১০ ফোঁটা ১ আঃ গরম জলে দিয়া সেই জলে যন্ত্রণা না কমা পর্য্যন্ত অনবরত আঙুল ডুবাইয়া অথবা ঐ জলে ন্যাকড়া ভিজাইয়া আক্রান্ত স্থানে জড়াইয়া রাখিবেন। ইহাতে ২৪ ঘন্টার মধ্যে যন্ত্রণা কমিবে এবং ক্রমশঃ পাকিয়া, ফাটিয়া পূঁয বাহির হইয়া যাইবে।

প্রথমাবস্থার প্রদাহে—ডায়স্কোরিয়া—θ, বাহ্যিক প্রয়োগ ও সেবন—৩০৩ পৃষ্ঠা।

আইরিস-ভার্স-৩৮৭—বাহ্যিক প্রয়োগে যন্ত্রণার উপশম হয়।

এসিড-ফ্লোর-১৯০—জ্বালা যন্ত্রণা ঠাণ্ডায় উপশম, উপকার না হইলে ক্যাল-ফ্লোর।

এসিড-ফ্লোর-৩০৩—বৃদ্ধ ও তর্জ্জনী আঙুল আক্রান্ত, যন্ত্রণা ঠাণ্ডায় উপশম।

হিপার, সাইলি-৩০৩—পূঁয হইবার সম্ভাবনা হইলে।

ট্যারেন্টুলা-৬২৬—আক্রান্ত স্থানের রঙ নীল ভয়ানক জ্বালা যন্ত্রণা, হুলফোটান বেদনা, একোনাইট ও আর্সেনিকের মত ছটফটানি, গাত্রদাহ, পিপাসা, জ্বর।

সাইলি-৩ ×, ৫৯৬—পূঁয না জমিলে ও আক্রান্ত স্থানে অধিক বেদনা না থাকিলে (হিপার—স্পর্শকাতরতা থাকিলে)। মাইরিষ্টিকা—৩ ×, ইহার একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ প্রাদাহিক অবস্থা হইতে সর্ব্ব অবস্থায় ইহাতে উপকার হয়।

আঙুলে কড়া।

এনাকার্ড-অক্সি-৩৬৫—পায়ের আঙুলে কড়া, পায়ের তলা ফাটা।

৩৬৫—পৃষ্ঠায়—হাইড্রাস্টীস দেখুন।.... হাইপেরিকাম-৩৭৩—পায়ের আঙুলের কড়ায় বেদনা।

আকস্মিক দুর্ঘটনা।

এট্রোপিন-সলফ-১৬৩—ক্লোরোফরম্ করিতে করিতে হঠাৎ হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া বন্ধ।

আঁতুড়ে ভূমিষ্ঠ শিশুর শ্বাসরোধ।

এন্টিম-টার্ট-৯৮—প্রথমে চোখে মুখে জলের ঝাপটায় যদি উপকার না হয়, গলায় ঘড় ঘড় শব্দ থাকে।... বোভিষ্টা-১৭০—ধূলালাগাজনিত শ্বাসরোধ (এমন কার্ব্ব, এসিড, হাইড্রো)।

আঁচিল ও কণ্ডাইলোমেটা।

থুজা-২২৯—আঁচিল—ফাটা ফাটা, চোখে আঁচিল, টিউমার, যোনির উপর আঁচিল। .... এসিড-নাইট্রিক-৩০ মলদ্বারের মধ্যে আঁচিল।—ক্যালকেরিয়া-ক্যালসিনেটা-১৮৯ আঁচিলের উৎকৃষ্ট ঔষধ।... কষ্টিকাম-২২৯—আঁচিল ক্ষুদ্র, নিরেট, খেবড়া বা সূচাল। চোখে, নাকে, হাতের আঙুলে, নখের ধারে আঁচিল।..... এসিড-নাই, ষ্ট্যাফি, থুজা,—কণ্ডাইলোমেটা (থুজা অধ্যায় দেখুন)।.....হাতে আঁচিল, আঁচিল ও এপিথিলিয়্যাল উদ্ভেদ—ফেরম-পিক্রে।

আচ্ছন্নতা।

শিশু-জ্বরে—জেলসি।.....জ্বর বিকারে—এসিড-মিউর, এসিড-ফস, এপিস, ব্যাপ্টি, আর্ণি, ওপি, নক্স-মস্কেটা, 'জ্বরে উপসর্গ' দেখুন।

হেলিবোর-৩৫১—অজ্ঞানভাবে পড়িয়া থাকা বা নিদ্রা, অজ্ঞানাবস্থায় ঠোঁট, বিছানা খোঁটে.... এরাম-ট্রাইফাইলম-৩৫১—জ্ঞানসহ উক্ত লক্ষণে প্রযোজ্য।

(তরুণ—একোন, এনাকার্ড, এন্টি-টার্ট, এপিস, রস, এসিড-স্যালিক, আর্টিকা,...... পুরাতন—আর্স, ক্যালকে, কার্ব্বো, কষ্টি, লাইকো, মেজেরি, পেট্রোলি, রস, সলফ, ভেরেট, ক্লোর্যাল)।

আমবাত।

বোভিষ্টা-১৭১, ডলকা-৩০৯—উদরাময়ের সঙ্গে-আমবাত।

ক্লোর্যাল-২৩৯—দিন অপেক্ষা রাত্রিতে ও ঠাণ্ডায় চুলকানি বৃদ্ধি।

ইলাটিরিয়ম-৩১১—সবিরাম-জ্বর ত্যাগ হইয়া আমবাত।

ন্যাট-মিউর, ক্যালকেরিয়া-৩১১—পুরাতন আমবাত।

কোপেভা-২৮০—আমবাতের মত ছোট ছোট উদ্ভেদ।

এপিস-১০৫—রঙ্ গোলাপি বা একটু সাদাটে, দাগড়া দাগড়া, অত্যন্ত চুলকায়, সন্ধ্যায় বৃদ্ধি, জ্বালা করে, হুলফোটান ব্যথা।

আর্টিকা-ইউরেন্স-১০৫—সকল প্রকার আমবাত চুলকানি, জ্বালা ও বেদনা ঘুমাইলে মিলাইয়া যায়, জাগিলে পুনরায় বাহির হয়।

ক্লোর্যালম-১০৫—পীড়ার কোনও প্রকৃত কারণ পাওয়া যায় না।

এন্টিম ক্রুড, ডলিকস, ডলকামারা, মিউরেক্স, ক্রিয়োজোট, এসিড-নাইট্রি—১০৫ পৃষ্ঠা দেখুন।... পুরাতন আমবাত—ইক্থিওলাম।

ডল্‌কা-৩০৯—পুরাতন আমবাত শীতে আরম্ভ, সমস্ত শীতকাল থাকে।

হিপার-৩৬৪—সবিরাম জ্বরের, শীতাবস্থায় বা তাহার পূর্ব্বে বাহির হয়, উত্তাপাবস্থায় মিলাইয়া যায়।

ন্যাট্রম-মিউর-৪৯৩—সবিরাম জ্বরসহ আমবাত, তাহাতে অত্যন্ত চুলকানি।

রসটক্স-৫৬৮—আমবাত বা আমবাতের মত কোনও প্রকার উদ্ভেদ।

হাইড্রাসটিস-৩৬৪—বহুদিনের পুরাতন আমবাতে—প্রথমেই হাইড্রাস-৬ ও আর্টিকা-৬ পর্য্যায়ক্রমে দিনে প্রত্যহ ৪ বার করিয়া ৭/৮ দিন দিবেন। যোয়ান ও ইক্ষু-গুড় উভয়ে মিশ্রিত ১ তোলা, ইহার টোট্‌কা ঔষধ।

এস্টাকাস (Estacus fluviat)-৬৭৯—লিভার পীড়াসহ আমবাত, সমস্ত শরীরে আমবাত-ও চুলকানি, পাকস্থলী ভারী, পেটে জ্বালা, শিরঃপীড়াসহ প্রবল জ্বর, অন্তরে শীত, বাতাস সহ্য হয় না, লিভারের স্থানে বেদনা।

*টিলিয়া-ইউরোপা—অত্যন্ত চুলকানি, চুলকাইবার পর আগুনের মত জ্বালা, উদ্ভেদ লাল।

আল্‌জিব ফোলা ও তাহার উপসর্গ।

ক্যাপ্‌সি-২১৪—অত্যন্ত কাশিসহ গলার ভিতর জ্বালা।

সিষ্টাস-২৫৪—আলজিব টন্‌সিল স্ফীত, গলার ভিতর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ক্ষতের দাগ।

কষ্কাস্‌-২৬১—আলজিব বাড়িয়া নিয়ত গলা কুটকুট করিয়া কাশি (ক্যালি-সিয়ানেটাম)

হায়োসিয়ামস-৩৬৯—শুষ্ক কাশি, শুইলেই বৃদ্ধি, উঠিয়া বসিলে উপশম।

এসিড-মিউর-২৬—আল্‌জিব ফুলিয়া খুব মোটা হয়, জিহ্বার উপর পড়ে, সেইজন্য ছেলে কাশে আর বমি করে।

এলি উমিনা-৭৩—আলজিব বাড়াজনিত দম্‌কা কাশি, প্রাতঃকালের কাশি, কাশিতে কাশিতে ২/৪ ফোঁটা প্রস্রাবও হইয়া পড়ে।

এম্ব্রা-৭৬—স্বরভঙ্গ, আলজিব বাড়াজনিত কাশি, কষ্টকর কাশি, কাশির সহিত পাঁজরায় বেদনা, কুকুরের আওয়াজের মত কিম্বা ঢঙ্‌ঢঙে কাশি।

ব্যারাইটা-মিউর-১৫৫—আলজিব বাড়া, টন্‌সিল ফোলা ও বড় হওয়া, ঠাণ্ডায় পীড়ার উৎপত্তি।

আমাশয় ও আমরক্ত।

আমাশয়ের ইংরাজী নাম্ম ডিসেন্ট্রি, এলোপ্যাথেরা—৩ প্রকার-ডিসেন্ট্রিম নামই অধিক উল্লেখ করেন—১। ক্যাটারাল-ডিসেন্ট্রি (Catarrhal).... ২। এমিবিক-ডিসেন্ট্রি (Amoebic)...... ৩। ম্যালিগন্যান্ট বা ব্যাসিলারি Bacilary)। ইহাদের মধ্যে—এমিবিক-ডিসেন্ট্রিতে—বৃহদন্ত্রের সমস্ত মিউকাস-ঝিল্লিতেই ক্ষত হয়। সিকাম কোলন, রেক্টাম এই তিনটি স্থানেই রোগ প্রকাশের নির্দ্দিষ্ট স্থান—উহারা বলেন—এমিবা-কোলাই নামক একপ্রকার পোকা কর্ত্তৃক বৃহদন্ত্রের সলিটারী ও টিবিউলার গ্রন্থি প্রদাহিত হয়, পরে ঐ প্রদাহ মিউকাস ঝিল্লীতে বিস্তৃত হইয়া ক্ষতে পরিণত হয়, তখন মলের সহিত পূঁয রক্ত ও অন্ত্রের ক্ষয়িত মেম্ব্রেণ নির্গত হইতে থাকে ; আবার ঐ পোকা অনেক

সময় লিভারের ভিতর বাসা করিয়া লিভারে স্ফোটক উৎপন্ন করে। ক্যাটারাস-ডিসেন্ট্রিতে—শুধু মিউকাস (আম) থাকে, রক্ত প্রায় থাকে না।

ব্যাসিলারি-ডিসেন্ট্রিতে—সমস্ত অন্ত্রস্থিত মিউকাস-ঝিল্লীর উপর অংশে একটি পর্দ্দার মত জন্মায়, তৎপরে ঐ স্থানে ধীরে ধীরে ক্ষত হয় এবং মল নির্গত হইবার সময় শ্লাফ ও মল নির্গত হইতে থাকে। এই জাতীয় পীড়া অত্যন্ত ছোঁয়াচে ও কষ্টদায়ক। পীড়া হঠাৎ আরম্ভ হইয়া কঠিন আকার ধারণ করে। পীড়ায় আক্রান্ত হইবার প্রায় ৩/৪ ঘন্টা পরেই—উষ্ণজ্বর, আচ্ছন্নভাব, তন্দ্রা, ভুলবকা, পিপাসা, পেটে অত্যন্ত বেদনা, শ্লাফ ও রক্তযুক্ত মলত্যাগ, স্বল্প প্রস্রাব বা প্রস্রাব বন্ধ হওয়া, প্রস্রাবে দুর্গন্ধ, সমস্ত শরীরে দুর্গন্ধ বাহির হওয়া, অন্ত্র হইতে হঠাৎ অত্যন্ত অধিক পরিমাণে রক্তস্রাব হইয়া রোগী দুর্ব্বল হইয়া পড়িবার সঙ্গে সঙ্গে নাড়ী লোপ হইয়া ২/১ দিনের মধ্যেই মারা পড়া প্রভৃতি ইহার লক্ষণ। কাহারও এই পীড়া হইলে রোগীকে পৃথক ঘরে রাখিবেন এবং সুচিকিৎসক দ্বারা চিকিৎসা করাইবেন। পথ্য—ছানার জল, মুসুম্বি লেবু, শটী, পার্ল বার্লি, গ্লুকোজ প্রভৃতি। আমাশয়ে দুগ্ধ বা কোনও প্রকার কঠিন দ্রব্য আহার একেবারে নিষিদ্ধ। পেটে সর্ব্বদা ভিজা ন্যাকড়ার পটী রাখিবেন এবং দিনে ২/৩ বার আধ ইঞ্চি মোটা করিয়া কাদার প্রলেপ দিবেন। ঠাণ্ডা সহ্য না হইলে পেটে গরম সেক দিবেন ও তুলা কিম্বা ফ্ল্যানেল দিয়া পেটে বাঁধিয়া দিবেন।

মল রক্তমিশ্রিত—একোন, এলো, আর্ণি, আর্স, বেল, ক্যান্থার, কার্ব্বো, চায়না, কলচি, কলোসি, হিপার, ইপি, এসিড-নাই, নক্স, ফস, সলফ, ট্রম্বি, মার্কুরিয়াস।

পীড়ার কারণ ও উপসর্গ—অতিরিক্ত গরমে বা গ্রীষ্মে পীড়া—একোনাই—গ্রীষ্মের পর ঠাণ্ডা লাগিয়া পীড়া—কলচি, ডলকা.....বাতরোগের পর আমাশয়—ক্যালি-বাই..... মলত্যাগের জন্য বেগ দিলে প্রথমে তাজা রক্ত বাহির—একোন, মার্ক-কর,......প্রথমে আম বাহির—এলো....... রাত্রিতে বেগ বৃদ্ধি—মার্ক, রস, পলস.....দিবাভাগে বেগ বৃদ্ধি—পেট্রোলি,........ প্রাতে বৃদ্ধি—নক্স, সলফ, ..মলত্যাগের পর শূলুনি বেদনায় হ্রাস—রসটক্স, নক্স.... শূলুনি বেদনার হ্রাস না হওয়া—একোন, কলোসিন্থ, ইপিকাক মার্ক-সল, ট্রম্বি, মার্ক-কর, সলফ, এসিড-নাই, ক্যাপ্‌সি, ক্যাপ্‌সি, ...আমাশয়ের সহিত প্রস্রাবের দোষ—মার্ক-কর, ক্যান্থার, ক্যাপসি.....আমাশয়সহ-গা-বমি-বমি—ইপি, কলচি।

এসক্লিপিয়াসা-১৩৯—শীতকালে রক্তাতিসার।

আর্জেন্টি-নাই-১১৯-পুরাতন আমাশয়, অন্ত্রে ক্ষত হইয়াছে ধারণা (ট্রম্বিডিয়ম-৬)।

এসিড-কার্ব্বল-১৬—পচা দুর্গন্ধ বাহ্যের সঙ্গে রক্তামাশয়।

আর্ণিকা-১২৩—আম, রক্ত কিম্বা রক্ত-পূঁয মিশ্রিত বাহ্যে। বাহ্যে বারে কম; কিন্তু পেটে বেদনা, কোঁথানি ও বেগ খুব বেশী।

ব্যাল্‌সাময়ন-১৪৮, ৪৭১—পুরাতন আমাশয়, থোবা থোবা আম, মলের সহিত দুর্গন্ধ পূঁয, অত্যন্ত অধিক পরিমাণে আম নির্গমন।....... সলফার, হিপার-১৩৮—পুরাতন আমাশয় (চ্যাপারো—পুরাতন আমাশয়, উদরাময়)।

ক্যাপ্‌সি-২১৪—সবুজ পাতাছেঁচার মত রঙ, মলে রক্ত, পিপাসা, জলপানে শীত, বাহ্যের সময় কোমরে বেদনা, মলদ্বারে জ্বালা (বর্ষায় পীড়া)।

সিনাবেরিস-২৫৩—আমাশয়ের বা অর্শের রক্ত কোনও ঔষধে না যাইলে।

কলোসিন্থ-২৭২, ২৩৭, ৫০৭—বাহ্যের পূর্ব্বে ও সময়ে খুব কামড়ানি ব্যথা ও বেগ, অসামাল হয়, গো-বমি, মলদ্বারে ও প্রস্রাবদ্বারে জ্বালা পানাহারের বেদনা বৃদ্ধি, আধ ঘন্টা অন্তর বাহ্যের বেগ, বাহ্যের পর বেদনার হ্রাস। মলদ্বার হাজিয়া যায় গন্ধ টক বা দুর্গন্ধ।

ক্যালেট্রেপিস-১৯৮—তরুণ রক্তামাশয়ে উপকারী।

ওপিয়ম-৫১৮—ক্ষুদ্র ও বৃহদন্ত্রের সংযোগস্থলে ক্ষতে এবং পুরাতন আমাশয়ে অনবরত আম নির্গত হয়।

ড্রসেরা-৩০৬—হুপিং-কাশিসহ উদরাময়, আমরক্ত।

ফেরম-ফস-৩২৫—শূলুনি কম, শুধু রক্ত।

ফেরম্-মিউর-৩২২—আমাশয়ের পুরাতন অবস্থা।

শিশুদের আমাশয়-৫২৫—পেট্রোলিয়ম ও ইপিকাক পর্য্যায়ক্রমে।

একোনাইট ও ইরেকথাইটিস পর্য্যায়ক্রমে-৩১৩—আমাশয় বা অন্য পীড়ায় মলদ্বার দিয়া রক্তস্রাবের সঙ্গে জ্বর।

ক্যালি-ক্লোর-৪০৫, ৪০৫—সাংঘাতিক রক্তামাশয়, অন্ত্রে ক্ষত। মল অতি অল্প, তৎসহ রক্ত, পেটে বেদনা যন্ত্রণা কোঁথানি।

একোনাইট-৪৫—রক্ত সবুজ, কাল বা সেওলার মত, পিত্তমিশ্রিত, আমসংযুক্ত, পেটে বেদনাসহ বারম্বার মলত্যাগ, প্রথমাবস্থায় প্রায় ইহাতেই আরোগ্য হয়—১ × শক্তি।

ক্যালি-নাইট্রি-৪১১, ৪৭২—চটচটে আমের সহিত রক্ত, অনবরত বেগ একোনাইটে যখন পেটের কাটা-ছেঁড়া বেদনা যায় না, পিপাসা, হাত পা ঠাণ্ডা।

এমন-কষ্টিকাম—অত্যন্ত কোঁথানিসহ পুনঃ পুনঃ রক্তবাহ্যে।

ল্যাকেসিস-৪২৫—হলদে মল—তৎসহ পূঁয, কাল রক্তবাহ্যের পর খুব কোঁথানি, সর্ব্বদাই বাহ্যের ইচ্ছা অথচ বাহ্যে হয় না, মলদ্বারে বেদনা, অর্শের বলী নির্গমন।

মার্ক-ভাইভাস-৪৭১—মল অতি অল্প, সবুজ বা সাদা আমের ভাগ অধিক, বাহ্যের পূর্ব্বে ও সময়ে অত্যন্ত বেদনা, হঠাৎ বেগ, গা বমি-বমি, শীতভাব, বাহ্যের সময় খুব কোঁথানি শূলুনি, উহা বাহ্যের পরও থাকে, রাত্রিতে অধিক বাহ্যে (এসিড-নাইট্রিক দেখুন)।

মার্ক-কর-৪৬৩—উক্ত লক্ষণসহ রক্ত অধিক, অনেক সময় বাহ্যে হয়-ই না, নিস্ফল চেষ্টা, রোগী কেবল বসিয়া কোঁথ দেয় ও পেটে যন্ত্রণা হয়।

নক্স-ভম-৫০৭—ঘন ঘন বেগ, পায়খানায় যায়, প্রতিবারে বাহ্যে হয় না, বাহ্যের পূর্ব্বে ও সময়ে খুব কোঁথানি, শূলুনি ব্যথা, বাহ্যের পর একটু উপশম।

কলচিকাম-৪৭২, ২৬৬—মার্কুরিয়সের মত কোঁথানি শূলুনি খুব বেশী ; কিন্তু বাহ্যের পরে হ্রাস, পেটফোলা, তাহা রক্ত, আমসহ ২/১ ফোঁটা বা তাহা রক্ত।

এলো-৪৭২, ৫০৭—কোঁথানি শূলুনিসহ রক্ত, আম, বাহ্যে—বায়ুসহ অসাড়ে হয়।

চ্যাপারো-৪৭৩—অনেকদিন ভুগিতেছে, উদরাময়, আম রক্ত, বেদনা অল্প।

ট্রম্বিডিয়ম-৭৬৬—রক্ত, কোঁথানি শূলুনি খুব বেশী মলদ্বার জ্বালা, পানাহারে উপসর্গের বৃদ্ধি নতুন বা পুরাতন পীড়া।

দ্রষ্টব্য ঃ—২/১ ভরি ইসবগুল ও ২/১ ভরি মিছরীর গুড়া একত্রে গালে জল দিয়া গিলিয়া খাইলে আমাশয়ে বিশেষতঃ পুরাতন পীড়ায় বিশেষ উপকার হয়।

যদি প্রথমে কোষ্ঠবদ্ধ হইয়া পরে আমাশয় পীড়া হয়, তাহা হইলে রোগীকে প্রথমে কোষ্ঠসাফের ব্যবস্থা করিয়া পরে ঔষধ ব্যবস্থা করিলে ভাল হয়, উদরাময়ের পর হইলে প্রয়োজন হইবে না। ২/৩ তোলা খুব পুরাতন তেঁতুল একটু জলে গুলিয়া ছাঁকিয়া চিনি মিশ্রিত করিয়া পান করিতে দিলে অন্ত্রস্থ সমস্ত সঞ্চিত কুপিত মল বাহির হইয়া যাইবে।

আমাশয়ে রক্তের ভাগ অধিক থাকিলে, গায়ে মাখা সাবান—জলে সামান্য ঘষিয়া সেই জলে নেকড়া ভিজাইয়া (৪ পর্দ্দা নেকড়া) নিংড়াইয়া পেটে পটী দিয়া রাখিবেন, ইহাতেও রক্ত এবং সংখ্যায় বাহ্যে ক্রমশঃ কম হইয়া আসিবে।

থুলকুড়ী পাতার রস—২ চামচ ও ছাগল দুধ ২ চামচ—সকাল সন্ধ্যা দুইবেলা পান কিম্বা চারা তেঁতুল গাছের পাতা ২ তোলা, আধসের জলে সিদ্ধ করিয়া আধপোয়া থাকিতে নামাইয়া ঠাণ্ডা করিয়া সকালে খালিপেটে পান করিলে শ্বেত ও রক্তামাশা আরোগ্য হয়। গঁদ ভিজান জল (আধতোলা গঁদ, জল এক ছটাক) উদরাময়, আমাশয় উভয় পীড়াতেই বাহ্যের সংখ্যা কমিয়া আসে; রক্ত কিছুতেই বন্ধ না হইলে—আয়াপানের রস ২/৩ চামচ মাত্রায় একটু মধুসহ দিনে ২/৩ বার সেব্য। কুকসিমা পাতার রসও উপকারী। ব্রুমিয়া-অডোরেটা-৬৬১—θ ২/৩ ফোঁটা মাত্রায় ব্যবহার্য্য। পুরাতন সকল প্রকার আমাশয়ে রজন গুঁড়া দুই-চারি আনা ওজনে এক টুকরা পাকা কাঁঠালি কলার মধ্যে পুরিয়া কিম্বা জলে দিয়া ৪/৫ দিন প্রাতে ও সন্ধ্যায় খাইলে বিশেষ উপকার হয়।

ইন্‌টাস্‌সেপ্‌সন।

প্লম্বম-৫৪৬—নাভীর স্থানে শূলুনি, মল বমি, ডান কুঁচকীর উপরাংশে ফোলা।

ইন্‌ফেক্‌সন নিবারণ।

(দারুচিনির তৈল জল দিয়া ধৌত করা—২৫৪)

ইরিসিপেলাস।

ঔষধ—এনথ্রাস, এপিস, আর্স, বেল, ক্যান্থার, ক্রোটে, ইউফর্ব্বি, এমন-কার্ব্ব।

বেলেডোনা-১৬১, ৪২৬—প্রবল-জ্বর, পিপাসা, মাথাব্যথা, মাথা গরম, প্রথমাবস্থায় ফোলা, আক্রান্তস্থান লালবর্ণ, চক্‌চকে, তাহার মধ্যে দপদপে বেদনা।

এপিস-১০৬, ৪২৬—শোথের মত ফোলা, হুলফোটানর মত বেদনা ও জ্বালা, রঙ গোলাপি, ডান চক্ষু বা ডান দিক হইতে পীড়া আরম্ভ।

ল্যাকেসিস-১৬২, ৪২৬—চর্ম্ম কাল বা নীলা দেখায়, পীড়ার উগ্রতার হ্রাস।

ক্যান্থারিস-২৬২—ফোস্কা, অত্যন্ত জ্বালা, অস্থিরতা, কান্না (নাসিকা আক্রান্ত)।

ইউফর্ব্বিয়া-৩১৫—গণ্ডদেশে ইরিসিপেলাস।

রসটক্স-৫৬৯, ৪২৬, ১৬২—ফোস্কার মত উদ্ভেদ, তাহাতে অত্যন্ত জ্বালা-যন্ত্রণা ও চুলকানি, পীড়ার গতি বাম হইতে ডানদিকে পরিচালিত,আক্রান্তস্থান ঘোর লালবর্ণ (রস-ভিনেনেটা দেখুন)।

আর্সেনিক-২০৮—জ্বালার সহিত অত্যন্ত ছটফটানি ও পিপাসা।

এনথ্রাস-৮৯—দূষিত স্ফোটক, ইরিসিপেলাস-ইত্যাদিতে অত্যন্ত জ্বালা।

হিপোজিনিয়াম-৬৮৬—সাংঘাতিক প্রকারের ইরিসিপেলাস।

এচিনেসিয়া-২৮২—রক্ত দূষিত হইয়া ইরিসিপেলাস।

ম্যানসিনেলা-৬৯১—ফোস্কার মত উদ্ভেদ, পুড়িয়া যাইবার মত বড় ফোস্কা, পোড়া নারাঙ্গা ইরিথিমা, স্পঞ্জের সচ্ছিদ্র উদ্ভেদ।

ইনফ্লুয়েঞ্জা।

আর্স-আয়োড-১৩৪......এরালিয়া-৩৮৪..... জেলসি-১৩৪.....ইউপেট-পার্ফো-৩১৪।

তদ্ভিন্ন—রসটক্স, সিলা, ক্যালি-বাই, মার্ক-সল, ব্যাপ্টিসিয়া প্রভৃতিও প্রয়োজনীয়।

(হামজ্বর, সর্দ্দি ও সর্দ্দি জ্বরের অধিকাংশ লক্ষণ এই পীড়ায় বর্ত্তমান থাকে, তজ্জন্য উক্ত পীড়ার ঔষধগুলিও ইহাতে গ্রহণ করিতে হইবে)।

সোলেনাম-লাইকো-৬৯৮—সমস্ত শরীরে ভীষণ কামড়ানি বেদনা, ইনফ্লুয়েঞ্জা আরোগ্যের পর বেদনা থাকা, মাথার পিছনে বেদনা আরম্ভ হইয়া-সমস্ত শরীরে বিস্তৃতি মাথার উক্ত প্রকার বেদনা কমিলে সমস্ত মাথায় থেৎলানি বেদনা।

আর্স-আয়োড-১৩৪—একবার শীত, একবার গরম, হাঁপের মত টান, জ্বর, শ্বাসকষ্ট, (জেলসিমিয়ম—অধ্যায়ে—৩৩০ পৃষ্ঠায় হাম ও ৩৩২ পৃষ্ঠায় জ্বরে যে সমস্ত লক্ষণ আছে—উহাও ইনফ্লুয়েঞ্জার লক্ষণ, সুতরাং উহাও গ্রহণ করিতে হইবে)।

এরালিয়া-৩১৪—নাকে কাঁচা জলের মত তরুণ সর্দ্দি,তৎসহ জ্বালা, অল্প জ্বর।

ইউপেটপার্ফো-৩১৩, ৩১৪—গায়ে হাড়ভাঙ্গা ব্যথা, মাথাব্যথা, পিত্তবমি।

রসটক্স-৫৬৮—গায়ে অত্যন্ত বেদনা, হাতে পায়ে কামড়ানি ব্যথা, জ্বর, ছটফটানি (বেদনার প্রকৃতির জন্য ৫৬৮ পৃষ্ঠায় "গাত্রবেদনা" দেখুন)।

"জ্বর ও সর্দ্দি-কাশিতে" যে ঔষধগুলি লিখিত হইয়াছে উহাও ইনফ্লুয়েঞ্জার ঔষধ।

ইন্টারকষ্ট্যাল-নিউর‍্যাল্জিয়া।

(আর্ণি, ক্যাক্টস,সিমিসি, গুয়েক, র‍্যানানকিউ, রডো, মার্ক, মেজেরি)

আর্ণিকা-১২১—বুকে টাটানি ও থেৎলানি বেদনার মত তীক্ষ্ণ বেদনা... ক্যালি-কার্ব্ব ও ব্রায়োনিয়া—ছুঁচফোটান বেদনা।

এসক্লিপিয়াস-১৭৪—নড়াচড়ায় ও নিশ্বাসে বুকে বেদনা, বেদনা বাম ফুসফুসের নীচে অধিক ষ্টার্ণমের দুইপাশে পাঁজরার হাড়ের মধ্যে টিপিলে বেদনা।

র‍্যানানকিউলাস-৫৬২—বুকের ডান কিম্বা বাম উভয়দিকের পাঁজরায় ও স্তনের নিম্নে ছুঁচফোটান ব্যথা, টাটানি ব্যথা তজ্জন্য নিশ্বাসে কষ্ট, স্পর্শেও কষ্ট।

ইউরিমিয়া (মূত্রবিকার)

কলেরার এই অবস্থা অত্যন্ত সাংঘাতিক অবস্থা, অতএব ইহার চিকিৎসা অত্যন্ত যত্নের সহিত করিবেন। মূত্রাভাব বা মূত্রাবরোধ বশতঃ বিকার হইলে প্রথমে মস্তিষ্ক-লক্ষণ ও বমি দেখা দেয়, ক্রমশঃ ভুলবকা, ছটফটানি, তেড়ে তেড়ে উঠা, উপসর্গগুলি প্রকাশ পায়, চক্ষু লালবর্ণ হয়, নিশ্বাসে ও বমিতে নিশাদলের বা এমোনিয়ার মত একপ্রকার গন্ধ পাওয়া যায়, ক্রমশঃ চৈতন্যহীনতা, পিলিতে কষ্ট, শ্বাসকষ্ট, প্রস্রাব বাহ্যে

বন্ধ, শ্বাস জোর হয়, হার্টফেল হইয়া মারা পড়ে। ইউরিমিক-কনভলসনে—ইন্যান্থি-ক্রোকেট উৎকৃষ্ট ঔষধ।

(গর্ভাবস্থায়—এসক্লিপিয়াস—২১১)

<u>মূত্রথলীতে প্রস্রাব জমিয়াছে ; কিন্তু প্রস্রাব হইতেছে না ঃ—</u>

ক্যাম্ফার-২১১—কলেরায় ব্লাডারে প্রস্রাব জমিয়াছে ক্রমাগত বেগ, প্রস্রাবত্যাগের ইচ্ছা অথচ প্রস্রাব হয় না, তৎসহ অস্থিরতা, পেটে বেদনা, ভুলবকা, আচ্ছন্নতা, পিপাসা, হাত পা ঠাণ্ডা, ক্ষীণ নাড়ী, ভিতরে জ্বালা (ইউরিমিয়াজনিত আক্ষেপ, শিবনেত্র, চক্ষুর শিরা লাল, কিছু পানাহার করিতে চায় না, তেড়ে তেড়ে উঠে, কামড়াইতে যায়, গায়ে হাত দিলে চেঁচায়, মারিতে যায় ইত্যাদি লক্ষণগুলিও ইহাতে থাকে)।

টেরিবিন্থ-২১১—প্রস্রাব জমিয়াছে অথচ কিছুমাত্র বেগ নাই, তৎসহ পেটের অত্যন্ত ফাঁপ, পেটফাঁপা যেন ক্রমান্বয়ে বাড়ে, বাহ্যে প্রস্রাব বন্ধ শ্বাসকষ্ট, আচ্ছন্নভাব, জিহবা, লালবর্ণ, মূত্র নাই অথচ খুব মূত্রবেগ থাকে।

ওপিয়ম-৫১৫—পেট যেন ফাঁপা, মূত্রথলী প্রস্রাবে পূর্ণ অথচ বেগ নাই, মূত্রথলী অসাড় (হায়োসি, কষ্টি, আর্সেও প্রস্রাব হয় না)।

বেলেডোনা-২৭৩—প্রস্রাব জমিয়াছে অথচ মূত্রথলীর পেশীর দুর্ব্বলতার জন্য প্রস্রাব হয় না, তৎসহ ভুলবকা, চক্ষু লাল, বমি, শ্বাসকষ্ট ইত্যাদি।

নক্স-ভমিকা-৫১২—প্রস্রাব জমিয়াছে ঘন ঘন বেগ, ক্রমাগত কোঁথ দেয়, প্রস্রাব হয় না কিম্বা ফোঁটা ফোঁটা করিয়া হয়, প্রস্রাবদ্বার জ্বালা করে (ইহা ওপিয়মের পূর্ব্বে ব্যবহৃত হইলে সুফল দান করে)। প্রস্রাবের পর সামান্য প্রস্রাব হওয়া বা সম্পূর্ণ বন্ধ থাকা (ষ্ট্রামোনিয়ম—প্রসবের পরে ও বাতশ্লেষ্মার জ্বরে প্রস্রাব বন্ধ)। প্রস্রাব প্রথমে মলিন পরে ঘোলা, সাদা পূঁযের মত, শ্লেষ্মা মিশ্রিত।

এপিস-১০২—ঘন ঘন বেগ, মাত্র ২/১ ফোঁটা নির্গত হয়, মূত্রথলীতে অল্প জ্বালা, কখনও কটাস করিয়া উঠে, প্রস্রাব বন্ধসহ পিপাসা না থাকা।

প্রমেহপীড়াগ্রস্ত রোগীদের মূত্রনলীতে জ্বালা ও প্রস্রাব করিবার অত্যন্ত ইচ্ছা লক্ষণে ক্যানাবিস-ইণ্ডিকা ও ধুজা পরীক্ষা করিয়া দেখা উচিৎ।

<u>মূত্রথলীতে প্রস্রাব জমে নাই ঃ—</u>

মূত্রথলীতে প্রস্রাব জমিলে—ক্যালি-বাইক্রম (ইহাতে ইউরেথ্রায় জ্বালা থাকে)। ষ্ট্রামো, আর্সেনিক, সাইকো ইত্যাদিতেও মূত্রথলীতে প্রস্রাব জমে না (ডাঃ কালীর মতে—মার্ক-কর—৩০ শক্তি ১ মাত্রা) ; অন্যান্য উপসর্গ যথা ঃ—

আর্স—ছটফটানিসহ, ... আর্স-ব্রোম—ছটফটানি ও অজ্ঞানভাব পর্য্যায়ক্রমে,...... কুপ্রম-এসেট ও কুপ্রম-আর্স—খেঁচুনিসহ,...... এসিড-হাইড্রো—হৃৎক্রিয়ার হ্রাস, শ্বাসকষ্ট গোঁগানিসহ,...... ট্যাবেকাম—কিডনী ও লিভারে ক্রিয়াহীনতার জন্য।

প্রস্রাব না জমিলে—ইলিসিয়াম উৎকৃষ্ট ঔষধ (অনেক সময় ইহা বাজারে পাওয়া যায় না)।

<u>আচ্ছন্নভাব, কোমা ঃ—</u>

এপোসাইনাম-ক্যাণ--১০৭—প্রস্রাব বন্ধ, প্রস্রাব স্বল্প, মূত্রকৃচ্ছ্র, প্রস্রাবে কষ্ট।

প্রস্রাব বন্ধ, নিস্পন্দভাব, জাগান যায় না, জাগিলেও তখনই আচ্ছন্ন, প্রস্রাবের বেগ বা চেষ্টাশূন্য,—স্পিরিট-নাইটার-৫০৩—৮/১০ ফোঁটা, ৪ আঃ জলে দিয়া ২/১ চামচ মাত্রায় ২ ঘন্টা অন্তর সেব্য।

মস্কেরিণ—ঝোঁকে ঝোঁকে উঠে, পাগলের মত ভাব; কিন্তু আবার তখনই ঘুমাইয়া পড়ে, প্রসাব বন্ধ, শ্বাসকষ্ট, হাত পা ঠাণ্ডা (এগারিকাস অধ্যায় দেখুন)।

ইউরিমিক-কোমা—এসিড -কার্ব্ব (ডাঃ হিউজেস)।

এমন-কার্ব্ব-৭৮—অজ্ঞান, আচ্ছন্ন, ইউরিমিয়ার শেষ অবস্থায় গলা ঘড়ঘড়, ঠোঁট, জিব নীলবর্ণ, যেন কিছু ধরিতে যায়, হৃৎপিণ্ডে রক্ত জমিয়া হার্টফেল।

ক্রোয়্যাল-হাইড্রেট-২৩৯—মূৰ্চ্ছিত হইয়া কয়েক ঘন্টা হইতে কয়েকদিন একভাবে পড়িয়া থাকে, চৈতন্য থাকে না, ডাকিলে সাড়া দেয় না।

ডাঃ সুসলারের মতে—পীড়ার দ্বিতীয় অবস্থা উত্তীর্ণ হইয়া ৩য় অবস্থায় যখন রোগী হিমাঙ্গ, অবস্থা মন্দ তখন—ফেরম-ফস, ক্যালি-ফস ও ন্যাট্রম-ফস, এই ৩টিই প্রধান আশ্রয়। ন্যাট্রম-ফস, সেবনে প্রস্রাব বন্ধ হয় না, ইউরিমিয়ার আশঙ্কা দূর হয় (ক্যালি-ফস—১২ x—২০০ শক্তি, ইউরিমিয়া ও মস্তিষ্ক লক্ষণের উৎকৃষ্ট ঔষধ)।

ইউরিমিয়াজনিত মস্তিষ্ক লক্ষণ ও জ্বর-বিকার ঃ—

কলেরার এ অবস্থায় কোন কোন রোগী ভুল বকে, ছটফট করে, কোন কোন রোগীর ছটফটানি ভুলবকা অধিক থাকে না, অজ্ঞান অসাড়ভাবে পড়িয়া থাকে ঃ—

ছটফট করিলে, ভুল বকিলে ঃ—বেলেডোনা, ষ্ট্রামোনিয়ম, হায়োসিয়ামস, রসটক্স, ক্যালি-ব্রোম।

অজ্ঞানভাবে পড়িয়া থাকিলে ঃ—এসিড-ফস, ওপিয়ম, নক্স মস্কেটা, এপিস, হেলিবোরাস, হায়োসিয়ামস, ভেরেট্রম, ভিরিডি, নাইট্রি-স্পিরিট-ডল, ক্যালি-ব্রোম। অত্যন্ত ছটফটানিসহ আচ্ছন্নভাব—আর্সেনিক-ব্রোম—৬, ৩০ শক্তি।

ইউরিমিয়াজনিত জ্বর ও অন্যান্য উপসর্গ ঃ—

একোনাইট—প্রতিক্রিয়ার পর জ্বর, অস্থিরতা, পিপাসা, নাড়ী স্থূল, ঘর্ম্ম শূন্য।

বেলেডোনা—অধিক জ্বর, বিকার, বেলেডোনার লক্ষণসহ চক্ষু লালবর্ণ।

ভেরেট্রম-এলবম—বেলেডোনার উন্মাদ লক্ষণসহ জ্বর ও চক্ষু লালবর্ণ না থাকিলে।

রসটক্স—ভুলবকা তৎসহ পেটের দোষ, মাংসধোয়া জলের মত বেধ, দুর্গন্ধ ভেদ, অস্থিরতা, স্থির থাকিতে কষ্ট, এপাশ ওপাশ করা, কখনও কামড়াইতে যায়, প্রলাপ বকে কাঁদে, কখনও অজ্ঞান, ঘুমঘুমভাব, জিহবা শুষ্ক, চক্ষুর তারা ছোট।

(পীড়ার বৰ্দ্ধিত অবস্থায় উক্ত লক্ষণসহ চোখ ঘোলা থাকিলে—রসটক্স ও হায়োসিয়ামস—৩০ শক্তি পর্য্যায়ক্রমে ঘন ঘন প্রযোজ্য)।

এসিড ফস—অল্প জ্বর, অস্থিরতাশূন্য, অজ্ঞান ; কিন্তু সাড়া দেয়।

হায়োসিয়ামস-৩৭১—সম্পূর্ণ অজ্ঞান, উলঙ্গ, লিঙ্গে হাত দেয়, পিউপিল বড় হয়, চক্ষু লাল—কখনও ঘোলা, একবার ছটফটানি—একবার আচ্ছন্নভাব, কখনও একদৃষ্টে চাহিয়া থাকে, পলক ফেলে না, প্রস্রাব জমিয়াও হয় না কিম্বা অসাড়ে প্রস্রাব, অল্পমাত্র প্রস্রাব, পিপাসা, শুধু জল খায়, জিহবা শুষ্ক চামড়ার মত প্রস্রাব নিঃসরণ হইয়াও মস্তিষ্ক লক্ষণ।

ওপিয়ম—ঘোর অচৈতন্য, শিবনেত্র, নাক ডাকে, গলা ঘড়ঘড় করে।

ষ্ট্রামোনিয়ম—হাসে, গান গায়, সীস দেয়, বালিস হইতে মাথা তোলে আবার নামায়, মধ্যে মধ্যে ঘাম, হাত পা একভাবে নাড়ে, অঙ্গভঙ্গি করে, বিদেশী ভাষায় কথা কয়, প্রস্রাব বন্ধ, সমস্ত শরীরের বা হাত পায়ের কম্পন।

ভেরেট্রম-ভিরিডি—অচৈতন্য, যেন ঘুমাইতেছে, খেঁচুনি, শ্বাসকষ্ট, ঘর্ম্ম।

নক্স-মস্কেটা—অত্যন্ত ঘুমভাব, যেন ঘুমের ঘোর কাটে না, পেট ফোলে, ফুলিয়া দম হয়, ঘর্ম্ম শুষ্ক ও ঠাণ্ডা, মুখ শুষ্ক অথচ পিপাসার লেশমাত্র নাই।

এপিস-৫০৫—অচৈতন্যভাব, নিস্পন্দনভাবে পড়িয়া থাকিয়া মধ্যে মধ্যে চীৎকার করিয়া উঠে, পিপাসাশূন্য। প্রস্রাব বন্ধ বা অল্প প্রস্রাব।

ফেরম-ফস-৫১৯—ক্রমাগত বাহ্যে বমির পর অজ্ঞান, ছটফট, মুখ লাল, পিউপিল প্রসারিত, ক্রমাগত মাথানাড়া।

ক্যালি-ফস-৪১৩-বিকারাবস্থায়—ফেরম ফসের ও খিলধরায়—ম্যাগফসের সহিত ১৫/২০ মিনিট অন্তর প্রযোজ্য। ইহাতে ঘন ঘন বাহ্যে বমি হয়, মলে পচা দুর্গন্ধ, পেটে কখনও বেদনা, কখনও বেদনা থাকে না, ছটফট করে, কখনও চুপ করিয়া থাকে।

ক্যালি-ব্রোম—৩ x, ৬ষ্ঠ শক্তি ; ভেদ বমি থাক বা নাই থাক, হাত পা ঠাণ্ডা চক্ষুর মণি প্রসারিত, অনিদ্রা অত্যন্ত ছটফটানি পিপাসা, বিকার লক্ষণ, তেড়ে তেড়ে উঠা, কখনও আচ্ছন্নভাব, নিশ্বাস ক্রমশঃ জোর, পেশী থাকিয়া থাকিয়া কাঁপিয়া উঠে, প্রস্রাব স্বল্প বা প্রস্রাব বন্ধ, জ্বর, গিলিতে কষ্ট, সবুজ দুর্গন্ধ বাহ্যে, আক্ষেপ বা আক্ষেপের উপদ্রব (শিশুদের পীড়ায় অধিক কার্য্যকরী)।

আর্সেনিক-ব্রোম—৬, ৩০ শক্তি, ভয়ঙ্কর ছটফটানি, বোধ হয় এত ছটফটানি অন্য কোনও ঔষধে নাই ও উত্তেজনা, তৎসহ আচ্ছন্নভাব, অবসন্নতা, শ্বাসকষ্ট, ক্রমশঃ শ্বাস জোর, প্রস্রাব বন্ধ, প্রস্রাব হইয়াও পুনরায় বন্ধ, অত্যন্ত দুর্গন্ধ মল।

নিকোটিন—৬, ৩০ শক্তি; শ্বাসকষ্ট (শ্বাসকষ্ট প্রথমেই—নিকোটিন, উপকার না হইলে এসিড-হাইড্রো,ক্যালি-সিয়ানাইড), প্রতিক্রিয়ার লক্ষণ প্রকাশিত না হইয়া সর্ব্বাঙ্গ ঠাণ্ডা, প্রচুর ঘাম, ভেদবমি ইত্যাদি সমস্ত বন্ধ, শরীরের সকল যন্ত্রের যেন অসাড়তা, ভেদবমি বন্ধ থাকা সত্ত্বেও পেট যেন জলে পরিপূর্ণ, পিপাসাশূন্য প্রভৃতি। ষ্টার্ণমের পশ্চাতে যেন কি আটকাইয়া আছে এইরূপ অনুভব।

ব্যাপ্টিসিয়া—১ x : আচ্ছন্নভাবের সঙ্গে প্রলাপ বকা, বিছানা হইতে উঠিবার চেষ্টা, বিছানায় কেবল এপাশ ওপাশ করে, শ্বাস-প্রশ্বাসে কষ্ট ও শব্দ হয়, কোন কথার জবাব দিতে দিতেই আচ্ছন্ন হইয়া পড়ে। বাহ্যে, বমি, প্রস্রাব এমন কি নিশ্বাস পর্য্যন্ত দুর্গন্ধ, গিলিতে কষ্ট, মুখে লইয়া 'থুথু' করিয়া ফেলিয়া দেয়, হাঁ করিয়া নিশ্বাস ফেলে, শয্যাক্ষত নাসিকায় ও চক্ষুতে ক্ষত, কর্ণমূল প্রদাহ।

হেলিবোরাস—৬, ৩০ শক্তি ; ওপিয়মের মত সম্পূর্ণ অজ্ঞান, অচৈতন্য,মধ্যে মধ্যে ছটফটানি, সর্ব্বদাই কিছু চিবাইবার মত মুখটি নাড়ে। পিপাসার চিহ্নমাত্র বোঝা যায় না, কিন্তু জল দিলেই আগ্রহের সহিত পান করে, মাঝে মাঝে হাত পা নাড়ে (পা নাড়াই অধিক); হাতের পায়ের বুড়ো আঙ্গুল মুঠা করিয়া থাকে, একদিকের হাত পা অথবা কেবল হাত অনবরত নাড়ে, এই সময় অন্যদিকের হাত পা পক্ষাঘাতের মত পড়িয়া থাকে (উক্ত লক্ষণ কখনও অজ্ঞানভাবে থাকিয়া, কখনও ছটফটানির কিম্বা অনুক্ষণ

মাথানাড়ার সহিত থাকে); শিশু হইলে মধ্যে মধ্যে চীৎকার করিয়া উঠে এবং হাত পা মাথা ঐ প্রকার নাড়ে।

ভেরেট্রাম-ভিরিডি—মস্তিষ্কে রক্তাধিক্যতাহেতু চক্ষু-লাল, আচ্ছন্নভাব ঘোর অজ্ঞান প্রলাপ, মাঝে মাঝে খেঁচুনি, শ্বাস-প্রশ্বাসে ভীষণ কষ্ট, শ্বাসবন্ধ হইয়া যাওয়ার মত হয়, অত্যন্ত ঘাম, ঘন ঘন বমির চেষ্টা (ক্রম-৬—৩০)।

এমন কার্ব্ব—৩০ শক্তি; রোগী অজ্ঞান, আচ্ছন্ন, শ্বাসনলীতে জোর ঘড় ঘড় শব্দ, মূত্রবিকার, ঠোঁট জিব নীলবর্ণ।

ক্যাম্ফর—৬ষ্ঠ শক্তি; হঠাৎ সর্ব্বাঙ্গ বরফের মত শীতল, নাড়ীর ক্ষীণতা বা একেবারে লোপ, শরীর পাথরের মত শীতল, গায়ে আদৌ চাপা রাখে না।

ল্যাকেসিস—হৃৎপিণ্ডের দুর্ব্বলতাসহ প্রস্রাবে কষ্ট কিম্বা মূত্রথলীর পক্ষাঘাত বশতঃ প্রস্রাব বন্ধ হইয়া ইউরিনিয়া ও বিকার লক্ষণ। রোগী অনবরত বিড় বিড় করিয়া বকে, ঘুমাইলেই বা জাগিলেই রোগ লক্ষণের বৃদ্ধি (ক্রম—৩০ ; ২০০ শক্তি)।

এসিড-হাইড্রো-৬, ৩০ শক্তি ;নাড়ী মোটা, কোমল, হৃৎপিণ্ড প্রথমে দ্রুত চলিয়া পরে ক্রমে ক্রমে ধীরে ধীরে চলে ও অবশ হইয়া যায়, অত্যন্ত বুক ধড়ফড় করে, তজ্জন্য প্রথমে খেঁচুনি হয় পরে শরীর ক্রমশঃ অবশ হইয়া পড়ে, শ্বাস অতি ধীরে ধীরে ও কষ্টে চলে, গোঁ গোঁ করে, গলার ঘড় ঘড় শব্দ হয়। নিস্তেজভাবে পড়িয়া থাকে (২২ পৃষ্ঠায়—পটাস-সিয়ানাইট দেখুন)। অত্যন্ত শ্বাসকষ্ট, রোগী যেন খাবি খায়, শ্বাস সহজে লয় ; কিন্তু ফেলিবার সময় অত্যন্ত কষ্ট হয়।

মস্কেরিণ—৩ × ; অভাবে—৬, ৩০ শক্তি—রোগী ক্রমাগত ঝেঁকে ঝেঁকে উঠিতে চায় কিন্তু তখনই নিদ্রিত হইয়া পড়ে, তৎসহ প্রস্রাব বন্ধ, হাত পা ঠাণ্ডা ও শ্বাসকষ্ট, (ইহা বেল, হায়োসি, ষ্ট্রামোর পূর্ব্বে দেওয়া উচিত)।

কোব্রা—৬ষ্ঠ ; হৃৎপিণ্ডের মধ্যে রক্তের চাপ জমিয়া ভীষণ শ্বাসকষ্ট, শ্বাসকৃচ্ছ্রতা, শ্বাসবন্ধ হইয়া মৃত্যু সন্নিকট বলিয়া বোধ হয়, শ্বাসকষ্টের জন্য ভয়ানক উদ্বেগ ও যন্ত্রণা (ইহার অধ্যায় দেখুন)। অন্তিম-অবস্থার নাভিশ্বাস (এসিড-হাইড্রো, ল্যাকেসিস, আর্স প্রভৃতি বিফল হইলে উহাতে উপকার হওয়া সম্ভব)।

এণ্টী-পাইরিন-১০১—অত্যধিক ঘর্ম্মের সহিত শ্বাসকষ্ট। ক্যালকেরিয়া-আর্স, জিঙ্কাম, সলফার প্রভৃতিও দ্রষ্টব্য।

উদরী।

(শোথরোগ ৮৮৪ পৃষ্ঠা দেখুন)

এসিড-এসে-১৩০, ১৫,........এমন-বেঞ্জো-৭৬.........আর্স-১২৯.......এপিস-১০৪, ১৩০,........ লাইকো-১৩০.......এপোসাইনাম-১৩০—৩৫৪,........ আর্স-আয়োড-১৩০,........ ডিজি-১৮৯........ এসক্লিপি—১৩০........কনভ্যালে-৩০০,........ টেরিবিন্থ-৬২৮,......... হেলিবোর-৩৫৩,........ব্রায়োকেমিকে—ন্যাট-মিউর ও ন্যাট্রম-সলফ প্রধান ঔষধ।

উদরাময়।

প্রাতঃকালীন—এলো, ব্রায়ো, ন্যাট-সলফ, পেট্রোলি, সোরিণাম, পডো, ফস, রিয়ুম, মস্কোরিয়া, নুফার, ক্যালি বাই, সলফার, মার্ক-সলফ,......গ্রীষ্মকালীন—ব্রায়ো, ফস, ল্যাকে, এন্টিম ক্রুড,........ বর্ষায়—ন্যাট-সলফ, ডলকা,....... শরৎকালে— ইপি,.....

বেদনাবিহীন—ফেরম, পডো, গ্র্যাটিওলা, এসিড-ফস, ফস,......প্রস্রাবের সময় অসাড়ে—এলো, এপিস, ওলিয়েণ্ডার, এসিড-মিউর, ...বায়ু নিঃসরণের সময়—এলো, এসিড-ফস,পডো, ওলিয়ে, এসিড-মিউর, ফস,......হাঁচি কাশির সময়—সিনা—পিচকারীর মত বেগে—ক্যাল-ফস, ক্রোটন, গ্র্যাটি, গ্যাম্বো, জ্যাট্রো, ফস, পডো,.....একসঙ্গে তোড়ে সমস্ত মল নির্গমন—গ্যাম্বোজ, গ্র্যাটিওলা, ক্রোটন,.....জলের কল খুলিয়া দেওয়ার মত বেগে—ফস, ...পিপার মুখ খুলিয়া দেওয়ার মত বেগে—থুজা, পডো, অসাড়ে চোয়াইয়া—এপিস, এলো, ফস,......নিদ্রিতাবস্থায়—আর্ণি, ব্রায়ো, হায়ো, রস—বাহ্যের পূর্ব্বে পেটে গড়গড় শব্দ—এসক্লিপি,—এলো, এপিস, ন্যাট-সলফ, পলস, থুজা, জ্যাট্রো, এসিড মিউর,....পেটে গড়গড় শব্দ হইলে, জ্যাট্রো....ঐ মলদ্বারের মুখে হইলে—থুজা।

<u>মলের গন্ধ ঃ</u>—অত্যন্ত পচা দুর্গন্ধ—আর্ণি, আর্স, এসি-কার্ব্বল, কার্ব্বো চায়না, ক্রিয়ো, ল্যাকে, ফস, পডো, সোরিণাম, রস, সাইলি, ষ্ট্র্যামো, আর্জ্জেন্ট, বিসমথ,.......টকগন্ধ—ক্যাল-কার্ব্ব, জোলাপ, বেল, আর্ণি, সাইলি, হিপার, রিয়ুম, ন্যাট সলফ, ন্যাট-ফস, ম্যাগ-কার্ব্ব, সলফ, কলচি, কোলেষ্ট্রাম, এরাণ্ডো,.....ডিমপচা গন্ধ,—ক্যামো, সোরি, ...পচা পনিরের—হিপার, ব্রায়ো....কাগজপোড়া—কলোসি।

<u>মলের রঙ ঃ</u>—সবুজ—এরাণ্ডো, পলিনিয়া, একোন, ইথুজা, ইলাটি, এপিস, ইপি, ক্যামো, আইরি, ম্যাগ-কার্ব্ব, ক্যাল-ফস, ফস, কলোসি, ন্যাট-সলফ, মার্ক ভাই, পলস, সলফ...সেওলার মত—ম্যাগ-কার্ব্ব, মার্ক ভাই,...কালবর্ণ,—আর্স, সোরিণাম ক্যালি-বাই, ষ্ট্যানম...আলকাতরার মত কার—লেপট্যান্ড্রো...লালবর্ণ—ক্যাম্ফ সিনা, রস, সলফ.....তেলের মত,—বোলিলেট-আয়োড, এসিড-পিক্রে.....সাদা—বেল, ইক্ষিউ, চায়না, সিনা, হিপার, ডিজি, আয়োড, ফস, সলফ, পডো, ক্যাল-কার্ব্ব...জলের মত বর্ণশূন্য—কলচি, এপিস, ইথুজা, সিকেলি, আইরিস,...পাঁশুটে—ক্যাল-কার্ব্ব, ডিজি, মার্ক, চেলি,......চা-খড়ির মত সাদা—বেল, ক্যাল-কার্ব্ব—এপিস, পডো,.....কাদার মত—বার্ব্বেরিস, টিন-আর্স, হরিদ্রা রঙের জলের মত—ক্যালকে, চায়না, ন্যাট-সলফ, থুজা, গ্র্যাটিওলা।

<u>ফেণা ঃ</u>—হলদের সঙ্গে—কলোসি,....সাদার সঙ্গে—আয়োড,.... ফেণার মত—এসিড-বেঞ্জো,.....সবুজ বাহ্যের সঙ্গে—ইপি, ম্যাগ-কার্ব্ব, ইলাটিরি, গ্র্যাটি,...কটারঙের সঙ্গে—ক্যালি-বাই, রিয়ুম....সবুজ বাহ্যের সঙ্গে অধিক পরিমাণে—ইলাটিরি।

<u>মল ঃ</u> —ঘোলের মত—আয়োড....মাংসধোয়া জলের মত—ফস, রস, ক্যাম্ফার;....পূঁযের মত—এপিস, আর্ণি, সিকেলি, আয়ো, ক্যাল ফস, সাইলি, সলফ, ল্যাকে;—রক্তাক্ত পূঁয—ক্যালি-সলফ, আর্ণি,.....অজীর্ণ, খাদ্যমিশ্রিত—চায়না, ওলি, ফেরম, আর্জ্জেন্ট, এসিড-ফস, পডো, সলফ, ক্যাল-ফস, ক্যামো, হিপার, পেট্রোলি,.......সাদা ছোট ছোট টুকরা মিশ্রিত—আর্জ্জেন্ট-নাই, এসিড-নাই.....সিদ্ধ করা ডিমের সাদা অংশটার ন্যায় পদার্থ মিশ্রিত—গ্র্যাফাইটীস,... মোমবাতির টুকরার মত পদার্থ মিশ্রিত—ম্যাগ-কার্ব্ব, ফস, ...আমসংযুক্ত—কলচি, এলো, গ্র্যাফো,..... তৈলের মত পদার্থ—এসিড-পিক্রে,.....রক্তসংযুক্ত—একোন, আর্স, ট্রিলিয়ম, কার্ব্বো মার্ক-কর,....... পরিবর্ত্তনশীল—পলস, এসিড-ফস,.... বেদনা বিহীন—এপিস, আর্জ্জেন্ট, চায়না, ফেরম, হায়োসিস,.......গর্ভাবস্থায় উদরাময় —এল্যিউমিনা, চায়না, নক্স, পলস, সিপি,.....আঁতুড়ে পোয়াতির—এন্টিম ক্রুড, হায়োসি, রিউম।

আনুসঙ্গিক উপসর্গ ঃ—জ্বরসহ তরল ভেদ—একোন,.....গরম বায়ু নিঃসরণসহ—এগারিকাস,.....গা-বমি-বমি-সহ—ইপি, এন্টিম-ক্রুড,.....পেট হইতে মলদ্বার পর্য্যন্ত জ্বালাসহ—আর্স,.....মুখ হইতে মলদ্বার পর্য্যন্ত জ্বালাসহ—আইরিস,.....নাক ঠোঁট খোঁটাসহ—এরাম, ন্যাপথা,....মলদ্বার চুলকায়—এসি-ফ্লোর,.....নাভির নিকট কামড়ানি বেদনাসহ—এসিড-অকজা, কলোসিন্থ,..... গোগগুল নির্গমনসহ—পডো, ভ্যালেরিয়ানা, এসিড-ফ্লোর, এপিস, এলো,.....কটু, ঝাঁজাল গন্ধসহ—এসিড-বেঞ্জো, মলদ্বারে ঘা—বোরাক্স, পিওনিয়া,.....খাদ্যদ্রব্যের গন্ধে গা বমি-বমি সহ—কল্‌চি,..... সর্দ্দি,-কাশির সহিত—রিউমেক্স,...মলদ্বার হাজিয়া যাওয়া সহ—ক্যামো, ক্রিয়ো, বোরাক্স, ক্যালি-সলফ, এসিড-সলফ,.....মলত্যাগের পূর্ব্বে বেদনা, পরে শূলুনি—ক্যালি-বাই,....মলদ্বার ফাটা—গ্র্যাফা,....জল বমনসহ—বিসমথ,.....বায়ু ও মল ছিটকাইয়া নির্গমনসহ—আর্জ্জেন্টি-নাই।

পীড়ার উৎপত্তি ঃ—দুধ খাইয়া পীড়া—ন্যাট্রম-আর্স, ন্যাট্রম কার্ব্ব, ল্যাক ডিফ্লোর....গুরুপাক দ্রব্য আহার করিয়া—নক্স, ইপি, পলস... তৈলাক্ত দ্রব্য আহার করিয়া—পলস....টকদ্রব্য খাইয়া—এন্টিম-ক্রুড এসিড ফস,.....কাঁচা ফলমূল খাইয়া—এসিড-সলফ,.......ফল খাইয়া—এসিড-সলফ, চিন আর্স,....অধিক জল খাইয়া—গ্র্যাটি.....মিষ্টদ্রব্য ভোজন করিয়া—আর্জ্জেন্টি-নাইট্রিকাম,.....রাগের পর—ক্যামো, কলোসি,.....শিশুগণ মাতৃদুগ্ধ ছাড়িবার পর—আর্জ্জেন্টি নাই,.....দূষিত জলপানের পর—জিঞ্জিবার,.....অতিরিক্ত ঠাণ্ডায়—ক্যাম্ফর,.....ঠাণ্ডার পর গরমে—সাইলিসিয়া,.....ভয় পাইয়া শিশুর হঠাৎ পীড়া—সিনা,.....লিভারের দোষে—চেলি, টিলিয়া,..... লোণাদ্রব্য খাইয়া—গ্র্যাফা,.....মাংস খাইয়া—এলো, পল্‌স।

আইরিস ভার্স-৩৮৭—রঙ্ হলদে অথবা সবুজ, পিত্তমিশ্রিত, তৈলের মত তৎসহ গা-বমি বা টক-পিত্তবমি, পেট হইতে গলা পর্য্যন্ত জ্বালা।

এঙ্গাষ্টিউরা-৮৮—তরল বাহ্যে প্রচুর পরিমাণে হইতেছে, তথাচ মলদ্বারের বেগ হয় না, গ্রীষ্মকালীন উদরাময় তাহা রক্তবাহ্যে, পেট বেদনা, পেটফাঁপা।

এবসিন্থিয়াম-১০—বেঙের ছাতা আহারে বিষাক্ত হইয়া পীড়া।

এপিস-১০৫, ২৪৮ হলদে সবুজ আম, স্বচ্ছজলের মত, চোয়াইয়া নির্গমন।

এন্টিম টার্ট-১০০—তরল ভেদ, সবুজ ভেদ, ভেদে হড়হড়ে পদার্থ, দুর্গন্ধ বমি।

*অগ্নিটপিস—মলদ্বার বোধ হয় যেন খোলা, মল আপনি বাহির হইয়া আসে।

এলো-৬৮, ২৪৮—মল গরম, অসাড়ে বাহ্যে, বায়ু নিঃসরণে মল বাহির, বাহ্যের পূর্ব্বে পেটে মোচড়ানি ব্যথা, পেট ডাকে, সহজ বাহ্যেও অসাড়ে হয়, ভোর ৪টার বা প্রাতে বৃদ্ধি, খাইবার পরই বাহ্যে!।

হাইড্রাসটাস-৩৬৪—একবার কোষ্ঠবদ্ধ একবার উদরাময়।

একালিফা-১৩—এলোর মত বায়ু নিঃসরণসহ বেগে মল নির্গমন, পেট ডাকে, পেটি ফাপে, কামড়ানি ব্যথা থাকে, মলে রক্ত থাকে, রক্ত প্রাতে অধিক।

এলাম্বাস-৬২—এলোর মত প্রস্রাবকালে মল অসাড়ে বাহির হয়।

এপাসাইনাম-১০৮—সশব্দে বায়ু নিঃসরণসহ হলদে বা কটা রঙের অধিক পরিমাণে মল, মলে অজীর্ণ মিশ্রিত, অসাড়ে নির্গমন।

ন্যাট্রম-মিউর—৪৯৬—রঙ কাল, রক্ত মিশ্রিত, ডিমের লালার মত, বর্ণ, শূণ্য, অসাড়ে খুব বেগে, মুখ চক্‌চকে দেখায়, অত্যন্ত পিপাসা।

এসিড-মিউর-২৫, ৬৯, ২৪৮—প্রস্রাবের সময় অসাড়ে বাহ্যে এবং গোগগুল বাহির হয়, বায়ু নিঃসরণ কালে মল নির্গমন।

এলষ্টোন-৭১—আহার শেষ হইলেই বাহ্যে, পরিমাণে অধিক ভেদ, পেটবেদনা, দূষিত জলপান ও ম্যালেরিয়া জনিত উদরাময় আমরক্ত।

আর্জ্জেন্টি-নাই ১১৯, ২৪৮, ৩২০—পানমাত্র বাহ্যে, ফড়ফড় শব্দ করিয়া বায়ুনিঃসরণসহ বাহ্যে, রঙ সবুজ হলদে, ন্যাকড়ায় থাকিলে হলদে রঙ—সবুজ হয়, দুর্গন্ধ।

ক্যাল-ফস-১১৯—বায়ু নিঃসরণসহ সবুজ বাহ্যে, মাথাঘামে, লোণাদ্রব্যে ইচ্ছা।

আর্ণিকা-১২৩—অত্যন্ত পচা দুর্গন্ধ বাহ্যে, নিদ্রিতাবস্থায় অসাড়ে নির্গমন।

আর্স-আয়োড-১৩৪—অন্ত্রে ক্ষত, রাত্রিতে বাহ্যে হয় না, প্রাতে আরম্ভ।

আর্স-সলফ-ফ্লেভ্রম-১৩৬—বহুদিনের পুরাতন উদরাময়, মলে অত্যন্ত দুর্গন্ধ।

এলনাস-৬৭—অত্যন্ত দুর্ব্বলতাসহ উদরাময়, আমাশয়, আমরক্ত, খুব কাল রঙের মল।

সিনা-৫৯২—বহুদিনের উদরাময়ে ভুগিয়া দুর্ব্বলতা।

এসিড-অক্‌জ্যালিক-৩৩—অধিক ভেদ, আম রক্তমিশ্রিত ভেদ, কখনও শুধু আম, ভেদের পূর্ব্বে ও সময়ে নাভীর স্থানে অত্যন্ত মোচড়ানি ব্যথা, গা বমি, অধিক ভেদ হইলে পায়ে খিল ধরে।

ইনোথেরা-৫১৫—পুরাতন উদরাময়, গ্রহিনী, সূতিকাপীড়া।

এসিড-ফস-৩৬, ২৪৮—অসাড়ে বায়ু নিঃসরণসহ বাহ্যে পূর্ব্বে পেট ফোলে, পেট ডাকে, গড়গড় শব্দ হয়, বেদনাশূন্য, রঙ সাদা বা হলদে, দুর্ব্বলতার অভাব।

ক্যালকেরিয়া-এসেট-১৮২—দুর্ব্বলতার অভাব, পেটে বেদনা থাকে না।

বোরাক্স-১৬৯—শিশুর সবুজ বা হলদে বাহ্যে তৎসহ মুখে ঘা, পেটব্যথা, কান্না।

বোভিষ্টা, এমন-কার্ব্ব-১৭০—ঋতুর পূর্ব্বে ও ঋতুস্রাবকালীন উদরাময়।

ব্রায়োনিয়া-১৭৬—গ্রীষ্মে আহারের গলযোগে পীড়া, প্রাতে ভেদ অধিক, পচা পনিরের মত দুর্গন্ধ ; ঠাণ্ডা পানীয়, ফল শাকসব্জী খাইয়া পীড়া।

ক্যালকেরিয়া-হাইপোফস-১৯৪—মারাত্মক উদরাময়, গ্রন্থিনীরোগ।

চেলিডোন-২৩৭—ঘোর হরিদ্রার বা সাদা রঙের বাহ্যে, উদরাময় ও কোষ্ঠবদ্ধ পর্যায়ক্রমে তৎসহ ন্যাবা বা লিভারের দোষ, দুধ সহ্য হয়, গরম দুধ ও গরম পানীয় পান করিতে চাহে।

এসক্লিপিয়াস-টিউবারোসা-১৩৯—শীতকালে রক্তাতিসার, আহারের পর পেটফোলা, বেদনা, বাহ্যের পূর্ব্বে পেট গড়্গড় করিয়া ডাকে ও বেদনা।

ব্যাপটিসিয়া-১৯৪—বৃদ্ধদের আমাশয়ে দুর্গন্ধ বাহ্যে।

চায়না-২৪৮, ৩২০—হরিদ্রা বা কটারঙের বাহ্যে তৎসহ অজীর্ণ খাদ্য, বাহ্যের পর ক্ষুধা হয়, খাইবার পরই ও রাত্রিতে অধিক বাহ্যে, মলে দুর্গন্ধ।

ফেরম-মেট-২৪৮, ৩২০—অজীর্ণ খাদ্য নির্গমন, বেদনাশূন্য আহারকালে বা আহারের পরেই বাহ্যের বেগ। যক্ষ্মারোগীদের উদরাময়, যাহা খায় তাহাই বাহ্যে।

আর্সেনিক-১২৮, ২৪৮—মলে অজীর্ণ খাদ্য, পেট জ্বালা, রাত্রি ১২টার পরও পানাহারে বৃদ্ধি, রঙ—সবুজ, হলদে কালচে অত্যন্ত পচা দুর্গন্ধ, পরিমাণ অল্প।

পডোফাইলম-২৪৮, ৫৪৮—মলে অজীর্ণ খাদ্য মিশ্রিত হলুদে বা হলুদে সবুজ, গরম দুর্গন্ধ পরিমাণে অধিক, প্রাতে অধিক হইয়া ভেদ ক্রমশঃ কমে, বেদনাশূন্য।

পলসেটিলা-৫৫৪—রাত্রিতে উদরাময়ের বৃদ্ধি।

পেট্রোলিয়ম-কেবল দিনে, রাত্রিতে আদৌ বাহ্যে হয় না। পুরাতন উদরাময়।

*কার্ব্বণ-সলফ—প্রত্যেক ৪ হইতে ৬ সপ্তাহের মধ্যে উদরাময়।

কলোসিন্থ-২৭২—গন্ধকের মত হলদে রঙ তৎসহ ফেণা, মলে—রক্ত, আম, পিত্ত, মলদ্বার হাজিয়া যায় (সলফ) টক বা কাগজপোড়ার মত গন্ধ।

কর্ণাস-সার্সি-২৮১—রঙ কাল অত্যন্ত দুর্গন্ধ আহারের পরেই বেগ, চেহারা হলদে।

ইলাটিরিয়ম-২৮৬, ৩১০—ফিকে সবুজ রঙ, অত্যধিক ফেণা, পেট কামড়ায়, মল বেগে বাহির হয়, হাই উঠে, আড়ামোড়া খায়, শীত শীত বোধ, জ্বরভাব।

ক্রোটন-২৮৬—হলদে, হলদে সবুজ মিশ্রিত রঙ কখনও পেটে ব্যথা, কখনও ব্যথা থাকে না, পানাহারে বৃদ্ধি, পিচকারীর মত বেগে মল নির্গমন।

গ্র্যাটিওলা-৩৫৭, ৩৪৪—রঙ, হলদে, বাহ্যে পরিমাণে বেশী, বেদনাশূন্য।

জ্যাট্রোফা-২৮৭, ৩৯০—পরিমাণ খুব বেশী, চাউলধোয়া জলের মত কিম্বা হলদে মল, উপরে সাগু বা মুড়ির মত পদার্থ ভাসে, ভেদের পূর্ব্বে পেটে গড়গড় শব্দ, শব্দ থামিলেই বেগ, তোড়ে বাহ্যে, কিছুক্ষণ বসিয়া থাকিলে বেগ দেয়—আবার বাহ্যে হয়।

ফেরম-ফস-৩২৫—ক্রমাগত বাহ্যে বমি হইয়া চোখমুখ বসিয়া যায়, শিবনেত্র।

গ্যাম্বোজিয়া-৩২৬—হঠাৎ বাহ্যে পায়, তোড়ে বাহ্যে হয়, প্রথমে কিছুক্ষণ ধরিয়া খুব বেগ দেয়, পরে হঠাৎ তোড়ে একেবারে বাহ্যে হয়, তাহাতে আরামবোধ।

জেলসি-৩২৯—কোনও স্থানে যাইতে হইলে বা কাপড় পড়িলেই বাহ্যে পায়।

গ্র্যাফাইটীস-৩৪২—কোনও চর্ম্মপীড়া—মলাদিতে আরোগ্য হইয়া উদরাময়, অজীর্ণ; বাহ্যে—আমযুক্ত, চটচটে আধগোটা খাদ্য মিশ্রিত, পুরাতন উদরাময়।

রিসিনাস-৫৭৩—দুরারোগ্য পুরাতন উদরাময়ে ও আমাশয়ে উপকারী, ইহাতে পেটে বেদনার লেশমাত্র থাকে না।

চ্যাপারো-৪৭৩—পুরাতন উদরাময়, রক্তামাশয়, কিছুতেই আরোগ্য না হইলে।

ক্যালকেরিয়া-হাইপোফস-১৯৪—গ্রহিণী, মারাত্মক উদরাময়।

অপারকিউলিনা-৪২৫—উদরাময়ে কলেরার মত খুব বেশী পরিমাণে জলের মত নাড়ী দমিয়া যায়।

নক্স মস্কেটা ৫০৪—গর্ভাবস্থায় উদরাময়; শিশুদের দুগ্ধপানের দোষে পীড়া।

ইগ্নেসিয়া-৪৪৫—হঠাৎ বেগ, বাহ্যের পর কোঁথানি; কিন্তু বেদনাশূন্য।

আয়োডাম-৩৮০—রঙ সাদা, রাক্ষুসে ক্ষুধা উদরাময়ে ভুগিয়া ম্যারাসমাস।

ইপিকাক-৩৮৩—ঘাস বা পাতাছেঁচার মত রঙ সবুজ, ফেণামিশ্রিত, হড়হড়ে আম, কালরঙের রক্ত, মাৎ বা ঝোলাগুড়ের মত কাল, ফিকে হলদে গা বমি।

রস-গ্র্যাবরা-৫৬৬-বায়ু নিঃসরণে ও মলে অত্যন্ত পচা দুর্গন্ধ।

পেট্রোলিয়াম-৫২৫—পুরাতন উদরাময়, জ্বরবিকারের সহিত উদরাময়, মল হলুদে, কটারঙের, রক্তযুক্ত আম, জলের মত ও রক্তাক্ত মলের সঙ্গে অন্ত্রের মিউকাস-মেম্ব্রেণের টুকরা। সময়ে সময়ে আবির্ভাবশীল পুরাতন উদরাময়।

আইরিস-৩৮৭—হলদে সবুজ মিশ্রিত রঙ মল পিত্ত কিম্বা তৈলের মত পদার্থ, বাহ্যের সময় মলদ্বারে ব্যথা ও জ্বালা (৩৮ পৃষ্ঠায় এসিড-টার্টারিস দেখুন)।

ক্যালি-বাইক্রম-৩৯৬—কটা রঙের ফেণাযুক্ত তরল বাহ্যের সহিত মলদ্বারে জ্বালা, বাহ্যের পর আমাশয়ের মত বেগ ও কুন্থন, প্রাতে অধিক ভেদ।

ল্যাকেসিস-৩৯৬, ৪২৫—তৃণতন্ম গোলার মত রঙের অত্যন্ত দুর্গন্ধ বাহ্যে।

ক্যালি-কার্ব্ব-৪০৩—পুরাতন ডিস্পেপসিয়া, লিভার পীড়ায় ভুগিয়া উদরাময়।

র‍্যাফেনাস-৫৬৩—নূতন ও পুরাতন উদারময়, পেটে গড়গড় শব্দ পেট ফোলে, পেট ফোলে, বায়ু নিঃসরণ হয় না।

লাইকো-৪৪৭—বেদনাশূন্য, উদরাময়, বৈকাল ৪টা হইতে ৮টায় বৃদ্ধি।

মার্কুরিয়স-৪৭১—সবুজ, কাল, হলুদে অথবা ছাই রঙের, পিত্তমিশ্রিত, ফেণাযুক্ত, ডিমফাঁটা সেওলা বা আলকাতরার মত আমরক্ত মিশ্রিত পূঁযের মত মল।

ন্যাট্রম-সলফ-৫০০—হলুদে, সবুজ, পিত্তমিশ্রিত, পেটডাকা, পেট ভুটভাট করা।

নক্স-ভমিকা-৫০৭—বেগসহ অল্প বাহ্যে, ভোরের দিকে অধিক বাহ্যে।

এনাকার্ড-৫০৮—উক্ত লক্ষণসহ পায়খানায় বসিলেই বেগ চলিয়া যায়।

ওলিয়ম-জেকরিস-৫১৬—পুরাতন উদরাময় কোনও ঔষধে আরোগ্য না হইলে।

ওপিয়ম-৫১৮—আফিং সেবীদের পুরাতন উদরাময় উচ্চশক্তি।

ফসফরাস-৫৩৩—মাংসধোয়া জলের মত, রক্তমিশ্রিত, সবুজ, তৈলাক্ত, অজীর্ণমিশ্রিত চর্ব্বি বা সাগুর মত পদার্থ মলের উপর ভাসে, অত্যন্ত দুর্গন্ধ, বামপাশে শুইলেই বাহ্যের বেগ, বেদনাশূন্য অসাড়ে নির্গমন। অর্শ রোগীদের মলে রক্ত।

পডোফাইলম-৫৪৮—পরিমাণে অধিক, অত্যন্ত দুর্গন্ধ, বেদনাশূন্য বাহ্যে।

প্রুনাস-৫৫১– হড়হড়ে শ্লেষ্মাযুক্ত উদরাময়ের পর মলদ্বারে ভীষণ জ্বালা।

সোরিণাম-৫৫৩—রঙ কাল, অত্যন্ত দুর্গন্ধ, কোনপ্রকার চর্ম্মরোগ বসিয়া গিয়া কিম্বা বাহ্যিক ঔষধে আরোগ্য হইয়া উদরাময়।

সলফার-৫৫৪—মল পরিবর্ত্তনশীল, রাত্রিতে অধিক বাহ্যে, আহারের দোষে পীড়া।

রসটক্স-৫৬৮—জ্বরবিকারে উদরাময়, রক্তমিশ্রিত, লালবর্ণ, আমসংযুক্ত, পুরাতন উদরাময়, দুর্গন্ধ, অসাড়ে নির্গমন, বাহ্যের সময় পেটে বেদনা।....জিঞ্জিবার-৯৪৪—পেট ফাঁপা, উদরাময়, সর্দ্দিসহ।

সাইলি-৫৯৯—দুর্গন্ধ পূঁযের মত হড়হড়ে, একটু একটু অনবরত বাহ্যে হয়।

ষ্ট্রামো-৬১২—সূতিকাভোগকালীন উদরাময়, অত্যন্ত দুর্গন্ধ, বেদনাশূন্য।

সলফার-৬১৯—রঙ হরিদ্রা, সবুজ, পূঁযের মত, ফেণাযুক্ত, অজীর্ণমিশ্রিত পচা বা উষ্ণগন্ধ, বাহ্যে গরম, মলদ্বার হাজিয়া যায়—কোনও উদ্ভেদ নির্গমন বন্ধ হইয়া পীড়া।

থুজা-৬৩১—হলদে রঙের মল, পেট ডাকিয়া, গড়গড় করিয়া তোড়ে নির্গমন।

ল্যাকন্যান্থিস-৪৩১—পেট গড়গড় শব্দ করিয়া ডাকে, যেন কি একটা বস্তু পেটে ঘুরিয়া বেড়ায়, পেট যেন বায়ুপূর্ণ, মল নির্গমনের সময়েও বায়ু নিঃসরণ।

আয়োডাফরম-৬৮৮—বহুদিনের পুরাতন উদরাময়, তাহাতে গ্রহিণী সন্দেহ, পেটফোলা, মেসেন্ট্রিক-গ্ল্যাণ্ডের বৃদ্ধি।

পলিনিয়া-৬৯৪—মলের পরিমাণ অত্যন্ত অধিক, গাঢ় সবুজ রঙের, গন্ধহীন, শিশু-কলেরা। অত্যন্ত অস্থিরতা, নিদ্রা হয় না। আমযুক্ত মল।

পলিগোনাম-৬৯৫—পেটে বেদনাসহ পেটে জোর গড়গড় শব্দ, তৎসহ গা বমি ও তরল বাহ্যে, পেটফাঁপাসহ কলিক বেদনা।

রামনাস-ক্যালি-৬৯৬—পেটফাঁপা, উদরাময়।

এপ্পিলক্সিস-৬৭৮—বাহ্যে বমির সহিত কোঁথানি, পেটে গড়গড় শব্দ।

এরিষ্টোলোচিয়া-৬৭৯—ক্ষয়কর উদরাময়, অত্যন্ত পেটফোলা ও বায়ু বৃদ্ধি, পেট-ফাঁপাসহ ডিস্পেপ্সিয়া, পেটফোলাসহ পেটে কাটা-ছেঁড়া বেদনা।

ক্রমিক-এসিড-৬৮২—মাথা ঘোরা ও গা বমিসহ অনবরত অধিক পরিমাণে তরল বাহ্যে।

ভার্নিকিউলা-৬৯৬—মলেরবর্ণ ও অন্যান্য বিষয়েক পরিবর্ত্তনশীল, পানাহারের পরই বাহ্যে।

(অত্র থেরপিউটিক্সের মধ্যে অজীর্ণ পীড়ায় "দ্রষ্টব্যের" স্থানটী দেখুন)।

উদরাময় শিশু।

দন্তনির্গমনকালীন উদরাময়—এরাক্সো, পডো, ক্যাল্-ফস, ক্যামো, ক্যাল-কার্ব্ব বিয়ুম, এন্টিম-ক্রুড, সোরি, ম্যাগ-কার্ব্ব, সলফ, পলিনিয়া, নক্স-মস্কেটা, কেলোষ্ট্রাম গ্যাম্বোজি।

টীকা দিবার পর—সাইলি, থুজা, ক্যালি-মিউর।

(লক্ষণ মিলিলে উদরাময়ের ও শিশু ওলাউঠার সমস্ত ঔষধ ইহাতে আবশ্যক হয়।

মার্ক-ডলসিস-৪৭৬—প্রায় অর্দ্ধেক শিশুর পীড়া শুধু ইহাতেই আরোগ্য হয়।

বেলেডোনা-১৫৯—সবুজ, সাদা, রক্তমিশ্রিত, লালবর্ণ, টকগন্ধ কিম্বা পচা দুর্গন্ধযুক্ত, পরিমাণে অল্প, নিদ্রিতাবস্থায়, বৈকালে অসাড়ে অধিক বাহ্যে, জ্বর।

ক্যাল্কেরিয়া-ফস-১৯২—দুধ আদৌ সহ্য হয় না, বমি করে, সবুজ মলের সঙ্গে সাদা হড়হড়ে পদার্থ, বাহ্যে গরম, বায়ু নিঃসরণসহ অজীর্ণ বাহ্যে, সর্ব্বাঙ্গ ঠাণ্ডা।

ক্যামো-২৩৪—ডিমপচার মত দুর্গন্ধ, সবুজ হরিদ্রামিশ্রিত রঙের মল, খানিকটা মল খানিকটা জল, লালসানির মত পদার্থ মিশ্রিত, মলদ্বার হাজিয়া যায়, সন্ধ্যায় বৃদ্ধি

সলফার-২৩৪—ক্যামোমিলায় উপকার না হইলে।

মার্ক-সল-২৩৪—অত্যন্ত বেগ ও কোঁথানিসহ আমমিশ্রিত বাহ্যে।

হিপার-৩৬২, ৫৬৪—সাদা বা সবুজ রঙের বাহ্যে, তৎসহ অজীর্ণ খাদ্য, টকগন্ধ, দুর্গন্ধ।

রিয়ুম-২৩৪, ৩৬২, ৫৬৪—কটা রঙের ফেণাযুক্ত টকগন্ধ বাহ্যে, গায়েও টকগন্ধ।

ওলিয়েণ্ডার-২৪৮, ৫১৫—মলে পূর্ব্বদিনের অজীর্ণ খাদ্য নির্গমন, প্রায়ই পেটের অসুখ করে,বায়ু নিঃসরণসহ অসাড়ে মল নির্গমন, কৌপিনে মল লাগিয়া থাকে।

ম্যাগ কার্ব্ব-২৭৫, ২৭২, ৪৫৩, ৫৬৪—শিশু অত্যন্ত রোগা, দুধ সহ্য হয় না, দুধবাহ্যে হয়, পেট কামড়ায়, পেটে খুব বেদনা, টকগন্ধ, ঘোর সবুজ রঙের বাহ্যে তাহার উপর কলাইয়ের খোসার মত পদার্থ, ফেণা, সাদা চর্ব্বির মত পদার্থ।

ফেরম-মেট-৩২০—দাঁত উঠিবার সময় পীড়া, দুধ খাইবার পরেই বাহ্যে।

এরাক্সো-১৩৭—দুগ্ধপোষ্য শিশুদের উদরাময় হয়।

কোলোষ্ট্রাম-১৩৭—টকগন্ধযুক্ত উদরাময়।

ব্যাপ্টিসিয়া-১৪৯—শিশুদের উদরাময়ে দুর্গন্ধ বাহ্যে।

গ্যাম্বোজিয়া-৩২৬—তরুণ বা পুরাতন শিশু উদরাময়।

এন্টিম-ক্রুড-৯২—আহারের দোষে পীড়া, মল গুটলে, তরল, জিহবা সাদা।

এসক্লিপি, এলো, এপিস, ন্যাট-সলফ, পলস, থুজা, জ্যাট্রো, এসিড-মিউর, ভেরেট এবং আইরিস-১৩৯—বাহ্যের পূর্ব্বে পেটে গড় গড় শব্দ।

ফেরম-ফস-৩২৫—অর্দ্ধমুদ্রিত নেত্র, আচ্ছন্নভাব,—তৎসহ পিপাসা

ক্রিয়োজোট-৪১৯—কষ্টকর দন্ত নির্গমন হেতু পীড়া, অনবরত বাহ্যে বমি, বাহ্যে—পচা দুর্গন্ধ, আঁসটে গন্ধ। টাইফয়েডের শেষ অবস্থায় পচাগন্ধ বাহ্যের সঙ্গে রক্ত।

ম্যাগ-মিউর-৪৫৬—দুগ্ধপানের দোষে অজীর্ণ বাহ্যে, পেট বেদনা, দাঁত উঠিবার সময় পীড়া, শিশু—রোগা, র‍্যাকাইটিক, মিষ্ট প্রিয়।

মার্ক-ডলসিস-৪৭৮—মলের রঙ্ সবুজ (কখনও বর্ণশূন্য) থাকিলেই ইহাতে উপকার হইবে। বাহ্যের সঙ্গে কোঁথানি ও বেগ থাকে; কিন্তু শূলুনি থাকে না। মলদ্বার হাজিয়া যায়, মলের রঙ্ কলের জলের মত বর্ণশূন্য, বাহ্যে কি প্রস্রাব বোঝা যায় না—এপিস (মার্ক-ডলসিস-৩৬ পৃঃ)।

ইউভা-উর্সি-৬৩৯—দুধবাহ্যে ও চাপচাপ দুধবমি (ইথুজা)।

মেজেরিয়ম-৪৮০—যাহাদের মাথায় এক্‌জিমা তাহাদের উদরাময়ে, মলে টকগন্ধ, অজীর্ণ খাদ্যমিশ্রিত, বেদনাশূন্য।

ন্যাট-মিউর-৪৯৬—শিশুদের পুরাতন উদরাময়ে ও গ্রহিণী রোগে—কাল রক্তমিশ্রিত, ডিমের লালার মত হড়হড়ে, বর্ণশূন্য, অসাড়ে বা বেগে নির্গমন, পেট ডাকে।

নক্স-মস্কেটা-৫০২—দুগ্ধের দোষে উদরাময়, মল হলদে, রক্ত মিশ্রিত, শুধু রক্ত, গরহজমের বাহ্যে; অত্যন্ত দুর্গন্ধ, বাহ্যের পূর্ব্বে পেটে বেদনা, দাঁত উঠিবার সময় ও গর্ভাবস্থায় উদরাময় মনে হয় আরও বাহ্যে হইবে, সর্ব্বদাই তন্দ্রাচ্ছন্নভাব, রাত্রিতে উদরাময়ের বৃদ্ধি।

পেট্রোলিয়ম, ইপিকাক পর্য্যায়ক্রমে-৫২৫—শিশুদের আমাশয় পীড়ায়।

পডোফাইলম-৫৪৮—হলদে, হলদের সঙ্গে সবুজ, অত্যন্ত দুর্গন্ধ, গরম, পরিমাণে অধিক, পেট ডাকে, দাঁত উঠিবার সময় মাড়ী কামড়ায়, গোঁগায়, মাথা চালে।

সাইলি-৫৯৯—টীকা দিবার পর উদরাময়, মলে পচা দুর্গন্ধ, কখনও পূঁযের মত হড়হড়ে বাহ্যে, একটু একটু করিয়া নির্গত হয় (থুজা, ক্যালি-মিউর)।

ফাইটোলক্কা-৫৪১—বাহ্যের রঙ কটা, তরল দাঁত উঠিবার সময় শিশু-অনবরত মাঢ়ী ও যাহা পায় তাহাই কামড়ায়, (পডোফাইলমে....বাহ্যেতে পচা দুর্গন্ধ)।

রস-গ্ল্যাবরা-৫৬৬—মলে অত্যন্ত পচা দুর্গন্ধ।

রসটক্স-৫৬৮—পুরাতন উদরাময়। উচ্চশক্তি-২০০ ; বিশেষ উপকারী।

উদরাময় প্রাতঃকালীন।

প্রধান ঔষধ ঃ—ন্যাট্রম-সলফ, সলফ, এলো, ব্রায়ো, পডো, সুফার, রিউমেক্স।

সল্ফার, সোরিণাম, রিউমেক্স, ২৮৬—ভোরে ঘুম ভাঙ্গিবামাত্র পায়খানায় ছুটে।

সল্ফার-৩১১, ৫৪৮—ভোরে আরম্ভ, ১০ টায় বন্ধ, বাহ্যে পাইয়া ঘুম ভাঙ্গে।

লিলিয়ম-৪৪৩—জরায়ুর পীড়াসহ প্রাতঃকালীন উদরাময়, হলদে, পিত্ত মল।

ন্যাট্রম-সলফ—৫০৩—নিদ্রাভঙ্গের কিছু পরে বাহ্যে আরম্ভ, পেট ফোলে, পেট ডাকে।

সুফার লুটিয়া-৭৩০—ভোর ৪টা হইতে ৭টার মধ্যে বৃদ্ধি, দুর্গন্ধ মল।

পেট্রোলিয়ম-৫২৫—প্রাতে ভেদ আরম্ভ, সমস্ত দিনই বাহ্যে হয়, বাহ্যের সঙ্গে অজীর্ণ খাদ্য, রাত্রিতে ভেদ বন্ধ, বমি—টকবমি হয়, ঢেকুরে কপির গন্ধ।

পডোফাইলম-৫৪৮—প্রাতঃকাল ৪টা হইতে ৯টার মধ্যে আরম্ভ হইয়া সমস্ত দিনই বাহ্যে, বৈকালে ক্রমশঃ পরিমাণ কমিয়া আসে, অত্যন্ত দুর্গন্ধ, বেদনা থাকে না।

ব্রায়োনিয়া-১৭৬—প্রাতঃকালীন ভেদ, পচা পনিরের মত গন্ধ, নড়িলে চড়িলে ও শরীর গরম হইলেই উদরাময়ের বৃদ্ধি, ঠাণ্ডা খাইয়া উদরাময়।

রিউমেক্স-৫৭২—প্রাতে ৫টা হইতে ১০টার মধ্যে বৃদ্ধি, হঠাৎ বাহ্যের বেগ আসে, তাড়াতাড়ি উঠিয়া পড়ে, অধিক পরিমাণে দুর্গন্ধ বাহ্যে—পেটে বেদনা থাকে না।

টম্বিডিয়ম-৬৩৬—পেটে বেদনাসহ প্রাতঃকালীন উদরাময়।

বায়োকেমিক ঔষধঃ—শিশু দন্তোদগমকালীন উদরাময়...ক্যাল্‌কেরিয়া-ফস—১২ ×; মলে অম্লগন্ধ—ন্যাট্রম-ফর্স, সাদাবর্ণ—ক্যালি মিউর, হলদে পাতলা—ক্যালি-সলফ, বলে ফেনা—ন্যাট্-মিউর; মলে ছোট ছোট ক্রিমি—ক্যালি-মিউর ও ন্যাট্-ফস পর্য্যায়ক্রমে।

উদরে অনুভব

ক্রোকাস-২৮২—উদর, অন্ত্র বা পাকস্থলীতে যেন কেঁচো বা কিছু ঘুরিতেছে।

থুজা-৬৩১—মনে করে যেন পেটের ভিতরে কি একটা জীব নড়িতেছে।

ল্যাকন্যান্থিস-৪৩১—পেট সর্ব্বদা গড়গড় করে, যেন কি একটা পদার্থ পেটের মধ্যে ঘুরিয়া বেড়ায় পেট বায়ুপূর্ণ, পুনঃ পুনঃ বেগ, বাহ্যে হয় না।

ব্রাকিগ্লটিস-৬৮০—পেটে বোধ হয় যেন কি গড়াইতেছে।

সিয়োন্যান্থাস-২৩৯—পাকস্থলী জোরে টেনে খেঁচে ধরে, মনে হয় যেন পেটে কোনও জীব নড়িতেছে, এরাণ্ডের মত (মাথার ভিতর নড়া—পেট্রোলি, সিলি)।

উন্মাদ, উন্মত্ততা, কমোন্মাদ।

প্লাটিনা-৫৪২—আঁতুড়ে, পোয়াতির ও কুমারী স্ত্রীলোকদিগের কামোন্মাদ।

প্যারিস কোয়াড্রি-৫২২—উন্মাদ হইয়া অনর্গল বকে।

ক্যাম্ফর-২০৮—স্ত্রীলোকের সঙ্গম ইচ্ছা প্রবল, কামোন্মাদ।

একটিয়া রেসি-৫০—সূতিকাগারে উন্মাদ। লোচিয়া স্রাব বন্ধ হইয়া বিকার, প্রলাপ বকা, চীৎকার ভূতের ভয়।

ক্যালি-ফস-৬১৯—উন্মত্ততা ও মানসিক বিকৃতি, সূতিকা উন্মত্ততা।

হায়োসিয়ামস-৩৭০—সূতিকা উন্মত্ততা, প্রেমে নিরাশ হইয়া উন্মাদ, অত্যন্ত সন্দিগ্ধ, সকলকেই অবিশ্বাস,মনে করে বিষ খাওয়াইবে, ঔষধ পর্য্যন্ত খায় না, কখনও উগ্র—কখনও নম্র, বিজ্ বিজ্ করিয়া বকে,....ফসফরাস-৩৭০।

ক্যালি-ব্রোম-৩৯৮—আদৌ নিদ্রা হয় না, স্বপ্নে ভূত প্রেত দেখে,মনে হয় তাহাকে কেহ বিষ খাওয়াইবে (হায়োসি, গ্লোনয়িন)।

সলফার-৬১৪—খেয়াল, সামান্য বস্তুকে বহুমূল্য জ্ঞান করে, ছেঁড়া-নেকড়া বা কাগজ মাথায় দিয়া মনে করে রাজা বা রাণী সমস্ত বস্তুকেই সুন্দর দেখে।

ষ্ট্র্যামো-৬১২—লজ্জাশীলা সাধ্বী স্ত্রী হঠাৎ মুখরা হয় গালি দেয়, কুকথা কয়, পেচাল পাড়ে, কামোন্মাদের পরিচয় দেয়, গাত্রে একপ্রকার দুর্গন্ধ বাহির হয়।

উপদংশ ও পারদ।

(অস্থির পীড়া ৭১৭ পৃষ্ঠা ও ক্ষত ১২১৩ পৃষ্ঠা দেখুন)

প্রথমাবস্থা ঃ—ক্ষত—মার্ক-সল, মার্ক-কর, এসি-নাই, সিফিলিনাম, আর্স-হাইড্রোজেন,......বাগী—বেল, কার্ব্বো-এনি, ব্যাড়িয়াগা, মার্ক-সল.....বাগী পাকিলেই—হিপার, সাইলি, ক্যালকেরিয়া-সলফ, পূর্ব্বে পারদ দ্বারা চিকিৎসা হইলে—হিপার, ফাইটো প্রভৃতি।

দ্বিতীয়াবস্থায় ঃ—মুখে ও গলায় ক্ষত—এসিড-নাই হিপার, মার্ক-সল, ক্যালি-যাই,—চর্ম্মে উদ্ভেদ—মার্ক-সল, মার্ক-সলফ, সিনাবের,...... অস্থির বেদনা—ষ্টিলিঞ্জিয়া।

তৃতীয়াবস্থায় ঃ—অস্থিক্ষত—অরম, এসি-নাই, মেজেরি, ক্যালি-বাই, এসাফিটি, নাসিকার ক্ষত (ওজিনা)—অরম-মেটালিকাম, অরম-মিউর, ক্যালি-বাই, ক্যালি-ক্লোর....মলদ্বারে ক্ষত—এসিড নাই, ...উপদংশজ চর্ম্মপীড়া—হিপার, ক্যালি-বাই, ফাইটো, ষ্ট্যাফি, ষ্টিলি, মার্ক-সলফ, সিনাবের, মার্ক-কাম-ক্যালি,...(অধিকাংশ পীড়ায়—মার্ক-বিণ-আয়োড)... নোড্‌স—ক্যালি হাইড্রো,...চুলউঠা—হিপার, লাইকো, এসিড-নাই, পেট্রো, ফস।

কার্ব্বো-এনি-২১৭—মুখে ও শরীরে তাম্রবর্ণের ছোট ছোট অসংখ্য স্ফোটক।

মার্ক-কর ও এসিড-নাই-২৮—ক্ষতে সাদা শ্রাফ।

সিনাবের-২৫৩, ২৯৪—উপদংশে ও প্রমেহ মিশ্র, দোষ, ক্ষত ঘোর লালবর্ণ।

এসিড-নাই-২৮—উপদংশসহ পারদ....কনডিউর‍্যাঙ্গো-২৭৫,..... উপদংশজ নানাপ্রকার উপসর্গ, ক্যানসার।...হিপার-৩৬২—পারদ দ্বারা রক্ত দূষিত, ক্ষত শীঘ্র আরোগ্য হয় না, ক্ষতে খুব বেদনা।

প্ল্যাটিনাম-মিউর—পটাস আয়োডায়েড গর্মীপীড়াজনিত অস্থিপীড়ায় ও গলনলীর পীড়ার উপকার না হইলে প্রযোজ্য।

ক্যালেট্রপিস-১৯৮—৩/৪ ফোঁটা মাত্রায় দিনে ৩ বার সেবন, প্রথমাবস্থায় ক্ষত শীঘ্র আরোগ্য হয়। পীড়ায় ২য় অবস্থায় পারদ ব্যবহার করিয়া কোনও উপকার না হইয়া রক্তহীনতা, চর্ম্মের ক্ষত, চর্ম্মে উদ্ভেদ নির্গমন।

করিড্যালিস-১৯৭—গর্মীপীড়াগ্রস্ত ব্যক্তির মুখ ও গলক্ষত, ক্যানসার।

আর্সেনিক-হাইড্রোজেন-১৩৩—লিঙ্গাগ্রচর্ম্মে পূঁযভরা গোলাকার ক্ষত (কণ্ডিউর‍্যাঙ্গো বাহ্যিক প্রয়োগ ও আভ্যন্তরিক সেবনে ক্ষত আরোগ্য হয়)।

সিষ্টাস-২৫৪—গর্মী-পারার ক্ষত, বেদনাযুক্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘামাচির মত উদ্ভেদ, হাতের চামড়া শক্ত পুরু ও ফাটা, লিঙ্গমুণ্ডের প্রদাহ ও কাঠিন্য।

কোর‍্যালিয়ম-৩৩৪—সফ্‌ট স্যাংকার স্পর্শাসহিষ্ণু বেদনা, ক্ষত লালবর্ণ।

মার্কুরিয়স-ফল—সফ্‌ট-স্যাঙ্কার,.... মার্ক বিণ-আয়োড বা মার্ক আয়োড-হার্ড-স্যাঙ্কার, ...মার্ক-কর—ক্ষত প্রবল হইয়া লিঙ্গের সিকি বা অর্দ্ধভাগ ধ্বংস......৩য় অবস্থায়—কালি-আয়োড, কন্‌ডিউর‍্যাঙ্গো, মার্ক-বিণ—৪৭৪।

মার্ক-ব্রোম-৪৭৩—গৌণ উপদংশজনিত চর্ম্মে উদ্ভেদ নির্গমন।

এসিড-নাই-২৮—তাম্রবর্ণের ফুস্কুড়ির মত উদ্ভেদ, ঠোঁটের কোণ ফাটে, ঘা হয়।

মার্ক-বিণ-আয়োড-৪৬৭—পুরাতন উপদংশ, পারদের ও টার্সিয়ারি ষ্টেজের ঔষধ।

মার্ক-সিয়ানেটাস-৪৬৭—ক্ষতে আক্রান্তস্থান ছিদ্র হইয়া সাংঘাতিক হয়।

সিফিলিনাম-৬২১—উপদংশিক মুখক্ষত, অস্থিক্ষত, শিরঃপীড়া, মস্তকে গুটী, চক্ষুর ও দন্তের পীড়া, পিনাস, মুখের ডানদিকের পক্ষাঘাত, বহুকালের মলকাঠিন্য।

জ্যাকারাণ্ডা-৩৮৯—গর্মীপীড়ার ক্ষত, লিঙ্গের উপর স্থানে স্থানে লালবর্ণের ক্ষত, লিঙ্গে আঁচিলের মত উদ্ভেদ (জ্যাকারাণ্ডা-৩৮৯—চক্ষু ও গলক্ষত)।

ক্যালি-বাইক্রম-৩৯১—নাসিকার সেপ্টম অস্থিতে ক্ষত, রক্তাক্ত শক্ত শ্লেষ্মা নির্গমন, মুখের ও গলার ভিতর ক্ষত, টিকিট পাঞ্চ করার মত গোলাকার ক্ষত।

ক্যালি-হাইড্রো-৪০৭—পারদজনিত মুখে, গলায়, মাঢ়ীতে বা মাঢ়ী হইতে রক্তস্রাব, ২য় ও ৩য় অবস্থায় নোড্‌স, পেশীবন্ধনী ও পেশী আবরণীয় পাতলা পরদা সমূহ পুরু ও শক্ত হয় (সিফিলিস ও পারদজনিত পীড়া)। পারদদুষ্ট ধাতুর লোকদের একটু ঠাণ্ডাতেই নাকে সর্দ্দি হয়, চোখ মুখ ফোলে, চোখে জল পড়ে, একবার শীত একবার গরম, মুখে গলায় ঘা।

এসাফিটিডা-১৩৮—গর্মী কিম্বা পারদসেবনজনিত অস্থিক্ষত, টীবিয়া অস্থিতে ক্ষত, ভয়ানক দপদপানি ব্যথা, স্পর্শকাতরতা বেদনা, রাত্রিতে বৃদ্ধি।

ষ্টিলিঞ্জিয়া-৬০৯—উপদংশজ বাত, বাতগুটী ২য় অবস্থায় চর্ম্মে উদ্ভেদ ও পরবর্তী উপসর্গ, ঘাড়ের গ্ল্যাণ্ডের বিবৃদ্ধি, হাতের ও আঙ্গুলের চর্ম্মে পুরাতন উদ্ভেদ।

মেজেরিয়ম-৪৮০—গর্মীপীড়াহেতু—ফ্যারিংসে, লেরিংসে, ইসোফেগাসে ক্ষত।

মার্ক-সলফ-৪৭৩—পারদের সহিত একজিমা, পাঁচড়া মিশ্রিত থাকে, প্রকৃত রোগ নির্ব্বাচনে সন্দেহ। ......মার্ক-কাম-ক্যালি-৪৭৩—উদ্ভেদ চাকা চাকা বা ফুস্কুড়ির মত।

সোরা ও সিফিলিস একত্রে থাকিলে—কোর‍্যালিয়ম.....সিফিলিসের সহিত সাইকোসিস—সিনাবের,.....সিফিলিটিক গণোরিয়া—অমর-মিউর.......গর্মীপীড়া জনিত মুখের মধ্যে ঘা—এসিড ফ্লোর, ক্যালি--ফ্লোর।

রস গ্ল্যাব্রা-৫৬৬—গর্মীপীড়ায় পারদের অপব্যবহার, ইহা পারদের প্রতিবিষ মাঢ়ী মুখ প্রভৃতির ক্ষত নরম রাখিবার জন্য—θ বাহ্যিক ব্যবহৃত হয়।

দ্রষ্টব্য ঃ—বাজবরণের আঠা ২ ফোঁটা একটু দধির সহিত উত্তমরূপে মিলাইয়া ১০/১৫ দিন প্রাতে সেবন করিলে শরীরস্থ গর্মীদোষ এবং কৃষ্ণতুলসীর রস ১/১/০ চামচ মাত্রায় প্রাতে কিছুদিন সেবন করিলে—পারদদোষ নষ্ট হয়। গর্মীপীড়ায় উহা সেবনে গলার ক্ষত, চর্ম্মে উদ্ভেদ, মুখের ক্ষত ইত্যাদিও শীঘ্রই কমিয়া আসে।

উপদংশ পূর্ব্বপুরুষাগত।

ক্যালকেরিয়া-ফ্লোর-১৯১—আর্স মেট, কুপ্রম-সলফ-২৯৪, ২৯৪।

ইথিওপস-২৯৪—ধাতুগত পীড়া, সন্তান ভূমিষ্ঠ হইবার পর শরীরে ঘা।

সিনাবেরিস-৬০৬—উপদংশ বা প্রমেহ মিশ্রিত দোষ।

ষ্ট্যাফিসেগ্রিয়া-৬০৬—উপদংশ বা প্রমেহ দোষগ্রস্ত সন্তানের দাঁত নষ্ট, দাঁতে পোকা।

থুজা-৬৩৩—উপদংশজ চর্ম্মরোগ (ইহার উচ্চক্রমে বিশেষ উপকার হয়)।

এক্ল্যাম্‌সিয়া।

বেলেডোনা অধ্যায়ে সূতিকা জ্বর পরিচ্ছেদ—১৬১ পৃষ্ঠা দেখুন।

এট্রোপিয়া-১৪৫—প্রসূতির তড়কা।

এলবুমিনুরিয়া (ব্রাইট্‌'স ডিজিজ)

টেরিবিস্থ—প্রথমাবস্থায় প্রস্রাবের রক্তমিশ্রিত কিম্বা কাদাজলের মত ঘোলা, শুধু রক্তপ্রস্রাব, পেটফাঁপা, শ্বাসকষ্ট, শেষাবস্থায়—মার্ক-কর-৬২৮।

ইয়োনাইমিন-৬২৮—স্বল্প প্রস্রাব, প্রস্রাবে এলবুমেন, এপিথিলিয়্যাল-কাষ্টস, শ্বাসকষ্ট জ্বর, শোথ; গর্ভাবস্থায় পোয়াতীদের এলবুমিনুরিয়া।

এমন-বেঞ্জো-৭৬—শোথ, প্রস্রাবে এলবুমেন, স্বল্পপ্রস্রাব, প্রস্রাবে ধোঁয়ার মত পদার্থ, ঝাঁঝাল কটুগন্ধ, কখনও প্রস্রাব লালবর্ণের ঘন তলানি।

এসিড-গ্যালিক-২১—ব্রাইট্‌'স ডিজিজের জন্য ও কিডনী হইতে রক্তস্রাব।

ফস-৫৩৫, প্লম্বম-৫৩৫—প্রস্রাবে প্রচুর পরিমাণে, এলবুমেন, রক্তস্রাব।

ক্যাহিনকা-৬৮১—শোথ, অত্যন্ত শ্বাসকষ্ট, রাত্রে শুইতে পারে না, উদর ও সমস্ত নাড়ী ফোলা, চর্ম্ম শুষ্ক।

এপিস-১০২—ঘন ঘন প্রস্রাবের বেগ, মূত্রনলীতে জ্বালা, হুলফোটান ব্যথা, বেগ সহ্য হয় না-রক্ত প্রস্রাব, মূত্রকৃচ্ছ্রতা, শোথ- শোথে—চর্ম মোমের মত সাদাটে দেখায়।

আর্স-আয়োড-১৩০—ব্রাইট'স-ডিজিজের সহিত শোথ (আর্সেনিক—শোথ বা ফুলা প্রথমে চক্ষু বা পা হইতে আরম্ভ হয়, পরে সমস্ত শরীর ফোলে, ইহার অধ্যায় দেখুন)।

এব্‌সিন্থ-১১—প্রস্রাবে এলবুমেন, রঙ—কমলালেবুর মত, ঘোড়ার প্রস্রাবের মত দুর্গন্ধ।

এব্রোমা-আগষ্টা-৬৫৭—প্রস্রাবে এলবুমেন, জ্বালা, ঘোলা প্রস্রাব।

হেলোনিয়াস-৩৫৭—গর্ভবতীর কিম্বা সাধারণ প্রস্রাবে এলবুমেন, প্রস্রাব ঘোলা।

এসিড-এসেট-১৫—শোথসহ উদরাময়।

রেডিয়ম-ব্রোম-৮১৫—এলবুমেন যুক্ত শোথ।

ব্রাকুপটিস-রিপেন্স-৬৮০—এলবুমিনুরিয়ার লক্ষণ প্রকাশ।

ক্যালি-ক্লোর-৪০৫—এলবুমেন অধিক, প্রস্রাব কম বা বন্ধ, গর্ভাবস্থার পীড়া।

প্লম্বম-মেট-৫৩৫—পুরাতন পীড়ায় উপকারী।

প্রফেসার-টার্ণিয়ার এই পীড়ায় কিছুদিন কেবলমাত্র দুধ বা মাঠাতোলা ঘোল, এই পথ্যের উপর নির্ভর করিতে বলেন, তাহাতেই ক্রমশঃ এলবুমেন কম হইবে।

এনিমিয়া।

ফেরম-মিউর-৩২২ মাসিক রজঃস্রাব সম্পূর্ণ বন্ধ (রক্তহীনতা দেখুন)।

প্রাইমারি—ফেরম, পলস, ন্যাট্-মি,..... পার্ণিসাস—আর্স, চায়না, ফেরম, ন্যাট-মি..... সেকেণ্ডারি—চায়না। ব্যারাইটা-মিউর-১৫৪—শরীরের লাল রক্ত-কণিকার হ্রাস, শ্বেত-কণিকার বৃদ্ধি।.... একটি কাস্তের বা করাতের ডগা (Steel) লাল করিয়া পোড়াইয়া এক কলসী জলে (Pure Steel) ডুবাইয়া রাখিয়া সেই জল পান করিবে। মুরগীর ডিমের হলদে অংশ ও কোয়েকার্স ওট দুধের সঙ্গে খাইবে। (লেসিথিন দেখুন)।

এন্‌জাইনা-পেক্টোরিস (হৃৎশূল বেদনা)।

(হৃৎপিণ্ডের পীড়া ও তাহাতে যে যে ঔষধে হৃৎপিণ্ডে ভীষণ যন্ত্রণা আছে তাহা দেখুন)।

এসিড-হাইড্রো-২৩—হৃৎপীড়া দেখুন।

এমিল-নাইট্রেট-৮৫—দ্রুত হৃৎস্পন্দন, হৃৎপিণ্ডে সর্ব্বদাই যন্ত্রণা অনুভব, বুকের ভিতর যেন কি লাফায়। ...... অমর-মিউর-১৪৩—হৃৎপিণ্ডের স্থানে অব্যক্ত কষ্ট।

ক্যাক্টস-১৭৯—হৃৎপিণ্ডে কঠিন দ্রব্য চাপান বোধ, বুক যেন সবলে মুঠা করিতেছে আবার ছাড়িয়া দিতেছে অনুভব, বুকে কাপড় রাখিলেও বেদনাবোধ, দম বন্ধ হইয়া মূর্চ্ছার মত হয়, বুক ধড়ফড় করে, বামপার্শ্বে শুইতে পারে না।

ল্যাকেসিস-১৭৯—নিদ্রায়, নিদ্রার উপক্রমে নিদ্রাভঙ্গে—হৃৎপিণ্ডের যন্ত্রণা বৃদ্ধি, কষ্টকর শ্বাস-প্রশ্বাস, গলনলী যেন বন্ধ হইবার মত হয়, গলা চাপিয়া ধরে অত্যন্ত বুক ধড়ফড়ানি, শীতল ঘর্ম, শুইতে বা কথা কহিতে পারে না।

এমন-কার্ব্ব, এপিস, আর্স, কুপ্রম, ডিজি, ল্যাকে, একোন, গ্লোনয়িন, এসিড-হাইড্রো ক্যাল্‌মিয়া, স্পাইজেলিয়া, মস্কাস প্রভৃতিও এই পীড়ার উত্তম ঔষধ।

ল্যাট্রোডেক্টাস-ম্যাক্টানস-৬৮৯—হৃৎপ্রদেশে প্রবল বেদনা, বেদনা বগলে, হাতে ও আঙ্গুলে নামে, নাড়ী দ্রুত ও ক্ষীণ—৬ষ্ঠ শক্তি।

এণ্ডোকার্ডাইটীস।

(হৃৎপিণ্ডের পীড়া ৯০৫ পৃষ্ঠা দেখুন)।

একোনাইট-৪৪—বুকে খোঁচামারা ব্যথা, জ্বর অস্থিরতা, উদ্বেগ।

স্পাইজেলিয়া-৬০১—অত্যন্ত বুক ধড়ফড়ানি, বামদিকে শুইতে পারে না।

ল্যাকেসিস-৪২৭—হৃৎপিণ্ডের বিবর্দ্ধন, অত্যন্ত বুক ধড়ফড়ানি, বুকে চাপবোধ, শ্বাসবন্ধের উপক্রম, হৃৎপিণ্ডে বেদনা।

ন্যাজা-৪৮৭—তরুণ অবস্থা উত্তীর্ণ হইবার পর ভল্‌ভ আক্রান্ত, অনবরত বুক ধড়ফড়ানি হৃৎশূল বেদনা, নিশ্বাস যেন বন্ধ হয়, চলাফেরা করিতে কষ্ট।

আর্সেনিক-১২৯—চিৎ হইয়া শুইলে ও রাত্রিতে বুকধড়ফড়ানি, অধিক হৃৎপিণ্ড কাঁপে, হামের উদ্ভেদ বসিয়া—এণ্ডোকার্ডাইটীস।

ম্যাগনেসিয়া-৪৫৯—হৃৎপিণ্ডে বেদনা বুক ধড়ফড়ানি, শ্বাসবন্ধের উপক্রম।

ক্যালমিয়া-৬৭১—হৃৎপীড়ায় স্পাইজেলিয়ার পর উৎকৃষ্ট ফলদায়ক।

এন্টেরোকোলাইটীস।

আর্জেন্টি-নাই-১১৯......ক্যাল-ফস-১১৯,........ বেল-১৫৮।

এপেণ্ডিসাইটীস।

বেলেডোনা-১৫৯—ইলিওসিক্যাল প্রদেশে, ডান কুঁচকীর উর্দ্ধাংশে তলপেটে ফোলা ও ভীষণ স্পর্শকাতরতা বেদনা, প্রদাহের প্রথমাবস্থায় (আক্রান্তস্থান স্পর্শকাতরতা বেদনা—হিপার......অধিক বেদনা না থাকিলে—মার্ক-সল)।

আইরিস-টেনাক্স-৩৮৮—কোষ্ঠবদ্ধ, পিত্ত বমি, অবসাদ, দুর্ব্বলতা, এপেণ্ডিসাইটীসের স্থানে ভয়ানক বেদনা, পা ছড়াইতে পারে না।

এচিনেসিয়া-২৮৫—পূঁয হইয়া সেই পূঁয রক্তে মিশিয়া সেপ্টিক অবস্থাপ্রাপ্ত।

বেলেডোনা, ল্যাকে, ক্রোটেলাস, ল্যাক-ডিফ্লোর, প্লম্বম, স্যাবাল প্রভৃতিও ইহার ঔষধ—৩৮৮ পৃষ্ঠা দেখুন।

দ্রষ্টব্য ঃ—এই পীড়ায় চুণের জল গরম করিয়া ৩/৪ ঘন্টা অন্তর পশমী বস্ত্র দিয়া দিনে ৪/৫ বার ফোমেন্টেসন এবং তরল পানীয় পান করিতে দিবেন।

এপোপ্লেক্সি (সংন্যাস পীড়া)

রোগী অচৈতন্য থাকিলে—ওপিয়ম, উপকার না হইলে—এপিস-১০৪ পৃষ্ঠা।

আর্ণিকা-১২২—শ্বাস প্রশ্বাসে গভীর নাক ডাকার মত শব্দ, অসাড়ে বাহ্যে প্রস্রাব সম্পূর্ণ অজ্ঞান, নিশ্বাসে দুর্গন্ধ।

ওভেরাইটীস।

(ডিম্বকোষের পীড়া ৭৯৩ পৃষ্ঠা দেখুন)

ওজিনা।

(৮০৫ পৃষ্ঠায় নাসিকার পীড়ায় অন্যান্য ঔষধ দেখুন)

এসিড-ফ্লোর-২০—ওজিনা, নাসিকার পচা ঘা।

হাইড্র্যাসটীস-৩৬৪—নাসিকা অস্থির ক্ষত, ঘন চটচটে আঠার মত স্রাব নিঃসৃত নয় ক্ষত স্পর্শ করিলেই রক্ত পড়ে।

অরম-মেট-১৪১—নাসিকার ক্ষত, নাসিকার হাড় ছিদ্র হইয়া টুকরা টুকরা অস্থি নির্গমন বহুদিনের পুরাতন নাসিকার সর্দ্দি, নাক দিয়া পচা গন্ধ বাহির।

অরম-মিউর-১৪৩—নাসিকার ভিতর পচা ঘা, তাহাতে অত্যন্ত দুর্গন্ধ।

অরম-আয়োড-১৪৪—নাসিকায় ধীরগতিশীল মারাত্মক ক্ষত।

ওলাউঠা (কলেরা)

এই পীড়ায় সহজে চিকিৎসার নিমিত্ত মৎকৃত—"কলেরা ও বসন্ত ট্রিটমেন্ট (with injection)" নামক পুস্তকটি পাঠ করুন; মূল্য ১।০ টাকা মাত্র। উহার ৫৬ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্যের স্থান দেখুন।

<u>এশিয়াটিক-কলেরা</u>—ক্যাম্ফর, ভেরেট্রম, কুপ্রম-মেট, কুপ্রম-আর্স, সিকেলি আর্স, একোন.....ইংলিস কলেরা—আইরিস, ইউফর্ব্বিয়া, জ্যাট্রোফা প্রভৃতি......কলেরা সিক্কা—ক্যাম্ফর,......ভয় পাইয়া কলেরা—একোন,.......ম্যালেরিয়াগ্রস্ত রোগীর কলেরা—আর্স,...... বসন্তকালের কলেরা....এন্টিম-টার্ট।

<u>প্রথমাবস্থায়</u>—এসিড-কার্ব্বল—১৭, একোনাইট—৬৬, এন্টিম-টার্টারিকম—৯৯, এগারিকাস-ফ্যালয়ডেস—৬০, বিসমথ—১৬৬, ক্যালি-ফস—৪১৩, ক্যাম্ফর—১৯৯, কলচি—২৬৫, ক্রোটন—২৮৭, ইলাটিরিয়ম—৩১০, ৩১১, আইরিস—৩১১, মার্ক-ডলসিস ৭৭, এসিড-ফস—২২, এলো—৬৮, এপিস—১০৪, গ্যাম্বোজিয়া—৩২৬, ইপিকাক—৩৮৩, নক্স-ভম—৫০৭, পলস—৫৫৪, ম্যাগ-কার্ব্ব—৪৫৩, রিউম—৫৬৪, ফস—৫৩৩, পডোফাইলম—৩১১, রিসিনাস—৫৭২, জ্যাট্রোফা—২৮৭—ইউফর্ব্বিয়া—৩১৬, আর্স—১২৮,—ইপিকাক........৩৮২, গ্রাটিওলা—২৮৭, এসিড-অকজ্যা—৪৩।

(উদরাময়ের সমস্ত ঔষধ এই অবস্থায় প্রয়োজন হয়, উদরাময় অধ্যায় দেখুন)।

<u>দ্বিতীয় বা পূর্ণ বিকাশাবস্থায়</u>—একোন-র‍্যাড—৪৬, আর্স—১২৫, কুপ্রম-মেট—২৮৯, এগারিকাস-ফ্যালয়ডেস—৬০, সিকেলি—৫৮৭, এন্টিম-টার্ট—৯৯, এসিড কার্ব্বল—১৭, টাবেকাম—৬২৪, ভেরেট্রম—২৯২, ক্যাম্ফর—২০০, বিসমথ—১৬৬, কুপ্রম-আর্স—২৯৩, ক্যালি ফস—৪০৩, জ্যাট্রোফা—২৮৭, ইউফর্ব্বি—৩১৫, রিসিনাস—৫৭২, কার্ব্বো—২১৮, কলচি—২৬৫, মার্ক-কর—৪৬৩।

<u>তৃতীয় বা হিমাঙ্গাবস্থায়</u>—ক্যাম্ফর—১৯৯, একোনাইট-র‍্যাড—৪৭, কার্ব্বো-ভেজ—২১৮, রিসিনাস—৫০২, ভেরেট্রম—২৯২, এসিড-হাইড্রো—২২, এসিড-অকজ্যা—৩৩, কেব্রো—২২, পটাস-সিয়ানাইড—২২, ল্যাকেসিস—৪৮৭, আর্সেনিক—১২৬, এগারিকাস-ফ্যালয়ডেস—৬০, কুপ্রম-আর্স—২৯৩, সিকেলি—৫৮৭, এন্টিপাইরিণ—১০১, আর্স-হাইড্রোজেন—১৩৩, ভেরেট্রম—৬২৪, মনোব্রোম-ক্যাম্ফর—৬৪৮, টাবেকাম—৬২৪।

<u>রক্তভেদ</u>—বেদনাবিহীন অধিক রক্ত—কার্ব্বো, উপকার না হইলে—ফেরম-ফস, ...পেট বেদনা, কোঁথানিসহ—মার্ক-কর....বেদনাশূন্য মাছ বা মাংসধোয়া জলের মত রিসিনাস....জ্বর এবং অস্থিরতাসহ—রসটক্স....তরল কালরক্ত—ইল্যাপ্স, আলকাতরার মত কাল জমা-জমা রক্ত—লেপ্টাণ্ড্রা (ফিকাস-রিলিজিয়োসা—১ × পরীক্ষা করিবেন)।

<u>প্রস্রাব না জমা বা প্রস্রাব বন্ধ</u>—ইউরিমিয়া দেখুন (ডাঃ কালী বলেন প্রস্রাব না জমিলে ও পেটে বেদনা থাকিলে—মার্ক-কর—৩০ শক্তি—৪৬৫)।

<u>হৃৎপিণ্ডে রক্তজমা ও শ্বাসকষ্ট</u>—কুপ্রম,কুপ্রম-আর্স, মস্কেরিণ, এসিড-হাইড্রো, এমন-কার্ব্ব, পটাশ-সিয়ানাইড, ভাইপেরা, কেব্রো, ক্লোর‍্যাল-হাইড্রেট, এসিড-অকজ্যা (আর্জেন্টি-নাইট্রিকে অনেক সময় উপকার হয়), এন্টিপাইরিণ-১০০—শ্বাস প্রশ্বাস ক্রমশঃ কম হইতে হইতে পুনরায় বৃদ্ধি, শ্বাসকষ্টসহ অতিরিক্ত ঘর্ম্ম, হিমাঙ্গ।

<u>পতনাবস্থায় অক্সিজেন অভাবে শ্বাসকষ্ট</u>—এগারিকাস, মস্কেরিণ, এসিড-হাইড্রো, পটাস-সিয়ানাইড, কেব্রো, ক্যালকেরিয়া-আর্স।

<u>পতনাবস্থায় অতিরিক্ত ঘর্ম্ম</u>—কার্ব্বো, ইউফর্ব্বিয়া, ভেরেট ইত্যাদি—উপকার না হইলে—জ্যাবোরাণ্ডির উগ্রবীর্য্যসার—পাইলোকার্পিণ—৩য় ক্রম।

<u>পতনাবস্থায় মস্তিষ্ক লক্ষণসহ শ্বাসকষ্ট</u>—ক্যালি-ব্রোম, আর্সেনিক-ব্রোম।

<u>পতনাবস্থায় উদরশূল বেদনা</u>—কুপ্রম-সলফ-২৯৪; ম্যাগ-ফস-৪৫৮।

<u>হিক্কা</u>—কুপ্রম, কুপ্রম-আর্স, সাইকিউটা, (নক্স-ভমিকা অধ্যায় দেখুন)।

<u>অন্যান্য আনুসঙ্গিক উপসর্গ</u>—গা ঠাণ্ডা—ক্যাম্ফর, সিকেলি-কর....গা গরম—একোন, বিসমথ....গায়ে কাপড় চাপা রাখে—কুপ্রম, একোন.....কাপড় চাপা রাখে না—সিকেলি-কর, ক্যাম্ফর,.....ভেদের সময় পেটে বেদনা—ভেরেট্রম, কলোসিস্থ, একোন ; ...বেদনা থাকে না—রিসিনাস,...... ভেদের সময় কপালে ঠাণ্ডাঘাম—ভেরেট্রম, রিসিনাস, ...বমির সময় কপালে ঠাণ্ডাঘাম..... ভেরেট্রম, রিসিনাস, ...বমির সময় কপালে ঠাণ্ডাঘাম—এন্টিম টার্ট.....ভেদবমি একসঙ্গে—আর্জেন্ট নাই, জ্যাট্রো, ইউফর্ব্বি......বাহ্যের সময় গরম বোধ—একোন....মল বাহির হইবার সময় মলদ্বারে জ্বালা—আর্স....খিলধরা—কুপ্রম, সিকেলি,......শ্বাসপ্রশ্বাস স্বাভাবিক কিন্তু ক্রমশঃ হৃৎপিণ্ডের শব্দ ক্ষীণ...এমন কার্ব্ব.....শ্বাস-প্রশ্বাস অনিয়মিত, হৃৎপিণ্ডের শব্দ স্বাভাবিক—

ল্যাকে, ন্যাজা......নিশ্বাস টানিবার সময় কষ্ট—আর্সেনিক......নিশ্বাস ফেলিবার সময় কষ্ট—এসিড-হাইড্রো, অতিরিক্ত ভেদ, অবিশ্রান্ত বমন—এসিড-টার্টারিক।

বিকারে—ইউরিমিয়া দেখুন। খিলধরা—খিলধরা দেখুন।

আক্ষেপিক জাতীয় কলেরার ঔষধ—ক্যাম্ফর, কুপ্রম-মেট, কুপ্রম-আর্স, এসিড-হাইড্রো, আর্স, সিকেলি, ভেরেট্রম, পটাস-সিয়ানাইড।

পক্ষাঘাতিক জাতীয় কলেরার ঔষধ—একোনাইট, এন্টিম-টার্ট, ভেরেট, আর্স, আর্জেন্ট-নাইট্রি, এসিড-কার্ব্বল, কলচি।

একোনাইট-ন্যাপ কিম্বা র‍্যাডিক্স—১ x—৩ x ; **প্রথমাবস্থায়**—ঘোলান তরমুজ জলের মত পিত্তমিশ্রিত, সবুজ কাল, সেওলার মত আমযুক্ত ভেদ, বাহ্যে গরম, পেটে অত্যন্ত বেদনা। **দ্বিতীয়াবস্থায়**—পেট হইতে মুখ পর্য্যন্ত জ্বালা, দারুণ পিপাসা, জলপানমাত্র বমি, ছটফটানি, বেদনাহীন চাউলধোয়া জলের মত ভেদ, সর্ব্বাঙ্গ শীতল, নাড়ী সূক্ষ্ম বা লোপ। **তৃতীয়াবস্থায়**—খিলধরা থাকে না কিম্বা অল্প, হঠাৎ বা ক্রমশঃ হার্টফেল হইবার উপক্রম, মৃত্যুভয়, ছটফটানি।

আর্সেনিক-১২৬—অত্যন্ত ছটফটানি ও পিপাসা, জলপানে উপসর্গের বৃদ্ধি, পানমাত্র বমি বাহ্যে, পেটে ও অন্তরে জ্বালা, ভেদে অত্যন্ত আঁসটে দুর্গন্ধ। বর্দ্ধিতাবস্থায়—নাড়ী দমিয়া যাওয়া বা লোপ, ক্রমাগত এপাশ ওপাশ করা, ছটফটানি, গায়ে কাপড় চাপা রাখে, খিলধরা অধিক।

এন্টিম-টার্ট-৯৯—পিত্তমিশ্রিত, হলদে, ফিকে হলদে আমরযুক্ত ভেদ, পিপাসা শূন্য, জোরে বমি, কাটবমি, কষ্টকর বমি, ওয়াকতোলা, তন্দ্রা বা অচৈতন্যভাব।

আর্স-হাইড্রোজেন-১৩৩—হিমাঙ্গাবস্থায় নাড়ীলোপ, সমুদয় অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ শীতল, অত্যন্ত অবসাদ, আর্সেনিক বিফল হইয়াছে।

এসিড-টার্টারিকম-৭০০—উদরাময়সহ দুর্ব্বলতা ও ক্রমাগত বমি, গলায় ও পাকস্থলীতে জ্বালা, ঘোর সবুজ বমি (৯ ছত্র নিম্নে এসিড-টার্টারিক দেখুন)।

এগারিকাস-ফ্যালয়ডেস-৬০—ক্রমাগত বাহ্যে ও বাহ্যের চেষ্টা, পান্তাভাতের জলের মত ভেদ, অদম্য পিপাসা, শুষ্ক চর্ম্ম, হিমাঙ্গ, নাড়ীক্ষীণ বা লোপ, পাকস্থলীতে খিলধরা, শ্বাস প্রশ্বাস স্বাভাবিক, চলিতে চলিতে হঠাৎ দ্রুত চলা কিম্বা দ্রুত চলিতে চলিতে হঠাৎ ধীর হইয়া আসা, প্রস্রাব বন্ধ কিম্বা না জমা, হিমাঙ্গ হয় না।

ট্যাবেকাম-৬২৪—বাহ্যে বন্ধ; কিন্তু বমি অবিরাম, কাটবমি, সর্ব্বাঙ্গ ঠাণ্ডা, পেটটি গরম।

সিয়ানাইড-পটাস-২২—পীড়ায় হঠাৎ আক্রমণ, দেখিতে দেখিতে বৃদ্ধি, হিমাঙ্গ ও নাড়ী লোপ অবস্থায় শ্বাসকষ্ট, প্রতিক্রিয়া আরম্ভ হইয়া ধীরে ধীরে আরোগ্য হইতে হইলে হঠাৎ শ্বাসকষ্ট হইয়া পুনরায় অবস্থা মন্দ।

এন্টিপাইরিণ-১০১—হিমাঙ্গ অবস্থায় শ্বাস-প্রশ্বাসে কষ্ট ও অত্যধিক ঘর্ম্ম।

এসিড-টার্টারিক—৬ষ্ঠ শক্তি; অনবরত বাহ্যে ও বমি। বাহ্যের রঙ—বর্ণহীন বা সাদা, সবুজ এবং বমি—টক, তিক্ত যাহাই হউক—হইতে থাকিলে সম্ভবতঃ ৪। ৫ মাত্রায় উপকার হইবে। পেটে জ্বালা অথবা জ্বালা শূন্য—৩২ পৃষ্ঠা দেখুন।

কোব্রা-৪৮৭, ল্যাকে-৪৮৭—অন্তিম অবস্থায় নাভিশ্বাস, হৃৎপিণ্ডে রক্ত জমা।

বিসমথ-১৬৬—পেটে বেদনাশূন্য, অত্যন্ত দুর্গন্ধ মল, বমি, কাটবমি, জলপানমাত্র বমি শরীর গরম, হিমাঙ্গ হয় না (আর্সেনিকে হিমাঙ্গ হয়, এইটি ভাল করিয়া লক্ষ্য করিবেন)।

আর্জেন্ট-নাই—ঠিক একই সময়ে ভেদ বমি একটু তফাৎ হয় না, মল সবুজ।

ক্যাডমিয়ম-সলফ-১৮০—কাল চাপযুক্ত, দুর্গন্ধ, রক্ত বাহ্যে,কাল বমি, গা-বমি, রক্ত বমি, শ্লেষ্মা বমি, সবুজ বমি, পেটে জ্বালা, বেদনা, প্রস্রাব বন্ধ।

ক্যাম্ফর-১৫৮—রোগের হঠাৎ বৃদ্ধি, বাহ্যে, অল্প, শীতার্ত, গা শীতল, নীলবর্ণ, স্বরভঙ্গ, গায়ে কাপড় রাখে না, দমবন্ধভাব, শ্বাসকষ্ট, প্রস্রাব বন্ধ পায়ের ডিমে ও পেশীতে খিলধরা, চাউল ধোয়ানি জলের মত বা বর্ণহীন বাহ্যে।

কার্ব্বো-ভেজ-২১৮—হিমাঙ্গ, নাড়ীলোপ, পূর্ণ পতনাবস্থা, পাশ ফিরিতে অসমর্থ, খিলধরা নাই, ভেদবমি বন্ধ, ধীরে নিশ্বাস, অনবরত পাখা চায়, ঘর্ম্ম (অতিরিক্ত-ঘর্ম্ম—পাইলোকার্পিন—৩য় ক্রম—৩৮৯)।

উক্ত লক্ষণসহ ভেদবমি অধিক অথচ পেটে কিছুমাত্র বেদনা না থাকিলে—রিসিনাসসহ কার্ব্বো-ভেজ পর্য্যায়ক্রমে—২৭৮, ৫৭২।

রিসিনাস-৫৭২—প্রথমে গরহজমের ভেদ কয়েক ঘন্টা বা কয়েক দিন পূর্ব্ব হইতে আরম্ভ হইয়া শেষে কলেরার লক্ষণ প্রকাশ পায়, তাহার সহিত পেটে বেদনার লেশমাত্র থাকে না। চাউলধোয়া জলের, কুমড়াপচার বা মাছ মাংসধোয়া জলের মত ভেদবমি, খিলধরা, হিমাঙ্গ, প্রস্রাববন্ধ, পিপাসা।

কলচি-২৬৫—২/৪ বার বমির পর ভেদ, ক্রমশঃ অসাড়ে বাহ্যে, বর্ণহীন বাহ্যের সঙ্গে সাদা আম, বমির পর ভেদ, ভেদের পর বমি, ওয়াকতোলা, কাটবমি।

জ্যাট্রোফা-২৮৭—পরিমাণে অধিক, চাউলধোয়া জল বা ভাতের ফেণের মত ভেদ, ভেদের উপর সাগু বা মুড়ির মত পদার্থ ভাসে, বমি চাউলধোয়া জলের মত পিপাসা, পায়ে খিলধরা, বাহ্যে বমি একসঙ্গে, বাহ্যের পূর্ব্বে পেটে গড়্গড়্ শব্দ হিমাঙ্গ হয় না।

ইউফর্ব্বিয়া-২৮৮—জ্যাট্রোফার মত লক্ষণসহ ঠাণ্ডা ঘাম (ভেরেট—কপালে)।

কুপ্রম-২৯২—চাউলধোয়া জলের মত ভেদ, বমি, গাত্রদাহ-পিপাসা, নাড়ীলোপ হিমাঙ্গ, বমি করিয়া আবার বৃদ্ধি, ক্রমশঃ বুকে পিঠে খিল ধরে, আঙ্গুল মুঠা বাঁধে।

ভেরেট্রম, কুপ্রম পর্য্যায়ক্রমে-২৯২—খিলধরাসহ ভেদবমির আধিক্য।

কুপ্রম-আর্স-২৯৩—কুপ্রমের লক্ষণসহ বাহ্যে বমিতে—আর্সেনিকের দুর্গন্ধ বাহ্যে ছটফটানি, পিপাসা, মৃত্যুভয় ইত্যাদি থাকে। পাকস্থলীতে ও অন্ত্রের শ্লৈষ্মিক-ঝিল্লীর প্রদাহ উৎপন্ন করিয়া ইহাতে পেটে ভীষণ বেদনা এবং প্রবল উদরাময়িক ভেদ ও অবিশ্রান্ত বমি হয়। কলেরা-মার্ব্বস ও শিশু কলেরায় উক্ত লক্ষণে এবং বমি কিম্বা বমি না থাকিলেও ইহাতে উপকার হইবে। বাহ্যে—অধিকাংশস্থলে জলের মত তরল ও সবুজ রঙের হয়, এবং পেটের বেদনাকালীন—ভেরেট্রমের মত শীতল ঘর্ম্ম হইতে থাকে।

সিকেলি-২৯৩, ৫৮৭-অনবরত বাহ্যে বমি হইয়া খিলধরা, চাউলধোয়া বা বর্ণহীন কলের জলের মত অধিক পরিমাণে বেদনাশূন্য ভেদ, গাত্রদাহ গায়ে কাপড় রাখে না, গা ঠাণ্ডা পিপাসা, ওয়াকতোলা, কাটবমি, নাড়ীলোপ, খিলধরা—কুপ্রমে উপকার না হইলে।

ইউফর্ব্বিয়ম-৩১৫—উদরাময়িক-কলেরা, অত্যধিক ভেদবমি,মস্তিষ্ক লক্ষণ।

এসিড-অকজ্যা-৩৩—অধিক পরিমাণে জলের মত তরল ভেদ, আমরক্ত ভেদ, ভেদের পূর্ব্বে ও সময়ে নাভির স্থানে মোচড়ানি বেদনা, ভেদের পর গা-বমি, পায়ের ডিমে খিলধরা।

ভেরেট্রম-৩১১, ৬৪২-চাউলধোয়া জলের বা কুমড়াপচার মত বাহ্যে, পেটে বেদনা, (কখনও বেদনাশূন্য) ভেদের পর দুর্ব্বলতা ও কপালে শীতল ঘর্ম্ম, গাত্রচর্ম্ম, চোপসান, চোখ মুখ বসা, বমি অপেক্ষা ভেদ অধিক, বমি হড়হড় করিয়া হয়, পিপাসা, খিলধরা, নাড়ীলোপ।

কুপ্রম-সলফ-২৯৪—কলেরার শেষ অবস্থার ভয়ানক উদরশূল-বেদনা।

গর্ভাবস্থায় কলেরা।

প্রধান ঔষধ—সিকেলি, ইহারই লক্ষণ অধিকাংশ রোগিণীতে পাওয়া যায়।

ভেদ কমিয়া বমি নিবারণের জন্য—এসিড-কার্ব্বল, ক্রিয়োজোট, ফেরম-মেট, ফস, সেরিয়ম-অকজ্যালেট, পেট্রোলিয়ম, এপোমর্ফিয়া, সিম্ফোরি-কার্পাস, কিউকুরবিটা ট্যাবেকাম প্রভৃতি। বমি ও গা-বমির লিখিত ঔষধ এবং এসিড টার্টারিকও প্রয়োজনীয়।

ভেদ বমিসহ ছটফটানি—লক্ষণানুযায়ী—একোনাইট, আর্সেনিক, রসটক্স।

ভেদবমি করিয়া ছটফট—ক্যালি-ব্রোম ; ছটফট ও চক্ষু লাল না থাকিলে—জিঙ্কাম-মেট।

ছটফটানির সহিত হিমাঙ্গ নাড়ীলোপ—মনো-ব্রোমাইড-ক্যাম্ফর।

ফিট, তড়কা, এক্ল্যামসিয়ার উপক্রম—ভেরেট্রম ভিরিডি—পুনঃপুনঃ-৬৪৫।

বিকার—এসিড-কার্ব্বলি, ব্যাপটিসিয়া, ভেরেট্রম-ভিরিডি, পাইরোজেন, এনথ্যাস প্রভৃতি যে সমস্ত ঔষধে সেপটিক দোষ নিবারিত হয় সেই সমস্ত ঔষধ প্রযোজ্য। পোয়াতির দুর্গন্ধস্রাব নিসৃত হইলে—ব্যাপটিসিয়া প্রধান ঔষধ, পরে কলোফাইলম, সিকেলি প্রভৃতি।

রোগিনী অজ্ঞান (comatose) অবস্থা প্রাপ্ত হইলে—ওপিয়ম, ভেরেট্রম-ভিরিডি, ক্লোর‍্যাল-হাইড্রেট প্রভৃতি উপকারী।

শিশু কলেরা।

ঔপসর্গিক—মাথার রোগজনিত—চায়না..... কোনও উদ্ভেদ বসিয়া—এন্টিম-টার্ট,.....মাথায়, জলজমা—এপিস, এপোসাই....দন্তোগমকালীন—ক্যামো...বাহ্যে বেশী—ইলাটিরিয়ম,.....বাহ্যে অল্প—ইউফর্ব্বি....মস্তিষ্ক লক্ষণ—এপিস, এপোসাই, ওপি ফস, জিঙ্কাম-মেট, জিঙ্কাম ব্রোম, মনোব্রোম-ক্যাম্ফর, সলফ, ক্লোর‍্যাল-হাইড্রেট।

সাংঘাতিক—অত্যন্ত পিপাসার সহিত অস্থিরতা-আর্স,...তন্দ্রা—ক্যাম্ফোরা... অজ্ঞান-ইথুজা..... তড়কা ও আক্ষেপযুক্ত—ক্যাম্ফোরা-ব্রোম।

বমন লক্ষণযুক্ত—ইপি, ইথুজা, এন্টিম-ক্রুড, ক্যালকে-কার্ব্ব, কিউফিয়া।

ইপিকাক—বমি, গা-বমি অধিক, আহারের বা কাশির পর বমি, জিহবা পরিষ্কার।

ইথুজা-৫৬—গা-বমি ও বমি দুই অধিক, দুধ পানমাত্র বমি, বমিতে বড় বড় চাপ; হরিদ্রা সবুজ, সাদা রঙের বমি, বমির পর নির্ঝুম হয়, ঘুমায়, ঘুমের পর স্তন্যপান করে।

এসিড-কার্ব্বল-১৭—বমির রঙ কাল, সবুজ, প্রস্রাব ঘোলা, ডিমপচা দুর্গন্ধ বাহ্যে, রক্ত ও আম বাহ্যে, গোঁগায়, ছটফট করে, থাকিয়া থাকিয়া চিৎকার করে।

এন্টিম-ক্রুড-৯২—অল্প-বিস্তর গা বমি, আহার বা পানীয় বমি, ছোট চাপযুক্ত দুধ বমি, ওয়াকতোলা, কাট-বমি, জিহবা সাদা, বমির পর স্তন্যপান করে না, ছেলে খিটখিটে।

ক্যালকেরিয়া-কার্ব্ব-১৮৫—ক্ষুধা পিপাসা খুব বেশী, খাবার জন্য হাঁই হাঁই করে; দুধ সহ্য হয় না; খাইলেই বমি, পা ঠাণ্ডা, ঘুমাইলেই অতিরিক্ত ঘাম।

বমন লক্ষণ বিহীন—হলদে মল অত্যন্ত বেগে নিঃসরণ—ক্রোটন.....ভুক্তদ্রব্য সংযুক্ত দুর্গন্ধ এবং পরিমাণে অধিক মল—পডো......কালাবর্ণ আমযুক্ত মল—মার্ক সল...সাদা বা সবুজ রঙের ....বেল।

বাহ্যের ও বমি অতিরিক্ত—আইরিস, ক্যাল-কার্ব; কিউফিয়া দেখুন।

বাহ্যের লক্ষণ ঃ—

এসিড-কার্ব্বল-১৭—চাউল ধোয়া জলের কিম্বা পচা ডিমের মত বাহ্যে, রক্ত ও আমযুক্ত বাহ্যে, অত্যন্ত পচা দুর্গন্ধ বাহ্যে, রোগী গোঁগায়, ছটফট করে, থাকিয়া থাকিয়া চীৎকার করে (গ্যাষ্ট্রো-এন্টেরাইটিস)।

আর্জেন্ট-নাই-১১৯—অত্যন্ত দুর্গন্ধ বাহ্যে, রঙ—অল্প সবুজ বা হরিদ্রা, পানমাত্র বেগ, পেটফোলা, বাহ্যের সময় ফড় ফড় করিয়া শব্দ হয়, শিশু মিষ্ট ভালবাসে।

ইথুজা-৫৬—ফিকে হলদে, ফিকে সবুজ, আম বা রক্তমিশ্রিত পেট বেদনা, বেগ, কুন্থন ভয় হওয়া, সবুজবর্ণ অম্লগন্ধ মল, অস্থিরতা, পানমাত্রেই বাহ্যে, বড় বড় চাপ বমি, বাহ্যে বমির পর আচ্ছন্ন ভাব (ইহার পর সলফার)।

ইপিকাক-৩৮৩—ঘাস বা পাতা ছেঁচার মত সবুজ, ফেনামিশ্রিত, থুথুর মত, কখনও হলদে, পেটে কামড়ানি ব্যথা, গা-বমি (গন্ধহীন গাঢ় সবুজ বাহ্যে-পলিনিয়া)।

বেলেডোনা-১৫৮—বাহ্যে সবুজ, সাদা, আমসংযুক্ত, টক বা পচা গন্ধ, পরিমাণ অল্প অসাড়ে নিদ্রিতাবস্থায়, বৈকালের দিকে অধিক, তৎসহ উঁকি উঠা, জ্বর।

ক্যাল্‌কে-ফস-১৯২—দুধ সহ্য হয় না, বমি সবুজ রঙের, মলে সাদা হড়হড়ে পদার্থ বাহ্যে গরম, বায়ু নিঃসরণসহ মল নির্গমন, অজীর্ণ মল, সর্ব্বাঙ্গ ঠাণ্ডা।

আয়োডোফরম-৬৮৮—শিশু কলেরা, বাহ্যের রঙ সবুজ, তাহার সঙ্গে অজীর্ণ পদার্থ ও রোগা খিটখিটে মেজাজ।

ক্যামো-২৩৪—মল গরম, সবুজ, হরিদ্রা, খানিকটা মল—খানিকটা জল, ডিমপচার মত দুর্গন্ধ, মলদ্বার হাজিয়া যায়, শিশু অত্যন্ত খিটখিটে, সন্ধ্যায় বৃদ্ধি (উপকার না হইলে—সলফার)। মার্ক-সল-২৩৪—অত্যন্ত বেগ ও কোঁথানিসহ।

ওলিয়েণ্ডার-২৪৮—মলে পূর্ব্বের অজীর্ণ আহার, প্রায়ই পেটের অসুখ করে।

ক্যালকেরিয়া-কার্ব্ব-১৮৫—মল সাদা চুণগোলার মত কখনও সবুজ হলদে, মলে ছেঁড়া ছেঁড়া দুধ, গন্ধ টক, পচা মাখনের মত দুর্গন্ধ, দুধ সহ্য হয় না, টক বমি।

পডোফাইলম-৫৪৮—পরিমাণে খুব বেশী, দমকা বাহ্যে, বিশ্রী পচা দুর্গন্ধ মল, সকালে অধিক বাহ্যে হইয়া বৈকালে কম, অর্দ্ধমুদ্রিত নেত্র, মাথাচালা, গোঁগানি, কাট-বমি।

মার্ক-ডলসিস-৪৭৭ পৃষ্ঠা দেখুন। প্রথমাবস্থায় সাদা কিম্বা বর্ণহীন জলের মত বাহ্যে।

টকগন্ধ বাহ্যে—রঙ সবুজ তৎসহ পেটে অত্যন্ত বেদনা—ম্যাগ কার্ব্ব,—হলদে বা কটারঙের মল—রিয়ূম...সাদা রঙের বাহ্যে—হিপার ৩৬২.....সবুজ—ন্যাট-ফস-৪৯৯।

ওপিয়ম-৫১৬, ৫১৯—বমি-বাহ্যে বন্ধ হইয়া সম্পূর্ণ অজ্ঞান, চক্ষুর পলক স্থির, চক্ষুর ভিতরে আঙ্গুল দিলেও পলক পড়ে না, অত্যন্ত দুর্ব্বল কিম্বা হিমাঙ্গাবস্থাসহ অসাড়ে দুর্গন্ধ বাহ্যে।

ক্রোটেলাস-৪৭৮—হঠাৎ হিমাঙ্গ, শরীর নীলবর্ণ, খিলধরা, ভেদবমি, শ্বাসকষ্ট, প্রস্রাব বন্ধ, জ্বর প্রথম হইতেই মলের সহিত রক্ত নির্গমন; দাঁত, মুখ নাসিকা হইতে রক্তস্রাব।

ক্যালি-ব্রোম-৩৯৮—ক্রমাগত বাহ্যে বমি হইয়া দুর্ব্বল, গা ঠাণ্ডা, হাত ও হাতের কব্জি যেন বরফ ও ভিজা ভিজা মত, অনিদ্রা, ছটফট বিকার লক্ষণসহ (ইউরিমিয়া দেখুন)।

সাইলি-৫৯৯—স্তন্যপানে বমি, ক্ষুধা থাকে না কিম্বা খাবার জন্য হাঁই হাঁই করে একটু খাইলে আর খাইতে চায় না, ঠাণ্ডা জল বরং একটু খায়, সাগু বালী খায় না, পেট ফোলে, প্রস্রাব বন্ধ ঘুম আসে তখনই জাগিয়া উঠে, মাথায় ঘাম।

জিঙ্কাম-৬৪৮—বর্দ্ধিত অবস্থায় শিশু অত্যন্ত অস্থির, বালিশে মাথা এক মুহূর্ত্তও স্থির রাখিতে পারে না, জ্বর নাই, হাইড্রোকেফালসের উপক্রম, বাহ্যের রঙ সবুজ, সময়ে সময়ে কোঁথানি, বাহ্যে হঠাৎ বন্ধ হইয়া মস্তিষ্ক লক্ষণ।

এতদ্ভিন্ন—ঈষৎ সবুজ রঙের ফেণামিশ্রিত ভেদ, তোড়ে নির্গমন—ইলাটিরিয়ম,—মলে অত্যন্ত দুর্গন্ধ সবুজ হলদে রঙ, ফড়ফড় করিয়া ছিটকাইয়া নির্গত হয়—আর্জেন্টি,—পিচকারীর মত বেগে নির্গমন, কিছু খাইলেই বাহ্যে—ক্রোটন,—সবুজ বাহ্যে, বাহ্যের সঙ্গে বায়ু নিঃসরণ বাহ্যে গরম—ক্যালকেরিয়া ফস, হলদে রঙের তরল মলের মধ্যে গোটা অজীর্ণ খাদ্য—চায়না, তরল মলের সঙ্গে থ'লো থ'লো ক্রিমি—এসারাম, সাদা রঙের ঠিক ঘোলের মত বাহ্যে—আয়োডাম, চাউলধোয়া জলের মত অধিক পরিমাণে বাহ্যে তোড়ে নির্গত হয়, ক্রমশঃ অবস্থা মন্দ, কোনও ঔষধে উপকার হয় না—ক্যালি-ফস......অনবরত ভেদ-বমি হইয়া অল্প সময়ের মধ্যেই শিশু যেন মরার মত হয়, বিকার আচ্ছন্নভাব, পিউপিল প্রসারিত, মুখ লালবর্ণ, ছটফট এবং এপাশ ওপাশ করা মাথা চালা—ফেরম-ফস...ক্রিমি সন্দেহ, আচ্ছন্নভাব অনবরত মাথানাড়া—সিনা......হঠাৎ বাহ্যে বমি, দুর্ব্বল, হিমাঙ্গ—ক্যাম্ফর, পলিনিয়া—রঙ গাঢ় সবুজ, গন্ধহীন, রক্ত ও আমযুক্ত, শিশু কলেরা।

দ্রষ্টব্য ঃ—শিশু কলেরায় ফেরম-ফস ও ক্যালি-ফস—৩x বা ৬x বিচূর্ণ একত্রে কিম্বা পর্য্যায়ক্রমে ব্যবস্থা করিয়া অনেক রোগীতে আশাতিরিক্ত ফল পাওয়া যায়......ফিউফিয়া-ভিক্টোসিসিমা—ক্যালি-ফসের সদৃশ ঔষধ—৫৬ পৃষ্ঠা দেখুন।

শিশু কলেরায় দ্বিতীয় অবস্থার বিকার—ওলাউঠায় ইউরিমিয়া দেখুন।

হাইড্রোকেফালস—ইহার অধ্যায় দেখুন। প্লম্বম—২০০ শক্তির ইহার একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ।

হাইড্রোকেফালসের পরবর্ত্তী অবস্থায় স্বজ্ঞান আচ্ছন্ন, কোমা—এপোসাইনাম-৬৪৯, ক্লোর‍্যাল-হাইড্রেট-২৩৯......শিশুদের মেনিনজাইটিস, তড়কা—কন্‌ভলসন—জিঙ্ক-সিয়ানেট, জিঙ্ক-সলফ-৬৫০ (জিঙ্ক-ব্রোম)।

শিশুদের মেনিনজাইটিস বা হাইড্রোকেফালসের পর কোমা, অজ্ঞানভাব, নিশ্বাস জোর হৃৎপিণ্ডের অবস্থা মন্দ, মৃত্যুর আশঙ্কা এ অবস্থার হেলিবোর—৩০ বা ২০০ শক্তি ১ মাত্রা দিয়া ১/২/৩ দিন অপেক্ষা করিবেন, ঔষধে উপকার হইলেই দেখিবেন যেন রোগ লক্ষণ বাড়িয়া গিয়াছে, বাহ্যে বা বমি, শরীরে চুলকানি, গোঁগানি, ছটফটানি সমস্তই বৃদ্ধি হইবে ইহাই উপকারের চিহ্ন, ইহার পর আর কোন ২য় মাত্রা বা অন্য ঔষধ দিবেন না, দিলেই অনিষ্ট হইবে, নচেৎ পীড়া ঐ একমাত্রাতেই ধীরে ধীরে আরোগ্য হইবে।

কথা।

বোভিস্টা-১৭০—তোৎলা কথা (বোভিষ্টা বা ষ্ট্র্যামোনিয়ম সেবন করিবে এবং গালের ভিতর অনবরত একটি বড় মার্ব্বেলগুলি রাখিবে)। ভাইপেরা-৬৪৭—অস্পষ্ট কথা।

ক'টী বা কোমর বেদনা (লাম্বেগো)

ব্রায়ো, রস, ইস্কিগো, ইস্কিউ, সিমিসি, ম্যাক্রোটিন, নক্স, আর্ণিকা, ক্যালি-বাই, বার্ব্বে সলফ, আর্স প্রভৃতি এই পীড়ার ঔষধ। ২৭৩ পৃষ্ঠা সায়েটিকা দেখুন।

ক্যালি-অকজ্যা-৬৪৭—লাম্বেগো ও কোমরের বেদনায় অত্যন্ত যন্ত্রণা।

ক্যাল-ফ্লোর-১৯১—প্রথমে চলিবার সময় বেদনা—একটু চলিবার পর আর থাকে না।

কোব্যাল্টম-২৫৭—স্ত্রী সংসর্গ বা স্বপ্নদোষের পর এবং বসিলে—বৃদ্ধি; পরে দাঁড়াইলে চলিলে শুইলে—উপশম। ......জিঙ্কাম-এলব-২৭৪, ৬৪৭ পৃষ্ঠা দেখুন।

ফেরম মেট-৩২১—কোমরে বাত প্রভৃতি বেদনা, রাত্রিতে ও শুইলে খুব বৃদ্ধি, ধীরে ধীরে বেড়াইলে উপশম।

ম্যাক্রোটিন-৫২—প্রায় সকল প্রকার কোমরের বেদনা।

এসিড-অকজ্যা-৩৩—কোমরে বেদনা নড়িলে উপশম।

এলো-৭০—একটু নড়িলে চড়িলে বাড়ে, পাছার হাড়ের ভিতর যেন ছুঁচ ফোটায়।

এমন-মিউর-৮১—মেরুপুচ্ছে থেঁৎলানি বেদনা, বসিতে পারে না, ঘুমাইবার সময় যন্ত্রণার বৃদ্ধি হয়। পাছার হাড়ে টেনে খেঁচেধরা বেদনা।

স্যালিক্স-নায়গ্রা-৫৭৮—কোমরে বেদনার জন্য শীঘ্র চলিতে পারে না।

এসিড-ল্যাকটিক-২৪—কোমরে বেদনা, বেদনা কাঁধে পর্য্যন্ত যায়; কোমরের নিচে বেদনা চলিলে বাড়ে।

এব্রোটেনাম-৯—কোমরে বেদনা, বেদনা স্পার্ম্মাটিক-কর্ডের মধ্য দিয়া চালিত হয়। গাঁট শক্ত ও আড়ষ্ট হইয়া থাকে, খোঁড়াইয়া চলে।

ষ্ট্যাফিসেগ্রিয়া-৬০৬—কোমরে বেদনা, রাত্রিতে ও শয্যাত্যাগের পূর্ব্বে বৃদ্ধি হয়।

বার্ব্বেরিস-১৬৪—বেদনা কোমর হইতে সমস্ত শরীরে যায়, উরুতে নামে, প্রস্রাব লাল রঙের, তাহাতে শ্লেষ্মার মত তলানি।

ব্রায়োনিয়া-১৭৩—প্রত্যেকবার নড়াচড়ায় বৃদ্ধি।

লিথিয়ম-বেঞ্জো-৬৯৫—কোমরের খুব ভিতরে ও পাছায় বেদনা।

ক্যালি-কার্ব্ব-৪০৪—প্রথমে কোমরে বেদনা আরম্ভ, পরে পাছা ও পাছা হইতে উরুর পশ্চাদ্ভাগে যায়, আদৌ চলিতে পারে না, বসিয়া পড়ে, বিছানায় শুইতে পারে।

কার্ব্বোনিয়ম-সলফ-৬৮১—নিয়ত কোমরে বেদনা, বাম উরুতে সায়েটিকা, চলিতে পারে না, নিম্নাঙ্গের বাত, চিড়িকমারা ছুঁচবেঁধার মত বেদনা।

কর্কটরোগ (ক্যান্‌সার)।

ক্যালকেরিয়া-আর্স-১৮২—যোনি, জরায়ু ও প্যাংক্রিয়াসের পীড়ায় জ্বালা।

কার্ব্বো-এনি-২১৬—স্তন, জরায়ু ও জরায়ু গ্রীবা শক্ত, জরায়ু হইতে অত্যন্ত জ্বালা যন্ত্রণার সহিত রক্তস্রাব, তৎসহ কোনও প্রকার দুর্গন্ধ স্রাব।

সিনামোনাম-২৫৪—অত্যন্ত বেদনা, ক্ষতে দুর্গন্ধ।

কণ্ডিউর‍্যাঙ্গো—(ইহার বাহ্যিক ও আভ্যন্তরিক উভয় আবশ্যক হয়) ২৭৫।

স্তনের—এষ্টিরিয়াস-১৩৯,.....পাকস্থলীর—এসিড-কার্ব্বল-১৭।

ক্যানসারের রক্তস্রাবনিবারণ ও দুর্গন্ধ দূর করিবার উৎকৃষ্ট ঔষধ—হোয়াংনান ইহার পরে আর্সেনিক প্রয়োগে ক্ষত আরোগ্যের পথে যায়।

১ ড্রাম—এসিড-সাইট্রিক, ৮ আউন্স জলে মিশাইয়া প্রয়োগ যন্ত্রণা কম হয়-২৬।

এন্টিম-ক্লোরাইড-৯৪—ক্যানসার পীড়ায় রোগী দুর্ব্বল, তাপের হ্রাস, হিমাঙ্গ।

ফিউলিগো-লিগনী-৬৮৫—জরায়ুর ক্যানসারে ও ক্যান্‌সারে রক্তস্রাব। অণ্ডকোষের ক্যানসার, এপিথিলিয়্যাল-ক্যানসার।

অর্ণিথোগ্যালম-৬৯৩—ঔদরিক কঠিন স্ফীতি, অস্ত্রের ক্যানসার, পাকস্থলীর নিম্নমুখে টেনে খেঁচেধরার মত বেদনা, ডিওডিনাম ফুলিয়া উঠে; আহারের ১/০/২ ঘন্টা পরে অগ্রকড়ার স্থানে বেদনার বৃদ্ধি।

র‍্যামনাস-ক্যালি-৬৯৬—ঠোঁট ও মাড়ীর মধ্যে ক্ষতযুক্ত ক্যানসার।

কোলেষ্টেরিনাম-৬৮২—লিভার ক্যান্‌সারে ও লিভার খুব বড় হইলে ইহা তাহার একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ।

সেমপার-ভাইনাম-৬৯৭—হার্পিস-জোষ্টার, স্তনের ক্যান্‌সার, ক্যান্‌সিরাস, টিউমার, মুখের সাংঘাতিক ক্ষত, জিহবার ক্যান্‌সার, জিহবার ক্ষত হইতে রক্ত পড়া, জিহবার গোঁড়া দ্বারা বেদনা।

আঘাত লাগিয়া ক্যানসার—কোনিয়ম-২৭৭,.....অত্যন্ত স্পর্শাসহিষ্ণু বেদনা—গ্যাকে-৪২৪,........ক্ষত হইবার পূর্ব্বে—ল্যাপিস-৪৩২,.....জরায়ুর ক্যানসার—ল্যাপিস—৪৩২ (সিষ্টাস), ক্যালথা-গ্যালসি.......জিহবার ক্যান্‌সার—গ্যালিয়ম (Galium Aparine)।

কর্ণের পীড়া।

কাণে ফোঁড়া ও কর্ণমূল প্রদাহ—বেল, মার্ক-সল, হিপার, সাইলি, ক্যালকে-পিক্রে।

কাণে কিম্বা নাসিকায় অর্ব্বুদ—ক্যালকেরিয়া-আয়োড।

কাণে পূঁয পাতলা, হাজাকারক—আর্স, আর্স-আয়োড......দুর্গন্ধ—টেলিউরিয়ম, গ্র্যাফা, সোরি, সাইলি, সল......দুর্গন্ধ রক্তমিশ্রিত—হিপার, ক্রোটে.......ঘন—পলস ক্যাল-সলফ......বহুদিন ধরিয়া পূঁযপড়া—টেলুরিয়ম।

একোনাইট-৪৮—সুস্থব্যক্তি কোনও অসুখ নাই, হঠাৎ কাণে বেদনা যন্ত্রণা। কাণ কটকট দপ দপ্ করে, ঠাণ্ডা লাগিয়া পীড়া।

এলিয়ম-সিপা-৬৬—ঠাণ্ডা লাগিয়া সর্দ্দিসহ কাণে ব্যথা উহা গলা পর্য্যন্ত যায়, শিশুদের কাণের-বেদনায়—ক্যামো, এলিয়ম-সিপা।

এবসিন্থিয়াম-১১—কোনও প্রকার শিরঃপীড়া আরোগ্যের পর কাণে পূঁয।

সিড্রণ-২৩১—কুইনাইন সেবন করিয়া কাণে ভোঁ ভোঁ শব্দ (ইপি)।

ভিস্কাম-এলব-৬৪৭—বামকর্ণের বধিরতা।

টাইফোলিয়ম-৬৩৪—কর্ণমূলের গ্ল্যাণ্ড ফোলা, গ্ল্যাণ্ড খুব শক্ত তাহাতে অত্যন্ত বেদনা ইহা কর্ণমূল ফোলা (mumps) পীড়ার প্রতিষেধক ঔষধ।

এলিউমিনা-৭৪, ব্যারাইটা মিউর-১৫৪—চায়না-২৫২—কাণে গুণ গুণ শব্দ।

ব্যারাইটা মিউর-১৫৪—খাইবার বা হাঁচিবার সময় কড়াক করিয়া শোঁ শোঁ শব্দ।

কষ্টিকাম—২২৭—শোঁ শোঁ, ভোঁ ভোঁ, টুং টুং শব্দ, ভাল শুনিতে পায় না।

বোরাক্স-১৬৮-৫৫৮—কাণে বহুদিনের পূঁয, শিশুদের কাণে ঘা, পূঁয।

ক্যালকে-কার্ব্ব-১৮৮—চর্ব্বির মত ঘন পূঁয, কর্ণপটহ ছিদ্র হইয়া যন্ত্রণা, জলে ভিজিয়া ঠাণ্ডা লাগিয়া কালা হওয়া, কাণে শোঁ শোঁ শব্দ।

ক্যালকেরিয়া-পিক্রেটা-১৯৪—কাণের ভিতর ক্রমাগত ফোড়া হয়।

ক্যাপসি-২১৪—কর্ণপটহ ছিদ্র, ঘন হলদে পূঁয তৎসহ অত্যন্ত মাথাব্যথা।

ক্যামো-২৩৪—কাণে ব্যথা, কাণ কটকটানি, রোগীর খিটখিটে মেজাজ।

সকল প্রকার কাণ কটকটানি বেদনা....প্ল্যান্টেগো ৩/৪ বিন্দু বাহ্যিক প্রয়োগ।

সাইকিউটা-২৪১—কোন মস্তিষ্ক সম্বন্ধীয় পীড়ায় কাণ দিয়া রক্তস্রাব, গিলিবার সঙ্গে হঠাৎ উচ্চ শব্দ হইয়া কালা হইয়া যাওয়া।

ইল্যাপস-৩৪০, ৩১০—প্রথমে অস্পষ্ট শুনে, পরে হঠাৎ সম্পূর্ণ কালা হয়, কাণের ভিতর গর্জ্জন শব্দ, বেদনা যন্ত্রণা না হইয়া হঠাৎ কাণ বন্ধ।

গ্র্যাফাইটাস-৩৪০, এসিড-নাইট্রিক-৪৫—একপ্রকারের কালা—তাহাকে গাড়ীতে চড়িয়া ফুসফুস করিয়া বলিলেও শুনিতে পার; কিন্তু গাড়ী থামিলে চেঁচাইয়া বলিলেও শুনিতে পায় না। চিবাইবার সময় কাণে ফড়ফড় শোঁ শোঁ শব্দ।

এসারাম-৩৪০—মনে হয় যেন ছিপি দিয়া কাণ বন্ধ করিয়া রাখিয়াছে।

কার্ব্বো-ভেজ-২২০—কাণে পূঁয কিম্বা খোল হইবার নিমিত্ত কালা হওয়া।

হিপার-৩৬২—কাণে পূঁয হইবার পূর্ব্বে অত্যন্ত বেদনা; প্রথমাবস্থায়—বেল, ক্যামো, পলস, মার্ক ইত্যাদি ব্যবস্থা করিয়াও উপকার না হইলে।

টেলুরিয়ম-৩৬২, ৪৭০, ৫৫৮, ৬২৭—প্রথমে কাণে বেদনা যন্ত্রণা হইয়া পরে পূঁয অধিক দিন স্থায়ী হইলে পচা গন্ধ বাহির হয়। পূঁয জলের মত, দুর্গন্ধ মাছধোয়া-জলের মত।

আয়োডাম-৩৮১—পুরাতন পূঁয গ্ল্যাণ্ড ফোলে, কাণে শব্দ, কালা হওয়া।

ক্যালি-বাইক্রম-৩৯৫—কাণে পূঁয হইয়া অত্যন্ত বেদনা, কাণ হইতে আরম্ভ হইয়া ক্রমশঃ মাথায় ও ঘাড়ে যায়, ঘাড়ের গ্ল্যাণ্ড ফোলে, যে দিকের কাণ সেইদিকের প্যারোটিড গ্ল্যান্ড আক্রান্ত।

মার্কুরিয়স-৪৭০—তীব্র, বেদনা, রক্তমিশ্রিত পূঁয (গন্মীপীড়গ্রস্থ ব্যক্তিদের—এসিড-পাই) বেদনা যন্ত্রণা রাত্রিতে বৃদ্ধি, হরিদ্রা কিম্বা হরিদ্রা-সবুজ মিশ্রিত রঙের পূঁয নির্গমন, গ্রন্থি ফোলা।

মার্ক-ডলসিস-৪৭৮—বহুদিন পর্য্যন্ত পূঁয পড়িয়া বধিরতা।

ফসফরাস-৫৩৫—টিম্প্যানমের বিকৃতিহেতু কালা, নিজের স্বর নিজের কাণে প্রতিধ্বনিত হয়, জোরে কহিলেও মানুষের স্বর শুনিতে পায় না কিন্তু সঙ্গীত স্পষ্ট শুনিতে পায়।

আসাই-৬৫৯—জলের মত তরল দুর্গন্ধ কর্ণস্রাব, কাণে শোঁ শোঁ শব্দ।

পলস-৫৫৮—কাণ দপ্ দপ্ করে, পূঁয ঘন ও হলদে বা একটু সবুজ রঙের।

সাইলি-৫৫৮, ৫৯৯—পূঁয পাতলা অত্যন্ত দুর্গন্ধ টিম্প্যানাই ছিদ্র।

আর্ণিকা—কাণে কাটি পালকাদি দিবার নিমিত্ত পীড়া আরোগ্য না হওয়া।

বোরাক্স-৫৫৮, ১৬৮—পুরাতন কর্ণরোগ, ঘন শ্লেষ্মার মত পূঁয, কাণে ব্যথা।

সলফার-৬১৮—কিছুই শুনিতে পায় না, কাণের ভিতর নানাপ্রকার শব্দ হয়, কাণে ভিতর একজিমা, অত্যন্ত চুলকায়, বধিরতা, কাণে দুর্গন্ধ পূঁয।

ভায়োলা-অডোরেটা-৬৪৬-কাণে পূঁয, কাণের ভিতর বেদনা, শোঁ শোঁ শব্দ, কালা।

আর্জেন্টি-নাই-১১৭—টাইফয়েড জ্বরের পর কালা হইয়া যাওয়া।

মুলেন-অয়েল-৩৬৮—কাণে পূঁযের নিমিত্ত বাহ্য প্রয়োগ।

চিনিনম-সলফ—কাণে প্রচণ্ড গুণ গুণ ঝোঁ ঝোঁ গর্জ্জনের মত শব্দ তৎসহ বধিরতা।

ফর্মিকা-৬৮৫—কাণে গুণ গুণ শব্দ বোধ হয় যেন কাণ ফুলিয়াছে।

স্কুকুম-চক—৬৯৮—মধ্যকর্ণের প্রদাহ, কলতানি বা রসের মত দুর্গন্ধ স্রাব।

ট্যানাসিটাম-৭০০—কাণে বাদ্যধ্বনি ও গর্জ্জনের মত শব্দ, বোধ হয় যেন কাণ হঠাৎ বন্ধ হইয়া যায়।

থিওসিনামিনাম-৭০১—কাণে পূঁয, কালা হওয়া, মধ্যকর্ণ হইতে পুরাতন পূঁয স্রাব, কাণে প্যাঁজ, কাণের অস্থির সঞ্চালন বন্ধ, কর্ণপট পুরু, কাণের স্নায়ুর মধ্যে কোনও প্রকার সৌত্রিক পরিবর্ত্তন হইয়া কালা হইয়া যাওয়া।

চেনোপডি-গ্লসি-য়্যাপিস-৫৪২—কাণের ভিতর কামানের মত শব্দ।

চেনোপডিয়ম-এনথেল-৬৮১—কাণে গুণ গুণ ঝোঁ ঝোঁ শব্দ যেন গাড়ী চলিতেছে।

ন্যাট্রম-সাইলিসিয়া-৬৯২—মাথাঘোরাসহ মধ্যকর্ণের পীড়ায় কালা হইয়া যাওয়া কাণে টুনটুন শব্দ।

প্ল্যান্টেগো-৫৪২—কর্ণপীড়ার সহিত দন্তশূলবেদনা, ইহার আভ্যন্তরিক বা বাহিক প্রয়োগ হয় (কচি লাউ পাতার রস—৪৭০)। ফেরম-ফস-৩ x ও ম্যাগ-ফস ৩ x বিচূর্ণ একত্রে কাণের ভিতর বাহিক প্রয়োগে পূঁয পড়ায় ও বেদনায় উপকার হয়। বহুদিনের

পূঁয পড়ায়—আতা পাতার রস গরম করিয়া কাণের ভিতর দিনে ৩/৪ বার করিয়া দিয়া দেখিবেন। আমার নিকট বাহিক প্রয়োগের নিমিত্ত শামুক প্রভৃতি হইতে প্রস্তুত একটি পেটেন্ট ঔষধ আছে, উহাতেও ভাল ফল পাইবেন, মূল্য প্রতি শিশি ·৭৫ নঃ পঃ।

কণ্ঠনলীর আক্ষেপ।

কুপ্রম-২৯২—হঠাৎ কণ্ঠনলী বন্ধ হইয়া নীলবর্ণ ও ঘন ঘন ফিট।

আয়োড-২৯২—পীড়ার কারণ—দাঁত উঠা কিম্বা অজীর্ণ অথবা থাইমস-গ্রন্থির বিবৃদ্ধি।

ক্যাল-ফস, ক্লোরিণ, ব্রোমিয়ম-২৯২—দাঁত উঠার বিলম্বজনিত পীড়া।

কয়লার ধুমে দম আটকান।

আর্ণিকা-১২২, বোভিষ্টা—১৭০, এমন-কার্ব্ব—৭৯।

কম্পন।

জিঙ্কাম-৬৫১—কোন কঠিন পীড়ায় কম্পন শরীরের নিম্নাঙ্গে বিশেষতঃ পায়ের সবিরাম নড়ন (আর্জেন্টি নাই)।

জেলসি-৩২৮—স্নায়বিক দুর্ব্বলতার জন্য কম্পজ্বরের মত থরথর করিয়া কাঁপে, প্রকৃত পক্ষে জ্বর বা শীত থাকে না। (এব্রোটেন-৯—শরীর কাঁপে)।

ষ্ট্যানম-৬০৫—রাইটার্স-ক্র্যাম্প, লিখিতে আরম্ভ করিলেই ধাক্কা মারিয়া আঙুল সরিয়া যায়, টাইপ-রাইটার্স দিগের পক্ষাঘাত, সম্মুখবাহুর ও হাতের আক্ষেপিক কম্পন, বসিতে যাইলে পা সরিয়া যায় (মন্তব্য ঃ—রাইটার্স-ক্র্যাম্প প্রায় কোনও ঔষধে আরোগ্য হয় না)।

এসিড-সলফ-৩৯—ঠিক দুর্ব্বল নহে, অথচ দুর্ব্বল ব্যক্তির মত শরীর একপ্রকার কম্পন অনুভূত হয়, কোনও কঠিন পীড়া বলিয়া মনে করে।

এগারিকাস-৫৯—তাণ্ডবরোগ বা তাণ্ডব রোগের মত কম্পন, মুখের পেশীর কম্পন হাতের পায়ের পেশী, চক্ষুর পাতা, ঠোঁট ইত্যাদি কম্পন, কোলের মত হইয়া হাত পা নাড়ে।

ষ্ট্রীকনিনাম-৬৯৯—শরীরের প্রবল স্পন্দন, কম্প, জার্কিং.....জিজিয়া-৬৫২—মুখের পেশীর স্পন্দন অন্যান্য পেশীর স্পন্দন—রাত্রে নিদ্রিতাবস্থায় বৃদ্ধি।

*ড্যাফনি-ইণ্ডিকা (Daphne Indica)—শরীরের নানাস্থানে হঠাৎ বিদ্যুৎগতির মত একপ্রকার ধাক্কা (lightining like jerk) অনুভূত হয়।

কোডিনাম-৬৮২—সমস্ত শরীরে কাঁপে, হাতের ও নিম্নাঙ্গের পেশীসমূহ অজ্ঞাতসারে নাচে।

ডরিফোরা-৬৮৩—হস্তপদাদি অঙ্গের কম্পন। শরীর ফুলিয়া যায়, শরীরে জ্বালা।

আর্জেন্টি-মেট-১১৬—লেখকদের আঙুল কাঁপে।

কলিক্-বেদনা

(শূল-বেদনা-৮৮২ পৃষ্ঠা দেখুন)

কাইলিউরিয়া।

(৩৫ পৃষ্ঠায়—এসিড-ফস অধ্যায় দেখুন)—ক্যালকেরিয়া,কার্ব্বো, ডলকামার এসিড-মিউর, আয়োডাম, ষ্টিলিঞ্জিয়া প্রভৃতি ইহার ঔষধ। এই পীড়ায় ও বহুমূত্রে পুরাতন কলাগাছের পেটের রস, থোড় বা কলার এঁটের রস উপকারী। পেট্রোসেলিনিয়মে—দুধের মত প্রস্রাব হয়।

কার্ব্বাঙ্কল।

(বিষব্রণ—৮৪৫ পৃষ্ঠা দেখুন)

কাশি।

(১০৮ পৃষ্ঠায় এরালিয়া অধ্যায় দেখুন, উহাতে সমস্তই পাইবেন)

এসিড-কার্ব্বল-১৭—যে কোনও পীড়ার সহিত হউক অনবরত খুকখুকে কাশি থাকিলে প্রযোজ্য। ইহা হুপিংকাশির একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ, প্রথমাবস্থায় ইহাতেই প্রায় কাশি কমিয়া আসে, পরে কষ্টিকামে সম্পূর্ণ আরোগ্য হয়।

ইপিকাক-২৯০—ঘন ঘন কাশি, গলায় ঘড়ঘড় সাঁই সাঁই শব্দ; কিছুই উঠে না, বমি।

এমন-মিউর-৮১—কাশি চিৎ হইয়া শুইলে ও ডানপাশে শুইলে বাড়ে।

কোনিয়ম-২৭৮—শুষ্ক দম আটকান কাশি—শুইলেই বৃদ্ধি। দিনে আদৌ কাশি নাই; কিন্তু সন্ধ্যায় কিম্বা রাত্রিতে যেন কোথা হইতে উড়িয়া আসে।

ষ্ট্যাফিসেগ্রিয়া-৬০৬—কোনিয়মের বিপরীত, শুধু দিনে ও আহারের পর কাশি।

অসবিয়ম-৫২১—গলা কুট কুট করে, আক্ষেপিক কাশি (মেন্থ, রিউমেক্স)।

ক্যালি-সিয়ানেটাম-৪০৬—একপ্রকার শুষ্ক কাশি, রাত্রিতে ঘুমাইতে পারে না।

হায়োসিয়ামস-২৭৮, ৩৬৯—কাশি শুষ্ক, রাত্রিতে বৃদ্ধি, শুইলে আরও বাড়ে, বসিলে উপশম, আলজিব বাড়ার জন্য কাশি (কাশি শুইলে কম—ম্যাগ মিউর)।

এস্ক্রা-৭৬—কুকুরের আওয়াজের কিম্বা ঢং ঢঙে বা ঢাকের বাদ্যের মত শব্দ হয় সুড়সুড় করিয়া আক্ষেপিক কাশি, রাত্রিতে বৃদ্ধি।

ভার্ব্যাসকম-৬৪৫—কাশি ঘংঘঙে, ঢংঢঙে, গলা ধরিয়া যায়, স্বরভঙ্গ হয়।

আর্জেন্টি-মেট-১১৫—ফ্যারিংসে, লেরিংসে, ব্রঙ্কাইয়ের পুরাতন পীড়া, জোরে হাসিলে, পড়িলে, কাশির উদ্রেক।

বেলেডোনা-১৬৩—আক্ষেপিক শুষ্ক দম আটকান কাশি, গলার ভিতর বেদনা, গরমবোধ, কুকুরের ডাকের মত শব্দ, রাত্রিতে বৃদ্ধি, শক্ত ডেলা সর্দ্দি নির্গমন।

বোরাক্স-১৬৯—কাশিসহ ডানবুকে ব্যথা, শ্বাসবন্ধের ভাব, গয়ারে পচা গন্ধ।

ব্রায়ো (ন্যাট-মিউর)-১৭৬—শুষ্ক কাশি, হলদে গয়ার, রক্তের ছিট, মাথাব্যথা।

রেডিয়ম-৫৬১—শুষ্ক আক্ষেপিক কাশি, গলা শুষ্ক, গলার বেদনা, গলা সুড়-সুড় করিয়া অনবরত কাশি।

কার্ব্বো-২২০—গলায় ইরিটেসনের জন্য দমকা কাশি, কাশির সঙ্গে বুক সাঁটিয়া ধরে; কাশি গরমে কমে, ঠাণ্ডা পানাহারে বৃদ্ধি হয়।

কার্ডুয়াস-২২২—বুকে বেদনাসহ যকৃতের দোষহেতু কাশি।

কষ্টিকাম-২২৮—গলায় বেদনাসহ গলায় সুড় সুড় করিয়া কাশি, কাশির ধমকে প্রস্রাব নিঃসরণ, ঠাণ্ডা জলপানে কাশির উপশম (৭৩ পৃষ্ঠায় এলিউমিনা দেখুন)।

এমন-কার্ব্ব—গলাধরা, গরম ঘরে ও রাত্রি ৩টার কাশির বৃদ্ধি, বুকে জ্বালা, শীতে কাশি, গয়ারে রক্ত, নিশ্বাসে কষ্ট।

রিউমেক্স-২২৮—উক্ত কষ্টিকামের লক্ষণে গলায় বেদনা না থাকিলে।

কক্কাস-২৬১—ল্যারেঞ্জাইটীস, ব্রঙ্কাইটীস প্রভৃতিতে দম আটকান কাশি, অনেকক্ষণ কাশির পর গাঢ় চটচটে গয়ার উঠে, কাশির ধমকে বাহ্যে প্রস্রাব করে, প্রাতে কিম্বা রাত্রি ৩টার পর বৃদ্ধি (ক্যালি-কার্ব্ব)।

ক্যামোক্লেডিয়া-২৭৫—কাশির সময় বাম বুকের নীচে হইতে স্ক্যাপুলা-অস্থি পর্য্যন্ত বেদনা এবং ডানদিকে বুকের বেদনা হাতে ও নীচে আঙুলে পর্য্যন্ত অনুভূত হয়।

ক্রোটন-২৮৮—বালিসে মাথা রাখিবামাত্র আক্ষেপিক কাশি, দম আটকায়, তাড়াতাড়ি উঠিয়া পড়ে, বেড়ার বসিয়া নিদ্রা যায়।

ডলকা-৩০৯—ঠাণ্ডায় জলে ভিজিয়া, গরমের পর ঠাণ্ডা লাগিয়া সর্দ্দি কাশি।

নারসিসাস-৬৯২—কাশি, ব্রঙ্কাইটীস, হুপিং কাশির প্রবল আক্ষেপ।

এন্টিম-ক্রুড-৯৩—পেট গরমের কাশি, প্রাতে, দমকা কাশি।

এমিউমিনা, কষ্টি-৭৩—প্রস্রাব নিঃসরণ কাশি।

এস্ক্রা-৭৫, এমিউমিনা-৭৩—আলজিব বাড়াজনিত কাশি।

ব্যারাইটা-কার্ব্ব-৭৬—আলজিব ও টনসিল বাড়াজনিত কাশি।

এসিড-হাইড্রো-২৩—হৃৎপিণ্ডের পীড়াসহ, ... ইস্কিউ-৫৫—অর্শরোগীদিগের গলায় হয় জ্বালা, কাশিসহ।

ষ্ট্যাফিসেগ্রিয়া-৬০৬—শুধু দিনে ও আহারের পর কাশি।

এন্টিম-সলফ-৯৫—গলা কুটকুট করিয়া কাশি, অনেক গয়ার উঠে তথা যেন বুক পূর্ণ, শ্বাসকষ্ট, প্রতি বৎসর শীতকালে কাশি।

গ্রিণ্ডেলিয়া-৩৪৪—অত্যন্ত শ্বাসকষ্ট, বিছানায় শুইতে না পারা, কাশে অধিক পরিমাণে গয়ার উঠিলে কাশির উপশম।

ইরিওডিকটিয়ন-৬৮৪—হাঁপানি, গলায় সাঁই সাঁই শব্দ, ব্রঙ্কাইটীস, ইনফ্লুয়েঞ্জার পর কাশি, হাঁচিসহ নাসিকার তরুণ সর্দ্দি। ব্রঙ্কিয়াল-থাইসিস।

ইউক্যালিপটাস-৬৮৪—বৃদ্ধদের ব্রঙ্কাইটীস, হাঁপানি, অত্যন্ত শ্বাসকষ্টসহ কাশি ও হাঁপানি ব্রঙ্কোরিয়া সর্দ্দিতে পূঁয শ্লেষ্মামিশ্রিত গয়ার।

ইনিউলা-৬৮৮—শুষ্ক কাশি, রাত্রিতে শুইলেই বৃদ্ধি, লেরিংসে বেদনা, পুরাতন ব্রঙ্কাইটীস, ষ্টার্ণমের নীচে ছুঁচফোটান বেদনা, ঘন সর্দ্দি।

আয়োডাফরম-৬৮৮—ডান ফুসফুসের উর্দ্ধে বেদনা, বুক খুব ভারী, বিছানায় শুইলেই কাশি ও সাঁই সাঁই শব্দ বৃদ্ধি, হার্টের উপর যেন কেহ মুঠা করিয়া ধরিয়াছে, হাঁপানির মত শ্বাসপ্রশ্বাস, হিমপটিসিস।

ইরিডিয়ম-ক্লোরাইড-৬৮৮—গলাধরার সহিত কাশি, কথা কহিলে বৃদ্ধি, হলদে রঙের গয়ার, পুরাতন ল্যারিণ্ জাইটীস।

লিথিয়া-কার্ব্ব-৬৯০—শুইলেই কাশি, বুক সাটিয়া ধরে, নিশ্বাসে বাতাস ঠাণ্ডা মনে করে।

নিকোলাম-৬৯২—শুষ্ক আক্ষেপিক কাশি, গলাধরা, কাশিতে বুকে ছুঁচফোটান বেদনা কাশির ধমকে মাথা ধরিয়া বসিয়া থাকে, হেঁট হইয়া দুই উরুতে হাত রাখিয়া কাশে।

পপুলাস-ক্যানে-৬৯৫—গলা নাক জ্বালা, শুষ্ক কাশির জন্য হেঁট হইয়া বসিয়া থাকে, ফ্যারিংস ও লেরিংস শুষ্ক, স্বরভঙ্গ, গলায় বুকে বেদনা।

সোলেনাম-লাইকোপাস-৬৯৮—স্বরভঙ্গ, স্বরবিকৃত, রাত্রিতে প্রবল শুষ্ক আক্ষেপিক কাশি, তাহাতে সমস্ত রাত্রি অনিদ্রা।

ষ্ট্রীকনিনাম-৬৯৯—ইনফ্লুয়েঞ্জার পর অনবরত কাশি।

কোডিনাম-৬৮২—রাত্রিতে উত্তেজক কাশি, প্রচুর পরিমাণে পূঁযের মত গয়ার উঠে, থাইসিসের কাশি রাত্রিতে বৃদ্ধি।

সিনাপিস-৬৯৭—হাঁপানির মত শ্বাস-প্রশ্বাস, কুকুরের আওয়াজের মত শব্দযুক্ত কাশি, নিশ্বাসে দুর্গন্ধ।

গলা সুড় সুড় করিয়া কাশি—রিউমেক্স—৩৬৯, ৪২৩,......মেন্থা-৩৭০,......কষ্টি—৪২৩, ...বেল—৪২৩,......কাশি শুইলে কম হয়—ম্যাগ্নেসিয়া মিউর,.....বৃদ্ধি—ড্রসেরা—৩৭০...শুইলে কথা কহিলে পানাহার করিলে বৃদ্ধি,—হায়োসি—৩৭০।

ইপিকাক-৩৮৪—ঠাণ্ডা লাগিয়া কাশি, দম আটকান কাশি, ছেলে কাশিতে কাশিতে শক্ত হয়, গলা সাঁই সাঁই করে, বমি হয়।

এসিড-ফস-৬৪—বুকের নিম্নভাগ হইতে কুটকুট করিয়া কাশি, কাশি সন্ধ্যায় ও নিদ্রার পর বৃদ্ধি, প্রাতে গয়ার উঠে, স্বাদ লোণা, রঙ্ হলদে।

ক্যালি-ব্রোম-৩৯৯—গর্ভাবস্থায় রিফ্লেক্স-ইরিটেসনজনিত কাশি এবং রাত্রিকালে হুপিং-কাশির মত একপ্রকার শুষ্ক দমকা কাশি।

ল্যাকেসিস-৪২৩—ব্রঙ্কাইটীস, নিমোনিয়া, হাঁপানি, সকল প্রকার কাশিতে মুখের কাছে জোরে হাওয়া করিলে কিম্বা গলায় কাপড় রাখিলে দমবন্ধের মত হয়।

ম্যাঙ্গেনাম-৪৬০—সন্ধ্যা হইতে যতক্ষণ না শয়ন করে ততক্ষণ পর্য্যন্ত কাশির বৃদ্ধি, শুইলে কাশি থাকে না ; কিন্তু কথা কহিলে, জোরে পড়িলে কাশি বাড়ে।

পেট্রোলিয়ম-৫২৬—একজিমার সহিত কাশি, শিশুদের শুষ্ক কাশি রাত্রিতে শুইলেই আরম্ভ। বুকের মাঝের হাড়ের নীচে ছুঁচফোটান ব্যথা, কাশি বুকের ভিতর থেকে আসে।

ফসফরাস-৫৩০—সন্ধ্যা হইতে মধ্যরাত্রি পর্য্যন্ত কাশির বৃদ্ধি, বামপার্শ্বে ও চিৎ হইয়া শুইলে বৃদ্ধি, বুকে লাগে, বুক ধড়ফড় করে। কথা কহিলে, হাসিলে, আগন্তুক নিকটে আসিলে কাশি বাড়ে। গয়ারের স্বাদ লোণা, মিষ্ট কিম্বা টক।

রিউমেক্স-৫৭৪—অনবরত শুষ্ক কাশি, গলা সুড়সুড় বা কুটকুট করিয়া কাশি, বা পরিবর্ত্তনে, সন্ধ্যায় শয়নের পর , বামপাশে শুইলে, মুখে ঠাণ্ডা বাতাস প্রবেশ করিলে কাশি বৃদ্ধি।......অসমিয়ম-৫২১।

স্যাঙ্গুনেরিয়া-৫৮১—রাত্রিতে ভয়ঙ্কর শুষ্ক কাশি, ঘুমাইতে পারে না, উপশমের জন্য উঠিয়া বসে, তাহাতেও কাশির উপশম হয় না, ঢেকুরে বা বায়ুনিঃসরণে একটু কমে, শ্বাস-ফেলা, শ্বাসকৃচ্ছ্রতা কাঠচেরার মত নিশ্বাসে শব্দ, গলাধরা, শুষ্ক কাশি, শুইলেই বৃদ্ধি তজ্জন্য বসিয়া থাকে। *** উদরাময়ের সঙ্গে কাশি বা হুপিং-কাশি, স্ত্রীলোকদের ঋতু ও গোলযোগসহ কাশি এবং অজীর্ণ পীড়াসহ হাঁপানি-কাশিতেও ইহা উপকারী। প্রাতে শয্যাত্যাগের পর একটু এদিক ওদিক করিলেই কাশি বাড়ে।

ম্যাগ-কার্ব্ব-৪৫৫—গলা কুটকুট করিয়া কাশি, লোণাস্বাদ বিশিষ্ট রক্তমিশ্রিত গয়ার শুকে বেদনা, শ্বাসকষ্ট, হাঁইপাঁই করে।

সিলা-৫৫৪—কাশির সময় হাঁচি, চক্ষুতে জল পড়ে, কাপড়ে প্রস্রাব করিয়া ফেলে।

সিনিসিও-৫৯০—ঋতুবন্ধ হইয়া কাশি, কাশির সহিত রক্ত, ঋতুবন্ধ হইলেই কাশি বাড়ে এবং স্রাব আরম্ভ হইলে কাশি কমে।

থুজা-৩৫—আহার করিয়া উঠিবামাত্র কাশি, কাশিতে ক্লান্ত হইয়া পড়ে।

ষ্ট্যানম-৬০৪—চরিত্রগত লক্ষণ দেখুন। কাশি গভীর, ঘড়ঘড়ে, উপর্য্যুপরি ৩ বার কাশে (২ বার কাশে—মার্কুরিয়স)।

এমন-ব্রোম—গলা কুটকুট করিয়া আক্ষেপিক, শুষ্ক কাশি রাত্রে অধিক, রাত্রে শুইবার পর অনবরত কাশি, হুপিং-কাশি, রাত্রি ৩টায় কাশির ধমকে উঠিয়া পড়ে।

ল্যাক্-ক্যানাইনাম-৪২০—গলা সদাই কুটকুট করে ও কাশি হয়।

হুপিং কাশি ঃ—

(ব্রাহ্মী শাকের রস হুপিং-কাশির ঔষধ, ১৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। আক্ষেপিক প্রবল কাশিতে অর্থাৎ হুপিং-কফে আদত চন্দন তৈল ২/৩ ফোঁটা, চিনি বা বাতাসার সহিত সেবনে অতি অল্প সময়েই উপকার হয় (ওলিয়ম-স্যান্টাল দেখুন)।

হুপিং-কাশি ও রক্তস্রাব-আর্ণি, বেল, এসিড-কার্ব্বল, ক্লোর‍্যাল, ক্রোটে, ককসি, ড্রসেরা, ইপি—১১০। গয়ারে রক্তের ছিট—আর্ণি, বেল, ইপি, ফস, ফেরম।

এসিড-কার্ব্বল-১৭—হুপিং কাশিতে নিম্নশক্তি ৬ষ্ঠ প্রয়োগে খুব শীঘ্র উপকার হয় পরে—কষ্টিকাম দিবেন।

আর্ণিকা-১২৩—কাশির পূর্ব্বে কাঁদে, রাগিলেই কাশে, নাক ও চোখ দিয়া রক্ত পড়ে, চাপ রক্ত মুখ দিয়ে উঠে (কাশির পর কাঁদে—ক্যাপসি-১১৬, ১৬৩)....বেল, ১৬৩—গলায় বেদনার জন্য কাশির পূর্ব্বে কাঁদে, আক্ষেপিক কাশি, মুখ লালবর্ণ হয়, অনেকক্ষণ কাশির পর শক্ত ডেলা-রক্তমিশ্রিত সর্দ্দি উঠে।

সিনা-২৪৬—কাশিতে কাশিতে ছেলে শক্ত হয়, গলায় ঘড়ঘড় শব্দ করে।

ককসিনেলা-২৫৮—হুপিং বা আক্ষেপিক কাশি, প্রবল কাশি নিবৃত্তি হইবামাত্র মুখ দিয়া হড়হড়ে লালা—দড়ির মত লম্বা হইয়া বাহির হয়।

থাইমস-৭০১—হুপিংয়ে ভয়ানক আক্ষেপিক কাশি, সামান্য সর্দ্দি উঠে।

ক্যাষ্টোনিয়া-ভেস্কা—৬৮২—হুপিং-কাশির প্রথমাবস্থায় অত্যন্ত আক্ষেপিক কাশি।

সম্ফসিনাম-৭০০—হুপিং-কাশি, কাশিতে ভয়ানক আক্ষেপ, অল্প সর্দ্দি উঠে।

নার্সিসাস-৬৯২—হুপিং কাশিতে প্রবল আক্ষেপিক কাশি।

কক্কাস-২৬১—প্রাতে নিদ্রাভঙ্গের পর কাশির বৃদ্ধি, বমি করে, সর্দ্দি আঠার মত, মুখে দড়ির মত লম্বা হইয়া ঝোলে, হুপিং-কাশির পর ব্রঙ্কাইটিস।

কোরালিয়ম-৩০৬, ২৮০—হুপিং বা আক্ষেপিক কাশি, মুখ নীলবর্ণ ও বমি হয়, বমিতে দড়ির মত শ্লেষ্মা উঠে, নাক মুখ দিয়া রক্ত বাহির হয়, তদ্ভিন্ন—প্রতি মিনিটেই কাশে, দিনে ঘন ঘন খুকখুকে কাশি, রাত্রিতে ভয়ঙ্কর আক্ষেপিক কাশি, গলায় কোঁ কোঁ শব্দ হয়, প্রত্যেক ঋতু পরিবর্ত্তনে কাশি আরম্ভ।

কুপ্রম-মেট-২৯০—অনেকক্ষণ স্থায়ী আক্ষেপিক কাশি, দমবন্ধের মত হয়, মুখ নীল এবং শরীর শক্ত ও কাঠের মত হয়, হাত-পা খেঁচে, বমি হয়।

ড্রসেরা-৩০৫—হুপিং বা তৎসদৃশ কাশি, খুব ঘন ঘন কাশে, এক-একবার কাশির প্রবল ঝোঁক আসে, রাত্রি দ্বিপ্রহরের পর বৃদ্ধি, বালিশে মাথা দিলেই কাশি, কাশির ধমকে বমি-ব্যহ্যে, কুকুরের আওয়াজের মত কাশি—(ন্যাপ্থালাইনের পর—ড্রসেরা, তৎপরে সিনা—উৎকৃষ্ট ফলদায়ক), ড্রসেরার উপকার না হইলে মিনিয়্যান্থিস। ড্রসেরা—১× শক্তি, বেল ৩×, পর্য্যায়ক্রমে দিনে ৫/৬ বার দিতে পারেন।

ইউফোর্ব্বিয়া-ল্যাথাইরিস-৩১৬—হুপিং-কফের মত কাশি হইয়া শেষে প্রকৃত হুপিং কফে পরিণত হয়, কাশিতে কাশিতে বাহ্যে বমি করে।

কষ্টিকাম-২২৬—অন্য ঔষধে প্রবল আক্ষেপ উপশম হইবার পর অবশিষ্ট কাশি।

মিফাইটীস-৩০৬—রাত্রিতে শুইলে বৃদ্ধি, কাশির শেষে হুপ শব্দ, কাশির সময় যেন দম বন্ধ হয়, আহারের অনেক পরেও কাশিয়া ভুক্তদ্রব্য বমি।

মস্কাস-৪৮৪—কাশিতে কাশিতে দম বন্ধ হয়, গলা ঘড়ঘড় করে।

ন্যাপ্থালাইন-৪৯০—অনেকক্ষণ কাশে, বেদন হইয়া পড়ে, বারে অনেকবার কাশে, এক-একবার এত ঘন ঘন কাশি হয় যে, শ্বাসগ্রহণের সময় পায় না।

ভার্ব্যাসকম-৬৪৫—কাশির শব্দ ঢঙঢঙে, স্বরভঙ্গের মত হয়।

ট্রাইফোলিয়ম-৬৩৪—হুপিং-কাশি বা অন্য কোনও প্রকার আক্ষেপিক কাশিতে রাত্রিতে ভয়ঙ্কর কাশির বৃদ্ধি।

ষ্ট্রামোনিয়ম-৬১১—আক্ষেপিক হুপিং-কাশি।

ষ্ট্রাফিসেগ্রিয়া-৬০৬—শুধু দিনের বেলায় ও আহারের পর কাশি।

কুপ্রম-সলফ-২৯৪—অনবরত আক্ষেপিক কাশি, রাত্রিতে বৃদ্ধি।

ব্রোমিয়ম-৩৮০—পৃষ্ঠায় দেখুন।

সিনাপিস-৬৯৭—হাঁপানির মত শ্বাস-প্রশ্বাস, কুকুরের আওয়াজের মত জোরে কাশি।

ক্যাসটেনিয়া-ভেস্কা-৬৮২—হুপিং কাশির প্রথমাবস্থায় আক্ষেপিক শুষ্ক কাশি।

কামোত্তেজনা।

মিউরেক্স-৪৮৫—একটু স্পর্শেই কামপ্রবৃত্তি জাগিয়া উঠে; সময়ে ইহা এত অধিক বলবতী হয় যে জ্ঞানবুদ্ধি লোপ পায়।

প্লাটিনা-৫৪৪—যোনিদেশ, তলপেট সুড়সুড় করে তাহাতে কামোদ্রেক হয়।

ক্যালেডিয়ম-৫৪৪—যোনিতে ছোট ছোট ক্রিমি প্রবেশ করে, সুড়সুড় করে, কামোদ্রেক প্রবল হয়। ....এষ্টিরিয়াস-১৪০—স্ত্রীলোকের প্রবল কামোচ্ছা।

অরিগেনাম-১০০৫—অতিরিক্ত হস্তমৈথুনের ইচ্ছা ও ইন্দ্রিয়ের উত্তেজনা। ইহা স্ত্রীলোকের দুর্দ্দমনীয় কামেচ্ছার উৎকৃষ্ট ঔষধ (Ferula Glauco)।

কিডনীর পীড়া।

(থেরাপিউটিক্সে পাথরী ও প্রস্রাবের পীড়া দেখুন)

বার্ব্বেরিস-১৬৫—কিডনীর স্থানে বুজবুজ করে, মূত্রথলী হইতে মূত্রনলী পর্য্যন্ত ব্যথা, প্রস্রাবে জ্বালা, কোমরে বেদনা।

হিডিওমা-৬৮৬—কিড্নী থেকে মূত্রথলী পর্য্যন্ত টানিয়া ধরা বেদনা, বাম ইউরেটারে বেদনা, বাম কিড্নীর উপরে বেদনা ও জ্বালা।

মার্ক-সল-৪৭৫—পিঠের দিকে কোমরের দুই পার্শ্বে তীব্র বেদনা, যন্ত্রণা, বার বার প্রস্রাবের ইচ্ছা, স্বল্প প্রস্রাব বা প্রস্রাব বন্ধ, প্রস্রাবের সময় কোঁথানি, বেগ, প্রস্রাবসহ রক্তপূঁয, শ্লেষ্মা-নির্গমন, বমি, কাঁপ দিয়া জ্বর।

এসিড-পিক্রিক-৩৬—কিড্নীর প্রদাহে ফসফেট, ইউরিক, এলবুমেন।

জিঙ্কাম-৬৫০—ফ্লোটিং-কিড্নীর উপসর্গ জনিত কতিপয় পীড়া।

কেশের পীড়া।

চুল উঠিয়া যায়, টাক পড়ে—এসিড-ফ্লোর-২০,.......চুলের ডগা জড়াইয়া জটা বাঁধে—বোরাক্স-১৮৭......কঠিন পীড়ায় বা প্রসবের পর চুল উঠে—কার্ব্বো-২২০।

লাইকো-৪৫১—অপরিণত বয়সে চুল পাকে, মাথার চাঁদিতে টাক পড়ে এবং অন্য দিকের চুল বাড়ে, প্রসবের পর চুল উঠা, পেটের পীড়া হইয়া নেড়া।

সেলিনিয়ম-৫৮৯—চুল আঁচড়াইবার সময় চুল উঠিয়া যায়, চাঁদিতে টাক পড়ে, তথাকার চামড়া চক্চক্ করে, জ্বর বা দুর্ব্বলকর পীড়া ভোগের পর মাথায় চুল উঠা। ভ্রূ, দাড়ী ও লিঙ্গস্থানের চুল উঠা।

জ্যাবোরাণ্ডি-৩৮৯—টাকরোগে বাহ্যিক প্রয়োগ। মাথায় দাদ—টেলুরিয়ম।

ব্যারাইটা-কার্ব্ব-১৫১—অল্পবয়সে টাক পড়ে, মাথার চাঁদির চুল উঠিয়া যায়।......কঠিন তরুণ পীড়াভোগের পর চুল উঠা....চায়না, ফেরম, কার্ব্বো, লাইকো সাইলি।....প্রসবের পর—ক্যালকে, লাইকো, ন্যাট্রম-সলফ।.....মাথায় অনবরত ঘামের জন্য—মার্কুরিয়স, ...চর্ম্মপীড়ার জন্য—সার্সা, থুজা (এরাণ্ডো দেখুন)।

দ্রষ্টব্য—মাথার চুল পাকায়—মাথায় যে চুলগুলি পাকিয়াছে তাহা তুলিয়া ফেলিয়া শ্বেত অথবা লাল করবীর মূলের কিছু ছাল কাঁচা দুধ দিয়া বাটিয়া ৫/৬ দিন মাথায় মাখিলে ও মধ্যে মধ্যে এই প্রকার করিলে চুলপাকা বন্ধ হয়। চুল উঠিলে—আর্ণিকা, θ—১ ড্রাম—১ ছটাক ক্যাষ্টর অয়েলে মিশাইয়া মাথায় মাখিবে এবং রীটাফলের ফেনা দিয়া মাথা ধুইবে।

আন্দাজ আধ পাঁইট জলে ১ আঃ বে-রম (Bay Rum) এবং অরলেক্স কম্পাউণ্ড (Orlex Co) ১টি ছোট বাক্সে যাহা থাকে সংমিশ্রিত করিয়া উহাতে সিকি আউন্স গ্লিসারিণ মিশাইয়া সপ্তাহে দুইবার মাথায় মাখিলে পাকা চুল কাল হয়। ইহা চটচটে বস্তু নহে এবং সহজে উঠিয়া যায় না। এই দ্রব্যটি কতিপয় সংখ্যা "আনন্দবাজার পত্রিকায়" একবার প্রকাশিত হইয়াছিল।

কুষ্ঠব্যাধি

এনাকার্ড-অক্সি-২৭৪—আক্রান্ত চর্মে স্পর্শানুভব শক্তি থাকে না, অসাড়।

হাইড্রাকোটাইল-৩৬৬—প্রথমে চর্মে লালবর্ণের দাগ হইয়া ফুলিয়া পরে ক্ষত এবং চর্ম্ম খসিয়া পড়িবার উপক্রম হয় (ইহাতে চর্ম্ম অধিক পুরু ও মোটা হয়)।

পাইপার-মেথিষ্টি-৩৬৬—প্রথমে চর্ম্মের কোনও এক অংশে আঁসের মত একটা পর্দ্দা পড়ে, পরে সেই পর্দ্দা উঠিয়া যায় ও তথায় একটি সাদা দাগ পড়ে, ঘা হয়।

হোয়াং-নান (Hoang nan)-৩৬৬—ইহাতে কুষ্ঠব্যাধির ক্ষতাদি শীঘ্র আরোগ্য হয়।

কুকুম-চক-৩৬৬—অন্ততঃ ২/৩ মাস ব্যবহার করিতে হইবে (ক্যালেট্রপিস দেখুন)।

কমোক্লেডিয়া-২৭৪—কেহ কেহ বলেন ইহা কুষ্ঠ ব্যাধির উৎকৃষ্ট ঔষধ।

দ্রষ্টব্য ঃ—কেহ এই রোগে আক্রান্ত হইলে তাহাকে পরিবারবর্গের সংস্রব হইতে সম্পূর্ণ পৃথক অবস্থায় রাখিয়া এবং তৈল, মাছ, মাংস, ডিম, কাঁকড়া, মদ্যপান, স্ত্রী-সঙ্গমাদি ত্যাগ করাইয়া চিকিৎসা করিতে হইবে। এই পীড়ায় আজকাল এলোপ্যাথেরা চাউলমুগরা ইনজেকসন করিতেছেন। ধবল বা শ্বেতকুষ্ঠ—উহা পৃথক পীড়া, তজ্জন্য উহা উহার স্থানে পাইবেন। কুষ্ঠের জন্য—এজাডিরেক্টা ঔষধটি ভারতীয় ঔষধের মধ্যে দেখুন।

কোলাইটীস।

আমাশয়ের সহিত এই পীড়ার ভ্রম হয়, কোলাইটীসে—ঘন ঘন বাহ্যে, আম ও রক্তবাহ্যে, কোঁথানি, পেটে অসহ্য বেদনা, বৃহদন্ত্রের উপর স্পর্শকাতরতা বেদনা অত্যন্ত থাকে, ইহাতে বাহ্যে পরিমাণে কিছু অধিক হয় ; রক্তামাশয়ে—বেদনাদির উক্ত সমস্ত লক্ষণ থাকিলেও তাহাতে বাহ্যে পরিমাণে অতি অল্প, অনেক সময় হয়ত বাহ্যে হয়ই না, শুধু ২/১ বিন্দু রক্ত বা আম বাহির হয়। জ্বর কখনও থাকে কখনও থাকে না। কোলাইটীশে জ্বর থাকে। ঔষধ—রক্তামাশয়ে লিখিত সমস্ত ঔষধই এই কোলাইটীসে প্রয়োজন হয়।

কোষ্ঠবদ্ধ।

(এসিড-গ্যালিক অধ্যায়—২১ পৃষ্ঠা দেখুন)।

মার্ক-ভলসিস-৪৭৮—১ × বিচূর্ণ, ২/৩ গ্রেণ মাত্রায় প্রতি ঘণ্টায় জলসহ সেব্য।

শিশুদের এলিউমিনা, হাইড্রাষ্ট, ম্যাগ-মিউর, নক্স। মুক্তাঝুরির পাতা হাতে পিসিয়া মলদ্বারের ভিতর চাপিয়া বা গ্লিসারিণ-সপোজিটারী দিলে বাহ্যে হয়।

৩/৪ দিন অন্তর মলত্যাগ—ক্যালি-কার্ব্ব, ম্যাগ-মিউর, ফস,.....৪/৫ দিন অন্তর একবার—এসিড-পিক্রিক,.....৫/৬ দিন অন্তর একবার—ন্যাট-মিউর,.....৫/৭ দিন অন্তর একবার, এনিমা প্রয়োগে—সাইলি,......২/৩ দিন পর্য্যন্ত মলত্যাগের ইচ্ছা থাকে না—এলিউমিনা—৭২,.......৮ দিন অন্তর একবার—প্লম্বম....সপ্তাহকাল ইচ্ছা থাকে না—এলিউমিনা,.....সপ্তাহে একবার—ওপিয়ম। শিশুদের কোষ্ঠবদ্ধে—ভেরেট্রম-এলব। পর্য্যায়ক্রমে উদরাময় ও কোষ্ঠবদ্ধ—এন্টিম-ক্রুড, চেলি, হাইড্রাষ্ট, নক্স, পলস,.....শুষ্ক মলের নিমিত্ত মলদ্বার দিয়া রক্ত নির্গমন—এলিউমি, ন্যাট-মিউর,.....নিস্ফল বেগ, বাহ্যে খোলসা হয় না—এনকার্ড, কষ্টি, নক্স-ভম, সাইলি, সলফ,......ছাগল নাদির মত—এলিউমিনা, ম্যাগ-মিউর, ন্যাট-মিউর, ওপি, প্লম্বম,......মলের উপর আমজড়িত—এলিউমিনা, এমন-মিউর, গ্র্যাফা, কষ্টি, হাইড্রাষ্ট, ম্যাগ-মিউর, ওপি।

কষ্টিকাম-২২৯—ঘন ঘন বেগ, বাহ্যে হয় না, অত্যন্ত বেগ দিতে হয়, দাঁড়াইয়া বাহ্যে করিলে তবে একটু বাহ্যে হয়, শিশু-লিভার পীড়ায় কোষ্ঠবদ্ধ, অর্শে কোষ্ঠবদ্ধ।

এলিউমেন-৭১—২/৩/৪ দিন মলত্যাগের ইচ্ছা থাকে না, বেগ দিয়া মল বাহির করিবার ক্ষমতালোপ, গোল মার্ব্বেলের মত মল, বাহ্যের পর মলদ্বারে চুলকানি ও বেদনা।

সেনা-৫৯২—জীর্ণ জীর্ণ ও পেশীক্ষীণ ব্যক্তিদের কোষ্ঠবদ্ধ।

এলিউমিনা-৭২, ৪৬১—বাহ্যের সময় অত্যন্ত বেগ দিতে হয়, তরল মলও বেগ না দিলে সহজে নির্গত হয় না। স্তন্যপায়ী শিশুদের কোষ্ঠবদ্ধ, যাহারা বোতলে করিয়া দুগ্ধপান করে তাহাদের কোষ্ঠবদ্ধ।

এমন-মিউর-৮১—দুরারোগ্য মল কাঠিন্য, মল যেন গুঁড়াইয়া বাহির হয়, পেটে বায়ু জমে, পেট গড়্‌গড়্ করে, বায়ু নিসৃত হয়, মলে কখনও আম থাকে।

এনাকার্ড-৮৬, ৪৫১—বাহ্যের বেগ আসে; কিন্তু মলত্যাগের চেষ্টা করিলেই বেগ চলিয়া যায়, উহার সহিত বোধ হয় যেন মলদ্বারে কিছু বুজী দেওয়া আছে, কোঁথ দিতে হয়।

এন্টিম-ক্রুড-৯৩—বৃদ্ধদের কোষ্ঠবদ্ধ ও উদরাময় পর্য্যায়ক্রমে।

ষ্ট্যাফিসেগ্রিয়া—২/৩ ফোঁটা মাত্রায় সকাল সন্ধ্যা দুইবার সেব্য।

গ্র্যাফাইটীস-৩৩৮—মল খুব শক্ত ; গাঁট গাঁট, বড় (খুব বড়—সলফার), মলের গায়ে আম জড়িত, অতি কষ্টে বাহ্যে হয়, বাহ্যের পরে মলদ্বারে টাটানি বেদনা।

হাইড্র্যাসটীস-৩৬৪—শিশুদের, বৃদ্ধদের অভ্যাস বশতঃ জোলাপ লইবার পর, অর্শপীড়াগ্রস্ত ও হাঁপানি রোগীর গর্ভাবস্থায় ও প্রসবের পর—কোষ্ঠবদ্ধ; হামের পর চট্‌চটে বাহ্যে, শক্ত গুটলে মলের গায়ে আঠার মত পদার্থ জড়ান থাকে।

ল্যাক-ডিফ্লোর-৪২১—অনেক বেগ দিলে তবে বাহ্যে হয়, মলদ্বার ফাটিয়া যায়।

ওপিয়ম-৫১৮—ইচ্ছা বা বেগ একেবারে থাকে না, মল—শক্ত-কাল-গুটলে। সাধারণ কোষ্ঠবদ্ধে কিম্বা টাইফয়েড-জ্বরাদির কোষ্ঠবদ্ধে—ডাঃ ফ্যারিংটন—৩০ শক্তি, ৩ ঘন্টা অন্তর দিনে ৪/৫ বার, যে পর্য্যন্ত না পেটে বেদনা আসে সেবন করিতে বলেন।

ব্রায়োনিয়া-৪৫১, ১৭৬, ৫১৮—শুষ্ক বড় ন্যাড়, (শ্লৈষ্মিক-ঝিল্লীর শুষ্কতাহেতু কোষ্ঠবদ্ধ)।

ম্যাগ-মিউর-৪৫৬—মল কঠিন, বড় বড় গোলার মত, শুষ্ক বাহির হইবার সময় গুঁড়া হইয়া যায়, কখনও ক্ষুদ্র গাঁট গাঁট, ভেড়ার নাদির মত, তাহার উপর সাদা আম জড়িত (শিশুদের দাঁত উঠিবার সময় কোষ্ঠবদ্ধ)

ন্যাট-মিউর-৪৯৪—বড় বড় ন্যাড়, মল অত্যন্ত শুষ্ক, সহজে নির্গত হয় না, খুব জোরে বেগ দেয়, মলদ্বার ফাটিয়া রক্ত পড়ে।

এলিউমি, ভেরেট, সাইলি-৪৯৪—গুহ্যদ্বারের ক্রিয়াহীনতার জন্য কোষ্ঠবদ্ধ।

নক্স-ভমিকা-৫০৭—অনবরত মলত্যাগের ইচ্ছা, আদৌ কোষ্ঠ পরিষ্কার হয় না, মনে করে আর একটু বাহ্য হইলে ভাল হইত।

ক্যাসকেরিলা-২২৩—মল শক্ত, গুটলে, গায়ে আম জড়িত।

প্লম্বম-৫১৮, ৫৪৬—শক্ত কাল গুটলে মল, মলদ্বারের সঙ্কোচন জন্য কোষ্ঠবদ্ধ।

প্ল্যাটিনা-৫৪৪—ভীষণ কোষ্ঠবদ্ধ, কিছুতেই বাহ্যে হয় না, যেন মলদ্বারে কি একটা পদার্থ আছে, উহা কিছুতেউ বাহির হইতেছে না, গর্ভাবস্থায় কোষ্ঠবদ্ধ।

সিপিয়া-৫৯৪—প্রতিবার কোঁথ দিবার সময় গোগগুল বাহির হয়, তরল মলও কষ্টে নির্গত হয়, বাহ্যের পরেও বোধ হয় যেন মলদ্বার পূর্ণ।

ভেরেট্রম-এল্ব-৬৪৪—মল খুব শক্ত ও বড় ন্যাড়, পেটে বেদনা।

ভলিকস-৩০৫—শিশুদের দাঁত উঠিবার সময় কিম্বা গর্ভাবস্থায় কোষ্ঠবদ্ধ।

ফিউকাস-ভেসিকিউ-৩২৫—ভীষণ কোষ্ঠবদ্ধ।

ফেরম-সিয়ানে ৩২২.... ফিলিক্স-মাস-৩২৫—কোষ্ঠবদ্ধের ঔষধ।

এষ্টিরিয়াস-১৪০—ভীষণ কোষ্ঠবদ্ধ, বাহ্যের চেষ্টা হয়, পায়খানায় যাইলে বাহ্যে হয় না।

সিলিকা-মেরিণা—৫৯৯—৩ ×, ৫/৬ গ্রেণ মাত্রায় গরম জলসহ প্রত্যহ ২/৩ বার কিছু অধিক দিন সেব্য।

ফিউকাস-ভেসিকিউ-৬৮৫—১ ড্রাম টিংচার, একটু জলসহ দিনে ৩ বার।

স্যানিকিউলা-৬৯৬—মল বড় ন্যাড়, সমস্ত মলদ্বারে ও পেরিনিয়মে বেদনা, পেটে অধিক মল না জমিলে বাহ্যের বেগ আসে না, বাহ্যের জন্য অত্যন্ত বেগ দিতে হয়।

দ্রষ্টব্য ঃ—ইসবগুলের ভূষি এক হইতে ২ ভরি মাত্রায় একটু গরম দুগ্ধসহ মিশাইয়া প্রত্যহ রাত্রিতে শুইবার সময় খাইলে প্রাতে কোষ্ঠ পরিষ্কার হয়, ইহাতে কোনও অপকারের সম্ভাবনা নাই। মৎকৃত প্র্যাকটিসনার্স গাইডে "কোষ্ঠবদ্ধ" দেখুন।

ক্রিমি (worms.)

২৪৪—পৃষ্ঠা—সিনা অধ্যায় দেখুন :

ফলিক্স-মাস-৩২৫—ফিতাক্রিমি, ক্রিমিশূল বেদনা, পেটে খামচানি বেদনা, বাহ্য বমি, নাকচুলকান।.....সূত্র -ক্রিমি—টিউক্রি, স্পাইজে, ইউফর্বি, ষ্ট্যানম।

গ্র্যাণেটাম-৩৩৭—মুখে জলউঠা, গা-বমি মাথাঘোরা, ক্ষীণদৃষ্টি,রাক্ষুসে ক্ষুধা, গরহজম শরীর শুষ্ক,পেট বেদনা, নাভির স্থানে বেদনা, ফোলা,নখ খোঁটা, চেহারা হলদে বা ফেকাসে।

ন্যাপ্থালাইন-৪৮৯—ক্রিমি থাক বা নাই থাক, অনবরত নাক চুলকায়, নাক খোঁটে, নাকে হাত দেয়।—ক্রিমির জন্য শ্বেত-প্রদর—ক্যালেডি।

স্যাবাডিলা-৫৭৫—ক্রিমি তজ্জনিত উপসর্গ এবং শিশু-উদরাময়, ক্রিমিজনিত জ্বর।

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ক্রিমি—ষ্ট্যানম-৬০৫.... ক্রিমির জন্য শিশুর তড়কা—ইণ্ডিগো-২৪৪,....কুপ্রম-অক্সাইডেট-নায়গ্রা-১ × শক্তি, সকল প্রকার ক্রিমির মহৌষধ—২৪৪,....লম্বা কেঁচোর মত ক্রিমিতে ও হুক্‌ওয়ারমে—চেনোপোডিয়ম—২৪৪,....সকল প্রকার ক্রিমি—স্যান্টোনাইন—২৪৪।....মুখ দিয়া ক্রিমি নির্গমন—চায়না—২৫২।

চায়না-২৫২—উদরাময়ে, ওলাউঠায়—বাহ্যে বমি, কেঁচোর মত বড় বড় ক্রিমি।

ন্যাট্রম-ফস-৪৯৯—ঘুমাইয়া দাঁত কিড়মিড় করা ক্রিমির লক্ষণ।

কোয়াসিয়া-৫৬১—কোয়াসিয়ার ক্বাথ মলদ্বার দিয়া পিচ্‌কারী প্রয়োগ।

ইগ্নেসিয়া-৩৭৭—ছোট ছোট ক্রিমি মলদ্বারে সুড়সুড় করে ও অত্যন্ত চুলকায়, ইহা ছোট ছোট শিশুদের পীড়ায় উৎকৃষ্ট ঔষধ।

ইউফর্ব্বিয়া-করোলেটা-৩১৬—মলদ্বারে অসহ্য চুলকানি, শিশু সমস্ত রাত্রি চীৎকার ও ছটফট্ করে।

স্যাঙ্গুনেরিয়া-৫৮১—অত্যন্ত কষ্টসহ ক্রিমি বমন।

আর্টিষ্টা-ব্যাডিক্স-৬৫৯—ক্রিমিজনিত নানা উপসর্গ ; উদরাময়, অতিসার ঔদরাময়িক-কলেরা ; উদরশূল, অম্ল ও পিত্তশূল বেদনা।

এস্থেলিয়া-৬৬৬—অজীর্ণ, অতিসার, পেটফাঁপা, ক্রিমিজনিত পীড়া।

চেনোপোডিয়ম অয়েল—ইহার ৮/১০ ফোঁটা মাত্রায় একটু গরম দুধে বা জলে, কিম্বা কোন তরল বস্তুসহ ২ ঘন্টা অন্তর মাত্র একদিন ৩বার খাওয়াইলে বিনা কষ্টে সমস্ত বড় বড় ক্রিমি নির্গত হইয়া যাইবে, ইহা সেবনের পর জোলাপ লইতেই হয় না, বাহ্যে স্বাভাবিকই হইয়া থাকে। মূল্য ১ ড্রাম—২ টাকা। ইহা স্যান্টোনাইন প্রভৃতি অপেক্ষাও উৎকৃষ্ট ঔষধ। এই ঔষধটি প্রত্যেকবার সেবনের পর কিছু ফল ইত্যাদি আহার করিবে এবং শেষবার সেবনের আন্দাজ ২/৩ ঘন্টা পরে ভাত খাইতে পারিবে। শিশুদের মাত্রা—৫/৬ ফোঁটা ঔষধ সেবনের পর শিশু একটু আচ্ছন্নভাবে থাকিলে কোন ভয় করিবেন না।

ক্রন্দন।

মর্ফিয়া-৪৮৩ ক্রমাগত কাঁদে, কাহারও সঙ্গে কথা কহিতেও কাঁদে।

সাইপ্রিপিডিয়ম-২৯৭—শিশু দিনেরবেলায় বেশ হাসে, খেলা করে, রাত্রি হইলেই চীৎকার, কান্না, বাড়ীর লোক বিরক্ত হয়।

জেলাপা-৩৯০—শিশু দিবারাত্রি কাঁদে কিম্বা দিনেরবেলায় বেশ চুপ করিয়া থাকে রাত্রিতে চীৎকার করিয়া কাঁদে। ইহার বাহ্যেতে টক্‌গন্ধ থাকে।

বোরাক্স-১৬৮—শিশু ঘন ঘন প্রস্রাব করে প্রস্রাবের সময় কাঁদে।

ক্যামোমিলা—২৩১—শিশু নিয়ত ঘ্যান ঘ্যান করে ও কাঁদে।

এন্টিম-ক্রুড-৯১—কেহ শিশুর গায়ে হাত দিলে বা তাকাইলে ক্রুদ্ধ হয়, কাঁদে, বয়স্ক ব্যক্তিদের কথায় কথায় কান্না।

সিনা-২৪৫—শিশুর কেবল কোলে বেড়াইতে ইচ্ছা, গায়ে হাত দিলে কাঁদিয়া অস্থির, ...এন্টিম-টার্ট-৯৬—কেবল কোলে উঠিয়া বেড়াইতে চায়, স্পর্শ করিলেই কাঁদে, চিকিৎসককে নাড়ী দেখিতে দেয় না।

ইগ্নেসিয়া-৩৭৪—শোক দুঃখ কখনও প্রকাশ করে না, মনে মনে কাঁদে।

পলস-৫৫৩—নম্র ধীর, অভিমানী, সহজেই কাঁদিয়া ফেলে।

নাট্রম-মিউর-৪৯১—বিমর্ষ, রোদনপরায়ণ, সান্ত্বনায় দুঃখ আরও বাড়ে।

কোমা (অজ্ঞানাবস্থা)।

এসিড-সলফ-৩৯—সুরা বা স্পিরিট সেবনে অজ্ঞান।

ইউফর্বিয়া-ল্যাথাইরিস-৩১৬—বিকার, অভিভূতভাব, সম্পূর্ণ অজ্ঞান।

সাইকিউটা-২৪২—মস্তিষ্কের পক্ষাঘাতজনিত সম্পূর্ণ জ্ঞানলোপের সহিত ফিট্ তড়্কা, আক্ষেপ।...নক্স—২৪২—ঐ জ্ঞানসহ।

ক্লোর‍্যাল-হাইড্রেট-২৩৯—মূর্চ্ছাপ্রাপ্ত হইয়া কয়েক ঘন্টা হইতে কয়েক দিন পর্য্যন্ত একভাবে পড়িয়া থাকে, ডাকিলে সাড়া দেয় না, কিছুতেই চৈতন্য হয় না।

ক্যালি-ব্রোম-৩৯৮—হাত-পা ঠাণ্ডা, আচ্ছন্নভাব, অজ্ঞানভাব, পিউপিল প্রসারিত।

ওপিয়ম-৫১৯, ৫২০—সম্পূর্ণ অজ্ঞান, অভিভূতভাব, চক্ষুর পাতা স্থির, চক্ষুর ভিতর আঙ্গুল দিলেও পলক পড়ে না।

এপোসাইনাম-১০৮—হাইড্রোকেফালসের পরবর্ত্তী অবস্থায়—অস্থিরতা, চীৎকারাদি বা থাকিয়া অজ্ঞানভাব পড়িয়া থাকে।

কলেরায়-কোমা—ইউরিমিয়া দেখুন।....অন্যান্য কারণে অজ্ঞান—মূর্চ্ছা দেখুন।

কার্ব্বোরিয়ম-অক্স-৬৮০—অনিদ্রা, জ্ঞানশক্তি, লোপ, দাঁতি-লাগা, মাড়ী দৃঢ়রূপে বদ্ধ।

ক্লোরোসিস (হরিৎ পীড়া)

গ্র্যাফাইটীস-৩৪২—"রক্তহীনতার" ঔষধ—৮৭৫ পৃষ্ঠা দেখুন

খিলধরা (Spasm.)

কুপ্রম, কুপ্রম-আর্স, সিকেলি, আর্সেনিক, ভেরেট্রম-এলব, ক্যাম্ফর, জ্যাট্রোফা, ন্যাগ-ফস, পডোফাইলম প্রভৃতি (ইহাদের লক্ষণ সমূহ ওলাউঠা অধ্যায় পাইবেন)।

ষ্ট্রনসিয়ানা-কার্ব্ব-৬১৩—পায়ের তলায় ও পায়ের ডিমে খিলধরা বেদনা, হাড়ের ভিতর চিরান-ব্যথা। লবণমিশ্রিত জল গরম করিয়া তাহাতে একটু সোরা মিশাইয়া পশম, যন্ত্রদ্বারা ফোমেন্টেসন করিলে কলেরার খিলধরার কতকটা উপশম হয়। সলফার-৬১৩, পায়ের তলায় ও পায়ের ডিমে খিলধরা, বেদনা ও জ্বালা।

খোঁস-পাঁচড়া।

(এসিড-ক্রাইসো—১৮ পৃষ্ঠা দেখুন)

সোরিণাম-৫৫২—অত্যধিক চুলকাইবার নিমিত্ত অনিদ্রা।

এলো-৬৮—প্রতি শীতকালে চর্ম্মপীড়া (পেট্রোলিয়ম)।

আর্সেনিক-১৩১-অত্যন্ত চুলকানি, চুলকাইবার পর জ্বালা।

এচিনেসিয়া-২৮২—খোঁস-পাঁচড়া চুলকানি, রক্ত বিষাক্ত হইয়া চর্ম্মপীড়া।

এসিড-ক্রাইসো-১৮—অত্যন্ত চুলকানি , পূঁয রস পড়া, দুর্গন্ধস্রাব নিঃসরণ।

মেজেরিয়ম-৪৮০—অত্যন্ত চুলকানি ও চুলকানির পর জ্বালা।

এতদ্ভিন্ন—হিপার, মার্কুরিয়স, সলফার, কুপ্রম-সলফও উৎকৃষ্ট ঔষধ ; চর্ম্মপীড়া দেখুন।

গন্ধ।

এন্টিপাইরিণ-১০০,....এসিড-কার্ব্বল ১৬......স্যাঙ্গুনেরিয়া-৫৮১,....... ক্যাপসি-৫৮১—দুর্গন্ধ গয়ার,....আর্ণি, কার্ব্বো, মার্ক, পলস, এডিস-নাই মুখে দুর্গন্ধ।

এসিড-কার্ব্বল-১৭—আর্স, ১২৬—পচা ও আঁসটে দুর্গন্ধ বাহ্যে, পুড়িয়া গিয়া অথবা অন্য কোন প্রকার ক্ষতে দুর্গন্ধ।

ক্রিয়োজোট-৪১৭, এসিড-কার্ব্বল-১৬—প্রসবান্তিক স্রাব (লোচিয়া) দুর্গন্ধ।

এলিউমিনা-৭৪—নাসিকায় কোন গন্ধ পায় না।

এস্প্যারাগাস-১৬, এন্টিম-ক্রুড-৯২, এসিড-নাই-২৯, এমন-বেঞ্জো-৭৬।

এসিড-বেঞ্জো-১৬—প্রস্রাবে ঝাঁঝাল গন্ধ, ঘোড়ার প্রস্রাবের মত দুর্গন্ধ।

আর্ণিকা-১২৩—ঢেকুরে বমিতে পচা দুর্গন্ধ, ...আজেন্টি-১১৯—প্রস্রাবে মিষ্ট গন্ধ ; ....জ্বর-বিকারে নিশ্বাসে দুর্গন্ধ—আর্ণিকা,.....সমস্ত স্রাবে দুর্গন্ধ—ব্যাপ্‌টিসিয়া-১৪৮;....আর্স-১২৯—গন্ধ অসহ্য কোন একপ্রকার গন্ধ সহ্য হয় না।

অরম-১৪২—স্ত্রীলোকের যৌবনে মুখে ও নিশ্বাসে দুর্গন্ধ।

কার্ব্বো-ভেজ-২১৯—মুখে পচা দুর্গন্ধ।

সোরিণাম-৫৫২—ডিমপচার মত দুর্গন্ধ উদগার।

অরম-সলফ—প্রত্যেক বস্তুর গন্ধ কড়াবোধ...ড্রসেরা—টকগন্ধ অসহ্য, ...গ্র্যাফাইটীস—ফুলের গন্ধ অসহ্য,.....বেলেডোনা—তামাকের গন্ধ অসহ্য,.....ফস—একটু দুর্গন্ধে মাথাধরে,.....স্যাঙ্গুনেরিয়া—সিরাপের গন্ধ অসহ্য,...এসিড-সলফ—কাফির গন্ধ সহ্য হয় না,.....নাকে সম্পূর্ণ গন্ধ যায় না—বলে, ক্যালকে, সিপি, সাইলি, ট্যাবেক,......নাক সাঁটিয়া থাকিবার জন্য গন্ধ পায় না—এমন-মিউর ও কার্ব্ব, নাকে জলের মত সর্দ্দি স্রাবসহ মুখে কোনও স্বাদ ও নাকে কোনও বস্তুর গন্ধ পায় না—ন্যাট-মিউর।

গলনলী ও গলমধ্যস্থ পীড়া।

এপিস-১০৫—গলনলীর সঙ্কোচভাব তাহাতে হুলফোটান বেদনা, গলার ভিতরে ও বাহিরে থলীর মত ফোলা....ব্যারাইটা-কার্ব্ব-১৫৯—গলক্ষত, তরল পানীয় ভিন্ন অন্য কোনও বস্তু গিলিতে পারে না (ব্যাপ্‌টি)।

ল্যাকে-৪২৪—গলায় গোলার মত বস্তু, গলনলীবন্ধের মত হয়, বাহিরে বেদনা, নিদ্রায় উপক্রমে কিম্বা নিদ্রাভঙ্গে বৃদ্ধি। ....ক্যাক্টস-১৮০—গলনলী সঙ্কুচিত, শুষ্ক, জিহবা রসশূন্য, তজ্জন্য সমস্ত খাদ্যসহ জল খায়।

ক্যাপ্সি-২১৪—গলায় লঙ্কা খাওয়ার মত জ্বালা, কিছু খাইলেই, জ্বালা বমি।

কষ্টিকাম-২২৮—গলায় বেদনা, টাটানিভাব, জ্বালা, সলফারে উপকার না হইলে।

এলিউমিনা-৭৪—গলনলীর ক্ষত গিলিবার সময় বোধ হয় যেন গলায় কি আটাকইয়া রহিয়াছে। গলনলী শুষ্ক থাকে, গলায় ইরিটেসন হয়।

এলাষ্থাস-৬২—গলার ভিতর ও বাহির ফুলিয়া লালবর্ণ কিম্বা বেগুনে রঙ ধারণ করে, গলাধরা, শুষ্ক কাশি, নাক দিয়া কল্‌তানি নির্গমন।

ক্যানাবিস-ন্যাট-২০৩—খাদ্য গিলিবার সময় শ্বাসকষ্ট, খাদ্য অন্যপথে প্রবেশ করে।

এলিউমেন-৭২—স্বরভঙ্গ, গলায় ঠাণ্ডা লাগা, টন্‌সিলবাড়া, বৃদ্ধদের ব্রঙ্কাইটিস।

এন্টিপাইরিণ-১০১—গিলিতে বেদনা, নিশ্বাসে কষ্ট, বুকে চাপবোধ।

আর্জেন্টি-নাইট্রিকাম-১১৮....গলায় ব্যথা, টাটানিভাব, গিলিতে গলায় কাঁটাবেঁধার মত বেদনা, মনে করে যেন গলায় আঁচিলের মত কিছু হইয়াছে, বক্তাদের গলক্ষত।

এসিড-ল্যাক্‌টিক-২৪—জ্বালাসহ একপ্রকার গরম গ্যাস পাকস্থলী হইতে গলা পর্য্যন্ত উঠে, গলায় যেন একটা ছোট গোল বা পুঁটুলি আটকাইয়া আছে।

ব্যারাইটা-মিউর-১৫৫—কোনও দ্রব্য গিলিবার সময় গলায় বেদনা, বোধ হয় যেন কিছু আবদ্ধ রহিয়াছে।

হিপার, এসিড-নাইট্রিক-১১৮, ক্যালি-কার্ব্ব-৪০৩—গলায় যেন মাছের কাঁটা ফোঁটান আছে। ঢোক গিলিতে বেদনা।

জিমনোক্ল্যাডস-৬৮৬—গলক্ষত, মুখ গহবর ও টনসিল লাল, মুখফোলা।

হায়োসি-৩৬৯—গলনলীর সঙ্কোচ বশতঃ কোনও তরল পদার্থ গিলিতে অক্ষমতা, গিলিবার চেষ্টা করিলেই স্প্যাজম হয়।

ইগ্নে-৩৭৬—যতবার ঢোক গেলে বা খায়, মনে হয় যেন গলায় কাঁটা আছে।

ল্যাক-ক্যানাইনাম-৪২০—গলার ভিতর স্পর্শে বেদনা, গিলিতে কাণ পর্য্যন্ত বেদনা, ঋতুর সময় কাশি ও গলায় বেদনা, ঋতুস্রাবের সঙ্গে গলায় ঘা, ঋতুবন্ধ হইলেই আরোগ্য, গলা কুটকুট করিয়া কাশি, জলীয় বস্তু নাক দিয়া বাহির হয়।

মার্ক-কর-৪৬৫—আলজিব ফুলিয়া মোটা হয়, প্যালেটের গোড়া ফোলে তাহাতে অত্যন্ত জ্বালা, আহারীয় বস্তু বাহির হইয়া পড়ে।

ফাইটোলক্কা-৫৩৯—প্রথমে দুই পাশের টন্‌সিল ফুলিয়া লালবর্ণ হয়, সাদা লেপ পড়ে, জিবের গোড়ায় বেদনা হয়, কোনও দ্রব্য পানাহার করিতে পারে না, লালা ঝরে, ক্রমশঃ বেদনা কাণ পর্য্যন্ত পরিচালিত হয়, উক্ত সাদা লেপ না উঠিলে—ডিপ্‌থেরিয়া হয়।

ক্যাজুপুটাম-৬৮০—ইসোফেগাসের ষ্ট্রীকচার; জিহবা যেন ফুলিয়া সমস্ত মুখ পূর্ণ করিয়া ফেলিয়াছে।

স্যাবাডিলা-৫৭৫—পুরাতন গলক্ষত, ঠাণ্ডা বাতাস অসহ্য; ঢোক গিলিলে বেদনা, মনে হয় যেন গলায় একটা চাপ বা এক টুকরা মাংস আছে, তজ্জন্য ক্রমাগত ঢোক গেলে। –

মস্কাস-৪৮৪—গলায় গোলার মত পদার্থ ঠেলিয়া উঠে, গলনলীতে ঠিক চাপিয়া ধরার মত একপ্রকার বেদনা ও শ্বাসবন্ধের মত হয়।

ম্যাগ-কার্ব্ব-৪৫৩—প্রতিবার ঋতুর সময় গলায় ঘা।

কণ্ডিউর‍্যাঙ্গো-২৭৫—অন্ননলীপথ সরু হইয়া বুকের মাঝের হাড়ের পশ্চাতে সদাই জ্বলে ও আহারীয় বস্তু আটকায়।

ইরিণজিয়ম-৬৮৪—লেরিংস,স্বরযন্ত্র ও গলা যেন চাঁচিয়া লইয়াছে এরূপ বেদনা।

জ্যারোফাইলম-৭০২—কোনও বস্তু গিলিতে গলায় ছুচফোটান বেদনা।

কোকেন-৬৮২—গলা শুষ্ক, জ্বালা, কুটকুট করে, সঙ্কুচিত, গলাধঃকরণ পেশীর পক্ষাঘাত, কথা কহিতে কষ্ট।

গলার ভিতর ছুঁচফোটান বেদনা ও জ্বালা-এসিড-নাই, এপিস,.......গলার বেদনা, কাণ পর্য্যন্ত যায়—ফাইটো, এসিড-নাই,.....জিহবার গোড়ায় বেদনা—ল্যাকে....জিহবা বাহির করিবার সময় বেদনা—ফাইটো, ক্যালি-বাই,.....গলায় যেন একটা কোনও গোল বস্তু আটকাইয়া আছে—ন্যাট্রম-আর্স.... যেন একটা কাঠের টুকরা আটকাইয়া আছে—এসিড-নাই.....জিহবার গোড়ায় যেন চুল আটকাইয়া আছে—ক্যালি-বাই.....মুখের ভিতরের চামড়া কোঁচকান, শুষ্ক—আর্স,.....গলায় প্লাগ কিম্বা একটা চামড়া-অনুভব—এলিউমি, কার্ব্বে, গ্র্যাফা, ইগ্নে, ল্যাকে, লোবেলিয়া, ন্যাট-মি-প্রষ্ম, পলস।

আর্জেন্টি-আয়োড-৬৭৯—গলনলীর পীড়ায় স্বরভঙ্গ ও গ্ল্যান্ড আক্রান্ত। গুয়েকাম—গলনলী অত্যন্ত শুষ্ক, গলনলী না ভিজাইলে কোনও দ্রব্য গিলিতে পারে না।

গর্ভস্রাব।

আঘাত জন্য হইলে—আর্ণিকা।.....জরায়ু গরমবোধ, টানাহেঁচড়া ও নাড়িভুঁড়ি যেন বাহির হইয়া আসিবে এরূপ বেদনা হইলে—বেলেডোনা।

প্রসব বেদনার লিখিত সমস্ত ঔষধ ইহাতে প্রয়োজন হইবে এবং প্রসব বেদনাতেও এই গর্ভস্রাবের ঔষধ গ্রহণ করিতে হইবে। রক্তস্রাবের জন্য হ্যামামেলিস অধ্যায় দেখুন।

ক্যালকেরিয়া-ফ্লোর—মৃতবৎসা দোষ, প্রায়ই ৭/৮/৯ মাসে গর্ভপাত, (এখানে ১২x প্রাতে ও সন্ধ্যায় প্রত্যহ—দুইবার, ১০ মাস পর্য্যন্ত সেব্য)।

হ্যামামেলিস-৩৪৯—গর্ভস্রাব হইয়া প্রচুর পরিমাণে রক্তস্রাবের সঙ্গে পেটে অত্যন্ত টাটানি-ব্যথা (হ্যামামেলিস—বাহ্যিক ও আভ্যন্তরিক প্রয়োগ)।

ক্যালি-কার্ব্ব-৩৪৯—গর্ভস্রাব উপক্রমে ইহার প্রধান উপসর্গ—যেন কোমর ভাঙ্গিয়া ফেলিতেছে, প্রসব বা গর্ভস্রাবের পর জরায়ুপ্রদাহ, লোচিয়া বন্ধ।

স্যাবাইনা-৫৭৭—৩য় মাসে; ৫ম হইতে ৭ম মাসের মধ্যে হইলে—সিপিয়া।

ব্যাপ্‌টিসিয়া-১৫১—গর্ভস্থ শিশুর মৃত্যু হইয়া যোনিদ্বার দিয়া দুর্গন্ধ স্রাব এমন কি শেষে সেপ্‌টিসিমিয়া পর্য্যন্ত হইলে।

ভাইবর্ণম-৬৩—গর্ভস্রাব উপক্রম কোমরে তলপেটে বেদনা, জলভাঙ্গা, রক্ত শ্লেষ্মা নিঃসরণ, ছেলে নীচের দিকে ঠেলিয়া আসে, ইহা গর্ভস্রাবের উত্তম ঔষধ।

এলেট্রিস-৬৩—গর্ভস্রাব উপক্রমে কোমরে বেদনা।

কলোফাইলম-২২৫—জরায়ুর দুর্ব্বলতা বশতঃ গর্ভস্রাব, যাহাদের প্রায়ই গর্ভস্রাব হয়, গর্ভস্রাব উপক্রমে বেদনার সহিত অল্পবিস্তর রক্তস্রাব।

ক্যানাবিস-ইণ্ডিকা-২০২—৭।৮ মাস গর্ভধারণকালে রক্তস্রাব, গর্ভপাত।

দ্রষ্টব্য ঃ—শুনিয়াছি শ্বেত অপরাজিতার মূল কোমরে বাঁধিয়া রাখিলে গর্ভ নষ্ট হয় না।

গর্মীপীড়া।

(উপদংশ ও পারদ—৭৩৮ পৃষ্ঠা দেখুন)

উপদংশ লিঙ্গমুখে যে ক্ষত হয় তাহা ত্রিফলার (হরিতকী, বয়ড়া, আমলকীর) জল গরম করিয়া প্রত্যহ ৩/৪ বার করিয়া ধৌত করিলে ক্ষতের শ্লাফ উঠিয়া ক্ষত শীঘ্র লাল হইয়া আসিবে, পরে গরম গব্যঘৃত ইত্যাদি কিম্বা মার্ক-সল-২ x মলম দিয়া বাঁধিয়া রাখিবেন।

ফ্র্যানসিসিয়া—সিফিলিসজনিত বাত।

ক্যালেন্ডুলা-θ—২৮৬—২/৩ ফোঁটা মাত্রায় দিনে ৩/৪ বার সেবন ও ইহার মলম ক্ষতে লাগাইলেও ক্ষত আরোগ্য হইয়া আসে।

রস-গ্যাবরা—গর্মীপীড়ায় পারদ অপব্যবহারের পর ব্যবহার্য্য (হিপার, এসিড-নাই দেখুন)।

গ্ল্যাণ্ডের পীড়া।

আয়োডাম-৩৮০—গ্ল্যাণ্ডে কিছুমাত্র বেদনা থাকে না; ইহাতে গ্ল্যাণ্ড খুব বড় হয়।

ব্যারাইটা-কার্ব্ব-১৫২—সিষ্টিক-টিউমার, গলায় ও ঘাড়ে নরম অর্ব্বুদ, কর্ণমূল ও নীচের চোয়ালের গ্ল্যাণ্ড ফোলা (ব্যারাইটা-মিউর দেখুন)।

গলগণ্ড, গ্ল্যাণ্ড খুব বড় শক্ত সময়ে সময়ে যেন নিশ্বাস বন্ধ হইয়া যায়, উপসর্গ সমূহ রাত্রিতে বাড়ে, থাইরয়েড-গ্ল্যান্ড আক্রান্ত—স্পঞ্জিয়া-৬০৩।.....ফিউকাস-ভেসিকিউ-৩২৫ ....ল্যাপিস-এল্বা-৪২৪।

নিম্নে গ্ল্যাণ্ডের স্ফীতি দেখুন। গলগণ্ড পীড়ায় গ্ল্যাণ্ডের উপর কখনও টিংচার আয়োডিন বাহ্যিক প্রয়োগ করিবেন না, ৩৮০ পৃষ্ঠা দেখুন।

গ্ল্যাণ্ডের স্ফীতি ও বাগী।

একোনাইট-লাইকোটোন-৪০—ঘাড়, বগল, স্তন প্রভৃতি গ্ল্যাণ্ডের স্ফীতি।

বেলেডোনা, ব্যাডিয়াগা, কার্ব্বো-এনি, বিউবোনিয়ম,মার্কুরিয়স মার্ক-আয়োড, মার্ক-বিণ-আয়োড, হিপার-২১৬—এই সমস্ত লক্ষণভেদে বাগীর ঔষধ।

বেলেডোনা-১৫৮—ফোড়া, বাগী, প্রথম অবস্থায় আক্রান্ত স্থান চকচকে গরম, রক্তবর্ণ, তাহাতে জ্বালা, স্পর্শকাতরতা বেদনা

অপারকিউলিনা-৬২৫—লিম্ফ্যাটিক গ্ল্যাণ্ড খুব বড় ও শক্ত, ফোড়া ধীরে ধীরে পাকে।

ব্রোমিয়াম-১৭১—নিম্ন চোয়ালের গ্ল্যাণ্ড শক্ত গণ্ডমালা, আয়োডামের পর।

কার্ব্বো-এনি-২১৬—বগল, কুঁচকী, স্তন ইত্যাদির গ্ল্যাণ্ড পাথরের মত শক্ত, বাগী অস্ত্র করার পর ক্ষত না শুকাইলে।

এষ্টিরিয়াস-২১৭—স্ত্রীলোকের স্তন ও বগলের গ্ল্যাণ্ড ফোলা।

সিষ্টাস-২৫৪—পুরাতন গ্ল্যাণ্ড, ঘাড়ের গ্ল্যাণ্ড ও গলার ভিতরের গ্ল্যাণ্ড ফোলা, ইহাতে একটি দড়িতে পর পর গাঁট দিলে যে প্রকার হয়, ঠিক সেই প্রকারের গ্ল্যাণ্ড ফোলা।

কমোক্লেডিয়া-২৭৫—বাম স্তনের গ্ল্যাণ্ড ফোলা ও বেদনা।

কোনিয়ম-২৭৮—গাল গলার গ্ল্যাণ্ড পাথরের মত শক্ত তাহাতে ব্যথা।

এলনাস-৬৭—গ্ল্যাণ্ড খুব বড়। বেল, হিপার, মার্কুরিয়সে উপকার হয় না, নিম্ন চোয়ালের গ্ল্যাণ্ড আক্রান্ত।

থাইরয়ডিন-৬, ৩০ শক্তি, গ্ল্যাণ্ড পাথরের মত শক্ত।

আর্জেন্ট-আয়োড-৬৭৯—গলদেশের পীড়া, গলার গ্ল্যাণ্ড আক্রান্ত।

ল্যাপিস-এলবা-৪৩২—ক্ষতের গ্ল্যাণ্ড ফোলা, ঘাড়ে গলায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্ল্যাণ্ড।

ইল্যাপ্স-৩১০—বগলে পুনঃ পুনঃ গ্ল্যাণ্ড হয় ও পাকে।

গ্র্যাফাইটিস-৩৪৩—ঘাড় বগল কুঁচকী ইত্যাদির গ্ল্যাণ্ডের ফোলাসহ চর্ম্মপীড়া, চক্ষুর পাতার সিষ্টিক-টিউমার।...থাইরয়ডিন—৩ x, স্তনের টিউমার, গলগণ্ড, জরায়ুর ফাইব্রয়েড-টিউমার,পাথরের মত শক্ত গ্ল্যাণ্ড।

হেক্লো-লাভা-৩৫১—ঘাড়ের গ্ল্যাণ্ড খুব বড় ও শক্ত হয়।

ট্রাইফোলিয়ম-৬৩৪—নিম্নচোয়ালের,কর্ণমূলের গ্ল্যাণ্ড খুব ফোলা ও শক্ত তাহাতে বেদনা, ইহা কর্ণমূল ফোলারও প্রতিষেধক ঔষধ।

পারা বা উপদংশসম্ভূত বাগী, স্পর্শকাতরতা বেদনা—হিপার,....অধিক বেদনা না থাকিলে—মার্ক, ...উপদংশ পারদ মিশ্রিত ধাতুতে—এসিড্-নাইট্রিক-৩৫৯।

হিপার-৩৫৯—সাইলিসিয়া প্রয়োগেও পূঁয শুকায় না, ক্রমাগত রস পড়ে।

ব্যাডিয়াগা-১৪৬—সমস্ত গ্ল্যাণ্ড পাথরের মত শক্ত কিম্বা স্ক্রফুলাস-গ্ল্যাণ্ড, গর্মীপীড়ার বাগী, কুঁচকীর গ্ল্যাণ্ডে বেদনা।

আয়োডাম-৩৮০—প্যারোটিড স্তন, অণ্ডকোষ প্রভৃতি সকল স্থানের গ্ল্যাণ্ড এবং মেসেন্টেরিক ও ডিম্বকোষের টিউমার, স্ফীতি, গ্ল্যাণ্ড বড় ও বেদনাশূন্য।

ক্যালি-মিউর-৪১০—রস জমিয়া স্ফীতি, কর্ণমূলের ও স্তনের স্ফীতি, বাগী, সকল প্রকার গ্রন্থি স্ফীতি, প্রথম প্রদাহিক অবস্থার পর।

ব্যারাইটা-মিউর-১৫৫—ঘাড়ের কর্ণমূলের ও নিম্ন চোয়ালের গ্ল্যাণ্ড ফোলে।

অরম-১৪৩—বাগী ফোলা ক্ষত।

এলনাস-৬৭—সব-ম্যাক্সিলারি গ্ল্যাণ্ড আক্রান্ত।

বগল, কুঁচকীর গ্ল্যাণ্ড-মার্ক-আয়োড প্রভৃতি ঔষধও উপকারী।

এসট্যাকস্-৬৭৯—ঘাড়ের গ্ল্যাণ্ড ফোলা।

দ্রষ্টব্য ঃ—সমপরিমাণ গমের ভূষি ও সৈন্ধব লবণ গুঁড়া একত্রে মিশাইয়া তাহাতে অল্প জলের ছিটা দিয়া একটু ভিজাভিজামত হইলে আগুনে ভাজিয়া খুব গরম হইলে এক টুকরা মোটা ন্যাকড়ার মধ্যে পুরিয়া পুঁটলি করিয়া গ্ল্যাণ্ডের উপর যতক্ষণ পারেন গরম সেক দিবেন এবং সেক দেওয়া শেষ হইলেই সঙ্গে সঙ্গেই এক টুকরা বরফ লইয়া—১ সেকেণ্ড কালের মধ্যে ২/৩ বার বুলাইয়া বরফটি ফেলিয়া দিবেন। ২৪ ঘন্টার মধ্যে ৩/৪ বার এই রকম করিবেন ও প্রত্যেকবার নূতন ভূষি ও লবণ লইবেন। ইহাতে গ্ল্যাণ্ড শীঘ্র বসিয়া যাইবে ও বেদনা কম হইবে। পাকিলে গরম পুলটীস দিবেন। গ্ল্যাণ্ডে কখনও টিংচার-আয়োডিন—ব্যবহার করিবেন না। কুঁচকী, বাগী খুব শক্ত ও বেদনাযুক্ত থাকিলে ঘৃতকুমারীর এক পৃষ্ঠার ছাল তুলিয়া গ্ল্যাণ্ডের উপর বসাইয়া বাঁধিয়া রাখিলে ২/৪দিনে উহা বসিয়া যাইবে অথবা শীঘ্র পাকিয়া যাইবে, যন্ত্রণা কমিবে। ঘৃতকুমারীর ৩/৪ ঘন্টা অন্তর বদলাইয়া আবার নূতন দিতে হয়।

গ্যাষ্ট্রালজিয়া।

পাকস্থলীতে বেদনা থামিয়া থামিয়া হল, প্রবল বেদনা—বেলেডোনা-২৩০, কামাড়নি ঘামচানি বেদনা—কলোসিন্থ, নক্স-ভম, ...সকল সময়ে বেদনা—একোন—১ × । এসিড-হাইড্রো-২৩—গ্যাষ্ট্রালজিয়া, পেটে ভয়ানক বেদনা, পেট খালি হইলেই বাড়ে।

গ্যাংগ্রীণ।

বহুমূত্র রোগীর গ্যাংগ্রীণ হইলে প্রায় আরোগ্য হয় না, মারাত্মক হয়।

কার্ব্বো-ভেজ-২২০—ক্ষত বা কার্ব্বংকল হইতে গ্যাংগ্রীণ উৎপত্তি।

ক্রোটেলাস-২৮৪—ব্রণ, স্ফোটক, কার্ব্বাংকলাদি পচে, নীলবর্ণ হয়, ল্যাকেসিস বিফল।

এচিনেসিয়া-২৮৫—পক্ষাঘাত, গ্যাংগ্রীণ, রক্ত দূষিত (ইহা বাহ্যিক প্রয়োগেও বিধেয়)।

পাইমিয়া-এবসেসের ইহা একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ।

হিপার-৩৬০—প্রকৃত গ্যাংগ্রীণ নহে, ক্ষত হইতে কালচে পূঁয বাহির হয়, অত্যন্ত স্পর্শকাতরতা বেদনা (প্রকৃত গ্যাংগ্রীণ—ল্যাকেসিস)।

ট্যারেন্টুলা-৬২৬—বৃদ্ধদের ক্ষত, গ্যাংগ্রীণ দূষিত স্ফোটক, রঙ—নীলবর্ণ, অত্যন্ত জ্বালা-যন্ত্রণা, ছট্‌ফটানি প্রভৃতি।

প্লম্বম-৫৪৬—অণ্ডকোষের গ্যাংগ্রীণ, অন্য স্থানের গ্যাংগ্রীণ—আর্স, ল্যাকে, সিকেলি, এসিড-মিউর, কার্ব্বো, এচিনেসিয়া।

আর্সেনিক-এল্ব-ডায়েবেটিক গ্যাংগ্রীণ।

গ্যাষ্ট্রো-এন্টেরাইটীস।

এসিড-কার্ব্বল—১৭,......ইথুজা—৫৬,.......ইউফর্ব্বিয়ম—৩১৫।

গোদ (এলিফ্যানটিয়াসিস)।

হাইড্রোকোট-৩৭......এনাকার্ড-৮৫, ...ক্যালোট্রপিস-১৯৮; এই সমস্ত ঔষধ কিছু অধিক দিন ব্যবহার করিতে হয়। এই পীড়া সংখ্যায় অতি অল্প আরোগ্য হয়।

দ্রষ্টব্য ঃ অপরাজিতার মূল বাটিয়া কিছুদিন প্রলেপ দিলে উপকার হইতে পারে।

গোগ্‌গুল নির্গমন।

ইগ্নে-৩৭৬—একটু কোঁথ দিলে, ভারী বস্তু তুলিলে ও তরল বাহ্যের সঙ্গে নির্গমন।

ক্যাল-ফ্লোর-১৫৭—গোগ্‌গুল নির্গমনে আভ্যন্তরিক ও বাহ্যিক প্রয়োগ।

পডোফাইলম-৫৪৮—কোষ্ঠবদ্ধ, আমাশয়, উদরাময়, অর্শ ইত্যাদি যে কোন পীড়ায় সহিত হউক না কেন—গোগ্‌গুল বাহির হইয়া পরে মল নির্গমন।

রুটা-৫৭৩—শিশু অনেকক্ষণ বাহ্যেতে কোঁথ দিয়া, অনেকক্ষণ বাহ্যের জন্য বসিয়া থাকিয়া, বয়স্কগণের আমাশার পর ও নরম মলের সঙ্গেও গোগ্‌গুল নির্গমন। গোগ্‌গুল বাহির হইয়া ভিতরে যায় না (এখানে ইহার—θ, ভ্যাসেলিনসহ বাহ্যিকও ব্যবহার্য্য)। অনেকদিন উদরাময়, আমাশয়ে ভুগিয়া অর্শ রোগীদের গোগ্‌গুল নির্গমন—ইহার ২০০ শক্তি, সপ্তাহে ২। ১ দিন, কিছু অধিক দিন ব্যবহার্য্য।

সিপিয়া-৫৯৪—প্রতিবার কোঁথ দিবার সময় গোগ্‌গুল বাহির হয়। তরল মলও কষ্টে নির্গত হয় তদ্ভিন্ন—অল্পদূর হাঁটিবার পর গোগ্‌গুল বাহির হয়, রোগী আর চলিতে পারে না—আর্ণিকা.....ক্রিমির জন্য রাত্রিতে মলদ্বার চুলকায়, শিশুদের গোগ্‌গুল নির্গমন—ফেরম, ...প্রস্রাবের উদ্যমে মল ও গোগ্‌গুল বাহির হয়—এসিড-মিউর।

গোবীজ টিকাজনিত পীড়া।

ক্যালি-মিউর-৪১১—সাইলিসিয়া-৫৯৬—গো-বীজ টীকা দিবার দোষে জ্বর, ইরাপ্‌সন উদরাময়াদি পীড়া, ...থুজা-৬৩১—টীকা দিবার পর জ্বর, উদরাময়, ক্ষত, বসন্তের মত গুটী উদ্ভেদ।

ঘর্ম্ম (Sweat)

ঘর্ম্মে কোন উপশম হয় না বরং মন্দ—মার্ক, ওপি, ফেরম-ফস, ...ঘাম সহজেই হয়—ক্যাল-কার্ব্ব, হিপার, মার্ক, সোরি, সাইলি,.....কাশির সহিত—হিপার, এন্টিম-টার্ট, ড্রসেরা,....শীতল ঘর্ম্ম—ভেরেট্রম এন্টিম, হিপার, ...গরম ঘর্ম্ম—বেল....নিশাঘর্ম্ম আর্স-আয়ো, কার্ব্বো-এনি, চায়না, ফেরম, জ্যাবোরাণ্ডি, মার্ক, সাই, ...সর্ব্বাঙ্গে ঠাণ্ডা ঘাম, হিমাঙ্গ, পাখার বাতাস চায়—কার্ব্বো,.....কপালে ঠাণ্ডা ঘাম—ভেরেট্রম।

এসিড-ল্যাকটিক-২৪—পা ঘামে, দুর্গন্ধ থাকে না, দুর্গন্ধ থাকিলে—সাইলি, থুজা, এসিড-নাইট্রিক, গ্র্যাফা, ক্যালি-কার্ব্ব।

ক্যালেডিয়ম-১৮২—ঘর্ম্ম মিষ্ট, গায়ে মাছি বসে।

ইউফর্ব্বিয়া-২৮৮—সমস্ত শরীরে ঠাণ্ডা ঘাম।

নিদ্রা হইতে উঠিলেই ঘর্ম, নিদ্রাকালে শরীর শুষ্ক—স্যাম্বুকাস..নিদ্রিত হইলে ঘর্ম, জাগিলেই পূর্ব্বের ন্যায় শুষ্ক—থুজা,...চক্ষু মুদ্রিত করিলে ঘর্ম—কোনিয়ম-৫৭৯।

জ্যাবোরাণ্ডি (পাইলোকার্পাস)-৩৮৯—অনেকক্ষণ ধরিয়া অতিরিক্ত ঘর্ম (রসগ্যাবরা) জ্যাবোরাণ্ডির উগ্রবীর্য্য—পাইলোকার্পিণ-৩৮৯—কলেরা ও অন্যান্য পীড়ায় অতিরিক্ত ঘর্ম। ঘর্ম কিছুতেই বন্ধ না হইলে ১ নং ত্রাণ্ডি—২০/২৫/৩০ ফোঁটা মাত্রায় ১ ঘন্টা অন্তর।

সাইলিসিয়া-৫৯৬—মাথায়, কাণের পশ্চাতে, হাতে পায়ে ঘাম; ঘাম বন্ধ হইয়া পীড়া।

এরাণ্ডো-১৩৮—পায়ের তলায় দুর্গন্ধ ঘাম (সাইলি—পায়ের তলায় ঘাম)।

বেলেডোনা-৪৭৫—জ্বরে যে অঙ্গ চাপা থাকে তথায় ঘাম।

মার্ক-সল-৪৭৫—জ্বরে ঘর্ম, তাহাতে পীড়ার উপশম হয় না বরং বৃদ্ধি।

ভেরেট্রম-৬৪২—যে কোন পীড়ায় হউক না কেন, কপালে শীতল ঘর্ম।

পলিপোরাস-৬৯৫—থাইসিসে নিশাঘর্ম।

বিউটিরিক-এসিড-৬৮০—সামান্য পরিশ্রমেই ঘর্ম, পায়ের তলায় অত্যন্ত দুর্গন্ধ ঘর্ম।

ক্যালকেরিয়া-কার্ব্ব-১৮৪—মাথার পশ্চাতে, বুকে, ঘাড়ে, বগলে, হাতে পায়ে ঘাম।

ঘাড়ে বাত ও ঘাড় আড়ষ্ট।

ল্যাকন্যানথিস-৪৩০—ঘাড়ে বেদনাসহ ঘাড় আড়ষ্ট, মাথা ও ঘাড় যেন ডানদিকে খেঁচিয়া রহিয়াছে।...ষ্টিক্টা-৬০৯—ঘাড়ে বাত, ঘাড় আড়ষ্ট।

এনাকার্ড-ওরিয়েন্ট-৮৭, ৪৩৭—ঘাড় সাঁটিয়া ধরার মত ব্যথা, ঘাড় নাড়িলেই বাড়ে।

কোনিয়ম-৪৩৭—জোরে ঘাড় নাড়িলে বেদনা, পলসেটিলা—আস্তে আস্তে নাড়িলে বেদনার উপশম।

ঘুংড়ী (ক্রুপ)

জ্বরে ছটফটানি, অস্থিরতা, চর্ম্ম শুষ্ক, পিপাসা, প্রথমাবস্থায়—একোনাইট।

নিশ্বাসে অত্যন্ত টান, শ্বাস-প্রশ্বাসে করাত দিয়া কাঠচেরার মত শব্দ, শুষ্ক, ঘংঘঙে কাশি—স্পঞ্জিয়া; জ্বর থাকিলে—একোনাইটসহ পর্য্যায়ক্রমে—৩৫৯, ৪৫, ৬০২।

হিপার-৩৬০—একোনাইট ও স্পঞ্জিয়ার পর কাশি সরল, কখনও শুষ্ক, ঘংঘঙে গলায় সাঁই সাঁই ঘড়ঘড় শব্দ,কাশিতে কাশিতে বমি, গাত্রচর্ম্ম আর্দ্র, শরীরের তাপ অতি অল্প।

ব্রোমিয়ম, আয়োডাম-৩৬০—একোন, স্পঞ্জিয়া ও হিপারে ফল না পাইলে।

ফস্‌ফরাস-৩৬০—ঘুংড়ীর পুনরাক্রমণ নিবারণের জন্য (২০০, ২/১ সপ্তাহ অন্তর ১ বার)।

ব্রোমিয়ম-৩৭৯—পীড়ার শেষ অবস্থায়, জ্বর নাই, দুর্ব্বলতা,আক্ষেপিক দমবন্ধকর কাশি, পাঁজরাটানা, গলায় ঘড় ঘড় শব্দ, শ্লেষ্মা সরল—কিন্তু উঠে না।

ব্যাসিলিনাম-৩৭৯—পুনরাক্রমণ নিবারণার্থে প্রতিমাসে ১ বার।

চক্ষুর পীড়া।

চক্ষু দিয়া জলপড়া—সিনা, ইউফ্রে, মার্ক, রস, আর্স,....অশ্রুহীন—এলিউমিন,....ঠাণ্ডা লাগিয়া চোখ উঠা—একোন, ইউফ্রে, মার্ক, পলস, রস,...পাতায় পক্ষাঘাত—কষ্টি, কোনি, জেলসি,....উপর পাতাফোলা—ক্যালি-কার্ব্ব.....নীচের পাতা ফোলা—এপিস, এপিস....ঝাপসা দেখা—এলিউমিনা, আর্জেন্টি-নাই, বেল, জেলসি, স্পাইজে, ফস..... দিবান্ধতা—সাইলি, বেল, ফস,...রাত্র্যান্ধতা—ফাইজস, নক্স বেল, চায়না, লাইকো.....শোথ ঘা—এসি-ফ্লোর,....ভ্রূর নিকটে বেদনা—সিমিসি, বেল....আইরাইটীস—কলচি, সিনাবের,ক্যালমিয়া, রস, অরম, থুজা, এসাফি, ক্যালি-বাই, মার্ক-কস, এসিড-নাই,.....গ্লকোমা—অরম....রেটীনাইটীস—অরম,....পিউপিল প্রসারিত—বেল, হায়ো, ষ্ট্র্যাম, সাইকিউ....পাতায় শুষ্ক মামড়ি—গ্র্যাফা, পলস,...ষ্ট্যাফি...ছানি—থিওসিনামাম, ক্যাল-ফ্লোর, কোনি, সাইলি, ফস, কষ্টি, ন্যাট-মিউর, সিনেরেরিয়া।

বোথ্রপ্‌স-৫৯৮—দিবান্ধতা, সূর্য্যোদয়ের পর আর কিছু দেখিতে পায় না।

এলিউমিনা-৭৪—অস্পষ্ট দৃষ্টি, দ্রব্যাদি হলদে দেখায়।

একোনাইট-৪৮—ঠাণ্ডায়, ঠাণ্ডা বাতাসে চোখ উঠে, হঠাৎ চোখে প্রদাহ হয়, চোখ ফোলে, লালবর্ণ হয়, চোখের ভিতর গরম, জ্বালা ও করকর করে।

আর্টিমিসিয়া-১৩৬—চক্ষুতে আঘাত ও তজ্জনিত সমস্ত উপসর্গ।

এমন-কার্ব্ব-৭৯—সূক্ষ্ম কার্য্যের জন্য দৃষ্টিহীন, সাদার মধ্যে হলদে রঙ দেখে......আর্জেন্টি-নাই-১১৭—মার্ক-সল ও পলস-১১৭—চক্ষুর পাতার প্রদাহ, কুটকুট করে, রাত্রিতে চোখ জুড়িয়া যায়, চোখ উঠে, চক্ষুতে পূঁয পিচুটি, ক্ষত, আঁতুড়ে শিশুর চোখে উঠা।

আর্জেন্টি-নাই-১১৭—কঞ্জংটিভাইটীস চক্ষু লাল, চক্ষুতে পিচুটি জ্বালা।

টার্সিলেগো-পেটাসাইটীস-২০৪—প্রমেহস্রাব বন্ধ হইয়া চক্ষুর প্রদাহ।

সিমিসিফিউগা-৫১—চক্ষুর তারার ও ভ্রূর নিকটে অত্যন্ত বেদনা, তৎসঙ্গে মাথাব্যথা বাম চক্ষুতেই বেদনা অধিক।

অসমিয়ম-৫২১—চোখে বেদনা, জলপড়া, বাতির আলো সহ্য হয় না ও রামধনুর ন্যায় দর্শন। ক্ষীণ দৃষ্টি, অস্পষ্ট, গ্লকোমা,জ্বালা, করকর করে (টিয়াফিলা-২৩৮ পৃষ্ঠা দেখ)।

এবসিন্থিয়াম-১০—ঠাণ্ডা লাগিয়া চক্ষুর প্রদাহ।

এট্রোপিয়া-১৪৫—চোখ উঠার পর নানা প্রকার পীড়া, ভ্রম দর্শন, দ্বিদর্শন, সমস্ত বস্তু বড় দেখায়.....বস্তুর ডান অর্দ্ধ দেখা.....লাইকো, বাম অর্দ্ধ দেখা......লিথিয়া...... নিম্নার্দ্ধ দেখা—অরম-১৫৬।

মর্ফিণাম-৪৮২—অন্ধকার দর্শন, যেন চারিদিক অন্ধকার।

জেকুইরিটি-৬৮৯—চক্ষুর পীড়া, গ্র্যাণুলার লিড্স।

থিওসিনামম-১৯—ক্যাল-ক্লোরে উপকার না হইলে।

ক্যানাবিস-স্যা-২০৩—চোখে কোয়াসার মত দর্শন।

রেডিয়ম-ব্রোম-৫৬১—ডান চোখে বা দুই চোখেই তীব্র বেদনা।

চক্ষুর শোথ ঘা—এসিড-ক্লোর-১৯,....পেট্রোলিয়ম-৫২৫,....চক্ষুর পাতা কাঁপা, ঝাপসা দৃষ্টি—এগারিকাস-৫৯,....গ্লুকোমা, রেটিনাইটীস—অরম-১৪২, গ্লুকোমা কোকেন।

অরম-১৪২—একটি বস্তু দুইটি বা অর্দ্ধভাগ দেখা।

আর্স—৩১৫, ১২৮, ২৭৭—চক্ষুর স্রাব হাজাকারক ও গরম, পাতা ফোলা, [illegible] জ্বালা যন্ত্রণা গরমে উপশম, স্বচ্ছত্বকে ফোস্কা, অত্যন্ত জ্বালা।

আর্স-মেট-১৩৫—চক্ষু লাল, ফোলা, জ্বালা, সূর্য্যের বা বাতির আলো অসহ্য।

প্যাসিফ্লোরা—ভীষণ শিরঃপীড়াসহ চক্ষুতে বেদনা।

বেলেডোনা-১৬২—চক্ষু রক্তবর্ণ তাহাতে বেদনা, জ্বালা-যন্ত্রণা, জলপড়া, কর্‌কর্‌ করা, দীপের আলো অসহ্য (সূর্য্যের আলো অসহ্য—একোনাইট)।

রাতকানা—ক্যাডমি-১৮১, চায়না-৩৬৬, লাইকো-২৫২, ফাইজসটিগমা-৫৩৭। দিনকাণা—ক্যাষ্টেরি-২২৩, বোথ্রপস্-৫৯৮।

ক্যাল্‌কে-কার্ব্ব-১৮৭ এসিড-নাই-১৮৮.....স্বচ্ছত্বকে ক্ষত, কর্ণিয়াল-অপেসিটি।

গ্র্যাফাইটীস-১৮৮—পিচুটীতে চোখ বোজা, চক্ষুর পাতা ফাটিয়া রক্ত পড়া।

ক্যাল-ফ্লোর-১৯১—কোনিয়াম-২৭৭—ছানি, কর্ণিয়ায় দাগ, ঝাপ্সা দেখা।

সিনেরেরিয়া-মেরিটিমা-১৯১—ছানির সর্ব্ব অবস্থায় বাহ্যিক প্রয়োগ।

কষ্টিকাম-২২৭—ছানির প্রথম অবস্থায় চক্ষুতে ঝাপ্সা দেখা, মেঘের মত দেখা।

চায়না-২৫২—অত্যন্ত কুইনাইন সেবন জনিত চক্ষুতে অন্ধকার দেখা।

সিনাবের-২৫৩—কর্ণিয়ার প্রদাহ ও ক্ষত, চক্ষুর ভিতরে বাহিরে ও কোণে ফোলা।

ক্লিমেটীস-২৫৬—চক্ষুর ভিতর লাল, গরম, গুরুভাব, রাত্রিতে জ্বালা যন্ত্রণা বৃদ্ধি।

বেঞ্জিন-ডিনিট্রি-৬৭৯—অন্ধকার দর্শন, চোখে নানা প্রকারের রঙ [illegible] রেটিনাইটীস।

কমোক্লেডিয়া-২৭৪—ডান চক্ষুর ভিতর বেদনা, অন্ধকার দৃষ্টি (গ্লুকোমা), [illegible] চোখে শুধু একটা আলো চক্‌চক্‌ করিতেছে এরূপ দর্শন।

কোনিয়ম-২৭৭—প্রদাহ অধিক নহে অথচ আলো সহ্য হয় না, চোখ বুজাইয়া থাকে খুলিলেই গরম জল বাহির হয়।

ক্রোকাস-৩৫২—পাতা নাচে, দৃষ্টিহীনতা, মনে করে যেন সে কোথায় ভাসিয়া আছে।

ইউফ্রেসিয়া--৩১৬, ৩৪১—চক্ষু উঠা, চক্ষুর ভিতর লাল, প্রদাহ, ক্ষত, পাতাফোলা, স্রাবে হাজিয়া যায়, পূঁযের মত স্রাব, স্রাব ঘন, পাতায় ফুস্কুড়ি, কোনও আলোক সহ্য হয় না।

এবসিন্থিয়াম-১০—ঠাণ্ডা লাগিয়া চক্ষুর প্রদাহ।

ক্যালেণ্ডুলা—আঘাতজনিত কনজংটিভাইটীস, আইরাইটীস, কেরাটাইটীস।

ক্যান্থারিস—পুড়িয়া যাইবার জন্য চক্ষুর প্রদাহ।

সিকেলি-বহুমূত্র রোগীর রেটিনাইটীস শক্ত ও নরম ছানি, অন্ধকার দৃষ্টি।

মার্কুরিয়স-৩১৭—ইউফ্রেসিয়ার লক্ষণসহ স্রাব পাতলা।

এলিয়ম-সিপা-৬৫—নাক মুখ চোখ দিয়া জল পড়ে, চোখ জ্বালা ও কর্‌কর্‌ করে।

গ্র্যাফাইটীস-৩৪০—চক্ষুর মধ্যস্থলে ফোস্কার মত ভাসা ক্ষত, প্রদাহ, জল পড়ে, জ্বালা করে, পাতলা পূঁযের মত পদার্থ নিঃসৃত হয়, পাতার ধার পুরু ও মোটা হয়, তাহার ভিতরে ঘা, পাতা বাহিরে উল্টাইয়া পড়ে, মামড়ি পড়ে, কোণ ফাটিয়া কখনও রক্ত পড়ে।

হিপার-৩৩৩—পল্‌স-৩৪১....ষ্টাফি-৬০৭—আঞ্জিনা।

পল্‌স-৩৪১—রাত্রিতে অধিক পিচুটি, প্রাতে চোখ জুড়িয়া যায়, পাতার ছোট ফুস্কুড়ি। মেজেরিয়ম-৪৮০—চক্ষুর ভ্রূর হাড়ের ও নীচের হাড়ে বেদনা।

সল্‌ফার-৩৪০—চোখের পাতার ধার লালবর্ণ (রক্তশূন্য ফেকাসে—গ্র্যাফা)।

এন্টিম-ক্রুড-৩৪১—চোখের কোণে প্রদাহ (সমস্ত পাতার ধারে—গ্র্যাফা)।

এপিস-১১৭, ১০৬, ৫৬৯—নীচের পাতা ফোলা, জ্বালা, হুল-ফোটান বেদনা, জল ও পিচুটি পড়ে, কুটকুট করে, চোখ জুড়িয়া যায়, ভিতরে পূঁয, বাহির ফোলা।

ক্যালি-কার্ব্ব-১০৬—উপরের পাতা ফোলা...ফস-১০৬—নীচু উপর উভয় পাতাই ফোলা

হিপার-৩১৭—চক্ষুর চারিধারে ক্ষত, ফুস্কুড়ি, পারদ সেবন জনিত আইরাইটীস, চক্ষুতে পূঁয (প্রদাহ ও যন্ত্রণা থাকিলে-হিপার,..যন্ত্রণা কম থাকিলে—ক্যাল-সল্‌ফ-৩৬১)।

এজাডিরেটো-৬৬০—ডানচোখে বেদনাসহ মাথাধরা।

ক্যালি-বাই-৩৯৪—প্রাতে হলদে ঘন পূঁযের মত পিচুটি দ্বারা চক্ষু জুড়িয়া থাকে, পাতা ফোলে, আলোকাতঙ্ক থাকে না। হামের পর স্বচ্ছত্বকে ছোট ছোট ফুস্কুড়ি বা ফোস্কা

ল্যাকে-৪২৬—কিছুতেই দেখিতে পায় না কিম্বা সামান্য ধোঁয়ার মত দেখে, চক্ষুর সম্মুখে কাল ক্ষুদ্র পোকার মত কি উড়িতে দেখে। বেশ দৃষ্টিশক্তি রহিয়াছে হঠাৎ যেন তাহা লোপ হয়। হৃৎপিণ্ডের বা শিরঃপীড়ার নিমিত্ত দৃষ্টিশক্তি হ্রাস।

মার্কুরিয়স-কর-৪৬৪—গর্মীপীড়াগ্রস্ত ব্যক্তির আইরাইটীস ও এলবুমিনুরিয়া পীড়াগ্রস্ত রোগীর রেটিনাইটীস।

আর্জেন্টি-নাইট্রি-৪৬৪, ৫৫৯—ছোট আঁতুড়ে শিশুদের পূঁযভরা চক্ষু উঠা।

মার্ক-সল-৪৬৪—চক্ষুর ভিতর ও বাহির উভয় দিকে প্রদাহ হইয়া চক্ষুর পাতা মোটা হয়, তরল পূঁয বা হাজাকারক তরল স্রাব নির্গত হইতে থাকে।

মার্ক-বিন-আয়োড-৪৬৫—চক্ষুর পীড়ার সহিত গ্ল্যাণ্ডের ফোলা।

ঠাণ্ডা লাগিয়া চোখ উঠা, চোখ জ্বালা,কর্‌কর্ করা, জলপড়া স্রাব পাতলা-মার্ক-সল,...উক্ত লক্ষণসহ স্রাব ঘন—ইউফ্রেসিয়া-৪৭০,...চোখ উঠিলে বাতির আলোকে তাকাইতে পারে না—বেলেডোনা,...সূর্য্যের আলোকে তাকাইতে পারে না—একোন-৪৮।

ন্যাপ্থালাইন-৪৮৮—ছানি, কর্ণিয়ার অস্বচ্ছতা, রেটিনায় প্যাচ ক্ষীণ দৃষ্টি।

পেট্রোলিয়ম-৫২৫—পাতার প্রদাহ, মামড়ি, পাতা জুড়িয়া যায়, চক্ষুর কোণে পোঁষ ঘা।

ফেলান্ড্রিয়ম-৫২৮—চক্ষু দিয়া অজস্র জল পড়ে, আলোক সহ্য হয় না, মাথা ব্যথা করে, চক্ষুর স্নায়ুতে বেদনা হয়।

ফসফরাস-৫৩৫—দৃষ্টিশক্তির হ্রাস, নানাপ্রকারের রঙ দর্শন, আলোকের চতুর্দ্দিকে সূর্য্য বা চন্দ্রমণ্ডল দর্শন, বিদ্যুৎ আভা দর্শন, বাতির আলো—দ্বিগুণ, ত্রিগুণ; চতুর্গুণ দর্শন, কাল পোকা উড়িতেছে দর্শন, কোয়াসাচ্ছন্ন দৃষ্টি।

ফাইজসটিগমা-৫৩৭—দূরের জিনিস দেখিতে পায় না, খুব নিকটে না আসিলে নিকটেও দেখা যায় না। দূরে দেখা যায়, নিকটের বস্তু দেখা যায় না, (লং-সাইট, সর্ট-সাইট), নানাপ্রকার রঙ, দর্শন, চক্ষুর মণি সঙ্কুচিত।

প্রুনাস-স্পাইনোসা-৫৩৭—চক্ষুর ভিতর ভীষণ বেদনা ডান অক্ষিগোলকে—ছিঁড়িয়া ফেলার মত বেদনা, বিদ্যুৎগতির মত বেদনা, মস্তিষ্কের মধ্যদিয়া শিরোঃপশ্চাতে যায়।

র‍্যাফেনাস-৫৬৩—চক্ষুর পাতা সর্ব্বদাই নাচে, এত নাচে যে, তজ্জন্য ভাল করিয়া দেখিতে পায় না, চক্ষুর তারা চক্ষুর ভিতরে গোলাকারে ঘোরে (কোডিনাম-৬৮২)।

রসটক্স-৫৬৯, ১১৮, ৩১৭—চক্ষু হইতে অধিক গরম জল পড়ে, হাজিয়া যায়, ঘন পিঁচুটী জমে, চক্ষু হাজিয়া যায়, চক্ষু খুলিলেই জল পড়ে, চক্ষুর ভিতরে বেদনা থাকে ও কর্‌কর্ করে।

সেনেগা-৫৯১—লেন্‌সে আঘাত লাগিবার পর অথবা ছানি অস্ত্র করিবার পর যে সমস্ত লেন্‌স চূর্ণ থাকিয়া যায় তাহা শোষণের নিমিত্ত ইহা ব্যবহৃত হয়।

সিপিয়া-৫৯৫—হঠাৎ দৃষ্টিশক্তির লোপ। জরায়ুর পীড়ার সহিত ছানি চক্ষুর পাতায় ফুস্কুড়ি, চক্ষুর ভিতরে প্রদাহ, ঝাপসা দৃষ্টি, দৃষ্টিশক্তির স্বল্পতা (ন্যাট-মিউর, ক্যাল্‌-কার্ব্ব, জ্যাবোর‍্যাণ্ডি)।

সাইলি-৫৯৮—স্বচ্ছত্বকে ক্ষত, ছিদ্র, পূঁয পড়ে, আঞ্জিনা পাকে ছানি। সূর্য্যের আলোক অসহ্য, তজ্জন্য দিনে ভীষণ কষ্ট, চক্ষুর ভিতরে বেদনা, বুজাইয়া রাখিলে ভাল। বৃদ্ধদের ছানি তৎসহ চক্ষুতে স্নায়বিক বেদনা।

স্যালিক্স-নায়গ্রা-৫৭৯—নাকের ডগা লাল ও ফোলাসহ চক্ষুতে বেদনা।

সল্‌ফার-৬১৮—আলোকাতঙ্ক, রাত্রিতে যন্ত্রণার বৃদ্ধি, চক্ষুর ভিতরে যেন ছুঁচ ফোটায়, কর্‌কর্ করে, জ্বালা ও কুটকুট করে, ঠাণ্ডা জল লাগাইলেই যন্ত্রণা বাড়ে।

থুজা-৬৩৩—প্রমেহ দোষজনিত চক্ষুর প্রদাহ, চক্ষুর ভিতর কিম্বা পাতায় আঁচিল, চক্ষুর পাতায় টিউমার, আইরাইটিস।

জিঙ্কাম-৬৫২-চক্ষুর জ্বালা-যন্ত্রণা, কর্‌কর্ করা—সন্ধ্যার পর হইতে রাত্রে বৃদ্ধি।

থেরিডিয়ন-৬৩০—চক্ষুর উপরিভাগে দপদপানি বেদনাযুক্ত মাথাব্যথা, বাম চক্ষুর উপরিভাগে বেদনা।...থাইরয়ডিন ৩ × ৬ষ্ঠ ; দৃষ্টির অপরিষ্কারতা।

ক্রোকাস-২৮৩—চক্ষুর পাতা নাচে।

জেকুইরিটী-৬৮৯—পূঁযভরা চক্ষুপ্রদাহ, চোখ উঠা, চক্ষুর প্রদাহ মুখে ঘাড়ে পর্য্যন্ত বিস্তৃত, পাতার ফুস্কুড়ি, চক্ষুর উপরে ও ভিতরেও ফুস্কুড়ি।

লিথিয়াম-কার্ব্ব-৬৯০.....বস্তুর অর্দ্ধভাগ দেখে, ডান অর্দ্ধ দেখিতে পায় না, চোখের উপর বেদনা।

প্যারাফিণা-৬৯৪—অন্ধকার দৃষ্টি, চোখের সুমুখে যেন কাল কাল বিন্দু, চোখের পাতা লাল, চোখে যেন চর্ব্বি জড়াইয়া আছে।

বেঞ্জিনাম-৬৭৯—চক্ষু খোলা অবস্থায় যেন একটি প্রতিমূর্ত্তি রহিয়াছে এরূপ ভ্রম বা জ্ঞান। বেঞ্জিন-ডিনট্রিকাম—অন্ধকার দর্শন, নানাপ্রকার রঙ দর্শন, রেটিনাইটিস।

কার্ব্বোনিয়ম-সল্ফ-৬৮৯—অদুর দৃষ্টি, এস্থেনোপিয়া, অপ্টীক ডিস্কের খর্ব্বতা ও অস্বচ্ছতা, রেটিনার কন্‌জেসসন, বস্তু যেন কোয়াসার ভিতর দিয়া দর্শন, দৃষ্টি সম্পূর্ণ লোপ নানাপ্রকার রঙ দর্শন।

কোলোষ্টেরিণাম-৬৮২—চক্ষুর ভাইট্রিয়সের অস্বচ্ছতা।

কোকেন-৬৮২—গ্লুকোমা ঘনত্বের ও কঠিনতায় বৃদ্ধি, কর্ণিয়ার স্বাভাবিক শক্তির হ্রাস, স্থির দৃষ্টি,......ডিউবয়সিয়া-৩০৮—অন্ধকার দৃষ্টিসহ পিউপিল প্রসারিত।

দ্রষ্টব্য ঃ চক্ষুর ছানি (Cataract) হোমিওপ্যাথিতে ইহার ঔষধ সিনেরিয়া-মেরিটিমা- সক্কাস—কিন্তু ইহাতেও সেবনীয় কোন ঔষধে অনেক সময় আশাপ্রদ ফল পাওয়া যায় না, তজ্জন্য এই পীড়ায় ও গ্লুকোমার অনেক স্থানে অস্ত্রচিকিৎসাই আবশ্যক হয়।

চর্ম্মপীড়া।

৩৬৮ পৃষ্ঠায়—গ্র্যাফাইটিস অধ্যায়ে চর্ম্মপীড়া দেখুন।....পাঁচড়া—"খোস-পাঁচড়া" দেখুন। একালিফা-১৩—ক্ষুদ্র স্ফোটকের মত উদ্ভেদ বাহির হইয়া চাবড়ার মত ফুলিয়া উঠে অত্যন্ত চুলকায়।

এসিড-ক্রাইসো-১৮—ইহা খোস পাঁচড়ার একটি ঔষধ, তদ্ভিন্ন—দাগ, সোরায়সিস, নিম্নাঙ্গের একজিমাও আরোগ্য হয়।

এগারিকাস-৬০—হাজা বা পাঁকুইরোগ।

এন্থ্রাকোকালি-৯০—খোসপাঁচড়ার অত্যন্ত চুলকানি, প্রুরিগো ঠোঁট ও অন্যস্থানে ফাটা ক্ষত, পুরাতন দাদ।

এনাকার্ড-অক্সি-৮৭—চর্ম্মে টোপতলা ফোস্কার মত উদ্ভেদ। পায়ে কড়া, ক্ষত, পায়ের তলা ফাটা।

এণ্টিম-ক্রুড-৯৩—চর্ম্মে আঁচিলের মত, ফোস্কার মত অথবা শৃঙ্গের মত উদ্ভেদ; ঘাড়ে মুখে, পিঠে, বুকে হাতে উদ্ভেদ বাহির হয়, চুলকায়। মাথায় একজিমা ঘামাচি।

এলো-৭০—খোস-পাঁচড়া প্রতি বৎসর শীতকালে দেখা দেয়।

এলাস্থাস-৬২—কাল বা নীলরঙের উদ্ভেদ, বড় ফোস্কার মত উদ্ভেদ; ভিতরে কাল্‌চে রসপূর্ণ আঙ্গুলের চাপে উদ্ভেদ মিলায়, আবার বাহির হয়।

এণ্টিম-টার্ট-৯৮—কোন‌ও উদ্ভেদে বসন্তের গুটির মত গর্ত্ত।

এচিনেসিয়া-২৮৫—খোস, পাঁচড়া, চুলকানি, পারদ ও উপদংশজনিত চর্ম্মরোগ।

এনাগেলিস-৬১২—হাতের চেটোয়, হাতের আঙ্গুলে চুলকানি।

এলিউমিনা-৭৫—শীতকালে গায়ে দাদের মত উদ্ভেদ বাহির হয়, চর্ম্মপীড়াসহ কোষ্ঠবদ্ধ চর্ম্ম শুষ্ক, খসখসে, অত্যন্ত চুলকানি, রক্ত না বাহির হওয়া পর্য্যন্ত চুলকায়।

এন্টিম-সলফ—৯৫—হাতের ও পায়ের তলায় এবং অণ্ডকোষে অত্যন্ত চুলকানি।

আর্স-১৩১—উদ্ভেদ কপালে ও মাথায় অধিক, খোস-পাঁচড়ায় অত্যন্ত দুর্গন্ধ।

আর্স-সলফ-ফ্লেভ্রম-১৩৬—সোরায়সিস।

এরাণ্ডো-১৩৮—কাণের পশ্চাতে একজিমা, মাথায় পূঁযভরা স্ফোটক।

সার্সাপ্যারিলা-৫৮৪—গর্মীপীড়াগ্রস্ত ব্যক্তির দুর্ব্বলতা ও শীর্ণতাসহ চর্ম্মে উদ্ভেদ। হাত-পা ফাটা গায়ের চামড়া কোঁচকান, নখ, কোঁকড়াইয়া ক্ষুদ্র হয়, নখে ঘা, জ্বালা, অণ্ডকোষ এবং লিঙ্গের স্থান চুলকায়।

এমন-কার্ব্ব-১৭৯—সাংঘাতিক স্কার্লেটিনা, ফোস্কার মত উদ্ভেদ নির্গমন তাহাতে জ্বালা, চুলকানি, হামের উদ্ভেদ ল্যাপামত বাহির হয়।

ভায়োলা-ট্রাইকো-৬৪৬—মাথায়, মুখের ও কাণের পশ্চাতে একজিমা, চুলকায়, রস-ঝরে।

বিউফো-১৭৮—হাতের পায়ের তালুতে ফোস্কা, সামান্য আঘাতে ক্ষত হয়, পাকে, মুখে ও গণ্ডদেশে ক্ষত হইয়া ছিদ্র, স্তনে ক্যানসারের মত ক্ষত।

ক্যাল্কেরিয়া-কার্ব্ব-১৮৭—মাথায় এক্‌জিমা, মামড়ি পড়ে, দুর্গন্ধ উদ্ভেদ মাথা হইতে ক্রমশঃ নীচে নামে।

সাইকিউটা-২৪২—মাথায় পূঁযপূর্ণ ফুস্কুড়ি, তাহাতে চাবড়ার মত মামড়ি পড়ে, যেন টুপী পরা, উপরের ঠোঁটে ও দাড়িতে হলদে রঙের পুরু মামড়ি পড়ে, রসে ভিজিয়া যায়।

ক্লিমেটিস-২৫৬—ঘাড়ে ও পশ্চাতে মস্তকে ইরাপ্‌সন চুলকায়, রস পড়ে; ক্ষত হয়, পাকে, হাতে এক্‌জিমা, শুক্লপক্ষে বৃদ্ধি, কৃষ্ণপক্ষে কমিয়া আসে।

কফিয়া-২৬৩—চর্ম্মপীড়া অত্যন্ত চুলকায়, রক্ত পড়ে, জ্বালা করে, তজ্জন্য অনিদ্রা।

কমোক্লেডিয়া-২৭৪—চর্ম্মে স্কার্লেটিনার মত লালবর্ণ কিম্বা চর্ম্মে লাল ডোরা ডোরা দাগ, অথবা ঘামাচির মত লালবর্ণের ফুস্কুড়ি, চুলকানি। কুষ্ঠব্যাধি।

কোপেবা-২৮০—আমবাত বা আমবাতের মত ছোট উদ্ভেদ।

ক্রোটন-২৮৮—উদ্ভেদ প্রথমে ফোস্কার মত হয়, পরে পাকে, চুলকানি—স্নানে ও ঠাণ্ডায় বৃদ্ধি ; মুখের, লিঙ্গের ও অণ্ডকোষের এক্‌জিমা, স্পর্শাসহ বেদনা।

ডলিকস-৩০৫—চর্ম্মে কোনও প্রকার উদ্ভেদ নাই অথচ ভয়ানক চুলকানি।

ইউফর্ব্বিয়ম-৩১৬—ইরিথিমা, শরীরে লালবর্ণের দাগ বাহির হয়, প্রথমে মুখে আরও হইয়া ৭/৮ দিনের মধ্যে সমস্ত শরীরে বিস্তৃত হয়, ফোলে, জ্বালা করে।

গ্র্যাফাইটীস-৩৩৮—হাতের চেটোর উল্টা পৃষ্ঠে এক্‌জিমা, চামড়া মোটা হয়, ফাটে, আঙ্গুল ও নখ মোটা হয়; মুখে, কাণের পশ্চাতে, চোখের পাতায়, জননেন্দ্রিয়ে ফুস্কুড়ি কিম্বা কাউর-ঘায়ের মত উদ্ভেদ, তাহা হইতে মধুর মত ঘন চটচটে রস নিঃসরণ; উদ্ভেদ সমূহ মাছের আঁসের মত পদার্থের দ্বারা আবৃত।

হিপার-৩৬২—সন্ধিস্থলে ও চামড়ার ভাঁজে রসপূর্ণ উদ্ভেদ তাহাতে অত্যন্ত দুর্গন্ধ ও চুলকানি। গায়ে একটু সামান্য আঁচড় লাগিলেই পাকে, পূঁয হয়।

ক্যালি-বাইক্রম-৩৯৫—চর্ম্মরোগ শীতকালে উপশম, (বৃদ্ধি—পেট্রোলি, এলিউমিনা)।

ক্রিয়োজোট-৪১৭—কাণের চারিপার্শ্বে ইরাপ্‌সন তাহাতে রস পড়ে।

এজাডিরেকটা-৬৬০—শরীরের নানাস্থানে চুলকানি, উদ্ভেদশূন্য।

• প্লম্বেগো—হাতের এক্‌জিমা, ফোস্কার মত উদ্ভেদ।

ক্যালেডিয়ম-১৮১, ১৮১—লিঙ্গে প্রুরাইটীস, চুলকায়, প্রিপুস লালবর্ণ হয়। গর্ভাবস্থায় একপ্রকার উদ্ভেদ স্ত্রীজননেন্দ্রিয়ের উপর বাহির হয়, অত্যন্ত চুলকায়।

কচ্‌লিরিয়া-১৯৭—খুস্কি উঠার ঔষধ। (এলোপ্যাথিকে লিষ্টারিণ্ মাথায় মাখিলে খুস্কি ও চুল উঠা শীঘ্র নিবারিত হয়)।

ম্যাগ-কার্ব্ব-৪৫৫—হাতে ও আঙ্গুলে ফোস্কার মত উদ্ভেদ, চুলকানি, চর্ম্মের নীচে গুটি।

অসমিয়ম-৫২১—এক্‌জিমা, প্রুরাইটীস, খুব চুলকায়, বগলের ঘামে রসুনের গন্ধ।

এসিড-ফ্লোর-২০—কোন চর্ম্মপীড়ায় অসহ্য চুলকানি, (মেজেরিয়ম)।

লিডম-৪৩৯—পায়ের তলায় ও গোড়ালীতে ভীষণ চুলকানি, চুলকাইলেই বাড়ে।

মেজেরিয়ম-৪৮০—দাদ, তাহাতে অত্যন্ত চুলকানি ও জ্বালা, একজিমার পুরু হলদে সাদা মামড়ি, তাহার ভিতর হলদে পূঁয। কোনও চর্ম্মরোগে খুব চুলকানি, রাত্রিতে ও বিছানায় চুলকানির বৃদ্ধি, চুলকাইবার পর জ্বালা।

• শ্ল্যাগ—শরীরের কোনও অংশে ভীষণ চুলকানি।

ক্রিয়োজোট-৪১৭—আঙ্গুলের পশ্চাৎ পৃষ্ঠে হাতে এক্‌জিমা।

ন্যাট-মিউর—এক্‌জিমার রস ও পূঁয ঝরে, মামড়ি পড়ে, চুল জড়াইয়া যায়, হাতের কনুইয়ের নীচে, হাঁটুর নীচে ও অণ্ডকোষের এক্‌জিমা, জল লাগিলে চুলকানি বাড়ে। আঙ্গুলে চর্ম্ম শুষ্ক ও ফাটা, সেলাইয়ের কাজ করিতে পারে না। দাড়ীতে এক্‌জিমা (বারবার্স-ইচ)।

ওলিয়েন্ডার-৫১৫—মাথার ও কাণের পশ্চাতে একপ্রকার উদ্ভেদ হইতে রস ঝরে অত্যন্ত চুলকায়, রক্ত পড়ে, পোকা জন্মায়। অণ্ডকোষে, উরুতে ও ঘাড়ে হাজা ঘা।

সোরিণাম-৫৫৩—গাত্রচর্ম্ম দেখিতে অতি কদাকার, গায়ে এত দুর্গন্ধ যে, স্নানেও দূর হয় না। শরীর একটু গরম হইলেই চুলকায়, রক্ত বাহির হয়, নানাপ্রকারের উদ্ভেদ।

রসটক্স-৫৬৮—লালবর্ণের উদ্ভেদ বা ফোস্কা, ইহা ক্রমশঃ পুড়িয়া যাইবার মত হয় এবং পূঁয জমে ও মামড়ি পড়ে (রস-ভিনেনটা-৫৬৮—রসটক্সে উপকার না হইলে, গোড়া নারাঙ্গার মত উদ্ভেদ, ইহা বাহ্যিক প্রয়োগও উপকার হয়)।

রিউমেক্স-৫৭৪—শরীরের স্থানে স্থানে চুলকায়, খোস-পাঁচড়া বা ফোস্কার মত উদ্ভেদ বাহির হয়, ঠাণ্ডায় চুলকানি বাড়ে।

স্যাবাডিলা-৫৭৫—গাত্রচর্ম্ম পার্চ্চমেন্ট কাগজের মত শুষ্ক, গাত্রে কাঁটার মত উদ্ভেদ, নখ পুরু ও মোটা হয় মলদ্বার কুটকুট করে ও চুলকায়।

সিপিয়া-৫৯৫—পূঁযপূর্ণ, স্ফোটক, দাদ, একজিমা ইত্যাদি। স্ত্রীজননেন্দ্রিয়ে ছোট ছোট ফুস্কুড়ি তাহাতে অসহনীয় চুলকানি।

ষ্ট্যাফিসেগ্রিয়া-৬০৭—মাথায় ও মুখে একপ্রকার শুষ্ক একজিমা, মামড়ি পড়ে, রসপূর্ণ একজিমা, রস লাগিলেই নূতন উদ্ভেদ উৎপন্ন হয়, উদ্ভেদের উপর মামড়ি, দুর্গন্ধ, পোকা জন্মায়, ভয়ানক চুলকায়, একস্থানে চুলকাইলে অন্যস্থানে চুলকায়।

কোর্য্যানিয়ম-২৮০—পায়ের তলায় একজিমা, একপ্রকার উদ্ভেদ—ইহা প্রথমে লাল, পরে কালচে লাল, তৎপরে তামার মত রঙ হয়।

সলফার—৬১৫—চর্মপীড়ায় অত্যন্ত চুলকানি, চুলকাইবার সময় মহা সুখ, তৎপরে ভীষণ জ্বালা। গাত্রচর্ম দেখিতে অতি কদাকার ও অপরিষ্কার; চুলকানি—রাত্রিতে গরমে ও স্নানে বৃদ্ধি।

* ম্যাহোনিয়া-এগুইফোলিয়ম—ক্রণিক-সিফিলিস, একজিমা, একনি।

সিকেলি-৫৮৭—হনুমানের হাত পায়ের মত শরীরের কোনও স্থান কাল হওয়া।

নাট্রম-কার্ব্ব-৪৯০—হাতের পাতার পশ্চাতে একজিমা, চামড়া ফাটা ফাটা।

টেলুরিয়ম-৬২৭—মুখের দাদ, শরীরের সকল স্থানের দাদ ও ক্ষৌরকণ্ডু, কোনও চর্মপীড়া অত্যন্ত চুলকানি (মেজেরিয়ম)।

কুপ্রম-এসেট-৬১৩-কুষ্ঠার মত উদ্ভেদ, চুলকানি থাকে না।

ইকথিওলাম-৬৭৯—অত্যন্ত চুলকানি ; চুলকাইলে শুষ্ক উঠে, একজিমা, একত্রে অনেক স্ফোটক হওয়া, গর্ভাবস্থায় যোনি চুলকানি। ইহার ক্রুড-ফরম, ১০/১২ গ্রেণ—১ আঃ ভ্যাসেলিনে মিশাইয়া ক্রণিক-একজিমায়, সোরায়সিসে ও একনি-রোজেসিয়ায় ব্যবহৃত হয়।

ইনডিয়ম-৬৮৮—মুখে ফুস্কুড়ি, তাহাতে বেদনা, পাকে, মুখের কোণ কাটে ও ঘা হয়।

র‍্যানানকিউ-সেলেরেটাস-৫৬২—বড় বড় ফোস্কার মত উদ্ভেদ, রস পড়ে, ঘা হয়।

ক্যালি-আর্স-৬৮৯—কাপড় খুলিলেই চুলকানি, আঁশের মত শুষ্ক উঠে, পুরাতন একজিমা—গরমে, চলিলে, কাপড় খুলিলে বৃদ্ধি, C রায়সিস, ফ্যাজেডিনিক ক্ষত।

নার্সিসাস-৬৯২—ইরিথিমা ও ফোস্কার মত বা পূঁযের মত উদ্ভেদ, বর্ষায় বৃদ্ধি।

নিকোলাম-৬৯২—সমস্ত শরীর চুলকায়, ঘাড়ে অধিক, চুলকাইয়া ছিঁড়িয়া ফেলে।

ক্রমুন্যারিয়া-৬৯৭—কাণে একজিমা যোনির প্রুরাইটাস।

এসাইমিনা-৬৭৯—সন্ধ্যায় গায়ের কাপড় খুলিলেই ভীষণ চুলকানি।

বেঞ্জিনাম-৬৭৯—হামের মত উদ্ভেদ নির্গমন।

বার্বেরিস-একুইফোলিয়ম-৬৭৯—শুষ্ক একজিমা (Rough, Scaly), মামাটির ও মাথায় উদ্ভেদ, মুখে ও ঘাড়ে বিস্তৃতি (সোরায়সিসের উৎকৃষ্ট ঔষধ—ডাঃ হেল, আর্সেনিক দেখুন)।

কার্ব্বোনিয়ম-অক্স-৬৮০—হার্পিস-জোষ্টার, রেক্সিথ্যাস, (পোড়া নারাঙ্গা)।

ক্যাষ্টর-ইকুই-৬৮১—চর্ম ও উপত্বক পুরু।

কোকেন-৬৮২—মনে হয় কোনও ছোট বস্তু বা পোকা চামড়ার নীচে রহিয়াছে।

কোডিনাম-৬৮২—চুলকানি তৎসহ গরম বোধ, অসাড় ও কাঁটাবেঁধার মত যন্ত্রণা।

স্যানিকিউলা-৬৯৬—একজিমা, হাত ও আঙ্গুল ফাটাফাটা মত; মাথায় খুস্কী।

রেডিয়ম-ব্রোম-৫৬১—ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফুস্কুড়ি , কাঁচি, রক্তিমাবর্ণ, জ্বালা, চুলকানি সমস্ত শরীর চুলকায়, জ্বালা করে, বোধ হয় যেন তথায় আগুন রহিয়াছে।

দ্রষ্টব্য ঃ বুচকি দানা গুঁড়া করিয়া মাখনের সহিত মিলাইয়া প্রলেপ দিলে ছুলি আরোগ্য হয়। হোমিওপ্যাথিতে ইহার ঔষধ নাই।

দাদে—এসিড-ক্রাইসো—ক্রুড-ফরম্ ২০/২৫ গ্রেণ ১ আঃ নারিকেল তৈলে বাহ্যিক প্রয়োগ অধিকাংশস্থলে কিছুদিনের জন্য উপকার হয় (ইহা পাঁচড়ায় উত্তম ঔষধ।)

শুষ্ক একজিমায়—যেখানে উদ্ভেদে কোনও প্রকার রস, রক্ত, পূঁয থাকে না, অধিক চুলকানি নাই, তথায় সরিষার তৈলের সহিত—কাঁচা মোম গলাইয়া উত্তমরূপে মিশাইয়া বাহ্যিক প্রয়োগে অধিকাংশ স্থলেই উপকার পাওয়া যায় (মৌচাক গলাইলেই কাঁচা মোম হয়, মৌচাকের সাদা অংশ লইবেন)।

জরায়ুর পীড়া।

আর্স-১৩১—জরায়ুর প্রদাহ, ক্ষত, ক্যান্সার, ইত্যাদিতেও জ্বালা, গরমে উপশম।

আর্স-আয়োড-১৩৪—জরায়ুর মুখে ক্ষত, টিউমার, হরিদ্রা, রক্তের প্রদর, কখনও রক্ত ঋতুস্রাব পরিমাণে অধিক, মাসে ২/৩ বার হয়।

একটিয়া-রেসিমোসা-৫০—জরায়ুতে ছুঁচফোটান বেদনা, তলপেটের দুই পার্শ্বে ও কোমরে বেদনা, পেটে প্রসব বেদনাবৎ বেদনা, বোধ হয় যেন নাড়ীভুঁড়ী বাহির হইয়া পড়িবে, ঋতুস্রাব অধিক হয়।

এগারিকাস-৫৯—আক্ষেপিক বাধক বেদনাসহ নাড়ীভুঁড়ী যেন যোনিদ্বার দিয়া বাহির হইয়া পড়িবে (সিপি, লিলিয়ম), তৎসহ যোনিতে চুলকানি।

রস-টক্স-৬৬১, ৫৬৯... ঠাণ্ডা লাগিয়া বা জলে ভিজিয়া অথবা শৈত্যে জরায়ুর পীড়া; অতিরিক্ত বেগ বা কোঁথানির নিমিত্ত কিম্বা কোন ভারী দ্রব্য উঠাইয়া জরায়ুর বহির্নিগর্মন।

আর্জেন্টি-নাই-১১৯—জরায়ু হইতে রক্তস্রাব বা হলুদে পূঁযের মত স্রাব, জরায়ু ফোলে।

কনভ্যালেরিয়া-২৭৯—জরায়ুতে বেদনা তজ্জন্য বুক ধড়ফড়ানি হৃৎস্পন্দন।

ফ্যাক্সিনাম-১৪৫—জরায়ুর নানাবিধ পীড়া, জরায়ুতে টিউমার।

ফেরম-ব্রোম-৩২২—জরায়ু বাহির হয়, আঠার মত, শ্বেতপ্রদর, স্রাব হাজাকারক।

গ্র্যাফাইটীস-৩১৮—জরায়ু বহির্নিঃসরণ, প্রোলাপ্সস, এনটিফ্লেক্সন, এনটিভার্সন, ওভেরিয়ান-সিষ্ট, বাম ওভেরির বিবৃদ্ধি।

অমর-মিউর-ক্যালি-১৪৪—জরায়ু শক্ত, রক্তস্রাব।

ব্রোমিয়ম-১৭১—যোনি পথ দিয়া উচ্চশব্দে জরায়ু হইতে বায়ু নিঃসরণ।

ফেরম-আয়োড-৪৬১—জরায়ুর পশ্চাৎ বক্রতা, প্রলাপ্সস, যোনির উপর চুলকানি টাটানি বেদনা, ফোলা ঋতুবন্ধ।

জরায়ুর সম্মুখ আবর্তন, ঋতুর সময় প্রসব-বেদনার মত বেদনা—জেলসিমিয়মে উপকার না হইলে—কলোফাইলম-৩৩০।

ষ্ট্যানম-৬০৫—বাহ্যের বেগে জরায়ু বাহির—কোষ্ঠবদ্ধসহ (উদরাময় সহ—পডো)।

অমর-মিউর-ন্যাট-১৪৫—জরায়ু ও ক্যানালনলের প্রদাহ, সব-ইনভোলিউসন, জরায়ু গ্রীবা ও যোনিতে ক্ষত, জরায়ুর বহির্নির্গমন, রজঃবন্ধ স্বল্পরজঃ ডিম্বকোষের বিবৃদ্ধি, জরায়ুর ক্যান্সার, বন্ধ্যাত্ব, জরায়ু ফোলে। ...জরায়ুর বিবৃদ্ধি, টিউমার ও স্থানচ্যুতি—ফ্যাক্সিনাস-১৪৫।....জরায়ু গ্রীবার ক্ষত, দুর্গন্ধ রক্তস্রাব—বিডিফে।

হেলোনিয়াস-৩৫৬, ফেরম-ব্রোম-৩২২—প্রোলাপ্সস, প্রসবের পর প্রোলাপ্সস।

ল্যাকেসিস-৪২৫—জরায়ুতে তীব্র বেদনা, হাত ছোঁয়ান যায় না, সামান্যমাত্র রজঃস্রাব হইলে কমে; কিন্তু ঋতু বন্ধ হইলেই আবার বাড়ে।

মিচেলা-৪৮২—জরায়ুর বেদনা, উপদাহ, কনজেস্সন জরায়ুগ্রীবা ফোলা, মূত্রথলীর গ্রীবার ইরিটেসন বশতঃ পুনঃ পুনঃ প্রস্রাবের বেগ, যোনিমধ্যে উত্তাপ, জ্বালা, রজঃস্রাব।

মিউরেক্স-৪৮৫—জরায়ুতে চাপ ও জরায়ু যেন বাহির হইয়া পড়িবে এরূপ বেদনা, উহা বুকে যায়। জরায়ু বাহির হইয়া পড়িবার আশঙ্কায় উরু চাপিয়া বসে।

জরায়ু হইতে রক্তস্রাব—৫৮৭ পৃষ্ঠায় সিকেলি ও ৩৪৬ পৃষ্ঠায় হ্যামামেলিস দেখুন।

সিপিয়া-৫৯৩, ৪৪২—জরায়ু প্রদাহ, ফোলা, স্থানভ্রষ্ট (নড়ভিটলা), বহির্নিঃসরণ, ঘুরিয়া বাঁকিয়া যাওয়া, পেটে ভিতরের যন্ত্র যেন যোনিপথ দিয়া বাহির হইয়া পড়ে।

লিলিয়াম-৪৪২—জরায়ুর স্থানচ্যুতি, তৎসহ পেটের ও বুকের ভিতরের পদার্থও যেন নীচের দিকে যোনিপথে ঠেলা মারে, মূত্রথলিতে ও মলদ্বারে চাপ দেয়, বাহ্যের বেগ, প্রস্রাবে জ্বালা। ক্রণিক-মেট্রাইটীস, সব ইন্ভোলিউসন, প্রদর, ডান ওভেরি আক্রান্ত।

ক্যালি-আর্স—জরায়ুর মুখে ফুলকপির মত একপ্রকার পদার্থ জন্মায়, বেদনা দুর্গন্ধস্রাব।

ফিউলিগো-লিগনি-৬৮৫—জরায়ুর ক্যান্সার ও ক্যান্সারে রক্তস্রাব।

ক্রিয়োজোট-৪১৮—জরায়ুর ক্ষত ও ক্যানসার, যোনিতে ভয়ানক জ্বালা, বেদনা, চাপ্ চাপ্ ঘন দুর্গন্ধ রক্ত নির্গমন,জরায়ুতে ফুলকপির মত একপ্রকার পদার্থ উৎপন্ন।

ক্যাল-ফ্লোর-১৯১—জরায়ুতে স্থানচ্যুতি, জরায়ু ঝুলিয়া পড়ে, বেদনা রক্তস্রাব।

কলোফাইলম-২২৫—পশ্চাৎবক্রতা—পেশীর দুর্ব্বলতার জন্য জরায়ু বাহির হইয়া পড়ে।

মেল-কাম-সেলি (Mel-cum-sale)—জরায়ুর স্থানচ্যুতি, পুরাতন জরায়ুর প্রদাহ (Metritis)—তৎসহ জরায়ুর মুখ ফোলা, জরায়ুর আয়তন বৃদ্ধি, বাঁকিয়া বা ঘুরিয়া যাওয়া, তলপেটে একপ্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত পর্য্যন্ত ক্ষতবৎ বেদনা অনুভব (৩য়—৬ষ্ঠ)।

থাইরয়ডিন—৩ ×, ৬, ৩০—জরায়ুর ফাইব্রয়েড-টিউমার।

স্যানিকিউলা-৬৯৬—প্রদরস্রাবসহ জরায়ু যেন বাহির হইয়া পড়িবে এরূপ অনুভব, কিছু দিয়া চাপিয়া রাখিবার ইচ্ছা জরায়ুতে বেদনা।

সিপিয়া, হাইড্রোফোবিনাম জরায়ুতে বেদনা, সঙ্গমে কষ্ট ও বেদনা বোধ।

জ্বর

এক-জ্বর ও রেমিটেন্ট—এসিট্যানিলিডিয়াম, একোন্, বেল, ব্রায়ো, জেলসি, ফেরম-ফস্, এন্টিম-ক্রুড, এন্টিম-টার্ট, আর্স, ইউপেট-পার্ফো, ব্যাপ্টি, ইপি।

বাতশ্লেষ্মা বা টাইফয়েডে ঃ—

ছটফট্ না করিলে—জেলসি, ব্রায়ো, আর্ণি, এসিড-মিউর, এসিড-নাইট্রি, এসিড-ফস, কার্ব্বো, লাইকো প্রভৃতি।.....ছট্ফট্ করিলে—ব্যাপ্টি, রস-টক্স, আর্স।....বিকার, মস্তিষ্ক লক্ষণে—বেলেডোনা, হায়োসি, ওপিয়ম, ষ্ট্রামো, হেলিবোর, ল্যাকে, লাইকো।... বিকার লক্ষণে-বেল, ষ্ট্র্যামো, হায়োসি, ল্যাকে।...উচ্চজ্বরে—এসিট্যানি, ভেরট-ভিরি পাইরো, ন্যাপ্থালাইন।...রক্তস্রাব—আর্স, ব্যাপ্টি, কার্ব্বো, সিঙ্কোনা, ক্রোটেলাস, ইল্যাপ্স, হ্যামামেলিস, এলিউমেন, সলফার, ইপিকাক, ক্রিয়োজোট, ল্যাকেসিস, মিলি-ফোলিয়ম, এসিড-মিউর, এসিড-নাইট্রিক, এসিড-ফস, সিকেলি, টেরিবিন্থ।....বক্ষ লক্ষণে—ব্রঙ্কাইটিস, নিমোনিয়া দেখুন।....উদরাময়ে—এচিনেসিয়া, ব্যাপ্টি, এসিড-মিউর, এসিড-নাই, আর্স, আর্ণি, রস, এলো।

সর্দ্দি-জ্বর—একোনাইট, ইপিকাক, এন্টিম-টার্ট, আর্স, জেলসি, আর্স-আয়োড, ক্যাম্ফোরা, এলিয়ম-সিপা, ব্রায়োনিয়া, রস-টক্স, মার্ক-সল, পল্স ; এতদ্ভিন্ন—এক জ্বরে সমস্ত ঔষধ প্রায় ইহাতে প্রয়োজন হয়।

নাসা জ্বর—মেলিলোট-৪৬১।

ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা-জ্বর—ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা দেখুন।

প্রাদাহিক জ্বর—একোন, এপিস, বেল, মার্কুরিয়াস, হিপার।

ইরাপটিক-জ্বর—সল্ফ।

ডেঙ্গু-জ্বর—ইউপেট-পার্ফো, একোন, বেল, জেল্সি, রস-টক্স প্রভৃতি।

লিভার প্লীহা সংযুক্ত—চেলি, ক্যাল্-আর্স, চিনিনম-আর্স, ফেরম-আর্স, নক্স।

দূষিত গ্যাসজনিত—এসিড-কার্ব্বল।

মজ্জাগত জ্বর—এমন-পিক্রে, এমন-কার্ব্ব।

সেপ্‌টিক-জ্বর-এসিড কার্ব্বল, এচিনে, পাইরো, ব্যাপ্টি, আর্স, সিকেলি।

সূতিকা জ্বর—এসিড-কার্ব্বল, সিকেলি, পাইরোজেন, ওপিয়ম, সলফার, ক্যালি মিউর, এচিনেসিয়া (বেলেডোনা অধ্যায় দেখুন)।

কালা-জ্বর—কালমেঘ।

হেক্‌টিক্-জ্বর—এসিড-এসে, কার্ব্বো, সল্ফ, চায়না, এসিড-ল্যাক্‌টি, আর্স-আয়োড, ওলিয়ম-জেকরিস।

প্রসবের পর দুধ আওরাইয়া-জ্বর—হুপকো দেখুন।

অজীর্ণবশতঃ—এন্টিম-ক্রুড, ব্রায়ো, ইপি, নক্স, পল্স।

ঘুষঘুষে-জ্বর—এসিড-এসে, এলষ্টোনিয়া।

পিত্তজনিত -জ্বর—পল্স, ন্যাট-সল্ফ, (নক্স, একোন, ব্রায়ো, চায়না, পডো কলোসিন্থ, ইউপেট-পার্ফো প্রভৃতিও উপকারী)।

ঠাণ্ডা লাগিয়া—একোন, বেল, ডল্কা, রস-টক্স, নক্স-মস্কেটা, মার্ক-সল্, ন্যাট-সল্ফ, ব্রায়ো, নক্স।

জ্বর-শিশু—এন্টিম-ক্রুড, জেল্সি, আর্স-আয়োড, এন্টিম-টার্ট, সিনা, ক্যামোমিলা ক্যালকেরিয়া।

পাহাড়ে-জ্বর—(Mountain fever)—Mohonia Agnifolium

জ্বর-সবিরাম ও ম্যালেরিয়া।

কুইনাইন আটকান-জ্বর—ইপি, আর্স, ফেরম, পলস, আর্ণি।

শীত হইয়া জ্বর আসার সময়—প্রাতঃকাল ৬টায়—ভেরেট,.....৭টায়—পডো.....৭টা হইতে ৯টা—ইউপেট পার্ফো,....১০টায়—ষ্ট্যানম,.......১০টা—১১ টায়—ন্যাট-মিউর, ... সলফ,........১১টায়—নক্স, রাত্রিতে শুইবার পর—মার্ক,......এক ঘুমের পর—ল্যাকে, ...১টা-২টা—আর্স, আর্জেন্টি-মেট,..রাত্রি ৩টায়—থুজা,.....১১টা হইতে ১১টা—প্রায় ১২ ঘন্টা ভোগ—ক্যাক্টস,.......১২টায়—নক্স, সলফ,....বেলা ১২টা হইতে ২টায়—আর্স.....২টা-৩টায়—ল্যাকে,...৩টায়—এপিস, বেল, দিন ও রাত্রি ঠিক ৩টায়.....সিড্রণ, ..বেলা ৫টায়—জেলসি,...সন্ধ্যায়—নক্স, পলস, রস, ...রাত্রি ১১টায়....ক্যাক্টস ১টা হইতে ২টা—আর্স,.....ঠিক এক সময়ে—সিড্রণ, এরানিয়া,....সময়ের কিছু স্থিরতা না থাকিলে—আর্স, চায়না, ইউপেট-পার্ফো, ইউপেট-পার্পি, ইপি, ন্যাট-মিউর, নক্স, জেলসি, সলফ,.....২/৩ দিন অন্তর—এসিড-সাই...একদিন অন্তর—সাইমেক্স,... ২ দিন অন্তর—নক্স, ...সন্ধ্যায় শীত, রাত্রিতে জ্বর—ম্যাগ-কার্ব্ব, ...বৈকাল হইতে বৃদ্ধি হইয়া রাত্রি দ্বিপ্রহরের পর হইতে কমিয়া আসে—ক্যাল্কি-সলফ। বৈকাল ৩টা হইতে ৫টা এবং রাত্রি ৯টা হইতে ১০টা—স্যাবাডিলা।

প্রধান ঔষধ—আর্স—১২৭, ব্রায়ো—১৭৩, ক্যাক্টস—১৮০, ক্যালকে-কার্ব্ব-১৮৬ ক্যাম্ফর—২০০, ক্যান্থার—২১৩, ক্যাপসি—২১৫, কার্ব্বো—২২১, কষ্টি,.....২৩০—সিড্রণ—২৩০, এরানিয়া—২৩০, সাইমেক্স—২৪৩, সিনা,—২৪৫, সিঙ্কোনা,—২৪৯, চিন-সলফ—২৫০, চিন-আর্স—২৫১, ফেরম-আর্স—২৫১, ৩২২, ফেরম-আয়োড—৩২২, ককুলাস—২৬০, কর্ণাস—২৮১, ডিজি—৩০১, ইলাটিরি—৩১১, ইউপেট-পার্ফো-৩১৩, ফেরম-মেট—৩২১, নীলবর্ণের হিরাকস—৩২৩, জেলসি—৩৩২, গ্র্যাফা—৪১৮, এপিস, ইলাটিরিয়ম, ইগ্নে ও রস—৩১১, ক্যাপসি—২১৫, ন্যাট-মিউর—৩১৪, ফেরম-এসেট—৩২২, ইপিকাক—৩৮৬, লাইকো—৪৫১, ন্যাট সলফ—৫০২, নক্স—৫১৩, পলস—৫৫৯, ইউপেট-পার্পি—৩১৪।

সবিরাম-জ্বরে উপসর্গ

জ্বরে-পিপাসা—আর্স, ইউপেট-পার্ফো, ইগ্নে, চায়না, ব্রায়ো, চিন-আর্স, সাইমেক্স, মার্ক...পিপাসা না থাকিলে—এপিস, এসিড-নাই.....সামান্য পিপাসা—চিন-আর্স.....শীতের সময় পিপাসা, অন্য সময়ে নহে—ইগ্নে, আর্স, ফেরম, ...শীতের পূর্ব্বে পিপাসা.......ক্যাপ্সি......শীত ও ঘর্ম্মের সময়—কার্ব্বো...যখন ভাল থাকে তখন পিপাসা, শীতের সময় সামান্য মাত্র, উত্তাপের সময় খুব কম, ঘর্ম্মের সময় আদৌ থাকে না—সাইমেক্স....শীত, উত্তাপ, ঘর্ম্ম, সর্ব্ব অবস্থায় পিপাসা—ইউপেট-পার্ফো, ন্যাট-মিউ, একোন, মার্ক, ব্রায়ো,......শীতাবস্থা পিপাসাশূন্য, অত্যন্ত কষ্টকর কাশি, শীত কমিতে আরম্ভ হইলেই পিপাসা—স্যাবাডিলা।

জ্বরে তাপ—৯৬ ডিগ্রী, হিমাঙ্গ—হেলোডার্মা।

জ্বরে বমি—ইউপেট-পার্ফো, নাট্র-মিউর, আর্ণি, ককু, আর্স, ইপি।

জ্বরে গাত্রবেদনা—আর্ণি, ইউপেট-পার্ফো, ন্যাট-মিউর, রসটক্স।

স্থিরভাবে পড়িয়া থাকে—জেলসি, ব্রায়ো, ওপি।

ছট্‌ফট্ করে, অস্থির হয়—আর্স, ন্যাট-মিউর, রস-টক্স, ফেরম।

উপসর্গ বিহীন তরুণ জ্বর—জেলসিমিয়ম।

আনুসঙ্গিক উপসর্গ—শরীরে আমবাতের মত উদ্ভেদ—ইগ্নে, রস, ইলাটিরি,....অত্যন্ত জ্বালা—আর্স, সলফ,.....তলপেটে ও পিঠে বেদনা—চিন-আর্স,.....জ্বর আসিবার সময় কাশি—রস, টিউবার্কিউ।

সর্ব্ববিধ জ্বর ও তাহার উপসর্গ।

বিকার—বেলেডোনা অধ্যায় ও বিকার ৮৪৬ পৃষ্ঠা দেখুন।

জ্বরে উচ্চতাপ—১০৫৬ ডিগ্রী, ন্যাপথালাইন—৪৮৮, এসিট্যানিলিডিয়াম-১৩ পাইরোজেন-২৮৫ ; ভেরেট-ভিরিডি-৬৪৪ (ম্যালেরিয়ার উচ্চ জ্বরে ভয়ের কারণ নাই, তদ্ভিন্ন সমস্ত জ্বরেই ভয়)।

এলষ্টোনিয়া—৭১—টাইফয়েডের পর ও অন্য জ্বরে রক্তহীনতা দুর্ব্বলতা।

এসিড-এসেটিকাম-১৫—ঘুষঘুষে জ্বরসহ নিশাঘর্ম্ম, হেক্‌টিক জ্বরসহ উদরাময়।

এসিড-কার্ব্বল-১৭, ১৭—সুতিকা, সেপ্‌টিক ও ড্রেনের গ্যাস হইতে উৎপন্ন জ্বর এবং ম্যালেরিয়া, সবিরাম, প্লীহা সংযুক্ত, ঘুষঘুষে ইত্যাদি সকলপ্রকার জ্বর।

এসিড-নাইট্রিক-৩১—টাইফয়েডে অন্ত্রে ক্ষত, পূঁয, আমরক্ত বাহ্যে, বুকে ঘড়ঘড় শব্দ, ফুসফুসের পক্ষাঘাত।

এসিড-ফস-৩৭, ৩৫২ এবং নাইট্রি-স্পিরি-৩৭—বিকার, তন্দ্রাচ্ছন্ন: কিন্তু রোগীকে ডাকিলে সাড়া দেয়, অসাড়ে বাহ্যে নাক দিয়া রক্ত পড়ে। টাইফয়েডে নাক দিয়া রক্ত পড়িয়া উপশম হইলে—রসটক্স, উপশম না হইলে এসিড-ফস।

এমন-মিউর-৮৩—মজ্জাগত জ্বর, জ্বর কিছুতেই ছাড়ে না।

আর্জেন্টি-মেট-১১৫—বেলা ১টার জ্বর আসে ১ ঘন্টা থাকিয়া ছাড়িয়া যায়।

নক্স-মস্কে-৩৭—বিকারে আচ্ছন্ন, পেট ফোলা, পিপাসাশূন্য অথচ মুখ শুষ্ক।

ল্যাকে-৫৮—বিকারসহ কম্পন, বকা, চীৎকার, উঠিয়া বসা...... নেফ্রাইটিস-৫৮—মাতালের মত বকা....এগারিকাস-৫৮—বুকে বিছানা থেকে পলাইবার চেষ্টা।

সিমিসিফিউগা-৫৮—ঋতু বন্ধ হইয়া বিকার, প্রসবের পর উন্মত্ততা ও বিকার।

এলাম্বাস-৬২—জ্বরে অজ্ঞান, ছট্‌ফটানি, অসাড়ে প্রস্রাব বাহ্যে, গায়ের রঙ নীলবর্ণ, মাথা ও মনের অবস্থা গোলমেলে চক্ষুর তারা বড়।

এসিড-মিউর-২৫, ১০৪, ১২৭—অত্যন্ত দুর্ব্বলতা, বিছানার পাশতলায় গড়াইয়া আসে, জিহ্বা শুষ্ক, অসাড়ে বাহ্যে প্রস্রাব।

রসটক্স-২৬, ১০৪—অত্যন্ত ছট্‌ফটানি, বিড় বিড় করিয়া বকা।

এপিস-১০৩—বিড়বিড় করিয়া বকে, আচ্ছন্নভাবে থাকে, ঘুমায় না, জিহবায় ফোস্কা জিহবা কাঁপে, চিট্‌চিটে ঘাম ও পিপাসাশূন্য।

এমিল-নাইট্রেট-৮৩—ইনফ্লুয়েঞ্জার পর ও কোনও জ্বরে প্রচুর ঘাম ও হিমাঙ্গ।

আর্স-আয়োড-১৩৫—পৌনঃপুনিক জ্বর ও ঘাম, ঘামে যেন স্নান করিয়া উঠিয়াছে, হেক্‌টিক জ্বর।

আর্ণিকা-১২৩, ১৫০, ৩৫৩—ডাকিলে সাড়া পাওয়া যায় না, অসাড়ে প্রস্রাব বাহ্যে, চর্ম্ম খসখসে, শুষ্ক, অজ্ঞান, শ্বাসপ্রশ্বাসে দুর্গন্ধ, ঘড়ঘড় শব্দ, হাত-পা ঠাণ্ডা, মাথা গরম।

ব্যাপটিসিয়া-১২৩, ১৫০, ৩৩২—ছট্‌ফটানি বা তন্দ্রাচ্ছন্নভাব, প্রলাপ বকা, সমস্ত স্রাব দুর্গন্ধ, ডাকিলে সাড়া দিয়া আবার আচ্ছন্ন, গায়ে বেদনা, ২য় সপ্তাহে তাপের বৃদ্ধি অথবা প্রাতে স্বল্প হ্রাস হইয়া আবার বৃদ্ধি (পাইরোজেন দেখুন)।

আর্স-১২৭—টাইফয়েডের বর্দ্ধিত ছট্‌ফটানি, দুর্ব্বলতা, পেটের দোষ ইত্যাদি (রসটক্সে ফল না পাইলে)।

এরাম-ট্রাইফাইলম-১৩৭—টাইফয়েডে আঙ্গুল, নাক, ঠোঁট খোঁটে, রক্ত পড়ে, ঘা হয়।

ক্যাডমিয়ম-১৮১—অত্যন্ত শীত, আগুনেও নিবৃত্তি হয় না (নক্স)।

ক্যালকে কার্ব্ব-১৮৬—টাইফয়েডে অনিদ্রাসহ র‍্যাস বাহির না হইলে।

ল্যাক্‌ফা-একিউট্যাঙ্গিউলা-২০১—শরীর বরফের মত ঠাণ্ডা উদ্বেগ, অস্থিরতা, জ্বালা, পিপাসা (ক্যাম্ফর)।

লিনেরিয়া-২০৯—টাইফয়েডে প্রগাঢ় নিদ্রাভাব (ষ্ট্র্যামো দেখুন)।

ক্যাম্ফর-২০০—হিমাঙ্গ, অত্যন্ত শীত, কম্পন, শীতে গায়ে কাপড় চাপা রাখে না, যখন খুব তাপ বাড়ে তখন চাপা দেয়।

ল্যাকে-৪২৮—টাইফয়েডে পচা বাহ্যে, বিড়বিড় করিয়া বকা ও চুপ করা, জিহ্বা কাঁপা।

ক্লোরাম-২৪০—টাইফয়েডে জিহ্বার অত্যন্ত শুষ্কতা।

ক্যালি-সল্‌ফ-৪১৪—হাত, পা চক্ষুর জ্বালা, জ্বরে চর্ম্ম রুক্ষ, খসখসে ঘর্ম্মের লেশমাত্র থাকে না, পীড়া বৈকাল হইতে বৃদ্ধি হইয়া রাত্রি দ্বিপ্রহরের পর হইতে কমিয়া আসে।

কল্‌চি-২৬৭—টাইফয়েডে পেটফাঁপা, অসাড়ে বাহ্যে, বমি, গা-বমি, ওয়াকতোলা, পিত্তবমি, কথার জবাব না দেওয়া, মরার মত মুখের চেহারা, শ্বাসরোধ, নাক সরু হওয়া।

কর্ণাস-২৮১—জ্বরে পূর্ব্বাবস্থায় ঘুমভাব (নক্স—উত্তাপাবস্থায় ঘুম)।

ইউফর্ব্বিয়া-ল্যাথাইরিস-৩১৬—বিকারে অভিভূতভাব, সম্পূর্ণ অজ্ঞানে পড়িয়া থাকে; জ্বরে অতিরিক্ত ঘর্ম্ম তজ্জন্য দুর্ব্বলতা, জ্বর বৃদ্ধির সঙ্গে প্রচুর ঘাম।

রসটক্স-৩৩৪—টাইফয়েডে নাক দিয়া রক্তস্রাব হইয়াও শিরঃপীড়ার উপশম হয় না (এসিড-ফস—আংশিক উপশম)।.....অতিরিক্ত ঘর্ম্ম—থেরাপিউটিক্‌সে "ঘর্ম্ম" দেখুন।

ক্রোটেলাস-২৮৫—জ্বরে নাক, মুখ, প্রস্রাবদ্বার প্রভৃতি স্থান হইতে রক্তস্রাব।

ককুলাস-২৬০—গা বমি, মাথা ঘোরা, মনের ও মাথার জড়তা, অস্পষ্ট কথা কয়, পেটফাঁপা, পেটে কলিক বেদনা।

সিনা-২৪৫—নাক চুলকায় ; সর্ব্বদাই ছট্‌ফট্‌, ঘ্যান ঘ্যান, বায়না ও আবদার করে, অজ্ঞান, পেট ফোলা, উদরাময়, পিপাসা।

এচিনেসিয়া-২৮৫—টাইফয়েড জ্বরসহ প্রবল উদরাময়, মলে অত্যন্ত দুর্গন্ধ।

হেলিবোরাস-৩৫২—মাথা বেদনা, নাকের ডগা থেকে ঠোঁট পর্য্যন্ত কালিপড়া, মুখে ও নিশ্বাসে দুর্গন্ধ, ঠোঁট খোঁটে, অজ্ঞান থাকে, পিপাসার চিহ্নমাত্র থাকে না, কিন্তু জল দিলে আগ্রহ সহকারে পান করে, একদিকের হাত-পা অনবরত নাড়ে।

ওপিয়ম-৩৫২, ৫১৯, ৩৭—বিকার, অজ্ঞান, গলায় ঘড়ঘড় শব্দ জোর নিশ্বাস, নাক ডাকে, নাড়ী পূর্ণ ধীর, পেটফাঁপা, প্রস্রাব বন্ধ বা অসাড়ে মলমূত্র ত্যাগ শিবনেত্র।

এসিড-হাইড্রো-৩৫৩—ফুসফুসে ও মস্তিষ্কে রক্তাধিক্য বা পক্ষাঘাত, গলা ঘড়ঘড় করে, জ্বরে নাড়ী ছাড়িয়া অবস্থা মন্দ।

ক্রিয়োজোট-৪১৯—টাইফয়েডের শেষ অবস্থায় দুর্গন্ধি বাহ্যের সঙ্গে রক্ত।

রসটক্স-৫৭০—জ্বর বিকারের সঙ্গে উদরাময়, আমরক্ত পেটবেদনা, দুর্গন্ধি মল (৫৭০ পৃষ্ঠায়—টাইফয়েড জ্বর-বিকার এবং ৩৮৮ পৃষ্ঠায়—টাইফয়েড জ্বরে—বেলেডোনা, হায়োসি, ষ্ট্র্যামোনিয়ম, ল্যাকেসিস প্রভৃতি দেখুন)।

ষ্ট্র্যামো-৬১২—টাইফয়েডে উদরাময়, মলে পচা দুর্গন্ধ, পেট বেদনাশূন্য, প্রস্রাব বন্ধ।

অসিমম-স্যাঙ্ক-৬৭১—পেটের দোষসহ জ্বর, শিশুদের জ্বর সর্দ্দি কাশি।

লাইকোপোডিয়ম-৪৫১—২য় সপ্তাহের পর রোগী সম্পূর্ণ অজ্ঞান, বিড়বিড় করিয়া বকে, গলা ঘড়ঘড় করে, চক্ষুস্থির, বিছানা খোঁটে, কোষ্ঠবদ্ধ, পেট ফোলে, জিহবা মোটা হয়।

ফসফরাস-৫৩৪—টাইফয়েড নিমোনিয়া—রসটক্সে উপশমিত না হইলে।

এলাষ্ট্রাস-৬২—বিড়বিড় করিয়া বকে, লোক চিনিতে পারে না, চোখ খোলা, কাল রঙের বাহ্যে।

সাইমেক্স-২৪৩—সবিরাম-জ্বরে হাত-পা ছড়াইতে পারে না, টেণ্ডন যেন ছোট।

কর্ণাস-২৮১—পুরাতন জ্বরে চেহারা হলদে, প্লীহা খুব বড়, তৎসহ উদরাময়, আমাশয়, গরহজম, অম্লের পীড়া, বুকজ্বালা ইত্যাদি।

ইউপেট-পার্পি-৩১৪—একদিন অন্তর জ্বর, জ্বরসহ প্রস্রাবে যন্ত্রণা, প্রস্রাবে শ্লেষ্মা নির্গমন। ইহা স্ত্রীলোকদের পীড়ায় অধিক উপকারী।

ফেরম-আর্স-৪৬৬—কিছুতেই জ্বর আরোগ্য হয় না, তৎসহ লিভার প্লীহা।

ফেরম-আয়োড-৩২২—প্লীহা বর্দ্ধিত; কিন্তু জ্বর নাই।

জেলসি-৩২২—উপসর্গবিহীন তরুণ সবিরাম-জ্বর, বসন্তের প্রারম্ভের ও কুইনাইনের জ্বর। সামান্য উদরাময় কিম্বা কোষ্ঠবদ্ধ।

ইলাটিরিয়ম-৩১১—জ্বরের সঙ্গে ওলাউঠার মত ভেদ ও আমবাত।

ইউপেট-পার্ফো-৩১৩—জ্বরে গায়ে হাড়ভাঙ্গা বেদনা, পিত্তবমি।

ফেরম-মেট-৩২১—অতিরিক্ত কুইনাইন সেবনে পীড়া কঠিনভাব ধারণ, হাত-পা ফোলে।

হিলিয়্যান্থাস-৪৪০—বহু পুরাতন জ্বর, প্লীহা, চিনি-সলফ দ্বারা জ্বর বন্ধ করিয়া ইহা প্রয়োগে জ্বর প্রায় সম্পূর্ণ বন্ধ হয়।

হেলিবোরাস-৩৫৫—সবিরাম জ্বরে হঠাৎ হিমাঙ্গ, নাড়ী দমিয়া যায়।

ম্যাগ-কার্ব্ব-৪৫৫—সন্ধ্যায় শীত, রাত্রিতে জ্বর, গায়ে টক গন্ধ।

নিক্টযান্থিস-৬৭০—পিত্তজ্বরে ও জটিল লিভার প্লীহা সংযুক্ত জ্বরে উপকারী, সবিরাম-জ্বরে শীত ও উষ্ণাবস্থায় পিপাসা।

পলিপোরাস-৬৯৫—প্রত্যহ ২৪ ঘন্টা অন্তর জ্বর। প্রথমে মেরুদণ্ডে শীত, উত্তাপে যেন গায়ে আগুনের হলকা, শীতাবস্থায় হাই উঠে। কাঁধে, গাঁটে, কোমরে ভীষণ কামড়ানি-বেদনা, রাত্রিতে অত্যন্ত ঘাম।

এস্ট্যাকাস-৬৭৯—জ্বরে অন্তরে ভীষণ শীত, ঠাণ্ডা সহ্য হয় না, উচ্চ জ্বরসহ শিরঃপীড়া। বহুদিনের জ্বর, তৎসহ প্লীহা ও লিভার আক্রান্ত হইলে হিরাকসের সাদা অংশ জলসহ সেবন করিবে—৩২২ পৃষ্ঠা দেখুন।

ওল্ডেনম্যাণ্ড্রিয়া-৬৭২—জ্বর ১ দিন বেশী—১ দিন কম, শীত দিয়া জ্বর আসে, চোখ মুখ হাত পা জ্বালা, পিত্তবমি, পিত্তভেদ।

এজাডিরেক্টা-৬৬১—বেলা ২/৩ টার পর থেকে ৬টার মধ্যে জ্বর আসে, ৭/৮ টায় কমিয়া যায়, চোখ মুখ হাতের তলা জ্বালা করে, উচ্চতাপ।

কুইনিয়া-ইণ্ডিকা-৬৬২—সকল ৮টা হইতে ১০টা ও অপরাহ্নে ২টা থেকে ৪টার মধ্যে জ্বর—শীত বা কাঁপ দিয়া আসে, জ্বর ম্যালেরিয়ার মত অথচ ১০০-র নীচে নামে না। চোখ অত্যন্ত জ্বালা করে।

চিরতা-৬৬৩—জ্বর আসার সময় ঠিক থাকে না, জ্বর প্রবল হইলে পূর্বাহ্নে, ঘুষঘুষে হইলে ২টার পর ও ৪টার মধ্যে কখনও শেষরাত্রে জ্বরভাব, চক্ষুজ্বালা, যেখানে নানাপ্রকার পেটেন্ট ঔষধে ও কুইনাইনে জ্বর যায় না। উৎকট ম্যালেরিয়া।

ক্রোরোডেণ্ড্রণ-৬২৪—পুরাতন জ্বর, অপরাহ্নে অল্প অল্প জ্বর হয়, চোখে মুখে জ্বালা, অরুচি, প্লীহা যকৃত বাড়ে।

কালমেঘ-৬৬৮—বেরা ১১টায় জ্বরবোধ, বৈকালে কম, পুনরায় ৭/৮ টায় জ্বর, মাথাধরা, হাত পা গরম ও জ্বালা, ম্যালেরিয়া, রেমিটেন্ট, ত্রৌকালীন। কালা-অজর, লিভার পীড়াসহ তরুণ ও পুরাতন ম্যালেরিয়া, কোষ্ঠবদ্ধ।

লুফা-এমেরা-৬৬৯—ভেদবমি, মাথাব্যথা, পিপাসাযুক্ত প্রাতঃকালীন সবিরাম-জ্বর বর্দ্ধিত প্লীহা, লিভার বেদনা

** লিউকাস-এসপেরা—বহুদিন জ্বরভোগের পর অরুচি, প্লীহা সংযুক্ত পুরাতন ম্যালেরিয়া।

ন্যাট্রম-মিউর-বিট-৬৭০—ন্যাট্রম-মিউরের লক্ষণে উহাতে না কমিলে এবং বর্দ্ধিত যকৃৎ থাকিলে গোলক্ষ গোমূত্রে বাটিয়া বিট-লবণসহ প্রলেপ।

টাইনসপোরা-কর্ডি-৬৭৩—জ্বর প্রাতে আসে, শীত, কাঁপ, পিত্তবমি, পিপাসা।

হাইড্রাসটিন-সলফ—১ x—টাইফয়েডে অন্ত্র হইতে ভীষণ রক্তস্রাব।

জলাতঙ্ক পীড়া (হাইড্রোফোবিয়া ৮৯৯ পৃষ্ঠা দেখুন)

জ্বর-ঠুঁটো।

রসটক্স, আর্স, ন্যাট-মিউর, হিপার—৩৬১।

কন্ডিউর‍্যাঙ্গো-২৭৫—ঠোঁটের কোণ ফাটে, ফাটিয়া ক্ষত হয়।

জ্বালা।

এমিল-নাই-৮৪—আগুণে পোড়ার মত জ্বালা, শীতেও গায়ে কাপড় রাখে না।

ক্যাল্কেরিয়া-সলফ—১৯৬—পায়ের তলায় জ্বালা।

সলফার-১৮৪—হাত-পা, চোখ, মুখ, শরীর হইতে আগুণের মত ভাব নির্গত হয়, জ্বলে, জ্বালা—ঠাণ্ডায় উপশম (আর্স—১২৭—জ্বালা গরমে উপশম)।

এগারিকাস-৫৮—জ্বালার সহিত সড়সড়ানি, চুলকানি।

এপোসাইনাম-এগ্রো-১০৭—পায়ের তলা গরমবোধ ও জ্বালা, সলফার বিফল হইলে ঝিনঝিনে ধরা বেদনা।

ক্যামো (মেডোর্‌হিণ, সলফ)-২৩৩—পায়ের তলায় জ্বালা, পা বাহিরে রাখে।

কুপ্রম-সলফ-২৯৪—মাথার চাঁদিতে আগুনের মত জ্বালা (আর্স)।

এরাণ্ডো-১৩৮—পায়ের তলায় ফোলা ও জ্বালা।

সেনেগা-৫৯০—চোখের ও নাকের ভিতর লঙ্কাবাটা দেওয়ার মত জ্বলে।

স্যানিকিউলা-৫৮৫—পায়ে ভীষণ জ্বালা (সিকেলি)।

ল্যাক্‌ন্যানথিস-৪৩১—জ্বরসহ হউক, বিনা জ্বরে হউক হাতের ও পায়ের তলায় পুড়িয়া যাইবার মত জ্বালা, সলফার বিফল হইলে।

ক্যাপসি-২১৩—গলার ভিতর ও শরীরের অন্যান্য স্থানে এবং কোনও বস্তু গিলিবার সময় গলায়, অন্ননলীতে লঙ্কা খাওয়ার মত জ্বালা।

স্পাইর‍্যান্থেস-৬৯৯—যোনিদেশে জ্বালা, সহবাসকালে জ্বালা, রক্তস্রাব।

ক্যান্থারিস-২০৬—আগুনে পুড়িয়া যাইবার মত জ্বালা। গলা, বুক, পাকস্থলী, প্রস্রাব-দ্বার প্রভৃতিতে এবং প্রস্রাবের সময় পূর্ব্বে ও পরে ভীষণ জ্বালা। অন্যান্য ঔষধে প্রস্রাবে জ্বালার জন্য—"প্রস্রাবের পীড়া" দেখুন।

সিকেলি-৫৮৫—সমস্ত শরীরে জ্বালা, মনে হয় যেন আগুনের কণা পড়িয়াছে।

আইরিস-ভার্স-৩৮৭-টক, তিক্ত, মিষ্ট বমির সহিত পেট হইতে গলা পর্য্যন্ত জ্বালা।

বোভিষ্টা—টাক্‌রা জ্বালা, কুন্থনসহ মলদ্বারে জ্বালা।

ডাটুরা-৬৮৩—বুকজ্বালা, পাকস্থলীর উর্দ্ধাংশে জ্বালা, উহা অন্ননলী পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়।

ফর্মিকা-৬৮৫—পাকস্থলীর উর্দ্ধাংশে চাপবোধ ও জ্বালা।

ন্যাট্রম-সলফ-৫০২—জ্বরের সঙ্গে হাতে, মুখে, চোখে, গায়ে জ্বালা।

মেডোর্‌হিণাম-৬২৩—হাতে পায়ে অত্যন্ত জ্বালা, ঠাণ্ডা জলে বা বাতাসে উপশম।

সাম্বল—পড়িয়া থাকিয়া পিঠে যেন কেহ আগুন জ্বালিয়া দিতেছে এরূপ উত্তাপ।

ফেরম-টার্টারিকম-৩২৩—বুক জ্বলে, পাকস্থলীর মুখে গরম বোধ।

দ্রষ্টব্য ঃ—জ্বরের গাত্রদাহে—ঈষৎ গরম জলে গা মোছাইলে এবং পেটজ্বালায় ও পেটফাঁপায় পুঁইপাতা বাটিয়া কিম্বা কাদার প্রলেপ দিলে উপকার হইবে।

জিহবা।

(ব্যাপ্টিসিয়া অধ্যায়—১৫০ পৃষ্ঠা দেখুন)

তামাটে রঙের কোটিং—একোন, এপিস, বোরাক্স, এনাকার্ড, ক্যাল-কার্ব্ব, কষ্টি, চায়না, কলোসি, ডিজি, ম্যাগ-মিউর, লাইকো, মার্ক-কর, পডো, সার্সা, সিপি, সলফ.....যার লালবর্ণ, মধ্যে সাদা—ব্রায়ো.....একদিক সাদা—রসটক্স,.....দুইদিকে সাদা—কষ্টি,.....পার্পিল অতি উচ্চ—ক্রোকাস....গাঢ় সাদা—এন্টিম-ক্রুড......হলদে রঙের কোটিং—কার্ব্বো, ক্যামো, চেলিডোন, এলো, অরম-মিউর, চায়না, কলোসি, জেলসি, ইপি, ন্যাট-ফস, পলস, ভেরেট-ভিরি, সিড্রণ, কলিনসো,.....গাঢ় সবুজ—ক্যালকেরিয়া, কষ্টি,.....কটা রঙের (ব্রাউন) কোটিং—আর্ণি, বেল, আর্স, ক্যান্থস, ককুলাস, স্পঞ্জি, সলফ, ফস, রস, এলান্থাস, স্যাবাডিলা,.....নীলবর্ণের কোটিং—আর্স, ডিজিট, এসিড-মিউর, স্যাবাডি, এন্টিম-টার্ট, থুজা,.......কালবর্ণের কোটিং—আর্স, ইল্যাপ্স, লেপটান্ড্রা, মার্ক, ল্যাকে,.....সবুজ রঙের ময়লা—প্লম্বম, এসি-নাই, রডো, কষ্টি, ক্যালকেরিয়া।

জিহবা ফাটা—এপিস, আর্স, এলান্থাস, এরাম, ব্যাপটী, ব্রায়ো, মার্ক, এসিড-মিউর, এসিড-নাই, ফস, রস, সলফ....জিহবা শুষ্ক—ক্রোরাম-২৪০।

জিহবা কাঁপা—এপিস, জেলসি, এবসিন্থ, হায়ো, সিকেলি, ষ্ট্রামো, (জিহবা দাঁতের ভিতর কাঁপে—এপিস, ল্যাকে)।....জিহবা শক্ত, আড়ষ্ট—নক্স-মস্কে।

জিহবা শুষ্ক—ক্রোরাম, নক্স-মস্কেটা।

জিহবা ফোলা—আর্স, গ্লোনয়িন, মার্ক, লাইকো, ষ্ট্র্যামো।

মানচিত্রের মত—আর্স, ন্যাট-মিউর, লাইকো, এসিড-নাই, ট্যারেন্টুলা।

দাঁতের দাগ—আর্স-মেট, মার্ক, রস, পডো, চেলি, হাইড্র্যাষ্ট, সিফিলিনাম, ভাইবর্ণম।

জিহবার পক্ষাঘাত—ব্যারাইটা, কষ্টি, জেলসি, হায়োসি, প্লম্বম, ষ্ট্র্যামো।

জিহবার ক্যানসার—এপিস, আস, অরম-মিউর, কষ্টি, কার্ব্বো, হাইড্রাষ্ট, ক্যালি-সিয়ানে, ল্যাকে, ফাইটো, সলফ, এসিড-নাই।...জিহবার উপর আঁচিলের মত উদ্ভেদ—অরম-মিউর।

জিহবার ক্ষত (গর্ম্মীপীড়াজনিত)—এসিড-ফ্লোর, ক্যালি-বাই, ক্যালি আয়োড, ফাইটো, ক্যালি-ক্লোর, এসিড-নাই.... ক্রোরাম-২৪০—জিহবা শুষ্ক।

সাধারণ ঘা (য়্যাপথি)—বোরাক্স, মার্কুরিয়স, এসিড-সলফ, ইথুজা।

মাতালের মত কথা কহা—বেল, জেলসি, হায়ো, ব্যাপ্টি, ষ্ট্র্যামো, ওপি।

ক্যালি-বাইক্রম-৩৯৬—গর্ম্মীপীড়াজনিত জিহবার ক্ষত, এপিথেলিওমা, জিহবার পশ্চাতে ও গলায় যেন একগাছা চুল জড়াইয়া আছে এরূপ অনুভব।

মার্কুরিয়স-৪৬৯—মোটা থলথলে জিহবা, তাহার উপর দাঁতের দাগ।

ন্যাট-সলফ-৫০২—জিহবার মলিন-কটাসে কিম্বা পাঁশুটে সবুজ ময়লা।

ন্যাট-মিউর-৪৯৪—জিহবা ফাটা, মানচিত্রের মত চিত্র বিচিত্র।

থুজা-৬৩০—র‍্যানুলা, জিহবায় অর্ব্বুদ, জিহবার ভেরিকোসিল (বেল, ক্যালকে-কার্ব্ব, এসিড-ফ্লোর, এসিড-নাই, এস্ত্রা)।

ফাইটোলক্কা-৫৩৯—জিহবার ডগার ক্ষত।

রসটক্স-৫৬৯—জিহবার ডগায় লালবর্ণের ত্রিভুজাকার দাগ।

দ্রষ্টব্য ঃ—জিহবার কাঁটায় ও ক্ষতে এসিড-বোরিক ১৫/২০ গ্রেণ, ১ আউন্স গ্লিসারিণে মিশাইয়া জিহবার বাহ্যিক প্রয়োগে উপকার হয়। (৪০৫ পৃষ্ঠায়—ক্যালি-ক্লোর এবং ১৬৮ পৃষ্ঠায়—বোরাক্স দেখুন।

টন্‌সিলাইটীস।

ব্যারাইটা-কার্ব্ব-১৫২—ঠাণ্ডা লাগিয়া পীড়া, গলার ডানদিকে আক্রান্ত ঢোক গিলিতে বেদনা, টনসিল পাকিয়া পূঁয ও গলক্ষত, পুরাতন পীড়ায় উচ্চক্রম—১০০০ হইতে সি এম।

বেল-১৬২—টনসিল ফুলিয়া লালবর্ণ, যন্ত্রণা তৎসহ মাথাবেদনা, জ্বর।

ক্যালকেরিয়া-আয়োড-১৯০—টনসিলের মাঝে ক্ষত ও ছিদ্র।

লাইকো-১৯০—ডানদিকের টনসিলের উপর ছোট ছোট শক্ত ক্ষত।

কোনিয়ম-২৭৭—টনসিল খুব বড় ও শক্ত, ভিতরে পূঁয অথচ না শীঘ্র ভাল লাগে না শীঘ্র ফাটে, তাহার মাঝে মাঝে ছিদ্র ঘা।

ব্যারাইটা-মিউর-১৫৫—আলজিব বাড়ে, টনসিল ফোলে ও বড় হয়, তজ্জন্য গিলিতে কষ্ট, ঠাণ্ডা লাগিয়া পীড়া, পুরাতন পীড়া—পুনঃ পুনঃ টনসিল বাড়ে, পাকে পূঁয হয়।

হিপার-২৭৭—টনসিল খুব বড়, গলায় মাছের কাঁটা ফুটিয়া থাকিলে যে প্রকার কষ্ট হয় ইহাতেও সেই প্রকার কষ্ট (পুরাতন প্রদাহ—হিপার-৩৫৭)।

গুয়েকাম-৩৪৫—টনসিল প্রদাহের প্রথম অবস্থায়।

ফাইটোলক্কা-৫৪০—তরুণ টনসিলাইটীস—টনসিল ফোলে, লালবর্ণ হয়, জিহবার গোড়ায় বেদনা হয়, পানাহার করিতে পারে না। পুরাতন পীড়ায়—টনসিল বড় হইয়া থাকে, নিশ্বাসে কষ্ট ও শব্দ হয়, পুনঃ পুনঃ টনসিলাইটীস রোগে আক্রান্ত।

টনিক ঔষধ।

স্বাস্থ্যভঙ্গ, কোষ্ঠবদ্ধ, মাংসক্ষয়, দিন দিন শুষ্ক ও দুর্ব্বল হইয়া যাওয়া—সেনা-৫৯২।

প্রসবের পর শিশু স্তন্যপানের জন্য কিম্বা উদরাময় আমাশয় পীড়ায় ভুগিয়া স্বাস্থ্যভঙ্গ—এলষ্টোনিয়া-৭১। টাইফয়েডের পর—হাইড্রাষ্ট-৩৬৩ ও এলফ্যালফা, এভেনা-স্যাট-৬৪। ষ্টারকিউলিয়া-৬৯৯—ইহাতে ক্ষুধা ও পরিপাক শক্তি বৃদ্ধি এবং শারীরিক পরিশ্রমে শক্তি বৃদ্ধি হয়। এলফ্যালফো, টনিক—মূল্য ৪ আঃ শিশি—এখন প্রায় ৩ টাকা।

হোমিওপ্যাথিক নক্স-ভমিকা মাদার-টিংচার আধ বা এক ফোঁটা, অর্দ্ধ আউন্স শীতল জলের সহিত প্রত্যহ ২/১ বার সেবন করিলে ক্ষুধা, বল, বীর্য্য, রক্ত বর্দ্ধিত হইবে এবং প্রসবের পর দুর্ব্বলতা, ধাতুদৌর্ব্বল্য, স্বপ্নদোষ ইত্যাদিতেও উপকার হইবে। Macazoma sperans—স্নায়ুশক্তি, কোনও পীড়া ভোগের পর অতিরিক্ত দুর্ব্বলতা কোলান্স।

টাইফিলাইটীস।

(এপেণ্ডিসাইটীসের সমস্ত ঔষধ ইহাতে প্রয়োজন হয়)

টিউবার্কিউলসিস—থাইসিস-৬৩৬ পৃষ্ঠা দেখুন।

টিউমার—পৃষ্ঠা দেখুন।

ঠাণ্ডায় পীড়া বৃদ্ধি।

শুষ্ক ঠাণ্ডালাগাজনিত পীড়ায়—একোনাইট, ভিজা সেঁতসেতে ঠাণ্ডালাগাজনিত পীড়ায়—ডাল্কামারা ৩০৮।...জ'লো ধাতুগত, বর্ষায়, কিম্বা ভিজা মাটিতে থাকিলে, গরমের পর বর্ষা পড়িলে, জলাশয়ের ধারের শাকসব্জী খাইলে পীড়ায় বৃদ্ধি—ন্যাট্রম-সলফ-৫০০।...জ্বর বেদনা, বাত ইত্যাদি পীড়া ঠাণ্ডা লাগিয়া হইলে—রস টক্স ৫৬৮।....শীতকালের ঠাণ্ডায় পীড়া বৃদ্ধি, স্থান সেঁৎসেতে হইলেও হাওয়া গরম থাকিলে ভাল থাকে—ক্যালি-কার্ব্ব ৪০০।....বর্ষায় পীড়া বৃদ্ধি, শীত হইলেও শুষ্কস্থানে থাকিলে ভাল থাকে—ক্যাল্কেরিয়া কার্ব্ব-৪০০।....ঠাণ্ডায় ও অমাবস্যায় বৃদ্ধি—সাইলিসিয়া-৫৯৭। গায়ে একটু ঠাণ্ডা লাগিলেই অসুখ করে, তজ্জন্য গায়ে কাপড় ঢাকা রাখে—হিপার-৩৫৮। ...একটু ঠাণ্ডাতেই ঠাণ্ডা লাগে, ঠাণ্ডা সহ্য হয় না—এসিট্যানিসিডিয়াম-১৩।

ঠুনকো।

প্রথম অবস্থায়—ব্রায়োনিয়া-১৭৬—পীড়ার গতি অনুসারে—বেল, ফেরম-ফস, ক্যালি-মিউর, মার্ক, হিপার, সাইলি, ক্যালকেরিয়া-সলফ প্রভৃতি।

ব্রায়োনিয়া-১৭৬—স্তনে দুধ বৃদ্ধি, স্তন শক্ত, আক্রান্তস্থান অল্প লালবর্ণ, অত্যন্ত যন্ত্রণাদায়ক খোঁচামারা ব্যথা, জ্বর (খোঁড়ি মসুর ডাল বাটিয়া গরম করিয়া স্তনে প্রলেপ দিবে, স্তন উঁচু করিয়া বাঁধা থাকিবে, ঠাণ্ডা ভাল লাগিলে পুঁই পাতা থেঁতো করিয়া প্রলেপ দিবে)।

ফাইটোলক্কা-৫৪০—চাবড়ার মত ফোলা, ভয়ঙ্কর বেদনা, পাকিবার উপক্রম, স্তনে নালী-ঘা, কলতানি জলের মত পূঁয নির্গমন, স্তনে আব বা ফোঁড়া।

প্রথমাবস্থায় আক্রান্তস্থান লালবর্ণ, চকচকে, দপদপে বেদনা—বেলেডোনা।....পূর্ণ হইলে—সাইকো, হিপার, সাইলি, ক্যাল-সলফ।

ঠোঁটের কোণ ফাটা।

এন্টিম-ক্রুড-৯১—ন্যাট্রম-মিউর-৪৯১, নাইট্রিক-এসিড-৪৯৪।

ডিম্বকোষের পীড়া।

ডিম্বকোষের প্রদাহ—ষ্ট্যাফি, কোণি, গ্র্যাফা, প্ল্যাটি, সিমিসি, ন্যাজা, জনোসি, বেল, কলোসিন্থ, এপিস, থুজা, লিলিয়ম, কার্ব্বো-এসি, পডো, আর্জ্জেন্ট-মেন্ট।

ডানদিকের প্রদাহ—আয়োডাম, প্ল্যাটিনা, প্যালোডিয়ম, এপিস, বেল, আর্জ্জেন্ট-মেট।

বামদিকের প্রদাহ—ব্রোমি, লিলিয়ম, গসিপি, এব্রোটেন, ভেস্পা, এপিস, আর্জ্জেন্ট থুজা, ল্যাকে, কলোসি, ন্যাজা।....ডিম্বকোষের শোথ—এপিস, আর্স, ক্যালি-ব্রোম, গ্র্যাফা, ল্যাকে, এব্রোটেন, ভেস্পা। পুরাতন কাঠিন্য....অরম-ন্যাট-মি, গ্র্যাফা।

এবসিন্থ-১১—ডান ডিম্বকোষের তীক্ষ্ণ বেদনা, ক্রোরোটিক-স্ত্রী-১২।

অরম-আয়োড-১৪৪—ডিম্বকোষের সিষ্ট।

প্যালেডিয়ম-৫২২—ডান ওভেরিতে ফোলা, বেদনা, প্রস্রাবে কষ্ট, জরায়ুর স্থানচ্যুতি।

গুয়েকাম-৩৪৫—বেতো স্ত্রীলোকের ডিম্বকোষ প্রদাহ, বাধক, অনিয়মিত ঋতু।

কালি-ব্রোম-৩৯৯—ডিম্বকোষে ও ব্রড লিগামেন্টে সিষ্টিক-টিউমার।

ল্যাক্টুকা-ভিরোসা-৪৩১—ডিম্বকোষে অর্ব্বুদ, তাহাতে অত্যন্ত বেদনা-যন্ত্রণা।

ল্যাকেসিস-৪২৫—বামদিকের প্রদাহ, টিউমার, স্নায়ুশূল, ফোলা, শক্তভাব, প্রদাহ বাম হইতে ডানদিকে পরিচালিত, রজঃস্রাব আরম্ভ হইলেই যন্ত্রণার উপশম।

এপিস-১০২—ডানদিকের প্রদাহ, হুলফোটা-ব্যথা, সিষ্টিক-টিউমার, জ্বালা।

ইউপিয়ন-১০২—ডানদিকের পীড়া, ফ্যালোপিয়ান-টিউব ও তাহার নিকটস্থ প্রায় সমস্ত যন্ত্রের পুরাতন পীড়া। ঋতুকালে—বুকজ্বালা, হুলফোটান-ব্যথা, যোনিমুখে বেদনা।

ষ্ট্যাফিসেগ্রিয়া-৬০৮—স্বামী সহবাসে বঞ্চিত হইয়া ওভেরাইটাস।

বেলেডোনা-১৬২—ডানদিকের প্রদাহ, অত্যন্ত তীব্র বেদনা, জ্বালা ও টাটানি ব্যথা ঋতু নিঃসরণ হইলে বেদনা কম হয়, বেদনা সবিরাম।

কোনিয়ম-২৭৮—ডিম্বকোষে হুলবেঁধার মত বেদনা, কাম প্রবৃত্তির লোপ।

গ্র্যাফাইটীস-৩৪২—বাম ওভেরির বিবৃদ্ধি ও কাঠিন্য, স্পর্শকাতরতা বেদনা, এভেরিয়ানসিষ্ট, জরায়ুতে ফুলকপির মত গ্যাজ উৎপন্ন।

প্ল্যাটিনা-৫৪৩—ডিম্বকোষে পুঁয সঞ্চয়, ল্যাকেসিসে আরোগ্য না হইলে।

স্যালিক্স-নায়গ্রা-৫৭৯—ঋতুর পূর্ব্বে ও সময়ে স্নায়বিক বেদনা, ডিম্বকোষের বেদনা, কষ্টকর ঋতুস্রাব।

ন্যাজা-৪৮৮—বাম ডিম্বকোষের স্নায়ুশূল, তৎসহ বুক ধড়ফড়ানি, হৃৎপিণ্ডে বেদনা।

জনোসিয়া-আশোকা-৬৪—ঋতু প্রকাশ হইবার পূর্ব্বে ডিম্বকোষে বেদনা, অতিরজঃ ঋতুশূল-বেদনা, রজঃ বন্ধ।

কলোসিন্থ-২৬৯—ডিম্বকোষের পীড়ার বেদনার স্থান চাপিলে, উপুড় হইয়া শুইলে গরম ফোমেন্টেসনে কম পড়ে (ম্যাগ-ফস)

ভাইবর্ণম-৬৩—ডিম্বকোষের প্রাদাহিক কিম্বা স্নায়ুশূল-বেদনা।

সাম্বল—বাম ওভেরির স্নায়ুশূল।

ব্র্যাকিগ্লটিস-৬৮০—ওভেরির নিকট যেন পাখী ঝটপট করে (fluttering)।

ল্যাক্টুকা-ভিরোসা-৪৩১—ডিম্বকোষে অর্ব্বুদ, যন্ত্রণাসহ।

ডিম্বকোষের অর্ব্বুদ—রোগীকে শুধু ফল ও দুগ্ধপথ্যের উপর রাখিবেন।

ডিপ্‌থেরিয়া।

ডিপথেরিণাম-৩০৪—প্রথম হইতে সাংঘাতিক ভাব, গ্ল্যাণ্ড ও জিব ফোলে, মেম্ব্রেণ পুরু ও কাল হয়, নাক দিয়া রক্ত পড়ে, পানীয় বস্তু বাহির হইয়া আসে। ল্যারিঞ্জিয়্যাল ডিপ্‌থেরিয়া আরোগ্যের পর পক্ষাঘাত।

ন্যাজা-৪৪৮, ৪৮৭—ডিপথেরিয়া আরোগ্যর পর হৃৎপিণ্ডের পক্ষাঘাত, শ্বাস-প্রশ্বাসে ভীষণ কষ্ট, নাড়ী সবিরাম, সূতার মত ক্ষীণ, হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া বন্ধ হইবার উপক্রম।

মার্ক-আয়োড-৪৬৬—টাকরায় ক্ষত, শ্লেষ্মা জমা, জ্বর, গলায় বেদনা, ঢোক গিলিতে কষ্ট, পানাহারে ও শ্বাস-প্রশ্বাসে কষ্ট, উচ্চ সাঁই সাঁই শব্দ, কাশি, দুর্গন্ধ বাহির, লালাস্রাব।

মার্ক-বিণ-আয়োড-৪৬৭—ক্ষত, ফোলা, তালুমূলের বামদিকে পীড়া হয়, মার্ক-আয়োডের লক্ষণের বর্ত্তমানতা, জ্বর ও প্রদাহ অধিক।

মার্ক-সিয়ানেটাস-৪৬৭—পীড়ার হঠাৎ আক্রমণ ও দেখিতে দেখিতে গুরুতরভাব ধারণ, দুর্ব্বলতা, হিমাঙ্গ, নাড়ীর গতি খুব দ্রুত সবিরাম, মুখে পচা দুর্গন্ধ, ক্ষত নাসিকায় পরিচালিত হয়, ইহা এপিসের পর উপকারী। এপিসে-দ্রুত নাড়ী, জ্বর থাকে না, ভিতরে থলীর মত ফোলা থাকে। মার্ক-সিয়ানেটাসে—জিহবা কখনও লালবর্ণ হয়।

এপিস, আর্সেনিক, ব্যাপটি, কার্ব্বো, ফাইটো, ক্যালি-বাইক্রম, ন্যাজা—ইহাদের লক্ষণ ৪৬৭ পৃষ্ঠায় পাঠ করুন। ষ্টিম-অটোমাইজারে এলোপ্যাথিক সাইডার-ভিনিগার দিয়া বাষ্প করিয়া উহার ধুম গ্রহণে কঠিন প্রকারের ডিপথেরিয়াতেও উপকার হয়—১৫ পৃষ্ঠা।

ফাইটোলক্কা-৫৩৯—জিহবার গোড়ায় ভীষণ বেদনা, গলায় জ্বালা, পানাহারে কষ্ট, লালা নিঃসরণ, সমস্ত অঙ্গে টাটানি ব্যথা, চোখ মুখ বসা।

ডিস্পেপ্‌সিয়া—অজীর্ণ ৭০৪ পৃষ্ঠা দেখুন।

ঢেকুর।

(পাকস্থলীর পীড়া-৮১৩ পৃষ্ঠা দেখুন)

পচা দুর্গন্ধ ঢেকুর—আর্ণিকা-১২৩,.... চোঁয়া ঢেকুর—ষ্ট্যানম-২১৭,...... পেটে চাপ দিলে ঢেকুর—কলচি-২৬৬,....টক্ ঢেকুর—লাইকো-২১৮, ন্যাট-ফস-৪৯৯, রোবিনিয়া-৫৭৩, এসিড-সলফ-৩৯,....তিক্ত—কার্ব্বো-২১৯,....দুর্গন্ধ ঢেকুর—কার্ব্বো-২১৮।

কার্ব্বো-২১৯—পেটফাঁপাসহ টক্ ঢেকুর, কষ্টকর ঢেকুর, ঢেকুরে উপশম।

চায়না-২১৯—ঢেকুরে কষ্টের উপশম হয় না বরং বৃদ্ধি।

তড়ুকা

বেলেডোনা-১৫৯, ১৬১—জ্বর, উদরাময়সহ ও দাঁত উঠিবার সময় পীড়া।

এট্রোপিয়া-১৬৩, সাইকিউ-২৪১—প্রসূতির তড়কা, আক্ষেপ।

ক্যামো-২৩৪—ছেলে রাগী, খিট্‌খিটে, মাথা খুব গরম, মাথায় ঘাম, প্রসূতির ক্রোধ বা ভয় পাইবার পর ছেলের পীড়া।

সাইকিউটা-২৪১—ভীষণ তড়কা, মাথা ঘাড়—পিঠের দিকে ধনুকের মত বাঁকে, দন্ত নির্গমনকালীন ও ক্রিমিজনিত তড়কায় বা ফিটে জ্ঞানলোপ।

সিনা-২৪৫—কোলে বেড়াইলে ও নড়াচড়ায় ফিট কমে, স্থির থাকিলে বৃদ্ধি।

কষ্টিকাম-২৪৫—পেটের ইরিটেসন জনিত তড়কা।

কোয়াসিয়া-২৪৫—ক্রিমিজনিত তড়কা (আর্টিমিসিয়া, ইণ্ডিগো, সিনা)।

ইথুজা-২৪৫, ৫৫—চাপ চাপ বমিসহ তড়কা, বুড়ো আঙুল মুঠা করে, মুখ চোয়াল শক্ত।

ককুলাস-২৬০—চোখ বুজাইয়া থাকে, তাহার ভিতর চোখের তারা ঘোরে।

কলচি-২৩৬—দন্তোদগমকালে নানারঙের বাহ্যেসহ তড়কা, মাথা চালে।

এব্‌সিন্থিয়াম-১০—শিশুদের অনেকক্ষণ স্থায়ী তড়কা, মৃগী।

কুপ্রম-২৯০—ফিটের সময় বুড়ো আঙুল মুঠার মধ্যে আনে, আঙুল মুড়িয়া মুঠা বাঁধে, মুখ নীলবর্ণ দেখায়। ...Lonicera-৬ষ্ঠ ; ভীষণ রকমের তড়কা টঙ্কার।

বেলেডোনা-২৯২—মুখ লালবর্ণ হয়, চোখ টানিয়া থাকে, মিট্‌মিট্ করে, মাথা গরম, ধড়ফড়ে জ্বর, গলা ঘড়ঘড় করে (মুখ নীলবর্ণ হয়—কুপ্রম)।

সাইপ্রিপিডিয়ম-২৯৬—দাঁতউঠা ও অন্ত্রের উত্তেজনাহেতু মস্তিষ্ক-লক্ষণ।

গ্লোনয়িন-৩৩৫—প্রস্রাবের সময় কিম্বা পরে তড়কা, মুখ ফোলা ফোলা, নাড়ী মোটা ও কঠিন, মুখে ফেণা, অজ্ঞান, আঙুল মুঠা বা ফাঁক, প্রস্রাবে এলবুমেন।

ইপিকাক-৩৮৪—আহারের ব্যতিক্রমে কিম্বা উদ্ভেদ বসিয়া যাইয়া ছোট শিশুদের দন্তোদগমকালীন তড়কা।

হায়োসিয়ামস-৩৭০, ৩৩৫—অজ্ঞানভাবের সঙ্গে পেশীর স্পন্দন, মুখভঙ্গি, শিহরিয়া উঠা, মুখে ফেণা। শিশুদের তড়কা খেঁচুনি, প্রসবের পর খেঁচুনি, ভয় পাইয়া তড়কা, মৃগীর মত ফিট, পাগলের মত ভাব, মুখে ফেণা, অজ্ঞানভাব।

ইগ্নে ও ওপির লক্ষণ—২৯২ পৃষ্ঠায় ও এসিড-হাইড্রো দেখুন।

ভেরেট্রম-ভিরডি-৯৩৪—পোয়াতির তড়কা, মস্তিষ্কে রক্তসঞ্চয়, অচৈতন্য, ফিটের পরেও জ্ঞান হয় না, পড়িয়া থাকে, যেন ঘুমায়, পরে আবার ফিট।

নক্স-মস্কেটা-৫০৪—উদরাময়ের সঙ্গে তড়কা।

লোনিসেরা-৬৯১—বুকে ও মস্তকে রক্তাধিক্য, এক পিউলি সঙ্কুচিত—অন্যটি প্রসারিত, চক্ষু অর্দ্ধ মুদ্রিত ও নিদ্রাচ্ছন্ন, মুখ লালভাব, শরীর কাঁপে, ভীষণ রকমের তড়কা।

স্কাটেলিরিয়া-৬৯৭—দাঁত উঠিবার সময় শিশুদের তড়কা ও স্নায়ু উত্তেজনা।

টোট্‌কা ঃ—লজ্জাবতি লতার শিকড় ন্যাকড়ায় পুঁটুলি করিয়া গলায় বাঁধিয়া দিলে তড়কা বন্ধ হয়। তড়কার সময় সহ্যানুযায়ী গরম জলে পায়ের নিম্নাংশে ডুবাইয়া মাথা ভিজা ন্যাকড়া চাপা রাখিয়া (ফুট-বাথ) বাতাস করিলে ফিটের প্রকোপ ও জ্বর কম হইবে।

তামাক সেবনের কুফল।

(৬২৪ পৃষ্ঠায় ট্যাবেকাম দেখুন)

তাণ্ডবরোগ (কোরিয়া)।

এগারিকাস-৫৯, ফাইজস্টিগমা-৫৩৮, জিজিয়া-৬৫২, জিঙ্কাম-সিয়ানে-৬৫০।

স্পাইন্যাল-কোরিয়া—সাইকিউ, ককু, কুপ্রম, মাইগেল, নক্স।

ইউটিরাইন-কোরিয়া—সিপি, সিকেলি, লিলিয়ম, পলস, কলোফা, সিমিসি।

রিউম্যাটিক-কোরিয়া—কষ্টি, রসটক্স, ষ্টিষ্টা, সিমিসি, ক্যালি-আয়োড।

এবডোমিন্যাল-কোরিয়া—এসাফি, আয়োড, লাইকো, সাইলি, চেলি।

মাইগেল—৪৮৬—চলিতে পা অন্যস্থানে পড়ে, সমস্ত শরীর অনবরত নড়ে, অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদির কম্পন, হাত স্থির থাকে না, হাতের ও পায়ের অদমনীয় নড়ন, চলিবার সময় প্রত্যঙ্গাদি যেন টানিয়া খেঁচিয়া থাকে। মুখের পেশীর নর্ত্তন, মাথা থাকিয়া থাকিয়া একদিকে ধাক্কা দেওয়ার মত নড়িয়া উঠে।

জ্বরে তাপ।

এসিট্যানিলিডিয়াম-১৩—উচ্চতাপ ; ১০৫।১০৬।১০৭ ডিগ্রী (পাইরোজিন)

হেলোডার্মা-১৩—তাপের হ্রাস Sub-normal—৯৮ ডিগ্রী।

থাইসিস (যক্ষ্মা)

এই পীড়ায় স্থান পরিবর্ত্তন ও সমুদ্রতীরে বাস বিশেষ আবশ্যক, ইহা মারাত্মক পীড়া, ইহার ঔষধ নাই, ফুসফুস ও শ্বাসযন্ত্রের পীড়া দ্রষ্টব্য।

টিউব্যর্কিউলার (হিপার ও স্পঞ্জিয়া পর্য্যায়দিনে)—ক্যালকে ফস, ষ্ট্রানম, ষ্ট্যানম-আয়োড, সলফ, ব্রোমি, ক্রিয়ো, ল্যাকে, টিউবার্কিউ।

প্রথমাবস্থায়—এমন-কার্ব্ব, আর্স-আয়োড, এসিড-গ্যালিক, এলিয়ম-স্যাট, টিউবার্কিউ ফস, হিপার-৭৮, থেরিডিয়ম-৬২৯।

বর্দ্ধিতাবস্থায়—আর্স-আয়োড, কার্ব্বো-ভেজ, কার্ব্বো-এনি, ব্যাসিলিনাম, ক্যাপসি, ষ্ট্যানম-আয়োড, ড্রসেরা, চায়না।

ফুসফুসে পূঁয—কার্ব্বো, হিপার, ল্যাকে, এসিড-নাই, সলফ, লাইকো, সাইলি।

ল্যারিঞ্জিয়্যাল—ড্রসেরা, সেলিনিয়ম স্পঞ্জিয়া, আর্স-সলফ-ফ্লেভাম, ম্যাঙ্গেনাম।

একালিফা-ইণ্ডিকা-১২—যক্ষ্মারোগে ফুসফুস হইতে রক্তস্রাব, বক্ষঃস্থলে বেদনা, প্রাতে তরল তাজারক্ত, বৈকালে চাপ চাপ রক্ত উঠে।

এসিড-নাইট্রিক-২৯—বুকে রক্ত জমে, বেদনায় হাত ছোঁয়ান যায় না, মুখ দিয়া রক্ত উঠে, শ্বাসকষ্ট ও দমবন্ধের ভাব হয়।

আর্স-আয়োড-১৩৪—ফুসফুস গহ্বরে স্ফোটক, হেকটিক-জ্বর, পূঁয মিশ্রিত রাশি রাশি গয়ার উঠে, দ্রুত বলক্ষয়, নিশাঘর্ম্ম, উদরাময়, ক্ষীণ নাড়ী।

ড্রসেরা-৩০৫, সেলিনিয়ম-৫৮৯—ল্যারিঞ্জিয়্যাল-থাইসিস, চুপি চুপি কথা কয়, বুকে ক্ষতের মত বেদনা, সন্ধ্যা ও রাত্রি দ্বিপ্রহরের পর কাশি বৃদ্ধি।

ফেরম-আয়োড-৩১৮—ফুসফুসে পূঁয সঞ্চয়।

ক্রিয়োজোট-৪১৯—যক্ষ্মার পোকা না মরিলেও ইহাতে কফ ও গয়ার হ্রাস হয়, ঘাম নিবারণ করে ও ধীরে ধীরে বলসঞ্চয় হয়।

স্যালভিয়া-৬০৫—যক্ষ্মায় সর্ব্বদা গলা শুড় শুড় করিয়া কাশি, অনবরত জ্বর, দ্রুত নাড়ী।

ম্যাঙ্গেনাম-৪৬০—ল্যারিঞ্জিয়াল, গলাধরা ও গলায় টাটানি বেদনাসহ কাশি।

ন্যাপথালাইন-৪৮৮—কষ্টদায়ক কাশি, ঘুম হয় না, তন্দ্রা আসিবামাত্রই কাশি, প্রচুর ঘাম, দুর্গন্ধ বাহ্যে, উদরাময়।

ল্যাকন্যান্থীস-৪৩০—অনুক্ষণ জ্বর, শরীর শুকান, কষ্টদায়ক কাশি, নিশাঘর্ম্ম।

ট্রিলিয়ম-৬৩৫—প্রচুর পরিমাণে পূঁযের মত গয়ার তৎসহ রক্ত।

থাইসিসে পূঁযের মত গয়ার—হিপার, সিলা, জার্ব্বা-স্যান্টা।

ব্যালসামম-১৪৭—দুর্গন্ধ পূঁযের মত গয়ার উঠা, হেক্‌টিক-জ্বর, নিশাঘর্ম্ম, সর্দ্দি, তরল, ঘড়ঘড়ে কাশি, রাশি রাশি গয়ার উঠে।

আয়োডাম-৩৮০—কাশি শুষ্ক, গলা ঘড় ঘড় করে, গরম সহ্য হয় না, গয়ারে রক্ত, সবল ব্যক্তির রক্ত উঠিয়া ক্রমশঃ দুর্ব্বলতা, অত্যন্ত ক্ষুধা।

স্পঞ্জিয়া-৬০৩—খুসখুসে কাশি। কথা কহিলে, ঠাণ্ডা বাতাসে, জোর নিশ্বাসে কাশির বৃদ্ধি, ল্যারিঞ্জিয়্যাল-থাইসিস।

ষ্ট্যানম-আয়োড-৬০৫—যক্ষ্মার শ্রেষ্ঠ ঔষধ, পীড়া দ্রুতগতিতে বৃদ্ধি হয়, ষ্ট্যানমের লক্ষণ থাকিয়াও উপকার হয় না, ৩য় অবস্থায় পূঁয (ক্রম—২ × শক্তি)।

ষ্ট্যানম-৬০৪—রাশি রাশি গয়ার উঠে, গয়ারের স্বাদ লোণা বা মিষ্ট, প্রচুর নিশাঘর্ম্ম, বুকের অত্যন্ত দুর্ব্বলতা।

এসিড-গ্যালিক-২১—ফুসফুসে বেদনা, মুখ দিয়া রক্ত উঠে, প্রচুর গয়ার উঠে, কাশি রাত্রিতে শুষ্ক। ইহার দ্বারা দূষিত স্রাব নির্গমন বন্ধ ও ক্ষুধা বৃদ্ধি হয়।

ব্যাসিলিনাম-৬৩৭—ইহাতে গয়ারের পরিবর্ত্তন এবং গয়ারে পূঁয কম হওয়ার ও ফুসফুসে বাতাস প্রবেশ করায় ফুসফুস পরিষ্কার হয় (রোগীর ঠাণ্ডা সহ্য হয় না)।

এলিউম-স্যাট-৬৭—ইহাতে কাশি কম হয়, দেহের উত্তাপ স্বাভাবিক এবং দেহে মাংসে সঞ্চয় হয়। প্রচুর শ্লেষ্মা নির্গমন ; পুরাতন কাশি, ঠাণ্ডায় কাশি বৃদ্ধি, হাঁপ ও কাশি প্রভৃতিও ইহার প্রধান লক্ষণ।

কার্ব্বো-এনি-২১৬—টীসু নষ্ট হইয়া, গয়ার পচিয়া পূঁযের মত পদার্থ বাহির হয়, দম আটকান কাশি, ডান ফুসফুস অধিক আক্রান্ত, ডানদিকে ক্যাভিটি।

ক্যালকেরিয়া-হাইপোফস-১৯৪—উদরাময়, কাশি, বুকে বেদনা, মুখ দিয়া রক্ত উঠা, অতিরিক্ত ঘাম, রক্তহীনতা, হাত পা ঠাণ্ডা (মারাত্মক উদরাময়)।

* এন্টিমনি-অক্সাইড—জ্বর, কাশি, সর্দ্দি, অতিরিক্ত ঘর্ম্ম।

ম্যায়োসটিস-৬৯১—ক্রনিক ব্রঙ্কাইটিস, থাইসিস, নিশাঘর্ম্মসহ প্রচুর পূঁযমিশ্রিত গয়ার, কাশির সময় ওয়াকউঠা, বমি, ব্রঙ্কোরিয়া, বাম বুকে বেদনা।

সলিডেগো-৬৯৮—ফুসফুস হইতে রক্তস্রাব।

পলিগোনাম-এভিকিউল্যারি-৬৯৫—থাইসিস ও সবিরাম জ্বর।

দন্তের পীড়া।

ঠাণ্ডা লাগিয়া দন্তবেদনা—একোন, আর্স, বেল, ক্যামো, নক্স। ....মাড়ীতে স্ফোটক—হিপার, সাইলি, মার্ক। ....দাঁতনড়া—ক্যাল-ফস, কষ্টি।.......দাঁত পড়া—ক্যালি-ফস, ক্রিয়ো, ষ্ট্যাফি, ক্যাল-ফ্লোর, এসিড ফ্লোর। ....পোকা খাওয়া, কাল হওয়া-ক্রিয়ো, মার্ক-ভাই ফস, ষ্ট্যাফি, ক্যামো।....দাঁত বিলম্বে উঠা ও শীঘ্র পড়া-ক্যাল-কার্ব্ব, ক্যাল-ফস, ক্যাল-ফ্লোর।.....দাঁত কড়মড় করা—সিনা, পডো, মাইগেল। ......মাড়ী ফোলা-বেল মার্ক, হিপার।..... গোড়া আলগা হওয়া-মার্ক, হিপার, কষ্টি, এসিড-নাই।......... শোষ ঘা—ক্যাল-ফ্লোর, ষ্ট্যাফি, সাইলি, হেক্লা। ....রক্তস্রাব—আর্স, কার্ব্বো, মার্ক, এসিড-নাই, ফস, ষ্ট্যাফি।

দন্তশুল বেদনার বৃদ্ধি—ঠাণ্ডা জলে—ষ্ট্যাফি, নক্স,......হাতটি লাগিলে—চায়না......খাদ্য বা পানীয় দাঁতে ঠেকিলেই—ষ্ট্যাফি.......গরম জলে—ক্যামো, পলস, ল্যাকে.......ঋতুস্রাবের সময়ে—ল্যাকে, সিপি, ষ্ট্যাফি.....গর্ভাবস্থায়—ক্যাল-কার্ব্ব, ষ্ট্যাফি, ম্যাগ-কার্ব্ব, পলস, ...তাপ প্রয়োগে, গরম পানীয় মুখে রাখিলে—ন্যাট-সলফ।

দন্তশুল বেদনার উপশম— ঠাণ্ডায়— ক্যামো, কফি, ম্যাগ কার্ব্ব, পলসেটিলা....গরমে—আর্স, ম্যাগ-ফস, নক্স; জোরে চাপে—চায়না, ষ্ট্যাফি.......তামাকে ধূমপানে, ঠাণ্ডা বাতাসে, ঠাণ্ডা জল মুখে রাখিলে—ন্যাট-সলফ-৫০১।

এন্টিম-ক্রুড-৯৩—ফোকলা দাঁত, বেদনা, কিছু খাইলে বা ঠাণ্ডা জল দাঁতে লাগিলে প্রাণ বাহির হয়।

একোনাইট-৪৮—ঠাণ্ডা লাগিয়া দাঁতের গোড়া ফোলা, বেদনা যন্ত্রণা।

চেনোপোডি-গ্লসি-য়্যাপিস-৫৪২—দন্তের পীড়ায় প্লান্টেগোর সহিত তুলনীয়।

ক্যাল-ফ্লোর-১৯১—দাঁতনড়া, দাঁতে কিছু লাগিলেই যন্ত্রণা।

ক্যাল-ফস-১৯২—শিশুর বিলম্বে দাঁত উঠে, শীঘ্র নষ্ট হয়, বয়স্কদের দাঁতে ছিদ্র হয়, দাঁতের গোড়া আলগা ও দাঁত নষ্ট হইবার জন্য ইহা ব্যবহৃত হয়।

কার্ব্বো-২২১—সছিদ্র মাড়ী, গোড়া বাহির হয়, পানসে দাঁত, রক্ত পড়ে।

সাইলিসিয়া-১৯—দন্তের ক্ষত আরোগ্য না হইলে ইহার পর—এসিড-ফ্লোর।

চায়না-২৫২—একটু স্পর্শ বেদনা ; কিন্তু দাঁতে দাঁতে জোরে চাপে উপশম।

সিষ্টাস-২৫৭—দাঁতের মাড়ী ফোলা, ক্ষত মুখে ও নিশ্বাসে পচা গন্ধ।

কফিয়া-২৬২—ঠাণ্ডা জল মুখে রাখিলে বেদনার উপশম।

ফসফরাস—৫৩২—দাঁত তুলিবার পর রক্তস্রাব।

*মাইগেল—রাত্রিতে দাঁত কড়মড় করে।

এপোসাইনাম-এণ্ড্রোসি-৫২—উপরের চোয়ালে ও দাঁতে বেদনা।

হেক্লা-লাভা-৩৫১—মাড়ীতে ক্ষত, স্ফোটক, নালী-ঘা, পোকা লাগিয়া দাঁতে ক্ষত, মাড়ীতে ফোলাসহ বেদনা, দাঁত তোলার মত কিছু অংশ থাকায় যন্ত্রণা।

এসিড-ফ্লোর-১৯—হেক্লা-লাভা, ৩৫১—মাড়ীতে শোষ বা (Pyorrhoea)।

মার্ক-সল-৪৫৪, ৪৬৯—রাত্রিতে ও বিছানার গরমে বেদনার বৃদ্ধি, মাড়ী ফোলে, রক্ত পড়ে, ঘা হয়, দাঁড় সরিয়া আসে, কাল ও আলগা হয়, পানসে দাঁত, মুখে দুর্গন্ধ, লালা ঝরে।

প্লান্টেগো-৫৪২—প্রায় সর্ব্বপ্রকার দন্তশূলে উপকারী।

কক্‌সিনেলা-২৫৮—মুখে, দাঁতে মাড়ীতে ঠাণ্ডা বিবেচনা করে, একমুখ করিয়া লালা জমে।

এম্‌ফিসবিনা (Amphisboena)—ডান মাড়ী স্ফীত এবং তাহাতে ছুরি মারার মত বেদনা, মাথা ব্যথা—উহাতেও ঐ প্রকার বেদনা।

এমেটিন-৬৮৪—পায়োরিয়া, দাঁত দিয়া পুঁয রক্ত পড়া।

ম্যাগ্নেসিয়া-কার্ব্ব-৪৫৪—রাত্রে বিছানায় স্থির থাকিলে বৃদ্ধি, চলিলে উপশম।

র‍্যাটান্‌হিয়া-৪৫৫—রাত্রে বৃদ্ধি, বেদনার ধমকে উঠিয়া বেড়ায়, ছটফট করে।

ন্যাট্রম-সলফ-৫০১—তাপে, গরমপানে যন্ত্রণায় বৃদ্ধি ; ঠাণ্ডা জলে, ঠাণ্ডায় উপশম।

ট্রিলিয়ম-৬৩৪—মাড়ী হইতে দাঁত তুলিবার পর রক্তস্রাব।

ষ্ট্যাফিসেগ্রিয়া-৬০৬—উপদংশ ও প্রমেহ রোগীর সন্তানের দাঁত নষ্ট, দাঁতে পোকা, কাল দাগ, দাঁত খেয়ে যাওয়া, মাড়ী ফোলা আঙুল বা অন্য কিছু দাঁতে ঠেকিলেই পড়ে।

ক্রিয়োজোট-৪১৮—দুধে দাঁতে পোকা, প্রথমে দাঁত হলদে—পরে কালবর্ণ ক্রমশঃ খেয়ে যায়, ভিতরে গর্ত্ত হয়।

কফিয়া-টোষ্ট—২৬৪—ধ্বংসদন্তের পীড়াহেতু মুখের স্নায়ুশূল বেদনা।

প্ল্যান্টেগো—θ, তুলায় করিয়া বাহ্যিক প্রয়োগ করিলে অনেক প্রকারের দন্ত বেদনায় উপশম হয়। দাঁতের পোকায়—ক্রিয়োজোট-θ, বাহ্যিক দিবেন।

দংশন।

৪৩৮ পৃষ্ঠা—লিডম অধ্যায় দেখুন।

এনথ্রাসিনাম-৯০—ভিমরুল, বোলতা, প্রভৃতি কীটাদির দংশন।

ইন্দুর দংশন—(Rat bite Infection)—কোনও বিষাক্ত (infected) ইন্দুর কাহাকেও দংশন করিলে তাহার একপ্রকার জ্বর, লিম্ফানজাইটীস ও ইরাপসন বাহির ইত্যাদি হয় ও উহা একবার আরোগ্য হইয়া কিছুদিন পরে পুনরায় প্রকাশ পায়। দুষ্ট স্থানের ক্ষত অল্প সময়ে আপনা আপনি আরোগ্য হইতে পারে; কিন্তু ইহার কুফল—দংশনের পর হইতে প্রায় ৬ : গ্তাহের মধ্যে প্রকাশ পায়। পীড়া প্রকাশের পূর্ব্ব লক্ষণ—প্রথমে নষ্টস্থানে বেদনা হয়, লুপ্ত ক্ষতচিহ্ন ফুটিয়া উঠে, লিম্ফ্যাটিক-গ্ল্যাণ্ড বড় হয় ও ফুলিয়া উঠে, ইহার অল্পদিন পরেই জ্বর হয়, জ্বর প্রায় ১০৩ ডিগ্রী পর্য্যন্ত উঠে, কাঁপ দেয়, বমি হয়, উদ্ভেদ (rash) বাহির হয় ; উহা—মুখে, দেহকাণ্ডে ও প্রত্যঙ্গেই অধিক দেখা দেয় ; যাহা হউক ৩/৪ দিনের মধ্যে ঐ জ্বর কমিয়া যায়, জ্বর ঘাম দিয়া ছাড়ে, উহাতে বোধ হয় রোগী যেন আরোগ্য হইয়া গেল, অন্যান্য উপসর্গও কমিয়া যায়। ৩ থেকে ৬ দিন পর্য্যন্ত উক্ত প্রকারে রোগী ভাল থাকিবার পর পুনরায় জ্বর দেখা দেয় এবং ১/২ দিনের মধ্যে লিম্ফ্যাটিকের বৃদ্ধি ও র‍্যাস বাহির হয়। এইপ্রকার পুনরাক্রমণ (relapse) অনেক সময়—২/১ সপ্তাহ বা ২/। মাস অন্তেও হইতে দেখা যায়। মৃত্যুসংখ্যা ইহাতে অল্প নহে।

ইহাদের চিকিৎসা—দংশন মাত্রই যদি দুষ্টস্থান নাইট্রিক বা কার্ব্বলিক-এসিড দিয়া পোড়াইয়া দেওয়া হয়, তাহা হইলে রোগীর বিষাক্ত হইবার ভয় থাকে না। ক্ষতে নীলবড়ী গুঁড়া করিয়া টিপিয়া রাখিবেন এবং যতদূর ফুলিবে নীলবড়ী জলে ঘষিয়া

লাগাইয়া তাহার উপর ধুতরা পাতা বাটিয়া গরম করিয়া ক্ষতমুখ ঢাকিয়া প্রলেপ দিবেন, ৫/৬ ঘন্টা অন্তর প্রলেপ বদলাইবেন। রোগীকে আভ্যন্তরিক—এচিনেসিয়া—θ, ৩/৪ ফোঁটা মাত্রায় জলসহ দিনে ৩/৪ বার কিছুদিন দিবেন এবং উহার ২/১ ফোঁটা মাত্রায় প্রত্যহ ১ বার, অন্ততঃ ১১০ ।২ মাস সেবন করাইবেন। লক্ষণ মিলিলে—লিডম, আর্সেনিক, ল্যাকেসিসেরও প্রয়োজন হয়। এলোপ্যাথগণ ইহাতে আর্সেনিক ইনজেকসন দেন। ধনুষ্টঙ্কার, দাঁতীলাগা ইত্যাদি হইলে—হাইপেরিকাম।

ছুঁচার দংশন—দৃষ্টস্থান কার্ব্বলিক-এসিড দিয়া পোড়াইয়া দিবে, আমরুল শাক আহার করিবে ও উহা বাটিয়া গায়ে মাখিবে (ঔষধ—এচিনেসিয়া)।

পাগলা কুকুর দংশন—কুকুর কামড়াইলে সেই স্থানটি নাইট্রিক বা কার্ব্বলিক-এসিড দিয়া আহতস্থানটি পোড়াইয়া দিবেন এবং বেলেডোনা—θ, ২/১ ফোঁটা মাত্রায় দিনে ৪/৫ বার ব্যবস্থা করিবেন। কুকুর, শিয়াল বা বিড়াল রাগিয়া কামড়াইলে দংশন মাত্রেই বিষাক্ত হইয়া হাইড্রোফোবিয়া হয় না, ১৭/১৮ দিন পরে কুলক্ষণ প্রকাশ পায়। কুকুর কাপড়ের উপর কামড়াইলে লালা কাপড়ে লাগিয়া যায়, অতএব বিষাক্ত হইবার তত ভয় থাকে না। কুকুরে কামড়াইলে—কুকুরকে কখনও মারিয়া ফেলিবে না, পাগলা কুকুর ৩/৪ দিনের বেশী বাঁচে না, কুকুর কামড়াইয়া যদি কুকুর সুস্থ শরীরে ১০/১২ দিন বাঁচিয়া থাকে, কোনও পাগলামির লক্ষণ প্রকাশ না পায়, কুকুরদিগের ল্যাজ বাঁকা ও উপর দিকে খাড়া থাকে; কিন্তু কুকুর পাগলা হইলে তাহার ল্যাজ সোজা ও সর্ব্বদা নীচে পায়ের দিকে ঝুলিয়া থাকিবে, ইহার দ্বারাও কুকুরের বিষ আছে কিনা জানিতে পারা যায়।

হাইড্রোফোবিয়া অর্থাৎ বিষাক্ত হইবার লক্ষণ—কুকুর কামড়াইবার ১৭/১৮ দিন পরে দৃষ্টস্থানে সামান্য প্রদাহ হয় ও চুলকাইতে থাকে, ক্রমে অস্থিরতা, খিটখিটে ভাব, রাত্রিতে ভীষণ স্বপ্ন ও ভয়, গলনলী সঙ্কুচিত, ঘাড় শক্ত, উজ্জ্বল আলোক অসহ্য ও তাহাতে কষ্ট, তরল দ্রব্যপানে কষ্ট, শ্বাসকষ্ট, জল দেখিলেই ভীষণ ভয় পাওয়া, পাগলের মত চীৎকার, ধনুষ্টঙ্কার, আক্ষেপ, মানুষকে কামড়াইতে যাওয়া প্রভৃতি লক্ষণগুলি প্রকাশ পায়, রোগী মারা পড়ে।

কনক ধুতরা (যাহার ফুলে নীল বা হলদে রঙ থাকে) পাতার ডগা ধুইয়া কাপড়ে পুঁছিয়া রস বাহির করিয়া সেই রস, আখের গুড়, বাঁটি গাওয়া ঘৃত, কাঁচা গো-দুগ্ধ—এই ৪টি দ্রব্য প্রত্যেকটি ২ তোলা, (ছোট চামচের ২ চামচ) ওজন লইয়া উত্তমরূপে একত্রে মিলাইয়া একদিন প্রাতে খালি পেটে রোগীকে খাইতে দিবেন, যদি ইহাতে বেশ নেশা হয়, অধিক মত্ততা জন্মায় বুঝিবেন বিষ হয় নাই, আর যদি অধিক নেশা না হয়, খুব কম মত্ততা জন্মায়, তাহা হইলে কিছুদিন উক্ত প্রকারে ঐ দ্রব্য সেবন করাইতে হইবে। যখন মত্ততা অধিক হইবে তখন বুঝিবেন যে, বিষ নষ্ট হইয়াছে। শিশুদের মাত্রা অর্দ্ধ বা সিকি। গাওয়া ঘি, দুধ ও আখের গুড় দিনে ৩/৪ বার সুপথ্য।

৭টি করিয়া সিমুলি বীচি—৭ দিন কলার ভিতর পুরিয়া খাইলে শুনিয়াছি জলাতঙ্ক হয় না, যাহা হউক জলাতঙ্ক হইলে রোগী প্রায় বাঁচে না।

হোমিওপ্যাথিতে—হাইড্রোফোবিনাম-৩x ইহার প্রধান ঔষধ। কুকুরে কামড়াইবার পর ২/৪ দিন বেলেডোনা—শক্ত, দিয়া পরে হাইড্রোফোবিনাম—৩০ প্রত্যহ ২/১ বার ১ সপ্তাহ দিয়া তাহার পর ২/৩ মাস কাল বেলেডোনা-৩x প্রত্যহ ১ বার করিয়া সেবন করিতে দিবেন। অন্যান্য লক্ষণের ও অন্যান্য ঔষধের জন্য "হাইড্রোফোবিয়া" দেখুন।

সর্প দংশন—সর্প দংশন ৮৮৭ পৃষ্ঠা দেখুন।

দন্তোদগমকালীন শিশু পীড়া।

প্রধান ঔষধ—ক্যামো, বেল, পডো, ক্যাল-কার্ব্ব, সিনা, ক্যাল-ফস, এন্টিম-ক্রুড, ইথুজা, ম্যাক-কার্ব্ব, কিডফিয়া, ডিক্সো, ক্যালি-ফস, এরাণ্ডো।

কষ্টকর দন্তনির্গমন—ক্যামো, জেলসি, বেল, ক্রিয়ো, জিঙ্কাম।

ক্যামো-২৩৩—রোগী খিটখিটে, অনিদ্রা, অস্থিরতা, নিদ্রায় চমকান, ঘুমাইবার সময় হাত পা নেচে উঠে, পেট কামড়ায়, পেটের দোষ, জ্বর।

দন্তোদগমকালে শিশুদের—প্রায়ই জ্বর, তড়কা, উদরাময় ইত্যাদি কয়েক প্রকার পীড়া হয়, তজ্জন্য উহাদের অধ্যায় দেখিবেন।

এন্টিপাইরিন-১৩০—ঠোঁট ফোলা, ঠোঁটে জিবে ঘা, জিব ফোলা, রক্তমিশ্রিত লালা বাহির, দাঁত ও দাঁতের মাঢ়ীতে বেদনা ও জ্বালা।

দাদ।

(চর্ম্মপীড়া দেখুন) মাথায় দাদ—রেকটিফাইড-স্পিরিট দ্বারা ধুইয়া প্রত্যহ একটু করিয়া কডলিভার অয়েল ঘষিয়া দিবেন। টেলুরিয়ম—আভ্যন্তরিক ও বাহ্যিক ব্যবস্থা করিতে পারেন।

পেট্রোলিয়ম-৫২৫—৩০ শক্তি সেবন ও লিনিমেন্ট বাহ্য প্রয়োগ।

টেলুরিয়ম-৬২৭—মুখের, নিম্নাঙ্গের ও শরীরের সমস্ত স্থানের দাদ ও ক্ষৌরকণ্ডু দাদে অত্যন্ত চুলকানি (সলফার-আয়োড)।.....সিপিয়া-৫৯৫—মুখে ও দাড়ীতে দাদ।

এসিড-ক্রাইসো-১৮—এলোপ্যাথিকে ইহাই দাদের প্রধান ঔষধ। হোমিওপ্যাথিকেও চলিতেছে (বাহ্যিক প্রয়োগে ১৫/২০ গ্রেণ এসিড-ক্রাইসো—ক্রুড, ভ্যাসেলিন ১ আঃ)।

দুর্ব্বলতা।

স্নায়ুদৌর্ব্বল্যে—এসিড-ফস-৩৬, এসিড-পিক্রে-৩৬, ক্যালি-ব্রোম-৩৯৯, কষ্টিকাম-৫৩৬ এনাকার্ড-৮৬,......টাইফয়েড-জ্বরের পর—হাইড্রাষ্ট-৩৬৪,.......সাধারণ দুর্ব্বলতা-এলফ্যালফা, এভেনা-৬৪,...সেনা-৫৯২। বোরিকের...হেনসেলস-টনিক একটি উত্তম ঔষধ, ইহা এখন বাজারে পাওয়া যাইতেছে না, অভাবে—এলফ্যালকো-টনিক।

কার্ব্বো-এনি-২১৬—ক্রমাগত কুঁচকী, বাগী, ফোঁড়া কিম্বা কোনও গ্ল্যাণ্ড পাকিয়া পুঁজ হইয়া দুর্ব্বল।

কার্ব্বো-২২০—অতিরিক্ত রস রক্ত নির্গমন, স্তন্যপান, গয়ার উঠে, উদরাময়, রতিক্রিয়া, হস্তমৈথুন ইত্যাদিজনিত জীর্ণশীর্ণ ও দুর্ব্বল হওয়া।

চায়না-২৪৭, ৪০২—রজঃস্রাব কিম্বা কোনও তরল পদার্থের অতিরিক্ত ক্ষয়হেতু দুর্ব্বলতা।.... সেনা-৫৯২—স্বাস্থ্যভঙ্গ, কোষ্ঠবদ্ধ, মাংসক্ষয়, দিন দিন শুষ্ক ও দুর্ব্বল।

এসিড-ফস-৩৪, ৪০২—শুক্রক্ষয়জনিত দুর্ব্বলতা। স্বপ্নদোষ, হস্তমৈথুন ইত্যাদি কারণে দুর্ব্বলতা, প্রথমে মানসিক দৌর্ব্বল্য—পরে শরীর আক্রান্ত।

পলসেটিলা-৪০২—ঋতুর অনিয়মিততার নিমিত্ত দুর্ব্বলতা।

ষ্টানম-৩৪—বক্ষঃস্থলের দুর্ব্বলতা।

নাট্রম-মিউর-৪০২—বেশ ক্ষুধা, ভাল খায় তথাপি শীর্ণ ও দুর্ব্বল।

ক্যাড্মিয়ম-১৮০—পুনঃ পুনঃ বাহ্যে বমি হইয়া ভীষণ দুর্ব্বল ও অবসাদগ্রস্ত তৎসহ কষ্টের লেশমাত্র থাকে না।

ক্যালি-কার্ব্ব-৩৩১, ৪০২—চামড়া ফেকাশে ও সাদা, চোখ মুখ ফোলা ফোলা, কোমরে ব্যথা, একটুতেই ঘর্ম্ম, রক্তহীনতার জন্য ঋতুবন্ধ (ফেরম-মিউর)।

সেলিনিয়ম-৪০২—টাইফয়েড জ্বরের পর দুর্ব্বলতা।

লোলিয়ম-টিউমুলেন্টাম-৬৯০—মস্তিষ্কের অবসাদ ও গোলমেলেভাব, মাথা ঘোরে, চক্ষু বুজাইয়া থাকে, কাণে শব্দ, অঙ্গপ্রত্যঙ্গ কাঁপে, ঠিকভাবে চলিতে অক্ষম।

সলফোন্যাল-৭০০—হোঁচট লাগার মত হইয়া চলে, দুর্ব্বলতা, কম্পন, পা ভারী বোধ করা, নি-জার্কের লোপ, দুইটি পাই-ই শক্ত, পক্ষাঘাতের মত হওয়া, পায়ে কোন সাড়া না থাকে।

দূষিত গ্যাসজনিত পীড়া।

আর্সেনিক-১২৬—কিছু পচিয়া বাষ্প দূষিত হইয়া পীড়া, জ্বরসহ ওলাউঠার লক্ষণ।

ধনুষ্টঙ্কার।

একটু শব্দে বা স্পর্শে ফিট—ষ্ট্রীকনিয়া-৮৮। আঘাতজনিত পীড়া—আর্ণিকা।

ট্যাবেকাম-৬২৪—মেরুদণ্ড আক্রান্ত হইয়া খেঁচুনি, ঘাড় পিঠ শক্ত, (অতি অল্প পরিমাণে দোক্তা তামাক সিদ্ধ করিয়া সেই জল মলদ্বারে পিচকারি)।

হাইপেরিকাম-৩৭৩—আঙ্গুল চিমটাইয়া বা ফাটিয়া ক্ষত হইয়া এবং পায়ের তলায় হাতের বা আঙ্গুলের কোনস্থানে আঘাত লাগিয়া চোয়াল ধরিয়া ধনুষ্টঙ্কার।

এঙ্গাষ্টিউরা-৮৮—ক্ষতস্রাব হঠাৎ বন্ধ হইয়া বা আহতস্থান পাকিয়া পীড়া।

এসিড-হাইড্রো-২৩, ৮৮—অনবরত খেঁচুনি, ফিট অনেকক্ষণ স্থায়ী।

সাইকিউটা-২৩—শরীর শক্ত, মাথা পিঠের দিকে যায়, চোয়াল ধরে, মুখে ফেণা, ঘাড়ে ও বুকে খেঁচুনি, ফিট ঘন ঘন হয়।

প্যাসিফ্লোরা-৫২৩—ধনুষ্টঙ্কার, তড়কা প্রভৃতির আক্ষেপ নাশক উৎকৃষ্ট ঔষধ।

ফাইজস্টিগমা-৫৩৮—আঘাতজনিত ধনুষ্টঙ্কার (আর্ণিকা)।

বেলেডোনা-৮৮—শিশুপীড়ায় অধিকাংশস্থলে প্রায় ইহাতেই উপকার হয়।

ষ্ট্রীক্নিনাম-৬৯৯—আক্ষেপ, দাঁতিলাগা, মধ্যে মধ্যে পেশী ঢিলা হয়, বেদনা ও আক্ষেপ হঠাৎ আসে এবং মধ্যে মধ্যে প্রত্যাবর্ত্তন করে। আক্ষেপের সময় অসাড়ে বাহ্যে, শরীরের প্রবল স্পন্দন, জাকিং, একটু মাত্র স্পর্শেই ফিট্ বাড়ে।

শিশু-ধনুষ্টঙ্কার—বেল, আর্ণি, ক্যামো, সাইকিউ, এঙ্গাষ্টিউরা, ফাইজস, প্যাসিফ্লোরা, ষ্ট্রীকনিয়া প্রভৃতি ইহাদের অধ্যায় দেখুন।

দ্রষ্টব্য ঃ—শিশুদের ধনুষ্টঙ্কার পীড়াকে গৃহস্থেরা ছেলেদের "পেঁচোয় পাওয়া" বলে ইহার লক্ষণ—ছেলে কেবল কাঁদে, মাইদুধ খায় না, লাল নীল নানাপ্রকার রঙ্ ধারণ

করে, চোয়াল ধরে, হাত পা খেঁচে। ভিজা বা গরম স্থানে আঁতুড়ঘর প্রস্তুত হওয়ার নিমিত্তই এই পীড়া অধিক হয়। এই পীড়ায় প্রধান ঔষধ—সাইকিউটা, উপকার না হইলে—প্যাসিফ্লোরা—θ, ৪/৫ ফোঁটা মাত্রায় ইহা ২/১ ঘন্টা অন্তর দিবেন। বেলেডোনা, এঙ্গাষ্টিউরা, ষ্ট্রীক্নিয়া ইত্যাদিরও প্রয়োজন হয়।

ধনুষ্টঙ্কার পীড়ার পরিণামফল নিতান্ত অশুভ, রোগী প্রায় বাঁচে না, তজ্জন্য নিকটে হাসপাতাল থাকিলে রোগীকে যত শীঘ্র পারেন পাঠাইয়া দিবেন।

ধ্বজভঙ্গ (ইম্পোটেন্সি)

এনাকার্ড-ওরিয়েন্ট-৮৬—১২ শক্তি।

আর্জেন্ট-নাই-১১৯—সঙ্গমের সময় লিঙ্গ শিথিল, ইচ্ছা লোপ।

ক্যালেডি-১৮১—বহুদিনের স্বপ্নদোষ কিম্বা স্বপ্ন না দেখিয়া স্বপ্নদোষ, সঙ্গমকালে লিঙ্গ শিথিল হয় বা লিঙ্গোত্থান হয় না; ইচ্ছা প্রবল কিন্তু ক্ষমতাহীন।

সেলিনিয়ম-১৮১—আলিঙ্গনকালে লিঙ্গোদ্রেক বা বীর্য্যপতন হয় না।

ক্যাল্কে-কার্ব্ব-১৮৭—পূর্ণভাবে লিঙ্গোত্থান হয় না, সহবাসের পর মাথাঘোরে।

লাইকো-১৮৭, ৪৫০—লিঙ্গ ঠাণ্ডা, শিথিল, সামান্য উত্থান হয় বা একেবারে হয় না

নক্স ও সলফ-১৮৭—মাথায় ও কোমরে ব্যথা, ভোরে স্বপ্নদোষসহ।

জেলসিমিয়ম-৩৩০—হস্তমৈথুন বা স্বপ্নদোষের জন্য লিঙ্গ শিথিল।

ফস্ফরাস-৫৩৫—কামেচ্ছা প্রবল; কিন্তু ভালরূপে লিঙ্গোদগম হয় না, ধ্বজভঙ্গ।

এগ্নাস-৬০, ৬১—অতিরিক্ত শুক্রক্ষয় করিয়া অল্প বয়সে বৃদ্ধের মত অবস্থাপ্রাপ্ত, ধ্বজভঙ্গ স্পার্মাটোরিয়া, নিদ্রাকালে রেতঃস্খলন।

*ওহিম-বিনাম-এক প্রকার গাছের ছাল হইতে প্রস্তুত-৩য় শক্তি, ইহার ক্রিয়া জননেন্দ্রিয় উত্তেজিত হয়।

কোনিয়ম-২৭৮-সঙ্গমেচ্ছা অধিক; কিন্তু ক্ষমতার হ্রাস। স্ত্রীলোক দেখিলে, আলিঙ্গন করিলে, মনে করিলেও অসাড়ে বীর্য্য স্খলন হয়।

এভেনা-স্যাট-৬৪-অজ্ঞাতসারে ধাতুস্খলন, ধ্বজভঙ্গ।

টার্ণেরা-৬৩৭-ধ্বজভঙ্গের প্রায় একপ্রকার পেটেন্ট ঔষধ, প্রতি মাত্রায় ১০ ফোঁটা হইলে আরম্ভ করিয়া ক্রমশঃ মাত্রা বৃদ্ধি করিয়া ২/৩ মাস সেব্য।

জিনসেং-৬৮৫-লিঙ্গের দুর্ব্বলতা, ইন্দ্রিয়ের উত্তেজনা, অনবরত শুক্রক্ষয় হইয়া বাতরোগ।

স্কাটেলেরিয়া-৬৯৭-অন্ত্র বায়ুসঞ্চয়, স্বপ্নদোষ, ধ্বজভঙ্গ।

কার্ব্বোনিয়ম-সলফ-৬৮১-ধ্বজভঙ্গ, রতি ইচ্ছালোপ, লিঙ্গের খর্ব্বতা, ধাতুস্খলন।

বেলিস-পিরেনিস-হস্তমৈথুনজনিত কুফল।

বিউফো-১৭৫-হস্তমৈথুনের প্রবল ইচ্ছা, সহবাসকালীন শীঘ্র শীঘ্র শুক্রস্খলন, রোগী ধ্বজভঙ্গ হয়।

সাইডোনিয়া (Cydonia Vulgaria)—ইন্দ্রিয়শক্তির ও পাকস্থলীর ক্ষমতা বৃদ্ধি হয়।

ইউরেনিয়ম-নিট-১৪—সম্পূর্ণ ধ্বজভঙ্গ, তৎসহ স্বপ্নদোষ, লিঙ্গ শিথিল, ঠাণ্ডা ঘর্ম্মশক্তি।

ট্রি বিউলাস-৬৩৪—হস্তমৈথুন বা অন্য কারণে শুক্রক্ষয় করিয়া ধ্বজভঙ্গ।

অরিগেনাম-৬৯৩—অতিরিক্ত হস্তমৈথুনের ইচ্ছা ও ইন্দ্রিয়ের উত্তেজনা।

ধবল বা শ্বেতকুষ্ঠ।

আর্স-সলফ-ফ্লেভাম-১৩৬ পৃষ্ঠা দেখুন।

অয়েল-বুচি (Oil Bouchi)—দিনে ১/৩ বার বাহ্যিক প্রয়োগে প্রায় ২/১ মাসের মধ্যে চর্ম্মের রঙ ক্রমশঃ স্বাভাবিক হইয়া আসে (স্থান অল্প হইলে আরোগ্য হয়)।

নখের পীড়া।

ক্যালি-ক্লোর-৪০৫—প্রদাহযুক্ত নখশূল।

ইউজিনিয়া-৬৮৪—আঙ্গুলের মধ্যে ফাটা ক্ষত, নখ থেকে মাংস খসিয়া যায়, পূঁয হয়।

ইউপাস ও রেপার্টারীতে আঙ্গুল হাড়ার আদত নাইট্রিক এসিড (Upas)-৩—৬ষ্ঠ, নখের প্রদাহ, নখের গোড়া লাল হয়, চুলকায় (গ্র্যাফাইটীস ও আঙ্গুল হাড়া দেখুন)।

নাসিকার পীড়া।

নাস সাঁটিয়া ধরা—এমন-কার্ব্ব, এমন-মিউর, নক্স-ভম।

নাক-খোঁটা—এসিড-ফস, এরাম ট্রাইফাইলম, সিনা, হায়োসি, কোনিয়ম, ন্যাপথালাইন।

নাসিকা হইতে রক্তস্রাব—প্রাতে—বোভি, ব্রায়ো, হ্যামা, ক্যালি-কার্ব্ব......মুখ ধুইবার সময়—এমন-কার্ব্ব, ক্যালি-কার্ব্ব, অরম.....অর্শ বা রজস্রাব বন্ধ হইয়া—হ্যামা, পলস,......আঘাত লাগিয়া—আর্ণিকা.......মস্তকে রক্তাধিক্য বশতঃ—একোন, বেল, পলস,......ঋতু না হইয়া অথবা বন্ধ হইয়া—পলস, হ্যামা, সিনিসিও জেলসি, ভেরেট্রম-ভিরিডি,.....ঋতু না হইয়া অথবা বন্ধ হইয়া—পলস, হ্যামা, সিনিসিও ব্রায়ো, মিলিফো, ফস....সর্দ্দিজনিত—ব্রায়ো, পলস, হ্যামা,......সকল প্রকার রক্তস্রাব—থ্যাম্পি......দাঁতের মাঢ়ী ও নাসিকা অনবরত রক্তস্রাব...... র‍্যাটানহিয়া।

পানীয় বস্তু নাক দিয়া বাহির হওয়া—বেল, মার্ক-কর, মার্ক-ভাই, এসিড-সলফ।

সেপ্টমে ক্ষত—ক্যালি-বাই, হাইড্রাষ্ট, ক্যাল-ফ্লোর, মার্ক-কর, অরম-মিউর।

নাসিকায় অর্ব্বুদ-৭০১ পৃষ্ঠায় অর্ব্বুদ দেখুন।

নাসিকার সর্দ্দি—ঘন গাঢ় পাকা—পলস, ক্যালি-সলফ,.....শুষ্ক—এলিউমিনা, ষ্টিক্টা, ব্রায়ো....শক্ত ডেলার মত—এলিউমিনা,...জলের মত তরল—আর্স, মার্ক-সল, একোন, এমন-কার্ব্ব, ...দিনে সর্দ্দিস্রাব, রাত্রিতে বন্ধ—এমন-মিউর, নক্স, পলস, সলফ সিপা, ইউফ্রে....নাসিকামূলে বেদনা—ইউপেট-পার্ফো, ইউফ্রেসি, নক্স, আয়োড, সিনাবের.....সর্দ্দিস্রাব বন্ধ হইয়া নাসিকামূলে বেদনা—ষ্টিক্টা......বামরগে বেদনা—ল্যাকেসিস।

মার্ক-সল-৪৭০—নাকে জলের মত সর্দ্দি, নাক চুলকান, জ্বালা, নাক যেন বন্ধ, সন্ধ্যার সময় হইতে নাকের ও নাকের গোড়ায় যন্ত্রণায় বৃদ্ধি। সর্দ্দি পাকিয়া হলদে কিম্বা হলদে সবুজ ঘন স্রাব নির্গত হইলেও উপকারী।

এনথিমিস-নোবিলিস-৬৬—নাক দিয়া জলের মত অত্যধিক তরুণ সর্দ্দি ঝরে, চোখ দিয়া জল পড়ে, গলা কুট-কুট করিয়া কাশি হয়।

এসিড-ফ্লোরিক—নাসিকার পুরাতন সর্দ্দি, পচা ঘা, ওজিনা।

লেম্ন-মাইনর-৪৪০—নাসিকার ভিতর অর্ব্বুদ, অস্থিফোলা, অধিক পরিমাণে পূঁয মিশ্রিত শ্লেষ্মা ও পচা গন্ধ বাহির, ভিতরে ফোলার জন্য নিশ্বাস বন্ধ।

এমন-কার্ব্ব, নক্সন-ভমিকা-৪৭০—জলের মত তরল সর্দ্দি, নাক সাঁটিয়া ধরে।

পলসেটিলা-৪৭০—খুব ঘন পাকা সর্দ্দি, জ্বালা যন্ত্রণা কিছুই থাকে না।

ক্রসিড-ক্রমিক-৬৮২—নাসিকার ভিতর ক্ষত ও মামড়ি পড়া, ওজিনা, দুর্গন্ধ নাসিকা স্রাব, নাসিকার ভিতর টিউমার।

অরম-মিউর-১৩৪—পূঁয রক্তপড়া, দুর্গন্ধস্রাব, ভিতরে পচা ঘা, বেদনা।

আর্সেনিক-১২৯—স্রাব গরম, জ্বালাজনক, হাজাকারক, হাঁচিসহ।

এলিয়ম-সিপা-৬৬—নাক দিয়া জল পড়ে তাহাতে ঠোঁট হাজিয়া যায়।

ইউফ্রেসিয়া-৬৬—নাক চোখ দিয়া জল পড়ে তাহাতে নাক হাজে না, চোখের জলে চোখ হাজিয়া যায়।

টিউক্রিয়ম-৬২৯—পুরাতন সর্দ্দি, দুর্গন্ধ মামড়ি পড়ে, ওজিনা, নিশ্বাসে দুর্গন্ধ কোনও বস্তুর গন্ধ পায় না, হলদে রঙের দুর্গন্ধ স্রাব।

ন্যাপথালাইন-৪৮৯—অনবরত নাক খোঁটে।

ক্যাম্ফোরা-২০০—নাক দিয়া জলের মত তরল সর্দ্দি নির্গমন, ঠাণ্ডা লাগিয়া সর্দ্দি হাচি, গায়ে বেদনা, নাক সাঁটিয়া ধরা।

এগারিকাস-৫৯—ঠাণ্ডা লাগে নাই, প্রদাহ নাই, অথচ সর্দ্দি তৎসহ হাঁচি।

ক্যাডমিয়ম-সলফ-১৮০—ওজিনা, নাসিকা বন্ধ, অর্ব্বুদ, হাড়ের অস্থি পচা, স্ফোটক হয়।

ক্যাল-ফ্লোর (অরম)-১৯১—নাসিকার অস্থিক্ষতে দুর্গন্ধস্রাব।

ক্যাম্ফর, ক্রোটেলাস-২০০, সিনাবের-৩৬৮—নাক দিয়া রক্তস্রাব, হিমাঙ্গ।

সিনাবের-১৫৪—নাসিকার গোড়ায় ভারবোধ ও বেদনা, পুরাতন সর্দ্দি।

কিউরারি-২৯২—নাসিকার ভিতর পচা দুর্গন্ধ, পূঁযের চাপ (ওজিনা)।

ইলাপ্স-৩১০—পুরাতন পীড়া, দুর্গন্ধস্রাব রঙ—হরিদ্রা-সবুজ, শুষ্ক পিচুটিতে নাকবন্ধ, নাসিকা দিয়া রক্তপড়া, নাসিকামূলে বেদনা।

ফেরম-মিউর-৩২২—নাসিকা দিয়া ঘন জমাট রক্তস্রাব (থ্লাস্পি-৬৩০)।

মেলিলোটাস-৪৬১—নাসারোগ, নাসাজ্বর, নাসা ভাঙ্গিবার আবশ্যক হয় না।

ক্যালি-বাইক্রম-৩৯৫—ডেল ও শক্ত, আঠার মত শ্লেষ্মা নির্গমন, নাসিকায় নিয়ত পিচুটি, নাসিকায় পাঞ্চ করার মত ক্ষত (ওজিনা), সেপ্টম অস্থিতে ক্ষত।

ক্যালি-কার্ব্ব-৪০৩—প্রাতে ৯টায় নাক দিয়া ও মুখ ধুইবার সময় রক্ত পড়ে।

ল্যাক-ক্যানাইনাম-৪২০—নাসিকার ক্ষতে পচাগন্ধ, মামড়ি।

মার্ক-কর-৪৬৫, অরম-মিউর-৪৬৫—গর্ম্মীপীড়াগ্রস্ত ব্যক্তিদের নাসিকা অস্থির ক্ষত।

ফসফরাস-৫৩৫—নাকের ভিতর অর্ব্বুদ, একটুতেই অধিক পরিমাণে রক্ত বাহির হয়। নিশ্বাসে নাসিকার দুইপক্ষ ফুলিয়া উঠে (লাইকো)।

স্যাবাডিলা-৫৭৫—নাক দিয়া স্রোতবেগে জলপড়া, হাঁচি, সুমুখ রগে বেদনা।

ট্রি লিয়ম-৬৩৫—নাক দিয়া প্যাসিভ-রক্তস্রাব।

ন্যাট্রম-নাইট্রি-৪৯৯—নাক দিয়া রক্তস্রাবের ইহা একপ্রকার পেটেন্ট ঔষধ।

ন্যাট্রম-কার্ব্ব—দিনে সর্দ্দি ঝরে, রাত্রিতে বন্ধ, কোন বস্তুর ঘ্রাণ পায় না।

হিপোজিনিয়াম-৬৮৬—নাসিকা লাল, ফোলা, নাসিকার ক্ষত হইতে রক্তস্রাব, স্রাবে দুর্গন্ধ, নাসিকাস্রাবে হাজিয়া যায়, ওজিনা।

কেওলিন-৬৮৯—নাক চুলকায়, জ্বালা করে, হলদে সর্দ্দি বাহির হয়, মামড়ি পড়ে, নাক সাঁটিয়া ধরে।

ম্যানসিনেলা-৬৯১—নাসিকার গোড়ায় ভারবোধ।

নার্সিসাস-৬৯২—নাক দিয়া কাঁচা জলের মত তরুণ সর্দ্দিসহ সম্মুখ রগে বেদনা।

নিকোলাম-৬৯২—অদম্য হাঁচি, নাসিকা বন্ধ, সর্দ্দিতে নাকের ডগা ফোলে, লাল হয়, নাসিকার গোড়ায় তরুণ বেদনা।

পপুলাস-ক্যান-৬৯৫—গলা ও নাক জ্বালা, শুষ্ক কাশি, হেঁট হইয়া বসিয়া থাকে, গলা ভাঙ্গা, গলায় ও বুকে বেদনা।

স্কুকুম-চক-৬৯৮—নাক দিয়া প্রচুর জলের মত স্রাব ও অনবরত হাঁচি।

ন্যাট্রম-স্যালিসাইলিকাম-৬৯২—সর্দ্দিজ্বর, নাসিকায় কাঁচা সর্দ্দি, নাসারন্ধ্রের ও ফ্যারিংসের শুষ্কতা, তৎসহ চাপ চাপ রক্তস্রাব, বাম নাসিকা সমস্ত দিন কিম্বা বৈকালে ও সন্ধ্যায় বন্ধ, হাঁচি, একবার ডান একবার বাম নাসিকা বন্ধ।

ক্যালি-হাইড্রো-৪০৭—পিনাসরোগে স্বরভঙ্গ ও কণ্ঠস্বর লোপ।

নাড়ী।

(২৯৮ পৃষ্ঠায়—ডিজিটেলিস অধ্যায় দেখুন)

র‍্যামনাস-ক্যালি-৬৯৬—নাড়ীর অনিয়মিত গতি, ধীরগতি, নাড়ী মিনিটে-৫৫।

নাক চোখ খোঁটা।

(৩৬৯ পৃষ্ঠায় হায়োসিয়ামস অধ্যায় দেখুন)।

ন্যাবা।

ক্রোটেলাস-২৮৪—সাংঘাতিক ন্যাবা, রক্ত বিষাক্ত হয়।

চেলিডোন-২৩৫—গাত্রচর্ম্ম, মুখ, চোখ, প্রস্রাব, সমস্তই হলদে।

ডিজিটেলিস-৩০১—লিভারের পীড়াসহ ন্যাবা, লিভার শক্ত; বড়, টাটানি-ব্যথা, ধীর নাড়ী, স্বল্প প্রস্রাব, সাদা পাঁশুটে রঙের বাহ্যে।

ডলিকস-৩০৫—চোখ হলদে, সাদা রঙের বাহ্যে।

বার্বেরিস-১৬৪—উজ্জ্বল হরিদ্রা কিম্বা রক্তের মত লালবর্ণের প্রস্রাব।

হাইড্রাসটীস-৩৬৫—লিভারে বেদনা, লিভার ক্রিয়া না করা, চোখ, প্রস্রাব হলদে।

আয়োডাম-৩৮১—লিভার-সিরোসিস কিম্বা পারদের অপব্যবহারজনিত পীড়া।

নক্স-ভমিকা-৫৫১—অতিরিক্ত কুইনাইন খাওয়ার পর ও মদ্যপায়ীদের ন্যাবা।

ফসফরাস-৫৩৪—লিভার-সিরোসিসের শেষ অবস্থায় শোথ, উদরী, ন্যাবা। লিভারের টাটানি ব্যথা, ছাই রঙের মত মল।

এমন-বেঞ্জো-৭৭—পিত্তের ক্রিয়া আবদ্ধজনিত ন্যাবা, ফুলিয়া পড়ে, প্রস্রাবে কটু গন্ধ।

আইরিকা-৪৮৬—লিভারের বিকৃতিবশতঃ পিত্ত উৎপন্ন না হইয়া ন্যাবা।

ন্যাট্রম-সলফ-৫০১—গা-বমি, টকবমি, পিত্তবমি, মুখে টক-তিক্ত আস্বাদ, ন্যাবা।

মার্ক-সল-৪৭১—লিভারের প্রদাহ, টাটানি ও বেদনা, পিত্তনিঃসরণের হ্রাস, লিভার শক্ত, বড় শোথ, ন্যাবা।

পডোফাইলম-৫৫০—চোখ মুখ, শরীর ন্যাবার মত হলদে।

কার্ড্বুয়াস-৪৪৯—লিভারের বেদনা, বাম লোবে বেদনা, বিষাদ, তিক্তাস্বাদ মুখ, প্রস্রাব হলদে, ন্যাবা।......লিউপিউলাস—θ—৬ষ্ঠ।

নাভির পীড়া।

এব্রোটেনাম-৯—(নাভি দিয়া রস-রক্ত ও পূঁয পড়ায়—ত্রিফলার সাথে তুলা ভিজাইয়া প্রায় ১/১ ।০ ঘন্টাকাল নাভির উপরে রাখিয়া মুছিয়া লইয়া পরে গরম ঘৃত বা ক্যালেন্ডুলা-অয়েন্টমেন্ট বাহ্য প্রয়োগে পূঁয ও রস-রক্তপড়া আরোগ্য হয়)। এব্রোটেনাম-নিম্নশক্তি দিনে ২/৩ বার সেবন করিতে দিবেন।

নিমোনিয়া, ব্রঙ্কো—নিমোনিয়া ও ব্রঙ্কাইটীস।

ফুসফুসের ডানদিক আক্রান্ত—ব্রায়ো, চেলি, মার্ক-সল, লাইকো, এন্টিম-টার্ট, বামদিক আক্রান্ত—এসক্লিপিয়াস,সলফ,....উভয় ফুসফুস আক্রান্ত—এন্টি-টার্ট.......ডানদিক আক্রান্ত অথচ বামদিকে শুইতে পারে না—ফস,....ক্যাপিলারি-ব্রঙ্কাইটীস—এন্টিম-টার্ট, এন্টিম-আর্স, হিপার, এমন-মিউর, আর্স-আয়োড, চেলিডোন, ইপিকাক, লাইকো......ব্রঙ্কোরিয়া-ইউক্যালিপটাস, ব্যাসিলিনাম, ব্যালসামম, ষ্টানম, গ্রিণ্ডেলিয়া,......ফিটিড-ব্রঙ্কাইটীস—ক্যাপ্সি, স্যাঙ্গু.....টাইফয়েড-নিমোনিয়া—ব্যাপটি, রসটক্স, আর্স, ওপি, ফস, নিমোনিয়ায় ভীষণ শ্বাসকষ্ট—ষ্ট্রীকনিয়া।

বুকে ঘড়ঘড় শব্দ, ফুসফুসের পক্ষাঘাত—এসিড-নাইট্রিক।

একোনাইট-৪৭—শ্বাসনলীতে রক্ত সঞ্চয়ের জন্য প্রদাহ (প্রথমাবস্থায় শীত, জ্বর, বুকে বেদনা, পিপাসা)।

ফেরম-ফস-২৩৪—একোনাইটের অবস্থা উত্তীর্ণ হইবার পর উষ্ণ জ্বর, বুকে বেদনা, গয়ারে রক্তের ছিট, একোনাইট ও ব্রায়োনিয়ার মিশ্র লক্ষণ।

ভেরেট্রম-ভিরিডি-৬৪৪—প্রথমাবস্থায় উষ্ণ জ্বর, ফুসফুসে রক্ত সঞ্চয়, নিশ্বাসে ভীষণ কষ্ট, ইহা ফুসফুস নিরেট হইবার পূর্ব্বে ব্যবহার্য্য।

ব্রায়োনিয়া-১৭৪, ১৭৪, ৪৮—বুকে ছুঁচফোটান ব্যথা, কাশি কিছু সরল ও কম কষ্টকর, বেদনার দিকে চাপিয়া শোয়, তাহাতে উপশমবোধ, কাশির সময়—হাত দিয়া বুক চাপে, ডানদিক অধিক আক্রান্ত, চটচটে রক্তমিশ্রিত গয়ার, জ্বর, মাথাবেদনা, বমি।

ফস-১৭৪—ব্রঙ্কো-নিমোনিয়া,....প্লুরো নিমোনিয়া—ব্রায়োনিয়া, এসক্লিপি।

এসক্লিপিয়াস-১৭৪—ব্রঙ্কাইটীস ও প্লুরিসিতে ব্রায়োনিয়ার মত বক্ষঃ লক্ষণ, বাম ফুসফুসের নীচে অধিক বেদনা, ব্রায়োনিয়ার উপকার না হইলে।

এন্টিম-টার্ট-৯৬, ৯৭—শ্বাসপ্রশ্বাসে শব্দ পাওয়া যায় না কিম্বা বুকে ঘড়ঘড় শব্দ, সর্দ্দি সরল অথচ কাশিলে উঠে না ; দুর্ব্বলতা, আচ্ছন্নভাব, শীতল ঘর্ম্ম।

এন্টিম-আর্স-৯১—এন্টিমের লক্ষণসহ আর্সেনিকের অস্থিরতা প্রভৃতি।

এমন-কার্ব্ব-৭৮, ৪৫৯—বুকে সর্দ্দি ভরা, গলায় সাঁই সাঁই শব্দ, অনবরত কাশি কিন্তু কিছুতেই উঠে না, যেন দম আটকায়, কখনও মুখে রক্ত উঠে, জোর নিশ্বাস, অনুক্ষণ জ্বর।

এমন-মিউর-৮১—সর্দ্দি সরল, ঘড়ঘড়ে, চটচটে, প্রচুর গয়ার উঠে, কাশি, গলায় স্বর বন্ধ, গলায় জ্বালা, সড়সড়ানি, টাটানি ব্যথা, চিৎ হইয়া ও ডানপাশে শুইলে কাশির বৃদ্ধি।

চেলিডোন-২৩৭—ক্যাপিলারি-ব্রঙ্কাইটীস, নিমোনিয়া, হুপিং-কাশি, হামের সহিত বা হামের পর ব্রঙ্কাইটীস, কাশি সরল ঘড়ঘড়ে, সহজে উঠে না।

ব্যারাইটা-মিউর-১৫৫—বৃদ্ধদের ব্রঙ্কাইটীস, সর্দ্দি তুলিয়া ফেলিতে পারে না।

ক্যাপসি-২১৪—সকল প্রকার ফুসফুসের পীড়ায়, নিশ্বাসে ও গয়ারে পচা দুর্গন্ধ।

কোপেবা-২৮০—পূঁযের মত গয়ার, অত্যন্ত দুর্গন্ধ, রঙ্ সবুজ, গলা সুড়সুড় করে।

ফেরম-মিউর-৩২২—আক্ষেপিক কাশি, ব্রঙ্কাইটীস, নাক দিয়া ঘন রক্তস্রাব।

হিপার-৯৭, ৩৬০—ক্যাপিলারি-ব্রঙ্কাইটীস—এন্টিমে উপকার না হইলে এবং শ্লেষ্মা সরল ও ঘড়ঘড়ে থাকিলেও অনেকক্ষণ কাশিলে তবে একটু উঠে, বমির ভাব থাকে, ঘাম দেয়।

হিপার, সিলা, জার্ব্বা-স্যান্টা-৩১৬—কাশরোগে পূঁযের মত গয়ার।

ওপিয়ম-৫২০—গলা ঘড়ঘড় করে, বুকে সর্দ্দিভরা, কাশে, সর্দ্দি তুলিয়া ফেলিতে পারে না, ফুসফুসের পক্ষাঘাত, দীর্ঘশ্বাস ফেলে, হাঁপায়, শুইতে পারে না।

ক্যালি-বাইক্রম-৩৯১—কাশি ঘঙ্ঘঙে শ্বাসনলী পূর্ণ; কিন্তু সহজে শ্লেষ্মা উঠে না, যাহা উঠে তাহা তারের মত লম্বা, শ্বাসের মত টান হয়।

সেনেগা-৩৯১—বুকে খুব শ্লেষ্মা থাকা-সত্ত্বেও সর্দ্দি সহজে উঠে না,-শ্বাসকষ্ট, বুকে বেদনা, বেদনা এত অধিক থাকে যে হাঁচিলে; কাশিলে, ছুঁইলেও কষ্ট হয়।

ফুসফুসের কনজেস্‌সন স্ফীতি, ডানদিকের নিমোনিয়া, বুকে ঘড়ঘড় শব্দ। পুরাতন ব্রঙ্কাইটীস, হাঁপানি।

লাইকো-৪৪৬, ৪৪৭—বুকে সর্দ্দিভরা, গলা ঘড়ঘড় করে, নিশ্বাসে ভীষণ কষ্ট, বক্ষঃপরীক্ষায় কুহুস্বরের মত শব্দ। নিমোনিয়ার ২য় অবস্থায়—অবস্থা ক্রমশঃ মন্দ হইতে থাকে, প্রচুর গয়ার উঠিয়াও কাশির উপশম হয় না, কাশিয়া গয়ার তুলিতে পারে না, সর্দ্দি শীঘ্র শোষণ হয় না, ডান ফুসফুস আক্রান্ত; গয়ার হলদে, জ্বর—বৈকাল ৫টা হইতে ৮টায় বৃদ্ধি।

সলফার-৬১৭—ব্রঙ্কাইটীসের পুরাতন অবস্থায় পূঁযের মত গয়ার, বুকে প্রচুর শ্লেষ্মা অত্যন্ত কাশি, বমি, নিমোনিয়ার রেজোলিউসন্ ও ফুসফুসের অবস্থার পরিবর্ত্তন হয় না, পরীক্ষার বক্ষে শ্লেষ্মার ঘড় ঘড় শব্দ, গয়ারে পূঁয, অনবরত জ্বর, বাম ফুসফুস আক্রান্ত।

ফসফরাস-৫৩০—খুকখুকে কাশি, প্রবল কাশি, শ্বাসপ্রশ্বাসে কষ্ট, কাশির কষ্টের জন্য গোঁগানির সহিত কাশি চাপে, গয়ার হড়হড়ে, রক্তমিশ্রিত, লোহার মরিচার মত, পূঁযের মত। ক্যাপলারি-ব্রঙ্কাইটীসে ও ব্রঙ্কাইটীসের সমস্ত বক্ষে রালস (কড় কড় শব্দ); দক্ষিণ ফুসফুসের নিম্নাংশ আক্রান্ত, বামপার্শ্ব কিম্বা আক্রান্ত পার্শ্বে চাপিয়া শুইতে পারে না।

রসটক্স ৫৭০—জলে ভিজিয়া বা ঠাণ্ডা লাগিয়া পীড়া, শুষ্ক কাশি, রাত্রিতে অধিক কাশি, শ্বাসকষ্ট, লোহার মরিচার মত গয়ার, টাইফয়েড-জ্বরে ফুসফুস আক্রান্ত উদরাময়।

দ্রষ্টব্য ঃ—আকন্দ পাতার মসৃণ দিকে পুরাতন ঘৃত মাখাইয়া—বুকে পিঠে বসাইয়া তাহার উপর সৈন্ধব লবণের পুঁটুলি দ্বারা সেক দিয়া পাতা শুদ্ধ বাঁধিয়া রাখিলে নিমোনিয়ার বেদনায় ও সর্দ্দিতে উপকার হয়। পুরাতন ঘৃত গরম করিয়া বুকে মালিশ করিয়া তাহার উপর পানের মসৃণ পৃষ্ঠে ঘৃত মাখাইয়া সেক দিয়া সেই পানগুলি বুকে বসাইয়া বুক বাঁধিয়া রাখিলেও উপকার হইবে। চাউলমুগরা তৈল ও ব্রায়োনিয়া লিনিমেন্ট-θ বেদনা কমে।

নিউর‍্যালজিয়া [স্নায়ুশূল বেদনা]

এসিট্যানিলিডিয়াম-১৩—নানাপ্রকার যন্ত্রণাদায়ক নিউর‍্যালজিক বেদনা।

কর্ণাস-ফ্লোরিডা-২৮১—দুই হাতে বেদনা, ক্রমাগত হাত টেপে বা টিপিয়া দিতে বলে, বুকের অন্যান্য স্থানের বেদনায় মনে করে যেন হাড় ভাঙ্গিয়া গিয়াছে।

এষ্টিরিয়াস-১৪০—বাম ও বাম হস্তের নিউর‍্যালজিয়া।

স্নায়ুতে আঘাত লাগিবার বা শাখাঙ্গ ছেদনের পর—এলিয়ম-সিপা-৬৭, এমন-মিউর-৮২,..স্পার্মাটিক-কর্ডের—এসিড-অকজ্যা-৩৩...মেরুদণ্ডের—এসিড-অকজ্যা—৪৬।

কলোসিন্থ, ম্যাগ-ফস-২৬৯—জরায়ু ও ডিম্বকোষের স্নায়ুশূল।

ক্যালমিয়া-৪১৬—ডান উর্দ্ধাক্ষি-কোটরের ও ডানদিকের মুখের স্নায়ুশূল-বেদনা

সিড্রণ-৪১৬—বাম উর্দ্ধাক্ষি-কোটরের স্নায়বিক বেদনা, চক্ষুতে জ্বালা।

ম্যাগ-ফস-৪৫৮—পাকস্থলীর, তলপেটের, মুখের ও ডানভ্রুর নিউর‍্যালজিয়া, সকল স্থানের বেদনায়-টানিয়াধরা, খোঁচিয়াধরা, ছিঁড়িয়াফেলা, হুলফোটা, চিড়িকমারা বেদনা।

মেজেরিয়ম-৪৮০—চক্ষুর পাতা ৎ চক্ষুগহ্বরে অস্থির নিউর‍্যালজিয়া।

বার্বেরিস-১৬৫—স্পার্মাটিক কর্ডের ও অণ্ডকোষের নিউর্যালজিয়া।

জিঙ্ক-ভ্যালেরিয়ানা-৩৭৬—স্নায়ুশূল বেদনা।

স্পাইজেলিয়া-৬০১—মুখের বামদিকের ও বামদিকের প্রায় সকল প্রকারের স্নায়ুশূল।

জিজিয়া-৬৫২—বাম অন্ডকোষের স্নায়ুশূল, ছাড়িয়া ছাড়িয়া হয়।

প্যারিস-কোয়াড্রিফোলিয়া-৫২৩—বামদিকের পাঁজরার, বাম হাতের ও আঙুলের মেরুদণ্ডের, মেরুপুচ্ছের, ৬ষ্ঠ সার্ভাইক্যাল-ভার্টিব্রার নিউর্যালজিয়া।

প্যালেডিয়ম-৫২২—ডান ডিম্বকোষের নিউর্যালজিক বেদনা, ডান উরুতে ও বুকে যায়।

গ্র্যাফাইটীস, ল্যাকেসিস-৪২৫—বাম ডিম্বকোষের নিউর্যালজিয়া।

এনাগেলিস-৬১২—মুখের স্নায়ুশূল বেদনা।

সাইট্রাস-ভলগ্যারিস-১৯—ডানদিকের মুখে নিউর্যালজিয়া।

নিদ্রায় স্বপ্ন ও ভয়।

(৭০৮ পৃষ্ঠায়—অনিদ্রা ও নিদ্রা দেখুন)

এনাকার্ড-৮৭—আগুন, মৃতব্যক্তি ও শ্মশানের স্বপ্ন, কে যেন বলিতেছে সে মরিবে, মৃত ব্যক্তির সঙ্গে কথা কহে।

ক্যালি-ব্রোম-৩৯৯—শিশু ঘুমাইয়া চীৎকার করিয়া কাঁদে, জ্ঞান থাকে না।

হায়োসিয়ামস-৩৭০—ঘুমাইতে ঘুমাইতে চীৎকার করিয়া কাঁদে, ভয় পাইয়া জাগে, হাত পা কাঁপে, কারণ পাওয়া যায় না (মূল-আরকে অনেক সময় শীঘ্র উপকার হয়)।

এমন-কার্ব্ব-৭৯—ভূত, মৃতব্যক্তির স্বপ্ন, নিদ্রিতাবস্থায় শ্বাসবন্ধ হইয়া উঠিয়া পড়ে।

মেজেরিয়ম-৪৮০—মধ্যরাত্রিতে জীবিত পদার্থের স্বপ্ন কিম্বা যেন কেহ গলা বুক চাপিয়া ধরে, তাহাতে দমবন্ধের মত হয়, তাড়াতাড়ি উঠিয়া পড়ে।

কফিয়া-২৬৩—২০০শক্তি, ঘুমাইতে ঘুমাইতে ভয় পাইয়া নিদ্রাভঙ্গ।

ল্যাকেসিস—ঘুমাইতে ঘুমাইতে ঘুম ভাঙ্গিয়া চীৎকার করিয়া উঠে।

ন্যাট-মিউর-৪৯১—নিদ্রিতাবস্থায় শয্যা হইতে উঠিয়া বেড়ায়। মনে করে ঘরে চোর, ঘুমাইয়া কথা কয়, স্বপ্ন সত্য।

*অক্সিট্রপস—ঝগড়ার স্বপ্ন। ড্যাফনি-ইণ্ডিকা—স্বপ্নে বোধ হয় যেন বুকে একটা ভারী বস্তু চাপান আছে।...সাফুল—পতনের স্বপ্ন, রমণের স্বপ্ন।

*মেডোরিণাম—স্বপ্নঘোরে যেন সুরাপান করিতেছে।

*পাইরোজিন—অর্দ্ধ নিদ্রা, সমস্ত রাত্রি স্বপ্ন দেখে।

*ডার্কা (Durca Paiustris)—ক্রমাগত মৃতদেহের স্বপ্ন।

পক্ষাঘাত।

মুখের—কষ্টি,....শ্বাসযন্ত্রের সেলিন, আর্জেন্টি, কষ্টি....জিহ্বার—কষ্টি কলচি এসি-মিউর, ব্যারাই-কার্ব্ব, সেলিনি,....অর্দ্ধাঙ্গের —ল্যাথাইরাস, এনহেলো,....চক্ষুর পাতার—কষ্টি, জেলসি, জিঙ্ক-সলফ.....নিম্নাঙ্গের—ম্যাঙ্গেনাম.....হৃৎপিণ্ডের—ক্যালি-ক্লোর, ক্যালমি, ন্যাজা.....মস্তিষ্কের—ওপি......ফুসফুসের—এসিড-হাই, ল্যাকে, ওপি এন্টিম-টার্ট, কক্কু, নক্স.....ডিপথেরিয়ার পর—ক্যালমি, কষ্টি, কোন, ন্যাজা,.....প্যারালিসিস ইজিট্যান্স ও স্পাইন্যাল—ফাইজস,—এক্সটেন্সার-পেশীর—প্লম্বম।

লোলিয়ম-৬৯০—৬ষ্ঠ শক্তি, অঙ্গ কাঁপে, চলিতে অশক্ত, হাঁটু থেকে গোড়ালি পর্যন্ত ভীষণ বেদনা, হাত পায়ের স্পন্দন, লিখিতে বা ধরিতে হাত কাঁপে, পক্ষাঘাত।

এনাকার্ড-৬৮—হাঁটু ও মেরুদণ্ডের পীড়াসহ কোনও অংশে পক্ষাঘাত।

কষ্টিকাম-২২৭—মুখের জিবের, ঠাণ্ডা লাগিয়া, মুখের একদিকের কিম্বা অর্দ্ধাঙ্গের।

ইল্যাপ্স-৩১০—শরীরের ডানদিকে পক্ষাঘাত।

ককুলাস-২৫৯—পা, কোমর, উরু যেন অসাড়, ভাঙ্গা, গা-বমি, মাথাঘোরা।

কলচি-২৬৭—জিহবার সাড়া থাকে না, মুখ হাঁ করিয়া থাকে, লালা ঝরে।

কোনিয়ম-২৭৭—পা হইতে আরম্ভ হইয়া ক্রমশঃ উর্দ্ধে বিস্তৃতি।

কুরারি-২৯৫—পা কাঁপে, চলিবার সময় পা অন্যস্থানে পড়ে, দুর্ব্বলতা, হাত ভারী ও দুর্ব্বল, মুখের, জিবের পক্ষাঘাতে-মুখ ও জিব বাঁকিয়া যায়।

নক্স-মস্কেটা—জিহবার, চক্ষুর পাতার, ইসোফেগাসের পক্ষাঘাত।

কেবলমাত্র হাতের পক্ষাঘাত—সিষ্টিসাস-২৯৫ (মোটর-প্যারালিসিস-সিষ্টিস-২৯৫)। ঠাণ্ডা লাগিয়া পক্ষাঘাত, প্রথমাবস্থায়—ডঙ্কা, তরুণাবস্থায়-রসটক্স, পুরাতন হইলে—অষ্টিকাম—৩০৯।....ব্যারাইটা-কার্ব্ব-৩০৯—জিহবা ও মাঢ়ী আড়ষ্ট, জিহবার পক্ষাঘাত।

জেলসি-৩২৯—লেরিংসের, গলনলীর, ডিপথিরিয়ার পর, অন্ননলীমুখের, চক্ষুর পাতার, মলদ্বার-পেশীর, মূত্রথলীর ও জিহবার পক্ষাঘাত।

এষ্ট্রাগ্যালস-৬৭৯—পায়ের পেশীর ক্ষমতার হ্রাস, পক্ষাঘাতের মত অবস্থা। ঠিকভাবে চলিতে পারে না।

প্লম্বম-৫৪৬—আক্রান্তস্থান গুটাইতে পারে—ছড়াইতে পারে না, ক্রমশঃ অঙ্গ সরু হইয়া যায়, হাতের কব্জির পক্ষাঘাত, জিহবার ও অন্ননলীর পক্ষাঘাত।

এনহেলোনিয়ম-৫৪৬—অর্দ্ধাঙ্গের ও নিম্নাঙ্গের পক্ষাঘাত, প্যারাপ্লিজিয়া।

ফাইজস্টিগমা-৫৩৭—স্পাইন্যাল-প্যারালিসিস, পাকস্থলীতে ও অন্ত্রে স্প্যাজম, মলদ্বারে বেগ, কুন্থন, মেরুদণ্ডের শক্ত আড়ষ্টভাব, চক্ষুর তারায় টানভাব, শ্বাসযন্ত্রের পক্ষাঘাতে মৃত্যু।

মেজেরিয়ম-৪৭৯-আঙুলের ডগার পক্ষাঘাত, কোনও দ্রব্য মুঠা করিতে পারে না।

ব্যারাইটা-কার্ব্ব-১৫২—মস্তিষ্কের ক্রিয়ার দুর্ব্বলতা নিবন্ধন পক্ষাঘাত।

এসিড-মিউর-২৬—টাইফয়েড জ্বরে জিহবার পক্ষাঘাত, জিহবা বাহির করিতে পারে না।

ল্যাথাইরাস-৪৩৩—অর্দ্ধাঙ্গের পক্ষাঘাত হঠাৎ হয়, বসিয়া থাকিয়া হাত পা ছড়াইতে বা গুটাইতে পারে না, কিন্তু শুইলে ছড়াইতে পারে।

সেলিনিয়ম, আর্জ্জেন্ট-৫৮৯—স্বরযন্ত্রের পক্ষাঘাত, গান বা বক্তৃতার পর গলাধরা।

ম্যাঙ্গেনাম-৪৬০—নিম্নাঙ্গের পক্ষাঘাত।

লোবেলিয়া-পার্পি-৪৪৪—জিহবার পক্ষাঘাত।

মেজেরিয়ম-৪৭৯—আঙ্গুলের ডগার পক্ষাঘাত, কোনও দ্রব্য ধরিতে পারে না।

দ্রষ্টব্য ঃ—পক্ষাঘাতে বহু পুরাতন ঘৃতে মুরগীর ডিমের হলুদে অংশ মিশাইয়া মালিস করিয়া সেক দিলে শীঘ্র উপকার হয়।

পতঙ্গ ও বিছার দংশন।

এমন-কার্ব্ব-৭৯ ও ৩৩৮ পৃষ্ঠায় লিডম অধ্যায় দেখুন।

এন্থ্যাসিনাম-৯০—ভীমরুল, বোলতা প্রভৃতি কীটাদির দংশন।

পাইমিয়া।

এচিনেসিয়া-২৮৫—পূঁয রক্তস্রোতে মিশিয়া রক্ত বিষাক্ত হইয়া সেপ্‌টিক-জ্বর, সূতিকা, টাইফয়েড, গ্যাংগ্রীণ প্রভৃতি পীড়া, সমস্ত স্রাবে দুগন্ধ, পাইমিয়া-য়্যাবসেস।

পাইরোজিনিয়াম-২৮৫—সূতিকা, অস্ত্রক্ষতসম্ভূত-জ্বর; দূষিত বাষ্পোদগত জ্বর, পচা মৎস্য মাংসাদি ভক্ষণজনিত জ্বর, ডিপ্‌থেরিয়া, টাইফয়েড।

এতদ্ভিন্ন—আর্স, আর্ণি, এসিড-কার্ব্বল, ক্রোটে, ল্যাকে, আগটি, ক্রিয়োর প্রয়োজন হয়।

পাকস্থলীর পীড়া।

পাকস্থলীতে বায়ুজমা, পেটফোলা—কার্ব্বো, লাইকো, চায়না, এসাফিটি, র‍্যাফেনাস, ক্যালি-কার্ব্ব, নক্স।.....আহার্য্য বস্তু পেটে যাইয়াই বায়ু হয়,—কার্ব্বে, ক্যালি-কার্ব্ব, লাইকো, নক্স-মস্কেটা।...আহারের খুব ইচ্ছা কিন্তু ২/১ গ্রাসেই যেন পেট পূর্ণ হইয়া গেল—লাইকো।...আহারের পূর্ব্বেই পেট যেন পূর্ণবোধ—চায়না। আহারের সময়েই ক্যালি-কার্ব্ব, নক্স-মস্কে, সলফ, লাইকো, সাইক্ল্যামেন। ....আহার শেষ হইলেই—গ্র্যাফা, ন্যাট-কার্ব্ব, নক্স আর্জ্জেন্টি, চায়না। আহারের ২/১ ঘন্টা পরে যেন পেট পূর্ণ—পলস.... ২ ঘন্টা পরে—এনাকার্ড।....১ ঘন্টা পরে—পলস, কার্ব্বো, ক্যালি-বাই।....আধ ঘন্টা পরে—কার্ব্বো। আহারের কতিপয় ঘন্টা পরে—গ্র্যাফা। পাকস্থলীতে অম্লসঞ্চয়—নক্স, আইরিস, এসিড-সলফ, রোবিনীয়া। ....জ্বালা—আর্স, বিসমথ, কার্ব্বো, আইরিস লাইকো, ফস, এসিড-সলফ, রোবি।.... পেট ভরিলেই বমি—বিসমথ।....পানাহারের পর পেট বেদনা—ষ্ট্যাফিসেগ্রিয়া।

স্পর্শকাতরতা বেদনা—আর্স, বেল, ক্যালি-বাই, ফস।

গোল বা চাবড়ার মত অনুভব—আহারের পরে বুকের মধ্যস্থলে—চায়না, পলস্......বুকের নিম্নে—এবিস,....পাকস্থলীতে—বিসমাথ,.... পেটে—এবিস,......গলার—পলস.....পাকস্থলীর উর্দ্ধাংশে সরা কিম্বা খুরীর মত শক্ত পদার্থ—ক্যালকেরিয়া-কার্ব্ব।

পাকস্থলীর ক্ষত—আর্জ্জেন্ট, আর্স, হাইড্রাষ্ট, ক্যালি-বাই, ফস, স্যাঙ্গু, ইউরেণ-নাই। পাকস্থলীর গোলযোগহেতু বুকজ্বালা—ক্যালকেরিয়া-কার্ব্ব, চায়না, গ্র্যাফা, ক্যালি-কার্ব্ব, ন্যাট-মিউর, লাইকো, ন্যাট-সলফ, নক্স, পলস, সিপি। .....মিষ্ট আহারে—জিঙ্কাম।

পাকস্থলীর ও অন্ত্রের বিবৃদ্ধি—জ্যান্থোরিয়া-এপিফোলিয়া (Xanthorrhoea-apifolia) ....পাকস্থলী বা অন্ত্র হইতে ভীষণ রক্তস্রাব—হাইড্রাসটিন-সলফ-১ ×।

এসিড-ফ্লোর-২০—পেটফোলা, পেটবেদনা, পিপাসা, আহারের ব্যতিক্রম হইলেই পীড়ায় বৃদ্ধি, হেউ হেউ করিয়া অসম্ভব ঢেকুর উঠে, বায়ু নিঃসরণে উপশম।

এসিড-এসেট-১৫—পেট ফোলা, পেটে কলিক বেদনা ও জ্বালা; পাকস্থলীতে ও বুকে ভয়ানক জ্বালা।

এব্রোটেন-৯—উত্তম ক্ষুধা ও আহার সত্ত্বেও শরীর শীর্ণ, অজীর্ণ বাহ্যে বমি, পাকস্থলীতে বেদনা ও ডেলার মত অনুভব, কোষ্ঠবদ্ধ ও উদরাময় পর্য্যায়ক্রমে।

এন্টিম-ক্রুড-৯২—আহারীয় বস্তুর ঢেকুর, আহারের পর গা বমি, বুকজ্বালা, ঢেকুর বমি বা বমির জন্য চেষ্টা।

ইউরেনিয়ম-নাইট-১৪—পাকস্থলীর ও ডিওডিনামের ক্ষত, বমন, পেটবেদনা।

হোমারস-৬৮৭—পাকস্থলীতে ও পেটে বেদনা, কিছু খাইলে কম হয়।

আর্জ্জেন্টি-নাই-১১৮—গ্যাষ্ট্রিক ক্ষত ও অজীর্ণ, আহারের কিছুক্ষণ পরে বমি। পেট বায়ুতে ফুলিয়া উঠে, অতিকষ্টে ঢেকুর তুলে, ঢেকুরে উপশম হয়। আহারের পরেই পেট বেদনা (এবিস), পাকস্থলীর নীচের দিকে ফোলা।

বেলেডোনা-৯০—অনবরত গা-বমি, পেটে টাটানি বেদনা, জ্বালা, পিপাসা।

বিসমথ-১৬৬—পাকস্থলীতে খামচানি বেদনা, পেটে জ্বালা, পানাহারে বেদনা বৃদ্ধি, পেটের ভিতর যেন একটা শক্ত ডেলা, বেদনা পেটের ভিতর দিয়া পিঠের দাঁড়ায় যায়।

ক্যাল্‌কেরিয়া-কার্ব্ব-১৮৬—দুধ সহ্য হয় না, মাংস ও চর্ব্বিতে ঘৃণা, ডিম, নোনা ও মিষ্টদ্রব্য ইচ্ছা, টক্ ঢেকুর, বমি, বুক জ্বালা, ঠাণ্ডা জল অসহ্য, কিন্তু পান করিতে ইচ্ছা অধিক।

চেলিডোন-২৩৬—পাকস্থলীর বেদনা পাকস্থলীর উপর দিয়া লিভারে এবং পেটের মধ্যে দিয়া পিঠে ও ডান কাঁধে যায়, গরম পানাহারে ও গরমজল পানে বমি ও বেদনার উপশম।

কল্‌চি-২৬৬—পাকস্থলীর নিকট চাপ দিলে বেদনা, বায়ুতে পেট ফোলে।

কণ্ডিউর‍্যাঙ্গো-২৭৫—পাকস্থলীতে ক্ষত ও জ্বালা, যেন আগুন জ্বলিতেছে, অন্ননালী সরু হয়, কোনদ্রব্য খাইলে আটকায়।

ফসফরাস-৫৩৩—গ্রীষ্মকালে পেটের পীড়ার সহিত পিপাসা থাকে না, জলও খায় না, জল খাইলে আরও অধিক অসুস্থ হয়।

কোয়াসিয়া-৫৬১—ডিস্পেপ্‌সিয়া, অম্বল হয়, বুক জ্বলে, পেটে ব্যথা ধরে, বমি হয়।

সারাসিনিয়া-৫৮২—পেটে বেদনাসহ বমি, সকল সময়েই ক্ষুধা, আহার করিয়া তখনই আবার খাইতে চায়, খাইলেই ঘুম আসে।

* Zanthorrezia Apitolia-θ—৬৪, পাকস্থলী ও অন্ত্রের বিবৃদ্ধি।

কুপ্রম-এসেট-৬৮৩—পাকস্থলীতে ও তলপেটে ভয়ানক আক্ষেপিক বেদনা, বমি।

সিনাপিস-৬৯৮—পাকস্থলীতে জ্বালা, উহা অন্ননলী, গলা ও মুখ পর্যন্ত বিস্তৃত হয়, টক বা গরম ঢেকুর।

ফর্মিকা-৬৮৫—পাকস্থলীর উর্দ্ধাংশে সর্ব্বদাই চাপ বোধ ও তথায় জ্বালা, মাথা বেদনাসহ গা-বমি-বমি।

বিউটিরিক-এসিড-৬৮০—পেটে অত্যধিক গ্যাস, পাকস্থলীর উর্দ্ধাংশে কামড়ানি বেদনা, পাকস্থলী সদাই ভারী ও যেন পূর্ণ; নাভির নীচে খামচানি বেদনা, বাহ্যে অনিয়মিত, মলত্যাগের বেদনা।

ন্যাট-সলফ-৫০১—বায়ু-পিত্তের পীড়া, গা-বমি, পেট ফোলা, পিত্ত টক বা লোনা বমি, অম্ল উদগার, পেটে শূল-বেদনা, মাথাঘোরা, চোখ হাত পায়ের জ্বালা, রোগী পিত্তের ধাতু।

এলিয়ম-সিপা-৬৬—পাইলোরিকের স্থানে তীক্ষ্ণ বেদনা, ঢেকুর, গা-বমি, পেটডাকা। দুর্গন্ধযুক্ত বায়ু নিঃসরণ, উদরাময়, মলদ্বারে খোঁচামারা বেদনা।

পাঁকুই বা হাজা।

হাতে বা পায়ে হাজা হইলে—অয়েল-ইউক্যালিপটাস দিনে ৪/৫ বার তুলী বা পালকের দ্বারা লাগাইলে—চুলকানি ও যন্ত্রণার উপশম এবং শীঘ্র আরোগ্য হয়। হাজা-ঘায়ের স্থানে বেশী জল লাগাইবে না।

পাথরী পীড়া।

<u>মূত্র পাথরী ঃ—</u>

অসিমম—ডানদিকের পীড়া, প্রতি ৫/১০ মিনিট অন্তর বমি, ভীষণ বেদনা, প্রস্রাব লাল।

ক্যান্থার-২১১—এই পীড়ার প্রধান ঔষধ। প্রস্রাবে জ্বালাপোড়া, বেগ কুন্থন থাকে।

ইউভা-উর্সি-২১১, ৬৩৯—মূত্রথলীতে পাথরী থাকার নিমিত্ত প্রদাহ, প্রস্রাব করিতে করিতে হঠাৎ বন্ধ, যেন পাথরী আটকাইল, প্রস্রাব সূতার মত দেখায়।

বার্ব্বেরিস-১৬৪, ৪৪৯, ২১১—বেদনা কিডনী হইতে আরম্ভ হইয়া ইউরেটান দিয়া ব্ল্যাডারে, তথা হইতে ইউরেথ্রায় যায়। কোমর বেদনা এবং পুনঃ পুনঃ প্রস্রাবের ইচ্ছা।

কক্কাস-২৬২—ভয়ঙ্কর বেদনা, কিডনী হইতে মূত্রথলীতে পরিচালিত হয়, পুনঃ পুনঃ প্রস্রাবের বেগ, প্রস্রাব রক্ত, কিডনী হইতে মূত্রথলী পর্য্যন্ত বেদনা।

নক্সভম-৫১০—ডান কিডনী হইতে পায়ে বেদনা নামে, কোমরে বেদনা।

সার্সাপ্যারিলা-৫৮৩—ঘন ঘন প্রস্রাবের বেগ; কিন্তু অল্প অল্প প্রস্রাব, প্রস্রাবে ছোট পাথরী, কিডনীতে ভীষণ বেদনা। ইহাতে অনেক সময় পাথরী আপনি নির্গত হইয়া যায়।

প্যারিরা-ব্রাভা-২১, ৫২২—মূত্র-পাথরীর বেদনায় প্রস্রাব ত্যাগে ভীষণ কষ্ট।

লাইকোপোডিয়াম-৪৪৯—পাথরী পীড়ায় প্রতি মাসে এক মাত্রা উচ্চশক্তি (১০০০ ক্রম)।

পলিগোনাম-পার্সিকেরিয়া-৬৯৫—রেন্যাল-কলিক ও ক্যালকুলাই (মূত্রপাথরী)।

হিডিওমা-৬৮৬—প্রস্রাবে লাল বালিকণার মত পদার্থ ইউরেটারে বেদনা।

জ্যান্থোরিয়া-আরবোরিয়া-৭০২—কিডনীতে ভীষণ বেদনা, সিষ্টাইটীস ও গ্র্যাভেল বেদনা ইউরেটার থেকে মূত্রথলী ও অণ্ডকোষ পর্য্যন্ত পরিচালিত হয়। কোমরের বেদনা।—সামান্যমাত্র শীত কিম্বা বর্ষা বাদলে বাড়ে।

<u>পিত্ত পাথরী ঃ—</u>

ক্যালকে-কার্ব্ব-১৮৮, চায়না-১৫২, ১৮৮—মেন্থা-পিপ, বার্ব্বে, ইউনাইমিন-১৮৮।

ডায়স্কো-৩০২—লিভারের স্থান হইতে বেদনা আরম্ভ হইয়া স্তন ও অন্যান্য স্থানে যায়।

কার্ডুয়াস-৪৪৯—পিত্ত-পাথরীশূলে নিয়মিত সেবন করিলে নূতন পাথরী জন্মায় না।

মেন্থা-পিপ-৪৫০—৬ষ্ঠ ক্রম, প্রতি ১৫/২০ মিনিটঅন্তর ৫/৬ মাত্রায় উপকার হয়।

ক্যালকেরিয়া-কার্ব্ব-১৮৮—ভয়ানক বেদনা নিবারণের নিমিত্ত—৩০ শক্তি, উপকার না হইলে—২০০ শক্তি, ইহা পাথরীর প্রতিষেধক ঔষধ।

চায়না-১৮৮—প্রবল যন্ত্রণার সময় ব্যবহার্য্য—৬ষ্ঠ ক্রম, ইহাও প্রতিষেধক ঔষধ।

দ্রষ্টব্য ঃ ক্যাল্‌কেরিয়া, মেন্থা-পিপ, বেল; বার্ব্বেরিস প্রভৃতি কয়েকটি ঔষধ পিত্ত ও মূত্র পাথরী উভয় প্রকার পীড়াতেই ব্যবহৃত হয়। মৎকৃত প্র্যাকটিস....১৯০ পৃষ্ঠা দেখুন।

পারদের উদ্ভেদ।

মার্ক-সল, মার্ক-কাম-ক্যালি, মার্ক-ব্রোম—৪৭৩....হিপার—৩৬২,....এসিড-নাইট্রিক—৩৬২, ২৮,....থুজা—৬৩৩,....সিনাবের—২৫৩ (উপদংশ ও পারদ—৭৩৮ পৃষ্ঠা দেখুন)।

পারদ সেবনে কুফল।

মুখ, মাঢ়ীর পীড়া, লালস্রাব—কার্ব্বো, এসিড-নাই, ষ্ট্যাফি। বাত—গুয়েক, হিপ।

ডল্‌কামারা-৩০৯—মার্কুরি সেবনের পর মুখ দিয়া লালা ঝরা।

হিপার-৩৬৩—মকরধ্বজ বা কোনও ধাতু ঘটিত ঔষধ সেবনের প্রতিষেধক ঔষধ।

পায়ের গাঁটের ও তলার পীড়া।

ন্যাট্রম-কার্ব্ব-৪৯০—পায়ের গাঁটের ও সন্ধিস্থলের দুর্ব্বলতা, পায়ের তলার ফোলা ও ব্যথা, অল্পদূর চলিতেই পায়ের গাঁটে বেদনা হয়।

এন্টিম-ক্রুড-৪৯০—কেবলমাত্র পায়ের তলায় ব্যথা, ফোলা থাকে না।

ম্যাঙ্গেনাম-মিউর-৯৩—পায়ের গাঁটে ও পায়ের হাড়ে বেদনা। ম্যাঙ্গেনাম-এসেট-৯৩—গোড়ালী ও গাঁটে বেদনা, পায়ের তলায় বাত।....ম্যাঙ্গেনাম-অক্সাইডেট-৯৩—পায়ের হাড়ে টিবিয়া অস্থিতে বেদনা।....ফাইটোলক্কা-৯৩—গোড়ালীতে কামড়ানি ব্যথা।...সাইক্ল্যামেন-৯৩—গোড়ালীতে জ্বালা ও ক্ষতবৎ-বেদনা।.....লিডম-৯৩—গোড়ালীতে ফোলা, পায়ের তলায় অত্যন্ত বেদনা।....এন্টিম-ক্রুড-৯৩—পায়ের তলায়

বেদনা।....হাইড্রাষ্ট-৩৬৫—পায়ের আঙ্গুলে কড়া।....এনাকার্ড-অক্সিডেন্ট-৩৬৫—পায়ের কড়া, ক্ষত, পায়ের তলা ফাটা।

পীড়ার উৎপত্তি।

এনথ্রাসিনাম-৯০—কোন দূষিত পীড়াগ্রস্ত রোগীর নিশ্বাস এবং শব-ব্যবচ্ছেদকালীন কিম্বা কোন দুর্গন্ধ নাকে প্রবিষ্ট হইয়া কোনও পীড়ার উৎপত্তি।

প্যারোটাইটীস বা মাম্পস্।

এই পীড়ার এক বা উভয় দিকের কর্ণমূল ফোলা, অত্যন্ত বেদনা হয়, চোয়াল নাড়ীতে ও হাঁ করিতে পারে না। সাধারণতঃ শিশুরাই ইহাতে অধিক আক্রান্ত হয়, বয়স্কদের কচিৎ দেখা যায়। অনেক সময় প্রদাহ গলার ভিতর যায় ও টনসিল আক্রান্ত হয়, মুখ দিয়া লালা ঝরে, প্রদাহজনিত অল্প বা অধিক জ্বর সর্ব্বদাই থাকে, পীড়া গুরুতর আকার ধারণ করিলে মারাত্মক হয়। স্ফীত গ্ল্যাণ্ড অনেক সময় পাকিয়া যায়, ইহা শুভলক্ষণ। ট্রাইফোলিয়ম-নিম্নশক্তি ইহার উৎকৃষ্ট ঔষধ-৬৩৪ পৃষ্ঠা দেখুন।

প্রথমাবস্থায়—বেলেডোনা ও ট্রাইফোলিয়ম, উপকার না হইলে—ব্যারাইটা-মিউর নিম্ন হইতে উচ্চশক্তি, ইহা অন্ততঃ ৪/৫ দিন প্রয়োজ্য। পাকিবার উপক্রমে—হিপার, মাইরিষ্টিকা—৩ × প্রভৃতি। এই শেষোক্ত ঔষধে অনেক স্থলে বসিয়া যায়, আবার পুঁয হইলে ফাটাইয়া দেয়। থেরাপিউটিক্সের মধ্যে—গ্ল্যাণ্ডের স্ফীতি ও বাগী এবং ১৫৩ পৃষ্ঠায় ব্যারাইটা-আয়োড অধ্যায়ে গ্ল্যাণ্ড দেখুন।

পায়োরিয়া।

(হেক্লো-লাভা অধ্যায়—৩৫১ পৃষ্ঠা দেখুন)

নারিকেল পাতা পোড়াইয়া কিছু ছাই ও তামাক পোড়া সামান্য কিছু একত্রে মিশাইয়া দাঁত মাজিলে দাঁতের অনেক পীড়া আরোগ্য হয়।

পিপাসা।

যে পীড়ার উপসর্গরূপে ইহা থাকিবে, সেই পীড়ার ঔষধ প্রযোজ্য। এলাচের খোসা জলে সিদ্ধ করিয়া সেই জল পান, মুড়ি ভিজান জল পান, বরফ ইত্যাদিতে পিপাসা দূর হয়।

এসিড-এসেট-১৪—জ্বর ভিন্ন অন্যান্য সমস্ত পীড়ায় দারুণ পিপাসা।

প্লীহা বিবর্দ্ধন।

প্লীহার বিবৃদ্ধি—এরানিয়া, আর্স, সিয়ানোথাস, চায়না, ফেরম, গ্রিণ্ডে।

এসিড-সলফ-৪০—ম্যালেরিয়া বা ইন্টারমিটেণ্ট জ্বরের পর প্লীহা বাড়া বেদনা।

ন্যাট্রম-মিউর—৪৯৬—ম্যালেরিয়াজনিত স্বাস্থ্য বিকৃতি, তৎসহ প্লীহা যকৃতের বিবৃদ্ধি।

সিয়ানোথাস-৪৯৭—প্লীহা খুব বড় ও শক্ত তাহাতে ছুঁচফোটান ব্যথা, বেদনা যা থাকিয়া ও প্লীহার পুরাতন বিবৃদ্ধি, কোষ্ঠবদ্ধ।

ইউক্যালিপটাস-৪৯৭—প্লীহায় হাত ছোঁয়ান যায় না এত বেদনা, প্লীহা খুব বড় ও শক্ত, হাত থাক কাটা-কাটা মত অনুভব হয়, জ্বর, মাথাবেদনা, শরীর বেদনা।

এণ্ডারসোনিয়া-৬৭৩—প্লীহার উৎকৃষ্ট ঔষধ, যকৃতের পীড়াতেও উপকারী (কালমেঘ ১৬৮ পৃষ্ঠা ও ন্যাট্রম-মিউর বিট দেখুন)।

লুকা-বিণ্ডাল-৬৬৯—প্লীহা, যকৃত তৎসহ শোথ।

আর্স-আয়োড-১৩৩—সবিরাম জ্বরে অধিক কুইনাইন ব্যবহার করিয়া প্লীহার বিবৃদ্ধি।

আয়োডাম-৩৮০—প্লীহার প্রদাহ, তৎসহ মুখ দিয়া লালা নিঃসরণ।

ফেরম-আর্স-২৫১, ৩২২—রক্তহীনতা, দুর্ব্বলতা, লিভার প্লীহা দুই-ই বর্দ্ধিত, জ্বরসহ।

এরানিয়া-২৩১—প্লীহা খুব বড়। ফেরম আয়োড-৩২২—প্লীহার বিবৃদ্ধি, জ্বর থাকে না।

কার্ণাস-সার্সিনেটা-২৮১—পুরাতন ম্যালেরিয়া, বর্দ্ধিত প্লীহা...নব্য ভমিকা—নব্যের জ্বরের লক্ষণসহ লিভার প্লীহার বেদনা।

আর্সেনিক-১২৮—লিভার প্লীহা সংযুক্ত ম্যালেরিয়া, কুইনাইন আটকান জ্বর।

হিলিয়্যান্থাস-৪৪০—প্লীহাবৃদ্ধির এবং পুরাতন জ্বরের ইহা একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ।

প্লুরিসি, প্লুরাইটীস।

প্রথমাবস্থায়—একোন, ফেরম-ফস, ব্রায়ো (ব্রায়োতে উপকার না হইলে—এসক্লিপি)। ছুঁচফোটান ব্যথা—র‍্যানানকিউ, ব্রায়ো, সলফ, ক্যালি-কার্ব, এসক্লিপি, কার্ব্বো-এনি। বেদনা নীচের পাঁজরার ও বুকের দুই পাশে হয়—র‍্যানানকিউ, সলফ....বেদনা নীচু হইতে উপরে কাঁধে যায়—সলফ...নড়িতে চড়িতে বেদনা বাড়ে—ব্রায়ো,....নড়াচড়ার আরামবোধ—রসটক্স, আক্রান্ত পাশ চাপিয়া শুইলে কতকটা আরামবোধ—ব্রায়ো....আক্রান্তস্থান চাপিয়া শুইতে পারে না—বেল,....অত্যন্ত পিপাসা—এপোসাই, মার্ক, রস,....পিপাসাশূন্য—এপিস,....গরমের পর ঠাণ্ডা লাগিয়া পীড়া—র‍্যানানকিউ, গরমে ভাল থাকে—এপোসাইনাম,.....ঠাণ্ডায় ভাল থাকে—এপিস।

ডানদিকে বেদনা—এপিস, বেল, বোরাক্স, ক্যালি-কার্ব, সিনা, সলফ, ব্রায়ো এসক্লিপি।...বামদিকে বেদনা—ষ্টানম, এন্টিম-আর্স।

জল জমিলে—এপিস, এপোসাইনাম, আর্স, ব্রায়ো, সেনেগা, সলফার, ক্যান্থার।

বোরাক্স-১৬৯—ডানদিকে বুকের উৰ্দ্ধাংশে ছুঁচফোটান ব্যথা, নিশ্বাস গ্রহণে কাশিতে বেদনা বৃদ্ধি, গয়ারে কাদার স্বাদ ও গন্ধ।

এপিস-১০৩, ৬১৮—ক্যান্সিওলাস-৫২৭—পঊরার জলশোষণ করিবার নিমিত্ত ব্যবহার (সলফার—ছুঁচফোটান ব্যথা পিঠে যাইলে)।

একোনাইট-৪৪—বুকে ছুঁচফোটান ব্যথা, জ্বর, প্রথমাবস্থায় যতক্ষণ প্রদাহ থাকে।

এব্রোটেনাম-৯—একোন, ব্রায়ো, ব্যবহারের পর বুকে চাপবৎ বেদনা, নিশ্বাসে কষ্ট।

ক্যালি-কার্ব্ব-৪০১—বুকে ছুঁচফোটান ব্যথা, নড়লে চড়লে ও স্থির হইয়া থাকিলেও বেদনা বাড়ে, ব্রায়োনিয়ার পর ইহা উপকারী।

ষ্ট্যানম-৬০৫—বাম বক্ষের উর্দ্ধাংশে ছুঁচফোটান ব্যথা, নিঃশ্বাসেও চাপ বাড়ে।

ব্রায়োনিয়া-১৭৪—ছুঁচফোটান ব্যথা, কাশির সময় হাত দিয়া বুক চাপিয়া ধরে, বেদনা চাপে উপশম, ডানদিক অধিক আক্রান্ত।

এসক্লিপিয়াস-টিউবারোসা-১৭৪—নিশ্বাস ফেলিবার সময় বেদনা, বেদনা বাম ফুসফুসের নিম্নে অধিক, ব্রায়োনিয়ায় উপকার না হইলে।

কার্ব্বো-এনিমেলিস-২১৬—প্লুরিসি আরোগ্য হইবার পর বুকে ছুঁচফোটান ব্যথা।

সেনেগা-৫৯১—প্লুরায় জল জমিলে ও তৎসহ বেদনা যন্ত্রণা থাকিলে—ব্রায়োনিয়া উপকার না হইলে— সেনেগা।

ক্যান্থার—জলজমা, তৎসহ জ্বালা, সামান্য জ্বর, বুকে তীরবেঁধা বেদনা, প্রবল শুষ্ক কাশি, শ্বাসকৃচ্ছতা (মৎকৃত "প্র্যাক্‌টিসনার্স গাইড" দেখুন)।

র‍্যানানকিউলাস—ভয়ানক খোঁচামারা বেদনা, বুকে জলজমা—দুই প্লুরা একত্রে জুড়িয়া যায়।

সিলা-৫৮৪—হইতে প্লুরার জল শোষণ হয়।

আর্সেনিক—এপিসের মত অধিক জলজমা, ছটফটানি, দুর্ব্বলতা, পিপাসা।

হিপার—পীড়ার শেষ অবস্থায়, যথায় প্লুরায় পূঁয উৎপন্ন হইয়াছে, (স্ফোটক অধ্যায় যাইরিম্পিকা দেখুন)।

নাট্রম-সলফো-কার্ব্বল-৬৯২—পাইমিয়া, সপূঁযপ্লুরিসি, ৩—৫ গ্রেণ প্রতি ৩ ঘন্টা অন্তর।

প্লুরোডাইনিয়া।

ব্রায়োনিয়া-১৭৪,...এসক্লিপিয়াস-২৩৯,.... বোরাক্স-১৬৯, র‍্যানানকিউ-৫৬২।

পূঁযস্রাব।

ক্যালেন্ডুলা-২৯৭—ক্ষতে বাহ্যিক প্রয়োগে পূঁয পড়ার হ্রাস হয়।

গ্রোনয়িন-১৯৭—অনেকদিন হইল কোথাও কাটিয়া গিয়াছে সেই দাগে পুনরায় যন্ত্রণা।

মার্ক-সল-৪৭৩—পূঁয উৎপন্ন হইলে ইহার নিম্নক্রম—৩x প্রয়োগে ফোড়া প্রায়ই ফাটিয়া যায়, ২০০শ বা উচ্চক্রমে বসিয়া যাইতে পারে।

হিপার-৩৫৮—পূঁয জন্মাইলে নিম্নক্রমে পূঁয উপরে ঠেলিয়া উঠে, তাহাতে ফোড়া শীঘ্র ফাটিয়া যায়। পূঁয সঞ্চয় না হইলে ইহার উচ্চক্রমে প্রায় বসিয়া যায়, পূঁয মাখনের মত ঘন।

সাইলিসিয়া-৫৯৬—পূঁয শীঘ্র শুকায় না, পাতলা কল্‌তানির মত রক্তমিশ্রিত, দুর্গন্ধ।

ক্যালকেরিয়া-সলফ-১৯৬—অনেকদিন পর্য্যন্ত পূঁয গড়াইতেছে, কম হইতেছে না। ক্ষত ক্রমশঃ অস্থি আক্রমণ করিলে এবং অস্থিতে পূঁয হইলে—ক্যালকেরিয়া-হাইপো, এসাফিটি, এঙ্গাসটিউরা, অরম, ক্যাল-ক্লোর (অস্থির পীড়া ও ক্ষত ৯০৮ পৃষ্ঠায় দেখুন)।

গান-পাউডার-৫৯৬—ক্ষত কিছুতেই না শুকাইলে ও পূঁয না কমিলে।

পেঁচোয় পাওয়া বা শিশু-ধনুষ্টঙ্কার।

(পরিশিষ্ট ধনুষ্টঙ্কার—৮০৩ পৃষ্ঠা দেখুন)

পেট কামড়ানি-ব্যথা।

কলোসিন্থ—২৬৯,—নক্স-ভমিকা—৫০৮ (শূলবেদনা—৮৮২ পৃষ্ঠা দেখুন)

ষ্টেলারিয়া (Stollaria) অগ্রকড়ার নীচে ট্রানভার্স-কোলনে কামড়ানির বেদনাসহ পেটফাঁপা, লিভার শক্ত, ফোলা, লিভারে ছুচফোটান বেদনা, চাপ দিলে ক্ষতের মত বেদনা অনুভূত হয়, ক্ষুদ্রান্ত্রে তলপেটে কামড়ানি ব্যথা। কোষ্ঠবদ্ধ, কখনও উদরাময় ও কোষ্ঠবদ্ধ পর্য্যায়ক্রমে, বাহ্যের পর মলদ্বারে ভীষণ বেদনা হয়, বাহ্যের রঙ্ কাদার রঙের মত দেখায়।...অনিসকাস-৬৯৩—পেটে ভীষণ বেদনাসহ পেট ফাঁপা, পেট শক্ত হইয়া উঠে....ক্যাজুপুটাম-৬৮০—পেট ফুলিয়া শক্ত, কলিক বেদনা।

পেটফোলা পেটফাঁপা ও বেদনা।

নীচের পেটফাঁপা—কার্ব্বো......উপরের পেট—লাইকো,....সমস্ত পেট—চায়না, ক্যালি-কার্ব্ব, মিক্রোমেরি....উদরাময়ের সঙ্গে পেটফাঁপা—কার্ব্বো.... কোষ্ঠবদ্ধের সঙ্গে —লাইকো,... পেটে অত্যন্ত বায়ুজমা—এসাফিটি—৪৪৮ পৃষ্ঠা দেখুন।

র‍্যাফেনাস-২১৯, ৫৬৩, ৫০৭—বায়ু উর্দ্ধ কিম্বা অধঃ কোনও দিক দিয়া নির্গত হয় না।

লাইকো-২১৮, ৪৪৮, ৫০৭—কোষ্ঠবদ্ধসহ উপরে পেট ফাঁপা।

কার্ব্বো-২১৮—উদরাময়ের সঙ্গে পেটফাঁপা, কখনও পেটে বায়ুজমার সহিত কোষ্ঠবদ্ধ।

চায়না-২১৯, ২৪৭—ঢেকুরে উপশম হয় না বরং কষ্ট বাড়ে, সমস্ত পেট ফাঁপে।

মিক্রোমেরিয়া-৪৪৮—ভীষণ পেটফাঁপা, পেটে শূলবেদনা ও গা-বমির পেটেন্ট ঔষধ, দুঃখের বিষয় ইহা এখন বাজারে পাওয়া যায় না।

ষ্ট্যাফিসেগ্রিয়া-৬০৬—পানাহারের পর পেট কল্ কল্ করা।

এসাফিটিডা-৪৪৮—পেটফাঁপার সহিত মুখে জল উঠা, সাংঘাতিক পাকস্থলী-শূলবেদনা, ডায়েফ্রামের নিকট জ্বালা, বেদনা, পেটে উচ্চ গড়গড় শব্দ করিয়া সজোরে কষ্টে ঢেকুর উঠে।

আর্জেন্টি-নাই-১১৮—পেট বায়ুতে পূর্ণ, ফুলিয়া উঠে আহারের পর পেটে বায়ু জমা।

নক্স-মস্কেটা-৫০৩—প্রত্যেকবার আহারের পর পেট ফুলিয়া উঠে।

টেরিবিন্থ-৬২৮—পেট অত্যন্ত ফাঁপা, বুকে চাপ পড়ে, রোগী যেন হাঁপাইতে থাকে।

ক্যালি-কার্ব্ব-৪০৩—যাহা আহার করে সমস্ত যেন বায়ুতে পূর্ণ হয়, পেট গরমবোধ হয়, পেট ফোলে, পেটে টাটানি-ব্যথা হয়।

এলফ্যালকা-৬৫—পেটে বায়ু জমে, পেট ফোলে, স্নায়ুশূল বেদনা হয়, আহারের কয়েক ঘন্টা পরে উক্ত প্রকারের বেদনা আরম্ভ (ডিস্পেপসিয়া ও অজীর্ণ পীড়া দেখুন)।

প্লম্বম-৫৪৬—কোষ্ঠকাঠিন্য, মনে হয় যেন একটা বলের মত পদার্থ তলপেটে ঘোরে।

ইরিজিরন-৬৮৪—আভ্যন্তরিক ১ × সেবন এবং ডিমের সাদা অংশ, ইরিজিরণ-অয়েল ও দুধ একত্রে মিশাইয়া মলদ্বারে এনিমা।

অনিসকাস-৬৯৩—পেটে ভীষণ বেদনাসহ পেট ফাঁপে, পেট শক্ত হইয়া উঠে।

পেরিটোনাইটীস।

এডোনিস—২৯৯, বেলেডোনা—১৫৮, (অন্ত্রপ্রদাহ ও প্রাদাহিক পীড়ার সমস্ত ঔষধ ইহাতে প্রয়োজন হইবে), তরুণ প্রদাহ—বেল, কলোসি, ল্যাকে, ওপি....আঘাত লাগিয়া গুড়া—একোন, আর্ণি, ওপি,....ষ্ট্র্যাঙ্গুলেসন—বেল, ওপি, প্লম্ব,...পিওরপেরাল—বেল, সিমিসি, টেরিবিন্থ। এই পীড়ায় পেটে অনবরত বরফ বা আইসব্যাগ দিবেন।

পেরিনিয়মের পীড়া।

ক্যারিকা-পেপিয়া-২২২—ওলিয়ম-ন্যান্টাল-৫১৭।

পেরিকার্ডাইটীস।

(হৃৎপিণ্ডের পীড়া—৯০৪ পৃষ্ঠা দেখুন)

বামদিকের—এন্টিম-আর্স-৯১.......হামের উদ্ভেদ বসিয়া—আর্স-১২৯।

প্লেগ (Plague)

আয়োডাম, ট্যারেন্টুলা-কিউবেনসিস ও ইগ্নেসিয়া-বিন—৬২৫ পৃষ্ঠা দেখুন।

পোড়া নারাঙ্গা।

রসটক্স—উদ্ভেদের মূলদেশ লালবর্ণ, চুলকায় জ্বালা করে,.....এসিড নাইট্রিক-উদ্ভেদ ফোস্কার মত, তাহাতে হাতে জ্বালা-যন্ত্রণা, ...এপিস—জ্বালার সহিত হুলফোটান-ব্যথা—৫৬৯ পৃষ্ঠা।

প্রদর (Leucorrhoea)

শ্বেত—এগনাস—৬১, এমন-কার্ব্ব—৭৮ ; ইউপিয়ন—১০২ ; আর্জেন্ট—১৯৯। এরালিয়া—১১৪ ; বোরাক্স—১৬৮ ; বোভিষ্টা—১৭০; কোনিয়ম—২৭৮। এতদ্ভিন্ন—গ্র্যাফা, প্যালেডিয়ম, সিপিয়া, এলেটিস, ক্যাল্কে-কার্ব্ব, কলোফাইলম, ক্রিয়োজোট, পলস, মিউরেক্স ও মার্ক-সল দেখুন।

রক্ত—হ্যামামেলিস অধ্যায় দেখুন। কলোফা, ফেরম, ভাইবর্ণম, প্ল্যাটিনা, সিকেলি, নক্স, মিচেলা, সিনিসিও এইগুলি উৎকৃষ্ট ঔষধ, ৫৪৩ পৃষ্ঠা দেখুন।

প্রদর হাজাকারক—এলিউমি, আর্স, কোনি, ক্রিয়ো, ল্যাকে, ন্যাট-মি, সিপি।

ছোট ছোট বালিকাদের শ্বেতপ্রদর—ক্যাল্কে-কার্ব্ব, প্যালেডিয়ম, ক্যানাবিস-স্যাট কলোফাই।

মলত্যাগকালে প্রদরস্রাব—থুজা, জিঙ্কাম, ম্যাগ-কার্ব্ব।

এলিউমেন-৭২—হলদে রঙের প্রদর।

আর্জেন্ট-নাই-২১৯—পীড়া প্রমেহজনিত, রক্তপূয মিশ্রিত স্রাব।

আর্স-১৩১—স্রাবে দুর্গন্ধ, অধিক পরিমাণে স্রাব, যোনিদেশ হাজিয়া যায়, জ্বালা করে।

এলিউমিনা-৭৪—স্রাব চটচটে, পায়ের গোড়ালি পর্য্যন্ত গড়াইয়া পাছা বাহিয়া আসে।

বোরাক্স-১৬৮—ডিমের লালার মত হড়হড়ে, স্রাব গরম, ঋতুর পূর্ব্বে ও পরে প্রদরস্রাব।

বোভিষ্টা-১৭০—উক্ত প্রকার সমস্ত লক্ষণসহ স্রাব গরম থাকে না।

এরালিয়া-১১৪—চটচটে শ্লেষ্মা বা জলের মত স্রাব, যোনি হাজিয়া যায়।

ককুলাস-২৫৯—ঋতুস্রাবের পরিবর্ত্তে শ্বেতপ্রদর স্রাব।

ক্যাল-কার্ব্ব—৪০০—কলোফাইলম-২২৪—ছোট ছোট মেয়েদের শ্বেতপ্রদর।

ক্যাল-ফস-১৯৪—ডিমের লালার মত, রজঃস্রাব কমিয়া আসার সঙ্গে প্রদরস্রাব।

ক্যাল্কেরিয়া-আর্স-১৮২—রক্ত সংযুক্ত শ্বেত প্রদর, স্রাবে দুর্গন্ধ।

গ্র্যাফা-৩৪১—ঋতুস্রাবের পরিবর্ত্তে শ্বেত-প্রদর, প্রদর—ঋতুর পূর্ব্বে ও পরে দেখা দেয়, স্রাব দুধের মত সাদা, দুর্গন্ধ, বাম ডিম্বকোষ ফোলা ও শক্ত, বেদনাযুক্ত।

ইউপিয়ন-১০২—ঋতুর পরে হলদে রঙের প্রদরস্রাব, তৎসহ কোমরে বেদনা, যোনিমুখে জ্বালা ও বেদনাসহ পুনঃ পুনঃ প্রস্রাব।

আর্স-আয়োড-১৩৪—হরিদ্রাবর্ণের প্রদর, উহাতে কখনও রক্ত থাকে, ঋতুস্রাব পরিমাণে অধিক, মাসে ২/৩ বার ঋতু হয়, জরায়ু মুখে ক্ষত টিউমার।

ফেরম-আয়োড-৩১৮—মণ্ডের মত শ্বেত-প্রদর, মলত্যাগের সময় তারের মত লম্বা স্রাব যোনিদ্বার দিয়া নির্গমন। যোনিতে চুলকানি, বেদনা, ফোলা, প্রোলাপসস ঋতুস্রাব।

কোনিয়ম-২৭৮—ঋতুর ঠিক ১০ দিন পরে স্রাব আরম্ভ, স্রাব কখনও রক্তমিশ্রিত, কখনও দুধের মত সাদা, গাঢ়, মধ্যে মধ্যে বন্ধ হয়, হাজাকারক।

হাইড্র্যাসটীস-৩৬৫—অম্ল, অজীর্ণ, অর্শপীড়াগ্রস্ত রোগিনীর শ্বেত-প্রদর, রঙ হলদে।

এষ্ট্রাগ্রিসিয়া-গাঢ় শ্লেষ্মার মত সাদাটে নীল রঙের স্রাব, রাত্রিতে বাড়ে।

স্যাবাইনা-৫৭৭—ঋতুবন্ধ হইয়া পচাগন্ধ, শ্বেত-প্রদর স্রাব।

**এসপেরুলা (Arporula)—যুবতী-স্ত্রীর শ্বেত-প্রদর।

প্রস্রাবের পীড়া।

(থেরাপিউটিক্সে বহুমূত্র—৮৩৮ পৃষ্ঠা দেখুন)

খড়িগোলা বা দুধের মত প্রস্রাব—আয়োডাম, ক্যাল্কেরিয়া-কার্ব্ব, গুৰু, কার্ব্বো, এসিড-মিউর, সিনা, এসিড-ফস।.....প্রস্রাবে পচা রক্ত—ল্যাকে, ক্রোটে, এসিড-কার্ব্বল।

রক্ত প্রস্রাব—ক্যান্থার, হ্যামা, টেরিবিন্থ, কক্কাস, আর্ণিকা, ইপি, মিলিফো, মার্ক-কর, থ্যাম্পি, ফেরম-মিউর, এসিড-গ্যালিক, ল্যাকেসিস, ক্রোটেলাস, হেলিবোর (হ্যামামেলিস দেখুন)।....**কালরক্ত**—আর্স, এসিড-কার্ব্বল, ক্রোটেলাস, ক্যাল-ক্লোর, ল্যাকে, মার্ক-কর, ফস।....**প্রস্রাবে শ্লেষ্মা**—বার্ব্বে, মার্ক, পলস, ইকুইজিট, চিমাফি, সলফ।....**প্রস্রাবে কোঁথানি**— কষ্টি, এপিস, চিমাফি, হিপার, লাইকো, এলিউমি, সিপি, প্যারিরা।...**প্রস্রাবের জ্বালা**—ওলিয়ম-স্যান্ট, আর্স, আর্জেন্টি বোরাক্স, ক্যাপ্সি, ক্যান্থার, ক্যানাবিস, ইরিজিরণ, মার্ক-সল, মার্ক-কর, লিলিয়ম, প্যারিরা, পেট্রোসেলি, সলফার।.....**প্রস্রাবের পূর্ব্বে জ্বালা**—ক্যানাবিস-ইণ্ডি, বার্ব্বে, ক্লিমে। ....**প্রস্রাবের সময় জ্বালা**— বোরাক্স, বার্ব্বে ক্যানাবিস—স্যাট, এসিড-ক্লোর, চিমাফিলা, কিউবেবা, ক্যানাবিস-ইণ্ডিকা, লিলিয়ম।.....**প্রস্রাবের শেষে জ্বালা**—সার্সা, ক্যানাবিস, ক্যাপ্সি, ইকুইজিট, ক্যালি-বাই, মার্ক-কর, এসিড-নাই.....**কলেরা রোগে প্রস্রাব বন্ধ**—ইউরিমিয়া দেখুন।....**প্রষ্ট্যাইটীস**—স্যাবাল সেরুলেটা..... **নেফ্রাইটীস**—এলবুমিনুরিয়া দেখুন।..... **রাত্রিতে বিছানার প্রস্রাব করা**—ব্রুমিয়া, কষ্টি, এসিড-ফস, ক্রেয়্যাল্যম, পেট্রোলি, সিনা, ইকুইজিট, ইউরেণ-নাইট্রি রস-এরো।.....**প্রস্রাব কালে নহে, অন্য সময়ে জ্বালা**—ষ্ট্যাফিসেগ্রিয়া।

দ্রষ্টব্য ঃ—বিছানার প্রস্রাব করা অভ্যাসে কোনও ঔষধে ক্রিয়া না করিলে একটি পরিষ্কার চাদর বিছানায় পাতিয়া রোগীকে শোয়াইয়া প্রস্রাব করাইয়া সেই চাদর নিংড়াইয়া কিছু প্রস্রাব একটি পরিষ্কার শিশিতে কর্ক বন্ধ করিয়া রাখিবেন এবং ঐ প্রস্রাবের ১ ড্রাম (১ চা-চামচ) অন্য একটি পরিষ্কার ২ আঃ শিশিতে ঢালিয়া তাহার সহিত ৯ ড্রাম ডিসটিলড্-ওয়াটার মিশাইয়া ৪০ বার জোরে ঝাঁকি (Stroke) দিবেন, পরে ঐ জলমিশ্রিত প্রস্রাবের ১ ড্রাম লইয়া পুনরায় ৯ ড্রাম জল মিশাইয়া ৪০ বার ঝাঁকি (Stroke) দিবেন ও আবার ইহার ১ ড্রামের সহিত ৯ ড্রাম মিশাইয়া ৪০ বার ঝাঁকি (Stroke) দিবেন। এখন ইহারই ২/৩ ড্রাম মাত্রার রোগীকে প্রত্যহ প্রাতে একবার করিয়া ২/৩ দিন সেবন করাইলে ইহাতেই উপকার হইবে, উপকার হইলেই উহা সেবন বন্ধ। ব্রুমিয়া-অডোরেটা ৬৬১—পৃষ্ঠা দেখুন। ....থাইরয়ডিন—৩ × অর্দ্ধ গ্রেণ মাত্রায় দুর্ব্বল রুগ্ন, খিটখিটে মেজাজের শিশুদের বিছানায় প্রস্রাব করার—সকাল-সন্ধ্যা ২ বার সেবনে অনেকস্থলে উপকার হয়। প্রস্রাব কম—বাতাসা চুষে খেয়ে আধপোয়া জল খাওয়া ; শিশুর প্রস্রাব বন্ধ—বাতাসা ভিজাইয়া ২/৪ ফোঁটা করিয়া জল এবং ঔষধ দিবেন।

প্রস্রাব—চর্ব্বি বা মাখনের মত ঘন, শিশির ভিতর পুরু ও ঘন তলানি পড়ে—অরম-১৪২। প্রস্রাবে শ্লেষ্মার ভাগ অধিক-ইউপেট-পার্পি-২০৯, ব্যারসমা-২১০। ... ঘোলা, গাঢ়, দুর্গন্ধ, ইঁটের গুঁড়ার মত তলানি—চিমাফিল-২১০।.....ঘন, ঘোলা শ্লেষ্মাপূর্ণ—এনানথিরাম-২১০।.... ধোঁয়ার কিম্বা পাকা সোনার মত রঙ—কার্ডুয়াস-২২১, চেলিডোন-২৩৮। .....প্রস্রাবে লিথিক-এসিড, লিথেটস—কষ্টি-২২৯।.....প্রস্রাবে ইউরেট ও ইউরিক-এসিড অধিক—ককুলাস-২৫৯।...... দোয়াতের কালির মত কাল প্রস্রাব, প্রস্রাবে রক্ত, পচা রক্তের ডেলা, সুগার, এলবুমেন—কলচি-২৬৭।......দুধের মত সাদা—কলোসিন্থ-২৭৩, এসিড-ফস-৩৫, ষ্টিলিঞ্জিয়া-৬০৯।......খড়িগোলার মত—আয়োড, ক্যাল কার্ব্ব-৩৫।...তলানি কাফিগুঁড়ার মত—হেলিবোরাস-৩৫৪.....কাল রঙের প্রস্রাব—কলচি, ন্যাট-মিউর, ডিজি, কার্ব্বলিক-এসিড।.....প্রস্রাবে Solid ও ইউরিক-

এসিড-ইকথিওলাম।... ঘোলা কালরঙের প্রস্রাব—এপিস, এমন-বেঞ্জো, এসিড-বেঞ্জো, আর্ণি, আর্স, কার্ব্বো, ওপিয়ম।....গাঁজলা ও ফেণাযুক্ত প্রস্রাব—ল্যাকে-৩৫৪। এলবুমেন—হেলোনিয়াস-৩৫৬, এবসিন্থ-১১, এমন-বেঞ্জো-৭৬। ....সুগার—সিজিজিয়ম-১৪, ইউরেন-নাইট্রি-১৯।...ফস্‌ফেট, ইউরিমিয়া, ইণ্ডিকেন—এলফ্যালফা-৬৫।...ফস্‌ফেট, ইউরিক-এসিড, এলবুমেন, সুগার—এসিড-পিক্রিক-৩৬।.....অক্‌জ্যালেট—এসিড-গ্যালিক-৩৩।...ফসফেট—এসিড-ফস-৩৫, এসিড-পিক্রিক-৩৬, এলফ্যালফা—৬৫। ....ইউরিক-এসিড অধিক, ক্লোরাইডের অংশ কম—ব্যারাইটা-মিউর-১৫৫।.......প্রস্রাবে পূঁয, রক্ত ইউরিক-এসিড—ইউভা-উর্সি-৬৩৯।.....পূঁয, রক্ত, শ্লেষ্মা বালিকণার মত পদার্থ—এপিজিয়া-৩১২।.....সাদা ঘন তলানি—ফেরম-আয়োড-৩১৮।....তন্তিন্ন—এপিথিলিয়্যাল-ক্যাষ্টস—আর্স, আর্জেন্টি-নাই, ফসফরাস, প্লম্বম, মার্ক-কর।....গ্র্যাণুলার—আর্স, মার্ক-কর, ফস, এসিড-সলফ।.....ব্লড-কাষ্টস—প্লম্বম, ফস।....হায়ালন—আর্স, পেট্রোলি, ফস, এসিড-সলফ, প্লম্বম।...... রেন্যাল-এপিথেলিয়ম—আর্স, ক্যান্থার, কোপেভা, ফস, টেরিবিন্থ, এসিড-সলফ। প্রস্রাবের তলানি ময়দা গুঁড়ার মত পদার্থ—বার্ব্বেরিস, ষ্টিলিঞ্জিয়া।.....প্রস্রাবে তলানিতে সাদা গুঁড়া—ক্রোটন-২৮৮। শিশু ভূমিষ্ট হইয়া প্রস্রাব বন্ধ—একোনাইট।

(ক্যান্থারিস-অধ্যায়—২০৮ হইতে ২১১ পৃষ্ঠা পর্যন্ত পাঠ করুন)।

ষ্ট্র্যামোনিয়ম-৬১২—টাইফয়েড জ্বরে ও প্রসবের পর প্রস্রাব বন্ধ।

প্রস্রাবে দুর্গন্ধ, ঘোড়ার প্রস্রাবের মত ঝাঁজাল গন্ধ—এসিড-নাই-৩০, এসিড-বেঞ্জো-১৬।

এস্প্যারাগাস-১৬, এন্টিম-ক্রুড-২৭৯, কনভ্যালেরিয়া-২৭৯, এব্‌সিন্থিয়াম-১১।

এব্‌সিন্থিয়াম-১১—এলবুমেন, প্রস্রাবের রঙ কমলালেবুর মত ঝাঁজাল গন্ধ।

এমন-কার্ব্ব-৭৯—সর্ব্বাদই প্রস্রাব করিবার ইচ্ছা, রাত্রিতে অসাড়ে প্রস্রাব, প্রদাহ সাদা রক্তমিশ্রিত ঘোলা, দুর্গন্ধ, তলানিতে বালির মত পদার্থ।

এসিড-নাইট্রিক-৬০—প্রস্রাবে কটু দুর্গন্ধ, অনবরত বেগ একটু একটু করিয়া প্রস্রাব, প্রস্রাবকালে ভীষণ জ্বালা, মূত্রনলীর মধ্যে জ্বালা নিবারণের জন্য ক্রমাগত প্রস্রাব ঘসে, তাহাতে আরও যন্ত্রণা বাড়ে।

এসিড-গ্যালিক-২১—মূত্রনলীর প্রদাহজনিত প্রস্রাবে জ্বালা।

এস্প্যারাগাস-১৬—সিষ্টাইটীস, প্রষ্ট্যাটাইটীস, প্রস্রাবে পূঁয, শ্লেষ্মা, ঝাঁজাল গন্ধ, তৎপীড়াসহ স্বল্প প্রস্রাব, দুর্গন্ধ প্রস্রাব।

এলিউমিনা-৭৩—প্রস্রাবের সময় অত্যন্ত বেগ দিতে হয়, এমন কি প্রস্রাবের বেগে বাহ্যের বেগ আসে। .....এসিড-মিউর—প্রস্রাবের বেগে বাহ্যে হয়।

এনানথিরাম (Anantherum)-২১০—প্রস্রাব ঘোলা ঘন শ্লেষ্মাপূর্ণ, সর্ব্বদাই-বেগ প্রস্রাব একটুও মূত্রথলীতে থাকে না, অসাড়ে বাহির হয়।

ন্যাট্রম-নাইট্রি-৪৯৯—প্রস্রাবদ্বার দিয়া রক্ত নির্গমন।

আসাই-৬৬০—অল্প প্রস্রাব, রঙ ঘোলা, রক্তপ্রস্রাব, উদরাময়ের প্রস্রাব সম্পূর্ণ বন্ধ বা অতি অল্প। মূত্রত্যাগকালে ও পরে জ্বালা।

মার্ক-সলফ-৪৭৬—প্রস্রাব নির্গত হইবার সময় আগুনে পোড়ার মত জ্বালা।

মাইরিকা-৪৮৬—ঘোলা প্রস্রাব, চোখ হলদে।

এসিড-ক্লোরিক-২০—প্রস্রাবের সময় ও পরে মূত্রনলীতে আগুনে পোড়ার মত জ্বালা।

ক্যালি-ক্লোর-৪০৫—প্রস্রাবে এলবুমেন অধিক, প্রস্রাব কম বা একেবারে বন্ধ, গর্ভাবস্থায় পীড়া......স্যাবাল-সেরুলেটা-৫৭৬—প্রষ্টেট-গ্ল্যাণ্ডের বৃদ্ধির জন্য প্রস্রাবের জ্বালা যন্ত্রণা।

সিনিসিও-৫৯০—স্বল্প প্রস্রাব, প্রস্রাবে রক্ত, শ্লেষ্মা, বেগ, কোঁথানি।

এঙ্গাষ্টিউরা-৮৮—প্রস্রাব প্রচুর পরিমাণে হইলেও প্রস্রাবদ্বারে বেগ থাকে।

শিশু ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রস্রাব বন্ধ—একোনাইট-৪৬....প্রস্রাবে জ্বালা থাকে, প্রস্রাব বন্ধ মূত্রকৃচ্ছ—এপোসাইনাম-ক্যানাবি-১০৭।

আর্জেন্টি-নাই-১১৯—অধিক পরিমাণে ও আসাড়ে প্রস্রাব, পরেও ২/১ ফোঁটা মূত্র নিঃসরণ... হেলোনিয়াস-৩৫৬- ঘোলা প্রস্রাব স্বল্প পরিমাণে নির্গমন।

* ইকথিওলাম (Icthyolum)-৬৮৭—ঘন ঘন প্রস্রাবের বেগ, প্রস্রাবের পরিমাণে অধিক, প্রস্রাবে Solid ও ইউরিক-এসিডের অংশ অধিক এজন্য বাত গেঁটেবাত।

আর্সেনিক-১৩১—সিষ্টাইটীস পীড়ায় অল্প প্রস্রাব, জ্বালা।

বার্ব্বেরিস-১৬৫—ঘোর হরিদ্রা কিম্বা রক্তের মত লাল প্রস্রাব, তলানীতে শ্লেষ্মা, ঘোলা।

বোরাক্স-১৬৮—শিশু পুনঃ পুনঃ প্রস্রাব করে, প্রতিবার প্রস্রাবের পূর্ব্বে কাঁদে, প্রস্রাব অত্যন্ত দুর্গন্ধ, প্রস্রাব গরম।

ক্যাডামিয়ম-১৮০—রক্তপূঁয মিশ্রিত প্রস্রাব, মূত্রনলীতে বেদনা।

ক্যানাবিস্-ইণ্ডিকা-২০২—মূত্রনলীতে জ্বালা, ছুঁচফোটান ব্যথা, উহা প্রস্রাবের পূর্ব্বে, সময়ে ও পরে অত্যধিক হয়, প্রস্রাব শেষ হইবার পর ফোঁটা ফোঁটা মূত্র নির্গমন।

এবৃসিন্থ-১০—সর্ব্বদা প্রস্রাবের ইচ্ছা, প্রস্রাবে কটুগন্ধ।

ইকুইজিটাম-২০৮, ৩১২—প্রস্রাবে শ্লেষ্মা ও রক্ত জ্বালা পোড়া, স্বল্প প্রস্রাব, প্রস্রাবের বেগ ধারণে অক্ষম, প্রতি রাত্রে বিছানায় প্রস্রাব।

পেট্রোসেলিনিয়ম-২০৯—হঠাৎ বেগ আসে, এক মুহূর্ত্তেও সে বেগ ধারণ সহ্য হয় না, অত্যন্ত জ্বালা যন্ত্রণা, চুলকানি, লিঙ্গমুণ্ডে বেদনা (ট্রিবিউলাস-৯১৮ পৃষ্ঠা দেখুন)।

সার্সাপ্যারিলা-২০৯, ৫৮৩—প্রস্রাবের সময় বা পূর্ব্বে নহে, শেষভাগে জ্বালা।

এন্টিম-ক্রুড-৯৪—ঘন ও ঘোলা প্রস্রাব, প্রস্রাবে জ্বালা দুর্গন্ধ।

লিনেরিয়া-৬৯০—মূত্রবেগ ধারণ করিতে পারে না, রাত্রিতে বেগ অধিক, জ্বালা যন্ত্রণা।

চিমাফিলা-২১০—চট্‌চটে হড়্হড়ে লালা, শ্লেষ্মা ও পূঁয জ্বালা প্রস্রাবের পরেও বেগ।

এনানথিরাম-২১০—অনবরত প্রস্রাবের ইচ্ছা, একটুও প্রস্রাব মূত্রথলীতে জমিয়া থাকে না, অসাড়ে বাহির হয়, (রস-এরোম্যাটিক দেখুন)। প্রস্রাব ঘোলা, ঘন শ্লেষ্মাপূর্ণ।

মেডোর্‌রিণাম-৬২২—প্রস্রাবের উপর তৈলের মত পদার্থ ভাসে।

ক্যান্থরিক-২২২—প্রথমে অত্যন্ত বেগ দিতে হয়, যেন কিছু ভিতরে আছে।

এনাগেলিস-৬১২—মূত্রছিদ্র জুড়িয়া থাকে, জ্বালা, দ্বিধারে প্রস্রাব।

কষ্টিকাম-২২৯—বেগধারণে অক্ষম, অসাড়ে প্রস্রাব, ঘন ঘন বেগসহ ২। ১ ফোঁটা মূত্র নিঃসরণ, হাঁচিতে কাশিতে প্রস্রাব, (ক্কুইলা, ন্যাট-মিউর) শিশুদের বিছানায় প্রস্রাব।

কার্বস-বাড-২২২—ধারা অতি সূক্ষ্ম, তলপেট না চাপিলে প্রস্রাব হয় না।

ক্লিমেটিস-২৫৫, ২০৯—পুরাতন প্রমেহ, প্রস্রাবে শ্লেষ্মা, প্রস্রাব থামিয়া হয়।

ব্লুমিয়া-৬৬১—বালকদিগের শয্যামূত্র (ভাবাসকর্ম)।

ব্ল্যাকিগ্লটীস-৬৮০—এলবুমিনুরিয়া, প্রস্রাবে মিউকাস, এপিথিলিয়ম, ক্যাষ্টস ইত্যাদি। মূত্রথলীর গ্রীবাদেশে চাপবোধ ইউরেথ্রায় ক্ষতবৎ বেদনা।

ক্যাহিনকা-৬৮১—সর্ব্বদাই প্রস্রাবের ইচ্ছা, ভ্রমণকালে ঘন ঘন প্রস্রাব, প্রস্রাব আগুনের মত গরম, মূত্রথলীতে জ্বালা, কিডনীতে বেদনা।

ক্রিয়োজোট-৪১৮—বিছানায় প্রস্রাব করে —মনে করে প্রস্রাবের জায়গায় করিতেছি, ঘুম ভাঙ্গিয়া দেখে স্বপ্ন।

প্রুণাস-২৫৫—বেগ মাত্র প্রসাব হয়, তবু বোধ হয় যেন মুখ পর্যন্ত প্রস্রাব আসিয়া ভিতরে চলিয়া গেল, তাহাতে অসহ্য যন্ত্রণা, উপুড় হইয়া পড়ে।

কনভ্যালেরিয়া-২৭৯—মূত্রথলীতে বেদনা যেন ফুলিয়াছে, ঘন ঘন ও বিশ্রী দুর্গন্ধ প্রস্রাব।

সাম্বল-θ—৬ষ্ঠ শক্তি; প্রস্রাবে তৈলের মত পদার্থ ভাসে।

ফেরম-মেট-৩২১—শিশু প্রতি রাত্রিতে বিছানায় প্রস্রাব করে, দিনের বেলাতেও ফিরিতে ফিরিতে কাপড়ে প্রস্রাব করিয়া ফেলে।

চিয়োন্যানথাস-৫৬৬—প্রস্রাবের স্পেসিফিক গ্রাভিটী খুব বেশী, সদাই প্রস্রাবত্যাগের ইচ্ছা, প্রস্রাবে শর্করা, পিত্ত-রক্ত।

ক্রোটন-২৮৮—রাত্রির প্রস্রাবে ফেণা, কমলালেবুর বর্ণ, চর্ব্বির টুকরার মত পদার্থ ভাসে, দিনের প্রস্রাব মলিন ও সাদা গুঁড়া মিশ্রিত।

ফেরম-মিউর-৩২২—যৌবনে স্ত্রীলোকের অত্যধিক প্রস্রাব, রক্তপ্রস্রাব।

ফেরম-ফস-৩২৪—মূত্রথলীর তরুণ প্রদাহ, উত্তেজনা, রক্তস্রাব।

কোনিয়ম-২৭৮—বৃদ্ধদের প্রষ্টেট বৃদ্ধির জন্য প্রস্রাব থামিয়া থামিয়া হয়।

মেডোর্‌রিণাম-৬২২—প্রস্রাবের উপর তৈলের মত পদার্থ ভাসে।

গুয়েকাম-৩৪৬—অনবরত বেগ, দুর্গন্ধ প্রস্রাব, প্রস্রাবের পর মূত্রনলীর মুখে ফোটান ব্যথা।

মিচেলা-৪৮২—মূত্রনলীর গ্রাবীর ইরিটেসনবশতঃ পুনঃ পুনঃ প্রস্রাবের বেগ, যোনিমধ্যে উত্তাপ ও জ্বালা।

রস-এরোম্যাটিক-৫৬৬—প্রস্রাব এলবুমেন, বেগ ধারণ করিতে পারে না, অনবরত ফোঁটা ফোঁটা প্রস্রাব, বহুমূত্র—বারে ও পরিমাণে প্রস্রাব অধিক ; কিন্তু স্পেসিফিক-গ্রাভিটি কম। শিশুদের প্রস্রাবের পূর্ব্বে বেদনা হয় তজ্জন্য কাঁদে; বিছানায় প্রস্রাব করে। বৃদ্ধদের প্রস্রাব ধারণে অক্ষমতা, ফোঁটা ফোঁটা প্রস্রাব।

সেনা-৫৯২—অকজ্যালিউরিয়া, ইউরিয়ার ভাগ এবং স্পেসিফিক-গ্রাভিটি অধিক, প্রস্রাব ঘন, ফসফ্যাচুরিয়া, এসিটোনিউরিয়া (বোরিক)।

হায়োসিয়ামস-৩৭১—প্রসবের পর প্রস্রাব বন্ধ, মূত্রনলীর পক্ষাঘাত, অসাড়ে প্রস্রাব।

ল্যাকেসিস-৪২৪—কাল, ঘোলা, এলবুমেন মিশ্রিত প্রসাব ; জ্বরে কাল প্রস্রাব কিম্বা রক্ত পচিয়া প্রস্রাবদ্বার দিয়া নির্গমন (ক্রোটেলাস)।

লাইকোপোডিয়ম-৪৪৯—প্রস্রাব হইতে হইতে থামিয়া যায় কিম্বা থামিয়া থামিয়া প্রস্রাব হয়, খুব বেগ আসে—প্রস্রাব হয় না।

ম্যাগ্নেসিয়া-মিউর—৪৫৬—প্রস্রাব অতি অল্প, খোলসা হয় না, এলবুমেন থাকে (হলদে) প্রস্রাব করিতে করিতে ভিতরে চলিয়া যায়, হাত দিয়া তলপেটে চাপে।

ন্যাট্রম-মিউর-৪৯৪—হাঁচিতে-কাশিতে, চলিতে ফিরিতে অসাড়ে প্রস্রাব, কেহ নিকটে থাকিলে শীঘ্র প্রস্রাব হয় না, অনেকক্ষণ বসিয়া থাকে।

নক্স-ভমিকা-৫১২—ঘন ঘন বেগ, কোঁথ দেয়, খোলসা হয় না, ফোঁটা ফোঁটা প্রস্রাব, রক্ত-প্রস্রাব জ্বালা। প্রস্রাবের পর সামান্যমাত্র প্রস্রাব হয় কিম্বা প্রস্রাব সম্পূর্ণ বন্ধ।

ওলিয়ম-স্যান্টাল-৫১৭—মূত্রচ্ছিদ্র লালবর্ণ, আগুনে পোড়ার মত জ্বালা, ক্ষীণ স্রোতে ও ধীরে প্রস্রাব নির্গমণ।

পেট্রোলিয়ম-৫২৫—বিছানায় প্রস্রাব, প্রস্রাবের পর অসাড়ে ফোঁটা ফোঁটা নির্গমন।

কোয়াসিয়া-৫৬১—ক্রমাগত প্রস্রাবের ইচ্ছা, দেরী সহ্য হয় না, দিনরাত্রি অধিক পরিমাণে প্রস্রাব, শিশু ঘুম ভাঙ্গিলেই বিছানায় প্রস্রাব করে।

রুটা-৫৭৪—প্রস্রাব পাইলে যদি তখনই প্রস্রাব না হয়, পরে অনেক চেষ্টাতেও একবিন্দু প্রস্রাব হইবে না,....সিলা-৫৮৪—কাশির ধমকে কাপড়ে প্রস্রাব।

সাইলেসিয়া-৫৯৯—ক্রিমিগ্রস্ত শিশুরা রাত্রিতে বিছানায় প্রস্রাব করে।

ষ্ট্যাফিসেগ্রিয়া-৬০৭—প্রস্রাবের সময় কিছুমাত্র জ্বালা থাকে না, অন্য সময় জ্বালা। প্রস্রাবের সময়ে—জ্বালা, প্রস্রাবে কোঁথানি, স্বল্প প্রস্রাবও ইহার লক্ষণ।

টেরিবিন্থ-৬২৭—প্রস্রাব ত্যাগকালে জ্বালা, টনটনানি, প্রস্রাবে দুর্গন্ধ, রক্ত প্রস্রাব।

ক্যাড্‌মিয়ম-সলফ—১৮০—রক্ত পূঁয মিশ্রিত প্রস্রাব।

*ষ্টিগমেটা-মেডিকা (Stigmete)—ক্যাটার‍্যাল-সিষ্টাইটীস, কিড়নীর শূল বেদনা, পাথরী, প্রমেহ, প্রষ্টেটের বিবৃদ্ধি তৎসহ প্রস্রাব বন্ধ (ইহা প্রস্রাবের পরিমাণ বৃদ্ধি করে)।

গ্র্যাফাইটীস-৩৪৩—প্রস্রাব ঘোলা, টক গন্ধ।

প্লম্বম-৫৪৬—মূত্রথলীর পক্ষাঘাত, তলপেটে বেদনা।

এসিড-ফ্লোর-২০—প্রস্রাবের সময় ও পরে মূত্রথলীতে আগুনে পোড়ার মত জ্বালা।

ট্রিটিকাম-৬৩৫—কষ্টকর প্রস্রাব, ঘন ঘন বেগ, প্রস্রাবের বেগ ধারণে অক্ষম, শ্লেষ্মা ও পূঁযের মত স্রাব, প্রস্রাব ঘন, প্রষ্টেটের বিবৃদ্ধি।

ক্রিয়োজোট-৪১৮—বিছানায় প্রস্রাব করে, মনে করে প্রস্রাবের জায়গায় প্রস্রাব করিতেছে।......ডরিফোরা-৬৮৩—প্রস্রাবে কষ্ট, তীব্র যন্ত্রণা, ইউরেথ্রায় প্রদাহ।

টেরিবিন্থ-৬২৭—জ্বালা যন্ত্রণা, ফোঁটা ফোঁটা প্রস্রাব, কষ্টকর রক্তমিশ্রিত প্রস্রাব।

সেনেগা-৫৯১—ক্রমাগত প্রস্রাবত্যাগের ইচ্ছাসহ প্রস্রাবের পূর্ব্বে ও পরে পুড়িয়া যাইবার মত জ্বালা-যন্ত্রণা ক্রমশঃ প্রস্রাবের পরিমাণ হ্রাস, প্রস্রাবে শ্লেষ্মা।

ফেরম-পিক্রিকাম-৩২৩—৬ষ্ঠ শক্তি ; সমুদয় মূত্রনলীর মধ্যে বেদনা, রাত্রিতে খুব ঘন ঘন প্রস্রাব, অনবরতঃ বেগ, জ্বালা, প্রস্রাব হওয়া সত্ত্বেও মূত্রনলী যেন পূর্ণ, মলদ্বারে চাপবোধ, লিঙ্গ ও মূত্রনলীর গ্রীবাদেশে বেদনা ; প্রস্রাব বন্ধ।

**সলিডেগো (Solidago)—এই ঔষধটিতে কিড়নীর কনজেসসন ও প্রদাহ হয়, তজ্জন্য ইহা মূত্রকৃচ্ছ্রতা ও কিডনীশূল বেদনায় উপকারী, এলবুমিনুরিয়া পীড়াতেও ইহাতে অনেক সময় উপকার হয়। ইহার প্রধান লক্ষণ—কিড়নীতে চাপ দিলে বেদনা (কিডনী কোথায় থাকে মৎপ্রণীত "প্র্যাক্‌টিসনার্স গাইডে" দেখুন) প্রসাব বন্ধ কিম্বা প্রস্রাবত্যাগে ভীষণ কষ্ট কিড়নীর বেদনা পেটে এবং মূত্রনলীতে পরিচালিত হওয়া, প্রস্রাবের পরিমাণ অতি অল্প এবং অতি কষ্টে নিগ˜ হয়, প্রস্রাব স্বচ্ছ কিন্তু দুর্গন্ধ (এসিড-বেঞ্জো ও এসিড-নাইট্রিকের মত) প্রস্রাবে রক্ত, এলবুমেন ˜ ..কপ্রকার হড়্‌হড়ে পদার্থ মিশ্রিত থাকে।

হেলোনিয়াস—এলবুমেন, ক্রম—θ, হইতে ৩য় শক্তি।

প্রমেহ পীড়া (গণোরিয়া)

প্রথমাবস্থায়—ক্যাম্ফার, একোনাইট, ক্যানাবিস-স্যাট, ক্যানাবিস-ইন্ডিকা, কোপেভা টাসিলেগো, ক্যাপসি, পেট্রোসেলি, থুজা।

প্রথমাবস্থার পর গ্লীট-অবস্থায়—হাইড্রাসটীস, ক্যাল্‌মি, মার্ক-সল, ক্লিমে, ব্যারসমা কোনিয়ম, ডিজিটেলিস, থুজা, মার্ক-কর, পলস, ক্যালি-আয়োড; সিপি, ন্যাট-সলফ, সিনাবের, মেডোর্‌হিণ, সলফার, টাসিলেগো, হিপার, সাইলি, আর্জেন্ট-মেট।

স্রাব—ঘন স্রাব, জ্বালা থাকে না—আর্জেন্ট-মেট, কিউবেবা-১১৫....পাতলা সবুজ স্রাব—থুজা....সবুজ—মার্কুরিয়স,.....ঘন হলদে স্রাব—হাইড্রাষ্টি, পলস, এগ্নাস।

প্রস্রাবের সময় সাদাবর্ণের ধাতুস্রাব—এসিড-ফস, সাইলি, এগ্নাস।

মূত্রনলীতে ক্ষত—এসিড-নাইট্রিক-৩০।

প্রমেহের তরুণ ও পুরাতন প্রদাহের নিমিত্ত—(২০৭ হইতে ২১১ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)।

একোনাইট-৪৮—প্রথমাবস্থায় ঘন ঘন প্রস্রাবের বেগ, প্রস্রাবত্যাগকালে জ্বালা, প্রস্রাব গরম, অতি অল্প প্রস্রাব, তৎসহ জ্বর, পিপাসা।

এলিউমেন-৭২—গ্লীটষ্টেজে হলদে রঙের স্রাব।

আর্জেন্টি-নাই-১১৮—পূঁযের মত ঘনস্রাব, ফোলা, টাটানি, প্রস্রাবে জ্বালা, রক্তস্রাব।

ক্যানাবিস-স্যাট-২০৩—তরুণ অবস্থায় অধিক প্রদাহ ও যন্ত্রণা, প্রস্রাবনলীতে অত্যন্ত ব্যথা ও জ্বালা, লিঙ্গোদগম, ঘন ঘন প্রস্রাব, রক্তপ্রস্রাব, হলদে বা সবুজ রঙের স্রাব, ঘন ঘন প্রস্রাব, কোমরে বেদনা লিঙ্গোমুণ্ডে ফোলা।

টাসিলেগো-২০৪—লিঙ্গ ফোলা, অত্যন্ত বেদনা, প্রস্রাবে যন্ত্রণা ও রক্ত, জ্বরভাব, স্রাব হল্‌দে, সাদা, গাঢ়, প্রস্রাবনলী সড়্ সড়্ করে। স্রাব বন্ধ হইয়া স্পার্ম্মাটিক-কর্ডে বেদনা, চক্ষুর প্রদাহ, অণ্ডকোষ আক্রান্ত, কোমরে বেদনা।

পীড়ার পুরাতন অবস্থায়—স্রাব হলদে—হাইড্রাষ্টি-৩৬৫—সিপি-২১৫, এলিউমেন-৭২। অধিক জ্বালা—সলফার-২০৩। স্রাব ঘন—পল্‌স, সিপি-২০৩। গ্লীট-ষ্টেজে—ক্যালকেরিয়া-ফস—৩০ × ও ন্যাট্রম-মিউর—৩০ × পর্য্যায়ক্রমে—দিনে ৪/৫ বার দিবেন।

স্যালিক্স-নায়গ্রা-৫৭৮—প্রমেহ পীড়ার প্রবল লিঙ্গোদগম, প্রস্রাবে জ্বালা ইত্যাদি।

বেলিস-পিরেনিস—হস্তমৈথুনজনিত কুফল।

ক্যাম্ফার-২০৮, ২০৩—তরুণ অবস্থায় রক্ত স্রাব, প্রস্রাবের সময়ে ও পরে অত্যন্ত জ্বালা, বেগ, কোঁথানি, ফোঁটা ফোঁটা প্রস্রাব, প্রস্রাব আটকান, লিঙ্গোদগম, প্রস্রাবের সঙ্গে সাদা-সাদা একপ্রকার টুকরা নির্গমন।

কোপেভা-২৮০—তরুণ অবস্থায় জ্বালা ঘন ঘন বেগ, ফোঁটা ফোঁটা প্রস্রাব, প্রথমে সাদা তরল স্রাব, পরে চটচটে শ্লেষ্মা ও রক্ত প্রস্রাব ঘোলা।

কিউবেবা (সার্সা)-২৮৯—প্রথমাবস্থায় প্রদাহ কমিয়া প্রস্রাবের শেষভাগে জ্বালা, বীট, হলদে স্রাব। গ্লীটষ্টেজে স্রাব অধিক নহে কেবলমাত্র মূত্রদ্বার পূঁযে জুড়িয়া থাকে।

ক্যাপ্‌সি-২১৫—পুরাতন অবস্থার চটচটে ২/১ ফোঁটা স্রাব মূত্রনলীর মুখে থাকে, মূত্রচ্ছিদ্র বন্ধ হয়, তৎসহ প্রস্রাবে জ্বালা পোড়া।

এলিউমেন-৭২—হলদে রঙের পুরাতন প্রমেহ স্রাব, হলদে রঙের প্রদর।

আর্জেন্টি-মেট-১১৬—পুরাতন গ্লীট রোগে ঘনস্রাব নির্গত হয় জ্বালা যন্ত্রণা থাকে না।

মেজেরিয়ম-৪৮০—জলের মত তরল প্রমেহস্রাব, পরিশ্রমে স্রাব বৃদ্ধি, মূত্রনলীর ভিতর জ্বালা ও ক্ষতের মত বেদনা।

ল্যাক্টুকা-ভিরোসা-৪৩১—স্ত্রীলোকদের যন্ত্রণাদায়ক প্রমেহ ও পুরুষদের প্রমেহ।

অরম-মিউর-১৪৪—স্ত্রীলোকদের প্রমেহ।

ডরিফোরা-৬৮৩—গণোরিয়া, গ্লীটষ্টেজ।

মাইগেল-৪৮৬—দীর্ঘস্থায়ী ধাতুস্রাব, উষ্ণপ্রস্রাব, প্রস্রাবে জ্বালা, মূত্রথলীতে মাঝে মাঝে হুলফোটান ব্যথা।

মার্ক-কর-৪৬৪—স্রাব সবুজ ও পূঁযের মত প্রস্রাবের পূর্ব্বে, সময়ে ও পরে অত্যন্ত জ্বালা কখনও রক্ত প্রস্রাব, সিষ্টাইটীস (ইহার অধ্যায় দ্রষ্টব্য)।

মিউরেক্স-৪৮৫—শুইয়া থাকে হঠাৎ প্রস্রাবের বেগ আসে, তাড়াতাড়ি উঠে, রাত্রিতে অনেকবার প্রস্রাব হয়, প্রস্রাবে দুর্গন্ধ।

ন্যাপথালাইন-৪৮৮—হঠাৎ প্রস্রাবের বেগ, কাল রঙের প্রস্রাব, প্রস্রাবে ঝাঁঝাল পচা দুর্গন্ধ, প্রস্রাবদ্বার লালবর্ণ, প্রিপুস ফোলা, উল্টামুদা, প্রমেহের গ্লীট অবস্থা।

ন্যাট্রম-মিউর-৪৯৪—প্রস্রাবের পর টাটানি ও কাঁটাছেঁড়া বেদনা (পূর্ব্বে বা সময়ে নহে) প্রমেহের পুরাতন অবস্থায় (গ্লীট ষ্টেজে—ক্যাল-ফসসহ পর্য্যায়ক্রমে)।

ওলিয়ম-স্যান্টাল-৫১৭—যন্ত্রণাদায়ক লিঙ্গোদগম, লিঙ্গাগ্র চর্ম্ম ফোলে, স্রাব—হলদে ঘন, পূঁযের মত, পেরিনিয়মে বেদনা, গ্লীট-ষ্টেজে অধিক পরিমাণে হলদে স্রাব।

সলফার-৬২০—প্রস্রাব ত্যাগকালে জ্বালা, প্রস্রাবদ্বারের চতুর্দ্দিকে লালবর্ণ।

জ্যাকারাণ্ডা-৩৮৯—মূত্রনলীর প্রদাহ ও মূত্রনলী দিয়া হলদে রঙের স্রাব নির্গমন।

থুজা-৬৩১—প্রথমাবস্থায় স্রাব পাতলা, রঙ সবুজ অথবা হলদে, প্রস্রাবে জ্বালা, খুব বেগ সত্ত্বেও ফোঁটা ফোঁটা প্রস্রাব কখনও রক্তপ্রস্রাব।

ম্যাগ-মিউর-৪৯৪—পরিশ্রমের বা প্রতিবার বাহ্যের পর প্রমেহ বা প্রদরস্রাব।

কচ্‌লিরিয়া-৫৭৬—লিঙ্গমুণ্ডে জ্বালা, বেদনা, প্রস্রাবের পূর্ব্বে ও পরে ও সময়ে জ্বালা (স্যাবাল-সেরুলেটা অধ্যায় দেখুন)।

পলসেটিলা—প্রমেহপীড়ার মোটামুটি চিকিৎসার জন্য ৫৫৮ পৃষ্ঠায় "প্রমেহ" দেখুন।

দ্রষ্টব্য ঃ—তরুণ প্রমেহের প্রথমাবস্থায় যতদিন জ্বালা যন্ত্রণা ও প্রস্রাবে কষ্ট থাকিবে, ততদিন ২/৩ তোলা তিশি (Linseed) ১ সের জলে সিদ্ধ করিয়া তিনপোয়া থাকিতে নামাইয়া সেই জল চিনিসহ পান করিবে এবং আর্ণিকা লোসন দিয়া (২ আঃ

জলে ২০ ফোঁটা—θ) লিঙ্গমুণ্ড অনবরত পরিষ্কার করিবে ও ঐ লোসনে ন্যাকড়া ভিজাইয়া লিঙ্গে জড়াইয়া রাখিবে।

প্রসব বেদনা।

প্রকৃত বেদনা—পলস, কলোফা, ইগ্নে, সিমিসি, ভাইবর্ণম,...অসম্পূর্ণ বেদনা—কলোফা, সিমিসি জেলসি।....জরায়ুর মুখ শক্ত—সিমিসি, বেল, কলোফা, জেলসি, নক্স ....ঘিনঘিনে জুড়ানো ব্যথা—সিকেলি। ..উড়ো-বেদনা—কলোফাইলম। ... পেটবেদনা—সিমিসি, ভাইবর্ণম।....জরায়ুর মুখ খুলিয়াছে ; কিন্তু জোর বেদনা না থাকায় প্রসব হইতেছে না—সিকেলি—২০০ শক্তি, ১ ঘন্টা অন্তর ২ মাত্রা।

কলোফাইলম-২২৫—জরায়ুর মুখ শক্ত, বেদনা, ক্ষীণ, ঘিনঘিনে ব্যথা, আক্ষেপিক সবিরাম, উড়ো বেদনা, বেদনা—একবার এখানে একবার সেখানে ছাড়িয়া ছাড়িয়া হয়।

কফিয়া-২৬৩—অত্যন্ত বেদনা, পুনঃ পুনঃ বলে প্রসব করিতে পারিব না, কাঁদে।

জেলসি-৩৩০—জরায়ুর মুখ খুব শক্ত, মোটা, অনেকক্ষণ বেদনা হইয়াও জরায়ুর মুখ খোলে না, বেদনা নীচের দিকে না হইয়া উপর দিকে ঠেলা মারে। জরায়ু বেশ ফোলাভাব ও নরম দেখায়, পানমুচি জরায়ুর মুখেই আটকাইয়া থাকে।

বেলেডোনা-৩৩০—জরায়ুর মুখ শক্ত, বেদনা হঠাৎ জোরে আসে ও হঠাৎ নিবৃত্তি হয়।

মিচেলা-৪৮২—প্রসবের ৩ মাস পূর্ব্ব হইতে কৃত্রিম প্রসব বেদনা বা পালোট-ব্যথা।

পলসেটিলা-৫৫৮—অনিয়মিত বেদনা, বেদনা—কখনও কম কখনও বেশী, কখনও থাকে না, বেদনা জোর না থাকায় জরায়ুর মুখ খোলে না।

সিকেলি-৫৮৬—অতি ধীরে ধীরে বেদনা, কখনও বেদনা একেবারে থাকে না, জোর বেদনা হয়ই না, বেদনা অনেকক্ষণ চলিতেছে কিন্তু তবুও জরায়ুর মুখ খোলে না।

সুখ প্রসব ঃ—প্রসূতি জরায়ুর মুখ খুলিয়াও কোনও কারণে প্রসব হইতে বিলম্ব হইলে—পঞ্জিকার মধ্যে "অস্তি গোদাবরী তীরে"***ইত্যাদি যে সুখপ্রসব মন্ত্রটা লিখতে আছে, তাহাতে পোয়াতির নাম যোগ করিয়া অর্থাৎ।"অমুক" গর্ভিণী ভবেৎ এইটি লাল কালী দিয়া অশ্বত্থ পাতার মসৃণ পৃষ্ঠায় লিখিয়া ৩ বার পাঠ করিয়া—৩২ শের ঘরটী লাল কালী দিয়া ঐ পাতায় লিখিয়া পাতাটি প্রসূতির ব্রহ্মতালুর চুলে বাঁধিয়া দিলে সহজেই প্রসব হইয়া যায়। আফুলা চারা তেঁতুলগাছের শিকড় ব্রহ্মতালুর চুলে বাঁধিয়া নাসিকার ডগা পর্য্যন্ত ঝুলাইয়া রাখিবে, প্রসব হইলেই চুলগুচ্ছ কাটিয়া ফেলিয়া দিবে।

প্রসবান্তে পীড়া।

স্যাপ্রিমিয়া, সেপ্‌টিসিমিয়া, এক্ল্যাম্‌সিয়া ইত্যাদির জন্য—(১৬০ পৃষ্ঠায় বেলেডোনা অধ্যায় দেখুন।) প্রস্রবের পর ফুল ছিঁড়িয়া রক্তস্রাব—বেলেডোনা (রক্তস্রাব দেখুন)।

ভ্যালাল-ব্যথা—সিকেলি ও আর্ণিকা দেখুন।

রক্তপ্রস্রাবে—হ্যামামেলিস অধ্যায়ে রক্তস্রাব দেখুন। প্রসবের পর অতিরিক্ত রক্তস্রাবে রেনিয়ম-ম্যাকুলেটাম ও মিলিফোলিয়ম উপকারী ব্লু-মিয়া অডোরেটা-৫৮৫ পৃষ্ঠা দেখুন।

লোচিয়া (প্রসবের পর দেখিতে ঠিক পূঁযের মত একপ্রকার স্রাব)—দুর্গন্ধ-ব্যাপটি, ক্রিয়ো, সিকেলি, ল্যাকে....স্রাব বন্ধ হইয়া কোন পীড়া—সিকেলি, একটিয়া-রেসি......স্রাব বন্ধ—সিকেলি, বেল, ক্যালি-কার্ব্ব....উন্মত্ততা, অত্যন্ত ক্রুদ্ধ ও উত্তেজিত—বেল।

সূতিকাগারে উন্মত্ততা—একটিয়া-রেসি,.....পচাল পাড়ে ও গুহ্যস্থানের কাপড় খুলিয়া ফেলে—হায়োসি,.....কামোন্মাদ—প্ল্যাটিনা;...... অতিরিক্ত ভয় ও কাল্পনিক ভয়সহ—ষ্ট্র্যামোনিয়ম,.....ক্রমাগত পচাল পাড়ে, অশ্লীল কথা কয়—প্ল্যাটিনা,......তড়কা—হায়োসি সাইকিউ, কুপ্রম-মেট, ওপি, গ্লোনয়িন ষ্ট্র্যামো (তড়কা দেখুন)....... প্রস্রাব বন্ধ—নক্স , হায়ো, কষ্টি (প্রস্রাবের পীড়া দেখুন)......দুধ উঠা—লাইকো, সিপি, ন্যাট,........অত্যধিক কন্‌জেস্‌সন, ভীষণ উত্তেজিত কিম্বা আচ্ছন্নভাব—ভেরেট্রম-ভিরিডি।

কলোফাইলম-২২৫—জরায়ু স্বাভাবিক হয় না কিম্বা স্বল্পমাত্র বিবৃদ্ধিটুকু কমে না।

কার্ব্বো-এনি-২১৬—শিশু যতদিন স্তন্যপান করে ততদিন প্রসূতির অজীর্ণাদি পীড়া।

ক্যাম্ফার-২০৮—ফুল সম্পূর্ণ নির্গত হয় না, কিছু অংশ আটকাইয়া থাকে।

ক্রিয়োজোট-৪১৮—প্রসবের পর পূঁযের মত দুর্গন্ধ স্রাব, বন্ধ হয় আবার দেখা দেয়।

টিলিয়া ইউরোপা, θ, ৬ষ্ঠ—পিওরপেরাল-মেট্রাইটীস।

প্রষ্টেট-গ্ল্যাণ্ডের পীড়া।

এগ্‌নাস, এনাকার্ড, কোনি, ফস, সাইলি, ষ্ট্যাফি, সলফ—বাহ্যের সময় প্রষ্টেট-ফ্লুইড (শুক্রের মত পদার্থ) নির্গত হয়।

ব্যারাইটা-কার্ব্ব, অরম্-মিউর, কোনি, চিমাফিলা, মার্কুরিয়স, এসিড-নাইট্রিক, সলফ টিট্রিকান থুজা, ইউভা-উর্সি-প্রষ্টেট-গ্ল্যাণ্ডের বিবৃদ্ধি।

ব্যারাইটা-কার্ব্ব, কষ্টি, কার্ব্বো-এনি, ক্রোটন, গুয়েকাম, ল্যাকে, রুটা, স্যাবাল, ষ্ট্যাফি, থুজা, ভায়োলা-ট্রাইকো, জিঙ্কাম—প্রস্রাব করিবার পরই পুনরায় প্রস্রাবের বেগ।

আর্নি, বেল, এসিড-মিউর, পেট্রোলি, সিপি, ষ্ট্যাফি—ফোঁটা ফোঁটা প্রস্রাব।

এপিস, কষ্টি, হিপার, র‍্যাফেনাস, সিকেলি—প্রস্রাব বাহির হইবার পূর্ব্বে অনেকক্ষণ তলপেট টিপিতে বা চাপিতে হয়, প্রস্রাবের নানাপ্রকার পীড়া ইত্যাদি।

এনাকার্ড, এপিস, আর্স, অরম বেল, ক্যান্থার, কোপেভা, গুয়েকাম, মার্ক, ফস, সিনা, সলফ, থুজা—অনবরত প্রস্রাবত্যাগের ইচ্ছা, প্রস্রাবের নানাপ্রকার পীড়া ইত্যাদি।

স্যাবাল-সেরুলেটা-৫৭৬—প্রষ্ট্যাটাইটীসে প্রায় পেটেন্ট ঔষধ।

ফেরম-পিক্রিক-৩২৩—সমস্ত ইউরেথ্রার মধ্যে বেদনা, রাত্রিতে অনবরত প্রস্রাব, তৎসহ মলদ্বারে ভার ও চাপবোধ, বৃদ্ধসের প্রষ্টেট বৃদ্ধি।

প্রাদাহিক পীড়া।

*ইরিনজিয়ম—প্রষ্টেট বিবৃদ্ধির জন্য মূত্রথলীর ইরিটেসন।

একোনাইট-৪৩—প্রদাহের প্রথমাবস্থায় অত্যন্ত বেদনাসহ জ্বর, পিপাসা, ছটফটানি।

ফেরম-ফস-৩২৩—বাত গেঁটেবাত, নিমোনিয়া, স্ফোটক প্রভৃতির প্রথম অবস্থায় যতক্ষণ রক্তজমা থাকে, রক্ত সঞ্চয় আরম্ভ না হয়, জ্বর প্রাদাহিত স্থান লালবর্ণ।

এপিস-১০৩—হুলফোটান-বেদনা, জ্বালা, শোথের মত ফোলা, আক্রান্তস্থান—লালবর্ণ। কোনও প্রাদাহিক পীড়ায় গরম সেকে যন্ত্রণা বৃদ্ধি, ঠাণ্ডায় উপশম।

বেলেডোনা-১৫৮—প্রথমাবস্থায় আক্রান্তস্থান গরম, চক্‌চকে রক্তবর্ণ, জ্বালা করে, স্পর্শকাতরতা বেদনা....মার্ক-সল-৪৭৩—স্ফোটকাদিতে পূঁয হইলে ও অধিক বেদনা না থাকিলে....হিপার-৩৫৮—পূঁয জন্মিয়াছে; অত্যন্ত স্পর্শকাতরতা বেদনা...সাইলিসিয়া-৫৯৬—পূঁয নির্গমনের পর, ক্যাল্‌কেরিয়া-হাইপোফস-১৯৪ হাড়ে পূঁয।

ন্যাট্রম-নাইট্রিক-৪৯৯—প্রদাহের প্রধান ঔষধ—একোন, বেল, ফেরম-ফস, হিপার প্রভৃতি অপেক্ষাও ইহা আশু ফলপ্রদ ঔষধ।

ক্যালি-মিউর-৪১০-প্রাদাহিক অবস্থায় উত্তীর্ণ হইয়া দ্বিতীয় অবস্থায় যখন রস জমে।

প্রুরাইটিস, প্রুরিগো।

সাইকার-প্রুম্ম ও গ্লিসারিণ—সমপরিমাণে লইয়া বাহ্যিক প্রয়োগ। এনপ্রাকোকালী ৯০—প্রুরিগো তাহাতে অত্যন্ত চুলকানি। ক্যালেডিয়ম-১৮১—গর্ভাবস্থায় প্রুরাইটীস।

হেলোনিয়াস-৩৫৬—যোনিদেশে চুলকানি ও ফোস্কার মত উদ্ভেদ।

ফারাঙ্কল।

উহা দেখিতে ঠিক কার্ব্বঙ্কলের মত, যাহাদের প্রস্রাবে সুগার অর্থাৎ শর্করা নাই, ৪০ বৎসর কম বয়স, তাহাদের কাঁধে ও পিঠে ভিন্ন অন্যস্থানে কার্ব্বঙ্কল হইলে তাহাকে—ফারঙ্কল বলে, কার্ব্বঙ্কলের লিখিত সমস্ত ঔষধ ইহাতে প্রয়োজন হইবে।

ফ্যারিণ্‌জাইটিস।

Hepatica-৬৮৬—ফ্যারিণ্‌জাইটীস, গলাধরা, গলায় ইরিটেসন গলা কুটকুট করে, গলার ভিতর যেন চাঁচা, কর্কশ বোধ হয়, গলায় চটচটে সর্দ্দি, গলা খেঁকরায়, আলজিবের গোড়ায় যেন কিছু আটকাইয়া আছে।

ফ্যারিণ্‌জাইটীস-ক্রুপাস—ক্যালি-বাই, ক্যালি-হাইড্রো, ব্রোমি, মার্ক, সলফ।

ঐ ফলিকিউলার, ড্রসেরা, হিপার, ক্যালি-বাই, ক্যালি-মিউর, ল্যাকে, মার্ক-আয়োড, ফাইটোলক্কা, এগ্রা।

*ওয়ায়েথিয়া (Wyethia)—১ ×—৩০ শক্তি, ইহা ফ্যারিণ্‌জাইটীসের একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ। রোগী পুনঃপুনঃ "হাক হাক" করিয়া কণ্ঠ পরিষ্কারের চেষ্টা করে ও অনবরত ঢোক গেলে। গায়ক ও বক্তাদের গলনলীর পীড়া, গান বা বক্তৃতা করিলেই গলা ধরে, গলার ভিতর শুষ্ক বোধ হয় ; আলজিব বাড়ে।

হিপার-৩৬১—ফ্যারিংসে ছোট ছোট দানাবিশিষ্ট ফুস্কুড়ি, তাহাতে রস বাহির হয়, ফোলে গলায় শ্লেষ্মা জমে, কিন্তু কাশিলে সহজে উঠে না।

ক্যালি-বাইক্রম-৩৯২—কাশি, গলাধরা, চুপি চুপি কথা কহা, গলার ভিতরে ঘা।

ইস্কিউলাস-৫৫—গলাধরা, গলায় বা বেদনা, শুষ্কতা, জ্বালা (অর্শের রোগী)।

ক্যালি-মিউর-৪১০—ফলিকিউলার, গলার ভিতর ছোট দানা-দানা ফুস্কুড়ি।

ম্যাঙ্গিফেরা-৬৯১—ফ্যারিঞ্জাইটিস।

৭৬৭ পৃষ্ঠায় "গলনলী ও গলমধ্যস্থ পীড়া" দেখুন

ফুসফুসের পীড়া।

একোন-৪৭— এমন-কার্ব্ব-৭৮....এন্টিম-টার্ট-৯৭;..... এন্টিম-আর্স-৯১....ওপিয়ম-৫২০....ইল্যাপ্স-৩১০;......কার্ব্বো-এনি-২১৬—চায়না-২৫২....ক্যাপসি-৩১১,....হিপার-৩১৬.....ক্যালি-কার্ব্ব-৪০১;...লরোসিরেসাস-৪৩৫।

ফুসফুসের ডানদিকে আক্রান্ত, বামদিক চাপিয়া শুইতে পারে না—ফসফরাস.......... ডানদিক আক্রান্ত—ফস, চেলি, মার্ক-সল, লাইকো, এন্টিম-টার্ট, ... বামদিক আক্রান্ত—সল্ফ...উভয় ফুসফুস আক্রান্ত—এন্টিম-টার্ট।

নিমোনিয়া, ব্রঙ্কো-নিমোনিয়া, ব্রঙ্কাইটিস—৮৫৮ পৃষ্ঠা ও "শ্বাসপ্রশ্বাসে কষ্ট" অধ্যায় দেখুন।

এন্টিম-টার্ট-৯৮—ফুসফুসের শোথ, অত্যন্ত শ্বাসকষ্ট, হৃৎপিণ্ডের বিবৃদ্ধি, নাড়ী, দুর্ব্বল ও দ্রুত, গোলমেলে (৯৭ পৃষ্ঠায় নিমোনিয়া দেখুন)।

বধিরতা।

(৭৫১ পৃষ্ঠায় কর্ণের পীড়া দেখুন)

বমি ও গা-বমি-বমি।

বমি সহজে হয়, কষ্ট থাকে না—কলচি, সিকেলি.....কাটবমি উকিউঠা—কলচিকম, এন্টিম-টার্ট,......কষ্টকর বমি—এন্টিম-টার্ট, ...তরল পানীয় বমন—আর্স, বিসমথ, ভেরেট্রম....তরল পদার্থ পানমাত্র বমি—আর্স, বিসমথ, ক্রোটন, জিঙ্কাম, পান বা আহারের ৮/১০ মিনিট পরে বমন—ফসফরাস.....আহার করিবার ঠিক পরেই বমন—ইপিকাক, আর্স, সিকেলি,.....আহারের ঠিক পরে টক হইয়া বমি—পলস, ক্যালকেরিয়া......খুব বমির চেষ্টা; কিন্তু বমি হয় না, কেবলমাত্র ঢেকুর উঠে—আইরিস, ভার্স,...টক বা তিক্ত বমি, তৎসহ পেট বুক ও গলায় জ্বালা—আইরিস,...পান করিবার পর পেট পূর্ণ হইলেই—বিসমথ,......অনেক পূর্ব্বের আহার বমি—ক্রিয়োজোট.....বমি গরম—পডোফাইলাম,—ফেণাবিশিষ্ট বমন—ইথুজা, এন্টিম-টার্ট, ভেরেট, ক্রোটন.....অত্যন্ত গা বমি-বমি—ইপিকাক,.....অত্যন্ত পিপাসার সহিত গা বমি-বমি—ব্যাপটিসিয়া.....গা বমি, বমির সহিত উকিউঠা, কাটবমি—ইপিকাক, বিসমথ, পডো, এন্টিম-টার্ট, ক্রিয়ো,...গা বমি-বমির সহিত অত্যন্ত ক্ষুধা—ইগ্নে,.....গা-বমি-বমি করিয়া ক্রমাগত বমি—এন্টিম-ক্রুড...লালার মত হড়হড়ে বমি—ইপিকাক.....বড় বড় চাপ, জমা জমা দুধ বমি—ইথুজা,.....এন্টিম-ক্রুড; ক্যালকেরিয়া তৈলের মত পদার্থ বমি—ইথুজা ...স্তনদুগ্ধ বমি—সাইলিসিয়া,....প্রসূতির অম্লের জন্য শিশু বমি—ক্যালকেরিয়া

....চটচটে আঠার মত বমি—ক্যালি-বাইক্রম; গাঢ় সবুজ বা কালরঙের বমি—এসিড-কার্ব্বল, ...কালরঙের বমি—আর্সেনিক, হেলিবোরাস, ...টক বমি—এসিড-সলফ, রোবিনীয়া, ক্যালি-কার্ব্ব, ক্যালকে-কার্ব্ব, হিপার, আইরিস, ম্যাগ-কার্ব্ব, পডো, পলস, এপিস, ...তিক্ত বমি—এপিস, ব্রায়ো, কলচিকম, পলস, ক্যালি-বাই.....রক্তবমি—একোন, জিরেনিয়ম, হ্যামো প্রভৃতি;....হরিদ্রারঙের বমি—ব্রায়ো, কলচি ইপি। আর্স, গ্র্যাটি, ভেরেট,.....সবুজ—ইথুজা আর্স, ব্রায়ো, ইপি, পডো, ভেরেট,....অম্ল সবুজ, পিত্তজ—এন্টিম-টার্ট...ডিমের লালার মত জ্যাট্রোফা, ...দুর্গন্ধ লালার মত বমি—সিকেলি, ইপি, মলবমি—ওপি, প্লম্বম....খাদদ্রব্যের গন্ধে—কলচি, ককুলাস;...... লালা গিলিলেই —কলচিকম; .....অত্যন্ত মাথাবেদনার সহিত—আইরিনা, গ্র্যাটিওলা....প্রথমে অম্ল সবুজ পরে বর্ণহীন—গ্র্যাটিওলা.....বিছানা হইতে উঠিলেই—ব্রায়ো কম্ফু এসিড-পিক্রেটাম,....নিদ্রাভঙ্গের পর ইথুজা, কুপ্রম.....গর্ভাবস্থায়—এসিড-কার্ব্বল সেরিয়ম, ক্রিয়ো, পেট্রোলি, এপোমর্ফিয়া, সিম্ফোরি-কার্পাস, কিউকুরবিটা, এসিড-ল্যাকটিক....সক লাগিয়া বমি—আর্ণিকা,...শিশুদের অবিশ্রান্ত বমন—ক্রিয়োজোট।

ক্যাডমিয়ম-সলফ-১৮০—কাল ও রক্ত বমি, সবুজ বর্ণের বমি, রক্ত বমি, ঠোঁটে কোনও খাদ্য ঠেকিলেই উঁকি উঠা ও বমির উদ্রেক তৎসহ সাংঘাতিক অবসাদ, পাকস্থলীতে জ্বালা ও বেদনা, আর্সেনিকের মত বা ফস্‌ফরাসের মত সঙ্গে সঙ্গে বা ৩।৪।৫।১০ মিনিট পরে বমন। স্যাঙ্গুনেরিয়া—অত্যন্ত কষ্টসহ ক্রিমি বমন।

এসিড-ল্যাকটীক-২৪—আহারীয় বস্তু অম্ল হয়, গরম, তিক্ত, টক ঢেকুর উঠে, পাকস্থলী হইতে মুখ পর্য্যন্ত জ্বলে, মুখে জল উঠে, গা বমি, গর্ভাবস্থায় বমি, রক্তহীন স্ত্রীলোকের রক্তপ্রদরগ্রস্তা স্ত্রীলোকের বমি। গলায় পুঁটুলির মত কি থাকে, ঢোক গেলে।

ক্যাসকেরিলা-২২৩—অনবরত বমি করিবার ইচ্ছা।

এসিড-সলফ-৩৯—বুকজ্বালা, টক উদগার, দাঁত টক, টক বমি।

হিলিয়াস্থাস-৪৪০—বমিতে উপশম, রোগী বলে একবার বমি করিলে বোধ হয় সমস্ত যন্ত্রণার উপশম হয়।

ইউরেনিয়ম-নিট-১৪—ডিওডিনামে ক্ষত, পাকস্থলীতে জ্বালা, ভীষণ বমি, পেট বেদনা।

সেরিয়ম-২৩১—গর্ভাবস্থায় বমি, অজীর্ণ বমি, অর্দ্ধ অজীর্ণ বমি, বমিতে রক্ত, বমির সময় ও পরে পেটের যন্ত্রণা, কখনও বমির পরে যন্ত্রণার উপশম।

ককুলাস-২৫৯—গাড়ী নৌকা প্রভৃতি কোনও যানে চড়িলে বা চলতি যান দেখিলে বমি, গা-বমি। গর্ভাবস্থায় বমি, গা-বমি-বমি।

কলচিকম-২৬৫—বমির পর পাকস্থলীতে জ্বালা, বমির রঙ হলদে, স্বাদ তিক্ত।

ককুলাস-২৫৯—আহার্য্য দ্রব্যের গন্ধ নাকে যাইলেই গা-বমি।

ক্রোটেলাস-২৮৪—কালরঙের বমি, পিত্ত-বমি, ডান পার্শ্বে শুইলে বমির বৃদ্ধি, পাকস্থলীতে ক্ষত হইয়া রক্ত বমি। ....ইপি, সিনা, ডিজি-৪৩৬—পরিকার জিহবাসহ বমন।

আর্ণিকা-১৩—অস্ত্র চিকিৎসার নিমিত্ত বা কোনপ্রকার সক লাগিয়া বমি।

ক্যালি-ফস-১৯২—শিশু দিনরাত্রি মাই খায় আর বমি করে।

ফেরম-মেট-৩২১—আহার করিতে করিতে উঠিয়া পড়ে, যাহা খায় সমস্ত বমি করে।

আর্ণিকা, এসিড-এসট-১৪—সক লাগিয়া বমি বা তজ্জন্য উপসর্গ।

এসিড-কার্ব্বল-১৭—শিশু যে বমি করে তাহার রঙ্ সবুজ বা কাল, প্রস্রাব—ঘোলাটে কাল বা সবুজ রঙ্গের; গ্যাষ্টো-এনটেরাইটীস।

ইপিকাক-৩৮২—সর্দ্দি, কাশি জ্বর, রক্তস্রাব, উদরাময় যে কোন পীড়াই হউক, বমির পূর্ব্বে বা পরে সমভাবে গা-বমি-বমি থাকে।

ক্রিয়োজোট-৪১৯—হজম হয় না, পেটে থাকে না, অজীর্ণ বমি, আহারের অনেক পরে বমি, গর্ভাবস্থায় বমি, শিশুদের অবিরাম বমি, ডিস্পেপ্সিয়া রোগীর হজম না হইয়া বমি।

এসারাম, সিম্ফোরি-কার্পাস, কিউকুরবিটা, পেট্রোলিয়ম-৪১৯—গর্ভাবস্থায় বমি।

ফসফরাস-৪১৯, ৫৩৩—পিপাসায় জলপানের ১০/১৫ মিনিট পরে বমি, কিছু খাইলে মনে হয় যেন পেটে পৌছাইয়া তৎক্ষণাৎ গলার দিকে ঠেলিয়া উঠে।

পাইরোজিন-২৮৫—জল পেটে যাইয়া গরম হইলেই বমি।

আর্সেনিক-৪১৯, ৫০৮—অদম্য পিপাসায় জলপান মাত্র বমি, ...বিসমথ-৪১৯—পানাহারের পরেই বুকে পেটে ব্যথা ও জ্বালার সহিত বমি।

পডোফাইলম-৫৪৯—বমি অপেক্ষা কাটবমি অধিক, বমিতে ভুক্তদ্রব্য, পিত্ত, বমি গরম, সময়ে সময়ে টক্ বমি, মুখে দুর্গন্ধ, টক্ পানীয় পান করিতে চায়।

নক্স-ভমিকা-৫০৮—পাকস্থলীর উত্তেজনাহেতু কিছু খাইলে পেট মোচড়াইয়া তৎক্ষণাৎ বমি, গলায় আঙ্গুল দিয়া বমি, মুখে জল উঠা, গরম জলপানে সুস্থবোধ।

*জিরেনিয়ম—পাকস্থলীর ক্ষতের নিমিত্ত বমি।

বিস্মথ-৪১৯, ৫০৮, ১৬৬—পানীয় পানমাত্র তৎক্ষণাৎ উঠিয়া যায়, তৎসহ পেটে জ্বালা।

এপোমর্ফিয়া-৩৮৩—গা বমি না হইয়াই প্রবল বমি, খাদ্যদ্রব্য বমি, গর্ভাবস্থায় বমি, জরায়ু স্থানভ্রষ্ট কিম্বা জরায়ুতে টিউমার হইবার নিমিত্ত বমি, সমুদ্রে ভ্রমণ জনিত বমি, অনবরত বমি, বমির বিরাম নাই।

থাইরয়ডিন—গর্ভাবস্থায় বমি, ইহা শয্যাত্যাগের পূর্ব্বেই প্রত্যুষে দেওয়া প্রয়োজন। ক্রম—৩ x, ৬—৩০ শক্তি।

লাবর্ণম-৬৮৯—অদম্য তৃষ্ণা, অনবরত গা বমি ও বমি, পেটের ঊর্দ্ধভাগে জ্বালাযুক্ত বেদনা।

আইরিস-৩৮৭—অম্ল, পিত্ত, মিষ্ট, শ্লেষ্মা ও লালার মত বমি, বমির পর পেট হইতে গলা পর্য্যন্ত জ্বালা, বমি তারের মত লম্বা হইয়া ঝোলে।

স্যাঙ্গুনেরিয়া-৫৮১-গা-বমির সহিত মুখ দিয়া অনবরত থুথু বা লালা উঠে, পিত্ত বা টক বমি হয়। গর্ভাবস্থায় গা-বমির সহিত মুখ দিয়া অনবরত থুথু বা লালা বাহির হয়।

এট্রোপিয়া, অট্রোপিন-সলফ—১৪৬, পাকস্থলীতে তীক্ষ্ণ বেদনা, অধিক অম্লজমা, আহারের পরই পাকস্থলীতে বেদনা, মধ্যে মধ্যে প্রবল যন্ত্রণাদায়ক অম্লশূল বেদনা।

এসিড-সলফ, রোবিনীয়া-৩৯—টক বমি দাঁত টক হইয়া যায়।

ইপিকাক-৩৮৩—আহারীয় দ্রব্য পরিপাক না হইয়া বমি, বমিতে ভুক্তদ্রব্য, তৎসঙ্গে পেটে অত্যন্ত কামড়ানি, খামচানি বেদনা, গা-বমি-বমি।

প্লম্বম-৫৪৬—মুখ দিয়া মল বমন।

(অজীর্ণ—৫৫৫, ৬১৯, ৬৬০, অম্বলের পীড়া,.....৫০৮—অনিয়মিত আহারজনিত পীড়া—১০৪ ও শিশুদের বমির জন্য শিশু-কলেরা অধ্যায় দেখুন)।

থেরিডিয়ন-৬২৯—মাথাঘোরাসহ গা-বমি, সামান্য নড়াচড়া ও চক্ষু মুদ্রিত করিলেই কিম্বা একটু জোরে গাড়ী চলিলেই গা-বমি।

ভ্যালেরিয়ানা-৬৪০—শিশুরা বড় বড় চাপ দুধ বমি করে (দুধ বাহ্যেও হয়)।

এন্টিম-ক্রুড-৯২—শিশুদের মিষ্টদ্রব্য খাইয়া বমি।

ক্যালি-স্যালিসাইলি-৪১৯—গর্ভাবস্থায় বমি, অন্য ঔষধ বিফল হইলে।

কুপ্রম-সলফ-৪২৭-গর্ভাবস্থায় বমি, অন্য ঔষধ বিফল হইলে।

নক্স-মস্কেটা-গর্ভাবস্থায় মূর্চ্ছা, দন্তশূল-গা-বমি।

হাইড্রোফোবিনাম-৬৮৭—জলপান করিলে তৎক্ষণাৎ ওয়াক তুলিয়া বমি, সর্ব্বদাই থুথু ফেলে, লালা ঘন চট্‌চটে, গলায় ক্ষত, সর্ব্বদাই ঢোক গিলিবার ইচ্ছা।

এমিগ্‌ডালা-পার্সিকা-৬৭৮—নানাপ্রকারের বমি, গর্ভাবস্থায় বমি, ছোট শিশুর কোনও খাদ্য সহ্য হয় না, গ্যাষ্ট্রীক ইরিটেসন।

ইউজিনিয়া-৬৮৪...ধুমপানে গা-বমি বমির উপশম।

বক্ষঃস্থলের পীড়া।

(হৃৎপিণ্ডের পীড়া—৯০৪ পৃষ্ঠা ও বেদনা—থেরাপিউটিক্সে দেখুন)।

বসন্ত পীড়া।

পানিবসন্ত—ক্লোর‍্যালম; রক্তস্রাবীয়—ন্যাট্রম-নাইট্রি, ক্রোটে, হামা—মসুরিকা—এনাকার্ড, এন্টিম-টার্ট, সারাসিনিয়া, রসটক্স, এনাকার্ড, এসিড-কার্ব্বল, ভেরিওলিনাম, ভ্যাক্সিনিনাম, ম্যালান্ড্রিনাম, থুজা।

গুটী ও চর্ম্মরোগে—এন্টিম-টার্ট-৯৮; বসন্তসহ নিমোনিয়া—এন্টিম-টার্ট-৯৮ শিশুদের পানি-বসন্ত— ক্লোর‍্যাল-২৪০।

ক্রোটেলাস-২৮৪, ন্যাট্রম নাইট্রি-৪৯৯—বসন্তের গুটি কিম্বা অন্যস্থান দিয়া রক্তস্রাব।

কুপ্রম, ষ্ট্র্যামো, জিঙ্কাম, এন্টিম-টার্ট-২৯২—বসন্তের গুটি বসিয়া নানাপ্রকার উপসর্গ।

সারাসিনিয়া-৫৮৩—বসন্তের সর্ব্ব অবস্থাতেই ইহা ব্যবহার্য্য ও একপ্রকার পেটেন্ট ঔষধের মত, ইহা প্রতিষেধক, ইহাতে ত্বকে গর্ত্ত হয় না, পীড়ার গতি মন্দ অবস্থায় যায় না। পীড়াটি যে বসন্ত জানিতে পারিলেই প্রথমে ইহার নিম্নশক্তি দিয়া চিকিৎসা আরম্ভ করিবেন।

ক্রোটেলাস-২৮৪—শরীরের কোনও দ্বার দিয়া কিম্বা গুটী হইতে রক্তস্রাব (অন্ত্র ও নাসিকা হইতে রক্তস্রাব—এসি নাই)। রক্তস্রাবীয় বসন্তে রোগী প্রায় বাঁচে না।

এসিড-কার্ব্বল-১৭—বসন্তের ক্ষতে পোকা, পচা দুর্গন্ধ।

ভেরিওলিনাম, ভ্যাক্সিনিনাম, ম্যালাণ্ড্রিনাম, বসন্তের প্রধান ও প্রতিষেধক ঔষধ।

রসটক্স-৫৬৯—গুটী কাল রঙের তাহার ভিতরে রক্ত, রক্তবাহ্যে, তদ্ভিন্ন—ছটফটানি, শরীরে বেদনা; জ্বর, কাশি, উদরাময় ও ইহার লক্ষণ। ইহা পানি-বসন্তে এবং একপ্রকার ক্ষুদ্রজাতীয় লেপা-বসন্তে উপকারী।

হায়োসি, ষ্ট্যামো, বেলেডোনা—গুটী বাহির না হইয়া যে বিলম্বে উঠিয়া বিকার।

জিঙ্কাম-৬৪৭—উদ্ভেদ বাহির হইতে না পারিয়া পীড়া কঠিন হয়।

কুপ্রম-২৯২-গুটী সামান্য কিছু বাহির হইয়া বসিয়া যাইয়া তড়কা বিকার প্রভৃতি।

থুজা, সাইলি, ক্যালি-মিউর-৪১১—টীকা দিবার দোষে বসন্ত বাহির হইলে।

এনাকার্ড-৮৭—গুটীর মধ্যে কালবর্ণের গর্ত্ত।

দ্রষ্টব্য ঃ—৬৪১ পৃষ্ঠার ৬ প্রকার বসন্তের উল্লেখ থাকিলেও বসন্ত পীড়াটি সাধারণতঃ দুই প্রকারেরই অধিক দেখা যায় ঃ—

১। জল বসন্ত ও—২। প্রকৃত বসন্ত ; প্রকৃত বসন্তে গুটীতে রস জমিবার পূর্ব্বে ২য় দিবসে টিপিয়া দেখিলে গুটীর মধ্যে যেন কোনও একটা কঠিন বস্তু রহিয়াছে এরূপ বোধ হইবে, জল বসন্তে তাহা হয় না। গুটীতে রস সঞ্চয় হইলে প্রকৃত বসন্তের গুটীর মধ্যস্থান নীচু হয়, জল-বসন্তে তাহা হয় না। প্রকৃত বসন্তে রোগীকে মিছরির জল ডাব, ছোট মেতি ভিজান জল, মৌরির জল, মুড়ি ভিজান জল পান করিতে দিবেন, বরফ নিষিদ্ধ।

দুধ খুব কম এবং সাগু, শটী, বার্লি দিবেন। যতদিন না গুটী বাহির হয় ততদিন অল্প গরম জলে দিনে ৩/৪ বার স্পঞ্জিং দিবেন। গুটী উঠিলে গায়ে কোনও প্রকার উত্তেজক পদার্থের প্রলেপ দিবেন না। স্ফোটক বাহির হইলে—গব্য মাখনে হাইড্রাসটীস মিশাইয়া গায়ে ৫/৬ ঘন্টা অন্তর প্রয়োগ করিবেন, তাতে ত্বক কোমল থাকিবে; চুলকানি ও চর্ম্মের টান ভাব নিবারণ হইবে। খোলস উঠিবার সময়েও ইহা উপকারী। মুখে ও কণ্ঠের মধ্যে উক্ত মাখন লাগাইলে রোগী সুস্থ অনুভব করিবে। হাইড্রাসটীস—এন্টিসেপটিক ইহাতে দুর্গন্ধ নষ্ট হয়। শরীরে অত্যধিক তাপ কিম্বা জ্বালা থাকিলে উহাতেই তাহার উপশম হইবে। গুটিতে পূঁয হইলে বঁইচ বা বেল কাঁটা কিম্বা ছুঁচদিয়া পূঁয বাহির করিয়া তথায় উক্ত কোন প্রকার মলম দিবেন। তাপ কমিলে গায়ে কিছু চাপা রাখা উচিত, নচেৎ—নিমোনিয়া, প্লুরিসি ইত্যাদি হইবার সম্ভাবনা থাকে। মামড়ি উঠিবার সময় দুধ ও জল সমপরিমাণ মিশাইয়া ঈষৎ গরম করিয়া গায়ে মাখাইবেন। মুখে ও কণ্ঠে ক্ষত হইলে—১ আঃ গরম জলে ৮/১০ গ্রেণ ক্যালি-ক্লোর—১ × দিয়া কুল্লী ও উহার ৬ষ্ঠ শক্তি সেবন করিতে দিবেন। রোগীকে অন্ধকার ঘরে রাখিয়া গুটি বিদ্ধ না করিয়া গুটীর উপর ভ্যাসেলিন ও ময়দা মিশ্রিত প্রলেপ লাগাইলে গুটীতে অধিক গর্ত্ত হয় না। পূঁযস্রাব অবস্থায় দুর্গন্ধ নিবারণের জন্য ১০ গ্রেণ পটাস-পার্ম্মাগনেট—১ বোতল জলে মিশাইয়া উহার দ্বারা কুল্লী করিলে ও গায়ে মাখাইলে দুর্গন্ধ নষ্ট হয়। গুটী পচিয়া অত্যন্ত দুর্গন্ধ হইলে বা পোকা হইলে কিম্বা কোনস্থান চুলকাইয়া ছিঁড়িয়া ফেলিলে—১ আঃ অলিভ-অয়েল, ১০/১২ ফোঁটা কার্ব্বলিক-এসিড ১ ×, এইভাবে মিশাইয়া সেই অয়েল ব্যবহার করিতে ও এসিড-কার্ব্বলিক ৬ষ্ঠ শক্তি সেবন করিতে দিবেন। রোগীর ঘরে কোন প্রকার লাল বস্ত্র বা বস্তু থাকিবে না, এমন কী বেদনা খাওয়াও নিষিদ্ধ। স্তবকবচমালায় লিখিত—মা শীতলার স্তোত্র দিনে ২ বার রোগীর নিকট পাঠ করিবে।

বসন্তের সর্ব্ব অবস্থায় ১ চামচ গাধার দুধ ৯ চামচ পরিশ্রুত জল, এই ভাগে একটি শিশিতে পুরিয়া ৪০ বার ষ্ট্রোক দিয়া উহার ২/৪ চামচ মাত্রায় দিনে ৩/৪ বার দিবেন।

ম্যালাণ্ড্রিণাম—২০০ শক্তি, কন্টিকারী, শিমুল বীজের শাঁস, উচ্ছে, নিমপাতা, জল গরম করিয়া পান, ঠাণ্ডা না লাগান, মধ্যে মধ্যে আবির মাখিয়া স্নান, খাদ্যাদিতে মাছি ইত্যাদি বসিতে না দেওয়া, বাজারের বাসিপচা খাদ্য অধিক স্নান, সীমবীজ ইত্যাদি বর্জ্জন—আক্রমণের আশঙ্কা কম থাকে। মৎকৃত "কলেরা ও বসন্ত ট্রিটমেন্ট" পুস্তক দেখুন।

বসন্তের মোটামুটি ঔষধ ঃ—

১। প্রথমাবস্থায় উচ্চজ্বরে, গায়ে বেদনা, দুর্ব্বলতা—ব্যাপটিসিয়া—১×, ২। শিরঃপীড়া, পিঠে ভীষণ বেদনা; অস্থিরতা—সিমিসিফিউগা, ৩। ব্রঙ্কাইটীস—প্রথমে ব্রায়োনিয়া পরে—এন্টিম-টার্ট, ৪। গুটীতে পূঁয ও ২য় বার জ্বর—মার্ক-সল, ৫। লালাস্রাব, গলক্ষত, দুর্গন্ধ, শ্বাসপ্রশ্বাস, রক্তমিশ্রিত লালা—মার্ক-ডাইভাস, ৬। গুটী পচিবার উপক্রম—আর্স-আয়োড, ৭। মুখ ফোলা, চুলকানি, অন্ননলী ফোলা, কিডনীর প্রদাহের আশঙ্কা—এপিস, ৮। গুটী হঠাৎ বসিয়া অবস্থা মন্দ—ক্যাম্ফোরা, ৯। টাইফয়েড লক্ষণ—ল্যাকে, রসটক্স, ১০। মুখে গলায় ঘা, বেদনা—রসটক্স, এসিড-মিউর, ভেরিওলিনাম—৩ ×, ১১। গুটী পাকিবার সময় লেরিংস (স্বরযন্ত্র) আক্রান্ত হইলে ও শুষ্ক হইবার সময় স্ফোটক নিবারনার্থে—হিপার, ১২। চক্ষু ও কিডনীর প্রদাহে, এপিসের পর—মার্কুরিয়াস, ১৩। ফুসফুস প্রদাহ, নিমোনিয়া নিবারনার্থে—ফস, এন্টিম-টার্ট, ১৪। ৩য় অবস্থায় মামড়ি উঠার সময়—ক্যালি-সলফ, ১৫। আরোগ্য অবস্থায় অত্যন্ত দুর্ব্বলতা নিবারণার্থে—সিঙ্কোনা, ১৬। লিপ্ত বা মিলিত বসন্তে—ম্যালেণ্ড্রিণাম, এন্টিম-টার্ট, আর্স, ১৭। রক্তস্রাবাধিক্য বসন্তে—ক্রোটেলাস, এমন-কার্ব্ব, ল্যাকেসিস, ২য় অবস্থায় পাকিবার পূর্ব্বে গুটীতে রস জমিলে—ক্যালি-মিউর প্রধান ঔষধ।

পথ্য ঃ—প্রথম আক্রমণ অবস্থায়—কোনও প্রকার উত্তেজক দ্রব্য আহার নিষিদ্ধ, সমস্ত তরল পানীয় ব্যবস্থা, পেটের দোষ না থাকিলে—পাকা পেঁপে। পূঁযস্রাব অবস্থায়—দুধ ডিম, সরুয়া প্রভৃতি। অধিক দুর্ব্বল হইলে—ব্রাণ্ডি কিম্বা রেকটিফায়েড স্পিরিট ৩০/৪০ ফোঁটা মাত্রায় দিনে ৩ বার। গুটী পাকিবার পর শুকাইতে ও খোলস উঠিতে আরম্ভ হইলে —সুজীর রুটি, পাউরুটী, লুচী, হালুয়া, একবেলা ভাত, দুধ, হরলিকস-মিল্ক, কোয়েকার্স-ওট ঝালবিহীন তরকারী ও ডাল ইত্যাদি। আরোগ্যের পরও কিছুদিন ঘোল, সরবৎ ইত্যাদি প্রত্যহ দেওয়া এবং দাগ মিলাইবার জন্য ডাবের জল মুখে হাতে মাখানো প্রয়োজন।

বসন্তে—এসিড-ফস, এসিড-মিউর, এমন-কার্ব্ব, এপিস, আর্স, ব্যাপটিসিয়া, বেল, ব্রায়ো, কার্ব্বো, হাইড্রাষ্ট, ল্যাকে, মার্ক, ওপি, সলফও উপকারী।

বয়োব্রণ।

ক্যালকেরিয়া-ফস-১৯৩—বালিকাদের;.....ক্যালকেরিয়া-পিক্রে—বালকদের।

বহুমূত্র।

(থেরাপিউটিক্সে প্রস্রাবের পীড়া—৮২২ পৃষ্ঠা দেখুন)

শর্করাযুক্ত—এসিড-ফস, এমন-এসে, ইউরেণ-নাইট্রি সিজিজিয়ম, আর্স-ব্রোম, এসিড-ল্যাকটি, ব্রায়োকেমিক-ন্যাট, সলফ, ক্যালি-ফস, ক্যালি-মিউর।

শর্করাবিহীন—হেলোনি, আর্জেন্টি-মেট, এলফ্যালফা, এসিড-ফস, ক্যালি-নাইট্রি।

হেলোনিয়াস-৩৫৬—শর্করাবিহীন বহুমূত্র, অধিক ও ঘন ঘন প্রস্রাব, তৎসহ ইউরিয়া শর্করাযুক্ত বহুমূত্রসহ পিপাসা, শীর্ণতা, ঘোলা, প্রসাব, প্রস্রাবে এলবুমেন (পোয়াতিদের)।

ল্যাকে-ডিফ্লোর-৪২৯—অত্যন্ত দুর্ব্বলতা, শিরঃপীড়াসহ অত্যধিক প্রস্রাব, সুগার।

ক্যালি-ব্রোম-৩৯৯—পিপাসার সহিত বহুপরিমাণে প্রস্রাব, প্রস্রাবের বেগ ধারণে অক্ষম, প্রস্রাবে সুগার ও ফসফেট।

ক্যালি-নাইটার-৪১১—শর্করাবিহীন বহুমূত্র। পটাস-নাইট্রেট নির্গমনের জন্য মূত্রনলীতে ইরিটেসন হয়—তজ্জন্য রক্তস্রাব এবং প্রস্রাবে অধিক পরিমাণে মিউকাস থাকায় প্রস্রাবের আক্ষেপিক গুরুত্ব—১০৩০ হইতে ১০৪০ পর্য্যন্ত হয়।

ক্রিয়োজোট-৪১৮—রাত্রিতে ঘন ঘন অনেকটা পরিমাণে প্রস্রাব হঠাৎ এত বেগে প্রস্রাব পায় যে, উঠিতে বিলম্ব সহে না।

মস্কাস-৪৮৪—অনবরত প্রস্রাব, ভয়ানক তৃষ্ণা, শীর্ণতা, বমনেচ্ছা, লোপ, শর্করাযুক্ত।

ফ্যাসিওলাস-৫২৭—বহুমূত্রের মত পরিমাণে ও বারে প্রস্রাব অধিক।

ইউরিয়া-৬৩৮—প্রস্রাব বোধ হয় জল অপেক্ষাও তরল, স্পেসিফিক-গ্র্যাভিটি অত্যন্ত কম (প্রস্রাব গাঢ়—ট্রিটিকাম)।

এসিড-এসেটিক-১৪—চর্ম্ম ফ্যাকাসে, গাত্রদাহ, ঘাম, বহুবার জলের মত প্রস্রাব।

ম্যাগ-সলফ-৪৫৭—অত্যন্ত অধিক তৃষ্ণাসহ পুনঃ পুনঃ প্রস্রাব।

এসিড-ল্যাকেটিক-২৩—প্রস্রাবে অধিক শর্করা, প্রস্রাব পরিমাণে অধিক ও ঘন ঘন হয়, দিনরাত্রি সকল সময়েই প্রস্রাবের বেগ, কোষ্ঠকাঠিন্যের ধাতু।

ইউরেণিয়ম-নাইট্রি-১৪—শর্করাযুক্ত, দিন অপেক্ষা রাত্রিতে অধিক প্রস্রাব। গর্ভাবস্থায় বহুমূত্র। ...বহুমূত্রের ইহা একটি প্রধান ঔষধ—১ × অভাবে ৬ × —শক্তি প্রত্যহ ২/৩ বার প্রস্রাব না কমা পর্যন্ত দিবেন, শেষে ৩০ শক্তি মধ্যে মধ্যে একদিন ১ মাত্রা।

সিজিজিয়ম-১৪—শর্করা অংশ অধিক, পিপাসা শীর্ণতা, অধিক পরিমাণে বার বার প্রস্রাব। বহুমূত্রের কারণ শরীরে ক্ষত (এই ঔষধটির প্রুভিং হয় নাই)।

আর্স-ব্রোম-১৪—চর্ম্মপীড়া ও গর্ম্মী পারগ্রস্ত ধাতুর ব্যক্তিদের বহুমূত্র।

এমন-এসেট-১৫—বহু পরিমাণে শর্করাযুক্ত প্রস্রাব তৎসহ অত্যন্ত ঘাম।

জ্যাবোরাণ্ডি-৩৮৯—শর্করাবিহীণ বহুমূত্র, ঘনঘন প্রস্রাবের বেগ ও প্রস্রাব তলপেট ও মূত্রনলীতে বেদনা।

রস-এরোম্যাটিক-৫৬৬—বারে ও পরিমাণে প্রস্রাব অত্যন্ত অধিক, আক্ষেপিক গুরুত্ব কম, এলবুমেন থাকে, বিছানায় প্রস্রাব করা, বেগ ধারণে সম্পূর্ণ অক্ষম, অনবরত ফোঁটা ফোঁটা প্রস্রাব।...এমন এসেট-৬৭৭—প্রস্রাবে অধিক শর্করা ও অত্যধিক ঘর্ম্ম।

এব্রোমো-আগস্টা-৬৫৪—শর্করাযুক্ত প্রস্রাব, বারে ও পরিমাণে অধিক প্রস্রাব, পিপাসা, মুখ শুষ্ক, প্রস্রাব ঘোলা, স্পেসিফিক-গ্র্যাভিটি অধিক, শরীরে জ্বালা।

সেফালেণ্ড্রা-ইণ্ডিকা-θ, ১ ×—২/৩ ফোঁটা মাত্রায় দিনে ৩/৪ বার, ১৫/২০ দিন ব্যবহারে বিশেষ উপকার হইবে; ৬৬৫ পৃষ্ঠা দেখুন।

আমার নিকট বহুমূত্রের একটি পেটেন্ট ঔষধ আছে, মূল্য—৩।।০, ১ শিশিতেই সুগার কমে, একটি রোগীর নিমিত্ত প্রায় ৩ শিশির প্রয়োজন হয়।

পথ্য ঃ—সুজীর রুটী, পাউরুটী, মাঠাতোলা, দুধ, ঘোল, অল্প দুধ, ডিমের হলদে অংশ, মাছ, মাংস, কাঁকড়ার ক্বাথ, ঘি, ডাল, মাখন, পনির, শাক-সব্জি, ছাঁচিকুমড়া, লাউ, সিম, ডুমুর, বেগুন, উচ্ছে, কলাইশুটী জাম, জামরুল, ন্যাসপাতি, কমলালেবু, বাতাবি ও কাগজিলেবু, যজ্ঞ-ডুমুর, মোচা, মানকচু, স্যাকারিণ। তোকমারির সরবৎ এই পীড়ায় বিশেষ উপকারী। কাঁচা দুধ আধপোয়া, তেলাকুঁচা পাতার রস এক ছটাক প্রত্যহ সেবনে ঔষধের বিশেষ দরকার হয় না। ত্রিপত্র একটি বেলপাতা বাটিয়া একটুকরা কাঁঠালি কলার মধ্যে পুরিয়া প্রত্যহ প্রাতে খালি পেটে খাইতে হইবে।

বাগী।

(গ্ল্যাণ্ডের পীড়া—৭৬৯ পৃষ্ঠা দেখুন)

বাত।

(থেরাপিউটিক্সে বেদনা—৮৪৬ পৃষ্ঠা দেখুন)

৩২৬ পৃষ্ঠায়—কলোফাইলম অধ্যায় ও ৪৬০ পৃষ্ঠায় ম্যাঙ্গেনাম অধ্যায় দেখুন।

গেঁটেবাত—এমন-বেঞ্জো, কল্চি, এসিড-ল্যাকটি, ক্যালি-হাই, এমন-ফস, পেট্রোলি।

অস্থিয়ো বা রিউম্যাট, রড-আর্থাইটীস—আয়োডাম, এসিড-ল্যাকটিক, গুয়েকাম, রেডিয়াম, ল্যাক-ক্যানাই, কষ্টিকাম।

আর্টিকা-ইউরেন-৬৩৬—θ, ৫ ফোঁটা মাত্রায় গরমজল সহ ৪/৫ ঘন্টা অন্তর ৬/৫ বার সেব্য।

এব্রোটেন-৯—কাঁধের, হাতের কব্জীর গোড়ালীর বাত, আক্রান্তস্থান ফুলিবার আগে বেদনা। আক্রান্তস্থান হইতে বেদনা বুকে যায়।

এস্প্যারাগ্যাস-১৬—প্রমেহ স্রাব বন্ধ হইয়া বাতরোগ।

এন্টিম-ক্রুড—৯৪—তরুণ বাত, আঙুল আক্রান্ত, তৎসহ পেটের গোলযোগ।

এমন-মিউর-৮২—বাতে আক্রান্তস্থানে টানিয়া ধরার মত বেদনা।

কল্চি-২৬৭—বেদনা সরিয়া বেড়ায়, এক সন্ধি হইতে অন্য সন্ধিতে যায়, গেঁটেবাত বুক আক্রমণ করে (মেটাসট্যাসিস)।

এসিড-বেঞ্জো-১৬—প্রমেহের স্রাব বন্ধ হইয়া বাতরোগ।

জ্যাকারাণ্ডো-৩৮৯—প্রমেহজনিত বাত, ডান হাঁটুর বাত।

এসিড-ল্যাকটিক-২৪—হাতের কব্জী, কনুই, আঙুলের গাঁট, সমস্ত গাঁট আক্রান্ত। গাঁটে প্রথমে প্রদাহ হইয়া পরে বাতে পরিণত হয়। গাঁটে ও সন্ধিবাতে নড়াচড়ায় বেদনা বাড়ে, খুব ঘাম হয়।

এঙ্গাষ্টিউরা-৮৮—দুই হাঁটুর গাঁটে ও প্রত্যঙ্গে গাঁটের ভিতর মড়মড় শব্দ। গাঁট ও পেশীর শক্ত আড়ষ্ট হইয়া থাকে।

ব্রায়োনিয়া-১৭৩—হাঁটুতে বা অন্যস্থানে বাত, আক্রান্তস্থান শক্ত, লালবর্ণ, চকচকে, গাঁট ফোলে, গরম হয়, ছিঁড়েফেলার মত বেদনা, নড়াচড়ায় বৃদ্ধি, প্রচুর ঘাম।

রেডিয়ম-৫৬২—দাঁড়াইলে কিম্বা সোজা হইয়া বসিলে উপশম, পাছায়, কোমরে বেদনা, নড়াচড়ায় উপশম, সমস্ত প্রত্যঙ্গ ও গাঁটে বেদনা, রাত্রে বৃদ্ধি, নেফ্রাইটীস পীড়াসহ বাত, কোমরে বাত।

ক্যালকেরিয়া-ফস—কোমরের নীচের হাড়ের বাত, প্রতি ঋতু পরিবর্তনে শরীরে ব্যথা, কামড়ানি, বাতের মত বেদনা।

কষ্টিকাম-২২৮—আক্রান্তস্থান অসাড়, শক্তবোধ হয়, যেন পেশী বাঁধা, হাত-পা বেঁকে চুরে ছোট ও শক্ত হয়, খেঁচেধরা বা ছিড়েফেলার মত বেদনা।

কলোসিন্থ-২৭৩—যন্ত্রণা কম বোধ হয়, কিন্তু আক্রান্তস্থানে শক্ত ও আড়ষ্টভাব হয় না।

ইলাটিরিয়ম-৩১১—হাতের পায়ের আঙ্গুলে, বুড়ো আঙ্গুলে বাত বা বাতের মত বেদনা তৎসহ উদরাময়।

* ইকথিওলাম—প্রস্রাবে Solid ও ইউরিক-এসিড ডিপোজিট, তজ্জনিত বাত, পুরাতন গাউট ও বাত।

ফেরম-মেট-৩২১—বাম কাঁধের ও সন্ধির বাত কনুই পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়, তাহাতে হাত ও আঙ্গুল নাড়িতে পারে না।

এস্‌ক্লেপিয়াস-১৩৯—ইহাতে শরীরের বৃহৎ সন্ধি সমূহ আক্রান্ত হয়।

বার্ব্বেরিস-১৬৪—আঙ্গুলের নখের নিম্নে ৩য় গাঁটের বাত।

এপোসাইনাম-এন্ড্রোসি-১০৭—পায়ের আঙ্গুলের ও তলায় বেদনা, পা ফোলে, পায়ের তলায় ঝিনঝিনেধরা-বেদনা, খিলধরা।

এমন-ফস-৮৩—গাঁটে খড়ির মত পদার্থ জমে।

গুয়েকাম-৩৪৫, ২২৮—তরুণ বাত ও তাহার প্রদাহ যন্ত্রণা। গর্ম্মী ও পারাসম্ভূত বাত, টেণ্ডন ছোট ও অস্থির বিকৃতি হয়। হাতে, কাঁধে, কোমরে, গোড়ালীর গাঁটে, মাথায়, ঘাড়ে, মাথার খুলীতে বাতের বেদনা, তরুণ বাতে হাঁটু ফোলা, হাঁটুর প্রদাহ যন্ত্রণা, সাইনোভাইটীস সায়েটিকা।

লিডম-৪৩৭, ৪১৫—পায়ের গাঁট হইতে বেদনা ফোলা আরম্ভ হইয়া ক্রমশঃ উর্দ্ধে যায়, আঙ্গুলে ও পায়ের তলায় বেদনা।

এনাকার্ডিয়ম-ওরিয়েন্ট-৮৭—ঘাড়ে সাঁটিয়াধরা ব্যথা, ঘাড় নাড়িলে বাড়ে।

রসটক্স-৫৬৮—চোয়ালের বাত, কোন দ্রব্য চিবাইয়া যেন মাটী ভাঙ্গিয়া যায়, কড়াস করিয়া উঠে। ক্রমাগত হাই—হাইয়ের উপরে হাই উঠে।

ক্যালি-হাইড্রো-৪০৮—হাঁটুফোলা ও বেদনা, রাত্রিতে বিছানায় বেদনার বৃদ্ধি।

এষ্টিরিয়াস-রুব্রম-৪১৫—বেদনা বাম হস্ত হইতে নীচের আঙ্গুল পর্য্যন্ত নামে।

ক্যালমিয়া-৪১৫—বাত উর্দ্ধাঙ্গ হইতে আরম্ভ হইয়া ক্রমশঃ নিম্নদিকে নামে। বাম হস্তের উপর হইতে আরম্ভ হইয়া নীচের দিকে নামে।

মার্কুরিয়স, রসটক্স, রডোডেণ্ড্রণ, এনাকার্ডিয়ম-৪৩৭—এবং এন্টিম-ক্রুড লাইকো, সাইলি, ফাইটোলক্কা, ইহাদের লক্ষণের জন্য—৪৩৮ পৃষ্ঠা দেখুন।

ম্যাগ-কার্ব্ব—ডানকাঁধে সন্ধিবাত...স্যাঙ্গুনেরিয়া, ম্যাগ-কার্ব্ব ডান ডেলটয়েড পেশীর,.....নক্স মস্কেটা—বাম ডেলটয়েড পেশীর বাত, ... ফেরম—কাঁধের বাত—৪৫৫ ও ৫৮১ পৃষ্ঠা দেখুন।

ম্যাগ-কার্ব্ব-৪৫৫—রাত্রিতে ও স্থির থাকিলে বেদনা বৃদ্ধি, চলাফেরা করিলে উপশম, র‍্যাটানহিয়াতেও এই লক্ষণ আছে।

পেট্রোলিয়াম-৫২৫—পুরাতন বাতে গাঁটে ব্যথা, হাঁটু শক্ত, হাঁটুতে খোঁচামারা ব্যথা, কোমরের ব্যথা প্রাতে বৃদ্ধি।

ফাইটোলক্কা-৫৪০—পায়ের গোড়ালীর বাতে, পা-মাথা অপেক্ষা উঁচু করিয়া রাখিলে যন্ত্রণার উপশম। যক্ষ্মা ও প্রমেহক্রান্ত রোগীর গেঁটেবাত।

রডোডেণ্ড্রণ-৫৬৪—হাত, হাতের আঙ্গুল, পায়ের তলার প্রভৃতি অল্প পরিসর এক স্থানে প্রথমে হঠাৎ বেদনা হইয়া ক্রমশঃ হাড়ে অনুভূত হয়। বেদনা একস্থানে থাকে না।

ড্যাফনি-ইণ্ডিকা-৬৮৩—ডান বুড়ো আঙ্গুল ফোলা ও বেদনা, উরু ও হাঁটুতে বাত বেদনা, হাড়ের কামড়ানি ও বেদনার জন্য নিদ্রা হয় না, বেদনা উর্দ্ধে পেটে ও হৃৎপিণ্ডে যায়। হঠাৎ একটা বেদনা বিদ্যুতের মত শরীরে স্থানে স্থানে প্রকাশ পায়।

ফর্মিকা-৬৮৪—বাত, গেঁটে বাত, গাঁট শক্ত, টেনে খেঁচেধরার বেদনা, নড়াচড়ায় বৃদ্ধি, চাপে উপশম, ডানদিক আক্রান্ত। উরুসন্ধির বেদনা, পুরার বেদনা।

জিনসেং-৬৮৫—অনবরত শুক্রক্ষয় হইয়া বাতরোগ।

ইরিডিয়ম-৬৮৮—বাত, গেঁটে বাত।

লিথিয়ম-কার্ব্ব-৬৯০—সমস্ত শরীর যেন পক্ষাঘাতের মত শক্ত আড়ষ্টভাব। কাঁধ, আঙ্গুল হাঁটু প্রভৃতিতে বাতে বেদনা, হাতের আঙ্গুলের ও পায়ের আঙ্গুলের ও গাঁটে ফোলা ও বেদনা চলিবার সময় পায়ের গাঁটে বেদনা।

প্রপাইল্যামিন-৬৯৫—তরুণ বাত প্রথমে একটু জ্বর হইয়া ২/১ দিন পরেই বেদনা, বাতজনিত মুখের স্নায়ুশূল, বাত বক্ষে চালিত হইয়া বুকে যন্ত্রণা, হাতের কজীতে ও গোড়ালীতে ভীষণ বেদনা, বাতে আঙ্গুলে ছুঁচ ধরিলেও বোধ হয় যেন কত ভারী। আঙ্গুলে ঝিনঝিন ধরাভাব ও অসাড়।

র‍্যামনাস ক্যালি-৬৯৫—বাত, পেশী বেদনা, কোমরে বাত, প্রদাহিত বাত, গাঁটে বেদনা, গাঁট ফোলা। পায়ে বেদনা, পায়ের পেশীর ক্ষমতাহীনতা।

ট্রারসট্রিয়ম-৭০১—সমস্ত গাঁট আড়ষ্ট, হাতে কামড়ানি বেদনা, পিঠে বাত বেদনা, প্রত্যঙ্গ বেদনা।

লার্ণাম-৬৮৯—হাত অসাড় ও বেদনাযুক্ত, হাত নাড়িতে ভীষণ কষ্ট।

ষ্ট্রিকনিনাম-৬৯৯—প্রত্যঙ্গাদি শক্ত, সন্ধি শক্তসহ বাত।

ষ্টেলারিয়া-মেডিকা-৬৯৯—তীক্ষ্ণ বেদনা—সমস্ত শরীরে অনুভব, আক্রান্ত অংশে ছুঁইতে পারে না, গাঁট শক্ত, পুরাতন বাত, বেদনা স্থান পরিবর্তন করে, আঙ্গুলে বাত, কাঁধে বেদনা, পায়ে ও পায়ের ডিমে বেদনা সাইনোভাইটিস, কোমরে পাছায় বেদনা।

স্যাবাইনা-৫৭৮—বৃদ্ধাঙ্গুলির ও কজীর বাত। প্রমেহ বা প্রদর স্রাব বন্ধ হইয়া বাত।

সার্সাপ্যারিলা-৫৮৪—গর্ম্মী বা পারাজনিত কিম্বা প্রমেহস্রাব বন্ধ হইয়া বাত।

স্পাইজেলিয়া-৬০১—হৃৎপিণ্ডের পীড়াজনিত বাত, ছুঁচফোটানি ও টাটানি বেদনা।

ষ্টিক্টা-৬০৯—ঘাড়ে বাত, ঘাড় আড়ষ্ট, কাঁধের ও উরুপেশীর বাত, প্রথমে সর্দ্দি পরে বাত।

মেডোরিণাম-৬২২—প্রায় সকল প্রকার বাত, প্রমেহ সম্ভূত বাত।

ভিস্কাম-এলবাম-৬৪৭—বাত, গেঁটেবাত, প্রমেহজনিত বাত, নিউর্যালজিয়া, সায়েটিকা।

বায়ুগোলা।

যেন একটা গোলা বুকের মধ্যস্থলে ঠেলিয়া উঠে, চায়না, পলস—৩৫৯।

এই প্রকার পদার্থ বুকের নিম্ন প্রদেশে (পাকস্থলীর মুখে যেন একটা গোলার মত পদার্থ আটকাইয়া আছে)—এপিস-২৪৭, ৮ (অম্লশূল দেখুন)।

বায়ুজমা।

পেটে বায়ু জমা ও গোলার মত পদার্থ উপরে ঠেলিয়া উঠে—ম্যাগ-মি-৪৫৭।

...অজীর্ণ, অনিদ্রা, বুক ধড়ফড় করা, পেটে বায়ুজমা—থিয়া—৬২৯—পেটে খুব বায়ু জমে, আহারের পর পেট ভারী হইয়া উঠে, পেটে বেদনা হয়, উপর পেটে বায়ু জমে—লাইকো-৫০৭—পেটে অত্যন্ত বায়ু জমে, উহা অর্দ্ধ বা অধঃ কোনও দিক দিয়া নিঃসরণ হয় না— র‍্যাফেনাস-৫০৭... পেটে বায়ু জমে, পেট ফোলে, বায়ু নিঃসরণে উপশম হয়—কার্ব্বো-৫০৭,.....কোষ্ঠবদ্ধ,বাহ্যের চেষ্টা থাকে না, উপর পেটে বায়ু জমে পেটে বেদনা করে- ওপি-৫০৮.....নীচু, উপর সমস্ত পেটেই বায়ু জমে, পেট ফোলে, বায়ু নিঃসরণে বা ঢেকুরে কষ্টের বৃদ্ধি—চায়না-২৪৭.....বায়ু উর্দ্ধগতি, পেটফোলে,—এসাফিটি-১৩৮,.... আবদ্ধ বায়ু এক এক সময় এত জোরে উত্থিত হয় তাহাতে মনে হয় যেন অন্ননলী ফাটিয়া যাইবে—কোকা-৫৫৭..পেটে অত্যন্ত বায়ু সঞ্চয়, বায়ুশূল বেদনা,—এব্‌সিন্থিয়াম-১০।

দ্রষ্টব্য ঃ— পেটে বায়ু জমা সম্বন্ধে আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে বলে, যেখানে বায়ুর গতি উর্দ্ধ—সে পীড়া অসাধ্য, যেখানে গতি উর্দ্ধে ও অধঃ—তাহা যাপ্য; অর্থাৎ একেবারে আরোগ্য হইবে না; যথায় গতি অধঃ-সে পীড়া সাধ্য অর্থাৎ আরোগ্য হইবে, এসাফিটিডা অধ্যায় হিং দেখুন। ক্যারিকা-পেপেয়া-θ, ৮/১০ ফোঁটা মাত্রায় দুইবেলা আহারের পর ২ বার দিবেন।

বাধক বেদনা।

ক্যাষ্টোরিয়ম-২২৩—হিষ্টিরিয়াগ্রস্তা-স্ত্রী, অত্যন্ত বেদনাসহ ফোঁটা ফোঁটা রজঃস্রাব, ফোলা।

এই পীড়ায় দেশীয় ভেষজ—ওলট-কম্বল হইতে প্রস্তুত—এব্রোমা-র‍্যাডিক্স—θ, ৩x, বিশেষ উপকারী। পরিশিষ্ট ৬৫৭ পৃষ্ঠা দেখুন।

ফেরম-মিউর-৩২২—মাসিক রজঃস্রাব সম্পূর্ণ বন্ধ (এনিমিয়া)—২x শক্তি।

ন্যাট্রম—স্যালিসাইলিকাম-৬৯২—এলোপ্যাথিক মাত্রায় অর্থাৎ-স্থূলমাত্রায় ইহার দ্বারা বাধক বেদনার উপশম এবং ঋতুস্রাবের বৃদ্ধি।

এমন-কার্ব্ব-৭৮—স্রাব পরিমাণে অধিক, ঋতুর পূর্ব্বে জোর বেদনা হয়, স্রাব একটু কমিলে পুনরায় সেইপ্রকার বেদনা, ঋতু শীঘ্র শীঘ্র হয়, ঋতুকালে পেটে ও কোমরে বেদনা, শ্বেতপ্রদর বৃদ্ধি।

এমিল-নাইট্রোসাম-৮৪—ঋতু আরম্ভ হইবা মাত্র এক আধদিন স্থায়ী বা একেবারে বন্ধ, ঋতু বন্ধ হইয়া শিরঃপীড়া, সর্ব্বদা ব্যথা অনুভব।

কলোফাইলম-২২৪—কোমর হইতে পিউবিসে বেদনা, বেদনা ছাড়িয়া ছাড়িয়া হয়।

ম্যাগ-মিউর-২২৪—মাথাধরা ও শুইলে বাহ্যেসহ পেট শক্ত, যেন টেনে খেঁচে ধরে।

ম্যাগ-ফস-৪৫৮, ৫৫৬—ঋতুস্রাব আরম্ভ হইলেই বেদনা কমে, তাপে উপশম।

পলস-২৩৪, ৫৫৬—বহুবিলম্বিত ঋতু, রক্তের রঙ্ ঘোলাটে ও ঘন পরিমাণে কম ও থামিয়া থামিয়া হয়, শান্তস্বভাবা স্ত্রী।

ক্যামো-২৩৪, ৫৫৬—ঋতু নিয়মিত সময়ে হয়, কিন্তু অত্যন্ত যন্ত্রণা; তৎসহ ক্যামোমিলার চরিত্রগত লক্ষণের বর্ত্তমানতা।

কফিয়া-২৬৩—রক্ত কাল, চাপ, চাপ, অত্যন্ত বেদনা, কাঁদে, ছটফট করে, কখনও কুকথা বলে (উপকার না হইলে—ক্যামো)।

ন্যাফেলিয়ম-৩৩৬—স্বল্প রজঃস্রাব ও তলপেটে বেদনাসহ বাধক বেদনা।

গুয়েকাম-৩৪৫—যে'তো স্ত্রীলোকদের ডিম্বকোষ প্রদাহ, বাধক, অনিয়মিত ঋতুস্রাব।

নক্স-ভমিকা-৫১২—ঋতু যথাসময়ের পূর্ব্বে ও অতি অল্প পরিমাণে স্রাব হয়, তলপেটে বেদনা, কখনও সময়ে হইয়া অত্যন্ত অধিক পরিমাণে স্রাব।

ককুলাস-৬০৫, ২৫৯—বাধকসহ কোমরে বেদনা, কোমর আড়ষ্টভাব, হাত পা কাঁপে, স্রাব—কাল, ঘন, পরিমাণে অধিক, কখনও অল্প, প্রতিমাসে যেন কমিয়া আসে, ঋতুর পরিবর্ত্তে শ্বেতপ্রদর স্রাব হয় (এসিড-পিক্রিক)।

জ্যাবোর‍্যান্ডি-৩৮৮—স্বল্প ঋতু বা ঋতুবন্ধ।

ভাইবর্ণম-৬৩—অত্যন্ত যন্ত্রণাদায়ক বাধক-বেদনা (ঋতুকালের ৫/৭ দিন পূর্ব্ব হইতে আরম্ভ করিয়া ঋতুকাল পর্য্যন্ত সেব্য)।

জনোসিয়া-৬৪—ঋতু অনিয়মিত ও অনেক বিলম্বে হয়, ঋতুশূল-বেদনা, রজঃলোপ বা রজঃরোধ। কোষ্ঠবদ্ধ, অর্শ।

ক্যালি-সল্ফ-৪১৪—ঋতু বিলম্বে কিম্বা স্রাব কম হইলে হইতে ক্রমশঃ ঋতু স্বাভাবিক ও স্রাবের পরিমাণ বৃদ্ধি হয়।

বার্ব্বেরিস-১৬৫—ঋতুস্রাব অল্প, বেদনা তলপেট হইতে উরুতে নামে।

সিমিসিফিউগা-৫০—অনিয়মিত, ঋতুস্রাব কখনও কম, কখন বেশী; তলপেটে তীরবেঁধার মত বেদনা, কোমরে বেদনা।

ল্যাকেসিস-৪২৫—ঋতুস্রাবের পূর্ব্বে ভীষণ বেদনা, স্রাব আরম্ভ হইলেই কমিয়া যায়।

কফিয়া-২৬৩—রক্ত কাল, চাপ, অত্যন্ত বেদনা, রোগী কাঁদে ও বলে আর সহ্য হয় না।

কলোসিন্থ-২০৭—পেটের বেদনা চাপে উপশম, নিউর‍্যালজিক ধরণের তৎসহ বাহ্যে-বমি।

বিষাক্ত দ্রব্য ভক্ষণে পীড়া।

এবসিন্থিয়াম-১০—বেঙের ছাতা আহারে বিষাক্ত হইয়া পীড়া।

বিষ-ব্রণ (কার্ব্বংকল)

কার্ব্বংকলের জ্বালার এনথ্রাসিনাম-৯০—পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্যের স্থানটি দেখুন।

আর্সেনিক-১৩২—বহুমূত্ররোগীর কার্ব্বংকল।

এনথ্র্যাসিনাম-১৩২—কার্ব্বংকলের অত্যন্ত জ্বালা, আর্সেনিকে উপশম না হইলে ও এনথ্রাস বিফল হইলে—ইউফর্ব্বিয়া।

এনথ্যাসিনাম-৮৯, ৪২৪—অত্যন্ত জ্বালা, কেবল ঢালিতে চায়, আক্রান্ত স্থান স্পঞ্জের মত ছোট ছোট ছিদ্রপূর্ণ ; রঙ—ঈষৎ কালচে, তাহা হইতে জলের মত পাতলা পূঁয বা রস নির্গত হয়, পূঁযে ভয়ানক দুর্গন্ধ, স্পর্শকাতরতা বেদনা, জ্বর।

ট্যারেন্টুলা-৮৯, ৪২৪—ভয়ানক বেদনা ও জ্বালা কাঁপ দিয়া জ্বর আসে, পরে উক্ত রঙের মত দেখায়। পূঁয হইলেও অতি অল্প তৎসহ রক্ত, ক্ষতে স্পর্শকাতরতা, জ্বালা (নিম্নশক্তি দিবেন)।

কার্ব্বো, ক্রিয়োজোট, হিপার—৮৯ পৃষ্ঠা দেখুন।

হিপার-৯০—আক্রান্তস্থানের চারিধার শক্ত, তীব্র বেদনা, জ্বালা, যেন ছুঁচ ফোটায়।

কার্ব্বো-৮৯—ক্ষতের রঙ কাল, অত্যন্ত জ্বালা, স্রাবে দুর্গন্ধ, রক্ত বিষাক্ত, হিমাঙ্গ।

এব্রোমা-আগষ্টা-৬৫৭—কার্ব্বংকলে ও স্ফোটকে পূঁয না হইলে।

দ্রষ্টব্য ঃ—এনথ্রাসিনাম্ অধ্যায়ে সেবনীয় ঔষধে জ্বালা না কমিলে কার্ব্বংকলে টম্যাটো প্রয়োগের আদেশ পাইয়াছেন, যদি উহা না পাওয়া যায়—আতাফলের পাতা (আতার পাতা) ইহা অতি সহজ প্রাপ্য দ্রব্য এবং স্ফোটক, দূষিত ক্ষত, নালীক্ষত, পচাক্ষত, হাড়ের পচন, কার্ব্বংকল ইত্যাদি বিশেষ উপকার হয়। যেখানে কার্ব্বলিক-এসিড, আয়োডাফরম ইত্যাদি জীবাণুনাশক ও পচননিবারক ঔষধ বহু পরিমাণে ব্যবহার করিয়া বিশেষ কোনও উপকার হয় না, তথায় ইহা ব্যবহারে আশ্চর্য্য উপকার পাইবেন। কার্ব্বংকলে ব্যবহারের নিমিত্ত প্রথমে কতকগুলো আতার পাতা (খুব বেশী পাকা পাতা নহে) উত্তমরূপে গরমজলে ধুইয়া, পাতাগুলো থেঁতো করিয়া এক টুকরা পরিস্কার নেকড়ার মধ্যে পুরিয়া চাপ দিয়া রস বাহির করিয়া প্রথমে ঐ রস আক্রান্তস্থানের উপর লেপন করিয়া পরে অন্য কতকগুলো পাতাকে বাটিয়া গরম করিয়া প্রলেপ দিয়া তাহার উপর একটি পান আগুনে সেকিয়া চাপা দিয়া ব্যাণ্ডেজ বাঁধিয়া দিবেন এবং সকাল, সন্ধ্যা, দ্বিপ্রহর, তিন বার ইহা প্রয়োগ করিবেন। ইহা প্রয়োগের পর দেখিবেন শীঘ্রই ক্ষতের চতুর্দ্দিকে একটা সাদা দাগ পড়িয়াছে এবং ক্ষতের পূঁয, রক্ত, রস কমিয়া ক্ষতস্থান লালবর্ণ হইয়াছে, ইহাই ইহার উপকারের চিহ্ন। কার্ব্বংকলের জ্বালা নিবারণের জন্য পুঁইপাতা থেঁতো করিয়া প্রলেপ এবং এনথ্যাসিনাম ২/৩ মাত্রা আভ্যন্তরিক সেবনে জ্বালার অনেক সময় উপশম হয়। এনথ্যাসিনাম অধ্যায় দেখুন), আতাপাতা—"চিকিৎসা প্রকাশ" হইতে গৃহীত। কার্ব্বংকলে পূঁয না হইলে ভীষণ ভয়ের কথা, টম্যাটো প্রয়োগে পূঁয না হইলে বেলেড়ার শিকড় বাটিয়া গরম করিয়া প্রলেপ দিবেন, ৪/৫ ঘন্টার অন্তর বদলাইবেন। গরম মাটির পুলটিসও উপকারী।

বিকার (ডিলিরিয়ম)।

বেলেডোনা—১৫৭ পৃষ্ঠায় জ্বর-বিকার দেখুন।

রস, ব্যাপটি, ইউফর্ব্বি, এসিড-ফস, ল্যাকে, এগারি, হেলিবোর, এপিস, আর্ণি, ব্যাপটি প্রভৃতির কতক লক্ষণ—৭৮৬/৭৮৭ পৃষ্ঠার জ্বরের উপসর্গের মধ্যে এবং—বেল, হায়োসি, ষ্ট্র্যামো, ল্যাকে, ওপি, ইহাদের লক্ষণ—৩৬৮ পৃষ্ঠায় পাইবে। কলেরায় ইউরিমিয়া-বিকার—৭২৫ পৃষ্ঠায় ইউরিমিয়া দেখুন।

বিকার (ডিলিরিয়ম) দুই প্রকার ঃ—যখন রোগী অত্যন্ত উদ্ধত, বিছানা হইতে লাফায়, মারে, কামড়ায়, চীৎকার করে, তখন তাহাকে—১। একটিভ-ডিলিরিয়ম ; আর যখন জ্বর, বকারাদির শেষাবস্থায় অত্যন্ত দুর্ব্বল ও অবসন্ন হওয়ার নিমিত্ত বিড়বিড় করিয়া বকে, তখন তাহাকে—২। লো-মটারিং-ডিলিরিয়াম কহে। একটীভ-ডিলিরিয়মে—বেল, হায়োসি, ষ্ট্র্যামো ; লো-মটারিংয়ে—হায়ো, ষ্ট্র্যামো, এসিড-ফস, রস, এপিস, লাইকো এবং ইহার বর্দ্ধিত অবস্থায়—আর্ণি, আর্স, ইউফর্ব্বি, ওপি, এপিস, এসিড-মিউর, ল্যাকে প্রভৃতি উপকারী। বায়োকেমিকে উক্ত প্রথম প্রকারের পীড়ায়—ফেরম-ফস, ক্যালি-ফস, ও ২য় প্রকারের পীড়ায় (যখন মস্তিষ্ক উষ্ণ না থাকে, চক্ষুর তারা বিস্তৃত, ইউরিমিক-বিকার, তখন)—ন্যাট-মিউর ও ক্যালি-ফস পর্য্যায়ক্রমে প্রযোজ্য। ১২x শক্তি, ২/৩ গ্রেণ মাত্রায় ১৷৷০।২ ঘন্টা অন্তর দিবেন। টাইফয়েডে কিম্বা টাইফসে রোগী উন্মাদ, সর্ব্বদাই বিছানা হইতে উঠিয়া পলাইবার চেষ্টা—এগারিকাস-৫৮ পৃষ্ঠা। ডিউবয়সিয়া-৩৬৮—বিকারে কোনও ঔষধে উপকার না হইলে।

বুকধড়ফড়ানি।

ডিজিটেলিস অধ্যায়ে হৃৎপিণ্ডের পীড়া—২৯৮ পৃষ্ঠা দেখুন।

বেরি-বেরি।

ল্যাথাইরিস—বেরি-বেরির উৎকৃষ্ট ঔষধ—৪৩৩ পৃষ্ঠা দেখুন। এপিস, এপোসাইনাম, আর্সেনিক, ডিজিটেলিস, নাট্রম-সলফ প্রভৃতি শোথ ও ফুলার সমস্ত ঔষধ ইহাতে প্রয়োজন হয়। ইগলফোলিয়া (৬৫৭ পৃষ্ঠা দেখুন) এই ঔষধেও অনেক উপকার হইয়াছে। বায়োকেমিকে—ক্যালি ফস উৎকৃষ্ট ঔষধ (অগ্নিভেগ্রণ দেখুন)। বেরি-বেরিতে শরীরের রঙ লাল দেখাইলে কিম্বা রক্তবর্ণের স্ফোট বাহির হইলে কিম্বা কোনও স্থান হইতে রক্তস্রাব হইলে—ক্রোটেলাস উপকারী। বুক ধড়ফড়ানির জন্য—স্পাইজেলিয়া—θ, ২/৩ ফোটা মাত্রায় দিনে ২/৩ বার সেব্য। বেরি-বেরির পা ফুলায়—থাইরয়ডিন—৬, ৩০ শক্তি পরীক্ষা করিবেন।

বেদনা।

বেদনার বৃদ্ধি ঃ বিশ্রামে—কলোসিন্থ, ... গোলমালে—কফিয়া,....প্রতিদিন এক সময়ে—সিড্রণ, ক্যালি-বাই, ... সূর্য্যোদয়ে—স্পাইজে, ক্যালমি, ...চাপে—ক্যাল্-কেরিয়া-ফস, ...ঠাণ্ডায়— ম্যাগ-কার্ব্ব ...... বর্ষায়, ঠাণ্ডা বাতাসে—স্পাইজে,......দাঁড়াইলে ও বসিলে—গুয়েকাম,..... রাত্রিতে শুইলে—ক্যাল্‌মি,.......শীঘ্র শীঘ্র বাড়ে—ক্যাল্‌মি, বেল......ধীরে বাড়ে—এসিড-সলফ, প্ল্যাটি.....নড়াচড়ায়—রডোডেণ্ড্রণ, ব্রায়ো,......কথা কহিলে ও আহারে—ফস।

বেদনার উপশম ঃ গরমে—ম্যাগ-ফস, আর্স, ক্যামো, চায়না, সাইলি,....চাপে—ম্যাগ-ফস, সাইলি, কলোসিন্থ, গুয়েকাম,....নড়াচড়ায়—ম্যাগ-কার্ব্ব, সর্দ্দিস্রাবে ক্যালি-কার্ব্ব,....চলিয়া বেড়াইলে—গুয়েকাম.....সূর্য্যাস্তের সঙ্গে—স্পাইজে, ক্যালমি,....স্থির হইয়া থাকিলে—চায়না,......খোলা বাতাসে—ক্যাল-ফস, ম্যাগ-কার্ব্ব ...... ঠাণ্ডায়—কফি, ক্যামো।

বেদনার চরিত্র ঃ—হুল-ফোটান—এপিস,.....ছুঁচফোটান—ব্রায়ো, ক্যাল-কার্ব্ব, এসক্লিপয়াস,...... কামড়ানি, -রসটক্স, কামড়ানি, মোচড়ানি, খেঁচুনি ব্যথা—কলোসিন্থ,....টেনে খেঁচেধরা,-কষ্টিকাম,.... টেনেধরা, পেঁচেধরা, হুলফোটান, ছিড়েফেলা, চিড়ি-কমারা–ম্যাগ-ফস,..... পাঁজরায়–র‍্যানানকিউ, ...গায়ে টাটানি বেদন–আর্ণি, ব্যাপটি, চায়না, রুটা, রস, ফাইটো.....বেদনা হঠাৎ আসে, হঠাৎ যায়—বেল, কলোসি, ক্যালি-বাই, ক্যালমি, ... অতি অল্পস্থানে তীক্ষ্ণ বেদনা, ঘন ঘন আসে, ঘন ঘন যায়—এসিড অক্জ্যা, ...ধীরে ধীরে আসে, ধীরে ধীরে যায়—ষ্ট্যানম, প্ল্যাটিনা, ...অসহ্য বেদনা—একো, ক্যামো, কফি, ...ক্রিমিশূল বেদনা—ফিলিক্স মাস—ক্রিমিজনিত বা অন্য কোনও প্রকার কামড়ানি, খামচানি বেদনা—কলোসিন্থ, ...কোণাকুণি—এগারিকাস......চলিয়া বেড়াইলে উপশম—ফেরম,....ঘাড়ে বেদনা—এনাকার্ড ওরিয়েন্ট,.... পায়ের তলায়—এন্টিম-ক্রুড, ম্যাঙ্গেনাম, ... গোড়ালীতে—এন্টিম ক্রুড, ম্যাঙ্গেনাম, ফাইটোলক্কা, সাইক্ল্যামেন, লিডম, কষ্টি......শূলবেদনা—উহার স্থানে দেখুন......স্নায়ুশূল-বেদনা—একটিয়া, ক্যালমিয়া দেখুন ; ..... অন্যান্য বেদনার নিমিত্ত তাহাদের স্ব স্ব স্থান দ্রষ্টব্য। স্কন্ধসন্ধির ও বাহুর উর্দ্ধভাগের বেদনায়—ক্যালি-মিউর সিফিলিনাম, ফাইটোলক্কা—৩০ শক্তি।

এপোসাইনাম-এণ্ড্রোসি-১০৭—পায়ের আঙ্গুলে ও তলায় ভীষণ বেদনা, পা ফোলে, পায়ের তলায় ঝিন্‌ঝিনেধরা, পিন ফোটানো কিম্বা খেঁচেধরার মত বেদনা।

এন্টিম-ক্রুড-৯৩—পায়ের তলায় ও গোড়ালীতে বেদনা, টিপিলে তত লাগে না ; কিন্তু চলিবার সময় ভীষণ বেদনা, পায়ে কড়া (হাইড্রাষ্টি, ফেরম-পিক্রেটাম)।

** বেলিস-পিরেনিস—অত্যন্ত গরম থেকে আসিয়া ঠাণ্ডা পানীয় পানে বা হঠাৎ জলীয় ঠাণ্ডা লাগিয়া বেদনা।

পায়ের অন্যান্য স্থানের বেদনার জন্য—৯৩ পৃষ্ঠায় এন্টিম-ক্রুড অধ্যায় দেখুন।

এসিট্যানিলিডিয়াম-১৩—পায়ের গোড়ালীর গাঁটে ও পায়ের তলায় ফোস্কা।

এব্রোটেনাম-৯—হাতের, মণিবন্ধের ও পায়ের গোড়ালীর গাঁটের প্রদাহ ও বেদনা।

আর্স-সলফ-ফ্লেভম—সায়েটিকা ও হাঁটুর চারিদিকে ফোলা।

* স্কোলোপেণ্ড্রা (Scolopendra)—প্রথমে কোমরে ও উরুতে ভীষণ বেদনা হয়, পরে ঐ বেদনা পা পর্য্যন্ত নামে এবং একবার আরোগ্য হইয়া পুনরায় প্রকাশিত হয়।

ক্যালি-হাইড্রো-৪০৮—হাড়ে চিবান বা বেঁধা-ফোড়ার মত বেদনা নাসিকায় ও মুখে, কপালের হাড়ে দপদপানি ব্যথা।

আর্জেন্টি-মেট-১১৫—বেদনা ধীরে ধীরে ও চরম সীমায় উঠে, হঠাৎ কমে, গলার ভিতর ঘায়ের মত বেদনা, কাশির সময় বেদনা।

একোনাইট-৪৬—পৃষ্ঠদেশে বেদনা, নিশ্বাস গ্রহণের সময় বেদনা।

সিমিসিফিউগা—হাঁটু হইতে পায়ের চেটো পর্য্যন্ত স্নায়বিক বা প্রাদাহিক বেদনা (উরুদেশ থেকে জ্বলে—ক্যাপ্‌সি)।

লাইকো-৪৪৯—৭ম পঞ্জরের স্থানে বেদনা, উপরে বক্ষে যায়।

গলথেরিয়া-৬৮৫—পাকাশয়-শূল বেদনা, নিম্নোদরে তীব্র বেদনা, অদম্য বমি।

ল্যাকেসিস-৪২৬—পেটের ব্যথা আহারের পরেই নিবৃত্তি হয় ; কিন্তু ক্ষণকাল পরেই বাড়ে (এনাকার্ড—পেট খালি না হইলে বাড়ে না)।

এমন-মিউর-৮২—মেরুপুচ্ছে থেঁৎলানি বেদনা বসিতে পারে না।

এমন-পিক্রেটম-৮৩—অক্সিপিট্যাল, ঘাড়ে ফোলা (ডানদিকে অধিক)।

ব্রায়োনিয়া-১৭২—সিরাস-মেম্ব্রেণের প্রদাহজনিত সকল পীড়ায় ছুঁচফোটান বেদনা।

এনাকার্ড-৮৬—সবিরাম আক্ষেপিক বেদনা, পায়ের গোড়ালী থেকে পায়ের গোছে পরিচালিত হয়।

ক্যালকেরিয়া-কষ্টি-১৮৯—পিঠে, পায়ের গোড়ালীতে, মাড়ীতে, গণ্ডাস্থিতে বেদনা।

এসিড-ফ্লোরিক-২০—ডান কাঁধের বেদনা আঙ্গুলে পর্য্যন্ত পরিচালিত হয়। বাম তর্জ্জনী ও আঙ্গুলের বেদনা, প্রদাহ।

ক্যালি-কার্ব্ব-১৭২—নড়াচড়ায় বৃদ্ধি না হইয়া স্থির থাকিলেও ছুঁচফোটান বেদনা।

এপিস-১০৫—সিরাস-ক্যাভিটীতে রস জমা, হুলফোটান বেদনা।

বার্ব্বেরিস-১৬৪—হাতের আঙ্গুলের নখের নিম্নের গাঁটের ফোলা ও যন্ত্রণা।

সিষ্টাস-২৫৪—হাতের কব্জাতে আঘাত বা মচকাইয়া যাওয়ার নিমিত্ত বেদনা।

কফিয়া-২৬০—প্রদাহজনিত মানসিক উত্তেজনা ও বেদনা, ছটফট করে, কাঁদে।

কর্ণাস-ফ্লোরিডা-২৮১—নিউর‍্যালজিক বেদনা, শুধু টিপিয়া দিতে বলে, বুকের ও অন্যান্য স্থানের বেদনায় মনে করে যেন হাড় ভাঙ্গিয়া গিয়াছে।

ইউফর্ব্বিয়া-৩১৫—উরুসন্ধিতে, ফেরুপুচ্ছের ও হাড়ে জ্বালাজনক বেদনা ক্যানসার।

মার্ক-পিরেনিসি-৪৭৬—অগ্রকড়ার স্থানে স্পর্শকাতরতা বেদনা টিউমার।

ফেরম-৩২১—কোমরের বাত প্রভৃতিতে রাত্রিতে অত্যন্ত বেদনা, শুইলে আরও বৃদ্ধি, ধীরে ধীরে বেড়াইলে বেদনার উপশম (ঐ—৩২১—ঘাড়ে ও পিঠে ফিক-বেদনা।

হায়োসিয়ামস-৩৬৯—নাভির নিকট নিশ্বাস গ্রহণের সময় খোঁচামারা-বেদনা, উদর পেশীতে আঘাতলাগার মত বেদনা (ব্রায়ো)। পেটফোলা, পেটে স্পর্শাসহিষ্ণু বেদনা (বেল), তলপেটে কাটাছেঁড়ার মত বেদনা।

ল্যাক-ক্যানাইনাম-৪২১—বেদনা আড়াআড়িভাবে পরিচালিত হয়।

এগারিকাস-৫৯—বেদনা কোণাকুণি পরিচালিত হয়।

ফেল-টারি-৩১৮—ঘাড়ে বেদনা। ....সিপি ক্রিয়ো-৪১৭—পুরুষ সহবাসে বেদনা।

ষ্টিক্টা-৩৯১—কপালে ও নাকের গোড়ায় বেদনা (ক্যালি বাই—শুধু নাকের গোড়ায়)।

ব্যাডিয়াগা-১৪৭—শরীরের সমস্ত পেশীতে ও চর্ম্মে আঘাত লাগার মত বেদনা। স্থান পরিবর্ত্তনশীল বেদনা ৩৯৪ পৃষ্ঠা দেখুন।

এসিড-নাইট্রিক-২৭—বেদনা হঠাৎ আসে ও হঠাৎ যায়, একবার এখানে একবার সেখানে বেদনা।

থেরিডিয়ন-৬৩০—বাম বুকের উপরিভাগে ও বাম ফ্লোটিং-রিবসের নীচে প্লীহার স্থানে বেদনা, হৃৎপিণ্ডে বেদনা—পিঠে ঠেস দিয়া বসিতে পারে না।

গায় বেদনা—তাহা যে কোন কারণেই হউক প্রথম নড়িবার সময় বেদনা, নড়াচড়ার পর উপশম—রসটক্স,.... সমস্ত শরীরে টাটানি ব্যথা, তজ্জন্য নড়িতে চড়িতে পারে না—ফাইটোলক্কা, ... যে পাশে শয়ন করে, সেই দিকেই থেৎলানি বেদনা—রুটা....আঘাত জনিত বেদনা এবং টাইফয়েড জ্বরে রোগী যাহাতেই শয়ন করে শক্ত বলিয়া বোধ হয়—আর্ণিকা ; — নরম বিছানায় শয়ন করিলেও শরীর ব্যথাবোধ করে—ব্যাপটি ; .... হাড়, পেরিয়ষ্টিয়ম, গাঁট, ও চুল পর্য্যন্ত স্পর্শকাতরতা বেদনা—চায়না-২৫১, ৫৬৮।

ক্যালি-সিয়ানেটাম-৪০৬—সম্মুখ কপালে, চক্ষুতে মাঢ়ীর হাড়ে তীব্র বেদনা, বেদনা প্রত্যহ এক সময়ে হয়। রোগী কাঁদে।

লোবেলিয়া-৪৪৩—হৃৎপিণ্ডের উর্দ্ধভাগে, খুব ভিতরের দিকে বেদনা।

নক্স-মস্কেটা-৫০৪—পান আহার করিলেই পেটে বেদনা, গরম ফোমেন্টসনে ও চিৎ হইয়া শুইলে উপশম।...আরজিমোন-৫১০, সমস্ত পেটে কামড়ানি আক্ষেপিক বেদনা।

লিলিয়ম-৪৪৩—স্তনের নিম্নে বেদনা। পাছার হাড়ে স্পর্শকাতরতা বেদনা।

ম্যাগ-কার্ব্ব-৪৪৩—মাথা, মুখ, দাঁত, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, সকল স্থানের বেদনা—ঠাণ্ডায় ও চুপ করিয়া বা শুইয়া থাকিলে বৃদ্ধি, বেড়াইলে উপশম।

মিনিয়্যান্থিস-৪৬২—বুকের দুইপাশে চাপিয়া ধরার মত বেদনা, তাহার ভিতরে যেন ছুঁচফোটায়, নিশ্বাস লইলে ঐ বেদনা বাড়ে।

সিমিসিফিউগা-৪৯—বাম স্তনের নীচে তীক্ষ্ণ বেদনা।

ষ্ট্যানম-৬০৫—ধীরে বৃদ্ধি, ধীরে হ্রাস,.... এসিড-সল্ফ—ধীরে বৃদ্ধি, হঠাৎ কম।

ষ্ট্রণ্সিয়ানা-কার্ব্ব-৬১৩—পায়ের তলায় ও ডিমে অত্যন্ত খিলধরা বেদনা, হাড়ের ভিতর চিবান ব্যথা, গোড়ালী মচকাইয়া যাইবার জন্য বেদনা, পুরাতন মচকান ব্যথা।

ল্যাকটুকা-ভিরোসা-৪৩১—বুকে ও শরীরের সকল স্থানে চাপিয়া ধরার মত বেদনা, মেরুদণ্ডের মধ্যে বেদনা, উহা পাছার নীচে পর্য্যন্ত যায়।

এজাডিরেক্টা-৪৫২—জ্বরসহ নানাস্থানে—ষ্ট্যার্ণমে, পাঁজরায়, ঘাড়ে, পিঠে, কাঁধে বেদনা।

ট্যারেন্টুলা—বামহস্তের উপরিভাগে স্কন্ধসন্ধির হাড়ের ভিতর ভীষণ বেদনা।

স্পাইজেলিয়া-৬০২—মেরুদণ্ডে ও পিঠে বেদনা, শ্বাস গ্রহণেও বাড়ে।

রডোডেণ্ড্রণ-ফ্ল্স রিবের নীচে পেটের বামদিকে বেদনা দ্রুত চলিলে প্লীহায় বেদনা।

প্যারিস-কোয়াড্রি-৫২৩—বামদিকের পাঁজরায় বেদনা, আরম্ভ হইয়া বাম হাতের ভিতর দিয়া যায়, হাত শক্ত হয়, মেরুদণ্ডের ও মেরুপুচ্ছের নিউর‍্যালজিয়া।

ভেরেট্রম-এল্বম-৬৪২—বর্ষায় শাখাঙ্গে বেদনা।

স্পাইজেলিয়া-৬০১-কাশির সময় বুকে ছুঁচফোটার মত বেদনা।

কটিলিডন-৬৮৩—বুক থেকে কাঁধ, কাঁধ থেকে বাম বুকে ও বাম স্তনের নীচে এবং ডান বুকে বেদনা।..... অসিমম-৬৭১—প্লুরিসির ও পার্শ্ব বেদনা।

কুপ্রম-এসেট-৬৮৩—পাকস্থলীতে ও তলপেটে ভীষণ আক্ষেপিক বেদনা, বাম কপালে ভীষণ বেদনা।

ড্যাফ্নি-ইণ্ডিকা-৬৮৩—ডান বুড়ো আঙ্গুল ফোলা ও বেদনা, উরুতে ও হাঁটুতে বাত, হাড়ের কামড়ানি বেদনার জন্য নিদ্রা হয় না, তীরবেঁধা বেদনা দ্রুত স্থান পরিবর্ত্তন করে।

গুয়েরিয়া (Guaria)—মেরুদণ্ড শক্ত, কোমর টেনে খেঁচে রাখে, স্যাক্রমে বেদনা।

জেনসিয়ানা-৬৮৫—নাভির স্থানে স্পর্শাসহিষ্ণু বেদনা।

গুয়্যাকো-৬৯৬—ডেলটয়েড-পেশী, কাঁধ, কনুই, আঙ্গুল গোড়ালী ও পায়ের তলার বেদনা, মেরুদণ্ডে ইরিটেসন।

হিপোম্যানস-৬৮৬—হাতের কব্জীতে ভীষণ বেদনা, কব্জির পক্ষাঘাত, বোধ হয় যেন মচকাইয়া গিয়াছে। হাতে ও আঙ্গুলে বেদনা, পায়ের গাঁটের, হাঁটুর ও পায়ের তলায় দুর্ব্বলতা।

হোমারস-৬৮৭—সম্মুখ রগে ও দুইপার্শ্বে এবং চোখের মধ্যে বেদনা। পাকস্থলীতে **ও পেটে বেদনা, কিছু খাইলে কম পড়ে।**

হৈপারিয়া-৬৯৯—কোমরে ভীষণ বেদনা, পাছায় বেদনা, বেদনা উরুদেশে নামে, কাঁধে **ও বাহুতে** বেদনা, পায়ে ও পায়ের ডিমে বেদনা।

ইকথিওলাম-৬৮৭—পেটের বামদিকে ও নাভির গোড়ায় কামড়ানি বেদনা।

ইলিসিয়ম-৬৮৭—বুকের ৩য় পাঁজরার স্থানে, ষ্টার্ণমের ১/২ ইঞ্চি ডানদিকে কখনও বামদিকে বেদনা হয় তৎসঙ্গে অনবরত কাশি, ষ্টার্ণমের স্থানে ছুঁচফোটান ব্যথা।

ইনডিয়ম-৬৮৮—ঘাড় ও কাঁধ আড়ষ্ট, বাম হস্তে বেদনা।

ইনিউলা-৬৮৮—ষ্টার্ণমের নীচে ছুঁচফোটান বেদনা, পায়ের তলায় গোড়ালীতে, বাম হাতে, ডান কাঁধে, কব্জীতে বেদনা, আঙ্গুল মুড়িতে পারে না।

জ্যারোফাইলম-৭০২—পাছার হাড় থেকে স্ক্যাপুলা পর্য্যন্ত বেদনা, কোমরে বেদনা, বেদনা নীচে পর্য্যন্ত নামে, কিডনীতে ও হাঁটুতে বেদনা।

আয়োডফরম-৬৮৮—ডান ফুসফুসের উর্দ্ধাংশে বেদনা, বুকে কোনও ভারী বস্তু চাপান আছে অনুভব।

লেপিডিয়ম-৬৯০—বুকের চারিদিকে যেন শক্ত বাঁধা এরূপ বেদনা, হৃৎপিণ্ডে যেন ছুরি বিদ্ধ করিয়া দিতেছে, পিঠে ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বেদনা।

ল্যাট্রোডেক্টাস-৬৮৯—বামহাতে বেদনা যেন পক্ষাঘাত হইয়াছে।

লোলিয়ম-৬৯০—হাঁটু থেকে গোড়ালী পর্য্যন্ত বেদনা, যেন দড়ি দিয়া বাঁধা।

নিকোলাম-সল্ফ-৬৯২—মেরুদণ্ডে বেদনা, হাত পা অত্যন্ত ভারী ও দুর্ব্বল, চিৎ হইয়া শুইতে পারে না।

প্যারাফিণ-৬৯৪—স্তনের বোঁটায় বেদনা, যোনিপীড়িতে খোঁচামারার মত তীব্র বেদনা, মেরুদণ্ডের বেদনা, কুঁচকী পর্য্যন্ত যায়, সমস্ত গাঁটে ইলেকট্রিকসকের মত বেদনা।

পলিপোরাস-৬৯৫—কাঁধে, গাঁটে, কোমরে ভীষণ কামড়ানি বেদনা।

পপুলাস-ট্রিমিউয়েড়স-৬৯৫—প্রস্রাবের পর পিউবিসের পশ্চাতে বেদনা।

প্রপাইল্যামিন-৬৯৫—কজীর বেদনা, গোড়ালীর বেদনার জন্য দাঁড়াইতে পারে না।

রামনাস-ক্যালি-৬৯৬—পার্শ্ববেদনা কোমরে বাত, পাকাশয়শূল-বেদনা ; মাথায়, ঘাড়ে, মুখে বেদনা, গাঁটে বেদনা, গাঁট ফোলা।

বিউটিরিক-এসিড-৬৮০—কোমরে বেদনা চলিলে বাড়ে, পাছার নিম্ন হইতে নিম্নাঙ্গে বেদনা।

রেডিয়ম-৫৬২—পিঠে, ঘাড়ে বেদনা, মাথা নীচু করিতে পারে না।

চেনোপোডিয়ম-এনথেল-৬৮১—ডান স্কন্ধাস্থির কোণ ও মেরুদণ্ড ইহার মধ্যে তীক্ষ্ণ বেদনা, উহা কখনও বুকেও অনুভব হয় (বাম কক্ষাস্থির কোণের বেদনায়—চেনোপোডিগ্লসিয়্যাপিস)।

ক্রমিক-এসিড-৬৮২—কাঁধে, পিঠে, ঘাড়ে, হাঁটুতে ও পায়ের তলায় বেদনা।

ইউজিনিয়া-৬৮২—রাত্রিতে পায়ের তলায় ও পায়ে ভীষণ খিলধরা বেদনা।

ডেসমোডিয়ম-গ্যাঞ্জে-৬৬৫—পায়ে, পিঠে, মেরুদণ্ডে, ঘাড়ে, পেটে বেদনা এবং বাত বেদনা, ফিক বেদনা, স্নায়বিক বেদনা, নিউর‍্যালজিয়া, গা-হাত-পা ইত্যাদি প্রায় সমস্ত শরীরে বেদনা।

ক্যানাবিস-স্যাট-২০৩—আঙ্গুল মচকাইয়া যাইবার পর আঙ্গুল খেঁচিয়া থাকা।

সোলেনাম-৬৯৮—কোমরে বেদনা, ডান কাঁধের পেশীতে বেদনা, বুকে ও ডান হাতের মধ্যে খুব ভিতরে এবং ডান কনুই, কব্জি এবং দুই হাতে বাতের বেদনা।

স্ক্রফুল্যারিয়া-৬৯৭—লিভারে চাপ দিলে বেদনা, সিগ্‌ময়েড ফ্লেক্সারে বেদনা, বুকের ২য় পঞ্জরের নিম্নে বেদনা।

স্পাইর‍্যানথেস-৬৯৯—ডানদিকের সায়েটিকা, হাতের শিরা স্ফীতি, হাতের সমস্ত সন্ধির বেদনা।

ট্রায়সটিয়ম-পার্ফো-৭০১—সমস্ত গাঁটে আড়ষ্টতা, হাতে কামড়ানি বেদনা, পৃষ্ঠে বাত বেদনা, প্রত্যঙ্গাদিতে বেদনা।

এপ্পিলপসিস-৬৭৮—বাম পাঁজরার কষ্ট্যাল প্রদেশে স্পর্শকাতরতা তীক্ষ্ণ বেদনা, কনুইয়ের হাড়ে, পিঠে এবং সমস্ত অঙ্গে বেদনা।

ব্রঙ্কাইটীস ব্রঙ্কোরিয়া।

("নিমোনিয়া, ব্রঙ্কো-নিমোনিয়া ও ব্রঙ্কাইটীস" ৮০৮ পৃষ্ঠা দেখুন)।

ক্যালি হাইপো-৪০৬—পুরাতন ব্রঙ্কাইটীসে উপকারী।

ইউক্যালিপ্টাস-৬৮৪—বৃদ্ধদের ব্রঙ্কাইটীস, হাঁপানি, বুক ধড়ফড় ও অত্যন্ত শ্বাসকষ্টসহ হাঁপানি সর্দ্দিতে পূঁয শ্লেষ্মা।

কেওলিন-৬৮৯—ক্রুপ, ব্রঙ্কাইটীস, ক্যাপিলারি- ব্রঙ্কাইটীস, মেম্ব্রেণাস-ক্রুপ—টেকিয়া পর্য্যন্ত যায়।

সোলেনাম-এসেটিকাম-৬৯৮—বৃদ্ধ ও শিশুদের ব্রঙ্কাইটীস, পুরাতন ব্রঙ্কাইটীস, বুকে বেদনা ও হুপিং-কাশি।

ন্যাট্রম-স্যালিসাইলি-৬৯২—শ্বাসকষ্ট, শব্দযুক্ত নিশ্বাস, সম্পূর্ণ স্বরলোপ।

সলিডেগো-৬৯৮—প্রচুর পরিমাণে পূঁযের মত সর্দ্দি উঠার সহিত কাশি, গয়ারে রক্তের ছিট, শ্বাসকষ্ট।

ব্রঙ্কোরিয়া-২১৫—ক্যাপ্‌সি, স্যাঙ্গুনেরিয়া, ব্যালসামম, ইউক্যালিপটাস।

ব্রণ।

বালিকাদের—ক্যাল-ফস-১৯৩,...... বালকদের—ক্যালকেরিয়া-পিক্রে-১৯৩।

এগ্যারিকাস-৫৯—ছোট ছোট শিশুদের ঠোঁটে ফোড়া বা ফুস্কুড়ির মত একপ্রকার উদ্ভেদ বাহির হইয়া ফোস্কা হয়।

ব্লড-প্রেসার।

এই পীড়ার লক্ষণ—সামান্য পরিশ্রমে শ্বাসকষ্ট, হৃৎস্পন্দন, হৃৎপিণ্ডে চাপবোধ, বাম পার্শ্বে শুইতে অক্ষমতা, শিরঃপীড়া, কাণ ভোঁ ভোঁ করা, বিরক্তিভাব, মাথাঘোরা, অনিদ্রা, নাক দিয়া রক্তস্রাব, রাত্রিতে পুনঃপুনঃ প্রস্রাব, ক্ষণিক দৃষ্টিহীনতা, সংন্যাস রোগ।

তর্জ্জনী, মধ্যমা, অনামিকা—৩টি অঙ্গুলির দ্বারা মণিবন্ধের নীচে নাড়ী জোরে চাপিয়া ধরিয়া এপাশে ওপাশে অঙ্গুলি সঞ্চালিত করিতে থাকিবেন—যদি ব্লডপ্রেসার কম হয়, অঙ্গুলির নিম্নে নাড়ীর স্পন্দন কিছুমাত্র অনুভব হইবে না ; কিন্তু যদি ব্লড-প্রেসার উচ্চ (High) হয়, অঙ্গুলির নিম্নে চাবুকের দড়ির মত নাড়ী শক্ত অনুভূত হইবে, এইটিই ব্লাড-প্রেসার বৃদ্ধি পরীক্ষা আমাদের সর্ব্বাপেক্ষা সহজ উপায়। এলোপ্যাথগণ—ম্যানোমিটার, টোনোমিটার, ডাইন্যামোমিটার প্রভৃতি ওয়াচ ঘড়ির মত (উহাতে ৩০ হইতে ২০০/২৫০ মিলিলিটার পর্য্যন্ত পারদের নম্বর ও ঘড়ির কাঁটা আছে) একপ্রকার যন্ত্র হাতের মণিবন্ধে বাঁধিয়া সেই ঘড়ি সংলগ্ন রবারের বাল্ব পাম্প করিয়া কাঁটা দেখিয়া পরীক্ষা করেন। যাহার যত বয়স তাহাতে ৯০ যোগ করিয়া যত হইবে তাহাই আনুমানিক সিস্‌টোলিক প্রেসার, ইহার অধিক হইলেই ব্লডপ্রেসার বৃদ্ধি বলিয়া বুঝিবেন, ডায়েস্‌টোলিক প্রেসার (পলস প্রেসার)—সিস্‌টোলিক প্রেসার অপেক্ষা ২৫ হইতে ৫০ এম, এম, কম থাকে। ব্লডপ্রেসার অত্যন্ত উচ্চ হইলে গ্লোনয়িন—১×, ১ ফোটা, ক্র্যাটিগাস—θ—৫ ফোঁটা, প্যাসিফ্লোরা—θ, ৮/১০ ফোঁটা, উক্ত মাত্রায় এই ৩টি ঔষধ পর্য্যায়ক্রমে ২/৩ ঘন্টা অন্তর দিবেন অথবা পর্য্যায় দিনে প্রত্যেকটি ৩ বার, অর্থাৎ আজ—গ্লোনয়িন ৩/৪ বার, কাল—ক্র্যাটিগাস—৩/৪ বার,—পরশু প্যাসিফ্লোরা—৩/৪ বার এই প্রকারে দিয়া ফলাফল পরীক্ষা করিবেন। লাইকোপাস-৩০, ২০০ শক্তিতেও উপকার হয়। গ্লোনয়িনে-উচ্চ ব্লডপ্রেসার কম হয়। ক্রাটীগাসে—হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া বর্দ্ধিত হয়, বুক ধড়ফড়ানি কম হয় ; প্যাসিফ্লোরায়—স্নায়ু সতেজ হয় এবং অন্য ২টি ঔষধেরও ক্রিয়া বর্দ্ধিত করে।

ব্লড-প্রেসার কম—ফাইজসটিগমা—২×, ৬×, ৩০। ব্লাড-প্রেসার অধিক হইলে উক্ত ঔষধ ভিন্ন—আর্গটিন....১×, এড্রিন্যালিন—৩, ৬, ১২ শক্তি ও জিঙ্কাম।

এই পীড়ায় প্রোটীন খাদ্য—মাংস, মাছ, পনির, দুধ মটরশুটী ইত্যাদি সম্পূর্ণ বন্ধ করা উচিত। প্রত্যেক আহারের সহিত ফল খাওয়া উপকারী পুনঃপুনঃ রক্তের চাপ বৃদ্ধি হইলে শুধু দুগ্ধ পথ্যের উপর রাখা প্রয়োজন, বায়ু বৃদ্ধি হইলে দুধের অংশ হ্রাস করিতে হইবে। জোরে কাপড়পরা, ভাজাখাদ্য দ্রব্য, গরম মসলা, রুটী, কেক, চা, কফি, মদ, তামাক, গুরুপাকদ্রব্য নিষিদ্ধ। উষ্ণ জলে, স্নান, উষ্ণ তুলা বা ন্যাকড়া ভিজাইয়া মাথায় জড়ান বিশেষ উপকারী।

(থেরোপিউটিক্সে রক্তহীনতা ও রক্তাধিক্যতা—৮৭৫ পৃষ্ঠা দেখুন)।

ব্রেণ-ফ্যাগ

(৩৯৯ পৃষ্ঠা—ক্যালি-ব্রোম দেখুন)

ভগন্দর (রেক্টাল-ফিশ্চুলা)।

র‍্যাটানহিয়ার মলম-৫৬৩ (মাদার টিংচার—১ ভাগ, অলিভ-অয়েল, ভ্যাসেলিন বা গ্লিসারিণ ৮ ভাগ) বাহ্যিক প্রয়োগে অনেক প্রকার দ্বারের পীড়া আরোগ্য হয়।

র‍্যাটান্‌হিয়া-৩৪৩, ৫৬৩—বাহ্যের পূর্ব্বে ও সময়ে মলদ্বারে জ্বালা অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত ব্যথা, মলদ্বার দিয়া রস ঝরে, যন্ত্রণা ঠাণ্ডা জলে উপশম হয়, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ক্রিমি।

এসিড-নাই-৩৪৩— বাহ্যের সময় ও পরে ভয়ানক জ্বালা, মলদ্বার ফাটে, ঘা হয়।

পিওনিয়া-৩৪৩—মলদ্বারে সদাই রস ঝরে, পূঁয পড়ে, মলদ্বার ভিজা থাকে বেদনা।

গ্র্যাফাইটীস-৩৪৩—মলদ্বারে ফাটা ঘা, রক্ত-রস পড়া, ভিতরে হুলফোঁটান ব্যথা।

হিপার-৩৪৩—১০/১২ দিন অন্তর মলদ্বারে ফোলা ও টাটানি ব্যথা, একটু পূঁয বাহির হইয়া যাইলেই বেদনার হ্রাস।

অরম-মিউর-৫৯৭, ১৪৩—ভগন্দরের উৎকৃষ্ট ঔষধ।

সাইলিসিয়া-৫৯৯—কোষ্ঠবদ্ধসহ পীড়া, পূঁয কলতানির মত, পাতলা ও দুর্গন্ধ।

ভয় ও ভয়জনিত পীড়া।

একোনাইট-৪৪—ভয় পাইয়া পীড়া, ভয়ে বাহিরে ও জনতাপূর্ণ স্থানে যাইতে চাহে না।

কোর‍্যাল-২৪০—শিশু ঘুমাইতে ঘুমাইতে হঠাৎ চীৎকার করে, কাঁদে।

ক্যামো-২৩৪—মাতার ক্রোধ বা ভয় পাওয়ার পর স্তনপান করিয়া শিশুর তড়কা।

বেঞ্জিনাম-৬৭৯—ঘরের মেঝে কিম্বা বিছানা থেকে যেন পড়িয়া যাইবে এইরূপ ভয়।

মৃত্যুভয়-একোনাইট, আর্স (একোনাইটে—বলে আমাকে বাঁচাইতে পারিল না)।

ওপিয়ম-৫২০—গর্ভকালের শেষাংশে ভয় পাইয়া গর্ভস্রাবের উপক্রম ভয় পাইয়া ঋতুস্রাব কিম্বা প্রস্রাব বন্ধ।

২০২ পৃষ্ঠায় ক্যানাবিস অধ্যায়ে—নানাপ্রকার ঔষধে নানাপ্রকারের ভয় দ্রষ্টব্য।

ক্যালি-ফস-৪১৩—শিশু ঘুমাইলেই ভয় পাইয়া জাগিয়া উঠে (হায়ো, ক্যালি-ব্রোম)।

(৭০৮ পৃষ্ঠায় অনিদ্রা ও নিদ্রা দেখুন)

ভ্যাঁদাল-ব্যথা।

আর্ণিকা-১২১—ভ্যাঁদাল বেদনা ও রক্তস্রাবের উত্তম ঔষধ। ফরসেপ যন্ত্রদ্বারা প্রসব।

কুপ্রম-মেট—২৯২—যে সমস্ত পোয়াতির অনেক সন্তান হইয়াছে তাহাদের বেদনা।

পলসেটিলা-৫৫৭—পলসেটিলার ধাতু হইলে অবশ্য পলসেটিলা দিবেন, নচেৎ—সিকেলি, ভাইবর্ণম, জ্যান্থক্সাইলাম, ক্যামো ইত্যাদি।

সিকেলি-৫৮৬—ইহার মাদার-টিংচার সমস্ত ঔষধ অপেক্ষা আশু ফলদায়ক, ৩/৪ ফোঁটা মাত্রায় অর্দ্ধ হইতে ১/২ ঘন্টা অন্তর প্রযোজ্য।

মস্তিষ্ক-ঝিল্লির প্রদাহ (মেনিন্‌জাইটীস)

এই পীড়ায় রোগীর ঘাড়ে ও মাথায় অনবরত আইস-ব্যাগ প্রদানের ব্যবস্থা অনেকেই করিয়া থাকেন ; কিন্তু আমি দেখিয়াছি উপকার না হওয়া পর্য্যন্ত মাথায় অনবরত শীতল জল ঢালার কিম্বা ঠাণ্ডা জলের ডুস দিবার ব্যবস্থা করিলে উপকার অধিক হয়।

জিঙ্কাম ও একটিয়া-রেসিমোসা অধ্যায়—৫০ পৃষ্ঠা দেখুন।

টিউবারকিউলার—এপিস, সাইকিউ, ক্যালকে-আয়োড, লাইকো, আর্জেন্টি-নাই।

সেরিব্রো-স্পাইন্যাল—গ্লোনয়িন, হেলিবোর, সাইকিউ, হায়োসি, জিঙ্কাম, জেলসি, এগারিকাস, সিমিসি, ফাইজস, ক্যানাবিস-ইণ্ডিকা, সলফার, জিঙ্ক-সলস, জিঙ্ক-ব্রোম।

সিম্পিল-মেনিন্‌জাইটীস—আর্ণিকা, এপিস, বেল, সাইকিউ, জেলসি, গ্লোনয়িন, ক্যালিব্রোম, ভেরেট-ভিরি, জিঙ্কাম।

আর্ণিকা—আঘাত লাগিয়া পীড়ার উৎপত্তি।

সাইকিউটা-২৪১, ১৪১—শ্বাসকষ্ট, কোনও দ্রব্য গিলিতে এমন কি ঢোক গিলিতেও কষ্টবোধ করে। সেরিব্রো-স্পাইন্যাল—মাঝে মাঝে দমবন্ধ ও অজ্ঞানের মত হয়, একটু গোলমাল বা শব্দ করিলে ফিট বাড়ে, ঘাড় ও মাথা পিছন দিকে বাঁকিয়া পড়ে।

এপিস-১০৩—প্রথমাবস্থায় অজ্ঞানভাব, বালিসে মাথা এপাশ-ওপাশ করা, হঠাৎ চীৎকার, মাথায় বেদনা, উদ্ভেদ বসিয়া পীড়া।

ক্রোটেলাস-২৮৪—সেরিব্রো-স্পাইন্যাল—বিকার, নাক দিয়া কাল রক্তস্রাব, জিহ্বা লাল ও ফোলা, নিশ্বাসে দুর্গন্ধ, রক্ত বাহ্যে।

ক্যালি-আয়োড-৪০৮—ব্রঙ্কাইটীস, নিমোনিয়া প্রভৃতি পীড়াহেতু মস্তিষ্কে রক্তাধিক্য, চক্ষু লাল, বিকার, মস্তিষ্কে জল সঞ্চয়, মেনিনজাইটীস, তৎসহ উচ্চতর জ্বর।

ভেরেট্রম-ভিরিডি-৬৪৪,—সেরিব্রো স্পাইন্যাল-মেনিনজাইটীস তৎসহ উচ্চ জ্বর।

হেলিবোরাস-৩৫৩—চেতনাশূন্য, পিপাসাশূন্য, কিন্তু জলপাত্র মুখে ধরিলেই আগ্রহের সহিত পান করে, পিউপিল প্রসারিত, এক দিকের হাত পা নাড়ে, কিছু চিবাইবার মত মাঢ়ী নাড়ে, প্রস্রাব বাহ্যে প্রায় বন্ধ, বালিসের উপর মাথা চালে, দাঁত কড়্‌মড় করে।

জিঙ্কাম-মেট-৬৪৯, ৬৪৫—মস্তিষ্ক আবরণীর পরদার প্রদাহ, চর্ম্মপীড়া রুদ্ধ হইয়া কিম্বা শিশুদের দন্তোদগমকালীন পীড়া, সম্পূর্ণ অজ্ঞান, কম্পন, টেরাদৃষ্টি, খেঁচুনি। .... বাহ্যে হঠাৎ বন্ধ হইয়া মস্তিষ্ক লক্ষণ।

গ্লোনয়িন-৩৩৪—মেনিন্‌জাইটীস, হাইড্রোকেফালস পীড়ার চীৎকার, ক্রন্দন, মাথার দপ্‌দপানি বেদনা, বমি, পীড়া, আরম্ভেই ফিট আরম্ভ, মাথা গরম, হাত পা ঠাণ্ডা (মাথাব্যথা, বমি না থাকিলে—এপিস, ... ক্রোধ কিম্বা সূর্য্যোত্তাপ বশতঃ পীড়া—একোনাইট)।

জিঙ্কাম-সিয়ানেটাম-৬৫০—শিশুদের মেনিনজাইটীস, কন্‌ভলসন ও সেরিব্রো-স্পাইন্যাল—জিঙ্কাম-মেটে উপকার না হইলে।

জিঙ্কাম-সল্‌ফ-৬৫০—মেনিন্‌জাইটীসের শ্রেষ্ঠ ঔষধ (জিঙ্ক-ফসেরও প্রয়োজন)।

এপোসাইনাম-৬৪৯—হাইড্রোকেফালসের পরবর্ত্তী অবস্থায় চীৎকার, অস্থিরতা প্রভৃতি না থাকিয়া অঘোর অজ্ঞানভাব।

আর্জেন্টি-নাইট্রিকাম-৬৫১—খেঁচুনি, অঙ্গের কম্পন, জিঙ্কামে উপকার না হইলে।

মেডোরিণাম-৬২৩—সেরিব্রো-স্পাইন্যাল-মেনিনজাইটীসে, প্রথমে—সিমিসি, তৎপরে—মেডোরিণাম, আরোগ্যের লক্ষণ প্রকাশিত হইলে—লাইকো, (ডাঃ টি, ওরাইল্ডস)।

সলফার-৬১৬—টিউবারকিউলার-হাইড্রোকেফালসের প্রথম অবস্থায় তড়কার মত ফিট, ঘুম আসে ঘুমাইতে পারে না, ক্রন্দন মুখের বর্ণ লাল (একজুডেসন-ষ্টেজে—এপিস বিফল)।

** সোলেনাম-২৬০—একটু স্পর্শেই ফিট ভীষণ মাথা ব্যথা, জ্ঞানলোপ।

মার্ক-সল-৪৭০—কাণে পূঁয পড়া বন্ধ হইয়া পীড়ার উৎপত্তি।

এমন-কার্ব্ব-৭৮—পীড়ার হঠাৎ বৃদ্ধি, প্রতিক্রিয়ার আশা থাকে না, সর্ব্বাঙ্গ ঠাণ্ডা, ঠোঁট ও শরীর লালবর্ণ। ..... আর্ণিকা, সাইকিউটা—মস্তকে আঘাতলাগা জনিত পীড়া।

মলত্যাগকালীন ও মলদ্বারের পীড়া।

সরলান্ত্রের প্রদাহ (প্রক্টাইটীস)—একোন, বেল, সলফ, নক্স, ল্যাকে, পডো।

মলদ্বার সঙ্কুচিত—কষ্টি, কক্কু, ইগ্নে, ক্যালি-বাই, এসিড-নাই, ওপি, প্লম্ব।

সরলান্ত্র ও মূত্রথলীর কোথানিসহ—এলিউমি, এলো, হায়ো, লাইকো, ক্যাপসি।

মলদ্বার দিয়া হড়হড়ে ও পূঁযের মত পদার্থ চোয়াইয়া নির্গমন—থুজা, বোরাক্স, সিপি।

বাহ্যের সময় প্রস্রাব করা কষ্টকর—মর্ফিণাম, চায়না।

মলত্যাগকালে লিঙ্গোদগম—থুজা, ইগ্নে। ভগন্দর—অরম-মিউর-৫৯৭।

মলত্যাগকালীন শ্বেত প্রদরস্রাব—ম্যাগ-কার্ব্ব (ম্যাগ-মিউর-৪৫৬) থুজা, জিঙ্কাম।

গোগগুল নির্গমন (Proplasus)—বেল, এপিস, ইগ্নে, ক্যালকে (এসিড-মিউর—প্রস্রাবের সময় এবং নক্স, পডো—বাহ্যের পূর্ব্বে), সলফ, ফস, (বাহ্যে না হইয়া—ইগ্নে), রুটা, সিপি—৭৭২ পৃষ্ঠায় "গোগগুল নির্গমন" দেখুন। ঐ শিশুদের নক্স, পডো, ইগ্নে, রুটা, ফেরম।

অর্শ—৭১৫ পৃষ্ঠা দেখুন। ভগন্দর দেখুন। অন্যান্য পীড়া—তাহাদের স্থানে দেখিবেন।

প্রুণাস স্পাইনোসা-৫৫১—মলদ্বারে বেদনাসহ শক্ত গুটলে মল, হড়হড়ে শ্লেষ্মা সংযুক্ত তরল মল, উদরাময়ে বাহ্যের পর মলদ্বারে ভীষণ জ্বালা।

স্যাবাডিলা-৫৭৫—মলদ্বার কুট কুট করে চুলকায়।

মেজেরিয়ম-৪৮০—বাহ্যের পূর্ব্বে ও সময়ে মলদ্বারে ক্রিমির মত সড় সড় করে।

মস্তক, মস্তিষ্কের পীড়া ও মাথাব্যথা।

আর্সেনিক-১৩১—মাথায় খুস্কিউঠা (ন্যাট-মিউর)।

সাইক্ল্যামেন-২৯৬—মস্তিষ্কের দুর্ব্বলতার জন্য স্থিরচিত্তে চিন্তা করিতে অক্ষম, কষ্টে নিদ্রা.....একোন, গ্লোনয়িন, বেল-৪৭; অরম-১৪২—মস্তিষ্কে রক্ত সঞ্চালন।

আর্ণিকা-১২০—মাথা গরম, শরীর ঠাণ্ডা, এই লক্ষণে সমস্ত পীড়া।

এসিড-কার্ব্বল, কুপ্রম-সলফ-১৭... মাথার মধ্যস্থলে জ্বালা।

গ্লোনয়িন-৩৩৪—মস্তিষ্ক-ঝিল্লীর প্রদাহ তজ্জন্য চীৎকার করা বা কাঁদা, তৎসহ মাথায় দপদপানি-ব্যথা ও বমি।

হেলিবোর-৩৫৩—কনকাসন-অফ-দি-ব্রেণ—আর্ণিকায় উপশম না হইলে।

এষ্টিরিয়াস-১৪০—মাথার উপর যেন আগুন রহিয়াছে এত গরম মস্তিষ্কে রক্তাধিক্য, মাথা বেদনা প্রাতে আরম্ভ, দ্বিপ্রহরে থাকে না, পুনরায় সন্ধ্যায় আরম্ভ।

ক্যালি-ব্রোম-৩৯৮—মস্তিষ্কে রক্তশূন্যতা, হাত পা শীতল, আচ্ছন্নভাব বা সম্পূর্ণ অজ্ঞান, পিউপিল প্রসারিত, মস্তিষ্কের দুর্ব্বলতা, সদাই বিষন্ন, মনমরা, স্মৃতিশক্তির লোপ, মাথাঘোরা, হাত পা কাঁপা, অপরিমিত ইন্দ্রিয়চালনা, পরিশ্রম ও ভাবনা চিন্তা করিয়া পীড়া।

ইরিডিয়ম-৬৮৮—মস্তিষ্ক সম্বন্ধীয় পীড়ায় কোনও বিষয়ে মনসংযোগ করিতে পারে না, চিন্তা করিলে যেন সমস্ত গোলমাল হইয়া যায়।

ইরিডিয়ম-ক্লোরাইড-৬৮৮—মস্তিষ্কের পীড়ায় বোধ হয় যেন গলাধাতু মাথায় পোরা আছে, তজ্জন্য মাথা এত ভারী, ডানদিকের শিরঃশূল।

নিকোলাম-৬৯২—নির্দিষ্ট সময় অন্তর আক্রমণশীল স্নায়বিক শিরঃপীড়া, কোষ্ঠবদ্ধ অনবরত মাথা বেদনা, অধিকপালে মাথাব্যথা, ব্রহ্মরন্ধ্রে যেন পেরেক ফোটাইতেছে মাথায় ভারবোধ, সকাল থেকে দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত বৃদ্ধি।

ওরিওড্যাফনি-৬৯৩—শিরঃপীড়া, মাথা নিচু করিলে কিম্বা নাড়িলে বৃদ্ধি, মাথা ভারী চোখের পাতা ভারী, চোখ নাচে, চক্ষুর গহ্বরে অনবরত বেদনা ও কামড়ানি বেদনা, বাম চোখে অধিক, এই বেদনা কখনও মস্তিষ্কের মধ্যে বা খুলীর মধ্যে দিয়া পড়ে যায়। পশ্চাৎ মস্তকে ও ঘাড়ে সর্ব্বদাই একটু একটু ব্যথা, বেদনা নিয়ে মেরুদণ্ডে ও কাঁধে আসে।

কার্ব্বোনিয়ম-সলফ-৬৮১—মাথায় নানাপ্রকার শব্দ, কাণ বোধ হয় যেন বন্ধ।

জ্যাবোরাণ্ডি-৩৮৯—θ টাকরোগ বাহ্যিক প্রয়োগ।

মস্তিষ্ক আবরণীয় পরদার মধ্যে জল জমা (হাইড্রোকেফালস)—এপিস, সলফার, এপোসাইনাম, হেলিবোরাস।

মাথাব্যথা ঃ

অক্সিপিট্যাল—সিমি, কক্কু, ব্রায়ো, স্যাঙ্গু, সিপি, সাইলি, থুজা, জিঙ্কাম, এমন-পিক্রে।

আধকপালে—ক্যানাবিস-স্যাট, আইরিস, গ্লোনয়িন, স্যাঙ্গু, নক্স, স্পাইজে, ন্যাট-মিউর ন্যাজা, সাইলি, সিপি, সাইক্ল্যামেন (৪৯২ পৃষ্ঠায় ন্যাট্রম-মিউর দেখুন)।

বামদিকের—স্পাইজে-৬০০, সিপি, আর্স-মেট,-১৩৫, ল্যাকে-৪২৬।

ডানদিকের—ক্যাকটস্-১৭৯, আইরিস-৩৮৭, স্যাঙ্গুনেরিয়া-৫৮০, চেলিডোন ২৩৭।

অল্পপরিসর—স্থানে—ক্যালি-বাই,....প্রাতে আরম্ভ—নক্স....বেলা ৯টায়—সিড্রণ....বেলা ১০টায়—ন্যাট মিউর....বৈকাল ৪টায়—মেলিলোট...৪/৫ দিন অন্তর এমন-পিক্রে......স্নায়বিক—এমন-পিক্রে.....ইউরিমিক—ক্যানাবিস, পেট্রোলিয়ম।

বৃদ্ধি ঃ—ঠাণ্ডা বাতাসে—আর্স, পডো, ম্যাগ-ফস, রস, সাইলি, কন্ধ, ডল্কা....স্নানে এন্টিম-ক্রুড, মানসিক চিন্তায় ও পরিশ্রমে—ক্যালি-ব্রোম, ক্যালি-ফস, জিঙ্কাম, ন্যাট-মিউর, এসি-ফস, এসি-পিক্রে,...... কাঁচা সর্দ্দি হইয়া—ইউফ্রে, আর্সেনিক, সিপা, আর্স-আয়োড, নক্স....কাশিলে—ব্যাপ্সি, ন্যাট-মিউর, ব্রায়ো, নক্স, লাইকো....তাপে গরমে—জেলসি, পালস, ন্যাট-কার্ব্ব, এন্টিম-টার্ট, গরম ঘরে—এপিস, সিপা, আর্স, পলস...আলোকে—বেল, ফেরম, সাইলি, প্রাতে, প্রাতে ৬টায় আরম্ভ, মধ্যাহ্নে অত্যন্ত বৃদ্ধি, সন্ধ্যায় উপশম—এমিল নাই....প্রাতে ঘুম ভাঙ্গাবার পর—রস, ল্যাকে, ন্যাট-মিউর, নক্স...সকালে আরম্ভ, সন্ধ্যা পর্য্যন্ত স্থিতি—ন্যাট-মিউর, গ্লোনয়িন, স্পাইজে, স্যাঙ্গু.....নড়িলে-চড়িলে—আর্ণি, বেল, ব্রায়ো, গ্লোনয়িন, স্পাইজে, সলফ.....গোলমালে—বেল, ক্যাক্টস, সিপি, সাইলি, ফেরম.....গাড়ীতে চড়িয়া—ক্যালি-কার্ব্ব, কক্ক....পাকস্থলীর গোলযোগ বশতঃ—ইপি, আইরিস, নক্স, পলস....নিদ্রায়—ল্যাকে, নক্স, কক্কু....সর্দ্দিস্রাব হঠাৎ বন্ধ হইয়া—ব্রায়ো....সর্দ্দিস্রাব বন্ধ হইলে নাসিকামূলে—ষ্টিক্টা, ক্যালি-বাই, যত বেলা বাড়ে ততই বৃদ্ধি, সূর্য্যাস্তে উপশম—স্পাইজে, জেলসি, গ্লোনয়িন, ন্যাট-মিউর..... সূর্য্যকিরণে—বেল, গ্লোনয়িন, ল্যাকে,.....৯টায় আরম্ভ, ১২টা পর্য্যন্ত বৃদ্ধি—সিড্রণ....গর্ম্মী পীড়াজনিত—ফাইটো, থুজা, ..প্রাতঃকালীন—ক্রোরাল হাইড্রেট।

উপশম ঃ—ঠাণ্ডা প্রয়োগে—এলো, এসিড-পিক্রে, পলস....গাড়ীতে চড়িয়া যাইলে—এসিড-নাই.....গরমে—ল্যাকে, ক্যাপসিকম, সাইলি....জোরে বাঁধিলে—আর্জেন্টি, হিপার, সাইলি, ব্রায়ো, চায়না, ন্যাট-মিউর, নক্স....নড়াচড়ায়—প্ল্যাটি, পলস, রস, রডো,...নাক দিয়া রক্ত পড়িলে—ফেরম, চায়না, মেলিলোট..... উদরাময় আরম্ভ হইলে—এলো, ...প্রস্রাব অধিক হইলে—জেলসি, স্যাঙ্গু, এসক্লিপি......খোলা বাতাসে—আর্স, মস্কাস, পলস, সিপা।

স্ত্রীলোকদের ঃ—রক্তাধিক্যতাবশতঃ মাথায় দপ্দপে বেদনা—বেল...ঋতুর পূর্ব্বে—ক্যাল-ফস....ঋতুর সময়—ফেরম....ঋতু না হইয়া—গ্লোনয়িন....ঋতু বন্ধ হইয়া—গ্রাফা, সলফ, পলস,..ঋতুর পূর্ব্বে যতদিন ঋতুস্রাব থাকে—ন্যাট-মিউর, পলস...বাধক বেদনাসহ—ফেরম-ফস, জেলসি, ন্যাট-মিউর, ভেরেট-ভিরি,...ঋতুবন্ধের বয়সে—সিমিসি, ক্রোকাস, জেলসি, ল্যাকে, স্যাঙ্গু।

মাথা বেদনার কারণ ঃ কোষ্ঠবদ্ধের জন্য—নক্স, লাইকো.....গরহজমের জন্য—নক্স......অম্বলের জন্য—আইরিস,.....গরমে কাজ করার জন্য—ব্রায়ো.....রৌদ্রলাগার জন্য—গ্লোনয়িন,.....ইলেকট্রিক আলোতে থাকিয়া— গ্লোনয়িন ধুমপান জনিত—গ্লোনয়িন লোণাজলে স্নানজনিত—ন্যাট্রম-মিউর,.....ম্যালেরিয়া জনিত—ন্যাট্রম-মিউর...... নৌকা গাড়ীতে চড়িয়া—ককুলাস....চক্ষুর অতিরিক্ত ব্যবহারের জন্য—অনস্মোডিয়ম ; —সর্দ্দির জন্য—নক্স, ক্যালি-বাই, ... রাত্রি জাগরণ জন্য—ককুলাস, নক্স, লেখাপড়া করার জন্য—নক্স, ক্যালি-ফস.....সর্ব্বপ্রকার বেদনা—ম্যাগ-ফস,....রক্তাধিক্যতার জন্য—বেলেডোনা।

এসিট্যানিলিডিয়াম-১৩-ক্রুড-ফরম—১ হইতে ৪ গ্রেণ মাত্রায় সেবনে প্রায় সঙ্গে সঙ্গে শিরঃপীড়ায় ও নানাপ্রকার নিউর‍্যালজিক-বেদনার উপশম হয়।

একোনাইট-৪৭—ঠাণ্ডা লাগিয়া সর্দ্দি হয়, সর্দ্দি বসিয়া মাথা ধরে, মাথা দপদপ করে, কপাল, দুই রগ, চক্ষু, চোয়াল ব্যথা করে।

এমন-পিক্রে-৮৩—২/৫ দিন অন্তর ঋতুর পূর্ব্বে কষ্টদায়ক মাথাব্যথা।

মিউরেক্স-৪৮৫—কপালে নিয়ত ব্যথা, সন্ধ্যায় মনের চঞ্চলতা।

আর্জেন্টি-নাই-১১৭, ৪৯২—মাথাঘোরা, মাথার ভিতর এমন সড়সড় করে যেন পোকা চলিতেছে, কাণ ভোঁ ভোঁ করে, হাত পা কাঁপে মাঝে মাঝে ভয়ানক আধকপালে মাথাব্যথা, ঋতুকালীন ও পরে মাথাব্যথা (নূতন পীড়ায়—জেলসি)।

বিসমথ-১৬৬—আহারের পরই মাথাবেদনা আরম্ভ, ভুক্তদ্রব্য বমি হইলেই উপশম।

ব্রায়ো-১৭৫—সম্মুখ রগে, কপালে, ঘাড়ে ব্যথা, নড়িলে চড়িলে, কাশিলে, চোখ খুলিলে বৃদ্ধি, বসিলে গা-বমি, মূর্চ্ছার মত হওয়া, হঠাৎ সর্দ্দিস্রাব বন্ধ হইয়া শিরঃপীড়া।

এন্টিম-টার্ট-৯৯—মাথা কপাল গরম, মাথাঘোরা, টলমল করে ; কিন্তু ঠাণ্ডা জল বা ঠাণ্ডা বাতাস লাগাইলে অত্যন্ত কষ্ট বাড়ে।

ক্যাকটস-১৭৯– আহারের সময় অতিবাহিত হইলে মাথায় খোঁচামারা ও দপদপ করা বেদনা, মাথার ডানদিকে ও মুর্দ্ধায় অধিক, মাথা ভারী।

ক্যাডমিয়ম-১৮১–ব্রহ্মতালু আগুনের মত গরম, মাথায় হাতুড়িমারা বেদনা।

ক্যানাবিস-ইণ্ডিকা-২০৭–আধকপালে মাথাব্যথা–প্রতি ৮ বা ১৫ দিন অন্তর আরম্ভ হয়, ২/৩ দিন রোগীকে অত্যন্ত কষ্ট দেয় (বিরামাবস্থায় সেব্য)।

ক্যাল্‌কেরিয়া-এসেট-১৮২–আধকপালে মাথা বেদনা, পুস্তকপাঠে মাথা বেদনা, খোলা বাতাসে বৃদ্ধি।

চেলিডোন-২৩৭–মাথার ডানদিকের নিউর‍্যালজিক বেদনা।

সিড্রণ-২৩১–ডানদিকে বেদনা, বেলা ৯টায় আরম্ভ–দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত থাকে।

*জিরেনিয়ম-ম্যাক–গা বমি সহ মাঝে মাঝে প্রায়ই মাথাব্যথা।

নিকোলাম-৬৯২–অনবরত মাথাব্যথা, নির্দ্দিষ্ট সময় অন্তর শিরঃপীড়া আধকপালে শিরঃপীড়া, বামদিকে আক্রান্ত, প্রাতঃকাল হইতে দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত বৃদ্ধি।

ফেরম-৩১৯–প্রতি ২/৩ সপ্তাহ অন্তর ২/৩/৪ দিন স্থায়ী শিরঃপীড়া।

ক্রোরাল-২৩৯–প্রাতে ভীষণ শিরঃপীড়া, কপালে অধিক, নড়াচড়ায় বৃদ্ধি, বাতাসে উপশম।

চায়না-২৫২–মাথাধরাসহ চুলে পর্য্যন্ত স্পর্শকাতরতা, ম্যালেরিয়ার পর শিরঃপীড়া।

ককুলাস-২৫৯–মাথাধরাসহ মাথাঘোরা, গা-বমি-বমি। ঘাড়ে বেদনা–জগ্‌ল্যান্স।

কার্ব্বোনিয়ম-সলফ-৬৮১–মাথায় নানাপ্রকার শব্দ।

আইরিস–রাত্রি ১টায় ঘুম আসে, ৫টায় মাথা বেদনা হইয়া ঘুম ভাঙ্গে।

ন্যাট্রম-কার্ব্ব-৪৮৯–মাথাব্যথা সূর্য্যের উত্তাপে বৃদ্ধি (ল্যাকে, গ্লোনয়িন)।

মস্কাস-৪৮৪–নাসিকামূলের উপর বেদনা, মাথার চাঁদিতে চাপবোধ।

থেরিডিয়ন-৬২৯–বাম চক্ষুর উপরিভাগে বেদনা, চোখের উপরাংশে দপদপানি বেদনাযুক্ত মাথাবেদনা, মাথাঘোরাসহ গা-বমি, নড়াচড়ায় গা-বমি।

ক্রোকাস-২৮৩-ঋতুবন্ধের বয়সে, ঋতুকালের পূর্ব্বে ও পরে মাথার ডান, বাম কিম্বা উপরে ভয়ানক বেদনা, দপ্‌দপ্ করে।

এমিল-নাইট্রি-৮৪-প্রাতে ৬টায় আরম্ভ, মধ্যাহ্নে বৃদ্ধি সন্ধ্যায় কম।

এসিড-কার্ব্বল-১৭-মাথায় মধ্যস্থলে জ্বালা।

কুপ্রম সলফ-২৯৪-মাথার চাঁদিতে আগুনের মত জ্বালা।

সাইক্লোমেন-২৯৬-সময়ে সময়ে একদিকের রগ, অধিকাংশস্থলে বাম রগ, দৃষ্টির গোলযোগসহ মাথায় ঠাণ্ডা জল প্রয়োগে উপশম।

জেলসি-৩২৮-মাথা উঁচু থাকিলে, টিপিলে অধিক প্রস্রাবে উপশম, ধূমপানে, রৌদ্রে, মাথা নীচু থাকিলে বৃদ্ধি ; পশ্চাৎ মস্তকে ব্যথা হইয়া সমস্ত মাথায় যায়, শেষে চোখে আসে।

গ্লোনয়িন-৩৩৩-ঋতু বন্ধ হইয়া দপ্‌দপানি মাথাব্যথা, আধকপালে মাথাব্যথা, মাথায় ভয়ানক দপ্‌দপানি, শিরাগুলি ফোলে হাত দিলেও বেশ বুঝা যায়, মুখ লাল হয়, তাপে ও মাথায় কোন আবরণ রাখিলে কষ্ট।

ট্যারাক্সেকাম-অম্ল ও পৈত্তিক শিরঃপীড়া।

বেল-১৫৫-৩৩৪-রক্তাধিক্যতাজনিত ভীষণ মাথাব্যথা, রক্তবর্ণ মুখ ও চোখ, ক্যারোটিড আর্টারি দপ্‌দপ্ করে, মাথা পিছনে হেলাইলে, আবরণ রাখিলে উপশম, শুইলে বৃদ্ধি।

মেলিলোট-৩৩৪-মুখ লাল, নাক দিয়া রক্তস্রাব হইলে মাথাব্যথার উপশম হয়।

(বাতশ্লেষ্মা-জ্বরে উপশম না হইলে-এসিড-ফস), মাথায় রক্তজমাজনিত ভীষণ মাথাব্যথা, মাথা ভারী যেন বোঝা-৪৬১ পৃষ্ঠা দেখুন।

ইগ্নেসিয়া-৩৭৭-হিষ্টিরিয়াগ্রস্থা স্ত্রীর আধকপালে মাথাব্যথা, ব্যথার দিকে চাপিয়া শুইলে আরামবোধ, আহারের পর কমিয়া যায়।

ইপিকাক-৩৮৫-নিউর‍্যালজিক কিম্বা অজীর্ণবশতঃ শিরঃপীড়া, বেদনা-দাঁতে, জিবের গোড়ায়, চোখে পর্য্যন্ত যায়, তৎসহ গা-বমি।

ক্যালি-বাইক্রম-৩৯৩-মাথার অতি অল্প পরিসর কোন একস্থানে ভীষণ ব্যথা। মাথাব্যথার পূর্ব্বে দৃষ্টিহ্রাস, বেদনা বৃদ্ধির সহিত দৃষ্টিশক্তির বৃদ্ধি, বেদনা হঠাৎ আসে ও যায়।

স্পাইজেলিয়া-৬০১-ঘাড় হইতে আরম্ভ হয়, চোখে অবস্থিতি করে, বেলা বৃদ্ধির সহিত ক্রমশঃ বেদনা বাড়ে, সূর্য্যাস্তে কমিয়া যায়, বামদিকে শিরঃশূল (ন্যাজা)।

এনহেলোনিয়ম-৫৪৬-পশ্চাৎ মস্তকে নিরন্তর বেদনা, ৪/৫ দিন থাকে, এত অধিক বেদনা যে কার্য্যে অক্ষম হইয়া পড়ে।

থুজা-৬৩১-মাথার চাঁদিতে ক্ষতবৎ বেদনা, বালিস মাথায় দিতে পারে না, বেদনা প্রায় সকল সময়েই থাকে, রাত্রিতে অত্যন্ত বৃদ্ধি। বেদনা কখনও মুখে যায়, সকালে অসহ্য বেদনা হয়, কিছুই চিবাইতে পারে না, চা-পানজনিত শিরঃপীড়া।

ল্যাক-ডিফ্লোর-৪২১-প্রাতে সম্মুখ রগ হইতে আরম্ভ হইয়া ঘাড়ে যায়, দপ্‌দপ্ করে, তৎসহ গা-বমি, চোখে অন্ধকার দেখে, বেদনার সময় খুব প্রস্রাব হয়।

ল্যাকেসিস-৪২৬-একটু রৌদ্রে কিম্বা হঠাৎ সর্দ্দিস্রাব হইয়া মাথাব্যথা, সর্দ্দি-হাঁচির সহিত মাথাব্যথা, বাম রগ ও বামদিক আক্রান্ত। মাথার স্নায়ুমূল-প্রাতে ঘাড়ে খুব বেদনা, বৈকালে কম, বেদনা তাপে উপশম।

ল্যাট্রোডেকটাস-৬৮৯-মাথার বেদনা, ঘাড়ে ও পশ্চাৎ মস্তকে যায়।

ইরিডিয়ম-ক্লোর-৬৮৮-ডান দিকের শিরঃশূল, মাথা অত্যন্ত ভারী বোধ হয়, যেন গলা ধাতু মাথার ভিতর পোরা আছে (মেলিলোট)।

আর্জ্জেন্ট, সিপিয়া-৪৯৩-মাঝে মাঝে আধকপালে মাথাব্যথা।

মিনিয়্যান্থিস-৪৬১-মাথাভারী, মাথা ধরে, চাপবোধ, বেদনা ঘাড় হইতে আরম্ভ হইয়া সমস্ত মাথায় যায়, জোরে চাপিলে কমে ; কিন্তু পুনরায় বাড়ে। সিঁড়িতে উঠিতে নামিতে ও অধিক নড়াচড়ায় বাড়ে।

ন্যাট্রম-মিউর-৪৯৩ পৃষ্ঠা-পুরাতন শিরঃপীড়া, আধকপালে মাথাব্যথা, শিরঃশূল, রগ ও মাথার ব্রহ্মতালু দপ্‌দপ্ করে। প্রাতে ঘুম ভাঙ্গিবার ও ঋতুর পর আরম্ভ, ঋতুর পূর্ব্বে মাথাব্যথা আরম্ভ হইয়া যতদিন ঋতু থাকে ততদিন মাথাব্যথা।

ইনডিয়ম-৬৮৮-বাহ্যের বেগ দিলেই মাথায় যন্ত্রণা হয়, বাহ্যের সময়েও মাথা যেন ফাটিয়া যায়।

ল্যাট্রোডেক্টাস-৬৮৯-মাথার যন্ত্রণার জন্য কাঁদে, বেদনা ঘাড়ে ও পশ্চাৎ মস্তকে যায়।

ষ্ট্রীকনিয়া-ভ্যালেরিয়ানা-৭০০.... মস্তিষ্ক শক্তির ক্লান্তি, স্ত্রীলোকের স্নায়বিক উত্তেজনা।

এষ্টিরিয়াস-১৪০-বেদনা প্রাতে আরম্ভ-দিনে থাকে না; পুনরায় সন্ধ্যায় আরম্ভ রক্তাধিক্যতা।

নক্স-ভমিকা-৫১২-ঘাড়ের দিকে একদিকের রগে বেদনা, বামচক্ষুতে অবস্থিতি, প্রাতে আরম্ভ, সন্ধ্যায় নিবৃত্তি তৎসহ অম্লের লক্ষণ।

ককসিনেলা-২৫৮-ডানচক্ষুর উপরাংশে, রগে ও শিরোপশ্চাতে বেদনা।

স্যাঙ্গুনেরিয়া-৫৮০-সূর্য্যোদয়ে আরম্ভ, বৈকালে নিবৃত্তি, গা-বমি-বমি, বমি, ডান রগ, ডান চক্ষু, ডানদিক আক্রান্ত হয়।

সেলিনিয়ম-৫৮৯-মদ্যপানের নেশা ছুটিয়া যাইলে মাথা ধরে।

ষ্ট্যানো-৬১২-সম্মুখ রগে ও জ্রতে বেদনা, প্রাতে ৯টায় আরম্ভ, দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত থাকে।

পলস-৫৫৯-নাকে ঘন পাকা সর্দ্দিসহ ডানভ্রূর কিংবা বামচক্ষুর নীচের হাড়ের বেদনা।

প্যারিস-কোয়াড্রি-৫২২-মাথার চাঁদিতে অত্যন্ত ব্যথা, চুল আঁচড়াইতে পারে না। অক্সিপিট্যাল শিরঃপীড়া, ঘাড় হইতে আরম্ভ হইয়া মাথার উপরে যায়।

ন্যাজা-৪৮৭-প্রাতে আরম্ভ, মধ্যাহ্নে বৃদ্ধি, সূর্য্যাস্তে নিবৃত্তি।

এলো-৭০-উদরাময় আরম্ভে মাথা ব্যথায় উপশম, উহা বন্ধ হইলে বৃদ্ধি, মাথাব্যথা ক্রমে বৃদ্ধি-ঠাণ্ডায় উপশম (আর্স)।

দ্রষ্টব্য ঃ মাথাব্যথা ঠাণ্ডায় উপশম হইলে স্নানের পূর্ব্বে মাথায় দধি মাখিয়া কিছুক্ষণ পরে স্নান করিলে মস্তিষ্ক শীতল থাকে। শতধৌত ঘৃত প্রায় সর্ব্বপ্রকার শিরঃরোগে মস্তিষ্কের পীড়ায় উপকারী। ঘৃতকুমারীর শাঁসে ঘৃত মিশাইয়া ব্যবহারেও উপকার হয়।

মাথাঘোরা ঃ

এমন-কার্ব্ব-৭৯-প্রাতে বিছানা হইতে উঠিলেই মাথা ঘোরে।

অরম-১৪২-মাথা নীচু করিলে চলিলে বামদিকে টলিয়া পড়ে।

ষ্টেলারিয়া (Stellaria Medusa) সর্ব্বদাই সম্মুখ রগে ঘিনঘিনে বেদনা, বেদনা বামদিকে অধিক ও প্রাতে বৃদ্ধি, সমস্ত মাথার খুলীর উপর তীব্র বেদনা, চক্ষুর নিকট হইতে বেদনা আরম্ভ হইয়া দুই রগে ও মাথার পশ্চাতে যায়, মাথা বেদনার সহিত গা-বমি মাথা ঘোরে।....ম্যানসিনেলা-৬৯১..... মাথাঘোরে, মাথা যেন হাল্কা ও খালি।

ক্যাডমিয়ম-১৮১-মনে হয় যেন ঘরবাড়ী সমস্তই চরকার মত ঘুরিতেছে, সময়ে সময়ে অজ্ঞান হয়। মাথার ব্রহ্মতালুতে জ্বালা।

ক্যালকেরিয়া-এসেট-১৮২-মাথাঘোরা খোলা বাতাসে বৃদ্ধি।

ক্যালকেরিয়া-সিলিকা-১৯৫-মাথা ঘোরে, মাথার চাঁদি গরমের পরিবর্ত্তে ঠাণ্ডা।

চেলিডোন-২৩৭-ন্যাবা কিম্বা পিত্তবমিসহ মাথাঘোরা।

ককুলাস-২৫৯- নেশা করার মত মাথাঘোরা, শুইয়া উঠিতে গেলে, চলিতে গেলে মাথা ঘোরা, মাথাঘোরাসহ গা-বমি-বমি।

কোনিয়ম-২৭৭—মস্তিষ্কে রক্ত স্বল্পতার জন্য যাহাদের ডিম্বকোষের বা জরায়ুর পীড়া আছে তাহারা পাশ ফিরিলে বা মাথা নাড়িলেই মাথা ঘোরে।

থেরিডিয়ন-২৭৭-পাশ ফিরিলে, মাথা নাড়িলে মাথা ঘোরে তৎসহ গা-বমি-বমি।

সলফোন্যাল-৭০০-মাথাঘোরা, নিদ্রাভাব, একটু মাথা তুলিলেই মাথাঘোরে, মাথা ঘোরাইলেই বেদনা।

মর্ফিণাম-৪৮৩-একটু মাথা নাড়িলেই মাথাঘোরে, মাথাভারী ও গরম। কম্বল-২৮, ৬ষ্ঠ-হেঁট হইলে, বেড়াইলে, বসিয়া উঠিলে, গরম জল ব্যবহারে মাথাঘোরে।

মস্কাস-৪৮৩-একটু নড়িলে চড়িলে চক্ষুর পলক ফেলিলে মাথা ঘুরিয়া উঠে, বাহিরে শীত-ভিতরে উত্তাপ অরুচি, পেটফোলা ও হৃৎস্পন্দন।

স্যাবাডিলা-৫৭৫-মাথা ঘোরে, মনে করে যেন সমস্ত বস্তুই একটির পর একটি চাকার মত ঘুরিতেছে, কোনও বস্তুর গন্ধ সহ্য হয় না।

সাইট্রাস-ভলগ্যারিস-১৯-মাথাব্যথাসহ গা-বমি, মাথাঘোরা।

থুজা-৬৩১- চোখ বুজাইলেই মাথাঘোরা, চোখ খুলিলে উপশম।

আর্জেন্টি-নাই-১১৭-মাথাব্যথার সঙ্গে মাথাঘোরা, কোন উচ্চ বাড়ীর দিকে তাকাইলে মাথা ঘোরে, মাথাঘোরার সঙ্গে কাণ ভোঁ ভোঁ করে, হাত পা কাঁপে।

এসিড-ফস-৩৬-মাথাবেদনা, মাথাঘোরা, বুক ধড়ফড় করা, স্নায়ুদৌর্ব্বল্য।

এসিড-নাইট্রি-২৯-প্রাতে, রাত্রিতে, বিছানা হইতে উঠিবার ও বেড়াইবার সময় বৃদ্ধি গাড়ীতে চড়িয়া যাইলে উপশম।

দ্রষ্টব্য ঃ যে সমস্ত রোগীর মাথাঘোরা অথবা মস্তকের কোনও প্রকার পুরাতন পীড়া থাকে, তাহারা প্রত্যহ সকালে ও সন্ধ্যায় খালি পায়ে অন্ততঃ আধ ঘন্টাকাল মৃত্তিকা কিম্বা ঘাসের উপর বেড়াইলে বা দাঁড়াইয়া থাকিলে শীঘ্র উপকার পাইবেন। মাথা গরম থাকিলে স্নানের সময় একটু দধি জলে মিশাইয়া তদ্দারা প্রত্যহ উত্তমরূপে মাথা ধুইয়া ফেলিবে।

মানসিক লক্ষণ।

এনাকার্ড-৮৫-শপথ ও গালাগালি করিবার ইচ্ছা, স্মরণশক্তির হ্রাস, বিমর্ষ, উদাস।

এন্টিম-ক্রুড-৯১-ছেলে রাগী, খুঁৎখুতে, খিটখিটে, কেহ তাকাইলে বা গায়ে হাত দিলে কাঁদে, মনমরা দুঃখিত, কথায় কথায় কান্না।

সিনা-২৪৫-শিশুর গায়ে হাত দিলে কাঁদে, হাত পা ছাড়ে, রাত্রিতে অস্থির হয় ঘুমাইতে ঘুমাইতে চীৎকার করে (এপিসের মত)।

এন্টিম-টার্ট-৯৬-শিশু মায়ের কোল ছাড়ে না, গায়ে হাত দিলে কাঁদে।

আর্জেন্টি-নাই-১১৬-সর্ব্বদা নিজের পীড়ার ও অবস্থার কথা বলে, কথাবার্ত্তার জন্য একজন লোক চায়। টাইফো-ফেব্রিণাম-৬৭৫-মৃত্যুর তারিখ প্রকাশ করে।

আর্জেন্টি-মেট-১১৫-কথা কহিতে কহিতে ভুলিয়া যায়, চুপ করিয়া থাকে, প্রকৃত বয়স অপেক্ষা অধিক বয়স্ক বলিয়া বোধ হয়।..... একোনাইট-৬৭৫ মৃত্যুর সময় ঠিক করিয়া বলে।

আর্সেনিক-১২৪-মৃত্যুভয়, ছটফটানি, মানসিক অস্থিরতা, কোনও প্রকার বেদনা যন্ত্রণা না থাকিলেও ছটফট করে। জীবনে নিরাশ বলে চিকিৎসায় কোন ফল হইবে না।

আর্জেন্টি-১১৭-একোনাইটের মত মৃত্যুর দিন ধার্য্য করিয়া বলে।

অরম-মেট-১৪১- নৈরাশ্য, কাঁদে, মৃত্যু কামনা করে, বলে পীড়া আরোগ্য হইবে ও আত্মহত্যার ইচ্ছা, বিষাদিত, প্রশ্নের উপর প্রশ্ন করে।

রসটক্স-৫৬৭-সর্ব্বদা বিষাদিত, উদাসীন, আত্মহত্যার চিন্তা।

সাইক্ল্যামেন-২৯৬-মনোকষ্টের জন্য নীরবে কাঁদে, কাহাকেও বুঝিতে দেয় না, তৎসহ ঋতুবন্ধ, মাথাঘোরে, অজীর্ণ, পেটে বায়ু জমে।

এনাকার্ড-ওরিয়েন্ট-৮৫-মনে করে দুইটি ইচ্ছা-একটি করিতে বলে, অন্যটি নিষেধ করে, হাঁটিবার সময় মনে করে যেন কেহ পশ্চাতে আসিতেছে।

জেলসি-৩২৭-নিয়ত চুপ করিয়া থাকিতে বা ঘুমাইতে ও একলা থাকিতে ইচ্ছা কোনও বিষয় মনঃসংযোগ করিয়া চিন্তা করিতে পারে না, পড়িতে ও কথা কহিতে বিরক্ত।

মর্ফিণাম-৪৮৩-ক্রমাগত কাঁদে, কাহারও সহিত কথা কহিতে এমন কি চিকিৎসকের নিকটেও অসুখের কথা কহিতে কাঁদে।

ককুলাস-২৫৯-প্রতিবাদ অসহ্য, একটুতেই দোষী বিবেচনা করে ও রাগিয়া যায়।

ক্যালকেরিয়া-সিলিকা-১৯৫-কিছুই মনে থাকে না, সর্ব্বদাই অন্যমনা, অস্থির, রাগী নিজেকেও বিশ্বাস নাই, ভীতু।

কষ্টিকাম-২২৬-পরের দুঃখে কষ্টানুভব, সদাই বিমর্ষ, দুঃখিত, আশাশূন্য, সামান্য বিষয়েও শিশুর মত চীৎকার করিয়া কাঁদে।

ককুলাস-২৫৮-সর্ব্বদাই বিষাদিতা, অধৈর্য্যশীলা ব্যভিচারিণী, একটুতেই ক্রুদ্ধ হয়, প্রতিবাদ সহ্য হয় না, তাড়াতাড়ি কথা কয়।

কফিয়া-২৬২-ভবিষ্যতের জন্য মনে নানাপ্রকার চিন্তা ও কল্পনা, তজ্জন্য অনিদ্রা।

কলচিকম-২৬৪- গোলমাল, তীব্র, গন্ধ, কুব্যবহার, অন্যের সংস্রব আদৌ সহ্য করিতে পারে না, লিখিবার সময় শব্দ বা অক্ষর ভুল করে।

কোনিয়ম-৬৭৬-সমাজে যাইতে ভীত, চিত্তোন্মাদ: স্মৃতিশক্তি ক্ষীণ, একটুতেই উত্তেজিত, বিরক্ত হয়, প্রতিবাদ সহ্য হয় না, কলহপ্রিয়, যথেচ্ছাচারী, অলস কোন বিষয় গ্রাহ্য করে না, কাজকর্ম্ম করিতে চাহে না।

ক্রোকাস-২৮২-হিষ্টিরিয়ায় অত্যধিক আনন্দ, নাচে, গান করে, একবার রাগ-একবার বিষাদিত।.... ডক্কামারা-৩০৮-কোন বিষয়ে ঠিক কথা বলিতে পারে না।

বিস্মথ-১৬৫-চঞ্চল, উদ্বিগ্ন, একবার শোয় একবার বেড়ায়, বসে একস্থানে অধিকক্ষণ থাকিতে পারে না।

ফেরম-মেট-৩১৯-সামান্য মাত্র গোলমাল ও শব্দও অসহ্য, অস্থির ও উত্তেজিত হয়।

গ্র্যাফাইটীস-৩৩৭-সদাই দুঃখিত, বিমর্ষ, নিয়ত অমঙ্গল আশঙ্কা এজন্য উদ্বিগ্ন, মৃত্যুর বিষয় ভাবে, কোনও বিষয়ে মনসংযোগ করিতে পারে না, কিছুই মনে থাকে না, ভুলিয়া যায়, গীত-বাদ্যাদিতে কান্না পায়।

হায়োসিয়ামস-৩৬৭-একেলা থাকিবার, বিষ খাওয়াইবার, বিক্রয় করাইবার, পানাহার করিবার, যাহা লইতে বলা হয় তাহা গ্রহণ করিবার ভয়, ষড়যন্ত্র সন্দেহ।

*ইগ্নেসিয়া-৩৭৪-হাসে-কাঁদে, বিমর্ষ, দুঃখিত, শোকাচ্ছন্ন, তজ্জন্য দীর্ঘশ্বাস ফেলে, গভীর শোক-দুঃখ নীরবে সহ্য করে, কাহারও কাছে প্রকাশ করে না, মনে মনে কাঁদে, নির্জ্জনে থাকিয়া দুঃখবোধ করিবার ইচ্ছা।

ক্যালি-কার্ব্ব-৪০০-একেলা থাকিতে পারে না, সঙ্গি চায়, (একেলা থাকে-ইগ্নে, নক্স)।

ল্যাক-ক্যানাইনাম-৪২০-অত্যন্ত ভুল করে, কোন দ্রব্য ক্রয় করে ; কিন্তু বাড়ী লইয়া যাইতে মনে থাকে না, ফেলিয়া চলিয়া যায়। এক বিষয় লিখিতে অন্য বিষয় লেখে, শব্দের শেষাংশ ভুল করে। মনে করে তাহার পীড়া দুরারোগ্য।

ল্যাকেসিস-৪২৬-নিদ্রার উপক্রমে না নিদ্রাভঙ্গেই মানসিক ও পীড়া লক্ষণের বৃদ্ধি।

লাইকোপোডিয়ম-১৪৬-সদাই বিমর্ষ, ধর্ম্ম সম্বন্ধে বকে কিংবা নির্জ্জনে বসিয়া ভাবে, লিখিতে ভুল করে বানান বা শব্দ ভুল হয়, শব্দের অর্থ মনে থাকে না।

ন্যাট্রম-কার্ব্ব-৪৮৯-চিন্তা করিতে পারে না, একটু চিন্তায় বা মানসিক পরিশ্রমে মাথা ঘোরে, মাথাব্যথা করে, একেবারে বোকার মত হয়।

ন্যাট-মিউর-৪৯১-বিমর্ষ, রোদনপরায়ন, সান্ত্বনা করিলে আরও দুঃখ বাড়ে।

নক্স-মস্কেটা-৫০৩-বিস্মৃতি, কথা কহিতে লিখিতে অযথা শব্দ প্রয়োগ করে, বিশেষ পরিচিত রাস্তাও ভুল করে, হাসিতে হাসিতে কাঁদা, কাঁদিতে কাঁদিতে হাসা।

নক্স-ভমিকা-৫০৬-হঠাৎ একটুতে রাগে, খিটখিটে, সতর্ক, হিংসুক, কলহপ্রিয়।

প্ল্যাটিনা-৫৪৩-অহঙ্কারী, একটুতেই মেজাজ গরম করে, কটু কথা বলে, ভাল বলিলে বেশী খুশী, মন্দ বলিলেই চটে, খুব বিরক্ত হয়, প্রায় কাঁদে।

পেট্রোলিয়ম-৫২৪-বড় ভীতু, একটুতেই চটিয়া উঠে, জ্বরে খেয়াল দেখে যেন একজন পীড়িত ব্যক্তি তাহার পাশে শুইয়া আছে। সূতিকা-জ্বরে খেয়াল দেখে-ছেলে একটি নয় দুইটি, অনেকে খেয়ালে বলে-চারি হাত, চারি পা অর্থাৎ তাহার সমস্তই দ্বিগুণ।

ফাইটোলক্কা-৫৩৮-জীবনে সম্পূর্ণ অনিচ্ছা, মনে করে নিশ্চয়ই মরিবে।

প্লম্বম-৫৪৫-স্মরণশক্তির লোপ কিম্বা দুর্ব্বলতা, প্রকৃত কথা স্মরণ করিতে অক্ষম।

পলসেটিলা-৫৫৩-নম্র, ধীর, অভিমানী, সহজেই কাঁদিয়া ফেলে, সামান্য অনুরোধে লক্ষণচ্যুত হয়, পরিবর্ত্তনশীল মনোভাব।

সিপিয়া-৫৯২-শান্ত স্বভাবা স্ত্রী সংসারে অবজ্ঞা, নিজের সন্তানদিগের প্রতি অবজ্ঞা।

সাইলিসিয়া-৫৯৬-শিশু বড়ই একগুঁয়ে, কেবল কাঁদে, কিছুতেই শান্ত হয় না।

ষ্ট্যাফিসেগ্রিয়া-৬০৬-শিশু উত্তেজিত, রাগী, খিটখিটে, কিছুতেই সন্তুষ্ট হয় না, কিছু হাতে দিলেই ছুড়িয়া ফেলিয়া দেয়। উক্ত লক্ষণসহ শিশুর অস্বাভাবিক ক্ষুধা (ক্যামোমিলা)।

সলফার-৬১৪-কাহারও সহিত কথা কহিতে ভালবাসে না, সকলেরই দোষ দেখে, চিকিৎসকের উপদেশেও বিরক্ত হয়, কিছুই ভালবাসে না, কিছুতেই আনন্দ পায় না, নিয়তই বকবক ও খিটখিট করে।

থুজা-৬৩১-বাঁচিতে অনিচ্ছা, বিমর্ষ, জ্ঞানবুদ্ধিহীন, নির্জ্জনবাসে ইচ্ছা ; মনে করে সে উচ্চ সংসর্গে থাকিবার অযোগ্য, কাঁদে, দেহ ভঙ্গপ্রবণ পদার্থের দ্বারা নির্ম্মিত মনে করিয়া কাহাকেও কাছে আসিতে দেয় না। মনে করে তাহার দেহ আত্মা হইতে বিচ্ছিন্ন ও সে কোনও এক স্বর্গীয় শক্তিদ্বারা পরিচালিত।

ভ্যালেরিয়ানা-৬৪০-ইন্দ্রিয়ের প্রখরতা, মেজাজ ও মনের পরিবর্ত্তন, মনে করে যেন গলায় একগাছা সূতা ঝুলিতেছে।

ভেরেট্রম-এলব-৬৪২-একেলা থাকিতে পারে না, অথচ কাহারো সঙ্গে কথা কহে না, জিনিষ কাটিতে ছিঁড়িতে চায়, কুকথা বলে, প্রেম ও ধর্ম্মবিষয়ে বকে।

ম্যানসিনেলা-৬৯১-বিমর্ষ, নির্ব্বাক, ক্রমাগত চিন্তা এক চিন্তার পর আর এক চিন্তা, হঠাৎ সমস্ত চিন্তার লোপ, পাগল হইবার ভয়, মাথা ঘোরা, মাথা যেন খালি ও হাল্কা।

কোকেন-৬৮০-ভয় জনক অবাস্তব বস্তুর কল্পনা, অসংখ্য ছারপোকা বা পোকা যেন দেখিতে পায় বা অনুভব করে। বিবেচনা করে যেন কেহ তাহার সম্বন্ধে অপ্রীতিকর বক্তব্যসমূহ বলিতেছে ও সে তাহার কাণে এই প্রকার শুনিতেছে, ভালমন্দ বিচারের ক্ষমতা লোপ, অবাস্তব বিষয়ের কল্পনা কাণে শোনে।

ম্যারাস্মাস।

স্যাস্যাপ্যারিলা, ন্যাট্-মিউর, আয়োডাম, এব্রাটেনাম,-টিউবারকিউলিনাম-৯ ও ৪৯৬ পৃষ্ঠা দেখুন।

ক্যাল্কেরিয়া-সিলিকা-১৯৫-শিশুদের আকৃতি ক্রমশঃ ক্ষুদ্র হইয়া আসে।

সলফার-৬১৬—মাংসপেশী শুষ্ক, চর্ম্ম, কুঞ্চিত, উদর স্ফীত, কোষ্টবদ্ধ, উদরাময়, পেটে ব্যথা, রক্তহীনতা, মুখ চোপসান, অত্যন্ত ক্ষুধা, অনিদ্রা, অস্থি চর্ম্মসার, চর্ম্ম রুক্ষ।

ওলিয়ম-জেকরিস-৫১৬—শিশুদের মাংসক্ষয়, দুগ্ধপান করে না (৫১৬ পৃঃ —দাদ দেখুন)।

মুখের পীড়া, লালাস্রাব, মুখে ক্ষত।

(মুখের ক্ষতের নিমিত্ত ৪০৫ পৃষ্ঠায় ক্যালি-ক্লোর দেখুন)

আয়োডাম-৩৮১—পারদ সেবন করিয়া মুখ দিয়া লালাস্রাব ; গর্ভাবস্থায় এবং লিভার প্লীহা ও প্যাংক্রিয়াসের পীড়ার নিমিত্ত লালাস্রাব।

মার্কুরিয়স-সল-৪৬৯—মুখের ও জিহ্বার ক্ষত, তৎসহ মুখ হইতে লালা নিঃসরণ।

এসিড-সলফ-৩৯—রোগী কোনও পীড়ায় অনেকদিন ভুগিবার পর মুখে ঘা, ছোট ছেলেদের উদরাময়ের সহিত মুখে ঘা, অত্যন্ত লাল পড়ে, টক বমি করে, কাশি থাকে।

এঙ্গাষ্টিউরা-৮৮—মুখের পেশীর টানভাব হাঁ করিলে রগের পেশীতে যেন টান পড়ে; মাড়ীর সংযোগস্থলে বেদনা, গণ্ডদেশে তরুণ বেদনা।

ব্যারাইটা-কার্ব্ব-১৫৩—মাড়ী হইতে রক্তস্রাব, মুখের ভিতর ঘা, জিবের ডগায় বেদনা।

হাইড্রোফোবিনাম-৬৮৭—সর্ব্বদাই থুথু ফেলে, লালা ঘন ও চটচটে, গলার ক্ষত, সর্ব্বদাই ঢোক গেলে।

আসাই-৬৫৯—মুখে পচাগন্ধ, মুখে ও জিবে নালী ঘা, জিব ফোলে, লালবর্ণ হয়।

এগ্রাফিস-৬৭৮—শিশুকাল থেকে বোবা, কিন্তু শুনিতে পায়।

ক্যালি-ক্লোর-৪০৫—ষ্টমাটাইটীসে ১x শক্তির লিনিমেন্ট জিহ্বায় প্রয়োগ বা কুল্লী ও ৩য়, ৬ষ্ঠ শক্তি আভ্যন্তরিক সেবন। পারদসেবন জনিত মুখের ও জিহ্বার ক্ষত, প্রসূতির মুখের ক্ষত, মুখের গ্যাংগ্রীণ, ক্যাংক্রম-অরিস, মাড়ীর ক্ষত, অস্ত্রের ক্ষত ইত্যাদি বিশ্রী পচা দুর্গন্ধ।

ক্যালি-হাইড্রো-৪০৭—পারদসেবনজনিত মুখে, গলায়, দাঁতের মাড়ীতে ঘা, রক্তস্রাব।

হিপার, ষ্ট্যাফিসেগ্রিয়া-৪০৯—পারদসেবনজনিত মুখে, গলায় ঘা, গাল গলা-জিবে ক্ষত।

ক্যালি-ফস-৪১৩—গলিতে পচা ক্ষত, মুখের ক্ষত, অত্যন্ত দুর্গন্ধ শ্বাস-প্রশ্বাস।

বোরাক্স-১৬৮—শিশুদের মুখে ক্ষত, রক্তস্রাব হয়, মুখের ভিতর গরম।

*এসিড-মিউর-২৬—ক্ষত গভীর নীলাভ, ধার কৃষ্ণবর্ণ ; মুখে দুর্গন্ধ ও রক্ত বাহির হয়। ২৫ পৃষ্ঠা—মুখের ক্ষত, পচাক্ষত, জিহ্বায় ক্ষত, আলজিব, ফোলা, ডিপথেরিয়া।

এসিড-নাইট্রিক-২৮—মুখ দিয়া অনবরত লালা ঝরে, ঘায়ে খোঁচামারা বেদনা ; ক্ষত—জিব ও মাড়ী হইতে আরম্ভ হইয়া গলায় যায়।

রস-গ্ল্যাবরা-৫৬৫—মাড়ী ও মুখের ক্ষত নরম রাখিবার জন্য বাহ্যিক প্রয়োগ, দুগ্ধপোষ্য শিশুদের মুখের ক্ষত (scurvy)।

এরাম ট্রাইফাইলম-১৩৭—মুখের ক্ষতে অত্যন্ত ব্যথা, রোগী কেবল নাক খোঁটে।

করিড্যালিস-১৯৭—গর্মী পীড়াগ্রস্ত ব্যক্তির মুখে ও গলায় ক্ষত।

কচলিরিয়া-১৯৭—মুখ মাড়ী ও গলায় সকল প্রকার ক্ষত।

ইউপেটোরিয়ম-এরো-১৯৭—শিশুদের মুখক্ষতে ইহা বাহ্যিক ও আভ্যন্তরিক ব্যবহার্য্য।

কর্ণাস-সার্সিনেটা-১৯৭—দুগ্ধপোষ্য শিশুদের মুখে ঘা ও মুখের উপরে জলফোস্কা।

নাইট্রো-মিউর-এসিড-৬৯৩—মাড়ী দিয়া একটুতেই রক্তস্রাব, লালাস্রাব, মুখক্ষত জিহ্বায় ও মুখে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভাসা ক্ষত।

গুয়েকো-৬৮৬—জিহ্বা ভারী, নাড়িতে কষ্ট, ট্রেকিয়া ও লেরিংস সঙ্কুচিত, গিলিতে কষ্ট।

মূর্চ্ছাবায়ু (হিষ্টিরিয়া)।

গ্লোবাস—ইগ্নে, এসাফিটী, মস্কাস, একুইলেজিয়া, ভলগ্যারি, ... ঋতুর গোলযোগসহ—সিমিসিফিউ, কলোফাই, ইগ্নেসিয়া, পলস, ককুলাস, ... স্বল্পরজঃসহ—ককু, মস্কাস...... পেটফাঁপাসহ ...... আর্জেন্টি, এসাফিটী, ইগ্নেসিয়া, নক্স-মস্কে, প্ল্যাটি, সিপি .... হিষ্টেরো—এপিলেপ্সি—সিপি, এসাফিটী, লিলিয়ম, ট্যারেন্টুলা-হিসপানিয়া।

ককুলাস-২৬১—ঋতুদোষে পীড়া, ফিটের সময় অত্যন্ত শ্বাসকষ্ট ; গলা বুক, পেট যেন কেহ চাপিয়া ধরে। ঋতুস্রাব বন্ধ হইয়া মানসিক বিকার।

ইগ্নেসিয়া-৩৭৫—মূর্চ্ছাবায়ু কিম্বা অন্য কোনও পীড়ায় পাকস্থলী হইতে একটা পদার্থ উপর দিকে ঠেলিয়া উঠিয়া গলায় ডাল পাকায়, ঢোক গিলিলে বোধ যেন নামিয়া যায় ও পুনরায় পূর্ব্বের মত ঠেলিয়া উঠে।

নক্স-মস্কেটা-৫০৪, ৫০৪—একবার হাসি, একবার কান্না, অত্যন্ত অবসাদ, কেবল ঘুমাইতে চায়, কখন অজ্ঞান, ফিট হয়। গর্ভাবস্থায় পোয়াতির মূর্চ্ছা।

মস্কাস-৪৮৩, ৩৭৫—হঠাৎ বুকে খিলধরার মত কিম্বা গলনলীতে সঙ্কোচবৎ একপ্রকার বেদনা, রোগিনী যেন নিঃশ্বাস বন্ধ হইয়া দম আটকাইয়া যায়, বুক ধড়ফড় করে, মূর্চ্ছায় দ্রুত হয়। পরিবর্ত্তনশীল মেজাজ—একবার চীৎকার করিয়া কাঁদে, আবার হাসে, বিকারগ্রস্ত রোগীর বা নেশাখোরের মত অসম্বদ্ধ কথা কয়। গ্লোবাস-হিষ্টিরিয়া অনিয়মিত ঋতুজনিত হিষ্টিরিয়া।

এসাফিটিডা-১৩৮—হিষ্টিরিয়া, পেটে বায়ুজমা, পেটফোলা, পুরাতন শ্বেত প্রদরস্রাব পুরাতন সর্দ্দি উঠা, পুরাতন উদরাময় হঠাৎ বন্ধ হইয়া হিষ্টিরিয়া (গ্লোবাস-হিষ্টিরিয়া-৩৭৬)।

ভ্যালেরিয়ানা-৩৭৫—বায়ু ও স্নায়ুপ্রধান ধাতু, পরিবর্ত্তনশীল মেজাজ, একবার উদ্ধত পরক্ষণেই নম্র ও বিনীত, একবার হাসে পরক্ষণেই কাঁদে।

ট্যারেন্টুলা-হিস্প্যানিয়া-৬২৬—হিষ্টেরো-এপিলেপ্সি, ইহাতে ফিট অনেকক্ষণ স্থায়ী কিম্বা ফিট খুব ঘন ঘন হয়।

একুইলেজিয়া-৩৭৬—ফিটের পূর্ব্বে গোলা উপরে ঠেলিয়া উঠে।

মূর্চ্ছা

প্রসূতাবস্থায়–ওপি..... অধিক রক্তস্রাব–চায়না, কার্ব্বো-ভেজ.... আঘাতজনিত–আর্ণি ...... ভয়জনিত ...... একোন, কফি, ... অধিকক্ষণ স্থায়ী– ষ্ট্র্যামো ...... মূর্চ্ছাসহ হিমাঙ্গ–ক্যাম্ফর।

*বেন্‌জিনাম-নাইট্রি–জ্ঞানরহিত, মুখ নীল, ঠোঁট পীত নীল, তারকা প্রসারিত শ্বাস-প্রশ্বাস এত ধীর দেখিলে বোধ হয় না যে জীবিত, অত্যন্ত বাচালতার পর মোহ।

ক্লোর‍্যাল-হাইড্রেট-২৩৯–কয়েক ঘন্টা হইতে কয়েকদিন পর্য্যন্ত সাড়া নাই, অচৈতন্য।

ওপিয়ম-৫১৯–দুইবার ফিট হইবার মধ্যবর্ত্তী সময়ে সম্পূর্ণ অজ্ঞান, ফিট হইবার পূর্ব্বে খুব চীৎকার। মুখ বেগুনে রঙ ধারণ করে ও গরম ঘাম হয়, প্রসূতাবস্থায় ফিট।

মর্ফিনাম-৪৮৩–হঠাৎ মূর্চ্ছা, মনে হয় মৃত্যু আসন্ন।

গ্লোনয়িন-৩৩৫–রাস্তায় চলিত চলিতে হঠাৎ মূর্চ্ছিত হয়, রোগী কোথায় আছে যে তাহা জানে না এই কথাই বলে।

একোনাইট-৪৪–ভয় পাইয়া মূর্চ্ছা।..... আর্ণিকা-১২১–আঘাত লাগিয়া মূর্চ্ছা অচৈতন্য, তড়কা।

সিঙ্কোনা-২৪৬–অতিরিক্ত রক্তস্রাব হইয়া কাণে ঝোঁ ঝোঁ শব্দ, মূর্চ্ছার ভাব, হিমাঙ্গ, ক্ষীণ দৃষ্টি, সময়ে সময়ে ফিট।

ক্যালকেরিয়া-আর্স-১৮৩–প্রথমে হৃৎপিণ্ডের তলভের কোন পীড়া হইয়া মৃগী, মূর্চ্ছা।

কার্ব্বোনিয়ম-অক্স-৬৮০–জ্ঞানশক্তির লোপ, দাঁতিলাগা, চোয়াল ধরা, মাড়ী দৃঢ়রূপে বন্ধ। কয়েকদিন পর্য্যন্ত অনবরত ঘুম ঘুমভাব।

মূত্ররোধ।

একোনাইট-৪৬–শিশু ভূমিষ্ঠ হইয়া মূত্ররোধ। অন্যান্য মূত্ররোধ–ইউরিমিয়া দেখুন।

অনিসকাস-৬৯৩–মূত্রনলীতে জ্বালা ও কাটাছেঁড়া বেদনা, মলদ্বারে প্রবল বেগ ; কিন্তু বাহ্যে বা প্রস্রাব কিছু হয় না।

মুদা (ফাইমসিস)।

ন্যাফথাইলন-৪৮৮–উল্টা মুদা প্রমেহের গ্লীট-ষ্টেজে। লিঙ্গের অগ্রভাগের চর্ম্মফোলা।

প্রমেহের সঙ্গে মুদা.... মার্ক-সল, পেট্রোসেলি। রঙ নীল বা লালবর্ণ–মার্ক-কর। উল্টা মুদার প্রথমাবস্থায়–কলোসিন্থ-৪৬৪। প্রিপুস ফোলা, বেদনা, পূঁযপড়া, কর্ডি, লিঙ্গমুণ্ডে ও তাহার আবরণ মধ্যে বেদনা ও গরম ইত্যাদি লক্ষণে–জাঁকারাণ্ডা-৪৬৪ পৃষ্ঠা।

দ্রষ্টব্য ঃ এই পীড়ায় ঔষধ সেবনে বিশেষ উপকার হয় না, তজ্জন্য প্রায়ই অন্য চিকিৎসার আবশ্যক হয়।

মুদ্রাদোষ।

জিঙ্কাম-৬৫১–দাঁড়াইয়া, বসিয়া, গাড়িতে চড়িয়া সকল স্থানে পা নাচায়।

ক্যালি-ব্রোম-৩৯৫–অস্থির, স্থির হইয়া বসিয়া থাকিতে পারে না, দুইটি হাত ও হাতের আঙ্গুল অনবরত নাড়ে। গ্র্যাফ-৩৩৭–কোনও কাজে থাকিয়াও হাত পা নাচায়।

মেরুদণ্ডের পীড়া।

(এনাকার্ড–৮৬ পৃষ্ঠা)

মেনিনজাইটীস।

(মস্তিষ্কঝিল্লীর প্রদাহ–৮৫৪ পৃষ্ঠা দেখুন)

মৃগী (এপিলেপ্সি)

ট্যারেন্টুলা-হিস্‌প্যা-৬২৬–হিষ্টেরো-এপিলেপ্সি ফিট্ অনেকক্ষণ স্থায়ী কিম্বা খুব ঘন ঘন ফিট হয়। .... ক্যালি-মিউর-৪১০–চর্ম্মপীড়ার সহিত বা চর্ম্মরোগ আরোগ্য হইয়া মৃগী।

আর্টিমিসিয়া-১০, ১৩৬–ফিট হয়, ফিট থামে–আবার হয়, রোগীকে জ্ঞান সঞ্চার হইতে দিবার অবসর দেয় না, মাসিক ঋতুস্রাব নিয়মিতভাবে হয় না, প্রথম রজঃদর্শন বয়সে পীড়া, শুক্রক্ষয় করিয়া মৃগী রোগাক্রান্ত, ক্রিমিজনিত তড়কা। ইহার পীড়া কিছু মৃদু প্রকারের হয় সম্পূর্ণ জ্ঞানলোপ হয় না।

এবসিন্থ-১০–প্রথমে মাথা ঘোরে, সম্মুখে যেন কি একটা মূর্ত্তি দেখে, শুনিতে পায় না পরে খেঁচুনি হইয়া দাঁতী লাগে, দাঁত কড়মড় করে, জিব কামড়ায়, মুখে রক্তমিশ্রিত ফেণা। শিশুদের তড়কা অধিকক্ষণ স্থায়ী হয়, মৃদু প্রকারের পীড়া, সম্পূর্ণ জ্ঞানলোপ হয় না। ফিটের সময়–মূলে আরক ২/১ ফোঁটা জিহ্বায় প্রদানে ফিট ছাড়িয়া যাইতে পারে।

এডোনিস-ভার্ণ্যালিস–মাদার টিংচার-৪/৫ ফোঁটা মাত্রায় প্রত্যহ ৩/৪ বার সেবনে উপকার হওয়া সম্ভব, পরীক্ষা করিবেন।

এমিল-নাই-৮৪, ৮৪–অজ্ঞানভাবের সঙ্গে খেঁচুনি।

বিউফো-১১–ফিট আরম্ভের পূর্ব্বে জোরে চীৎকার করে, জননেন্দ্রিয়ের উত্তেজনাই পীড়ার কারণ, ফিটের পর ঘুমায়, ভয় পাইয়া কিম্বা ঋতুকালীন ফিট।

ক্যালি-ব্রোম-১১–ক্রমশঃ মাত্রা বৃদ্ধি করিয়া সেবনে উপকার হয়।

এসিড-হাইড্রো-২৩–ফিট আরম্ভের পূর্ব্বে মুখে জলউঠা, বমি, গা-বমি, প্রকৃত মৃগী নহে, মৃগীর মত ফিট, খেঁচুনি।

কুপ্রম-মেট-২৯০–হাঁটু হইতে (Aura) আরম্ভ হইয়া উর্দ্ধে উত্থিত হয়, ঘুমন্ত অবস্থায় ফিট।

ফেরম-সিয়ানেটাম-৩২২, এষ্টিরিয়াস-১৪০–মৃগীরোগের ভাল ঔষধ পরীক্ষা করিবেন।

জিঙ্কাম, হায়োসিয়ামস-১১–বয়স্ক বালকদের পীড়ায় উপকারী।

সোলেনাম-ক্যারোলিন-৬৯৮–বাল্যকাল অতিক্রম করিয়া পীড়া, গ্র্যাণ্ডমাল ও ইডিওপ্যাথিক টাইপের পীড়া, হিষ্টেরো-এপিলেপ্সি।

ভার্ব্বেনা-৭০২-মৃগীতে মানসিক শক্তি বৃদ্ধি ও কোষ্ঠকাঠিন্যে উপকার হয়, ইহা কিন্তু অধিকদিন ব্যবহার করিতে হয়।

স্ত্রীলোকের ঋতুকালীন ফিট-আর্জেন্ট-নাই, বিউফো, ইন্যানথি, প্লম্ব, সলফার-অনিয়মিত স্বল্প ঋতুস্রাবসহ-আর্টিমিসি, ... প্রথম ঋতুদর্শনকালে-কষ্টিকাম।

বেলেডোনা, গ্লোনয়িন, ক্যালকেরিয়া, সলফার, ককুলাস, সাইলিসিয়া দেখুন।

দ্রষ্টব্য ঃ এই পীড়ায় কিছু মাস শাক-সব্জী, ফল মূল ইত্যাদি (On vegetable) Met পথ্যের উপর নির্ভর করিতে পারিলে পীড়া অপেক্ষাকৃত অল্পদিনে আরোগ্য হইবে।

মৃগী এক প্রকার দুরারোগ্য পীড়া, ইহার একটি পেটেন্ট ঔষধ আমাদের ফার্ম্মেসিতে আছে, উহা বহু পরীক্ষিত এবং শতকরা প্রায় ৯৫ জন আরোগ্য হয়, তবে রোগীকে কখনও ৫/৬ মাস ঔষধ সেবন করিতে হয়। প্রায় মাস সেবনীয় ৮ আঃ শিশির মূল্য ২৪ টাকা, পোষ্টেজ ও প্যাকিং ৩।

রক্তোৎকাশ ও রক্ত-বমন।

এগারিকাস-৫৯-হঠাৎ আক্ষেপিক কাশি হইয়া ফুসফুস হইতে রক্ত উঠে। রাত্রিতে নিদ্রিত হইবামাত্র আক্ষেপিক শুষ্ক কাশি।

ফেরম-মেট-৩২০-রক্ত উঠার সহিত শুষ্ক কাশি, বুকে টাটানি ব্যথা।

একালিফা-৩৪৯-ফুসফুস হইতে রক্তস্রাব, কাশিতে রক্ত উঠা, রক্তবমন, যক্ষা, স্বরভঙ্গ প্রাতে লাল ও সন্ধ্যায় কাল চাপ্‌চাপ্ রক্তস্রাব।

ফিকাস-রিলিজিওসা-৩৪৯-রক্ত উজ্জ্বল লালবর্ণ তৎসহ গা বমি-বমি, পেট-বেদনা, শ্বাসপ্রশ্বাসে কষ্ট, কাশির সহিত রক্ত উঠা, রক্তবমি, মাথার জ্বালা, মাথাঘোরা, মাথাব্যথা।

হ্যামামেলিস-৩৫৯-পাকস্থলী হইতে রক্তস্রাব।

জিরেনিয়ম-১২-পাকস্থলী হইতে হউক, ফুসফুস হইতে হউক, মুখ দিয়া অত্যন্ত অধিক পরিমাণে রক্ত উঠে। এই ঔষধটি এই পীড়ার শ্রেষ্ঠ ঔষধ।

একোনাইট-৪৮-প্রথমাবস্থায় লালবর্ণের রক্তউঠার সহিত জ্বর, ছটফটানি, পিপাসা, কোনও প্রকার উপসর্গ না থাকিলে-মিলিফোলিয়ম ; অমিতাচারের জন্য-নক্স।

ন্যাট্রম-নাইট্রি-৪৯৯-হিমপটিসিস, হিমাচুরিয়া, নাসিকা দিয়া রক্তস্রাব, রক্তস্রাবীয় বসন্ত, ইহা এই কয়টির উৎকৃষ্ট ঔষধ।

মিলিফোলিয়ম-৪৮১-ঋতু বন্ধ হইয়া পাকস্থলী হইতে রক্ত উঠে (হ্যামামেলিস)।

ক্যাক্টস-৪৮১-বুক ধড়ফড়ানি ও হৃৎপিণ্ডের প্রবল স্পন্দনসহ রক্ত উঠে।

ইপিকাক-৩৮৬-রক্তস্রাবের সহিত গা বমি-বমি ও শ্বাসকষ্ট, রক্ত উজ্জ্বল লালবর্ণ ও অধিক পরিমাণে নির্গত হয়।

ক্রোকাস-২৮৪-রক্ত বাহির হইয়া জমিয়া যায় কিম্বা কাল গাঢ় রক্ত সূতার মত লম্বা লম্বা হইয়া বাহির হয়। পেটে যেন কি ঘুরিয়া বেড়ায়।

কার্ব্বো-ভেজ-২১৯-রক্তস্রাবের সহিত হিমাঙ্গ, হাত বা পা ঠাণ্ডা, সরার মত মুখাকৃতি, বুকে জ্বালা, অনবরতঃ পাখার বাতাস চায়। অনেক সময়ে রক্তে চাপ বাঁধে না।

নাইট্রিক-এসিড-২৯-থাইসিসে হেকটিক জ্বর, নিশাঘর্ম্ম, বুকে ব্যথা, শ্বাসকষ্টসহ মুখ উষ্ণা উজ্জ্বল লালবর্ণের রক্ত উঠা।

ওলিয়ম জেকরিস-৫১৬-হেক্‌টিক-জ্বর, নিশাঘর্ম্ম, থাইসিস।

ফসফরাস-৫৩২, ৫৩২-যক্ষ্মাকাশির প্রথমাবস্থার রক্তস্রাব, বুক ভারী, বামদিক চাপিয়া শুইতে পারে না।

ফেরম-৩২০-রক্ত উঠার সহিত শুষ্ক কাশি, বুকে টাটানি ব্যথা।

ক্যাল্‌কেরিয়া-হাইপোফস-১৯৪-মুখ দিয়া রক্ত উঠে, তৎসহ অত্যধিক ঘাম দুর্ব্বলতা।

লাইকোপাস-৪৫০-হৃৎপীড়ার নিমিত্ত হিম্‌পটিসিস।

কোকা-২৫৭-রক্তোৎকাশ পীড়ায় অত্যন্ত শ্বাসকষ্ট।

লিডম-৪৩৯-মাতাল ও বাতগ্রস্ত ব্যক্তিদের মুখ দিয়া রক্ত উঠা, রক্তের রঙ ঘোর লালবর্ণ, তাহার সঙ্গে ফেণা।

দ্রষ্টব্য ঃ মুখ দিয়া রক্ত উঠায় রোগীকে সমস্ত পানীয় ঠাণ্ডা করিয়া দিবেন এবং বরফ পাওয়া যাইলে পানীয় দ্রব্যে বরফ মিশাইয়া দিবেন। রোগীকে উঠিতে দিবেন না।

থোম্রপস-৬৮০- গিলিতে অক্ষম, ভীষণ রক্তবমি, কাল রঙের বমি, পেট শক্ত, ফাঁপা, তৎসহ রক্তবাহ্যে। শরীরের সকল দ্বার দিয়া রক্তস্রাব।

রজঃস্রাব, রজঃবন্ধ।

(বাধক বেদনা-৮৪৩—পৃঃ ও রক্তস্রাব-৮৭৩ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য).

৩৪৬ পৃষ্ঠায় হ্যামামেলিস অধ্যায় দেখুন।

এগ্রা-৭৫- হাঁটিলে ও মলত্যাগকালে বেগ দিবার সময় রক্তস্রাব।

এমন-কার্ব্ব-৭৮-ঋতুকালে ওলাউঠার লক্ষণ প্রকাশ, প্রতিমাসে কাহারও রক্তবাহ্যে।

এমিল-নাইট্রেট-৮৪-ঋতু বিলম্বিত কিম্বা একেবারে বন্ধ, এক আধ দিন স্থায়ী।

বোভিষ্টা-১৭০-এক ঋতুর শেষ হইতে পর ঋতুর মধ্যবর্ত্তী সময়ের মধ্যে মধ্যে রক্তস্রাব বেদনাশূন্য, প্রাতে ও রাত্রিতে অধিক স্রাব।.... ক্রিয়োজোট-৪১৭-শুইলে বৃদ্ধি।

ক্যাক্টস-১৭৯-স্রাব শুইলে বন্ধ, নড়িলে চড়িলে আরম্ভ রঙ আলকাতরার মত।

এবিস-৮-২/৩ মাস অন্তর ঋতু হয়, পুনরায় বন্ধ হইয়া যায়।

এসিড-সাইট্রিক-১৯-প্রতি মাসে অত্যন্ত অধিক পরিমাণে রজঃস্রাব হয়।

এলেট্রিস-৬৩-অসময়ে প্রচুর পরিমাণে রজঃস্রাব, তৎসহ পেটে ভীষণ বেদনা, রক্ত কাল চাপ্ চাপ্।.... জিরেনিয়ম-মেট্রোরেজিয়া, মেনোরেজিয়া, অত্যধিক রক্তস্রাব।

ক্যালকে-সিলিকা-১৯৫-বেদনাযুক্ত অনিয়মিত ঋতু, দুই ঋতুর মধ্যকালে রক্তস্রাব।

স্যাঙ্গুসোর্ব্বা-৩৪৮-ঋতু শীঘ্র শীঘ্র ও অধিকদিন স্থায়ী হয় রঙ কাল, কোমরে বেদনা, হলদে প্রদরস্রাব।.... এসক্লিপিয়াস-১৩৯-শোথ ও উদরীরোগে ঋতুবন্ধ।

স্যালিক্স-নায়গ্রা-৫৭৯-ঋতুর পূর্ব্বে ও সময়ে স্নায়বিক বেদনা, কষ্টকর ঋতুস্রাব।

মেডোহ্রিণাম-৬২৩-প্রমেহবিষজনিত স্ত্রী-ব্যাধি।

রোজমেরিণাস্-৩৪৮–নির্দ্দিষ্ট সময়ের পূর্ব্বে স্রাব, স্রাবের পূর্ব্বে জরায়ুতে তীব্র বেদনা।

জিরেনিয়ম-ম্যাকুলেটাম-১২– কোনও ঔষধে অত্যধিক স্রাব বন্ধ না হইলে।

ককুলাস-২৫৯–দুই ঋতুকালের মধ্যে মাংসধোয়া জলের মত রক্তস্রাব।

ক্যালকেরিয়া-কার্ব্ব-১৮৬–তলপেটে বেদনা, সপ্তাহ অন্তর বা মাসে দুইবার অধিক পরিমাণে রজঃস্রাব হয়, একটু অধিক পরিশ্রম করিলেই ঋতুস্রাব দেখা দেয়।

ক্যালকেরিয়া-ফস-১৯৪–বালিকাদিগের খুব শীঘ্র শীঘ্র, এমন কি ১৫ দিন অন্তর ঋতু হয়, বয়স্কাদিগের অনেক বিলম্বে হয়।

কার্ব্বো-২২০–স্রাবে পচা দুর্গন্ধ, যোনিতে ক্ষত, অত্যন্ত ফুটফুট ও জ্বালা করে, ঋতু শীঘ্র ও পরিমাণে অধিক হয়।

কষ্টিকাম-২২৬–কেবলমাত্র দিনের বেলায় স্রাব, বিলম্বিত ঋতু।

ট্রিলিয়ম-২৪৯, মিউরেক্স-৪৮৫–মাসিক রজঃস্রাব সম্পূর্ণ বন্ধ হয় না, অনেকদিন থাকে।

মিলিফোলিয়ম-২৪৯–বেদনাশূন্য রজঃস্রাব।

স্যাবাইনা-২৪৯–তরল রক্তে চাপ, বেদনাসহ, বেদনা তলপেট হইতে কোমরে আসে।

পল্‌স-৩৪১–পরিমাণ অল্প, বিলম্বে প্রকাশ, রঙ খুব লাল নহে জলের মত ফেকাসে রোগিনী দেখিতে বেশ মোটাসোটা, কিন্তু রক্তহীন।

চায়না-২৪৯–কাল চাপ চাপ রক্ত, শীঘ্র শীঘ্র ও পরিমাণে অধিক হয়।

ফসফরাস-৫৩৪–জরায়ুর পলিপাস, তজ্জন্য রক্তস্রাব।

ক্রোকাস-২৮২–বাধক ও রক্তপ্রদর, জমা জমা চাপ রক্ত, কাল সূতার মত রক্ত নির্গমন, তৎসহ পেটে যেন একটা গোলাকার জীবিত বস্তু ঘুরিয়া বেড়ায় এরূপ অনুভব।

ভাইবর্ণম-৬১–ভয়ানক আক্ষেপিক বেদনাসহ রক্তপ্রদর ঋতুর ৪/৫ দিন পূর্ব্ব হইতে ঋতুকাল পর্য্যন্ত ব্যবহার্য্য।..... ভিনকা-মাইনর ৬৪৬–অত্যন্ত অধিক পরিমাণে রজঃস্রাব।

সাইক্ল্যামেন-২৯৬–ঋতু খুব শীঘ্র শীঘ্র ও পরিমাণে অধিক হয়; তৎসহ কোমর থেকে তলপেটে পর্য্যন্ত বেদনা, রক্ত ঘোলাটে, কাল ও চাপ্ চাপ্।

ফেরম-৩২১–ঋতু যথা সময়ের অনেক পূর্ব্বে, ১৫/২০ দিন পূর্ব্বে হয় স্রাব পরিমাণে অধিক, কাণ ভোঁ ভোঁ করে, ঋতু বন্ধ থাকিয়া মাঝে মাঝে প্রকাশিত হয়।

গ্লোনয়িন-৩৩৪–ঋতু বন্ধ হইবার বয়সে অত্যধিক রজঃস্রাব, রক্ত দুর্গন্ধ, লাল রক্তের সঙ্গে চাপ দপদপানি মাথাব্যথা, শরীরে আগুনের হলকার মত গরম অনুভব।

গ্র্যাফাইটীস-৩৪১–রজঃরোধ কিম্বা ঋতু নির্দ্দিষ্ট সময়ে হয় না, পরিমাণ অতি অল্প, ঋতুর রঙ ফেকাসে জলের মত, রোগিনী দেখিতে হৃষ্টপুষ্ট ; কিন্তু রক্তহীন।

ক্যানাবিস-ইণ্ডিকা-২০২, ২০৪–অত্যন্ত বেদনাসহ অত্যধিক রজঃস্রাবের সঙ্গে মাথা-ব্যথা, প্রস্রাবে জ্বালা, হিষ্টিরিয়াগ্রস্তা স্ত্রী। ৭/৮ মাস গর্ভধারণকালে রক্তস্রাব হইয়া গর্ভস্রাবের উপক্রম। রজঃপ্রদরে অতিরিক্ত রক্তস্রাব ২০২, ইহাতে অন্যান্য ঔষধাপেক্ষা শীঘ্র ফল পাওয়া যায়। ঋতুর পূর্ব্বে ও পরে কামেচ্ছা প্রবল থাকে।

কোনিয়ম-২৭৮–বিলম্বিত ঋতু, পরিমাণে অল্প, ২/১ দিন থাকিয়াই বন্ধ হয়, স্তন খুব বড় হয় কিম্বা কোঁকড়াইয়া যায়, জরায়ুগ্রীবা ও ডিম্বকোষে বেদনা, কামপ্রবৃত্তির লোপ।

হেলোনিয়াস-৩৫৬–অত্যন্ত অধিক পরিমাণে দুর্গন্ধ শ্বেত-প্রদরস্রাব, স্রাব হাজাকারক যোনিতে অসহ্য চুলকানি ও ফোস্কার মত উদ্ভেদ। প্রত্যেক ঋতুকালে অত্যধিক রক্তস্রাব।

এব্রোমা-আগষ্টা-৬৫৭–রজঃ অল্প বা অনেকদিন থাকে, পেটে শূলনীব্যথা, রক্ত কাল ও চাপ্ চাপ্ তৎসহ প্রদর।

ভাইপেরা-৪৪৭, ৩৪৯–মধ্যে মধ্যে একটু একটু রজঃস্রাব হইতে হইতে হঠাৎ অধিক রক্তস্রাব। ঋতুবন্ধের বয়সে অতিরিক্ত রক্তস্রাব, নানাবিধ রক্তস্রাব, জরায়ু স্রাব।

অষ্টিলেগো-৬৩৯– মেট্রোর‍্যাজিয়া, মেনোর‍্যাজিয়া, রক্তপ্রদর, রজঃবন্ধ বয়সে রজঃস্রাব নাভিটলা, জরায়ু ও ডিম্বকোষের পীড়াহেতু মধ্যে মধ্যে রজঃস্রাব, প্রসবের পর অনেকদিন পর্য্যন্ত রক্তস্রাব। একটু একটু করিয়া রক্ত অনেকদিন থাকে, বন্ধ হয় না।

আর্জেন্ট-নাই-১১৭– কষ্টকর সঙ্গম, তৎপরে যোনিদ্বার দিয়া রক্তস্রাব। বন্ধ্যা ও বিধবা যুবতীদের মেট্রোর‍্যাজিয়া।

লিনিয়ম-৪৪৩–চলাফেরায় স্রাব, শুইয়া বসিয়া থাকিলে স্রাব, ... ক্রিয়োজোট–শুইলে স্রাব, চলাফেরায় বন্ধ, ... কষ্টিকাম– রাত্রিতে বন্ধ, দিবসে স্রাব, ... ম্যাগ-কার্ব্ব–রাত্রিতে স্রাব বাড়ে, দিনে ও চলিয়া বেড়াইলে বন্ধ থাকে, ... বোভিষ্টা–প্রাতে ও রাত্রিতে স্রাব অধিক, ... শুইলে স্রাব বন্ধ– কষ্টিকাম– ২৩০ পৃষ্ঠা দেখুন।

ফসফরাস-৫৩৪–পরিমাণে অধিক ও অধিকদিন স্থায়ী, ফিকে লাল–মাছধোয়া জলের মত অথবা ঋতু সম্পূর্ণ বন্ধ হইয়া নাক, মুখ, প্রস্রাব দ্বার দিয়া স্রাব।

মিউরেক্স-৪৮৫–ঋতু অনেক বিলম্বে হয়, কিছুদিন অনবরতঃ স্রাব হইয়া একদিন বন্ধ থাকে, কিন্তু প্রায় ১২ ঘন্টা পরে পুনরায় প্রকাশিত হয়।

প্ল্যাটিনা-৫৪৫–মাসিক ঋতুস্রাব খুব শীঘ্র শীঘ্র ও পরিমাণে অধিক হয়, ইহা রজঃস্রাবের প্রায় এক প্রকার পেটেন্ট ঔষধ।

গ্র্যাটিওলা-৩৪৪–অকালে স্রাব হইয়া পরিমাণে অধিক ও অনেকদিন পর্য্যন্ত স্থায়ী হয়।

এমন-মিউর-৮১–ঋতুকালে পেটফোলা, রক্তবাহ্যে। পরিমাণে অধিক ও শীঘ্র শীঘ্র রজঃস্রাব হয়, রাত্রিতে স্রাব বৃদ্ধি।

জনোসিয়া-৬৪–ঋতু অনিয়মিত, অনেক বিলম্বে হয়, বাধক, রজঃলোপ, ঋতুশূল, ঋতুর পূর্ব্বে ওভেরিতে বেদনা, ব্লাডারের ইরিটেসন, রক্তপ্রদর।

ইরিজিরণ-৬৬৪–রক্তপ্রদর, অত্যধিক শ্বেতপ্রদর, রক্তাক্ত প্রসবান্তিক ক্লেদস্রাব, সামান্য একটুতেই রক্তস্রাব।

ফিউলিউগো-লিগনি-৬৮৫–জরায়ুর রক্তস্রাব, রক্তস্রাবসহ জরায়ুর ক্যান্সার।

নিকোলাম-৬৯২–ঋতু অনেক বিলম্বে ও অতি অল্প স্রাব হয়।

প্যারাফিণা-৬৯৪– বিলম্বিত ঋতু, রঙ কাল ও অধিক পরিমাণে স্রাব।

সিডাম-টেলিফিকান-৬৯৭–জরায়ুর রক্তস্রাব, রক্তপ্রদর (ঋতুবন্ধের বয়সে)।

ট্যানাসিটাম-৭০০–প্রথমে মাসিক স্রাব বন্ধ, পরে প্রচুর স্রাব।

রক্তস্রাব।

(৩৪৬ পৃষ্ঠায় হ্যামামেলিস অধ্যায় ও উপরে রক্তস্রাব দেখুন)।

এসিড-গ্যালিক-২১-ব্রাইটস্-ডিজিজ জন্য রক্তস্রাব, প্রষ্টেট-গ্ল্যাণ্ড প্রদাহিত হইয়া রক্তস্রাব, থাইসিস ও মুখ দিয়া রক্ত উঠা।

ওপিয়ম-৫১৮-সেরিব্র্যাল-হিমারেজ।

এসিড-এসেট-১৫-একস্থানের রক্তস্রাব বন্ধ হইয়া অন্যস্থান দিয়া রক্তস্রাব, আঘাত লাগিয়া নাক দিয়া স্রাব।

ব্রায়োনিয়া-১৭৬-ঋতুকালে বা ঋতুবন্ধ হইয়া নাক দিয়া রক্তস্রাব।

লাইকো-৪৫০-বাহ্যের সময় জননেন্দ্রিয় হইতে রক্তস্রাব।

এলিউমেন-৭১-এলিউমিনা-৭৩ টাইফয়েড জ্বরে রক্তস্রাব।

আর্ণিকা-১২২-মস্তিষ্ক হইতে চক্ষুর কনজংটাইভা ও রেটিনা হইতে, নাসিকা হইতে, হুপিং-কাশিতে এবং চক্ষু হইতে কালবর্ণের রক্তস্রাব (সেরিব্র্যাল-এপোপ্লেক্সি)।

বেল-১৬২, ২৪৯, ৩৪৭-সবিরাম বেদনাসহ লাল ও চাপ রক্তস্রাব, রক্ত গরম, দুর্গন্ধ।

ইরিজিরণ-১৭০, ২৪৯-প্রস্রাবে জ্বালা কোঁথানিসহ জরায়ুর শিথিলতাবশতঃ।

মিচেলা-১৭০-প্রস্রাবে জ্বালা, একবারে জোরে রক্তস্রাব হইয়া অনেকক্ষণ বন্ধ থাকে কিম্বা অনেকক্ষণ একটু একটু করিয়া স্রাব হয়।

বেল-১৬২-প্রসবের পর ফুল ছিঁড়িয়া অত্যন্ত রক্তস্রাব, তৎসহ বেদনা।

ফসফরাস-১৭৬, ৫৩২-ঋতুস্রাব বন্ধ হইয়া ফুসফুস হইতে ; .... পলস-১৭৬, ৫৫২-পাকস্থলী হইতে ; .... সিনিসিও-১৭৬, ৫৩২-গয়ারের সঙ্গে রক্ত উঠে।

ক্যাক্টস-১৭৯-হৃৎপিণ্ডের পীড়াসহ সকল দ্বার দিয়া রক্তস্রাব।

দাঁতের গোড়া আলগা হইয়া-কার্ব্বো-২১৯। ক্ষত হইতে সহজে রক্তস্রাব-ফস-৫৩২।

কলোফাইলম-২২৪-প্রসব বা গর্ভস্রাবের পর অতিরিক্ত রক্তস্রাব তৎসহ কোমর হইতে পিউবিস পর্য্যন্ত বেদনা জরায়ুর দুর্ব্বলতা বশতঃ রক্তস্রাব।

চায়না, ২৪৮-অত্যন্ত অধিক পরিমাণে রক্তস্রাব, ফেকাসে হয়, পাখার বাতাস চায়।

প্রসবের বা গর্ভস্রাবের পর অতিরিক্ত রজঃস্রাব-স্যাবাইনা, সিকেলি, ট্রিলিয়ম-৫৩২, ৩৮৬, ২৪৯, ... কালচে রক্ত, বেদনাসহ-হ্যামা-২৪৯, ৩৪৬, ... কাশির সহিত মুখ দিয়া রক্ত উঠা-একালিফা-২৪৯, জিরেনিয়ম-১২।

সিনামোনাম-২৫৪-নাসিকা, অন্ত্র, ফুসফুস হইতে, প্রসবের পর কোনও ভারীদ্রব্য উত্তোলনের জন্য রক্তস্রাব।

কার্ব্বো-ভেজ-২১৯, ৩৪৯-অত্যন্ত অধিক পরিমাণে তরল রক্তস্রাব তৎসহ হিমাঙ্গ কিম্বা রক্ত নিয়তই অল্প অল্প পরিমাণে নির্গত হয়, রক্ত তরল, ঘোলাটে, ক্রমশঃ দুর্ব্বল হয়।

মিলিফোলিয়ম-৩৪৯-রক্ত লালবর্ণ, কোনও প্রকার বেদনা বা উদ্বেগ থাকে না।

ফেরম-৩২০-কনজেসসন হইয়া সকল স্থানের রক্তস্রাব, রক্ত পাতলা টকটকে লাল, তাহার মধ্যে কাল জমা জমা দাগ, রোগী দুর্ব্বল হইয়া পড়ে, মুখ ফেকাসে হয়, নিশ্বাস ঘন ঘন ও জোরে জোরে পড়ে, নাড়ী দ্রুত হয়।

ইপিকাক-৩৮৬, ২৪৯, ৩৪৯-রক্তস্রাবের সহিত শ্বাসকষ্ট, গা-বমি হঠাৎ নাক-মুখ মলদ্বার, প্রস্রাবদ্বার হইতে উজ্জ্বল লালবর্ণের অধিক রক্তস্রাব, গা-বমিসহ লাল রক্তস্রাব।

লিডম-৪৩৯-জরায়ুতে অর্ব্বুদ হইয়া রক্তস্রাব (ফস, ভিন্কা)।

ফসফরাস-৫৩৩-সামান্য ক্ষত হইতে একটু ছিঁড়িয়া যাইলে অধিক রক্তস্রাব, দাঁত তুলিবার পর সর্ব্বদাই রক্ত বাহির হয়।

হাইড্রাসটীন-সলফ-৬৮৭-১x শক্তি, অন্ত্র হইতে ভীষণ রক্তস্রাব, টাইফয়েড কিম্বা পাকস্থলীর ক্ষত হইতে রক্তস্রাব, মূল্য ১ ড্রাম-৩।

সিকেলি-৫৮৭-দূষিত রক্তস্রাব, রক্ত কালচে দুর্গন্ধ, ঘোলাটে, অধিক দিন স্থায়ী দুর্ব্বল হইয়া পড়ে, গা ঠাণ্ডা অথচ ভিতরে জ্বালা। জরায়ু হইতে প্যাসিভ-রক্তস্রাব।

বিউফো-১৭৮-জরায়ু গ্রীবার ক্ষত, দুর্গন্ধ রক্তস্রাব নিঃসরণ।

ম্যাঙ্গিফেরা-৬৯১-প্যাসিভ হিমারেজ, ; জরায়ু, কিডনী, পাকস্থলী, অন্ত্র, ফুসফুস, হৃৎপিণ্ড হইতে উক্ত প্রকার রক্তস্রাব।

কোকেন-৬৮২-অন্ত্র, ফুসফুস ও পাকস্থলী হইতে রক্তস্রাব।

এড্রিন্যালিন-৬৭৭-শরীরের সমস্ত স্থানের রক্তস্রাব। যেখানে বাহ্যিক প্রয়োগের সুবিধা তথায় প্রয়োগে শীঘ্র রক্ত বন্ধ হয়। রক্তবন্ধ করিয়া যেখানে অস্ত্রের প্রয়োজন হয় তথায় স্প্রে বা তুলায় করিয়া প্রয়োগ করিলে শীঘ্র শীঘ্র রক্ত বন্ধ হইবে।

ন্যাট্রম-নাইট্রি-৪৯৯-নাসিকা দিয়া রক্তস্রাবের এক প্রকার পেটেন্ট ঔষধ।

র‍্যাটানহিয়া-৫৬৪-দাঁতের মাঢ়ী ও নাসিকা দিয়া অনর্গল রক্তস্রাব।

রজঃরোধ ও তজ্জনিত পীড়া।

অমর-মিউর-ন্যাট্রোনেটাম-১৪৪-জরায়ুর সর্ব্বপ্রকার পীড়ায় উপকারী।

এমিল-নাইট্রেট-৮৪-ঋতু বিলম্বিত, একেবারে বন্ধ কিম্বা মাত্র এক-আধদিন স্থায়ী।

আর্সেনিক-১৩১-ঋতুর পরিবর্ত্তে শ্বেতপ্রদর, যোনি হাজে, জ্বালা করে, স্রাবে দুর্গন্ধ।

ক্যাল্কেরিয়া-কার্ব্ব-১৮৬-ক্যালকেরিয়া-ধাতুর স্ত্রীলোকের ঋতু বন্ধ।

ক্যাষ্টোরিয়ম-২২৩-ঋতু সম্পূর্ণ বন্ধ, পেট ফোলা, পেট বেদনা, সর্ব্বদাই উত্তেজিত।

ফেরম-মিউর-৩২২ ..... রজঃস্রাব সম্পূর্ণ বন্ধ, রক্তহীনতা।

আর্টিমিসিয়া-১৩৬-অনিয়মিত ঋতুর জন্য মৃগী রোগাক্রান্ত।

ন্যাট্রম-মিউর-৪০৪-রজঃরুদ্ধ, উপকার না হইলে-ক্যালি-কার্ব্ব।

জনোসিয়া-অশোকা-৬৪-ঋতু অনিয়মিত, বিলম্বে হয়, রজঃলোপ বা রজঃরোধ, ঋতু প্রকাশের পূর্ব্বে ওভেরিতে বেদনা।..... সাইলিসিয়া-৫৯৬-কয়েক মাস ঋতুবন্ধ।

সিনিসিও-৫৯০–ঋতু বন্ধ হইয়া কাশির রক্ত, রক্তস্রাব আরম্ভ হইলেই কাশির উপশম। বাধক, ঋতুবন্ধ, অতিরজঃ, অনিয়মিত সময়ে ঋতুপ্রকাশ, ঋতুর পূর্ব্বে মুখ, গলা, মূত্রথলীর প্রদাহ (ঋতুস্রাবের সঙ্গে সঙ্গে সর্দ্দি-কাশি-ম্যাগ-কার্ব্ব)।

ক্যালি-মিউর-৪১০–রজঃ সম্পূর্ণ বন্ধ কিম্বা বিলম্বে প্রকাশিত হয় অথবা খুব শীঘ্র শীঘ্র হয়, এমন কি ৩ সপ্তাহ অন্তরে দেখা দেয়।

মিলিফোলিয়ম-৪৮১–ঋতুবন্ধ হইয়া রক্তবমন (মুখ দিয়া রক্তউঠা,–ফস, পলস, হ্যামা)।

জ্যান্থজাইলাম-৩৪৭–ঋতুস্রাব ২/৪ মাস বন্ধ থাকিয়া পরে একবার প্রকাশিত হয়, সেই সময়ে পেটে ভয়ানক যন্ত্রণা। ইহা নিয়মিত সেবনে বাধকদোষ নিবারিত হয়।

অষ্টিলেগো-৩৪৭–রজঃবন্ধ হইয়া পাকস্থলী হইতে মুখ দিয়া রক্ত উঠে।

*গসিপিয়ম (Gossypium)....... যোনিপার্শ্বে ফোলা ও চুলকানি, ডিম্বকোষে সবিরাম বেদনা প্রসবের পর ফুল না পড়া, গর্ভাবস্থায় বমি। ঋতুস্রাব বন্ধ, বোধ হয় যেন ঋতু হইবে ; কিন্তু তাহা হয় না, স্রাবের রক্ত জলের মত ও ফেকাসে, কোমরে ও তলপেটে অত্যন্ত বেদনা। প্রাতভোজনের পূর্ব্বে গা-বমি ও বমির ইচ্ছা, ঋতুকালীন উর্দ্ধোদরে অস্বচ্ছন্দতা বোধ, তৎসহ ভোজনে অরুচি, ক্ষুধামান্দ্য, বাম ডিম্বকোষে হুলফোটান বেদনা ও জ্বালা, জরায়ুর প্রোলাপ্সস ও চক্ষুর উপর শিরোবেদনা।

রক্তহীনতা ও রক্তাধিক্যতা।

এসিড-এসেটিক-১৫–উদরাময়, নিশাঘর্ম, কাশি ইত্যাদির পীড়ার জন্য এবং প্রসূতির রক্তহীনতা।

গ্র্যাফাইটীস-৩৪১–স্ত্রীলোক দেখিতে সুন্দরী, মোটা সোটা, গোলগাল, মাংস থলথলে, বলবান ; কিন্তু ভিতরে কিছুমাত্র বল নাই, রক্তহীন, মুখ মলিন, পাংশুবর্ণ বা হলদে আভাযুক্ত, চোখের পাতা ফোলা ফোলা।

সাইক্ল্যামেন-২৯৬–পল্‌সেটিলার মত মানসিক লক্ষণ, গায়ে বাতাস লাগাইতে ভয় করে, রক্তশূন্য দেহ, অনিয়মিত ঋতু, মাথা ঘোরে, ঝাপ্সা দেখে, হজম হয় না।

অষ্ট্রেয়া ভার্জিনিয়া-৬৯৪–ম্যালেরিয়ার নিমিত্ত রক্তহীনতা (ন্যাট-মি)।

বেঞ্জিন-নাইট্রিকাম-৬৭৯–কালরক্ত চাপ বাঁধে না, মস্তিষ্কের শিরায় রক্তাধিক্যতা। ঠোঁট, জিহ্বা, চর্ম্ম, নখ, চোখ নীল দেখায়, সকল স্থানের শৈরিক রক্তাধিক্যতা।

ন্যাট্রম-মিউর-৪৯২–ঋতুর গোলযোগ, অতিরিক্ত শুক্রক্ষয় কিম্বা শরীরের কোনও তেজস্কর পদার্থের ক্ষয়হেতু রক্তহীনতা। দুর্ব্বল, অজীর্ণ, চর্ম্ম ফেকাসে, শুষ্ক, একটু পরিশ্রমেই ক্লান্ত হইয়া পড়ে বুক ধড়ফড় করে।

লেসিথিন-৪৩৬–অধিকদিন কোন পীড়াভোগের পর রক্তশূন্যতা।

লাইকোপাস-৪৫২–ব্লড-প্রেসার বৃদ্ধি, হৃৎপিণ্ডে বেদনা, নাড়ীর দ্রুত স্পন্দন।

পলসেটিলা–ধীর, নম্র সহজেই কাঁদে ; কোন কাজ করিতে অনিচ্ছা, কেবল ঘুমাইতে চায়, খোলা বাতাস চায়, বুক ধড়ফড় করে, ঋতু বিলম্বে হয়, বমি করে, শরীরে জ্বালা।

ফেরম-মেট-৩২০, ৪০২–মুখের রঙ্ ফেকাসে ; পাংশুটে, একটু উত্তেজনাতেই লাল হয়, মুখের ভিতরে রঙ্ ফ্যাকাসে, বাহিরে দেখিতে বেশ মোটাসোটা ; কিন্তু ভিতরে রক্তহীন।

ক্যালি-কার্ব্ব-৪০২–দেহ রক্তশূন্য, চর্ম্ম ফেকাসে, দুর্ব্বল মুখ চোখ ফোলা।

ম্যাঙ্গেনাম-৪৫৯–ঋতু শীঘ্র হয়, দুই দিনের অধিক স্থায়ী হয় না, ফেরমের পরিবর্ত্তে।

বেলেডোনা-১৫৬–মাথায়, মুখে রক্তাধিক্য, মুখ চোখ লালবর্ণ।

গ্লোনিয়ন-৩৩৩–ঠাণ্ডা বা গরমের জন্য মস্তকে রক্তাধিক্য, তজ্জন্য খেঁচুনি, সর্দ্দি-গর্ম্মী।

মেলিলোটাস-৪৬১–শরীরের সকল যন্ত্রে রক্তাধিক্য, রক্তস্রাব হইলেই উপশম, রক্ত স্রাবের পূর্ব্বে মুখ লালবর্ণ হয়।

আর্গটীন-২x–ব্লড-প্রেসার অধিক, increased blood pressure ("বোরিক") একোনাইট, ওপিয়ম-ব্লড-প্রেসার কম।

এড্রিন্যালিন-১৩–ব্লড-প্রেসার বৃদ্ধি (ভিস্কাম-এলব) ৮৫০ পৃষ্ঠায় ব্লড-প্রেসার দেখুন।

দ্রষ্টব্য ঃ এনিমিয়া বা রক্তহীনতায় একটা কাস্তে, করাত বা একখণ্ড ষ্টিল বা লোহা আগুনে পোড়াইয়া লাল হইলে সেই লোহা কিছুক্ষণ জলে ডুবাইয়া রাখিয়া সেই জল রোগীকে সর্ব্বদা পান করিতে দিবেন।

রক্ত বিষাক্ত হইয়া পীড়া।

এচিনেসিয়া, পাইরোজিনিয়াম- ২৮৫- তডিন্ন- ব্যাপটি, এসিড-কার্ব্বল, এনথ্র্যাসিনাম ক্রোটেলাস প্রভৃতি ঔষধগুলিরও প্রয়োজন হয়।

ল্যাট্রোডেক্টাস-৪৩৪–বহুদিনের রক্ত বিষাক্ততা।

রাইটার্স-ক্র্যাম্প।

(পক্ষাঘাত দেখুন)

ষ্ট্যানম-৬০৫–লিখিতে আঙ্গুল সরিয়া যায়, টাইপ-রাইটার্সের আঙ্গুলের পক্ষাঘাত।

আর্জ্জেন্টি-নাই-১১৬–লেখকদের আঙ্গুল কাঁপে।

ব্র্যাকিগ্লটাস-৬৮০–আঙ্গুল, বৃদ্ধ আঙ্গুল ও কব্জিতে লিখিবার সময় খিলধরা বেদনা।

সোলিয়ম-৬৯০–লিখিতে কিম্বা গ্রাস ধরিতে অক্ষমতা।

সাইক্ল্যামেন–ডান বৃদ্ধ ও তর্জ্জনী আঙ্গুলের আক্ষেপিক সংঙ্কোচ। এই পীড়া প্রায় আরোগ্য হয় না অথবা অনেক বিলম্বে হয়, তজ্জন্য অন্য হাতে লিখিতে কিম্বা আঙ্গুল পরিবর্ত্তন করিয়া অন্য আঙ্গুলে লিখিতে অভ্যাস করা উচিত।

রুচি।

এলিউমিনাম-৭৪–অপাচ্য দ্রব্য ও বালী, চুণ, চা-খড়ি প্রভৃতি খায় বা খাইতে ইচ্ছা।

ক্যালকে-কার্ব্ব-ডিম... মিষ্টদ্রব্য-আর্জেন্টিম ...... কয়লা-ক্যালকে-কার্ব্ব..... টকদ্রব্য ও পানীয়-ব্রায়ো, হিপার, ফস, ফলস, চায়না........ তিক্ত, লোণা দ্রব্যে ইচ্ছা-ক্যাল-ফস।

র‍্যাকাইটীস।

ক্যাল-ফস-১৯৩,........ হেক্লা-লাভা-৩৫১ .... সাইলিসিয়া-৫৯৬ (ফসফরাস, ব্যাসিলিনাম আর্স প্রভৃতিও এই পীড়ার ঔষধ)।

রেতঃস্খলন (স্পার্ম্মাটোরিয়া)।

এগ্নাস অধ্যায়-৬১ পৃষ্ঠা দেখুন।

মস্কাস-৪৮৪-লিঙ্গোদগম না হইয়া শুক্রস্খলন, লিঙ্গমধ্যে জ্বালা।

কোনিয়ম-২৭৮-স্ত্রীলোক দেখিলে, আলিঙ্গন করিলে, মনে মনে ভাবিলেও অসাড়ে শুক্রস্খলন, লিঙ্গোত্থান পূর্ণভাবে হয় না, কামরিপু প্রবল স্ত্রীসম্ভোগে অসমর্থ।

স্যালিক্স-নায়গ্রা-৫৭৮-বাহ্যে প্রস্রাবের সময় কোঁথ দিবার কালীন শুক্রস্খলন, হস্তমৈথুন পীড়ার কারণ হইলে ইহা অধিক উপকারী। ক্ষমতাহীন অথচ স্ত্রীসংসর্গের ইচ্ছা প্রবল।

এলিউমিনা-৭৪-মলত্যাগকালীন কোঁথ-দিবার সময় রেতঃস্খলন, তজ্জন্য ধ্বজভঙ্গ।

লিউপিটিলাস-৬৩৮-প্রস্রাবের কোঁথে শুক্রক্ষরণ, ধাতুদৌর্ব্বল্য, মূত্রনলীতে জ্বালা।

ভায়োলা-ট্রাইকোলার-৬৬৬-স্বপ্নে দেখিয়া স্বপ্নদোষ, বাহ্যে প্রস্রাবের সময় অসাড়ে শুক্রপতন।..... আর্জেন্টি-মেট-১১৪-শুক্রক্ষয় করিয়া দুর্ব্বল।

সেলিনিয়ম-৫৮৯-নিদ্রায়, স্বপ্নে, বেড়াইবার সময়, প্রস্রাব-বাহ্যের পর, অল্পে অল্পে অসাড়ে রেতঃপাত, ক্রমশঃ ধ্বজভঙ্গ।...... বিউফো-১৭৭ ও সাইলি-৬১ পৃষ্ঠা দেখুন।

নুফার-লুটিয়া-৫০৩-কামোদ্দীপক কথায় বা সামান্য উত্তেজনাতেই রেতঃস্খলন।

এভেনা-স্যাট-৬৪-অজ্ঞাতসারে ধাতুস্খলন, ধ্বজভঙ্গ, রতিশক্তির হ্রাস।

ষ্ট্যাফিসেগ্রিয়া-৬০৬-স্বপ্নদোষ, স্পার্ম্মাটোরিয়া, তৎসহ চোখ, মুখ বসা ও কোমরে বেদনা, ইন্দ্রিয়ের উত্তেজনা হেতু শুক্রক্ষরণ, ধাতুদৌর্ব্বল্য।

এগ্নাস-৬১-ধ্বজভঙ্গ, স্পার্ম্মাটোরিয়া, বাহ্যের বেগ বা নিদ্রাকালে রেতঃস্খলন।

টার্ণেরা-৬৩৭—বাহ্যে প্রস্রাবের বেগ দিবার কালীন শুক্রপাত, পুরুষত্ব কমিয়া যায়।

অনসমোডিয়াম-৬০১—অনবরত লিঙ্গের উত্তেজনা, ধ্বজভঙ্গ, রতিক্রিয়ার ইচ্ছা লোপ, দ্রুত রেতঃস্খলন, অসম্পূর্ণ লিঙ্গোদগম।

অরিগেনাম-৬৯৩—হস্তমৈথুন জনিত পীড়া, অতিরিক্ত উত্তেজনা।

সাইলিসিয়া-৬১—বাহ্যের বেগে শুক্রক্ষরণ, ১০০০ শক্তির একমাত্রা প্রায় ১ পক্ষ অন্তর।

ল্যারিণ্ জাইটীস।

ইউপেট পার্ফো-৩১৫—কাশি, গলাধরা, গলায় টাটানি ব্যথা, লেরিংস হইতে ট্রেকিয়ার ও ব্রঙ্কাইয়ে পরিচালিত, কাশিলে মাথায় ও বুকে লাগে, হাত দিয়া চাপে।

ক্যালি-বাইক্রম-৩৯২—গলার ভিতর ফুলিয়া লালবর্ণ, ক্ষত, মুখ দিয়া লালাস্রাব আঠার মত চট্‌চটে গয়ার উঠে।

এমন-কষ্টিকাম-৮০—লেরিংসে প্রদাহ, স্বরভঙ্গ, গলায় জ্বালা, টাটানি বেদনা, আলজিবে শ্লেষ্মা জড়াইয়া থাকে।

ফাইটোলক্কা-৫৪১—ক্যাটায়েল-ল্যারিণজাইটীস, তৎসহ টনসিলের বিবৃদ্ধি, পীড়ার উপসর্গ রাত্রিতে, ঠাণ্ডায় ও বর্ষায় বৃদ্ধি।

ন্যাট্রম-সেলিনিয়ম-৬৯২—ল্যারিঞ্জিয়্যাল-থাইসিস (বোরিক)

ল্যারিণ্ জিসমাস-ষ্ট্রীডুলাস (ফল্‌স-ক্রুপ)।

(৫৭৯ পৃষ্ঠায় মায়ুকাস দেখুন)

লিভারের পীড়া।

শিশু-লিভার—ম্যাগ-মিউর, ক্যাল্‌কে-আর্স....বর্দ্ধিত লিভার যেন ফুলিয়াছে—এবসিড।

এনান্থিয়াম-২১০—লিভারের প্রদাহ ও ফোলা, ভীষণ বেদনা, যেন শক্ত টিউমার।

লিভার-সিরোসিস—আয়োড, ফস, লরোসি, এসিড-মিউর।

শেষ অবস্থায় শোথ—এপিস, আর্স, এসি-মিউর, এমন-বেঞ্জো, এপোসাইনাম।

এমন-মিউর—পুরাতন কন্‌জেস্‌সন কোষ্ঠবদ্ধ, পেটডাকা, বায়ু নিঃসরণ।

বামদিক চাপিয়া শুইতে কষ্ট—ব্রায়ো, ন্যাট-সল....ডানদিক চাপিয়া শুইতে কষ্ট মার্ক-সল, ম্যাগ-মিউর, ক্রোটেলাস।

স্ফোটক—হিপার, মার্ক, লাইকো, ল্যাকে।

এসিড-মিউর-২৬—লিভার পীড়ার শেষ অবস্থার শোথ ও উদরী।

বার্ব্বেরিস-৭০—লিভারের স্থান হইতে বেদনা উঠিয়া পাঁজরার ভিতর খোঁচে, কখনও পেটের মধ্যে আসে।

এলো-৭০—লিভারের স্থান ভারী, বেদনাযুক্ত ; ডান পাঁজরার নীচে বেদনা।

ব্রায়োনিয়া-১৭৫, ২৩৬, ৪৪৮—লিভারে ছুঁচফোটান ব্যথা, জ্বালা, টাটানি বেদনা। ফোলা। কাশিলে, নিশ্বাস লইলে বেদনার বৃদ্ধি, শুষ্ক মল, মুখ তিক্ত, ডানকাঁধে বেদনা

চেলিডোন-২৩৬, ১৭৫—লিভারের স্থানে সকল সময়েই বেদনা, স্কাপুলার নীচে বেদনা, মুখ তিক্ত, চোখ, মুখ, গায়ের চামড়া হলদে, বাহ্যে ছাই বা মাটি রঙের কিম্বা গন্ধকের ন্যায় হলদে, ছাগলনাদির মত, প্রস্রাব হলদে, গা-বমি, পিত্ত-বমি।

জগল্যান্স-সিনেরিয়া-২৩৬—লিভারে টাটানি বেদনা, ডান কাঁধের নীচে বেদনা, ঢেকুর, পেটফোলা, পেটফাঁপা, বাহ্যের সঙ্গে পেটে বেদনা, কোঁথানি।

লাইকো-২৪৬, ৪৪৮—লিভারে অনবরত ঘিনঘিনে ব্যথা, সময়ে সময়ে অধিক হয়।

ক্রোটেলাস-২৮৪—লিভারে এত বেদনা যে নিশ্বাস টানিলেও বাড়ে, রক্তস্রাব হয়, চোখ মুখ-শরীর-প্রস্রাব হলদে, ফুলিয়া পড়ে।

ফসফরাস-৫৩৪—লিভার সঙ্কুচিত (সিরোসিস)। প্রথমে সামান্য জ্বর, পরে লিভার বর্দ্ধিত, শেষে লিভার স্ফোটক, হেক্‌টিক-জ্বর, নিশাঘর্ম্ম।

পডোফাইলম-৫৫০—যকৃতের ভালরূপ ক্রিয়া হয় না, যকৃতের স্থানে ব্যথা।

ল্যাকেসিস-৪২৮—মাতালের পীড়া, লিভারের দোষে ন্যাবা, লিভার স্ফোটক, ডানদিকে ভয়ানক ব্যথা, কাপড় রাখিতে পারে না।

লেপ্ট্যান্ড্রা-৪৪১—পিত্তকোষে ও লিভারের স্থান টাটানি ব্যথা, সর্ব্বদা কামড়ানি ব্যথা, লিভারে রক্তসঞ্চয়, লিভারে ও পেটে জ্বালা, পিত্তবমি, জিবে কাল বা হলদে লেপ।

ম্যাগ্নেসিয়া-মিউর—৪৫৬—লিভারের বিবৃদ্ধি, বেদনা ও ফোলা, স্পর্শে ও ডানদিকে শুইলে এবং আহার করিলে বেদনার বৃদ্ধি, ন্যাবা।

টিলিয়া-৪৫৬—বামপার্শ্বে শুইলে লিভারের বেদনা বৃদ্ধি।

মার্কুরিয়স-সল-৪৭১—লিভার প্রদাহ, লিভার শক্ত ও বড় হওয়া, বেদনা, ডানপাশে শুইতে না পারা, রাত্রিতে যন্ত্রণার বৃদ্ধি, শোথ, ন্যাবা।

ন্যাট্রম-সলফ-৫০১—পুরাতন উদরাময়ে ভুগিয়া লিভার আক্রান্ত, লিভারে টাটানি ব্যথা, বামপার্শ্বে শুইতে পারে না, মুখে টক বা তিক্ত আস্বাদ, ন্যাবা।

বোল্‌ডো (Boldo)-৬৮০—লিভারের স্থানে কলিকের মত বেদনা, কলিসিস্টাইটিস। চিলোন-২৩৬, ৬৮২—লিভারের ডান বা বামলোবে ভীষণ বেদনা, উহা নিয়ে বিস্তৃত হয়।

কোলেষ্টেরিণাম-৬৮২—লিভারের ক্যানসার, লিভারের পাশে জ্বালাজনক বেদনা, জলিবার সময় বেদনার জন্য হাত দিয়া চাপিয়া ধরে।

ষ্টেলারিয়া-মেডিকা-৬৯৯—লিভার ফোলা, শক্ত, ছুঁচফোটান বেদনা, চাপ দিতে দেয় না, কাদার রঙের মত বাহ্যের রঙ।

নক্স-ভমিকা-৫১১—লিভার বড়, শক্ত, অত্যন্ত বেদনা, সময়ে সময়ে শূল বেদনা, জ্বর।

এমন-বেঞ্জো-৭৭—শিশু লিভারের শেষ অবস্থায় লিভার সঙ্কুচিত হইয়া শোথ।

লোকেমোটর-য়্যাটাক্সি।

আর্জেন্ট-নাই-১২০—পা যেন, ভারী বোঝা, হোঁচট খাইয়া চলে, চক্ষু বুজাইয়া আদৌ চলিতে পারে না।....কণ্ডুর্যাঙ্গো-২৭৫—কোন ঔষধে ফল না পাইলে প্রযোজ্য।

ল্যাথাইরাস-৪৩৩—কোনও দ্রব্য তুলিতে হাত কাঁপে, স্থির হইয়া দাঁড়াইলেও কাঁপে, পড়িয়া যাইবার মত হয়, সোজা হইয়া বসিতে পারে না।

* অক্সিট্রপিস—মেরুদণ্ড বোধ হয় যেন অসাড়, পা ঠিক স্থানে পড়ে না, হোঁচট খাওয়ার মত চলে, (Patellar tendon reflex lost). বেদনা শীঘ্র আসে শীঘ্র যায়, পায়ের পেশী শক্ত হইয়া থাকে।

এলিউমিনা-৭৩—সোজাভাবে এবং চক্ষু না চাহিয়া এক পাও চলিতে পারে না, অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ভারী, প্রত্যেক পদক্ষেপেই যেন হোঁচট খায়।

এরাগ্যালস-১২০—নিউ-রেমিডিজের মধ্যে এই পীড়ার একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ।

* হেলোডার্ম্মা (Helederma)—প্যারালিসিস-এজিট্যান্স পীড়া ও হার্ট-ফেলিওর লোকোমোটর-য়্যাটাক্সি, নিম্নাঙ্গ অসাড়বোধ ও কাঁপে, নিম্নাঙ্গ বরফের মত ঠাণ্ডা কিম্বা জ্বলে, হোঁচট খাওয়ার মত হইয়া চলে, মনে করে যেন পা ফুলিয়াছে, অঙ্গ প্রসারণে

যন্ত্রণার হ্রাস হয়। সমস্ত শরীর, ফুসফুস, জিহবা, মস্তক ইত্যাদির বরফের মত ঠাণ্ডাভাব এবং জ্বরে ঠাণ্ডায় যেন মৃত্যু হইবে, টেম্পারেচার ৯৬° ডিগ্রী (Sub normal) এই ঠাণ্ডাই এই ঔষধের চরিত্রগত লক্ষণ। (ইহা—৬ × য়ের নীচের ব্যবস্থা করিবেন না। ১০০০. সি. এম শক্তিও উপকারী।

লোচিয়া (প্রসবান্তিক ক্লেদস্রাব)।

দুর্গন্ধ—ব্যাপ্‌টি, ক্রিয়ো, সিকেলি, ল্যাকে.....স্রাব বন্ধ—সিকেলি, ক্যালি-কার্ব্ব, বেল, ব্রায়ো......স্রাব বন্ধ হইয়া পীড়া—সিকেলি, একটিয়া।

এসিড-কার্ব্বল—১৬ সিকেলি—৫৮৬, সিমিসিফিউগা—৫০, ক্রিয়োজোট—৪১৮।

শ্বাস-প্রশ্বাসে কষ্ট।

শুইলে কষ্ট, শুইতে পারে না—এন্টিম-টার্ট, এন্টিম-আর্স, এপিস, এর্যালিয়া, কনভ্যালেরিয়া, আইবেরিস, ল্যাকে, ন্যাজা.....শ্বাস গ্রহণে কষ্ট—এরালিয়া, আর্স......শ্বাস ফেলিতে কষ্ট—এসিড-হাইড্রো, ক্লোরাম...হৃৎপিণ্ডের পীড়াজনিত শ্বাসকৃচ্ছ্রতা—একোনাইট-ফেরক্স, ক্রাম, কনভ্যালে, ল্যাকে, ক্যালমি, মস্কাস, লরোসি, ফস....শ্বাসনলীর আক্ষেপের নিমিত্ত শ্বাসপ্রশ্বাস বন্ধের মত হওয়া—ক্যাপসি, মস্কাস, স্যাম্ব, কুপ্রম, ব্রোমি, ল্যাকে, ইপি (এমন-কষ্টিক দেখুন)..শ্বাসরোধ–এমন-কার্ব্ব, এসিড-নাই, বোভিষ্টা, ...শ্বাস-প্রশ্বাসে কাঠচেরার মত শব্দ—স্পঞ্জি, ক্যালি-বাই, আয়োড... গ্লটীসের মুখের আক্ষেপের জন্য শ্বাস ফেলিতে কষ্ট—ক্লোরাম।......বুকে সর্দ্দি ঘড়ঘড় করার জন্য—মিফাইটাস,....হঠাৎ রাত্রিতে ঘুমাইতে ঘুমাইতে কাশির ফিট আসিয়া—স্যাম্বুকাস,....কাশির পর—ড্রসেরা,...গ্লোবাস-হিষ্টিরিয়া—মস্কাস,.... ল্যারিণজাইটাসে ল্যারিংসের আক্ষেপের জন্য—স্যাম্বুকাস,....হুপিং-কাশি কিম্বা আক্ষেপিক কাশি এবং হাঁপানীতে গলনলী সঙ্কোচনের নিমিত্ত—কুপ্রম-মেট। শ্বাসকষ্টের নিমিত্ত পৃথক পৃথক পীড়া এবং নিমোনিয়া, ব্রঙ্কো-নিমোনিয়া ও ব্রঙ্কাইটিস অধ্যায়—৮০৮ পৃষ্ঠা দেখুন।

এষ্টিপাইরিণ-১০১—শ্বাসকষ্ট, কষ্টকর নিশ্বাস, বুকে চাপবোধ, শ্বাস-প্রশ্বাস ক্রমে ক্রমে কম হইতে হইতে পুনরায় বৃদ্ধি।

লোবেলিয়া-পার্পি-৪৪৪—শ্বাসপেশীর পক্ষাঘাত, শ্বাসপ্রশ্বাস ধীর বোধ হয় যেন উপর হইতে চলিতেছে ; হৃৎপিণ্ডের জোর প্রতিঘাত যেন ঢাক বাজাইতেছে।

ওলাউঠা রোগে শ্বাস-প্রশ্বাসে কষ্ট—ওলাউঠা অধ্যায় ৭৪৪ পৃষ্ঠা দেখুন।

কোকা-২৫৭—হাঁপানি ও হিমপ্‌টিসিসে শ্বাসকষ্ট।

শিরাস্ফীতি (Vericocil)।

শিরাস্ফীতি নূতন হইলে—হ্যামামেলিস....পুরাতন হইলে—এসিড-ফ্লোর-২০।

জিঙ্কাম-৬৫২—নিম্নাঙ্গ বিশেষতঃ পা ফোলে, সেই ফোলা যোনিতে পরিচালিত হয় তরুণ অবস্থায়—পলসেটিলা, উহার পর—জিঙ্কাম।

ভাইপেরা-৬৪৬—শিরার অত্যধিক স্ফীতি (ফ্রেবাইটিস), শিরা-প্রসারণ (ভেরিকোস)।

ক্যালকেরিয়া-ফ্লোর-১৯২—ভেরিকোস-ভেনস পীড়ায় সুসলারের প্রধান ঔষধ।

(রক্ত সঞ্চালনের বৈলক্ষণ্যহেতু—পলস,.....পায়ের কার্ব্বো-ভেজ, পলস, ল্যাকে, জিঙ্কাম,....নাকের—কার্ব্বো, লিডম, ... যোনির—কার্ব্বো, হ্যামা, জিঙ্ক, লাইকো....শিরায় রক্তজমা—কুপ্রম, কার্ব্বো, ল্যাকে, ক্রোরালম, ক্রোটে, ডিজি)।

ক্যালকেরিয়া-হাইপো-১৯৫—শিরা চাবুকের দড়ির মত খাড়া হইয়া উঠে।

বেলিস-পিরেনিস—গর্ভাবস্থায় (Vericose Veins.)

শিরঃপীড়া।

(মাথাব্যথা—৮৫৬ পৃষ্ঠা দেখুন)

শিশুর দুধতোলা।

ক্যালকেরিয়া-কার্ব্ব-১৮৫—দধির মত বমি, চাপ খুব বড় নহে, টক গন্ধ, বমির পর ক্ষুধা।

ইথুজা-১৮৫—বড় বড় চাপবিশিষ্ট জমা দুধ-বমি, দুধ পানমাত্র বমি, বমির পর নিঝুনভাব, ঘুমায়, ঘুমের পর স্তন্যপান করে, ক্ষুধা হয়, আর কিন্তু হজম হয় না।

এন্টিম-ক্রুড-৯২—ছোট চাপযুক্ত দুধ বমি, ওয়াকতোলা, কাটবমি, জিহবা সাদা যেন দুধ মাখান, বমির পর শিশু স্তন্যপান করে না।

সাইলিসিয়া-৫৯৬—স্তন্যপান করিলে ছানার মত বমি, ক্ষুধা থাকে না কিম্বা অধিক ক্ষুধা, খাবার জন্য হাঁই হাঁই করে।

ক্যালকেরিয়া-ফস-১৯২—দুধ সহ্য হয় না, বমি করে ; ১৯২ পৃষ্ঠায় ইহার ধাতু দেখুন।

শিশুর দন্তোদগমকালীন পীড়া।

বেলেডোনা-১৬১—প্রবল জ্বর, মাথাচালা, দাঁত কড়মড় করা, কাঁদা, আচ্ছন্নতা, ঘুমাইতে ঘুমাইতে চমকানো, হস্ত পা ঠাণ্ডা, আমাশয়, পেটে ব্যথা, সাদা রঙের বাহ্যে।

ক্যামো-১৬১—জ্বর কম, চমকাইয়া উঠে, ছেলে রাগী, খিটখিটে, কোলে বেড়াইতে ইচ্ছা, কান্না হড়হড়ে সবুজ রঙের বাহ্যে, তৎসহ ডিম পদার্থ, অত্যন্ত দুর্গন্ধ মল।

ক্যালকেরিয়া-কার্ব্ব-১৮৪—বিলম্বে দাঁত উঠা কিম্বা দাঁত না উঠা, এই সময়—জ্বর, পেটের দোষ, তড়কা ইত্যাদি।

পডোফাইলম-৫৫০—নানা রঙের বাহ্যে, তড়কা, জ্বর, দাঁত কড়মড় করা, মাড়ী চাপা, মাথাচালা, গোঁগান, ঘ্যান ঘ্যান করা।

একটিয়া-৫২—শিশুদের দাঁত উঠিবার সময় মস্তিষ্কের ইরিটেসন ও অনিদ্রা।

শিশুর ক্রন্দন।

(৭৬৪ পৃষ্ঠায় দেখুন)

সোরিণাম-৫৫২—দিবারাত্রি ঘুমায় না, কেবল খ্যাৎ খ্যাৎ করে, দিনের বেলা বেশ খেলায় রাত্রিতে চীৎকার, কাঁদে।

জিঙ্কাম-৬৪৮—শিশু নিদ্রিতাবস্থায় কাঁদিয়া উঠে, যেন কত ভয় পাইয়াছে, এরূপ দেখায়, মাথা এপাশ ওপাশ করে।

ক্যামো-২৩১—শিশু কেবল ঘ্যান ঘ্যান করে, কাঁদে আর যেন রেগেই আছে।

জেলাপা-৩৯০—দিনরাত্রি কাঁদে কিম্বা দিনের বেলায় বেশ শান্ত, রাত্রিতে কান্না।

এন্টিম-ক্রুড-৯১—গায়ে হাত দিলেই রাগে, কাঁদে, বয়স্কগণের প্রতি কথায় কান্না।

বোরাক্স-১৭০—ঘুমাইতে ঘুমাইতে হঠাৎ চীৎকার, প্রতিবার প্রস্রাবের পূর্ব্বে ক্রন্দন।

ভয়জনিত ক্রন্দন—ভয় ও ভয়জনিত পীড়া এবং ৭০৮ পৃষ্ঠায় "অনিদ্রা দেখুন"।

অন্যান্য কতিপয় শিশু পীড়া ঃ—

শিশু-কলেরা-৭৪৭ পৃষ্ঠা ও শিশু-উদরাময়—৭৩৫ পৃষ্ঠা দেখুন।

শিশুর আক্ষেপ—৭৯৫ পৃষ্ঠায় "তড়কা" দেখুন। স্কাটেলিরিয়া, ৬৯৭—দাঁত উঠিবার সময় তড়কা।

শিশুর বিছানায় প্রস্রাব—৮২৩ পৃষ্ঠায় "প্রস্রাবের পীড়া" দেখুন।

শিশুর ন্যাবা—৮০৮ পৃষ্ঠায় "ন্যাবা" ও লিউপিউলাস—θ—৬ষ্ঠ দিয়া দেখুন।

শিশু-যকৃৎ—ক্যালকে-আর্স ("লিভার ও রোহিতকা—৬৭৩ পৃষ্ঠা দেখুন)।

আঁতুড়ে শিশুর শ্বাসরোধ—৯৮ পৃষ্ঠা দেখুন।

শুক্রস্খলন।

৮০৪ পৃষ্ঠায় ধ্বজভঙ্গ এবং রেতঃস্খলন ও স্বপ্নদোষ দেখুন।

ইরিনজিয়ম-৬৮৪—সামান্য কারণেই শুক্রবৎ পদার্থ বাহির হয়, লিঙ্গোদগম না হইয়া স্বপ্নদোষ। সাইলিসিয়া-৬১—১০০০ শক্তি ১ মাত্রা ১৫ দিন অন্তর ২/৩ মাত্রা।

হাইড্রোফোবিনাম-৬৮৭—রতিক্রিয়ার সময় শুক্রস্খলন হয় না।

টিটানিয়ম-৭০৭—রতিশক্তির দুর্ব্বলতা, সঙ্গমকালীন অতি শীঘ্র স্খলন হয়।

ষ্ট্যাফিসেগ্রিয়া-৬০৬—স্কুলের ছাত্রদের স্বপ্নদোষ।

শূল-বেদনা।

(অম্লশূল-বেদনা—৭১২ পৃষ্ঠা দেখুন)

সলফোন্যাল-ক্রুড-ফরম ১০ হইতে ৩০ গ্রেণ মাত্রায় গরম জলসহ সেবন করাইলে মর্ফিয়ার মত ক্রিয়া হইয়া ২।১ ঘন্টার মধ্যে নিদ্রিত হইয়া পড়ে।

এঙ্গাষ্টিউরা-৮৮—পেটে বেদনা, বেদনা নাভি হইতে আরম্ভ হইয়া বুকে যায়।

কলোসিন্থ-২৬৯, ৫৪৫—কামড়ানি, খামচানি, মোচড়ানি বেদনা, জোরে চাপিলে, সম্মুখে ঝুঁকিলে, উপুড় হইয়া শুইলে কম হয়, বেদনাসহ বাহ্যে বমি।

ক্যামো-২৭০—শিশুদের উদরশূল, পেটে বায়ু জমে, পেট ফোলে, কাঁদে, ছটফট করে, পা ছোড়ে।

সেনা-৫৯২—শিশুদের পেট বায়ুতে পূর্ণবোধসহ কলিক বেদনা।

ষ্ট্যাফিসেগ্রিয়া-২৭০, ৬৬০—চক্ষুর পাতার ঘা দাঁতে পোকা খাওয়া কিম্বা উপদংশবিশিষ্ট ধাতুর শিশুদের কলিক বা উদরশূল।....পানাহারের পরই পেট কনকন করা।

গলথেরিয়া-৬৮৫—তরুণ পাকাশয়শূল, নিম্নোদরে তীব্র বেদনা, অদম্য বমি।

ইলিসিয়ম-৬৮৭—৩ মাস ভোগকালের কলিক কিম্বা উদরশূল বেদনা, ঠিক নিয়মিত একসময়ে বেদনা আরম্ভ হয়।

এলো-৬৯—তলপেটের ডানদিকে কামড়ানি খামচানি বেদনা, বাহ্যের সময় বেদনা।

এবসিন্থিয়াম-১০—বায়ুশূল বেদনা (wind colic)।

ভেরেট্রম-এলব-২৭০—পেটে বেদনাসহ কপালে ঠাণ্ডা ঘাম।

ভেরেট্রম-এলব-৬৪২—ঠান্ডা লাগিয়া কিম্বা ফল ও শাক-সব্জী খাইয়া কলিক বেদনা।

বোভিষ্টা-২৭০—আহারান্তে পেটের বেদনা বৃদ্ধি, পা গুটাইলে, সম্মুখে ঝুঁকিলে উপশম।

ষ্ট্যানম-২৭০—শিশুদের উদরশূল, কাঁধে চাপিয়া বেড়াইলে পেটে এবং অন্যান্য বেদনা—খুব জোরে চাপ দিলে উপশম।...... জেলেপা-২৭০—শিশু দিনরাত্রি কাঁদে।

এষ্টিরিয়াস, ল্যাকে-১৪০—ঋতুস্রাব আরম্ভ হইলে শূলব্যথার উপশম।

কষ্টিকাম-২২৯—পেটের মোচড়ানি ব্যথা—কলোসিন্থে উপকার না হইলে প্রযোজ্য।

কক্কুলাস-২৬১—পেটে বায়ু জমে, নাড়ী পাক দেয়, মোচড়ায়, বায়ু নিঃসরণে একটু উপশম হয়, তৎসহ গা-বমি-বমি, ঋতুস্রাব হইয়া শূল বেদনা।

চেলিডোন-২৩৭—খালি পেটে থাকিলে বেদনার বৃদ্ধি।

কুপ্রম-সলফ—২৯৪—ওলাউঠার পর উদরশূল বেদনা, তৎসহ পেট শক্ত, গা-বমি।

ডায়স্কোরিয়া-২৭০, ৩০২, ৫৪৫—বেদনা তলপেটে কুঁচকীর স্থান হইতে আরম্ভ হয়, স্থান পরিবর্তন করে, পেট ডাকে, বায়ু নিঃসরণ হয়, পাকস্থলী ও অন্ত্রে থামিয়া থামিয়া কামড়ানি, খামচানি বেদনা, পশ্চাতে হেলিলে বা সোজা হইয়া থাকিলে উপশম।

ওপিয়ম-৫১৮—পেটে বায়ু জমে, পেট ফোলে, ঢেকুর উঠে, তাহাতে পেটফোলা বা বেদনার উপশম হয় না।

নক্স-ভমিকা-৫১০—বায়ু অধঃ ও উর্দ্ধে ঠেলা মারে, তজ্জন্য পেটে বেদনা, শ্বাসকষ্ট, প্রস্রাব বাহ্যের চেষ্টা হইয়াও প্রস্রাব বাহ্যে হয় না। অর্শের রক্তস্রাব বন্ধ হইয়া পেটে শূলুনি।

আরজিমোন-মেক্সিকেনা-৫১০—উপর নীচু সমস্ত পেটে ভয়ানক কামড়ানি, খামচানি আক্ষেপিক বেদনা তৎসহ ঢেকুর, গা-বমি (এই ঔষধটি নিউ-রেমিডিজের অন্তর্ভূত)।

প্লম্বম-৫৪৫—সীস-শূলবেদনা(এসিড-সলফ-ডিল—ইহার উৎকৃষ্ট ঔষধ)। নাভীর স্থানে ভীষণ টেনে খেঁচেধরা বেদনা, কোষ্ঠবদ্ধ, বমি।

জ্যাট্রোফা-৩৯০—উপরে পেট টেনে ও খেঁচে ধরে এবং খিলধরার মত বেদনা লিভারের স্থানে, ডান-স্ক্যাপুলায় ও কাঁধে বেদনা।

শোথ রোগ।

(৭২৯ পৃষ্ঠায় উদরী দেখুন)

এমন-বেঞ্জো-৭৬—শিশু-লিভারের শেষ অবস্থায় শোথ।

এপিস-১৩০—শ্বাসকষ্ট, পিপাসাশূন্য, স্বল্প প্রস্রাব, চর্ম্ম সাদাটে, চোখ, পা অধিক ফোলা। (এপোসাইনাম, এস্ক্লিপিয়াস, লাইকো, এসিড-এসেট, আর্স-আয়োড, ডিজিটেলিস ইহারাও ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের শোথের ঔষধ ১৩০ পৃষ্ঠা দেখুন)।

লিয়াট্রিস-৪৪১—যে কারণেই হউক সর্ব্বাঙ্গীন শোথ, ইহাতে বহু শোথ আরোগ্য হয়।

এপিস-১০৬—মুখ, চোখ, টনসিল, গলা, মলদ্বার, অণ্ডকোষ, জিবের গোড়ায় সমস্ত স্থানে আলজীব প্রভৃতি স্থানে থলীর মত ফোলা, পানাহারে ও শ্বাস প্রশ্বাসে কষ্ট, গলার ভিতরে যেন মাছের কাঁটা ফোটান রহিয়াছে এরূপ অনুভব ও বেদনা, অতি অল্প প্রস্রাব। ইহার প্রস্রাব কখনও এলবুমেন মিশ্রিত ও ঘোলা।

এসক্লিপিয়াস-১৩৯—ইহাতে ঘর্ম্ম ও প্রস্রাব বৃদ্ধি হইয়া শোথে উপকার হয়।

কোয়াকার্স-গ্ল্যাণ্ডি-৬৯৬—পুরাতন প্লীহা ও তজ্জনিত শোথ, লিভার পীড়ার শোথ।

এপ্লিলব্দিস-৬৭৮—প্রস্রাবের দোষজনিত শোথ, হাইড্রোসিল।

থাইরয়ডিন—৩ x, ৬, ৩০ শক্তি—পায়ের ফুলা, নিম্নাঙ্গে কামড়ানি বেদনা।

ঊগলফোলিয়া-৬৫৭—বহুদিন যাবৎ প্লীহা, পেটের অসুখ, আমাশয়ে ভুগিয়া এবং সর্ব্বপ্রকার যান্ত্রিক রোগ সংযুক্ত শোথ।

আর্জেন্টি-ফস-৬৭৯—শোথে প্রস্রাব নিঃসরণে সহায়তা করে।

এসিড-এসেট-১৫—শোথ বা উদরীসহ উদরাময় ও বমন.....ঐ ১৫—শোথে—ডিজিটেলিসের পর এবং রক্তস্রাবে চায়নার পর সেব্য। মেডিউসা-১০৫—মুখ নাক ইত্যাদি ফোলে।

জ্যাবোরাণ্ডি-৩৮৯—গর্ভাবস্থায় শোথ ও প্রত্যঙ্গাদির ফোলা এবং হৃৎপিণ্ডের কিম্বা কিডনীর পীড়াজনিত শোথ।

এপোসাইনাম-১০০—স্পার্টিস-১৭৯—পিপাসা, বমি, কষ্টকর শ্বাসপ্রশ্বাস, হৃৎপীড়াসহ।

হেলিবোরাস-৩৫৩—শোথে—প্রস্রাব কাল বা ঘোলা, অল্প ধোঁয়ার মত পদার্থ ভাসে, তলানি কাফিগুঁড়ার মত, বাহ্যে—আম মিশ্রিত।

এপোসাইনাম-৩৫৪—হৃৎপিণ্ডের পীড়াজনিত শোথ, বেরি-বেরি ও সকল প্রকার শোথ, লিভারের পীড়াজনিত শোথ, যুবতী-স্ত্রীর ঋতুস্রাব বন্ধ হইয়া হাত-পা ফোলা ও উদরী। তরুণ পীড়ায় উচ্চ হইতে নিম্নশক্তি, পুরাতন ও সেকেণ্ডারি শোথে—θ—৫ হইতে ১০ ফোঁটা মাত্রায় সেব্য।

ল্যাথাইরাস-৪৩৩—চেয়ারে বা বেঞ্চিতে বসিয়া কার্য্য করিলে পা ফোলে, বেরি-বেরি।

লাইকোপোডিয়ম-৪৫০—লিভারজনিত শোথ। কোনও শোথে পায়ের দিকে অধিক ফোলা, পায়ে ঘা।

স্যাম্বুকাস-কানাডেন-৫৮০—শোথের মহৌষধ, ইহার তরলসার—১ চামচ দিনে ৬ বার।

ল্যাকেসিস-৪২৭—হৃৎপীড়ার জন্য উদরী, শোথ (এপিস)।

অক্সিডেণ্ড্রণ-৫২১—সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গের শোথ ও ফোলা, স্বল্পপ্রস্রাব, প্রস্রাব বন্ধ, শ্বাসপ্রশ্বাসের কষ্ট।....ভাইপেরা—অন্ননলীর শোথ ও ফোলা।

ডিজিটেলিস-২৯৮—হৃৎপিণ্ডের পীড়া কিম্বা ব্রাইট্‌স পীড়াজনিত শোথ বা উদরী, প্রস্রাব অতি অল্প, গাঢ় ও গরম।

ষ্টার্ণম-অস্থির পীড়া।

(অরম-১৪৩—ষ্ট্যার্ণমের ভিতর ছুঁচফোটান বেদনা।)

ষ্ট্র্যাঙ্গুলেসন অফ-দি-বাউয়েল্‌স।

ওপিয়ম-৫১৮—অন্ত্রশূলের মধ্যে দেখুন, পেটে বেদনা ও কোষ্ঠবদ্ধের সহিত দুর্গন্ধ হয়, বমি। প্লম্বম—৫৪৫ পৃষ্ঠা দেখুন।

ষ্ট্রীক্‌চার।

ষ্ট্রীক্‌চারের প্রথমাবস্থায়—ক্লিমেটিস-২৫৫, সাইলিসিয়া, ফসফরাসেরও প্রয়োজন হয়। প্রথমাবস্থা অতীত হইলে—ক্যাম্ফর, টেরিবিন্থ, কোপেবা প্রভৃতি মূত্রকৃচ্ছ্রের ঔষধ প্রযোজ্য।

প্রণাস-স্পাইনোসা-২৫৫—প্রস্রাবের নিস্ফল চেষ্টা, বেগমাত্র প্রস্রাব যায় ; কিন্তু বোধ হয় যেন প্রস্রাব আসিয়া আবার ভিতরে চলিয়া গেল, ষ্ট্রীক্‌চার।

ইরিঞ্জিয়ম-৬৮৪—স্প্যাজমডিক ষ্ট্রীক্‌চার, কষ্টকর ও একটু একটু করিয়া প্রস্রাব, প্রষ্টেট বৃদ্ধির জন্য মূত্রথলির ইরিটেসন।

কুণ্ডুর‍্যাঙ্গো-ইসোফেগাসের ষ্ট্রীক্‌চার।

স্ফোটক।

সংখ্যায় অধিক ক্ষুদ্র স্ফোটক—আর্ণিকা-১২২,........ক্ষুদ্র স্ফোটক, গামিগোটা, রক্ত দূষিত হওয়া—আর্কটিয়ম-১২২,......শরীরের সমস্ত স্থানের ফোড়া—বেলিস-পেরিনিস-১২২, ...মুখের ব্রণ এবং স্ফোটক—এসিড-পিক্রিক-১২২,.....পূঁয বসিয়া গিয়া তথাকার চর্ম্ম কোঁচকাইয়া যায়, না পাকে না ফাটে—আর্ণিকা-১২২,....চামড়ার নীচে—লাইকো-৩৫৯।

এনথ্রাসিনাম-৮৯—তীব্র বেদনাযুক্ত ছোট ছোট স্ফোটক ক্রমাগত হয়—আর্ণিকা। হিপার অপেক্ষাও ইহা উৎকৃষ্ট ঔষধ (বড় স্ফোটক ও পাইমিয়া প্রভৃতি পীড়াতে—এচিনেসিয়া)।

বেলেডোনা-৩৫৮—প্রথমাবস্থায় আক্রান্তস্থান লালবর্ণ, অত্যন্ত টাটানি, বেদনা যন্ত্রণা।

মার্ক-ভাইভাস-৩৫৮, ৩৫৮—পূঁয হইবার পূর্ব্বে প্রয়োগ করিলে পূঁয জন্মায় না, পূঁয জন্মাইবার পর প্রয়োগে পূঁযের পরিমাণ বাড়াইয়া দেয়, তাহাতে ফোড়া ফাটিয়া যায়।

হিপার-৩৫৮—অত্যন্ত স্পর্শাসহিষ্ণু বেদনা তাপে উপশম, পূঁয জন্মাইলে—উচ্চক্রম; পূঁয অনেক নীচে থাকিলে—নিম্নক্রম, ইহাতে পূঁয উপরে ভাসিয়া উঠে, ফাটিয়া যায়।

লাইকো-৩৫৮—ছোট বা বড় স্ফোটক, চামড়ার নীচে সকল স্থানের স্ফোটকে পূঁয জন্মাইলে শোষণ হইয়া তাহা আরোগ্য হয়, তাপে যন্ত্রণার বৃদ্ধি (তাপে হ্রাস—হিপার-৩৫৮) সকল প্রকার স্ফোটকে পূঁয হইবার উপক্রমে প্রয়োগ করিলে পূঁয শোষণ হয়। ....হিপার, মার্ক, সাইলি এবং ৮৩১ পৃষ্ঠায় "প্রদাহিক পীড়া দেখুন"।

সাইলিসিয়া-৩৫৯—স্ফোটক ফাটিয়া যাইবার বা অস্ত্র করিবার পর পূঁয শোষণের নিমিত্ত। পূঁয দুর্গন্ধ তরল, কলতানির মত। স্ফোটকের ক্ষত ড্রেস করিবার নিমিত্ত বাহ্যিক প্রয়োগ—ক্যালেণ্ডুলা-মলম-১৯৭।

ক্যালকেরিয়া-হাইপোফস-১৯৬—স্ফোটক উঠিবার কালে কিছুতেই পূঁয সঞ্চয় নিবারিত হয় না, সঞ্চিত পূঁযও শোষিত হয় না। হাড়ের ক্ষত, হাড় আক্রান্ত।

ক্যালকেরিয়া-সলফ-১৯৫—বহুদিন ধরিয়া পূঁয ঝরা, কিছুতেই আরোগ্য হয় না, পূঁয গন্ধহীন, ঘন, সাদা, রক্তমিশ্রিত (গাণ পাউডার—৫৯৬ পৃষ্ঠা দেখুন)।

ক্যালকেরিয়া-পিক্রেটা-১৮৯—পুনঃ পুনঃ ফোড়া হয়; কাণের ভিতরে, পাছার হাড়ে, জঙ্ঘাদি প্রভৃতি স্থানে যেখানে চামড়া পাতলা তথায় স্ফোটক, আঞ্জিনা প্রভৃতি।

এঙ্গাষ্টিউরা-৮৮—কোন ক্ষত একবার আরোগ্য হইয়া পুনরায় প্রকাশ পায়, লম্বা অস্থির ক্ষত।

মাইরিষ্টিকা-সেরিফেরা (Myristica Sebifera)—৩ × শক্তি, এই ঔষধটির উল্লেখ এই পুস্তকে না থাকিলেও আঙ্গুলের নখে ভীষণ যন্ত্রণা বেদনা অসহ্য হইলেও আঙ্গুল ফুলিলে অর্থাৎ আঙ্গুলহাড়া প্রভৃতিতে ইহা সেবন এবং ৭১৯ পৃষ্ঠায় লিখিত মত—এসিড-নাইট্রিক লোসন বাহ্যিক প্রয়োগ করিবেন। ক্ষুদ্র, বৃহৎ সকল প্রকার স্ফোটক—তারা উরুস্ত প্রভৃতি যাহাই হউক না কেন, পূঁয হইবার পূর্ব্বে ইহা প্রত্যহ ৪/৫ মাত্রা—৩/৪ দিন সেবনেই বসিয়া যাইবে, আবার পূঁয হইলে উক্ত নিয়মে সেবনে প্রদাহ শীঘ্র শীঘ্র কম হইয়া পূঁয বৃদ্ধি হইয়া ২/১ দিনেই ফাটিয়া যাইবে, অস্ত্র-চিকিৎসার আদৌ আবশ্যক হইবে না। কানে পূঁয ও কাণে বেদনা হইলেও সম্ভবতঃ ইহাতে উপকার হইবে। মলদ্বারে স্ফোটক, ভগন্দর (Anal Fistula) —কার্ব্বঙ্কল ইত্যাদি পীড়ারও ইহা উত্তম ঔষধ। প্রয়োজন হইলে উহাতে মাদার-টিংচার বাহ্যিকও প্রয়োগ করিতে পারেন। এই ঔষধটি—হিপার, সাইলিসিয়া প্রভৃতির উচ্চে স্থান পাইবার যোগ্য।

আর্ণিকা-১২২—অজস্র ছোট ছোট ফোড়া হয় তাহাতে অত্যন্ত বেদনা, গামিগোটা, গ্রীষ্মকালের ফোড়া, এঁবো-ফোড়া.....সার্সাপ্যারিলা-৫৮৪—গ্রীষ্মকালের বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্ফোটকে—আর্ণিকা, আর্কটিয়মে উপকার না হইলে ইহাতে উপকার হইবে।

আর্কটিয়ম-১২২—গ্রীষ্মকালে গামিগোটা, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফোড়া, আর্ণিকা ও হিপার প্রভৃতিতে উপকার না হইলে।...বেলিস-পিরেনিস-১২২-শরীরের সমস্ত স্থানের ফোড়া।

দ্রষ্টব্য ঃ—স্ফোটকের বা ফোড়ার উপর রেড়ীর বীজ দুধে বাটিয়া গরম প্রলেপ দিলে শীঘ্র পাকিয়া যায়। ফোড়া পাকিলে ছোট গোয়ালের পাতা কিম্বা জবাফুলের পাতার গরম পুলটীস দিলে, পুঁই পাতা থেঁতো করিয়া প্রলেপ দিলে কিম্বা দুর্ব্বা বাটিয়া প্রলেপ দিলে অথবা দুর্ব্বা—θ লাগাইলেও ফাটিয়া যায়। পলসেটিলা—θ পেস্ট করিয়া

দিলেও ফাটিয়া যাইবে। ক্যাল্‌কেরিয়া-মিউর—১ × শক্তি—১ গ্রাম ২/৩ আঃ জলে দিয়া পটি দিলে স্ফোটকে উপকার হয়, আতপ চাউল কিম্বা আতাফলের পাতা বাটিয়া অথবা আতপ চাউল বাটা ও চিনি গরম করিয়া প্রলেপ দিলে যন্ত্রণার উপশম হয়, ফোড়াও শীঘ্র ফাটিয়া যায়।

সক্‌লাগা

ষ্ট্রিক্‌নিনাম-৬৯৯—সক্‌লাগা। হঠাৎ সক্‌লাগায়—৩ × ইনজেকসন।

সড় সড় করা।

এগারিকাস-৫৮, ৫৯—জ্বালার সহিত সড়সড়ানি, চুলকানি, পিটে পোকাচলার মত।

জিঙ্কাম-৬৫২—পা ও পায়ের তলা সড়সড় করে যেন পোকা চলিতেছে, নিদ্রার ব্যাঘাত হয়,....আর্জেন্টি-নাই-১১৭—মাথার ভিতর সড়সড় করে, যেন পোকা চলিতেছে।

মর্ফিণাম-৪৮৩—পা অত্যন্ত অস্থির থাকে, পায়ের ভিতর যেন অসংখ্য কীট চলিতেছে। এরূপ অনুভব।.......ক্যালি-ব্রোম-৩৯৯—পিঠে পোকাচলার মত যেন কি সড়সড় করে।

সর্প দংশন।

এমন-কষ্টি-৮০,......সিড্রণ-২৩১,.....সেনেগা-৫৯০,....নীলবড়ি-৪৩৯।

পৃথিবীতে সর্ব্বশুদ্ধ প্রায় ৩৮০ প্রকার সর্পের বিবরণ পাওয়া যায়, তন্মধ্যে ....কালাচ, উদয়কাল, কালনাগিনী, পাতরাজ, শঙ্খচুর, গোখুরা, বোড়া এই ৭ প্রকার সর্প অধিক বিষধর। গোখুরা সাপ, ৪ প্রকার—খইয়ে গোখুরা, পদ্ম গোখুরা, কালি গোখুরা, শ্বেত গোখুরা ; অন্যান্য সর্পের বিষ নাই, থাকিলেও তাহা সাংঘাতিক নহে।

সর্প দংশন মাত্রই দৃষ্টস্থানের ৩/৪ ইঞ্চি উপরে মোটা সুতা বা পাটের দড়ি দিয়া জোরে বাঁধিয়া দিবেন, পেন্সিলের মত মোটা দড়িরই প্রয়োজন। দৃষ্টস্থানের নীচের দিকেও অপর একটি দড়ি দিয়া বাঁধিবেন। প্রথমে বন্ধনের ৩/৪ ইঞ্চি উপরে আর একটা বন্ধন দিলেও উপকার অধিক হয়। পথে দংশন করিলে নিজের কাপড়ের পাড় ছিড়িয়া জোরে বাঁধিয়া দিবেন। ক্ষতে-বিষ-দাঁত থাকিলে ধারাল ছুরি কিম্বা নরুণ দিয়া কাটিয়া ভাঙ্গা দাঁত বাহির করিয়া দিবেন।

চিকিৎসা ঃ—সকলেই জানেন, "বিষহরি মনসা" সর্পের অধিষ্ঠাত্রী দেবী বলিয়া পূজনীয় ; কিন্তু অনেকে হয়ত মনসাবৃক্ষের কি গুণ তাহা কখনও অনুসন্ধান করেন নাই, মনসাবৃক্ষের সর্পবিষ নষ্ট করিবার অদ্বিতীয় ক্ষমতা আছে, এইজন্য ঋষিরা উহাকে সর্পের অধিষ্ঠাত্রী দেবী বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। কাহাকেও সর্প দংশন করিলে দৃষ্টস্থানে মনসাবৃক্ষের আঠা উত্তমরূপে লাগাইবেন এবং মনসাবৃক্ষের নরম কচি সরু শিকড় অর্দ্ধতোলা—৮৫টি (সওয়া একুশ গণ্ডা) গোলমরিচ সহ জলে বাটিয়া খাওয়াইবেন, ২০। ২৫ মিনিটের মধ্যে কিছু উপকার না দেখিলে, ২০/২৫ মিনিট পরে আর একবার ঐ প্রকারে খাওয়াইবেন এবং অর্ধঘন্টা অপেক্ষা করিবেন, বিশেষ প্রয়োজন অর্থাৎ মৃত্যু নিশ্চিত না বুঝিলে ৩য় মাত্রা হঠাৎ প্রয়োগ করিবেন না, দুই মাত্রার অধিক প্রায়ই প্রয়োজন হইবে না, ৩য় মাত্রা প্রয়োগের নিতান্ত আবশ্যক হইলে—২য় মাত্রার ৪০/৫০ মিনিট পরে দিবেন। রোগীর চিকিৎসাকালে যদি কোনও সর্প বাড়ীতে দেখিতে পান তাহাকে মারিবেন না।

রোগী বাঁচিয়া যাইলে চিকিৎসক রোগীর নিকট হইতে পারিশ্রমিক বা অন্য কোনও হিসাবে একটি পয়সাও গ্রহণ করিবেন না, জগদীশ্বরের শপথ। যদি এমন অবস্থায় গিয়া পড়েন ও দেখিতে পান যে, রোগীর ঔষধ সেবনের কিছুমাত্র শক্তি নাই, শ্লেষ্মার গলনলী বন্ধ, তাহা হইলে আঙ্গুল দিয়া কিম্বা অন্য কোনও উপায়ে মুখের কতকটা শ্লেষ্মা বাহির করিয়া ঔষধ ফোঁটা ফোঁটা করিয়া জিহবার উপর দিবেন, ইহাতে ক্রমশঃ গিলিবার শক্তি বৃদ্ধি হইবে। যাহাই হউক যদি উপরোক্ত ঔষধ ২ মাত্রা প্রয়োগ করিয়া ২৫/২০/৩০ মিনিটের মধ্যে কোনও উপকারের চিহ্ন না পান, তৎক্ষণাৎ কয়েকটী ময়ূরপুচ্ছের চাঁদযুক্ত পালককে টুকরা টুকরা করিয়া ছিঁড়িয়া হুকার কলিকায় ভরিয়া তাহাতে আগুন দিয়া সেই ধোঁয়া রোগীর মুখের ও নাসিকার গোড়ার অনবরত রাখিবেন, দেখিবেন তাহাতেই রোগী আরোগ্য হইবে, অন্য কোনও ওঝা বা ঔষধের আবশ্যক হইবে না; রোগী আরোগ্য হইলে 'মনসা' দেবীর পূজা দিবেন। চিকিৎসক মনসাবৃক্ষের শিকড়গুলি নিজ হাতে গোপনে তুলিয়া উত্তমরূপে ধুইয়া রোগীর কর্তৃপক্ষকে দিবেন, কদাচ কাহাকেও ঔষধের নামটি বলিবেন না। নিকটে কলেজ থাকিলে কলেজে পাঠাইবেন।

রোগীকে সর্ব্বদা চেয়ারে বসাইয়া রাখিবেন, বসিতে না পারিলে কেহ ধরিয়া বসাইয়া রাখিবেন, আরোগ্য না হওয়া পর্যন্ত কিছুতেই শুইতে দিবেন না।

<u>সর্পদংশনের জন্য চিকিৎসা ঃ</u>—রোগী আসিবামাত্র যে স্থানে দংশন করিয়াছে তাহার ৩/৪ ইঞ্চি উপরে প্রথম বাঁধনের একটু উপরে আর একটি বাঁধন দিবেন, তৎপরে দৃষ্টস্থানটী ধারাল ছুরি বা ক্ষুর দিয়া উত্তমরূপে চিরিয়া তাহার মধ্যে—পটাসিয়াম পার্ম্মাঙ্গনেটের দানা দিয়া পূর্ণ করিয়া দিবেন এবং সেই মুহূর্তে ১২/১৩ টি মুরগী সংগ্রহের জন্য চেষ্টা করিবেন। ৩।৩ মাস বয়স্ক মুরগীই অধিক উপযোগী। প্রথমে ২/৩ টী মুরগী সংগ্রহ হইলেই দৃষ্টস্থান হইতে পটাস-পার্ম্মাঙ্গনগুলি বাহির করিয়া ক্ষত ধুইয়া পরিষ্কার করিয়া দিবেন, দিলেই রক্তস্রাব হইতে থাকিবে। একটি মুরগীকে ধরিয়া সেই মুরগীর গুহ্যদ্বার (anus) ঐ ক্ষতের সহিত সংলগ্ন করিয়া চাপিয়া ধরিবেন, অনতিবিলম্বেই দেখিবেন মুরগীর শরীরে কতকগুলি অস্বাভাবিক রকমের চিহ্ন ও লক্ষণ প্রকাশিত হইয়াছে ; এই লক্ষণ প্রকাশিত হইবামাত্রই উহাকে স্থানান্তরিত করিয়া আর একটি নতুন মুরগীর গুহ্যদ্বার ঐ প্রকারে ক্ষতমুখে সংলগ্ন করিয়া রাখিবেন, দেখিবেন কিছুক্ষণ পরে ঐ মুরগীটিরও ঐ প্রকার অবস্থা হইয়াছে, এখন ঐটিকেও স্থানান্তরিত করুন, এই প্রকারে ৮/১০টি মুরগী পর পর ব্যবহারের পর যখন দেখিবেন যে আর ঐ প্রকার কোনও অস্বাভাবিক চিহ্ন বা লক্ষণ প্রকাশিত হইতেছে না, তখন বুঝিবেন রোগীর শরীর বিষশূন্য হইয়াছে; কিন্তু তাহা হইলেও সন্দেহ নিবারণের জন্য আরও ২/১টি মুরগী ঐ প্রকারে পরীক্ষা করিয়া তবে চিকিৎসা বন্ধ করিবেন। একটী রোগীর ক্ষতস্থান হইতে সম্পূর্ণরূপে বিষ বাহির করিবার নিমিত্ত সাধারণতঃ ২।০ ঘন্টা সময় এবং ১২/১৩টি মুরগীর প্রয়োজন হয়। মুরগীর গুহ্যদ্বারের—বিষ আকর্ষণীয়-শক্তি অত্যন্ত অধিক, এইজন্য উহার গুহ্যদ্বার দৃষ্টস্থানে সংলগ্ন হইবামাত্র ক্ষত হইতে বিষ আকর্ষণ করে এবং সেই বিষ মুরগীর শরীরে শোষিত হওয়ায় উহার শরীরে একপ্রকার অস্বাভাবিক চিহ্ন বা বিষলক্ষণ প্রকাশ পায়। মুরগীগুলি উক্ত প্রকারে ব্যবহারকালীন দৃষ্টস্থানটি মধ্যে মধ্যে আঁচাড়াইয়া দিয়া যাহাতে সহজে ক্ষত হইতে রক্ত বাহির হয় সে বিষয়ে বিশেষ লক্ষ্য রাখিবেন, কারণ অনেক সময় রক্ত—ক্ষত-মুখে জমাট (Coagulation) বাঁধিয়া যাওয়ায় মুরগীর গুহ্যদ্বার দিয়া বিষ আকর্ষিত হইতে পারে না,

তদ্ভিন্ন ঐ সময়ে মুরগীর গুহ্যদ্বারটীও পালক ছিড়িয়া পরিষ্কার করিয়া দেওয়া উচিত, কারণ ইহাতেও বিষ আকর্ষণে ব্যাঘাত ঘটিতে পারে।

প্রথমে ২/১ বার মুরগীর ব্যবহারের পরই যদি দেখা যায় যে, কোনও প্রকার অস্বাভাবিক বিষ-লক্ষণ মুরগীর শরীরের প্রকাশিত হইতেছে না, তাহা হইলে বুঝিবেন যে বিষধর সর্প দংশন করে নাই অতএব রোগী নিরাপদ।

এই চিকিৎসা অতি সহজ ও নিশ্চিত, তবে দংশনের বহু বিলম্বে এবং বিষ সর্ব্বাঙ্গে পরিব্যাপ্ত হইয়া হৃৎপিণ্ড ও স্নায়ুমণ্ডলী আক্রমণ করিলে কোনও ফল হইবে না, রোগীর মৃত্যুই নিশ্চিত। সর্পদংশিত রোগীর জন্য একটি পৃথক হাসপাতাল ছিল, সেখানে এই চিকিৎসা হইত। আজকাল কলেজে (Anti-venum) ইনজেকসন দ্বারা চিকিৎসা হইতেছে, মুরগী চিকিৎসা নাই।

<u>দ্রোণ বা কাণশিসা গাছের পাতার রস</u> —১ ছটাক, সবল ব্যক্তি, বিশেষ অর্দ্ধপোয়া পর্য্যন্ত নির্জ্জলা প্রস্তুত করিয়া খাওয়াইয়া দিবেন, অথবা—দ্রোণ—θ, ২৫/৩০ ফোঁটা মাত্রায় একটু জলসহ ১০ মিনিট অন্তর খাওয়াইবেন, সঙ্গে সঙ্গে সর্প বিষের তীব্রতা নষ্ট হইয়া রোগী জীবনলাভ করিবে। মুখ দিয়া ফেণা বাহির হইতে থাকিলে—১০/১৫ ফোঁটা ঔষধ হাইপো-সিরিঞ্জ দ্বারা ইনজেকসন করিলেও উপকার হইবে, ইহা বহু পরীক্ষিত ঔষধ (ভারত ভৈষজ্যতত্ত্ব)। ঔষধ কাণের মধ্যে ঢালিয়া দিলেও উপকার হয়।

<u>বিষ কতদূর উঠিয়াছে তাহার পরীক্ষা</u> ঃ—বিষ ক্রমশঃ উর্দ্ধে উঠিয়া যে স্থানে অবস্থিতি করে, সে স্থানের লোমাবলী নত হইয়া পড়ে, আবার যখন সেস্থান হইতে সরিয়া আরও উর্দ্ধে উঠে, তখন পূর্ব্বস্থানের লোম কতকটা স্বাভাবিক আকার ধারণ করে, অর্থাৎ খাড়া হইয়া উঠে। বিষ কতদূর উঠিয়াছে এটি পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াও উহার উপরে বাঁধন দিতে পারা যায়।

সাংঘাতিক দংশন ঃ—হৃৎপিণ্ড, বুক গলা, পাঁজরা, পেট বগল, মাথা এই সকল স্থানের দংশনে প্রায়ই মারা পড়ে, রোগী খুব শীঘ্র অচেতন হইয়া পড়িলে এবং দংশনের প্রায় ১৫/২০ মিনিট পরে চিকিৎসা হইলেও বাঁচে না।

প্রতিষেধক দ্রব্য ঃ—শ্বেত আকন্দের মূল, শ্বেত করবীর মূল কিম্বা ঈশার মূল ধারণ করিলে সর্প দংশনের আশঙ্কা থাকে না, গৃহে থাকিলেও সর্পভয় দূর হয়। পরীক্ষার জন্য উক্ত শিকড়ের মধ্যে কোনও একটি শিকড় একগাছি ছড়িতে বাঁধিয়া সর্প মুখে ধরিয়া দেখিবেন সর্পটি মাথা নীচু করিয়া পড়িয়া থাকিবে। আমি ইহা একজন সাপুড়ের নিকট শুনিয়াছিলাম। আস্তিক ঋষির নাম প্রত্যহ স্মরণ করিলেও সর্পদংশনের ভয় থাকে না।

পথ্য ঃ—উত্তেজক ব্রাণ্ডি, হুইস্কি ইত্যাদি রোগীর পক্ষে উপকারী। জল বা তরল অন্য কোনও পানীয়, গরম চা, গরম-দুধ, গরম-কফি ইত্যাদি সুপথ্য। রোগী সম্পূর্ণ নিরাপদ না হওয়া পর্য্যন্ত কোনও প্রকার আহার নিষিদ্ধ। আরোগ্য হইবার পরেও অন্ততঃ ১২ ঘন্টা—তামাক, নস্য, সিগারেট, জরদা ইত্যাদি কিছুই দিবেন না।

কেউটে বা গোখুরাসাপ কামড়াইলে রোগীর মুখ দিয়া ফেণা বা লালা বাহির হইবে এবং বোড়া সাপে কামড়াইলে মুখ দিয়া রক্ত বাহির হইবে, রক্ত বমি হইবে, বোড়া সাপের বিষ তীব্র ও রোগীর শরীরে অনেক দিন পর্য্যন্ত থাকে। মুখ দিয়া রক্ত উঠিলে রোগীকে মিছরীর সরবৎ, ঘোল ইত্যাদি পান করিতে দিবেন, গরম চা-কফি ইত্যাদি দিবেন না।

নিদ্রা ঃ—সম্পূর্ণ আরোগ্য না হওয়া পর্য্যন্ত নিদ্রা নিষেধ, আরোগ্য হইবার পর আরও ২৪ ঘন্টা নিদ্রা যাইতে দিবেন না। ২৪ ঘন্টার পরেও যদি দেখা যায় যে শ্বাসক্রিয়ার কিছু ব্যতিক্রম হইতেছে, তৎক্ষণাৎ রোগীকে জাগরিত করিবেন।

সর্দ্দি-কাশি।

১০৮ পৃষ্ঠা—এরালিয়া অধ্যায় দেখুন।

জলের মত তরুণ সর্দ্দি—আর্সেনিক, আর্সেনিক-আয়োড, এলিয়ম-সিপা, ইউফ্রেসিয়া, ন্যাট-মিউর, ক্যাম্ফোরা, মার্ক-সল, আয়োড, ক্যালি-হাইড্রো, নক্স-ভম, এমন-কার্ব্ব, ব্যাডিয়াগা।....ঘন পাকা সর্দ্দি—পলস, ক্যালি-সলফ।

স্রাব-গরম—আর্স.....ঠাণ্ডা—মার্ক-সল, পুরাতন—এলিয়ম-স্যাট, ক্যালি-হাই।

আর্স-সলফ-ফ্লব্রম-১৩৬—সর্দ্দি, কাশি, শ্লেষ্মা অধিক, জ্বরে তাপ খুব বেশী, ইনফ্লুয়েঞ্জা।

এলাম্থাস-৬২—জলের মত তরল সর্দ্দি তৎসহ রক্ত।

আর্স-১২৯-নাকে কাঁচা জলের মত সর্দ্দি, স্রাবব গরম (স্রাব ঠাণ্ডা-মার্ক-সল-১২৯)।

আর্স-আয়োড-১৩৪—জলের মত সর্দ্দি, কিম্বা রক্ত মিশ্রিত সর্দ্দি, নাক দিয়া নিঃসৃত হয়, ঠোঁট হাজিয়া যায়, নাক গলা জ্বালা করে, নাকে ঘা হয়, মামড়ি পড়ে, ইনফ্লুয়েঞ্জা।

এন্থিমিস-নোবিলিস-৬৬—নাক দিয়া জলের মত অত্যধিক সর্দ্দিধরা, চোখ দিয়া জলপড়া, হাঁচি, গলা কুট কুট করিয়া কাশি।

ন্যাট্রম-কার্ব্ব-৪৯০—নাকে কাঁচা জলের মত সর্দ্দিসহ হাঁচি, দিনে সর্দ্দিস্বরা—রাত্রিতে নাক বন্ধ, নাকে কোন বস্তুর গন্ধ পায় না, কাশির সহিত ডানদিকের বুকজ্বালা, লোণাস্বাদ, সবুজ রঙের গয়ার।

ব্যাল্সামম-পেরু-১৪৮—নাসিকার পুরাতন সর্দ্দি, অত্যন্ত দুর্গন্ধ, নাকে পচা গন্ধ।

ক্যালি-সলফ, ব্রায়োনিয়া-১৭৫, পলস-৫৫৮—হলদে রঙের গাঢ় সর্দ্দি।

ক্যালকে-এসেট-১৮২—কাশি ঘড়ঘড়ে, গয়ারে ব্রঙ্কিয়াল-টিউবের বড় বড় কাষ্টস।

ক্যালি-আয়োড-১৯০—পুরাতন কাশি, সবুজবর্ণের পুঁযমিশ্রিত গয়ার।

ক্যাম্ফর-২০০—ঠাণ্ডা লাগিয়া সর্দ্দি, কাশি, জ্বর, গায়ে বেদনা।

** স্যাপোনেরিয়া—তরুণ সর্দ্দি, ঠাণ্ডা লাগা, গলক্ষত, চক্ষু ও ভ্রূতে বেদনা, ইহাতে ঠাণ্ডাজনিত উপসর্গ দূর হয়।

এম্ব্রাসিয়া-৬৭৮—হে-ফিভার, হুপিং কফ-নাকে কাঁচা সর্দ্দি, হাঁচি, হাঁপের মত লক্ষণ।

জেলসি-৩২৯—তরুণ সর্দ্দি, নাক দিয়া কাঁচা জল নির্গমন, হাঁচি, গলায় টাটানি ব্যথা, নাসিকাস্রাব গরম, শীত-শীতভাব, ঠাণ্ডা সহ্য হয় না, একটু ঠাণ্ডাতেই অসুস্থ হয়।

ডল্‌কামারা-৩০৯—গরমের পর ঠাণ্ডা লাগিয়া সর্দ্দি-কাশি, বর্ষায় পীড়া।

ন্যাপ্‌থালাইন-৪৮৮—নাক দিয়া তরুণ সর্দ্দিস্রাব, হাঁচি।

ক্যালি-হাইড্রো-৪০৭—পারদদুষ্ট ধাতুতে একটু ঠাণ্ডা লাগিলেই নাক দিয়া জলের মত সর্দ্দি নির্গত হয়, চোখ মুখ ফোলে, গলায় ঘা হয়।

আয়োডাম-৩৮১—গরম জলের মত সর্দ্দি নাক দিয়া পড়ে, নাকে ঘা; ইহার সহিত চোখ দিয়া জল পড়া, হাঁচি, নাক বুজিয়া যাওয়া, নাকের গোড়ার কপালে বেদনা (ছিন্না)।

ইপিকাক-৩৮৫—ঘন সর্দ্দিতে নাক পূর্ণ, কিন্তু খুব জোরে না ফোঁপাইলে নির্গত হয় না, কখনও কখনও নাক দিয়া রক্ত পড়ে।

ফসফরাস-৩৮৫—নাক চোখ দিয়া জলপড়া কম হইয়া গলায় বেদনাসহ কাশি।

নক্স-ভমিকা-৫১২—পেট গরমের কাশি, সর্দ্দির প্রথমাবস্থায় হাঁচি, নাক সাঁটিয়া ধরা, নাক দিয়া কিছুই নির্গত হয় না, কিন্তু চোখে জল পড়ে, কণ্ঠনলী শুষ্ক।

ওলিয়ম-জেকরিস-৫১৬—একটু ঠাণ্ডাতেই সর্দ্দি, প্রায়ই নূতন সর্দ্দি হয়, নাকে অনবরত সর্দ্দি ঝরে, কিছুতেই কমে না।.... পলসেটিলা-৫৫৮—নাকে খুব ঘন পাকা সর্দ্দি।

সলফার-৬১৭—পুরাতন সর্দ্দি-কাশির সহিত গলাবন্ধ, অনবরত কাশি (ড্রসেরা)।

ভেরেট্রম-এল্‌বম-৬৪৪—সর্দ্দি খুব সরল, ঘড়ঘড়ে, কিন্তু দুর্ব্বলতার জন্য কাশিতে তুলিয়া ফেলিতে পারে না, ঘাম হয়, বৃদ্ধদের ব্রঙ্কাইটীস।

মাইরিকা-৪৮৬—সকল প্রকার সর্দ্দিস্রাব, যথায় পীড়া বহুদিনের পুরাতন হইয়াছে।

সিলা-৫৮৪—কাশির সময় হাঁচি, কাশির ধমকে বাহ্য প্রস্রাব করা।

ব্যাডিয়াগা-১৪৬—ঠাণ্ডা লাগিয়া নাক দিয়া জলের মত তরুণ সর্দ্দি নির্গমন, হাঁচি জ্বরভাব; আবার এইপ্রকার সর্দ্দি হইতে ক্রমশঃ হাঁপের মত টান, কষ্টকর শ্বাসপ্রশ্বাস।

সর্দ্দি-গর্ম্মী।

গ্লোনয়িন-৩৩৫—উত্তাপ লাগিয়া মস্তিষ্ক আক্রান্ত, নাড়ী ক্রমশঃ ক্ষীণ, চক্ষুর পলক স্থির শ্বাসপ্রশ্বাসে কষ্ট, গা-বমি, বুক ধড়ফড় করা, রাস্তায় চলিতে চলিতে হঠাৎ মূর্চ্ছা।

সন্যাস পীড়া (Apoplexy)।

(থেরাপিউটিক্সে এপোপ্লেক্সি—৭৪৩ পৃষ্ঠা দেখুন)

বেঞ্জিন-নাইট্রিক-৬৭৯—রক্তাধিক্যতা দেখুন।

চেনোপোডি-এনথেল-৬৮১—হঠাৎ মাথাঘোরা : ডান অর্দ্ধাঙ্গের পক্ষাঘাত এফেসিয়া, গলা ঘড় ঘড়।

সায়েটিকা।

(২৭৩ পৃষ্ঠা, কলোসিন্থ অধ্যায় দেখুন)

ক্যালি-কার্ব্ব-৪০৪—প্রথমে কোমরে বেদনা হয়—পরে পাছা হইতে উরুর পশ্চাদ্ভাগে চালিত হয়, রোগী চলিতে পারে না, বসিয়া পড়ে, বিছানায় শুইয়া থাকিতে পারে না।

ক্যালি-হাইড্রো-৪০৮—সায়েটিকা রোগে রাত্রিতে বিছানায় শুইয়া থাকিলে ও বিশ্রামে যন্ত্রণার বৃদ্ধি।

ফাইটোলক্কা—সিফিলিটিক সায়েটিকা, উরুর নীচে বেদনা।

এমন-মিউর-৮২—টেনেধরা বেদনা, স্থির থাকিলে বৃদ্ধি, চলাফেলার কম, শুইলে সম্পূর্ণ উপশম। মেরুপুচ্ছে থেঁৎলানি বেদনা, বসিতে পারে না, রাত্রিতে যন্ত্রণা বৃদ্ধি।

আর্স-১৩১—বেদনা রাত্রিতে আরম্ভ বা বৃদ্ধি, তৎসহ জ্বালা যন্ত্রণা, তাপে উপশম। নড়াচড়ায় বৃদ্ধি, স্থির থাকিলে উপশম—ব্রায়ো-২৭৩।....স্থির থাকিলে ও শুইলে বসিয়া উঠিবার সময় বেদনার বৃদ্ধি, থেঁৎলাইয়া যাইবার মত বেদনা—রসটক্স-২৭৩।

ইণ্ডিগো-২৭৩—উরু হইতে হাঁটু পর্য্যন্ত ভীষণ বেদনা, হাঁটুর ভিতর যন্ত্রণা, চলিলে বেদনা থাকে না; কিন্তু বসিলেই বৃদ্ধি।

ইস্কিউলাস-২৭৩—কোমরে ও স্যাক্রো-ইলিয়াক-সিম্ফিসিসে অত্যন্ত বেদনা, অর্শ রোগীর কোমরে বেদনাসহ সায়েটিকা। পথ চলিবার সময় বা নীচু হইয়া কার্য্য করিবার সময় কোমরে ও পায়ে বেদনা এজন্য বসিয়া পড়ে ও আবার চলে।

আর্ণিকা-২৭৪—আঘাতের পর হইতে বেদনার সূত্রপাত।

ক্যালি-বাইক্রম-২৭৪—বেদনা সকল সময় থাকে না, মাঝে মাঝে হয়।

ভিস্কাম্-এল্‌বাম-৬৪৭, ২৭৪—উভয়দিকেই সায়েটিকাম ঔষধ। High ব্লড-প্রেসার।

এনানথিরাম—পায়ের তলায়, পায়ে ও গোড়ালীতে বাতের বা সায়েটিকার বেদনা।

নক্স-ভমিকা-২৬৪—পাশ ফিরিতে পারে না, উঠিয়া বসিয়া তবে পাশ ফেরে।

ডায়স্কোরিয়া-৩০৩-ডানদিকে সায়েটিকা, নড়িলে ও বসিলেও বৃদ্ধি, শুইলে উপশম।

ন্যাফেলিয়ম-৩৩৬—কোমর হইতে পায়ের গোড়ালী পর্য্যন্ত বেদনা, তৎসহ অসাড়ভাব কিম্বা একবার অসাড়ভাব, একবার বেদনা।

নিকট্যাম্থিস-৬৯৩—সায়েটিকার একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ।

ইগ্নেসিয়া-৩৭৪—সায়েটিকা, রাত্রিতে ও শীতকালে বৃদ্ধি, বেদনা অত্যন্ত যন্ত্রণাদায়ক কিন্তু এক ঘন্টার অধিক স্থায়ী হয় না।

ক্যালি-হাইড্রো-৪০৮—রাত্রিতে বিছানায় শুইয়া থাকিলে ও বিশ্রামে যন্ত্রণা বৃদ্ধি

কার্ব্বোনিয়ম-সলফ-৬৮১—সায়েটিকা, উড়ো বেদনা, নিয়মিতভাবে আসে ও অনেকক্ষণ থাকে, নিম্নাঙ্গের বেদনা তৎসহ সড়সড়ানি, বিদ্যুৎগতির মত বেদনা, তৎসহ স্প্যাজম, প্রত্যঙ্গে থেঁৎলানি বেদনা।

Theine-৬২৯—সিকি হইতে অর্দ্ধগ্রেণ, হাইপো-ইন্‌জেক্‌সনে সায়েটিকা সারে।

গন্ধকচূর্ণ—আক্রান্ত পায়ে ছড়াইয়া তাহার উপর ফ্লানেল দিয়া ২/৩ দিন অনবরত বাঁধা থাকিলে, তাহাতে যন্ত্রণায় উপশম হইবে। গরম চায়ের জলের ফোমেন্টেসনও উপকারী।

এসিড-স্যালি-সাইলি, প্লম্বম, ল্যাক্-কানাই, মিনিয়্যান্থিস, প্যালেডিয়ম, ষ্টিলিঞ্জিয়া প্রভৃতিও ইহার উত্তম ঔষধ।

সাইনোভাইটীস।

তরুণ প্রদাহ—এপিস, ব্রায়ো......পুরাতন-প্রদাহ—ক্যাল-ফ্লোর-১৯০।

ওয়েকাম-৩৪৫—হাঁটুতে আঘাত লাগিয়া জানুসন্ধির প্রদাহ।

এসিড-ফ্লোর-২০, লিডম-৪৩৭—হাঁটুর সাইনোভাইটীস।

ক্যালি-হাইড্রো-৪০৮—হাঁটুর ফোলা ও বেদনা ; বেদনা—রাত্রিতে বিছানায় বৃদ্ধি।

সিষ্টাইটীস।

থেরাপিউটিক্সে প্রস্রাবের পীড়া—৮২২ পৃষ্ঠায় দেখুন।

সেপ্‌টিসিমিয়া।

ইরিডিয়ম-৬৮৮—সেপ্‌টিসিমিয়া, এনিমিয়া, অন্ত্রের পচন, পূয়জ জ্বর।

সূতিকাতঙ্ক।

পল্‌সেটিলা, হ্যামামেলিস—৫৫৭ পৃষ্ঠা দেখুন।

সূতিকা-জ্বর

(১৬০ পৃষ্ঠায় বেলেডোনা অধ্যায়ে সূতিকা দেখুন)।

পাইরোজেন-২৮৬—প্রসবের পর লোচিয়া বন্ধ হইয়া সূতিকা-জ্বর।

ওপিয়ম-৫১৯—অজ্ঞানাবস্থায় উপস্থিত হইলে প্রযোজ্য।....এসিড-কার্ব্বল-১৯।

ক্যালি-মিউর-৪১০—সুস্‌লারের টীসু-রেমিডিজের মধ্যে এই পীড়ার প্রধান ঔষধ।

ফেরম-ফস—প্রবল জ্বর, তলপেটে বেদনা, টাটানি, টন্‌টনানি, পেট ভারবোধ, দ্রুত নাড়ী, প্রদাহের প্রথমাবস্থায় প্রযোজ্য।

ক্যালি-ফস-৪০২—ইহার দ্বারা পচন নিবারিত হয়, সূতিকা-উন্মত্ততা ও মস্তিষ্ক লক্ষণ প্রকাশিত হইলে ইহা আরও অধিক উপকারী।

শেষোক্ত ৩টী ঔষধ পর্য্যায়ক্রমে পুনঃ পুনঃ প্রয়োগ করিলে এই পীড়ায় অনেক সময় অতি শীঘ্র উপকার হয়।

দ্রষ্টব্য ঃ—প্রসবের পর লোলিয়া (পূঁযের মত) স্রাব বন্ধ হইয়া জরায়ুতে বা তাহার আবরণে প্রদাহ ও বেদনা হইয়াই এই জ্বর উৎপত্তি হয়, অতএব প্রদাহের প্রথমাবস্থায় সমস্ত ঔষধ ইহাতে প্রয়োজন হইবে।

স্তনের পীড়া।

(থেরাপিউটিক্স ঠুণকো—৭৯৩ পৃষ্ঠায় দেখুন)

ঋতুর পূর্ব্বে স্তনবেদনা—কোনিয়ম, অষ্টিলেগো, এষ্টিরিয়াস, ...স্তনে টিউমার—ফাইটো, কোনি, ক্লিমে, কার্ব্বো-এনি, গ্র্যাফা, ...স্তনবৃন্ত ফাটা—গ্র্যাফা, পেট্রোলি, ফাইটো......স্তন ফোলা, ফাটা—অরম-সলফ ; বুকের নিউর্যালজিয়া—আর্জেন্টি, মিউরেক্স, ফাইটো, সিমিসি, ...স্তনের ক্যান্‌সার—আর্স, এষ্টিরিয়াস, বিউফো, কার্ব্বো-এনি......ক্ষুদ্র—কোনিয়ম, আয়োড, সার্সা।

এষ্টিরিয়াস-২১৭—স্তন ও বগলের গ্ল্যাণ্ড ফোলা, স্তনের ক্যানসার, বাম স্তনে নিউর্যালজিয়া।...স্তনের নিকটবর্ত্তী স্থানে অনবরত বেদনা—ল্যাপিস-এল্‌বা-৪৩৮।

বিউফো-১৭৭—স্তনে শক্ত গ্ল্যাণ্ড (স্ত্রী-পীড়া দেখুন)।

চিমাফিলা-২৩৮—স্তনে গ্ল্যাণ্ড, স্তন শুষ্ক ও ক্ষুদ্র হয়, স্তন বড় বা স্তনে টিউমার।

কোনিয়ম-২৭৮—রজস্রাবকালে স্তন টাটায়, স্তনে বেদনা হয়।

ল্যাক্‌-ক্যানাইনাম-৪২০—ঋতুর পূর্ব্বে স্তনে বেদনা, স্রাব আরম্ভ হইলেই হ্রাস; স্তনের বোঁটায় প্রদাহ ও ঘা, স্তনদুগ্ধ বৃদ্ধি হইলে তাহা শুকাইবার ইহা উৎকৃষ্ট ঔষধ।

গ্র্যাটিওলা-৩৪৪—ডান স্তনে তীব্র বেদনা।

প্লম্বম-আয়োড—স্তনের গ্ল্যাণ্ড ফোলে, প্রদাহ হইবার আশঙ্কা।

লিথিয়াম-কার্ব্ব-৬৯০—স্তনের গ্ল্যাণ্ডে বেদনা, হাতে ও আঙ্গুলে পর্য্যন্ত যায়।

প্যারাফিন-৬৯৪—স্তনের বোঁটায় বেদনা, যেন ভিতরে ঘা।

কাষ্টর-ইকুই-৬৮১—স্তনের বোঁটায় ক্ষত ও কাটা, তাহাতে অত্যন্ত বেদনা, স্তন ফোলা।

ল্যাক-ডিফ্লোর-৪২১—শুষ্ক স্তনদুগ্ধ পুনরায়নের উৎকৃষ্ট ঔষধ (এগ্‌নাস, গ্যালেগা ফ্র্যাগেরিয়া-৬১ এবং আরটিকা-ইউরেন্স-৬৩৮ পৃষ্ঠা দেখুন)।

মার্ক-সল-৪৭১—ঋতুকালে স্তন ও বোঁটা ফোলে ; রজঃ নিঃসরণ না হইয়া স্তনে দুগ্ধ।

ফেলাণ্ড্রিয়ম-৫২৭—স্তন পান করাইবার সময় স্তনে তীব্র বেদনা উহা সমস্ত শরীরে যায় বোঁটায় অত্যন্ত বেদনা থাকে।....রিসিনাম-৫৭২—ইহাতে স্তনদুগ্ধের পরিমাণ বৃদ্ধি হয়।

স্তনদুগ্ধ বৃদ্ধি—চিমাফিলা-২৩৮।

মেউডসা—স্তনের গ্ল্যাণ্ডের উপর ক্রিয়া থাকায় ইহার দ্বারা দুগ্ধ বৃদ্ধি হয়।

গ্রাটিওলা-৩৪৪—ডানস্তনে তীক্ষ্ণ বেদনা।

স্বরভঙ্গ।

শুষ্ক কাশির সহিত সন্ধ্যায় স্বরভঙ্গ—কার্ব্বো, ফস, ...প্রাতে স্বরভঙ্গ—সলফার, কষ্টিকাম, ...শীতকালে স্বরভঙ্গ—কষ্টিকাম—২২০,.......গলায় বেদনাসহ, আওয়াজ যেন বাজখাঁই ধরণের কথা কহিলে কম, গায়কদিগের স্বরভঙ্গ—কষ্টিকাম-২২৮।

জেল্‌সি-৩২৯—চেঁচাইয়া কথা কহিতে পারে না, চুপি চুপি ফুসফুস করিয়া কথা কয়, গলার স্বর বসিয়া যায়।

ম্যাঙ্গেনাম-৪৬০—দুর্ব্বল ব্যক্তিদের সর্দ্দি, কাশি, গলাধরা, স্বরলোপ, গলায় বেদনা।

ফসফরাস-৫৩১—জোরে কথা কহিতে পারে না, কাশি হয়, সন্ধ্যায় ও হাসিলে বা কথা কহিলে স্বরভঙ্গের বৃদ্ধি।

স্বরভঙ্গ, প্রাতে—সলফার,......সন্ধ্যায়—কার্ব্বো....গায়ক ও বক্তাদের..... ট্রাইফাইলম, সেলিনিয়ম, আর্জেন্টি-৫৩১।

পপুলাস-ক্যানাডেন-৬৯৫—স্বরভঙ্গে শীঘ্র উপকার হয়।

স্বপ্নদোষ।

(থেরাপিউটিক্সে—রেতঃস্খলন—৮৭৭ পৃষ্ঠা দেখুন)।

আর্জেন্টি-মেট-১১৬—লিঙ্গোত্থান না হইয়া অজ্ঞাতসারে শুক্রস্খলন বা স্বপ্নদোষ।

ক্যালি-ব্রোম-৩৯৮—কামেচ্ছা ক্রমশঃ কম হয়, লিঙ্গোদ্রেক না হইয়া রেতঃস্খলন দুর্ব্বলতা ও বিষন্নভাব আসে।...ডিজিটেলিস-৩০১—সকল প্রকার স্বপ্নদোষ।

ন্যাট-মিউর-৪৯৪—নিদ্রিতাবস্থায়, স্ত্রী-সহবাসের পর স্বপ্নদোষ, কোমরে ব্যথা, সবেমাত্র কালে লিঙ্গোদ্রেক হয় না।

ডায়স্কোরিয়া-৩০৩—এক রাত্রিতে ২/৩ বার স্বপ্নদোষ, পরদিন দুর্ব্বলতা, হাটুতে কিছুমাত্র বল থাকে না।

স্বপ্ন।

(থেরাপিউটিক্সে নিদ্রায় স্বপ্ন ও ভয় ৮১১ পৃষ্ঠা দেখুন)।

স্বপ্নাবস্থায় গতি, শ্বাস ও বাকরোধ।

Night mare—একোন, গুয়েকাম, ক্যালি-ব্রোম, মেজেরিয়ম, এসিড-নাই, নক্স ভমিকা, পলস, সলফ, টেরিবিন্থ।

স্পর্শকাতরতা বেদনা।

চায়না-২৪৭—বেদনার স্থান সামান্যমাত্র স্পর্শ করিলেই বেদনা বাড়ে, বাত ও ফোলায় থেকে থেকে চিড়িক মারে, কেহ নিকটে যাইলে এমন কি বাতাসটি পর্য্যন্ত লাগিলেও যেন বেদনা বাড়ে, চুলে পর্য্যন্ত স্পর্শাসহিষ্ণু বেদনা, কখনও সামান্য স্পর্শে বেদনা বাড়ে; কিন্তু জোরে চাপ দিলে উপশম হয়।....হিপার-৩৫৭....বেল-১৫৫।

স্বাদ।

তিক্ত বা পচাটে—অরম-১৪২—তিক্ত—ব্রায়ো, চেলি, সলফ, পেল্টোক্সা।...তিক্ত বা ধাতুর কলঙ্ক আস্বাদ কিম্বা পচা গন্ধ—ককুলাস-২৫৯....স্বাদ ও লালা অত্যন্ত লোণা, যাহা খায় যেন লবণে পরিপূর্ণ, লিমনেড পান ভিন্ন সমস্ত দ্রব্যে গা-বমি—সাইক্ল্যামেন-২৯৬.....গয়ারের স্বাদ লোণা—এসিড-ফস, ষ্ট্যানম-৬০৪....মিষ্ট—ষ্ট্যানম-৬০৪....টক, তিক্ত, তিক্ত জল মুখে উঠে...নক্স-৫০৬...টক—লাইকো-২১৯....মিষ্টস্বাদ—জিঙ্কাম-৬৪৮....মুখে রক্তের আস্বাদ—জিঙ্কাম....ঢেকুরে ভুক্তদ্রব্যের আস্বাদ, মুখে পিত্তের আস্বাদ—পলস-৫৫৫....মুখে পচা স্বাদ—কার্ব্বো-২১৯...পানসে, বিস্বাদ—পলস.....চিনি, শর্করা পর্য্যন্ত তিক্তস্বাদ হয়—স্যাঙ্গুনেরিয়া, মিষ্ট—ফেলাণ্ড্রিয়ম- ৫২৭।

স্পার্ম্মাটোরিয়া।

(৮৮২ পৃষ্ঠায় শুক্রস্খলন দেখুন)

স্পাইন্যাল-ইরিটেসন।

(ফাইজসটিগমা—৫৩৭ পৃষ্ঠা দেখুন)

স্নায়ুদৌর্ব্বল্য।

এসিড-ফস-৩৬—মাথাবেদনা, মাথাঘোরা, বুক ধড়ফড় করা, ইন্দ্রিয়ের অবসন্নতা, পেট ফাপা, অজীর্ণ, স্মরণশক্তির লোপ, অনিদ্রা, মানসিক অবসাদ, সামান্য পরিশ্রমেই ক্লান্তি।

এসিড-পিক্রিক-৩৬—অতিশয় ইন্দ্রিয়চালনাজনিত পীড়া, সদাই মনমরা, কেবল শুইয়া থাকিতে চায়, উদাসীন, চক্ষে অন্ধকার দেখে, কার্য্যে অমনোযোগী, পা সর্ব্বদাই ভারী বোধ, কোমরে বেদনা, গায়ে জ্বালা অনুভব, কোনও বিষয়ে মনসংযোগ করিতে পারে না।

ক্রমাগত বীর্য্যস্খলন হইয়া পুরুষত্বহীন, স্নায়ুদৌর্ব্বল্যের লক্ষণ প্রকাশ—এনাকার্ড-৮৬।

ক্যালি-ব্রোম-৩৯৮—অতিরিক্ত স্ত্রীসংসর্গ বা হস্তমৈথুনের নিমিত্ত স্নায়ুদৌর্ব্বল্য, বিমর্ষতা, স্মরণশক্তির হ্রাস, হাত পা ও অন্যান্য অঙ্গের অসাড়তা।

জিঙ্কাম-৬৪৮—স্নায়ু বা জীবনীশক্তির দুর্ব্বলতার নিমিত্ত স্বাভাবিক ক্রিয়ার ব্যতিক্রম হয়, কোনও উদ্ভেদ ভালরূপে বাহির হয় না, ঋতুস্রাব বন্ধ থাকে, উত্তেজক ঔষধ সহ্য হয় না, মাদক দ্রব্য সেবন করিতে পারে না।

ব্র্যামনাস-ক্যালি-৬৯৬—স্নায়ুদৌর্ব্বল্য, মনের চাঞ্চল্য, লেখাপড়ায় মনসংযোগে অক্ষমতা।

ক্রমিয়ম-সলফেট-৬৮২—স্নায়ু শক্তি হ্রাস হইলে ইহা টনিকরূপে ব্যবহৃত হয়।

কোকা-২৫৭—মস্তিষ্ক দুর্ব্বল, স্নায়বিক অবসাদগ্রস্ত।

স্নায়ুশূল-বেদনা।

ক্যালমিয়া-৪১৬—ডানউর্দ্ধাক্ষি কোটরের স্নায়ুশূল বেদনা, ডানদিকের মুখের স্নায়ুশূল।

সিড্রণ-৪১৬—বাম উর্দ্ধাক্ষি-কোটরের স্নায়বিক বেদনা ও চক্ষুতে তীব্র জ্বালা।

স্পাইজেলিয়া-৪১৬—বামদিকের প্রায় সকল প্রকার স্নায়বিক বেদনা, যত বেলা বাড়ে তত বেদনার বৃদ্ধি, যত বেলা কমে বেদনারও তত হ্রাস হয় (সাইক্ল্যামেন দেখুন)।

এলিয়ম-সিপা-৬৭—শাখাঙ্গ ছেদন কিম্বা স্নায়ুতে আঘাত লাগিবার পর নিউর‍্যালজিয়া, আঘাতজনিত পুরাতন নিউরাইটীস।

এমন-মিউর-৮২—হাত পা ইত্যাদি কোন শাখাঙ্গ ছেদনের পর অবশিষ্টাংশের স্নায়ুশূল।

স্থূলকায়ত্ব।

ক্যালেটেপিস-১৯৮, ফিকাস-ভেসিকিউ-৩২৫, ফাইটোলক্কা-৭৮৫, কার্লস-বাড-৫৪১

স্মৃতিশক্তির হ্রাস।

এনাকার্ড-৮৭—কিছুই স্মরণ থাকে না, এইমাত্র বলিয়া দিন, পরমুহূর্ত্তেই ভুলিয়া যায়। বৃদ্ধদের ও দুর্ব্বলকর পীড়া ভোগের পর এবং যুবকদের স্মৃতিশক্তির হ্রাস।

ব্যারাইটা-কার্ব্ব-১৫২—বৃদ্ধদের স্মরণশক্তির হ্রাস। ল্যাক-ক্যানাইনাম, নক্স-মস্কে প্রভৃতি—৮৬২ পৃষ্ঠায় "মানসিক লক্ষণ" অধ্যায় দেখুন।

ক্রোরাম-২৪০—স্মৃতিশক্তির সম্পূর্ণ লোপ, নিজের নাম পর্য্যন্ত ভুলিয়া যায়।

থাইরয়ডিন-৩ ×, ৬, ৩০, স্মৃতিশক্তি ধীরে ধীরে বর্দ্ধিত করে।

হাঁচি।

ইউফর্ব্বিয়ম-৩১৫—ইনফ্লুয়েঞ্জা পীড়ার পর হাঁচি, চোখ নাক দিয়া জলপড়া।

এলিয়ম-সিপা-৬৫—নাক দিয়া পাতলা জলের মত সর্দ্দিস্রাব, অনবরত হাঁচি।

মার্ক-সল, ইউফ্রেসিয়া, আর্সেনিক, আর্সেনিক-আয়োড, ক্যালি-আয়োড প্রভৃতি ঔষধগুলিতেও তরুণ সর্দ্দিসহ হাঁচি নির্দ্দিষ্ট।

স্যাঙ্গুনেরিয়া-নাইট্রেট-৫৮২—৫/৭ মিনিট অন্তর হাঁচি, ডান নাকে জলপড়া।

হাঁপানি পীড়া।

হাঁপানির শ্রেণী বিভাগ—৬১১ পৃষ্ঠা, ষ্ট্র্যামোনিয়ম অধ্যায় দেখুন।

ষ্ট্র্যামোনিয়ম-৬১১—এই অধ্যায়ে "হাঁপানি কাশির" মধ্যে হাঁপানির শ্রেণী লিখিত হইয়াছে, ষ্ট্র্যামোনিয়ম—স্প্যাজমাডিক হাঁপানির ঔষধ।

এরালিয়া-১০৮—মাথা হেঁট করিয়া হাঁটু ও কনুইয়ের উপর ভর দিয়া বসে, শ্বাসকষ্ট, নিশ্বাস টানিতে ভীষণ কষ্ট; কিন্তু ফেলিতে সহজ।

আর্সেনিক-১৩২—হাঁপানির টান মধ্য রাত্রি হইতে বৃদ্ধি, শুইতে পারে না, হেঁট হইয়া বসিয়া থাকে, দমবন্ধের ভাব, বুকে চাপ, সাঁই সাঁই শব্দ, শ্লেষ্মা উঠে না।

ব্লাটা-ওরিয়েন্ট-১৬৭—স্বর্গীয় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পেটেন্ট ঔষধ। ইহার—θ, ৫/৬। ফোঁটা—১২ দাগ জলে মিশ্রিত করিয়া প্রতি ঘন্টায় এক এক মাত্রা সেবনে কেহ কেহ বলেন কষ্টের উপশম হয়। একোনাইট ১ ×, জার্ব্বা-স্যান্টা, লোবেলিয়া, ক্যানাবিস-ইণ্ডিকা, আর্সেনিক এই পীড়ার শ্রেষ্ঠ ঔষধ। সেনেগা—θ, ৩/৪ ফোঁটা মাত্রায় ঘন ঘন ব্যবহারে উপকার হয়। এফিড্রা নেব্রুডেনসিসেও শীঘ্র উপকার হয়।

থাইমস—৭০১—ড্রাই নার্ভাস-এজমা, হুপিংয়ে ভয়ানক আক্ষেপিক কাশি।

ককসিনেলা-২৫৮—আক্ষেপিক হাঁপানিতে কাশি ও শ্বাসকষ্টের উপশম হয়।

ক্যালেডিয়ম-১৮১—অত্যন্ত কাশে, ক্লান্ত হয়, গয়ার উঠে না, উঠিলে টানের উপশম।

ক্যানাবিস-ইণ্ডিকা—২০৫—কার্ডিয়্যাক-এজমা ও আক্ষেপিক হাঁপানি, হৃৎপিণ্ডে যন্ত্রণা, বুক ধড়ফড় করে, বামদিকে শুইতে পারে না, বুক চাপিয়া ধরে, কেবল হাওয়া চলে।

এস্পিডস-পার্ম্মা-২০৫—হাঁপানির প্রবল টান, কার্ডিয়্যাক-এজমা।

ক্যাপসিকম-২১৪—কাশির সহিত নিশ্বাসে পচা দুর্গন্ধ, কাশিয়া ক্লান্ত হয়, একটু গয়ার উঠিলে টান কিছু কমে।

কার্ব্বো-ভেজ-২২০—হামের কিম্বা হুপিং-কাশির পর হইতে হাঁপানি, পেটে বায়ু জমে।

হিপার-৩৬১—রোগী বর্ষায় ভাল থাকে, শীতে বা গ্রীষ্মে টান বাড়ে।

ল্যাকেসিস-৪২৩—ঘুমাইতে ঘুমাইতে হঠাৎ টান বৃদ্ধি, বুকে বা গায়ে কাপড় রাখিতে পারে না, মুখের কাছে হাওয়া সহ্য হয় না, অনেক কাশিয়া একটু গয়ার উঠিলে তবে একটু টান কমে, গলা সুড়সুড় করিয়া কাশি, দমবন্ধভাব, গলার বেদনা।

মস্কাস-৪৮৪—আক্ষেপিক হাঁপানি, হিষ্টিরিয়াগ্রস্তা স্ত্রীলোকের হাঁপানি পীড়ার হঠাৎ আক্রমণ, তাহাতে যেন দম বন্ধ হয়, গলা ঘড় ঘড় করে, বুকে প্রচুর সর্দ্দি থাকে,—কিন্তু তুলিয়া ফেলিতে পারে না।

ন্যাজা—৪৮৮—হৃৎপীড়ার সহিত হাঁপানি ও শ্বাসকষ্ট, ঘুমাইলে দমবন্ধের ভাব হয়।

ন্যাফথালাইন-৪৮৯—প্রচণ্ড কাশি, মাথাটি ধরিয়া হেঁট হইয়া নীরবে বসিয়া থাকে।

স্যাঙ্গুনেরিয়া-ক্যানাডেন-৫৮১—অজীর্ণ পীড়ার সহিত হাঁপানি।

ইপিকাক-৩৮৫—প্রবল টান, শ্বাসকষ্ট, দম আটকায়, বুকে সাঁই সাঁই শব্দ, কাশিয়া সর্দ্দি সহজে উঠে না কিম্বা অনেকক্ষণ কাশির পর একটু সর্দ্দি উঠে।

ক্যালি-বাইক্রম-৩৯২—বর্ষায় বা শীতে একটু ঠাণ্ডা পড়িলেই হাঁপানির টান ও কাশির বৃদ্ধি, টান ভোর ৩/৪ টায় বাড়ে, সর্দ্দি আটা বা তারের মত।

ক্যালি-আয়োড-৪০৭—অত্যন্ত শ্বাসকষ্ট, একটু চলাফেরা করিলেই হাঁপায়, কাশে, কাশি শুষ্ক, সাবানের ফেণার মত গয়ার উঠে।

ব্যাডিয়াগা-১৬৪—ঠাণ্ডা লাগিয়া নাক দিয়া জলের মত সর্দ্দি নির্গমন হইতে থাকে, হাঁপের মত টান, কষ্টকর শ্বাস-প্রশ্বাস।

স্যাম্বুকাস-৫৭৯—হাঁপানির টান ও দমকা কাশি, নাক বন্ধ, মুখ দিয়া নিশ্বাস ফেলে, বুক সাঁইসাঁই করে।

প্যাসিফ্লোরা-৫২৩—হাঁপানির কষ্টদায়ক টানে অতি অল্প সময়ে কষ্টের উপশম হয় (১০/১৫ ফোঁটা মাত্রায়—প্রতি ২৫।৩০ মিনিট অন্তর উপকার না হওয়া পর্য্যন্ত সেব্য)।

এম্ব্রাগ্রিসিয়া-৭৬—হাঁপানির টানের মত টানসহ কাশি ও স্নায়বিক আক্ষেপিক কাশি, কাশির সঙ্গে ঢেকুর, গলা সুড়সুড় করিয়া আক্ষেপিক কাশি।

ক্যালি-নাইট্রি-৪১১—অত্যন্ত শ্বাসকষ্ট; কিন্তু সর্দ্দি সহজেই উঠে, তৎসহ বুকে ছুঁচ ফোটান ব্যথা কিম্বা বুক জ্বালা।

লোবেলিয়া-৪৪৪—আক্ষেপিক হাঁপানির কাশির উৎকৃষ্ট ঔষধ।

একোনাইট, লোবেলিয়া, সেনেগা—৪৪ পৃষ্ঠা দেখুন।

ইরিওডিকটিয়ন বা জার্ব্বা-স্যান্টা-৬৮৪—হাঁপানি, গলায় সাঁই সাঁই শব্দ ও ব্রঙ্কাইটীস।

আয়োডফরমাম-৬৮৮—২য় শক্তির ৩ গ্রেণ, জিহবার পশ্চাতে রাখিলে টান কমে।

এফিড্রা-নেব্রুডেনসিস-৬৮৩—θ, ৪।৫ ফোঁটা মাত্রায় ২ ঘন্টা অন্তর ২/৩ মাত্রা ব্যবহারে উপশম হয়, স্থায়ী উপকারের জন্য অন্ততঃ এক দেড়মাস ২/১ বার করিয়া দিতে হইবে।

এফিড্রিন-৬৮৩—হাঁপানির ও নিমোনিয়া, ২/৩ মাত্রা সেবনেই হাঁপানির টান কমে।

ভিস্কাম-এলব-৬৪৭—বাতাক্রান্ত ব্যক্তিদিগের হাঁপানি কাশি।

দ্রষ্টব্য ঃ—হাঁপানিতে লক্ষণানুযায়ী কোনও ঔষধ দিয়া তাহাতে ভীষণ আক্ষেপিক টানের উপশম না দেখিলে—ইরিওডিকটিয়ন বা জার্ব্বা-স্যান্টা—θ, ২/১ ফোঁটা মাত্রা ১।১৷০।২ ঘন্টা অন্তর কতিপয় মাত্রা দিবেন, রাত্রিতে অত্যধিক কষ্ট হইলে—কার্ব্বো ভেজ ৩০, ২/১ মাত্রা দিয়া অপেক্ষা করিবেন। আর্সেনিকেও অনেকস্থলে আশু উপকার হয়।

আমাদের একটি পেটেন্ট ঔষধ আছে—(Asthma Cure)— ড্রাম-১, উহাতেও উপকার হইবে এবং ১৷০।২ মাস ব্যবহারে অনেকদিন ভাল থাকিবে। মাত্রা-২ ফোঁটা।

স্বর্গীয় দ্বারিক কবিরাজ মহাশয়ের মুষ্টিযোগ ঃ—

একটি কাঁসার বাটিতে —একছটাক খাঁটি গব্য ঘৃত খুব গরম কর আর একটি কাঁসার পাত্রে একছটাক আদার রস গরম কর, এখন ঐ গরম আদার রস উক্ত গব্যঘৃতে ঢালিয়া দিয়াই সঙ্গে সঙ্গে আর একটি কাঁসার থালা চাপ দাও, চাপার মধ্যে কল-কল শব্দ থামিয়া যাইলে, উহা হইতে ২ তোলা ঘৃত লইয়া এক আধপোয়া গরম দুধে মিশাইয়া প্রত্যহ সন্ধ্যায় খাওয়াও, দেখিবে ঐ ঘৃত খাইবার কিছু পরেই চাপ্ চাপ্ শ্লেষ্মা উঠিয়া হাঁপের কাশ দূর হইতেছে। ১৫ দিন এই প্রকার ব্যবহার করাইলে রোগী অনেক সুস্থ হইবে। উক্ত তৈয়ারী গরম ঘৃতটা ঠাণ্ডা হইলে উহা অন্য একটি পাত্রে রাখিবে, কাঁসার পাত্রে রাখিবে অন্য কাঁসার পাত্রে যদি কিছু রাখিয়া দাও, সেটা বুকে মালিস করিলে উপকার অধিক হইবে।

হাইড্রোফোবিয়া।

কক্‌সিনেলা-২৫৮—কাঁচ বা কোন চকচকে বস্তু দেখিয়া ভয় পায়, পাগলের মত হয়।

এনাগেলিস-৬১২—জলাতঙ্ক পীড়ার বহু পুরাতন ঔষধ, মাদার-টিংচার হইতে ৩য় শক্তি।

হায়োসিয়ামস-৩৭১, ষ্ট্র্যামোনিয়ম-৬১২, এই দুইটি ঔষধেও অনেক সুফল পাওয়া যায়। থেরাপিউটিক্সে "দংশন" মধ্যে—পাগলা কুকুর দংশন—৮০০ পৃষ্ঠা দেখুন।

হাইড্রোকেফালয়েড।

সল্‌ফার-৬১৭—অজ্ঞান, কপালে ঠাণ্ডা ঘাম, প্রস্রাব বন্ধ, শিবনেত্র হঠাৎ কাঁদা, ভেদ বমন কিম্বা সমস্ত স্রাব বন্ধ, অঙ্গের স্পন্দন।

এসিড-কার্ব্বল-৬১৭—স্বাভাবিক বাহ্যে প্রস্রাব হইয়াও পুনরায় ছটফটানি, বাহ্যে বমি।

হাইড্রোকেফালস।

(মস্তিষ্ক-ঝিল্লী প্রদাহের ঔষধও ইহাতে প্রয়োজন হয়।)

টিউবার্কিউলার—এপিস, সল্‌ফ, জিঙ্কাম, আয়োড, এপোসাইনাস, গ্লোনয়িন।

প্রস্রাব বন্ধ হইয়া—হেলিবোর, সলফ।

হাইড্রোকেফালসের পরবর্তী অবস্থায় কোমা, অজ্ঞানভাব—এপোসাইনাম-১০৮ ক্রোয়্যাল-হাইড্রেট-২৩৯...প্রতিষেধক—ক্যালকেরিয়া-ফস, সলফার (হেলিবোর দেখুন)

ক্যালকেরিয়া-কার্ব্ব-১৮৭—বেলেডোনার স্থায়ী উপকার না হইলে এবং দন্ত নির্গমনকালে—সলফারের পর প্রযোজ্য।

চায়না, ক্যাল-ফস-১৮৭—ক্রমাগত বাহ্যে-বমির নিমিত্ত নিস্তেজতা, আচ্ছন্ন, মরার মত অবস্থা।....সাইপ্রিপিডিয়ম-২৯৭—অনেকদিন উদরাময়াদিতে ভুগিয়া হাইড্রোকেফালস।

হেলিবোরাস-৩৫৩, ৬১৭—মস্তিষ্কে জল জমে, নিয়ত এদিক ওদিক মাথা নাড়ে, মুখ নাড়ে, অজ্ঞান, একদিকের হাত-পা পর পর নাড়ে, প্রস্রাব বন্ধ, অন্তরে পিপাসা।

ব্রায়োনিয়া-১৭২—বাম হাত ও বাম পা অনবরত নাড়ে।

ক্যালি-ব্রোম-৩৯৮—ক্রমাগত বাহ্যে বমি কিম্বা বার বার উদরাময়ে ভুগিয়া পীড়া।

সলফার-৬১৬—স্ক্রফুলাস ধাতু টিউবার্কিউলার-হাইড্রোকেফালস, প্রথমাবস্থায় তড়কার মত ফিট, ঘুমাইতে ঘুমাইতে কাঁদে, যেন কত ভয়, প্রস্রাব বন্ধ (এপিসের মত)।

এপিস-৬১৬—একজুডেসন ষ্টেজ, মস্তিষ্কের প্রদাহ বর্তমান, ঘুমাইয়া চীৎকার।

জিঙ্কাম-মেট-৬৪৮—ভেদবমির সহিত বালিসে মাথা এপাশ ওপাশ করা হাত-পা ছোড়া দাঁত কড়মড় করা, মস্তিষ্কে জল সঞ্চয়, তদ্ভিন্ন—প্রস্রাব বাহ্যে বন্ধ কিম্বা প্রস্রাব হইয়াও ছটফটানি, পিপাসা, সর্ব্বাঙ্গ ঠাণ্ডা, বুক গরম (এসিড-কার্ব্বল, মনোব্রোম ক্যাম্ফর)। জিঙ্ক-সলফ ও জিঙ্ক-ফসও দেখিবেন।

এপোসাইনাম-৬৪৯—হাইড্রোকেফালসের পরবর্তী অবস্থায়—অস্থিরতা চীৎকার প্রভৃতি কিছুই থাকে না, অসাড় অজ্ঞানভাব, প্রস্রাব সম্পূর্ণ বন্ধ, অতি অল্প পিপাসা, মাঝে মাঝে বমি, বাহ্যে। হাইড্রোকেফালস বা মাথায় জল জমায়—প্রথমে—এপিস, তৎপরে—সলফার, তৎপরে—এপোসাইনাম বা হেলিবোরাস ইত্যাদির প্রয়োজন হয়। ...কক্‌সিনেলা-২৫৮—শিশুদের দন্তোদগমকালে বা অন্যান্য স্নায়বীয় পীড়ায় অত্যন্ত অস্থিরতা, ঘুমঘুমভাব, কিন্তু কিছুতেই ঘুমাইতে পারে না।

গ্লোনয়িন—মেনিন্‌জাইটীস অধ্যায় দেখুন।

জিঙ্কাম-ব্রোম-৬৪৯—জিঙ্কাম-মেটের লক্ষণ সমূহ থাকিয়াও তাহাতে উপকার না হইলে প্রযোজ্য। শিশুদের দাঁত উঠিবার সময় এই পীড়া হইলে এবং হাইড্রোকেফালসের পর শিশু অজ্ঞান অঘোরভাবে পড়িয়া থাকিলে ইহা উৎকৃষ্ট ফলদায়ক।

লাবর্ণম-৬৮৯—অবিরাম ঘুমভাব, মুখের পেশী নাচে, পিউপিল প্রসারিত, হাইড্রো। কেফালস, অদম্য তৃষ্ণা, গা-বমি-বমি।

এসিড-কার্ব্বল ও মনোব্রোম ক্যাম্ফর-৬৪৮—শিশু কলেরায় হিমাঙ্গাবস্থায় বিকার।

ইনোথেরা-৫১৫—শিশু-কলেরায় ও বহুদিন উদরাময়ে ভুগিয়া হাইড্রোকেফালস।

হাইউঠা

ক্যাষ্টোরিয়ম-২২৩—কোন পীড়ায় অনবরত হাই উঠা।

সাইট্রাস-ভলগ্যারিস-১৯—অনবরত হাই উঠে।

রসটক্স-৫৬৮—ক্রমাগত হাই উঠে, যে পর্য্যন্ত না মাঢ়ী প্রায় ভাঙ্গিয়া যাইবার মত হয়, ততক্ষণ থামে না।

হাম।

হামের উদ্ভেদ ঃ—ভালরূপে বাহির না হইলে—জেলসি, ব্রায়ো, কুপ্রম, ওপি, ইপি, এমন-কার্ব্ব; ক্যাম্ফর,......উদ্ভেদ বাসিয়া মস্তিষ্কে জলজমা, অজ্ঞানভাব—এপিস, উদ্ভেদ বসিয়া কিম্বা কোন কারণে বাহির হইতে না পারিয়া তড়কা, মস্তিষ্ক লক্ষণ—কুপ্রম...উদ্ভেদ সমূহ নির্গমনে সহায়তা ও আরোগ্য করিতে—জেলসি; —শারীরিক স্বাভাবিক তেজের হ্রাস হেতু বাহির না হওয়ায় আক্ষেপ, তড়কা—জিঙ্কাম-মেট.....অভ্যন্তরস্থ টীসুতে পরিচালিত হওয়ায় হাইড্রোকেফালস—সলফার;.....উদ্ভেদ বসিয়া—এণ্ডোকার্ডাইটীস পেরিকার্ডাইটীস, —আর্স,..... হাম বসিয়া ভেদ বমি—ইপি,......হাম বসিয়া রোগী স্থিরভাবে পড়িয়া থাকে—ব্রায়ো;....অজ্ঞানাবস্থায় পড়িয়া থাকে—জিঙ্কাম;.......চর্ম্ম কালচে বর্ণ হয়....সলফার; —হামের সর্ব্ববিধ উপসর্গ মর্ব্বিলিনাম—হামের পর কাশি—ড্রসেরা, ষ্টিক্টা, ক্যালি-কার্ব্ব; ....হামের পর উদরাময়—পল্‌স, সলফ্‌।

হামের সহিত ঃ—বিকার—হায়োসি;....বিকার ও প্রস্রাব বন্ধ—ষ্ট্রামো; —রক্তস্রাব—ক্রোটে, হ্যামা; —উদ্ভেদ বসিয়া প্রসাব বন্ধ—জিঙ্কাম, কুপ্রম।

উদ্ভেদ লেপামত, শরীর লালবর্ণ—এমন-কার্ব্ব-৭৯....জ্বর, শ্বাসকষ্ট, গলায় ঘড়ঘড় শব্দ, এন্টিম-টার্ট-৯৮., এন্টিম-আর্স-৯০, সল্‌ফার-৩৩১, হিপার-৩৩১।

জেল্‌সি-৩৩০—অধিক জ্বর, নাক চোখ দিয়া জলপড়া, হাঁচি, শুষ্ক কাশি, চোখে পিচুটী, আচ্ছন্নভাব, চমকানো, মুখ থমথমে লালবর্ণ।

একোনাইট-৩৩১—প্রথমাবস্থায় অন্তর্দ্দাহ, ছটফটানি, প্রবল জ্বর, শুষ্ক খকখকে কাশি, বুকে বেদনা।

পল্‌স-৩৩১—জ্বর কম, সর্দ্দি, কাশি অধিক নাক দিয়া হলদে বা সাদা রঙ্গের ঘন পাকা সর্দ্দি, কাশি, কাণে পূঁয, উদরাময়।

এন্টিম-টার্ট, হিপার-সলফার-৩৩১—হাম-জ্বরসহ কিম্বা হাম-জ্বরের পর গলায় ঘড়ঘড় শব্দ, বুকে ঘড়ঘড়ে শ্লেষ্মা।

বেলেডোনা-৩৩১—উষ্ণতাপ, ধড়ফড়ে জ্বরের সঙ্গে ঘাম (প্রথমাবস্থায় অত্যন্ত ছটফটানি, অস্থিরতা, কাতরতা, পিপাসা ও ঘর্ম্মশূন্য থাকিলে—একোনাইট)।

হায়োসিয়ামস-৩৬৯—হাম বসন্তাদির উদ্ভেদ বসিয়া বিকারসহ—বিছানাখোঁটা, অজ্ঞান, হঠাৎ চীৎকার, অসাড়ে বাহ্যে প্রস্রাব, কিছু চিবাইবার মত মুখনাড়া।

ব্রায়োনিয়া-১৭৩—পিপাসা, মাথাব্যথা, জ্বর, জিহবা শুষ্ক, খসখসে (রোগীর পেটের দোষ থাকিলে—জিহ্বা ভারী, সাদা কিম্বা হল্‌দে ময়লাযুক্ত হয়), অল্প বিস্তর ঘাম, গায়ে বেদনা চুপ করিয়া পড়িয়া থাকে, শুষ্ক ও কষ্টকর কাশি, বুকে বেদনা।

রসটক্স—শরীরে বেদনা, অস্থিরতা, সর্ব্বদা পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করে, আক্ষেপিক হাঁচি, গলা সুড়সুড় করিয়া কাশি, নাসিকা দিয়া উষ্ণ জ্বালাকর স্রাব নির্গমন।

এপিস-শরীরে কোন কোন স্থানে অধিক উদ্ভেদ নির্গমনের জন্য ফোস্কা, চর্ম্মে লালবর্ণের উদ্ভেদ, উদরাময়, দুর্ব্বলতা, বিড়বিড় করিয়া বকা।

আর্স—অত্যন্ত অস্থিরতা, হাঁচি, নাকে জলের মত সর্দ্দি ঝরা, স্রাব গরম, তৃষ্ণা।

ইপিকাক—সর্দ্দি, নাক সাঁটিয়া ধরা, উদ্ভেদ নির্গমনে বিলম্ব, শুষ্ক কাশি, গলায় সাঁই সাঁই শব্দ, বুকে শ্লেষ্মা, বমি, গা বমি।

ইউফ্রেসিয়া-৩১৬—নাক চোখ দিয়া জলপড়া, চক্ষু জ্বালা, চক্ষুতে আলোক অসহ্যতা, কাশি।

মার্কুরিয়স—ঘন ঘন হাঁচি, নাক দিয়া জলের মত বা একটু ঘন সর্দ্দিস্রাব, টন্‌সিল বাড়া, বুকে বেদনা, আমযুক্ত মল।

হামের সহিত ব্রঙ্কাইটীস—৮০৮ পৃষ্ঠায় থেরাপিউটিক্সে নিমোনিয়া, ব্রঙ্কাইটীস দেখুন।

হিক্কা।

(ইহা কোনও পীড়ার একটি ভীষণ কষ্টদায়ক উপসর্গ, প্রায় কোন ঔষধেই সহজে বন্ধ হইতে চাহে না, হিক্কার ভোগকাল প্রায় ১১ দিন, হিক্কা অনেক সময় আপনিই হঠাৎ বন্ধ হয়।)

র‍্যানানকিউলাস-বালবো—৫৬২—আক্ষেপিক হিক্কা।

ককসিনেলা-২৫৮—হিক্কার সহিত পাকস্থলীতে জ্বালা।

ক্যাল-ফ্লোর-১৯১—কলেরার হিক্ক নহে, অন্য সকল প্রকার হিক্কা।

জিঙ্ক-ভ্যালেরিয়ানা-৩৭৬—দুর্দ্দমনীয় হিক্কা।

সাইকিউটা-২৪২, ৫০৯—উচ্চ শব্দে হিক্কা, পেটে জ্বালা, গা-বমি, প্রায় সকল প্রকার হিক্কাতেই ইহা সুফলের সহিত ব্যবহৃত হয়।

হায়োসিয়ামস-৩৭০—বিকারে অজ্ঞান, তৎসহ হিক্কা, হিক্কায় মাথা হইতে পা পর্য্যন্ত নড়িয়া উঠে, পেটের কোনও যন্ত্র অস্ত্র হইবার পর হিক্কা।

ইগ্নেসিয়া-৩৭৭—পানাহারের পর ও তামাকের গন্ধে হিক্কার বৃদ্ধি।

ক্যালি-ব্রোম-৩৯৯—অনবরত হিক্কা, হিক্কার বিরাম নাই।

নস্ত্র-তমিকা-অধ্যায়—৫০৮ হইতে ৫১০ পৃষ্ঠা দেখুন, সেখানে হিক্কার প্রায় সমস্তই পাইবেন।

নিকোলাম-৬৯২—পিপাসাসহ প্রবল হিক্কা।

ক্যালি-সল্‌ফ-৪১৪—পাকস্থলীর পুরাতন প্রদাহের সহিত হিক্কা।

দ্রষ্টব্য ঃ ডাবের জল গরম করিয়া অল্প অল্প পান করিলে হিক্কার উপশম হয়।

মধ্যম আকারের একটা কাগজের ব্যাগের বা ঠোঙার (ইহা কাপড়ের ও পোষাকের সবখানেই পাওয়া যায়) মধ্যে মাথাটি গলাইয়া নাসিকা ও ঠোঁটের নিম্ন পর্য্যন্ত ঢাকিয়া খুব দৃঢ়ভাবে রোগীকে চাপিয়া ধরিতে ও তাহারই মধ্যে নিশ্বাস লইতে ও ফেলিতে বলিবেন। ইহাতে ঠোঙার মধ্যস্থ অক্সিজেন-বায়ু শ্বাসদ্বারা গ্রহণ ও কার্ব্বণ-ডাই-অক্সাইড প্রশ্বাস সহকারে পরিত্যাগ করায় অতি অল্প সময়ের মধ্যেই ঠোঙার ভিতরাংশটি কার্ব্বণ-ডাই অক্সাইডে পূর্ণ হইয়া যাইবে এবং ঠোঙার মধ্যস্থ উক্ত ঘণীভূত কার্ব্বন-ডাই-অক্সাইডের ক্রিয়ার দ্বারা অনেক সময় হিক্কা বন্ধ হইতে পারে (চিকিৎসা প্রকাশ)।

কঠিন প্রকারের হিক্কা অনেক সময় ঔষধ সেবন দ্বারা বন্ধ করা কষ্টকর হইয়া উঠে, রোগী ক্রমশঃ ক্লান্ত হইয়া পড়ে, এরূপ ক্ষেত্রে ঔষধ বিফল হইলে—একমুঠা খই খানিকটা গোলাপ জলে ভিজাইয়া উহাকে মাড়িয়া কাদার মত করিয়া একটা সবুজ পাতিলেবুর রস ৪০/৫০ ফোঁটা উহাতে মিশাইয়া, কাশীর চিনি দিয়া রোগীকে অল্প অল্প করিয়া চাটিয়া খাইতে দিলে তাহাতে অনেক উপশম হইবে এবং বমি থাকিলে তাহাতেও উপকার করিবে।

হিপ্‌জয়েন্ট পীড়া।

ক্যালকেরিয়া, হিপার, সাইলি, স্যালকেরিয়া হাইপো—৫৯৭।

কলোসিন্থ-২৭৪—ডানদিকের পীড়া, ডান উরুসন্ধিতে ছুঁচফোটান ব্যথা, চলিতে চলিতে দাঁড়ায়, হাঁটু গুটাইয়া পা চাপিয়া শোয়।

সাইলিসিয়া-৫৯৭—হিপজয়েন্ট ও ভার্টিব্র্যাল-কেরিজ নামক পীড়া।

ক্যালকেরিয়া-হাইপোফস-১৯৪—বড় বড় ফোড়া, অস্থি আক্রমণ করে, অস্থির ক্ষত, দিন দিন শীর্ণ ও শয্যাশায়ী হইয়া পড়ে।

ষ্ট্র্যামোনিয়ম-৬১২—বাম উরুসন্ধি আক্রান্ত, তথায় ভীষণ বেদনা।

হিপার—স্ফোটক অধ্যায় দেখুন।...৫৯৭ পৃষ্ঠায় একটি রোগীর বিবরণ পাঠ করুন।

ফেরম-ফস, ক্যালকে ফস,—৩ × ও সাইলিসিয়া—৩ × প্রথম হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমশঃ উচ্চশক্তি ব্যবহারে এক মাসে পীড়া সম্পূর্ণ আরোগ্য হইতে পারে।

হিপ্‌নোটিক ঔষধ।

ট্রোনয়িন—৩৩৩,....সলফোন্যাল—৩৩৩।

হিমাঙ্গ।

হেলিবোরাস-৩২৫—গা বরফের মত ঠাণ্ডা, কপালে ঠাণ্ডা ঘাম, নাড়ী ক্ষীণ হয়, অথবা বসিয়া যায়, তড়কা আক্ষেপ।

এসিড-হাইড্রো-২২—অঙ্গ পাথরের মত শীতল, নাড়ী ক্ষীণ বা লোপ, হৃৎপিণ্ডে চাপবোধ, নিশ্বাস ফেলিতে কষ্ট, চোয়াল আড়ষ্ট।

পটাস-সিয়ানাইড-২২—শ্বাসকষ্ট, দমবন্ধের ভাব, নাড়ী লোপ, হঠাৎ উপসর্গের বৃদ্ধি।

ন্যাজা-২৩—ওলাউঠার চরম অবস্থায় হিমাঙ্গ, নাভীশ্বাস, ঘন ঘন শ্বাস-প্রশ্বাস।

আর্স-১২৬—মুখ জিহ্বা বরফের মত ঠাণ্ডা, শীতল ঘাম, নাড়ীদমা বা সূতার মত ক্ষীণ, অস্থিরতা, প্রবল তৃষ্ণা, ঘন ঘন অল্প জলপান।

ক্যাম্ফর-১৯৮—সর্ব্বাঙ্গে যেন বরফ, অন্তরে গরমবোধ, নাক ঠাণ্ডা, সূচাল, কুঞ্চিত ত্বক, নিশ্বাস ঠাণ্ডা, জিহবা থলথলে, কাঁপে, শরীর নীলবর্ণ, নাড়ী কঠিন, সজোরে কিম্বা ক্ষীণ, অনেক সময় পাওয়াই যায় না, ছটফটানি, পাখা চায়, ২/১ টা বাহ্যে বমির পর হঠাৎ হিমাঙ্গ।

ভেরেট্রম-৬৪২—দ্রুত জীবনীশক্তির হ্রাস, হিমাঙ্গ, অত্যন্ত দুর্ব্বলতা, মাথায় যেন বরফ চাপান, নাকের ডগা; হাতের পায়ের তলা বরফের মত শীতল, কপালে ঠাণ্ডা ঘাম।

ল্যাকেসিস-৩৫৫—দুইটি পা ঠাণ্ডা তৎসহ বুক ভারীবোধ।

কার্ব্বো-ভেজ-২১৮—আঙ্গুল, নাক, গলা, জিব, নিশ্বাস সমস্তই শীতল, স্বরভঙ্গ, ক্রমশঃ হিমাঙ্গ হওয়া, নাড়ী একেবারেই পাওয়া যায় না, পূর্ণ পতনাবস্থা, নিশ্বাস ধীরে ধীরে পড়ে, অত্যধিক ঘর্ম্ম, চর্ম্ম নীলবর্ণ হয়। তরল রক্তস্রাবহেতু হিমাঙ্গ, অনবরত পাখার বাতাস চায়।

জিঙ্কাম-২৯১—দুর্ব্বলতার নিমিত্ত উদ্ভেদ ভালরূপে বাহির হইতে না পারিয়া নিঝুমভাবে পড়িয়া থাকে, দাঁত কড়মড় করে, চমকায়, চোখ ঘুরায়, হিমাঙ্গ হয়, কেবল পা দুইটি নাড়ে।

পাইলোকার্পিণ-৩৮৯—কোন পীড়ায় অতিরিক্ত ঘর্ম্ম, তজ্জন্য হিমাঙ্গ। ৭৭২ পৃষ্ঠায় ঘর্ম্ম দেখুন।

হিমপ্‌টিসিস, হিমাটিমেসিস।

থেরাপিউটিক্সে—৮৬৯ পৃষ্ঠায় রক্তোৎকাশ ও রক্তবমন দেখুন।

এই পীড়ায় ও শোথ রোগে রোগীকে শুষ্ক মানকচু চূর্ণ দুগ্ধসহ পাক করিয়া কিম্বা মানকচুর ক্বাথ প্রত্যহ খাইতে দিবেন। রক্তপিত্ত ও মূর্চ্ছা রোগী কখনও যোলপান করিবে না।

কলার মোচা—রক্তপিত্ত, বহুমূত্র ও সমস্ত ক্ষয় পীড়ায় উপকারী।

লাইকোপাস-৪৫০—হৃৎপীড়ার নিমিত্ত হিমপটিসিস।

হিষ্টিরিয়া—মূর্চ্ছাবায়ু-৮৬৬ পৃষ্ঠা দেখুন।

হুপিং-কাশি।

১০৮ পৃষ্ঠায় এরালিয়া অধ্যায় দেখুন।

জষ্টিসিয়া-এডাটোডা (Justicia Adhatoda)—θ হইতে ৩ × শক্তি, এরালিয়া অধ্যায়ে লিখিত ঔষধগুলিতে উপকার না হইলে ইহা প্রয়োগ করিবেন। যে কাশির ঝোঁক থাকিয়া থাকিয়া আসে, প্রবল আক্ষেপিক কাশি হয়, দমবন্ধ হইবার মত হয়, বুক খেঁচিয়া ধরে এবং হাঁপানি রোগে আক্রান্ত অত্যন্ত শ্বাসকষ্ট ও কাশি থাকিলে, কোন পীড়ায় কাশির সহিত স্বরভঙ্গ থাকিলে ও তরুণ সর্দ্দিতে অনবরত হাঁচি ও নাক দিয়া জলের মত তরুণ সর্দ্দিস্রাব নির্গত হইতে থাকিলে ইহাতে উপকার হইবে।

হুপিং-কাশির অন্যান্য ঔষধ—থেরাপিউটিক্সে ৭৫৮ পৃষ্ঠা দেখুন।

হৃৎপিণ্ডের পীড়া।

(২৯৮ হইতে ৩০১ পৃষ্ঠায় ডিজিটেলিস এবং থেরাপিউটিক্সে "বেদনা" ৮৪৬ পৃষ্ঠা দেখুন)

হৃৎশূল বেদনা (এনজাইনা-পেক্টোরিস)—ক্যাক্টস, গ্লোনয়িন, ক্যালমিয়া, ল্যাকেসিস, ম্যাগনোলিয়া, ন্যাজা, স্পাইজেলিয়া, ল্যাট্রোডেক্টাস-ম্যাকট্যানস, হিমাটক্সাইলন, আর্সেনিক প্রভৃতি।

বুকধড়ফড়ানি—আর্স, এবসিন্থ, লরোসি, এমিল-নাই, ল্যাকেসিস, ন্যাজা, স্পাইজেলিয়া, আইবেরিস, একোনাইট-ফেরক্স প্রভৃতি.....ভ্যালভিউলার পীড়ায়—নেরিয়ম, এডোনিস, ক্র্যাটিগাস, ডিজিটেলিস, এমিল-নাই প্রভৃতি....নার্ভাস ও হিষ্টিরিয়া রোগীর—ষ্ট্রোফ্যান্থাস ইগ্নে, মস্কাস, নক্স-মস্কেটা, ম্যাগ-মিউর, ...বাত আরোগ্যের পর হৃৎপিণ্ডে কোন পীড়া না থাকিলেও—ন্যাজা, ...বাহির হইতেও দেখা যায়—স্পাইজেলিয়া, আইবেরিস,....হৃৎপিণ্ডে চর্বিজমাসহ—অরম-মেট-১৪৩,.....বুকের ভিতর যেন কি লাফায়—এমিল নাই, ...সামান্য উত্তেজনায়—আর্স, কফিয়া,.....জরায়ুর পীড়ার সহিত লিলিয়ম,...আহারে —ক্যাক্টস, ক্র্যাটিগাস, ক্যাল-কার্ব্ব, নক্স, লাইকো, পলস, ন্যাট-কার্ব্ব,...বামদিকে শুইলে—ফস, ন্যাট-মিউর, ক্যাক্টস,...বসিয়া থাকিলে—ম্যাগ-মিউর, ...রক্তহীনতার জন্য—ন্যাট-মিউর, আর্ণি, আয়োড, ফেরম, পলস, প্লম্বম,.....স্নায়বিক—ক্যাক্টস, ল্যাকে, মস্কাস, ন্যাজা, স্পাইজে....অত্যন্ত পরিশ্রম কিম্বা দুর্ব্বলতাজনিত—কোকা।

এনডোকার্ডাইটীস—ম্যাগনোলি, অরম, অরম-মিউর, সিমিসি, কক্কাস, কনভ্যালে, আয়োড, ফস, ট্যারেন্টুলা, ভেরেট-ভিরি (ইহাদের অধ্যায় দেখুন)।

পেরিকার্ডাইটীস—ম্যাগলোনি, এডোনিস, এনাকার্ড এন্টিম-আর্স, অরম-আয়োড, এসক্লিপি, ক্যাক্টস, সিমিসি, আয়োড, ক্যালি-নাইট্রি, ক্যালমি, স্পাইজে, ভেরেট-ভিরি।

মায়োকার্ডাইটীস—(হৃৎপেশীর প্রদাহ)—এপিস, ক্যাক্টস, ডিজি, গ্লোনয়িন, ল্যাকে, ন্যাজা।

ফ্যাটি-হার্ট—আর্ণিকা, অরম, ক্যাপস, কুপ্রম, ক্রোটেলাস।

ডাইলেটেসন—এমন-কার্ব্ব, এন্টিম-আর্স, ক্যাক্টস, কুপ্রম, এসিড-হাইড্রো, লরোসি, লিলিয়ম, নক্স, ফস, ট্যাবেকম।

পক্ষাঘাত উপক্রম—একোন, আর্স, ক্রোটে, ল্যাকে, মার্ক-সিয়ানে, ন্যাজা, প্লম্বম, ভেরেট-ভিরি (নিমোনিয়ার সহিত—এন্টিম-টার্ট, ক্যালি-নাইট্রি, ফস, স্যাঙ্গুনেরি, ভেরেট-ভিরি)।

হার্ট-ফেলিওর—কনভ্যালে, ক্র্যাটিগাস, ক্যাসিওলাস, ষ্ট্রোফ্যান্থাস, ল্যাকে, ন্যাজা।

হৃৎপিণ্ডের পীড়াজনিত শোথ—ডিজি, এপোসাই, হেলিবো, ল্যাকে, এপিস, আর্স।

হৃৎপিণ্ডের বিবর্দ্ধন—(হাইপারট্রফি)—আর্স-আয়োড, আয়োড, অরম, ক্যালমি এমিল-নাই, আর্ণি, আর্স, ডিজি, ন্যাট-মিউর, ব্রোমি, ক্যাক্টস, গ্লোনয়িন।

এবিস-৮—হৃৎপিণ্ডে তীক্ষ্ণ বেদনা, হৃৎক্রিয়া ধীর, ট্যাকিকার্ডিয়া, ব্রাডিকার্ডিয়া, গলা যেন কেহ চাপিয়া ধরিয়াছে। হৃৎপিণ্ড জোরে চলে, পিঠের দিক হইতেও শোনা যায়।

কলচিকাম-২৬৬—বাতের বেদনা হৃৎপিণ্ডে পরিচালিত (ম্যাগনোলি, এব্রোটেনাম)।

একোনাইট ফেরক্স-৪০, ৪৭—হৃৎপিণ্ডের বা ফুসফুসের পীড়ায় অত্যন্ত শ্বাসকষ্ট, ঘন ঘন শ্বাস-প্রশ্বাস, হাঁইপাঁই করা, শুইতে না পারা, বসিয়া থাকা।

সিমিসিফিউগা-৫২—বাম স্তনের বেদনা, এনজাইনা পেক্টোরিস।

এবসিন্থিয়াম-১১—অসমগতি, হৃৎপিণ্ড খুব জোরে জোরে চলে, পিঠের দিক হইতেও তৎশব্দ শোনা যায়।

ইউফর্কিয়ম-৩১৬—হৃৎপিণ্ডে ক্ষীণ, হৃৎপিণ্ড মধ্যে যেন একটা পাখী ঝটপট করে এমন স্থূল নাড়ী, নাড়ীর গতি মিনিটে ১২০/১২৫ বার।

ম্যাগ-কার্ব্ব-৪৫৫—বুকে বেদনা, শ্বাসকষ্ট, হাঁইপাঁই করে, রক্তমিশ্রিত গয়ার, কাশি।

আর্স-১২৯—হৃৎপিণ্ড কাঁপে, সামান্য উত্তেজনাতেই বুক ধড়ফড়ানি, দুর্ব্বলতা।

আর্স-আয়োড-১৩৪—হৃৎপিণ্ডের বিবৃদ্ধি বুক ধড়ফড়ানি, হাঁপানির মত টান।

ব্রোমিয়ম-১৭১—হৃৎপিণ্ডের বিবৃদ্ধি, একটু চলিলে বা উঠিয়া বসিলেই বুক ধড়ফড় করে, নাড়ী ধীরগতিশীল , মোটা ও কঠিন।

* ষ্টিগমেটা-মেডিস (Stigmata Medis) —যান্ত্রিক হৃৎপীড়া তৎসহ নিম্নাঙ্গের অত্যন্ত ফোলা ও প্রস্রাব।

স্ক্রফুল্যারিয়া-৬৯৭—বুকের ২য় পঞ্জরের নিম্নে বেদনা।

ক্যাক্টস-১৭৯, লিলিয়ম-১৭৯—বুক ভারী, বুকে যেন কিছু চাপান আছে, হৃৎপিণ্ডে যেন একবার মুঠা করিয়া ধরে আবার ছাড়িয়া দেয়, শ্বাসকষ্ট, শোথ, বমি, পার্শ্বে শুইতে অক্ষম, বুক-ধড়ফড়ানি (প্রবল হৃৎস্পন্দন ও বুক ধড়ফড়ানিসহ রক্তউঠা—৪৮১)।

হিমাটক্সাইলন-৬৮৬—এনজাইনা-পেক্টোরিস রোগে (হৃৎশূলে) ইহা বিশেষ উপকারী। ক্যাক্টস, লিলিয়মের মত বুকের নানাস্থানের দৃঢ়াবদ্ধভাব ইহাতেও আছে ; ভীষণ বুক ধড়ফড় করে, দেহ হাত-পা কাঁপে।

কটিলিডন-৬৮৩—বুক থেকে স্কন্ধাস্থি কিম্বা স্কন্ধাস্থি থেকে বাম বুকে এবং ডান স্তনের নীচে ও ডান বুকে বেদনা।

ক্যাল্‌কেরিয়া-আর্স-১৮৩—বেদনা, বুক ধড়ফড় করা, মোটা স্ত্রীলোকের ঋতুবন্ধের বয়সে বুক ধড়ফড়ানি, শ্বাসকৃচ্ছ্রতা। নাড়ীর গতি দ্রুত।

সাইকিউটা-২৪২—বুক ধড়ফড়ানির সঙ্গে বুক কাঁপা।

কোকা-২৬৪—অত্যন্ত বুক ধড়ফড়ানি, শ্বাসকষ্ট, পেটে অত্যন্ত বায়ু জমা, হিমপ্‌টিসিস ও হাঁপানিতে শ্বাসকষ্ট।

ডিজিটেলিস-২৯৮—হৃৎপিণ্ডের ভালভের নানাপ্রকার কঠিন পীড়া, হৃৎপিণ্ডের বিবর্দ্ধন, হৃৎপীড়া জনিত শোথ, উদরী শ্বাসকৃচ্ছ্রতা, হার্ট-ফেলিওর।

এডোনিস-ভার্ণ্যালিস-২৯৯—পৃষ্ঠা দেখুন। ভ্যালভিউলার পীড়ায় কম্পেনসেসন ফেল হইলে ডিজিটেলিস উপকারী, কিন্তু কোনও কারণে উপকার না হইলে—বা ডিজিটেলিস সময় মত প্রয়োগ করিতে না পারিলে এই ঔষধটি প্রয়োগ করিবেন। এওটিক-ষ্টেনোসিস, মাইট্রাল রিগার্জিটেসন; নিম্নাঙ্গের শোথ, প্রস্রাবের পরিমাণ অত্যন্ত অল্প এবং অসমান-নাড়ীর গতি, কিডনীর ক্রিয়ার হ্রাস তজ্জন্য শোথ, এইগুলিও ইহার প্রধান লক্ষণ। হৃৎপিণ্ডের যান্ত্রিক পীড়া অর্থাৎ ভ্যালভিউলার পীড়া না হইয়া হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়ার ক্ষীণতা, স্বল্পাধিক শ্বাসকষ্ট, হাঁই পাঁই করা, হৃৎশূল ইত্যাদিরও ইহা উৎকৃষ্ট ঔষধ।

স্পারটিয়ম-স্কোপারিয়ম-৬৯৯—ফংসন্যাল, অর্গানিক, মাইট্র্যাল-ভলভের পীড়া—৩x শক্তি।

ফেরম-মেট-৩২০—নাড়ী খুব মোটা; কিন্তু কোমল, রক্তহীনতার জন্য বুক ধড়ফড়ানি, নড়িলে চড়িলে বৃদ্ধি।

জেলসি-৩৩২—মূর্চ্ছাবায়ুগ্রস্তা স্ত্রী, বুক ধড়ফড়ানি ও বুকে চাপবোধ, হৃৎক্রিয়া ক্ষীণ, মনে হয় এখনই বন্ধ হইবে, শোকজনিত পীড়া, গলায় বোধ হয় যেন একটা চাপ আছে।

গ্লোনয়িন-৩৩৫—অত্যন্ত বুক ধড়ফড়ানি, উহা বুকে ভিন্ন আঙুলের ডগায় পর্যান্ত অনুভব হয় (এনজাইনা পেক্টোরিস), প্রত্যেক হৃৎস্পন্দন নিজের কাণে শুনিতে পায়।

গ্রিণ্ডেলিয়া-৩৪৫—ঘুমাইতে ঘুমাইতে হঠাৎ শ্বাসবন্ধের মত হয়, তজ্জন্য বুক ধড়ফড় করিয়া উঠিয়া পড়ে, নিশ্বাস ফেলিবার জন্য আঁকুপাঁকু করে।

লরোসিরেসাস-৪৩৫—একটু চলাফেরায় বা সামান্য পরিশ্রমে কিম্বা নীচু হইতে উপরে উঠিলেই বুক ধড়ফড় ও হাঁইপাঁই করে, নিশ্বাস বন্ধের মত হয়।

পিওনিয়া-৫২১—বামবুকে খোঁচান ব্যথা, বুকের ব্যথা হৃৎপিণ্ড দিয়া পিঠে যায়।

লাইকোপোডিয়ম-৬৫৩—আহারের পর বুক ধড়ফড় করে।

লাইকোপাস-৪৫০—হার্টের বিবৃদ্ধি, ভল্ভের পীড়া, হৃৎস্পন্দন, ব্লড-প্রেসার বৃদ্ধি।

ফ্যাসিওলাস-৫২৭—দ্রুত নাড়ী, দীর্ঘ গভীর ও ধীর শ্বাসপ্রশ্বাস, হার্টের চারিদিকে বেদনা। ভীষণ বুক ধড়ফড়ানি, ক্র্যাটিগাসের মত সঙ্গে সঙ্গেই উপকার হয়।

** ফাইজসটিগমা—ভীষণ বুক ধড়ফড়ানি, গলায় মাথায় ও কপালে পর্য্যন্ত অনুভব।

আয়োডাম-৩৮০—হাইপারট্রফি-অফ-দি হার্ট, তাহার সহিত বুক ধড়ফড়ানি, মাঝে মাঝে বুক যেন চাপিয়া ধরে।

থাইরয়ডিন ৩ x, ৬, ৩০—দুর্ব্বল দ্রুতগতি নাড়ী, শুইতে অক্ষমতা, ট্যাকিকার্ডিয়া, হার্ট যেন সঙ্কুচিত, উদ্বেগ, সামান্যমাত্র পরিশ্রমেই বুক ধড়ফড় করা, হৃৎপিণ্ডে ভীষণ বেদনা, হৃৎক্রিয়ার ক্ষীণতা।

লেপিডিয়ম-৬৯০—বুকের চারিদিকে যেন খুব জোরে শক্ত করিয়া বাঁধা, বোধ হয় যেন কেহ হৃৎপিণ্ডের মধ্যে ছুরি বিদ্ধ করিতেছে।

মার্টস-কমিউনিস-৪০১—বাম বুকে ছুঁচফোটান বেদনা ও জ্বালা অনুভব, বুক দুরুদুরু করিয়া প্রচণ্ড শুষ্ক ঘঙ্ ঘঙে কাশি।

ক্যালি-হাইড্রো-৪০৮—যেন কেহ হৃৎপিণ্ডে চাপিয়া ধরে তজ্জন্য যেন দম আটকায়, হঠাৎ ঘুম ভাঙ্গিয়া উঠিয়া পড়ে।

মস্কাস-৪৮৩—হঠাৎ বুক খিলধরার মত কিম্বা গলনলীতে আক্ষেপিক একপ্রকার বেদনা, যেন নিশ্বাস বন্ধ হয়, দম আটকায় ; বুক ধড়ফড় করে।

ক্যালি-নাইট্রিকাম-৪১১—অত্যন্ত শ্বাসকষ্ট; কিন্তু সর্দ্দি খুব সহজে অল্প কাশিলেই উঠে, বুকে ছুঁচফোটান ব্যথা বা জ্বালা।

ক্যালমিয়া-৪১৫—নাড়ী খুব ধীরগতি ও ক্ষীণ। স্পন্দন মিনিটে ৩০/৪০, বাতরোগ, বাহ্য ঔষধে আরোগ্য হইবার পর পীড়া।

ল্যাকেসিস-৪২৭, ১৭৯—হৃৎপিণ্ডে চাপিয়া ধরার মত বেদনা, যেন দম বন্ধ হইবে, ঘুম আসিলে বা ঘুমের পর রোগ লক্ষণের বৃদ্ধি, শুইতে পারে না, বসিয়া থাকে।

ফসফরাস-৫৩২—ফ্যাটি-ডিজেনারেসন, বুকে রক্ত সঞ্চালন, বুকে ধড়ফড়ানি।

রসটক্স-৫৬৯—বাতজনিত পীড়া, হাইপারট্রফি, বুক ধড়ফড়ানি—স্থির হইয়া থাকিলে বৃদ্ধি, হৃৎপিণ্ডে যেন ছুঁচ ফোটায়।

থিরা-৬২৯—হৃৎপিণ্ডের স্থানে বেদনা, অত্যন্ত বুক ধড়ফড় করে, বামদিকে শুইতে না পারা বুকের ভিতর যেন পাখি ঝটপট করে, নাড়ী দ্রুত ও সবিরাম।

লোবেলিয়া-পাপি-৪৪৪—হৃৎপিণ্ডের জোর প্রতিঘাত, মনে করে যেন ঢাক বাজাইতেছে।

এষ্টিরিয়াস-১৪০—বক্ষের বামদিকের ও বাম হাতে নিউর্যালজিয়া।

ক্ষত।

মুখের মধ্যে ও গলায়—এসিড-ফ্লোর-২০, এসিড-মিউর-২৫, এসিড-নাইট্রিক-২৮, এসিড-সলফ-৩৮, ব্যাপটি-১৫১, ব্যারাইটা-কার্ব্ব-১৫২, বোরাক্স-১৬৮, ফাইটো-৫৪৫, কর্ণাস-২৮১, আইরিস-৩৮৮, মার্ক-সল-৪৬৯, কচলিরিয়া-১৯৭, করিড্যালিস-১৯৭, ক্যালি-বাইক্রম-৩৯৬, আর্স-১৩১, ক্যালি-ফ্লোর-৪০৫, হাইড্রাষ্ট-৩৬৪, ল্যাকে-৪২৪।

শিশুদের মুখক্ষত—ইউপেট-এরোম্যাটিক—১৯৭, বোরাক্স—১৬৮, কর্ণাস-সার্সি—২৮১, এসিড-নাই-২৬, মার্ক-সল-৩৮৮, হাইড্রাষ্ট-৩৬৪, এসিড-সলফ-৩৮, ক্যালি-ফ্লোর-৪০৫।

পোড়া-ঘা—৭০৪ পৃষ্ঠায় অগ্নিদগ্ধ দেখুন।

মাঢ়ীতে ও দাঁতের গোড়ায় ক্ষত—এন্টিপাইরিণ-১০০, হেক্লা-লাভা-৩৫১, এসিড-নাইট্রিক-২৮, ল্যাকে-৪২৪, ফস-৫৩৩, এসিড-ফ্লোর-১৯১, অরম-মেট-১৪৩।

অস্থিক্ষত—এসিড-ফ্লোর-১৯, এঙ্গাষ্টিউরা-৮৮, ১৩৯, এসাফিটিডা, হাইড্র্যাষ্টি-৩৬৪, অরম-মেট-১৪২, ফস-৬৩৩, অরম-মিউর-২০৭, (ভিন্ন ভিন্ন স্থানের ভিন্ন ভিন্ন প্রকার অস্থিক্ষত ২০৫ পৃষ্ঠা দেখুন) ষ্ট্যাফিসেগ্রিয়া-৬১৯—অস্থির ও পেরিষ্টিয়মের ভিতর পূঁযক অস্থিস্ফোলা।

কার্ডি—এসিড-নাইট্রিক-১৯।

জিহবার ক্ষত—ক্যালি-বাই-৩৯৬, ক্যালি-ফ্লোর-৪০৫, ক্যালি-সিয়ানে-৪০৬।

নাসিকার অস্থিক্ষত—এসিড-ফ্লোর-২০, ক্যালি-ফ্লোর-১৯১, হাইড্র্যাষ্ট-৩৬৪, ল্যাক-ক্যানাইনাম-৪২০, ক্যালি-বাই-৩৯৬, অরম-মেট-১৪২, অরম-মিউর-২০৭।

লিঙ্গাগ্র চর্ম্মে ক্ষত—আর্স-হাইড্রোজেন-১৩৩।

পুর্ব্বপুরুষাগত উপদংশজ বা অর্জ্জিত উপদংশের ক্ষত বা চর্ম্মপীড়া—থুজা-৬৩০। (ইহা আর্স-আয়োড বা এসিড নাইট্রিকের পর উত্তম ফলদায়ক)।

অন্যান্য স্থানের ক্ষত—পায়ের তলায় , পায়ের আঙুলে—এসিড-নাইট্রি-২৭।

আঘাত জনিত ক্ষত—ক্যালোমেল-২৩৫।

জুতার ক্ষত, পায়ের গোড়ালীর ক্ষত—এলিয়ম সিপা-৬৬,..ফিমার, টিবিয়া প্রভৃতি লম্বা অস্থির ক্ষত—এঙ্গাষ্টিউরা-৮৮,.....টিবিয়ার ক্ষত—এসাফিটি-১৩৮,.....পারদ সেবন কিম্বা উপদংশজনিত—এসাফিটি-১৩৮....কপালের অস্থিক্ষত—অরম-১৪৩,........গলার ভিতর উপদংশের—এসিড-ফ্লোর-২০,.....ক্ষত আরোগ্য হইয়া পুনরায় লালবর্ণ হইয়া উঠে—এসিড-ফ্লোর-২০,......ক্ষত শীঘ্র শীঘ্র বাড়িয়া পড়ে, একটুতেই রক্তস্রাব হয়—

এসিড-নাই-২৯, ফসফরাস-৫৩৩, ...হাজা ঘা —এগারিকাস-৬০...জরায়ুতে ক্ষত—এসিড-নাইট্রিক-৩১.....লিউপাস, অরম-আয়োড-১৪৪,.....মুখ, নাক প্রভৃতিতে দুর্গন্ধ ক্ষত, ক্ষত লালবর্ণ, কিন্তু বেদনাশূন্য—ব্যাপটি-১৫১.....হাঁটু হইতে নিম্ন পায়ের ক্ষত—লাইকো....মাথার হাড়ে—ক্যাল-ফ্লোর—১৯০.....মলদ্বারের ও কোমরের নীচে সকল স্থানের —পিওনিয়া-৫২১। সেপটিক ক্ষত, দূষিত ও দুরারোগ্য ক্ষত—ষ্ট্যাফাইলোকক্কি; ষ্ট্রেপটোকক্কিন—২০০, পর্য্যায় দিবসে প্রাতে ১ মাত্রা করিয়া সেবন করিয়া দুই বা চার দিন অপেক্ষা করা।....প্রায় সর্ব্বপ্রকার একজিমা—দুর্ব্বা-৬৪।

উপদংশের ক্ষত—অরম, হিপার, ষ্ট্যাফি, ক্যালি-আয়োড, মেজেরিয়ম, আর্স-হাইড্রো-থুজা, আর্স-আয়োড।

কাউর ঘা—৬১৫ পৃষ্ঠা সলফার দেখুন।

পাকস্থলীতে ক্ষত—আর্স, ক্যালি-বাই, ইউরেণ-নাই, আর্জেন্টি, ক্রিয়ো, হাইড্রাস, ফস। বগলে ক্ষত এবং কাণে পুনঃ পুনঃ গ্ল্যাণ্ড হইয়া পাকিলে ও ক্ষত হইলে—ইল্যাপ্স।

প্রমেহের জন্য মুত্রনলীর ক্ষত—এসিড-নাই, হাইড্রাস।

গ্যাংরীণ—হিপার, ল্যাকে, কার্ব্বো, এচিনেসিয়া, ক্রোটেলাস।

ক্ষতের প্রকৃতি—গভীর—এডিস-নাই,...এবড়ো, থেবড়ো, অথবা ভাসা—মার্ক সল....পাঞ্চ করার মত গোল—ক্যালি-বাই...গভীর, উপরের দিকে বিস্তৃত হয়—কার্ব্বো.... গোলাকার, নীচের দিকে যায়—ক্যালি-বাই....শীঘ্র সারে না, রঙ কালচে নীল—ল্যাকে .... রঙ নীল-এসিড মিউর, ... কালচে নীল- আর্ণি, কার্ব্বো, হ্যামা, ক্রোটে... সহজেই রক্ত পড়ে, রাত্রিতে যন্ত্রণা বৃদ্ধি—মার্ক-ভাইভাস....একটু স্পর্শে ও ঠাণ্ডাজলে যন্ত্রণার বৃদ্ধি—এসিড-নাই।

ষ্টমাটাইটিস—আইরিস, ক্যালি-ক্লোর.....ক্যাংক্রম-অরিস—ক্যালি ক্লোর।

আর্জেন্টি-নাই-১১৯—ক্ষতে গ্র্যাণুলেসন অধিক হয়।

আর্স-১৩১, ব্যথা, দুর্গন্ধস্রাব হাজিয়া যায়।

ব্যালসামম্—১৪৮—ঘন দুর্গন্ধ পূঁয সকল প্রকার পচা ক্ষত (এচিনেসিয়া)

বোরাক্স-১৬৮—মুখের ও জিহবার ক্ষত, রক্ত পড়ে, শিশু স্তন্যপান করিতে পারে না। জিহবার ও তালুর শেষভাবে ঘা।

এরগ্রো-ডোনাক্স-৫৯৭—লম্বা অস্থির শোষ ঘা। পুরাতন ক্ষত, শোষের ক্ষত।

গাণ-পাউডার-৫৯৬—ক্ষত কিছুতেই আরোগ্য না হইলে।

সেমপার-ভাইনাম-৬৯৭—মুখের সাংঘাতিক ক্ষত, জিহ্বায় ক্ষত হইতে রক্ত পড়া, বেদনা।

সিডাম-এক্রি-৬৯৭ রেক্টামে ফাটা ক্ষত, মলত্যাগের কিছু পরে জ্বালা।

মার্কুরিয়স-১৬৮—মুখের ঘায়ে অত্যন্ত লালা ঝরে।

এনথ্রাসিনাম-শব ব্যবচ্ছেদকালীন কাটিয়া যাইয়া ক্ষত, বেড-সোর।

এসিড-কার্ব্বল-১৭—পোড়া ঘায়ে কিম্বা কোনও ক্ষতে বিশ্রী দুর্গন্ধ।

...ফ্লো-১৭৮—সামান্য আঘাতে ও পাকে, মুখে ও গণ্ডদেশে ক্ষত হইয়া ছিদ্র ...।.....ক্যাল-ফ্লোর-১৯১—মাথায় হাতে বা ঘাড়ে পূঁয।

ঘুম ...

ইউফর্ব্বিয়াম-৩১৫—বহুকালের ধীরগতিশীল দুরারোগ্য ক্ষত।

ক্যাল্-সলফ-১৯৫, ৫৫৮—ক্ষত, কাণের পূঁয, স্ফোটক, প্রভৃতি হইতে ক্রমাগতই পূঁয গড়াইতেছে; কিন্তু পূঁযের পরিমাণ কমিতেছে না, পূঁয গন্ধহীন, ঘন, সাদা, রক্তমিশ্রিত। কাটিয়া যাওয়া, আঘাতলাগা ইত্যাদিতে ক্ষত হইয়া শীঘ্র শুকাইতে চাহে না। কোন চর্ম্মপীড়ায় হলদে রঙের মামড়ি পড়ে, চুলের গোড়ায় ফুস্কুড়ির মত উদ্ভেদ, চুলকাইলে রক্ত পড়ে ইত্যাদিরও ইহা ভাল ঔষধ।

ক্যাল্কেরিয়া-হাইপোফস-১৯৬—স্ফোটক উঠিবার সময় পূঁয হওয়া নিবারণের জন্য ব্যবহার্য্য। পূঁয হইলেও অনেক সময় বসিয়া যায়।

সাইলিসিয়া-১৯৬—পূঁয দুর্গন্ধ, জলের মত তরল, কলতানির মত, অত্যন্ত দুর্গন্ধ।

কচ্লিরিয়া-১৯৭—মুখ, মাঢ়ী ও গলার সকলপ্রকার ক্ষতে কুল্লীর নিমিত্ত ব্যবহার্য্য।

করিড্যালিস-১৯৭—গর্মীপীড়াগ্রস্ত ব্যক্তির মুখ ও গলক্ষত।

কর্ণাস সার্সিনেটা -১৯৭—ইউপেট এরোম্যাটিক-১৯৭—দুগ্ধপোষ্য শিশুর মুখের ভিতর ঘা, মুখে জলফোস্কা।

গর্মীর-ক্ষত—আর্স-হাইডোজেন—১৩৩, মার্ক-সল—৪৭৪, সিফিলিনাম—৬২১, এসিড-নাইট্রিক—২৮, মার্ক-কর—৪৭৪।

কার্ব্বো-ভেজ-২২০—ক্ষত অগভীর, অত্যন্ত জ্বালা, যন্ত্রণা, উপরদিকে বিস্তৃত হয়।
(ছটফটানি, অন্তর্যাতনাসহ—আর্সেনিক-১২৪)।

ক্ষত গ্যাংরীণে পরিণত—কার্বের্বা-২২০, ল্যাকে—৪২৪ (ক্রোটেলাস দেখুন)।

এসিড-ফ্লোর-২০—পুরাতন ক্ষতচিহ্ন পুনরায় লাল হইয়া উঠে, পাকে, ঘা হয়।

ক্ষতে অত্যন্ত পচা গন্ধ থাকিলে—সিষ্টাস-লোসনে ধৌত—২৫৫, কার্ব্বলিক লোসনে ধৌত ও কার্ব্বলিক-লিনিমেন্ট বাহ্যে প্রয়োগ-১৭... কোনিয়ম-২৭৭—ষ্টার্ণম অস্থিতে ক্ষত।

গ্লোনয়িন-৩৩৬—ক্ষতস্থান ভাল হইয়াও পুনরায় অত্যন্ত যন্ত্রণা হয়, পাকে (আরোগ্য হইয়া পুনরায় লাল হয়—এসিড-ফ্লোর)।

গুয়েকাম-৩৪৫—গর্মীপীড়ায় ২য় অবস্থায় গলায় ও তালুতে ক্ষত, আক্রান্ত স্থান ছিদ্র হয়।

হিপার-৩৬২—পারদসেবীদের ক্ষত কিম্বা যে ক্ষত শীঘ্র আরোগ্য হইতে চাহে না, অথবা ক্ষত খুব গভীর ও নহে, দুর্গন্ধ পূঁয-রক্ত বাহির হয়, অত্যন্ত স্পর্শকাতরতা (পারদ ও উপদংশ মিশ্রদোষ থাকিলে—এসিড-নাইট্রি—৩৬২)।

র‍্যাটান্হিয়া-৫৬৩—ভগন্দর, মলদ্বারে ফাটা ঘা, স্তনের বোঁটায় ফাটা ঘা।

ল্যাকেসিস-৪২৪—মাঢ়ী ও দাঁতের গোড়ায় ক্ষত, দাঁত নষ্ট হয়, মুখে পচা দুর্গন্ধ।

লাইকোপোডিয়ম-৪৫০, ৪৯০—হাঁটুর নিম্নে ক্ষত, একটুতেই রক্ত পড়ে, সহজে আরোগ্য হয় না। পথ হাঁটিয়া পায়ের গোচে ক্ষত।

গ্যালিয়ম-এপেরিণ-৬৮৫—ক্যানসারের মত ক্ষত।

ফিউলিগো-লিগনি-৬৮৫—অণ্ডকোষের কানসার, এপিথিলিয়াল-ক্যানসার, রক্তস্রাবসহ জরায়ুর ক্যান্সার।

মেজেরিয়ম-৪৮০—গর্মীপীড়াহেতু ফ্যারিংস, লেরিংস, ইসোফেগাসে ক্ষত, বেদনা, জ্বালা, নাসিকার পচা ক্ষত, নাসিকার ও মুখের অস্থিতে বেদনা।

ন্যাট্রম-কার্ব্ব-৪৯০—পথ হাঁটিয়া পায়ের তলায় ও গোড়ালিতে ক্ষত (হাতের সন্ধির ক্ষত—সিপিয়া)। ফসফরাস-৫৩৩—রক্তস্রাব দেখুন।

ফাইটোলক্কা-৫৩৯—জিহবার পার্শ্বে ও গলায় ভিতর ক্ষত, মুখ দিয়া চটচটে আঠার মত স্রাব নির্গমন, পুরাতন ক্ষত, পাঞ্চকরার মত ক্ষত।

ষ্ট্যাফিসেগ্রিয়া-৬০৭—ধারাল অস্ত্রে কাটিয়া যাইয়া ক্ষত, পারদ কিম্বা উপদংশের ক্ষত, উরুর ক্ষত, মুখের ও মাঢ়ীর ক্ষত।

ওলিয়েণ্ডার-৫১৫—অণ্ডকোষে, উরুতে ও ঘাড়ে হাজা ঘা, স্পর্শকাতরতা বেদনা।

ইউফর্ব্বিয়া-ল্যাথাইরিস-৩১৬—চর্ম্মে প্রথমে সামান্যমাত্র প্রদাহ হইয়া ক্রমে শরীরের সকল স্থানে লালবর্ণের দাগ বাহির হয়, ফোলে, জ্বালা করে। অণ্ডকোষে প্রদাহ ও ক্ষত তাহাতে অসহ্য চুলকানি ও জ্বালা (কোন চর্ম্ম পীড়ায় অসহ্য চুলকানি, শরীরের ভিন্ন ভিন্ন অংশের অল্প পরিসর স্থানে উদ্ভেদ, চর্ম্ম শুষ্ক ও খসখসে থাকিলে—এসিড-ফ্লোর-২০)।

ক্যালি-ফ্লোর-৪০৫—ষ্টমাটাইটীস, পাকস্থলীর ক্ষত, অন্ত্রের ক্ষত, মাঢ়ীর ক্ষত, পারদের জন্য মুখের ও জিহবার ক্ষত, আমাশয়ে অন্ত্রে ক্ষত, স্তন্যদাত্রী প্রসূতির মুখের ক্ষত, মুখের গ্যাংরীণ, ক্যাংক্রম-অরিস।

ইউফর্ব্বিয়ম-৩১৫—গণ্ডে ইরিসিপেলাস, গ্যাংরীণ, একজিমায়, পূযভরা উদ্ভেদ।

৮৮৬—পৃষ্ঠায়—মাইরিষ্টিকা—সেবিফেরা দেখুন।

ঘোড়ার পায়ে ও ক্ষুরে ক্ষত—ব্যাডিয়াগা—১৪৭।

ক্ষুধা।

ফেরম-মেট-৩১৯—রাক্ষুসে ক্ষুধা, কখন ও ক্ষুধা লোপ।

লাইকোপোডিয়ম-৪৪৮—খুব ক্ষুধায় ২/৪ গ্রাস খাইলেই পেট ভরে।

ন্যাট্রম-মিউর-৫৩১—সদাই খাই খাই, ক্ষুধার যেন নিবৃত্তি নাই, প্রচুর আহার সত্ত্বেও শরীরের উন্নতি হয় না, আহারের পর ঘুম, ক্লান্তিভাব।

আয়োডাম-৯—সদাই ক্ষুধা, খাবার জন্য কেবল কাঁদে।

সারাসিনিয়া-৫৮২—সকল সময়েই ক্ষুধা, আহার করিয়া উঠিয়া তখনই আবার খাইতে চায় ও ক্ষুধা, খাবার পর ঘুম আসে।....সিনা-২৪৫—ক্রিমিগ্রস্ত শিশুদের ক্ষুধা।

জেনসিয়ানা-২৮৫—পাকস্থলীর পীড়া, ক্ষুধা বৃদ্ধি ও টনিকের মত ক্রিয়া হয়।

ক্ষৌরকণ্ডু (দাড়ীতে ইরাপ্সন)।

টেলুরিয়ম-৬২৭—পৃষ্ঠা দেখুন। সল্ফার-আয়োড, সাইকিউ।

পর পৃষ্ঠায় উক্ত পীড়াগুলির সূচীপত্রাঙ্ক দেওয়া হইল।

N.C Ghosh Birth 20.3.1878 —Wed. X. XX. XX. XX. XXX. XXX. XXX. XXXX. XXXX. XXXX. XXXX. XX. XXXX. XXXXXX. XXXXXX—00.	বিবাহ-২৬/১/১৩৩৭। নরেশ-২৯/৬/১৩৩৯ ইং ১৫/১০/৩২। নিশীথ-২৮/৬/১৩৪৫, ইং ১৫/১০/৩৮। পঞ্চানন-ইং ১৯৩১/২৮ জুন। নিশীথ ভর্ত্তি-ইং ১৯/১/৪৮, ১০ বৎসর। c. iv নরেশ-ঐ-১৮/২/৪৩, ১০ বৎসর। c. v.